Contents

ইসলামী বিশ্বকোষ

তৃতীয় খন্ড

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

الـمـوسـوعـة الاسـلا مـيـة
بـالـلـغـة الـبـنـغـالـيـة
الـمـجـلـد الـثـالـث

ইসলামী বিশ্বকোষ

তৃতীয় খণ্ড

আল-‘আরাবিয়্যা—ইনকিলাব

সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও তৎকর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

ইসলামী বিশ্বকোষ (৩য় খণ্ড) (পৃষ্ঠা ৮০০)

ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম প্রকল্পের
আওতায় সংকলিত ও প্রকাশিত

ইবিবি প্রকাশনা ঃ ৫০
ইফাবা প্রকাশনা ঃ১৩২৫/২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.০৩
ISBN : 984-06-1087-3

প্রথম প্রকাশ
জুমাদা আল-আওয়াল ১৪০৬
মাঘ ১৩৯২
জানুয়ারী ১৯৮৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০০০
ভাদ্র ১৪০৭
জুমাদা আছ-ছানী ১৪২১

দ্বিতীয় সংস্করণ
আষাঢ় ১৪১৩
জুমাদা আল-আওয়াল ১৪২৭
জুন ২০০৬

প্রকাশক
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল-আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎ গুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
গ্রাফিক আর্টস (জু.)
২৫, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ ৫৯০.০০ টাকা মাত্র

Islami Bishwakosh (3rd Volume) 2nd ed. (The Encyclopaedia of Islam in Bengali) Edited by the Board of Editors and published by A. S. M. Omar Ali on behalf of Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mukarrarm, Dhaka-1000. Phone : 9551902 June 2006

web site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 590.00 ; US $ 30

সম্পাদনা পরিষদ (১ম সংস্করণ)

সম্পাদনা পরিষদ (২য় সংস্করণ)

Contents

আমাদের কথা

বিশ্বকোষ বিশ্বের সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার। সেই অর্থে ইসলামী বিশ্বকোষ হইল ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্নমুখী জ্ঞানের ভাণ্ডার। ইসলামের ব্যাপক বিষয়াবলী ইসলামী বিশ্বকোষের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নহে, বরং ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। একটি অনুপম জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলাম বিশ্বকে উপহার দিয়াছে একটি নৈতিক মানদণ্ড। ইসলামের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে আমরা পাইয়াছি জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধনা উজ্জ্বল অসংখ্য মহৎ ব্যক্তিত্ব।

সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামের স্থান সকল কিছুর শীর্ষে। জীবন ও ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে এবং সৃষ্টির প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের অখণ্ড মনোযোগ রহিয়াছে এবং সেই সঙ্গে রহিয়াছে উহার বিশেষ ভূমিকা ও অবদান। আর সেইজন্যই ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক, বৈচিত্র্যময় ও বহুমাত্রিক।

ইসলামের এই ব্যাপক ও বহুমাত্রিক বিষয়সমূহ বাংলাভাষী পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপনের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ১৯৮০ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে দুই খণ্ডে সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়।

বাংলাভাষী পাঠক সমাজে ইহার ব্যাপক সাড়া ও চাহিদা লক্ষ্য করিয়া পরবর্তী কালে পঁচিশ খণ্ডে বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিষয়ের ব্যাপকতার কারণে ষোলতম খণ্ড দুই ভাগে এবং চব্বিশতম খণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া মোট ২৮ খণ্ডে তাহা সমাপ্ত হয়। মাত্র ১৫ বৎসর সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় সর্ববৃহৎ এই প্রকাশনার কাজটি ২০০০ সালে সমাপ্ত হয়।

ইহা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হওয়ার পর লেখক, সাহিত্যিক, গবেষক, ছাত্র-শিক্ষক তথা প্রতিটি মহলে উহার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। ইসলামী বিশ্বকোষের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা তাহাদের জ্ঞানগবেষণা চালাইয়া যাইতে নিশ্চিন্ত বোধ করেন।

অত্যন্ত স্বল্প সময়ে এই বৃহত্তর প্রকাশনার কাজ আঞ্জাম দেওয়ার কারণে কোন কোন নিবন্ধ অপ্রতুল থাকিয়া যায়, আবার তথ্য ও উপাত্ত না পাওয়ার কারণে কোন কোন নিবন্ধ আশানুরূপ সমৃদ্ধশালী করা সম্ভবপর হয় নাই। তাই আরও সমৃদ্ধ আকারে ইসলামী বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভূত হয় যাহা প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি বিশ্বকোষেরই ধর্ম।

ইসলামী বিশ্বকোষের নিবন্ধগুলিকে আরও সমৃদ্ধ করার মানসে বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা ইহার সমস্ত নিবন্ধ পুনঃ সম্পাদনা করানো হইয়াছে। অনেক নিবন্ধই নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজানো হইয়াছে। বেশ কিছু নিবন্ধ সম্পূর্ণ নূতনভাবে লেখা হইয়াছে।

এইরূপে আজ ইসলামী বিশ্বকোষ তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহার সহিত জড়িত লেখক, সম্পাদক, প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট প্রেসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এজন্য তাহাদের সকলকেই মুবারকবাদ জানাই। মহান আল্লাহ তা'আলা সকলকেই তাহাদের এই কষ্টের বিনিময়ে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন।

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ। ইসলামী বিশ্বকোষ-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এজন্য আমরা সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে লাখো কোটি হ'াম্‌দ ও শোকর পেশ করিতেছি, পেশ করিতেছি অসংখ্য রুকূ ও সিজদা। কেবল তিনিই তওফীক দানকারী এবং তাঁহার বান্দাদেরকে মনযিলে মকসূদে পৌঁছাইতে একমাত্র তিনিই সাহায্যকারী। এতদসঙ্গে সালাত ও সালাম প্রিয়নবী সায়্যিদুল-মুরসালীন, খাতিমুন-নাবিয়্যীন, শাফী'উল-মুযনিবীন আহ'মাদ মুজতাবা মুহ'াম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যাঁহার সীমাহীন ত্যাগ ও অপরিসীম কুরবানীর ওসীলায় আমরা হিদায়াতরূপ অমূল্য সম্পদ লাভে ধন্য হইয়াছি আর পৃথিবীর মানবমণ্ডলী লাভ করিয়াছে আলোকোজ্জ্বল এক অতুলনীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সুস্থ সঠিক জীবনবোধ।

ইসলাম প্রচলিত অর্থে কেবল একটি ধর্মই নয়, একটি জীবন দর্শন, সেই সঙ্গে একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাও বটে। মানব সৃষ্টির সূচনা হইতেই ইসলাম মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে বিপুল অবদান রাখিয়াছে। শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, দর্শন, অধ্যাত্ম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান ব্যাপক ও বহুমুখী। শতাব্দী পরিক্রমায় সৃষ্ট এই সব অবদান মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে মুদ্রিত পুঁথির পৃষ্ঠায়, পাণ্ডুলিপিতে, স্থাপত্য নিদর্শনে, নানা সংগঠন ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে। পৃথক পৃথকভাবে ইহার কোন একটি বিষয়ের অধ্যয়নে যে কোন জ্ঞানপিপাসু পাঠক তাহার সমগ্র জীবন কাটাইয়া দিতে পারেন। এই ধরনের বিপুল বিষয়সমূহের মূল কথা ও তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া বিশ্বকোষে সংকলন করা হয়। ইসলামী বিশ্বকোষও তদ্রূপ ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যকীয় সংকলন। বিশ্বের অগ্রসর সমাজ কর্তৃক ইংরাজী, আরবী, ফারসী ও উর্দূসহ কয়েকটি ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উপমহাদেশের প্রায় একুশ কোটি বাঙলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য তাহাদের ধর্ম ও জীবনাদর্শ, তাহযীব-তমদ্দুন ও ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ইসলামী বিশ্বকোষ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। তাই তাহাদের, বিশেষ করিয়া বাংলাভাষী মুসলমানদের ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করিবার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা কর্মসূচী গ্রহণ করে। অতঃপর পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম পর্যায়ে দুই খণ্ডে বিভক্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশ করে এবং সেই সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ে আনুমানিক বিশ খণ্ডে বিভাজ্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনার কার্যক্রমও গ্রহণ করে যাহা পরবর্তী পর্যায়ে ২৫ (পঁচিশ) খণ্ডে উন্নীত হয়।

১৯৮২ সালে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইলে আগ্রহী পাঠক ইহাকে সাগ্রহে গ্রহণ করেন এবং স্বল্পতম সময়ে ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। অতঃপর পাঠকদের নিরন্তর তাকীদ ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মতামতের আলোকে আরও ৬৯টি নিবন্ধ সহযোগে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। পরম আনন্দের বিষয়, প্রকাশের অত্যল্প কালের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণটিও নিঃশেষিত হইয়া যায়। ফলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ হইতে ইহার তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করিতে হইয়াছে। বর্তমানে ইহাও সমাপ্তির পথে।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষের প্রতি পাঠক সমাজের এই বিপুল আগ্রহ যেমন আমাদিগকে বিস্ময়াভিভূত করে তেমনি বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশে উৎসাহিত করে, নিরন্তর পরিশ্রমে করে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। আর ইহারই ফলে ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে ইসলামী বিশ্বকোষ-এর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর ২০০০ সালের নভেম্বর মাসে ইহার সর্বশেষ খণ্ড হিসাবে ২৬ তম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ১৬তম খণ্ডটি ১৬শ খণ্ড (১ম ভাগ) ও ১৬শ খণ্ড (২য় ভাগ) এবং ২৪তম খণ্ডটি ২৪তম খণ্ড (১ম ভাগ) ও ২৪তম খণ্ড (২য় ভাগ) নামে দুই অংশে প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার জগতে গতিশীলতার ক্ষেত্রে ইহাকে অনন্য নজীরই বলিতে হইবে। স্মর্তব্য, ২য় ও ৩য় খণ্ড প্রকাশের মাঝে সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ-এর পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে আমাদিগকে অতিরিক্ত শ্রম দিতে হয়। অন্যথায় আরও সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ইহার প্রকাশ সম্ভব হইত। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ২৩ খণ্ডে সমাপ্ত উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ "দাইরা-ই মা'আরিফ-ই ইসলামিয়্যা" (দা.মা.ই.) সংকলন ও প্রকাশনায় ৪০ বৎসরের মত সময় লাগিয়াছে।

Contents

পরম আনন্দ ও সুখের বিষয় এই যে, শিক্ষিত ও সচেতন পাঠক সমাজ কর্তৃক আমাদের এই উদ্যোগ সাদরে গৃহীত ও প্রশংসিত হইয়াছে এবং ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রথম সংস্করণ হিসাবে প্রকাশিত ইহার সমুদয় কপি দ্রুত নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে। ইতোমধ্যে ১ম ও ২য় খণ্ডটি নিঃশেষ হইবার ফলে পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে ২য় মুদ্রণ প্রকাশ করিতে হয়। আশার কথা, বর্তমানে ইহাও শেষ হইয়া গিয়াছে। ফলে ইসলামী বিশ্বকোষ-এর এধরনের সম্ভাব্য চাহিদার কথা মনে রাখিয়াই ২০০০-২০০৫ সালের ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমলে গৃহীত জীবনী বিশ্বকোষ প্রকল্পের আওতায় ২২ খণ্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষ-এর কাজ শুরু হয় এবং ইহার আওতায় ইসলামী বিশ্বকোষ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কাজ হাতে নেওয়া হয়। অতঃপর প্রাথমিকভাবে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি সম্পাদনা পরিষদের নিকট ইহার সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই পরিষদ কর্তৃক ১ম ও ২য় খণ্ড সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। অতঃপর এই সংকলিত বিশ্বকোষটি অধিকতর সমৃদ্ধ নির্ভুল করিবার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে ৫টি সম্পাদনা সাব-কমিটি এবং এ সমস্ত সাব-কমিটির সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনা সাব-কমিটি এবং এ সমস্ত সাব-কমিটির সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়। আর এই পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত পাণ্ডুলিপিটি পরিপূর্ণ অবস্থায় এক্ষণে আমাদের আগ্রহী পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারায় আমরা পুনরায় আল্লাহ রাব্বু'ল-'আলামীনের দরবারে অশেষ হ'াম্‌দ ও শোকর আদায় করিতেছি।

নব পর্যায়ে ইসলামী বিশ্বকোষ (২য় সংস্করণ)-এর ৩য় খণ্ড সংকলন ও প্রকাশের পেছনে যাহাদের অনস্বীকার্য অবদান রহিয়াছে আমরা তাহাদের নিকট আমাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। বিশেষ করিয়া বিশ্বকোষের সম্মানিত লেখক ও অনুবাদক, শ্রদ্ধেয় সম্পাদকমণ্ডলী, বিশ্বকোষ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ইহার কম্পোজ, মুদ্রণ ও বাঁধাইকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট আমাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা সীমাহীন। আমরা তাহাদের জন্য জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পাকের দরবারে ইহার উপযুক্ত বিনিময় কামনা করি এবং তিনি ইহা তাঁহার শান মুতাবিক দিবেন বলিয়া আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস।

সম্পাদনা পরিষদের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন-সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দের প্রতি আমরা আমাদের ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি যাঁহাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্তমান খণ্ডের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিয়াছে। এতদসঙ্গে সম্মানিত লেখক ও অনুবাদকবৃন্দের প্রতিও আমরা আমাদের সীমাহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ইসলামী বিশ্বকোষ-এর বর্তমান খণ্ড প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান-এর নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি যিনি নানাভাবে উৎসাহ দিয়া এবং ইহার প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করিয়া ইহার প্রকাশকে সহজ করিয়াছেন। এতদসঙ্গে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব জনাব বদরুদ্দোজা, অর্থ পরিচালক জনাব লুতফুল হক, প্রকাশনা পরিচালক জনাব আবদুর রব, লাইব্রেরিয়ান জনাব সিরাজ মান্নান, পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালক জনাব নূরুল আমীন-এর নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু অত্র বিভাগে কর্মরত গবেষণা কর্মকর্তা ড. হাফেজ মাওলানা আবদুল জলীল, প্রকাশনা কর্মকর্তা মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, গবেষণা সহকারী মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুবসহ আমার সকল সহকর্মীর প্রতি তাহাদের নিরলস শ্রম ও আন্তরিক সহযোগিতার জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি। অতঃপর মডার্ণ কম্পিউটার প্রিন্টার্সকে কম্পোজ ও আল-আমিন প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্সকে মুদ্রণ ও বাঁধাই এবং প্রুফ রীডারবৃন্দকে ইহার নির্ভুল প্রকাশে সহযোগিতা দানের জন্য জানাইতেছি অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। আল্লাহ্ পাক সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা দিন, ইহাই আমাদের একান্ত মুনাজাত।

পরিশেষে ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের পক্ষ হইতে আমরা জানাইতে চাই, বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা একটি জটিল ও শ্রমসাধ্য কাজ। আল্লাহর অপার রহমত এবং সংশ্লিষ্ট সকলের দু'আ ও সহযোগিতা আমাদের সম্বল। ফলে সঙ্গত কারণেই ইহার নানা পর্যায়ে ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা সতর্ক ও সন্ধানী পাঠকের চোখে পড়িবে। তাই সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার নিকট আমাদের বিনীত আবেদন, মেহেরবানী করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান পরামর্শ দান করিবেন এবং পরবর্তী খণ্ডগুলি যাহাতে অধিকতর উন্নত, তথ্যসমৃদ্ধ ও নির্ভুল হয় সেজন্য আমাদের সাহায্য করিবেন।

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বিশ্বকোষ বিশ্বজগতের যাবতীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার। ইংরেজী Encyclopaedia-কে বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ বলা হয়; Encyclopaedia গ্রীক শব্দ enkyklios (বৃত্তাকারে বা চক্রাকারে) Paideia (শিক্ষা) হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার অর্থ দাঁড়ায় বিদ্যাশিক্ষা-চক্র বা পরিপূর্ণ জ্ঞান-সংগ্রহ।

জ্ঞানের সমুদয় শাখার ব্যাপক পরিচয় যে গ্রন্থে সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট হয় তাহাকে প্রায়শ সাধারণ বিশ্বকোষ বলা হয়। তেমনি কোন এক বা একাধিক সমজাতীয় জ্ঞানশাখার তথ্য সংকলনকে সেই বিশেষ জ্ঞানশাখার বিশ্বকোষ নাম দেওয়া হয়। সন্ধানকার্যে সুবিধার জন্য বর্তমানে বিশ্বকোষের প্রবন্ধগুলির শিরোনাম অভিধানের শব্দ বিন্যাসের মত বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত থাকে এবং "হাওয়ালা" (reference)-রূপে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া কখনও কখনও বিষয়বস্তুর শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে শ্রেণীক্রম অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধগুলি খণ্ডে খণ্ডে বিন্যস্ত হয়। প্রাচীন বিশ্বকোষগুলির প্রায় সবই শেষোক্ত ধরনের অর্থাৎ শ্রেণীক্রমে বিন্যস্ত এবং সাধারণত বিদ্যার্থীদের পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইত।

প্রাচীন গ্রীসে প্লেটোর শিষ্যদ্বয় স্পিউসিপ্পাস (Speusippus, আনু. ৩৩৯ খৃ. পূ.) এবং এরিস্টোটল (৩৮৪-৩২২ খৃ. পূ.) উভয়েরই বিশ্বকোষ প্রণেতা বলিয়া খ্যাতি আছে। স্পিউসিপ্পাস রচিত উদ্ভিদ ও প্রাণী বিষয়ক বিশ্বকোষের কিছু খণ্ডিত অংশমাত্র রক্ষা পাইয়াছে। বহু গ্রন্থ রচয়িতা এরিস্টোটল স্বীয় শিষ্যদের ব্যবহারের জন্য তাঁহার সময়ে পরিজ্ঞাত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার তথ্যাবলী বিষয় পরম্পরানুক্রমে কতকগুলি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

প্রাচীন রোমের খ্যাতনামা বিদ্বান মার্কাস টেরেন্টিয়াস ভ্যারো (Marcus Terentius Varro, ১১৬-২৭ খৃ. পূ.) সাহিত্য, অলংকার, গণিত, ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, সংগীত বিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য সম্বলিত Disciplinarum Libri IX নামে বিশ্বকোষ রচনা করেন। তাঁহার দর্শন বিষয়ক De Farma Philosophiae Libri III এবং সাত শত গ্রীক ও রোমানের জীবনী সংকলন গ্রন্থ Imagines বিশেষ প্রসিদ্ধ। রোমের "সবজান্তা" পণ্ডিত Pliny the Elder (২৩-৭০ খৃ.) Naturalis নামে একটি বিরাট বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ ৩৭ খণ্ডে সংকলন করেন। ইহাতে কয়েক শত গ্রন্থকারের রচনা হইতে সংগৃহীত বহু তথ্য ও কাহিনীর সমাবেশ রহিয়াছে। এই গ্রন্থে অনুসৃত পদ্ধতির সহিত আধুনিক বিশ্বকোষ রচনা ধারার অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। কালজয়ী বিশ্বকোষগুলির মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

মধ্যযুগে সেভিলের (Seville) বিশপ Isidore (আনু. ৫৬০-৬৩৬ খৃ.) তাঁহার রচিত Originum sive Etymologiarum Libri XX গ্রন্থে তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার তথ্যাদি সংকলন করেন। 'ঈসা ইব্ন য়াহ্'য়া আল-জুরজানী (মৃ. ১০১০ খৃ.) প্রাচ্যের অন্যতম খ্যাতনামা চিকিৎসা বিশারদ। তিনি চিকিৎসা বিষয়ে 'আরবীতে "আল-মিআঃ ফি'স-স'না 'আতিত'-তি'ব্বিয়্যা" নামে এক শত খণ্ডে একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। তিনি ইব্ন সীনা (৯৮০-১০৩৭ খৃ.) ও আল-বীরূনীর (খৃ. ৯৩৭-১০৪৮) শিক্ষক ছিলেন। ফরাসী দেশীয় Vincent of Beauvais (আনু. ১২৬৪ খৃ.) তাঁহার রচিত Bibliotheca Mundi or Speculum Majus গ্রন্থে ১৩শ শতাব্দীর সমুদয় বিদ্যা সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন। William Caxton-এর Myrrour of The World (১৪২২-১৪৯১ খৃ.) উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ এবং ইহা সর্বপ্রাচীন ইংরাজী বিশ্বকোষগুলির অন্তর্ভুক্ত। ফ্লোরেন্সের অধিবাসী Brunetto Latini (আনু. ১২১২-১২৯৪ খৃ.) ফরাসী ভাষায় বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানির ইতালীয় অনুবাদ Li Livers don Tresor।

সর্বপ্রথম যেসব গ্রন্থের নামে Encyclopaedia শব্দটি আধুনিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, জার্মান অধ্যাপক Johann Heinrich Alsted (১৫৮৮-১৬৩৮ খৃ.)-এর ল্যাটিন ভাষায় রচিত Encyclopaedia Septemtomis Distincta তাহাদের অন্যতম। ১৩৩০ খৃস্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। খৃস্টীয় ১৭শ শতক ও ১৮শ শতকের গোড়ার দিকে বিশ্বকোষ রচনার ধারা বিষয়ানুক্রমিক পদ্ধতি হইতে বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে পরিবর্তিত হইতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ Johann Jacob Hofmann-এর Lexicon Universal (১৬৭৭-১৬৮৩ খৃ.)-এর নাম করা যাইতে পারে।

ইংরেজী ভাষায় প্রথম বর্ণানুক্রমিক বিশ্বকোষ হইতেছে John Harris (আনু. ১৬৬৭-১৭১৯ খৃ.) কৃত Lexicon Technicum (১৭০৪-১৭১০ খৃ.)। গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিশ্বকোষ হিসাবে Ephraim Chambers's Cyclopaedia

(১৭২৮ খৃ.) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বহু বিশেষজ্ঞের রচিত প্রবন্ধ সংকলনের পদ্ধতি এবং প্রতি-বরাত (cross reference) সংযোজনের নীতি গৃহীত হয়।

পৃথিবীতে বিভিন্ন উন্নত ভাষাসমূহে অসংখ্য সাধারণ ও বিশিষ্ট বিশ্বকোষ রচিত হইয়াছে। সবদিক দিয়া বিচার করিলে ইংরাজী ভাষায় রচিত বিভিন্ন ধরনের বহু সাধারণ বিশ্বকোষের মধ্যে Encyclopaedia Britannica (১৭৬৮-১৭৭২ খৃ., প্রথম সংস্করণ ৩ খণ্ডে) সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। বিশিষ্ট বিশ্বকোষগুলির মধ্যে Encyclopaedia of Religion and Ethics, 12 vols. & Index, ed. James Hastings; Oxford Companion to English Literature, ed. Paul Harvey: Encyclopaedia of World Art, e. Massimo Pallotion; Encyclopaedia of the Social Sciences, 15 vols., ed. Edwin R. A. Seligman; Encyclopaedia of World Politics, ed. Walter Theimer; Pears Medical Encyclopaedia, ed. J.A.C Brown; The Universal Encyclopaedia of Mathematics with Foreword by Jamesdia R. Newman; Larouse Encyclopaedia of World Geography; Larouse Encyclopaedia of Earth, of Astronomy, of Pre-Historic and Ancient Art, of Byzantine and Medieval Art, of Renaissance and Baroque Art, of Ancient and Medieval History, of Modern History, of Mythology বিশেষ প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়।

কুরআন মাজীদ বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিদানের এবং আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি অনুধাবনের জন্য বিশেষ তাকীদ দিয়াছে। ইহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রাচীন মুসলিম জ্ঞান-তাপসগণের অনেকেই বিশ্বকোষ জাতীয় পুস্তক রচনা করিয়াছেন। মধ্যযুগে ইসলামী দুনিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল এবং 'আরবী ও অন্যান্য স্থানীয় ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

খৃস্টীয় নবম-দশম শতকে বিভিন্ন বিষয়ে আরবী ভাষায় বিশ্বকোষ (দাইরাতু'ল-মা 'আরিফ বা মাওসূ'আত - موسوعات) রচনা আরম্ভ হয়। খ্যাতনামা দার্শনিক ও চিকিৎসক আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন যাকারিয়্যা আর-রাযী (২৫১ হি./৮৬৫ খৃ.-৩১৩ হি./৯২৫ খৃ.) 'কিতাবু'ল-হাবী' নামে চিকিৎসা বিষয়ক একটি বিরাট বিশ্বকোষ রচনা করেন। ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিশ্বকোষখানির ৩য় সংস্করণ ১৯৫৫ খৃ. হায়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্যে) ছাপা হয়। কার্ডোভাবাসী আবূ 'উমার মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ্'মাদ ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহী (২৪৫ হি./৮৬০ খৃ.-৩২৮ হি./৯৪০ খৃ.) "আল-'ইক্'দু'ল-ফারীদ" নামে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানি ২৫ খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতি খণ্ড এক একটি মণিমুক্তার নামে নামকরণ করা হয়। ইহাতে বক্তৃতা, কবিতা, ছন্দ ও অলংকারশাস্ত্র, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়ে বহু দার্শনিক ও সাহিত্যিকের রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বিখ্যাত দার্শনিক মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন তারখান আবু'ন-নাস্'র আল-ফারাবী (২৬০ হি./৮৭৩ খৃ.-৩৩৮ হি./৯৫০ খৃ.) "ইহ্'স'াউ'ল-'উলূম" নামে একখানি সাধারণ বিশ্বকোষ রচনা করেন। ইহাতে সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থখানি ১৯৩২ খৃ. সংশোধিত আকারে ছাপা হয়। "রাসাইল ইখওয়ানি'স'-স'াফা" গণিতবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, অধিবিদ্যা, আধ্যাত্মিক বিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বিদ্যার বিশ্বকোষ। গ্রন্থখানি বিভিন্ন বিষয়ে রচিত ৫২টি পুস্তিকার সমষ্টি এবং আনু. ৩৫০ হি./৯৬১ খৃ. বহু জ্ঞান-গুণীর রচনা-সম্ভারে সংকলিত। ইরাকের মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইসহ'াক' ইব্ন আবী য়া'কূ'ব আন-নাদীম (মৃ. ৩৮৫ হি./৯৯৫ খৃ.) "ফিহ্রিস্ত আল-'উলূম" (জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূচী) নামক ১০ খণ্ডে একটি অমূল্য গ্রন্থ বিবরণী প্রণয়ন করেন।

আবু'ল-ফারাজ 'আলী ইবনু'ল-হু'সায়ন আল-ইস'ফাহানী (২৮৪ হি./৮৯৭ খৃ. ৩৫৬ হি./৯৬৭ খৃ.) রচিত "কিতাবু'ল-আগ'ানী" মুখ্যত সঙ্গীত বিষয়ক বিশ্বকোষ। ২১ খণ্ডে সমাপ্ত এই বিশ্বকোষখানিতে গ্রন্থকারের সময় পর্যন্ত রচিত যত আরবী কবিতায় সুর সংযোজিত হইয়াছিল তাহার উদ্ধৃতি রচয়িতা ও সুরকারের জীবনী ইত্যাদিসহ বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানির প্রথম ২০ খণ্ড ১৮৬৬ খৃ. ও একবিংশ খণ্ড ১৮৮৮ খৃ. মিসরে ছাপা হয়।

আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ আল-কাতিব আল্-খাওয়ারিযমী (মৃ. ৩৮৭ হি. ৯৯৭ খৃ.) অন্যতম প্রাচীন মুসলিম বিশ্বকোষ রচয়িতা। তিনি "মাফাতীহু'ল-'উলূম" নামে একখানি বিশ্বকোষ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্র, সংগীত বিদ্যা প্রভৃতি তৎকালে চর্চিত জ্ঞানের ১৫টি শাখা সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। ইহার অনেকাংশে গ্রীক ভাষা হইতে অনূদিত তথ্যের সংযোগ ঘটিয়াছে। ১৮৯৫ খৃ. লাইডেন হইতে Van Vloten ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

আবূ হ'ায়্যান 'আলী আত-তাওহ'ীদী (মৃ. ৪১৪ হি./১০২৩ খৃ.) "আল-মুক 'াবাসাত" নামে একটি বিশ্বকোষে বিভিন্ন বিদ্যা-সংক্রান্ত ১৩০টি বিষয়ের আলোচনা করেন। গ্রন্থখানি বোম্বাই, শীরায ও কায়রোতে প্রকাশিত হয়।

ইসমা'ঈল আল-জুরজানী (মৃ. ৫৩১ হি./১১৩৯ খৃ.) রচিত "য'াখীরা আল-খাওয়ারিযম শাহী"৯ খণ্ডে বিভক্ত চিকিৎসা বিষয়ক ফারসী বিশ্বকোষ; উহাতে পরে ১০ম খণ্ড সংযোজিত হয়। সিসিলীর মুসলিম পণ্ডিত আবূ 'আব্দিল্লাহ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-ইদ্রীসী (৪৯৪ হি./১১০০ খৃ.-৫৬২ হি./১১৬৬ খৃ.) 'নুযহাতু'ল-মুশ্তাক' ফী ইখ্তিরাকি'ল-আফাক'' নামে একটি ভৌগোলিক বিশ্বকোষ রচনা করেন। বিখ্যাত

ভূগোল বিশেষজ্ঞ য়াকূত ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ আল-হামাবী (৫৭৫ হি./১১৭৯ খৃ.-৬২৭ হি./১২১৯ খৃ.) ও "মু'জামু'ল-বুল্‌দান" নামে একটি ভূগোল বিষয়ক বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানি ১৮৬৬ খৃ. লাইপ্‌ৎসিকে (Laipzig) ছাপা হয়। এই গ্রন্থকারের "মু'জামু'ল-উদাবা" (বা ইরশাদু'ল-আরীব ইলা মা'রিফাতি'ল-আদীব) নামে সাহিত্যিকদের বিষয়ে আর একখানি বিশ্বকোষও রহিয়াছে। ইহা ১৯১৬ খৃ. Margoliouth কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। ইব্‌নু'ল-কিফ্‌তী (৫৬৮ হি./১২৪৮ খৃ.) তাঁহার "কিতাব ইখবারি'ল-'উলামা বিআখবারি'ল-হুকামা" শীর্ষক বিরাট গ্রন্থে পূর্ববর্তী ৪১৪ জন চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বহু বিদ্যাবিশারদ নাসীরুদ্‌- দীন মুহাম্মাদ আত-তূসী (৫০৮ হি./১২০১ খৃ.-৬৭৩ হি./১২৭৪ খৃ.) খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি গ্রীক ভাষাতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। হুলাগূ খাঁর আদেশে তিনি মারাগাতে একটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে "আত-তায্‌কিরাতুন-নাসীরিয়্যাঃ" নামে একখানি বিশ্বকোষ সদৃশ গ্রন্থ রচনা করেন। পারস্যের ভূগোলবিদ যাকারিয়্যা আল-কায্‌বীনী (আনু. ৬৮৩ হি./১২০৩ খৃ.-৬৮২ হি./ ১২৮৩) দুইখানা বিশ্বকোষতুল্য গ্রন্থ ('আজাইবু'ল-মাখ্‌লূকাত ওয়া গারাইবুল মাওজূদাত ও 'আজাইবু'ল-বুল্‌দান) রচনা করেন।

মিসর দেশের আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহ্‌মাদ আন-নুওয়ায়রী (মৃ. ৭৩৩ হি./১৩৩১ খৃ.) মিসরের মামলূক বংশীয় খ্যাতনামা বাদশাহ্‌ আন-নাসির মুহাম্মাদ ইব্‌ন কালাউনের রাজত্বকালে (খৃ. ১২৯৩-৯৪, ১২৯৮-১৩০৮, ১৩০৯-১২৪০) উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। "নিহায়াতু'ল-আরাব ফী ফুনূনি'ল-আদাব" নামক ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত বিশ্বকোষ গ্রন্থটি 'আল্লামা নুওয়ায়রীর বিরাট কীর্তি। গ্রন্থখানি পাঁচটি প্রধান অংশে বিভক্তঃ (১) জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব ও প্রকৃতি বিজ্ঞান; (২) মানবজাতি, তাহাদের প্রয়োজনাদি এবং আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ; (৩) প্রাণীজগৎ; (৪) উদ্ভিদ জগৎ (দ্রব্যগুণ আলোচনাসহ) ও (৫) ইতিহাস। শামসুদ্দীন আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন খাল্লিকান (৬০৮ হি./ ১২১১ খৃ.-৬৮১ হি./১২৮২ খৃ.) একটি জীবনী বিষয়ক বিশ্বকোষ (ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান ওয়া আনাবাইয-যামান) সংকলন করেন। ইহাতে ৬৮৫ জন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী স্থান পাইয়াছে। দামিশকবাসী ইব্‌ন ফাদ্‌লিল্লাহ আল-'উমারী (৭০০হি./১৩০১ খৃ.-৭৪৯ হি./ ১৩৪৯ খৃ.) মিসরের সুলতান কালাউনের গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার রচিত বিশ্বকোষ "মাসালিকুল আবসার ফী মামালিকিল আমসার" সুপরিচিত। "মাশাহীর মামালিক 'উব্বাদ আস-সালীব" তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ। ফিলিস্তীনী পণ্ডিত সালাহু'দ-দীন খালীল আস-সাফাদী (৬৯৬ হি./১২৯৭ খৃ.-৭৬৪ হি./১৩৬৩ খৃ.) তাঁহার 'আল-ওয়াফী বি'ল-ওফায়াত' নামক গ্রন্থে চৌদ্দ হাজারেরও অধিক জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মিসরীয় বিজ্ঞানী আদ-দামীরী (১৩৪৪-১৪০৪ খৃ.) একটি প্রাণী জীবন বিষয়ক বিশ্বকোষ (কিতাব হায়াতি'ল-হায়াওয়ান) রচনা করিয়াছেন। মিসরীয় পণ্ডিত আহ্‌মাদ আল-কাল্‌কাশান্দী (৭৫৬ হি./১৩৫৫ খৃ.-৮২১ হি./১৪১৮ খৃ.) ইতিহাস, ভূগোল ও প্রশাসন সম্পর্কে "সুব্‌হু'ল-আ'শা ফী সিনাই'ল-ইন্‌শা" নামে একটি বিশ্বকোষ সংকলন করেন। ইহা কায়রো হইতে ১৪ খণ্ডে (১৯১৩-২খৃ.) প্রকাশিত হইয়াছে। তুর্কী পণ্ডিত হাজ্জী খালীফা (মৃ. ১০৬১ হি./১৬৫৮ খৃ.) তাঁহার "কাশ্‌ফু'জ-জুনূন" পুস্তকের জন্য বিখ্যাত। এই পুস্তকে ঐ সময়ে জ্ঞাত পৃথিবীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বুত্‌রুস আল-বুস্তানী (১২৩৪ হি./১৮১৯ খৃ.-১৩০০ হি./১৮৮৩ খৃ.) তৎপুত্র সালীম আল-বুস্তানী (১২৬৩ হি./১৮৪৭ খৃ.-১৩০১ হি./১৮৮৪ খৃ.) প্রমুখ পণ্ডিত ১৯০০ খৃ. পর্যন্ত আরবী ভাষায় "দাইরাতু'ল-মা'আরিফ" নামক একখানি বিশ্বকোষের ১১ খণ্ড 'উছমানিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধ পর্যন্ত প্রকাশ করেন। পরে ফুআদ আকরাম বাকী অংশ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। খৃ. বিংশ শতাব্দীতে মুহাম্মাদ ফারীদ ওয়াজদী "দাইরাতু মা'আরিফ আল-কার্‌নি'ল-'ইশ্‌রীন" নামে আরবী ভাষায় আর একখানি সাধারণ বিশ্বকোষ রচনা করেন। গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ১০ খণ্ডে সমাপ্ত। তাহা ছাড়া তিনি এই ধরনেরই "কানযু'ল-'উলূম ওয়াল-লুগাত" নামে আরও একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ

বাংলা ভাষাতেও কয়েকখানি বিশ্বকোষ প্রকাশিত হইয়াছে। উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিকস্‌ কেরী (Felix Carey) 'বিদ্যাহারাবলী' নামে বিশ্বকোষের দুই খণ্ড প্রকাশ করেন। প্রথম খণ্ড (শারীরস্থান ঃ Anatomy) ১৮১৯ খৃ. ১ অক্টোবর ও দ্বিতীয় খণ্ড (স্মৃতিশাস্ত্র) ১৮২১ খৃ. ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হয়। ১ম খণ্ডের এক কপি Indian National Library-তে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের এক কপি কলিকাতা বংগীয় সাহিত্য পরিষদ পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে। ইনিই বাংলায় প্রথম বিশ্বকোষ রচয়িতার সম্মান লাভ করেন। Encyclopaedia Bengalensis বা বিদ্যাকল্পদ্রুম নামে বিশ্বকোষ রচনা করেন রেভারেন্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থখানির প্রতি পাতার এক পৃষ্ঠা ইংরেজী অন্য পৃষ্ঠা বাংলা ভাষায় রচিত। ১৮৪৭ খৃ. পর্যন্ত ইহার ছয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড রোমের ইতিহাস, প্রথম ভাগ; ২য় খণ্ড জ্যামিতি, প্রথম ভাগ; ৩য় খণ্ড বিবিধ, প্রথম ভাগ; ৪র্থ খণ্ড রোমের ইতিহাস, ২য় ভাগ; ৫ম খণ্ড জীবনী সংগ্রহ, ১ম ভাগ; ৬ষ্ঠ খণ্ড মিসর দেশের পুরাবৃত্ত। ইহার প্রবন্ধগুলির মধ্যে কতক মৌলিক আর কতক অনুবাদ।

২২ খণ্ডে সমাপ্ত "বিশ্বকোষ" নামক গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড শ্রী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের পরবর্তী ২১ খণ্ডে ১২৯৮ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩১৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় প্রকাশ পায় এবং তাঁহারই সম্পাদনায় ১৩৪২-১৩৪৫ বঙ্গাব্দে গ্রন্থটির কয়েক খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

শ্রী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সাধারণ বিশ্বকোষ "জ্ঞান ভারতী" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৯৪০ ও ১৯৪৪ খৃ.-এ প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯৪৭ খৃ. "নবজ্ঞান ভারতী" নামে একটি ভৌগোলিক বিশ্বকোষ প্রকাশ করেন। শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৩৭০ বঙ্গাব্দে সংযোজনী খণ্ডসহ ১১ খণ্ডে বিষয়ানুক্রমে ছেলে-মেয়েদের বিশ্বকোষ "শিশু ভারতী" প্রকাশ করেন। কলিকাতাস্থ বংগীয় সাহিত্য পরিষদ "ভারত কোষ" নামে ৫ খণ্ডে সমাপ্ত একটি বিশ্বকোষ প্রকাশ করিয়াছে; ইহার প্রথম খণ্ড ডঃ সুনীল কুমার দের সম্পাদনায় ১৯৬৪ খৃ. এবং ৪র্থ খণ্ড ১৯৭০ খৃ.-এ প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশে প্রথম 'বাংলা বিশ্বকোষ"-এর প্রথম খণ্ড ১৯৭২ সনে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৭৫ সনে, তৃতীয় খণ্ড ১৯৭৩ সনে এবং চতুর্থ খণ্ড ১৯৭৬ সনে প্রকাশিত হয়। চারি খণ্ডে সমাপ্ত এই মূল্যবান গ্রন্থটি খান বাহাদুর আবদুল হাকিমের সম্পাদনায় এবং ঢাকাস্থ ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রাম্‌স-এর তত্ত্বাবধানে রচিত।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ১০ খণ্ডে শিশু বিশ্বকোষ প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে এবং ইহার ১ম খণ্ড 'জ্ঞানের কথা' নামে ১৯৮৩ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে।

ইসলামী বিশ্বকোষ

সার্থক ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছে The Royal Netherlands Academy; ১৯০৮ হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহারা Encyclopaedia of Islam শীর্ষক ইসলামী বিশ্বকোষ (চারি খণ্ডে সমাপ্ত) Leiden হইতে প্রকাশ করে। এই বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণ ও উহার পরিশিষ্ট হইতে ইসলামী শারী'আত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি কিছুটা সংকোচন, সংশোধন ও সংযোজনসহ "Shorter Encyclopaedia of Islam" নামে ১৯৫৩ খৃ. লাইডেন হইতেই প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি The Royal Netherlands Academy-এর পক্ষ হইতে H.A.R. Gibb ও J.H. Kramers কর্তৃক সম্পাদিতও E.J. Brill, Leiden কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

লাইডেন হইতে প্রকাশিত Encyclopaedia of Islam-এর আরবী অনুবাদ মিসরে ১৯৩৩ খৃ. হইতে "দাইরাতু'ল-মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যা" নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। মুহ'াম্মাদ ছ'াবিত আল-ফান্দী, আহ'মাদ শান্‌শারী, ইব্‌রাহীম যাকী খুরশীদ ও 'আব্‌দু'ল-হ'ামীদ য়ূনুস এই কার্যে অংশগ্রহণ করেন। ইহাতে মূল প্রবন্ধগুলির অনুবাদে ইসলামী ভাবধারার সঙ্গে সংগতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজিত হইয়াছে। ১৯৫০ খৃ. হইতে তুর্কী ভাষায় "Islam Ansiklopedisi" নামে একখানি ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা শুরু হয়। এই গ্রন্থখানি লাইডেনের Encyclopaedia of Islam-কে ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও সম্পাদক ইহাকে বহু মূল্যবান সংশোধন ও সংযোজন দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছেন। উর্দূ ভাষাও এই বিষয়ে পশ্চাৎপদ নহে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচেষ্টায় লাইডেনের Encyclopaedia of Islam-এর উর্দূ অনুবাদ, প্রয়োজনীয় সংশোধন-সংযোজনসহ "দাইরা মা'আরিফ-ই ইসলামিয়্যা" নামে ২৪ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ

বাংলাদেশে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন বাংলা একাডেমী। এতদুদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সনে বাংলা একাডেমী লাইডেন হইতে প্রকাশিত Shorter Encyclopaedia of Islam শীর্ষক ইসলামী বিশ্বকোষ অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি ইসলামী বিশ্বকোষ উপসংঘ গঠন করে। পরবর্তী পর্যায়ে আরও সদস্য সমবায়ে এই উপসংঘ পুনর্গঠিত হয়। পুনর্গঠিত উপসংঘের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬ জন। ১৯৫৮ সন হইতে এই উপসংঘের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অনুবাদ কর্ম শুরু হয় এবং ১৯৬৭ সনে উপসংঘ এই অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন করে। তাঁহাদের পাণ্ডুলিপিতে মোট ৬৯১ টি নিবন্ধ স্থান পাইয়াছিল; তন্মধ্যে ছিল Shorter Encyclopaedia of Islam হইতে ৫০৮টি নিবন্ধের অনুবাদ, উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ (দাইরা-ই-মা'আরিফ-ই ইসলামিয়া) হইতে ৩৫টি নিবন্ধের অনুবাদ এবং ৩৭টি মৌলিক নিবন্ধ। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ইহার প্রধান সম্পাদকরূপে কাজ করেন এবং সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন জনাব শাইখ শরফুদ্দীন ও মাওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন।

নানা কারণে বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষের মুদ্রণ ও প্রকাশনা বাংলা একাডেমীর পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি ১৯৭৬ সনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন নিবন্ধ গুলি নূতনভাবে নিরীক্ষার জন্য ফাউন্ডেশনের তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদীর সভাপতিত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ গঠন করেন। পরিষদ প্রতিটি নিবন্ধ পরীক্ষা করেন এবং আপত্তিকর, অসংগত কিংবা ত্রুটিপূর্ণ অংশ সংশোধন বা বর্জন করে, প্রয়োজনবোধে বহু স্থানে সংযোজন করে। অধিকন্তু ৪২টি নূতন প্রবন্ধ পরিষদের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়। প্রধানত Shorter Encyclopaedia of Islam এবং উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ গ্রন্থদ্বয়কে ভিত্তি করিয়া ইহার নিরীক্ষা কার্য চলে; তবে খান বাহাদুর

Contents

আবদুল হাকিম সম্পাদিত "বাংলা বিশ্বকোষ" এবং The Encyclopaedia of Islam (Luzac, New Edition) ইত্যাদি গ্রন্থের সাহায্যও পর্যাপ্ত গ্রহণ করা হয়।

অতঃপর ১৯৮২ সনের জুন মাসে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ৬৯৫ টি নিবন্ধ সহযোগে ইহা "সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ" নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইহাই ছিল প্রথম ইসলামী বিশ্বকোষ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা কর্তৃক ইহা বিপুলভাবে সমাদৃত হয় এবং অল্প দিনের মধ্যেই ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ সীমিত কলেবরে ও স্বল্প সময়ে প্রকাশিত হওয়ায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ইহাতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। পরবর্তী কালে অতিরিক্ত ৬৯টি নিবন্ধ সংযোজন করিয়া "সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ-পরিশিষ্ট" ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়।

এই প্রসঙ্গে আমরা ইহাও উল্লেখ করিতে চাই যে, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের পর হইতে আজ পর্যন্ত বহু মূল্যবান মতামত, সমালোচনা এবং পরামর্শ সুধী পাঠক মহলের নিকট হইতে আমরা লাভ করিয়াছি। এইগুলি আমাদের কাজে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। ইহার জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইহার আলোকে সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষে যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের গোচরে আসিয়াছে সেইগুলি আমরা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছি এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়াছি।

বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্বকোষ প্রণয়নের বিশেষ গুরুত্ব অনুভব করিয়া ২০ (বিশ) খণ্ডে বৃহত্তর বিশ্বকোষ প্রণয়নের একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৮০-৮৫) অন্তর্ভুক্ত হয়।

অতঃপর ফাউন্ডেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদের উপর ইহার সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্বভার অর্পিত হয়। পরিষদ দেশের প্রতিষ্ঠিত লেখক ও অনুবাদকবৃন্দের সহায়তায় এই কার্য শুরু করে। অনূদিত নিবন্ধসমূহের ক্ষেত্রে পরিষদ লাইডেন (Leiden) হইতে প্রকাশিত Encyclopaedia of Islam (পুরাতন ও নূতন সংস্করণ) এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত উর্দূ ইসলামী বিশ্বকোষ (দা. মা. ই.) গ্রন্থদ্বয়কে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে। প্রয়োজনবোধে খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পাদিত বাংলা বিশ্বকোষের সাহায্যও গ্রহণ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ E.J. Brill, Leiden, পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি এবং ফ্রাংকলীন বুক প্রোগ্রামস-এর নিকট আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

অবশেষে আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষের ১ম খণ্ড আগ্রহী পাঠকবর্গের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইতেছে। এজন্য আমরা সর্বপ্রথমে তাঁহারই দরবারে আমাদের গভীর শুকরিয়া পেশ করিতেছি। এতদ্‌সঙ্গে আমরা ইহাও আশা করিতেছি যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হইলে অবশিষ্ট খণ্ডগুলিও পর্যায়ক্রমে আমরা পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করিতে সক্ষম হইব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিশ্বকোষ প্রকল্প তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) অন্তর্ভুক্ত হইতে যাইতেছে। বর্তমান খণ্ডে মোট ৭৬৩টি নিবন্ধ স্থান পাইয়াছে; তন্মধ্যে মৌলিক নিবন্ধ ১৯০, ইংরাজী হইতে অনুবাদ ৪৫৩, উর্দূ হইতে ৫৬, ইংরেজী/উর্দূ হইতে অনুবাদ ১০, বাংলা বিশ্বকোষ হইতে ৪৫ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ হইতে ১৯টি।

ইসলামী বিশ্বকোষের এই বৃহত্তর খণ্ডে বাংলাদেশসহ এই উপমহাদেশের মুসলিম মনীষী, ইসলামী চিন্তাবিদ ও ধর্মসাধক এবং ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্কিত স্থান ও ব্যক্তিবর্গের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ইংরাজী ও উর্দূ বিশ্বকোষে পর্যাপ্ত সংখ্যক সাহাবায় কিরামের জীবনী না থাকায় ইহার প্রতি আমরা বিশেষ জোর দিয়াছি এবং শুধু 'আ' বর্ণেই মোট ১১০ জন সাহাবীর জীবনচরিত ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বিশ (২০) খণ্ডে প্রকাশিতব্য বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষের ইহা ১ম খণ্ড। আশা করা যায়, ইসলামী বিশ্বকোষ একদিকে যেমন বাংলাভাষী মুসলমানগণের জ্ঞানার্জনে ও জ্ঞানানুসন্ধানে বিশেষ সহায়ক হইবে, অন্যদিকে অমুসলিমগণও ইহা দ্বারা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করিয়া উপকৃত হইবেন। বিশেষত যাঁহারা ইসলামী বিষয়ে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনায় আগ্রহী কিংবা গবেষণা কর্মে অভিলাষী, তাঁহাদের জন্য এই বিশ্বকোষ মূল্যবান নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহার্য হইবে এবং তদ্দরুন এই ধরনের রচনা ও গবেষণা উৎসাহ লাভ করিবে। ফলে সমগ্রভাবে আমাদের জাতীয় জীবনে ইহার সুদূরপ্রসারী শুভ প্রভাব পরিব্যাপ্ত হইবে।

সাধারণত বিশ্বকোষ ও অভিধান জাতীয় গ্রন্থ কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ ও ত্রুটিবিহীন হইতে পারে না। বর্তমান ইসলামী বিশ্বকোষের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। সুতরাং সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট আমাদের প্রত্যাশা, এইবারও তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান অভিমত ও পরামর্শ দান করিবেন এবং ভবিষ্যত সংস্করণগুলিকে অধিকতর উন্নত, সমৃদ্ধ ও নির্ভুল করিতে সহায়তা করিবেন।

বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়

১। বিশ্বকোষে ব্যবহৃত অনুলিখন পদ্ধতি; ২। বর্ণানুক্রম; ৩। পাঠ সংকেত ঃ শব্দ সংক্ষেপ; ৪। নিবন্ধকার ও অনুবাদকবৃন্দের তালিকা; ৫। বহুল উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের/সাময়িকীসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম।

বিশ্বকোষে ব্যবহৃত অনুলিখন পদ্ধতি

'আরবী, ফারসী ও ইংরাজী (রোমান) বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণ

اَ = আ a	ج = জ dj, j	ز = য z	ع = '	م = ম m
ا = ই i	چ = চ c	ژ = ঝ· zh	غ = গ· gh	ن = দ n
اُ = উ u	ح = হ. h	س = স s	ف = ফ f	ه = হ h
ب = ব b	خ = খ kh	ش = শ sh	ق = ক' k.q	و = ও w
پ = প p	د = দ d	ص = স· s	ك = ক k	ى = য় y
ت = ত r	ڈ = ড ḍ	ض = দ·/য- d	گ = গ g	ے = ে ay
ث = ছ· th	ذ = য· dh	ط = ত· t	ل = ল l	ء = '
	ر = র r	ظ = জ· z		
	ڑ = ড় ŕ			

'আরবী স্বরচিহ্নের অনুলিখন

যবর (´) আ , া = احد = আহা·দ, بشر = বাশার,

যবর + আলিফ = া حلال = হ·লাল,

যবর + و = াও, يوم = য়াওম, قوم = ক·াওম,

যবর + ى = ায়, ليل = লায়ল, شيدا = শায়দা,

যের (़) = ই / ি ابل = ইবিল,

যের + ى = ঈ / ী عيسى = ঈসা, نسيم = নাসীম,

যের (ফারসী শব্দ) = এ / ে پيش = পেশ,

পেশ (ʼ) উ / ু احد = উহু·দ, كتب = কুতুব, উল্টা পেশ ( ) = له = লাহূ

পেশ + و = ঊ / ূ قعود = কু·ঊদ, موسى = মূসা,

যবর ও তাশ্‌দীদযুক্ত ى = য়্যা بيّن = বায়্যানা, যের ও তাশ্‌দীদযুক্ত ى = য়্যি سيّد = সায়্যিদ, পেশ ও তাশ্‌দীদযুক্ত ى = য়্যু حى = হ·ায়্যু, যবর ও তাশ্‌দীদযুক্ত و = ওওয়া, صوّر = স·াওওয়ারা, যের ও তাশ্‌দীদযুক্ত وّ = ব্বি· مصوّر = মুসাব্বির / মুসাব্বির পেশ ও তাশ্‌দীদযুক্ত و = ওউ تصوف = তাস.াওউফ, যবরের পর أ = সাকিন رأس = রা'স, যেরের পর أ সাকিন بئس = বি'সা, পেশের পর أ সাকিন مؤمن মু'মিন, যবরযুক্ত و = ওয়া ولى = ওয়ালী, যেরযুক্ত و = বি وتر = বি·ত্‌র, পেশযুক্ত و = উ وضوء = উদূ· (উযূ'-);

খাড়া যবর = া قتل = ক·াতালা, اوى = আওয়া,

খাড়া যের = ী, ربه = রব্বিহী, يحيى = য়ুহ্‌·য়ী,

অন্তে অনুচ্চারিত ة = ঃ (বিসর্গ) ঃ جنة = জান্নাঃ, জান্নাঃ, عائشة = 'আ'ইশাঃ,

শেষ বর্ণ ه সাকিন = হ্‌ الله = আল্লাহ্‌ نامه = নামাহ।

Contents

ع = و এবং ى = যুক্ত শব্দের অনুলিখন প্রকরণ

ع = 'আ عبد = 'আব্দ و = বি' وتر = বি'ত্র

ع = 'ই علم = 'ইলম و = ه وحى = 'ওয়াহ্'য়ি

ع = 'উ عثمان = 'উছ'মান و = উ وضوء = উদূ'(উযূ')

عا = 'আ عابد = 'আবিদ و + الف = ওয়া واجب = ওয়াজিব

عى = 'ঈ عيد = 'ঈদ و + ع = ওয়া' وعظ = ওয়া'জ'

عو = 'উ عود = 'উদ

و = ওয়া ولد = ওয়ালাদ و + ى = ওয়ায় ويل = ওয়ায়ল

ى = য়া يهود = য়াহূদ ى + و = য়ূ يوسف = য়ূসুফ ى + ى = য়ায় ييئس =য়ায়'আস্

a এ = া, আা I= ী ঈ U = = উ

অনুলিখনের বেলায় যেসব ব্যতিক্রম মানিয়া লওয়া হইয়াছে

ব্যতিক্রম

(১) কোন ব্যক্তি নিজ নাম বাংলায় যে বানানে লিখিয়াছেন দেখা যায়, তাহার নামের সেই বানান রক্ষিত হইয়াছে।

(২) যে সকল 'আরবী, শব্দ বহু ব্যবহারের দরুন বাংলায় একটা প্রচলিত বানান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেইগুলিকে সাধারণত প্রচলিত আকারেই রাখা হইয়াছে। যথা ঃ

আইন, আখিরাত, আদম, আদালত, আরবী, ইমাম, ইন্তিকাল, ইরান, ইরশাদ, ইসলাম, ঈমান, ওযু / উযু, কদর, কবর, কলম, কানুন, কাফির / কাফের, কাযী, কিতাব, কিয়ামত, কুরবানী, খলীফা, গযব, জিহাদ, তওবা, তওরাত, তরজমা, তশরীফ, তসবীহ, তারিখ, তারিফ, দওলত (দৌলত), দফতর / দপ্তর, দলীল, নফল, নবী, ফকীর, ফজর, ফরয, মাওলানা, মক্কা, মদীনা, মন্যিল, মসনদ, মসজিদ, মাফ, মিম্বর, মুকাবিলা / মোকাবিলা, মুতাবিক / মোতাবেক, মুনাফিক, মৌলবী, রওযা, রমযান, রহমত, যাকাত, শহীদ, সালাম, সিজদা, সুন্নত, হক, হজ্জ, হযরত, হরফ, হলফ, হুকুম ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, এই সকল শব্দ 'আরবী, ভাষার বাক্যাংশ কিম্বা উদ্ধৃতি অথবা ঐ সকল ভাষার গ্রন্থের বা গ্রন্থকারের নাম হইলে সেইগুলি প্রতিবর্ণায়িত হইবে।

বর্ণানুক্রম

নিম্নলিখিত বর্ণানুক্রমে নিবন্ধাদি বিন্যস্ত হইয়াছে ঃ

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ ং ঃ

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য য় র ল শ ষ স হ

পাঠ-সংকেত ঃ শব্দ সংক্ষেপ

অনু. .... অনুবাদ, অনূদিত

'আ .... 'আরবী

আনু. .... আনুমানিক

আবি. .... আবির্ভাব

('আ) .... 'আলায়হিস্-সালাম

ই. .... ইত্যাদি

ইং. .... ইংরাজী

ঐ. .... ib. ibid, و هى كتاب

খৃ. খ্রী. .... খৃষ্টাব্দ. খ্রীস্টাব্দে, ع

খৃ. পূ. .... খৃষ্টপূর্ব

জ. .... জন্ম
ড. ডঃ. .... ডক্টর (পি.এইচ.ডি. ইত্যাদি)
ডা. ডাঃ. .... ডাক্তার (চিকিৎসক)
তা. বি. .... তারিখবিহীন n.d.
তু. .... তুলনীয় cf. قب
দ্র. .... দ্রষ্টব্য, q.v., s. v. رك بان
নং. .... নম্বর, No.
প. .... পরবর্তী, sq. sqq. f. ff. ببعد
পরি. .... পরিশিষ্ট, suppl.....supplement
পাণ্ডু. .... পাণ্ডুলিপি, MS.
পূ. গ্র. .... পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, op. cit. كتاب مذكور
পূ. স্থা. .... পূর্বোল্লিখিত স্থানে, loc. cit. محل مذكور
ব.ব. .... বহুবচন
বি. স্থা. .... বিভিন্ন স্থানে
মু., মুদ্র. .... মুদ্রণ
মূ. ধা. .... মূল ধাতু
মৃ. .... মৃত, মৃত্যু = م
(র). .... রাহ্‌মাতুল্লাহি 'আলায়হি
(রা). .... রাদিয়াল্লাহু 'আন্‌হু
(স). .... সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম
সং. .... সংস্করণ
সম্পা. .... সম্পাদিত, ed.
স্থা. .... বিভিন্ন স্থানে, passim, بمواضع كثيره
হি. .... হিজরী, হিজরীতে,
প., দ্র. .... পরবর্তীতে দ্রষ্টব্য, Infra
ঐ লেখক. .... id. Idem, وهى مصنف
শা/ধা. .... section mark, فصل
শিরো, ধাতু. .... শিরোনামে, بذيل مادة s.v.
পত্র, পত্রক. .... fols.
তথা. .... Sc.
মূ. পা. .... Sic. মূল পাঠ (উদ্ধৃতি মূলের অবিকল অনুরূপ)
লা. ছত্র. .... Line. লাইন, س
ক. .... a
খ. .... b
১খ. ৪০ .... প্রথম খণ্ড, ৪০ পৃষ্ঠা (গ্রন্থের ক্ষেত্রে)
৩ ঃ ৭ .... সূরাঃ ৩-এর আয়াত ৭ (কুরআন মাজীদের ক্ষেত্রে)

৪৫০/১০৫৮......... হি. ৪৫০ সন মুতাবিক খৃ. ১০৫৮ (সন উল্লেখের বেলায়) যেখানে জন্ম বা মৃত্যুসন অজ্ঞাত (বা অনিশ্চিত) সেখানে '?' (প্রশ্নবোধক চিহ্ন) দেওয়া হইয়াছে।

Contents

নিবন্ধকার ও অনুবাদকবৃন্দের তালিকা

Contents

বহুল উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম

'আওফী, লুবাব=লুবাবুল আলবাব, সম্পা. E. G. Browne, লন্ডন-লাইডেন ১৯০৩-১৯০৬ খৃ.। আগ'নী[১] অথবা[২] অথবা[৩]= আবুল ফারাজ আল-ইস্'ফাহানী, আল-আগ'নী, বূলাক ১২৮৫ হি.; [২] কায়রো ১৩২৩ হি.; [৩] কায়রো ১৩৪৫ হি.।

আগ'নী, Tables=Tables Alphabetiques du কিতাবুল আগানী, redigees par I. Guidi, Leiden ১৯০০ খৃ.।

আগ'নী, Brunnow=কিতাবুল-আগানী, ২১ খ., সম্পা. R. E. Brunnow, লাইডেন ১৮৮৩ খৃ.।

আবুল-ফিদা, তাক'বীম=তাক'বীমু'ল-বুলদান, সম্পা. J.-T. Reinaud এবং M. de Slane, প্যারিস ১৮৪০ খৃ.।

আবু'ল-ফিদা, তাক'বীম, অনু.=Geographie d'Aboulfeda, traduite de l'arabe en francais, ১খ., ২খ., I by Reinaud, প্যারিস ১৮৪৮; ২খ. by St. Guyard, ১৮৮৩ খৃ.।

আল-আন্‌বারী, নুযহা=নুযহাতু'ল-আলিব্বা ফী ত'বাক'াতি'ল-উদাবা ; কায়রো ১২৯৪ হি.।

'আলী জাওয়াদ, মামালিক-ই 'উছমানিয়্যীন তারীখ ওয়া জুগ'রাফিয়া লুগাতি, ইস্তাম্বুল ১৩১৩-১৭/১৮৯৫-৯।

ইদরীসী, মাগ'রিব=Description de l'Afrique et de l'Espagne, সম্পা. R. Dozy ও M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৬৬ খৃ.।

ইব্‌ন কু'তায়বা, আশ-শি'র=ইব্‌ন কু'তায়বা, কিতাবু'শ-শি'র ওয়াশ-শু'আরা, সম্পা. De Goeje, লাইডেন ১৯০০ খৃ.।

ইব্‌ন খালদূন, 'ইবার=কিতাবুল-'ইবার ওয়া দীওয়ানু'ল-মুবতাদা' ওয়া'ল-খাবার ইত্যাদি, বূলাক ১২৮৪ হি.।

Contents

ইব্‌ন খালদূন, মুক'াদ্দিমা=Prolegomenes d'Ebn Khaldoun, সম্পা. E. Quatremere, প্যারিস ১৮৫৮-৬৮ (Notices et Extraits xvi-xviii)।

ইব্‌ন খালদূন=The Muqaddimah, Trans. from the arabic by Franz Rosenthal, ৩ খণ্ডে, লন্ডন ১৯৫৮ খৃ.।

ইব্‌ন খালদূন-de Slane=Les Prolegomenes d'Ibn Khaldoun, traduits en francais et commentes par M. de slane, Paris 1863-68 (anastatic reprint 1934-38)।

ইব্‌ন খাল্লিকান=ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান ওয়া আন্‌বাউ আবনাই'য্‌-যামান, সম্পা. F. Wustenfeld, Gottingen 1835-50 (quoted after the numbers of Biographies).

ইব্‌ন খাল্লিকান, বূলাক=the same, সং. বূলাক ১২৭৫ হি.।

ইব্‌ন খাল্লিকান, de Slane=কিতাব ওয়াফায়াতিল-আ'য়ান, অনু. Baron MacGuckin de Slane, ৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৪২-১৮৭১ খৃ.।

ইব্‌ন খুররাদাযবিহ্‌=আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৮৯ খৃ. (BGA VI)।

ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী, কায়রো=আন-নুজূমুয-যাহিরা ফী মুলূক মিস'র ওয়াল-ক'াহিরা, সম্পা. W. Popper, Berkeley-Lieden 1908-1936.

ইব্‌ন তাগ'রীবিরদী, কায়রো=the Same. সং. কায়রো ১৩৪৮ হি. প.।

ইব্‌ন বাত্'তূ'তা=Voyages d'Ibn Batouta, Arabic text, সম্পা. এবং ফরাসী অনু. C. Defremery ও B. R. Sanguinetti, ৪ খণ্ডে, প্যারিস ১৮৫৩-৫৮ খৃ.।

ইব্‌ন বাশকুওয়াল=কিতাবু'স'-সি'লা ফী আখবার আইম্মাতি'ল-আনদালুস, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৩ খৃ. (BHA II)।

ইব্‌ন রুসতা=আল-আ'লাকু'ন-নাফীসা, সম্পা. M.J. De Goeje, লাইডেন ১৮৯২ খৃ. (BGA VII)।

ইব্‌ন সা'দ=আত'-ত'াবাক'াতুল-কুবরা, সম্পা. H. Sachau and others, লাইডেন ১৯০৫-৪০ খৃ.।

ইব্‌ন হ'াওক'াল=কিতাব সূ'রাতি'ল-আরদ', সম্পা. J. H. Kramers, লাইডেন ১৯৩৮-৩৯ খৃ. (BGA II, ২য় সং)।

ইব্‌ন হিশাম=আস-সীরা, সম্পা. F. Wustenfeld, Gottingen 1859-60.

ইব্‌নু'ল-আছ'ীর=কিতাবুল-কামিল ফি'ত-তারীখ, সম্পা. C. J. Tornberg, লাইডেন ১৮৫১-৭৬ খৃ.।

ইব্‌নুল-আছীর, trad. Fagnan=Annales du Maghred et de l'Espagne, অনু. E. Fagnan, Algiers 1901.

ইব্‌নুল-আব্বার=কিতাব তাকমিলাতি'স'-সি'লা, সম্পা. F. Codera, মাদ্রিদ ১৮৮৭-৮৯ খৃ. (BHA V-VI)।

ইব্‌নুল-'ইমাদ, শায'ারাত=শায'ারাতু'য-য'াহাব ফী আখবার মান য'াহাব, কায়রো ১৩৫০-৫১ হি. (quoted according to years of obituaries).

ইব্‌নুল-ফাক'ীহ্‌=মুখতাস'ার কিতাব আল-বুলদান, সম্পা. De. Goeje, লাইডেন ১৮৮৬ খৃ. (BGA V)।

য়াকূ'ত, উদাবা=ইরশাদুল-আরীব ইলা মা'রিফাতিল-আদীব, সম্পা. D. S. Margoliouth, Leiden 1907-13 (GMS VI).

য়াকূ'ত=মু'জামুল-বুলদান, সম্পা. F. Wustenfeld, Leipzig 1866-73 (anastatic reprint 1924)

য়া'কূ'বী=তারীখ, সম্পা. M. Th. Houtsma, Leiden 1883.

য়া'কূ'বী, বুলদান=সম্পা. M. J. De Goeje, Leiden 1892 (BGA VII).

ইস্'ত'াখরী=আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৭০ খৃ. (BGA I) (এবং পুনর্মুদ্রণ ১৯২৭ খৃ.)।

কুতুবী, ফাওয়াত= ইব্‌ন শাকির আল-কুতুবী, ফাওয়াতুল-ওয়াফায়াত, বূলাক ১২৯৯ হি.।

খাওয়ানদামীর=হ'াবীবুস-সিয়ার, তেহরান ১২৭১ হি.।

ছা'আলিবী, য়াতীমা=য়াতীমাতু'দ-দাহ্‌র ফী মাহ'াসিনিল-'আস'র, দামিশক ১৩০৪ হি.।

জুওয়ায়নী=তারীখ-ই জিহান গুশা, সম্পা. মুহ'াম্মাদ ক'াযবীনী, লাইডেন ১৯০৬-৩৭ খৃ. (GMS XVI)

তা-'আ. (TA), তাজুল-'আরূস, মুহ'াম্মাদ মুরতাদা' ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আয-যাবীদী প্রণীত।

ত'াবারী=তারীখুর-রুসুল ওয়াল-মুলূক, সম্পা. M. J. De Goeje and others, Leiden 1879-1901.

তারীখ-ই গুযীদা=হ'ামদুল্লাহ মুসতাওফী আল-ক'াযবীনী, তারীখ-ই গুযীদা, সম্পা. in Facsimile by E. G. Browne, Leiden-London 1910.

তারীখ দিমাশক'=ইব্‌ন 'আসাকির, তারীখ দিমাশক', ৭ খণ্ডে, দামিশক ১৩২৯-৫১/১৯১১-৩১।

Contents

তারীখ বাগদাদ=আল-খাত ীব আল-বাগ দাদী, তারীখ বাগদাদ, ১৪ খণ্ডে, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩১।
দাওলাত শাহ=তায কিরাতুশ-শু'আরা, সম্পা. E. G. Browne, লন্ডন-লাইডেন ১৯০১ খৃ.।
দাব্বী=বুগ্য়াতুল-মুলতামিস ফী তারীখ রিজালি আহলিল-আনদালুস, সম্পা. F. Codera J. Ribera, মাদ্রিদ ১৮৮৫ খৃ. (BAH III).
দামীরী=হায়াতুল-হায়াওয়ান (quoted according to title of articles).
ফারহাংগ=র যমারা ও ন ওতাশ, ফারহাং-ই জুগরাফিয়া-ই ঈরান, তেহরান ১৯৪৯-১৯৫৩ খৃ.।
ফিরিশ্তা=মুহাম্মদ ক াসিম ফিরিশ্তা, গুলশান-ই ইব্রাহীমী, লিথো., বোম্বাই ১৮৩২ খৃ.।
বালাযু রী, আনসাব=আনসাবুল-আশরাফ, ৪খ., ৫খ., সম্পা. M. Schlossinger এবং S.D.F. Goitein. জেরুসালেম ১৯৩৬-৩৮।
বালাযু রী, ফুতূহ =ফুতূহু ল-বুলদান, সম্পা. M.J. de Goeje, লাইডেন ১৮৬৬ খৃ.।
মাককারী, Analects=নাফহু ত্-তীব ফী গুস্নিল-আনদালুসির-রাতীব (Analects sur l'histoire et la littereature des Arabes de l'Espagne), লাইডেন ১৮৫৫-৬১ খৃ.।
মাস'উদী, তানবীহ = কিতাবুত-তান্বীহ্ ওয়াল-ইশ্রাফ, সম্পা. M. J. De Goeje, Lieden 1894 (BGA VIII).
মাস্'উদী, মুরূজ = মুরূজুয -য াহাব, সম্পা. C. Barbier de Meynard et pavet de Courteille, প্যারিস ১৮৬১-৭৭ খৃ.।
মীর খাওয়ানদ=রাওদ াতু'স -স াফা, বোম্বাই ১২৬৬/১৮৪৯।
মুক াদ্দাসী=আহ সানুত-তাক াসীম ফী মা'রিফাতিল-আক ালীম, সম্পা. M. J. De Goeje, লাইডেন ১৮৭৭ খৃ. (BGA III).
মুনাজ্জিম বাশি=স াহ াইফুল-আখবার, ইস্তাম্বুল ১২৮৫ হি.।
যাহাবী, হু ফ্ফাজ =আয-য াহাবী, তায কিরাতুল-হু ফফাজ , ৪ খণ্ডে, হায়দরাবাদ ১৩১৫ হি.।
যুবায়রী, নাসাব=মুস 'আব আয-যুবায়রী, নাসাব কু রায়শ, সম্পা. E. Levi-Provencal, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.।
লি. 'আ. (LA)=লিসানুল-'আরাব।
শাহরাসতানী=আল-মিলাল ওয়ান্-নিহ াল, সম্পা. W. Cureton, লন্ডন ১৮৪৬ খৃ.।
সাম'আনী=আস-সাম'আনী, আল-আন্সাব, সম্পা. In facsimile by D.S. Margoliouth, Leiden 1912 (GMS XX).
সার্কীস=মু'জামুল মাত বূ'আত আল-'আরাবিয়্যা, কায়রো ১৩৪৬/১৯২৮।
সিজিল্ল-ই'উছমানী =মেহমেদ ছুরায়্যা, সিজিল্ল-ই 'উছমানী, ইস্তাম্বুল ১৩০৮-১৩১৬ হি.।
সুয়ূত ী, বুগ্ য়া=বুগ্য়াতুল-উ'আত, কায়রো ১৩২৬ হি.।
হ াজ্জী খালীফা=কাশফুজ -জু নূন, সম্পা. S. Yaltkaya and Kilisli Rifat Bilge, ইস্তাম্বুল ১৯৪১-৪৩ খৃ.।
হ াজ্জী খালীফা, জিহাননুমা=ইস্তাম্বুল ১১৪৫/১৭৩২।
হ াজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel=কাশ্ফুজ জু নূন, Leipzig 1835-58.
হামদানী= সি ফাতু জাযীরাতিল 'আরাব, সম্পা. D. H. Muller, Lciden 1884-91.
হ ামদুল্লাহ মুসতাওফী, নুযহা=নুযহাতুল কু লূব, সম্পা. G. Le Strange, Leiden 1913-19 (GMS XXIII)
হু দূদুল 'আলাম=The Regions of the World, অনু . V. Minorsky, London 1937 (Gms, N. S. Xi).

Abbreviated Titles
Of Some of The Most Often Quoted Works

Babinger=F. Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke, Ist, ed., Leiden 1927.
Barkan, Kanunlar=Omer Lutfi Barkan, XV vc XVI inci Asirlarda Osmanli Imparatorlugunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslari, I. Kanunlar, Istanbul 1943.
Barthold, Turkestan= W. Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion, London 1928 (GMS. N. S. V).
Barthold, Turkestan[2]=the same, 1st edition, London 1958.
Blachere, Litt.=R. Blachere, Histoire de la Litterature arabe, i, Paris 1952.

Brockelmann, I, II=C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur, zweite den Supplementbanden Angepasste Auflage, Leiden 1943-49.

Brockelmann, S. I, II, III=G. d. a. L., Erster (Zweiter, Dritter) Supplementband, Leiden 1937-42.

Browne, i=E. G. Browne, A Literary History of Persia, from the earliest times until Firdawsi, London 1902.

Browne, ii=A Literary History of Persia, From Firdawsi to Saʿdi, London 1908.

Browne, iii=A History of Persian Literature under Tartar Dominion, Cambridge 1920.

Browne, iv=A History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924.

Caetani, Annali=L. Caetani, Annali dell'Islam, Milan 1905-26.

Chauvin, Bibliographie=V. Chauvin, Bibliographie des ouvrages Arabes et relatifs aux Arabes, Lille 1892.

Dozy, Notices=R. Dozy, Notices sur quelques arabes, Leiden 1847-51.

Dozy, Recherches[8]=Recherches sur l'lristoire et la litterature de l'Espagne pendant le moyenage, third edition, Paris and Leiden 1881.

Dozy, Suppl.=R. Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes, Leiden 1881 (anastatic reprint, Leiden-paris 1927).

Fagnan, Extraits=E. Fagnan, Extraits inedits relatifs au Maghreb, Alger 1924.

Gesch. des Qor.=Th. Noldeke, Geschichte des Qorans, new edition by F. Schwally, G. Bergstrasser and O. Pretzl, 3 vols., Leipzig 1909-38.

Gibb, Ottoman Poetry=E. J. W. Gibb, A History of Ottoman Poetry, London 1900-09.

Gibb-Bowen=H. A. R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West, London 1950-1957.

Goldziher, Muh. St.=I. Goldziher, Muhammedanische Studien, 2 vols., Halle 1888-90

Goldziher, Vorlesungen =I. Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, Heidelberg 1910.

Goldziher, Vorlesungen[2]=2nd ed., Heidelberg 1925.

Goldziher, Dogme=Le dogme et la loi de l'islam, tr. F. Arin, Paris 1920.

Hammer-Purgstall GOR=J. von Hammer (Purgstall), Geschichte des Osmanischen Reiches, Pest 1828-35.

Hammer-Purgstall Gor[2]=the same, 2nd ed., Pest 1840.

Hammer-Purgstall, Histoire=the same, trans. by J. J. Hellert, 18 vols., Bellizard (etc.), Paris (etc.) 1835-43.

Hammer-Purgstall=, Staatsverfassung=J. von Hammer, Des Osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 2 vols., Vienna 1815.

Hammer, Recueil=M. Th. Houtsma, Recueil des textes relatifs a l'histoire des Seldjoucides, Leiden 1886-1902.

Ibn Rusta-Wiet=Les Atours Precieus, Traduction de Gaston Wiet, Cairo 1955.

Idrisi-Jaubert=Geographie d'Edrisi, Trad. de l'arabe en francais par P. Amedee Jaubert, 2 vols., Paris 1836-40.

Juynboll, Handbuch=Th. W. Juynboll, Handbuch des Islamischen Gesetzes, Leiden 1910.

Lane=E. W. Lane, An Arabic-English Lexicon London, 1863-93 (reprint New York 1955-6).

Lane-Poole, Cat.=S. Lane-Poole, Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, 1877-90.

Lavoix, Cat.=H. Lavoix, Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliotheque Nationale, Paris 1887-96.

Le Strange=G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, 2nd ed., Cambridge 1930.

Le Strange, Baghdad.=G. Le strange, Baghdad during the Abbasid Caliphate, Oxford 1924.

Le Strange, Palestine=G. Le Strange, Palestine under the Moslems, London 1890.

Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus.=E. Levi-Provencal, Histoire de l'Espagne musulmane, new ed., Leiden-Paris 1950-53, 3 vols.

Levi-Provencal, Chorfa=E. Levi-Provencal, Les Historiens des Chorfa, Paris 1922.

Maspero-Wiet, Materiaux=J. Maspero et G. Wiet, Materiaux pour servir a la Geographie de l'Egypte, Le Caire 1914 (Mifao xxxvi).

Mayer, Architects=L. A. Mayer, Islamic Architects and their Works, Geneva 1956.

Mayer, Astrolabists=L. A. Mayer, Islamic Astrolabists and their works, Geneva 1998.

Mayer, Metalworkers=L. A. Mayer, Islamic Metalworkers and their Works, Geneva 1959.

Mayer, Woodcarvers=L. A. Mayer, Islamic Wookcarvers and their Works, Geneva 1958.

Mez, Renaissance=A. Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1922.

Mez, Renaissance, Eng. tr.=The Renaissance of Islam, translated into English by Salahuddin Khuda Bukhsh and D.S. Margoliouth, London 1937.

Mez, Renaissance, Spanish trans.=El Renacimiento del Islam, translated into Spanish by S. Vila, Madrid-Granada 1936.

Nallino, Scritti=C. A. Nallino, Raccolta di Scritti editi e inediti, Roma 1939-48.

Pakalin=Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu, 3 vols., Istanbul 1946 ff.

Pauly-Wissowa=Realenzyklopaedie des Klassischen Altertums.

Pearson=J.D. Pearon, Index Islamicus, Cambridge 1958.

Pons Boigues=Ensayo bio-bibliografico sobre los historiadores y geografos, arabigo-espanoles, Madrid 1898.

Santillana, Istituzioni=D. Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita, Roma 1926-38.

Schwarz, Iran=P. Schwarz, Iran in Mittelalter nach den arabischen Geographen, Leipzig 1896.

Snouck Hukrgronje, Verspr. Geschr.=C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, Bonn-Leipzig-Leiden 1923-27.

Sources inedites=Comte Henry de Castries, Les Sources inedites de l'Histoire du Maroc, Premiere Serie, Paris (etc.) 1905-Deuxieme Serie, Paris 1922.

Spuler, Horde=B. Spuler, Die Goldene Horde, Leipzig 1943.

Spuler, Iran=B. Spuler. Iran in fruh-Islamischer Zeit, Wiesbaden 19052.

Spuler, Mongolen^2=B. Spuler, Die Mongolen in Iran, 2nd ed., Berlin 1955.

Storey=C.A. Storey, Persian Literature : a Bio-bibliographical Survey, London 1927.

Survey of Persian Art=ed. by A.U. pope, Oxford 1938.

Suter=H. Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke Leipzig 1900.

Taeschner, Wegenetz=Franz Taeschner, die Verkehrslage und das Wegenetz Anatoliens im Wandel der Zeiten, Gotha 1926.

Tomaschek=W. Tomaschek, Zur historischen Topographie von Kleinasien im Mittelalter, Vienna 1891.

Weil, Chalifen=G. Weil, Geschichte der Chalifen, Mannheim-Stuttgart 1846-82.

Wensinck, Handbook=A.J. Wensinck, A Handbook of Early Muhammdan Tradition, Leiden 1927.

Zambaur=E. de Zambaur, Manuel de Genealogie et de chronologie pour l'Histoire de l'Islam, Hanover 1927 (anastatic reprint Bad Pyrmont 1955).

Zinkeisen=J. Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1840-83.

ABBREVIATIONS FOR PERIODICALS ETC

Abh. G.W. Gott.=Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen,

Abh.K.M.=Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes.

Abh. Pr, Ak. W.=Abhandlungen der preussischen AKademir der Wissenschaften.

Afr.Fr.-Bulletin de Comite de l'Afrique francaise.

AIEO Alger=Annales de l'Institut d'Etudes Orientale de l'Universite d'Alger N.S. from 1964.

AIUON=Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli.

Anz. Wien=Anzeiger der (Kaiserlichen) Akademie der Wissenschaften, Wien. Philosophisch- historische Klasse.

AO=Acta Orientalia.

ArO=Archiv Orientalni.

ARW=Archiv Fur Religionswissenschaft.

ASI=Archaeological Survey of India.

ASI, NIS=ditto, New Inperial Series.

ASI, AR-ditto, Annual reports.

AUDTCFD=Ankara Universitesi Dilve Tarih-Cografya Fakultesi Dergisi.

BAH=Bibliotheca Arabico Hispana.

BASOR=Bulletin of the American Schools of Oriental Research.

Belleten=Belleten (of Turk Tarih Kurumu).

BFac.Ar.=Bulletin of the Faculty of Arts of the Egyptian University.

BEt. Or.=Bulletin d'Etudes Orientales de l'Institut Francais de damas.

BGA=Bibliotheca Geographorum Arabicorum.

BIE=Bulletin de l'Institut d'Egypte.

BIFAO-Bulletin de l'Institut Francais d'Archeologie Orientale de Caire.

BRAH=Boletin de la Real Academia de la Historia de Espana.

BSE=Bol'shaya Sovetskaya Entsiklopediya (Large Soviet Encyclopaedia), Ist ed.

BSE^2=the same, 2nd ed.

BSL(p)=Bulletin de la Societe de Linguistique de Paris.

BSO (A)S=Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies.

BTLV=Bijdragen tot de Taal, Land-en Volkenkunde (van Nederlandsch-Indie).

BZ=Byzantinische Zeitschrift.

COC=Cahiers de l› Orient Contemporain.

CT=Cahiers de Tunisie.

EI[1]=Encyclopaedia of Islam, Ist edition.

EIM=Epigraghia Indo-Moslemica.

ERE=Encyclopaedia of Religions and Ethics.

GGA=Gottiger Gelehrte Anzeigen.

GMS=Gibb Memorial Series.

Gr. I. Ph.=Grundriss der Iranischen Philologie.

IA=Islam Ansiklopedisi.

IBLA=Revue de l' Institut des Belles Lettres, Arabes, Tunis.

IC=Islamic Culture.

IFD=Ilahiyat Fakultesi Dergisi.

IHQ=Indian Historical Qurarterly.

IQ=The Islamic Quarterly.

Isl.=Der Islam.

JA=Journal Asiatique.

JAfr. S=Journal of the African Coeiety.

JAOS=Journal of the American Oriental Society.

JAnthr.I=Journal of the Anthropological Institute.

JBBRAS=Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.

JE=Jewish Encyclopaedia.

JESHO=Journal of the Economic and Social Historyt of the Orient.

J(R)Num. S.=Journal of the (Royal) Numismatic Society.

JNES=Jouranal of Near Eastern Studies.

JPak. HS.=Journal of the Pakistan Historical Society.

JPHS=Journal of the Punjab Historical Society.

JQR=Jewish Quarterly Review.

JRAS=Journal of the Royal Asiatic Society.

J(R) ASB=Journal and Proceedings of the (Royal) Asiatic Society of Bengal.

JRGeog. S.=Journal of the Royal Geographical Society.

JSFO=Journal de la Societe Finno-Ougrienne.

JSS=Journal of Semitic Studies.

KCA=Korosi Csoma Archivum.

KS=Keleti Szemle (Oriental Review).

KSIE=Kratkie Soobshceniya Instituta Etnografiy (Short communications of the Institute of Ethnography).

LE=Literaturnaya Entsiklopediya(Literary Encyclopaedia).

MDOG=Mitteillungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.

MDPV=Mitteilungen und Nachrichten des Deutschen Palastina-Vereins.

MEA=Middle Eastern Affairs.

MEJ=Middle East Journal.

MFOB=Melanges de la Faculte Orientale de 1' Universite St. Joseph de Beyrouth.
MGMN=Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften.
MGWJ=Monatsschrift fur die Geschichte und Wissenschaft des Judentums.
MIDEO =Milanges de 1'Institut Dominicain d'Etudes Orientales du Caire.
MIE-Memoires de 1' Institut d'Egypte.
MIFAO=Memoires publics par les membres de 1' Institut Francais d' Archeologie Orientale du Caire.
MMAF=Memoires de la Mission Archeologique Francaise au-Caire.
MMIA=Madjallat al-Madjma' al-Ilmi al-'Arabi, Damascus.
MO=Le monde Oriental.
MOG=Mitteilungen zur Osmanischen Geschichte.
MSE=Malaya Sovetskaya Entsiklopediya (Small Sovite Encyclopaedia).
MSFO=Memoires de la Societe Finno-Ougrienne.
MSL(P)=Memoires de la Societe Linguistique de Paris.
MSOS Afr.=Mitteilungen des Seminars fur Orientalische Sprachen, Afrikanische Studien.
MSOS As.=Mitteilungen des Seminars fur Orentalische Sprachen, Westasiatische Studien.
MTM=Milli Tetebbu'ler Medjmu'asi.
MW=The Muslim World.
NC=Numismatic Chronicle.
NGw Gott.=Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen.
OC=Oriens Christianus
OLZ=Orientalistische Literaturzietung.
OM=Oriente Moderno.
PEFQS=Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement,
Pet. Mitt.=Petermanns Mitteilungen.
QDAP=Quarterly Statement of the Department of Antiquities of Palestine.
RAfr.=Revue Africaine.
RCEA=Repertoire Chronologique d'Epigraghie arabe.
REJ=Revue des Etudes Juives.
Rend. Lin.=Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche.
REI=Revue des Etudes Islamiques.
RHE=Revue de 1'Histoire des Religions.
RIMA=Revue de 1'Institut des Manuscrits Arabes.
RMM=Revue Monde Musulman.
RO=Rocznik Orientalistyczny.
ROC=Revue de 1"Orient Chretien.
ROL=Revue de 1'Orient Latin.
RSO=Rivista degli Studi Orientali.
RT=Revue Tunisienne.

SBAk. Heid.=Sitzungsberichte der Heidelberger Akadekemie der Wissenschaften.

SBAK. Wien=Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Wien.

SBBayr. Ak.=Sitzungsberichte der physixalisch-me Bayrischen Akademie der Wissenschaften.

SBPMS Erlg.- Sitzungsberichte der dizinischen Sozietat in Erlangen.

SBPr. Ak. W.=Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

SE=Sovetskaya Etnografiya (Soviet Ethnography).

SO=Sovetskoe Vostokovedenie (Soviet Orientalism).

Stud. Isl.-Studia Islamica.

S. Ya.=Sovetskoe Yazikoznanie(Soviet Linguistics).

TBG-Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

TD=Tarih Dergisi.

TIE=Trudi Instituta Etnografiy(Works of the Institute of Ethnograpgy).

TM=Turkiyat Mecmuasi.

TOEM/TTEM=Ta'rikh-i 'Othmani (Turk Ta'rikhi) Endjumeni medjmi'asi.

Verh. AK. Amst.=Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen to Amsterdam.

Versl. Med. AK.Amst.=Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.

VI=Voprosi Istoriy (Historical Problems).

WI=Die Welt des Islams.

WI'n. s.=The same, new series.

Wiss. Veroff. DOG=Wissenschaftliche Veroffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft.

WZKM=Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes.

ZA=Zeitschrift fur Assyriologie.

ZATW=Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft.

ZDMG=Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.

ZDPV=Zeitschrift des Deutschen Palastinavereins.

ZGErdk. Birl.=Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde in Berlin.

ZS=Zeitschrift fur Semitistik.

Contents

ইসলামী বিশ্বকোষ

তৃতীয় খণ্ড

সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

Contents

ইসলামী বিশ্বকোষ ০৯/ইবিপ্র/২য় সং./১/২০০৬ (উন্নয়ন)/৩২৫০

Contents

ইসলামী বিশ্বকোষ

بسم الله الرّحمن الرّحيم •

আল-'আরাবিয়্যা (العربية) ঃ 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য।

(ক) 'আরবী ভাষা (আল-আরাবিয়্যা)।

(১) প্রাক-ক্লাসিক্যাল 'আরবী।

(১) সেমিটিক ভাষাসমূহের মধ্যে 'আরবী ভাষার স্থান; (২) প্রাচীন 'আরবী (Proto-Arabic); (৩) প্রাথমিক মধ্যযুগের 'আরবী ভাষা (খৃ. ৩য়/ ৬ষ্ঠ শতক)।

(২) সাহিত্যের ভাষা।

(১) ক্লাসিকক্যাল 'আরবী, (২) প্রাথমিক মধ্যযুগের আরবী; (৩) মধ্যযুগের আরবী; (৪) আধুনিক আরবী।

(৩) মাতৃভাষাসমূহ।

(১) সাধারণ পর্যালোচনা, (২) পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাসমূহ, (৩) পশ্চিমাঞ্চলীয় উপভাষাসমূহ।

(খ) 'আরবী সাহিত্য

আল-'আরাবিয়্যা, মূ· লুগা ও লিসানুল-'আরব দ্বারা বুঝায় (১) সকল রূপে প্রচলিত 'আরবী ভাষা। এই ব্যবহার জাহিলী যুগ হইতে প্রচলিত খৃস্টীয় তৃতীয় শতকের হিব্রু সূত্রে প্রাপ্ত Lashon Arabhi ও St. Jerome-এর Praefatio in Danielem গ্রন্থের Arabica Lingua হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কু·রআন শরীফের ১৬ ঃ ১০৩ (১০৫), ২৬ ঃ ১৯৫, ৪৬ ঃ ১২ (১১) সংখ্যক আয়াতসমূহ لِسَانٌ عَرَبِيٌّ (مُبِيْنٌ) কথাটিও একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (২) পারিভাষিক অর্থে জাহিলী কবিতা ও আল-কু·রআনের ভাষা ক্লাসিক্যাল 'আরবী ভাষা (Cl. Ar.)। 'আরবীতে রচিত ইসলামী সাহিত্যের ভাষাও ক্লাসিক্যাল 'আরবী। ব্যাপক অর্থে 'আরাবিয়্যা হইতে পৃথক করিবার জন্য ইহাকে আল-'আরাবিয়্যাতুল-ফাসীহা বা আল-'আরাবিয়্যাতুল-ফুস·হা বলা যায়। ফাস·হা (অর্থ পরিচ্ছন্ন হওয়া, খাঁটি হওয়া) হইতে আল-ফাসি·হা ও আল-ফুস·হা গঠিত (তু. আসিরীর পিসু 'খাঁটি উজ্জ্বল আরামাই বা প্রাচীন সিরীয় পাসসীহ উজ্জ্বল আলোকময়)। আল-আরাবিয়্যাতুল ফাসি·হা বা আল-ফুস·হার অর্থ বিশুদ্ধ ও সকলের বোধগম্য 'আরবী, খাঁটি 'আরবী নহে, যেমন দেখান হইয়াছে এই উদাহরণে, আফসাহা আল-(আল-কালিমা) "পরিষ্কারভাবে বলা" (লিসানুল-'আরাবা, ৩খ., ৩৭৭১; আরও তুলনীয় 'আরাবা) পরিষ্কারভাবে বোধগম্যভাবে বলা' এবং শুদ্ধ 'আরবী ব্যবহার করা।

ক্লাসিক্যাল 'আরবীই প্রধানত 'আরবী সাহিত্যের ভাষা, যদিও উহা লেখার একমাত্র ভাষা নহে (তু. প্রাচীন 'আরবী ও কোন কোন আধুনিক উপভাষা, বিশেষভাবে মালটার ভাষা)। আমাদের জ্ঞাত আরবী ভাষার অন্যান্য রূপের পরিষ্কার তিনটি স্তর রহিয়াছে ঃ (১) প্রাচীন 'আরবী (Proto-Arabic-ও বলা হয়, যদিও শব্দটি সকল শ্রেণীর 'আরবী উপভাষা যে আদি পূর্ব ভাষা –তাহার জন্য সংরক্ষিত রাখাই উত্তম হইবে), জার্মান ভাষায় altnordarabisch; (২) প্রাথমিক যুগের উপ-ভাষাসমূহ (লুগাত); ও (৩) কথ্য ভাষাসমূহ (মধ্যযুগের লুগাতুল-'আম্মা ও আধুনিক আল-লুগাত 'আমিয়্যা বা আদ-দারিজা বা লাহ্জাত)।

(১) প্রাক-ক্লাসিক্যাল 'আরবী

(১) সেমিটিক ভাষাসমূহের মধ্যে 'আরবীর স্থান ঃ 'আরবী সেমিটিক গোত্রীয় ভাষা, যাহা বৃহত্তর হেমিটিয় সেমিটিক (Hemito-Semitic) ভাষাগোত্রের অংশ যাহার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে মিসরীয় ও অন্যান্য ভাষা। এই ভাষা পরিবারের মধ্যে ইহা দক্ষিণ সেমিটিক বা দক্ষিণ-পশ্চিম সেমিটিক শাখার অন্তর্ভুক্ত যাহার ভিতর আবার দুইটি উপশাখা রহিয়াছে ঃ (ক) দক্ষিণ 'আরবের ভাষা (ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে প্রাচীন সাবীয়, মাঈনীয়, কাত্বানীয়, হাদারামাওতীয় ইত্যাদি ইয়ামানের ও দক্ষিণ হাদারামাওত-এর ভাষা, আধুনিক মাহরী, শাখাওয়ারী ইত্যাদি উত্তর হাদারামাওতের ভাষাও সোকোত্রা দ্বীপের ভাষা। একটি ব্যাপক ধরনের সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে দেখা যায়, প্রাচীন দক্ষিণ 'আরবের ভাষাগোষ্ঠী 'আরবী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। (খ) ইথিওপীয় ভাষা [ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রাচীন ইথিওপীয় বা গি'এয (Ge`ez) আধুনিক টিগরে টাইগ্রিনিয়া, আমহারিক, হারারী, গুরাজ ইত্যাদি ভাষা]। ইথিওপীয় ভাষা আদিতে কোন একটি দক্ষিণ 'আরবের ভাষা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল কিনা তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না (তু. E. Ullendorff, Semitic Languages of Ethiopia, 1955)। দক্ষিণ সেমিটিক শাখার সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ হইতেছে (আধুনিক রূপে অংশত অস্পষ্ট) প্রোটোসেমিটিক ধ্বনি পদ্ধতি প্রায় সম্পূর্ণই রক্ষিত হইয়াছে, শুধু পা (پ) ধ্বনি ফ (ف) হইয়াছে এবং শ (ش) ধ্বনি স (س) ধ্বনির সঙ্গে একাঙ্গীভূত হইয়াছে ['আরবী ش প্রোটা-সেমিটিক -এর সমধ্বনি] বিশেষভাবে বহুবচনের রূপ গঠিত হয় মধ্যবর্তী স্বরচিহ্ন বা حرف علة-এর পরিবর্তন দ্বারা। ক্রিয়ার রূপের আকার ফা'আলা ও ইসতাফ'আলা। দক্ষিণ 'আরবদের ভাষা ও ইথিওপীয় ভাষার সঙ্গে আক্কাদীয় ভাষার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যগত মিল রহিয়াছে, যাহা 'আরবীর নাই (W. Leslau, JAOS, ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ৫৩-৮)।

অপরপক্ষে 'আরবীর সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সেমিটিক ভাষাসমূহের (হিব্রু, উগারীয়, আরামাই) কোন কোন বিষয়ে মিল লক্ষ্য করা যায় যাহা দক্ষিণ 'আরবের ও ইথিওপীয় ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় না। পুংলিঙ্গ বহুবচনে প্রত্যেয় (Suffix) (ين) বা ما কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ গঠন (W. Christian, WZKM, ১৯২৭ খৃ., পৃ. ২৬৩; দক্ষিণ 'আরবের ভাষার জন্য দ্র. M. Hifner, Altsudarab, Gramm, পৃ. ৮২) ও ফু'আয়ল (فعيل) ক্ষুদ্রত্ববাচক শব্দ (F. Praetorius, ZDMG,

১৯০৩ খৃ., পৃ. ৫২৪-৯), আরও দ্র. আই. আল-ইয়াসিন, Lexical Relation Between Ugaritic and Arabic, ১৯৫২ খৃ.। কোন কোন 'আরবীর রূপের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সেমিটিক ভাষার ঘনিষ্ঠ মিল ছিল। প্রাচীন 'আরবীর ক্ষেত্রে হিব্রুর ন্যায় নির্দিষ্ট আরটিকলও থাকিত এবং পরবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণ দ্বিত্ব হইত (যেমন Ammasgoz-এর ক্ষেত্রে) اب -যুক্ত নামগুলি হইতে বুঝা যায়, দা'ম্মা (পেশ), ফাতহা (যবর) বা কাছ্'রা (যের) গ্রহণকারী এই তিন অবস্থায় اب। শব্দ ابى। ছিল, যেমন হিব্রু ভাষায় আছে। প্রাথমিক যুগের কথ্য উপভাষাসমূহের মধ্যে তায়্যি গোত্রের সম্বন্ধবাচক যূ-এর সঙ্গে হিব্রু কবিতায় ব্যবহৃত যু-এর সঙ্গতি রহিয়াছে, আর অন্যান্য পাশ্চাত্য কথ্য উপভাষায় যী-এর সমধ্বনি শব্দ পাওয়া যায়। প্রাচীন সিরীয় আঞ্চলিক আরামাই ভাষায় পশ্চিমের উপভাষাসমূহের আ (أ) উচ্চারিত হইত উ (أو) রূপে, যেমন হইত কান'আনী ভাষায় ও পশ্চিমাঞ্চলে সিরীয় ভাষায় ও হিব্রুর ন্যায় 'ইয়া'আ'তে রূপান্তরিত হইত। অপরদিকে পূর্বাঞ্চলীয় উপভাষাসমূহে আ imperfect (فعل ناقص) -এর সঙ্গে ই যুক্ত হইত যেমন ছিল কান'আনী ভাষায় ও পশ্চিম সিরীয় ভাষায় (দ্র. C. Rabin, Journal of Jewish studies, ১৯৫০ খৃ., পৃ. ২২-৬)।

আমরা দেখিতে পাই, ভাষা হিসাবে 'আরবীর স্থান দক্ষিণ সেমিটিক ও উত্তর-পশ্চিম সেমিটিক-এর মাঝামাঝি এবং এই উভয়ের সঙ্গেই উহার সংযোগ ছিল। উত্তর-পশ্চিম সেমিটিক ও আরবী এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সম্ভবত অন্য উপভাষাও ছিল; সেই ভাষার দাবিদার বলিয়া ধরা হয় Hebrew book of Job (سفر ايوب) -এর উপর প্রভাব বিস্তারকারী স্থানীয় উপভাষাকে [দ্র. (১) B. Moritz, ZATW, ১৯২৬ খৃ., পৃ. ৮১-৯৩; (২) Foster. Am. Journ. of Sem. Lang., ১৯৩২ খৃ., পৃ. ২১-৪৫]।

(২) প্রাচীন 'আরবী ('Proto-Arabic) ঃ আরবীর সর্বপ্রাচীন যেই নমুনা পাওয়া যায় তাহা আসিরীয়গণ কর্তৃক আরিবীদের খৃ. পূ. ৮৫৩-৬২৬ সালে সংঘটিত যুদ্ধের বর্ণনায় উল্লিখিত ৪০ জন ব্যক্তির নাম (আরুবু, উরবিতু O'Callaghan, Aram Naharaim, পৃ. ৯৫)। এইগুলি সংগ্রহ করেন T. Weiss-Rosmarin, JSOR, ১৯৩২ খৃ., পৃ. ১-৩৭ ও F. Hommel, Ethnologie u, Geogr D alten Orients, ১৯২৬ খৃ., পৃ. ৫৭৮-৮৯। প্রায় সবই 'আরবী বলিয়া চিহ্নিত করা যায়। Landsberger ও Bauer-এর মতে (ZA, ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৯৭-৮) আরিবীগণ আরামাই ছিল, তবে তাহা B. Moritz-এর মতের ন্যায়ই (Or. Studies, Paul Haupt, ১৯২৬ খৃ., পৃ. ১৮৪-২১১) প্রায় ভিত্তিহীন। Moritz-এর অভিমত ছিল, একই সময়ের গ্রন্থাদিতে যেই আরামুদের কথা বলা হইয়াছে তাহারা 'আরব ছিল। গামবুলুগণ আরিবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল (Assurbanipal's Rassam Prism iii, ৬৫)। তাহাদের সর্দারগণের মধ্যে (Sargon's Annals, পৃ. ২৫৪-৫) ছিলেন হামদানু, যাবিদু ও হাযাইলু এবং তাঁহারা ব্যতীত আরামী ভাষার (Aramai) নামধারী কয়েকজন। অধিকাংশের নামই ছিল আসিরীয় যাহা হইতে বুঝা যায়, এই গোত্রগুলির কোন কোনটি উচ্চতর সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।

খৃ. পূ. ৮ম-৭ম শতকে 'আরবদের রচিত সর্বপ্রাচীন মূল গ্রন্থে উত্তর 'আরবের লিপিমালায় লিখিত (যেই লিপিমালা দেদানীয়ের [Dedanite] কাছাকাছি), তাহাতে আসিরীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু উহা আক্কাদীয় ভাষায় লিখিত মিশ্র রূপ য়যবল (ى ز ب ل) ব্যতীত যাহাকে আক্কাদীয় ভাষায় বলা হয় ইযবিল 'সে বহন করিয়াছিল' এবং তাহাতে পশ্চিমে সেমিটিক (ى) উপসর্গ (Prefix) রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে উর-এ প্রাপ্ত দুইটি সংক্ষিপ্ত লিপি (দ্র. Burrows, JRAS, ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৭৯৫-৮০৬) এবং কয়েকটি সীলমোহর সিলিন্ডার (দ্র. W. F. Albright, Bulletin of American School for Oriental Research, নং ১২৮, পৃ. ৩৯-৪৫)। Albright এই পাঠসমূহের মূল উৎসকে কালদীয় (Chaldaean) বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন।

আল-উলার দেদানী লিপি (Dedanite) সম্ভবত সামান্য পরবর্তী কালের (H. Grimme, Buch u Schrift, iv ১৯-২৮; ঐ লেখক, OLZ, ১৯৩২ খৃ., পৃ. ৭৫৩-৮৬)। সেই একই এলাকায় আরও পরবর্তী কালের লিহয়ানী লিপি পাওয়া গিয়াছে। সর্বশেষগুলি আনুমানিক ১৫০ খৃষ্টাব্দের এবং প্রাথমিক যুগের 'আরবীর বৈশিষ্ট্যযুক্ত। প্রায় একই সময়ে (দ্র. Boneschi, RSO, ১৯৫১ খৃ., পৃ. ১-১৫) লিহয়ানী নৃপতি মাসঊদ প্রাচীন নাবাতীয় আরামাই ভাষায় শিলালিপি স্থাপন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ পাঠ (১) Jaussen and Savignac, Mission archeol. en Arabie, ১৯০৪-১৪ খৃ., ২খ., ৩৬৩-৫৩৪। ব্যাকরণ ঃ (২) Winnett, Study of the Lithy and Thamuidc Inscr, ১৯৩৭ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, Mus, ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ২৯৯-৩১০; (৪) W. Caskel, Liyhan, ১৯৫৪ খৃ.।

আল-হাসাতে লিহয়ানী শিলালিপি কবর ফলকরূপে স্থাপিত রহিয়াছে (G. Ryckmans Mus, ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ২৩৯; Cornwall, GJ, ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ৪৩-৪; Winnett, Bull. Am. School for Or. Res, no 102-4—6)। S. Smith (BSOS, u Lihyanisch, ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৪৪২) মনে করেন, সেইগুলি আল-হীরার অধিবাসিগণ হইতে উদ্ভূত।

উত্তর হিজায, সিনাই, ট্রান্সজর্দান, দক্ষিণ ফিলিস্তীন (3,000 in A. v. d. Branden, Inscriptions thamoudeennes, ১৯২৪ খৃ., 524 in Harding and Littmann, Some Th. Inscr. From Jordan, ১৯৫২ খৃ.) আসির (৯,০০০ টি আবিষ্কার করেন G. Ryckmans, ১৯৫২ খৃ., ও মিসরে (Kensdale, mus, ১৯৫২ খৃ., পৃ. ২৮৫-৯০) গ্রাফিটি (Graffti) প্রাচীরে উৎকীর্ণ লিপি ছামূদী ভাষার প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। ব্যাকরণের জন্য দ্র. v. d. Brander, পূ. গ্র., E. Littmann, Thamud. u Safa, ১৯৪৩ খৃ.; ঐ লেখক, ZDMG, ১৯৫০ খৃ., পৃ. ১৬৮-৮০। সর্বাধুনিক ছামূদী গ্রন্থ লক্ষ্য করা যায়, প্রথমিক যুগের 'আরবীর সহযোগে ২৬৭ খৃ., হেজরার প্রস্তর ফলকের এক পংক্তিতে (নাবাতীয় লিপিতে) সিনাইয়ের রাম (Ramm) মন্দিরে কিছু গ্রাফিটিতে আনু. ৩০০ খৃ., উহার ঠিক পরপরই রহিয়াছে 'আরবী লিপিতে সর্বপ্রাচীন গ্রাফিটির নমুনা। ৬০০ বৎসর কালব্যাপী ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও এই ভাষাটির রূপের অতি সামান্য মাত্র পরিবর্তন সাধিত হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, ভাষাটির সাহিত্যিক ঐতিহ্য ছিল।

সাফাতীন বা সাফায়তী গ্রাফিটির নমুনা পাওয়া যায় সাফা হাররা এবং দামিশকের পূর্বে লিজাতে (উক্ত অঞ্চলের বাহিরের পাঠের নমুনার জন্য দ্র. E. Littmann, Melanges Dussaud, ১৯৩৯ খৃ., পৃ.

৬৬১-৭১; G. Ryckmns, ঐ, ৫০৭-২০)। আন-নামারার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সাফাতীন ও ছামূদীর মধ্যবর্তীকালীন কিছু গ্রাফিটির নমুনা রহিয়াছে। পরোক্ষ ঐতিহাসিক উল্লেখ হইতে খৃষ্টীয় ৩য় শতক পর্যন্ত তারিখ পাওয়া যায় (G. Ryckmans, in Comptes Rend. Ac. Inscr, ১৯৪২ খৃ., পৃ. ১২৭-৩৬; M. Rodinson, Sumer, ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ১৩৭-৫৫); Winnett-এর মতে (JAOS, ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৪১) ৬১৪ খৃ. পর্যন্ত তারিখ পাওয়া যায়। একটি ছামূদী পাঠ খৃষ্টান-রচিত হইতে পারে (E. Littmann, MW, ১৯৫০ খৃ., পৃ. ১৬-১৮; উহার বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন, v. d. Branden Mus. ১৯৫০ খৃ., পৃ. ৪৭-৫১)।

গ্রন্থপঞ্জী : পাঠ (১) 396 in M. de vogue Syrie Centrale Inscr. Semit, ১৮৬৮-৭৭ খৃ.; (২) 904 in Dussaud and Macler Mission, Mission dans Syrie moyenne, ১৯০৩ খৃ.; (৩) 136 in E. Littmann, Public Amer. Arch Exp. iv Semitic Inscriptions, ১৯০৪ খৃ.; (৪) 390 in H. Grimme, Texte u, Untersuchungen Zur Saf. arab Religion, ১৯২৯ খৃ.; (৫) 1302 in E. Littmann Safaitic Inscr-Syria, Publ. of the Princeton Archeol. Exp iv, C, ১৯৪৩ খৃ., উহাতে ব্যাকরণের সর্বোত্তম উদাহরণ দেখান হইয়াছে, আরও দ্র. Thamud u. Safa; (৬) 5,380 in Corp. Inscr. Sem, ৫/১, ১৯৫০ খৃ.। আরও দ্র. R. Dussaud, Arabes en Syrie Avant l'Islam, ১৯০৭ খৃ., en Syrie avant l'Islam, ১৯০৭ খৃ.। ঐ লেখক, Penetation des Arabes en Syrie avant l'Islam, ১৯৫৫ খৃ.।

অতিরিক্ত গ্রন্থপঞ্জীর জন্য তু. G. Ryckmans, in Revue Biblique, ১৯৩২ খৃ., ৮৯-৯৫; ঐ লেখক in Med. Kon. Vlaamsche Acad, ১৯৪১ খৃ., পৃ. ১২-১৩; ঐ লেখক, in Mus. ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ১৩৭-২১৩।

গ্রাফিটি যেহেতু প্রধানত নামের সমষ্টি, তাই এই বাগধারাসমূহের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। ইহা খুবই সম্ভব যে, 'আরবী শব্দকোষের উল্লেখ দ্বারা উহাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হইলে উহাদেরকে আসলে যাহা ছিল তদপেক্ষা অধিক ক্লাসিক্যাল 'আরবীর অনুরূপ দেখাইবে। আরবী নামের ধ্বনিগত প্রতিবর্ণায়ন করিলে দেখা যায়, 'আয়ন (ع)-এর উচ্চারণ কোমল হইত, জীম (ج) ছিল আক্কাদীয় g-এর অনুরূপ, কাফ (ق) ছিল k কা (ك)-এর ন্যায়, ছা (ث) ছিল ت-এর ন্যায় এবং ফা (ف) ছিল پ-এর ন্যায়। সাফাতীন অঞ্চলের নামের গ্রীসীয় প্রতিবর্ণায়ন করা হইলে স্বরবর্ণ (حرف علة)-এর এমন এক পদ্ধতি লাভ করা যায় যাহা হিব্রু বা কথ্য 'আরবীর অনুরূপ, যথা Usyad (উসায়দ)। বানী (ب ن ى) ও নাজা (ن ج ى) জাতীয় উচ্চারণ হইতে ধারণা করা যায়, হিব্রুর ন্যায় (افعال ناقصة) য়া (يا) ধ্বনি দ্বারা শেষ হইত।

এই সকল লোক যখন নিজেদের ভাষা প্রাচীন দক্ষিণ 'আরবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত বিভিন্ন লিপিতে লিখিত নাবাতীয়গণ (খৃ. পূ. ১০০ হইতে খৃ. ৪র্থ শতক) ও পালামায়রেনীয়গণ (تدمر-এর অধিবাসী) (খৃ. ১ম হইতে ৩য় শতক) তখন রাজকীয় আরামাই ভাষার (আকেমেনীয় সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ভাষা) আঞ্চলিক রূপ এবং আরামীয় লিপি ব্যবহার করিত, কিন্তু তাহাদের নাম হইতে বুঝা যায়, নাবাতীয়রা সকলেই ছিল পুরাপুরি 'আরব আর পালামায়রাতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি 'আরব সম্প্রদায় ছিল (তু. Goldmann, Palmyr Personennamen, ১৯৩৭ খৃ.)। পালামায়রিনী ভাষায় 'আরবী শব্দের সংখ্যা কম (J. Cantineau Gr. du Palm. epigr, ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ১৫০-১; F. Rosenthal, Sprached d, palmyr. Inschr, ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ৯৪-৬-তে আরও কম)। নাবাতীয় ভাষায় 'আরবীর প্রভাব খুব বেশী। পরবর্তী কালের গ্রন্থসমূহে 'আরবী শব্দের সংখ্যা খুব বেশী বৃদ্ধি পায় (Cantineau, পূ. গ্র., ২খ., ১৭১-৮০; ঐ লেখক, AIEO, ১৯৩৪ খৃ., ৭৭-৯৭; আরও দ্র. F. Rosenthal, Aramaistische Forchung, ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ৮৯-৯২)। এই মৌলিক 'আরবী ভাষার (যাহা সম্ভবত এক এক অঞ্চলে এক এক প্রকারের ছিল) অন্তর্ভুক্ত ছিল ছামূদীয় স·দ·ক·, ইহার ন্যায্য উত্তরাধিকারী, শিলাতে উৎকীর্ণ প্রাচীন 'আরবী উপভাষার তুলনায়; কারণ ইহাতে আল (ال) নির্দিষ্টসূচক অব্যয় (article) বিদ্যমান (شيء القوم) সাফাত (আ)-এর বিপরীতে شيء هقوم এক দেবতার নাম। দীর্ঘ (الف ممدودة) ওয়া (واو مجهول)-এর ন্যায় উচ্চারিত হইত, যেইরূপ ছিল প্রাথমিক পাশ্চাত্য উপভাষাগুলিতে।

প্রাচীন 'আরবী ভাষার একটি বড় উৎস, যাহা কদাচিৎ উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহা হইল ব্যক্তি নাম সম্বন্ধে গবেষণা, এইরূপ হাযার হাযার নামের কথা জানা যায়। এই নামগুলি 'আরবী (যুগ) হইতে বর্তমান আমলের বেদুঈনগণ পর্যন্ত একটি অতি লক্ষণীয় ধারাবাহিকতা প্রদর্শন করে এবং এইগুলি বিভিন্ন প্রাচীন 'আরবী বাগধারার একটি সাধারণ উৎস গঠন করিয়াছে (Harding and Littmann, পূ. গ্র., পৃ. ৫০-এ শিক্ষণীয় তথ্যচিত্র দেওয়া আছে)। ইহারা বর্তমানে অপ্রচলিত রূপগুলিকে ক্লাসিক্যাল 'আরবীর আকারে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, যেমন উদাদ-এ (আত্-তাবারী, ৩খ., ২৩৬০) সাফাত দাদ (অর্থাৎ ওদাদু) যাহা ক্লাসিক্যাল 'আরবীতে হইত আওয়াদ্দ, এবং প্রাচীন 'আরবীর শব্দভাণ্ডার সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্যও প্রদান করিতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) G. Ryckmans, Noms Propres sud-semitiques, ১৯৩৪ খৃ.; (২) Wuthnow Semit. Menschennamen i d. griech Inschr u. Papyri d. Vorderen Orients, ১৯৩০ খৃ.; (৩) Gratzl Arab. Frauennamen, ১৯০৬ খৃ.; (৪) Brau Altnordar, Kultische Personennamen, WZKM, ১৯২৫ খৃ., পৃ. ৩১-৫৯, ৮৫-১১৫।

'আরবী ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ইতিহাস পুনর্গঠনের অপর একটি মূল্যবান উৎস হইতেছে আককাদীয়, হিব্রু, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষাসমূহে রচিত গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত ভৌগোলিক স্থানসমূহের নাম (তু. উল্লিখিত আরিবি, J. A. Montgomery, Arabia and the Bible, ১৯৩৮ খৃ.; ঐ লেখক, in Haverford symposium on Archeol and Bible ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ১৮৮-২০১; A. Sprenger, Alte Geogr. Arabiens, ১৮৭৫ খৃ.; Glaser, Skizze etc, ১৮৮৯-৯০ খৃ.; A. Musil Topographical Itineraries, ২খ., পরিশিষ্ট ৩;. সকল বিষয় সম্বন্ধে দ্র. F. Hommel, Ethnologie etc, পৃ. ৫৩৮-৬৩৪)। O. Blau-এর

Altarab. Sprachstudien, ZDMG, ১৮৭১ খৃ., পৃ. ৫২৫-৯২-এ বিন্যস্তকরণ সন্তোষজনক নহে।

সম্ভবত প্রাচীন 'আরবী ছিল জুরহুমের উপভাষা। আবূ 'উবায়দ (মৃ. ২২৩/৮৩৮) আল-কু'রআনে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দসমূহ সম্পর্কে যেই গবেষণা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন উহাতে জুরহুম উপভাষার প্রায় ৩০টি শব্দ দেখাইয়াছেন (তু. Rabin, Ancient West-Arabian, পৃ. ৭, সম্পা. এস. আল-মুনাজ্জিদ, ইসমা'ঈল ইবন 'আমর আল-মুক'রি-এর রচনারূপে, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.)। জুরহুমরা অবশ্য 'আরাব আল-'আরিবা (দ্র.) বা আল-বাইদা-এর অন্তর্ভুক্ত। 'আরব ঐতিহাসিকগণের মতে তাহাদের নিকট হইতে 'আরাব আল-মুসতা'রিবা নামক গোত্রীয়গণ যাহাদের লইয়া খৃ. ৬ষ্ঠ শতকের জনসংখ্যার অধিকাংশ গঠিত হইয়াছিল তাহারা এই দেশ ও ভাষা অধিকার করিয়া নেয়। আরও বিশেষভাবে আমরা জানিতে পারি, ত'য়্যিগণ সুহারের ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল (দ্র. য়াকূ'ত, ১খ., ১২৭)। এখন অবশ্যই আমাদের জিজ্ঞাসা ঃ (১) আরিবা গোত্রীয়গণ ইতিহাসে উল্লিখিত প্রাচীন 'আরবী ভাষা জনগণের সঙ্গে অভিন্ন ছিল কিনা ? (২) মুসত'া'রিবা গোত্রীয়গণ 'আরবী ভাষা গ্রহণ করিবার পূর্বে কোন্ ভাষায় কথা বলিত? এই দুই প্রশ্নের কোনটিরই উত্তর আমাদের জানা নাই। বিষয়টি আবার প্রাথমিক পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয় কথ্য ভাষায় বিভাজনের মধ্যে জট পাকাইয়া আছে। সামগ্রিকভাবে শেষোক্তটি যেন কতকটা প্রাচীন 'আরবীর নিকটবর্তী ছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু খুবই সম্ভব, প্রাচীন 'আরবীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিল কু'দা'আ উপভাষা, যাহা প্রথমোক্তটির মত একই অঞ্চলের কথ্য ভাষা ছিল, যে সম্বন্ধে আমাদের বস্তুত কোন জ্ঞানই নাই। অপরপক্ষে পূর্বাঞ্চলীয় বা পশ্চিমাঞ্চলীয় উপভাষা যে অঞ্চলে কথিত হইত সেইখানকার প্রস্তরাদিতে উৎকীর্ণ লিপি জাতীয় কোন বস্তুই প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিকট নাই এবং প্রাচীন 'আরবী ভাষার আমলে ঐ অঞ্চলের কথ্য ভাষারূপে যাহা শিলালিপির মাধ্যমে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে তাহা সম্ভবত প্রাচীন 'আরবী কথ্য ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।

(৩) প্রাথমিক যুগের 'আরবী (খৃ. ৩য়- ৬ষ্ঠ শতক)

ইংরেজী ও জার্মান নামকরণ পদ্ধতির উদাহরণ অনুসরণ করিয়া আমরা ৩য় হইতে ৬ষ্ঠ খৃষ্টীয় শতক কালের জন্য এই নাম ব্যবহার করিতে পারি, যে সময়ে 'আরবের বিশাল অঞ্চল জুড়িয়া প্রাচীন 'আরবী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত কিন্তু ক্লাসিক্যাল 'আরবীর কাছাকাছি ভাষা কথিত হইত। আর সে সময়েই অবশ্য ক্লাসিক্যাল 'আরবী বিবর্তিত রূপ লাভ করিয়া থাকিবে।

এই যুগের জন্য বাহিরের প্রমাণ দুর্লভ কিন্তু সমসাময়িক য়াহূদী তথ্যসূত্রে আমরা কিছু সংখ্যক উদ্ধৃতি পাই (আংশিকভাবে A. Cohen কর্তৃক সংগৃহীত, JQR-এ প্রকাশিত, ১৯১২-১৩ খৃ., পৃ. ২২১-২৩)। সেই সকল উদ্ধৃতিতে কিছু কিছু বাক্যও পাওয়া যায়, যেমন মাব'আদ লি দাম্মাতিকা, 'জনতার জন্য স্থান করিয়া দাও' (মিদরাশ রাব্বা, Canticles বিষয়ে, ৪খ., ১)।

এই কালেই খৃস্টান ও য়াহূদী সংস্পর্শের ফলে শত শত আরামাই (Aramaic) ধার করা শব্দ এই ভাষায় প্রবেশ করে (দ্র. S. Fraenkel. Aram. Fremdworter im Arab, ১৮৮৬ খৃ.), সেইগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক পঠন-পাঠন হইতে সেই আমলের 'আরবীর উপরে কিছুটা আলোকপাত করা যায়। অতএব আমরা দেখিতে পাই, একটি পুরাতন স্তর ছিল যখন আরামাই স (س) ধ্বনি ছিল এবং একটি নূতন স্তর ছিল যখন উহা ش-এ রূপান্তরিত হয়। সন্দেহ নাই, 'আরবীতে ধ্বনি পরিবর্তনের ফলেই উহা ঘটে (দ্র. D. H. Muller, Acts vii Or. Congr, ১৮৮৮ খৃ., পৃ. ২২৯-৪৮; Brockelmann. Grundr. Vergl. Gr, ১খ., পৃ. ১২৯-৩০)। অন্যান্য শব্দ এই সময়ে দক্ষিণ 'আরবী ভাষা (H. Grimme, ZA-তে, ১৯১২ খৃ., পৃ. ১৫৮-৬৮; আরও তু. F. Krenkow, WZKM, ১৯৩১ খৃ., পৃ. ১২৭-৮) ও ইথিওপীয় ভাষা হইতে অনুপ্রবেশ করে (Noldeke, Neue Beitrage, পৃ. ৩১-৬৬; তবে তাবূত ও মিশকাত সম্বন্ধে দ্র. Rabin, Ancient West Arabian, পৃ. ১০৯)। দক্ষিণ 'আরবের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সীমিত বলিয়া এই দুইটি তথ্যসূত্রকে সব সময়ে পরিষ্কারভাবে আলাদা করিয়া দেখান সম্ভব হয় না। আল-কু'রআনুল-কারীম ও কবিতাতে দৃষ্ট কিছু ধার করা ফারসী শব্দও এই সময়েই অনুপ্রবিষ্ট হয়, যদিও ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলিতেই ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ ব্যাপকভাবে ঘটিয়াছিল (দ্র. A. Siddiqui, Studien uber d. Pers, Fremdworter, ১৯১৯ খৃ.)। গ্রীক শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল প্রধানত আরামাই-এর মাধ্যমে, ল্যাটিন ঢুকিয়াছিল গ্রীসীয় ও আরামাই-এর মাধ্যমে, যেমন কি'নত'ার সিরীয়, কানতিরা ল্যাটিন centenarius; মানদীল সিরীয় মানদীলা গ্রীসীয়, Mandala (পরবর্তী কাল গ্রীসীয় ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে), ল্যাটিন মানটেলে। কিছু কিছু ফৌজী শব্দ (যথা সিরাত strata বা কাস্‌র castra, তু. ফিলিস্তিনী য়াহূদী আরামাই কাস্‌রা) হয়ত সরাসরি ল্যাটিন হইতে আসিয়া থাকিবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাওয়ালিকী, মু'আররাব (Sachau), ১৮৬৭ খৃ.; (২) Noldeke, Neue Beitrage, পৃ. ২৩-৩০; (৩) A. Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an, ১৯৩৮ খৃ.; (৪) A. Salonen, Alte Substrat und Kultur worter im Arab, ১৯৫০ খৃ. (St. Or. Soc' Or. Fennica xvii, ২)।

একটি কথা অবশ্যই ধরিয়া নিতে হইবে, এই শব্দগুলি আদিতে কোন বিশেষ উপভাষা অঞ্চলে সংস্কৃতির সাহচর্যক্রমে প্রবেশ করিয়াছিল এবং তাহার পরে ক্লাসিক্যাল 'আরবীতে উহা বিস্তৃত হয়। বিদেশী শব্দ আমরা শুধু মদীনাতেই ব্যবহৃত বলিয়া জানি (Rabin, পৃ., গ্র., ৯৬; Fuck, Arabiya, পৃ. ১০)।

'আরবী ভাষাতাত্ত্বিক সাহিত্যে নাজ্‌দ (তামীম, আসাদ, বাক্‌র, তায়্যি, কায়স), হিজায ও দক্ষিণ-পশ্চিমের উচ্চ ভূমি (হু'যায়ল, আদাল, য়ামান) অঞ্চলের প্রাথমিক যুগের উপভাষাসমূহের যথেষ্ট উপাদান রক্ষিত আছে, কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের উপাদান খুব সামান্যই আছে। তথ্যাবলী ২য়-৩য় হিজরী শতকে সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তখন এই উপভাষাগুলি সম্ভবত খুব দ্রুত সংহতি হারাইয়া ফেলিতেছিল, প্রধানত শহরসমূহের উপজাতীয়গণের নিকট হইতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার ফলে উহা বিনষ্ট হয়। পাঠের জটিলতা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজনে এইগুলি ব্যবহারের ফলেও অনেক ক্ষতি সাধিত হয়, অথচ উল্লিখিত উপভাষাগুলির সংগে এইগুলির কোন সম্পর্কই ছিল না। উপভাষাসমূহের প্রয়োজনে এইগুলির প্রতি সত্যিকারের আগ্রহ সৃষ্টি হয় অনেক বিলম্বে। অনেক তথ্য পরবর্তীকালীন গবেষণা গ্রন্থেই শুধু সন্নিবেশিত হইয়াছে যেইগুলির উৎস পরীক্ষা করিয়া দেখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে।

পূর্বাঞ্চলের ভাষা যেইগুলি পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছিল

এবং পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা যাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল দক্ষিণ-পশ্চিমের ও হিজাযী উপভাষা ছাড়াও ত'ায়্যির ভাষা এই উভয়ের মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য ফুটিয়া উঠে। শেষোক্তটির মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়গুলি সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায় য়ামান ও ত'ায়্যি ভাষার ক্ষেত্রে, আর হুযায়ল ও হিজাযী উপভাষাতে লক্ষ্য করা যায় প্রাচ্য প্রভাব। পার্থক্য ছিল ছন্দ বা তালের ক্ষেত্রে (পূর্বাঞ্চলে স্বরধ্বনি লোপ ও সংমিশ্রণ) ধ্বনিতত্ত্বে যেমন পশ্চিমাঞ্চলের বৈশিষ্ট্যময় أ (আ) উচ্চারিত হইত, و (ও) ও এবং اى (এ), অথচ পূর্বাঞ্চলে ঐ উভয়ই সংমিশ্রিত হইয়া গঠিত হইত أ যাহার উচ্চারণ أى (ae) এর ন্যায় হইত, ء (হামযা)-এর উচ্চারণ হইত জোরের সহিত, এমনকি উহা ع (আয়ন)-এ পরিণত হইয়া যাইত, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে উহা সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত থাকিত। ব্যাকরণে (যথা পূর্বাঞ্চলে الذى; পশ্চিমাঞ্চলে ذى ذو); পূর্বাঞ্চলীয় কর্মবাচ্যে قــول, পশ্চিমাঞ্চলে قـيل, পূর্বাঞ্চলীয় আদেশবাচক বা অনুজ্ঞাতে রুদ্দু (ر د) পশ্চিমাঞ্চলে উরদু= (أردد) বাক্য গঠন রীতিতে (যথা হিজাযী (ما) মা" পূর্বাঞ্চলে জা'আ (তি)-র -রিজালু (جاء/جاءت الرجال) পশ্চিমাঞ্চলে জাউর রিজালু (جاوا الرجال) শব্দসম্ভারে।

বিচ্ছিন্নতা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে সৃষ্টি হইয়াছিল না অনেক আগে হইতেই হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। তবে একটি সম্ভাবনাকে অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে যে, 'আরবের অধিবাসিগণ সেমিটিক দুনিয়ার বিভিন্ন অংশ হইতে আগমন করিয়াছিল এবং তাহাদের সাধারণত 'আরবীয় বৈশিষ্ট্যটি পারস্পরিক প্রভাব দ্বারা বা 'আরবে বসতি স্থাপন করার পরে সাধারণত সামাজিক বুনিয়াদের ফলে সৃষ্টি হইয়াছিল।

য়ামানের উপভাষা বা কথ্য ভাষার একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে ঃ ইবন দুরায়দ ও নাশওয়ান ইবন সাঈদ-এর অভিধান সংকলনের ফলে এখন প্রচুর তথ্য বিদ্যমান ও মূল্যায়ন করাও সম্ভব। কেননা এইখানকার আধুনিক কথ্য ভাষার প্রাচীন কথ্য রূপ রক্ষিত আছে (দ্র. C. de Lendburg, Datina-তে সংগৃহীত তথ্যাবলী, ১৯০৫-১৩ খৃ.; ঐ লেখক, Glossaire Datinois, ১৯২০-৪৭ খৃ.)। হিময়ারের উপভাষায় যেইরূপ ভাষাতাত্ত্বিকগণ বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা ছিল একটি অপ্রচলিত পশ্চিম 'আরবের বাগধারা, যাহাতে দক্ষিণ 'আরবীয় প্রভাব অত্যন্ত বেশি ছিল। এই ভাষার কিছু ছড়া ও প্রবচন আমাদের সংগ্রহে রহিয়াছে। তাহা ছাড়া রহিয়াছে জাল 'শিলালিপি' (মুসনাদ)। নাশওয়ান ও আল-হামদানী এই বিশ্বাসে জাল করিয়াছিলেন যে, প্রাচীন হিময়ার ও সাবার রাজাগণ যেই ভাষায় কথা বলিতেন তাহা ছিল খৃ., ৭ম শতকের হিময়ার-এর ভাষা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রাচীন সাহিত্য (সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে)ঃ (১) G. W. Freytag, Einfuhrung, etc., ১৮৬১ খৃ., পৃ. ৬৫-১২৫; (২) P. Anastase Marie Mash, ৬খ., ৫২৯-৩৬; (৩) নাসীফ আল-য়াযিজী, in Acts vii, Or Congr. ১৮৮৮ খৃ., পৃ. ৬৯-১০৪; (৪) K. Vollers, Volkssprache, ১৯০৬ খৃ.। আধুনিক গবেষণা শুরু হয় ইহাদের দ্বারাঃ (৫) Sarauw, Die altarab. Dialektspaltung, ZA, ১৯০৮ খৃ., পৃ. ৩১-৪৯; (৬) H. Kofier Reste altarab Dialekte, WZKM, ১৯৪০ খৃ., পৃ. ৬১-১৩০, ২৩৩-৬২, ১৯৪১ খৃ., পৃ. ৫২-৫৮, ২৪৭-৭৪, ১৯৪২ খৃ., পৃ. ১৫-৩০, ২৩৪-৫৬; (৭) আই. আনিস, আল-লাহাজাতুল-'আরাবিয়্যা, আনু. ১৯৪৬ খৃ.; (৮) E. Littmann, B. Fac, Ar., ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ১-৫৬; (৯) C. Rabin, Ancient West Arabian, ১৯৫১ খৃ.; (১০) K. Petracek, ARO, ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৪৬০-৬।

প্রাথমিক যুগের 'আরবী আমলের দুইটি শিলালিপি নাবাতীয় হরফে লেখা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা খাঁটি 'আরবী ভাষা একটি হিজরাতে ('আরবী আল-হি'জর, বর্তমান নাম মাদা'ইন স'ালিহ'), উত্তর হিজায, তারিখ লেখা ২৬৭ খৃ., M, Lidzbarski. ZA, ১৯০৯ খৃ., পৃ. ১৯৪-৭; Jaussen and Savignac, Rev Biblique, ১৯০৮ খৃ., পৃ. ২৪১-৫০; Chabot Comptes Rend Ac. Inscr. ১৯০৮ খৃ., পৃ. ২৬৯-৭২; I. Cantineau Nabateen, ২খ., ৩৮), উহাতে একটি ছত্র রহিয়াছে ছামূদী ভাষায় অপরটি আন-নামারাতে অবস্থিত তারিখ চিহ্নিত ৩২৮ খৃ., ইমরাউল-ক'ায়স 'সকল আরবের বাদশাহ' এই কথা লিখিত (দ্র. R. Dussaud, Rev Archeol, ১৯০২ খৃ., পৃ. ৪০৯-২১; ঐ লেখক, Mission Syrie Moyenne, পৃ. ৩১৪; M. Lidzbarski, Ephemeris, ২খ., ৩৪; Rep. Epigr, Sem, no. 483; Cantineau, ২খ., ৪৯)। M. Hartmann (OLZ ১৯০৬ খৃ., পৃ. ৫৭৩; Arab Frage, ১খ., ১৯০৮ খৃ., পৃ ৫০১; বর্তমানে Dussaud, Penetration, etc., পৃ. ৬৪ প.) মনে করেন যে, ইমরাউল-ক'ায়স, আল-হীরার রাজা ছিলেন, কিন্তু শিলালিপির ভাষাটিকে পশ্চিমাঞ্চলের কথ্য ভাষা বলিয়া মনে হয়। কেননা সর্বনাম স্ত্রী-নির্দেশক তী (تى) ও সম্বন্ধ পদ যূ (ذو)।

(ii) সাহিত্যের ভাষা

(১) ক্লাসিক্যাল 'আরবী ঃ আরবী ভাষার প্রাচীনতম লিখিত লিপি হইতেছে সিনাইতে রাম্ম (Ramm)-এর মন্দিরের গায়ে লিখিত তিনটি গ্রাফিতি বা দেওয়াল লিখন, তারিখ আনুমানিক ৩০০ খৃ. (H. Grimme, Rev. Bibl. ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ২৭০; ১৯৩৬ খৃ. পৃ. ৯০-৫)। খৃষ্টান ফলকলিপি তৎসহ গ্রীসীয় অনুবাদ রহিয়াছে যাবাদ-এ, তারিখ ৫১২ খৃ. (E. Sachau, Mitth, Pr. Ak. W. ১৮৮১ খৃ., পৃ. ১৬৯-৯০; ঐ লেখক, ZDMG, ১৮৮২ খৃ., পৃ. ৩৪৫-৫২) ও আল-হাররান এলাকার লেজাতে, তারিখ ৫৬৮ খৃ., (Schroder ZDMG, ১৮৮৪ খৃ., পৃ. ৩৪; Dussaud Mission .... Syrie Moyenne, পৃ. ৩২৪; Cantineau, Nabateen ২খ., ৫০; উভয় ফলক লিপি সম্বন্ধে দ্র. E. Littmann, RSO, ১৯১১-১২ খৃ., পৃ. ১৯৩-৯৮)। প্রায় ৫৬০ খৃস্টাব্দের আল-হীরার হিন্দ গির্জার একটি শিলালিপির পাঠ মুসলিম ঐতিহাসিকগণ রেকর্ড করিয়াছেন (দ্র. আল-বাকরী, পৃ. ৩৬৪; G. Rothstein, Lahmiden, ১৮৯৯ খৃ., পৃ. ২৪)। তারিখবিহীন একটি দেওয়াল-লিপি রহিয়াছে উম্মুল-জিমালে (E. Littmann, ZS, ১৯২৯ খৃ., পৃ. ১৯৭-২০৪)। এই চারটি ফলকলিপিই মুদ্রিত হইয়াছে N . Abbott, Rise of the North Arabian Script, ১৯৩৯ খৃ., প্লেট নং ১-এ। তারিখযুক্ত প্রস্তর লিপিগুলির ধরন দেখিয়া মনে হয়, 'আরবী লিপিমালা ইসলামী যুগের বহু পূর্বে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। Abbott (পূ. গ্র., পৃ. ৫) মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এইগুলি উদ্ভাবিত হইয়াছিল খুব সম্ভব হীরা বা আনবার নামক স্থানে।

সম্ভবত ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই বাইবেলের অন্তত আংশিক 'আরবী অনুবাদ বর্তমান ছিল (W. Rudolph Abhangigkeit d. K. v. Judentum u. Christentum, ১৯২২ খৃ., T. Andrae Ursprung d. Islams u. d. Christentum, ১৯২৬ খৃ.; A. Mingana Bull. J. Rylands Library. ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৭৭-৮৯; Ahrens, ZDMG, ১৯৩০ খৃ., পৃ. ১৫-৬৮, ১৪৮-৯০)। A. Baumstark পাণ্ডুলিপি আকারে কতগুলি 'আরবী বাইবেল গ্রন্থের তারিখ ইসলাম-পূর্ব যুগের বলিয়া দাবি করিয়াছেন (Islamica, ১৯৩১ খৃ., পৃ. ৫২৬-৭৫; BZ, ১৯২৯/৩০ খৃ., পৃ. ৩৫০-৯; OC, ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ৫৫-৫৬; ইহার বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন, Gesch d. Chr. Arab Lit, ১খ., ১৪২-৬)। খ্রীসীয় ধাচে 'আরবী ভাষায় রচিত বাইবেলের প্রার্থনা সঙ্গীতের (Psalm) খণ্ডাংশও রহিয়াছে (দ্র. Violet, OLZ, ১৯০১ খৃ., পৃ. ৩৮৪-৪০৩)। উহা ও Baumstark-এর দুইখানি পাঠ মিলাইয়া পরীক্ষা করিবার পর (B. Levin Griech-Arab. Evang Uebers, ১৯৩৮ খৃ.) দেখা যায়, উহাদের ভাষা ক্লাসিক্যাল 'আরবী ভাষা হইতে সামান্য ভিন্নতর এবং কথ্য ভাষার নিকটতর। খৃষ্টান আরব সাহিত্যের ক্ষেত্রে (দ্র. Graf Sprachgebrauch d. alteren Chr-Arab. Liter, ১৯০৫ খৃ.) প্রাথমিক যুগের প্যাপিরাসে লেখা ও বিজ্ঞান বিষয়ে লেখার ভাষার ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায়। ইহা গোড়ার দিকের কথোপকথনে ব্যবহৃত ভাষার প্রভাবের ফল হইতে পারে বা কোন ক্লাসিক্যাল 'আরবীও হইতে পারে যাহার ব্যাকরণগত মান তখন পর্যন্ত নির্ধারিত হয় নাই।

ক্লাসিক্যাল 'আরবী সাহিত্যের রূপ গঠনে 'আরবীয় য়াহূদীদের অংশ গ্রহণের সম্ভাবনা আরও কম। কেননা সেই সময়ে পুরাতন বিধান বাইবেলের (Old Testament) লিখিত অনুবাদ য়াহূদীরা করিত না (যদিও বুখারী, ৩খ., ১৯৮-এ একটি য়াহূদী অনুবাদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যেই সকল য়াহূদী ঐতিহ্য উমায়্যা ইবন আবিস-সাঁলত-এর রচনায় (J. W. Hirschberg Jud u. Chr. Lehren. imvor-u. Fruhislam Arabien ১৯৩৯ খৃ.) এবং প্রাথমিক যুগের 'আরবী সাহিত্যে পাওয়া যায় (তু. Torreu Jewish Foundations of Islam, ১৯৩৩ খৃ., A. Katsh Judaism in Islam, ১৯৫৪ খৃ.), তাহা হইতে বুঝা যায়, পুরাতন বিধান বাইবেল তাহাদের মধ্যে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। তবে য়াহূদীরা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই ক্লাসিক্যাল 'আরবী ব্যবহার করিত, যেমন সামাওয়াল ইবন 'আদিয়্যি (আরও তু. I. Guidi, Arabie anteisl, ১৯২১ খৃ., পৃ. ১৪৫-৬; Hirschberg Diwan des as S.b. 'A, ১৯৩১ খৃ., ভূমিকা)। য়াহূদীরা মদীনাতে মুসলিমগণকে লিখিতে শিখাইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে (বালাযুরী, ফুতূহ, পৃ. ৪৭৩)।

Wellhausen বিশ্বাসযোগ্যভাবেই বলেন (দ্র. Reste arabe Heideutums[2], ১৯২৭ খৃ., পৃ. ২৩২), খৃষ্টানগণ কর্তৃক ক্লাসিক্যাল 'আরবী আল-হীরাতে বিকাশ লাভ করে। মুসলিম ঐতিহ্যের অন্যতম প্রথম 'আরবী লেখক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন যায়দ ইবন হ'াম্মাদ (আনু. ৫০০ খৃ., তাঁহার পুত্র কবি 'আদী এই উভয়েই ছিলেন হীরার অধিবাসী খৃষ্টান (আগানী, ২খ., ১০০-২)। আদীর ভাষাকে পুরাপুরি ফাসীহ (বিশুদ্ধ) বলিয়া মনে করা হয় না, যাহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে, সেই সময় পর্যন্ত ক্লাসিক্যাল 'আরবী বিবর্তনের মধ্য দিয়া পার হইতেছিল। আল-মুফাদ্দ'াল (apud আল-মারযুবানী, মুওয়াশ্শাহ, কায়রো ১৩৪৩ হি., পৃ. ৭৩) বলেন, 'আদী নানা গোত্রীয় উপভাষা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতেন। অন্যান্য পণ্ডিতের মতে এই পন্থাটি কুরায়শগণের ভাষার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। এই মন্তব্যটির সারবত্তা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব যদি বিবেচনা করি, আধুনিক যুগেও স্থায়ীভাবে বসবাসকারী 'আরবগণের কবিতাতে অনেক সময়ে বেদুঈন উপভাষার যথেষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে এবং প্রাচীনতম খাঁটি কবিতা যেইগুলি বাসূসের যুদ্ধ বিষয়ক সেইগুলি সবই ফুরাত (ইউফ্রেটিস) অঞ্চলে রচিত। হীরার দরবার বেদুঈন কবিগণের কাব্য চর্চার একটি কেন্দ্র ছিল। ইহা কবিতার ভাষার বিকাশে ও সংহতি সাধনে সহায়ক হয়, আল-হীরাতে লিখিত ব্যবহৃত রূপ ভাষাটির একটি সাধারণ রূপ পরিগ্রহ করার কাজ ত্বরান্বিত করে।

কবিতার ভাষার মূল উৎপত্তিস্থল কোথায় তাহা নির্ধারণ করিতে গিয়া প্রাথমিক যুগের মুসলিম গবেষকগণ বিভিন্ন গোত্র বা উপজাতির ভাষার মধ্যে তাহা সন্ধান করেন, আর পরবর্তী যুগের পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহে ধর্মীয় কারণেই উহাকে কুরায়শগণের ভাষার সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। Grimme (Mohammed, ১৯০৪ খৃ., পৃ. ২৩) তাহা হুসায়ন (আল-আদাবুল-জাহিলী, ১৯২৭ খৃ.) ও Dhorme (Langues et ecritures semit, ১৯৩০ খৃ., পৃ. ৫৩) এই মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিত একমত যে, নাজদ-এর বেদুঈনদের ভাষাই ছিল ইহার মূল উৎস–যেরূপ হিজরী ২য়-৪র্থ শতকের মুসলিম ভাষাতত্ত্ববিদগণ নাজদ-এর বেদুঈনগণকেই একমাত্র নির্ভরযোগ্য তথ্যদাতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, মূলে উহা ছিল কোন একটি নির্দিষ্ট গোত্রের ভাষা, অন্যগণ উহা কয়েকটি গোত্রের ভাষা মিশ্রণ বলিয়া মনে করেন। আরও একদল আবার মনে করেন, ইহা কিছু কিছু কৃত্রিম বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছিল। ইহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে, ইহার প্রাচীনত্বের রূপ ধ্বনিতত্ত্বে (পূর্বাঞ্চলীয় কথ্য ভাষার বৈশিষ্ট্য যে, সংকোচন ইহাতে তাহা নাই) এবং বাক্য গঠনরীতিতে উপরন্তু প্রাথমিক যুগের গদ্যের যেই গঠন রূপ হারাইয়া গিয়াছিল, তাহা ইহাতে রক্ষিত হইয়াছে (Bloch, Vers und Sprache im Altarab, ১৯৪৬ খৃ.)। তবে ইহা সন্দেহাতীত যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের শেষভাগে ইহা খাঁটি সাহিত্যের ভাষা ছিল এবং সকল কথ্য বাকরীতি বা বাকধারা ও অতি উপজাতীয় ভাষারীতি হইতে আলাদা ছিল। বর্তমানে ইহাকেই "Poetical koine"(কবিতার ভাষা) বলিয়া প্রায়ই উল্লেখ করা হইয়া থাকে। পেশাদার আবৃত্তিকারক বা রাবীগণ এইগুলি মুখে মুখে প্রচলিত রাখিতেন। এই ভাষা সমগ্র 'আরব জুড়িয়া বস্তুত একই রকমের ছিল, এমন কি যূতাইয়্যা (তায়্যি গোত্রের যূ) ও মাহিজাযিয়্যা (হিজাযিয়্যার মা)-র ন্যায় তথাকথিত স্থানীয় বৈশিষ্ট্যসমূহেও উপরিউক্ত অঞ্চলের বাহিরের কবিতাতে লক্ষ্য করা যায়। শব্দ চয়নের বিষয়ে হয়ত বা পার্থক্য ছিল, যেমন প্রফেসর F. Krenkow বর্তমান লেখকের নিকট প্রেরিত একটি পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, সিংহকে উত্তর অঞ্চলের কবিগণ লিখিতেন আসাদ, আর দক্ষিণ অঞ্চলের কবিগণ লিখেছেন লায়ছ। অন্যান্য উন্নত মানের ভাষার মতই প্রধান পার্থক্যটি ছিল অবশ্যই উচ্চারণের। একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হইল, 'আবদুল-ক'ায়স গোত্রের 'আবদু'ল-আসওয়াদ আদ-দুওয়ালী ত্রিশজন মানুষের মধ্যে হইতে মাত্র

একজন 'আবকাসীকে নির্বাচিত করিয়াছিলেন যাহার উচ্চারণ সর্বোৎকৃষ্ট ছিল (দ্র. আনবারী নুযহা, (১১খ.) এবং হিজাযী হযরত 'উছমান (রা) প্রতি আবৃত্তি করিবার জন্য জনৈক হুযায়লীকে সবচেয়ে উপযুক্ত লোক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন (Gesch d, Qor, ৩খ., ২)। তবে ইহা খুবই সম্ভব যে, কিছু কিছু আঞ্চলিকতার প্রভাব ও অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার হয়ত সম্পাদকগণ কর্তৃক সংশোধিত হইয়া থাকিবে। কারণ প্রায়ই দেখা যায়, কবির দীওয়ানে একটি কবিতা যেইরূপ থাকে কোন বৈয়াকরণ পণ্ডিত হয়ত তাঁহার বিশেষ প্রয়োজনে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া সেইটিকে একটু ভিন্নভাবে উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) K. Vollers, ZA, ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ১২৫-৩৯; (২) I. Guidi. Una somiglianza fra la storia dell lationa, Miscellanea linguist..... G. Ascoli. টরিনো ১৯০১ খৃ., পৃ. ৩২১-৬; (৩) ঐ লেখক, Arabie anteisl, ১৯২১ খৃ., পৃ. ৪১-৪; (৪) A. Fischer Verhandl d, Philologentags zu Halle, ১৯০৩ খৃ., পৃ. ১৫৪; (৫) Noldeke, Beitr z. Sem. Sprachwiss, ১৯০৪ খৃ., পৃ. ১-১৪; (৬) C. de Landberg, La langue arabe et ses dialectes, ১৯০৫ খৃ.; (৭) C. Brockelmann, Grundr. d. vergl, Gramm, ১ খ., ২৩; (৮) M. Hartmann, OLZ, ১৯০৯ খৃ., পৃ. ১৯-২৮; (৯) R, Geyer, GGA, ১৯০৯ খৃ., পৃ. ১০-৫৬; (১০) Nallino, Hilal, অক্টোবর ১৯১৭ = Scritti, ৬খ., পৃ. ১৮১-৯০; (১১) J. H. Kramers Taal van den Koran, ১৯৪০ খৃ.; (১২) H. Fleisch Introd. a l'etude des langues sem ......, ১৯৪৭ খৃ., পৃ. ৯৬-১০৪; (১৩) H. Birkeland, Sprak og religion hos Jeder og Arabere ১৯৪৯ খৃ.; (১৪) J. Fuck, Arabiya, ১৯৫০ খৃ., পৃ. ৫; (১৫) R. Blachere, Hist. de la litt. arabe, ১খ., ১৯৫২ খৃ., অধ্যায় ৩; (১৬) W. Caskel ZDMG, ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ২৮-৩৬= Amer. Anthrop Assoc, Memoir, নং ৭৬, ১৯৫৪ খৃ.; (১৭) C. Brockelmann, Handbuch d, Orientalistik, iii, ২/৩, ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ২১৪-৭; (১৮) Rabin Ancient West Arabian, ১৯৫১ খৃ., অধ্যায় ৩; (১৯) ঐ লেখক, Stud. Isl, ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ১৯-৩৭।

সঠিক ক্লাসিক্যাল 'আরবীর অনুসন্ধানের জন্য আমাদের উৎস হইতেছে (১) জাহিলী ও প্রাথমিক ইসলামী আমলের কবিতা; (২) কু'রআন; (৩) হযরত মুহ'াম্মাদ (স) ও খুলাফা রাশিদীনের রাষ্ট্রীয় পত্রাবলী যাহা ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং প্রাথমিক যুগের প্যাপিরাসসমূহ, (৪) হাদীছ; (৫) 'আয়্যামুল 'আরাব-এর গদ্যাংশসমূহ।

A. Mingana (Odes and Psalms of Solomon, ২খ., ১৯২০ খৃ., ১২৫) এবং D. S. Marglouth (JRAS, ১৯২৫ খৃ., পৃ. ৪১৫-৪৯)-এর মত অনুযায়ী এই সকল কবিতাকেই যদি নকল বা জাল মনে করিতে হয় আরবী অধ্যয়নের জন্য জাহিলী কবিতার ব্যবহার অবশ্যই অর্থহীন হইয়া যায়। ত'াহা হু'সায়ন তাঁহার আল-আদাবুল-জাহিলী গ্রন্থে উহাদের অধিকাংশকেই বাতিল করিয়া দিয়াছেন; তবে অন্তত হিজাযীগুলিকে তিনি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যদিও তাহা সত্ত্বেও প্রাথমিক ইসলামী যুগের কবিগণের কবিতার ভাষা আল-কু'রআনের ভাষা হইতে ভিন্নতর এবং বেদুঈন ঐতিহ্যের প্রমাণবাহী।

আল-কু'রআনের ভাষার মূল্যায়ন করিতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই ব্যঞ্জন ধ্বনি কাঠামো যাহা হযরত 'উছমান (রা)-এর খিলাফত আমলে পূর্ণাঙ্গ লিখিত রূপ প্রদানের পর হইতে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রহিয়াছে এবং স্বরধ্বনির কাঠামো যাহা পরবর্তী কালে কিছুটা পরিবর্তিত ও সংযোজিত হইয়াছে, এই দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্য বিবেচনা করিতে হইবে। আল-কু'রআনের সঠিক বানান (Gesch d, Qor ৩খ., ১৯-৫৭) দুর্ভাগ্যক্রমে যাহা Flugel সংস্করণে 'সংশোধিত' করা হইয়াছে, আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক বানান রূপ হইতে কিছুটা ভিন্নতর। এই তফাৎটা ইতোপূর্বে মালিক ইবন আনাসের আমলেই ধরা পড়িয়াছিল (আস-সুয়ূতী, ইতক'ান, নাও, ৭৬/২)। এই বৈশিষ্ট্যসমূহের কোন কোনটি নিঃসন্দেহে বানানের অব্যবহারিক প্রাচীনতা-প্রীতি ঘটিত (যেমন আ,(।।) উচ্চারণে আলিফ বাদ দেওয়া), অন্যগুলি সম্ভবত ব্যাকরণ বিচ্যুতির ফল (দ্র. P. Schwarz in ZA, ১৯১৫/৬, পৃ. ৪৬-৫৯), যেইগুলি সব সময়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণযোগ্য নহে, যেমন হইতেছে তাতাক'াত্তালু যাহাকে কোন কোন ক'ারী উচ্চারণ করেন তাক'কাত্তালু, কি'রাআত (দ্র.) অনুযায়ী নুকতা ও স্বরচিহ্নের তারতম্য হয়। কারীগণ শুধু বিভিন্ন রূপ ব্যঞ্জনধ্বনি রূপের ব্যাখ্যাতেই মতপার্থক্য পোষণ করেন না, ব্যাকরণ ও উচ্চারণেও ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। কোন কোন পাঠ প্রাথমিক যুগের উপভাষা রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা ব্যাখ্যাকারিগণের মতে সামঞ্জস্যপূর্ণ, (দ্র. হাম্মুদা আল-কি'রাআতে ওয়াল- লাহাজাত, ১৯৪৮ খৃ.), অন্যগুলি কথোপকথনে ব্যবহৃত ভাষার অনুরূপ।

আল-কুরআন আল্লাহর বাণী। ইহা বাচনভঙ্গি ও রচনাশৈলীর দিক দিয়া অন্যান্য রচনার তুলনায় একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইহার গদ্যরীতি এত সুন্দর ও মাধুর্যপূর্ণ যে, শ্রেষ্ঠ কবিতাও ইহার সমতুল্য নহে। আল-কু'রআন প্রথমে যে বানানে ও যে পদ্ধতিতে লিখিত হইয়াছিল অবিকল তাহা সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে কোন পরিবর্তন কখনও করা হয় নাই (সম্পাদনা পরিষদ)।

১৯০৬ খৃ. K. Vollers (Volkssprache u, Schriftsprache im alten Arabien) প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, এই সকল পাঠ ছিল মক্কার কথিত ভাষার রূপ, আর অফিস-আদালতের ফাস'হা বা রীতিসিদ্ধ পাঠ-পদ্ধতি বেদুঈন ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংশোধিত রূপ। এই মত অবশ্য কম পণ্ডিতই গ্রহণ করিয়াছেন। মতটি আংশিকভাবে পুনরুত্থাপন করিয়াছেন P. Kahle (Goldziher, Memorial Volume, ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ১৬৩-৮৩ ইত্যাদি)। Fuck ('আরাবিয়্যা, পৃ. ২৩) এমন কতগুলি আয়াত উদ্ধৃত করেন যেগুলি ই'রাব না থাকিলে দ্ব্যর্থবোধক হইত। কথ্য ভাষার প্রকারভেদ হইতে প্রমাণিত হয়, ক্লাসিক্যাল 'আরবীর উপরে ক'ারীগণের খুব একটা দখল ছিল না বা খুবই সামান্য দখল ছিল। কাজেই ই'রাব যোগ করিয়া যে কোন প্রকার সংশোধন করা হইয়াছিল, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য যে, বানানের সঙ্গে হামযার ব্যবহার উহার উহ্য থাকিবার উপর হামযা চিহ্নের ব্যবহার শুরু হয় স্বরচিহ্ন ব্যবহারের পরবর্তী কালে এবং যাহা প্রথম দিকে ভিন্ন রঙ্গে লেখা হইত (আদ-দানী, আন-নুকাত {Pretzl}, পৃ. ১৩৩-৪) এবং হামযা ব্যবহারের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল (TA, iii, ৫৫৩)। কিন্তু ই'রাব ব্যবহারের বিষয়ে কাহারও কোন দ্বিধা ছিল না।

যতদূর দেখা যাইতেছে, আল-কু'রআনের ভাষা কাব্যে প্রচলিত ভাষা এবং হিজাযী উপভাষার মাঝামাঝি রূপ। এই একই মূল উপাদানের একটু ভিন্নতর মিশ্রণ আমরা দেখিতে পাই মক্কার কবি'উমার ইবন আবী রাবী'আ-র ভাষা শৈলীতে (P. Schwarz, Diwan des U, d, A, R, iv, ১৯০৯ খৃ.)। হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বেই মক্কাতে ক্লাসিক্যাল 'আরবীতে একটি ভাষারূপ প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমতি হয়, যাহা সম্ভবত লিখিতরূপে (যেমন ব্যবসায়ে হিসাব রক্ষার, কি পত্রাদি রচনায়) ও বক্তৃতায় ব্যবহৃত হইত। কবিতার ভাষারূপ ভিন্নতর হইবার কারণ আংশিকভাবে হয়ত বা ছিল গদ্যের প্রকাশভঙ্গীর প্রয়োজনে। এক্ষেত্রেও কিছু কিছু বিকাশ হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বেই লাভ করিয়া থাকিবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Noldeke, Sprache d. Korans Neue Beitrage ১-৩০, G. H. Bousquet কর্তৃক Remarques critiques sur le style et la syntaxe du Coran নামে অনূদিত ১৯৫৩ খৃ.; (২) G. Bergstrasser, verneinungs-U. Fragepartikeln im K., ১৯১৪ খৃ.; (৩) T. Sabbagh, la metaphore dans le K. ১৯৪৩ খৃ.; (৪) Zayat Lea neologismes arabes au debut de l'Islam; (৫) R. Blachere, Introduction au Coran, ১৯৪৭ খৃ., ১৫৬-৮১; (৬) G. E. v. Grunebaum, WZKM, ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ২৯-৫০।

হ'াদীছের ভাষা, বিশেষ করিয়া কথোপকথন বর্ণনার কালে কখনও কখনও ক্লাসিক্যাল 'আরবী হইতে কিছুটা বিচ্যুত মনে হয় এবং কথ্য 'আরবীর ছাপ উহাতে দৃষ্ট হয়, আবার কখনও কখনও হিজাযী উপভাষার প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। হিজরী ১০০ সালের কাছাকাছি সময়ে লিপিবদ্ধ হ'াদীছে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য হইতে বড় জোর ইহাই বুঝা যায়, সেই সময়ে ক্লাসিক্যাল 'আরবীর অধিকতর জনপ্রিয় একটি রূপ প্রচলিত ছিল (তুলনীয় উপরে খৃষ্টান 'আরবী সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য), কিন্তু বস্তুত ইবন ওয়াহব ও মালিক কর্তৃক লিপিবদ্ধ হ'াদীছের সর্বপ্রাচীন রূপ এই সকল বৈশিষ্ট্য হইতে অনেক মুক্ত। যদি না অবশ্য এইরূপ ধারণ করা হয়, তাঁহারা লিখিবার কালে রচনারীতির পরিবর্তন সাধন করিয়া লইয়াছিলেন, সেমতাবস্থায় এই সম্ভাবনার কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হয়, এই রচনা রীতির কুশলতা পরবর্তী সময়ে 'পরিবেশ' সৃষ্টির জন্য সংযোজন করা হইয়াছিল। ইহা সর্বজনবিদিত, রাসূলুল্লাহ (স) শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার শ্রোতাদের অবস্থা অনুযায়ী কথা বলিতেন। কাজেই তাঁহার বাচনভঙ্গিতে প্রয়োজনে পরিবর্তন হইয়াছে, মুসলিম পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন (দ্র. আস-সুয়ূতী, আল-মুযহির, ১ম খণ্ড, নির্ঘণ্ট)।

ভাষাতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক পুরুষপরম্পরায় লিখিয়া রাখা আয়্যামুল-'আরাব-এর ভাষাতে মাত্র কয়েকটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় (W. Caskel, Islamica, ১৯ খ., পৃ. ৪৩)। ক্লাসিক্যাল 'আরবী ভাষার শব্দসম্ভার অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। তাহার কারণ ছিল অংশত বেদুঈনদের পর্যবেক্ষণ করিবার ক্ষমতা এবং অংশত কাব্যিক উচ্ছ্বাস। তবে কিছু সম্পদ কথ্য ভাষার সংমিশ্রণজনিত মনে হয়। আকার বা গঠনের দিক হইতে ইহা সমৃদ্ধ ছিল না, কিন্তু মূল গঠন রূপ বিনষ্ট না করিয়া ইহা উন্নত নগরকেন্দ্রিক ও সংমিশ্রিত তমদ্দুনের প্রয়োজন মিটাইয়া টিকিয়া থাকিবার মত যথেষ্ট নমনীয় ছিল।

ইতোপূর্বে প্রাক-ইসলামী 'আরবে কবিতা লিখিত হইত আর যাহারা সংরক্ষণ করিতেন এবং শিক্ষা দান করিতেন সেই রাবীগণ উমায়্যা এবং আব্বাসী আমলে যে কোন প্রয়োজনের সময়েই অনারবগণকে তাহা শিক্ষা দান করিতে প্রস্তুত থাকিতেন। আবুল-আসওয়াদ আদ-দু'আলী ও খালীল ইবন আহ'মাদ সেই শ্রেণীর রাবী ছিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদের সঙ্গে আরও অনেকে আসিয়া যোগ দেন, যাঁহারা গ্রীসীয় অলংকারশাস্ত্রের অধ্যয়নের ফলে সেই মতের চিরাভ্যাস উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন এবং রাবীগণের ঐতিহ্যগত বিদ্যাকে পদ্ধতিবদ্ধ করিয়া উহা হইতে সৃষ্ট বিজ্ঞানকে শুধু কবিতার ক্ষেত্রেই নহে, আল-কু'রআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করিতেন। কাজেই ইসলামী আমলের সাহিত্যের ভাষাতে ব্যবহৃত হইবার পূর্বে ক্লাসিক্যাল 'আরবী বিশ্লেষণ ও নিয়মাবদ্ধকরণের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J. Fuck, Arab Studien in Europa vom 12. bis ....19. Jahrh Beitrage zur Arabistik, লাইপযিগ ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ৮৫-২৫৩; (২) ইবনুল-আছীর, আল-মাছালুস-সাইর, কায়রো; (৩) আর-রাফি'ঈ, তারীখ আদাবিল-'আরাবী, ২য় খণ্ড, কায়রো।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক 'আরবী পঠন-পাঠনের ইতিহাস হইল, প্রথমে ভাষাতত্ত্ববিদগণের গ্রন্থাবলীর ক্রমেই বেশী করিয়া যথোপযুক্ত ব্যবহার। Postel (১৫৩৮ খৃ.) ও Erpenius (১৬১৩ খৃ.)-এর রচিত প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থসমূহ রচিত হইয়াছিল শেষ দিককার স্কুল পাঠ্যসামগ্রীকে ভিত্তি করিয়া। পুরাতন ও অধিকতর আধুনিক ও উচ্চতর মানের গ্রন্থাবলী প্রথম পদ্ধতিগতভাবে ব্যবহার করেন S. de Sacy (১৮১০ খৃ.)। C. P. Caspari (১৮৪৮ খৃ.) যামাখশারীর রচনার উপরে ভিত্তি করিয়া তাহার গ্রন্থ রচনা করেন। W. Wright-এর অনুবাদের (১৮৯৬ খৃ. ও ইহার পুনর্মুদ্রণসমূহে) তৃতীয় সংস্করণে এই ভিত্তি আরও প্রশস্ত হয়। D. Vernier (১৮৯১-২ খৃ.) সীবাওয়ায়হ-এর গ্রন্থ ব্যবহার করেন; M. S. Howell (১৮৮০-১৯১১ খৃ.) সকল 'আরব বৈয়াকরণকেই আত্মস্থ করেন। অভিধান রচনার ক্ষেত্রে বিবর্তন শুরু হয় Raphelengius (১৯১৩ খৃ.) ও Giggius (১৬৩২ খৃ., আল-ফীরূযাবাদীর কামূস অবলম্বনে) হইতে Golius (১৬৫৩ খৃ., আল-জাওহারীর সাহাহ অবলম্বনে)-এর মধ্য দিয়া E. W. Lane-এর বিশাল অনুবাদ ও তাজুল-আরূস-এর পুনরুপস্থাপনাতে (১৮৭৩-৯৩ খৃ.; ৬ষ্ঠ-৮ম খণ্ড সম্পাদনা করেন Lane Poole, এইগুলি হইতে ততটা উপকার পাওয়া যায় না) এবং লিসানুল, 'আরাব অবলম্বনে Belot ও Hava সংকলিত ব্যবহারিক অভিধানে।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 'আরব পণ্ডিতগণের অর্জিত অগ্রগতির উপরে উন্নয়ন সাধনের জন্য চেষ্টা করেন। সেইজন্য তাঁহারা মূল পাঠের সহিত সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং স্বাধীনভাবে বিষয়-বিশ্লেষণ করেন। ব্যাকরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সূচিত হয় H, L Fleischer-কৃত S. de Sacy-এর উপরে টীকা রচনাতে (Kleinere Schriften, ১ম ও ২য় খ., ১৮৮৬-৮ খৃ., আরও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে Th. Noldeke, Zur Gramm. d.(klassischen Arabisch SBAk), Wien ১৮৯৭ খৃ., ii; H. Reckendorf, Syntaktische Verhaltnisse d. Arab; ১৮৯৫-৮ খৃ., ঐ

লেখক, Arabische Syntax, ১৯২১ খৃ., C. Brockelmann, Grunr. d. vergl Gramm, ii, ১৯১৩ খৃ., M. Gaudefroy-Demombynes ও R. Blachere Gramm. de l'Arabe Classique, ১৯৩৭ খৃ.। অভিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে 'আরবদের সংকলিত গ্রন্থের বড় ত্রুটি হইতেছে কিছু কিছু বিশেষ শব্দকোষ। আল-ফায়্যূমীর মিস'বাহু'ল-মুনীর বাদে তাঁহারা ভাষাতে ক্লাসিক্যাল-উত্তর যেই বৃদ্ধি বা সংযোজন ঘটিয়াছে সেইগুলিকে অবহেলা করিয়াছেন। ইতোমধ্যেই G. W. Freytag (১৮৩০-৭ খৃ.) ও A. de Biberstein Kazimirki (১৮৬০ খৃ.) মূল পাঠ ব্যবহার করেন। R. Dozy-এর সম্পূরক (Supplement) (১৮৮১ খৃ.), E. Fagnan-এর সংযোজন (Additions) [১৯২৩ খৃ.] লাইডেনের তাবারী সংস্করণে সংযোজিত শব্দকোষ [১৯০১ খৃ.] ও BGA-এর ৪র্থ, ৫ম ও ৮ম খণ্ড ইত্যাদি সত্ত্বেও মধ্যযুগের 'আরবীয় শব্দ সংকলন এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ হইতে অনেক বাকী। I. Krach Kovsky. Neustadt, Shusser(১৯৪৭ খৃ.) ও H. Wehr (১৯৫২ খৃ.) আধুনিক 'আরবী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; তথাপি ক্লাসিক্যাল 'আরবীর জন্য এখনও বহু কিছু করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। কবিতার সংস্করণের সহিত শব্দকোষ সংযোজন দ্বারা কিছু শূন্যতা পূর্ণ হইয়াছে। যেমন A. Muller কর্তৃক Noldeke-এর Delectus-এর টীকা (১৮৯০ খৃ.); A. A. Bevan কর্তৃক C. J. Lyall সম্পাদিত মুফাদ'দালিয়্যাত-এর টীকা (৩খ., ১৯২৪ খৃ.); Ch. Lyall কর্তৃক 'আবীদ ও 'আমির ইব্‌ন তু'ফায়ল-এর দীওয়ানে (১৯১৩ খৃ.) ও F. Krenkow কর্তৃক তু'ফায়ল ও তিরিম্মাহ-এর দীওয়ানে (১৯২৭ খৃ.) সংযোজন। জেরুসালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় জাহিলী কবিতার বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট তৈরি করিয়াছে। কায়রোতে A. Fischer-এর শব্দাভিধানের পুনঃপ্রকাশনার প্রস্তুতি চলিতেছে এবং Noldeke-এর Belegworterbuch গ্রন্থখানির J. Kraemer সম্পাদিত সংস্করণের (তৎসহ Bevan ও অন্যগণের সংগ্রহেও সংযোজিত করিয়া) কাজ ১৯৫২ খৃ. হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কু'রআন শারীফের শব্দসম্ভারের কোন বিজ্ঞানভিত্তিক অভিধান অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই; F. Dieterici (১৮৮১ খৃ.) এবং Penrice (১৮৭৩ খৃ.) -এর গ্রন্থ দুইখানি সন্তোষজনক নহে।

C. Rabin (E. I.[2]) / হুমায়ুন খান

(২) প্রাথমিক মধ্যযুগের 'আরবী ঃ ৩য়/৯ম ও ৪র্থ/১০ম শতক হইতে 'আরবী সাহিত্যের ভাষা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত হয়। পদ্ধতিগত ও কষ্টসাধ্য গবেষণা দ্বারা ইহার ব্যাকরণ বাক্য গঠনরূপে শব্দসম্ভার ও সাহিত্যিক প্রয়োগাদি পরিষ্কারভাবে নির্ণীত হয়। তখন হইতে একেবারে বর্তমান কাল পর্যন্ত ক্রমাগত ও অবিসম্বাদিতভাবে ইহা চলিয়া আসিতেছে। যদিও 'আরবী ভাষাভাষী প্রতিটি দেশে দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য নিজস্ব কথ্য ভাষার রীতি বিকাশ লাভ করিয়াছে, তথাপি সকলেই লিখিবার জন্য প্রচলিত সাহিত্যের ভাষা ব্যবহার করিয়া চলিতেছে।

ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলিতে পণ্ডিতগণ—যাঁহারা ভাষার নমুনা বা আদর্শ প্রতিষ্ঠার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন—আল-কু'রআনের ঐতিহাসিকভাবে নির্ভরযোগ্য পাঠ হইতে তাঁহাদের কাজ শুরু করেন। আল-কু'রআন নিজেকে বর্ণনা করিয়াছে একটি 'পরিচ্ছন্ন আরবী গ্রন্থ'। ১ম/৭ম শতকেই এই কিতাবের সংকলন ও সংরক্ষণ পর্যায় সমাপ্ত হয় এবং খলীফা উহার প্রচারের ব্যবস্থা করেন। হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভাষণ ও পত্রাবলী, খলীফাগণের বাণী ও বক্তৃতা, ১ম-শতকের বিখ্যাত বক্তাগণের বক্তৃতা 'আরবী কাব্য-সংকলনসমূহ ও নিদের্শক গ্রন্থ সাহিত্যের ভাষার আদর্শরূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু ২য়/৮ম, ৩য়/৯ম ও ৪র্থ/১০ম শতকের পণ্ডিতগণের সবচেয়ে বড় প্রচেষ্টা ছিল জাহিলী সাহিত্যের যাহা কিছু তখন পর্যন্ত রাবীগণ ও বেদুঈনগণের স্মৃতিতে রক্ষিত ছিল সেইগুলিকে সংগ্রহ করা, পুনরুজ্জীবিত করা ও সেইগুলির যথার্থতা নির্ণয় করা। জাহিলিয়্যা যুগের দেড় শত বৎসরের কবিতা, প্রবাদ ও বক্তৃতা সংগৃহীত হয়, সেইগুলির পঠন-পাঠন হয়, সেইগুলি সম্বন্ধে মতামত লিপিবদ্ধ হয় এবং আল-কু'রআনের বাগধারার ব্যাখ্যাস্বরূপ, ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক বিশুদ্ধতার উদাহরণস্বরূপ সেইগুলিকে প্রদর্শন করা হয়।

যেই ধারণার উপরে এই পুনর্গঠন ও নির্ধারণের কাজটি নির্মিত হয় তাহা ছিল জাহিলী ও ইসলামোত্তর সাহিত্যের ভাষার অভিন্নতা। এই ধারণা বহু ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক তথ্যাবলী দ্বারা সমর্থিত। আল-কু'রআন 'আরব দেশে নাযিল হইয়াছিল 'আরবদের মাতৃভাষায়। আল্লাহর সকল কিতাবই রাসূলগণের (আ) মাতৃভাষায় নাযিল হইয়াছিল (আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়া পাঠাইয়াছি, ১৪ঃ ৪)। 'আরবরা আল-কু'রআন শুনিয়া তাহা বুঝিতে পারিত, উহার সাহিত্যিক উৎকর্ষকে উপলব্ধি করিতে পারিত এবং উহার ভাষার উচ্চতর ওজস্বিতা দ্বারা অভিভূত হইয়া যাইত (দ্র. ইবন হিশাম, কায়রো ১৯১৪ খৃ., পৃ. ২০১, ২১৬-৭)।

জাহিলিয়্যা যুগের উদ্ধারকৃত কবিতার যথার্থতার দাবিকে মযবুত করিবার জন্য অসংখ্য বরাত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে এবং আল-কু'রআনের সঙ্গে ও ইসলাম-পরবর্তী সাহিত্যের সঙ্গে সেইগুলির গঠনগত, রীতিগত ও ভাষাগত পার্থক্যও সহজেই প্রদর্শন করা যায়। দ্বিতীয় যেই সত্যটি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ ঐকমত্য পোষণ করেন তাহা হইল, জাহিলিয়্যা যুগের যেসব কবিতা আমাদের কাল পর্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে সেইগুলি 'আরব দেশের সর্বত্র পঠিত ও প্রশংসিত হইত। আল-হীরার লাখমীদের দরবারে ও সিরিয়ার গাসসানীদের দরবারে যেই কাব্যভাষা শোনা যাইত, সেই একই ভাষা নাজ্দ ও হিজাযেও শ্রুত ও প্রশংসিত হইত।

সর্বপ্রথম সাহিত্যের ভাষাকে রূপ দিবার জন্য বিভিন্ন গোত্র দায়ী বলিয়া দাবি করা হইয়া থাকে। ইসলামী গ্রন্থে প্রায়শই উদ্ধৃত একটি মন্তব্য হইতে মত প্রচলিত হয় যে, জাহিলী কবিতা শুরু হয় রাবী'আ গোত্রের মুহালহিল রচিত কবিতা হইতে; অতঃপর স্থানান্তরিত হয় কায়স গোত্রে। সেখানে দুই নাবিগা (আয-যুবয়ানী, আল-জা'দী ও যুহায়র নামক কবিগণ প্রকাশ লাভ করেন এবং সর্বশেষ উহা স্থানান্তরিত হয় তামীম গোত্রে—যেখানে ইহা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল (দ্র. আল-মুযহির, ২খ., ৪৭৬-৪৭৭)। একটি হ'াদীছের ব্যাখ্যা দ্বারা এই বিষয়টির উপরে আলোকপাত করা যাইতে পারে। আল-কু'রআন সাত আহ'রুফে (ভাষায়) নাযিল হইয়াছে। ইবন 'আব্বাস (রা)-এর মতানুসারে তাহা ছিল উচ্চ হাওয়াযিন আর নিম্ন তামীমের সাতটি কথ্য ভাষা। ইহা দ্বারা হয়ত এইরূপও বুঝাইতে পারে, এই সাতটি কথ্য ভাষা সর্বাপেক্ষা পরিচ্ছন্ন ও ওজস্বী ছিল বলিয়া এইগুলিই বহুলাংশে সাহিত্যের ভাষার অংশ ছিল (দ্র. আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান, ২খ., কায়রো ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৪৭)। আত-ত'াবারী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, আল-কু'রআন কি সবগুলি বা কয়েকটি 'আরবী কথ্য ভাষায় নাযিল হইয়াছিল এবং উপরে উদ্ধৃত হ'াদীছ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন, আল-কু'রআন নাযিল হইয়াছিল কেবল কয়েকটি কথ্য ভাষায় (সাতটি)। 'আরবী কথ্য ভাষা অসংখ্য ছিল (দ্র. তাফসীর, কায়রো ১৩২৩

হি., ১খ. ১৫)। উপরিউক্ত হ'াদীছটির মর্মানুযায়ী আল-কু'রআন সাতটি উপভাষার যেই কোন একটিতে তিলাওয়াত করা যায়, ইহাতে কোন কোন শব্দের উচ্চারণে সামান্য পরিবর্তন হইলেও ইহাতে শব্দের গঠন, মূল কাঠামো ও অর্থের কোনই পরিবর্তন হয় না।

সাহিত্যিক 'আরবী ভাষার বিকাশ ও প্রসারের দ্বিতীয় স্তর শুরু হয় ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। কাব্যপ্রিয় 'আরবদের সামনে ইসলামের সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশে আল-কু'রআন পেশ করা হয়। উহার উৎকর্ষের জন্য 'আরবদের নিকটে উহা অত্যাশ্চর্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, যেমন পূর্ববর্তী লোকদের নিকট ছিল একটি লাঠি সাপে পরিণত হওয়া বা হাতের স্পর্শে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগমুক্ত হওয়া। 'আরবগণের জীবনে বিশ্বাসে ও বাস্তব দর্শনে সামগ্রিকভাবে যে বিপ্লব জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা সবই বিধৃত ছিল এই মহাগ্রন্থের পাতায় পাতায়। এই মহাবিপ্লবের একেবারে শুরু হইতেই মুসলিমগণ আল-কু'রআন মুখস্থ করিয়া ফেলেন এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক নিযুক্ত লিপিকারগণ সকল ওয়াহ'য়ি স্থায়ীভাবে লিখিয়া রাখেন (দ্র. আল-জাহ'শিয়ারী, আল-উযারা ওয়ালা-কুত্তাব, সম্পা. সাককা ও অন্যান্য, কায়রো ১৯৩৮ খৃ.)।

সাধারণ রীতি ছিল এইরূপ, একজন মুসলিম কিছু সংখ্যক আয়াত (যেমন দশটি) মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন; অতঃপর সেইগুলির সম্পূর্ণ অর্থ না শিক্ষা করা পর্যন্ত বাস্তব জীবনে সেইগুলির প্রয়োগ নিশ্চিত না করা পর্যন্ত তিনি আর কোন আয়াত শিক্ষা করিতেন না (আত-তাবারী, জামি'উল-বায়ান, ১খ., ২৭-৮)। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই কয়েকজন সাহাবী, যথা হযরত ইবন 'আব্বাস (রা), হযরত ইবন মাস'উদ (রা), হযরত ইকরিমা (রা), হযরত 'আলী (রা) কুরআন শরীফের নাযিলকৃত অংশের ব্যাখ্যা প্রদানে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠেন। এইভাবে সাহিত্য ও ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানের একটি নূতন শাখার সূচনা হয়, যাহা পরবর্তী কালে সাহিত্যিক 'আরবীর মান নির্ধারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে (দ্র. আল-কু'রআন প্রবন্ধ)।

এইভাবে 'আরবী ভাষায় সর্বগ্রাহ্য ইসলামী সাহিত্যকর্ম আল-কু'রআন সাহিত্যিক ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আদর্শ হইয়া উঠে। দ্রুত বিস্তারমান ইসলামী আদর্শ যেইখানেই পৌঁছিয়াছে সেইখানেই ইসলামের এই ধর্মীয় ও সাহিত্যিক সংবিধানও সঙ্গে গিয়াছে। প্রত্যেক মুসলমান সম্পূর্ণ কু'রআন বা উহার অংশবিশেষ মুখস্থ করিতেন এবং ইহার ভাষার বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত হইতেন।

আল-কু'রআন বিভিন্ন পাঠ-রীতির অনেক কয়টি কি'রাআত সাহিত্যের মাধ্যমে রক্ষিত হইয়াছে এবং সেইগুলি 'আরবী কথ্য ভাষাসমূহের পুনর্গঠনের বিষয়ে মূল্যবান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

আল-কু'রআনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা সাহিত্যের ভাষার গতি প্রভাবিত হইয়াছিল। এই বৈশিষ্ট্যটি হইতেছে, ইহার ভাষার অত্যাশ্চর্য অনতিক্রমনীয় উৎকর্ষ। আল-কু'রআনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখে 'আরবের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকগণও সম্পূর্ণ অসহায়ত্ব স্বীকার করিত, আর মুসলিমগণ যুগের পর যুগ ধরিয়া ইহাকে তাহাদের সাহিত্যের নিয়ন্ত্রক ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে গণ্য করিয়া আসিতেছে। আল-কু'রআনের সহজ প্রকাশ (ই'জায) 'আরবী সাহিত্য সমালোচককে এক বিশেষ আবেদনমুখর করিয়াছে এবং বহু সম্পদসম্ভার দান করিয়াছে (দ্র. এম. খালাফাল্লাহ, Quranic Studies as an Important Factor in the Development of Arabic Literary Critcism, Faculty of Arts, Bulletin, আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৫৩ খৃ.)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমলে ও তাঁহার ওফাতের পরে কিছুকাল পর্যন্ত নূতন ধর্মের সর্বাত্মক প্রচারের কাজে আত্মনিয়োজিত থাকা হেতু 'আরবরা কাব্য রচনার কাজ খুব বেশী করিতে পারে নাই। কিছু ধর্মপ্রাণ মুসলিম আল-কু'রআনের শিক্ষা ও উহার সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে ব্যাপৃত হন, অন্যরা ধর্মের বাণী লইয়া বিজয়ী মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়া, ইরাক ও পারস্যে ছড়াইয়া পড়েন। কিছু কালের জন্য কাব্য রচনার স্থান দখল করে বাগ্মিতা। সাহিত্যের ভাষায় ক্রমেই অধিকতর ধর্মীয় জীবন পরিচালনা, নৈতিক উন্নয়ন সাধন ও নূতন অর্থবোধ ও সাহিত্যিক ব্যবহার বিধি বিকাশ লাভ করিতে থাকে। ইবন ফারিস বলেন, জাহিলিয়্যার আমলে 'আরবরা তাহাদের পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে কথ্য ভাষা, সাহিত্য, আনুষ্ঠানিকতা ও পশু বলির রীতিনীতি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, পুরাতন ধর্মবিশ্বাস পরিত্যক্ত হয়, রীতিনীতি বিলুপ্ত হইয়া যায়, কিছু কিছু ভাষাতাত্ত্বিক শব্দের ব্যবহার এক প্রয়োগবিধি হইতে অন্য এক প্রয়োগবিধিতে রূপান্তরিত হয়। কারণ সেখানে নূতন সারবস্তু যুক্ত হয়, আদেশ আরোপিত হয়, নিয়মের প্রতিষ্ঠা হয় (এই সকল পরিবর্তনের উদাহরণ দিয়াছেন আস-সুয়ূতী, ইবন খালাওয়ায়হ, আছ-ছা'আলিবী ও ইবন দুরায়দ, দ্র. আল-মুযহির, ১খ., ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৮, ৩০১, ৩০২)।

এইভাবে 'আরবী সাহিত্যের ভাষার বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে নূতন বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়। সেইগুলির ধর্মীয় ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য এবং সেই সঙ্গে অনেক প্রয়োজনীয় ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তনও সূচিত হয়। শুধু তাহাই নহে, সাহিত্যিক দৃশ্যপটও যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করে এবং পরিবর্তিত হয়। 'আরবরা এখন আর শুধু তাহাদের উপদ্বীপেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, ইসলামের অতি দ্রুত দেশের পর দেশ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছিল। তাহারা যেইখানে গিয়াছে সেইখানেই শুধু যে কু'রআন শারীফের বাণী, উহার মার্জিত ও আবেদনময় ভাষা লইয়া গিয়াছে তাহাই নহে, একই সঙ্গে তাহাদের গোত্রীয় ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যগত সাহিত্য, কবিতা, প্রবাদ-প্রবচন, গাথা ও বক্তৃতা সাহিত্য, যাহা তাহাদের নিকট রক্ষিত ছিল, তাহাও লইয়া গিয়াছে।

'আরবী ভাষাতাত্ত্বিক ঐক্য সাধনের প্রক্রিয়ায় এই বিজয়সমূহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কয়েকটি বিজয়ী সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন গোত্রের লোক মিশ্রিত ছিল, তাহাদের অনেকেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সঙ্গে লইয়া যাইত। ফলে বিজিত শহরগুলিতে বিভিন্ন গোত্রের অধিবাসীর মধ্যে পারস্পরিক মিশ্রণ ও বিবাহাদি হইতে থাক। নূতন প্রতিষ্ঠিত জনপদসমূহে (যেমন আল-কূফাতে) উত্তর 'আরবের লোকের সঙ্গে দক্ষিণ 'আরবের লোক, হিজাযের অধিবাসী, আবার নাজদ-এর অধিবাসীও ছিল।

'আরবরা তখন তাহাদের গোত্রীয় স্তর হইতে শহর ও গ্রাম সমাজের স্তরে পরিবর্তিত হইতেছিল। তাহাদের সামাজিক রূপ তখন আর গোত্রীয় ও উপজাতীয় ধরনের রহিল না, বরং বসরা ও কূফার ন্যায় গ্রামভিত্তিক এবং সিরিয়া ও মিসরের অঞ্চলভিত্তিক রূপ লাভ করিল। 'আরবদের এই নূতন দলবদ্ধতার ফলে আঞ্চলিক কথ্য ভাষার তফাৎ নিশ্চয়ই অনেক কমিয়া আসিয়াছিল এবং ফলে ভাষার ক্ষেত্রে প্রাক-ইসলামী যুগে যে সংহতি ও ঐক্যের প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল তাহা আরও জোরদার হইয়াছিল।

ঐ সকল বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'আরবী ভাষা নূতন 'আরব ভূখণ্ডের উপরে বিস্তার লাভ করে। বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে এই ভাষার ভাগ্য বিভিন্ন ছিল। কোন কোন দেশে, যেমন সিরিয়া ও মিসরে ইহা জাতীয় ভাষা হইয়া যায় এবং অদ্যাবধি তাহাই রহিয়াছে। পারস্য ও পারস্য সংলগ্ন দেশগুলিতে কয়েক শতাব্দী যাবত ইহা সংস্কৃতির ভাষা হিসাবে বিদ্যমান থাকে, কিন্তু পরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ফার্সী ভাষা ইহার স্থান অধিকার করে। প্রাথমিক স্তরে ইহার প্রসারের কাহিনী ও 'আরবী ভাষাভাষী দেশসমূহের কথ্য ভাষার উদ্ভবের কাহিনী দীর্ঘ ও চিত্তাকর্ষক (দ্র. এম. ফায়সাল, আল-মুজতামা'আতুল-ইসলামিয়্যা, কায়রো ১৯৫২ খৃ., ২খ.)। কোন কোন দেশে 'আরবীয় প্রসার ও জাতীয় ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা লাভের সহায়ক ছিল অন্যান্য নানা বিষয়। সিরিয়াতে ইতোপূর্বেই 'আরব উপাদানাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গাসসানীদের দরবারে 'আরবী কবিতার সমাদর ছিল। তাহা ছাড়া অধিবাসিগণের মধ্যে অনেকেই 'আরবীর নিকটতর ভাষা আরামাইতে কথা বলিত। ইরাকেও ইসলাম-পূর্বকাল হইতেই 'আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা বসতি স্থাপন করিয়াছিল এবং আল-হীরাতে একটি 'আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইরাকের যেই সকল অঞ্চলে পারস্যের প্রভাব বেশী ছিল সেইখানে 'আরব ও পারস্যবাসিগণের দীর্ঘস্থায়ী সহ-অবস্থানের ফলে বিজয়ী ভাষাই স্থান অধিকার করিয়া নেয়। কোন কোন পারস্য সম্রাট, যেমন বাহরাম গূর 'আরব দরবারে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন এবং 'আরবী কবিতাও রচনা করিতেন বলিয়া কথিত আছে। H. C. Woolner (Language in History and Politics গ্রন্থে) বলেন, খৃস্টীয় সপ্তম শতকে ফার্সী ভাষার উপরে আরামাই ভাষার প্রবল প্রভাব পড়ে, যাহা 'আরবী ভাষার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেয়। সেই প্রভাবেই আর একটি রূপ আসে সিরীয় ভাষার মধ্য দিয়া যাহা পারস্যের সাংস্কৃতিক মাধ্যমরূপে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

মিসরে টলেমীর আমল হইতেই গ্রীসীয় ভাষা ছিল সংস্কৃতি, রাজনীতি, প্রশাসন এবং পরবর্তীকালে ধর্মমন্দিরের ভাষা। আর সর্বাধারণের প্রাত্যহিক ভাব বিনিময়ের ভাষা ছিল কপটিক। তাহা সত্ত্বেও মিসর বিজয়ের এক শত বৎসরের মধ্যেই ক্লাসিক্যাল 'আরবীকে রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে গ্রহণের এবং কথ্য 'আরবীকে প্রতিদিনের মুখের ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিতকরণের কাজ সম্পন্ন হয়। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, উল্লিখিত সময়ের পরে মিসরের অধিকাংশ অঞ্চল হইতে কপটিক ভাষা অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং শুধু পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয়রূপেই পঠিত হইতে থাকে (দ্র. আহমাদ আমীন, ফাজরুল ইসলাম, পৃ. ২৫৯)। ইসলাম যখন উত্তর আফ্রিকাতে প্রবেশ করে তখন সেখানে তিনটি ভাষা প্রচলিত ছিল। ল্যাটিন ছিল প্রশাসন ও সংস্কৃতির ভাষা, ইউনানী বা গ্রীসীয়, ল্যাটিন ও সেমেটিকের মিশ্রণে একটি ভাষা যাহা কার্থেজীয়রা রাখিয়া গিয়াছিল এবং বারবার ভাষা যাহা অভ্যন্তরভাগে প্রচলিত ছিল। নূতন ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ফলে 'আরবী ভাষা শহরসমূহের প্রভাবশালী ভাষাতে পরিণত হয়, 'আরব অধিবাসিগণের ক্রমান্বয়ে আগমনের ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের ফলে এই ভাষার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তবে দেশের অভ্যন্তরভাগে বারবার ভাষা তাহার শক্তির কেন্দ্রে 'আরবী ভাষার প্রসার প্রতিহত করিয়াছিল।

বিজয় অভিযানসমূহ 'আরবী ভাষাকে বিভিন্ন দেশে কথ্য ও লেখার ভাষা এই উভয়রূপেই বহিয়া লইয়া যায়। বহু আরব যেরূপ এই সকল নূতন দেশে তাহাদের ভাষা বসতি স্থাপন করিয়াছিল সেইরূপ বহু অনারবও বিপরীতভাবে স্থানান্তরে আসিয়াছিল। অনেকে আসিয়াছিল ক্রীতদাস ও মাওয়ালী (মুক্ত দাস, মিত্র)-রূপে এবং তাহারা বড় বড় 'আরব কেন্দ্রে, যথা মক্কা, মদীনা, আল-বসরা ও আল-কূফাতে বসতি স্থাপন করে। স্বাভাবিকভাবেই তাহারা কথোপকথনের মাধ্যম হিসাবে 'আরবীকে গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে অনেকে 'আরবী সাহিত্যের ভাষা আয়ত্ত করেন এবং লেখক ও কবিরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। পারস্যের কোন কোন মাওয়ালী হিজাযের দুইটি রাজধানীতে তাহাদের সঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীতের বিকাশের অতি উপযুক্ত ক্ষেত্র খুঁজিয়া পান। এইভাবে ১ম/৭ম শতকে ইসলামী সাম্রাজ্যের সর্বত্র 'আরব ও অনারবগণের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে। এই আন্দোলনের ফলে এক বিরাট সভ্যতার সৃষ্টি হয়, যাহা 'আরবী-ইসলামী সভ্যতা নামে পরিচয় লাভ করে। এই সভ্যতাতে বিজিত দেশসমূহের অবদান ছিল সংস্কৃতিতে, শিক্ষার ক্ষেত্রে ও প্রশাসনিক বিষয়ে, আর 'আরবীর অবদান ছিল ভাষাতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে। প্রাচীন আরামাই ও ইরানী সংস্কৃতি খলীফাগণের প্রভাবাধীনে 'আরবী ভাষার মাধ্যমে এক নূতন নমুনার বরণ ও ভাবনার উপাদান দ্বারা সজীবতা লাভ করে, সৌন্দর্য ও প্রকাশের চমৎকারিত্বের নূতন পদ্ধতি দ্বারা তাহা উদ্দীপিত হয়, এমনকি নূতন শব্দ সংযোজন দ্বারা তাহা অধিকতর সমৃদ্ধ হয়। বিলাসসামগ্রী, অলংকারাদি, হস্তশিল্প, চারু ও কারুশিল্প, সরকারী প্রশাসন কার্যে ও জনসাধারণের নিত্য ব্যবহারে আঞ্চলিক ভাষার নানা শব্দ, বিশেষ করিয়া ফার্সী শব্দসম্ভার ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় (আহমাদ আমীন, ফাজরুল ইসলাম, ৩য় অধ্যায়)।

এম. খালাফাল্লাহ (E. I.[2])/হুমায়ুন খান

(৩) মধ্যযুগের 'আরবী

'আরব সাম্রাজ্য সৃষ্টি, যাহা উন্নতির চরম যুগে পীরেনীজ পর্বতমালা ও আটলান্টিক মহাসাগর হইতে সীর দরিয়ার কিনারা ও সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা 'আরবী ভাষার সমৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী ফলাফল সৃষ্টি করে। যে 'আরবী এতকাল শুধু মূল 'আরবভূমি ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে কথিত হইত তাহা মুসলিম সেনাবাহিনীর বিজয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের সুদূরবর্তী প্রান্তসমূহে বিস্তৃত হয়। ছাউনির (সেনানিবাস) জীবনে ও অভিযাত্রাকালে বিভিন্ন গোত্রের অধিবাসিগণ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে এবং বড় বড় শহরে বিভিন্ন গোত্রেয় বাসস্থানসমূহের (খিতাত) সান্নিধ্য শীঘ্রই তাহাদের কথ্য ভাষাসমূহকে একীভূত করিয়া দেয়। এই সকল আঞ্চলিক ভাষা ব্যতীত ও বিভিন্ন ধরনের আন্তঃ-আঞ্চলিক বক্তৃতার ভাষারূপও প্রচলিত ছিল, বিশেষ করিয়া উপজাতীয় বা গোত্রের মুখপাত্র (খাতীব) উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত বাগ্মিতার ভাষা ও কবিতার ভাষা, প্রাক-ইসলামী যুগে উভয়ের অনুশীলন হইত এবং এখন আল-কু'রআনের ভাষা দ্বারা তাহা সমৃদ্ধি লাভ করে। কবিতার ভাষার বৈশিষ্ট্য ছিল মাত্রা ও ছন্দে, শব্দ ব্যবহারে ও রাগবৈশিষ্ট্যে, ভাষার অলংকার প্রয়োগে ও প্রাচীন কবিগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করা কল্পনাপ্রসূত শব্দালংকারসমূহে। কিন্তু ইহা ছাড়া সেই ভাষা তখনও প্রাত্যহিক দিনের কথোপকথনের ভাষার নৈকট্যযুক্তই ছিল, তখনও মুহূর্তের চেতনা হইতেই কবিতা তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হইত, আর তাহাদের কাব্যধারার উপলব্ধির জন্য শ্রোতৃমণ্ডলীর শিক্ষা লাভের প্রয়োজন হইত না।

হিজরী ১ম শতকের শেষাবধিই শুধু আমরা দেখিতে পাই, হিজাযের প্রেমের কবিতায় ভাষাগত প্রয়োগের প্রচলন ঘটিয়াছে। এই কবিগণের যে

পরিবেশ ছিল তাহা তাঁহাদেরকে ভাবপ্রবণতাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করিবার অবসর দিয়াছিল, বেদুঈনদের প্রচলিত কাব্যরীতিকে তাহারা নিজেদের প্রয়োজনের জন্য অপ্রতুল বলিয়া মনে করে এবং তাহারা নূতন অভিজাতগণের কথোপাথনের ভাষা ব্যবহার করিতে থাকে। তবে হিজাযী কথ্য ভাষা দ্বারা ও শহর জীবনের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন দ্বারা তাহা সংশোধিত হয় (দ্র. Paul Schwarz, Der Diwan des Umar b. abi. Rabia!,, ৪খ., ১৯০৯ খৃ., পৃ. ৯৪-১৭২)।

নূতন প্রদেশসমূহে, সম্ভবত সিরিয়া বাদে 'আরব অধিবাসী অপেক্ষা স্থানীয় অধিবাসীরা সংখ্যায় বেশী ছিল। তাহারা নিজেদের মাতৃভাষাতেই কথা বলিত, কিন্তু সরকারী বিষয়াদিতে তাহাদেরকে বিজয়িগণের ভাষা আয়ত্ত করিতেই হইত, যদিও প্রথমদিকে তাহারা কতকটা কাজ চালানোর মত ভাষা ব্যবহার করিত। তাহা ছাড়া অনেক অমুসলিমকেও বন্দী করিয়া আনা হইয়াছিল। আরব মনিবরা তাহাদেরকে বাড়ীতে পারিবারিক কাজ করাইবার জন্য লইয়া আসিয়াছিল। ইহারা দ্রুত 'আরবী শিক্ষা করিয়া নেয় এবং সাধারণভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বা অনেকের বংশধরগণই পরে মুক্তি লাভ করে এবং স্বাধীন মানুষ (মাওয়ালী)-রূপে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, বিশেষ করিয়া শহর এলাকাতে, যেখানে তাহাদের সংখ্যাধিক্য ছিল। তাহারা 'আরবী বলিত কিন্তু তাহাতে বহু রকমফের ছিল। কতকটা তাহাদের পূর্বপুরুষদের ভাষার প্রভাবের কারণে আর কতকটা তাহাদের আরব পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিবেশিগণের প্রভাবের কারণে, আর অবশ্যই তাহাদের নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশগত দ্রুত পরিবর্তননের কারণে। এই সকল সুদূরপ্রসারী বিসদৃশ বাগধারা মধ্যযুগের 'আরবী কথ্য ভাষার পূর্বসূরী ছিল যাহা বিভিন্ন প্রদেশের শহরগুলির নিম্নশ্রেণীর অধিবাসিগণের মুখের ভাষা ছিল। এই ভাষার বৈশিষ্ট্য ছিল সহজ ধরনের উচ্চারণ, উচ্চারণে গলনালীগত বিরতি পরিত্যাগ করা হইয়াছিল, সকল ধ্বনিতেই প্রয়োজনমত জোর দেওয়া হইত না বা কখনও অযথা জোর দেওয়া হইত এবং তাহা ছাড়াও দ'দ ও জ-এর বিভ্রান্তি ছিল। যে সকল অঞ্চলে পূর্বে আর্য়ামাই ভাষার প্রাধান্য ছিল সেইখানে সকল দন্ত ঘোষধ্বনির স্থলে উহার সংশ্লিষ্ট ওষ্ঠ্যধ্বনি উচ্চারিত হইত। কিন্তু মধ্যযুগের 'আরবীর সবচেয়ে কার্যকর বৈশিষ্ট্য ছিল শব্দের শেষ স্বরধ্বনির দুর্বল উচ্চারণ বা উহা অনুচ্চারিত থাকা এবং উহার সঙ্গে শব্দশেষের উচ্চারণ তারতম্য (ই'রাব) বাদ দেওয়া, ভাষার গঠনরীতিতে যাহার পারণতি ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ (J. Cantineau, Bulletin de la societe Linguistique, ১৯৫২ খৃ., পৃ. ১১২)। শব্দশেষের স্বর উঠানামার প্রাচীন রীতি অচল হইয়া যায়, Cases (পেশ, যবর ও যের গ্রহণের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা) Status (লিঙ্গ, বচন ও কাল), Moods (ক্রিয়ার পরিবর্তন) এইগুলির পার্থক্য আর থাকে না। ভাষাগত এই সকল বৈশিষ্ট্য বাদ যাওয়া ভাব প্রকাশে ও বাক্য বিন্যাসে অসুবিধা দেখা দেয়। এই সকল ত্রুটি দূর করা হয়, বাক্য শব্দের পূর্বাপর সম্পর্ক (ترتيب) বজায় রাখিয়া, পরোক্ষ উক্তিমূলক (مبهم) বাক্য সংযোজন ও অন্য বৈশ্লেষিক (Analytical) ভাষার রীতিনীতি অনুসরণ করিয়া। ফিলিস্তিনী, সিরিয়া ও ইরাকের খৃস্টানগণ ও প্রাচ্যের য়াহূদীগণ মধ্যযুগীয় এই 'আরবী ভাষা তাহাদের সাহিত্যে ব্যবহার করে। অপরপক্ষে 'আরব মুসলিমগণ তাহাদের সাহিত্যকর্মে ক্লাসিক্যাল আরবীই ব্যবহার করিতে থাকে। আল-কু'রআন ও জাহিলী কবিতার ভাষায় সৌন্দর্য অনারবদেরকেও প্রভাবান্বিত করে। তাই মাওয়ালী সম্প্রদায় প্রথম হইতেই আল-কু'রআন ও জাহিলী কবিতায় পারদর্শী হওয়ার চেষ্টা করে, এমনকি ১ম/ ৭ম শতাব্দীতেই তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'আরবীতে কবিতা রচনা শুরু করেন (যেমন যিয়াদ আল-আ'জাম)। ১ম/ ৭ম শতাব্দীর শেষের দিকে এই সকল অনারব 'আরবী ব্যাকরণের অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহান্বিত হন এবং 'আরব পণ্ডিতগণও ভাষা ও বাগধারার বিকৃত হওয়ার বিষয়টি উপলব্ধি করেন এবং এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

মাওয়ালীরা ক্লাসিক্যাল 'আরবী ভাষা গ্রহণ করার ফলে উমায়্যাগণের পতনের পরেও উহা টিকিয়া থাকে এবং মুসলিম দুনিয়ার সর্বত্র ইহা ইসলামী সংস্কৃতির মাধ্যম হয়। 'আরবী যেসব প্রদেশে প্রভাবশালী ছিল বা প্রভাব সৃষ্টি করিতেছিল শুধু সেইসব অঞ্চলেই নহে, যেসব অঞ্চলে উহা কোনদিনই ভালভাবে প্রতিষ্ঠা পায় নাই, সেইখানেও 'আরবী চর্চা হইতে থাকে। বসরা ও কূফার স্কুলসমূহে 'আরবী ভাষার নিয়ম-কানূন সেইসব বেদুঈনদের বাগভঙ্গী অনুযায়ী নির্ধারিত হয় যাহাদের ভাষা বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত। এই সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত ভাষা দরবারে ও সমাজের উচ্চ স্তরে ব্যবহৃত হইত এবং যে কোন বিদ্বান বা শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য এই ভাষা শিক্ষা করা সর্বপ্রথম কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। সাহিত্যের উদ্দেশে ইহার প্রয়োগ বহু প্রকারের রূপ লক্ষ্য করা যায়। 'আরব ও বেদুঈনদের জীবন বিষয়ক যেই সকল বর্ণনা পাওয়া যায় (যেমন আমছালুল-'আরাব, আয়্যামুল-'আরাব, তদ্রূপ মাগ'াযী ও সীরাও) তাহাতে প্রাচীন ভাষার অমার্জিত মৌলিকত্ব ও শিল্প-সৌকর্যহীন স্বাভাবিক সৌন্দর্য রক্ষিত হইয়াছে। হ'াদীছ সাহিত্যে ও ফিক্হ (আইনশাস্ত্র)-এ দেখা যায়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনসমূহের ছাপ শব্দ ব্যবহারে, বাক্য গঠনে, এমনকি শব্দ গঠনরূপেও বিদ্যমান রহিয়াছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ভাষা হইতেছে প্রাথমিক 'আব্বাসী আমলের ধর্মনিরপেক্ষ গদ্য লেখকগণের ভাষা (যেমন ইবনুল-মুক'াফ্ফা')। এখানে অনারব জাতির ক্ষমতারোহণের ফলে সমাজের যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাহাতে প্রাক-ইসলামী ঐতিহ্য ও প্রাচ্য দেশীয় গ্রীসীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের পূর্ণ প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা মার্জিত, স্বচ্ছন্দ, গ্রহণশীল ও চিন্তার যথাযথ বাহনের অত্যন্ত উপযোগী। ইহার শব্দ-সম্ভাবের মধ্যে বেদুঈন ভাষার উচ্ছল প্রাচুর্য না থাকিলেও (যেমন উরজুযা কবিতাতে লক্ষ্য করা গিয়াছে) ইহা সমৃদ্ধ ও প্রকাশক্ষম, আর ইহার ব্যাকরণগত কাঠামো বেদুঈনদের ভাষাতে সহজে লক্ষণীয় যে, জটিল বিশেষ্য ও ক্রিয়া পদের রূপসমূহ রহিয়াছে তাহা হইতে মুক্ত। এই একই সহজ-সরলতা ও সাবলীলতা লক্ষ্য করা যায় এই আমলের তথাকথিত 'আধুনিক কবিগণের (মুহ'দাছ) কবিতাতেও (যথা আবুল-'আতাহিয়া), যদিও নিয়মানুযায়ী কবিতাতে সব সময়েই প্রাচীন রীতি-পদ্ধতির অনুকরণ ঘনিষ্ঠভাবে হইয়া থাকে।

এই সময়কার মুসলিম সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কথ্য ভাষা ও উপভাষা সম্বন্ধে খুব অল্পই জানিতে পারা যায়। ২য়/৮ম শতকের শেষ নাগাদ ভাষাতাত্ত্বিক অবস্থাটি কত যে জটিল হইয়াছিল তাহা আমরা জানিতে পারি আল-জাহি'জ'-এর মন্তব্যসমূহ হইতে (পৃ. ১৬৫-২৫৫)। তিনি যেমন বেদুঈনদের শুদ্ধ ভাষার বিবরণ দিয়াছেন তেমনই শহরের সান্নিধ্যের মাধ্যমে ও কৃষকদের ভাষার সহিত মিশ্রণে ইহা যে ক্রমে বিকৃত হইতেছিল তাহাও আলোচনা করিয়াছেন। নিম্ন শ্রেণীর লোকের কথ্য ভাষা, ফেরিওয়ালাদের অশুদ্ধ ভাষা, ভিক্ষুকদের বিকৃত ভাষা,

বিভিন্ন পেশায় ও ব্যবসায়ে ব্যবহৃত পরিভাষা, অশুদ্ধ উচ্চারণ ও ত্রুটিপূর্ণ কথাবার্তা ও সৌকর্যময় প্রকাশরীতি ও মুদ্রাদোষ সম্বন্ধেও আলোকপাত করিয়াছেন।

এই সকল বিভিন্নমুখী প্রবণতা অল্প দিনের মধ্যেই লিখিত ভাষাকে প্রভাবিত করে। অনুবাদক ও বৈজ্ঞানিকগণ যাহারা মুসলিম জগতে লভ্য গ্রীসীয় দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র ও অন্যান্য বিজ্ঞানের ধারা বহন করিতেছিলেন তাহারাও অগণিত বিশেষ বিশেষ শব্দ সংযোজন করিয়া ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার খৃস্টান (যেমন হুনায়ন ইবন ইসহাক) বা য়াহূদী ছিলেন। ফলে 'আরবী ব্যাকরণ সম্বন্ধে তাহাদের ভাল জ্ঞান ছিল না বা সাহিত্যের সৌকর্যের প্রতি তাহাদের বিশেষ কোন আগ্রহও ছিল না। অন্যদিকে তাঁহাদের রচনারীতিতে পরিপক্কতাও ছিল না। কাজেই তাহাদের অনুবাদে মধ্যযুগীয় 'আরবীর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় (দ্র. G. Bergstrasser, Hunain b. Ishak und Seine Schule, লাইডেন ১৯১৩ খৃ., পৃ. ২৮-৫৩)।

৩য়/৯ম শতকে 'আব্বাসী শক্তির পতন ও তুর্কী সেনাবাহিনীর উত্থানের ফলে সাধারণভাবে শিক্ষার মানের অবনতি দেখা দেয়, এমনকি দরবারের ভাষাতেও পূর্বের সেই বিশুদ্ধতা আর রক্ষিত হয় নাই। সেখানে ভাষার অমার্জিত রূপ প্রবেশ লাভ করে। ৩০০/৯১২ সালের দিকে সমাজের শিক্ষিত সমাবেশে, আদালতে ও বিদ্যালয়েও ক্লাসিক্যাল 'আরবী ভাষার ব্যবহার প্রায় পরিত্যক্ত হয়, ক্লাসিক্যাল ভাষা যেন সাহিত্যিক বাগধারাতে সীমিত হইতে থাকে। কেহ ই'রাব-এর রীতিনীতি কড়াকড়িভাবে পালন করিতে চাহিলে উহাকে অতিমাত্রায় পাণ্ডিত্য প্রদর্শন ও অস্বাভাবিকতার প্রতি আকর্ষণ বলিয়া মনে করা হয়। একই সময়ে বেদুঈনদের প্রতি পূর্বেকার উৎসাহ-উদ্দীপনাও স্তিমিত হইয়া আসে এবং তাহাদের ভাষা—যে ভাষার কথ্য রূপ ইতোমধ্যে বহু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়া অতিক্রান্ত হইয়াছে—আর 'আরবী কথ্য ভাষার বিশুদ্ধ রূপ বলিয়া গণ্য হয় না। ক্লাসিক্যাল 'আরবী ভাষা শুধু বিশেষ কোন ধর্মীয় বা পবিত্র অনুষ্ঠানাদিতেই কথিত হইত। এতদ্ব্যতীত সাহিত্যের সীমানার বাহিরে আর কোথাও ইহার ব্যবহার ছিল না। ইহার প্রয়োগের বিষয়ে প্রধান সমস্যা ছিল স্টাইলের। এই সময় হইতে 'আরাবিয়্যা কথাটি দ্বারা শব্দাবলীর, বাক্যাংশের, ব্যাকরণের ও বাক্য গঠনগত রূপের অপরিবর্তনীয় স্টাইল বা রীতি বুঝাইত, তাহা বৈয়াকরণ ও আভিধানিকগণের অলঙ্ঘ্য আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অন্তত তত্ত্বগতভাবে উহার কোন পরিবর্তন বা সংশোধন সম্ভব নয়। এই শিল্পসমৃদ্ধ ভাষাকে কোন ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে গেলে সেই ভাবও নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় (মা'আনী) হইতে নির্বাচন করিতে হইত। কোন লেখককে কতিপয় রীতি বা স্টাইলের মধ্য হইতে যে কোন একটিকে পসন্দ করিয়া লইতে হইত—যেইগুলির ছন্দ, মাত্রা, প্রকাশভঙ্গী ও অন্যান্য অলংকরণের প্রয়োগগত পার্থক্য ছিল। কিন্তু একবার রচনায় মূলভাব ও রীতি বা স্টাইল স্থির করিয়া লইলে অতঃপর প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করা তাঁহার পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল (G. E. von Grunebaum, The Aesthetic Foundation of Arabic Literature, Comparative Literature, 1952, পৃ. ৩২৩-৪০)। এই কারণেই একজন লেখককে শুধু 'আরবী ব্যাকরণ ও অভিধান সংক্রান্ত জটিল জ্ঞান অর্জন করিতে হইত তাহাই নহে, ক্লাসিক্যাল আরবী গদ্য ও কবিতার শ্রেষ্ঠ রচনাবলীও অত্যন্ত ভালভাবে শিক্ষা ও মুখস্থ করিতে হইত (যদিও কোন লেখকগণ ক্লাসিক্যাল-এর মর্যাদাসম্পন্ন তাহা লইয়া প্রায়শই জোর বিতর্ক দেখা দিত)। এই পরিস্থিতিতে 'আরাবিয়্যা অবশ্যই একটি বিদ্বজ্জনের ভাষার মাধ্যমে হয়, আর 'আরব-অনারব সকলেই ইহার পঠন-পাঠনে মনোযোগী হয়। অনারব জাতিগোষ্ঠীর মধ্য হইতে, এমনকি এই ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকের (যথা আল-খাওয়ারিযমী ও বাদী'উয-যামান) ও ভাষাতাত্ত্বিকের (যথা আবূ হিলাল আল-'আসকারী) উদ্ভব হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য রচনার অধিকার সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণেরই ছিল এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুধাবনের জন্য অনেক সময় স্বয়ং লেখককে (যথা আবুল-'আলা আল মা'আররী) বা তাহার কোন অনুরাগীকে (যথা আল-মুতানাব্বী) উহার টীকা লিখিয়া দিতে হইত। কখনও কখনও শিল্প-সৌকর্যগত কারণে নিম্ন মানের ভাষারও ব্যবহার হইত (মুওয়াশশাহ'তে ও যাজালে)। আবূ দুলাফ তাঁহার আল-কাসীদাতুস-সাসানিয়্যাতে ভিক্ষুক, এমনকি সি'দেল চোরদের অপভাষা পর্যন্ত ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যের শব্দসম্ভার সুনির্বাচিত ও অত্যুৎকৃষ্ট হইত।

যাহা হউক, এই সকল উচ্চ মান রক্ষা করা প্রয়োজন হইত শুধু উচ্চ মানের কবিতা ও অলংকৃত গদ্যের ক্ষেত্রে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতে ভাষা ও রীতির বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, শুধু ভূমিকা অংশটুকু অন্ত্যমিলযুক্ত গদ্যে ও নির্বাচিত শব্দ ব্যবহার দ্বারা লিখিত হইয়াছে, আর বইয়ের প্রধান অংশে লেখকের বক্তব্যের ভাষা মধ্যযুগের 'আরবীর বৈশিষ্ট্যই ব্যক্ত করিয়াছে। বাস্তব প্রয়োজনের জন্য রচিত গ্রন্থে ঐ বিষয়ের বিশেষ শব্দাবলীর ব্যবহার অবশ্যই করিতে হইত। লেখকের যদি ব্যাকরণ সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান না থাকিত তবে বাক্যে ত্রুটি অবশ্যই ঘটিত। ইহার সবচেয়ে খারাপ উদাহরণ সম্ভবত বুযুর্গ ইবন শাহরিয়ার আর-রামহুরমুযী কর্তৃক ৩৪২/৯৫৩ সালের পরে রচিত কিতাব 'আজাইবিল হিন্দ (Le Liver des Merveilles I'lnde ed par P. A. van der Lith et L. M. Devic, লাইডেন ১৮৮৩-৬ খৃ.)। গ্রন্থখানি প্রায় সম্পূর্ণভাবে অতি সাধারণ ভাষায় রচিত (দ্র. van der Lith-এর সংস্করণে de Goeje-এর মন্তব্য ,পৃ. ২০৫)। সেইগুলির মধ্যে কতগুলি মধ্যযুগের 'আরবীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য আর অন্যগুলি সম্ভবত লেখকের অনারব মাতৃভাষা ও তাঁহার পেশাগত কারণে। সংহতি নাশক এই সকল প্রবণতা 'আব্বাসী সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ অবস্থার আরও অবনতি ঘটায়। ইতোমধ্যে ৩৭৫/৯৮৫ সালে আল-মাক'দিসী তৎরচিত মুসলিম দুনিয়ার বর্ণনা দিতে যাইয়া প্রতিটি দেশকে উহার ভাষার বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে মনে হয়, তৎকালে 'আরবী ভাষাভাষী সকল দেশেই উচ্চ শ্রেণীর অধিবাসিগণের কথোপকথনের ভাষা স্থানীয় কথ্য ভাষার চাপের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ 'আরবী শোনা যাইত প্রাচ্যের (ইরানের) দেশসমূহে এবং সেইখানে ব্যাকরণ শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হইত।

ইতোমধ্যে আল-মাক'দিসীর আমলে সামানী রাজবংশের ক্রমবর্ধিত স্বাধীনতার ফলে নব্য ইরানী সাহিত্যের পুনর্জাগরণ ঘটে। প্রাচ্য অঞ্চলসমূহে ইসলামী ভাষা হিসাবে 'আরবীর যে স্থান তাহার উপর উহার অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি হয়। 'আরবী ভাষাভাষী অঞ্চলের বাহিরে সালজূকদের রাজ্যে ক্রমেই নব্য-ফার্সী 'আরবীর স্থান অধিকার করিতে থাকে, শুধু দরবারের, সমাজের, কূটনীতির ও প্রশাসনের ভাষা হিসাবেই নহে, বরং কবিতা, রম্য রচনা ও ধর্মনিরপেক্ষ রচনা—পরে এমনকি ধর্ম সম্পর্কীয় রচনায়ও। সাহিত্যের ভাষা হিসাবেও একই সময়ে 'আরবী ভাষাভাষী দেশসমূহে স্বাধীন

রাজবংশের উত্থান ঘটিলে সেই সেই রাজ্যে আঞ্চলিক কথ্য ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে নূতন প্রেরণা সৃষ্ট হয় এবং সাহিত্যের ভাষা ও আঞ্চলিক কথ্য ভাষার মধ্যে বিদ্যমান উত্তেজনাকে বৃদ্ধি করে। সেইজন্যই সালজূক আমলের (৫ম/১১শ-৭ম/১৩শ শতকে) সাহিত্যে প্রতিফলিত 'আরবী ভাষার চিত্র বিভ্রান্তিকরভাবে জটিলতায় পূর্ণ। আল-হ'রীরীর (মৃ. ৫১৬/১১২২) মাক'মাতের ন্যায় নিখুঁত বাক্যালংকারে ভূষিত গদ্যে রচিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রহিয়াছে যাহার বিশেষ মর্যাদা কেবল স্বল্প সংখ্যক সমঝদার পাঠকের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। উচ্চ শ্রেণীর কবিতার ক্ষেত্রে কালজয়ী রীতিপদ্ধতির অনুকরণ চলিতে থাকে, কিন্তু কোন কোন কবি তাঁহাদের সমসাময়িকগণের কথোপকথনের রীতিকে যুক্ত করিয়া কবিতাকে আধুনিকতার ছাপ দিতে সক্ষম হন, যেমন বাহাউদ্দীন যুহায়র (মৃ. ৬৫৬/১২৫৩)। অন্যগণ এমনকি আঞ্চলিক কথ্য ভাষাও ব্যবহার করেন, যেমন ইব্ন কুযমান (মৃ. ৫৫৫/১১৬০) ও ইবন দানিয়াল (আনু. ৬৯৩/১২৯৪) উসামা ইবন মুনকি'য (মৃ. ৫৮৪/১১৮৮) প্রচলিত রীতিতে কাব্য রচনা করেন, কিন্তু তাঁহার বিখ্যাত স্মৃতিকথাসমূহ সহজ-সরল রীতিতে রচিত যাহাতে সিরিয়ার কথ্য ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন বৈয়াকরণ পূর্বে বিশুদ্ধ ভাষাতে স্থান দেওয়া হইত না এইরূপ প্রকাশভঙ্গীকে গ্রহণ করিবার বিষয়ে উদারপন্থী হন, আবার অন্যরা, যেমন ইবন য়া'ঈশ (মৃ. ৬৪৩/১২৪৫) [দ্র. G. Jahn কর্তৃক তাঁহার সংস্করণের ভূমিকাংশে লিখিত ১০-১২] খামখেয়ালীভাবে লিখিতেন, ব্যাকরণবিদগণের উত্থাপিত রীতিনীতির ধার ধারিতেন না। সাধারণ গদ্যে ব্যাকরণের বিধি লঙ্ঘন করাটা ব্যতিক্রম নহে, বরং রীতি, [দ্র. য়া'কূ'ত (মৃ. ৬২৬/১২২৯)-এর রচনা (দ্র.Wustenfeld, তাঁহার সংস্করণের ৫ খণ্ড) ৫৮-৬৫ ও আল-ক'যবীনীর রচনা (Wustenfeld, তাঁহার সংস্করণের ২য় খণ্ড, ৯]। 'আরবী ভাষাভাষী দেশসমূহের বাহিরে রচিত গ্রন্থসমূহ হইতে কখনও কখনও এই তথ্য উদ্ঘাটিত হয় যে, সেইগুলির রচয়িতাগণের ভাষার উপরে যথেষ্ট দখল ছিল না। পারস্য দেশীয় (ও পরে তুর্কী) লেখকগণ, যেমন ইবনু'ল-মুজাবি'র (মৃ. ৬৯০/১২৯১) (দ্র. Lofgren, Arab texte zur kenninis der stadt. Aden im Mittelalter, ii/2, ২১) লিঙ্গ, লিঙ্গের সঙ্গতি ও বচন ও বিশেষণ ব্যবহারের সকল পার্থক্যকে উপেক্ষা করিতেন। জনপ্রিয় ধরনের আরও কিছু গ্রন্থ রহিয়াছে, যেমন মহাকাব্যের নিয়মে রচিত রোমান্টিক গল্প (যথা সীরাতু 'আনতার, সীরাতু বানী হিলাল), মাগ'াযী কাহিনীসমূহ (যথা আবু'ল-হ'াসান আল-বাকরীর গ্রন্থাবলী, আনু. ৬৯৩/১২৯৪) ও সূ'ফী সম্প্রদায়ের মরমিয়া কবিতাসমূহ। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণীর জনসাধারণের শিক্ষা ও আনন্দদান করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া তাঁহাদের গ্রন্থাবলী কিছুটা অমার্জিত ভাষা ও রীতিতে রচিত। অনুরূপ গ্রাম্য শব্দ দেখা যায় দ্রুযদের রচনাতে (দ্র. de Sacy, Chrestomathei Arabe, ২খ., ২৩৬, নং ৯ ইত্যাদি) এবং য়াযীদীগণের রচিত ধর্মীয় সাহিত্যে (দ্র. R, Frank Scheich `Adi, পৃ. ১০৭ প.)। স্বভাবতই অন্য ধর্মাবলম্বী লেখকগণের, যেমন খৃস্টানগণ, য়াহূদীগণ (দ্র. J.Friedlaender, Der Sprachgebrauch der Maimonides. ১খ., ফ্রাঙ্কফুর্ট a M ১৯০২) ও সামিরীগণ (Samaritans) (দ্র. আবুল-ফাত্হ', Annales Samaritani, সম্পা. E. Vilmar ১৮৬৫ খৃ.) 'আরবী সাহিত্যিক ঐতিহ্যে কোনরূপ অবদান রাখেন নাই, যদিও ইবন মায়মূন-এর ন্যায় ব্যক্তিগণ ইসলামী সংস্কৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই শতাব্দীগুলিতে 'আরবী সাহিত্যের বিকাশ সম্বন্ধে বলার পূর্বে আরও অনেক লেখকের পৃথক পৃথক ব্যক্তিগত ভাষা সম্বন্ধে ভালভাবে অনুসন্ধান করিতে হইবে। কারণ অনুমিত হয়, বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্করণগুলি প্রাচ্যের প্রকাশকগণ বা ইউরোপীয় সম্পাদকগণ কর্তৃক সংশোধিত হয় নাই (দ্র. August muller কর্তৃক তদীয় ইব্ন আবী-উস'য়বি'আর সংস্করণের ভূমিকা, Konigsberg 1884; S. L. Skoss কর্তৃক তদীয় আল-ফাসী, জামি'উ'ল-আলফাজ'-এর ভূমিকাংশ, ১খ., ১৯৩৬ খৃ.)।

মোঙ্গলদের আক্রমণে এশিয়ার দেশসমূহে ধ্বংস সাধিত হইলে 'আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় শুরু হয়। মিসর অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে এবং ইহা মামলূকদের অধীনে (৬৪৮-৯২৩/১২৫০-১৫১৭) ইসলামী সংস্কৃতি ও 'আরবী সাহিত্য চর্চার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। এই শতাব্দীগুলিতে সাহিত্যের ভাষা ছিল ক্লাসিক্যাল-উত্তর ধরনের। গদ্য লেখকগণ, যেমন ইব্ন আবী উস'য়বি'আ (মৃ. ৬৬৮/১২৭০; দ্র. August Muller, Uber Text und Sprachgebrauch in Ibn abi Usaibi`as Geschichte der Arzte-Silz Ber Bayr Ak. d. Wiss. ১৮৮৪ খৃ., পৃ. ৮৫৩-৯৭৭) কথোপকথনের ভাষার প্রতিনিধি যেহেতু উহা সম্ভ্রান্ত সমাজে কথিত হইত। পরবর্তী কালের লেখকগণ, যেমন ইব্ন ইয়াস (আনু. ৯৩০/১৫২৪; দ্র. P. Kahle কর্তৃক তদীয় সংস্করণের ভূমিকা, ১৯৩১ খৃ., ৪খ., ২৬-২৮) ও ইবন তূ'লূন (আনু. ৯৫৫/১৫৪৮; দ্র. R. Hartmann, Das Tubinger Fragment der Chronik des Ibn Tulun, ১৯২৬ খৃ., পৃ. ৯০৩) স্থানীয় কথ্য ভাষা দ্বারা বরং আরও বেশী প্রভাবিত হইয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া শব্দ ব্যবহারের দিক হইতে। অন্যগণ, যেমন আমীর বেকতাশ আল-ফাখরী (আনু. ৭৪১/১৩৪১; দ্র. K.V. Zettersteen, Beitrage zur Geschichte der Mamlukensultane, লাইডেন ১৯১৯ খৃ., পৃ. ১-৩৩), তাহাদের রচনারীতি হইতে প্রমাণ করেন, তাহাদের মাতৃভাষা ছিল তুর্কী। কবিতার ক্ষেত্রে ইবন সূদূন (মৃ. ৮৬৮/১৪৬৪) প্রমুখ কবি কথ্য ভাষাকে হাস্যরসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনাতে প্রয়োগ করেন।

৯ম/১৫শ শতক হইতে শুরু করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তাহা সাহিত্যিক 'আরবীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ৮৯৭/১৪৯২ সালে খৃস্টানগণ পুনরায় গ্রানাডা অধিকার পূর্বক মূরগণকে সেইখান হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলে আইবেরীয় উপদ্বীপ হইতে 'আরবী ভাষা উঠিয়া যায়। মাগরিবে যেইখানেই ক্লাসিক্যাল ভাষার সঙ্গে সর্বদা আঞ্চলিক কথ্য ভাষার দ্বন্দ্ব চলতেছিল, এই শেষোক্তটি হইতে এক নূতন রাজনৈতিক ভাষার উদ্ভব ঘটে। উহাকে বলা হইত মালহূ'ন। ইহা ১০ম/১৬শ শতক হইতে মরক্কোতে ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা পাইয়া আসিতেছে। অন্যান্য 'আরবী ভাষাভাষী দেশ শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, 'উছ'মানী সুলত'ানগণ কর্তৃক বিজিত হয়, তাঁহারা মূলত 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন না, এমনকি যেই মিসর এতকাল 'আরবী সংস্কৃতির প্রধান ধারক ছিল, সেইখান পর্যন্ত সাহিত্য চর্চা স্তিমিত হইয়া যায়। যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য সাহিত্যিক 'আরবী জানাটা অত্যাবশ্যক ছিল। কথ্য ভাষা সাহিত্যিক প্রয়োজনে কখনও কখনও ব্যবহৃত হইত (যেমন

আশ-শিরবীনী আনু. ১০৯৮/১৬৮৭ সালে তাঁহার হাযযু'ল-কু'হু'ফ গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন)। ইতোমধ্যে ১০ম/১৬শ শতকে মাতৃভাষায় কবিতা রচিত হইত (দ্র. M.U. Bouriant Chansons Feopulaires arabes, প্যারিস ১৮৯৩ খৃ. ও ফুআদ হ'াসানায়ন 'আলী, Agyptische Volkslieder, ১খ., ১৯৩৯ খৃ.)। সিরিয়াতে আলেপ্পোর ম্যারনীয় (Maronite) আর্চবিশপ জার্মানুস ফারহ'াত (মৃ. ১১৪৫/১৭৩২) তাহার স্বদেশবাসিগণের মধ্যে 'আরবী ব্যাকরণ, অভিধান, বিজ্ঞান ও কাব্যতত্ত্বের পঠন-পাঠনের পুনর্জাগরণের জন্য অনেক চেষ্টা করেন। 'আরব দেশসমূহের বাহিরে পণ্ডিতগণ, বিশেষ করিয়া ধর্মতত্ত্ব আইন ও ইহার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে 'আরবী ব্যবহার করিতে থাকেন। কিন্তু এখন ইহার ক্ষেত্র উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকার কোন কোন অংশে যানজিবার, মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত হইলেও পূর্ববর্তী কাল অপেক্ষা ইহার প্রভাব কমিয়া যায়। এই স্থবিরতা ও ক্ষয়িষ্ণুতার কাল ১৩শ/১৯শ শতককাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত প্রবন্ধের মধ্যে নির্দেশ করা হইয়াছে। ক্লাসিক্যাল ও ক্লাসিক্যাল-উত্তর ব্যবহার সম্বন্ধে জানা যায়, 'আরবী পাঠ, ব্যাকরণ ও অভিধানের ভূমিকা হইতে, বিশেষ করিয়া (১) H. L. Fleischer, Kleinere Schriften, i-iii, লাইপযিগ ১৮৮৫-৮ খৃ.; (২) Th. Noldeke, Zur Grammatik des classischen Arabisch, Wien 1896; আরও দ্র. (৩) J. Fuck, Arabiya, Untersuchungen zur arabischen Sprach-und Stilgeschichte, বার্লিন ১৯৫০ খৃ. (ইহার 'আরবী অনুবাদ করেন 'আবদু'ল-হ'ালীম আন-নাজ্জার, কায়রো ১৯৫১ খৃ., ফরাসী অনুবাদ করেন C. Denizeau, ১৯৫৫ খৃ.)।

J.W.Fuck (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

(৪) আধুনিক লিখিত 'আরবী

'আরবগণের দৃষ্টিসীমাতে ইউরোপের অনুপ্রবেশ ঘটে ১৭৯৮ খৃ., নেপোলিয়ান কর্তৃক মিসর অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অসংখ্য বস্তু গ্রহণহেতু লিখিত 'আরবী ভাষার উপরে উহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। মুহ'াম্মাদ 'আলীর সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহণের মধ্য দিয়া উহা সূচিত হয়, সেই সংস্কারের লক্ষ্য ছিল পাশ্চাত্যের অগ্রগতিকে গ্রহণ করা আর আদর্শ ছিল ফ্রান্স, যাহা পরবর্তীতে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত বিশ্বের সর্বত্রই আদর্শরূপে গৃহীত হয়। ফ্রান্সে পড়াশুনা করিবার জন্য ছাত্রদল পাঠাইবার ফলে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে স্কুল প্রতিষ্ঠা, 'আরবী ছাপাখানা স্থাপন এবং সর্বোপরি অসংখ্য ইউরোপীয় গ্রন্থ অনুবাদ, বহু বিদেশী চিন্তাধারা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা প্রথমে মিসর এবং পরে অন্যান্য দেশে অনুভূত হয়। বিদেশী ধারণা প্রকাশের জন্য প্রথমে শুধু বিদেশী শব্দই ব্যবহৃত হইত। এমন কি মিসরের প্রথম দিককার অনুবাদকগণের গ্রন্থেও বিদেশী শব্দের প্রভাব লক্ষণীয়। তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন আত-তাহ্তাবী (১৮০১-১৮৭৩ খৃ., দ্র. Brockelmann, ii ৪৮১, S ll, ৭৩১; W. Braune in 2, 119-125, J.Heyworth- Dunne in, IX, ৯৬১-৭, X, ৩৯৯-৪১৫)। এইগুলিতে যথেচ্ছভাবে গৃহীত অসংখ্য বিদেশী শব্দের পাশাপাশি বিশুদ্ধ 'আরবী নূতন নূতন শব্দের ব্যবহার দ্বারা পাশ্চাত্যের ধারণাসমূহ প্রকাশ করা হয়।

কিন্তু এই সকল বিদেশী শব্দের অত্যধিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে শুরু হয় নাই। নূতন অভিব্যক্তি 'আরবীতে প্রকাশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা কিভাবে মিটানো যায় এই প্রশ্নটি বুদ্ধিজীবী মহলের এক বড় সমস্যা রূপে দেখা দেয়। ইউরোপের প্রভাবটিই 'আরবের মধ্যে বহু শতাব্দী পরে, তাহাদের নিজেদের ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে নূতন করিয়া পুনর্বিবেচনা করিবার চেতনা জাগাইয়া তোলে। অসংখ্য প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থ বিশেষ করিয়া স্বদেশী অভিযান ও ব্যাকরণ মুদ্রণের ফলে প্রাচীন ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানের পুনর্জাগরণ সহজতর হয়। ভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যের রূপ হিসাবে 'আরাবিয়্যাই পরবর্তী আর যেই কোনরূপ অপেক্ষা উত্তম ও অধিকতর শুদ্ধ এবং বর্তমানেও ভাষাতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতার জন্য উহাই সর্বোচ্চ স্বীকৃত গৃহীত রূপ, এই পুরাতন গোঁড়া বিশ্বাস নানা বিরুদ্ধবাদ সত্ত্বেও সমগ্র ভাষা আন্দোলনের পথনির্দেশক ধারণাস্বরূপ হয়, পুরাতন বিশুদ্ধতাকে পুনরায় জাগরিত করা হয় এবং উহার সঙ্গে ভাষার বিকাশকে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রবণতাকেও জাগরিত করা হয়, আর যেইখানেই সম্ভব পুরাতন (ক্লাসিক্যাল) ভাষাকেই আদর্শ হিসাবে অবলম্বন করা হয়। এই আন্দোলনের শুরু হয় সিরীয়-লেবানন অঞ্চলে। প্রথম দিককার ভাষার সমালোচকগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য ছিলেন ইবরাহীম আল-য়াযিজী (১৮৪৭-১৯০৬; Brockelmann, s ll, ৭৬৬)। তিনি তাঁহার লুগ'াতু'ল-জারাইদ (কায়রো হইতে বই আকারে ১৩১৯ হি. প্রকাশিত) গ্রন্থে তাঁহার সমসাময়িক কালের সাংবাদিকগণের ভাষার সমালোচনা করেন। শুদ্ধতাবাদিগণের অভিলাষ ছিল 'আরাবিয়্যার অবধারিত আধুনিকতা ও শব্দসমৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে যতদূর সম্ভব 'আরাবিয়্যার শব্দাবলী শব্দের মূল ও রূপ সম্ভার হইতে লইয়া। এই পথে কিরূপে ব্যাপকভাবে অগ্রসর হওয়া যায় এবং ইউরোপীয় শব্দাবলী কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সেই বিষয়টি বারবার কার্যকরভাবে আলোচিত হইয়াছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় সকল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধে ও বহু ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশনাতেও অগণিত পরিমাণ নূতন শব্দ ব্যবহারের বিষয় প্রস্তাবিত হইয়াছে, যদিও বলিতেই হয়, খুব অল্প সংখ্যকই সাধারণ ব্যবহারে প্রযোজ্য হইয়াছে। পেশাধারী ভাষাতাত্ত্বিকগণের সীমানা বহুদূরে অতিক্রম করিয়া এই আন্দোলন সাধারণ শিক্ষিত মানুষের বড় অংশকে প্রভাবিত করিয়াছে। পারিভাষিক শব্দাবলী (Technical terms= মুস্'তালাহ'াত) লইয়া যেই প্রয়াস তাহা যেই কোন বিজ্ঞান বা বিশেষিত শাখার প্রত্যেক বিশেষজ্ঞের জন্যই এক কঠিন সমস্যা। উহা সমাধান করিতে যাইয়া তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই শেষ পর্যন্ত নিজেরাই ভাষাতাত্ত্বিকভাবে সৃষ্টিশীল হইবার প্রেরণা লাভ করেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রের বিশেষ শব্দাবলী প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে 'আরবীতে রচিত সাহিত্য অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং এই পরিসরে তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিবার সুযোগ নাই। বহু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য বৃহৎ শব্দাবলী বা পরিভাষা সংগ্রহে মজুদ রহিয়াছে [আমরা সেইগুলির মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করিতে পারি; যেমন (১) আহ'মাদ'ঈসা, মু'জাম আসমাই'ন নাবাত, কায়রো ১৯৩০ খৃ., (২) আমীন আল-মা'লূফ, মু'জামু'ল-হ'ায়াওয়ান, কায়রো ১৯৩২ খৃ., (৩) মুস'ত'াফা আশ-শিহাবী, মু'জামু'ল-আলফাজি'য-যিরা'ইয়্যা, দামিশক ১৯৪৩ খৃ., (৪) মুহ'াম্মাদ আশরাফ, English-Arabic Dictionary of Medicine, Biology And allied Sciences, ২য় সংস্করণ, কায়রো ১৯২৯

খৃ.]। কিন্তু এই সকল গ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রচলিত অভিব্যক্তিসমূহের তালিকা রচনাতেই সীমাবদ্ধ নহে, সেইগুলিতে নিজস্ব মতামতও প্রকাশ করা হইয়াছে। কাজেই সেইগুলিকে বর্ণনামূলক বৈজ্ঞানিক বিষয়রূপে বিবেচনা করা যায় না, বরং বলা চলে, সেইগুলি শব্দতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অবদানস্বরূপ। এই সকল প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন করার জন্য ও শব্দাবলীর প্রচলন নির্ণয়ের জন্য ভাষা একাডেমী প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয় গত শতাব্দীর আটের দশকের দিকে (দ্র. Braune, পৃ. স্থা., পৃ. ১৩৩)। প্রথম কয়েকবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরে অবশেষে ১৯১৯ খৃ. দামিশকে বৈজ্ঞানিক একাডেমী (আল-মাজমা'আতুল- 'ইলমিল-'আরাবী) প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাও ভাষা সংস্কারের বিষয়ে গবেষণা করে এবং ইহার রিভিউ সাময়িক পত্রিকাতে ভাষা সমস্যা লইয়া বহু লেখা প্রকাশ করে। রিভিউটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২১ খৃ.। ১৯৩২ খৃ. মিসরীয় রয়াল একাডেমী অব দি 'অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ (বর্তমান নাম মাজমা'উ'ল- লুগা'ল-'আরাবিয়্যা) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের পঠন পাঠন ব্যতীত ও ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল আধুনিক শব্দসম্ভারের নিয়ন্ত্রণ ও ইহার প্রসার ঘটান। ইহার সাময়িক পত্রটিতে (মাজাল্লাত মাজমা'ই'ল-লুগা'ল- 'আরাবিয়্যা, খণ্ড ১-৭, ১৯৩৪-৫৩ খৃ.) ও ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের পর হইতে বিভিন্ন প্রকাশনায় অধিকতর পরিমাণ মুস'তালাহ'াত ব্যবহারের উপরে জোর দেওয়া হইয়াছে, এখন পর্যন্ত যদিও আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হয় নাই। এই একাডেমী যেইসব সরকারী নীতির ভিত্তিতে কাজ করে তাহা উহার সভা-সমিতির বিবরণী (১৯৩৬ খৃ. হইতে মাহ'াদি'র) হইতেও জানা যায়, এমনকি 'ইরাকে' যেইখানে আগে পি., আনাসতাসে আল-কারমালীর লুগ'াতু'ল-'আরাব পত্রিকাটি (খণ্ড ১-৯, ১৯১১-১৯৩১ খৃ.) বিশুদ্ধতাবাদী ভাবধারার প্রধান মুখপাত্র ছিল, সেইখানেও ১৯৪৭ খৃ. একটি একাডেমী স্থাপিত হয় (আল- মাজ্‌মা'উ'ল 'ইল্‌মি'ল-'ইরাকী) যাহার অন্যান্য কার্যের মধ্যে একটি হইল, শব্দাবলীর সমস্যা বিষয়ক আলোচনা ও সমাধান। এই সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির জন্য যথার্থ মানের পরিভাষা তৈরি করা তেমন কঠিন কিছু নয়, কিন্তু এই সকল নূতন পরিভাষা বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা অনুমোদন ও গ্রহণ করান যথেষ্ট আয়াসসাধ্য। নূতনভাবে গঠিত পারিভাষিক শব্দসমূহ বিশেষজ্ঞ মহলে জনপ্রিয় করাইবার বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল না। তবে প্রকৃত ভাষা ব্যবহারের উপর বিশুদ্ধ আন্দোলনের বাস্তব প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়, কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট শব্দসমূহ কিভাবে লেখক ও সাংবাদিকগণের সাধারণ শব্দসম্ভারের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। বিশুদ্ধতাবাদিগণের প্রচেষ্টা প্রায় সমস্তই বিচ্ছিন্ন শব্দের প্রতি কেন্দ্রীভূত অর্থাৎ ভাষার বাহ্যিক দিকের প্রতি। ভাষার প্রকৃত অবস্থার দিকে নজর দিলে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যাহা প্রতিভাত হয় তাহা হইল ইংরেজী ও ফরাসী শব্দাবলী ও বাগধারার অনুপ্রবেশ, সেইগুলির 'আরবীতে অনুবাদ (তথাকথিত ধার করা অনুবাদ বা অনুকরণ "Calques") ও ভিতরের রূপের পরিবর্তন, বিশেষ করিয়া প্রাত্যহিক সংবাদ আদান-প্রদানের ভাষায় (সংবাদপত্র ও রেডিও) যাঁহাদের সামান্য ক্লাসিক্যাল শিক্ষা আছে বা আদৌ নাই, তেমন লেখকদের ভাষায়ও বিশেষ ইউরোপীয় ছাপ বিদ্যমান। শব্দ ব্যবহার অপেক্ষা বাক্যরূপ ও স্টাইল নিয়ন্ত্রণ করা অনেক বেশী কঠিন। কাজেই এই পরিবর্তন নেহায়েত অবধারিত এবং এই সত্যকে গ্রহণ করাই উচিত। অপরদিকে রম্য রচনার ক্ষেত্রে অনেক স্থলেই আমরা প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করি। ক্লাসিক্যাল শিক্ষাসম্পন্ন লেখকগণ অদ্যাবধি তাঁহাদের স্টাইলের বিষয়ে 'আরাবিয়্যার আদর্শের নৈকট্য রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শিল্পরীতিগত পদ্ধতি হিসাবে তাঁহারা অনেক সময় প্রাচীন সাহিত্যের ও আল-কু'রআনের সচরাচর অপ্রচলিত শব্দ ও বাক্যাংশ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু কাহারও পক্ষেই ইউরোপীয় শব্দ বা বাক্যাংশের প্রভাব সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব হয় নাই।

অপরদিকে ব্যাকরণ, যাহাকে নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় এবং যাহা অনেক বেশী সচেতন নিয়ন্ত্রণের অধীন, উহার অবস্থা ভিন্নরূপ। ধ্বনি-রূপের পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও লিখিত ভাষার রূপ অপরিবর্তিত রহিয়াছে এবং শব্দ-গঠনরূপ একেবারে আদিকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত একই রহিয়াছে। বাক্য গঠন রূপ অন্তত উহার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়। এইখানে 'আরাবিয়্যার প্রতি দৃঢ়নিষ্ঠ আকর্ষণ বিস্ময়করভাবে কার্যকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। শব্দসম্ভারের ক্ষেত্রে একেবারে আদিকাল হইতে শুরু করিয়া এই পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ মৌলিক শব্দ সংগ্রহ বিদ্যমান রহিয়াছে। ক্লাসিক্যাল-উত্তর শব্দাবলী, তন্মধ্যে মধ্যযুগের শেষভাগের শব্দাবলীও রহিয়াছে, এইগুলির সহিত আধুনিক গৃহীত প্রকাশভঙ্গী পাওয়া যায় যেইগুলির দ্বারা ইউরোপ হইতে আমদানীকৃত ধারণাসমূহ প্রকাশ করা হয় এবং সেইগুলি ব্যবহার সম্বন্ধে উপরিউক্ত বিশুদ্ধতাবাদিগণের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। 'আরাবিয়্যার বিস্তৃত শব্দাবলী পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে এবং কোন রকম পোশাকী পরিবর্তন ব্যতীত সেইগুলি ব্যবহৃত হইতেছে, যদিও সেইগুলির অর্থের কমবেশী সংশোধন করা হইয়াছে (যেমন কিতার=উটের বহর, একটির পেছনে আর একটি জুড়িয়া দেয়া রেলগাড়ী), প্রচলিত 'আরাবিয়্যার শব্দসমূহের নূতন অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয় (যথা ঃ বার্‌ক'=বিদ্যুৎ, টেলিগ্রাফ)। কখনও কখনও বিদেশী শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্যসূত্রে শব্দের অর্থের পরিবর্তন হয়, তদ্রূপ ক্ষেত্রে বিদেশী শব্দ আদর্শরূপে বিবেচিত হয় (যথা সিন্দুক=বাক্স, ক্যাশ বাক্স, ক্যাশ অফিস, ফরাসী শব্দ Caisse-এর অনুসরণে)। 'আরবীর পুরাতন নিয়মের বিশেষ্যের গঠন রূপগুলির (وزن) গুলির (যথা মাফ'আল, মাফ'আলা, মিফ'আল, মিফ্'আলা, ফা'আল, ফা'আলা) অনুরূপ বহু বিশেষ্য সাধারণ ব্যবহারের জন্য গঠন করা হয়, (যেমন মাত'হ'াফ=জাদুঘর, নাফফাছ'া =জেট প্লেন)। অনুরূপভাবে ক্রিয়া বিশেষ্য ও ক্রিয়া পদাংশ (Participle)-এর রূপ যাহা দ্বারা নূতন অর্থ প্রকাশ করা হয় (যেমন ইযা'আ =সম্প্রচার করা, মুহ'াররিক =মটর)। নিসবা (সম্বন্ধবাচক) অন্তের ব্যাপক ব্যবহার দ্বারা নূতন নূতন শব্দ তৈরি করা হয় (যেমন ইশ্‌তিরাকী= সমাজতন্ত্রবাদী, ইশ্‌তিরাকিয়্যা-সমাজতন্ত্র)। ইহার ব্যবহারের বিস্তৃতি দ্বারা বিশেষ্য পদ হইতে বহু নূতন বিশেষণ পদ গঠন করা হইয়াছে এবং উহাদের অনুরূপ ইউরোপীয় যুগ্ম শব্দের অনুকরণে প্রয়োজনীয় শব্দ সহজেই পুনর্গঠন করা যাইতে পারে (যেমন আল-বারীদু'ল-জাওব'ী=বিমান ডাক)। সত্যিকারের যুগ্ম শব্দরূপের এখনও 'না'বাচক লা (لا) দ্বারাই গঠিত হয় (যেমন লা সিলকী=বেতার)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বিদেশী শব্দের অধিকাংশই ফরাসী ভাষা হইতে ধার করা হইয়াছিল, আর বাক্যগুলি ইতালীয় ভাষা হইতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংরেজীর প্রভাব পড়ে, বিশেষ করিয়া মিসর ও ইরাকে 'আরবীতে বিদেশী শব্দের সংখ্যা হ্রাস করাটা বিশুদ্ধতাবাদিগণের প্রচেষ্টার গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বিগত কয়েক দশক তুর্কী হইতে উদ্ভূত শব্দাবলী প্রায় সবই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। 'আরবীর সংগে সাদৃশ্যপূর্ণ বা 'আরবীর সঙ্গে সহজেই সংমিশ্রিত করা যায় সেইরূপ

শব্দগুলিকে ধার করা শব্দরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে এবং এইগুলির ভগ্ন বহুবচন (جمع مكسر) গঠিত হয় (যেমন ব্যাংক-বানূক, ফিল্ম-আফলাম, দুকতূর-দাকাতিরা) ও শেষাংশ ইয়্যা (ـِي) যুক্ত হইয়া যেইগুলি গঠিত হয় যেইগুলির ভাববাচক, সেইগুলিও 'আরবীর ন্যায় ব্যবহৃত হয় (যেমন দীমূকরাতি'য়্যা=ডেমোক্রেসী বা গণতন্ত্র)।

অসংখ্য নূতন শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু সেইগুলি এখনও যথেষ্ট নহে। বর্তমান কালের খুবই বিশেষ ধরনের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সূক্ষ্ম বিষয়াদি এখনও সকলের বোধগম্য করিয়া 'আরবীতে প্রকাশ করা যায় না। বিশেষ ধরনের পরিভাষার ক্ষেত্রে, এমনকি একই দেশের অভ্যন্তরে যে অরাজকতা চলিয়া আসিয়াছে তাহা অদ্যাবধি কিছুমাত্র দূর হয় নাই। পরিস্থিতিটি আরও বেশী জটিল হয় যখন গ্রীসীয় ও ল্যাটিন টেকনিক্যাল শব্দসমূহ যেইগুলি প্রায়শই বিশেষজ্ঞগণকে, এমনকি অতি জটিল বিষয়েও আন্তর্জাতিক সমঝোতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে, সেই শব্দগুলিকে 'আরবীতে অনুবাদ করা হয়। অনেক সময়ে একই বস্তুর জন্য কয়েকটি শব্দ প্রচলিত দেখা যায়। অপর দিকে আবার এমন ঘটে যে, বিভিন্ন লেখক একটিমাত্র শব্দ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস বুঝাইয়া থাকেন। যাহা হউক, বর্তমান কালের 'আরবীর যেই মূল সমস্যা-বিশেষ ধরনের টেকনিক্যাল শব্দসমূহের সর্বজনগৃহীত একটি রূপ দান, তাহার কাজ নিঃসন্দেহে অনেক অগ্রসর হইয়াছে এবং ফলে এখন আমরা আশা করিতে পারি, ভবিষ্যতে ইহার আরও প্রকৃষ্ট বিকাশ ঘটিবে।

ইরাক হইতে পর্যন্ত মরক্কো সকল 'আরবী ভাষাভাষী দেশেই মূলত একটি অভিন্ন লিখিত ভাষারূপ প্রচলিত রহিয়াছে। 'আরবদের নিকটে এই বাস্তব সত্যটির মূল্য অনেক—আদর্শগত ও বাস্তব এই দুই অর্থেই। ইহা তাহাদের রাজনৈতিক প্রাচীন তমদ্দুনের ঐক্যের প্রতীক এবং বর্তমান কালে তাহাদের রাজনৈতিক ঐক্যেরও প্রতীক। অতএব আমরা উপসংহার টানিতে পারি; আঞ্চলিক ভাষা কোথাও লিখিত ভাষার স্থান অধিকার করিবে বা ভাষাকে বাস্তব ব্যবহার হইতে বিদূরিত করিবে এইরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) W. Braune, xxvi, ২, ১৩০-৪০; (২) H. Wehr. ঐ xxxvii, ২, ১-৬৪ ও xcvii, ১৬-৬৪; (৩) Semyonov, Sintaksis sovremennogo arabskogo yazyka, মস্কো-লেনিনগ্রাদ ১৯৪১ খৃ.; (৪) Brockelmann, S lll, ৫-৭; (৫) J. Fuck `Arabiya xiv; (৬) R. B. Winder and F. J. Ziadeh An Introduction to Modern Arabic I., প্রিন্সটন ১৯৫৫ খৃ.; (৭) Ch. Pellat, Introduction a l'arabe moderne, প্যারিস ১৯৫৬ খৃ.। অভিধান ও শব্দকোষশাস্ত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানসমূহ ঃ (৮) Ch. K. Baranov, Arabsko-Russkiy Slovar, মস্কো-লেনিনগ্রাদ ১৯৪০-৬ খৃ. (I. Kratchkovskiy কর্তৃক লিখিত ভূমিকা ও অতিরিক্ত নির্দেশিকা সম্বলিত); (৯) L. Bercher, Lexique Arabe Francais, ২য় সংস্করণ, আলজিয়ার্স ১৯৪৪ খৃ., (সংযোজন); (১০) M. Brill D. Neustadt ও P. Schusser, The basic word list of the Arabic Daily Newspaper, জেরুসালেম ১৯৪০ খৃ.; (১১) ইলয়াস, Modern Dictionary of Arabic-English, ৪র্থ সংস্করণ, কায়রো ১৯৪৭ খৃ.; (১২) D. Neustadt ও P. Schusser, Millon-Arabi-lbri, জেরুসালেম ১৯৪৭ খৃ.; (১৩) Ch. Pellat, L'arabe vivant, প্যারিস ১৯৫২ খৃ.; (১৪) H.Wehr, Arabisches Worterbuch fur die Schriftsprache der Gegenwart, লাইপযিগ ১৯৫২, ১৯৫৬ খৃ.।

H.Wehr (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

(ii) স্থানীয় উপভাষা

(১) সাধারণ পর্যালোচনা

'আরবীভাষী অঞ্চলসমূহ ঃ বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া হইতে উত্তর আফ্রিকা ও পারস্য উপসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ লোক (এম. এইচ. বাকাল্লা, আরব কালচার) 'আরবীতে কথা বলে; এই অঞ্চলগুলি হইতেছে আরব হইতে উর্বর অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভূভাগ ধরিয়া পারস্য তুর্কিস্তানের সীমানা পর্যন্ত–মিসর ও সূদানের অধিকাংশ এলাকা (নীল নদ হইতে শাদ পর্যন্ত); ত্রিপোলিতানিয়া, তিউনিয়া, আলজেরিয়া ও মরক্কো, মৌরিতানিয়া, ফরাসী পশ্চিম সূদান ও সাহারা মরুভূমির উত্তরাংশ। এই অবিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল ব্যতীত কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন অঞ্চল রহিয়াছে; আফ্রিকাতে জিবুতি ও যানজিবার; ইউরোপে মাল্টা (পূর্বে ১৮শ শতক পর্যন্ত বেলিয়ারিক দ্বীপ, সিসিলি, পান্টেলারিয়া), স্পেন (১৫শ শতক পর্যন্ত (দ্র. আল-আনদালুস)। সর্বশেষে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে এবং ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকাতে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস স্থাপনকারী সিরীয়-লেবাননী অধিবাসিগণকেও ধরিতে হইবে।

উপরে উল্লিখিত ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে 'আরবী একের পর এক বিদেশী ভাষার সংস্পর্শে আসিয়াছে এবং 'আরবী সেইগুলিকে স্থানচ্যুত করিতে চাহিয়াছে, যদিও সেইগুলির মধ্যে কোন কোনটি (যেমন বারবার ভাষা) যথেষ্ট শক্তি সহকারে এখনও 'আরবীর পাশাপাশি টিকিয়া আছে। কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে, 'আরবী শুধু সেই সকল স্থানীয় ভাষাকেই স্থানচ্যুত করিতে সক্ষম হইয়াছে যেইগুলি গঠনগত দিক হইতে ইহারই সদৃশ ছিল। মিসরে ইহা ঘটিয়াছে; সেইখানে মধ্যযুগের কপ্টিক ভাষা উঠিয়া যায়, আবার ইন্দো-য়ূরোপীয় এলাকায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও 'আরবীকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করা হইয়াছে।

উৎপত্তি ঃ বর্তমানে যে 'আরবী ভাষা বলা হইয়া থাকে উহা মূলত মধ্য উত্তর 'আরবের প্রাচীন কথ্য ভাষা হইতে গৃহীত। উহাদের সম্বন্ধে যে সীমিত ধারণা করা যায় তাহাতে মনে হয়, এই কথ্য ভাষাগুলিকে যদিও পৃথকভাবে দেখান হইয়াছে, তথাপি উহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোন পার্থক্য ছিল না। কেননা ক্লাসিক্যাল ভাষাতত্ত্ববিদগণ, যাঁহারা বিষয়টি সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস, শুধু উচ্চারণগত ও শব্দ ব্যবহারের তফাতের কথাই বলিয়াছিলেন; ভাষার গঠনরীতি সর্বত্র একই রূপ ছিল। এই একই ভাষাতত্ত্ববিদগণ ফাসাহা (দ্র)-কে মানদণ্ড ধরিয়া প্রাচীন কথ্য ভাষাকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ (১) হিজাযের ভাষাকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হয়, (২) নাজদের ভাষা ও (৩) চূড়ান্ত পর্যায়ে চতুষ্পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহের ভাষা যাহা অন্যান্য সেমিটিক বা অসেমিটিক ভাষা দ্বারা বেশী পরিমাণে মিশ্রিত বলিয়া মনে করা হয়। এই পার্থক্য সব সময়েই অতি চমৎকার বলিয়া বিবেচিত হইলেও বর্তমানে আর সমর্থন করা যায় না। কারণ কথ্য ভাষাগুলির যথেষ্ট বিকাশ ঘটিয়াছে। বিবেচনাযোগ্য সকল শ্রেণী বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক হইল দুইটি প্রধান গ্রুপের

বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চিহ্নিতকরণ, যদিও ভাষাতাত্ত্বিক না হইয়া উহা বরং ভৌগোলিক এলাকা ভিত্তিক বিভাগেই হয় (ভাষাতাত্ত্বিক বিভাগের ভিত্তি হইল মুদারি' (مضارع) ক্রিয়ার উত্তম পুরুষের একবচন ও বহুবচন গঠন এবং শব্দাংশে (syllable) স্বরধ্বনি ও (حرف علة) -এর ব্যবহার। এই বিভক্তিকরণ এইভাবে যে, (১) পূর্বাঞ্চলের ভাষাসমূহ, মোটামুটিভাবে সোল্লুম (Sollum) হইতে শাদ পর্যন্ত বর্ধিত রেখার পূর্বদিকের অঞ্চলসমূহে কথিত, আর (২) দ্বিতীয় গ্রুপে মাগরিবী ভাষাসমূহ ভৌগোলিকভাবে উপরিউক্ত রেখার পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলে কথিত ভাষা।

হি'জাযের উপভাষা ও আরও বিশেষ করিয়া মক্কার কু'রায়শগণের ব্যবহৃত ভাষাই প্রাক-ইসলামী ভাষাসমূহের অন্যতম ছিল বলিয়া জানা যায়। ইহাকে সাহিত্যের ভাষার পর্যায়ে উন্নীত করা হয়, তবে প্রাক-ইসলামী কাব্যিক বাগধারা (Koine)-র কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যতীত নহে। কিন্তু প্রাচীন কথ্য ভাষাসমূহও সজীব ছিল, শুধু স্ব স্ব দেশেই নহে, 'আরব উপদ্বীপের বাহিরেও। কেননা 'আরবরা যে যে অঞ্চল জয় করিত সেইখানে তাহাদের ভাষাও বিস্তৃত হইত। নিজেদের প্রথাগত দল সংগঠন দ্বারা 'আরব বিজয়িগণ কিছুকাল পর্যন্ত তাহাদের নিজেদের কথ্য ভাষাই রক্ষা করিত, কিন্তু যোদ্ধাগণের মধ্যে বিভিন্ন গোত্রের মিশ্রণহেতু সেই কথ্য ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ ক্রমেই কমিয়া আসিতে থাকে। এই ধরনের বাগধারা, যাহার প্রকৃতি ছিল সাময়িক ধরনের বিজিত বা নবগঠিত শহরসমূহের ভাষা গঠন করে, কিন্তু শীঘ্রই উহার বিপরীত ধরনের বাগধারার বিকাশও ঘটে যখন স্থানীয় বিষয়বস্তু ও ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানের আবির্ভাব হয়, যাহার ফলে নগর অঞ্চলের ভাষাসমূহের মধ্যে অধিকতর তফাৎ সৃষ্টি হয়, যদিও বা সামগ্রিকভাবে 'আরব দুনিয়ার সব বড় শহরের ভাষা তখন পর্যন্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্যযুক্তই ছিল। কাজেই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করিবার জন্য একদিকে নগরকেন্দ্রিক ও স্থায়ীভাবে বসতকারী জনগণের কথ্য ভাষা (কেননা বড় বড় শহরের ভূমিকার ফলে এককেন্দ্রিক মহলসমূহে দ্রুত নগরজীবনের কথ্য ভাষা বিস্তারে সহায়ক হয়) এবং অন্যদিকে বেদুঈন কথ্য ভাষার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভবপর। এই শেষোক্ত কথ্য ভাষাগুলি মোটামুটি একই শ্রেণীর এবং যাযাবর গোত্রীয়গণের ভাষা, যে যাযাবরেরা বিজয়ের পূর্বে অথবা পরে 'আরব উপদ্বীপ হইতে সেইসব স্থানে যাইয়া বসত করিয়াছিল। সাধারণভাবে উল্লিখিত দুইটি প্রধান শ্রেণীর মধ্যকার সীমারেখাসমূহ চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয় নাই এবং অস্তিত্ব অনুধাবন করাও সম্ভব, এমনকি কিছু সংখ্যক মধ্যবর্তী কথ্য ভাষার যাহা নগরকেন্দ্রিক ও বেদুঈন বৈশিষ্ট্যযুক্ত, যে যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা নগরের ও বেদুঈনদের কথ্য ভাষাকে চিহ্নিত করা যায় সেইগুলি নিম্নে ২ ও ৩ অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। কিন্তু এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, সাধারণভাবে বেদুঈন কথ্য ভাষাতে গোত্রের গঠনের ভিতরেই অধিকতর রক্ষণশীল প্রবণতা ও অধিকতর ঐক্য লক্ষিত হয়। শহরের ভাষাতে প্রকাশ্যতই বিবর্তনমূলক প্রবণতা দেখা যায়। সেইগুলিতে শব্দ গঠনগত নূতনত্ব সূচিত হইয়াছে এবং তদুপরি প্রায়শই একই শহর এলাকাতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত পৃথক কথ্য ভাষাসমূহ দেখা দিয়াছে এবং তাহা শুধু যে বিভিন্ন ধর্ম অনুসারিগণের মধ্যেই (যথা মুসলিম, য়াহূদী ও খৃষ্টান) দেখা দেয় তাহা নহে, বরং বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে, এমনকি নারী-পুরুষের মধ্যে ও বিভিন্ন বংশপরম্পরার মধ্যেও।

ক্লাসিক্যাল 'আরবীকে সাধারণভাবে যদি বর্তমান কালের কথ্য 'আরবীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যাইবে তাহা হইল, কথ্যরূপে সর্বপ্রথমেই কারক চিহ্ন (Case ending শব্দ শেষে যবর, যের ও পেশের ব্যবহার) এবং ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপের চিহ্ন পরিত্যাগ। সম্ভবত কম বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইতেছে, ধ্বনিতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে, বিশেষ ধ্বনি (যাহা ض-এর উচ্চারণ ধ্বনি) উচ্চারণ না করা এবং যুক্ত শব্দাংশসমূহে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনি লোপের প্রবণতা; উহা ব্যতীত অত্যন্ত বিকাশমান কথ্য ভাষাতেও জোর দিয়া উচ্চারিত শব্দাংশের ক্ষেত্রে পদের মাঝখানে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনি মৃদুভাবে উচ্চারিত হয়। শব্দ গঠনগতভাবে শেষ অক্ষর বিলুপ্ত হওয়া ছাড়াও লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, স্বরধ্বনি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মবাচ্য (Passive) সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়া দ্বিবচনের এবং স্ত্রীলিঙ্গে বহুবচনের ব্যবহার কম হয়। অপরপক্ষে ধ্বনিতাত্ত্বিক পদ্ধতি ক্লাসিক্যাল 'আরবী অপেক্ষা উন্নততর,স্বরধ্বনির ব্যবহারও অনেক বেশী; স্থায়ী অধিবাসিগণের কথিত কয়েকটি কথ্য ভাষাতে ব্যবহৃত বর্তমান কাল নির্দেশক অর্থে ব্যবহৃত ক্রিয়া পদ কয়েকটি বর্ণ প্রথমে যুক্ত করত গঠিত হয়; বাক্য গঠনরীতি অনেক কম সংশ্লেষক সম্বন্ধ (ইদ'াফা)-এর সহযোগ একই সঙ্গে বিশ্লেষণাত্মক গঠনরীতি ব্যবহৃত হয়। সর্বশেষে শব্দসম্ভার বিষয়ে বলা যায়, মৌলিক শব্দসমূহ সবই ক্লাসিক্যাল 'আরবীতেও পাওয়া যায়। বিশেষার্থক বেশ কিছু সংখ্যক শব্দ অব্যবহারে লোপ পাইয়া গিয়াছে (বিশেষ করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাসকারিগণের ক্ষেত্রে বেদুঈন জীবন সংক্রান্ত শব্দসমূহ), কিন্তু আবার বিদেশী শব্দ ধার করার ফলে কিছু কিছু নূতন শব্দের সংযোজনও হইয়াছে যাহা 'আরবীর পাশাপাশি বিদ্যমান।

আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্য

ক্লাসিক্যাল 'আরবী ভাষার যেই ধর্মীয় মর্যাদা সেই কারণে স্বভাবতই অন্তত মুসলিমগণের মধ্যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক (কথ্য) ভাষার তেমন কোন ভূমিকা ছিল না। তদুপরি কিছু সংখ্যক প্রবাদ ও কবিতা ব্যতীত (দ্র. বিশেষ করিয়া গাযাল) কথ্য উপভাষার সাহিত্য মূলত মৌখিক। এই সাহিত্যের মধ্যে রহিয়াছে গান ও কবিতা। উহাদের বিষয়বস্তু একই মহাকাব্য বিষয়ক ধর্মীয় গীতিকবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা, প্রশস্তিসূচক কবিতা, কামোন্মাদনামূলক কবিতা ইত্যাদি, যেমন ক্লাসিক্যাল 'আরবীর বিষয়বস্তু ছিল কাহিনী, উপকথা, এমনকি মহাকাব্য। যখন ব্যতিক্রমীভাবে কোন কথ্য ভাষার গুরুত্বপূর্ণ রচনা লিখিত আকারে রচিত হইত তখন উহার মূল রূপ আর থাকিত না, কম বা বেশী উহা বিশুদ্ধ লিখিত 'আরবীতে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। ফলে আমরা প্রামাণ্য তথ্য হইতে বঞ্চিত হই যাহা রক্ষিত হইলে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইতে পারিত। ইহার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হইতেছে আরব্য রজনীর কাহিনীগুলি (দ্র.আলফ লায়লা ওয়া লায়লা)। সাম্প্রতিক কালে কথ্য ভাষার সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা এবং উপন্যাস ও নাটকে কথ্য 'আরবী ব্যবহারের প্রচেষ্টার বিষয়ে নিম্নে আরবী সাহিত্যটি দ্রষ্টব্য। খৃষ্টান 'আরবী সাহিত্যও উপেক্ষণীয় নহে (দ্র. G. Graf, Geschichte der Christlich-Arabischen Literatur ও Der Sprachebauch der altesten christlich arabischen Literatur, লাইপযিগ ১৯০৫ খৃ.)। রোমান হরফে রচিত সাহিত্য যাহা কোনরূপ মৌলিকতা ব্যতীত মাল্টাতে বিকশিত হইয়াছিল, উহাকে বা য়াহূদী 'আরবী সাহিত্যকেও। এই শেষোক্তগুলি বর্তমান সময় পর্যন্ত সাহিত্যের বিশাল শাখা গঠন করিয়াছে এইজন্য

দ্র. তিউনিসিয়া প্রবন্ধ ও E.Vessel, La litterature Populaire des israelites tunisiens, in RT, ১৯০৪ খৃ.; G. Vajda, Un Recueil de textes historiques judeomarocains, প্যারিস ১৯৫১ খৃ.; M. Steinschneider, Arabische Litteratur der Juden, ফ্রাঙ্কফুর্ট ১৯০২ খৃ.।

এখন পর্যন্ত কথ্য 'আরবী ভাষায় রচিত সাহিত্য সম্বন্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত হয় নাই। তবে পাঠক-পাঠিকাগণকে Ch. Pellat. Langue et litterature arabes, প্যারিস ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৫৪-এর প্রতি নির্দেশ করা যাইতেছে। উত্তর আফ্রিকার জন্য H. Basset, Essai sur la litterature des Berberes, প্যারিস ১৯২০ খৃ., গ্রন্থখানি দ্র.। সেইখানে 'আরবী কথ্য ভাষাতে রচিত সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

তথ্যসূত্র ঃ আধুনিক প্রাচ্যতত্ত্ববিদগণের লেখা গ্রন্থাবলী, যাঁহারা প্রায়শই কথ্য ভাষায় রচিত সাহিত্য হইতে পাঠ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন এবং জনপ্রিয় সাহিত্যের একটি নির্দিষ্ট আকার প্রদানে সাহায্যে করেন, নিম্নে ২ ও ৩-এ উহার মূল্যায়নের চেষ্টা করা হইয়াছে, সেইখানে বিশেষভাবে আধুনিক কথ্যভাষা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। ইহার ইতিহাস পঠন-পাঠনের জন্য আল-আন্দালুস শীর্ষক প্রবন্ধ 'আরব ভাষাতাত্ত্বিকগণ সম্বন্ধে এবং নির্ঘণ্টে যে সকল গ্রন্থ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সেইগুলি ব্যতীত কপটিক বা ইউনানী লিপিতে লিখিত গ্রন্থের 'আরবী প্রতিলিপিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে (বিশেষ করিয়া দ্র. Violet কর্তৃক; OLZ-এ, ১৯০১ খৃ., যে প্রচীন ধর্মীয় সঙ্গীতের খণ্ডাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা) উহা ব্যতীত দ্র. প্রাথমিক যুগের মিসরের প্যাপিরাস ও সিসিলার দলীল-পত্রাদি, সম্পাদনা S. Cusa (l diplomi greci ed arabi di sicilia, i, পালার্মো ১৮৬৮ খৃ.)।

সম্পাদকমণ্ডলী (E.I.²)/হুমায়ুন খান

(২) **পূর্বাঞ্চলীয় কথ্য ভাষাসমূহ ঃ 'আরব ও উত্তর 'আরবের কথ্য ভাষাসমূহ ঃ** এই কথ্য ভাষাসমূহ যে ভৌগোলিক অঞ্চল ব্যাপিয়া প্রচলিত তাহা প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে, মিসর হইতে সিরিয়া পর্যন্ত এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে একদিকে 'আরব উপদ্বীপ ও অপরদিকে সিরিয়ার মরুভূমি ও ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত। অনারব ভাষাসমূহের মধ্যে রহিয়াছে নিম্নোক্তগুলি ঃ মিসরে 'সীওয়া' বারবার ভাষাগোত্র; সিরিয়া, লেবাননে, মা'লূলা, জুব্বা'দীন ও বাখ'আ-এর আরামাই উপভাষা; সিরিয়ার বিভিন্ন গ্রামে, যথা কুনায়তিরা, 'আঈনযাত, তেল আমেরি, খানাসির, মান্‌বিজ-এ ও জর্দানের জারাশ-এ বসবাসকারী ককেসীয়গণের ভাষা, প্রায় ২০০,০০০ আর্মেনীয় (উহাদের প্রধান কেন্দ্র বৈরূত, আলেপ্পো), আর্মেনীয় (বাতুকী) ভাষা হাসেচি, জারাব্লুস, জাবাল আকরাদ অঞ্চলে এবং কোন কোন শহরে, বিশেষ করিয়া বৈরূত ও দামিশকে বসবাসকারী প্রায় ২,৩০,০০০ কুর্দীর ভাষা। 'ইরাক-এ এই কুর্দীরা মোট জনসংখ্যার এক-চর্তুথাংশ, তদুপরি রহিয়াছে মাওসিল সমভূমির নব্য সিরীয় (new-syriac) ভাষা। 'আরব ভূখণ্ডে কুমযারী (মাসানদাম উপদ্বীপ, 'উমানে) একটি পারস্যদেশীয় উপভাষা; হাদরামাওত ও 'উমানের মধ্যবর্তী এলাকা ঃ মাহরী, কারাবী, হারসুসী ও বোতাহারীতে কথিত আধুনিক দক্ষিণ 'আরবের ভাষাসমূহ; ইসরাঈলে আধুনিক হিব্রু ভাষা।

মিসরীয় 'আরবী (বেদুঈন উপভাষা) সুদান প্রজাতন্ত্রে নিলোতি ও কুশিতি ভাষার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং অতঃপর মাগরিবী প্রভাবযুক্ত হইয়া শাদ হ্রদ (Lake Chad) অঞ্চলের নিগ্রো আফ্রিকার ভাষাতে প্রবেশ করিয়াছে। আফ্রিকার সোমালীদের মধ্যে য়ামানী 'আরবী দ্বিতীয় ভাষারূপে ব্যবহৃত হয়। 'উমানের 'আরবী যাঞ্জিবারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তুর্কমেনিস্তান, খাযারিস্তান ও তাজিকিস্তানে 'আরবী বেদুঈন ভাষার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং সর্বশেষে, আমেরিকাতে রহিয়াছে সিরীয়-লেবাননী ছিন্নমূল অধিবাসিগণের ভাষা।

পূর্বাঞ্চলীয় উপভাষা ঃ মিসরে, কায়রোর প্রচলিত ভাষা সুবিদিত, আলেকজান্দ্রিয়াতে ভাষা অল্প জ্ঞাত, ফাল্লাহ'দের ভাষা খুবই ব্যবহৃত হয় এবং যাযাবরদের ভাষা ও উচ্চ মিসর অঞ্চলের ভাষার আদৌ ব্যবহার নাই বলিলে চলে। ফিলিস্তীনে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ত্রিপক্ষীয় বিভাগ লক্ষ্য করিতে হইবে ঃ শহরের স্থায়ী বসবাসকারিগণ, গ্রামাঞ্চলের স্থায়ী বসবাসকারিগণ (ফাল্লাহ'গণ), বেদুঈনদের মধ্যে সিরিয়া-লেবাননের শহরাঞ্চলের স্থায়ী বসবাসকারিগণের ভাষা এবং গ্রামাঞ্চলের স্থায়ী বসবাসকারিগণের কথ্য ভাষার পার্থক্য দেখান যায়, কিন্তু সেই তফাৎ খুব বেশী লক্ষণীয় নহে। উহাদের সঙ্গে বেদুঈনদের ভাষার পার্থক্য খুবই লক্ষণীয় বড় বড় শহরের ভাষার (বৈরূত, দামিশক, আলেপ্পো, জেরুসালেম) একটির সঙ্গে আর একটির আশ্চর্য রকমের মিল রহিয়াছে। লেবাননের পার্বত্য অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন জেলাতে বিভক্ত সেখানে ভাষার এলাকাগত পার্থক্য রহিয়াছে, এ্যান্টি লেবানন এলাকাতে (আল-জাবালু'শ-শারকি, সংলগ্ন এলাকা) বরং আরও বেশী। ইরাকে গ্রাম ও শহর এলাকার কথ্য ভাষা উত্তর 'আরবের বেদুঈনদের ভাষা দ্বারা প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে দুই ধরনের ভাষার মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় মিশ্রণ ও সমঝোতা, এমনকি বড় বড় শহরেও ঘটিয়াছে। এখন একমাত্র কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারাই প্রমাণিত হইতে পারে, স্থায়ী অধিবাসিগণের কথ্য ভাষার আর কতটুকু অবশিষ্ট রহিয়াছে। সাধারণভাবে বেদুঈন কথ্য ভাষাই ভাষাতাত্ত্বিকভাবে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। অতএব ইরাক উত্তর 'আরবের কথ্য ভাষার প্রভাবের মধ্যে রহিয়াছে। বাগদাদ ও বসরার য়াহূদীদের কথ্য ভাষার গবেষণা হইলে বিশেষ উপকার হইত, সাম্প্রতিক স্থানান্তরের ফলে এই সম্প্রদায়গুলি বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। সাহিত্যের প্রসঙ্গে কৌতূহলোদ্দীপক হইতেছে কথ্য ভাষার ব্যবহার; যেমন মিসরে (আল-হাগগ দারবিশ, মঞ্চের জন্য নাটক) এবং লেবাননে (ফিনিআনূস শমূনে)। দ্র. J. Lecerf, Litterature dialectale et renaissance arabe moderne, in BEOD, ii, ১৯৩২ খৃ., পৃ. ১৭৯-২৫৮; iii, ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ৪৩-১৭৫)। বাস্তব প্রকাশনের ক্ষেত্রে প্রাচ্য কথ্য ভাষাসমূহ সমান গুরুত্ব পায় নাই। নিম্নে এই সাধারণ পরিসীমার মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হইল (সুবিধার জন্য ইরাকও এখানে অন্তর্ভুক্ত হইবে)।

কমপক্ষে ছয়খানি গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় কায়রোর 'আরবী; নিম্নের কয়েকখানি পাঠ করিলেই যথেষ্ট হইবে ঃ (১) W. Spitabey, Grammatik des ara bischen Vulgardialectes von Agypten, লাইপযিগ ১৮৮০ খৃ., xv, ৫১৯ প. ৮ খণ্ডে (মূল পাঠ ৪৪১-৫১৬); (২) K. Vollers, Lehrbuck der agyptoarabischen Umgangssprache, mit Ubungen und einem Glossar, কায়রো ১৮৯০ খৃ., xi-২৩১ ক্ষুদ্র ৮ খণ্ডে, (ইংরেজী সংস্করণ F. R. Burkitt, Cambridge

১৮৯৫ খৃ.,); (৩) C. A. Nallino, L'arabo Parlato in Egitto, Grammatica, dialoghi e raccolta di circa 6,000 vocabuli, মিলান ১৯০০ খৃ., xxviii-৩৮৬, ক্ষুদ্র ৮ খণ্ডে, ২য় সংস্করণ, মিলান ১৯১৩ খৃ.; (৪) D. C. Phillott ও A. Powell, Manual of Egyptian Arabic, কায়রো ১৯২৬ খৃ., xxxiv-৯১১, ক্ষুদ্র ৮ খণ্ডে। এইগুলি ব্যতীত (৫) Spiro-Bey, Arabic-English Dictionary of the Modern Arabic of Egypt, ৩য় সংস্করণ, কায়রো ১৯২৯ খৃ, ১৬খ -৫১৮, ৮ খণ্ডে (বর্ণনানুক্রমিকভাবে সাজানো)। উচ্চ মিসরের ভাষার জন্য রহিয়াছে শুধু (৬) Contes arabes, H. Dulac কর্তৃক প্রকাশিত, JA, ৮ম সিরিজ, ৫খ., ৫-৩৮ ('আরবী হরফে অনুবাদসমেত, কিন্তু প্রতিলিপি দেওয়া হয় নাই); (৭) The Chansons Populaires, G, Maspero কর্তৃক সংগৃহীত, (Ann. Serv. Ant Egypte xiv, ৯৭-২৯১), কিন্তু এইগুলি ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের জন্য যথেষ্ট নহে। নিম্নে মিসরের বেদুঈন ভাষার জন্য দ্র. (৮) M. Hartmann-এর Lieder der Libyschen Wuste, লাইপযিগ ১৮৯৯ খৃ., এই গ্রন্থখানি সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে।

সুদানের ভাষা সম্বন্ধে খুব অধিক কিছু জানা যায় না, শাদ হ্রদ অঞ্চল সম্বন্ধেও নহে। প্রথমোক্ত বিষয়ের জন্য দ্র. A.Worsley, Sudanese Grammar, লণ্ডন ১৯২৫ খৃ., ৬খ., ৮০, in 8vo S.Hillelson, Sudan Arabic, English-Arabic Vocabulary (পৃ. ২০৫-১৯, Cambridge ১৯৩৫ খৃ., xxiv-২১৯, ৮ খণ্ডে, বিশেষ করিয়া দ্র., ভূমিকা pp-xi-xxiv; ঐ লেখক, Sudan Arabic, English-Arabic Vocabulary (সমপাঠ সমেত), ২য় সংস্করণ, লণ্ডন ১৯৩০ খৃ., xxviii-৩৫১, ১২ খণ্ডে)। শেষোক্ত বিষয়ের জন্য দ্র. G. J. Lethem. Colloquial Artabic, Shuwa Dialect of Bornu, Nigeria and the region of Lake Chad, লণ্ডন ১৯২০ খৃ., xv- ৪৮৭ পৃ., ৮ খণ্ডে (৩য় খণ্ড English-Arabic Vocabulry, পৃ. ২৩৫-৪৮৭)। Lethem উত্তম রক্ষণশীল বেদুঈন 'আরবীর উদাহরণ দিয়াছেন এক ধরনের 'আরবী যাহাতে ইতোমধ্যেই পরিবর্তন দেখা দিয়াছে (স্বরাঘাত বিলুপ্তি)। তাহার উদাহরণ দেখাইয়াছেন H. Carbou, তাঁহার Methode pratique pour l'etude de l'arabe parle au Ouaday et a l' est du Tchad গ্রন্থে, প্যারিস ১৯১১ খৃ., পৃ. ২৫১ (পুনর্মুদ্রণ ১৯৫৪ খৃ.)। বর্ণনামূলক গ্রন্থসমূহ ঃ C. G. Howard, Shuwa Arabic Stories, ভূমিকা ও শব্দাবলীসমেত (পৃ. ৮৩-১১৫), অক্সফোর্ড ১৯২১ খৃ., পৃ. ১১৬ প., ১২ খণ্ডে J.R. Patterson প্রকাশ করিয়াছেন Stories of Abu Zeid the Hilali in shuwa Arabic, লণ্ডন ১৯৩০ খৃ., অনুবাদসমেত 'আরবী গ্রন্থ কিন্তু প্রতিলিপি (Transcription) দেওয়া নাই।

ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোলের জন্য আমরা G. Bergstrasser-এর Sprachatlas von Syrien und Palastina (লেবানন ও জর্দানসমেত)-এর নিকট ঋণী, ZDPV, xxxviii, পৃ. ১৬৯-২২২, ৪২ খানি মানচিত্র। এই Sprachatlas একখানি চমৎকার প্রাথমিক গ্রন্থ। J.Cantineau সংযোজন করিয়াছেন তাঁহার Remarques sur les parlers de sedentaires Syro-Libano-Palestiniens, BSL, নং ১১৮, ৮০-৮, এইখানিতে তিনি শ্রেণী বিভাগের প্রস্তাব করিয়াছেন ঃ তাঁহার Le Parler des Druz de la montagne Horanaise, AIEO, আলজিয়ার্স, ৪খ., ১৫৭-৮৪-তে প্রকাশিত। প্রবন্ধে তিনি দেখাইয়াছেন, লেবাননের স্থায়ী অধিবাসিগণের একটি কথ্য ভাষাও এই সঙ্গে জড়িত; হাওরান সম্বন্ধে তাঁহার গভীর গবেষণার পরিচয় রহিয়াছে। Les Parlers arabes du Horan, Notions Generales, Grammaire গ্রন্থ, প্যারিস ১৯৪৬ খৃ., x-৪৭৫ প. in 8 vo. (প্রকাশনাক্রম, ৫২) ও ৬০ খানি ম্যাপের একটি এটলাস, ঐ, ১৯৪০ খৃ.। Haim Blanc উত্তর গ্যালিলী অঞ্চলে ও কারমেল পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী দ্রুযদের কথ্য ভাষার আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার Studies in North Plestinian Arabic-এ, জেরুসালেম ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ১৩৯ প., ক্ষুদ্র ৮ খণ্ড গ্রন্থে (Or. Notes and St isr. Or Soc, নং ৪) ধ্বনিতত্ত্বগত ও উচ্চারণগত ভাষা জরীপ ২২-৭৮; মূল পাঠ ৭৯-১০৮।

সিরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তীনের জন্য নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করা যায় ঃ (i) সাধারণ বিবরণমূলক গ্রন্থঃ A. Barthelemy, Dictionnaire Arabe-FranCais ৫টি প্রতিলিপি, প্যারিস ১৯৩৫-৫৪ খৃ., (শেষের দুইটি প্রকাশ করিয়াছেন H. Fleisch), পৃ, ৯৪৩ প., in large 8vo আলেপ্পোর শব্দসম্ভার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে (১৯০০ খৃ.) এবং লেবানন, দামিশক ও জেরুসালেমের ভাষার বিষয় লইয়াও আলোচনা রহিয়াছে); G. R. Driver, A. Grammar of The Colloquial Arabic of Syria And Palestine, লণ্ডন ১৯২৫ খৃ., x-২৫৭ প., ৮ খণ্ডে; L Bauer, Das Palastinische Arabisch, die Dialekte des Stadters und des Fellachen, Grammatik, Ubungen und Chrestomathie, পৃ. ১৬৪-২৫৬, ৩য় সংস্করণ, লাইপযিগ ১৯১৩ খৃ., ৮ম-২৬৪ প., ৮ খণ্ডে, ৪র্থ সংস্করণ, লাইপযিগ ১৯২৬ খৃ., ও Worterbuch des Palastinischcn Arebisch, Deutsch- Arabisch, লাইপযিগ ও জেরুসালেম ১৯৩৩ খৃ., xvi-৪৩২ প., ১৬ খণ্ডে ; Feghali (Mgr. Michel), Syntaxe des Parlers Actuels du Liban, প্যারিস ১৯২৮ খৃ., xxv, ৬৩৫, ক্ষুদ্র খণ্ডে (PELOV): The Grammaire du dialecte Libano-Syrien, R. Nakhla-কৃত, বৈরূত ১৯৩৭ খৃ., কোন নির্দিষ্ট কথ্য ভাষার বর্ণনা করা হয় নাই। (ii)গবেষণা গ্রন্থসমূহ ঃ (ক) লেবানন-বিষয়কঃ M. T. Feghali, le parler de Kfar`abida (লেবানন-সিরীয়), প্যারিস ১৯১৯ খৃ, xv-৩০৪, ৮ খণ্ডে। এই ধরনের কথ্য ভাষা শুধু লেবাননের অংশবিশেষে পাওয়া যায় ; H. Fleisch, Notes sur le Dialecte Arabe de Zahle (Liban), MUSJ, ২৭ খ., ৭৫-১১৬, বেকা উপত্যকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কথ্য ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধের অংশে ; H. El-Hajje, Le parler arabe de Tripoli (Liban), প্যারিস ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ২০৩ প., ৮ খণ্ডে (মূল পাঠের প্রতিলিপি ও অনুবাদসমেত, পৃ. ১৭৬-৯৯)।

সিরিয়া বিষয়ক J. Cantineau, Le dialecte arab de palmyre, ১খ., ব্যাকরণ, পৃ. ১০-২৮৭ প., ৮ খণ্ডে, ২খ., শব্দসম্ভার ও পাঠসমূহ, ৭খ.-১৪৯, ৮ খণ্ডে, বৈরূত ১৯৩৪ খৃ., (Mem. inst. fr Damas, ২খ.,) এইখানিতে স্থায়ী অধিবাসিগণের একটি কথ্য ভাষা বর্ণিত হইয়াছে। দামিশক বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছেঃ Bergtrasser-এর ধ্বনিতাত্ত্বিক জরীপ (নিম্নে দ্র.) J. Cantineau ও Y Helbaoui -কৃত Manuel elementaire d'arabe oriental (Damas musulman), প্যারিস ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ১২৪ প., ৮ খণ্ডে ও J. Oestrup-কৃত Contes de Damas-এ প্রদত্ত বিষয়সমূহ (লাইডেন ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ১৬৩ প., ৮ খণ্ডে), পৃ. ১২২-১৫৫। প্রয়োজনীয় পাঠসমূহ ঃ ফিলিস্তীনের জন্য শুধু L. Bauer-কৃত Chrestomathie-ই যথেষ্ট হইবে; লেবাননের জন্য M. Feghali-কৃত Contes, Legendes et Coumes populaires du Liban et de Syrie, 'আরবী পাঠ, প্রতিবর্ণায়ন, অনুবাদ ও টীকাসমেত, প্যারিস ১৯৩৫ খৃ., xiii-১৯৫-৮৭, ৮ খণ্ডে, দামিশকের (খৃস্টান) জন্য G. Bergtrasser-কৃত Zum arabischen Dialekt von Damaskus, I Phonetik (পৃ. ১-৫০) Prosatexte, হ্যানোভার ১৯২৪ খৃ., পৃ. ১১১ প., ৮ খণ্ডে (Beitr. z. Sem. Phil u. Ling. No. I) 'আরবী পাঠ, প্রতিলিপি ও অনুবাদসমেত, হামার জন্য মুহ'াম্মাদ আল-হ'ালাবি-এর কাহিনী (প্রতিবর্ণায়ন ও অনুবাদসমেত), প্রকাশক E. Littmann, ZS, ২খ., ২০-২৫।

ইরাক সম্বন্ধে অল্পই জ্ঞাত হওয়া যায়; B.Meissner-কৃত Neuarabische Geschten aus dem Iraq, লাইপযিগ ১৯০৩ খৃ., lviii-১৪৮ প., ৮ খণ্ডে ও F.H.Weissbach-কৃত Beitrage zur Kunde des Irak-Arabischen, i, Prosatexte, লাইপযিগ ১৯০৮ খৃ., xlvi-২০৮ প., ৮ খণ্ডে, ii, poetische Texte, লাইপযিগ ১৯৩০ খৃ., পৃ. ৩৫৭ প., ৮ খণ্ডে (Leip. sem. St. iv. I, iv,2), গ্রন্থখানিতে উত্তর ইরাকের গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের ঐ একই কথ্য ভাষার বিষয় আলোচিত হইয়াছে; Meissner-এর গ্রন্থের বেশ অনেকখানি জুড়িয়া ব্যাকরণ আলোচিত হইয়াছে, পৃ. vii-lviii ও সংক্ষেপে শব্দাবলীও দেওয়া আছে, পৃ. ১১২-৪৮। মাওসিল ও মারদীনের জন্য আমাদের শুধু A. Socin কর্তৃক সংগৃহীত গ্রন্থসমূহ সম্বল, ZDMG, xxxvi, Der Dialekt von Mosul,পৃ. ৪-১২ ; Der Dialekt voin Mardin, পৃ. ২২-৫৩ ও ২৩৮-৭৭, প্রতিবর্ণায়ন ও অনুবাদসমেত, আংশিকভাবে 'আরবী পাঠও দেওয়া আছে, ব্যাকরণ বা শব্দসম্ভার বিষয়ক আলোচনা নাই। L. Massignon তাঁহার Notes sur le dialecte arabe de Bagdad গ্রন্থে (Bull. IFAO হইতে পুনর্মুদ্রণ, xi, পৃ. ২৪ প., ৮ খণ্ডে) বাগদাদের ভাষাতাত্ত্বিক জটিলতার উপরে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, সেইখানে তিনি "অন্তত সাতটি সচল স্থানীয় ভাষাগোত্র"-এর বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন, সেইগুলি সবই 'আরবী ভাষা, প্রভেদ কথ্য রূপ (পৃ. ২)। বাগদাদের ভাষাতাত্ত্বিক জরীপ খুবই প্রয়োজনীয়, যদিও কাজটি বিশেষভাবে দুরূহ হইবে। A.S.Yahuda কর্তৃক Or.Studien-এ প্রকাশিত (Th.Noldeke-এর প্রতি উৎসর্গীকৃত গবেষণা সংগ্রহ, Giessen ১৯০৬ খৃ.) গ্রন্থাবলীতে, পৃ. ৩৯৯-৪১৬, বাগদাদের য়াহূদীদের ভাষা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। J.van Ess-এর The Spoken Arabic of Iraq (সর্বোপরি বসরা), ২য় সংস্করণ, অক্সফোর্ড ১৯৩৬ খৃ. ও M. Y. van Wagoner-এর Spoken Iraqic Arabi (বাগদাদ), Ling. Soc. of America, ১৯৪৯ খৃ., এই দুইটি গ্রন্থ কথ্য ভাষার মিশ্রণ ও ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যের জন্য খুব একটা কাজের নহে।

পশ্চিমের কথ্য ভাষাসমূহে কিছুটা গোষ্ঠীগত ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়, পূর্বাঞ্চলের সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা যায়। তুলনামূলকভাবে অধিকতর রক্ষণশীল বেদুঈন কথ্য ভাষাগুলি (অবশ্য সেইগুলির বিবর্তনের আলোচনা বাদ দেওয়া হইতেছে না) সম্বন্ধে আমরা বিশেষ অবহিত নহি বলিয়া সেইগুলি আলোচনা বহির্ভূত থাকিবে। পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসিগণের কথ্য ভাষাই আমাদের আলোচ্য। প্রথমে আমরা বিবেচনা করিব কোন্ কোন্ বিষয়বস্তু উহাদেরকে সংযুক্ত করিয়াছে (এবং কোন্ কোন্ বিষয় দ্বারা উহাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হইয়াছে)। তু. G. S. Colin, L'arabe vulgaire, 150th anniversary of ELO (প্যারিস ১৯৪৮ খৃ.), পৃ. ১০০-০১।

ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে ঃ (১) Velarised latro-interdental ধ্বনিসমূহ বুঝাইবার জন্য পুরানো ض-এর ব্যবহার লোপ পাইয়াছে; সাধারণভাবে সেই স্থলে দ‌= ض (জোরের সংগে) ব্যবহৃত হয় ঃ ফিলিস্তীন ও তিউনিসের কৃষকদের মধ্যে dh=ذ (ঘোষবর্ণ হিসাবে) ব্যবহৃত হয়। (২) তিনটি দন্ত্য ঘর্ষধ্বনি (interdental fricatives) (ث ذ ঘোষবর্ণ রূপে ذ) দন্ত্য occlusives-এ পরিণত হয়। মরক্কো ও আলজেরিয়াতে د ت ও س ধ্বনিসমূহ ض (ঘোষবর্ণ)-এর ন্যায় (ফিলিস্তীন ও তিউনিসের কৃষকগণের মধ্যে ব্যতীত) উচ্চারিত হয়। (৩) যুক্ত শব্দসমূহে সংরক্ষিত স্বরধ্বনি লোপের প্রবণতা, বিশেষ করিয়া যখন জোর না দিয়া সাধারণভাবে উচ্চারিত হয়, বিশেষ করিয়া যের ও পেশ-এ। (৪) লেবাননের বৃহত্তর অংশ ব্যতীত দ্বি-স্বরধ্বনিসমূহ, যথা ঃ اى او-কে সরলভাবে এ, ও ধ্বনিরূপে উচ্চারণ করিবার প্রবণতা (পশ্চিমে او اى রূপেও হয়)।

শব্দ গঠনতত্ত্বভাবে ঃ (১) পুরাতন inflexional স্বরধ্বনি লোপ পায় (ই'রাব); ফলে কথ্য ভাষার সাংশ্লেষিক বাক্যাংশ কম ব্যবহৃত হয় এবং ব্যাকরণের বিভিন্ন দিকের অধিকতর ব্যবহার হয়। সম্পর্ক বুঝাইবার জন্য (গঠন স্তরে) কর্তা ও প্রত্যক্ষ কর্মের বক্তব্য বুঝাইবার জন্য শব্দ কোন্‌টির পরে কোন্‌টি বসিবে, তাহাই গুরুত্বপূর্ণ হয়। (২) দ্বিত্ব পাশ্চাত্যগতভাবে মাত্র টিকিয়া আছে, উহা ব্যাকরণগত সম্পর্ক বা সমন্বয় বিষয়ে কোনরূপ প্রভাব সৃষ্ট করে না। (৩) গঠন রূপের ক্ষেত্রে সম্পর্কের অসরল প্রকাশ (বিশেষ্যের নির্ধারক অবস্থা প্রকাশ) ঘটে এবং তাহা বিভিন্ন কারণে ঃ যেমন মিসরে বেতা, ফিলিস্তীন, সিরিয়া লেবাননে তাবা (মরক্কোতে দিয়াল, তেলেম্‌সানে নিতসা, তিউনিসে মতা)। (৪) অপরিবর্তনীয়, সমন্ধবোধক সর্বনামের (Relative Pronoun) ব্যবহার ঃ এল্লি (অনুরূপভাবে দী, এদ্দী মরক্কোতে ও কয়েকটি 'আরবীতে কথ্য ভাষাতে (Marcais, Tlemcen, ১৭৫)। (৫) বস্তুর জন্য একটি নূতন প্রশ্নবোধক সর্বনাম গঠন ঃ যথা 'এশ, ফিলিস্তীন, সিরিয়া-লেবানন শু' এয়শ, এশ (মরক্কো আশ, ওয়াশ; তেলেমসানে ওয়াশ; তিউনিসে আশ, আশনূআ। (৬)

সর্বনাম ও ক্রিয়ার স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে বিশেষ রূপ পরিত্যাগ। (৭) স্বরবর্ণের পরিবর্তন করিয়া যেই কর্মবাচ্য Passive= فعل مجهول গঠিত হয় তাহা পরিত্যাগ ঃ যেমন ক'তালা 'সে খুন করিয়াছে' কু'তিলা 'সে খুন হইয়াছে'; (উমানে ইহার ব্যতিক্রম)। (৮) স্থিতিকাল জ্ঞাপক একটি রূপ ঃ যথা আম্মাল-'আম্ ফিলিস্তীন, সিরিয়া-লেবাননে 'আম (মরক্কোতে 'কা' ক্রিয়া দ্বারা কাল বা কাজের সময় নির্দেশ করে)। (৯) পুরাতন imperfect=فعل ناقص এর পূর্বে বিভিন্ন সহায়ক শব্দ বসাইয়া নির্দেশক গঠন করা। (১০) অসমাপিকা দ্বৈত ক্রিয়া পদের মাঝখানে স্বরধ্বনি সংযোগ করা, আই (বা এ) স্বরধ্বনি বসাইয়া ধাতুরূপ তৈরি করা, যেমন লেবাননে মাদ্দায়ত বা মাদ্দেত। (১১) ভাঙ্গা বহুবচন (جمع مكسر)-এর ব্যবহার আরও কমান, ক্রিয়ামূল (مصدر)-এর সংখ্যা কমান।

এই সকল সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছাড়াও পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের কথ্য ভাষা হইতে কতটা ঐক্যের ধারণা পাওয়া যায়। বিবর্তনের ধারা বিকাশের ফলে এই উভয় কথ্য রীতিরূপের ক্ষেত্রেই বিভিন্নভাবে পরিবর্তন ঘটিয়াছে। উভয়ের ক্ষেত্রেই ফলাফলের বিভিন্নতা সেইখানে বরাবর অনুরূপ থাকিয়াছে-শুধু সেইখানেই তুলনামূলক। আলোচনা সম্ভব হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ উত্তম পুরুষ ক্রিয়া imperfect (مضارع)-এর রূপ গঠনের দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। পূর্বাঞ্চলীয় কথ্য ভাষায় নির্দেশক গঠন করিয়াছে ঃ ب ধ্বনিসমেত imperfect সাধারণভাবে (ب-বিহীন) subjunctive-Jussive রূপের সঙ্গে তুলনা করা যায়; লেবাননে বিরিদ য়িক্তুব 'সে লিখিতে ইচ্ছা করে'-এই নির্দেশটি উত্তম পুরুষ একবচনে ب পূর্ব ধ্বনিরূপ লাভ করে ঃ লেবাননে বেক্তুব 'আমি লিখি', মনেকতুব. 'আমরা লিখি', সেই স্থলে পশ্চিমের কথ্য রূপেও ن পূর্ব ধ্বনিরূপ হয় এবং দ্বিতীয়ত সাদৃশ্যমূলক স্বাভাবিকতায় শেষ বর্ণে পেশ-এই বৈশিষ্ট্যসূচক বহুবচন রূপটি ব্যবহৃত হয়, যেমন তিউনিসিয়ায় নিকতিব 'আমি লিখি' নিকতবু, 'আমরা লিখি'। পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয় কথ্য ভাষা রূপের তুলনামূলক রূপ দেখাইবার জন্য ইহা একটি চমৎকার ও বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদাহরণ ; কিন্তু একেবারে সর্বত্রই এইরূপ ঘটিবে তাহাও নহে ঃ উত্তম পুরুষ একবচনে مضارع তে ن-এর ব্যবহার নাজদেও দেখা যায় (দ্র. Sicin, Diwan, ৩য় খণ্ডে, পৃ. ১৩৩ সি ও ১৯৪ বি) এবং হাদরামাওত-এ ইহার সমর্থন মিলে (দ্র. de Landberg, Arabica, ৩খ., ৫৫)। যুক্ত শব্দাংশে সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনির লোপ, যাহা পশ্চিমাঞ্চলের কথ্য ভাষাসমূহে সাধারণত সম্পূর্ণরূপে উচ্চারিত হয় তাহা খুব নির্ভরযোগ্য নহে। বস্তুত লেবাননে কফার'আবিদাতে জোর ব্যতীত সাধারণভাবে উচ্চারিত সকল মুক্ত শব্দাংশেই সংক্ষিপ্ত স্বরধ্বনি লোপ পায়। পাল্‌মায়রাতে মোটামুটি সাধারণভাবে মুক্ত শব্দাংশ যের ও পেশ লোপ পায়, এমনকি জোর দিয়া উচ্চারণ করিলেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে (J. Cantineau, Etudes. in AIEO, ২খ., ৪৯-তে, ইহাকে অন্যতম 'ভিন্ন রূপ' কথ্য ভাষা বলিয়াছেন)।

পশ্চিমাঞ্চলের ভাষার সঙ্গে তুলনা করিলে কিছুটা আলাদা বৈশিষ্ট্যও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এইগুলিতে ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যাহা শেষোক্তগুলিতে পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ মিসর, ফিলিস্তীন, সিরিয়া ও লেবাননের কথ্য ভাষার কথা বলা যায় ঃ (১) সাধারণ ক্রিয়া পদের উচ্চারণে যেই স্বরধ্বনি (حرف علة) রক্ষিত হয় তাহার ধারণা হয় এই রকম ঃ قتل بيقتل ও قتل বা بيقتل، قتل (মিসরে এই ধারণাটা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না)। (২) ইঙ্গিতবাচক সর্বনাম اسم اشارة-এর বহুবচনের রূপও অনুরূপভাবেই গঠিত হয় ঃ পুরাতন ইঙ্গিতবাচক একবচনের রূপের বহুবচনের চিহ্ন, অনুরূপভাবেই চিহ্ন ال যোগ করিয়া أ، ألا ألا। মিসরে دول=ال+د; ফিলিস্তীন ও সিরিয়ায় هدول=ال+هدا; লেবাননে هيدول=ال+هيدا; বা'লাবাক্কে هول=ال+هـ ও অন্যান্য রূপ। তবে এই দুইটি অবস্থা উত্তর 'আরবের কয়েকটি যাযাবর কথ্য ভাষা ও (দ্র. Cantineau, Etudes. Ann. ২খ., ৭৯ ও ১০৭) উহাদের 'ইরাকী সংযোজিত অংশে লক্ষ্য করা যায়। তদুপরি তিউনিসে একটি রূপ هاهولا রহিয়াছে যাহা (Barthelemy-এর মতে Dict., পৃ. ৮৭৬, fin)'ইরাকী কথ্য ভাষা দ্বারা আনীত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। (৩) মিসর, ফিলিস্তীন, সিরিয়া, লেবাননে Present Participle প্রায়শই Present Perfect-রূপে ব্যবহৃত হয়; شائف ؟ 'তুমি কি দেখ' ? (=তুমি কি দেখিয়াছ এবং তুমি কি এখনও দেখিতেছ ?)। কিন্তু 'উমানেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এবং মাগরিবে কোন কোন Participle اسم فاعل রূপ Pressnt Perfect ماضى قريب-এর কাজ করে।

শব্দসম্ভার বিষয়ে (এইখানে ইরাকও অন্তর্ভুক্ত) অবশ্যই পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে ঃ (১) গঠনের কালে কথ্য ভাষাসমূহের শব্দসম্ভার কি পরিমাণ ছিল ? এইগুলির মধ্যে রহিয়াছে মূল ভিত্তিস্বরূপ 'আরবী ভাষা যাহা বিজেতা 'আরবগণ সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিল এবং বিজিত দেশসমূহের তথা 'আরবীকৃত অঞ্চল হইত গৃহীত শব্দাবলী ঃ মিসরে কপটিক, ফিলিস্তীন, সিরিয়া-লেবাননে আরামাই সিরীয়, ইরাকে সিরীয়। লেবাননকেই একমাত্র পঠন-পাঠন আলোচনার বিষয় করা হইয়াছে ঃ M. Feghali, Etude sur les emprunts Syriaques dans les Parlers arabes du Liban, প্যারিস ১৯১৮ খৃ.। (২) কথ্য ভাষা গঠিত হইবার পরে যেই সকল শব্দ ধার করা হইয়াছে, পাহলাবী ফার্সী, আরামাই-সিরীয় ইউনানী বা গ্রীসীয় ও ল্যাটিন হইতে বিভিন্ন পথের মাধ্যমে 'আরবী সাহিত্যের ভাষাতে শব্দ গৃহীত হইয়াছে 'আরবী সাহিত্যের মাধ্যমে 'আরবীর সঙ্গে কথ্য ভাষার গঠনের কালে সেইগুলি গৃহীত হয় (এ ধরনের শব্দ 'আরবীর মূল ভিত্তির অংশ গঠন করিয়াছে) বা গঠিত হইবার পরে 'আরবী সাহিত্য হইতে গৃহীত হয়। ভাষার ভিতর হইতে এই ধার করিবার ইতিহাস আমাদের জানা নাই। ধার করা শব্দগুলি বিতরিত হইয়াছে নিম্নরূপভাবে ঃ ফার্সী শব্দ ইরাকে; তুর্কী-ফার্সী ও তুর্কী-ইটালীয় শব্দ ইরাক হইতে মিসরের সর্বত্র ; ইটালীয় শব্দ মিসরে, ফিলিস্তীনে, সিরিয়া-লোবননে; ইংরেজী শব্দ (সাম্প্রতিক কালে ধার করা) মিসরে, ফিলিস্তীনে, সিরিয়া-লেবাননে; ইংরেজী শব্দ (সামপ্রতিক কালে ধার করা) মিসরে।

লেবাননে 'আরবী, আরামাই-সিরীয় এবং মিসরে 'আরবী, কপটিক ভাষার সহ-অবস্থানের ফলে কিছু পরিমাণ ধার করিবার সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু কাঠামো হইতে ধার করা শব্দাবলী আলাদাভাবে চিহ্নিত করিবার বিশেষ কোন উপায় নাই।

মাওসিল, বাগদাদ, আলেপ্পো ও কিছুটা কম হইলেও দামিশকে, ফিলিস্তীনে ও মিসরে তুর্কী অবদান (বিভিন্নভাবে) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে দামিশকের জন্য গবেষণা করিয়াছেন E. Saussey,

Melanges Inst. Fr. Damas (Section des arabisants), ১ম, ৭৭-১২৯ ও মিসরের জন্য E. Littmann, Festschrift Tschudi-এ (Wiesbaden ১৯৫৪ খৃ.), পৃ. ১০৭-২৭। A.Baethelemy-এর The Dict. Ar-Fr-এ শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশের স্থানে করা শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে ; ভূমিকাতে আলেপ্পোর ভাষা বিষয়ে পদ্ধতিগত আলোচনা রহিয়াছে (Part 2, Section 3. B)।

কথ্য ভাষাগুলিতে খ্রীসীয় ধর্মীয় উপাসনা বিষয়ক কিছু শব্দ হয়ত সরাসরি আসিয়া থাকিতে পারে। খ্রীসীয় অবদান মূলত পরোক্ষ সাহিত্যের 'আরবী প্রাচীন সিরীয় ও কপটিক ভাষার মাধ্যমে। ভাষার মৌলিক গঠনের একটি বৈশিষ্ট্য ঃ বাক্ক 'মশা', আলেপ্পোতে, 'বাগ' লেবাননে ও আলজিরিয়াতে (সাহিত্যিক 'আরবী বাক্ক='বাগ')। আলেপ্পোতে প্রাচীন সিরীয় বাক্কা মশা এই অর্থ রক্ষিত হইয়াছে। দাকন অর্থ লেবাননে 'চিবুক দাড়ি', ইহা হইতে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রচলিত হইয়াছে ঃ সাহিত্যিক 'আরবীর যাকানু চিবুক ও প্রাচীন সিরীয় ভাষার দাক্না দাড়ি বুৎপত্তি। যাহা হউক, জটিল প্রাচীন সিরীয় দাকনা অর্থও 'চিবুক'।

কোন কোন ধার করা শব্দ লইয়া সমস্যা দেখা দিয়াছে ঃ পারস্য ভাষার কেশ্তেবান 'দরজীর আঙুলে পরিবার ধাতুর বেড়' (thimble) যাহা সাহিত্যিক আরবীতে বা তুর্কী ভাষায় নাই, তাহা সিরিয়া লেবাননে পৌছাইল কি করিয়া ? পাহলবী ভাষার রান্দাজ সমতল (Plane) যাহা একেবারে প্রাথমিক যুগের একটি ধার করা শব্দ, সাহিত্যিক 'আরবী বা তুর্কী ভাষাতে যাহার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না (ফার্সী ভাষায় ইহাকে বলা হয় রান্দা), তাহা আলেপ্পোতে পৌঁছাইল কি করিয়া আর গেলই বা কোন্ পথ দিয়া ? শব্দাবলীর তুলনামূলক গবেষণা এখন পর্যন্ত যথেষ্টভাবে করা হয় নাই। এখানে আমরা বিষয়টি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিতে পারি।

'আরব ও উত্তর 'আরবের কথ্য ভাষাসমূহ ঃ উত্তর 'আরবের কথ্য ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন J. Cantineau, Etuds sur quelques perlers de nomades d`Orient-এ, AIEO-তে, আলজিয়ার্স ১৯৩৬ খৃ., ২খ, ১-১১৮; ১৯৩৭ খৃ., ৩খ., ১১৭-২৩৭। ভাষাতাত্ত্বিক ভূগোল বিষয়ে এই অনুশীলন দ্বারা তিনি শ্রেণী বিভাগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন যাহার ফলে তিনি মনে করেন, বিষয়টি প্রধান প্রধান দিকে পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত। J. Cantineau তাঁহার প্রথম Etude-এর শুরুতে যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন বর্তমান পরিসরে তাহা পুনরুল্লেখের সুযোগ নাই। সেই Etude তিনি G. A. Wallin, I. G. Wetzstein, A. Socin. E. Littmann, C. de Landberg (Anazéh), A.Musil (Rwala), J. J. Hess ও A.de Bouchemann (সম্পূর্ণ নির্দেশিকা, Cantineau, AIEO, ৩ খ., ১২৬)-এর প্রকাশনা সম্বন্ধে আলোকপাত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া দ্র. R. Montagne, Contes Poetiques, Ghazou (সমালোচনামূলক আলোচনা ও নির্দেশিকা, J. Contineau, ঐ)। নিম্নের গ্রন্থাবলীও উল্লেখযোগ্য ঃ R. Montagne, Salfet Shaye "Alemsah guedd errmal in Mel. Gaudefroy Demombynes, কায়রো ১৯৩৯ খৃ., ১২৫-৩০ ; H.Charles, Tribus Moutonnieres du Moyen-Euphrate `Agedat, Inst.Fr. Damas, Doc. Et. Or. viii, ১৯৩৯ খৃ., জাতিতাত্ত্বিক আলোচনা, বেশ কিছু সংখ্যক বাক্যাংশ, শব্দাবলী ও ১৪ ছত্র বর্ণনা রহিয়াছে ; H. Charles, Quelques travaux de Femmes chez les nomades moutonniers de la region de Homs-Hama `Emur and Bani Khaled, জাতিতাত্ত্বিক ও উপভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা, BEOD, ১৯৩৭-৩৮ খৃ., ৭খ-৮খ., ১৯৫-২১৩ ; মোটামুটি দীর্ঘ ৩টি গ্রন্থ ও ৬ ছত্রের একটি ছোট অংশ, প্রতিলিপি ও অনুবাদসমেত। অন্যান্য অঞ্চলের জন্য ঃ হিজায , শুধু Snouck-Hurgronje-কৃত Mekkanische Sprichworter und Redensarten, The Hague ১৮৬৮ খৃ.। ইয়ামানের জন্য ঃ S. D. F. Goitein Jemenica, 1432 Sprichworter und Redensarten aus Zentral-Jemen (সান'আর ইয়াহূদী সম্প্রদায়), লাইপ্যিগ ১৯৩৪ খৃ., xxiii, ১৯৪, ৮ খণ্ডে, ব্যাকরণ বিষয়ক আলোচনা পৃ. vii-xxiii; E.Rossi, L'arabo parlato a San`a grammatica, Testi, lessico (ital-ar, ১৯০-২৪৬), রোম ১৯৩৯ খৃ., vi-২৫০, ৮ খণ্ডে (pub.Is,Or), বিশেষ করিয়া দ্র. ঐ লেখক, RSO, xvii, ২৩০-৬৫ ও ৪৬০-৭২ (কথ্য ভাষাসমূহের শ্রেণী বিভাগ, পৃ. ৪৭২)। এডেন ঃ E.V.Stace, An English-Arabic Vocabulary for the use of the Students of the Colloquial, ৭-২১৮, ৮ খণ্ডে, লণ্ডন ১৮৯৩ খৃ., মুদ্রিত 'আরবী হরফে, প্রতিলিপি নাই।

দাছিনাহ (Dathinah) Count C. de Landberg Glossaire Dathinois, i, xi,-১০৩৮, লাইডেন ১৯২০ খৃ., ii, vii, -১০৩৯ হইতে ১৮১৪, ঐ ১৯২৩ ; iii (K.V.Zettersteen কর্তৃক প্রকাশিত xxxiv -১৮১৫ হইতে ২৯৭৬ প., ৮ খণ্ডে; ঐ লেখক, Etudes sur les dialectes de l Arabie meridionale, ii. দাছিনাহ, লাইডেন ১৯০৫ খৃ., ix-৭৭৪ হইতে ১৪৪০ ; দাছিনাহ, ঐ লেখক, ১৯১৩ খৃ., xv-১৪৪০ হইতে ১৮৯২, ৮ খণ্ডে।

হাদরামাওত ঃ Count C. de Landberg, Etudes sur les dialectes de l'Arabie meridionale, i, হাদরামাওত, ঐ, ১৯০১ খৃ., xvii,৭৭৪, ৮ খণ্ডে (নির্ঘন্ট, পৃ. ৫১৭-৭৪৮)।

যাফার ঃ N. Rhodokanakis Der vnlgarabische Dialekt im Dofar (Zfar), Prosaische und poetishe Texte, Wien ১৯০৮ খৃ., ii, Einleitung, Glossar Grammatik, Wien 1911, xxxvi, ২১৯, ৪ খণ্ডে, (Sudarabische Exp., viii ও x)।

১. Arabic petraea-এর যাযাবরদের সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি শুধু A. Musil-এর জাতিতাত্ত্বিক আলোচনা গ্রন্থ Arabic petraea, ভিয়েনা ১৯০৮ খৃ. -এর মাধ্যমে। এই পাঠগুলি অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে।

'উমান (ও জাঞ্জিবার) ঃ C. Reinhardt, Ein arabis-cher Dialekt gesprochen in 'Oman und Zanzibar, স্টুটগার্ট ও বার্লিন ১৮৯৪ খৃ., xxv, ৪২৮ প., ৮ খণ্ডে (Lehrbucher des Seminars f. Or. Spr., Berlin)ঃ মূল পাঠ পৃ. ২৯৭-৪২৮।

J.Cantineau, Remarques (BSL. no 118) প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহের ইঙ্গিত দিয়াছেন (পৃ. ৮১-২) যাহার সাহায্যে পূর্বাঞ্চলীয় স্থায়ী অধিবাসিগণের কথ্য ভাষা ও 'আরব বেদুঈনদের কথ্য ভাষার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। একমাত্র কার্যকর পার্থক্যসূচক উপায় হইল ق -এর উচ্চারণ (উচ্চারণ স্থানের অন্য যেই কোন ব্যতিক্রমই থাকুক না কেন) ঃ স্থায়ী অধিবাসিগণের সকল কথ্য ভাষাতে ইহার উচ্চারণ রহিয়াছে; ق -এর ঘোষ উচ্চারণ বেদুঈন কথ্য ভাষার লক্ষণ (পশ্চিমাঞ্চলের কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে যেইরূপ)।

'আরবের বেদুঈনদের কথ্য ভাষার শ্রেণীবিভাগের বিষয়ে আমাদের বর্তমান যেই জ্ঞান সেইটুকু আমরা J.Cantineau রচিত AIEO-এর iii, ২২২ প. হইতে লাভ করিয়াছি। নিম্নে তাঁহারই উপরে ভিত্তি একটি করিয়া সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হইল ঃ

উত্তর 'আরবের কথ্য ভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্য তিনি এইভাবে নিরূপণ করিয়াছেন ঃ কথ্য ভাষা ক ('আনাযা) কথ্য ভাষা খ (শামমার), কথ্য ভাষা গ (সিরীয়-মেসোপটেমীয়)। 'আনাযা কথ্য ভাষাসমূহ ঃ হসানি রওয়ালা শা'আ, ওয়েলদ, 'আলী ইত্যাদি; শামমার কথ্য ভাষা ঃ 'আবদি খরোজ, রমাল ইত্যাদি ভাষাতাত্ত্বিকভাবে শামমার কথ্য ভাষা ঃ 'আবদি, খরোজ, রমাল ইত্যাদি; ভাষাতাত্ত্বিকভাবে শামমার কথ্য ভাষাসমূহের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত, বিভাগ খ গ (Bc); ইহাকে সম্ভবত তায়্যি; সিরিয়া ও জর্দানে ঃ 'আমূর, মুত, সারদিয়্যা, সিরহান, জর্দানের বানূ খালিদের অংশবিশেষে এবং বানূ সাখরে সিরীয় মেসোপটেমীয় কথ্য ভাষাসমূহ রেগগা শহরের অধিবাসী ও উপজাতীয়গণ ঃ হাদীদীন, মাওয়ালী জোলানের নঈম ফাদেল (শেষোক্ত এই সিমলিয়া একটি উপশ্রেণী) যেইগুলি শাওয়ায়া বারায়ি নামে পরিচিত অপ্রধান বেদুঈনগণের অন্তর্ভুক্ত। জোফ (Djof) কথ্য ভাষার বিষয়টি এক ভিন্ন প্রশ্নঃ আর-রাস (কাসিম)-এর কথ্য ভাষা কতকটা খ ক (Ba)কথ্য ভাষার ন্যায়।

উত্তর 'আরবের কথ্য ভাষাসমূহের দক্ষিণের সীমা নির্দেশ করা, এমনকি মোটামুটিভাবেও নির্ধারণ করা দুরূহ। নিশ্চিতভাবেই সেইগুলির অস্তিত্ব রহিয়াছে কাসিম, আল-হাসা এবং সম্ভবত 'আরিদ ওশম ও সদীরের মধ্যে। হিজাযের কথ্য ভাষাসমূহের বিষয়ে সামান্যই জ্ঞাত হওয়া যায়, আর 'আসীরের ভাষা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। হাদরামাওত ও দাছিনার কথ্য ভাষাসমূহ সম্বন্ধে আমরা Landberg-এর পাঠের মাধ্যমে জ্ঞাত হইয়াছি, মনে হয় যেন বহু দূর দিয়া হইলেও সেইগুলি উত্তর 'আরবের বেদুঈনদের কথ্য ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত ও রাব্'উল-খালির বেদুঈনদের কথ্য ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং রাব'উল-খালির বেদুঈনদের কথ্য ভাষাও এই একই প্রকারের। অপরদিকে C. Reinherdt, E. Rossi, H. Burchardt ও S. D. Goitein-এর পরিশ্রমের ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি, 'উমান ও য়ামানের কথ্য ভাষাসমূহ সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত প্রবন্ধের মধ্যেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া সামগ্রিকভাবে কথ্য উপভাষা সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে ঃ (১) C. de Landberg, La langue arabe et ses dialects, লাইডেন ১৯০৫ খৃ.; (২) C. Brockelmann, Das Arabische und Seine Mundarten, Handbuch der orientalistik, iii, Semitistik (১৯৫৪ খৃ.), ২০৭-৪৫; (৩) J. Cantineau, La Dialectolgoie arabe, Orbis, iv, ১১৫৫ খৃ., ১৪৯-৬৯, এই গ্রন্থখানিতে অতিরিক্ত গ্রন্থপঞ্জী ও 'আরবী কথ্য ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণার সর্বাধুনিক তথ্য দেওয়া হইয়াছে।

H. Fleisch (E.I[2])/ হুমায়ুন খান

(৩) পশ্চিমাঞ্চলীয় উপভাষাসমূহ

'আরবী ভাষা উত্তর আফ্রিকাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইহাই একমাত্র ব্যবহৃত ভাষা নহে। বারবার ভাষারও ব্যাপক ব্যবহার রহিয়াছে (দ্র. বারবার) এবং বারবার ভাষা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব হারাইলেও সামগ্রিকভাবে ইহা পশ্চাদ্মুখী তো নহেই, বরং অত্যন্ত বিকাশমান।

প্রাচীন আদিবাসিগণের ভাষা সেই সকল ক্ষেত্রে ও সেই সকল দেশেই বিলুপ্ত হইয়াছে যেইখানে 'আরবী ভাষা বিস্তারের জোয়ার কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই, প্রধানত সেই সকল শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যেইগুলি 'আরব বিজেতারা পুনঃনির্মাণ করিয়াছিলেন বা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অতঃপর সাইরেনাইকা ও সর্বোপরি তিউনিসিয়ায়, যেহেতু এই সকল অঞ্চলে 'আরব সভ্যতার ঢেউ সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে প্রবলভাবে গিয়া পৌছিয়াছিল। সর্বশেষে মাগরিবের সেই সকল অঞ্চলে, সম্ভবত যেনাতা-তে যেইখানে পুরাতন পশুচারণ-জীবনধারার ক্ষেত্রে 'আরব বেদুঈনী জীবন প্রভাব বিস্তার করে ঃ সাহারায়, সাহারার প্রান্তবর্তী এলাকাসমূহে, আলজেরিয়া ও কন্সটানটাইনের উচ্চ সমভূমি অঞ্চলসমূহে, তেল (Tell) উপত্যকাসমূহে এবং বস্তুত সমগ্র ওরানিয়ায়। এই 'আরবীর স্রোত সাহারার মরূদ্যানসমূহের আবাসিক কেন্দ্রগুলিকে ঘিরিয়া ফেলে, কিন্তু প্লাবিত করে নাই। অনুরূপভাবে অভ্যন্তরভাগের ও উপকূলভাগের দূরতিক্রম্য পার্বত্য অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে তাহাই ঘটে। মরক্কোতে আটলান্টিক সমুদ্রবর্তী অঞ্চলসমূহের 'আরবীকরণ হয়, উহা ফেয ও তাহার প্রবেশ পথে পৌছায়, গারবকে প্লাবিত করে এবং ভূমধ্যসাগরের কূলের নদী তীরবর্তী পার্বত্য পথসমূহ ও অভ্যন্তরভাগের বারবার পর্বতমালাকে প্রায় স্পর্শই করে নাই। কাজেই মাগরিবের যেই যেই অঞ্চলে 'আরবীর প্রভাব বেশী তাহা অতি ব্যাপক । সেখানকার প্রায় দেড় কোটি লোক 'আরবীতে কথা বলে। অত্যন্ত ভিন্নতর অঞ্চলে তাহারা বসবাস করে, আর সেইখানকার জীবনযাত্রার পদ্ধতিও অত্যন্ত বৈসাদৃশ্যময় ঃ শহরবাসী সকল লোক সমভূমি , মালভূমি ও স্তেপভূমির প্রায় সকল কৃষিজীবী ও অর্ধ-চারণ অধিবাসী, বহু সংখ্যক গ্রামবাসী, মরূদ্যানের স্থায়ী অধিবাসিগণের কয়েকটি দল, পার্শ্ববর্তী শহরগুলি দ্বারা 'আরবীকৃত পাহাড়ের অধিবাসিগণ। এই ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা (যাহা বারবার উপভাষাসমূহের অনুরূপ, এখনও বিকাশমান) ও এই সকল জীবন যাপন প্রণালীর বিভিন্নতা, দেশের জটিল রূপ ও উহার 'আরবীয়করণের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, এই উভয়েরই ফল। এইখানে আমরা এই বিষয় দুইটি সম্বন্ধে আলোচনা করিব না। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, অনুরূপ প্রাকৃতিক ও মানব-সমস্যা থাকিলে সেইখানে কথ্য 'আরবীর খুব বেশী রকমফের থাকাটা বিস্ময়ের কিছু নহে। রকমফের এত বেশী যে, সামগ্রিকভাবে 'আরবী কথ্য ভাষাসমূহকে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য দ্বারা সংজ্ঞাবদ্ধ করা দুরূহ বলিয়া মনে হয় এবং 'মাগরিবী 'আরবী কথাটা হঠাৎ করিয়া প্রয়োগ করা হয়ত বেফাঁস রকম হইয়া যাইবে। তবে কেবল এই বিষয়টি উদ্ঘাটনের সুবিধার্থেই উহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

যখন আমাদের হাতে উত্তর আফ্রিকাতে কথিত বিভিন্ন 'আরবী বাগধারা বিষয়ক অতি স্বল্প সংখ্যক প্রামাণ্য তথ্য ছিল তখন C.

Brockelmann তাঁহার Grundriss গ্রন্থে বলিয়াছিলেন, মাগরিবী আঞ্চলিক ভাষাসমূহ প্রধানত বেদুঈন ধরনের। নিঃসন্দেহে তাঁহার সেই মন্তব্যের ভিত্তি ছিল ক্রিয়া পদের প্রথম রূপের উপর জোর প্রদান, যাহাকে তিনি সকল সামী ভাষারই আদি রূপ বলিয়া মনে করেন, ফা'আলা (فعل), ফা'ইলা (فعل), ফা'উলা (فعل) শেষে যাইয়া রূপ নেয় ফা'আলা, ফা'আল-এ। এই যে পদগত রূপের সংকোচন যাহা নিঃসন্দেহে জোরের (Stress) উপর নির্ভরশীল, তাহা ইতোপূর্বেই আন্দালুসীয় ভাষার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গিয়াছে, কিন্তু মাল্টার ভাষাতে আবার দেখা যায় নাই এবং মাগরিবে প্রচলিত ভাষার মধ্যে ইহা একদিকে যেমন আদৌ একমাত্র উদাহরণ নহে, অপরপক্ষে আবার ইহা একান্তভাবেই বেদুঈনও নহে। Brockelmann-এর এই পর্যবেক্ষণ, যাহা নিঃসন্দেহে মতপার্থক্যের সূচনা করিয়াছে, পরিষ্কারভাবেই এই মত যে সম্পূর্ণ ভুল, কথ্য ভাষাগত তথ্যের অসাধারণ জটিল বাস্তবতার সঙ্গে তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যায়।

ইহা একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যাহা মাগরিবী আঞ্চলিক ভাষাসমূহের প্রায় অধিকাংশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য , অবশ্য এই বৈশিষ্ট্য সকল ক্ষেত্রেই সাধারণ নহে বা শুধু উহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে (যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন আঞ্চলিক ভাষাতেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় ঃ স্বরবর্ণের সকল ধ্বনি অংশই উচ্চারিত হয় না এবং তাহার ফলে হ্রস্ব-স্বরবর্ণ পদ্ধতির Neutral ধ্বনির প্রতি লক্ষণীয় ঝোঁক সৃষ্টি হয়। এই ধরনের সাধারণ মন্তব্যে অবশ্যই আঞ্চলিক ভাষাগত বিভিন্নতা বিবেচনা করা হয় না। এই মন্তব্যকে যথার্থ বলিয়া ধরিয়া নিতে হইলে আসল বিষয়বস্তুকে আরও নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া ও পশ্চিম সাহারার সকল আঞ্চলিক ভাষাতে যুক্ত শব্দাংশে স্বরবর্ণ (حرف علة) + ব্যঞ্জনবর্ণ (حرف صحيح) + স্বরবর্ণ (حرف علة) [V+C+V] সংক্ষিপ্ত স্বরবর্ণ অনুচ্চারিত থাকে। উচ্চারণের শব্দের শেষ দিকের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ থাকে এবং প্রথম অংশ অনুচ্চারিত থাকেঃ শব্দ দ্বি-শব্দাংশের (Disylable.) না হইয়া একক শব্দাংশের (Manosyllable) হয়। যেমন দ'আরাবা (ضرب) হয় দ্রাবা (ضرب) সে আঘাত করিয়াছে, ফারাহ (فرح) হয় ফ্রাহ (فرح) 'আনন্দ'। স্বভাবতই সংক্ষিপ্তকরণ প্রক্রিয়া চালু থাকে এবং সেইগুলি একই অর্থে, যখন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত রূপের পরে একটি অনুসর্গ (Suffix) বা পূর্বের একটি উপসর্গ (Infexion) ব্যবহৃত হয়। ফলে দ'আরাবূ (ضربوا) হয় দ'আরবূ (ضرلوا) 'তাহারা আঘাত করিয়াছে', তাদরিবুহু (تضربه) হয় তাদ্'রবূ (تضربو) বা তদ'রবূ (تضرب) 'তুমি তাহাকে আঘাত করিয়াছ', শাজারা (شجرة) হয় শেজরা (شجره) 'গাছ', মাহক্মা (محكمة) হয় মেহক্মা (محكمة) বা মাহেক্মা (محكمة) 'কাদীর আদালত' ইত্যাদি। বিভিন্ন উপাদানের কেন্দ্রীভূতকরণ কখনও কখনও এত জোরদার হয় যে, সমস্ত স্বরবর্ণ সম্পর্কিত ধ্বনি লোপ পাইয়া যায়, ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহের একের পর এক উচ্চারণ সম্ভব হয় একটি ব্যঞ্জনধ্বনির স্বরবর্ণীয় ক্রিয়া দ্বারা, একটি অতি হ্রস্বস্বর চিহ্ন দ্বারা; যেমন কাসবা (قصبة) খাগড়া, শখ্স্ক (شخصك) 'কে তোমাকে লইয়া যাইতেছে' ? মরক্কোর আঞ্চলিক ভাষা, বিশেষ করিয়া শহরের একেবারে বিকৃত আঞ্চলিক ভাষা (যেমন ফেয শহরের) যেইখানে এই বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই বিবর্তন যাহার ফলে শুদ্ধভাবে উচ্চারিত বাগধারাসমূহ ভাষার বিভিন্ন উপাদানকে সংক্ষেপিত করে (ফলে ন্যূনতম প্রতিরোধের ধারা অনুসরণ করে)। প্রায়শই লক্ষ্য করা গিয়াছে যেই (যের –) উ (পেশ ُ–) গুণসম্পন্ন সংক্ষিপ্ত স্বরবর্ণসমূহের বিপদ ঘটে বেশী। জিহ্বা সঞ্চালন হাল্কা প্রকৃতির বিধায় এইগুলি স্বভাবতই অত্যন্ত সহজে ইহাদের প্রভাব হারায়; বাকযন্ত্রের সামান্যতম বিচ্যুতির ফলেও ইহাদের মূল রূপের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে, যদি একেবারে অদৃশ্য হইয়া নাও যায়। মনে হয় যেন মুক্ত শব্দাংশে সংক্ষিপ্ত স্বরবর্ণ (حرف علة)-এর বিলোপ উ ُ_ বা ই, (–) এই জাতীয় স্বরধ্বনি দ্বারাই প্রথমে শুরু হইয়াছিল। সিরীয় আঞ্চলিক ভাষাসমূহ হইতে ইহাই পরিষ্কার হইয়া উঠে। এই বিষয়টি সম্বন্ধে J. Cantineau কয়েকটি অত্যন্ত চমৎকার গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন (তন্মধ্যে বিশেষভাবে একটি Palmyra বিষয়ক)। حرف علة নাই যেই ক্রিয়া পদে সেই ক্রিয়ার মূলরূপে ধাতুরূপ কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে মৌলিক স্বরধ্বনি উ (ُ–) বা ই (–) অথবা আ (َ–) কোনটি, তাহার উপর; প্রথমগুলি এক অক্ষর (Syllable) শব্দ হইয়া গিয়াছে এবং শেষোক্তগুলি দুই-অক্ষর (Syllable) শব্দ রহিয়া গিয়াছে। ফেযীয়-সাইরেনিকার আঞ্চলিক ভাষা এবং তিউনিসিয়ার সর্বদক্ষিণ অঞ্চলের ভাষাগুলির বেশ কিছু সংখ্যকের মধ্যে এই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সেইগুলি এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে প্রাচ্য এবং মাগরিবী আঞ্চলিক ভাষাসমূহের মধ্যকার সংযোগ স্থাপন করিয়াছে আ (–) এই স্বরধ্বনির কিছু প্রভাব থাকিয়াই যায়, এখন উহা সুসংরক্ষিত গুণবাচক উপাদানই হউক, যেমন দ'রাব (ضرب) 'সে আঘাত করিয়াছে', হ'লাবী 'দুধ', বা ভিন্ন রূপের উপাদান। যেমন রুবাত (ربط) 'সে সংযুক্ত করিয়াছে,' তুবাগ (طبگ) 'ঝুড়ি' ইত্যাদি।

গঠনের দিক দিয়া এখনও কিছু লক্ষণ রহিয়াছে যেইগুলিকে বিভিন্ন মাত্রায় অকৃত্রিম 'মাগরিবী' বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যময় বলিয়া মনে হয় নূন (ن) চিহ্নের উপস্থিতি, তাহা হয় মুদারি (مضارع) ক্রিয়ার উত্তম পুরুষ একবচনে এবং তাহা হামযা (ء)-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় যাহা মধ্যপ্রাচ্যের সকল আঞ্চলিক ভাষারই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কোন রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল আঞ্চলিক ভাষারই সর্বাপেক্ষা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই নূন (ن) চিহ্ন— মরক্কো, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মৌরিতানিয়া, সাহারা অঞ্চল, ফেযযান, ত্রিপোলিতানিয়া, সাইরেনিকা এবং মাল্টা সর্বত্র। মিসরই ইহার ব্যবহারের পূর্বসীমা বলিয়া মনে হয়। সাম্প্রতিক কালে Ch. Kuentz একেবারে সঠিকভাবে ভাষা ব্যবহারের চরম সীমারেখা নির্দেশ করিয়াছেন (আলেকজান্দ্রিয়ার ও বদ্বীপ অঞ্চলের কোন কোন স্থায়ী অধিবাসীদের আঞ্চলিক ভাষা)। ء-এর পরিবর্তে উ (ُ–)-এর ব্যবহার যেই বিষয়টি ইব্ন খালদূন তাঁহার সংগৃহীত জনপ্রিয় হিলালী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ইব্ন কুযমান আল-মুরাবিত আন্দালুসিয়ার ক্ষেত্রেও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মধ্যযুগের নরমান সিসিলি ভাষাতেও ইহা প্রচলিত ছিল। বলা যাইতে পারে, ইহা মুসলিম পাশ্চাত্যেরই শব্দ-ব্যুৎপত্তির উদ্ভাবন। ইহার মধ্যে রহিয়াছে এক বচনের ব্যক্তিগত চিহ্নের সৃষ্টি, স্পষ্টতই বহুবচনের এই চিহ্নের

সাদৃশ্যস্বরূপ, নাফ'আল (نفعل), নাফ'আল (نفعلو) হইতে নাফ'আলু। نفعل ফা'আল (فعال) হইতে নির্গত একটি ক্রিয়ারূপ, যাহা সম্ভবত প্রাচীন রূপ ৯-১১ (افعال ও استفعال) হইতে উদ্ভূত যাহা খাঁটি মাগরিবী সৃষ্টি (মাল্টার ভাষাসমেত সকল আঞ্চলিক ভাষা হইতে এই প্রমাণ পাওয়া যায়), উহাকেও নূতন উদ্ভাবন বলিয়া বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহা দ্বারা পরিণামমূলক অর্থ বুঝায়; কাহ্'ল (كحال) 'সে কাল হইয়া গিয়াছে', বায়াদ (بياض) 'সে সাদা হইয়া গিয়াছে', 'ওয়ার (عوار) 'সে এক চক্ষুবিশিষ্ট হইয়া গিয়াছে',হ্রাশ (حراش) 'সে খসখসে চামড়াবিশিষ্ট হইয়া গিয়াছে', তাওয়াল (طوال) 'সে লম্বা হইয়া গিয়াছে', সমান (سمان) 'সে মোটা হইয়া গিয়াছে', সহাল (سهال) 'সে আদেশ পালনকারী হইয়াছে', যায়ান' (زيان) 'সে সুন্দর হইয়াছে' ইত্যাদি। ২য় ও ৩য় মূল হরফের (radical) মাঝখানে একটি আ (ا) ধ্বনির উপস্থিতির ফলে শব্দরূপের ধ্বনিতাত্ত্বিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে যাহার উত্তর এক এক আঞ্চলিক ভাষায় এক এক রকমভাবে পাওয়া যায় (L. Brunot, Sur le theme verbal f'al en dialecte maroain, in Melanges W. Marcais, Paris-Maisonneuve ১৯৫০ খৃ., পৃ. ৫৫-৬২)। আত্মবাচক (Refiexive) ও অধিকর্মবাচক (middle passive) আহৃত রূপের সাদৃশ্যে গুরুত্বসমেত, আদিতে ত (ت) উপসর্গের সংযোগে ৫ তফা'আল (تفعل) উদ্ভূত হইয়াছে ২ ফা'আল فعال হইতে, ৬ তফা'আল (تفاعل) ৩ ফা'আল فاعل) হইতে, মাগরিবী ভাষায় কোন কোন প্রাচ্য আঞ্চলিক ভাষার ন্যায় তফ'আল (تفعل) গঠিত হইয়াছে যাহার প্রাচীন রূপ এত্‌ফে' এল (اتفعل) -এর কথা মনে করাইয়া দেয়। ইহা ১ম রূপ ফা'ল (فعل)-এর বিপরীত এই রূপটি আঞ্চলিক ভাষায় অনেক সময়ে নফ'আল (نفعل) রূপের বিকৃত করার কাজ সমাধা করে। অতঃপর আর একটু অগ্রসর হইয়া তফ্'আল (تفعل) ও নফ'আল (نفعل)-এর মিশ্রিত রূপ গঠিত হয় এবং তখন নতফ'আল (نتفعل) ও তনফ'আল (تنفعل)-এ রূপান্তরিত হয়, যেমন ইনতেজরাহ' (انتجرح) সে আহত হইয়াছে, তেনহ'রাক' (تنحرق) 'সে পড়িয়া গিয়াছে'। পুরাতন পদ্ধতি, মৌলিক ক্রিয়া রূপের সঙ্গতি রাখিয়া ক্রিয়া বিশেষ্য রূপের গঠন, হারকাত (حركة)-এর রূপ রদবদল করিয়া যথেচ্ছভাবে করা হইতে থাকে, ফা'ল (فعل), ফা'আল (فعل), ফুল (فعل), ফিল (فعل) ইত্যাদি। হ্রস্ব স্বরধ্বনি (حركة)-এর অবক্ষয় যাহা মাগরিবে বেশ সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায় (এবং তৎসংশ্লিষ্ট যে বাক্যাংশগত পরিবর্তন হয়), উহা নিঃসন্দেহে আঞ্চলিক ভাষাগুলি যেই ক্রিয়া-বিশেষ্য রূপের ক্ষেত্রে দীর্ঘ স্বরধ্বনি (حرف علة) গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করিয়াছে সেইগুলির মধ্যে একটিতে অস্বাভাবিক দীর্ঘায়িত রূপ রহিয়াছে, সেইটিকে বিশেষভাবে মাগরিবী বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যায় (মাল্টাতেও এই ব্যবহার রহিয়াছে)। যথা ফা'উল (فعيل)। পূর্বে মাস্'দার (مصدر)-এর ব্যবহার ছিল সীমিত (ঐ সমস্ত ক্রিয়ার মাস্দার যাহার অর্থ শোরগোল, চিৎকার), বর্তমানে ইহা কার্যসূচক ক্রিয়ামূল (مصدر) হিসাবে প্রায়শ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বিশেষ করিয়া বাস্তব ক্রিয়াকার্য বিষয়ক ক্রিয়ার মাসদার শাতীহ (شطيح) 'নৃত্যকরণ', গা'সীল (غسيل) 'ধৌতকরণ', ত'বীখ (طبيخ) 'রান্নাকরণ', স্লীখ (سليخ) 'ছাল ছাড়ান' ইত্যাদি। এই ফাঈল (فعيل) রূপ সম্ভবত তাফঈল (تفعيل) দ্বিতীয় রূপের মাসদার-এর সাদৃশ্যজনিত প্রভাব হেতু হইয়াছে, যাহা ক্রিয়ার ও কার্যের বৈশিষ্ট্য এই মাস্'দার ফা'ঈল (فعيل)-এর ক্ষেত্রে যেইরূপ, ইহার সমবৈশিষ্ট্যযুক্ত বহুবচন রূপ ফা'আলী (فعالى)-ও একান্তই একটি মাগরিবী বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য স্থানের ন্যায় ইহাও দুর্বল মূল হরফ (حرف علة)-যুক্ত বিশেষ্যের বহুবচন রূপ ফাআলীল, কাহ্ওয়া (قهوة) 'কফি', বহুবচনে কাহাবী, মা'না 'বোধ, ইঙ্গিত', বহুবচনে মা'আনী। যেইসব বিশেষ্য মযবুত (صحيح), দুর্বল (علة) নহে, মূল হরফ রহিয়াছে, যেইখানে ইহার ব্যাপক প্রচলন রহিয়াছে; যেমন ইব্রা (ابرة) 'সুচ' বহুবচনে আবারী (اباری), কুস্আ 'বড় পাত্র' বহুবচনে কাসা'ঈ (قصاعى), মেশ্‌তা' (مشطة) চিরুণী, বহুবচনে মশাত'ী (مشاطى) ইত্যাদি।

বাক্য গঠনগত সংযোগ (صلة) স্থাপনের ফলে কিছু সংখ্যক কথ্য ভাষাগত উদ্ভাবনীর সৃষ্টি হইয়াছে। মাগরিবে সেইগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইল ঃ (১) অনির্দিষ্ট বিশেষ্যের অবস্থা বর্ণনার জন্য একটি যথার্থ অনির্দিষ্ট নির্দেশক শব্দ সৃষ্টি করা (ক্লাসিক্যাল রাজুলুন (رجل)। 'এক' সংখ্যাবাচক শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয় ওয়াহি'দ (واحد)-এর ব্যবহার অপরিবর্তনীয় (কখনও কখনও সংক্ষিপ্ত করিয়া ওয়াহি' (وح), ওয়াহ' (وح), হা' (ح)-এ রূপান্তরিত করা হয়, ইহার পরে বিশেষ্য ব্যবহৃত হয় তাহা হয় নির্দিষ্টবাচক অব্যয় আল (ال) দ্বারা, যেমন আল-ওয়াহদের রাজেল (الواحد الرجل) 'একজন লোক' ওয়াহ'দেল ম্রা ঃ (واحد المرأة) 'একজন স্ত্রীলোক' ওয়াহদে'দ-দার (واحد الدار)'একটি ঘর' অথবা একটি নির্দিষ্ট নির্দেশক শব্দ ব্যবহার করিয়া, যেমন ওয়াহি'দ-বাবেদ -দার (واحد باب الدار) 'একটি ঘরের দরজা', ওয়াহি'দ-সা'হ্বি (واحد صحابى) 'আমার একজন বন্ধু'। যেই যেই অঞ্চলে ইহা প্রচলন রহিয়াছে অর্থাৎ মরক্কো, আলজিরিয়া ও আলজিরীয়-তিউনিসীয় সীমান্ত, সেই সকল স্থানের ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষাতে ওয়াহি'দ এই নির্দিষ্টবাচক অব্যয়ের ব্যবহারের ফলে ওয়াহি'দ সর্বনামের ব্যবহার বাতিল হইয়া যায় নাই, যেমন ওয়াহি'দ রাজেল (واحد راجل) 'কোন একজন লোক', ওয়াহদা ম্রা (واحد مرأة) 'কোন একজন স্ত্রীলোক', মধ্য ও উত্তর তিউনিসিয়া ও লিবিয়াতে শুধু বাক্য গঠনই সম্ভবপর; (২) বিশেষ্যের নির্ধারণক্ষম পরিপূরক (ক্লাসিক্যাল اضافة প্রত্যক্ষ সংযোজন বাদ দেওয়ার প্রবণতা), যেমন রীহ'তেল-ওয়ারদ (ريحة الورد) 'গোলাপের সুগন্ধ' ও উহার পরিবর্তে একটি অপ্রত্যক্ষ সংযোজনের ব্যবহার করা যাহাতে একটি সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার হয়, যেমন এর-রিহ' মতাএল ওয়ারদ (الريح متاع الورد)। এই লক্ষণটি দেখা যায় নিকটপ্রাচ্যের আঞ্চলিক ভাষাসমূহে (দ্র. Brockelmann, Grundriss, ২খ., ২৩৮, ১৬১), কিছু কিছু সংযোজক অব্যয় (Particles) রহিয়াছে যেইগুলি একান্তই মাগরিবী বৈশিষ্ট্যযুক্ত ঃ দ(د), দি (د), দিয়াল (ديال), এইগুলি মরক্কো ও আলজিরিয়াতে; মাতা' (متاع) বা নাতা' (نتاع) আলজিরিয়া ও তিউনিসিয়াতে, তা (ت) মতা (متاع) হইতে (গৃহীত) মাল্টাতে; জেন (جن) ফেয্যানে। ক্লাসিক্যাল মাতা' (متاع) মালপত্র হইতে আহৃত

মতা-এর উপস্থিতি ইতোপূর্বেই আন্দালুসিয়ার আঞ্চলিক ভাষাতে ও বায়যাক-এর আল-মুওয়াহ'হি'দূন আমীরদের ইতিহাসে (৬ষ্ঠ/১৩শ শতক) প্রত্যায়ন করা হইয়াছে, ইহার ব্যবহার আটলান্টিক হইতে মিসর পর্যন্ত ব্যাপ্ত এবং সেইখানে ইহার রূপ হয় বেতা' (بتع); (৩) ক্রিয়া-পূর্ব বা (ب) ব (ب)-এর ব্যবহার, যাহা পূর্বাঞ্চলীয় কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষাতেই বহুল ব্যবহৃত, সাইরেনাইকা ও আরও দূরবর্তী ফেয্যানেও দেখা যায়, ক্রিয়ার অসমাপ্তিক রূপ (فعل) -এ ইহা দ্বারা সমাপ্তি, ফল বা চূড়ান্ত অর্থ প্রকাশ করা হয়। মরক্কোর আঞ্চলিক ভাষাতে তা (ت) বা কা (ك), এই একই ক্রিয়ার পূর্বে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা দ্বারা আসল কার্যটি বর্তমান কালে সংঘটিত হওয়া বুঝায়; মরক্কোর কা (ك) সম্ভবত একই ক্রিয়াপূর্ব চিহ্ন যাহা অর্ধ-নমনীয়রূপে আলজেরিয়াতে (পূর্বাঞ্চলীয় ক'বাইলিয়্যা) ব্যবহৃত হয়। কা-কু (ك-ك) [কানা য়াকূন كان-يكون হইতে গৃহীত] এবং পরিষ্কার সমরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এই ক্রিয়া-পূর্ব শব্দসমূহ ব্যতীতও মাগরিব, মরক্কো ও লিবিয়াতে, তথাকার নিজস্ব রীতি অনুযায়ী ক্রিয়াসূচক ধারণার একটি উপস্থাপক ব্যবহৃত হয় যাহা (ر।) 'দেখা' ধাতু হইতে আজ্ঞাসূচক ক্রিয়ার (امر) 'দেখা' ড়া রূপকে ব্যক্তিগত অনুসর্গের সঙ্গে যুক্ত করে, এইরূপ অর্থে 'আমি এইখানে, তুমি এইখানে' ইত্যাদি বা 'এই যে আমি, এইখানে, তুমি এইখানে' ইত্যাদি ড়ানী (ژانى), ড়াক (ژاك), ড়াহ (ژاه), , ড়াহা (ژاها) বা ড়াহি (ژاهى), ড়ানা (ژانا), ড়াকুম (ژاكم), ড়াহুম (ژاهم) এইগুলি দ্বারা ঘটনার অথবা কার্যের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করা হয় বর্তমান বা অতীত কালে, উভয় ক্ষেত্রেই ক্রিয়ার পূর্বে বসে-সমাপ্ত বা অসমাপ্ত (ماضى و مضارع) ড়ানি জেত (ژانى جيت) 'এই যে আমি, আমি আসিয়াছি', ড়াহ য়েবকি (ژاه يبكى) 'ঐ যে সে কাঁদিতেছে' এবং বিশেষ্য উপবাক্য (Nominal clause)-এর ক্ষেত্রে ড়াক মড়ীদ (ژاك مژيد) 'তুমিই তো অসুস্থ', ড়াহুম লতেমা (ژاهم لتم) 'ঐ যে তাহারা নীচে'। না-সূচক ড়াক অর্থে বাক্য গঠিত হয়, সম্পূর্ণ সাদৃশ্যগতভাবে মা-ড়ানী-শ ও মানি-শ (ما ژانيش وما نيش) 'আমি নহি', মাক-শ (ماكش) 'তুমি নহ', মাহূশ (ماهوش) 'সে নহে' ইত্যাদি ক্রিয়া-উপবাক্য (Verbal clause) অপেক্ষা বিশেষ্য উপবাক্য (Nominal clause) বেশী ব্যবহৃত হয় মানিশ মড়ীদ (ما نيش مژيض) 'আমি অসুস্থ নহি'। (৪) অব্যয় (Particle)-এর পুনঃপরিবর্তন ইহা একটি সাধারণ ভাষাতাত্ত্বিক সত্য ঘটনা যে, মাগরিবী আঞ্চলিক ভাষাসমূহের মৌলিকত্ব নিহিত একটি আশ (اش) (বা-আহ) চিহ্ন সৃষ্টির মধ্যে যাহা ক্লাসিক্যাল 'আয়্যি শায়' হইতে আহৃত এবং যাহা উত্তর আফ্রিকার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে (মাল্টাতে এশ(اش) উত্তর কনস্ট্যানটাইনে ইয়েশ (ايش) যাহা বিশেষ্য বা পদান্বয়ী অব্যয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া Preposition حرف جار ক্রিয়া বিশেষণ ও সংযোজক অব্যয় গঠন করে বাশ (باى شىء باش) 'কি হইতে' এবং যাহাতে এইরূপে লাশ (لاى شىء = لاش) কোন্ দিকে কিসের জন্য কীফাশ (كيفش), কিভাবে আলাশ (علاش), কিসের উপরে এবং কেন কাঁদ্দাশ (قداش), কি আকারের, কতটুকু; কায়ফ, কাফ শব্দটি পদান্বয়ী অব্যয় (Preposition)-রূপেও ব্যবহৃত হয়, মত, সদৃশ ও সংযোগ অব্যয় (Conjunction)-রূপেও ব্যবহৃত হয় যখন, ধরিয়া নেওয়া যাক, (৫) মা-যাল (مازال), মাযাল মা (مازال ما) এই প্রকাশরূপে-র আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, ধাতু রূপান্তরের সহিত বা ব্যতিরেকে এখনও নহে এই অর্থে ব্যবহার করা হয়, একই অর্থে 'আদ (عاد) ব্যবহৃত হয় মাল্টাতে ও অন্যত্র।

ধ্বনিতাত্ত্বিক, ব্যুৎপত্তিগত, বাক্য গঠনগত পার্থক্য অপেক্ষা শব্দসম্ভারে অপরিহার্য অঙ্গসমূহ রহিয়াছে যেইগুলি আল-মাগরিবের আরবী কথ্য ভাষাসমূহকে মধ্যপ্রাচ্যের ভাষাসমূহ হইতে গভীরতরভাবে না হইলেও পরিষ্কারভাবে ভিন্নতর করিয়াছে। কোন পদ্ধতিগত অনুসন্ধান দ্বারা 'আরবী বা অনারবী কোন্‌টি হইতে উদ্ভূত তাহা নির্ণয় না করিয়া মাগরিবী আঞ্চলিক ভাষার শব্দাবলীর মধ্যে সবচেয়ে সাধারণগুলি এইখানে উল্লেখ করা হইবে। লামীন (لامين) শব্দটি (একটি সংশ্লেষক নির্দিষ্ট নির্দেশক অব্যয়সমেত) কোন সংস্থার প্রধান এই অর্থে ব্যবহৃত হয় শুধু আল-মাগরিবে; নাশপাতি অর্থে আনগাস (انگاص) বা আনজাস (انجاس), লানজাস (لنجاص), লানযাস (لنزاس) পূর্বে আন্দালুসীয় শব্দ ছিল, বর্তমানে সর্বত্র সম্প্রসারিত হইতেছে; 'চায়ের পটের সাধারণ নাম' বেররাদা (براد), পানির মগের নাম বেররাদ (برادة) 'বুক, বক্ষ প্রদেশ' সর্বত্রই বেয্যূল (بزول) বা বেয্যূলা (بزولة) একেবারে সেনেগাল হইতে লিবিয়া পর্যন্ত এবং মাল্টাতেও, ফেযযানে বলা হয় ছেদী (ثدى), মরক্কো ও আলজিরিয়াতে পুষ্পিত ডুমুর বুঝাইতে একমাত্র বাকুর (باكور) শব্দটি ব্যবহৃত হয়; পূর্বে শব্দটি আন্দালুসীয় ছিল; তিউনিসিয়াতে ও মাল্টাতে একই অর্থ বুঝাইতে বিছার (بثر), বায়তার (بيتر) শব্দ ব্যবহৃত হয়; বেককূশ (بككوش) দ্বারা সর্বত্রই বোবা বুঝায়; 'সারস' সাধারণভাবে বেল্লারেজ (بلارج), বেল্লারেনজ (بلارنج), বের্‌রারেজ (برارج); ইহা ইউনানী Pelargos হইতে গৃহীত হইয়াছে; চা-এর প্রতিশব্দ মৌরিতানিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া ও আল-জিরিয়াতে তায় (تاى), আতায় (اتاى), তাতায় (تاتاى) তিউনিসিয়াতে বলা হয় এততেয় (اتى); শুধু দক্ষিণ ও লিবিয়াতে শাহি, শায় (شاى) বলা হয়; 'ব্যক্তিবিশেষ, ব্যক্তি পথচারী'-কে সর্বত্রই বলা হয় তিররাস (تراس) যাহা সম্ভবত ক্লাসিক্যাল তাররাস (تراس) হইতে গৃহীত। শব্দটি "Valet d'armes" ঢাল বহনকারী অর্থে ব্যবহৃত হইত; কন্দ জাতীয় মাটির নীচে জন্মানো উদ্ভিদের কাণ্ড যাহা লোকের খাদ্য, উহাকে বলা হয় তেরফাস (ترفاس)। তোরমা (ترمه) বলা হয় সাধারণত 'নিতম্ব' বা 'পাছা'-কে; 'কর্‌কা'-কে সর্বত্রই বলা হয় তাব্‌রূরি (تبرور)। ইহা একটি বারবার শব্দ, একবারে লিবিয়া পর্যন্ত ইহার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়, সেইখানে অবশ্য হাঁফার (حفر) পাথর শব্দটিই বেশী ব্যবহৃত হয়, খোঁজ করা বুঝাইতে জবার (جبار) ব্যবহৃত হয়, সেই সঙ্গে অঞ্চল ভেদে লকা (لكا), লগা (لگا) বা সাব (صاب) যুক্ত করা হয় এবং তাহা দ্বারা অর্থের তারতম্য (যেমন 'আবিষ্কার করা, কেহ যাহা খুঁজিতেছে তাহা পাওয়া') বুঝানো হয়: জাড়্‌ড়া (جژه) (বা জুড়্‌ড়হ=جژه) দ্বারা 'সন্ধান' বুঝান হয়। 'ব্যাঙ'-কে আল-মাগরিবের সর্বত্রই বলা হয় জড়ান (جژان)। সেইখানে পাশাপাশি আবার বারবার শব্দ আগরো (اگرو) ব্যবহৃত হয় না; জুগমা (جغمه) আল-মাগরিব,

মৌরিতানিয়া ও ত্রিপোলিতানিয়ার সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দ। ইহার অর্থ 'ঢোক' (তরল পদার্থের)। 'কমলা লেবু'-কে, মরক্কো ও আলজিরিয়াতে বলা হয় তাশীনা (تشينة), লেতশীনা (لتشينه), তিউনিসিয়াতে বুর্দগান (بردگان)। তেশেল্লীক শ্লালেগ বিভিন্ন রকমভেদে পুনরার্বিভূত হইয়াছে উত্তর আফ্রিকার সমগ্র এলাকাব্যাপী। ইহার অর্থ ছিন্ন বস্ত্র বা 'কাপড়ের টুকরা'। 'খোলা' ক্রিয়াটি বুঝাইতে সমগ্র আল-মাগরিব জুড়িয়া হাল্ল (حل) শব্দটি ব্যবহৃত হয় (ইহা দ্বারা 'বন্ধনমুক্ত' করাও বুঝায়)। ফতাহ শব্দটি দুর্লভ এবং অধিকতর সাহিত্যিক ধরনের অর্থ বুঝাইবার জন্য রক্ষিত হইয়াছে; হার্কুস (حركوس) অর্থ 'কৃষ্ণ প্রসাধনী' (black cosmetic); ইহা গ্রীক Zalkos হইতে গৃহীত; 'মাছ'-এর জন্য সামাক (سمك) শব্দটির ব্যবহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, মাছ অর্থে হূত (حوت) শব্দই অধিক ব্যবহৃত হয়; খাদিম (خدم)-এর প্রকৃত অর্থ সেবা করা, ইহা দ্বারা 'কাজ করা' এবং কখনও (সাধারণভাবে) 'করা' বুঝায়। খাদিম (خادم) বুলিতে কোন রকম লিঙ্গবোধক ব্যুৎপত্তিগত নির্দেশ ব্যতীতই 'নিগ্রো' 'মেয়ে' বুঝায়; 'ছুরি'-কে সমগ্র আল-মাগ্রিব ব্যাপিয়া বলা হয় খুদ্মি (خدم)। পূর্বে ইহা আন্দালুসীয় শব্দ ছিল; নিপতিত হওয়া-কে বলা হয় খালাত (خلط), চিন্তা করা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় খাম্মাম (خمم), গ্রামের ঘরবাড়ী বা 'কৃষকের কুঁড়ে ঘর' হইল দেশ্রা (دشر), একটি প্রতিশব্দও রহিয়াছে মেশ্তা (مشتا) মূলে শব্দটি দ্বারা 'শীতকালীন বাসস্থান' শাতা (شتا) বুঝাইত'। 'যিব' শব্দটি দ্বারা 'নেকড়ে বাঘ' নহে, বরং 'শিয়াল' বুঝায়; 'অস্থায়ী পচা' এই বিশেষণটি বুঝাইতে সাধারণত রাশী (راشي) ব্যবহৃত হয়; আরতাব (ارتب) 'নরম, কোমল' যাহা আহ্রাশ (احرش) 'মোটা অমসৃণ'-এর বিপরীত শব্দ, এইগুলি রং ও বিকলাঙ্গতাবোধক বিশেষ্যের শব্দরূপের পরে বসে। যারবিয়্যা (زربية) 'কার্পেট, গালিচা' زَرَابِيٌّ শব্দটির বহুবচন যারাবিয়্যা (زرابية), আল-কু'রআনে রহিয়াছে (৮৮ ঃ ১৬)। ইহা এই একই অর্থে সমগ্র আল-মাগরিব জুড়িয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; 'তাড়াতাড়ি করা, ত্বরান্বিত করা' প্রকাশ করিতে যরিব (زرب) ক্রিয়া পদটি ব্যবহৃত হয়; যূজ (زوج), যূয (زوز)। জূজ (جوج)-এর সঠিক অর্থ 'জোড়া'-ইহা দ্বারা দুই সংখ্যা বুঝান হয়, হয় 'ছনীন'-এর পরিবর্তে বা প্রতিযোগিতামূলকভাবেই পাশাপাশি অবস্থান করিয়া। পূর্বে আন্দালুসিয়াতে ইহার ব্যবহার ছিল। বর্তমানে সাহারা অঞ্চলে এবং আল-মাগরিবের পূর্বাঞ্চলেই সর্বাধিক ব্যবহার দেখা যায়, মাল্টাতেও ব্যবহার রহিয়াছে। 'ভারবাহী পশু' বুঝাইতে বর্তমানে যায়লা (زيلة) ব্যবহৃত হয়; আয্আর (أزعر) 'স্বর্ণাভ কেশবিশিষ্ট'; যওয়া (جوى) 'চীৎকার করা, হাঁক'ডাক দেওয়া'; মাল্টাসমেত সর্বত্রই মোরগকে বলা হয় সোরদূক (سردوك); শুধু ওরানিয়া ও ফেয্যানে বলা হয় দীক্; গ্রীক 'স্পঞ্জ' হইতে গৃহীত শফেঞ্জ (বা সফেঞ্জ) দ্বারা শুধু 'ভাজা ফলের টুকরা' বুঝায়, 'স্পঞ্জ' বুঝাইতে নেশ্শাফা (نشافة) বা জেফ্ফাফা (جفافة) ব্যবহৃত হয়; 'গরম' সুখূন (سخون) বা সুখন (سخن), সলেক (سلك), 'নিজেকে মুক্ত করা', সেল্লেক (سلك) 'মুক্ত করা' ক্লাসিক্যাল শব্দ সুল্লাম (سلم) সর্বদাই পরিবর্তিত রূপ সেল্লূম (سلوم)রূপে মই অর্থে ব্যবহৃত হয়; 'ভিক্ষা করা' প্রায় সর্বত্রই সাসা-ইসাসি (ساسا اساسي) সেয়্যেক (سيّق)-এর একটি বিশেষ অর্থ রহিয়াছে 'পানি দিয়া প্রক্ষালন করা'; ঠোঁটকে বলা হয় শারিব (شارب), 'গোফ'-কে শোলগূন (شلگون), 'কুঠার' শাকূ'র (شاقور), 'বস্তা' শকারা (شكارة), 'ঢালা' সা'ব্ব (صب) কোন কিছু পড়া, যেমন 'বৃষ্টি পড়া' বুঝাইবার জন্য ইহাই সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দ। 'জুতা'-কে বলা হয় সেব্বাত (صبّاط) পূর্বে শব্দটি ছিল আন্দালুসীয় সেব্বাত)। আল-মাগরিবের সর্বত্র 'মসজিদের মিনার'-কে বলা হয় সো'মআ (صومعة); 'রন্ধিত, পরিপক্ক হইল তাব-ইতীব এবং 'রন্ধন করা পরিপক্ক করা', ত'য়্যিব (طيّب), ত'রফ (طرف)-এর সাধারণ অর্থ 'শেষ প্রান্ত' ছাড়াও আল-মাগরিবে ইহার একটি অতিরিক্ত অর্থ আছে 'খণ্ড' বা টুকরা। আরশ (عرش) মোটামুটি সাধারণভাবে 'গোত্র'; 'পাঁঠা' 'আতরূস (عتروش), 'মেষ শাবক'। সচরাচর 'আল্লূশ (علوش) 'আগুন' বুঝাইতে, 'আফ্য়া (عافية) 'শান্তি' বা 'প্রশান্তকারী' এই রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়; গশ্শ (غشّ) ধাতু হইতে উৎপন্ন 'প্রতারণা করা' অর্থ সুবিদিত; মাগরিবী আঞ্চলিক ভাষা ইহা হইতে একটি দ্বিতীয় রূপ غشش গ্রহণ করিয়াছে, 'প্রতিবাদ করা, অস্বস্তি বোধ করা' এবং একটি পঞ্চম (تغشش) রূপ 'বিরক্ত হওয়া', অস্বস্তিজনক পরিস্থিতিতে থাকা; গ্না 'গুন গুন করা' হইতে মাগরিবীতে গৃহীত হইয়াছে গ্নায়া (غناية) 'গান' তৃতীয় মূল অক্ষর য় (ي) বিশিষ্ট, আর পূর্বাঞ্চলীয় ভাষাতে শুধু গ্নাওয়া শব্দটিই স্বীকৃত, ওয়া (و) বিশিষ্ট স্কার্ভি রোগকে সমগ্র আল-মাগরিব ব্যাপিয়া বলা হয় ফাররাস (فراس)। মাল্টাতে ইহার অর্থ 'মাথার টাক'; 'মুরগীর ছানা' বুঝাইতে ফেল্লূস (فلوس) ব্যবহৃত হয়; 'কচ্ছপ'-কে বলা হয় ফক্রূন (فكرون) ফক্রান (فكران)। ইহা মূলে বারবার শব্দ বারবার ভাষা হইতে প্রজাপতির প্রতিশব্দ ফারত'ত্তীন (فرططين) এবং ইহার কয়েকটি রকমভেদও আসিয়াছে; 'মূত্রত্যাগ করা' (ঘোড়া ও গাধার) ফাগ (فاگ), কাদ্দ অর্থ 'যথেষ্ট হওয়া'; ক'দাম (গদেম) 'পায়ের গোড়ালী'; 'শুক্না গোশ্ত'-কে বলা হয় কেদ্দীদ, মধ্যবর্তী মূল হরফের দ্বিত্ব দ্বারা; গার্জুমা শব্দ দ্বারা বুঝায় 'গলা', 'ঢেকুর তোলা' হইল তগ্‌ড়ড়া; অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যযুক্ত মাগরিবী শব্দের মধ্যে একটি হইল গুত'তায়া (گطاية), অর্থ 'চুলের গোছা যাহাকে লম্বা হইতে দেওয়া হইয়াছে'; কাশি দেওয়া কাহহ; কালো বুঝাইতে আসওয়াদ (اسواد) কখনও একটু ভিন্নার্থবোধক অকহেল (اكحل) ব্যবহৃত হয়; 'ডুমুর'-কে বলে কার্মূস (كرموس) আর 'ডুমুর গাছ'-কে বলে কড়াম (كرم), ঢালযুক্ত পাহাড় বা পর্বতের খাড়া অংশ (Cliff) হইল কাফ (كاف), লবান (لبان) অর্থ 'মাঠা', দুধ নহে', চাদর ম্লাফ (ملف) বা মালূফ (ملف); মিশ্মিশ (مشمش), 'আখরোট' (apricot) একটু পরিবর্তিত হইয়া মেশমাশ হইয়াছে; 'সর্বকনিষ্ঠ' বা 'সব শেষের' বুঝাইতে মাজূ'জি (مظوظ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইহা বারবার ভাষা হইতে গৃহীত শব্দ; সমগ্র আরবে ক'দর (قدر) শক্তি বুঝাইতে অনেক সময়ে নাজিম (نجم) শব্দটি ব্যবহার করা হয়; হদার (هدر) একটি সাধারণ ক্রিয়া পদ, অর্থ কথা বলা; বিধবা হইতেছে হাজজলা (هجالة) উজহ (وجه) (উজাহ) শব্দের যথার্থ অর্থ "মুখ", ইহার আবার একটি বিশেষ অর্থও রহিয়াছে গুলি (আগ্নেয় অস্ত্রের); বিল্লাবিল্লী

পাওয়া যায় না, ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগের দামিশকের সংঘসমূহের জন্য দ্র. (১৮) Elyas Qudsi (Travaux de la VI[e] Session du Congres international des Orientalistes, লাইডেন ১৮৮৪ খৃ., পৃ. ৩প.), এবং মিসরের জন্য দ্র. (১৯) Descrition del' Egypte, 17 ও ১৮খ., ও কোন কোন বিশেষ বিষয়ের জন্য দ্র. (২০) G. Martin, Les Bazars du Caire, 1910 খৃ.। মধ্য এশিয়ার সহিত তুলনার জন্য দ্র. (২১) M. Gavrilov, Les corps de metiers en Asie Centrale, REI-তে, 1928 খৃ., পৃ. ২০৯ প.। পারস্যের সহিত তুলনার জন্য দ্র. (২২) The Lecture by Ann K. S. Lambton, Islamic Society in Persia, School of Oriental and African Studies, লন্ডন ১৯৫৪ খৃ.। 'উছমানী সাম্রাজ্যের সহিত তুলনার জন্য দ্র. (২৩) খৃস্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে কনস্টান্টিনোপলের সংঘসমূহ সম্বন্ধে আওলিয়া' চেলেবীর বর্ণনা (সিয়াহাত নামাহ, ১খ., ৪৭৩ প.; Hammer-ইংরেজি অনু. ১খ., ২. ৯০ প.) ও (২৪) H. Thorning, Beitrage zur Kenntnis des islamischen vereinswesens auf Grund von Bast Madad et-Taufiq (Turkische Bibliothek 16), বার্লিন ১৯১৩ খৃ.।

Salih A. El-Ali ও Cl. Cahen (E. I.²) /
ড. আ. ম. ম. শরফুদ্দীন

'আরীব ইবন সা'দ আল-কাতিব আল-কুরতুবী (عريب بن سعد الكاتب القرطبى) ঃ আন্দালুসিয়ার অধিবাসী। তিনি বিভিন্ন সরকারী পদ অলংকৃত করেন। ৩৩১/৯৪৩ খৃ. তিনিও সূনা জেলার রাজস্ব কর্মকর্তা ('আমিল) ছিলেন। তিনি আল-মুস'হাফী (দ্র.) ও ইবন আবী 'আমির (দ্র. আল-মানসূ'র)-এর অনুগামী ও উমায়্যা খলীফা দ্বিতীয় আল-হ'াকাম (৩৫০-৬৬/৯৬১-৭৬)-এর সচিব ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ জানা যায় নাই। তবে আনুমানিক ৩৭০/৯৮০ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন বলিয়া Pons Boigues উল্লেখ করিয়াছেন।

অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী 'আরীব চিকিৎসক ও কবি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তিনি মূলত তাহার গ্রন্থের জন্য একজন ঐতিহাসিক হিসাবে সমধিক পরিচিত। সম্ভবত তিনি ছিলেন আত-তাবারীর ইতিহাস গ্রন্থের সারসংক্ষেপের লেখক। এই বইখানিতে তিনি সেই সময় পর্যন্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেন। এই সংকলনের প্রাচ্য দেশ সম্পর্কিত অংশ M. J. De Goeje-কৃত ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে লাইডেন হইতে প্রকাশিত হয় (Arib, Tabari continuatus, Leiden 1897) ও R. Dozy তাঁহার ইবন 'ইযারীর বায়ান-এর সংস্করণে (লাইডেন ১৮৪৮-৫১) স্পেনের খণ্ড খণ্ড ইতিহাস (২৯১-৩২০ খৃ.) সংযুক্ত করেন। এই বিবরণটি তৃতীয় 'আবদু'র-রাহমানের (তু. E. Levi-Provencal, Hist, ESP Mus., iii, 506 and index) রাজত্বকালের ঘটনাবলীর প্রধান উৎস হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে। সম্ভবত 'আরব ধাত্রীবিদ্যার উপর একখানি পুস্তক (কিতাব খালকি'ল-জানীন ওয়া তাদবীরু'ল-হ'াবালা ওয়া'ল-মাওলূদ, যাহার একটি পাণ্ডু. সংরক্ষিত আছে, See H. Derenbourg H. P. J. Renaud. Mss. ar. de l'Escurial, ii/2, Paris 1941, 41-42, No. 833) রচনা করেন যাহা দ্বিতীয় আল-হ'াকাম-এর নামে উৎসর্গ করেন। তিনি কিতাব 'উয়ূনি'ল-আদবি'য়া নামক একখানা গ্রন্থেরও লেখক। তিনি যে কিতাবু'ল-আনওয়া' গ্রন্থের লেখক সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই; বিশপ রাবী' ইবন যায়দ (Recemundo) রচিত সার্বজনীন উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদির দিনপঞ্জীর সহিত এই পুস্তকের মূল বিষয়বস্তু সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। R. Dozy এই পুস্তকখানি ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে লাইডেন হইতে Le Calendrier de Cordoue de Iannee 961. শিরোনামে প্রকাশ করেন (Ch. Pellat কর্তৃক পুস্তকখানির নূতন সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাররাকুশী, আয-যায়ল ওয়া'ত-তাকমিলা (পুস্তকখানির কিছু অংশ F. Krenkow সম্পাদনা করিয়াছেন, Hesperis, 1930, 2-3); (২) A. A. Vasiliev. Vizantiya in Arabi, ii/2, 43ff. (ফারসী সংস্করণ, Gregoire and M. Canard, ii, ব্রাসেলস ১৯৫০, ৪৮ ff. গ্রন্থপঞ্জীসহ); (৩) Pons Boigues, Ensayo, 88-9; (৪) E. Levi Proveneal, Xe Siecle, 107; (৫) Gonzalez Palencia, Literatura, index; (৬) Brockelmann, i, 134, 236, S.I. 217; (৭) Steinschancider, Hebr, Ubersetzungen, 428; (৮) ঐ লেখক, in Zeit. fur Math. und Physik, 1866, 235 ff; (৯) R. Dozy, in ZDMG, xx, 595-6; (১০) ঐ লেখক, Proface of Caj. de Cordoue; (১১) ঐ লেখক, Introd. to the ed of Bayan, 43-63; (১২) Leclerc, Hist. de la med. ar., i, 432; (১৩) Sarton, i, 680.

Ch. Pellat (E. I.²)/ আবূ জাফর

'আরীব আবূ 'আবদিল্লাহ আল-মুলায়কী (عريب ابو عبد الله المليكى) ঃ সিরিয়ার অধিবাসী। ইমাম বুখারীর মতে তিনি সাহাবী। ইবন আবী হ'াতিম বলেন, ইহার সনদ শক্তিশালী নহে। ইবন হি'ব্বান বলেন, তিনি সাহাবী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ইবনু'স-সাকান বলেন, কথিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর উটের রাখাল ছিলেন। তাবারানী নিজ সূত্রপরম্পরায় 'আরীব আল-মুলায়কীর নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ সংযুক্ত রহিয়াছে।" 'আরীব আল-মুলায়কী আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তির ঘরের দরজায় সুদর্শন ঘোড়া বাঁধা রহিয়াছে তাহাকে শয়তান কখনও ফিতনায় নিক্ষেপ করিতে পারিবে না" (ইবন মানদাহ)। কিন্তু ইহার সনদ সূত্র মুনক'াতি' (ছিন্ন)। সনদের সূত্রপরম্পরা হইতে একজন রাবী পরিত্যক্ত হইয়াছেন। তবে ইবন ক'ানি' অবিচ্ছিন্ন (মুত্তাসি'ল) সনদসূত্রে হুবহু এই হাদীছটি সংকলন করিয়াছেন। 'আরীব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "যাহারা নিজেদের ধনমাল রাত-দিন গোপনে ও প্রকাশ্যে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে, তাহাদের প্রতিদান তাহাদের প্রভুর নিকট প্রাপ্য রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নাই" (২ ঃ ২৭৪), আয়াতটি সেই লোকদের উপলক্ষ্য করিয়া নাযিল হইয়াছে, "যাহারা মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশে পোষা ঘোড়ার জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করে।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসক'ালানী, আল-'ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৪৭৯; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গ'াবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ৪০৭; (৩) ইবন 'আবদি'ল-বাররু, আল-ইসতী'আব (ইসাবার হাশিয়া, ৩খ., ১৭৪)।

মুহাম্মদ মূসা

আল-'আরীশ (العريش) ঃ বা 'মিসরের 'আরীশ' প্রাচীন কালের রাইনোকোরুরা, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী একটি শহর, ফিলিস্তীন ও মিসরের সীমান্তে বালুকা বেষ্টিত উর্বর মরূদ্যানে অবস্থিত। খৃস্টীয় প্রাথমিক শতাব্দীগুলিতেও লারিস'রূপে ইহার নাম পাওয়া যায়। সাধারণ মতানুসারে ও 'আমর ইবনু'ল-'আস' (রা)-এর মিসর অভিযানের কাহিনী হইতেও জানা যায় যে, শহরটি মিসরের অধিকারে ছিল। আল-য়া'কূ'বীর মতে এখানকার অধিবাসিগণ জুযাম গোত্রীর ছিল। ইবন হা'ওক'াল শহরে দুইটি প্রধান মসজিদের উল্লেখ করিয়াছেন এবং এখানকার ফলমূলের প্রাচুর্যের কথাও বলিয়াছেন। এই আল-'আরীশেই ১১১৮ খৃ. রাজা ১ম বল্ডউইন (Baldwin) মারা যান। য়াকূ'ত লিখিয়াছেন, শহরটিতে বড় একটি বাজার ও অনেক সরাইখানা ছিল এবং সওদাগরদের প্রতিনিধিগণ সেইখানে থাকিতেন। ১৭৯৯ খৃ. নেপোলিয়ন আল-'আরীশ অধিকার করেন। পরের বৎসর শহরে একটি সন্ধিচুক্তি স্থাপিত হয়, যাহার ফলে ফরাসীরা মিসর ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Butler, The Arab conquest of Egypt, পৃ. ১৯৬-৭; (২) ইবন হা'ওক'াল, পৃ. ৯৫; (৩) আল-মুকাদ্দাসী, পৃ. ৫৪, ১৯৩; (৪) আল-য়া'কূ'বী, পৃ. ৩৩০; (৫) য়াকূ'ত, ৩খ., পৃ. ৬৬০-১; (৬) Wilhelmus Tyrenisis, পৃ. ৫০৯; (৭) মু'সি'ল, Arabia Petraea, 2, Edom i, পৃ. ২২৮ প. ৩০৪-৫; (৮) J. Maspero ও G. Wiet, Materiaux Pour servir a la geographie de i Egypte, পৃ. ১২৫; (৯) Capitaine Bouchard, La chute del-Arich, সম্পা. ও টীকা G. Wiet, কায়রো ১৯৪৫ খৃ; (১০) মাক'রীযী, খিত'াত', IFAO সং, ৪খ, পৃ. ২৪-৭।

F. Buhl (E. I.[2])/হুমায়ুন খান

'আরূজ (عروج) ঃ ১০ম/১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আলজিয়ার্স দখলকারী তুর্কী বেসামরিক জাহাজ লুণ্ঠনকারী। তিনি কখনও কখনও বারবারোসা নামেও আখ্যায়িত। শব্দটি বাবা 'আরূজের অপভ্রংশ বলিয়া কখনও কখনও ব্যাখ্যা করা হয়; কিন্তু এই নামে তাহার ভ্রাতা খায়রু'দ্দীন (দ্র.)-কেই সচরাচর অভিহিত করা হয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

'আরূজের আদি নিবাস মিদিল্লী দ্বীপ (Mytilene-প্রাচীন Lebos)। পিতা ছিলেন এই দ্বীপে অবস্থানরত বাহিনীর একজন তুর্কী মুসলিম সৈন্য (দ্র. গা'যাওয়াত) অথবা গ্রীক কুম্ভকার (Heado)। খায়রু'দ্দীন ও ইসহা'ক নামে তাঁহার অন্তত দুই ভাই ছিলেন যাঁহারা তাঁহার সহিত মাগরিবে অবস্থানরত ছিলেন। প্রথম জীবন হইতেই তিনি একজন নাবিক ছিলেন (গা'যাওয়াত)। বিশ বৎসর বয়স হইতে (Haedo) পূর্ব ভূমধ্যসাগরে বেসামরিক জাহাজ লুটতরাজ শুরু করেন। কিন্তু পরে তিনি মাগরিব উপকূলের অদূরে জাহাজ লুণ্ঠন করিতে মনস্থ করেন (এইরূপ মনস্থ করিবার সঠিক কারণ জানা নাই)।

ইহা প্রায় নিশ্চিত যে, 'আরূজ ও তাঁহার ভ্রাতাগণ ১৫০৪ খৃস্টাব্দ হইতে পরবর্তী সময়ে অথবা উহার কিয়ৎকাল পরে গোলেত্তায় (Goletta) নিজেদের ঘাঁটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইটি জাহাজ লইয়া ছোট আকারে তাঁহাদের কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু শীঘ্রই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ তাঁহাদের হস্তগত হয়; ফলে তাঁহারা নৌযানের সংখ্যা (১৫১০ খৃস্টাব্দে যাহার সংখ্যা ছিল ৮টি ছোট নৌকা) ও মূলধন উভয়েরই পরিবৃদ্ধি সাধন করেন এবং ইহাতে তাহারা তিউনিসের শাসনকর্তা আবূ 'আবদ মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-হাসান (১৪৯৪-১৫২৬)-এর শর্তাবলী পালন করিতে সক্ষম হন। তাহাদের লুণ্ঠিত সম্পদে উক্ত শাসকেরও একটি অংশ থাকিবে-এই শর্তেই তিনি তাহাদেরকে তাঁহার রাজ্যে ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্য হইতে হা'ফসী শাসকের নির্দিষ্ট অংশ পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য সামুদ্রিক জাহাজ লুণ্ঠনকারীদের যে দল তিউনিসিয়ায় আসিয়াছিল গা'যওয়ায় উহার বিবরণ পাওয়া যায় (মূল, ১৫-১৬; অনু.; ২৮-৩০)। তাঁহারা জেরবা দ্বীপে একটি দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি লাভ করেন, এমনকি 'আরূজ ১৫১০ খৃ. ঐ দ্বীপের 'কা'ইদ' নিযুক্ত হন (Haedo)। ১৫১২ খৃ. পর্যন্ত তাহারা পশ্চিম ভূমধ্যসাগর ও স্পেনীয় উপকূলের অদূরে নিজেদের নৌবহর লইয়া বিচরণ করিতেন।

ইতোমধ্যে উত্তর আফ্রিকার উপকূলবর্তী বিভিন্ন স্থান স্পেনীয়গণ অধিকার করে, তন্মধ্যে ওরান (১৫০৯ খৃ.) আলজিয়ার্সের পেনন, বিজায়া (বুগী) ও ত্রিপোলী (১৫১০ খৃ.) উল্লেখযোগ্য। বিজায়ার (বুগী) হা'ফসী গভর্নর স্বীয় ক্ষমতাবলে উক্ত নগরী পুনরুদ্ধারে হতাশ হইয়া 'আরূজের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান। 'আরূজের নিয়ন্ত্রণাধীনে তখন কামান সজ্জিত বারোটি জাহাজ ও এক সহস্র তুর্কী সৈন্য ছিল। 'আরূজ বন্দরটিতে নৌ অবরোধ করেন এবং বিজায়ার (বুগী) 'রাজা' তুর্কী সৈন্যদের সমর্থনে তিন হাযার 'মূর' বাহিনী লইয়া স্থলপথে ঐ নগরী অবরোধ করেন। আট দিন ধরিয়া আক্রমণ চালাইবার পর 'আরূজ তাঁহার বাম হাতটি হারাইয়া ফেলেন। ভ্রাতা খায়রুদ্দীন তাঁহাকে দ্রুত গতিতে তিউনিস লইয়া যান এবং সেখানে তিনি নিজ স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সময় অতিবাহিত করেন। ১৫১৪ খৃ. আগস্ট মাসে বারোটি জাহাজ ও ১১০০ তুর্কী সৈন্য লইয়া তিনি দ্বিতীয়বার বিজায়া (বুগী) আক্রমণ করেন। কিন্তু এইবার খারাপ আবহাওয়া, স্পেনীয় সাহায্যকারী দলের আগমন এবং সম্ভবত স্থানীয় সৈন্যদের দলত্যাগের কারণে 'আরূজ অবরোধ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। তবে ইহা এইজন্যও হইতে পারে, তিনি কয়েকটি নৌযান বিজায়া উপসাগরে স্পেনীয়দের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পোড়াইয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

গা'যাওয়াত হইতে এই ধারণা জন্মে, তিনি সম্ভবত পূর্বেই জিজিল্লী (দ্র.)-তে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। যে কোন প্রকারেই হউক, বিজায়ায় দ্বিতীয়বারের বিপর্যয়ের পর তিনি জিজেল্লিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় হাফসী শাসনকর্তার সহিত তাঁহার সম্পর্কের অবনতির কারণ আমাদের জানা নাই।

এই সন্ধিক্ষণে বাহ্যত 'আরূজের মনে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়। Heado-এর বর্ণনানুযায়ী তিনি এই সময় পার্শ্ববর্তী দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত উপজাতিগুলির মধ্যে শস্য বিতরণ করেন ও তাহার ফলে তিনি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং কাবায়লী (গোত্রীয়) প্রধানদের মধ্যকার বিবাদে হস্তক্ষেপ করেন।

১৫১৬ খৃ. ২২ জানুয়ারি তারিখে ক্যাথলিক রাজা ফার্ডিনান্ডের মৃত্যু হইলে আলজিয়ার্সের অধিবাসিগণ পেনানের হুমকি হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় 'আরূজের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান। তাঁহার নিকট তখন জাহাজ ও কামান উভয়ই ছিল। 'আরূজ তাহাদের আবেদনে সাড়া দিয়া পেনোন আক্রমণ করেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। আলজিয়ার্সের 'আরব নেতা সালিম আত-তূমী তখন আরূজ ও তাহার তুর্কী বাহিনীর কবল হইতে মুক্তি

লাভের জন্য সচেষ্ট হন, তাহাদের আচরণে মনে হইত যেন তাহারা কোন বিজিত রাজ্যে বসবাস করিতেছে! কিন্তু 'আরূজ তাহাকে ব্যর্থ করিয়া দেন, তাহার জীবন নাশ করেন এবং স্বীয় তুর্কী বাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতা দখল করেন। স্পেনীয়দের আশ্রয় গ্রহণকারী সালিম আত-তূসীর পুত্রের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তিনি অত্যধিক কঠোরতা সহিত আলজিয়ার্সে স্বীয় অবস্থা বহাল রাখিতে সক্ষম হন। তিনি দিয়েগো দা ভেরা কর্তৃক স্পেনীয় বাহিনীর অবতরণ প্রতিহত করিতেও সফল হন (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৫১৬ খৃ.)।

অতঃপর স্পেনীয়গণ তাহার বিরুদ্ধে তেনিসের সুলতানকে প্রেরণ করে, কিন্তু 'আরূজ তাহার সহিত সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন যাহার ফলে 'আরূজ নিজেকে মিলিয়ানা ও তেনিসের অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। গাযাওয়াত অনুসারে তিনি অতঃপর তাঁহার বিজিত রাজ্য বিন্যস্ত করেন। দেলিসে সদর দফতরসহ পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য খায়রুদ্দীনের ভাগে পড়ে, আর আলজিয়ার্সসহ পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য 'আরূজ নিজের জন্য রাখেন।

'আরূজ অতঃপর তেলেমসেনের অধিবাসীদের নিকট হইতে সাহায্যের আবেদন লাভ করেন, তথাকার রাজ্য এক প্রকারের স্পেনীয় অধীনতা মানিয়া লইয়াছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এক ব্যাপক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং আলজিয়ার্স সরকারের দায়িত্ব ভ্রাতা খায়রুদ্দীনকে অর্পণ করেন। পথিমধ্যে তিনি বানূ রাশীদের কা'ল'আর সুরক্ষিত এলাকা, বর্তমানে ওয়েদ ফোদদার (Oued fodda) স্থান, অধিকার করেন এবং স্বীয় ভ্রাতা ইসহা'ক'কে সেইখানে একটি ছোট বাহিনীসহ রাখিয়া যান। ইহার পর তিনি তেলেমসেন অভিমুখে অগ্রসর হন, সেইখানে তিনি অতি সহজেই রাজা আবূ হা'ম্মুর বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া উক্ত স্থান অধিকার করেন (সেপ্টেম্বর ১৫১৭)। সিংহাসনের দাবিদার, স্পেনীয়দের সহিত সম্পর্কহীন, আবূ যায়্যানকে ক্ষমতায় না বসাইয়া 'আরূজ নিজেই ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ওজা বেনী রাসেলের ন্যায় দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে ফেযের শাসনকর্তার সহিত আলাপ-আলোচনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ফেযের শাসনকর্তা তাহাকে এইজন্য সময় দেন নাই: ১৫১৮ খৃ. জানুয়ারী মাসে আরগোটের ডন মারটিনের নেতৃত্বাধীন একটি স্পেনীয় বাহিনী বানূ রাশীদের কা'ল'আ অধিকার করে এবং এইরূপে তেলেমসেন ও আলজিয়ার্সের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হইয়া যায়। মে মাসে ওরানের গভর্নর মারকুইস অব ফোমারেস তেলেমসেনে উপনীত হন। তিনি সেইখানে 'আরূজকে অবরোধ করেন, যিনি সম্ভবত ফেয হইতে সৈন্য দ্বারা অব্যাহতি লাভের আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু তেলেমসেনের অধিবাসিগণ তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং 'আরূজ মিশাওয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন [দ্র. তেলেমসেন শীর্ষক প্রবন্ধ]। সেইখানে সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিলে 'আরূজ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রমণের চেষ্টা করেন এবং কয়েকজন সঙ্গীসহ পলাইতে সক্ষম হন, কিন্তু সম্ভবত বর্তমান রিও সালডো'র (ওয়ান বিভাগে) নিকট ধরা পড়েন এবং নিহত হন; এই সময় তাঁহার বয়স ছিল ৪৪ বা ৪৫ বৎসর (১৫১৮ খৃ. শরৎকাল)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'আরূজের ইতিহাস সম্পর্কে মোটের উপর খুব অল্প কিছুই জানা যায়। ইহা সম্ভব যে, তিনি যখন মধ্যমাগরিবে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করেন এবং তাহার ফলে আগ্নেয়াস্ত্র ও কামান-সজ্জিত একদল লোকের সমর্থনপুষ্ট একজন নির্ভীক লোকের সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করেন তখন তাহার মনে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকিবে। এই সম্ভাবনা এত প্রচুর ছিল যে, 'আরূজ স্বীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকেন। তাহার ব্যর্থতার কারণ তিনি নিজ ঘাটি হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন এবং রাজনৈতিকভাবে তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে তিনি সক্ষম হন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কিতাব গা'যাওয়াত 'আরূজ ওয়া খায়রু'দ্দীন, সম্পা. A. Noureddine, আলজিয়ার্স ১৯৩৪ খৃ., ৬-৩৪; (২) অমার্জিত অনুবাদ in Sander Rang ও F. Denis, Fondation de la Regence d'Alger, ১খ., প্যারিস ১৮৩৭ খৃ., ১-১০৩; (৩) Diego de Haedo, Epitome de los reyes de Argel, অনু. H. de Grammont under the title Histoire des rois d'Alger, in R. Afr., ২৪খ., ১৮৮০ খৃ., ৩৯-৬৯ ও ১১৬-৭; (৪) Lopez Gomara, Cronica de los Barbarojas, মাদ্রিদ ১৮৫৪ খৃ., Memorial historico espanol-এর ৬ষ্ঠ খণ্ডে; (৫) H. de Grammont, Histoire d'Alger sous la demination turque, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ., ২০-৮; (৬) Ch. A. Julien, Histoire de l Afrique Nord, ২খ., ২৫০-৬; (৭) সুপরিচিত তুর্কী বিবরণ হইতেছে হা'জ্জী খালীফা, তুহ'ফাতু'ল-বিহ'ার (ইস্তাম্বুল ১১৪১/১৭২৮ ও ১৩২৯/১৯১৪, ১-৪ অধ্যায়ের ইংরাজী অনুবাদ, J. Mitchell, History of the Maritime Wars of the Turks, লন্ডন ১৮৩১ খৃ.)। Hammer কর্তৃক তাঁহার নৌযুদ্ধের বিবরণে ব্যবহৃত এই বর্ণনামূলক গ্রন্থখানি প্রাথমিক উৎসের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত যাহার কয়েকটি এখনও বর্তমান রহিয়াছে; (৮) 'আরূজ ও খায়রুদ্দীনের অভিযান বর্ণনাকারী 'উছ'মানী গা'যাওয়াত নামের একটি তালিকা Agah Sirri Levend-এর Gazavatnameler, আঙ্কারা ১৯৫৬ খৃ.; ৭০ প.-এ প্রদত্ত হইয়াছে।

R. Le Tourneau (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

'আরূদ (عروض) ঃ 'ইলমু'ল-'আরূদ (علم العروض) 'আরবী ছন্দশাস্ত্রের পারিভাষিক নাম। কখনও কখনও 'ইলমু'ল-'আরূদ' ও 'ইলমু'শ-শি'র উভয় শব্দই 'কাব্যশাস্ত্র' অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং ব্যাপক অর্থে 'ইলমু'ল-'আরূদ' বলিতে ছন্দ প্রকরণের সঙ্গে সঙ্গে 'ইলমু'ল-কা'ওয়াফী (القوافي) একবচনে قافية বা কবিতার অন্ত্যমিল শাস্ত্রকেও বুঝায়। তবে সাধারণত 'ইলমু'ল-কা'ওয়াফী (অর্থাৎ অন্ত্যমিল সংক্রান্ত নিয়মাবলী)-কে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র ধরা হয় এবং 'ইলমু'ল-'আরূদ' বলিতে ছন্দ প্রকরণকেই বুঝান হয়। 'আরব পণ্ডিতগণই এই শাস্ত্রের সংজ্ঞা দিয়াছেন এইভাবে ঃ

العروض علم باصول يعرف بها صحيح أوزان الشعر وفاسدها.

"আরূদ' সেই শাস্ত্রের নাম যাহা দ্বারা কবিতার সঠিক ও ভুল ছন্দ চিনিবার নিয়মাবলী জানা যায়"।

'আরবী ছন্দশাস্ত্রের 'আরূদ' নামকরণের সাধারণভাবে স্বীকৃত কোন ব্যুৎপত্তিগত কারণ পাওয়া যায় না। কোন কোন 'আরবী ব্যাকরণবিদের মতে 'আরূদ' শব্দের শাব্দিক অর্থ তাঁবুর খুঁটি। ইহা ছন্দের অর্থ পরিগ্রহ

করিয়াছে, কারণ কবিতা উহার পরিমাপে রচিত হইয়া থাকে (يعرض عليها)। ফলে কোন কোন 'আরবী ব্যাকরণবিদ মনে করেন, তাঁবুর খুঁটির সহিত তুলনা করত এই শাস্ত্রকে 'আরূদ' বলা হয় (বিস্তারিত আলোচনা পরে আসিতেছে।) [ইবন মানজূ'র লিসানু'ল-'আরাব, কায়রো ১৩০১ হি., ৯খ., ৪৪২; ফান ডাইক, মুহীতু'দ-দাইরাঃ, বৈরূত ১৮৫৭, খৃ.; পৃ. ২]। খালীল ইবন আহ'মাদ এই শাস্ত্র পবিত্র মক্কা নগরীতে রচনা করেন, তাই উক্ত নগরীর নামানুসারে এই শাস্ত্রের নাম 'আরূদ' রাখা হইয়াছে বলিয়াও অনেকের ধারণা। কারণ মক্কা নগরীর আর এক নাম 'আরূদ'। 'আরূদ শব্দের আর এক অর্থ অবাধ্য উষ্ট্রী; Georg Jacob অর্থের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ 'আরবী ছন্দশাস্ত্রের 'আরূদ' নামকরণের চমৎকার একটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন (Georg Jacob, Studien in Arabischen Dichtern, পৃ. ১৮০)। তিনি বলেন, 'দীওয়ানু'ল-হুয'আলিয়্যীন'-এর একটি কবিতায় (পৃ. ৯৫, পংক্তি ১৬) কবিতাকে অবাধ্য উষ্ট্রীর সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে, যাহাকে কবি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। যাহা হউক, 'আরূদে'র মূল শাব্দিক অর্থ তাঁবুর কেন্দ্রস্থলের প্রধান খুঁটির সহিত তুলনাভিত্তিক নামকরণই সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত। তুলনার ভিত্তিতেই একটি 'বায়ত' বা শ্লোকের প্রথমার্ধের শেষ জুয' (جزء) বা অংশকে 'আরূদ' বলে। একটি বায়তের প্রথম চরণের শেষ অংশটি (যাহাকে 'আরূদ বলা হয়) উহার কাঠামোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন একটি তাঁবুর স্থিতির জন্য উহার মধ্যস্থলের খুঁটি ('আরূদ') উহার প্রধান শক্তি। অতএব অনায়াসে ধরিয়া লওয়া যায়, 'আরবী ছন্দশাস্ত্র সেই সূত্রে 'আরূদ' নামে পরিচিত।

আশ্চর্যের বিষয়, 'আরবী ছন্দশাস্ত্রে 'আরব ভাষাবিদগণের রচিত বই-পুস্তকের সংখ্যা অনেক কম। যাহাও আছে তাহাও অত্যন্ত নিম্নমানের, বিশেষ করিয়া যখন দেখা যায়, মুসলিম পণ্ডিতগণ ব্যাকরণ ও অভিধান শাস্ত্রে বহু সংখ্যক অমর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'ইলমু'ল-'আরূদ'-এর প্রতিষ্ঠাতা খালীল ইবন আহ'মাদ রচিত কিতাবু'ল-'আরূদ' (كتاب العروض) বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনুরূপভাবে এই শাস্ত্রে লিখিত প্রাথমিক যুগের অন্যান্য মনীষীর গ্রন্থাবলীও আজকাল পাওয়া যায় না। ব্যাপক অর্থে 'ইলমু'ল-'আরূদ' সম্পর্কে যে সব প্রাচীনতম পুস্তিকা আমরা পাই, তাহা হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত হয় [যেমন আল-আখফাশ রচিত আল-ক'াওয়াফী]। সাহিত্যের কতিপয় বড় বড় গ্রন্থে ছন্দশাস্ত্রের উপর স্বতন্ত্র অধ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধরনের গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইবন 'আবদ রব্বিহী (মৃ. ৩২৮/৯৪০)-র আল-'ইক'দু'ল-ফারীদ [সং কায়রো ১৩০৫ হি., ৩খ., ১৪৬]। 'আরবী ছন্দশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনাকারী 'আরব ভাষাবিজ্ঞানীদের যাহাদের ছন্দশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলী পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে, একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল (যাহারা অন্যের লেখা গ্রন্থের ভাষ্যস্বরূপ স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এই তালিকায় তাহাদের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে)। গ্রন্থকারদের নাম হিজরী সন অনুযায়ী শতাব্দীর ক্রমানুসারে সাজান হইয়াছে এবং কেবল প্রসিদ্ধ রচনাবলীরই বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

চতুর্থ শতক ঃ ইবন কায়সান, তালকীবু'ল-ক'াওয়াফী ওয়া তালকীবু হ'ারাকাতিহা (Brockelmeann, ১খ., ১১০), সম্পা. W. Wright, Opuscula arabica (1859 খৃ.), পৃ. ৪৭-৭৪; আস-সাহি'ব ইবন 'আব্বাদ আত'-তালিক'ানী, আল-ইক'না' ফি'ল-'আরূদ' (পরিশিষ্ট, ১খ., ১৯৯); ইবন জিন্নী, কিতাবু'ল-'আরূদ' (১খ., ১২৬; পরিশিষ্ট ১, ১৯২)।

পঞ্চম শতক ঃ আর-রাবা'ঈ (পরিশিষ্ট ১, ৪৯১); আল-কুনয়ুরী (১খ., ২৮৬); আত-তিবরীযী, আল-কাফী ও আল-ওয়াফী (১খ., ২৭৯; পরিশিষ্ট ১, ৪৯২)।

ষষ্ঠ শতক ঃ আয-যামাখশারী, আল-ক'ুসত'াস ফি'ল-'আরূদ' (১খ., ২৯১; পরিশিষ্ট ১খ., ৫১১); ইবনু'ল-ক'াত'তা', আল-'আরূদু'ল-বালি', ১খ., ৩০৮; পরিশিষ্ট, ১খ., ৫৪০); ইবনু'দ-দাহহান, আল-ফুসূ'ল ফি'ল-ক'াওয়াফী (১খ., ২৮১); নাশওয়ান আল-হি'ময়ারী, কিতাব ফি'ল-ক'াওয়াফী (১খ., ৩০১); ইবনু'স-সিক'কিত', ইখ্তিসারু'ল-'আরূদ (১খ., ২৮২; পরিশিষ্ট ১খ., ৪৯৫)।

সপ্তম শতক ঃ আবু'ল-জায়শ আল-আন্দালুসী, 'আরূদু'ল-আন্দালুসী, প্রথম মুদ্রণ, ইস্তাম্বুল ১২৬১ হি.; বহুল ভাষ্যকৃত (১খ., ৩১০; পরিশিষ্ট ১, ৫৪৪); আল-খাযরাজী, আল-ক'াসীদাতু'ল-খাযরাজিয়া, সম্পা. R. Basset: Le Khazradjiyah, Traite de metrique arabe, আলজিরিয়া ১৯০২ খৃ.; "মাজমূ'উ'ল-মুতনি'ল-কাবীর"-এর সকল সংস্করণে ইহার মূল পাঠ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং এই গ্রন্থখানা বহুল ভাষ্যকৃত (১খ., ৩১২; পরিশিষ্ট ১খ., ৫৪৫); ইবনু'ল-হ'াজিব, আল-মাক'স'াদু'ল-জালীল ফী 'ইলমি'ল-খালীল, সম্পা. Freytag Dar stellung der arab. Verskunst ১৮৩০ খৃ., পৃ. ৩৩৪ প.; বহুল ভাষ্যকৃত (১খ., ৩০৫ ; পরিশিষ্ট ১খ., ৫৩৭); আল-মাহ'াল্লী, (১) আশ-শিফা'; (২) উরজুযা ফি'ল-'আরূদ' (১খ., ৩০৭; পরিশিষ্ট ১খ., ৫৩৯); ইবন মালিক, আল-'আরূদ' (১খ., ৩০০)।

অষ্টম শতক ঃ আল-কালাবি'সী (২খ., ২৫৯); আস-সাব'ী, আল-ক'াসীদাতু'ল-হু'সনা (২খ., ২৩৯; পরিশিষ্ট ২খ., ২৫৮)।

নবম শতক ঃ আদ-দামামীনী (২খ., ২৬); আল-কি'না'ঈ, আর-কাফী ফী ইলমায়ি'ল-'আরূদ' ওয়া'ল-ক'াওয়াফী, ১ম মুদ্রণ, কায়রো ১২৭৩ হি., 'মাজমূ'-তে উদ্ধৃত, বহুল ভাষ্যকৃত (২খ., ২৭; পরিশিষ্ট ২খ., ২২); আশ-শিরওয়ানী (২খ., ১৯৪)

একাদশ শতক ঃ আল - ইসফারাইনী (২খ., ৩৮০; পরিশিষ্ট ২খ., ৫১৩)।

দ্বাদশ শতক ঃ আস-সাববান, মানজূমা (আশ-শাফিয়াতু'ল-কাফিয়া) ফী 'ইলমি'ল-'আরূদ', কায়রোয় বহুবার মুদ্রিত এবং মাজমূ'-এর সকল সংস্করণে উদ্ধৃত (২খ, ২৮৮; পরিশিষ্ট ২খ, ৩৯৯)।

যেমনভাবে প্রাচীন ভারতীয়গণ ও গ্রীকগণ নিজেরাই নিজেদের কবিতার ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছিল, তেমনভাবে প্রাচীন 'আরবগণও নিজেরাই উহা প্রবর্তন করিয়াছিল। ইসলামের এক শত বৎসর পূর্বে প্রাচীন 'আরবী কবিতা পরিচিত ছন্দে লিখিত ও আবৃত্তি করা হইত। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতেও কবিতার ছন্দে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। ক'াসীদা (দ্র.) নামে পরিচিত প্রাচীন 'আরবী কবিতাগুলি গঠনের দিক দিয়া সংক্ষেপ ও সরল। সাধারণত একটি ক'াসীদায় একই ক'াফিয়া বা অন্ত্যমিলবিশিষ্ট পঞ্চাশ হইতে এক শত বায়ত থাকে (বিরল ক্ষেত্রে শতাধিক বায়ত সম্বলিত হয়)। প্রাচীন 'আরবী কবিতায় প্রতিটি বায়ত (ব.ব. আবয়াত) সুস্পষ্ট দুইটি মিস'রা' (ব. ব. মাস'ারী') অর্থাৎ অর্ধাংশ লইয়া গঠিত। প্রথম মিস'রা'কে আস'-স'াদর ও দ্বিতীয় মিস'রা'কে আল-'আজুয বলে। হিজরী প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত বায়তের বিভক্তি কেবল এই দুই প্রধান অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। খালীল ইবন আহ'মাদ আল-ফারাহীদী প্রথম ব্যক্তি যিনি 'আরবী কবিতার অন্তর্নিহিত

ছান্দসিক গঠন আবিষ্কার করেন। তিনি কবিতার বিভিন্ন ছন্দ চিহ্নিত ও উহাদের পার্থক্য নির্ণয় করিয়া ছন্দগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখেন। তাঁহার দেয়া নামেই এই সব ছন্দ আজও পরিচিত। 'আরবী ছন্দশাস্ত্রের এইসব শ্রবণভিত্তিক খুঁটিনাটি ভাগে ভাগে সাজাইয়া লিখিতভাবে পেশ করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য কাজ ছিল।

সকল ভাষার গদ্যে শব্দ চয়ন ও শব্দ বিন্যাস করিবার দুইটি সাধারণ ভিত্তি রহিয়াছে। প্রথমত, ব্যাকরণের প্রচলিত নীতিমালা ও দ্বিতীয়ত, যতদূর সম্ভব লেখক বা বক্তার মনের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার অভিলাষ। কবিতায়ও যেইখানে ছন্দের ভূমিকাই প্রধান শব্দ চয়ন ও শব্দ বিন্যাস খুব বেশি নিয়ন্ত্রণমুক্ত নহে। কবিতার ছন্দ নিম্নলিখিত উপাদান হইতে সৃষ্টি হয়ঃ (১) পংক্তির মধ্যে সিলেবলসমূহের (Syllables) নির্দিষ্ট নিয়মানুক্রম ও (২) শ্বাসাঘাতের (accent) নিয়মিত পৌনঃপুণিকতা। গদ্যের সিলেবলের ন্যায় কবিতার ছন্দ ও সংশ্লিষ্ট ভাষার ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের সহিত পুরাপুরিভাবে সম্পৃক্ত। ইহার সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি সিলেবলের বিস্তৃতি ও সেই শ্বাসাঘাতসমূহের সহিত যাহাদের সাহায্যে সিলেবলসমূহ উচ্চারিত হয়। প্রতিটি ভাষায় সিলেবলসমূহের এক পরিমাপযোগ্য বিস্তৃতি (Length) থাকে। কিন্তু কোন কোন ভাষায় (যেমন জার্মান ভাষাগোষ্ঠী) সিলেবলসমূহের বিস্তৃতি নির্দিষ্ট নহে। অবশ্য ঐসব ভাষায় কতিপয় নির্ধারিত সিলেবল আছে যেইগুলি সর্বদাই দীর্ঘ হয়। আবার এমনও কতগুলি আছে, যেইগুলি সর্বদা হ্রস্ব হইয়া থাকে। তবে অনেক সিলেবল এমনও আছে যাহাদের পরিমাণ নির্দিষ্ট নহে। পক্ষান্তরে এমন কিছু ভাষাও আছে (যেমন প্রাচীন গ্রীক), যাহাতে প্রতিটি সিলেবলের পরিমাণ চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট থাকে। এই সব ভাষায় গদ্যেও দীর্ঘ ও হ্রস্ব সিলেবলের পার্থক্য কড়াকড়িভাবে নিরূপণ করা হয়। এই দুইয়ের দৈর্ঘ্যের অনুপাত মোটামুটিভাবে ২ঃ১। শ্বাসাঘাতের উপাদান (element of Stress) সম্পর্কিত অবস্থাও একই রকম। অথচ প্রতিটি ভাষায় কোন কোন শব্দে এমনও সিলেবল থাকে, যাহাকে কোন না কোনভাবে অন্য সিলেবলসমূহের তুলনায় অধিক টানিয়া উচ্চারণ করা হয়; তবুও ঐ শ্বাসাঘাতের শক্তি বিভিন্ন ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন, প্রাচীন গ্রীক ভাষায় সুরেলা স্বর (Musical pitch) ব্যবহার করা হয় যাহার কারণে সিলেবলসমূহের পার্থক্য এক উচ্চতর স্বরভঙ্গির (tone) মাধ্যমে হইয়া থাকে। কিন্তু জার্মান ভাষাগোষ্ঠীতে সিলেবলের পার্থক্য শ্বাস বাহির করিবার সময় সৃষ্ট শ্বাসাঘাত দ্বারা করা হয় যাহার ফলে এই সিলেবলসমূহ তুলনামূলকভাবে বেশি জোরদার হয়। সিলেবলসমূহের এই সব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রতিটি ভাষায় কবিতার ছন্দোবদ্ধ কাঠামো তৈরি করিতে হয়। যদি সিলেবলের পরিমাণ একেবারে নির্দিষ্ট হয়, তবে যেইসব দীর্ঘ ও হ্রস্ব সিলেবল দ্বারা বাহ'র (metre)-সমূহের পদ (foot- جزء) গঠিত হয় উহাদের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বায়তের ছন্দ সৃষ্টি হয় এবং 'বাহ'র'-এর ঐ পদগুলির দৈর্ঘ্য সব সময় সমান হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে কবিতাকে 'মাত্রিক' (quantitative) বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি অনির্ধারিত পরিমাণের শ্বাসাঘাতই একমাত্র বৈশিষ্ট্য হয়, যদ্দারা নির্দিষ্ট সিলেবলসমূহকে উহার পার্শ্ববর্তী সিলেবল হইতে পৃথক করা হয়, তাহা হইলে 'বায়ত'-এর ছন্দ ও উহার 'বাহ'র'-এর কাঠামো উভয়ই শ্বাসাঘাতযুক্ত ও শ্বাসাঘাতবিহীন সিলেবলসমূহের পারস্পরিক পৌনঃপুনিকতার ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গঠিত হইবে। এইরূপ কবিতাকে আমরা শ্বাসাঘাতমূলক (accentual) বলি।

পবিত্র কু'রআনের গদ্য ও প্রাচীন কবিদের কবিতার মাধ্যমে জানা যায়, 'আরবী ভাষায় সিলেবলের পরিমাণ সুনির্ধারিত ছিল। কতিপয় ব্যাকরণ-বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ইহা ধরিয়া লওয়া যায়, 'আরবী ভাষায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ জনিত শ্বাসাঘাতও বিদ্যমান ছিল, যদিও উহা খুবই বিরলভাবে পরিলক্ষিত হইত। অতএব বাহ্যত ধরিয়া লওয়া যায়, 'আরবী কবিতায় (যেমন প্রাচীন গ্রীক কবিতায়ও) মাত্রিক ছন্দেই ছন্দের প্রকাশ ঘটিয়া থাকে, তথাপি সেই যুগে এই বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া গ্রীক ছন্দশাস্ত্রজ্ঞের তুলনায় কোন 'আরব ভাষাতাত্ত্বিকের জন্য অধিকতর কষ্টকর বিষয় ছিল। গ্রীক ছন্দশাস্ত্রবিদগণ 'সিলেবল' পরিভাষাটি গ্রহণ করিয়াছেন এবং দীর্ঘ ও হ্রস্ব সিলেবলসমূহের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা 'বায়ত'-এর ব্যাপ্তি পরিমাপ করিতে হ্রস্ব সিলেবলসমূহ মনোনীত করিয়াছেন। গ্রীকগণ একটি সাংকেতিক চিহ্নও আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যদ্দারা সেই মাত্রা ধরা যাইত যাহার সাহায্যে প্রতিটি শব্দের একটি সিলেবল পৃথক করা যাইত। পক্ষান্তরে 'আরব ভাষাতাত্ত্বিকগণের সিলেবল সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। হ্রস্ব সিলেবলের প্রয়োগ তো দূরের কথা, স্বয়ং আল-খালীলও সিলেবল ও শ্বাসাঘাত বলিতে কিছুই জানিতেন না। তবুও আমরা যাহাকে সিলেবল ও শ্বাসঘাত বলিয়া থাকি তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় তাহা উপলব্ধি করিতে পারিত। কেননা তাহার চিত্রাবলী সঙ্কেতসমূহ, যেইগুলি আমরা অত্যন্ত কষ্ট করিলে বুঝিতে পারি, প্রাচীন 'আরবী কবিতার ছন্দ সম্পর্কে আমাদেরকে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেয়।

প্রথম প্রথম আল-খালীল 'আরবী লিপি বৈশিষ্ট্যকে চমৎকারভাবে কাজে লাগাইয়াছেন, যাহাতে প্রতিটি শব্দের বাহ্যিক আকৃতি দেখিয়াই উহার সিলেবলসমূহ বুঝা যায়। একটি মুতাহ'াররিক (স্বরধ্বনিবিশিষ্ট) বর্ণ (যেমন ق، ب) আমরা যাহাকে হ্রস্ব সিলেবল বলি তাহার সমার্থক এবং একটি মুতহ'াররিক বর্ণের সহিত আর একটি সাকিন (স্বরধ্বনিবিহীন) বর্ণ (যেমন قد، لو، فى) দীর্ঘ সিলেবলের সমার্থক (দ্র. পরিশিষ্ট ১ক)। মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট বানান রহিয়াছে যেইগুলি এই নিয়মের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে (উদাহরণস্বরূপ–ابن، بن–ب، ول–وال، أحر–آخر، قتتل–قتل، ذالك–ذلك)। 'আরবী লিপির এই বৈশিষ্ট্যের কারণে আল-খালীল 'আরবী ছন্দসমূহ আলোচনার ক্ষেত্রে কবিতার বাহ্যিক আকৃতিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হরফসমূহের পরিবর্তনশীল আকৃতিকে এড়াইবার জন্য সঙ্কেত চিহ্ন, যেমন সাকিন বর্ণের জন্য '।' চিহ্ন এবং মুতাহ'াররিক হ'ারফের জন্য '৹' চিহ্ন প্রবর্তন করা হইয়াছিল (উদাহরণস্বরূপ قفا نبك-০/০/০০)।

আল-হ'ারীরী ও ইবন খাল্লিকান উভয়ে বর্ণনা করেন, আল-খালীল বসরার বাজারে তামার হাঁড়ি-পাতিল বানাইবার দোকানে হাতুড়ির টুংটাং শব্দের বিভিন্ন তাল লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেইখান হইতেই তিনি একটি ছন্দবিদ্যা উদ্ভাবনের তথা প্রাচীন কবিতার মধ্যস্থিত ছন্দ নির্দেশ করিবার চিন্তা করিয়াছিলেন। এই বর্ণনায় জাহি'জের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেনঃ আল-খালীলই প্রথম ব্যক্তি যিনি বিভিন্ন ছন্দের পার্থক্য নির্ণয় করেন, তিনিই প্রথম শুধু শুনিয়া শুনিয়াই প্রাচীন কবিতার মধ্যস্থিত ছন্দোবদ্ধ পদগুলির তারতম্য চিহ্নিত করেন এবং তিনিই প্রথম ছন্দের বিশ্লেষণ করিয়া উহাকে ছন্দশাস্ত্রের বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত করেন। পরবর্তী 'আরবী ছন্দশাস্ত্রবিদগণ আল-খালীলের আবিষ্কৃত সূত্রের সহিত কিছু কিছু সংযোজন করিলেও এই সব সংযোজন তাহার মৌলিক ধারণার কোন পরিবর্তন করে

নাই, এমনকি 'আরবী কবিতার ষোলটি বাহ্'র (ছন্দ বা Metre) আজও সেই বিন্যাস পদ্ধতিতে সাজান হইয়া থাকে, যেইভাবে আল-খালীল সেইগুলিকে সাজাইয়াছিলেন। তাহার কারণ, কেবল ঐ বিন্যাস পদ্ধতিতেই এই বাহ্'রগুলিকে এক সঙ্গে পাঁচটি ছন্দবৃত্তে (দাওয়াইর, دوائر, এ.ব. দাইরা, دائرة) দেখান সম্ভব।

তাঁহার মতে ভিন্ন ভিন্ন মাপে গঠিত আটটি বিশেষ পদ দ্বারা নির্ধারিত নিয়মে বাহ্'রগুলি গঠিত হয়। 'ইলমু'ল-'আরূদ'-এর পরিভাষায় এই পদগুলিকে জুয' (جزء ব. ব. أجزاء) বলে। এই আটটি জুয' প্রতিটি আল-খালীল 'আরব ব্যাকরণশাস্ত্রবিদগণের অনুকরণে ف-ع-ل ধাতু দ্বারা গঠিত একটি স্মারণিক (memoric) শব্দের আকারে পেশ করেন। এই শব্দগুলির মধ্যে দুইটিতে فاعل ও فعولن পাঁচটি করিয়া এবং ছয়টিতে (مستفعلن، مفاعلتن، مفعولات، متفاعلن مفاعيلن ও فاعلاتن) সাতটি করিয়া বর্ণ রহিয়াছে। নিম্নবর্ণিত পাঁচটি বৃত্তে আটটি জুয' দ্বারা ষোলটি বাহ্র গঠন করিবার নিয়ম দেখান হইল। বুঝিবার সুবিধার্থে বৃত্তগুলি খুলিয়া সরল রেখায় সাজান হইল এবং ষোলটি বাহ্'র-এর প্রতিটি নামের পার্শ্বে উহার পদবিন্যাস দেখান হইল ঃ

১ম বৃত্ত

(১) তাবীল ঃ ফা'উলুন মাফা'ঈলুন ফা'উলুন মাফা'ঈলুন (দুইবার)

(مفاعيلن) (فعولن) (مفاعيلن) (فعولن) (طويل)

(২) বাসীত ঃ মুসতাফ'ইলুন ফা'ইলুন মুসতাফ'ইলুন ফা'ইলুন (দুইবার)

(فاعلن) (مستقعلن) (فاعلن) (مستفعلن) (بسيط)

(৩) মাদীদ : ফা'ইলাতুন ফা'ইলুন ফা'ইলাতুন ফা'ইলুন (দুইবার)

(فاعلن) (فاعلاتن) (فاعلن) (فاعلاتن) (مديد)

২য় বৃত্ত

(৪) ওয়াফির ঃ মুফা'আলাতুন মুফা'আলাতুন মুফা'আলাতুন (দুইবার)

(مفاعلتن) (مفاعلتن) (مفاعلتن) (وافر)

(৫) কামিল ঃ মুতাফা'ইলুন মুতাফা'ইলুন মুতাফা'ইলন (দুইবার)

(متفاعلن) (متفاعلن) (متفاعلن) (كامل)

৩য় বৃত্ত

(৬) হাযাজ ঃ মাফা'ইলুন মাফা'ঈলুন মাফা'ঈলুন (দুইবার)

(مفاعيلن) (مفاعيلن) (مفاعيلن) (هزج)

(৭) রাজায ঃ মুসতাফ'ইলুন মুসতাফ'ইলুন মুসতাফ'ইলুন (দুইবার)

(مستفعلن) (مستفعلن) (مستفعلن) (رجز)

(৮) রামাল ঃ ফা'ইলাতুন ফা'ইলাতুন ফা'ইলাতুন (দুইবার)

(فاعلاتن) (فاعلاتن) (فاعلاتن) (رمل)

৪র্থ বৃত্ত

(৯) সারী' ঃ মুসতাফ'ইলুন মুসতাফ'ইলুন মাফ'উলাতুন (দুইবার)

(مفعولات) (مستفعلن) (مستفعلن) (سريع)

(১০) মুনসারিহ্ ঃ মুসতাফ'ইলুন মাফ'উলাতুন মুসতাফ'ইলুন (দুইবার)

(مستفعلن) (مفعولات) (مستفعلن) (منسرح)

(১১) খাফীফ ঃ ফা'ইলাতুন মুসতাফ'ইলুন ফা'ইলাতুন (দুইবার)

(فاعلاتن) (مستفعلن) (فاعلاتن) (خفيف)

(১২) মুদারি' ঃ মাফা'ঈলুন ফা'ইলাতুন মাফা'ঈলুন (দুইবার)

(مفاعيلن) (فاعلاتن) (مفاعيلن) (مضارع)

(১৩) মুক'তাদাব ঃ মাফ'উলাতুন মুসতাফ'ইলুন মুসতাফ'ইলুন (দুইবার)

(مستفعلن) (مستفعلن) (مفعولات) (مقتضب)

(১৪) মুজতাছ্ছ ঃ মুসতাফ'ইলুন ফা'ইলাতুন ফা'ইলাতুন (দুইবার)

(فاعلاتن) (فاعلاتن) (مستفعلن) (مجتث)

৫ম বৃত্ত

(১৫) মুতাকারিব ঃ ফা'উলুন ফা'উলুন ফা'উলুন ফা'উলুন (দুইবার)

(فعولن) (فعولن) (فعولن) (فعولن) (متقارب)

(১৬) মুতাদারিক ঃ ফা'ইলুন ফা'ইলুন ফা'ইলুন ফা'ইলুন (দুইবার)

(فاعلن) (فاعلن) (فاعلن) (فاعلن) (متدارك)

এই পঞ্চ-বৃত্তের ক্রম এক গাণিতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহারা ছন্দগুলির স্মারণিক শব্দের বর্ণের সংখ্যাক্রমে বিন্যস্ত। প্রথম বৃত্তে রহিয়াছে তাবীল, বাসীত ও মাদীদ, এই তিনটি বাহ্'র যাহাদের 'বায়ত'-এর প্রতিটি 'মিস'রা'তে বর্ণের সংখ্যা চব্বিশ। শেষ বৃত্তে রহিয়াছে মুতাকারিব ও মুতাদারিক যাহাদের 'বায়ত'-এর প্রতিটি মিস'রা'র বর্ণের সংখ্যা বিশ। অন্যান্য বাহ্'রগুলি যাহাদের প্রতিটি মিসরায় একুশটি করিয়া বর্ণ থাকে, মধ্যবর্তী তিনটি বৃত্তে বিভক্ত। বৃত্তসমূহে অন্তর্ভুক্ত বাহ্'রগুলির এই বিন্যাসও এক আনুষ্ঠানিক বিন্যাস। একটি বাহ্'রের জুয'গুলি প্রথমত একটি বৃত্তের বৃত্তরেখার চতুর্দিক লেখা হয়। এইভাবে 'হাযাজ' বাহ্'রের তিনটি জুয' মাফা'ঈলুন (مفاعيلن), মাফা'ঈলুন (مفاعيلن), মাফা'ইলুন (مفاعيلن) ৩য় বৃত্তের বৃত্তরেখার চতুর্দিকে লিখিত রহিয়াছে। কেহ যদি একই বৃত্ত ভিন্ন স্থান হইতে শুরু করিয়া পড়িতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সে অন্য বাহ্'রের স্মারণিক শব্দসমূহ অনায়াসে লাভ করিবে। উদাহরণস্বরূপ কেহ ৩য় বৃত্তে মাফা (مفا) [যেমন হাযাজ বাহ্'র-এ] হইতে শুরু করিল না, বরং শুরু করিল 'মাফা'ঈলুন'-এর 'ঈ' (عي) হইত, তখন সে 'রাজায' বাহ্'রের ছক পাইয়া যাইবে। আবার কেহ যদি আরও অগ্রসর হইয়া 'লুন'(لن) হইতে পড়া শুরু করে, তাহা হইলে সে 'রামাল' বাহ্'রের ছক লাভ করিবে। বৃত্তের জুয'সমূহকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা এবং ইহার ফলে বিভিন্ন বাহ্'রের ছকসমূহ পর্যন্ত পৌছান শুধু এই কারণে সম্ভব যে,

আল-খালীল তাঁহার বৃত্তগুলিকে ইচ্ছা করিয়াই এমনভাবে গঠন করিয়াছেন যে, যেই সব স্মারণিক শব্দ প্রত্যেক বৃত্তে একত্র করা হয় সেইগুলি শুধু একই রকম হরফের মোট সংখ্যাই পেশ করে না, বরং উহারা মুতহ'াররিক ও সাকিন হরফ সংখ্যার দিক দিয়াও একটি অন্যটির অনুরূপ হইয়া থাকে, যদি উহাদেরকে একটি বিশেষ পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে লেখা হয়। বিষয়টি উপরে বর্ণিত পঞ্চবৃত্তের তালিকায় পরিষ্কারভাবে দেখা যাইতে পারে, যদি ইংরেজ বর্ণগুলিকে আরবী বর্ণে লেখা হয়। আর আমরা যদি মুতহ'াররিক ও সাকিন হরফের পরিবর্তে সেই সব সংকেত চিহ্ন ব্যবহার করি, যেইগুলি 'আরব ছন্দশাস্ত্রবিদগণ উহাদের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইলে বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। তখন ৩য় বৃত্তের চিত্রটি হইবে নিম্নরূপ ঃ

হাযাজ ঃ /0/0/00/0/0/00/0/0/00

রাজায ঃ /00/0/0/00/0/0/00/0/0

রামাল ঃ /0/00/0/0/00/0/0/00/0

অবশিষ্ট চারিটি বৃত্তের বাহ'রগুলিতেও এইরূপ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। পাঁচটি বৃত্তে বাহ'রগুলির নিয়মতান্ত্রিক বিন্যাস করার কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা আল - খালীল নিজে কিংবা তাঁহার পরবর্তী ছন্দশাস্ত্রবিদগণের কেহই আমাদেরকে জানান নাই। তবে ইহা নিশ্চিত, স্মারণিক শব্দসমূহের মধ্যে সাকিন ও মুতাহ'াররিক হরফসমূহের এই বাহ্যিক বিন্যাস কেবল এক বাহ'র হইতে আর এক বাহ'র গঠিত হইবার প্রক্রিয়া ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য নহে।

যেই আটটি জুয' ষোলটি 'বাহ'র'-এ বিভিন্ন বিন্যাসক্রমে বারবার ব্যবহৃত হয়, ইহারাই আবার ছন্দের উপাদানসমূহে বিভক্ত হইতে পারে। তবে ইউরোপীয় ছন্দশাস্ত্রবিদগণ যাহাকে ছন্দের উপাদান বলেন, আল-খালীলের মতে এই উপাদান কিছুটা ভিন্নতর অর্থাৎ ইহা ধ্বনির অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম একক নহে, বরং 'আরবী ভাষায় ব্যবহৃত ক্ষুদ্রতম স্বতন্ত্র শব্দ। এই অনুসারে তিনি দুই জোড়া ছন্দের উপাদান নির্ণয় করিয়াছেন। ইহা তিনি এইজন্য করিয়াছেন যে, সংশ্লিষ্ট চারটি শব্দের (প্রতিটি তাহার সাকিন ও মুতাহ'াররিক বর্ণসমূহের বিশেষ বিন্যাসসহ) কোনটি অন্য তিনটি দ্বারা গঠিত হইতে পারে না, অথচ চারটি শব্দের পারস্পরিক সংমিশ্রণে আটটি জুয' গঠন করা যায়। তিনি তাঁবুর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের নামানুসারে এই দুই জোড়া উপাদানের নামকরণ করেন এবং উভয়ের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য নির্দেশ করেন ঃ

(ক) দুইটি 'সাবাব' (سبب ব, ব. اسباب 'রজ্জু') = প্রতিটি দুইটি করিয়া হরফ দ্বারা গঠিত। যেমন ঃ

১। সাবাব খাফীফ (سبب خفيف) = দুইটি বর্ণ, প্রথমটি মুতাহ'াররিক এবং দ্বিতীয়টি সাকিন। যথা ঃ قد ;

২। সাবাব ছাকীল (سبب ثقيل) = দুইটি বর্ণ, উভয়টি মুতাহ'াররিক যথা--

(খ) দুইটি ওয়াতাদ (وتد ব. ব. اوتاد = খুঁটি), প্রত্যেকটি তিনটি করিয়া বর্ণ দ্বারা গঠিত। যেমন ঃ

১। ওয়াতাদ মাজমূ' (وتد مجموع) = তিনটি বর্ণ, প্রথম দুইটি মুতাহ'াররিক এবং তৃতীয়টি সাকিন। যথা ঃ

২। ওয়াতাদ মাফরূক (وتد مفروق) = তিনটি বর্ণ, প্রথম ও তৃতীয়টি মুতাহ'াররিক এবং দ্বিতীয়টি সাকিন। যথা ঃ وقت

এইভাবে আটটি জুয'-এর প্রতিটিকে উহার ছান্দিক অংশে বিভক্ত করা যায়; যেমন- مفا/ عيـ /لـن = মাফা'ঈলুন, ওয়াতাদ মাজমূ'+সাবাব খাফীফ অথবা متـ/فا/علن = মুতা-ফা-'ইলুন, সাবাব ছাকীল-সাবাব খাফীফ+ওয়াতাদ মাজমূ' ষোলটি 'বাহ'র'-এর প্রতিটিকে এইভাবে মাত্রায় ভাগ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ ওয়াফির'-মুফা'আলাতুন মুফা'আলাতুন মুফা'আলাতুন (مفاعلتن، مفاعلتن، مفاعلتن) =ওয়াতাদ মাজমূ'+সাবাব ছাকীল+সাবাব খাফীফ, ওয়াতাদ মাজমূ'+সাবাব ছাকীল+সাবাব খাফীফ, ওয়াতাদ মাজমূ'+সাবাব ছাকীল+সাবাব খাফীফ অথবা 'সারী'-মুসতাফ্'ইলুন, মুসতা'ফইলুন, মাফ'উলাতু (مفعولات، مستفعلن) সাবাব খাফীফ+সাবাব খাফীফ+ওয়াতাদ মাজমূ', সাবাব খাফীফ+সাবাব খাফীফ+ওয়াতাদ মাজমূ', সাবাব খাফীফ+সাবাব খাফীফ+ওয়াতাদ মাফরূক।

এইভাবে সকল বাহ'রকে উহাদের মৌলিক অংশসমূহে বিভক্ত করা যায়। অতএব আমরা বলিতে পারি, এই ছন্দপদ্ধতি পূর্ণাঙ্গ। তবুও একটি কথা থাকিয়া যায়, এই ষোলটি বাহ'র-এর ব্যবহার অনেক সময় ঠিক সেই আকারে দেখা যায় না, যে আকারে উহাদেরকে পঞ্চবৃত্তের মাঝে দেখান হইয়াছে, বরং প্রায় সব সময়ে উহাদের আসল আকার হইতে কিছু না কিছু এবং কোন কোন সময় অনেক বেশি ব্যতিক্রান্তরূপে পাওয়া যায়। অন্য কথায় বলিতে গেলে প্রাচীন 'আরবী কবিতায় 'মুতাহ'াররিক' ও 'সাকিন' বর্ণসমূহ বৃত্তনির্ধারিত বিন্যাস মুতাবিক পাওয়া যায় না। অতএব কবিরা যেইভাবে বাহ'রগুলি ব্যবহার করেন—উহাকে ছান্দিক আটটি অনুকরণীয় জুয'-এ বিভক্ত করা যায় না অথবা উহাদেরকে দুইটি ছান্দিক উপাদানেও বিভক্ত করা সম্ভব হয় না। কেননা মাত্রাবিভক্তি (তা'কতী)-এর ঐ পদ্ধতি বৃত্তসমূহের আদর্শ বাহ'রগুলিতে 'মুতাহ'াররিক' ও 'সাকিন' বর্ণসমূহের অনুক্রমের উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। বিষয়টি আমরা যেমন জানি, আল-খালীলও ইহা বেশ ভালভাবেই অবগত ছিলেন। আসলে তাঁহার বৃত্তগুলি হইল ছন্দের এক প্রকার 'উস্'ল' বা মৌলিক নিয়ম। আর বাহ'রগুলির যেইসব পরিবর্তিত রূপ কবিরা ব্যবহার করেন সেইগুলি মৌলিক নীতির কিছুটা ব্যতিক্রম রূপ বা 'ফুরূ'। ফলে ছন্দসমূহের প্রকারভেদ দেখাইবার জন্য দুইটি ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা প্রচলিত আছে। বৃত্তে প্রদর্শিত ছন্দের আদর্শ রূপগুলিকে বুহূ'র (এ. ব. বাহ'র=সাগর) ও উহাদের ব্যতিক্রান্ত রূপসমূহকে, যেইগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন 'আরবী কবিতায় ব্যবহৃত হইয়াছে, আওযানু'শ-শি'র (Metres) বলা হয়।

ক্ষুদ্রতম পরিবর্তন হইল 'বাহ্'র' (ছন্দ)-এর সংক্ষিপ্তকরণ। ইহা সহজেই ধরা পড়ে। কারণ সেই ক্ষেত্রে 'বাহ'র'-এর সব কয়টি জুয' বিদ্যমান থাকে না। সংক্ষেপণের পরিমাণ অনুসারে এই পরিবর্তন তিন রকম হইতে পারে। বায়তটি হয় ঃ

(ক) মাজযূ', যখন প্রতিটি মিস'রা' হইতে একটি করিয়া জুয' বিলুপ্ত থাকে (উদাহরণস্বরূপ হাযাজ, কামিল কিংবা রাজায বাহরে যদি জুয'-এর পৌনঃপুনিকতা তিনবারের স্থলে দুইবার করিয়া ঘটে) অথবা

(খ) মাশতূ'র যখন একটি পূর্ণ অর্ধাংশ (شطر) বিলুপ্ত থাকে (উদাহরণস্বরূপ রাজায বাহ'রকে যখন কেবল একটি শ্লোকার্ধে পরিণত করা হয়) কিংবা

(গ) মানহূক, যেসব ক্ষেত্রে বায়তকে দুর্বলতম করিয়া রাখা হয় অর্থাৎ যখন (যেমন—মুনসারিহ'তে) ছন্দের একটি শ্লোককে এক-তৃতীয়াংশে সংকুচিত করা হয়।

উপরে বর্ণিত ব্যতিক্রমগুলি কেবল বাহ্'রের বাহ্যিক আকৃতির সহিত সম্পৃক্ত ছন্দগত গঠনের সহিত নহে, যাহা কেবল মুতাহ'াররিক ও সাকিন হরফসমূহের অনুক্রমে প্রকাশ পায়।

প্রাচীন 'আরবী কবিতায় এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় যাহাতে মুতাহ'াররিক ও সাকিন হরফের অনুক্রম বৃত্তে নির্দেশিত অনুক্রমের ব্যতিক্রম। ঐগুলির বৈধতার জন্য কতিপয় বিশেষ নিয়ম গঠন করা হইয়াছে। এই নিয়মাবলী বৃত্তসমূহের একটি অপরিহার্য পরিশিষ্টরূপে পরিগণিত। এই নিয়মাবলী না থাকিলে এই সব পরিবর্তন একেবারে বিধিবহির্ভূত মনে হইত। ফলে উস্'ল (মূলনীতি)-রূপে বিবেচিত ঐ বৃত্তসমূহ তাহাদের গুরুত্ব হারাইয়া ফেলিত। 'আরবী ছন্দশাস্ত্রের প্রথমাংশ (যাহাতে পঞ্চবৃত্ত ও ষোলটি বাহ'রের বিবরণ রহিয়াছে) অত্যন্ত চমৎকার ও নিয়মতান্ত্রিক হইলেও উহার দ্বিতীয় অংশের জটিল বিষয়াদি অনেকাংশে বিভ্রান্তিকর মনে হয়। তবে এই জটিলতা অনেকটা প্রকৃতিগত। 'সিলেবল' পরিভাষাটি আল-খালীল কিংবা তাহার পরবর্তী ছন্দশাস্ত্রবিদগণ ব্যবহার করেন নাই। অতএব আমরা কোন সাধারণ নিয়মাবলী আশা করিতে পারি না (যেমন দীর্ঘ সিলেবলকে হ্রস্ব সিলেবলকে বিলুপ্ত করা ইত্যাদি সম্পর্কে)। আসলে প্রতিটি স্বতন্ত্র ব্যাপারে ছন্দশাস্ত্রবিদগণকে উল্লেখ করিতে হইয়াছে, প্রাচীন কবিতায় মুতাহ'াররিক ও সাকিন হরফসমূহ বৃত্তে উল্লেখিত বিন্যাস পদ্ধতির তুলনায় কম-বেশি কিনা; কম-বেশি হইলে তাহা কি পরিমাণে? ইহা তাহাদেরকে প্রতিটি বাহ'রে ও বায়তের উভয় মিস'রা-এর প্রতি পদে (foot) করিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া পৃথক পৃথকভাবে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার উদ্দেশে ঐসব বিভিন্ন পরিবর্তনের জন্য তাহাদেরকে পৃথক পৃথক পরিভাষা আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। এই বিভ্রান্তিকর তালিকা হইতে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও শৃংখলা সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাহার কারণ সৌভাগ্যক্রমে পরিবর্তনগুলি কেবল দুই ধরনের, যাহাদের ক্রিয়া বিভিন্ন এবং যাহারা ছত্রের বিভিন্ন অংশে পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম মিস'রা-র শেষ পদ আল-'আরূদ'-এ (العروض) ব. ব. (الاعاريض) ও দ্বিতীয় মিস'রার পদ আদ'-দারব-এ (الضرب। ব. ব. الضروب।) অর্থাৎ বায়তের উভয় মিস'রা'র শেষ পদে পরিবর্তনগুলি সাধারণত পরিলক্ষিত হয়। এই দুই পরিবর্তনীয় অংশের নির্দিষ্ট পারিভাষিক নাম রহিয়াছে। অন্যান্য অংশের জন্য বিভিন্ন পারিভাষিক নামে প্রচলিত আছে এবং সম্মিলিতভাবে সেইগুলিকে আল-হ'াশব' (الحشو। পুর) নামে আখ্যায়িত করা হয়। পরিবর্তনসমূহ 'যিহ'াফাত (زحافات) এ. ব. যিহ'াফ=(زحاف) ও 'ইলাল (علل, এ. ব. ইল্লা =علة) নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। 'যিহ'াফাত' বলিতে ছোটখাট ব্যতিক্রমকে বুঝায়, যাহারা কেবল বায়তের 'হ'াশব'' অংশে ঘটিয়া থাকে, যাহার সহিত বাহ'রের বিশিষ্ট ছন্দ দৃঢ়ভাবে যুক্ত এবং উহাদের প্রভাবে দুর্বল 'সাবাব'-সিলেবলসমূহে পরিমাণগত ক্ষুদ্র পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। আকস্মিক পরিবর্তন হিসাবে যিহ'াফাত-এর কোন নির্দিষ্ট বা নিয়মিত স্থান নাই, ইহারা কেবল মাঝে মাঝে শ্লোকে ঘটিয়া থাকে। অপরপক্ষে 'ইলাল (রোগসমূহ, ত্রুটিসমূহ) বায়তের উভয় মিস'রা'র শেষ পদ ('আরূদ' ও দ'ারব)-এর পরিলক্ষিত হয় এবং সেইখানে অন্যান্য স্বাভাবিক পদের তুলনায় বড় রকমের পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে। উহারা শ্লোকের অন্ত্যমিলে এত দূর পর্যন্ত পরিবর্তন ঘটায় যে, অন্যান্য হ'াশব' অংশসমূহ হইতে উহাদের পার্থক্য সুনির্দিষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। 'ইলাল কখনও আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয় না, বরং নিয়মিতভাবে একই স্থানে একই আকারে কবিতার সকল বায়তে সংঘটিত হয়। দুই শ্রেণীর পরিবর্তনের মধ্যে আরও একটি পার্থক্য হইল, 'যিহ'াফাত' কেবল 'সাবাব' সিলেবলে উহার দ্বিতীয় বর্ণে সংঘটিত হয়, অথচ 'ইলাল উভয় মিস'রা'র শেষাংশের 'আওতাদ ও আসবাব-এ পরিবর্তন করে।

প্রতিটি বাহ'রের স্বাভাবিক পদগুলি (feet) মূল হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাহাতে যিহাফাত ও 'ইলালের নির্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রয়োগ করিয়া সেই পদগুলির সন্ধান পাওয়া যায় যাহা প্রকৃতপক্ষে ক'াসীদাসমূহে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন করিয়া স্বাভাবিক পদগুলিকে তাহাদের আটটি স্মারণিক শব্দ (যথা ফা'উলুন, মাফা'ঈলুন ইত্যাদি)-এর মাধ্যমে দেখান হয়, যাহাদের সাহায্যে তাহাদের 'মুতাহ'াররিক' ও 'সাকিন' হরফগুলির নির্দিষ্ট বিন্যাস প্রকাশ পাইয়া থাকে, ঠিক তদ্রূপ কতিপয় স্মারণিক শব্দ যেই সব পদ প্রকাশ করিবার জন্যও রহিয়াছে যাহাতে যিহ'াফাত ও 'ইলালের কারণে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং উহাদের মাধ্যমে হরফগুলির পরিবর্তিত বিন্যাসও জানা যায়। যেমন মুসতাফ'ইলুন (مستفعلن)-এর 'সীন' বিলুপ্ত হইলে বাকি থাকে মুতাফ'ইলুন (متفعلن), এই নূতন রূপটি 'আরবীতে ভাষাগতভাবে গ্রহণীয় নয়। কিন্তু হরফগুলির ঐ বিন্যাসকেই (অর্থাৎ দীর্ঘ ও হ্রস্ব সিলেবলসমূহের ঐ বিন্যাসকে) এমন একটি শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়, যাহা ভাষাগতভাবে গ্রহণীয়। যেমন এই ক্ষেত্রে মাফা'ইলুন (مفاعلن) দ্বারা। উস্'ল বা মূল রূপসমূহ হইতে পৃথক করিবার জন্য পরিবর্তনগ্রস্ত এই রূপগুলিকে 'ফুরূ' বা শাখারূপসমূহ বলা হইয়া থাকে। নিম্নে বর্ণিত উদাহরণসমূহে শাখারূপগুলি যদি উহার মূল রূপ হইতে ভিন্নতর হয়, বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হইবে। এখানে যিহ'াফাত ও 'ইলালের বিস্তারিত তালিকা পেশ করিবার অবকাশ নাই (বিশদ আলোচনার জন্য 'ইলমুল'- 'আরূদ সম্পর্কে স্বতন্ত্র 'আরবী বই দেখুন) তবুও তৃতীয় বিবরণ উপস্থাপনার জন্য এবং 'আরবী ছন্দশাস্ত্রের এই বিশেষ অংশটি যে কতখানি স্বাতন্ত্র্যসূচক ও জটিল তাহা দেখাইবার উদ্দেশে কতিপয় নমুনা পেশ করা যাইতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, কোন বায়তে যখন 'সাবাব' তাহার আসল রূপে থাকে না এবং উহার দ্বিতীয় বর্ণে কোন পরিবর্তন ঘটে তখনই যিহ'াফাত পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এইরূপ সকল ক্ষেত্রেই কেবল যিহ'াফ বলিয়া দেওয়া ঠিক নহে। কেননা ইহাতে সংশয়ের সৃষ্টি হইতে পারে। যিহ'াফ সঠিকভাবে বর্ণনা করিতে হইলে জুয'-এর কোন্ বর্ণটি পরিবর্তনগ্রস্ত এবং বর্ণটি কি মুতাহ'াররিক না সাকিন তাহা সঠিকভাবে বলিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ আট প্রকার যিহাফ মুফরাদকে দুইভাগে ভাগ করা যায় এই দৃষ্টিকোণ হইতে যে, 'সাবাব খাফীফ' পরিবর্তনগ্রস্ত হইল, না 'সাবাব ছ'াকীল'। ইহা সত্ত্বেও আট প্রকার যিহ'াফকে ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক নামেও অভিহিত করিতে হইবে। (১) কোন জুয'-এর দ্বিতীয় বর্ণ বিলুপ্ত হইলে তাহাকে খাবন (خبن) বলা হয়। যথা ঃ م{سـ}تفعلن-এর س [= مفاعلن] অথবা فـ{ا}علن -এর । [=فعلن]। চতুর্থ অক্ষর বিলুপ্ত হইলে তাহাকে ত'ায়য় (طى) বলা হয়। যথা- مستـ{ف}علن -এর ف [= مستعلن = مفتعلن]। পঞ্চম ব্যঞ্জনবর্ণ বিলুপ্ত হইলে তাহাকে ক'াবদ (قبض) বলা হয়। যথা فعولـ{ن} -এর 'ن' কিংবা مفاعـ{يـ}لن-এর ى সপ্তম বর্ণ বিলুপ্ত থাকিলে তাহাকে কাফফ (كف) বলা হয়। যথা فاعلاتـ{ن}-এর ن (২) 'সাবাব ছ'াকীল-এ দ্বিতীয় বর্ণের শুধু স্বরচিহ্ন (হ'ারাকাত) বিলুপ্ত হইলে তাহা ইদ'মার (اضمار) হইবে, যদি مـ{ت}فاعلن -এ ت-এর

ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরোধিতা সত্ত্বেও স্বাধীন চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গীকে উৎসাহিত করে। নগরকেন্দ্রিক আন্দোলনও (বিশেষ করিয়া শী'আবাদ) কবিতা রচনায় অনুপ্রেরণা যোগাইতে থাকে এবং ধর্মীয় ও নৈতিক কাব্য রচনার প্রাচীন ইরাকী ঐতিহ্য মু'তাযিলী বিশ্র ইবনুল-মু'তামির, আবুল-'আতাহিয়া ও অন্যগণ কর্তৃক পুনরুজ্জীবিত হয়। অপর দুইজন অপ্রধান কবিও নূতন সাহিত্যিক ধারার সৃষ্টি করেন। 'আব্বাস ইবনু'ল-আহ্‌নাফ (মৃ. আনু. ১৯২/৮০৭); ইনি বীরত্বব্যঞ্জক প্রেমকাহিনী ভিত্তিক ছোট ছোট দরবারী গাযাল সৃষ্টি করেন এবং আবান ইব্ন 'আবদিল-হ'ামীদ (মৃ. আনু. ২০০/৮১৫), যিনি সর্বপ্রথম রোমাঞ্চমূলক ও শিক্ষামূলক কবিতা রচনার জন্য সমিল রাজায ছন্দ (মুয্‌দাবিজ) ব্যবহার করেন। অতএব, সামগ্রিকভাবে এই শতকে 'আরবী কবিতা বিপুল পরিমাণে সৃষ্টি হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেইগুলির বৈশিষ্ট্য, সেই মৌলিকত্ব যতটা না সম্পূর্ণ নূতন ধারা সৃষ্টি করিয়াছে তদপেক্ষা বেশী ঐতিহ্যগত ধারার সহিত কুশলতার সঙ্গে নূতনের ধারা যুক্ত করিয়াছে —যেন তাহা এক সম্পূর্ণ নূতন সাহিত্য।

অথচ তাহা সত্ত্বেও দ্বিতীয় শতকের কবিতা, উদাহরণস্বরূপ না হইলেও, এই পূর্বাভাস বহন করে, খাঁটি কাব্যিক শিল্পের পতন শুরু হইয়াছে এবং 'আরবী কবিতাতে কৃত্রিমতা প্রবেশ করিয়াছে। হিজাযী গাযালের যেই সতেজ ভাব ও আন্তরিকতা ছিল —বুদ্ধির দীপ্তি, হাস্যরস ও জীবনবিমুখতার ভাবধারা তাহার স্থান পূরণ করিতে পারে নাই, আর বুদ্ধির অনুসরণের ফলে শব্দ ব্যবহারের উৎকর্ষ ও রূপকের মৌলিকত্ব সৃষ্টি হইলেও উহাতে আন্তরিকতা শূন্য ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, এই ছিল তথাকথিত বাদী (দ্র.)-এর উৎপত্তির ইতিহাস, শব্দালংকার প্রয়োগ ও বিরোধাভাস (تضاد)-এর সাযুজ্য দ্বারা ও 'আরবী শব্দতত্ত্বের নবতর ব্যবহার বৈচিত্র্য দ্বারা কবিতাকে সৌন্দর্যমণ্ডিতকরণ। এই নূতন শিল্পরীতির সর্বপ্রথম উদ্যোক্তা, যদিও অদ্যবধি অতিরিক্ত বা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হন নাই, ছিলেন অন্ধ কবি বাশ্‌শার ইব্‌ন বুর্‌দ (মৃ. ১৬৮/৭৮৪)। ইনি ইরানী বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং সর্বপ্রথম প্রধান অনারব 'আরবী কবি ছিলেন। ঐতিহ্যবাহী ক'াসীদাকে বাদী রীতি দ্বারা সম্প্রসারণের কৃতিত্ব দেওয়া হয় সাধারণত পরবর্তী পুরুষের জনৈক কবি মুসলিম ইব্‌নুল-ওয়ালীদকে, যাঁহাকে পরিণামে কিছু সমালোচকের উচ্চ প্রশংসা ও কিছু সমালোচকের নিন্দা যে, তিনিই প্রথম কবিতার সৌন্দর্যহানি ঘটাইয়াছেন, ভোগ করিতে হইয়াছিল। বিপরীতক্রমে তাঁহার সুবিখ্যাত সমসাময়িক আবূ নুওয়াস-এর (মৃ. আনু. ১৯৮/৮০৩) কবিতাতে এই সকল কাব্যকৌশলের অতি সামান্য চিহ্নমাত্রই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কবি প্রতিভা, স্বতঃস্ফূর্ততা, বিভিন্নমুখিতা ও ভাষার উপর দখলের বিচারে তাঁহার সমকক্ষ কবি সমগ্র 'আরবী সাহিত্যে কমই আছেন। বুদ্ধিদীপ্ত, উচ্ছল, নৈরাশ্যবাদী ও কিছুটা অশ্লীল এই কবি শরাবের প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনায় ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ব্যঙ্গ কবিতায় ও গাযালে অতি বীরত্বব্যক ও সরাসরি আবেদন সৃষ্টিকারী, প্রশস্তিমূলক কাব্য রচনায় বহুমুখী এবং বেদুঈন প্রথার শিকার কবিতা রচনাতে (তারদিয়্যাত) ছিলেন ভাষার যাদুকর; এই শেষোক্ত কাব্যরীতির তিনিই পুনর্জীবন দান করেন।

অপরদিকে, আবূ নুওয়াস এবং শতাব্দীর শেষার্ধের অন্যান্য কবি একটি নূতন ধারা বিকাশের উদাহরণ সৃষ্টি করেন যাহা সমগ্র 'আরবী কবিতাকে প্রভাবিত করে, যদিও সাধারণভাবে তাহা কবিতাকে খুব সুবিধাজনক পর্যায়ে লইয়া যায় নাই। এই সময় পর্যন্ত কবিগণ সকলেই কাব্য রচনার সকল কলাকৌশল শিখিতেন শুধু তাঁহাদের পূর্বসুরিগণের সাহচর্যের মাধ্যমে। বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক স্কুল, বিশেষ করিয়া বসরার স্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কবিগণ ভাষাতাত্ত্বিকগণের পদ্ধতিগত শিক্ষা ও সাহচর্য দ্বারা নিজেদের কাব্যিক প্রশিক্ষণকে পরিস্রুত করেন। এই সাহচর্যের সাধারণ ক্ষেত্রটির কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রক্রিয়া স্বয়ং কবিগণকেই প্রভাবিত করে (খাঁটি জনপ্রিয় কবিগণ ব্যতীত) এবং ফলে তাঁহাদের কাব্য সৃষ্টিতে কমবেশি ভাষাতাত্ত্বিক দিক গুরুত্ব লাভ করে এবং শব্দ ব্যবহারের কৃতিত্ব তথা ভাষাতাত্ত্বিক কৃতিত্বই কাব্যিক উৎকর্ষের মাপকাঠি বলিয়া গৃহীত হয়। অন্য কোন কিছু অপেক্ষা এই বৈশিষ্ট্যহেতুই পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে 'আরবী কবিতাতে ক্রমেই অধিকতর রীতিসর্বস্বতা প্রাধান্য লাভ করে এবং দুর্বল কবিগণের হাতে কবিতার মানের অবনতি ঘটে। তাঁহারা অত্যন্ত জীর্ণ বিষয়বস্তুর উপর বাদী'র অলংকারধারা সংযোজন করিয়া প্রায় বাদী'র বাহ্যিক যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি ঘটায়।

ধারাবাহিকতা ঃ অদ্ভুত বিষয় এই যে, উমায়্যা যুগের কবিগণের কাব্য অপেক্ষা প্রাথমিক 'আব্বাসী যুগের কবিগণের কাব্যের অবস্থা প্রায়শ খারাপ। কারণ ভাষাতাত্ত্বিকগণ (যাঁহারা তাঁহাদেরকে ভাষাতাত্ত্বিক ব্যবহারের জন্য নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই) তাঁহাদের দীওয়ান আদৌ সংগ্রহ করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। কিছু কিছু দীওয়ান সংগ্রহ করা হয় নাই এবং পরবর্তী কালের পাণ্ডুলিপিসমূহে যেই সকল দীওয়ান টিকিয়া আছে (তন্মধ্যে আবূ নুওয়াস-এর দীওয়ানও অন্যতম), সেইগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে। কোন একটি শ্লোক বা ছত্র, হয়ত বা একটি সম্পূর্ণ কবিতার রচয়িতার বৈধতা বিচারাধীন ও পরবর্তী কালের বাদী' সংগ্রাহকগণও সতর্কতাহীনভাবে কবি এবং কবিতার নাম লিখিয়া নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন (দ্র. I. Kratchkowsky, আবু'ল-ফারাজ আল-ওয়া'ওয়া, পেট্রোগ্রাড ১৯১৪ খৃ., ভূমিকা, ৬৮-৯৬)।

(২) **গদ্য সাহিত্য** ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে [১ (ক) (২) উপরে দ্র. ad. fin], 'আরবী গদ্যে প্রথম প্রবন্ধসমূহ লিখিত হইয়াছিল কাতিবগণ (ব.ব কুত্তাব)-এর দ্বারা, যাঁহারা উমায়্যা দরবারে সচিবের পদে নিযুক্ত ছিলেন; সেইগুলি রাষ্ট্রীয় খুত্‌বার ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল। জানা মতে সর্বপ্রাচীন সাহিত্য সৃষ্টি ছিল 'আবদু'ল-হ'ামীদ ইবন য়াহ'য়ার (মৃ. ১৩২/৭৫০), সেইগুলিতে সাধারণ নীতিমালাকে যুক্তিনির্ভরভাবে সম্প্রসারণ করা হইত, পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত জটিল আর পুঙ্খানুপুঙ্খ। 'আরবী বাক্য গঠনরীতিকে অনভ্যস্ত দাবি মিটাইতে গিয়া নূতন নূতন প্রয়োগ নীতির মধ্য দিয়া পার হইতে হইত। অন্যান্য সাহিত্যের ক্ষেত্রের মত গদ্য রচনারীতিতে গ্রহণশীলতা ও কড়াকড়ির শৈথিল্য প্রথম আসে অনুবাদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। 'আরবীর ক্ষেত্রেও সাসানী পারস্যের পাহলাবী দরবারী সাহিত্য অনুবাদ বা অনুসরণের মাধ্যমে গদ্যের সূত্রপাত করেন 'আবদু'ল-হ'ামীদ-এর ছাত্র ইবনুল-মুক'াফফা' (মৃ. ১৩৯/৭৫৭)। বর্তমানে যেই অবস্থায় পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয়, ইবনু'ল-মুক'াফফা'র অদ্যাপি বিদ্যমান রচনা সম্ভবত পরবর্তী কালে কিছুটা পরিবর্তিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার যে, যেই সমস্যার তিনি মুখামুখী হইয়াছিলেন তাহা পরবর্তী কালে তাঁহার উত্তরসুরিগণ ধীরে ধীরে সমাধান করিয়াছিলেন।

সমস্যাটি ছিল একটি সাবলীল ও সমাদৃত গদ্য রচনারীতি সৃষ্টি করা যাহার মাধ্যমে রীতি-পদ্ধতি মত সুশৃঙ্খল চিন্তাকে প্রকাশ করা যায় এবং তাহা করিতে হইবে প্রচলিত শব্দসম্ভারের সাহায্যে। এই সাহিত্যের উপযোগিতা ছিল শিক্ষামূলক ও আনুষ্ঠানিক। ইহাতে রাজপুরুষগণ, দরবারের কর্মকর্তাগণ, সচিবগণ ও সকল শ্রেণীর প্রশাসকগণের করণীয় ও আচরণবিধি বর্ণিত থাকিত এবং আদাব (দ্র.) এই সাধারণ শিরোণামের অধীনে বিধিবিধান, কাহিনী ও রোমান্স-এর আকারে তাহাদের কর্তব্য পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সাধারণ জ্ঞান লিপিবদ্ধ থাকিত। গ্রহণযোগ্য সাহিত্যের রচনাশৈলী ও চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্তুর কারণে এই সাহিত্য নূতন শহরকেন্দ্রিক সমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং কয়েক দশক ব্যাপিয়া ফার্সী সাহিত্যের অনুবাদ ও অনুকরণ 'আরবী গদ্য সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। ইতিমধ্যে 'আরবী গদ্যের আঞ্চলিক রূপও গড়িয়া উঠে। সুপ্রাচীন বর্ণনামূলক শিল্পকলাকে সচেতন সাহিত্য রীতিতে গড়িয়া তোলা হইতেছিল, যেমন কাসাস, কয়েকটি হাদীছ একত্রে গ্রন্থিত করিয়া একটি সংলগ্ন কাহিনী তৈরি করা [ইহার উদাহরণ ইব্ন ইসহাক (মৃ. ১৫১/৭৬৮)-এর সীরাতুন-নবী, কিসসা (দ্র.) বা কাহিনী এবং খবর (দ্র.) বা বর্ণনা যাহার বিষয়বস্তু হইতে বেদুঈন প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয় ('উশশাক) ও যুদ্ধের দিনের কাহিনী [আয়্যামু'ল-'আরাব [দ্র. উপরে ১ (ক) (২)]। এই সকল বর্ণনামূলক সাহিত্য যেইগুলিতে কম বা বেশী মূল 'আরবী গঠনরীতি রক্ষিত হইত। ইহার সঙ্গে বৈপরীত্যজনকভাবে বসরা ও কূফাতে যেই বুদ্ধিমূলক সাহিত্য সৃষ্টি দ্রুত বিকাশ লাভ করিতেছিল, বিশেষ করিয়া তথাকার ভাষাতত্ত্ব ও আইনের শিক্ষায়তনসমূহে, উহা গ্রীক কর্মশাস্ত্রের সহায়তায় এক নূতন যুক্তিনির্ভর গদ্য সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া চলিতেছিল যাহা নূতন বর্ণনামূলক সাহিত্য বা সচিবগণের অনুবাদ এই উভয় অপেক্ষা অনেক বেশী গ্রহণশীল ও দৃঢ়সংবদ্ধ ছিল। একই সময়ে ভাষাতত্ত্ববিদগণ সচেতনভাবে ইরাকী শহরগুলির মিশ্র সমাজে 'আরবীর যেই অবক্ষয় ও দারিদ্র্য ঘটিতেছিল উহার বিরোধিতা করিয়া চলিতেছিলেন এবং ইসলামপন্থিগণের সমর্থনপুষ্ট হইয়া 'আরবী ভাষারীতির বিশুদ্ধ রূপটি নির্ধারণে ও 'আরব উপদ্বীপের খাঁটি শব্দসম্ভার (লুগা) আর বিশুদ্ধ বাগধারা (ফাসাহা) সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছিলেন। কাজেই আইনবেত্তাগণ ও সচিবগণ যাঁহাদের কাছে 'আরবী ভাষা প্রধানত ব্যবহার্য বিষয়মাত্র ছিল, এই উভয় শ্রেণীরই বিরোধিতা করিয়া এক নূতন বিষয়ে তাঁহারা ভাষারূপের ক্ষেত্রে পুরাতন 'আরবীর উপরেই জোর দেন এবং তাহা দ্বারা 'আরাবিয়্যার ধারণাকে যথার্থ মানের ও অপরিবর্তনীয় শৈল্পিক গঠন রীতিরূপে প্রতিষ্ঠার কাজে অবদান রাখেন। কথ্য 'আরবীর বিভিন্ন রকমের বা বিবর্তনের ফলেও তাহা অপরিবর্তনীয় থাকে। এই সকল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং সচিবগণ দ্বারা প্রচলিত রীতির সচেতন বিরোধিতা হিসাবে তাঁহারা পুরাতন 'আরবী সংস্কৃতির স্মারকসমূহ, যথা কবিতা, প্রবাদ, প্রবচন এবং উপজাতীয় ঐতিহ্য অনুসন্ধান ও সংরক্ষণের কাজও চালাইয়া যাইতেছিলেন (একই সঙ্গে আল-কুরআন ও ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বিষয়ও), যেইগুলি "আরবী মানবিক" শাখার (দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি) ভিত্তি রচনা করে। প্রধানত ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে রচিত বিশেষ ধরনের গবেষণা গ্রন্থ ব্যতীত যেইগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইতেছে আল-খালীল ইব্ন আহমাদ (মৃ. ১৭৫/৭৯১) রচিত অভিধান গ্রন্থে কিতাবু'ল-'আয়ন, তাঁহার ছাত্র সীবাওয়ায়হ (মৃ. আনু. ১৮০/৭৯৬) রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থ আল-কিতাব, আবূ 'উবায়দা (মৃ. ২১০/৮২৫) ও আল-আসমা'ঈ-এর গবেষণা গ্রন্থ, শতাব্দীর শেষ নাগাদ পূর্ণভাবে কড়াকড়ি অর্থে খুব কম মৌলিক সাহিত্যই সৃষ্টি হয়, আর শুধু ৩য়/৯ম শতকেই 'আরবী ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব পূর্ণভাবে বিকশিত হয়।

সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক পঠন-পাঠনের বিষয়েও (দ্র. তারীখ) প্রায় এই একই কথা বলা চলে। এই ক্ষেত্রে একমাত্র ইবন ইসহাক-এর সীরা গ্রন্থে সচেতনভাবে আয়্যাম উপস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইতিহাসবিদগণ মাত্রই 'আরব ইতিহাস বা ইসলামের ইতিহাসের বিশেষ কোন অধ্যায়ের উপর গবেষণা গ্রন্থ আকারে তথ্য উৎস সংকলনের প্রতি (দ্র. আবূ মিখনাফ, আল-মাদানী, আল ওয়াকিদী) বা গোত্রীয় কুলজির ইতিবৃত্ত রচনার প্রতি (দ্র. হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কালবী) মনোযোগ দিয়াছেন।

অপরদিকে আইনশাস্ত্রের শিক্ষায়তনসমূহ, ইতোমধ্যেই আইন ব্যাখ্যাকারী ও আইনের মতবিরোধ প্রদর্শনকারী, এই উভয় শ্রেণীই প্রধান প্রধান গ্রন্থ রচনা করিবার পর্যায়ে উন্নীত হয় (দ্র. ফিকহ)। এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন ইরাকের হানাফী মাযহাবপন্থিগণ আবূ য়ূসুফ (মৃ. ১৮২/৭৯৮) ও মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী (মৃত ১৮৯/৮০৪), তদুপরি মদীনা হইতে ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (মৃ. ১৭৯/৭৯০৫) হাদীছ নির্ভর সর্বপ্রথম আইন গ্রন্থ আল-মুওয়াত্তা প্রকাশ করেন। পরবর্তী এক পুরুষের মধ্যেই আশ-শাফি'ঈ সুন্নী মুসলিমগণের আইন বিষয়ক নিয়ন্ত্রণকারী মূলনীতির গ্রন্থ (আল-উম্ম) একের পর এক প্রকাশ করিয়া যান।

সবশেষে আল-কুরআনের পঠন-পাঠন বিষয়ে বলা যায়, তখন পর্যন্ত মুখস্থ কুরআন তিলাওয়াত করার রীতিই সর্বাধিক প্রচলিত ছিল এবং সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন উপরিউক্ত আবূ 'উবায়দা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১-এর শেষে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত)ঃ (১) Ch. Pellat, Le Milleu Basrien et la Formation de Gahiz, প্যারিস ১৯৫২ খৃ.; (২) আহমাদ আমীন, দুহাল-ইসলাম, ১খ. কায়রো ১৯৩৩ খৃ.; (৩) এ. এফ. রিফাই, 'আসরু'ল-মা'মূন, ২খ., কায়রো ১৯২৭ খৃ.; (৪) তাহা হুসায়ন, হাদীছু'ল-আরাবিআ, ১ ও ২খ., কায়রো ১৯২৬ খৃ.; (৫) J. Schacht, Origins of Muhammadan jurisprudence, অক্সফোর্ড ১৯৫০ খৃ.।

৩। **হিজরী তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতক** ঃ (ক) গদ্য সাহিত্য। হিজরী ৩য়/৯ম শতকের শুরু হইতে ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ফিকহ ও আল-কুরআনের যেই পঠন-পাঠনের কথা এইমাত্র বর্ণনা করা হইল সেইগুলি 'আরবী ইসলামী গদ্য সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করে। এই সাহিত্য তখন সচিবগণের মধ্যে প্রচলিত মার্জিত পত্র রচনার (আদাব) আধিপত্যকে মুকাবিলা করিতে সক্ষম হয়। অতঃপর যে সমস্যাটি সাধারণের জন্য থাকিয়া যায় তাহা ছিল সচলতা সমস্যা অথবা সেই সমস্ত পঠন-পাঠনকে কি করিয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ বা বিশেষায়িত শিক্ষার গণ্ডী হইতে আনিয়া সমকালীন জনস্বার্থের বা সামাজিক বিষয়সমূহের কার্যে প্রয়োগ করা যায় সেই সমস্যা। আল-জাহিজ (মৃ. ২৫৫/৮৬৯)-এর প্রতিভাবলে এই সমস্যাটির উপর আলোকপাত হয়, কিন্তু উহার সমাধান হয় না। একের পর এক প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ ও পত্রসাহিত্যে তিনি সমকালীন জীবনের সকল দিকের

প্রতিফলন ঘটান। সেইগুলির ভাষা ছিল ধ্বনিময়; রচনারীতি বুদ্ধি, বৈচিত্র্য ও শক্তিতে ছিল অতুলনীয়। কিন্তু তথাপি তাঁহার রচনা ছিল অতিমাত্রায় ব্যক্তিনির্ভর; ফলে উহা সাধারণ সাহিত্যের রচনারীতির আদর্শ হইতে পারে নাই। বিষয়টির চূড়ান্ত সমাধান খুঁজিয়া পান তাঁহার পরবর্তীকালীন সমসাময়িকগণ যাঁহারা সচিবগণের রচনারীতির যেই পরিচ্ছন্নতা উহার সঙ্গে ঐতিহ্যগত শিল্পভাষার, ভাষাতাত্ত্বিক ও আইন বিদ্যায়তনসমূহের যুক্তিমূলক গদ্যের মিশ্রণ ঘটাইয়া এমন একটি মাধ্যমের সৃষ্টি করেন যাহা দ্বারা সকল প্রকার তথ্যগত, কল্পনাপ্রবণ ও বিমূর্ত বিষয়সমূহ অত্যন্ত পরিশীলিত ও যথার্থতার সঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভব হয়, যদিও তাহা ছিল ভাষাতাত্ত্বিকগণ কর্তৃক এতকাল যাবত পরিচর্যাকৃত শক্তিসম্পদবান প্রাচীন বাগধারাসমূহের বিনিময়ে। যথেষ্ট নমনীয়তা ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবার ক্ষমতাসম্পন্ন এই আধুনিকায়িত গদ্য মাধ্যমের প্রথম সুফলের অন্যতম ছিল কবিতাকে সীমিত করিয়া দেওয়া, অবশেষে পূর্বেকার সামাজিক দায়িত্ব হইতে উহাকে অপসারিত করা এবং সামাজিক ও সাহিত্যিক জীবনে ক্রমেই উহাকে অধিকতর বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও আনন্দ সৃষ্টির ভূমিকায় সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া।

আল-জাহি'জ ও তাঁহার উত্তরসুরিগণ লেখার যেই সাফল্য অর্জন করেন তাহা শুধু 'আরবী বিজ্ঞান ও অধিকতর গ্রহণশীল ভাষায় উপর দখলের জন্যই নহে, বসরার সাহিত্যধারার বাহকগণ তাঁহাদের যুক্তি প্রয়োগের প্রবণতা দ্বারা ইতোপূর্বেই পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক সংস্কৃতি তখন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকা অংশ দ্বারা আকৃষ্ট হন [বিশেষ করিয়া মু'তাযিলী (দ্র.)-গণের ধর্মতাত্ত্বিক দল]। গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি 'আরবীতে অনুবাদ করিবার উদ্দেশে খলীফা আল-মা'মূন কর্তৃক (১৯৮-২১৮/৮১৩-৩৩) বায়তুল-হি'কমা (দ্র.)-এর প্রতিষ্ঠা ৩য়/৯ম শতকের প্রথম ভাগেই গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরুত্থানকে প্রবল প্রেরণা দান করে। আমাদের এই অধ্যায়ে আলোচনাধীন সময়ে 'আরবী সংস্কৃতির প্রভাবশালী বিষয় ছিল 'আরবী ও গ্রীক ঐতিহ্যের ফলদায়ক সংমিশ্রণ। ইতোপূর্বে আল-জাহি'জ-এর লেখাতে তাহার নিদর্শন ছিল এবং পরবর্তী কালে ধর্মীয় বা ধর্মনিরপেক্ষ 'আরবী সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই তাহা দৃশ্যমান হয়। এই সকল আত্মিক বিকাশ ব্যাপকতর সাহিত্যিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে আর অনেক বেশী সম্প্রসারিত ও অনুপ্রাণিত হয়। যেই ক্রিয়াকলাপ এতকাল শুধু ইরাকে সীমাবদ্ধ ছিল, যাহার শুরু হইয়াছিল হি. ৩য় শতকে, তাহার চর্চা হইতে থাকে ব্যাপকতর এলাকা জুড়িয়া বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে, সমরকন্দ হইতে কায়রাওয়ান ও আল-আনদালুস পর্যন্ত। এই ব্যাপক সম্প্রসারণের বস্তুগত ভিত্তি ছিল ইসলামী সাম্রাজ্যের দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ, তৎসঙ্গে সংযোজিত হয় কাগজের প্রচলন (ওয়ারাক দ্র.) যাহা ২য় শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দূরপ্রাচ্য হইতে মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রচলিত হয়।

এই সকল নূতন সাহিত্যিক আন্দোলনের সীমা ও পরিমাণ অতি দ্রুত সাসানী কুত্তাব ঐতিহ্যকে গ্রাস করিয়া ফেলে। তাহাদের শেষ রক্ষার্থে প্রতিরোধ আন্দোলন (দ্র. শু'উবিয়্যা) গড়িয়া উঠে এবং 'আরব ও তাহাদের সংস্কৃতির দুর্নাম করা হয়, তাহা সত্ত্বেও কোন ফল হয় নাই। ইব্ন কু'তায়বা (মৃ. ২৭৬/৮৮৯-৯০) একটি সমঝোতা সৃষ্টি করেন। দীর্ঘকালব্যাপী রচনাবলীর দ্বারা সচিবগণকে 'আরবী গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্তসার ও 'আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখা হইতে উদ্ধৃতিসমূহ প্রদান করেন, কিন্তু সেইগুলির মধ্যে আবার পারস্য দেশীয় ঐতিহাসিক ও দরবারী রীতিনীতির এমন বিষয়াদি সংযুক্ত করিয়া দেন যেইগুলি দরবারে একেবারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং 'আরবী-ইসলামী মানবিক বিদ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা সম্ভব ছিল। তখন হইতে আদাব একেবারে কড়াকড়ি অর্থে এই প্রশস্ততর আরবী-ইসলামী ঐতিহ্যভিত্তিক রচিত গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য সাহিত্য রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য পারস্য দেশীয় ও গ্রীক উপাদানও সেইগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

একই সঙ্গে সাধারণ প্রজ্ঞাগত আগ্রহ বৃদ্ধির পরিচয় প্রকাশিত হয় বিভিন্নমুখী বিশেষ ধরনের শিক্ষা দ্বারা যাহার ক্রমপুঞ্জীভূত সৃষ্টিসমূহই মধ্যযুগীয় ইসলামী সংস্কৃতির সর্বোচ্চ নিদর্শন। আর সেই কারণেই 'আরবী সাহিত্যের সাধারণ পর্যালোচনা হইতে উহাকে বাদ দেওয়া যায় না। হি. ৩য় শতকে গ্রীক গ্রন্থাবলীর ব্যাপক অনুবাদ দ্বারা সেই অবদান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। সেই সকল অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করেন কুসতা ইব্ন লুক'া (আবির্ভাব ২২০/৮৩৫), হু'নায়ন ইব্ন ইসহ'াক (মৃ. ২৬০/৮৭৩), তাঁহার পুত্র ইসহ'াক ইব্ন হু'নায়ন (মৃ.২৯৮/৯১০) ও অন্যগণ। ইতোমধ্যে শতাব্দীর মাঝামাঝি কালের পূর্বেই দর্শন বিষয়ে প্রথম স্বাধীনভাবে 'আরবী গ্রন্থ রচনা করিতে থাকেন য়া'কূ'ব আল-কিন্দী (মৃ, আনু. ২৩৬/৮৫০)। পরবর্তী শতকে তাঁহাকে অনুসরণ করেন তুর্কী আবূ নাস্'র আল-ফারাবী (মৃ. ৩৩৯/৯৫০) ও পারস্য দেশীয় আবূ 'আলী ইব্ন সীনা (মৃ, ৪২৮/১০৩৭)। তাঁহারা ছাড়াও স্বল্পখ্যাত আরো অনেকে ছিলেন (দ্র. ফাল্সাফা)। অংকশাস্ত্র বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন মুহ'াম্মাদ ইব্ন মূসা আল-খাওয়ারিযমী (আবির্ভাব ২৩০/৮৪৪) ও ছাবিত ইব্ন কুররা আস-সাবি' (মৃ.২৮৮/৯০১) [দ্র. রিয়াদা]; জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে আল-ফারগ'ানী আবূ মা'শার আল-বালখী (মৃ. ২৭২/৮৮৫) ও আল-বাত্তানী (মৃ. ৩১৭/৯২৯) [দ্র. তানজীম]; চিকিৎসা বিষয়ে আল- ফারগ'ানী আবূ মা'শার আল-বালাখী (মৃ. ২৭২/৮৮৫) ও আল-বাত্তানী (মৃ. ৩১৭/৯২৯) [দ্র. বিষয়ে ইব্ন মাসাওয়ায়হ (মৃ. ২৪৩/৮৫৭) ও মুহ'াম্মাদ ইব্ন যাকারিয়্যা আর-রাযী (মৃ. আনু. ৩১১/৯২৩] [দ্র.তিব্ব]। বিজ্ঞানের বিশেষ ধরনের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা এখানে সম্ভব নহে, তথাপি এই সকল গ্রন্থের গুরুত্ব ও গ্রীক উৎসের জনপ্রিয় গ্রন্থের গুরুত্ব [যথা সির্‌রুল-আসরার, যাহা য়াহ'য়া ইব্ন আল-বিত্'রীক' (আনু. ২০০/৮১৫)- এর রচিত বলিয়া কথিত] এই সময়কার জ্ঞান, বিজ্ঞান চর্চার পরিবেশ নির্ধারণের জন্য বা অন্তত প্রভাব সৃষ্টির জন্য অবশ্যই কম নহে। ভূগোলের ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া তাঁহারা উপরিউক্ত আল-খাওয়ারিযমী দ্বারা, শুধু টলেমীর ভূগোলের সরাসরি সংশোধনে অনুপ্রাণিত হন নাই, বরং পোস্টমাস্টার ইব্ন খুররাদাযবিহ (আবির্ভাব ২৩০/৮৪৪) কর্তৃক প্রথম সড়ক গ্রন্থ (কিতাবু'ল-মাসালিক) পরোক্ষভাবে এইরূপ রচনাতে অবদান রাখিয়াছিলেন এবং 'আরবের স্থান সম্পর্কে নামের বিষয়ে পুরাতন ভাষাতাত্ত্বিক আগ্রহ, ভারতীয় তথ্যাবলী (দ্র.সিন্দহিন্দ) ও পুরাতন পারসিক ধারণাসমূহের সমন্বয় দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে নূতনতর আগ্রহের সৃষ্টি করেন, যাহা পরবর্তী শতাব্দীতে অতি সমৃদ্ধ ভূগোল সাহিত্য সৃষ্টি করে (দ্র. জুগ'রাফিয়া)।

এই সকল গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অতি আগ্রহের প্রবণতার বিরোধিতার নেতৃত্ব করেন সেই সকল নিষ্ঠাবান ধর্মতত্ত্ব ও আইনের শিক্ষার্থী যাঁহারা মু'তাযিলাগণের যুক্তিনির্ভর মতবাদসমূহকে বাতিল করিয়া দেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর হ'াদীছসমূহ [রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে কিছু সংকলিত হইয়াছিল] হিজরী দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে সুশৃংখলভাবে গ্রন্থাদিও সংকলিত হয়। ছয়টি বিশুদ্ধ হ'াদীছ গ্রন্থ হইল আল-বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইব্‌ন মাজা ও নাসাঈ। এইগুলি ছাড়া ইমাম আহ'মদ ইব্‌ন হ'াম্বাল (মৃ. ২৪১/৮৫৫)-এর পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ আল-মুসনাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেহেতু হ'াদীছ বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও চর্চায় দীনী বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির জযবা সৃষ্টি হয়, এইজন্য মুহ'াদ্দিছীনগণ ও আহলে সুন্নাতের 'আলিমবৃন্দ একতাবদ্ধ হইয়া পরবর্তীকালের শতাব্দীগুলিতে শী'আ ও ইসমা'ঈলী আলিমদের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করেন (কাযী নু'মান ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ রচিত দা'আইমুল-ইসলাম গ্রন্থ। ঐ শী'আ প্রবন্ধ ও আল-'ইলায়মী রচিত চারিটি গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। এই সকল গ্রন্থে আহল বায়ত-এর ইমামদের অনেক উক্তি উল্লিখিত হইয়াছে)।

যাহা হউক, প্রাথমিক কালেই পদ্ধতি সম্পর্কিত মান নির্বাচনের ফলে বিভিন্ন মাযহাবপন্থিগণ গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ দ্বারা কমই প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা ব্যাপকভাবে নিজেদের সাহিত্য সৃষ্টি করিতে থাকেন। শীঈ ধর্মতত্ত্ব, বিশেষ করিয়া ইসমা'ঈলীপন্থিগণ, নব্য-প্ল্যাটোনীয় চিন্তাধারা এবং সেই সঙ্গে সাধারণভাবে গ্রীক বিজ্ঞান দ্বারা বরং আরো বেশী প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাহার রূপায়ণ দেখা যায় ৪র্থ/১০ম শতকের জনপ্রিয় বিশ্বকোষ পূতহৃদয় ভ্রাতৃসংঘের পুস্তকাবলী (রাসাইল ইখওয়ানিস-সাফা) [দ্র. ইখওয়ানু'স-স'াফা]-এর মধ্যে। ধর্মতত্ত্ববিদ তার্কিকগণের সাহিত্য ও অমুসলিম ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক সাহিত্য (অর্থাৎ মুসলিম ও অমুসলিম ধর্মসমূহের মধ্যকার প্রভেদ) পরিষ্কারভাবেই গ্রীক দর্শনের বিষয়ে সচেতন ছিল এবং সময়ভেদে সেইগুলি আলোচনা করিতেও প্রস্তুত ছিল। এই দুই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ হইল আন্দালুসীয় জাহিরী ইব্‌ন হ'াযম (মৃ. ৪৫৬/১০৬৪) রচিত 'কিতাবু'ল-ফাস্'ল'। এই লেখক তাঁহার ত'াওকু'ল-হ'ামামা (ঘুঘু পাখীর হার) নামক প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থের জন্যও সমভাবে বিখ্যাত।

ধর্মতত্ত্বগত সমস্যাসমূহের জন্য জনপ্রিয় ধর্ম কমই প্রভাবিত হইয়াছিল। তবে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকাতে প্রথম হইতেই যাহা পুরাতন ধর্মীয় আন্দোলন দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল, হি. ৩য় শতকের মধ্যে উহাদের অধিকাংশই ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া হয়। শুধু প্রাথমিক খৃষ্টীয় প্রজ্ঞাবাদ (Gnosticism) ও সিরীয় অধ্যাত্মবাদ (সেইটির মধ্যেও নানা রকম জেনোপন্থী ও নব্য-প্লাটোনীয় মতবাদ মিশিয়া ছিল) ক্রমেই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। সেই প্রভাব ছিল বিশেষ করিয়া সূফীবাদী ও ধর্মপরায়ণ মহলে এবং উহা দ্বারা ধর্মানুরাগ ও কঠোর সাধনা আধ্যাত্মিক সূফীবাদে পরিবর্তিত হইতেছিল (দ্র. তাসা'ওউফ)। ইতোমধ্যেই ৩য় ও ৪র্থ শতকে এক নূতন সূফী সাহিত্য পূর্ণাঙ্গভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, সেইগুলির মধ্যে ছিল ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলী (এই ধারার শুরু হয় আল-মুহ'াসিবী, মৃ. ২১৩/৮৫৭ হইতে ও রাসাইল আল-জুনায়দ, মৃ. ২৯৭/৯১০) হইতে শুরু করিয়া নীতিকথা সংগ্রহ, প্রতীকধর্মী কবিতা (দ্র. আল-হ'াল্লাজ) ও যু'ন-নূন) মৃ. ২৪৫/৮৫৯) ও আন-নিফ্‌ফারী (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫)-এর সূফীতাত্ত্বিক আলোচনাসমূহ।

এই সকল বিশেষ প্রকৃতির সাহিত্যিক কার্যাবলী মধ্যযুগের 'আরবী ভাষাকে একটি ভাষাতাত্ত্বিক মাধ্যমরূপে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করে। বিভিন্ন বিজ্ঞানের বিশেষ ধরনের (technical) শব্দাবলীরূপেই শুধু নহে, বরং দর্শনের ও মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমরূপেও ইহা প্রাচীন ক্লাসিক্যাল ভাষা অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা অর্জন করে। কিন্তু একথা দ্বারা আবার ইহা বুঝা উচিত হইবে না, সাহিত্যিক আদাবের পরিসীমা, এমন কি উহার প্রকাশ ক্ষমতাও একই মাত্রায় প্রসারিত হইয়াছিল। এই সকল বিশেষ ধরনের (technical) ও বিশ্লেষণাত্মক শব্দাবলীর অধিকাংশই সম্ভবত বিশেষজ্ঞ মহলের বাহিরের লোকেরা অল্পই বুঝিত। সন্দেহ নাই, (বাস্তবিক অন্যরকম হওয়া সম্ভবই ছিল না) এই সকল বিস্তৃততর প্রজ্ঞাশীলতার দিগন্ত কখনও কখনও শালীন পত্র-সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইত। তবে আদাব গ্রন্থসমূহ খুবই পরিষ্কারভাবে খাঁটি গ্রীক (Hellenistic) বিষয়াদি ও উহাদের উপরে নির্ভরশীল বিশেষ বিজ্ঞানসমূহের মধ্যকার প্রান্তিক পার্থক্যও (গ্রীক সংস্কৃতির যেই সাধারণ প্রভাব তাহা হইতে ভিন্নভাবে চিহ্নিত করিয়া) ধরাইয়া দেয় এবং তাহা মধ্যযুগের ইসলামী সংস্কৃতিতে 'আরবী ও ইসলামী বিষয়বস্তুর প্রধান যেই অঙ্গ তাহার সঙ্গে সম্পর্কও নির্দেশ করে। কিছু সংখ্যক উদাবা' (সাহিত্যিক) তাঁহাদের রচনাতে আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, যেমন আহ'মাদ ইব্‌নু'ত-ত'ায়্যিব আস-সারাখ্‌সী (মৃ. ২৮৬/৮৯৯), আবূ হ'ায়্যান আত-তাওহ'ীদী (মৃ. ৪১৪/১০২৩) ও আবূ 'আলী মিসকাওয়ায়হ (মৃ. ৪২১/১০৩০) [দ্র. আখলাক]। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই গ্রন্থাবলী ব্যতিক্রমধর্মী। 'আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান ধারা ইব্‌ন কুতায়বার পরে বিভিন্ন বিষয়াদি অবলম্বনে অগ্রসর হইয়াছে। সেইগুলি 'আরবী ও ইতিহাস, রাজনীতি ও কাব্য, কাহিনী ও কিংবদন্তীর সংগ্রহ গ্রন্থাবলী ও জনপ্রিয় নীতিগ্রন্থসমূহ হইতে গৃহীত। সেইগুলির নিদর্শন রহিয়াছে নিম্নলিখিত লেখকদের রচনাতে, যেমন ইব্‌ন আবিদ-দুনয়া' (মৃ. ২৮১/৮৯৪), ইব্‌নু'ল-মু'তায, (মৃ. ২৯৬/৯০৮), আন্দালুসীয় ইব্‌ন 'আবদি রাব্বিহি (মৃ. ৩২৮/৯৪০), আবূ বাক্‌র আস-সূলী (মৃ. ৩৩৫/৯৪৬), আবুল-ফারাজ আল-ইসফাহানী (মৃ. ৩৫৬/৯৬৭, কিতাবু'ল আগ'নীর লেখক), আল-মুহ'াস্‌সিন আত-তানূখী (মৃ. ৩৮৪/৯৯৪, নিশওয়ারু'ল-মুহ'াদারার রচয়িতা) ও মানসূ'র আছ-ছা'আলিবী (মৃ. ৪২৯/১০৩৮ নিম্নে দ্র.)। এই সমস্ত গ্রন্থের বিপুল প্রকাশনা ও জনপ্রিয়তা হইতে বুঝা যায় যে, সামগ্রিকভাবে সাহিত্যিক মহলের সামাজিক ও প্রজ্ঞাশীলতার দিকটা কি রকম কড়াকড়িভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যাহার ফলে আদাবের ধারণাও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। আদাবের আরও বিশেষিত (technical) পর্যায়ে কিন্তু বস্তুত একই ধরনের রীতি ছিল পেশাদার ভাষাতাত্ত্বিকগণের অধিবেশন (মাজলিস) ও শ্রুতি লিখন (আমালী), যথা আল-মুবাররাদ (মৃ. ২৮৫/৮৯৮), ছা'লাব (মৃ.২৯১/৯০৪)। ইব্‌ন দুরায়দ (মৃ. ৩২১/৯৩৪), আল-কালী (মৃ. ৩৫৬/৮৬৭) তাঁহারা খাঁটি ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থাবলীও রচনা করিয়াছেন, যেইগুলির মধ্যে রহিয়াছে ইব্‌ন দুরায়দ, আল-জাওহারী (মৃ. আনু. (মৃ. ৩৯৩/১০০২) ও ইব্‌ন ফারিস (মৃ. ৩৯৫/১০০৪-৫) সংকলিত ক্লাসিক্যাল ভাষার প্রথম বৃহৎ অভিধান।

সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গ্রন্থাবলীর ব্যাপক ও গভীর পঠন-পাঠনের ফলে কালক্রমে বিশেষ ধরনের সাহিত্য সমালোচনামূলক বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয়। যদিও কিতাবুল-আগ'নীর সময়কাল পর্যন্ত সমালোচনা ধারা কোন বিশেষ কবির বা কাব্যের উৎকর্ষের বিচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল,

তাহা সত্ত্বেও অধিকতর পদ্ধতিগত সমালোচনার ধারা ইতোমধ্যেই সূচিত হইয়াছিল আল-জাহিজ কর্তৃক এবং একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে, ইবনু'ল-মু'তায্য কর্তৃক যিনি তদীয় কিতাবুল-বাদী'তে নূতন কবিতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বাকভঙ্গীসমূহ শ্রেণীবদ্ধ করেন। কু'দামা ইবন জা'ফার (মৃ. ৩১০/৯২২) কবিতার সৌন্দর্য ও ক্রটি বিষয়ে বিচারের রীতি প্রচলন করেন এবং ৪র্থ/১০ম শতকের শেষভাগে আবূ হিলাল আল-'আসকারীর (মৃ. ৩৯৫/১০০৫) কিতাবু'স- সি'না'আতায়ন গ্রন্থে কবিতা, গদ্য ও উভয়েরই গঠনরীতি, অলংকার, উপমা, রূপক ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। এই আলোচনার অধিকাংশেরই গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল, বিষয়বস্তু নহে, বরং আকার বা রূপই যে গুণ নির্ণয়ের চূড়ান্ত মাপকাঠি তাহার উপর জোর দেওয়া। ঘোষিত ধারণাটি হইল, কবিতাতে খুব সামান্য নূতন কিছু উদ্ভাবন করা সম্ভব এবং একজন কবি হইতে আর একজন কবির পার্থক্য নির্ভর করে কেবল তাঁহাদের প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে। কিছুটা সাযুজ্য রক্ষা করেন 'আবদু'ল-ক'াহির আল-জুরজানী (মৃ. ৪৭১/১০৭৮), যিনি তাঁহার পূর্ববর্তিগণের অতিমাত্রায় রীতিসিদ্ধ বিশ্লেষণকে এক যুক্তিনির্ভর ও মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণ দ্বারা পরিপূরণ করেন যেইখানে প্রকাশিত ভাবের প্রতিও অন্তত সমান গুরুত্ব আরোপিত হয়। অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় সাহিত্যিক সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনার উপর এবং আল-কু'রআন যে তুলনাবিহীন (ই'জায) সেই স্বীকৃত সত্যের উপর উহা কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে। অতি অবশ্যই ধর্মতত্ত্ববিদ মহলের ও আল-জুরজানীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও রূপ বা আকারের উপর সাহিত্য সমালোচনার যেই প্রচলিত দৃষ্টি নিবদ্ধতা তাহা অযথার্থভাবে সমসাময়িক স্টাইল সম্পর্কিত ধারণা অনুযায়ী শব্দ ব্যবহারের ও প্রকাশভঙ্গীর উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে।

একই রকম অবধারিত অপর একটি ফলাফল ছিল, সাহিত্যের আলংকারিক গদ্য একই তত্ত্বগত ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকে এবং একই রকম কৃত্রিম বাচনভঙ্গীর অনুসরণ চলিতে থাকে। আদীবের মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হয় ফুসূ'ল (paragraph=অনুচ্ছেদ)-এ এবং এই সকল অনুচ্ছেদে বিভিন্ন দৃশ্য, ব্যক্তি, ভাবপ্রবণতা, ঘটনা ও বস্তুর বর্ণনা দেওয়া হয় অথবা বিভিন্ন উপলক্ষে কোন বন্ধু বা সহকর্মীকে উদ্দেশ্য করিয়া রচিত পত্র সাহিত্য (রাসা'ইল)। ইবনুল'-মু'তায্য আবিষ্কর্তা না হইলেও সম্ভবত এই শিল্পকলাটিকে জনপ্রিয় করিয়াছিলেন। ৪র্থ শতকে সাহিত্যের এই শাখা সমগ্র 'আরবী শিক্ষিত সমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সচিব শ্রেণীর ব্যক্তিগণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইহা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। অফিসে তীব্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সাহিত্যের স্টাইলের যত রকম সংস্কার ও পরিমার্জনা সম্ভব, সবই তাঁহারা আগ্রহের সঙ্গে আয়ত্ত করিতে থাকেন। সচিবগণের চিঠিপত্রাদি রচনা কৌশলের শ্রী সাধিত হইয়া আর্টের (ইন্‌শা' দ্র.) পর্যায়ে উন্নীত হয়, সেইগুলির ভিত্তি হয় বিশুদ্ধ সৌকর্যময়, অলংকৃত বক্রোক্তি বা বিদ্রূপপূর্ণ শ্রেণীর রচনা এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই ছন্দময় গদ্য (সাজ) যাহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ এতকাল পর্যন্ত শুধু বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে অলংকরণরূপেই ব্যবহার করিতেন, তাহা এখন অফিসের অবিচ্ছেদ্য রীতিতে পরিণত হয়। হি. ৪র্থ শতকের মাঝামাঝি সময়কালের মধ্যে উযীর আবুল-ফাদ'ল ইবনুল-'আমীদ (মৃ. ৩৫৯/৯৬৯-৭০) সাজ' পদ্ধতিতে তাঁহার পত্রাদি রচনা করিতে থাকেন। তাঁহার ছাত্র ও উত্তরাধিকারী ইবন 'আব্বাদ যিনি সা'হিব নামে পরিচিত ছিলেন (মৃ. ৩৮৫/৯৯৫), তাঁহার নিকট ইহার ব্যবহার প্রায় বাতিকের মত হইয়া গিয়াছিল। সমসাময়িক কালের সাহিত্যিকগণ, যাঁহাদের মধ্যে সুবিখ্যাত ছিলেন আবূ বাক্‌র আল-খাওয়ারিযমী (মৃ. ৩৮৩/৯৯৩) ও আল-হামাযানী যিনি বাদী'উ'য-যামান এই উপনাম দ্বারা পরিচিত ছিলেন (মৃ. ৩৯৮/১০০৭), তাঁহারা নিজেদের রাসাইলে আরো স্বাধীনভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে নূতন স্টাইলের বিকাশ ঘটান। তাঁহাদের সেই রচনার ভাষা যেন গদ্য নহে, বরং অনেক সময়ে মুক্ত ছন্দের কবিতা বলিয়াই মনে হয়। তখন হইতে শুরু করিয়া সুনামের আকাঙ্ক্ষী বা সুনাম রক্ষার্থে ইচ্ছুক লেখককে বাধ্য হইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইত এবং পরিশ্রমী সংকলকগণ, যেমন আছ-ছা'আলিবী তাঁহার য়াতীমাতু'দ-দাহর-এ, আবূ ইসহ'াক আল-হু'সরী আল-ক'ায়রাওয়ানী (মৃ. ৪৫৩/১০৬১) তাঁহার যাহরুল-আদাব-এ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সকল কবিতা, ফুসূ'লের সংকলন, সংগ্রহসমূহ ও সর্বজনস্বীকৃত প্রতীকধর্মী বর্ণনা ও উপমাসমূহ একত্র করেন। এই সংযোজন দ্বারা যেই বুদ্ধিমত্তা ও তৎপরতা সৃষ্টি হয়, তাহার ফলে এই স্টাইল প্রয়োগের প্রতিভাসম্পন্ন লেখকগণ যেই উৎকৃষ্ট সাহিত্যকীর্তিসমূহ সৃষ্টি করেন সেইগুলির সংখ্যা কম নহে, কিন্তু বিনিময়ে আবার মূল্যও দিতে হইয়াছিল অনেক। সমিল গদ্য রচনার বাধ্যবাধকতামূলক ধারা শুধু সৃজন প্রতিভাশীল ব্যক্তিগণের স্টাইলকেই নহে, অপেক্ষাকৃত কম প্রতিভাবান লেখকগণকেও, যেমন আবুল-'আলা আল-মা'আররী (মৃ. ৪৪৯/১০৫৭)-কে প্রভাবিত করে। কিন্তু কৃত্রিমতার অবদান দ্বারা ইহা 'আরব লেখকগণকে বাস্তব জীবন ও প্রাণবন্ত বিষয়াদির যথার্থ ক্ষেত্র হইতে অধিকতর দূরে সরাইয়া লইয়া যায় এবং আরবী সাহিত্যের জীবনী শক্তিকে শোষণ করিয়া ফেলে।

তবে সাময়িকভাবে সাজ' (سجع)-এর পুনর্জাগরণ ও সাহিত্যের ভাবধারাসমূহকে উপস্থাপনার জন্য নূতন বা মৌলিক পদ্ধতির অনুসন্ধান যুগপৎ সংঘটিত হয়। বাদী'উয-যামান একটি নূতন উপস্থাপনা পদ্ধতিতে বুদ্ধিদীপ্ত ভবঘুরের জনপ্রিয় কাহিনী পরিবেশন করেন এবং নাটকীয় কিংবদন্তী বা মাক'ামা (দ্র.) সৃষ্টি করেন। ৪১৬/১০২৫-এর দিকে আন্দালুসীয় ইবন শুহায়দ আত-তাওয়াবি ওয়ায-যাওয়াবি গ্রন্থে অতীতে বহু বিখ্যাত কবিগণকে অনুপ্রেরণা দানকারী জিন্নদের সঙ্গে একাদিক্রমে কল্পিত সাক্ষাতের বিষয় পরিবেশন করেন। আট বৎসর পরে আবুল-'আলা আল-মা'আররী রিসালাতুল-গু'ফরান রচনা করেন। সেইটিতে তিনি দুঃসাহসের সঙ্গে কল্পনা করেন, তিনি জান্নাত ও জাহান্নামে গমন করিয়া স্বয়ং কবিগণের সঙ্গে কথোপকথন করিয়া আসিয়াছেন। কৌতুক ও আনন্দ-রসের কড়াকড়ি ছিল যেইসব রচনায় সেইগুলি বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যরস বিচারের বিবেচনায় খুব বেশী প্রশংসিত ও সমাদৃত হয় নাই; তুলনামূলকভাবে কর্ডোভার ইবন যায়দূন (মৃ. ৪৬৩/১০৭০)-এর বুদ্ধিদীপ্ত ও ইঙ্গিতময় রিসালা যাহা তিনি নিজ প্রতিদ্বন্দ্বী ইবন 'আবদূনকে বিদ্রূপ করিয়া রচনা করিয়াছিলেন এবং তাবারিস্তানের শাহযাদা ক'াবূস ইবন ওয়াশমগীর (মৃ. ৪০৩/১০১২) কর্তৃক দৃঢ়সংবদ্ধ ও অলংকৃত সাজ'-এ রচিত পত্রাবলী, যেইগুলি কামালু'ল--বালাগা নামে সংকলিত হয়, অধিকতর সমাদর লাভ করে। এমনকি আল-হামাযানীর মাকামাতও পঞ্চম শতকের শেষভাগ পর্যন্ত কোন কোন নূতন লেখক কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, অতঃপর বসরার আল-হ'ারীরী (মৃ. ৫১৬/১১২২) তাঁহার পূর্বসূরীর ন্যায় একই উদ্দেশ্য লইয়া সেইগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করেন, কিন্তু তাঁহার রচনাতে শ্রেষ্ঠ রাসাঈল রচয়িতাগণের সমকক্ষ দার্শনিক সূক্ষ্ম চিন্তা, বুদ্ধিমত্তা এবং তদুপরি কাব্য

প্রতিভারও সংমিশ্রণ ছিল। একটি বিষয় আশ্চর্যজনক হইলেও সত্য যে, আল-হ়ারীরীর মা'কামাত আল-হামাযানীর রচনাসমূহের ন্যায়ই কাব্যিক উৎকর্ষ, স্বতঃস্ফূর্ততা ও রচনাসৌকর্য সকল কিছু সমেত ইসলামী শহরগুলি সাধারণ জীবনের প্রতিকৃতি, সেই জীবনের রীতি-পদ্ধতি ও আনন্দ-আহ্লাদকে এমন বাস্তবতার সঙ্গে রূপায়িত করিয়াছেন যে, সেইগুলি মধ্যযুগের ইসলামী সমাজ জীবনের মহামূল্য দলীল।

ঐতিহাসিক গঠন ঃ যথাযথ অর্থে আদাব হইতে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইলেও এই একই প্রভাব দ্বারা কতকটা প্রভাবিত ৩য়/৯ম শতকের শুরুতে ধর্মীয় বিষয়াদির পঠন-পাঠনের সঙ্গে ইতিহাসের দীর্ঘ সম্পর্ক ও সংমিশ্রণ দেখা যায় আল-আযরাকী (মৃ. ২১৭/৮৩২-এর পরে) ও আল-ফাকিহীর (মৃ. ২৭২/৮৮৫-এর পরে) রচিত মক্কার ইতিহাসে ও আল-ওয়াকিদীর সচিব মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন সাদ' (মৃ. ২৩০/৮৪৫) রচিত সাহাবীগণের জীবনীমূলক ইতিহাস ও আয-যুবায়রী (মৃ. ২৩৩/৮৪৮) রচিত কুরায়শগণের ইতিহাসে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন জারীর আত-ত়াবারী (মৃ. ৩১০/৯২৩) [সেই সময়ের মধ্যে সাসানী ঐতিহ্যও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে যেই সামগ্রিক বিশ্ব ইতিহাস রচনা করেন, যাহা সেই ধরনের সর্বপ্রথম (ও সর্বশেষ) রচনা এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে যাহার নামকরণ তা'রীখুর-রুসুল ওয়াল-মুলূক (নবী ও বাদশাহগণের ইতিহাস), সেইখানেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়; গ্রন্থখানি রচিত হয় আল-কু'রআনের ব্যাখ্যার পরিপূরক হিসাবে এবং আল-বালাযু'রীর (মৃ. ২৭৯/৮৯২) ফুতূহ়'ল-বুলদান (বিজয়াভিযানের ইতিহাস) ও আনসাবুল-আশরাফ (সম্ভ্রান্ত 'আরব ব্যক্তিবর্গের বংশ ইতিহাস)-এর মাঝেও আমরা এই বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই— অবশ্য ভিন্নতর গুরুত্বের সঙ্গে। তবে সেই একই শতাব্দীতে ইতিহাস যে একটি আলাদা বিজ্ঞান ও পঠন-পাঠনের বিষয় একটি সাহিত্যিক ক্রিয়াকলাপ সেই ধারণার সৃষ্টি হয়। সেইগুলির প্রকাশ দেখা যায় বিভিন্নধর্মী রচনাবলীতে, যেমন আল-য়া'কূবীর (মৃ. ২৮৪/৮৯৭) ঐতিহাসিক বিশ্বকোষে ও ইব্‌ন আবী তা'হির তায়ফূর (মৃ. ২৮০/৮৯৩)-এর তারীখ বাগদাদ (বাগদাদের ইতিহাস)-এ। হি. ৪র্থ শতকের মধ্যে ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলী শুধু যে বিপুলভাবে লিখিত হয় তাহাই নহে, বরং উহার ব্যাপ্তি অনেক বিস্তৃত হয় এবং অনেক বিষয়ও তাহার অন্তর্ভুক্ত হয় ঃ বিশ্ব ইতিহাস [পর্যটক আল-মাস'উদী (মৃ. ৩৪৫/৯৫৬) উহার সঙ্গে পৃথিবী ও মহাকাশমণ্ডলের যাবতীয় জ্ঞান লাভের যে গ্রীসীয় স্পৃহা উহারও সংমিশ্রণ করেন, মধ্যএশিয়া হইতে স্পেন পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চল ও শহরের স্থানীয় ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা, সমসাময়িক ঘটনাবলীর স্মৃতিকথা, উযীর ও কাদীগণের ইতিহাস, ব্যক্তিবিশেষের জীবনী, বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার ব্যক্তিগণের জীবনীমূলক অভিধান, এমনকি ঐতিহাসিক জাল-জালিয়াতি। ইতিহাস শিক্ষিত মানুষের অত্যাবশ্যক ব্যবহার্য বিষয়ে পরিণত হয়। ফলে বিষটি আদাবের সাধারণ ধারণার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ইতিহাস সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তাহার মাঝে একটি পরিষ্কার সীমারেখা অঙ্কন করা সম্ভব ছিল। একদিকে ছিল বিজ্ঞান বিষয়ক ও সুগভীর অনুসন্ধানী ঐতিহাসিকগণ, তাঁহাদের রচনা নির্ভুলতার একটা মাপকাঠি মানিয়া চলিত এবং সত্যনির্ভর হইত। হি. ৫ম শতকের মধ্যে তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন— যদিও একেবারে সকলেই নহে, সরকারী কর্মকর্তা ও উযীর, যেমন ইরাকে মিসকাওয়ায়হ (মৃ. ৪২১/১০৩০) ও হিলাল আস-সাবি' (মৃ. ৪৪৮/১০৫৬), মিসরে আল-মুসাব্বিহ়ী (মৃ. ৪২০/১০২৯) ও স্পেনে ইব্‌ন হ়ায়্যান আল-কু'রতু'বী (মৃ. ৪৬৯/১০৭৬-৭) এবং সেই সঙ্গে কয়েকজন স্বাধীন পণ্ডিত— যেমন খ্যাতনামা অংকবিদ ও জ্যোতির্বিদ আবূ রায়হ়ান আল-বীরূনী (মৃ. ৪৪০/১০৪৮)। সীমারেখার একই দিকে রহিয়াছেন পণ্ডিতগণের জীবনীমূলক অভিধান সংকলকগণ, যাঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন খাতীব আল-বাগ'দাদী (মৃ. ৪৬৩/১০৭১)। সীমারেখার অপর দিকে যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহাদের নিকট ইতিহাস আদাবেরই একটি শাখা ব্যতীত কিছু নহে, নৈতিক বা বিনোদনমূলক উপাখ্যান বা প্রচারণার মাধ্যমমাত্র, যেমন দরবেশগণের জীবনী, 'আলীপন্থিগণের শাহাদাতের কাহিনী-গাথা ও ব্যাপকভাবে জাল করা হযরত 'আলীর পত্রাবলী ও বক্তৃতা যেইগুলি নাহজু'ল-বালাগ'া নামে পরিচিত (দ্র. আশ-শারীফ আর-রাদী)।

সাহিত্যিক গদ্যের সম্প্রসারণও কালক্রমে ঐতিহাসিক রচনাবলীর ক্ষেত্রকে অধিকার করিয়া নেয়, কিন্তু মনে হয় উহার একমাত্র ক্ষেত্র ছিল যেন প্রশস্তিমূলক রাজবংশের ইতিহাস রচনাতে। এই শ্রেণীর রচনার উদাহরণ স্থাপন করেন ইবারাহীম আস-সাবি (মৃ. ৩৮৪/৯৯৪)। তাঁহার বর্তমানে হারাইয়া যাওয়া গ্রন্থ বুওয়ায়হীগণের ইতিহাস বিষয়ক আত-তাজিতে, পরে সেইখানির অনুসরণ করেন আল-'উত্‌বী (মৃ. ৪২৭/১০৩৫) এবং প্রাথমিক যুগের গাযনাবী বংশীয়গণের ইতিহাস অবলম্বনে উপরিউক্তখানির পরিপূরক গ্রন্থ আল-য়ামানী রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলি যে প্রাচীন পারস্যের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের ও পারস্যের মহাকাব্যের পুনরুজ্জীবনের কালের সঙ্গে সমসাময়িক হইবে তাহা হয়ত নেহায়েত ঘটনার যোগাযোগ অপেক্ষা বেশী কিছুও হইতে পারে। যাহা হউক, এই স্টাইলের আর কোন উদাহরণ সালজূক আমলের পূর্বে অন্য কোথাও ছিল বলিয়া জানা যায় না (নিম্নে ৪ দ্র.)।

(খ) কবিতা ঃ পূর্ববর্তী অধ্যায়ের শুরুতেই উল্লেখ করা হইয়াছে, হি. ৩য় শতকে শুরু করিয়া নূতন গদ্য লেখকগণ কবিতাকে উহার সাবেক সামাজিক দায়িত্ব হইতে বিচ্যুত করিয়াছিলেন। আংশিকভাবে ইহার কারণ ছিল 'আরাবিয়্যার শিল্পগত ঐতিহ্য গ্রহণ করিয়া বলিষ্ঠ গদ্য রীতি সৃষ্টি, যাহার ফলে কবিতা উহার পূর্বেকার একচ্ছত্র সৌন্দর্যের অধিকার হারায়। কিন্তু ইহা তদপেক্ষাও অধিক ঘটিয়াছিল বুদ্ধিজীবিগণের আগ্রহের বিস্তৃতির ফলে; কবিগণ তাঁহাদের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারেন নাই। জাহিলী যুগের শেষভাগে যেইরূপ ঘটিয়াছিল, তেমনিই এইবারও তাঁহারা নিজেদের প্রচলিত রীতির নিকট বন্দী ছিলেন, হি. ১ম ও ২য় শতকের ন্যায়ই সেই রীতিগুলি বিস্তৃততর ও বিভিন্নমুখী হইয়া পড়ে। কতকাংশে তাঁহারা নিজেদের সমাজের নিকটও বন্দী হন। ব্যক্তিগতভাবে কবি নিঃসন্দেহে নিজের খুশীমত কবিতা রচনা করিতে পরিতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেই রীতিটি প্রচলিত হয় তাহা ছিল এই, কবির প্রধান দায়িত্ব ছিল প্রশস্তিমূলক কাসীদা রচনা করিয়া পৃষ্ঠপোষককে অমর করা। ইহা ছিল জাহিলী কবিগণের যেই গোত্রীয় দায় দায়িত্ব উহারই উল্লেখ্যযোগ্য রূপ ও অদ্ভুত পুনরুজ্জীবন।

সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে ৩য় শতকের কবিতার অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় দিক হইল— বিভিন্ন উপায়ে এই সকল রীতিনীতি লঙ্ঘনের প্রচেষ্টা— যদিও তাহা খুব বেশী সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। আবূ তাম্মাম আত-তাঈ (মৃ. ২৩১/৮৪৬) জনৈক স্বতঃশিক্ষিত সিরিয়াবাসী বেদুঈন, কবিতার গভীর জীবনবোধকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া উহাকে 'ইরাকের

কবিগণের বাদী' অলংকরণের সঙ্গে সংমিশ্রিত করিবার প্রয়াস পান। একই সঙ্গে তিনি নিজের কবিতাকে চিন্তার জটিলতর গঠনের বাহন করিতেও চেষ্টা করেন। ইহার ফলে তাঁহার কবিতা প্রায়শই অত্যধিক কষ্টকর ও ভারাক্রান্ত হয় যদিও বা মধ্যযুগে ও বর্তমান কালেও অনেকে সেইগুলির বেশ প্রশংসাও করিয়াছেন। তাঁহার একই শহরবাসী ও শিষ্য আল-বুহ'তুরী (মৃ. ২৮৪/৮৯৭) অধিকতর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার অধিকতর সুষম ও মার্জিত কবিতার স্তবকে ইরাকী ঐতিহ্যের অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন। অপরদিকে ইরাকে ইব্নু'র-রূমী (মৃ. ২৮৩/৮৯৬) এক নূতন আত্মসচেতন ও বিশ্লেষণাত্মক কাব্যধারা সৃষ্টির প্রয়াস পান। সেইখানে প্রতিটি কবিতাতে একটি গঠনগত ঐক্যের মাঝে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ হয়। এই কবিতাকে উৎপত্তিগতভাবে কেহ কেহ তাঁহার গ্রীসীয় বংশধারার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছেন, যদিও তাহা সন্দেহজনকভাবে। এই কবিতার মৌলিকত্ব (যদিও অত্যধিক অভিযোগের হেতু সেই মৌলিকত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে) স্বীকৃত হয়, কিন্তু অনুকৃত হয় নাই এবং ইরাকী আধুনিকতাবাদের একেবারে বিশেষ ও প্রভাবশালী প্রতিনিধি ছিলেন 'আব্বসী শাহযাদা ইব্নুল-মুতায্য (মৃ. ২৯৬/৯০৮), যিনি অসঙ্কোচে ঐতিহ্যগত ভাব ও ছন্দকে কাব্যিক রাসা'ইল ও বর্ণনামূলক কবিতাতে প্রয়োগ করেন। সেইগুলি ছিল ফুসূ'ল গদ্যের সঙ্গে সাযুজ্যময়। তবে তাঁহার রচনার ঢং ও অভিনবত্ব (তাঁহার চাচাতো ভাই কর্তৃক খলীফা আল-মু'তাদি'দ-এর রাজত্বকালের গৌরবের মহিমাজ্ঞাপক ৪৫০ রাজায শ্লোকে রচিত ঐতিহাসিক একটি কবিতা সমেত) 'আরবী কবিতার সাহিত্য সেই রীতি-পদ্ধতির উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার সাহিত্য সেই রীতির পদ্ধতিগত ও দৃষ্টিভঙ্গীগত সংশোধন মাত্র করিয়াছে, সংস্কার আনয়ন করে নাই।

৪র্থ/১০ম শতক হইতে শুরু করিয়া এই ধরনের প্রাকৃতিক বর্ণনা, পত্র ও বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে রচিত কবিতাদি, প্রবচন ও অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে রচিত কবিতাদি, প্রবচন ও আনুষ্ঠানিক কাসীদা সমবায়ে মুসলিম দুনিয়ার সকল অঞ্চলের অপ্রধান কবিগণের কাব্য রচনার অবলম্বন হইয়া দাঁড়ায়, সেইগুলির উৎকর্ষের মাত্রা হয় বিভিন্ন রকমের। এই সময়ের মধ্যে কবিতাতে বাদী'র ব্যবহার এমনি ব্যাপক হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহা পরিণত কাব্যকল্পনার স্বাভাবিক গঠনরূপে পরিণত হয়। গাযাল বা সূরা সঙ্গীতে ইহার ব্যবহার হয়ত বা অপ্রধান ছিল, কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক কোন কবিতাই ইহার ব্যবহার ব্যতিরেকে রচিত হইত না। একমাত্র বড় কবি-প্রতিভার পক্ষেই সিরীয় ধারার 'আরবী কাসীদার সঙ্গে ইরাকী ধারার স্বতঃস্ফূর্ততা ও রচনার পারদর্শিতার মিশ্রণ ঘটানো সম্ভব ছিল। ইহা সম্ভব হইয়াছিল কবি আবুত-তা'য়্যিব আল-মুতানাব্বীর পক্ষে (মৃ. ৩৫৪/৯৬৫)। তিনি ছিলেন কূফার অধিবাসী এবং ইব্নু'র-রূমী ও ইব্নুল-মু'তায্য-এর অনুরাগী" কিন্তু কাব্য সাধনার বিষয়ে ছিলেন সিরীয় ও "সায়ফুদ -দাওলাঃ মহলের, উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। গঠনগত নৈপুণ্য, ভাষার স্বতঃস্ফূর্ততা ও মণি-মাণিক্যের ন্যায় বাগধারাসমূহের ব্যবহারের জন্য পরবর্তী আমলের কাসীদা কবিগণের মধ্যে আল-মুতানাব্বীর কোন তুলনা নাই, যদিও বা আলেপ্পোতে তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হামাদানী শাহযাদা আবূ ফিরাস (মৃ. ৩৫৭/৯৬৮) তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিকে সরাসরি আবেগময় আবেদন সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়া থাকিবেন। তাঁহার আরো বড় এক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহারই সমসাময়িক, ফাতিমী বংশের খলীফা আল-মু'ইয্য -এর প্রশস্তি রচনাকারী ইব্ন হানি' আল-আন্দালুসী (মৃ. ৩৬২/৯৭৩)। তাঁহার কাসীদাসমূহ (কখনও কখনও গোত্রীয় কারণে অন্যায়ভাবে তাঁহাকে অপ্রশংসাভাজন করা হইয়া থাকে) জাহিলী যুগের নমুনার প্রতি বিশ্বস্ততা অধিকতর রক্ষা করিয়াছে।

পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের পরবর্তীকালীন কবিগণ সম্বন্ধে আর খুব বেশী কিছু বলিবার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের কাব্যসৃষ্টি সামগ্রিকভাবে হি. ৩য় ও ৪র্থ শতকে প্রতিষ্ঠিত বিষয়বস্তু, রীতিনীতি ও টেকনিক বা পদ্ধতির আঙ্গিনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইরাকের প্রধান প্রধান কবি ছিলেন শী'আপন্থী আশ-শারীফ আর-রাদী (মৃ. ৪০৬/১০১৫) ও মিহয়ার আদ-দায়লামী (মৃ. ৪২৮/১০৩৭), যাঁহারা মনে হয় জীবনকালে কমই সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, বরং কিছু সংখ্যক লেখক জনপ্রিয় ধরনের কবিতা রচনা করিয়া (সাহিত্যের ভাষায়) অধিকতর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। সেই সকল কবিতার কিছু কিছু খণ্ডাংশ অদ্যাবধি টিকিয়া আছে। হি. ৫ম শতকের কবিগণের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সিরিয়ার আবুল-'আলা আল-মা'আররী (মৃ. ৪৪৯/১০৫৭)। প্রথম জীবনে তিনি আল-মুতানাব্বীর অনুসারী ছিলেন এবং সেই ধারায় তাঁহার দীওয়ান (সিকতু'য-যান্দ) রচনা করেন, পরবর্তী ক্ষুদ্র কবিতা সংকলনে (লুযুম মা লাম য়ালযাম) তিনি সেই রীতি অতিক্রম করেন। এই গ্রন্থখানির খ্যাতি সম্ভবত কাব্যগুণ ও শিল্প-সৌকর্যের জন্য যতটা, তদপেক্ষা বেশী সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারার প্রকাশের কারণে।

মাগরিব ও আল-আন্দালুসেও কবিতার প্রধান ধারা, সাধারণভাবে 'আরবী জ্ঞানধারার ন্যায়ই তখনও প্রাচ্যে সৃষ্ট প্রবাহ ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকে, শুধু স্থানীয় বা আঞ্চলিক ছাপ তাহাতে থাকে। ইব্ন হানি আবূ তাম্মাম ও জাহিলী চারণ কবিগণকে তাঁহার নমুনার আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনিই ইব্ন যায়দূন (মৃ. ৪৬৩/১০৭১) অনুকরণ করেন আল-বুহ'তুরীকে, কিন্তু তাহা তিনি করেন এমনই সজীবতা ও দৃপ্ততার সঙ্গে যে, কখনও কখনও মডেলকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন এবং আল-মানসূ'র ইব্ন আবী 'আমির-এর প্রশস্তি-গাথার রচয়িতা ইব্ন দাররাজ (মৃ. ৪২১/১০৩০) অনুসরণ করেন আল-মুতানাব্বীকে। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখ করা যায়, যদিও বা কিছুটা পরবর্তীকালীন সিসিলীয় ইব্ন হামদীস (মৃ. ৫২৭/১১৩২)-এর নাম এবং অনেক অপ্রধান কবির মধ্যে 'আব্বাসী শাহযাদা আল-মু'তামিদ (মৃ. ৪৪৮/১০৯৫)-এর নাম। তবে ৫ম/১১শ শতকে স্পেনীয় 'আরব সাহিত্যিক মহলে আঞ্চলিক অনুপ্রেরণামূলক এক নূতন পয়ার ধরনের (strophic) কবিতার চর্চা হইতে থাকে। কিন্তু পরবর্তী শতক শুরু হইবার আগে এই কবিতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে নাই (নিম্নে ৪ দ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Z. Mubarak, La Prose arabe au IVe siecle de'l Hegire, প্যারিস ১৯৩১ খৃ. (আরবী সংস্করণ, কায়রো ১৯৩৪ খৃ.); (২) এম.এম. আল-বাসীর, ফিল-আদাবি'ল 'আব্বাসী, বাগদাদ ১৯৪৯ খৃ.; (৩) A. Mez, Die Renaissance des Islam, হাইডেলবার্গ ১৯২২ খৃ. (ইং অনু. The Renaissance of Islam, লন্ডন ১৯৩৭ খৃ.); (৪) G. E. von Grunebaum, A. tenth Century Document of Arab Literary Theory and Creiticism, শিকাগো ১৯৫০ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, The Spirit of Islam as shown in its Literature, স্টুডিয়া ইসলামিকা, ১/১ খ., ১৯৫৩ খৃ.; (৬) H. Ritter,

Introduction to Asrar al-Balagha of al-Djurdjani, ইস্তাম্বুল ১৯৫৪ খৃ.; (৭) এ. আল-মাক'দিসী, উমারা'-উ'শ-শি'রি'ল-'আরাবী, বৈরূত ১৯৩২ খৃ.; (৮) A. Gonzalez Palencia Historia de la Literatura Arabigo-Espanola, বারসিলোনা ১৯২৮ খৃ.; (৯) H. Peres, La poesie andalouse en Arabe classique au XIe siecle, প্যারিস ১৯৩৭ খৃ., ১৯৫৩ খৃ.।

(iv) ৬ষ্ঠ/ ১২শ শতকের শুরু হইতেই বিজয় সূচিত হয় দুইটি শক্তির, যাহারা তখন হইতে 'আরব দেশসমূহের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকে। একটি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকারীর দল এবং অপরটি সূফীপন্থিগণ। এই উভয় আন্দোলনই সালজূক (দ্র.)-দের অধীনে সুন্নী পুনর্জাগরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। উভয় আন্দোলনের উদ্ভব হয় হি. ৫ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে খুরাসানে, পরে উহা সালজূক সুলতানগণের অধীনে ইরাকে এবং যাঙ্গী ও আয়্যূবী বংশ শাখার অধীনে সিরিয়া ও মিসরে বিস্তার লাভ করে। পশ্চিমে অনুরূপ একটি আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন বাগদাদ প্রত্যাগত বার্বার মুহ'াম্মাদ ইব্ন তূমার্ত (মৃ. ৫২৪/১১৩০); উহা হি. ৬ষ্ঠ শতকে মুওয়াহ'হি'দ (almohad) রাজবংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং 'আরব দুনিয়ার দুই অর্ধাংশে উহাদের অনুরূপ উন্নয়ন ও বিকাশ রক্ষিত হয় নানাবিধ যোগাযোগ ও পারস্পরিক কার্যবিধি দ্বারা।

জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের প্রধান বাস্তব বিষয় ছিল সকল সাহিত্যিক শিক্ষাদীক্ষাকে ক্রমান্বয়ে মাদ্‌রাসাকেন্দ্রিক করিয়া তোলা। উযীর নিজ'ামুল-মুল্‌ক [দ্র. মৃ. ৪৮৫/১০৯২] 'উলামা' ও প্রশাসকগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য বাগদাদে কলেজ পর্যায়ে এই নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। অতঃপর এই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বাগদাদ হইতে সমগ্র দুনিয়াতে ছাড়াইয়া পড়ে। শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলা শিক্ষা দানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয় এবং মূল গ্রন্থাবলীর স্থলে পাঠ্য পুস্তক ও বিশ্বকোষ ধরনের সংকলন রচনার প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদত্ত হয়। নিজামিয়া মাদরাসায় প্রথম আমলের নেতৃস্থানীয় 'আলিমগণের মধ্যে ইতোমধ্যেই এই প্রবণতাটি লক্ষ্য করা গিয়াছে। ভাষাতাত্ত্বিক আত-তিবরীযী (মৃ. ৫০২/১১০৯)-এর মধ্যে যিনি আবুল-'আলা আল-মা'আররীর ছাত্র ছিলেন, তিনি স্কুল পাঠ্য ও টীকাগ্রন্থ রচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী আল-জাওয়ালিকী'ও (মৃ. ৫৩৯/১১৪৫) তাহাই করেন এবং শাফি'ঈ ধর্মতত্ত্ববিদগণের মধ্যে আল-জুওয়ায়নী ইমামুল-হ'ারামায়ন (মৃ. ৪৭৮/১০৮৫) ও তাঁহার ছাত্র আবূ হ'ামিদ আল-গ'াযালী (মৃ. ৫০৫/১১১১) যাঁহারা প্রথমদিকে প্রণালীবিদ্যা (Methodology), গ্রীক দর্শন ও ইলহ'াদ (কুফরীবাদ, দ্র. মুলহি'দ)-এর প্রতিরোধমূলক কালামশাস্ত্রের গ্রন্থাদি রচনা করেন। তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরবর্তী পুরুষের সুন্নী ধর্মতত্ত্ববিদ (মুতাকাল্লিম) ও আইনশাস্ত্রবিদ (ফাকী'হ)-গণের অধিকাংশ ধর্মতত্ত্বগত সারগ্রন্থ ['আকী'দা (দ্র.) ব.ব.'আক'াইদ] বিপুল পরিমাণে রচনা করেন। সেইগুলির মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতনামা ছিলেন হ'ানাফী আবূ হ'াফ্‌স' আন-নাসাফী (মৃ. ৫৩৭/১১৩২), 'আদুদুদ-দীন আল-ঈজী (মৃ. ৭৫৫/১৩৫৫) ও মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ আস্-সানুসী- (মৃ. ৮৯২/১৪৮৬)।

ইঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলী ঃ হা'দীছ সম্বন্ধে রচিত গ্রন্থাবলী (বিশেষ করিয়া সি'হ'াহ' সিত্তা-এর পরিপূরক গ্রন্থসমূহ যাহা ইব্নু'ল-হায়ছামী [মৃ. ৮০৭/১৪০৫] রচিত এবং ভারতীয় লেখক 'আলী আল-মুত্তাকী' (মৃ. ৯৭৫/১৫৬৭)-কৃত বিস্তৃত ও ব্যাপক গ্রন্থ কানযু'ল-'উম্মাল), আইন বিষয়ক স্কুল পাঠ্য গ্রন্থসমূহ, ফাতওয়া সংগ্রহ, উহার বিশেষ বিশেষ শাখা বিষয়ে রচিত সহায়ক গ্রন্থসমূহ (দ্র. ফিকহ), তাফসীরসমূহ ও বিশেষ সূরার তাফসীর (দ্র. তাফসীর) বা কি'রাআত (দ্র.) বিষয়ক গ্রন্থ ও এইসব ও অনুরূপ বিষয় সম্বন্ধে ব্যাখ্যা বা টীকার সুবৃহৎ গ্রন্থসমূহ (শারহ') ও টীকা (হা'শিয়া)। শী'আগণও আবার হি. ৪র্থ ও ৫ম শতকের রচনাবলীর ভিত্তিতে অনুরূপ ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক ও গোঁড়া ধর্মমত বিষয়ক সারগ্রন্থসমূহ (বিশেষ করিয়া আল-মুত'াহ্‌হার আল-হি'ল্লী মৃ. ৭২৬/১৩২৬ ও মুহ'াম্মাদ বাকি'র আল-মাজলিস মৃ. ১১২০/১৭০০ কর্তৃক রচিত) আইন বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকাদি ও তাফসীরসমূহ রচনা করেন।

জ্ঞান সাধনার এই ক্রমবর্ধমান স্তর নির্ধারণ ও সীমিতকরণের ব্যতিক্রম যাহা পাওয়া যায় তাহার সংখ্যা কম, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। সুবিখ্যাত মৌলিক ধর্মীয় চিন্তাবিদ ও সংস্কারক হ'াম্বালী ইব্ন তায়মিয়া (মৃ. ৭২৮/১৩২৮) ও তাঁহার ছাত্র ইব্ন ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যা (মৃ. ৭৫১/১৩৫০) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যমহীনতা ও সূফী তারীকা বিষয়ে ঘোরতর বিতর্কে লিপ্ত হন, কিন্তু মুহ'াম্মাদ 'আবদুল-ওয়াহহাব (মৃ. ১২০৬/১৭৯১) কর্তৃক 'আরবে তাঁহার শিক্ষাকে পুনর্জাগরিত করিবার পূর্ব পর্যন্ত সফলকাম হইতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের জৌনপুরে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অদ্যাবধি অতি অল্পই আলোচিত একটি ধর্মীয় দর্শনগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেন মাহ'মূদ আল-জৌনপুরী (মৃ. ১০৬২/১৬৫২); কয়েক পুরুষ পর্যন্ত সেই গোষ্ঠীর জ্ঞানসাধনা চলিতে থাকে এবং ধর্মীয় সংস্কারক (শাহ) ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহলাবীর (মৃ. ১১৭৬/১৭৬২) গ্রন্থরাজিকে প্রভাবিত করে। আইনের ক্ষেত্রে আইনের মূলনীতি গবেষণার মৌলিক অবদান রাখেন শাফি'ঈ তাজুদ-দীন আস-সুবকী (মৃ. ৭৭১/১৩৭০) ও হা'নাফী ইব্ন নুজায়ম আল-মিস'রী (মৃ. ৯৭০/১৫৬৩)। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে গতানুগতিক আড়ষ্ট স্কুল পাঠ্য পুস্তকসমূহ বিশ্লেষণের জন্য কখনও কখনও নবতর প্রতিভার সংযোজন ঘটিত, যেমন আন্দালুসীয় আবূ হা'য়্যান (ইনি তুর্কী, ফার্সী, ইথিওপীয় ও অপর কতিপয় ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন, মৃ.৭৪৫/১৩৪৪) এবং তাঁহার মিসরীয় ছাত্র ইব্‌ন হিশাম (মৃ. ৭৬১/১৩৬০)-এর অবদান।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ফল শুধু ধর্মীয় ও ভাষাতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইহা সাহিত্যের সকল শাখাকেই প্রভাবিত করে, এমনকি কবিতাও বাদ যায় নাই, ফলে লেখক ও পাঠক উভয়েরই জন্য প্রমিতকরণের প্রবণতা উৎসাহ পায়। চিন্তার মৌলিকতাকে বাধাগ্রস্ত না করা হইলেও তাহা খুব একটা কদর লাভ করে নাই। তাহা অপেক্ষা বরং অধিকতর সুপরিচিত ভাব আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশন করিলে সাহিত্যের পরিবেশনাতে ছিল গতানুগতিকতা; ফলে এই আমলের সাহিত্যের জরিপকার্য নিতান্ত নামের তালিকাভুক্তির অতিরিক্ত কিছুই নহে। কিন্তু এই সমতা আনয়নের ব্যাপারে আরো একটি বিষয়ের অবদান ছিল। ৭ম/১৩শ ও ৯ম/১৫শ শতকের মধ্যে নূতন ইসলামী দুনিয়াতে যে বিশাল রাজ্যসমূহ সংযুক্ত হয় সেইখানে, পারস্য ও মধ্যএশিয়াতে বাস্তবিক যাহা ঘটিয়াছিল,

অনুরূপ মাদরাসা ব্যবস্থাতে 'আরবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা হইলেও রম্য রচনা ও কবিতা আর 'আরবীতে রচিত হইত না, বরং ফার্সী ও তুর্কী ভাষাতে হইত। এই সকল নূতন সাহিত্য কম-বেশী 'আরবী সাহিত্যের ধারায় রচিত হইলেও 'আরবী সাহিত্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে নাই। এই যুগে প্রতিভাকে অন্য ধারায় প্রবাহিত করা হইয়াছে। তাহা না করা হইলে হয়ত বা 'আরবী সাহিত্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভব হইত বা 'আরবী সাহিত্যের জন্য নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দুয়ার খুলিয়া দেওয়া যাইত। যখন হিসাব করিয়া দেখা হয়, পূর্ববর্তী শতাব্দীসমূহে পারস্যের প্রদেশসমূহের সৃষ্ট বা অনুকৃত সাহিত্যের মাঝে উহা কি পরিমাণ বৈচিত্র্য ও কমনীয়তা আনয়ন করিতে বা স্থিতিশীলতা আনয়ন করিতে পারিয়াছে, তখন 'আরবী সাহিত্যানুশীলনে তাহাদের ক্ষতির পরিমাণটা সহজেই বুঝা যায়।

একই সঙ্গে এই আমলে যেই বৌদ্ধিক শক্তি ও সাহিত্যিক রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকেও ছোট করিয়া দেখিবার উপায় নাই। মৌলিক রম্য রচনার সংখ্যা হয়ত বা কম হইতে পারে, কিন্তু মনের এই শক্তিময়তা ও সজীবতা, যাহা এমনকি বিভিন্ন পাণ্ডিত্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহা অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, বিশেষ করিয়া প্রথম চার শতাব্দীতে। গ্রীক ঐতিহ্যের প্রবহমান প্রভাব ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির ব্যাপক বিকাশে ও সূফীবাদের ক্রমবর্ধমান উদ্দীপনাতেই সেইগুলি সর্বাপেক্ষা বেশী শক্তি লাভ করে। তথাপি বিভিন্ন সময়ে কোন কোন লেখক তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসমূহে নিজেদের আগ্রহের ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের যে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন সেইগুলিতে ব্যক্তিত্বের ছাপ রহিয়াছে। স্মৃতিকথাসমূহের মধ্যে এমন কতকগুলি রহিয়াছে যেইগুলিতে লেখকের জীবন ও সমকালীন বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করিয়া যুদ্ধের স্মৃতি ও সিরীয় উসামা ইব্ন মুনকি'য' (মৃ. ৫৮৪/১১৮৮)-এর যুদ্ধ ও শিকারের বর্ণনা, য়ামানের 'উমারা (মৃ. ৫৬৯/১১৭৫)-র অধিকতর সাহিত্যিক বিবরণী ও তিউনিসীয় ঐতিহাসিক ইব্ন খালদূন (মৃ. ৮০৮/১৪০৬)-এর আত্মজীবনী। ভ্রমণকাহিনীসমূহের মধ্যে হ'াজ্জযাত্রিগণই, বিশেষ করিয়া সেইগুলিতে উৎসাহ সৃষ্টি করিতেন এমন কতগুলি রহিয়াছে যেইগুলি অন্যান্য দেশের আচার-ব্যবহার ও রীতি বিষয়ক পর্যবেক্ষণের প্রাণবন্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। পশ্চিমের পর্যটকগণের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান হইতেছেন আবূ হ'ামিদ আল-গারনাতী (মৃ. ৫৬৫/১১৬৯-৭০), ইব্ন জুবায়র (মৃ. ৬১৪/১২১৭) ও তাঞ্জিয়ারের ইব্ন বাত্'তূ'তা (মৃ. ৭৭৯/১৩৭৭) প্রাচ্যের পর্যটকগণের মধ্যে 'আলী ইব্ন আবী বাক্র যিনি হারাতের শায়খ নামে পরিচিত ছিলেন (মৃ. ৬১১/১২১৪)। ইহা সত্য, স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত মধ্যযুগীয় দার্শনিক মতবাদ ও সূফীতত্ত্বের নিকট ম্লান হইয়া যায়, এইগুলির স্থান অবনমিত হইয়া নিতান্ত শিক্ষক ও বইয়ের তালিকা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উপরের মর্যাদায় গৃহীত হয় বা বড়জোর ধর্ম প্রচারক ব্যক্তিবর্গ ও তাঁহাদের মাযার যিয়ারতের বর্ণনারূপে স্বীকৃত হয়, কিন্তু এমনকি কয়েকজন পরবর্তীকালীন পর্যটকের নিকটে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরিত প্রচারক দলের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাই; যেমন মরক্কোর পর্যটক আবুল-হ'াসান আত-তামগ্রুতী (আবির্ভাব ১০০০/১৫৯১) ও আবুল-ক'াসিম আয-যায়ানী (মৃ.১২৪৯/১৮৪৩)-এর ভ্রমণ কাহিনী ও ক্যালদীয় পাদ্রী ইলয়াস ইব্ন য়ুহ'ান্না কর্তৃক আমেরিকা ভ্রমণের (১৬৬৮-৮৩ খৃ.) একটি রোজনামচা।

জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক তৃতীয় ও নূতনতর অপর একটি শাখা কিছু সময়ের জন্য বিকাশ লাভ করে, উহা যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাদি। এইগুলিতে ক্রুসেড যুদ্ধে যোগদানকারিগণ বিশেষ করিয়া উৎসাহ যোগায়। পরবর্তী দুই কি তিন শতাব্দী ধরিয়া সামরিক কৌশল, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার, অশ্ব রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা ও সাধারণভাবে জিহাদ বিষয়ক বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হয়।

এমনকি আল-আন্দালুসেও গদ্য সাহিত্য প্রধানত প্রাচ্য নমুনার বিলম্বিত প্রতিফলন ছিল, যেমনটি রহিয়াছে ইব্ন আবী রান্দাকা আত-তুরতূশী (মৃ. ৫২৫/১১৩১) রচিত সিরাজু'ল-মুলূক-এ ইব্ন তু'ফায়ল (মৃ. ৫৮১/১১৮৫) কর্তৃক ইব্ন সীনার দার্শনিক রোমানস হ'ায়্য ইব্ন য়াক'জান-এর নব রূপ দানে ও ইব্ন হুযায়ল-এর অশ্বারোহণ বিষয়ক গ্রন্থ তুহ'ফাতুল-আনফুস-এ। গ্রানাডা জন্মদান করে সর্ববিষয়ক পণ্ডিত লিসানুদ্দীন ইবনুল-খাত'ীবকে (মৃ.৭৭৬/১৩৭৪) যিনি ছিলেন 'আরবী সাহিত্য শিল্পের শেষ সর্ববিশারদ পণ্ডিতগণের অন্যতম।

সাধারণভাবে গল্প-নাটকাদি রসসাহিত্যের ক্ষেত্রে সাজ' রীতি সর্বোচ্চ মানে পৌঁছায় হি. ৬ষ্ঠ/১২শ শতকে। ছন্দময় গদ্য 'ফুস্'ল'কে নৈতিকতার কাজে ব্যবহার করেন ভাষাতাত্ত্বিক আয-যামাখশারী (মৃ. ৫৩৮/১১৪৩) তাঁহার আত-ওয়াকু'য্-যাহাব-এ। সচিবগণের কার্যে ব্যবহৃত গদ্য নূতন শক্তিময়তা লাভ করে আল-ক'াদী আল-ফাদি'ল (মৃ. ৫৯৬/১১৯৯)-এর সরস ও অত্যন্ত ব্যবহারোপযোগী ইনশা-তে। ইনি সর্বশেষ ফাতিমী খলীফা ও সুলতান স'ালাহু'দ্দীন আয়্যূবীর সচিব ছিলেন এবং সাজ'-এ ঐতিহাসিক গঠনের যেই উদাহরণ আস-সাবি' ও আল-'উতবী স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও অনুসরণ করেন, এমনকি তাহা অতিক্রম করিয়া যান। 'ইমাদুদ্দীন যিনি আল-কাতিব আল-ইস'ফাহানী (মৃ. ৫৯৭/১২০১) নামে সুপরিচিত ছিলেন, কুশলী ভাষাগত নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি সালজূকগণের ও সুলতান স'ালাহু'দ্দীন-এর ইতিহাস রচনা করেন। পরবর্তী পুরুষে ভাষাশিল্প ও রচনার আড়ম্বরকে ম্রিয়মাণ করিয়া পাঠ্যপুস্তকের আকারে নিয়া আসেন খাওয়ারিযমবাসী আস-সাক্কাকী (মৃ. ৬২৬/১২২৯) তাঁহার মিফতাহু'ল- 'উলূম গ্রন্থে। সমগ্র 'আরবী সাহিত্যের লোকায়ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সম্ভবত এইখানির সবচেয়ে বেশি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং টীকা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে এই সাজ'-এরও কিছু অবনতি ঘটে, ব্যতিক্রম ছিল শুধু সচিবগণের ইনশা', মাক'মাতের অনুকরণেও আদর্শে রচিত গ্রন্থাদিতে এবং সকল প্রকার গ্রন্থেরই ভূমিকা বা উৎসর্গ পৃষ্ঠার ভাষায়। সামগ্রিকভাবে ইহা ইবনুল-জাওযী (মৃ. ৫৯৭/১২০০), এমনকি পরবর্তীকালীন অসংখ্য সংকলন, নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ ও অনুরূপ অসংখ্য সাহিত্য সংকলন দ্বারা জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই ধরনের গ্রন্থাবলীতে ইহার পুনঃপ্রচলন শুরু হয় মিসরীয় রচনাকুশলী শিহাবুদ্দীন আল-খাফাজীর (মৃ. ১০৬৯/১৬৫৯) রায়হ'নাতুল-আলিব্বা' হইতে; পরে সেই ধারা অনুসরণ করেন ইবন মা'সূম (মৃ. ১১০৪/১৬৯২), অতঃপর বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলীর সাহিত্যিক সৌকর্য সৃষ্টির ধারায়-ইহা অনুসৃত হয়।

'আরবী-ইসলামী সংস্কৃতিতে গ্রীক বিষয়বস্তু কয়েক শতাব্দী যাবত শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই নহে, বরং মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যতালিকাসমূহেও প্রবেশ করিয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের অধ্যয়নভিত্তিক চিকিৎসাশাস্ত্র বাস্তবিক দাউদ আল-আনতাকীর (মৃ. ১০০৮/১৫৯৯) কাল পর্যন্ত লিখিত হইতে থাকে [তিনি স্বয়ং কবিতা ও আদাবের এক সুবিখ্যাত গ্রন্থ সংকলন করেন, উহা আস-সাররাজ (মৃ. ৫০০/১১০৬) কর্তৃক পূর্বেই রচিত একটি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।] গণিতশাস্ত্র, বিশ্বকোষ রচয়িতা পারস্যদেশীয় নাসীরুদ্দীন তূসীর (মৃ. ৬৭২/১২৭৩) পর হইতে, ক্রমেই অধিকতর জ্যোতির্বিদ্যাতে সীমিত হইয়া পড়ে। প্রাচ্যে দর্শন চর্চার অনুশীলন করেন তূসী ও অধিকতর গোঁড়াপন্থী বিশ্বকোষ রচয়িতা ফাখরুদ্দীন আর-রাযী (মৃ. ৬০৬/১২০৯), কিন্তু অতঃপর উহা সূফীপন্থী অধ্যাত্মবাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায় এবং কিছুকালের জন্য মুসলিম স্পেনে উহা অত্যুজ্জ্বলভাবে পুষ্পিত করেন ইব্ন-বাজ্জা (মৃ. ৫৩৩/১১৩৮), ইবন তুফায়ল ও বিশ্ববিখ্যাত ইবন রুশদ (Averroes মৃ. ৫৯৫/১১৯৮)। পরে উহাও ইবনুল-'আরাবী (নিম্নে দ্র.) ও ইবন সাব'ঈন (মৃ. ৬৬৮/১২৬৯)-এর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপভাবে সূফীবাদের কাছে ম্রিয়মাণ হইয়া যায়। বিজ্ঞান ভিত্তিক ভূগোল যাহা বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম শীর্ষ স্থান অধিকার করে এবং বর্ণনামূলক পাঠ যাহা বিশ্ববিখ্যাত শারীফ আল-ইদরীসী ৫৪৮/১১৫৪ সনে সিসিলীর রাজা ২য় রজারের জন্য সংকলন করিয়াছিলেন, তাহা হামাহ-এর সুলতান আবুল-ফিদা (মৃ. ৭৩২/১৩৩১)-এর সময়কাল পর্যন্ত টিকিয়াছিল, কিন্তু ক্রমেই উহার স্থান অধিকার করিতেছিল বিশ্ব গঠনতত্ত্ব বিষয়ক সাহিত্য শিল্প, যাহার উদাহরণ স্থাপন করেন যাকারিয়া আল-কাযবীনী (মৃ. ৬৮২/১২৮৩), শামসুদ্দীন আদ-দিমাশকী (মৃ. ৭২৭/১৩২৭) ও সিরাজুদ্দীন ইবনুল-ওয়াদী (মৃ. আনু. ৮৫০/- ১৪৪৬)। প্রকৃতি বিজ্ঞানের চর্চা হয় প্রধানত চিকিৎসা সংক্রান্ত উদ্ভিদবিদ্যার ক্ষেত্রে। বিশিষ্ট অবদান আল-গাফিকীর (মৃ. ৫৬০/১১৬৫) ও ইবনুল-বায়তার-এর (মৃ. ৬৪৬/১২৪৮) এবং উহা অন্যান্য বহুবিধ সাহিত্য বিষয়ের সঙ্গে আদ-দামীরীর (মৃ. ৮০৮/১৪০৫) জীববিদ্যা অভিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আর একটু সীমিত আকারে গ্রীক ঐতিহ্য বিশ্বকোষ ধরনের রচনায় প্রবেশ করে এবং উহার আদর্শ স্থাপন করেন শুধু তূসী ও আর-রাযীই নহেন, বরং অন্যান্য স্বল্পখ্যাত সংকলকগণও। বলা যাইতে পারে, বিশ্বকোষ ধরনের রচনা পাণ্ডিত্যের একটি প্রকাশ মাধ্যম ছিল, যাহা জ্ঞাতসারেই হউক, কি অজ্ঞাতসারেই হউক, ধর্মশাস্ত্র পাঠ ও ভাষাতত্ত্বের উপর প্রচলিত গুরুত্ব আরোপহেতু সংকুচিত হইয়া পড়ে। ইহা নানা আকার ধারণ করে। সর্বাপেক্ষা সহজ ও সর্বাপেক্ষা দৃঢ়বদ্ধ রূপ ছিল কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বা ক্ষেত্রসমূহে বর্ণনানুক্রমিকভাবে তথ্য পরিবেশনার, যেরূপ করা হইয়াছিল তাজুদ-দীন আস-সাম'আনী (মৃ. ৫৫১/১১৫৬-এর পরে) কর্তৃক সংকলিত বংশ-তালিকা সম্পর্কিত অভিধানে (কিতাবুল-আনসাব)। উহারই ভিত্তিতে (মূলত গ্রীক) য়া'কূত তাঁহার ভৌগোলিক অভিধান (কিতাবুল-বুলদান) সংকলন করিয়াছিলেন। যে ক্ষেত্রটি সম্বন্ধে আলোচনার সর্বাপেক্ষা বেশি সুযোগ ছিল তাহা জীবনী, সাধারণ ধরনেরই হউক [ইবন খাল্লিকান-এর (মৃ. ৬৮১/১২৮২), ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান হইতে শুরু, অতঃপর অন্যরা তাঁহাকে অনুসরণ করেন]। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য খালীল ইবন আয়বাক আস-সাফাদী (মৃ. ৭৬৪/১৩৬৩)-এর ওয়াফী বিল-ওয়াফায়াত বা বিশেষ কোন শ্রেণীর জ্ঞানী বা বিদ্বান ব্যক্তির জীবনীই হউক, বৈজ্ঞানিকগণের জীবনী রচনা করেন জাহীরুদ্দ-দীন আল-বায়হাকী (মৃ. ৫৬৫/১১৬৯-৭০) ও 'আলী ইবন য়ূসুফ আল-কিফতী (মৃ. ৬৪৬/১২৪৮); চিকিৎসাবিদগণের জীবনী রচনা করেন ইবন আবী উসায়বিআ (মৃ. ৬৬৮/১২৭০); ভাষাতাত্ত্বিকগণের জীবনী রচনা করেন আল-কিফতী ও জালালুদদীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১/ ১৫০৫); বিদ্বান ব্যক্তিগণের জীবনী রচনা করেন য়া'কূত; বিভিন্ন মাযহাবের ইমামগণের জীবনী রচনা করেন, বিশেষ করিয়া তাজুদ্দীন আস-সুবকী (শাফি'ঈ ইমামদের মৃ. ৭৭১/১৩৭০), ইবন কুতলুবগা (হানাফী ইমামদের, মৃ. ৮৭৯/১৪৭৪) ও ইবন ফারহূন (মালিকী ইমামদের, মৃ. ৭৯৯/১৩৯৭); ইহাতে সংযোজন করেন তিমবুকতুর অধিবাসী আহমাদ বাবা (মৃ. ১০৩৬/১৬২৬); কারীগণের জীবনী রচনা করেন ইবনুল-জাযারী (মৃ. ৮৩৩/১৪২৯-৩০), সাহাবীগণের জীবনী রচনা করেন 'ইযযুদ্দীন ইবনু'ল-আছীর (মৃ. ৬৩০/১২৩৪) ও ইবন হাজার আল-'আসকালানী (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮); হাদীছবিদ (মুহাদ্দিছ)-দের জীবনী রচনা করেন শামসুদ-দীন আয-যাহাবী (মৃ. ৭৪৮/ ১৩৪৮) এবং অন্যান্য আরো অনেকে। শহরবিশেষ বা অঞ্চলবিশেষের পণ্ডিতগণ ও খ্যাতনামা নারী ও পুরুষের জীবনীমূলক অভিধান প্রণয়নে যেই রীতি ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা আরো ব্যাপক ও বিশাল আকারে রচিত হইতে থাকে, যেমন দামিশকের জন্য রচনা করেন ইবন 'আসাকির (মৃ. ৫৭১/১১৭৬), আলেপ্পোর জন্য কামালুদ্দীন ইবনু'ল-আদীম (মৃ. ৬৬০/১২৬২), মিসরের জন্য তাকিয়্যু'দ-দীন আল-মাকরিযী (মৃ. ৮৪৫/১৪৪২), আল-আন্দালুসের জন্য ইবন বাশকুওয়াল (মৃ. ৫৭৮/১১৮৩) ও ইবনুল-আব্বার (মৃ. ৬৫৮/১২৬০), গ্রানাডার জন্য ইবনু'ল-খাতীব; 'উছমানিয়া সাম্রাজ্যের জন্য তাশকোপ্রুযাদাহ (মৃ. ৯৬৮/১৫৬০)। এইগুলি ছাড়া আরো অনেক জীবনীমূলক গ্রন্থ রহিয়াছে, যেইগুলির উপস্থাপনা পদ্ধতি যথেষ্ট নিয়মানুগ নহে। ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী একটি অভিনব রীতির প্রবর্তন করেন। তাহা হইল, জীবনীমূলক অভিধানসমূহকে শতাব্দী অনুযায়ী সাজানো। ৮ম শতকের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের যেই জীবনীমূলক অভিধান তিনি সংকলন করিয়াছেন (আদ-দুরারু'ল-কামিনা) তাহা অনুসরণ করিয়া ৯ম শতকের জন্য রচনা করিয়াছিলেন আস-সাখাবী (মৃ. ৯০২/১৪৯৭), ১০ম শতকের জন্য রচনা করিয়াছিলেন নাজমুদ্দীন আল-গাযযী (মৃ. ১০৬১/১৬৫১) [পরে ইবনু'ল-'আয়দারূস (মৃ. ১০৩৮/১৬২৮) দক্ষিণ 'আরব ও গুজরাটের অংশবিশেষ সংযোজন করেন]। ১১শ শতকের জন্য রচনা করেন আল-মুহিব্বী (মৃ. ১১১১/১৬৯৯), এবং ১২শ শতকের জন্য আল-মুরাদী (মৃ. ১২০৬/১৭৯১)। প্রথম হাজার বৎসরের জন্য কাল অনুযায়ী একটি সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থ রচনা করেন ইবনু'ল-'ইমাদ আল-হাম্বালী (মৃ. ১০৮৯/১৬৭৮)। এখানেও তুর্কী পণ্ডিত কাতিব চেলেবি হাজ্জী খালীফ (মৃ. ১০৬৮/১৬৫৮) কর্তৃক সংকলিত জীবনীমূলক বিশ্বকোষ (কাশফু'জ-জুনূন) এবং ভারতীয় পণ্ডিত মুহাম্মাদ 'আলী আত-তাহানাবী কর্তৃক ১১৫৮/১৭৪৫ সনে লিখিত বিশেষ ধরনের (technical) শব্দের বিস্তারিত অভিধানের (কাশশাফু ইসতিলাতিল-ফুনূন) উল্লেখ করা প্রয়োজন।

বিশ্বকোষ সংকলকগণের দ্বিতীয় ধারাটি ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের কয়েকটি শাখাকে একটিমাত্র গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা। আন-নুওয়ায়রী (মৃ. ৭৩২/১৩৩২) তাঁহার নিহায়াতু'ল-আরাব গ্রন্থে ভূগোল, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও বিশ্ব ইতিহাসকে একইসঙ্গে গ্রন্থিত করেন এবং মিসরীয় সচিব আল-কালকাশান্দী (মৃ. ৮২১/১৪১৮) তাহার পূর্বসূরী আল-'উমারী (মৃ.

৭৪৮/১৩৪৮) কর্তৃক রচিত দুইখানি গ্রন্থকে একত্র ও সংযোজন করেন তদীয় সু'বহু'ল-আ'শা' গ্রন্থে, যাহা ইতিহাস, ভূগোল, দরবারের রীতি-পদ্ধতির প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী একখানি সহায়ক গ্রন্থের কাজ করিত এবং সচিবগণকে ইনশা'-র নমুনাও যোগাইত।

বিশ্বকোষ রচয়িতাগণ প্রায়শই বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলাদা আলাদা গ্রন্থ রচনা করিতেন, যেমন চিকিৎসাবিদ 'আবদুল-লাত'ীফ আল-বাগ'দাদী(মৃ. ৬২৯/১২৩১) শুধু চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থই রচনা করেন নাই, হ'াদীছ সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আল-ইফাদা ওয়াল-ইতিবার নামে 'মিসরের বিবরণ'ও রচনা করেন, বিশেষ করিয়া ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের বাহিরে বহু ক্ষেত্রে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন এবং মিসরের মামলূক আমল যথার্থই ইতিহাসের সবচেয়ে বড় গ্রন্থাবলী প্রকাশের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। জালালুদ-দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫) প্রায় ৪০০ প্রবন্ধ-গ্রন্থে সমগ্র ধর্মীয় বিজ্ঞান ও 'আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় পূর্ণাঙ্গ সারগ্রন্থ রচনা করেন।

লোকায়ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে। সুন্নী আন্দোলন 'বিশ্ব ইতিহাস' পুনরুজ্জীবনে উৎসাহিত করে [কখনও মৃত জনগণের তালিকার সঙ্গে (necrology) সংশ্লিষ্ট থাকিত, কখনও বা উক্ত তালিকাই প্রাধান্য লাভ করিত]। উহার শুরু হয় ইবনুল জাওযী (মৃ. ৫৯৭/১২০০)-র আল-মুনতাজ'াম হইতে, ইবনু'ল-আছীর (মৃ. ৬৩০/১২৩৪)-এর প্রামাণ্য গ্রন্থ আল-কামিলে লক্ষণীয়ভাবে উহার বিস্তৃতি ঘটে এবং বিভিন্ন মাত্রায় গুরুত্ব সহকারে উহাকে পরিবর্ধিত করিয়া যান সিবত ইবনুল-জাওযী (মৃ. ৬৫৪/১২৫৭), আল-নুওয়ায়রী, আবুল-ফিদা, আয-যাহাবী, ইবন কাছীর (মৃ. ৭৭৪/১৩৭৩), 'আবদু'র-রাহ'মান ইবন খালদূন (মৃ. ৮০৮/১৪০৬) ও আল-'আয়নী (মৃ. ৮৫৫/১৪৫১)। আঞ্চলিক ও বংশানুক্রমিক ইতিহাসের চর্চা হইতে থাকে মধ্যএশিয়া হইতে পশ্চিম আফ্রিকার প্রতিটি প্রদেশে, বিশেষ করিয়া মামলূক মিসরের প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক এই ধারা চালু রাখেন (আল-মাক'রীযী, মৃ. ৮৪৫/১৪৪২; ইবন হ'াজার, মৃ. ৮৫২/১৪৪৯; ইবন তাগ'রীবিরদী, মৃ. ৮৭৪/১৪৬৯; ইবন ইয়াস মৃ. ৯৩০/১৫২৪) ও ১৩শ/১৯শ শতককাল পর্যন্ত মাগরিবের ঐতিহাসিকগণ (দ্র. E. Levi-Provencal, Les historiens des Chorfa, প্যারিস ১৯২২ খৃ.)। মোঙ্গলদের ঐতিহাসিক রাশীদু'দ-দীন (মৃ. ৭১৮/১৩১৮) তাঁহার গ্রন্থের একখানি 'আরবী সংস্করণ তৈরি করেন। বারবারদের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে রচনা করেন ইবন খালদূন। স্পেনের মুসলিমগণের ইতিহাস সামগ্রিকভাবেই সংক্ষেপিত করেন আল-মাক্কারী (মৃ. ১০৪১/১৬৩২) তদীয় নাফহু'ত-তীব গ্রন্থে। ভারতবর্ষের মুসলিমদের সমসাময়িক কালের ইতিহাস রচনা করেন আল-আসাফী, আল-উলুগখানী (মৃ. ১০১০/১৬১১-এর পরে) এবং মুসলিম নিগ্রো অঞ্চলের ইতিহাসও অনুরূপভাবে তাহাদের নিজেদের ঐতিহাসিকগণই রচনা, বিশেষ করিয়া তিমবুকতুর আস-সাদী (মৃ. ১০৬৬/১৬৫৬-এর পরে)। ইতিহাসের প্রতি এত মনোযোগ ইতিহাস রচনার নীতি-পদ্ধতির উপর প্রতিফলন না রাখিয়া পারে নাই। যেমন দেখা গিয়াছে আস-সাখাবী (মৃ. ৯০২/১৪৯৭) কর্তৃক ইতিহাসকে অতি সূক্ষ্ম বিচার পদ্ধতির দ্বারা সমর্থনের ক্ষেত্রে এবং সেই শিকড় হইতেই সমাজ সম্বন্ধে বলিষ্ঠ ও মৌলিক মতবাদ তুলিয়া ধরেন ইবন খালদূন তাঁহার যথার্থ বিশ্ববিখ্যাত মুক'াদ্দিমা গ্রন্থে যেইখানি তাঁহার বিশ্ব ইতিহাসের ভূমিকা। লক্ষণীয় যে, 'ইমাদুদ-দীন আল-ইস'ফাহানীর চমৎকার রচনাবলীর পরে ছন্দময় গদ্যে রচিত ইতিহাসের সৌকর্যময় রচনাশৈলী ব্যাপকভাবে পরিত্যক্ত হয় এবং উহার স্থলে বিশ্লেষণাত্মক ভাষার প্রচলন হয়। সেইরূপ আর মাত্র দুইখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থই পরবর্তী কালের আরবী সাহিত্যে পাওয়া যায় ঃ ইবন হ'াবীব আদ-দিমাশকী (মৃ. ৭৭৯/১৩৭৭) রচিত মামলূক সুলতানগণের ইতিহাস এবং অপর একজন দামিশকবাসী ইবন আরাবশাহ (মৃ. ৮৪৫/১৪৫০) রচিত তায়মূর লঙ্গের বীরত্বব্যঞ্জক ইতিহাস। আরও ছোট আকারে কিন্তু মূলত আদাব গ্রন্থরূপে পরিগণিত ইরাকী ঐতিহাসিক ইবনু'ত-তি'ক'তাক'ার জনপ্রিয় গ্রন্থ আল-ফাখরী (৭০১/১৩০১-এ রচিত), যাহাতে খলীফাগণ ও তাহাদের উযীরগণের কিংবদন্তীমূলক ইতিহাস বিধৃত হইয়াছে।

প্রচলিত সাহিত্য শিল্পের নিশ্চলতা এই সময়কার লোকায়ত কবিতার উপর বিশেষ প্রভাব রাখে। দীওয়ান যথেষ্ট রচিত হয়, কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক ক্লাসিক্যালধর্মী কবি স্থায়ী সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, ব্যক্তিক্রমী ভাগ্যবান ছিলেন ইরাকী সা'ফিয়্যুদ-দীন আল-হি'ল্লী (মৃ. ৭৪৯/১৩৪৯), সিরীয় ইবন হি'জ্জা আল-হ'ামাবী (মৃ. ৮৩৭/১৪৩৪)। গীতি কবিতা রচয়িতাগণের মধ্যে ছিলেন বাহাউদ্দীন যুহায়র মিসরী (মৃ. ৬৫৬/১২৫৮)। মিসরীয় আল-বুসীরী (মৃ. ৬৯৪/১২৯৬) কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ আলংকারিক ভাষায় রচিত 'আল-বুরদা' নামে সুপরিচিত একখানি রাসূল প্রশস্তি ধর্মীয় কবিতার ক্লাসিক্যালে পরিণত হয় এবং অদ্যাবধি উহার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কাব্যিক শিল্প নূতন ধরনের দ্বিমাত্রিক বা পয়ার কবিতাতে (strophic poetry) অধিকতর সুষ্ঠু প্রকাশের সুযোগ পায়, যেইগুলি প্রাচ্যে জনপ্রিয় মাওয়াল ও দাবায়ত-এ বর্ণিত হইয়া থাকে এবং আল-হ'ারীরী ইতোপূর্বেই আংশিকভাবে উহার ব্যবহার করেন। আল-আন্দালুসে মুওয়াশশাহ' (দ্র.)-এর জটিলতর পয়ারশিল্পকে চূড়ান্ত সৌন্দর্যময় রূপ দান করেন অন্ধ কবি আত-তুতীলী (মৃ. ৫২৩/১১২৯) ও ইবন বাকী (মৃ. ৫৪০/১১৪৫-৬)। মুওয়াশশাহ' উৎপত্তিতে জনপ্রিয় কবিতার নিকট আংশিকভাবে ঋণী হইলেও বিকশিত সাহিত্যরূপ হিসাবে শুধু ইহার শেষ চরণে (খারজা) প্রাদেশিক উৎসের পরিচয় পাওয়া যাইত এবং স্পেনে দরবারের শিল্পরূপেই ইহার চর্চা করা হইত। সেইখানে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সুষমামণ্ডিত গীতি কবিতারূপে এইগুলি গীত হইত। গানের কথারূপে গীত হইবার জন্য এইগুলি প্রাচ্যে চালান করেন ইবন সানাউল-মুলক (মৃ. ৬০৮/১২১১)। সেইখানে ইহা কিছুকাল পর্যন্ত বিকাশ লাভ করিতে থাকে, কিন্তু রীতি-পদ্ধতিগত শিল্পরূপ হিসাবে তাহাতে আর প্রাথমিক আন্দালুসীয় কবিগণের সজীবতা ও আপাত স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যাইত না (সূফী কবিতাতে মুওয়াশশাহ'-এর জন্য নিম্নে দ্র.)। একেবারে খাঁটি জনপ্রিয় কবিতার যেইগুলিতে অশ্লীল কথার ব্যবহার ছিল, সেইগুলির মধ্যে খুব সামান্যই টিকিয়া আছে, যেমন আন্দুলুসীয় কবি ইবন কুযমান (মৃ. ৫৫৫/১১৬০)-এর যাজাল (زجل) কবিতা, মিসরীয় কবি আশ-শিরবীনী (মৃ. আনু. ১০৯৮/১৬৮৭)-র ব্যঙ্গাত্মক কবিতা হাযযুল-কুহূফ এবং মাগরিব ও য়ামানের শি'র মালহু'ন। চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ও চাতুর্যের জন্য খ্যাত ইবন দানিয়াল (মৃ. ৭১০/১৩১০) কর্তৃক জনপ্রিয় ছায়ানাট্যকে সাহিত্যে স্থান দিবার একক প্রচেষ্টাটি সফল হয় নাই বলিয়া মনে হয়। অপরদিকে জনপ্রিয় রোমানস বা বীরত্বগাথা যেগুলিতে 'আরব ও আফ্রিকার বানূ হিলাল বংশীয়গণের কীর্তি-কাহিনী এবং অন্যান্য আরও অনেক বীরপুরুষের ও কিংবদন্তীর নায়কগণের (আনতার, সিদি বাত্তাল, য়ামানী সায়ফ ইবন যীয়াযান

ও মামলূক সুলতান বায়বারস) কাহিনী কীর্তিত হইয়াছে সেইগুলি এই শতাব্দীগুলিতে চূড়ান্তভাবে বিকাশ লাভ করে। এই সকল বীরত্বগাথার সঙ্গেই বিকশিত হয় জনপ্রিয় কাহিনীসমূহের বিবিধ সংগ্রহ যেইগুলি সকল স্তর হইতে সংগৃহীত হয় এবং যেইগুলির মধ্য হইতে 'আলফ লায়লা ওয়া লায়লা' শেষ পর্যন্ত কমবেশি স্থায়ী আকারে প্রকাশ লাভ করে আনুমানিক ৯ম/১৫শ শতকের দিকে।

সূফী আন্দোলনের ফলে 'আরবীতে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাহা প্রথমে উপরে আলোচিত জ্ঞানগর্ভ সাহিত্য চর্চার তুলনায় খুব কমই ছিল, কিন্তু ইসলামের সাংস্কৃতিক বিকাশে সেইগুলির গুরুত্ব বেশি ছিল। হি. ৬ষ্ঠ শতকের সূচনা হয় তাসাওউফের সঙ্গে গোঁড়াপন্থী মতবাদে যুগান্তকারী সুসামঞ্জস্য সংমিশ্রণ দ্বারা যাহার পরিচয় রহিয়াছে আবূ হ়ামিদ আল-গ়াযালীর ইহ়য়া-'উলূমিদ্দীন ও হাম্বালী 'আবদুল-ক়াদির আল-জীলী (বা জীলানী) (মৃ. ৫৬১/১১৬৬) রচিত একই রকম গোঁড়াপন্থী ধর্মীয় খুতবা ও অন্যান্য লেখায়। সুন্নী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের কালে মাদরাসাসমূহের পাশাপাশি সর্বত্রই সূফী খানকাহ বা যাবিয়া স্থান অধিকার করে এবং সরকার হইতে বা প্রশাসনিক শ্রেণীর নিকট হইতে একই রূপ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। তবে অল্প কালের মধ্যেই সূফী আন্দোলনের মধ্যেও তাহার নিজস্ব ধর্মতাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক পদ্ধতির বিকাশ ঘটে। 'প্রাচ্যের প্ল্যাটোনীয় ও ইশরাক়ী মতবাদ' পুনর্ব্যক্ত করেন শিহাবুদ্দীন য়াহ়য়া আস-সুহরাওয়ার্দী (৫৮৭/১১৯১ সালে সুলতান স়ালাহু়দ্দীন-এর আদেশে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল বলিয়া তিনি আল-মাকতূল নামে পরিচিত হন) এবং তাহা তিনি করেন এরিস্টোটলীয় মতবাদের বিরুদ্ধবাদরূপে; কিন্তু অপর একজন সুহরাওয়ার্দী শিহাবুদ্দীন 'উমার (মৃ. ৬৩২/১২৩৪) ইশরাকী অধ্যাত্ম বাদের অধিকতর গোঁড়াপন্থী বিশ্লেষণ প্রদান করেন 'আওয়ারিফুল-মা'আরিফ গ্রন্থে। প্রাচ্যে এই উভয় গ্রন্থেরই গভীরতর ও স্থায়ী প্রভাব পড়ে, কিন্তু 'আরব দুনিয়াতে সেই প্রভাব অল্পই ছিল। এখানে নব্য-প্ল্যাটোনীয় ও মরক্কোর সূফীবাদের ভিত্তিতে অদ্বৈতবাদী অতীন্দ্রিয়বাদ (ওয়াহ় দাতুল-উজূদ) প্রতিষ্ঠিত করেন মুরসিয়াবাসী (Murcian) মুহ়য়িদ্দীন ইবনু'ল-'আরাবী (মৃ. দামিশকে ৬৩৮/১২৪০ সনে), যাহা তদীয় ছাত্র আল-কোনাবী (মৃ. ৬৭২/১২৭৩) কর্তৃক আনাতোলিয়াতে নীত হয় এবং কু়ত়বুদ্দীন আল-জীলী (মৃ. ৮৩২/১৪২৮) রচিত আল-ইনসানুল-কামিল গ্রন্থে ইহার অধিবিদ্যার সুবিন্যস্ত ব্যাখ্যা দ্বারা ইহা আরও ব্যাপক বিস্তার লাভ করে।

১০ম/১৬শ শতক পর্যন্ত আরবী সূফীতত্ত্বের গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য করিবার মত খুব বেশি কিছু নাই। বুঝাইবার উপযোগী করিয়া রচিত এই সাহিত্য ক্রমে ক্রমে মাদরাসার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রকাশভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত হয়, বিশেষ করিয়া কালপ্রবাহে 'আলিমগণ নিজেরাই অধিকতর সংখ্যায় সূফী তারীকার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে থাকেন। অধিকতর জনপ্রিয় পর্যায়ে অনেক সংখ্যক দরবেশ জীবনী রচিত হয়, সেইগুলিতে দরবেশগণের শিক্ষা অপেক্ষা তাঁহাদের কারামাতের বিষয়ই বেশি বর্ণিত হয়। একদিকে সেইগুলির বিশদ বিবরণ দিয়াছেন আশ-শান্তানাওফী (মৃ. ৭১৩/১৩১৪) তাঁহার 'আবদুল-ক়াদির আল-জিলানী (র)-এর (বাহজাতু'ল-আসরার) মানাকি়ব-এ এবং অপরদিকে মরক্কোর রীফ-এর দরবেশগণের জীবনী গ্রন্থে (আল-মাক়স়াদ) যাহা 'আবদুল-হাক়ক় আল-বাদীসী (মৃ. ৭২২/১৩২২-এর পরে) রচনা করেন। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল কাব্য সৃষ্টি, যাহা পারস্যের সূফী কবিগণের কাব্যের মানের নিকট পৌঁছাইতে না পারিলেও শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল অনুরাগিগণের মধ্যে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করিতে ও ধর্মভাব বজায় রাখিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রেম ও সুরা-সঙ্গীতের বিষয়বস্তুকে অভিযোজন করিয়া, ঐতিহ্যগত শিল্প-কবিতার সৌকর্যময় রীতিতেই হউক বা জনপ্রিয় ধরনের ছন্দেই হউক, উহাকে আল্লাহর প্রেম ও স্রষ্টার প্রতি আকুতির সঙ্গে মিশ্রিত করা। প্রথমোক্ত ধরনের লেখার সবচেয়ে প্রতিভাবান প্রতিনিধি ছিলেন মিসরীয় 'উমার ইবনু'ল-ফারিদ (মৃ.৬৩২/১২৩৫), কিন্তু রচনার পরিমাণের দিক হইতে তাঁহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন স্বয়ং ইবনু'ল-'আরাবী যিনি স্বীয় আধ্যাত্মিক কবিতাকে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে রূপ দান করিয়াছিলেন। তিনি শুধু প্রাক-ইসলামী ও আব্বাসী পদ্ধতিতে গাথা-কাব্যই রচনা করেন নাই, মুওয়াশশাহও রচনা করেন। এই কাব্যশিল্পে তাঁহার সবচেয়ে স্মরণীয় উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁহার ছাত্রের শিষ্য আল-কোনাবী, 'আফীফুদ-দীন আত-তিলিমসানী (মৃ. ৬৯০/১২৯১) এবং এই শেষোক্ত জনের পুত্র শামসুদ-দীন (মৃ. ৬৮৮/১২৮৯) যিনি আশ-শাববুজ-জ়ারীফ নামে পরিচিত ছিলেন।

১০ম/১৬শ শতকের শুরুতে 'উছমানীগণ দ্বারা সিরিয়া ও মিসর বিজিত হইলে পরে সাহিত্যিক ক্রিয়াকলাপের অন্যান্য অধিকাংশ শাখাই দ্রুত লোপ পাইতে থাকে। কিন্তু তখন সূফী তৎপরতা এক নূতন প্রেরণা লাভ করে এবং উহা প্রায় এককভাবেই অত্যন্ত প্রাণবন্ত হইয়া উঠে, যদিও বা কখনও কখনও প্রকাশভঙ্গীতে অতিরঞ্জন, এমনকি অবাস্তবতাও থাকিত যাহার পরিচয় রহিয়াছে মিসরীয় 'আবদুল-ওয়াহহাব আশ-শা'রানী (মৃ. ৯৭৩/১৫৬৫)-র রচনায়। 'উছমানী আমলে আরবী সাহিত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন 'আবদুল-গ়ানী আন-নাবুলুসী (মৃ. ১১৪৩/১৭৩১), শুধু তাঁহার ধর্মতত্ত্ব ও সূফীবাদী গ্রন্থাবলীর জন্যই নহে, কবিতায় ও ছন্দময় গদ্যে এক নূতন ধরনের অতীন্দ্রিয়বাদী ভ্রমণ-সাহিত্যেরও উদ্গাতা হিসাবে। খৃ. ১৮শ শতকের শেষভাগের প্রায় সকল মিসরীয় ও সিরীয় লেখক পরোক্ষভাবে তাহার প্রভাবাধীনে আসেন, সেই প্রভাব এমনকি মাগরিব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রাচ্যে প্রচলিত সূফী দর্শন ইরশরাকী পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকে, উহা পারস্যের স়াদরুদ্দীন শীরাযী (মৃ. ১০৫০/১৬৪০) ও তাঁহার ছাত্র ফায়দ় আল-কাশী (মৃ. ১০৯০/১৬৯৭-এর পরে)-র মাধ্যমে ভারতীয় সূফীবাদ ও শায়খীয় সূফী মতবাদের প্রবর্তক আহম়াদ আল-আহ়সাঈ (মৃ. ১২৪২/১৮২৭)-কে প্রভাবিত করে। এই আমলের পরেই শুধু পূর্বেকার গোঁড়াপন্থী সূফীবাদের পুনরাবির্ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত কিন্তু মিসরে বসবাসকারী মুরতাদ়া আয-যাবীদী (মৃ. ১২০৫/১৭৯১)-র লেখাতে ও মাগরিবের শাযি়লিয়্যাগণের মধ্যে।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) J. Rikabi, La Poesie profane sous les ayyubides, প্যারিস ১৯৪৯ খৃ.; (২) এ এল হামযা, আল-হারাকাতুল ফিকরিয়া, মিসর..... কায়রো, তা.বি.; (৩) G. Graf, Gesch. d. christlichen arabis chen Literatur, ২খ., ৩খ., ভ্যাটিকান সিটি ১৯৪৭-৯ খৃ.; ইহা ছাড়া তাসাওউফ প্রবন্ধ দ্র.।

৫। আধুনিক 'আরবী সাহিত্য ঃ (ক) ১৯১৪ খৃ. পর্যন্ত ঃ 'আধুনিক আরবী সাহিত্য' কথাটি দ্বারা যে বিকাশ বুঝায় তাহা সহজ সাহিত্যিক ক্রিয়াকলাপের পুনর্জাগরণ হইতে ভিন্নতর এবং পরিবর্তনের মাত্রার দিক হইতেও বৃহত্তর— কি ভাষাতাত্ত্বিক শিল্পকলার ক্ষুদ্রতর পরিসরে, কি হি. তৃতীয় ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের মানবতাবাদের বৃহত্তর পরিসরে। এই

ধরনের স্থানীয় পুনর্জাগরণ বিভিন্ন সময়েই হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, আলেপ্পোতে মারনী (Maronite) আর্চবিশপ Djarmanus farhat-এর প্রভাবে (১৬৭০/১৭৩২) এবং বাগদাদে ১২শ/১৮শ শতকের প্রথমার্ধে (দ্র. আল-আলুসী, আল-মিসকুল-আযফার, বাগদাদ ১৩৪৮/১৯৩০)। ১৩শ/১৯শ শতকেও এক নূতন সাহিত্যের উদ্ভবের সূচনা হয় ক্লাসিক্যাল 'আরবী পুনর্জাগরণের দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন দ্বারা এবং ক্লাসিক্যাল মডেল দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত সাহিত্য সৃষ্টি দ্বারা। এই আন্দোলনের নেতাগণের প্রথম লক্ষ্য ছিল পূর্ববর্তী শতাব্দীসমূহে 'আরবী ভাষাতে যে স্থবিরতা বিরাজ করিতেছিল তাহা দূরীকরণ এবং ক্লাসিক্যাল সাহিত্যকলার ঐতিহ্যের সংরক্ষণ। সিরীয়গণের মধ্যে ইহার খাঁটি প্রতিনিধি নাসিফ আল-য়াযিজী (১৮০০-১৮৭১ খৃ.), মিসরে নাস'র আল-হুরীনী (মৃ. ১৮৭৪ খৃ.) ও 'আলী পাশা মুবারাক (১৮২৩-৯৩ খৃ.) ও ইরাকে মাহ'মূদ শুকরী আল-আলূসী (১৮৫৭-১৯২৩ খৃ.)। ইহাদের সকলেই ও আরও অনেকে ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য সচেতনভাবে উচ্চাভিলাষী ছিলেন— তাঁহাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ও মৌলিক রচনা উভয়েই, যেমন আল-য়াযিজীর মাকা'মাত (মাজমা'উল-বাহ'রায়ন) আল-হ'রীরীর ধরনে রচিত, 'আলী পাশার আল-খিতা'তু'ত-তাওফীকিয়্যা, আল-মাক'রিযীর য'ায়ল (পরিশিষ্ট) হিসাবে এবং আল-আলূসীর আদাব, বুলূগুল-আরাব-এর সংগ্রহ।

এইগুলির পাশাপাশি ও মূলত একই লক্ষ্যে পরিচালিত ছিলেন একদল লেখক যাহারা পরিস্থিতিগত কারণে বা ব্যক্তিগত পসন্দের কারণে সাহিত্যের সংস্পর্শে ও পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাধারার সাহচর্যে আসেন। এই বিষয়ে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ স্পন্দন সৃষ্টি করেন মিসরের গভর্নর মুহ'াম্মাদ আলী। তিনি সামরিক একাডেমী স্থাপন করেন এবং তখন সেইগুলিতে শিক্ষা দানের জন্য বিশেষ ধরনের টেকনিক্যাল গ্রন্থসমূহ ফরাসী ভাষা হইতে আরবীতে অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সঙ্গে ১৮২৮ খৃ. মিসরে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বল্পকাল পরেই সিরিয়াতেও আরও কয়েকটি ছাপাখানা স্থপিত হয়। মিসরীয় অনুবাদকগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন রিফা'আ বে রাফি তাহ্‌তাবী (মৃ. ১৮৭৩ খৃ.)। তাঁহার মৌলিক রচনাবলীর মধ্যে ছিল মিসরীয় শিক্ষা মিশনের প্রধানরূপে ফ্রান্স সাফরের বিস্তারিত বিবরণ এবং শিক্ষা বিষয়ক আরও অনেক সহায়ক গ্রন্থ বা হ্যান্ডবুক। এই আমলের অনূদিত টেকনিক্যাল গ্রন্থসমূহের যেই বিপুল সংখ্যা সেইগুলি কিরূপ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং সেইগুলি বিদ্বানগণের দৃষ্টিভঙ্গী কতটুকু পরিবর্তন করিতে পারিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসার বিষয়। কিন্তু ইহা পরিষ্কারই মনে হয়, রিফা'আ বে ও তাহার ন্যায় অন্যগণ যে সকল পাশ্চাত্য বিষয় সাহিত্যে ব্যবহার করিয়াছিলেন সেইগুলি ছিল নেহায়েত প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শ্রেণীভুক্ত কাঠামোর গায়ে গাঁথিয়া দেয়া সংযোজনমাত্র বা (ফরাসী সাহিত্য হইতে অনুবাদের ক্ষেত্রে) পরিপূরক বস্তুমাত্র। সমসাময়িক লেবাননী পণ্ডিতগণের সাহিত্য-সৃষ্টি, যাহারা সিরিয়াতে পাশ্চাত্য শিক্ষা মিশনের সাহচর্যে আসিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া বুতরুস আল-বুস্তানী (১৮১৯-৮৩), আহ'মাদ ফারিস আশ-শিদয়াক' (১৮০১-৮৭ খৃ.) ও নাসীফ-এর ইবরাহীম আল-য়াযিজী (১৮৪৭-১৯০৬ খৃ.) এবং তিউনিসিয়ার মুহ'াম্মাদ বায়রাম (১৮৪০-৮৯ খৃ.), ইঁহারাও অনুরূপ লক্ষ্যে কার্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এই ব্যক্তিগণই নূতন 'আরবী সাংবাদিকতা ও আধুনিক সাংবাদিকতার মাধ্যম গড়িয়া তোলার ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারিগণের প্রধান ছিলেন।

মিসের সাময়িকপত্র, সাংবাদিকতা, যাহা প্রথমে ছিল প্রধানত সিরীয় পরিচালনাধীনে, কিন্তু পরে শীঘ্রই ব্যাপকভাবে ও বৃহত্তর আকারে স্থানীয় মিসরীয় প্রকাশনায় বিকাশ লাভ করে, তাহা আধুনিক 'আরবী সাহিত্যের প্রকৃত অগ্রগতির সূচনা করে। খৃ. ১৯শ শতকের শেষদিকে ও ২০শ শতকের প্রথম দশকে সাংবাদিকতার মধ্যেই (কবিতা ব্যতীত) সাহিত্যিক সুখ্যাতি অর্জিত হয় এবং সাহিত্যিক 'আরবীকে আধুনিক সামাজিক চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণার প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করিয়া লওয়া হয়। সাহিত্যিক স্টাইলের ব্যাপকতম যে বিভিন্নতা তাহা ইহার বহির্ভূত ছিল না। যেমন মুহাম্মাদ 'আবদুহ (১৮৪৯-১৯০৫ খৃ.)-এর কড়াকড়ি কিন্তু শক্তিময় ক্লাসিক্যাল প্রবণতা, মুহ'াম্মাদ আল-মুওয়ায়লিহী (১৮৬৮-১৯৩০ খৃ.)-র আধুনিকীকৃত মাকা'মাত, মুস'তা'ফা লুত'ফী আল-মানফালূত'ী (১৮৭৬-১৯২৪ খৃ.)-র বলিষ্ঠ নও-ক্লাসিক্যালবাদ, জুরজী যায়দান (১৮৬১-১৯১৪ খৃ.), য়া'কু'ব স'াররাফ(১৮৫২-১৯২৭ খৃ.) ও কাসিম আমীন (১৮৬৫-১৯০৮ খৃ.)-এর ব্যবহারিক গদ্য, ওয়ালিয়্যদ-দীন য়া'কুন (১৮৭৩-১৯২১ খৃ.) ও মুস'ত'াফা কামিল (১৮৭৪-১৯০৮ খৃ.)-এর তেজোদীপ্ত সালংকার শব্দ ব্যবহার, য়া'কূ'ব সানু আবূ নাদ্দারা (১৮৩৯-১৯১২ খৃ.) 'আবদুল্লাহ নাদিম (১৮৪৪-৯৬ খৃ.)-এর ব্যঙ্গাত্মক কথ্য রীতির ব্যবহার। একই সময়ে আমেরিকা প্রভাবিত সিরীয় সাংবাদিকগণ এক ধরনের সাহিত্যিক প্রবন্ধ ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত 'গদ্য কাব্য' উদ্ভাবন করেন যাহা ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করে এবং আংশিকভাবে ভাষাগত গঠনকেও নূতনতর রূপ দান করে। এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় লেখক ছিলেন জিবরান খালীল জিবরান (১৮৮৩-১৯৩১ খৃ.) ও আমীন আর-রায়হ'ানী (১৮৭৭-১৯৪০ খৃ.)।

আধুনিক ভাবধারা লইয়া সংবাদপত্রে রচনাশৈলী সংক্রান্ত যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাহা ইউরোপীয় সাহিত্যের ব্যাপক অনুবাদের ফলে অধিকতর শক্তি লাভ করে এবং অনেক সময়ে একই লেখকের হাতে তাহা হয়। এইভাবে কৃত অনুবাদসমূহের মধ্যে খুব কমই সাহিত্যের মানে উন্নীত হইতে পারিয়াছে, ব্যতিক্রম শুধু আল-মানফালুতী ও অপর দুই-একজনের কৃত অনুবাদ। কিন্তু অনুবাদের এই ক্রিয়াকলাপ আধুনিক 'আরবী সাহিত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বলা যাইতে পারে, ইবনুল-মুক'াফফা'র বা আল-জাহি'জের গ্রন্থাবলী যেইরূপ 'আব্বাসী আমলে কৃত অনুবাদ ব্যতিরেকে সম্ভব হইত না, তেমনই ১৯শ শতকের অনুবাদকগণের পরিশ্রম ব্যতীত আধুনিক 'আরবী সাহিত্যেরও সৃষ্টি হইতে পারিত না (Kratchkowsky)। অনূদিত গ্রন্থাবলী শুধু আরবী সাহিত্যের প্রকাশ পরিসীমা বৃদ্ধির অনুশীলন করিবার কাজেই আসে নাই, বরং নমুনা হিসাবেও কাজে আসিয়াছে। যেই সকল অনুবাদক নিজেরা অনুরূপ মৌলিক রচনাতে হাত দিয়াছিলেন তাহাদের সংখ্যাও নেহায়েত কম নহে এবং অন্যান্য আরও অনেকে সেইগুলি হইতে মৌলিক গ্রন্থ রচনাতে উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত দলের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় কাজ ছিল নাট্যসাহিত্য বিকাশের প্রচেষ্টা। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উদ্যোগ গ্রহণকারী ছিলেন সিরীয় মারুন আন-নাক্কা'শ (১৮১৭-৫৫ খৃ.), ইনি মলিয়ের (Moliere) দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন; তাঁহাকে অনুসরণ করেন নাজীব আল-হাদ্দাদ (১৮৬৭-৯৯ খৃ.) যিনি কর্নেইলি (Corneille), হুগো, আলেকজান্ডার ডুমাস ও শেক্সপীয়ার-এর স্টাইল অনুসরণ করেন এবং অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে উহা অনুসরণ করেন মিসরীয় মুহ'াম্মাদ 'উছমান জালাল (১৮২৮-৯৮

খৃ.)। ইনি মলিয়েরকে মিসরীয় পরিবেশ ও রচনারীতিতে পরিবেশন করেন, তাহা ব্যতীত সাহিত্যিক আরবীতে Poul et Virginie-এর ভাবধারায় উল্লেখযোগ্য অভিযোজন করেন। তবে ইহা সত্ত্বেও 'আরবী নাটক খৃষ্টীয় ১৯শ শতকে তেমন কোন সাফল্য অর্জন করিয়াছিল একথা বলা যায় না, বরং উপন্যাসের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া ওয়াল্টার স্কটের অনুসরণে জুরজী যায়দান কর্তৃক রচিত ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ ও ফারাহ' আনতুন(১৮৭৪-১৯২২ খৃ.) কর্তৃক রচিত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস উরূশালীম আল-জাদীদা। আরও অনেক মৌলিক রচনাও প্রধানত ইউরোপীয় উপাদানের উপরে নির্ভরশীল ছিল, যেমন 'আবদুর রাহ'মান আল-কাওয়াকিবী (১৮৪৯-১৯০৩ খৃ.) রচিত সামাজিক রাজনৈতিক রচনাবলী। আবার বিকাশোন্মুখ মিসরীয় নারী আন্দোলনের যেই সাহিত্যের পরিচয় রহিয়াছে 'আইশা 'আত্তায় মুরিয়া (১৮৪০-১৯০২ খৃ.), মালাক হিফনী নাসিফ (১৮৮৬-১৯১৮ খৃ.) ও ক'াসিম আমীন-এর রচনায়, সেইগুলিতে মূল প্রেরণার প্রভাব রক্ষিত হয় নাই, যদিও স্বকীয় সামাজিক ও সাহিত্যিক পরিবেশ অনুযায়ী সেইগুলিকে খাপ খাওয়াইয়া নেওয়া হইয়াছে।

অপরদিকে কবিতার ক্ষেত্রে প্রচলিত ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্য একেবারে ১৯১৪ খৃ. পর্যন্ত পাশ্চাত্যের যে কোন সাহিত্যিক প্রভাবকে প্রতিহত করিয়া পূর্ব প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে। জাতীয়তাবাদ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহার সীমা দেশাত্মবোধক ভাবধারার দ্বারা আরও প্রসারিত হয়। প্রথমে উহার বিকাশ মাহ'মূদ সামী আল-বারূদী (১৮৩৯-১৯০৪ খৃ.), অতঃপর অধিকতর ক্লাসিক্যাল প্রলেপ দেন আহ'মাদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২ খৃ.) এবং সমাজবোধের অধিকতর গভীরতা প্রদান করেন মুহ'াম্মাদ হ'াফিজ' ইবরাহীম (১৮৭১-১৯৩২ খৃ.)। কিন্তু নূতন ভাবধারা, তাহা দেশপ্রেমিক বা সামাজিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময় যাহাই হউক না কেন বা পাশ্চাত্যের কবিতার কলাকৌশল, কোনটিই 'আরবী কবিতার দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত গঠন রীতি, শ্রেণী বা প্রকাশভঙ্গীকে কোনও উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করিতে পারে নাই (অন্তত সবচেয়ে যোগ্য কাব্যশিল্পিগণের মধ্যে কাহারও হাতে নহে)। ইহার একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম পাওয়া যায় ইরাকে। সেখানে স্থানীয় আরবী কবিতার ধারাই বরং অধিকতর সবল থাকিয়া যায় এবং পূর্বের শতাব্দীসমূহে সিরিয়া ও মিসরে সৌকর্য দ্বারা কবিতা যেইরূপ দুর্বোধ্য হইয়া গিয়াছিল এখানে সেইরূপ হইয়াছিল তদপেক্ষা অনেক কম। অধিকতর অপ্রচলিত আকারে এবং অধিকতর খোলা ভাষায় জামীল সিদকী আয-যাহাবী (১৮৬৭-১৯৩৬ খৃ.) এবং অধিকতর ক্লাসিক্যাল সংযমে মা'রূফ আর-রুস'াফী (১৮৭৫-১৯৪৫ খৃ.)— এই উভয়েই সমসাময়িক কালের সাম্প্রতিক ভাবধারার নির্ভরযোগ্য প্রকাশভঙ্গী অর্জন করিতে সক্ষম হন। গ্রীক কবিতাকে 'আরবীর সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে এক সময়ে একক প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন সুলায়মান আল-বুসতানী (১৮৫৬-১৯২৫ খৃ.) ইলিয়াড অনুবাদের মাধ্যমে (১৯০৪ খৃ.)। অনুবাদ হিসাবে সেইখানির সার্থকতা কম নয়, তবে তাহা খুব একটা প্রভাব সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

(খ) ১৯১৪ খৃ. হইতে ঃ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী যুগ ছিল সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুকরণের কাল, তুলনামূলকভাবে পরবর্তী দশকগুলিতে নূতন ও মৌলিক 'আরবী সাহিত্য সৃষ্টি হয় সেইগুলিতে আরববাসিগণের সামাজিক ও প্রজ্ঞাগত আগ্রহ ও উৎসাহ অনেক বেশী প্রতিফলিত হয়। এই অগ্রগতিতে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন একদল মিসরীয় লেখক। তাহাদেরকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ এবং ইঁহারা সকলেই জারীদা পত্রিকার (১৯০৭ খৃ. হইতে প্রকাশিত, সম্পাদনা করেন আহ'মাদ লুত'ফী আস-সায়্যিদ) এবং পরে এই পত্রিকার উত্তরাধিকারী আস-সিয়াসা (১৯২২ খৃ. হইতে সম্পাদনা করেন মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন হায়কাল)-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্বল্প কালের মধ্যেই আন্দোলনটি এই মহলের বাহিরে বিস্তার লাভ করে। প্রধানত যে যে ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাহা ছিল প্রথমত ছোট গল্প (গল্পকে অনুসরণ করিয়া উপন্যাস রচিত হয়) এবং সাহিত্যিক প্রবন্ধ; অতঃপর ইহাকে অনুসরণ করে নাটক।

নূতন ধরনের যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থখানি রচিত হয় উহা হইল 'যায়নাব' মিসরের গ্রাম্য জীবনভিত্তিক একখানি উপন্যাস; ১৯১৪ খৃ. অজ্ঞাত নামে বইখানি প্রকাশ করেন মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন হায়কাল (জ. ১৮৮৮ খৃ.)। বইখানির অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও ইহার কলাকৌশলগত দুর্বলতা তৎকালীন রীতিনীতি বিষয়ক উপন্যাস উপস্থাপনায় সাহিত্যিক 'আরবী কিছু ত্রুটির উপরে তীব্র আলোকপাত করে। ১৯২০-৩০ দশকে সমসাময়িক জীবনভিত্তিক বস্তুবাদী ক্রমবর্ধমান ছোট গল্পসমূহ এই দুর্বলতার বেশীর ভাগই কাটাইয়া উঠে। এই ধারার শুরু করেন প্রতিভাবান লেখক মুহ'াম্মাদ তায়মূর (১৮৯১-১৯২১ খৃ.)। তাঁহার স্কেচসমূহের মাধ্যমে (মা তারাহুল-উয়ূন 'চক্ষু যাহা দেখিয়াছে'), পরে অধিকতর দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে এই ধারার পরিবর্তন করেন তাহার ভাই মাহ'মূদ তায়মূর (জ. ১৮৯৪ খৃ.) ও অন্যান্য ('ঈসা উবায়দ, শিহাতা 'উবায়দ, ত'াহির লাশীন প্রমুখ)। এই ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বপূর্ণ রচনাশৈলী ছিল ইবরাহীম 'আবদুল-ক'াদির আল-মাযিনী (১৮৯০-১৯৪৯ খৃ.)-এর এবং ইনি ঘটনাক্রমে আবার সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ক প্রথম সার্থক উপন্যাসও রচনা করেন (ইবরাহীম আল-কাতিব, ১৯৩১)। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে উপন্যাস রচনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথম দিককার রচনার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'আওদাতুর'-রূহ' (তাওফীক' আল-হ'াকীম কৃত, ১৯৩৩ খৃ.), সারা ('আব্বাস মাহ'মূদ আল-'আক্ক'াদ কৃত, ১৯৩৮ খৃ.) ও নিদাউল-মাজহূল (মাহ'মূদ তায়মূর কৃত, ১৯৩৯ খৃ.)। ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিমধ্যেই নবতরভাবে সৃষ্টি করেন মুহ'াম্মাদ ফারীদ আবূ হ'াদীদ তাঁহার ইবনাতুল-মামলূক (১৯২৬ খৃ.) গ্রন্থের মাধ্যমে। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসও সাফল্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রতম আকারে রচনা করেন ত'াহা হু'সায়ন (১৮৮৯-১৯৭৬ খৃ.)। ইনি আত্মজীবনীমূলক রচনা আল—আয়্যাম (১৯২৬ খৃ.)-এ আধুনিক মিসরীয় সাহিত্যকে বিষয়বস্তু ও স্টাইলের দিক হইতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একখানি গ্রন্থ উপহার দেন। লেবানন, সিরিয়া, ইরাক ও আমেরিকাতেও অসংখ্য ছোট গল্প রচিত হয়; অবশ্য সেইগুলিতে বিষয়বস্তু, স্টাইল ও টেকনিকের প্রত্যাশিত বৈচিত্র্য ছিল। অপর পক্ষে উপন্যাসের সংখ্যা অনেক বেশি উঠানামা করিয়াছে এবং সমগ্র সাহিত্য রচনার মধ্যে তুলনামূলকভাবে এখনও সংখ্যায় কম।

প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। ইহার উদ্দেশ্য শুধু ক্লাসিক্যাল 'আরবী ও আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের (কখনও কখনও ক্লাসিক্যাল গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য পর্যন্ত বিস্তৃত) এবং সাধারণভাবে সামাজিক সমালোচনার তীক্ষ্ণ মূল্যায়নেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং বৃহত্তর অর্থে আধুনিক দুনিয়ার পরিস্থিতিতে 'আরবী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সৌকর্য প্রদর্শনও উহার লক্ষ্য ছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পরে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার দ্রুত

সংখ্যা বৃদ্ধিহেতু এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশের এবং সকল দৃষ্টিভঙ্গীর ও প্রতিরূপ প্রদর্শনের অজস্র সুযোগ সৃষ্টি হয়। অনেক লেখকেরই প্রবন্ধ সংগ্রহ পরবর্তী কালের ভিন্ন গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। তাহাদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, আলাদাভাবে কাহারও নাম উল্লেখ করিয়া বলা কঠিন এবং সেই ক্ষেত্রে অবিচার করিবার আশংকাই বেশী। তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, পুরাতন ও প্রবীণ লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ত'াহা হু'সায়ন ও আল-'আক্কা'দ প্রভাবশালী চিন্তাবিদ ও আধুনিকতাবাদিগণের মধ্যে সমালোচক ছিলেন; শায়খ রাশীদ রিদ'া (সংস্কারমূলক ধর্মীয় পত্রিকা আল-মানার, ১৮৬৫-১৯৩৫ খৃ.-এর সম্পাদক) ও ফারীদ ওয়াজদী রক্ষণশীল ও ধর্মীয় মহলে সমান প্রভাবশালী ছিলেন। মুস'তাফা সা'দিক' আর-রাফি'ঈ (১৮৮০-১৯৩৭ খৃ.) নব্য ক্লাসিক্যালবাদকে প্রায় নিখুঁত পর্যায়ে লইয়া যান; সিরিয়াতে ক্লাসিক্যালপন্থী ছিলেন মুহ'াম্মাদ বে কুর্দ 'আলী (দামিশক 'আরব একাডেমীর সভাপতি, ১৮৭৬-১৯৫২ খৃ.) এবং সিরীয় আমেরিকীগণের মধ্যে ছিলেন মিখাইল নু'আয়মা(জ. ১৮৮৯ খৃ.)। কমবেশী অস্থায়ী এই সকল সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য হইতে ক্রমে অধিকতর বিকশিত সাহিত্যিক গড়িয়া উঠে; সামাজিক সমালোচনা সাহিত্য অস্তিত্বে আসে এবং উন্নতি লাভ করে। তাহাতে শিক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্য পায়, তবে কাহারও কাহারও হাতে (যেমন তাওফীক' আল-হ'াকীম) উপন্যাসের টেকনিক বা নির্মাণ কৌশল, এমনকি অন্যান্য সাহিত্যিক মাধ্যমও, যেমন বিজ্ঞানভিত্তিক ভ্রমণ বর্ণনা (হু'সায়ন ফাওযীকৃত আস-সিন্দবাদ আল-'আস'রী, ১৯৩৮ খৃ.) ঋণ গ্রহণরূপে আসিয়াছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য পরবর্তী পরিবর্তন বা বিকাশ ছিল এই সকল নূতনতর সাহিত্যক পদ্ধতিসমূহের ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ, যাহার উদাহরণ রহিয়াছে মুহ'াম্মদ হু'সায়ন হায়কাল, ত'াহা হু'সায়ন ও আল-'আক্কা'দ'-এর গ্রন্থাবলীতে এবং নাটকাকারে কিছুটা আগে। তাওফীক' আল-হ'াকীম-এর গ্রন্থাবলীতে বস্তুবাদী বর্ণনায় ও উপন্যাসের উপস্থাপনাতে যে বিশেষ টেকনিকগত অগ্রগতি সাধিত হইয়াছিল তাহা নাট্যসাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়। স্বল্প সংখ্যক ব্যতিক্রম বাদে যে বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সিরীয় লেখকগণ, এক্ষেত্রেও উদ্যোক্তা ছিলেন মুহ'াম্মাদ তায়মূর এবং আরও বিশেষ করিয়া তাহার প্রচলন করেন তাওফীক' আল-হ'াকীম, যিনি ইসলামী সাহিত্য হইতে গৃহীত ভাব অবলম্বনে কিছু সাহিত্যিক নাটক লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে (আহলুল-কাহফ, মুহ'াম্মাদ, শাহরাযাদ) আধুনিক সামাজিক ভাবধারাভিত্তিক নাট্য সাহিত্যের প্রধান রচয়িতারূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তাহাদের নামের সঙ্গে কবি আহ'মাদ শাওকী'র নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি ঐতিহ্যগত 'আরব ভাবধারা অবলম্বনে 'ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডি' শ্রেণীর রচনা সৃষ্টির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে মাহ'মূদ তায়মূর তাহাকে অনুসরণ করেন।

আরবী নাটক ও কিছুটা কম হইলেও ছোট গল্প ও উপন্যাস যেই সকল টেকনিক সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল, তন্মধ্যে ভাষার বিষয়টির অসুবিধা ছিল বিশেষ ধরনের। বিশুদ্ধ সাহিত্যিক নাটকে এবং ঐতিহাসিক নাটকে সাধারণত লিখিত ভাষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য; কিন্তু সমসাময়িক বাস্তবধর্মী নাটকে ইহা কিছু পরিমাণ কৃত্রিমতার ভাব পাকাইয়া তোলে যাহা রঙ্গমঞ্চের প্রতিক্রিয়াকে বিনষ্ট করিতে চায়। অথচ জনপ্রিয় থিয়েটার যেইখানে সব সময়েই কথ্য ভাষাতে সমৃদ্ধ হইয়াছে সেইক্ষেত্রে কথ্যভাষায় অধিকতর উন্নত মানের নাটক রচনার চেষ্টা মঞ্চেও সফল হয় নাই বা সাহিত্যিক মহলেও খুব একটা সমাদর লাভ করে নাই। এমনকি ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও সংলাপের জন্য কথ্যভাষার ব্যবহার (মাহ'মূদ তায়মুর ও তাওফীক' আল-হ'াকীম তাহাদের প্রথম দিককার লেখাতে সেইরূপ চেষ্টা করেন) করিলে উহাকে স্টাইলগত স্থানচ্যুতি বলিয়া গণ্য করা হয় এবং অতঃপর সাধারণভাবে আর সেই চেষ্টা করা হয় নাই। লেবাননের কবি ও লেখকগণ আগাগোড়া কথ্য ভাষায় বৃহত্তর সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিলেও তাহার প্রতি খুব একটা দৃকপাত করা হয় নাই। সমস্যাটির কোন স্থায়ী সমাধান এখন পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আপাতত রঙ্গমঞ্চে বা উপন্যাসে সহজতর ধরনের সংলাপ ব্যবহার দ্বারা একটা কার্যকরী সমঝোতার প্রতিবিধান করা হইয়াছে।

একই সময়ে ও বিপরীতপক্ষে সাহিত্যিক প্রবন্ধের জনপ্রিয়তার একটি ফল হইল, ক্লাসিক্যাল 'আরবীর সম্পদগুলিকে আরও কার্যকরভাবে সহজলভ্য করা এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে উপন্যাস ও সাধারণ সাহিত্যে একটি নব্য ক্লাসিক্যাল ধারার বিকাশ ঘটান। শব্দসম্ভার অনেক সমৃদ্ধ হওয়ায় ও গ্রহণশীলতা বেশি থাকায় যেই বাক্য গঠন সম্ভব হয় সেই সঙ্গে আধুনিক 'আরবীতে অধিকতর টেকনিক্যাল শব্দের সমাবেশ ঘটায় (পুরাতন সাহিত্যিক 'আরবীর ধারণাগত কম সংবদ্ধতার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে) সমকালীন লেখকের হাতে, তাহাতে এমন শক্তি সঞ্চিত হয় যাহা দ্বারা তিনি সমসাময়িক কালের জীবনের ও চিন্তাধারার সকল স্বাভাবিক বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ও সৌকর্যের সহিত বর্ণনা করিতে পারেন। এই সীমানার বাহিরে অবশ্য নব্য ক্লাসিক্যাল 'আরবীতে এখনও সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ ঘটাইবার এবং ঘটনাগত সহযোগ সৃষ্টি, যাহা দীর্ঘ ব্যবহার ও অভ্যাসের বিষয়-এই দুইয়েরই অভাব রহিয়াছে। এই কারণে আধুনিক 'আরবীতে প্রতীকী ভাবগত স্টাইল সৃষ্টির যেই প্রয়াস (প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন বিশ্র ফারিস, ১৯৩৮ খৃ. প্রকাশিত তাহার নাটক মাফরাকু'ত-তারীক'-এ) উহাকে সময়োপযোগী নহে বলিয়াই মনে করা হইত।

ইহা সাম্প্রতিক কালের কাব্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। ১৯১৪ খৃ. হইতে কবিতা ও গদ্য সাহিত্যের অবস্থাটা বিপরীত হইয়া গিয়াছে। গদ্য লেখার ক্ষেত্রে 'আরবী লেখকগণ যেইরূপ অনুবাদ ও অনুকরণের কাল অতিক্রমণের পরে মৌলিক রচনার প্রতি মনোনিবেশ করেন, 'আরবী কবিতা পাশ্চাত্য কবিতার স্বাধীনতার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং উহার টেকনিককে অনুসরণ করিতে থাকে। অপর দিকে রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও হতাশাও অনেক কবিকে অনুপ্রাণিত না করিয়া পারে নাই [এই বিষয়ে বিশেষভাবে তিউনিসীয় কবি আবুল-কা'সিম আস-সাব্বী ১৯০৯-৩৪ খৃ. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য]। তাহারা অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে আধুনিক পরিবেশ, ঐতিহ্যগত রূপকল্প ও ভাবধারার প্রয়োগ ঘটাইয়াছেন, অপেক্ষাকৃত তরুণ কবিগণের অধিকাংশ নূতন ছন্দময়রূপে মনস্তাত্ত্বিক কাব্য সৃষ্টি লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেছেন এবং একই সঙ্গে ঐতিহ্যগত ভাষাতাত্ত্বিক গঠন ও উহার অনুষঙ্গের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছেন। সিরীয় 'আরব কবিগণই প্রথম গতানুগতিক রীতিনীতিকে চ্যালেঞ্জ করেন। তাঁহাদের অনুসরণ করেন ব্রাজিলে বসবাসকারী লেবাননী কবিগণ [রশীদ সালীম আল-খুরী ও ফাওযী মালূফ, ১৮৯৯-১৯৩০ খৃ.; উত্তর আমেরিকাতে বসবাসকারিগণ (ইলয়া আবূ মাদী')] এবং খোদ লেবাননেই বসবাসকারিগণ

[ইলয়াস আবু শাবাকা (১৯০৩-৪৭ খৃ.) ও অন্যান্য]। মিসরে এই 'নূতন ধারার কবিগণের নেতা ছিলেন আহ্'মাদ যাকী আবূ শাদী (১৮৯২-১৯৫৫ খৃ.) তাঁহার পত্রিকা Apollo স্বল্পকালের জন্য (১৯৩২-৩ খৃ.) তরুণ কবিগণের কাব্য প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থলস্বরূপ ছিল। তাহাদের কাব্যিক প্রতিযোগী ছিলেন পুরাতন দলের 'আধুনিকতাবাদী' কবিগণ; এই দলে ছিলেন লেবাননী খালীল মাতরান (১৮৭১-১৯৪৯ খৃ.) এবং আরও অধিকতর যুক্তিবাদী আল-'আক্কাদ, যদিও উহা বিষয়বস্তু ও মনোবিজ্ঞানগত দিক হইতে কিছু কম সমকালীন ছিল না, কিন্তু আরবী কবিতার পদ্ধতিগত, ভাষাতাত্ত্বিক রীতির খুব বড় রকমের পরিবর্তন ঘটায় নাই। ইরাকের সমসাময়িক কবিতার বিষয়েও, সেই দেশের নিজস্ব গঠন রীতির আওতার মধ্যে, এই একই কথা বলা চলে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, S III; (২) জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবিল লুগা'তিল-'আরাবিয়্যাঃ, ৪খ., কায়রো ১৯১৪ খৃ.; (৩) ল. শায়খো, তারীখুল-আদাবিল-'আরাবিয়্যাঃ ফিল-ক'রনিত-তাসি' 'আশার, বৈরূত ১৯২৪-২৬ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, তারীখুল-'আদাবিল-আরাবিয়্যাঃ ফির- রুব'ইল-আওওয়াল মিনাল-ক'রনিল 'ইশরীন, বৈরূত ১৯২৬ খৃ.; (৫) 'উমার আদ-দাসূকী, ফিল-আদাবিল-হ'াদীছ; কায়রো ১৯৫০ খৃ.; (৬) আনীস আল-মাক'দিসী, আল-'আওয়ামিলুল-ফা'আলা ফিল-আদাবিল-'আরাবিল-হ'াদীছ; কায়রো ১৯৩৯ খৃ.; (৭) ঐ লেখক, আল-ইত্তিজাহাতুল-আদাবিয়্যা ফিল-'আলামিল'-আরাবিয়্যাল-হ'াদীছ, 'বৈরূত ১৯৫২ খৃ.; (৮) ফ. তাররাযী, তারীখুস-সি'হ'াফাতিল-'আরাবিয়্যা, ১ খ-২ খ.; বৈরূত ১৯১৩ খৃ.; ৩খ., বৈরূত ১৯১৪খ.; ৪খ., বৈরূত ১৯৩৩ খৃ.; (৯) 'আবদুল-লাতীফ হামযা, আদাবুল-মাকালাতিস-সাহ'াফিয়্যা ফী মিস'র, কায়রো ১৯৪৯-৫৩ খৃ.; (১০) I. Kratchkowshy, E. I.[2], Supplement (পরিবর্ধিত রুশ সংস্করণ, Zap. 3-এ, ১৯৩৪ খৃ.); (১১) ঐ লেখক, Die Litteratur der arabischen Eimgranten in Amerika, MO, ১৯২৭ খৃ., পৃ. ১৯২-২১৩; (১২) ঐ লেখক, Der hist. Roman in d. neueren arab. Litteratur, WI, ১৯৩০ খৃ., পৃ. ৫১-৫৭; (১৩) H. A. R. Gibb, Studies in Contemporary Arabic Literature, i-iv, BSOS ১৯২৮ খৃ., ১৯২৯ খৃ., ১৯৩৩ খৃ.; (১৪) T. Khemiri ও G. Kampffmeyer, Leaders in contemporary Arabic Literature, WI, ১৯৩০ খৃ., পৃ. ১-৪০ (আরবী পাঠসমেত); (১৫) J. Lecerf, La Litt. arabe moderne, RA. ১৯৩১ খৃ.; (১৬) ঐ লেখক, Litt. dialectale et Renaissance arabe moderne, BEO, 1932-33 খৃ.; (১৭) C.C. Adams, Islam and Modernism in Egypt, লন্ডন ১৯৩৩ খৃ.; (১৮) H. Peres, Les premieres Manifestations de le Renaissance arabe en Orient au XIXe siecle, AIEO ১৯৩৫ খৃ.; (১৯) ঐ লেখক, Le Roman etc. dans la litt. arabe moderne, AIEO ১৯৩৭ খৃ.; (২০) ঐ লেখক, La litt, arabe et I'Islam par les textes, les XIX[2] et XXe siecles, ৪র্থ সংস্করণ, আলজিয়ার্স ১৯৪৯ খৃ. (সম্পূর্ণ গ্রন্থ পীসমেত); (২১) N. Barbour, The Arabic Theatre in Egypt, BSOS, ১৯৩৫-৩৭ খৃ.; (২২) F. Gabrieli, Corrente e figure della lett. araba contemporanea, OM ১৯৩৯ খৃ.; (২৩) L. Veccia Vaglieri, Notizie bibliografiche su autori arabi moderni, AISON ১৯৪০ খৃ.; (২৪) A. J. Arberry, Modern Arabic poetry, লণ্ডন ১৯৫০ খৃ.; (২৫) ইউসুফ আসআদ দাগির, মাসাদিরুদ-দিরাসাতিল আরাবিয়া, ২খ., বৈরূত ১৯৫৬ খৃ.।

H. A. R. Gibb (E. I.[2])/হুমায়ুন খান

সংযোজন-স্পেনে 'আরবী সাহিত্য

সাধারণ গ্রন্থপঞ্জী ঃ 'আরবী সাহিত্যের সাধারণ ইতিহাস (উপরে খ দ্র.) যাহা মুসলিম স্পেন বিষয়ে বা একাধিক অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে, তাহা বাদে আল-আন্দালুসে 'আরবী সাহিত্যের পর্যালোচনামূলক একমাত্র গ্রন্থ হইতেছে (১) A. Gonzalez Palencia রচিত Historia de la literatura arabigo-espanola, বার্সিলোনা, মাদ্রিদ, ইত্যাদি, ১৯২৮ খৃ.; ২য় সংস্করণ ১৯৪৫ খৃ. (সংশোধিত সংস্করণ, প্রচুর গ্রন্থপঞ্জীসমেত)। সংক্ষিপ্ত সাধারণ আলোচনা পাওয়া যাইবে ঃ (২) Elias Teres Sadada রচিত La Literatura Arabigo-espanola; (৩) এফ. এম. পরেজা, Islamologia, ২খ., মাদ্রিদ ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৯৭৯। লেখকগণের বিষয়ে কয়েকখানি গবেষণামূলক প্রবন্ধ (সেই লেখকগণের নাম অনুসারে প্রবন্ধ দ্র.) এবং কাল সম্বন্ধে বরং আরও কম সংখ্যক প্রবন্ধ ব্যতীত বিশেষজ্ঞগণ মূলত সংক্ষিপ্ত পঠন-পাঠন বিষয়ক গ্রন্থাদি বিষয়েই উৎসুক ছিলেন (যেমন, বিশেষ করিয়া আল-আন্দালুস পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ); তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য; কবিতার জন্য ঃ এই অংশটুকু মূলে আরও পরিবর্ধিত করিয়া আল-আন্দালুস প্রবন্ধের সঙ্গে যুক্ত করিবার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু পরিস্থিতিগত কারণে আমরা ইহা বর্তমান প্রবন্ধের সঙ্গে যুক্ত করিতে বাধ্য হইলাম।

সম্পাদক মণ্ডলী (E.I.[2])।

(৪) E. Garcia Gomez, Poemas arabigo-andaluces, মাদ্রিদ ১৯৩০ খৃ.; ১৯৪০ খৃ.; ১৯৪৩ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, Poesia arabigo-andaluza, breve sintesis histrica, মাদ্রিদ ১৯৫২ খৃ.। ইতিহাস ও ভূগোলের জন্য ঃ (৬) F. Pons Boigues, Ensayo biobibliografico sobre los historiadoresy geografos arabigo- espanoles, মাদ্রিদ ১৮৯৮ খৃ.; ইহা ব্যতীত (৭) E. Levi-Provencal, La Civilisation arabe en Espagne. Vue generale, কায়রো ১৯৩৮ খৃ.। প্যারিস ১৯৪৮ খৃ. (স্পেনীয় ভাষায় অনু. বুয়েনস এয়ারেস, মেক্সিকো ১৯৫৩ খৃ.); (৮) Dozy, Recherches sur l'histoire et la litt, de l'es pagne pendant le moyen age, লাইডেন ১৮৪৯ খৃ.; ১৮৬০ খৃ.; ১৮৮১ খৃ.।

১। আল-মুরাবিতগণের আমল পর্যন্ত (৯২-৪৮৫/৭১১-১০৯২)।

২। আল-মুরাবিতগণের আমল হইতে আরব শাসনামলের শেষভাগ পর্যন্ত (৪৮৫-৮৯৭/১০৯২-১৪৯২)।

স্পেনে 'আরবী সাহিত্য চর্চার বিবরণকে 'আরব শাসনাধীনে থাকিবার রাজনৈতিক কালের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া পাঁচটি কি ছয়টি আমলে ভাগ করিয়া নেওয়া সম্ভব হইত, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের প্রয়োজনে প্রতিটি চার শতাব্দী

কালের করিয়া দুইটি মাত্র দীর্ঘ অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে, এবং দুইটি ঘটনাকে বিবেচনা করা হইয়াছে, প্রথমত আল-মুরাবিতদের আমল পর্যন্ত যখন স্পেন আমীর, খলীফা ও সুলতানগণের দ্বারা শাসিত হয় যাঁহারা ইসলামের রক্ষক হওয়া সত্ত্বেও কড়াকড়িভাবে ধর্মীয় আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হন নাই, অথচ আল-মুরাবিত ও আল-মুওয়াহহিদগণ ছিলেন আদর্শের নিষ্ঠাবান অনুসারী; দ্বিতীয়ত ও পারস্পরিকভাবে তাওয়াইফগণের রাজ্যের শেষকাল পর্যন্ত রচিত ধর্মবিমুক্ত সাহিত্য, বিশেষ করিয়া যখন কবিতা খাঁটি ধর্মীয় সাহিত্যের উপরে স্থান লাভ করে, অথচ আল-মুরাবিতগণের পরে ধর্মীয় বিজ্ঞান ও (গুরুত্বের স্থান পরিবর্তন দ্বারা) সরল ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ধর্মবিযুক্ত সাহিত্যের উপরে স্থান লাভ করিয়াছিল। তদুপরি স্পেনের 'আরবী কোন আকস্মিক বাধার সম্মুখীন কদাচিৎ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, যদিও বা সেখানকার রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস ছিল অস্বাভাবিক রকমের উত্থান-পতনের, বরং বিপরীতক্রমে ৫ম/১১শ শতক পর্যন্ত ইহার ক্রমোন্নতি অব্যাহত ছিল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু অতঃপর এখানকার সাহিত্যের গতি কতকটা পরিবর্তিত হয় এবং স্পেনে 'আরব শাসন অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণ সেদেশ হইতে বিতাড়িত হন এবং 'আরবী সাহিত্যেরও সমাপ্তি ঘটে।

(১) আল-মুরাবিতগণের আমল পর্যন্ত (৯২-৪৮৫/৭১১/১০৯২) ঃ বিজেতাগণ যখন ১ম শতকের শেষ/৮ম শতকের শুরুতে স্পেন দখল করে তখনও প্রাচ্যে 'আরবী সাহিত্যের প্রতিনিধিত্বকারী ছিল একমাত্র কু'রআন ও ধর্মীয় বিজ্ঞান, যাহা তখনও শৈশবাবস্থায় ছিল ও প্রাণবন্ত কাব্যিক ভাবধারা। কাজেই এরূপ হওয়া সম্ভব যে, আরব যোদ্ধাগণ, যাহারা কম বা বেশি কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন, তাহারা পুরাতন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কিন্তু সম্ভবত তাহাদের সাহিত্যিক কার্যকলাপ অন্যান্য দেশ বিজয়ে বহির্গত 'আরব ভাইগণের ন্যায়ই, নিজেদের গোত্রীয় প্রশংসা, সামরিক বিজয় উৎসব উদ্‌যাপন, মৃতের জন্য শোক প্রকাশ বা স্বদেশ হইতে নির্বাসিত জনের জন্য শোক প্রকাশ উপলক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল (দ্র. C. A. Nallino, Letteratura-scritti, ৬খ., ৫১, ১১০-৪; ফরাসী অনু. পৃ. ৮১-২, ১৭০-৭)। ইহাদের কোনটিই রক্ষিত হয় নাই; একটি পরবর্তীকালীন স্বরলিপি হইতে জানা যায়, আল-আন্দালুসের অধিবাসিগণ খৃষ্টানদের মত করিয়া বা 'আরব উটচালকদের মত করিয়া গান গাহিত (apud E. Garcia Gomez, Poesia, পৃ. ৩০-১)।

যাহা হউক, উমায়্যা শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রাচ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়, বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণকে ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা দানের উদ্দেশে স্পেনে প্রেরণ করা হয় এবং স্থানীয় অধিবাসিগণের একটা বৃহত্তর অংশের দ্রুত ইসলামীকরণের জন্য ধর্মীয় আইন পঠন-পাঠনের উন্নয়নের প্রয়োজন হয়। ২০০/৮১৬-এর পর হইতে উমায়্যাগণ কর্তৃক রাজনৈতিক কারণে আল-আওযা'ঈর মাযহাবের পরিবর্তে মালিকী মতবাদ প্রচারে উৎসাহ প্রদান করা হইলে (দ্র. আল-আন্দালুস, ৭খ.) অল্পকালের মধ্যেই উহার ফল ফলে এবং একদল আইনতত্ত্ববিদের সৃষ্টি হয়, যাহারা বিভিন্ন মাত্রায় কিন্তু খুব অধিক মাত্রায় নহে—ইমাম মালিক-এর মুয়াত্তা প্রচারে উদ্যোগী হন। মুসলিম স্পেনের সমর্থনে ইবন হাযম (দ্র. আল-আন্দালুস ১৯৫৪/১) প্রথমত 'ঈসা ইবন দীনার (২১২/৮২৭), ইবন হাবীব (১৮০-২৩৮/৭৯৬-৮৫২), আল-'উতবী (২৫৫/৮৬৯), ইবরাহীম ইবন মুযায়ন (২৫৮/৮৭২), মালিক ইবন 'আলী আল-কাতানী (২৬৮/৮৮২)-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণও এই বিষয়ে পঠন-পাঠনের ব্যাপারে প্রেরণা দান করেন, যেমন মুহ'াম্মাদ ইবন উমার ইবন লুবাবা (২২৫-৩১৪/৮৪০-৯২৬), মুহ'াম্মাদ 'আবদুল-মালিক ইবন আয়মান (২৫২-৩৩০/৮৬৬-৯৪১), ক'াসিম ইবন আস'বাগ' (২৪৭-৩৪০/৮৬১-৯৫১), আহ'মদ ইবন সা'ঈদ (২৮৪-৩৫০/ ৮৯৭-৯৬১) ও বিশেষ করিয়া সুবিখ্যাত ফাকীহ-হ'াদীছবেত্তা ও বিদ্বান ইবন 'আবদিল- বার্‌র (৩৬৮-৪৬৩/৯৭৮-১০৭০) প্রাচ্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বাকী' ইবন মাখলাদ (২০১-৭৬/৮১৭-৮৯)। [ইমাম আহ'মাদ ইবন হ'ম্বাল এর সঙ্গে ইহার সাক্ষাতের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য] স্পেনে শাফি'ঈ মাযহাব প্রবর্তনের যে চেষ্টা করেন তাহা তেমন সফল হয় নাই, তবে এই হ'াদীছবেত্তা একটি হ'াদীছ সংগ্রহের সংকলক যাহা একটি মুসনাদ আকারে উপস্থাপিত হইয়াছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের সম্বন্ধেএকখানি গ্রন্থ এবং সর্বোপরি কু'রআনের একটি তফসীর রচনা করেন যাহাকে ইবন হ'াযম আত-ত'াবারীর তাফসীর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। অপরপক্ষে জাহিরীবাদ প্রচলন করেন 'আবদুল্লাহ ইবন ক'াসিম (মৃ. ২৭২/৮৮৫-৬) এবং উহা সমর্থন করেন মুনযি'র ইবন সা'ঈদ আল-বাল্লুতী (মৃ. ৩৫৫/১৬২), পরে ইবন হ'াযম (৩৮৪-৪৫৬/৯৯৪-১০৬৪) উহাকে আরও জোরদার করেন। ইবন হ'াযম ৫ম/১১শ শতকের প্রথমার্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মতৎপরতার প্রায় সব ক্ষেত্রেই আধিপত্য বিস্তার করেন এবং তাহার কিতাবুল-ফিস'াল ইসলামের কড়াকড়ির পরিসীমা অতিক্রম করিয়া ইসলামী চিন্তাধারার নিজস্ব ভাষা অনুসারে ধর্মীয় ধারণার ইতিহাসের যাত্রা শুরু করে। মু'তাযিলাবাদও অজানা ছিল না; উহার সমর্থকগণের মধ্যে ছিলেন খালীল গাফলা (৩য়/৯ম শতক), য়াহ'য়া ইবনুস-সামীনা (মৃ. ৩১৫/৯২৭) ও মূসা ইবন হুদ'ায়র (মৃ. ৩২০/৯৩২)। সর্বশেষে সূফী ইবন মাসাররা (মৃ. ৩১৯/৯৩১) ও তাহাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে (দ্র. Asin Palacios, Aben-masarra y su escuela, মাদ্রিদ ১৯১৪ খৃ.) স্পেনে দর্শনের আবির্ভাব ঘটে।

ধর্মীয় বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাও পাশাপাশি গড়িয়া উঠে। ২য় শতকের শেষ/ ৮ম শতকের শুরু হইতে স্পেনে ব্যাকরণ সম্বন্ধে প্রথম প্রাচ্য দেশীয় গ্রন্থ পরিচিত লাভ করিতে থাকে এবং তদনুযায়ী পাঠ্য তালিকা প্রবর্তিত হয়, কিন্তু ভাষাতত্ত্ব ও অভিধান বিষয়ক পঠন-পাঠন সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে বলিয়া মনে হয় ৩০৩/৯৪১ খৃষ্টাব্দে কর্ডোভাতে ইরাকী ভাষাতাত্ত্বিক আবূ 'আলী আল-কালী (২৮৮-৩৫৬/৯০১-৬৭)-র আগমনের পর হইতে। তাঁহার আমালী গ্রন্থখানি তৎপ্রদত্ত জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতিফলন মাত্র। কেননা তিনি অন্যান্যের মধ্যে কিতাবুন-নাওয়াদির ও শব্দতত্ত্ব বিষয়ক একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ কিতাবুল-বারি'ও রচনা করেন। ত'াহার সমসাময়িক মুহ'াম্মাদ ইবন য়াহ'য়া আর-রিয়াহী (মৃ. ৩৫৮/৯৬৮) ও মুহ'াম্মাদ ইবন 'আসি'ম (মৃ. ৩৮২/৯৯২)-কে ইবন হ'াযম আল-মুবাররাদ-এর সুবিখ্যাত ছাত্রগণের সমকক্ষ বলিয়া মনে করেন। ইবনুল-কূতিয়া (মৃ. ৩৬৭/৯৭৭)র ব্যাকরণ পঠন-পাঠনের প্রতি মনোনিবেশ করেন, আর আল-কালীর ছাত্র ইবনুস-সায়্যিদ (মৃ. ৩৮৫/৯৯৫) একখানি অভিধান রচনা করেন, তাহার পরে ইবনুত-তায়ানী (মৃ. ৪৩৬/১০৪৪) অপর একখানি এবং সর্বোপরি ইবন সীদা (৩৯৮-৪৫৮/১০০৭-৬৬) তাঁহার প্রতি কৃতিত্বপূর্ণ আল-মুখাস'স'াস রচনা করেন।

ইতিহাস বিষয়ে বলা হয়, আন্দালুসীয়গণ কখনও বিশ্ব ইতিহাসের গতিধারা অনুসরণে বিমুখ ছিল না, যেমন ইবন হ'াবীব, যাহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি ইতিহাস ও কিংবদন্তীর মধ্যে কোন স্পষ্ট প্রভেদ করিতেন না বা 'আরীব ইবন সাদা (মৃ. ৩৭০/৯৮০) যিনি আত-ত'াবারীর ইতিহাসকে লইয়া উহা পরিবর্ধন করেন। কিন্তু তাহারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া স্পেনের ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করেন, হয় বংশানুক্রমিক ধারায় ইতিহাস রচনা করেন, বিশেষ করিয়া আমিরীগণের ইতিহাস এবং ইহা ছাড়া গ্রানাডার যীরীগণেরও ইতিহাস, সেই বংশের শেষ সুলতান 'আবদুল্লাহ দ্বারা (৪৪৭ বা তৎপর ৪৮৩/১০৫৬ বা তৎপর ১০৯০) বা আইনবেত্তা ও হ'াদীছবেত্তাগণের জীবনী (ইবনুল-ফারাজ, ৩৫১-৪০৩/৯৬২-১০১৩), কাদ'ীগণের জীবনী (আল-খুশানী, মৃ. ৩৬১/৯৭১), হ'াকীম বা চিকিৎসকগণের জীবনী (ইবন জুলজুল, মৃ. ৩৭২/৯৮২ পরে), সচিবগণের জীবনী (সাকান ইবন সা'ঈদ, মৃ. ৪৫৭/১০৬৫) বা স্পেন বিজয় হইতে শুরু করিয়া ইতিহাস লেখকের নিজ সময়কাল পর্যন্ত ঘটনাবলীর ইতিহাস। এই শেষোক্ত ধরনের ইতিহাস রচনা করেন বিশেষ করিয়া আহ'মাদ ইবন মুহ'াম্মাদ ইবন মূসা আর-রাযী(২৭৪-৩৪৪/৮৮৮-৯৫৫) ও তাঁহার পুত্র ঈসা যাহার গ্রন্থের আংশিক উদ্ধৃতি রহিয়াছে ইবনুল-কুতিয়া-এর আখবার মাজমূ'আ গ্রন্থে (দ্র.) বা সম্পাদকবৃন্দ কর্তৃক তাঁহার নামে প্রকাশিত গ্রন্থে এবং সর্বোপরি বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবন হ'ায়্যান (৩৭৭-৪৬৯/৯৮৭-১০৭৫) কর্তৃক, যাহার গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস আল-মুক'তাবিস বর্তমানে আংশিকভাবে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। ইবন হ'াযম-এর একজন সুযোগ্য ছাত্র যিনি নিজেও ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহী হইয়া উঠেন এবং আন্দালুসীয়গণ কর্তৃক, বিশেষভাবে আদৃত বংশানুক্রমিক ধারায় ইতিহাস রচনা করিতে পছন্দ করিতেন—টলেডোবাসী সা'ঈদ (৪১৯-৬৩/১০২৯-৬৯), তিনি রচনা করেন ত'াবাক'াতুল-উমাম; এই গ্রন্থে গ্রীসীয়গণ ও রোমীয়গণও স্থান লাভ করে। ভূগোলের ক্ষেত্রে আর-রাযী (আহ'মাদ ইবন মুহ'াম্মাদ) যাহার স্পেনের বর্ণনা আংশিকভাবে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। তিনি ব্যতীত গুরুত্বপূর্ণ অপর লেখক হইলেন আবূ 'উবায়দ আল-বাকরী (মৃ.৪৮৭/১০৯৪)।

আল-হ'াকাম-এর অতি সুফলদায়ক প্রভাবের ফলে অংকশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার একটি গবেষকগোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। উহার নেতৃত্ব করেন মাসলামা আল-মাজরীতী (মৃ. আনু. ৩৯৮/১০০৭) এবং গ্রানাডার ইবনুস-সামহ' (৩৭০-৪২৬/৯৮০-১০৩৪) সেই ধারা বহন করিয়া লইয়া যান। আর পরবর্তী শতাব্দীতে টলেডোতে আবির্ভূত হন আয-যারকালী ও সারাগোসাতে স্বয়ং হূদ বংশীয় সুলতানগণ। সর্বশেষে বলা যায়, ৩য় 'আবদুর-রাহ'মান-এর শাসনকালে কর্ডোভাতে Dioscorides-এর রচিত গ্রন্থাবলী আমদানীর ফলে চিকিৎসাশাস্ত্র ও উদ্ভিদবিদ্যা এক বিশেষ প্রেরণা লাভ করে। ইবন জুলজুল, যাহার কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে এবং মুহ'াম্মাদ ইবনুল-হ'াসান আল-মাযহিজি (মৃ. আনু. ৪২০/১০২৯)-এর পরে আবুল-ক'াসিম খালাফ ইবন 'আব্বাস আয-যাহরাবী (৩২৫-৪০৪/৯৬-১০১৩), যিনি মধ্যযুগে ইউরোপে Abulcasim নামে পরিচিত ছিলেন। ইবন ওয়াফিদ (৩৮৮-৪৬৬/৯৮৮-১০৭৪) পরবর্তীকালে এই ধারায় সুখ্যাতি অর্জনকারী চিকিৎসাবিদ ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানিগণের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন।

'আরবী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনাকালে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই পর্যন্ত রীতি-পদ্ধতি ও শ্রেণীয় বর্ণনা প্রদান করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে, অথচ অন্যান্য প্রায় সকল সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণই বিষয়টিকে সম্ভবত উপেক্ষা করিতেন। গ্রন্থাবলীর দ্রুত তালিকাভুক্তিরও চেষ্টা করা হইয়াছে যেইগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলামের বৈশিষ্ট্যময় ছাপ পড়িয়াছে এবং যেইগুলি প্রাচ্যে লিখিত অনুরূপ গ্রন্থাবলী হইতে খুব বেশি ভিন্নতর নহে। প্রথমে খাঁটি সাহিত্য, তাহা গদ্য বা পদ্য যাহাই হউক না কেন, সম্বন্ধে পঠন-পাঠন করিতে শুরু করিলে একই রকম গুরুত্ব লাভ করা যায়। তথাপি একটি বিষয় বিস্ময়কর যে, ৪র্থ/১০ম শতকের পূর্ব পর্যন্ত স্পেনে কোন আদাব সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। প্রথম গ্রন্থখানি রচনা করেন একজন আন্দালুসীয় ইবন 'আবদ রাব্বিহী (মৃ. ৩২৮-৯৪০), তিনি বিখ্যাত 'ইক'দ রচনা করেন, সেইখানির বিষয়বস্তু এখন পর্যন্ত একেবারে বিশেষ রকমের প্রাচ্যধর্মী। আরও একটি বিষয় একই রকমভাবে লক্ষণীয়। এই ধারার সাহিত্য স্পেনে খুব একটা সাফল্য লাভ করে নাই এবং তৎকালে ইবন 'আবদ রাব্বিহ-এরও মাত্র স্বল্প সংখ্যক অনুসারী ছিলেন, অথচ এক শতাব্দীরও অধিক কাল যাবত দেশটি ইরাকীকৃত হইতেছিল এবং তাহা ২য় 'আবদুর-রাহ'মান-এর শাসনামলে কর্ডোভাতে সুবিখ্যাত ইরাকী গায়ক যিরয়াব (১৭৩-২৪৩/৭৮৯-৮৫৭)-এর আগমনের সময় হইতে শুরু হয়। তিনি স্পেনে আব্বাসী দরবারের রীতিনীতি আনয়ন করেন (দ্র. E. Levi-provencal, Civilisation, পৃ. ৬৯ প.)। বাগদাদের আদর্শের অনুকরণ হইতে থাকে কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটে এবং তাহার ধরন স্পেনে আরবী সাহিত্যকে এমন এক রূপ দান করে যাহা প্রাচ্য প্রতিষ্ঠিত রূপ অপেক্ষা সামান্যমাত্র ভিন্নতর ছিল। বস্তুত ৩য়/৯ম শতক হইতে আইবেরীয় উপদ্বীপে বসবাসকারী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুইটি মানবগোষ্ঠী সুদীর্ঘকাল যাবৎ পারস্পরিক অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকিবার পরে ক্রমে পরস্পরের সান্নিধ্যে আসিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত উভয়ের ভাবনা-চিন্তায় এক ধরনের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় যাহার ফলে একটি মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির পথ সুগম হয়।

মুসলিম শাসন আমলের প্রথম কয়েক শতাব্দী কালের 'আরবী কবিতা সম্বন্ধে আমাদের জানা তথ্য অতি সামান্য এবং সর্বপ্রাচীন সংগ্রহসমূহ, বিশেষ করিয়া আহ'মাদ ইবন ফারাজ (মৃ. ৩৪৪/৯৭৬)-এর কিতাবুল-হ'াদাইক' হারাইয়া যাওয়াতে অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। সম্ভবত য়াহ'য়া আল-গ'াযালী (মৃ. ২৫১/৮৬৪) যাহাকে ২য় 'আবদু'র-রাহ'মান দূতরূপে কুসতুনতুনিয়াতে (কনস্টান্টিনোপল) পাঠাইয়াছিলেন (দ্র. E. Levi Provencal, Islam d'Occident, পৃ. ৮১ প.) তিনি ভাল কবিতা লিখিতেন। জানা যায়, তিনি উরজুযা ছন্দে ক্ষুদ্র মহাকাব্যিক কবিতার রূপ পছন্দ করিতেন এবং তাম্মাম ইবন আমির (১৮৪-২৮৩/৮০১-৯৬) ও ইবন 'আবদ রাব্বিহী-ও এই কাব্যরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তবে ইহা মহাকাব্য নহে, বরং স্পেনের আপন বৈশিষ্ট্যময় কাব্যরূপ মুওয়াশশাহ' (দ্র.)। ৩য়/৯ম শতকের শেষ সময় হইতে এই নূতন ছন্দরূপের উদ্ভব হয় এবং এই উদ্ভাবনায় কৃতিত্ব দেওয়া হয় কাব্রা-র জনৈক কবি মুক'াদ্দাম ইবন মু'আফাকে (মৃ. ৪র্থ/১০ম শতকের গোড়ার দিকে)। এই ছন্দের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল মাত্রার ব্যবহারে (strophe), যাহা বস্তুত গীত কবিতাতে পূর্বে অজ্ঞাত ছিল এবং 'আরবীতে নহে, বরং রোমানস-এ একটি অতিরিক্ত খারজা-এর (envoi-কবিতার শেষ অংশ) ব্যবহারে যে বিষয়টি সম্প্রতি S.M. Stern উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন (Les vers finaux en espagnol

dans muwassahs hispano-he-braiques...., আল-আন্দালুসিয়াতে, ১৯৪৮ খৃ. ২৯৯-৩৪৯)। আমাদের এইখানে দুইটি ভাষার ও দুইটি পদ্ধতির অপূর্ব মিলনের উদাহরণ রহিয়াছে। যতদিন পর্যন্ত মুওয়াশশাহ'াত-এর সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি অপ্রকাশিত থাকিবে (দ্র. S.M. Stern, Arabica-তে, ১৯৫৫/২) তত দিন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ না হইলেও এ শ্রেণীতে কবিতার রচয়িতাগণের মোটামুটি সাধারণ একটি তালিকা প্রস্তুত করাও অসময়োপযোগী হইবে। আর যে কোনভাবেই ধরা যাক না কেন, সেইগুলির মধ্যে কোন কোনটি আলোচনাধীন সময়ের পরবর্তী কালের রচনা।

সাম্প্রতিক কালে খারজার উপরে যে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে তাহা একদিকে একটি অভিনবত্ব দ্বারা এবং অপর দিকে স্পেনীয় কবিতা ও স্পেনীয় চারণ কবিদের (troubadours) কবিতার মধ্যকার সম্পর্কের নূতনতর সংঘাত দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, মুওয়াশশাহ'াত আন্দালুসীয়গণ, এমনকি প্রাচ্য দেশীয়গণ দ্বারা যতই সমাদৃত হউক না কেন, উহা একটি অপ্রধান শ্রেণীর সাহিত্য বলিয়াই পরিচিত ছিল এবং তাহা কোনভাবেই মুসলিম প্রাচ্যে বিশেষ সমাদৃত অন্যান্য কাব্যিক রূপের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই এবং পাশ্চাত্যের খিলাফাত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় সহযোগীরূপে দেখা দেয় সহজাত কাব্যিক রূপ যাহাতে পরিষ্কারভাবে স্থানীয় প্রভাব দেখা যায় নাই, আবার প্রাচ্য রূপও সঠিকভাবে অনুসৃত হয় নাই। যাহা হউক, স্পেনে প্রাচ্যের গ্রন্থাবলী সুপরিচিত ছিল, প্রাক-ইসলামী ক'াসীদা হইতে শুরু করিয়া—এই ক'াসীদা সেইখানে অতীতের স্মৃতিচিহ্নরূপে পাঠ করা হইত, কিন্তু অনুকৃত হইত না। 'আধুনিক' ও নব্য ক্লাসিক্যাল কবিগণের রচিত দীওয়ান পর্যন্ত, বিশেষ করিয়া আল-মুতানাব্বীর কবিতা, যেইগুলির টীকা রচনা করিয়াছিলেন আল-ইফলীলী (৩৫২-৪৪১/৯৬৩-১০৪৯), আল-'আলাম আশ- শান্তামারী (৪১০-৭৬/ ১০১৯-৮৩) ও ইবন সীদা যখন কর্ডোভা মুসলিম প্রতীচ্যের রাজনীতিতে বৈশিষ্ট্যময় কাব্য সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ বিরাজমান ছিল তখন এইসব রচনা আন্দালুসীয় কবিগণকে উৎসাহিত করিয়াছিল। প্রত্যাশিতভাবেই এই কাব্যকলার বিকাশও কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত হইয়াছিল। কতকটা সরকারী ধরনে শুরু হইলেও পরে ক্রমেই তাহা অধিকতর মুক্ত ও স্বাধীন হয় এবং পরে ৫ম/১১শ শতকে অতুলনীয় সমৃদ্ধি লইয়া পুষ্পিত হয়।

উমায়্যা খলীফাগণই সাহিত্যিক মহলের কেন্দ্রস্থানীয় ছিলেন— ততটুকু দাবি প্রতিষ্ঠা করিতে না গিয়াও সঙ্গতভাবেই বলা যায়, তাহারা আরব সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করিবার উদ্দেশে নিয়মিতভাবে শিক্ষিতগণকে সর্বপ্রকার উৎসাহ দান করিতেন, বিশেষ করিয়া গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলিতে, তন্মধ্যে ২য় আল-হাকাম-এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাগার অন্যতম। তাহাদের অবদান ছিল অসীম। তাহা ব্যতীত কবিগণকে, তাহারা তাহাদের প্রশংসা গাহিবার জন্য ও কবিতা রচনা দ্বারা রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানাদিকে মহিমা প্রদান করিবার জন্য ভাতা ও অর্থ মঞ্জুরি প্রদান করিতেন। ২য় আল-হ'াকাম ও ২য় হিশাম-এর উযীর আল-মুস'হ'াফী(মৃ. ৩৭২/৯৮২) স্বয়ং এইরূপ কবিগণের যথার্থ উদাহরণ (E. Garcia gomez, La Poesie politique sous le califat de cordove, in REI, ১৯৪৯ খৃ. ,পৃ. ৫-১১)।

এই শ্রেণীর কবিগণ যদিও রাজনৈতিক ধরন ব্যতীত কখনও কখনও অন্যান্য ধরনের কবিতা রচনা করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেন না। আল-মানসূ'র এর আমলেই— যিনি ইসলাম বিরোধী বলিয়া বিবেচিত, যে কোন দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা বা অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ পোড়াইয়া ফেলিবার আদেশ দিয়াছিলেন— সত্যিকারের নগরকেন্দ্রিক কবিতা রচিত হয় ইবন দাররাজ আল-কাসতাল্লী (৩৪৭-৪২১/৯৫৮-১০৩০), বাগদাদের সা'ঈদ (মৃ. ৪১৮/১০২৬) ও আর-রামাদী-এর হাতে। তদুপরি খিলাফাত আমলের শেষ হইতে একটি সাহিত্যিক দল প্রতিষ্ঠিত হয় যাহারা সদ্বংশজাত ছিলেন, কিন্তু চিন্তার দিক হইতে ছিলেন বিপ্লবী। তাহারা মুওয়াশশাহ'াত শ্রেণীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। কেননা উহা ছিল খুব বেশি জনপ্রিয় এবং তাহারা প্রাচ্য প্রভাবের প্রতি কোনরূপ নতি স্বীকার না করিয়া বলিষ্ঠভাবে 'আরবদের সমর্থক ছিলেন এবং ঘোষণা করিয়াছিলেন, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি লেখকগণের প্রতিভার উপর নির্ভর করে, পাণ্ডিত্য বা অনুকরণের উপর নির্ভর করে না। এই দলের নেতা ছিলেন শুহায়দ (৩৮২-৪২৬/ ৯৯২-১০৩৫)। তিনি সন্দেহাতীতভাবে মৌলিক রিসালাতু'ত-তাওয়াদি ওয়ায-যাওয়াবি (দ্র. Garcia gomez, ibn Hazm de Cordoba y El Collar de la Paloma, মাদ্রিদ ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৬ প.) নামক গদ্য গ্রন্থে তাহার ধারণার বিকাশ ঘটান। তাহার স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী ছিলেন ইবন হ'াযম যিনি বড় কোন কবি প্রতিভার পরিচয় দিতে না পারিলেও উযরীয় প্রেমের একখানি চমৎকার বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ ত'াওক্'ল- হ'ামামা রচনা করেন। সেইখানি এক অপূর্ব গ্রন্থ এবং পরে বিশ্ব সাহিত্যে স্থান লাভ করে।

যে যুগান্তকারী ঘটনার ফলে খিলাফাতের পতন ঘটে এবং ত'াওয়াইফ (দ্র.) রাজ্যসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা কবিতার ভবিষ্যতের উপর কোন মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না এবং ঠিক ৫শ/১১শ শতকে কবিতা বা কাব্যসৃষ্টির চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়, যাহা অবশ্য E. Garcia Gomez-এর মতে (Poesia, পৃ.৬৫ প.) 'যথার্থ' উৎকৃষ্ট নয়। এখন আর ইহা অপ্রত্যাশিত নয়, এই যুগ সম্বন্ধে আমরা সংকলন গ্রন্থ বা দীওয়ান পাইতেছি না, বরং মুসলিম স্পেনের সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থ H. Peres রচিত La Poesie andalouse en arabe classique, an XI^{e} sicle, প্যারিস ১৯৩৭ খৃ., ২য় সংস্করণ ১৯৫৩ খৃ.-ও পাইতেছি। লেখক এই বইখানিতে তথ্যগত মূল্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা ব্যতীত একই সঙ্গে এই আমলের কাব্য সাহিত্যের একটি সামগ্রিক চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। যদিও বিভিন্ন রাজ্যের দরবারে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তথাপি কবিতাই সকল শাখার উপর প্রাধান্য লাভ করে। সর্বত্রই কবিতার স্থান ছিল সকলের উপরে, ইহাই ছিল সকল জ্ঞানের দরজাস্বরূপ এবং "তাৎক্ষণিক মুখে রচিত একটি কবিতা ছিল ওযারতের সমতুল্য" (Garcia Gomez)। নব্য ক্লাসিকাল কবিতার অধিকাংশে ও কাসীদারূপে, যাহা প্রাচ্য প্রভাবের পুনরাবির্ভাবের লক্ষণ, সকল সম্ভাব্য ভাবধারা লইয়াই আলোচনা করা হইয়াছে; ব্যঙ্গ কবিতা, শোকগাথা, সূফীবাদী কবিতা, ভালবাসা ও যুদ্ধের সঙ্গীত, প্রশস্তি গাথা, সুরার প্রশস্তি, ভাব ও উচ্ছ্বাসের প্রশস্তি- এই সকল কিছুই। সকল শ্রেণীর কবিতাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় এবং প্রাত্যহিক দিনের অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাও কবিতাতে রূপ লাভ করিয়াছে ; তবে কবিগণ, বর্ণনার প্রতি একটু বিশেষ আসক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতি, শহর বা বাগানের বর্ণনাই হউক বা পশুপাখী কি মানুষের বর্ণনাই হউক।

কর্ডোভাতে আবির্ভাব ঘটে কবি ইব্‌ন যায়দূন (৩৯৩-৪৬৩/১০০৩-৭০)-এর। তিনি শাহযাদী ওয়াল্লাদা-এর প্রশস্তি রচনা করেন; সেভিলে স্বয়ং সুলতান আল-মু'তামিদ (মৃ. ৪৮৮/১০৯৫), যাঁহার জীবন ছিল বিশুদ্ধ কবিতার কর্মরূপ (দ্র. Garcia Gomez, Poesia, পৃ. ৭০) এবং যিনি এমন একটি দরবারের প্রেরণা সৃষ্টি করেন যাহা ইব্‌ন 'আম্মার (মৃ. ৪৭৭/১০৮৪) ও ইব্‌নু'ল-লাব্বানা (মৃ. ৫০৭/১১১৩)-র ন্যায় স্পেনীয় কবিগণকেই আকর্ষণ করে নাই, এমন কি সিসিলীয় কবি ইব্‌ন হামদীস (৪৪৭-৫২৭/১০৫৫-১১৩২)-কেও প্রলুব্ধ করিয়াছিল (দ্র. S. Khalis, La Vie litteraire a Seville au XIe sicele, সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা গ্রন্থ, ১৯৫৩ খৃ., অপ্রকাশিত); আলমেরিয়াতে আল-মু'তাসিম (মৃ. ৪৮৪/১০৯১) ইবন শারাফ (৪৪৪-৫৩৪/১০৫২-১১৩৯)-কে স্বীয় দরবারে গ্রহণ করেন; আর গ্রানাডাতে সুবিখ্যাত আবূ ইসহাক আল-ঈলবীরী (মৃ. ৪৫৪/১০৬৯)-এর এবং বাদাজোযে ইবন 'আবদুন (মৃ. ৫২৯/১১৩৪)-এর আবির্ভাব ঘটে।

(২) আল-মুরাবিতূনের আমল হইতে 'আরব শাসন আমলের শেষভাগ পর্যন্ত (৪৮৮-৮৯৭/১০৯২-১৪৯২)

আল-মুরাবিতগণের বিজয়ের ফলে এইখানে সেইখানে এই সকল কবি-কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটে, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য তাহা খণ্ড-বিখণ্ড আল-আন্দালুসকে একত্রীভূত করে। অবস্থাটা কাব্য রচনার জন্য অনুকূল ছিল না। কেননা নূতন শাসকগণের মধ্যে মার্জিত রুচির অভাব ছিল। তাহারা ধর্মের প্রতি যতটা অনুরাগ দেখাইতেন সাহিত্যের প্রতি ততটা নহে। দরবারে সম্পূর্ণ গতানুগতিক ধরনের কবিতা সৃষ্টি হইতে থাকে। শুধু ভ্যালেনসিয়াতেই পূর্ববর্তী শতাব্দীর ঐতিহ্যটি রক্ষিত হয়। ইবন খাফাজা (৪৫০-৫৩৩/১০৫৮-১১৩৮) ও ইবনু'য-যাককাক (মৃ. ৫২৯/১১৩৫) 'প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকনকারী' কবি ছিলেন, তাহারা যথাক্রমে কামোদ্দীপক কবিতা ও সুরার প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনাতেও অনাসক্ত ছিলেন না। আল-মুওয়াহহিদিগণের আমলে শুধু আর-রুসাফী (মৃ. ৫৭২/১১৭৭) ও ইবন সাহল (মৃ. ৬৪৯/১২৫১)-এর নামই উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী কালে গ্রানাডার পতনের কাল পর্যন্ত লিসানুদ্দীন ইবনু'ল-খাতীব (৭১৩-৭৬/১৩১৩-৭৪) ও ইব্‌ন যুমরুক (৭৩৩-৯৬/১৩৩৩-৯৩) কোনক্রমে ঐতিহ্যটি রক্ষা করিয়া যান। তাহাদের সমসাময়িকগণ কবিতার অধোগতি লক্ষ্য করিতে ব্যর্থ হন নাই এবং অতীতের উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ ঐশ্বর্যময় বিষয় নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করিবার যথার্থ সময় উপস্থিত হইয়াছে—এইরূপ ধারণা করিয়া তাহারা ঐগুলি সংগ্রহ করেন এবং তাহারা একটি কাব্য সংকলন রচনা করেন ঃ ইবন বাসসাম (মৃ. ৫৪২/১১৪৭) সংকলন করেন যাখীরা; আল-ফাতহ ইবন খাকান (মৃ. ৫২৯/১১৩৪) সংকলন করেন কালাইদুল-ইকয়ান এবং মাতমাহুল-আনফুস, আর ইবন সা'ঈদ আল-মাগরিবী (মৃ. ৬৭২/ ১২৭৪), তাঁহার মুগরিব হইতে কিতাব রায়াতিল-মুবাররিযীন সংকলনখানি তৈরি করিবারকালে, মনে হয় যেন 'আরব আন্দালুসীয় কাব্যধারার সর্বশেষ ওয়াসিয়াত নামাহ' লিখিয়া গিয়াছিলেন (Garcia Gomez, Poesia, পৃ. ৮৬)।

মহৎ বা ক্লাসিক্যাল কবিতা যদিও বা অনুজ্জ্বল দ্যুতি লইয়া কিছুটা টিকিয়াছিল, তবে মুওয়াশশাহাত যাহা পূর্ববর্তী শতাব্দীতে অভিজাত কবিগণ রচনা করিয়াছিলেন (দ্র. Arabica, ১৯৫৫/২) উহা এই সময়ে আর একবার অতুলনীয় দ্যুতিতে বিকশিত হয়। আর এই বিষয়ে চেষ্টা করেন আল-আমা আত-তুতীলী (মৃ. ৫২০/ ১১২৬), ইবন বাকী (মৃ. ৫৪০/১১৪৫) এবং আরও অনেকে। এতদ্ব্যতীত যাজাল (দ্র.) যাহার উদ্ভব সম্ভবত ভুলক্রমে ৩য়/৯ম শতকে বলিয়া ধারণা করা হয়, সত্যিকারের অর্থে সমগ্র মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি প্রতিভা (দ্র. Garcia Gomez, Poesia, পৃ. ৮১), ইবন কুযমান (৫৫৫/১১৫৯)-এর হাতে প্রাণবন্ত হইয়া উঠে এবং পরে আরও অনেক জনপ্রিয় কবি একেবারে 'আরব শাসনের শেষকাল পর্যন্ত এই ধারাটিকে কৃতিত্বের সহিত সঞ্জীবিত করিয়া রাখেন।

গদ্য সাহিত্য খুবই সম্ভাবনাময় সূচনা লাভ করিয়াছিল ইবন শুহায়দ ও ইবন হাযম-এর লেখাতে, তাহা পুনরায় প্রাচ্য প্রভাবিত হয় আত-তুরতূশীর (৪৫১-৫২০/১০৫০-১১২৬) সিরাজুল মুলক-এ, ইবনুশ-শায়খ আল-বালাবী (৫৭৬-৬০৪/১১৩২-১২০৭)-র বিশ্বকোষে এবং আল-হারীরীর মাকামাতের অনুকরণে রচিত কয়েকটি গ্রন্থে; স্পেনে মাকামাতের সর্বাধিক সংখ্যক টীকা রচয়িতা ছিলেন আশ-শারীশী (মৃ. ৬১৯/১২২২)।

কবিতা ও সামগ্রিকভাবে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বিশেষভাবে অনুকূল না হইলেও আল-মুরাবিত বিজয় আবার বিজ্ঞান চর্চার জন্য বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। তখন হইতে দীনী ও দুনিয়াবী — উভয়বিধ বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নয়নের সূচনা হয়। দীনী 'ইল্‌ম অর্থাৎ ধর্মীয় বিজ্ঞান চর্চা বিষয়ে আলোচনার জন্য যথেষ্ট স্থান দেওয়া এখানে সম্ভব হইবে না। বিজ্ঞানের এই শাখার অসংখ্য অনুরাগী ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি থাকিলেও একমাত্র ইবন 'আসিম (৭৬০-৮২৯/১৩৫৯-১৪২৬)-এর তুহফা ব্যতীত খুব কমই অন্য গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। ভাষাতত্ত্ব বা শব্দকোষ সম্বন্ধে রচনাও তদ্রূপ। কারণ ইবনুস সীদ আল-বাতালিয়াওসী (৫০৮-৮০/১১১৪-৮৫) ব্যতীত বিজ্ঞানের এইসব শাখার বিখ্যাত পণ্ডিত ইবন মালিক (৬০৫-৭২/১২০৮-৭৪) ও আবূ হায়্যান (৬৫৫-৭৪৪/১২৫৭-১৩৪৪) প্রাচ্যদেশে গিয়া তাঁহাদের জ্ঞানের সুফল বিতরণ করিয়াছিলেন।

ইতিহাসের ক্ষেত্রে জীবনীমূলক গ্রন্থ 'গেনযে' (genze) বিপুল সাফল্য অর্জন করে, সেই সাফল্যের মূলে ছিলেন কাদী 'ইয়াদ (৪৭৮-৫৪৪/১০৮৫-১১৪৯), ইবন বাশকুওয়াল (৪৯৩-৫৭৮/ ১১০০-৮৩), আদ-দাব্বী (মৃ. ৫৯৯/১২০২), ইবনুল-'আব্বার (৫৯৫-৬৫৮/১১৯৮-১২৬০), ইবনুয-যুবায়র (৬২৮-৭০৮/১২৩১- ১৩০৮)। বংশধারার এই অসাধারণ ইতিহাসের সঙ্গে অপর একখানি বিরাট গ্রন্থ সংযোজিত হয়, উহা ইবন সা'ঈদ আল-মাগরিবী কর্তৃক রচিত গ্রন্থ যাহা আল-হিজারী (৫০০-৪৯/১১০৬-৫৫)-র গ্রন্থের পরিপূরক যেইখানিতে লিসানুদ্দীন ইবনুল-খাতীবসমেত অন্যান্য পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকের গ্রন্থাবলীর যথেষ্ট ব্যবহার করা হয়। ভূগোলের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ নামটি অবশ্যই আল-ইদরীসীর (৪৯৩-৫৬৪/১১০০-৬৯)। এইদিকে মাগরিবীগণ, বিশেষ করিয়া আন্দালুসীয়গণ সাফল্যের সহিত ভ্রমণ কাহিনী রচনাতে আত্মনিয়োগ করেন। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন আবূ হামিদ আল-গারনাতী (৪৭৩-৫৬৫/১০৮০-১১৬৯, ইবন জুবায়র (৫৪০-৬১৪/১১৪৫-১২১৭) ও আল-'আবদারী (৭ম/১৩শ শতক)।

৬ষ্ঠ/১২শ ও ৭ম/১৩শ শতক ছিল আন্দালুসিয়াতে বিজ্ঞান চর্চার জন্য স্বর্ণযুগ ঃ অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, ভেষজবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিদ্যার এ সময়ে অসাধারণ উন্নতি ঘটে। বিজ্ঞানের এই সকল শাখায় যাহারা খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন এখানে আর তাঁহাদের নাম পুনরুল্লেখ

করিবার প্রয়োজন নাই (উপরে খ দ্র., ৬ষ্ঠ হইতে ১২শ শতক)। এই আমলের প্রধান প্রধান দার্শনিক ও সূফীগণের নামও সেই একই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আল-জমিয়াদা সাহিত্যের জন্য আল-জামিয়া প্রবন্ধ দ্র.। মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যের উপর স্পেনের 'আরবী কবিতার সম্ভাব্য প্রভাবের বিষয়ে জানিবার জন্য মুওয়াশশাহ' ও যাজাল প্রবন্ধদ্বয় দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ভূমিকাতে ও এই প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখিত বরাত ব্যতীত দ্র. সাহিত্যের ইতিহাস ও সমালোচনা গ্রন্থ ; (১) R. Dozy, Scriptorum arabum loci de Abbadidis, লাইডেন ১৮৪৬-৬৩ খৃ.; ²১৯২৭ খৃ.; (২) L. Eguilas y Yanguas, Poesia historica, lirica y descriptiva de los Arabes andaluces, মাদ্রিদ ১৮৬৪ খৃ.; (৩) F. Simonet, El siglo de oro de la literatura arabigo- espanola, গ্রানাডা ১৮৬৭ খৃ.; (৪) G. J. Adler, The Poetry of the Arabs of Spain, নিউ ইয়র্ক ১৮৬৭ খৃ.; (৫) A. F. v. Schack, Poesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien, বার্লিন-স্টুটগার্ট ১৮৬৫ খৃ.; ²১৮৭৭ খৃ.; স্পেনীয় অনু. J. Valera, Poesia y arte de los Arabes en Espana y Sicilia, সেভিল ১৮৮১ খৃ.; (৬) G. Dierx, Die arabische Kultur in mittelalterischen Spanien, হামবুর্গ ১৮৮৭ খৃ.; (৭) R. Basset, La litt. populaire berbere et arabe dans le Maghreb et chez les Maures, d'Espagne, in Mel. afr. et orient, প্যারিস ১৯১৫ খৃ.; (৮) J. A. Sanchez Perez, Biographias de matematicos Arabes que florecieron en Espana, মাদ্রিদ ১৯২১ খৃ.; (৯) 'আব্দু'র-রাহ'মান আল-বারকুকী, হ'াদা'রাতুল-আরাব ফিল-আন্দালুস, কায়রো ১৩৪১/১৯২৩; (১০) ক. কায়লানী, নাজ'রাত ফী তারীখিল-আদবিল-আনদালুসী, কায়রো ১৩৪২/১৯২৪; (১১) M. Asin Palacios, Abenhazam be Cordoba, I, মাদ্রিদ ১৯২৭ খৃ.; (১২) J. Ribera y Tarrago, Disertaciones y opusculos, মাদ্রিদ ১৯২৮ খৃ.; (১৩) R.Blachere, Le poete arabe al-Mutanabbi et l'Occident musulman, in REI, ১৯২৯ খৃ., পৃ. ১২৭-৩৫; (১৪) A. Gonzalez Palencia, El amor platonico en la corte de los Califas, in Bol. Ac. Cordoba ১৯২৯ খৃ., পৃ. ১-২৫; (১৫) M. M. Antuna, La corte literaria de Alhaquem II en Cordoba, Religion y Cultura-তে, ১৯২৯ খৃ.; (১৬) Dom R. Al-cocer Martinez, La corporacion de los poetas en la Espana musulmana, মাদ্রিদ ১৯৪০ খৃ.; (১৭) E. Teres Sadaba, Ibn Faray de Jaen y su 'কিতাবুল হাদাইক' ঃ las primeras antologias arabigoandaluzas, al-And.-এ, ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ১৩১-৫৭; (১৮) E. Garcia Gomez, Cinco poetas musulmanes, মাদ্রিদ ১৯৪৪ খৃ.। আরবী মূল গ্রন্থসমূহ ঃ (১৯) ইবন খায়র আল-ইশবীলী, ফাহরাসা, in BAH, ৯-১০ খ., সারাগোসা ১৮৯৪-৫ খৃ.; (২০) শাকুন্দী, রিসালা, স্পেনীয় অনু. Garcia Gomez, Elogio del Islam espanol, মাদ্রিদ-গ্রানাডা ১৯৩৪ খৃ.; (২১) ফরাসী অনু. A. Luya, Hesp.; ১৯৩৬/৩য় ত্রৈমাসিক সংখ্যায়, পৃ. ১৩৩ প.; (২২) মাককারী, Analectes, লাইডেন ১৯৫৫-৬১ খৃ.।

সংকলন ও অনুবাদ গ্রন্থাবলী ঃ (২৩) আবুল-ওয়ালীদ আল-হি'ময়ারী, আল-বাদী ফী ওয়াসফি'র-রাবী', সম্পা. H. Peres, রাবাত ১৯৪০ খৃ.; (২৪) ইবন দিহ'য়া, আল-মুত'রিব ফী আশ'আরি আহলিল-মাগ'রিব, কায়রো সং, ১৯৫৫ খৃ.; (২৫) ইবন সা'ঈদ আল-মাগ'রিবী, কিতাবুর- রায়াতির- মুবাররিযীন, সম্পা. ও অনু. Garcia Gomez, মাদ্রিদ ১৯৪২ খৃ.; (২৬) ইং. অনু. A. J. Arberry, Anthology of Moorish Poetry, কেমব্রিজ ১৯৫৩ খৃ.; (২৭) A. R. Nykl, মুখতারাত মিনাশ-শি'রিল-আনদালুসী, বৈরূত ১৯৪৯ খৃ.; (২৮) E. Garcia Gomez, Poemas arabigoandaluces, মাদ্রিদ ১৯৩০ খৃ.; ²১৯৪০ খৃ. ³১৯৩৪ খৃ.; (২৯) আংশিকভাবে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন H. Morland, Arabic Andalusian Cacidas, লন্ডন ১৯৪৯ খৃ.; (৩০) ঐ লেখক, Qasidas de Andalucia, puestas en verso castellano, মাদ্রিদ ১৯৪০ খৃ.।

সম্পাদকমণ্ডলী (E. I.²)/ হুমায়ুন খান

'আরবিস্তান (عربستان) ঃ অর্থ 'আরব দেশ, পাহালাবী আমল পর্যন্ত খুযিসতান-এর পারস্য প্রদেশের নাম বুঝাইত। রিদা শাহ পাহলাবীর শাসনকালে এই প্রদেশের নাম পুনরায় খুযিসতান রাখা হয়। আরো বিস্তৃত বিবরণের জন্য খুযিসতান প্রবন্ধটি দ্র.। পারস্য দেশীয় পরিভাষায় 'আরাবিস্তান' বলিতে কখনও কখনও 'আরব উপদ্বীপ বুঝায়। ১০ম/১৬শ শতাব্দী হইতে তুরস্কের প্রশাসনিক দলীলপত্রে 'আরাবিসতান' নামটি সাম্রাজ্যের যেই সকল প্রদেশের ভাষা 'আরবী সেই সকল প্রদেশের জন্য, বিশেষত সিরিয়ার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

ED. (E. I.²) মোহাম্মদ হোসাইন

'আরাবী পাশা (দ্র. 'উরাবী পাশা)

আরাবেস্ক (Arabesque) ঃ এই বিশেষ শব্দটি দীর্ঘকাল শিল্পকলা বিষয়ক সাহিত্যে শুধু কতিপয় একান্ত মুসলিম অলংকরণ পদ্ধতি নির্দেশ করিতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যেমন জ্যামিতিক পদ্ধতি, লতাপাতা চিত্রণ, অলংকৃত লিপি (Calligraphy), এমনকি দেহাকৃতিমূলক অলংকরণ। Encyclopaedia of Islam-এর প্রথম সংস্করণ পর্যন্ত E. Herzfeld আরাবেস্ক-এর এই ব্যাপকতর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ইতোমধ্যে এই ব্যাখ্যাটি অপ্রচলিত বলিয়া বিবেচিত হয় যখন A. Rigel তাঁহার Stilfragen গ্রন্থে ইহার সংজ্ঞা প্রদান করিয়া ইহার বৈশিষ্ট্যময় চরিত্রসমূহ বর্ণনা করেন। তাঁহার মতে, আরাবেস্ক একান্তভাবে ইসলামী পদ্ধতির শিল্পকলা যাহা প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন পটভূমিকায় লতাগুল্মের অলংকরণ যাহাতে অজৈব লতার সঙ্গে খণ্ডিত অথবা ছেদিত পত্রকুঁড়ি ব্যবহৃত হয়। লতায় ব্যবহৃত পত্রসমূহ চেপ্টা অথবা বক্র, তীক্ষ্ণ প্রান্ত অথবা গোল গোল অথবা গোটানো, মসৃণ অথবা কর্কশ, পালক শোভিত অথবা ছেদিত হইতে পারে, তবে কখনও তাহা বিচ্ছিন্ন হইবে না, বরং সর্বদা বৃত্তের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া উহার জন্য একটি অনুষঙ্গী বা প্রান্তরূপে কাজ করিবে। বৃন্তটি তরংগায়িত, পাকানো অথবা বুনটরূপে পরিদৃষ্ট হইতে পারে এবং পাতার মধ্য দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় তাহা হইতে

নির্গত হইতে পারে, তবে সর্বদা ইহাকে বৃন্তের সহিত অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পর্কিত হইতে হইবে। Herzfeld-এর প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী লতা ও পাতা সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের মধ্যে বিন্যস্ত, পাতাগুলি প্রধান লতা হইতে উৎপন্ন সংযোজন বিশেষ।

আরাবেস্ক পদ্ধতিটির নিয়ন্ত্রক নীতিসমূহ হইল, পারস্পরিক পুনরাবৃত্তি, জোড়ায় জোড়ায় খণ্ডিত পাতার ব্যবহার দ্বারা Palmette অথবা Calice (পুষ্পাধারের রূপ সৃষ্টি, জ্যামিতিক বুননের আন্তসংযোগ (interlacing), বৃহদাকার মেডেল অথবা Cartouche-রূপী প্রকোষ্ঠ সৃষ্টি। প্রতিটি ক্ষেত্রে সৌন্দর্য বিধান সম্পর্কীয় দুইটি নিয়ম কঠোরভাবে পালিত হইয়াছে ঃ (১) গতির ছন্দোবদ্ধ পরিবর্তন সাধন, বরাবর একটি ঐকতানবিশিষ্ট পরিণতির মাধ্যমে এবং (২) সম্পূর্ণ উপরিতলকে (Surface) অলংকরণের দ্বারা আবৃতকরণ। ইহার ভারসাম্যময় ও স্নিগ্ধ সংবর্তন দ্বারা আরাবেস্ক নর্ডিক (Nordic) অলংকরণের গতিময় আবেগ-কম্পন, অস্থির ঘূর্ণন ও প্রচণ্ড মোচড় পরিহার করে, অন্যথা দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়। বৈপরীত্যের ভাবটি লাভ করা হয় ঘনত্বের তারতম্য দ্বারা, ফলে বৃন্তটি কখনও পত্র-পল্লবের প্রাচুর্যে প্রায় ঢাকা পড়িয়া যায়, কখনও বা তাহা প্রবলভাবে নকশার প্রধান বিষয়বস্তুরূপে আবির্ভূত হয়।

চিত্র ১ ঃ ফুস্‌তাত-এ 'আম্‌র-এর মসজিদ, আনুমানিক ৮০০ খৃ. (after E. Herzfeld, Der Wandschmuck der Bauten von Samarra, 49a, চিত্র)।

চিত্র ২ ঃ আল-কায়রাওয়ান-এ সীদী 'উক'বা-এর মসজিদ (after G. Marcais, Coupole et Plafonds de la Grande Mosquee de Kaironan, প্যারিস ১৯২৫ খৃ.)।
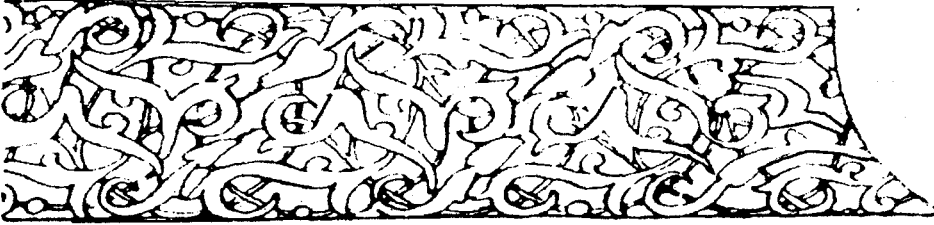
চিত্র ৩ ঃ একটি কু'রআন হইতে গৃহীত, পঞ্চদশ শতাব্দী, গ্রানাডা (Islamische Abteilung, বার্লিন যাদুঘরে রক্ষিত)।

চিত্র ৪ ঃ কাঠ-খোদাই, ত্রয়োদশ শতাব্দী, মিসর (after Bourgoin, Precis de'l Art arabe, প্যারিস ১৮৯২ খৃ., III PL. ৮৮)।
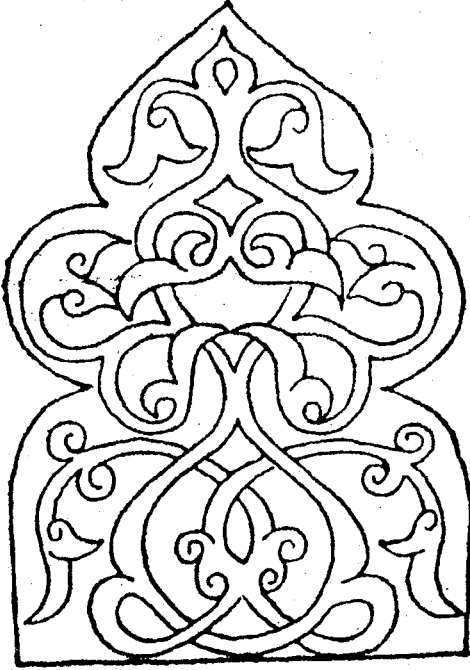
চিত্র ৫ ঃ ফাখ্‌রুদ্দীন 'আলীর তুরবে-তে Fayence Mosaic, Konya, 13th Century (after F. Sarre, Denkmaler persischer Baukunst. বার্লিন ১৯৯০ খ., চিত্র ১৮৫)।
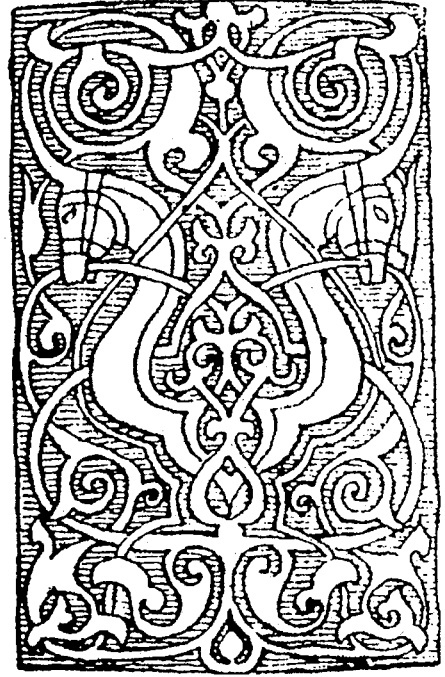
চিত্র ৭ ঃ কাঠ-খোদাই, একাদশ শতাব্দী, মিসর (কায়রো 'আরব যাদুঘর)।
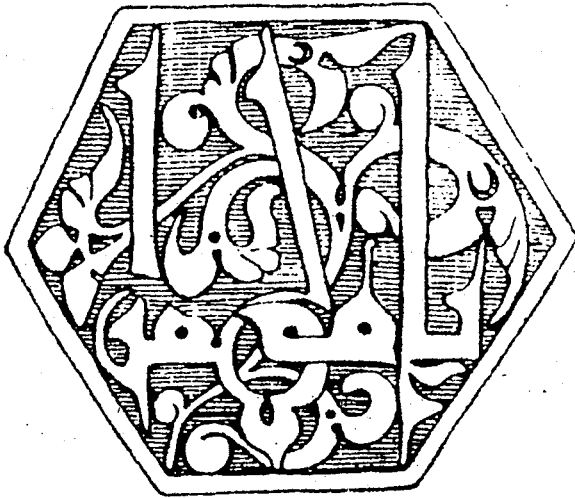
চিত্র ৬ ঃ Stucco-র তৈরী টালি, দ্বাদশ শতাব্দী, পারস্য (in Islamische Abteilung, বার্লিন-এ রক্ষিত)।
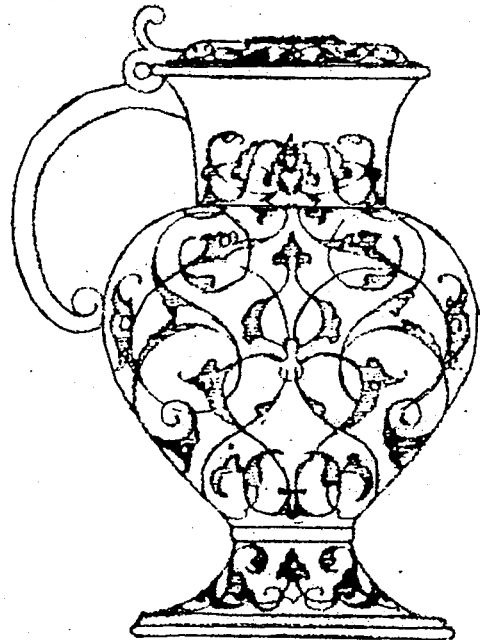
চিত্র ৮ ঃ H. Holbein the Younger, 1537 (after Jessen, Der Ornamentstich, বার্লিন ১৯১০ খৃ., চিত্র ৭২)।

উল্লিখিত রীতিসমূহ পালনপূর্বক অ-প্রাকৃতিকৃত লতাগুল্মের অলংকরণকে সুযুক্তিগতভাবে 'আরাবেস্ক' নামকরণ করা হইয়াছে। কারণ নিশ্চিতভাবেই ইহার উদ্ভাবন ছিল একটি বিশেষ 'আরব মানসের বহিঃপ্রকাশ এবং ইহার সমান্তরাল বিকাশ 'আরব কাব্য ও সংগীতে দেখিতে পাওয়া যায়। 'আরব পারিভাষিক শব্দ তাওরীক [দ্র.] (توريق) সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে, বর্ণনাটি কেবল পত্র-পল্লবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই পারিভাষিক শব্দটি সাধারণভাবে ataurique (اتوريق) শব্দটিতে সংরক্ষিত রহিয়াছে যাহা স্পেনীয় গ্রন্থকারগণ প্রকৃত আরাবেস্ক নকশাসমূহকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন Riegl ইহাকে বুঝিয়াছেন।

আরাবেস্ককে সকল প্রকার জ্যামিতিক অলংকরণের সহিত সংযুক্ত করা যায়। প্রস্তর-উৎকীর্ণ লিপিতে (epigraphy) ইহা অলংকৃত লিপির পটভূমিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে অথবা অক্ষরসমূহ আরাবেস্কে সমাপ্ত হইতে পারে অথবা অক্ষরসমূহ ও আরাবেস্ক একত্রে বিজড়িত হইতে পারে। আরাবেস্ক আকারে বিভিন্ন জীবের চিত্র অংকন করা যাইতে পারে এবং তাহা মানবাকৃতির সহিত সম্মিলিত করা যায়, অতঃপর জীব ও মানবাকৃতিকে কম বেশি সনাক্তযোগ্য করা যায়। মাঝে মাঝে এমন 'grotesque' এক একটি (অদ্ভুত) ইসলামী অলংকরণের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহাতে বিভিন্ন জীবের মুখোশকে আরাবেস্ক নকশাতে সমন্বিত করা হইয়াছে। মনে হয় এই ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করা নিষ্প্রয়োজন, আরাবেস্ক কখনও কোন বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে নাই, বরঞ্চ ইহা কেবল বিপুল সংখ্যক অলংকরণ পদ্ধতির একটিমাত্র। ঐ সকল অলংকরণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে উদ্ভিজ আকৃতির দীপ্তিমান তালপত্র, গোলাপপত্র, স্বাভাবিক আকৃতির ফুল ও মেঘমণ্ডলের ন্যায় বিমূর্ত (abstract) রূপ। বিশেষ কয়েকটি কালে অবশ্য ইহা একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে।

বাসক জাতীয় পত্র, আংগুরপত্র ও ফল-পুষ্প-শস্য পরিপূর্ণ ছাগ-শৃংগের কতিপয় প্রাচীন আরাবেস্ক চিত্রের আদিরূপ রহিয়াছে যাহা তরঙ্গিত বা দ্বিখণ্ডিত হইয়া বিকাশের প্রবণতা প্রাপ্ত হয়। উমায়্যা যুগ পর্যন্ত ইহা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে নাই, নবম শতাব্দীতে 'আব্বাসীগণের আমলে ও মুসলিম স্পেনে ইহা আপন প্রজাতিগত (typical) রূপ লাভ করে এবং একাদশ শতাব্দীতে সালজূক ফাতিমী ও মূরগণের আমলে ইহা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয় বলিয়া অনুমান করা যায়। তখন হইতে ক্রমাগত ইহা অসংখ্য পৃথকরূপে (variations) সমগ্র ইসলামী বিশ্বে প্রচলিত হইয়া পড়ে। ফলে কালানুক্রমিকভাবে অথবা কোন জাতীয়তা বা রাজবংশীয় অনুরাগের ভিত্তিতে ইহার শ্রেণীবিভাগ অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। পারস্যবাসী, তুর্কী এবং ভারতীয় শিল্পিগণও যে কোন 'আরবীভাষী শিল্পীর ন্যায় আরাবেস্ক-এর ভাষা সম্যক বুঝিতেন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাঁহারা নিত্য নূতন রূপ ও সংমিশ্রণ সৃষ্টির প্রেরণায় পরস্পরের সহিত নিরন্তর প্রতিযোগিতায় রত ছিলেন। ইহার ব্যবহারও কেবল একটি মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ছিল না; ইহা স্থাপত্য অলংকরণে, খোদাই অথবা মুদ্রণ অলংকরণে, মৃৎ বা কাঁচা শিল্পে, ধাতব শিল্পে এবং সর্বোপরি পুস্তক অলংকরণে ব্যবহৃত হয়।

দ্বাদশ শতাব্দী ও তৎপরবর্তী Hispano-Mauresque শিল্পকলায় আরাবেস্ক শিল্প এত বেশি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল যে, অন্যান্য অলংকরণ রীতি প্রায় বর্জিত হইয়া পড়ে। মুসলিম স্পেন হইতে এই অংকন রীতি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংশে খৃস্টান দেশসমূহে প্রবেশ লাভ করে। Moresque নামে খ্যাত এই রীতি ১৬শ' শতকের প্রথমার্ধে ক্রমশ কায়দা-দুরস্ত হইয়া উঠে এবং Francesco-Pellegrino-র মাধ্যমে ইতালীতে অজ্ঞাতনামা মহাশিল্পী G. J.-এর মাধ্যমে ফ্রান্সে ও Hans Holbein ও Flettner-এর মাধ্যমে জার্মানীতে প্রবর্তিত হয়। ইহাদের ন্যায় অন্য শিল্পিগণও কমবেশি সজ্ঞানে আরাবেস্ক-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অনুকরণে সচেষ্ট হন, প্রধানত বিভিন্ন মণিকার ও কর্মকারগণের জন্য সৃষ্ট নকশা পুস্তকে (e.g. The Levre de moresques, প্যারিস ১৫৪৬ খৃ.)। আরো দ্র. ornament বা অলংকরণ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) A. Riegl, Stilfragen, বার্লিন ১৮৯৩ খৃ.; (২) E. Kuhnel, Die Arabeske, Wiesbaden 1949 খৃ.।

E. Kuhnel (E.I.2)/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আরামবাগ : ১. মহকুমা (৪১২ বর্গ, মা.; জন ৩.৭০,৪১৬) পশ্চিম বংগের হুগলি জেলায় অবস্থিত পুড়সুরা ও খানাকুল থানা সমন্বয়ে আরামবাগ গঠিত। মহকুমার রাধানগর গ্রাম রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান ও আদি নিবাস। ২-থানা (১১৫ বর্গমাইল; জন, ৯৫, ১৭২)। শহর (জন. ১১,৪৬০), দারকেশ্বর নদীর তীরে; সাবেক নাম জাহানাবাদ, স্থানীয় মিঞাদের বাগানের নাম হইতে ১৯০০ খৃ. নূতন নামকরণ করা হয়; বর্ধমান মেদিনীপুর বাদশাহী সড়কের উপর অবস্থিত; ১৫৯০ খৃ. রাজা মানসিংহ উড়িষ্যা আক্রমণ উদ্দেশে আসিয়া এখানে বর্ষা যাপন করেন। হুগলির ৩৭ মা. প. অবস্থিত শহরটি ধান, পাট, ডাল ও গোল আলুর ব্যবসা কেন্দ্র। কলেজ আছে। শহরের ৮ মা. প. গড় মান্দারনের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ, ২২৫

আরাম শাহ (ارام شاه) : দিল্লীর তুর্কী রাজবংশের ২য় সুলতান (১২১০-১২১১ খৃ.)। লাহোরে কুতবুদ্দীন আয়বাক-এর আকস্মিক মৃত্যুর পর লাহোরের আমীর ও মালিকগণ অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ, জনসাধারণের মনে শান্তি ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সন্তোষ সৃষ্টির মানসে তাঁহাকে সুলতান আরাম শাহ (প্রকৃত নাম আরাম বাখশ) উপাধি দিয়া মরহুম সুলতানের উত্তরাধিকারীরূপে ঘোষণা করেন। কিন্তু ইনি বিলাসী এবং আরামপ্রিয় হওয়ায় দিল্লীর তুর্কী আমীরগণ বাদাউনের শাসক মালিক শামসুদ্দীন ইলতুৎমিশকে সিংহাসন গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। ইলতুৎমিশ যুদ্ধে আরামকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া নিজে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুতবুদ্দীন-এর সহিত আরাম শাহের সম্পর্ক লইয়া মতানৈক্য বিদ্যমান। কেহ কেহ তাঁহাকে সুলতানের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু মিনহাজুস-সিরাজ-এ স্পষ্ট বলা হইয়াছে, সুলতানের মাত্র তিনটি কন্যা ছিলেন। আবুল-ফাযল তাঁহাকে সুলতানের ভ্রাতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অনুমান করা যায়, তাঁহার সহিত সুলতানের হয়ত কোন সম্পর্ক ছিল না এবং আমীরগণ বিশৃংখলা প্রতিরোধ করার জন্যই তাঁহাকে সিংহাসনে বসান। তুর্কী রাজত্বে বাদশাহের উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না; পরিস্থিতি অনুসারেই উত্তরাধিকার স্থিরীকৃত হইত। আরাম শাহের পরবর্তী ভাগ্য রহস্যাবৃত।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২২৫

আরারাত (দ্র. জাবালু'ল-হারিছ')

আরাস (দ্র. আর-রাস্‌স)

আরিচা ঃ গ্রাম, শিবালয় উপজেলায়, ঢাকার মানিকগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ঢাকা হইতে ৫০ মা. প., পদ্মা ও যমুনার সংগমস্থলের নিকটে স্টীমার ঘাট ও নদী বন্দর। ঢাকা হইতে আরিচা পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মিত হইয়াছে; এখান হইতে মোটর ফেরিতে পদ্মা পার হইলে সোজা পথে খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের সহিত ঢাকার সংযোগ দৃষ্ট হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ, ১২৬

আল-'আরিদ (العارض) ঃ নাজদ প্রদেশের প্রধান জেলা। পূর্বে 'আরিদ' শব্দ দ্বারা দীর্ঘ গিরিশ্রেণীর প্রতিবন্ধক Tuwayk (দ্র.) বুঝাইত। এই অর্থে শব্দটি এখনও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। শব্দটির নির্দিষ্ট অর্থ দ্বারা জেলার দক্ষিণে আল-খারজ ও উত্তরে আল-মাহ'মাল এলাকার মধ্যবর্তী প্রধান দুর্গম অংশ বুঝায়। পশ্চিম দিকে আল-'আরিদ Tuwayk-এর পশ্চিম দিকস্থ উঁচু পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ইহার নিম্নে আল-বাত'ীন জেলা অবস্থিত। এই এলাকায় দারমা, আল-গাত'গা'ত (الغطغط) প্রভৃতি স্থান অবস্থিত। পূর্ব দিকে জাল হীত-এর খাড়া উঁচু পাহাড় ওয়াদিউ'স-সুলায়্য অবস্থিত এবং আল-আরামার ভূমি আল-'আরিদ'কে আদ-দাহনা (الدهناء) হইতে পৃথক করিয়াছে।

পূর্বে আল-'ইরদ (العرض) নামে পরিচিত ওয়াদী হ'নীফা (দ্র.) উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আড়াআড়িভাবে এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই নদীর উৎস 'আক'াবাতু'ল-হায়সিয়া (عقبة الحيسية) [পূর্বে ছ'ানিয়াতু'ল-আহ'ীসা (ثنية الاحيسا) নামে পরিচিত ইহার নিম্নে অবস্থিত] এই স্থান হইতে নির্গত হইয়া ১৬০ কিলোমিটার অতিক্রম করত ইহা আল-খারজ-এর আধুনিক শহর আল-ইয়ামামার নিকট আস-সাহবা' (السهباء)-এ পতিত হইয়াছে।

ওয়াদী হ'ানীফার অন্তর্গত অথবা নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থিত আল-'আরিদ-এর প্রধান প্রধান শহর হইল ঃ (১) আল-'উয়ায়না (العيينة) [দ্র.] ঃ এই স্থানটি হইল মুহ'াম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহহাব (দ্র.)-এর জন্মস্থান। (২) আল-জুবায়লা (الجبيلة), এই স্থানের নিকটবর্তী এলাকায় মুসায়লামা ও খালিদ (রা) ইবন ওয়ালীদ-এর মধ্য প্রসিদ্ধ 'আক'রাবা' (عقرباء) যুদ্ধ সংঘটিত হয় বলিয়া অনুমান করা হয়; (৩) আদ-দির'ইয়া (الدرعية) (দ্র.) ঃ সাউদী প্রথম রাজধানী। এখানকার আধুনিক শহরে এখনও উপত্যকার সৌন্দর্যমণ্ডিত পুরাতন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান; (৪) আর-রিয়াদ' (দ্র.) ঃ সাউদী আরবের বর্তমান রাজধানী; (৫) মানফুহ'া (منفوحة) ঃ এই স্থান বা ইহার নিকটবর্তী স্থানে কবি আল-আ'শার আবাসগৃহ ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়; কবি যুহায়র ইবন আবী সুলমারও ইহা জন্মভূমি; (৬) আল-হ'াইর (الحائر) ঃ এই স্থানকে হ'াইর সুবায়' বা হাইরু'ল-আ'ইযযাও বলা হয়। আল-আ'ইযযা (الاعزة) হইল এই মরূদ্যানের প্রধান গোত্র এবং ইহারা সুবায়' (سبيع) গোত্রের শাখা। লুহা নদী ('হা' নয়, যাহা অধিকাংশ আধুনিক মানচিত্রে দেখান হইয়া থাকে) এবং বু'আয়জা' নদী (আল-আওসাত'-এর নিম্নাভিমুখী প্রসারিত অংশ) যেই স্থানে ওয়াদী হ'ানীফার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে, সেইখানেই হ'াইর সুবায়' (حائر سبيع) অবস্থিত।

আল-'আরিদ' এলাকা সুবায়', আস-সুহূল ও আল-কুরায়নিয়্যা বেদুঈন গোত্রগুলির বিচরণ ক্ষেত্র। এই এলাকায় রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় অন্য বহু গোত্রের লোক এই স্থানে আসিয়া বসবাস করে। শহরে বসবাসকারী জনগণ তামীম, 'আনাযা, আদ-দাওয়াসির ও অন্যান্য বহু গোত্রসম্ভূত।

মুহ'াম্মাদ ইবন 'আবদি'ল-ওয়াহহাব (দ্র.) পরিচালিত সংস্কার আন্দোলন শুরু হইলে আল-'আরিদ' আন্দোলনকারীদের প্রধান ঘাঁটি হিসাবে চিহ্নিত হয়। আস-সাউদ পরিচালিত যুদ্ধভিযানসমূহে বেদুঈন ও নগরবাসীরা প্রথম কাতারেই ছিল। দ্বাদশ/অষ্টাদশ শতাব্দীতে আল-'আরিদ'-এ সংস্কার আন্দোলন শুরু হওয়ার প্রধান কারণ হইল, এই অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষার প্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষিত ছিল এবং সেই সময় হইতে আল-'আরিদ'-এ উচ্চ সম্মানিত ধর্মীয় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-হামদানী, সি'ফাত; (২) ইবন বুলায়হিদ, সাহীহু'ল-আখবার, কায়রো ১৩৭০ হি.; (৩) ইবন গ'ান্নাম, রাওদ'াতু'ল-আফকার, কায়রো ১৩৬৮ হি.; (৪) ইবন বিশর, 'উনওয়ানু'ল-মাজদ, মক্কা ১৩৪৯ হি.; (৫) H. Philby, The Heart of Arabia, London 1922; (৬) ঐ লেখক, Arabia of the Wahhabis, London 1928; (৭) হাফিজ' ওহবা, সীরাতু'ল-'আরাব ফী কারনি'ল-'ইশরীন; (৮) দা. মা. ই., ১২/৬৫৭-৫৮।

G. Rentz (E. I.[2])/আবু জাফর

আরিফওয়ালা ঃ শহর (জন. ১৮,৫৫৮), সাহীওয়াল জেলা, পাঞ্জাব প্রদেশ, পাকিস্তান। পাকপত্তন হইতে ৩৬ মা. পশ্চিমে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় কেন্দ্র; পূর্বে স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল; পানিসেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ১৯২৬ খৃ. এখানে শহরের পত্তন হয়; শহরটি টাউন-কমিটি শাসিত; তুলা ব্যবসার কেন্দ্র; তুলাবীজ ছাড়ানোর ৪টি (জিনিং) কারখানা ও একটি বরফ কল আছে; ১টি হাই স্কুল ও ৩টি পার্ক (একটি মহিলাদের জন্য) বিদ্যমান।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২২৬

'আরিফ মুলতানী (عارف ملتانى) ঃ (র), হযরত শাহ জালাল (র)-এর সঙ্গীয় ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম, মুবাল্লিগ ও মুজাহিদ। সিলেট বিজেতা আউলিয়াদের অন্যতম। পাকিস্তানের মুলতানের অধিবাসী ছিলেন। মুলতান হইতে মুর্শিদ হযরত শাহ জালালের সঙ্গে দেওতলা-পাণ্ডুয়া ও সোনারগাঁও হইয়া সিলেটে আগমন করেন। সিলেট শহরের পুরান লেইনে তাঁহার মাযার অবস্থিত।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

'আরিফ হি'কমাত বে (عارف حكمة بى) ঃ ১২০১-১২৭৫/ ১৭৮৬-১৮৫৯, প্রাচীন তুর্কী সাহিত্যের সর্বশেষ অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও শায়খু'ল-ইসলাম (১২৬২-১২৭০/১৮৪৫-৫৪)। উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তার পরিবারে জন্ম; পিতা ইবরাহীম 'ইস'মাত, সুলত'ান ৩য় সালীমের অধীনে ক'াদি'ল-'আসকার ছিলেন। 'আরিফ হি'কমাত জেরুসালেম (১২৩১/১৮১৬), কায়রো ১২৩৬/১৮২০) ও মদীনার (১২৩৯/১৮২৩) মোল্লা নিযুক্ত হন। পরবর্তী কালে তিনি নাক'ীবু'ল-আশরা'ফ (১২৪৬/১৮৩০) ও আনাতোলিয়া (১২৪৯/১৮৩৩) ও রুমেলিয়ার (১২৫৪/১৮৩৮) ক'াদি'ল- 'আসকার নিযুক্ত হন। সর্বশেষে সাত বৎসর পর্যন্ত শায়খু'ল-ইসলাম পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। সমসাময়িক প্রধান কবি, বিশেষত আস'আদ আফিন্দী, যিবে'র পাশা ও ত'াহির সালামের সহিত তাহার যোগাযোগ ছিল। তিনি নিজে একজন কবি ছিলেন এবং তাহার তুর্কী, 'আরবী ও ফারসী কবিতার দীওয়ান প্রাচীর তুর্কী সাহিত্যের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ

গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহাতে নাফ'ঈ, নাবী ও নাদীম-এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় (দ্র. M. F. Koprulu, Turk Divan edebiyati antologisi, ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দী)। এই দীওয়ানটি ১২৮৩/১৮৬৭ সালে ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত হয়। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ তায'কিরাই শু'আরা' (১২৫০/১৮৩৪ সাল পর্যন্ত তুর্কী কবিদের জীবনী); মাজমূ'আতু'ত-তারাজিম যায়লি'ল-কাশফি'জ-জুনূন (দ্র. Ibnulemin mahmud kemal, son asir turk Sairleri, ৪খ., ৬২৬-৬২৮; আল-আহ'কামু'শ-শার'ইয়া ফি'ল- আরাদি'ল আমীরিয়া (উদ্ধৃত Osmanli muellifleri-তে উদ্ধৃত); খুলাস'াতু'ল-মাক'ালাত ফী মাজালিসি'ল-মুকালামাত (পাণ্ডু., ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, নং ৩৭৯১; তু. Ibnulemin Mahmud kemal. ঐ, পৃ. ৬২৬)।

'আরিফ হি'কমাত বে তাঁহার জীবিতকালে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। নামীক কামালের মতে 'আরিফ ও ত'াহির সালাম ২য় মা'হ'মূদের শাসনকালের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কবি ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ 'আরিফ হি'কমাত বে-র জীবনী সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রচিত ইতিহাস ও জীবন-চরিত বিষয়ক গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রহিয়াছে; আরও দ্র.(১) ফাতি'মা 'আলিয়া, Djewdet-Pasha we Zamani, ইস্তাম্বুল ১৩৩২ হি., স্থা.। তাঁহার কাব্যের জন্য দ্র. (২) মুহ'াম্মদ খিদের কর্তৃক লিখিত তাহার দীওয়ান-এর ভূমিকা (ইস্তাম্বুল ১৮৮৩ হি.); (৩) Gibb, Ottoman Poetry, ৪খ., ৩৫০ পৃ. ইবনু'ল- য়ামীন মাহ'মূদ কামাল, Sonasur turk Sairvleri (ইস্তাম্বুল ১৯৩৭ খৃ.,) ৪খ, ৬২০ পৃ. IA, শিরো. (কেবযিয়ে 'আবদুল্লাহ-র নিবন্ধ)।

R. Martron (E. I.[2]) /ড. আ.ম.মু. শরফুদ্দীন

আরিফাইল মসজিদ (ارفیل مسجد) ঃ ভিন্নমতে আরিফিল, বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় অবস্থিত মুগল আমলের একটি মসজিদ। উপজেলা সদর হইতে দুই কি.মি. পশ্চিমে আরিফাইল গ্রামে মসজিদটির অবস্থান। শিলালিপি না থাকায় মসজিদটির সঠিক নির্মাণ তারিখ ও নির্মাতার নাম অজ্ঞাত। গঠন প্রণালী ও স্থাপত্য কৌশল দেখিয়া সহজেই অনুমান করা যায়, ইহা মুগল আমলের মসজিদ। বিশেষ করিয়া শায়েস্তা খানের আমলে নির্মিত প্রথাগত কৌশলের মসজিদগুলির সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। মসজিদটি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে নির্মিত বলিয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী শাহ আরিফ নামক একজন ওয়ালী মসজিদটি নির্মাণ করিয়াছেন। সাগরদিঘি ও মোগলাইদিঘি নামে দুইটি জলাশয়ের মাঝামাঝি স্থানে এক খণ্ড উঁচু জমির পশ্চিম প্রান্তে মসজিদটি অবস্থিত। ইহা বর্তমানে বেশ ভাল অবস্থায় টিকিয়া রহিয়াছে। আরিফাইল মসজিদ বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আওতাধীন একটি সংরক্ষিত কীর্তি।

ইষ্টক নির্মিত আয়তাকারবিশিষ্ট মসজিদটির আয়তন ৭০´ × ২০´, প্রাচীরগুলি ৫´-৬´ পুরু। চার কোণায় চারটি অষ্টভূজাকৃতির বুরুজ কার্ণিশের বেশ উপরে উঠিয়াছে। ইহাদের শীর্ষ অংশ কলস চূড়াসহ শিরালা সদৃশ ছোট গম্বুজ দ্বারা শোভিত। বুরুজগুলির উপরিভাগ কয়েকটি সমান্তরাল বন্ধনী দ্বারা অলংকৃত। প্রত্যেকটি বুরুজের উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া ছোট মিনার রহিয়াছে। এইগুলিও মসজিদের কার্ণিশের উপরে উঠিয়াছে এবং শীর্ষদেশ কলস চূড়ায় সুশোভিত। মসজিদের পূর্ব প্রাচীরে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচীরে একটি করিয়া মোট পাঁচটি প্রবেশদ্বার রহিয়াছে। পূর্ব প্রাচীরের মধ্যের প্রবেশ দ্বারটি অন্যগুলি হইতে অপেক্ষাকৃত বড়। ইহা একটি অর্ধ গম্বুজাকৃতির নীচে ও একটি আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত। অন্য প্রবেশ দ্বারগুলি সম আয়তনের ও খিলানযুক্ত। পূর্ব প্রাচীরের প্রবেশদ্বার বরাবর কিবলা প্রাচীরে রহিয়াছে তিনটি অর্ধ অষ্টভূজাকৃতির মিহ্রাব। সকল মিহ্রাবের গভীরতা ও প্রশস্ততা সমান। প্রধান প্রবেশদ্বার ও প্রধান মিহ্রাব উভয় কাঠামোই মসজিদ প্রাচীর হইতে বাহিরের দিকে কিছুটা বর্ধিত করিয়া নির্মিত। ইহাতে অন্যান্য প্রবেশদ্বার ও মিহরাব হইতে প্রধানটির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। বহু খাঁজবিশিষ্ট অন্য মিহ্রাব দুইটি প্রাচীর হইতে ভিতরের দিকে কিছুটা উদগত এবং প্রতিটি এক একটি আয়তাকায় কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত। কাঠামোগুলি প্যাচানো লতাপাতায় নকশাকৃত এবং উপরের অংশ বদ্ধ মারলোন নকশা দ্বারা অলংকৃত। প্রধান মিহ্রাব ও প্রবেশদ্বার উভয়ের বাহিরের বর্ধিত অংশের কাঠামোর দুই কোণায় দুইটি করিয়া সরু মিনার রহিয়াছে। মিনারগুলিও কার্ণিশের উপরে উঠিয়াছে এবং ইহাদের শীর্ষদেশ কলস চূড়াসহ ছোট গম্বুজে শোভিত। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ দুইটি চতুর্কেন্দ্রিক তেরছা বড় খিলান দ্বারা তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগ একটি বর্গাকারে পরিণত। প্রতি অংশের উপর একটি করিয়া মোট তিনটি সম আয়তনের গোলাকার গম্বুজ দ্বারা মসজিদের ছাদ ঢাকা। গম্বুজগুলির শীর্ষদেশ প্রস্ফুটিত পদ্ম নকশা ও কলস চূড়ায় শোভিত। গম্বুজগুলি অষ্ট কোণাকার ড্রামের (Drum) ভিতের উপর স্থাপিত। বহির্ভাগে ড্রামের উপরি অংশে বদ্ধ মারলোনের নকশায় অলংকৃত। মসজিদের খিলান প্রাচীর চতুষ্টয়, তেরছা খিলান, প্রবেশদ্বারের বদ্ধ খিলান ও কোণাকার পেন্ডেন্টিভসমূহে সমন্বিত ভিতের উপর গম্বুজের ড্রামসমূহ স্থাপিত। ড্রামের অভ্যন্তরীণ ভিতসমূহ বিভিন্ন নকশায় অলংকৃত। অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ দ্বারগুলির উভয় পার্শ্বে একটি করিয়া গভীর কুলঙ্গী রহিয়াছে। প্রাচীরের সমগ্র বহির্ভাগ বর্গাকার ও আয়তাকার প্যানেল ও প্যারাপেট বদ্ধ মারলোনের নকশায় অলংকৃত। বিভিন্ন সময়ে মসজিদটি মেরামত ও সংস্কারের পরেও ইহার অলংকারিক দিকসমূহ অনেকটা অক্ষত রহিয়াছে। মসজিদের পূর্বদিকে একটি পাকা অঙ্গন রহিয়াছে এবং ইহার চতুর্দিক অনুচ্চ প্রাচীর দ্বারা ঘেরা। মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে একটি প্রবেশ পথ রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, কুমিল্লা, ১৯৮১ খৃ., পৃ. ৩১১; (৩) আবদুল কুদ্দুস, কুমিল্লা জেলায় ইসলাম প্রচার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৭ খৃ., পৃ. ৯৯; (৩) বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৩ খৃ., ১ম সং., ১খ., পৃ. ২৫৭-৫৮; (৮) আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পা., কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, কুমিল্লা, ১৯৮৪ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪ খৃ.।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

'আরিফীন শাহ (عارفین شاہ) ঃ (র) মুবাল্লিগ, মুজাহিদ। শাহ জালাল (র)-এর সঙ্গীয় ৩৬০ আউলিয়ার অন্যতম। সিলেটের জিহাদে (৭০৩/১৩০৩) অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তরফ (বর্তমানে হবিগঞ্জ) অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। জালিম হিন্দু রাজা আচাক নারায়ণ পলায়ন করেন। তরফ মুসলিম শাসনে আসে। আরিফীন শাহসহ ১২ জন

আউলিয়া তরফ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন বিধায় ঐ অঞ্চল বার আউলিয়ার মুলুক নামে খ্যাতি লাভ করে। সুতরাং আরিফীন শাহ বার আউলিয়ার অন্যতম ছিলেন। তরফ বিজয়ের পরে শাহ আরিফিন হবিগঞ্জের দিনারপুর (দ্র.)-এর সদরঘাটে চিল্লাকাশী করেন। এখানে তাঁহার স্মরণার্থে প্রতি বছর মেলা বসে। বহু লোক ইহাতে অংশগ্রহণ করে। এতদঞ্চলে তাঁহার নামে বহু বেরাগী ভূমি ছিল। ১৮৬০ খৃস্টাব্দের নিম্নোক্ত দলীল সূত্রে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শাহ 'আরিফীন সংক্রান্ত একটি দলীল নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

পরে হযরত শাহ্জালাল (র)-এর নির্দেশে চিনি লাউড়ের পাহাড়ে খান্‌কাহ স্থানান্তর করিয়া বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার ও সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়। মঙ্গলরাম নং ১২০৪ গরগণাতিতে চেরাগী দরগাহ্ শাহ্ আরপিন (র) সনদে ১১ কেফার ভূমি দান করেন। আনন্দরাম দাস ১১৯১ বাংলা ও ১২০০ পরগণাটিতে খাদিম চেরাগ আলী শাহ্ ফকীরকে সনদ মঞ্জুর করেন। প্রথমোক্ত সনদে উল্লিখিত ভূমিও তিনি লাভ করিয়া ছিলেন। (দু শিলালিপি ও সনদে আমাদের সমাজ চিত্র, ৬৩) এই সকল সনদ সূত্রে তৎকালীন সমাজ জীবনের তাঁহার প্রভাব সম্পর্কে জানা যায়। লাউড়ে পাহাড়ের পাদদেশে তাঁহার মাযার অবস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহ্ জালাল (র), ইফাবা, ঢাকা, সনদ; (২) ঐ লেখক, শিলাশিলি ও সনদ আমাদের সমাজি তিনি, ঢাকা ২০০১ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, হযরত শাহজালাল ও ৩৬০ আউলিয়ার সিলেট জালালাবাদ ঐতিহাসিক রূপরেখা, ঢাকা ২০০৪ খৃ.।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

'আরিয়া (عارية) ঃ বিনা প্রতিদানে ব্যবহারের অনুমতি; মুসলিম ফিক্‌হ-এর সংজ্ঞা হইল تمليك منفعة بلا بدل অর্থাৎ "বিনা প্রতিদানে কাহাকে কোন জিনিসের ব্যবহারলব্ধ লাভের মালিক করিয়া দেওয়া" অথবা اباحة الانتفاع بملك الغير অর্থাৎ "পরের জিনিসের লাভজনক ব্যবহার বৈধ করিয়া দেওয়া"। ইহার শর্ত এই, عارية দাতা (المعير) জিনিসটি (المستعار) ব্যবহারের জন্য কোন প্রতিদান (যথা ভাড়া) চাহিবে না, অন্যপক্ষে عارية গ্রহণকারী (المستعير) জিনিসটি ব্যবহারের পর মালিককে তাহা হুবহু ফেরৎ দিবে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ ব্যবহারকারীর সতর্ক ব্যবহার ও রক্ষণ সত্ত্বেও যদি জিনিসটি নষ্ট হয় তাহা হইলে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে না। যে জিনিসের লেনদেন হয় খাদার পরিমাপে (المكيل) বা ওজনে (الموزون) বা গণনার মাধ্যমে (المعدود) এই প্রকার জিনিসের (اعارة) হয় না। কারণ ইত্যাকার দ্রব্য ব্যবহারে ব্যয়িত হইয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (1) E. Sachau, Muhamm, Recht nach Schafiticher, Leher, P. 457-471; (2) L. W. C. van den Berg, Principes du droit musulman selon les rites d'Abou HAnifah et de Chafit (Algiers, 1896), p. 105; (3) G. Berstrasser, grundzuge d. Islam.Recht. p. 96; (4) ফিক্‌হ গ্রন্থে كتاب البيوع শিরোনামে যে ابواب সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাতে باب العارية দ্রষ্টব্য।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

আরিসতূত'ালীস বা আরিসতু (ارسطو طاليس ارسطو) ঃ খৃ. পূ. ৪র্থ শতকের বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটল (Aristole) যাহার রচনাবলীর অধ্যয়ন খৃ. ১ম শতাব্দী হইতে গ্রীক দার্শনিক বিদ্যাপীঠসমূহে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১। দামিশকের ভাষ্যকার (Saec. খৃ. পূ. ১), আফরোডিসিয়া-এর আলেকজান্ডার (খৃ. ২০০), থেমিসটিয়াস (Saec. iv), জন ফিলোপোনাস ও সিমপ্লিকিয়াস(Saec, iiv) বর্ণনা করিয়াছেন কিভাবে উল্লিখিত পরবর্তী কালের গ্রীক অধ্যাপনায় এরিস্টোটলকে উপলব্ধি করা হইত। খুবই সামান্য ব্যতিক্রম ব্যতীত (নিম্নে দ্র.) এরিস্টোটলের অধিকাংশ লেখাই শেষ পর্যন্ত অনুবাদের মাধ্যমে 'আরবদের কাছে পৌঁছায় এবং বিপুল সংখ্যক টীকা-ভাষ্য (যেইগুলি আংশিকভাবে আমরা জানিতে পারি মূল গ্রীকের মাধ্যমে, আংশিকভাবে মাত্র রক্ষিত আছে 'আরবী তরজমায় এমন কি 'আরবী হইতে কৃত হিব্রু তরজমায়) এরিস্টোটল শিক্ষা দানকারী 'আরবী পণ্ডিতগণ ও ইসলামী দর্শন বিষয়ক লেখকগণ আগাগোড়া বিস্তৃতভাবে পাঠ করেন। এরিস্টোটল অধ্যয়নের যে প্রাচ্য ঐতিহ্য, তাহা কোন ফাঁক ব্যতীতই পরবর্তী কালের গ্রীক ব্যাখ্যাকারগণের অনুসরণে চালু হইয়াছে। আর মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য যে ধারা তাহা এরিস্টোটলের ইসলামী পঠন-পাঠনের উপরে (বিশেষ করিয়া আল-ফারাবী, ইবন সীনা ও ইবন রুশদ-এর বিরাট অধ্যায়সমূহ যেইগুলি বিদ্যাপীঠের লোকজন লাভ করিয়াছিলেন) নির্ভরশীল এবং পরবর্তী কালের ইউনানী ও বায়যানটীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত তাহার চিন্তাধারার উপর নির্ভর করিয়াছে। অধিকাংশ 'আরব দার্শনিক আরিসতু'তালীসকে বিনা দ্বিধায় দর্শনের এক বিশাল ব্যক্তিত্ব ও অনন্যসাধারণ প্রতিনিধি বলিয়া জ্ঞান করেন, আল-কিন্দী (তু. রাসা'ইল ১খ., ১০৩, ১৭ আবূ রীদা) হইতে ইবন রুশদ পর্যন্ত সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন (Comm. Magnum in Arist. De anima III, 2, 433 Crawford) ঃ এরিস্টোটল ছিলেন "exemplar quod natura invenit ad demonstrandum ultimam perfectionem Humanam"। তাঁহাকে প্রায়শই শুধু 'দার্শনিক' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। আরিসতু'তালীসকে তাঁহারা মনে করেন 'প্রথম শিক্ষক', আর আল-ফারাবীকে 'দ্বিতীয় শিক্ষক' (আল-মু'আল্লিমু'ছ-ছানী)।

মুসলিম এরিস্টোটলবাদ বস্তুত ইসলামী দার্শনিক চিন্তাধারার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসই হইয়া যাইবে বিধায় প্রধান প্রধান ঘটনা ও বিষয়বস্তু ও পঠন-পাঠনের যে সুযোগ ও উপায়সমূহ বর্তমানে রহিয়াছে, শুধু সেইগুলির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইউনানী ভাষ্যকারগণের সঙ্গে এক সূত্রে থাকিয়া 'আরবগণ এরিস্টোটলকে বুঝাইয়াছেন একজন গোঁড়া মতবাদী (dogmatic) দার্শনিকরূপে এবং একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ আবদ্ধ পদ্ধতির দর্শন রচয়িতারূপে। তদুপরি তিনি (ইহাও আবার গ্রীক নিও-প্ল্যাটোনীয় পণ্ডিত ও শিক্ষা দাতাগণের নিকটে এক অর্থে অজানা কিছু ছিল না) তাহার সকল মৌলিক চিন্তাধারার দিক হইতে প্ল্যাটোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ন ছিলেন বা অন্তত তাহার চিন্তা প্ল্যাটোর পরিপূরক ছিল বলিয়া মনে করা হইত। 'আরবরা এমন কি স্বয়ং অ্যারিস্টোটলকে নব-প্ল্যাটোনীয় অধিবিদ্যা বা দর্শন চিন্তার জন্য কৃতিত্ব প্রদান করিয়া থাকেন ও এই কারণে পুরাপুরি বিস্ময়ের কিছু নাই যে, Plotinus-এর একটি হারানো গ্রীক গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও Proclus-এর Elements of Theology গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায়ের নূতনতর উপস্থাপনা এরিস্টোটল-এর Theolgy বলিয়া এবং এরিস্টোটল-এর book of the pure good বা Liber De Causis বলিয়া প্রচলিত হইতে পারিয়াছিল।

ক্রমে 'আরবগণ এরিস্টোটল-এর সকল গুরুত্বপূর্ণ ভাষণের সঙ্গেই পরিচিত হইয়াছিল, শুধু তাহার Politics, Eudemian Ethics ও Magna Moralia ব্যতীত। Dialogues-এর অনুবাদও তাহাদের নিকটে ছিল না, হেলেনীয় আমলের শেষে উহার জনপ্রিয়তা হ্রাস

পাইয়াছিল। এরিস্টোটল সম্বন্ধে তাহাদের যে জ্ঞান ছিল তাহা মধ্যযুগের প্রথম দিকে Boethius-এর অনুবাদের মাধ্যমে কতিপয় যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক রচনায় জ্ঞান অপেক্ষা অনেক গভীর ও ব্যাপক ছিল। পরবর্তী যুগের গ্রীক দর্শন পাঠ্যসূচির সম্পূর্ণই তাহাদের আয়ত্তে ছিল (তু. খুবই চিত্তাকর্ষক একটি পাঠ্যাংশ: Comm. in Arist. Graeca, ৩/১, ১৭ প.)। আলোচনা গ্রন্থসমূহের ও জ্ঞাত সকল প্রাচীন ভাষ্যসমূহের জরীপ পাওয়া যাইবে ইবনু'ন- নাদীম-এর ফিহরিস্ত-এ, পৃ. ২৪৮-৫২, Flugel (মিসরীয় সংস্করণের পৃ. ৩৪৭-৫২) ও ইবনু'ল-কি'ফত'ীর তা'রীখু'ল-হু'কামা', পৃ. ৩৪-৪২ Lippert-এ। বড় অদ্ভুত বিষয় যে, ইবনু'ল-কি'ফতী (উপরে উল্লিখিত, পৃ. ৪২-৮; তু. ইবন আবী উস'য়বি'আ, 'উয়ূনু'ল-আনবা' ফীত-তাবাক'াতি'ল-আতি'ব্বা', ১খ., ৬৭ প.) জনৈক টলেমীর প্রতি আরোপিত, অন্যভাবে লুপ্ত মূল গ্রীক ভাষায়, এরিস্টোটল-এর রচনাবলীর একটি তালিকা রক্ষা করিয়াছেন (তু. A Baumstark, Syrisch Arabische Biographien des Aristoteles, লাইপযিগ ১৯০০ খৃ., ৬১ প. ও P. Moraux, Les listes anciennes des ouvrages d' Aristotle, Louvain 1951 খৃ., ২৮৯ প.)।

এরিস্টোটল-এর বক্তৃতামালা একত্রে নহে, বরং বিভিন্ন পর্যায়ে 'আরবদের গোচরে আসিয়াছিল। যেই পাঠ প্রথমে অনূদিত হয় বলিয়া আমরা জানিতে পারি তাহা সিরীয় মঠ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও গ্রীক পাদ্রিগণের লেখার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তাহা ছিল প্রচলিত সাধারণ যুক্তিবিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ 'Porphyry-এর Isagoge, Categories, De Interpretatione এবং Prior Analytics-এর অংশবিশেষ। এরিস্টোটল-এর প্রথম অনুবাদক মুহ'াম্মাদ ইবন 'আবদিল্লাহ যাঁহার গ্রন্থ পরিচিত (এখনও অসম্পাদিত)। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ইবনু'ল-মুকাফফা'র পুত্র (দ্র. P. Kraus, RSO 1933 খৃ.); Topies এবং The Posterior Analytics and Rhetoric ও Poetic (ইহা পরবর্তীকালীন গ্রীক রীতি অনুযায়ী রচিত যুক্তিবিদ্যা বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত) অল্প সময়ের মধ্যেই এইগুলি অনূদিত হয়, কিন্তু আল-মা'মূন-এর শাসনামলে বায়তু'ল-হি'কমা প্রতিষ্ঠার পূর্বে এরিস্টোটল-এর যুক্তিবিদ্যা বহির্ভূত বিষয়ক গ্রন্থাবলীর পাঠকগণের পক্ষে লভ্য হয় নাই। প্রাথমিক অনুবাদের বিস্তৃত ইতিহাস এখনও দুষ্প্রপ্য, কিন্তু On the Heaven ও Meteorology, প্রাণিবিদ্যা (Zoology) বিষয়ক প্রধান গ্রন্থসমূহ Metaphysics ও Sophisttici Elenchi (খুব সম্ভবত) Prior Analyties-এর বৃহত্তর অংশগুলির 'প্রাচীন' অনুবাদসমূহ বর্তমান সময় পর্যন্ত টিকিয়া আছে। আর তথাকথিত Theology of Aristotle-ও (উপরে তু.) সেই প্রাথমিক যুগেই অনূদিত হইয়াছিল। এরিস্টোটল সম্পর্কে আল-কিনদীর উপলব্ধি এই সকল অনুবাদের ভিত্তিতেই হইয়াছিল (তু. M. Guidi-R. Walzer, Studi su al-Kindi I. Uno scritto Introduttivo allo studo di Aristotle, রোম ১৯৪০ খৃ.)। হু'নায়ন ইবন ইসহাক', তাহার পুত্র ইসহ'াক' ও অন্যান্য সহযোগিগণ যাহারা এই বিখ্যাত অনুবাদ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া দর্শন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রীক রচনাবলী অনুবাদ করিতেছিলেন, তাঁহারা আংশিক সংশোধিত ও আংশিক এরিস্টোটল-এর প্রথম অনুবাদক হিসাবে বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অনুবাদকগণ কখনও কখনও মূল গ্রীক ভাষা হইতেই, কখনও আবার প্রাচীন বা সাম্প্রতিক মধ্যবর্তী সিরীয় অনুবাদ হইতে 'আরবী অনুবাদ করিতেন। শ্রেষ্ঠ অনুবাদকগণ কাজ শুরু করিবার কালে মূল গ্রীক পাঠই প্রতিষ্ঠিত করিতে আগ্রহী হইতেন। কালক্রমে খৃ. ১০ম শতকে আমরা বাগদাদে এরিস্টোটল অধ্যয়নে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি দেখি, যাহার সমর্থক ছিলেন খৃষ্টান আরব দার্শনিকগণ, যেমন আবূ বিশর মাত্তা, য়াহ'য়া ইবন 'আদী প্রমুখ, যাঁহারা সম্ভবত যথার্থভাবেই নিজেদেরকে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক দার্শনিক চিন্তাবিদগণের পরবর্তীকালীন বংশধর বলিয়া মনে করিতেন। যে পাঠ্যসূচী তাঁহারা অনুসরণ করিতেন তাহা আংশিকভাবে পূর্ববর্তী কালের অনুবাদের উপর আর আংশিকভাবে তাঁহাদের নিজেদেরই অনুবাদের উপর নির্ভরশীল ছিল (তাঁহাদের অনুবাদ প্রাচীন বা সাম্প্রতিক সিরীয় অনুবাদ হইতে করা হইত)। কেননা এই ধারার অধিকাংশ প্রতিনিধিই আর গ্রীক ভাষা পড়িতে পারিতেন না। আল-ফারাবী যে এরিস্টোটল-এর রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন তাহা এই ধারা অনুসারিগণের সাফল্যের পরিচয় বহন করে (তাঁহার গ্রন্থ On Aristotle's Philosophy নামে মুহসিন মাহদি কর্তৃক প্রকাশিত হইবার কথা)। পরবর্তী কালে সকল ইসলামী দার্শনিকই সমভাবে এই একই অনুবাদ গ্রন্থসমূহের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন; এই সকল অনুবাদ গ্রন্থ কালক্রমে (প্রায় ২০০ বৎসরকালব্যাপী অনুবাদ ও পঠন-পাঠনের পরে) বাগদাদ হইতে আত্মপ্রকাশ করে এবং সেখান হইতে মুসলিম দুনিয়ার সর্বত্র পারস্য হইতে স্পেন পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। এই অনুবাদকগণের নিষ্ঠা মূলের যথার্থতা ও বিভিন্ন পাঠের পার্থক্য চেতনায়, এমনকি ইবন রুশদকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এরিস্টোটল-এর 'আরবী তরজমাসমূহ, সেইগুলির মূল গ্রীক পাঠ অনুধাবন ও প্রতিষ্ঠার জন্য অবশ্যই কম গুরুত্বপূর্ণ নহে এবং কোন গ্রীক প্যাপিরাস বা প্রাথমিক যুগের কোন গ্রীক পাণ্ডুলিপি বা গ্রীক ভাষ্যকারগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ যে পাঠ বিভিন্নতা, সেইগুলির সমতুল্য অভিনিবেশের দাবি রাখে। তদুপরি সেইগুলি, সাধারণভাবে, বিভিন্ন ইতিহাসকে অধিকতর সহজ দৃষ্টিতে দেখার সহায়ক।

গ্রীক টীকাভাষ্যকারগণ 'আরবদের কাছে এরিস্টোটল-এর Text-সহ পরিচয় লাভ করে। সেইগুলির যে প্রভাব তাহা আমরা বিভিন্নরূপেই দেখিতে পাই, পূর্ণাঙ্গ পাঠ, তাহার মধ্যে এরিস্টোটলীয় মূল পাঠ ও উহার শিরোনাম, Themistius ও অনুরূপ ব্যক্তিগণের কৃত বাহুল্যবর্জিত শব্দান্তর, বিশেষ বিশেষ সন্দর্ভের যুক্তির সংক্ষিপ্ত জরীপ এবং পাণ্ডুলিপির কিনারায় লিখিত টীকাসমূহ যাহাতে বৃহত্তর গ্রন্থ হইতে গৃহীত মতামত ও বাক্যের উদ্ধৃতিও রহিয়াছে। এই সকল গ্রীক টীকাভাষ্যের মধ্যে খুব বেশি বর্তমানে টিকিয়া নাই। গ্রীক এরিস্টোটল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের 'আরব উত্তরাধিকারিগণ বিদ্যমান ভাষ্যগুলি ব্যবহার করেন এবং তাহারা স্বনামে টীকাভাষ্য ও সন্দর্ভসমূহ রচনা করেন। এইগুলির মধ্যে আবার মূল পাঠের খুব বেশি সংখ্যক আমাদের নিকট পৌঁছায় নাই। আজ পর্যন্ত কোন গ্রন্থাগারে আল-ফারাবী লিখিত এরিস্টোটলের গ্রন্থাবলীর টীকাভাষ্যসমূহের মধ্যে একটিও আবিষ্কৃত হয় নাই। ইবন বাজ্জাকৃত এরিস্টোটলের রচনায় বিশদ সারমর্মগুলি এখন পর্যন্ত সম্পাদিত হয় নাই। ইবন রুশদ-এর কিছু সংখ্যক সংক্ষিপ্ত ও অধিকতর বিস্তারিত টীকা আছে শুধু হিব্রু ও ল্যাটিন অনুবাদের মাধ্যমেই। এরিস্টোটল-এর গ্রন্থাবলীর মধ্যে অধ্যয়নের জন্য যেইগুলি বর্তমানে পাওয়া যায় তাহা নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

শ্রেণীবিন্যাস (Categories)। ইসহ'াক ইবন হু'নায়ন-এর অনুবাদের আল-হ'াসান ইবন সুওয়ার কর্তৃক সম্পাদিত সংস্করণ, পার্শ্বে লিখিত টিপ্পনীসমেত প্রকাশিত হইয়াছিল, উহা প্যারিসের বিবলিওথেকে নাজিওনালের A.2346 নং-এ রক্ষিত আছে, Khalil Georr-কৃত টীকাসমূহের ও শব্দাবলীর নির্ঘণ্টের একটি ফরাসী অনুবাদ, Les Categories d'Aristote dans leurs versions Syro-Arabes, বৈরূত হইতে ১৮৪৮ খৃ. প্রকাশিত হয় (তু. Oriens 6. ১৯৫৩ খৃ., ১০১ প.)। অন্য সংস্করণ (মূল রচনার পার্শ্ব টিপ্পনী ব্যতীত) হইয়াছে এ. বাদাবীকৃত মানতি'ক অ্যারিস'তূ, পৃ. ১-৫৫, ৩০৭ প., ৬৭৩ প.। ইবন রুশদ-এর Middle Commentary (মূল গ্রন্থের একটি সমালোচনামূলক পাঠসমেত M. Bouyges, Bibliotheca Arabica Scholasticorum, tom. iv-এ পাওয়া যায়, বৈরূত ১৯৩২ খৃ.।

De interpretatione ঃ ইসহ'াক ইবন হু'নায়ন-এর অনুবাদের I. Pollack-কৃত শ্রেষ্ঠ সংস্করণ, লাইপযিগ হইতে ১৯১৩ খৃ. প্রকাশিত হয়। অন্য সংস্করণ এ. বাদাবীর, পূ. গ্র., ৫৭-৯৯।

Prior Analytics: Theodorus-এর আবূ কুররা (?) আল-হ'াসান ইবন সুওয়ার-এর যথেষ্ট টিপ্পনীসমেত সংস্করণ সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন এ. বাদাবী, পূ. গ্র., ১০৩-৩০৬ (তু. Oriens, ৬খ., ১৯৫৩ খৃ., ১০৮-২৮)।

Posterior Analytics ঃ আবূ বিশর মাত্তা'-এর অনুবাদের প্রথম সংস্করণ (ইসহ'াক ইব্‌ন হু'নায়ন-এর সিরীয় সংস্করণের উরে ভিত্তি করিয়া লিখিত) এবং পরবর্তী কালের পণ্ডিতগণের টিপ্পনীসমেত প্রকাশ করেন এ. বাদাবী, পূ. গ্র., ৩০৯-৪৬২ (তু. Oriens ৬ খ., ১৯৫৩ খৃ., ১২৯ প.)।

Topics ঃ আবূ 'উছ'মান আদ-দিমাশক'ীর ও ইবরাহীম ইবন 'আবদিল্লাহ-এর ১ম সংস্করণের অনুবাদ এবং পরবর্তী কালের পণ্ডিতগণের পার্শ্বটিপ্পনী সমেত প্রকাশ করেন এ. বাদাবী, পূ. গ্র., ৪৬৭-৭৩৩।

Sophistici Elenchi ঃ য়াহ'য়া ইব্‌ন 'আদী, 'ঈসা ইব্‌ন যুর'আ ও ইব্‌ন না'ইমার অনুবাদসমূহের প্রথম সংস্করণ প্রথম প্রকাশ করেন। এ.বাদাবী, পূ. গ্র., ৭৩৬-১০১৮। C.Haddad, Trois versions inedites des Refutations Sophistiques, সন্দর্ভ, প্যারিস ১৯৫২ খৃ.।

Rhetoric ঃ cod. ar. 2346 প্যারিস-এর সংস্করণ পাওয়া যায় না, তু. S. Margoliouth, Semitic Studies in memory of A. Kohut, বার্লিন ১৮৮৭ খৃ., পৃ. ৩৭৬। S. M. Stern, ইবনু'স-সামহ' (Ibn al-Samh), JRAS, 1956 খৃ., ৪১ প.। F. Lasinio, Il commento medio di Averroe alla Retorica di Aristotele (ফলোরেন্স ১৮৭৭ খৃ., Book I-এর আংশিক সংস্করণ)। এ. এম. এ সাল্লাম, Averroes' commentary on the third book of Aristotle's Rhetoric, সন্দর্ভ, অক্সফোর্ড ১৯৫২ খৃ. (টাইপ কপি)।

Poetics ঃ আবূ বিশর'কৃত অনুবাদের D. S. Margoliouth-এর সংস্করণসমূহ (১৮৮৭ খৃ. ল্যাটিন অনুবাদ ১৯১১ খৃ.), J. Tkatsch (Die arabische Ubersetzung der Poetik und die Grundlage der kritik des griechischen Textes, দুই খণ্ড, ভিয়েনা ১৯২৮-১৯৩২ খৃ. ও এ. বাদাবী (A. Badawi), (Aristutalis, ফান্নু'শ-শি'র, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., ৮৫-১৪৩)। আল-ফারাবী-এর Poetics-এর পাঠসমূহ (ফী ক'াওয়ানীন সি'না'আতি'শ-শু'আরা', সম্পা. Arberry, R.S.O., 16, 1938 খৃ.), ইবন সীনা (শিফা' গ্রন্থ হইতে, সম্পাদনা Margoliouth) ও ইবন রুশদ (Middle Commentary, সম্পা., Lasinio), একই খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত।

Physics ঃ ইসহাক ইবন হু'নায়ন-এর অনুবাদের লাইডেন পাণ্ডুলিপি (নং ১৪৪৩) বিষয়ে দ্র. S. M. Stern, ইবনুস সামহ' (Ibn al-Samh), JRAS, 1956 খৃ., পৃ. ৩১। একটি সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রকাশিত হইবার কথা ছিল Bibiotheca Arabica Scholastcorum-এ। ইবন রুশদ অনূদিত Middle commentary, 1947 খৃ. প্রকাশিত একটি হায়দরাবাদ সংস্করণ, রাইসাইল I. R., fasc.I।

De caelo: cod. Brit. Mus. Add. 7453 (য়াহ'য়া ইবনু'ল-বিত'রীক')। একখানি সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রকাশিত হইবার কথা Bibliotheca Arabica Scholasticorum-এ। Themistius-এর বিপুল টীকাভাষ্যের হিব্রু পাঠ (ল্যাটিন অনুবাদ সমেত)। সম্পাদনা করেন S. Landauer, Commentaria in Aristotelem Graeca V 4, বার্লিন ১৯০২ খৃ.। ইবন রুশদ-এর Middle Commentay রাসাইল (উপরে তু.) Fasc.2।

De gen. et corr. ঃ তু. রাসা'ইলু ইবন রুশদ, fasc.। আফরোডিসিয়াসের আলেকজান্ডারের লুপ্ত টীকার খণ্ডাংশের জন্য দ্র. পাণ্ডুলিপি Chester-Beatty 3702, Fol. 168b।

Meteorology ঃ য়াহ'য়া ইবনু'ল-বিত'রীক'কৃত অনুবাদ রহিয়াছে cod. yeni cami 1179 ও Vat. Hebr. 378। রাসা'ইলু ইবন রুশদ fasc. 4.

De naturis animalium (=on the parts of animals, On the generation of animals, History of Animals) ঃ য়াহ'য়া ইবনু'ল-বিত'রীক'কৃত অনুবাদ রহিয়াছে Cod. Brit. Mus. Add. 7511 ও cod. Leyd. 166 Gol. G. Furlani, R. S. O. 9, 1922 খৃ., ২৩৭।

De plantis (Nicolaus of Damascus-কৃত) ঃ ইসহাক ইবন হু'নায়নকৃত ও ছাবিত ইবন কু'ররা কর্তৃক সংশোধিত অনুবাদ, সম্পাদনা করেন (cod. Yeni Cami 1179 হইতে) A. J. Arberry, কায়রো ১৯৩৩-৪ খৃ. ও দ্বিতীয়বার সম্পাদনা করেন এ বাদাবী (A. Badawi), Islamica ১৬, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ২৪৩ প.। তু. H. J. Drossart Lulofs, Journal of Hellenic studies, ৭৭, ১৯৫৭ খৃ., ৭৫ প.।

De anima ঃ ইসহাক ইবন হু'নায়ন-এর 'আরবী অনুবাদের প্রথম সংস্করণ, এ. বাদাবীকৃত, Islamica 16, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১-৮৮ (cod. Aya Sofya 2450 হইতে)। জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তির শব্দান্তর, সম্পা. আহ'মাদ ফুওআদু'ল-আহওয়ানী, কায়রো ১৯৫০ খৃ. (তু. Oriens ৬, ১৯৫৩ খৃ., ১২৬ প. ও JRAS, ১৯৫৬ খৃ., ৫৭ প.)।

Themistius-এর শব্দান্তরিত অংশবিশেষের 'আরবী অনুবাদের জন্য (Comm. in Arist, Graeca v 3), তু. M.C. Lyons, BSOAS 17, ১৯৫৫ খৃ., ৪২৬ প.। ইবন বাজ্জা, Paraphrase of Aristotle's De Anima ও এম. এস. হ'াসানকৃত ইংরাজী অনুবাদ, সন্দর্ভ (থিসিস), অক্সফোর্ড ১৯৫২ খৃ. (টাইপ কপি)। রাসাইলু ইবন রুশদ fase. 5 (অপর সংস্করণ, কায়রো ১৯৫০ খৃ.)। Averrois Commentarium Magnum in Aristotelis De anima Libros, F. S. Crawford-এর পুনর্গঠন, কেম্ব্রিজ ম্যাসাচুসেটস ১৯৫৩ খৃ. (ল্যাটিন অনুবাদের সমালোচনামূলক সং.)। আরও তু. ইবন সীনা, কিতাবু'ল-ইনস'াফ, ৭৫-১১৬ (সম্পা. বাদাবী, আরিসতূ 'ইনদা'ল-'আরাব, কায়রো ১৯৪৭ খৃ.)।

De sensu et sensato, De longitudine et drevitate vitae ঃ ইবন রুশদ-এর শব্দান্তর সম্পাদনা করেন এ. বাদাবী, Islamica 16, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ১৯১ প.। Averrois Compendia Librorum qui Parva Naturalia vocantur, A. L. Shields-এর পুনর্গঠন, কেম্ব্রিজ ম্যাসাচুসেট্স, ১৯৪১ খৃ. (ল্যাটিন তরজমা)।

Metaphysica ঃ 'আরবী পাঠের প্রথম সংস্করণ (লাইডেনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে, প্রাচ্য ২০৭৪-২০৭৫), অধ্যায় a, A5, 987a, ৫ প. B-I ও A.M. Bouyges সম্পাদিত, Bibliotheca Arabica Scholasticorum V-VII, বৈরূত ১৯৩৮-১৯৫২ খৃ. (ইবন রুশদ-এর Great commentary-এর সঙ্গে একত্রে)। Themistius-কৃত book v-এর ভাষ্যের 'আরবী সংস্করণের অংশবিশেষ প্রকাশ করেন এ. বাদাবী, আরিসতূ 'ইনদা'ল-'আরাব, কায়রো ১৯৪৭ খৃ., ৩২৯ প.; ১২ প., হিব্রু ও ল্যাটিন পূর্ণাঙ্গ পাঠ সম্পাদনা করেন S. Landauer, Comm. in Aristotelem Graeca V4, বার্লিন ১৯০৩ খৃ. (মূল গ্রীক কপি বিলুপ্ত)। Alexander of Aphrodisias-এর জন্য তু. J. Freudenthal, Die durch Averroes erhaltenen Fragmente Alexander zur Metaphyisk des Aristoteles, বার্লিন ১৮৮৫ খৃ.। আরও তু. বাদাবী, Aristu etc., 3-11 ও ইবন সীনা, কিতাবু'ল-ইনস'াফ, ২২-২৩ (সম্পা.বাদাবী, Aristu etc.)।

Nicomachean Ethics ঃ শেষ চারিখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে মরক্কোতে, সেই সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে Nicolaus of Damascus-এর প্রতি আরোপিত গ্রন্থের অন্য একটি অনুচ্ছেদের শব্দান্তর, তু. A. J. Arberry, BSOAS, ১৯৫৫ খৃ., ১ প.। Summaria Alexandrinorum'-এর অধ্যায় ১, ৭ ও ৮, in cod. তাইমূর পাশা, আখলাক ২৯০।

De Mundo ঃ সিরীয় ভাষা হইতে 'ঈসা ইবন ইবরাহীম আন-নাফীসীর অনুবাদ, in cod. Princetonianus RELS, 308 প., 293v-303v. W. L. Lorimer, American Journal of Philology, 53, 1932 খৃ. ১৫৭ প.।

বিলুপ্ত গ্রন্থাবলীর খণ্ডাংশসমূহ ঃ Endemus (?) ঃ R. Walzer, Studi Italiani di Filologia Classica, N. S. 14, 1937 খৃ., ১২৫ প.; Sir David Ross, The Works of Aristotle translated into English XII. অক্সফোর্ড ১৯৫২ খৃ., ২৩ (তু. আল-কিনদী, রাসা'ইল ১খ., ১৭৯, ২৮১)।

Eroticus (?) : R. Walzer, JRAS ১৯৩৯ খৃ., ৪০৭ প.; Sir David Ross, পূ. গ্র., পৃ. ২৬।

Protrepticus(?) : S. Pines, Archives d'Histoire doctrinale et litteraire du Moyen Age, ১৯৫৭ (মিসকাওয়ায়হ-এর তাহযীবু'ল আখলাক', অধ্যায় ৩)।

De Philosophia (?) ঃ S. van den Bergh, Averroes, Tahafut al-Tahafut, লন্ডন ১৯৫৪ খৃ., ২খ., ৯০।

R. Walzer (E. I.[2]) হুমায়ুন খান

'আরীফ (عريف) ঃ যিনি জানেন। এই আখ্যাটি প্রথাগত বিষয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে সামরিক ও বেসামরিক যোগ্যতা (عرف)-এর অধিকারীদের জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে আইন বিষয়ক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া 'আলিম (عالم)-এর বৈশিষ্ট্য। 'আরবে সম্ভবত হযরত মুহ'াম্মাদ (স) এর পূর্বে ও তাঁহার সময়ে কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যত 'আরীফদের অস্তিত্ব ছিল (তু. আশ-শাফি'ঈ, কিতাবু'ল-উম্ম, ৪খ., ৮১)। তবে হযরত মুহ'াম্মাদ (স) তাহাদের অনুমোদন করিতেন না বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (তু. ইবন হ'াম্বাল, আল-মুসনাদ, ৪খ., ৩৩; ইবনু'ল-আছ'ীর, নিহায়া, ৩খ., ৮৬; আস-সারাখসী, শারহু'স-সিয়ারি'ল-কাবীর, ২খ., ৯৮; আল-বুখারী, আত-তা'রীখু'ল-কাবীর, ২খ., ৩৪১)। কিন্তু এই ধরনের বর্ণনা পরবর্তী যুগের অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত বলিয়া মনে হয়।

মদীনার খলীফাগণ ও উমায়্যা বংশের শাসনামলে 'আরীফগণ বিভিন্ন গোত্র হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত খাজানা আদায়কারী কর্মকর্তা (মুস'াদ্দিক')-এর নিকট প্রদান করিত (তু. আশ-শাফি'ঈ, কিতাবু'ল-উম্ম, ২খ., ৬১, ৭২, ৭৪; আগ'ানী, ৩খ., ৬২; ৯খ.; ২৪৮)। তাহাদের এই নিয়োগ অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য জানা না গেলেও এইটুকু জানা যায়, সংশ্লিষ্ট গোত্রের প্রধানদের মধ্যে হইতে না হইলেও গোত্রের মধ্য হইতেই তাহাদেরকে মনোনীত করা হইত।

প্রথম 'উমার (রা)-এর সময় হইতে পরবর্তী কালে রাজ্যের সামরিক সংগঠন ও নগরসমূহের (أمصار) প্রসঙ্গে বারবার 'আরীফ পদের উল্লেখ দেখা যায়। সায়ফ ইবন 'উমার দাবি করেন, ক'াদিসিয়া যুদ্ধের পর কূফার সৈন্যবাহিনীগুলি অনেক দলে (Unit) বিভক্ত করিয়া একজন 'আরীফের অধীনে এক একটি দল (عرافة) ন্যস্ত করা হয় (তু. আত'-তাবারী, ১খ., পৃ. ২৪৯৬); কিন্তু 'আরীফগণের ক্রিয়াকর্ম সংক্রান্ত অধিকাংশ বিস্তারিত তথ্য শুধু মু'আবি'য়ার (রা) শাসনকাল পর্যন্ত প্রযোজ্য। একজন 'আরীফকে একটি 'ইরাফার দায়িত্ব দেওয়া হইত। তিনি সদস্যদের মধ্যে ভাতা (عطاء) বন্টনের জন্য দায়ী থাকিতেন। এই উদ্দেশে তিনি গ্রহীতাদের ও তাহাদের পরিবারের রেজিষ্ট্রার (ديوان) রাখিতেন। তাহা ছাড়া 'ইরাফার অভ্যন্তরে নিরাপত্তা রক্ষার জন্যও তিনি দায়ী থাকিতেন। সম্ভবত তাহার আরও অনেক দায়িত্ব ছিল, যথা রক্তপণ সংগ্রহ করা ও 'ইরাফার সদস্যদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করা।

নগরপাল (অথবা স'াহি'বুশ-শুরতা) 'আরীফগণের নিয়োগ ও বরখাস্তের ব্যাপারে সর্বময় কর্তা ছিলেন। এইজন্য তাহাকে খলীফা বা গোত্রের অনুমোদন নিবার প্রয়োজন হইত না। তাহা সত্ত্বেও সম্ভবত তিনি প্রভাবশালী

ব্যক্তিদেরকে মনোনীত করিতে বাধ্য থাকিতেন (তু. সা'লিহ' আল-'আলী, আত্-তানজীমাত, পৃ. ৯৭-১০০-তে উদ্ধৃত বরাতসমূহ)।

সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী 'আরীফের সামরিক পদ বহাল ছিল। সামান্য যাহা প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে বুঝা যায়, এই পদের কার্যক্ষেত্রের পরিধি পরিবর্তিত হইত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আর-রাশীদের আমলে 'আরীফ ১০ হইতে ১৫ জন সৈন্যের জন্য দায়ী থাকিতেন (বালাযুরী, ফুতূহ, পৃ. ১৯৬), আবার স্পেনে আল-হ'াকামের সময়ে 'আরীফকে এক শত অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাধ্যক্ষরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে (আখবার মাজমূ'আ, ১২৯-৩০)। বর্তমানে ইরাক ও সিরিয়ার সেনাবাহিনীতে 'আরীফ ১০ জন সৈন্যের দায়িত্বে থাকে। আয়্যারুন (দ্র.)-এর আমলে 'আরীফদের কথা শোনা যায়, তখন তাহাদেরকে সরকারি সামরিক দল হিসাবে সংগঠন করার প্রয়াস চলিত (তু. আত'-তাবারী, ৩খ., ১৭৯; আল-মাস'উদী, মুরূজ, ৬খ., ৪৫২)।

হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে অসামরিক পদসমূহের মধ্যে অনাথ ও অবৈধ শিশুদের স্বার্থ দেখাশুনার বিশেষ দায়িত্বে 'আরীফগণকে দেওয়া হইত বলিয়া জানা যায়। সময় সময় আবার যি'ম্মীদের 'আরীফেরও উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু মধ্যযুগে 'আরবী ভাষাভাষী প্রাচ্যে 'আরীফ উপাধি দ্বারা প্রায়ই সংঘের (guild) প্রধানকে নির্দেশ করা হইত। যদিও এই উপাধিকে যুগপৎ বা শ্রেণীবিভাগের তারতম্য অনুপাতে অন্যান্য উপাধি, যথা—নাকীব (نقيب), রাঈস (رئيس) বা শুধু শায়খ (شيخ) -এর জন্য ব্যবহার করা হইত। 'উছ'মানী তুর্কীদের আমলে এই উপাধিটি বিলুপ্ত হয় এবং পশ্চিমে সাধারণত ইহার পরিবর্তে 'আমীন' (امين) [দ্র.] ব্যবহৃত হইত। উমায়্যা যুগ হইতে এই অর্থে 'আরীফ পদের ব্যবহারের বহু উদাহরণ পাওয়া যায় এবং মুহ'তাসিব পদের সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত ক'াদী পদের সহিত 'আরীফ পদের সরাসরি সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে হয় (তু. ওয়াকী', আখবারু'ল-কু'দ'াত, ২খ., ৩৪৭), যেইখানে ক'াদী শুরায়হ' (মৃ. আনু. ৮০/৭০০)-এর উল্লেখ রহিয়াছে। তবে প্রধানত ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর পর হইতে 'আরীফদের উল্লেখ মুহ'তাসিবদের সহকারী হিসাবে এইরূপ গ্রন্থসমূহে প্রায়ই পাওয়া যায়। সেইগুলি তাহাদের ব্যবহারের জন্য প্রণীত হইয়াছিল। বণিক সংঘসমূহের সংগঠন সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা ব্যতীত বণিক সংঘের প্রধানের পদমর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। সি'নফ (صنف) নিবন্ধে সংঘের সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। 'আরীফ অথবা আমীনের পদমর্যাদা নিরূপণের ব্যাপার এই যে, প্রশাসক ও সংঘের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এই কর্মকর্তা কমিউনদের (Communes) আমলের মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্যের খৃস্টান স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সহিত তুলনীয় কোন সংস্থার প্রতিনিধি ছিলেন কিনা অথবা পরবর্তী রোমান সাম্রাজ্য ও বায়যানটিয়ামের শাসকদলসমূহের (Colleges) ন্যায় উপর হইতে শাসিত সংঘদের ক্ষমতার প্রতিভূ ছিলেন কিনা তাহা জানিতে পারা যায় না। তাহার প্রকৃত মর্যাদা সংশ্লিষ্ট প্রভাবাদির উপর নির্ভর করিয়াই উঠানামা করিত। সাধারণত পৌরসভার বিধি, অধিক্ষেত্র ও অর্থনৈতিক দায়দায়িত্বের ব্যাপারে 'আরীফ বা আমীন প্রধানত মুহ'তাসিবের সহকারীরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। সংঘের নেতৃবৃন্দের মধ্য হইতে 'আরীফ নিজেই মনোনীত হইতেন এবং যাহাদের উচ্চ প্রশংসাবাণী সহকারে তাঁহার নাম প্রস্তাবিত হইত তাহাদের কিয়ৎ পরিমাণ আস্থা অর্জন না করিলে তিনি অবশ্য তাঁহার কর্তব্য পালন করিতে পারিতেন না। কার্যত কর্তৃপক্ষের সহিত আচরণের ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা সংঘের প্রতিনিধিত্ব করিতেন। অনেক উৎসবে তিনি সংঘের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করিতেন। অনেক সময়ে তাঁহার দায়িত্ব পালনের জন্য একজন সহকারী বা খলীফাও নিয়োগ করা হইত। অনেক বৃহৎ কেন্দ্রে তিনি মুহ'তাসিবের অধীনে ছোট বিচার সভার সহায়তায় এই বিচার কার্যের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন। কখনও আবার একজন আমীনু'ল-উমানা'ও থাকিতেন। আমীন সংঘের সদস্যদের রেজিস্টার রক্ষার দায়িত্বে থাকিতেন। তিনি বিভিন্ন প্রাথমিক অনুষ্ঠান অনুসারে নূতন সদস্যদের ভর্তি করিতেন। তাহার ক্রিয়াকলাপ ছিল প্রধানত অস্থায়ী ধরনের। বর্তমানে ইউরোপীয় ধাঁচে শ্রমিক সমিতির উন্নতির ফলে অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উদ্ধৃত বরাতসমূহ ব্যতীত দ্র. (১) Dozy, পরিশিষ্ট, শিরো.; (২) I. Goldziher, Abhandlungen zur Arab. Philologie, ১খ., ২১; (৩) জুরজী যায়দান, তা'রীখু'ত-তামাদ্দুন আল-ইসলামী, ১খ., ১৪৮; (৪) P.K. Hitti, History of the Arabs, লন্ডন ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ৩৮২; (৫) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, শিরো. (মুহাম্মাদ ফুআদ কোপরুলু প্রণীত M. F. Koprulu, I. A দ্র.); (৬) রাশীদ বারবারী, হ'ালাত মিস'রি'ল-ইক'তিস'াদিয়া, কায়রো ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ১৯০-৪; (৭) 'আবদু'ল-'আযীয আদ-দুরী, তা'রীখু'ল-'ইরাক' আল-ইক'তিস'াদী, বাগদাদ ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৮২; (৮) সা'লিহ 'আবদু'ল-'আলী, আত্-তানজীমাতু'ল-ইজতিমা'ইয়্যা ওয়া'ল-ইক'তিস'াদিয়্যা ফি'ল-বাস'রা, বাগদাদ ১৯৫৩ খৃ.,পৃ. ৯৭-১০০।

প্রায়োগিক শব্দ হিসাবে সংঘের আরীফ ও আমীন সম্পর্কীয় বিশেষ তথ্যাবলীর জন্য দ্র. (৯) The Syro-Egyptian Works on hisba (Shayzari, সং. 'আরীনী, ১৯৪৬ খৃ., Bernhauer কর্তৃক বিশ্লেষিত, যিনি ইহার প্রণেতার নাম নাবরাবী লিখিয়াছেন, তুর্কী বিশ্বকোষ, ১৮৬০ খৃ., পৃ. ৬১; (১০) ইবনুল-উখুওয়া, সম্পা. R. Levy, ১৯৩৮ খৃ.; (১১) ইবন বাসসাম, শায়খু কর্তৃক উদ্ধৃতিসমূহ আল-মাশরিক-এ, ১৯০৭ খৃ.; (১২) অথবা স্পেনে একই বিষয়ে রচিত গ্রন্থাবলী (ইবন 'আবদুন, সম্পা. Levi Provencal, তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষে, ১৯৩৪ খৃ.; অনু. Seville Musulmane au XIIe S-এ এবং আমাদের দৃষ্টিকোণ হইতে, বিশেষত মালাগা-র সাক'াতী, সম্পা. Colin ও Levi-Provencal, ১৯৩১ খৃ.)। একই বিষয়ে 'অন্যান্য দেশে রচিত অপ্রকাশিত গ্রন্থাবলীর কথা বাদ দিলেও এইগুলিতে 'আরীফ সম্পর্কে যেইসব তথ্য পাওয়া যায় E. Tyan সেইগুলি ব্যবহার করিয়াছেন; (১৩) Organisation Judiciaire, ২খ.। স্পেন ও মধ্যযুগের তিউনিসিয়ার আমীন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের উৎস হইল ঃ (১৪) Levi Provencal, Hist. Esp. Mus.; ৩খ., বিশেষত ৩০০-২., ও (১৫) Brunschvig, La Berberie, orientale sous les Hafsides, ২খ., ১৫০, ২০৩ ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত মন্তব্যসমূহ। উত্তর আফ্রিকায় আধুনিক যুগের জন্য দ্র. 'মরক্কোর সংঘসমূহ' বিষয়ে ঃ (১৬) Massignon-এর গবেষণামূলক প্রবন্ধ (RMM, ১৯২৪ খৃ.) যাহা পূর্ণতা লাভ করিবে Le Tourneau কর্তৃক ফরাসী আশ্রিত ফেয-এর পূর্ববর্তী যুগে, শহরটি সম্বন্ধে প্রণীত গ্রন্থের (গ্রন্থপঞ্জীসহ) মাধ্যমে। তিউনিসিয়ার জন্য দ্র. (১৭) Payre, Les amines en Tunisie, ১৯৪০ খৃ.। প্রাচ্যের দেশসমূহ সম্বন্ধে এইরূপ কোন গ্রন্থ

পাওয়া যায় না, ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগের দামিশকের সংঘসমূহের জন্য দ্র. (১৮) Elyas Qudsi (Travaux de la VI^e Session du Congres international des Orientalistes, লাইডেন ১৮৮৪ খৃ., পৃ. ৩প.), এবং মিসরের জন্য দ্র. (১৯) Descrition del' Egypte, 17 ও ১৮খ., ও কোন কোন বিশেষ বিষয়ের জন্য দ্র. (২০) G. Martin, Les Bazars du Caire, 1910 খৃ.। মধ্য এশিয়ার সহিত তুলনার জন্য দ্র. (২১) M. Gavrilov, Les corps de metiers en Asie Centrale, REI-তে, 1928 খৃ., পৃ. ২০৯ প.। পারস্যের সহিত তুলনার জন্য দ্র. (২২) The Lecture by Ann K. S. Lambton, Islamic Society in Persia, School of Oriental and African Studies, লন্ডন ১৯৫৪ খৃ.। 'উছমানী সাম্রাজ্যের সহিত তুলনার জন্য দ্র. (২৩) খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে কনস্টান্টিনোপলের সংঘসমূহ সম্বন্ধে আওলিয়া' চেলেবীর বর্ণনা (সিয়াহাত নামাহ, ১খ., ৪৭৩ প.; Hammer-ইংরেজি অনু. ১খ., ২. ৯০ প.) ও (২৪) H. Thorning, Beitrage zur Kenntnis des islamischen vereinswesens auf Grund von Bast Madad et-Taufiq (Turkische Bibliothek 16), বার্লিন ১৯১৩ খৃ.।

Salih A. El-Ali ও Cl. Cahen (E. I.[2]) / ড. আ. ম. ম. শরফুদ্দীন

'আরীব ইবন সা'দ আল-কাতিব আল-কু'রতু'বী (عريب بن سعد الكاتب القرطبى) ঃ আন্দালুসিয়ার অধিবাসী। তিনি বিভিন্ন সরকারী পদ অলংকৃত করেন। ৩৩১/৯৪৩ খৃ. তিনিও সূনা জেলার রাজস্ব কর্মকর্তা ('আমিল) ছিলেন। তিনি আল-মুস'হা'ফী (দ্র.) ও ইবন আবী 'আমির (দ্র. আল-মানসূ'র)-এর অনুগামী ও উমায়্যা খলীফা দ্বিতীয় আল-হা'কাম (৩৫০-৬৬/৯৬১-৭৬)-এর সচিব ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ জানা যায় নাই। তবে আনুমানিক ৩৭০/৯৮০ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন বলিয়া Pons Boigues উল্লেখ করিয়াছেন।

অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী 'আরীব চিকিৎসক ও কবি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তিনি মূলত তাহার গ্রন্থের জন্য একজন ঐতিহাসিক হিসাবে সমধিক পরিচিত। সম্ভবত তিনি ছিলেন আত'-তাবারীর ইতিহাস গ্রন্থের সারসংক্ষেপের লেখক। এই বইখানিতে তিনি সেই সময় পর্যন্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেন। এই সংকলনের প্রাচ্য দেশ সম্পর্কিত অংশ M. J. De Goeje-কৃত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে লাইডেন হইতে প্রকাশিত হয় (Arib, Tabari continuatus, Leiden 1897) ও R. Dozy তাঁহার ইবন 'ইযারীর বায়ান-এর সংস্করণে (লাইডেন ১৮৪৮-৫১) স্পেনের খণ্ড খণ্ড ইতিহাস (২৯১-৩২০ খৃ.) সংযুক্ত করেন। এই বিবরণটি তৃতীয় 'আবদু'র-রাহ'মানের (তু. E. Levi-Provencal, Hist, ESP Mus., iii, 506 and index) রাজত্বকালের ঘটনাবলীর প্রধান উৎস হিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে। সম্ভবত 'আরব ধাত্রীবিদ্যার উপর একখানি পুস্তক (কিতাব খালকি'ল-জানীন ওয়া তাদবীরু'ল-হা'বালা ওয়া'ল-মাওলূদ, যাহার একটি পাণ্ডু. সংরক্ষিত আছে, See H. Derenbourg H. P. J. Renaud. Mss. ar. de l'Escurial, ii/2, Paris 1941, 41-42, No. 833) রচনা করেন যাহা দ্বিতীয় আল-হা'কাম-এর নামে উৎসর্গ করেন। তিনি কিতাব 'উয়ূনি'ল-আদবি'য়া নামক একখানা গ্রন্থেরও লেখক। তিনি যে কিতাবু'ল-আনওয়া' গ্রন্থের লেখক সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই; বিশপ রাবী' ইবন যায়দ (Recemundo) রচিত সার্বজনীন উপাসনার জন্য নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদির দিনপঞ্জীর সহিত এই পুস্তকের মূল বিষয়বস্তু সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। R. Dozy এই পুস্তকখানি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে লাইডেন হইতে Le Calendrier de Cordoue de Iannee 961. শিরোনামে প্রকাশ করেন (Ch. Pellat কর্তৃক পুস্তকখানির নূতন সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাররাকুশী, আয'-যায়ল ওয়া'ত-তাকমিলা (পুস্তকখানির কিছু অংশ F. Krenkow সম্পাদনা করিয়াছেন, Hesperis, 1930, 2-3); (২) A. A. Vasiliev, Vizantiya in Arabi, ii/2, 43ff. (ফারসী সংস্করণ, Gregoire and M. Canard, ii, ব্রাসেলস ১৯৫০, ৪৮ ff. গ্রন্থপঞ্জীসহ); (৩) Pons Boigues, Ensayo, 88-9; (৪) E. Levi Proveneal, Xe Siecle, 107; (৫) Gonzalez Palencia, Literatura, index; (৬) Brockelmann, i, 134, 236, S.I. 217; (৭) Steinschancider, Hebr, Ubersetzungen, 428; (৮) ঐ লেখক, in Zeit. fur Math. und Physik, 1866, 235 ff; (৯) R. Dozy, in ZDMG, xx, 595-6; (১০) ঐ লেখক, Proface of Caj. de Cordoue; (১১) ঐ লেখক, Introd. to the ed of Bayan, 43-63; (১২) Leclerc, Hist. de. la med. ar., i, 432; (১৩) Sarton, i, 680.

Ch. Pellat (E. I.[2])/ আবু জাফর

'আরীব আবূ 'আবদিল্লাহ আল-মুলায়কী (عريب ابو عبد الله المليكى) ঃ সিরিয়ার অধিবাসী। ইমাম বুখারীর মতে তিনি সাহাবী। ইবন আবী হা'তিম বলেন, ইহার সনদ শক্তিশালী নহে। ইবন হি'ব্বান বলেন, তিনি সাহাবী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ইবনু'স-সাকান বলেন, কথিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর উটের রাখাল ছিলেন। তাবারানী নিজ সূত্রপরম্পরায় 'আরীব আল-মুলায়কীর নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ সংযুক্ত রহিয়াছে।" 'আরীব আল-মুলায়কী আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তির ঘরের দরজায় সুদর্শন ঘোড়া বাঁধা রহিয়াছে তাহাকে শয়তান কখনও ফিতনায় নিক্ষেপ করিতে পারিবে না" (ইবন মানদাহ)। কিন্তু ইহার সনদ সূত্র মুনক'াতি' (ছিন্ন)। সনদের সূত্রপরম্পরা হইতে একজন রাবী' পরিত্যক্ত হইয়াছেন। তবে ইবন ক'ানি' অবিচ্ছিন্ন (মুত্তাসি'ল) সনদসূত্রে হুবহু এই হাদীছটি সংকলন করিয়াছেন। 'আরীব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "যাহারা নিজেদের ধনমাল রাত-দিন গোপনে ও প্রকাশ্যে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে, তাহাদের প্রতিদান তাহাদের প্রভুর নিকট প্রাপ্য রহিয়াছে এবং তাহাদের জন্য কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নাই" (২ ঃ ২৭৪), আয়াতটি সেই লোকদের উপলক্ষ্য করিয়া নাযিল হইয়াছে, "যাহারা মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশে পোষা ঘোড়ার জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করে।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন হাজার আল-'আসক'ালানী, আল-'ইসা'বা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৪৭৯; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গা'বা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ., ৪০৭; (৩) ইবন 'আবদি'ল-বারর, আল-ইসতী'আব (ইসা'বার হাশিয়া, ৩খ., ১৭৪)।

মুহাম্মদ মূসা

আল-'আরীশ (العريش) ঃ বা 'মিসরের 'আরীশ' প্রাচীন কালের রাইনোকোরুরা, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী একটি শহর, ফিলিস্তীন ও মিসরের সীমান্তে বালুকা বেষ্টিত উর্বর মরূদ্যানে অবস্থিত। খৃস্টীয় প্রাথমিক শতাব্দীগুলিতেও লারিস'রূপে ইহার নাম পাওয়া যায়। সাধারণ মতানুসারে ও 'আমর ইবনু'ল-'আস' (রা)-এর মিসর অভিযানের কাহিনী হইতেও জানা যায় যে, শহরটি মিসরের অধিকারে ছিল। আল-য়া'কূ'বীর মতে এখানকার অধিবাসিগণ জুযাম গোত্রীর ছিল। ইবন হা'ওক'াল শহরে দুইটি প্রধান মসজিদের উল্লেখ করিয়াছেন এবং এখানকার ফলমূলের প্রাচুর্যের কথাও বলিয়াছেন। এই আল-'আরীশেই ১১১৮ খৃ. রাজা ১ম বল্ডউইন (Baldwin) মারা যান। য়াকূ'ত লিখিয়াছেন, শহরটিতে বড় একটি বাজার ও অনেক সরাইখানা ছিল এবং সওদাগরদের প্রতিনিধিগণ সেইখানে থাকিতেন। ১৭৯৯ খৃ. নেপোলিয়ন আল-'আরীশ অধিকার করেন। পরের বৎসর শহরে একটি সন্ধিচুক্তি স্থাপিত হয়, যাহার ফলে ফরাসীরা মিসর ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Butler, The Arab conquest of Egypt, পৃ. ১৯৬-৭; (২) ইবন হা'ওক'াল, পৃ. ৯৫; (৩) আল-মুকা'দ্দাসী, পৃ. ৫৪, ১৯৩; (৪) আল-য়া'কূ'বী, পৃ. ৩৩০; (৫) য়াকূ'ত, ৩খ., পৃ. ৬৬০-১; (৬) Wilhelmus Tyrenisis, পৃ. ৫০৯; (৭) মু'সি'ল, Arabia Petraea, 2, Edom i, পৃ. ২২৮ প. ৩০৪-৫; (৮) J. Maspero ও G. Wiet, Materiaux Pour servir a la geographie de i Egypte, পৃ. ১২৫; (৯) Capitaine Bouchard, La chute del-Arich, সম্পা. ও টীকা G. Wiet, কায়রো ১৯৪৫ খৃ; (১০) মাক'রীযী, খিত'াত', IFAO সং, ৪খ, পৃ. ২৪-৭।

F. Buhl (E. I.²)/হুমায়ুন খান

'আরূজ (عروج) ঃ ১০ম/১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আলজিয়ার্স দখলকারী তুর্কী বেসামরিক জাহাজ লুণ্ঠনকারী। তিনি কখনও কখনও বারবারোসা নামেও আখ্যায়িত। শব্দটি বাবা 'আরূজের অপভ্রংশ বলিয়া কখনও কখনও ব্যাখ্যা করা হয়; কিন্তু এই নামে তাহার ভ্রাতা খায়রু'দ্দীন (দ্র.)-কেই সচরাচর অভিহিত করা হয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

'আরূজের আদি নিবাস মিদিল্লী দ্বীপ (Mytilene-প্রাচীন Lebos)। পিতা ছিলেন এই দ্বীপে অবস্থানরত বাহিনীর একজন তুর্কী মুসলিম সৈন্য (দ্র. গা'যাওয়াত) অথবা গ্রীক কুম্ভকার (Heado)। খায়রু'দ্দীন ও ইসহা'ক নামে তাঁহার অন্তত দুই ভাই ছিলেন যাঁহারা তাঁহার সহিত মাগরিবে অবস্থানরত ছিলেন। প্রথম জীবন হইতেই তিনি একজন নাবিক ছিলেন (গা'যাওয়াত)। বিশ বৎসর বয়স হইতে (Haedo) পূর্ব ভূমধ্যসাগরে বেসামরিক জাহাজ লুটতরাজ শুরু করেন। কিন্তু পরে তিনি মাগরিব উপকূলের অদূরে জাহাজ লুণ্ঠন করিতে মনস্থ করেন (এইরূপ মনস্থ করিবার সঠিক কারণ জানা নাই)।

ইহা প্রায় নিশ্চিত যে, 'আরূজ ও তাঁহার ভ্রাতাগণ ১৫০৪ খৃস্টাব্দ হইতে পরবর্তী সময়ে অথবা উহার কিয়ৎকাল পরে গোলেত্তায় (Goletta) নিজেদের ঘাঁটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দুইটি জাহাজ লইয়া ছোট আকারে তাঁহাদের কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু শীঘ্রই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ তাঁহাদের হস্তগত হয়; ফলে তাঁহারা নৌযানের সংখ্যা (১৫১০ খৃস্টাব্দে যাহার সংখ্যা ছিল ৮টি ছোট নৌকা) ও মূলধন উভয়েরই পরিবৃদ্ধি সাধন করেন এবং ইহাতে তাহারা তিউনিসের শাসনকর্তা আবূ 'আবদ মুহাম্মাদ ইবনু'ল-হা'সান (১৪৯৪-১৫২৬)-এর শর্তাবলী পালন করিতে সক্ষম হন। তাহাদের লুণ্ঠিত সম্পদে উক্ত শাসকেরও একটি অংশ থাকিবে—এই শর্তেই তিনি তাহাদেরকে তাঁহার রাজ্যে ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্য হইতে হাফসী শাসকের নির্দিষ্ট অংশ পৌছাইয়া দেওয়ার জন্য সামুদ্রিক জাহাজ লুণ্ঠনকারীদের যে দল তিউনিসিয়ায় আসিয়াছিল গা'যওয়ায় উহার বিবরণ পাওয়া যায় (মূল, ১৫-১৬; অনু.; ২৮-৩০)। তাঁহারা জেরবা দ্বীপে একটি দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি লাভ করেন, এমনকি 'আরূজ ১৫১০ খৃ. ঐ দ্বীপের 'ক'াইদ' নিযুক্ত হন (Haedo)। ১৫১২ খৃ. পর্যন্ত তাহারা পশ্চিম ভূমধ্যসাগর ও স্পেনীয় উপকূলের অদূরে নিজেদের নৌবহর লইয়া বিচরণ করিতেন।

ইতোমধ্যে উত্তর আফ্রিকার উপকূলবর্তী বিভিন্ন স্থান স্পেনীয়গণ অধিকার করে, তন্মধ্যে ওরান (১৫০৯ খৃ.) আলজিয়ার্সের পেনন, বিজায়া (বুগী) ও ত্রিপোলী (১৫১০ খৃ.) উল্লেখযোগ্য। বিজায়ার (বুগী) হা'ফসী গভর্নর স্বীয় ক্ষমতাবলে উক্ত নগরী পুনরুদ্ধারে হতাশ হইয়া 'আরূজের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান। 'আরূজের নিয়ন্ত্রণাধীনে তখন কামান সজ্জিত বারোটি জাহাজ ও এক সহস্র তুর্কী সৈন্য ছিল। 'আরূজ বন্দরটিতে নৌ অবরোধ করেন এবং বিজায়ার (বুগী) 'রাজা' তুর্কী সৈন্যদের সমর্থনে তিন হাযার 'মূর' বাহিনী লইয়া স্থলপথে ঐ নগরী অবরোধ করেন। আট দিন ধরিয়া আক্রমণ চালাইবার পর 'আরূজ তাঁহার বাম হাতটি হারাইয়া ফেলেন। ভ্রাতা খায়রুদ্দীন তাঁহাকে দ্রুত গতিতে তিউনিস লইয়া যান এবং সেখানে তিনি নিজ স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সময় অতিবাহিত করেন। ১৫১৪ খৃ. আগস্ট মাসে বারোটি জাহাজ ও ১১০০ তুর্কী সৈন্য লইয়া তিনি দ্বিতীয়বার বিজায়া (বুগী) আক্রমণ করেন। কিন্তু এইবার খারাপ আবহাওয়া, স্পেনীয় সাহায্যকারী দলের আগমন এবং সম্ভবত স্থানীয় সৈন্যদের দলত্যাগের কারণে 'আরূজ অবরোধ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। তবে ইহা এইজন্যও হইতে পারে, তিনি কয়েকটি নৌযান বিজায়া উপসাগরে স্পেনীয়দের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পোড়াইয়া ফেলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

গা'যাওয়াত হইতে এই ধারণা জন্মে, তিনি সম্ভবত পূর্বেই জিজিল্লী (দ্র.)-তে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। যে কোন প্রকারেই হউক, বিজায়ায় দ্বিতীয়বারের বিপর্যয়ের পর তিনি জিজেল্লিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় হাফসী শাসনকর্তার সহিত তাঁহার সম্পর্কের অবনতির কারণ আমাদের জানা নাই।

এই সন্ধিক্ষণে বাহ্যত 'আরূজের মনে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়। Heado-এর বর্ণনানুযায়ী তিনি এই সময় পার্শ্ববর্তী দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত উপজাতিগুলির মধ্যে শস্য বিতরণ করেন ও তাহার ফলে তিনি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং কাবায়লী (গোত্রীয়) প্রধানদের মধ্যকার বিবাদে হস্তক্ষেপ করেন।

১৫১৬ খৃ. ২২ জানুয়ারি তারিখে ক্যাথলিক রাজা ফার্ডিনান্ডের মৃত্যু হইলে আলজিয়ার্সের অধিবাসিগণ পেনানের হুমকি হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় 'আরূজের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান। তাঁহার নিকট তখন জাহাজ ও কামান উভয়ই ছিল। 'আরূজ তাহাদের আবেদনে সাড়া দিয়া পেনোন আক্রমণ করেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। আলজিয়ার্সের 'আরব নেতা সালিম আত-তূসী তখন আরূজ ও তাহার তুর্কী বাহিনীর কবল হইতে মুক্তি

লাভের জন্য সচেষ্ট হন, তাহাদের আচরণে মনে হইত যেন তাহারা কোন বিজিত রাজ্যে বসবাস করিতেছে! কিন্তু 'আরূজ তাহাকে ব্যর্থ করিয়া দেন, তাহার জীবন নাশ করেন এবং স্বীয় তুর্কী বাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতা দখল করেন। স্পেনীয়দের আশ্রয় গ্রহণকারী সালিম আত'-তূ'সীর পুত্রের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তিনি অত্যধিক কঠোরতা সহিত আলজিয়ার্সে স্বীয় অবস্থা বহাল রাখিতে সক্ষম হন। তিনি দিয়েগো দা ভেরা কর্তৃক স্পেনীয় বাহিনীর অবতরণ প্রতিহত করিতেও সফল হন (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৫১৬ খৃ.)।

অতঃপর স্পেনীয়গণ তাহার বিরুদ্ধে তেনিসের সুলত'নকে প্রেরণ করে, কিন্তু 'আরূজ তাহার সহিত সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন যাহার ফলে 'আরূজ নিজেকে মিলিয়ানা ও তেনিসের অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। গাযাওয়াত অনুসারে তিনি অতঃপর তাঁহার বিজিত রাজ্য বিন্যস্ত করেন। দেলিসে সদর দফতরসহ পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য খায়রুদ্দীনের ভাগে পড়ে, আর আলজিয়ার্সসহ পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য 'আরূজ নিজের জন্য রাখেন।

'আরূজ অতঃপর তেলেমসেনের অধিবাসীদের নিকট হইতে সাহায্যের আবেদন লাভ করেন, তথাকার রাজ্য এক প্রকারের স্পেনীয় অধীনতা মানিয়া লইয়াছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এক ব্যাপক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং আলজিয়ার্স সরকারের দায়িত্ব ভ্রাতা খায়রুদ্দীনকে অর্পণ করেন। পথিমধ্যে তিনি বানূ রাশীদের ক'ল'আর সুরক্ষিত এলাকা, বর্তমানে ওয়েদ ফোদদার (Oued fodda) স্থান, অধিকার করেন এবং স্বীয় ভ্রাতা ইসহা'ক'কে সেইখানে একটি ছোট বাহিনীসহ রাখিয়া যান। ইহার পর তিনি তেলেমসেন অভিমুখে অগ্রসর হন, সেইখানে তিনি অতি সহজেই রাজা আবূ হা'ম্মুর বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করিয়া উক্ত স্থান অধিকার করেন (সেপ্টেম্বর ১৫১৭)। সিংহাসনের দাবিদার, স্পেনীয়দের সহিত সম্পর্কহীন, আবূ যায়্যানকে ক্ষমতায় না বসাইয়া 'আরূজ নিজেই ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ওজা বেনী রাসেলের ন্যায় দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে ফেযের শাসনকর্তার সহিত আলাপ-আলোচনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ফেযের শাসনকর্তা তাহাকে এইজন্য সময় দেন নাই: ১৫১৮ খৃ. জানুয়ারী মাসে আরগোটের ডন মারটিনের নেতৃত্বাধীন একটি স্পেনীয় বাহিনী বানূ রাশীদের ক'ল'আ অধিকার করে এবং এইরূপে তেলেমসেন ও আলজিয়ার্সের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হইয়া যায়। মে মাসে ওরানের গভর্নর মারকুইস অব ফোমারেস তেলেমসেনে উপনীত হন। তিনি সেইখানে 'আরূজকে অবরোধ করেন, যিনি সম্ভবত ফেয হইতে সৈন্য দ্বারা অব্যাহতি লাভের আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু তেলেমসেনের অধিবাসিগণ তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং 'আরূজ মিশাওয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন [দ্র. তেলেমসেন শীর্ষক প্রবন্ধ]। সেইখানে সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিলে 'আরূজ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রমণের চেষ্টা করেন এবং কয়েকজন সঙ্গীসহ পলাইতে সক্ষম হন, কিন্তু সম্ভবত বর্তমান রিও সালডো'র (ওয়ান বিভাগে) নিকট ধরা পড়েন এবং নিহত হন; এই সময় তাঁহার বয়স ছিল ৪৪ বা ৪৫ বৎসর (১৫১৮ খৃ. শরৎকাল)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'আরূজের ইতিহাস সম্পর্কে মোটের উপর খুব অল্প কিছুই জানা যায়। ইহা সম্ভব যে, তিনি যখন মধ্যমাগরিবে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করেন এবং তাহার ফলে আগ্নেয়াস্ত্র ও কামান-সজ্জিত একদল লোকের সমর্থনপুষ্ট একজন নির্ভীক লোকের সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করেন তখন তাহার মনে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকিবে। এই সম্ভাবনা এত প্রচুর ছিল যে, 'আরূজ স্বীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকেন। তাহার ব্যর্থতার কারণ তিনি নিজ ঘাটি হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন এবং রাজনৈতিকভাবে তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে তিনি সক্ষম হন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কিতাব গ'যাওয়াত 'আরূজ ওয়া খায়রু'দ্দীন, সম্পা. A. Noureddine, আলজিয়ার্স ১৯৩৪ খৃ., ৬-৩৪; (২) অমার্জিত অনুবাদ in Sander Rang ও F. Denis, Fondation de la Regence d'Alger, ১খ., প্যারিস ১৮৩৭ খৃ., ১-১০৩; (৩) Diego de Haedo, Epitome de los reyes de Argel, অনু. H. de Grammont under the title Histoire des rois d'Alger, in R. Afr., ২৪খ., ১৮৮০ খৃ., ৩৯-৬৯ ও ১১৬-৭; (৪) Lopez Gomara, Cronica de los Barbarojas, মাদ্রিদ ১৮৫৪ খৃ., Memorial historico espanol-এর ৬ষ্ঠ খণ্ডে; (৫) H. de Grammont, Histoire d'Alger sous la demination turque, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ., ২০-৮; (৬) Ch. A. Julien, Histoire de l Afrique Nord, ২খ., ২৫০-৬; (৭) সুপরিচিত তুর্কী বিবরণ হইতেছে হা'জ্জী খালীফা, তুহ'ফাতু'ল-বিহা'র (ইস্তাম্বুল ১১৪১/১৭২৮ ও ১৩২৯/১৯১৪, ১-৪ অধ্যায়ের ইংরাজী অনুবাদ, J. Mitchell, History of the Maritime Wars of the Turks, লন্ডন ১৮৩১ খৃ.)। Hammer কর্তৃক তাঁহার নৌযুদ্ধের বিবরণে ব্যবহৃত এই বর্ণনামূলক গ্রন্থখানি প্রাথমিক উৎসের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত যাহার কয়েকটি এখনও বর্তমান রহিয়াছে; (৮) 'আরূজ ও খায়রুদ্দীনের অভিযান বর্ণনাকারী 'উছ'মানী গা'যাওয়াত নামের একটি তালিকা Agah Sirri Levend-এর Gazavatnameler, আঙ্কারা ১৯৫৬ খৃ.; ৭০ প.-এ প্রদত্ত হইয়াছে।

R. Le Tourneau (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

'আরূদ (عروض) ঃ 'ইলমু'ল-'আরূদ (علم العروض) 'আরবী ছন্দশাস্ত্রের পারিভাষিক নাম। কখনও কখনও 'ইলমু'ল-'আরূদ ও 'ইলমু'শ-শি'র উভয় শব্দই 'কাব্যশাস্ত্র' অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং ব্যাপক অর্থে 'ইলমু'ল-'আরূদ বলিতে ছন্দ প্রকরণের সঙ্গে সঙ্গে 'ইলমু'ল-কা'ওয়াফী (القوافى) একবচনে قافية বা কবিতার অন্ত্যমিল শাস্ত্রকেও বুঝায়। তবে সাধারণত 'ইলমু'ল-কা'ওয়াফী (অর্থাৎ অন্ত্যমিল সংক্রান্ত নিয়মাবলী)-কে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র ধরা হয় এবং 'ইলমু'ল-'আরূদ বলিতে ছন্দ প্রকরণকেই বুঝান হয়। 'আরব পণ্ডিতগণই এই শাস্ত্রের সংজ্ঞা দিয়াছেন এইভাবে ঃ

العروض علم باصول يعرف بها صحيح أوزان الشعر وفاسدها.

"আরূদ সেই শাস্ত্রের নাম যাহা দ্বারা কবিতার সঠিক ও ভুল ছন্দ চিনিবার নিয়মাবলী জানা যায়"।

'আরবী ছন্দশাস্ত্রের 'আরূদ নামকরণের সাধারণভাবে স্বীকৃত কোন ব্যুৎপত্তিগত কারণ পাওয়া যায় না। কোন কোন 'আরবী ব্যাকরণবিদের মতে 'আরূদ শব্দের শাব্দিক অর্থ তাঁবুর খুঁটি। ইহা ছন্দের অর্থ পরিগ্রহ

করিয়াছে, কারণ কবিতা উহার পরিমাপে রচিত হইয়া থাকে (يعرض عليها)। ফলে কোন কোন 'আরবী ব্যাকরণবিদ মনে করেন, তাঁবুর খুঁটির সহিত তুলনা করত এই শাস্ত্রকে 'আরূদ' বলা হয় (বিস্তারিত আলোচনা পরে আসিতেছে।) [ইবন মানজূ'র লিসানু'ল-'আরাব, কায়রো ১৩০১ হি., ৯খ., ৪৪২; ফান ডাইক, মুহ'ীতু'দ-দাইরাঃ, বৈরূত ১৮৫৭, খৃ.; পৃ. ২]। খালীল ইবন আহ'মাদ এই শাস্ত্র পবিত্র মক্কা নগরীতে রচনা করেন, তাই উক্ত নগরীর নামানুসারে এই শাস্ত্রের নাম 'আরূদ' রাখা হইয়াছে বলিয়াও অনেকের ধারণা। কারণ মক্কা নগরীর আর এক নাম 'আরূদ'। 'আরূদ শব্দের আর এক অর্থ অবাধ্য উষ্ট্রী; Georg Jacob অর্থের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ 'আরবী ছন্দশাস্ত্রের 'আরূদ' নামকরণের চমৎকার একটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন (Georg Jacob, Studien in Arabischen Dichtern, পৃ. ১৮০)। তিনি বলেন, 'দীওয়ানু'ল-হুয'ালিয়্যীন'-এর একটি কবিতায় (পৃ. ৯৫, পংক্তি ১৬) কবিতাকে অবাধ্য উষ্ট্রীর সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে, যাহাকে কবি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। যাহা হউক, 'আরূদে'র মূল শাব্দিক অর্থ তাঁবুর কেন্দ্রস্থলের প্রধান খুঁটির সহিত তুলনাভিত্তিক নামকরণই সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত। তুলনার ভিত্তিতেই একটি 'বায়ত' বা শ্লোকের প্রথমার্ধের শেষ জুয' (جزء) বা অংশকে 'আরূদ' বলে। একটি বায়তের প্রথম চরণের শেষ অংশটি (যাহাকে 'আরূদ' বলা হয়) উহার কাঠামোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন একটি তাঁবুর স্থিতির জন্য উহার মধ্যস্থলের খুঁটি ('আরূদ') উহার প্রধান শক্তি। অতএব অনায়াসে ধরিয়া লওয়া যায়, 'আরবী ছন্দশাস্ত্র সেই সূত্রে 'আরূদ' নামে পরিচিত।

আশ্চর্যের বিষয়, 'আরবী ছন্দশাস্ত্রে 'আরব ভাষাবিদগণের রচিত বই-পুস্তকের সংখ্যা অনেক কম। যাহাও আছে তাহাও অত্যন্ত নিম্নমানের, বিশেষ করিয়া যখন দেখা যায়, মুসলিম পণ্ডিতগণ ব্যাকরণ ও অভিধান শাস্ত্রে বহু সংখ্যক অমর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। 'ইলমু'ল-'আরূদ'-এর প্রতিষ্ঠাতা খালীল ইবন আহ'মাদ রচিত কিতাবু'ল-'আরূদ' (كتاب العروض) বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনুরূপভাবে এই শাস্ত্রে লিখিত প্রাথমিক যুগের অন্যান্য মনীষীর গ্রন্থাবলীও আজকাল পাওয়া যায় না। ব্যাপক অর্থে 'ইলমু'ল-'আরূদ' সম্পর্কে যে সব প্রাচীনতম পুস্তিকা আমরা পাই, তাহা হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত হয় [যেমন আল-আখফাশ রচিত আল-ক'াওয়াফী]। সাহিত্যের কতিপয় বড় বড় গ্রন্থে ছন্দশাস্ত্রের উপর স্বতন্ত্র অধ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধরনের গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইবন 'আবদ রব্বিহী (মৃ. ৩২৮/৯৪০)-র আল-'ইক'দু'ল-ফারীদ [সং কায়রো ১৩০৫ হি., ৩খ., ১৪৬]। 'আরবী ছন্দশাস্ত্রের গ্রন্থ রচনাকারী 'আরব ভাষাবিজ্ঞানীদের যাহাদের ছন্দশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলী পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত আছে, একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল (যাহারা অন্যের লেখা গ্রন্থের ভাষ্যস্বরূপ স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এই তালিকায় তাহাদের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে)। গ্রন্থকারদের নাম হিজরী সন অনুযায়ী শতাব্দীর ক্রমানুসারে সাজান হইয়াছে এবং কেবল প্রসিদ্ধ রচনাবলীরই বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

চতুর্থ শতক ঃ ইবন কায়সান, তালক'ীবু'ল-ক'াওয়াফী ওয়া তালক'ীবু হ'ারাকাতিহা (Brockelmeann, ১খ., ১১০), সম্পা. W. Wright, Opuscula arabica (1859 খৃ.), পৃ. ৪৭-৭৪; আস-সাহি'ব ইবন 'আব্বাদ আত'-ত'ালিক'ানী, আল-ইক'না' ফি'ল-'আরূদ' (পরিশিষ্ট, ১খ., ১৯৯); ইবন জিন্নী, কিতাবু'ল-'আরূদ' (১খ., ১২৬; পরিশিষ্ট ১, ১৯২)।

পঞ্চম শতক ঃ আর-রাবা'ঈ (পরিশিষ্ট ১, ৪৯১); আল-কুনযুরী (১খ., ২৮৬); আত-তিবরীযী, আল-কাফী ও আল-ওয়াফী (১খ., ২৭৯; পরিশিষ্ট ১, ৪৯২)।

ষষ্ঠ শতক ঃ আয-যামাখশারী, আল-কু'সত'াস ফি'ল-'আরূদ (১খ., ২৯১; পরিশিষ্ট ১খ., ৫১১); ইবনু'ল-ক'াত'তা', আল-'আরূদু'ল-বালি', ১খ., ৩০৮; পরিশিষ্ট, ১খ., ৫৪০); ইবনু'দ-দাহহান, আল-ফুস'ূল ফি'ল-ক'াওয়াফী (১খ., ২৮১); নাশওয়ান আল-হি'ময়ারী, কিতাব ফি'ল-ক'াওয়াফী (১খ., ৩০১); ইবনু'স-সিক'কিত', ইখ্‌তিসারু'ল-'আরূদ (১খ., ২৮২; পরিশিষ্ট ১খ., ৪৯৫)।

সপ্তম শতক ঃ আবু'ল-জায়শ আল-আন্দালুসী, 'আরূদু'ল-আন্দালুসী, প্রথম মুদ্রণ, ইস্তাম্বুল ১২৬১ হি.; বহুল ভাষ্যকৃত (১খ., ৩১০; পরিশিষ্ট ১, ৫৪৪); আল-খাযরাজী, আল-ক'াসীদাতু'ল-খাযরাজিয়া, সম্পা. R. Basset: Le Khazradjiyah, Traite de metrique arabe, আলজিরিয়া ১৯০২ খৃ.; "মাজমূ'উ'ল-মুতনি'ল-কাবীর"-এর সকল সংস্করণে ইহার মূল পাঠ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং এই গ্রন্থখানা বহুল ভাষ্যকৃত (১খ., ৩১২; পরিশিষ্ট ১খ., ৫৪৫); ইবনু'ল-হ'াজিব, আল-মাক'স'াদু'ল-জালীল ফী 'ইলমি'ল-খালীল, সম্পা. Freytag Dar stellung der arab. Verskunst ১৮৩০ খৃ., পৃ. ৩৩৪ প.; বহুল ভাষ্যকৃত (১খ., ৩০৫ ; পরিশিষ্ট ১খ., ৫৩৭); আল-মাহ'াল্লী, (১) আশ-শিফা'; (২) উরজুযা ফি'ল-'আরূদ' (১খ., ৩০৭; পরিশিষ্ট ১খ., ৫৩৯), ইবন মালিক, আল-'আরূদ (১খ., ৩০০)।

অষ্টম শতক ঃ আল-কালাবি'সী (২খ., ২৫৯); আস-সাবী', আল-ক'াসীদাতু'ল-হ'ুসনা (২খ., ২৩৯; পরিশিষ্ট ২খ., ২৫৮)।

নবম শতক ঃ আদ-দামামীনী (২খ., ২৬); আল-কিনা'ঈ, আর-কাফী ফী ইলমায়ি'ল-'আরূদ' ওয়া'ল-ক'াওয়াফী, ১ম মুদ্রণ, কায়রো ১২৭৩ হি., 'মাজমূ'-তে উদ্ধৃত, বহুল ভাষ্যকৃত (২খ., ২৭; পরিশিষ্ট ২খ., ২২); আশ-শিরওয়ানী (২খ., ১৯৪)

একাদশ শতক ঃ আল - ইসফারাইনী (২খ., ৩৮০; পরিশিষ্ট ২খ., ৫১৩)।

দ্বাদশ শতক ঃ আস-সাববান, মানজূমা (আশ-শাফিয়াতু'ল-কাফিয়া) ফী 'ইলমি'ল-'আরূদ', কায়রোয় বহুবার মুদ্রিত এবং মাজমূ'-এর সকল সংস্করণে উদ্ধৃত (২খ, ২৮৮; পরিশিষ্ট ২খ, ৩৯৯)।

যেমনভাবে প্রাচীন ভারতীয়গণ ও গ্রীকগণ নিজেরাই নিজেদের কবিতার ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছিল, তেমনভাবে প্রাচীন 'আরবগণও নিজেরাই উহা প্রবর্তন করিয়াছিল। ইসলামের এক শত বৎসর পূর্বে প্রাচীন 'আরবী কবিতা পরিচিত ছন্দে লিখিত ও আবৃত্তি করা হইত। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতেও কবিতার ছন্দে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। ক'াসীদা (দ্র.) নামে পরিচিত প্রাচীন 'আরবী কবিতাগুলি গঠনের দিক দিয়া সংক্ষেপ ও সরল। সাধারণত একটি ক'াসীদায় একই ক'াফিয়া বা অন্ত্যমিলবিশিষ্ট পঞ্চাশ হইতে এক শত বায়ত থাকে (বিরল ক্ষেত্রে শতাধিক বায়ত সম্বলিত হয়)। প্রাচীন 'আরবী কবিতায় প্রতিটি বায়ত (ব.ব. আবয়াত) সুস্পষ্ট দুইটি মিস'রা' (ব. ব. মাস'ারী') অর্থাৎ অর্ধাংশ লইয়া গঠিত। প্রথম মিস'রা'কে আস'-স'াদর ও দ্বিতীয় মিস'রা'কে আল-'আজূয বলে। হিজরী প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত বায়তের বিভক্তি কেবল এই দুই প্রধান অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। খালীল ইবন আহ'মাদ আল-ফারাহীদী প্রথম ব্যক্তি যিনি 'আরবী কবিতার অন্তর্নিহিত

ছান্দসিক গঠন আবিষ্কার করেন। তিনি কবিতার বিভিন্ন ছন্দ চিহ্নিত ও উহাদের পার্থক্য নির্ণয় করিয়া ছন্দগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখেন। তাঁহার দেয়া নামেই এই সব ছন্দ আজও পরিচিত। 'আরবী ছন্দশাস্ত্রের এইসব শ্রবণভিত্তিক খুঁটিনাটি ভাগে ভাগে সাজাইয়া লিখিতভাবে পেশ করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য কাজ ছিল।

সকল ভাষার গদ্যে শব্দ চয়ন ও শব্দ বিন্যাস করিবার দুইটি সাধারণ ভিত্তি রহিয়াছে। প্রথমত, ব্যাকরণের প্রচলিত নীতিমালা ও দ্বিতীয়ত, যতদূর সম্ভব লেখক বা বক্তার মনের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার অভিলাষ। কবিতায়ও যেইখানে ছন্দের ভূমিকাই প্রধান শব্দ চয়ন ও শব্দ বিন্যাস খুব বেশি নিয়ন্ত্রণমুক্ত নহে। কবিতার ছন্দ নিম্নলিখিত উপাদান হইতে সৃষ্টি হয়ঃ (১) পংক্তির মধ্যে সিলেবলসমূহের (Syllables) নির্দিষ্ট নিয়মানুক্রম ও (২) শ্বাসাঘাতের (accent) নিয়মিত পৌনঃপুনিকতা। গদ্যের সিলেবলের ন্যায় কবিতার ছন্দ ও সংশ্লিষ্ট ভাষার ধ্বনিবৈশিষ্ট্যের সহিত পুরাপুরিভাবে সম্পৃক্ত। ইহার সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি সিলেবলের বিস্তৃতি ও সেই শ্বাসাঘাতসমূহের সহিত যাহাদের সাহায্যে সিলেবলসমূহ উচ্চারিত হয়। প্রতিটি ভাষায় সিলেবলসমূহের এক পরিমাপযোগ্য বিস্তৃতি (Length) থাকে। কিন্তু কোন কোন ভাষায় (যেমন জার্মান ভাষাগোষ্ঠী) সিলেবলসমূহের বিস্তৃতি নির্দিষ্ট নহে। অবশ্য ঐসব ভাষায় কতিপয় নির্ধারিত সিলেবল আছে যেইগুলি সর্বদাই দীর্ঘ হয়। আবার এমনও কতগুলি আছে, যেইগুলি সর্বদা হ্রস্ব হইয়া থাকে। তবে অনেক সিলেবল এমনও আছে যাহাদের পরিমাণ নির্দিষ্ট নহে। পক্ষান্তরে এমন কিছু ভাষাও আছে (যেমন প্রাচীন গ্রীক), যাহাতে প্রতিটি সিলেবলের পরিমাণ চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট থাকে। এই সব ভাষায় গদ্যেও দীর্ঘ ও হ্রস্ব সিলেবলের পার্থক্য কড়াকড়িভাবে নিরূপণ করা হয়। এই দুইয়ের দৈর্ঘ্যের অনুপাত মোটামুটিভাবে ২ঃ১। শ্বাসাঘাতের উপাদান (element of Stress) সম্পর্কিত অবস্থাও একই রকম। অথচ প্রতিটি ভাষায় কোন কোন শব্দে এমনও সিলেবল থাকে, যাহাকে কোন না কোনভাবে অন্য সিলেবলসমূহের তুলনায় অধিক টানিয়া উচ্চারণ করা হয়; তবুও ঐ শ্বাসাঘাতের শক্তি বিভিন্ন ভাষায় পৃথক পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন, প্রাচীন গ্রীক ভাষায় সুরেলা স্বর (Musical pitch) ব্যবহার করা হয় যাহার কারণে সিলেবলসমূহের পার্থক্য এক উচ্চতর স্বরভঙ্গির (tone) মাধ্যমে হইয়া থাকে। কিন্তু জার্মান ভাষাগোষ্ঠীতে সিলেবলের পার্থক্য শ্বাস বাহির করিবার সময় সৃষ্ট শ্বাসাঘাত দ্বারা করা হয় যাহার ফলে এই সিলেবলসমূহ তুলনামূলকভাবে বেশি জোরদার হয়। সিলেবলসমূহের এই সব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রতিটি ভাষায় কবিতার ছন্দোবদ্ধ কাঠামো তৈরি করিতে হয়। যদি সিলেবলের পরিমাণ একেবারে নির্দিষ্ট হয়, তবে যেইসব দীর্ঘ ও হ্রস্ব সিলেবল দ্বারা বাহ'র (metre)-সমূহের পদ (foot- جزء) গঠিত হয় উহাদের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বায়তের ছন্দ সৃষ্টি হয় এবং 'বাহ'র'-এর ঐ পদগুলির দৈর্ঘ্য সব সময় সমান হইয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে কবিতাকে 'মাত্রিক' (quantitative) বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি অনির্ধারিত পরিমাণের শ্বাসাঘাতটুকু একমাত্র বৈশিষ্ট্য হয়, যদ্দারা নির্দিষ্ট সিলেবলসমূহকে উহার পার্শ্ববর্তী সিলেবল হইতে পৃথক করা হয়, তাহা হইলে 'বায়ত'-এর ছন্দ ও উহার 'বাহ'র'-এর কাঠামো উভয়ই শ্বাসাঘাতযুক্ত ও শ্বাসাঘাতবিহীন সিলেবলসমূহের পারস্পরিক পৌনঃপুনিকতার ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গঠিত হইবে। এইরূপ কবিতাকে আমরা শ্বাসাঘাতমূলক (accentual) বলি।

পবিত্র কু'রআনের গদ্য ও প্রাচীন কবিদের কবিতার মাধ্যমে জানা যায়, 'আরবী ভাষায় সিলেবলের পরিমাণ সুনির্ধারিত ছিল। কতিপয় ব্যাকরণ-বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ইহা ধরিয়া লওয়া যায়, 'আরবী ভাষায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ জনিত শ্বাসাঘাতও বিদ্যমান ছিল, যদিও উহা খুবই বিরলভাবে পরিলক্ষিত হইত। অতএব বাহ্যত ধরিয়া লওয়া যায়, 'আরবী কবিতায় (যেমন প্রাচীন গ্রীক কবিতায়ও) মাত্রিক ছন্দেই ছন্দের প্রকাশ ঘটিয়া থাকে, তথাপি সেই যুগে এই বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া গ্রীক ছন্দশাস্ত্রজ্ঞের তুলনায় কোন 'আরব ভাষাতাত্ত্বিকের জন্য অধিকতর কষ্টকর বিষয় ছিল। গ্রীক ছন্দশাস্ত্রবিদগণ 'সিলেবল' পরিভাষাটি গ্রহণ করিয়াছেন এবং দীর্ঘ ও হ্রস্ব সিলেবলসমূহের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা 'বায়ত'-এর ব্যাপ্তি পরিমাপ করিতে হ্রস্ব সিলেবলসমূহ মনোনীত করিয়াছেন। গ্রীকগণ একটি সাংকেতিক চিহ্নও আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যদ্দারা সেই মাত্রা ধরা যাইত যাহার সাহায্যে প্রতিটি শব্দের একটি সিলেবল পৃথক করা যাইত। পক্ষান্তরে 'আরব ভাষাতাত্ত্বিকগণের সিলেবল সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। হ্রস্ব সিলেবলের প্রয়োগ তো দূরের কথা, স্বয়ং আল-খালীলও সিলেবল ও শ্বাসাঘাত বলিতে কিছুই জানিতেন না। তবুও আমরা যাহাকে সিলেবল ও শ্বাসঘাত বলিয়া থাকি তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় তাহা উপলব্ধি করিতে পারিত। কেননা তাহার চিত্রাবলম্বী সঙ্কেতসমূহ, যেইগুলি আমরা অত্যন্ত কষ্ট করিলে বুঝিতে পারি, প্রাচীন 'আরবী কবিতার ছন্দ সম্পর্কে আমাদেরকে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেয়।

প্রথম প্রথম আল-খালীল 'আরবী লিপি বৈশিষ্ট্যকে চমৎকারভাবে কাজে লাগাইয়াছেন, যাহাতে প্রতিটি শব্দের বাহ্যিক আকৃতি দেখিয়াই উহার সিলেবলসমূহ বুঝা যায়। একটি মুতাহ'াররিক (স্বরধ্বনিবিশিষ্ট) বর্ণ (যেমন ق، ب) আমরা যাহাকে হ্রস্ব সিলেবল বলি তাহার সমার্থক এবং একটি মুতহ'াররিক বর্ণের সহিত আর একটি সাকিন (স্বরধ্বনিবিহীন) বর্ণ (যেমন قد، لو، فى) দীর্ঘ সিলেবলের সমার্থক (দ্র. পরিশিষ্ট ১ক)। মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট বানান রহিয়াছে যেইগুলি এই নিয়মের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে (উদাহরণস্বরূপ–ابن، بن–ب، ول–وال، أحر–آخر، قتتل–قتل، ذالك–ذلك)। 'আরবী লিপির এই বৈশিষ্ট্যের কারণে আল-খালীল 'আরবী ছন্দসমূহ আলোচনার ক্ষেত্রে কবিতার বাহ্যিক আকৃতিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হরফসমূহের পরিবর্তনশীল আকৃতিকে এড়াইবার জন্য সঙ্কেত চিহ্ন, যেমন সাকিন বর্ণের জন্য '।' চিহ্ন এবং মুতাহ'াররিক হ'ারফের জন্য '৹' চিহ্ন প্রবর্তন করা হইয়াছিল (উদাহরণস্বরূপ قفا نبك-০/০/০০)।

আল-হ'ারীরী ও ইবন খাল্লিকান উভয়ে বর্ণনা করেন, আল-খালীল বসরার বাজারে তামার হাঁড়ি-পাতিল বানাইবার দোকানে হাতুড়ির টুংটাং শব্দের বিভিন্ন তাল লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেইখান হইতেই তিনি একটি ছন্দবিদ্যা উদ্ভাবনের তথা প্রাচীন কবিতার মধ্যস্থিত ছন্দ নির্দেশ করিবার চিন্তা করিয়াছিলেন। এই বর্ণনায় জাহি'জের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ আল-খালীলই প্রথম ব্যক্তি যিনি বিভিন্ন ছন্দের পার্থক্য নির্ণয় করেন, তিনিই প্রথম শুধু শুনিয়া শুনিয়াই প্রাচীন কবিতার মধ্যস্থিত ছন্দোবদ্ধ পদগুলির তারতম্য চিহ্নিত করেন এবং তিনিই প্রথম ছন্দের বিশ্লেষণ করিয়া উহাকে ছন্দশাস্ত্রের বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত করেন। পরবর্তী 'আরবী ছন্দশাস্ত্রবিদগণ আল-খালীলের আবিষ্কৃত সূত্রের সহিত কিছু কিছু সংযোজন করিলেও এই সব সংযোজন তাহার মৌলিক ধারণার কোন পরিবর্তন করে

নাই, এমনকি 'আরবী কবিতার ষোলটি বাহ্'র (ছন্দ বা Metre) আজও সেই বিন্যাস পদ্ধতিতে সাজান হইয়া থাকে, যেইভাবে আল-খালীল সেইগুলিকে সাজাইয়াছিলেন। তাহার কারণ, কেবল ঐ বিন্যাস পদ্ধতিতেই এই বাহ্'রগুলিকে এক সঙ্গে পাঁচটি ছন্দবৃত্তে (দাওয়াইর, دوائر, এ.ব. দাইরা, دائرة) দেখান সম্ভব।

তাঁহার মতে ভিন্ন ভিন্ন মাপে গঠিত আটটি বিশেষ পদ দ্বারা নির্ধারিত নিয়মে বাহ্'রগুলি গঠিত হয়। 'ইলমু'ল-'আরূদ'-এর পরিভাষায় এই পদগুলিকে জুয' (جزء ব. ব. أجزاء) বলে। এই আটটি জুয' প্রতিটি আল-খালীল 'আরব ব্যাকরণশাস্ত্রবিদগণের অনুকরণে ف-ع-ل ধাতু দ্বারা গঠিত একটি স্মারণিক (memoric) শব্দের আকারে পেশ করেন। এই শব্দগুলির মধ্যে দুইটিতে فاعل ও فعولن পাঁচটি করিয়া এবং ছয়টিতে (مستفعلن، مفاعلتن، مفعولات، متفاعلن ও مفاعيلن فاعلاتن) সাতটি করিয়া বর্ণ রহিয়াছে। নিম্নবর্ণিত পাঁচটি বৃত্তে আটটি জুয' দ্বারা ষোলটি বাহ্'র গঠন করিবার নিয়ম দেখান হইল। বুঝিবার সুবিধার্থে বৃত্তগুলি খুলিয়া সরল রেখায় সাজান হইল এবং ষোলটি বাহ্'র-এর প্রতিটি নামের পার্শ্বে উহার পদবিন্যাস দেখান হইল ঃ

১ম বৃত্ত

(১) তাবীল ঃ ফা'উলুন মাফা'ঈলুন ফা'উলুন মাফা'ঈলুন (দুইবার)

(مفاعيلن) (فعولن) (مفاعيلن) (فعولن) (طويل)

(২) বাসীত' ঃ মুসতাফ'ইলুন ফা'ইলুন মুসতাফ'ইলুন ফা'ইলুন (দুইবার)

(فاعلن) (مستقعلن) (فاعلن) (مستفعلن) (بسيط)

(৩) মাদীদ : ফা'ইলাতুন ফা'ইলুন ফা'ইলাতুন ফা'ইলুন (দুইবার)

(فاعلن) (فاعلاتن) (فاعلن) (فاعلاتن) (مديد)

২য় বৃত্ত

(৪) ওয়াফির ঃ মুফা'আলাতুন মুফা'আলাতুন মুফা'আলাতুন (দুইবার)

(مفاعلتن) (مفاعلتن) (مفاعلتن) (وافر)

(৫) কামিল ঃ মুতাফা'ইলুন মুতাফা'ইলুন মুতাফা'ইলন (দুইবার)

(متفاعلن) (متفاعلن) (متفاعلن) (كامل)

৩য় বৃত্ত

(৬) হাযাজ ঃ মাফা'ইলুন মাফা'ইলুন মাফা'ঈলুন (দুইবার)

(مفاعيلن) (مفاعيلن) (مفاعيلن) (هزج)

(৭) রাজায ঃ মুসতাফ'ইলুন মুসতাফ'ইলুন মুসতাফ'ইলুন (দুইবার)

(مستفعلن) (مستفعلن) (مستفعلن) (رجز)

(৮) রামাল ঃ ফা'ইলাতুন ফা'ইলাতুন ফা'ইলাতুন (দুইবার)

(فاعلاتن) (فاعلاتن) (فاعلاتن) (رمل)

৪র্থ বৃত্ত

(৯) সারী' ঃ মুসতাফ'ইলুন মুসতাফ'ইলুন মাফ'উলাতুন (দুইবার)

(مفعولات) (مستفعلن) (مستفعلن) (سريع)

(১০) মুনসারিহ' ঃ মুসতাফ'ইলুন মাফ'উলাতুন মুসতাফ'ইলুন (দুইবার)

(مستفعلن) (مفعولات) (مستفعلن) (منسرح)

(১১) খাফীফ ঃ ফা'ইলাতুন মুসতাফ'ইলুন ফা'ইলাতুন (দুইবার)

(فاعلاتن) (مستفعلن) (فاعلاتن) (خفيف)

(১২) মুদারি'ঃ মাফা'ঈলুন ফা'ইলাতুন মাফা'ঈলুন (দুইবার)

(مفاعيلن) (فاعلاتن) (مفاعيلن) (مضارع)

(১৩) মুক'তাদ'াব ঃ মাফ'উলাতুন মুসতাফ'ইলুন মুসতাফ'ইলুন (দুইবার)

(مستفعلن) (مستفعلن) (مفعولات) (مقتضب)

(১৪) মুজতাছ্'ছ' ঃ মুসতাফ'ইলুন ফা'ইলাতুন ফা'ইলাতুন (দুইবার)

(فاعلاتن) (فاعلاتن) (مستفعلن) (مجتث)

৫ম বৃত্ত

(১৫) মুতাকারিব ঃ ফা'উলুন ফা'উলুন ফা'উলুন ফা'উলুন (দুইবার)

(فعولن) (فعولن) (فعولن) (فعولن) (متقارب)

(১৬) মুতাদারিক ঃ ফা'ইলুন ফা'ইলুন ফা'ইলুন ফা'ইলুন (দুইবার)

(فاعلن) (فاعلن) (فاعلن) (فاعلن) (متدارك)

এই পঞ্চ-বৃত্তের ক্রম এক গাণিতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহারা ছন্দগুলির স্মারণিক শব্দের বর্ণের সংখ্যাক্রমে বিন্যস্ত। প্রথম বৃত্তে রহিয়াছে তাবীল, বাসীত ও মাদীদ, এই তিনটি বাহ্'র যাহাদের 'বায়ত'-এর প্রতিটি 'মিস'রা'তে বর্ণের সংখ্যা চব্বিশ। শেষ বৃত্তে রহিয়াছে মুতাকারিব ও মুতাদারিক যাহাদের 'বায়ত'-এর প্রতিটি মিস'রা'র বর্ণের সংখ্যা বিশ। অন্যান্য বাহ্'রগুলি যাহাদের প্রতিটি মিসরায় একুশটি করিয়া বর্ণ থাকে, মধ্যবর্তী তিনটি বৃত্তে বিভক্ত। বৃত্তসমূহে অন্তর্ভুক্ত বাহ্'রগুলির এই বিন্যাসও এক আনুষ্ঠানিক বিন্যাস। একটি বাহ্'রের জুয'গুলি প্রথমত একটি বৃত্তের বৃত্তরেখার চতুর্দিক লেখা হয়। এইভাবে 'হাযাজ' বাহ্'রের তিনটি জুয' মাফা'ঈলুন (مفاعيلن), মাফা'ঈলুন (مفاعيلن), মাফা'ইলুন (مفاعيلن) ৩য় বৃত্তের বৃত্তরেখার চতুর্দিকে লিখিত রহিয়াছে। কেহ যদি একই বৃত্ত ভিন্ন স্থান হইতে শুরু করিয়া পড়িতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সে অন্য বাহ্'রের স্মারণিক শব্দসমূহ অনায়াসে লাভ করিবে। উদাহরণস্বরূপ কেহ ৩য় বৃত্তে মাফা (مفا) [যেমন হাযাজ বাহ্'র-এ] হইতে শুরু করিল না, বরং শুরু করিল 'মাফা'ঈলুন'-এর 'ঈ' (عي) হইত, তখন সে 'রাজায' বাহ্'রের ছক পাইয়া যাইবে। আবার কেহ যদি আরও অগ্রসর হইয়া 'লুন'(لن) হইতে পড়া শুরু করে, তাহা হইলে সে 'রামাল' বাহ্'রের ছক লাভ করিবে। বৃত্তের জুয'সমূহকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা এবং ইহার ফলে বিভিন্ন বাহ্'রের ছকসমূহ পর্যন্ত পৌঁছান শুধু এই কারণে সম্ভব যে,

আল-খালীল তাঁহার বৃত্তগুলিকে ইচ্ছা করিয়াই এমনভাবে গঠন করিয়াছেন যে, যেই সব স্মারণিক শব্দ প্রত্যেক বৃত্তে একত্র করা হয় সেইগুলি শুধু একই রকম হরফের মোট সংখ্যাই পেশ করে না, বরং উহারা মুতহ'াররিক ও সাকিন হরফ সংখ্যার দিক দিয়াও একটি অন্যটির অনুরূপ হইয়া থাকে, যদি উহাদেরকে একটি বিশেষ পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে লেখা হয়। বিষয়টি উপরে বর্ণিত পঞ্চবৃত্তের তালিকায় পরিষ্কারভাবে দেখা যাইতে পারে, যদি ইংরেজ বর্ণগুলিকে আরবী বর্ণে লেখা হয়। আর আমরা যদি মুতহ'াররিক ও সাকিন হরফের পরিবর্তে সেই সব সংকেত চিহ্ন ব্যবহার করি, যেইগুলি 'আরব ছন্দশাস্ত্রবিদগণ উহাদের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইলে বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে। তখন ৩য় বৃত্তের চিত্রটি হইবে নিম্নরূপ ঃ

হাযাজ ঃ /0/0/00/0/0/00/0/0/00

রাজায ঃ /00/0/0/00/0/0/00/0/0

রামাল ঃ /0/00/0/0/00/0/0/00/0

অবশিষ্ট চারিটি বৃত্তের বাহ'রগুলিতেও এইরূপ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। পাঁচটি বৃত্তে বাহ'রগুলির নিয়মতান্ত্রিক বিন্যাস করার কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা আল - খালীল নিজে কিংবা তাঁহার পরবর্তী ছন্দশাস্ত্রবিদগণের কেহই আমাদেরকে জানান নাই। তবে ইহা নিশ্চিত, স্মারণিক শব্দসমূহের মধ্যে সাকিন ও মুতাহ'াররিক হরফসমূহের এই বাহ্যিক বিন্যাস কেবল এক বাহ'র হইতে আর এক বাহ'র গঠিত হইবার প্রক্রিয়া ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য নহে।

যেই আটটি জুয' ষোলটি 'বাহ'র'-এ বিভিন্ন বিন্যাসক্রমে বারবার ব্যবহৃত হয়, ইহারাই আবার ছন্দের উপাদানসমূহে বিভক্ত হইতে পারে। তবে ইউরোপীয় ছন্দশাস্ত্রবিদগণ যাহাকে ছন্দের উপাদান বলেন, আল-খালীলের মতে এই উপাদান কিছুটা ভিন্নতর অর্থাৎ ইহা ধ্বনির অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম একক নহে, বরং 'আরবী ভাষায় ব্যবহৃত ক্ষুদ্রতম স্বতন্ত্র শব্দ। এই অনুসারে তিনি দুই জোড়া ছন্দের উপাদান নির্ণয় করিয়াছেন। ইহা তিনি এইজন্য করিয়াছেন যে, সংশ্লিষ্ট চারটি শব্দের (প্রতিটি তাহার সাকিন ও মুতাহ'াররিক বর্ণসমূহের বিশেষ বিন্যাসসহ) কোনটি অন্য তিনটি দ্বারা গঠিত হইতে পারে না, অথচ চারটি শব্দের পারস্পরিক সংমিশ্রণে আটটি জুয' গঠন করা যায়। তিনি তাঁবুর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের নামানুসারে এই দুই জোড়া উপাদানের নামকরণ করেন এবং উভয়ের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য নির্দেশ করেন ঃ

(ক) দুইটি 'সাবাব' (سبب ব, ব. اسباب 'রজ্জু') = প্রতিটি দুইটি করিয়া হরফ দ্বারা গঠিত। যেমন ঃ

১। সাবাব খাফীফ (سبب خفيف) = দুইটি বর্ণ, প্রথমটি মুতাহ'াররিক এবং দ্বিতীয়টি সাকিন। যথা ঃ قد ;

২। সাবাব ছাকীল (سبب ثقيل) = দুইটি বর্ণ, উভয়টি মুতাহ'াররিক যথা--

(খ) দুইটি ওয়াতাদ (وتد ব. ব. اوتاد = খুঁটি), প্রত্যেকটি তিনটি করিয়া বর্ণ দ্বারা গঠিত। যেমন ঃ

১। ওয়াতাদ মাজমূ' (وتد مجموع) = তিনটি বর্ণ, প্রথম দুইটি মুতাহ'াররিক এবং তৃতীয়টি সাকিন। যথা ঃ

২। ওয়াতাদ মাফরূক (وتد مفروق) = তিনটি বর্ণ, প্রথম ও তৃতীয়টি মুতাহ'াররিক এবং দ্বিতীয়টি সাকিন। যথা ঃ وقت

এইভাবে আটটি জুয'-এর প্রতিটিকে উহার ছান্দিক অংশে বিভক্ত করা যায়; যেমন– مفا/ عيـ /لـن = মাফা'ঈলুন, ওয়াতাদ মাজমূ'+সাবাব খাফীফ অথবা متـ/فا/علن = মুতা-ফা-'ইলুন, সাবাব ছাকীল-সাবাব খাফীফ+ওয়াতাদ মাজমূ' ষোলটি 'বাহ'র'-এর প্রতিটিকে এইভাবে মাত্রায় ভাগ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ ওয়াফির'-মুফা'আলাতুন মুফা'আলাতুন মুফা'আলাতুন (مفاعلتن، مفاعلتن، مفاعلتن) =ওয়াতাদ মাজমূ'+সাবাব ছাকীল+সাবাব খাফীফ, ওয়াতাদ মাজমূ'+সাবাব ছাকীল+সাবাব খাফীফ, ওয়াতাদ মাজমূ'+সাবাব ছাকীল+সাবাব খাফীফ অথবা 'সারী'-মুসতাফ'ইলুন, মুসতা'ফইলুন, মাফ'উলাতু (مفعولات، مستفعلن) সাবাব খাফীফ+সাবাব খাফীফ+ওয়াতাদ মাজমূ', সাবাব খাফীফ+সাবাব খাফীফ+ওয়াতাদ মাজমূ', সাবাব খাফীফ+সাবাব খাফীফ+ওয়াতাদ মাফরূক।

এইভাবে সকল বাহ'রকে উহাদের মৌলিক অংশসমূহে বিভক্ত করা যায়। অতএব আমরা বলিতে পারি, এই ছন্দপদ্ধতি পূর্ণাঙ্গ। তবুও একটি কথা থাকিয়া যায়, এই ষোলটি বাহ'র-এর ব্যবহার অনেক সময় ঠিক সেই আকারে দেখা যায় না, যে আকারে উহাদেরকে পঞ্চবৃত্তের মাঝে দেখান হইয়াছে, বরং প্রায় সব সময়ে উহাদের আসল আকার হইতে কিছু না কিছু এবং কোন কোন সময় অনেক বেশি ব্যতিক্রান্তরূপে পাওয়া যায়। অন্য কথায় বলিতে গেলে প্রাচীন 'আরবী কবিতায় 'মুতাহ'াররিক' ও 'সাকিন' বর্ণসমূহ বৃত্তনির্ধারিত বিন্যাস মুতাবিক পাওয়া যায় না। অতএব কবিরা যেইভাবে বাহ'রগুলি ব্যবহার করেন—উহাকে ছান্দিক আটটি অনুকরণীয় জুয'-এ বিভক্ত করা যায় না অথবা উহাদেরকে দুইটি ছান্দিক উপাদানেও বিভক্ত করা সম্ভব হয় না। কেননা মাত্রাবিভক্তি (তা'ক'তী)-এর ঐ পদ্ধতি বৃত্তসমূহের আদর্শ বাহ'রগুলিতে 'মুতাহ'াররিক' ও 'সাকিন' বর্ণসমূহের অনুক্রমের উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। বিষয়টি আমরা যেমন জানি, আল-খালীলও ইহা বেশ ভালভাবেই অবগত ছিলেন। আসলে তাঁহার বৃত্তগুলি হইল ছন্দের এক প্রকার 'উস্'ল' বা মৌলিক নিয়ম। আর বাহ'রগুলির যেইসব পরিবর্তিত রূপ কবিরা ব্যবহার করেন সেইগুলি মৌলিক নীতির কিছুটা ব্যতিক্রম রূপ বা 'ফুরূ'। ফলে ছন্দসমূহের প্রকারভেদ দেখাইবার জন্য দুইটি ভিন্ন ভিন্ন পরিভাষা প্রচলিত আছে। বৃত্তে প্রদর্শিত ছন্দের আদর্শ রূপগুলিকে বুহ'র (এ. ব. বাহ'র=সাগর) ও উহাদের ব্যতিক্রান্ত রূপসমূহকে, যেইগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন 'আরবী কবিতায় ব্যবহৃত হইয়াছে, আওযান্'শ-শি'র (Metres) বলা হয়।

ক্ষুদ্রতম পরিবর্তন হইল 'বাহ'র' (ছন্দ)-এর সংক্ষিপ্তকরণ। ইহা সহজেই ধরা পড়ে। কারণ সেই ক্ষেত্রে 'বাহ'র'-এর সব কয়টি জুয' বিদ্যমান থাকে না। সংক্ষেপণের পরিমাণ অনুসারে এই পরিবর্তন তিন রকম হইতে পারে। বায়তটি হয় ঃ

(ক) মাজযূ', যখন প্রতিটি মিস'রা' হইতে একটি করিয়া জুয' বিলুপ্ত থাকে (উদাহরণস্বরূপ হাযাজ, কামিল কিংবা রাজায বাহরে যদি জুয'-এর পৌনঃপুণিকতা তিনবারের স্থলে দুইবার করিয়া ঘটে) অথবা

(খ) মাশতূ'র যখন একটি পূর্ণ অর্ধাংশ (شطر) বিলুপ্ত থাকে (উদাহরণস্বরূপ রাজায বাহ'রকে যখন কেবল একটি শ্লোকার্ধে পরিণত করা হয়) কিংবা

(গ) মানহূক, যেসব ক্ষেত্রে বায়তকে দুর্বলতম করিয়া রাখা হয় অর্থাৎ যখন (যেমন—মুনসারিহ'তে) ছন্দের একটি শ্লোককে এক-তৃতীয়াংশে সংকুচিত করা হয়।

উপরে বর্ণিত ব্যতিক্রমগুলি কেবল বাহ্'রের বাহ্যিক আকৃতির সহিত সম্পৃক্ত ছন্দগত গঠনের সহিত নহে, যাহা কেবল মুতাহ্'াররিক ও সাকিন হরফসমূহের অনুক্রমে প্রকাশ পায়।

প্রাচীন 'আরবী কবিতায় এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় যাহাতে মুতাহ্'াররিক ও সাকিন হরফের অনুক্রম বৃত্তে নির্দেশিত অনুক্রমের ব্যতিক্রম। ঐগুলির বৈধতার জন্য কতিপয় বিশেষ নিয়ম গঠন করা হইয়াছে। এই নিয়মাবলী বৃত্তসমূহের একটি অপরিহার্য পরিশিষ্টরূপে পরিগণিত। এই নিয়মাবলী না থাকিলে এই সব পরিবর্তন একেবারে বিধিবহির্ভূত মনে হইত। ফলে উসূ্'ল (মূলনীতি)-রূপে বিবেচিত ঐ বৃত্তসমূহ তাহাদের গুরুত্ব হারাইয়া ফেলিত। 'আরবী ছন্দশাস্ত্রের প্রথমাংশ (যাহাতে পঞ্চবৃত্ত ও ষোলটি বাহ্'রের বিবরণ রহিয়াছে) অত্যন্ত চমৎকার ও নিয়মতান্ত্রিক হইলেও উহার দ্বিতীয় অংশের জটিল বিষয়াদি অনেকাংশে বিভ্রান্তিকর মনে হয়। তবে এই জটিলতা অনেকটা প্রকৃতিগত। 'সিলেবল' পরিভাষাটি আল-খালীল কিংবা তাহার পরবর্তী ছন্দশাস্ত্রবিদগণ ব্যবহার করেন নাই। অতএব আমরা কোন সাধারণ নিয়মারলী আশা করিতে পারি না (যেমন দীর্ঘ সিলেবলকে হ্রস্ব সিলেবলকে বিলুপ্ত করা ইত্যাদি সম্পর্কে)। আসলে প্রতিটি স্বতন্ত্র ব্যাপারে ছন্দশাস্ত্রবিদগণকে উল্লেখ করিতে হইয়াছে, প্রাচীন কবিতায় মুতাহ্'াররিক ও সাকিন হরফসমূহ বৃত্তে উল্লেখিত বিন্যাস পদ্ধতির তুলনায় কম-বেশি কিনা; কম-বেশি হইলে তাহা কি পরিমাণে? ইহা তাহাদেরকে প্রতিটি বাহ্'রে ও বায়তের উভয় মিস'রা-এর প্রতি পদে (foot) করিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া পৃথক পৃথকভাবে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার উদ্দেশে ঐসব বিভিন্ন পরিবর্তনের জন্য তাহাদেরকে পৃথক পৃথক পরিভাষা আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। এই বিভ্রান্তিকর তালিকা হইতে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম ও শৃংখলা সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাহার কারণ সৌভাগ্যক্রমে পরিবর্তনগুলি কেবল দুই ধরনের, যাহাদের ক্রিয়া বিভিন্ন এবং যাহারা ছত্রের বিভিন্ন অংশে পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম মিস'রা-র শেষ পদ আল-'আরূদ'-এ (العروض। ব. ব. الاعاريض) ও দ্বিতীয় মিস'রার পদ আদ-দা'রব-এ (الضرب। ব. ব. الضروب) অর্থাৎ বায়তের উভয় মিস'রা'র শেষ পদে পরিবর্তনগুলি সাধারণত পরিলক্ষিত হয়। এই দুই পরিবর্তনীয় অংশের নির্দিষ্ট পারিভাষিক নাম রহিয়াছে। অন্যান্য অংশের জন্য বিভিন্ন পারিভাষিক নামে প্রচলিত আছে এবং সম্মিলিতভাবে সেইগুলিকে আল-হ্'াশব' (الحشو। পুর) নামে আখ্যায়িত করা হয়। পরিবর্তনসমূহ 'যিহ্'াফাত (زحافات) এ. ব. যিহ্'াফ=(زحاف) ও 'ইলাল (علل, এ. ব. ইল্লা =علة) নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। 'যিহ্'াফাত' বলিতে ছোটখাট ব্যতিক্রমকে বুঝায়, যাহারা কেবল বায়তের 'হ্'াশব'' অংশে ঘটিয়া থাকে, যাহার সহিত বাহ্'রের বিশিষ্ট ছন্দ দৃঢ়ভাবে যুক্ত এবং উহাদের প্রভাবে দুর্বল 'সাবাব'-সিলেবলসমূহে পরিমাণগত ক্ষুদ্র পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। আকস্মিক পরিবর্তন হিসাবে যিহ্'াফাত-এর কোন নির্দিষ্ট বা নিয়মিত স্থান নাই, ইহারা কেবল মাঝে মাঝে শ্লোকে ঘটিয়া থাকে। অপরপক্ষে 'ইলাল (রোগসমূহ, ত্রুটিসমূহ) বায়তের উভয় মিস'রা'র শেষ পদ ('আরূদ' ও দা'রব)-এর পরিলক্ষিত হয় এবং সেইখানে অন্যান্য স্বাভাবিক পদের তুলনায় বড় রকমের পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে। উহারা শ্লোকের অন্ত্যমিলে এত দূর পর্যন্ত পরিবর্তন ঘটায় যে, অন্যান্য হা্শব' অংশসমূহ হইতে উহাদের পার্থক্য সুনির্দিষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। 'ইলাল কখনও আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয় না, বরং নিয়মিতভাবে একই স্থানে একই আকারে কবিতার সকল বায়তে সংঘটিত হয়। দুই শ্রেণীর পরিবর্তনের মধ্যে আরও একটি পার্থক্য হইল, 'যিহ্'াফাত' কেবল 'সাবাব' সিলেবলে উহার দ্বিতীয় বর্ণে সংঘটিত হয়, অথচ 'ইলাল উভয় মিস'রা'র শেষাংশের 'আওতাদ ও আসবাব-এ পরিবর্তন করে।

প্রতিটি বাহ্'রের স্বাভাবিক পদগুলি (feet) মূল হিসাবে গ্রহণ করিয়া তাহাতে যিহাফাত ও 'ইলালের নির্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রয়োগ করিয়া সেই পদগুলির সন্ধান পাওয়া যায় যাহা প্রকৃতপক্ষে কা'সীদাসমূহে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন করিয়া স্বাভাবিক পদগুলিকে তাহাদের আটটি স্মারণিক শব্দ (যথা ফা'উলুন, মাফা'ঈলুন ইত্যাদি)-এর মাধ্যমে দেখান হয়, যাহাদের সাহায্যে তাহাদের 'মুতাহ্'াররিক' ও 'সাকিন' হরফগুলির নির্দিষ্ট বিন্যাস প্রকাশ পাইয়া থাকে, ঠিক তদ্রূপ কতিপয় স্মারণিক শব্দ যেই সব পদ প্রকাশ করিবার জন্যও রহিয়াছে যাহাতে যিহ্'াফাত ও 'ইলালের কারণে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে এবং উহাদের মাধ্যমে হরফগুলির পরিবর্তিত বিন্যাসও জানা যায়। যেমন মুসতাফ'ইলুন (مستفعلن)-এর 'সীন' বিলুপ্ত হইলে বাকি থাকে মুতাফ'ইলুন (متفعلن), এই নূতন রূপটি 'আরবীতে ভাষাগতভাবে গ্রহণীয় নয়। কিন্তু হরফগুলির ঐ বিন্যাসকেই (অর্থাৎ দীর্ঘ ও হ্রস্ব সিলেবলসমূহের ঐ বিন্যাসকে) এমন একটি শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়, যাহা ভাষাগতভাবে গ্রহণীয়। যেমন এই ক্ষেত্রে মাফা'ইলুন (مفاعلن) দ্বারা। উসূল বা মূল রূপসমূহ হইতে পৃথক করিবার জন্য পরিবর্তনগ্রস্ত এই রূপগুলিকে ফুরূ' বা শাখারূপসমূহ বলা হইয়া থাকে। নিম্নে বর্ণিত উদাহরণসমূহে শাখারূপগুলি যদি উহার মূল রূপ হইতে ভিন্নতর হয়, বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হইবে। এখানে যিহ্'াফাত ও 'ইলালের বিস্তারিত তালিকা পেশ করিবার অবকাশ নাই (বিশদ আলোচনার জন্য 'ইলমুল'- 'আরূদ সম্পর্কে স্বতন্ত্র 'আরবী বই দেখুন) তবুও তৃতীয় বিবরণ উপস্থাপনার জন্য এবং 'আরবী ছন্দশাস্ত্রের এই বিশেষ অংশটি যে কতখানি স্বাতন্ত্র্যসূচক ও জটিল তাহা দেখাইবার উদ্দেশে কতিপয় নমুনা পেশ করা যাইতেছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, কোন বায়তে যখন 'সাবাব' তাহার আসল রূপে থাকে না এবং উহার দ্বিতীয় বর্ণে কোন পরিবর্তন ঘটে তখনই যিহ্'াফাত পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এইরূপ সকল ক্ষেত্রেই কেবল যিহ্'াফ বলিয়া দেওয়া ঠিক নহে। কেননা ইহাতে সংশয়ের সৃষ্টি হইতে পারে। যিহ্'াফ সঠিকভাবে বর্ণনা করিতে হইলে জুয'-এর কোন্ বর্ণটি পরিবর্তনগ্রস্ত এবং বর্ণটি কি মুতাহ্'াররিক না সাকিন তাহা সঠিকভাবে বলিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ আট প্রকার যিহাফ মুফরাদকে দুইভাগে ভাগ করা যায় এই দৃষ্টিকোণ হইতে যে, 'সাবাব খাফীফ' পরিবর্তনগ্রস্ত হইল, না 'সাবাব ছ্'াকীল'। ইহা সত্ত্বেও আট প্রকার যিহ্'াফকে ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক নামেও অভিহিত করিতে হইবে। (১) কোন জুয'-এর দ্বিতীয় বর্ণ বিলুপ্ত হইলে তাহাকে খাবন (خبن) বলা হয়। যথা ঃ م{سـ}تفعلن-এর س [= مفاعلن] অথবা فـ{ا}علن -এর ا [=فعلن]। চতুর্থ অক্ষর বিলুপ্ত হইলে তাহাকে ত্'ায়য় (طى) বলা হয়। যথা- مستـ{ف}علن -এর ف [= مستعلن = مفتعلن]। পঞ্চম ব্যঞ্জনবর্ণ বিলুপ্ত হইলে তাহাকে ক্'াবদ (قبض) বলা হয়। যথা فعولـ{ن} -এর 'ن' কিংবা مفاعـ{يـ}لن-এর ى। সপ্তম বর্ণ বিলুপ্ত থাকিলে তাহাকে কাফফ (كف) বলা হয়। যথা فاعلاتـ{ن}-এর ن (২) 'সাবাব ছ্'াকীল-এ দ্বিতীয় বর্ণের শুধু স্বরচিহ্ন (হ্'ারাকাত) বিলুপ্ত হইলে তাহা ইদ্'মার (اضمار) হইবে, যদি مـ{ت}فاعلن -এ ت-এর

ফাতহা বিলুপ্ত হয় [مستفعلن = فتفاعلن] তবে 'আস'ব (عصب) হইবে, যদি مفاعـ[لـ]تن এ ل-এর ফাতহা' বিলুপ্ত হয় [= مفاعيلن مفاعلتن]। আবার স্বরচিহ্নসহ এই দ্বিতীয় বর্ণ বিলুপ্ত হইলে তখন ইহাকে ওয়াক'স' (وقص) বলা হয় যদি مـ[تـ]فاعلن -এর ت বিলুপ্ত হয় [=مفاعلن] এবং 'আক'ল (عقل) বলা হয় যদি مفاعـ[لـ]تن -এর ل বলুপ্ত হয় [=مفاعلن]।

যিহ'াফাত 'সাবাব'-এর বর্ণ কমাইয়া দেয়, আর 'ইলাল (যাহার কারণে উভয় মিস'রা'র শেষ জুয' পরিবর্তিত হয়) দুইভাবে হইয়া থাকে। কখনও বৃদ্ধির (যিয়াদা) কারণে, আবার কখনও ঘাটতির (নাক'স') কারণে। (১) উদাহরণস্বরূপ, তায'ঈল' 'ওয়াতাদ মাজমূ'-এর সহিত একটি সাকিন বর্ণ যোগ করে (যেমন مستفعلن হইতে مستفعلان) এবং 'তারফীল' উহার সহিত একটি সাবাব খাফীফ যোগ করে (যেমন متفاعلن হইতে متفاعلاتن)। (২) অন্যদিকে 'হ'াযাফ'-এর অর্থ (জুয'-এর শেষ হইতে)। একটি সাবাব খাফীফের বিলুপ্তি (যেমন مفاعيلن হইতে فعولن কিংবা فعولن হইতে فعل), আর 'ক'াত'ফ (قطف)-এর অর্থ একটি সাবাব খাফীফ ও উহার পূর্ববর্তী বর্ণের স্বরচিহ্নের বিলুপ্তি (যেমন ঃ مفاعلتن হইতে فعولن) এবং 'হ'াযায (حذذ)-এর অর্থ একটি ওয়াতাদ মাজমূ'র বিলুপ্তি (যথা متفاعلن হইতে فعلن)।

এই সকল উদাহরণ হইতে 'আরূদে'র ক্লাসিক্যাল পদ্ধতির জটিলতার একটি মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। তবে এই একই জুয'-এ যখন দুইটি পরিবর্তন একই সময়ে দেখা যায় তখন এবং অন্যান্য কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে আরও জটিলতার পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সুতরাং আটটি মূল জুয হইতে কমপক্ষে সাঁইত্রিশটি শাখা জুয' সৃষ্টি হইতে পারে, সেইগুলি সবই প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন কবিতায় পাওয়া যায়। যেসব জুয'-এ 'ইলালের কারণে পরিবর্তন সাধিত হয়, উহা দুই কারণে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত উহারা দুর্বলতর যিহ'াফাত-এর তুলনায় মূল জুয'গুলিতে বৃহত্তর সংযোজন কিংবা বিয়োজন সৃষ্টি করে এবং দ্বিতীয়ত উহারা ভিন্ন ভিন্ন ছন্দগত বৈষম্য সৃষ্টি করে, যাহা গোটা কবিতায় ক্রমাগত ব্যবহৃত হয়। বায়তগুলির সমাপ্তি অংশে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দরূপ ব্যবহারের ফলে সকল মূল বাহরের অধীনে আবার বহু সংখ্যক শাখা-বাহ'র পরিলক্ষিত হয় এবং যেহেতু দ'ারব অর্থাৎ দ্বিতীয় মিস'রা'র শেষ জুয' (গোটা বায়তের শেষাংশ হওয়ার কারণে) 'আরূদ' (প্রথম মিসরার শেষ জুয')-এর তুলনায় এই সব পরিবর্তনের অধিক শিকার হইয়া থাকে। সেইজন্য বাহ'রের সম্ভাব্য ছন্দগুলির নাম রাখা হয় উহাদের বিভিন্ন 'দারব' অনুসারে। যেমন তা'বীল (طويل) বাহ'রের 'আরূদ' মাত্র একটি। তাহার অর্থ, এই বাহ'রে বায়তের প্রথম মিস'রা'র জুয' সর্বদা একই রকম অর্থাৎ (কাবদ-এর দরুন সংক্ষিপ্ত) مفاعلن আকারে থাকে। কিন্তু উহার দ'ারব তিনটি অর্থাৎ এই বাহ'র বায়তের সমাপ্তি অংশের স্বাভাবিক রূপ ছাড়াও উহার দ'ারবের আরও দুইটি রূপ রহিয়াছে। অতএব مفاعيلن، مفاعلن কিংবা فعولن এই তিন রকম 'দ'ারব'-এর ভিত্তিতে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তা'বীল নামে এই বাহ'রের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। একই কথা অন্যান্য বাহ'রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নয় ভাগে বিভক্ত কামিল (كامل) বাহ'র-এর দ'ারব সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশি। ষোলটি বাহ'রের সম্ভাব্য মোট 'আরূদ' সংখ্যা ছত্রিশ এবং দ'ারব সংখ্যা সাতষট্টি, অন্য কথায় প্রাচীন ষোলটি বাহ'রকে কবিরা মোট সাতষট্টিটি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। এই সংখ্যা বায়তের হ'াশব' অংশের অন্যান্য জুয'গুলিতে সংঘটিত বিক্ষিপ্ত যিহ'াফাতের হিসাব ছাড়াই কেবল সমাপ্তি অংশে সংঘটিত 'ইলাল ঘটিত পরিবর্তনগুলির হিসাব অনুযায়ী নিরূপিত।

আমরা যদি 'আরব ছন্দশাস্ত্রবিদগণের মত গ্রহণ করিয়া তাহাদের পঁচাশ পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করি, তাহা হইলে অনায়াসে প্রাচীন 'আরবী কবিতায় ব্যবহৃত সকল বাহ'রের মাত্রা বিভাগ (তাক'তী') করিতে পারি এবং ইহাতে 'ইল্‌মু'ল-'আরূদে'র বিস্তারিত নিয়মাবলীও সম্পূর্ণ হইবে। এতদ্‌সত্ত্বেও ইউরোপের প্রাচ্যবিদগণ কখনও অবাধে 'আরব ছন্দশাস্ত্রবিদদের উপর নির্ভর করেন নাই। কেননা তাহাদের পদ্ধতির এই জটিল কাঠামোর অভ্যন্তরীণ কারণ এই প্রাচ্যবিদগণের বোধগম্য হয় নাই। বৃত্ত গঠন করিবার কি কারণ ছিল এবং কতকগুলি জটিল পদ্ধতির অনুমোদিত পরিবর্তনের মাধ্যম ছাড়া যখন বাহ'রের প্রকৃত রূপগুলি পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়, তখন আদর্শ বাহ'রগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশ করিবারই কি প্রয়োজন ছিল? প্রাচ্যবিদদের এই প্রশ্নের সহিত যোগ করিয়া আমরা এই অভিযোগও করিতে পারি, ছন্দের যে ধারণা 'আরব ছন্দশাস্ত্রবিদগণের নিকট ছিল এবং যে পদ্ধতিতে তাহারা ধ্বনি ও ছন্দের বিভিন্ন নমুনার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, আমাদের নিকট তাহা একেবারেই অপরিচিত। তাহারা কেবল বায়তের শব্দসমূহের বর্ণে সংঘটিত বিভিন্ন পরিবর্তন অনুসারে বাহ্যিকভাবে ছন্দ সংক্রান্ত বিষয়াদি বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা সংশ্লিষ্ট ভাষার সিলেবলসমূহের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়া বিভিন্ন ভাষায় রচিত বায়তের পরিবর্তনশীল ছন্দরূপ বিশ্লেষণ করিতে অভ্যস্ত। প্রাচীন 'আরবী কবিতায় সিলেবলসমূহের বিস্তৃতি অথবা চাপ সম্পর্কে আমরা আরবী ছন্দ পদ্ধতিতে কোন সরাসরি বিবরণ দেখিতে পাই না (দ্র. পরিশিষ্ট ১.৮)। মনে হয় 'আরবী ছন্দের প্রকৃত উপাদান সম্পর্কে আরব ছন্দশাস্ত্রবিদগণের নিকট হইতে আমরা কিছুই জানিত পারি না অর্থাৎ এই বিষয়ে কিছুই জানা যায় না যে, প্রাচীন আরবী কবিতায় নির্দিষ্ট ছন্দসমূহের সূচনা কিভাবে হইয়াছিল, প্রাচীন গ্রীক ভাষার ন্যায় আরবীতেও কি ছন্দ কেবল দীর্ঘ ও হ্রস্ব সিলেব্‌লের পারস্পরিক সমন্বয়ের কারণে শুধু মাত্রাভিত্তিকভাবে সৃষ্টি হয়, না জোর দানের উপাদানও 'আরবী কবিতার ছন্দ নির্ণয়ে ক্রিয়াশীল? এইজন্য প্রাচ্যবিদগণ সাধারণভাবে 'আরব ছন্দশাস্ত্রবিদগণের পদ্ধতি গ্রহণ না করিয়া কেবল তাঁহাদের ব্যবহৃত পরিভাষাগুলি প্রাচীন 'আরবী কবিতার ব্যাখ্যাসমূহ বুঝিবার প্রয়োজনে সীমিতভাবে ব্যবহার করিতে আগ্রহী।

পূর্বেও বলা হইয়াছে, সিলেব্‌লসমূহের পরিমাণ প্রাচীন 'আরবী ভাষায় সম্পূর্ণভাবে অপরিবর্তনীয় এবং এই কারণে ধরিয়া লওয়া যায়, 'আরবদের কবিতায় ছন্দ কোন প্রকার মাত্রিক (Quantitative) ছন্দবিজ্ঞানে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল। 'আরবী ছন্দশাস্ত্রের প্রায় সব পারদর্শী পণ্ডিতই এই মৌলিক সত্যটি মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সিলেবলের পরিমাণ ব্যতীত আরও কোন উপাদান প্রাচীন 'আরবী কবিতার ছন্দ গঠনে সক্রিয় ছিল কিনা এবং থাকিলে তাহার পরিমাণ কতটুকু, এই প্রশ্নে কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তেমনি দীর্ঘ ও হ্রস্ব সিলেব্‌ল গঠন ও উহাদের দ্বারা বাহারের জুয' তৈরি করিয়া সেই সব জুয' দ্বারা বিভিন্ন বাহারের গঠন পদ্ধতির প্রশ্নেও ভিন্ন ভিন্ন মত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও একটি বিশেষ জটিল প্রশ্ন রহিয়াছে, বায়তগুলির ছন্দ কি (প্রাচীন গ্রীকের ন্যায়) কেবল ভিন্ন ভিন্ন জুয'-এ দীর্ঘ ও হ্রস্ব সিলেব্‌লসমূহের এক মাত্রিক নমুনায় প্রকাশ পাইত, না একটি ছন্দঘাত

(ictus)-ও থাকিত যাহা নিয়মিতভাবে পুনঃপুনঃ আসিয়া বায়তের কতিপয় সিলেবল-এ চাপ প্রদান করিত?

Heinrich Ewald 'আরূদের মত উপেক্ষা করিয়া প্রাচীন 'আরবী ছন্দবিদ্যার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ এক নূতন মত পেশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার যুক্তি এইভাবে শুরু করিয়াছেন, 'আরবী কবিতার ছন্দ কেবল সিলেব্‌লসমূহের পরিমাণ হইতেই সৃষ্টি হয় নাই, বরং কতিপয় সিলেব্‌লের উপর স্পষ্ট শ্বাসাঘাতের (Stress) উপস্থিতি হইতেও ইহা সৃষ্টি হইয়াছে (rhythmum constat aequabili arseos et theseos vicissitudine contineri)। শুরুতে (অর্থাৎ ১৮২৫ খৃ.) তিনি শুধু (হ্রস্ব ও দীর্ঘ সিলেবলসমূহের পৌনঃপুণিকতায় সৃষ্ট) দ্বিমাত্রিক (iambic) ছন্দসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার দ্বিতীয় উপস্থাপনায় (১৮৩৩ খৃ.) পাঁচ শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ চিহ্নিত করিয়াছেন ঃ genus iambicum, genus antispasticum, genus amphibrachicum, genus anapaesticum, genus ionicum. এই শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত হইয়া যায়। কারণ W. Wright ইহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার Grammar of the Arabic Language গ্রন্থের (৩য় সং., ১৮৯৮ খৃ., ২খ., ৩৬১ প.) শেষভাগে ছাপাইয়া দিয়াছেন, অথচ Ewald সিলেব্‌লসমূহের পরিমাণ সম্পর্কিত নিরাপদ ভিত্তির উপর তাঁহার মত শুরু করিতে পারিতেন এবং যেইখানে দ্বিতীয় ছন্দোপাদান শ্বাসাঘাতের সম্পর্ক, সেইখানেই কেবল তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ সেই সব কল্পনা-পরিগ্রহের ভিত্তিতে হইতে পারিত, যেইখানে তিনি গ্রীক ছন্দসমূহ ও উহাদের অধীন দীর্ঘ ও হ্রস্ব সিলেব্‌লসমূহের ধারাবাহিকতার কাঠামোর সহিত 'আরবী কবিতার কাঠামো তুলনা করিবার পর উপনীত হইয়াছিলেন। তাহার সিদ্ধান্তসমূহ কেবল অপ্রমাণযোগ্যই নহে, অগ্রহণযোগ্যও বটে। কেননা এইরূপ এক কল্পনা-পরিগ্রহ হইতে উহাদের সূচনা যে, 'আরবী ও গ্রীক বাহারসমূহে একই রকম ছন্দ বিদ্যমান, অথচ এই কথার সমর্থনে কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই। তাহা ছাড়া এই বাস্তবতার প্রতিও লক্ষ্য করা হয় নাই, ছন্দাঘাতের উপস্থিতিটাই প্রাচীন গ্রীক কাব্যে একটি বিতর্কের বিষয়। এই কারণে পরবর্তী পণ্ডিতগণ যাঁহারা Ewald-এর ন্যায় একই অথবা অনুরূপ কল্পনা-পরিগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, Ewald-এর সহিত এবং নিজেরা একে অন্যের সহিত এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিতে মতভেদ পোষণ করিয়া থাকেন যে, বাহ্‌রের জুয'-গুলিকে কিভাবে ভাগ করা হইবে এবং কতিপয় সিলেবলে চাপ প্রয়োগ করা হইবে কিনা (হইলে কোন্‌গুলিতে)।

Stanislas Guyard 'আরবী ছন্দশাস্ত্রের মৌলিক উপাদান সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ ও হ্রস্ব সিলেব্‌লগুলিকে ২ ঃ ১-এর অনুপাতে চিহ্নিত করিবার পরিবর্তে সঙ্গীতের একটি তাল (beat) ব্যবহার করিতে মনস্থ করিয়াছেন, যদ্দারা প্রতিটি সিলেব্‌লের সঠিক সময় পরিমাপ করা যায় এবং উহাকে এক সঙ্গীত চিহ্ন (note) দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায়। তিনি বাহ্‌র ও তাহাদের জুয'সমূহের সেই শ্রেণীবিভাগ, যাহা স্মরণিকা 'আরবী শব্দসমূহের আকারে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে, গ্রহণ করিয়াছেন এবং সঙ্গীতের পরিমাপ অনুযায়ী এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, একটি জোরের তাল (temps fort) ও একটি হালকা তাল (temps faible) ২ ঃ ১ এই অনুপাতে। প্রতিবারেই একটি অন্যটির পর আসিতে হইবে। আপাত অসামঞ্জস্যগুলির কারণ ব্যাখ্যার জন্য তিনি হয় জোরের তালকে দুর্বল বলিয়াছেন কিংবা হালকা তালের কাজ করিবার জন্য একটি বিরতিচিহ্ন (Silence) সন্নিবেশ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি উহাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নাই যে, ইহা হালকা তালের কাজ করে। অন্য পরিবর্তনসমূহ ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রতিটি 'আরবী জুয'-এ একটি দ্বৈত ছন্দাঘাত (ictus) ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। আর মাফ'উলাতু (مفعولات) জুয'টিকে তিনি কাল্পনিক আখ্যা দিয়া বাতিল করিয়া দেন (দেখুন পরিশিষ্ট ১.ঝ)। কেননা ইহা তাঁহার মতবাদের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। এইভাবে তিনি দাবি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, সকল পরিবর্তনসহ ষোলটি বাহ্‌'র তাঁহার পরিগৃহীত সঙ্গীত-ছন্দের সহিত পুরাপুরি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। কিন্তু আসলে তিনি 'আরবী কবিতার ছন্দকাঠামোর মৌল উপাদান ব্যাখ্যার অনেক দূরে থাকিয়া উহাকে সঙ্গীত-পরিভাষার একটি ক্রমধারায় পুনর্বিন্যস্ত করিয়াছেন মাত্র।

Martin Hartmann বিভিন্ন বাহ্‌'রের বিকাশ ও উহাদের একটি হইতে অন্যটির সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন, 'আরবী ছন্দশাস্ত্রের প্রকৃত মূল বস্তুর প্রতি নয়। অতএব Ewald-এর সহিত তাঁহার কোন বিতর্ক নাই, যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে, উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে। কেননা এই পর্যন্ত তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদ্দারা বুঝা যায়, 'আরবরা তাহাদের কবিতায় কখনও মাত্রিক বৈশিষ্ট্যের (Quantitative distinctions) কথা ভাবিয়াছে। যদিও Hartmann নিজে কখনও প্রকাশ্যভাবে এই কথা বলেন নাই, তথাপি দাবি করা হইয়াছে, তাঁহার মতে প্রাচীন 'আরবী কবিতা ছিল প্রকৃতিগতভাবে স্বরসংঘাতমূলক (accentual)। অন্যদিকে তাঁহার এই দাবিও সত্য যে, প্রধান শ্বাসাঘাতসহ সিলেবল সর্বদা এক অপরিবর্তনীয় দৈর্ঘ্যের হইতে হইবে এবং ইহার পূর্ববর্তী হ্রস্ব সিলেব্‌লও অনুরূপভাবে অপরিবর্তনীয় দৈর্ঘ্যের হইবে। বাহ্‌'রগুলির উদ্ভব সম্পর্কে তিনি ধারণা করিতেন, এইগুলি নিয়মিতভাবে বারবার ধ্বনিত উষ্ট্রের পদাঘাতজনিত শব্দের ছন্দোবদ্ধ অনুকৃতি (দেখুন পরিশিষ্ট ১, টি)। যেহেতু উট তাহার দুই পা একত্রে সম্মুখে বাড়াইয়া দেয়, তাই তিনি মনে করেন, যেই বাহ্‌'রটিতে একটি জোরবিশিষ্ট (accented) এবং আর একটি জোরবিহীন (unaccented) সিলেবল একটির পর একটি আসে সেইটিই মূল বাহ্‌'র। স্থির অবস্থা হইতে উট যখন যাত্রা করিবে, তখন তাহার প্রথম পদক্ষেপ হইতে কিংবা মধ্যের কোন পদক্ষেপ হইতে শুরু করিবার ভিত্তিতে যথাক্রমে হাযায (ب - ب -) অথবা রাজায (ب - ب -) বাহ্‌'র পাওয়া যাইবে। দুইটির মধ্যে পার্থক্য এই, প্রথমটির ক্ষেত্রে চাপ (stress) প্রথম অংশে এবং অন্যটির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অংশে। তাহার মতে এই দুই মূল বাহ্‌'র হইতেই উভয় ক্ষেত্রে উভয় পদক্ষেপ অর্থাৎ উভয় চাপবিশিষ্ট সিলেবল-এর মধ্যে একটির পরিবর্তে দুইটি করিয়া চাপবিহীন সিলেবল সন্নিবেশিত হইয়া মুতাকারিব ও মুতাদারিক বাহ্‌'র দুইটির সৃষ্টি হইয়াছে। এইভাবে চাপবিশিষ্ট সিলেবল দুইটির মধ্যে দুইটি চাপবিহীন সিলেবল এবং একটি চাপবিহীন সিলেবল প্রবিষ্ট হইয়া যথাক্রমে ওয়াফির ও কামিল বাহ্‌'র দুইটির সৃষ্টি হইয়াছে। অনুরূপভাবে বাসীত' [– – ب –(–)– ب –] এবং তাবীল [ب – ب –(–)– ب – – –] বাহ্‌'রদ্বয়কে তিনি যথা ক্রমে 'রাজায' ও 'হাযাজ'-এর বিকৃত রূপ বলিয়া মনে করেন। Diiamd (ডবল imb) হইতে অন্য বাহ্‌'রগুলির উৎপত্তি নির্ণয় করিতে তাহাকে বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কারণ সেই ক্ষেত্রে চাপবিশিষ্ট ও

চাপবিহীন সিলেবলগুলির একটির পর একটি আসিবার ব্যবস্থা নাই, বরং দুইটি চাপবিশিষ্ট সিলেবল এক সঙ্গে আসিতে হইবে। Hartmann-এর বিশ্লেষণসমূহ সাধারণভাবে 'আরবী কবিতার উদ্ভব, বিশেষভাবে একটি মূল বাহ'র হইতে অন্যান্য বাহ'রের উৎপত্তি সম্পর্কিত কল্পনা পরিগ্রহের ভিত্তিতে প্রদত্ত এবং যেহেতু তিনি কোন সিদ্ধান্তমূলক প্রমাণ পেশ করেন নাই তাহার যুক্তিগুলি গ্রহণযোগ্য নহে। ইহার আরও কারণ এই যে, উল্লিখিত বিশ্লেষণে তাহার এই বিশ্বাসই প্রতীয়মান হয়, ছান্দস ঘটনাগুলি যথেচ্ছভাবে সিলেবল অন্তর্ভুক্ত করিয়া কিংবা বাদ দিয়া অথবা একটি অতিরিক্ত তাল (anacrusis) কিংবা একটি অতিরিক্ত বিরতিচিহ্ন (pause) পরিগ্রহ করিয়া ছন্দসমূহ বিশ্লেষণ করা যায়। Hartmann নিজেই স্বীকার করেন, ষোলটি বাহ'রে পরিলক্ষিত বিশেষ প্রক্রিয়াগুলি (combinations) 'আরবরা কি কারণে গ্রহণ করিয়াছিল, তিনি তাহা দেখাইতে অক্ষম।

Gustav Hoenchr-ও 'আরবী ছন্দশাস্ত্রের উৎপত্তি ও একটি অন্যটি হইতে বাহ'রগুলির সৃষ্টি সম্পর্কে একটি সূত্র পেশ করিয়াছেন। সরলতম ও ঐতিহ্যের দিক হইতে প্রাচীনতম বাহ'র 'রাজায' ছন্দোবদ্ধ গদ্য সাজ' (سجع) হইতে 'সিলেব্ল'-এর সংখ্যা ও পরিমাণ বিন্যাসের মাধ্যমে সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে একটি উর্ধ্বগামী ছন্দ আছে এবং উহার দুইটি অংশ এক সূত্রে আবদ্ধ। তাঁহার মতে অন্যান্য সকল বাহ'র 'রাজায' হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, প্রথমে সারী', কামিল ও হাযাজ, অতঃপর বর্ণ বিলুপ্তি দ্বারা সংক্ষিপ্ত বিভিন্ন আকারের মাধ্যমে ওয়াফির, বাসীত', ত'াবীল ও মুতাক'ারিব। এই মতবাদের বিরুদ্ধেও সেই সব আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, যাহা Hartmann-এর উৎপত্তি নির্ণয় মতবাদের ক্ষেত্রে উত্থাপিত হইয়াছিল। Hoelscher নিজেও স্বীকার করেন, 'রাজায' বাহ'র হইতে খাফীফ ও মুনসারিহ' বাহ'র দুইটির উদ্ভব সম্ভব নহে এবং Diiambic বাহ'রগুলি ব্যতীত তিনি নিম্নগামী ছন্দের ditrochaic (ডবল trochaic) বাহ'রগুলিরও একটি তালিকা পেশ করেন। তাহা ছাড়া Hoelscher ছন্দের সেই সব মৌলিক উপাদান লইয়াও বিস্তারিত আলোচনা করেন, যেইগুলি সকল বাহ'রের মূল নির্দেশ করিয়া থাকে। তিনি বলেন, ছন্দের সরলতা, সমষ্টি 'তাল' অথবা 'পদ' (foot)-এর "নির্দিষ্ট অনুপাতের সময় রহিয়াছে" এবং উহা "নিয়মিতভাবে লঘু হইতে গুরুতে পরিবর্তিত হয়"। কিন্তু তিনি এই দুইটি বিষয়ের আর কোন বিস্তারিত বিবরণ দেন নাই। তাঁহার মতে সিলেবল-এর পরিমাণ যাহাই হউক, উহার সময় মূল্য সর্বদা একটিমাত্র 'গণনার একক' এবং যেই আইনানুযায়ী একটি দীর্ঘ সিলেবল একটি হ্রস্ব সিলেবল-এর দ্বিগুণ, 'আরবী কবিতায় সেই আইন প্রযোজ্য নয়। অনুরূপভাবে তিনি শ্বাসাঘাতের (ictus) উপস্থিতিও স্বীকার করেন এবং বলেন, একটি 'bar'-এ গতিশীলভাবে সম্পৃক্ত দুইটি অংশ থাকে (যাহার দ্বিতীয়টি সর্বদা অধিকতর ভারি হইয়া থাকে)। একই সঙ্গে তিনি এই দাবিও করেন, অধিকতর শক্তিশালী শ্বাসাঘাতটি মুক্ত হইবার কারণে দুইটি চাপের কোনটির সঙ্গেই সংযুক্ত হয় না।

Hoelscher-হইতে ভিন্ন মত পোষণ করিয়া Alfred Bloch দীর্ঘ ও হ্রস্ব সিলেবলসমূহের মধ্যে বিদ্যমান স্পষ্ট পার্থক্যের উপর জোর দেন। তাঁহার প্রাচীন 'আরবী গদ্যের নমুনাগুলির বিস্তারিত অধ্যয়ন ও বিভিন্ন বাহ'রে ইহার খাপ খাইবার সুবিধা তাঁহাকে এই সিদ্ধান্ত উপনীত করিয়াছে যে, অন্যান্য ভাষার তুলনায় প্রাচীন 'আরবী প্রকৃতপক্ষে আদর্শ ধ্বনি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল, যেই কারণে ইহা ভাষামাত্রিক ছন্দসমূহের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হইয়াছিল। অধিকন্তু তিনি পরিমাণকে বায়তের ছন্দ গঠনকারী একক উপাদান মনে করেন এবং Rudolf Geyer-এর অনুসরণ শ্বাসাঘাতের ধারণা খণ্ডন করেন।

'আরবী ছন্দ বিজ্ঞানের মূল সম্বন্ধে এই ধরনের বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী মত সৃষ্টির কারণ, প্রাচীন 'আরবী কবিতা আবৃত্তির কোন রেকর্ড আমাদের কাছে নাই এবং 'আরব ছান্দসিকদের বিভিন্ন জটিল ব্যাখ্যা এতই বিরক্তিকর ছিল যে, সেইগুলিকে পুরাপুরিভাবে অবহেলা করাই যুক্তিযুক্ত মনে হইত। তাই বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিষয়টিকে ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়াছেন (সঙ্গীতের সাদৃশ্য কিংবা অন্যান্য লোকের কবিতার সহিত তুলনা ইত্যাদি)। যাহা হউক, আরব ছান্দসিকদের শিক্ষা বিনা সমালোচনায় গ্রহণ কিংবা সরাসরি বর্জন কোনটাই আসলে ঠিক নহে। নিঃসন্দেহে আল-খালীলের ন্যায় বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক যাহার মৌলিক অবদানসমূহ একজন ধ্বনিবিজ্ঞানী, ব্যাকরণবিদ ও অভিধান-রচয়িতা হিসাবে আজও স্বীকৃত— পঞ্চবৃত্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট জটিল ছন্দপদ্ধতি কেবল তামাশার জন্য গঠন করেন নাই। নিশ্চিতভাবে ধারণা করা যায়, তিনি ইহা দ্বারা এমন কতিপয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন যাহা তিনি প্রাচীন 'আরবী কবিতা শুনিবার সময়ে লাভ করিয়াছিলেন। এই ধারণা হইতে শুরু করিয়া অত্র নিবন্ধের রচয়িতা (G. Weil) আল-খালীলের ছন্দ পদ্ধতির সারাংশ বিশ্লেষণ করেন, যাহাতে বৃত্ত-সূত্রের প্রকৃত মর্মস্থলে পৌছান যায়। নিম্নে এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল পেশ করা হইল, যদ্দারা প্রাচীন 'আরবী ছন্দশাস্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিষ্কারভাবে জানা যাইবে ঃ

(ক) আল-খালীল ইচ্ছাপূর্বক বাহ'রসমূহের জুয'গুলিকে বৃত্তের মাঝে একটি আরেকটির সহিত এমন সম্পর্কে বিন্যাস করিয়াছেন যাহাতে সকল মুতাহাররিক ও সাকিন ব্যঞ্জনবর্ণের (অর্থাৎ সকল দীর্ঘ ও হ্রস্ব সিলেবল) পরস্পরের সহিত মিল থাকে। এইভাবে সিলেবলসমূহের দৈর্ঘ্য অঙ্কিত চিত্রে দেখান হইয়াছে এবং তাহাকে দৈর্ঘ্যের জন্য কোন পরিভাষা ব্যবহার করিতে হয় নাই। যেহেতু 'আরবী ভাষা নিজেই সিলেবলসমূহের পরিমাণ প্রতিবিম্বিত করে, তাই আল-খালীল যদি কেবল জুয'সমূহে 'সিলেবলস'-এর দৈর্ঘ্য সম্পর্কেই বিবরণ দিতে চাহিতেন, সেই ক্ষেত্রে তাঁহার বৃত্ত গঠনের কোন প্রয়োজন ছিল না। অতএব প্রথম হইতেই ধরিয়া লইতে হইবে যে, বৃত্তে বাহ'রগুলির এই বিন্যাস দ্বারা তিনি 'আরবী কবিতার ছন্দ সম্পর্কে আরও কিছু বিষয় প্রকাশ করিতে চাহিতেন।

(খ) গ্রীক ছান্দসিকগণ যেখানে ছন্দের পদসমূহের জন্য এমন কতগুলি পরিভাষা করিয়াছেন, যাহা কেবল দীর্ঘ ও হ্রস্ব সিলেবলস-এর বিশেষ বিন্যাস ছাড়া আর কিছু প্রকাশ করে না, সেইখানে আল-খালীল আটটি মূল জুয'-এর প্রতিনিধিত্বের জন্য এমন সব স্মৃতিসহায়ক শব্দ (Mnemonics) বাছাই করিয়া লইয়াছেন, যেগুলি প্রকৃতই 'আরবী ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর অনুরূপ। কিন্তু শ্বাসাঘাতই একমাত্র বন্ধন, যাহা সিলেবলসমূহকে সমন্বিত করিয়া একটি একক শব্দে পরিণত করে। অতএব ধারণা করিয়া লইতে হয়, জুয'গুলির প্রতিনিধিত্বের জন্য স্মৃতি সহায়ক শব্দাবলীর উদ্দেশে ইহা নির্দেশ করা যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি 'সিলেবল'-এ সর্বদা শ্বাসাঘাত প্রদান করিতে হইবে।

(গ) আল-খালীল যেইভাবে জুয'গুলিকে আবার উহাদের উপাদানসমূহে বিভক্ত করেন, তাহাতে এই ধারণা আরও জোরদার হয়। যেইখানে গ্রীকগণ

দীর্ঘ ও হ্রস্ব 'সিলেবলস'-কে ছন্দের মৌচাক একক হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেইখানে আল-খালীল এই ক্ষুদ্রতম অংশগুলি প্রকাশ করিবার জন্য আবার প্রকৃত শব্দ নিজে নিজে উচ্চারণযোগ্য ক্ষুদ্রতম শব্দ (অর্থাৎ এক সিলেবলবিশিষ্ট কিংবা দুই সিলেবলবিশিষ্ট শব্দ) ব্যবহার করিয়াছেন। এই শব্দগুলি ও উহাদের মধ্যে বিদ্যমান শ্বাসাঘাত সম্পর্কে কিছুটা বিবরণ পেশ করিয়া থাকে। দুইটি 'সাবাব' (অর্থাৎ قد [কাদ- —] ও لك [লাকা=ں]-এর ন্যায় 'সিলেবলস'-এর বিন্যাসক্রম)-এ গদ্যেও কোন শ্বাসাঘাত থাকে না, বরং ইহারা (proclitically or enclitically) নিজেদেরকে পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী শব্দের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লয়। কিন্তু 'ওয়াতাদ'-এর দুই শব্দ لقد লাক'াদ= ں –) ও وقت ওয়াক্‌তা=-ں-এর মধ্যে বিপরীত দিকে নিজস্ব একটি স্পষ্ট শ্বাসাঘাত রহিয়াছে। যখন 'সিলেবলস'-এর এই ক্রমবিন্যাস জুয'-এর ছন্দোপাদান হিসাবে কোন 'বায়ত' গঠন করে, তখন তাহাদের নির্দিষ্ট ছন্দ কার্যক্রম থাকে। জুয'-এর শ্বাসাঘাতবিহীন অংশ হওয়ার কারণে ছন্দের আকৃতি গঠনে দুই সাবাবের কোন প্রভাব নাই। সুতরাং ইহারা মাত্রিক পরিবর্তন অর্থাৎ 'যিহ'াফাত' হইতে নিরাপদ নয়। কিন্তু 'ওয়াতাদ' শ্বাসাঘাতবাহী বিধায় 'বাহ'র'-এর ছন্দমূল গঠন করিয়া থাকে এবং এই কারণে ইহা বায়তের মধ্যে (যেমন দেখান হইয়াছে) 'সিলেবলস'-এর বিন্যাসক্রম কিংবা উহার পরিমাণে যে কোন পরিবর্তন হইতে নিরাপদ। দুই বিপরীত 'ওয়াতাদে'র কোনটি বাহ'রের ছন্দমূল গঠন করে, তাহার ভিত্তিতে আমরা 'ঊর্ধ্বগামী' কিংবা 'নিম্নগামী' ছন্দ দেখিতে পাই।

(ঘ) 'ওয়াতাদ'-এর উপাদান গঠনকারী বায়তের সিলেবলসমূহ ছন্দাঘাত বহন করে, এই বাস্তব ধারণাটি নিম্নে প্রদর্শিত যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়, যাহা পঞ্চবৃত্ত গঠন করিবার স্পষ্ট উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করে। আটটি মূল জুয'-এর মধ্যে মাত্র চারিটির পুরাপুরি মাত্রা বিভাগ সন্দেহাতীতভাবে করা যায়। এইগুলি হইল ফা'উলুন (فعولن), মাফা'ঈলুন (مفاعيلن) মুফা'আলাতুন (مفاعلتن) ও মাফ'উলাতু (مفعولات), যেহেতু প্রতিটি জুয-এ একটি 'ওয়াতাদ' থাকিতে হইবে, তাই যে বর্ণগুলি নিম্নে রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্য উপায়ে ঐ চারিটি জুয'কে তাহাদের উপাদানে বিভক্ত করা যায় না। অন্যভাবে বলিলে এই চারিটি জুয'-এর যে সিলেবলসমূহ ছন্দাঘাত বহন করে, তাহারা সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত, যাহার ফলে একইভাবে ইহাও সুস্পষ্ট যে, ত'াবীল (طويل), ওয়াফির (وافر), হাযাজ (هزج) ও মুতাক'ারিব (متقارب)—এই চারিটি বাহ'রে কোন কোন সিলেবল শ্বাসাঘাত বহন করিয়া থাকে। যেহেতু এই বাহ'রগুলি একান্তভাবে স্পষ্ট পদের (جزء) সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু আল-খালীলের শিক্ষানুযায়ী অপর চারটি মূল জুয'-এর ছন্দবিশ্লেষণের জন্য দুইটি পদ্ধতি রহিয়াছে অর্থাৎ হয় ফা'ইলুন (فا–علن), মুসতাফ'ইলুন (– مس – تف علن), ফা'ইলাতুন (فا–علا–تن), মুতাফা'ইলুন (مت – فا – علن) অথবা ফা'ইলুন (فاع –لن) মুসতাফ'ইলুন (مس – تفع – لن) ফা'ইলাতুন (فاع – لا – تن), মুতাফা'ইলুন (مت – فاع – لن)। অন্য কথায় এই চারিটি জুয-এ প্রতিটি ক্ষেত্রে ছন্দাঘাত প্রকৃতই ভিন্ন ভিন্ন সিলেবলে পড়িতে পারে এবং তাই এই চারি জুয' যেসব বাহরে থাকিবে, তাহাতে ঊর্ধ্বগামী কিংবা নিম্নগামী উভয় প্রকার ছন্দ থাকিতে পারিবে। এই সব অবোধ্য বাহ'রের ক্ষেত্রে—যাহারা মোট বাহ'র সংখ্যার বৃহত্তর অংশ—(উপরিউক্ত) দুই সম্ভাব্য পদ্ধতির কোনটিতে তাহাদেরকে পাঠ করিতে হইবে, তাহা পরিষ্কারভাবে দেখাইবার একটি মাত্র সম্ভাব্য উপায় রহিয়াছে। তাহা হইল, পাঁচ বৃত্তের যে কোন একটির মধ্যে সন্নিবেশ করিয়া দেওয়া। নিম্নের সুচিন্তিত অভ্যন্তরীণ কৌশলটি বৃত্ত গঠনের প্রকৃত কারণরূপে প্রতিভাত হইয়া উঠে : ৪র্থ বৃত্তটি ব্যতীত প্রতিটি বৃত্তের প্রথম বাহ'রটিই মুখ্য বাহ'র এবং শুধু স্পষ্ট জুয' দ্বারাই গঠিত, যেই কারণে ইহাদের ওয়াতাদগুলির স্থান নির্দিষ্ট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাহ'রদ্বয় চারিটি অবোধ্য জুয'-এর সমন্বয়ে গঠিত। এই দুই বাহ'রের স্মৃতি সহায়ক শব্দাবলী যদি প্রথম বাহ'রের অনুপাতে (যেইভাবে তালিকায় সন্নিবেশিত আছে) লেখা হয়, তাহা হইলে কেবল হ্রস্ব ও দীর্ঘ সিলেবলগুলিই সুষম পাওয়া যাইবে না, বরং প্রতিটি বৃত্তে দ্বিতীয় ও তৎপরবর্তী প্রতিটি বাহ'রে দুইটি সম্ভাব্য ওয়াতাদের একটি অখণ্ড অবস্থায় (অর্থাৎ ইহার অবিভাজ্য সিলেবলক্রমে) প্রথম বাহ'রের স্পষ্ট ওয়াতাদটির সহিত মিলিয়া যাইবে। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায়, মাত্রা বিভাজনের দ্বিতীয় সম্ভাবনাটির কোন প্রশ্নই উঠে না। এইভাবে বৃত্তসমূহ বস্তুত এমন কতিপয় প্রতীক, যাহাদের উদ্দেশ্য সকল বাহ'রকে একটি আরেকটির অনুপাতে বিন্যস্ত করিয়া ইহা দেখান যে, ওয়াতাদের উপাদান হিসাবে কোন কোন সিলেবল ছন্দাঘাত বহন করে। উদাহরণস্বরূপ 'বাসীত' বাহ'র গঠনকারী 'মুসতাফ'ইলুন (مستفعلن) 'ফা'ইলুন' (فاعلن) জুয' দুইটির স্পষ্টভাবে মাত্রা বিভাজন করা যায় না। যাহা হউক, উহাদের তাফ'ই (تفع) ও ফা'ই (فاع) 'ত'াবীল বাহ'রের ওয়াতাদের নিম্নে পড়ে না, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে উহাদের 'ইলুন (علن) 'ত'াবীল'-এর স্পষ্ট ফা'উ (فعو) ও মাফা (مفا) এই স্পষ্ট ওয়াতাদ দুইটির নিম্নে পড়িয়া যায়। এই বাস্তব তথ্যটি (ঠিক তালিকায় লিখিত থাকার মতই) পরিষ্কারভাবে দেখাইয়া দেয়, 'বাসীত'-এর কোন কোন সিলেবল প্রকৃতপক্ষে ছন্দাঘাত বহন করে। এইভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, ১ম, ২য়, ৩য় ও ৫ম বৃত্তে যেই বাহ'রগুলি একত্র করা হইয়াছে, কোন ব্যতিক্রম ছাড়া সেইগুলিতে একটি ঊর্ধ্বগামী ছন্দ রহিয়াছে এবং আমরা ইহাও জানিতে পারি, কোন্ সিলেবলগুলির উপর চাপ প্রদান করা হইয়াছে।

(ঙ) ৪র্থ বৃত্ত এই নিয়ম হইতে ভিন্ন। ইহা বাহ্যিকভাবে সুস্পষ্ট, যেহেতু এই বৃত্তের ১ম বাহর সারী শুধু স্পষ্ট জুয'-এর ধারক নহে। এই ব্যতিক্রম আল-খালীলের অবশ্যই ইচ্ছাকৃত ছিল। তাহার কারণ, (১) অন্য বৃত্তগুলি যেখানে সমশ্রেণীভুক্ত ও কেবল ঊর্ধ্বগামী ছন্দের বাহর দ্বারা গঠিত, সেইখানে ৪র্থ বৃত্তটি একরূপ নহে। এই বৃত্তে ও কেবল এই বৃত্তটিতেই আটটি জুয-এর মধ্যে একমাত্র নিম্নগামী ছন্দবিশিষ্ট মাফ'উলাতু (مف – عو – لات) জুযটি পাওয়া যায়। তাহাও আবার একাকী নহে, বরং সর্বদাই অন্য সাতটি জুয'-এর যে কোন একটির সহিত। এইরূপে এই বৃত্তের বাহরগুলিতে উঠা-নামার এক মিশ্রিত ছন্দ থাকে। (২) ঊর্ধ্বগামী ছন্দের প্রতীক ওয়াতাদ মাজমূ (ں –) 'আরবী কবিতায় এক বিশেষ অনমনীয় কাঠামোর অধিকারী। মিসরার অভ্যন্তরে ইহাতে কখনও কোন পরিবর্তন ঘটে না বলিয়া যেই সব বাহ'রে ইহা পাওয়া যায় তাহাদের ছন্দ অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে নিম্নগামী ছন্দের মূল উপাদান 'ওয়াতাদ মাফরূক' (– ں)-এর গঠন কাঠামো অপেক্ষাকৃত কম সুনির্দিষ্ট, তাই পরিবর্তনশীল ও ছন্দের রূপ দানে দুর্বলতর। ইহাতেই বুঝা যায়, সারী, খাফীফ ও মুনসারিহ' বাহ'রত্রয়ে শ্বাসাঘাতবাহী সিলেবলগুলি কেন অন্যান্য বাহ'রের ন্যায় সমান স্পষ্টতায় উদ্ভাসিত হয় না।

এই কথা নিশ্চিত যে, আল-খালীল ইহা উপলব্ধি করিতেন। কেননা তিনি এই বৃত্তটির নাম দিয়াছিলেন আল-মুশতাবিহ (সন্দেহপূর্ণ কয়েকটি অর্থবিশিষ্ট)।

ইহা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, বৃত্তগুলি বিশ্লেষণ করিলে সেই সব বিষয়ের একটি সমাধান পাওয়া যায় যেই সম্পর্কে বিতর্ক চলিয়া আসিয়াছে এবং যেই সব বিষয়ে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের পণ্ডিতগণ এই পর্যন্ত অনেক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন ঃ (১) প্রাচীন 'আরবী বাহ'রগুলির ছন্দ কেবল 'সিলেবলস'-এর পরিমাণ দ্বারাই নয়, বরং ছন্দাঘাতের উপাদান দ্বারাও সৃষ্টি হইয়া থাকে, এমনকি সব বাহ'র-এ কোন কোন সিলেবলে এই ছন্দাঘাত পতিত হয় তাহাও আমাদের জানা আছে। (২) প্রায় সকল বাহরে একটি স্পষ্ট উর্ধ্বগামী ছন্দ বিদ্যমান। কখনও কোন বাহ'রে শুধু নিম্নগামী ছন্দ ছিল না। কেবল কয়েকটি বাহ'রে অর্থাৎ ৪র্থ বৃত্তের বাহর কয়টিতে যাহাও কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে, এমন এক ছন্দ আছে যাহা উর্ধ্বগতি হইতে নিম্নগতিতে পরিবর্তিত হয় এবং যাহা এই মিশ্রণের কারণে সুস্পষ্ট প্রকৃতির ধারক নহে। (৩) সকল জুয' ও বাহ'রের ছন্দমূল (৪র্থ বৃত্তের বাহর কয়টি ব্যতীত) হ্রস্ব ও দীর্ঘ সিলেবলস-এর পরম্পরায় (◡ –) গঠিত হয়, যাহার পারম্পর্য অবিচ্ছেদ্য এবং পরিমাণ অপরিবর্তনীয় আর যাহার দীর্ঘ সিলেবলগুলি সর্বদা চাপ বহন করিয়া থাকে।

আল-খালীল প্রাচীন 'আরবী কবিতার আবৃত্তি শুনিয়াছিলেন এবং বৃত্ত গঠন করিয়া পর্যবেক্ষণসমূহ চিত্রলিপিতে রূপ দিয়াছিলেন। এই কারণে বৃত্তগুলির বিশ্লেষণকে সমসাময়িক প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং বাস্তবিক পক্ষে ইহারা আমাদেরকে প্রাচীন 'আরবী বাহ'রগুলির বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে। যেমন আমরা দেখিতে পাইব, উর্ধ্বগামী ছন্দের অবিচ্ছেদ্য ছন্দমূল (◡ –) হইতে নিয়মানুযায়ী গঠিত বাহর পদ্ধতি প্রাচীন 'আরবী কবিদের ব্যবহৃত বাহরসমূহের পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন।

নিরপেক্ষ (neutral) সিলেবলগুলি যদি ছন্দমূলের চারিপাশে একত্র করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা উর্ধ্বগামী ছন্দের পদগুলি লাভ করিতে পারি। ইহাদের কোনটির সিলেবল সংখ্যা তিনের কম কিংবা পাঁচের অধিক হইতে পারে না। এইরূপে আমরা নিম্নের ৭টি পদ লাভ করিয়া থাকি ঃ (১) - ×, × -, (২) - ××, ×× - , × - , (৩) - -, - -, ' - ' হইতে অন্য কোন রকমের পদ গঠিত হইতে পারে না। যদি এই পদগুলিকে সঙ্কেত চিহ্নে প্রকাশ না করিয়া আরব ব্যাকরণশাস্ত্রবিদদের ন্যায় স্মরণযোগ্য শব্দাবলীতে প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে ঠিক সেই স্মৃতিস্মারক শব্দগুলিই পাওয়া যাইবে যেইগুলিকে আল-খালীল উর্ধ্বগামী ছন্দের এই ৭টি পদের জন্য গঠন করিয়াছেন ঃ (১) FA-U-lun (فعولن), fa-I Lun (فاعلن), (2) MAFA-i-lun (مفاعيلن) mus-taf-ILUN (مستفعلن) fa-ILA-tun (فاعلاتن) (3) MUFA-'alatun (مفاعلتن), muta-fa-ILUN (متفاعلن)।

যেখানে এই পদগুলির প্রকৃত ছন্দমূল এই অবিভাজ্য ও অপরিবর্তনীয়রূপে দীর্ঘ 'সিলেবলস'-এ চাপসহ দেখা যায়, সেইখানে নিরপেক্ষ সিলেবলসমূহ (প্রকৃত ছন্দ গঠনে যাহাদের কোন ভূমিকা নাই) না চাপ বহন করে এবং না তাহাদের পরিমাণ স্থির থাকে। তাহারা দীর্ঘ কিংবা হ্রস্ব হইতে পারে এবং তাহাদের একমাত্র কাজ ছন্দে কিছুটা বৈচিত্র্য আনয়ন করা। এই ধরনের বৈচিত্র্য দেখাও যায় এবং তাহাদের পারস্পরিক পার্থক্য নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর ঃ (ক) পদটি তাৎক্ষণিকভাবে ছন্দমূল হইতেই শুরু হয় কিনা, যাহা একটি শক্তিশালী উর্ধ্বগামী ছন্দ সৃষ্টি করিয়া থাকে। যেমন ঃ - ×, - ××, - - ; (খ) ছন্দমূলটি পদের শেষ প্রান্তে অবস্থিত কিনা, যাহা এক প্রকার দ্রুত ও গতিশীল ছন্দ সৃষ্টি করিয়া থাকে। যেমন ঃ × - , ×× - , - - ; এবং (গ) ছন্দমূলটি পদের মধ্যে অবস্থিত কিনা, যাহা কোনভাবে উর্ধ্বগামী ছন্দের জোরকে বিঘ্নিত করে। যেমন ঃ × –×। যেহেতু ছন্দমূলের চারিপাশে নিরপেক্ষ সিলেবলগুলি বিন্যস্ত করিবার কারণ ছন্দের বৈচিত্র্যসমূহ নির্দিষ্ট হয়। তাই বাহরগুলির মাত্রাবিভাগকালে পদসমূহের এই নির্দিষ্ট রূপটি স্মরণ রাখা অপরিহার্য।

এই ৭টি পদ একত্র করিয়া নিম্নের ৩ শ্রেণীর উর্ধ্বগামী ছন্দের বাহ'রগুলি পাওয়া যায়: (১) পদ সাতটির অভিন্ন রূপ পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ৭টি 'সরল' বাহ'র লাভ করা যায়। নিয়মানুযায়ী গঠিত এই ৭টি বাহ'র প্রাচীন কবিদের ব্যবহৃত 'ওয়াফির', 'কামিল', 'হাজায', 'রামাল', 'মুতাক'ারিব' ও 'মুতাদারিক' বাহ'র সাতটি হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। (২) সাতটি পদের কোনটিকে পুনঃপুনঃ ব্যবহার না করিয়া যদি একটিকে আর একটির সহিত যুক্ত করা হয়, তাহা হইলে পরিবর্তনীয় রূপগুলির হিসাব অনুযায়ী 'মিশ্রিত' বাহ'রের অনেক সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। তবুও এই সব সম্ভাব্য 'মিশ্রিত' বাহ'রের অধিকাংশই কার্যত ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য। প্রধানত এই কারণে যে, ইহারা ছন্দের সেই সাধারণ আইনের পরিপন্থী, যে আইনানুযায়ী দুইটি ছন্দমূল কখনও সরাসরি একটি আর একটির পরে আসিতে পারে না, বরং সর্বদা উহাদের মধ্যে অনধিক দুইটি নিরপেক্ষ সিলেবলের দূরত্ব বজায় থাকা বাঞ্ছনীয়। এইভাবে দেখা যাইবে, উপরে চিহ্নিত তিন শ্রেণীর পদগুলি 'মিশ্রিত' বাহ'রসমূহের আকারে কেবল নিজেদের সহিত যুক্ত হইতে পারে, কিন্তু এক শ্রেণীর পদ আর এক শ্রেণীর পদের সহিত কখনও একত্র হইতে পারে না। ফলে সম্ভাব্য 'মিশ্রিত' বাহ'রগুলির তালিকার মধ্যে মাত্র তিন জোড়া অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ সেইগুলি যাহার প্রাচীন 'আরবী কবিদের ব্যবহৃত ত'বীল 'বাসীত', ও 'মাদীদ' এই তিনটি বাহ'র ও ইহাদের বিপরীত রূপ; (৩) উর্ধ্বগামী ছন্দের বিভিন্ন প্রকার পদ মিলিত হইয়া গঠিত বাহ'রগুলির অনুপস্থিতিতে সৃষ্ট শূন্যতা সেই সব 'মিশ্রিত' বাহর দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, যাহাদের উর্ধ্বগামী ছন্দের সাতটি পদের কোন একটি দ্বারা শুরু হয় এবং তারপর নিম্নগামী ছন্দের পদ, maf-'u'-LATU (مف – عو – لاتُ) দ্বারা ভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই ক্ষেত্রেও নিয়মানুযায়ী গঠন করিলে আবার সেইসব 'মিশ্রিত' বাহ'র পাওয়া যায়, যাহা প্রাচীন কবিরা ব্যবহার করিতেন এবং যাহা আল-খালীল ৪র্থ বৃত্তে একত্র করিয়াছেন।

উর্ধ্বগামী ছন্দের মূল (◡ –) হইতে নিয়মানুযায়ী গঠিত ছন্দপদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন কবিদের ব্যবহৃত বাহ'রগুলি হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন। এই বাস্তবতা আমাদেরকে প্রাচীন 'আরবী বাহ'রগুলির ভিত্তি ও পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করে।

যদি 'একমাত্র' উর্ধ্বগামী ছন্দের সাহায্যেই 'আরবী কবিরা তাহাদের কবিতার আকৃতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বাহ্যত ইহা ধরিয়া লওয়া যায়, যেসব বাহ'র অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উর্ধ্বগামী ছন্দের মূল প্রকাশ করিত, সেইগুলির অগ্রাধিকার পাইত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত। প্রাথমিকভাবে এইরূপ বাহ'র হইল 'ত'বীল' ও 'বাসীত'', যাহার

অসম পদ (জুয') দ্বারা গঠিত এবং সরল বাহ'রগুলির মধ্যে 'ওয়াফির' ও 'কামিল' (যাহাতে পর পর দুইটি হ্রস্ব সিলেবলের কারণে ছন্দ অধিকতর পরিবর্তনশীল হইয়া থাকে), অন্যান্য সরল বাহ'র নয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা নিম্নোক্ত সেই ফলাফলের সহিত একেবারে সঙ্গতিপূর্ণ যাহা 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন পণ্ডিত (দ্র. braunlich, in islam, ২৪খ., ২৪৯) বাহ'রগুলির জনপ্রিয়তা (frequency) সম্পর্কে তাহাদের পরিসাংখ্যিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে লাভ করিয়াছিলেন। সকল কাসীদার তিন-চতুর্থাংশ এই ৪ বাহ'রে রচিত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে 'তাবীল'-এর স্থান সকলের শীর্ষে।

এইরূপে প্রাচীন 'আরবী বাহ'রগুলির বৈশিষ্ট্য এই বাস্তবতায় নিহিত যে, ইহারা প্রাচীন গ্রীক বাহ'রগুলির ন্যায় একক সিলেবলসমূহ পরস্পর মিলিয়া গঠিত হয় না, বরং উর্ধ্বগামী ছন্দের মূল এক জোড়া অবিচ্ছেদ্য সিলেবল হইতে গড়িয়া ওঠে। কেবল এই একটিমাত্র ছন্দরীতি 'আরবী ছন্দশাস্ত্রে রূপ লাভ করিয়াছে, কিন্তু এই রীতি সম্ভাব্য সকল বৈচিত্র্য ও পরিণতির ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবিগণ কেন অজ্ঞাতসারে নিখুঁতভাবে এই একটিমাত্র রীতির বিকাশ ঘটাইয়াছিলেন তাহার কারণ কেবল এই বাস্তব তথ্যের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায়, প্রাচীন 'আরবী ভাষা ইহার ধ্বনি ও সিলেবলের গঠনে উর্ধ্বগামী ছন্দের আকারের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখে এবং উক্ত ক্রমবিকাশকে স্বাগত জানায়। এই এক ছন্দই প্রাচীন 'আরবী ছন্দশাস্ত্রকে প্রাচীন গ্রীক ছন্দশাস্ত্রের বহু ছন্দ হইতে মৌলিকভাবে পৃথক করিয়া থাকে (যাহাতে বিভিন্ন ছন্দরূপ প্রকাশ পাইলেও কোনটিই 'আরবীর ন্যায় যথাযথভাবে চূড়ান্ত সম্ভাবনা পর্যন্ত বিকাশ লাভ করিত না)। যেহেতু কখনও কখনও 'আরবী ছন্দ পদ্ধতিকে ভ্রান্তিবশত গ্রীক ছন্দ পদ্ধতির সমান গণ্য করা হইয়া থাকে, তাই দুই ছন্দপদ্ধতির মধ্যে আরও একটি মৌলিক পার্থক্য চিহ্নিত করা প্রয়োজন। গ্রীক কবিতায় ছন্দ নির্ণয়ের একমাত্র উপাদান হইল ছন্দের মূল এককের পরিমাণ, যাহা নিয়মিত বিরতির পর বারবার আসিয়া থাকে এবং তাই ইহা একটি (তাল পরিমাপকারী) পরিমাণগত ছন্দের ব্যাপার। (গ্রীক পদ্ধতিতে) যদি ছন্দাঘাত (ictus ঃ শ্বাসাঘাতের শক্তির উপাদান) প্রকৃতই বিদ্যমান ছিল, তবে তাহার কাজ ছিল কেবল পরিমাণকে, যখন উহা কোন অস্পষ্ট (anceps) সিলেবল দ্বারা বিঘ্নিত হয়, ঠিক করা। প্রাচীন আরবী ছন্দশাস্ত্রও মাত্রিক প্রকৃতির (এই ভাষার প্রতিটি সিলেবলের বিস্তৃতি চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট), কিন্তু কবিতার দীর্ঘ কিংবা হ্রস্ব নিরপেক্ষ (Neutral) সিলেবলের সংখ্যা এত বেশি যে, শুধু মাত্রাই ছন্দের জন্য চূড়ান্ত নিয়ন্তা হইতে পারিত না। অতএব এই পরিমাণের সহিত আমরা কেবল ঠিক করিবার ক্ষেত্রেই নহে, বরং গঠন করিবার ক্ষেত্রেও চাপ দেখিতে পাই। এই দুই উপাদান একত্রে এক অবিভাজ্য ও অপরিবর্তনীয় উপাদানরূপে পদ ও বাহ'রসমূহের ছন্দমূল গঠন করিয়া থাকে। অধিকাংশ বায়তে ছন্দাঘাত ও শব্দের জোর একই দীর্ঘ সিলেবলে একত্রে পড়িবে, কিন্তু শব্দের জোর যখন কোন ছন্দাঘাতবিহীন সিলেবলে পতিত হয়, তখনও কোন বিরোধে সৃষ্টি হইবে না। বায়তে ছন্দ গঠনকারী উপাদান হিসাবে ছন্দাঘাত শব্দের জোর হইতে অধিক শক্তির সহিত কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীন আরবীতে, যেখানে দীর্ঘ ও হ্রস্ব সিলেবলস-এর মধ্যে বৈপরীত্য রহিয়াছে, 'সিলেবলস'-এর পরিমাণের উপর উহারা উভয়ে নির্ভরশীল এবং তাই উহারা শ্বাসাঘাতবিশিষ্ট ভাষাগুলির ন্যায় 'আরবীতে তেমন শক্তিশালী নহে।

প্রাচীন 'আরবী কবিতায় ছন্দের বিশেষ গঠন-বৈশিষ্ট্যই ইহার প্রমাণ যে, 'আরবী ছন্দ পদ্ধতি স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন যাহা বাহির হইতে আমদানী করিয়া আরবে উপ্ত হয় নাই। আলোচনাটি পূর্ণ করিবার জন্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, Tkatsch (Die arabischen Uebersetzungen der Poetik des Aristoteles, ১ম খণ্ড, ভিয়েনা ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৯৯ প.) মনে করেন, 'মরুভূমির অশিক্ষিত লোকেরা' আরামীয়-খৃষ্টীয় সূত্রের মাধ্যমে গ্রীক ছন্দশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করিয়াছিল এবং তারপর তাহারা ইহার আরও উন্নতি সাধন করিয়াছিল। এই ধারণা অবশ্য খুব কমই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে এবং প্রমাণ না থাকার কারণে ইহা গৃহীত হয় নাই।

কাসীদা এবং ইহাতে ব্যবহৃত বাহ'রসমূহ সীমিত পরিধির মধ্যে হইলেও আজও প্রচলিত রহিয়াছে। এ সম্পর্কে Socin-এর Diwn aus Centralarabien (লাইপযিগ ১৯০১, T. ১-৩)-এ যথেষ্ট উপাদান বিদ্যমান, যেইখানে (উক্ত বিষয়ের) প্রাচীনতর সাহিত্যেরও উল্লেখ রহিয়াছে (৩য় খণ্ড, ১প.)। কাসীদা ও তাহার প্রাচীন বাহ'রগুলি আজও বেদুঈনরা ব্যবহার করে, কিন্তু অন্য কবিরা কদাচিৎ ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাহাও শুধু তখন, যখন তাহারা সচেতনভাবে প্রাচীনপন্থী বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে চাহেন। প্রথম সিলেবলের বিলুপ্তিসহ তাবীল সচরাচর আধুনিক বেদুঈন কাসীদার বাহ'র, তবে 'রামাল', 'বাসীত', 'রাজায' ও 'ওয়াফির' ছন্দগুলিও ব্যবহৃত হয়। আধুনিক কাসীদা যেহেতু বিষয়বস্তু, গঠন ও ভাষার দিক দিয়া প্রাচীন 'আরবী কবিতারই এক প্রত্যক্ষ সংস্করণ, তাই ইহাতে 'ইলমু'ল-'আরূদ'-এর নিয়মাবলী প্রযোজ্য। অবশ্য এই নিয়মাবলীর প্রয়োগ প্রকৃত 'আরবী লোককাব্যে সম্ভব নহে, যাহার চিহ্ন জাহিলী যুগেও বিদ্যমান ছিল এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলিতেও যাহার ব্যাপক অনুশীলন হইয়াছিল। এই লোককাব্য (muse populaire) প্রাচীন কাসীদা হইতে ভিন্ন। তাহার কারণ, ইহাতে কাসীদাই সেই অন্তমিল নাই, যাহা গোটা কবিতায় বারবার আসিয়া থাকে এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনে ইহা অধিকতর স্বাধীন, বিশেষ করিয়া সবচেয়ে বেশি এই কারণে যে, লোক-কাব্যের ভাষা দৈনন্দিন জীবনের ভাষা। তাহা ছাড়াও ইহার ধ্বনি কাঠামো প্রাচীন পুঁথিগত 'আরবী ধ্বনি কাঠামো হইতে মৌলিকভাবে ভিন্ন। প্রবল শ্বাসাঘাত, যাহা কথ্য ভাষায় দেখা যায়, স্বরধ্বনি সংক্ষিপ্ত করিয়াছে এবং শব্দের শেষাংশের বিলুপ্তি ঘটাইয়াছে। ফলে পুঁথিগত 'আরবীর প্রধান বৈশিষ্ট্য দীর্ঘ ও হ্রস্ব 'সিলেবলস'-এর নিয়মিত পরম্পরা কিংবা 'সিলেবলস'-এর পরিমাণে নির্দিষ্ট সম্বন্ধ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। 'সিলেবলস'-এর এই নিয়মিত পরম্পরা ও উহাদের পরিমাণের এই সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধ কবিতার ছন্দ নির্ধারণ করিত। এই কারণে লোককাব্যে আমরা সেইসব বাহ'র দেখিবার আশা করিতে পারি না যাহা প্রাচীন কবিগণ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং পুঁথিগত 'আরবী ভাষার ধ্বনি কাঠামোর উপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে কথ্য ভাষার মতই শ্বাসাঘাত বিদ্যমান, এমনকি গানগুলি যখন আবৃত্তি করা হয় তখন ইহা আরও জোরদার হইয়া ওঠে। কেননা তখন বাদ্য কিংবা হাততালির সাহায্যে শ্বাসাঘাতবিশিষ্ট সিলেবলগুলিতে আরও জোর প্রদান করা হইয়া থাকে। অতএব বিভিন্ন প্রকার 'আরবী লোককাব্যের আলোচনা 'আরূদ নিবন্ধের আওতায় পড়ে না। এই নিবন্ধ শুধু প্রাচীন কবিতার বাহ'রগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন খাল্লিকান, de slane-এর অনুবাদ, ২খ., ৫৭৮; (২) আল-মাস'ঊদী, প্যারিস সংস্করণ, ৭খ., ৮৮, ৮খ., ৯২; (৩)

তাজু'ল-'আরূস, ১০ খ., ১৩৪; (৪) আল-হারীরী, সম্পা. de sacy, পৃ. ৪৫১; (৫) আল-জাহি'জ, আল-বায়ান (কায়রো ১৯৩২ খৃ.), ১খ., ১২৯, 'ইলমু'ল-'আরূদ-এর ব্যাখ্যা; (৬) মুহ'াম্মাদ ইবন আবী শানাব, তুহ'ফাতু'ল-আদাব ফী মীযানি আশ'আরি'ল-'আরাব, আলজিয়ার্স ১৯০৬ খৃ., তৃতীয় সং, প্যারিস ১৯৫৪ খৃ.; (৭) Mohammed Ben Braham, La metrique arabe, প্যারিস ১৯০৭ খৃ.; (৮) G.W. Freytag, Darstellung der arabischen Verskunst. বন ১৮৩০ খৃ.; (৯) de Sacy, Palmer, Wright, Vernier ও অন্য গ্রন্থকারদের ব্যাকরণ সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর পরিশিষ্ট। ইউরোপীয় তাত্ত্বিকবৃন্দ ঃ (১০) H. Ewald, De metris carminum arabicorum libri, ২খ., Braunschweig 1825 খৃ.; (১১) ঐ লেখক, Grammatica critica linguae arabicae, ২খ., ৩২৩-৩৪৩, লাইপযিগ ১৮৩৩ খৃ.; (১২) ঐ লেখক, Abhandlungen zur. orient u. bibl. Lit, Gottingen ১৮৩২ খৃ., ১খ., ২৭-৫২; (১৩) St Guyrad, Nouvelle theorie de la metrique arabe, Asiatique পত্রিকা, সিরিজ ৭, ৭খ., ৪১৩.; ৮খ., ১০১ প.; ২৮৫ প.; ১০খ., ৯৭ প.; (১৪) M. Hartmann, Metrum und Rhythmus. Giessen 1896 খৃ.; (১৫) M. Hartmann, Actes du 10 Congres intern. des orientalistes, জেনেভা ১৮৯৪ খৃ., ৩য় ভাগ, পৃ. ৫৩ প.; (১৬) R. Geyer, Altarabische Diiamben, লাইপযিগ ১৯০৮ খৃ. মুখবন্ধ; (১৭) G. Hoelscher, Arabische Metrik, ZDMG, ৭৪, ১৯২০, ৩৫৯-৪১৬; (১৮) ঐ লেখক, Elemente arabischer....Metrik, Festschrift Karl Budde, পৃ. ৯৩ প.; (১৯) R. Brunschwig, Versification arabe classique, আলজিয়ার্স ১৯৩৭ খৃ. (Rev. africaine N 372/3); (২০) E. Braunlich, Versuch.... Altarabische Poesien, Islam. 24 (1937 খৃ.), ২০১ প.; (২১) A. Bloch, Vers und Sprache in Altarabischen, Basle ১৯৪৬ খৃ.; (২২) ঐ লেখক, Qasida, Asiatische Studien, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড, ১০৬-১৩২, বার্ন ১৯৪৮ খৃ.; (২৩) ঐ লেখক, Der kunstlerische Wert der altarabischen Verskunst Acta Orientalia, 21 খ., ২০৭-২৩৮, কোপেনহেগেন ১৯৫১ খৃ.; (২৪) G. Weil, Das metrische System des Al-Xalil und der Iktus in den altarabischen Versen, Oriens, ৭খ., ৩০৪-৩২১, লাইডেন ১৯৫৪ খৃ.; (২৫) G. Weil, Grundriss und system der altarabischen Metren, Wiesbaden 1958 খৃ.।

Gotthold Weil (E. I.[2]) মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

২. ইরানীদের গৃহীত 'আরূদ' পদ্ধতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল মাত্রার উপর প্রদত্ত জোর। ইহা ফারসী কবিতায় এক ধরনের সুর ও দোল সৃষ্টি করে, যাহা খুব সহজেই কানে অনুভব করা যায়। আরবী কবিতার অধিকাংশ সূক্ষ্ম ছন্দ এইগুলির সহিত পরিচিত নহে। যেইসব শব্দ দুই ব্যঞ্জনবর্ণে ('নূন' ব্যতীত) সমাপ্ত হয় এবং যাহার পূর্বে কোন হ্রস্ব স্বরধ্বনি থাকে কিংবা যেশব্দ এক ব্যঞ্জনবর্ণে শেষ হয় যাহার পূর্বে দীর্ঘ স্বরধ্বনি থাকে, তাহার সহিত একটি অতিরিক্ত হ্রস্ব স্বরধ্বনি যুক্ত করিয়া দেওয়া হইত। এই 'নীম ফাতহ'া'—যেই নামে উহা পরিচিত, ইরানীরা এখন উচ্চারণ করে না। কবিতার প্রয়োজনে একই রকম সিলেবলবিশিষ্ট কতিপয় দীর্ঘ সিলেবল মাত্রা বিভাজন অনুযায়ী হ্রস্ব হইতে পারে। ফারসী কাব্যে যেই প্রকার কবিতা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে 'মাছ'নাবী' ও 'রুবা'ঈ' সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মাছ'নাবী বিভিন্ন অন্ত্যমিলের কবিতা, যাহার বায়তের উভয় মিস'রা' (শ্লোকার্ধ) একই অন্ত্যমিলবিশিষ্ট হয়। ছন্দের এই স্বাধীনতার ফলে মহাকাব্য ও নীতিমূলক কবিতার জন্য ইহা বিশেষ উপযোগী। কথিত আছে, 'রুবা'ঈ' বা 'তারানা' (Browne, ১খ., ৪৭২-৭৩) ইরানীদের প্রথম আবিষ্কৃত কাব্যরূপ। 'হাযাজ' বাহ'রের কমপক্ষে চব্বিশটি বিভিন্ন রূপ হইতে ইহা গৃহীত। সম্ভবত ইহা পাশ্চাত্যে ফারসী কবিতায় সর্বাধিক পরিচিত রূপ। ফারসী সাহিত্যে বহু পূর্বে কা'সীদা তাহার অনেকটা গুরুত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিল এবং খাক'ানী (মৃ. ৫৮২/১১৮৫) প্রমুখ কবির হাতে ইহা অধিক মাত্রায় কৃত্রিম হইয়া গিয়াছিল। পরিধি ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়া ফারসী কা'সীদা তাহার 'আরবী মূল নমুনার অনেকটা সদৃশ, তবে ইরানীদের হাতে উহা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কবিদের পৃষ্ঠপোষকদের স্তুতি কবিতায় পরিণত হইয়াছে। অনুরূপ একই অন্ত্যমিলবিশিষ্ট, তবে কা'সীদার তুলনায় সংক্ষিপ্ততর (পাঁচ হইতে পনের বায়ত) 'গাযাল' ইরানী কবিদের হাতে অধিকতর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল এবং সনেট (একই বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক চৌদ্দ লাইনের ভিন্ন ভিন্ন অন্ত্যমিলবিশিষ্ট কবিতা)-এর ন্যায় এক সুন্দর কাব্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। গ'যালের মাত্'লা' অর্থাৎ প্রথম বায়তে উভয় মিস'রা' একই অন্ত্যমিলবিশিষ্ট। ধুয়াবিশিষ্ট কবিতা দুই প্রকার 'তারজী' বানদ' ও 'তারকীব বানদ' এবং ইহা ইরানীদের নব প্রবর্তন। প্রথমটিতে একই বাহ'রের একটি ধুয়া (ওয়াসিত'া)-সহ একাধিক অন্ত্যমিলবিশিষ্ট পাঁচ হইতে দশটি লাইন থাকে। এই ধরনের কবিতায় যদি ভিন্ন ভিন্ন ধুয়া ব্যবহৃত হয় তবে তাহাকে তারকীব-বানদ বলে। বহুরূপী কবিতার অভ্যন্তরীণ অন্ত্যমিলবিশিষ্ট বিভিন্ন প্রকারের পাঁচ মিশালী মুসাম্মাত শ্রেণীর কবিতার 'মুসতাযাদ' রূপটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা এমন এক প্রকার কবিতা যাহার প্রতিটি দ্বিতীয় মিস'রা'র পর একটি ছোট ছন্দোবদ্ধ পংক্তি থাকে যাহা বায়তের অর্থের কোন পরিবর্তন না করিয়া প্রথম মিস'রা'র কিছুটা ভাব বহন করে। এই সব লাইন সম্পূর্ণ কবিতায় একই অন্ত্যমিলযুক্ত হয়। 'জাদীদ', 'কা'রীব' ও 'মুশাকিল' এই তিনটি নূতন বাহ'র আবিষ্কারের কৃতিত্ব ইরানীদের। তবে ইহাদের ব্যবহার বিরল।

তুর্কীদের জন্য ফারসী-'আরবী ছন্দ পদ্ধতি গ্রহণ করা সহজ হইয়াছিল। কেবল ফারসী রসসাহিত্যের প্রতি তাহাদের খাঁটি শ্রদ্ধাবোধের কারণেই নয়, বরং 'আরূদে'র বাহ'রগুলির সহিত তুর্কী পদ্য রচনার প্রাচীন পদ্ধতি (পারমাক হি'সাবী)-এর সাদৃশ্যের কারণেও। উদাহরণস্বরূপ ৪৬২/১০৬৯ সনে রচিত 'কু'তাদগু বিলিক' এমন এক বাহ'রে রচিত হইয়াছিল যাহা 'মুতাক'ারিব' সদৃশ এবং তুর্কী 'তুয়ুগ' রুবা'ঈর অনুরূপ ছিল। তুর্কীরা নিজেদের প্রাচীন ছন্দরীতি ও 'আরবী 'আরূদ' সমানভাবে ব্যবহার করিতে থাকে, যে পর্যন্ত না পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'আরূদ' পদ্ধতি প্রাচীন পদ্ধতিকে অপসারিত করে। উভয় পদ্ধতির মধ্যে প্রধান পার্থক্য, (পারমাক হি'সাবী) তুর্কী আদিম কাব্য-পদ্ধতিতে বায়তগুলি পরিমাণের পরিবর্তে সিলেবলের সংখ্যা ও তালের (beat) উপর নির্ভরশীল ছিল। পুরাতন

পদ্ধতি কেবল আনাতোলিয়ার লোক-কবিতায় বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহার সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বশীল রূপ 'তুরুকু', 'শারকী'ও মানী (মানী) সপ্তদশ শতাব্দীতে 'ক'ারা জাওগ'লান'-এর ন্যায় কবিদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুরাতন ছন্দ পদ্ধতি পুনর্জীবিত এবং বিগত শতাব্দীতে জাতীয় অনুভূতি বিকাশের ফলে তুর্কী ছন্দ পদ্ধতির বিজয় ঘটে। 'আরূদ' পদ্ধতি এখন অপ্রচলিত এবং কেবল মুষ্টিমেয় কতক রক্ষণশীল কিংবা নব্য ক্লাসিক কবি ইহার অনুশীলন করিয়া থাকেন। 'আরূদ'-এ তুর্কীদের প্রবর্তিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ছিল কিছুটা কৃত্রিম, যদিও এই পরিবর্তন অনেকটা জরুরী ছিল। খাঁটি তুর্কী শব্দে অবশ্য কোন দীর্ঘ সিলেবলস নাই। কিন্তু ফারসী 'আরবী দীর্ঘ স্বরধ্বনির বর্ণ (অর্থাৎ ا – و – ى)-কে স্বরবর্ণরূপে ব্যবহার করা হইত। ছন্দের প্রয়োজনে ا – و – ى যুক্ত সিলেবলকে দীর্ঘ বলিয়া গণ্য করা হইত।

ফারসী ও তুর্কী কাব্যে যে সব বাহ'র ব্যবহার করা হয় উহারা 'আরবীতে ব্যবহৃত বাহ'রসমূহ হইতে সংখ্যায় কিছুটা কম। 'আরবীতে অত্যন্ত জনপ্রিয় বাহ'র, যেমন ত'াবীল, 'বাসীত', 'কামিল', 'ওয়াফির' ও 'মাদীদ', খুবই কম পাওয়া যায়। বহুল ব্যবহৃত বাহ'রগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য গ্রন্থপঞ্জীর প্রতি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. Blochmann, The Prosody of the Persians according to saifi, Jami and other writers, কলিকাতা ১৮৭২ খৃ.; (২) Ruckert-Pertsch, Grammatik, Poetik und Rhetorik der Perser, Gotha ১৮৭৪ খৃ.; (৩) Browne, ২খ., ২২ প.; (৪) Gibb, Ottoman Poetry, ১ম খণ্ড, অধ্যায় ৩ ও ৪; (৫) I. A. (তুর্কী), 'আরূদ (এম. ফুআদ কোপরুলু)।

G. Meredith-Owens (E. I.[2])/ **ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান**

পরিশিষ্ট (১) ঃ (ক) ইংরেজী ছন্দে দীর্ঘ সিলেবল (Long Syllable) সব সময় 'আরবদের 'আরূদে'র সাবাব খাফীফ নয়। 'দীর্ঘ সিলেবল'-এর পরিবর্তে 'হিজা' ত'াবীল' (দীর্ঘ বর্ণ বিন্যাস) পরিভাষাটি অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কেননা এই 'হিজা' ত'াবীল' (বা হিজা' বুলান্দ)-কে কখনও কখনও 'আরবদের ওয়াতাদ মাফরূক''-এর বিকল্প হইতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজি শব্দ Afoot-এ হ্রস্ব ও foot দীর্ঘ। কিন্তু afar অথবা ajar শব্দটিও- যাহা afoot-এর ন্যায় হ্রস্ব+দীর্ঘ (Iambic) 'আরবদের 'ওয়াতাদ মাফরূক''-এর সমান হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, 'আরবদের ছন্দ পদ্ধতি মৌলিকভাবে ইংরেজীর ছন্দ পদ্ধতি হইতে ভিন্নতর।

(খ) আল-হ'ারীরী ও ইবন খাল্লিকান মনে করিতেন, আল-খালীল 'আরবী ছন্দ গঠন কামারের হাতুড়ির শব্দ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইহা তাহাদের ব্যক্তিগত অনুমান ছাড়া আর কিছুই নহে। এই শব্দের অভ্যন্তরীণ ধ্বনিগত কিংবা ছন্দগত বিন্যাস নাই, কাজেই কতকগুলি আওয়ায আল-খালীলের ইহা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সম্ভব মনে হয় না এই কারণে যে, 'আরূদে'র বিন্যাস হ'ারাকাত ও সুকূনযুক্ত বর্ণসমূহের একটি অনমনীয় ব্যবস্থা যাহা বিভিন্ন মাত্রাগত কারণে কোন প্রকার পরিবর্তন গ্রহণ করে না, বরং সেই চেষ্টা করিলে আরও জটিলতর হইয়া যায়। আসল কথা, 'আরূদ উদ্ভাবকের সামনে ف – ع – ل শব্দমূলটি বিদ্যমান ছিল, যাহার উপর ব্যাকরণগত শব্দ প্রকরণের পরিমাপ (وزن) নির্ভরশীল। খালীল সেখানে এই পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন যে, শব্দ প্রকরণের মাত্রাগুলির হারাকাত ـَـ ও সুকুন ـْـ সমূহকে তিনি মুক্ত ও ব্যাপক করিয়া দিয়াছেন। এইভাবে শব্দ প্রকরণের মাত্রাগুলি কেবল অর্থবহরূপেই থাকিয়া যায়। কিন্তু ছন্দের মাত্রাগুলি শুধু ধ্বনিগত ব্যাপার, ইহার সঙ্গে অর্থের কোন সম্পর্ক নেই।

(গ) নিবন্ধকার বাহ'রগুলির নির্ণয় প্রসঙ্গে 'মুতাদারিক বাহ'র'-এর উদ্ভাবক আবুল-হাসান আখফাশ আল-আওসাত' (মৃ. ২২১ হি.)-এর কথা উল্লেখ করেন নাই। আখফাশের মতে আল-খালীলের প্রস্তাবিত ফাওয়াসি'ল (একবচনে ফাসি'লা সু'গ'রা চার বর্ণের উপাদান, যাহার প্রথম তিন বর্ণ মুতাহ'াররিক; চতুর্থ বর্ণ সাকিন ও ফাসি'লা কুবরা পাঁচ বর্ণবিশিষ্ট উপাদান, যাহার প্রথম চার বর্ণ মুতাহ'াররিক ও পঞ্চম বর্ণ সাকিন) গ্রহণযোগ্য ও স্বতন্ত্র নীতি নহে। কেননা 'ফাসি'লা সু'গ'রা' যাহাতে তিনটি মুতাহ'াররিক ও একটি সাকিন বর্ণ থাকে, প্রকৃতপক্ষে একটি 'সাবাব ছ'াকীল' ও একটি 'সাবাব খাফীফ' বৈ অন্য কিছু নহে। যেমন ضَرَبَتْ শব্দটি আল-খালীলের মতে 'ফাসি'লা সু'গ'রা', কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা 'সাবাব ছ'াকীল' (ضَرَ) 'সাবাব খাফীফ' (بَتْ)-এর সমষ্টি। নাজমুল গ'ানী (বাহ'রুল-ফাসা'হাত, পৃ. ১২৫, নওলকিশোর প্রেস, লখনৌ ১৯২৮ খৃ.) মনে করেন, ইরানী ছান্দসিকগণ আখফাশের মতকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ফাসিলাকে অনাবশ্যক নীতি বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। নিবন্ধকারও কার্যত আখফাশের মতাবলম্বী। কেননা তিনিও কেবল 'সাবাব'ও 'ওয়াতাদ'-এর পক্ষপাতী এবং ইহাদেরকেই যথেষ্ট মনে করেন। অবশ্য উর্দূ ছান্দসিকগণ সর্বদা খালীলের অনুসারী এবং তাহারা ফাওয়াসি'লকে গ্রহণযোগ্য ও অপরিহার্য মনে করিয়া থাকেন।

(ঘ) বাহ'র শব্দটির অর্থ সমুদ্র। একটি সমুদ্রে যেমন বহু নদী বিলীন হয়, সেই প্রকার একটি বাহ'রে বিভিন্ন ছন্দ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(ঙ) এই বিষয়টি একেবারে সুস্পষ্ট ও স্বতঃসিদ্ধ যে, 'আরবী 'আরূদ' ও ইংরেজী ও গ্রীক ছন্দশাস্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছন্দাঘাতের (Ictus)। মুষ্টিমেয় কয়েকটি উদাহরণ এমন পাওয়া যায় যেইখানে 'আরূদের কতিপয় নিয়ম বা সিলেবল ইংরেজী শব্দের সদৃশ হইতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি 'আরবী শব্দ لك (সাবাব ছ'াকীল)-কে ইংরেজী City অথবা Pity-এর সমান ধরি, তবে বাহ্যত ঠিকই মনে হইবে। কিন্তু তবুও আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় সাক্ষ্য দিবে, city কিংবা pity-এর ধ্বনি لك হইতে দীর্ঘতর। তদ্রূপ ইংরেজী শব্দ Piteour-এর ধ্বনি ضربت 'আরবী হইতে অধিকতর উচ্চ।

G. Meredith-Owens (E. I.[2])/ ডঃ মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

'আরূদী (দ্র. নিজামী 'আরূদী)।

'আরূবা (দ্র. তারীখ)

আরূর (আরোর=ارور) ঃ আল-রূর (الرور)-রূপেও লিখিত হয়য় সিন্ধুর একটি শহর; আলেকজান্ডার কর্তৃক পরাজিত রাজা মুসিকানুসের ইহা রাজধানী ছিল এবং খৃস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে। মুহাম্মাদ ইবনু'ল-ক'াসিম ৯৫/৭১৪ সালের পূর্বে শহরটি জয় করিয়াছিলেন (আল-বালাযু'রী, ফুতুহ', ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪৫) এবং আল-ইস'তাখরী, ১৭২, ১৭৫ ও আল-বীরূনী, হিন্দ (Sachau), ১০০, ১৩০, ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তদনুসারে মুলতান হইতে ত্রিশ ফারসাখ দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং আল-মানসূরা

হইতে বিশ ফারসাখ উজানে শহরটি অবস্থিত ছিল। সিন্ধুনদ শহরটির নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত, কিন্তু পরে উহা তাহার গতিপথ পরিবর্তন করিলে শহরের সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হয়। এই গতি পরিবর্তনের তারিখ অনিশ্চিত, ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর স্থানীয় ঐতিহাসিকগণ (দ্র. Elliot-Dowson, History of India, ১খ., ২৫, ৬-৮) ইহার এক লোককাহিনী ভিত্তিক বিবরণ দান করিয়াছেন। পুরাতন জায়গার পাঁচ মাইল পশ্চিমে রোহরি নামে একটি ছোট শহর, যাহা একই নামের তালুকের প্রধান স্থানও বটে, বর্তমানে তথায় রহিয়াছে (Imperial Gazetteer of India, অক্সফোর্ড ১৯০৮ খৃ., ৬খ., ৪, ২০ খ., ৩০৮। একটি যাযাবর শ্রেণীর নাম লূলী-রূরী-র সম্পর্ক আরূরের সহিত থাকিতে পারে [দ্রষ্টব্য লূলী শীর্ষক প্রবন্ধ)।

গ্রন্থ পঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, ২খ., ৮৩৩; (২) H. Cousens, The Antiquities of Sind, কলিকাতা ১৯২৯ খৃ., ৭৬-৯; (৩) V. Minorsky, in JA, ১৯৩১ খৃ., ২৮৫; (৪) অনুবাদ হুদূল-আলাম, পৃ. ২৪৬।

V. Minorsky (E. I.[2]) /মু. আব্দুল মান্নান

আরূস (দ্র. 'উরস)

'আরূস রেস্‌মী (عروس رسمى) ঃ রেসম-ই 'আরূস, রেস্‌ম্-ই 'আরূসানে, 'আদেত-ই আরূসী ইত্যাদি নামেও প্রচলিত পূর্বেকার আমলে জেরদেক দেগে'রী ও জেরদেক রেসমী নাম প্রচলিত ছিল; 'উছ্‌মানী আমলে কনের উপর আরোপিত এক প্রকার কর। ইহার প্রচলিত হার ছিল, অবিবাহিত তরুণীর ক্ষেত্রে ষাট এ্যাসপার এবং বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা রমণীর ক্ষেত্রে চল্লিশ বা ত্রিশ এ্যাসপার। কখনও কখনও মধ্যম ও নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য এতদপেক্ষা নিম্ন হারও ধার্য করা হইত। কোন কোন এলাকায় আবার কর জিনিসপত্রের আকারে নিরূপিত হইত। অমুসলিমগণ সাধারণত অর্ধেক হারে এই কর প্রদান করিত বলিয়া রেজিস্টারে উল্লেখ থাকিত, কিন্তু কোন কোন সময় তাহাদেরকে দ্বিগুণ হারেও উহা প্রদান করিতে হইত। টিমার (timar) ভূমির ক্ষেত্রে কর সাধারণত টিমার মালিককে (timar holder) প্রদান করিতে হইত অথবা ইহার অংশ বিশেষ কিংবা সবটুকুই সানজাক-বেয়ি বা রাজকীয় ট্রেজারীর জন্যও সংরক্ষিত রাখা যাইত। কনের পিতার মর্যাদা অথবা বিধবাদের ক্ষেত্রে তাহাদের বসবাসের স্থান বা বিবাহ অনুষ্ঠানের স্থান অনুযায়ী কর কোথায় প্রদত্ত হইবে, তাহা নির্ধারিত হইত। সিপাহী, পদাতিক বাহিনীর সদস্য প্রভৃতির কন্যাদের জন্যও এই কর প্রদান করিতে হইতে। ইহা সানজাক'বেয়ি, বেয়লার বেয়ি, সু-বাসী অথবা ট্রেজারীর প্রতিনিধির নিকট ক'নূন ও প্রাদেশিক রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ বিধি মুতাবিক প্রদান করা হইত। এইগুলিতে তাতার, য়ূরূক, মুসেললেম, খনি শ্রমিক ও অন্যান্য বিশেষ শ্রেণীভুক্ত লোকদের কন্যাদের জন্য প্রদত্ত কনে করের বিধিও লিপিবদ্ধ থাকিত। কোন ব্যক্তি তাহার দুইজন দাস ও দাসীর মধ্যে একজনকে অপর জনের সহিত বিবাহ দান করিলে তজ্জন্য কোন কর প্রদান করিতে হইত না।

সামন্ততান্ত্রিক যুগের বলিয়া অনুমিত এই কর ১৫শ শতাব্দীর ক'নুনে আনাতোলিয়া ও রুমেলিয়ায় পূর্বেই প্রবর্তিত ছিল এবং 'উছ্‌'মানী বিজয়ের পর মিসর, সিরিয়া ও ইরাকেও ইহার প্রচলন ঘটে। ১৯শ শতাব্দীতে ইহাকে বাতিল করা হয় এবং তদস্থলে বিবাহের জন্য ক'দীর অনুমতি (ইয'ন নামে) বাবত ফী ধার্য করা হয়। ইহার হার ছিল অবিবাহিতা তরুণীদের জন্য দশ পিয়াসটর এবং বিধবা রমণীদের জন্য পাঁচ পিয়াসটর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Fr. Kraelitz-Greifenhorst. Kanunname Sultan Mehmeds des Eroberers MOG. I 1921 খৃ., ৩৬, ৪০, ৪৫; (২) Othmanli Kanunnameleri, Milli Tetebbuler Medjnu'asi, ইস্তাম্বুল ১৩৩১ হি., ১১০-১১১; (৩) Kanunname-i Al-i Otheman, TOEM suppl., ইস্তাম্বুল ১৩২৯ হি., ৩৮ ইত্যাদি; (৪) R. Anhegger ও H. Inalcik, Kanunname-i Sultani ber Muceb-i orfi-i-Osmani, আঙ্কারা ১৯৫৬ খৃ., ৫১, ৫২, ৬৪; (৫) Omer Lutfi Barkan, XV ve Xvlinci Asirlarda Osmanli Imparatorlugunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslari, I, Kanunlar, ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ., index; (৬) 'আবদু'র-রাহ'মান ওয়াফীক, তেকালীফ কাওয়া'ইদি, ১খ., ইস্তাম্বুল ১৩২৮ হি., ৪২; (৭) J. Von Hammer, Des Osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, ১খ., ভিয়েনা ১৮১৫ খৃ., ২০২; (৮) N. Cagatay, Osmanli Imparatorlugunda reayadan alinan vergi ve resimler, AUDTC Fak. Dergisi V ১৯৪৭ খৃ., ৫০৬-৭।

B. Lewis (E. I.[2]) মু. আব্দুল মান্নান

'আরূসিয়া (عروسية) ঃ দরবেশদের একটি তরীকা, রিনের মতানুসারে শাযি'লীয়ার একটি শাখা, আবু'ল-'আব্বাস আহ'মাদ (ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আবদি'স-সালাম ইবন আবী বাক্‌র) ইবনু'ল-'আরূসের নামানুসারে এই তরীকার নামকরণ করা হয়। আল-'আরূস আনুমানিক ১৪৬০ খৃ. তিউনিসে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Rinn, Marabouts et Khouan, 268; (2) Depont et coppolani, Les confreries musulmanes, 340.

(E. I.[2])/ মু. আব্দুল মান্নান

আল (দ্র. তারীফ)।

আল (آل) ঃ অর্থ বংশ, পরিবার (اهل ، عائلة) [দ্র.] ও গোত্রের (قبيلة ، حى) [দ্র.] মধ্যবর্তী কোন বংশানুক্রমিক দল, 'আশীরা (عشيرة) [দ্র.] শব্দের সমার্থক। কু'রআনের তৃতীয় সূরা আল-'ইমরান (آل عمران)-এ 'আল' শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। আল-ই নাবী হইলেন হাশিম ও মুত্তালিবের বংশধরগণ। শী'আ সম্প্রদায় আলকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কয়েকজন নিকট আত্মীয় ও উত্তরাধিকারিগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়াছেন (দ্র. আহলু'ল-বায়ত= اهل البيت)। কিন্তু সুন্নীগণ ইহাকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়া তাঁহার সমস্ত উম্মাতকে ইহার মধ্যে শামিল করিয়াছেন (তু. Lane, Lexicon, শিরো.)। পরবর্তী কালে এই পরিভাষাটি একটি রাজবংশকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন আল 'উছ্‌'মান অর্থাৎ 'উছ্‌'মান রাজবংশ, আল-বূ সা'ঈদ অর্থাৎ ওমান ও যাঞ্জিবারের রাজবংশ, আল ফায়স'াল আল-সাউদ বা সাউদী আরবের রাজবংশের সরকারি খেতাব।

Ed. (E. I.[2])/ মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

আল অর্থ ভূত যাহা স্ত্রীলোকগণকে প্রসবাবস্থায় আক্রমণ করে। অজ্ঞতাহেতু সূতিকা জ্বরের বিকারাবস্থাকে এই নামে অভিহিত করা হয়; তু. ZDMG, ১৮৮২ খৃ., পৃ. ৮৫; Goldziher, Abh. zur arab Philologie, ১খ, ১১৬; H. A. Winkler, Salomo und die Karina, পৃ. ১০৪-৭।

A. Haffner (E. I.[2])/ মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

আল (দ্র. সারাব)।

'আলওয়া (علوى) ঃ একটি নুবিয়ান জনগোষ্ঠী ও রাজ্যের নাম। রাজ্যটি শ্বেত-নীল ও আহবারা নদীদ্বয়ের সংগমস্থলে সামান্য ভাটিতে অবস্থিত এবং শ্বেত-নীলনদের সংগমস্থল ছাড়াইয়া সুদূর দক্ষিণে বিস্তৃত 'মাকু'ররা' (দ্র.) রাজ্যের সহিত সংলগ্ন। আধুনিক খার্তূ'মের নিকটবর্তী 'সুবা' ছিল ইহার রাজধানী। খৃস্টান রাজ্যটি 'মাকু'ররা' রাজ্যের পতনের পরেও সংরক্ষিত ছিল এবং কেবল ১০ম/১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফুনজদের সহিত মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ 'আরব গোত্রসমূহের চাপের মুখে ইহার বিলুপ্তি ঘটে (আরও দেখুন নূবা ও আন-নীল)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-ফাকীহ, পৃ. ৭৮; (২) য়া'কূবী, পৃ. ৩৩৫; (৩) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৩খ., ৩১; (৪) ইবন সুলায়ম আল-উসওয়ানী, মাক'রীযি, খিত'ত (অনু. G. Troupeau, in Arabica, 1954, 284); (৫) য়াকূ'ত, ৪খ., ৮২০; (৬) দিমাশকী, নুখবা, পৃ. ২৯৬; (৭) J. Marquart, Die Benin Sammlung, Leiden 1913, নির্ঘণ্ট; (৮) J.S. Trimingham, Islam in Sudan, 72-5; (৯) U. Monneret de Villard, Storia della Nubia Cristiana, রোম ১৯৩৮ খৃ., নির্ঘণ্ট; (১০) O. G. S. Crawford The Fung Kingdom of Sennar, Gloucester 1951, 25ff.; (১১) P. L. Shinnie, Excavations at Soba, খার্তুম ১৯৫৫ খৃ.।

S. M. Stern (E. I.[2])/ ডঃ মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

আলওয়ান্দ (দ্র. আক'কোয়ুনলু)।

আলওয়ান্দ কূহ (الوند كوه) ঃ বা কূহ-ই আলওয়ান্দ, হামাদানের দক্ষিণে অবস্থিত একটি বিচ্ছিন্ন পর্বতশ্রেণী। ইহার উচ্চতা ১১,৭১৭ ফুট। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকে আলওয়ান্দ কূহ খাড়াভাবে সমভূমির উপর অবস্থিত। উত্তর-পশ্চিম দিকে ইহা কূহ-ই দায়িম আল-বারফের সহিত যুক্ত; এই পর্বতটি উচ্চতায় আলওয়ান্দ কূহের প্রায় সমান; কূহ-ই দাইম আল-বরফ অপেক্ষাকৃত কম উচু পর্বতশ্রেণী দ্বারা কূহ-ই আলমুকুলাখের সহিত যুক্ত; কূহ-ই আলমু কুলাখ সম্পূর্ণ আলওয়ান্দের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত জুড়িয়া অবস্থিত। ভূতাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়া মূল আলওয়ান্দের মধ্যভাগ গ্রানাইট পাথরে গঠিত; শুধু পাদদেশের কোথাও কোথাও লবণাক্ত লাল কাদা মাটি রহিয়াছে। স্থানে স্থানে খাড়া পার্বত্য অঞ্চল, তৃণহীন পর্বত, গিরিসংকট ও উর্বর পার্বত্য চারণভূমি রহিয়াছে। দক্ষিণ দিকের ঢালু অংশের প্রায় ৭৫০০ ফুট পর্যন্ত আখরোট, তুতগাছ ও ফলের গাছ আচ্ছন্ন। আলওয়ান্দ কূহ ইহার প্রচুর পানি সরবরাহের জন্য বিখ্যাত। মুসতাওফী (নুযহাতু'ল-কু'লূব, বোম্বাই ১৩১১ হি., ১২৫) মন্তব্য করিয়াছেন, উচ্চতম চূড়ায় উত্থিত ঝরনা ছাড়াও এই পর্বতশ্রেণীর মধ্যভাগ হইতে কমপক্ষে ৪২টি স্রোতধারা প্রবাহিত। ইহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক দিজলা নদীর শাখা নদী ও অন্যগুলি পূর্বদিকে মোড় নিয়া ইরানের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হইয়াছে। আলওয়ান্দের জলধারাসমূহের সেচকার্যের ফলে হামাযানের সমভূমি সর্বদাই ইরানের শ্রেষ্ঠ অঞ্চল হিসাবে পরিগণিত। হামযান বা প্রাচীন একবাতানা পর্বতের পাদদেশে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। শীতল আবহাওয়া ও উঁচু অবস্থানের জন্য (১৮৬০ মিটার) ইহা আকামেনীয় (Achaemanid) রাজাদের প্রিয় গ্রীষ্মকালীন আবাস ছিল। আলওয়ান্দ কূহের ঢাল বাহিয়া ৭০০০ ফুট উঁচুতে গাঞ্জনামা (রত্নগৃহ) নামক স্থানে ১ম দারিয়ূস ও ১ম যারসেস (xerxes)-এর সময়কাল হইতে পারস্যের প্রাচীন আমলের নিদর্শন হিসাবে দুইটি কীলক আকৃতি লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

প্রাচ্যের লেখকগণ আলওয়ান্দ কূহ সম্পর্কে বহু উপাখ্যান বর্ণনা করিলেও প্রকৃত তথ্য কমই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা পর্বতের একটি চূড়াকে বেহেশতের উৎস হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন—ইহা সম্ভবত এলাকাটি সম্পর্কে প্রাচীন বিশ্বাসের ভিত্তিতে কথিত (তু. Jackson, Persia Past and Present, 146, 170-3)। আল-কাযবীনী (৬৮২-১২৮৩) সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি ইহার নামকরণ করিয়াছেন কূহ আরওয়ান্দ। য়া'কূত ও 'আরওয়ান্দ' রূপটি ব্যবহার করিয়াছেন (Al-Mustawfi, Alwand Kuh)। প্রাচীন পারসিক নাম আরুআন্দা (Avesta and Pazend : Arwand)-এর উল্লেখ গ্রীক লেখকদের (Polybius, Ptolemy, Diodorus) লেখায় রহিয়াছে। প্রাচীন আরমেনীয় ভাষায় শব্দটি 'এরওয়ান্দ' (আরওয়ান্দ)-রূপে ব্যক্তির নাম হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে (তু. H. Hubschmann, Armenische Grammatik, Leipzig 1897, i. 40 and Indogermanische Forschungen, ১৯০৪ খৃ., ৪২৬, কীলক আকৃতি উৎকীর্ণ লিপিতে উল্লিখিত 'শ্বেত পর্বত' সম্ভবত আলওয়ান্দ কূহকে নির্দেশ করে; তু. Streck in ZA, 1900 খৃ., ৩৭১; Schrader-এর Keilinschriftl. Biblioth. VI/I. Berlin 1900, 573। জেনসন অনুমান করিয়াছেন, প্রাচীন ব্যাবিলনীয় গিলগামেশ মহাকাব্যের 'সিডার পর্বত' সম্ভবত আলওয়ান্দ কূহ-ই হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, ১খ., ২২৫; (২) কাযবীনী (Wustenf), ২খ., ২৩৬, ৩৩১; (৩) Vullers, Lexicon Persico-Latinum S.V. Arwand; (৪) Le Strange, 22, 195; (৫) K. Ritter, Erdkunde, viii, 48, 82-98; (৬) H. Kiepert, Lehrbuch der alten geographie, বার্লিন ১৮৭৮ খৃ., ৬৯; (৭) E. Reclus, Nouv. geogr. univ., ৯খ., ১৬৮ প.; (৮) Fr. Spiegel, Eranische Altertumskunde, i, 103, 104-143 প.; (৯) Justi. in Gr. I Ph ii, 427 (আলওয়ান্দে প্রাচীন পারসিক দেবদেবীর উপাসনার স্থানের বিষয়ে রচিত); (১০) C. Olivier, Voyage dans l'empire Ottoman, I Egypte et en Perse, Paris 1801, ৩খ., পৃ. ১৬৩; (১১) H. Petermann, Reisen im Orient, Leipzig 1861, ২খ., ২৫২; (১২) Mitteilungen der K.K. Geogr. Ger Wien, 1883, 72 প.; (১৩) A.F. Stahl, in Petermann's Geograph, Mitteilungen 1907, 205 (ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ) and also 1909, 6; (১৪) Map : Iran Series ($\frac{1}{4}$) inch Sheet no. 1-39, G. (Hamadan), June 1942.

M. Streek D. N. Willber (E. I.[2])/ পারসা বেগম

আলওয়ার (الوار) ঃ ভারতের রাজপুতানার পূর্বে অবস্থিত দেশীয় রাজ্য ছিল; ইহা ২৭°৩ ও ২৮°১৩ উত্তর অক্ষাংশের এবং ৭৬°৩´ ও ৭৭°১৩´ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। ইহার আয়তন ৩১৪১ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ৮,৬১,৯৯৩ (আদমশুমারী ১৯৫১ খৃ. অনুসারে)। কথ্য ভাষা প্রধানত হিন্দী ও মেওয়াতী, অধিবাসীদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মুসলিম।

আধুনিক আলওয়ার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রতাপ সিংহ (১৭৪০-১৭৯১ খৃ.)। তিনি ১৭৭১ ও ১৭৭৬ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এমন একটি ক্ষুদ্র রাজ্য সৃষ্টি করিতে সফল হইয়াছিলেন যাহা মুগল সম্রাট দ্বিতীয় 'আলাম এবং পরে ১৮১১ খৃ. বৃটিশদের স্বীকৃতি লাভ করে।

বৃটিশ প্রভুত্বের অবসান হওয়ার পর আলওয়ার ভরতপুর, ধোলপুর ও কারাউলির সহিত মাৎস্য ইউনিয়নে যোগ দেয়; আল-ওয়ারের মহারাজা নূতন রাজ্যের 'উপরপ্রমুখ' হন। ১৯৪৯ সনের ১৫ মে আলওয়ার ও মাৎস্য ইউনিয়নের অপরাপর অঙ্গরাজ্য রাজস্থান ইউনিয়নের সহিত মিলিত হয়।

আলওয়ার শহরে কিছু ইসলামী (ধরনের) স্মৃতিস্তম্ভ রহিয়াছে, যেমন— বাখতাওয়ার সিংহ (প্রতাপ সিংহের পোষ্যপুত্র ও উত্তরাধিকারী)-এর এবং ফাতিহ্ জাঙ্গ-এর সমাধি (দ্র. Fergusson, Indian Architecture)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) The Imperial Gazetteer; (২) The Rajputana Gazetteer; (৩) Government of Indian, Ministry of States, White Paper on Indian States, দিল্লী ১৯৫০ খৃ.।

P. Hardy (E. I.²)/পারসা বেগম

আলওয়াহ (দ্র. লাওহ)

আলকাননা (দ্র. আল-হিন্না)

'আলক'আমা ইবন 'আবাদা আত-তামীমী (علقمة بن عبدة التميمى) ঃ উপনাম 'আল-ফাহ্'ল' (الفحل)। তিনি ছিলেন একজন প্রাচীন 'আরব কবি। তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লব্ধপ্রতিষ্ঠ একজন কবি। লাখমী ও গাসসানীদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ ছিল তাঁহার কবিতার বিষয়বস্তু। গাসসানী রাজা আল-হ'ারিছ' ইবন জাবালা (আনু. ৫২৯-৫৬৯ খৃ.) তাঁহার ভ্রাতা শা'স ও অন্য কতিপয় তামীমীকে বন্দী করেন। কথিত আছে, 'আলকামা তাঁহার দলের মুখপাত্র হিসাবে একটি কাসীদা (নং ২, সম্পা. W. Ahlwardt, The Diwan of the six ancient Arabic Poets, লন্ডন ১৮৭০ খৃ.) আবৃত্তি করিয়া তাহাদেরকে মুক্ত করেন। 'আরবীয় কাহিনীতে 'আলক'আমার সহিত ইমরুউ'ল-কায়স (মৃ. আনু. ৫৪০ খৃ.)-এর কবিতা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐ প্রতিযোগিতায় ইমরুউ'ল-ক'ায়সের স্ত্রী জুনদাব ছিলেন বিচারক (umpire)। প্রতিযোগিতায় ইমরুউ'ল-ক'ায়স পরাজিত হইলে জুনদাবের সহিত তাঁহার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে এবং 'আলক'আমা তাহাকে বিবাহ করেন। এই দুই কবির রচনা রীতি হইতে উভয়ের মধ্যে এই ধরনের সম্পর্কের সম্ভাব্যতা অনুমান করা যায়। 'আলক'আমার প্রথম কাসীদা (Ahlwardt) ও ইমরুউ'ল-কায়সের চতুর্থ কাসীদা (Ahlwardt)-র মধ্যে সাদৃশ্যের কথা বারবার উল্লিখিত হইয়া থাকে। তাহাতে বুঝা যায়, বর্ণনাকারিগণ এই দুই কবির সম্পর্কে বিভ্রান্তি ঘটাইয়াছে। ইতঃপূর্বে Ahlwardt (Demerkungen, পৃ. ৬৮ প.) লিখিয়াছেন, 'আলক'আমার ক'াসীদাটিই প্রাচীনতর হওয়ার সম্ভাবনা। ইমরুউল-ক'ায়সের মতই 'আলক'আমারও ঝোঁক ছিল নিস্তরঙ্গ ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ছন্দে কাব্য রচনার দিকে। এই দুই কবির রচনা রীতি ও বিষয়বস্তুর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার বিচারে তাহাদেরকে একই গোষ্ঠীর (School) প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তবে বর্ণনাভঙ্গির একটি সমৃদ্ধতর বৈশিষ্ট্য আলক'আমার রচনায় পাওয়া যায়। Ahlward-এর সংকলিত ৮ ও ১২ সংখ্যক কবিতাগুলি নেহায়েত কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। সুতরাং Noldeke (Die Ghassanischen Fursten aus dem Hause Gafnas Abh. Akad. d. Wissensch, বার্লিন ১৮৮৭ খৃ., পৃ. ৩৬) ও তাঁহার অনুসরণে Brockelmann (১খ., ৪৮)-এর কালানুক্রমিক সিদ্ধান্তগুলি ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। 'আরব সমালোচকগণ 'আলক'আমা-কে ফুহূ'ল (فحول) বা শক্তিশালী কবিদের অন্যতম বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। 'ফুহূ'ল' (فحول)-এর আক্ষরিক অর্থ 'পুং ঘোড়া'।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ 'আলকামার দীওয়ান জার্মান অনুবাদসহ একত্রে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় A. Socin কর্তৃক (লাইপযিগ, ১৮৬৭ খৃ.)। তৎপর Ahlwardt ইহার কেবল 'আরবী মূল পাঠ প্রকাশ করেন। উল্লিখিত সংস্করণে; আল-আ'লাম আশ-শানতামারীর ভাষ্যসহ 'আরবী মূলপাঠ প্রকাশিত হয় মুহ'াম্মাদ ইবন চেনেব কর্তৃক (আলজিয়ার্স, ১৯২৫ খৃ.) অন্যান্য সূত্র (২) আল-আগানী, ৭খ., ১২৭-৮; ২১খ., ১৭১-৫; (৩) de Slane, Le Diwan d'Amro'l-Kais, প্যারিস ১৮৩৭ খৃ., পৃ. ৮০; (৪) Caussin de Perceval, Essai sur l'histoire des Arabes, ২খ., ৩১৪; (৫) G. E. von Grunebaum, Orientalia-তে, ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ৩২৮-৪৫।

G. E. von Grunebaum (E. I.²)/ খন্দকার ফজলুল হক

আল-'আলক'ামী (العلقمى) ঃ ভূগোলবিদ কু'দামা ও মাস'ঊদীর বর্ণনা অনুযায়ী ফুরাত নদী (Euphrates) আধুনিক হিনদিয়া বাঁধের নিকটে (৪৪° ১৬ পূর্ব, ৩৬° ৪৩ উত্তর) যে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া মধ্যযুগীয় বৃহৎ জলাশয়ে পতিত হইয়াছে, তাহার পশ্চিম শাখার জন্য ৩য়-৪র্থ/৯ম-১০ম শতাব্দীতে ব্যবহৃত নাম ছিল আল-'আলক'ামী। এই শাখায় অথবা পূর্ব শাখায় (আস্সূরা' অথবা বর্তমান হি'ল্লা) প্রবাহিত ফুরাত নদীর পানির অনুপাত সমগ্র মধ্য ও বর্তমান যুগ ধরিয়া সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হইয়াছে। অবশেষে পশ্চিম শাখার প্রবাহই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং বর্তমান শতকের প্রথম দিক হইতে পূর্ব শাখা নিছক একটি সংকুচিত খালে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আল-'আলক'ামীই, যাহার প্রবাহ বর্তমান হিনদিয়া নদীর প্রবাহের সহিত সর্বদা যে অভিন্ন এমন নয়, সম্ভবত প্রধান ধারার ভূমিকা পালন করিয়াছে। ইহা গুরুত্বপূর্ণ শহর আল-ক'ানত'ারাকে উভয় তীরে এবং কুফাকে ডান তীরে রাখিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। উযীর ইবনু'ল-'আলক'ামী (দ্র.)-র নাম এই নদীর নাম হইতেই গৃহীত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Le Strange, 74; (২) S.H. Longrigg., Four Centuries of Modern Iraq, Oxford 1925, পৃ. ৩১১; (৩) ইহা ছাড়াও তু. আল-ফুরাত প্রবন্ধ।

S. H. Longrigg (E. I.²)/ মুহাম্মদ মূসা

আলকাযার ঃ 'আরবী আল-কা'সর (القصر) ঃ শব্দ হইতে উদ্ভূত/ (পর্তুগীজ Alcacer) স্পেন দেশের দুর্গ ও নগর দুর্গাদি। স্পেনের সেভিল, কর্ডোভা, সেগোভিয়া, টলেডে-এই সকল স্থানের আলকাযারগুলি প্রসিদ্ধ। বহু সংখ্যক স্থানও আলকাযার নামে অভিহিত হইয়াছে। স্পেনের সিউদাদ রিয়াল নামক প্রদেশের একটি আলকাযার ডে সান জুয়ান ও মরক্কোর একটি শহর কা'সরু'ল-কাবীর (দ্র.)-এর স্পেনীয় নাম আলকাযার কিভির (Alcazar quivir) দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(E. I.²)/ মুহম্মদ ইলাহি বখশ

আল-কালা (দ্র. আল-কাল'আ)

আলকা'স মীরযা (القاص مرزا) ঃ (অথবা আলকা'স, 'আলকা'সপ) পারস্যের সা'ফাবী রাজবংশের শাহ দ্বিতীয় ইসমা'ঈলের পুত্র ও শাহ প্রথম তা'হমাসপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি ৯২১/১৫১৫-১৬ সালে তাবরীযে জন্মগ্রহণ করেন। ৯৩৯/১৫৩২-৩৩ সালে আস্তারাবাদে তিনি উযবেকদের বিরুদ্ধে সাফল্যজনক সমরাভিযান চালাইয়াছিলেন। ৯৪৫/১৫৩৮-৩৯ সালে তিনি শিরওয়ান প্রদেশ অধিকার করেন এবং স্বীয় ভ্রাতা তা'হমাসপ কর্তৃক উক্ত প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছু পরেই তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। পরে স্বীয় মাতা খানবেগী খানুমের হস্তক্ষেপে শর্তাধীনে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তাহমাসপের নির্দেশে তিনি সারকাসিয়ানদের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভিযান চালনা করেন, কিন্তু জয়-পরাজয় অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। পুনরায় তিনি শাহ তা'হমাসপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসেন, নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন এবং খুত'বায় নিজ নাম অন্তর্ভুক্ত করেন। ৯৫৩/১৫৪৬-৪৭ সালে শাহ তাহমাসপ তাঁহার দ্বিতীয় জর্জিয়ান অভিযান আরম্ভ করেন এবং তিনি গানজা (Gandja) হইতে আলকা'স মীরযার বিরুদ্ধে ৫,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। আলকা'স মীরযা এই বাহিনীর নিকট কয়েকটি সংঘর্ষে পরাজিত হইয়া কিপচাক সমতলভূমি ক্রিমিয়ার মধ্য দিয়া কনস্টান্টিনোপলে পলায়ন করেন (৯৫৪/১৫৪৭-৪৮)।

আলকাস মীরযা ১ম সুলায়মানকে পারস্যের বিরুদ্ধে আর একটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। মূল 'উছমানী বাহিনী আলকা'স মীরযাকে পুরোভাগে রাখিয়া সীওয়াস ও এরযেরুম হইয়া তাবরীয আক্রমণের উদ্দেশে যাত্রা করিলে শাহ তা'হমাসপ রণকৌশল নীতি হিসাবে পল্লী অঞ্চল সাফল্যজনকভাবে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। ফলে পাঁচ দিন পরেই সুলায়মান তাবরীয ত্যাগে বাধ্য হন। 'ওয়ানের' দুর্গ অধিকার করার সময়ে আলকা'স মীরযা সুলায়মানের সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং দুর্গস্থ সৈন্যবাহিনীকে হত্যা না করার সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুলায়মান আল-কা'সে'র প্রতি কিছুটা বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার উপস্থিতিতে পারস্যে যে সমর্থন লাভের প্রত্যাশা সুলায়মান করিয়াছিলেন তাহা পাওয়া যায় নাই। আলকা'স মীরযা বাগদাদ ত্যাগ করিয়া অনিয়মিত বাহিনী লইয়া পারস্য আক্রমণ করুক-এইরূপ ইচ্ছা সুলায়মান ব্যক্ত করিয়াছিলেন (সুলায়মান তাঁহাকে কোন জেনেসারী বাহিনী প্রদান করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন)। আলকা'স বাহিনীসহ হামদান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে তিনি তাঁহার ভ্রাতা বাহরামের রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র বাদী'উ'য-যামান মীরযাকে বন্দী করেন। ইহার পর তিনি কু'ম্ম, কাশান ও ইস'ফাহান আক্রমণ করেন। অতঃপর সুলায়মান আলকা'স মীরযাকে তাঁহার সহিত পুনরায় মিলিত হওয়ার যে আদেশ দিয়াছিলেন, উহা অমান্য করিয়া তিনি যাত্রা অব্যাহত রাখিয়া শুশতারে পৌছান এবং তাহমাসপের নিকট একটি সৌহার্দ্যসূচক পত্র প্রেরণ করেন (যি'ল-হা'জ্জ ৯৫৫/ জানুয়ারি ১৫৪৯)। অতঃপর আলকা'স মীরযা বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করিলে বাগদাদের গভর্নর মুহা'ম্মাদ পাশা কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন এবং আরদালানে পলায়ন করেন। সেইখানে তিনি আরদালানের শাসনকর্তা সুরখাব বেগ কর্তৃক ধৃত হইয়া শাহ তা'হমাসপ-এর হস্তে সমর্পিত হন। তবে শর্ত থাকে, তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইবে। স্বয়ং তা'হমাসপ-এর বর্ণনানুসারে আলকা'স শারযা আলমমুত দুর্গে বন্দী ছিলেন। বন্দী হওয়ার মাত্র কয়েক দিন পরে তিনি নিহত হন। ইহা সুস্পষ্ট যে, তিনি পারিবারিক কলহের কারণে নিহত হইয়াছিলেন। সম্ভবত ইহাতে তা'হমাসপের নীরব সম্মতি ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তায'কিরা-ই শাহ তা'হমাসপ, সম্পা. ফিলোট (Phillott), কলকাতা ১৯১২ খৃ. (P. Horn, Denkwurdigkeiten Schah Tahmasp des I. 38. 64, পৃ. ১৩৮); (২) হাসান রূমলু, আহ'সানু'ত-তাওয়ারীখ, কলিকাতা ১৯৩১ খৃ.; (৩) শারাফ খান বিদলীসী, শারাফ-নামাহ, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৭৩ খৃ.; (৪) Pecewi, 267 ff.; (৫) Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman, vi, 7 ff.; (৬) Sir Jhon Malcolm, History of Persia, London 1815, i, 509-10, 505 note.

R.M. Savory (E. I.²)/ আবদুল মালেক

আলগোরিথমুস (Algorihmus) ঃ 'আরবী সংখ্যার (numeral) সাহায্যে গণনা পদ্ধতির পুরাতন নাম। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় রচনাসমূহে শব্দটির বিভিন্ন বানান পরিদৃষ্ট হয়। যেমন Algorismun, Alchoarismus, Alkaursmus প্রভৃতি। এই সমস্তই জ্ঞাতরূপে সর্বপ্রথম 'আরব গণিতবিদ মুহা'ম্মাদ ইবন মূসা আল-খাওয়ারিযমী (দ্র.)-র নিসবা (সম্বন্ধবাচক নাম)-এর অপভ্রংশ। দ্বাদশ শতাব্দীতে জনৈক অজ্ঞাত পরিচয় গ্রন্থকার কর্তৃক তাঁহার গ্রন্থ লাতিন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। কেম্ব্রিজে রক্ষিত ইহার একমাত্র কপিটি B. Boncompagni কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল (Trattati d'arithmetica I, Rome, 1857)। ইহার আরম্ভ 'dixit Algorithmi' শব্দদ্বয় দ্বারা। এই স্থানে 'আরবী নিসবা আকারে শব্দটি শুদ্ধরূপে অর্থাৎ একটি Proper name-রূপে দেওয়া হইয়াছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, পরবর্তী কালে ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে 'আবরী সংখ্যার সাহায্যে গণনার নূতন পদ্ধতি যাহা গ্রীক-রোমীয় abacus পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শব্দটির উৎপত্তির বিষয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে দার্শনিক 'আলগুস'-এর নামের সঙ্গে শব্দটিকে সম্পর্কিত করা এবং গ্রীক 'আরথিমস'-এর সহিত 'আরবী উপসর্গ 'আল' যুক্ত করিয়া 'আলগোরিথমুস রূপ দানের চেষ্টা। নির্ভুল ব্যাখ্যাটি দিয়াছেন M. Reinaud তাহার Memoire sur l'Inde (পৃ. ৩০৩-৪) গ্রন্থে ১৮৪৯ খৃ. কেমব্রিজে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনার পূর্বে। তাহা সত্ত্বেও ভুল অর্থটি বহাল থাকিয়া যায়, আর আলগোরিথম (আলগরিজম) শব্দটি এখনও 'গণনা পদ্ধতি' ও 'পাটীগণিত' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

H. Suter (E. I.²)/খন্দকার তাফাজ্জুল হোসাইন

আলজেবরা (দ্র. আল-জাবর ওয়া'ল-মুকাবালা)

আলগুমায়যা (দ্র. নুজূম)

আলগুল (দ্র. নুজূম)

'আলছ বা আল-'আলছ (العلث) ঃ টাইগ্রিস নদীর সাবেক স্রোত-পথের পূর্বতীরে বাগদাদের উত্তর দিকে 'উকবারা ও সামাররার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত শহর। টাইগ্রিস নদীর স্রোতপথের পরিবর্তন হওয়ায় (তু. দিজলা) 'আলছ বর্তমানে আশ-শুতায়তা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এখনও শহরটির ব্যাপক ধ্বংসাবশেষকে 'আলছ বলা হইয়া থাকে। উহা আধুনিক শহর বালাদ হইতে সাড়ে চার মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। শহরটির নাম 'আলহা' বলিয়া টলেমী (৫খ., ২০) উল্লেখ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগীয় ভূগোলবিদগণের মতে সাওয়াদ বা ইরাক এলাকাটির উত্তর সীমান্তে টাইগ্রিস নদীর পূর্ব তীরে 'আলছ এবং পশ্চিম তীরে হারবা অবস্থিত। হযরত 'আলী ইবন আবী তালিব (রা) য়াকূত-এর বংশধরগণের উপকারার্থে শহরটি ওয়াক্ফ করা হয়। এই শহরে খৃস্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে কয়েকজন হাদীছবেত্তার আবির্ভাব ঘটে। 'আলছ শহরটির সন্নিকটে টাইগ্রিস নদীর উপরে একটি পাথরের বাঁধ নির্মিত হয়, অবশ্য বর্তমানে উহার কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নাই। 'আলছ'-এর সংলগ্ন অঞ্চলে দায়রু 'আলছ বা দায়রু'ল-'আযারা রহিয়াছে, অন্যদের মধ্যে কবি জাহ্যা আল-বারমাকী যাহার বিবরণ দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-মাকদিসী, পৃ. ১২৩; (২) য়াকূত, ৩খ., ৭১১, ২খ., ৬৭৯; (৩) শাবুস্তী, দিয়ারাত, (G. Awad), পৃ. ৬২-৩; (৪) ইবন 'আবদি'ল-হাক্ক, মারাসিদ, ২খ., ১৭৫; (৫) 'উমারী, মাসালিকু'ল আবসার, ১খ., ২৫৮; (৬) সুয়ূতী, লুবাবু'ল-লুবাব, পৃ. ১৮১; (৭) তাজু'ল 'আরূস, ১খ., ৬৩৪; (৮) A. Sousa, রায়্য, সামাররা, বাগদাদ ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ১৮৩-৪, ২১৮; (৯) J.F. Jones, Memoirs, বোম্বাই ১৮৫৭ খৃ., পৃ. ২৫৭; (১০) M. Streck, Babylonien nach d. arab. Geographen, ২খ., ২২৪ প.; (১১) Le Strange, পৃ. ৫০; (১২) M. Wagner, in Nachr. d. Gottinger Ges. d. Wissensch, ১৯০২ খৃ., পৃ. ২৫৬।

G. Awad (E. I.²)/ মুহম্মদ ইলাহি বখশ

আল-জামী'আ (الجاميا) ঃ 'আরবী আল-'আজামিয়্যা (অনারব) শব্দের স্পেনীয় প্রতিলিপি। আন্দালুসের মুসলমানগণ তাহাদের উত্তর আইবেরিয় উপদ্বীপের প্রতিবেশীদের রোমান্স উপভাষাসমূহ বুঝাইতে এই শব্দটি ব্যবহার করিতেন। এই উপভাষাগুলি শীঘ্রই 'আরবী প্রকৃতি ধারণ করে। বহিরাগত মোযারাবগণ কর্তৃক খৃস্টীয় নবম শতাব্দী হইতে কর্ডোভার চতুর্দিকের খৃস্টান দেশগুলিতে এই সব উপভাষা প্রবর্তিত হয়। আন্দালুসের সকল শ্রেণীর লোক, বিশেষত গ্রামবাসীরা স্পেনীয় 'আরবী ভাষার সঙ্গে এই রোমান্স ভাষা ব্যবহার করিত। এই রোমান্স ভাষাকে আল-'আজামিয়া নামেও অভিহিত করা হইত। মধ্যযুগের শেষভাগে এই শব্দটির স্পেনীয় প্রতিলিপি 'আলজামীয়' বর্তমানে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেই অর্থে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করে। স্পেনীয় রোমান্স ভাষা পর্তুগীজ, গ্যালিসীয়, কাসটিলীয়, আরাগনীয় অথবা কাতালান ভাষার মিশ্রণ ও এইগুলির মধ্যে কোনটি ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা ঐ উপভাষার এলাকার উপর নির্ভরশীল। ইহা ল্যাটিন লিপিতে লেখা হয় না, বরং 'আরবী লিপিতে লেখা হয়। এইজন্য আলজামী ভাষায় রচিত যেই সব সাহিত্য কীর্তি সংরক্ষিত হইয়াছে, সেইগুলিকে আল-জামিআদা বলা হয়।

আলজামিআদা সাহিত্যের বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। খোদ স্পেনে এইগুলি সম্পর্কে বহু গবেষণা হইয়াছে, বিশেষ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। এই সাহিত্যের পুস্তকগুলি হইতেছে সাধারণ ধর্মীয় ও আইন সংক্রান্ত। অধিকন্তু ইহাতে কিছু উপদেশমূলক কবিতা ও গদ্যে রচিত কতিপয় কল্পকাহিনীও রহিয়াছে। এই সাহিত্য বিচারে, খোদ স্পেনে, ১৬০৯ খৃ. তৃতীয় ফিলিপ কর্তৃক বহিষ্কৃত হইবার পূর্বে মূরদের রচিত সাহিত্য (স্পেনীয় সাহিত্য) এবং ঐ সময়ের পরে তিউনিসিয়ায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনকারী মূর সম্প্রদায়গুলি কর্তৃক রচিত আরও বেশি সংখ্যক সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা প্রয়োজন। প্রথম শ্রেণীর পুস্তকগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক হইতেছে চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া অনুমিত জনৈক অজ্ঞাতনামা কবির 'ইউসুফ-কাব্য'; ইহার সম্পাদক ও ভাষ্যকার R. Menendez Piddal মনে করেন, ইহা Morisco নামক জনৈক আরাগনীয় কবির রচনা (Poeme de Yucuf : materiales para su estudio, in Revista de Archivos, Biblioticas y Museos, VIII, Madrid 1902, নূতন সংস্করণ, গ্রানাডা ১৯৫২ খৃ.)। ইহা কুরআনের দ্বাদশ সূরা (সূরা য়ুসুফ)–এর স্পেনীয় কাব্যরূপ। মুসলিম 'নবী-কাহিনী' হইতে গৃহীত উপকরণের সাহায্যে ইহাকে অলংকৃত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত অন্য একজন আরাগনীয় মরিসকো Rueda de Jalon'-এর অধিবাসী মুহাম্মাদ রাবাদান। তাঁহার কবিকৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৬০৩ খৃ. Strophic ছন্দে রচিত তাঁহার কাব্যটিতে নবী জীবনের কতিপয় ঘটনার বর্ণনা রহিয়াছে। এই সব কবিতায় তিনি আবুল-হাসান আল-বাসরীর রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। প্রায় একই সময়ে (সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) রচিত হইয়াছে মক্কার হজ্জ কাহিনী। ইহাও সমিল ত্রিপদীতে রচিত একটি কাব্য। ইহার রচয়িতা অপর একজন মরিসকো, তিনি Puey Monzon-এর আলহিচাস্তে (আল-হাজ্জ) নামে পরিচিত। খৃস্টানবিরোধী একটি বিতর্কমূলক কবিতার কথাও এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কবিতাটি ১৬২৭ খৃ. Juan Perez কর্তৃক রচিত। তিনি Alcala de Henares নামক স্থানের একজন মরিসকো। তাঁহার আসল নাম ছিল ইবরাহীম তায়বীলী। তিনি তিউনিসিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন।

এই সময় আলজামিআদা ভাষায় রচিত হইয়াছে মুসলমানদের আত্মসমর্পণমূলক গ্রন্থাবলী। উদাহরণস্বরূপ ১৬১৫ খৃ. রচিত 'আবদু'ল-কারীম ইবন 'আলী পেরেযের গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায়। এই সাহিত্যেরই অন্তর্গত উপন্যাসধর্মী কতিপয় গদ্য রচনা, এইগুলি নবী কারীম (স) বা তাঁহার কোন সাহাবী সম্পর্কিত (যেমন তামীম আদ-দারী রা)। অন্য লেখকগণ বাইবেলে বর্ণিত কাহিনীসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন অথবা কল্পকাহিনীর নায়কদের জীবনী বর্ণনা করিয়াছেন (বিশেষত যু'লকারনায়নের জীবনী)।

পরিশেষে আলজামীয়ায় লিখিত যে সমস্ত ব্যক্তিগত পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে সেইগুলির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। ক্যাথলিক রাজাদের দ্বারা ১৪৯২ খৃ. গ্রানাডা বিজয়ের কিছু পরের এই ধরনের লেখা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সম্প্রতি একটি পুস্তকের হুবহু কপি প্রকাশিত

হইয়াছে। বইটির প্রকাশক I. de Las Cagigas Una Carta aljamiada granadian, in Arabica, 1954, 271-5.

E. Levi-Provencal (E. I.[2])/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Manuscripts (পাণ্ডুলিপি) ঃ এই সাহিত্যের পাণ্ডুলিপিগুলি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নানা দেশে ছড়াইয়া আছে। যেমন প্যারিস, আলজিয়ার্স, এইক্স-ইন প্রভিন্স, উপসালা, বৃটিশ মিউজিয়াম, কেমব্রিজ, দি এস্কোরিয়াল। টলেডোতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. এ. গঞ্জালেয প্যালেন্সিয়া, Noticia y Extractos .de পাণ্ডুলিপি arabes y aljamiados, in Miscelanca de Estudios y Textos Arabes, Madrid 1915, এই সাহিত্যের তিনটি প্রধান সংগ্রহ হইলঃ (১) Biblioteca Nacional, Madrid (দ্র. F. Guillien Roble, Catalogo de MSS arabes প্রভৃতি, মাদ্রিদ ১৮৮৯ খৃ.); (২) The manuscritos de la Junta, এখন ইহা মাদ্রিদের the Escuela de Estudios Arabes-এ সংরক্ষিত আছে। এই সমস্ত পাণ্ডুলিপি এখন স্তূপাকারে Almonacid গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত অবস্থায় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রাখা হইয়াছে (J. Ribera ও M. Asin, Manuscritos arabes y Aljamiados de la Biblioteca de la Junta, Madrid 1912. ইহাতে পাণ্ডুলিপির বর্ণনা সংযোজিত করিয়া সারাগোসাতে সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে। (৩) Gayangos সংগ্রহ নামে আর একটি সংগ্রহ আছে। উহা Real Academia de la Historia, Madrid-এ বর্তমানে রক্ষিত আছে। উহার বিস্তৃত বিবরণ E. Saavedra, Indice de la literatura Aljamiada, appendix to his Discurso, Memorias de la Real Academia Espanola, vi, মাদ্রিদ ১৮৭৮ খৃ. সংরক্ষিত আছে। ইহার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আল-মুনাসিভ আবিষ্কারের পূর্বে সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সাহিত্যের সঠিক বানানগুলির জন্য J. D. M. Ford, Old Spanish Sibilants, Boston 1900; আলজামীআয় প্রকাশিত রচনাগুলি ঃ P. Gil, J. Ribera ও M. M. Sanchez, Coleccion de textos aljamaidos, Saragossa 1888; H. Morf, Poema de Jose, in Gratulationsschrift der Universitat Bern and die Universitat Zurich, Leipzig 1883; K.V. Zettersteen, in MO. 1921, 1-174; R. Menendez Pidal, and I. de. Las Cagigas-উপরে দ্র.

নির্ভুল প্রতিবর্ণায়নের জন্য ঃ J. Cantineau, in JA, 1927, 9-17; J. N. Lincoln, in American Geographical Review, 1939, 483 ff.; A. R. Nykl a Compendium of Aljamiado Literature, in Revue Hispanique, lxxvii; M. J. Muller; in SBBayr. Ak., 1860. 201 প.; M. Schmitz, in Romanische Forschungen, 1901, 315ff; D. Lopes, Textos em aljamia portuguesa, Lisbon 1897 দ্রষ্টব্য। স্বচ্ছন্দ প্রতিবর্ণায়নের জন্যঃ F. Guillen Robles, Leyendas Moriscas, 3 vols. Madrid 1885-6; ঐ লেখক, Leyendas de Jose y de Alejandro Magno, Saragossa 1888; Historia de los amores de Paris y Viana, in Revista Historica, no. xxii, Barcelona 1876; M de Pano y Ruate, Las Coplas del Peregrino de Puey Moncon, Saragossa 1897; P. Longas, Vida Religiosa de los Moriscos, Madrid 1915; J. Sanchez Perez, Particion de Herencias entre los Musalmanes del Rito Malequi Madrid1914. ল্যাটিন ভাবধারায় যে সমস্ত সাহিত্য লেখা আছে ঃ Lsa b. Djabir, Suma de los principales mandamientos, ed. P. de Gayangos, in Memorial Historico Espanol, v, Madrid 1853; H. E. J. Stanley. The Poetry of Mohamed Rabadan, JRAS, 1867-72 Studies : J. Ribera, Disertacioney y Opusculos I. Madrid 1928, 493 ff.; P. Gil, in Homenaje Codera, Saragossa 1904, 537-49; R. Basset, in GSAI, 1893.3-81, J. Oliver Asin, Un morisco de Tunez, admirador de Lope, in And, 1933, 413-8; J. Morgan, Mahometism fully explained. London 1723-5; A. Gonzalez Palencia. Hist. de la literatura arabigo-espanola, Barcelona 1945, 303-9.

L. P. Harvey (E. I.[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আলজেরিয়া (بر الجزائر) ঃ (বারর আল-জাযাইর) উত্তর আফ্রিকার পশ্চিমে মরক্কো ও পূর্বে তিউনিসিয়ার মধ্যবর্তী কেন্দ্রীয় অংশের বর্তমান নাম।

এই প্রবন্ধে উক্ত দেশ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পাঁচটি অংশে আলোচনা করা যাইতেছে ঃ

(ক) ভূগোল
(খ) ইতিহাস
  (১) ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত
  (২) তুর্কী আমল
  (৩) ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কাল
(গ) জনসমষ্টি
(ঘ) প্রতিষ্ঠানসমূহ
(ঙ) ভাষাসমূহ

(ক) ভূগোল

আলজেরিয়া হইতেছে উত্তর আফ্রিকার কেন্দ্রীয় অংশ। উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য নাম মাগ'রিব, বারবারি আফ্রিকা মাইনর ও আটলাস অঞ্চল (তু. মাগ'রিব) ও সাহারা মরুভূমির এক বিরাট অংশ। ইহার আয়তন ২১,৯১,৪৬৪ বর্গ কিলোমিটার। ইহার অবস্থান ৩৭° ও ১৯° উত্তর অক্ষাংশের মাঝে। ইহার পশ্চিম সীমায় মরক্কো ও সাবেক স্পেনীয় রিও ডি ওরো (মাররাকুশ ও স্বর্ণ উপত্যকা) দক্ষিণে, মৌরিতানিয়া, মালী ও নাইজার এবং পূর্বে লিবিয়া ও তিউনিসিয়া। খাস আলজেরিয়া সাহারীয় আতলাসের

দক্ষিণ পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত; ইহাতে এই দেশের মোট ভূমির ১৪.৬ শতাংশ মাত্র অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, যাহার আয়তন ৩,২০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। ইহার দৈর্ঘ্য ১,০০০ কিলোমিটার এবং ইহার সৈকত রেখার দৈর্ঘ্য ১,৩০০ কিলোমিটার। ইহার প্রস্থ মরক্কো সীমান্তে ৩৫০ কিলোমিটার এবং তিউনিসীয় সীমান্তে ২৪০ কিলোমিটার। পশ্চিম সীমান্তে দেশটির বিস্তার ৩২°১ হইতে ৩৫°১ অক্ষাংশ পর্যন্ত আর পূর্ব সীমান্তে ৩৪°৭ হইতে ৩৭°১ অক্ষাংশ পর্যন্ত। তেলেমসেন (Tlemcen) আর বিসক্রা (Biskra) মরূদ্যান একই অক্ষরেখায় অবস্থিত। খাস আলজেরিয়া ৯০০ মিটার গড় উচ্চতাসম্পন্ন একটি মালভূমি। আটলাস পর্বতমালা এই দেশটির মাঝখান বরাবর অবস্থিত। এই পর্বতমালা আলপাইন পর্বতশৃঙ্খলের দক্ষিণাংশ। এই পর্বতশৃঙ্খলের সৃষ্টি কঠিন সাহারা আফ্রিকার উচ্চ ভূমিতে তৃতীয় ভূতাত্ত্বিক যুগে ও চতুর্থ ভূতাত্ত্বিক যুগের শুরুতে। ইহারা দুইটি প্রধান গ্রুপে বিভক্ত, উত্তরে তেল আটলাস আর দক্ষিণে সাহারীয় আটলাস; পূর্ব অংশে ইহারা একত্র হইয়াছে আর উচ্চ সমভূমি ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

তেল ঃ সমতল ও অসমতল এলাকায় উচু নীচু চিত্রসহ তেল আটলাসের চিত্রটি জটিল। এই জটিলতার কারণ ইহার গঠন অত্যধিক ভাঁজসম্পন্ন। ভূমধ্যসাগরীয় বৃষ্টিপাতের ফলে ও ইহার সৈকতরেখা সমুদ্রতলের নিকটবর্তী হওয়ায় ইহাতে ব্যাপক ক্ষয়ও ঘটিয়াছে। পর্বতমালার উচ্চ অংশগুলি সমুদ্র-সৈকতের সমান্তরাল বা তাহার সহিত কোণাকোণি অবস্থানে অবস্থিত। ইহাদের মাঝে মাঝে আছে আড়াআড়ি অবস্থানের উপত্যকা এবং পশ্চিমাংশে দ্রাঘিমা বরাবর নিম্নভূমি সাহিল এলাকার ওরান, দাহরা ও বানী মানাসির পর্বতসমূহেরও যাককার পর্বতমালার (১৫৭৯ মি.) দক্ষিণে ৩৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ এক নিম্নভূমি। তাহার পার্শ্বে ওরান এলাকার সেবখা, মাকতা ও মিনার জলাভূমি আর নিম্ন শালাফ-এর উপত্যকা। ইহার দক্ষিণ সীমায় কয়েকটি পর্বতশ্রেণী যাহাদের দৈর্ঘ্য কদাচিৎ ১০০০ মিটার ছাড়াইয়া যায়। এইগুলি হইল তেসসালা, আওলাদ 'আলী ও বানী শুগ্রান পর্বতমালা। বৃহদাকার পর্বতদ্বয় ওয়ানশারীস ও মাত্মাতা। মাত্মাতার অবস্থান শালাফ উপত্যকা ও উচ্চ সমভূমির মধ্যস্থলে। মিনা উপত্যকার পশ্চিমে দেশের অভ্যন্তরস্থ সমভূমির দক্ষিণে চুনা পাথর ও বালি পাথরের উচ্চভূমি। ইহার উচ্চতা ১০০০ হইতে ১৫০০ মিটার; এইগুলি ওরানের মালভূমি।

আলজেরিয়ার ও সাহিল পাহাড়গুলির পূর্বদিকস্থ পর্বতগুলি উচ্চতর ও বৃহত্তর। মিতীজা ও বুনা সমভূমিদ্বয়ের মাঝখানে সাহিল-সুম্মাম উপত্যকা ও ইহার পশ্চিম দিকের বর্ধিতাংশ ছাড়া কোনও গুরুত্বপূর্ণ নিম্নভূমি নাই। মিতীজা ও এদোগের মধ্যবর্তী কাবিলিয়ার পর্বতগুলি বিপুলাকৃতির। ইহাদের মাঝখানে চুনা পাথরের মেরুদণ্ড। তাহারই অন্তর্গত জুরজুরা (উচ্চতম শিখর লাল্লা খাদীজা, ২,৩০৮ মিটার) [দ্র. কাবিলিয়া] বাবুর (২,০০৪) মিটার) ও লুমিদীয় শৃঙ্খলের সর্বোচ্চ শিখরসমূহ। দক্ষিণ মিতীজা ও মেদিয়া পর্বতসমূহ, বীবান পর্বতমালা, কনসটানটাইন ও মেজেরদা পর্বতসমূহ; ইহারা মার্ল (Marl) ও শিস্টোস (Schistose) দ্রব্য দ্বারা তৈরী। এই দ্রব্যগুলো টেকসই নয়। ইহাদের খাতগুলি গভীর ও তাহাদের পার্শ্বরেখা অপেক্ষাকৃত নরম। সমুদ্র উপকূল প্রায় সর্বত্রই খাড়া ও প্রস্তরময়; উত্তর পশ্চিমের ঝড় হইতে রক্ষা পাইবার ব্যাপারে তাহা বিশেষ কাজে লাগে না। মারসুল-কাবীর-ওরান, আর্য আলজিয়ার্স, বিজায়া (Bougie) ও বোনা উপসাগরসমূহ পূর্বমুখী।

উচ্চ সমভূমিসমূহ ঃ উচ্চ সমভূমি এলাকাকে ভুলবশত উচ্চ মালভূমি নামে অভিহিত করা হয়। এই একটানা উচ্চ সমভূমির মাঝে মাঝে আছে প্রস্তরময় উচ্চ শৃঙ্গ। ইহাদের ভাঁজ ও খাঁজের সংখ্যা কম। ফলে এইগুলি দেখিতে সাহারীয় আটলাসের ন্যায়। তেল আটলাসের পাদদেশে অবস্থিত এই সমভূমি এলাকার আবহাওয়া শুষ্ক। এইখানে রহিয়াছে পরপর কতিপয় অবরুদ্ধ নিম্নভূমি। ওয়াদীসমূহের পলিমাটি ও পানি সেবখা (বা যাহরেয) নিম্নভূমিতে পতিত হয়। এই জলাশয়ের উপরিভাগ গ্রীষ্মকালে লবণের প্রভাবে চকচকে দেখা যায়। ইহার কিনারায় রহিয়াছে লবণাক্ত গুল্মের আবরণ। পশ্চিমে উচ্চ সমভূমিতে রহিয়াছে গারবী ও শারকী Shots (شط) (1000 মিটার), যাহরেয (৮০০ মিটার) ও হোদনা (৪০০ মিটার)-র অগভীর অববাহিকা। এইগুলি আংশিকভাবে সমুদ্রে পড়িয়াছে। হোদনা (১,৮৯০ মিটার) ও বেলেযমা (২,০৯৪ মিটার) পর্বতসমূহের পূর্বদিকে কনসটান্টাইন (৯০০-১১০০ মিটার)-এর উচ্চ সমভূমিতে রহিয়াছে বহু সংখ্যক বিপুলায়তন পর্বত। এইগুলি হোদনা, বেলেযমা ও আওরাস পর্বতশ্রেণীরই বর্ধিতাংশ।

সাহারীয় আটলাস ঃ মরক্কো হইতে বিসক্রা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাতে কিছু সংখ্যক অপ্রতিসম ক্ষুদ্রতর পর্বতমালা রহিয়াছে; ইহারা দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর পূর্বে বিস্তৃত। এইগুলি কম ভাঁজের পর্বতমালার ধ্বংসাবশেষ। বিস্তীর্ণ নিম্নভূমি দ্বারা ইহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। ঐগুলি নিজেদের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের নিচে অর্ধ-সমাহিত। কসূর (২২৩৬ মিটার), আমূর (২০০৮ মিটার), আওলাদ নাইল ও যীবান পর্বতসমূহ উত্তর-পূর্বদিকে নমিত। তাহাদের উপর উঠা সহজ। বিসক্রার পূর্বে আওরাস বৃহত্তম ও উচ্চতম আলজেরীয় পর্বত (জাবাল শেলিয়া, ২৩২৯ মিটার)। ইহা দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে পরপর বিন্যস্ত কতক শিখর ও নিম্নভূমির সমষ্টি।

মরুভূমি ঃ আটলাস এলাকার বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড ও মরুভূমি এলাকার অত্যন্ত একঘেয়ে সমতল সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য। এই বৈসাদৃশ্যের উদাহরণ হিসাবে বিদ্যমান রহিয়াছে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া, যেমন ইহার মালভূমিসমূহ (হামাদা); ইহার বিস্তীর্ণ সমভূমির মধ্যে মাঝে মাঝে বদ্ধ সীমানার নিম্নভূমি রহিয়াছে; ঐ নিম্নভূমি আংশিকভাবে আবৃত রহিয়াছে বালুকাময় অথবা প্রস্তরখণ্ডময় 'রেগ' (reg) ও 'এর্গ' (erg) দ্বারা; এই 'রেগ' ও 'এর্গ' হইতেছে বালিয়াড়ির অপর নাম; এইগুলিই মরুভূমির এক-পঞ্চমাংশ স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে (আস-সাহারা' দ্র.)।

তেল আটলাসের আবহাওয়া ভূমধ্যসাগরীয়, কিন্তু উচ্চ সমভূমিতে ও সাহারীয় আটলাসে আবহাওয়া শুষ্ক, যদিও পুরাপুরি মরুভূমির আবহাওয়া নয়। সমুদ্র সৈকত এলাকায় আর্দ্রতাহেতু তাপমাত্রার গড় মাসিক উঠানামা খুব সামান্য। এই আবহাওয়া ক্রমে ক্রমে মহাদেশীয় আবহাওয়ায় পরিণত হইতেছে। যেইসব নিচু এলাকায় সমুদ্রের আবহাওয়া প্রবেশ করিতে পারে না, সেইসব এলাকায় প্রচুর উষ্ণতা অনুভূত হয়; পার্বত্য এলাকায় ও উচ্চ সমভূমিতে শীত তীব্র। সমুদ্র সৈকত ব্যতীত অন্য সর্বত্র বৎসরে কয়েকবার উষ্ণ সিরোক্কো (শাহীলী) বায়ু প্রবাহের ফলে তাপমাত্রা ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৪০ সেলসিয়াস) পর্যন্ত হয়; আবার শীতকালে প্রধান প্রধান পার্বত্য এলাকা ২-৩ সপ্তাহব্যাপী তুষারাবৃত থাকে।

গ্রীষ্মকাল শুষ্কঃ এই সময়ে কয়েকবার ঝড় হয় মাত্র। বৃষ্টিপাতের সময় প্রধানত অক্টোবর হইতে মে পর্যন্ত। আলজিয়ার্সের পূর্ব পার্শ্বস্থ তেল আটলাসের পার্বত্য এলাকায় ৩১ ইঞ্চিরও (৭৯ সেন্টিমিটার) বেশি বৃষ্টিপাত

হয়। কখনও কখনও ৩৯ ইঞ্চির (৯৯ সেন্টিমিটার)-ও বেশি। পশ্চিমের সমভূমিতে ও হোদনায় ৭-১১ ইঞ্চি (১৮-২৮ সেন্টিমিটার) বৃষ্টিপাত হয়। কেবল এই এলাকাদ্বয়ের উত্তর সীমান্ত ইহার ব্যতিক্রম। স'াহারীয় আটলাসের উত্তর ঢালে বৃষ্টিপাত ১১-১৫ ইঞ্চি (২৮-৩৮ সেন্টিমিটার)। মরুভূমিতে বৃষ্টিপাত ৭ ইঞ্চিরও (১৮ সেন্টিমিটার) কম।

তেল আটলাসের প্রধান নদীগুলিতেই শুধু সারা বৎসর পানি থাকে; তবে গ্রীষ্মে তাহাদের প্রবাহ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া যায়। অবশ্য ভূমধ্যসাগরীয় স্রোতধারার প্রকোপ আকস্মিক ও বেগবান। এই সকল স্রোতধারার নাম তাফনা (Tafna), মাকতা (Macta) (সিগ ও হাবরার সম্মিলিত স্রোতধারা), শালাফ, সিবাও (Sebaow), ওয়াদী সাহি'ল, ওয়াদী আল-কাবীর, সেইবুস (Seybuse) মেজেরদা ও ইহার উপনদীসমূহ আল ওয়াদী মেল্লেগ (শেষোক্ত দুইটির নিম্নভাগ তিউনিসিয়ার অভ্যন্তরে অবস্থিত)। ইহাদের কোনটিই নাব্য নহে। ইহাদের কয়েকটি পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়। উচ্চ সমভূমি ও সাহারীয় আটলাসের উপত্যকাসমূহে বৎসরের এক অংশে মাত্র পানি থাকে; তাহাও আবার শুধু উজান এলাকায়। এই সবের অনেক কয়টিতেই আবার শুধু প্রবল বর্ষণের পরেই পানি থাকে।

মানুষ এই দেশের উদ্ভিদ সম্পদের অনেক ক্ষতি সাধন করিয়াছে। চিরহরিৎ ও রজনস্রাবী বহু বৃক্ষ এখনও তেল পর্বতশ্রেণীতে ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত শুষ্ক পর্বতমালায় বিদ্যমান। কাবিলিয়া ও বোন (Bone) এলাকার যেই সমস্ত সিলিকাময় পর্বতে ভাল রকম পানি সরবরাহ আছে, সেইগুলিতে বহু কর্ক-ওক বৃক্ষ আছে। চিরহরিৎ ওক বা হোম-ওক যেই কোনও ধরনের জমিতে, এমনকি আওরাস এলাকাতেও জন্মে। আলেপ্পোতে পাইন জন্মে আর্দ্র এলাকার চুনা পাথরে আর শুষ্ক পর্বতে। বারবারী থুয়্যা (Thuyas) ও কের্মেস ওক গাছ জন্মে ওরান তেল পর্বতে; আর পাতলাভাবে বপন করা জুনিপার বৃক্ষ জন্মে পর্বতের শুষ্কতর ঢালুতে। কয়েকটি পর্বত শিখরে ভাল রকম পানি সরবরাহ রহিয়াছে, এখনও সেইখানে সেভার বৃক্ষের আবাদ চলিতেছে। কৃষি সম্প্রসারণ আর কাঠ ও কাঠকয়লার চাহিদার ফলে বন এলাকার আয়তন কমিয়া গিয়াছে। চাষের আওতাধীন এলাকা বাড়িয়াছে প্রধানত বন্য জলপাই ও মাসটিক (mastic) বৃক্ষের ঘন ঝোপের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে। ভারী সুজলা ভূমির ইহাই বৈশিষ্ট্য। তেল আটলাসের শুষ্কতর সমভূমি এলাকায় গড়িয়া উঠিয়াছে বদরী চারার হাল্কা বন; কনসটানটাইনের উচ্চ ভূমিতেও এই বনই পরিদৃশ্যমান।

যেই সকল এলাকায় বৎসরে ১৩ ইঞ্চির (৩৩ সেন্টিমিটার) কম বৃষ্টিপাত হয় সেইগুলি হইতেছে তৃণাবৃত নিষ্পাদন স্তেপ (Steppe) এলাকা। এই এলাকায় ঝোপ ও বৃক্ষ বিরল, বিশেষ করিয়া বৃক্ষ। এইখানে স্থায়ীভাবে বিদ্যমান আলফার ন্যায় ওষধি গুল্ম (১০ মিলিয়ন একর), এসপার্টে ও কাষ্ঠ হিসাবে ব্যবহারোপযোগী আর্টেমিসিয়া জাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ; ইহা ছাড়া শট্‌স (Shotts)-এর লবণাক্ত ভূমিতে জন্মে লবণাক্ত উদ্ভিদ আর বৎসরে একবার (বসন্তকালে) অঙ্কুরিত হয় এক প্রকার ওষধি জাতীয় উদ্ভিদ। মরুভূমি আলফাবিহীন স্তেপমাত্র।

স্পষ্টতই আলজেরিয়া মরুভূমি ব্যতীত আরও দুইটি স্বাভাবিক অঞ্চলের সমষ্টিঃ প্রথমত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল; সেইখানে খাদ্যশস্য, গম ও বার্লি আর জলপাই, ডুমুর ও বাদামের চাষ জলসেচ ছাড়াই চলিতে পারে। ফলে সেইখানে মানুষের পক্ষে বেশি ছুটাছুটি না করিয়া জীবন যাপন করা সম্ভব। স্থানীয় লোকদের কাছে এই অঞ্চলটি তেল বলিয়া পরিচিত। দ্বিতীয়ত স্তেপভূমি, সেইখানে জলসেচ বা বন্যা ছাড়া চাষের কাজ সম্ভব নয়; এই অঞ্চলটিকে যাযাবরেরা পশু পালনের কাজে এবং নিজেদের বাসস্থানের জন্য ব্যবহার করে। স্থানীয় লোকেরা এই অঞ্চলটিকে ও মরুভূমিটিকে সাধারণভাবে সাহারা নামেই চিনে। তেল ও স'াহারার মধ্যকার এই পার্থক্য এই দেশের ইতিহাস ও ভূগোল দুইয়ের জন্য একটি মৌলিক বিষয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আরবী ভৌগোলিক নামসমূহের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ আহ'মাদ তাওফীক আল-মাদানী প্রণীত جغرافية القطر الجزائري আল-জাযাইর ১৯৫২ খৃ.; (২) J. Despois and R. Copot-Rey, L Afrique blanche, i, L Afrique du Nord, 1949. ii. Le Sahara francais, 1953; (৩) Aug Bernard, L'Afrique Septentrionale et occidentale, দুই খণ্ডে, Geog. Universelle, 1937 ও ১৯৩৯; (৪) Encyclopedie coloniale et maritime, algeria, Sahara; (৫) J. Blottiere, L. Algerie, 1949; (৬) M. Larnaude, Algerie, 1950; (৭) E. F. Gautier, Structure de l'Algerie, 1922; (৮) ঐ লেখক, Le Sahara, 1928; (৯) ঐ লেখক, Un siecle de colonisation, 1930; (১০) ঐ লেখক, L'Afrique blanche, 1939; (১১) P. Seltzer, Le climat de l'Algerie, 1946; (১২) The XIX International Geological Congress of Algeria, 1952-এর প্রকাশনাসমূহ; (১৩) R. Maire, Notice de la carte phytogeographique de l'Algerie et de la Tunisie, 1926; (১৪) P. de Peyerimhoff. Notice de la carte forestiere... 1941; (১৫) R. Tinthoion. Les aspects Physiques du Tell oranais, 1948; (১৬) Algerian Geological Map Service-এর মানচিত্র ও বুলেটিনসমূহ; (১৭) Societe d' Histoire naturelle de l'Afrique du Nord-এর বুলেটিন।

J. Despois (E. I.[2])/ খন্দকার তাফাজ্জুল হোসাইন

(খ) ইতিহাস

(২) ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ঃ যেই এলাকাটি কালক্রমে আলজেরিয়া নামে পরিচিত হইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক কাঠামো মুসলিম উত্তর আফ্রিকার ঐতিহাসিকের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য নয়। মানচিত্রে প্রদর্শিত সীমারেখাটি তাহার অধ্যয়নের জন্য সীমানির্দেশক হিসাবে কাজ করিতে পারে না। ঐ সীমারেখার তাৎপর্য শুরু হইয়াছে ষোড়শ শতাব্দীতে আলজিয়ার্সে উছমান খিলাফাত স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে। ইহার পূর্বে নয় শত বৎসর যাবত ভবিষ্যতের আলজেরিয়া পার্শ্ববর্তী দুইটি রাষ্ট্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। এই যুক্ত থাকার ধরন ছিল, হয় আলজেরিয়া এইসব দেশ হইতে আগত শাসকগণ দ্বারা শাসিত হইয়াছে নতুবা এইরূপ আধিপত্যের ভয়ে ভীত থাকিয়াছে। আরব লেখকগণের উল্লিখিত সমগ্র মধ্যমাগরিব (আল-মাগ'রিবু'ল-আওসাত') ও আংশিকভাবে ইফরীকি'য়্যা (নিকট মাগ'রিব-মাগ'রিবু'ল-আদ্না) একত্রে বর্তমানে আলজেরিয়া নামে অভিহিত। পার্শ্ববর্তী অপর দুইটি বারবারী বা মাগরিব রাষ্ট্রের তুলনায় আলজেরিয়া আয়তনে বৃহত্তর হইলেও ইহাতে শহরের সংখ্যা ছিল কম।

ইহা ছিল প্রধানত একটি বিশাল পল্লী এলাকা, ইহার বাসিন্দাদের বেশির ভাগ ছিল যাযাবর মেষ পালক ও পার্বত্য কৃষক। ইহা সত্ত্বেও কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মুসলিম অধ্যুষিত পশ্চিম এলাকার ইতিহাসে ইহার প্রভাব নগণ্য ছিল না। এই দেশের ইতিহাসের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীই শুধু এইখানে উল্লিখিত হইবে। ১ম/৮ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় 'আরবগণ কর্তৃক উত্তর আফ্রিকা আক্রান্ত হয়: 'আরবগণ ছিলেন ইসলামের প্রচারক। বায়যানটিয়ামের সামরিক শক্তি দ্রুত ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়; কিন্তু বারবারদের দমন ছিল আরও কঠিন কাজ। প্রতিরোধ প্রধানত কেন্দ্রীয় মাগরিবে সংগঠিত হয়। কথিত আছে, আওরাবাদের নেতা কুসায়লা (দ্র.)-এর নেতৃত্বে স্থানীয় যোদ্ধাদলসমূহ সংগঠিত হইয়াছিল। ইহারা 'উক'বা ইবন নাফি' (দ্র.)-এর সহিত বিসক্রা (Biskra) সন্নিকটে যুদ্ধে রত হয়। এই যুদ্ধে 'উকবা প্রাণ হারান (৬৩/৬৮২ সনে), বিশেষ করিয়া 'আরবদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে আওরাসকে একটি মযবুত ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই পর্বতমালার পাদদেশেই এই দেশের কিংবদন্তীখ্যাত রাণী কাহিনা (দ্র.)-এর নেতৃত্বে বারবারদের স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা ছিল রাণীর বিরাট সাফল্য (৭৪/৬৯৩ সন)। মধ্যমাগরিব এলাকা আবার ২য়/৮ম শতাব্দীতে আদিম অধিবাসীদের প্রতিরোধ কেন্দ্র হইয়া উঠে। এই সময়ে বারবারগণ বিপুল সংখ্যায় খারিজী মতবাদে দীক্ষিত হইয়াছিল। প্রথমে তেলেমসেন (Tlemcen) ছিল তাহাদের প্রধান কেন্দ্র। এইখানে বানূ ইফরান (দ্র.) গোত্রের নেতা আবূ কুরর অধিনায়ক ছিলেন (১৪৮/৭৬৫ সন)। ৩য়/৯ম শতাব্দীতে তীহের্ত (আধুনিক তিয়ারেত-Tiaret)-এর নিকটবর্তী বারবার খারিজীদের কেন্দ্র ছিল। ইহা ছিল রুস্তামী (দ্র.) ইমামদের রাজধানী।

আল-কা'য়রাওয়্যানের আগ'লাবীগণের রাজ্য সীমায় (আগলাবীগণ 'আব্বাসীদের নামে ইহা শাসন করিতেন) এই কেন্দ্রীয় এলাকার অবস্থান হইতেই বুঝা যায়, কিভাবে ৩য়/৯ম শতাব্দীতে ফাতি'মী শক্তি (দ্র.) অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থার কাবিলীয়দের অন্তর্গত কূতামা বারবারদের (দ্র.) মধ্যে উদ্বোধিত হইয়াছিল। এই নূতন প্রভুগণ অবশ্য বিনা সংগ্রামে গৃহীত হন নাই। আওরাস ও তাহার আশেপাশের এলাকায় দেখা গিয়াছে গর্দভারোহী (Man with the donkey) নামে পরিচিত ব্যক্তিটির 'ভয়াবহ বিদ্রোহ' যাহার ফলে ফাতিমীগণের পরাজয়ের উপক্রম হইয়াছিল (দ্র. আবূ য়াযীদ আন-নুককারী)। মধ্যমাগরিবের সিনহাজাগণ (দ্র. যীরী) কুতামাদের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে ফাতিমীদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মিত্রে পরিণত হন। ইহারা যানাতা (Zanata) [দ্র.] দের বিরোধিতা করিবার ফাতিমী নীতি সমর্থন করেন। যানাতাগণ ছিলেন স্পেনীয় উমায়্যাগণের আজ্ঞাবহ। তাহাদের প্রায় সকলেই ছিলেন যাযাবর আর তাহাদের বিচরণস্থল ছিল মধ্য ও পশ্চিম সমভূমি। সিনহাজাগণ ছিলেন স্থায়ীভাবে বসবাসকারী গোত্র আর তাহাদের বাসস্থান ছিল মধ্য ও পূর্ব পার্বত্য এলাকা। তাহারা শহর স্থাপন ও উন্নয়ন করিয়াছিলেন, যেমন আশীর ও কাল'আ, কাল'আ ছিল সিনহাজা বানহাম্মাদের রাজধানী (হাম্মাদী দ্র.)। এই রাজ্য ইফরীকিয়্যাতে সংঘটিত সকল গুরুতর ঘটনার প্রতিক্রিয়ার শিকার হইয়াছিল। ৫ম/১১শ শতাব্দীতে বানূ হিলাল (দ্র.) 'আরবদের আক্রমণের ফলে আল-কায়রাওয়ান রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফলে কা'ল'আতে বণিক ও হস্তশিল্পীদের অনুপ্রবেশ ঘটে; আর সেইখানে নির্মিত হয় হর্ম্য রাজ্য, ঐগুলিতে ফাতি'মী মিসর ও পারস্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শীঘ্রই আসিয়া পড়ে 'আরব আক্রমণের আঘাত; ফলে বানূ হা'ম্মাদ বিজায়াতে (Bougi) প্রস্থান করেন। সেই অঞ্চল পরে কনসটানটাইন প্রদেশ নামে পরিচিত হয়। সেইখানে সাবেক শাসকদের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইলেও ভবিষ্যতে ওরান ও আলজিয়ার্স প্রদেশদ্বয়ে আসিলেন নূতন মালিক। মরক্কো হইতে বহির্গত হইয়া আল-মুরাবিতগণ (দ্র. আল-মুরাবিতূ'ন) ৫শ/১১শ শতাব্দীতে আলজিয়ার্স পর্যন্ত সারা দেশ করলগত করেন। আল-মুওয়াহ'হিদ (দ্র. আল মুওয়াহহিদূন ও মুমিনী) ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা দখল করেন। উভয় বংশ মুসলিম স্পেনও দখল করিয়াছিলেন। আল-আন্দালুসের সমৃদ্ধ সভ্যতার বিবিধ উৎপন্ন দ্রব্যাদি দ্বারা তাহাদের বারবারী এলাকার, বিশেষ করিয়া তেলেমসেনের নগরীসমূহের সমৃদ্ধি সাধন করেন।

৭ম/১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশাল আল-মুওয়াহ্হিদ সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। তেলেমসেন এতকাল পর্যন্ত 'আরবীয়ও আল-মুরাবিতী বানূ গানিয়া (দ্র.)-এর ধ্বংসলীলার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অক্ষত বিদ্যমান ছিল। উহাই হইল বানূ 'আবদিল-ওয়াদ (দ্র. আবদুল ওয়াদ) নামীয় সাবেক যানাতা যাযাবরদের রাজধানী; নূতন রাজ্য প্রকৃত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করিল। ইহা সর্বদা ইহার মরোক্কীয় প্রতিবেশী মারীনীদের আক্রমণের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিত। ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে আলজিয়ার্সের তুর্কীরা ইহা দখল করিয়া লয়।

বারবার বন্দর আলজিয়ার্সের নিকটে স্পেনীয়দের আবির্ভাবের ফলেই উত্তর আফ্রিকার মধ্যঅঞ্চলে তুর্কী হস্তক্ষেপ সংঘটিত হয় আর আলজিয়ার্স পরিণত হয় একটি অধীন রাজ্যের কেন্দ্রভূমিতে। এইভাবে প্রায় তিন শতাব্দী কাল ধরিয়া আলজিয়ার্সের রিজেন্সী ধর্মযুদ্ধের পরিবর্তে জলদস্যুতার সুযোগ লাভ করে। আর এইভাবে লাভ করে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। দেশটি পরবর্তী কালে আলজেরিয়া নামে পরিচিত হয়। এই সময় ইহাকে তিনটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। দেশটি কতকাংশে ইহার লেভান্টীয় প্রভুদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে। ইহার যাযাবর ও স্থায়ী বসবাসকারী জনসমষ্টি কতকটা স্বাধীনভাবে আদিম জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকে। এই সময়কার ইতিহাস আমাদের নিকট এখনও কতকটা অস্পষ্ট আর ভবিষ্যতেও বহুকাল পর্যন্ত অস্পষ্টই থাকিয়া যাইবে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবন খালদূন, আল-'ইবার, সম্পা. de Slane, প্যারিস ১৮৪৭ খৃ., দুই খণ্ডে; (২) ঐ লেখক, de Slane -কৃত অনুবাদ, আলজিয়ার্স ১৮৫২-৫৬ খৃ., চারি খণ্ডে; (৩) ইবন 'আবদি'ল-হা'কাম, Conquete de l'Afrique du Nord et de l'Espagne, সম্পা. ও অনু. A. Gateau, Algiers 1942 খৃ.; (৪) ইবনু'ল-আছী'র, অনু. Fagnan; (৫) ইবন 'ইয'ারী, অনু. Fagnan (Histoire de l'Afrique et de l'Espagne), Algiers 1901 খৃ., দুই খণ্ডে; (৬) য়াহ'য়া ইবন খালদূন, Histoire des Beni Adb el-Wad, rois de Tlemcen, সম্পা. ও অনু. A. Bel, আলজিয়ার্স ১৯০৪-১৯১৩ খৃ., দুই খণ্ডে; (৭) আবূ যাকারিয়া, Chronique (Livres des Beni Mzab), অনু. Masquery, আলজিয়ার্স ১৮৭৮ খৃ.; (৮) ইবন স'াগীর, Chronique Sur les imams Rostemides de Tahert, সম্পা. ও অনু. de C. Motylinski (Actes du XIVe Congres des Orientalistes), প্যারিস ১৯০৭ খৃ.; (৯) য়া'কূ'বী, Les pays, G. Wiet কৃত অনুবাদ, প্যারিস ১৯৩৭ খৃ.; (১০)

ইবন হাওকাল, আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক, অনু. de Slane, JA ১৮৪২ খৃ., ১খ.; (১১) বাকরী, Description de l' Afrique septentrionale, সম্পা. de Slane, ২য় সং, আলজিয়ার্স ১৯১১ খৃ.; (১২) ঐ লেখক, অনু. de Slane, আলজিয়ার্স ১৯১৩ খৃ.; (১৩) ইদরীসী, আল-মাগ'রিব; (১৪) লিও আফ্রিকানুস, Description de l'Afrique, অনু. J. Temporal, সম্পা. Schefer, প্যারিস ১৮৯৬ খৃ., ৩খ; (১৫) Marmol, Descrip- tion de l'Afrique, অনু. Perrot d' Ablancourt, প্যারিস ১৬৬৭ খৃ., তিন খণ্ড; (১৬) D. Haedo, Topographie et histoire generale d' Alger, অনু. Monnereau et berbrugger, RAfr. ১৮৭০-১৮৭১ খৃ.; (১৭) ঐ লেখক, Les rois d'Alger, অনু. de Grammont, RAfr, 1895-1897 খৃ.; (১৮) d'Arvieux (Le chevalier), Memoires, প্যারিস ১৭৩৫ খৃ.; (১৯) Dan (Le P.), Histoire de la Barbarie, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্যারিস ১৬৪৯ খৃ.; (২০) Laugier de Tassy, Histoire dn royaume d'Alger, Amsterdam 1728, দুই খণ্ড; (২১) Th. Shaw, Travels, অক্সফোর্ড ১৭৩৮ খৃ.; (২২) ঐ, ফরাসী অনু. Voyages, হেগ ১৭৪৩ খৃ., দুই খণ্ড; (২৩) ঐ, সংযোজনসহ নূতন অনু. Mac Carthy, 1830 খৃ.; (২৪) Venture de Paradis, Alger au XVIII siecle, সম্পা. Fagnan, RAfr, 1895-97 খৃ. ও পৃথকভাবে গ্রন্থাকারে, আলজিয়ার্স ১৮৯৮ খৃ.; (২৫) S. Gsell, G. Marcais, G. Yver, Histoie de l'Algerie, পঞ্চম সং, প্যারিস ১৯২৯ খৃ.; (২৬) Ch-A. Julien, Histoire de l'Afrique du Nord, প্যারিস ১৯৩১ খৃ.; দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ, t. ii. R. Le Tourneau সম্পাদিত, প্যারিস ১৯৫৩ খৃ.; (২৭) G. Albertini, G. Marcais, G. Yver, L'Afrique du Nord francaise dans l'histoire, লিওনস ১৯৩৭ খৃ.; (২৮) G. Marcai, Les Arabes en Berberie, কনস্টান্টাইন-প্যারিস ১৯১৩ খৃ.; (২৯) ঐ লেখক, La Berberie musulmane et l'Orient, প্যারিস ১৯৪৬ খৃ.; (৩০) de Grammont, L'histoire d'Alger sous la domination turque, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ.।

G. Marcais (E. I.[2])/ খন্দকার তাফাজ্জুল হোসাইন

তুর্কী আমল ঃ আলজিয়ার্সে তুর্কীদের প্রতিষ্ঠা 'উছমানীদের কোনও পরিকল্পিত সম্প্রসারণ নীতির পরিণতি নয়, বরং বিপরীতভাবে, অন্তত শুরুতে, দুইজন নির্ভীক মুজাহিদের ব্যক্তিগত অভিযানের ফল। পাশ্চাত্যে ইঁহারা বারবারোসা ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহাদের নাম 'আরূজ (দ্র.) ও খায়রুদ্দীন (দ্র.) ঃ উভয়েরই বীরত্বের খ্যাতি ছিল, বিশেষ করিয়া ভূমধ্যসাগরে খৃষ্টানদের জাহাজ ধাওয়াকারী হিসাবে। ইঁহারাই ইসলামকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হন এবং স্পেনীয়দের হাত হইতে আফ্রিকাকে রক্ষা করেন। ৯২২/১৫১৬ সনে আলজিয়ার্সের অধিবাসিগণ 'আরূজ-এর কাছে আবেদন করেন; 'আরূজ নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং মিলিয়ানা (Miliana), মেদিয়া (Medea), তেনেস (Tanes) ও তেলেমসেন (Tlemcen) অধিকার করেন। তিনি ছয় মাসকালে যাবত স্পেনীয়দের অবরোধ প্রতিহত করিয়া ৯২৪/১৫১৮ সনে তেলেমসেনে নিহত হন। ভ্রাতার মৃত্যুর ফলে সাময়িক দুর্গতির অবস্থা হইতে খায়রুদ্দীন পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া আনেন। সুলত'ান উছমানী সালীমকে নবলব্ধ এলাকাটি উপহার দিয়া এইভাবে তিনি বর্ধিত মর্যাদা ও প্রয়োজনীয় সামরিক ও আর্থিক সাহায্য লাভ করিলেন। তিনি কোলো, বোনি, কনস্টানটাইন ও শেরশেল পর্যন্ত স্বীয় কর্তৃত্ব প্রসারিত করেন। ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আলজিয়ার্সের পেনন দুর্গকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। স্পেনীয়গণ এই দুর্গটি উপকূল হইতে প্রায় ৩০০ গজ দূরের একটি দ্বীপের উপর নির্মাণ করে। ৯৪০/১৫৩৩ সনে খায়রুদ্দীন উছ'মানী নৌবহরের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। আলজিয়ার্সে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন বেলারবেস (Beylerbes) উপাধিধারী একজন শাসক। এই বেলারবেস শাসকগণ প্রত্যক্ষভাবে অথবা সহকারীর মাধ্যমে ৯৯৫/১৫৮৭ সন পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এই রাজকর্মচারীদের কয়েক ব্যক্তির স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাওয়ার ফলে উছমানী সরকার ১৫৮৭ খৃ. হইতে তিন বৎসরের জন্য পাশা উপধিধারীদের শাসনকার্যে নিযুক্ত করেন। ১০৭০/১৬৫৯ সনে পাশাগণের স্থানে আসিলেন সেনাবাহিনীর আগাগণ। ইহার পরে আসিলেন 'দে'(Day) উপাধিধারী উচ্চতম শাসকগণ। এই নূতন ক্ষমতাশীল শ্রেণীর শাসন ফ্রান্স কর্তৃক আলজিয়ার্স অধিকারের সময় পর্যন্ত চলিয়াছিল। বেশির ভাগ সময় পাশা, আগা ও 'দে'বৃন্দ ছিলেন সেনাবাহিনী (ওজাক)-র অথবা তা'ইফাতু'র-রুআসা-এর হাতের ক্রীড়নক। এই সেনাবাহিনী ছিল আনাতোলিয়ার নাগরিকদের মধ্য হইতে সংগৃহীত। উক্ত ত'াইফাত ছিল জলদস্যু ক্যাপটেনদের একট সংসদ। এই ক্যাপটেনগণ তিন শতাব্দী যাবত আলজেরীয় কোষাগারের প্রধান অংশ যোগাইয়াছিল। ১৬৫৯ হইতে ১৬৭১ পর্যন্ত যেই চারিজন আগা পরপর শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহাদের সকলেই গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। আটাশজন 'দে'দের মধ্যে চৌদ্দ জনেরই একই পরিণতি ঘটে।

আলজেরীয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শাসন সংগঠন প্রায় অজ্ঞাত। নির্ভরযোগ্য সূত্রে যেইটুকু সামান্য তথ্য এখন পাওয়া যায় তাহা প্রায় সবটাই 'দে'দের শাসনকাল সম্বন্ধে। 'দে'বৃন্দ ক্ষমতাশীল থাকাকালে শাসনকার্য চালাইতেন একচ্ছত্র নৃপতির মত, শাসনকার্যে তাহাদেরকে সহায়তা করিতেন একটি সংসদ (দীওয়ান); ইহাতে থাকিতেন কোষাধ্যক্ষ (খাযাঞ্চী), সেনাধ্যক্ষ (ছাউনীর আগা); নৌবাহিনী প্রধান (ওয়াকীলু'ল-খারাজ), পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়াসী (বায়তুল-মানজী) ও কর সংগ্রাহক (খাজাতুল-খাওল বা আতখোজান)।

খোদ আলজিয়ার্স ছিল দারু'স-সুলতান (রাজধানী) আর ইহা সাতটি অঞ্চলে (ওয়াত'ান) বিভক্ত ছিল; প্রতিটি অঞ্চল শাসিত হইত একজন তুর্কী কাইদ দ্বারা; তিনি ছিলেন 'দে'-র প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে। বাকী সারা দেশ তিনটি প্রদেশে (বেইলিক) বিভক্ত ছিল। প্রতিটি প্রদেশ ছিল একজন বে (Bey)-এর অধীনে। বেইলিক ছিল পরবর্তীকালীন ফরাসী প্রদেশের অনুরূপ। এই প্রদেশ তিনটি হইল ঃ তীতারী প্রদেশ, ইহার প্রধান শহর ছিল মেদিয়া (Medea), পূর্ব প্রদেশ যাহার কেন্দ্র ছিল কনস্টানটাইন; আর পশ্চিম প্রদেশ যাহার রাজধানী পরপর ছিল মাযুনা, মাসকারা আর ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের পরে ওরান। বে (Bey)-বৃন্দ প্রদেশসমূহ শাসন করিতেন নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নিয়া। তাহাদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি ছিল 'দে'-র হাতে। তাঁহার সহকারী ছিলেন ক'াইদগণ। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে তাহারা রাজস্ব আদায়কারী ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না; তাহারা ছিলেন রাজস্ব প্রদানকারী চাষী আর তাহারা চুক্তিবদ্ধ ছিলেন রাষ্ট্রীয় কোষাগারে বিপুল পরিমাণে অর্থ

জমা দিতে, পরিমাণটি নির্ধারিত হইত রাজধানী আলজিয়ার্সে। এই নির্ধারিত পরিমাণের অর্থ দিতে হইত আর্থিক বৎসরের মধ্যে। এই আর্থিক বৎসর শুরু হইত বে-র নিয়োগের তারিখ হইতে। অর্থ জমা দিতে হইত কয়েক কিস্তিতে। কিন্তু পরিশোধে নিযুক্ত থাকিতেন 'বে' নিজে, তাহার একজন সহকারী ও একজন পেয়াদা। তাহার নিয়োগের পরবর্তী বসন্তে 'বে' স্বয়ং আলজিয়ার্সে হাযির হইতেন, আর তাঁহার পরে প্রতি তিন বৎসর পরপর। তাঁহার সহকারী আলজিয়ার্সে যাইতেন বৎসরে দুইবার ঃ বসন্তে ও শরতে; আর পেয়াদাটি নিয়মিত যাইতেন প্রতি মাসে বা প্রতি দুই বা তিন মাসে একবার। পেয়াদার কাজ কোন সময় করিতেন অন্য একজন পদাধিকারী যাহাকে আলজিয়ার্সের সরকারি মুহাফিজখানার কাগজপত্র 'ওয়াকীল-ই সিপাহিয়ান' বলিয়া অভিহিত করা হইত। প্রত্যেক কর্মচারী যে পরিমাণ অর্থ কোষাগারে জমা দিবেন তাহা অপরিবর্তিত থাকিত, কিন্তু প্রত্যেক কর্মচারীর অংশ ছিল বিভিন্ন। মনে হয় এই সংগঠন এমনভাবে পরিকল্পিত হইয়াছিল যাহাতে 'দে'-বৃন্দ প্রাদেশিক শাসকদের কাজের সুচারুরূপে তদারক করিতে পারেন আর ত্রুটির ন্যূনতম লক্ষণ দেখা মাত্রই তাহাদেরকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

তুর্কী শাসন আমলের আলজেরিয়াতে অভ্যন্তরীণ সংগঠনের সবটুকুতে আর্থিক ব্যাপার লইয়া এইরূপ ব্যাপৃত থাকা লক্ষ্য করা গিয়াছে। সর্ব প্রকারের কর, জরিমানা ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় পাওনা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সকল কমিশন ও দফতরকে অবস্থানুসারে এক বা একাধিক বার্ষিক কিস্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে হইত। এই পদ্ধতির ফলে অনেক অপচয়ের উদ্ভব হয় আর এত অধিক শোষণের উদ্ভবও হয় যে, সাধারণ লোকের সহানুভূতি অর্জনের সম্ভাবনা বিনষ্ট হইয়া যায়। অধিকন্তু তুর্কীদের প্রভাব বাস্তব অপেক্ষা তত্ত্বেই ছিল বেশি। দেশের অভ্যন্তরস্থ সেনানিবাস শহরগুলিতে বিজায়া [Bidijaya], বোর্জিলেহাউ [Bordj Lehaou], [Constantne], মেদিয়া, মিলিয়ানা, মাযূনা, মাস্কারা, তেলেমসেন, আনাতোলীয় য়োলদাশকে বাহ্যত মনে হইত অবরুদ্ধ সেনাবাহিনী। তাহাদের নিজেদের অবস্থান ঠিক রাখিবার জন্য তুর্কীরা গোত্রীয় বিরোধিতায় উৎসাহ যোগাইতে বাধ্য হইত। মাখযান গোত্রসমূহ তুর্কী পক্ষ সমর্থন করিয়া বহু আর্থিক বাধ্যবাধকতা হইতে রেহাই পাইয়াছিল। উপরন্তু তাহারা অধীনস্থ গোত্রসমূহের (রা'আয়া) উপরে অত্যাচার করার অধিকার ও বিদ্রোহী গোত্রসমূহকে নিঃশেষ করার অধিকারও লাভ করিয়াছিল। একই সঙ্গে তুর্কীরা সকল প্রধান যোগাযোগ পথে সামরিক উপনিবেশ (যুমুল) স্থাপন করিয়াছিলেন। এইভাবে কাবিলীর পর্বতমালার চতুর্দিকে ঘাঁটি নির্মাণ করিয়া সেনাবাহিনীর অবাধ গতি নিশ্চিত করা হইয়াছিল। অবশেষে তুর্কীরা বিভিন্ন দলের সঙ্গে আপোস করার জোর চেষ্টা চালায়। কিন্তু এই ব্যাপারে তাহারা পুরাপুরি সফল হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ওরান প্রদেশেও বাবুর কাবিলিয়াতে যেই বিদ্রোহ আরম্ভ হয় উহা ছিল ফেয (Fez)-এর শরীফদের দ্বারা উৎসাহিত ও সমর্থিত শক্তিশালী দারকাওয়া (ধর্মীয়) দলের কাজ।

তুর্কীগণ যেইসব এলাকা জয় করেন সেইগুলির উন্নয়নের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করার সময় ও সুযোগ তাঁহাদের ছিল না। তাহাদের ধারণা ছিল, আলজেরিয়ার ভবিষ্যৎ উহার অভ্যন্তরীণ ভূমির উপর শুধু নির্ভরশীল নয়, বরং বাণিজ্যের উন্নয়নেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু ভূমধ্যসাগর ইউরোপীয় (স্পেন ও পর্তুগাল) জলদস্যুদের দৌরাত্ম্যের শিকারে পরিণত হইয়াছিল। আল-মাগরিব, আলজিয়ার্স ও তিউনিস ফিরিঙ্গীদের বারবার আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল। যেমন ১৫৪১, ১৫৬৭, ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে আলজিয়ার্স দখল করিবার জন্য স্পেন কতিপয় বিফল অভিযান চালায়। সুতরাং এই সকল আক্রমণ প্রতিহত করিবার ও জলদস্যুদের দমন করিবার জন্য তুর্কীগণ সমুদ্রের দিকেই বিশেষ নজর দিতে বাধ্য ছিলেন। ইহার ফলে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে আলজিয়ার্সের কারাগারসমূহে প্রায় ৩৫,০০০ বন্দী ছিল। অতঃপর বৃটিশ ও ফরাসী নৌ-শক্তি বৃদ্ধি পাইলে আলজেরীয় নৌবাহিনীর ক্ষমতা হ্রাস পায়। তাহাদের সাহসী নাবিকদের কর্মতৎপরতা কমিয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাত্র একজন রাঈস হামীদু অসম সাহসিকতার জন্য উল্লেখযোগ্য। ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে আলজিয়ার্স হইয়া পড়িয়াছিল দারিদ্র্যপীড়িত ও হৃতগৌরব। ইহার জনসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল; এই জনসংখ্যা হ্রাস আবার দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর ফলে ত্বরান্বিত হইয়াছিল। ভিয়েনা কংগ্রেসের পরে ১৮১৬ খৃ. যখন ইউরোপের প্রতিনিধিদ্বয় লর্ড এক্সমাউথ (Lord Exmouth) ও ওলন্দাজ এডমিরাল ভ্যানডের কাপেলেন (Van der Capellen) শহরটিতে বোমা বর্ষণ করার জন্য উপস্থিত হইলেন, তখন সেখানকার কারাগারে মাত্র ১২০০ বন্দী ছিল। ফরাসী আক্রমণের প্রাক্কালে আলজিয়ার্সের অধিবাসীর সংখ্যা এক লক্ষ হইতে হ্রাস পাইয়া চল্লিশ হাজার হইয়াছিল।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তুর্কী আমলের আলজেরিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত সামান্যই জানা যায়। এই সময়টি সম্বন্ধে তেমন আগ্রহও সৃষ্টি হয় নাই। তাহা হইলেও সেই সময়েই সর্বপ্রথম বর্তমান মরক্কো ও তিউনিসিয়ার মধ্যবর্তী এলাকার সীমানা আজ আমরা বারবারী এলাকার যে মানচিত্র দেখিতে পাই তাহার সহিত এক হইয়া গিয়াছিল। অধিকন্তু জনসমষ্টির 'আরব ও বারবার অংশদ্বয়ের সংমিশ্রণ পূর্ণতর হইয়াছিল। এই সময় হইতেই আলজিরিয়া নিজস্ব অস্তিত্ব লইয়া জীবন শুরু করে আর আলজিয়ার্স একটি রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাল সময় পর্যন্ত একটি গ্রন্থপঞ্জী দিয়াছেন Ch. A. Julien তাঁহার প্রণীত Histoire de l'Afrique du Nord de la conquete arabe a 1830. দ্বিতীয় সং., ২য় খণ্ড, মুদ্রণ R. Le Touneau, প্যারিস ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৩৪৬ প.। অনুরূপভাবে Haedo, dan, Laugier de Tassy, d'Arvieux, Shaw, Venture de Paradis, de grammont; দ্র. এই প্রবন্ধের অংশ(১)-এর গ্রন্থপঞ্জী; (২) Haedo, Dialogos de la captividad,অনু. Molonet-Volle. RAfr., 1895-1897 ও পৃথক গ্রন্থাকারে, আলজিয়ার্স ১৯১১ খৃ.; (৩) E. d'Aranda, Ralation de la captivite et liberte du sieur Emmanul d' Aranda, 1656; (৪) Rehbinder, Nachrichten und Bemerkungen uber den Algiegierschen staat; (৫) Reconnaissance des villes, forts et batteries d' Alger par le chef de bataillon boutin (1808) suivie des Memoires sur Alger par les consuls de kerey (1791) et Dubois-Thainville (1809), প্রকাশক G. Esquer, 1917; (৬) L. Rinn, Le Royaume d' Alger sous le dernier dey, Algiers 1900; (৭) Vayssette, Histoire de Constantine sous la domination

turque; (৮) J. Deny, Les Registres de solde des Janissaires conserves a la Biblitheque natinale d' Alger, Rafr., 1920; (৯) ঐ লেখক, Chansons de Janissaires d'Alger, Mem, R. Basset, 1923, ii, 33-175; (১০) বেইলেরবে, পাশা, আগা, দে প্রভৃতির তালিকার জন্য দ্র. Zambaur, পৃ. ৮২-৮৩।

M. Colombe (E. I.[2])/খন্দকার তাফাজ্জুল হোসাইন

(গ) ১৮৩০ খৃস্টাব্দের পর ঃ এই ছিল অবস্থা, যখন ফ্রান্স সাম্রাজ্যবাদের অভিশপ্ত ছায়া আলজেরিয়ার আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। ইহার কারণ খুবই আশ্চর্যজনক। ফ্রান্স সরকার 'ডে আরকী' (১৭৯৫-৯৯ খৃ.)-এর সময় আলজেরিয়ার নিকট হইতে গম ক্রয় করিয়াছিল যাহার মূল্য ছিল সত্তর লক্ষ ফ্রাঙ্কের বেশি এবং বিশ বৎসরেরও অধিক সময়কাল পর্যন্ত ঐ মূল্য পরিশোধ করা হয় নাই। ১৮১৯ খৃ. আলজেরিয়া ও ফ্রান্স সরকারের মধ্যে এই মর্মে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, সেই অপরিশোধিত মূল্য কিস্তিতে আদায় করা হইবে এবং চুক্তি অনুযায়ী ১২৩৬/১৮২০-২১ সন হইতে কিস্তি প্রদান শুরু হয়, কিন্তু ফ্রান্স এই চুক্তি অমান্য করে। আলজেরিয়ার গভর্নর হু'সায়ন পাশা চার্লস ১০ম-এর সময়ে (১৮২৪-৩১ খৃ.) উক্ত মূল্য পরিশোধ করার ব্যাপারে একটি পত্র লেখেন, কিন্তু ইহার কোন উত্তর ফ্রান্সের পক্ষ হইতে দেওয়া হয় নাই। ১ শাওয়াল, ১২৪৩/১৬ এপ্রিল, ১৮২৮ তারিখে ফ্রান্সের কন্সাল Deval তাঁহার পরিচয়পত্র পেশ করার উদ্দেশে হু'সায়ন পাশার নিকট উপস্থিত হইলে পাশা তাঁহার পত্রের উত্তর না দেওয়ার অভিযোগ করেন। কন্সাল তখন অভদ্রজনোচিত উত্তর দেন, "আমাদের বাদশাহ নামদার সরাসরি এমন কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করিতে পারেন না যে তাহা হইতে কম মর্যাদাসম্পন্ন।" ইহা শুনিয়া পাশা স্বাভাবিকভাবেই রাগান্বিত হন এবং তাঁহার হাতের পাখা কন্সালের মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া প্রথমত আলজেরিয়ার সমুদ্র বন্দর ঘেরাও করার জন্য ফরাসী সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পরে ১৮৩০ খৃ. নিয়মিত আক্রমণ শুরু করা হয়। ইতোমধ্যে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে কিছু সংখ্যক রিয়াসাত বা পরগণা স্থাপিত হইয়াছিল এবং ঐগুলোকে পরাস্ত করা খুব সহজ ছিল না। ঠিক ঐ সময়ে আবার সায়্যিদ মুহ'য়িদ্দীন আল-হু'সায়নী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জিহাদের পতাকা উত্তোলন করেন। তাঁহার এই আন্দোলনকে তদীয় সুযোগ্য পুত্র নাসি'রুদ্দীন 'আবদু'ল-কাদির আল-হ'াসানী নব রূপ দান করেন এবং ১৮২৩ খৃ. হইতে ১৮৪৭ খৃ. পর্যন্ত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একটানা জিহাদ অব্যাহত রাখেন। ফলে আলজেরিয়া ও আমীর 'আবদু'ল-কাদির উভয়ই বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। বাধ্য হইয়া ফ্রান্স সরকার দুই দুইবার আমীর 'আবদু'ল-কা'দিরের সাথে সন্ধি করে এবং এবং দুইবারই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সন্ধি ভংগ করে এবং নূতন করিয়া যুদ্ধ বাঁধায়। অবশেষে ছোট ছোট পরগণা প্রধানদেরকে লোভ দেখাইয়া ফ্রান্স সরকার পক্ষে লইয়া যায়। অপরদিকে ফ্রান্স সরকারের ইঙ্গিতে মরক্কোর বাদশাহও আমীর 'আবদুল-কা'দিরের জন্য তাহার দেশের সকল দরজা বন্ধ করিয়া দেন। এমনিভাবে বাধ্য হইয়া ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে আমীর এই শর্তে সন্ধি করিতে রাযী হইলেন যে, তাঁহার পরিবার-পরিজন লইয়া তাঁহাকে আলোকজান্দ্রিয়া গমন করার অনুমতি দেওয়া হইবে। কিন্তু এই সন্ধির প্রকাশ্য লক্ষণ ঘটাইয়া আমীরকে তূ'লূন (নামক স্থানে) লইয়া যাওয়া হয় এবং তাঁহাকে ফ্রান্সে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। ১৮৫২ খৃ. তৃতীয় নেপোলিয়ন আমীরকে মুক্ত করেন এবং মুক্তি পাওয়ার পর তিনি প্রথমে ব্রুসায় ও পরে দামিশকে বসবাস শুরু করেন। জীবনের বাকী দিনগুলি তিনি সেইখানেই কাটান এবং ১৮৮৩ খৃ. মে মাসে ইনতিকাল করেন।

আহ'মাদ বে কনসটানটাইন-এ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ১৮৩৬ খৃ. ফ্রান্সের একটি সেনাবাহিনীকে তাঁহার সদর দফতরের সম্মুখ হইতে পিছু হটাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও বেশি দিন পর্যন্ত মুকাবিলা করিতে পারেন নাই। ফ্রান্স সরকার উপকূলীয় ময়দানে ফরাসীদের বসতি স্থাপন করিয়া বসে যাহা মূলত সেনা ছাউনি বা চৌকির সমতুল্য ছিল। ১৮৪৮ খৃ. শ্রমিকদের একটি দল এইখানে আসিয়া বিয়াল্লিশটি বসতি স্থাপন করে এবং পরে সব ধরনের পেশার লোক সেইখানে আগমন করিতে শুরু করে যাহাদেরকে সরকার কর্তৃক কিছু কিছু ভূমিও বিনা মূল্যে দেওয়া হয়, অবশ্য এমন সব লোকও ছিল যাহারা নিজেদের সহায়-সম্বল দ্বারাই প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সাম্রাজ্য হস্তগত করার ধারা দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র [যাহা সম্রাট লুই ফিলিপ (১৮৪৮ খৃ.)-এর ক্ষমতা লাভের পর প্রতিষ্ঠিত হয়] ও দ্বিতীয় রাজতন্ত্রের (নেপোলিয়ন ৩য়) যুগ পর্যন্ত চালু ছিল। এই ধরার সূচনাতেই বিলাদ-ই কাবাইল-এর নাখলিস্তান জয় করা হয়। আলজেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় যাযাবরদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য এবং রীগিস্তান-এর বাণিজ্যিক মহাসড়কগুলি দখল করার জন্য উচ্চ ময়দানগুলিতে সুরক্ষিত ঘাঁটি স্থাপন করা হয় এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যরা মরুভূমির সীমান্ত এলাকাগুলি দেখাশুনা করিতে থাকে। ইতোমধ্যে ক'াবীলিয়া-এর উপরও প্রভাব সৃষ্টি করা হয়, অথচ তাহারা তুর্কী শাসনামলে স্বাধীন ছিল। আর এই প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টি করা হইয়াছিল বুজিয়ু (Bugeaud)-এর নেতৃত্বে দুইটি যুদ্ধের ও Saint Arnaud ও Randon-এর সামরিক লুটেরাদের বদৌলতে। এমনিভাবে ফরাসীরা তাহাদের সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করিতে সক্ষম হয়। একের পর এক মুকাবিলা চলিতে থাকে; অবশেষে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে মার্শাল র‍্যান্ডন (Marshal Randon) তাহাদেরকে পরাজিত করেন। ফ্রান্স আলজেরিয়াকে তাহার নাগরিক-শৃঙ্খলা, সংবিধান ও রাজনীতি বহাল রাখার অনুমতি প্রদান করে। ইহার পরও আলজেরিয়াতে সময়ে সময়ে বিদ্রোহ দেখা দেয়। উদাহরস্বরূপ ১৮৭১ খৃস্টাব্দে জার্মানীর নিকট ফ্রান্স পরাজিত হয়। দর্গরক্ষক সৈনিকদের সংখ্যায় ঘাটতি দেখা দেয়, তাহা ছাড়া বিরাটকায় মোক'রানি বংশের মধ্যে দেখা দেয় অস্থিরতা। কাবিলিয়ার উভয় অংশ, আলজিয়ার্স জেলার কিছু কিছু অংশ এবং কনস্ট্যানটাইন-এর দক্ষিণাংশ বিদ্রোহী হইয়া যায়। বিদ্রাহীরা ফিরিঙ্গী বাসিন্দাদেরকে হত্যা করে এবং মিতিজা-এর জন্য বিপদের কারণ হয়। এডমিরাল ডি গুইডন (Admiral de Gueydon), যিনি আলজেরিয়ার গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছিলেন, পুনরায় শান্তি স্থাপন করেন। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের উপর বৃহৎ অঙ্কের জরিমানা ধার্য করা হয় এবং দশ লক্ষ একরেরও অধিক জমি রাজসরকারে বাজেয়াফত করিয়া [ফিরিঙ্গী বাসিন্দাদের মধ্যে] বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৮১ খৃ. বূ 'আমামা-র নেতৃত্বে ওয়াহরান-এ ভয়ঙ্কর এক বিদ্রোহ দানা বাঁধিয়া উঠে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ ময়দানসমূহের দক্ষিণ পার্শ্বে পৃথক সেনা ছাউনি স্থাপন করা হয়। আস-সাতীফ ও জুলমা (Guelma)-এর এক বিদ্রোহে প্রায় এক শত ফিরিঙ্গী নিহত হয়; অবশ্য ইহা স্বল্পমেয়াদী ছিল এবং কঠোর হস্তে দমন করা হয় (১৯৪৫ খৃ.)।

আলজেরিয়ার প্রশাসনিক রীতিনীতি ও ইহার বাসিন্দাগণ Bugeaud -এর সময় হইতে বেশ কয়েকটি পর্যায়ে অতিক্রম করিয়াছে এবং প্রতিটি পর্যায়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের পদ্ধতি কাজে লাগান হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র (১৮৪৮-৫২ খৃ.)-র সময়কালে আলজেরীয়দের ক্রমবিলুপ্তি ও আরও অধিক সংখ্যক ফরাসীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। তিনটি বিভাগের বেসামরিক এলাকাগুলি সামরিক তত্ত্বাবধায়কদের (Prefects) তত্ত্বাবধানে রাখা হয়, যাহারা বহিরাগত বাসিন্দাদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন। অবশিষ্ট এলাকাগুলি সামরিক প্রশাসকের শাসনাধীন ও গর্ভনর জেনারেলের অধীনে ছিল। যেই সকল এলাকার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সামরিক প্রশাসকদের উপর ন্যস্ত ছিল সেই সকল এলাকার প্রশাসন মুসলিম সরদারদের হাতে ছিল।

এই পদ্ধতি দ্বিতীয় রাজতন্ত্র (৩য় নেপোলিয়নের রাজতন্ত্র, ১৮৫২-৭০ খৃ.) সময়কাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। Randon-এর গর্ভনর থাকাকালীন ইউরোপীয় বহিরাগতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করা হয়। আলজেরিয়াকে ঐ সময়ে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উৎপন্ন হয় এমন সব খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার মনে করা হইত। তবে সবচেয়ে বেশি সফলতা অর্জিত হইয়াছিল ভুট্টা উৎপাদনে এবং ১৮৮১ খৃ. পর্যন্ত ইহাকেই বহিরাগত বাসিন্দাদের প্রধান ফসল হিসাবে গণ্য করা হইত। একটি অর্থনৈতিক মন্দাভাব ও বহিরাগতদের দৈনন্দিন চাহিদার প্রেক্ষিতে সরকারকে পুনরায় স্থানীয় বসতির সংকোচন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়। বহিরাগতরা উপার্জনের ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল এবং তাহাদের আবাদী জমির পরিমাণও সীমিত ছিল। তাহারা চাহিতেছিল, সেনা ছাউনি নির্মাণের জন্য যেই পরিমাণ জমি জবরদখল হইয়াছে তাহা হইতে তাহাদেরকে অংশ দেওয়া হউক। ১৮৫৮ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আলজেরিয়ার প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল 'মুসতামিরাতুল-জাযাইর' অর্থাৎ আলজেরিয়ার আবাদী ও সংস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের হাতে, যাহার দফতর ছিল প্যারিসে। প্রথমত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন যুবরাজ নেপোলিয়ন (৩য় নেপোলিয়ন)-এর পুত্র। পরবর্তী কালে Comte de Chasseloup Laubat-কে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োগ করা হয়। প্রশাসনিক স্থবিরতার কারণে ৩য় নেপোলিয়ন মার্শাল পেলিসসিয়ের (Marshal Pelissier)-এর নেতৃত্বে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করাইতে বাধ্য হন। ১৮৬৪ খৃ. শেষোক্ত জনের মৃত্যুর পর মার্শাল ম্যাক-মোহন (Marshal Mac-Mahon) প্রশাসক নিযুক্ত হন। এই সময়ে নূতন বহিরাগতদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সম্রাট আলজেরিয়াকে একটি 'আরব রাজ্য' ('আরাব মামলাকাত) বানাইবার চেষ্টা করেন। তিনি গোত্রসমূহের (قبائل) শরীকানা ভূ-সম্পত্তি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের সংসদীয় সিদ্ধান্তের বলে সংরক্ষণ করিয়া দেন এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলিমগণ ফরাসী নাগরিকত্ব গ্রহণ করার অধিকার লাভ করেন।

১৮৭০ খৃ. ফরাসী বহিরাগতরা রাজকর্মচারীদেরকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেয় এবং আলজিয়ার্স শহরের পঞ্চায়েত (Commune) একটি বিপ্লবী সালতানাত স্থাপন করে। Thiers-এর নেতৃত্বে সরকার একটি বেসামরিক প্রশাসনিক পদ্ধতি চালু করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং যদিও ইতোপূর্বে দুইজন গভর্নরকে অর্থাৎ Admiral de Gueydon ও General Chanzy- কে সেনাবাহিনী হইতে সরাইয়া নেওয়া হয়, তবুও দেওয়ানী পদ্ধতির সীমারেখা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং 'আরব ব্যূরো'-এর স্থলে সংমিশ্রিত পঞ্চায়েত (Commune) প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯০০ খৃ. আলজেরিয়া তাহার আর্থিক ও প্রশাসনিক আযাদী লাভ করে। গর্ভনর জেনারেলের ক্ষমতা বর্ধিত করা হয় এবং সরকারের বাৎসরিক বাজেট ভবিষ্যতের জন্য 'অর্থনৈতিক প্রতিনিধি'দের পরামর্শে মঞ্জুর হইতে থাকে যাহারা দেশের বিভিন্ন পেশাজীবী লোকদের প্রতিনিধিত্ব করিতেন। আলজেরিয়াকে ঋণ গ্রহণ করার ক্ষমতাও প্রদান করা হয়, যাহাতে সে তাহার শিল্পকারখানা, বন্দর, সড়ক, রেলওয়ে ও সামুদ্রিক বন্দরসমূহের উন্নতি সাধন করিতে পারে। এইভাবে স্বাচ্ছন্দ্যময় এক যুগের সূচনা হয়। আরও অধিক পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের ফসলের চাষাবাদ শুরু হয় এবং চাষযোগ্য জমির পরিমাণও বাড়ান হয়। ফিরিঙ্গী বহিরাগতদের শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। কৃষি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উপায়-উপকরণসমূহ ব্যবহার করিবার জন্য অধিক অর্থের প্রয়োজন হয়। ধীরে ধীরে দেশ পুজিবাদী নীতি গ্রহণ করে, অথচ এই অবস্থা ব্যাপক হারে আঙ্গুর ও লেবু জাতীয় নানা ফলের চাষাবাদের পূর্বে ছিল না। লৌহ, জিংক (এক প্রকার ধাতু), ফসফেট (Phosphates) ইত্যাদির নূতন খনি আবিষ্কৃত হয়। দেশীয় আবাদী বাড়িতে থাকে। ইহার ফলে জন্মহার বৃদ্ধি ও মৃত্যুহার কমিয়া যায়। অর্থনৈতিক উন্নতিও লক্ষণীয়ভাবে সাধিত হয়, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যবহারিক নীতিমালার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই।

১৯৩৯-৪৫ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে আলজেরিয়া কৃতিত্বের সাথে অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৩ খৃ. তথায় বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্য অবতরণের প্রেক্ষিতে একটি ফরাসী 'মুক্তিসেনা' সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয় যাহারা জার্মান ও ইটালীয় আক্রমণকারীদেরকে তিউনিস হইতে বিতাড়িত করিতে সাহায্য করে, ইটালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং ফ্রান্সের যুদ্ধে অংশ নেয়। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মুসলিমগণ যে খেদমত আঞ্জাম দেয় উহার স্বীকৃতিস্বরূপ রাজনৈতিক পদ্ধতিতে একটি সংস্কার এই সাধিত হয় যে, আলজেরীয় আইন পরিষদ অস্তিত্ব লাভ করে যাহার নির্বাচন সম্পন্ন হইত গণরায়ের ভিত্তিতে। ইহা ছিল মুসলিম ও ইউরোপীয় দুইটি পরিষদ সমন্বয়ে গঠিত এবং উভয়ের অধিকার ছিল সমান সমান। অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজ আরও ব্যাপকভাবে শুরু হয়। মুসলিমদের শিক্ষার জন্য একটি পরিপূর্ণ কর্মসূচি গৃহীত হয় এবং সামাজিক সংস্কারের নূতন যুগের সূচনা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Ch. A. Julien, Histoire de l'Afrique du Nord[2]. t. দ্বিতীয় সংস্করণ, ২খ., R. Le tourneau কর্তৃক দ্বিতীয়বার নিরীক্ষিত, প্যারিস ১৯৫৩ খৃ.; (২) S. Gsell, G. Marcais ও G. Yver, L'Afrique du Nord francaise dans l'Histoire, Lyons 1937 খৃ.; (৩) ঐ লেখকগণ, Histoire d' Algerie[5], পঞ্চম সংস্করণ, প্যারিস ১৯২৯ খৃ.; (৪) A. Bernard, L. Algerie (H. Martineau ও G. Hanotaux কর্তৃক রচিত ফরাসী নও-আবাদী সংক্রান্ত সামগ্রিক ইতিহাস), ২খ., প্যারিস ১৯৩০ খৃ.; (৫) Paul Azan, Conquete et Pacification de l'Algerrie, প্যারিস ১৯৩২ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, Bugeaud et l'Algerie, প্যারিস তা.বি; (৭) ঐ লেখক, L' emir Abd-el-Kader, প্যারিস ১৯২৪ খৃ.; (৮) M. Emerit, L'Algerie a l'epoque d' Abd-el-kader, প্যারিস ১৯৫১ খৃ.;

(৯) L. de-Baudicour, La Colonisation de l'Algerie, ses elements, প্যারিস ১৮৫৬ খৃ.; (১০) ঐ লেখক, Histoire de la Colonisation de l'Algerie, প্যারিস ১৮৬০ খৃ.; (১১) de Peyeromhiff, Enquete sur les resultats de la colonisation offcielle de 1871 a 1893, আলজিয়ার্স ১৯০৬ খৃ.; (১২) Schefer, L'Algerie et l' evolution de la coloniasation francaise, প্যারিস ১৯২৮ খৃ.; (১৩) Gaffiot, Godin, Morand ও Milliot, L' Oeuvre legislative de la France en Algerie, প্যারিস ১৯৩০ খৃ.; (১৪) Douel, Un siecle de finaces coloniales, প্যারিস ১৯৩০ খৃ.; (১৫) Emerit, Les Saints-Simoniens en Algerie, প্যারিস ১৯৪১ খৃ.; (১৬) E. F. Gautier, L'Algerie la metropole, প্যারিস ১৯২০ খৃ.; (১৭) Ch. A. Julien, L'Afrique du nord en marche, প্যারিস ১৯৫২ খৃ.; (১৮) Documents algeriens, গভর্নর জেনারেল কর্তৃক প্রকাশিত রেজিস্টার, ১৯৪৭ খৃ.।

M. Emerit (E. I.[2] দা.মা.ই.)/এ কে এম নূরুল আলম

বর্তমানে আলজেরিয়া ফরাসী কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে এবং একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। স্বাধীনতা লাভের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই যে, ১ নভেম্বর, ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট (F L N) যাহা ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ৫ আগস্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করে, ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু করিয়া দেয় এবং ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কায়রোতে স্বাধীন আলজেরীয় সরকার গঠন করা হয়, যাহাতে ফারহা'ত 'আব্বাসকে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়। ফরাসী সরকার যখন আপ্রাণ চেষ্টা করার পরও স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমাইতে সক্ষম হয় নাই, তখন প্রেসিডেন্ট দ্য গল ফ্রান্স ও আলজেরিয়ার মধ্যে গণরায় (গণভোট) নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই গণরায় ৬-৮ জানুয়ারী গ্রহণ করা হয়। উভয় দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক আলেজেরিয়ার স্বাধীনতার সপক্ষে রায় প্রদান করে, যাহার ভিত্তিতে দ্য গল স্বাধীন সরকারের সহিত আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় অনেক দেরীতে। কেননা ফ্রান্স ও আলজেরিয়াতে ও. এ. এস. (OAS) নামে একটি সন্ত্রাসবাদী সংস্থা জন্ম লাভ করিয়াছিল যাহার অধিকাংশ সদস্য ছিল ফরাসী বংশোদ্ভূত আলজেরিয়া বাশিন্দা এবং কিছু সংখ্যক দ্য গলবিরোধী সামরিক অফিসার; আলজেরিয়া ফ্রান্সের হাতছাড়া হইয়া যাউক -ইহা তাহারা চাহিত না। কিন্তু দ্যা গল এই সব লোকের অভিপ্রায়কে কঠোরতার সাথে দমন করেন এবং তাহার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। সুতরাং ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ১৮ মার্চ ফরাসী সরকার ও স্বাধীন আলজেরীয় সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়। OAS-এর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ৭ এপ্রিল 'আবদুর' রাহ'মান ফারিস-এর নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করিয়া দেওয়া হয়। এইবার যে চুক্তিনামা গৃহীত হইয়াছে উহার মঞ্জুরীর জন্যও আলজেরিয়া ও ফ্রান্সে গণরায় গ্রহণ করা হয় এবং অধিকাংশ লোকই ইহার পক্ষে রায় প্রদান করে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ৩ জুলাই প্রেসিডেন্ট দ্য গল আলজেরিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন এবং সরকারী দায়িত্ব আলজেরিয়াবাসীদের কাছে সমর্পণ করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর তথায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসে এবং সেই বৈঠকে ফারহা'ত 'আব্বাসকে প্রেসিডেন্ট ও বেন বিল্লাহকে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত গণরায়ের ফলাফলে বেন বিল্লাহকে নূতন গণপ্রজাতন্ত্রী আলজেরিয়ার (Republie Algerienne Democraitue et Papulaire) প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৯ জুন এক সেনা বিদ্রোহের মাধ্যমে বেন বিল্লাহকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখা হয় এবং কর্নেল বু মুহ'য়িদ্দীন নূতন সামরিক সরকারের প্রধান নিযুক্ত হন।

আলজেরিয়া প্রজাতন্ত্রের মোট আয়তন দুই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার বর্গ কিলোমিটার হইতে সামান্য বেশি এবং ইহারই সংলগ্ন মরুভূমির আয়তন একুশ লক্ষ একাত্তর হাজার আট শত বর্গ কিলোমিটার। এই সমগ্র এলাকাটি পনরটি সূ'বা বা প্রশাসনিক বিভাগে (Department) বিভক্ত, যাহার মধ্যে চুয়াত্তরটি জেলা (arondissements) ও ছয় শত চৌত্রিশটি পঞ্চায়েত রহিয়াছে। মরু এলাকায় রহিয়াছে ৫টি জেলা ও ছেচল্লিশটি পঞ্চায়েত। বড় জেলাগুলির মধ্যে রহিয়াছে আলজিয়ার্স (রাজধানী), ওয়াহরান, কনস্ট্যানটাইন, বূনা, সীদী বুল আব্বাস, মুস্তাগা'নিম, আস-সাতীফ, তেলেমসান, কিলপুয়েল, বুলায়দা, বিজায়া ও কূলাম বিশার (Columb Bechar)। অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলিম, তবে কিছু খৃস্টান এবং বেশ কিছু সংখ্যক য়াহূদীও রহিয়াছে।

(দা. মা. ই.)/এ. কে. এম. নূরুল আলম

(গ) জনসমষ্টি জনসংখ্যা ও তৎসংশ্লিষ্ট বিবরণ ঃ ১৯৪৮ সনের ৩১ অক্টোবরের আদমশুমারী অনুসারে আলজেরিয়ার জনসংখ্যা ছিল ৮৬,৮১,৭৮৫ (জাতিসংঘের হিসাব মুতাবিক জনসংখ্যা ১,০৭,৮৪,০০০, দা. মা. ই., ৩খ., ৯৪); সাবেক জনসংখ্যার তুলনায় ইহা অনেক বেশি। এই মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৭৭,২১,৬৭৮ জন (৯২%) মুসলিম এবং ৯৬০,১০৭ জন অমুসলিম। অমুসলিমদের মধ্যে ৮৭৬,৬৮৬ জন ফরাসী আর ৪৫,৫৮৬ জন অন্যান্য ইউরোপীয়; এই অন্যান্য ইউরোপীয়দের তিন-চতুর্থাংশ স্পেনীয়। ইউরোপীয়দের ৭৫ শতাংশ শহরবাসী। গ্রামাঞ্চলের মধ্যে প্রধানত তেল অঞ্চলে তাহাদের বাস, বিশেষ করিয়া তেল অঞ্চলের মদ্য উৎপাদন ও বিপণনযোগ্য সবজি বাগানের এলাকাগুলিতে। ওরান বিভাগের প্রায় সকল ফরাসীই স্পেনীয়দের বংশধর।

মুসলিমদের অধিকাংশ পল্লীবাসী; ইহাদের শহরমুখী গতি সাম্প্রতিক ব্যাপার। ইহাদের $\frac{1}{5}$ অংশ এখন শহরবাসী (পঞ্চাশের দশকের হিসাব)। ১৯৪৮ খৃ. বৃহত্তম শহরগুলির জনসংখ্যা নিম্নরূপ ছিল ঃ

	মুসলিম	অমুসলিম	মোট
আলজিয়ার্স (শহরতলীসহ)	২,২৫,৫৩৯	২,৪৭,৭২২	৪,৭৩,২৬১
ওরান (ঐ)	৯০,৬৭৮	১,৭৪,০৩৬	২,৬৪,৭১৪
কনস্টানটাইন	৭৭,০৮৯	৩৭,২৪৯	১,১৪,৩৩৮
বোনি	৫৬,৬১৪	৪৪,৫৪১	১,০৫,১৫৫

আরও পাঁচটি শহরের লোকসংখ্যা ৫০,০০০ হইতে ১০০,০০০ (পঞ্চাশের দশকের হিসাব)। তেলেমসেন, ফিলিপভিল, সীদী-বুল-'আব্বাস, মুস্তাগানিম ও সাতীফ— এইসব শহর তেল এলাকায় অবস্থিত। প্রশাসনিক জেলাসমূহে জনসংখ্যার বণ্টন ও ঐগুলিতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসতির ঘনত্ব নিম্নরূপ (পঞ্চাশের দশকের হিসাবে) ঃ

ওরান বিভাগ	১,৯৯০,৭২৯,	ঘনত্ব	৩০
আলজিয়ার্স	২,৭৬৫,৮৯৬,	,,	৫০
কনস্টান্টাইন	৩,১০৮,১৬৫,	,,	৩৫
দক্ষিণ এলাকা	৮১৬,৯৯৩,	,,	০.৪

১৯৬০ খৃ. নিম্নোক্ত বড় বড় শহরের জনসংখ্যা এইরূপ ছিল ঃ

আলজেরিয়া	৮,৮৪,০০০
ওরান	৯৩,০০০
কনস্টানটাইন	২,২৩,০০০
বোনি	১,৬৪,০০০
সীদী বুল-আব্বা	১,০৫,০০০
মুসতাগানেম	৬৯,০০০
আস-সাতীফ	৯৪,০০০
তেলেমসান	৮৩,০০০
ফিলিপভিল	২৮,০০০
কুলায়দা	৯৩,০০০
বিজায়া	৬৩,০০০
কৃলাম বিশার	২৭,০০০

প্রশাসনিক অঞ্চলগুলির আয়তন ও জনসংখ্যা (১৯৬৩ খৃ.) নিম্নরূপ ঃ

	আয়তন (বর্গ কি. মি.)	জনসংখ্যা
আলজেরিয়া	৩,৩৯৩	২,০৭,৮০০
বীলাতুল-কুবরা	৫,৮০৬	৮,০৭,৪০০
ওরল্মীয বীল	১২,২৫৭	৭,২৭,৮০০
তিতারী	৫০,৩২১	৮,০৯,১০০
ওরান	১৬,৪৩৮	৭,০৬,২০০
তেলেমসান	৮,১০০	৮৩,৮০০
মুসতাগানেম	১১,৪৩২	৭,০২,০০০
তয়ারত (تيارت)		২৫,৯৯৭
		২,০৩,০০০
কনস্টানটাইন	১৯,৮৯৯	১৪,৪৮,৭০০
বোনি	২৫,৩৬৮	৭,৪৯,৯০০
আস-সাতীফ	১৭,৪০৫	১১,৫৬,৭০০
আওরাস	৩৮,৪৯৪	৬,০৭,৮০০
সাদি	৬০,১১৪	২,০৩,০০০
নাখলিসতান	১৩,০১,৫৬১	৪,৪২,০০০
সাহারা	৭৭৯,৭৯৭	১,৭০,৬০০
	২৪,৬৬,৮৩৮	১,০৪,৫৩,৬০০

লেট আটলাস এলাকাই সর্বাপেক্ষা ঘনবসতি এলাকা। সেইখানে প্রতিবর্গ কিলোমিটার বসতির ঘনত্ব সাধারণত ৩০-এর উর্ধ্বে, কখনও কখনও ৬০-এর উর্ধ্বে (এই রকম হইতেছে ত্রারা, আলজিয়াস জিলা, কাবিলিয়া এলাকা); তিযি উযু নাকম ফরাসীদের পার্বত্য উপশাসন বিভাগে ঘনত্ব ১১৪ পর্যন্ত হইয়াছে; 'আরব কনস্টান্টাইনের উচ্চ সমভূমিতে (উত্তর-পশ্চিম এলাকা বাদে) ১০ হইতে ৩০-এ নামিয়া গিয়াছে; আওরাস ও হোদ্না এলাকায়ও অনুরূপ ঘনত্ব বিদ্যমান; এইদিকে মরুভূমি এলাকার ঘনত্ব ১-এরও কম।

নৃতাত্ত্বিক বিবরণ ঃ বারবার নামে অভিহিত আলজেরিয়ার মুসলিম জনসমষ্টির উৎপত্তির বিষয়টি এখনও অজ্ঞাত। তাহারা শ্বেতকায়, তবে তাহাদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্য রহিয়াছে এবং এই বৈচিত্র্য প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যমান। এই দেশে স্থায়ী বসবাসের জন বিদেশীদের আগমন বহু শতাব্দীর মধ্যে কোনও সময়ই বিপুল সংখ্যায় ঘটে নাই। যাহাদের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে তাহারা হইতেছে কোন অঞ্চল আগমনকারী আরবগণ (অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলের মুসলিমগণ) এবং শহরাঞ্চলে আগমনকারী ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার লোকগণ। ইহাদের মধ্যে সর্বশেষ আগমনকারী হইতেছে আন্দালুস (স্পেন প্রত্যাগত মুসলিমগণ), তুর্কী ও ইউরোপীয়গণ। এতদ্‌সত্ত্বেও বিপুলভাবে সংখ্যাধিক্য জনসমষ্টির নৃতাত্ত্বিক পরিবর্তন সামান্যই ঘটিয়াছে যদিও জনসংখ্যার অধিকাংশই 'আরবীভাষী হিসাবে নিজদেরকে 'আরব বলিয়াই পরিচয় দেয়। আলজেরিয় মহিলা বিবাহ করার ফলে জাত তুর্কীদের উত্তরপুরুষগণ নিজদেরকে কু'ল-ওগ্‌'লু (Kouloughli) বলিয়া গর্ববোধ করে। প্রাচীন নাগরিকগণ মিশ্রবংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও নিজদেরকে 'হা'দার' বলিয়া গর্ব অনুভব করে এবং অন্যরা নিজদেরকে 'আন্দালুস' বলিয়া গৌরব প্রকাশ করে। তবুও তাহারা বারবারই রহিয়া গিয়াছে। সাহারার মরূদ্যানে কৃষ্ণকায় হা'রাতীনগণ [দ্র. হা'রত'ানী] জমি চাষ করে আর সূদানের কৃষ্ণকায়গণ দীর্ঘকাল যাবত শহরে ক্রীতদাস (আবীদ) হিসাবে বিক্রীত হইত। বাস্তব ক্ষেত্রে 'আরবীভাষীদেরকে বলা হয় 'আরব আর বারবার ভাষাভাষীদের বলা বারবার।

আলজেরীয় মুসলিমদের ২৯ শতাংশ এখনও বারবার ভাষাভাষী। তাহারা প্রধানত শাবিয়্যা (Shawiyya); ইহাদের বিপুল সংখ্যক আওরাস (Awras) হইতে আগত এবং কাবিলগণ জিজেল্লীর (Djidjelli) পশ্চিম হইতে আগত। ইহা ছাড়াও আছে তেনেস (Tenes) ও কারসাল (Cherchell)-এর মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলের বানী মেনাসের গোত্র; মিতীজীয় (Mitidion) আটলাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনসমষ্টি, ওয়ানশারী (Wansharis), তেলেমসেন পর্বতমালা ও দক্ষিণের কসুর (Ksour) অঞ্চলের অধিবাসী। সাহারায় বারবার ভাষায় কথা বলে তুয়ারেগগণ (Tuareg) [দ্র.] মজাবীরা [Mzabits] (দ্র.) এবং সাউরা (Saoura), গৌরারা (Gourara), ওরায়গ্লা (Wargla) ও ওয়াদী রীগ (Wadi Righ)-এর কসুরীয়গণ (Ksourian পল্লীবাসী)। আঞ্চলিক বারবার কথ্য ভাষা এক জেলা হইতে অন্য জেলায় পৃথক। ইহা সাহিত্যের ভাষা নহে। বারবার ভাষা লেখা হয় না; এই ভাষার সাহিত্য প্রচারিত হয় মৌখিকভাবে। একাদশ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী কালে শহরবাসিগণ অপেক্ষা বেদুঈনগণই 'আরবী ভাষা অধিক প্রচার করিয়াছে। স্থায়ীভাবে বসবাসকারী 'আরবদের কথ্য ভাষা ব্যবহারের সীমা শহর এলাকা, পূর্ব কাবিলীয় ও ত্রারা (Trara); ইহা ছাড়া সর্বত্র বেদুঈন কথ্য ভাষা বারবার ভাষাকে স্থানচ্যুত করিয়াছে।

আলজেরীয় জনসমষ্টির ৭১ শতাংশই 'আরবদের কথ্য ভাষা ব্যবহার করিত। এইভাবে আরবরা ভাষার মাধ্যমে ক্রমে আলজেরীয়গণকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করিয়াছে। এই ধর্মান্তরণ হইতে বাদ রহিয়াছে আনুমানিক ১,৩০,০০০ য়াহূদী। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের দিক হইতে বলিতে গেলে আলজেরীয় জনসমষ্টি হইতেছে মালিকী মাযহাবের অনুসারী। আলজিয়াস ও তেলেমসেনে হানাফী মাযাহারের অনুসারী কিছু সংখ্যক তুর্কী

বংশোদ্ভূত মুসলিম রহিয়াছে। ইবাদী খারিজীগণ একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসাবে বিদ্যমান।

ইসলামের মৌলিক ধর্মীয় অনুশাসন সর্বত্রই এক। তবে আলজেরিয়ার এই অনুশাসনগুলি সর্বত্র সমানভাবে পালিত হয় না। সমুদ্রপথে ও আকাশপথে সহস্রাধিক আলজেরীয় হজ্জ পালন করেন তবে রামাদান মাসের সিয়াম পালন করাকে সবাই শ্রদ্ধার সহিত অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় দায়িত্ব বলিয়া বিবেচনা করেন।

উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের বৈশিষ্ট্য হইতেছে ধর্মীয় ভ্রাতৃ সংগঠন ও পীর-দরবেশদের প্রতি ভক্তি। ধর্মীয় ভ্রাতৃ সংগঠন এককালে রাজনৈতিক কার্যকলাপে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহার ধারণা আলজেরিয়া তখন আইন ও শৃঙ্খলা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; পরবর্তী কালে ইহার প্রভাব বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহিত তাহাদের সম্পর্ক মোটামুটি ভাল ছিল। কিন্তু শহরের লোকেরা তাহাদের কঠোর সমালোচনা করিত। তাহাদের অনুসারীর সংখ্যা সঠিকভাবে বলা অসম্ভব (২৫০ হইতে ৪৫০ হাজার?)। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে রাহ্‌মানিয়্যা ইখওয়ান; সকল ইখওয়ানের অর্ধেকের বেশি সদস্য ইহার অন্তর্ভুক্ত, বিশেষত পূর্ব আলজেরিয়াতে। ইহার পরের স্থানেই রহিয়াছে তায়িবিয়্যা, তাহারা এখনও ওয়ান প্রদেশে সক্রিয়। শাযিলিয়্যা-র ভক্তগণ প্রধানত আলজিয়ার্স বিভাগ হইতে সংগৃহীত; তিজানিয়া (Tidjaniyya)-র সদস্যগণ প্রধানত কনস্টান্টাইন বিভাগের অধিবাসী এবং কাদিরিয়া ও কিছু সংখ্যক দারকাওয়া ওরানে, আর কনস্টান্টাইনে ‘ঈসাওয়া ও ‘আমমারিয়া (দ্র. উল্লিখিত ধর্মীয় ভ্রাতৃ সংগঠনসমূহ সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী)।

ওয়ালী বা মুরাবিত্‌গণ (তু. ওয়ালী) এইসব ভ্রাতৃসংগঠনের সদস্য নাও হইতে পারেন। আগেকার দিনে ইহাদের কাহারও কাহারও গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল, বিশেষত পশ্চিম আলজেরিয়ায়, যেইখানে বহু সংখ্যক পীর পরিবার বা গোত্র এখনও বিদ্যমান, যেমন দক্ষিণ ওরানের আওলাদ সীদী শায়খ। ইহাদের কেহ কেহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিবারকে (‘আলী ও ফাতিমা মারফত) তাঁহাদের বংশের মূল বলিয়া দাবি করেন, ইহারাই শুরাফা [তু. শারীফ]। মধ্যযুগের শেষ দিকে ও তৎপরবর্তী কালে ইহাদের অনেকেই মরক্কো ও সাকিয়াতুল-হামরা (Saguiet el hamra, Rio de oro) হইতে আগমন করিয়াছে বলিয়া কথিত; তবে ইহাদের অধিকাংশই এই দেশীয় বলিয়া পরিচিত। বংশধর কেহ থাকিলে এই সব পূর্বপুরুষের বারাকাত তাহারা প্রাপ্ত হন বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। অবশ্য অনেক পীরের অস্তিত্ব কোনও কালে ছিল না; তাহাদের প্রতি ভক্তি প্রাক-ইসলামী প্রকৃতি ভক্তির বিদ্যমানতাই প্রমাণ করে। তাহাদের ভক্তিভাজন ছিল বৃক্ষ, ঝরনা, প্রস্তর ও পর্বত। যথা জুরজুরা পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে লালা খাদীজা। পীর-ভক্তদের মধ্যে অমুসলিমও রহিয়াছে। যাদু ও ইন্দ্রজাল জড়িত অনেক প্রাক-ইসলামী রীতি এখনও বিদ্যমান, যেমন বদনজরে বিশ্বাস এবং কৃষি সম্পৃক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন। অনেক শারীআত বহির্ভূত লোকাচার এখনও কোন কোন পল্লী এলাকার ব্যাপকভাবে বিদ্যমান, বিশেষ করিয়া নারীদের মধ্যে।

অন্যান্য দেশের মত আলজেরিয়াতেও সমাজ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইসলাম প্রবেশ করিয়াছে। পশ্চিমের কবিলীদের মধ্যে, আওরাসবাসীদের মধ্যে ও সাহারার তুয়ারেগদের মধ্যে সামাজিক রীতিরই প্রাধান্য, মুসলিম আইন-কানুনের সঙ্গে এই সব রীতির সম্পর্ক নাই, কিন্তু জন্মগতভাবে আলজেরীয়দের অধিকাংশের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় মুসলিম আইন দ্বারা, বিশেষ করিয়া উত্তরাধিকার আইন; ব্যক্তিগত মর্যাদাও একইভাবে নির্ণীত হয়। বহু বিবাহ অনুমোদিত, কিন্তু ব্যাপক নয়, বিশেষ করিয়া শহরে। মালিকী মাযহাবের বিধানে শিশু বিবাহ নিষিদ্ধ নয়, আর অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার পিতা কর্তৃক ব্যবস্থিত বিবাহে ঐ কন্যার সম্মতির প্রয়োজন হয় না (‘জাবর’-এর অধিকার)। কোনরূপ লৌকিকতা বা ক্ষতিপূরণ (অবশ্য মাহার-এর দেনা পরিশোধ করিবে) ছাড়াই স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। ফরাসী আইনের প্রভাবে আলজেরিয়াতে কৃষি সংক্রান্ত আইন-কানুনের মৌলিক রূপান্তর ঘটিয়াছে।

জীবন যাপন প্রণালী ঃ সামাজিক জীবন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড জনসমষ্টির বিভিন্ন অংশের জীবন যাপন প্রণালীর সহিত জড়িত। স্তেপ ও মরুভূমি এলাকাসমূহের গোত্রসমূহ এখনও মোটামুটি যাযাবর। ইহাদের উপজীবিকা প্রধানত পশু পালন-ভেড়া, ছাগল, উট, ঘোড়া ইত্যাদি। তুয়ারেগ ও শা‘আনবাগণ নির্ভেজাল সাহারীয় (আস্‌-সাহার় দ্র.); ইহারা ব্যতীত যেই সকল গোত্র মরুভূমি ও খাস আলজেরিয়ার মধ্যে ভ্রমণ করে, তাহাদের কথাই এখানে উল্লেখ করা হইবে। কোনও কোনও গোত্র এখনও গ্রীষ্মকাল তেল অঞ্চলে কাটাইয়া দেয়। আল-আগওয়াত এলাকার আরবগণ আর ওয়ারগ্লা এলাকার সায়্যিদ আতবা‘গণের জীবন যাপন প্রণালী প্রায় সম্পূর্ণই পশুচারণ ভিত্তিক; তাহারা গ্রীষ্মকাল কাটায় সেরসান এলাকায় ও ওয়ানশারী-এর দক্ষিণ ঢালে। তুকুও (Touggourt) এলাকার যাযাবরগণের মালিকানায় রহিয়াছে স্বল্প সংখ্যক খেজুর গাছ ও স্বল্প সংখ্যক পশুপাল, তাহারা গ্রীষ্মকাল কাটায় কনস্টান্টাইনের প্রশস্ত মালভূমিতে। ইহাদের অন্তর্গত আওলাদ জেদী (Ouled Djedi) ও আউদ জেদীর (Ouud Djjedi) বুআযিদগণ ‘আরব শারাকা আল-‘আমূর ও আওলাদ সীদী সালাহ’; ইহারা বিসক্রা, ‘আরব গারাবা ও তুকুর্ত এলাকার আওলাদ মাওলিদের অধিবাসী। অন্যান্য গোত্র সাহারীয় অনুচ্চ পাহাড়াসমূহের মধ্যবর্তী উপত্যকার অধিবাসী; তাহারা কিছু পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন করে, আর চারণভূমিতে কিছু সখ্যক পশু চরায়; পশুপালসহ তাহারা গ্রীষ্মকাল কাটায় সাহারীয় আটলাসে। এই ধরনের গোত্রসমূহ হইতেছে আওলাদ সীদী শায়খ ও দক্ষিণাঞ্চলের আওলাদ নাঈল আর পূর্বাঞ্চলের নেমেমচা (Nememcha) গোত্র।

স্তেপভূমি অর্ধ যাযাবরদের এলাকা; ইহারা বৎসরের ছয় হইতে আট মাসকাল যব ও গম ক্ষেত্রে এবং শীতকালীন পশু চারণভূমি লইয়া ব্যস্ত থাকে। উত্তরের ‘আমূর ও আওলাদ না’ঈল গোত্রসমূহ সাহারীয় আটলাসের দক্ষিণাঞ্চলের উপত্যকাসমূহের চারণভূমি ও উচ্চতর স্তেপভূমির ঢালসমূহ ব্যবহার করে। তাহারা গ্রীষ্মকাল কাটাইয়া দেয় আটলাস এলাকায়। উচ্চ স্তেপভূমির অর্ধ যাযাবরগণ, খাদ্যশস্যের চাষিগণ ও আলফা সংগ্রাহকগণ পশুপালসহ গ্রীষ্মকাল কাটায় তাহাদের তেল আটলাসে। পশ্চিমের হামিয়ানগণ (Hamian) পূর্বে উষ্ট্র-যাযাবর ছিল। হোদনাবাসী গোত্রসমূহের এলাকায় আলফা ঘাস নাই; তাই গ্রীষ্মকালে তাহারা তাহাদের পশুপালসহ কনস্টান্টাইনের উচ্চ সমভূমিতে চলিয়া যায়; শ্রমিক হিসাবেও তাহারা সেখানে যায়।

পূর্বেকার যুদ্ধে ব্যবহৃত অশ্বের প্রজনন ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতেছে। অনুরূপভাবে উষ্ট্র প্রজননও কমিয়া যাইতেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে,

পূর্বে উষ্ট্রই ছিল ভার বহন ও বাণিজ্যের অবলম্বন। বর্তমানে রেল ও রাস্তার সহিত উষ্ট্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। ১৮৮০ খৃ. হইতে ১৯২০ খৃ. পর্যন্ত মেষ প্রজনন ছিল সমৃদ্ধির পথ। সেই শিল্পের স্থান এখন দখল করিতেছে খাদ্যশস্য উৎপাদন কার্য। কৃষিভূমির যৌথ মালিকানার পরিবর্তে এখন চালু হইতেছে পারিবারিক মালিকানা, এমনকি ব্যক্তিগত মালিকানা। উষ্ট্রলোম, ছাগলোম ও পশম নির্মিত তাঁবু প্রস্তুত শিল্পকে পূর্বে একত্রে 'দুয়ার' (douar) নামে অভিহিত করা হইত; বর্তমানে উহা প্রসারের পরিবর্তে সংকোচনের পথে। এইসব তাঁবু বর্তমানে অর্ধ যাযাবরগণ অস্থায়ী আবাস হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা শীতকাল কুটিরে অথবা নির্মিত বাসগৃহে কাটায়। যাযাবরদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক একক হইতেছে গোত্র বা গোত্রেরই কোনও উপবিভাগ, আবার অর্ধ যাযাবরদের মধ্যে উহা ক্ষুদ্রতর পিতৃতান্ত্রিক পরিবার।

বৃহৎ পর্বতপুঞ্জের মধ্যে বসবাসকারিগণ এখনও বারবার ভাষা ও রীতিনীতি বজায় রাখিয়া চলিতেছে; কিন্তু তাহাদের জীবন যাপন প্রণালী স্থানীয় অবস্থার উপর নির্ভরশীল। আওরাস পর্বতাঞ্চল শাবি'য়্যাদের আশ্রয়স্থল; তাহারা একাধারে কৃষিজীবী এবং মেষ ও ছাগপালক। তাহাদের স্তরবিন্যস্ত কৃষি ক্ষেত্রসমূহে সাধারণত কৃত্রিম উপায়ে জলসেচ করা হয়; ঐগুলির খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়; তাহা ছাড়া ভূমির উচ্চতা উপযুক্ত হইলে খেজুর, ডুমুর, খোবানি ও বাদামও উৎপন্ন হয়। প্রধানত পল্লীবাসী হইলেও তাহারা শীতকালে স্থানান্তরে গমন করে; তাহারা কতকটা অর্ধ যাযাবর জীবন যাপন করে। তাহাদের গতি উত্তর ও দক্ষিণের সমভূমির দিকে। তাহারা গ্রীষ্মকাল কাটায় উচ্চ চারণভূমিতে; তাহাদের সাথী হয় শুধু পশু-পালক জাতীয় লোকেরাই। তাহাদের উচ্চ স্থানে অবস্থিত গ্রামসমূহের উপরে থাকিত শস্যাগার [আগাদির দ্র.]-সমূহ। এইসব গ্রাম এখনও জামাআত বা পাঞ্চায়েতের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। কাবিলীদের মধ্যে শুধু পশ্চিমাঞ্চলীয়গণই [জুরজুরা, সুমান, বাবুর ও গুয়েরগুর (Guergour) এলাকাবাসিগণ] নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষাসমূহ ও রীতিনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাহাদের স্তরবিন্যস্ত কৃষিক্ষেত্রসমূহে জলপাই ও ডুমুর বৃক্ষ রহিয়াছে। তবে তাহাদের খাদ্যশস্য ও গবাদি পশুর অভাব রহিয়াছে। স্থানাভাবের জন্য তাহারা অধিক সংখ্যায় প্রধানত আলজেরিয়া শহরগুলিতে ও ফরাসী দেশে গমন করিতেছে। গ্রামের মহল্লাগুলি সংলগ্ন, পৃথক বা বিক্ষিপ্ত হইতে পারে, তবুও সমগ্র গ্রাম একটি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক একক। জুরজুরার কাবিলিয়্যাদের মধ্যে জামাআতের ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব বিদ্যমান। পূর্বাঞ্চলের কাবিলীগণ 'আরবী ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ। বোনি এলাকায় তাহাদের অ-কাবিলী প্রতিবেশীদের মতই তাহারা বন পরিষ্কার করিয়া বৃহৎ আবাদীতে বাস করে; সেইখানে তাহারা যব, জোয়ার ও কিছু ফলের চাষ করে। তাহারা মেষ ও গবাদি পশু পালন করে এবং অরণ্যে কাজ করে, প্রধানত ছিপির জন্য গাছের ছাল তোলার কাজ। গাছের শাখা-প্রশাখার সাহায্যে তাহাদের প্রতিবেশীরা কুটির নির্মাণ করে। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে পরস্পর সংলগ্ন গৃহসমূহে বাস করে। বর্তমানে তাহারা বিপুল সংখ্যায় বিদেশে যাইতেছে। পশ্চিম আলজেরিয়ার বানূ মানাসিরদের (বারবারভাষী) ও ত্রারাদের (আরব প্রভাবিত) জীবন যাপন প্রণালী পশ্চিমের কাবিলীদেরকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। ওয়ানশারীগণ ও ওরান উচ্চ মালভূমিদ্বয়ের বাসিন্দাগণ পূর্বে প্রায় অর্ধ যাযাবর ছিল; তাহাদের স্বল্প সংখ্যক তাঁবুই এখন অবশিষ্ট আছে।

তেল-এর উর্বর সমভূমি ও পাহাড়সমূহ পূর্বে যাযাবর ও পর্বতবাসীদের নিকট লোভনীয় ছিল। তাহারা ঐ সকল স্থানে উৎপাতও করিত। কুটির ও তাঁবুবাসিগণ এই সকল স্থান সামান্যই কাজে লাগাইয়াছে: তাহারা খাদ্যশস্য উৎপাদন ও ব্যাপক পশু পালনের সাহায্যে এই অঞ্চলে জীবিকা উপার্জন করিয়াছে। এখন এই এলাকার চেহারার বড় রকম পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নিবিড় উপনিবেশনের ফলে এই এলাকাসমূহে আগেকার চাষীরা কৃষিশ্রমিকে পরিণত হইয়াছে; অন্যরা বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়াছে। সর্বত্রই স্থানীয় লোকেরা যাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি বিপুল ব্যাপকভাবে খাদ্যশস্য উৎপাদনের এলাকা বাড়াইয়া চলিয়াছে। তাহাতে পশু পালনের এলাকা কমিয়া গিয়াছে। কনস্টান্টাইনের উচ্চ সমভূমি এলাকার পুরাতন অর্ধ যাযাবর গোত্রসমূহ এখন কৃষিনির্ভর। গোত্রীয় সম্পর্কের কথা আর তাহারা মনে রাখে না। সমাজ-জীবন ধ্বসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা এখনও প্রায়ই পরিবারে বর্তায়। ফরাসী বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ, সামরিক চাকরী ও সাময়িকভাবে হইলেও বাসস্থান ত্যাগ করিয়া শহরে বা ফ্রান্সে গমন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাতন্ত্র্যের প্রবণতা বৃদ্ধি করিয়াছে। শহরগুলিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ প্রাধান্য লাভ করিতেছে; অবশ্য ইহাতে বংশগত একাত্মবোধের ক্ষতি হইতেছে না। আলজেরিয়ার প্রাচীন শহরগুলির (আলজিয়ার্স, কনস্টান্টাইন ও তেলেমসেন), আংশিক তুর্কী বুর্জোয়া শ্রেণী পল্লী এলাকার লোকদের সহিত মিশ্রণের ফলে বহুলাংশে নবজীবন লাভ করিয়াছে। কারিগর শ্রেণী ক্রমে অন্তর্হিত হইয়াছে। পুরাতন ও নূতন উভয়বিধ প্রকারের শহরে এখন রহিয়াছে একটি সমৃদ্ধ বা ধনী বুর্জোয়া ভূম্যাধিকারী শ্রেণী, কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী, একটি মধ্যবিত্ত অসামরিক সরকারী চাকুরিয়া শ্রেণী, বিভিন্ন মুক্ত পেশার লোক ও চাকুরীজীবী শ্রেণী, আর রহিয়াছে এক বৃহদায়তন বিত্তহীন শ্রেণী; ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে বহু গ্রামত্যাগী ব্যক্তি যাহাদের কোন কর্মদক্ষতা নাই এবং অর্ধ দক্ষ শ্রমিক অপেক্ষা বেশি কিছু হইবার সম্ভাবনাও নাই।

অর্থনীতি ঃ আলজেরীয় অর্থনীতিতে স্থানীয় উপকরণই প্রধান। স্থানীয়রাই মোট খাদ্যশস্যের জন্য আবাদী ভূমির তিন-চতুর্থাংশ চাষ করে। ইহারা প্রায় সমস্ত যব ও গম এবং জলপাই ডাল ও তামাকের দুই-তৃতীয়াংশ আবাদ করে। খেজুর গাছের ৯৬ শতাংশ এবং ডুমুর গাছের প্রায় সব তাহাদের মালিকানায় রহিয়াছে; ৯৫ শতাংশ মেষ ও ছাগলেরও তাহারা মালিক, পক্ষান্তরে ঔপনিবেশিকগণ প্রায় সকল আঙ্গুর আর মওসুমের প্রথম পর্যায়ের সবজি ও লেবু জাতীয় প্রায় সকল ফলই তাহারা উৎপাদন করে। বর্তমানে একটি মৌলিক সমস্যা হইতেছে কি করিয়া সমগ্র দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়- যেই উৎপাদন এখনও অত্যন্ত কম। আর একটি সমস্যা কি উপায়ে উন্নত মানের গবাদি পশুর প্রজনন করা যায়। স্পেনীয় ও ইতালীয় বংশের ফরাসীগণ কর্তৃক কিছু সংখ্যক আলজেরীয় মৎস্য-শিকারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হইয়াছে। স্থানীয় আলজেরীয়গণ শুধু শ্রমিক হিসাবেই কাজ করে আর কিছু সংখ্যক খনিগুলিতে (লৌহ ও ফসফেট, বিশেষত সীসা ও দস্তা) নিম্ন পদে কাজ করে। পরিবহন শিল্পে তাহারা বিপুল সংখ্যায় কর্মরত। এদেশে সাম্প্রতিক কালের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও শিল্প এখনও অনুন্নত। শিল্পের জন্য যথেষ্ট শ্রমিক স্থানীয় আলজেরীয়দের মধ্য হইতে সংগ্রহ করা সম্ভব; তবে তাহাদের মধ্যে দক্ষ কারিগর বা বিশেষজ্ঞের সংখ্যা সীমিত। শিল্প শহরগুলিতে ও ফ্রান্সের জাহাজ নির্মাণ এলাকাসমূহে স্বল্প সময়ের জন্য আগত শ্রমিকদের মাধ্যমে এই দেশের প্রচুর অর্থাগম হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) General statistical service of Algiers, Resultats statistiques du denombrement de la poplation effectue 31 October 1948; (২) Annuaire statistique de l'Algerie; (৩) M. Eisenbeth, Les Juifs de l'Afrique du Nord, 1936; (৪) A. basset, Le langue berbere, in Handbook of African languages, i, 1952; (৫) W. Marcais, Comment l'Afrique, du Nord a ete arabisce, Ann, de l'Institut d' Etudes orientales, Algiers 1938; (৬) J. Cantineau, Parlers arabes du departement d'Alger... de Constantine... d'Oran, RAfr. 1937, 1938 and 1940; (৭) G. H. Bousquet, L' Islam maghrebin, 1946; (৮) E. Doutte, Les marabouts, RHR, 1899-1900; (৯) ঐ লেখক, Magie et religion dans l'Afrique du n. 1909; (১০) Dupont and Coppolani, Les Confreries religieuses musulmanes, 1897; (১১) A. Bel, La religion musulmane en Berbere, i, 1938.

সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক ঃ সাধারণ প্রকাশনাসমূহ ছাড়াও (১) A. Bernard and N. Lacroix, l'evolution du nomadisme en Algerie, 1906; (২) L. Lehuraux, Le nomadisme et la colonisation 1913; (৩) ঐ লেখক, Ou va le nomadisme?, 1948; (৪) Travaux de l'Institut de Recherches sahariennes, Algiers 1942; (৫) J.Despois Le Hodna 1953; (৬) E.Masqueray, Formation des cites chez les sedentaires de l'Algerie, 1886; (৭) D. Lartigue Monographie de l'Aures, 1934; (৮) Fr. Stuhlmann, Ein Kulturgeschichtlicher Ausflug in den Aures. 1912; (৯) M.Gaudry, La Femme chaouia de l'Aures, 1928; (১০) A. Hanoteau and A. Letourneaux, La Kabylie et les coutumes kabyles; (১১) R.Tinthoin.Colonisation et evolution des genres de vie dans la region O. d'Oran, 1947; (১২) RAFr, Bull. de la Societe de geog. d'Alger, Bull. de la societe de geogr. et d'archeol, d'Oran সাময়িকীসমূহে প্রবন্ধনিচয়; (১৩) R, Lespes, Alger 1930 ও Oran 1938; (১৪) L.Muracciole, L'emigration algerienne, 1950; (১৫) G. Leduc......... Industrialisation de l'Afrique du Nord, 1952.

J. Despois (E. I.²)/খন্দকার তাফাজ্জুল হোসাইন

(ঘ) প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ ১৯৬১ খৃ. ফরাসী শাসন হইতে স্বাধীনতা লাভের পূর্বে আলজেরিয়া ছিল ফরাসী ইউনিয়নের অংশ; ১৯৪৬ সনের ২৭ অকটোবর তারিখে গৃহীত সংবিধান অনুসারে ফ্রান্স আলজেরিয়া শাসন করিত। এই সংবিধানে আলজেরিয়ার অবস্থান ছিল একটু অদ্ভুত। ১৯৪৭ সনের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে "আলজেরীয় স্ট্যাটিউট" নামে একটি অংশে ইহা সংজ্ঞায়িত হয়। তদনুসারে এই দেশের শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করিতেন একজন গর্ভনর; তাঁহার ছিল ব্যাপক ক্ষমতা। আলজেরিয়ার অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করিত একটি নির্বাচিত সংসদ। Delegations Financeres-এর স্থলাভিষিক্ত এই সংসদে গৃহীত আইন-কানুন প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ প্রয়োগের ক্ষমতাও ইহার ছিল। অবশ্য ফরাসী সংসদই ছিল মূল আইন প্রণয়ন সংসদ।

পূর্বেই ১৯৪৬ সনের ৭ মে তারিখের আইনে ব্যক্তিগত মর্যাদা নির্ধারিত হইয়াছিল। এই আইন ছিল সম্পূর্ণ নূতন; ইহার নামকরণ হইয়াছিল ইহার প্রণেতা Lamine-Gueye-এর নামানুসারে। দেশের বাসিন্দাদের সমতা ইহাতে ঘোষিত হইয়াছিলঃ "আলজেরিয়ার বিভাগসমূহের ফরাসী জাতিত্বধারী সকল প্রজা—জন্ম, বর্ণ, ভাষা বা ধর্মের পার্থক্য অনুসারে বিভেদ না করিয়া ফরাসী নাগরিকদের মর্যাদায় প্রাপ্য অধিকারসমূহ ভোগ করে আর একই প্রকার দায়-দায়িত্বও তাহাদের রহিয়াছে। কিন্তু ইউরোপীয়গণের — যাহারা প্রধানত ফরাসী—পাশাপাশি বিপুল সংখ্যাগুরু মুসলিমও বাস করে। ইহাদের ব্যক্তিগত জীবন বহুলাংশে মুসলিম আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই লিখিত আছে, যেই সমস্ত নাগরিক ফরাসী বেসামরিক মর্যাদার অধিকারী নহেন তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিগত মর্যাদার অধিকারী থাকিবেন, যে পর্যন্ত উহা পরিত্যাগ না করেন। ফরাসী মর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক তাঁহারাই যাঁহারা জন্মগতভাবে ফরাসী নাগরিক। আলজেরিয়ায় জাত য়াহূদীগণ যাহারা ১৮৭০ সনের ২৪ অকটোবরের Cremieux ডিক্রির পর হইতে ফরাসী নাগরিক; অল্প সংখ্যক মুসলিম যাহারা ১৮৬৫ সনের ১৪ জুলাই তারিখের Senatus consultum অনুসারে ও ১৯১৯ সনের ৪ ফেব্রুয়ারীর আইন অনুসারে প্রদত্ত সুবিধাবলে ফরাসী নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করিয়াছেন, বিশেষত ১৮৮৯ সনের ২৬ জুন তারিখের আইন অনুসারে তাঁহারাই ফরাসী মর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক। নাগরিকতাপ্রাপ্ত অন্যান্য মুসলিম সকলেই স্থানীয় মর্যাদার নাগরিক। ইঁহার নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে মুসলিম আইনের আওতাভুক্ত (আর কতিপয় বার্বারভাষী এলাকায় প্রথাগত আইনের আওতাভুক্ত) ঃ বিবাহ, বৈবাহিক কর্তৃত্ব, বিবাহিতা নারীর অধিকার, তালাক, বিবাহ-অস্বীকার, গোত্রানুগত্য (affiliation), পৈতৃক কর্তৃত্ব, সাবালকত্ব, নাবালকত্ব, সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ হইতে বঞ্চিত হওয়া, দাসমুক্তি ও অভিভাবকত্ব (J.Lambert)। বিদেশীদের জন্য ফ্রান্সের অনুরূপ আইন-কানুন বিদ্যমান। বিদেশী মুসলিমগণ—প্রধানত তিউনিসীয় ও মরোক্কীয় কতগুলি ক্ষেত্রে (যেমন বিচারালয়ে) আলজেরীয় মুসলিমদের সমান মর্যাদার অধিকারী।

রাজনৈতিক সংগঠন (প্রাক-স্বাধীনতাকালীন) ঃ গভর্নর জেনারেল "সমগ্র আলজেরিয়ায় ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি......... তিনি আলজিয়ার্সে বাস করিতেন।" আলজেরীয় সংসদ ১২০ জন সদস্য লইয়া গঠিত ছিল; ইহাতে দুইটি নির্বাচিত কলেজের প্রতিটি হইতে ৬০ জন সদস্য নেওয়া হইত; ইহারা সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ৬ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইতেন; নির্বাচন পদ্ধতিতে একজন ভোটারের দুইটি ভোটের ব্যবস্থা আছে; তবে একটি নির্বাচনী এলাকায় একজন মাত্র সদস্যই নির্বাচিত হইতেন; প্রতি তিন বৎসর পর অর্ধেক সংখ্যক সদস্য পরিবর্তন করা হইত। প্রথম নির্বাচনী কলেজে ছিলেন ফরাসী বেসামরিক মর্যাদার নাগরিকগণ;

স্থানীয় মর্যাদার বাকী সব নাগরিক দ্বিতীয় নির্বাচনী কলেজভুক্ত। নির্বাচনী আইন-কানুন ছিল ফ্রান্সের অনুরূপ; তবে মুসলিম নারিগণ ভোট দান করিতেন না। বৈষম্য ব্যতিরেকে সকল নাগরিক নির্বাচনী কলেজদ্বয়ের একটি হইতে আলজেরীয় সংসদের সদস্যপদের প্রার্থী হইতে পারিতেন। ফরাসী রাজধানীর পার্লামেন্টে আলজেরীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব করিতেন তিন পর্যায়ের ৫৬ জন সদস্য ঃ জাতীয় সংসদে (National Assembly) প্রতিটি নির্বাচনী কলেজ হইতে ১৫ জন হিসাবে ৩০ জন ডেপুটি, রিপাবলিকের প্রতি নির্বাচনী কলেজ হইতে ৭ জন হিসাবে ১৪ জন কাউন্সিলর এবং ফরাসী ইউনিয়নের এসেম্বলীতে আলজেরীয় সংসদ হইতে নির্বাচিত ৬ জন জেনারেল কাউন্সিলসমূহ কর্তৃক নির্বাচিত ৬ জন সদস্য।

প্রশাসনিক সংগঠন (প্রাক-স্বাধীনতাকালীন) ঃ যেই তিনটি প্রশাসনিক বিভাগে দেশটি বিভক্ত, আলজিয়ার্স, কনস্টান্টাইন ও ওরান, ইহাদের প্রতিটির শীর্ষে আছেন একজন করিয়া প্রিফেকট; তাঁহাদের ক্ষমতার অধিক পরিসর খোদ ফ্রান্সে যে পরিমাণ আছে, তাহা অপেক্ষা অধিক ; প্রতিটি বিভাগ কতিপয় (৭, ৭ ও ৬) উপবিভাগ (arrondissement)-এ বিভক্ত। তাহাদের সাধারণ কাউন্সিলে রহিয়াছে ফরাসী বেসামরিক মর্যাদার নাগরিকদের তিন-পঞ্চমাংশ নির্বাচিত প্রতিনিধি। কমিউনসমূহ বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময়। যেই সমস্ত কমিউনে যথেষ্ট সংখ্যক অমুসলিম ফরাসী রহিয়াছে, সেইগুলি পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিউন (Communes de plein exercise); এইগুলিতে উভয় নির্বাচনী কলেজের থাকে (তিন-পঞ্চমাংশ ও দুই-পঞ্চমাংশ); প্রয়োজনমত মেয়রের উপর নির্ভরশীল ছিল প্রতিটি অংশের ('douar') কা'ইদ ও উপবিভাগে নির্বাচিত প্রতিনিধি জামা'আত (পঞ্চায়েত)। 'মিশ্র কমিউন'গুলি শেষ পর্যন্ত লুপ্ত হইয়াছিল; ঐগুলির প্রধান হইতে আলজেরীয় সিভিল সার্ভিসের কর্মচারিগণ। ইহারা মিউনিসিপাল কমিটিতে সভাপতিত্ব করিতেন। এই কমিটির সদস্য ছিলেন নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, তাহাদের কা'ইদগণ ও বিভিন্ন 'দুয়ারে' জামা'আতের সভাপতিগণ। ফরাসী শাসন-আমলের শেষ পর্যায়ে যেই সমস্ত এলাকার স্থানীয় (খাস আলজেরীয়) অধিবাসিগণ (ফরাসী সরকারের বিবেচনায়) যথেষ্ট উন্নত পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই সমস্ত এলাকায় 'মিউনিসিপাল সেন্টার' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; একজন অসামরিক সরকারী কর্মচারী ইহার নিয়ন্ত্রণভার বহন করিতেন। এই পর্যায়ে এইসব এলাকা 'পাবলিক লাইফে'র (দায়িত্বশীল জনজীবনের) শিক্ষানবিশী শুরু করিল বলিয়া মনে করা হইত।

প্রশাসনিক বিভাগগুলির আয়তন বৃদ্ধির ফলে সামরিক জেলাসমূহ ক্রমাগত সাহারার দিকে সরিয়া গিয়াছে। এইগুলিকে এখন বলা হয় দক্ষিণাঞ্চল। এইগুলির আয়তন বিশাল। ইহাদের মধ্যে দুইটি সাহারীয় অ্যাটলাসের ও পশ্চিমের উচ্চ স্তেপভূমির সীমানার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। চারিটি দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকার চারিটি কেন্দ্রে ঃ কলম্ব বিশার (كولم بشار), আল-আগ'ওয়াত, الاغواط, তোকুর্ত تقوت ও ওয়ারগ্লা ورقلا—এইগুলি গর্ভনর জেনারেলের প্রত্যেক্ষ কর্তৃত্বাধীনে ছিল। এইগুলির বেলায় তিনিই প্রিফেক্ট হিসাবে কাজ করিতেন। সামরিক কমাণ্ডারগণ তাঁহার অধীনে তাহাদের সাব-প্রিফেক্টের প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল। এই সব প্রশাসনিক এলাকা পূর্বে অধীনস্থ এলাকা (annexes) ছিল; কমিউনের ভিত্তি এইগুলি ছিল। এই কমিউনগুলির মধ্যে দশটি ছিল মিশ্র কমিউন; এইগুলি অসামরিক প্রশাসকদের অধীন ছিল আর নয়টি স্থানীয় কমিউন (Native Communes); এইগুলির প্রতিটির শাসনকর্তা ছিল একজন সাহারীয় বিষয়াবলী সংক্রান্ত কর্মকর্তা বা প্রশাসক। 'দুয়ারে'র কাইদগণ ছিল তাহাদের অধীন; আবার জামা'আতের সদস্যগণ নির্বাচিত বা মনোনীত হইতেন। ফরাসী আমলের আলজেরীয় আইনে বিধান ছিল দক্ষিণাঞ্চলকে ক্রমে বেসামরিক জেলায় পরিণত করা।

বিচার পদ্ধতি (ফরাসী শাসন আমলে) ঃ ফরাসী আমলে বিচার পদ্ধতি খোদ ফ্রান্সের অনুকরণে গড়া হইয়াছিল। আলজিয়ার্সে অবস্থিত ছিল আপিল আদালত; ১৭ টি জুরী আদালত (যাহাতে ফরাসী ও মুসলিম জুরীগণ ছিলেন) ও ১৭ টি প্রাথমিক আদালত ছিল। ফরাসী মুসলিমদের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্বন্ধে বিচারের জন্য ছিলেন ৮৪টি মাহ'কামার কা'দীগণ এবং ২৩ টি অধীনস্থ এলাকার 'বাশ'আদিল'গণ। কিন্তু তাহাদের বিচারের এলাকা সর্বদাই ছিল ইচ্ছাধীন। বিচার প্রার্থী পক্ষগণ ইচ্ছা করিলে জাস্টিস অফ দি পীস, মুসলিম আইন প্রয়োগকারী-কমন ল-জজ, ফরাসী বিচারালয় বা ফরাসী আইনের দ্বারে বিচারপ্রার্থী হইতে পারিত। পশ্চিমের কাবিলীগণের বেশীর ভাগ তাহাদের নিজস্ব প্রথানুগামী, ইহাদের কোনও কা'দী নাই (ত'আদা)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) L.Milliot, M. Morand, Fr. Godin ও M.Gaffiot, L'oeuvre Legislative de la France en Algerie, 1930; (২) J. Lambert, Manuel de Legislation Algerienne, 1952; (৩) P. E. Viard, Les caracteres Politiques et le regime legislatif de l'Algerie, 1949; (৪) Ettori, Le regime legislatif de l'Algerie; (৫) Rolland and Lampue, Precis de droit des pays d' Outre Mer, 1952; (৬) Fr. Luchaire, Manuel de droit d' Outre mer, 1949; (৭) Revue politique et juridique de l'Union francaise.

J. Despois (E. I.[2])/খন্দকার তাফাজ্জুল হোসাইন

(ঙ) ভাষা [আলজেরিয়ার ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা দুই অংশে হইতে পারে ঃ ১। আলজেরিয়ার 'আরব উপভাষাসমূহ; ২। বার্বার উপভাষাসমূহ। বার্বার উপভাষাসমূহের আলোচনার জন্য বার্বার শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধে শুধু এই দেশের 'আরব উপভাষাসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। এসব উপভাষা দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ঃ (ক) প্রাক-হিলালী, (খ) বেদুঈন। প্রাক-হিলালী উপভাষাগুলি গ্রাম্য ও শহরীয় এই দুইভাগে বিভক্ত। বেদুঈন উপভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্যগুলি কিছুটা বিস্তারিতভাবে এইখানে আলোচিত হইতেছে [(১) হইতে (৬) পর্যন্ত]

১। আলজেরিয়ার 'আরব উপভাষাসমূহ

বর্তমান আলজেরিয়ার এলাকাটি দুইটি সুস্পষ্ট কালিক পর্যায়ে 'আরবীকৃত হইয়াছিল, যেমন হইয়াছিল সাধারণভাবে সমগ্র উত্তর আফ্রিকা। প্রথম পর্যায়ে শুরু হইয়াছিল ১ম/৭ম শতাব্দীর শেষভাগে মুসলিম আক্রমণকালে। যদিও এইসব আক্রমণ নৃতাত্ত্বিক অবদানের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, তবুও এইগুলি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সামরিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত প্রভাবের দিক হইতে। ইহাদের প্রভাব প্রধানত শহর এলাকাগুলিতে পড়িয়াছিল। বিজেতা 'আরবগণ সেইখানে সেনানিবাস স্থাপন করে; তাহারা প্রাচ্যদেশীয় সৈন্যদলগুলিকে সারা দেশে ছড়াইয়া দেয়। সমগ্র

দেশ নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করা ছিল তাহাদের লক্ষ্য। যেইভাবে ইদ্রীসীদের শহর ফেয ও আগলাবীদের শহর আল-কা'য়রাওয়ানের প্রভাবে তাহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ পল্লী ও পার্বত্য এলাকাসমূহ 'আরবায়িত হইয়াছিল, অনুরূপভাবে তেলেমসেন ও কনস্টান্টাইন শহরদ্বয়ের এই শহরদ্বয় ও সমুদ্র, এই দুই সীমার মধ্যবর্তী এলাকাগুলি, যেমন ত্রারা ও পূর্ব কা'বিলিয়্যা। ধীরে ধীরে তাহারা তাহাদের নিজস্ব বাগধারা পরিত্যাগ করিয়া বিজেতাদের ভাষা গ্রহণ করে। পরবর্তী কালে শী'আ মতবাদ প্রচার কার্যের ফলে গোত্রসমূহকে শী'আ আন্দোলনের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করিয়া তোলা হয়। খুব সম্ভব উত্তরাঞ্চলের কনস্টান্টাইন বিভাগের কতিপয় জাতির উপরে এইভাবেই 'আরবী চাপাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে শী'আ প্রচারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের পুরাতন কেন্দ্রগুলিতে ও নিকটস্থ পার্বত্য এলাকাসমূহে যেই ধরনের 'আরবী বলা হইত তাহাই উক্ত এলাকায় প্রচলিত হয়, ইহাই প্রথম পর্বের 'আরবায়ন। ইহার বিভিন্ন রূপকে 'প্রাক হিলালী উপভাষাবলী' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

বানূ হিলাল, সুলায়ম ও মা'কি'ল গোত্রসমূহের আক্রমণ 'আরবায়নের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা করে। ইহার আরম্ভ ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর মাঝামাঝি; তখন দাঙ্গাবাজ বেদুঈন গোত্রসমূহ 'বিশ্বাসঘাতক মাগরিবে'র উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই সময়ের নৃতাত্ত্বিক অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই নবাগতদের আক্রমণের ফলে বারবারীতে জনসংখ্যার যে স্থানান্তরণ ঘটে তাহাতে এলাকাটিতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়; ইহাতেই নবাগতদের ভাষার ব্যাপক প্রসারও ঘটে। শুধু ক্ষুদ্র জেলা নয়, বিশাল এলাকাসমূহেও বারবার ভাষা পরিত্যক্ত এবং 'আরবী গৃহীত হয়। প্রথমদিকে অবশ্য যাযাবরগণ স্তেপ ও উচ্চ সমভূমি এলাকার চারণভূমিতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিত। পরে স্থানীয় লোকদের সহিত তাহাদের মিত্রতা হইয়া যায়; কখনও বা এই মিত্রতার ব্যাপারে স্থানীয়গণই অগ্রগামী ছিল, আবার কখনও বা তাহারা ইহা স্থানীয়দের উপর চাপাইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, এই মিত্রতার ফলেই তেল অঞ্চলের বিস্তীর্ণ বসতি এলাকায় ও, এমনকি সাহিল এলাকায়ও তাহারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়াছে। ৮ম/১৪শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনসংখ্যার স্থানান্তরণ চলিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, উত্তর কনস্টান্টাইন প্রদেশে হিলাল দাওয়াদিদা, আর তেলেমসেন ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী এলাকায় মা'কি'ল 'উবায়দুল্লাহ ও হিলাল যুগ'বা ইবন 'আমিরের প্রতিষ্ঠার কথা। বেদুঈন 'আরবদের সংস্পর্শে ও তাহাদের শাসনাধীনে থাকার ফলে এবং বেদুঈনের সহিত একই জীবন যাপন প্রণালী অবলম্বন করার ফলে বহু বার্‌বার্ গোত্র 'আরবী গ্রহণ করে। এইরূপ উদাহরণ পশ্চিমে কনস্টান্টাইন প্রদেশের সাদবি'কীশ (Sadwikish) ও উত্তর ওরানের যানাতা (Zanata) গোত্রের কতিপয় অংশ। আরবায়ন সাম্প্রতিককালেও চলিতেছে পার্বত্য এলাকার অভ্যন্তরে এবং প্রাচীন সাহারীয় কেন্দ্রসমূহে; এইগুলি ছিল বার্‌বার্ সংস্কৃতির মযবুত ঘাঁটি। শালীফের (Chelif) সীদী আহ'মাদ ইব্‌ন য়ূসুফের একখানি জীবনী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন আস-সাব্বাগ; উহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। গ্রন্থটি হইতে ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে এই অঞ্চলের ভাষাগত অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। ইহাতে 'লুগ'া যানাতিয়া' (lugha zanatiya) বা যানাতী ভাষার কিছু বাক্যাংশও উদ্ধৃত করা আছে। শালীফে তখনও বার্‌বার্ ভাষা কথিত হইত; এখন কিন্তু শুধু আরবীই বলা হয়। ইহার ব্যতিক্রম শুধু পার্শ্বস্থ বানী মানাসি'র (Bani Menaser) ও ওয়ানশারীস (Wansharis) পার্বত্য এলাকাদ্বয়ে। এইরূপ ধারণা করার স্বাভাবিক প্রবণতা হইতে মনে জাগে যে, বিজেতার ভাষা প্রচারের জন্য ৯ম/১৫শ শতাব্দী ও ১৩শ/১৯শ শতাব্দীর মধ্যে তুর্কীগণই বিশেষভাবে উৎসাহ দান করিয়াছিল। তাহারা উত্তরাঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করিত, সেইখানে তাহারা ব্যাপকভাবে গ্রাম্য ও বেদুঈন জনগোষ্ঠী স্থানান্তরিত করিয়াছিল। তাহাদের আগে মধ্য মাগরিবে শাসক বংশসমূহ যতটা ব্যাপকভাবে ইহা করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা ইহা ব্যাপকতর ছিল।

কয়েক শতাব্দী ধরিয়া জনগণের মধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক উলট-পালট এত বেশি হইয়াছে যে, এই অঞ্চলের ভাষাতত্ত্বের কোনও জনগোষ্ঠী ভিত্তিক মানদণ্ড খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নিঃসন্দেহে ইহা ধারণা করা যাইতে পারে, এখনও যেই সমস্ত জনগোষ্ঠী বার্‌বার্ ভাষাভাষী তাহাদের একটা বড় অংশ বার্‌বার্ বংশীয়; কিন্তু 'আরবীভাষী জনসমষ্টির মধ্যে 'আরব বংশীয়দের অনুপাত নির্ণয় করার কোনও উপায় নাই। ইহা খুবই সম্ভব, শেষোক্তগণের এক বৃহদাংশ 'আরবায়িত বার্‌বার্। কোন দলীয় সংকেত বাক্য বা ভাষাতাত্ত্বিক মানদণ্ডের সাহায্যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক উৎসমূল নির্ণয় করা সম্ভব নয়। আমাদের জানামতে কোনও উপভাষা ভিত্তিক সংকেতের সাহায্যেই অনেক 'আরবায়িত বার্‌বার্ গোষ্ঠীর পরিচয় নির্ণয় সম্ভব নয়; এইরূপ গোষ্ঠীর মধ্যে রহিয়াছে উলহাসা হুওয়ারা, সিনজাস, আজীসা, লুওয়াতা অথবা কুতামা প্রভৃতি গোষ্ঠী।

৫ম-৬ষ্ঠ/১১শ-১২শ শতাব্দীসমূহের আক্রমণের ফলে যেই সমস্ত 'আরবী উপভাষার প্রবর্তন হয় সেইগুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে এইরূপ মনে করা হয় যে, সুলায়ম উপভাষার এলাকা নিশ্চিতই পূর্বাঞ্চল ছিল, আর মা'কি'ল উপভাষা এলাকা ছিল আরও পশ্চিমে। হিলালী উপভাষা এলাকা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। অবশ্য ইহা কেন্দ্রীয় এলাকায় ছিল, তবে সম্ভবত পূর্ব ও পশ্চিমের এলাকাদ্বয়ের প্রান্তেও ইহার সীমারেখা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। বানূ হিলালের ব্যবহৃত ও প্রচারিত ভাষার বিচিত্র উপভাষা একত্রে 'বেদুঈন উপভাষাবলী' বলিয়া পরিচিত।

(ক) প্রাক-হিলালী উপভাষাসমূহ ঃ এই শ্রেণীর অন্তর্গত গ্রাম্য (বা পার্বত্য) উপভাষাসমূহ ও শহুরে উপভাষাসমূহ (য়াহূদী ও মুসলিম)।

(১) গ্রাম্য উপভাষাসমূহ ঃ দুই শ্রেণীর গ্রাম্য উপভাষা রহিয়াছে ঃ ওরান ও কনস্টান্টাইন। ইহাদেরকে ঠিকমত চিনিবার ব্যবস্থা আছে; কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে সমপরিমাণে গবেষণা হয় নাই। ওরান উপভাষাবলীর এলাকা ত্রারা (Trara)-এর পার্বত্য এলাকা; ইহার ব্যাপ্তি মোগ'নিয়্যা (মারনিয়া) উপত্যকা হইতে সমুদ্র পর্যন্ত; পূর্বদিকে তাফনা নদী ইহার মোটামুটি সীমা নির্দেশিকা। নাদ্রুমা (Nedroma) ইহার শহরী কেন্দ্র। এই এলাকাটি উলহা'সা ও কূমিয়্যাদের। তেলেম্‌সেনের সহিত হু'নায়ন ও আরাশকূল (রাশগুণ Rachgoun) বন্দরদ্বয়ের সংযোগকারী রাস্তা দুইটি ইহার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার 'আরবায়ন সম্ভবত ইদ্রীসী আমল হইতে শুরু হইয়াছে।

কনস্টান্টাইন উপভাষাবলীর এলাকা পূর্ব কাবিলিয়্যা। ইহা পুরাপুরি পার্বত্য। ইহা ত্রিভুজাকৃত ত্রিভুজটির তিন কোণায় রহিয়াছে জিজেল্লী, মিলা ও কল্লো। ঐতিহাসিকভাবে এলাকাটি কনস্টান্টাইন ও মিলা-এর সমুদ্রাভিমুখী প্রসারসূচক; এই শহর দুইটি আগ'লাবী আমলে 'আরব সেনানিবাস শহর ছিল। ইহা সাবেক কুতামা এলাকা যাহা ফাতিমী আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল।

এইসব উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ আলজিভ-জাতক (ق) ধ্বনি কোমল কালুজাত ক (ك) ধ্বনিতে পরিণত হয়; যেমন قلب (হৃদয়) পরিণত হয় كلب-এ। ক তালব্য বর্ণ হিসাবে উচ্চারিত হয়; এই তালব্যায়ন প্রায়ই অত্যন্ত স্পষ্ট ('কাই') অথবা খৃস্ট (affricate) [কশ, ট্‌শ =Ksh, tsh) অথবা উষ্ণ (শ) অনুচ্চারিত (ی) (y)-সহ (ত্রারা অঞ্চলে), যেমন tshelb বা Shelb হয় Kelb (কালব=কুকুর)-এর বদলে। অন্তর্দন্ত্য বর্ণ ظ ، ذ ، ث ও ظ -এর অস্তিত্ব থাকে না ; ইহাদের পরিবর্তে আসে ت ، د ও ض ، ت-এর উচ্চারণ খৃস্ট হইয়া تس হইয়া যায়; উচ্চারিত উষ্ণ ধ্বনি একাকী হইলে ز আর দ্বিত্ব হইলে ج হয় ; দ্বি-স্বরধ্বনির (diphthong) মধ্যে হালকা অংশটি উবিয়া যায়, যেমন اى হয় ى آ আর او হয় أو, বিশেষত পূর্ব কাবিলিয়াতে হ্রস্ব স্বরবর্ণসমূহের উচ্চারণ কমযোর হয়; এই এলাকায় নিরপেক্ষ স্বরবর্ণ । ('এ' ধ্বনি)—এর প্রাধান্য বিদ্যমান। শব্দাংশের গঠনেও পরিবর্তন লক্ষণীয়। হ্রস্ব-স্বরবর্ণযুক্ত শব্দের বেলায় এই সব পরিবর্তনের মূলে রহিয়াছে মৌলিক ব্যঞ্জনবর্ণসমূহের ধ্বনিগত প্রভাব, শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের প্রভাব নয়। ب ও م এই ওষ্ঠ্য বর্ণদ্বয় ও আলজিহ্ব্য ق বর্ণটির পক্ষে নির্দেশক ال প্রত্যয়ের ل বর্ণটি আত্মীকরণ করিতে সক্ষম ; যেমন اباب = الباب দরজা ; = اقمح القمح। গমের শীষ। গঠনের দিক দিয়া এইসব উপভাষা বৈশিষ্ট্য নির্দেশক সূত্র নিম্নরূপ ঃ

অসম্পূর্ণ ক্রিয়া পদ افعال معتلة ক্রমাগত পুনর্গঠিত হয় ; যেমন بكا، بكات، ينسا، ينسا، نسا، نسات، نسا (ভুলিয়া যাওয়া); بكاو، بكاو، يبكا، يبكى (ক্রন্দন করা); অনুরূপভাবে পুনর্গঠিত হয় হামযাযুক্ত প্রথম মৌলিক ক্রিয়া পদ; যেমন ياكل، كول، كلا، كليت، كلا (খাওয়া); পরিমাপ জ্ঞাপক বিশেষ্য 'দুই' বোধক অর্থে " ين " চিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে; যেমন يوم، يومين (দুই দিন) شبر، شبرين (দুই বিঘত); বহুবচন সূচক আকৃতির শব্দের বেলায়, যেমন صنادق (অনেক সিন্দুক), আর ক্ষুদ্রাবয়ব অর্থে, যেমন مفتيح (=ক্ষুদ্র চাবি) -এখানে শেষ শব্দাংশ (Syllable) হ্রস্বস্বরবর্ণ; সমস্ত চারি অক্ষরের শব্দের বেলায় এই নিয়ম; ক্ষুদ্রবাচক শব্দের বেলায় طفيل আকৃতির শব্দস্থলে طفيل (তুফীল) শব্দ ব্যবহার দ্বারা; অনুরূপভাবে جنين (ژنين ক্ষুদ্র বাগিচা); মধ্যম পুরুষের বেলায় একই লিঙ্গ (পু. বাচক/স্ত্রীবাচক), এইরূপ করা হয় ক্রিয়াপদের শেষে, আবার স্বতন্ত্র ব্যক্তিবাচক সর্বনামের রূপান্তরের বেলায় ঃ যেমন ضرب (তুমি মারিয়াছ) [পুং বা স্ত্রী,] تضرب [তুমি (পুং বা স্ত্রী) মারিবে] 'তুমি' অর্থে أنت ব্যবহার দ্বারা; আমি অর্থে أنا স্থলে প্রায়ই ين-এর ব্যবহার দ্বারা একবচন নামপুরুষ পুংবাচক (মাদ্দী) ক্রিয়া পদের শেষ হ'রফে পেশ ব্যবহার দ্বারা, যেমন ضرب স্থলে ضربُ (দারাবু) সে তাহাকে আঘাত করিয়াছে, তদ্রূপ ولده স্থলে ولدُ (বি'লদু) (তাহার ছেলে); তদুপরি শব্দশেষে ايه، اه، ايك، اك، أيسه ،أيه প্রভৃতি শব্দাংশের দ্বিবচন বিশেষ্যের শেষে সর্বনামসূচক শব্দাংশ (যাহা শরীরের বিভিন্ন অংশের নামার্থক) হিসাবে বহুল ব্যবহার। ভাষার অংগ সংস্থানের এইসব বিষয়ে ত্রারা ও পূর্ব কাবিলিয়ার মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। অন্যান্য অনেক বিষয়ে অবশ্যই এই দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান। তাই ضرب (প্রহার বা আঘাত করা) শব্দটি হইতে ثلاثى مجرد ক্রিয়ার বহুবচনে ত্রারা উপভাষায় يضرب রূপটি দেখা যায় ; আবার জিজেল্লীয়ার গ্রাম্য উপভাষায় শব্দটির اضرب। রূপটি লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপভাবে লক্ষণীয়, যেই সকল বিশেষ্য পদে সংক্ষিপ্ত حروف علة ও শেষে থাকে সেই সকল বিশেষ্যের ক্ষেত্রে ত্রারাবাসীদের উচ্চারণ রীতি, উদাহরণস্বরূপ رقبة ঘাড় শব্দটি হইতে رقبتك (তোমার ঘাড়)। মধ্যের হ'রফটি حروف علة; এমন ক্রিয়া পদের ক্ষেত্রে ত্রারা উপভাষায় ক্রিয়ার মূল রূপটি সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত হয় বা মূল হ'রফগুলি রক্ষিত হয়; কোনটি করা হইবে তাহা নির্ভর করে মূলটি বদ্ধ শব্দাংশের (Closed syllable) অন্তর্গত কিনা, তাহার উপর। যেমন 'বিক্রয়' অর্থে بعت، باع ،ابيع শব্দত্রয় ব্যবহৃত হয় ; আবার জিজেল্লীর গ্রাম্য লোকেরা একই ধরনের স্বরবর্ণ ব্যবহার করে আর অর্ধ-দীর্ঘের পরে দীর্ঘ এইরূপ পারম্পর্য রক্ষা করে ঃ ابيع، بعيت، باع -নিত্যবৃত্ত বা সাধারণ বর্তমান বুঝাইতে ত্রারাবাসিগণ অসম্পূর্ণ ক্রিয়া পদ (مضارع) ব্যবহার করে, ক্রিয়ার পূর্বে কোনও প্রত্যয় যোগ না করিয়া, আবার গ্রাম্য জিজেল্লীগণ ك (কা) ك কু-এর প্রচুর ব্যবহার করিয়া। থাকে (সম্ভবত এইগুলি كان، كون হইতে উদ্ভূত), যেমন كيكتب (সে লিখিতেছে), ككتب (আমি লিখিতেছি)।

পদবিন্যাস ও শব্দসম্ভারের দিক দিয়া এইসব উপভাষার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ (১) অনির্দিষ্টবাচক বিশেষণ واحد বা حا ("এক" অর্থে) ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়; " حا " পূর্ব কাবিলিয়াতে বিশেষভাবে ব্যাপক; (২) প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে পদ বিলুপ্ত কেবল যেই স্থলে জোরের সহিত ইহার অস্তিত্ব বক্তাকে বোধগম্য করানো হয়, সেই স্থল ছাড়া। এই সম্বন্ধবাচক دى، ادى، ديال আর বিশেষত কলো (Collo) এলাকায়, ال শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয় ; (৩) জিজেল্লী এলাকায় আত্মীয়তাসূচক বিশেষ্য প্রকাশ করাই অসম্ভব যদি আত্মীয় বলিয়া ঘোষিত ব্যক্তিনির্দেশক সর্বনাম বিশেষ্যটি শব্দটির শেষে সংযুক্ত না হয় ; যেমন عم دى كدور (তাহার চাচা কেদ্দুরের)। (৪) উভয় শ্রেণীতে প্রকাশভঙ্গীর বার্‌বার বৈশিষ্ট্যসমূহ এখনও বিদ্যমান আছে এবং ব্যাকরণের পদ্ধতিতে মিশিয়া গিয়াছে ; যেমন ত্রারা এলাকায় সম্বন্ধপদসূচক "ان"-এর ব্যবহার بو اى ان فاطمة (ফাতিমার পিতা) অথবা ইঙ্গিতসূচক "د" যাহা জিজেল্লী এলাকায় যোজক পদ (Copula) হিসাবে কাজ করে ; যেমন خوهد اقائد (তাহার ভাই যিনি নেতা)। (৫) আবার বার্‌বার্ শব্দ 'আরবী শব্দে পরিণত হওয়ার সময়ে উহার লিঙ্গ ও বচনের পরিবর্তন হয়; যেমন পূর্ব কাবিলিয়াতে رجل (পা) স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটি পুংলিঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয় [কারণ বার্‌বার্ اضر (পা) শব্দটি পুংলিঙ্গ] صوف (পশম) এই পুংলিঙ্গ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয় [কারণ বারবার تضف (পশম) শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ] ماء (পানি) এই এক বচনের শব্দটি বহুবচনের শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় [কারণ বারবার أمن (পানি) বহুবচনের শব্দ। (৬) অবশেষে লক্ষণীয় যে, শব্দভাণ্ডারের কিছু উপাদান উপভাষায় রহিয়া গিয়াছে; যেমন বার্‌বার্ আকৃতির শব্দ নিয়া যাহাদের প্রথমে আ' الف। আছে এসব শব্দে নির্দিষ্টবাচক ل ব্যবহৃত হয় না) অথবা "ت...ت" আকৃতির সেই সব শব্দ যেইগুলির অধিকাংশ গ্রাম্য জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট (বাসগৃহ, পারিবারিক, জীবন, বাসনপত্র, গ্রাম্য জীবন, কৃষিতে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি, প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতি)।

এই কথা প্রশ্নাতীত যে, এই দুই প্রকারের গ্রাম্য উপভাষার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু পশ্চিমের মরক্কোর জাবালা অঞ্চলের উপভাষার সহিত কিছু বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্যও ইহাদের রহিয়াছে। ওরান এলাকার উপভাষা মরক্কোর উক্ত (জাবালা) এলাকার উপভাষার যতটা নিকট, কন্স্টান্টাইন এলাকার উপভাষার ততটা নহে। শহরবাসীদের কানে আর অধিকতর যুক্তিসম্মতভাবে বেদুঈনদের কানে-জাবালা, ত্রারা ও গ্রাম্য জিজেল্লিয়াবাসীদের ভাষা বিদেশী ভাষার মত শুনায়; সে ভাষার ধ্বনি, পদবিন্যাস ও শব্দভাণ্ডার তাহাদের কাছে 'আরবী বলিয়া মনেই হয় না। তাহা সত্ত্বেও উহা 'আরবী, এমনকি প্রাচীন জাতের 'আরবী; তদুপরি ঐ ভাষায় কিছু অপ্রচলিত শব্দ চালু আছে। তাহা হইতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন নদ্রোমা (Nedroma) জেলায় এক হরফের "ف" (فم অর্থাৎ মুখ অর্থে) ধ্বনিটি এখনও প্রচলিত আছে; আবার কথার শেষে ইয়েশ (ايش) প্রত্যয়টির ব্যবহার গ্রাম্য জিজেল্লীয়দের মধ্যে এখনও দেখা যায়। একই সঙ্গে অবশ্য ইহা এমন 'আরবী যাহার মধ্যে ভাব প্রকাশের বার্‌বার পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় আর যাহার ভিত্তিমূলে বার্‌বার্ শব্দভাণ্ডার প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। পরিশেষে ইহা এমন 'আরবী যাহার মধ্যে দ্বিভাষিত্বের চিহ্ন রহিয়াছে -যেই দ্বিভাষিত্ব বার্‌বার্ ভাষার স্থলে 'আরবী ভাষা চালু হওয়ার পূর্বে বিদ্যমান ছিল। ইহা এখনও বিকৃতভাবে ব্যবহৃত হইতেছে এখানকার লোকদের মধ্যে যাহাদের পূর্বপুরুষগণ 'আরবীকে গ্রহণ করিয়াছিল আনাড়ী শিক্ষার্থীর ন্যায়।

(২) **শহুরে উপভাষাসমূহ ঃ** এইসব উপভাষা এক জাতীয় নহে ; উহাদের তালিকা ও বর্ণনা যাহা পাওয়া তাহা অসম্পূর্ণ। ইহারাই দুই ভাগে বিভক্ত ঃ য়াহূদী ও মুসলিম।

য়াহূদী উপভাষাসমূহ ঃ উত্তর আফ্রিকারই য়াহূদীগণ প্রায় সকলেই আলজেরিয়ার শহরবাসী। সূক-আহরায (Souk-Ahras) বাহুসিয়্যা (Bahusiyya)-দের যে অর্ধ যাযাবর শ্রেণীটি বর্তমানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, তাহারা ছাড়া য়াহূদীদের সকলেই শহরে বাস করে। বিশেষ ধরনের 'আরবী ভাষা ব্যবহার করে শুধু সেইসব য়াহূদী সম্প্রদায় যাহারা সংখ্যায় বহু ও যাহাদের সামাজিক বন্ধন দৃঢ়। আর ইহার ফলে তাহারা নিজদেরকে তাহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সংখ্যাগুরু মুসলিমগণ হইতে প্রকৃতপক্ষে পৃথক সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য করে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, ওরান, তেলেমসেন, মিলিয়ানা, মিদিয়া, আলজিয়ার্স ও কন্স্টান্টাইনের য়াহূদী সম্প্রদায়সমূহের কথা। যদিও ইয়াহূদী উপভাষাসমূহ এক শহর হইতে অন্য শহরে পৃথক তবুও তাহাদের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। এইসব উপভাষা ধ্বনি পদ্ধতি কতকটা পরিবর্তিত, বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকদের ব্যবহৃত ধ্বনি পদ্ধতি ঃ অন্তঃদন্ত্য ظ ,ذ ,ث বর্ণগুলির বিলুপ্তি ; ইহাদের স্থান গ্রহণ করে ض ,د ,ت অনুচ্চারিত দন্ত্য ت ওরান ও তেলেমসেন খৃষ্ট বর্ণ "تس"-এ রূপান্তরিত হয় ; ইহার ফলে উষ্ম বর্ণ (affricative) ش ও س -এর সহিত আর উষ্ম ধ্বনি (Sibilant) ژ (ج) ও ز-এর সহিত এইগুলি গুলাইয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের উপভাষায় আলজিয়ার্সে " ر" বর্ণটি জিহ্বায় অত্যধিক পরিমাণে গড়ান হয়। ইহারা আবার সাধারণত গলার পশ্চ-দ্ভাগে উচ্চারণীয় ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ ঠিকমত উচ্চারণ করিতে পারে না। এইভাবেই কণ্ঠনালীয় ق-এর উচ্চারণ আলজিয়ার্সে, তেলেমসেনে, ওরান, ফেয (Fez)-এর য়াহূদী অধ্যুষিত এলাকার মতই ك-এর মত হয় আর ك-এর উচ্চারণ تش (Tsh)-এর মতো। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ হাল্কাভাবে করা হয়, বিশেষত আলজিয়ার্সে। হ্রস্ব স্বরবর্ণে উচ্চারণ ক্ষীণ; নিরপেক্ষ 'এ' (e) ধ্বনির প্রাধান্য বিদ্যমান। শব্দাংশসমূহ (Syllables) বহুল পরিমাণে কাটিয়া ছাঁটিয়া ফেলা হয়; ফলে এমন হয় যে, ভাষাটি শুধু ব্যঞ্জনবর্ণ নয়, আর যেইসব স্বরবর্ণ শুধু ব্যঞ্জন বর্ণসমূহ উচ্চারণের জন্য ও শব্দসমূহের গঠন বুঝিবার জন্য একান্ত অপরিহার্য, শুধু সেইগুলিরই অস্তিত্ব আছে; যেমন يكتب (সে লিখে) ضربته=[=সে (স্ত্রীলোক) তাহাকে (পুরুষ) আঘাত করিয়াছে], (رقبتى رقبت=আমার ঘাড়) প্রভৃতি। পরিকল্পনা মাফিক এই উপভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য গ্রাম্য উপভাষার সহিত অভিন্ন বা সদৃশ, বিশেষত পদ-প্রকরণের স্বাভাবিকীকরণের দিক দিয়া ও ব্যাকরণ ঘটিত দৃঢ়তা বিধানের দিক দিয়া। ইহা 'আরবীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। য়াহূদী সম্প্রদায়গুলির ব্যবহৃত উপভাষাসমূহের সহিত শহুরে মুসলিমদের ব্যবহৃত উপভাষাসমূহের পার্থক্য প্রধানত শব্দভাণ্ডারের দিক দিয়া। য়াহূদীর ব্যবহৃত উপভাষাসমূহের শব্দভাণ্ডারে 'আরবীর প্রাচুর্য থকিলেও বেশ কিছু পরিমাণে বিদেশী উপাদান রহিয়াছে। যেই সমস্ত বিদেশী ভাষা হইতে ধার করা শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাহাদের মধ্যে স্পেনীয় ভাষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; স্পেনীয় ভাষার কতক শব্দ প্রথম পর্যায় হইতে চালু আছে (চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতব্দীতে স্পেন হইতে আগত স্পেনীয় ভাষাভাষী য়াহূদীগণ কর্তৃক আমদানীকৃত) কতক আছে দ্বিতীয় পর্যায় হইতে। আলজেরিয়ার য়াহূদীগণ, বিশেষত আলজিয়ার্স ও কন্স্টান্টাইনের য়াহূদীগণের—বরাবরই লেগহর্নের (Leghorn) য়াহূদীর সহিত ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদান ছিল। তুর্কী ভাষা হইতে ধার যাহাতে য়াহূদী ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায় লিপ্ত ছিল, বার্‌বার্ ভাষা হইতে ধার করা কিছু সংখ্যক শব্দ, আর অবশেষে হিব্রু ভাষা হইতে প্রচুর ধার, বিশেষত সেই সকল শব্দের যেইগুলি বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা প্রয়োজন, আলজেরিয়ার য়াহূদী তাহাদের য়াহূদী 'আরবী এক বিশেষ ধরনের টানা হিব্রুতে লেখে, 'আরবী হরফে নয়। আবার তাহাদের দ্রুততর ইউরোপীয়করণে উৎসাহ যোগাইয়াছে সমাজগুলির ক্রমাগত দ্রুততর স্থানচ্যুতি ও নানা এলাকায় ভাগ হইয়া যাওয়া; এইভাবে ইউরোপীয়করণের ফলশ্রুতি হিসাবে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ফরাসী ভাষা সনাতন উপভাষার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে আর হিব্রুতে টানা লেখার পরিবর্তে লাতিন বর্ণমালা ব্যবহৃত হইতেছে।

মুসলিম উপভাষাসমূহ ঃ মুসলিম শহরীয় জনসমষ্টিতে রহিয়াছে বহু জাতীয় মানুষ। সুতরাং ভাষাগত বৈচিত্র্যও বিদ্যমান। তাহাদের কেহ কেহ প্রথম স্তরের 'আরবী ব্যবহার করে; এই রকম দেখা যায় তেলেমসেন, নেদ্রোমা, শেরশেল, ডেল্লি, জিজেলী ও কলোতে। অন্যদিকে তেনেস মিলিয়ানা, মিদিয়া, ব্লিদা, বুগি, মিলা, ফিলিপভিল ও কন্স্টান্টাইনে এইরূপ 'আরবীর ব্যবহার দেখা যায় শুধু প্রাচীন লোকদের মধ্যে এবং ইহা ক্রমবিলীয়মান ভাষায় পরিণত হইয়াছে; যেইখানে ইহা বিলুপ্ত হয় নাই, সেইখানে ইহা শীঘ্রই বিলুপ্ত হইবার আশংকার সম্মুখীন। সকল স্থানের পুরাতন শহরগুলিতে বহিঃপ্রভাবের চিহ্ন বিদ্যমান; এই প্রভাব বহু শতাব্দীর আর এখনও ইহা ক্রিয়াশীল। পল্লী এলাকায় জনসমষ্টির ও বেদুঈন জনসমষ্টির প্রভাবের চিহ্নও পুরাতন শহরগুলিতে বিদ্যমান। আশেপাশের পল্লী এলাকা হইতে আগত জনসমষ্টির সাহায্যেও কোন কোন শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে; এইরূপ শহর নেদ্রোমা, জিজেল্লী ও কলো। এইসব শহরের উপভাষার মিল রহিয়াছে আশেপাশের পল্লী এলাকার উপভাষার

সহিত। অন্যান্য ক্ষেত্রে শহরবাসিগণ নিকটবর্তী বেদুঈন যৌথগোষ্ঠী বা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বেদুঈনদের ভাষা হইতে ধার করিয়াছে; যেমন তেলেমসেনে তেনেস, ব্লিদা, মিলিয়ানা, মিদিয়া, মিলা, ফিলিপভিল ও কনস্টান্টাইন শহরসমূহের অধিবাসিগণ। যদিও মোটের উপর এইসব পুরাতন কেন্দ্রের ভাষা শহরীয়ই রহিয়াছে, অন্য অনেক শহর আছে যেইগুলিতে বেদুঈন উপভাষারই প্রায় পুরোপুরি প্রাধান্য রহিয়াছে। এইরূপ শহর ওরান, মোস্তাগানাম (Mostaganam), মাস্কারা, মাযুনা (Mazouna) ও বনি (Bone); অনুরূপভাবে মাগরিবের সর্বপূর্ণ প্রান্তে ত্রিপোলী (Tripoli) ও বেনগাযী (Benghazi)-ও। আলজিয়ার্স, ইহার আশেপাশের এলাকা ও বুগী (Bougie)-এর ব্যাপারটি এখনও জটিলতর। শহরীয় উপনিবেশনের জন্য আলজিয়ার্স ও ফাহস্ যেন একটি মিশ্রণ কটাহ- পল্লী এলাকার পুরাতন স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য, পল্লী এলাকা হইতে নবাগতদের জন্য আর বেদুঈনদের জন্য যাহারা শালিফ (Chelif) ও মিতিজা (Mitidja)-তে নূতন জীবন ধারণে কিছুকাল যাবত অভ্যস্ত হওয়ার পর দলে দলে শহর জীবনের টানে ছুটিয়া আসে, যদিও তাহারা সর্বহারা শ্রেণীর লোক। অধিকন্তু কাবিলিয়া হইতে বাস্তুত্যাগিগণ দলে দলে আসিতেছে। জনসমষ্টির কাবিলীয় অংশটি এই প্রাচীন রাজধানী ও মধ্যযুগীয় 'আরব কৃষ্টি শহরটিকে এমনভাবে দখল করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহা এখন একটি বার্বার ভাষাভাষী শহরে পরিণত হইয়াছে। ধ্বনিতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে শহরের মুসলিম উপভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্যগুলি পল্লী এলাকার উপভাষাসমূহ ও য়াহূদী উপভাষাসমূহের অনুরূপ। তেনেস (Tenes), শেরশেল (Cherehell), ডেলিস (Dellys) ও কনস্টান্টাইনের প্রবীণরাই শুধু অন্তঃদন্ত্যবর্ণসমূহকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। মিদিয়া (Media), ব্লিদা ও আলজিয়ার্সে উষ্ম (fricative) ও অন্তর্ধারক (Occtusive) উচ্চারণ একই সঙ্গে শোনা যায়। ت সর্বত্রই ঘৃষ্ট (Affricate) تس-তে পরিণত হয়। ঘোষ উষ্মধ্বনি (Voiced sifilant)-এর উচ্চারণের বৈচিত্র্য দেখা যায়; ج তেলেমসেন, তেনেস, শেরশেল, মিদিয়া, ব্লিদা, আলজিয়ার্স, ডেলিস, মিলা ও কনস্টান্টাইনে দণ্ডাগ্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয়; অন্যত্র "ژ"-এর ন্যায় হয়। জিহ্বায় "ر"-এর অত্যধিক গড়ানকে শহর অঞ্চলে সাধারণভাবে লক্ষণীয়। ইহাকে উচ্চারণ ঘটিত ব্যাধি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। য়াহূদী উপভাষায় ইহার প্রাদুর্ভাবের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কনস্টান্টাইনে, জিজেল্লী, শেরশেল, তেলেমসেন ও নেদ্রোমাতে ইহা সাধারণত (অনুরূপভাবে তিউনিস ও ফেয-এও)। ق-কে ء (হামযা) -তে পরিবর্তিত করিয়া ফেলা হয় সহজ কণ্ঠনালীয় সাবধানতা পরিহার করিয়া। এইরূপ ঘটে তেলেমসেনে; জিজেল্লীতে ق-এর পরিবর্তে ء উচ্চারিত হয়; অবশ্য অন্যান্য শহরে ইহা ق রূপেই উচ্চারিত হয়। ইব্ন খালদূন ق-এর বদলে জিহ্বামূলীয় گ-এর উচ্চারণকে মাগরিবের স্থায়ী বাশিন্দা ও বেদুঈনদের উপভাষার গরমিলের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করিতেন। এই পার্থক্য এখনও বিদ্যমান। কিন্তু শহরে বেদুঈন আগমনকারীদের প্লাবনের ফলে گ সেখানেও চলিয়া আসিয়াছে। এইরূপ ঘটিয়াছে তেনেস, মিলিয়ানা, মিদিয়া, খোদ আলজিয়ার্স, মিলা ও কনস্টান্টাইনে; কনস্টান্টাইনে আবার একই শব্দের মধ্যে একই হরফের উভয়বিধ উচ্চারণ অনেক সময় একই মুখে শোনা যায়। অন্যত্র একটি শব্দে گ -এর উপস্থিতি দ্বারাই শব্দটিকে বেদুঈন উপভাষা হইতে ধার করা শব্দ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সর্বত্রই মহাপ্রাণ "ه (হ)" একটি দুর্বল ব্যঞ্জনবর্ণ যাহা অনুচ্চারিত থাকিতে পারে; যেমন তেলেমসেনে راهم = راام (উহাদেরকে দেখ বা ঐ যে উহারা) স্থলে رام শ্রুত হয়; আর নেদ্রোমাতে ما عندها شي (=ما عند هاش স্থলে (স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বলে) م عنداش (তাহার নাই) শ্রুত হয়।

শব্দের রূপতাত্ত্বিক আকৃতি সদৃশ ও বিসদৃশ উভয়বিধ উপাদানে গঠিত। সদৃশ উপাদানের অন্তর্গত ত্রুটিপূর্ণ ক্রিয়া পদের (defective verb) পুনর্গঠন, যথা خدا (اخذ -লইয়াছিল) ও كلا (= اكل-খাইয়াছিল), চারি অক্ষরের শব্দসমূহের বহুবচন [যেমন صنادق (সিন্দুক)-সমূহ], চারি অক্ষরের ক্ষুদ্রাকৃতিবাচক রূপ (مفتاح হইতে) মিফতেহ্ (ছোট চাবি)। আর তিন অক্ষরের শব্দের ক্ষুদ্রাকৃতিবাচক রূপান্তর [যেমন طفل (শিশু) হইতে طفيل (ক্ষুদ্র শিশু) স্থলে طفيل=ত'ফেয়েল] সাধারণভাবে প্রচলিত। কনস্টন্টাইন, মিলা, ফিলিপভিল ব্যতীত অন্যত্র এক ধরনের অদ্ভুত ক্ষুদ্রার্থক বিশ্লেষণের ব্যাপক ব্যবহার; যেমন كبيبر ('কতকটা বড় অর্থে'); শব্দটি كبير (বড়) হইতে জাত كحيحل (কালচে) শব্দটি كيحل হইতে জাত। এই সকল শব্দের প্রচলন পূর্ব হইতেই আল-আন্দালুসে ছিল। নামপুরুষ একবচন পুংলিঙ্গ সর্বনামীয় প্রত্যেয় উ বা ও একটি ব্যঞ্জনবর্ণের পরে উচ্চারিত হয়। স্ত্রীলিঙ্গের اَه ('আহ') প্রত্যয়টি শেরশেলের বৈশিষ্ট্য; অন্যত্র নামপুরুষের সর্বনামীয় স্ত্রীলিঙ্গসূচক প্রত্যয় হিসাবে ها ('হা') ব্যবহৃত হয়। اَه নিঃসন্দেহে আল-আন্দালুস হইতে আসিয়াছে; আর শেরশেল شرشل-এর উপভাষায় এইরূপ আরও আমদানীর প্রমাণ রহিয়াছে। শেরশেলের উপভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য স্বাধীন সর্বনামের মধ্যম ও নামপুরুষের বহুবচন هتومان ও هومان আর অন্য সর্বত্র انتم ও هم অথবা انتم ও هوم। যদিও নেদ্রোমা, মুস্তাগানাম, তেনেস, বুগী ও জিজেল্লীতে মধ্যমপুরুষ একবচনের সর্বনাম বা ক্রিয়ার বেলায় কোনও পার্থক্য করা হয় না, انتم (তুমি) পুং ও স্ত্রী, ضربت (তুমি আঘাত করিয়াছ) [পুং বা স্ত্রীর; মিলিয়ানা, শেরশেল মিদিয়া, ব্লিদা, আলজিয়ার্স ও ডেলিস-এ نت (পুং) ও انت এনতি (স্ত্রী)। ضربت(পুং) ও ضربت (স্ত্রী)-এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়। আবার পূর্বাঞ্চলীয় উপভাষায় লিঙ্গের পার্থক্য নাই; সেখানে স্ত্রীলিঙ্গের রূপটি পুংলিঙ্গের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়; এইরূপ শব্দের উদাহরণ انت، ضربت, এইরূপ দেখা যায় কলো, মিলা, ফিলিপভিল ও কনস্টান্টাইনে। তিউনিসে এই রূপটি শুধু স্বতন্ত্র সর্বনাম (ضمير منفصل)-এর ক্ষেত্রে সীমিত (ক্রিয়া পদের ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যবহৃত হয় না)। বহুবচনের ক্রিয়া পদের রূপবৈচিত্র্য লক্ষণীয়ঃ 'তাহারা আঘাত করে يضرب এইরূপ যেই সকল শহরে প্রচলিত সেইগুলি তেলেমসেন, নেদ্রোমা, মোস্তাগানোম, তেনেস, মিলিয়ানা, শেরশেল, মিদিয়া, ব্লিদা, আলজিয়ার্স, ডেলিস ও কল্লো। একই অর্থ বুঝাইতে اضرب শব্দটি ব্যবহৃত হয় বুগী, জিজেল্লী, ফিলিপভিল এবং কখনও কখনও আলজিয়ার্সের উপকণ্ঠে। ব্যক্তিবাচক প্রত্যয়সহ فعل (فعلت) রূপের স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষ্যের বেলায় শব্দাংশ কম রাখার চেষ্টা দেখা যায়; যেমন 'আমার ঘাড়' বুঝাইতে رقبت رقبت ও رقبت শব্দনিচয়ের একটি ব্যবহৃত হয়; কোনটি ব্যবহৃত হইবে তাহা নির্ভর করে উপভাষার উপর। ضربت [সে (নারী) তাহাকে আঘাত করিয়াছে]

সমগ্র পশ্চিম আলজেরিয়াতে ضربات উচ্চারিত হয়; আলজিয়ার্সের ফাহ্'স এলাকায় ইহার উচ্চারণ ضربت, আবার সমগ্র পূর্বাঞ্চলে ইহার উচ্চারণ ضربت (তিউনিসিয়ার শহরগুলিতেও এই উচ্চারণ প্রচলিত)। সকল শহরেই বর্ণ বা রঙবাচক বিশেষ্যের বহুবচনের উচ্চারণে স্বরবর্ণ উ দীর্ঘায়িত হইতে পারে, গ্রাম্য উপভাষায়ও এইরূপ করা হয়; যেমন حومر (লাল); নেদ্রোমা ও জিজেল্লীতে ইহা আরও দীর্ঘায়িত হইয়া حومرين রূপ ধারণ করিতে পারে। ইহার ব্যতিক্রম ডেলিম শহর। এইখানে حمور রূপটি প্রচলিত; আবার কল্লো, মিলা, কন্স্টান্টাইন ও ফিলিপভিলে حمر রূপটি প্রচলিত: এই রূপটিই তিউনিসিয়ার শহরীয় ও গ্রাম্য উপভাষায় প্রচলিত। সম্বন্ধপদ বুঝাইবার জন্য শহরে উপভাষাসমূহে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ إضافة সীমিতভাবে ব্যবহৃত হয়; অধিকাংশ সময়ে একটি বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়; সম্বন্ধযুক্ত পদ দুইটির মধ্যে পূর্ব পদ উত্তর পদের সহিত সম্বন্ধ হয় একটি আঞ্চলিক শব্দ দ্বারা; উহা د (اد); তেলেমসেন হইতে জিজেল্লী পর্যন্ত এলাকার ديال বা পরিবর্তে مراع; আর তেলেমসেন হইতে ডেলিস পর্যন্ত এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য একটি শব্দ রহিয়াছে, উহা نتاع; এই শেষোক্ত শব্দটি কন্স্টান্টাইনেও প্রচলিত। কল্লোতে প্রায়শই ل ব্যবহৃত হয় সংযোগ অব্যয় হিসাবে; যেমন ناس، ال، دوار=।। (দুওয়ার গোত্রের লোকগণ)।

প্রতিটি শহরীয় উপভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে; তবে পার্থক্যের উপাদানসমূহ ক্রমেই অধিক হারে কমিয়া আসিয়াছে; বর্তমানে থাকিতেছে শুধু সকল উপভাষার মধ্যে যাহা সাধারণ তাহাই। এই সকল উপভাষা মিলিয়া ক্রমে ক্রমে একটি শহরীয় উপভাষা (Koine) অস্তিত্বে আসিয়াছে। শহরীয় এলাকাগুলির মধ্যে সার্বক্ষণিক পারস্পরিক যোগাযোগের ফলে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে উপভাষাগত বৈশিষ্ট্যসমূহের বিলুপ্তি সাধনে সহায়তা করিয়াছে, আর এমন একটি ভাষার উদ্ভব হইয়াছে যাহা সর্বত্র বোধগম্য হইবে, যাহাতে দ্ব্যর্থ থাকিবে না, আর যাহা বিস্ময় সৃষ্টি করিবে না বা ঠাট্টা-তামাসার বিষয়ও হইবে না। একই ধরনের ভাষার প্রতি এই প্রবণতা হয়ত আরও দৃঢ় হয় বিশুদ্ধতার প্রতি আকর্ষণের কারণে; গৃহে গৃহে দোকানে দোকানে আর প্রতিটি কাফেতে ও জনসমাগম স্থলে। বেতার সম্প্রচার শ্রবণের ফলে আকর্ষণ আরও উজ্জীবিত হয়।

নারী সমাজ সব সময়ই ভাষায় রক্ষণশীলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারক ; কিন্তু রেডিও ইহাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিতেছে; রেডিও গৃহে আনিয়াছে একটি 'সার্বজনীন 'আরবী' (Unuiversal Arabic) ভাষা যাহা জনসাধারণ গ্রহণ করিয়াছে। শহরাঞ্চলে এই ভাষা গ্রহণ উত্তরোত্তর স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার বিকাশ ঘটায়ছে। আর নারীদেরকে বহির্বিশ্বের সহিত অধিকতর যোগাযোগের সুযোগ প্রদান করিয়াছে। বোধ হয় সেই সময় আর দূর নয় যখন আলজেরিয়ার মুসলিম উপ-ভাষাসমূহ তাহাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া একীভূত হইবে, তাহাদের আদি বৈশিষ্ট্যসমূহ জলাঞ্জলি দিবে। হয়ত সঙ্গীত, প্রবচন ও কতিপয় মামুলী বাগধারাতেই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যে সীমিত থাকিবে।

(খ) বেদুঈন উপভাষাসমূহ ঃ যতদূর জানা যায় আলজেরিয়ার বেদুঈন উপভাষাসমূহ কতগুলি বিসদৃশ অংশ সম্বলিত একটি যৌগিক ভাষা, এইসব উপভাষা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আনুমানিক ও অসম্পূর্ণ। কেহ কেহ সমশব্দরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করিয়াছেন; তাহাতে একটি জটিল চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটি সার্বিক অবস্থা ফুটাইয়া তুলিতে এই ধরনের চিত্রাঙ্কন করিতে গেলে বিষয়ের বৈচিত্র্যের ও বহু সংখ্যক পরস্পর বিরোধী প্রতিপাদ্যকে এড়াইয়া যাইতে হয়। বেদুঈন উপভাষার পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্নসমূহ নিম্নে উল্লিখিত হইল ঃ

(১) ধ্বনিতাত্ত্বিক (Phonetic) ঃ অন্তর্দন্ত্যধ্বনির (interdentals) মোটামুটি সংরক্ষণ; এই সব ধ্বনির বর্ণসমূহ ظ، ض، ث ; অঘোষ দন্ত্য (Unvoiced dental) ت-এর অন্তর্ধারক উচ্চারণ (Occlusive Pronunciation): ইহার ব্যতিক্রম শুধু কতিপয় মরূদ্যানের উপভাষা যাহাতে ت ঘৃষ্ট (affricated) হয়; যেমন দক্ষিণ ওরানের বনী 'আব্বাসে (Beni Abbes) অথবা দক্ষিণ কন্স্টান্টাইনের তোকু'র্তে (Touggourt); পশ্চাত্তালুজাত ق ও گ ঘোষবর্ণরূপে উচ্চারণ শুধু ধার করা শব্দভাণ্ডারে, বিশেষত আইন ও ধর্ম সম্বন্ধীয় শব্দভাণ্ডারে সীমিত। কখনও কখনও হ্রস্বস্বরবর্ণ রক্ষিত হয়; অবশ্য ইহার উচ্চারণে জটিলতা দেখা দেয় সন্নিহিত ব্যঞ্জনবর্ণের প্রভাবে, আবার কখনও বা শব্দাংশবিশেষে জোর দেওয়ার ফলে।

(২) শব্দরূপঘটিত (Morphological) ঃ কিছু পরিমাণ রক্ষণশীলতা যাহা ক্রিয়া ও বিশেষ্যের আকৃতিতে প্রাচীন ভাষার কিছু কিছু নিশানা বাঁচাইয়া রখিয়াছে; ক্রিয়া ও স্বতন্ত্র সর্বনামের (ضمير منفصل) বেলায় একবচন মধ্যম পুরুষের লিঙ্গভেদ সম্বন্ধে সতর্কতা ঃ ضربت [তুমি (পুং) আঘাত করিয়াছ], ضربت [তুমি (স্ত্রী) আঘাত করিয়াছ] انت। [তুমি (পুং) انت। তুমি [স্ত্রী]; দ্বিবচনের] মোটামুটি ব্যাপক ব্যবহার পরিমাপ বোধক বিশেষ্য ও শরীরের জোড়সংখ্যক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য স্থলে; (৩) পদবিন্যাস ও শব্দভাণ্ডার সংক্রান্ত (In Syntax Vocabulary) ঃ অনির্দিষ্টতা অর্থে "واحد - ال" -এর সীমিত ব্যবহার প্রায়ই নির্দিষ্টতা বা অনির্দিষ্টতাবাচক চিহ্ন ছাড়া শব্দ অনির্দিষ্টবাচক অর্থবোধের জন্য যথেষ্ট পুরাতন সরাসরি সম্বন্ধ পদের اضافت-এর সাহায্যে অধিকার জ্ঞাপক সম্পর্ক প্রায়ই প্রকাশ করা হয়; স্থায়ী বাসিন্দাদের তুলনায় বিশুদ্ধতর 'আরবী শব্দভাণ্ডার ব্যবহার ।

এই সকল বৈশিষ্ট্য বেদুঈন উপভাষার একটি সাধারণ ভিত্তি। উহাদের আরও কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু সেইগুলি তাহাদের সকলের নাই কিংবা অন্যদেরও ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি আছে; যেমন যুক্তস্বর (diphtongs) রক্ষণ ঃ এই (ey) 'অউ' (ow), অথবা ঐগুলিকে সংকচিত করিয়া 'ই' (e) -তে পরিণত করা, অপরপক্ষে স্থায়ী বাসিন্দারা, উহাদেরকে পুরাপুরি ঈ (i), উ (u)-তে পরিণত করে হাত-কে يد স্থলে ايد বলা জেরদায়ক অব্যয় (نتاع متاع) 'এর' অর্থে ব্যবহার করা, د، اد ديال ব্যবহার না করিয়া চারি বর্ণবিশিষ্ট মূলের صندوق (সিন্দুক)-এর ব.ব. صنادگ না বলিয়া صناديگ বলা ; ক্ষুদ্রার্থক مفيتيح (ক্ষুদ্র চাবি) (مفتاح=) চাবি হইতে বলা, ক্ষুদ্রার্থক طفل، طفيل، طفيل (ক্ষুদ্র শিশু অর্থে) ব্যবহার করা, (তিন বর্ণ মূল طفل হইতে জাত); ত্রিবর্ণ মূল শব্দের বহু বচনে মধ্যবর্ণ দ্বিত্বচিহ্ন تشديد ও হ্রস্ব স্বরবর্ণ ব্যবহার করিয়া,—যেমন شارف (পুরাতন, মযবুত) হইত বহুবচন হিসাবে شرف ব্যবহার করা, مفعلة শব্দটিকে مفعول শব্দটির বহুবচন হিসাবে ব্যবহার করা مغبون (প্রতারিত, দুঃস্থ)-এর বহুবচন مغبنة ব্যবহার করা, ১১ হইতে ১৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি প্রকাশের জন্য عشر শব্দটির ع অক্ষরটির সংরক্ষণ, যেমন

পনেরো বুঝাইতে خمسا عاش বলা (বিশেষত দক্ষিণ ওরানে) যে স্থলে স্থায়ী বাসিন্দাদের উপভাষায় রহিয়াছে خمسطش বলার অভ্যাস।

বেদুঈন উপভাষা শ্রেণীর একটি খসড়া শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা হিসাবে সীমিত সংখ্যক কয়েকটি মাত্র বৈশিষ্ট্য বাছিয়া লইয়া এইখানে উল্লেখ করা যাইতেছে; ইহাদের মধ্যে কয়েকটি ধ্বনিতাত্ত্বিক, বাকীগুলি শব্দরূপঘটিত (কিন্তু শব্দভাণ্ডার সংশ্লিষ্ট নয়; শব্দভাণ্ডার সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতে গেলে আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতে বহু দূরে সরিয়া যাইতে হইবে)ঃ

১। ঘোষ উষ্মধ্বনি উচ্চারণ ঃ ج-এর ژ উচ্চারণ পূর্ব আলজেরিয়ার বেদুঈন উপভাষায় করা হয়। ج ও ژ-এর পার্থক্য ফিলিপভিল, কন্স্টান্টাইন ও আওলাদ রাহমূন (Ouled Rahmoun)-এর পূর্বদিকস্থ এলাকায় করা হয়; এলাকাটি দক্ষিণে বাঁকিয়া বারিকা (Barika)-এর দক্ষিণে, হোদনা (Hodna)-এর দক্ষিণে এবং দিক পরিবর্তন করিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়া বিবান্স (Bibans) এলাকায় মানস্'রা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ইহা আবার সমভূমি এলাকার সহিত এবং মধ্য ও পশ্চিম আলজেরিয়ার আহারিয় এলাকার সহিত অভিন্ন, ج ও ژ-এর পার্থক্যকরণের সীমারেখাটি আইন বাসাম (Ain Bessem)-এর উত্তরে শামপ্লাইন (Champlain)-এর দিকে চলিয়া গিয়া মিদিয়া জারবালা (Djerbel) ও উয়ারসানিস (ouarsenis) দক্ষিণে রাখিয়া তানিয়াতুল-হাদ্দ (Tenietel- Hadd)-এর উচ্চতায় সাস্ (sersou) পার হইয়া, ত্রেযেল (Trezel)-এর দক্ষিণে এবং ফ্রেন্দা (Frenda) ও সাঈদা (Saida)-এর উত্তরে অগ্রসর হইয়া মার্সিয়ে-লাকম্ব (Mercier Lacomb) সাঁ দেনিস দু'সিগ (Saint Denis du Sig) ও তেলেমসেন যাইবার পথে উত্তরে অগ্রসর হইয়াছে, সেইগুলি কন্স্টান্টাইন সেইনট আরনাউদ (Saint Arnaud) সেতি'ফ বর্দবু আররেরিজ (Bord Bou Arreridj), বারিকা (Barika), মসিলা (Msila) ও হোদনা ; আরও আছে আলজেরীয় সাহেল, মিতীজা, শালিফ উপত্যকা, দাহ্রা মুস্তাগানাম-এর সমভূমি, মাস্কারার পর্বতমালা ও মাক্তা (Macta) -এর সমভূমি অঞ্চল ; এই সব এলাকাতেই উত্তরাঞ্চলীয় বেদুঈন শ্রেণীর লোকদের বাস।

(২) পশ্চাত্তালুজাত উষ্মবর্ণ (Velar Frcative) غ অন্তর্ধারক পশ্চাত তালুজাত (Occlusive backvelar) ق-এ পরিণত হয়। ইহাই সা'হারীয় বেদুঈন উপভাষাসমূহের বৈশিষ্ট্য; ব্যতিক্রম কেবল কতিপয় মরূদ্যান উপভাষা। অবশ্য ঐ বৈশিষ্ট্য আলজেরীয় উচ্চ সমভূমি অঞ্চলসহ উত্তরের অনেকখানি এলাকা জুড়িয়া বিস্তৃত। غ এবং ق-এর পার্থক্য রেখার শুধু 'আইন সা'ফারা (Ain Sefra)-এর দক্ষিণে; অতঃপর ইহা মেশেরিয়া (mecheria)-এর পূর্বদিকে হিয়া খাইদার (Khreider)- এর দিকে ফিরিয়া আসিয়াছে, শারকী শাত (Chergui chott= شرقى شط-) অনুসরণ করিয়া ত্রেযেল পশ্চিমে রাখিয়া সার্সূ (Sersou) নদী পার হইয়া, তানিয়াতু'ল-হাদ্দ (Teniet el-Hadd), বেরর্ওয়াকিয়া (Berrouaghia) ও আইন বাসাম (Ain Bessem)-এর দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে; তারপর মসীলা (Msila)-এর উচ্চতায় হোদনা পার হইয়া বারিকা (Barika), আল-কানতারা (El-Kantara) ও বিস্ক্রা (Biskra) পাশে রাখিয়া ধাবিত হইয়াছে দক্ষিণ দিকে; পূর্ব দিকে রহিয়াছে মা'আয়্যের (معير=Mraier). জামা'আ (djemaa) ও তোকুর্ত (Touggourt)।

(৩) পুংলিঙ্গ নামপুরুষ একবচনের ব্যঞ্জনবর্ণের পরে 'আহ' (ـاه) উচ্চারণ করা। ইহা যেই সকল এলাকার বেদুঈন উপভাষার বৈশিষ্ট্য, সেইগুলি (১) ওরান ঃ আহ (ـاه) এবং উ (ـُ) -এর পার্থক্য রেখার শুরু মুস্তাগানামে; তারপর ইহা উযেস-লে-দুক (Uzes-le-Duc বা فرطاسه)-এর দিকে নামিয়া গিয়া তিয়ারেত ও ত্রেযেন পূর্বে রাখিয়া শারকী শাত-এর পূর্বাংশ অনুসরণ করিয়া গেরিভিল (Geryville বা لبيض) ও আফ্লু (Aflou)-এর মাঝামাঝি মোটামুটি অর্ধ পথ পর্যন্ত অতিক্রম করে। আওলাদ সিদী শায়খ (Ouled Sidi Cheikh)-গণ 'আহ' (ـاه) ব্যবহার করেন, কিন্তু যাবী মানী (Doui Menia) গোত্রের লোকগণ ও সাউরা (Saoura) বা (سحورة) এলাকার স্থায়ী বাসিন্দাগণ উ (ـُ) ব্যবহার করেন। তেলেমসেনের বেদুঈন অধ্যুষিত বহিরাংশ আর আয়ন তামুশান্ত (Ain temouchent) ওরানের নিকটবর্তী এলাকাবাসিগণ 'আহ' (ـاه) ব্যবহার করেন। (২) পূর্ব কন্স্টান্টাইন, ইহার উত্তরে কল্লো অঞ্চলের পার্বত্য এলাকার অধিবাসিগণ এই অঞ্চলটি তিউনিসিয়ার ক্রুমিস (Kroumirs) ও মোগদ (Mogods) এলাকার বর্ধিতাংশ, দক্ষিণে পশ্চিমে সৌফ (souf) উপত্যকা ও দক্ষিণ তিউনিসিয়া সংলগ্ন সা'হারীয় এলাকার বেদুঈনগণ (ইহাদের উচ্চারণে শব্দশেষের 'আহ' সংক্ষিপ্ত হইয়া 'আ'-তে পরিণত হয়); তিউনিসিয়ার বেদুঈনদের একটি বৃহৎ অংশের মধ্যে এইরূপ উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়, আর লিবিয়াতেও এইরূপ দেখা যায়। আলজেরিয়ার বাকী অংশ উত্তর ও দক্ষিণ অনুরূপ শব্দশেষে 'উ' ও 'র' ধ্বনি ব্যবহৃত হয়।

৪। যে নামপুরুষ স্ত্রীলিঙ্গ পূর্ণাঙ্গ অতীত কালবাচক ক্রিয়া পদের শেষে স্বরবর্ণ থাকে সেই ক্রিয়া পদের গঠন হয় নিম্নরূপ ঃ ضربت + ك [সে (স্ত্রীলোক) তোমাকে আঘাত করিয়াছে] ইহার উচ্চারণে নিম্নোক্ত রূপ বৈচিত্র্য বিদ্যমান ঃ (১) ضرباتك এই উচ্চারণ উত্তর-পূর্ব কন্স্টান্টাইনে প্রচলিত ; ফিলিপভিলের পূর্বদিকে ইহার সীমারেখা জাম্মাপেস (Jammapes) ও খ্রুব (Khroub) পর্যন্ত এই রেখা পৌঁছিয়া পশ্চিমে বাঁকিয়া শাতুদুন-দু-রুমেল (Chateaudun-du-Rumel) স্পর্শ করিয়া পেরিগৎভিলের (perigotville) দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই উচ্চারণ উক্ত রেখার দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলেও প্রচলিত; সেই অঞ্চলটি সেতিফের উচ্চ সমভূমি বুর্জ-বু-'আররেরিজ (Bordj Bou Arreridj) পর্যন্ত এলাকা। বিস্ক্রা ও তোকু'র্ত-এর বহিরাংশসহ পূর্ব সা'হারায়ও এই উচ্চারণ প্রচলিত। আলজেরীয় তেল-এলাকায় এই উচ্চারণ প্রচলিত; সেইখানে ঘোষ উষ্মধ্বনি (voiced sibilant) ج-এর ন্যায় উচ্চারিত। আবার উত্তর ও পশ্চিম ওরানেও এই উচ্চারণ প্রচলিত; সেইখানে এই উচ্চারণের সীমারেখা 'আম্মীমূসা (Ammi-Moussa)-র দক্ষিণ দিয়া গিয়াছে এবং তিয়রেত (Tiaret) ও ফ্রেন্দা (Frenda)-এর মধ্যে দিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়াছে। শারকী শাত অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আবার বাঁকিয়া গিয়াছে দক্ষিণে, পূর্বে রহিয়াছে মশরিয়্যা ও আইন সা'ফারা। (২) ضربتك উচ্চারণটি কন্স্টান্টাইনের এলাকায় ফারজি 'আওয়া (Ferdjioua) ও ফাজ্জি মযালার আশেপাশে কারকূর পর্যন্ত। (৩) ضربتك (প্রথম Syllable-এর উপরে জোর দিয়া) উচ্চারণটি বুর্জ-বূ-'আরীরিজ (Bordj Bou Arreridj) ও কোলবার্ট(Colbert)-এর সংযোগকারী রেখার দক্ষিণ দিকে প্রসারিত সমগ্র হোদনা এলাকা কন্স্টান্টাইনের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ও মধ্যে সা'হারা জুড়িয়া ইহার ব্যাপ্তি। যে সমস্ত আলজেরীয় যাযাবর উষ্মধ্বনি "ژ" উচ্চারণ করে (তানিয়াতু'ল-হাদ্দসহ) তাহাদের সকলেই উচ্চারণ এইরূপ। পূর্ব-দক্ষিণ

ALGERIA

CONIC EQUAL-AREA PROJECTION

SCALE OF MILES

SCALE OF KILOMETERS

Capitals of Countries
Other Capitals
International Boundaries
Wells
Railroads

© C. S. HAMMOND & Co., Maplewood, N. J.

ওরানে প্রচলিত উচ্চারণও ইহাই। (৫) ত্রিবর্ণমূল (ثلاثى مجرد) ক্রিয়া পদের বহুবচনের يضرب + او – يضربوا (তাহারা আঘাত করে) এই ওজন হয়। ত্রিবর্ণমূল বিশেষ্য পদে فعل হইতে فعلت গঠিত হয়; যেমন رقبة + ى = رقبتى আমার ঘাড়। এই বিষয়ে যাহা লক্ষ্য করা যায় তাহা হইল ঃ (ক) رقبتى، يضرب (প্রথম সিলেবলের উপর জোর দিয়া উচ্চারণ করা হয়) সারা কন্‌স্টান্টাইন এলাকায় শোনা যায়; ব্যতিক্রম শুধু আল-কান্‌তারা (যাহা উচ্চ আলজেরীয় সমভূমিতে অবস্থিত), সমগ্র পূর্বাঞ্চল, মধ্য ও পশ্চিম সাহারা; দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের উপভাষাসমূহের দেখা যায় জোর দেয়া স্বরবর্ণ দীর্ঘায়িত করার সুস্পষ্ট প্রবণতা; (খ) رقبت، يضرب শব্দমূলের মধ্যবর্ণটির দ্বিত্বকরণ ও দ্বিতীয় সিলেবলে জোর দেওয়া—এই নিয়ম প্রচলিত আছে আল-কান্‌তারা ও ফিলিপভিল এলাকাদ্বয়ে; যেখানে ঘোষ উষ্মবর্ণ সেইখানে এইগুলিই ব্যবহৃত রূপ; এইরূপ এলাকা উত্তর আলজেরিয়া এবং তানিয়াতুল-হাদ্দ; এইসব শব্দরূপ সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম ওরানেও ব্যবহৃত হয়। يضرب ও يضرب-এর মধ্যকার সীমারেখাটি তিয়ারেত (Tiaret) ও আল-ওয়াসাখ (El-Ousseukh)-এর মাঝখান দিয়া গিয়া শারকীশাত-এর উত্তর কিনারা ধরিয়া দক্ষিণে বাঁকিয়া গিয়াছে; পার্শ্বে রহিয়াছে পশ্চিমে মেশেরিয়া (Mecheria)-ও পূর্বে আইন সাফরা (Ain sefra)। (৬) ত্রিবর্ণের একটি বর্ণ حرف علة আছে এমন ক্রিয়ার ধাতুরূপে যেরযুক্ত ও যবরযুক্ত রূপ ঃ مشى হইতে يمشى (যাওয়া), نسى হইতে ينسى (ভুলিয়া যাওয়া) ঃ (১) বনি (Bone) হইতে আইন বায়দা (Ain Beida) নাগাদ তিউনিসিয়ার সীমান্ত সন্নিহিত উত্তর কন্‌স্টান্টাইনে এবং সিদী 'ওকবা (Sidi Okba) ও আল-ওয়াদ (El-Oued) পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব সাহারায় ঃ

يمشو، يمشى، مشو، مشت، (مشيے)، مشا، نسا، ينسو،

تنسى، ينسا، نسو، نسث، (نسيے)–

এই রকম শব্দরূপ প্রচলিত; (২) উপরে বর্ণিত উত্তর সীমা বিস্‌ক্রা (Biskra) ও মদ্‌কাল (Mdoukal)-এর বহিরাংশ হইতে হোদ্‌নার নিম্নভূমি এবং বীবান এলাকার মানসূরার উচ্চ ভূমি ও কাবিলিয়া পর্যন্ত সমগ্র মধ্যে কন্‌স্টান্টাইনে যেই সকল শব্দরূপ প্রচলিত আছে, সেইগুলি কতটা সহজে গঠনযোগ্য; যেমন ঃ

يمشى، يمشيو، مشاو، مشات، مشى، نسى، ينساو،

تنسا، ينسا، نساو، نسات،

এগুলির গঠন স্থায়ী বাসিন্দাদের উপভাষার অনুরূপ। (৩) সমগ্র বেদুঈন আলজেরিয়াতে অসম্পূর্ণ 'ই' স্বর ও অসম্পূর্ণ 'আ' স্বরের সাহায্যে ক্রিয়া পদের রূপান্তর একটি বিশেষ রীতিতে হয়; একদিকে يمشى، يمشو আবার অন্য দিকে ينسا، ينساو، تنساى; এই রীতির সীমা সাহারা হইতে সমুদ্র পর্যন্ত, ওরানের একটি অংশ যাহার পূর্ব সীমা একটি রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। ওরানের শহরতলীতে শুরু হইয়া রেখাটি চলিয়া যাইবে সেইন্ট ডেনিস দুসিগ (Saint Denis du Sig)-এর দক্ষিণে কাশেরুর (Cacherou) উত্তরে; ফ্রন্ডা (Frenda) থাকিবে ইহার পূর্বে আর ইহা আফ্‌লু (Aflou) ও গেরিভিল (Geryville)-এর মাঝখান দিয়া অগ্রসর হইবে। আবার এই রীতি লক্ষ্য করা যায় পশ্চিম ওরানে; এলাকাটির সীমা তেলেমসেনের পূর্বস্থ একটি হইতে শুরু করিয়া হোমেইয়ান (Homeyan)-এর পূর্বে দিকে গিয়া তারপর বাঁকিয়া গিয়াছে পশ্চিম দিকে আইন সাফরার উত্তরে। (৪) মধ্যওরানে প্রচলিত রূপান্তর تنسى، ينسو، يمشو মধ্যওরানের অন্তর্গত আইন তমুশানত (Ain Temou-chent) সিদী বেল 'আব্বাস (Sidi bel-Abbas) মাস্কারা, সাঈদা, মেশেনা (Mechena),, গেরিভিল, 'আইন সাফরা ও আওলাদ সিদী শায়খ (Ouled Sidi Sheikh)।

সকল বৈশিষ্ট্যের একটি সারণী প্রস্তুত করিলে আলজেরিয়ার উপভাষাসমূহের চারি বা পাঁচটি সুস্পষ্ট মৌলিক শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়; অবশ্য এই শ্রেণীবিভাগে এক এলাকার সীমা অতিক্রম করিয়া অন্য এলাকা আংশিকভাবে আবৃত করায় খানিকটা পরস্পর বিরোধিতা থাকিয়া যায়। আর তাহার ফলে এলাকাগুলির সীমারেখায় ও ভৌগোলিক সীমানায় অস্পষ্টতাও থাকিয়া যায়। যাহা হউক, সম্ভাব্য শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ ঃ

১। কন্‌স্টান্টাইনের বেদুঈন উপভাষাসমূহ ঃ লা কাল (La Calle) ও সৌফ (Souf) এলাকা (Cantineau-এর E গ্রুপ), ইহাতে উচ্চারিত হয়।

يمش، مشو، مشت، رقيتى، يضربو، ضرباتك، أه، غ،

ژ، ينس، تنسى، نسو، نست –

শব্দ শেষের ى শুধু – (যের) এ পরিণত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। দ্বিত্বস্বর সাধারণত 'এ' এবং 'ও' পরিণত হয়।

২। মধ্য ও পশ্চিম ওরানের বেদুঈন উপভাষাসমূহের (Cantineau-এর D গ্রুপ) হইতে উচ্চারিত হয়

يضربو، ضربتك، أهغ، ژ، ينسو، تنسى، يمشو،

رقبتى –

দ্বিত্বস্বর হয় শুদ্ধরূপে রক্ষিত হয় ى (ey) و (ow) অথবা নিছক এ এবং ও-তে পরিণত হয়।

৩। মধ্য ও সাহারীয় আলজেরিয়ার বেদুঈন উপভাষাসমূহ (Cantineau-এর A গ্রুপ) ইহাতে উচ্চারিত হয়; ژ، ق(غ-এর স্থলে) পেশ ('উ'-সূচক) رقبتى، يضربو، ضربتك, দ্বিত্বস্বর হয় শুদ্ধরূপে সংরক্ষিত হয় অথবা এ বা ও-তে পরিণত হয়।

৪। টেল এলাকা ও আলজেরিয়ীয় ওরান সাহিল এলাকার বেদুঈন উপভাষাসমূহ (Cantineau-এর B গ্রুপ) ج ,غ এবং 'উ' ও 'ও'-জ্ঞাপক – (পেশ)-এর উচ্চারণ, আর رقبتى، يضربو، ضرباتك উচ্চারণ, দ্বিত্বস্বর কখনও বা সংরক্ষিত হয়, আবার কখনও বা পরিণত হয় 'ঈ' 'উ'-তে শব্দ শেষের 'উ'-এর উচ্চারণ হয় 'ও'।

উপরিউক্ত ক্রিয়ার শব্দরূপ উপরে উল্লিখিত ৩ ও ৪ সংখ্যক গ্রুপ দুইটিতে একই ঃ

يمشو، مشاو، مشات مشا، تنساى، ا، نساو،

نسات، نسا।

৫। কন্‌স্টান্টাইনের উচ্চ সমভূমির উপভাষাসমূহ; হোদ্‌নার উত্তরস্থ এলাকা ও বোর্জবু আররেরিজ (Bordj Bou Arreridj) হইতে সেই বাউজ (Sey bouse) উপত্যকা পর্যন্ত প্রসারিত প্রশস্ত ভূখণ্ড ১, ৩ ও ৪

গ্রুপসমূহ ও স্থায়ী বাশিন্দাদের উপভাষাসমূহের (Cantineau-এর C গ্রুপ) মধ্যবর্তী স্থান দখল করিয়া আছে। এইখানে উচ্চারিত হয় ج ,غ, ع — (উ), ضربتك ،يضربو ،رقبتي দ্বিত্বস্বরঈ এবং উ-তে পরিণত হয়, আর (defective) [শব্দরূপ পুরোপুরি পুনরাবৃত্তি করা হয়] শহর ও গ্রাম্য উপভাষাসমূহের মত। এই উপভাষাগুলিকে স্বতন্ত্র গ্রুপ হিসাবে গণ্য না করিয়া একটি পরিপূরক গ্রুপ হিসাবে গণ্য করা চলে। এইগুলি পুরাতন যীরী (Zirid) রাষ্ট্র কাল'আ (Kal`a)-উপভাষা। এই কা'ল'আ রাষ্ট্র ছিল স্থায়ী বসতির কতিপয় জাতির কেন্দ্র; উহা এখন বিপুল সংখ্যক বেদুঈনের চাপে বিলুপ্ত।

এমন দাবি করা যায় না, এই শ্রেণীবিভাগের কোনও ব্যাখ্যা অনিশ্চিত ও বিতর্কিত ছাড়া অন্য কিছু হইতে পারে। বিষয়টির সূক্ষ্মতার কথা মনে রাখিয়াই কিছুটা ঝুঁকি লইয়া বলা যাইতে পারে, প্রথম গ্রুপ (তিউনিসীয় গ্রুপের সহিত সম্পৃক্ত হইতে পারে, W. Marcais যাহাকে সেই সুলায়মী (Sulaymite) উপভাষা গ্রুপ বলিয়া মনে করেন। তাঁহার অনুসরণ করিয়া আমরা ইহাকে 'স' (S) গ্রুপ বলিতে পারি। দ্বিতীয় গ্রুপ সম্ভবত পূর্ব মরোক্কীয় গ্রুপেরই একটি সম্প্রসারিত অংশ যাহাকে G.S. Colin মা'কিলী (Ma`kilian) আখ্যায়িত করিয়াছেন; আমরা ইহাকে 'ম' (M) গ্রুপ বলিতে পারি। তৃতীয় গ্রুপ সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ সাহারা বেদুঈন উপাদানসমূহ দ্বারা গঠিত যাহা সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও সর্বাপেক্ষা ঐক্যবদ্ধ; শামবা (The Chamba),লারবা (The Larbaa), আওলাদ নাইল (The Ouled Nail) ও আরব শেরাগা (The Arab Cheraga) ইহারই অন্তর্গত। এই সব যাযাবর জাতির উপভাষার এলাকা উত্তরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া প্রসারিত—পশ্চিম অপেক্ষা পূর্বেই অধিক যাযাবরদের পশু পালন ক্ষেত্রে ও উচ্চ সমভূমির তৃণক্ষেত্রসমূহ জুড়িয়া প্রসারিত। এই বৃহৎ এলাকায় উত্তরাংশ চতুর্থ গ্রুপের সহিত একত্রে একটি উত্তরণ এলাকা (Zone of transition)। এই সব উপভাষা শালিফ (Chelif) উপত্যকায় একত্রীভূত, আর ইহাদের এলাকা পশ্চিমে রেলিযান (Relizane) ও মোস্তাগানেম (Mostaganem)-এর শহরতলী ও পূর্বে মিত্তিজা (Mittidia) ও কাবিলিয়া (Kabylia) পর্যন্ত প্রসারিত। আমরা এইখানে দ্বিতীয় গ্রুপকে হ ১ ও চতুর্থ গ্রুপকে হ ২ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। আমরা ভাবিতেছি, হিলালী 'আরবীর অনুপ্রবেশ এই এলাকায় বিপুল পরিমাণে ঘটিয়াছে; আর উপভাষার 'আরবী উপাদান (হয়ত আথবেজ [Athbedj] ও জোগবা [Zoghba] উপজাতীয়গণ হইতে) যেনাতা (Zenata) উপাদানের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। উচ্চ সমভূমির উত্তরেও তেল আটলাস বারবার অবশ্য জনসমষ্টিতে 'আরবায়িত বারবার অনুপাত বেশী। পঞ্চম গ্রুপ একটি অত্যন্ত জটিল গ্রুপ; একদিকে শাওইয়া (Chaouia) আর অন্যদিকে বার্‌বার্ কাবিলিয়াদের মধ্যে ইহা একটি পেরেকের ন্যায় অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। হয়ত বা সাবেক 'আজীসা ও কুতামা এলাকায় হিলালী 'আরবী (রিয়াহ')-এর দৃঢ়মূল হওয়ার সহিত ইহাও সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা ইহাকে হ ৩ বলিতে পারি।

এই দাবি আমরা করিতেছি না, বিভিন্ন গ্রুপের উত্তরণ এলাকাসমূহের সঠিক প্রকৃতি আমরা নির্ণয় করিয়াছি অথবা তাহাদের মধ্যে এক উপভাষার উপরে অপর উপভাষার সম্ভাব্য প্রাধান্য নির্ণয় করিতে পারিয়াছি। তবে আমাদের এইরূপ ধারণা যে, হ ১ গ্রুপটি কয়েক শতাব্দীর অনুশীলনে অধিকতর বিস্তার লাভ করিতে পারিয়াছে, ইহাতে হ ২ ও হ ৩ গ্রুপদ্বয়ের বিস্তার ব্যাহত হইয়াছে। এইরূপ ঘটিবার কারণ হ ১ গ্রুপের লোকদের রাজনৈতিক প্রাধান্য। ব্যাপারটা ছিল জিগীষু যুদ্ধবাজ পশুপালক যাযাবরগণ কর্তৃক অর্ধ যাযাবর অর্ধ স্থায়ী বাসিন্দা ক্ষুদ্র চাষীদের মুকাবিলা করার। একইভাবে গ্রুপ হ ৩ অবশ্যই সজোরে পশ্চিম কন্স্টান্টাইনের স্থায়ী বসতির এলাকাগুলিতে ধাক্কা দিয়াছিল। এইভাবেই চাপাইয়া দেয়া বেদুঈন উপভাষা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে স্থায়ী বসতির উপভাষাসমূহ। এই সব উপভাষা কতিপয় বিলুপ্ত উপভাষার অতীত অস্তিত্বের সাক্ষী হিসাবে বিদ্যমান। অপরপক্ষে আরও সাম্প্রতিক কালে আমরা দেখি, বেদুঈনদের ভাষাগত সম্প্রসারণ শুধু যে প্রতিহত করা হইতেছে তাহাই নয়, উপরন্তু স্থায়ী বসতির লোকদের উপভাষার উপাদানসমূহের ক্রমেই জিত হইতেছে, বিশেষ করিয়া উত্তর এলাকার। বেদুঈনদের ভাষাগত সম্প্রসারণ প্রতিহত হওয়ার কারণ, পশুচারী জীবনে অবনতি আসিয়াছে আর বেদুঈন উপভাষা ভৌগোলিক সীমা সংকোচনের সম্মুখীনই শুধু হয় নাই, কোনও কোনও স্থলে নিশ্চিহ্ন হইতেছে।

যে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী ঝুঁকিপূর্ণ হইলেও এমন বিশ্বাসের প্রবণতা মনে জাগে যে, যেই সকল সামাজিক পরিবর্তনের ফল আলজেরীয় 'আরবী ভাষীদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অংশ, সেই সকল সামাজিক পরিবর্তন কথ্য বাগ্ধারাকে নূতন খাতেও প্রবাহিত করিতে পারে। তাহারা যেই দেশে বাস করে, সেইখানকার শহরগুলি সংখ্যায় অল্প, সেইগুলি দেওয়াল ঘেরা, রাত্রি হইলেই তাহাদের ফটকগুলি বন্ধ করা হয়। হাযার হাযার বৎসর ধরিয়া সেইগুলি চারণভূমিময় পল্লীর এক অজৈব যৌগিক পৃথিবীতে বিদেশী বহিরাগতের মত রহিয়া গিয়াছে। আধুনিক আলজেরিয়ার শহরগুলি পূর্বেকার রিজেন্সীর দূর-দূরান্তের জেলাসমূহের কতকগুলির উপরে বিপুল প্রভাব রহিয়াছে। কেননা এইগুলি শ্রমের বাজার ও জীবিকার উৎস -সেই শহর প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী হউক আর সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টিই হউক। ইহাদের কতক জনবহুল কর্মকেন্দ্র, আর সব অর্থনৈতিক কাজ-কারবারের কেন্দ্র। এই কথাও বলা যাইতে পারে, শহরগুলি এক ধরনের আলজেরীয় 'আরবী সৃষ্টির জন্য সারা দেশের বিভিন্ন উপভাষার এক মিশ্রণ করেই এই আলজেরীয় 'আরবীই পুরাতন আঞ্চলিক উপভাষাসমূহ নিশ্চিহ্ন করিতে সক্ষম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আসল 'আরবী ভৌগোলিক নামসমূহের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ আহ'মাদ তাওফীক' আল-মাদানীর جغرا فيه القطر الجزائرى, আলজিয়ার্স ১৯৫২ খৃ.; (২) W. Marcais, Le dialecte arabe parle a Tlemcen, প্যারিস ১৯০২ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, Le dialecte arabe des Ulad Brahim de Saida, প্যারিস ১৯০৮ খৃ.; (৪) Ph.Marcais, Contribution a l'etude du parler arabe de Bou Sa`ada, কায়রো ১৯৪৫ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, Le parler arabe de Djidjelli, প্যারিস ১৯৫৪ খৃ.; (৬) M. Cohen, Le parler arabe des Juifs d' Algers, প্যারিস ১৯১২ খৃ.; (৭) G. Delphin, Recueil de textes pour l'etude de l'arabe parle, প্যারিস-আলজিয়ার্স ১৮৯১ খৃ.; (৮) A. Dhina, Textes arabes du sud algerois, আলজিয়ার্স ১৯৪০ খৃ.; (৯) J. Desparmet, Enseinement de l'arabe dialectal, আলজিয়ার্স ১৯১৩ খৃ.; (১০) J. Cantineau Les parlers arabes du

department d'Alger, de Constantine, d'Oran, des Territoires du sud, Alger, RAfr, ১৯৩৮ খৃ., ১৯৩৯ খৃ., ১৯৪০ খৃ., ১৯৪১ খৃ.।

২। বার্বার উপভাষাসমূহ [দ্র. বার্বার]।

Ph. Marcais (E. I.²)/ খন্দকার তাফাজ্জুল হোসাইন

আলতাই (Altai) ঃ [শাব্দিক অর্থ ঃ শক্তিশালী]। প্রায় ১ হাজার মাইল দীর্ঘ মধ্যএশিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় অতি বৃহৎ পর্বতশ্রেণী। দক্ষিণ-পশ্চিমের সিসান দারয়ার তীর হইতে শুরু হইয়া উহা সেলেঙ্গা ও ওরখন নদী দুইটির উজান পর্যন্ত বিস্তৃত। ওব', ইরতিশ ও ইএনিস্‌সি (Yenissei) নদীত্রয় এই পর্বতমালা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এতদ্‌অঞ্চল ও উত্তর-পূর্ব দিকস্থ সন্নিহিত এলাকা সমেত আধুনিক কালের মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডই তুর্কী ও মোঙ্গল জাতির পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান। উতুকান (দ্র.) পার্বত্য এলাকার আশ্রয়স্থল ত্যাগ করার পর তুর্কীরা এই ভূখণ্ডে বহুকাল যাবৎ বসবাস করে। ওরখান-এর শিলালিপি অনুযায়ী আলতাই পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণাংশের প্রাচীনতম তুর্কী নাম Altin-yish (সোনালী পর্বতমালা), আর অভিন্ন অর্থে উহার চীনা নাম Kin-shan। গ্রীকারা যে নামটিকে Ektag বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (সম্ভবত আক তাগ=শ্বেত পর্বত), মনে হয় উহা Tien-shan সম্পর্কে হইবে (E.Chavannes কৃত Documents sur les Toukieu occidentaux, পৃ. ২৩৬ প.)। যে আধুনিক নামটির কালমাক (Kalmuck) যুগে সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায় তাহা মোঙ্গল শব্দ আলতান (স্বর্ণ)-এর সাথে সম্পর্কিত কিনা তাহা অনিশ্চিত। স্থানীয় অধিবাসীরা একটি ভ্রান্ত শব্দপ্রকরণে সাহায্যে alti ay, অর্থ 'ছয়মাস' অর্থে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Cotta, Der Altai, লাইপযিগ ১৮৭১ খৃ.; (২) J. Grano, Les formes du reliefs dans l'Altai russe, Helsongfors ১৯১৭ খৃ.; (৩) P. Fickeler, Der Altai, ১৯২৫ খৃ.; (৪) Bol'saya Sovetskaya Entsiklopediya², ২খ., ১৩৬-৫১। তুর্কী সভ্যতায় ইহার ভূমিকার জন্য তু. A. von Gabain, Steppe und Stadt im Leben der altesten Turken Isl., ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৩০-৬২ ও 'তুর্কী' প্রবন্ধ দ্র.।

B. Spuler (E. I.²)/মুহম্মদ ইলাহী বখ্‌শ

আলতাফ হোসেন (الطاف حسين) ঃ প্রসিদ্ধ সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও পাকিস্তান আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী। জন্মস্থান ও পৈতৃক নিবাস লাঙলা বড়বাড়ী, উপজেলা কুলাউড়া, জেলা মৌলবী বাজার। পিতা আলহাজ্জ মৌলবী আহমাদুল্লাহ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, মাতা রাবেয়া খাতুন। সিলেট সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, গৌহাটির কটন কলেজ, সিলেটের মুরারী চাঁদ কলেজ ও কলিকাতার সিটি কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানসহ) ডিগ্রী লাভ করিয়া সেইখানে ইংরেজীর প্রভাষক নিযুক্ত হন। পরে ১৯২৬ খৃ. সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়া কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ ও চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যাপনার পর ১৯৩৭ সনে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ হন। ইহার পর বৎসর বঙ্গীয় সরকারের জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক ও ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে অবিভক্ত ভারত সরকারের প্রেস উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। পর বৎসর পুনরায় তিনি বঙ্গীয় সরকারের জনসংযোগ পরিচালক হন। স্টেটসম্যান পত্রিকায় 'আয়নুল-মুলক' ছদ্মনামে ১৯৩৪ খৃ. হইতে প্রকাশিত তাঁহার ধারাবাহিক প্রবন্ধের মাধ্যমে কা'ইদ-ই-আ'জাম মুহাম্মাদ 'আলী জিন্নাহর সহিত পরিচিত হন। কলিকাতার দৈনিক 'The Morning News পত্রিকাতে 'শহীদ' ছদ্মনামে তিনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন। পরিশেষে কা'ইদ-ই-আ'জাম-এর ব্যক্তিগত আগ্রহে তিনি সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া তৎকালে দিল্লী হইতে প্রকাশিত মুসলিম লীগের মুখপত্র 'The DAWN'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন (অকটো- ১৯৪৫ খৃ.)। আযাদী আন্দোলন এই সময়ে চূড়ান্ত পর্যায় অতিক্রম করিতেছিল। ভারতীয় কংগ্রেস ও বৃটিশ সরকারের সুদৃঢ় ইচ্ছার বিরুদ্ধে অখণ্ড ভারতের মুসলমানদের জন্য সঠিক পথনির্দেশ ও তৎসঙ্গে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য তিনি চিরস্মরণীয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর 'The DAWN'-এর সম্পাদকরূপে তিনি করাচীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার লেখনী জাতি গঠনমূলক দায়িত্ব পালনে তৎপর হয়। যুগপৎ সাংবাদিকতার মান উন্নয়নেও প্রচেষ্টা চালাইয়া যান। তিনি আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনেরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সুদীর্ঘ ২১ বৎসরকাল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ সাধনার পর প্রেসিডেন্ট আয়্যুব খানের মন্ত্রিসভায় শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্যরূপে যোগদান করেন এবং সম্পাদকের পদে ইস্তিফা দেন (মার্চ ১৯৬৫ খৃ.)। প্রেসিডেন্ট তাঁহাকে 'হিলাল-ই কাইদ-ই-আ'জাম' খেতাবে ভূষিত করেন (১৯৫৯ খৃ.)। ১৯৬৮ সনের ২৬ মে তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঐ মাসের ১৫ তারিখে স্বাস্থ্যগত কারণে তিনি মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। ইসলামী ঐতিহ্য রক্ষার ব্যাপারে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এই শতকের চল্লিশের দশকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম বিরোধী প্রতীক চিহ্ন 'শ্রী-পদ্ম' (হিন্দুমতে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বরস্বতীর অপর নাম 'শ্রী') পরিবর্তনের জন্য মুসলিম ছাত্র সমাজ তুমুল আন্দোলন চালাইতে থাকিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ঐ প্রতীক চিহ্ন বদল করিয়া তদ্‌স্থলে কেবল 'পদ্ম কোরক' নির্বাচন করিতে হয়। ঐ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও জনাব আলতাফ হোসেন অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন।

তিনি নোয়াখালী জেলার রায়পুরা গ্রামের জমিদার জনাব সুজাত আলী (شجاعت على) চৌধুরীর কন্যা শামসুন্নাহার বেগমের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

তাঁহার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ করাচীর যেই স্থানে তাঁহার কবর বিদ্যমান সেই স্থানটিকে পৌরসভা কর্তৃক 'আলতাফ নগর'রূপে নামকরণ করা হইয়াছে।

তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে আছে (১) 'আল্লামা ইক্‌বালের শিক্‌ওয়াহ ও জাওয়াব-ই শিকওয়াহর তরজমা; (২) India The Last Ten Years, 1947 ও (৩) A Fortnight in Moscow, 1952 (ভ্রমণ কাহিনী)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ১৯৭২ খৃ. সং., পৃ. ২৩৫; (২) Biographical Encyclopaedia of Pakistan, ১৯৬৫ খৃ., সং., পৃ. ১৩৯; (৩). পাকিস্তান অবজার্ভার, ২৭ মে সংখ্যা, ১৯৬৮ খৃ.।

মুহাম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

আলতামিশ (দ্র. ইলতুতমিশ)

আলতিন ঃ (আলতুন) কোপরু, ক্ষুদ্রতর যাব (Lesser Zab) নদীর একটি শিলাময় ক্ষুদ্র দ্বীপে ছবির মত করিয়া নির্মিত ইরাকের একটি শহর ৪৪°৮' পূ. ৩৫°৪২' উত্তর)। বর্তমানে নদীটি উভয় তীর প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়। কিরকূক-এর কা'দা-তে একই নামের প্রদেশ (লিওয়া)-এ শহরটি (নাহিয়া) কেন্দ্র (হেড কোয়ার্টার)-রূপে ব্যবহৃত হয়; পূর্ববর্তী কালে ইহা মূসিল বিলায়েত-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই স্থানে যাব নদীটি কিরকূক ও ইর্‌বীল প্রদেশদ্বয়ের মধ্যবর্তী সীমানা চিহ্নিত করিত। স্থানীয়ভাবে 'আরবীতে শুধু 'আল-কানত'ারা' বলিয়া পরিচিত, উহার তুর্কী নাম (স্বর্ণ সেতু) নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বিশ্বাস করিয়া থাকে, ইহা ঐ নামের জনৈকা তুর্কী অথবা কুর্দী মহিলার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। অন্যরা মনে করে, যেহেতু সেতুটি দীর্ঘকালের বাগ্‌দাদ-মূসিল মহাসড়কে অবস্থিত, সেইজন্য পূর্বদিনের সমৃদ্ধ যাত্রীশুল্ক আদায়ের সহিত ইহা সংযুক্ত। আবার কাহারও কাহারও ধারণা, ইহা 'আলতিন-সু-কোপরু' অথবা 'আলতিন-সু-সেতু'-র একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। তবে ইহাও সমভাবে সম্ভব যে (বর্তমানে বিরলভাবে ব্যবহৃত), নদীর নামটি শহরের নামকেই কেবল প্রতিফলিত করিতেছে।

স্থানটি মধ্যযুগে এক অখ্যাত ও অনুল্লিখিত পল্লীমাত্র ছিল। ১১শ/১৬শ শতাব্দীতে সুলতান ৪র্থ মুরাদ কর্তৃক নির্মিত (বলিয়া কথিত) দুইটি সেতু নিমার্ণের পর এবং স্থিতিশীল প্রশাসনকালে স্থানটি গুরুত্ব অর্জন করে। অনেক ইউরোপীয় পর্যটক স্থানটি পরিদর্শন করিয়া উহার বিবরণ দিয়াছেন। বর্তমানে স্বাস্থ্যকর ও ছবির মত মনোরম বলিয়া বিবেচিত এই স্থানটির সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে পরিচ্ছন্নতা, সুবিধাদি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রস্তর নির্মিত বিখ্যাত সেতুদ্বয়ের দক্ষিণেরটিতে অকার্যকর অত্যুচ্চ একটি খিলান ছিল। ১৯২৮ খৃ. তুর্কীরা উভয় সেতু বিধ্বস্ত করে। পরে উহাদের স্থলে আধুনিক ইস্পাতের নূতন সেতু নির্মিত হয়। ইরাক রেলওয়ের কিরকূক-ইর্‌বীল শাখা সন্নিকট-উজানে যাব নদী অতিক্রম করে।

'আলতিন কোপরু'র ৩৫০০ অধিবাসী তুর্কী ও 'আরবদের সংমিশ্রণ। নাহিয়া (প্রান্ত)-এর অভ্যন্তরস্থ ত্রিশটি গ্রাম সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। এই সকল গ্রামের অনেক সমৃদ্ধ ও বিস্তীর্ণ কিরকূক তৈলক্ষেত্র (১৩৪৬/১৯২৭ সনে আবিষ্কৃত এবং ১৩৫৩/১৯৩৪ হইতে পূর্ণভাবে উন্নীত) এলাকার মধ্যে অবস্থিত। তৈলক্ষেত্রের কর্মতৎপরতা অধিবাসীদের অনেকেরই কর্মসংস্থান করে। তাহাদের অন্যান্য প্রধান পেশা ছিল কৃষি (আংশিক বৃষ্টি নির্ভর, আংশিক আধুনিক পদ্ধতির সেচ ব্যবস্থা-সমর্থিত), সড়ক -পরিবহন সম্পর্কিত, বিভিন্ন চাকুরী ও সরবরাহ কাজ, যাব নদীতে বিশেষ 'কেল্লেক' (চর্মাবৃত ভেলা) চালনার ব্যবস্থা ও পাইকারী ও খুচরা ক্রয়-বিক্রয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তুর্কী যুগ ঃ (১) V. Cuinet, Le Turquie d'Asie, ii, 855; (২) S.H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, Oxford 1925; (৩) Niebuhr, Reisebeschreib, nach Arabian, Copenhagen 1778, ii, 340; (৪) Olivier, Voyage dans l'empire Ottoman, Paris 1801, ii, 372; (৫) Rousseau, Description, du Pachali de Baghdad, Paris 1809, 85; (৬) C. J. Rich, Narrative of a journey to the site of Babylon, London 1839, ii, 10-2; (৭) Petermann, Reisen im Orient, Leipzig 1861, ii, 319; (৮) Czernik, in Petermann's Geogr. Mitteilungen, Erganzungsheft, no. 44 (1875), 47; (৯) আরও দ্র. K. Ritter, Erdkunde, ix, 637-9; (১০) E.Reclus Norw, geogr. univ, ix, 431; (১১) G.Hoffmann, Auszuge aus syr, Akten pers. Martyrer, 1880, 258, 263, বিংশ শতাব্দীর জন্য ঃ (১২) S. H. Longrigg, Iraq 1900 to 1950, London 1953.

S. H. Longrigg (E.I.²) / ডঃ মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

আল্‌তিন্‌তাশ ঃ (Altintash) (আল্‌তুন্‌তাশ, স্থানীয় উচ্চারণ আল্‌তিন্‌দেশ, আনাতোলিয়ার একটি গ্রাম এবং 'কুতাহয়া বিলায়েত ও কা'দা-এর অন্তর্গত একটি নাহিয়া (যদিও নাহিয়ার রাজধানী এই গ্রামটিতে নহে, বরং একটু পশ্চিমে অবস্থিত 'কুরদকোয়' নামক গ্রামে), আফ্‌য়ূন কারা হিস'ার-কুতায়া সড়কের কিছুটা পশ্চিমে এলাকায় ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত। গ্রামটিতে উনবিংশ শতাব্দীর একটি turbe ও পুরাতন দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যখণ্ড সম্বলিত একটি আধুনিক মসজিদ আছে। এই মসজিদ একটি প্রাচীনতর ও বৃহত্তর মসজিদের স্থানে নির্মিত (সালজূক 'আলাউদ্দীন কায়কুবাদ কর্তৃক নির্মিত)। পূর্ববর্তী মসজিদটির নির্মাণ সংক্রান্ত উৎকীর্ণ লিপি 'আক্‌শেহির' যাদুঘরে রক্ষিত আছে বলিয়া কথিত আছে। বর্তমানে বারান্দায় অবস্থিত উৎকীর্ণ লিপিটিতে একটি সেতু নিমার্ণের উল্লেখ দেখা যায় এবং উহাতে ৬৬৬/১২৬৭-৮ সন লিখিত আছে। উক্ত স্থানে ক্ষুদ্র দুইটি পুরাতন সেতু বর্তমান।

'পার্শ্ববর্তী 'চাকারসাঙ' (অধিবাসীদের 'চাকিরসায')-এ অসাধারণ বারান্দাযুক্ত প্রাচীন একটি 'উছ'মানী খান (পাঁচটি কড়িকাঠসহ লোকজন বসিবার তিনটি প্রধান অংশ) আছে, যাহার অভ্যন্তরেও প্রাচীন কালের কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যখণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে।

'আল্‌তিন্‌তাশ ছিল ব্রুসা' (ও উস্‌কুদার) হইতে 'কুতাহ্য়া' হইয়া 'আফ্‌য়ূন ক'ারা হিস'ার' ও 'কুনয়া'গামী মহাসড়কের পার্শ্বে একটি বিশ্রামস্থল এবং সম্ভবত এই বিশ্রাম স্থলটি 'চাকারসায'-এর সহিত সম্মিলিতভাবে গঠিত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Cl.Huart, Konia, প্যারিস ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ৮৭, ২৫৪; (২) 'আলী জাওয়াদ, মামালিক-ই উছ'মানিয়্যিনিন তারীখ ওয়া জুগ'রাফিয়া লুগাতি, পৃ. ২৬; (৩) Fr. Taeschner, Das anatolische Wegenetz, লাইপযিগ ১৯২৪-৬ খৃ., নির্ঘণ্ট।

Fr. Taeschner (E. I.²) / ডঃ মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

আলতী পারমাক ঃ (Alti parmak), পায়ে ছয়টি আঙ্গুলবিশিষ্ট লোক' মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ, তুর্কী পণ্ডিত ও অনুবাদক। তিনি 'উস্‌কুপ (Uskup)-এ জন্মগ্রহণ ও শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি বায়রামিয়্যা (দ্র.) সূফী তরীকায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ধর্ম প্রচারক (ওয়া'ইজ') হন এবং প্রথমে ইস্তাম্বুল ও পরবর্তী কালে কায়রোতে শিক্ষকতা করেন। সেইখানেই ১০৩৩/১৬২৩-২৪ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ (১) 'দালাইল-ই-নুবুওওয়াত-ই মুহাম্মাদী ওয়া শামা'ইল-ই-ফুতুওওয়াত-ই-

আহ'মাদী, মুল্লা মিস্‌কীন (মৃ. ৯০৭/১৫০১-২) নামে পরিচিত মু'ঈনুদ্দীন ইব্‌ন শারাফুদ্দীন ফারাহী বিরচিত ফারসী গ্রন্থ মা'আরিজুন-নুবূওওয়া-র অনুবাদ। তাঁহার রচিত অনেক পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুল, কায়রো ও অন্যত্র রহিয়াছে; এতদ্ব্যতীত ইস্তাম্বুলে মুদ্রিত সংস্করণ ১২৫৭ ও বূলাক ১২৭১ (দ্র. Storey, i, 188; Brockelmann, S II, 661.)। গ্রন্থখানার বিষয়বস্তুর বিশদ বিবরণের জন্য দ্র. Flugel, Handschr. Wien, ii, no. 1231. তিনি অনুবাদ করিয়াছেন ঃ (২) ফারসী গ্রন্থ নিগারিসতান'-এর যাহা জামীর রচনা নহে (যেমন বলিয়াছেন Brockelmann, ২খ., ৫৯০, বরং আহ'মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ গা'ফফারী কৃত (মৃ.৯৭৫/১৫৬৭-৬৮; তু. Storey, ১খ., ১১৪)। অনুবাদ গ্রন্থখানির নাম নুযহাত-ই-জাহান ওয়া নাদিরাত-ই-দাওয়ারান। উহার কয়েকটি পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলে রহিয়াছে। তাঁহার আরেকটি অনুবাদ গ্রন্থের নাম (৩) কিতাব-ই সিত্তীন জামি' লাতা'ইফুল-বাসাতীন। ইহা আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন যায়দ তূ'সী প্রণীত ৬০টি 'বৈঠকে' সমাপ্ত আল-কু'রআনের সূরাঃ য়ূসুফ-এর গূঢ় অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা। তূ'সীর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ অনিশ্চিত (তু.Storey, ১খ, ২৯, ১০ নং)। ইস্তাম্বুলের কোপরুলু লাইব্রেরীতে ইহার একখানি পাণ্ডুলিপি আছে।

সর্বশেষে (৪) অলংকারশাস্ত্রের সহিত সম্পর্কিত কাশিফুল-'উলূম ওয়া ফাতিহু'ল-ফুনূন নামক একখানি উদ্ধৃতি পুস্তকের ব্যাখ্যার (Commentary) তদীয় অনুবাদ শারহ' তালখীসি'ল-মা'আনী; পাণ্ডুলিপিটি ইস্তাম্বুলের 'উমূমী লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। আত-তাফতাযানী (তু. Brockelmann, ১খ., ৩৫৪) প্রণীত মুতাওওয়াল (Hadjdji Khalifa, সম্পা. Flugel, ২খ., ৩৫৪১ নং) পুস্তকের যে অনুবাদ করেন, ইহা তাহা হইতে অভিন্ন বলিয়া ধারণা করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-মুহি'ব্বী, খুলাস'াতু'ল-আছার, ৪খ., ১৭৪; (২) ব্রুসালী মুহাম্মদ তাহির, Uthmanli Muellifleri, ১খ., ২১২।

J. Schacht (E. I.[2])/মুহাম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

আলতুনতাশ (দ্র. আল-হা'জিব আবূ সাঈ'দ)

আল্‌প (آلپ), ঃ তুর্কী, (১) প্রাচীন ও আধুনিক উভয় প্রকার কয়েকটি তুর্কী ভাষায় হিরো, বীর, সাহসী ও শক্তিশালী অর্থে ব্যবহৃত একটি শব্দ। ইহাকে ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যরূপেও ব্যবহার করা যায় এবং একটি গুণ, একটি বিষয় ও গোত্রীয় প্রশাসনে সৈন্যবাহিনীর একটি দলের নামরূপেও ইহার প্রচলন রহিয়াছে (এ. জাফর ওগলু, Uygur Sozlugu, ইস্তাম্বুল ১৯৩৪ খৃ.)।

এশিয়া ও য়ূরেশিয়ার মরু অঞ্চলসমূহের যেই সকল তুর্কী ও অন্য আলতাঈ গোত্রসমূহ অবিরাম কঠিন যুদ্ধ-বিগ্রহের জীবন যাপন করিত, তাহাদের মধ্যেও হুবহু একই অর্থবোধক ভিন্ন শব্দের ব্যবহার ছিল, যাহা মঙ্গোলীয় ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ 'বাগাতুর' (বাতুর=বাহাদুর), পরবর্তী কালে তুর্কী ভাষায় প্রবেশ করে। অপরাপর আলকাঈ ভাষাসমূহে তুর্কী ভাষায় আল্‌প শব্দের সম্পূর্ণ সমার্থক শব্দ রহিয়াছে। তুর্কী ভাষায়, বিশেষত ওগূ'য কথার একটি শব্দ রহিয়াছে 'Sokmen' যাহা প্রায় অনুরূপ অর্থ বহন করে। ইহার অর্থ 'শত্রুসেনার বৃহ ভেদ করিয়া অগ্রগামী ব্যক্তি' (কাশ্‌গারী, দীওয়ান লুগা'তিত-তুরক, ১খ., ২৭০)। আবার 'চাপার' শব্দটিও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আরতুক' গোত্রের একটি অংশকে ইহার প্রতিষ্ঠাতা সুকমান ইব্‌ন আরতুকে'র নামানুসারে 'সুকমেনলার' বলা হইত। আখলাতে'র 'এরমেন-শাহলার'-এর বংশধরদের মধ্যেও এই নামের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 'উছ'মানী শাসনকালে 'সেকবান' নামটি (যাহা 'য়েকীচেরী'-র একটি অংশ ছিল) ফাসী 'সেগাবান' শব্দ হইতে হয় নাই, যেমন সাধারণত বোঝা যায়, বরং উক্ত শব্দটি 'সুক্‌মেন' শব্দ হইতে গঠিত হইয়াছে। আনাতোলিয়ায় ইহা এখন পর্যন্ত seymen-রূপে ব্যবহৃত হয়।

আমরা জানি, প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় সকল তুর্কী ভাষায় 'আলপ' শব্দটি বিদ্যমান রহিয়াছে। উয়খূন ও উয়ুগূ'র বর্ণে লিখিত গ্রন্থাবলীতে নির্দিষ্টবাচক বিশেষ্য বা গুণাবাচক বিশেষ্য অথবা বিষয় অর্থে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় (Thomsen, Radloff. Bang, Vonle Coq প্রমুখের প্রকাশিত পাঠে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে, যথা-আল্‌প তুগ'রিল, আলপ তূলোক, আল্‌প তিগিন, আল্‌প কুশ্‌, আলপ আর্‌সলান, আল্‌প আরগু ইত্যাদি)। উরখূন শিলালিপি হইতে জানা যায়, শাহযাদা কূলতেগীনের বাহন অশ্বের নাম ছিল 'আলপ শালচী'। সকল যোদ্ধা জাতির ন্যায় তুর্কীদের মধ্যেও প্রাচীন কাল হইতেই সাহসী অশ্বসমূহকে এই প্রকার নাম দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল (দ্র. আত آت শীর্ষক নিবন্ধ, তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ)। বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী হইতে জানা যায়, কাস্পিয়ান সাগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসিগণও (খাযার-লার) এই শব্দটি ব্যবহার করিত (Ghevond Histoire de Guerres et des Conquetes des Arabes en Armenie, G. Chahnazarian-কৃত ফরাসী অনুবাদ, প্যারিস ১৮৫৭ খৃ., পৃ. ৩৯ 'আলপ্‌ তারখানা'; J. Marquart, Osteuropaische und ostasstatische Streifzuge, Leipzig 1903, p.302, 514, Alp-ilut'ver)।

পরবর্তী কালের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এই শব্দটি, যাহা কূতাদগু-বিলিগ (Kutadgu-Bilog), দীওয়ানু লুগাতিত তুর্ক ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত অভিধানসমূহে (Houtsma-এর তুর্কী-'আরবী অভিধানে, ইব্‌ন মুহান্না ও আবূ হায়্যানে) এবং প্রাচীন তুর্কী বর্ণনাসমূহে [কা'ওওয়ামুদ্দীন, নাহ'জু'ল-ফারাদীস দেন দেরলেনেন তুরকজাহ সোযলার (Nahcal-fardis ten derlenen turkce sozler)] পাওয়া যায়, বিশেষত ওগু'য গোত্রসমূহে ইহার বহুল ব্যবহার ছিল, এমনকি প্রাচীন তুর্কী শব্দ 'আলীপ'-রূপেও উপরিউক্ত অর্থে আলতাঈ, আবাকান, কাযাক ও কি'রগীয ভাষাসমূহে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীন যুগের বাহিনীসমূহে নির্দিষ্টবাচক বিশেষ্যরূপে ইহার ব্যবহার রহিয়াছে, যেমন আসালীপ কা'রশীগা, আলীপ সালায়, কুয্‌গুন আলীপ, কানতায় আলীপ, আলীপ সুয়ান, আলপামীশ ইত্যাদি। খুব সম্ভব উপরিউক্ত তুর্কী গোত্রসমূহ মোঙ্গলদের বিজয়ের পরবর্তী শতাব্দীতে বাহাদুর অর্থে মঙ্গোলীয় শব্দ 'বাগাতুর'-কে 'বাতির' ও মাতিররূপে গ্রহণ করে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রাচীন কাল হইতে ব্যবহৃত আলপ (আলীপ) শব্দটি তাহাদের নিকট অপরিবর্তিত থাকে।

প্রাচীন তুর্কী বর্ণনাসমূহে ও যেই সকল যুদ্ধের কাহিনীতে এই সকল বর্ণনা সংরক্ষিত আছে, ইহা আলপ নামে প্রাচীন কাল হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। মাহ'মূদ কাশগারী লিখিয়াছেন, তুর্কীগণ তাহাদের লোককাহিনীর একজন বিখ্যাত শাসককে 'তুনকা আল্‌প আর' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

তিনি ইরানীদের নিকট আফরাসিয়াব নামে খ্যাত (দীওয়ান লুগ'াতিত-তুর্ক, ৩খ., ১১০, ২৭২)। কু'তাদগু বিলিগ-এ খ্যাতনামা তুর্কী শাসকদের মধ্যে 'তুনকা আলপ'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. কু'তাদগু বিলিগ, ইসতাম্বুল সংস্করণ, ১৯৪২ খৃ., ১খ., ১৩২) এবং ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে, 'তাজীকলার' (তুর্কিস্তানের ইরানী বংশোদ্ভূত লোক) তাঁহাকে আফরাসিয়াব বলিয়া থাকেন (J.Deny, Apropos d'un traite de morale turco, in RMM, 1925, ix, 205)। 'তুন্‌গা শব্দ দ্বারা এমন একটি ব্যাঘ্রকে বুঝায়, যাহা এতই শক্তিশালী যে, ইহা একটি হাতীকে হত্যা করিতে সক্ষম (মাহ্‌মূদ কাশগারী ইহাকে 'বাব্‌র' বলিয়া থাকেন)। প্রাচীন তুর্কী নামসমূহে এই শব্দটি পরোক্ষভাবে বাহাদুর অর্থে প্রায়ই ব্যবহার করা হয় (Pelliot, Notes sur le Turkestan de M.W. Toung Pao, Bathold, 1930, xxvii, ৩৩ প.)। বহু তুর্কী পরিবার দাবি করিত, তাহাদের বংশ বীর আফরাসিয়াবের সংগে মিলিত হয় এবং তাহারা তাঁহাকে 'আলপ' উপাধি দান করিত। এই উপাধিটির প্রাচীনত্ব প্রকাশের জন্য কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, ইহা এমন একটি প্রাচীন কিংবদন্তীর উপর ভিত্তিশীল যাহা পঞ্চম শতাব্দীর 'কারখানা লীলার'-এর শাসনকালেও প্রচলিত ছিল। পূর্ব তুর্কিস্তানে এই শব্দটির প্রাচীনত্বের প্রমাণ এই যে, তূরফান নামক স্থানে 'আল্‌প আতা'-র মাযার রহিয়াছে (মুহ'াম্মাদ ফুওয়াদ কোপরুলু, তুর্‌ক আদাবিয়্যা-তানদাহ্‌-ঈল্‌ক্ মুতাসা'াওবিফ্‌লার, ১৯১৮ খৃ., পৃ. ৭১)।

প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য হইতে ইহা প্রমাণিত হয়, 'আল্‌প্' শব্দটি ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে তুর্কীদের মধ্যে নির্দিষ্টবাচক বিশেষ্যরূপে অথবা সম্মানজনক উপাধিরূপে সাধারণভাবে ব্যবহৃত ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পরও শব্দটির ব্যবহার অব্যাহত থাকে। দশম শতাব্দীতে দামিশ্‌কের 'আব্বাসী গভর্নর ছিলেন আলপ্‌তেগীন, গাযনীর সালাত'ানাতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আল্‌ফতেগীন, বুখারার 'হ'াযীব ছিলেন আলফতেগিন। অপর একজন আলফতেগীন সুলত'ান মাস'উদ গাযানাবীর দরবারে প্রতিনিধিরূপে আগমন করিয়াছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে কারা খিতায় রাজবংশের পক্ষ হইতে সামারক'ান্দের গভর্নরও ছিলেন আলপ্‌তেগীন। বিরাট সালজূক' সাম্রাজ্যের কোন কোন আমীরের নাম ছিল আলপ গুন (কু'শ), আলপ আগাজী আলপ আরগু, আলপ আরগূন ও সালজূক' বাদশাহকে বলা হইত আল্‌প আরসলান। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আল্‌প আরগুন নামক আমীর 'হাযার আসবলার'-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল্‌প আরসলান দামিশকের সালজূক'র অন্তর্গত একজন শাসক ছিলেন; সামারকান্দে আল্‌প এরখান ক'ারাখানলীলার-এর মধ্য হইতে একজন আমীর ছিলেন। আনাতোলিয়ার সালজূক'দের শাসনামলে নূহ' আলপ রুকনুদ্দীনের একজন আমীর ছিলেন এবং মাহ'মূদ আল্‌প 'ইযযুদ্দীন কায়কাউসের পক্ষ হইতে সীওয়াস-এর 'ইনবাশী' (শাসক) ছিলেন। ইব্‌ন বীবী তাঁহার মুখত'াসার গ্রন্থে এই উপাধিটিকে 'ইল্লী বাশী'রূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং আওন বাশী (দশের নেতা), যূযবাশী (এক শতের নেতা), বেক বাশী (হাযারের নেতা) প্রভৃতি উপাধিটিকে সামনে রাখিয়া ইমঈল হ'াক্‌ক উযুনকারশীলী এই উপধিটিকে ইল্লা বাশী (পঞ্চাশের নেতা) পড়িয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহাতে ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকে(ন এই সম্পর্কে দ্র. 'উছ'মানলী দেওলাতী তেশকীলাতীনা মেদখাল, ইস্তাম্বুল ১৯৪১ খৃ., পৃ. ১১১) এই বিষয়ে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই যে, আনাতোলিয়ার সালজূক'দের জায়গীরদারী সৈন্যবাহিনীকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ সৈন্যের এক একটি দলে বিভক্ত করা হইত। তবে ইহা জানা যায়, মুগল ও তুর্কী সুলত'ানগণ স্বীয় সামরিক বিন্যাসে সাধারণত দশ-দশ সৈন্যের একটি দলে এই বিন্যাস অনুসরণ করিতেন। এই কারণে উক্ত শব্দটিকে 'ঈল বাশী' (বি'লায়াতের শাসক) পড়া অধিকতর সঠিক বলিয়া মনে হয়। আবার হুসামুদ্দীন আলপ সারা ও কাসত'মূনী-র আমীর আলপ যুরুক এবং পরবর্তী কালে 'উছ'মানী তুর্কীদের প্রথম দিকের ইতিহাস এমন সব বীরদের কাহিনীতে ভরপুর, যাঁহাদের উপাধি ছিল 'আল্‌প'। দশম শতাব্দী হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বাদশাহ হইতে শুরু করিয়া সাধারণ সেনানায়কসহ অসংখ্য লোক 'আলপ' শব্দটিকে নির্দিষ্টবাচক বিশেষ্য অথবা উপাধিরূপে ব্যবহার করিয়াছেন (অধিকন্তু দ্র. Howorth, History of the Mongols, ২খ., ১, ১৪, ৫১৫; ৩খ., ৯৫২)। শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার ইহা দ্বারা প্রতীয়মান যে, ট্রান্স অক্সিয়ানা (মা ওয়ারাউ'ন-নাহর) হইতে শুরু করিয়া আনাতোলিয়া পর্যন্ত যেইসব এলাকায় তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল অথবা যেইসব অঞ্চলে তুর্কী গোত্র বসতি স্থাপন করিয়াছিল, সেই সব অঞ্চলে 'আল্‌প' শব্দটি অন্যান্য তুর্কী অথবা ইসলামী নামের সংগে মিলিত হইয়া নির্দিষ্টবাচক বিশেষ্যে পরিগণিত হইয়াছিল (সেই সময়ের বিভিন্ন 'আরবী ও ফারসী বরাতে এই নামটি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার জন্য মুদ্রিত পুস্তকাদির নির্ঘণ্ট দেখুন)। আল্‌প-এর অপর একটি রূপ 'আল্‌পী'ও রহিয়াছে। ইহাকে কোন কোন সময় নির্দিষ্ট নামরূপে দেখা যায় যেমন মারদীনের 'আরতুক'লার' রাজবংশের নাজমুদ্দীন 'আলী আল্‌পী ও 'ইমাদু'দ্দীন আল্‌পী (দ্বাদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে)।

এই শব্দের সংগে সংশ্লিষ্ট অপর একটি শব্দ রহিয়াছে আলপাগূ (য়ালপাগূ আলপাগূ'ত আলপাউদ)। উরখুন শিলালিপিতে ইহা নির্দিষ্টবাচক বিশেষ্যরূপে বিদ্যমান (Thomsen, Inscriptions de l'Orkhon, হেলসিংফোর্স ১৮৯৬ খৃ., পৃ. ১৬৩)। উয়গু'র-এর প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় (Muller Zwei Pfahlinschr, ২৩, ৩২; ঐ লেখক, Uigurische Glossen Festscerift fur Friedrich Hirth, বার্লিন ১৯২০ খৃ., পৃ. ৩১৭)। Thomsen-এর উক্তিটি সঠিক নয় যে, উরখূন শিলাপিলিতে উল্লিখিত এই শব্দটি ক'ারায়িম (Karayim), তুবূল (Tobul), চাগাতায় (Cagatay) ও কাযান (Kazan) ভাষায় বিদ্যমান শব্দটি হইতে ভিন্নতর (Radloff, Worterb, ১খ., ৪৩০ প.)। উক্ত শিলালিপিতে উল্লিখিত শব্দটি 'আলপ' শব্দের সম্পূর্ণ অনুরূপ। ইহা একটি বিশেষ্য অথবা বিশেষণ এবং সম্পূর্ণ এই প্রকারের একটি উপাধি (অধিকন্তু দ্র. Nemeth Gyula Ahonfglalo Magyyarsag Kialakulasa, Budapest 1930, পৃ. ২৫৯-২৬০)। তুর্কী গোত্রসমূহের নামে এই উপাধিটির নমুনা পরিলক্ষিত হইয়াছে। এইভাবে জানা যায়, পরবর্তী কালে ইহা একটি গোত্রের নামে পরিণত হইয়াছে। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত যেই সকল গোত্র আক'কূয়ূনলূ ও সাফাবী শাসকদের অধীনে বসবাস করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে আলপাগূত নামে একটি তুর্কী গোত্র ছিল।

(২) ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে বিভিন্ন তুর্কী শাসকদের শাসনামলে যেইভাবে শব্দটি প্রচলিত ছিল, ইসলামের আবির্ভাবের পরেও তুর্কী সাম্রাজ্যে বিশেষত বিরাট সালজূক' সাম্রাজ্যে 'আল্‌প' শব্দটি সরকারী উপাধিরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। কিছু বিরল ঐতিহাসিক বরাতে ও

বিশেষত শিলালিপিসমূহে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেহেতু এই সম্পর্কিত রাজনৈতিক দলীল-দস্তাবেয খুবই কম, এইজন্য মধ্যযুগের তুর্কী সুলত'ানদের উপাধি সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে শিলালিপি বিশেষ গুরুত্ববহ। কেননা উহাতে অনেক সময় সেই সকল সরকারী খিত'াব বা উপাধির সাক্ষাত পাওয়া যায়, যাহা শাসক শাহ্যাদা ও সরকারের প্রধান প্রধান ব্যক্তির নামের সংগে সরকারী উপাধিরূপে ব্যবহৃত হইত। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে একাদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্তকার শিলালিপি ও অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্র দ্বারা 'আল্প' শব্দটিকে সরকারী উপাধিরূপে ব্যবহার সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সালজূক' সুলত'ান, এমনকি সালজুক' সুলত'ানের সমর্থক সালজূকী বংশীয় আমীরগণও 'আল্প' উপাধিটি ব্যবহার করিতেন না। নিজ'ামী 'আরূদী রূমের সালজূক'দের পূর্বপুরুষ কু'তুলমুশের জন্য 'আল্প গ'াযী-র যে উপাধিটি ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা একটি নিস্‌বাস্বরূপ। অন্যথায় কোন ঐতিহাসিক দলীলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। মির্‌যা মুহ'াম্মাদ ক'ায্‌বীনী ইহার সঠিক আলোচনা করিয়াছেন (চাহার মাক'ালা, পৃ. ৪৫, ১৮২ প.)। এই উপাধিটি সালজূক' আমীরদের জন্য ব্যবহৃত হইত। পরবর্তী কালে সালজূক' সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী আমীরগণ অন্যান্য প্রাচীন তুর্কী উপাধি, যথা– ঈনান্‌জ (সচিব), কু'তলুগ্' (সচ্ছল), বিল্‌গেই =Bilge (বুদ্ধিমান)-এর সংগে 'আল্প' উপাধিটিকেও সরকারী উপাধির অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেন। 'আল্প' উপাধিটি সর্বপ্রথম আলেপ্পোর আক'সুনগু'র-এর একটি শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপাধি ধারণকারী সুলত'ান মালিক শাহের একজন আমীর ছিলেন। পরবর্তী কালে দামিশ্‌ক', আল-জাযীরা ও সিরিয়ার আতাবেক ও আরতুকী শিলালিপিসমূহে আল্প কুতলুগ, আল্প কু'ত'লুগ, আল্প ঈনান্‌জ্‌ কুত'লুগ' ও আল্প গ'াযী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় (তু. Repertoire Chronologique d'epigraphie arabe, L'Institut Francais d'Archeolgie orientale, কায়রো ১৯৩১-১৯৩৭ খৃ., সংখ্যা ২৭৬৪, ৩০২১, ৩০৭২, ৩০৮৫, ৩১১১, ৩১১২, ৩১৪৬; Van Berchem, Amida, Heidelberg 1910, পৃ. ৭৬, ৯২, ১০৪, ১২০ ১২২; ঐ লেখক, Arabische Inschriften aus Armenien und Diarbekr, বার্লিন ১৯১০ খৃ., পৃ. ১৪৮ প.)। কোন কোন মুসলিম ঐতিহাসিকের রচনায় এই সকল শিলালিপির সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইবনু'ল-ক'ালানিসী বর্ণনা করেন, আতাবেক যাঙ্গীর শিলালিপিতে উল্লিখিত উপাধি ছাড়াও 'আল্প গ'াযী' উপাধি ছিল (History of Damascus, সম্পা. H.F Amedroz, বৈরূত ১৯০৩ খৃ., পৃ. ২৮৪)। এই সকল গ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত বংশের সহিত সম্পর্কিত যেই সকল শাসকের উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহাদের সরকারী উপাধি হুবহু সেইরূপেই উল্লিখিত আছে, যেইরূপভাবে শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে 'আল্প' ঈনান্‌জ কু'তলুগ' খিত'াবটিরও উল্লেখ রহিয়াছে (দ্র. Discoride-এর হস্তলিখিত অনুবাদের ভূমিকা, যাহা মাশ্‌হাদ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে, অধিকন্তু উক্ত গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা, তেহরান সংস্করণ, সংখ্যা ২৭)।

মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাবে তুর্কী উপাধি 'আল্প'-এর সঙ্গে 'গাযী' উপাধি সংযোজিত হয়। শুরু হইতেই নিকটপ্রাচ্যের প্রায় সকল দেশে ইহার প্রচলন ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই উপাধিটি কেবল সালজূক' অঞ্চলেই ব্যবহৃত হইত না, বরং সালজূক'দের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবাধীন অঞ্চল গূ'রীদের রাজ্যের ন্যায় অন্যান্য রাজ্যেও সাধারণভাবে ইহার ব্যবহার ছিল। গূ'রীদের পক্ষ হইতে নিয়োজিত হারাতের গভর্নর নাসি'রু'দ্দীন আল্প গ'াযী ইহার উদাহরণ। তিনি সুলত'ান গি'য়াছু'উদ্দীন গূ'রীর ভাগিনা ছিলেন। তিনি সুলতানের সংগে কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মৃত্যুর সময় (৬০০/১২০৩) তিনি হারাতের গভর্নর ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি এই উপাধিটি সালজূক' উপাধির প্রভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, লক্ষ্য করিবার বিষয়, সালজূক'দের ন্যায় এই উপাধিটি সুলতান ও শাহ্যাদাদের জন্য ব্যবহৃত হইত না, বরং শাহী পরিবারের সহিত সম্পর্কিত মহিলাদের সন্তানদেরকে এই উপাধিটি প্রদান করা হইত (ত'াবাক'াত-ই নাসি'রী, ফারসী মূল পাঠ, কলিকাতা ১৮৪৬ খৃ., পৃ. ১২১; Brown ও ক'াযবীনী, লুবাবুল-আলবাব, মুহ'াম্মাদ 'আওফী, লন্ডন ১৯০৬ খৃ., পৃ. ১৫৯, ৩৩১; তারীখ সিস্‌ত'ান, সম্পা. মালিকু'শ-শু'আরা বাহার, তেহরান ১৩১৪ শ., পৃ. ৩৮৮; মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ক'ায়স আর-রাযী, আল-মু'জামু ফী মা'আয়ীরি আশ'আরি'ল-'আজাম, লন্ডন ১৯০৬ খৃ., পৃ. ৩৪৬)। জানা যায়, এই খিত'াবটি সালজূক' খাওয়ারিয্‌ম শাহী ও আতাবেকদের কোন কোন বিশিষ্ট সরকারী কর্মকর্তাগণকেও প্রদান করা হইত। কিন্তু তাহাদের খিতাবের সংগে কু'ত্‌লুগ' ও ঈনান্‌জ-এর অনুরূপ শব্দ সংযুক্ত করা হইত না, বরং আল্প-এর সংগে এমন কোন উপাধিকে সংযুক্ত করা হইত, যাহা আমীর ও সেনাপতিদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ৫৬৪/১১৬৮ সালে সিয়াসাত নামার সা'হি'ব-ই কাবীর আল্প জামালুদ্দীনের নির্দেশে রোমীয় পাণ্ডুলিপিটি রূমিয়্যায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে (Ethe ও Sachau, Bodlein Library- এর ফারসী, তুর্কী, হিন্দুস্তানী ও পাশ্‌তু পাণ্ডুলিপির তালিকা, ১৮৮৯ খৃ., ১খ., সংখ্যা ১৪২৪)। 'আল্প' উপাধিটি তুর্কীদের প্রাচীন খিতাব, যথা ঈলেক ও তীরেক-এর সংগে সংযুক্ত হইয়া আল্প ঈলেক ও আল্প তীরেক (দীরেক)-রূপে ব্যবহৃত হইত। দ্বাদশ শতাব্দীতে একটি তুর্কী গোত্রের শাসকগণ 'আল্প দীরেক' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তাঁহারা খাওয়ারিয্‌ম-এর সীমান্ত এলাকা জান্‌দ-এ বসবাস করিতেন (তারীখ জুওয়ায়নী, লন্ডন ১৯১৬ খৃ., xvi., ৪০ প.)। অনুরূপভাবে একটি প্রাচীন আর্মেনীয় ইতিহাসে আনাতোলিয়ায় কু'তলুমুশের একজন উত্তরাধিকারী আল্প হেলভা-এর উল্লেখ রহিয়াছে (মুসলিম বরাতে ইহার কোন উল্লেখ নাই)। ইহা বলা যায়, একজন সালজূক' শাহাজাদা আল্প ঈলেক উপাধিতে ভূষিত ছিলেন (Belleten,আঙ্কার ১৯৩৭ খৃ., ১খ., পৃ. ২৮৮), যদিও ঈলেক্ একটি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন খিত'াব ছিল, যাহা শাসকগণকে ও শাহী বংশের সহিত সম্পর্কিত শাহ্যাদাগণকে প্রদান করা হইত। তীরেক (দীরেক) ছিল অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাধি। গোত্রপ্রধানগণকে এই উপাধি প্রদান করা হইত। ইরানী ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রভাবের প্রথম দিকে সালজূক' সুলত'ানগণ শাহানশাহ অথবা আস্- সুলত'ানু'ল-আ'জ'াম উপাধি গ্রহণ করেন এবং ইহা কেবল শাহানশাহদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অতএব, তখন শাহ্যাদাগণকে 'ঈলেক' ও 'আল্প ঈলেক' উপাধি প্রদান করা হইত। সমসাময়িক আর্মেনীয় ঐতিহাসিকদের দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হয়, তুর্কীদের প্রাচীন খিত'াবসমূহ আরও অধিক গুরুত্বসহ সালজূক'দের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

ইরাকী সালজূক'গণকে উচ্ছেদ করিয়া দেওয়ার পর খাওয়ারিয্‌ম শাহী বাদশাহ নিজেকে সরাসরি মহান সালজূক'দের উত্তরাধিকারী মনে করিতেন

এবং সকল প্রকার আইন-কানুনে সালজূক'দের প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রাখিতেন। আল্প উপাধিটি কেবল বড় বড় আমীর এবং গোত্র প্রধানদের জন্য ব্যবহৃত হইত (উল্লেখ করা হইয়াছে, জালালু'দ্দীনের বিশিষ্ট আমীরদের মধ্যে একজনের উপাধি ছিল আল্প খান)। অন্যান্য তুর্কী উপাধির সংগে ইহাকে সংযুক্ত করা হইত না (মুহাম্মাদ আন-নেসেবী, Histoire des sultan Djelal.-Din Monkobirti,অনু O.Houdas, ২য়., খণ্ড, প্যারিস ১৮৯১-১৮৯৫ খৃ., 'আরবী মূল পাঠ,' পৃ. ১৩৮)। কিন্তু খুব সম্ভব তিনি নিজে বড় বড় সুলত'ানের জন্য নির্দিষ্ট উপাধির সংগে 'আল্প' উপাধিটিকে সংযোগ করিতেন। অতএব, মাওলানা জালালু'দ্দীন রূমী স্বীয় মাছ্নাবী-তে (আনকারাবী, শারহ, ৫খ., পৃ. ২১৫; ৬খ., পৃ. ৪৫১) মুহাম্মাদ খাওয়ারিযম শাহের জন্য 'আল্প উলুগ' উপাধিটি ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি খাওয়ারিয্ম শাহী ঐতিহ্য সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত ছিলেন (এম. শারাফু'দ্দীন ইয়ালতকায়া, Mevlana' da turkee Kelimeler ve turkee Siirler, TM, ১৯৩৪ খৃ., ৪খ., পৃ. ১১২)।

খাওয়ারিয্ম শাহী, আতাবেক ও গূ'রীদের ন্যায় হিন্দুস্তানের তুর্কী সুলতানদের মধ্যেও সালজূক' এই রীতিটির প্রচলন অব্যাহত থাকে, বিশেষত খালজী বংশের প্রখ্যাত সুলত'ান 'আলাউ'দ্দীন খালজী এবং পরবর্তী কালে তু'গলুক' শাসনামলে এই রীতিনীতি বিদ্যমান থাকে। ঐতিহাসিক রচনাবলী দ্বারা প্রতীয়মান হয়, বাদশাহ বিশিষ্ট আমীরগণকে 'আল্প খান' উপাধি প্রদান করিতেন (দি'য়াউ'দ্দীন বারানী, তারীখ-ই-ফীরূয শাহী, Bibliotheca Indica, নূতন সিরিজ, সংখ্যা ২৩, ১৮৬২ খৃ., পৃ. ২৪০, ৫২৭; মুহাম্মাদ ক'াসিম আসতারাবাদী, তারীখ-ই ফিরিশ্তাহ, বোম্বাই ১৮৩১ খৃ., ১খ., পৃ. ১৭৬, ২৩৮)। এই খিতাবটি হিন্দুস্তানের বাদশাহদের দরবারে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রচলিত থাকে ('আবদু'ল-ক'াদির বাদায়ূনী, মুনতাখাবু'ত-তাওয়ারীখ, Bibliotheca Indica, নূতন সিরিজ, ১৮৬৮ খৃ., পৃ. ২১৯)। এই ঐতিহ্য মুসলিম ভারতের অন্যান্য শাহী বংশেও প্রচলিত ছিল। হোশিং শাহ, যিনি মাল্ব্যে (Malwa)-র শাসকদের গূরী শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যুবরাজ থাকাকালে 'আল্প খান' উপাধি নামে খ্যাত ছিলেন (খালীল আদ্হাম, দুওয়াল-ই ইসলামিয়্যা, ইস্তাম্বুল ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৪৭৭)। আনাতোলিয়ার সালজূকগণ পরবর্তী কালে তাহাদের উত্তরাধিকারী বিভিন্ন গোত্রে, তাহা ছাড়া চেঙ্গীস খানের বংশধরদের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যসমূহে 'আল্প' শব্দটিকে সরকারী উপাধিরূপে ব্যবহার সম্পর্কে কোন সরকারী দলীল পাওয়া যায় না। কেবল এতটুকু জানা যায়, ছোট ছোট ওগূ'য গোত্রে যাহারা গোত্রীয় প্রশাসন ও গোত্রীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে 'আলাপ' উপাধিটি নির্দিষ্টবাচক বিশেষ্যরূপে অথবা ওগূয গোত্রের কাহরামানদের বিশেষ উপাধিরূপে ব্যবহার হইত।

(৩) তুর্কীদের মধ্যে যুদ্ধসম্বলিত বীরত্বপূর্ণ ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান কারণ ছিল, তাহারা শতাব্দীকাল পর্যন্ত এশিয়ার প্রশস্ত মরুপ্রান্তরে অত্যন্ত কঠোরতার ভিতর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল। এই অশ্বারোহী বেদুঈনগণ শতাব্দীকাল পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। তাহারা বিরাট বেদুঈন সরকার গঠন করে এবং বড় বড় রাজ্য, যেখানে কৃষক ও শহুরে অধিবাসীদের বসতি ছিল, অধিকার করিয়া নেয়। স্বভাবতই তাহারা সকল কিছুর উপর সাময়িক সংগঠন ও বীরত্বপূর্ণ তৎপরতাকে অধিক গুরুত্ব দিত। বিভিন্ন গোত্র ও উপগোত্রসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক গৃহযুদ্ধ, ভিন্ন গোত্রের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির ফলে তুর্কী সমাজে বীরগণকে বিশেষ সম্মান প্রদান করার রীতি ছিল। তুর্কীগণ বেদুঈন জীবন-পদ্ধতি পরিহার করিয়া যখন নাগরিক জীবন গ্রহণ করে এবং কৃষি কাজ করিতে শুরু করে, এমনকি তাহারা শহরে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে, তখনও তাহারা তাহাদের শতাব্দী কালের বীরত্ব ও সাহসিকতার ঐতিহ্যকে বজায় রাখে। তুর্কীগণ যেই সকল রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করেন, উহাতে তাহারা সর্বদা সামরিক শাসনের পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখে। সালজূক'দের শাসনকাল হইতে তুর্কীগণ সামরিক জীবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। কারণ তৎকালীন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ইহার অনুকূলে সংঘটিত হইয়াছিল। এই বিষয়টিই সেই জাতির মধ্যে শতাব্দীকাল পর্যন্তও 'আল্প'-এর প্রেরণাকে পূর্ণ শক্তিতে অক্ষুণ্ন রাখিতে সাহায্য করে। বিভিন্ন তুর্কী গোত্রের (সাধারণ) গণসাহিত্যে, কাহিনী ও ছন্দোবদ্ধ গল্পসমূহেও এই সত্যটি পরিলক্ষিত হয়। তুর্কীগণ জিহাদের ধারণা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়ার পর ইসলাম-পূর্ব যুগের তুর্কী 'আল্প'গণ সর্বপ্রথম 'আল্প গ'াযী' (ইসলামের তুর্কী বীর সৈনিক)-এর ভূমিকা পালন করে। ইহার পর সূফী ধারণা ও বিভিন্ন সূফী ফির্কা জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে শুরু করিলে 'আল্প এরেন্লের' (মুজাহিদ দার্বিশ)-এর আবির্ভাব ঘটে। প্রধানত খৃস্টান দেশের সহিত সংশ্লিষ্ট সীমান্তবর্তী তুর্কী রাজ্যসমূহে অর্থাৎ সীমান্তবর্তী জেলায় এই সকল ফিরক'া দৃষ্টিগোচর হইত।

জানা যায়, তুর্কীদের প্রাচীন গোত্রীয় প্রশাসনে গোত্রনেতা 'আল্পলার'-এর আশেপাশে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি দল গঠিত হইয়াছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া যাঁহারা বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বেদুঈন আভিজাত্যের কাঠামোতে এইরূপ মর্যাদা লাভের পূর্ব শর্ত ছিল নৈতিক গুণাবলী। এতদ্সংগে বংশীয় ঐতিহ্যের প্রভাবও কিছুটা কার্যকরী ছিল। বাল্যকালেই যাহারা যুদ্ধ-বিগ্রহে স্বীয় সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রমাণ করিতে পারিত না, তাহাদের উক্ত দলে প্রবেশাধিকার ছিল না। কোন কাহরামান যতটুকু ঝুঁকিপূর্ণ ও দুঃসাহসিক কার্য সম্পাদন করিত এবং যত সংখ্যক শত্রু নিধন করিত (দ্র. Balbal, ইসলামী বিশ্বকোষ, তুর্কী), তাহাদের সামাজিক মর্যাদা ততদূর বৃদ্ধি পাইত। তুর্কী ও জার্মান জাতির প্রাচীন কালের ইতিহাসের অনুরূপ ধ্যানধারণা বর্তমান বিশ্বের কোন কোন বর্বর জাতির মধ্যেও পরিলক্ষিত হয় (Robert Lowie, Traite de Sociologie Primitive, প্যারিস ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৩৩৩-৩৩৬)। কোন গোত্রনেতা অন্যান্য গোত্রের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইলে তাঁহার আশেপাশে আল্পলারের সমন্বয়ে গঠিত একটি অভিজাত শ্রেণীর পুনরাবির্ভাব হইত। কোন কোন সময় স্বয়ং 'আল্প লার' গোত্রীয় নেতৃত্ব লাভ করিতেন। তাঁহারা পশ্চিম ইউরোপের সামন্ত প্রথার ভূম্যাধিকারীদের ন্যায় গোত্রপ্রধানের সংগে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করিতেন; কিন্তু এই আইনের অধীনে স্বয়ং তাঁহাদের সহিত সম্পৃক্ত আল্প লারের একটি দল ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতেন। এই সকল 'আল্প লার' নিজ নিজ সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে ছোট বড় পশুপালের মালিক হইতেন এবং তাঁহাদের জন্য পৃথক পৃথক খাদিম ও দাস থাকিত। ঐতিহাসিক সূত্রে যতদূরে জানা যায়, সেই সময় হইতে এশিয়ায় বৃক্ষহীন প্রান্তরসমূহে (Steppes) বসবাসকারী তুর্কী গোত্রসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত ছিল। বিশিষ্ট নেতা, ছোট নেতা, অন্যান্য নেতা ও 'আল্প লার'গণের পারস্পরিক সম্পর্কও প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হইত।

দুই দলের একটি এই সকল শর্ত অনুসরণ না করিলে দল দুইটির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হইয়া যাইত। ইহার ফলে গৃহযুদ্ধ বা বিদ্রোহ দেখা দিত। প্রাচীন তুর্কী বহুঈশ্বরবাদী বিশ্বাস, রীতিনীতি ও আইনগত শর্তাবলীর কারণে গোত্রনেতা বাধ্য ছিলেন যে, তিনি নির্ধারিত সময়ে ও কোন কোন নির্ধারিত নিয়মানুসারে আল্‌পগণকে ব্যাপকভাবে আপ্যায়ন করিবেন এবং তাঁহাদের জন্যে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করিবেন। তুর্কী গোত্রসমূহে সকল ভোজের পৃথক পৃথক নাম ছিল। যেমন ইচমেইমে (icme-yeme) [পানাহার], শুয়ালেন (Solen) [দাওয়াত] অথবা আশ (পাকানো খাদ্য)। কোন গোত্রনেতার শাসনতান্ত্রিক দৃঢ়তার ক্ষেত্রে এইগুলি বিশেষ উপায়রূপে বিবেচিত হইত। যাঁহারা অনুরূপ দাওয়াতের আয়োজন করিতেন না, তাঁহারা আল্‌প্গণের উপর কর্তৃত্ব লাভে বঞ্চিত হইতেন। গোত্রীয় সামাজিক জীবনে আল্‌প্গণের কি ভূমিকা ছিল অথবা সেই সময়ে যখন সম্পদ অর্জনের প্রধান উপায় ছিল লুণ্ঠন, তখন তাঁহাদের জীবন যাপন পদ্ধতি কিরূপ ছিল, দেদে কূরকুদ (Dede Korkut)-এর কাহিনীসমূহে এই সকল বিষয়ের বিবরণ রহিয়াছে। এই গ্রন্থে লেখক ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে পূর্ব আনাতোলিয়ার অর্ধযাযাবর ওগূয সম্প্রদায়ের জীবনযাপন পদ্ধতির সজীব চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহা দ্বারা ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে সায়হূন নদীর উত্তরে বৃক্ষহীন প্রান্তরে বসবাসকারী ওগূয গোত্রসমূহের জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়। তবে ইহা অনস্বীকার্য, শতাব্দীকাল পর্যন্ত এই গোত্রীয় জীবন কাঠামো অব্যাহত ছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর এই তুর্কমান গোত্রটি বায়নদের গোত্রের (بیوی) উপগোত্রের (দ্র. বায়নদের, তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ) সংগে অধিকতর সম্পর্কিত ছিলেন। যেহেতু তাঁহারা জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, গ্রীক ও অন্যান্য খৃস্টান সম্প্রদায়ের সংগে ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন, সেইহেতু যেই সকল কাহিনীতে তুর্কী আল্‌পদের উল্লেখ রহিয়াছে, তাঁহারা সকলেই 'আল্‌প গাযী' ছিলেন। তাঁহারা ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে বাহির হইতেন এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেন। সকলের সংগে খাদ্য ও পশুপাল থাকিত। তাঁহারা খুব ভাল অশ্বারোহী ছিলেন। তাঁহারা তীর, বর্ম ও তলোয়ার দ্বারা যুদ্ধ করিতেন। তাঁহারা দ্বন্দ্বযুদ্ধে (Single Combat) অবতীর্ণ হইতেন। তাঁহাদের মধ্যে গায়ক কবি থাকিতেন। সেই সময়ের মহিলাগণও অনুরূপ বীরত্বের অধিকারী হইতেন। যেই সকল গোত্র পশ্চিম আনাতোলিয়ায় বায়যান্টীয় সীমান্তে বসবাস করিতেন তাঁহারাও নিঃসন্দেহে অনুরূপ জীবন যাপন করিতেন। 'উছ্‌মানী বিজয় ও বলকান উপদ্বীপ সাম্রাজ্যসীমা বিস্তারকারীদের সেই যুগের বৈশিষ্ট্য যাহাকে 'আল্‌প্ লার' যুগরূপে অভিহিত করা যাইতে পারে, সম্পূর্ণ অনুরূপভাবে এখানেও বর্তমান ছিল। তবে সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির কারণে কিছুটা পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুর দিকে প্রখ্যাত কবি 'আশিক' পাশা (দ্র.) তুর্কী আল্‌পদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, এই সকল কাহিনী সেই সময় পর্যন্ত আনাতোলিয়ায় পূর্ণোদ্যমে বিদ্যমান ছিল। উক্ত কবির বর্ণনা অনুসারে 'আল্‌প্' হওয়ার জন্য নয়টি জিনিসের প্রয়োজন ছিলঃ বীরত্ব, বাহুবল, আত্মসম্মানবোধ, উত্তম অশ্ব, বিশেষ পোশাক, তীর, তীক্ষ্ণধার তরবারি, বল্লম ও একজন সহকর্মী সাথী (ফুওয়াদ কোপরুলু, তুরক আদাবিয়্যাতেন্দা ঈলক মুতসাওবিফলার, পৃ. ২৭৩)। ইহার এক শতাব্দী পর প্রথম মুরাদের শাসনামলে সালজূক'নামার রচয়িতা ইয়াযীজী 'আলী ত্রয়োদশ শতাব্দীর সালজূক আনাতোলিয়ার চিত্র দিতে গিয়া 'আল্‌প্ লার'-এর কোন কোন বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন, 'আল্‌প্ লার' স্বীয় অশ্বের গলদেশে সোনালী কেশের অলংকার লটকাইয়া রাখিতেন। যে ব্যক্তি তীর দ্বারা ব্যাঘ্র শিকার করিতে পারিতেন, তিনি ইহার লেজ স্বীয় গৃহে আটকাইয়া রাখিতেন। যিনি একটি তীর নিক্ষেপে পাখী শিকার করিতে পারিতেন, তিনি টুপিতে উহার পাখার পালক ব্যবহার করিতেন (পূ. গ্র, ২৭২ প.)। যদিও বলা হয়, এই বর্ণনা বিশেষত রচয়িতার স্বীয়কালের স্বচক্ষে দেখা ঘটনাবলীর উপর ভিত্তিশীল, তথাপি বুঝা যায়, ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর আনাতোলিয়ার তুরকমান গোত্রসমূহ সম্পর্কেও যথার্থ বিবেচিত হইবে। মাহ্‌মূদ কাশগারী এমন কিছু রীতিনীতির উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা দ্বারা 'আল্‌প্ লার' স্বীয় অশ্বের লেজে রেশম গ্রহণ করিতেন (২খ., ২৮০)। এতদ্‌সংগে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর রূমেলী সীমান্তের 'উছ্‌মানী বীরযোদ্ধা ও আক্রমণকারীদের জীবন যাপন পদ্ধতি ও তাঁহাদের বীরসুলভ স্বভাব সম্পর্কে রচিত অসংখ্য গ্রন্থকে সামনে রাখিলে (ফুওয়াদ কোপর্রুলু, মিল্লী আদাবিয়্যাতি ঈলক মুবাস্‌সিরলেরী, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৭২ প.) এই বিষয়টি সহজেই বুঝা যায়, 'আল্‌প্ লার' নামে খ্যাত প্রাথমিক যুগের বীরত্ব কাহিনী কিভাবে শতাব্দীকাল পর্যন্ত তুর্কীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। 'আশিক' পাশা যাদাহ 'রূম গাযী লার' নামে যাহাদের শৌর্যবীর্যের উল্লেখ করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই ইসলামী যুগের 'আল্‌প লার'।

(৪) তুরস্কে কোন কোন নামে এখনও আল্‌প আল্‌পী, আলপাগুত ইত্যাদি নামের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—কারস-এ 'আল্‌প কিল্‌'আ' কাসতুমূনী-এ 'আল্‌প্ আর্‌সলান কুওয়ায়; কাস্‌তুমূনী, যুংগুলদাক ও এস্‌কীশেহের-এ আল্‌পী নামক গ্রাম; চূরুম বূলু, কাস্‌তু মূনী, বুরসা, আঙ্কারা, কুতাহয়া, চাঙ্গেরী, বেলে জেক, চানাক কিল্‌'আ ও কির্‌কলার ঈলী-এ 'আলপাগুত', আলপাউত নামক গ্রাম (দ্র. Koylerimiz, ইস্তাম্বুল ১৯৩৩ খৃ.)। কেহ যদি প্রাচীন 'উছ্‌মানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহে, যেখানে আজও তুর্কীদের বসতি রহিয়াছে, সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করে, তবে অনুরূপ আরও বহু নামের সাক্ষাৎ পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে প্রায়শই আল্‌পাগুত নামটি পরিলক্ষিত হয়। ইহার কারণ এই যে, ইহা একটি গোত্রের নাম ছিল। পরবর্তী কালে উক্ত গোত্র হইতে ছোট ছোট দল পৃথক পৃথকভাবে বসতি স্থাপনের উদ্দেশে বিভিন্ন গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে অথবা কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদেরকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়; কিন্তু তাহারা তাহাদের গোত্রীয় নামকে অক্ষুণ্ণ রাখে। ফলে বহু স্থানের একই নামকরণ হয়। রূমেলিতে উক্ত নামের যে গ্রাম রহিয়াছে তাহা বলকানে 'উছ্‌মানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আনাতোলিয়া হইতে এখানে আগত 'আলপাগুত' গোত্রের লোকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এতদ্‌সংগে ইহাও উল্লেখ করা যায়, আওলিয়া চেলেবী সপ্তদশ শতাব্দীতে তুকাদ-এ বিদ্যমান একটি তাকিয়া (তেককে, দারবিশদের খানকাহ)-এর উল্লেখ করিয়াছেন, ইহার নাম ছিল আলপ গাযী। তিনি ইহার আশেপাশে অবস্থিত একই নামের একটি ভ্রমণ ক্ষেত্রের উল্লেখ করিয়াছেন (সিয়াহাত নামাহ, ৫খ., ৬০, ৬৮, ৭১)। স্থানীয় লোককাহিনী অনুসারে 'আল্‌প গাযী' উপাধিটি দানিশ্‌মান্দদের যুগের সহিত সম্পর্কিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ যেইহেতু শব্দটি সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক অথবা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এখন পর্যন্ত কোন প্রকার গবেষণা করা হয় নাই, সেইহেতু আলোচনার স্থানে স্থানে বাধ্য হইয়া নিজ বরাত উল্লেখ করা হইয়াছে।

Van Berchem-কৃত Amida-এর ৯২ পৃষ্ঠায় ৫ম টীকায় একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা রহিয়াছে। অনুরূপভাবে Z. Gombocz-কৃত Arpadkari, পৃ. ৪৩ প.-এ কিছু ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা রহিয়াছে। এই দুইটি ছাড়া 'আল্‌প লার' ও 'আহ্‌দ-ই 'আল্‌প্ লার' সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিবরণের জন্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ (১) ফুওয়াদ কোপরুলু, তুরক আদাবিয়্যা তেন্দা ঈল্‌ক মুতাস্'াওবি'ফলার, ইস্তাম্বুল ১৯১৮ খৃ.; (২) ঐ লেখক, Les Origines de l'Empire ottoman (Etudes orientales, ii), প্যারিস ১৯৩৫ খৃ. নির্ঘণ্ট।

মুহাম্মাদ ফুওয়াদ কোপরুলু (দা.মা.ই.)/
এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আলপ্ আরস্‌লান (الب أرسلان) ঃ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন দাঊদ (চাগ্'রী বেগ) 'আদু'দু'দ-দাওলা (৪৫৫/১০৬৩-৪৬৫/১০৭৩), উপনাম আবূ শুজা' একজন বিখ্যাত সাল্‌জূক সুলত'ান ছিলেন। তিনি ১ মুহ'াররাম, ৪২০/জানুয়ারী ১০২৯ সালে এবং কাহারও কাহারও মতে ৪২৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা চাগ্'রীবেগ-এর জীবদ্দশাতেই অল্প বয়সে তিনি যোদ্ধা ও বিচক্ষণ দলপতি হিসাবে সুনাম অর্জন করিয়াছেলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে খুরাসানের শাসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন অভিযানে সাফল্য লাভের কারণে পিতা তাঁহাকে খুরাসানে স্বীয় উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। তবে তাঁহার সিংহাসনারোহণের তারিখ সম্পর্কে মতবিরোধ রহিয়াছে। কাহারও মতে চাগ'রী বেগের মৃত্যু ৪৫০/১০৫৮, আবার কাহারও ধারণায় ৪৫১, বরং ৪৫২/১০৬০ সালে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ইহাও প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তাঁহার পিতার রাজত্বকালের শেষদিকে আল্‌প আর্‌স্‌লানই মূলত রাজ্যের প্রকৃত নিয়ন্তা ছিলেন। তদীয় চাচা তু'গ'রিল বেগ ৪৫৫/সেপ্টেম্বর ১০৬৩ সালে নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। তু'গ'রিল বেগ আল্‌প আরস্‌লানের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুলায়মানকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মন্ত্রী আল-কুন্‌দুরী ঘোষণা দেন এবং সুলায়মানকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইয়া দেন। কিন্তু অনেক তুর্কী নেতা উহার বিরোধিতা করিয়া আল্‌প আর্‌স্‌লানের হাতে শপথ বাক্য (بيعت) পাঠ করেন। মন্ত্রী আল-কুনদুরীও অবস্থা বুঝিয়া অনতিবিলম্বে তাঁহার (আল্‌প আরস্‌লান-এর) আনুগত্য স্বীকার করিয়া নেন এবং [বাগ'দাদের] খলীফা আল-ক'াইম বি-আমরিল্লাহ ৭ জুমাদা'ল-উলা, ৪৫৬/২৭ এপ্রিল, ১০৬৪ একটি সভার আয়োজন করিয়া আল্‌প আর্‌স্‌লানের সুলত'ান হওয়ার ঘোষণা দেন। তথাপি আল্‌প আর্‌স্‌লানের কতক নিকটআত্মীয় তাঁহার আনুগত্যে সম্মত হইলেন না, বরং তাঁহারা স্বয়ং সুলত'ান হইতে চাহিতেছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে শক্তিশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সমূলে উৎপাটন তখনও হয় নাই, কিন্তু আল্‌প আরস্‌লানের সৈনিকদের শ্রেষ্ঠত্বে কাহারও সন্দেহ ছিল না। বস্তুত তিনি অত্যন্ত দ্রুততা ও বিচক্ষণতার সহিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া সকল বিদ্রোহের অবসান ঘটাইলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহাকে আপন বিদ্রোহী আত্মীয়গণের সরদার কু'তলুমুস [দ্র.. তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ-এ]-এর প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। যখন এই বিদ্রোহী নেতা যুদ্ধে নিহত হইল তখন আল্‌প আরস্‌লান নিজ সৈন্যবাহিনী লইয়া রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৪৫৬/ফেব্রুয়ারী ১০৬৪ সালে বায়যানটাইন সীমান্তে পৌঁছিয়া গেলেন। পথিমধ্যে অনেক আমীর ও বেগ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। বস্তুত তিনি এই বিরাট বাহিনী লইয়া জর্জিয়া আক্রমণ করেন। তিনি অনেক শহর অধিকার করিলেন এবং সেইখানের রাজাদের উপর দুরূহ কর আরোপ করিয়া কারস ও আনী (দ্র.) দখল করিলেন। ইত্যবসরে তদীয় ভ্রাতা ক'াউরদ [দ্র.] (কিরমানের সাল্‌জূক'দের আদি পূর্বপুরুষ) বিদ্রোহীদের নীতি অনুসরণ করিলেন। আল্‌প আরস্‌লান অধিক অগ্রগামী না হইয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া ইস'ফাহানের পথে কিরমান পৌঁছিয়া গেলেন। ক'াউরদ্ এই অপ্রত্যাশিত অগ্রগতিতে ভীত হইয়া আনুগত্য স্বীকার করিয়া রললেন। অতঃপর আল্‌প আল্‌স্‌লান মারব' গমন করিলেন। সেইখানে তিনি দুই পুত্র মালিক শাহ, আর্‌সালান্ শাহ-এর গায্‌নাবী ও তুর্কী খাক'ানদের পরিবারের দুই রাজকুমারীর সহিত বিবাহ দিলেন। এইভাবে তিনি নিজ রাজত্ব সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ইহার পরবর্তী বৎসর ৪৫৭/১০৬৫ সালে তিনি আমু দরিয়া অতিক্রম করিয়া [আরাল হ্রদ পর্যন্ত] ঐ এলাকায় রাজন্যবর্গের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিলেন। অতঃপর তিনি মারব' ফিরিয়া আসিলেন। তিনি পুত্র মালিক শাহকে নিজ স্থলাভিষিক্ত করিলেন এবং নিজ শাসনাধীন বিভিন্ন প্রদেশের শাসনভার সালজূক' আমীরদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। ৪৫৯ হি. কিরমানের শাসনকর্তা পুনরায় বিদ্রোহ্ ঘোষণা করিলে আল্‌প আরস্‌লানকে তাঁহার বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিতে হইয়াছিল।

ঐ বৎসরই আল্‌প আরস্‌লানকে একদিকে আরাল হ্রদের উত্তর ও পূর্বদিকস্থ অধিবাসী তুর্কী সম্প্রদায়কে দমন করিতে হইয়াছিল এবং অপরদিকে যেই রাজন্যবর্গ তাঁহার সাথী ছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজনকে আনাতোলিয়া আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়াছিলেন, যাঁহাদের মধ্যে গুমুশ্‌তেগীন, আফ্‌শীন ও আহ'মাদ শাহ তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী পূর্ব আনাতোলিয়ায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ১০৬৭ খৃ. আনাতোলিয়ার সীমান্তের সেনাপতি আফ্‌শীন তিয়া-র নিকটে বায়যানটাইন সাম্রাজ্যের এক বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং ক'ায়স'ারিয়্যা (Caesarea) অধিকার করত নিজেদের অভিযান মধ্যআনাতোলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করেন; অতঃপর সিলিসিয়া (Cilicia)-র পথে প্রত্যাবর্তন করেন। ১০৬৮ খৃ. সুলত'ান আল্‌প আর্‌স্‌লান দ্বিতীয়বার আরাস নদী অতিক্রাম করিয়া জর্জিয়ায় প্রবেশ করিলেন। জর্জিয়ায় বাদশাহ বাগ'রাত (Bagrat) সুলত'ানের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। অতঃপর আল্‌প আরস্‌লান খুরাসনে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু শাহযাদাগণকে ও কতিপয় আমীরকে যুদ্ধের জন্য আনাতোলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ঐ রাজপুত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন কুরদেজী, যিনি এরয়াস্‌গু'নের পুত্র এবং সুলত'ানের চাচাত ভাই ও ভগ্নিপতি ছিলেন। নূতন বায়যানটাইন সম্রাট Romanos Diogenes তুর্কীদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য নিজ সৈন্য পরিচালনা করিলেন এবং কতিপয় ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন বিজয়ও লাভ করিয়াছিলেন। ১০৬৯ খৃ. তিনি পূর্ব দিকে যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম রাজন্যবর্গের আক্রমণকে প্রতিহত করা এবং তাঁহাদের সামরিক ঘাটি আখলাত' দখল করা। কিন্তু তিনি পালু নামক স্থানে পৌঁছিয়া জানিতে পারিলেন, মালাতি'য়্যাতে যে সৈন্যদল তিনি রাখিয়া আসিয়াছিলেন তাহা দক্ষিণ প্রান্ত হইতে আক্রমণকারী তুর্কী সৈন্যদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কিছু কাল পরে এই সংবাদও আসিয়া পৌঁছিল যে, তুর্কী সৈন্যবাহিনী কো'নিয়াও দখল করিয়া লইয়াছে। বস্তুত এইসব কারণে সম্রাট ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। ১০৭০ খৃ. সম্রাট Manuel Comnen-কে তুর্কী আক্রমণ নির্মূল করার জন্য নির্দেশ দিলেন, কিন্তু সুলত'ানের ভগ্নিপতি কু'রদেজী তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বন্দী করিলেন। অতঃপর এই শাহযাদা স্বয়ং সুলতানের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং তুর্কমানদের ঐ সকল গোত্র, যাঁহারা তাঁহার সমর্থক ছিল, তাঁহাদের মধ্য হইতে Yivek গোত্রকে সঙ্গে লইয়া আনাতোলিয়ার অভ্যন্তরে গমন করিলেন। সম্রাট আফশীনকে বিদ্রোহী শাহযাদাহ কু'রদেজী Manuel Comnen ও অন্যান্য বায়যানটাইন বন্দী শাসকবর্গকে মুক্তি প্রদান করিয়া তাঁহাদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং আফশীনের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত তাঁহাদেরকে ও স্বীয় সমর্থকদের সকলকে সঙ্গে লইয়া সম্রাটের নিকট নিরাপত্তা কামনা করিলেন এবং স্বয়ং কনস্টান্টিনোপল পৌঁছিয়া গেলেন। আফশীন আনাতোলিয়ায় তাঁহার আক্রমণ চালু রাখিলেন। তিনি কাপাদাকিয়া (Capadocia)-র অনেক স্থান করায়ত্ত করিবার পর ফ্রিজিয়া প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর খোনাস (Honas) বর্তমান খিনিস ও [বর্তমান শহর দেগিয্লী]-র নিকট লাযি'ক অথবা লাযিকি'য়্যা (Laodicea) [দ্র. Le Strange, পৃ. ৬৩] দখল করিবার পর আক্রমণ করিতে করিতে ঈজীয়ান সাগর পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেলেন। কিন্তু শাহযাদা কূ'রদেরজীকে গ্রেফতার করিতে পারিলেন না। ঐ সময় সুলত'ান আলপ আর্স্লান খুরাসানে ছিলেন এবং কতিপয় মিসরীয় সেনাপতির আবেদনক্রমে মিসর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন [এবং তিনি নিজেও ফাতি'মীদের ধ্বংস সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন]। ১০৭০ খৃ.-এর মাঝামাঝি সময় তিনি তাঁহার পূর্বাঞ্চলীয় সৈন্যদের সহিত আযারবায়জান পৌঁছিলেন এবং ঝীল ওয়ান-এর উত্তর দিক হইতে ঘুরিয়া মালাযগিরদে উপস্থিত হইলেন। তিনি শহরটি দখল করিলেন। পূর্বে তাঁহার চাচা তু'গ'রিল বেগ চেষ্টা করিয়াও উহা অধিকার করিতে পারেন নাই। অতঃপর দক্ষিণ দিকে তাঁহার আক্রমণ অব্যাহত রাখেন এবং তাইগ্রীস নদী ও উহার উপনদী মুরাদ-এর অববাহিকার অন্যান্য শহর ও দুর্গসমূহ (যাহা তুর্কীগণ তখনও অধিকার করিতে পারে নাই) অধিকার করিলেন। পরিশেষে সুলত'ান আলপ আরস্লান মায়্যাফারিকী'ন ও আমিদ পৌঁছিলেন। দিয়ার বাক্র অঞ্চলের শাসনকর্তা নাস্'র ও সা'ঈদ ভ্রাতৃদ্বয় (যাঁহারা ছিলেন মারওয়ান উগ্ল্লার গোত্রভুক্ত) উপস্থিত হইয়া সুলত'ানকে খোশআমদেদ জানাইলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সুলত'ান আল-জাযীরা অঞ্চলে আগমন করিলেন এবং সুওয়ায়দা পর্যন্ত পৌঁছিবার উদ্দেশে অনেক দুর্গ জয় করিলেন। পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত উরদা [আর-রুহা] অবরোধ করিয়া উহা পদানত করার পর আলেপ্পো (حلب)-এর দিকে অগ্রসর হইলেন। ১০৭১ খৃ. প্রথম দিকে ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করিয়া আলেপ্পোর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং শহরটি অবরোধ করিলেন। শহরের শাসনকর্তা মাহ'মূদ শহরের বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলে তিনি অবরোধ উঠাইয়া নিলেন। ঐ সময় সুলত'ানের আলেপ্পো অবস্থানকালে বায়যান্টাইন দূত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সন্ধি ও বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং তাঁহার সরকারের পক্ষ হইতে যামানত প্রদান করেন। কিছুকাল পর আলপ আর্স্লান মিসর জয়ের উদ্দেশে আলেপ্পো হইতে রওয়ানা হইলেন। কিন্তু এক দিন পথ চলার পর তিনি জানিতে পারিলেন, বায়যান্টাইন সম্রাট সৈন্য-সামন্ত লইয়া পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতেছেন এবং সুলত'ানের অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রথমত পূর্ব আনাতোলিয়া এলাকা দ্বিতীয়বারের মত জয় করিতে চাহিতেছেন এবং পরে আরান ও আযারবায়জান করায়ত্ত করিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। আল্প আর্স্লান তাঁহার সৈন্যবাহিনীর এক অংশ সিরিয়া অবরোধের জন্য রাখিয়া যান এবং অবশিষ্ট সৈন্যসহ নিজে তাইগ্রীস নদী অতিক্রম করিয়া দিয়ার বাক্র-এর পথে আখলাতে'র দিকে অগ্রসর হইলেন এবং বায়যানটাইন সম্রাটের সম্মুখীন হইলেন যিনি কিছু পূর্বে মালাযগির্দ নামক স্থান দখল করিয়াছিলেন। মালাযগিরদ রণভূমিতে ২৭ যু'ল-কা'দা, ৪৬৩/২৬ আগস্ট, ১০৭১ খৃ. বায়যানটাইন সেনাদলের সহিত তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে তিনি জয় লাভ করেন এবং বায়যান্টাইন সম্রাট বন্দী হন। এই যুদ্ধে সুলত'ানের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৫৪ হাজার। ইহাতে ৪ হাযার তুর্কী মামলূক যি'আমাত (অধীনস্থ রাজ্যসমূহের সৈন্যদল) বাহিনীর ৪০ হাযার নিয়মিত অশ্বারোহী এবং প্রায় ১০ হাযার স্বেচ্ছাসেবক অন্তর্ভুক্ত ছিল। বায়যান্টাইন বাহিনী ছিল সংখ্যায় ইহার দ্বিগুণ। এই বিজয় তুর্কী ও ইসলামের ইতিহাসে একটি বিশেষ ঘটনা হিসাবে স্মরণীয় হইয়া আছে। এই যুদ্ধের পর আনাতোলিয়ার সকল রাজপথ তুর্কী জনসাধারণের জন্য মুক্ত হইয়া যায়। এই বিজয়ের কারণে আল্প আর্স্লান ইসলামের ইতিহাসে অসামান্য মর্যাদাসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন।

সুলত'ান বন্দী বায়য্যানটাইন সম্রাটের সহিত রাজোচিত ব্যবহার প্রদর্শন করেন এবং সামান্য কয়েক দিন বন্দী রাখার পর তাঁহাকে তাঁহার সব দেহরক্ষীসহ আনাতোলিয়ায় পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু যেই সন্ধি চুক্তিতে পূর্বে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল উহা নিরর্থক পরিগণিত হইল। বায়যানটাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যেই চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল তিনি শেষ পর্যন্ত উহার নেতৃত্ব দেওয়ার অবকাশ পান নাই। যে ১০৭২ সনে তিনি ট্রান্সঅক্সিয়ানা (ما وراء النهر) অতিক্রম করেন আর এইখানেই একজন দুর্গরক্ষী (যাহাকে তিনি কোন এক যুদ্ধে বন্দী করিয়াছিলেন) তাঁহাকে মারাত্মকভাবে আহত করে। ইহার কয়েক দিন পর ৪৫৬ (শুরু) নভেম্বর (ডিসেম্বর?) ১০৭২-এ ৪০ অথবা ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ইনতিকাল করেন। আল্‌প আর্স্লান তাঁহার দূরদর্শিতা ও সাহসিকতার জন্য অত্যন্ত সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি বায়যানটাইন সম্রাট ও নিজ ভ্রাতা কা'উর্দ-এর সহিত যে আচরণ করিয়াছিলেন উহাতে তাঁহার মহানুভবতার নজীর পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন নিরক্ষর। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার্জনের সুযোগ তাঁহার হয় নাই।

সুন্নী মুসলিমদের দৃষ্টিতে আল্প আর্স্লান এমন একজন নেতা ও সেনাপতি ছিলেন, যিনি ছিলেন কঠোর নিয়ম-শৃংখলা সংরক্ষণে সক্ষম, নম্র, ভদ্র, ন্যায়বান, ধর্মভীরু; তবে গুপ্ত সাংবাদিকতার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ভাবাপন্ন। 'আনী' অঞ্চলের নির্বিবাদে খৃস্টান হত্যার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার নির্মমতার বর্ণনা দেওয়া হইয়া থাকে, অপরপক্ষে তাঁহার পুত্র মালিক শাহ সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত ভাল ধারণা পোষণ করা হইয়া থাকে। এইখানে তাঁহার শাসন-শৃংখলা সম্পর্কে কিছু বলার অবকাশ নাই এবং ইহা ছিল তাঁহার উযীর নিজামু'ল-মুল্কের কৃতিত্ব। নিজা'মু'ল্ল-মুলক শীর্ষক নিবন্ধে ও সালজূকদের সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনায় ইহার বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। খুরাসানীকে (নিজামু'ল-মুল্ক) আল্প আর্স্লানই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি শীঘ্রই বিখ্যাত হইয়া উঠেন এবং মালিক শাহের শাসনামলে সাম্রাজ্যের প্রধানরূপে পরিগণিত হন। সম্ভবত আল-কুন্দুরীর মৃত্যুদণ্ড দানে নূতন উযীরের প্রভাব ছিল। জানা যায়, চূড়ান্ত প্রতিপত্তির সময়ও আল্প আর্স্লান বাগদাদে গমন করিতে ইচ্ছাকৃতভাবে বিরত থাকেন। কেননা তাঁহার আশংকা ছিল যে, তিনি খলীফা অথবা ইরাকী আরবদের সঙ্গে বিবাদ অথবা মনোমালিন্যে জড়াইয়া পড়িবেন (তু'গ্'রিল বেগের শাসনকালের শেষ বৎসরগুলিতে, যেমন বিভিন্ন প্রকার জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল)। অপরপক্ষে তিনি ইরাকের সালত'নাতের অধিকারকে খুবই শক্তিমত্তার

সহিত বলবৎ রাখিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় সাম্রাজ্যের সীমান্তে মাওসি'লের 'উক'য়লী ও আররানের শাদ্দাদীর অনুরূপ আশ্রিত রাজ্যগুলির অস্তিত্ব বহাল রাখেন। কিন্তু এইগুলির উপর তিনি খুবই কড়া নজর রাখেন। উদাহরণস্বরূপ বসরার হাযারাস্প-এর কথা উল্লেখ করা যায়। ইহা দ্বারা জানা যায়, তিনি তাঁহাদের কোনরূপ পক্ষ ত্যাগের ব্যাপারকেও সহ্য করিতেন না। আল্প্ আর্-সলান খুরসানে সালজূকদের প্রাচীন অঞ্চলগুলিকে নিজ বংশের বিশিষ্ট শাহ্যাদাদের মধ্যে জায়গীরস্বরূপ ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল কার্য উপলব্ধির জন্য উপরিউক্ত বর্ণনা ছাড়াও গোত্রীয় সংগঠন হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার বিষয়টি মনে রাখিতে হইবে।

সংস্কৃতির দিক দিয়া আল্প আর্স্লানের শাসন কাল ইসলামী ঐতিহ্য অথবা তুর্কী দৃষ্টিভঙ্গি হইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হয় না। তবে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, আল্প্ আর্স্লানের জন্য 'মালিক নামাহ' নামক একটি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল যাহাতে একজন অজ্ঞাতনামা লেখক সালজূক' বংশের ঐতিহাসিক সূত্রের বর্ণনা দিয়াছেন (তু. Cahen, Oriens, 1949)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Rec.de textes relat a l'hist. des Seldjoucides (Houtsma কর্তৃক প্রকাশিত), ২খ., ১৬ প.; (২) ইবনুল-আছীর (Tornb কর্তৃক প্রকাশিত), ৯ ও ১০খ.; (৩) মীর-খাওয়ান্দ. Hist. Seldschukidarum (Vullers কর্তৃক প্রকাশিত), (৪) হ'ামদুল্লাহ মুসতাওফী, তারীখ গুযীদা (Gantin কর্তৃক প্রকাশিত); (৫) আল-হুসায়নী (Sussheim কর্তৃক প্রকাশিত), পৃ. ৪৫ প.; (৬) ইব্‌ন খাল্লিকান (বূলাক' ১২৯৯ হি.), ২খ., ৪৪২; (৭) নিজ'ামু'ল-মুল্ক, সিয়াসাত নামাহ (সংকলন, Schefer), পরিশিষ্ট, ৯৫-১০২; (৮) Weil, Gesch. de Chalifen, ৩খ., ৮৫ প. (৯) Muller, Der Islam im Morgen und Abendland, ২খ., ৮৬ প.; (১০) Barthold, Turkestan v. epohu mongolsk, nasestv, ২য় ভাগ, ৩২৪ প.; (১১) von Rosen, Zapiski vostoc, otd. imper, russk. arheol obsc, ১খ., ১৯, ১৮৯, ২৪৮; সুলত'ান আল্প আর্স্লান সম্পর্কে গ্রন্থপঞ্জীর বিস্তারিত সূচীর জন্য দেখুন : (১২) মুক্রিমীন খালীল, আনাদোলূনূন ফাতাহী, ইস্তাম্বুল ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ৫০ প.। [মুকরিমীন খালীল য়ানানানূচ এই পুস্তকটির পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন]।

তুর্কী ইসলামিক ইনসাইক্লোপেডিয়া (দা.মা.ই.)/মুহাম্মদ আনসার উদ্দিন

আলপতাকীন (الب تكين) : (আলপ্তিগিন), গ'াযনাবী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার আমলের অধিকাংশ শাসনকর্তার ন্যায় তিনিও একজন তুর্কী ক্রীতদাস ছিলেন। ক্রীতদাসরূপে ক্রীত হইয়া তিনি সামানী দেহরক্ষী বাহিনীতে নিযুক্ত হন এবং ক্রমান্বয়ে হ'াজিবু'ল-হুজ্জাব (দেহরক্ষী বাহিনীতে সর্বাধিনায়ক)-এর পদে উন্নীত হন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ে তিনি তরুণ সামানী নৃপতি প্রথম 'আবদু'ল-মালিকের রাজত্বকালে প্রকৃতই শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। উযীর আবূ 'আলী আল-বাল'আমী তাঁহার অনুগ্রহেই উযীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং আলপ্তাকীনের 'অজ্ঞাতসারে ও উপদেশ ব্যতীত কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সাহসী হইতেন না। তাঁহাকে রাজধানী হইতে দূরে অপসারণের উদ্দেশে সুলত'ান তাঁহাকে খুরাসানে গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন (যু'ল-হিজ্জ ৩৪৯/জানু.-ফেব্রু. ৯৬১)। এই পদটি ছিল সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ সামরিক পদ। মানসূ'র ইব্‌ন নূহ'-এর সিংহাসনে আরোহণ তিনি সমর্থন করেন নাই। ফলে মানসূ'র তাঁহাকে পদচ্যুত করেন এবং আলপ্তাকীন বাল্‌খ-এ প্রত্যাবর্তন করেন। রাবী'উল-আওওয়াল ৩৫১/এপ্রিল-মে ৯৬২ সালে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সামানী শাসনকর্তার অনুগত সেনাবাহিনীকে পরাভূত করেন এবং গাযনী এলাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। এইখানে তিনি স্থানীয় শাসকবংশীয় ব্যক্তিকে উৎখাত করিয়া একটি স্বাধীন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে ইতিহাসে ভিন্ন ভিন্ন মত রহিয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি ৩৫২/৯৬৩ সালের পূর্বে ইনতিকাল করেন। তাঁহার প্রাজ্ঞ পুত্র আবূ ইসহ'াক ইবরাহীম (তাঁহার সম্পর্কে দ্রষ্টব্য ইব্‌ন হ'াওক'াল, পৃ. ১৩, ১৪), গ'াযনীর প্রাক্তন শাসকের নেতৃত্বে সংঘটিত এক বিদ্রোহের মুখে কেবল সামানী সহায়তায় নিজ অবস্থান রক্ষায় সমর্থ হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ'াযনাবী রাজ্য প্রথম দিকে কেবল একটি সামানী করদ রাজ্যরূপেই বর্তমান ছিল। আবূ ইসহ'াক' অপুত্রক অবস্থায় ইনতিকাল করেন এবং নূতন রাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ সেনাবাহিনীর নেতৃবর্গ প্রথমে দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান বিলগাতাকীন (তিগিন) [৩৫৫-৬৪/৯৬৬-৭৪]-কে তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত করে। তিনি চারিত্রিক সততার জন্য প্রখ্যাত ছিলেন। তাঁহার পর মনোনীত হন পিরীতাকীন (তিগিন)। শেষোক্ত জনের রাজত্বকালের প্রাক্তন বংশের সমর্থকগণের শেষ বিদ্রোহ দমন করা হয়। কিন্তু এই অভিযানের বিজয়ী আলপ তাকীনের প্রাক্তন প্রধান সেনাপতি ও জামাতা সুবুকতাকীন-কে সৈন্যরা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে (শা'বান ৩৬৬/এপ্রিল ৯৭৭) এবং তিনি গ'াযনাবী (দ্র) বংশের প্রতিষ্ঠিতায় পরিণত হন।

গ্রন্থপঞ্জী : আলপ্ তাকীন ও তাঁহার পরবর্তী উত্তরাধিকারিগণের সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ কিন্তু বিস্তৃত ইতিহাস ও সকল উৎস সম্পর্কে নির্দেশনাসহ তথ্যমূলক রচনা; (১) মুহ'াম্মাদ নাজি'ম, The Life and Times of Sultan Mahmud of Ghazna, কেম্ব্রিজ ১৯৩১ খৃ., অধ্যায়-১। প্রাচীন তথ্য উৎসসমূহ হইতেছে : (২) গারদীযী, যায়নু'ল-আখবার, সম্পা. মুহ'াম্মাদ নাজি'ম, বার্লিন ১৯২৮ খৃ., ও (৩) জূযজানী, তাবাক'াত-ই নাসি'রী; (৪) সিয়াসাতনামাহ (Schefer) গ্রন্থ নিজামুল-মুলক-এর বর্ণনা (৯৫-১০১), আলপ তাকীন ও সুবুক তাকীনকে অধিকতর অনুকূল অবস্থায় উপস্থাপিত করার লক্ষ্যে গ'াযনীতে বাস্তবের সংস্পর্শমুক্ত নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে সীসতানের সীমান্তে প্রভাব সম্বন্ধে মুহ'াম্মাদ নাজি'মের উৎস ব্যতীত অতিরিক্ত দ্রষ্টব্য : (৫) অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার, তারীখ-ই সীসতান, প্রকাশনায় বাহার, তেহরান ১৩১৪ সৌর, পৃ. ৩২৬ প.।

W. Barthold (Cl. Cahen) (E. I.[2])/মুহাম্মাদ 'ইমদু'দ্দীন

আল্পামীশ (Alpamish) : মধ্যএশিয়ার এক সর্বাধিক খ্যাত তুর্কী মহাকাব্য (দাস্তান, ফারসী মহাকাব্য)। দুইটি চিরায়ত উপাখ্যান উহার রচনায় প্রেরণা যোগাইয়াছে : (১) বাগদত্তা পাত্রীকে লাভের প্রচেষ্টায় পাণিপ্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা; (২) স্ত্রীর পুনর্বিবাহের দিন স্বামীর গৃহে প্রত্যাবর্তন (ইউলিসেস-এর প্রত্যাবর্তনের কাহিনী)। কুনগ্রাত গোত্রের উযবেক বীর আল্পামীশ তাহার বাগদত্তা পাত্রী জ্ঞাতি বোন বার্চিন-এর সন্ধানে কাল্মীক রাজ্যে গমন করেন। তিনি ক'াল্মীক রাজ্যস্থ তাহার সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত ও বার্চিনকে বিবাহ করিয়া আপন গোষ্ঠীতে লইয়া আসেন। ঐ রাজ্য হইতে তাহার শ্বশুরকে উদ্ধার করিতে তাহার

দ্বিতীয়বারের অভিযানের বিবরণটি ২য় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। এইবার কাল্মীক অধিপতি (খান, মোঙ্গল শাসক নৃপতি) তাহাকে বন্দী করিয়া ৭ বৎসর যাবত আটকাইয়া রাখে। পরিশেষে নৃপতি কন্যার সহায়তায় তিনি তথা হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, এক ক্রীতদাস-পুত্রের সাথে তাহার স্ত্রীর বিবাহ সেই দিনই অনুষ্ঠিত হইবে স্থির হইয়াছে। সে আল্পামীশের অনুপস্থিতিতে অন্যায়ভাবে তাঁহার কর্তৃক হস্তগত করিয়াছিল। তিনি তখন সেই জবরদখলকারকে হত্যা করিয়া আবার আপন গোত্রের নেতৃত্বে সমাসীন হন।

আল্পামীশ মহাকাব্যখানি রচনার সন-তারিখ নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা শক্ত। তবে তাহা ১৬শ শতাব্দী শুরুর আগে কিংবা ১৭শ শতাব্দী অতীত হওয়ার পরে হইতে পারে না।

মহাকাব্যখানির বিবরণমতে তির্‌গিয-এর উত্তরে (অধুনা দক্ষিণ উযবেকিস্তান-এর সুরখান দার্‌য়া জেলা) অবস্থিত বায়সান হ্রদের আশেপাশে কুনগ্রাত গোত্র যাযাবর জীবন যাপন করে। খৃ. ১৫০০ সনের কাছাকাছি সময়ে শায়বানী খানের সেনাদলকে সাথে লইয়া কুনগ্রাত গোত্র এতদঞ্চলে হিজরত করে। মহাকাব্যখানির উযবেক, কা'যাক', আরকা'র কা'লপাক সংস্করণ তিনটিতে আল্লামীশ ও কুনগ্রাত গোত্রকে উযবেক উপজাতিভুক্ত বলা হইয়াছে। এই কারণে শায়বানী কর্তৃক দেশ জয়ের আগে সেই দেশে কুনগ্রাতদের বসতি স্থাপনের দাবি মানিয়া লওয়া যায় না। অপরপক্ষে কাফির কাল্মীক উপজাতির বিরুদ্ধে মুসলিম তুর্কী যাযাবরদের যুদ্ধ-বিগ্রহ মহাকাব্যখানির আলোচ্য বিষয়। সুতরাং ১৬শ হইতে ১৭শ শতাব্দীর মধ্যে উহা ঘটিয়া থাকিবে। কেননা তৎকালে অয়রাত সাম্রাজ্যের কালমীকরা বারংবার মধ্যএশিয়া অঞ্চলে রক্তক্ষয়ী আক্রমণ পরিচালনা করে।

ঝিরমুনস্কী ও যারিফোভ মনে করেন, আল্পামীশ মহাকাব্যখানির বর্তমানে প্রচলিত রূপের ভিত্তিমূলে তাঁহারা বর্তমানে অপ্রচলিত একটি প্রাচীনতর মহাকাব্য উদ্ধার করিতে সমর্থ। তাহাতে ১১/১২শ শতাব্দী কালের ঘটনা বিধৃত। সেই কালে কুনগ্রাত পূর্বপুরুষগণ আরল সাগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যাযাবর জীবন যাপন করিত (বাম্‌সি-বায়রেক শীর্ষক ওগু'য কবিতার উপমা) কিংবা উহাতে তদপেক্ষা আরও অতীতের কাহিনী যখন তাঁহারা আলতাই পর্বতের প্রান্তসীমায় বসবাস করিত (মঙ্গোলীয় ভাষার 'খান খারানগুই' শীর্ষক কবিতার উপমা) তাঁহার বিবরণ রহিয়াছে।

আল্পামীশ মহাকাব্যখানি মধ্য এশিয়ার সকল ভাষাতেই কবিতায় লিখিত হইয়াছে। কবিতার অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর উপাখ্যানগুলির পার্থক্য বুঝাইবার জন্যই কেবল মাঝে মাঝে গদ্যের অনুচ্ছেদ রাখা হইয়াছে। মহাকাব্যখানির কবিতার রচনাশৈলী সাদাসিধা। উহাতে একইরূপ অন্ত্যমিলবিশিষ্ট চরণের সাহায্যে ২, ৪ হইতে ১০ বা ১৫ চরণবিশিষ্ট স্তবকে কবিতাকে ভাগ করা হইয়াছে। কাব্যখানিকে যেইভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তৎপ্রেক্ষিতে কবিতার এই সাদাসিধা ধরন নিতান্ত উপযোগী হইয়াছে, চারণ কবির আবৃত্তির জন্যই হউক বা দুইটি তন্ত্রীবিশিষ্ট বেহালা লইয়া পেশাদার বীণাবাদকের গাহিয়া বেড়াইবার জন্যই হউক। কতিপয় ভাষান্তরিক আল্পামীশ এখনও বর্তমান উযবেক কা'যাক' ও কারাকা'ল্পাক'। তাঁহাদের সকলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রহিয়াছে, কিন্তু মাঝে মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার ক্ষেত্রে বোধগম্য পার্থক্যও রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে উযবেকদের কাব্যখানিই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক জনপ্রিয়। ফাদি'ল (ফাযিল) য়ুলদাশ (সামারকা'ন্দ-এর সন্নিকটবর্তী বুলুনগুর জেলার কি'শলাক 'লায়ক নামক অঞ্চলে ১৮৭৩ খৃ. জন্ম) উহার প্রণেতা।

Yuldash Oghly Fazyl ঃ Alpamysh-এর শিরোনামে গ্রন্থখানির মূল পাঠ হ'মিদ 'আলীমজান কর্তৃক সামান্য সংক্ষিপ্ত আকারে ১৯৩৯ খৃ. সর্বপ্রথম তাশকা'ন্দে প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানির প্রথম অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে V. V. Derzavin ও A. S Kocetov কর্তৃক অনূদিত হইয়া রুশীয় কবিতায় এবং ২য় খণ্ড L. M. Pen'kovskiy কর্তৃক পূর্ণ দৈর্ঘ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। 'আলীমজান রচিত গ্রন্থের পাঠের ভিত্তিতে 'Fazyl Yuldash Alpamysh' শিরোনামে V. M. Zirmunskiy লিখিত ভূমিকা সমেত অনুবাদ দুইখানি তাশকা'ন্দে প্রকাশিত হয়। পরিশেষে Alpamysh' uzbekiy epos শিরোনামে উহার Yuldash সংস্করণের সম্পূর্ণ অনুবাদ L. N. Pen'kovskiy সর্বপ্রথম তাশকা'ন্দে প্রকাশ করেন। অন্যান্য বখশী রচিত উহার আরও কতিপয় উযবেক সংস্করণ—বিশদ বর্ণনার দিক দিয়া যাহাদের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয়—এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে।

শায়খুল-ইসলাম ১৮৯৬ খৃ. কাযানে কা'যাক' সংস্করণ (কেবল ২য় খণ্ড) প্রকাশ করেন। Divaev ১৯২২ খৃ. তাশকা'ন্দে সমগ্র গ্রন্থখানির মূল পাঠ সম্পাদনা করেন। উহার কয়েক বৎসর পরে ১৯৩৩ খৃ. তাহা পুনঃসম্পাদিত হয়। উহা Batyrlar Zyry নামক কাব্য সঞ্চয়ন গ্রন্থের Alma-Ata সংস্করণের ২৪৯-৯৬ পৃষ্ঠায় Alpamys Batyr শীর্ষক এক প্রবন্ধেও আবার প্রকাশিত হইয়াছে। কা'রাকা'লপাক সংস্করণ (রুশ ভাষায় অনূদিত শুধু প্রথম খণ্ড) তুরকুল-এর bakhshi জিয়া মুরাদ বেক মুহাম্মাদভ্ লিখিত পুস্তকে মূল পাঠের ভিত্তিতে রচিত (A. Divaev, Alpamys-Batyr, Etnograficeskie materyaly fasc, vii in Sbornik materyalov dlya statistiki Syr Daryinskoy oblasti, ৯ম খণ্ড, তাশকান্দ ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সং.)। 'Aimbet uly kally" নামক গ্রন্থে সমগ্র কারাকা'লপাক সং. ১৯৩৭ খৃ. মস্কোতে, ১৯৪১ খৃ. তুরকূল-এ ও তাশকান্দে প্রকাশিত হয়।

এতদ্ভিন্ন Bashkir ও Altai জাতির দুইটি গদ্য কাব্যের সংস্করণ ও আছে। মধ্যএশীয় সংস্করণগুলির সঙ্গে উহাদের মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। গ্রন্থকার N. Dimitrive, Alpamysh hem Barsyn kh'yluu নামে উহার Bashkir সং. প্রকাশ করেন। Bashkirskie Narodnye Skazski, Fasc. ১৯, Ufa ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের সংস্করণে উহা A.G.Bessonov কর্তৃক রুশ ভাষার একটি অনুবাদ সমেত প্রকাশিত হইয়াছে।

N.U.Ulagashev সম্ভবত প্রাচীনতর আলতাই সংস্করণ Alyp-Manash-এর মূল পাঠ উদ্ধার করেন। উহা A.Koptelev কর্তৃক Novosibirk-এ ১৯৪১ খৃ. প্রকাশিত Oyrat জাতীয় মহাকাব্য Altas Bucay-এর ৭৯-১২৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। মহাকাব্যখানির Fazyl Yuldash লিখিত ১৪ হাযার চরণ সম্বলিত অনুবাদই সর্ববৃহৎ। ইহার তুলনায় কাযাক ও কা'রকা'লপাক উপজাতীয় অনুবাদগুলির আকার ক্ষুদ্রতর। ঐগুলিতে যথাক্রমে ২,৫০০ ও ৩,০০০ চরণ রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) V.M.Zirmunskiy ও Kh.T.Zarifov, Uzbekskiy Narodniy Geroiceskiy Epos, মস্কো ১৯৪৭

খ.; (২) M. Aibek, সম্পা. Antologiya Uzbekskoy Poezii, মস্কো ১৯৫০ খৃ.।

A Bennigsen and H. Carrere d'Encausse (E. I.2)/মুহাম্মাদ ইলাহি বখ্‌শ

আল-পুজাররাস (দ্র. আল-বুশাররাত)

আল্‌ফ-লায়লা ওয়া লায়লা (الف ليلة وليلة) ঃ 'হাযার রাত ও এক রাত' পরীদের কল্পিত কাহিনী এবং অন্যান্য গল্পের একটি বিখ্যাত 'আরবী সংকলনের নাম। আজকাল প্রায়ই পড়িতে অথবা বলিতে শোনা যায়, ঘটনাটি আল্‌ফ-লায়লার পরীদের কাহিনীর মত। বস্তুত পরীদের কাহিনীই সংকলনটির সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক অংশ। সকল প্রাচ্য দেশের ন্যায় 'আরবগণও প্রাচীনকাল হইতেই কল্পিত কাহিনী উপভোগ করিত। কিন্তু যেহেতু প্রাচীনকালে অর্থাৎ ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে চিন্তার দিগন্ত খুবই সীমাবদ্ধ ছিল, এইজন্য এই সকল কাহিনীর উপজীব্য বেশির ভাগই অন্যান্য দেশ, বিশেষত পারস্য ও ভারত হইতে সংগৃহীত হইত, যেমন (আরব) বণিক আন-নাদ্‌'র ইব্‌নুল-হ'রিছে'র বিবরণ হইতে জানা যায়। পরবর্তী কালে 'আরব সভ্যতা অধিকতর সমৃদ্ধ ও ব্যাপক হইলে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবও অধিকতর বৃদ্ধি পায়। একজন মনোযোগী পাঠক ইহার কাহিনীর বিভিন্ন রূপ বৈচিত্র্য উপলব্ধি করিয়া সহসাই অভিভূত হইয়া পড়ে। কাহিনীটি উহার স্বীয় ধারায় এমন একটি প্রাচ্য বাগানসদৃশ, যেইখানে বিভিন্ন প্রকার সুন্দর ফুল প্রস্ফুটিত হইয়াছে, যদিও কিছু আগাছা এখানে-সেখানে দৃষ্ট হয়। অপর দিকে পাঠক এই বিষয়টি উপলব্ধি করিবে যে, কাহিনীগুলির ক্ষেত্র খুবই ব্যাপক। ইহাতে একদিকে সুলায়মান (আ), প্রাচীন পারস্যের রাজন্যবর্গ, মহান আলেকজান্ডার, খলীফা ও সুলতানদের গল্প রহিয়াছে, অপর দিকে এমন সব কাহিনী বিবৃত হইয়াছে যেখানে কফি, তামাক ও বন্দুকের উল্লেখ রহিয়াছে।

ইউরোপে আলফ লায়লার আবির্ভাব ঃ সম্পূর্ণ গ্রন্থটি একটি সুবিন্যস্ত গল্প কাঠামোতে পরিবেশিত। মধ্যযুগে এই গ্রন্থটি ইতালীতে পরিচিত ছিল। Giovanni Sercambi (১৩৪৭-১৪২৪ খৃ.)-এর একটি উপন্যাসে ও Astolfo ও Giocondo-এর গল্পে, যাহা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের কবি Aristo-এর কাব্যে Orlando Furioso-এর ২৮তম অধ্যায় (canto)-এ বর্ণিত হইয়াছে, ইহার কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবত প্রাচ্য দেশে অবস্থানরত পর্যটকদের মাধ্যমে এই বিষয়টি ইতালীতে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ 'আল্‌ফ লায়লা ওয়া লায়লা' ইউরোপে পৌঁছে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে। ফরাসী পণ্ডিত ও পর্যটক Jean Antoine Galland (১৬৪৬-১৭১৫ খৃ.) সর্বপ্রথম ইহা প্রকাশ করেন। তিনি প্রথম দিকে ফরাসী কূটনীতিকের সেক্রেটারী হিসাবে এবং পরে অপেশাদার ব্যক্তিদের (Amateurs) পক্ষ হইতে যাদুঘরের জন্য বিরল ও আশ্চর্যজনক সামগ্রী সংগ্রহকারী হিসাবে নিকটপ্রাচ্যের দেশগুলি ভ্রমণ করিয়া প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে অবহিত হইয়াছিলেন এবং সেই সকল অঞ্চলে কথিত গল্প ও কাহিনীর প্রতি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। ফরাসী দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ধারাবাহিকভাবে Les mille et une Nuits contes arabes traduits en Francais-এর প্রকাশ শুরু করেন। ১৭০৬ খৃ. পর্যন্ত তিনি সাত খণ্ড প্রকাশ করেন। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে অষ্টম খণ্ড, ১৭১২ খৃষ্টাব্দে নবম ও দশম খণ্ড এবং ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড Galland-এর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। শেষ খণ্ডগুলি প্রকাশে বিলম্বের কারণ ছিল, একদিকে Galland-কে ইহার উপজীব্য সামগ্রী সংগ্রহে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইত, অপর দিকে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে জ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন কর্মেও জড়িত থাকিতে হইত। এইজন্য উহার রচনার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তিনি ছিলেন একজন জাত গল্পকার। ভাল গল্প বাছিয়া লওয়া ও তাহা ভালভাবে বিবৃত করিবার নৈপুণ্য তাঁহার ছিল। ইহার ভিত্তিতে তিনি স্বীয় অনুবাদটিকে ইউরোপীয় পাঠকদের রুচি মাফিক গড়িয়া তোলেন। কোন কোন স্থানে তিনি 'আরবী মূল পাঠের পরিবর্তন সাধন করেন এবং ইউরোপীয়দের নিকট অপরিচিত বিষয়গুলি তিনি সহজভাবে প্রকাশ করেন। ইহাই ছিল তাঁহার 'সহস্র এক রজনী' গল্প গ্রন্থের সাফল্যের মূলে। যেইসব উপাদান তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িত তাহাতে তিনি সৌভাগ্যবান ছিলেন। তিনি 'সিন্দাবাদ জাহাজী' নামক একটি (অসনাক্ত) অপরিচিত পাণ্ডুলিপি অনুবাদের মাধ্যমে স্বীয় কাজ শুরু করেন। পরে জানা যায়, এই কাহিনীটি একটি বৃহৎ গল্প সংকলনের একটি অংশ যাহা 'আল্‌ফ লায়লা ওয়া লায়লা' নামে পরিচিত। ইহার পরে সৌভাগ্যক্রমে জনৈক ব্যক্তি সিরিয়া হইতে ইহার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির ৪টি খণ্ড তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। Nabia Abbott-এর সংগৃহীত একটি ক্ষুদ্র খণ্ড ছাড়া আল্‌ফ লায়লা ওয়া লায়লা-র অবশিষ্ট অংশ প্রাচীন ও উত্তম মূল পাঠরূপে পরিচিত। এই পাণ্ডুলিপির প্রথম তিন খণ্ড এখন পর্যন্ত প্যারিস জাতীয় গ্রন্থাগারে (Bibliotheque Nationale) সংরক্ষিত আছে। কিন্তু ৪র্থ খণ্ডটি হারাইয়া গিয়াছে। 'আরবী পাণ্ডুলিপির তিন খণ্ডের অনুবাদ Galland সাত খণ্ডে সমাপ্ত করিয়াছেন যাহা বর্তমানেও পাওয়া যায়। ইহার সঙ্গে তিনি অজ্ঞাত পাণ্ডুলিপি হইতে সিন্দবাদ ও কামরুয-যামানের গল্পগুলি সংযোগ করিয়াছেন। ইহার পর বিষয়বস্তুর অভাবে তিনি তিন বৎসর ইহার কাজ বন্ধ রাখেন। কিন্তু প্রকাশকের তাড়ায় তিনি পঞ্চম খণ্ড রচনায় বাধ্য হন। ইহা ছিল সূত্র ও প্রমাণবিহীন। উক্ত খণ্ডে 'গ'নিম'-এর একটি কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, যাহা Galland একটি অজ্ঞাত ও অনুল্লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া উক্ত খণ্ডে 'যায়নুল-আসনাম' ও 'খুদাদাদ' নামক দুইটি কাহিনী রহিয়াছে যাহা Petis de la Croix স্বীয় Mille et un Jours-এর জন্য অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার পর বিষয়বস্তুর অভাবে তিনি আবার ইহার কাজ বন্ধ রাখেন। তাহা ছাড়া তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সমস্ত বিষয়ের প্রতি তাঁহার মনে বিরক্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু ১৭০১ খৃ. আলেপ্পোর একজন মারোনী খৃষ্টান হ'ান্নার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত ঘটে। হ'ান্না ফরাসী পরিব্রাজক Paul Lucas কর্তৃক ফ্রান্সে নীত হইয়াছিলেন। Galland হান্নার সঙ্গে সাক্ষাতেই বুঝিতে পারেন, তাঁহার নিকট গল্পের উপাদান রহিয়াছে। হ'ান্না তাঁহার নিকট 'আরবীতে গল্প বর্ণনা করিতেন, Galland কোন কোনটির সংক্ষিপ্তসার স্বীয় পত্রিকায় সন্নিবিষ্ট করিতেন। হ'ান্নায়া তাঁহাকে কোন কোন গল্পের লিখিত পাণ্ডুলিপিও প্রদান করেন। এইভাবে Galland-এর শেষ চারি খণ্ডের অনুবাদ সমাপ্ত হয়। তাঁহার পত্রিকাতে ইহার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। হ'ান্নার হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু দুইটি 'আরবী পাণ্ডুলিপি আলাদ্দীন (আলাউদ্দীন) ও 'আলী বাবা তখন হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাই ইউরোপে Arabian Nights নামে পরিচিত (ও রচিত) কাহিনীগ্রন্থের মূল ভিত্তি। ইহার ফরাসী পাঠ ও এই পাঠের বহু অনুবাদের মাধ্যমে অসংখ্য

পাঠক Arabian Nights নামের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. H. Zotenberg, Histoire d 'Ala' aldin avec Notice sur quelques manuscrits des Mille et une nuits et la traduction de Galland, প্যারিস ১৮৮৮ খৃ.। ইহাতে 'আলাদ্দীন (আলাউদ্দীন)-এর 'আরবী পাঠ আল্ফ লায়লা ওয়া লায়লার বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির গবেষণা ও Galland-এর পত্রিকার বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আরও দ্র. V. Chauvin, Bibliographie arabe, iv, Liege 1900 ও D. B. Macdonald, A bibliographical and Literary Study of the first appearance of the Arabian Nights in Europe, The Library Quarterly, vol. ii, no. 4, Oct. 1932, 387-420।

এক শত বৎসরের অধিক কাল যাবত Galland-এর ফরাসী অনুবাদকেই ইউরোপে আল্ফ লায়লা হিসাবে গণ্য করা হইত। তাঁহার সন্নিবিষ্ট সেই দুইটি কাহিনীর 'আরবী পাঠ অজ্ঞাত ছিল, এইগুলিও প্রাচ্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। এই সময় আল্ফ লায়লা ওয়া লায়লার সহিত কমবেশী সম্পর্কিত আরও কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদের অনুবাদ Galland-এর অনুবাদের কয়েকটি পরিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্ত 'আরবী পাণ্ডুলিপির বিভিন্নতার দরুন আল্ফ লায়লার বর্ণিত কাহিনীতে যেমন বিভিন্নতা ছিল, তেমনি অনুবাদকগণ কোন আরবী গল্পের সাক্ষাত পাইলেই তাহা আল্ফ লায়লায় জুড়িয়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। নিম্নোক্ত পরিশিষ্টগুলি, যাহাদের কোন কোনটি পৃথকভাবে এবং কোন কোনটি Galland-এর সহিত একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, নিজ নিজ স্থানে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, ইহার প্রতি সমসাময়িক কালের পাঠকদের কত দূর আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল! এই সকল বিষয়ে আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. Chauvin, Bibliographie, ৪খ, ৮২-১২০।

১৭৮৮ খৃ. Cabinet des Fees, ৩৮-৪১ খণ্ডের পরিশিষ্টরূপে একটি ধারাবাহিক কাহিনী প্রকাশিত হয়। ইহা Denis Chavis কর্তৃক 'আরবী ভাষা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময় আল্ফ লায়লার কাহিনীগুলি সাধারণ পাঠক সমাজে যে আগ্রহের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা এই বিষয়টি দ্বারাই বুঝা যায়, ১৭৯২-৯৪ খৃ. পর্যন্ত উক্ত পরিশিষ্টের তিনটি পৃথক ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭৯৫ খৃ. William Beloe তাঁহার Miscellanies গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে কিছু আরবী গল্প প্রকাশ করিয়াছেন। গল্পগুলি The Natural History of Aleppo (1794)-এর লেখক Patrick Rusell তাঁহাকে মৌখিকভাবে অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮০০ খৃস্টাব্দে Jonathan Scott স্বীয় Tales, Anecdotes and Letters গ্রন্থে James Anderson কর্তৃক ভারত হইতে নীত আল্ফ লায়লার পাণ্ডুলিপি হইতে কয়েকটি গল্পের অনুবাদ করিয়াছেন। ১৮১১ খৃ. তিনি Galland-এর ইংরেজি অনুবাদের নূতন সংস্করণে অপর একটি পাণ্ডুলিপির নূতন কাহিনী সম্বলিত একটি পরিশিষ্ট সংযোজন করিয়াছেন। এই পাণ্ডুলিপিটি Wortley Montague-এর নিকট হইতে গৃহীত এবং ইহা অক্সফোর্ড গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ১৮০৬ খৃ. Caussin de Perceval Galland-এর গ্রন্থের তাঁহার সংস্করণে দুই খণ্ড পরিশিষ্ট সংযোজন করিয়াছিলেন। কিন্তু Calland-এরই অনুবাদের নামে Edouard Gauttier যে পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৮২২-১৮২৫ খৃ.) উহা Perceval-এর সংস্করণের তুলনায় অধিকতর অগ্রগামী। বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত নূতন কাহিনী সম্বলিত পূর্বোক্ত দুই খণ্ড ছাড়াও তিনি Galland-এর আল্ফ লায়লার আরও কাহিনীর স্বচ্ছন্দ সংযোজন করিয়াছেন। Von Hammer তাঁহার অনুবাদ Die noch nicht ubersetzten Erzahlungen der Tausend und einen Nacht, Stuttgart, 1823-এর ভিত্তি আরও দৃঢ় এবং তিনি একটি প্রকৃত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি মিসরে উক্ত সংশোধিত পাণ্ডুলিপির একটি কপি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা বর্তমানে Zotenberg-এর 'মিসরীয় সংশোধিত পাণ্ডুলিপি' (Zotenberg's Egyptian Recension) নামে পরিচিত। পাণ্ডুলিপিটি ইহার অসংখ্য সংস্করণে আল্ফ লায়লার সাধারণ মূল পাঠ (পাণ্ডুলিপি) (Vulgate)-রূপে মর্যাদা লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন সংস্করণের বিবরণ নিম্নে দ্র.। Galland-এর গ্রন্থে ছিল না এমন কিছু গল্পের Von Hammer কৃত ফরাসী অনুবাদ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু Zinserling (১৮২৩ খৃ.) ইহা জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদটি Lamd কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় (১৮২৬ খৃ.) এবং Trebutien কর্তৃক ফরাসী ভাষায় (১৮২৮ খৃ.) অনূদিত হয়। ১৮২৫ খৃ. M. Habicht ১৫ খণ্ডে ইহা প্রকাশ করিতে শুরু করেন। তিনি দাবি করেন যে, ইহা একটি নূতন অনুবাদ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল (মূলত) Galland-এরই অনুবাদ যাহাতে Caussin, Gauttier এবং Scott-এর কয়েকটি পরিশিষ্টসহ তথাকথিত একটি তিউনিসীয় পাণ্ডুলিপি সংযোজিত হইয়াছিল। তিনি একটি আরবী পাণ্ডুলিপিও প্রকাশ করিতে শুরু করেন। ইহার আরবী মূল পাঠ হইতে এবং পরবর্তী কালে Galland-এর অনুবাদ Gotha-এর পাণ্ডুলিপি এবং মিসর মুদ্রিত একটি পাঠ হইতে Weil ১৮৩৭-১৮৬৭ খৃ. তাঁহার অনুবাদ প্রকাশ করেন।

সংস্করণ ও অনুবাদ ঃ 'আরবী আল্ফ লায়লা ওয়া লায়লার প্রধান প্রধান সংস্করণ নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ (১) প্রথম কলিকাতা সংস্করণ The Arabien Nights Entertainments In The Original Arabic, published under the patronage of the College of Fort William, শায়খ আহ্'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ শিরওয়ানী আল-য়ামানী কৃত, কলিকাতা, ১ম খণ্ড, ১৮১৪ খৃ, ২য় খণ্ড, ১৮১৮ খৃ.। ইহাতে শুধু প্রথম দুই শত রাত এবং সিন্দবাদ জাহাজীর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। (২) প্রথম বূল'ক সংস্করণ ঃ একটি পূর্ণাঙ্গ 'আরবী সংস্করণ। ইহা ১২৫১/১৮৩৫ সালে (মিসরে প্রাপ্ত একটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে) মুহাম্মাদ 'আলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কায়রোর নিকটস্থ বূলাক সরকারী প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। (৩) দ্বিতীয় কলিকাতা সংস্করণ The Alif Laila or the Book of the Thousand Nights and one Night, সাধারণত 'The Arabian Nights Entertainments' নামে পরিচিত, শাহনামাহ্-র সম্পাদক মেজর টানার (মৃত) মিসর হইতে যে পাণ্ডু. আনিয়াছিলেন তাঁহার সম্পূর্ণ মূল 'আরবী পাঠ প্রথমবারের মত কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয় চারি খণ্ডে, সম্পা. W. H. Macnaghten, কলিকাতা ১৮৩৯-৪২ খৃ.। (৪) Breslau সংস্করণ Tausend and Eine Nacht

Arabisch, Nach einr Handschrift aus Tunis her ausgeben von Dr. Maximilian Habicht, Professor an der Koniglichen Universitat zu Breslau (etc.), nach seinem Tode fortgesetzt von M. Heinrich Leberecht Fleischt ordentlichem Prof. der morgenlandischen Sprachen an der Universitat Leipzig, Breslau 1825-43. D. B. Macdonald, Habicht-এর সংশোধিত পাণ্ডু. সম্পর্কে JRAS, ১৯০৯ খৃ., পৃ. ৬৫৮-৭০৪-এ লিখিত স্বীয় নিবন্ধ A Preliminary Classification of some MSS of the Arabian Nights in the E. G. Browne Volume, Cambridge ১৯২২ খৃ., পৃ. ৩০৪-এ এই সংস্করণের মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার সারগর্ভ অভিমত এই যে, Habocht ইচ্ছাকৃতভাবে একটি সাহিত্যিক কল্পকাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আল্ফ লায়লা ওয়া লায়লার ইতিহাস সম্পর্কে বহু সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছেন। কেননা তিউনিসিয়ার সংশোধিত পাণ্ডুলিপির কখনও অস্তিত্ব ছিল না এবং তিনি (Habicht) বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত বহু কাহিনীর সমন্বয়ে আল্ফ লায়লার একটি নূতন সংশোধিত পাণ্ডুলিপি সংকলন করিয়াছেন, যেমনভাবে তিনি তাঁহার উল্লিখিত অনুবাদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু Macdonald স্বীকার করেন, Habicht-এর সংকলিত পাঠে কোনরূপ সংশোধনের চেষ্টা করা হয় নাই, বরং উহার বাক্যগুলি হুবহু নকল করা হইয়াছে। অতএব উক্ত পাঠই অবিকল অমার্জিত (Vulgar) ভাষায় রহিয়া গিয়াছে, অথচ অপরাপর সকল পাঠেই (Text) শিক্ষিত শায়খ দ্বারা ব্যাকরণগত ও ভাষাগত 'উন্নতি সাধিত' হইয়াছে। (৫) বূলাক ও কায়রোর পরবর্তী সংস্করণ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বূলাক প্রথম সংস্করণের সম্পূর্ণ মূল পাঠ, যাহা দ্বিতীয় কলিকাতা সংস্করণের প্রায় অনুরূপ ছিল, কয়েকবার পুনর্মুদ্রিত হয়। এই সকল মুদ্রিত কপি Zotenberg- এর 'মিসরীয় সংশোধিত পাণ্ডুলিপি'র প্রায় অনুরূপ। এই পাণ্ডুলিপির U. J. Seetzen, Reisen durch Syrien Palastin Phonicien die Transjordan-Lander, Arabia Petraea und Unter-Aegypten, বার্লিন ১৮৫৪-৫৫ খৃ., ৩খ., ১৮৮-এ একটি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে জনৈক শায়খ কর্তৃক সংকলিত হইয়াছিল; কিন্তু শায়খের নাম জানা যায় নাই। এই বিজ্ঞপ্তিটি Zotenberg-এর অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণ করে। বৈরূত-এর Jesuit Press অন্য কোন কপির উপর ভিত্তিশীল একটি স্বাধীন, অথচ অশ্লীলতা বিবর্জিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করিয়াছে (১৮৮৮-৯০ খৃ.)।

আধুনিক কালের সকল পাশ্চাত্য অনুবাদ মিসরের সংশোধিত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হইয়াছে। লেন (Lane)-এর অনুবাদটি অসম্পূর্ণ হইলেও ইহাতে খুবই মূল্যবান ও পূর্ণ ব্যাখ্যা রহিয়াছে। ১৮৩৯ খৃ, ইহার আংশিক প্রকাশ শুরু হয় এবং ১৮৪১ খৃ. শেষ হয়। বূলাক সংস্করণ হইতে এই অনুবাদটি করা হইয়াছিল। ম্যাকনাগটেন (Macnaghten) সংস্করণের পেইন (Payne)-কৃত পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ব্যক্তিগতভাবে নয় খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৮৮২-১৮৮৪ খৃ.)। অতিরিক্ত তিন খণ্ডে ব্রেসলাউ (Breslau) সংস্করণ ও প্রথম কলিকাতা সংস্করণে (১৮৮৪ খৃ.) বর্ণিত কাহিনী স্থান পাইয়াছে। ত্রয়োদশ খণ্ডে 'আলাউদ্দীন ও যায়নুল-আস'নাম-এর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। পেইন-এর মৃত্যুর (১৯১৬ খৃ.) পর তাঁহার পাণ্ডুলিপি কয়েকবার সম্পূর্ণরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। স্যার রিচার্ড বার্টন (Sir Richard Burton)-এর অনুবাদটি ও ম্যাকনাগটেন-এর পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে করা হইয়াছিল। কিন্তু এই অনুবাদটি পেইন-এর অনুবাদের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পেইন-কে হুবহু আক্ষরিকভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে (দশ খণ্ড, ১৮৮৫ খৃ.; ৬টি বর্ধিত খণ্ড, ১৮৮৬-৮৮ খৃ.)। স্মিথার (Smither) সংস্করণ (দশ খণ্ড, ১৮৯৪ খৃ.) ও লেডী বার্টন সংস্করণ (৬ খণ্ড, ১৮৮৬-৮৮ খৃ.) ছাড়াও স্যার রিচার্ড বার্টন-এর অনুবাদ কয়েকবার সম্পূর্ণভাবে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। পেইন ও বার্টন-এর অনুবাদে যে বিস্ময়কর সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়, ইহার জন্য দ্র. Thomas Wright, Life of Sir Richard Burton (২ খণ্ড, লন্ডন ১৯০৬ খৃ.) ও Life of John Payne (লন্ডন ১৯১৯ খৃ.)। উপরিউক্ত অনুবাদের তুলনামূলক পর্যালোচনার জন্য দ্র. On Translating the Arabian Nights, The Nation, নিউ ইয়র্ক, ৩০ আগস্ট ও ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯০০ খৃ.। Max Henning, Reclam's Universal Bibliothek (১৮৯৫-৯৭ খৃ.)-এ ছোট ছোট চব্বিশ খণ্ডে একটি জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার আপত্তিজনক অংশটুকু বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহার বর্ণনা কিছুটা গদ্যবৎ এবং কেবল অর্ধ-শ্লোক উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম ১৭ খণ্ডে বর্ণিত কাহিনী বূলাক' সংস্করণ হইতে লওয়া হইয়াছে এবং ১৮-২৪ খণ্ডে বিভিন্ন পরিশিষ্ট ও অধিকাংশ বার্টন-এর অনুবাদ হইতে লওয়া হইয়াছে। ১৮৯৯ খৃ. J. C. Mardrus (তাঁহার নিজস্ব বর্ণনা অনুযায়ী) আল্ফ লায়লার (বূলাক' সংস্করণ হইতে) ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী অনুবাদ শুরু করেন। তাঁহার অনুবাদটি নির্ভরযোগ্য নয় এবং আল্ফ লায়লা ছাড়া অন্যান্য নানা সংকলন হইতে গৃহীত কাহিনীও ইহাতে সংযোজন করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া স্পেনিশ, ইংরেজী, পোলিশ, ডেনিশ, রূশ ও ইতালীয় ভাষায়ও আল্ফ লায়লার অনুবাদ রহিয়াছে। স্পেনিশ অনুবাদক Vicente Blasco Ibanez; ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ E. Powys Mathers-কৃত, পোলিশ ভাষায় অনুবাদ অসম্পূর্ণ। E. Littmann-কৃত জার্মান অনুবাদ ৬ খণ্ডে লাইপযিগ হইতে ১৯২১-১৯২৮ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম সংস্করণ Wiesbaden হইতে ১৯৫৩ খৃ. ও দ্বিতীয় পুনঃসংস্করণ একই স্থান হইতে ১৯৫৪ খৃ. প্রকাশিত হয়। ইহাতে দ্বিতীয় কলিকাতা সংস্করণের পূর্ণ অনুবাদ ছাড়াও নিম্নে বর্ণিত গল্পগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে ঃ Zotenberg সম্পাদিত প্যারিস পাণ্ডুলিপি হইতে 'আলাউদ্দীন ও যাদু-প্রদীপ'; Macdonald সম্পাদিত অক্সফোর্ড পাণ্ডুলিপি (JRAS, ১৯১০ খৃ., ২২১ প., ১৯১৩ খৃ., ৪১ প.) হইতে 'আলী বাবা ও চল্লিশ ডাকাত, বার্টন অনুবাদ হইতে শাহযাদা আহ'মাদ ও পরীবানু যাহা Galland-এর হিন্দুস্তানী ভাষায় অনুবাদের ইংরেজী অনুবাদ, Breslau সংস্করণ হইতে আবুল হ'াসান অথবা নিদ্রা ভঙ্গের কাহিনী; প্রথম কলিকাতা সংস্করণ হইতে নারীদের ধূর্ততা; প্রথম কলিকাতা সংস্করণ হইতে সিন্দবাদের ষষ্ঠ ভ্রমণের সমাপ্তি এবং তাঁহার সপ্তম ভ্রমণ, Brass (পিতল) শহরের কাহিনীর পরিশিষ্ট; সিন্দবাদ ও সাত উযীরের কাহিনী; Breslau সংস্করণ হইতে আল-মালিকুজ-জাহির রুকনুদ-দীন বায়বারস আল-বুন্দুকদারী ও ষোড়শ প্রহরীর কাহিনী; Burton-Galland সংস্করণ হইতে ঈর্ষান্বিত ভগ্নীবৃন্দ; প্যারিসের একটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি (F. Groff কর্তৃক সম্পাদিত)

হইতে যায়নুল-আস'নাম; Burton- Galland-এর পাণ্ডুলিপি হইতে খলীফার দুঃসাহসিক নৈশ ভ্রমণ, খুদাদাদ ও তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ, 'আলী খাজা ও বাগ্‌দাদের বণিকের কাহিনী। J. Oestrup-কৃত ডেনিশ অনুবাদ কোপেনহেগেন হইতে ১৯২৭ খৃ. প্রকাশিত হয়। J. Krackovsky-কৃত রুশ অনুবাদ ১৯৩৪ খৃ. এবং F. Gabrieli-কৃত ইতালী অনুবাদ ১৯৪৯ খৃ. প্রকাশিত হয়।

উৎপত্তি ও বিবর্তনের সমস্যাবলী : ইউরোপে আল্‌ফ লায়লার প্রথম পরিচিতির সময় ইহা শুধু ইউরোপীয় পর্যটকদের আমোদের বস্তুরূপেই বিবেচিত ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সকল কাহিনীর উৎপত্তি সম্পর্কিত প্রশ্নের দিকে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠেন। আধুনিক আরবী ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা Silvestre de Sacy এই সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন; Journal des Savants, ১৮১৭ খৃ., পৃ. ৬৭৮; Recherches sur l'origine du recueil des contesintitules les Mille et une nuits, প্যারিস ১৮২৯ খৃ., এবং Memoires de l'Academie des Inscriptions and Belles Lettres, ১৮৩৩ খৃ., ১০ খ, ৩০। তিনি গ্রন্থটি (আলফ লায়লা ওয়া লায়লা) একজন লেখকের রচিত—এই ধারণাটি খুব সঠিকভাবেই অস্বীকার করেন। তিনি বিশ্বাস করেন, গ্রন্থটি অনেক পরে রচিত এবং ইহাতে পারস্য ও ভারতীয় উপাদান ছিল না। অতএব তিনি আল-মাস'উদী রচিত মুরূজু'য-যাহাব (৩৩৬/৯৪৭ সালে রচিত ও ৩৪৬/৯৫৭ সালে পুনঃসম্পাদিত হয়) গ্রন্থে উপরিউক্ত উপাদান সম্পর্কে বর্ণিত অংশকে নকল বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। এই অংশটুকু Barbier de Meynard কর্তৃক আরবী ও ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে (Les prairies d'or, ৪খ., ৮৯)। ইংরেজীতে বলা হয়, ইহার (অর্থাৎ বিভিন্ন কাল্পনিক কাহিনীর) বিষয়টি সেই সকল গ্রন্থের ন্যায় যাহা পারস্য, ভারতীয় (একটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে এই স্থানে পাহলাবী লেখা হইয়াছে) এবং গ্রীকদের নিকট হইতে আমাদের কাছে পৌঁছিয়াছে এবং আমাদের জন্য অনূদিত হইয়াছে। উহাদের শুরুও সেইভাবেই হইয়াছে যাহা আমরা বর্ণনা করিয়াছি। উদাহরণস্বরূপ 'হাযার আফ্‌সানাহ্'-এর কথা উল্লেখ করা যায়। ইহাকেই আরবীতে 'আল্‌ফ কাসাস' বলা হয়; ইহার অর্থ হাযার গল্প। ফারসী আফসানাহ শব্দের অর্থ গল্প; লোকেরা ইহাকেই আল্‌ফ লায়লা বলিয়া থাকে (দুই পাণ্ডুলিপির এই স্থানে আল্‌ফ লায়লা ওয়া লায়লা উল্লেখ রহিয়াছে)। ইহা একজন বাদশাহ, তাঁহার উযীর, উযীর কন্যা ও কন্যার সেবিকার কাহিনী। শেষোক্ত দুইজন শীরাযাদ ও দীনাযাদ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্য পাণ্ডুলিপিতে উযীর কন্যা, তাহার সেবিকা ও অপর একটি পাণ্ডুলিপিতে উযীরও তাঁহার দুই কন্যা লেখা হইয়াছে।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহ'াক ইব্‌ন আবী য়া'কূ'ব আন-নাদীম তদীয় গ্রন্থ আল-ফিহরিস্ত (রচনা ৩৭৭/৯৮৭), সম্পা. Flugel, ১খ., ৩০৪-এ হাযার আফসানাহর উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রথম গল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন যদ্দ্বারা তিনি গল্পের কাঠামো তুলিয়া ধরিয়াছেন। আল-ফিহরিস্ত-এ উল্লেখ রহিয়াছে, কিতাবুল-উযারা গ্রন্থের লেখক আবূ 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন আবদূস আল-জাহশিয়ারী (দ্র. ৩৩১/৯৪২) একটি পুস্তক রচনা করিতে শুরু করেন এবং ইহার জন্য 'আরবী, ফারসী, গ্রীক ও অন্যান্য লোকের নিকট হইতে এক হাযার গল্প বাছাই করেন। তিনি ৪৮০ টি গল্প সংগ্রহ করেন; কিন্তু এক হাযার গল্প শেষ করার আগেই তিনি ইনতিকাল করেন।

de sacy-এর বিপরীতে Joseph von Hammer (Wiener Jahrbucher, ১৮১৯, পৃ. ২৩৬; JA প্রথম সিরিজ, খণ্ড ১০, ৩য় সিরিজ, খণ্ড ৮; Die noch nicht ubersetzten Erzahlungen-এর মুখবন্ধ), আল-মাস'উদীর অংশটুকুর সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন—পরিণতি যাহাই হউক না কেন। William Lane ইহা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, আলফ লায়লা সমস্ত গ্রন্থটি একজন রচয়িতার রচনা এবং ইহা ১৪৭৫-১৫২৫ খৃ. রচিত হইয়াছে (The Arabian Nights Entertainments, লন্ডন ১৮৩৯-১৮৪১ খৃ.-এর ভূমিকা)।

de Goeje পুনরায় আলোচনা শুরু করেন (De Arabische Nachtvertellingen, De Gids, ১৮৮৬ খৃ., ৩ খ., ৩৮৫ ও The Thousand and one Nights in the Encycl. Britain, ২৩ খ., পৃ. ৩১৬)। তিনি আল-ফিহ্‌রিস্ত-এর অংশটুকুকে (উপরে দ্রষ্টব্য), যেইখানে বলা হইয়াছে, হাযার আফ্‌সানাহ গ্রন্থটি রাজা বাহমানের কন্যা হুমায় (প্রকারান্তরে হুমানী)-এর জন্য লিখিত হইয়াছিল, তাবারী-র (৯ম শতাব্দী) একটি অংশের (১খ., ৬৮৮) সহিত তুলনা করিয়াছেন, যেইখানে ইসথার (Esther)-কে বাহমানের মাতা বলা হইয়াছে এবং হুমায়-কে শাহ্‌রাযাদ নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে de Goeje দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, আল্‌ফ লায়লার কাহিনীগুলির কাঠামো ইসথার-এর গ্রন্থের সহিত সম্পর্কিত ছিল। এই বিষয়ে August Muller-কে স্বীয় Sendsehreiben-এ অধিকন্তু তাঁহার Die deutsche Rundschau, ১ জুলাই, ১৬৬৭, ১৩খ., ৭৭-৯৬-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে de Geoje (Bezzenbergers Beittrage, ১৩খ., ২২)-এর অগ্রগামী বলিয়া মনে হয়। তিনি আল্‌ফ লায়লার কয়েকটি অংশকে পৃথক করিয়াছেন যাহাদের একটিকে তিনি বাগদাদে রচিত বলিয়া মনে করেন। অপরপক্ষে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অংশকে মিসরে রচিত বলিয়া তিনি অভিমত পেশ করেন। বিভিন্ন স্তরের এই অভিমতকে Th. Noldeke অধিকতর বিশুদ্ধভাবে সংকলন করেন (Zu den agyptischen Marchen, ZDMG, ১৮৮৮ খৃ., পৃ. ৬৮)। তিনি মূল পাঠের এমন কাছাকাছি সংজ্ঞা পেশ করিয়াছেন, যাহা দ্বারা প্রত্যেকেই ইহাকে সনাক্ত করিতে পারেন।

আলফ লায়লার বিষয়গুলি Noldeke কর্তৃক কয়েকবার বিবেচিত ও বর্ণিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে Oestrup-এর Studier over 1001 Nat, Copenhagen 1891, বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এইগুলি Krymski কর্তৃক রুশ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে (Izsliedowanie o 1001 noci, মস্কো ১৯০৫ খৃ., একটি ভূমিকাসহ) এবং Rescher কর্তৃক জার্মান ভাষায় 'Oestrups Studien uber 1001 Nacht' aus dem Danischen নামে অনূদিত হইয়াছে (nebst einigen zusatzen), Stuttgart ১৯২৫ খৃ.। Galtier কর্তৃক কায়রো হইতে ১৯১২ খৃ. টীকাসহ ইহার ফরাসী সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিষয়ে Horovitz প্রধানত তাঁহার প্রবন্ধ Die Entstehung von tausendundeine Nacht (The Review of Nations, সংখ্যা ৪, এপ্রিল ১৯২৭; ঐ লেখক, in I

C, 1927 খৃ.-এ অতি দক্ষতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া দ্র. Littmann Tausendundeine Nacht in der arabischen Literatur, Tubingen ১৯২৩ খৃ. ও Die Entstehung und Geschichte von Tausendundeiner Nacht in the Anhang, Littmann-এর অনুবাদের অনুরূপ (পূর্বে উল্লিখিত)।

আলফ লায়লার অস্তিত্বের বিষয় সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন Nabia Abbott, A Ninth Century Fragment of the 'Thousand Nights' New Light on the Early History of the Arabian Nights, Journal of Near Eastern Studies, ১৯৪৯ খৃ.)। মাসউদী মুরূজে ও ইবনুন-নাদীম আল-ফিহরিস্ত-এ গ্রন্থটির উল্লেখ করেন (উপরে দ্রষ্টব্য)। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মিসরে আল্‌ফ লায়লা নামে একটি গল্প সংকলন প্রচলিত ছিল। জনৈক আল-কুরতীর বর্ণনা হইতে এই সম্বন্ধে জানা যায়, তিনি (আল-কুরতী) শেষ ফাতিমী খলীফার (১১৬০-১১৭১ খৃ.) শাসনামলে মিসরের একটি ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন যাহা Torrey সনাক্ত করিয়াছেন (JAOS, ১৮৯৪ খৃ., পৃ. ৪২ প.) এবং আল-গুযূলী (মৃ. ৮১৫/১৪১২) স্বীয় সংকলনে আলফ লায়লার একটি কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। H. Ritter ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর যে পাণ্ডুলিপি ইস্তাম্বুলে আবিষ্কার করেন, তাহার চারিটি কাহিনী মিসরের সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান। বলা হয়, এই কাহিনীগুলি আল্‌ফ লায়লার অংশ নয়। A. von Bulmerincq-এর প্রাথমিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে H. Wehr-ও ইহার অনুবাদ প্রকাশ করিবেন। ইহার পর পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত Galland-এর পাণ্ডুলিপি ও আলফ লায়লার অন্যান্য পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায়, সাধারণ গঠনের (Common form) আল্‌ফ লায়লার কিছুটা অংশ বাগদাদের ও কিছুটা মিসরের। Oestrup এই কাহিনীগুলিকে তিনটি পৃথক স্তরে বিন্যস্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম স্তরটি গ্রন্থটির কাঠামোর (framework) মধ্যে ফারসী আফসানার পরীদের কাহিনী। দ্বিতীয়টি বাগদাদ হইতে প্রাপ্ত কাহিনী এবং তৃতীয়টি সেই সকল গল্প সম্বলিত যাহা পরবর্তী সময়ে গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। কিছু কিছু গল্প, উদাহরণস্বরূপ, 'উমার ইবনু'ন-নু'মানের বীরত্বের বর্ণনা সম্বলিত দীর্ঘ কাহিনী, যখন গ্রন্থটির আক্ষরিক অর্থে (১০০১ সংখ্যাটি) পরিপূরণের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন এইসব সংযোজন করা হয়। কিন্তু Tubingen-এর পাণ্ডুলিপির 'সূল ও শুমুলের গল্প' যাহাকে আল্‌ফ লায়লার অংশ বলা হইয়াছে এবং যাহাকে অনুরূপ স্বীকৃতি দিয়া Seybold গ্রন্থটির সম্পাদনা করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কেননা ইহাতেও একজন মুসলমানের খৃষ্টান হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। মূলত আল্‌ফ লায়লায় খৃষ্টান, যোরোয়াস্টার ও পৌত্তলিকগণের প্রায়শই ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু কোন মুসলমানকেই কখনও অন্য কোন ধর্ম গ্রহণের ঘটনা বিবৃত হয় নাই।

Macdonald আলফ লায়লার নিম্নলিখিত কয়েকটি বর্ণনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (The earlier history of the Arabian Nights, JRAS, ১৯২৪ খৃ., পৃ. ৩৫৩ প.)। উদ্দেশ্য ছিল, যে কোন গল্প সংকলন আমাদের জানা এই সকল গল্প গ্রন্থের অনুরূপ হইবে; (১) মূল ফারসী হাযার আফসানাহ (সহস্র গল্প), (২) হাযার আফসানাহ্-র আরবী অনুবাদ, (৩) হাযার আফসানাহ্‌র কাঠামোর কাহিনী যাঁহার সঙ্গে আরবী কাহিনী সংযোজিত হইয়াছে, (৪) ফাতিমী শাসনামলের শেষদিকে সংকলিত আল্‌ফ লায়লার পাণ্ডুলিপি, আল-কু'রতী ইহার জনপ্রিয়তার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন, (৫) Galland-এর সংশোধিত পাণ্ডুলিপির টীকা হইতে জানা যায়, এই পাণ্ডুলিপিটি ৯৪৩/১৫৩৬ সালে সিরীয় ত্রিপোলীতে ও ১০১০/১৫৯২ সালে আলেপ্পোতে ছিল। অবশ্য ইহা আরও পূর্বেকার হইতে পারে। কিন্তু ইহা মিসরে লিখিত হইয়াছিল। এই পাণ্ডুলিপিও অপরাপর প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও পৃথকভাবে লিখিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা আজও সমাধান হয় নাই। Macdonald-এর মতে কমপক্ষে এইরূপ আরও ছয়টি পাণ্ডুলিপির বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে।

Nabia Abbott (উপরে দ্রষ্টব্য) নিম্নলিখিত ছয়টি কাঠামোর বর্ণনা দিয়াছেন ঃ (১) খৃ. অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃত হাযার আফসানার অনুবাদ। তাঁহার বিশ্বাস অনুযায়ী এই পাণ্ডুলিপিটি সম্ভবত পূর্ণাঙ্গ ও আক্ষরিক অনুবাদ; খুব সম্ভব ইহার নাম ছিল আল্‌ফ খুরাফা; (২) খৃ. অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃত হাযার আফসানাহ্‌র ইসলামী (ধাঁচের) অনুবাদ যাহাকে আল্‌ফ লায়লা নামে নামকরণ করা হয়। ইহা আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ উভয়ই হইতে পারে; (৩) খৃ. নবম শতাব্দীতে সংকলিত আল্‌ফ লায়লা যাহাতে আরবী ও ফারসী উভয় প্রকার বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত। ফারসী বিষয়বস্তুর বেশীর ভাগ গল্প নিঃসন্দেহে হাযার আফসানাহ হইতে লওয়া হইয়াছে; কিন্তু অন্যান্য চলতি গল্পগ্রন্থ, বিশেষত কিতাব-ই সিন্দবাদ ও কিতাব-ই শিমাস হইতে গৃহীত হওয়াও অসম্ভব নয়। আরবী বিষয়বস্তু, যাহা Littmann প্রথমেই আলোচনা করিয়াছেন, Macdonald-এর ধারণা মাফিক ততটুকু হালকা ও গুরুত্বহীন ছিল না; (৪) খৃ. দশম শতাব্দীতে লিখিত ইব্‌ন আবদূস-এর আল্‌ফ সামার। অন্যান্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত পূর্ণ আলফ লায়লা ও তাহার বেশী কিছু ইহার অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল কি না, তাহাও স্পষ্ট নয়; (৫) খৃ. দ্বাদশ শতাব্দীর একটি সংকলন যাহাতে (৪) নম্বরে বর্ণিত বিষয়বস্তু ছাড়াও এশীয় ও মিসরের স্থানীয় সংকলনের কাহিনীও সংযোজিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটির নাম পরিবর্তন করিয়া আল্‌ফ লায়লা ওয়া লায়লা নামকরণ করা খুব সম্ভব এই সময়ের ঘটনা; (৬) বর্ধিষ্ণু সংকলনের শেষ স্তর খৃ. ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত বিস্তৃত। ক্রুসেড যুদ্ধে মুসলিমগণের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী ইহার উল্লেখযোগ্য সংযোজনসমূহের অন্যতম। সম্ভবত পরবর্তী কালের কাহিনীসমূহ, যেইগুলির অধিকাংশই ত্রয়োদশ খৃ. শতকে ইরাক ও পারস্যে মোঙ্গল আক্রমণের সমসাময়িক দূর প্রাচ্যের গল্প, ঐ সকল দেশ হইতেই সংগৃহীত। 'উছ্‌মানী সুলতান ১ম সালীমের মিসর ও সিরিয়ায় চূড়ান্ত বিজয়ের (১৫১২-২০ খৃ.) ফলে আল্‌ফ লায়লার প্রাচ্যের পটভূমিযুক্ত ইতিহাসের প্রাথমিক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

'আরবগণ যখন বিভিন্ন কাঠামোর কাহিনী (framework) ও অন্যান্য গল্প একত্র করে—খুব সম্ভব হাযার আফসানার নাম আল্‌ফ লায়লারূপে সেই সময় পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহা খৃ. ৯ম শতাব্দীর পরবর্তীকালের ঘটনা হইতে পারে না। প্রথমদিকে হাযার আফসানাহ্‌ দ্বারা অধিক সংখ্যক গল্পকে বুঝাইত। একইভাবে শাহরাযাদ সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে, তিনি এক হাযার গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। একজন সাধারণমনা লোকের জন্য এক শতই একটি বিরাট সংখ্যা, এমনকি প্রাচ্য ঐতিহাসিকদের ক্ষেত্রেও 'এক শত বৎসর পূর্বে' দ্বারা 'দীর্ঘকাল পূর্বে' অর্থ

বুঝান হইয়া থাকে। অতএব এক শত সংখ্যাটিকে ইহার আক্ষরিক অর্থে ধরিয়া লওয়া ঠিক হইবে না। এক হাযার সংখ্যাটিও অনুরূপ 'অসংখ্য'বোধক। আল্‌ফ লায়লার যে পাণ্ডুলিপিটি বাগদাদে প্রসিদ্ধ ছিল, ইহাতে বিরলভাবে পৃথক পৃথক এক হাযার রাতের বর্ণনা ছিল। কিন্তু এক হাযারকে কেন এক হাযার এক-এ পরিবর্তিত করা হইল? ইহার একটি কারণ ইহা হইতে পারে, অন্য লোকদের ন্যায় 'আরবগণও জোড় সংখ্যাকে অপসন্দ করিত। কিন্তু ইহাও সম্ভব, তুর্কী পরিভাষা বিন্‌-বির-এ প্রভাবে এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। 'বিন-বির' অর্থ এক হাযার এক এবং ইহা একটি বৃহৎ সংখ্যারূপে ব্যবহৃত হয়। আনাতোলিয়ায় 'বিন-বিরকিলিসা, (এক হাযার এক) নামক একটি গির্জা রহিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সেইখানে এত সংখ্যক গির্জা কখনই নাই। ইস্তাম্বুলে বিন-বিরদিরেক' (এক হাযার একটি স্তম্ভ) নামক একটি স্থান রহিয়াছে। কিন্তু সেইখানেও মাত্র কয়েক ডজন স্তম্ভ রহিয়াছে। তুর্কী বাক্য বিন-বির-পরিভাষাটি ফারসী পরিভাষা হাযারয়াক (হাযার এক)-এর উৎপত্তি নির্দেশ করে এবং ইহা 'আরবী আল্‌ফ লায়লা ওয়া লায়লা নামের তথ্য নির্দেশ করে। খৃ. একাদশ শতাব্দী হইতেই পারস্য, মেসোপটেমিয়া (ইরাক), সিরিয়া ও অন্যান্য ইসলামী প্রাচ্যদেশ তুর্কী প্রভাবাধীনে ছিল। অতএব বুঝা যায়, আল্‌ফ লায়লা ওয়া লায়লা নাম দ্বারা প্রথম দিকে কেবল বহু সংখ্যক রাত্রিকে বুঝাইত। কিন্তু পরবর্তী কালে ইহা আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে এবং 'এক হাযার এক' সংখ্যা পূরণের জন্য বহু সংখ্যক কাহিনী সংযোজনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

অঙ্গীভূত বিভিন্ন উপাদান ঃ ইহা যদি সত্য হয়, আল্‌ফ নায়লার রূপ দানে ভারত, পারস্য, ইরাক (মেসোপটেমিয়া), মিসর ও কোন কোন অবস্থায় তুরস্কেরও অংশ ছিল। তাহা হইলে ইহাও অবশ্যই ধরিয়া লইতে হইবে, সেই সকল দেশ ও জনগণের মধ্যে প্রচলিত উপাদানও ইহাতে দেখা যাইবে। এই বিষয়ের বিচারে প্রথম বহির্দেশীয় মাপকাঠি হইবে নামবাচক বিশেষ্য। ইহাতে ভারতীয় নাম রহিয়াছে, যেমন সিন্‌দবাদ; তুর্কী নাম রহিয়াছে, যথা 'আলী বাবা ও খাতূন; শাহরাযাদ, দীনাযাদ ও শাহ যামান প্রভৃতি। ফারসী নাম রহিয়াছে, যেমন de Goeje ফারসী উপাখ্যানগুলিতে দেখাইয়াছেন। তাহা ছাড়াও বাহরাম, রুস্তম, আরদাশীর, শাপুর ইত্যাদি বহু ফারসী নাম রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও বেশীর ভাগ নামই 'আরবী, অর্থাৎ আরব বেদুঈনদের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন আরবী নাম ও পরবর্তী কালের ইসলামী নাম। কাহিনীর বিভিন্ন স্থানে গ্রীক ও ইউরোপীয় নামেরও প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যাহা দ্বারা বায়যান্টীয় ও ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। মিসরের বিভিন্ন স্থান ও মাসের নাম কপটিক রীতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে হিব্রু ভাষার নাম, বিশেষত সুলায়মান ও দাঊদ প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। ইসলামী বর্ণনায় এই নাম দুইটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। ইহা ছাড়া আস'াফ, বারখিয়া, বুলুকিয়া ইত্যাদি নামের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গল্পে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয় নাই এবং নামের ব্যাপারে তেমন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই।

যাহা হউক, গ্রন্থের কাঠামোর যে রীতি তাহা ভারতেই সাধারণভাবে প্রচলিত, অন্য সব দেশে ইহা খুবই বিরল। আলফ লায়লার কোন কোন অংশকে ভারতীয় রচনা বলিয়া চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ইহাকেও একটি মাপকাঠিরূপে ধরা যায়। ভারতের জনপ্রিয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে এইরূপ বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়, তোমার এইরূপ কাজ করা উচিত নয়, অন্যথায় তোমাকেও অমুক অমুক ব্যক্তির ন্যায় অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে।' অন্যজন প্রশ্ন করেন, কিভাবে অনুরূপ অবস্থা দেখা দিল? ইহার পরই সতর্ককারী স্বীয় গল্প শুরু করেন।

আল্‌ফ লায়লায় যেই সকল বিদেশী উপাদান রহিয়াছে, Oestrup অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এইসব অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি খুবই চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়াছেন। উহাদের একটি এই যে, ইরানী ভূতপ্রেতের কাহিনীগুলিতে ভূত ও অন্যান্য অতি প্রাকৃতিক শক্তিগুলি স্বীয় ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনভাবে কাজ করে। কিন্তু পরবর্তী গল্পগুলিতে, বিশেষত মিসরীয় কাহিনীতে এই সকল ভূতপ্রেত ও অতি প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে সর্বদাই যাদু অথবা কোন যাদু বস্তুর অধীন বলিয়া দেখা যায়। অতএব যাদুর অধিকারী ব্যক্তিই ক্রিয়া সংগঠনের মূল নিয়ন্তা। ইহাতে স্বয়ং জিন্ন বা ইফরীতের কোন হাত নাই। আলফ লায়লায় অঙ্গীভূত বিদেশী উপাদানসমূহের মধ্যে কেবল একটি সংক্ষিপ্তসার এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নমুনা গল্পটি ভারতীয় রচনা। ইহার তিনটি বিভিন্ন অংশ রহিয়াছে, Emmanuel Cosquin, Etudes folkloriques, প্যারিস ১৯২২ খৃ., পৃ. ২৬০-এ যাহাকে মূলত একটি পৃথক গল্পরূপে দেখাইয়াছেন। এই অংশগুলি নিম্নরূপ ঃ (১) এক ব্যক্তির কাহিনী, যিনি স্বীয় স্ত্রীর অবাধ্যতায় অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন; কিন্তু তিনি যখন অপর এক বিরাট ব্যক্তিত্বশীল ব্যক্তিকে অনুরূপ দুর্ভাগ্যের শিকার দেখিতে পান, তখন নিজের ব্যথার কথা ভুলিয়া যান। (২) এক দানব বা দৈত্যের কাহিনী যাহার স্ত্রী তাহার বন্দিনী; সে (স্ত্রী) বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া উদ্ধতভাবে অন্যান্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। ইহা সেই কাহিনী, যাহা সিন্দাবাদের গল্পে সপ্তম উযীর কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। (৩) এক চতুর বালিকার কাহিনী, যে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে গল্প বর্ণনা করিয়া নিজেকে অথবা তাহার পিতাকে অথবা উভয়কে কোন আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। এই তিনটি অংশের মধ্যে তৃতীয় অংশটি মূল নমুনা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মাস'উদীর গ্রন্থে ও ফিহরিস্তে উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত (তৃতীয়) গল্পে কেবল সেই সময়ে এক অত্যাচারী রাজা, উযীরের চতুরা কন্যা ও তাহার এক বৃদ্ধা সেবিকার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। মনে হয় গল্পটি প্রাচীন কালে ভারত হইতে পারস্যে আসিয়াছিল ও সেইখানে ইহাকে পারস্য রূপ দান করা হইয়াছে এবং নমুনা গল্পের অপর দুইটি অংশও ইহাতে সংযোজন করা হইয়াছে। আল্‌ফ লায়লার অনেক কাহিনীই ভারতীয় রচনা, যেমন এক সাধু ব্যক্তির কাহিনী, যাহা পাঠে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও জৈন সাধুদের কথা মনে হয়। জন্তু-জানোয়ারের কাহিনী, যাহা 'সিন্দবাদ', জালি'আদ ও শিমাসের কাহিনীতে পর্যায়ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। আল্‌ফ লায়লার বিভিন্ন বর্ণনায় হিন্দু উপাদান পাওয়া যায়, যথা যাদুর অশ্বের কাহিনী; পুস্তকের পাতা দ্বারা বিষ পান (যাহা হ'াকীম দুবান বর্ণনা করিয়াছেন)। ইহা দ্বারা ভারতে প্রচলিত রীতির পরিচয় পাওয়া যায় (তু. Gildemeister, Scriptorum Arabum De Rebus Indicis loci et opuscula, বন ১৮৩৮ খৃ., পৃ. ৮৯)। এই সকল উপাদান পারস্য হইয়া 'আরবে গিয়াছে। বিশেষ কিছু সংখ্যক কবিতা পারস্য ধারায় রচিত, বিশেষত সেই সকল গল্প যাহাতে ভূত ও পরীদের স্বাধীন কর্ম প্রদর্শিত হইয়াছে; উপরে দ্রষ্টব্য। Oestrup যে সকল গল্পকে পারস্য-ভারতীয় রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা নিম্নরূপ ঃ (১) যাদুর অশ্বের গল্প; (২) হ'াসান বাস'রীর গল্প;

(৩) সায়ফুল মুলূকের গল্প; (৪) কামরুয-যামান ও শাহযাদী বুদূরের গল্প; (৫) শাহাযাদা বদর ও সামানদালের শাহযাদী জাওহারের গল্প; (৬) আরদাশীর ও হায়াতুন-নুফূসের গল্প। তাঁহার মতে আলী শার-এর গল্প ও ইরানী গল্পের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা অনিশ্চিত। প্রথমোক্ত গল্পে সেই সকল বিবরণ রহিয়াছে, পরবর্তী গল্প নূরুদ্দীন 'আলী ও কুমারী বালিকা' (Girdle girl) নামক গল্পে উহার বেশ কিছু পুনরুক্তি লক্ষ্য করা যায় এবং এই গল্প দুইটিও আল্‌ফ লায়লার অন্তর্ভুক্ত। প্রতিদ্বন্দ্বী ভগ্নীদের কাহিনী এবং আহ্‌মাদ ও পরী বানূর কাহিনী কেবল Galland-এর পাণ্ডুলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা গল্পগুলি ইরানী হওয়ার গভীর বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ইহাদের মূল ফারসী নমুনার সাক্ষাত পাওয়া যায় নাই।

প্রাচীন ব্যাবিলনিয়ার স্থানে বাগদাদ অবস্থিত। অতএব ইহার সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, গল্পগুলির ব্যাবিলনীয় রূপ সেইখানে ইসলামী যুগের পূর্ব পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় ছিল এবং আল্‌ফ লায়লায় ইহা প্রতিফলিত হইয়াছিল, এমন কি বিজ্ঞ হায়কারের কাহিনী যাহাকে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে আল্‌ফ লায়লার অংশরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাও প্রাচীন ইরাক ভিত্তিক রচনা। ধারণা করা হয়, এই কাহিনীটি খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর এবং য়াহূদী ও খৃষ্টানদের গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে। সদা যৌবন সুলভ খিদ্‌রের প্রাচীন ব্যাবিলনীয় একটি নমুনা রহিয়াছে। বুলুকিয়ার ভ্রমণ ও শাহযাদা আহ্‌মাদের আনীত আব-ই হায়াতে ব্যাবিলনীয় মহাকাব্য গিলগামেশের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু খিদ্‌র ও আব্‌-ই হায়াত খুব সম্ভব সিকান্দারের কাহিনীর (Romance of Alexander) মাধ্যমে আরবদের নিকট পৌঁছিয়াছে এবং বুলুকিয়ার ভ্রমণ কাহিনীটি য়াহূদী সাহিত্যের মাধ্যমে তথায় পৌঁছিয়াছে। সর্বোপরি আব্বাসী খলীফা ও তাঁহাদের দরবার সম্পর্কীয় বহু সংখ্যক উপাখ্যান ও প্রজাসাধারণের বিভিন্ন কাহিনী বাগদাদের সংশোধিত পাণ্ডুলিপিতে বর্ণিত আছে। 'নাবিক সিন্দাবাদ' (দ্র.) কাহিনীটি সম্ভবত বাগদাদে চূড়ান্ত রূপ লাভ করিয়াছে। 'উমার ইব্‌নু'ন-নু'মানের (দ্র.) রোমান্টিক কাহিনীতে ইরানী, ইরাকী ও সিরীয় উপাদান রহিয়াছে। 'আজীব ও গারীব" রোমান্টিক কাহিনীতে ইরাকী ও ইরানী উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়। চতুরা দাসী তাওয়াদ্দুদ (দ্র.)-এর কাহিনীটি বাগদাদেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে এবং মিসরে ইহাকে নূতন রূপ দেওয়া হইয়াছে। বুলুকিয়া বিজ্ঞ সিন্দবাদ (দ্র.) জালি'আদ ও বিরদ খান গল্পগুলি নিশ্চিতভাবে বাগদাদে পরিচিত ছিল। কিন্তু এই গল্পগুলি বাগদাদের সংশোধিত কপিতে ছিল বলিয়া নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। H. Ritter কর্তৃক প্রাপ্ত ইস্তাম্বুলের পাণ্ডুলিপির চারিটি গল্পের ব্যাপারেও একই কথা বলা যায় (উপরে দ্রষ্টব্য)। কিন্তু গল্পগুলি নিম্নরূপ ঃ (১) ছয় ব্যক্তির কাহিনী অর্থাৎ বাগদাদের ক্ষৌরকার ছয় ভ্রাতা; (২) সাগরকন্যা (Sea-girl) জুল্লানারের গল্প; (৩) বুদূর ও উমায়র ইব্‌ন জুবায়র-এর গল্প, (৪) অলস আবূ মুহাম্মাদের গল্প।

যেই সকল গল্প ধোঁকাবাজ, বদমাশ ও চোরদের চালাকি সম্পর্কিত বর্ণনার সহিত সংশ্লিষ্ট, সেইগুলিকে মিসরীয় বলিয়া স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরা যায়। যেই সকল গল্পে ভূত-প্রেতদেরকে যাদুমন্ত্রের অনুগতরূপে দেখান হইয়াছে, উহাদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে বুর্জোয়া উপন্যাসরূপে কথিত গল্পসমূহকে যাহাদের কিছু কিছু বর্তমান কালের ব্যভিচারী কাহিনীর মত মনে হয়, এই কথা বলা যায়। ইহা ঠিক যে, ইহা এই গল্পগুলি মামলূক সুলতান ও মিসরের তুর্কী শাসনামল হইতে বর্তমান অবস্থায় রহিয়াছে; কিন্তু ইহাদের কিছু কিছু উপাদান প্রাচীন মিসরের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া মনে হয়। চতুর বদমাশ আলী আয-যায়বাক ও তাহার সঙ্গী আহ্‌মাদ আদ-দানাফের অনুরূপ সাহসী সেনাপতি দেখা যায় Condottiere Amasis-এর মধ্যে ও Rhampsinit-এর প্রাচুর্যের নমুনা পাওয়া যায় 'আলী আয-যায়বাকে'র মধ্যে, যেমন Noldeke ইঙ্গিত করিয়াছেন। বাগদাদের তিনজন মহিলার গল্পে বানর লিপিকারের প্রাথমিক নমুনা মিসরীয় দেবতাদের লিপিকর Thot-এর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যাহাকে প্রায়শই বানররূপে দেখান হইয়া থাকে। সম্ভবত ইহাই ভারতীয় রামায়ণের বানর-নেতা হনুমান। ইহাও বলা হইয়াছে, জাহাজডুবির মিসরীয় ব্যক্তির প্রাচীন কাহিনী সিন্দবাদের ভ্রমণকারীদের কাহিনীর সহিত সম্পর্কিত এবং থলিতে লুক্কায়িত মিসরীয় যোদ্ধাদের জাফ্‌ফা বিজয় 'আলী বাবার গল্পে পুনরায় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আনুমানিক সম্পর্ক খুব গ্রহণযোগ্য নয় (দ্র. Littmann, Tausendundeine Nacht in der arabischn Literatur, পৃ. ২২)।

আল্‌ফ লায়লায় সম্ভাব্য গ্রীক প্রভাব সম্পর্কে জানার জন্য দ্র. von Grunebaum, Medieval Islam, শিকাগো ১৯৪৬ খৃ., নবম অধ্যায় ঃ Greece in Arabian Nights,

বিভিন্ন সাহিত্য-স্তর ঃ আল্‌ফ লায়লার বিভিন্ন সাহিত্য স্তরের একটি সংক্ষিপ্তসার এখনও পেশ করা হয় নাই। তবে ইহা ঠিক যে, Littmann-এর অনুবাদ Anhang-এ যেইভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেইভাবে এইখানে প্রতিটি গল্প বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এখানে প্রধান প্রধান ছয়টি বিভাগের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ঃ (১) ভূত-প্রেতের গল্প; (২) রোমান্‌স ও উপন্যাস; (৩) উপাখ্যান; (৪) উপদেশমূলক গল্প; (৫) হাস্যরসাত্মক গল্প ও (৬) কাহিনী। এখানে প্রতিটি বিভাগের সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দেওয়া হইল ঃ

(১) গল্পের মূল বর্ণনায় ভূত-প্রেতের তিনটি ভারতীয় কাহিনী রহিয়াছে। প্রতিটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির শুরুতে যে সকল গল্প দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত (সওদাগর ও জিন্ন; জেলে ও জিন্ন; মুটে ঃ বাগদাদের তিনটি ক্যালেন্ডার ও তিনজন মহিলা; কুব্জ লোক)। এইসব মূল গল্পের উদাহরণ এবং ইহাদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে প্রাচীন ভারতীয় অনুরূপ গল্পের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এইগুলিতে এমন কিছু উপাদান রহিয়াছে, যাহাদের উদাহরণ দূরপ্রাচ্যের দেশগুলির গল্পসমূহে লক্ষ্য করা যায়। ভূত-প্রেতের এই সকল কাহিনীর মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ আলাউদ্দীন ও যাদুর প্রদীপ ও আলী বাবার গল্প। অন্যান্য উদাহরণ হইল কামারুয-যামান ও বাদরুল-বুলূরী, ঈর্ষান্বিতা ভগ্নীবৃন্দ; শাহযাদা আহ্‌মাদ ও পরী বানূ; সায়ফুল-মুলূক; হাসান আল-বাসরী ও যায়নুল-আস্‌নাম।

(২) 'উমার ইব্‌নু'ন-নু'মান (দ্র.) ও তাহার পুত্র" একটি দীর্ঘ রোমান্‌স। Paret Der-Ritterroman von 'Umar an Numan, (Tubingen ১৯২৭ খৃ. ও H. Gregoire ও R. Goosens (ZDMG ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ২১৩; Byzantiniches Epos und arabischer Ritterroman) ইহা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। 'আজীব ও গারীবের গল্প সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। 'আজীব ও গারীবের গল্প ইসলামী জনপ্রিয় রোমান্সের একটি নমুনা। 'মুটে ও তিনজন

স্ত্রীলোকের কাহিনী', 'আলাউদ্দীন আবু'শ-শামাত'-এর কাহিনী, নূরুদ্দীন ও শাম্‌সুদ্দীনের কাহিনী, নূরুদ্দীন ও সমুদ্র-কন্যা মারয়ামের কাহিনীকে 'বুর্জোয়া' রোমান্স অথবা উপন্যাস বলা যায়। আবূ কীর ও আবূ সীর-এর কাহিনীর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

প্রেমকাহিনীগুলিকেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আল্‌ফ লায়লায় অনুরূপ বহু গল্প রহিয়াছে এবং এইগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) ইসলামপূর্ব যুগের প্রাচীন 'আরব জীবন, (২) বসরা ও বাগদাদের শহরে জীবন ও শহরে অথবা খলীফার প্রাসাদে বালিকা ও দাসীদের সঙ্গে প্রেমচর্চা। (৩) কায়রো হইতে আগত প্রেমকাহিনী, যেইগুলি কোন কোন সময় ছ্যাবলা ও যৌনউদ্দীপক (দ্র. Paret, Fruharabische Liebesgeschichten, Bern 1927)।

এখানে বদমাশ ও সমুদ্রচারীদের গল্পগুলিরও উল্লেখ করা যায়। যেমন 'আলী আয-যায়বাকের গল্প (উপরে দ্রষ্টব্য)। মিসরের শাসকদের সামনে অভিভাবকদের ব্যাপারে বহু ছোট গল্প বর্ণনা করা হইয়াছে। নাবিক সিন্দাবাদের প্রসিদ্ধ গল্পটি 'ভারতের বিস্ময়' নামক একটি পুস্তকের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। এই পুস্তকটি সাহসিকতাপূর্ণ কর্মকাণ্ডের ঘটনাবলী ও নাবিকদের পর্যটন কাহিনী সম্পর্কে রচিত। এই কাহিনীগুলির খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতে বসরায় একজন ইরানী নৌ-সেনাধ্যক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। অলস আবূ মুহাম্মাদের কাহিনীর প্রথমাংশ নাবিকদের কাহিনী এবং ভূত-প্রেতের কাহিনীর উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত।

(৩) আল্‌ফ লায়লায় প্রাচীন 'আরবদের কিছু উপাখ্যানও রহিয়াছে, যথা হাতিম তা'ঈ, স্তম্ভের শহর ইরাম (ইরামা যা'তি'ল-'ইমাদ), ব্রাস শহর, লেবতা শহর; ইহাতে 'আরবদের উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা বিজয়ের কথার উল্লেখ রহিয়াছে।

(৪) উপদেশমূলক গল্প, কাল্পনিক কাহিনী ও উপদেশের উদ্দেশে উদাহারণস্বরূপ ছোট গল্প (বিশেষত জন্তু-জানোয়ারের), যাহা সর্বজন পরিচিত, আল্‌ফ লায়লায় এইগুলিও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই ভারতীয় বলিয়া মনে হয়; যথা 'বিজ্ঞ সিন্দবাদ', 'জালিআদ ও বিরদ খান'-এর দুইটি পর্যায়ক্রমিক দীর্ঘ কাহিনী ও জন্তু-জানোয়ারের উপমা-সুলভ বহু সংখ্যক কাহিনী। কিন্তু আরবীতে (রূপান্তরের সময় কোন ক্ষেত্রে নূতন রূপ দান করা হইয়াছে। চতুরা দাসী তাওয়াদ্দুদ [দ্র.] (স্পেনে La doncella Teodor, আবিসিনিয়ায় Tauded)-এর দীর্ঘ কাহিনীটি এই শ্রেণীর গল্পের অন্তর্ভুক্ত। এই সম্পর্কে গ্রীক গল্পসহ, যাহা খুব সম্ভব ইহার প্রাথমিক নমুনা ছিল, Horovitz অত্যন্ত সঠিক আলোচনা করিয়াছেন।

(৫) হাস্যরসপূর্ণ গল্পের মধ্যে 'আবুল-হা'সান' অথবা 'ঘুমন্ত ও জাগ্রত'-এর কাহিনী। তাহা ছাড়া খলীফা ও জেলের কাহিনী, জা'ফার বারমাকী ও বৃদ্ধ বেদুঈনের কাহিনী ও 'আলী ফারসী'-এর কাহিনীর নাম উল্লেখ করা যায়। শেষ গল্পটি মিথ্যার একটি উত্তম উদাহরণ। মারূফ মুচী ও কুজ ব্যক্তির কাহিনীর মধ্যেও যথেষ্ট হাস্যরস বিদ্যমান।

(৬) যেই সকল গল্প উপরিউক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, সেইগুলি উপাখ্যানের অন্তর্ভুক্ত। 'কুজ ব্যক্তি' এবং 'ক্ষৌরকার ও তাঁহার ভ্রাতা' গল্পগুলিকে উপাখ্যান সংকলন বলা হইয়া থাকে। এই গল্পগুলি উচ্চ স্তরের কমেডিতে পরিণত হইয়াছে। অপরাপর উপাখ্যানকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; (১) শাসকবর্গ ও তাঁহাদের পারিষদবর্গ সম্পর্কে; (২) বদান্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে এবং (৩) যেইগুলি সাধারণ মানুষের জীবনধারা হইতে লওয়া হইয়াছে। শাসকবর্গ সম্পর্কিত উপাখ্যানগুলি মহামতি আলেকজান্ডারের গল্পের মাধ্যমে শুরু করা হইয়াছে এবং মামলূক সুলতানদের বর্ণনায় শেষ করা হইয়াছে। কিছু সংখ্যক কাহিনী পারস্যের বাদশাহদের সম্পর্কিত; কিন্তু বেশীর ভাগই 'আব্বাসী খলীফাদের সম্পর্কিত; বিশেষত হারূনুর-রাশীদ সম্পর্কে যিনি পরবর্তী কালের মুসলমানদের বিচারে একজন আদর্শ শাসক ছিলেন। এইসব কাহিনীর কিছু কিছু বাগদাদ সম্পর্কীয় নয়, বরং মিসর সম্পর্কে ও হারূনুর-রাশীদের প্রতি আরোপ করা হয়। আল্‌ফ লায়লায় বর্ণিত দাতা ব্যক্তিদের মধ্যে হাতিম তাঈ, মা'ন ইব্‌ন যাইদা ও বারমাকীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ মানব জীবন সম্পর্কিত উপাখ্যানগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে ধনী-নির্ধন, যুবা-বৃদ্ধ, যৌন অস্বাভাবিকতা ('ওয়ারদান ও প্রসবকারী স্ত্রীলোক', 'শাহযাদী ও বানর'), দুষ্ট নপুংসক (খোজা), অবিচারী ও চতুর কাদী, নির্বোধ স্কুল শিক্ষক (গ্রীক ও রোমান সাহিত্য এবং আধুনিক মিসরীয় আরবী গল্পে এই প্রকার স্কুল শিক্ষকের নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়) ইত্যাদি গল্প রহিয়াছে। কেবল Galland-এর সংকলিত পাণ্ডুলিপিতে তিনটি দীর্ঘ উপাখ্যানের সমন্বয়ে 'খলীফার নৈশ অভিযান' কাহিনীটি বিবৃত হইয়াছে এবং ইহাতে ভূত-প্রেতের কাহিনীর সংমিশ্রণ রহিয়াছে।

Horovitz-এর বর্ণনা অনুসারে (Festschrift Sachau, বার্লিন ১৯১৫ খৃ., পৃ. ৩৭৫-৩৭৯) আল্‌ফ লায়লা-র দ্বিতীয় কলিকাতা সংস্করণে ১৪২০ টি কবিতা অথবা খণ্ড কবিতা রহিয়াছে। ইহাদের ১৭০টি পুনরুক্ত কবিতা বাদ দেওয়া হইলে ১২৫০টি কবিতা বাকী থাকে। Horovitz প্রমাণ করিয়াছেন, যেইসব কবিতার রচয়িতা তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই কবিতাগুলি দ্বাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা অর্থাৎ আল্‌ফ লায়লার ইতিবৃত্ত মিসরীয় ঐতিহাসিক যুগের সহিত সম্পর্কিত। এই সকল কবিতাকে সম্পূর্ণ বাদ দিলে বর্ণনার গদ্যরূপে কোন প্রকার অসংলগ্নতা সৃষ্টি হয় না। অতএব এইগুলি পরবর্তী কালে সংযোজন করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধ গর্ভে বরাত উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া যায়ঃ (১) Oestrup, Studier ও Rescher-কৃত ইহার ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ (উপরে দ্রষ্টব্য); (২) N. Elisseeff, Themes et Motifs des Mille et Une Nuits, বৈরূত ১৯৪৯ খৃ.। তাহা ছাড়া (৩) Brockelmann, ২খ., ৭২-৭৪; পরিশিষ্ট, ২খ., ৫৯-৬৩। ইউরোপীয় সাহিত্যে আল্‌ফ লায়লার প্রভাবের জন্য দ্র. (৪) The Legacy of Islam, পৃ. ১৯৯ প.; (৫) Cassel's Encyclopaedia of Literature, আলোচ্য শীর্ষক নিবন্ধ।

E. Littmann (E.I.[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আলফাডাঙ্গা ঃ বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার একটি উপজেলা। আয়তন ১৩৬ ব.কি.মি. লোকসংখ্যা ৯০,৮৭৩ জন (১৯৯১ খৃ. আদমশুমারি)। ইহার উত্তরে বোয়ালমারি, পূর্বে বোয়ালমারি ও গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী, দক্ষিণে কাশিয়ানী ও পশ্চিমে নড়াইল জেলায় লোহাগড়া ও মাগুড়া জেলার মোহাম্মদপুর উপজেলা অবস্থিত। ভৌগোলিকভাবে ২৩°১৩ হইতে ২৩°২১ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯°৩৬ হইতে ৮৯°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে আলফাডাঙ্গা উপজেলার অবস্থান।

আলফাডাঙ্গা থানা ১৯৬০ খৃ. স্থাপিত। ইহার নামকরণের নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি রহিয়াছে সুদূর অতীতকালে অত্র এলাকায় উঁচু জমিতে আলফা জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। ধারণা করা হয় থানা প্রতিষ্ঠাকালে এই উদ্ভিদের নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হয় আলফাডাঙ্গা। মধুমতি নদী উপজেলার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া বৃহত্তর যশোর জেলার সীমানা নির্ধারণ করিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। আলফাডাঙ্গা জনসংখ্যার দিক দিয়া ফরিদপুর জেলার দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম উপজেলা। ৬টি ইউনিয়ন, ৯২টি মৌজা ও ১২৪টি গ্রামের সমন্বয়ে আলফাডাঙ্গা উপজেলা গঠিত। মোট জনসংখ্যা ৯০,৮৭৩ জন, ইহার মধ্যে পুরুষ ৪৫,২৮০ ও মহিলা ৪৫,৫৯৩ জন। গ্রামে বাস করে ৮৬,০৭৭ জন, পুরুষ ৪২,৮৩১ ও মহিলা ৪৩,২৪৬ জন। শহরে বাস করে ৪,৭৯৬ জন তন্মধ্যে পুরুষ ২,৪৪৯ ও মহিলা ২,৩৪৭ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি ব.কি.মি. ১,০৯২। ১৯৮১ খৃ. গণনার মোট জনসংখ্যা ছিল ৮৫,২১৭ জন; তন্মধ্যে পুরুষ ৩২,৯২০ ও মহিলা ৪২,২৯৭ জন। ইউনিয়ন, মৌজা ও গ্রামের গড় জনসংখ্যা যথাক্রমে ১৫,১৪৬, ৯৮৮ ও ৭৭০ জন। গড় শিক্ষার হার ৩২.০৫%, পুরুষ ৩৮.৮%, মহিলা ২৬.০৪%। কলেজ ২টি, হাই স্কুল ১২টি, মাদরাসা ১০টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪০টি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৫টি। উপজেলায় সর্বোচ্চ শিক্ষার হার গোপালপুর ইউনিয়নে ২৪.৭%।
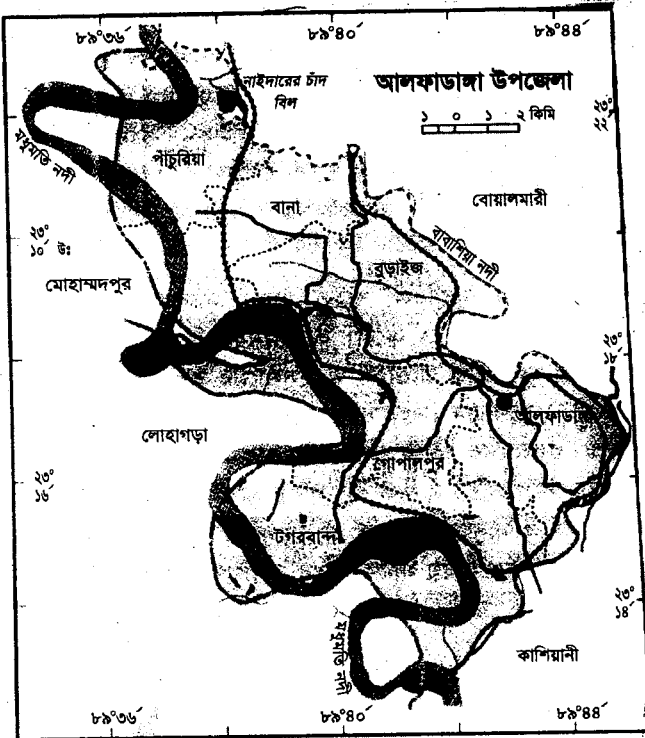
উপজেলা সদরের সহিত সকল ইউনিয়নের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা রহিয়াছে। মোট পাকা রাস্তা ২৫.৮১ কি.মি., আধা-পাকা রাস্তা ৯১ কি.মি., ও কাঁচা রাস্তা ১৩৯.৪৪ কি.মি.। নৌপথ ৮১ নটিক্যাল মাইল। জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশার মধ্যে কৃষি ৩৯.৬৪%, মৎস্য ১.৬৬%, কৃষি শ্রমিক ২১.৬৯%, অকৃষি শ্রমিক ১.৮১%, ব্যবসা ৯.৬৭%, পরিবহন ২.০২%, চাকুরী ১৩.৩২% অন্যান্য ৯.৮৯%। প্রধান কৃষি ফসলের মধ্যে ধান, পাট, বাদাম, গম, আলু, কলাই, পেয়াজ ও রসুন উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bangladesh District Gazetteer, Faridpur, 1977; (২) Bangladesh population censers, 1991, Faridpur District, Bangladesh Bureau of statistics, Dhaka; (৩) বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৩ খৃ., ১ম সং., ১খ., পৃ. ২৭৬।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভুঞা

আলফারূদ (দ্র. নুজূম)

আলফুনশো (الفونشو) ঃ মধ্যযুগের খৃস্টান অধ্যুষিত স্পেনের রাজার আলফোনসো (Alfonso) নামের জন্য আল-আন্দালুস-এর অধিকাংশ আরব কালপঞ্জিকারগণ কর্তৃক ব্যবহৃত 'আরবী ভাষায় ইহার প্রতিলিপি। প্রাচীন লাতিন-গথিক রূপ ইলদেফোনসো (Ildefonso)-এর অনুরূপ ইয়ফুনশো (اذفونشو) এবং আল-ইয়্ফুনশো (الاذفونشو) রূপ দুইট মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

(E.I.2)/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আলবায়কিন (দ্র. গারনাতা)

আলবাররাকিন (দ্র. রাযীন, বানূ)

আলবিসতান (দ্র. ইলবিসতান)

আলবুফেরা (দ্র. বালানসিয়া)

আলবুর্য (البرز) ঃ [আধুনিক প্রচলিত উচ্চারণও আলবুর্য] পর্বত শ্রেণীকে প্রাচীন ফারসী ভাষায় হারা বেরেযাইতি (Hara Brezaiti) বা উচ্চ পর্বত বলা হয়। উহা মধ্য ইরানের মালভূমিকে কাস্পিয়ান হ্রদের নিম্নাঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে এবং ককেশাস পর্বতমালাকে প্যারোপামিসুস (Paropamisus)-এর সাথে সংযুক্ত করিয়াছে। উহার পশ্চিম অংশের গড়পড়তা উচ্চতা ১০ হাযার ফুটের বেশী না হইলেও সর্বোচ্চ শৃঙ্গ দামাওয়ান্দ (দ্র.) ১৮ হাযার ৬ শত ফুট উচ্চ। উহার উত্তরাংশের ঢালু অঞ্চল ঘন বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার দরুন দক্ষিণ দিকের এলাকায় গাছপালা বেশী জন্মে না।

ফিরদাওসী ভারতের একটি কাল্পনিক পর্বতকে আলবুর্য নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইরানের যে ভূগোলবিদ উক্ত গিরিশ্রেণীকে সর্বাগ্রে এই নামে আখ্যায়িত করেন, তাঁহার নাম হামদুল্লাহ মুসতাওফী।

আলবুর্য ও ককেশাস পর্বত-শিখর আলবুরযকে অভিন্ন ভাবা বিভ্রান্তিকর হইবে (তু. Le Strange, ৩৬৮ টীকা)

L. Lockhart (E. I.2)/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আলমডাঙ্গা ঃ বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা জেলার একটি উপজেলা। ইহার আয়তন ৩৬০.৪ ব.কি.মি. (১৩৯.১৫ ব. মাইল), মোট জনসংখ্যা ২,৪৫,৫২৪ জন (১৯৯১ খৃ. আদমশুমারী। আলমডাঙ্গা উপজেলা ২৩°৩৭´ হইতে ২৩°৫০´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৪৭´ হইতে ৮৯°০০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর ও মেহেরপুর জেলার গাংনী, পূর্বে ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু ও কুষ্টিয়া সদর, দক্ষিণে চুয়াডাঙ্গা সদর ও দামুড়হুদা এবং পশ্চিমে মেহেরপুর সদর, গাংনী ও চুয়াডাঙ্গায় দামুড়হুদা উপজেলা অবস্থিত।

আলমডাঙ্গা থানা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৪১ খৃ.। ইহা নামকরণের নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি রহিয়াছে, 'আলম ফকীর নামে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্তমান থানা সদর এলাকায় বসবাস করিতেন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ও মানুষের প্রতি সদয় ছিলেন। সাধরণভাবে ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, থানা প্রতিষ্ঠাকালে উক্ত ব্যক্তির নাম অনুসারে এই থানার নামকরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গা জনসংখ্যা ও আয়তন উভয় দিক দিয়া চুয়াডাঙ্গা জেলার বৃহত্তম উপজেলা। বৃটিশ আমলে আলমডাঙ্গা থানা অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার (প্রতিষ্ঠা ১৮৫৯ খৃ.) অধীন ছিল। ১৮৯২ খৃ. চুয়াডাঙ্গা মহকুমাকে মেহেরপুরের সহিত যুক্ত করা হইলে আলমডাঙ্গা থানাও মেহেরপুর মহকুমার অধীন চলিয়া যায়। পরবর্তীতে ১৮৯৭ খৃ. চুয়াডাঙ্গাকে মহকুমা হিসাবে পূর্বাবস্থায় আনা হইলে আলমডাঙ্গা পুনরায় চুয়াডাঙ্গা মহকুমার অধীনে আসে। ১৯৪৭ খৃ. দেশ স্বাধীন হইবার পর ইহা নবগঠিত কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। চুয়াডাঙ্গা মহকুমা ১৯৮৪ খৃ. জেলায় উন্নীত হইলে আলমডাঙ্গা নবগঠিত চুয়াডাঙ্গা জেলার অধীন হয়। ১৯৮২ খৃ. প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের সময়ে আলমডাঙ্গা থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়।
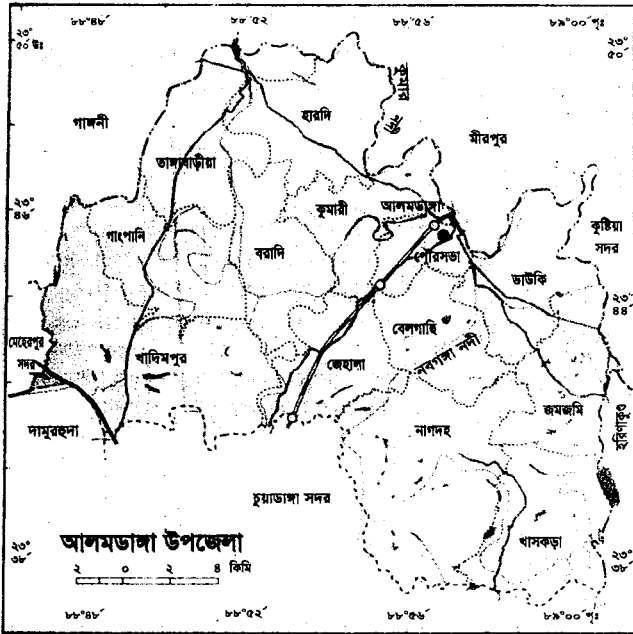
সায়্যিদ মীর নিছার 'আলী তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১ খৃ.) বাংলার মুসলমানদের চরম সংকটের যুগে এক প্রজা আন্দোলন সংগঠিত করেন। তাঁহার আন্দোলন ছিল মূলত স্বার্থান্বেষী হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে। অত্র এলাকায় তাঁহার অসংখ্য অনুসারী ছিল। তাহারা তিতুমীরের সর্বোতভাবে সহযোগিতা করিয়াছিল। তখন এলাকার চাষীদেরকে নীলকরগণ ব্যাপকভাবে নীলচাষে বাধ্য করিত। ১৮৬০ খৃ. নীল বিদ্রোহ জোরদার হইলে ইহার প্রভাব আলমডাঙ্গাতেও পড়িয়াছিল। কৃষকগণ সংঘবদ্ধ হইয়া নীলকরদের প্রতিহত করিয়াছিল।

১২টি ইউনিয়ন, ১২টি মৌজা, ১৯১টি গ্রাম ও ১টি পৌরসভার সমন্বয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা গঠিত। মোট জনসংখ্যা ২,৪৫,৫২৪ জন, ইহার মধ্যে পুরুষ ১,২৬,৮২৮ ও মহিলা ১,১৮,৬৯৬ জন। ১৯৮১ খৃ. গণনা অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ছিল ২,০২,৪৮৯ জন, পুরুষ ১,০৪,৬৮৪ ও মহিলা ৯৭,.৮০৫ জন। সমগ্র উপজেলায় গ্রামের বাসিন্দা ১,৮৯,৭৭০ জন, পুরুষ ৯৮,০৬৬ ও মহিলা ৯১,৭০৪ জন। শহরে বাস করে ৫৫.৭৫৪ জন, পুরুষ ২৮,৭৬২, মহিলা ২৬,৯৯২ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি ব.কি.মি. ৬৪১ জন (১৭৬৪ জন প্রতি মাইলে)। উপজেলায় গড় শিক্ষার হার ২৩.২%, পুরুষ ২৮.৩%, মহিলা ১৭.৭৬%। সর্বোচ্চ শিক্ষার হার ৫৯.৫% পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডে, সর্বনিম্ন ১৭.৯% নাগদহ ইউনিয়নে। কলেজ ৪, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৭, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৪, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৪, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৮টি। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলমডাঙ্গা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (স্থা. ১৯১৪ খৃ.) ও আলমডাঙ্গা কলেজ (স্থা. ১৯৬৫ খৃ.)।

উপজেলা সদরের সহিত সকল ইউনিয়নের সড়ক যোগাযোগ রহিয়াছে। দর্শনা- কুষ্টিয়া রেলপথটি উপজেলা সদরের পার্শ্ব দিয়া গিয়াছে। ইহা বর্তমান বাংলাদেশ অংশে স্থাপিত প্রথম রেলপথ যাহা ১৮৬১ খৃ. প্রথম চালু হয় এবং আলমডাঙ্গা উপজেলার অংশের দৈর্ঘ্য ২২ কি.মি.। উপজেলায় পাকা রাস্তা ৫৬.৫ কি.মি., আধা পাকা ৩৫.৫ কি.মি., কাঁচা রাস্তা ৩২৭.৯ কি.মি.। প্রধান নদী কুমার নবডাঙ্গা ও মাথাভাঙ্গা। উপজেলা সদর কুমার নদীর তীরে অবস্থিত। আলমডাঙ্গা উপজেলার প্রধান ফসল ধান, আখ, তামাক ও পাট। উপজেলা সদরে অবস্থিত আলমডাঙ্গা পৌরসভাই একমাত্র শহর এলাকা হিসাবে পরিগণিত। ইহার আয়তন ৯.৬০ ব.কি.মি.। ৩টি ওয়ার্ড ও ৯টি মহল্লার সমন্বয়ে ইহা গঠিত। জনসংখ্যা ২০,৮৫৮ জন, পুরুষ ৫১.৩১%, মহিলা ৪৮.৬৯%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি ব.কি.মি. ২১৭৫ জন। শিক্ষার হার ৪৩% আলমডাঙ্গা একটি উল্লেখযোগ্য কাপড় ব্যবসা কেন্দ্র।

প্রত্ন সম্পদ ঃ ঘোলদাড়ি মসজিদ উপজেলার নাগদহ ইউনিয়নের ঘোলদাড়ি গ্রামে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ। কোন শিলালিপি না থাকায় ইহার নির্মাতার নাম ও তারিখ অজ্ঞাত। এলাকাবাসীর মতে ইহা এক হাজার বৎসরের পুরাতন মসজিদ। স্থাপত্য কৌশল দেখিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, ইহা মুগল আমলে নির্মিত। তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির আয়তন ৪০´ × ১০´। ইহা বর্তমানে অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থায় কোন রকমে টিকিয়া রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার কুষ্টিয়া, ১৯৯১ খৃ.; (২) Bangadesh Population Census. 1991, Chuadanga District, Bangadesh Bureau of Statistics, Dhaka; (৩) বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১ম সং., ১খ., পৃ. ২৭৮-৭৯; (৪) শ.ম. শওকত আলী, কুষ্টিয়ার ইতিহাস, কুষ্টিয়া; (৫) দৈনিক খবর পত্র, ঢাকা, তাং ২৩/০৫/০৫ খৃ.।

মো ঃ ইফতেখার উদ্দিন ভুঞা

আলমা আতা ঃ (প্রাক্তন Vernyi) শহর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে কাযাকিস্তান-এর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী এবং একই নামের প্রদেশের (Oblast) শাসনকেন্দ্র। আলমাতি নামে অভিহিত একটি কাযাখ উপনিবেশের জায়গায় ১৮৫৪ খৃ. স্থাপিত হইয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইহা সেমিরেশিয়ায় (Semirechia) রাশিয়ান সামরিক শাসনকর্তার

প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে অধিকাংশ রাশিয়ান পদ্ধতিতে পুনর্নির্মিত হয় এবং কা'যাখ (Kazakhs), ডাঙ্গান (Dungans), উইগুর (Uyghur), তাতার রাশিয়ান ও চীনা অধিবাসীদের সমন্বয়ে গঠিত ১২,০০০ লোকের একটি মিশ্র জনসংখ্যা অধ্যুষিত উন্নতিশীল বাণিজ্যক কেন্দ্র হইয়া উঠে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে জনসংখ্যা ছিল ৪৫০০০ এবং ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ২৩০,০০০-এ উন্নীত হয়। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শহরটিতে আছে বিজ্ঞান একাডেমী, ৫০টি বিদ্যালয়, ৪টি নাট্যশালা এবং ১৩টি সিনেমা (হল)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) S. Djusunbekov and O. Kurnetsova, Alma-Ata[2], Alma-Ata, ১৯৩৯ খৃ.; (২) D.D. Boragin and I.I. Beloretskovskiy, Alma-Ata, Moscow ১৯৫০ খৃ., দ্র. কা'যাখিস্তান।

G. E. Wheeler (E. I.[2])/মোহাম্মদ শফী উদ্দীন

আলমাগেস্ত (দ্র. বাতলামিউস)

আলম দাগ (দ্র. ইলমা দাগ')

আলমালীগ' (المليغ) ঃ 'ইলি' উপত্যকার উপরি অংশে একটি মুসলিম রাজ্যের রাজধানী, হিজরী ৭ম/১৩শ শব্দাব্দীতে উযার (জুওয়ায়নী, ১খ., ৫৭) বা বুযার (জামাল কা'রশী, In W. Barthold, Turkestan, Russ. ed., i, 135 f.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, তিনি পূর্বে দস্যু অথবা ঘোড়া চোর ছিলেন। জামালের মতে শাসক হিসাবে তিনি তু'গ'রিল খান উপাধি ধারণ করেন। আলমালীগ' প্রথমে এই রাজ্যের রাজধানী এবং পরে একটি বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যিক শহর হিসাবে উল্লিখিত হয়। আমরা ইহার অবস্থান (site) সম্বন্ধে প্রধানত চীনাদের নিকট ঋণী (Bretschneider, Med. Researches, i. 69, f., ii, 33, ff. and index)। ইহা Sayram হ্রদ ও Talki গিরিপথের দক্ষিণে ও ইলি উপত্যকার উত্তরে, সম্ভবত আধুনিক কুল্জা-র উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

এই অঞ্চলসমূহের অন্যান্য শাসকের ন্যায় আলমালীগে'র রাজারও চেঙ্গীয খানের সহিত সম্পর্ক ছিল (আল-মালীগে'র নিকট চেঙ্গীয খানের শিকারের স্থান ছিল, জুওয়ায়নী, ১খ., ২১)। শিকারের সময় কারা খিতায় রাজ্যের গভর্নর কুচলুক অতর্কিত আক্রমণে উযারকে নিহত করে; কিন্তু কুচলুক আলমালীগ শহর অধিকার করিতে ব্যর্থ হয়। উযার-এর পুত্র ও উত্তরাধিকারী সুক্'নাক' (বা সুগ'নাক') তিগিন চেঙ্গীয খানের জনৈক পৌত্রীকে বিবাহ করেন (জুচি-র এক কন্যা)। তাঁহার মৃত্যুর পর (৬৫১/১২৫৩-৪, তু. জুওয়ায়নী, ১খ., ৫৮; ৬৪৮/১২৫০-৫১ জামাল কারশী-তে) তাঁহার পুত্র (দানিশমান্দ তিগিন) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। এই বংশের অন্যান্য শাসকের ন্যায় তাঁহার নাম কেবল জামাল কারশী কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে (Barthold, Turkestan, i., 140 f)। আলমালীগ' এই লেখকের সময়েও (৮ম/১৪শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে) এই বংশ কর্তৃক শাসিত হইতেছিল। এই বংশ কতদিন শাসন করে জানা নাই। ৭ম/১৩শ শতাব্দীতে আলমালীগে প্রবর্তিত রৌপ্য ও তাম্র আপাত দৃষ্টিতে তাহাদের বলিয়া মনে হয়। চেঙ্গীয খানের মৃত্যুর পর আলমালীগ' রাজ্য চাগাতায় (Caghatay)-এর কর্তৃত্বাধীন ছিল (তু. B. Spuler, Monglen in Iran, 277, note 2)।

মধ্যএশিয়া হইয়া চীন পর্যন্ত প্রসারিত যাতায়াতের প্রধান সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত বৃহৎ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে আলমালীগ' ইউরোপীয় পর্যটক ও ধর্ম প্রচারকদের দ্বারা প্রায়ই উল্লিখিত হইয়াছে (দ্র. I. Hallberg, L'Extreme Orient etc., Goteborg 1906, 17 f; Almalech)। ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন Franciscan friars (সেইন্ট ফ্রানসিস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী) এই শহরে নিহত হয় (তু. A. van den Wyngaert, Sinica Franciscana, i. 510-1; G. Golubovich, Biblioteca Bio-Bibliografica, ii, 72, iv, 244-8, 310-1)। এইখানে একজন রোমান ক্যাথলিক মিশনারী বিশপের এবং সম্ভবত নেস্টোরিয়ান খৃস্টানদের প্রধান ধর্মাধ্যক্ষের অবস্থান ছিল (দ্র. Bretschrcider, Med. Res. 38)।

চু (Cu) ও টালাস (Talas) নদীর তীরবর্তী শহরগুলির ও অন্যান্য অঞ্চলের মত আলমালীগ' ৮ম/১৪শ শতাব্দীতে অবিরত গৃহযুদ্ধ এবং অন্যান্য যুদ্ধের ফলে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (তু. Babur, ed. Beveridge, I; মির্যা মুহা'ম্মাদ হা'য়দার, তারীখ-ই রাশীদী, tr, E. D. Ross, 364)। মুহাম্মদ হা'য়দার তুগলুক তায়মূর খানের (মৃ. ৭৬৪/১৩৬২-৩; তু. Dughlat) কবরের সহিত অন্য সমাধির ধ্বংসাবশেষের উল্লেখ করেন; এই ধ্বংসাবশেষ (বর্তমানে আলিমতু নামে পরিচিত) সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সীমান্ত নদী খরগোশ ও মাযার নামক গ্রামের মধ্যে অবস্থিত এবং N. Pantusov, Kaufmanskiy Sbornik গ্রন্থে (Moscow 1910, 161 ff.) ইহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন।

W. Barthold, B. Spuler and O. Pritsak (E.I.[2])/আলী আসগর খান

আল্মাস (الماس) ঃ শব্দটির অর্থ হীরক, 'আল' নির্দিষ্টকরণের জন্য ব্যবহৃত অব্যয় দ্বারা একটি বিশেষ্য পদরূপে প্রায়ই গণ্য হয়, শুদ্ধ রূপ আল-আলমাস (দ্র. লিসানুল-'আরাব, ৮খ., ৯৮)। ইব্নুল-আছীরের মতে ইলয়াস শব্দের ل (লাম)-এর ন্যায় ইহার মূল ধাতুতে লাম রহিয়াছে। ইহা গ্রীক শব্দ 'আদামাস' (পৃ. স্থা. وليست بعربية 'আরবী ভাষার শব্দ নহে)-এর বিকৃত রূপ, সগোত্রীয় গ্রীক উৎসসমূহের ভিত্তিতে নকল (Pseudo)। এরিস্টোটলীয় গ্রন্থ কিতাবুল-আহ্'জার অনুসারে প্রধানত Pliny-র বিবরণী স্বীকার করিয়া বলা হয়, হীরক সীসা ব্যতীত সকল কঠিন (solid) পদার্থকে কর্তন করে এবং সীসা দ্বারা ইহা নিজেই ধ্বংস হয়। বলা হয়, খুরাসানের সীমান্তে একটি গভীর উপত্যকা আছে যাহাতে হীরকগুলি এমন বিষধর সর্পের পাহারায় রহিয়াছে যাহাদের চাহনিতেই মৃত্যু অনিবার্য। মহান আলেকজাণ্ডার কৌশলে এই সকল হীরকের কয়েকটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি এমন একটি দর্পণ নির্মাণ করাইলেন যাহাতে সর্পগুলি নিজদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মরিয়া যাইত। তারপর তিনি সেই গভীর সংকীর্ণ গিরিখাতে (ravine) মেষের গোশ্ত নিক্ষেপ করাইতেন; হীরকগুলি গোশ্তে আঁটিয়া যাইত এবং গোশ্তের সহিত শকুনদের মাধ্যমে উহা আনীত হইত। Epiphanius-এর De XII gemmis পুস্তকে পূর্বেই এই গল্পটি পাওয়া গিয়াছিল এবং 'আরব্য রজনীর মাধ্যমে প্রাচ্যে ইহা সাধারণত বিদিত। বিদ্রূপাত্মকভাবে আল-বীরূনী বলেন, সর্পগুলি পরস্পরের প্রতি তাকাইলে কেন মরিত না, দর্পণে নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখিলেই কেন

মরিয়া যাইত! এই প্রসঙ্গে তিনি হীরক সম্বন্ধীয় অন্যান্য গল্প সম্পর্কেও বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেন এবং যে সকল গল্পে কোন কোন জন্তু ও প্রস্তরের দিকে তাকাইলে লোকের মৃত্যু ঘটে বলিয়া বিবৃত আছে সেইগুলি সম্বন্ধেও বিদ্রূপ করেন। পক্ষান্তরে হীরকের গুণাবলী, খনি হইতে উহার উত্তোলন ও উহার ব্যবহার সম্পর্কে তিনি অনেক মূল্যবান তথ্য প্রদান করিয়াছেন। মু'ইয্যুদ-দাওলা আহ'মাদ ইব্‌ন বূয়াহ তাঁহার ভ্রাতা রুক্‌নুদ-দাওলা আল-হ'াসানকে যে তিন মিছ্'কাল (১২, ৭৫ অথবা এমনকি ১৪, ১৬ গ্রেন) ওজনের হীরক খণ্ডটি উপহার দিয়াছিলেন উহাও তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু আদ-দিমাশকী এক মিছ্‌কাল অপেক্ষা অধিক ভারী কোনও হীরক সম্পর্কে জ্ঞাত নহেন। হীরক কোথায় পাওয়া যায়—সেই সম্পর্কে বিভিন্ন উৎসের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রহিয়াছে। আত-তীফাশী ও আল-কাযবীনী বর্ণনা করেন, প্রস্তরটি ভাঙ্গিবার মাধ্যমে প্রাপ্ত হীরকের খণ্ডগুলি ত্রিকোণাকৃতির (অষ্টভুজাকৃতির Scissure পর্যবেক্ষণ?), এবং প্রথম ব্যক্তি আরও বলেন, হীরক পাখীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালককে আকর্ষণ করে। সাধারণত উল্লেখ করা হয় যে, অন্যান্য পাথরকে কাটার ও ছিদ্র করার জন্য হীরক ব্যবহার করা হয়। এরিস্টোটল মূত্রাশয়ের পাথর ধ্বংস করার জন্য ইহা ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ইহার চূর্ণ দন্ত দ্বারা স্পর্শ করা নিষিদ্ধ; বাহ্যিক প্রয়োগে ইহা শূল ও উদর বেদনার একটি উত্তম ঔষধ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J. Ruska, Das Steinbuch des Aristoteles, ১৯১২; (২) কাযবীনী (Wustenf.), ১খ., ২৩৬-৭; (৩) তীফাশী, আয্‌হারুল-আফকার -translated by Reineri Biscia, ২য় সং., ৫৩-৪; (৪) Clement-Mullet, in JA, 6th Series, XI, 127-8; (৫) আল-বীরূনী, আল-জামাহির ফী মা'রিফাতিল - জাওয়াহির, হি. ১৩৫৫, পৃ. ৯২-১০২; (৬) ইবনু'ল- আকফানী, নুখাবুয'-যাখাইর ফী আহ্'ওয়ালিল-জাওয়াহির, ১৯৩৯ খৃ., পৃ. ২০-২৫ (with many valuable remarks by the editor, P. Anastase-Marie de St. Elie, translated by E. Wiedemann, SB Phys. Med. Soz. Erlangen, ৪৪খ., ২১৮ প.); (৭) দিমাশ্‌কী, আল-ইশারা ইলা মাহ'াসিনিত-তিজারা,, ১৩১৮ হি., ১৫প. (অনু. E. Wiedemann, ঐ, ২৩৩ প.); (৮) J. Ruska, Der Diamant in der Medizin, Festschr. f. Herm. Baas, ১৯০৮ খৃ.; (৯) B. Laufer, The Diamond, ১৯১৫ খৃ.; (১০) আল-মাশরিক', ৬খ., ৮৬৫-৭৮।

J. Ruska-M. Plessner (E. I.[2])/ মোহাম্মদ শফীউদ্দীন

আলমোগাভারেস অথবা আলমুগাভারেস ঃ এমন একটি নাম যাহা বাহ্যত আরবী আল-মুগা'বির (المغاور) শব্দ হইতে উৎপন্ন। আল-মুগা'বির অর্থ ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় যে ব্যক্তি শত্রুতামূলক আক্রমণ চালায়। মধ্যযুগের শেষ দিকে আরাগু'ন (ارغون) পর্বতের এক কষ্টসহিষ্ণু ও দুর্দান্ত প্রকৃতির পার্বত্য জাতি হইতে সংগৃহীত এক রকমের বেতনভোগী বিদেশী সৈন্যদলকে এই নাম দেওয়া হইত। Zurita (Anales, ৪খ., ২৪) তাঁহাদের একটি সুস্পষ্ট বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই সকল সৈনিক আরাগুন ও কাস্তিলের রাজার চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিয়া পদাতিক সৈনিক হিসাবে যুদ্ধ করিত এবং ১২৮৫ খৃ. সাহসী তৃতীয় ফিলিপের ফরাসী সেনাবাহিনীকে রুশীলন (Roussillon)-এর যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যুদস্ত করিয়াছিল, ইহার পরে (Grande Compagnie Catalane নামে অভিহিত হইয়া পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সাহসিকতাপূর্ণ আক্রমণ করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Dozy ও Engelmann, Glossaire des mots espagnois et portugais derives de l'arabe, লাইডেন ১৮৬৯, খৃ., পৃ. ১৭২, শিরো.; (২) R. Fawteir, Hist du moyenage প্রণীত G. Glotz, ৬খ./১-এ, প্যারিস ১৯৪০ খৃ., পৃ. ১৮৮-৯, ২৮৩; (৩) P. Aguado Bleye, Manual de historia de Espana, ১খ., মাদ্রিদ ১৯৪৭ খৃ., পৃ. ৯০৮-৯।

E. Levi-Provencal (E. I.[2]) / মোহাম্মদ শফীউদ্দীন

আল্‌শ (Alsh) ঃ ছোট শহর, বর্তমান নাম Eloche। স্পেনের পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের (শার্‌কু'ল-আন্‌দালুস) বন্দর-নগরী Alicante হইতে ১২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা পাম (Palm) কুঞ্জের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং আজও আছে। ইব্‌ন সা'ঈদ, আল-কায্‌বীনী প্রমুখ মুসলিম গ্রন্থকার উক্ত শহরের বিবরণ দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন 'আবদিল-মুন'ইম আল-হি'ম্‌য়ারী প্রণীত Peninsule iberique, নং ২৬, মূল পাঠ ৩১, অনুবাদ ৩৯; (২) H. Peres লিখিত Le palamier en Espagne, Musulmane, Melanges Guvdefroy Demombynes, কায়রো ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ২২৫-৩৯; (৩) Levi-provencal, Hist. Esp. Mus., ৩খ., ২৮৩-৪।

E. Levi-Provencal (E. I.[2])/মুহাম্মাদ ইলাহী বখ্‌শ

আল-হা'ম্‌রা (দ্র.গ্রানাডা)

আলা (آلة) ঃ অর্থ যন্ত্র (instrument), তৈজসপত্র (اداة) -এর সমার্থক, বহুবচনে (ادوات)।

(ক) ব্যাকরণের পরিভাষায় 'আলা' এবং 'আদাত' শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যথা আলাতু'ত-তা'রীফ অর্থাৎ নির্দিষ্টকারী অব্যয় 'আলা' (article ال = The); আলাতুত-তাশবীহ অর্থাৎ তুলনাসূচক অব্যয় 'কা' (Particle ك = as)। ৩য়/৯ম শতাব্দীর আরব ব্যাকরণবিদগণের লেখায় আলা (আদাত-এর ন্যায়) ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয় না। ইব্‌ন ফারিস প্রমুখের রচনাসমূহে মাত্র একবার 'আদাত'-এর ব্যবহার দেখা যায়। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শেষের দিকে 'হারফ' (حرف বা Particle)-কে ব্যাকরণগত اسم হিসাবে বিবেচনা করা হইত। পরবর্তী কালে ইহাকে আলা ও আদাত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহার এই ধরনের ব্যবহার 'সাময়িক কর্ম' (Casual action,যাহা হারফ এর-সহিত সংশ্লিষ্ট) ও 'বাক্য-বিন্যাসগত ক্রিয়া' (Syntactic Function, যাহা আলা এবং আদাতের সহিত সম্পৃক্ত) উভয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য নির্ণয়কারী ইঙ্গিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যাহার ফলে 'নির্ধারণ' চূড়ান্ত পরিণতি' 'তুলনা' ইত্যাদি ধারণার প্রকাশ ঘটে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্‌ন ফারিস, সাহিবী, পৃ. ১০২; আত-তাহানাবী, কাশশাফু ইসতি'লাহা'তিল-ফুনূন, সম্পা. Sprenger, কলিকাতা ১৮৬২ খৃ., প্রবন্ধ 'আদাদ' ও 'আলা' (R.Blachere)।

(খ) বিজ্ঞানের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী 'আলা' শব্দের অর্থ হইল এমন একটি লব্ধ সাফল্য (Attainment) বা যোগ্যতা যাহা নিজস্ব গরজে অর্জিত হয় না (যাহা নিজে লক্ষবস্তু নহে), বরং 'অন্য কিছু আয়ত্তের উপায়স্বরূপ,' যথা ভাষাবিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যা, উভয়ই আল-'উলূমুল-'আলিয়া যাহা ধর্মীয় জ্ঞান বা আল-'উলূমুশ-শার'ইয়্যা অর্জনের সহায়ক (তু 'আলাতুল-মুনাদামা = آلات المنادمة বলিতে সামাজিক যোগাযোগ, প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক গুণাবলীকে বুঝায়)। ফলত যাহাকে 'আলা' বলা হয় তাহা 'আদাব' (দ্র.) হইতে ভিন্ন এই অর্থে যে, প্রথমোক্তটি 'ইলম-এর পরিপ্রেক্ষিতে অর্জিত গুণাবলী বা যোগ্যতাকেই বুঝায় (আরও তু. 'উয়ূনুল-আখ্‌বার) (Brockelann)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) গ'াযালী, ইহ্'য়া, কিতাবুল-'ইলম, ২য় অধ্যায় (ইতহাফুস-সাদা, ১খ., ১৪৯); (২) Snouck Hurgronje, Mekka, ii, 206; (৩) Golziher, in Steinschneider-Festschrift, 114, ইহাতে আরো বরাত আছে।

(I. Goldziher)

(গ) এরিস্টোটলীয় ভ্রাম্যমাণ দার্শনিকদের মতে যুক্তিবিদ্যা 'আলা'-বিশেষ, দর্শনশাস্ত্রের অংশ নহে, বরং দর্শন চর্চার সহায়ক একটি instrument বা উপায়বিশেষ। [তু. Goldziher, in the bibliography of ii above; S. van den Bergh, Averroes' Epitome d. Metaphysik, 148; al-Biruni, Introd. to al-Sydana (ed. M. Meyerhof, in Quellen u. Stud. z. Gesch. d. Naturw u. Med. 1932); (and Mantik)। আলা শব্দের অন্যান্য অর্থের জন্য দ্র. হিয়াল, নাওবা।

R. Blachere (E. I.[2]) / মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

আল-'আলা ইবনুল-হাদ্‌রামী (العلاء بن الحضرمي) : (রা) সাহাবী, তাঁহার কয়েকটি নামের উল্লেখ আছে। যেমন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আম্মার (عبد الله بن عمار), আবদুল্লাহ ইব্‌নুদ-দিমার (عبد الله بن الضمار), 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমায়রা (عبد الله بن عميرة) ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন মালিক (عبد الله بن مالك)। তবে তিনি যে য়ামানের হাদারামাওতের বাসিন্দা ছিলেন তাহাতে কোন মতভেদ নাই। ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মক্কায় বসতি স্থাপন করেন এবং তিনি আবূ সুফয়ানের পিতা হার্‌ব ইব্‌ন উমায়্যার মিত্র (হালীফ) ছিলেন। তাঁহার কয়েক ভাই ছিল। তাঁহার ভ্রাতা 'আমর ও ভগ্নী সাবা বিন্‌তুল-হাদরামী নাখ্‌লার যুদ্ধে (দ্র. মুহাম্মাদ) অংশ গ্রহণ করে এবং 'আমর এই যুদ্ধে নিহত হয়।

তাঁহার অপর ভ্রাতা 'আমির ইব্‌নুল-হাদরামী বদ্‌রের যুদ্ধে কাফির অবস্থায় নিহত হয়। তাঁহার বোন সাবা আবূ সুফয়ানের স্ত্রী ছিল। তিনি তাঁহাকে তালাক দিলে 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'উছ্‌মান আত-তামীমী তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার ঔরসে তালহা ইব্‌ন উবায়দিল্লাহ (রা) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অপর ভ্রাতা মায়মূন ইবনুল-হাদরামী মক্কার উপকণ্ঠে অবস্থিত 'বির মায়মূন' নামক কূপের মালিক ছিল। এই কূপটি জাহিলী যুগে খনন করা হয়।

রাসূলুল্লাহ (স) আলা ইব্‌নুল হাদরামী (রা)-কে বাহরায়নের শাসক মুন্‌যির ইব্‌ন সাবী আল-'আবাদীর নিকট ইসলামের দাওয়াত লইয়া পাঠান। তিনি [রাসূলুল্লাহ (স)] ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইয়া মুন্‌যিরকেও একটি চিঠি দেন। মুনযির এই চিঠি পাইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-কে পত্র মারফত ইহার কথা অবহিত করেন। তিনি আরো জানান, আমি আপনার পত্র হাজার-এর অধিবাসীদের পাঠ করিয়া শুনাইয়াছি। তাহাদের কতক ইসলামকে পসন্দ করিয়াছে এবং মুসলমান হইয়াছে। আর কতক আপনার দাওয়াত অপসন্দ করিয়াছে। আমাদের এলাকায় মাজূসী ও ইয়াহূদীদের বসতি আছে। তাহাদের সম্পর্কে আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় রহিলাম।

রাসূলুল্লাহ (স) পত্র মারফত তাঁহাকে জানাইলেন, তিনি তাঁহাকে তাঁহার নিজ পদে বহাল রাখিয়াছেন এবং যাহারা ইয়াহূদী অথবা মাজূসী ধর্মে থাকিয়া যাইতে চাহে তাহাদেরকে জিয্‌য়া প্রদান করিতে হইবে। তিনি আরো জানান, তাহাদের স্ত্রীলোকদের বিবাহ করা এবং তাহাদের যবেহকৃত পশুর গোশ্‌ত খাওয়া মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। বাহ্‌রায়ন বিজিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) 'আলা (রা)-কে সেখানকার শাসক নিয়োগ করেন। তিনি আবূ হুরায়রা (রা)-কেও তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত ভাল ব্যবহার করিবার জন্য 'আলা (রা)-কে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স) আলাকে একটি নির্দেশপত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে উট, গরু, মেষ-ছাগল-ভেড়া, ফসল ও অর্থ সম্পদের যাকাত সম্পর্কে উল্লেখ ছিল। তিনি তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন, এই যাকাত ধনিক শ্রেণীর নিকট হইতে আদায় করিয়া গরীবদের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে। আলা (রা) গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া লোকদেরকে যাকাত সম্পর্কিত এই ফরমান পাঠ করিয়া শোনান। অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করেন।

অপর এক পত্রে মহানবী (স) জিয্‌য়া, যাকাত, উশর ইত্যাদি বাবদ যে সম্পদ জমা হইয়াছে তাহা অবিলম্বে মদীনায় পাঠাইয়া দিতে আলা (রা)-কে নির্দেশ দেন। তিনি বাহ্‌রায়ন হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-র কাছে আশি হাজার দিরহাম পাঠান। একত্রে এত পরিমাণ মাল রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আর কখনও আসে নাই। তিনি মুক্ত হস্তে এই সম্পদ লোকদের মধ্যে বণ্টন করেন।

মক্কা বিজয়ের বৎসর অর্থাৎ অষ্টম হিজরীতে আবদুল-কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসে। প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি তাঁহাদের যে পত্র লিখাইয়া দিয়াছিলেন তাহাতে 'আলা' (রা) সম্পর্কে লেখা ছিল, বাহরায়নের জল-স্থল, সেখানকার অধিবাসী, সেনাবাহিনী ও কৃষি উৎপাদন সব কিছুর উপর আলা ইবনুল হাদরামী আল্লাহর রাসূলের পক্ষে 'আমীন' (তত্ত্বাবধায়ক)। বাহ্‌রায়নের অধিবাসীরা তাঁহাকে জুলুম হইতে রক্ষা করিবে, জালিমের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহার সাহায্যকারী হইবে। এই ব্যাপারে কোন কথার পরিবর্তন অথবা বিভেদ সৃষ্টি করা যাইবে না। তাহারা মুসলিম বাহিনীর সহিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদে অংশ পাইবে এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারী হইবে। উভয় পক্ষের কেহই এই নির্দেশের খেলাফ করিবে না। আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল তাঁহাদের উপর সাক্ষী রহিলেন।

অতঃপর এক বর্ণনা হইতে জানা যায়, 'উমান (عمان)-এর অধিবাসীরা মুসলমান হইলে রাসূলুল্লাহ (স) 'আলা ইবনুল হাদরামীকে তাহাদের নিকট পাঠান। তিনি তাহাদের ইসলামী শারীআত শিক্ষা দেন এবং তাহাদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উমার বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আবদুল কায়স গোত্রের বিশজন লোক লইয়া তাঁহার নিকটে আসিতে আলা

(রা)-কে নির্দেশ দেন। তদনুযায়ী আবদুল্লাহ ইব্‌ন আওফ আল-আশাজ্জ-এর নেতৃত্বে উক্ত গোত্রের বিশজন লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাত করে। প্রতিনিধিদল আলা (রা)-র বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে অপসারণ করেন এবং তদস্থলে আবানকে নিয়োগ করিয়া তাঁহাকে আবদুল কায়স গোত্রের সহিত উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। মহানবী (স)-এর ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর বাহরায়নের লোকেরা মুরতাদ হইয়া যায়। শাসনকর্তা আবান তখন সেখানকার শাসকের দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় চলিয়া আসেন। আবূ বাকর সিদ্দীক (রা) তাঁহাকে পুনরায় বাহরায়ন পাঠাইবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তিনি ইহাতে সম্মত হইলেন না এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর অধীনে চাকুরী করার পর আমি আর কাহারও অধীনে চাকুরী করিব না। অতঃপর হযরত আবূ বাক্‌র (রা) আলা ইবনুল হাদ্‌রামীকে পুনরায় বাহরায়নের শাসক নিয়োগ করিতে মনস্থ করেন। তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিযুক্ত প্রশাসকদের একজন। আমি তোমাকে পুনরায় বাহরায়নের শাসক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়াছি। অতএব তুমি তাক্‌ওয়ার নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে।

অতঃপর তিনি ষোলজন অশ্বারোহীসহ বাহ্‌রায়নের উদ্দেশে রওয়ানা হইলেন। হযরত আবূ বাক্‌র (রা) তাঁহার সহিত একটি পত্রও দিলেন। ইহাতে লিখিত ছিল, পথে যে সমস্ত মুসলিমের সাক্ষাত মিলিবে তাহাদেরকে যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করিবে। তিনি বাহরায়নে পৌঁছিলে তাঁহার নিকট ছু'মামা ইব্‌ন আছাল আসিল। তাহারা এক বিরাট জনসমাবেশের আয়োজন করিল এবং ইহাতে অত্র এলাকার সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, তাহারা আলার বাহিনীকে যথেষ্ট মর্যাদা দেয়। 'আলাও তাহাদের উপযুক্ত সম্মান দেন এবং তাহাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করেন।

'আলা ইব্‌নুল-হাদ্‌রামী (রা) ছিলেন একজন ভাগ্যবান সাহাবী ও 'আলিম। তিনি ছিলেন মুস্তাজাবুদ-দাওয়াত (যাঁহার দুআ কবূল হয়)। একবার তিনি ও তাঁহার সৈন্যবাহিনী ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা এমন এক জায়গায় অবতরণ করেন যেখানকার ভূমি ছিল বালুকাময়। ফলে উষ্ট্রবাহিনীর লোকেরা যমীনের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না, এমনকি তাহাদের রসদ বোঝাই উটগুলি দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে না পারিয়া রাত্রে পলায়ন করিতে শুরু করে। সকলেই দুশ্চিন্তায় পড়িয়া গেল। এই অবস্থায় 'আলা (রা) সকলকে সমবেত করিয়া ভাষণ দিলেন এবং ফজরের সালাতশেষে তিনি বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করিলেন। ফলে প্রচুর বৃষ্টি হইল এবং তাহাদের অসুবিধা দূরীভূত হইয়া গেল। এইরূপ আরও কিছু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। অতঃপর ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হইল, যুদ্ধে মুসলমানরা জয় লাভ করেন এবং প্রচুর গানীমাতের সম্পদ লাভ করেন। মুসলিম বাহিনী পলায়নকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের কতককে হত্যা করে। জীবনে বাঁচিয়া যাওয়া লোকেরা নৌকাযোগে দারীন দ্বীপে চলিয়া যায়। তিনি তাঁহার বাহিনীসহ সেই দ্বীপে পৌঁছেন এবং ধর্মত্যাগীদের পরাজিত করেন। এই যুদ্ধেও তাহারা প্রচুর গানীমাত লাভ করেন।

তিনি নিজের ইনতিকালের সময় নিম্নরূপ দু'আ করিয়াছিলেন, "হে আল্লাহ! আমার মৃতদেহ লুকাইয়া রাখিও এবং কাহাকেও আমার সতর দেখার সুযোগ দিও না।' আল্লাহ ইহা কবূল করিয়াছিলেন। তিনি বসরা যাওয়ার পথে ইনতিকাল করেন। তাঁহার দাফন সম্পন্ন হইলে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, "এই স্থানের যমীন মৃতদেহ বাহিরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দেয়।" তখন তাঁহাকে সেই স্থান হইতে সরাইয়া নেওয়ার জন্য তাঁহার সাথীরা তাঁহার কবর খুলিয়া ফেলে। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার লাশ দেখিতে পায় নাই। কবরটি দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত নূরে আলোকিত ছিল।

আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদ্‌বী লিখিয়াছেন, 'আলা ইবনুল-হাদ্‌রামী (রা) ১৭ হিজরীতে বাহরায়নের শাসক নিযুক্ত হন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও উৎসাহী লোক ছিলেন। তদুপরি জানা যায়, তিনি হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর সাথে প্রতিযোগিতা করিতেন। সা'দ (রা) যখন কাদিসিয়ার যুদ্ধে বিরাট বিজয় লাভ করিলেন তখন 'আলা (রা) ইহার চেয়েও বিরাট কিছু করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়েন। অতএব খলীফা 'উমার (রা)-এর অনুমতি না লইয়াই তিনি নৌ-পথে পারস্য অভিযানের প্রস্তুতি নেন এবং খুলায়দ ইব্‌ন সানজারকে সেনাপতি নিয়োগ করেন। উপরন্তু জারূদ ইব্‌ন মু'আল্লা ও ছাওয়ার ইব্‌ন হাম্মানের নেতৃত্বেও পৃথক পৃথক সৈন্যদল অভিযানে পাঠান। ইস্‌তাখ্‌র নামক স্থানে শত্রু বাহিনীর সঙ্গে তাঁহাদের মুকাবিলা হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানদের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হইলেও শেষ পর্যন্ত তাঁহারা বিজয়ী হন। তিনি 'আরফাজা ইব্‌ন হারছামা (দ্র.)-কেও পারস্যের কতিপয় দ্বীপ দখল করার জন্য প্রেরণ করেন।

হযরত 'উমার (রা) সম্ভবত এই কারণেই তাঁহাকে বাহ্‌রায়ন হইতে বসরায় বদলি করেন। খলীফা তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান, আমি তোমাকে 'উতবা ইব্‌ন গাযওয়ান (রা) (বসরার ওয়ালী)-এর স্থলাভিষিক্ত করিলাম। স্মরণ রাখিও, তুমি প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরদের এক ব্যক্তির নিকট যাইতেছ, যাঁহারা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কল্যাণ লাভ করিবে বলিয়া পূর্বেই সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মধ্যে নিষ্কলুষতা ও প্রশাসনিক কঠোরতা সৃষ্টির উদ্দেশেই আমি তাঁহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিয়াছি। আমি মনে করি, তুমি এইদিক হইতে তাঁহার অপেক্ষা যোগ্য ও দক্ষ। তুমি তাঁহার অধিকারের দিকে লক্ষ্য রাখিও। তোমার পূর্বে এক ব্যক্তিকে আমি তথাকার গভর্নর নিয়োগ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছার পূর্বেই সে মারা যায়। এখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হইলে তুমি সেখানে পৌঁছিয়া তথাকার শাসনভার গ্রহণ করিবে......।

এই পত্র পাওয়ার পর 'আলা ইব্‌নুল-হাদ্‌রামী (রা) একদল সংগীসহ বাহরায়ন হইতে বসরার উদ্দেশে রওয়ানা হইলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ বাকরাও (রা) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা বানূ তামীম গোত্রের এলাকার কাছাকাছি নিয়াস নামক স্থানে পৌঁছিলে 'আলা (রা) ইনতিকাল করেন (দাফন সংক্রান্ত ঘটনা উপরে)। 'আলা (রা) ১৪ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। কিন্তু হাসান ইব্‌ন 'উছমানের মতে তিনি ২১ হিজরীতে বাহরায়নের গভর্নরের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় ইনতিকাল করেন। সাহাবী সাইব ইব্‌ন যাযীদ (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ বর্ণনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, ১৩২৮ হি., ২খ., ৪৯৭-৮, সংখ্যা ৫৬৪১; (২) ইব্‌ন 'আবদিল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী-'আব (ইসাবার হাশিয়া, ৩খ., ১৪৬-৮); (৩) ইবনুল-আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১৩৪৬ হি., ৪খ., ৭, ৮; (৪) ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, ১খ., ২৬৩, ২৭৬, ২৮৩, ৩১৪, ৩৫১; ৪খ., ১৫, ৩৫৯-৩৬৩; (৫) ইব্‌ন কাছীর (মৃ. ৭৭৪ হি.), আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২য় সং., ১৯৭৮ খৃ., মাকতাবাতুল

-মা'আরিফ, বৈরূত ও রিয়াদ , ৬খ., ১৫৫, ৩২৭-৯; (৬) শিবলী নু'মানী, আল-ফারূক, অনু. মুহীউদ্দীন খান, ৩য় সং. ১৯৮০ খৃ., এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃ. ১৩২।

মুহাম্মদ মূসা

আল-'আলা' ইবনু'ল-হাদরামী (العلاء بن الحضرمى) ঃ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন সাহাবী এবং একজন দক্ষ প্রশাসক। তাঁহার পিতার নাম 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাদ, মতান্তরে ইব্ন 'ইমাদ। তাঁহার পূর্বপুরুষ হাদরামাওত-এর অধিবাসী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে হাদরামী বলা হইত। তাঁহার বংশলতিকা হইল আল-'আলা ইবনু'ল-হাদরামী ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'আব্বাদ, মতান্তরে 'ইমাদ ইব্ন আকবার ইব্ন রাবী'আ ইব্ন মালিক ইব্ন 'উতায়ফ ইবনুল-খাযরাজ ইব্ন উবায়্যি ইবনু'স-সাদাফ আল-হাদরামী। তাঁহার পিতা 'আবদুল্লাহ আল-হাদরামী মক্কায় বসবাস করিতেন। তিনি আবূ সুফয়ান-এর পিতা হারব ইব্ন উমায়্যার সহিত মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করেন। (ইব্ন হাজার 'আসকালানী, আল-ইসাবা, ২খ, ৪৯৭; ইবনু'ল-আছীর, উসদুল-গাবা, ৪খ, ৭)। 'আলা ইবনু'ল-হাদরামী (রা)-এর পরিবার জাহিলী যুগ হইতেই বুদ্ধিমত্তা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের দিক হইতে প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহার এক ভাই মায়মূন ইবনুল-হাদরামী জাহিলী যুগে মক্কার প্রশস্ত উপত্যকা আবতাহ'-এ একটি কূপ খনন করান, যাহা বি'র মায়মূন নামে প্রসিদ্ধ (আয-যাহাবী সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১খ, ২৬২)। আর এক ভাই 'আমির ইবনু'ল-হাদরামী বদরযুদ্ধে কাফির হিসাবে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। অন্য ভাই 'আমর ইব্নু'ল-হাদরামী মুসলমানদের হাতে মুশরিকদের প্রথম নিহত ব্যক্তি এবং তাহার সম্পদও মুসলমানদের জন্য প্রথম গণীমতের সম্পদ১ নাখলা অভিযানে তিনি নিহত হন। এই অভিযানে তাঁহার ভগ্নী (একমতে মাতা) আস-সা'বা বিন্‌তুল-হাদরামীও মুসলমানদের হাতে নিহত হন। তিনি আবূ সুফয়ান ইব্ন হারব-এর স্ত্রী ছিলেন। আবূ সুফয়ান তাঁহাকে তালাক দেওয়ার পর 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'উছমান-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাহার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন 'আশারা-ই মুবাশ্‌শারা-এর অন্যতম সদস্য ও খ্যাতিমান সাহাবী তালহা ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ (রা) (ইব্ন 'আবদি'ল-বাররু, আল-ইসতী'আব, ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ১৪৭)।

'আলা ইবনু'ল-হাদরামী (রা) দাওয়াতের প্রথম দিকেই মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী কালে মদীনায় হিজরত করেন। মক্কা বিজয়ের পর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে দূতসহ পত্র প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু হইলে রাসূলুল্লাহ (স) 'আলা ইবনু'ল-হাদরামী (রা)-কে একটি পত্রসহ বাহরায়ন-এর শাসনকর্তা আল-মুনযির ইব্ন সাওয়ার আল-'আবদীর নিকট প্রেরণ করেন। 'আলা ইব্ন হাদরামী (রা) এমন হৃদয়গ্রাহীভাবে ইসলামের দাওয়াত দেন যে, শাসক মুনযির ইসলাম কবুল করেন।। সীরাতবিদ আবূ 'উবায়দার বর্ণনামতে তিনি বাহরায়ন জয় করিলে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বাহরায়ন-এর গভর্নর নিযুক্ত করেন। আবূ বাক্‌র (রা)-ও তাঁহাকে উক্ত পদে বহাল রাখেন। অতঃপর উমার (রা)-ও কিছুকাল তাঁহাকে উক্ত পদে বহাল রাখেন। ইহার পর 'উমার (রা) তাঁহাকে বসরার গভর্নর করিয়া পাঠান ('আল-ইসতী'আব, ৩খ, ১৪৭)। এক বর্ণনামতে তিনি বাহরায়ন-এর শাসনকর্তা আল-মুনযির-এর নিকট পত্র লইয়া গেলে মুনযির ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু অগ্নিপূজকগণ ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে 'আলা ইবনু'ল- হাদরামী (রা) তাহাদের উপর জিযয়া (কর) ধার্য করেন এবং তাহাদের সম্পর্কে একটি চুক্তিনামা লিখিয়া আল-মুনযির-এর নিকট প্রদান করেন। এই খিদমতের কারণে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বাহরায়ন-এর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) বলেন, কিছুকাল পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বাহরায়ন-এর শাসক হইতে বরখাস্ত করিয়া তদস্থলে আবান ইব্ন সা'দ বা সা'ঈদ (রা)-কে নিয়োগ করেন (সিয়ার আ'লামিন- নুবালা, ১খ, ২৬৪; শাহ মু'ঈনুদ্দীন নাদাবী, সিয়ারুস সাহাবা, ৪খ., ১৭৩)। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর বাহরায়ন-এর রাবী'আ গোত্র মুরতাদ হইয়া যায়। তখন আবান (রা) গভর্নরের পদ ত্যাগ করিয়া মদীনায় ফিরিয়া আসেন। আবূ বাক্‌র (রা) তাঁহাকে পুনরায় বাহরায়ন-এর গভর্নর করিয়া পাঠাইতে চাহিলে তিনি সাফ জওয়াব দেন, "রাসূলুল্লাহ (স) ব্যতীত আর কাহারও অধীনে আমি কাজ করিব না"। তখন আবূ বাকর (রা) 'আলা ইবনু'ল-হাদরামী (রা)-কে উক্ত পদে নিয়োগ করেন। তিনি ১৬ জন অশ্বারোহীসহ মদীনা হইতে রওয়ানা হন (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত ৪খ., পৃ. ৩৬০)।

'উমার (রা)-এর খিলাফাতের কিছুকাল তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন, অতঃপর উমার (রা) তাঁহাকে বসরার গভর্ণর করিয়া পাঠান। এই সময় তাঁহার সফরসঙ্গী ছিলেন আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ বাকরা (রা)। তাঁহারা বানূ তামীম-এর বাসস্থান সি'আব-এর নিকটবর্তী বিলিয়াস (ভিন্ন বর্ণনায় বিনিয়াস) নামক স্থানে পৌছিলে তিনি ইনতিকাল করেন। বৃষ্টির পানি দ্বারা তাঁহাকে গোসল দিয়া এবং তরবারি দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া সেই নির্জন মরুভূমিতেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা) বাহরায়ন ফিরিয়া আসেন আর আবূ বাকরা (রা) বসরা চলিয়া যান (তাবাকাত, ৪খ., পৃ. ৩৬২)। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি 'আলা ইবনু'ল-হাদরামী (রা)-এর তিনটি বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যাহা সর্বদাই আমি পছন্দ করিব। তাহা হইল ঃ (১) দারীন যুদ্ধের দিন তিনি বাকরাক নামক সমুদ্র পাড়ি দেন ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া এবং মদীনা হইতে বাহরায়ন আগমন করেন; (২) দাহনা নামক স্থানে পৌছিলে তাহাদের পানি শেষ হইয়া যায়। তিনি আল্লাহর নিকট দু'আ করিলে বালুর ভিতর হইতে পানি উৎসারিত হয়। উক্ত কাফেলার এক ব্যক্তি এই স্থানে তাঁহার জিনিসপত্র ভুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া উক্ত স্থানে পানি আর দেখিতে পায় নাই; (৩) বিলিয়াস নামক স্থানে পৌছিলে তিনি ইন্‌তিকাল করেন। উহা ছিল একটি শুষ্ক মরুভূমি, আশেপাশে কোথায়ও পানি ছিল না। তখনই মেঘ দেখা দিল এবং আল্লাহ তা'আলা প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করিলেন। তাহা দ্বারা আমরা তাঁহাকে গোসল করাইলাম এবং তরবারী দ্বারা মাটি খুঁড়িয়া তাঁহাকে দাফন করিলাম, কিন্তু বগলী (لحد) কবর করিলাম না। অতঃপর আমরা রওয়ানা হইয়া গেলে একজন সাহাবি বলিলেন, আমরা তাঁহাকে দাফন করিলাম অথচ বগলী কবর দিলাম না। তখন আমরা বগলী কবর খননের জন্য সেই স্থানে ফিরিয়া আসিলাম কিন্তু তাঁহার কবর আর খুঁজিয়া পাইলাম না (তাবাকাত, ৪খ., পৃ. ৩৬২-৬৩; সিয়ারু আ'লামিন- নুবালা, ১খ., পৃ. ২৫৬-৬৬)।

'আলা ইবনু'ল-হাদরামী (রা) হইতে কয়েকটি হাদীছ বর্ণিত আছে। উহার একটি হইল, হজ্জ উপলক্ষ্যে মুহাজিরগণ তিন দিন মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবে। আস-সা'ইব ইব্ন য়াযীদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার নিকট হইতে আরও হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন আবূ হুরায়রা (রা) হায়্যান আল-আ'রাজ, যিয়াদ ইব্ন হুদায়র প্রমুখ (সিয়ার আ'লামিন-নুবালা, ১খ., পৃ. ২৬৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী আল-ইসাবা, মুআস সাসাতুর রিসালা (মিসর ১৩২৮ হি. ২খ., পৃ. ৪৯৭-৯৮, সংখ্যা ৫৬৪২; (২) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুন কুবরা, দারসাদির বৈরূত লেবানন, ৪খ., পৃ. ৩৫৯-৬৩; (৩) ইবনু'ল-আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি. ৪খ., পৃ. ৭; (৪) ইব্ন আবদিল বাবর, আল-ইসতী'আব (ইসাবার হাশিয়া), ৩খ., পৃ. ১৪৬-৪৮; (৫) আয-যাহাবী, সিয়ার আ'লামিন নুবালা, বৈরূত লেবানন, ৪র্থ সং., ১৪০৬/১৯৮৬, ১খ., পৃ. ২৬২-৬৬, সংখ্যা ৫১; (৬) ঐ লেখক, তাজরীত আসমাইস, সাহাবা, বৈরূত লেবানন তা.বি. ১খ, ৩৮৮, সংখ্যা ৪১৮৭ ; (৭) শাহ মুঈনুদ্দীন নাদাবী, সিয়ারুস সাহাবা, লাহোর তা.বি. ৪খ., পৃ. ১৭৩-৭৫, সংখ্যা ৯২; (৮) ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া, সম্পা. সায়্যিদ কাসিম মাহ'মূদ, শাহকার বুক ফাউন্ডেশন করাচী তা.বি., পৃ. ১০৮৩।

ডঃ আবদুল জলীল

'আলাউ'দ-দাওলা ঃ (দ্র. কাকাওয়াহগণ)

'আলাউদ-দাওলাঃ আস-সিম্নানী (علاء الدولة السمنانى) ঃ রুকনুদ্দীন আবু'ল-মাকারিম আহমাদ ইব্ন শারাফুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ আল-বিয়াবানাকী ছিলেন একজন বিশিষ্ট সূ'ফী। তিনি যু'ল-হিজ্জা ৬৫৯/নভেম্বর ১২৬১ সালে সিম্নান (খুরাসান)-এর একটি অত্যন্ত ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন (দ্র. সিমনানী)। পনর বৎসর বয়সে তিনি সিম্নান ত্যাগ করেন এবং সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। ঈলখান আরগূ'ন-এর অধীনে তাঁহার পিতা বাগদাদ এবং সমগ্র ইরাকের গর্ভনর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার চাচা ছিলেন মন্ত্রী ও মামা ছিলেন রাজ্যসমূহের বিচারপতি (قاضى الممالك)। ৬৮৩/১২৮৪ সালে আরগূনের চাচার বিরুদ্ধে অভিযানকালে সিমনানী কাযবীনের নিকট এক স্বপ্নে আধ্যাত্মিক জগত সম্পর্কে দৃষ্টি লাভ করিলেন। তিনি ৬৮৫ হি. শা'বানের মাঝামাঝি /১২৮৬ খৃ. অকটোবরের প্রারম্ভ পর্যন্ত ঈল্খানের চাকুরিতে বহাল থাকার পর সিমনানে ছুটি কাটাইবার জন্য অনুমতি পাইলেন এবং এইখানেই তিনি তাঁহার বিবেকের সহিত বোঝাপড়া করিবার পর সুন্নী মায্'হাব ও সূ'ফী মতবাদ অবলম্বন করেন। তিনি আবূ তা'লিব আল-মাক্কী রচিত ক্'তু'ল-কু'লূব-এর সাহায্যে আধ্যাত্মিক অনুশীলন চালাইয়া গেলেন যতদিন না তিনি আখী শারাফু'দ্দীন সা'দুল্লাহর পরিচয় লাভ করেন। এই দরবেশের নিকট হইতে তিনি যিকিরের একটি বিশেষ ধরন শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। এই ধরনটি ছিল এইদিক সেইদিক দ্রুত তালে মস্তক সঞ্চালনসহ যিকির করা। এই পদ্ধতির যিকিরের ফলে মাত্র এক রাত্রি পরেই বেহেশ্'তী জ্যোতির প্রবল প্রকাশ ঘটিল। সিম্নানী নূরুদ্দীন 'আবদুর-রাহ'মান আল-কাসি'র্কী আল-ইসফারাইনী (যাঁহার আদেশে সা'দুল্লাহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন)-এর সহিত শিক্ষানবিস হিসাবে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। সুতরাং মুহা'ররাম ৬৮৬/ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১২৮৭ সালে তাবরীয-এর দিকে প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে তিনি সূফীবেশে কাসিরকী-র আবাসস্থল বাগদাদের পথে যাত্রা করিলেন। তিনি পথে হামাদানে আরগূনের লোকদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেন এবং শারুয়ায-এ নীত হইলেন। আরগূন সেইখানে তখন সুলতা'নিয়্যা শহরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করিয়াছিলেন (পরবর্তী কালে উল্জায়তু এই শহরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করিয়াছিলেন)। অতঃপর রাজদরবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী (বাখশী-ভিক্ষু)-দের বিরুদ্ধে কয়েকটি সফল ধর্মীয় বিতর্কের মাধ্যমে তিনি ঈল্খান-এর ক্রোধ প্রশমনে সক্ষম হন। ফলে অন্তত সূ'ফী হিসাবে হইলেও সিম্নানীকে দরবারে অবস্থান করিতে বলা হইল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঈল্খানের দরবারে ৮০ দিন অবস্থানের পর তিনি সিমনানের দিকে পলায়ন করিলেন এবং রামাদ'ান ৬৮৬/অক্টোবর ১২৮৭ সালে তথায় পৌঁছেন। তিনি বাগদাদে যান নাই, নিশ্চিতভাবে এই খবর জানিতে পারিয়া আরগূন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ইতোমধ্যে সা'দুল্লাহ বাগদাদে সফর করিয়া সিম্নানীর জন্য কাসিরকীর খির'কা (خرقه) আনিয়াছিলেন। কাসিরকীর নামে তিনি শাওয়াল ৬৮৭/নভেম্বর ১২৮৮ সালে সিম্নানের 'খালওয়া' (নির্জনবাস)-এ প্রবেশ করেন। তাঁহার পিতার অপসারণ ও চাচার প্রাণদণ্ডের পর (তারিখের জন্য দ্র. সিম্নানী, 'আলাউ'দ-দাওলার স্বীয় বিবরণে দ্বিধাগ্রস্ত) তিনি বাগদাদে প্রবেশ করিতে সফলকাম হন ও তথায় প্রথমবারের মত তিনি তাঁহার মুরশিদ কাসিরকীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাত লাভ করেন (রামাদ'ান ৬৮৮/সেপ্টেম্বর ১২৮৯)। সিম্নানী মাস্জিদু'ল-খালীফায় খালওয়া অবলম্বন করেন এবং কাসিরকীর আদেশক্রমে মক্কায় হ'জ্জ এবং মদীনায় যিয়ারত উদ্দেশে সফর আরম্ভ করেন। তিনি মুহাররাম ৬৮৯/জানুয়ারী ১২৯০ সালে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া ২য় বারের মত খালওয়ায় (শূনীযিয়্যা-তে) প্রবেশ করেন। অতঃপর শেষবারের মত তিনি সিম্নানে ফিরিয়া গিয়া সেইখানের খানকাহ্-ই সাক্কাকী-তে অবস্থানপূর্বক সূফীগণের শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপৃত হইলেন। শিক্ষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত কাজে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিবার পর তিনি ২২ রাজাব, ৭৩৬/৬ মার্চ, ১৩৩৬ সালে সিমনানের অন্তর্গত তাঁহার নিজস্ব খানকাহ সূফীয়াবাদ-ই খুদাদাদ-এ ইন্তিকাল করেন।

সিম্নানী সুন্নী ছিলেন। তিনি উল্জায়তু-র শী'আ প্রবণতার নিন্দা করেন এবং আমীর চূবান যিনি এই প্রবণতার অংশীদার ছিলেন না, তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। যাহা হউক অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উৎসাহী প্রবক্তা হইলেও তিনি শী'আ নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং হা'সান বাসরীর সঙ্গে মিলিতভাবে অত্যাচারে ধৈর্য ধারণ করিবার পরামর্শ দান করিয়াছেন, তবে উপদেশ প্রদান এবং উন্নতির জন্য প্রার্থনা করিতে বাধা প্রদান করেন নাই। তিনি নবী কারীম (স')-এর পরিবারের প্রতি শী'আদের ভালবাসার শ্রদ্ধা করিতেন; কিন্তু হযরত 'আইশা (রা)-এর প্রতি ঘৃণার নিন্দা করিয়াছেন। শী'আ বিশ্বাসে দ্বাদশ ইমামের অদৃশ্য হইয়া যাওয়ার মতবাদের সহিত তিনি তাঁহার আবদাল মতবাদের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার এই মতানুসারে অদৃশ্য হইয়া যাওয়ার পর আবদাল কু'তব-এর পদমর্যাদায় উন্নীত হইয়াছিলেন এবং ১৯ বৎসর জীবিত থাকিবার পর ইনতিকাল করিয়াছেন। সূফী সম্প্রদায়ের সহিত সম্পর্কে তিনি কুব্রাবী সমাজভুক্ত সূফী ছিলেন (সিম্নানী-কাসিরকী, মৃ. ৭১৭/১৩১৭- আহ'মাদ আল-জুরাফানী, (গূরগানী) মৃ. ৬৬৯/১২৭০ রাদি'য়ুদ্দীন 'আলী আল-লালা , মৃ. ৬৪২/১২৪৪-নাজমুদ্দীন আল-কুবরা, মৃ. ৬১৮/১২২১), এই তারীকা ছাড়াও তিনি অন্যান্য সূফী শায়খকে বিশেষভাবে আবূ হা'ফস 'উমার আস-সুহরাওয়ারদী (মৃ. ৬৩২/১২৩৪) কে শ্রদ্ধা করিতেন। কুবরা শ্রেণীভুক্ত সু'ফীগণের মধ্য হইতে তিনি মাজ্দুদ্দীন আল-বাগদাদী (মৃ. ৬১৬/১২১৯)- কে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সময় সময় তিনি আল-বাগ'দাদীর নাম 'লালা' এবং 'কুবরা'-র মধ্যে সন্নিবেশিত করিতেন। তিনি জালালুদ্দীন রূমী দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন,

কিন্তু সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দান করিতেন। তিনি গাযালীরও প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু অভিজ্ঞতা অপেক্ষা তত্ত্বের (theory) উপর বেশী গুরুত্ব প্রদানের জন্য এবং তাঁহার কোন কোন রচনায় (বিশেষত ইব্ন সীনার) দার্শনিক ধ্যান-ধারণার আধিক্যের জন্য তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। সিম্নানীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ইব্নুল 'আরাবী যাঁহার সর্বেশ্বরবাদী (Pantheism) মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি নিরবচ্ছিন্ন বিতর্ক চালাইয়াছিলেন। এই বিতর্ক তাঁহার রচিত বই-পুস্তকেই সীমাবদ্ধ ছিল না, এমনকি 'আবদুর-রাযযাক' আল-কাশানী (মৃ. ৭৩০/১৩৩০)-র সহিত পত্রালাপেও এই বিতর্কের উল্লেখ ছিল। তিনি ইব্নুল 'আরাবীকে অভিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র অস্তিত্ব (وجود) -কে অভিন্ন বলিতে গিয়া একটা ক্রিয়া পদ (فعل) -কে উপাস্যরূপে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার নিজ মতে অস্তিত্ব (وجود) একটি বিশেষণ (صفة) বা আপতন (accident)-রূপে গণ্য। ইহা যদিও চিরন্তনভাবে আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পৃক্ত কিন্তু ইহা আল্লাহ্র স্বীয় সত্তা (ذات) হইতে ভিন্ন। এই কারণেই সূ'ফী মতবাদের চূড়ান্ত রূপ তাওহ'ীদ নহে, বরং চূড়ান্ত পর্যায় হইল 'উবূদিয়্যাত (عبودية) বা দাসত্ব। আল্লাহ্র মধ্যে মানুষের একমাত্র সম্ভাব্য অংশ হইল তাঁহার আত্মিক পবিত্রতা (صفاة) -এর সৌন্দর্য যাহা উচ্চতর ব্যাপারসমূহকে তন্মধ্যে প্রতিবিম্বিত করিতে সক্ষম করে। এই অর্থে দর্পণে পরিণত হওয়াই হইল মানব জীবন ও সূফী সাধনার উদ্দেশ্য। পরবর্তী কালে সিমনানীর মতবাদের বিশদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন মুজাদ্দিদ আলফে ছানী শায়খ আহ'মাদ সিরহিন্দী দ্র. (মৃ. ১০৩৫/১৬২৬) যিনি নূতন শুহূদিয়্যা شهودية মতবাদকে ইব্নুল 'আরাবীর উজূদিয়্যা (وجودية) মতবাদের বিরুদ্ধে পেশ করেন।

আধ্যাত্মিক যোগসূত্র স্থাপনের ব্যাপারে নাজমুদ্দীন কুব্রার মত সিম্নানীর বেশ যোগ্যতা ছিল এবং তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভের যোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দান করিতেন এবং স্বীয় পরিবেশে আধ্যাত্মিক স্পন্দন সম্পর্কে তাঁহার একটি বিশেষ পরিচ্ছন্ন অনুভূতি ছিল। খাদি'র (خضر)-এর জীবন্ত উপস্থিতির গভীর অনুভূতির কারণে তিনি বিশেষ জোরের সহিত 'মাওলা খাদি'র' বলিয়া ক্রমাগতভাবে সম্বোধন করিতেন এবং যখন কোথাও তিনি আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের বিদেহী আত্মার সহিত সংযোগ স্থাপনের (তাওয়াজ্জুহ) উদ্যোগ করিতেন তখন সেই প্রসঙ্গে অভিজ্ঞতার সামান্যতম অনুভূতিও তিনি বিশেষভাবে অনুধাবন করিতেন। অধিকাংশ কুবরাপন্থীদের ন্যায় আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তিনিও 'জুনায়দ-এর আটটি হ'াল' গ্রহণ করিয়াছিলেন (দ্র. Meier, ফাওয়াইহ'; নির্ঘণ্ট) যেইগুলি সম্পর্কে আমাদের নিকট তাঁহার বিভিন্নরূপ বিবরণ রহিয়াছে। কাসিরক'ীর প্রবর্তিত যিকির (তু. উপরে)-এর ধরন ব্যতীতও তাঁহার একটি ভিন্ন পদ্ধতি ছিল অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের চারটি উৎস (beats)-এর ছকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لا اله الا الله)-র যিকির করিতেন যেমন নাভিমূল হইতে 'লা' (لا) শব্দটি টানিয়া আনা ও 'ইলাহা' (اله) -কে বুকের ডান পার্শ্বের অভ্যন্তরে প্রবাহিত করা এবং তথা হইতে 'ইল্লা'-কে নির্গত করিয়া বুকের বাম পার্শ্বে 'আল্লাহ' (الله)-কে প্রবিষ্ট করা। দুই উৎস (beat) হইতে এই যিকির সম্পর্কে তু' নাজমুদ্দীন আদদায়া-কৃত মিরসা'দু'ল-'ইবাদ, তেহরান ১৩১২ হি. সৌর/ ৫২২ হি. চান্দ্র, পৃ.১৫১, অন্য আর একটি পদ্ধতি সম্পর্কে, 'আযীয-ই নাসাফী WZKM-এ, ১৯৫৩ খৃ.। সিমনানী ভক্তিমূলক গান শোনা (سماع)-র অনুষ্ঠান করিতেন এবং পথিকগণকে তাঁহার খানক'াহে ডাকিয়া আনিয়া মেহমানদারি করিতেন। তিনি তাঁহার মতাবলম্বী সূ'ফীগণের সেবায় তাঁহার সম্পত্তির বৃহদাংশ ওয়াক্'ফ করিয়াছিলেন। তিনি সূ'ফীগণের সম্বলহীন থাকার বিরোধী ছিলেন, যদিও তিনি এই মতবাদের প্রচার করিতেন, প্রত্যেকেই তাঁহার ধন-সম্পদ যাহা কিছু আছে সম্পূর্ণ দান করিয়া দিবে। তিনি ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দা করিয়াছেন এবং মানবতার কল্যাণ সাধনের উদ্দেশে জমির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভালভাবে চাষাবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন; এই মত বিশিষ্টই কুব্রা ও তাঁহার শিষ্য সায়ফুদ্দীন আল-বাখারযীর সঙ্গে তাঁহার আত্মিক যোগের আর একটি সূত্র।

সিম্নানী এই আশায় তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন যে, তাঁহাদের মধ্যে অন্তত একজন হইলেও আল্লাহ্র মনোনীত বান্দা বলিয়া বিবেচিত হইবে। অনুমান করা হয়, আলী-ই-দূস্তী ছিলেন তাঁহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এক সময়ে সর্বাধিক প্রিয় শিষ্য, যিনি 'আলী-ই হামাদানীর উস্তাদ ছিলেন। সিম্নানীর অন্যান্য শিষ্যের নাম পাওয়া যাইবে ইক'বাল-ই সীসতানী কর্তৃক সংগৃহীত সিম্নানীর সংক্ষিপ্ত উপদেশাবলীর সংকলন গ্রন্থে এবং অতঃপর জামীর 'নাফ্হ'াতুল-উন্স' নামক গ্রন্থের, পৃ. ৫১০-২৪ ও ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানীর 'আদ্-দুরারুল-কামিনা' নামক গ্রন্থের ১খ., ২৫১। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কয়েকজন 'আখী' أخى। উপাধিধারী ছিলেন।

সিম্নানীর সমালোচনামূলক কোন গ্রন্থপঞ্জী এখনও সংকলিত হয় নাই এবং তাঁহার কোন রচনাও প্রকাশিত হয় নাই। ফারসী ভাষায় রচিত রচনাবলীর জন্য তু. পাণ্ডুলিপিসমূহের তালিকাসমূহ (Catalogues) ও 'আরবী ভাষায় রচিত রচনাবলীর জন্য Brockelmann, ২খ., ২৬৩, পরিশিষ্ট ২, ২৮১ (আল-ওয়ারিদুশ-শারিদ ইত্যাদি ও তুহ'ফাতুস-সালিকীন বাদ দেন)। মাশারি 'আব্ওয়াবিল-কু'দস্, আল্-'উরওয়া লি-আহ্লিল -খাল্ওয়া ও স'াফওয়াতুল-'উরওয়া এই তিনটি রচনা একই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রকাশ রূপ এবং ইহাদের সঠিক তারিখ নির্ণয় করাও সম্ভব। প্রথমটি ৭১১/১৩১১ (পাণ্ডু. শাহীদ 'আলী ১৩৭৮, ১৩২৮ নহে); দ্বিতীয়টি রামাদ'ান ৭২০/অকটোবর ১৩২০, মুহ'াররাম ৭২১/২২ ফেব্রুয়ারী, ১৩২১ এবং সর্বশেষ পুস্তকটি জুমাদাল-আখিরা ৭২৮। এপ্রিল ১৩২৮; ১৮ যু'ল-হি'জ্জ ৭২৮/২৪ অকটোবর, ১৩২৮-এর মধ্যে রচিত। ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষিত কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত চমৎকার। 'উরওয়ার 'আশীর পাণ্ডুলিপি ১নং ৪৮২, গ্রন্থাকারের স্বলেখন (autograph)-এর প্রতিলিপি প্রদান করে; সাফ্ওয়ার লালেলী নং ১৪৩২-তে লিপিবদ্ধ তারিখ হইল সূ'ফিয়াবাদ ৭৩৩/১৩৩৩); সুতরাং ইহা রচয়িতার জীবিতাবস্থায় এবং সম্ভবত তাঁহার দৃষ্টিগোচরভাবেই লিখিত হইয়াছিল। ফাদ'লুশ-শারী'আ (ফায়দুল্লাহ্র পাণ্ডু. নং ২১৩৫, ২১৩৩ নয়) গ্রন্থটিকে সম্ভবত অধিকতর শুদ্ধভাবে ফাদলুত-ত'ারীক'া নামকরণ করা উচিত ছিল; সিমনানী স্বয়ং একবার ইহার উদ্ধৃতি দিয়াছেন, ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন, প্রথম ভাগের উপ-শিরোনাম (sub-title) অনুযায়ী 'তাব্ঈনুল-মাক'ামাত ওয়া তা'ঈনুদ-দারাজাত'(تبيين المقامات وتعيين الدرجات) এবং ইহা লিখিত হইয়াছিল ৭১২/১৩১২-৩ সালে। 'মালাবুদ্-দাফিরুদ্দীন' নামক পুস্তিকাটি ফারসী ভাষায় লিখিত। সূ'ফী সমাজের সহিত সিম্নানীর সম্পর্ক সম্বন্ধে ফারসী ভাষায় রচিত (পাণ্ডু. প্যারিস, নং ১৫৯, ১০) পুস্তিকাটি তায'াক্কুরুল-মাশায়িখ নহে, বরং ইহার শিরোনাম তায্'কিরাতুল-মাশায়িখ। সিম্নানীর জীবনী ও মরমীবাদী শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হইল তাঁহার শিষ্য ইক'বাল

ইব্‌ন সাবিক'-ই সীস্তানী কর্তৃক সংগৃহীত সিম্‌নানীর বাণীসমূহের সংকলন যাহা 'চিহিল মাজলিস' কিংবা মালফূজাতই শায়খ 'আলাউদ-দাওলায়ি সিম্‌নানী ইত্যাদি শিরোনামে অনেক হস্তলিখিত পুস্তিকাকারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। জামীর নাফাহাত (পৃ. ৫০৪-১৫)-এর বৃহদাংশ ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত্মজীবন চরিত, মাশারি, 'উরওয়া সা'ফওয়া গ্রন্থে; (২) ইক'বাল সীস্তানী ও জামী, দ্র. উপরে; (৩) নূরুদ্দীন, জা'ফার-ই বাদাখশী, খুলাস'াতুল-মাকামাত (পাণ্ডু. বার্লিন, Pertsch-এ নং ৬, ৬; পাণ্ডু. অক্সফোর্ড, Ethe-তে নং ১২৬৪); (৪) দাওয়লাত শাহ, পৃ. ২৫১-২; (৫) 'আলী ইবনুল-হু'সায়ন-ই ওয়া'ইজ-ই কাশিফী, রাশাহ'াদু 'আয়নিল-হ'ায়াত, লিথুগ্রাফ, লাখনৌ ১৯০৫ খৃ., পৃ. ৩৫ ('আলী-ই রামীতানীর সহিত পত্র বিনিময়); (৬) 'আবদুল-হু'সায়ন্ নাওয়াতী, রিজালু কিতাবি হ'াবীবিস-সিয়ার, তেহরান ১৩২৪ হি., পৃ. ২৯-৩০; (৭) রিদ'াকুলী খান হিদায়াত, রিয়াদু'ল-'আরিফীন, তেহরান ১৩১৬ হি., পৃ. ১৭৮ ও অন্যান্য জীবনী সংগ্রহ; (৮) W. Ivano, jasb-তে, ১৯২৩ খৃ., পৃ. ২৯৯-৩০৩; (৯) মাওলাবা'দী 'আবদুল-হ'ামীদ, Cat. of the Arab. and Pers. MSS in the Or. Publ. Libr. at Bankipore, ১৩ খ., নং ৯০৫; (১০) মীর ওয়ালিয়্যুদ্দীন, in IC, ১৯৫১ খৃ., পৃ. ৪৩-৫১; (১১) F. Meier, Isl.-এ, ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ১৪ প.; (১২) ঐ লেখক, Die Fawaih al-gamal des nagm ad-din al-Kubra, Mainz ১৯৫৬ খৃ., নির্ঘণ্ট।

F. Meier (E. I.[2])/মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান

'আলাউদ্দীন (দ্র. খাওয়ারিয্‌ম শাহ্, সালজূক)

আলাউদ্দীন আল-আযহারী (علاء الدين الازهرى) ঃ প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ। মাওলানা 'আলাউদ্দীন ১৯৩৫ সনের ৩১ মার্চ ফরিদপুর জেলার কালকিনি থানার সাহেব রামপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আলহজ্জ মুনশী 'আব্‌দুল করীম।

বাল্যকাল হইতে তিনি খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৪৭ খৃ. আলিম ও ১৯৪৯ খৃ. ফাদি'ল পরীক্ষা প্রথম বিভাগে পাস করেন। অতঃপর উক্ত বোর্ডের অধীনে ১৯৫১ খৃ. ১ম শ্রেণীতে কামিল (হ'াদীছ') পাস করেন এবং উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশে কায়রোর আল-আযহার বিশ্বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। দুই বৎসর অধ্যয়নের পর ১৯৫৩ খৃ. তাখাস্'সু'স'সহ প্রথম শ্রেণীতে 'আলিমিয়্যা ডিগ্রী লাভ করেন। তৎপর তিনি কায়রোস্থ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে ভর্তি হন এবং ১৯৫৫ খৃস্টাব্দে 'আরবী ভাষা ও সাহিত্য এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ শারী'আত-এ ভর্তি হন এবং ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে ঐ বিষয়ে তাখাস্'সু'স'সহ 'আলিমিয়্যা ডিগ্রী লাভ করেন।

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশনে খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসাবে দুই বৎসর চাকুরী করার পর তিনি ১৯৫৮ খৃ. স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সহকারী অনুবাদ-অধ্যক্ষ হিসাবে বাংলা একাডেমীতে (ঢাকা) যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৫৯ খৃ. ঢাকার সরকারী মাদ্‌রাসা 'আলিয়ায় আধুনিক 'আরবী ভাষা সাহিত্যের প্রভাষক পদে যোগদান করেন। পরবর্তী পর্যায়ে 'আরবী সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং উক্ত মাদ্‌রাসার এডিশনাল হেড মাওলানার পদে উন্নীত হন। ইনতিকালের (১৯৭৮ খৃ.) পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈদেশিক ভাষা ইনস্টিটিউটের খণ্ডকালীন লেকচারার পদে নিয়োজিত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত কর্মজীবনে তিনি বেশ কয়েকটি মূল্যবান পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক' The Theory and Sources of Islamic Law for non-Muslims, ১৯৬১ খৃ. মাদ্‌রাসা 'আলিয়া কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত বাংলা ভাষায় লিখিত তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে রহিয়াছে ঃ (১) 'আরবী-বাংলা অভিধান (৮০ হাজার শব্দ সম্বলিত, ৫ খণ্ডে সমাপ্ত); (২) বাংলা- 'আরবী অভিধান (২ খণ্ডে); (৩) তাজরীদুল-বুখারী (২য় খণ্ড); (৪) আল-আযহারের ইতিহাস; (৫) কুরআনে বিজ্ঞান; (৬) ইসলামের ইতিহাস (৭ খণ্ডে); (৭) উর্দূ-বাংলা অভিধান; (৮) তাফ্‌সীর আযহারী; (৯) আল-আদাবুল-'আস্'রী; (১০) আল-ইনশাউল-'আস্'রী; (১১) সহজ 'আরবী শিক্ষা।

বাংলাদেশে 'আরবী সাংবাদিকতার তিনি ছিলেন অগ্রদূত। তিনি এদেশে সর্বপ্রথম 'আছ'-ছাকাফা' নামে একটি মাসিক 'আরবী পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের সংগে আরব জাহানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার ক্ষেত্রে পত্রিকাটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

তিনি ১৯৭৬ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে সোভিয়েত রাশিয়ার তাশখন্দে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মুসলিম শান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে যোগদান করেন এবং লেনিনগ্রাডের চাবি উপহার লাভ করেন।

তিনি তাঁহার কর্মময় জীবনে বিভিন্ন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য ছিলেন। তদুপরি বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, বাংলাদেশ লিবিয়া ভ্রাতৃ-সমিতি ও বাংলাদেশ সাহিত্য ও সংস্কৃতি মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

রেডিও বাংলাদেশের বহির্বিশ্ব কার্যক্রম বিভাগ তাঁহার উপস্থাপনায় সর্বপ্রথম মধ্যপ্রাচ্যের জন্য 'আরবী অনুষ্ঠান প্রবর্তন করে।

তিনি সাউদী 'আরব, মিসর, লিবিয়া, ইরাক, সিরিয়া, জর্দান, 'আরব আমীরাত, সেভিয়েট ইউনিয়নসহ বিশ্বের আরো অনেক দেশ সফর করেন। তিনি ১৯৭৮ খৃস্টাব্দের ২৭ মার্চ ঢাকায় ইনতিকাল করেন। ঢাকার কাজী অফিস লেনস্থ স্বীয় বাসভবনের পার্শ্বেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান

আলাউদ্দীন আহমাদ চৌধুরী (علاء الدين احمد چودهرى) ঃ খানবাহাদুর (১৮-৭৭-১৯০৪ খৃ.), তিনি তৎকালীন সিলেট জিলার মৌলবী বাজার মহকুমা শহরের সন্নিকটবর্তী চৌতলী পরগণার গিয়াসনগর গ্রামে ১৮৭৭ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত শাহজালাল (র)-এর সঙ্গী শাহ তাজুদ্দীনের অধস্তন পুরুষ ছিলেন। তাহার পিতা ছিলেন আখতারুদ্দীন আহ'মাদ চৌধুরী। তাঁহার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে জনৈক বাঘল চৌধুরী দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে জমিদারী সনদ লাভ করেন।

রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান হিসাবে তিনি বাল্যে স্থানীয় মকতবে লেখাপড়া করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন ইংরাজী শিক্ষার ঘোর বিরোধী। কাজেই অনেক বিলম্বে ১৭ বৎসর বয়সে তিনি ঢাকা মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন ও

১৮৯৭ খৃ. কৃতিত্বের সহিত এন্ট্রান্স পরীক্ষায় (বর্তমানে এস.এস.সি.) উত্তীর্ণ হন। তিনি মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য তাঁহার অদম্য আগ্রহ ছিল। তাই তিনি ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু তাঁহার পিতা ইহাতে বাধ সাধেন। অগত্যা বাধ্য হইয়া তিনি আইন অধ্যয়ন শুরু করেন। সেই যুগে আইন অধ্যয়নের জন্য গ্রাজুয়েট হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল না। ১৯০২ খৃ. আলাউদ্দীন প্লীডারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই বৎসরই তিনি মৌলবী বাজারের আদালতে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। কিছু দিনের মধ্যেই বুদ্ধিজীবী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত হয় এই সময় হইতে তিনি সমাজসেবামূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন মৌলবী বাজার আনজুমানে ইসলামিয়ার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

দীর্ঘ ১৫ বৎসর যাবৎ তিনি মৌলবী বাজার লোকাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পরে তিনি উহার চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেন। তিনি সেই এলাকার জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সচেষ্ট হন। তিনি মৌলবী বাজারে একটি মাদরাসা ও একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেন। তিনি আজীবন উক্ত মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী ও ইংরেজী স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন।

তাঁহার জনসেবামূলক কার্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার ১৯১৩ খৃ. তাঁহাকে খান সাহেব ও ১৯২১ খৃ. তাঁহাকে খান বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করে। তিনি আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (M.L.C.) ছিলেন। খান বাহাদুর আলাউদ্দীন সুরমাভ্যালী জমিদার এসোসিয়েশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

তৎকালে আসাম প্রদেশে কোন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। সকল প্রার্থীকে সিলেকশন বোর্ডের সম্মুখীন হইতে হইত। তিনি বহু বৎসর এই বোর্ডের সদস্য ছিলেন। পরবর্তী কালে আসাম সিভিল সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়। খানবাহাদুর আলাউদ্দীন আজীবন এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। ১৯২১ খৃ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তিনি তখন উহার সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩২ খৃ. মৌলবী বাজার পৌরসভা গঠিত হইলে তিনি উহার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

খান বাহাদুর আলাউদ্দীন আহমাদ চৌধুরী একজন প্রকৃত জনদরদী নেতা ছিলেন। তিনি বিভিন্ন জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডে আজীবন দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

এই মহান কর্মী পুরুষ ১৯৩৪ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৬ পুত্র ও ৩ কন্যা রাখিয়া যান। স্বনামখ্যাত মরহুম মঈনুদ্দীন আহ্'মদ চৌধুরী এম.এ.এল.এল.বি. ছিলেন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফজলুর রহমান প্রণীত ফখরুল কবির, খাঁ ব্রাহ্মণপাড়া, টিলাগড় সিলেট কর্তৃক প্রকাশিত "সিলেটের একশত একজন", বৈশাখ ১৪০১/এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ. ১৬৯-৭০; (২) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী প্রণীত "জালালাবাদের কথা", বাংলা একাডেমী, ঢাকা, আষাঢ় ১৩৯০/জুন ১৯৮৩ খৃ., পৃ.৩৩৮।

মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আলাউদ্দীন খাঁ (علاء الدين خان) ঃ ওস্তাদ, সুর সম্রাট (১৮৭৫-১৯৭২ খৃ.)। পাক-ভারত-বাংলার সাম্প্রতিক কালের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সংগীতবিদ সুর সম্রাট আলাউদ্দীন খাঁর সমগ্র কর্ম জীবন বিদেশেই কাটিয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শিবপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা সেতার বাজাইতেন। তাহা ছাড়াও তাঁহাদের বাড়ীতে দুইজন উস্তাদ আসিতেন; তন্মেধ্যে রামকানাই শীল বাজাইতেন তবলা আর রামধনশীল বেহালা।

এই পরিবেশে শৈশবেই আলাউদ্দীনের মনে শিল্প চেতনার উন্মেষ ঘটে। সুরের উন্মাদনায় অবশেষে একদিন তিনি পরিজনের মায়া কাটাইয়া গৃহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার বয়স তখন প্রায় আট বৎসর। বিভিন্ন যাত্রা ও ব্যান্ডে কাজ করিয়া দশ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা গমন করেন। বারটি টাকা মাত্র ছিল তাঁহার পথের সম্বল। কলিকাতায় গিয়া পৌঁছাইতেই তাঁহার এই টাকা শেষ হইয়া যায়। একবেলা লঙ্গরখানায় খাইয়া ও রাতে ডাক্তারখানায় ঘুমাইয়া বাবু ননী গোপালের নিকট তিনি সংগীত সাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। লেকু সাহেব, নদু বাবু ও ন্যাশনাল থিয়েটারের হবু দত্ত ছিলেন তাঁহার বাদ্য শিক্ষক।

ননী বাবুর নিকট আলাউদ্দীন সাত বৎসরকাল তানপুরা শিক্ষা করেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা হাবু বাবুর শিষ্যরূপে তিনি তাঁহার কনসার্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং যুগপৎ হাজারী খাঁর নিকট সানাই বাজান শিখিতে থাকেন। অর্থাভাব মিটাইবার জন্য তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে সামান্য বেতনে তবলা বাদকের চাকুরী গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ননী ভট্টের কাছে পাখাওয়াজ বাজানও শিখিতে থাকেন। ইহার পর তিনি কিছুকাল ত্রিপুরার মহারাজা ও মুক্তাগাছার জমিদার জগৎ কিশোর আচার্যের চাকুরী করেন। জগৎ কিশোর আচার্যের সহায়তায় কিছুকাল পরে রায়পুরের উস্তাদ আহমদ আলীর সহিত আলাউদ্দীনের পরিচয় হইল। তাঁহার সরোদ বাজনায় অভিভূত হইয়া আলাউদ্দীন তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু উস্তাদের বেতন দিবেন কোথা হইতে? বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অবৈতনিক ভৃত্যের পদ গ্রহণ করিতে হইল। উস্তাদের হাট-বাজার, রন্ধন ও অন্যান্য সেবাকার্য করিয়া দিয়া যেটুকু সময় পাওয়া যাইত তিনি মনোযোগের সহিত তাহা সংগীত শিক্ষায় ব্যয় করিতেন।

অচিরে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। একবার উস্তাদজীর সহিত পাটনা ও বেনারসে সংগীত পরিবেশন করিয়া ৫০০০ টাকা পান, ইহার সমস্তটাই উস্তাদের পায়ে অর্পণ করেন, এক কপর্দকও নিজের জন্য রাখেন নাই। এইরূপে নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া কলিকাতায় তাঁহার সাত আট বৎসর কাটিয়া যায়। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া উস্তাদ আহমদ আলী তাঁহাকে রামপুরের বিখ্যাত উস্তাদ 'উমার 'আলী খাঁর নিকট যাইবার পরামর্শ দেন। তদনুসারে নিঃসম্বল যুবক আবার সফরে বাহির হইয়া পড়েন।

ওয়াযীর খান ছিলেন মধ্যযুগের সংগীত গুরু তানসেনের বংশধর ও রামপুরের নওয়াব হা'মীদ 'আলী খাঁর সংগীত শিক্ষক। আলাউদ্দীন ছয় মাস চেষ্টা করিয়াও নওয়াবের দরবারে প্রবেশ করিতে পরিলেন না। দারোয়ান ঢুকিতে দেয় না, মনিবের হুকুম নাই। স্বপ্ন বুঝি বিফল হয়! হতাশ হইয়া আলাউদ্দীন ঠিক করিলেন, আত্মহত্যা করিবেন। দুই তোলা আফিমও কিনিয়া আনিলেন। মৃত্যুর পূর্বে একবার তাঁহার আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা হইল। তিনি মসজিদে ঢুকিলেন। ইমামের বাড়ী ছিল চাঁদপুরে। যুবক মুসল্লীর উদাসীন মূর্তি দেখিয়া তাঁহার ঔৎসুক্য হইল। সমস্ত শুনিয়া তিনি নওয়াবের নামে উর্দূতে এক দরখাস্ত লিখিয়া দিলেন। আলাউদ্দীনের মনে আবার আশার আলো খেলিয়া গেল। একদিন নওয়াব মোটরে বাহিরে যাইতেছিলেন। সঙ্গে ওয়াযীর 'আলী খান। আলাউদ্দীন মোটরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর্জি পেশ করিলেন। নওয়াবের মনে দয়া

হইল। তাঁহার অনুরোধে ওয়াযীর 'আলী খান এই সংগীত পাগল বাঙ্গালী তরুণকে শাগরিদরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। আবার আরম্ভ হইল নূতনভাবে আলাউদ্দীনের সংগীত চর্চা। সেই সাধনার যেন আর শেষ নাই।

দীর্ঘ ৩৩ বৎসর পর উস্তাদজী বলিলেন, "বৎস, তোমার সিদ্ধি লাভ হইয়াছে, এবার তুমি বাহিরে যাইতে পার।" গুরুর অনুমতি পাইয়া আলাউদ্দীন দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন, নানা স্থানে সুর-সাধনা করিলেন। সংগীতের সমঝদারেরা তাঁহার অপূর্ব সংগীতে মুগ্ধ হইল। ওয়াযীর 'আলী খাঁর অপর শিষ্য বিখ্যাত উস্তাদ হা'ফীজ 'আলী খাঁ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সরোদ বাদক হিসাবে আলাউদ্দীনের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। ঘুরিতে ঘুরিতে একবার তিনি ঢাকায় আসিলেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা তাঁহার প্রতিভার মূল্য বুঝিল না। মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া আলাউদ্দীন আবার পশ্চিমে রওয়ানা হইলেন।

মাইহার ভারতের মধ্যপ্রদেশের একটি ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্য। মহারাণা ব্রজনাথ সিং বাহাদুর ইহার রাজা। আলাউদ্দীনের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। সংগীত শিক্ষা দিয়া অর্থ গ্রহণ উস্তাদের নিষেধ। তজ্জন্য মহারাণা তাঁহাকে তাঁহার দেবোত্তর এস্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর মর্যাদা দান করিলেন।

এতদিন পর আলাউদ্দীনের কপাল ফিরিল। তিনি স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে বাস করিতে লাগিলেন। জীবনের পরবর্তী ৪০ বৎসর তিনি মাইহারেই ছিলেন। আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর যখন ইউরোপে গমন করেন, তখন তিনি আলাউদ্দীনকে সংগে লইয়া যান। যেই সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া একদা তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করেন, ইউরোপের মৃত্তিকায়ও তাহা ব্যাহত হয় নাই। ক্রমাগত ছয় ঘণ্টা ধরিয়া ভায়রোরাগ বাজাইয়া তিনি প্যারিসের শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন।

সুর-সম্রাট আলাউদ্দীন অধ্যবসায়ের জীবন্ত প্রতীক। তিনি বর্তমান সরোদের আবিষ্কর্তা। অজস্র সুর, রাগ, তান, লয় তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার অনন্য প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য...... মরিন কলেজ তাঁহাকে সংগীতাচার্য ও ভারত সরকার আলাউদ্দীন খাঁকে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ও পদ্ম বিভূষণ উপাধি প্রদান করিয়াছেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক ডক্টর উপাধি প্রদান করেন। বিশ্বভারতী হইতে তিনি পান 'দেশীকোত্তম' উপাধি। ইহা ছাড়া দেশে ও বিদেশে আরও বহু সম্মানে তিনি ভূষিত হন। ভারতীয় সংগীত বিদ্যালয়ের তিনি অন্যতম সভ্য ছিলেন। তাহা ছাড়া মাইহারে সংগীত শিক্ষকদের শিক্ষা দানের জন্য তাঁহার নামে একটি সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদেশে একজন বাংলাদেশীর এত সম্মান সত্যই গৌরবের।

দীর্ঘ ৮০ বৎসর পরে উস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে গৃহে ফিরিয়া জননীর কদমবুসী করেন। ইতোমধ্যে প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হওয়ায় পুনরায় তিনি দার পরিগ্রহ করেন। সেইবারের অশ্রুতপূর্ব বন্যায় শিবপুরের গ্রাম্য মসজিদটি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাতা বলিলেন, "সারা জীবন বিদেশে থাকিয়া তুমি আমায় কষ্ট দিয়াছ, মসজিদটি মেরামত করিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।"

মাতার ইচ্ছা পূরণের জন্য বাহির হইলেন অর্থের সন্ধানে। সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে তাঁহার অপূর্ব সংগীত শ্রবণে সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "একি শুনিলাম!" কিন্তু তিনি তোড়া পাইলেন মাত্র ৭০০ টাকার। কুমিল্লায় আরও কম। স্বগ্রামের মসজিদের জন্য এ অর্থ যথেষ্ট না হওয়ায় তিনি মাইহারে ফিরিয়া গেলেন। সেইখানে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি গ্রামের মসজিদটি নির্মাণ করেন। মাইহারে বাকী জীবন কাটাইয়া ১৯৭২ খৃষ্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার পুত্র আলী আকবর খাঁ একজন স্বনামধন্য সরোদবাদক।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ২৪২; (২) সাপ্তাহিক রোববারে প্রকাশিত, মোবারক হোসেন খাঁর প্রবন্ধাবলী; (৩) মোবারক হোসেন খান, সুরের রাজা; (৪) ছোটদের উস্তাদ আলাউদ্দীন (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত); (৫) সাপ্তাহিক দেশ (কলিকাতা), ১১ ও ১৮, আগস্ট ১৯৮৪ খৃ.।

ড. এম. আবদুল কাদের

'আলাউদ্দীন খালজী (علاء الدين خلجى) ঃ দিল্লীর সুলতান (৬৯৫/১২৯৬- ৭১৫/১৩১৬)। তিনি ছিলেন জালালুদ্দীনের ভ্রাতা শিহাবুদ্দীন মাসঊদ খালজীর পুত্র এবং প্রথমোক্ত জনের জামাতা (Kishori Saran Lal- History of the Khaljis, 1967, Asia Publishing House, পৃ. ৩৩)। 'আলাউদ্দীনের বাল্যকাল অজ্ঞাত। সমকালীন লেখকগণ ভারতের মধ্যযুগের এই বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের তেমন কোন বাল্য তথ্য দিতে পারেন নাই। একমাত্র হাজীউদ্-দাবীর নামক সপ্তদশ শতাব্দীর একজন ঐতিহাসিক বলেন, 'আলাউদ্দীন যখন রনোথম্ভর আক্রমণ (১৩০০-১৩০১ খৃ.) করেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল ৩৪ বৎসর। সুতরাং তারিখটি সঠিক মনে করিলে তাঁহার জন্মসন ১২৬৬-৬৭ খৃ. হওয়া উচিত বলিয়া মনে হয়। তাঁহার আসল নাম ছিল 'আলী অথবা গুরশাস্প (ঐ, পৃ. ৩৩)।

তিনি সিংহাসনারোহণ করিয়া 'আলাউদ্দীন নাম ধারণ করেন। বাল্যে পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতৃব্য জালালুদ্দীনের কাছে লালিত-পালিত হন। বাল্যে তিনি অক্ষরজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু যৌবনে অশ্ব চালনায় ও অসি চালনায় তিনি বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করেন। জালালুদ্দীনের রাজত্বকালে তিনি সামরিক নৈপুণ্যের পরিচয় দেন এবং তাঁহার জোরপূর্বক সিংহাসনারোহণ কালে 'আলালউদ্দীন তাঁহাকে অনেক সাহায্য করেন। জালালুদ্দীন তাঁহাকে 'আমীর-ই তুযুক' (Ami, পৃ. Tuzuk) পদে নিযুক্ত করেন (ঐ, পৃ. ৩৪)।

১২৯১ খৃ. বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র চাজজু বিদ্রোহী হইলে 'আলাউদ্দীন তাঁহাকে দমন করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া জালালুদ্দীন খালজী আলাউদ্দীনকে কারা মানিকপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার এই নিয়োগ ভবিষ্যত জীবনের মোড় পরিবর্তনে সহায়ক হইয়াছিল (ঐ, পৃ. ৩৪)।

তিনি কারায় প্রথমে অনুচরবর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নিজ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হন। বহু সেনা, আমীর-ওমরাহ তাঁহার দলভুক্ত হইয়া তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং এইখানেই বিদ্রোহের ভাব তাঁহার মনে জাগরিত হয়। তিনি স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের বিষয় চিন্তা করিতে থাকেন। অবশ্য পারিবারিক জীবনের অশান্তিই তাঁহাকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করে (ঐ, পৃ. ৩৪-৩৫)।

তিনি রাজধানী হইতে দূরে থাকিয়া পিতৃব্যের বিনানুমতিতে রাজ্য জয় করিয়া ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পান। দেবগিরি অভিযান করিয়া আলাউদ্দীন বিপুল ধনরত্নসহ কারায় প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার সাফল্যে

সন্তুষ্ট হইয়া জালালুদ্দীন স্বল্প সংখ্যক অনুচর লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। সাক্ষাতকারের সময় আলাউদ্দীনের ষড়যন্ত্রে তাঁহার অনুচরেরা সুলতানকে আঘাত করে এবং ইখতিয়ারুদ্দীন হূদ নামক একজন ভাড়াটিয়া খুনী তাঁহাকে হত্যা করে। এই জঘন্যতম অপরাধটি সংঘটিত হয় শুক্রবার ১৭ রমযান, ৬৯৫/২০ জুলাই, ১২৯৬ সালে (মুহাম্মাদ কাসিম ফিরিশতা বিরচিত তারীখে ফিরিশতা ও মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ অনূদিত ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ২৫০; K.S. Lal, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬)।

সুলতান জালালুদ্দীন ফীরূয খালজীর হত্যার পরেই 'আলাউদ্দীন নিজেকে দিল্লীর সুলতান (৬৯৫/১২৯৬) হিসাবে ঘোষণা করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি নিজেকে নানাবিধ সমস্যায় নিপতিত দেখিতে পান। নিহত সুলতানের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত জালালী আমীর-উমারাগণ আলাউদ্দীনকে বেআইনী জবরদখলকারী (Usurper) হিসাবে গণ্য করেন এবং রাজমাতা মালিকা জাহান তাঁহার পুত্র রুকনুদ্দীন ইবরাহীমকে সিংহাসনে বসানোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন (ঈশ্বরী প্রাসাদ, A short History of Muslim Rule in India, Allahbad 962, 83-102)।

তিনি অসন্তুষ্ট জালালী আমীরদেরকে অর্থ ও চাকুরীতে পদোন্নতির লোভ দেখাইয়া তাহাদের আনুগত্য লাভ করেন। সাধারণ লোকের জন্য তিনি ক্ষেপণ-যন্ত্রের (Manjaniqs) সাহায্যে অজস্র অর্থ ছড়াইলেন (ঐ, পৃ. ৮৪)। আলাউদ্দীন খালজী দিল্লীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলে রুকনুদ্দীন ইবরাহীম ও তাঁহার মাতা মুলতানে পলায়ন করিলেন। বিনা যুদ্ধে 'আলাউদ্দীন জয়লাভ করেন এবং বিজয়ী বেশে দিল্লীতে প্রবেশ করেন (ঐ, পৃ. ৮৫)।

বারানীর বর্ণনায় দিল্লীর লোকেরা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিল, কোষাগার অশ্বশালা ও হাতীশালার কর্মচারীরা তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করে, কোতওয়াল ও নগর অধিকারীরা এবং অন্যান্য সকল স্তরের লোক দলে দলে আসিয়া আলাউদ্দীনের প্রতি তাহাদের আনুগত্য প্রদর্শন করে। আলাউদ্দীন বিশাল সম্পদ ও শক্তির অধিকারী হইয়া দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন হইলেন। তাঁহার নামে খুতবা পঠিত এবং মুদ্রা অংকিত হইল (ঐ, পৃ. ৮৫)।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আলাউদ্দীন খালজী তাঁহার সহযোগীদেরকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেন। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলমাস বেগকে উলুগ খান, ভাগিনেয় হিজবারুদ্দীনকে জাফর খান, শ্যালক মালিক সানজারকে আল্‌প্‌ খান এবং ভগ্নীপতি মালিক নসরকে নুসরত খান উপাধিতে ভূষিত করেন (K.S. Lal, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩)।

তিনি নিহত সুলতান জালালুদ্দীনের পরিবার-পরিজন ও অনুসারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। সুলতান প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিয়া উলুগ খান ও জাফর খানকে দমন করেন। নিহত সুলতানের পুত্রদ্বয় আরকালি খান ও রুকনুদ্দীন ইবরাহীমের বিরুদ্ধেও তিনি সৈন্য প্রেরণ করিলে তাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। তাঁহাদেরকে প্রথমে বন্দী এবং পরে হত্যা করা হয় (ঐ, পৃ. ৬৫-৬৬)। মালিকা জাহানকে দিল্লীতে প্রহরাধীনে রাখা হয়। 'আলাউদ্দীন নুসরাত খানকে উযীর নিযুক্ত করেন (১২৯৭ খৃ., ঐ, পৃ. ৬৬)। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যেই নুসরাত খান জনসাধারণের বিরাগভাজন হইয়া পড়েন। সুলতান তাঁহাকে কারায় বদলী করেন এবং কারার প্রাদেশিক শাসনকর্তা সুলতানের পূর্বর্তন বিশ্বস্ত কর্মচারী ও ঐতিহাসিক যিয়াউদ্দীন বারানীর ভ্রাতা 'আলাউল-মুলককে দিল্লীর কোতওয়াল নিযুক্ত করেন। অতঃপর 'আলাউদ্দীন পূর্ববর্তী সুলতান জালালুদ্দীনের শাসনামলের যেই সকল আমীর-উমারা ধন-রত্ন ও উচ্চপদের লোভে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদেরকে বিশ্বস্ত বিবেচনা না করিয়া শাস্তি দেন। তাহাদের কয়েকজনকে হত্যা, অপর কয়েকজনকে অন্ধ করা হয় এবং আর কয়েকজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

দিল্লীতে মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় হইতেই মোঙ্গলরা বারবার ভারতের পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করিতেছিল। সালতানাতের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য সকল সুলতানই সর্বদা মোঙ্গল আক্রমণের আশংকায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। সুলতান গিয়াছুদ্দীন বলবন সর্বপ্রথম মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং মোঙ্গল-ভীতি অনেকটা বিদূরিত করেন। নিরাপদে সিংহাসন অধিকার করিয়াই সুলতান 'আলাউদ্দীন মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সীমান্ত অঞ্চলে স্থানে স্থানে দুর্গ নির্মাণ ও দুর্গ রক্ষার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি পুরাতন ও আংশিক পরিত্যক্ত দুর্গগুলি পুনরায় সংস্কার ও সুরক্ষিত করেন।

১২৯৬ খৃ. হইতে ১৩০৭ খৃ.-এর মধ্যে প্রায় সাতবার মোঙ্গল আক্রমণ সংঘটিত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। তাঁহার শাসনামলের দ্বিতীয় বর্ষে ট্রান্স-অক্সিয়ানার শাসক আমীর দাউদ ১,০০,০০০ মোঙ্গল সৈন্য লইয়া মুলতান, পাঞ্জাব ও সিন্ধু আক্রমণ করেন। কিন্তু উলুগ খান ও জা'ফর খানের প্রতিরোধের মুখে মোঙ্গলরা অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয় (ঈশ্বরী প্রসাদ, পৃ. ৮৫)। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে এই সাফল্যে 'আলাউদ্দীন খালজীর মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। তাহারা পুনরায় সেনাপতি সালদির নেতৃত্বে ভারতে উপনীত হয়। জা'ফর খান তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন। সালদি স্বয়ং প্রায় দুই হাযার সৈন্যসহ বন্দী হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হয়।

১২৯৮ খৃ. মোঙ্গলরা কুতলুগ খাজার নেতৃত্ব অগণিত সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লীর দিকে একটি বিপজ্জনক আক্রমণ পরিচালনা করে। এত বড় মোঙ্গল বাহিনীর আক্রমণে দিল্লীর চতুর্দিকে ভীতির সঞ্চার হয়, নিরীহ জনসাধারণ মোঙ্গল আক্রমণের ভয়ে দিশাহারা হইয়া পড়ে। সুলতান নিজেও বিচলিত হইলেন এবং সত্তর একটি মন্ত্রণাসভা ডাকিয়া যুদ্ধ পরিস্থিতি বিবেচনা করিলেন। উলুগ খান ও জা'ফর খান মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং সুলতান নিজেও প্রায় ১২,০০০ বাছাই করা সৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। তীব্র যুদ্ধে মোঙ্গলরা পরাজিত হয় এবং পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই যুদ্ধে বীর যোদ্ধা জা'ফর খান নিহত হন (ঐ, পৃ. ৮৫)।

এই সময় তারখী নামক একজন মোঙ্গল সেনাপতিও বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ অগ্রসর হন; কিন্তু তিনি দিল্লীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই। কিন্তু বারে বারে ক্ষতি স্বীকার করা সত্ত্বেও মোঙ্গলরা তাহাদের আক্রমণ বন্ধ করিল না।

১৩০৪ খৃ. চেঙ্গিয খানের বংশধর 'আলী বেগ এবং খাজা তাশ লাহোর পর্যন্ত অভিযান লইয়া অগ্রসর হয় এবং সিওয়ালিক পাহাড় এলাকার ভিতর দিয়া আমরোহা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। দীপালপুরের গর্ভনর এবং সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তা গাযী মালিক তুগলক তাহাদেরকে বাধা দেন। মোঙ্গলরা আবারও শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এইবারও মোঙ্গলরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহার পরেও মোঙ্গলরা কয়েকবার ভারত আক্রমণ করে; কিন্তু প্রতিবারেই গাযী মালিক তুগলক তাহাদেরকে হটাইয়া দেন।

সুলতান 'আলাউদ্দীনের সময় শেষবারের মত আক্রমণ পরিচালনা করেন মোঙ্গল নেতা ইকবাল মান্দ। উভয় পক্ষের ভীষণ যুদ্ধে ইকবাল মান্দ নিজে নিহত হয় এবং তাহার সৈন্যের তরবারির আঘাতে প্রাণ হারায়। অনেক মোঙ্গল আমীর, যাহারা এক-দুই হাজার সৈন্যের নেতৃত্ব দান করিতেছিলেন, সুলতানের হাতে বন্দী হন। তাহাদেরকে হাতীর পদতলে নিক্ষেপ করিয়া পিষ্ট করা হয়। ইহাতে মোঙ্গলরা এত ভীত হইয়াছিল যে, 'আলাউদ্দীনের জবীদ্দশায় তাহারা আর কোন আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই (ঐ, পৃ. ৮৬)।

আলাউদ্দীন খালজী মোঙ্গলদের আগমন পথে অবস্থিত পুরাতন দুর্গগুলি সংস্কার করেন এবং কেষ সেনাপতিদেরকে ঐগুলি রক্ষার দায়িত্ব দেন। আলাউদ্দীন সামানা, দিলালপুর ও সুলতান প্রতিরক্ষার জন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনী মোতায়েন করেন। রাজকীয় বাহিনীর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শক্তি বৃদ্ধি করা হয় এবং দুর্ধর্ষ মোঙ্গল বাহিনী মোকাবেলার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন করা হয় (ঐ, পৃ. ৮৬)।

দেশের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও পুনঃপুন মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সুলতান 'আলাউদ্দীন খালজী বিশ্ববিজয়ী দ্বিতীয় আলেকজান্ডার হইবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কোতোয়াল কাযী আলাউল মুলকের পরামর্শে উভয় এই আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিলেও তিনি মুদ্রায় সিকান্দর ছ'ানী উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন (বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রামস, পৃ. ৩৬৭)। যাহা হউক 'আলাউদ্দীন খালজী নিজ সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথমদিকে সেনাপতি উলুগ খান ও নুসরাত খান গুজরাট ও নাহারওয়ালা জয় করেন এবং সেখানকার ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বিপুল অর্থ লাভ করেন (ঐ, পৃ. ৮৬)।

গুজরাটের ধন-সম্পদ সর্বদাই আক্রমণকারীদের আকৃষ্ট করিত। সুলতান 'আলাউদ্দীনও ধন-সম্পদের লোভেই গুজরাট আক্রমণ করেন। ১২৯৭ খৃ. বাঘেলা রাজপুত করণ মুসলমান আক্রমণকারীদের ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র সকলেই শত্রুদের হাতে ধৃত হয় (ঐ, পৃ. ৮৬)। বিজয়ীরা প্রচুর লুণ্ঠিত সামগ্রী হস্তগত করে। এই অভিযানে কাফুরকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে আনয়ন করা হয়। পরবর্তী কালে তিনিই 'আলাউদ্দীনের বিখ্যাত সেনাপতি মালিক কাফুর নামে ইতিহাসে পরিচিত হন। তখন হইতে গুজরাট স্থায়ীভাবে দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

'আলাউদ্দীনের পরবর্তী অভিযান ছিল রাজস্থানের অন্তর্গত রণথম্ভরের বিরুদ্ধে। ১২৯৯ খৃ. সুলতান রণথম্ভর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং আমীরদের সঙ্গে এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়া যুদ্ধের সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং উলুগ খান ও নুসরাত খানের নেতৃত্বে বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। সেনাপতিদ্বয় প্রথমে ঝাইন (Jhain) অধিকার করিয়া রণথম্ভর অবরোধ করেন। অবরোধ চলাকালে সেনাপতি নুসরাত খান হঠাৎ করিয়া একটি গোলার আঘাতে আহত হন এবং কয়েক দিনের মধ্যে মারা যান। রণথম্ভরের রাজা চৌহান বংশীয় শাসক তৃতীয় পৃথীরাজের বংশধর রাণা হাম্বীর দেব প্রায় ২,০০,০০০ সৈন্যের নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে উলুগ খান অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়া ঝাইন পর্যন্ত পশ্চাদপসরণ করেন। এই সংবাদ পাইয়া সুলতান নিজে রণথম্ভরের দিকে অগ্রসর হন, কিন্তু পথে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আকাত খান তাঁহাকে অতর্কিত আক্রমণ করেন। কয়েকজন বিক্ষুব্ধ আমীরের প্ররোচনায় আকাত খান সুলতানকে হত্যা করিয়া সিংহাসন আরোহণের অভিলাষী হন। সুলতান আহত হন কিন্তু আঘাত গুরুতর ছিল না। আকাত খানকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়। ইহা ছাড়াও সুলতানের বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু সুলতানের সতর্কতার কারণে ইহা নস্যাৎ হয়। অবশেষে প্রায় এক বৎসর ধরিয়া রণথম্ভর দুর্গ অবরোধ করার পর মুসলমান সৈন্যরা দেওয়াল টপকাইয়া বলপূর্বক দুর্গ অধিকার করে। রানা হাম্বীরকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করা হয় (ঐ, পৃ. ৮৮)।

অতঃপর সুলতান 'আলাউদ্দীন রাজপুতনার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য মেবার এবং সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য দুর্গ চিতোর আক্রমণ করেন। এই পর্যন্ত কোন মুসলমান সুলতান মেবারের মত দুর্ভেদ্য অঞ্চল আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই (ঐ, পৃ. ৮৯)। মেবারের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই যে কোন বিজেতার পক্ষে ইহা অধিকার করা সহজসাধ্য ছিল না। মেবার চতুর্দিক হইতে পাহাড় ও পর্বত বেষ্টিত ছিল এবং বিশেষ করিয়া চিতোর দুর্গ এত সুরক্ষিত ছিল যে, সকলেই মনে করিত এইরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ ভারতে আর নাই। চিতোর দুর্গ একটি বেশ উঁচু টিলার উপর অবস্থিত ছিল। মধ্যযুগে শত্রুর আক্রমণের মুখে এইরূপ টিলায় আরোহণ করা সহজ ছিল না। তবুও সুলতান 'আলাউদ্দীন খালজী চিতোর দুর্গ অধিকার করিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন।

৭০৩/১৩০৩ সালে 'আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করেন। অবশ্য অনুমান করা হয় যে, মেবারের রাণা রতন সিংহের পরমা সুন্দরী রাণী পদ্মিনীকে লাভ করাই ছিল 'আলাউদ্দীনের মেবার অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য (ঐ, পৃ. ৮৯)। কিন্তু ঐতিহাসিক কিশোরী সরণ লাল পদ্মিনী সংক্রান্ত এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন [K.S.Lal, History of the Khaljis (1290-1320), 1967, Calcata, p. 102-110]। অন্যান্য আধুনিক লেখক ও পদ্মিনীর কাহিনীকে নিছক একটি উপাখ্যান বলিয়া মনে করেন। ইহা সত্য হইলে সমকালীন ইতিহাস গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিত বলিয়া ঈশ্বরী প্রসাদ মনে করেন (A Short History of Musim Rul in India, Allahabad 1962, P. 83-102)।

মুসলিম ঐতিহাসিকগণের মধ্যে পদ্মিনী সংক্রান্ত কাহিনী ফিরিশতার তারীখ-ই ফিরিশতা এবং হাজীউদ-দাবীরের আরবীতে লেখা গুজরাটের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে (মুহম্মদ কাসিম ফিরিশতা বিরচিত মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ অনূদিত উপরোক্ত, পৃ. ২৮৪-২৮৭)। যতদূর জানা যায়, মুসলিম ঐতিহাসিকগণ কাহিনীটি মালিক মুহাম্মাদ জায়সীর হিন্দি কবিতা পদ্মিনী হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। সম্ভবত মেবার অভিযানের পশ্চাতে 'আলাউদ্দীনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাজপুতনায় দিল্লীর প্রভুত্ব স্থাপন করা (অতুল চন্দ্র রায় ও অন্যান্য, ভারতের ইতিহাস, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৫২-৮১)।

রাজপুতরা গোরা ও বাদলের নেতৃত্বে প্রায় সাত মাস ধরিয়া মুসলিমদের দুর্গ দখল প্রয়াসে বীর বিক্রমে বাধা দেয়। অবশেষে তাহারা টিকিতে না পারিয়া আত্মসমর্পণ করেন। রাজপুত রমণীরা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া জহর ব্রত পালন করে (ঈশ্বরী প্রসাদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৮৯)। রাজপুত সূত্রে বলা হয়, রাজা রতন সিংহও নিহত হন। কিন্তু কোন কোন মুসলিম ঐতিহাসিকের মতে, রাজা জীবিত ছিলেন এবং সুলতান তাঁহার জীবন ভিক্ষা দেন (ডঃ আবদুল করিম, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ৮৬)।

স্বল্প দিন চিতোরে অবস্থানের পর পুত্র খিযির খানকে চিতোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া সুলতান 'আলাউদ্দীন দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। যুবরাজ খিযির খান তাঁহার নিজের নামে চিতোরের নামকরণ করেন খিযিরাবাদ। পরে রাজপুতদের ক্রমাগত চাপের মুখে খিযির খান ১৩১১ খৃ.-এর দিকে চিতোর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 'আলাউদ্দীন মালদেব নামক একজন রাজপুত সামন্তকে চিতোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মালদেব মাত্র সাত বৎসর চিতোর অধিকারে রাখেন। 'আলাউদ্দীন খালজীর মৃত্যুর পর রাণা হাম্বির মালদেবকে বিতাড়িত করিয়া ১৩১৮ খৃ.-এ চিতোর পুনরুদ্ধার করেন (ঈশ্বরী প্রসাদ, প্রাগুক্ত)।

চিতোর অধিকারের পর সুলতান 'আলাউদ্দীন মালওয়া (মোলব) আক্রমণ করেন। মালওয়ার রাজা মুসলিম বাহিনীর সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন এবং আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। মালওয়া জয়ের পর সুলতান সেখানে একজন মুসলমান শাসক নিযুক্ত করেন। স্বল্প পরেই মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, ধার, চান্দেরী প্রভৃতি শহরগুলি বিজিত হয়। ১৩০৫ খৃ.-এর মধ্যে সমগ্র উত্তর ভারত সুলতান 'আলাউদ্দীনের অধিকার আসে (ঐ, পৃ. ৯০)।

উত্তর ভারত বিজিত হওয়ার পর সুলতান 'আলাউদ্দীন খালজী দাক্ষিণাত্য বিজয়ের দিকে মনোনিবেশ করেন। দাক্ষিণাত্যের ভৌগোলিক অবস্থান, হিন্দু রাজাদের ক্রমাগত শত্রুতা এবং রাজধানী দিল্লী হইতে দূরত্ব এই সকল কারণে দাক্ষিণাত্য বিজয় মুসলমানদের জন্য একরূপ অসম্ভব ছিল। কিন্তু সুলতান 'আলাউদ্দীন দমিবার পাত্র ছিলেন না (ঐ, ৯১)। তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়ে মালিক কাফুরকে সেনাপতির দায়িত্ব দেন। সেই সময় দক্ষিণ ভারতে চারিটি প্রধান সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। বিন্ধ্য পর্বতের পশ্চিমের দেবগিরির যাদব রাজ্য, রাজধানী দেবগিরি, পূর্বে তেলেঙ্গানার কাকাতীয় রাজ্য, রাজধানী বরঙ্গল, কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে হয়সল রাজ্য, রাজধানী দ্বার সমুদ্র এবং সুদূর দক্ষিণে পাণ্ড্য রাজ্য, রাজধানী মাদুরা। সমৃদ্ধিশালী এই রাজ্যগুলির মধ্যে কোনরূপ ঐক্য ছিল না এবং তাহারা একে অন্যের বিরুদ্ধে অবিরত সংঘর্ষে লিপ্ত থাকিত। দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে এই অনৈক্য 'আলাউদ্দীনকে উৎসাহিত করিয়াছিল।

যাহা হউক, দাক্ষিণাত্যের পথে মালিক কাফুর মালওয়া ও গুজরাট আক্রমণ করেন। তিনি বামেলা রাজা করণকেও পরাজিত করেন। সুলতানের ভ্রাতা উলুগ খান রাজা করণের কন্যা দেবলা দেবীকে ধরিয়া সুলতানের প্রাসাদে পাঠাইয়া দেন। সুলতান দেবলা দেবীকে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র খিযির খানের সহিত বিবাহ দেন (ফিরিশতা, পূর্বোক্ত, বাংলা অনুবাদ, পৃ. ২৮৮-২৯২)। মালিক কাফুর দেবগিরির যাদব বংশের রাজা রামচন্দ্রকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। রাজাকে দিল্লীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সুলতান তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং রায়-ই রায়ান' উপাধিতে ভূষিত করেন (ঈশ্বরী প্রসাদ, পৃ. ৯১)।

দেবগিরির যাদব রাজাদের পরাজয়ের পর দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য হিন্দু রাজ্যেরও পতন ঘটে। ১৩০৯ খৃ. মালিক কাফুর ওরাঙ্গালের কাকাতিয়া রাজাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। দেবগিরির রামচন্দ্র দেব তাঁহাকে বহু রসদ দ্বারা সাহায্য করেন এবং তেলেঙ্গানা দুর্গে যাওয়ার পথ দেখাইয়া দেন (শ্রী প্রভাতাংশ মাইতির ভারতের ইতিহাস পরিক্রমা ঃ ১২০৬-১৭০৭, পৃ. ৯০)। রাজা প্রতাপ রুদ্র তেলেঙ্গানা দুর্গে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলে কাফুরের সেনাদল দুর্গ অবরোধ করে। মুসলিম সেনাদলের চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রতাপ রুদ্র আত্মসমর্পণ করেন। তিনি নিয়মিত বার্ষিক কর দিতে অঙ্গীকার করেন এবং মালিক কাফুরকে আত্মসমর্পণের প্রতীকস্বরূপ এক শৃঙ্খলিত স্বর্ণমূর্তি সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন এবং শান্তি প্রার্থনা করেন। ১৩১০ খৃ. মালিক কাফুর বিজয় গৌরবের সহিত অঢেল ধনরত্নসহ দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন (ঐ, পৃ. ৯১)।

এই বিজয় 'আলাউদ্দীন খালজীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বহু গুণে বাড়াইয়া দেয়। তিনি দাক্ষিণাত্যের শেষ সীমানা পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। ১৩১০ খৃ. কৃষ্ণানদী পার হইয়া বাফুরের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী দ্বার সমুদ্র বা হয়সাল রাজ্য আক্রমণ করে। হয়সাল রাজারা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এবং ঐ বংশের রাজা তৃতীয় বল্লাল একজন সাহসী সেনানী এবং সুদক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার অঞ্চলটি বর্তমানে মহীশূর নামে পরিচিত (ঐ, পৃ. ৯২)। এতদ্বঞ্চলের যাদব বংশ এবং হয়সাল বংশের মধ্যে সর্বদাই ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়া থাকিত এবং একে অন্যের ধ্বংসসাধন করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। দুই দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও রেষারেষির কারণে তৃতীয় পক্ষের আগমনের পথ খুলিয়া যায়। এই সময় হয়সাল রাজ বল্লাল দক্ষিণে পাণ্ড্য রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। মুসলিম আক্রমণের সংবাদ পাইয়া রাজধানী রক্ষার জন্য তিনি ছুটিয়া আসেন। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ অর্থহীন বুঝিয়া বীর বল্লাল যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন। তিনি 'আলাউদ্দীনের বশ্যতা স্বীকার করিয়া বার্ষিক কর দিতে অঙ্গীকার করেন। অতঃপর তিনি মেবার বা পাণ্ড্য রাজ্য আক্রমণ করেন। এই সময় পাণ্ড্য সিংহাসন লাইয়া বীর পাণ্ড্য ও সুন্দ্র পাণ্ড্য এই দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল।

মালিক কাফুর এই ভ্রাতৃ-বিরোধের সুযোগ লইয়া পাণ্ড্য রাজধানী মাদুরার দিকে সেনা পরিচালনা করেন। বিখ্যাত কবি আমীর খসরু তাঁহার তারীখ-ই আলাই নামক গ্রন্থে মাদুরা পর্যন্ত দুর্গম পার্বত্য পথের বিবরণ দিয়াছেন (ঈশ্বরী প্রসাদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯৩)। মুসলমানদের আগমন সংবাদে বীর পাণ্ড্য রাজধানী হইতে পালাইয়া যান। বিনা বাধায় মালিক কাফুর রাজধানী মাদুরা অধিকার করেন। অতঃপর মালিক কাফুর ৪ যিলহজ্জ, ৭১০/ ১৫ এপ্রিল, ১৩১১ সালে বিপুল ধনৈশ্বর্য এবং প্রচুর হাতী-ঘোড়াসহ দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। দিল্লীতে সুলতান 'আলাউদ্দীন তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন (ঐ, পৃ. ৯৩)।

দেবগিরির রাজা রামদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শঙ্করদেব দিল্লীতে কর পাঠানো বন্ধ করিয়া দেন। এমনকি তিনি হয়সাল রাজ্য আক্রমণের সময় পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মালিক কাফুরকে কোন সাহায্য করেন নাই। ইহাতে 'আলাউদ্দীন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্থবারের মত দাক্ষিণাত্যে বীর সেনাপতি মালিক কাফুরকে প্রেরণ করেন। সমগ্র মহারাষ্ট্র বিধ্বস্ত হইল এবং যাদবরাজ পরাজিত ও নিহত হন। সমগ্র দাক্ষিণ ভারত কাফুরের পদানত হয় এবং চোলচেরা পাণ্ড, হয়সল, কাকাতিয়া ও যাদব ইত্যাদি প্রাচীন ঐতিহাসিক রাজবংশগুলির পতন ঘটে এবং দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার করে (ঐ, পৃ. ৯৩)। ১৩১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই কাশ্মীর, নেপাল, বিহার, বাংলা ও আসাম ব্যতীত সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারত সুলতান 'আলাউদ্দীন খালজীর অধিকারে আসে।

দিল্লীর সুলতানী আমলের শাসকদের মধ্যে সুলতান 'আলাউদ্দীন খালজীই প্রথম, যিনি সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারত জয় করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যে বিরাজমান অসংখ্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্যা ও বিপদ একমাত্র তাঁহার পরিচালিত প্রশাসন পদ্ধতির মাধ্যমেই তিনি বিদূরিত

করিতে সক্ষম হন। বিজেতা ছাড়াও তিনি একজন প্রখ্যাত শাসক ও সংগঠক ছিলেন। সাম্রাজ্য পরিচালনায় তাঁহার প্রশাসনিক মেধা তাঁহাকে গৌরবোজ্জ্বল অবস্থানে সমাসীন করিয়াছে (কে. এস. লাল, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৫৩)। সার্বভৌম শক্তির নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত 'আলাউদ্দীনই সর্বপ্রথম সামরিক জায়গীর সমন্বিত তুর্কী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় শাসনকে সংহত ও সুদৃঢ় করেন (বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ৩৬৮)। ভারতে মুগল শাসনামলের পূর্বে 'আলাউদ্দীন খালজীর ন্যায় অন্য কোন শাসক রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের সংগঠন ব্যবস্থায় এত বেশী মনোযোগী হন নাই। স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কত্বকে ভিত্তি করিয়া তিনি একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

শাসনকার্যের ব্যাপারে সুলতান 'আলাউদ্দীন খালজী ভিন্নমুখী মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি নিজেকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মতে সুলতান সকল ক্ষমতার উৎস এবং তাঁহার বিরোধিতা করিবার বৈধ অধিকার কাহারও নাই। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন দল কিংবা ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবের বিলুপ্তি সাধন করাটা ছিল তাঁহার নীতির মূল লক্ষ্য। এয়োদশ শতাব্দীতে দিল্লীর সুলতানগণ শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে 'উলামা ও অভিজাত এই দুই সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেন। তিনি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে 'উলামার হস্তক্ষেপের পরিসমাপ্তি ঘটান এবং অভিজাত সম্প্রদায়কে তাঁহার আজ্ঞাবাহী খাদেমে পরিণত করেন। এইভাবে সুলতান একটি শাক্তিশালী কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ প্রশাসক, সমর নায়ক ও বিচারক (প্রভাতাংশু মাইতি, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭৪)।

কাযী মুগীছুদ্দীনের সঙ্গে সুলতানের আলাপচারিতার মধ্যে দিয়া রাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁহার ধারণা উন্মোচিত হইয়াছে (ফিরিশতা, পূর্বোক্ত, বাংলা অনুবাদ, পৃ. ২৭৩-২৭৭)। এই কাযীর পরামর্শ সত্ত্বেও সুলতান বিশ্বাস করিতেন, সালতানাতের স্থায়িত্ব বিধানের উদ্দেশ্যে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদেরকে সমুচিৎ শাস্তি দেয়ার অধিকার সুলতানের আছে। সুলতান মনে করিতেন, তিনি নিজে কঠোর পরিশ্রম এবং অনেক রক্তপাত ঘটাইয়া যে ধন-সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছেন উহা তাঁহার নিজের রাজকীয় কোষাগার বা বায়তুল মালের নয়। কাযী সুলতানের সহিত দ্বিমত পোষণ করিয়া বিনীতভাবে জবাব দেন, সুলতান দেবগিরিতে যে সম্পদ লাভ করিয়াছেন তাহা মুসলিম বাহিনীর বীরত্বে সম্ভব হইয়াছে এবং যে পরিমাণ সম্পদ পাওয়া গিয়াছে তাহা সবই বায়তুল মালের প্রাপ্য এবং সুলতানের সুখভোগের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে না।

সুলতান এবং তাঁহার পরিবার-পরিজনের জন্য রাজকোষ হইতে কি পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন ইহার জবাবে কাযী তিনটি পর্যায় বর্ণনা করিয়াছেন ঃ (এক) এই ক্ষেত্রে সুলতান প্রথম চারি খলীফার নীতি অনুসরণ করিলে একজন সাধারণ সৈনিকের প্রাপ্ত অর্থের সমপরিমাণ গ্রহণ করিতে পারেন। (দুই) ইহাকে তাঁহার রাজকীয় মর্যাদাহানিকর মনে করিলে তিনি একজন সেনাপতির সমান অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন। (তিন) সুলতান যদি ইহাকেও তাঁহার মর্যাদাহানিকর মনে করেন তাহা হইলে তিনি রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ অফিসার অপেক্ষা বেশী অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু ইহা রাজনীতিবিদের নীতি, ইহা শরীআতের বিধান নয়। সুলতান ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন (ঐ, পৃ. ২৭৫-২৭৬)।

অতঃপর সুলতান কাযীর নিকট তাঁহার নীতি ব্যাখ্যা করেন। বিদ্রোহ বন্ধ করিতে গেলে হাজার হাজার জীবন নষ্ট হয়। কিন্তু রাষ্ট্র ও জনগণের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমি এইরূপ নির্দেশ জারি করি। যে সমস্ত লোক অমনোযোগী, মানমর্যাদাহীন এবং আমার আদেশ অমান্য করে আমি তাহাদের দমন করিতে ও আনুগত্যে আনিতে কঠোর হইতে বাধ্য হই। আমি জানি না ইহা সঙ্গত না বেআইনী। রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য অথবা জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যাহা অনুকূল মনে করি তাহাই আমি ঘোষণা করি। শেষ বিচারের দিন কি হইবে ইহার কিছুই আমি জানি না (ঈশ্বরী প্রসাদ, পৃ. ৯৪-৯৫; ফিরিশতা, পৃ. ২৭৬-২৭৭)।

সার্বভৌমত্বের এই নূতন মতবাদ ছিল সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট। এই মতবাদে জনগণের মৌন সম্মতি ছিল না এবং উলামার দাবির প্রতি তাঁহারা কর্ণপাত করিতেন না। জনসাধারণ সুলতানের প্রতি সবিনয় আনুগত্য প্রকাশ করে। কারণ তিনি তাহাদের জন্য শান্তি ও শৃংখলা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

খালজী সাম্রাজ্যের রূপরেখা ইসলামের রীতিনীতির বহির্ভূত ছিল না। এই প্রেক্ষিতে তাঁহার মূলমন্ত্র হইল ঃ ইসলাম তাঁহার প্রিয়, সাম্রাজ্য ছিল তাঁহার প্রিয়তর। অর্থাৎ তিনি সর্বদাই সাম্রাজ্যের কল্যাণ চাহিতেন। ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের আদর্শ পালন করিতেন, কিন্তু রাষ্ট্র শাসনের ক্ষেত্রে তিনি উলামার পরামর্শ স্বীকার করেন নাই। উলামার নিয়ন্ত্রণ হইতে তাঁহার স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে রক্ষা করার জন্যই তিনি তাঁহাদের বিরোধিতা করেন মাত্র (শ্রী প্রভাতাংশু মাইতি, ভারত ইতিহাস পরিক্রমা, কলিকাতা, পৃ. ৭৫)। অবশ্য তিনি ইসলাম ধর্মকে আঘাত করেন নাই (বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৮)। সুলতান 'আলাউদ্দীনের এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ইহা অনুমান করা যায় যে, তিনি ইসলাম ধর্মকে অবজ্ঞা করেন নাই। তিনি ইসলামের একজন অনুসারী ছিলেন (An Advanced Hitory of India, 297-311)। মূলত সুলতান 'আলাউদ্দীন খালজী সামরিক স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাস করিতেন। তিনি মনে করিতেন, যতক্ষণ তাঁহার সেনাবাহিনী শক্তিশালী ও অনুগত থাকিবে ততক্ষণ তাঁহার কাহারও সাহায্যের দরকার নাই। তিনি তাঁহার সামরিক ক্ষমতার দাপটে অভিজাত ও উলামাকে স্তব্ধ করিয়া দেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হয়।

সুলতান 'আলাউদ্দীন খালজী সিংহাসনে উপবেশনের পরপরই অনেকগুলি বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। শাশুড়ী মালিকা জাহান, শ্যালক রুকনুদ্দীন ইবরাহীম, হাজ্জী মাওলা, ভ্রাতুস্পুত্র আকাত খান, ভাগিনেয় মালিক 'উমার ও মাঙ্গুখান এবং অন্যান্য অভিজাতবর্গ, এমনকি গ্রামাঞ্চলে হিন্দু রায়, খুৎ ও মুকাদ্দামগণও সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করে। 'আলাউদ্দীন এই বিদ্রোহগুলি দমন করার পর তাঁহার বিশ্বাসভাজন কর্মচারীদের সঙ্গে বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বিদ্রোহগুলির পশ্চাতে চারিটি কারণ খুঁজিয়া পান ঃ (১) সাম্রাজ্যের গুপ্তচর ব্যবস্থার দুর্বলতার জন্য সুলতান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কি ঘটিতেছিল তাহা জানিতে পরিতেন না। বিদ্রোহের চক্রান্ত করিলে তিনি সংবাদ পাইতেন না। (২) অবাধ মদ্যপান; (৩) আমীর-উমারা মদের মজলিসে এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে অবাধে মেলামেশা করিয়া চক্রান্ত করিবার সুযোগ পায় এবং (৪) ধন-সম্পদ বৃদ্ধি। কারণ ধন-সম্পদের প্রাচুর্য মানুষের মনে নানা প্রকার প্রলোভন এবং চক্রান্তের সৃষ্টি করে।

'আলাউদ্দীন খালজী বিদ্রোহের পশ্চাতে চারিটি কারণ নির্ধারণ করার পর সেইগুলির প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সুলতান অতি কঠোর আইন প্রণয়ন করেন এবং সর্বপ্রথম তিনি সম্পত্তি

বাজেয়াপ্ত করার দিকে মনোনিবেশ করেন। যেই সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা, পারিতোষিক (ইনাম) বা ওয়াক্ফ হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া খাস করিয়া নেওয়া হয় (এ শর্ট হিষ্টরি অব মুসলিম ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৯৫)।

সুলতান 'আলাউদ্দীন খালজী শক্তিশালী ও দক্ষ গোয়েন্দা বিভাগও গঠন করেন এবং সুলতান স্বীয় বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদেরকে ঐ বিভাগে নিযুক্ত করেন। গোয়েন্দাদেরকে দ্রুত সংঘটিত তথ্য দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। গোয়েন্দারাও খুব দক্ষতার সহিত নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন। তাহারা এতই তৎপর ছিলেন যে, আমীর-উমরার ব্যক্তিগত খবরাখবরও সুলতানের নিকট সঠিকভাবে পৌছাইয়া দিতেন। সুলতান 'আমীরদের মদের আসর বন্ধ করিয়া দেন এবং নিজেও মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করেন। তিনি বাদায়ূন গেইটের সম্মুখে জনতার সামনে নিজের পানপাত্র ভাঙ্গিয়া মদ্যপান বন্ধের সূচনা করেন (ঐ, পৃ. ৯৫-৯৬)। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মতে এত বেশী মদ ঢালিয়া দেওয়া হয় যে, বাদায়ূন গেইটে বর্ষাকালের মত কাদা জমিয়া যায়। রাজকর্মচারী দেয়। সরকারী অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সুলতানের অনুমতি ছাড়া মেলামেশা পান-ভোজন ও বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করেন। অভিজাতদের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য তিনি গুপ্তচরদের কঠোর নির্দেশ দেন।

সুলতান 'আলাউদ্দীন খালজী কৃষকদের উপরও অতিরিক্ত কর বসান। দোয়াব অঞ্চলে উৎপন্ন শস্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করেন। গৃহপালিত পশুর উপর চারণ -কর এবং কৃষকদের আবাসস্থলের উপরও কর বসান হয়। গ্রামঞ্চলের হিন্দু জমিদার বা খূৎ, মুক'াদ্দাম ও চৌধুরীদের ঔদ্ধত্য এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। কারণ তাহারাই কৃষকদেরকে ঠকাইয়া নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিত। 'আলাউদ্দীন খালজীর এইরূপ নীতি ছিল যে, যাহার বা যাহাদের হাতে বাড়তি অর্থ জমা হইয়াছে তাহা যেন বিভিন্ন করের মাধ্যমে ফিরাইয়া নেওয়া হয়।

'আলাউদ্দীন অভিজাতদেরকে তাঁহার দাসে পরিণত করেন এবং দাসত্বের তিনটি শর্ত তাহাদের উপর আরোপিত করেন। যথা ঃ (১) অভিজাতদিগের সম্পত্তির অধিকার সুলতানের উপর বর্তাইবে, (২) তাহাদের পরিবারের মধ্যে বিবাহ সুলতানের অনুমোদন সাপেক্ষে হইবে; (৩) অভিজাতদের সন্তানরা তাহাদের পিতাদের মতই সুলতানের দাসত্ব করিবে (The History of the Khaljis, পৃ. ১৭৪-১৭৬)। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক মনে করেন, সুলতান 'আলাউদ্দীন হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিতেন (এ শর্ট হিষ্টিরি অব মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৯৬)। কিন্তু কথাটি সঠিক নহে। কারণ এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, সুলতান 'আলাউদ্দীন বাছিয়া বাছিয়া হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিতেন (ঐ, পৃ. ৯৬)।

সুলতান 'আলাউদ্দীন খালজী সৈন্যবাহিনী গঠনের দিকে সর্বাপেক্ষা বেশী মনোযোগ দেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিরাট সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রয়োজন। তিনি একটি স্থায়ী ও সুবিশাল সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং সৈনিকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও শৃংখলার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি জায়গীর প্রথার উচ্ছেদ করিয়া সৈনিকদেরকে রাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে নিয়মিত বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। অশ্ব চিহ্নিতকরণ 'আলাউদ্দীন খালজীর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ভারতবর্ষে মুসলিম শাসকবর্গের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই প্রথা উদ্ভাবন করেন। ইহার ফলে বেসরকারী বা অযোগ্য ঘোড়া দেখাইয়া অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রীয় অর্থ আদায়ের পথ বন্ধ করা হয়। তিনি সৈনিকদের বিবরণ সংবলিত তালিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা চালু করেন। ফলে প্রকৃত সৈনিক ব্যতীত অন্য কেহ সামরিক কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করিতে পারিত না।

সুলতান 'আলাউদ্দীন খালজীর অর্থনৈতিক সংস্কার তাঁহার শাসন ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সমগ্র ভারতের ইতিহাসে সম্ভবত তিনিই একমাত্র শাসক যিনি অর্থনৈতিক সংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং ইহার জন্য ঐতিহাসিক লেনপুল তাঁহাকে একজন মহান রাজনৈতিক অর্থনীতিবদ বলিয়া আখ্যায়িত করেন। 'আলাউদ্দীন খালজী মোঙ্গল আক্রমণ মোকাবিলা ও রাজ্য জয়ের জন্য একটি বিশাল সেনাবাহিনী প্রতিপালন করিতেন। সুলতান একজন অশ্বারোহী সৈনিকের বার্ষিক বেতন ২৩৪ টাকায় নির্ধারণ করেন এবং কোন সৈন্যের একটি অতিরিক্ত ঘোড়া থাকিলে তাঁহাকে বৎসরে আরও ৭৮ টাকা বেশী দেওয়া হইত। সুলতান আরও বুঝিতে পারেন যে, এত বড় সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার হ্রাস কারার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণ অথবা সৈন্যদের বেতন বাড়ান প্রয়োজন। কারণ সামরিক বাহিনীর স্বার্থেই সুলতান দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ চালু করেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়িতে থাকিলে সৈন্যরা নির্ধারিত বেতনে কাজ করিতে পারিবে না। এই উদ্দেশ্যে সুলতান নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির বাজার দর নির্দিষ্ট করিয়া দেন (ঐ, পৃ. ৯৭)।

দ্রব্যাদির উচ্চ মূল্য মানুষের উন্নত মানের জীবনযাত্রার সূচক কিন্তু সুলতান 'আলাউদ্দীন কাহাকেও উচ্চ বেতন দিতে রাজী ছিলেন না। ঐতিহাসিক যিয়াউদ্দীন বারাণী অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সুলতান কম বেতন নির্ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই বাজার দর নির্ধারণ করিতে বাধ্য হন। যুদ্ধকালীন সময়ে দ্রব্যাদির অবাধ চলাচল বাধাগ্রস্থ হইত বলিয়া শস্যের বাজার প্রায়ই চড়া থাকিত। 'আলাউদ্দীন খালজী এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য দিল্লী ও ইহার আশেপাশে রাজকীয় শস্যভাণ্ডার নির্মাণ করিয়া সেইখানে খাদ্যশস্য মওজুদ করিতেন, যাহাতে অভাবের সময় কম মূল্যে ঐ খাদ্যশস্য বাজারে ছাড়া যায়।

সুলতানের আদেশমত খাদ্যশস্য রাজকীয় শস্যাগারে জমা করা হইত। বিভিন্ন এলাকা হইতে শস্য আমদানী করার জন্য ব্যবসায়ীদেরকে অগ্রীম টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যশস্য, কাপড়-চোপড়, ঘোড়া এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশু, এমনকি দাস-দাসীরও বাজার দর নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতাভুক্ত হয়। এই আইন যথাযথভাবে পালনের জন্য ব্যবসায়ীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং আইন ভাঙ্গকারীদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থা সঠিকরূপে পালিত হইতেছে কিনা তাহা তদারক করার জন্য সুলতান একটি বিশেষ গোয়েন্দা বাহিনী নিয়োগ করেন।

বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য তিনি হিন্দু-মুসলমান সকল ব্যবসায়ীকে তালিকাভুক্ত করেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা ও বাজার তদারকির জন্য সুলতান 'আলাউদ্দীন দীওয়ান-ই রিয়াসাত ও শাহানা-ই মান্ডি উপাধিধারী দুইজন পদস্থ কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন। তাহাদের অধীনে নিযুক্ত নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীও বাজার পরিদর্শন করিত। এই সংক্রান্ত কঠোর আইন প্রণয়নের ফলে পণ্যদ্রব্যের দাম কমিয়া যায়। একটি প্রথম শ্রেণীর ঘোড়া ১০০ হইতে ১২০ টাকায়, একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোড়া ৮০ হইতে

৯০ টাকায় এবং একটি ৩য় শ্রেণীর ঘোড়া ১০ হইতে ২৫ টাকার মধ্যে পাওয়া যাইত। একটি দুগ্ধবতী গাভী ৩/৪ টাকায় পাওয়া যাইত এবং অনুরূপভাবে সকল ব্যবহার্য জিনিসের দামও কম ছিল।

সঠিক ওযন দেওয়ার জন্য কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়। ওযনে কম দিলে তাহার শরীর হইতে অনুরূপ ওযনের মাংস কাটিয়া নেওয়া হইত। ফলে দোকানীরা ওযনে কম দিত না। অসদুপায় অবলম্বনের অপরাধে দোকানীদেরকে প্রকাশ্যে বাজারে অপমান করা হইত এবং তাহাদেরকে শারীরিক নির্যাতনও করা হইত। সুলতান নিজেও মাঝে মাঝে বাজার তদারক করিতেন (ঐ, পৃ. ৯৭)।

সুলতান 'আলাউদ্দীন খালজীর দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ এবং শাসন সংস্কার অত্যন্ত সফল হয়। তিনি সুদক্ষ সেনবাহিনীর সাহায্যে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাজা ও সর্দারদের কঠোর হস্তে দমন এবং বিদ্রোহ ও দুর্নীতির মূল্যোৎপাটন করিয়া সারা দেশে স্বীয় প্রভুত্ব কয়েম করেন। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনসাধারণ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে। দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হওয়ার এবং প্রচুর জিনিসপত্র বাযারে আমদানি হওয়ার ফলে জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসে। সুলতান 'আলাউদ্দীন খালজী প্রবর্তিত দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অনেক ত্রুটিও ছিল। তিনি কেবল সেনাবাহিনী পোষণের উদ্দেশ্যেই ইহা প্রবর্তন করেন। ইহা দ্বারা সেনাবাহিনীর বেতনভুক্ত কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা উপকৃত হইলেও কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

সুলতান 'আলাউদ্দীন খালজী ছিলেন মধ্যযুগের ভারতের শক্তিশালী ও স্বৈরাচারী নৃপতিদের প্রতীক। তিনি ছিলেন নির্ভীক সৈনিক ও সুদক্ষ সেনাপতি। তাঁহার সামরিক শক্তির অসামান্য সাফল্যে স্ফীত হইয়া সুলতান অত্যধিক অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন। তিনি কাহারও পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করতেন না (ফিরিশতা; বাংলা অনুবাদ, পৃ. ২৯৬)। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নির্ভীকতা ও অধ্যবসায় ছিল তাঁহার চরিত্রের মৌলিক গুণাবলী। মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ছিল প্রখর। অনুচরবর্গের অবিচ্ছিন্ন আনুগত্য লাভ করার মত উপযোগী ক্ষমতা তাঁহার ছিল। তিনি ছিলেন সুশাসক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ। 'আলাউদ্দীন খালজীর রাজত্বকালেই দিল্লী সাম্রাজ্যের সর্বাধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের দূরতম প্রদেশগুলিতে সুবিচার ও শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল এবং রাজ্যের সর্বত্র প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির লক্ষণ পরিস্ফুট ছিল (ঐ, পৃ. ২৯৬)।

অনেকে তাঁহাকে অধার্মিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাহা সঠিক নহে। ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ধর্ম বিরোধী কার্যকলাপ সহ্য করিতেন না। অসাধারণ শাসনতান্ত্রিক দক্ষতার অধিকারী 'আলাউদ্দীন খালজী বাদশাহ আকবার ও রঞ্জিত সিংহের ন্যায় নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। শিক্ষিত না হইয়াও 'আলাউদ্দীন খালজী শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমীর খসরু দিহলাবী, হাসান সানজারী, সদরুদ্দীন আলী, ফখরুদ্দীন খোয়াজ, হামিদুদ্দীন রাজা, মাওলানা 'আরিফ, আবদুল হাকিম ও শাহাবুদ্দীন সদরনিশীন প্রভৃতি কবি ও সাহিত্যিক তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। কবি আমীর খসরু তাঁহার রাজত্বকালে খাম্‌সা অর্থাৎ পাঁচ খণ্ড বই লেখা শেষ করেন। তিনি একজন ভালো গায়কও ছিলেন।

একজন নির্মাতা হিসাবে 'আলাউদ্দীন খালজী রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাম্মাম, সমাধিসৌধ, কেল্লা এবং আরও বহুবিধ সরকারী ও বেসকারী ইমারত নির্মাণ করেন। দিল্লীর উপকণ্ঠে শিরিতে তিনি "হাজার সুতূন" বা এক হাযার স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তাঁহার নির্মিত 'আলাউদ্দীন দরওয়াযা এবং শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়ার দরগাহের মসজিদ ভারতে মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। তিনি হযরত শায়খ নিজামুদ্দীন আওলিয়ার অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার সময়ের অন্যান্য দরবেশদের মধ্যে অযোধ্যার প্রসিদ্ধ শায়খ ফরীদুদ্দীন শাকরগাঞ্জের পৌত্র শায়খ 'আলাউদ্দীন, সাদরুদ্দীন আরিফের পুত্র এবং সুলতানের সুপ্রসিদ্ধ আওলিয়া শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়ার পৌত্র শায়খ রুকনুদ্দীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সায়্যিদ কুতবুদ্দীনের পুত্র সায়্যিদ তাজুদ্দীন অগাধ পাণ্ডিত্য ও অপরিসীম দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন (ফিরিশতা, পূর্বোক্ত অনুবাদ, পৃ. ২৯৬)।

সুলতান 'আলাউদ্দীনের শেষ জীবন সুখের ছিল না। স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার পর তিনি তাঁহার মন্ত্রী কাফুরের সরাসরি কর্তৃত্বাধীনে হইয়া পড়েন এবং মালিক কাফুরের ষড়যন্ত্রের ফলে পারিবারিক বিরোধ আরম্ভ হয়। তাঁহার বেগম মালিকা জাহান তাঁহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন এবং পুত্র খিযির খান আমোদ-প্রমোদ ও উচ্ছৃংখলতায় নিমজ্জিত হয়। মালিক কাফুর সিংহাসনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সক্রিয়ভাবে শাহী খান্দানের উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হন (ফিরিশ্‌তা, বাংলা অনুবাদ, পৃ. ২৯৯)।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং রাজপুতগণ চিতোর পুনরুদ্ধার করে। রাজ্যের এই দুঃসময়ে ৭১৬/১৩১৬ সালে 'আলাউদ্দীন খালজী কুড়ি বৎসরকালে গৌরবময় রাজত্বের পর ইন্তিকাল করেন। অনেকের ধারণা যে, মালিক কাফুর তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করাইয়াছিলেন (ঐ, পৃ. ৩০১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধের কলেবরে সন্নিবেশিত তথ্যাদি ছাড়াও দ্র. (১) মুহাম্মাদ কাসিম ফিরিশতা বিরচিত মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ অনূদিত ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৭; (২) Kishori Saran Lal, History of the Khaljis (1290-1320), Asia Publishing House, Calcutta 1967; (৩) Lt. Col. Sir Wolseley Haig, The Cambridge History of India, S. Chand and Co. Delhi 158, vol. lll, p. 91-125; (৪) Iswhari Prasad, A Short History of Muslem Rule in India, The Indian Press (Pub.) Private Ltd., Allahabad 1962, p. 83-102; (৫) Majumdar, Roy Chawdhury and K.K.Datta, An Advanced History of India, Macmillan, Newyork 1965, p. 297-311; (৬) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ঢাকাস্থ ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস, খান বাহাদুর আবদুল হাকিম খান, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭০; (৭) আব্দুল করিম, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ৮০-৯৮; (৮) অতুল চন্দ্র রায় ও প্রণব চট্টোপাধ্যায়, ভারতের ইতিকথা, মৌলিক লাইব্রেরী, কলিকাতা ২০০০, পৃ. ৫২-৮১; (৯) শ্রী প্রভাতাংশু মাইতি, ভারতের ইতিহাস পরিক্রমা (১২০৬-১৭০৭), শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৮৮; (১০) ডঃ মুহাম্মদ আলী আসগর খান ও অন্যান্য, মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, বুকস প্যাভিলিয়ন, সাহেব বাজার, রাজশাহী ১৯৮১; (১১) I.H. Qureshi, The

admistration of the Sultanate of Delhi, Pakistan Historical Society, 4th ed., 1958.

মুহাম্মদ আবু তাহের

আলাউদ্দীন ফীরূয শাহ (علاء الدين فيروز شاه) ঃ শিহাবুদ্দীন বায়াযীদ শাহের মৃত্যুর পর সুলতা'ন হন। তিনি শিহাবুদ্দীনের পুত্র। কোন ঐতিহাসিক বিবরণীতে ফীরূয শাহের উল্লেখ পাওয়া না গেলেও বায়াযীদ শাহের রাজত্বের শেষ বৎসরে অর্থাৎ ৮১৭ হিজরীতে 'আলাউদ্দীন ফীরূয শাহ কর্তৃক উৎকীর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায় এবং মুদ্রায় বায়াযীদ শাহের পুত্ররূপে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে (দ্র. ডঃ আব্দুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৭, পৃ. ২১১)। আধুনিক গবেষক সুখময় মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, ইনি ছিলেন তরুণ শিহাবুদ্দীনের বালকপুত্র। শিহাবুদ্দীনকে হত্যা করার পরে গণেশ তাহাকে রাজা হিসাবে খাড়া করিয়া আগের মত রাজ্য শাসন করিতে থাকেন এবং কয়েক মাস বাদে যখন বুঝিতে পারেন যে, আর কাহাকেও শিখণ্ডী হিসাবে খাড়া করিয়া না রাখিলেও চলিবে, তখন তিনি আলাউদ্দীন ফীরূয শাহকে অপসারিত করিয়া নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্ভবত আলাউদ্দীন গণেশের হাতে প্রাণও হারান (সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, পৃ. ৯৫)।

ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী আবিষ্কৃত 'আলাউদ্দীন ফীরূয শাহের মুদ্রা পূর্ব বঙ্গের মুয়াজ্জমাবাদ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের সাতগাঁও-এর টাকশালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মুদ্রার সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিয়া ডঃ আবদুল করিম মন্তব্য করেন যে, 'আলাউদ্দীন ফীরূয শাহ সাতগাঁও এবং মুয়াজ্জমাবাদ টাকশাল হইতে মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন, ফীরূযাবাদ (বা পাণ্ডুয়া) হইতে তাঁহার কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাতে মনে হয় ফীরূযাবাদে 'আলাউদ্দীন ফীরূয শাহের কর্তৃত্ব ছিল না। সুতরাং বায়াযীদ শাহের হত্যা এবং 'আলাউদ্দীন ফীরূয শাহের মুদ্রার টাকশালের কথা মনে রাখিলে বুঝা যায় যে, গণেশ বায়াযীদকে হত্যা করার পরে 'আলাউদ্দীন ফীরূয শাহ কোনক্রমে ফীরূযাবাদ হইতে পলাইয়া সৈন্যদের সহায়তায় পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু গণেশ তাহাকে আক্রমণ করে এবং পরাস্ত করিয়া হত্যা করে (দ্র. ডঃ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একাডেমী ১৯৮৭, পৃ. ২১১-২১২)। এই কারণে তাহার রাজত্ব অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ছিল। ফলে গণেশের চক্রান্তে ইলয়াস শাহী বংশের পতন হয় (ঐ লেখক, পৃ. ২১২)। সুখময় মনে করেন, সাতগাঁও বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এবং মুআজ্জমাবাদ পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত। 'আলাউদ্দীন ফীরূয শাহের ন্যায় একজন দুর্বল ও অজ্ঞাতপরিচয় রাজার পক্ষে সাতগাঁও হইতে মুআজ্জামাবাদ পর্যন্ত প্রসারিত বিশাল ভুখণ্ডে সাময়িকভাবেও নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া আশরাফ সিমনানীর পত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে, গণেশ প্রথমবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান পীর-দরবেশদের বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়া বিব্রত হন এবং ইবরাহীম শার্কী তাহার রাজ্য আক্রমণ করেন। সুতরাং পূর্ব বঙ্গ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে অভিযান চালাইবার মত তাহার সময় ছিল না বলিয়া মনে হয়। ইহা হইতে 'আলাউদ্দীন ফীরূয শাহ গণেশের ক্রীড়নক ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয় (সুখময় মুখোঃ ইতিহাসের দুশো বছর, পৃ. ৯৬-৯৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গুলাম হুসায়ন সালীম, রিয়াদু''স-সালাতীন-এর বঙ্গানুবাদ, আকবর উদ্দীন অনূদিত বাংলার ইতিহাস, বাংলা একাডেমী ১৯৭৭; (২) Sirajuddaulah Sarker সম্পা. The History of Bengal, Dhaka University, 1972 খৃ.; (৩) রমেশ চন্দ্র মজুমদার সম্পা., বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ২খ, কলিকাতা ১৯৮৭; (৪) ডঃ মুহাম্মদ মহর আলী, History of the Muslims of Bengal, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Riyadh 1984, 1-A; ৫) ডঃ আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল, বাংলা একামেী, ঢাকা ১৯৮৭(৬)শ্রী সুখোময় মুখপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর, স্বাধীন মুসলমানদের আমল, ভারতীয় বুক স্টল, কলিকাতা ১৯৮৮।

মুহাম্মদ আবু তাহের

'আলাউদ্দীন বেগ (علاء الدين بيك) ঃ (সাধারণভাবে 'আলাউদ্দীন পাশা), 'উছ'মানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 'উছ'মান-এর পুত্র। নির্ভরযোগ্য দলীলপত্রের অভাবে ও 'উছ'মানী যুগের ঘটনাপঞ্জীর উদ্দেশ্যপূর্ণ (tendentious) ও কিংবদন্তীময়তার কারণে তাঁহার ব্যক্তিত্ব অনেকটা রহস্যাবৃত থাকিয়া গিয়াছে। 'উছ'মানী ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ের অনেক অস্পষ্টতার কারণও একই অবস্থার মধ্যে নিহিত। কোন কোন সূত্রে তাঁহাকে Erden'Ali (ইব্ন তাগ'রীবিরদী ও ইব্ন হা'জার) অথবা 'আলী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ঐতিহাসিকদের মতে ওরখান ও তিনি আখী এদেবালির কন্যা মাল খাতূনের গর্ভজাত, তবে ৭২৪/১৩২৪ সালের একটি দলীল অনুযায়ী মালখাতূন ছিলেন জনৈক 'উমার বেযার কন্যা। মনে হয়, কোথাও কিছু ভুল রহিয়াছে। তিনি ওরখানের কনিষ্ঠ কি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন সেই ব্যাপারেও পরস্পর বিরোধী বর্ণনা পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় দেখা যায়, 'উছ'মানের মৃত্যুর পর 'আলাউদ্দীন (যিনি পিতার জীবদ্দশায় এদেবালির সাহিত Bildzik-এ বসবাস করিতেছিলেন বলিয়া কথিত) রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবার জন্য ওরখানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং ক্রোত্রা (অথবা কুদ্রা) -য় অবস্থিত স্বীয় জমিদারীতে ফিরিয়া যান। এই কোত্রায় ছিল Kete জেলার অন্তর্গত Brusa ও Mikhalic-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এইচ. হুসামুদ্দীনের মতে বাস্তবে এই দুই ভ্রাতার মধ্যে সিংহাসন লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, এ সত্যটিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করা হইয়াছে (ইব্ন তাগ'রীবিরদী এবং ইব্ন হা'জারের বক্তব্য এরদেন 'আলী তাঁহার পিতার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন)।

কিংবদন্তী অনুসারে 'আলাউদ্দীন কিছুকাল উযীর ও সামরিক বাহিনীর প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বস্তুত তাঁহার জারীকৃত ৭৩৩/১৩৩৩ সালের একটি ওয়াক্'ফনামা (wakfiyya)-তে তাঁহাকে সামরিক অফিসারের উপযুক্ত পদবী বহন করিতে দেখা যায়। এইচ. হু'সামুদ্দীন মনে করেন, 'আলাউদ্দীন সামরিক বাহিনীর প্রধান থাকিলেও কখনও উযীর ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাকে জনৈক 'আলাউদ্দীন পাশার সাহিত সংযুক্ত করা হয়। বস্তুতপক্ষে তিনি ছিলেন 'উছ'মান ও ওরখানের উযীর (ওরখানের স্ত্রী Aspordje Khatun-এর ৭২৩/১৩২৩ সালে সম্পাদিত একটি ওয়াক্ফনামাতে তাঁহার উল্লেখ আছে)।

'আলাউদ্দীনের প্রতি বিভিন্ন 'উছ'মানী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কৃতিত্ব আরোপ করা হয়, যেমন সরকারী পরিধেয় হিসাবে সাদা ফেল্টের মোচাকৃতি টুপির নির্বাচন এবং Djenderli-zade Kara Khalil-এর সহিত যুগ্মভাবে 'উছ'মানী পদাতিক বাহিনীর (yaya) সংগঠন। পরবর্তী কালের

ঐতিহাসিকগণ একটি 'উছ্‌মানী মুদ্রা প্রচলনের কৃতিত্ব তাঁহার প্রতি আরোপ করিয়াছেন ((তু' ওরখান)।

'আলাউদ্দীন আনুমানিক ১৩৩৩ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে উত্তরকালীন লেখকগণের (যেমন Nishandji ও Baligh) বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নহে। তাঁহার সমাধি Brusa-তে 'উছ্‌মানের সমাধিসৌধেই অবস্থিত।

খৃ. পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্তী অর্ধে নেশরী ও 'আশিক' পাশা যাদার গ্রন্থে এবং খৃ. ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁহার পূর্বপুরুষদের প্রবর্তিত ওয়াক্‌ফ সংক্রান্ত ভূমি জরীপে 'আলাউদ্দীনের বংশধরদের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'আলাউদ্দীন Brusa-র অন্তর্গত Kukurtli অঞ্চলে একটি tekke (দরবেশের খানকাহ) ও কাপলিজা দুর্গে দুইটি মসজিদ স্থাপন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আশিক পাশা-যাদাহ্, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১৩৩২ হি., ২১, ৩৬ প.; (২) নেশ্‌রী (Taeschner), নির্ঘণ্ট; (৩) 'উরূজ, তাওয়ারীখ-ই আল-ই 'উছ্‌মান (Babinger), ৫ প.; (৪) তারীখ-ই আল-ই 'উছ্‌মান (Giese); (৫) লুত্‌ফী পাশা, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১৩৪১ হি., ২৭ প.; (৬) সা'দুদ্দীন, তাজুত্-তওয়ারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৭৯ হি., ১খ., ১ প.; (৭) 'আলী, কুনহুল-আখ্‌বার, ৫খ., ৪২; (৮) সে'লাক যাদাহ্, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৯৭ হি., ১৮ প.; (৯) মুহ'াম্মাদ যা'ঈম, তারীখ, উ. TOEM,২খ., ৪৩৬-৪৫; (১০) Hammer-Purgstall, নির্ঘণ্ট; (১১) হু'সায়ন, হু'সামুদ্দীন 'আলাউদ্দীন বে, (TOEM ১৪খ., ৩০৭ প., ৩৮০ পপ., ১৫খ., ২২৮ প.; ২০০ প. (অপ্রকাশিত সূত্র হইতে উদ্ধৃতিসহ); (১২) I. H. Uzuncarsili, Gazi Orhan Bey vakfiyesi (৭২৪), Bell., ১৯৪১ খৃ., ২৭৬ প.; (১৩) IA, দ্র. শিরো. (I.H. Uzuncarsili প্রণীত)।

S. M. Stern (E. I.[2])/ আবু মুহ'াম্মাদ আসাদ

'আলাউদ্দীন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াসান (দ্র. আলামুত)

আল-'আলাক (العلق) ঃ সূরা, শব্দটির অর্থ যাহা যুক্ত হয় বা যুক্ত থাকে, জোঁক, শুক্রবিন্দু (نطفة) হইতে তৈরী জীবকোষ (علقة) যাহা গর্ভাধারের গায়ে লাগিয়া পড়ে (علق-يعلق), জমাট রক্ত। কু'রআনের একটি সূরায় উল্লিখিত হইয়াছে, خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (তিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন 'আলাক' হইতে)। এইজন্য সূরাটির নাম 'আলাক'। তিলাওয়াতের অনুসারে ইহা ৯৬তম সূরা [কু'রআনের ত্রিশমত অংশ (جزء) -এর সূরাতুত-তীন (দ্র.)-এর পরে এবং সূরাতুল-ক'াদ্‌র-এর পূর্বে এই সূরার অবস্থান]। নাযিল (نزول)-এর ক্রমানুসারে ইহা কু'রআনের সর্বপ্রথম সূরা, ইহার পর সূরাতুল-ক'ালাম (দ্র.) নাযিল হয় (ইত্‌ক'ান, ১খ, ১০; কাশ্‌শাফ, ৪খ., ৬৩৪, ৭৭৫; খাযিন, ১খ., ৮ প.; রূহু'ল-মা'আনী, ৩০খ., ১৭৮)। মক্কায় নাযিলকৃত সূরাগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম সূরা এবং অধিকতর নির্ভরযুক্ত মতে ইহাই কু'রআনের সর্বপ্রথম নাযিলকৃত সূরা। কিন্তু জাবির ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা)-র রিওয়ায়াত অনুযায়ী সর্বপ্রথম নাযিলকৃত সূরা সূরাতু'ল-মুদ্দাছ্‌ছি'র, ভিন্ন মতে সূরাতুল-ফাতিহ'া। জাবির ইব্‌ন যায়দ (রা) হইতে বর্ণিত আছে, সর্বপ্রথম নাযিলকৃত সূরা আল-'আলাক। ইহার পর যথাক্রমে সূরা আন-নূন, আল-মুয্‌যাম্মিল, আল-মুদ্দাছ্‌ছি'র ও আল-ফাতিহ'া নাযিল হইয়াছে (রূহু'ল-মা'আনী, ৩০খ., ১৭৮; লুবাবুত-তাবী'ল ফী মা'আনি'ত-তানযীল ১খ., ৮; ৪খ., ৪২০, কায়রো ১৩২৮ হি.)।

নবূওয়াতের পূর্বে যখন হযরত মুহ'াম্মাদ (স') হি'রা (حراء) গুহায় 'ইবাদতে রত ছিলেন তখন একদিন জিব্‌রাঈল ('আ) আল্লাহ্‌র পয়গ'ামস্বরূপ সূরাতুল-'আলাক'-এর পাঁচটি আয়াত তাঁহার কাছে উপস্থিত করেন এবং বলেন ঃ اقرأ (পড়ুন)। তিনি বলেন ঃ আমি তো লেখাপড়া জানি না (ما انا بقارىء)! নবী (স') বলেন ঃ তখন জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে চাপিয়া ধরিলেন (غطنى) এবং আবার বলিলেন, পড়ুন। তিনবার অনুরূপ করা হইল, তখন নবী (স') পড়িতে লাগিলেন (বুখারী, ১খ., ৩; লুবাবুত-তা'বীল, ৪খ., ৪২১; রূহু'ল-মা'আনী, ৩০ খ., ১৭৮; ফাত্‌হু'ল-বায়ান, ১খ., ২৯৬; আস্‌বাবুন-নুযূল, পৃ. ৫ প.; ফী জি'লালিল-কু'রআন, ৩০খ., ১৯৬)।

পূর্বের সূরাটির সঙ্গে ইহার সম্পর্কের জন্য দ্র. রূহু'ল-মা'আনী, ৩০ খ., ১৭৮; আল-বাহ'রু'ল-মুহীত', ৮খ., ৪৯২; তাফ্‌সীরুল-মারাগী, ৩০ খ., ১৯৭। এই সূরায় যেই সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, ইহার জন্য দ্র. আল-জাওয়াহির ফী তাফ্‌সীরিল-কু'রআনি'ল-কারীম (২৫ খ., ২০৩-২৪৩); হি'কমাত ও তাস'াওউফ সংক্রান্ত রহস্যের জন্য দ্র. তাফসীর ইব্‌নিল-'আরাবী (২খ., ২০); ফিক'হী আহ'কাম-এর জন্য দ্র. ইব্‌নুল-'আরাবী আল-আন্‌দালুসী, আহ'কামুল-কু'রআন (পৃ. ১৯৪২)। অভিনব বর্ণনা, সাহিত্য শৈলী ভাবধারা ও সামাজিক বিষয়াদির জন্য দ্র. ফী জি'লালি'ল-কু'রআন (৩০খ., ১৯৬-২০৮)। এই সূরায় উনিশটি আয়াত রহিয়াছে (রূহু'ল-মাআনী, ৩০খ., ১৭৮); খাযিন (৪খ., ৪২০)-এর বর্ণন অনুযায়ী এই সূরায় ৯২টি শব্দ ও ২৮০টি হ'রফ রহিয়াছে। এই সূরাটি সূরা ইক'রা নামেও পরিচিত (ফাত্‌হু'ল-বায়ান, ১০খ., ২৯৬; রুহু'ল-মাআনী, ৩০খ., ১৭৭)।

সূরাটির প্রথম পাঁচটি আয়াতে আল্লাহ্‌র অসাধারণ শক্তি ও আধিপত্যের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব ও শিক্ষার অলংকারে তাহাদেরকে সম্মানিত করার কথা আছে। সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে শিক্ষার অবতারণা করায় মনুষ্যত্বের সহিত শিক্ষার কি সম্পর্ক এবং মানব জীবনের জন্য শিক্ষার প্রতি কতখানি গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে, কেবল দিব্যসৃষ্টিসম্পন্ন বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাহা বুঝিতে পারেন (ফী জি'লালিল-কু'রআন, ৩০খ, ১৯৬ প.)। সর্বপ্রথম ইংগিত করা হইয়াছে, আল্লাহ স্বীয় হি'কমাত ও কু'দরাত দ্বারা অতি তুচ্ছ শুক্রবিন্দু হইতে যে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন সেই মানুষই এই পৃথিবীর মালিক ও শাসকের মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়। চিন্ত-ভাবনা শক্তিসম্পন্ন এই ক্ষুদ্র মানুষ আলাহপ্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে আধিপত্য লাভ করে। অতঃপর এই মানুষই সম্পদ প্রাচুর্যে গর্বিত হইয়া অকৃতজ্ঞতা ও বিদ্রোহের পথ ধরিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের কথা বিস্মৃত হইয়াছে। নবীর প্রচারে বাধা দানে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, অবশেষে এই বিদ্রোহী মানবকে তাঁহার কৃতকর্মের মর্মন্তুদ শাস্তির কথা জ্ঞাপন করিয়া নবীকে প্রচারে অটল থাকিবার নির্দেশে সূরার সমাপ্তি হইয়াছে (তাফ্‌সীরুল-মারাগী, ৩০খ., ২০৪-২০৫; ফী জি'লালিল-কু'রআন, ৩০খ., ১৯৬ প.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন মান্‌জূ'র, লিসানুল-'আরাব, শিরো. 'আলাক'; (২) আস-সুয়ূতী, আল-ইত্‌কান, কায়রো ১৯৫১ খৃ. ; (৩) ঐ লেখক, আদ্-দুররুল-মানছু'র, কায়রো ১৩১৪ হি.; (৪) আল-খাযিন, লুবাবুত-তাবীল, কায়রো ১৩২৮ হি.; (৫) আল-আলূসী, রূহু'ল-মা'আনী, কায়রো সং.; (৬) আয়-যামাখ্‌শারী, আল-কাশ্‌শাফ, কায়রো ১৯৬৬ খৃ.;

(৭) সি'দ্দীক' হা'সান খান, ফাতহু'ল-বায়ান, কায়রো সং; (৮) আল-মারাগী, তাফসীরু'ল-মারাগী, কায়রো ১৯৪৬ খৃ.; (৯) আবুল-হা'সান নীশাপূরী, আসবাবুন-নুযূল, কায়রো ১৯৬৬ খৃ.; (১০) সায়্যিদ কু'ত'ব, ফী জিলালিল-কু'রআন, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ.; (১১) আবূ হা'য়্যান আল-গারনাতী, আল-বাহ'রু'ল-মুহীত', রিয়াদ সং.; (১২) তাফরীরুল-বায়দাবী, কায়রো ১৯৫৫ খৃ.; (১৩) আবূ বাক্র ইবনু'ল-'আরাবী, আহ'কামুল-কু'রআন, কায়রো ১৯৫৮ খৃ.।

জুহুর আহ'মাদ আজ'হার (দা.মা.ই.) / এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আলাকাঃ (দ্র. নিসাব)

আলাজা (الجة) ঃ (তুর্কী) মূলত আলা=ফুট ফুট দাগবিশিষ্ট বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত, শব্দের ক্ষুদ্রত্ববাচক শব্দ। বিচিত্র বর্ণের ডোরাকাটা সূতি কাপড় (হলুদ ও বেগুনী, Hobson-Jobson, দ্র. Allaja. ৮ ও ৭৫৬)। ভৌগোলিক পরিভাষারূপেও শব্দটির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় (উদাহরণস্বরূপ 'আলাজাদাগ' শীর্ষক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

সম্পাদনা পরিষদ (E. I.2)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আলাজাদাগ (الجة دغ) ঃ 'বিচিত্র বর্ণের পর্বত', তুর্কী ভাষাভাষী দেশসমূহে পর্বতমালা বুঝাইতে প্রায়শ ব্যবহৃত একটি পরিভাষা; যথা ঃ ইহা (১) কোনিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি পর্বতের নাম, (২) কা'রসের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি পর্বতের নাম যাহা হইতে কা'রাদাগ শৈলশ্রেণী গঠিত হইয়াছে। এই পর্বতের নিকটে ১৬ অক্টোবর, ১৮৭৭ খৃ. রুশগণ তুর্কীগণকে পরাজিত করিয়াছিল।

সম্পাদনা পরিষদ (E. I.2)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আলাজা হি'সার (الجة حصار) ঃ 'বিচিত্র বর্ণের দুর্গ, পশ্চিম মোরাভার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত Krushevats শহরের তুর্কী নাম। শহরটি লাযার (Lazar) ও তাঁহার পুত্র স্টিফান (Stephan)-এর শাসনামলে সার্বিয়া (Serbia)-র রাজধানী ছিল (লাযার তুর্কীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য সেই শহরে সৈন্য সমবেত করিয়াছিলেন এবং ১৩৮৯ খৃ. তিনি Kosovo নামক স্থানে সাম্রাজ্যচ্যুত হন)। George Brankovirs-এর সিংহাসন আরোহণের পর ১৪২৮ খৃ. তুর্কীগণ শহরটি অধিকার করে। George Brankovirs তাঁহার রাজধানী Semendria-এ স্থাপন করিয়াছিলেন। সার্বিয়ান যুদ্ধে শহরটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং দ্বিতীয় মুহা'ম্মাদ সেইখানে একটি বন্দুকের কারখানা স্থাপন করেন। আলাজা হি'সার, রুমেলী (দ্র.) ইয়ালেত (Eyalet=বি'লায়াত)-এ একটি সান্‌জাকে'র রাজধানী ছিল। ১৭৩৭ খৃ. শহরটি অল্প সময়ের জন্য অস্ট্রিয়ানদের দখলে ছিল; দ্বিতীয়বার ১৭৮৯-১৭৯১ খৃ. পর্যন্ত শহরটি তাঁহাদের দখলে থাকে। এই সময় Sistovo চুক্তির মাধ্যমে শহরটি তুর্কীদেরকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ১৮০৬-১৮১৩ খৃ. শহরটি কারা জর্জের বিদ্রোহী সার্বিয়ানদের দখলে ছিল। ১৮৩৩ খৃ. আলাজা হিসার, সার্বিয়ার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের 'ছয়টি জেলার' একটিরূপে স্বীকৃতি লাভ করে (তু' G. Gravier, Les frontieres historigues de la Serbie, প্যারিস ১৯১৯ খৃ., পৃ. ৬৭ প.)। খাদ্যাভাব সৃষ্টি করিয়া দুর্গ রক্ষার জন্য নিয়োজিত ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) C. Jirecek, Staat u. Gesellschaft im mittelalt, Serbien, iv (Denkschr. AK. Wien, 1919), নির্ঘন্ট; (২) ঐ লেখক, Gesch. d. Serben, গোথা ১৯১৮ খৃ., পৃ. ১৮৬, ১৯১, ২০২, ২১২; (৩) B. de la Broquiere, Voyaged' Outremere (Schefer), 205; (৪) F. Babinger, Mehmed der Eroberer, 146, 165, 385; (৫) আওলিয়া চেলেবি, ৫খ., ৫৮৪; (৬) হা'জ্জী খালীফা, অনু. J. Hammer, Rumeli und Bosna, 146; (৭) A. Boue, Turquie d'Europe, প্যারিস ১৮৫০ খৃ., ২খ., ২৫, ৩৯৫, ৩খ., ২০৩-৪, ২৬৭, ৪খ., ২৮৭; (৮) ঐ লেখক, Recueil'd Itineraires dans la Turquie d'Europe, Vienna 1854, i, 176 প.; (৯) R. M. Ilic, Krusevao 1908.

S. M. Stern (E. I.2 এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আলাদাগ (الا دغ) ঃ (তুর্কী) 'বহু বর্ণ পাহাড়' বিভিন্ন পাহাড়ের নাম; (১) বোলুর নিকটে উত্তর-পশ্চিম আনাতোলিয়ায়; (২) টরুস পর্বতমালায়; (৩) পূর্ব আনাতোলিয়ায়, মুরাদ সু ঝরনা স্রোতের নিকটে, ওয়ান হ্রদের উত্তর-পূর্বদিকে; ইহা ঈলখানীদের গ্রীষ্মকালীন সদর দফতররূপে ব্যবহৃত হইত। (৪) উত্তর-পূর্ব পারস্যে, আত্‌রেকের দক্ষিণে; (৫) মধ্য-এশিয়ায়, যুন্‌গারিয়া ও বল্‌কা'ন হ্রদের অববাহিকার মধ্যবর্তী স্থানে ইসিক কূল এবং (৬) আল্‌মা আতার মধ্যবর্তী স্থানে; (৭) সাইবেরিয়াতে (রুশ কুযনেতস্ পর্বতশ্রেণীতে), আলতাই পর্বতশ্রেণীর উত্তর অংশে। শেষোক্ত তিনটির স্থানীয় উচ্চারণ আলা তাও।

E. I.2/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

আলান (اللان) ঃ (আরবীতে সাধারণত আল্লান-রূপে ব্যবহৃত) উত্তর ককেশাসের একটি ইরানী জাতিগোষ্ঠী (Alan, Aryan), পূর্ব কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব দিকেও বসবাস করিত, যেরূপ স্থানীয় নাম হইতে উহার সমর্থন পাওয়া যায় (দ্র. আল-বীরূনী, তাহ'দীদুল-আমাকিন, সম্পা. A. Z. Validi, in Biruni's Picture of the world, ৫৭)। ইতিহাসে আলান জাতির উল্লেখ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে পাওয়া যায়। ৩৭১ খৃ. তাঁহারা হুনদের নিকট পরাজয় বরণ করে। ভান্ডালদের সহিত আলান জাতির একটি অংশ পশ্চিম দিকে ফ্রান্স ও স্পেন পার হইয়া চলিয়া যায় এবং পরিশেষে উত্তর আফ্রিকায় ভান্ডাল রাজ্য স্থাপনে অংশগ্রহণ করে (৪১৮-৫৩৮ খৃ.)। জাস্টিনিয়ান এই রাজ্য জয় করিয়া 'ভান্ডাল ও আলানদের' রাজা উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ককেশাসের উত্তরের অবশিষ্ট আলানগণ পর্যায়ক্রমে বুলগার, তুর্কী ও খাযারদের প্রতিবেশীতে পরিণত হয়। কিন্তু তাহারা উহাদের দ্বারা সমতলভূমি হইতে পার্বত্য এলাকায় বিতাড়িত হয়। ১১৯/৭৩৭ সালে মার্‌ওয়ান ইব্‌ন মুহা'ম্মাদ 'বাবুল-লান (দারিয়াল)-এর দিক হইতে খাযার দেশে প্রবেশ করেন (দ্র. আল-বালাযু'রী, ২০৭; ইব্‌নুল-আছীর, ৫খ., ১৬০)।

আলানগণ ছিল আধুনিক কালের ওসেটদের পূর্বপুরুষ। আস হইতে ওসেট (জর্জীয় ভাষায় 'ঔসেৎ'ঈ') নামের উৎপত্তি, যাঁহারা বাহ্যত আলানদের সহযোগী গোত্র ছিল (আস খুব সম্ভবত প্রাচীন আওরসি; আল-মাস'উদী, ২খ., ১০, ১২; খাযারিয়াকে আল-আরসিয়্যা নাম দিয়া থাকে)। আরমেনীয় ভূগোলে আলানের পশ্চিম প্রান্ত 'আশদিগর' (আস-দিগর) নামে অভিহিত এবং দিগর (Digor) হইতেছে বর্তমান

ওসেটদের পশ্চিমাঞ্চলে, আর ওসেটে 'আসি' বলা হয় মাউন্ট এলবুর্য-এর নিকটস্থ একেবারে পশ্চিম প্রান্তের অঞ্চলকে যাহা ওসেটগণ পূর্বকালে অধিকার করিয়া থাকিবে।

মুসলিম বিজয়ের প্রারম্ভকালে আলানগণ কূহ কাযবিক-এর চতুষ্পার্শ্বে সারীর (Avar)-এর পশ্চিমে ও জর্জিয়া (jurz)-এর উত্তরে বসবাসরত ছিল। ইহাদের নামানুসারেই আরবগণ দাররাই দাবয়াল-কে বাবুল-লান নামে অভিহিত করিত। কোন কোন 'আরব লেখক (য়াকূত ও আবুল-ফিদা) আলান জাতিকে علان ও العلان নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে ইসলামী সূত্রসমূহে لان ও الان নামই পাওয়া যায় (ইব্নুল-আছাম আল-কূফী, তু. যাকী ওয়ালিদী তুগান, Ibn Fadlans Reis ebericht, পৃ. ২৯৬; আরও হুদূদুল-'আলাম, পত্র ৩৮, আলিফ 'নাহিয়াতুল-লান ওয়া দারুল-লান')। গ্রীক ও ল্যাটিন সূত্রসমূহে আস ও আলান ঐ সকল লোকের নামস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহারা উরাল পার্বত্য এলাকা ও কাস্পিয়ান সাগরের চতুষ্পার্শ্বে বসবাসরত ছিল (দ্র. W. Towaschek, Kritik der altesten Nachrichten uber dee skythischen Notden, ১খ., ১৮১)।

যেই সকল পণ্ডিত ইরানের পূর্বদিকে বসবাসরত গোত্রসমূহ, বিশেষ করিয়া তুখারী গোত্রের ইতিহাস সম্পর্কে ঔৎসুক্য রাখেন তাঁহারা খাওয়ারিযম অঞ্চলে ও সাধারণভাবে মধ্যএশিয়ায় বসবাসরত আলান ও আস গোত্রের লোকদেরকে অনেক গুরুত্ব দিয়া থাকেন (দ্র. G. Haloun, Zur Uetsi Frage, ZDMG, ৯১খ., ২৪৩ প.)। খাওয়ারিযম অঞ্চলে বসবাসরত আলান গোত্রের উল্লেখ ইরানী গল্পগাথাতেও রহিয়াছে (দ্র. F. Wolf, Glossar zur Firdosi's Schahname, আলান ও আলানদিয শীর্ষক প্রবন্ধ)। সুতরাং আজও সেই অঞ্চলের কোন কোন ভৌগোলিক নাম ঐ গোত্রের নাম স্মরণ করাইয়া দেয় (উদাহরণস্বরূপ আলান কুদুক=Alan-Kuduk যাহা সোভিয়েট ইউনিয়নের মানচিত্রে Barsakilmes-এর নিকট দেখান হইয়াছে)। আল-বীরূনীর তাহ্দীদ নিহায়াতিল-আমাকিন (ফাতিহ্ গ্রন্থাগারে উহার একমাত্র অনুলিপি, নং ৩৩৮৬) গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আলান ও আস গোত্রদ্বয় খাওয়ারিযম অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল। উক্ত বর্ণনামতে আমূ দারয়া জাহিলী যুগে খাওয়ারিযমের মধ্য দিয়া তাস আওয়াযবায় (Ozboy)-এর উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাস্পিয়ান সাগরে পতিত হইত। তখনকার দিনে উক্ত তাসের নাম 'মেযদবেস্ত' এবং সমগ্র এলাকার নাম 'আরদু'ল-বানাকিয়া ছিল। এই তাস মেযদবেস্তেই আলান ও আস গোত্রের কিছু লোক বসবাস করিত। অতঃপর আমূ দারয়া যখন উহার গতিপথ পরিবর্তন করিয়া আরাল হ্রদে পতিত হইতে থাকে এবং মেযদবেস্ত এলাকা শুষ্ক হইয়া পড়ে, তখন এই সকল লোক ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া কাস্পিয়ান তীরে বসতি স্থাপন করে। এই গোত্রের লোকেরা যে প্রথমে ইরানী খাওয়ারিযমী ও পাচনাকী তুর্কীদের মধ্যে বসবাস করিত আল-বীরূনী উহার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার সময় ইহারা এমন এক ভাষার ব্যবহার করিত যাহা খাওয়ারিযমী ও পাচনাকী ভাষার মিলিত রূপ ছিল। তিনি বিশেষভাবে এই কথারও উল্লেখ করিয়াছেন, তাস, 'আওয়াযবায় (Ozboy, যাঁহার ইরানী নাম তিনি মযদবেস্ত লিখিয়াছেন)-এর উপরের অংশের সুপ্রশস্ত এলাকা যাহা সারী মাকীশের (Sari Makish) পাদদেশে অবস্থিত, তুর্কী (পাচনাকী)-তে খিযতেনগিযী (Khiz-tenghizi) নামেই প্রসিদ্ধ ছিল (আল-বীরূনীর তাহ্দীদ গ্রন্থে প্রদত্ত এই সকল তথ্যের 'আরবী সূত্রের জন্য দ্র. যাকী ওয়ালিদী তুগান, Biruni's Picture of the world. Memoirs of the Archaeological Survey of India-তে, সংখ্যা ৫৩, নয়াদিল্লী ১৯৪০ খৃ., পৃ. ৫৬ প.)। আল-বীরূনী প্রদত্ত এই সকল তথ্য প্রকাশের পূর্বে প্রসিদ্ধ ইরান বিশেষজ্ঞ Andreas অনুমান করিয়া- ছিলেন, আলান ও আস গোত্রদ্বয় খাওয়ারিযমীদের প্রতিবেশী ছিল এবং ইহাদের সহিত তাহাদের ভাষাগত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল (দ্র. Der Islam, ১১খ., ১২২)।

আস গোত্রের যেই সকল লোক তাস মেযদবেস্ত হইতে কাস্পিয়ান হ্রদের দিকে চলিয়া গিয়াছিল নিঃসন্দেহে তাহারাই মুসলমান হইয়া থাকিবে। আমাদের জানামতে তাহারাই অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ভলগা নদীর অববাহিকায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। আল-মাস'উদীর বর্ণনামতে (মুরূজ, প্যারিস, ২খ., ১০) এতিল নদীর তীরে বসতি স্থাপনকারী আস গোত্রের লোকেরা (আস-আরীসিয়া, কোপ্রুলু গ্রন্থাগার, সংখ্যা ১১৫৯, পত্র ৮৩ আলিফ ও ৮৫ আলিফ) ইসলামী শাসনামলের প্রারম্ভে খাওয়ারিযম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের কারণে বসতি পরিবর্তন করে এবং কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্তী অঞ্চলে আসিয়া উহাদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে। নিঃসন্দেহে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহারা 'আরবদের সহিত কাস্পিয়ানের কর্তৃত্ব লইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। এইভাবে ঐ সকল ঐতিহাসিক দলীলে আসতারা খান (অর্থাৎ আস গোত্রের তারখান) নামে উহাদের এক নেতার উল্লেখ পাওয়া যায়, যিনি ১৪৭/৭৬৪-৭৬৫ সালে 'আরবদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন (দ্র. আত-তাবারী, ৩খ., ৩৭৮; J. Marquart, Ein arabischer Bericht uber die arktischen Lander, Ungarische Jahrbucher-এ, ৪খ., ২৭১)। ভলগা এতিল তীরের প্রাচীন নগরীর পার্শ্বে নূতন যে শহর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যাহা বর্তমানে আসতারাখান (স্থানীয় তুর্কী ভাষায় আসতারাহ্ খান) নামে অভিহিত, তাঁহার নামও উক্ত নেতা কিংবা ভলগা তীরের আস গোত্রের অন্য কোন নেতার নামানুসারে হইয়া থাকিবে। ঐ অঞ্চলে ইব্ন বাততূতার ভ্রমণকালেও এই নামে একটি পরিবর্তিত রূপ 'হাজী তারখান' বিদ্যমান ছিল। ভলগা নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকরী আস গোত্রের এই সকল লোক যদিও খাযার হূদীদের অধীনে চাকুরীরত ছিল, কিন্তু তাহারা মুসলমান ছিল এবং দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহারা অনেকাংশে তুর্কী প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ে, এমনকি তাহাদেরকে কিবচাকের একটি গোত্র বলিয়াই মনে করা হইত (শামসুদ্দীন আদ-দিমাশকী, নাখবাতু'দ-দাহ্র, Mehren, পৃ. ২৬৪ Marquart, Komanen, পৃ. ১৫৭)।

মোঙ্গল আমলে ভলগা তীরের আস গোত্র আলতীন উর্দূ (Golden Horde)-এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইব্ন বাত্তূতার বর্ণনামতে (সিয়াহাত নামাহ, তুর্কী অনুবাদ, ১খ., ৪০১: রিহ্‌লা, পৃ. ৩৫৬, বৈরূত ১৯৬০ খৃ.), উহাদের সারায় নগরীতে একটি পৃথক মুসলিম মহল্লা ছিল এবং ঐ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি 'আলাউদ্দীন আল-আসী ক্রিমিয়াতে ফাকীহ ও শিক্ষক ছিলেন (ইব্ন বাত্তূতা, রিহ্‌লা, পৃ. ৩২৩, বৈরূত, ১৯৬০ খৃ.; ঐ, তুর্কী অনুবাদ, ১খ., ৩৬০)। এই গোত্রেরই একটি প্রভাবশালী শ্রেণী যাহারা শীরীন নামে অভিহিত প্রথমে আলাতীন উর্দূ' এবং পরে ক্রিমিয়ার রাজনৈতিক জীবনে

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছিল (দ্র. 'আবদু'ল-গ'াফ্ফার আল-কারীমী, 'উম্দাতুল- আখবার, ইস্তাম্বুল, পৃ. ১৯৪" Comuc tamgali Asdan ve Sirin dedikleri subeden=আসদের মধ্যে যাহাদের গোত্রীয় চিহ্ন كف كير তাহারা শীরীন শাখা নামে অভিহিত')। Shirinskiy ও Shirinskiy-Shakhmatov নামের পরিবারও উহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহারা ক্রিমিয়ান মীরযাদের সহিত (যাহারা Shirinskiy নামে অভিহিত ছিল) একত্রে রুশদের সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং খৃস্টান হইবার পর তাহাদিগকে রুশ নেতৃশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আস গোত্রের শীরীন শাখা মোঙ্গল খাঁনদের সহিত নিজেদের কন্যাদিগকে বিবাহ দান করিয়া 'আলতীন উর্দূ' (Golden Horde) -এর ইতিহাসে স্থান লাভ করে। যদিও ভলগা তীরের আস গোত্র দীর্ঘকাল যাবত তুর্কী প্রথা গ্রহণ করিয়া রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তবুও স্থানীয় তুর্কী ও মোঙ্গল নেতৃবৃন্দ তাহাদেরকে সর্বদা বিদেশী বলিয়া মনে করিত এবং তাঁহাদের কন্যাদের সহিত বিবাহ বন্ধন অপসন্দ করিত। জানী বেগ খান (১৩৪০-১৩৫৭ খৃ.), যিনি জূর্জী গোত্রের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ খানদের অন্যতম ছিলেন, সম্পর্কে নোগাই (Nogay) ও বাশকুরত (Bashkurt)-এর বিবরণ রহিয়াছে, জানী বেগ খানের দুই স্ত্রীর মধ্যে একজন আস বংশের ছিল, যাহার নাম ছিল কারাচাচ (Karachach) এবং অপরজন কি'বচাক ছিল, যাহার নাম ছিল তায়দুলূ (Taydulu)। তায়দুলূ একদিন খানকে বলিল, 'তুমি আস বংশের মেয়েকে বিবাহ করিয়া আমাদের অপমানিত করিয়াছ' (চেনগীয নামাহ্, বার্লিন, Diez-এর পাণ্ডুলিপি, A. Guart, সংখ্যা ১৩৭, পৃ. ১২৮)।

এই গোত্রের অপর একটি শাখা, যাহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছিল, ক'াফক'াযে বসবাস করিত। উহাদের অধিকাংশ প্রতিবেশী উহাদেরকেও আস নামে অভিহিত করিত এবং প্রকৃতপক্ষে উহাদের বর্তমান নাম 'Ossetian' (রুশ Osetin), যাহা জর্জিয়াবাসীর নিকট আসের উচ্চারণ Ovsethi হইতে উৎপন্ন। যাহা হউক, এই গোত্র, যাহারা মুসলমানদের নিকট সাধারণভাবে আলান নামে প্রসিদ্ধ ছিল, বায়যান্টাইন প্রভাবে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করে (দ্র. J Kulakovskiy, Khiristiyanstvo u alanov, Vizantiyskiy Vremtennik-এ, ১৮৯৮ খৃ., ৫খ., ১-১৮)। প্রাচীন মুসলিম ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদগণ তাহাদেরকে খৃস্টান বলিয়াই জানিতেন (দ্র. হু'দূদুল-'আলাম, পৃ. ৩৮, তালিকা)। আল-মাস'উদীর অভিমত (মুরূজ, ২খ., ৪৩), আলান গোত্র ৯৩২ খৃ. ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। মোঙ্গলগণ যখন প্রথমবার শিরওয়ান ও দারাবান্দ পথে ক'াফক'াযের উত্তরে উপনীত হয়, তখন কি'বচাকের দক্ষিণ সীমান্তে এক শক্তিশালী প্রতিবেশী গোত্র হিসাবে আলানদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তখনকার দিনে উহাদের ক্ষমতা অবশ্যই ভলগা নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (দ্র. ইবনু'ল-আছীর, Tornb., ১২খ., ২৩২=Tiesenhansen, Texts Relating to the History of the Golden Horde, তুর্কী অনুবাদ, ইসমা'ঈল হ'াক'কী আযমীরলীকৃত, ইস্তাম্বুল ১৯৪১ খৃ., পৃ. ৫৪ প.)। সম্ভবত ভলগা তীরের আস ও ক'াফক'াযদের আলান গোত্রের লোকগণ একই গোত্রের দুইটি শাখা হইবার কারণে একে অপরের মিত্রে পরিণত হইয়া থাকিবে। আবুল-ফিদা' (Reinan, মূল পাঠ, পৃ. ২, ৩)-র বর্ণনামতে আস একটি তুর্কী গোত্র এবং আলান হইতে ভিন্ন ছিল। লেখক সম্ভবত আস দ্বারা আস গোত্রের সেই সকল মুসলমানকে বুঝাইয়া থাকিবেন যাহারা তুর্কী জীবন যাপন পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া ভলগা নদীর তীরে বসবাসরত ছিল এবং আলান দ্বারা কাফক'াযের আলানদেরকে বুঝাইয়া থাকিবে। বর্তমানে যদিও Ossetian-দের অধিকাংশই খৃস্টান, কিন্তু তাহাদের একটি বিরাট অংশ মুসলমানও। সম্ভবত মোগল যুগেও এই অবস্থাই বিদ্যমান ছিল। আস গোত্রের লোক মোগল সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশ করিয়াছিল এবং চীনে তাহাদেরকে ঐ সকল সিপাহীদের মধ্যে পাওয়া যাইত যাহাদেরকে 'আলতীন উর্দূ' (Golden Horde) হইতে খাকান-ই আজামের সেবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। ঐ সকল সিপাহীর নাম হইতে প্রকাশ পায়, তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমান ছিল এবং কিছু সংখ্যক খৃস্টান ছিল (উদাহরণস্বরূপ একজন সিপাহীর নাম ছিল আসান জান অর্থাৎ হ'াসান জান; অপর একজনের নাম নিকুলাই) দ্র. Bretschneicer. Mediaeval Researches, ২খ., ৮৪-৯০= Jivaya Starina, পিটার্সবার্গ ১৮৯৪ খৃ., ৪খ., ৬৫-৭৭)।

গ্রন্থপঞ্জ : (১) J. Kulakovsky, Alani po klassi ceskim i vizantiyskim istocnikam, Kiev ১৮৯৯ খৃ.; (২) Bleichsteiner, Das Volk der Alanen, in Berichte des forschungsinstitutes f. Osten und Orient, ২খ., Wien ১৯১৮ খৃ.; (৩) Hannes Skold, Die Ossetischen Lehnworter im Ungarischen, Lund ১৯২৫ খৃ.; (৪) হু'দূদুল-আলাম, v. Minorsky-কৃত ইংরেজী অনুবাদসহ, পৃ. ২৪৪ প.; (৫) J. Marmatta, Studies in the Language of the Iranians in South Russia, in Acta Orientalia, বুদাপেস্ট ১৯৫১ খৃ., ১খ., ২৬১-২৭৪; (৬) V. F. Miller, Osetinskiye et'ui ১৮৮৭ খৃ., ৩খ., ১-১১৬; (৭) M. Vasmer, Untersuchungen ubdr die altesten Wohnsitze der Slaven,i Die Iranier in Sudrussland, লাইপযিগ ১৯২৩ খৃ., ২৩-৫৯; (৮) Pauly-Wissowa, s. v. Alani; (৯) J. Marquart, Streifzuge, ১৬৮-৭২; (১০) Minorsky, The Alan capital Magas and the Mongol campaigns, BSOAS, ১৯৫২ খৃ., ২২১-৩৮; মোঙ্গল অভিযানের জন্য দ্র. (১১) ইবনুল-আছীর, ৬১৭/১২২০-এর নিম্ন; (১২) d'Ohsson, Histoire des Mongols, ২খ., ২৩৫; (১৩) তু. E. Bretschneider, Mediaeval Researches, ২খ., ৮৪-৯০; (১৪) V. I. Abayev, Osetinskiy yazik etc. মস্কো ১৯৪৯ খৃ., ১খ, ২৪৮-৫৯; Alanica' (ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ); (১৫) B. Skitsky, Ocerki po istorii osetinskogo naroda, Dzaudjikau ১৯৪৭ খৃ., ৩২-৪৫।

যাকী ওয়ালী তু'গ'ান ও W. Barthold.-V. Minorsky
(E. I.², দা.মা.ই.)/মু. আবদুল মান্নান

আলানয়া : Alanya ('আলাইয়া'আলায়া – علائية علايا) : দক্ষিণ আনাতেলিয়ার একটি বন্দর, ৩৬° ৩২' উ, ৩২° পূ. একটি পর্বতের পাদদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৫০ মিটার উচ্চে অবস্থিত; আনাতোলিয়া বিলায়াত (প্রাক্তন সানজাক')-এর অন্তর্ভুক্ত একই নামের

একটি শাসনাঞ্চলের (কাদা-এর) কেন্দ্রীয় শহর। ১৯৪৫ খৃ. শহরটিতে ৫৮৮৪ জন এবং ঐ শাসনাঞ্চলে ৩৭,৯৭১ জন অধিবাসী ছিল। রূমের সালজূক সুলতান 'আলাউদ্দীন ১ম কায়কু'বাদ-এর নামানুসারে শহরটির নামকরণ করা হয়। তিনি ১২২০ খৃ. পর্বতোপরিস্থ দুর্গটি জয় করিয়া উহাকে তাঁহার শীতকালীন বাসস্থান (কিশলাক) হিসাবে গ্রহণ করেন। অতঃপর উহা জনৈক গ্রীক কিংবা আর্মেনীয় ব্যারন (baron)-এর অধিকারে চলিয়া যায়। ইব্ন বীবী (Houtsma), ৩খ., ২৩৪-৪৪; ৪খ., ৯৭-১০৩, উহাকে 'কীর ফাব্দ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। শহরটি তখন উহার চমৎকার অবস্থানের জন্য গ্যালোনোরোস (Galonoros) নামে পরিচিত লাভ করে (এই কারণেই মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় উৎসসমূহে ক্যানডেলোরো বা স্কানডেলোরো নামের উল্লেখ পাওয়া যায়)। ৬৯২/১২৯৩ সাল হইতে 'আলাইয়্যা ক'ারামান রাজ্য (Prinapality)-ভুক্ত থাকে; ইব্ন বাত্তূতা (২খ., ২৫৭ প.) সেইখানে আনুমানিক ১৩৩৩ খৃ. য়ূসুফ বেগকে ক'ারামান অধিপতিরূপে দেখিতে পান। আল-মাক'রীযীর মতানুসারে (আস-সুলূক, s. a.), কারামানগণ শহরটি ৮৩০/১৪২৭ সালে মামলূক সুলতা'ন বারস্বায় (Barsbey)-এর নিকট বিক্রয় করিয়া দেন; কিন্তু 'উছমানী বিবরণ অনুসারে শহরটি ১৫শ শতকের শেষভাগে সালজূক বংশীয় জনৈক নরপতির অধিকারে ছিল। ৮৭৬/১৪৭১-২ সালে 'আলাইয়্যা ২য় মুহ'াম্মাদের সেনাপতি গেদিক আহ'মাদ পাশার অধিকারভুক্ত হয় [নেশরী (Taeschner) ১খ., ২০৫ প.]। তখন হইতে 'আলাইয়্যা 'উছ'মানীদের অধিকারে থাকে এবং ইচেল ইয়ালেতের অন্তর্গত একটি লিওয়া (সান্জাক)-র রাজধানীতে পরিণত হয় (কাতিব চেলেবি, জিহাননুমা, ৬১১)।

প্রাচীন 'আলাইয়্যা নগরী পর্বত শীর্ষে অবস্থিত ছিল যাহা পশ্চিম ও দক্ষিণে খাড়াভাবে ঢালু। কিন্তু পূর্ব ও উত্তরে ক্রমান্বয়ে নীচু হইয়া গিয়াছে, উত্তর দিকে ইহা ভূখণ্ডের সহিত কেবল এক ফালি সঙ্কীর্ণ জমির দ্বারা সংযুক্ত, ফলে সেখানে দুইটি উপসাগরের সৃষ্টি হইয়াছে যাঁহার মধ্যে একমাত্র পূর্ব দিকেরটি পোতাশ্রয় হিসাবে ব্যবহৃত হইত এবং এখনও হইতেছে। পর্বতস্থিত পুরাতন শহরটি চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। প্রাচীরটি পূর্ব তীরবর্তী উপদ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত এক দৃঢ় অষ্ট কোণবিশিষ্ট বুরুজ হইতে শুরু হইয়াছে। ইহা লাল বেলে পাথর দ্বারা ৬২৩/১২২৬ সালে নির্মিত (তাই উহার নাম কীযীল কুলা)। বুরুজটি উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে পর্বতের শীর্ষদেশ পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। অধিকন্তু এইরূপে পরিবেষ্টিত এলাকাটি পুনরায় দুইটি আড়াআড়ি দেওয়াল দ্বারা বিভক্ত, তন্মধ্যে উপরেরটি অর্থাৎ দক্ষিণ দিকেরটি বহির্ভাগের প্রাচীর সহকারে শীর্ষস্থ দুর্গটি (ইচ কা'ল'আ) বেষ্টন করিয়া আছে এবং অপরটি বেষ্টন করিয়া আছে বহির্ভাগের দুর্গ (দীশ ক'াল'আ)। তুর্কী আমলে দুর্গটি সৈন্যদের ব্যারাক হিসাবে ব্যবহৃত হইত; বর্তমানে উহা জনশূন্য কিন্তু একটি বায়যান্টাইন গির্জার ধ্বংসাবশেষ এখানে রহিয়াছে। বাহিরের দুর্গটি পুরাতন শহরের আবাসিক এলাকা ছিল; এখানে প্রাথমিক 'উছমানী যুগের একটি খান (সারাইখানা, বরং মনে হয় বাদাস্তান নহে, যেরূপ প্রায়ই উক্ত হইয়া থাকে) একটি প্রাচীন মসজিদ (ক'াল'আ জামি'), যদিও বর্তমান অবস্থার ইহাই একমাত্র 'উছমানী যুগের মসজিদ এবং জনৈক আকশাবা সুলতানের কবর (তুরবে) [৬২৮/১২৩০ হইতে] রহিয়াছে। 'আলাউদ্দীনের নামে অভিহিত ও দুর্গের বাহিরে অবস্থিত মসজিদটি খুব বেশী পুরাতন বলিয়া মনে হয় না। উপকূলে একটি অস্ত্রাগার (তেরসানা) রহিয়াছে যাহা উহার শিলালিপি অনুসারে 'আলাউদ্দীন ১ম কায়কু'বাদ কর্তৃক নির্মিত। ইহাতে প্রতিটি বিভক্তকারী দেওয়ালে পাঁচটি ধনুকাকৃতির প্রবেশ-পথসহ পাঁচটি বৃহৎ চোঙ্গাকৃতি খিলান (barrel vault) বিদ্যমান, ইহাই সালজূক আমল হইতে এই পর্যন্ত জ্ঞাত এই ধরনের একমাত্র অট্টালিকা।

পুরাতন শহরটি বর্তমানে জনবসতি বিরল। একটি নূতন শহর পর্বতের পাদদেশে যোজকে ও মূল ভূখণ্ডে গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য কোন নিদর্শন নাই।

'আলাইয়্যা হইতে পূর্বদিকে অনতিদূরে উপকূলীয় সমতলভূমিতে একটি নদীর তীরে সালজূক আমলের প্রাসাদোপম একটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা প্রধানত প্রাচীর বেষ্টিত একটি স্থানের মধ্যখানে একটি barrel-vault সমন্বয়ে গঠিত। ইহা সম্ভবত কোন সালজূক অভিজাতবংশীয় ব্যক্তির গ্রামের বাগানওয়ালা বাড়ী ছিল। প্রাচীরের সারিতে একটি ছোট খৃষ্টান গির্জার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) R. M. Riefstahl, Turkish Architecture in Southwestern Anatolia, Cambridge ১৯৩১ খৃ., ৫৩-৬০ ও ব্যাখ্যামূলক চিত্র, ৯৯-১০৯, শিলালিপি (P. Wittek কৃত), ৯২-১০১ ও ব্যাখ্যামূলক চিত্র, ২০৯-২১৩; (২) IA, দ্র. Aliya (B. Darkot ও Mukrimin Halil Yinanc-কৃত) আরও অধিক বরাতসহ।

Fr. Taeschner (E. I.[2]/মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

আলাবা ওয়া'ল-কি'ল'আ (ألبة والقلعة) : 'Alava and the forts' একটি ভৌগোলিক পরিভাষা; 'আরব ইতিহাসবিদগণ (Chronicler) ২য় ও ৩য় / ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে খৃস্টান স্পেনের সেই অঞ্চলকে বুঝাইবার জন্য এই পরিভাষাটি ব্যবহার করিতেন যাহা কর্ডোভা হইতে উমায়্যা আমীরগণের প্রেরিত গ্রীষ্মকালীন অভিযান (স'াইফা)-এর জন্য খুবই অনাবৃত ছিল। আলাবা পরিভাষাটি আইবেরীয় উপদ্বীপের উত্তর ও Ebro নদীর অববাহিকার বাম তীরে অবস্থিত অঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইত। এই অঞ্চলটি পশ্চিমে Bureba এবং Castilla La Vieja ('Oed castile'= আল-কি'ল'আ) অঞ্চল দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং ইহা Pancorbo Pass-এর বিপরীত দিকে Ebro অববাহিকার বাম তীর হইতে শুরু করিয়া আধুনিক কালের শহর Santander-এর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে আলাবা স্পেনের একটি প্রদেশের নাম এবং ইহার রাজধানী আধুনিক শহর ভিটোরিয়া (Vitoria)।

গ্রন্থপঞ্জী : E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus., i, 143, n. 1., আরও দ্র. Al-Andalus, i.

E. Levi-Provencal (E.I.[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান

'আলাবী (علوى) : V. Maltzan, Reise, ৩৫৬ অনুসারে Alluvi (আহল 'আলী) আদান-কা'তা'বা-সা'ন'আ কাফেলা চলাচল পথের একটি উপজাতি এবং একটি জিলার নাম। Western Aden Protectorate (আশ্রিত স্থান)-এর "nine Cantons"-এর মধ্যে ক্ষুদ্রতম অঞ্চল। ইহা আমিরী (উত্তর) এবং হাওশাবী (দক্ষিণ) অঞ্চলের মধ্যখানে অবস্থিত এবং পূর্বে বানূ 'আমির-এর অধিকারভুক্ত ছিল (V.

Maltzan, স্বা.)। কিন্তু পরে ইহা অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয় এবং ১৮৯৫ সালে বৃটিশের সঙ্গে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে। জনসংখ্যা ১০০০-১৫০০।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Handbook of Arabia (Admiralty), ১খ., ২১২; (২) Hunter, Account of the British settlement of Aden, পৃ. ৮৭, ১৫৫, ১৬৯ প.; (৩) von Maltzan, Reise nach Sudarabien, ২০৪, ৩৫৬; (৪) D. Ingrams, Survey of Social and Economic conditions in the Aden Protectorate, পৃ. ২৪, ২৭, ৩৪।

O. Lofgren (E.I.[2])/মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান

'আলাবী বংশ (علوية–علويو–علوى) ঃ মরক্কোর শাসক রাজবংশ।

'আলাবী রাজবংশের আবির্ভাব কালের মরক্কো ঃ যখন 'আলাবী শুরাফা' (দ্র. শারীফ) মরক্কোর উপর তাঁহাদের শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তখন দেশটি গুরুতর রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংকটে জর্জরিত ছিল। বিশেষ প্রভাবশালী মুরাবিতী আন্দোলন (বিশেষ করিয়া উত্তর আফ্রিকার) এবং বিদেশীদের প্রতি বিদ্বেষের ভাবধারার দীর্ঘকালীন প্রভাবে সূ'ফীবাদ ও শারীফবাদের উদ্ভব হয় এবং ধর্মীয় ভ্রাতৃসংঘের বিকাশ ঘটে। খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে মরক্কোর উপকূল ভাগে পর্তুগীজ ও স্পেনীয় খৃস্টানগণের আক্রমণকালে এই মতবাদদ্বয় আত্মপ্রকাশ করে এবং এক নব রূপ লাভ করে। এই সময়ে ফেয এবং মাররাকুশ-এ প্রতিষ্ঠিত দুইটি সা'দী মাখযান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং ধর্মীয় আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী প্রাদেশিক দলগুলি দেশটিকে বিভক্ত করিয়া ফেলে এবং নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আদ-দিলা (দ্র.)-এর মুরাবিতগণ মধ্য ও কেন্দ্রীয় আটলাসের বারবারগণ কর্তৃক সাহায্যপুষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আটলান্টিক সমভূমির দিকে অগ্রসর হইয়া মরক্কোর সিনহাজী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রায় সক্ষম হইয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মরক্কোর প্রয়োজন ছিল পুনর্বাসনের, সংগঠনের এবং সর্বোপরি শান্ত অবস্থার, কারণ অরাজকতা ও লুণ্ঠন ছিল প্রসারমান। 'আলাব'ীগণকে পূর্ববর্তী কোন রাজবংশকে দমন করিবার সমস্যা মুকাবিলা করিতে না হইলেও সর্বদিকের সংকটময় সমস্যাগুলি মুকাবিলা করিতে হইয়াছিল।

'আলাবী শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা ঃ হাসানী বংশোদ্ভূত 'আলাব'ীগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আরব হইতে তাফীলালত (Tafilalt)-এ আগমন করেন নাই। বহুদিন ধরিয়া তাঁহারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু অরাজকতার কারণে যখন সা'দী রাজবংশের পতনের লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন তাফীলালত-এর অধিবাসিগণ যুগপৎ আবুল-হ'াসান আস্-সামলালীকে এবং আদ্-দিলার মুরাবিত'গণ কর্তৃক ক্ষমতা দখলের আশঙ্কায় মাওলায় আশ-শারীফকে তাঁহাদের নেতারূপে মনোনীত করেন। তদীয় পুত্র মাওলায় মুহ'াম্মাদ, [তথালিখিত] যিনি তাঁহার জীবদ্দশাতেই ১০৪৫/১৬৩৫-৬ সালে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, পূর্ব মরক্কোতে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ বৎসর ধরিয়া প্রচেষ্টা চালান, কিন্তু তাহাতে কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। মুহ'াম্মাদের ভ্রাতা মাওলায় আর-রাশীদ (দ্র.) অধিকতর দূরদৃষ্টি ও সংকল্প লইয়া এই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হন। সময়টি ছিল তাঁহার অনুকূলে; দেশ অরাজকতায় অতিষ্ঠ এবং প্রভাবশালী মুরাবিত সংগঠন পতনোন্মুখ। মাওলায় আর-রাশীদ ১০৬৯/১৬৫৯ সালে তাঁহার পিতা আশ-শারীফ-এর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাওলায় মুহাম্মাদের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া ভাগ্যান্বেষণে মরক্কো গমন করেন। তিনি একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল গঠনে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ইবন মাশ'আল নামক জনৈক য়াহূদীকে হত্যা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করার পর মা'কিল 'আরব এবং আয়ত ইনাসসেন বারবারদের সহায়তায় পূর্ব মরক্কোতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। ক্রমান্বয়ে তিনি তাঁহার রাজ্য প্রসারিত করেন এবং তাযাতে প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপন করেন। ১০৭৬/১৬৬৬ সালে তিনি ফেয অধিকার করেন। তখন হইতেই তিনি সুলত'ানের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং মুরাবিত' শক্তিকে (যাহারা মরক্কোর আটলান্টিক উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষমতার অংশীদার ছিল) দমন করিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি উত্তর মরক্কো অধিকার করেন এবং তারপর তিনি দিলা'ইগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের যাবিয়া শহর অধিকার করিয়া লন। ১০৭৯/১৬৬৯ সালে তিনি মাররাকুশে প্রবেশ করিয়া সূস এবং আটলাসের পশ্চাদ্দেশ (Anti Atlas) দখল করেন। তাঁহার বিজয়সমূহ সুসংহত করিবার পূর্বেই ১০৮২/১৬৭২ সালে মাররাকুশে তিনি ইন্তিকাল করেন।

এইরূপে ফীলালী শারীফগণ ব্যক্তিগত সাহসিকতাপূর্ণ কর্ম দ্বারা ক্ষমতা দখল করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তিগত কর্মতৎপরতা বহুদিন পর্যন্ত দস্যুতা ও যুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ছিল। মরক্কোর সমতল ভূমি ও মরূদ্যান অধিকার করিয়া তাহারা চরম বিজয় লাভ করিয়াছিল। মাওলায় আর-রাশীদ কয়েকটি মাত্র আরব গোত্রের অকৃত্রিম সহায়তা ও সহযোগিতায় দেশের দুর্বল অবস্থার এবং শক্তিশালী মুরাবিত' সংগঠনের পতনের সুযোগে, কৃতকার্যতার সহিত পুনর্বিন্যাস এবং আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কার্য সম্পাদন করেন। কিন্তু এই দেশে বাস্তবিকপক্ষে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। যদিও মুরাবিত' সমস্যা আকস্মিকভাবে শেষ হইয়াছিল তথাপি সদা গুরুতর 'আরব সমস্যা মারাত্মক বার্‌বার্ সমস্যার প্রায় অনুরূপ পর্যায়ে প্রকাশ পাই'বার পথে ছিল। ইহার অপরিহার্য পরিণতি ছিল আটলাসের সিনহাজাগণের উত্তর ও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়া, সৈন্যদলকে সংগঠিত করা, সরকারের পুনর্গঠন এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের যে সকল স্থানে মরক্কো প্রতিষ্ঠিত হইতে চায় সেইসব স্থান অর্জন করা ইত্যাদি কাজগুলি তখনও বাকী ছিল।

মাওলায় ইসমা'ঈল ঃ (১০৮২-১১৩৯/১৬৭২-১৭২৭) এবং 'আলাবী বংশের সুপ্রতিষ্ঠা ঃ আর-রাশীদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শান্তি ও শৃঙ্খলা অস্থায়ী প্রমাণিত হয়। তদীয় ভ্রাতা এবং উত্তরাধিকারী ইসমা'ঈল (দ্র.)-কে সিংহাসনের দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী দাবিদারের মুকাবিলা করিতে হয় এবং শহরে ও উপজাতীয়গণের অসংখ্য বিদ্রোহ দমন করিতে হয়। তাঁহাকে ফেয এবং মাররাকুশ অবরোধ করিতে হইয়াছিল বিধায় এই দুইটিও রাজধানী শহরের মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হয় এবং মিকনাসা-তে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই স্থান হইতে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিতে থাকেন। মাওলায় ইসমা'ঈলকে সর্বাগ্রে সৈন্যদলের সমস্যার সমাধান করিতে হয়। এই উদ্দেশে প্রথমে তিনি 'আরব গীশ (জায়শ جيش) প্রাচীন সংগঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং ইহার সহিত তিনি মরূদ্যানের মা'কি'ল 'আরবগণকে সংযুক্ত করিয়া ইহাকে উদায়া-র গীশ নামে অভিহিত করেন। তবে বিশেষভাবে তিনি সা'দীগণ কর্তৃক আনীত হাবশী দাসগণের বংশধরদেরকে সৈন্যদলে ভর্তি করেন এবং ইহারাই 'আবীদু'ল-বুখারী নামে

অভিহিত। কিন্তু এই কৃষ্ণকায় সৈনিকগণের কোন কালেই কোন বিশেষ সামরিক মূল্য ছিল না।

মাওলায় ইসমা'ঈল তাঁহার রাজত্বকালের প্রারম্ভ হইতেই আলজেরীয় অভিযানে অকৃতকার্য হন এবং তুর্কীদের সহিত স্বাভাবিক শর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হন, স্পেনীয় উপনিবেশ মাহদিয়্যা এবং আল-আরাইশ (Larache) পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন। বৃটিশগণ তানজিয়ার (তানজা) ত্যাগ করে। মাযাগান, সিউটা (সাবতা) এবং মেলিললা খৃষ্টানদের অধিকারে থাকে।

তাঁহার দীর্ঘ শাসনকালের প্রায় সমগ্র সময় অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, মিথ্যা দাবিদারের উত্থান ও উপজাতীয়গণের বিদ্রোহ ইত্যাদি দমনে ব্যয়িত হয়। দেশে বহু কালব্যাপী অরাজকতা বিরাজ করে এবং রাজশক্তি কর্তৃক বিজিত দেশের উপর চাপানো প্রবল আর্থিক বোঝা বিদ্রোহে ইন্ধন যোগায়। সি'নহাজা বারবারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানগুলিই ছিল সর্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য। ইহাদের কিছু সংখ্যকের সাহায্যেই মাওলায় ইসমা'ঈল মধ্যআটলাসে কিছুদিনের জন্য শান্তি আনয়ন করেন। কিন্তু সমগ্র মরক্কো স্বীয় অধিকারে আনয়ন করিতে তিনি কখনও কৃতকার্য হন নাই।

ইউরোপের সহিত মাওলায় ইসমা'ঈলের কূটনৈতিক সম্পর্ক অনেক সময় ভুল ধারণার সৃষ্টি করিত। তিনি খৃষ্টান জগতকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার ইউরোপীয় নীতি ধর্মযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষাভিত্তিক ছিল; অনিচ্ছাকৃতভাবে ইহার বাস্তবায়ন করা হইয়াছিল; মূলত ইহা নেতিবাচক ছিল। ইউরোপীয় জাতিসমূহের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বন্দিগণের সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হয় নাই। বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল অকিঞ্চিৎকর। মরক্কো ক্রমবর্ধমানভাবে ইউরোপ ও তুর্ক আলজেরিয়া হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়; পুনর্জাগরণের বীজ বাহির হইতে বপন করা যায় না।

ইস্মা'ঈল দেশের অভ্যন্তরে স্বীয় বংশের অবস্থান সুদৃঢ় করেন এবং অঞ্চলবিশেষে শান্তি-শৃঙ্খলা আনেন, কিন্তু তিনি আরব অথবা বারবার সমস্যার সমাধান করিতে অকৃতকার্য হন। তাঁহার মৃত্যুর পর কৃষ্ণকায় অনিয়মিত সৈনিকদল গোলযোগের প্রধান উস্কানিদাতা বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইসমা'ঈল মরক্কোর বিরাজমান বিশৃংখলার কোন প্রতিকার করেন নাই কিংবা দেশকে কোন নূতন পথে পরিচালিত করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুতে পরবর্তী অরাজকতা পূর্বাপেক্ষা জটিলতর রূপ ধারণ করে।

অরাজকতার যুগ (১১৩৯-৭০/১৭২৭-৫৭) ঃ ত্রিশ বৎসর যাবত মাওলায় ইসমা'ঈলের বিভিন্ন পুত্রকে 'আবীদ গীশ ও এমনকি সমতলে আগত বারবার উপজাতীয়গণ সুলত'ানরূপে মনোনীত এবং সিংহাসনচ্যুত করিয়া আসিলে সাতজন শাসকের আগমন এবং অবসান ঘটে। তাঁহাদের একজন, আহ'মাদ আয-য'াহাবী, দুইবার রাজত্ব করেন এবং 'আবদুল্লাহ (দ্র.) বিভিন্ন সময়ে চারিবার রাজত্ব করিয়াছিলেন। মরক্কোর ইতিহাসে ইহা অন্ধকারতম যুগের অন্যতম। অরাজকতা ও লুণ্ঠন কার্য শাসিত অঞ্চল ও বড় শহরগুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।

মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ (১১৭০-১২০৪/১৭৫৭-৯০) ঃ মুহ'াম্মাদ ১১৭০/১৭৫৭ সালে সুলতান মনোনীত হইবার পূর্বেই মাররাকুশে তাঁহার পিতার খলীফা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। সমস্যা সমাধানের কোনও নূতন পন্থা উদ্ভাবন কিংবা দেশকে প্রকৃতভাবে পুনর্গঠনের জন্য কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে মুহ'াম্মাদ তাঁহার পূর্বসূরী বা উত্তরসুরিগণ অপেক্ষা অধিকতর দক্ষ ছিলেন না। তিনি যে প্রধান সমস্যাগুলির সম্মুখীন হন তাহার কোনটারই সমাধান করিতে পারেন নাই। তবুও তাঁহার সঙ্গতির সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া নিজের সাধ্যমত এবং দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁহার রাজত্বে শান্তি ও উন্নতি বিধান করেন। তিনি কর আদায়ের ব্যবস্থা সংগঠিত করেন, নিখুঁত মুদ্রা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং গীশ ও আবীদ-এর অবশিষ্টাংশ এবং শাসিত উপজাতির কয়েকটি নির্বাচিত সৈন্যদল লইয়া একটি ক্ষুদ্র সামরিক বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। বারবারদের সহিত তাঁহার মৈত্রী সত্ত্বেও সমতলের সিনহাজা উপজাতীয়দের হামলা প্রতিরোধ করিতে তিনি সক্ষম ছিলেন না, ফেয হইতে তাদলা হইয়া মাররাকুশ পর্যন্ত সড়কটি তাঁহার সময়েই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

পর্তুগীজগণ ১১৮২/১৭৬৯ সালে মাযাগান পরিত্যাগ করিলে উহা পুনর্দখল করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। সিউটা (সাবতা) এবং মেলিল্লাতে দুইবার পরাজয় বরণ করিবার পর তিনি স্পেনের সহিত শান্তি স্থাপন করেন। তিনি মরক্কোর জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক বাণিজ্যের অপরিহার্যতার বিষয় উপলব্ধি করেন। তদনুসারে তিনি প্রধান প্রধান ইউরোপীয় শক্তির সহিত বাণিজ্য এবং বন্ধুত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তিনি অধিকাংশ ইউরোপীয় ব্যবসায়ী এবং কূটনৈতিক কর্মচারিগণকে নূতন শহর মোগাদোরে, যাহার নির্মাণ ১১৭৯/১৭৬৫ সালে শুরু হইয়াছিল এবং ইউরোপীয় স্থপতিগণ কর্তৃক যাহা পরিকল্পিত হইয়া ছিল, একত্র করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহর শাসনকালের শেষভাগ তদীয় পুত্র এবং ভাবী উত্তরাধিকারী আল-য়াযীদ-এর বিদ্রোহ দ্বারা বিঘ্নিত হয়।

'আলাবীগণের রক্ষণশীল নীতি ঃ মরক্কো সংকটের পটভূমি (১২০৪-১৩১১/১৭৯০-১৮৯৪)। আল-য়াযীদের স্বল্পকালীন শাসনকাল (১২০৪-৬/১৭৯০-২) স্পেনের সহিত বিবাদ এবং দক্ষিণ মরক্কোর সাংঘাতিক বিদ্রোহ দ্বারা চিহ্নিত। এই ধর্মোন্মাদ ও রক্তপিপাসু সুলত'ানের মৃত্যুতে তাঁহার ভ্রাতা সুলায়মান দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে নিজেকে মুক্ত করেন এবং মরক্কোকে স্বল্পকালের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে অবকাশ প্রদান করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সংকট হইতে মরক্কো রেহাই পায়; প্রতিটি ক্ষেত্রেই মনোনীত উত্তরাধিকারী নির্ঝঞ্ঝাট সিংহাসন লাভ করে।

সুলায়মান (১২০৬-৩৮/১৭৯২-১৮২২) [দ্র.], 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন হিশাম (১২৩৮-৭৬/১৮২২-৫৯) [দ্র.], মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'র-রাহ'মান (১২৭৬-৯০/১৮৫৯-৭৩) এবং মাওলায় আল-হ'াসান (১২৯০-১৩১১/১৮৭৩-৯৪) [দ্র.] প্রমুখ সুলত'ানগণ বিচক্ষণ ও বাস্তবধর্মী শাসক ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের নীতিমালা উদ্যমের স্বাক্ষরবাহী এবং খুঁটিনাটি নানা বিষয়ে নমনীয়তাসম্পন্ন হইলেও প্রগতিশীল ছিল না। এই সমগ্র সময়কালে মরক্কোর অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি অভিন্ন ছিল। সেনাবাহিনী ছিল দুর্বল; 'আবীদগণকে দমন করা হয়, কিন্তু গীশগণকে উচ্চ পদমর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইলেও তাহারা অনিয়ন্ত্রিত এবং বহুলাংশে অকার্যকর থাকিয়া যায়। সৈন্যদলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল অনুগত উপজাতীয় সৈন্যদলগুলি যাহাদেরকে কোন অভিযানের প্রাক্কালে সংগ্রহ করা হইত। সুলত'ানগণের কর্মশক্তি সম্পূর্ণরূপে শাসিত অঞ্চলসমূহ হইতে খাজনা সংগ্রহের ব্যাপারে নিয়োজিত থাকে, যদিও এই নীতি সব সময় ফলপ্রসূ হয় নায়। ক্রমান্বয়ে বর্ধিত আকার প্রাপ্ত বিলাদুস-সীবা [দ্র.]-কে শান্ত রাখার উদ্দেশে তাঁহার সকল দাবি ত্যাগ করেন।

বিদ্রোহ দমন এবং খাজনা আদায় উদ্দেশ্য উনবিংশ শতাব্দীর 'আলাবী সুলতানগণ তাহাদের কিছু সময় শাসিত অঞ্চল পর্যবেক্ষণ ও ভ্রমণের উদ্দেশে ব্যয় করেন; ইহার ফল ছিল প্রায়ই সীমাবদ্ধ ও অস্থায়ী। ঐ সময়ে শক্তির পরিবর্তে কূটনীতি প্রয়োগ করা হইত, যেই উপজাতীয়গণ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে বসবাস করিত তাহাদের পৃথক পৃথক আনুগত্য আদায়ের জন্য প্রচেষ্টা চালান হয়। এই সমস্ত উপায় অবলম্বন দ্বারা মাখযান (মরক্কো সরকার) মুখরক্ষা করিবার প্রয়াস পান, দেশের অভ্যন্তরে না হইলেও অন্তত ইউরোপের দৃষ্টিতে। ইহাতে বশ্যতা অস্বীকারকারী শক্তিশালী দলগুলির সহিত মুখামুখী সংঘর্ষ এড়ান যাইত; এই দলগুলি কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে একত্র হইতে অক্ষম ছিল। যাহা হউক, উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে মাওলায় আল-হ'াসান দক্ষিণ মরক্কোতে প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী ক'াইদ্গণকে নিজের আয়ত্তাধীনে আনার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সুলত'ানগণের সামরিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ ও ক্লান্তিকর। তাঁহাদের আর্থিক সঙ্গতি সতর্কতার সহিত পরিচালিত হইলেও তাহা ছিল অত্যল্প; মাখযানের স্বল্প পরিমাণ অর্থ যে কোন স্থায়ী কাজের জন্য বাধাস্বরূপ ছিল।

মধ্যযুগীয় রীতিনীতিতে একগুঁয়েভাবে আঁকড়াইয়া থাকা মরক্কোর উপর ইউরোপীয় হস্তক্ষেপ দৃঢ়ভাবে অধিকতর চাপের সৃষ্টি করে এবং ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৈদেশিক নীতি অভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপর প্রাধান্য লাভ করে। আধুনিক জগত হইতে দূরে সরিয়া থাকা সর্বশেষ ভূমধ্যসাগরীয় দেশ মরক্কোর ভাগ্য ইতোপূর্বে নির্ধারিত হয় নাই, কারণ পাশ্চাত্যের শক্তিগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সর্বোপরি মুখ্য সংশ্লিষ্ট দেশ ফ্রাঙ্গের শান্তির অভিলাষ ইহাকে বহুকাল তদবস্থায় রাখে। যাহা হউক, মরক্কো অদূরদর্শিতাবশত ইউরোপীয় শক্তিগুলির সহিত দুইটি যুদ্ধের সূচনা করে। ফ্রান্সের সহিত 'আবদু'ল-ক'াদির ইব্ন মুহ'য়ি'দ্দীন-এর যুদ্ধে 'আবদু'র-রাহ'মান তাঁহাকে সমর্থন দান করেন। ইসলি (Isly)-তে মরক্কোর সেনাবাহিনী পরাজিত হয় (২৮ জুমাদা'ল-আখিরা, ১২৬০/১৫ জুলাই, ১৮৪৪) ও তানজিয়ার ও মোগাদোর বন্দরের উপর ফরাসী নৌবাহিনী বোমা বর্ষণ করে। সুলত'ান অবিলম্বে সন্ধি স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মুহাম্মাদ সীমান্তে সংঘটিত ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। স্পেনীয় সেনাবাহিনী সিউটা হইতে অগ্রসর হইয়া তিতুয়ান দখল করে এবং তানজিয়ারের দিকে অগ্রসর হইলে গ্রেট বৃটেন উভয়ের মধ্যে সন্ধির ব্যবস্থা করে। 'আলাবী শাহী বংশ এই উভয় যুদ্ধ হইতে অক্ষত অবস্থায় বাহির হইয়া আসে। এই যুদ্ধ দুইটিতে তাঁহারা বিদেশীদের প্রতি ঘৃণা এবং ধর্মযুদ্ধের প্রতি আসক্তি হেতু জড়াইয়া পড়েন। মাওলায় আল-হ'াসান (দ্র.)-এর রাজত্বকালে ইউরোপীয় ব্যবসা প্রসার লাভ করে। মাওলায় আল-হ'াসান-এর প্রতিটি প্রচেষ্টাই শাসিত অঞ্চলের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব বজায় রাখা এবং ক্রমবর্ধমান সংকটের মুকাবিলায় স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। অস্থিতিশীল এবং স্ববিরোধী অবস্থা ততদিনই টিকিয়া থাকে যতদিন শারীফী রাজত্বের সৃষ্ট কূটনৈতিক বহিঃপ্রাকার অটুট ছিল।

মরক্কো সংকট এবং ফরাসী আশ্রিত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঃ (১৩১১-৩০/ ১৮৯৪-১৯১২), বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বৎসরগুলিতে মরক্কোর অভ্যন্তরীণ ভাঙ্গন দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। 'আবদু'ল-'আযীয (দ্র.) মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা মাওলায় আল-হ'াসান-এর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯০০ খৃ. পর্যন্ত মন্ত্রী বা আহ'মাদ প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কর্তৃত্ব পরিচালনা করেন এবং প্রতিটি বিষয়ে পূর্ববর্তী শাসনের সমস্ত রীতিনীতি অনুসরণ করেন। সুলত'ানের সদিচ্ছা ও সংস্কারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভ্রমাত্মক নীতির কারণে বিলাদু'ল-মাখযান (কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল)-এর ভাঙ্গন শুরু হইয়া শাহী বংশের সহিত সম্পর্কহীন একজন ভুয়া দাবিদার রূগীবূ হামারা (আবূ হ'ামারা) তাযা-তে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং শারীফী সৈন্যবাহিনীকে অগ্রাহ্য করিতে থাকে। ফলে শাহী বংশের অবস্থা টলটলায়মান হইয়া উঠে। এইভাবে মরক্কো অনিচ্ছাসত্ত্বেও কূটনৈতিক মঞ্চের সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। দেশের উত্থানমুখী বিশৃঙ্খলায় শান্তি রক্ষার্থে ইউরোপীয় রাজপ্রতিনিধিগণের সহিত সম্পাদিত চুক্তিসমূহ অর্থহীন হইয়া পড়ে। এই সংকটের প্রধান প্রাসঙ্গিক ঘটনার মূল উৎস ছিল জার্মানীর গৃহীত সামরিক ও অন্যান্য কৌশল। জার্মানী মরক্কোর উপর ফরাসী প্রভাব বিস্তার রোধ করার চেষ্টা করে। এই সমস্ত দ্বন্দ্বের প্রথমটির সমাধানের উদ্দেশে আহূত আলজেসিরাস (جزيرة الخضراء) সম্মেলনের চূড়ান্ত পর্বে সুলত'ানের স্বাধীনতা, তাঁহার রাজত্বের অখণ্ডতা এবং শক্তিসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা ঘোষণা করা হয়, অবশ্য ফ্রান্সের জন্য কিছু বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থার স্বীকৃতিসহ।

ফরাসী আশ্রিত কয়েকজনের হত্যা এবং আলজেরিয়া সীমান্তে আন্দোলন ফ্রান্সকে উজদা (Ougda وجدة) অঞ্চলে শান্তভাব আনয়ন এবং শাউইয়া (Chaonuia شاوية) অধিকার করিতে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯০৯ খৃ. ফ্রাংকো-জার্মান চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে একটি নূতন কূটনৈতিক সংকটের নিরসন ঘটে। ফ্রান্স ও স্পেন মরক্কোতে তাহাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করে।

এই সমুদয় ঘটনাপ্রবাহকালে 'আলাবী শাহী বংশ গৃহবিবাদে নিমজ্জিত থাকায় এবং নিজেদের আত্মরক্ষার্থে নিয়োজিত থাকায় বিদেশীদের এই সকল কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে অসাধারণভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে। মাররাকুশে 'আবদু'ল-'আযীয-এর বিরুদ্ধে তাঁহার ভ্রাতা মাওলায় 'আবদু'ল-হ'াফিজ' বিদ্রোহ করিয়া তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। অবশেষে আগাদির-এর ঘটনার কারণে, যাহা কিছু সময়ের জন্য ইউরোপের শান্তির প্রতি হুমকিরূপে দেখা দিয়াছিল, একটি নূতন ফ্রাংকো-জার্মান চুক্তি সম্পাদিত হয় যাহা জার্মান সরকারকে (রাইখ-Reich) নিরক্ষীয় আফ্রিকার ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু সুবিধা প্রদান করে এবং আশ্রিত অঞ্চলে শাসন সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব করিয়া দেয় (১১ রাবী'উ'ল-আখির, ১৩৩০/৩০ মার্চ, ১৯১২)। আপাতদৃষ্টিতে পতনোন্মুখ 'আলাবী শাহী বংশ এইরূপে ফরাসী আশ্রয়ে নিজেদের অবস্থা টিকাইয়া রাখিতে সক্ষম হয় এবং একটি নব অধ্যায়ে প্রবেশ করে। আশ্রিত রাজ্য চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য সংস্কার ঘোষণা করা সম্পর্কে মাওলায় 'আবদু'ল-হ'াফিজ' বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করেন এবং ১৯১৩ খৃ. সিংহাসন ত্যাগ করেন। তাঁহার ভ্রাতা মাওলায় য়ূসুফ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং মাওলায় য়ূসুফ-এর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সীদা মুহ'াম্মাদ ১৯২৬ খৃ. পিতার স্থলাভিষিক্ত হন; এই শেষোক্ত জনের স্থলে সীদী মুহ'াম্মাদ ইব্ন মাওলায় 'আরাফা যু'ল-হি'জ্জা ১৩৭২/আগস্ট ১৯৫৩ সালে সুলত'ান হন। ১৯৫৫ খৃ. অক্টোবরে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য তানজিয়ার্স গমন করেন এবং শারীফী রাজ্য পরিচালনার জন্য একটি শাহী মন্ত্রণা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫ সালে ১৬ নভেম্বর সীদী মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়ূসুফ পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সুলত'ান হ'াসান ২য় (জ. ৯ জুলাই, ১৯২৯) ৩ মার্চ, ১৯১৬ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই মরক্কোর তৎকালীন সুলত'ান (১৯৮৫ খৃ.) শাহযাদা সীদী মুহ'াম্মাদ (জ. ২১ আগস্ট, ১৯৬৩)-কে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করে। উল্লেখ্য, ১৯৫৬ খৃ. সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ফ্রান্স ও স্পেন তাহাদের আশ্রিত রাজ্য-শাসনাধিকার পরিত্যাগ করিলে মরক্কো পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (ক) 'আরবী উৎসসমূহ ঃ (১) E. Levi Provencal কর্তৃক, Les Historiens des chorfa (প্যারিস ১৯২২ খৃ. 'গ্রন্থে আরবী উৎসসমূহ তালিকাভুক্ত ও মূল্যায়িত হইয়াছে। অধুনা যে তিনটি রচনায় বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হইয়াছে তাহা এই তালিকার সহিত সংযোজিত করা যাইতে পারে ঃ (২) ইব্ন যীদান, ইত্হায আ'লামি'ন-নাস বি-জামাল আখবার হ'াদি'রাত্ মিক'নাস, রাবাত ১৯২৯-৩৩ খৃ.; (৩) 'আব্বাস ইব্ন ইবরাহীম, আল-ই'লাম বিমান হ'াল্লা মাররাকুশ ওয়া আগ'মাত মিনা'ল-আ'লাম, ফেয ১৯০৬ খৃ.; (৪) মুহ'াম্মাদ আল-মুওয়াক'কিত, আস-সা'আদাতু'ল-আবাদিয়্যা ফি'ত-তা'রীফ বি-মাশাহীরিল-হ'দ'রাতিল-মাররাকুশিয়্যা, ফেয ১৩৩৫-৬ হি., প্রয়োজনীয় মূল রচনার অনুবাদ; (৫) যায়্যানী, আত-তারজুমানু'ল-মু'রিব 'আন দুওয়ালি'ল-মাশরিক ওয়া'ল-মাগ'রিব, O. Houdas কর্তৃক অংশবিশেষ সম্পাদিত এবং অনূদিত ঃ Le Maroc de 1631 a 1812, প্যারিস ১৮৮৬ খৃ.; (৬) আন-নাসি'রী, আল-ইসতিক'সা', অনু. IJM. Fumey, in AM, ৯খ., ১৯০৬ এবং ১৯০৭ খৃ.; (৭) আল-হুলালু'ল-বাহিয়্যা, L. Confouries কর্তৃক আংশিক অনুবাদ. Chronique de la vie de Moulay el-Hasan, AM, ৮খ., ১৯০৬ খৃ.। (খ) ইউরোপীয় উৎসসমূহ ঃ (৮) Les sources inedites de l'Histoire du Maroc, দ্বিতীয় সিরিজ; (৯) Dynastie filalienne. Archives et Bibliothiques de France, ৫ খণ্ড প্রকাশিত (১৬৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত); (১০) Journal du Consulat-General de France a Maroc (১৭৬৭-১৭৮৫ খৃ.), Consula tchenier সর্বপ্রথম আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং Ch. Penz-এর ভূমিকা ও ব্যাখ্যাসহ প্রকাশিত, কাসাব্লাংকা ১৯৪৩। অসংখ্য ভ্রমণ কাহিনী ও স্মৃতিকথার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্যগুলি হইল ঃ (১১) Mouette, Relation de la captivite du Sieur Mouette dans les royaumes de fes et de Maroc, প্যারিস ১৬৮২ খৃ.। Tours-এ আংশিকভাবে পুনঃপ্রকাশিত ১৮৬৩ খৃ. এবং ১৯২৭ খৃ.; (১২) Mouette, Histoire de la Conquete de Moulay Archy. connu sous le nom de roi de Tafilet et de Moulay Ismael. প্যারিস ১৬৮৩ খৃ. এবং Sources inelites, দ্বিতীয় সিরিজ, ফ্রান্স, ২য় খণ্ড; (১৩) G. Host. Efterretmuger en Marokos og Fes, কোপেনহেগেন ১৭৭৯ খৃ.। জার্মান ভাষায় অনূদিত ঃ Nachrichten von Maroco und Fes, ১৭৮১ খৃ.; (১৪) L. chenier, Recherches historiques sur les Maures et l'histoire du Maroc, ১৮৭৮ খৃ., ৩ খণ্ডে; (১৫) G. Lenpriere, Voyage dans l'empire de maroc et le royaume de Fez fait pendant les annecs 1790 et 1791, Sainte Suzanne কর্তৃক অনূদিত, ১৮০১ খৃ.। আশ্রিত রাজ্য চুক্তির পূর্ব সময়ের মরক্কোর অবস্থার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ (১৬) E. Aubin, le Maroc d'aujourd'hui, প্যারিস ১৯০৪ খৃ.; (১৭) W. Harris, Morocco that was, Le Maroc disparu শিরোনামে P. Odinot ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, প্যারিস ১৯২১ খৃ.। নির্দিষ্ট বিষয়ক গ্রন্থসমূহ ঃ (১৮) H. Basset, un grand Sultan marocain : Moulay Hassan, in l'Armee d'Afrique, ১৯২৭ খৃ.; (১৯) H. de Castries, Maulay Ismail et Jacques II : une apologie de l'Islam par un sultan du Maroc. প্যারিস ১৯০৩ খৃ.; (২০) P. de Cenival, Lettre de Louis xvi a Sidi Mohammed b. Abdullah (19 December, 1778), Memorial Henri Basset, ১ম; (২১) P. de Cenival. La legende du Juif Ibn Mech'al et la fete du sultan des Tolba a Fes, Hesp., ১৯২৫ খৃ.; (২২) M. Delafosse, les debuts des tronpes noires du Maroc, Hesp. ১৯২৩ খৃ.; (২৩) Colonel Justnared, La Rihla du Marabout de Tasaft (অনু.), প্যারিস ১৯৪০ খৃ.; (২৪) Lieutenant Reynier, Un Document sur la politique de Moulay Isma'il dans l'Atlas; (২৫) F. de la Chapelle, Le Sultan Moulay Isma'il et les Berberes Sanhaja du Maroc Central, AM, xxviii, ১৯৩১ খৃ.; (২৬) Ch. Penz, les Captifs francais du Maroc au xvii Siecle (1577-1699), রাবাত ১৯৪৪ খৃ.। মরক্কো সংকট সম্পর্কে ঃ (২৭) H. Hauser, Histoire dipeomatique de l'Europe (১৮৭১-১৯১৪ খৃ.), ১৯২৯ খৃ. বিশেষভাবে ২খ., অংশ ৬, অধ্যায় ৩; (২৮) P. Renouvin রচিত La crise d'Agadir; (২৯) A. Jardieu, La conference d'Algesiras, প্যারিস ১৯০৯ খৃ.; (৩০) A Jardieu, La Mystere d'Agadir, প্যারিস ১৯১২ খৃ.; (৩১) G. Saint-Rene, jaillaa dier les origlnes du maroc Prancais Recit d'une mission (১৯০৫-৬ খৃ.), প্যারিস ১৯৩০ খৃ.; (৩২) H. Terrasse কর্তৃক রচিত Histoire du Maroc, ২খ., ২৩৯-৪১ গ্রন্থে প্রদত্ত বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জীও দ্রষ্টব্য; (৩৩) দা. মা. ই., ১৪/২ খ., পৃ. ১১-১৮; (৩৪) আর-রাশীদ, ইসমা'ঈল, 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইসমা'ঈল, সুলায়মান, 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন হিশাম, আল-হ'াসান 'আবদু'ল-'আযীয ইব্ন আল-হ'াসান সম্পর্কিত প্রবন্ধসমূহ তুলনীয়।

H. Terrasse (E.I.²)/আবদুর রহমান মামুন

'আলাম (علم) ঃ বহুবচন আ'লাম ('আরবী), অর্থ 'নিদর্শন, স্তম্ভ, পতাকা', শেষোক্ত অর্থ প্রকাশের জন্য 'আরবী লিওয়া' (لواء)-ও রায়া (راية) এই দুইটি শব্দও ব্যবহৃত হয়; ফারসী বান্দ, দিরাফশ এবং তুর্কী বায়রাক' = লিওয়া', সানজাক' ঃ দ্রষ্টব্য, সানজাক' এবং ল্যাটিন Signa শব্দের সহিত তুলনীয়।

জানা যায় যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে যখন কুরায়শরা অপর কোন একটি গোত্রের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল তখন তাহারা কুসায়্য-এর হাত হইতে লিওয়া' (لواء) গ্রহণ করিয়াছিল। ইহা ছিল একখণ্ড শুভ্র বস্ত্র, যাহা কু'স'ায়্য নিজে একটি বর্শার সহিত সংযুক্ত করিয়াছিলেন (Caussin de perceval, Essai, ১খ., ২৩৭-৮)। হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর জীবদ্দশায় পতাকাকে সাধারণভাবে লিওয়া' বা রায়া এবং কখনও 'আলাম বলা হইত। হ'াদীছে' দেখা যায় যে, নবী করীম (স)-এর পতাকাকে 'উক'াব (عقاب) বলা হইত। অপর বর্ণনায় নবী (স)-এর কাল পতাকাকে রা'য়াঃ এবং তাঁহার সাদা পতাকাকে লিওয়া' বলা হইত (কানযু'ল-'উম্মাল, ৪খ., ১৮, নং ৩৪৬; ৪৫, নং ৯৯৫)। অপর এক হ'াদীছে' দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, মু'মিনগণকে রায়া উত্তোলনপূর্বক স'ালাতের জন্য আহবান করা হউক, কিন্তু তিনি এই পদ্ধতিতে তাঁহাদেরকে আহবান করিতে সম্মত হন নাই (ঐ, ৪খ., ২৬৪, নং ৫৪৬১)। কতক হ'াদীছে' লিওয়া' ও রা'য়াঃ সমার্থক প্রতীয়মান হয় (ঐ, ৫খ., ২৬৮, নং ৫৩৫৭; ২৬৯, নং ১৫৩৫৮)। রা'য়াঃ-র ব্যবহার কেবল মুসলিমগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ বদরের যুদ্ধে ত'ালহ'াঃ পৌত্তলিকদের রা'য়াঃ ধারণ করিয়াছিলেন (ঐ, পৃ. ২৬৯, নং ৫৩৬৫)।

পরবর্তী কালে ইসলামের ইতিহাসে পতাকা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উমায়্যাগণ গ্রহণ করিয়াছেন শ্বেত বর্ণের পতাকা, 'আব্বাসীগণ কৃষ্ণ বর্ণের আর শী'আগণ গ্রহণ করিয়াছেন হরিৎ বর্ণের পতাকা। পতাকার প্রতিরূপ প্রায়ই দৃষ্ট হয় বিভিন্ন জিনিসের উপর, বিশেষত ক্ষুদ্রাকৃতির চিত্রসমূহে (miniatures)। প্রাচীনতম নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি দেখা গিয়াছে পারস্য দেশীয় দীপ্তিময় পণ্যের ফলকের (বাসনের) উপর এবং নিঃসন্দেহ উহা খৃস্টীয় দশম শতাব্দীর নিদর্শন (Survey, মুদ্রিত চিত্র ৫৭৭)। পরবর্তী কালের পতাকার আরও চিত্রের জন্য দ্রষ্টব্য Kratchkows Kaya Ars Islamica-তে, ৪খ., ৪৬৮-৯)। টলেডোর প্রধান গির্জায় রক্ষিত চতুর্দশ শতাব্দীর স্পেন দেশীয় মূরদের পতাকার সহিতও তুলনা করা যাইতে পারে (Kuhnel, Maurische Kanst, মুদ্রিত চিত্র ১৪৯)। মামলূকদের রাজত্বকালে মিসর ও সিরিয়ায়ও বিভিন্ন পতাকা ও রণ-পতাকা ব্যবহৃত হইত (দ্র. Leo A. Mayer. Mamluk costume, শিরো. Bonners, মাক'রীযী, খিত'াত, ১খ., ২৩ প.; খিযানাতু'ল-বুনূদ)। সম্ভবত এই যুগে 'পতাকা' বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের অর্থের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য করা হইত।

উৎকীর্ণ লিপি (epigraph)-তে দেখা যায়, কায়ত বায়-এর এক খোদিত লিখনে 'স'ায়ফ' ও 'ক'ালাম' শব্দদ্বয়কে যথাক্রমে বান্দ এবং 'আলাম শব্দদ্বয়ের সহিত ছন্দোবদ্ধরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে, প্রথম শব্দটি দ্বারা সামরিক পতাকা আর দ্বিতীয় শব্দটি দ্বারা ধর্মীয় পতাকা বুঝাইতেছে (দ্র. J. David-Weill, catalogue general du Musee arabe du Caire, Bois a epigraphes depuis L'epoque mamlouke, পৃ. ৫৭-৮; Gaudefroy-Dmoubynes, ইব্ন ফাদ'লিল্লাহ, মাসালিকু'ল-আব্স'ার ফী মামালিকি'ল-আমস'ার, পৃ. XLV-LVI এবং ২৬)। ধর্মীয় শিরোনামযুক্ত বহু সংখ্যক পতাকা বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত রহিয়াছে; সেগুলি সাধারণত খৃস্টীয় সপ্তাদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর এবং সেগুলির অধিকাংশ মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকাস্থিত দেশসমূহ হইতে উদ্ভূত (তু. অন্যান্য সূত্রের মধ্যে, একটি তুর্কী পতাকা ঃ C. j. Lamm. Malmo Musei Vanners, Arsbok ১৯৪০ খৃ., En Turkish Fona, Malmo ১৯৪০ খৃ.)। কতকগুলি পতাকা অদ্যাবধি কতিপয় ধর্মীয় সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত মিছিলে ব্যবহৃত হয়।

তুর্কী পতাকার জন্য দ্রষ্টব্য তু'গ', সা্নজাক'; অর্ধচন্দ্রচিহ্নিত তুর্কী পতাকার নিদর্শনের জন্য দ্রষ্টব্য হিলাল; সিংহ ও সূর্য চিহ্নিত পতাকার জন্য দ্রষ্টব্য শীর ও খুরশীদ; কুলজী (heradry) নিদর্শনের জন্য দ্রষ্টব্য শি'আর (Shi'ar), তাম্গা'হ (Tamghah)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ পূর্বোল্লিখিত সূত্রগুলি ব্যতীত ঃ (১) Freytag, Einleilung, পৃ. ২৬২ প.; (২) Jacob, Altarabisches Be-duinenleben[2], পৃ. ১২৬ প.; (৩) Mez, Renaissance, পৃ. ১৩০-১; (৪) G. Van Vloten, De Opkomst der Abbasiden, পৃ. ১৩৭ প.; (৫) ঐ লেখক, Les diapeaux en usage a La fite de Hu Cein a Teheran, Intern. Archiufur Ethnographie, ১৮৯২ খৃ., পৃ. ১০৯ প.; (৬) Herklotes, On the fur Ethnographie, ১৮৯২ খৃ., পৃ. ১০৯ প.; (৭) Herklots, On the Customs of the Moosulmans of India, পৃ. ১৭৬ প.; (৮) A. Sakisian, সিরিয়া-তে, ১৯৪১ খৃ., পৃ. ৬৬-৮০; (৯) Phyllis Ackerman, A. U. Pope, Survey of Persian Art-এ, ৩খ, ২৭৬৬-৮২।

J. David-Weill (E.I.[2]) / মুহাম্মাদ শাহাদাত আলী আনসারী

'আলাম (عالم) ঃ ব. ব. 'আলামুন, 'আওয়ালিম', দুনিয়া। শব্দটি বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল এবং আল-কু'রআনে 'রাব্বু'ল- 'আলামীন' ও 'সাব'আঃ সামাওয়াত'-এর বর্ণনায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

আল্লাহ এই 'আলাম-এর মাবূদ, প্রভু এবং সৃষ্টিকর্তা। তিনি স্বীয় সার্বভৌমত্বের প্রমাণস্বরূপ ইহা ('আলাম) মানুষের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বল্পস্থায়ী এই পার্থিব দুনিয়ার মূল্য অতি সামান্য, হাদীছ অনুসারে 'আখিরাতের তুলনায় একটি পতঙ্গের ডানার সমানও নহে।" দুনিয়ার গঠন সম্বন্ধে আমরা সামান্যই অবগত হইতে পারি (খাল্ক' প্রবন্ধ দ্র.); কু'রআন ও হ'াদীছে' সর্বাধিক গুরুত্বপ্রাপ্ত বিষয় হইল ঃ আল্লাহ, আত্মার জগত (عالم ارواح) এবং মানুষ।

যখন মুসলিমগণ গ্রীক সমন্বয়বাদ (eclecticim), বিশেষ করিয়া ভারতীয় ও গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনবিষয়ক গ্রন্থাদি অনুবাদের মাধ্যমে উত্তরাধিকারস্বরূপ লাভ করিলেন তখন এই সকল বিষয়ে পরিবর্তন দেখা দিল। যে বিশাল অংকের সংখ্যা হিন্দুদের গণনায় ব্যবহৃত হইত তাহা উপহাসের বস্তুতে পরিণত হইল। অপর দিকে প্রাচীন গ্রীকদের সেই সকল উপকথাও যাহাতে পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে অসংখ্য জগতের অনন্ত ধারা স্বীকৃত তাহাও সত্য বলিয়া গৃহীত হয় নাই বা অন্তত ধর্মতত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে পৃথিবীর নিত্যতা মতবাদ স্বীকৃত হয় নাই। তবে সামগ্রিকভাবে গ্রীক বিজ্ঞানে পৃথিবী সম্বন্ধে যে ধারণা তাহা মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। প্লেটো এবং এরিস্টোটল (Aristotle)-এর মতে বিশ্বজগত মাত্র একটিই, তাহাকে সহজেই ইসলামের তাওহীদবাদের সঙ্গে সমন্বিত করা সম্ভব পর হয় (দ্র.

কুরআন, ২১ ঃ ২২ "যদি আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকিত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে, তবে উভয়ই ধ্বংস হইয়া যাইত")।

মুসলিম দর্শন মহাবিশ্বজগত বিষয়ে এরিস্টোটল ও টলেমীর শিক্ষার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে জানিতে হইলে Hastings-এর 'Encyl. of Rel. and Ethiics'-এ C. A. Nallino লিখিত প্রবন্ধ Nudjum (জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র) এবং Sun, Moon and Stars প্রবন্ধ দুইটি দ্র.। এই প্রবন্ধে আমরা ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিকগণের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ্র অস্তিত্ব এবং মানুষের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে দুনিয়ার সৃষ্টি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখিব। সেইগুলির ভিত্তি হইল প্রধানত প্লেটোর 'Jimacus' বা এরিস্টোটলের Peri Ourarou এবং Metaphysics-এর Book A এবং Simplicius ও Johannes Phloponus-কৃত ভাষ্যসমূহ। গ্রীক দর্শনের ইসলামী সম্প্রসারণের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইল নিও-প্লেটোদের 'Theology of Aristotle' বা কতকাংশে গোঁড়া খৃস্ট ধর্মমত (dogmatics)। এরিস্টোটলের উপরিউক্ত গ্রন্থ Periouranou (বিশ্বজগত সম্বন্ধে) বিষয়ে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, গ্রীক বর্ণনা অনুযায়ী 'আরবী অনুবাদের নামকরণ হইল 'ফি'স-সামা' ওয়া'ল-'আলাম' (আকাশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে)। 'August Muiler (Die griechischen philosophen in der arabisehen Uber lieferung', Halle 1873. p. 51) সেজন্যই বলিয়াছিলেন যে, 'আরবী অনুবাদকগণ এরিস্টোটলের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে Peri ouranou সংযুক্ত করিয়াছিলেন যাহা তিন শত বৎসর পরের রচনা এবং নিস্পৃহবাদী দার্শনিকদের (Stoics) দ্বারা প্রস্তাবিত। কিন্তু অদ্যাবধি এরিস্টোটলের উক্ত গ্রন্থখানির কোন অনূদিত কপি পাওয়া যায় নাই।

সকল মুসলিম চিন্তাবিদই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আলাহ্ই দুনিয়ার সৃজনকর্তা যদিও তাঁহারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব এবং বিশ্বজগত সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশভঙ্গী (পরিভাষা) ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন শূন্য (عدم) হইতে সৃষ্টি উদ্ভাবন (ফায়দ') কিংবা মহিমময় স্বপ্রকাশ (তাজাল্লী)। উদ্ভাবন বা স্বপ্রকাশ যেভাবেই বলা হউক, সর্বাধিক যাহা ব্যবহৃত হইত তাহা ছিল নূর (জ্যোতি), যাহা অনন্তকাল যাবৎ নিজেকে বিকীর্ণ করিয়া থাকে।

সামগ্রিকভাবে প্রচলিত মতে আস্থাবান ধর্মতাত্ত্বিকগণের অভিমত হইল, এই বিশ্ব সৃষ্টির মূলে ছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নিরঙ্কুশ ইচ্ছাশক্তি। মু'তাযিলী চিন্তাবিদগণ আল্লাহ্র কল্যাণময় প্রজ্ঞার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন, যিনি তাঁহার বান্দার মঙ্গলের জন্যই সকল কিছুর আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। সূ'ফীগণ আল্লাহ্ প্রেমের অনন্ত উৎসারণ সম্বন্ধেই অধিক মগ্ন এবং সর্বশেষে কতকটা সঙ্কীর্ণ অর্থে দার্শনিকগণ এবং কিছু সংখ্যক দূরকল্পী ধর্মতত্ত্ববিদ ধারণা করিতেন যে, জগত কেবল খেয়ালের সৃষ্টি যাহা জগতের জন্য আকস্মিক হইলেও আল্লাহ-তত্ত্বের দিক হইতে অপরিহার্য।

এই বিশ্বজগত একটি একক সত্তা। ইহা বহুর মধ্যে এক-এর প্রকাশ, এমন কি অনুতত্ত্ববাদী (atomist) ধর্মতত্ত্ববিদগণ, যাঁহারা কোনরূপ প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে কোনরূপ সংযোগের ধারণা অস্বীকার করিতেন, তাঁহারাও এইরূপ মত পোষণ করিতেন যে, জগতের কোন অংশবিশেষ নহে, বরং সম্পূর্ণ জগতটাই একসঙ্গে আল্লাহ্র ইচ্ছায় ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে।

এই জগত বহুত্ববিশিষ্ট। আকাশ ও পৃথিবীর অথবা ইহলোক ও পরলোকের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ প্রচলিত ধারণা মতে বিদ্যমান, কিন্তু গ্রীক মধ্যবর্তিকার ধারণাসমূহ বিশ্বজগত সম্বন্ধীয় মূল ও সহজ ধারণাকে জটিলতর করিয়াছে। প্লেটো হইতে দৃশ্যমান বস্তু জগত এবং ইন্দ্রিয়াতীত আধ্যাত্মিক জগতের আলাদা বৈশিষ্ট্যময় ধারণা আসে। এরিস্টোটল বরং আমাদের এই জন্ম ও ধ্বংসের পার্থিব জগত ('আলামু'ল-কাওন ওয়া'ল-ফাসাদ) এবং উর্ধ্বলোকের জগতের মধ্যে পার্থক্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার মতে উর্ধ্বলোকের জগত মহিমান্বিত আত্মাসমূহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, উহা সম্পূর্ণভাবে ইথার নামক উপাদান দ্বারা গঠিত, অনাদিকাল হইতে অতি সুন্দর গতিময় একটি বৃত্তাকারে ঘূর্ণায়মান, সেই জগত চার মৌলিক বৃত্ত এবং বিভিন্ন গতিসম্বলিত এই দৃশ্যমান বিশ্বজগত অপেক্ষা অনেক বেশী নিখুঁত। ইহার পরে আসেন নিস্পৃহবাদী দার্শনিকগণ। তাহারা স্রষ্টা এবং বিশ্বের মধ্যে সমন্বয় বিধান করেন এবং মন্দের অস্তিত্ব সত্ত্বেও স্রষ্টার ন্যায়বিচারের এক মতবাদ উত্থাপন করেন। সর্বশেষে আবির্ভূত হন নব্য পীথাগোরীয়গণ এবং নব্য প্লেটোনীয়গণ। তাহারা এরিস্টোটল এবং নিস্পৃহবাদীদের নিকট হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্লেটোর ধারণাকে সম্প্রসারিত করিয়া তাহার চেয়ে অনেক বেশি প্রত্যয়ের সাথে সকল সৃষ্টিজগতের কেন্দ্রকে স্রষ্টার জগতে এবং খাঁটি আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের জগতে স্থানান্তরিত করিলেন।

এখান হইতেই মুসলিম চিন্তাবিদগণের চিন্তা-ভাবনার বিশ্ব-জাগতিক শুরু, ঠিক যেমন হইয়াছিল খৃস্টান আধ্যাত্মিক রহস্যবাদিগণের এবং প্রাচ্যদেশীয় খৃস্টান গির্জার মতবাদ। স্রষ্টা যেহেতু সর্বোচ্চ সত্তা এবং সর্বোচ্চ অর্থে সকল কিছু তাঁহারই কর্তৃত্বাধীন, তাই তিনিই সর্বপ্রথম জগত। ইসলামের সূফীবাদিগণও (দ্র. আল-জীলী, আল-ইনসানু'ল-কামিল', অধ্যায় ১; এবং Hortan. 'Das Philosohische System von Schirazi', Strashurg 1913, 36, 276) গোঁড়া খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হইয়া শেষ পর্যন্ত পাঁচটি 'আলাম-এর কথা বলিয়াছেন ঃ (১) পবিত্র সত্তার জগত; (২) তাঁহার নামসমূহের জগত; (৩) তাঁহার গুণসমূহের জগত; (৪) তাঁহার কার্যাবলীর (actions) জগত এবং (৫) তাঁহার সৃষ্টির (works) জগত, অন্যান্যরা আল্লাহ্ এবং সৃষ্টজগতের মধ্যে মধ্যস্থতা প্রতিষ্ঠিত করেন ত্রয়ী ও চতুষ্টয়ের সাহায্যে। আল্লাহ্র তিনটি গুণের উপরে সাধারণত গুরুত্ব প্রদান করা হইত ঃ ক্ষমতা, জ্ঞান এবং জীবন (সন্দেহ নাই যে, আনুমানিকভাবে এইগুলিকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল স্রষ্টার ক্ষমতা, 'আক'ল—জ্ঞান এবং আত্মার জীবন এইভাবে)। জগতে আল্লাহ্র কর্ম পরিধি নির্ধারিত হয় তাঁহার এই গুণাবলী অনুসারে। উদাহরণস্বরূপ, আল-গাযালী (র) যখন তিন 'আলামের কথা বলেন ('আলামু'ল-মুল্ক, 'আলামু'ল- মালাকূত, 'আলামু'ল-জাবারূত) তখন তাহা স্রষ্টার ক্ষমতার ত্রয়ী ধারণা ন্যায়ই মনে হয় [গা'যালীর সরাসরি উৎসসমূহের জন্য দ্র. Wensinck (Bibl.)]।

তিন বা চার 'আলামের বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্যের জন্য দার্শনিকগণ সাধারণ রীতি মাফিক 'Theology of Aristotle' গ্রন্থ হইতে নব্য প্লেটোনীয় শব্দাবলী ব্যবহার করিতেন, যেমন 'আক্'ল-এর জগত, আত্মা (নাফস)-র জগত এবং প্রকৃতি (ত'াবী'আ)-এর জগত। যেখানে মানবাত্মাই ছিল কেন্দ্রীয় আকর্ষণ, যাহা নশ্বর দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা সত্ত্বেও স্বয়ং বোধসম্পন্ন হওয়ার কারণে বিশ্ব-আত্মা (نفس كل) ও বিশ্ব বোধশক্তি

(عقل كل)-এর মাধ্যমে স্বীয় মূল ও কামনার লক্ষ্যস্থল সর্বোচ্চ জগতের সহিত সর্বদাই সম্পর্কযুক্ত। সেই জগতেই জাগতিক আত্মা ও জাগতিক বুদ্ধিমত্তার মধ্যস্থতায়, হৃদয়ের উৎস ও কামনার অন্তিম লক্ষ্য। এই আত্মার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সাধারণত মাত্র দুইটি জগতের উল্লেখ করা হইয়া থাকে—বস্তুজগত এবং আধ্যাত্মিক জগত বা অধঃ এবং ঊর্ধ্ব—এই দুই জগত। আত্মার জগতকে আরও নির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করিতে হইলে তখন উহাকে বলা হয় গগনমণ্ডল বা মহাজাগতিক দুনিয়া এবং উহার অবস্থা স্থির নক্ষত্রমণ্ডলীর বলয়ে (উফুক') স্থানান্তরিত করা হয়। একেবারে খাঁটি বুদ্ধিবৃত্তিমূলক সত্তার যে জগত তাহার স্থান মহাশূন্যের সর্বোচ্চ স্তরে (আল-উফুকু'ল- আ'লা') এবং চন্দ্রতলে অবস্থিত এই পার্থিব দুনিয়াতে প্রকৃতির কর্মকাণ্ডের বিশেষ এলাকা বা প্রভাবসীমা রহিয়াছে।

বিভিন্ন দার্শনিক মহাশূন্য ও নক্ষত্রমণ্ডলীর সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণার যে সংশোধন করিয়াছেন এইখানে তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নহে। তবে সকল ক্ষেত্রেই মূল হইতেছে সত্তার বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করিয়া উহাদের সহিত জ্ঞানের সমান্তরাল স্তরসমূহের বিন্যাস করা। বিশ্ব হইল বৃহত্তর মানব জগত, আর স্বয়ং মানুষ হইল একটি ক্ষুদ্র জগত। এখন মানুষ একটি প্রাকৃতিক দেহ, উপলব্ধি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি আত্মা এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধিমত্তা দ্বারা গঠিত। তাই চন্দ্রতলে অবস্থিত এই জগতকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত (শাহাদা, হি'স্স) বলা হইয়া থাকে এবং গগনমণ্ডলের জগতকে রূপক ধারণা (ওয়াহ্ম, তাখায়্যুল)-র জগতও বলা হইয়া থাকে। অবশ্য ইব্ন সীনার অভিমতও এই যে, মহাজাগতিক আত্মাসমূহের কল্পনা বা ধারণা করার ক্ষমতা রহিয়াছে (ইব্ন রুশ্দ এই মত বাতিল করেন) এবং সর্বোচ্চ মহাজাগতিক দুনিয়া হইতেছে বিশুদ্ধ চিন্তার বা বুদ্ধিদীপ্তিগত পর্যবেক্ষণের দুনিয়া ('আক'ল, নাজ'র ইত্যাদি), তাহা হইলে মহাজাগতিক দুনিয়া হইল রূপক ধারণার দুনিয়া (ওয়াহ্ম, তাখায়্যুল)।

ইহার পরেও অনেক দীর্ঘ আলোচনা করার অবকাশ রহিয়াছে। কিন্তু উপসংহারে একটি বিষয়ের উপরই জোর প্রদান করা যায় তাহা হইল দার্শনিকগণের আশাবাদ। তাঁহারা নিস্পৃহবাদীদের ন্যায় এই সুন্দর বিশ্বকেই সর্বোত্তম সৃষ্টি বলিয়া জ্ঞান করেন এবং প্লেটো ও এরিস্টটলের ন্যায় ইহাকে চিরস্থায়ী বলিয়া ধারণা করেন। উদাহরণস্বরূপ, আল-ফারাবী ('Model State' Arab. সম্পা. text, Dietericl. 17) বিশ্ব-জগতের সর্বময় বিন্যাসের মধ্যে আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও ন্যায়নীতির নিদর্শন দেখেন। সাধারণ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী মতে অমঙ্গল ও অনিষ্টকারিতা এক ধরনের অসম্পূর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নহে এবং বাস্তবে সেইগুলিরও কোন অস্তিত্ব নাই এমন কি ইখওয়ানুস-সাফা ও তাঁহাদের অনুসারিগণ, যাঁহারা এই পার্থিব জগতকে নির্বোধদের জন্য জাহান্নাম এবং জ্ঞানীদের জন্য নির্যাতন ভোগের স্থান বলিয়া মনে করেন, তাঁহারও এই পার্থিব সুযোগ-সুবিধাদি সম্বন্ধে বেশ সচেতন এবং তাঁহারা রাজা-বাদশাহগণের জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপনের প্রশংসাই করিয়া থাকেন। সূফীতাত্ত্বিকগণও দুনিয়া সম্বন্ধে আশাবাদী হইতে পারেন। তাঁহারা মনে করেন, সব কিছুই আল্লাহ্র নিকট হইতে আসে এবং পুনরায় তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করে। এইভাবে সকলেই আপেক্ষিক ভাল বস্তুকে সুনিশ্চিত ভাল বা মঙ্গলের সঙ্গে একীভূত করিবারই প্রয়াস পান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) D. B. Macdonald, The Life of al-Ghazzali, in JAOS, 1899, esp. 116 প.; (২) Tjde-Boer, The Moslem Doctrines of Creation, Proceed of the 6th Internat. Congr. of Philosophy, New York 1927. 597; (৩) Die Epitome der Metaphysik des Averroes, সম্পা. S. v. d. Bergh, Leyden 1929, অধ্যায় 8; (৪) A. J. Wensinck, On the relation between Ghazzalis Cosmology and his mysticism (in verh Ak. Aust., vol. Lxv, Ber. No 6. 1933)।

Tj. De Boer (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

২। **'আলামু'ল-জাবারূত, 'আলামু'ল-মালাকূত, 'আলামু'ল-মিছ'াল**—এই পরিভাষাগুলিতে 'আলাম' শব্দটি অস্তিত্বের বৃত্ত সংক্রান্ত গূঢ় জ্ঞানের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ধারণাটি অত্যন্ত ব্যাপক এবং প্লেটোবাদী (Platonian) ও ইরানী এই দ্বিবিধ ভাবধারা হইতে উদ্ভূত অর্থাৎ ইসমা'ঈলী) ঐতিহ্যসমূহ, গ্রীসীয় দার্শনিকগণ (ফালাসিফা), বিশেষ করিয়া আল-ফারাবী ও সূ'ফী মতানুসারিগণের প্রভাবের বিষয় উল্লেখ করা যায়। ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীসমূহে প্রবর্তিত হইয়া ইহা আল-গ'াযালীর অন্যতম চিন্তাধারায় পরিণত হয়। 'ইশরাকী' দর্শনের উস্তাদ এবং তাঁহার অনুসারিগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়া ইহা পরিণতি লাভ করে। পরে 'ওয়াহ্দাতু'ল-উজূদ'পন্থী সূফীগণ কর্তৃক ইহা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়।

প্লেটোনীয় ও নব্য প্লেটোনীয় ধারার প্রভাব ঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত 'আলামু'ল-মুলক, 'আলামু'ল-খাল্ক', মনের জগত বা চিন্তার জগত (মা'আনী, মুছু'ল) হইতে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যময়। শেষোক্তটি হইতেছে 'আলামু'ল-মিছ'াল (বা মুছুল) যাহাকে Henry Corbin World of archetypal images বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন।

প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক প্রভাবের ধারা ঃ 'আলামু'ল-মুলক'-এর বিপরীত হইতেছে 'মালাকূত' ও 'জাবারূত' (আরামীয় আঞ্চলিক ভাষার শব্দ)-এর দুই জগত এবং সেই উভয় জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত 'লাহূত' (لاهوت)-এর জগত।

'লাহূত' ['নাসূত', মানবতার বিপরীতার্থক শব্দ] ঃ স্রষ্টার অস্তিত্বে অবর্ণনীয় জগত; মানসূ'র হাল্লাজীয় সূ'ফী ভাষায় শব্দটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধারণভাবে ইহা স্রষ্টার অস্তিত্বের অবর্ণনীয় জগত এবং সেহেতু অন্য সকল 'অস্তিত্বের জগত' হইতে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। অদ্বৈতবাদী প্রবণতাবাদী কোন কোন সমর্থক 'মালাকূত' ও 'জাবারূত' ধারণা করেন, তাহা হইলে উহা 'আলামু'ল-গ'ায়ব বা রহস্যের জগত।

'আলামু'ল-মুলক' শব্দটির উৎস আল-কু'রআন, ইহা সাম্রাজ্যের দুনিয়া (ইহার সমার্থক ঃ 'আলামু'ল-খাল্ক', 'আলামু'শ-শাহাদা', আল-গ'াযালী শেষোক্ত শব্দটিই বেশি ব্যবহার করিয়াছেন)], ইহা সৃষ্টির জগত, এই পার্থিব জগত।

'আলামু'ল-মালাকূত', এই শব্দটিরও উৎস আল-কু'রআন (তু. ৬ ঃ ৭৫; ৭ ঃ ১৮৫; ২৩ ঃ ৮৮; ২৬ ঃ ৮৩); রাজত্বের জগত, সার্বভৌমত্বের জগত, ইহার আপতিক প্রতিবিম্ব হইল 'আলামু'ল-মুলক'। ইহা হইল অপরিবর্তনীয় আধ্যাত্মিক বাস্তবতার (হাকাইক') জগত। সেই হেতু ফেরেশতা ও তৎশ্রেণীয়গণের জগত, তাহাদের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে ইসলামী ঐতিহ্যের 'ইনতিয়া' বা সত্তাসমূহ। সংরক্ষিত ফলক (লাওহ' মাহ'ফূজ'), কলম এবং মীযান বা মানদণ্ড (দ্র. 'আল-ওয়া'দ ওয়াল-ওয়া'ঈদ'), এবং প্রায়শই আল-কু'রআনও। মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা; ইহার সহিত সম্পর্কিত

স্বতন্ত্র বুদ্ধিমত্তার স্থানও ইহাই। ফলে মানুষের 'আক্ল', যাহা ঐ সকল বুদ্ধিরই অংশ, এই জগতের সহিত সম্পর্কযুক্ত। আল-জুরজানী (তা'রীফাত, পৃ. ২৪৬) 'নুফূস' (আত্মাসমূহ)-কেও এই স্থানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। 'নুফুস'-এর স্থান কখনও কখনও 'আলামু'ল-জাবারূত'-এও নির্ধারণ করা হইয়া থাকে। ইহার সাধারণ প্রতিশব্দ হইতেছে ঃ 'আলামু'ল-গ'ায়ব', 'আলামু'ল-আমর', 'আলামু'ল-জাবারূত' শব্দটি হ'াদীছে'রও একটি পরিভাষা। কয়েকটি হ'াদীছে'ই ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় (দ্র. A. J. Wensinck, La Pense de Ghazzali, ৮৩, টীকা) ঃ সর্বময় ক্ষমতাবানের জগত সাধারণভাবে 'বারযাখ'-এর স্থান, 'মধ্যবর্তী' এক দুনিয়া (কোন কোন পাঠ অনুসারে এই শেষোক্তটিকে 'মালাকূত'-এর নিকটবর্তী বলা হইয়াছে)। আল-গ'াযালীর মতে, মানব আত্মার গ্রহণ ক্ষমতা ও কল্পনাশক্তিসমূহ এই জগতের অন্তর্গত। আবূ ত'ালিব আল-মাক্কী ('তা'রীফাত, পৃ. ৭৭)-এর অনুসরণে আল-জুরজানী বর্ণনা করেন যে, কখনও কখনও অবশ্য 'জাবারূত'কে আল্লাহ-এর নাম ও সি'ফাতের জগতরূপেও গণ্য করা হইয়া থাকে। আল-কাশানী ইহার সঙ্গে ক'াদা' (আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারিত হুকুম)-কেও যোগ করেন; সংরক্ষিত ফলককেও ইহার আওতাধীন বলিয়া মনে করেন।

এই জগতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ (১) 'আলামুল-মিছাল, ইহা 'আলামু'ল-মালাকূত' বা 'আলামু'ল-জাবারূত'-এর সঙ্গে বা একই সঙ্গে উভয়ের সহিত এক সাযুজ্যে থাকিতে পারে। বলা হয় (আল-গাযালী) যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত হইতেছে 'আলামু'ল-মালাকূত'-এর প্রতিবিম্ব বা উপমা (তু. প্লাটো বর্ণিত cave-এর 'ছায়া')। 'আলামু'ল-মিছাল' দ্বারা যেভাবে নমুনাভিত্তিক প্রতিচ্ছবির ধারণা বুঝায় তাহাতে উহা 'জাবারূত' ও 'বারযাখ'-এর কথাও স্মরণ করাইয়া দেয়। সংক্ষেপে 'মালাকূত' হইল স্বাধিষ্ঠ বিশুদ্ধ বুদ্ধিমত্তার জগত; 'জাবারূত' হইল মূল জগত ও অপার্থিব জগতের ছায়া বা প্রতীক, যাহা অপার্থিব অতীন্দ্রিয় 'ভাবশক্তির' প্রেরণা সৃষ্টি করে। Heidegger এইভাবেই বিষয়টিকে গ্রহণ করিয়াছেন। ইব্ন সীনার সৃষ্টিতত্ত্বের ধারণা অনুসারে কার্যকর, বাস্তব বুদ্ধিমত্তা বা প্রজ্ঞার স্থান হইল 'মালাকূত'-এ, আর অপার্থিব আত্মার স্থান 'জাবারূত'-এ।

(২) বিভিন্ন জগতের এই স্তর বিন্যাস যথার্থ বলিয়াই বিবেচিত হউক বা তাহা কিংবদন্তীই হউক, 'ফালাসিফা', আল-গাযালী ও 'ইশরাকি'য়্যন', ইঁহাদের প্রত্যেকেই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষা দেন যে, মানুষ কি করিয়া তাহার 'আলামু'ল-মুল্ক' হইতে দুই উচ্চতর জগতে নিজেকে উন্নীত করিতে পারে। ইহাই 'কাশফ' (উন্মোচন, অন্তর্দৃষ্টি) বা 'মুকাশাফা' আল-গ'াযালী (ইহ্'য়া, ৩খ., ১৭-১৯) বলেন, মানবমনের (ক'ালব) 'দুই দরওয়াযা', একটি 'মালাকূত'-এর জগতের দিকে, আর অপরটি 'মুলক' বা 'শাহাদা'-এর জগতের দিকে। তদুপরি বৃহত্তর জগত ও ক্ষুদ্রতর জগতের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে তিনি মনে করেন, মানুষের মধ্যে তাহার দেহ, মনন শক্তি ও আত্মা-'মুলক', 'জাবারূত ও 'মালাকূত' এই তিন জগতের প্রতিচ্ছায়া রহিয়াছে। তবে এমনও হইতে পারে যে, কোন দুই জগতের মধ্যকার সম্পর্ক বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া যাইতে পারে। সংক্ষেপে জগতের নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে ঃ আমর-এর জগত' খালক'-এর (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) জগত বিপরীত এবং 'জাবারূত, মালাকূত' ও 'মিছাল' এই তিনটির সমন্বয় 'আলামু'ল-আমর।

(৩) 'মালাকূত' ও 'জাবারূত'-এর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে কিছু অস্পষ্টতা রহিয়াছে ঃ (ক) আল-গ'াযালীর যুক্তি (উপরে দ্র.) অনুসারে, 'মালাকূত' বুদ্ধিগ্রাহ্য বাস্তবতার জগত যাহার অধীনে-হইল ফেরেশতাগণ, সূক্ষ্ম সত্তাসমূহ (তু. আল-গ'াযালী, মিশকাতু'ল-আনওয়ার)। প্রকৃতপক্ষে 'আলামু'ল-আমর' বা নির্দেশের জগত আল্লাহ্র অসৃষ্ট বাণীর জগতের সমার্থক। 'জাবারূত' তাই উচ্চতর জগত হইতে নিষ্ক্রান্ত এবং নমুনাগত উপমার এক মধ্যবর্তী জগতে পতিত আলোকের প্রতিসরণ এবং একমাত্র নবী বা 'আরিফ-এর পক্ষেই অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব, যিনি সেই জগত হইতে প্রতীক ধার করিয়া আনিয়া তাহা মানুষের জন্য নির্দেশরূপে প্রদান করেন।

ইহ্'য়াতে আল-গ'াযালী (র) 'আলামু'ল-মুলক-এর মধ্য দিয়া পরিভ্রমণকে দুনিয়াতে মানুষের অগ্রগতির সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন; আর 'আলামুল-জাবারূত-এর মধ্য দিয়া পরিভ্রমণকে তুলনা করিয়াছেন দুনিয়াতে জাহাজযোগে ভ্রমণের সঙ্গে; 'আলামুল-মালাকূত-এর মধ্য দিয়া পরিভ্রমণকে তুলনা করিয়াছেন সেইরূপ এক ব্যক্তির ভ্রমণের সঙ্গে যিনি সরাসরি পানির উপর পদচারণা করিতে পারেন। অতএব পরিষ্কারভাবেই জাবারূত হইতেছে 'মধ্যবর্তী' দুনিয়া, যাহার উর্ধ্ব-অধঃ উভয়টির সঙ্গে যোগাযোগ রহিয়াছে। আল-গ'াযালী (র) তাঁহার 'ইমলা' গ্রন্থে বলেন, উহা দৃশ্যমান জগতে প্রকটিত হইতে পারে, যদিও সর্বশক্তিমান উহাকে 'মালাকূত'-এর জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করিয়া দিয়াছেন। 'মালাকূত-এর শ্রেষ্ঠত্ব আলেকজান্দ্রিয়ার ইব্ন আতা'ইল্লাহ প্রমুখ কর্তৃকও স্বীকৃত হইয়াছে। (খ) অন্যান্য রচনায়, বিশেষত ওয়াহদাতু'ল-উজূদপন্থী সূফী মতবাদ অনুসারে (যাহার উৎপত্তি Plotion অজ্ঞেয়বাদ হইতে) জাবারূতকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই তুর্কী অভিধান 'মা'রিফাত নামে' (তু. Carra de Vaux, Bibl.)-তে বিভিন্ন 'আলামকে নিম্নগামী ক্রমে এইরূপে সাজান হইয়াছে ঃ (১) 'আরশ (আল্লাহ্র সিংহাসন); (২) জাবারূত; (৩) কুরসী (আল্লাহ্র আসন); (৪) মালাকূত; (৫) মানব জগত জান্নাতসহ। W. Montgomery Watt-এর মতে এই ক্রমের যথার্থতা প্রমাণসাপেক্ষ। 'আদ-দুররাতু'ল-ফাখিরা' অনুসারে আদম সন্তান ও প্রাণীকুলের বাসস্থান হইল 'মুলক'-এর জগত; ফেরেশতা ও জিন্নগণের জগত 'মালাকূত', আর প্রধান প্রধান ফেরেশতার বাসস্থান 'জাবারূত' (তু. W. Wensinck, পূ. গ্র., পৃ. ৭৭) অথবা অন্যভাবে আল্লাহ্র কালাম কু'রআন (অসৃষ্ট) স্ব-সত্তায় বর্তমান আছে জাবারূত-এ, আর ইসলাম (সালাত, স'াওম, স'াবর) মালাকূত-এ সম্পৃক্ত।

ইশরাক'-এর ইমাম বলিয়া কথিত আস-সুহরাওয়ার্দী (হি'কমাতু'ল-ইশরাক', Corbin সংস্করণ, পৃ. ১৫৬-৭) 'জাবারূত'-এর জগতের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত আলোক ও 'মালাকূত'-এর সত্তাকে একই সাযুজ্যে একই পরিচ্ছেদে একত্র করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের অন্যান্য পরিচ্ছেদে কখনও কখনও 'জাবারূত'-এর বিষয়, কখনও কখনও 'মালাকূত'-এর সর্বজয়ী আলোর বিষয় আলোচিত হইয়াছে। উভয় জগতে পরস্পরের মর্যাদা অনুসারে শ্রেষ্ঠ ফেরেশতাগণ কিংবা বোধগম্য আলোকচ্ছটার (ইশরাক'াত) স্থান নির্দিষ্ট আছে।

অতএব, সূক্ষ্মতম অতীন্দ্রিয় এই সকল জগতের পারস্পরিক সম্পর্ক বিভিন্ন হইতে পারে। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে যে শব্দ উল্লিখিত রহিয়াছে সেখানে সেই শব্দের নিরিখে পর্যালোচনা করিতে হইবে, অবশ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে প্রাপ্ত কিছুটা পথনির্দেশরূপে কাজ করিতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-গ'াযালীর অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে ঃ (ক) ইহ্'য়া' 'উলূমি'দ-দীন, কায়রো ১৩৫২/১৯৩৩, ১খ., ১০৭; ৩খ., ১৭-১৯; ৪খ., ২০, ২১ প., ইত্যাদি; (খ) ইমলা, ইহ্'য়া-এর হাশিয়াতে, ১৬৮-১৭১, ১৩৫-১৪১, ইহ'য়াতে, ১খ., ৪৯, ১৭০-১৭১, ১৩৫ ইত্যাদি। আরও দেখুন ঃ আল-কিস্ত'াস; আরবা'ঈন; মিশ্‌কাত; দুররা ইত্যাদি; (২) ইবন 'আতাইল্লাহ আল-ইসকানদারী, মিফতাহু'ল-ফালাহ', কায়রো, তা.বি., ৫-৬; (৩) আস-সুহরাওয়ারদী, Ouevres Philosophioues et mystiques, সম্পা. H. Corbin, ২য় খণ্ড, তেহরান-প্যারিস ১৯৫২ খৃ.; (৪) আল-মুছু'লু'ল 'আক'লিয়্যা আল-আফলাতূনিয়্যা, সম্পা. 'আবদু'র রাহ'মান বাদাবী, কায়রো ১৯৪৭ খৃ.; (৫) মিছ'বাল-এর ধারণা সম্পর্কে দ্র. ফারাবী, ইব্‌ন সীনা ও অন্যান্যের (মূল পাঠ), ইব্‌ন আরাবী, রাসাইল, ইহা এখনও বিশ্লেষণের অপেক্ষায়, হায়দরাবাদ ১৩৬৭/ ১৯৪৮; (৬) Carra de Vaux : La philosophie illuminative d'apres Suhrawerdi Meqtoul, JA, ১৯০২, পৃ. ৭৮; (৭) ঐ লেখক, Fragments d'eschatologie musulmane, Brussels ১৮৯৫, ২৭ প. (মা'রিফাতনামা প্রদত্ত চিত্রের ব্যাখ্যাসহ); (৮) S. Guyad, Traite du decret et do l'arret divins par le Dr. Soufi abd er-Razzaq, ১৮৭৯, ৩-৪ (মূল পাঠ); (৯) A. J. Wensinck, La pensee de Ghazzali, প্যারিস ১৯৪০ খৃ., ৩য় অধ্যায়; (১০) ঐ লেখক, On the relation between Ghazali Cosmology and his Mysticism. Mede. Ak v. Wetenschappen, Amsterdam 75, A. J; (১১) M. Smith, al-Gazzali the Mystic, লন্ডন ১৯৪৪ খৃ., স্থা.; (১২) Henry Corbin, Avicenne et le Recit visionnaise, Tehran, Paris 1954, i. 34 প. ইব্‌ন সীনার মিছাল-এর ধারণা।

L. Gardet (E.I.²)/ম. ফজলুর রহমান ও হুমায়ুন খান

'আলাম, শায়খ মুহ'াম্মাদ (شيخ محمد عالم) ঃ ভারতবর্ষের মুসলিম রাজনীতিবিদ, ১৮৮৭ খৃ. সারগোদায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তথাকার একজন খ্যাতনামা আইনজীবী ছিলেন। পরিবারটি সচ্ছল ছিল। মুহ'াম্মাদ আলাম খান শায়খ মিঞান ফীরূযুদ্-দীন-এর তৃতীয় কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি প্রধানত ইংল্যান্ডে শিক্ষা লাভ করেন- অক্সফোর্ড হইতে বি. এ. পাস করেন, ডাবলিন হইতে আইনে এল.এল.ডি. ডিগ্রী প্রাপ্ত হন এবং ব্যারিস্টারীও পাস করেন।

শিক্ষা শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং দ্রুত সাফল্য অর্জন করেন। ১৯২১ খৃ. তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ করিয়া গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। সাংবাদিকতা ও রাজনীতিতে তিনি গভীর আগ্রহী ছিলেন। নিজ রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করিবার উদ্দেশে তিনি 'তির্‌য়াক' (ترياق) নামক একটি উর্দূ দৈনিক পত্রিকা বাহির করেন এবং নিজেই সম্পাদনা করেন। ১৯২১ খৃ. হইতে ১৯৪৭ খৃ. পর্যন্ত দেশের জাতীয় আন্দোলনের তিনি পুরোভাগে ছিলেন। মাওলানা জ'াফার 'আলী খান-এর সঙ্গে একযোগে তিনি কেন্দ্রীয় খিলাফাত কমিটির সদস্য ছিলেন এবং ১৯২৮ খৃ. কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। তিনি মুসলিম লীগের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন এবং একবার লীগের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। একই সঙ্গে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন এবং উহার বিশিষ্ট নেতাগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য ছিলেন এবং বস্তুত পাঞ্জাব কংগ্রেস কমিটির একচ্ছত্র নেতা ছিলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্য বহুবার তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার মেযাজের জন্য কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কোন দলেরই তিনি স্থায়ীভাবে প্রিয়পাত্র হন নাই। ১৯৪৭ খৃ. পাঞ্জাবের মন্ত্রীসভা হইতে যখন খিয্‌র হ'ায়াত খান তীওয়ারাহ (দ্র.) বহিষ্কৃত হন তখন মুহ'াম্মাদ 'আলী জিন্নাহ' (দ্র.) তাহাকে লীগ দলীয় সদস্য হিসাবে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভায় যোগদানের আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। দেশ বিভাগের পরে ড. 'আলাম পাকিস্তানেই বসবাস করিতে থাকেন এবং সেইখানেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সামাজিক সংস্কার, নারীর মর্যাদা, শিক্ষা ও জাতি-ধর্ম-বর্ণের বিষয়ে ড. 'আলাম প্রগতিশীল মতবাদ পোষণ করিতেন। পাঞ্জাবের আইন সভার সদস্য থাকাকালে সেইখানে প্রদত্ত বহু বক্তৃতায় তিনি সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করেন। তিনি সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের কথাও জোর দিয়া প্রচার করেন এবং সে বিষয়ে অপ্রতুল প্রচেষ্টার জন্য তিনি সরকারের সমালোচনা করেন। রাজনীতিতে তিনি গান্ধীর নীতি অনুসরণ করিয়া অহিংস ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বিশ্বাস করিতেন। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী এবং তাৎক্ষণিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির সমর্থক। ১৯২৮ খৃ. পাঞ্জাব আইন সভায় বক্তৃতা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আজ আমরা এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছি যে, যেই আমরা দেড় শত বৎসর পূর্বে নিজেদের দেশ শাসন করিতে পারিতাম, সেই আমরাই দেড় শত বৎসর পরে আজ নিজেদের দেশ শাসন করিতে সক্ষম নহি।" বৃটিশ আমলাতন্ত্র ও সরকারের স্বেচ্ছাচারী শাসন পদ্ধতির তিনি ছিলেন কট্টর সমালোচক। দেশবাসীকে তিনি নিজেদের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলিয়া সকলে একযোগে, একক শক্তিরূপে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার আহ্বান জানান। একটি ভাষণে তিনি বলেন, "আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ও মারামারি করি আর বলি, অমুক দফতরে হিন্দু প্রাধান্য বা মুসলিম প্রাধান্য, অমুক জায়গায় কৃষকের প্রাধান্য বা অ-কৃষকের প্রাধান্য। আমরা তুচ্ছ বিষয় লইয়া মারামারি করি....।"

ব্যক্তিগত জীবনে ড. 'আলাম ছিলেন অত্যন্ত সহজ, সরল আর সাদাসিধা। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে বারবার ঘটিয়াছিল উত্থান-পতন। একবার ঘটনার কেন্দ্রে অবস্থান করিতেন, আরেকবার বৃত্তের বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িতেন। তিনি যদি নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে আকড়াইয়া থাকিতেন তবে তিনি সেই সংস্থার সভাপতি হইতে পারিতেন। তিনি যদি মুসলিম লীগের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে জড়িত থাকিতেন, তবে তিনি অবশ্যই পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী হইতেন এবং পাকিস্তানের রাজনীতিতে একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতার স্থান অধিকার করিতেন। একজন পাকিস্তানী লেখক (সরূশ কাশ্মীরী) বলিয়াছেন, ড. 'আলাম মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানের অন্যতম স্থপতি ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এই রহস্যটি ভারত উপমহাদেশের কম লোকেরই জানা আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) পাঞ্জাব আইন সভার কার্যবিবরণী (১৯২৭-২৯, ১৯৩২ খৃ.); (২) সর্বদলীয় সম্মেলনের কার্যবিবরণী, (এলাহাবাদ ১৯৩২ খৃ.); (৩) চৌধুরী খালীকু'য্-যামান, Pathway to Pakistan, (লাহোর

১৯৬১ খৃ.); (৪) সুরূশ কাশ্মীরী, চে-রায় (উর্দূ), (করাচী ১৯৫৬ খৃ.); (৫) India who is who, ১৯৩৭-৩৮ খৃ. (বোম্বাই ১৯৩৮ খৃ.); (৬) Who is who in India, Burma and Ceylon, ১৯৪০-৪১ খৃ. (বোম্বাই ১৯৪২ খৃ.); (৭) 'আজ'ীম হু'সায়ন, ফাদ্'ল-ই হু'সায়ন, (বোম্বাই ১৯৪৩ খৃ.); (৮) রাম গোপাল, Indian Muslims (বোম্বাই ১৯৫৬ খৃ.); (৯) মীরযা আখতার হু'সায়ন, History of the Muslim League (বোম্বাই ১৯৪২ খৃ.); (১০) Indian Annual Register, ১৯৪৩-৪৬ খৃ.।

D. AWASTHI, Dictionary of the National Biography of india, 1972)/হুমায়ুন খান।

'আলামগীর (দ্র. আওরংগযেব)

'আলামা (علامة) ঃ মুসলিম পাশ্চাত্যের সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সকল রায় ও দলীলপত্রে প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় অনুমোদননামা বা সংক্ষেপে স্বাক্ষর (initials)। মু'মিনী রাজবংশের আমল হইতে ইহার প্রচলন দেখা যায়। এই 'আলামা রীতিগতভাবে দলীলের বা আদেশনামার উপরিভাগে বিসমিল্লাহ (بسم الله)-এর ঠিক নীচেই বিশেষভাবে নির্ধারিত স্থানে সুলতান বা রাষ্ট্রপ্রধান স্বহস্তে ইহা প্রদান করিতেন। ইহা আল্লাহ্র সংক্ষিপ্ত প্রশংসা আকারে এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের আমলে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে লেখা হইত, যেমনঃ মু'মিনী ও সা'দীগণের আমলে লেখা হইত আল হ'ামদু লিল্লাহ ওয়া'শ-শুকরু লিল্লাহ (الحمد لله والشكر الله); হ'াফসীগণের আমলে লেখা হইত 'আল-হ'ামদুলিল্লাহ (الحمد لله)। আবার গ্রানাডার নাসিরীগণের আমলে লেখা হইত 'লা গ'ালিবা ইল্লাল্লাহ' (لا غالب الا الله); ক্রমে এই 'আলামার স্থলে অস্পষ্ট বা পাঠোদ্ধারের অনুপযোগী 'আরবী নকশার মত সংক্ষিপ্ত দস্তখত এবং আরো পরে অনপনেয় কালিতে সীলমোহর ব্যবহৃত হইতে থাকে। ৯ম/১৫শ শতকের শুরুতে খ্যাতনামা পঞ্জিকার আবু'ল-ওয়ালীদ ইবনু'ল আহ'মার এই অনুমোদননামা বা স্বাক্ষর রীতি বিষয়ে 'মুসতাওদা'উ'ল-'আলাম' নামে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা রচনা করেন (তু. Hesperis, ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ২০০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal, Un recueil de lettres officielles almohades, প্যারিস ১৯৪২, পৃ. ১৭-৯; (২) ঐ লেখক, Arabica occidentalia, ৫খ. (in Arabica, ২খ., ১৯৫৫, পৃ. ২৭৭; আব্বাসী, খলীফা আল- মুসতাজহির আল কাহির বিল্লাহর 'আলামা বিষয়ে লিখিত; (৩) H. de castries, Les signes de validation des Cherifs Saadiens, Hesperis, ১৯২১ খৃ., পৃ. ২৩১ প.।

E. Levi-Provencal (E.I.[2])/হুমায়ুন খান

আল-'আলামী (العلمى) ঃ জেরুসালেমের একটি প্রাচীন পরিবারের নাম, 'আলামু'দ্-দীন সুলায়মান (علم الدين سليمان) [মৃ. ৭৯০/১৩৮৮] হইতে এই সম্বন্ধবাচক নামের উৎপত্তি। এই পরিবারটিকে ইবন মাশীশ (ابن مشيش)-এর বংশধর বলিয়া সনাক্ত করা হয় এবং সম্ভবত খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে যে সকল মাগরিবী পরিবার (আফ্রিকার মাগ'রিব নামক অঞ্চল) হইতে জেরুসালেমে হিজরত করিয়া আসিয়াছিল, উক্ত পরিবার ইহাদের অন্যতম। যদিও মুজীরু'দ্-দীন (২খ., ২১৬) ইঙ্গিত প্রদান করেন যে, এই পরিবার মূলত তুর্কোমানী বংশোদ্ভূত ছিল। 'আলামু'দ্-দীন-এর দুই পুত্র মূসা (মৃ. ৮০২/১৩৯৯) ও 'উমার (মৃ. ৮০৬/১৪০৩) একের পর এক শহরের গভর্নর (نائب السلطنة) এবং জেরুসালেম ও হেব্রনের পবিত্র ভূমিদ্বয়ের তত্ত্বাবধানকারী (ناظر الحرمين) ছিলেন। ইহা ছাড়া উক্ত পরিবারের কমপক্ষে তিন ব্যক্তি পুলিশের প্রধান (امير الحاجب) ছিলেন। অবশ্য ইহা ছিল আল-আশরাফ ঈনাল (الاشراف اينال) কর্তৃক আনুমানিক ৮৫৭/১৪৫৩ সালের দিকে গভর্নর পদের সাথে উক্ত পদের একত্রীকরণের পূর্বেকার কথা। মুহ'াম্মাদ আল-'আলামী (মৃ. জেরুসালেম, ১০৩৮/১৬২৮) তাঁহার প্রণীত গ্রন্থসমূহের জন্য দেখুন, Brockelmann, পরিশিষ্ট ২,৪৭০, ছিলেন তাঁহার সমসাময়িক সিরিয়ার অধিকতর প্রসিদ্ধ সূ'ফীগণের অন্যতম। তিনিই যায়তূন পাহাড় (Mt. of Olives)-এর উপর 'ঈসা (আ)-এর আরোহণস্থানের পার্শ্বে একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা পোষণ করিয়াছিলেন, যাহা নির্মাণের ব্যাপারে জেরুসালেমের খৃস্টানগণই সর্বপ্রথম কনস্টান্টিনোপল সরকারের নিকট আবেদন করিয়া বাধা প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু শায়খ মুহ'াম্মাদ কনস্টান্টিনোপলের মুফ্তী শায়খ আস'আদ ইব্ন হ'াসান-এর সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন (আল মুহি'ব্বী, ১খ., ৩৯৬)। অতএব ১০২৫/১৬১৬ সালে ভবনটির নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁহার নামানুসারেই ইহার নামকরণ করা হয় আল-আস 'আদিয়্যা এবং পরবর্তী কালে শায়খ মুহ'াম্মাদকে এখানেই দাফন করা হয়। শায়খ মুহ'াম্মাদের শিক্ষা-দর্শন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহ্' (মৃ. ১০৫৫/১৬৪৫) কর্তৃক প্রচারিত হয়। তিনি জেরুসালেমের শাযি'লী খলীফা (شاذلى خليفة)-ও হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শহরে আগত আরব পরিব্রাজকগণ কতিপয় 'আলামী সম্পর্কে বর্ণনা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রধানত ছিলেন আক'স'া মসজিদের খত'ীবগণ ও হ'ানাফী মুফতীগণ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে 'আলামীগণ প্রশাসনিক জীবনে পুনঃপ্রবেশ করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন হইলেন ফায়দু'ল্লাহ (যিনি কায়রোতে ১৯২৭-১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে ফাতহু'র-রাহ'মান নামক কুরআনের নির্ঘণ্ট বা Concordence of the Kuran, কায়রো ১৯২৭, ১৯৫৫ খৃ., গ্রন্থের রচয়িতাও ছিলেন) এবং অন্যজন তাঁহার পুত্র মূসা।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুজীরু'দ্-দীন, উনস, ২খ., ৫০৬, ৬০৯; (২) মুহি'ব্বী, নির্ঘণ্ট; (৩) মুরাদী, ১খ., ৪৯, ৭১, ১১৬; ২খ., ৩৩০; ৩খ., ৮৮; ৪খ., ২১৮; (৪) হু'সায়নী, তারাজিম আহলিল-কু'দস; (৫) নাবুলুসী, আল-হ'দ্দরাতু'ল-উনসিয়্যা (পাণ্ডুলিপি দুইটি নিবন্ধের লেখকের নিকট আছে); (৬) Kirk, The Middle East ১৯৪৫-১৯৫০, লন্ডন ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৩১৪-৫।

W. A. S. Khalidi (E.I.2)/এ. এইচ. এম. লুৎফর রহমান

আল-'আলামী, মুহ'াম্মাদ ইবনু'ত-ত'ায়্যিব (العلمى محمد بن الطيب) ঃ মরক্কোর একজন কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি 'শুরাফা' 'আলামিয়্যূন (شرفاء علميون) শাখার সহিত সম্পর্কিত এবং মরক্কোর দরবেশ 'আবদুস-সালাম ইব্ন মাশীশ (দ্র.)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি উত্তর মরক্কোর জাবালু'ল-'আলাম-এর জিবালা (جبالة) নামক স্থানে সমাহিত হন। তিনি মরক্কোর ফাস নামক স্থানে জন্মগ্রহণ ও শিক্ষালাভ করেন। কিছুদিন মিকনাস-এ মাওলায় ইসমা'ঈল-এর দরবারে ছিলেন এবং ১১৩৪ অথবা ১১৩৫/১৭২১-২২ সালের দিকে হ'জ্জ সমাপনের জন্য 'আরবে যাওয়ার পথে কায়রোতে ইনতিকাল করেন। তিনি

একটি গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন যাহা একাধারে একটি কবিতা সংকলন ও নির্দিষ্ট কিছু প্রায়োগিক বিষয়ের একটি সংকলন গ্রন্থ। ইহাতে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মরক্কোর সাহিত্যিক জীবন সম্পর্কে প্রচুর তথ্য রহিয়াছে। এই গ্রন্থখানির নাম 'আল-আনীসু'ল-মুত্'রিব ফীমান লাকী'তুহু মিন্ উদাবাই'ল-মাগ'রিব' (الانيس المطرب فى من لقيته من ادباء المغرب) যাহা ১৩১৫ হিজরীতে ফাস-এ লিথোগ্রাফে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. Levi-Provencal, Chorfa, 295-97 (and references quoted); (২) Brockelmann, SII, 684; (৩) J. Berque, La Litterature marocaine et l'Orient au xviii', Siecle Arabia, 1955, 311-2.

L. Levi-Provencal (E.I.^{2})/এ. এইচ. এম. লুৎফর রহমান

'আলামুল-আখিরাহ্ (عالم الاخرة) ঃ আখিরাত, পরজগত। ইহার কয়েকটি ধাপ, পর্যায় বা স্তর রহিয়াছে। কু'রআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَـةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْـزٰى كُـلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى.

"কিয়ামত (প্রতিফল দিবস) অবশ্যম্ভাবী, আমি ইহা গোপন রাখিতে চাহি, যাহাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করিতে পারে" (২০ ঃ ১৫০)।

সদাচারী ও অসদাচারী, অনুগত ও বিরুদ্ধাচারীর মধ্যে তারতম্য হওয়া একান্ত জরুরী। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى.

"যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার' (৫৩ ঃ ৩১)।

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ.

"যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়ায় আমি কি তাহাদেরকে সমান গণ্য করিব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করিব" (৩৮ ঃ ২৮)?

যদি কোন যালিম কাহারও প্রতি যুলুম করে আর মযলূম ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণে অক্ষম হয়, তাহা হইলে আল্লাহ পাক মযলূমের পক্ষ হইয়া উৎপীড়কের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেননা তিনি বলিয়াছেন, اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ "আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নহেন" (৯৫ঃ ৮)? আর সাকুল্য মানবগোষ্ঠীর মহাবিচারানুষ্ঠান এই পাপতাপদগ্ধ ধরণী বক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া পরজগতে অনুষ্ঠিত হইবে। সেই কথাই ঘোষিত হইয়াছে مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ "তিনি বিচার দিবসের অধিপতি" (১ ঃ ৩) আয়াতে (তাফসীরে রূহু'ল-মা'আনী ১খ., পৃ. ২০৪)।

আবার রাসূল পাক (স) বলেন, "মানুষ আল্লাহ পাক সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, অথচ তিনি তাহার স্রষ্টা। কী তাজ্জব কথা! মানুষ তাহার প্রথম সৃষ্টিকে উত্তমরূপে জানে, অথচ পরজগতের দ্বিতীয় সৃষ্টিকে সে অস্বীকার করে। আরে, সে-ত প্রতিদিন বাঁচে আর মরে, ঘুমায় আর জাগে; বিস্ময় লাগে, জান্নাতকে সে বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে উহার ভোগ-বিলাসকেও, তবুও সে চেষ্টা করে প্রবঞ্চনা গৃহে প্রবেশের" (প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ২৭৮)।

আলামুল-আখিরাহ বা পরজগতের সূচনা হয় মানুষের মৃত্যুর সময় হইতে। ইহা পরজগতের প্রথম সোপান। মৃত্যুকে ক্ষুদ্রতর কিয়ামত বলা হয়। অতঃপর সংঘটিত হইবে বৃহত্তর কিয়ামত যাহা মহাপ্রলয় বলিয়া কথিত। শুরু হইবে পরজগতের দ্বিতীয় সোপান।

পরজগতকে জানিতে হইলে আমাদেরকে কয়েকটি বিষয় জানিতে হইবে। (১) ক্ষুদ্রতর প্রলয় মৃত্যুর সময় হইতে বৃহত্তর মহাপ্রলয় কালের পূর্ব পর্যন্ত। এই সময়-কালকে বলে 'আলামুল বারযাখ—অন্তরালের জগত। (২) মহাপ্রলয়ের পূর্বাভাস। (৩) শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার-মহাপ্রলয়। (৪) শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার-পুনরুত্থান। (৫) প্রতিফল দিবস মহাবিচার। (৬) শাফাআত, (৭) আখিরাত, (৮) হাওযে কাওছার, (৯) জাহান্নাম, (১০) জান্নাত।

(১) মহাপ্রলয়ের পূর্বাভাস ঃ পরজগত অনুষ্ঠিত হইবে দুইটি পর্বে ঃ (১) মহাপ্রলয়, (২) পুনরুত্থান মহাসমাবেশ। এই ধ্বংসলীলা সংঘটিত হইবার পূর্বে দুই ধরনের সংকেত পাওয়া যাইবে (১) গৌণ সংকেত (২) মুখ্য সংকেত (ওয়াযারাতুল-মা'আরিফ তাদরীস, আত - তাওহীদ, পৃ. ৮৭)।

হাদীছে জিবরাঈলে বর্ণিত হইয়াছে, একদা মহানবী (স)-কে হযরত জিবরাঈল জিজ্ঞাসা করেন, মহাপ্রলয় কখন সংঘটিত হইবে? তিনি বলেন, প্রশ্নকারী অপেক্ষা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি অধিকতর জ্ঞান রাখেন না। তবে আমি উহার কিছু গৌণ পূর্বাভাস জানাইতে পারি ঃ (১) দাসী যখন তাহার মনিবকে প্রসব করিবে, (২) রাখাল বসবাস করিবে রাজপ্রাসাদে (দ্র. ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ১খ., পৃ. ১১, আত-তাওহীদ, ৮৮)।

(৩) য়াহূদীদের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ হইবে। মহানবী (স) বলেন, মুসলমানগণ য়াহূদীদেরকে হত্যা না করা পর্যন্ত মহাপ্রলয় সংঘটিত হইবে না। আরও বলা হইয়াছে, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে মানুষ উদাসীন হইবে, ফিৎনা ফাসাদ বৃদ্ধি পাইবে। অশ্লীল গান-বাদ্য-বাজনার প্রসার ঘটিবে। নরহত্যা ও ব্যভিচারে মানুষ অভ্যস্ত হইবে। দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাইবে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮)।

ইমাম মাহদীর আগমন ঃ ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেন, মহানবী (স) বলিয়াছেন, আমার বংশ হইতে এক ব্যক্তির আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিবে না। আমার নাম হইবে তাহার নাম, আমার পিতার নাম হইবে তাহার পিতার নাম, উপাধি হইবে মাহদী (ডঃ 'আবদুল-আমীন, আল-'আকীদাতু'স-সালাফিয়া পৃ. ১৮২)।

দাজ্জালের আবির্ভাব ঃ মহানবী (স) অনেক হাদীছেই দাজ্জালের (দ্র. আদ-দাজ্জাল)। আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাহার পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ ও তাহাদের উম্মতদেরকে দাজ্জালের আগমন সম্পর্কে সতর্ক করেন (দ্র. ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ২খ., পৃ. ১০৫৫)। মহানবী (স) স্বয়ং আল্লাহ পাকের নিকট দাজ্জালের ফিৎনা হইতে হিফাযত কামনা করিতেন এবং উম্মতকে অনুরূপ দু'আ করিতে আদেশ করেন (দ্র. প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১০৫৬)।

হযরত 'ঈসা (আ)-এর আগমন ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইমাম মুসলিম ও হযরত আনাস (রা) হইতে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন,

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মহাপ্রলয় সংঘটিত হইবে না যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে মরিয়ম-তনয় ঈসার আগমন ঘটিবে। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করিবেন, শূকর হত্যা করিবেন, জিয়য়া রধ ধার্য করিবেন, সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে, গ্রহণকারী থাকিবে না (দ্র. ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ২খ., পৃ. ১০৫৬)।

ইয়াজূজ-মাজূজের আগমন ঃ যুলকারনায়ন ইয়াজূজ-য়াজূজের যাতায়াতের গিরিপথ তামা, সীসা ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ বিগলিত করিয়া সুদৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কালের করাল গতিতে একদিন তাহা বিচূর্ণিত হইবে। পশুপালের মত বাহির হইয়া পড়িবে য়াজূজ-মাজূজের দল। পৃথিবীতে কাহারও সাধ্য হইবে না তাহাদের গতিরোধ করিতে। যেই দিকেই তাহারা অগ্রসর হইবে সেই দিকেই শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস। অবশেষে প্রবাহিত হইবে প্রাণসংহারী হাওয়া। ইহাতে য়াজূজ-মাজূজের দল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে (দ্র. য়া'জূজ ওয়া মা'জূজ)।

পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় ঃ হযরত 'ঈসা (আ)-এর তিরোধানের পর ক্রমান্বয়ে গোটা মানব জাতির নৈতিক অবক্ষয় শুরু হইবে। মানুষের ধর্মীয় চেতনা ও মানবতাবোধ লোপ পাইবে। মানুষে আর পশুতে কোন তফাৎ থাকিবে না। ঠিক এমনই সময়ে পবিত্র হজ্জের মৌসূমে কুরবানীর দিবাগত রাত্রি হইবে সুদীর্ঘ ৩/৪ রাত্রির সমান। শিশুরা চিৎকার শুরু করিবে বাহিরে যাওয়ার জন্য। পশুকুল হল্লাচিল্লা করিবে চারণক্ষেত্রে যাওয়ার উদ্দেশে। জনগণ মাতম শুরু করিবে ক্ষুৎপীপাসায় কাতর হইয়া। অনেকে বুঝিতে পারিয়া তড়িঘড়ি করিয়া তওবা করিতে বসিয়া যাইবে। শেষে পশ্চিমাকাশে গো-ধূলীয় আবির রং ছড়াইয়া সূর্য উদিত হইবে। বেলা অর্ধ প্রহর পর্যন্ত সূর্য উঠিয়া পুনরায় অস্তাচলের পথে যাত্রা করিবে। অতঃপর পুরাতন নিয়মে উহার উদয়াস্ত হইতে থাকিবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনায় আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "সূর্য পশ্চিমাকাশে উদিত না হওয়া পর্যন্ত মহাপ্রলয় সংঘটিত হইবে না। যখন উহা উদিত হইবে সকল মানুষ উহা প্রত্যক্ষ করিবে। পূর্বে যাহারা ঈমান গ্রহণ করে নাই, অতঃপর ঈমান আনিলে কোন ফলোদয় হইবে না (দ্র. ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ২খ., পৃ. ১০৫৫)।

দাববাতু'ল আরদ-এর অভ্যুদয় ঃ পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়ের হতভম্ভ ভাব কাটিতে না কাটিতে বেলা এক প্রহরের সময় 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়দ্বয় ভূমিকম্পে বিদীর্ণ হইবে। ধ্বংসস্তুপের মধ্য হইতে বাহির হইবে এক ভয়ালদর্শন জানোয়ার, কথাবার্তা বলিবে মানুষের সহিত। এই অদ্ভূত দর্শন জন্তু দৃষ্টে মানুষ স্তম্ভিত হইবে। এতদ্সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন,

وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لاَ يُوْقِنُوْنَ.

"যখন ঘোষিত শাস্তি উহাদের নিকট আসিবে তখন আমি মৃত্তিকা গর্ভ হইতে বাহির করিব একটি জীব যাহা উহাদের সহিত কথা বলিবে, এইজন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনে অবিশ্বাসী" (২৭ ঃ ৮২; আরো দ্র. দাববাতুল আরদ)।

মহাপ্রলয়, শিঙ্গায় প্রথম ফুৎকার ঃ পশ্চিমাকাশে সূর্যের অভ্যুদয়ের পর কাটিয়া যাইবে বহুকাল। সুখের পারাবারে অবগাহন করিবে মানবজাতি। সাধারণ বস্তুর মত বিবেচিত হইবে স্বর্ণ-রৌপ্য। পৃথিবীময় সম্পদের ছড়াছড়ি দেখা যাইবে। কেহ দান-খয়রাত করিবার ইচ্ছা করিলে গ্রহীতা পাওয়া যাইবে না (দ্র. ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ২খ., পৃ. ১০৫৫)। ধর্মের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হইবে। সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইবে ঈমানদার। তখনই সংঘটিত হইবে পৃথিবীর এই ভয়াবহতম ঘটনা, শিঙ্গায় ফুৎকার। পাক কুরআনের ভাষায় উহার প্রাথমিক অবস্থা হইবে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيْمٌ. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَاهُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ.

"হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে; কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যেদিন তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিবে, সেই দিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হইবে তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবর্তী তাহার গর্ভপাত করিয়া ফেলিবে। আর তুমি মানুষকে দেখিবে নেশাগ্রস্ত সদৃশ, যদিও উহারা নেশাগ্রস্ত নহে। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি কঠিন" (২২ ঃ ১২)।

বিকট শব্দে আতংকিত বনের পশুকুল একত্র হইয়া নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আগমন করিবে লোকালয়ে। যেমন তিনি বলেন, وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ "আর যখন বন্য পশু একত্র করা হইবে" (৮১ ঃ ৫)। কাহারও আশ্রয়ে কেহই রক্ষা পাইবে না। বরং প্রাণীকুল সকলই ধ্বংস হইয়া যাইবে। এইবার শব্দের ভয়াবহতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে। বৃক্ষলতা, পাহাড়-পর্বত শুকনা খড় কুটার ন্যায় উড়িতে থাকিবে। যেমন ঃ

وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ.

"আর পর্বতসমূহ হইবে ধূনিত রঙ্গিন পশমের মত" (১০১ ঃ ৫)। আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য কক্ষচ্যুত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইবে নিরুদ্দেশের পথে। আকাশমণ্ডলী বিদীর্ণ হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে,

اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ.

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে" (৮৪ ঃ ১)।

وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ.

"আর যখন নক্ষত্র মণ্ডলী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরিয়া পড়িবে" (৮২ ঃ ২)।

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. وَاِذَ النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ. وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ.

"সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হইবে, যখন নক্ষত্ররাজি খসিয়া পড়িবে; পর্বত মালাকে যখন চলমান করা হইবে" (৮১ ঃ ১-৩)।

এইভাবে বিলীন হইয়া যাইবে এই মহাবিশ্ব তাঁহার বিশাল সৃষ্টি। তিনি ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। অবশ্য কিছু সংখ্যক আলিম বলেন, বিনাশ হইতে রক্ষা পাইবে আটটি বস্তু— আরশ, কুরসী, লাওহে মাহফূজ, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম, শিঙ্গা ও রূহসমূহ। রূহসমূহের উপর একটি আচ্ছন্ন ভাব বিরাজ করিবে। আর কতক আলিম বলেন, শুধু আল্লাহ পাক ব্যতীত আর সকল কিছুই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যেমন আল-কুরআন ঘোষণা দেয়—

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা–যিনি মহিমাময় মহানুভব" (৫৫ ঃ ২৬-২৭)।

পরম পরাক্রমশালী প্রতিপালক সদম্ভে ঘোষণা করিবেন-

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ.

"আজিকার আধিপত্য কাহার" (৪০ ঃ ১৬)?

নিস্তব্ধ-নিঝুম মহাশূন্যে শুধুই বজ্রনিঘোষে বিঘোষিত হইবে,

لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.

"মহাপরাক্রান্ত একক আল্লাহর" (৪০ ঃ ১৬)।

শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার ঃ নিস্তব্ধ-নিঝুম পরিবেশে কাটিয়া যাইবে বহু বৎসর (দ্র. হক্কানী আকাইদ ইসলাম, পৃ. ১৯৭)। আল্লাহ পাক পুনঃসৃষ্টি করিবেন ফেরেশতা ইসরাফীলকে। শিঙ্গা হাতে ইসরাফীল আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন, পুনরায় অস্তিত্বে আসিবে ফেরেশতামণ্ডলী, আকাশ-বাতাস, ভূধর-সলিল, মানব, প্রাণীকুল সকল কিছুই। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

وَنُفِخَ فِيْهِ أُخْرَى فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ.

"অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। তৎক্ষণাৎ উহারা দণ্ডায়মান হইয়া তাকাইতে থাকিবে" (৩৯ ঃ ৬৮)।

প্রমাণিত হইবে–

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ.

"যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করিবই" (২১ ঃ ১০৪)।

মহা সমাবেশর দৃশ্য

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ.

"যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে তখনই তাহারা কবর হইতে ছুটিয়া আসিবে তাহাদের প্রতিপালকের দিকে" (৩৬ ঃ ৫১)।

হাশরের মাঠের দৃশ্য হইবে ভয়াবহতম। দেখা যাইবে, একই ভূখণ্ডে উন্মুক্ত প্রান্তরে দলে দলে দিশাহারা বন্য প্রাণী, বিভ্রান্ত হিংস্র জানোয়ার, দলবদ্ধ গৃহপালিত পশুকুল। আকাশে উড়ন্ত অযুত পাখি, মানব, ফেরেশতামণ্ডলী যাহারা সৃষ্টির আদি হইতে মহাপ্রলয়কাল পর্যন্ত ইহজগতে আগমন করিয়াছে।

মানবজাতির উত্থান হইবে বিচিত্র ধরনের। তাহাদের কৃতকর্মের প্রতীক সংগে লইয়াই তাহারা সমাবেশে যোগদান করিবে। পুণ্যবানগণের অনেকে উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট হইবে, কেহবা রক্তাপ্লুত সুরভি সুষমা মণ্ডিত অবস্থায়। কেহ সুদীর্ঘ গ্রীবাধারী, কাহারও শিরে থাকিবে অত্যুজ্জ্বল মুকুট, যাহার ঔজ্জ্বল্যের নিকট পরাভব স্বীকার করিবে দেদীপ্যমান দিবাকর, কাহারও হস্ত-পদাদি ও মুখমণ্ডল হইতে বিচ্ছুরিত হইতে থাকিবে বিদ্যুৎবৎ নূরের দীপ্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে আর একদল উঠিবে কেহ বাদর, কেহ শূকর আকৃতিতে, কাহারও পেট হইবে পর্বত সমান। কেহ উঠিবে সোজা দণ্ডায়মান অবস্থায়, আর হেলিতে পারিবে না। কেহ উঠিবে অধোমুখে, মাথা নিচে পা উপর দিকে। কেহ গালের উপর হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে, কেহ নিজের নাড়িভূড়ির উপর কদম চালাইয়া ইত্যাদি, ইত্যাদি ভয়াল দর্শন অবস্থায়, তবে সকলেই হইবে বস্ত্রহীন (দ্র. ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, রিকাক অধ্যায়, পৃ. ৯৬৬)। উম্মত জননী 'আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, মহাবিচারের দিন মানুষ নগ্নপদ, বিবস্ত্র, উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় সমাবিষ্ট হইবে। আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রাসূল! নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরকে দেখিবে? তিনি বলিলেন, আইশা! একজন অপরজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা অপেক্ষাও পরিস্থিতি হইবে অধিক ভয়াবহ" (প্রাগুক্ত)।

সুতরাং পরিস্থিতি এমন হইবে যে, কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিবার ইচ্ছাও বিলুপ্ত হইবে। অর্থাৎ এমন পর্যায়ে পৌছিবে যে, মস্তিষ্ক হইবে উদ্ভ্রান্ত, চক্ষু হইবে নিষ্পলক, মানসপটে শুরু হইবে ভূমিকম্প, শব্দ হইবে নিস্তব্ধ। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.

"সেই দিন তাহারা আহ্বানকারীর অনুসরণ করিবে, এই ব্যাপারে এদিক-ওদিক করিতে পারিবে না। দয়াময়ের সম্মুখে সকল শব্দ স্তব্ধ হইয়া যাইবে, সুতরাং মৃত্যু পদধ্বনি ব্যতীত তুমি কিছুই শুনিবে না" (২০ ঃ ১০৮)।

সূর্যের অবস্থান হইবে সৃষ্টিকুলের মস্তকোপরি এক মাইলের ব্যবধানে। হযরত মিকদাদ (রা) হইতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "মহাবিচার দিবসে সৃষ্টিকুলের মাথার উপরে এক মাইলের মধ্যে সূর্য অবস্থান করিবে। কৃতকর্ম অনুযায়ী মানুষ ঘামের সাগরে কেহ বুক পর্যন্ত কেহ দুই কাঁধ ও কেহ ওষ্ঠাধর পর্যন্ত হাবুডুবু খাইবে" (দ্র. মুসলিম, সিফাতু'ল-জান্নাত; বুখারী, পৃ. ৯৬৭; আল-ইরশাদ, পৃ. ২৮৮)। সুতরাং মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়িবে। পলায়নের কোন পথ থাকিবে না। সাহায্যের কোন সুযোগ আসিবে না। মানুষের জটলা হইবে বালুর স্তূপের মত। দেহের উত্তাপ, হৃদয়ের জ্বলন, ঘর্মাক্ত কলেবর। অবস্থার ভয়াবহতা সহজেই অনুমেয়।

মহাসমাবেশের স্থায়িত্ব ঃ এইরূপ মর্মন্তুদ পরিস্থিতিতে মানুষ পঞ্চাশ হাজার বৎসর ধরিয়া অপেক্ষমান থাকিবে, কখন তাহার সম্পর্কে কী সিদ্ধান্ত আসিবে। এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিবে কখন? হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, মহান রাসূল (স) বলেন, "কোন স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের অধিকারী যদি তাহার দায় (যাকাত) আদায় না করে তবে মহাবিচার দিবসে উহার পাত প্রস্তুত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করত তাহাদের মুখমণ্ডল, পার্শ্বদেশ ও পিঠে দাগ দেওয়া হইবে। ঠাণ্ডা হইলে পুনরায় উত্তপ্ত করা হইবে" (দ্র. বুখারী, আস-সাহীহ, ২খ., পৃ. ৯৮৭)। পঞ্চাশ হাজার বৎসর, কী মর্মান্তিক দৃশ্য। বসিবার কোন সুযোগ নাই। দণ্ডায়মান অবস্থায় ক্ষুৎপীপাসায় মরণাপন্ন। মাত্র একদিন ইহজগতের হিসাবে যাহার পরিমাণ হইবে পঞ্চাশ হাজার বৎসর (দ্র. ডঃ সাইয়্যেদ আব্দুল আজীজ, আল-আকীদাতুস সালাফীয়া, পৃ. ৯৭)।

বিচারানুষ্ঠান ঃ বিচারানুষ্ঠান শুরুর প্রাককালে আর একটি অতি সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে মানব গোষ্ঠী। তাহা হইল আমলনামা অর্জন। ইহজগতে অবস্থানকালীন সময়ে মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের খতিয়ান হইল এই আমলনামা'। আল্লাহ পাক বলেন,

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِىْ عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُوْرًا.

"প্রত্যেক মানুষের কর্ম আমি তাহার গ্রীবালগ্ন করিয়াছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য বাহির করিব এক কিতাব যাহা সে পাইবে উন্মুক্ত" (১৭ ঃ ১৩)।

হযরত আনাস (রা) হইতে নুআয়ম ইব্ন সালেম সূত্রে আবূ জাফর উকায়লী উল্লেখ করেন, মহান রাসূল (স) বলেন, সমুদয় আমলনামা আরশের নিচে সংরক্ষিত থাকিবে। অকস্মাৎ আল্লাহ পাক একটি ঘূর্ণিবায়ু সঞ্চালন করিবেন। বায়ু তাড়িত হইয়া আমলনামাগুলি পৌঁছিয়া যাইবে মানুষের দক্ষিণ অথবা বাম হস্তে। উহার শিরোনাম থাকিবে,

اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا.

"তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট" (১৭ ঃ ১৪; ড. সায়্যিদ আবদুল আযীয, আল-আকীদাতুস সালাফীয়া, পৃ. ৯৯)।

জনতার মধ্যে কেহ আমলনামা প্রাপ্ত হইবে দক্ষিণ হস্তে কেহ বাম হস্তে। স্বীয় আমলনামায় লিখিত পুণ্য কর্ম দৃষ্টে কেহ উল্লাসিত হইবে এবং অন্যান্য দেরকে জানাইতে আগ্রহ বোধ করিবে। আবার কেহ হইবে মনঃক্ষুণ্ণ বিষাদাচ্ছন্ন হতাশাগ্রস্ত। কারণ সে দেখিবে জীবনের কোন খুঁটিনাটি বিষয়ও তাহার আমলনামা হইতে বাদ পড়ে নাই (প্রাগুক্ত)।

বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমে বিচারকার্য হইবে শেষ নবী (স)-এর উম্মতের। আর বান্দার নিকট হইতে সর্বপ্রথম হিসাব গ্রহণ করা হইবে নামাযের। সর্বপ্রথম প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে রক্তের। মহান রাসূল (স) হইতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁহার বান্দার নিকট হইতে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব গ্রহণ করিবেন। তিনি ফেরেশতাগণকে বলিবেন, তোমরা আমার বান্দার নামাযের প্রতি লক্ষ্য কর। সে উহা সমাধা করিয়াছে কিনা" (দ্র. ড. সালেহ, আল-ইরশাদ, ২৮৯)।

সেদিন যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে যথাযথরূপে। কেহই রেহাই পাইবে না। হাদীছের উল্লেখ অনুযায়ী যুলুম তিন প্রকারের ঃ (১) আল্লাহ্র সঙ্গে শিরক করা اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ। "অবশ্য শিরক একটি বিরাট যুলুম"। আল্লাহ পাক ইহা ক্ষমা করিবেন না। (২) নিজের প্রতি যুলুম, বান্দার কর্তব্য আল্লাহর হুকুম মান্য করা। হুকুম অমান্য করিয়া বান্দা নিজের উপর যুলুম করে। আল্লাহ পাক ইহা ক্ষমা করিতে পারেন। (৩) বান্দার পরস্পরের প্রতি যুলুম। বান্দার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক কঠোর হইবেন; প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া ছাড়িবেন না। সম্পদের বিনিময়ে নহে, পুণ্য কর্মের বিনিময়ে তিনি নিষ্পত্তি করিবেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "তোমরা কি জান, সর্বাপেক্ষা নিঃস্ব কে? তাঁহারা বলিলেন, আমাদের মধ্যে যাহার ধন-সম্পদ নাই সেই বড় নিঃস্ব। তিনি বলিলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সে বড় নিঃস্ব, যে মহাবিচারের দিন নামায, রোযা ও যাকাতসহ উপস্থিত হইবে। আর তাহার নিকট এমন এক ব্যক্তি আসিবে, যাহাকে সে গালি দিয়াছে কিংবা অপবাদ দিয়াছে অথবা তাহার সম্পদ গ্রাস করিয়াছে বা তাহার রক্তপাত করিয়াছে অথবা কাহাকেও প্রহার করিয়াছে। অতঃপর তাহার সঞ্চিত পুণ্য হইতে তাহাকে দেওয়া হইবে। যদি তাহার পুণ্য নিঃশেষ হইয়া যায় প্রতিশোধ গ্রহণের পূর্বে, তাহা হইলে প্রতিপক্ষের পাপরাশি তাহার প্রতি নিক্ষেপ করা হইবে। পরিশেষে তাহাকে নিক্ষেপ করা হইবে জাহান্নামে" (প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮)।

ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র) বলেন, হিসাব-নিকাশ হইবে শুধু মু'মিনগণের, তাহারা স্বীকৃতিও দিবে তাহাদের অপরাধের। তবে অংশীবাদী অবিশ্বাসীদের কোন পুন্য নাই, সুতরাং তাহাদের হিসাব-কিতাবও নাই (ড. সালেহ, আল-ইরশাদ, পৃ. ২৮৯)।

বিচারকার্য চলিতে থাকিবে এইভাবে। প্রত্যেককেই তাহার কৃতকর্মের খতিয়ান দেখান হইবে। অস্বীকার করার কোন উপায় থাকিবে না। স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি মাটি পর্যন্ত সাক্ষ্য দিবে। যেমন ঃ

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

"আমি আজ উহাদের মুখে মোহর করিয়া দিব, উহাদের হস্তসমূহ কথা বলিবে আমার সহিত এবং উহাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দিবে উহাদের কৃতকর্মের" (৩৬ ঃ ৬৫)।

কাজেই সমাবেশটি হইবে কঠিনতর। সেই ব্যক্তিই বিচক্ষণ যে তাহার প্রবৃত্তিকে লাঞ্ছিত করিয়াছে, মৃত্যুর পর যাহা সংঘটিত হইবে তাহার জন্য কর্ম করিয়াছে। আর সেই ব্যক্তিই অক্ষম যে অনুগামী হইয়াছে তাহার প্রবৃত্তির, আর আশাধারী হইয়াছে আল্লাহর উপর (আত-তাওহীদ, ৯৪)।

শাফা'আত ঃ শাফা'আত অর্থ একত্র করা, উমেদারী করা, মাধ্যম, অপরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হওয়া। একথার অর্থ, যেদিন কেহ কাহারও জন্য কোন উপকারে আসিবে না, কেহ কাহাকেও কোন সাহায্য করিতে পারিবে না, সেদিন কাহাকেও সাহায্য করিয়া তাহাকে তাহার বিপদ হইতে উদ্ধার করা। শাফা'আত হইল, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কাহারও জন্য আরজী পেশ করা কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য করুণার কাঙ্গাল হওয়া। কাহারও বিপদ মুক্তির জন্য, ক্ষমার জন্য সুপারিশ করা। শাফা'আত পাওয়ার অধিকার রাখে একমাত্র একত্বে বিশ্বাসীগণ, অংশীবাদী বা অবিশ্বাসীরা নহে (দ্র. আত-তাওহীদ, ৯৮)।

তবে একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, শাফা'আতকারীর জন্য আল্লাহ্র অনুমতি থাকিতে হইবে। আর যাহার জন্য শাফা'আত করা হইবে, আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহার স্বীকৃতিও থাকিতে হইবে। যেন সে অন্ততপক্ষে ঈমানদার হয়। অংশীবাদী ও অবিশ্বাসীদের জন্য শাফা'আত গ্রাহ্য হইবে না। যেমন বলা হইয়াছে,

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهُ قَوْلًا.

"দয়াময় যাহাকে অনুমতি দিবেন ও যাহার কথা তিনি পছন্দ করিবেন সে ব্যতীত কাহারও সুপারিশ সেই দিন কোন কাজে আসিবে না" (২০ ঃ ১০৯)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে ইমাম মুসলিমের বর্ণিত হাদীছে আসিয়াছে, মহান রাসূল (স) বলেন, প্রত্যেক নবীরই গ্রহণযোগ্য দু'আ থাকিবে। আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্য শাফা'আতের কাঙ্গাল হইয়া দাঁড়াইব। আমার উম্মতের মধ্যে যাহারা শিরক না করিয়া পরলোকগমন করিয়াছে ইহা তাহাদের জন্য ফলপ্রদ হইবে (আত-তাওহীদ, ১০০; ড. সালেহ, আল-ইরশাদ, পৃ. ২৯৪)।

ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র) বলেন, মহান রাসূল (স)-এর জন্য দুইটি শাফা'আত অপেক্ষমাণ থাকিবে। (১) প্রথমত হাশরের দিনের ভয়াবহতা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছিবে, উদ্ভ্রান্ত জনতা হযরত আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, 'ঈসা (আ) নবীগণের নিকট সুপারিশের জন্য আগমন করিলে সকলেই নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করিবেন। তাঁহারা দেখাইয়া দিবেন সায়্যিদুশ-শাফা'আত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে। তিনি মাকামে মাহমূদের অধিকারী হইয়া সকল মানুষের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে শীঘ্রই বিচার মীমাংসার জন্য সুপারিশ করিবেন। আল্লাহ পাক তাহা মঞ্জুর করিবেন। (২) তিনি জান্নাতবাসীগণের জান্নাতে প্রবেশের জন্য সুপারিশ করিবেন। (৩) শেষ পর্যায়ে তাঁহার শাফা'আত চলিবে সাধারণভাবে উম্মতে মুহাম্মাদীর সাহাবী, তাবিঈন, সিদ্দিকীন, আওলিয়া ও উলামা ঈমানদারগণের অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু, যাহাদের উপর জাহান্নাম অবধারিত হইয়া গিয়াছিল তাহাদেরকে জাহান্নাম হইতে নিষ্কৃতির জন্য শাফা'আত করিবেন (ড. সালিহ, আল-ইরশাদ, পৃ. ২৯৪; আত-তাওহীদ, পৃ. ১০০)।

একটি সমীক্ষা ঃ খারেজী, মু'তাযিলা এবং কিছু সংখ্যক বিদ'আতী শাফা'আতকে অস্বীকার করে। তাহাদের অভিমতে জান্নাত অথবা জাহান্নামে যে একবার প্রবিষ্ট হইবে সে আর তথা হইতে বহিষ্কৃত হইবে না। একই মানুষের মধ্যে যুগপৎ পাপ ও পুণ্যের সমাবেশ হইতেই পারে না। তাহারা প্রমাণ উপস্থাপন করেন,

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لاَّ تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ.

"তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও কোন কাজে আসিবে না, কাহারও সুপারিশ গ্রহণ করা হইবে না এবং কাহারও নিকট হইতে বিনিময় গ্রহণ করা হইবে না" (২ ঃ ৪৮)।

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَّلاَ شَفَاعَةٌ.

"সেই দিন আসিবার পূর্বে যেই দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশকারী থাকিবে না" (২ ঃ ২৫৪)।

তাহারা সূরা মুমিন-এর ১৮ নং এবং সূরা মুদ্দাছ্ছির-এর ৪৮ নং আয়াতও প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন।

তাহাদের অভিমতের অসারতা প্রমাণ করিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত বলেন, উপরিউক্ত আয়াতসমূহে শাফা'আত যাহাদের উপর অকার্যকর বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে, তাহারা অংশীবাদী অথবা অবিশ্বাসী। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, অংশীবাদী ও অবিশ্বাসীদের জন্য শাফা'আত কার্যকরী হইবে না (দ্র. আল-ইরশাদ, ২৯৫)।

আস-সিরাত (সেতু) ঃ মহাসমাবেশ স্থল হইতে জান্নাত গমনের পথে ঠিক জাহান্নামের উপর অবস্থিত একটি সেতু 'সিরাত' বলিয়া খ্যাত। উহা চুল অপেক্ষা সূক্ষ্মতর, তরবারি অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর, জ্বলন্ত প্রস্তর অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত। সাধারণভাবে প্রত্যেকেই উহাতে উঠিবে। স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী সেতু অতিক্রম করিবে জান্নাতগামীগণ। কেহ অতিক্রম করিবে আলোর গতিতে, কেহ বায়ুর গতিতে, আবার কেহ অশ্ব গতিতে, কেহ দৌড়িয়া, কেহ হাঁটিয়া কেহ উবু হইয়া, কেহ বুকে ভর করিয়া, এমনকি হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতেও অনেকে সেতু অতিক্রম করিবে। আর এক দল কাটিয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া কাঁটা ও আঁকশিতে আটকাইয়া নিম্নে পতিত হইবে সোজা জাহান্নামে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا.

"এবং তোমাদের প্রত্যেকেই উহা অতিক্রম করিবে, ইহা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত" (১৯ ঃ ৭১)।

ইহজগতে আল্লাহ পাক প্রদর্শিত অনুগ্রহ হইল সিরাতু'ল মুসতাকীম, ইহা তাঁহার আশিসপুষ্ট স্নেহসিক্ত দীনের পথ, সন্তুষ্টির পথ। আখিরাতের সেতু অতিক্রম করার যোগ্যতা অর্জন সম্ভব হইবে এই সিরাতু'ল-মুসতাকীমের উপর মেহনত করিয়া। সুতরাং ইহজগতের সম্পদ বৈভবের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া সিরাতু'ল-মুসতাকীমে চলিতে যে নিজেকে শাণিত করিয়াছে, এই বন্ধুর পথ আখিরাতের সিরাত অতিক্রম করিতে তাহারা ব্যর্থ হইবে না (আত-তাওহীদ, পৃ. ৯৮)।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম স্ব-স্ব সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে দীর্ঘ একটি হাদীছ বর্ণনা করেন। মহান রাসূল (স) বলেন, জাহান্নামের উপর থাকিবে একটি সেতু। অন্যান্য নবী-রসূলগণের পূর্বে আমি আমার উম্মত সমভিব্যাহারে উহা অতিক্রম করিব। সে সময় নবী-রাসূলগণ শুধুই বলিবেন اللهم سلم। "হে আল্লাহ! রক্ষা কর, রক্ষা কর" জাহান্নাম হইতে। লোহার আংটা এবং সাদান বৃক্ষের কণ্টবিদ্ধ ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পাপীগণ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে (শায়খ আবদুল হক হক্কানী, আকাঈদে ইসলাম, পৃ. ২০৭; আত-তাওহীদ, ৯৭)।

হাওযে কাওছার ঃ হাওযে কাওছার হইল জান্নাতী প্রস্রবণ বা সরোবর। চরম পিপাসার্ত হইয়া মানুষ কবর হইতে উত্থিত হইবে। এই পিপাসার্ত মানুষগুলিকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে মহাসমাবেশ স্থলের মাঝে মাঝে এখানে সেখানে বিশাল বিশাল সরোবর লক্ষ্য করা যাইবে। প্রত্যেক নবী-রাসূলের জন্যই সরোবর নির্ধারিত থাকিবে। প্রত্যেক নবীই তাঁহার ঈমানদার উম্মতগণকে উক্ত সরোবর হইতে তৃপ্তি সহকারে পানি পান করাইবেন (আত-তাওহীদ, পৃ. ৯৮)।

মহান রাসূল (স)-এর উম্মতগণের প্রতীক হইবে তাহাদের উযূর স্থল হইতে বিদ্যুৎ ঝলকের মত চমকাইতে থাকিবে। তিনি তাঁহার উম্মতগণকে সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়া হাওযে কাওছার হইতে তৃপ্তি সহকারে পানি পান করাইবেন। হযরত আনাস (রা) সূত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমার হাওযে কাওছারের পরিধি হইবে ইরাকের আয়লা হইতে ইয়ামানের সান'আ পর্যন্ত, সেখানে আকাশের তারকার মত অসংখ্য পানপাত্র সদা প্রস্তুত থাকিবে (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ২খ., পৃ. ৯৭৪; আত-তাওহীদ, পৃ. ৯৮)।

বর্ণনান্তরে হাওযে কাওছারের পরিধি হইবে বিশাল আকারের মানুষের এক মাসের চলাপথের সমান। উহার পানি হইবে দুগ্ধ অপেক্ষা শুভ্রতর, বরফ অপেক্ষা অধিক শীতল, মধু অপেক্ষা অধিক আস্বাদযুক্ত। মৃগনাভী অপেক্ষা অধিক সুরভীময় হইবে উহার পানীয়। আকাশের তারকার মত অসংখ্য মনোহর পিয়ালা সদা প্রস্তুত থাকিবে উহার তীরে। যে একবার এই

পানীয় পান করিবে অনন্ত কালের জন্য তাহার পিপাসা নিবৃত্ত হইবে (দ্র. ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ২খ., ৯৭৪)।

বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) তাহার উম্মতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষামাণ থাকিবেন কাওছারের তীরে। স্বয়ং পিপাসার্ত উম্মতগণকে আপ্যায়ন করাইবেন কাওছারের সালসাবীল যানযাবীল শরাবুন তাহূরা।

তবে ইমাম কুরতুবী বলেন, আমাদের আলমগণের অভিমত হইল কাওছারের অমিয় সুধা হইতে বঞ্চিত থাকিবে তাহারা, যাহারা দীন হইতে ভ্রষ্ট হইবে, যাহারা আল্লাহর মনোনীত নহে এমন বিষয়ের উদ্ভাবন করিয়া ইসলামকে জঞ্জালযুক্ত করিয়াছে তাহারা বিতাড়িত হইবে কাওছার হইতে। যেমন অন্যের পানঘাটে কেহ পশুপাল লইয়া পানি পান করাইতে অবতরণ করিলে মালিক তাহাকে তাড়াইয়া দেয়, তেমনই তাড়াইয়া দেওয়া হইবে পথভ্রষ্টদেরকে। (দ্র. ড. সালেহ, আল-ইরশাদ, ২৯৩)।

জান্নাত ও জাহান্নাম ঃ যৌক্তিকতা ঃ ইহজগত হইল পরীক্ষার জগৎ। এই জগতে যাহারা উত্তম কর্ম করিবে, পরজগতে তাহারা উত্তম বিনিময় লাভ করিবে, লাভ করিবে জান্নাত। আর অপকর্ম করিলে বিনিময়ে পাইবে জাহান্নাম। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.

"কেহ অনু পরিমাণ সৎকর্ম করিলে সে তাহা দেখিবে এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করিলে সে তাহাও দেখিবে" (৯৯ ঃ ৭/৮)।

তিনি আরও বলেন,

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ.

"তোমরা কি মনে করিয়াছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবৃত হইবে না" (২৩ ঃ ১১৫)?

আল্লাহ পাক মানবজাতিকে পুণ্য কর্ম সাধনের জন্য বিরাট সুযোগ দান করিয়াছেন। যেমন তিনি বলেন,

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا.

"আমি তাহাকে পথের নির্দেশ দিয়াছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হইবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হইবে" (৭৬ ঃ ৩)।

এই জগত একটি কর্মক্ষেত্র। যাহারা এখানে সৎকর্ম করিয়াছে, তাহারা উত্তম বিনিময় জান্নাত লাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى.

"যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাহাদের স্থায়ী বাসস্থান হইবে জান্নাত" (৩২ ঃ ১৯)।

পক্ষান্তরে যাহারা অসৎকর্ম করিয়াছে, তাহারা নিকৃষ্ট বিনিময় নরক লাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। যেমন তিনি বলেন,

وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰهُمُ النَّارُ.

"এবং যাহারা পাপাচার করিয়াছে তাহাদের বাসস্থান হইবে জাহান্নাম" (৩২ ঃ ২০)।

ন্যায়নিষ্ঠক মহান আল্লাহ পাকের পক্ষে সদাচারী ও পাপাচারীকে সমতুল্য বিনিময় প্রদান করা অশোভনীয়। যেমন তিনি বলেন,

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ.

"যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যাহারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া বেড়ায়, আমি কি তাহাদেরকে সমান সম্য করিব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গণ্য করিব" (৩৮ ঃ ২৮)?

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَايَسْتَوٗنَ

"তবে যে ব্যক্তি মুমিন সে কি পাপাচারীর ন্যায়? উহারা সমান নহে" (৩২ ঃ ১৮)।

সুতরাং তাহারাই উত্তম ফল লাভ করিবে যাহারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিবে ও সৎকর্ম করিবে।

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা অদম্য অপরিসীম। আর এই জগৎ সসীম, আপেক্ষিক, স্থান-কাল-পাত্রের নিগড়ে আবদ্ধ। এখানে মানুষের সব আশা পূর্ণ করা অসম্ভব। তাই এমন একটি জগৎ এমন একটি পরিবেশের প্রয়োজন যেখানে স্থান-কাল-পাত্রের সীমাবদ্ধতা থাকিবে না। মানুষের অনন্ত আশা-পিপাসা মিটাইবার উপযুক্ত স্থান সেই পরজগৎ। জাহান্নামের শাস্তি অনন্ত জান্নাতের পুরস্কার ও শান্তি চিরন্তন।

আল্লাহ পাকের ইচ্ছা তিনি তাঁহার বিশ্বাসী সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদেরকে জান্নাত উপহার দিবেন, আর অবিশ্বাসী পাপাচারীকে দিবেন জাহান্নাম। জাহান্নামের ভীতিকর আলোচনা করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ.

"তোমরা নিজদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে অগ্নি হইতে রক্ষা কর, যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও প্রস্তর, যাহাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ, যাহারা অমান্য করে না তাহা, যাহা আল্লাহ তাহাদেরকে আদেশ করেন" (৬৬ ঃ ৬)।

পক্ষান্তরে তিনি চিত্তাকর্ষক বিশেষণে বিশেষত করিয়াছেন জান্নাতকে–

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ فَاكِهِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ. كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ وَّزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ.

"মুত্তাকীরা তো থাকিবে জান্নাতে আরাম-আয়েশে, তাহাদের প্রতিপালক তাহাদেরকে যাহা দিবেন তাহারা তাহা উপভোগ করিবে এবং তাহাদের রব তাহাদেরকে রক্ষা করিবেন জাহান্নামের আযাব হইতে। তোমরা যাহা করিতে তাহার ফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার করিতে থাক। তাহারা বসিবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়া। আমি তাহাদের মিলন ঘটাইব আয়তলোচনা হূরের সঙ্গে" (৫২ ঃ ১৭-১৯; ড. সায়্যিদ আবদুল 'আযীয, আল-'আকীদাতু'স-সালাফিয়া, ১০২)।

জাহান্নামবাসীদের আহার্য হইবে অগ্নি, পানীয় হইবে অগ্নি ও পরিচ্ছদও হইবে অগ্নির, শয্যাও হইবে অগ্নির। উত্তপ্ত আলকাতরা হইবে তাহাদের দেহের কম্বল। উত্তপ্ত কড়াইয়ে ফুটন্ত পানির মত টগবগ করিতে থাকিবে জাহান্নামবাসীরা। অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যু কামনা করিবে, তবে তাহাদের আর মৃত্যু হইবে না। বিষাক্ত সর্পও বৃশ্চিক অহরহ তাহাদেরকে দংশন করিবে। বিষের জ্বালায় তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। মহানবী (স) বলিয়াছেন, "জাহান্নামবাসীর শাস্তি সর্বাপেক্ষা লঘুতর হইবে তাহার যাহাকে পরিধান করান হইবে দুইটি অগ্নীয় পাদুকা, যাহার উত্তাপে তাহার মস্তকের মগজ টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকিবে (ইমাম গাযালী, ইহ্য়া উলূমিদ্দীন, ৮খ., পৃ. ২৯৩)।

আর জান্নাতবাসীরা জান্নাতে বসবাস করিবে মহাসুখে। স্রোতস্বিনীর দুই পার্শ্বে উদ্যান বেষ্টিত হর্মরাজিতে তাহারা পরম সুখে বসবাস করিবে। তাহাদের সেবার জন্য অসংখ্য চাকর-বাকর মনোহর খাঞ্চাসহ ফিরিবে তাহাদের সহিত। তাহারা মনের চাহিদা মতই আহার্য পাইবে। দেখিতে পার্থিব সামগ্রীর মত মনে হইলেও স্বাদ হইবে পছন্দীয়, পানীয় হইবে দুধ-মধু বিমিশ্রিত সালসাবীল, যানযাবীল, শারাবান তাহূরা। একজন জান্নাতবাসী এক শতজন সাধারণ মানুষের সমান খাদ্য ও পানীয়ে পরিতৃপ্ত হইবে। সেখানে সংসারের দায়-দায়িত্ব নাই, ঝামেলা নাই, কর্তব্য নাই; সেখানকার সুখ অশেষ, শান্তি অক্ষয় অবিনশ্বর চিরন্তন। যেমন মানুষের আকাঙ্ক্ষার কোন লাগাম নাই, তেমনই জান্নাত নির্মিত হইয়াছে। কল্পনাতীত, ধারণাতীত চিরশান্তিধাম (দ্র. প্রাগুক্ত, ৩০১)। মহানবী (স) ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ পাক বলেন, আমি আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের উদ্দেশে এমন কিছু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহা কোন চক্ষু অবলোকন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই, কোন হৃদয় কল্পনাও করে নাই। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُوْنٍ

"কেহই জানে না তাহাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কী লুক্কাইত রাখা হইয়াছে" (৩২ ঃ ১৭)! ইব্ন হাজার, ফাতহুল-বারী, ৬খ., পৃ. ২৪৭; ডঃ সায়্যিদ আবদুল-আযীয, আল-'আকীদাতু'স-সালাফিয়া, ১০৩)।

জান্নাত ও জাহান্নাম কি বিনাশী না অবিনাশী ঃ অতীত মনীষীবৃন্দের সুদৃঢ় বিশ্বাস মতে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃজিত, এখনও বিদ্যমান (আবূ 'ইয্য, 'আকীদাতু'ত তাহাবী, পৃ. ২৫৬)। যেমন আল্লাহ পাক জান্নাত সম্পর্কে বলেন, اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ "যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে মুত্তাকীদের জন্য" (৩ ঃ ১৩৩)। আর اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ "যাহা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছে" (৩ ঃ ১৩১)।

জমহূর সালফে সালেহীনের অভিমত হইল, জান্নাত ও জাহান্নাম কখনও ধ্বংস হইবে না, বরং উহা চিরস্থায়ী চিরন্তন। অবশ্য একটি ক্ষুদ্র দলের মতে জান্নাত অবিনাশী ও জাহান্নাম বিনাশী (আব্দুল আযীয, আকীদাতুস সালাফীয়া, ৩৫৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ই.ফা., বাংলাদেশ ২০০৩; (২) আল্লামা আলূসী, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ইহ্য়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, লেবানন, তা.বি.; (৩) ইমাম রাযী, তাফসীরে কবীর, দারু ইহ্য়া তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, লেবানন, তা.বি.; (৪) আবূ বাকর যাবির, আকীদাতুল মু'মিন, মাকতাবা কুল্লিয়াতু আযহারীয়া, মিসর ১৯৯৮ হি.; (৫) আবদুল কাদের জিলানী, ফয়জুর রব্বানী, উর্দূ ইদারাই তালিমাতি আওলিয়া, দেওবন্দ সাহারানপুর দিল্লী, ভারত; (৬) আবদুল আযীয আল-মুনযিরী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, দার ইহ্য়া তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, লেবানন তা.বি.; (৭) ওযারাতুল মা'আরিফ আত-তাজরীম, আত-তাওহীদ, সৌদী আরব; (৮) ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, আশরাফ বুক ডিপো., দেওবন্দ; (৯) ড. আবদুল আযীয, আল-আকীদাতুস সালাফিয়া, দারুল মানার, কায়রো, মিসর, ১৪১৩ হি.; (১০) শায়েখ আবদুল হক হক্কানী, আকাইদে ইসলাম, ইদারা-ই-ইসলামিয়া, লাহোর, পাকিস্তান; (১১) ড. সালেহ, আল-ইরশাদ, দারু ইবনু আল-জাওনী, সৌদী আরব; (১২) ইমাম গাযালী, ইহ্য়া উলূমিদ্দীন, বাংলা অনু. মাও. ফজলুল করীম, এফ. কে. আই. মিশন ট্রাষ্ট, ১৮ বকশী বাজার রোড, ঢাকা, আগস্ট ১৯৭৯ খৃ.।

মুহা. তালেব আলী

আলামুল আরওয়াহ্ (عالم الارواح) ঃ অর্থাৎ আত্মার জগত। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً.

"তোমাকে উহারা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে সামান্যই" (১৭ ঃ ৮৫)।

রূহের পরিচয় ঃ বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রূহ একটি রহস্য, ইহার আলোচনা অত্যন্ত জটিল। বিজ্ঞ আলিমগণ এই ব্যাপারে অনেকটা পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। অনেকে যাহা আলোচনা করিয়াছেন তাহাও বেশ দুর্বোধ্য। আল্লামা আলূসী বলেন, "রূহ" রূহই। ইহা কোন দেহ নয়, দৈহিক বিষয়ও নহে। ইহা বস্তু জগৎ সংশ্লিষ্ট নহে, আবার বস্তু জগৎ হইতে পৃথকও নহে। ইহাই অধিকাংশ ধর্ম-দর্শন তাত্ত্বিকগণের অভিমত। এই রকম বলিয়াছেন ইমাম রাগিব ইস্পাহানী, ইমাম গাযালী, মু'আম্মার ইব্ন ইবাদ মু'তাযিলী, শায়খ মুফীদ (তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ১৫খ., পৃ. ১৫৬)।

'কাশফ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে, রূহকে জানিতে হইলে বস্তুবাদের মসিলিপ্ত গাবেষণা দ্বারা মনশ্চক্ষুর পর্দা দূরীভূত করিয়া অদৃশ্য জ্ঞানীর ভাষায় বুঝিতে হইবে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪)।

আল্লাহ পাকের এই সৃষ্টি জগৎ দুই ধরনের—একটি বস্তুজগৎ, অপরটি আধ্যাত্মিক জগৎ, একটি বস্তুগত অপরটি অবস্তুগত। যেমন তিনি বলেন, اَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ "জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁহারই" (৭ ঃ ৫৪)। আদিষ্ট জগৎই আধ্যাত্মিক জগৎ। রূহ আধ্যাত্মিক জগতেরই বিষয় অবস্তুগত। ইহা একক অখণ্ডনীয় নিরাকার, অনন্ত। তবে ইহা নিত্য না অনিত্য তাহাতে মতপার্থক্য রহিয়াছে। কেহ বলেন, অনিত্য, কেহ বলেন নিত্য। আল্লাহ বলেন, وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً "এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হইয়াছে সামান্যই" (১৭ ঃ ৮৫)।

ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, সৃষ্টির আদিতে রূহ ছিল জ্ঞানশূন্য, আল্লাহ পাক পরে জ্ঞান দান করেন। উল্লেখ্য যে, যাহা ক্রমবর্ধমান রূপান্তরশীল তাহা অনিত্য। কাজেই রূহ অনিত্য। প্রত্যুত্তরে বলা যায়, রূপান্তর হয় রূহের গুণবত্তার, সত্তাগত রূহের নহে, বরং রূহ একটি অবিভাজ্য নিত্য সত্তা। উহার প্রভাব দেহে পরিচালিত, তাই প্রভাব অনিত্য। তবে আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় অনিত্যও নিত্য হয় এবং উহার বিপরীত ঘটিয়া যাইবে। অতি সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের পর প্লেটো রূহকে নিত্য বলিয়াছেন। দেহের অনিত্যতার সাথে পবিত্র একক অবিভাজ্য জ্যোতির্ময় রূহের তুলনা চলে না (প্রাগুক্ত)।

ইমাম রাযীর বক্তব্য ঃ ইমাম রাযী বলেন, মানুষের রূহ বলিতে একটি বিশেষ দেহকে বুঝায়, যাহা অবয়বধারী এই দেহের মধ্যে রহিয়াছে। এই মতবাদের অনুসারিগণের মধ্যে সেই বিশেষ দেহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। (১) কেহ কেহ বলেন, মানবদেহ গঠনকারী ভূচতুষ্টয়–অগ্নি, পানি, বায়ু,মৃত্তিকাই হইল সেই বিশেষ দেহ। (২) কেহ কেহ বলেন, সেই বিশেষ দেহ রক্ত। (৩) আবার কেহ বলেন, সূক্ষ্মদেহী রূহ, যাহা হৃৎপিণ্ডে উৎপন্ন হইয়া ধমনীর মাধ্যমে সমস্ত দেহে পরিব্যাপ্ত হয়, তাহাই সেই দেহ। (৪) কাহারও মতে সেই বিশেষ দেহ, যাহা হৃৎপিণ্ডে উৎপন্ন হইয়া মস্তিষ্কের দিকে পরিচালিত হয় এবং মানুষের মেধা ও সঠিক চিন্তা-চেতনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। (৫) আবার কাহারও উক্তি সেই সূক্ষ্ম দেহটি হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত, উহাকে বিভাজন করা যায় না। (৬) কাহারও কাহারও সিদ্ধান্ত হইল, সেই বিশেষ দেহটি অনুভূতিশীল দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র এবং উহা অতি উন্নত এক জ্যোতির্ময় দেহ, যাহা জীবিত, সক্রিয় ও সর্বব্যাপ্ত। যেমন গোলাপের মধ্যে সুরভি, সরিষার মধ্যে তেল, জ্বালানির মধ্যে অগ্নি অবস্থান করে। সেই সূক্ষ্ম দেহ হইতে উদ্ভূত প্রভাব গ্রহণের যোগ্যতা যতক্ষণ মানবদেহে বর্তমান থাকে, ততক্ষণ উহা মানবদেহে অবস্থান করে, মানব জীবিত থাকে। আর এই যোগ্যতা বিনষ্ট হইলে সেই বিশেষ দেহ বা রূহ দেহ ছাড়িয়া রূহের জগতে চলিয়া যায়, মানুষ হয় মৃত। ইবনুল কায়্যিম বলেন, ইমাম রাযীর ৬ষ্ঠ অভিমতটিই সঠিক (দ্র. তাফসীরে রূহুল মাআমী, ১৫ খ., পৃ. ১৫৬; ইবনুল কায়্যিম, কিতাবুর রূহ, পৃ. ৩১০)।

কতিপয় পাশ্চাত্য দার্শনিকের অভিমত ঃ দার্শনিক প্লেটোর অভিমতে আত্মা তিন রকম মৌলিক ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ক্রিয়া তিনটির নাম, প্রজ্ঞা, কামনা, শক্তি। প্রজ্ঞা হইল আত্মিক আসল রূপ। আত্মা অলৌকিকশক্তিবিশিষ্ট, অলৌকিকশক্তি যখন দেহের সহিত যুক্ত হয়, তখন তাহাতে কামনা শক্তির উদয় হয়, কামনাও শক্তি, আত্মার নীচ প্রকৃতি। দেহের মধ্যেই ইহাদের উদয় এবং দেহের সঙ্গেই ইহাদের বিলয়। জন্মের সময় আত্মা দেহের সঙ্গেই উদয় হয়, মৃত্যুতে আত্মা দেহ হইতে বিযুক্ত হয়। দেহের জন্মের সঙ্গে কামনা ও প্রবৃত্তির জন্ম হয়, আবার দেহের মৃত্যুর সঙ্গে উহাদের বিলয়। তখন আর ইহাদের অস্তিত্ব থাকে না। অস্তিত্ব থাকে শুধু প্রজ্ঞার, যাহার আধার আত্মা।

প্লেটোর মত এরিস্টোটল আত্মাকে দেহাতিরিক্ত এক অধ্যাত্ম সত্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন। তিনিও প্লেটোর মত প্রজ্ঞাকে আত্মার মাধ্যম বলিয়া মনে করেন। এই প্রজ্ঞার একটি সক্রিয় ও একটি নিষ্ক্রিয় দিক আছে। নিষ্ক্রিয় দিকটি দেহের সহিত বিলয় হয়। সক্রিয় দিকটি অমর। শুদ্ধ প্রজ্ঞা অলৌকিক সত্তা, কাজেই আত্মা অমর।

ডেকার্টে দেহমন সম্পর্কিত দ্বৈতবাদের রূপের সন্ধান দেন। তিনি আত্মা বলিতে জড় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বুঝান। মনের স্বরূপ হইল চেতনা, জড়ের কোন চেতনা নাই। আত্মা সরল অবিভাজ্য, আত্মা অশরীরী প্রাণবস্তু ও আদর্শমূলক।

দার্শনিক লকের অভিমতে-আত্মা এক মানস দ্রব্য। চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া। এই ক্রিয়াগুলি শূন্যে ভাসমান থাকিতে পারে না। যে আধারকে আশ্রয় করিয়া এইগুলি অবস্থান করে তাহাই আত্মা। এই আধার অজ্ঞাত অজ্ঞেয় (মুহা. নূরন্নবী, দর্শনের সমস্যাবলী, পৃ. ৪৫২)।

রূহ ও নফস কি একই সত্তা ? রূহ ও নফস একই সত্তা না বিভিন্ন, এতদ্সম্পর্কে বিজ্ঞজনের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিপুল সংখ্যক আলিম হইতে ইব্ন যায়দ উল্লেখ করেন, রূহ ও নফস একই বিষয় সমার্থক। তাঁহার দলীল হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বিশুদ্ধ সূত্রে বাযযার বর্ণনা করেন, মৃত্যুকালে মুমিনগণের রূহ অতি যত্ন সহকারে কবয করা হয়। যখন তাহার নফস বহির্গত হয়, আল্লাহ পাক তাহার সাক্ষাৎকামী হন। মু'মিনগণের রূহ আকাশে উত্থিত হইলে অন্যান্য মু'মিনগণের রূহ তাহার সাক্ষাৎ গ্রহণ করে এবং জগদ্বাসী আপনজনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে (আল্লামা আলূসী, তাফসীরে রূহুল মা'আলী, ১৫খ., পৃ. ১৫৭)।

ইব্ন হাবীব বলেন, রূহ ও নফস ভিন্ন দুইটি সত্তা। রূহের গুণবত্তার বিকাশ দুইটি নফসের মধ্য দিয়া। একটি মানবদেহে চঞ্চল নফস, অপরটি ভিন্নতর। একটি দুইটি হস্ত-পদ, দুইটি চক্ষু ও একটি মস্তিষ্কবিশিষ্ট যাহা সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা আস্বাদে অনুভূতিশীল। নিদ্রায় উহা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। স্বপ্নযোগে সুখ-দুঃখানুভব করে। তখন দেহে অবস্থান করে শুধুই রূহ, উহা নফসের পুনঃপ্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত কোনরূপ সুখ-দুঃখ অনুভব করে না, উহার দলীল ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا.

"আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাহাদের মৃত্যুর সময় এবং যাহাদের মৃত্যু আসে নাই তাহাদের প্রাণও নিদ্রার সময়" (৩৯ ঃ ৪২, প্রাগুক্ত)।

ইব্ন মান্দার অভিমতে নফস মৃত্তিকাজাত উজ্জ্বল, আর রূহ অবস্তুক জ্যোতির্ময়। কেহ কেহ বলেন, নফস মনুষ্য প্রকৃতি আর রূহ আল্লাহ প্রকৃতি। উভয়টির প্রকৃতি বিপরিতমুখী। নফসের অবস্থান রূহের সহিত। বান্দার প্রকৃতি ও আসক্তির নাম নফস। আদম সন্তানের নফস শুধুই দুনিয়ামুখী। উহার আসক্তি শুধুই এই জগতের প্রতি। আর রূহ আখিরাতমুখী। আখিরাত বিষয়ে উহা প্রভাবশীল। অনেক দার্শনিকের মতে নফস একটি মানবসত্তা। হৃদয়ের সংগুপ্ত হইতে উদ্ভূত কুয়াশাচ্ছন্ন বাষ্প যাহা প্রাণবহ স্বর্গীয় আত্মার সমগোত্রীয়। وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ [উহাতে আমার পক্ষ হইতে রূহ সঞ্চার করিব (১৫ ঃ ২৯)] কথার অর্থবহ। মানুষের ফুৎকারে নির্গত হয়, মানবিক প্রকৃতির অক্সিজেন, কার্বন-ডাই অকসাইড ইত্যাকার গুণবিশিষ্ট বাষ্প। আর মহান স্রষ্টার ফুৎকারে অস্তিত্ব লাভ করে স্রষ্টার গুণবিশিষ্ট সত্তা যাহা আত্মার জগতে তাহার নির্ধারিত অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত। উহার প্রভাব এই বাষ্পের সহিত মিলিত হয়, যাহা প্রাণধারী। সুতরাং বাষ্পীয় প্রাণের প্রকৃতি স্বর্গীয় আত্মার মিলিত নাম নফস। আর এই স্বর্গীয় আত্মার প্রভাবে সমগোত্রীয় বিধানে নফস মানব দেহের ব্যবস্থাপনার কাজে লিপ্ত। এই কারণেই নফস অতি মহান ও অতি কর্ম ক্রিয়াকলাপ গ্রহণে সক্ষম। যেমন আল্লাহ পাক বলেন, فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا "অতঃপর তিনি উহাকে উহার অসৎ কর্ম ও উহার সৎ কর্মের জ্ঞান দান করিয়াছেন" (৯১ ঃ ৮)।

তবে রূহ এই সকল হইতে উর্ধ্বে। প্রকৃত প্রস্তাবে রূহ ও নফস কখনও সমবৈশিষ্ট্যের পর্যায়ে আসে, আবার কখনও বিপরীতমুখী হয় (প্রাগুক্ত, পৃ. -১৫৮)।

ইমাম গাযালীর অভিমতে রূহ, কলব, নফস—এই তিনটি সূক্ষ্ম লতীফা দেহে অবস্থান করে। দৈহিকভাবে রূহ অর্থ—হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তর ভাগ, কলব অর্থ হৃৎপিণ্ড আর নফস অর্থ প্রবৃত্তি। আধ্যাত্মিকভাবে রূহ, কলব ও

নফস সমার্থক শব্দ। এইগুলি দ্বারা আত্মাকে বুঝান হইয়াছে (দ্র. ইমাম গাযালী, এহইয়াউ উলূমিদ্দীন বাংলা সং., এম. এন, এম. ইমদাদুল্লাহ, ৪খ., পৃ. ৩৪৮)।

ইমাম গাযালীর অভিমতে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে নফস বা প্রবৃত্তি নামক একটি গতিসুলভ স্বভাব দান করিয়াছেন। কারণ উল্লেখ পূর্বক তিনি বলেন, প্রবৃত্তির কামনা মানুষকে বশীভূত করিয়া দাস বানাইতে চায় যাহাতে মানুষ হীন কর্মে প্রবৃত্ত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া দাস বানাইবার যোগ্যতাও রাখে। তিনি বলেন, তুমি এইগুলিকে নিজ কবলে আনিয়া স্বীয় দাসে পরিণত করিবে। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি নিকৃষ্ট রিপুগুলিকে আরোহণের অশ্ব বানাইয়া উহাতে আরোহণপূর্বক অগ্রসর হইবে মহান প্রভুর উদ্দেশে (দ্র. ইমাম গাযালী কিমীয়াই, সাআদত, বাংলা সংস্করণ, মাও. নূরুর রহমান ১খ., পৃ. ৩৪)।

নফসের উন্নয়নের ক্রমধারা বর্ণনা করিতে গিয়া আল্লামা আলূসী বলেন, নফস চারিটি স্তরে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতে পারে। প্রথমত, আল্লাহ পাকের বিধানসমূহ— নামায, রোযা ইত্যাদির অনুশীলন করিয়া বাহ্যিক বিমলতা অর্জন করিয়া। দ্বিতীয়ত, নিকৃষ্ট স্বভাব ও জগৎমুখী মানসিকতা পরিহার করিয়া অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা অর্জন করিয়া। তৃতীয়ত, পবিত্র আকৃতিতে নফসকে অলংকৃত করিয়া। চতুর্থত, স্বীয় সত্তা হইতে বিনাশ হইয়া বিশ্ব নিয়ন্তার তত্ত্বাবধানে লীন হইয়া। আরও নফসের উন্নয়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়, জন্মকালে মানুষ অন্যান্য পশু-জানোয়ার সদৃশ প্রাণী ছিল। পানাহার ব্যতীত আর কিছুই জানিত না। অতঃপর তাহার মধ্যে পর্যায়ক্রমে জাগ্রত হয় কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য নামক মানুষের সুশীল (ফিৎরাত) প্রকৃতি ধ্বংসকারী ষড় রিপু। অনন্তর যখন তাহার অজ্ঞানতার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, জাগ্রত হয় ঔদাসীন্যের তন্দ্রা হইতে, তাহার নিকট সুস্পষ্ট হয়, সে এই পাশবিক ভোগবিলাসের পিছনে বিদ্যমান রহিয়াছে অন্য একটি আস্বাদ্য-বিনোদন আর একটি চরমোৎকৃষ্ট জগৎ। তখন সে প্রত্যাবর্তন করে শর'ঈ বিধি-বিধানের প্রতি, একনিষ্ঠ হয় আল্লাহ পাকের আনুগত্যের দিকে, পরিত্যাগ করে পার্থিব অনর্থক কার্যাবলী। পরকালীন উৎকর্ষ অর্জনের উদ্দেশে সে দৃঢ়চিত্ত হয়, আগুয়ান হয় মহান অধিপতি আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভের চলার পথে। প্রবৃত্তির শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নির্জনতা অবলম্বন করে। লিপ্ত হয় কৃচ্ছ্রসাধনায়। কথিত আছে, মুক্তির লক্ষ্যে ইহা একটি নিধন, প্রবৃত্তির বিনাশ। সিদ্ধি লাভের উদ্দেশে যাবতীয় বাধাকে প্রতিহত করতঃ লাভ করে সফলতা। আল্লাহ ভীতির প্রকৃত গুণাবলী অর্জিত হয়, দূরীভূত হয় অশ্লীল কার্যপ্রবণতা। অলংকৃত হয় মর্দে মু'মিনের গুণাবলী দ্বারা। বলিষ্ঠ হয় তাহার ঈমান। আল্লাহ প্রেমের ঈমানী সুধা পান করিয়া সম্পূর্ণত আল্লাহমুখী হয় (দ্র. আল্লামা আলূসী, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ১৫খ., পৃ. ১৫৭)।

রূহের সৃষ্টি দেহের পূর্বে না পরে ? আবূ সুলায়মান খাত্তাবী বলেন, হাদীছের আলোকে প্রতীয়মান হয়, দেহ সৃষ্টির পূর্বে রূহের সৃষ্টি হইয়াছে। ইব্ন হাযমের ধারণা রূহ পূর্বে সৃষ্টি, অবস্থান স্থূল বারযাখে। দেহ সৃষ্ট হইলে উহা তাহাতে অবতরণ করে, দেহের মৃত্যু হইলে বারযাখে ফিরিয়া যায়। তবে অভিমতটির সপক্ষে কুরআন-হাদীছ হইতে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ নাই। অন্যান্য আলিমের মতে দেহের সঙ্গেই রূহের সৃষ্টি। ইমাম গাযালী তাহাই বলেন। ইবনুল কায়্যিম বলেন, একটি বিশুদ্ধ হাদীছে উল্লিখিত হইয়াছে, আদম সন্তান মাতৃজঠরে ৪০ দিনে যখন রক্ত হইতে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়, একজন ফেরেশতা সেখানে প্রেরিত হয় এবং উহাতে রূহ ফুৎকার করে। স্মর্তব্য যে, রূহ পূর্বে সৃজিত হইয়া থাকিলে বলা হইত, একজন ফেরেশতা রূহ সহকারে প্রেরিত হয়। সুতরাং ইহাই নির্ভুল বিশুদ্ধ অভিমত। যাহারা বলেন, পূর্বে সৃজিত তাহাদের অভিমতটি ভুলের ঊর্ধ্বে নহে, সুতরাং পরিত্যাজ্য (আল্লামা আলূসী, তাফসীরে রূহুল মাআনী, ১৫খ., পৃ. ১৫৭; ইবনুল কায়্যিম, কিতাবুর রূহ, পৃ. ২২৫)।

রূহ প্রথমে সৃজিত হইয়াছে এই অভিমতের প্রবক্তাগণ প্রমাণ পেশ করেন যে, আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ.

"আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করি, অতঃপর তোমাদেরকে আকৃতি দান করি এবং তৎপর ফেরেশতাদেরকে সিজদা করিতে বলি আদমকে" (৭ ঃ ১১)।

তাঁহারা যুক্তি প্রদর্শন করেন, শব্দটি ثُمَّ ব্যবহৃত হয় ধারাবাহিকতা ও বিলম্ব অর্থে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছে রূহ, অতঃপর দেহ, অতঃপর সিজদার নির্দেশ। তাঁহারা পাক কুরআন হইতে আরও প্রমাণ উপস্থাপন করেন। যেমন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى وَشَهِدْنَا.

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদের বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদের নিজেদের সম্পর্কে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? তাহারা বলিল, হাঁ, অবশ্যই আমরা সাক্ষী রহিলাম" (৭ ঃ ১৭২)।

এখানে এই কথা সুস্পষ্ট যে, এই স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হইয়াছে আদম বংশধরগণের রূহের নিকট হইতে। হযরত উমার (রা)-কে এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, আমি শুনিয়াছি আয়াতটির মর্ম প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি জানান, নবী আদম কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ পাক তাঁহার পিঠ স্পর্শ করিলে আদম সন্তানগণ বাহির হইয়া আসে। অতঃপর আল্লাহ পাক ঘোষণা দিলেন, ইহাদেরকে আমি জাহান্নামের উদ্দেশে সৃষ্টি করিয়াছি, ইহারা জাহান্নামী আমল করিবে। আর উহাদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি, উহারা জান্নাতী আমল করিবে।

মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল-কুরাযী বলেন, দেহসমূহ সৃষ্টির পূর্বে রূহসমূহ আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে এবং স্বীকারোক্তি দেয়।

'আতা বলেন, অঙ্গীকার গ্রহণের মুহূর্তে রূহগুলিকে হযরত আদম (আ)-এর পিঠ হইতে বাহির করা হয়। অঙ্গীকার গ্রহণশেষে সেগুলিকে ফেরৎ পাঠান হয়। দাহ্হাকও এ রকম ব্যাখ্যা করেন।

যাহারা বলেন, দেহ ও রূহ একই সময়ে সৃষ্টি হইয়াছে তাহারা প্রতিপক্ষের প্রমাণগুলির প্রত্যুত্তরে বলেন, যে আয়াতে সৃষ্টি ও সিজদার আলোচনা রহিয়াছে, উহা হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে, সকল আদম সন্তানের নহে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) كُمْ

(তোমাদেরকে) বলিতে হযরত আদম (আ)-কে বুঝাইয়াছেন। অনেক সময় সম্মানার্থে একবচন বহুবচনে উল্লেখ করা হয়। যেমন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

انَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ.

"আমি তোমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, অতঃপর শুক্র হইতে" (২২ ঃ ৫)।

এখানে তোমাদেরকে বলিতে তোমাদের আদি পিতা আদম (আ)-কে বুঝান হইয়াছে। যেহেতু মাটিই ছিল তাঁহার মৌল। দ্বিতীয়ত, অঙ্গীকার গ্রহণের আয়াতে যে সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে তদ্দ্বারা আদম তনয়গণের রূহ নহে, বরং তাহাদের মৌলকে বুঝানো হইয়াছে। স্রষ্টা রূহসমূহের জন্য, মৃত্যু, বয়স, ভাল-মন্দ ইত্যাদি নিয়তির একটি প্রতিচ্ছবি তৈরি করেন। সেই প্রতিচ্ছবি বা অবয়বগুলিকে তাহাদের মৌল হইতে বাহির করিয়া পুনরায় মৌলে ফেরৎ পাঠান। পূর্ব নির্ধারিত নিয়তি অনুযায়ী আল্লাহ পাক মানুষের রূহসমূহকে নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্টি করিয়া থাকেন (প্রাগুক্ত)।

দেহের মৃত্যুর সঙ্গে কি রূহেরও মৃত্যু হয়? দেহের মৃত্যুর সঙ্গে রূহেরও মৃত্যু হয় কিনা এ সম্পর্কে বিজ্ঞ আলিমগণের মতদ্বৈধতা লক্ষ্য করা যায়। একদল বলেন, রূহেরও মৃত্যু ঘটে, যেহেতু উহা নফস। আর كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ "প্রতিটি 'নফস'ই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে" (৩ ঃ ১৮৫)।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমময় মহানুভব" (৫৫ ঃ ২৬)।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে— আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব থাকিবে না। সুতরাং অন্যান্য সৃষ্টির মতই রূহও ধ্বংসশীল। ফেরেশতাগণ যদি মৃত্যুবরণ করে তাহা হইলে মানবাত্মা যে মৃত্যুবরণ করিবে ইহাতে আর সন্দেহ কী? উপরন্তু জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা দেন ঃ

رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ.

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দুইবার রাখিয়াছ এবং দুইবার আমাদেরকে প্রাণ দিয়াছ" (৪০ ঃ ১১)।

ইহাতে বুঝা যায়, একবার দেহের মৃত্যু হইয়াছে একবার রূহের মৃত্যু হইয়াছে (দ্র. আল্লামা আলূসী, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ১৫খ., পৃ. ১৫৯; ইবনুল কায়্যিম, কিতাবুর রূহ, পৃ. ৫৫)।

আর একদল বলেন, আত্মার মৃত্যু হয় না। অনেক হাদীছে প্রমাণিত হইয়াছে যে, দেহের মৃত্যুতে আত্মার বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পুনরায় উহা দেহে প্রত্যাবৃত হয়, শাস্তি অথবা শান্তি উপভোগ করে। রূহের যদি মৃত্যু হয়, তবে শাস্তি অথবা স্বস্তি প্রয়োগের আদৌ প্রশ্ন আসে না। অন্তরাল জগতে (বারযাখে) স্বস্তি অথবা শাস্তি অনিবার্য। সঠিক সমাধান হইল, রূহের মৃত্যু অর্থ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। ইহাকে মৃত্যু ধরিয়া লওয়া হইলে বলা যায়, ইহা মৃত্যুর স্বাদ। আর যদি এইরূপ ধারণা করা হয় যে, রূহের মৃত্যু হয় না, বরং অন্তর্হিত ও বিলুপ্ত হয় তাহা হইলে বলা যায়, উহা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কালক্ষেপণ করে, অতঃপর দেহে ফিরিয়া আসে এবং উহার সহিত অবস্থান করে— স্বস্তি অথবা শাস্তিতে, অনন্তকালের পরিসরে চিরকালের জন্য। তবে শিঙ্গার ফুৎকারে যাহারা অজ্ঞান হইবে, ইহারা তাহাদের মধ্য হইতে ব্যতিক্রম, কারণ ইহারা বিলুপ্ত অদৃশ্য সত্তা। ধ্বংসলীলা অদৃশ্য বস্তুর উপর কার্যকরী হয় না, বরং দৃশ্যমান কল্যাণবহ বস্তুর উপর ধ্বংসকার্য বাস্তবায়িত হয় (আল্লামা আলূসী, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ১০ খ., পৃ. ১৬০)।

স্মর্তব্য যে, رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ. (৪০ ঃ ১১) আয়াতটির ব্যাখ্যা সূরা বাকারাতে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

"তোমরা কিরূপে আল্লাহ্কে অস্বীকার কর, অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন! তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করিয়াছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন এবং পুনরায় জীবন্ত করিবেন, পরিণামে তাঁহার দিকেই তোমাদেরকে ফিরাইয়া আনা হইবে" (২ ঃ ২৮)।

এ কথার অর্থ হইল, পিতার ঔরসে ও মাতৃজঠরে তোমরা ছিলে নির্জীব। অতঃপর আল্লাহ পাক জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। মহাবিচারের দিন পুনরায় তিনি জীবন দান করিবেন। শিঙ্গায় ফুৎকার দ্বারা সকল রূহ মারা যাইবে এই আয়াতের উদ্দেশ্য তাহা নহে। তাহা হইলে ত মানুষের মৃত্যু তিনবার অনিবার্য হইয়া পড়ে। তবে হাঁ, রূহের চেতনা লোপ পাইবে। রূহের অবচেতন হওয়া ও মৃত্যু হওয়া এক কথা নয়। অন্যত্র উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ.

"এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, ফলে যাহাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাহারা ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলেই মূর্ছিত হইয়া পড়িবে" (৩৯ ঃ ৬৮)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবূ হুরায়রা, ইব্ন আব্বাস (রা) ও সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র (র) বলেন, শহীদগণ বাঁচিয়া থাকিবেন। মুকাতিল প্রমুখ বলেন, তাঁহারা জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও আযরাঈল (আ)। আবূ ইসহাক বলেন, তাঁহারা জান্নাতের হূর, জাহান্নামবাসী, জাহান্নামের রক্ষক প্রমুখ। ইমাম আহমাদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, শিঙ্গায় ফুৎকারের সময় হূর-গেলমানরা মৃত্যুবরণ করিবে না। ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে, সকল কিছুই ধ্বংস হইবে (ইবনুল কায়্যিম, কিতাবুর রূহ, পৃ. ৫৬)। সহীহ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, মহান রাসূল (স) ইরশাদ করেন", কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুঁশ হইয়া পড়িবে। অতঃপর আমিই সর্বপ্রথম হুঁশ ফিরিয়া পাইব এবং নবী মূসা (আ)-কে আরশের পায়া ধরিয়া থাকিতে দেখিব। আমি বলিতে পারি না, নবী মূসা (আ) আমার পূর্বে হুঁশ ফিরিয়া পাইয়াছেন, না তূর পর্বতে বেহুঁশ হওয়ার কারণে আদৌ বেহুঁশই হন নাই (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭)। ইহাতে প্রতীয়মাণ হয় যে, মৃত্যু অর্থ অস্তিত্বহীন হওয়া নহে, বরং স্থানান্তর মাত্র (দ্র. প্রাগুক্ত)।

আল্লাহ পাক রূহকে আগমন, প্রত্যাগমন ও প্রত্যাবর্তনের আদেশ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত সহীহ হাদীছ ও প্রকাশ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত যে, রূহ উর্ধ্বে গমন করে, আবার নিম্নে অবতরণও করে। ইহাকে কবয করা হয় আবার ছাড়িয়াও দেওয়া হয়। উহার জন্য আকাশের দ্বার উন্মোচিত হয়। উহা আল্লাহ পাকের সম্মুখে সিজদায় লুটাইয়া পড়ে এবং মনের কথা ব্যক্ত করে। কলসের মুখ হইতে পানি নির্গত হওয়ার ন্যায় উহা দেহ হইতে নির্গমন করে। জান্নাতের সুরভিময় কাফনে অথবা জাহান্নামের পুঁতিগন্ধময় কাফনে উহাকে জড়াইয়া লওয়া হয়। মৃত্যুদূত ফেরেশতার হাত হইতে অন্যান্য বাহক ফেরেশতা উহা করে। উহা হইতে সুগন্ধ অথবা দুর্গন্ধ বাহির হয়। ফেরেশতাগণ উহাকে এক আকাশ হইতে অন্য আকাশে পৌঁছাইয়া দেয়। আবার উহাকে ফেরেশতাদের সঙ্গে এই মাটির পৃথিবীতে ফেরৎ পাঠান হয়। রূহের বহির্গমনের সময় মরণোন্মুখ ব্যক্তি উহা দর্শন করে। কুরআন পাকের বর্ণনার আলোকে জানা যায়, রূহ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়। হাদীছের বর্ণনানুযায়ী দেহের বিলুপ্তির সহিত রূহের বিলয় ঘটে না (দ্র. প্রাগুক্ত, ১৯২; তাফসীরে রূহুল মাআনী, ১৫খ., পৃ. ১৬২)। সুতরাং রূহের মৃত্যু বা ধ্বংস হওয়ার ধারণা কুরআন-হাদীছের পরিপন্থী, সুস্থ বুদ্ধি ও বিবেকের বিপরীত (দ্র. কিতাবুর রূহ, পৃ. ১৯২)।

জন্মান্তরবাদ প্রসঙ্গ ঃ মৃত্যুর পর দেহে রূহের প্রবেশের বিষয়টি যাহা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, তাহা সাধারণ জন্মান্তরবাদ বা পুনর্জন্ম দর্শনের অনুরূপ নহে। জন্মান্তরবাদের প্রবক্তাদের নিকট পুনর্জন্মের দর্শন হইল, পৃথিবী কখনও ধ্বংস হইবে না। মৃত্যুর পর রূহগুলি পর্যায়ক্রমে এক দেহ হইতে অন্য দেহে স্থানান্তরিত হইতে থাকিবে। এইভাবেই সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকিবে। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। আর ইসলাম ভিন্ন দেহে রূহের প্রবেশের যে বিষয়টি উপস্থাপন করিয়াছে তাহার স্বরূপ এই যে, শহীদগণের রূহ সবুজ পাখির উদরে অবস্থান করে। আরশের ঝুলন্ত দীপাধার উহাদের নীড়। উহাতে তাহারা দিনাতিপাত করে (কিতাবুর রূহ, পৃ. ১৯৪)।

মহানবী (স) ইরশাদ করেন, "মু'মিনগণের রূহ সবুজ পাখিসদৃশ, যাহারা জান্নাতে বৃক্ষ হইতে পানাহার করে" (প্রাগুক্ত)।

এতদসম্পর্কে নির্ভরযোগ্য অভিমত হইল, রূহ উহাদের মর্যাদা অনুযায়ী অন্তরাল জগতে অবস্থান করে। কতক রূহ উর্ধ্ব জগতে আল-ইল্লিয়্যীনের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করে। যেমন নবীগণের রূহ। তবে তাঁহাদের মর্যাদা অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস রহিয়াছে। যেমন মহান রাসূল (স) মি'রাজ রজনীতে বিভিন্ন আকাশে নবীগণের সহিত সাক্ষাত করেন (প্রাগুক্ত)।

হাদীছের আলোকে জানা যায়, কতক রূহ পাখির উদরে, কতক রূহ জান্নাতের বৃক্ষে, কতক রূহ জান্নাতের দ্বারে, কতক রূহ অন্তরীণ অবস্থায় থাকে। যাহাদের রূহ কবরে অবস্থান করে তাহাদের রূহ উর্ধ্বলোকে পৌঁছিতে সক্ষম হয় না। উহারা নিম্ন স্তরের রূহ (প্রাগুক্ত)।

পার্থিব জীবনে যে সকল রূহ আল্লাহ পাককে চিনিতে পারে নাই, তাঁহার মহব্বত অন্তরে সৃষ্টি হয় নাই, যিকিরের দ্বারা তাঁহার নৈকট্য অর্জনের যোগ্যতাসম্পন্ন হয় নাই, বরং কু-প্রবৃত্তির দাসত্ব ও পাপ-পঙ্কিলে নিমজ্জিত ছিল, এই ধরনের মানুষের রূহ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমপর্যায়ের রূহের সান্নিধ্যে চলিয়া যায় এবং সেখানেই অবস্থান করে (প্রাগুক্ত)।

পাক কুরআনের ভাষ্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সৃষ্টির পরে পর্যায়ক্রমে চারটি আবাসস্থলে রূহ অবস্থান করে। প্রথম আবাসস্থল মাতৃজঠর যাহা খুবই সংকীর্ণ ও ত্রিমাত্রিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দ্বিতীয় আবাসস্থল পৃথিবী। সেখানে মানুষ পরবর্তী জীবনের কল্যাণ-অকল্যাণ, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের বীজ বপন করে, রত থাকে পরকালের পাথেয় অন্বেষণে। তৃতীয় আবাসস্থল 'আলমে বারযাখ' বা অন্তরাল জগৎ, যাহা পৃথিবীর তুলনায় অনেকাংশে বৃহৎ। মাতৃজঠর অপেক্ষা পৃথিবী যেমন, পৃথিবী অপেক্ষা বারযাখও তেমন। চতুর্থ আবাসস্থল আখিরাত, জান্নাত অথবা জাহান্নামে অবস্থান। ইহাই জীবনের শেষ পরিণতি। ইহার পর আর কোন জগৎ নাই। স্থানান্তরের ক্রিয়া এখানেই সমাপ্ত। রূহ এখানেই অবস্থান করিবে অনন্তকাল (দ্র. ইবনুল কায়্যিম, কিতাবুর রূহ, পৃ. ১৯৫)।

অন্যান্য প্রাণীর রূহ ঃ অন্যান্য প্রাণীর রূহ সম্পর্কে নানা জনের নানা মত। কেহ বলেন, দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উহা বায়ুতে ভাসমান থাকে, দেহের সহিত উহাদের কোন সম্পর্ক থাকে না। আবার কেহ বলেন, বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার বিলয় হয়, কোন অস্তিত্বই থাকে না। আর যাহারা বলেন, অন্যান্য প্রাণীর রূহ হাশর প্রান্তরে সমবেত হইবে, যেমন পাক কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইলে ইহা বলাই সমীচীন হইবে যে, দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর উহা বায়ুমণ্ডলে বা আল্লাহ পাকের ইচ্ছামত অন্য কোথাও অবস্থান করে। আর যাহাদের অভিমতে উহাদের হাশর হইবে না, যেমন ইমাম গাযালী প্রমুখ, তাহা হইলে ইহাই বলা সমীচীন হইবে যে, দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর অন্যান্য প্রাণীর রূহও শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। আল্লাহই সমধিক জ্ঞাত (তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ১৬খ., পৃ. ১৬৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩; (২) ইমাম রাযী, তাফসীরে কবীর, দারু ইহ্য়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, লেবানন, তা.বি.; (৩) আল্লামা আলূসী, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, দারু ইহ্য়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, লেবানন; (৪) ইবনুল কায়্যিম, কিতাবুর রূহ, দাইরাতুল মাআরিফ আল-উছমানিয়া, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ভারত ১৯৬৩; (৫) মুহাঃ নূরুন্নবী, দর্শনের সমস্যাবলী, আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, বাংলাদেশ ১৯৮৯; (৬) ইমাম গাযালী, এহইয়া উলুমিদ্দীন, এম. এন. এম. ইমদাদুল্লাহকৃত বাংলা সংস্করণ, বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ, ৮, প্যারিদাস রোড, ঢাকা ২০০১ খৃ.; (৭) ইমাম গাযালী, কিমীয়াই সা'আদত, মাওঃ নূরুর রহমান অনূদিত, এমদাদীয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা ১৯৭৬খৃ.।

মুহাঃ তালেব আলী

'আলামুল-বারযাখ (عالم البرزخ) ঃ অর্থাৎ মধ্যবর্তী জগত। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ.

"আর উহাদের সম্মুখে বারযাখ থাকিবে উত্থান দিবস পর্যন্ত" (২৩ ঃ ১০০)।

এখানে 'বারযাখ' অর্থ প্রতিবন্ধক, পর্দা, পৃথকীকরণ। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যায়, অন্যদিকে আখিরাতও দেখা যায় না, যদিও আখিরাতের কিছু নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। ইহাই 'আলামে বারযাখ, মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত রূহ এই স্থানে অবস্থান করে (ইফা. বাংলাদেশ প্রকাশিত আল-কুরআনুল করীম, ২৩ ঃ ১০০ আয়াতের পাদটীকা)।

আল্লামা আলূসী বলেন, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির কবরে অবস্থানকে বারযাখ বা অন্তরাল জগৎ বলে। আবূ যায়দ হইতে বর্ণিত, আয়াতটির মর্মার্থ হইল, মানুষের মৃত্যু ও মহাবিচার দিবসের পুনরুত্থানের মধ্যখানে যে অন্তরাল তাহাই বারযাখ। ঐ সময়ে মৃত ব্যক্তি কবরে অবস্থান করিবে। কেহ কেহ বলেন, মৃত ব্যক্তিবর্গ ও তাহাদের সঙ্গত প্রতিদান প্রাপ্তির মধ্যখানের অন্তরাল জগৎকে বলে বারযাখ। ঐ সময় তাহারা কবরে অবস্থান করিবে। যেই মুহূর্তে সেই দিনের আগমন ঘটিবে, সঙ্গতরূপে তাহারা সীমান্ত অতিক্রম করিবে (তাফসীরে রূহুল-মা'আনী, ১৮খ., পৃ. ৬৪)।

বারযাখের পরিচয় ঃ অভিধানবিদগণের মতে দুইটি বস্তুর মাঝখানের অন্তরালকে বারযাখ বলে। অথবা বলা যায়, দুইটি বস্তুর বিভেদকারী প্রতিবন্ধককে বারযাখ বলে। যেমন দুইটি সাগর অথবা নদীর মাঝখানের দো'আব অঞ্চল। এইভাবে দুইটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যকার ব্যবধান, যেমন মানব ও পশুর মধ্যকার ব্যবধানও বারযাখ। এমনকি দৃঢ় বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝখানেও তারতম্য লক্ষ্য করা যায় (আবূ বাক্র জাবির আল-জাযারী, 'আকীদাতু'ল, মু'মিন, পৃ. ৩৯৩)।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে বারযাখের সংজ্ঞায় 'আলিমগণ বলেন, উহা এমন একটি জীবনকাল যাহা বর্তমান শারীরিক সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের সহিত সম্পর্কহীন। সেখানে আত্মা বর্তমান দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে।

জন্মের পর জীবনকাল তিনটি ঃ (১) পার্থিব জীবন, সেখানে আত্মা দেহের সহিত মিলিতভাবে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে। (২) বারযাখ, অন্তর্বর্তী জীবন, যেখানে আত্মা বর্তমান দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় শান্তি অথবা শাস্তিভোগ করে। (৩) আখিরাত বা পরকালীন জীবন, প্রাথমিক অবস্থায় আত্মা যে দেহের সহিত মিলিত ছিল, পরকালীন জীবনে আত্মা সেই দেহের সহিত পুনর্মিলিত অবস্থায় সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য বরণ করিয়া লয়। পার্থিব জীবন উপার্জনের যুগ, পরকালীন জীবন ফল ভোগের জীবন, আর মধ্যকার প্রতীক্ষার জীবন বারযাখ জীবন (প্রাগুক্ত)।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُوْرِ.

"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদর কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হইবে। যাহাকে অগ্নি হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে, সেই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়" (৩ ঃ ১৮৫) [প্রাগুক্ত]।

বারযাখ জগতের স্বস্তি অথবা শাস্তি প্রয়োগের বিধান দুই পর্বে আলোচনা করা যায় ঃ প্রথম পর্ব বারযাখ জগতে প্রবেশের মুহূর্তে অর্থাৎ রূহ বা প্রাণ হরণের সময়। আর দ্বিতীয় পর্ব কবরে। রূহ হরণের সময় শাস্তিদাতা ফেরেশতা কর্তৃক আত্মা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়, যদি তাহা হয় দুরাত্মা। পক্ষান্তরে করুণাশীল ফেরেশতা কর্তৃক স্বস্তিপ্রাপ্ত হয়, আত্মা যদি হয় পুণ্যাত্মা। এই শাস্তি বা স্বস্তি কখনও দেহ ও আত্মা যুগপৎভাবে উপলব্ধি করে, আবার কখনও শুধু আত্মাই ভোগ করে (প্রাগুক্ত)।

দেহ হইতে আত্মা টানিয়া বাহির করার সময় যে শাস্তি দেওয়া হয়, দেহ ও আত্মা সম্মিলিতভাবে তাহা ভোগ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ تَرٰى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ.

"তুমি যদি দেখিতে পাইতে ফেরেশতাগণ কাফিরদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া তাহাদের প্রাণ হরণ করিতেছে এবং বলিতেছে, তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর" (৮ ঃ ৫০)।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, কাফিরদের রূহ হরণের সময় শাস্তিদাতা ফেরেশতামণ্ডলী তাহাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করেন। পক্ষান্তরে মু'মিন-মুত্তাকীগণের পবিত্র আত্মা গ্রহণের সময় তাহাদের যে অবস্থা হয়, রাসূলুল্লাহ (স) তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন এইভাবেঃ মু'মিন বান্দাগণের ইহজগত হইতে বিদায় লইয়া পরজগতের পথে পদার্পণের প্রাক্কালে শুভ চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতাগণ আকাশ হইতে তাহাদের নিকট অবতরণ করেন, সঙ্গে থাকে বেহেশতী সুগন্ধিযুক্ত কাফন। তাহারা বসিয়া পড়েন তাহার শিয়রে। মৃত্যুদূত বলেন, ওগো পবিত্র আত্মা! আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মার্জনাপুষ্ট হইয়া বাহির হইয়া আইস। তখন পাত্র হইতে পানি নির্গমনের মত স্বচ্ছন্দে আত্মা বাহির হইয়া আসে।

আর অবিশ্বাসী ও দুরাচারের প্রাণ হরণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "সুনিশ্চিত কাফির বান্দার রূহ ইহজগৎ হইতে পরজগতের প্রতি আগুয়ান হওয়ার সময় কৃষ্ণ মুখমণ্ডলবিশিষ্ট ফেরেশতামণ্ডলী অবতরণ করেন তাহার নিকট। তাহাদের সংগে থাকে মলিন পুঁতিগন্ধময় বস্ত্র। তাহারা মৃত্যুপথযাত্রীর দৃষ্টিসীমায় বসিয়া পড়ে। অতঃপর মৃত্যুদূত আসিয়া বসিয়া পড়েন তাহার শিয়রে। বলেন, ওহে দুরাত্মা! আল্লাহর অসন্তোষ ও ক্রোধের মুখে আমার নিকট বাহির হইয়া আইস, বলিয়া জঘন্যতম অবস্থায় তাহাকে টানিয়া বাহির করেন। তখন উহা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়" (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৪খ., পৃ. ৩৬৬; আকীদাতুল মু'মিন, পৃ. ৩৯৭)।

দ্বিতীয় পর্ব কবরে শান্তি অথবা শাস্তি ঃ জন্মের পর জীবনকালের দ্বিতীয় পর্ব বারযাখের প্রথম ঘাঁটি এবং পরজগতের তোরণ হইল কবর। কতিপয় আলিমের মতে কবরের স্বস্তি বা শাস্তি হইবে শুধু আত্মিক। কিন্তু হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা), কাতাদা, মুজাহিদ, হাসান বসরী (র) প্রমুখ বহু তাফসীরকারের মতে তাহ হইবে যুগপৎ দৈহিক ও আত্মিক (আলূসী, তাফসীর, ২খ., পৃ. ১৮)। সেখানে প্রাথমিকভাবে দেহ ও আত্মা যুগপৎভাবে শান্তি অথবা শাস্তি ভোগ করে। অতঃপর আত্মা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কবরে শাস্তি অথবা স্বস্তি যুক্তিভিত্তিক ও রিওয়ায়াতভিত্তিক দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যুক্তিভিত্তিক দলীল হইল, মানুষ স্বপ্ন দেখে ইহা সত্য। স্বপ্নে সে সুদীর্ঘ সময় আনন্দ বিনোদনে কাটায় অথবা বিভিন্নরূপ বিপদাপদে আক্রান্ত হয়। জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত তাহার এই অবস্থা চলিতে থাকে। ইহা যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে কবরে শান্তি বা শাস্তি উপভোগ করা কেন সম্ভব হইবে না?

রিওয়ায়াতভিত্তিক দলীল, মহান রাসূল (স) হইতে বর্ণিত, " মৃত্যুদূত মু'মিনের দেহ হইতে যখন আত্মা বাহির করে, চক্ষুর পলকে উহা অপেক্ষমাণ ফেরেশতাগণ কাড়িয়া লন। সঙ্গে আনীত কাফনে জড়াইয়া মাখাইয়া দেন আনীত সুগন্ধি, যাহার সুরভি ছড়াইয়া যায় পৃথিবী ব্যাপিয়া। অতঃপর ফেরেশতাগণ ঊর্ধ্বারোহণ শুরু করেন। কোন ফেরেশতার পার্শ্ব দিয়া অতিক্রমকালে ঐ ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করেন, আরে এত পবিত্র রূহটা কাহার? ফেরেশতা বলেন, অমুকের পুত্র অমুকের। পৃথিবীর সুন্দরতম

উপনামে তাহাকে সম্বোধন করেন। এইভাবেই তাহারা প্রথম আকাশের দ্বারে পৌঁছেন। দরজা খুলিতে বলিলে দরজা খোলা হয় এবং দ্বিতীয় আকাশ অতিক্রম করেন। প্রতি আকাশেই এইরূপ সাদর অভ্যর্থনার মধ্য দিয়া তাহারা সপ্তম আকাশে পৌঁছেন। আল্লাহ পাক তখন নির্দেশ দেন, জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর 'ইল্লীনে আমার বান্দার নাম লিপিবদ্ধ কর। তারপর তাহাকে পৃথিবীতে তাহার দেহে পুনঃফিরাইয়া দাও। তাহাই করা হয়। অতঃপর আগমন করেন দুইজন ফেরেশতা। তাঁহারা বলেন, তোমার 'রব' কে? সে বলে, আল্লাহ আমার 'রব'। তাঁহারা বলেন, তোমার দীন কী? সে বলে, ইসলাম আমার দীন। তাহারা বলেন, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহার সম্পর্কে তুমি কি জান? সে বলে, তিনি আল্লাহর রাসূল। তাঁহারা বলেন, তোমার অবলম্বন কী ছিল? সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পাঠ করিয়াছি, উহার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং সত্যায়ন করিয়াছি। তখন আকাশ হইতে একজন নেপথ্যের ঘোষক ঘোষণা দেন, আমার বান্দা সঠিক কথা বলিয়াছে। কাজেই জান্নাত হইতে তাহার শয্যা বিছাইয়া দাও, উন্মুক্ত করিয়া দাও জান্নাতের দিকে একটি দ্বার। তাহাই করা হইবে। জান্নাত হইতে তাহার কবরের দিকে সুরভিময় মলয় বহিতে থাকিবে। তাহার কবর দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রসারিত হইবে। অতঃপর মনোহর পোশাকে সজ্জিত সুগন্ধিময় আবেশে আগমন করে একজন লোক। সে বলে, তোমাকে অভিনন্দন জানাই ঐ মহাপবিত্র সত্তার সৌজন্যে যিনি তোমার জন্য সহজতর করিয়া দিয়াছেন আজিকার দিনটি। অদ্য সেই দিন, যে দিনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তোমাকে। মৃত ব্যক্তি বলে, তুমি কে? তোমার সমুজ্জ্বল চেহারায় শুধু শুভ আর শুভ। তখন সে বলে, আমি তোমার পুণ্য কর্ম। অতঃপর সে বলে, হে আমার পালনকর্তা! শীঘ্রই কিয়ামত অনুষ্ঠিত কর, আমি আমার পরিবারবর্গের নিকট ফিরিয়া যাই।

হাদীছটিতে আরও উল্লেখ হইয়াছে, যখন মৃত্যুদূত ফেরেশতা কাফির ব্যক্তির রূহ গ্রহণ করেন, অন্যান্য ফেরেশতাগণ চক্ষুর পলকে তাহা দুর্গন্ধময় পশমী কাপড়ে জড়াইয়া লন, যাহা হইতে মৃতের দুর্গন্ধ পৃথিবীময় প্রকাশ পায়। উহাসহ ফেরেশতামণ্ডলী ঊর্ধ্বমুখে গমন করেন। কোন ফেরেশতার পার্শ্ব দিয়া অতিক্রমকালে সেই ফেরেশতা বলেন, এ কোন দুরাত্মা? তাহারা পৃথিবীর জঘন্যতম উপনামে আখ্যায়িত করিয়া বলেন, অমুকের পুত্র অমুক। আকাশের দরজা উন্মুক্ত করিতে বলিলে তাহা উন্মোচন করা হয় না। এই সময় মহান রাসূল (স) তিলাওয়াত করেন ঃ

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ.

"তাহাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে না এবং তাহারা জান্নাতেও প্রবেশ করিতে পারিবে না যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে" (৭ ঃ ৪০)।

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেন, জগতের নিম্নতম স্থান 'সিজ্জীনে' তাহার নাম লিখিয়া রাখ। ইহার পর তাহার রূহ ভীষণভাবে নিক্ষিপ্ত হয়। অতঃপর মহান রাসূল (স) তিলাওয়াত করেন ঃ

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ.

"এবং যে কেহ আল্লাহর শরীক করে সে যেন আকাশ হইতে পড়িল, অতঃপর পাখী তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল কিংবা বায়ু তাহাকে উড়াইয়া লইয়া গিয়া এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করিল" (২২ ঃ ৩১)।

অনন্তর তাহার রূহ তাহার দেহে ফিরিয়া আসে। এই সময় সেখানে উপস্থিত হন দুইজন ফেরেশতা। তাহারা জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রব কে? সে উত্তর দেয়, হায় হায়! আমি তো তাহা জানি না! পুনরায় তাহারা জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দীন কী? সে বলে, হায় হায়! তাহাও ত আমি জানি না! আবার তাহারা জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি কে? সে বলে, তাহাও আমি জানি না। তখন আকাশ হইতে একজন ঘোষক ঘোষণা দেন, সে মিথ্যা বলিয়াছে। সুতরাং তাহার জন্য জাহান্নাম হইতে বিছানা বিছাইয়া দাও এবং জাহান্নামের দিকে উন্মুক্ত করিয়া দাও একটি দ্বার। অতঃপর তাহার নিকট জাহান্নামের উত্তাপ ও উত্তপ্ত বায়ু আসিতে থাকে। তাহার উপর কবর সঙ্কুচিত হইয়া আসে, এমনকি পরিবর্তিত হয় তাহার পঞ্জরাস্থি আর তাহার নিকট আগমন করে একজন কুশ্রী পোশাক পরিহিত কুদর্শন দুর্গন্ধময় লোক। ধমক দিয়া সে বলে, তাহার নামে সাধুবাদ জানাও যিনি অদ্য তোমাকে আনন্দে রাখিয়াছেন। আজ সেই দিন যেদিনের প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেওয়া হইয়াছিল। সে বলে, তুমি কে? তোমার কুলক্ষণা মুখে শুধু অশুভ আর অশুভ। সে বলে, আমি বদের বাদশাহ। তখন কবরবাসী বলে, হে আমার রব! কিয়ামত অনুষ্ঠিত করিও না। অতঃপর তাহার জন্য নিযুক্ত হয় একজন অন্ধ, বধির ও বোবা ফেরেশতা। তাহার হাতে থাকে একটি মুদ্গর। তদ্দ্বারা যদি কোন পাহাড়ে আঘাত করা হয় তবে তাহা মাটিতে রূপান্তরিত হইবে। সেই মুদ্গর দ্বারা সে কবরবাসীকে পিটাইবে। একটি আঘাত হানিলে সে পরিণত হইবে মাটিতে। আল্লাহ পাক তাহাকে পূর্ববৎ করিবেন। অনন্তর সে পুনরাঘাত করিবে। সে এমন চিৎকার দিবে যাহা মানব আর জিন ব্যতীত পৃথিবীর সকলেই শুনিবে। বর্ণনাকারী বলেন, অনন্তর জাহান্নামের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। তাহার জন্য প্রস্তুত করা হইবে জাহান্নামের বিছানা। ফেরেশতা দুইজনের একজনের নাম মুনকার, অপরজনের নাম নাকীর (ইমাম আহমাদ সূত্রে আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৪খ., পৃ. ৩৬৯; আবূ বাক্র, জাবির 'আকীদাতু'ল-মু'মিন, পৃ. ৪০০)।

বারযাখে আত্মার শান্তি অথবা শাস্তি 'ইল্লীন' অথবা 'সিজ্জীনে' কবর হইতে অনেক দূরে, অথচ কবর সম্পৃক্ত। এই তত্ত্ব-তালাশীর ইতি হইলে মানবাত্মাকে সুখ-সম্ভোগ অথবা দুঃখভোগের জন্য 'ইল্লীন' অথবা 'সিজ্জীন' নামক সংরক্ষণাগারে গচ্ছিত রাখা হয়। সেখানে থাকে পুনরুত্থান পর্যন্ত। পুনরুত্থান কালে লয়প্রাপ্ত দেহ আল্লাহর আদেশে পুনর্গঠিত ও সেখানে আত্মা পুনঃপ্রবিষ্ট হয়। আত্মাগুলি কল্যাণময় সংরক্ষণ 'ইল্লীনে' অথবা অকল্যাণময় সংরক্ষণ 'সিজ্জীনে' থাকিলেও কবরের সহিত তাহার সরাসরি সংযোগ থাকে, যেমন বেতার সম্প্রচার কেন্দ্রের সহিত বেতার যন্ত্রের সংযোগ বিদ্যমান থাকে। আর এই কারণেই কবর যিয়ারতকারীর সহিত কবরবাসীর পরিচয় সুসম্পর্ক হয়। যেমন হাদীছে আসিয়াছে, হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) সূত্রে ইব্ন আবদুল বার বর্ণনা করেন, কোন মুসলমান তাহার কোন মুসলমান ভ্রাতা যাহাকে সে চিনিত, তাহার কবরের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রমকালে তাহাকে সালাম দেয়, আর কবরবাসীর আত্মা যদি জান্নাতের ভোজন-পানশালায় পানাহারে রত থাকে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে কবরে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। সে তাহার সালামের জবাব দেয় (প্রাগুক্ত, ইবনুল কায়্যিম, কিতাবুর-রূহ)।

এইরূপ মিশনে আত্মা জান্নাতী সুখ অথবা জাহান্নামী দুঃখানুভব করে। তবে শহীদগণের আত্মা হইবে ব্যতিক্রম। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, শহীদগণের আত্মা সবুজ পাখীর আকৃতিতে জান্নাতে বিচরণ করে, আশ্রয় গ্রহণ করে আরশে ঝুলন্ত ঝাড় ফানুসে। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ. فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ.

"যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে তাহাদেরকে কখনও মৃত মনে করিও না, বরং তাহারা জীবিত এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহারা জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাহাদেরকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে তাহারা আনন্দিত" (৩ ঃ ১৬৯; তাফসীরে কবীর, ১খ., পৃ. ৩৯৫)।

বারযাখে রূহের অবস্থানের বিভিন্ন স্তর ঃ পাক কুরআন ও হাদীছ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তির কৃতকর্মের মান অনুযায়ী তাহার রূহের অবস্থানের স্তর নির্ধারিত হয়। মহান নবীগণের রূহ ইল্লীনের শীর্ষ স্তরে অবস্থান করে। মহান রাসূল (স)-এর অন্তিম কালের সর্বশেষ বাণী ঃ اللهم الرفيق الاعلى, "হে সর্বোন্নত স্তরের সখা আল্লাহ" কথাতেই তাহা প্রমাণিত হয়। আর শহীদগণের রূহের অবস্থান হইবে জান্নাতে সবুজ পাখির আকৃতিতে। সেগুলি জান্নাতের যত্রতত্র উড়িয়া বেড়ায়, বিহার করে জান্নাতের নদীগুলিতে, বিশ্রাম করে আরশের ঝুলন্ত ঝাড় ফানুসে বসিয়া, ভক্ষণ করে জান্নাতের ফলমূল। বর্ণিত হইয়াছে, মু'মিনদের শিশুদের রূহের অবস্থা অনুরূপ হইবে। ইবনুল মুবারক (র) কা'ব হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, জান্নাতুল মাওয়া এমন একটি জান্নাত সেখানে শহীদগণের রূহ সবুজ পাখির আকৃতিতে বিচরণ করে জান্নাতের তোরণে প্রবাহিত নদীর ঔজ্জ্বল্য উদ্ভাসিত শ্যামল কুটিরে। জান্নাত হইতে তাহাদের আপ্যায়ন করা হয় সকাল সন্ধ্যায়। সাধারণ মু'মিনগণের রূহ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, আর সকল মু'মিনের রূহগুলিও জান্নাতে অবস্থান করিবে। ইহাই ইমাম শাফি'ঈর অভিমত। কা'ব ইব্ন মালিক হইতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে ইমাম মালিক বর্ণনা করেন, মু'মিনগণের ব্যক্তিসত্তা একটি পাখি, ঝুলন্ত থাকিবে জান্নাতের বৃক্ষে, পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ পাক তাহা পূর্বের দেহে ফিরাইয়া দিবেন। ইমাম আহমাদ ইহা তদীয় মুসনাদে উল্লেখ করিয়াছেন। ওয়াহ্‌ব ইব্ন মুনাববিহ্ বলেন, সপ্তম আকাশে আল্লাহ পাকের নিমিত্ত একটি গৃহ বিদ্যমান, যাহা রজত শান্তিধাম বলিয়া খ্যাত। সেখানে মু'মিনগণের রূহ একত্র হয় (তাফসীরে রূহুল-মা'আনী, ১৫খ., পৃ. ১৬১)।

ইবনু 'আবদি'ল-বার-এর বলিষ্ঠ অভিমত, শহীদগণের রূহ ব্যতীত অন্যদের রূহ উৎসন্ন কবরেই অবস্থান করে। মুজাহিদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, মৃতকে সমাহিত করার পর রূহ সাতদিন কবরে অবস্থান করে অথবা তাহার অবস্থানস্থল হইতে কবরে একটি কিরণছটা আসে। বিরান কবরই তাহার অবস্থানস্থল- এমনটি বলা যাইবে না। কতক তাত্ত্বিক 'আলিম ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইরকম ঃ রূহগুলির অবস্থান ও সম্পর্ক কোথায় থাকিবে তাহার প্রকৃত তথ্য একমাত্র আল্লাহই জানেন; তবে কবরের সহিত তাহাদের সম্পৃক্ততা থাকিবে। সে কারণেই তাহারা যিয়ারতকারীর সালামের প্রত্যুত্তর করে, মুসলমানদেরকে চিনে, তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয় জান্নাত অথবা জাহান্নাম। আবার অনেকে বলেন, তাহাদের অবস্থান স্থল হইতে অতি দ্রুত তাহারা স্থানান্তরে চলাফেরা করিতে সক্ষম, আল্লাহ পাক যেমন ইচ্ছা করেন। হযরত বারা'আ ইব্ন 'আযিব (রা)-এর হাদীছে প্রতীয়মান হয় যে, শহীদগণের রূহ ব্যতীত মু'মিনগণের রূহ পৃথিবীতে তাহাদের সমাহিত স্থানে অবস্থান করে। যেহেতু রূহ কবয হওয়ার পর আকাশে নীত হইলে আল্লাহ পাক বলেন, 'ইল্লীনে আমার বান্দার নাম লিখিয়া রাখিয়া তাহাকে তাহার বিছানায় বিছাইয়া দাও। এই হাদীছ বর্ণনার সময় রাসূলুল্লাহ (স) তিলাওয়াত করিয়াছিলেন ঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى.

"আমি মৃত্তিকা হইতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি, উহাতেই তোমাদেরকে ফিরাইয়া দিব এবং উহা হইতে পুনর্বার তোমাদেরকে বাহির করিব" (২০ ঃ ৫৫)।

মহান রাসূল (স) যখনই কোন মৃতের কবর যিয়ারত করিতেন, বলিতেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ

"হে মু'মিনগণের আবাসে অবস্থিত জন! তোমাদের প্রতি সালাম"।

হাফিজ ইব্ন রাজাব বলেন, মু'মিনগণ ও শহীদগণের রূহ জান্নাতে অবস্থান করে, এ অভিমতের বিপক্ষে বারা'আ ইব্ন আযিবের বর্ণিত হাদীছ এমন তো নয়। কারণ ইব্ন আমিরের হাদীছে উল্লিখিত কথা مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ঃ আমি তোমাদেরকে উহা হইতে..... সে তো দেহ সম্পর্কে, রূহ সম্পর্কে নহে। দেহ তো কবরের মাটিতেই মিশিয়া যায় (প্রাগুক্ত)।

আর একদলের অভিমত হইল, সাধারণভাবে রূহগুলি পৃথিবীর নিকটতম আকাশে অবস্থিত হযরত আদম (আ)-এর ডাইন ও বাম পার্শ্বে অবস্থান করে। বুখারী ও মুসলিমের হাদীছে মি'রাজ রজনীর ঘটনায় হযরত আবূ যার (রা) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যখন আকাশের দরজা খোলা হইল, আমরা পৃথিবীর আকাশে চড়িলাম, দেখি, এক ব্যক্তি উপবিষ্ট। তাঁহার ডাইন ও বাম পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণের কী যেন! তিনি দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করেন আর হাসেন, আবার বামে দৃষ্টিপাত করেন আর কাঁদেন। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? তিনি বলিলেন, আদম। তাঁহার ডাইনে অবস্থিত তাহার জান্নাতী সন্তানগণ আর বামদিকে অবস্থিত জাহান্নামী সন্তানগণ। তবে এমনও হইতে পারে, হযরত আদম (আ)-এর ডাইন পার্শ্বে জান্নাতে ও বাম পার্শ্বে জাহান্নামেই রূহগুলিকে রাসূলে পাক অবলোকন করিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত)।

আল্লামা নাসাফী বাহ্‌রুল-কালাম গ্রন্থে রূহগুলিকে চারিটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন ঃ (১) নবীগণের রূহ, উহা দেহ হইতে মুক্ত হওয়ার পর কর্পূর ও মিশক মিশ্রিত অবয়ববিশিষ্ট হইয়া অবস্থান করেন জান্নাতে। জান্নাত হইতেই তাঁহাদের আপ্যায়ন এবং রাত্রিতে আরশের ঝুলন্ত ঝাড় ফানুসে বিশ্রাম। (২) শহীদগণের রূহ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সবুজ পাখির আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া পানাহার করেন জান্নাত হইতে এবং রাত্রিতে অবস্থান আরশে ঝুলন্ত ঝাড় ফানুসে। (৩) অনুগত মু'মিনগণের রূহ জান্নাতে অবস্থান করে। জান্নাতের পানাহার বা অন্য কোন সুবিধা তাহারা পায় না। তবে অনুক্ষণ জান্নাত দর্শন করে। (৪) অবাধ্যদের রূহ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

মোটকথা, আল-ইফসাহ গ্রন্থের রচয়িতার অভিমতে আল্লাহ পাকের করুণাসিক্ত রূহগুলি বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কতকগুলি জান্নাতী বৃক্ষের পাখি, কতকগুলি সবুজ পাখির উদরে, কতকগুলি আরশে ঝুলন্ত ঝাড় ফানুসের বাসিন্দা, কতকগুলি শ্বেত পাখির পেটে, কতকগুলি জান্নাতী বিশেষ ধরনের লোকের আকৃতিতে থাকিবে।

অবিশ্বাসী কাফিরদের রূহ ভূমির নিম্নতম সপ্তম স্তর সিজ্জীনে অবস্থান করে, দেহের সাথে মিলিতাবস্থায় শাস্তি ভোগ করে। উম্মু বাশারের হাদীছে উল্লিখিত হইয়াছে, কাফিরদের রূহগুলি কৃষ্ণ পাখির উদরে অবস্থান করিবে, ভক্ষণ করিব অগ্নি, পান করিবে অগ্নি, অবস্থান করিবে জাহান্নামের বৃক্ষে। তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ভ্রাতাগণকে আমাদের সহিত একত্র করিও না, আমাদের সহিত কৃত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করিও না (তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ১৫খ., পৃ. ১৬১-৬২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১; (২) আল্লামা আলূসী, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, দারু ইহ্য়া আত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, লেবানন, তা.বি.; (৩) আবূ বাক্র জাবির, আকীদাতুল মু'মিন, আল-মাকতাবা কুল্লিয়াত আল-আযহারীয়া, মিসর ১৩৯৮ হি.; (৪) আল-মুন্যিরী, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, দারু ইহ্য়া আত-তুরাছ আল-আরাবী,বৈরূত, লেবানন তা.বি.; (৫) ইবনুল কায়্যিম, কিতাবুর রূহ, দাইরাতুল মাআরিফ আল-উছমানিয়া, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য, ভারত ১৯৬৩ খৃ.।

মুহাঃ তালেব আলী

আলামূত (الموت) ঃ (১) দুর্গ, (২) রাজবংশ ও রাজা, (৩) সানজাক অর্থাৎ প্রদেশ।

(১) **দুর্গ** ঃ আলামূত দুর্গটির ধ্বংসাবশেষ এমন একটি উচ্চ ভূমির চূড়ায় অবস্থিত, আরোহণ করা অতীব দুষ্কর। এই উচ্চ ভূমির আল-বুরয পর্বতের অভ্যন্তরভাগে এবং কাযবীন হইতে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত, যেখানে পৌঁছিতে দুই দিনের পথ অতিক্রম করিতে হয়। ইবনু'ল-আছীরের মতে (১০খ., ১৩১) একটি ঈগল পাখী একজন দায়লামী বাদশাহকে এই স্থানটির ইঙ্গিত দিয়াছিল এবং বাদশাহ তথায় একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। অতএব আলামূত শব্দটি আলূহ (ঈগল) ও আমূখ্যেত (অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়া) শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছে। আল-হাসান আল-'আলাবী আদ-দা'ঈ ইলা'ল-হাক্ক ২৪৬/৮৬০ সালে দুর্গটি পুনর্নির্মাণ করেন। গুপ্তঘাতক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা হাসান-ই সাব্বাহ ৪৮৩/১০৯০ সালে দুর্গটি অধিকার করেন এবং স্বীয় আদর্শ প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করেন। মোঙ্গলগণ ৬৫৪/১২৫৭ সালে দুর্গটি জয় করে; কিন্তু ৬৭৩/১২৭৫ সালে পুনরায় দুর্গটি গুপ্তঘাতক সংঘের (Assassins) অধিকারে আসে, কিন্তু শীঘ্রই দুর্গটি চিরদিনের জন্য তাহাদের হাতছাড়া হইয়া পড়ে। সাফাবীদের শাসনামলে দুর্গটি রাষ্ট্রীয় কারাগার (অথবা বিস্মৃতির দুর্গ)-রূপে ব্যবহৃত হইত। আজিও ইহার দেওয়াল ও ইমারতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হামদুল্লাহ আল-মুসতাওফী, তারীখ-ই গুযীদাহ, ১খ., ৫১৭-২৭; (২) Le Strange, পৃ. ২২০-২২১; (৩) Col. Montieth, Journal of a Tour through Azerbijan and the shores of the Caspian, Journal of the Royal Geographical Society, ৩খ.; (৪) J. Shiel, Itinerery from Tehran to Alamut and Khurrem Abad in May, ১৮৩৭, ঐ, ৮খ.; (৫) L. Lockhart, Hasan-i Sabbah and the Assassins, BSOS, ৫খ., ৬৭৫-৬৯৬; (৬) W. Ivanow (যিনি আলামূতের সনাক্তকরণের ব্যাপারে সন্দিহান), Some Ismaili Strongholds in Persia, IC, ১২খ., ৩৮২-৩৯২; (৭) F. Stark. The valleys of the Assassins, লন্ডন ১৯৩৪ খৃ.।

(২) **রাজবংশ** ঃ ৪৮৩/১০৯০-৬৫৪/১২৫৬ সালের মধ্যবর্তী কালে আলামূত একটি শী'আ রাষ্ট্রের কেন্দ্র ছিল। সিরিয়া হইতে ইরানের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং নিযারী ইসমাঈলী [দ্র.] সম্প্রদায়ের প্রধান কর্তৃক ইহা শাসিত ছিল। ইহারা কখনও কখনও গুপ্তঘাতক সংঘ (Assassins) নামে অভিহিত।

মিসরের ফাতিমী শাসকদের অনুকূলে সুন্নী সালজূক শক্তির নিরসনকল্পে ইরানের ইসমা'ঈলীদের প্রচেষ্টায় এই রাষ্ট্রটির উৎপত্তি হয়। মালিক শাহের শাসনামলের শেষ বৎসরগুলিতে তাহাদের বিদ্রোহ শুরু হয়। বারকিয়ারুকের দুঃসময়ে এই বিদ্রোহ বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে। ইসমা'ঈলীগণ কোহিস্তান, কূমিস, ফারস, আল-জাযীরা, সিরিয়া এবং অপরাপর স্থানের দুর্গসমূহের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে। ইসমা'ঈলী সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন গৃহযুদ্ধেও অংশগ্রহণ করে। ইসমা'ঈলী বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ইসফাহানের দা'ঈ (প্রধান প্রচারক) 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন 'আত্তাশ, তাহার পুত্র আহমাদ ইব্ন 'আত্তাশ (৪৯৪/১১০০ সালে ইসফাহানের নিকটবর্তী শাহদিয অধিকার করেন) এবং হাসান-ই সাব্বাহ [দ্র.] (যিনি ৪৮৩/১০৯০ সালে দায়লামান অঞ্চলে আলামূত অধিকার করেন)। ৪৮৭/১০৯৪ সালে মিসরের ইমাম (শাসক) আল-মুসতানসির-এর মৃত্যুর পর ইরানের ইসমা'ঈলীগণ তাহার পুত্র নিযারের ইমামাতের দাবির সমর্থন করে। নিযার পরাজিত হইলে তাহারা আল-মুসতা'ঈলীর ইমামাতের স্বীকৃতি দানে অস্বীকার করে এবং নিযারিয়্যা নামে মিসর হইতে পৃথকভাবে বিদ্রোহ অব্যাহত রাখে।

মুহাম্মাদ তাপারের হাতে সালজূক শক্তি সুসংহত হইলে অবস্থা ইসমা'ঈলীগণের বিরুদ্ধে চলিয়া যায়। ৫০০/১১০৭ সালে শাহদিয তাহাদের হস্তচ্যুত হয় এবং আলামূতের অবস্থাও বিপদসংকুল হইয়া পড়ে। ৫১১/১১১৮ সালে সুলতান মুহাম্মাদের মৃত্যু হইলে ইসমা'ঈলীগণ তাহা পুনরুদ্ধারের সুযোগ পায়। এই সময় আলামূতে অবস্থানকারী হাসান সাব্বাহ-এর হাতে পূর্ণ নেতৃত্ব ন্যস্ত ছিল। তিনি প্রকৃতপক্ষে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকর্তারূপে পরিগণিত হন। আলামূতের পার্শ্ববর্তী জেলা রূদবার-এর দুর্গসমূহ, কূমিসের দামগানের নিকটবর্তী গিরদকূহ দুর্গ এবং খুরাসানের দক্ষিণে কোহিস্তানের বহু শহর এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অধিকন্তু তিনি ছিলেন ইরানে এবং 'আরব ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে (Fertile crescent) বসবাসকারী সালজূক শাসনাধীন অধিকাংশ ইসমা'ঈলীগণের নেতা, এমনকি মিসরের কিছু সংখ্যক নিযারীদেরও তিনি নেতা ছিলেন। পরবর্তী কালে সিরিয়ার একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলের সংযোজন ছাড়া উক্ত রাষ্ট্রের সীমা প্রথমে যাহা ছিল তাহাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। অতঃপর আশেপাশের অঞ্চলে ইসমা'ঈলী অনুসারীদের প্রভাব দ্রুত কমিতে থাকে।

রাষ্ট্রটির ইতিহাস ইসমা'ঈলী ও পার্শ্ববর্তী সুন্নীদের মধ্যকার, এমনকি শী'আদের পারস্পরিক শত্রুতা ও বিবাদ-বিসম্বাদে ভরপুর। ইহার বহিঃপ্রকাশ এইভাবে ঘটিত যে, একদিকে প্রতিটি শহরে সময় সময় ইসমা'ঈলী বলিয়া

সন্দেহ হয় এমন লোকদের উপর আক্রমণ চলিতে থাকে, অপর দিকে ইসমা'ঈলীগণ গুপ্তহত্যা দ্বারা নিজেদের প্রবল শত্রুদেরকে হত্যা করে; যেমন তাহারা নিজামু'ল-মুলক (দ্র.)-কে হত্যা করিয়াছিল। সেই সময় গুপ্তহত্যা কোন অসাধারণ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু পরিকল্পিত উপায়ে ইসমা'ঈলীদের প্রবর্তিত গুপ্তহত্যা সেই সময় বিশেষ ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। প্রাথমিক কালে ইসমা'ঈলীগণ, বিশেষ করিয়া আলামূতের নেতৃত্বের অনুসারী ইসমা'ঈলীগণ, সাধারণ অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করিত এবং শী'আ তাকিয়্যা নীতির অনুসরণে নিজেদের গোপন বিশ্বাস জনসাধারণ হইতে গোপন রাখিত। কোন অত্যাচারী কাদী অথবা আমীরের কবল হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশে তাহারা অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত তাহার পশ্চাদানুসরণ করিত, পরিশেষে তাহাকে প্রকাশ্যে হত্যা করিত। ফল এই দাঁড়ায় যে, যে কোন প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ডকেই ইসমা'ঈলীদের কাণ্ড বলিয়া বর্ণিত হইত। এইজন্য তাহাদেরকে হাশীশিয়্যা ছদ্মনামে অভিহিত করা হয়। ইহাই পাশ্চাত্য ভাষায় assassin শব্দে রূপ লাভ করে। অবশেষে গুপ্তহত্যা এক প্রকার কৌশলরূপে একটি প্রতিষ্ঠানের রূপ লাভ করে এবং শত্রুভাবাপন্ন দরবারসমূহে গুপ্তঘাতকদের একটি নিয়মিত দল নিয়োজিত হইতে থাকে। এমনকি বন্ধু শাসকদের সাহায্যার্থে প্রতিদানের বিনিময়ে তাহারা নিয়োজিত হইতে থাকে। ইসমা'ঈলী রাষ্ট্র ও পার্শ্ববর্তী অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও যুদ্ধ বিরাজমান থাকে। একদিকে সাধারণ মুসলমানগণ ইসমা'ঈলীগণের প্রবল বিরোধী ছিলেন, অপরদিকে ইসমাঈলীগণ নিজেদের স্বতন্ত্র এলাকায় প্রতিপক্ষীয়দের বিরুদ্ধে নিজেদের ঐক্য বজায় রাখে।

হাসান-ই সাববাহ ৫১৮/১১২৪ সালে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার একজন জেনারেল বুযুর্গ উম্মীদকে দায়লামানের দা'ঈ (নেতা) নিযুক্ত করিয়া যান। বুযুর্গ উম্মীদের পুত্র মুহাম্মাদ ৫৩২/১১৩৮ সালে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। এই দুইজনের শাসনামলে কখনও সালজূক শাসকদেরকে (বিশেষ করিয়া সানজার ও মাহমূদ) দমন করিতে হইত, কখনও স্বয়ং ইসমা'ঈলগণ তাহাদের পার্বত্য অঞ্চলের শত্রু অথবা পার্শ্ববর্তী শহর, যেমন কাযবীনের উপর হামলা করিত। ইসমা'ঈলীগণের দ্বারা দুইজন 'আব্বাসী খলীফা আল-মুসতারশিদ ও আর-রাশীদের নিহত হওয়ার ঘটনা বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এই সময় আলেপপো ও দামিশ্কের রাজনীতিতে এক দুর্ভাগ্যজনক ভূমিকা পালনের পর সিরিয়ার ইসমা'ঈলীগণ লেবাননের উত্তরে জাবাল বাহরার একটি অংশের দুর্গসমূহ অধিকার করিয়া স্বীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে।

৫৫৭/১১৬২ সালে মুহাম্মাদের পুত্র দ্বিতীয় হাসান উত্তরাধিকারী মনোনীত হইলে শুধু 'দা'ঈ' হওয়ার উপর সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, বরং তিনি নিজেকে গুপ্ত ইমামের খলীফা বলিয়া ঘোষণা করেন। সম্ভবত ইহাতে এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, তিনি নিজেই সেই ইমাম। পুনরুত্থান দিবস অর্থাৎ দুনিয়ার আধ্যাত্মিক পূর্ণতার ঘোষণা দিয়া তিনি শী'আ শারী'আতের আইনকে রহিত করেন। কেননা ইহা জান্নাতের রহমতময় জীবনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, যাহার প্রতি এই সময় ইসমাঈলীগণকে আহ্বান করা হইতেছিল। এইভাবে তিনি ইসমা'ঈলী সম্প্রদায়কে অপরাপর মুসলিম সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেন। কিছু লোক এই নূতন নীতির বিরোধিতা করে এবং ৫৬১/১১৬৬ সালে হাসানকে হত্যা করা হয়; কিন্তু তাঁহার যুবক পুত্র দ্বিতীয় মুহাম্মাদ অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পিতার অনুসৃত নীতি অব্যাহত রাখেন। ইহার পর হইতে আলামূতের শাসকদেরকে 'আলাবী ইমামরূপে গণ্য করা হয় এবং তাহারা ছিলেন নিযার বংশসম্ভূত। কিন্তু বহিঃসম্পর্ক বেশির ভাগ আগের মতই থাকিয়া যায়। মুহাম্মাদের শাসনকাল দীর্ঘ এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ছিল। কেবল শেষকালে খাওয়ারিয্‌ম শাহের শত্রুতার দরুন কিছু জটিলতা দেখা দেয়। তাহার শাসনামলে সিরিয়ার ইসমা'ঈলী মতবাদ রাশীদু'দ-দীন সিনান (দ্র.)-এর দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। তিনি একজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং আলেপপো ও সালাহু'দ-দীনের সঙ্গে ক্রুসেডার ও পার্বত্য অঞ্চলের নুসায়রীদের যুদ্ধের ব্যাপারে আলামূতের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন। ৫৮৯/১১৯৩ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু আলামূতের শক্তি তখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

দ্বিতীয় মুহাম্মাদের পুত্র তৃতীয় হাসান ৬০৭/১২১০ সালে উত্তরাধিকারী হন। তিনি নিজেকে একজন সুন্নী মুসলমান বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহার সকল অনুসারীকে সুন্নী শারী'আত গ্রহণের নির্দেশ দেন এবং অন্যদের সঙ্গে খলীফা আন-নাসিরের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করেন। বাহ্যত ইসমা'ঈলীগণও তাঁহার এই নির্দেশ গ্রহণ করে। তিনি আযারবায়জানের উযবেকদের সঙ্গে একত্র হইয়া ছোট ছোট বিজয়ও লাভ করেন। ৬১৮/১২২১ সালে (সম্ভবত বিষ প্রয়োগে) তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার যুবক পুত্র তৃতীয় মুহাম্মাদ উত্তরাধিকারী হন, যিনি সুন্নী পরিবেশে লালিত-পালিত হন নাই। তাঁহার শাসনামলে তৃতীয় হাসানের আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও কার্যত শারী'আতের অনুশাসন কার্যকরী ছিল না এবং রাজনৈতিকভাবে রাষ্ট্রটি আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

যাহা হউক, সামগ্রিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান থাকে। নাসীরু'দ-দীন তূসী (দ্র.) ও অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তি ইহার দুর্গের প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকেন। রাজ্য বিস্তৃতির ক্ষেত্রে প্রথমত জালালু'দ-দীন মাংগুবিরতী (দ্র.)-এর সঙ্গে এবং পরে মোঙ্গলদের সঙ্গে তাহার বিরোধ চলিতে থাকে। স্বীয় মিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশে তিনি পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের বিরোধিতাই পরিশেষে বিজয়ী হয়। ইরানে মোঙ্গল বিজয়ী হালাকু খাঁর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ইসমা'ঈলী শাসনের পতন ঘটান। তৃতীয় মুহাম্মাদের মধ্যে চারিত্রিক অধঃপতনের নিদর্শন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। হুলাগূ (হালাকু) খাঁর সহিত তিনি সন্ধি স্থাপনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে তাঁহার সেনাপতিগণ ভীত হইয়া পড়েন যাহারা তাহাকে ফাঁদে ফেলার আশা করিতেছিলেন। ৬৫৩/১২২৫ সালে একজন সভাসদ কর্তৃক তিনি নিহত হন। অনেক কয়টি দুর্গ হাতছাড়া হওয়ার পর একটি অস্পষ্ট আলাপ- আলোচনার ভিত্তিতে তদীয় পুত্র খুরশাহ পরিশেষে ৬৫৪/১২৫৬ সালে নিঃশর্তভাবে অস্ত্র ত্যাগ করেন। ইহার পরই তাঁহাকে হত্যা করা হয়। দায়লামান, কূমীস ও কোহিস্তানে নির্বিচারে ইসমাঈলীগণ নিহত হইতে থাকে। যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারাও রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আর কখনও সফলকাম হইতে পারে নাই; কেবল সিরীয় দুর্গগুলি মোঙ্গলদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু মিসরের বায়বারস তাহা অধিকার করিয়া নেন। অবশ্য তিনি তাহাদেরকে স্বায়ত্তশাসিত জাতিরূপে বসবাস করিবার অধিকার প্রদান করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) রাশীদু'দ-দীন, জামি'উ'ত-তাওয়ারীখ; (২) জুওয়ায়নী, ৩খ.; (৩) ইবনু'ল-আছীর, স্থা.। আধুনিক কালের গবেষণামূলক পুস্তকাদির মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ (৪) Silvestre

de Sacy, Memoire sur La dynastie des Assassins, Memoires de l'academei des inscriptions et belleslettres, ৪খ., প্যারিস ১৮১৮ খৃ., ২য় অংশ; (৫) C. Defremery, Nouvelles recherches sur les Ismaeliens ou Bathiniens de Syrie, JA., ১৮৪৫/১, ৩৭৩-৪২১, ১৮৫৫/১, ৫-৭৬ ও Essai sur l'histoire des Ismailiens ou Batiniens de la Perse, JA., ১৮৫৬/২, ৩৫৩-৩৮৭, ১৮৬০/১, ১৩০-২১০; (৬) j. Von Hammer Purgstall's Geschichte der Assassinen, Stuttgart and Tubingen ১৮১৮ খৃ.; (৭) Zambaur-এর বর্ণনাটি ভ্রান্তিতে পূর্ণ। গ্রন্থপঞ্জীর পূর্ণ তালিকার জন্য দ্র. (৮) M. G. S. Hodgson, The Order of Assassins, The Hague ১৯৫৫ খৃ.।

M.G.S. Hodgson (E.I.[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

(৩) **প্রদেশ** ঃ (সানজাক') আলামূত তেহরান হইতে ক'যবীনগামী সড়ক পথে ডান পার্শ্বে অবস্থিত ক'যবীনের উত্তর-পূর্ব দিকের একটি প্রদেশ। Le Strange ইহাকে ক'য্‌বীনের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং মানচিত্র দ্বারাও তাহার বর্ণনাই সঠিক বলিয়া মনে হয়। তালক'ান ও শারহূদ (সম্ভবত শাহ্‌রূদ) নদীর সঙ্গমস্থলে আলামূত নদীর উপত্যকার উচ্চ পাহাড়সমূহে এই প্রদেশটি অবস্থিত। বর্তমানে এই প্রদেশটি চারিটি জেলায় বিভক্ত ঃ তুরকান ফিসান, এনদিজ রূদ, আতান ও বানা রূদ। মধ্যযুগে ইহাকে রাদবার উপত্যকা বলা হইত এবং তথায় পঞ্চাশটি দুর্গ ছিল। ইহাদের মধ্যে আলামূত ও মায়মুনদিঝ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিল। আলামূত দুর্গটি নদীর উত্তর পার্শ্বে আলামূত ও তালকানের নদীর মিলনস্থল হইতে প্রায় ৩২ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা ২৪৬/৮৬০ সালে তাবারিস্তানের ইসমা'ঈলীগণের প্রধান প্রচারক হ'াসান ইব্‌ন যায়দ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল এবং ৪৮৩/১০৯০ সালে হ'াসান ইব্‌ন সা'ববাহ' তাহা অধিকার করেন। ১৭১ বৎসর পর্যন্ত ইহা বাতি'নিয়্যাদের কেন্দ্রীয় দুর্গরূপে ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া ইহা ছিল ইসমা'ঈলীদের ধর্মীয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র। ১২৫৬ খৃ. হালাকু খাঁ তাহা জয় করিয়া ধ্বংস করিয়া দেয়; হালাকু খাঁ এই দুর্গটি অধিকারের সময় এখানকার গ্রন্থাগারটিও অধিকার করে এবং ইহাকে স্বীয় উযীর ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক 'আত'ামুলক জুওয়ায়নীকে প্রদান করে। তিনি নিজের দরকারী গ্রন্থগুলি, বিশেষ করিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি ও ইসমা'ঈলী মতাদর্শের সহিত সম্পর্কিত গ্রন্থগুলিকে পৃথক করেন এবং ইসমা'ঈলী মতাদর্শের সহিত সম্পর্কিত গ্রন্থগুলিকে পোড়াইয়া ফেলেন (de Ohsson, Histoire de Mongols, ৩খ., ১৯৮)। সাফাবী শাসনামলে দুর্গটিকে পুনরায় ব্যবহারোপযোগী করিয়া কারাগারে রূপান্তরিত করা হয় (Chardin, Voyages, ২খ., ২৬৭)। উচ্চ শৈলে অবস্থিত এই দুর্গটি বর্তমানে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার পার্শ্বে উক্ত নামের একটি জনবসতি রহিয়াছে (দ্র. জাহান গুশায় জুওয়ায়নী, সম্পা. ক'যবীনী, ৩খ., ২৬১, ৩৮৭-৩৯০, ৪৩০-৪৩১)।

আহ'মাদ যাকী ওয়ালীদী তূগান (দা.মা.ই.)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আলায় (Alay) ঃ তুর্কী শব্দ, সম্ভবত গ্রীক allagion হইতে উদ্ভূত বায়যানটাইন সরকারের সেনাবাহিনীর কতিপয় বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (তু. Kopruluzade Mehmet Fuat প্রণীত গ্রন্থ Bizans Muesseselerin Osmanli Muessesclerine Te'siri, Turk Hukuk ve lktisat Tarihi Mecnmuasi, ১খ., ২৭৭)। 'উছমানী সরকারীভাবে প্রচলিত বাগধারামতে শব্দটি দ্বারা বুঝান হইয়া থাকে ঃ 'একটি সৈন্যদল', 'একটি কুচকাওয়াজ' (Parade); এই কারণে 'একটি জনতা', 'বিপুল পরিমাণ' এবং উনবিংশ শতাব্দীর সামরিক সংস্কারের পর হইতে 'একটি সেনাদল' (Regiment)। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে সকল কুচকাওয়াজকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে সেগুলি হইল ঃ (১) Kitie alayi (তুর্কী, কুচকাওয়াজ), তুর্কী সুলতানের কোমরবন্ধ 'উছমানী তরবারি দ্বারা সজ্জিত করার অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি যখন আয়্যুব (Eyyub) নামক স্থানটি পরিদর্শন করিতেন; (২) alay-i humayun (রাজকীয় কুচকাওয়াজ), সামরিক অভিযান উপলক্ষেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, রাজধানীর বাহিরে গমন বা তথায় সুলতানের প্রত্যাগমনের সময়ে অনুষ্ঠিতব্য অনুষ্ঠান; (৩) Surre alayi- মক্কা ও মদীনায় বাৎসরিক উপঢৌকন প্রেরণ উপলক্ষে Saray (প্রাসাদ) সম্মুখে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান; (৪) Meulud ও Bayram [রাসূল (স)-এর জন্মবার্ষিকী] alaylari অর্থাৎ দুই 'ঈদ-এ তুর্কী সুলতানের মসজিদ পরিদর্শন উপলক্ষে অনুষ্ঠান; (৫) Walide ['আরবী মাতা অর্থাৎ সুলতানের মাতা] alays- পুরাতন রাজপ্রাসাদ হইতে নূতন রাজপ্রাসাদে সুলতান মাতার প্রথম স্থানান্তর গমন উপলক্ষে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান। জায়গীরদারের (fief- holders) পদবীর সহিতও শব্দটি সম্পৃক্ত, যেমন alaybeys যাহা Sandjak বা eyalet-এর আওতাধীন সামন্ততান্ত্রিক অশ্বারোহী সৈন্যের নায়কদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং যে সকল Cawush সুলতানের শোভাযাত্রার গমন পথ হইতে চিৎকার করিয়া লোক সরাইবার বা যুদ্ধক্ষেত্রে নির্দেশ জ্ঞাপন করিবার দায়িত্বে নিয়োজিত, তাহাদের পদবীর ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহৃত। সুলত'ান ৩য় মুরাদ-এর আমলে Topkapi-তে যে কারুকার্যময় চত্বর (pavillion) নির্মাণ করা হয়, যে স্থান হইতে সুলত'ানগণ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করিতে পারিতেন, তাহা Alay Koshku নামে অভিহিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) I. H. Uzuncarsili, Osmanli Devleti Saray Teskilati, নির্ঘণ্ট, IA; (২) দ্র. ঐ লেখকের প্রবন্ধ; (৩) Gibb and Bowen, Islamic Society and the West, i/j, নির্ঘণ্ট।

H. Bowen (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আলা শিহির (Ala Shehir) ঃ অর্থ বহুবর্ণ শহর, আনাতোলিয়াতে Boz Dagh (প্রাচীন Tmolus)-এর পাদদেশ Kuzu Cay-এর নিকটে অবস্থিত ছিল। এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা Attalus II Philadel phus-এর নামানুসারে ইহাকে Philadelphia বলা হইত। সুপ্রাচীন কালে ও বায়যানটাইন আমলে এই শহরটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (দ্র. Pauly-Wissowa, এই শিরোনামের অধীন) ১০৭৫ অথবা ১০৭৬ খৃ. সুলায়মান ইব্‌ন কুতলুমুশ (Phrygia অঞ্চলের অন্যান্য শহরের সঙ্গে এই শহরটিও দখল করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু ১০৯৮ খৃ. বায়যানটাইনগণ ইহাকে পুনরুদ্ধার করে এবং সালজূক' সুলত'ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তাহারা ইহাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে। ইবন বীবী (Houtsma), ৩৭-এর মতে সম্রাট Theodore Las caris ও সালজূক সুলতান ১ম কায়খুসরাও-এর মধ্যে এই শহরের

নিকটই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, যাহাতে শেষোক্ত ব্যক্তি নিহত হইয়াছিলেন (৬০৭/১২১০ সন। এই সময়েই শহরকে প্রথম আলা শিহির নামে অভিহিত করা হয়)। কিন্তু বায়যানটাইন ঐতিহাসিকগণের রচিত ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৩০৩ খৃ. জাচমিয়ানওগলু য়া'কূ'ব (১) (Geremiyan Oghlu Y'aqub 1) কর্তৃক এই শহরটি অবরুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু Catalan ভাড়াটিয়া সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ইহা মুক্ত হয়। Geremiyan Oghlu-দের দ্বারা বারংবার অবরোধ (১৩০৭ ও ১৩২৪ খৃ.)-এর ফলে অবশেষে এই শহর করদ রাজ্যে অবনমিত হয়। পরবর্তী কালে Aydin-Oghlus-কে কর দেওয়া হইত (যদিও দাসতূর নামা-ই আনওয়ারী-র বর্ণনায় দেখা যায় যে, ১৩৩৫ খৃ. প্রকৃতপক্ষে Aydin Oghlu Umar Beg এই শহরটি জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা সঠিক বলিয়া মনে হয় না)। এশিয়া মাইনরের সর্বশেষ স্বাধীন গ্রীক শহর আলা শিহির ৭৯৪/১৩৯১ সালে প্রথম বায়াযীদ কর্তৃক অধিকৃত হয়; কিন্তু ১৪০২ সালে ইহা তৈমূরের অধিকারে চলিয়া যায়। পরবর্তী কালে ইহা ২য় মুরাদের সময় চূড়ান্তভাবে 'উছ'মানী সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জুনায়দ বেগের (Djunayd Beg) অধিকারে ছিল। 'উছমানী শাসনামলে এই শহর ইহার সাবেক গুরুত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই, বরং প্রথমে আয়দিন (Aydin) বিলায়াত এবং পরবর্তী কালে মনিসা (Monisa) বিলায়াতের অধীন একটি কাদা (قضا) ১,১১৫ বর্গ কিলোমিটার-এর রাজধানীতে পরিণত হয়। ১৯১৯ হইতে ১৯২৩ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ইহা গ্রীকগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৮৯০ খৃ. এই শহরে ১৭,০০০ মুসলিম এবং ৪,০০০ গ্রীক অধিবাসী (Cuinet) ছিল। ১৯৪৫ খৃ. শহরের অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ৮,৮৮৩ (সকলেই মুসলিম) জন। কাদা (১,১১৫ বর্গ কি.মি.)-র লোকসংখ্যা ছিল ৪৫,৭৯২।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Lebeau, Histoire du Bas-empire, প্যারিস ১৮৩৩-৩৬ খৃ., ১৫খ., ৩৫৭ প., ৪২৬ প., ৪৪৬, ৪৪৭ প., ১৬খ., ৬ পৃ., ১৮৪, ২৮৫, ৩৩১ প., ৪১২ প.; ১৭খ., ২৫৩; ১৮খ, ৩, ১৯খ., ৪২প., ৭৬; ৩১৬; ২০খ., ৪৬০ প.; (২) Chalandon, Alekis 1, Comnene, প্যারিস ১৯০০, পৃ. ১২, ১৯৭, ২৫৫, ২৬৫; (৩) ঐ লেখক, Jean II. Comnene et Manuel, Comnene, প্যারিস ১৯১২ খৃ., পৃ. ৩৭, ২১৭, ৩০৫ প., ৪৬০, ৫০১, ৫১৩; (৪) Moncada. Expedition des Catalans (ফরাসী অনু., প্যারিস ১৮২৮ খৃ.), ৭৩-৮৪; (৫) 'আশিক' পাশা যাদে, তা'রীখ, ইস্তাম্বুল ১৩৩২ হি., ৬৫ প.; (৬) সা'দু'দ-দীন, তাজু'ত-তাওয়ারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৭৯ হি., ১খ., ১২৭; (৭) মুকরিমীন খলিল, দাসতূর-নামা-ই আনওয়ারী, ইস্তাম্বুল ১৯২৯ খৃ., ভূমিকা, 'a' ৩৬ প.; (৮) Cl. Huart, Epigraphie arabe de L' Asie Mineure, 61; (৯) I.H. Uzuncarsili, Anadolu Beylikleri, আনকারা ১৯৩৭ খৃ., ১০, ২৮, ১৮৭ প.; (১০) Ch. Jekier, Asie Mineure, 269 ff.; (১১) A. Wachter. Der Verfall des Griechentums in Kleinasien in kleinasien im 14. Jahrhundert, লাইপযিগ ১৯০৩ খৃ., পৃ. ৩৯ প.; (১২) P. Wittek, Das Furstemtum Mentesche, ইসতাম্বুল ১৯৩৪ খৃ., ৭৮ প.; (১৩) W. J. Hamilton, Researches in Asia Minor, ২খ., ৩৭৫।

(E.I.²)/মুজিবুর রহমান

আলিনজাক (آلنجق) ঃ (আলিন্চাক' অথবা আলান্জিক', আজকালকার উচ্চারণ অনুযায়ী এলিন্জেহ) একটি প্রসিদ্ধ দুর্গের নাম। বর্তমানে ইহা সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। দুর্গটি আযারবায়জানের (রাশিয়া) নাখচুওয়ান নামক স্থানের পার্শ্ববর্তী একটি মোচাকার পর্বতশৃঙ্গের উপর অবস্থিত ছিল। এই স্থান হইতে নাখচুওয়ান দিয়া জুলফাহগামী সড়কটি দেখা যায়। খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনায় বিভিন্নরূপে নামটির সাক্ষাত পাওয়া যায়। ইসলামী সূত্রসমূহে এই নামটি আলিন্জাক', আলান্জিক', এলেন্জেক', এলেন্জেহ ইত্যাদিরূপে পাওয়া যায় এবং আর্মেনীয় লেখকদের নিকট ইহা ইরন্চাক' অথবা আলন্চেক' রূপে উচ্চারিত হয়। যাহা হউক, বিভিন্ন বর্ণের পরিবর্তন (যথা 'আ' হইতে 'এ', 'আ' হইতে 'ই', 'ল' হইতে 'র') এবং অন্তের ق বর্ণটির বিলুপ্তির ফলে নামটির রূপের পরিবর্তনের কারণসমূহ সহজেই বুঝা যায়। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে ও মুদ্রণ বিভ্রাটজনিত কারণে মুদ্রিত পাঠসমূহ (متون) নামটির কিছু ব্যতিক্রম রূপের সাক্ষাত পাওয়া যায়। যেমন উলিন্জাহ (কাতিব চেলেবী ঃ ফায'লাকাহ, ইস্তাম্বুল ১২৮৬ হি., পৃ. ২০৯) অথবা আলজা ('আশিক পাশা যাদাহ, তারীখ, সম্পা. Giese, দ্র. নির্ঘণ্ট; ইস্তাম্বুল সংস্করণে এলেন্জেহ, যাহা সঠিকরূপের অধিকতর কাছাকাছি)। ইসলামের ঐতিহাসিক ভূগোলশাস্ত্রে অভিজ্ঞ G. Le Strange ইহাকে আলান্জিক পড়িয়াছেন এবং ইহাই সঠিক বলিয়া মনে হয়। নামটির আকৃতি দেখিয়া বুঝা যায় যে, ইহা তুর্কী শব্দ আলান (آلان) সমতলত্ব, সমতল, প্রশস্ত স্থান) এবং ক্ষুদ্রত্ববাচক উপসর্গ জিক (جق)-এর সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছে, যেমন পরে বর্ণিত হইয়াছে। দুর্গটিকে এই নামে এইজন্য নামকরণ করা হইয়াছে, একটি ঢালু পাহাড়ের চূড়ায় দুর্গটি অবস্থিত, যাহার প্রশস্ত উঁচু ছাদ রহিয়াছে। সালজূক'দের শাসনামলে নির্মিত দুর্গটির নাম শব্দগত দিক দিয়া তুর্কী এই বিষয়ে মতদ্বৈততার অবকাশ নাই। তুর্কী ভাষায় স্থানের নামকরণের ব্যাপারে যেইসব ঐতিহাসিক ও ভাষাগত দৃষ্টিভঙ্গী রহিয়াছে সেইগুলি এই নীতিসমূহের উপর আপতিত হয়। নাখচুওয়ানের পার্শ্বস্থিত এই দুর্গটি ছাড়া হা'মদুল্লাহ আল-কাযবীনী তাবরীয জেলায় অবস্থিত অপর একটি আলানজিকে'র উল্লেখ করিয়াছেন (নুযহাতু'ল-কু'লূব, গীবের স্মৃতিচারণ ধারাবাহিক প্রকাশনা, নং ২৩, ১খ., ৭৯)। ইহাতেও আমাদের দাবির সমর্থন মিলে। কেননা ইহা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, এই সময়ে তুর্কীদের স্থানের নামকরণে ইহা কোন একক উদাহরণ নয়, বরং এই প্রসঙ্গে আরও অনেক উদাহরণ উপস্থিত করা যায়। মীর হায়দার যাদাহ লিখিয়াছেন যে, এলেন্জেহ খানের নামানুসারে দুর্গটির নামকরণ করা হইয়াছে, মুগ'ল-এর বর্ণিত বংশতালিকায় ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ব্যাপারে তিনি স্থানীয় সাধারণ লোকদের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা সাধারণ লোকদের বর্ণনাও ছিল না, বরং বলা হইয়া থাকে, কোন এক আনাড়ী লেখক তুর্কী ও তাতারীদের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে ইহা ঢুকাইয়া দিয়াছে। অতএব ইহার উপর ভিত্তি করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। ইহা একটি সাধারণ সাদৃশ্য ছাড়া আর কিছুই নহে।

আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতা অনুসারে ইরাকের শেষ সাল্জূক' সুলতান তুগ'রিল এবং তদীয় আমীরদের মধ্যকার আলোচনার প্রসঙ্গে আলিন্জাক' দুর্গটির নামের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় (স'দরুদ্-দীন 'আলী আখবারু'দ- দাউলাতি'স সালজূকি'য়্যা, লাহোর ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ১৮১)। আতাবাক ইলদেগীয বংশের শাসনামলে দুর্গটি বিপদের সময়ে নিরাপদ

আশ্রয়রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছিল। অবশেষে জালালু'দ্-দীন খাওয়ারিয্‌ম শাহ কর্তৃক আযারবায়জান ও আররানের উপর আক্রমণসমূহ উক্ত বংশের সর্বশেষ শাসক আতাবাক মুজা'ফ্‌ফারু'দ্-দীন উযবেককে প্রতিরোধ করিতে হয়। তিনি সফলতার সঙ্গে প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না বুঝিতে পারিয়া উক্ত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ৬৬২ হিজরী সালে তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, তাহার স্ত্রী তালাকের ফাতওয়া সংগ্রহ করিয়া জালালু'দ্-দীনের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন, তখন তিনি সেইখানেই ইনতিকাল করেন (পূ. গ্র., পৃ. ১৯৭; আন-নাসাবী, সম্পা. O. Houdas, 'আরবী পাঠ, পৃ. ১১৮; অনু. O' Houdas, Histoire du Sultan Djal-el Din Mankobirti, প্যারিস ১৮৯১, পৃ. ১৯৭)। যে দুর্গটির নাম এখানে এলেন্‌জেহ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা আলিন্‌জাক কিনা অনুবাদকের এতদ্‌সম্পর্কিত সন্দেহ অমূলক (তারীখ-ই জাহানগুশায়ি জুওয়ায়নী, গীব-এর স্মৃতিচারণ ধারাবাহিক প্রকাশনা, ১৯১৭, ১৬খ., ২, ১৫৭)।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দীর ঘটনা প্রসঙ্গে এই দুর্গটির নাম প্রায়ই উল্লিখিত হইয়াছে। দুর্গটি ইরানী (ঈলখানী) মুগলদের অধীনে ছিল। ইহার আশেপাশে কারাহকোয়ূনলূ নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেন। নুযহাতু'ল-কু'লূব গ্রন্থের লেখকের সাক্ষ্য অনুযায়ী খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে আলিনজাক একটি মযবুত দুর্গরূপে সদা বিখ্যাত ছিল। তায়মূর কারাহকোয়ূনলূ ও আহ'মাদ জালাইরকে শাস্তি দানের নিমিত্ত আয'রবায়জান ও আরান-এ অভিযান প্রেরণের সময় এই দুর্গটি অধিকারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং দশ বৎসর অবরোধের পর ৮০১/১৩৯৮-৯৯ সালে দুর্গটি তাহার অধিকারে আসে (নিজা'মুদ্-দীন সামী, জা'ফ্‌র নামাহ, সম্পা. Felix Jauer, প্রাগ ১৯৩৮, পৃ. ২৩৮)। এই দুর্গ অবরোধের ব্যাপারে শারফু'দ্-দীন 'আলী যায়দীয় বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এই দুর্গটি কারাহ কো'য়ূনলু-র নিকট হইতে অধিকারের জন্য তায়মূরের সৈন্যদল প্রথমে কারাহ মুহ'াম্মাদ এবং পরে কারাহ য়ূসুফ অবরোধ করে, কিন্তু এই অভিযান দ্বারা কোন সুফল পাওয়া যায় নাই। কিছুদিনের জন্য আহ'মাদ জালাইর তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মীরান শাহ, যিনি পিতার (তায়মূর) নামে আযারবায়জান শাসন করিতেছিলেন, অবরোধকে আরও দৃঢ় করেন। দুর্গটির সঙ্গে বাহিরের সকল প্রকার যোগাযোগ বন্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জালাইর-এর অনুসারিগণ জর্জিয়াবাসীদের সহযোগিতায় নিরাপদে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া যায়। পরিশেষে কয়েকজন শাহযাদা ও আমীর-এর নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী পাঠান হয়। এইদিকে প্রায় দশ বৎসরের দীর্ঘকালীন অবরোধের দরুন দুর্গের অবস্থা খারাপ হইতে থাকে। অতএব সাধারণ সৈনিকগণ দুর্গের কোতোয়াল সীদী আহ'মাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং অস্ত্র পরিত্যাগ করে। একই বরাতে জানা যায়, তায়মূর উক্ত অঞ্চলের উপর দিয়া গমনের সময়, বিশেষত এই দুর্গে গিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহাকে কিছুটা হয়রানি পোহাইতে হইয়াছিল (জাফর নামাহ, Bibliotheca Indica, ১৮৮৭-১৮৮৮, ১খ., ৪১৭, ৬৮৭-৬৯১, ৭৫৭, ৭৮৪, ৭৯২ ও ২খ., ২০৩ প., ২১৫, ৩৫৪ প., ৩৭৭)। দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত সংস্করণের কোন নির্ঘণ্ট দেওয়া হয় নাই।। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে স্পেনের রাষ্ট্রদূত ক্লাভিজো (Clavijo) এখান দিয়া গমন করিয়াছিলেন। তিনি দুর্গটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত, অথচ উল্লেখযোগ্য বর্ণনা দিয়াছেন যে, 'আলিন্‌জাক দুর্গটি আরাস নদীর উত্তর পার্শ্বে একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। ইহার পার্শ্বে একটি দেয়াল আছে যাহাতে গম্বুজসমূহ রহিয়াছে; ইহার অভ্যন্তরে রহিয়াছে উদ্যান ও বহির্ভাগে শস্যক্ষেত্র। অধিকন্তু উক্ত অঞ্চলে কয়েকটি পানির ঝরনা রহিয়াছে যাহার আশেপাশে বাতাসে আন্দোলিত সবুজ শস্যক্ষেত্র রহিয়াছে' (Clavijo, Embassy to Tamerlane, অনু. Le Strange, লন্ডন ১৯২৮, পৃ. ১৪৭; তুর্কী অনু. 'উমার দোগরুল, তায়মূর দো রানদাহ কাদিস দেন সামারক'ানদাহ্ সায়াহ'াত, ১খ., পৃ. ১১১)। দুর্গটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ক্লাভিজো-র বর্ণনার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তায়মূরের ইনতিকালের পর দুর্গটি আবার জালাইরীগণের অধীন হইয়া পড়ে। ইহার পর কারাকো'য়ূনলু-র অধিকারে আসে। অতএব দুর্গটি ইহার শাসক ইসকানদারের আশ্রয়স্থলে পরিগণিত হয়। তিনি শাহরুখের বাহিনী দ্বারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে গাদ্দারী করিয়া ৮৩৯/১৪৩৫-৩৬ সালে পলাইয়া আসিয়া এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাহরুখের শাসনামলে জাহানশাহ ইব্‌ন কারাহ য়ূসুফ আয'রবায়জানে অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাহার নির্দেশে আলিন্‌জাক অবরোধ করা হয়। ইসকানদার তদীয় পুত্র কু'বাদ কর্তৃক নিহত হইলে দুর্গটি জাহান শাহের নিয়ন্ত্রণে আসে। আয'রবায়জান ও আরান আক'-কো'য়ূনলু-র অধিকারে আসিলে আলিন্‌জাকে'র প্রাচীন গুরুত্ব বজায় থাকে। অতঃপর শাহ ইস্‌মা'ঈল সা'ফাবী'র পিতা হ'ায়দারের বিরুদ্ধে আক'-কো'য়ূনলু-র অনুসারী সুলত'ান য়া'কূ'ব বিদ্রোহ ঘোষণার সময় তাহার পুরা পরিবারকে পূর্ণ নিরাপত্তার সহিত আটক রাখার জন্য উক্ত দুর্গে স্থানান্তরিত করা হয়। ইহাদের মধ্যে ইস্‌মা'ঈলও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তখন ইস্‌মা'ঈল ছিলেন একজন বালকমাত্র (Dorn, তারীখ-ই খানী, পিটার্সবার্গ ১৮৫৭, পৃ. ১০২)।

সা'ফাবী বংশের শাসনামলেও আলিন্‌জাক দুর্গটির গুরুত্ব বর্তমান ছিল। সুলত'ান ১ম সালীম ইরান অভিযানের সময় এই অঞ্চল দিয়া গমন করিয়াছিলেন (ফারীদূন বে, মুনশা'আত, ১খ., ৪০৫)। ৯৪০/১৫৩৩-৩৪ সালে তুর্কী বাহিনী আয'রবায়জান আক্রমণের সময় প্রধান উযীর ইবরাহীম পাশা তাবরীযে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং খুসরাও পাশাকে উক্ত দুর্গ অধিকারের জন্য নির্দেশ দেন, (হ'াসান রোমলূ, আহ্'সানু'ত তাওয়ারীখ, সম্পা. Seddon, বরোদা, ১৯৩১, ১খ., ২৪৭)। পরবর্তীতে দুর্গটি আবার সা'ফাবী'দের অধীনে আসে এবং ৯৪৪/১৫৩৭-৩৮ সালে তথায় একজন ভুয়া 'সায়্যিদ'-কে আটক করা হয় (ঐ, পৃ. ২০৮)। আবার ৯৫৫/১৫৪৮-৪৯ সালে শাসকের নির্দেশে দুর্গটির বিলোপ সাধন করা হয় (ঐ, পৃ. ৩৩৯)। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আয'রবায়জান ও আররানের বেশির ভাগ অঞ্চল 'উছ'মানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে এবং নাখচুওয়ানের সঙ্গে আলিনজাক দুর্গটিও তুর্কীদের অধিকারে আসে। কিন্তু ১০১২/১৬০৩-১৬০৪ সালে শাহ 'আব্বাস সমস্ত অঞ্চলটি পুনরায় অধিকার করেন। অতএব তিনি উক্ত দুর্গটিও অধিকার করিয়া লন (কাতিব চেলেবী, পৃ. ২০৮ প., জাররাহ যাদাহ-এর বর্ণনা, যিনি নাখচুওয়ানের কাযী হিসাবে প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন)। ১২৪২/১৮২৬ সালের রুশ-ইরান যুদ্ধে উক্ত দুর্গের অধিনায়ক লাচীন বেগ ছয় মাস পর্যন্ত আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন (দ্র. মীর হ'ায়দার যাদাহ প্রণীত উল্লিখিত নিবন্ধের বরাত)। আওলিয়া চেলেবী লিখিয়াছেন, নাখচুওয়ান অঞ্চলে অনেক মযবুত দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। যেহেতু এই সময় তিনি শিকারে লিপ্ত ছিলেন, এইজন্য উহাদের সম্পর্কে

যথাযথ জানিতে অপারগ ছিলেন। কিন্তু অবশ্যই তিনি ইহা বলেন যে, এই সমস্ত সুদৃঢ় স্থানসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আলিন্‌জাফ দুর্গ। সিয়াহাত নামাহ্, ৫১খ., ২৪০; মুদ্রিত গ্রন্থে ইহার নাম আলিন্‌জাক' ওয়ানরূপে উল্লিখিত আছে, যাহা নিশ্চিত ভ্রান্ত। সম্ভবত ইহা আলিন্‌জাক' কিল'আ হওয়া অপরিহার্য। আওলিয়া চেলেবীর বর্ণনা অনুযায়ী দুর্গটি মোল্লা কু'ত'বু'দ্-দীন কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু বর্ণনাটির কোন সঠিক ভিত্তি নাই।

আলিনজাক' দুর্গটি সম্পর্কে উল্লিখিত ঐতিহাসিক বরাত ছাড়া ইহাও বর্ণনা করা অপরিহার্য যে, প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দেদেহ কুরকুত'-এ ও দুর্গটির উল্লেখ রহিয়াছে। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী এই দুর্গটির স্বত্বাধিকারী ছিলেন কারাহ্ তাক্ফুর (শাহ আসওয়াদ)। তিনি দুর্গটিকে যুদ্ধবন্দীদের আবাসরূপে ব্যবহার করিতেন (কিতাব-ই দেদেহ কুরকুত, সম্পা. কালীসী রিফ'আত, পৃ. ১৪৩; অধিকন্তু খান শাইক' গোক য়ায়, দেদেহ কুরকুত, পৃ. ৯৮ প.)। ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধের পূর্ব-আনাতোলিয়া, আয'ারবায়জান, ইরান ও জর্জিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য ঘটনা সম্বলিত একটি গ্রন্থ। দুর্গটি কারাহ তাকফূর-এর অধীনে ছিল। তিনি খৃস্ট ধর্মাবলম্বী ও কৃষকদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। ইহা দ্বারা জানা যায়, দুর্গটি এক সময় ঈলখানী শাসকদের অধীনে ছিল, যাহারা তখন পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। ইহার পর দুর্গটি জর্জিয়ার সম্রাটদের অধিকারে আসে।

এই সম্রাটগণ নাখচুওয়ান অঞ্চলে কারাহ কো'য়ুনলূ-র বিরোধিতা করেন। এই কাহিনীতে দুর্গটি সম্পর্কে যে কবিতা রচিত হইয়াছে, ইহা কল্পনার উপর ভিত্তিশীল নয়, বরং ইহাতে প্রকৃত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা দুর্গটি সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

দুর্গটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমরা কেবল ঐ সমস্ত বিষয়ই জানিতে পারি, যাহা মীর হ'ায়দার যাদাহ্-এর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে (প্রকাশকাল ১৯৩০ খৃ.) বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থটি একান্তই মামুলী ও বৈচিত্র্যহীন এবং প্রমাণের ব্যাপারে খুবই সাধারণ হইলেও ইহা ছাড়া অন্য কোন সূত্র না থাকায় আমাদেরকে বাধ্য হইয়া ইহার উপর নির্ভর করিতে হইবে। মীর হ'ায়দার যাদাহ্-র বর্ণনার বিপরীতে elavijo ও অন্যান্য ইতিহাসবিদদের রচনাবলী একত্র করিলে দুর্গটির প্রাচীন অবস্থা ও উহার গুরুত্বের একটি সামগ্রিক চিত্র সম্ভবত ফুটিয়া উঠিবে। বর্তমানে নাখচুওয়ান ও জুলফাহগামী সড়কপথে এলিন্‌জেহ নামে একটি গ্রাম রহিয়াছে। ইহার পশ্চাতে এলিন্‌জেহ নামের একটি নদীও রহিয়াছে যাহা প্রবাহিত হইয়া আরাস নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই গ্রামের পার্শ্বেই একটি মোচাকার উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের উপর আলেন্‌জাহ (আলিন্‌জাক') দুর্গের স্মৃতিচিহ্ন আজিও বর্তমান, যেইখানকার প্রাচীন দুর্গটি ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে। কেননা ইহার প্রস্তরগুলিকে বিভিন্ন অট্টালিকার নির্মাণকার্যের জন্য খুলিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার প্রধান ফটকের অবস্থান 'খান-ই আগা' নামক একটি গ্রামে নির্ধারণ করা হইয়াছে। কেননা উক্ত গ্রামে ইহার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে; অপরদিকে সাধারণ লোকেরাও ইহাকেই দুর্গের ফটকরূপে অভিহিত করিয়া থাকে। এই ঢালু পাহাড়ে কেবল কিছু সরু সরু পায়ে চলা পথেই আরোহণ করা সম্ভব, এইগুলিতে প্রতিরোধের সুরক্ষিত আশ্রয়সমূহের চিহ্নগুলি এখনও বর্তমান রহিয়াছে। তথায় দুর্গটির সংরক্ষণ ও প্রতিরোধকারীদের জন্য বিশেষভাবে গম্বুজ নির্মাণ করা হইয়াছিল। উপর দিকে যাওয়ার পথে প্রতি বিশ-পঁচিশ কদম দূরে দূরে প্রাচীর নির্মাণ করা হইয়াছে। দুর্গটির সম্মুখভাগ ছিল তিনটি ঃ পূর্বদিকে, উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং দক্ষিণ দিকে। ইহাদের উপর চারিটি বড় বড় প্রাচীর এবং প্রতি প্রাচীরে পৃথক পৃথক বুরুজ ও কামান বসানো বুরুজ রহিয়াছে। চূড়ার ঠিক উপরে একটি বেশ উচ্চ প্রশস্ত জায়গা রহিয়াছে। সেইখানে অনেক মানুষের বসবাস এবং গবাদি পশুর চারণভূমি রহিয়াছে। তাহা ছাড়া পানি সংরক্ষণের জন্য প্রস্তর নির্মিত বড় বড় কূপও রহিয়াছে। ইহাতে প্রস্তরনালার মাধ্যমে বরফ ও বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বৃহৎ কূপটি শীত-গ্রীষ্ম কোন সময়ই পানিশূন্য হয় না। চূড়ায় পূর্বদিকে অর্থাৎ এলেন্‌জেহ নদীর দিকে একটি পানি নিষ্কাশনের স্থান এবং একটি গোপন রাস্তা রহিয়াছে। এইখানে ভিত্তিসমূহ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দেওয়ালসমূহের আকারে ছোট বড় প্রায় পঞ্চাশটি ইমারত দৃষ্টিগোচর হয়। এই সমস্ত ইমারতে দুর্গের কোতওয়াল বা দেখ্দার (كوتوال يا زدار) অবস্থান করিত। ইহার ভগ্নাবশেষগুলিকে সাধারণ লোকেরা অদ্যাপি শাহ তাখ্‌তী (বা বাদশাহর তখ্‌ত) বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। বলা হইয়া থাকে, ইহাদের কোন কোন ইমারত ছিল আস্তাবল, কোনটি বারুদখানা অথবা কোন কোনটি ছিল অস্ত্রাগার। লেখক শুধু এতটুকু বলিয়াই শেষ করিয়াছেন যে, উঁচু ময়দানকে কৃষিকার্যের আওতাভুক্ত করা হইয়াছে এবং চূড়ায় একটি শিলালিপি রহিয়াছে যাহার হয়ত আজিও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। ইহার সঙ্গে একটি পুরাতন মুদ্রা ও কিছু মৃৎপাত্রের খণ্ড হস্তগত হইয়াছে। অতএব ইহা বুঝা যায় যে, দুর্গটি পাহাড়ের উপর নির্মিত হইয়াছিল যাহা ঢালু হওয়ার দরুন প্রতিরোধের খুবই উপযোগী ছিল। তাহা ছাড়া এই দুর্গটি মধ্যযুগের মুসলমানদের অতি উন্নত মানের সামরিক স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী নির্মিত ছিল। ইহাদের মধ্যে একটি মযবুত অভ্যন্তরীণ দুর্গ ছিল এবং কিছু সংখ্যক বহিঃপ্রাচীর ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রতিটির উপর বুরুজের সারি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সামগ্রিকভাবে দুর্গটি প্রশস্ত ও সুদৃঢ় প্রতিরোধকারী দুর্গসমূহের একটি মযবুত ধারায় পরিগণিত হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধটি যে সকল ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইহার প্রায় সব মূল বর্ণনায় উল্লেখ করা হইয়াছে। এইগুলি ব্যতীত দুর্গটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ঃ (১) মীর হায়দার যাদাহ্-র প্রবন্ধ (Azerbaycan'i ogretme yolu, সংখ্যা ৪ ও ৫, বাকু ১৯৩০ খৃ., পৃ. ৭৯ প.) রহিয়াছে। নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীতে শুধু 'আলিন্‌জাক' নামটির উল্লেখ রহিয়াছে এবং অল্প কয়েকটি বাক্যে ইহার ভৌগোলিক গুরুত্ব বর্ণিত হইয়াছে ঃ (২) J. Sandalgian, Histoire documentaire de l'Armenie, রোম ১৯১৭ খৃ., ১খ., ২৩৪; (৩) F. Macler, Erzeroum ou Topographie de la Haute Armenie, JA.-তে, মার্চ-এপ্রিল ১৯১৯ খৃ., পৃ. ১৭০; (৪) G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, কেম্ব্রিজ ১৯০৫ খৃ., পৃ. ১৬৭; (৫) Barbier de Meynard, Distionaire geographique de la Perse, প্যারিস ১৮৬১ খৃ., পৃ. ৫২; (৬) P. Horn, Denkwurdigkeiten des Sah Tahmasp von Persien, পৃ. ১৪২; (৭) মুহ'াম্মাদ হ'াসান খান, মিরআতু'ল-বুলদান-ই নাসি'রী, ১খ., ৯৫।

মুহ'াম্মাদ ফুওয়াদ কোপরুলু (দা.মা.ই.)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আলিফ (দ্র. আল-হিজা')

আলিফ (الف) ঃ 'আরবী বর্ণমালার প্রথম হরফ। আলিফ দুই প্রকার; স্বরচিহ্নমুক্ত (ساكن) ও স্বরচিহ্নযুক্ত (متحرك)। স্বরচিহ্নমুক্ত আলিফ الف-কে حرف لين বলা হয়। যথা ঃ কামা (قام) শব্দের আলিফ; স্বরচিহ্নযুক্ত আলিফকে হামযা (همزه) বলা হয় (আল-মুনজিদ)। 'আরবী ভাষায় আলিফ অন্যতম স্বরবর্ণ (দ্র. হিজা')। ইহা অব্যয়রূপে ব্যবহৃত হয় এবং অবস্থাভেদে স্বতন্ত্র অর্থও প্রকাশ করে। অর্থবোধক আলিফ তিন প্রকার ঃ (এক) যাহা বাক্যের প্রথমে ব্যবহৃত হয়; (দুই) যাহা বাক্যের মধ্যস্থলে এবং (তিন) যাহা বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়।

শব্দের প্রথমে ব্যবহৃত আলিফ বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। (১) প্রশ্নবোধক (استفهاميه) ঃ যেমন أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا (২ ঃ ৩০); (২) সমার্থ প্রকাশের (تموية) জন্যঃ বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হইলে (পরোক্ত ام-এর সংযোগে) ইহা সংযুক্ত পদটিকে مصدر-এ পরিণত করে; যেমন أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ (২ ঃ ৬) অর্থাৎ "তুমি তাহাদেরকে সতর্ক কর (انذار) আর না কর-একই কথা"; (৩) অস্বীকৃতিবোধক প্রশ্নের (انكار ابطالى) জন্য (ليس) সংযোগে ব্যবহৃত)ঃ যেমন أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (৭ ঃ ১৭২) অর্থাৎ "আমি কি তোমাদের রব নহি?" উদ্দেশ্যঃ আমি নিশ্চয়ই তোমাদের রব; (৪) নির্বাক (تبكى) ও ভর্ৎসনা (توبيخ) করার জন্যঃ যেমন ءالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ (৬ ঃ ১৪৪); (৫) উপহাস প্রকাশের (استهزاء) জন্যঃ যেমন أَصَلٰوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا (১১ ঃ ৮৭) অর্থাৎ "তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যাহার ইবাদত করিত আমাদেরকে তাহা বর্জন করিতে হইবে?"; (৬) নির্দেশ দেওয়ার জন্যঃ যেমন اتعلمتم। অর্থাৎ "জ্ঞান অর্জন কর।" প্রশ্নবোধক, বাতিলসূচক অস্বীকৃতিজ্ঞাপক, ভীতি প্রদর্শনসূচক, অস্বীকৃতি অথবা উপহাসের অর্থে যে আলিফ ব্যবহৃত হয়, তাহাকে 'আফি ইস্তিখবার (استخبار)-ও বলা হইয়া থাকে'; (৭) নিকটবর্তী ব্যক্তিকে সম্বোধনের জন্যঃ যেমন زيد ابقبل। "হে যায়দ! আস" (আকরাবুল-মাওয়ারিদ)। কুরআনে এই সব অর্থে আলিফের ব্যবহার নাই; (৮) দূরবর্তী ব্যক্তি অথবা যাহাকে দূরবর্তী বলিয়া গণনা করা হয় তাহাকে সম্বোধনের জন্য ঃ এমতাবস্থায় আলিফটি ممدودة (দীর্ঘস্বর)-রূপে ব্যবহৃত হয়; যেমন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলা হয় آنائم, "ওহে নির্দিষ্ট"; (৯) বর্তমান বা ভবিষ্যতসূচক ক্রিয়ারূপকে (فعل مضارع) উত্তম পুরুষ একবচনে রূপান্তরের জন্যও শব্দের শুরুতে 'আলিফ ব্যবহৃত হয়; যেমন سمع হইতে اسمع (আমি শুনিতেছি); (১০) لام-এর সহিত আলিফ যুক্ত হইয়া নির্দিষ্ট (معرفة) অর্থ প্রকাশ করে; যেমন الرجل। লোকটি এই আলিফ ও লামকে ال تعريفى বলা হয়। অনুরূপভাবে উহা ال استغراق সমুদয়সূচক অর্থও প্রকাশ করে; যেমন الرجل। বলিয়া মানব নামের সমুদয়কে বুঝায়; (১২) শব্দের মধ্যস্থলে আলিফের প্রয়োগে দ্বি-বচন, কোন কোন সময় বহুবচন গঠন করা হয়; যেমন ঃ رجل হইতে رجلان ، وجلان মসকিন হইতে مساكين ; (১৩) শব্দের শেষের আলিফ কোন কোন সময় স্ত্রী-লিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমনঃ الحمراء। এই আলিফকে হামযা তা'নীছ' বলা হয়; (১৪) অথবা ضمير-এর দ্বি-বচনে আলিফ যুক্ত হয়, যেমনঃ اذهبا; (১৫) কখনও কখনও কবিতার ছন্দ মিলের জন্য আলিফ বৃদ্ধি করা হয়; যেমন سبيل হইতে سبيلا ; (১৬) অনুরূপভাবে কু'রআনের কোন কোন আয়াতেও অতিরিক্ত আলিফের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যেমন تَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا। (৩৩ ঃ ১০)। ইহা দ্বারা ছন্দ রক্ষা হয়, অথচ অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

আব্জাদ (حساب جمل) -এর ক্ষেত্রে 'আলিফ' বর্ণটির মান এক। কুরআনের حروف مقطعات, যথাঃ المص।-এর মধ্যে আলিফ অন্যতম, কাহারও মতে حروف مقطعات -এর স্বতন্ত্র অর্থ রহিয়াছে। যাজ্জাজ বলেন, حروف مقطعات মধ্যে ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর الم।-এর তাফসীর আমার পসন্দনীয়। তিনি বলেন, الم। অর্থ انا الله اعلم। (আমি আল্লাহ সর্বজ্ঞ) এই আলিফটি انا। (আমি) অর্থ প্রকাশ করে (লিসান)।

কি'রাআত বিজ্ঞানে 'আলিফ حروف مهجورة -এর মধ্যে একটি। 'আরবী বর্ণ দুই প্রকার ঃ حروف صحيح ও حروف علة এই প্রকারভেদের ক্ষেত্রে 'আলিফ حرف علة। খালীল ইব্ন আহমাদের রচিত অভিধান 'কিতাবু'ল-'আয়ন-এর বর্ণানুক্রমে তিনি সাধারণ রীতি অনুযায়ী আলিফকে প্রথম বর্ণ হিসাবে গণ্য করেন নাই; বরং عين-কে প্রথম বর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া বর্ণানুক্রম শুরু করিয়াছেন। এইজন্য গ্রন্থটির নামকরণ করা হইয়াছে 'কিতাবু'ল-'আয়ন'। তিনি আলিফকে সর্বশেষ এবং ইহার পূর্বে واو ও ياء-কে স্থান দিয়াছেন। ইব্ন সীদা স্বীয় গ্রন্থ আল-মুহ'কাম-এ খালীলের বিন্যাস রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। তবে খালীল আলিফকে সর্বশেষ এবং ইহার পূর্বে واو -কে স্থান দিয়াছেন; কিন্তু ইব্ন সীদা সর্বশেষে واو ইহার পূর্বে ياء এবং তৎপূর্বে আলিফকে স্থান দিয়াছেন। কোন কোন 'আলিম লিখিয়াছেন, আলিফ ও অপরাপর বর্ণের কিছু গূঢ় প্রভাব রহিয়াছে। আবু'ল-হা'সান আল-হা'ররালী ও মুহ'য়ি'দ্দীন ইবনু'ল-'আরাবী রচিত গ্রন্থসমূহে উহার এই সকল প্রভাবের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বালাবাক্কী এই সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (লিসান)। 'আরবী শব্দের রূপান্তরে আলিফ কখনও واو এবং কখনও يا-এ পরিবর্তিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিশাম, মুগ'নি'ল-লাবীব; (২) লিসানু'ল-'আরাব, দ্র. ভূমিকা এবং হাম্যা শিরোনামে আলোচনা; (৩) রাগিব, মুফরাদাত, দ্র. আলিফের বর্ণনা; (৪) তাজুল 'আরূস; (৫) শারহ' মুল্লা জামী।

'আবদু'ল-মান্নান 'উমার (দা.মা.ই.) /
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আলিম (দ্র. 'উলূম)

'আলিমা (عالة) ঃ মিসরের স্থানীয় (dialect) ভাষায় 'alme বা alime, ব. ব. عوالم শাব্দিক অর্থ 'জ্ঞানী ও কুশলী মহিলা'। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সূত্রসমূহের বরাতে কণ্ঠশিল্পীদের একটি স্তরের নাম, যাহাদের নিজস্ব একটি সংঘ (guild) রকমের প্রতিষ্ঠান ছিল। জন্মদিন, বিবাহ, রামাদান ও অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে তাহারা অন্তঃপুর (harem)-এর গায়িকা হিসাবে অনুষ্ঠানের জন্য আহূত হইত। 'মাওয়ান' (দ্র.) জাতীয় উপস্থিতমত রচিত কবিতা আবৃত্তি এবং নৃত্য ও সঙ্গীত তাহাদের শিল্পের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিশেষজ্ঞ পর্যটকগণ তাহাদেরকে রাজপথে কামোদ্দীপক নৃত্য-সঙ্গীত পরিবেশনকারিণী অবলম্বী গাওয়াযী (এক বচনে غازية) হইতে পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে যত্নবান হইয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহ'মাদ আমীন, কা'মূসুল-'আদাত ওয়া'ত-তাকা'লীদ ওয়া'ত-তা'আবীরি'ল-মিস'রিয়্যা, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ২১০ প., দ্র.

রাক্‌'স' নিবন্ধ; (২) P. N. Hamond, L'Egypte sous Mehemet Ali, প্যারিস ১৯৪৩ খৃ., ১খ., ৩১৪-৩২০; (৩) Prisse d'Avennes, Petits memoires secrets sur la cour d'Egypte suivis d'une etude sur les almees, প্যারিস ১৯৩০ খৃ.; (৪) Auriant, Koutchouk Hanem, l'almee de Flaubert, প্যারিস ১৯৪৩ খৃ.।

M. Rodinson (E.I.[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আলিয়া ইযেত বেগোভিচ (عالیه عزت بی غوءیچ) ঃ ইসলামী চিন্তাবিদ, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা এবং বসনিয়া, হার্জেগোভিনার সাবেক প্রেসিডেন্ট। তাঁহার প্রকৃত নাম আলিয়া আলী ইযেত বেগোভিচ। আলীজা নামেও তিনি খ্যাত। ১৯২৫ খৃ. ৮ আগস্ট তিনি দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, সাবেক যুগোস্লাভিয়ার অন্তর্গত বর্তমান বসনিয়া-হার্জেগোভিনার বোসান্সকি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৬ খৃ. সারায়েভো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইনশাস্ত্রে তিনি কৃতিত্বের সহিত বি.এস. ডিগ্রী লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর আইন পেশা গ্রহণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলিম স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন এবং বলা যায়, এইজন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

১৯৪০ খৃ. মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তিনি মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমীন-এর আদলে 'ইয়ং মুসলিম' নামে একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেন। ঘুমন্ত মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করিয়া তোলা, তাহাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়া এবং তাহাদের চিন্তা-চেতনা শানিত করার জন্য তিনি স্বীয় বন্ধু নাজীব সেকেরবীর সহায়তায় 'মুজাহিদ' নামে একটি জার্নাল প্রকাশ করেন। এই জার্নাল প্রকাশের অপরাধে যুগোস্লাভ কমিউনিস্ট সরকার ১৯৪৬ খৃ. তাঁহাকে গ্রেফতার করে। দীর্ঘ তিন বৎসর কারাবাসের পর ১৯৪৯ খৃ. তিনি জেল হইতে মুক্তি পান। জেল হইতে ছাড়া পাইয়াই তিনি কমিউনিস্ট শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়িয়া তোলেন। ইয়ং মুসলিমকে তিনি আরও সুসংগঠিত করেন এবং প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে শাসকচক্রও তাহাদের উপর নির্মম নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাইতে শুরু করে। ইয়ং মুসলিম-এর কর্মতৎপরতা ও আলীজার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুসলিম জাতির মধ্যে এক নবজাগরণ সূচিত হয়। ইহার ফলে যুগোস্লাভ কমিউনিস্ট সরকার ভীত হইয়া পড়ে। তাই সরকার ইয়ং মুসলিম-এর নেতা-কর্মীদের ব্যাপক ধরপাকড় ও জেল-জুলুমের মাধ্যমে নির্যাতনের স্টীমরোলার চালাইতে থাকে। ১৯৪৯ খৃ. উক্ত সংগঠনের চারজন সদস্যকে ইসলামী কর্মকাণ্ডের জন্য কমিউনিস্ট সরকার মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে এবং কয়েক শত নেতা-কর্মীকে কারারুদ্ধ করে। ইহার ফলে বাধ্য হইয়া আলিয়া তাঁহার কৌশল পরিবর্তন করেন এবং ইয়ং মুসলিমকে লইয়া আন্ডারগ্রাউন্ডে চলিয়া যান। এই সময় তিনি প্রকাশ্য রাজনীতি হইতে সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া অধ্যয়ন ও গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। মুসলিম বিশ্বের জাগরণের উদ্দেশ্যে ১৯৭০ খৃ. তিনি ইসলামিক ডিক্লারেশন নামে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন এবং লিফলেট আকারে সমগ্র বিশ্বে তিনি ইহা ছড়াইয়া দেন। ইহার সফল প্রচারে বিশ্বের সর্বত্র তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল সমগ্র মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক মেনিফেস্টো। মুসলিম জাতি দরিদ্রতা, পশ্চাৎপদতা ও পরনির্ভরশীলতা হইতে মুক্ত হইয়া নিজদের ভাগ্য কীভাবে নিজেরাই গড়িয়া তুলিতে পারে, কীভাবে মুসলমানদের মধ্যে পূর্বের ন্যায় শক্তি সাহস ফিরিয়া আসিতে পারে, কীভাবে পুণ্য কর্মের প্রতি তাহারা আগ্রহী হইতে পারে আলিয়া তাহার দিকনির্দেশনা দিয়াছেন এই ইসলামিক ডিক্লারেশন-এ।

১০ এপ্রিল, ১৯৮৩ খৃ. একটি বিচার বিভাগীয় তদন্তে ১২ জন সঙ্গীসহ আলিয়ার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগসমূহ আনয়ন করা হয় ঃ

(১) কমিউনিজমকে ইসলামের জন্য হুমকি হিসাবে বর্ণনা করা;

(২) যুগোস্লাভিয়ার জাতি সংক্রান্ত নীতির সমালোচনা করা। এই নীতিকে মুসলিমানদের সার্ব বানানোর মাধ্যম হিসাবে বর্ণনা করা;

(৩) বসনিয়া-হার্জেগোভিনার সার্বিয়ান-ক্রোয়েশিয়ান জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার ষড়যন্ত্র করা;

(৪) মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করিয়া জঙ্গী ইসলামের জন্য সমর্থন আদায় করা।

এই বিচারে আলিয়াকে ১৪ বৎসরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। ইহা লইয়া তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য দুইবার কারাবরণ করেন। তবে চৌদ্দ বৎসর তাঁহাকে জেলে কাটাইতে হয় নাই। ৬ বৎসর পরই ১৯৮৮ খৃ. তিনি মুক্তি পান।

কারাগার হইতে বাহির হইয়া ইসলামের অকুতোভয় এই সৈনিক দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। এই সময় গণতন্ত্রের নবজাগরণের ফলে সারা বিশ্ব হইতেই কমিউনিজম বিতাড়িত হইতে শুরু করে। ফলে যুগোস্লাভিয়ার কমিউনিস্ট শাসকও হতোদ্যম হইয়া পড়ে। এই সুযোগে বসনিয়ার মুসলমানগণ তাহাদের প্রাণপ্রিয় নেতা আলিয়ার নেতৃত্বে স্বাধীনতা লাভে উজ্জীবিত হয়। ইহারই ফলশ্রুতিতে ১৯৯০ খৃ. ফিকরেত আবডিক-এর সহিত মিলিয়া আলিয়া গঠন করেন বসনীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক দল MPDA (Muslim Party of Democratic Action)। ইহা ছিল মূলত ইয়ং মুসলিম-এরই সম্প্রসারিত সংগঠন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আলিয়া উক্ত সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন।

অতঃপর ১৯৯০ খৃ.-এর নির্বাচনে MPDA ক্রোট জাতীয়তাবাদী দল HDZ -এর সহিত কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। উক্ত নির্বাচনের জয়লাভ করিয়া আলিয়া প্রেসিডেন্ট হন। অতঃপর বসনিয়ার মুসলিম ও ক্রোটদের সমর্থনে বসনিয়ার স্বাধীনতার উপর রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হয়। বসনীয় সার্বগণ উহা প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৯১ সালে তীব্র গণআন্দোলনের মুখে যুগোস্লাভিয়ার কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটে। ফলে যুগোস্লাভ ফেডারেশন ভাঙ্গিয়া যায় এবং বিভিন্ন জাতিসত্তার ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। অর্থডক্স খৃস্টান সার্ব ও ক্রোয়েটগণ পৃথক পৃথকভাবে সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়া রাষ্ট্র গঠন করে। এই সুযোগে ৩ মার্চ, ১৯৯২ খৃ. আলিয়া ইযেত বেগোভিচ বসনিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। য়ুরোপের বুকে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। দীর্ঘকালের পরাধীনতার গ্লানি ঝাড়িয়া মুসলমানগণ স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করেন। কিন্তু ক্রুশধারী খৃস্টান শক্তি কিছুতেই য়ুরোপের অভ্যন্তরে এই মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মানিয়া লইতে পারে নাই। তাই পুরাতন যুগোস্লাভ পিপলস আর্মি ও অন্য সার্বগণ সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়া রাষ্ট্রের সমর্থনে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু করিয়া দেয়। এই সুযোগে ক্রোটগণও মুসলমানদের উপর হইতে তাহাদের সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া লয়। সার্বগণ বসনিয়া-হার্জেগোভিনার রাজধানী সারায়েভো অবরুদ্ধ করিয়া রাখে। তাহারা বহির্বিশ্বের সহিত সর্বপ্রকারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। খাদ্য, পানি ও ঔষধের অভাবে মুসলিমগণ নিদারুন কষ্ট ভোগ করিতে থাকেন, বিশেষত মুসলিম শিশুগণ

মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতে থাকে। এদিকে সার্ব ও ক্রোয়েটগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া মুসলিম গ্রামগুলির উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। নির্বিকারে তাহারা হত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ চালাইতে থাকে। এই সময় প্রেসিডেন্ট আলিয়ার সমর্থনে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন মুজাহিদ গোষ্ঠী বসনিয়ায় প্রবেশ করে। ১৯৯২ খৃ. হইতে ১৯৯৫ খৃ. পর্যন্ত দীর্ঘ তিন বৎসর এই রক্তক্ষয়ী ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে ১৬ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ বসনীয় মুসলিমকে হত্যা করা হয়। এই সময় আলিয়া বুঝিতে পারেন যে, সম্মুখ সমরে মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত ও তাহাদের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখা সম্ভব নহে। অবশেষে ১৯৯৫ খৃ. তিনি 'ডেটন' নামে এক শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। উক্ত চুক্তির আওতায় বসনিয়া বিভক্ত হয়। উহার অর্ধেক লাভ করে সার্বগণ এবং বাকী অর্ধেক মুসলিম ও ক্রোটগণ। চুক্তি মুতাবিক ১৯৯৬ সালে তিন জাতি (মুসলিম, সার্ব ও ক্রোট) হইতে নির্বাচিত তিন সদস্যের যৌথ প্রেসিডেন্সির অন্যতম হিসাবে আলিয়া আবার নির্বাচিত হন। কিন্তু চারিদিকে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ দেখিয়া তাহার শরীর ও মন উভয়টিই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি যৌথ প্রেসিডেন্সি হওয়ায় তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারিতেছিলেন না। তাই ২০০০ সালে তিনি স্বাস্থ্যগত কারণে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। স্বাস্থ্যগত সমস্যাকে তাঁহার পদত্যাগের প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল রাজনৈতিক কারণ। একদিকে যেমন তিনি মুসলিম বিদ্বেষী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিবেশে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারিতেছিলেন না; অপর দিকে চলমান পরিস্থিতি মানিয়া লওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতেছিল না। পদত্যাগের পর হইতে আলিয়ার স্বাস্থ্যের আরো অবনতি ঘটিতে থাকে। শেষ জীবনে পরপর দুইবার তাঁহার বড় ধরনের হার্ট এ্যাটাক হয়। অবশেষে প্রেস মেকারের সাহায্যে তিনি দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করিতে থাকেন। তাঁহার শরীরে জরুরীভাবে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতার কারণে তাহা সম্ভব নহে বলিয়া চিকিৎসকগণ জানাইয়া দেন। অবশেষে ১৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ২০০৩ সালে সারায়েভোর এক হাসপাতালে আলিয়া ইযেত বেগোভিচ ইনতিকাল করেন। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৮ বৎসর। তিনি ছিলেন তিন সন্তানের জনক। তাঁহার স্ত্রীর নাম হালিদা রেপোভাক।

মুসলিম জাতির উন্নতি কামনায় আজীবন তিনি পরিশ্রম করিয়াছেন এবং জেল-জুলুম বরদাশত করিয়াছেন। মুসলমানগণ দারিদ্র্য, পশ্চাৎপদতা ও পরনির্ভরশীলতা হইতে মুক্ত হইয়া আবার বিশ্বনেতৃত্বের আসনে সমাসীন হউক, মনে-প্রাণে ইহাই তিনি সর্বদা কামনা করিতেন। তাঁহার স্বপ্ন ছিল বিশ্ব মুসলিমের পুনরুত্থান। শত শত বৎসরের পরাধীনতা য়ূরোপীয় মুসলিমদের আত্মবিস্মৃত জাতিতে পরিণত করিয়াছিল। তাহাদের পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি শুধু রাজনীতিই করেন নাই, তাহাদের ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে তিনি কলম হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন। আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকাকালে তিনি লেখনীর প্রতি মনোনিবেশ করেন। বেনামে তিনি 'তাকভীন' ও 'জেভিস' প্রভৃতি পত্রিকায় লিখিতে থাকেন। ইহা ছাড়া বেশ কিছু গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। তাঁহার বিশ্বমানের বিশ্লেষণধর্মী বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ তাঁহার রচনাবলীকে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে জনপ্রিয় করিয়া তোলে। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ঃ

(১) ইসলামিক ডিক্লারেশন, যাহা লিফলেট আকারে সমগ্র বিশ্বে বিস্তার লাভ করে। আগামী দিনে ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি রচনা করেন ঃ (২) ইসলাম বিটুইন ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট (প্রকাশিত ১৯৮৪ খৃ.)। এই গ্রন্থের জন্য তিনি সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেন। ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। গ্রন্থখানি কমিউনিস্ট যুগোস্লাভিয়ায় রাজনৈতিক বন্দী থাকাকালে ১৯৮৪ খৃ. প্রকাশিত হয়। প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রে এবং পরে তুরস্কে ইহা প্রকাশিত হয়। ফ্রান্সে ইহা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও অবশিষ্ট য়ূরোপে ইহা সর্বোচ্চ বিক্রিত গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। ১৯৮৮ খৃ. গ্রন্থখানি সার্বো-ক্রোয়েশিয়ান ভাষাসহ বিশ্বের অনেক ভাষায় অনূদিত হয়। ইহাতে বইখানির গ্রহণযোগ্যতা কতখানি তাহা অনুমান করা যায়। বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন ইফতেখার আলম। ১৯৯৬ খৃ. গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন আমান পাবলিশার্স, ঢাকা। বাংলায় ইহার নাম দেওয়া হয় প্রাচ্য পাশ্চাত্য ও ইসলাম। (৩) প্রবলেমস অব ইসলামিক বেনেসমাই স্কেপ টু ফ্রীডম; তাঁহার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ (৫) আন এস্কেপেবল কোয়েশ্চেন্স; (৬) ১৯৮৮ সালে তিনি রচনা করেন আর এক ঐতিহাসিক গ্রন্থ ইসলামিক ডকট্রিন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দৈনিক ইনকিলাব, ২৪ অক্টোবর, ২০০৩ খৃ., ১৮শ বর্ষ; (২) ইন্টারনেট।

ড. আবদুল জলীল

'আলী আকবার খিত'াঈ (علی اکبر خطائی) ঃ ফার্সীতে চীনের অবস্থা ও বিবরণ خطائی نامه-এর লেখক। ইহা ৯২২/১৫১৬ সালে লিখিত হয়। লেখক প্রকৃতপক্ষে তুরস্কের সুলতান সালীমকে ইহা প্রদান করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে ইহা সুলতান সুলায়মানকে প্রদান করা হয়। ইহা কোন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নহে, বরং ইহাতে রীতিমত বিশটি অধ্যায়ে চীনের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে—যাহার কিছু অংশ লেখক স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং কিছু অংশ অন্যান্য সূত্রে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যগুলি তিনি চীনে অবস্থানের সময় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সুলত'ান দ্বিতীয় মুরাদ-এর সময়ে সম্ভবত ৯৯০/১৫৮২ সালে গ্রন্থখানি তুর্কীতে অনুবাদ করা হয় (লিথো মুদ্রণ, ইস্তাম্বুল ১২৭০/১৮৫৪; এই অনুবাদটিই Fleischer ও Zenker-এর অধ্যয়নের ভিত্তিরূপে কাজ করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Storey, ১খ., ৪৩১; (২) H. L. Fleischer, in Berichte der Kgl. Sachs. Ges. d. Wissensch. iii Leipzig 1851, 317-327; (৩) J. Th. Zenker, Das chinesische Rcich nach dem turkischen Khatainame ZDMG, 1861, p. 785-805: (৪) Ch. Schefer, Trois chapitresde Chatay-name, Melanges Orientaux, Paris 1883, p. 31প.; (৫) P. Kahle, Eine islamische Qucile uber China um 1500, AO, 1934, p. 91-110 ও IA. শিরো. আহমাদ যাকী ওয়ালীদী তূগান।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/ ডঃ আবদুল জলীল

'আলী আখতার (علی اختر) ঃ হায়দরাবাদী, আবির্ভাব ২০শ শতকের প্রথমার্ধে, উর্দূ কবি। জ. সম্ভল (মুরাদাবাদ)। বিখ্যাত কবি না'জর হায়দরাবাদীর পুত্র। জন্মস্থানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অতঃপর পিতার সহিত হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) চলিয়া যান এবং তথায় সদর অ্যাকাউন্টস বিভাগে

চাকুরি করেন। দেশ বিভাগের পর করাচীতে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি প্রাচীন চিন্তাধারার বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁহার তিনটি রচনা সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ১৪৫

'আলী আমজাদ খান (علی امجد خان) ঃ আলী আমজাদ খান সিলেট জেলার পৃথিমপাশা গ্রামে ১৮৬৯ খৃ. / বঙ্গাব্দ ১২৭৫ জন্ম গ্রহণ করেন। তৎকালে বৃটিশ শাসনকালে এদেশে জমিদারী প্রথা বলবৎ ছিল। আলী আমজাদ খানের পিতা আলী আহ্‌মাদ খান পৃথিমপাশার জমিদার ছিলেন। তাঁহার জমিদারী ছিল সিলেট জেলার সর্ববৃহৎ জমিদারী। শিশু আমজাদের বয়স ৫ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। ফলে বালক আমজাদ খান পৃথিমপাশার বিস্তীর্ণ জমিদারী এস্টেটের স্বত্বাধিকারী সাব্যস্ত হন। তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় তাঁহার পিতামহী গওস আলী খানের স্ত্রী ওয়ালী সাব্যস্ত হন এবং সিলেটের জেলা জজ পদাধিকার বলে এস্টেটটির এক্সিকিউটর নিযুক্ত হন।

সিলেটের শেখঘাটের জনাব আবদুল ওয়াহিদ ওরফে হাজী হিরণ মিঞা আলী আমজাদ এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন, যিনি দেশবরেণ্য দার্শনিক কবি হাসন রাজার বৈমাত্রেয় ভগ্নী কবি সাহিফা বানুর (১৮৬০-১৯২৬ খৃ.) স্বামী। কবি সাহিফা বানু সিলেটের প্রথম মুসলিম কবি ছিলেন। নিঃসন্তান এই কবি বাংলা, উর্দূ ও হিন্দী ভাষায় সঙ্গীত রচনা করিতেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সাহিফা সঙ্গীত ১৯০৭ খৃ. প্রকাশিত হয়। "ইয়াদগারে সাহিফা উর্দূ" তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ। তিনি হাজী বিবি নামে সমধিক খ্যাত ছিলেন।

সিলেটের ইতিবৃত্ত প্রণেতা শ্রী অচ্যুত চরণ চৌধুরী লিখিয়াছেন, ১৮৭৮ খৃ. তিনি সিলেট গভর্নমেন্ট স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে জমিদার আলী আমজাদ খান তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। আলী আমজাদ খান বেশী দিন লেখাপড়া করিতে পারেন নাই; কেননা জটিল জমিদারী সংরক্ষণের গুরুদায়িত্ব তাঁহাকে কিছুদিনের মধ্যেই স্বহস্তে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

১৮৭৪ খৃ. সিলেট জেলা আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ঘটনায় সমগ্র সিলেট জেলা প্রতিবাদে ঝঞ্ঝামুখর হয়। ইহাতে ভারতের বড় লাট লর্ড নর্থব্রুক সিলেটবাসীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বাধ্য হইয়া সিলেটে আসেন। বড় লাটকে সিলেটে বিপুল সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। আর এতদুপলক্ষে সিলেটে চাঁদনীঘাটের সুরম্য সোপানগুলি নির্মিত হয়। তখন ঘাটের উপরে একটি ঘড়িঘর (Clock Tower) নির্মিত হয়। এই ঘড়িঘর স্থাপন ছিল আলী আমজাদ খানের কীর্তি।

ভানুগাছ পরগনায় আলী আমজাদ খানের বিরাট জমিদারী ছিল। তাঁহার প্রজাগণের অধিকাংশই ছিল মণিপুরী সম্প্রদায়ভুক্ত। ভানুবিলেস্থিত জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন রাসবিহারী দাম ও মঈনউল্লাহ্ পাট্টাদার। প্রায় চারি হাজার মণিপুরী প্রজা কোন কারণে বিদ্রোহী হইয়া প্রজাদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করে। তৎকালে এই মামলা ছিল অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলা। বিচারশেষে আসামীরা খালাস পায়। অপর পক্ষে আলী আমজাদ খান সেই সকল প্রজাদের আশি হাজার টাকার খাজনা মওকুফ করেন। ১৯০০ খৃ. লংলাও হিঙ্গজিয়া অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জমিদার আলী আমজাদ দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণকে প্রচুর অর্থ সাহায্য দেন। সেই সময়ের প্রতিটি জনহিতকর কার্যে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯০৩ খৃ. তিনি মৌলভীবাজারে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন যাহা পরবর্তী কালে আলী আমজাদ উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

বৃটিশ সরকার আলী আমজাদ খাঁনকে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করেন। অপরদিকে অবিভক্ত ভারতে ত্রিপুরার মহারাজা আলী আমজাদ খানকে কৈলাশহর ডিভিশনের সমস্ত অপরাধ বিচারের ক্ষমতা অর্পণ করেন। আর কোনও সিলেটবাসী এইরূপ উচ্চ সম্মান লাভ করেন নাই।

সেই সময়ে সিলেটে পোলো খেলার প্রচলন ছিল। মণিপুরী জনগণ সেই খেলায় আগ্রহী ও দক্ষ ছিল। আলী আমজাদ খাঁন, সুখময় চৌধুরী ও মুহাম্মদ বখ্ত মজুমদার পোলো খেলায় অংশগ্রহণ করিতেন।

আলী আমজাদ খান সুদক্ষ শিকারী ছিলেন। ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্য বাহাদুরের সঙ্গে তাঁহার সদ্ভাব সম্প্রিতির সম্পর্ক ছিল। ১৯০৩ খৃ. মহারাজ শিকার উপলক্ষে পৃথিমপাশায় আলী আমজাদ খানের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

আলী আমজাদ খান লংলার এক ভদ্র পরিবারের কন্যা জরিদাবানুর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বিবাহের ফলে তাঁহার দুই পুত্র মওলবী আলী হায়দার খাঁন ও মওলবী আলী আসগর খাঁন জন্মগ্রহণ করেন। আলী আমজাদের ইনতিকালের সময় তাঁহারা ছিলেন নাবালক। পরবর্তী কালে তাঁহারা আসামের এম এল এ ও মন্ত্রী হন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের শাসনামলে ইরানের শাহানশাহ শিকার উপলক্ষে লংলায় আসেন এবং আলী হায়দার খানের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

জমিদার আলী আমজাদ খান মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে ১৯০৫ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলিকাতায় ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফজলুর রহমান, সিলেটের এক শত একজন, সিলেট বৈশাখ ১৪০১, পৃ. ১৩৭-৪১; (২) Bangladesh District Gazeteers, Sylhet; General Editor s. n. H Rizia. East Pakistan Govt. press, Tejgaon; (৩) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জালালাবাদের কথা, পৃ. ৩১৫।

মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

'আলী আমীরী (علی امیری) ঃ (১৮৫৮-১৯২৪ খৃ.), তুর্কী পণ্ডিত ও গ্রন্থপ্রিয় ব্যক্তি। দিয়ারবাক্র-এর তাঁহার জন্ম এবং স্থানীয় খ্যাতিসম্পন্ন পরিবারের এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী মুহাম্মাদ শারীফ-এর পুত্র। তিনি আরবী, ফারসী ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান তাঁহার পিতামহের ভ্রাতা ও গৃহ শিক্ষকগণের নিকট শিক্ষা করেন। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি স্থানীয় একটি পত্রিকা 'দিয়ারবাক্র'-এ ৫ম মুরাদ-এর সিংহাসনারোহণের স্মরণে 'জুলূমিয়্যা' নামে একটি কবিতা প্রকাশ করেন এবং ইহাতে তাঁহার নাম শিক্ষিত মহলে বহুল পরিচিতি লাভ করে। ১৮৭৯ খৃ. যখন 'আবিদীন পাশা (মাছ্‌নাবী-র টীকাকার) পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের সংস্কার কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে দিয়ার বাক্র-এ আগমন করেন তখন তিনি 'আলী আমীরী-কে সচিবরূপে নিয়োগ দান করেন এবং পরবর্তী কালে যখন তিনি সালোনিকার গভর্নর হন তখন তাঁহাকে সেখানে লইয়া যান। এইভাবে একজন বেসামরিক উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাঁহার কর্মজীবন শুরু হয় যাহা পরবর্তী তিন দশকের জন্য অব্যাহত থাকে। ১৯০৮ খৃ. অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৪ খৃস্টাব্দের ২০ জানুয়ারী তিনি ইস্তাম্বুলে ইন্তিকাল করেন।

জীবনব্যাপী বিরল গ্রন্থারাজির এক অত্যুৎসাহী সংগ্রাহক এই মনীষী অনেক গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন (উদাহরণস্বরূপ, কাশগারী-র দীওয়ান লুগ'াতি'ত্‌-তুর্ক্‌-এর একমাত্র কপি)। আর যে সকল বিরল পুস্তক তিনি ক্রয় করিতে পারেন নাই উহার অনুলিপি তৈরি করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই অমূল্য সংগ্রহ ইস্তাম্বুলের ফাতিহ্‌-এ অবস্থিত শায়খুল-ইসলাম ফায়দুল্লাহ্‌ আফেন্দী গ্রন্থাগার, পরবর্তী কালে যাহার নামকরণ করা হয় মিল্লাত গ্রন্থাগার, উহাতে দান করেন (১৯১৬ খৃ.) এবং মৃত্যু পর্যন্ত উহার পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। 'আলী আমীরী অনায়াসে এবং অনেক সুযোগ-সুবিধার মধ্যে কবিতা রচনা করিয়াছেন (কিন্তু তিনি এই ক্ষেত্রে বিশেষ মেধার অধিকারী ছিলেন না) এবং মিল্লাত গ্রন্থাগারে তাঁহার ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে বিভক্ত তাঁহার প্রচুর রচনা কয়েক খণ্ডে রহিয়াছে। তাঁহার জন্মভূমি দিয়ারবাক্‌র-এর কবিগণের জীবনী গ্রন্থ ব্যতীত (তায'কিরা-ই শু'আরা'-ই 'আমিদ, ইস্তাম্বুল ১৩২৫ রূমী/১৯০৯, 'উছ'মানী, কবিগণ (বিশেষত সুলত'ান ও রাজবংশীয় কবিগণ সম্পর্কে তাঁহার গবেষণাকর্মের অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাও প্রধানত তাঁহার সাময়িক পত্রিকা 'উছ'মানলী তারীখ ওয়া আদাবিয়্যাত মাজমু'আসী, ১৯২০ খৃ. প্রতিষ্ঠিত, ৩১তম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে)। 'আলী আমীরী রীতি ও পদ্ধতিতে প্রাচীন তায'কিরা [দ্র.] লেখকদের ঐতিহ্যের অনুসারী ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডুলিপি টীকার অনেক কয়টি মিল্লাত গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ সম্পর্কিত তাঁহার গবেষণাকর্ম 'উছ'মানলী বি'লায়াত-ই শারকি'য়্যাসী (ইস্তাম্বুল ১৩৩৪, রূমী/১৯১৮) একটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ এবং ইহা আঙ্কারার জাতীয়তাবাদীদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। মুসতাফা কামাল পাশা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাকে তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। 'আলী আমীরীর অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা আহ'মাদ রাফীক' ও Ibnulemin M. K. Inal-এর গ্রন্থসমূহে প্রদত্ত হইয়াছে (দ্র. নিম্নের গ্রন্থপঞ্জী)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহ'মাদ রাফীক', A. E., in TTEM, নং ৭৮ (১৯২৪ খৃ.); (২) Ibnul emin M.K. Inal, Son asir turk Sairbri, ১খ., ইস্তাম্বুল ১৯৩০ খৃ., ২৯৮-৩১৮; (৩) Muzaffer Eseu, Istanbul ansiklopedisi, ২খ., ইস্তাম্বুল ১৯৫৯ খৃ., দ্র. শিরো.।

Fahir Iz (E.I[2]., Suppl.)/মু. আবদুল মান্নান

'আলী 'আযীয আফিন্দী গিরিদ্‌লী (علی عزیز افندی گردلی) ঃ তুরস্কের একজন কূটনীতিজ্ঞ ও লেখক। মৃ. ১৯ জুমাদা'ল-উলা, ১২১৩/২৯ অক্টোবর, ১৭৯৮। তিনি ক্রীট-এ জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে তাঁহার পিতা তাহমীসাজী মুহ'াম্মাদ আফিন্দী একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন। ধনী পিতার পুত্র হিসাবে তিনি প্রথম জীবন নিরুদ্বেগে কাটান, পরে অবস্থার চাপে বাধ্য হইয়া সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। (কিওসের [chios] মুহ'াস'সি'ল (কালেক্টর) নিযুক্ত হন, আনু. ১৭৯২-৯৩ সালে বেলগ্রেডে)। ১২১১/১৭৯৬-৯৭ সালে তাঁহাকে প্রুশিয়ার রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। ১৭৯৭ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে তিনি বার্লিন পৌঁছেন এবং পরবর্তী বৎসর উক্ত স্থানে ইনতিকাল করেন। কূটনীতিক হিসাবে তাঁহার কৃতিত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে খুব বেশী জানা যায় নাই। তিনি তাঁহার গ্রন্থাবলীর জন্যই খ্যাতি লাভ করেন। 'আলী আফিন্দী ফার্সী ও ফরাসী ভাষা ছাড়াও সামান্য জার্মান ভাষা জানিতেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্কে পাশ্চাত্য প্রবর্তন ও স্বাতন্ত্র্যবোধের আন্দোলনের একজন অগ্রগামী নেতা ছিলেন। তিনি তাঁহার ওয়ারিদাত নামক পুস্তিকায় (অপ্রকাশিত, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপসমূহ নম্বর T ৩৩৮৩ T ৩৪৭০ T ১৬৯৮ ও জাতীয় গ্রন্থাগার, 'আলী আমিরী, শার'ইয়্যা ১১৫৪/২৩) অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের সাহায্যে ধর্মীয় রহস্যবাদের অযৌক্তিকতাকে সমর্থন করেন (তিনি নিজে সিনোবের নিকটবর্তী আবানার শায়খ কারীম ইব্‌রাহীমের শিষ্য ছিলেন)। আল্লাহ্‌কে অনুসন্ধানকারী আত্মার বিশ্বাস ও সন্দেহের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থাকে তিনি স্বীকার করেন এবং এই প্রসঙ্গে তাঁহার নিজের মুক্তির আখ্যান ব্যক্ত করেন এবং বিনীতভাবে স্বীকার করেন যে, ইহা অন্যের জন্য প্রয়োজ্য নহে।

'আলী আফিন্দীর বিখ্যাত রূপকাহিনী গ্রন্থ 'মুখায়্যালাত-ই লাদুন-ই ইলাহী'-তে (১২১১/১৭৯৭-৯৮-তে রচিত, ইস্তাম্বুলে ১২৬৮, ১২৮৪ ও ১২৯০-তে প্রকাশিত) তিনি মরমীবাদের ধ্যান-ধারণা, বিশেষত তাঁহার শায়খের কারামাতসমূহের কথা বর্ণনা করেন। গ্রন্থখানি প্রধানত petis de la croix's les mille et un jours (১৭১০-১২-তে প্রথম মুদ্রিত) নামক গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইলেও তিনি ইহার বিষয়বস্তু স্বাধীনভাবে ব্যবহার করেন এবং ইহাতে বিভিন্ন চরিত্রের অনেক নূতন কাহিনী সংযোজন করেন। গ্রন্থখানি উনবিংশ শতাব্দীতে খুব জনপ্রিয় ছিল। ইহাকে তুরস্কের প্রথম আধুনিক শিক্ষামূলক উপন্যাস হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। তিনি ইহার মধ্যে কল্পকাহিনী ছাড়াও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইস্তাম্বুলের জীবনযাত্রার আকর্ষণীয় বাস্তব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। 'আলী আফিন্দী বেশীর ভাগই সূফী মতবাদ সম্বলিত কাব্য রাখিয়া গিয়াছেন। পরিশেষে কথিত আছে, তিনি ইউরোপীয় দার্শনিকগণের সহিত তাঁহার আলাপ-আলোচনা সম্বলিত একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য এই গ্রন্থখানি খোয়া গিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সা'দু'দ-দীন নুযহাত এরগুন, তুর্ক শা'ইরলেরী, ২খ., ৬২০-২ (পাঁচটি কবিতা সম্বলিত); (২) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, শিরো. জাবেদ বায়সুন ও আহ'মাদ হামদী তা'ানপিনার প্রণীত); (৩) A Tietze, Aziz efendis Muhayy elat, oriens, ১৯৪৮, পৃ. ২৪৮-৩২৯ (একটি কাহিনীর অনুবাদ সম্বলিত); (৪) E. J. Gibb, The Story of Jewad, a romance by `Ali Aziz Efendi—the Cretan, গ্লাসগো ১৮৮৪ (মুখায়্যালাতের তিন খণ্ডের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ)।

A. Tietze (/E.I.[2])/মুহাম্মদ সিরাজুল হক

(ডঃ) আলী আশরাফ (سید علی اشرف) ঃ সৈয়দ, জন্ম ১৩৪৩/৩০ জানুয়ারী, ১৯২৪; মৃত্যু ১৪১৯/৮ আগস্ট, ১৯৯৮ , কবি, সমালোচক, গবেষক, প্রাবন্ধিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতিমান অধ্যাপক, বিশ্বব্যাপী শিক্ষার ইসলামীকরণ আন্দোলনের অন্যতম রূপকার, পথিকৃৎ, তাত্ত্বিক ও সংগঠক। বৃহত্তর যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার (বর্তমানে জেলা) সদর থানার আলোকদিয়া গ্রামের একটি সূফী পরিবারে সৈয়দ (সায়্যিদ) বংশের সন্তান, ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার আগলা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

বংশধারায় মাতা-পিতা উভয় দিক দিয়াই শাহ আলী বাগদাদী (র)-এর উত্তর পুরুষ। তাঁহার পিতা সৈয়দ আলী হামেদ তৎকালীন বৃটিশ ভারতের শিক্ষা বিভাগের একটি উচ্চ পদে নিয়োজিত ছিলেন। মাতামহ সৈয়দ মোকাররম আলী একজন জমিদার ও সূফী ছিলেন। তাঁহার কন্যা সৈয়দা কামরুন নিগার খাতুন পিতার ন্যায় আধ্যাত্মিক চরিত্রের ধার্মিক ছিলেন। পৈত্রিক সূত্রে কিছু দিন তিনি গৃহিণী হিসাবে জমিদারী পরিচালনা করিলেও পরবর্তীতে তাহা ছাড়িয়া স্বামীর সহিত ঢাকা শহরে বসবাস করিয়াছেন। সৈয়দ আলী আশরাফের অন্যান্য ভ্রাতাও নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল ও খ্যাতিমান ব্যক্তি। পরবর্তী জীবনে সৈয়দ আলী আশরাফের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব অর্জনে মাতা ও মাতামহের প্রভাব পড়িয়াছে। খুব ছোটবেলা হইতেই তিনি বাড়িতে অধ্যয়ন ও জরুরী কাজে সময় কাটাইতেন। প্রাথমিক জীবনে কিছু দিন মাদরাসায় পড়াশুনা করিলেও পিতা-মাতা তাঁহাকে পরবর্তীতে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করান। ঢাকার আরমানীটোলা ইংরাজী বিদ্যালয়ে (১৯৩২-৪০ খৃ.) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, ঢাকার ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (১৯৪০-৪২ খৃ.)-এ উচ্চ মাধ্যমিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যে ১৯৪৫ খৃ. অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া এবং ১৯৪৬ খৃ. একই বিষয়ে এম. এ. পাশ করেন। পরবর্তীতে ১৯৫২ খৃ. বৃটেনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজীতে অনার্স পাশ করেন। পরবর্তীতে সেখান হইতেই ১৯৬৪ খৃ. English Poetry and its Audience (1900-1950) বিষয় পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।

পেশাগত জীবনে ১৯৪৭ খৃ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী বিভাগে প্রভাষক হিসাবে যোগ দেন। এক বৎসর পরই তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. (অনার্স) পড়িতে গমন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। অতঃপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৫-৫৬ খৃ.), করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৫৬-৭৩ খৃ.) ও সৌদী আরবের কিং আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৭৪-৮৪খৃ.) তিনি অধ্যাপনা করেন । ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭১ খৃ.), কানাডার নিউ ব্রান্স উইক বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৪ খৃ.) ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগে (১৯৮২-৯২) তিনি কার্যরত ছিলেন। ও. আই. সি. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মক্কা শরীফে অবস্থিত ওয়ার্ল্ড সেন্টার ফর ইসলামিক এডুকেশন-এর পরিচালক ছিলেন ১৯৮০-৮২ খৃ. পর্যন্ত। তিনি ছিলেন ১৯৯০ খৃ. হইতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদের আজীবন সদস্য, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিটজ উইলিয়াম কলেজের সিনিয়র মেম্বার, এসোসিয়েট ক্লেয়ার হল ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮২-৮৪ খৃ. পর্যন্ত স্থায়ী সদস্য ও উলফসন কলেজের ফেলো। তাহা ছাড়া মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস- চ্যান্সেলর, দারুল ইহসান ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বৃটেনের কেমব্রিজস্থ ইসলামিক একাডেমীর মহাপরিচালক এবং সেখান হইতে প্রকাশিত মুসলিম এডুকেশন কোয়াটারলী-এর সম্পাদক। তাঁহার ব্যক্তিগত সমুদয় সম্পত্তির ভিত্তিতে মানব কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত আশরাফ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, আধ্যাত্মিক চর্চা ও প্রচারে নিবেদিত জামাআতে মদীনার আমীর ও বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্যসহ দেশে- বিদেশে আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন।

পারিবারিক জীবনে সৌখিন চিত্রশিল্পী এবং শিক্ষিকা আছিয়া আশরাফ তাঁহার সহধর্মিণী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি, শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর, জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান তাঁহার অগ্রজ, হোমিওপ্যাথির প্রখ্যাত অধ্যাপক সৈয়দ আলী রেজা, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, আলশেফা ফাউন্ডেশন এবং আলশেফা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সৈয়দ আলী নকী এবং বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক সৈয়দ আলী তকী তাঁহার অনুজ। তাঁহার পাঁচ ভগ্নী।

দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিয়াও তিনি ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা কার্যেও নিয়োজিত ছিলেন। তদুপরি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্রের সহযোগিতায় বিভিন্ন সময়ে আয়োজন করিয়াছেন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, বক্তৃতা এবং মতবিনিময় ও মুক্ত আলোচনা। ইসলাম ধর্মের বাহিরেও অন্যান্য ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে ধর্মভিত্তিক শিক্ষার সার্বজনীন মানদণ্ড ও ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য তিনি কেমব্রিজে আয়োজন করিয়াছেন বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের লইয়া গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা। এই সমস্ত বুদ্ধিভিত্তিক ও সাংগঠনিক তৎপরতার মধ্য দিয়া তিনি যে সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা হইলঃ "পাশ্চাত্য সেকুলারিস্ট ধ্যানধারণা মানুষকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির মোহে আবদ্ধ করে, কোন মূল্যবোধকে গ্রহণ করিতে রাজী হয় না, যাহার ফলে পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থা ভঙ্গুর অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সমাজে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিয়াছে। এই অবক্ষয়ের গ্রাস হইতে ভবিষ্যত বংশধরকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে মনুষ্যত্বের যে মানদণ্ড ধর্ম আমাদের দিয়াছে এবং যাহার ঐতিহ্য সমাজে এখনও বিদ্যমান সেই মানদণ্ড সম্বন্ধে তাহাদেরকে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই তাহা সম্ভব। বর্তমান শিক্ষা-দর্শন, অর্থনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি প্রতিটির ভিত্তিমূলে যে মূল্যবোধ রহিয়াছে তাহার এবং সমাজের এই বিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী সত্য বলিয়া মানিয়া নিয়াছে এবং সেই শিক্ষাই দেওয়া হইতেছে। কিন্তু তিনি ও তাঁহার চিন্তাধারায় বিশ্বাসী আরও অনেক পণ্ডিতজন মানুষ সম্পর্কে ধর্ম যে ধারণা দিয়াছে এবং যে চিরন্তন মূল্যবোধকে মানবাত্মায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার মতে সেই দৃষ্টিভঙ্গিই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, সর্বপ্রকার অত্যাধুনিক জ্ঞান আহরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে তখনই সম্ভব যখন এই জ্ঞানসমূহের ভিত্তিমূলে ধর্মপ্রদত্ত মূল্যবোধকে কার্যকরী করা হয়। ধর্ম আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, মানবতার ভিত্তিমূলে যে মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা বিরাজমান সেই সচেতনতা আল্লাহ কর্তৃক প্রতিটি আত্মার মধ্যে জন্মের পূর্বেই গূঢ়ভাবে দান করা হইয়াছে। প্রতিটি ধর্মই আত্মিক পবিত্রতার এবং কামনা-বাসনা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়জাত সমস্ত দাবিকে পবিত্র করার যে আদর্শ দিয়াছে তাহার মধ্যে যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। মানুষ যখন আল্লাহর উপর ঈমান আনে তখনই তাহার অন্তরাত্মায় চরম পরিবর্তন আসে। সে তখন সত্যবাদী হইতে চেষ্টা করে। মিথ্যা, অহংকার, কাম, লোভ, ক্রোধকে পবিত্রতার রজ্জু দ্বারা সত্তার আয়ত্তাধীন করে। ইহা ইসলামী শিক্ষা দর্শনও বটে, যাহার মূল কথা হইল আল্লাহর সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক, সৃষ্টির সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক, প্রকৃতির সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই জ্ঞানের বিভাজনও হইয়াছে তদ্রূপ তিন রকম যাহার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে ধর্ম বিজ্ঞান,

মানবিক বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞান। ইহাই মূলত বিশ্বাসভিত্তিক শিক্ষাদর্শন বা শিক্ষার ইসলামীকরণের মূল কথা। তিনি চাহিয়াছেন, মানুষ এই জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠুক যাহা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে মহিমান্বিত করিবে অর্থাৎ সেই মানুষ তৈরি করিতে হইবে, যাহার আত্মিক, বুদ্ধিভিত্তিক দৈহিক সামঞ্জস্যপূর্ণ সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এইজন্য দরকার আল্লাহর উপর ঈমান ও তদনুযায়ী আমল।" এই শিক্ষা দর্শনের ভিত্তিতেই জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছিয়া তিনি বাংলাদেশে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হিসাবে বলেন, "এই বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে আমরা দেখাতে চাই যে, আধুনিক জ্ঞানও আমরা ধর্মভিত্তিক শিক্ষার মারফত পরিবেশন করতে পারি এবং সেই পরিবেশন করার মাধ্যমেই সত্যিকার মানুষ গড়ে তুলতে পারব। ধর্মহীন সেক্যুলারিজমের কঠিন নিগড় থেকে আমাদের সন্তান-সন্ততি মুক্তি পাবে এবং সমাজকে চিরন্তন মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারবো, যার মধ্য দিয়ে মানুষের ভিতরে আত্মিক ক্ষমতা জাগ্রত হবে। মানুষ হবে প্রকৃত অর্থেই মানুষ।" এই মহতী আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টাই ছিল মরহুম সৈয়দ আলী আশরাফের আমৃত্যু লালিত আদর্শ ও লক্ষ্য। সৈয়দ আলী আশরাফের কর্মময় জীবন ও তাঁহার শিক্ষাদর্শন বিভিন্ন সত্তায় বিভাজ্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। যেমন (ক) সাহিত্যিক, (খ)শিক্ষাবিদ, (গ) শিক্ষক, (ঘ) ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক, (ঙ) সংগঠক, (চ) মানবিক। নিজের সাহিত্যিক সত্তা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "কাব্য রচনা করেছি নিজেকে জানার জন্য, ভাষার মারপ্যাঁচ দেখাবার জন্য নয়, কোন মতবাদ প্রচার করার জন্য নয়। মান 'আরাফা নাফ্সাহু ফাক'াদ 'আরাফা রাব্বাহু-যে নিজেকে চিনেছে সে তার প্রভুকে চিনতে পেরেছে। তাই আত্ম নং বৃদ্ধি ঃ অর্থাৎ নিজেকে জান এই হচ্ছে আমার কাব্য রচনার মূল উদ্দেশ্য (সৈয়দ আলী আশরাফ, কেন কবিতা লিখি, সমকাল, পৃ. ১৮)। তিনি আরও বলেন, আহরিত সম্ভার থেকে কে বা কারা আমাকে প্রতীক, চিত্র রূপকল্প, বাকভঙ্গীর যোগান দিয়েছে তা বলতে পারি না। কিন্তু সব কিছু আমার ইসলামী সত্তার ভিয়ানে সমন্বিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে (দ্র.পূ. গ্র.)।

পাশ্চাত্য জীবন এবং সংস্কৃতি ও শিক্ষার মধ্যে থাকিয়াও তিনি কিভাবে নিজেকে বিশ্বাসের চরম স্নিগ্ধতায় উজ্জীবিত ও পবিত্র রাখিয়াছেন সে সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "ইসলাম আমাকে তত্ত্ব দিয়েছে আর রূহানী সাধনা আমাকে জীবনকে নতুনভাবে দেখতে সাহায্য করেছে। এই সাধনায় অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছিলাম বলেই বিলেত যেয়ে তাদের ভালোটা চয়ন করতে পেরেছি, গ্রহণ করতে পেরেছি এবং ইসলামের মানদণ্ড যেহেতু আমার চিত্তে এবং চরিত্রের মধ্যে একাত্মা লাভ করেছে। আমার দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য সভ্যতায় যা কিছু মূল্যবান এবং ইসলামী জীবন পদ্ধতির জন্য গ্রহণযোগ্য তাই স্বীকার করে নিয়েছি।" অথচ ইংরাজী সাহিত্যের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষক হিসাবে আন্তর্জাতিক সাহিত্য-সংস্কৃতি ও পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁহার বিচরণ ও অবগাহন প্রায় সকল সাহিত্যের সাথেই তাঁহাকে নিয়ত যুক্ত রাখিয়াছে।

বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকিয়াও তিনি কবিতা ও কাব্য বিবেচনা হইতে কখনও বিরত থাকেন নাই। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে প্রকাশিত তাঁহার প্রশ্নোত্তর কাব্য গ্রন্থটি পাঠ করিলে বুঝা যায়, তাঁহার সৃষ্টিশীলতা নান্দনিকতার সৌন্দর্যে ভরপুর ছিল।

এক অসাধারণ সাহিত্য পিপাসায় তিনি পাঠ করিয়াছেন আশি-নব্বই দশকের তরুণ কবিদের কবিতা। নব্বই দশকের কবিদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন সাম্প্রতিক কবিতা প্রসঙ্গ "পাঠ প্রতিক্রিয়া"। তাই তাঁহাকে তরুণরা উল্লেখ করিয়াছিল তারুণ্যে উদ্দীপ্ত বয়স্ক তরুণ বলিয়া। তাঁহার কবিতা, সাহিত্য সমালোচনা, প্রবন্ধ, সাক্ষাতকার, গবেষণা এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় রচনাসমূহ পাঠ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মধ্য দিয়া চিহ্নিত করা যাইবে প্রকৃত সৈয়দ আলী আশরাফকে, যিনি সত্যিকার অর্থেই বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক গৌরবময় বিরল প্রতিভা।

তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলন, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন ঃ

(১) আন্তর্জাতিক ইংরাজীর অধ্যাপকদের সংগঠন IAUPE- এর সদস্য হিসাবে ইহার সম্মেলনসমূহে সভাপতিত্ব ও প্রবন্ধ পাঠ।

(২) P.E.N.-এর সক্রিয় সদস্য হিসাবে বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণ।

(৩) তুলনামূলক শিক্ষা (Comparative Education Conference) সম্মেলনগুলিতে অংশগ্রহণ ও প্রবন্ধ পাঠ।

(৪) ওআইসি দ্বারা পরিচালিত ISESCO আয়োজিত১৯৯৬ খৃ. বাহরাইনে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে খৃষ্টীয় একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম শিক্ষা পদ্ধতির উপর প্রবন্ধ পাঠ।

(৫) বিভিন্ন সভা, সেমিনার সম্মেলন ও পেশাগত কারণে একাধিকবার ভ্রমণ করিয়াছিলেন সৌদি আরব, পাকিস্তান, মিসর, মরক্কো, সেনেগাল, ভারত, ফ্রান্স, ইতালী, ইরান, কুয়েত, আবু ধাবী, ইরাক, জর্ডান, সিরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, ব্রুনাই, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, লিবিয়া, সুদান প্রভৃতি দেশ।

(৬) আন্তর্জাতিক ইংরাজী ভাষা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শন, সমালোচক, শিক্ষক, লেখকদের সঙ্গে আলোচনা ও পরিচয়ের উদ্দেশে এবং আমেরিকান সরকার, এশিয়া ফাউন্ডেশন ও বৃটিশ কাউন্সিলের আমন্ত্রণে বৃটেন, স্কটল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান, হংকং, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও বার্মা সফর।

(৭) শিক্ষা ও পেশাগত জীবনে শিক্ষক, সহকর্মী, বন্ধু ও শুভার্থী হিসাবে বিদেশের বহু খ্যাতিমান লেখক, শিক্ষাবিদ ও মনীষীর সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন ঃ আলডস হাক্সলি, উইলিয়াম ফকনার, আইএ রিচার্ডস, এফ আর লীডস (শিক্ষক), ফ্রীজ, হর্নবি (অথার, অক্সফোর্ড লার্নারস ডিকসন্যারী), জন ওয়েইন, স্পেন্ডার, ম্যাকনীস, নর্থ্রব ফ্রাই ফার্থ (ভাষাতাত্ত্বিক)।

কবি, সমালোচক, শিক্ষাবিদ ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁহার পরিচয়টি উল্লেখযোগ্য হইলেও সমকালীন মুসলিম বিশ্বে তিনি মর্যাদাবান হইয়াছেন বিশ্বব্যাপী জ্ঞান ও শিক্ষার ইসলামীকরণ আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে। সাম্প্রতিক বিশ্বে মুসলিম বুদ্ধিজীবী বলিয়া একটি অগ্রসর চিন্তক শ্রেণীর উদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহার নিজের কথায় "মুসলিম বুদ্ধিজীবী বলিতে এখন এমন এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর কথা বুঝানো হইতেছে যাহারা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, যে দেশে তাহারা বাস করিতেছেন সে দেশ এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থানে বসবাসকারী মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সচেতন"। "আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, আধুনিক সভ্যতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে স্বজ্ঞাত, বৈজ্ঞানিক সূত্র সম্পর্কে প্রশিক্ষিত এবং ইসলামী বিধানে বিশেষজ্ঞ।" এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মূল উদ্দেশ্য প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের একাধিপত্যের মাঝে ইসলামী চিন্তার উৎকৃষ্টতাকে কি উপায়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করা। তাহারা মনে করেন মানবতার আত্মিক অগ্রগতি এবং বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতা দেওয়া

ছাড়া ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠতা এবং ইসলামী চিন্তাধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে না। এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অধিকাংশই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষক। বর্তমানে তাহারা মুসলিম বিশ্বে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, বুদ্ধিবৃত্তি, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, গবেষণা, সাংবাদিকতা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট। আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান এইসব মুসলিম বুদ্ধিজীবীর মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম সারির একজন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার ব্যক্তিগত বন্ধু ও সহকর্মী। যেমন তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর, বর্তমানে জর্জ ওয়াশিংটন ইউনির্ভাসিটির প্রফেসর (ইসলাম আর্ট এন্ড স্পিরিচুয়ালিটি গ্রন্থের লেখক) সৈয়দ হোসেন নাসের, নাকিবুল আত্তাস, মরহুম ইসমাঈল ফারুকী, হোসেন আহমদ হাসান, আকবর এস. আহমদ, সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী, মুহাম্মদ কুতুব, রেচন ও গুয়েনন, ফিথসফ সওন, পারভেজ ম ূর, যিয়াউদ্দীন সরদার, আবদুল হামিদ সিদ্দিকী, আবদুল হামিদ আবু সুলায়মান প্রমুখ। এইসব মনীষী সমকালীন বিশ্ব চিন্তাধারায় জ্ঞানের ও শিক্ষার ইসলামীকরণ প্রচেষ্টাকে আগাইয়া নিতেছেন। মরহুম সৈয়দ আলী আশরাফের কেমব্রিজস্থ আবাসিক কার্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরিয়া মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও বুদ্ধিবাদী ছাত্র-ছাত্রীদের মিলনকেন্দ্র হিসাবে খ্যাত হইয়া আসিতেছে।

১৯৭৭ সালে সৌদী আরবের মক্কা শরীফে কিং আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় 'প্রথম বিশ্বমুসলিম শিক্ষা সম্মেলন'। এই সম্মেলনের প্রধান তাত্ত্বিক উদ্যোক্তা ও সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন ড. সৈয়দ আলী আশরাফ। সম্মেলনে সারা পৃথিবী হইতে প্রয় চার শত শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক আলিম, বিভিন্ন বিষয়ে পণ্ডিত ও গবেষক অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশে তাঁহারই সহযোগিতায় আরও পাঁচটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেই সম্মেলনগুলিতে শিক্ষার ইসলামীকরণের বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা, পরিকল্পনা ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, যাহার মূল লক্ষ্য হইতেছে শিক্ষার ইসলামীকরণ বিষয়ে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলিম দেশগুলিতে এই ব্যবস্থার পুনঃবাস্তবায়ন। তাঁহার তাত্ত্বিক গবেষণা ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় রচিত হয় অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ, গ্রন্থ, সম্পাদিত হয় ইসলামিক এডুকেশন সিরিজ এবং প্রতিষ্ঠিত হয় ও.আই.সি.-র পরিচালনায় ওয়ার্ল্ড সেন্টার ফর ইসলামিক এডুকেশন, যাহার পরিচালক ছিলেন তিনি নিজেই।

ছাত্রজীবন হইতে সৈয়দ আলী আশরাফ লেখালেখির সহিত জড়িত ছিলেন, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত তাঁহার গ্রন্থাদি প্রশংসিত হইয়াছে দেশে বিদেশে। দেশে বিদেশে প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

কবিতা [দেশে]ঃ (১) চৈত্র যখন (১৯৫৭) প্রথম গ্রন্থ; ৯২) বিসংগতি (১৯৭৪); (৩) হিজরত (১৯৮৪); (৪) সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা (১৯৯১); (৫) রুবাইয়াতে জহীনি (১৯৯১) ; (৬) প্রশ্নোত্তর (১৯৯৬)।

অনুবাদ ঃ (১) ইবানকে ক্লেয়ারগল (১৯৬০);(২) প্রেমের কবিতা, (সৈয়দ আলী আহসানের সাথে যৌথ)।

গদ্য ঃ (১) কাব্য পরিচয় (১৯৫৭ , দ্বিতীয় মুদ্রণ যন্ত্রস্থ); (২) নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায় (দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৫); (৩) বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য; (৪) সংসদ যুগঃ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের ইতিকথা (যন্ত্রস্থ); (৫) অন্বেষা (আধ্যাত্মিক জীবনের বর্ণনা, প্রকাশিতব্য)।

সম্পাদনা ঃ (১) দিলরুবা, সাহিত্য পত্রিকা প্রথম সম্পাদক, (২) হাম্‌দ, আল্লাহ প্রশস্তি কবিতা (প্রকাশিতব্য)।

ইংরেজী ঃ (১) Ed. The Other Harmony: a book of Verse by Pakistani Poets in English, 1968; (2) Ed. Homage of Nazrul Islam, 1972; (3) Ed. Venture (Quarterly Journal of English Language and Literature), 1858-72; (4) T.S. Eliot, Through Pakistani Eyes, 1965; (5) Historical and Critical bakground of historical Tragedy in the Nineteenth Century (unpublished); (6) Muslim Tradition in Bengali Literature, Islamic Foundation Bangladesh (2nd ed.), 1982; (7) Literature Society and Culture 1947-1972; (8) The New Harmony.

বৃটেন হইতে প্রকাশিতঃ (১) Muslim Education : Aims and Objectives of Islamic Education: Curriculum and Teacher Education; (2) Crisis in Muslim Education (Co-author with Dr. S.S. Hussain), Hodder & Houghton. London 1978; (3) General Editor of Islamic Education series consisting of six books of which Crisis in Muslim Education (as above); (4) Aims and Objectives of Islamic Education 1979; (5) Curriculum and Teacher Education; (6) Social and Natural Sciences ঃThe Islamic Perspective; (7) Education and Society; (8) Philosophy, Literature and Fine Arts, All Published by Hodder & Houghton; (9) New Horizons in Muslim Education; (10) The Concept of an Islmic University (Co-author); (11) Religion and Education: Islamic and Christian Approaches (Co-edited with Prof. Paul Hirst); (12) The Prophets: Childrens bool.

আন্তর্জাতিক সংকলন গ্রন্থে লেখাঃ (১) Encyclopaedia of World Drama (Bengali Drama); (2) National Identity (Australia) Impact of English Literature on Bengali Literature); (3) FILM congress Cambridge Collections of articles Poetry and Its audience in England 1900-1950: an Introduction.

সৈয়দ আলী আশরাফের পূর্বপুরুষ শাহ আলী বাগদাদী (দ্র.) বাগদাদ হইতে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে দিল্লী হইয়া ফরিদপুর আসেন। তিনি দিল্লী অবস্থানকালে তৎকালীন দিল্লীর সম্রাটের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই শাহযাদী একজন সন্তান জন্ম দিয়া ইন্তিকাল করেন। আলী আশরাফ সেই সন্তানেরই বংশধর।

Contents

শাহ আলী বাগদাদীর অধস্তন পুরুষ শাহ হাফিজ ফরিদপুরের গেরদা নামক স্থান হইতে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যশোহরের মাগুরা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে আসেন এবং আলোকদিয়া গ্রামে খানকাহ ও বসতি স্থাপন করেন। সৈয়দ আলী আশরাফ সিলসিলা অনুযায়ী ইন্‌তিকালের পূর্ব পর্যন্ত এই বংশের গদীনশীন পীর ছিলেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে তাঁহাদেরই সিলসিলার পীর গোলাম মোকতাদির (র)-এর মুরীদ হন। তাহার ইন্তিকালের পর তিনি করাচীর একজন উচ্চ স্তরের বুযুর্গ আজমীন শাহ তাজী (র)-র সংস্পর্শে আসেন। ইহার পর তিনি নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জের পীর সাহেব শাহ বদীউজ্জামান (র)-এর নিকট তা'লীম গ্রহণ করেন। শাহ বদীউজ্জামান সৈয়দ আলী আশরাফকে তাঁহার খলীফা নিযুক্ত করেন বলিয়া জানা যায়। ইহার পর (১৯৮৪-৮৫) তিনি মক্কা শরীফের একজন বুযুর্গ ড. আলাভী আল-মালিকীর সান্নিধ্যে আসেন। তিনি নিজ হাতে আলী আশরাফ সাহেবের মাথায় পাগড়ি পরাইয়া ঘোষণা দিয়াছিলেন, আজ হইতে আপনি সৈয়দ আলাভী আল-মালিকীর খলীফা।

ইংরাজী সাহিত্যের ছাত্র ও শিক্ষক এবং সম্পূর্ণরূপে আধুনিক মানুষ হইয়াও ইসলামী রসম-রেওয়াজ পুরাপুরি মানিয়া চলিতে কোন হীনমন্যতা তাঁহার মধ্যে দেখা যায় নাই, বরং জোব্বা পরিয়া তিনি চষিয়া বেড়াইয়াছেন দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, যেন খাপ খোলা দুইধারী তলোয়ার। ইসলাম ছাড়া অন্য যাহা কিছু তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়াছে সেই তলোয়ারের নীরব আঘাতে, সমস্ত প্রকার অন্যায়পঙ্কিলতা ভয়ে ধারেকাছে ঘেঁষিতে কখনও সাহস করে নাই। ৮ জুন, ১৯৯৮ সালে সন্ধ্যায় তিনি ধানমন্ডিস্থ নিজ বাড়ীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত খানাকাহে মাগরিবের সালাত আদায় করেন। তিনিই ইমাম হইয়াছিলেন। অতঃপর সেই রাতেই বিমানযোগে ইংল্যান্ডের উদ্দেশে বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রায় এক মাস বিদেশে অবস্থান করিয়া তিনি আমেরিকা, কানাডা, ত্রিনিদাদ ও সৌদি আরব ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম ও শিক্ষা বিষয়ক কয়েকটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ইংল্যান্ডের কেমব্রিজে নিজ বাসভবনে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ত্রিনিদাদে তিনি জীবনের শেষবারের মত শিক্ষা বিষয়ে একটি লিখিত প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন যাহা Muslim Education Quarterly জার্নালে মুদ্রিত হইয়াছে।

৬ আগস্ট, ১৯৯৮ বৃহস্পতিবার ইশার সালাতের পর কেমব্রিজের নিজ বাড়ীতে শিক্ষা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ রচনায় নিয়োজিত হইয়া রাত ১২ টার দিকে প্রবন্ধটি অসমাপ্ত রাখিয়া ঘুমাইয়া যান। তাহাজ্জুদের সালাতের সময় অকস্মাৎ তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্তটি উপস্থিত হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অমোঘ বিধানে এই পৃথিবী হইতে তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করেন। পরের দিন লন্ডন কেন্দ্রীয় মসজিদে তাঁহার জানাযার সালাত অনুষ্ঠিত হয়। ১০ আগস্ট, ১৯৯৮-এ তাঁহার লাশ বাংলাদেশে আনা হইলে ধানমণ্ডিস্থ ঈদগাহ ময়দানে একটি বিশাল সালাতে জানাযা এবং ঢাকার অদূরে সাভারস্থ বলিভদ্র এলাকায় দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অপর একটি সালাতে জানাযার পর সেখানেই বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ কমপ্লেক্স সংলগ্ন তাঁহার নিজস্ব জমিতে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহম্মদ শাহদাত আলী আনসারী, বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান, বারান্দীপাড়া, কদমতলা, যশোর, ডিসেম্বর ১৯৮৭; (২) সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯১ খৃ.;(৩) নাসির হেলাল, যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার, সীমান্ত প্রকাশনী, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯২; (৪) ইশারফ হোসেন সম্পাদিত, সকাল, কবি সৈয়দ আলী আশরাফ বিশেষ সংখ্যা ৯৭; (৫) সৈয়দ আলী আশরাফ রচিত গ্রন্থাদি (তালিকা প্রবন্ধে গর্ভে প্রদত্ত); (৬) দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষক পুস্তিকা, সৈয়দ আলী আশরাফ।

নাসির হেলাল ও ইশারফ হোসেন

আলী আহমদ (على ، احمد) ঃ অধ্যাপক, (জন্ম ১৩২৮/১৯১০ মৃ. ১৪০৮/১৯৮৭), জন্মস্থান নোয়াখালী জেলার লক্ষ্মীপুর (বর্তমানে জেলা) পোস্ট অফিসের অধীন চররহিতা গ্রাম। নিউস্কীম মাদরাসা হইতে তিনি (কুমিল্লা?) ইসলামিক আই.এ. ও পরে ১৯৪৫ খৃ.ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ হইতে তিনি বি. টি. ডিগ্রী লাভ করিয়া কুমিল্লা জেলা স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন।

কিছুদিন পর তিনি চাকুরী ত্যাগ করিয়া কুমিল্লা কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কুমিল্লা কলেজে যোগ্যতার সহিত অধ্যাপনা করিবার পর ১৯৬৪ খৃ. তিনি অবসর গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, তখনও কুমিল্লা কলেজ সরকারী কলেজে পরিণত হয় নাই। স্কুলে শিক্ষকতার কালেই প্রাচীন বাংলা পুঁথিপত্র সংগ্রহে তাঁহার আগ্রহ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। পরে চট্টগ্রামের প্রখ্যাত কলমী পুঁথি সংগ্রাহক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সঙ্গে পরিচিত হন। এই উভয় পণ্ডিতের নিকট হইতেই তিনি পুঁথি সংগ্রহের প্রেরণা লাভ করেন।

তিনি সহস্রাধিক হস্তলিখিত পুঁথি (কলমী) সংগ্রহ করেন। এই সব পুঁথি প্রধানত মধ্যযুগীয় মুসলিম কবিদের রচিত। ইতোপূর্বে আমাদের ধারণা ছিল, মধ্যযুগে মুসলমান কবিদের বিশেষ দান নাই। কিন্তু ইতোপূর্বেই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা হইতে বহু মুসলমান কবির পুঁথি সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করেন যে, শুধু মুসলমান কবির রচনা বলিয়াই নয়, গুণে ও মানেও মধ্যযুগীয় মুসলমান কবিদের রচনা উন্নততর।

আলী আহমদ সাহেবও প্রায় সম সময়েই বাংলা কলমী পুঁথির বিবরণ নামে একখানি পুঁথি পরিচিতমূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন (১৯৪৭ খৃ.)। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার সংগৃহীত কলমী পুঁথিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিপিবদ্ধ করেন। সমকালে প্রকাশিত তাঁহার একখানি সম্পাদিত গ্রন্থে তিনি দুঃখ করিয়া বলেনঃ

"পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) কবিগণই বাংলা সাহিত্যের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কাব্যগুলি পল্লী গ্রামের নিভৃত গৃহকোণ হইতে এখনও উদ্ধার করা হয় নাই। আমি বিগত ৫ বৎসরের চেষ্টায় প্রায় ৬০০ হাতের লেখা কলমী পুঁথি উদ্ধার করিয়াছি। বাংলার আদি মুসলমান কবি সৈয়দ সুলতানের কাব্যের খণ্ডাংশ ওফাতে রসুল লইয়া আমি সমাজের দ্বারস্থ হইয়াছি। যদি প্রত্যেক সমাজদরদী ব্যক্তি প্রাচীন হাতের লেখা কলমী পুঁথির খোঁজ দিতে চেষ্টা করেন এবং ওফাতে রসুলের এক এক খণ্ড কিনিয়া আমাকে উৎসাহিত করেন, তবে খোদার ফজলে পরবর্তী কাব্যগুলি প্রকাশ করিতে আমাকে বেগ পাইতে হইবে না" (ওফাতে রসুল, ১৯৪৯ খৃ., ভূমিকা)।

আলী আহমাদ সাহেব কত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলা কঠিন। তবে তিনি সহস্রাধিক কলমী পুঁথি বাংলা একাডেমীকে দান করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি সংগ্রহের ফল হিসাবে বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী (১৯৮৭ খৃ.) নামে একখানি মূল্যবান কোষগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি ১৮৫৩ খৃ. হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত রচিত মুসলমান লেখকদের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশী নহে। মাত্র পাঁচখানি গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। সবই গবেষণামূলক । ঐগুলির একটি তালিকা দেওয়া গেল ঃ ১। বাংলা কলমী পুঁথি বিবরণ *১৯৪৭; (২) ওফাতে রসুল (১৯৮৭)। বাংলা একাডেমী তাঁহার সংগৃহীত পুঁথিগুলি শহীদুল্লাহ গবেষণা কক্ষে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) অগ্রপথিক, ৯ এপ্রিল, ১৯৮৭, মুহম্মদ আবূ তালিব লিখিত প্রবন্ধ; (২) ঐ, মাখরাজ খান কর্তৃক গৃহীত অধ্যাপক আলী আহমদের শেষ সাক্ষাতকার।

মুহম্মদ আবূ তালিব

'আলী আহমদ খান (علی احمد خان) ঃ (১৮৯৮-১৯৬৬), রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। তিনি বংগীয় ব্যবস্থাপক সভার ও পরে পূর্ব বংগ ব্যবস্থাপক সভার (১৯৪৬-৫৪) সদস্য ছিলেন। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন; কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তরকালে আওয়ামী লীগ গঠিত হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। অধুনালুপ্ত বাংলা সাপ্তাহিক 'পূর্ব বাংলা'-র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। উক্ত পত্রিকাটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম প্রথম রাজনৈতিক সাপ্তাহিকরূপে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি 'ইস্ট পাকিস্তান অ্যাডাল্ট এডুকেশন কো-অপারেটিভ সোসাইটি'-র সেক্রেটারী এবং ১৯৫১ খৃ. হইতে মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। তিনি হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাংগার পরে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান শান্তিরক্ষা কমিটির সেক্রেটারী হন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৪৬

আলী আহমাদ চৌধুরী (علی احمد چودھری) ঃ ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার পশ্চিম সরফ ভাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা পিতার নাম আমান আলী চৌধুরী এবং মাতার নাম বেগম চমন আরা খাতুন। তিনি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চট্টগ্রামে সরকারী কলেজ হইতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিনি এল.এল.বি. কোর্সে অধ্যয়ন করেন। লেখাপড়া শেষ করিয়া তিনি ঠিকাদারী ব্যবসায় নিয়োজিত হন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন চট্টগ্রাম বিমান বন্দর ও চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম-বার্মা সড়ক নির্মাণে তাহার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ-এর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের রাজনীতির সহিত যুক্ত হন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস নেতা বিশিষ্ট আলিম, লেখক ও চিন্তাবিদ মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি দুই মেয়াদে পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য (M.L.A.-Member cf Legislative Assembly) নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে যাহারা আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন, তিনি ছিলেন তাহাদের পক্ষে। মুসলিম লীগের পার্লামেন্ট মেম্বার হইয়াও তিনি শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ও শ্রী মনোরঞ্জন ধরের সহিত ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের উপর সরকারী বাহিনীর নির্যাতনের প্রতিবাদ জানান। তিনি তাহার দলের ৩২ জন সংসদ সদস্যসহ পার্লামেন্টে নিন্দা প্রস্তাব আনয়ন করেন, কিন্তু সংখ্যা স্বল্পতার কারণে তাহা খারিজ হইয়া যায়। তিনি বহু বৎসর চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের মেম্বার ও চেয়ারম্যান ছিলেন। আলী আহমাদ চৌধুরী একটানা ১৫ বৎসর সরফ ভাটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দুইবার সরকারীভাবে শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান হিসাবে পুরস্কার লাভ করেন এবং সরফ ভাটা ইউনিয়ন দুইবার শ্রেষ্ঠ ইউনিয়ন হিসাবে পুরস্কৃত হয়। সরফ ভাটা তথা রাঙ্গুনিয়ার রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কর্ণফুলী নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে তাঁহার অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয় ও উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার অবদান অসামান্য। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দানকৃত জমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সরফ ভাটা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং পোড়ামুড়া বালক উচ্চ বিদ্যালয়। রাঙ্গুনিয়া ডিগ্রী কলেজ ও রাঙ্গুনিয়ায় অবস্থিত চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁহার উল্লেখযোগ্য আর্থিক অনুদান রহিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি বর্তমানে চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত সততা, জনসেবা, এলাকার উন্নয়ন, শিক্ষানুরাগ ও বদান্যতার কারণে জনগণ রেকর্ড পরিমাণ ভোট দিয়া তাঁহাকে প্রতি নির্বাচনে বিজয়ী করিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট পর্বত পরিমাণ বৈষম্য দূরীকরণ ও ভাষা সমস্যা সমাধানে মুসলিম লীগের অব্যাহত অনীহা ও নিস্পৃহ ভূমিকায় ব্যথিত হইয়া ১৯৫৪ সালে তিনি মুসলিম লীগের রাজনীতি পরিত্যাগ করেন।

বাংলা, ইংরেজী ও উর্দূ ভাষায় আলী আহমাদ চৌধুরীর পারঙ্গমতা বিস্ময়কর। তাঁহার লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছে ১. কুরআনের আলোকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, ২. মুসলিম পারিবারিক আইন ৩. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সদালাপী, গোঁড়ামিমুক্ত ধার্মিক এবং সৎ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। প্রতি মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে তিনি কাঙ্গালী ভোজের ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার ৬ মেয়ে ও ৪ পুত্র সবাই উচ্চ শিক্ষিত। তাঁহার প্রথম পুত্র ওমর গণী এম. ই. এস. কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী মরহুম এ. এ. রেজাউল করিম চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগ হইতে অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম বিভাগে প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ কন্যা ড. আখতারুন্নেসা চৌধুরী বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা করিতেছেন। কনিষ্ঠ পুত্র জনাব এ. এ. আতাউল করিম চৌধুরী বর্তমানে চট্টগ্রাম ইউ, এস.টিসি-তে (University of Science and Technology) অর্থনীতি বিষয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে কর্মরত আছেন। আলী আহমাদ চৌধুরী ১৯৯৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী ৯৫ বৎসর বয়সে চট্টগ্রাম শহরের আশরাফ আলী রোডস্থ বাসায় ইন্তেকাল করেন।

আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন

আলী আহমদ (سید علی احمد) ঃ মাওলানা, প্রখ্যাত আলিমে দীন আধ্যাত্মিক সাধক মাওলানা আলী আহমদ ১৯১০ সালে চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার অন্তর্গত বোয়ালিয়া চুন্নাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম ছালামত আলী। তিনি স্থানীয় মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর ১৯৩০ সালে তিনি পটিয়া থানার অন্তর্গত জিরি

ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া ইবতেদায়ী হইতে দাওরায়ে হ'াদীছ পর্যন্ত লেখাপড়া সম্পন্ন করেন। তিনি সহীহ আল-বুখারী অধ্যয়ন করেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী (র) শাগরিদ ও খলীফা শায়খুল হ'াদীছ মাওলানা আবদুল ওয়াদূদ সন্দিপী (র)-এর নিকট।

আনোয়ারা বোয়ালিয়া হোসাইনিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে তাঁহার কর্মজীবন শুরু হয়। স্বল্প সময়ের জন্য তিনি আনোয়ারা থানার জৈদ্দারহাটে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। অতঃপর জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা মুফতী আযীযুল হক (র)-এর নির্দেশক্রমে ১৯৪৪ খৃ. সনে পটিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। একজন আদর্শ শিক্ষক হিসাবে এতদঞ্চলে তাঁহার সুখ্যাতি রহিয়াছে। প্রাথমিক স্তরের কিতাব নাহু, সরফ, মানতিক হইতে শুরু করিয়া ফালসাফা, কুরআন, হ'াদীছ, তাফসীর, উসূল, ফিক'হসহ গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে দক্ষতার সহিত অধ্যাপনা করিবার যোগ্যতা ছিল তাঁহার সহজাত। দরসে নেজামীর কিতাবসমূহ শ্রেণীকক্ষে এত সহজ ও সাবলীল ভাষায় তিনি উপস্থাপন করিতেন যে, বিভিন্ন মাদ্রাসার শিক্ষকরাও আগ্রহভরে তাঁহার সবকে বসিতেন। তিনি জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার নায়েবে মুহতামিম ও সদর মুহতামিমের দায়িত্বও পালন করেন।

ছাত্র জীবন হইতেই মাওলানা আলী আহমদ একজন উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র, নিরহংকার ও ধৈর্যশীল ব্যক্তি ছিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ও চাল-চলনে তিনি ছিলেন সুন্নাতে রাসূলের একজন জীবন্ত নমুনা, সাহাবায়ে কেরামের এক বাস্তব অনুসারী। তিনি মাহফিলে, দরসে, বয়ানে সর্বাবস্থায় ইস্তিগফার ও যিকর-আযকারে মশগুল থাকিতেন। সর্বস্তরের মানুষ তাঁহার খানকাতে দু'আ লইবার উদ্দেশে ভিড় করিত।

মাওলানা আলী আহমদ ছাত্র জীবনেই মাওলানা রাশীদ আহমদ গঙ্গোহী (র)-এর খলীফা হাটহাজারী নিবাসী মাওলানা জমির উদ্দীন (র)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁহার ইনতিকালের পর স্বীয় উস্তাদ ও পটিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মুফতী আযীযুল হক (র)-এর নিকট পুনরায় বায়'আত গ্রহণ করেন এবং খিলাফত লাভ করেন। তিনি বলিতেন, একজন হক্কানী বুযুর্গ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে থাকিয়া ইসলাহে নফস ও তাক'ওয়া পরহেযগারীর সবক হাসিল করিতে না পারিলে যত বড় আলিম, মুহাদ্দিছ, মুফতী হউন না কেন, পুঁথিগত বিদ্যা তাঁহার কোন উপকারে আসিবে না।

মাওলানা আলী আহমদ প্রতি রমযান মাসের ১০ দিন পূর্ব হইতে ৩০ রমযান পর্যন্ত মোট ৪০ দিন ই'তিকাফে থাকিতেন। তিনি বহুবার হজ্জব্রত পালন করেন। তিনি ইসলাম প্রচারের মহান লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দা'ওয়াত ও তাবলীগ, ওয়াজ ও নসীহত, দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার মাধ্যমে সমাজ হইতে অজ্ঞতা দূরীকরণ, শিরক-বিদ'আতের মূলোৎপাটন, মানুষের ঈমানের হিফাযত ও নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে বিরাট ভূমিকা পালন করিয়াছেন। তিনি অসংখ্য মাদ্রাসা, মসজিদ, এতিমখানা ও খানকাহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পটিয়া থানার অন্তর্গত খরনা গ্রামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা, হিফযখানা, মসজিদ কমপ্লেক্স ও খানকাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি দেশের বহু প্রসিদ্ধ মাদ্রাসার মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। তিনি ফকীর মিসকীন অসহায় মানুষকে সাহায্য করিতেন।

সর্বদা তিনি ওয়াজ-নসীহত ও খাস বৈঠকে উপদেশমূলক বক্তব্য রাখিতেন। নিম্নে তাঁহার কয়েকটি উপদেশ নমুনাস্বরূপ বর্ণনা করা হইল ঃ

১। চুপ থাকার শক্তি অর্জন করিবে, কেননা আল্লাহ্র যিকির ছাড়া অতিরিক্ত গীবত, মিথ্যা, বেহুদা কথা বলিলে কলব (অন্তর) শক্ত হইয়া যায়। শক্ত 'কলব'ওয়ালা ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত।

২। ক্ষুধায় ধৈর্য ধারণ করিবে, অল্প আহারে শরীর মযবুত থাকে, রোগ কম হয় এবং ইবাদত-বন্দেগী করিতে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

৩। ঘুম আর মৃত্যু সমান, অতএব অতিরিক্ত ঘুমাইলে ইবাদত হইতে মাহরূম হইয়া যাইবে, তাহাজ্জুদ পড়িতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হইবে এবং যিকির-আযকার করিতে উৎসাহ পাইবে না।

মাওলানা আলী আহমদ বোয়ালবী (র) ২৬ যিলহজ্জ, ১৪২৪ হিজরী মোতাবেক ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ সালে সকাল ৬ ঘটিকার সময় ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মাকবারায়ে আযিযীতে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ লেখকের নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত।

মুহাম্মদ আজিজুল হক ইসলামাবাদী

সৈয়্যদ আলী আহসান (سيد على احسن) ঃ জন্ম ২৬ মার্চ, ১৯২০ (আরমানিটোলা স্কুলে ভর্তি হইবার সময় জন্মতারিখ লেখা হইয়াছিল ২৬ মার্চ, ১৯২২) তদানীন্তন যশোর জেলার মাগুরা সাব-ডিভিশনের আলোকদিয়া গ্রামে। মৃত্যু ২৬ জুলাই ২০০২ খৃ.।

অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী সৈয়্যদ আলী আহসান ছিলেন একজন সফল শিক্ষক, সফল ভাইস-চ্যান্সেলর, পরিচালক, প্রশাসক, ব্যবস্থাপক, সংগঠক, অতুলনীয় বাগ্মী, কবি, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, সাহিত্য ও শিক্ষা সমালোচক, টেলিভিশন ও বেতার ব্যক্তিত্ব ও মন্ত্রী।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বাংলা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে ছিল তাঁহার সমান অধিকার। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও কাব্য-সমালোচক। ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করিয়াও তিনি ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ। কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতার কারণে অনেক সময় তাঁহার সাহিত্য সাধনা বাধাগ্রস্ত হইয়াছে। তথাপি প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থান করিয়াও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন সাহিত্য সৃষ্টি অব্যাহত রাখিতে। তাঁহার সকল কর্মে ও সকল সৃষ্টির মধ্যে ইসলামী মন-মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়াছে। শৈশব ও বাল্যকালে আরবী ও ফারসী চর্চার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার পর সম্পূর্ণ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া একাধারে একজন সমন্বিত খাঁটি মুসলমান ও ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, অন্যদিকে আধুনিক শিল্প-সাহিত্য ও স্থাপত্য বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। বাগ্মী হিসাবে তিনি ছিলেন কিংবদন্তীর নায়ক।

বহু ভাষাবিদ হিসাবে পরিচিত না হইয়াও তিনি প্রকৃতই ছিলেন বহু ভাষাবিদ ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান গবেষক। চারুশিল্প ও স্থাপত্য বিদ্যায় কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ না করিয়াও এই দুইটি বিষয়ে ছিল তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে যেমন পাওয়া যায় তাঁহার ইসলামী মন-মানসিকতা, তেমনি তিনি ছিলেন বাংলা ভাষায় রচিত রাসূলে খোদা (স)-এর অন্যতম জীবনীকার। সংগঠক হিসাবেও তিনি ছিলেন সফল সংগঠক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ নামে যেই সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তিনি তাহার অন্যতম

উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সংগঠন পিএএন-এরও প্রতিষ্ঠাতা। আন্তর্জাতিক সংগঠন-কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমের পাকিস্তান শাখার তিনি ছিলেন সংগঠক ও প্রধান সম্পাদক। বাংলাদেশের কবিতা-কেন্দ্রের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। সৈয়দ আলী আহসান পেশা হিসাবে শিক্ষকতাকেই বাছিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু কর্মজীবনে বিভিন্ন সরকারেরই আহ্বানে বিভিন্ন সময় তাঁহাকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করিতে হইয়াছিল। যখন যেই দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল তিনি সেই সকল দায়িত্ব সুচারুরূপেই সম্পাদন করিয়াছিলেন। সাহিত্য সাধনা ও শিক্ষকতা ছিল তাঁহার প্রিয় কর্মক্ষেত্র।

ইসলামী ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি রচনা করেন 'মক্কা মুয়ায্যামার পথে'। এই কবিতাটি মোহাম্মদী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মাসিক মোহাম্মদী ঈদ সংখ্যায় 'চাহার দরবেশ' নামে তাঁহার আরেকটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময় ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝির অনেক কবিতা প্রকাশিত হয় অর্থাৎ তাঁহারা দুইজনেই একই ভাবাদর্শে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৯৫২ সালে তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল ইকবালের কবিতা। এই গ্রন্থে ফররুখ আহমদ, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসানের অনূদিত কিছু সংখ্যক ইকবালের কবিতা স্থান পায়। ইহার ভূমিকা লিখিয়াছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ও য়াহূদী ধর্ম বিষয়ে ব্যাপক পড়াশুনা করিয়াছিলেন এবং এই সকল বিষয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা দিতে পারিতেন। ইসলাম সম্পর্কে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ১৯৫৪ সালে তাঁহার নজরুল ইসলাম নামক সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক থাকাকালেই মুহাম্মদ আবদুল হাইয়ের সহিত যৌথ উদ্যোগে তিনি 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা করেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আর আধুনিক যুগের গদ্য অংশের ইতিহাস রচনা করেন মুহাম্মদ আবদুল হাই এবং কাব্য অংশের ইতিহাস রচনা করেন সৈয়দ আলী আহসান। বাংলা একাডেমীতে থাকাকালেই তিনি বাংলা পদ্যে আলাওলের 'পদ্মাবতী' ও মালিক মুহাম্মদ জায়সির রচিত হিন্দি কাব্য গ্রন্থ 'পদুমাবত'-এর তুলনামূলক গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেন। উহা গ্রন্থাকারে ১৯৬৮ সনে প্রকাশিত হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য গবেষণার বিষয়ে সৈয়দ আলী আহসানের মধুমালতী একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা কর্ম। ইহার কাজ ১৯৬৯ সালের শেষে সম্পন্ন হইয়াছিল। অবশেষে ১৯৭৩ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। তিনি ফার্সী পাণ্ডুলিপি ও হিন্দী মধুমালতীর বিভিন্ন সংস্করণ পরীক্ষা করিয়া মধুমালতী উপাখ্যানের উৎস অনুসন্ধান করিয়াছেন। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' গ্রন্থ তিনি আধুনিক বাংলায় রূপান্তর ও সম্পাদনা করেন। ১৯৭৪ সালে তাঁহার রচিত 'রবীন্দ্রনাথ ঃ কাব্য বিচারের ভূমিকা' প্রকাশিত হয়।

কবিতা, কাব্য সমালোচনা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়ের গবেষণার পাশাপাশি সৈয়দ আলী আহসান চিত্রকলা ও স্থাপত্য বিষয়ে ছিলেন বিশেষজ্ঞ। এক সময় শিল্পকলা বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে তিনি যেই সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেই ভাষণগুলি একত্র করিয়া বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী 'শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। তিনি এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত চারুকলা ইনস্টিটিউশনের খণ্ডকালীন অধ্যাপক ছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ তাঁহারই একান্ত চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও শিল্পকলা বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী মূলকরাজ আনন্দের 'মার্গ' পত্রিকার একটি সংখ্যার তিনি অতিথি সম্পাদক ছিলেন।

১৯৮৭ সালে তিনি ওমরা হজ্জ পালন করেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি 'হে প্রভু আমি উপস্থিত' নামে কা'বা শরীফ তথা মক্কা-মদীনা শরীফ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি 'আল্লাহর অস্তিত্ব' নামে ইসলামের দৃষ্টিতে একটি যুক্তিনির্ভর গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি হযরত আলী (রা)-এর পত্রাবলীর একটি সুপাঠ্য অনুবাদ গ্রন্থ 'নাহ্‌জুল বালাগা' প্রকাশ করেন। রূমীর মসনবীর তিনি অনুবাদ করেন। ১৯৫৮ সালে তেহরানে অবস্থানকালে ইরানের বিখ্যাত পণ্ডিত যয়নুল আবেদীন রাহ্‌নুমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহার রচিত 'পয়গম্বর' বইটি তাঁহাকে উপহার দেন এবং তাঁহাকে হযরত রাসূল করীম (স)-এর জীবনী লিখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। সেই পরামর্শ দীর্ঘকাল তাঁহার মনে জাগ্রত ছিল। অবশেষে ১৯৯৪ সালে মহানবী নামে তিনি রাসূল করীম (স)-এর জীবনী গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। সাহিত্যের স্বাদযুক্ত এই জীবনী গ্রন্থে আধুনিক বাংলা গদ্যের বিস্ময়কর পরিচর্যা ঘটিয়াছে। একটি মহৎ জীবন ও প্রজ্ঞার নিকট নিজেকে সমর্পণ করিয়া তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থটির একটি ইংরেজি অনুবাদ অস্ট্রেলিয়া হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পূর্বে বাংলা একাডেমীতে থাকাকালে তিনি আমপারার বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। অনুবাদে সহায়তা করিয়াছিলেন মওলানা আবদুর রাহমান বেখুদ। বাংলা একাডেমীতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আদর্শ বাংলা অভিধানের প্রধান সম্পাদক ছিলেন। এই অভিধান প্রকল্পের প্রথম খণ্ড ছিল আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান। ইহার কাজ সমাপ্ত হইবার পর সৈয়দ আলী আহসান সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প গ্রহণ করেন এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে প্রধান সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করেন। পরে নানাবিধ কারণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ইসলামী বিশ্বকোষ-এর যেই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন উহা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন সেইটি সংযোজনা ও সম্পাদনা করিয়া পরবর্তী কালে প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান কালের ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত সুবৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ-এর ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন সৈয়দ আলী আহসান।

সৈয়দ আলী আহসানের পূর্বপুরুষ ছিলেন সূফী ও আধ্যাত্মিক সাধক। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ইসলামী সূফী পরিবারে। তাঁহার পিতা সৈয়দ আলী হামেদ ও মাতা সৈয়দা কমর নিগার। দশ ভাই-বোনের মধ্যে সৈয়দ আলী আহসানের স্থান তৃতীয়। দুই বোন তাঁহার বড়। বড় বোনের নাম সৈয়দা সুলতানা বানু। পরের বোন সৈয়দা শাফিয়া খাতুন। সৈয়দ আলী আহসানের পরে আরেক ভাই জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মের মাত্র কয়েক মাস পরেই ডিপথেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া ইনতিকাল করেন। তাঁহার নাম ছিল সৈয়দ আলী আকবর। অতঃপর ক্রমানুসারে অন্য ভাইবোনেরা হইলেন সৈয়দ আলী আশরাফ, সৈয়দা সিদ্দিকা বানু, সৈয়দ আলী রেজা, সৈয়দা সাদেকা বানু, সৈয়দা রাফেকা বানু, সৈয়দ আলী নকী ও সৈয়দ আলী তকী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করিতে হয়, সৈয়দ আলী আশরাফ তাঁহার সহোদর। এই দেশের সাহিত্য-সমালোচনা ও শিক্ষা ক্ষেত্রের অপর এক খ্যাতিমান পুরুষ সৈয়দ সাজ্জাদ হুসাইন ছিলেন সৈয়দ আলী আহসানের খালাতো ভাই। আবার আলী আহসানের বাবা ও সাজ্জাদ হুসাইনের বাবা আপন চাচাত ভাই। সৈয়দ আলী আহসানের পিতা সৈয়দ আলী হামেদ ও সৈয়দ সাজ্জাদ

হুসাইনের পিতা সৈয়দ আহমদ হোসেন বিবাহ করেন ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানাধীন আগলা গ্রামের সৈয়দ মীর মোকাররম আলীর দুই কন্যাকে। সেই সূত্রেই এই দুইজন আপন খালাত ভাই।

সৈয়দ আলী আহসানের পূর্বপুরুষ হযরত শাহ আলী বাগদাদী (র) বর্তমান ঢাকার মীরপুরে সমাধিস্থ। তিনি বাগদাদ হইতে প্রায় ১০০ জন সঙ্গীসহ দিল্লীতে আগমন করেন। তখন দিল্লীর তুগলক বংশের রাজত্ব পতনোন্মুখ অবস্থায় ছিল। দিল্লী হইতে নৌকাযোগে বাংলাদেশে ফরিদপুরে গিরদা গ্রামে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন এবং ইসলাম প্রচারে রত হন।

তিনি স্কুলে ভর্তি হইবার পূর্বে মাতুলালয়ে আগলা গ্রামে গৃহশিক্ষকের নিকট প্রাথমিক আরবী, ফারসী, ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার নানা একজন কামেল পীর ছিলেন, কিন্তু তিনি অল্প বয়সে ইনতিকাল করেন। মা কমর নিগার অত্যন্ত বিদুষী মহিলা ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, গ্রামে থাকিয়া ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া হইবে না। এই কারণে তাঁহারা গ্রামের জমিদারীর আকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়া ঢাকায় চলিয়া আসেন এবং সৈয়দ আলী আহসান আর্মানিটোলা হাই স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীতে সরাসরি ভর্তি হইয়াছিলেন। সেইকালে এই সকল উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ হইতেন। এইখানেও তিনি অনেক উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষককে পাইয়াছিলেন যাহার ফলে প্রথম জীবনে তাঁহার শিক্ষার ভিত্তি যথেষ্ট মজবুত হইয়াছিল। স্কুল জীবনে ইংরাজি, বাংলা ও অংকে যেই শিক্ষা তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তী কালে তাঁহাকে সঠিক সিদ্ধান্ত লইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। সৈয়দ আলী আহসান একান্তই সুবোধ ছাত্র হিসাবে কেবল স্কুলে যাওয়া, যথাসময়ে বাড়িতে ফিরিয়া আসা ও গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনা করা ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। বাড়িতে মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে তাঁহাকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়া চলিতে হইত। একা একা কোথাও যাওয়া তাঁহার মা মোটেই পছন্দ করিতেন না। এই অবস্থায় তাঁহার আনন্দের একমাত্র ক্ষেত্র ছিল গ্রন্থ পাঠ। শৈশব কাল হইতেই গ্রন্থ পাঠের প্রতি ছিল তাঁহার অসাধারণ আগ্রহ। স্কুলের টিফিনের পয়সা বাঁচাইয়া তিনি বই ও সাহিত্য পত্রিকা ক্রয় করিতেন। স্কুল জীবনেই তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল কবি-সাহিত্যিকের রচনা পাঠ করিয়া ফেলেন। তিনি একই সঙ্গে ইংরাজি সাহিত্যেরও সকল খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকের রচনা পাঠ করিয়াছিলেন। বাড়িতে তাঁহার বাবা প্রায়ই ছেলেমেয়েদের লইয়া ফার্সি শাহনামা ও গুলিস্তাঁ-বোস্তাঁন পাঠ করিতেন। কখন কখন তাঁহাদের দুই ভাইকে লইয়া মুরব্বীদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন। ঢাকার মিনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন আবুল হাসানাত। তাঁহার সেইখানেও তাঁহারা মাঝে মাঝে যাইতেন। পরীক্ষার আগে হেকিম হাবিবুর রহমানের বাসভবনেও তিনি যাইতেন। এই যাতায়াত ছিল সব সময়ই তাঁহার পিতার সঙ্গে অর্থাৎ বাবাই তাঁহাদেরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। এক কথায় বলা যায়, এই বাল্যকাল হইতেই তৎকালীন স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়কে তিনি অজ্ঞাতসারেই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। ব্যক্তিত্বশালী, খ্যাতিমান মানুষের সংস্পর্শে আসাকে তিনি আন্তরিকভাবেই উপভোগ করিতেন। ১৯৩১ সালে স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর হইতে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বাল্যকালের এই জীবন ছিল মোটামুটি একটি নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আবদ্ধ। প্রতিদিন প্রত্যূষে ঘুম হইতে উঠিয়া ফজরের নামায পড়িতে হইত। তাহার পর কিছু সময় কুরআন শরীফ পাঠ করিয়া স্কুলের পড়ার প্রস্তুতি চলিত। যদিও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম দশজনের মধ্যে তিনি থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহপাঠী ছিলেন তাহাদের মধ্যে সৈয়দ আলী আহসান সর্বাধিক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তবে গণিতে তিনি এক শতের মধ্যে এক শত পাইয়াছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করিয়া তিনি ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। কলেজ জীবনে প্রবেশ করিয়া সৈয়দ আলী আহসান নিজেকে যেন চিনিতে আরম্ভ করিলেন। ইতোমধ্যেই অর্থাৎ স্কুলের শেষ প্রান্তে তিনি সাহিত্য রচনায় হাত দিয়াছিলেন। স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁহার একটি ইংরেজি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। আজাদ পত্রিকায় তাঁহার দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একটির শিরোনাম 'হিন্দু-মুসলমান সমস্যা' এবং অন্যটির নাম ক্ষেত্র বলিয়া সচেতনভাবে বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই ফলে কলেজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তিনি নিজেকে জড়িত রাখিয়াছিলেন। তিনি কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদনাও করিয়াছিলেন। তিনি বিভিন্ন অধ্যাপকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। যেমন বাংলার অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ ও ইংরেজির অধ্যাপক পরিমল কুমার ঘোষ।

তিনি ১৯৪১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স ক্লাসে ভর্তি হন। তাঁহার সাবসিডিয়ারি বিষয় ছিল বাংলা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান। শৈশব কাল হইতেই সাহিত্যের প্রতি তাঁহার যেই আগ্রহ ছিল সেই আগ্রহই তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্য পাঠে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় তিনি একটি প্রবন্ধ কবি সত্যেন্দনাথ দত্তের নিকট পাঠাইয়া দেন। প্রবন্ধটি যথাসময় 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবি সুধীন দত্তের 'পরিচয়' পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই প্রবন্ধ তাঁহাকে রাতারাতি কাব্য সমালোচক হিসেবে স্বীকৃতি আনিয়া দিয়াছিল।

এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের হোস্টেলের একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পূজার্চনা বিধিকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধে। দাঙ্গায় নজির আহমদ নামে একজন ছাত্র মারা যায়। 'নজির আহমদ' নামক একটি স্মারক গ্রন্থ সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পুস্তকে প্রকাশের নিম্নরূপ বিবরণ আছে ঃ

"নজীর আহমদ। সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত। পাকিস্তান পাবলিকেশন্‌স হাউস। ১৯৪৪ শ্রী অরুণ মুখার্জী কর্তৃক ২০ নব ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রীট, আর্ট প্রেসে মুদ্রিত এবং ৮৪ নং ঝাউতলা রোড, কলিকাতা হইতে মি. এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত।"

পুস্তকে জসীম উদ্‌দীনের একটি কবিতা, সৈয়দ সাজ্জাদ হুসায়নের একটি প্রবন্ধ, সৈয়দ আলী আহসানের তিনটি প্রবন্ধ, বেনজীর আহমদের একটি প্রবন্ধ এবং আবদুর রাজ্জাকের একটি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছিল। সেই সঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান কৃত কুরআন শরীফের কয়েকটি আয়াতের কাব্যানুবাদও ছিল। অনুবাদের কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১. খুনে রাঙা পথে শহীদ হয়েছে যারা
আল্লাহ্‌র রাহে রুহ বিলায়েছে যারা
মৃত্যু তাদের আবে কাওসার আনিয়ে দিয়েছে হাতে,
মৃত্যু তাদের মৃত্যুই নয় জীবন এনেছে সাথে।

(অনূদিত পংক্তিগুলো আজিমপুর গোরস্থানে নজিরের সমাধিলিপিতে উৎকীর্ণ আছে)। নজির আহমদের হত্যাকাণ্ড সৈয়দ আলী আহসানকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। এই সময়ই পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ নামে যেই

সাহিত্য সংগঠন হইয়াছিল তিনি তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯৪৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়; স্থান ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হল মিলনায়তন। মূল বিবৃতি পাঠ করেন সৈয়দ আলী আহসান। তিনি ছিলেন ইহার সম্পাদক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় প্রথমদিকে তিনি ঢাকা শহরে, এমনকি কলকাতা কেন্দ্রিক যেই সকল রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্যিক আন্দোলন চলিতেছিল সেইগুলিকে যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যোগদানও করিতেন। তখন দৈনিক আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত পত্রিকায় তাঁহার লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হইত। মুসলিম ভাবধারার কাব্য চাহার দরবেশ ও সিরাজাম মুনিরা তখন প্রকাশিত হইয়াছিল।

এম. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্বেই তিনি ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পাশ করার পর চাকরির অন্বেষণে কলকাতায় যান এবং হুগলী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ইংরেজি প্রভাষক পদে যোগদান করেন। হুগলীতে কলেজে তিনি ইংরেজি পড়াইতেন এবং মাদ্রাসায় বাংলা পড়াইতেন। হুগলী কলেজেই ছাত্র হিসাবে তিনি ড. দীন মোহাম্মদকে পান। হুগলী কলেজে তাঁহাকে খুব বেশি দিন থাকিতে হয় নাই। হুগলী কলেজে কয়েক মাস চাকরি করার পরই অল ইন্ডিয়া রেডিও কলকাতা কেন্দ্রে অনুষ্ঠান সহকারী পদে তিনি চাকরি লাভ করেন। সময়টি ছিল ১৯৪৫ সাল। বেতারে চাকরি করার ফলে দেশের শিল্প, সাহিত্য তথা সমগ্র সাংস্কৃতিক জগতের প্রায় সকল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সৈয়দ আলী আহসানের পরিচয় ঘটিয়াছিল। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, শৈশবকাল হইতেই তিনি বিখ্যাত লোকের সংস্পর্শে আসিতে চেষ্টা করিতেন। মনে হয় এই সাহচর্য তিনি গভীরভাবে উপভোগ করিতেন। কেবল সাহচর্য লাভ নয়, অনেকের সঙ্গেই তাঁহার বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই ক্ষেত্রে কোন ভেদাভেদ ছিল না। হিন্দু-মুসলমান সকলের সঙ্গেই তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশিতে পারিয়াছিলেন। রেডিওতে চাকরি করার ফলে একদিকে যেমন মুসলমান কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতবর্গের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তেমনি প্রথিতযশা হিন্দু কবি, সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘটিয়াছিল। কলকাতা বেতার কেন্দ্রে কর্মরত অবস্থায় তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। এই সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অভিজ্ঞতা ছিল তৎকালীন ভারতবর্ষে বিপুল সংখ্যক জ্ঞানীগুণী, শিল্পী ও সাহিত্যিকের সংস্পর্শ লাভ। সেই কালের হিন্দু-মুসলমান সকল সাহিত্যিকের সঙ্গেই তিনি কর্মসূত্রে অর্থাৎ বেতারে কথিকা দেওয়ার জন্য সুসম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, যেমন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. কালিদাস নাগ। আবার শিল্পকলার ক্ষেত্রে যামিনী রায়ের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক হইয়াছিল। যামিনী রায় সম্পর্কে তিনি কেবল তাঁহার শিল্পকর্ম দেখিয়াই তাঁহাকে জানিয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার সম্পর্কে প্রফেসর শাহেদ সোহ্রাওয়ার্দীর নিকট তিনি পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যদিকে জয়নুল আবেদীন, সফী আহমদ ও আনোয়ারুল হক-এর সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মোটকথা কলকাতা বেতার কেন্দ্র তাঁহাকে সর্বভারতীয় শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল। পাকিস্তান হইবার কিছু দিন পূর্বেই তাঁহাকে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে বদলি করা হয়। ঢাকা বেতারে কর্মরত থাকাকালেই তিনি ও তাঁহার স্ত্রী প্রসিদ্ধ কামেল পীর গোলাম মুকতাদির সাহেবের নিকট নকশবন্দ তরীকায় বায়আত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গোলাম মুক্তাদির সাহেব সৈয়দ আলী আহসানের নানা সৈয়দ মোকাররম আলীর খলীফা ছিলেন। পাকিস্তান হইবার পর অনেক হিন্দু শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব দেখা দিয়াছিল। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন দেশের ভিতর ও বাহির হইতে উপযুক্ত শিক্ষক অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তদুপরি যেই সকল অধ্যাপক কথিকা দেওয়ার জন্য ঢাকা বেতারে আসিতেন তাঁহারা আলী আহসানের সঙ্গে কথাবার্তা প্রসঙ্গে অনেক সময়ই তাঁহাকে বলিতেন, আপনি কেন এই বেতারে পড়িয়া আছেন? অর্থাৎ বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহারা সৈয়দ আলী আহসানের মধ্যে শিক্ষকতা করার মনটিকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন। ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ড. নফিস আহমদ একদিন তাঁহাকে বলিয়াই ফেলিলেন, "আপনার আর এইখানে থাকার প্রয়োজন নাই। আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিয়া আসুন।" এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি ও পরিবেশ তাঁহাকে শিক্ষকতা জীবনে প্রবেশ করার জন্য প্ররোচিত করিতেছিল। কিন্তু তাঁহার সমস্যা ছিল। তিনি ছিলেন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে অনার্সসহ এম. এ. পাস। কিন্তু সাহিত্য চর্চায় তাঁহার খ্যাতি বাংলায়। এই সময় তাঁহার আওয়ার হেরিটেজ নামে ইংরেজি ভাষায় রচিত চার খলিফা ও ইমামদের জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্য হয়। এই গ্রন্থটি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট দখল থাকার কারণে অবশেষে ১৯৪৯ সালের শেষদিকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন। বাংলা বিভাগে শিক্ষক হিসাবে যোগদানের ফলে একদিকে পড়াশুনা করিবার প্রচুর সময় পাইতেন, অন্যদিকে তাঁহার নিজের সাহিত্য রচনার দ্বারও উন্মোচিত হইয়া যায়। তদুপরি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাঁহার পদচারণা শুরু হয়। শুধু শিক্ষকতা নয়, সমগ্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাঁহার পদচারণা শুরু হয়। এই সময়ে তিনি ঢাকা আর্ট সোসাইটি নামে একটি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত হন এবং আন্তর্জাতিক পি. ই. এন.-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ঢাকায় ইহার শাখা পাকিস্তান পি.ই. এন. গঠন করেন।

১৯৫৪ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসাবে তিনি যোগদান করেন। তখন করাচী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে। কর্মজীবনের একটি বিরাট সময় তিনি করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিবাহিত করেন (১৯৫৪ হইতে ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৭ বৎসর)। করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগকে কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশীদের একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়িয়া উঠিতেছিল এবং ক্রমান্বয়ে ইহার বিস্তার লাভ ঘটিয়াছিল। সৈয়দ আলী আহসান অল্প দিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিতজন উর্দূ সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে যতটা সহজে অনুধাবন করিতে পারে, উর্দূভাষীরা তাহা পারে না। শাহেদ সোহ্রাওয়ার্দীকে পি.ই.এন.-এর সভাপতি করিয়া তিনি নিজে হইলেন ইহার সাধারণ সম্পাদক। এই সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন উর্দূভাষী কবি-সাহিতিক ছিলেন। কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডম নামে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের শাখা পাকিস্তানে সংগঠিত হয়। ইহার সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত আইনজীবী এ. কে. ব্রোহী ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। এই সংগঠনটি পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে মানুষের বাক্ স্বাধীনতার পক্ষে সমগ্র বিশ্বে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার

ফলে সকল গণতান্ত্রিক দেশের প্রায় সকল বিখ্যাত পণ্ডিত, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, কবি এই সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হইয়াছিলেন। ভারতে এই সংগঠনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণান, জয়প্রকাশ নারায়ণ, অশোক মেহ্‌তা, মিনু মাসানী এবং আরও অনেকে। ইংল্যান্ডে তৎকালীন বিখ্যাত কবি স্টিফেন স্পেন্ডার এই সংস্থার একজন কর্মকর্তা ছিলেন এবং তিনি ইহার সহায়তায় এনকাউন্টার নামে বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন।

সৈয়দ আলী আহসান কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমের সহায়তায় করাচীতে ১৯৫৭ সালে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করেন। এই সেমিনারটির বিষয়বস্তু ছিল ইসলাম ইন দি মডার্ন ওয়ার্ল্ড। এই সম্মেলনে যাহারা অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই ছিলেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলাম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন কীথ ক্যালার্ড, ফন গ্রুনেবম, এ্যান ল্যামটন, নবীহ আমিন ফারিস, কস্টি জোরায়েফ, নিকোলাজিয়াদে, সাবরিহ উলগেনার এবং আরও অনেকে। এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ, যথা ইংল্যান্ড, কানাডা, তুরস্ক, লেবানন, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি হইতে ইসলামী বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকবৃন্দ যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনি পাকিস্তানের উভয় অংশ হইতেও অনেক অধ্যাপক, ইসলামী চিন্তাবিদ যোগদান করেন। পূর্ব পাকিস্তান হইতে অর্থাৎ বাংলাদেশ হইতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. সিরাজুল হক, ড. হাসান জামান, ড. এ. হালীম এবং আরও অনেকে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সম্মেলন সংগঠন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক ইসলামী চিন্তাবিদের সঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলি ভ্রমণ করার সুযোগ লাভ করেন। করাচী অবস্থানকালে তিনি প্রায় প্রতি বৎসর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন বিশ্বের অসংখ্য খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক ও ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে যেমন ছিলেন বহির্বিশ্বের অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ, তেমনি ছিলেন অনেক বিখ্যাত শিল্পী ও সাহিত্যিক। তাঁহার এই আন্তর্জাতিক পরিচয় তাঁহাকে একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করিয়াছিল। পরবর্তী কালে আন্তর্জাতিক নোবেল পুরস্কার কমিটি তাঁহাকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রদানের অন্যতম মনোনয়ন প্রদানকারী বিশেষজ্ঞ হিসাবে নির্বাচিত করে।

তিনি পাকিস্তান সরকারের অনুরোধে ১৯৬০ সালের ১৫ ডিসেম্বর বাংলা একাডেমীর পরিচালক হিসাবে যোগদান করেন। সৈয়দ আলী আহসান একাডেমীর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির সর্বাত্মক উদ্যোগ লইয়া কাজে ঝাঁপাইয়া পড়েন। যেই কাজের জন্য যিনি উপযুক্ত তাহাকে সেই কাজে তিনি নিযুক্ত করেন। এই বিষয়ে তাঁহার কোন দ্বিধা ছিল না। তাঁহার পরিচালনায় বাংলা একাডেমী একটি নূতন ও আধুনিক অবয়বে পরিস্ফুটিত হইয়াছিল। ডঃ শহীদুল্লাহ ছিলেন আদর্শ বাংলা অভিধানের প্রধান সম্পাদক। সৈয়দ আলী আহসান এই সময় ইসলামী বিশ্বকোষ রচনার প্রকল্প গ্রহণ করেন এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

এই প্রসঙ্গে বাংলা একাডেমীর ইতিহাস গ্রন্থে বলা হইয়াছে, "সৈয়দ আলী আহসানের কালে বাংলা একাডেমী কর্মমুখর ছিল, পরিচ্ছন্ন একটি রুচি পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, একাডেমীতে বিদগ্ধজনদের আনাগোনা খুব হয়েছিল।" বাংলা একাডেমীতে থাকাকালে তিনি যেই কর্মধারা প্রবর্তন করেন তাহা প্রায় একইরূপে বর্তমান রহিয়াছে।

বাংলা একাডেমীতে প্রায় সাত বৎসর কর্মরত থাকার পর পুনরায় তিনি শিক্ষকতায় ফিরিয়া গেলেন। এইবার তিনি সরাসরি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান হিসাবে নিয়োগ লাভ করিলেন এবং ১৯৬৭ সালের প্রথমদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তাঁহাকে অনবরত এক পেশা হইতে আরেক পেশা, এক জায়গা হইতে আরেক জায়গায় যাইতে হইয়াছে। ফলে তিনি সংসার জীবনকে তেমন করিয়া গুছাইয়া লইতে পারেন নাই।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও বাংলা বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগদান করার পর সৈয়দ আলী আহসান ডীন নির্বাচিত হইয়াছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন প্রারম্ভিক অবস্থা। বাংলা বিভাগেও অন্য কোন শিক্ষক নিয়োগ করা হয় নাই। সৈয়দ আলী আহসানের উপর প্রত্যক্ষভাবে বাংলা বিভাগ গড়িয়া তোলার দায়িত্ব পড়িল। পরোক্ষভাবে মল্লিক সাহেবের সহযোগী হিসাবে তাঁহার উপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তোলারও দায়িত্ব পড়িল। তখন উপাচার্য ছিলেন ড. এ. আর. মল্লিক এবং কলা অনুষদের প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান। প্রকৃতপক্ষে এই দুইজনই গড়িয়া তুলিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। তিন বৎসর অতিক্রান্ত না হইতেই আরম্ভ হইল মুক্তিযুদ্ধ।

চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হইতে শহীদ জিয়াউর রহমান যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন তখন সৈয়দ আলী আহসান সাহেব সপরিবার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অধ্যাপক সকলেই সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আগরতলায় পৌঁছাইয়া মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করিলেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করিয়া সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন এবং স্বাধীন বাংলা বেতার হইতে নিয়মিত 'ইসলামের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক কথিকা পাঠ করিতেন। এই কথিকা সেই সময় বাংলাদেশী মুসলমানদের মনে গভীরভাবে স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করার সাহস যোগাইয়াছিল। তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীছ হইতে উদ্ধৃতি দিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, পূর্বপাকিস্তানের (বাংলাদেশী) মুসলমানদের উপর পাকিস্তানী সৈন্যরা যে বর্বর অত্যাচার চালাইয়াছিল অনুরূপ কাজ একমাত্র কাফিররাই করে। অতএব তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইসলামের দৃষ্টিতে একান্তই যুক্তিসঙ্গত।

১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হইলে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং সরকার তাঁহাকে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত করিলেন। তাঁহাকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি করা হয়। সেই কমিটির সুপারিশ মতোই বর্তমান শিল্পকলা একাডেমী স্থাপন করা হয়। অন্যদিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য ঢাকায় পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত বাংলা উন্নয়ন বোর্ড নামে যে প্রতিষ্ঠানটি ছিল উহাকে বাংলা একাডেমীর সঙ্গে একত্র করার জন্য একটি কমিটি হয়। তাহারও সভাপতি হন সৈয়দ আলী আহসান। তাঁহার সুপারিশ মতোই উন্নয়ন বোর্ডকে বাংলা একাডেমীর সঙ্গে অঙ্গীভূত করিয়া একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান করা হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালেই সৈয়দ আলী আহসানকে সরকারের নানাবিধ কাজে সহযোগিতা করিতে হইতেছিল। শিল্পকলা একাডেমীর পরিকল্পনা, বাংলা একাডেমী ও উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বয় পরিকল্পনা তো ছিলই, তদুপরি সেই সমস্যাসংকুল দিনগুলিতে তাঁহার কাজের শেষ ছিল না। স্বাধীন বাংলাদেশের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল তিনি তাহার সদস্যও ছিলেন।

একই সঙ্গে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তোলার জন্য তাঁহাকে কাজ করিতে হইয়াছিল। ১৯৭২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে ইংল্যান্ডে কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যে সম্মেলন হইয়াছিল সেই সম্মেলনে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময় সরকার নন- ফরমাল এডুকেশন বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। ভারতের নাগপুরে বিশ্ব হিন্দী সম্মেলনে যোগদানের জন্য তিনি ভারতে যান। এই সম্মেলনে হিন্দী গবেষণা কর্মে বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হইতে হিন্দী ভাষায় বেশ কয়েকজন পণ্ডিতকে এই সম্মেলনে সম্মানিত করা হইয়াছিল। তিনিও ছিলেন তাঁহাদের একজন। তিনি হিন্দী ভাষায় সেইখানে বক্তৃতাও দিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বভার পালন করার পর যখন তাঁহার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মতানৈক্য ঘটিল তখন তিনি পুনরায় প্রশাসনিক কর্ম হইতে সরিয়া গিয়া শিক্ষকতায় ফিরিয়া গেলেন। ১ মার্চ, ১৯৭৫ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পদে যোগদান করিলেন। ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ তারিখে সরকার তাঁহাকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত করেন। ২৬ জুন, ১৯৭৭ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁহাকে মন্ত্রী পরিষদের সদস্য নিয়োগ করেন। শিক্ষা-সংস্কৃতি-ক্রীড়া ও ধর্ম-এই চারটি বিভাগের দায়িত্বভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। জুলাই মাসে তিনি জেনেভায় যান ইউনেস্কোর শিক্ষা বিষয়ক অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য। প্রত্যাবর্তনের পথে লন্ডন ও কেমব্রিজে অবস্থান করেন। এই বৎসরই তিনি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার, বিশেষ করিয়া পলিটেকনিক ও প্রকৌশল শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনে অগ্রসর হন। তাঁহার চেষ্টায় টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং লেদার টেকনোলজি ইন্সটিটিউটেরও শিক্ষার মান উন্নীত করা হয়। পলিটেকনিক ছাত্রদের উচ্চতর প্রকৌশল বিজ্ঞানের জন্য ঢাকার তেজগাঁ-এর পলিটেকনিক কলেজকে ডিগ্রী কলেজে রূপান্তরিত করা হয়।

মাদরাসা শিক্ষা ও উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা উভয়ের সমন্বয় সাধন করিয়া একটি একক শিক্ষাধারা প্রবর্তনের বিষয়ে শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন করেন। এই সম্মেলনের বিষয় ছিল তাঁহার ছোট ভাই সৈয়দ আলী আশরাফের আধুনিক শিক্ষাকে ইসলামীকরণ প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিরূপণ বিষয়ে। জিয়াউর রহমানের অনুরোধেই তিনি মন্ত্রিত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক মানসিকতার সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারেন নাই। তিনি ফিরিয়া গেলেন তাঁহার প্রিয় শিক্ষকতার পেশায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে ২৪ জুলাই, ১৯৭৮ সালে যোগদান করিলেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা তাঁহার জীবনের শেষ কর্মক্ষেত্র। এখান হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও তিনি কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীর পরীক্ষক অথবা বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করেন। আন্তর্জাতিক পি.ই.এন.-এর বাংলাদেশ শাখার সভাপতি হিসাবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিজেকে ব্যস্ত রাখিয়াছিলেন। আশির দশকে কবিদের লইয়া একটি সংগঠন করিয়াছিলেন যাহার নাম ছিল কবিতা কেন্দ্র। কবিতা কেন্দ্রের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলনেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আশির দশকের শেষপাদে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট মারাত্মক আকার ধারণ করে তখন সেশনজট সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। ১৯৯১ সালে উক্ত পদ হইতে পদত্যাগ করেন। তাঁহার ছোট ভাই সৈয়দ আলী আশরাফের ইনতিকালের পূর্বে তিনি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসাবে যোগ দেন (১০-৮-১৯৯৮)। শারীরিক অসুবিধার কারণে তিনি অক্টোবর ২০০০ সালে এই দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। তাঁহার নানামুখি অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮৫ সনে সৈয়দ আলী আহসান সম্বর্ধনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়াও বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক পদে নিয়োগ লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর ২০০২ সালের ২৬ জুলাই শেষ রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত লেখালেখির কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন।

পাকিস্তান আমলে তিনি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ 'পদ্মাবতী' রচনার জন্য দাউদ সাহিত্য পুরস্কার, কবিতার জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ২১শে পদক ও স্বাধীনতা পুরস্কার, ফরাসী রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ব্যতীত আরও অনেক পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা আশির অধিক প্রকাশিত এবং বহু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়। নিম্নে উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা দেওয়া গেলঃ

১৯৫৪ ঃ নজরুল ইসলাম (নজরুল কাব্যের পরিচয় ঃ প্রদর্শনী ও বিশ্লেষণ) ঃ সৈয়দ আলী আহসান। প্রকাশকাল ঃ ১৬ এপ্রিল ১৯৫৪, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১।

১৯৬৫ ঃ হুইটম্যানের কবিতা। সম্পাদনা ও অনুবাদ ঃ সৈয়দ আলী আহসান। প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৫।

১৯৬৮ ঃ উচ্চারণ। প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৬৮।

১৯৬৮ ঃ সোফোক্লিস ইডিপাস। সৈয়দ আলী আহসান কর্তৃক রূপান্তরিত। প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৬৯, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ঃ চৈত্র ১৩৯৬।

১৯৭৪ ঃ আমার প্রতিদিনের শব্দ। প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ ভাদ্র ১৩৮১, সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।

১৯৭৪ ঃ কাব্য সমগ্র। ভূমিকা ঃ ১-২২ পৃষ্ঠা। কাব্যগ্রন্থসমূহ ঃ অনেক আকাশ, একক সন্ধ্যায় বসন্ত, সহসা সচকিত, উচ্চারণ,আমার প্রতিদিনের শব্দ, ইকবালের কবিতা, আসরারে খুদী, প্রেমের কবিতা ঃ ইভানগল, হুইটম্যানের কবিতা (৩৭-৪৩২ পৃষ্ঠা), প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৮১, ডিসেম্বর ১৯৭৪।

১৯৭৬ ঃ আধুনিক জার্মান সাহিত্য (পি. ই. এন. সংকলন)। সম্পাদনা ও কবিতাংশের অনুবাদ ঃ সৈয়দ আলী আহসান।

১৯৮৪ ঃ চর্যাগীতিকা (বৌদ্ধ গান ও দোহা), প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, ফাল্গুন ১৩৯০।

১৯৮৫ ঃ চর্যাগীতি প্রসঙ্গ। প্রকাশকাল ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯২, ডিসেম্বর ১৯৮৫।

১৯৮৫ ঃ চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা। সংকলন ও ভূমিকা ঃ সৈয়দ আলী আশরাফ। প্রকাশকাল জুলাই ১৯৮৫।

১৯৮৫ ঃ সমুদ্রেই যাব। প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৮৫।

১৯৮৫ ঃ জিন্দাবাহারের গলি (উপন্যাস)। প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫।

১৯৮৫ ঃ কবিতার রূপকল্প। ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা। প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ ৫ পৌষ, ১৩৯২/২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৫।

১৯৮৬ ঃ প্রেম যেখানে সর্বস্ব। প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬।

১৯৮৮ ঃ নাহ্জুল বালাগা (হযরত আলীর বিবিধ ভাষণ)। সম্পাদনা ও অনুবাদ ঃ সৈয়দ আলী আহসান। প্রকাশকাল ঃ প্রথম সংস্করণ, ৬ পৌষ, ১৩৯৪, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮।

১৯৮৮ ঃ হে প্রভু আমি উপস্থিত। প্রকাশকাল ঃ প্রথম সংস্করণ মাঘ ১৩৯৪, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮।

১৯৮৯ ঃ স্রোতবাহী নদী (আত্মজীবনী ভিত্তিক উপন্যাস)। প্রকাশকাল ঃ ফাল্গুন ১৩৯৫, মার্চ ১৯৮৯।

১৯৯১ ঃ রবীন্দ্রনাথ ঃ কাব্য বিচারের ভূমিকা। প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ, কার্তিক ১৩৮১, নভেম্বর ১৯৭৪।

১৯৯২ ঃ বিল্‌হন ঃ চৌর-পঞ্চাশিকা। কাব্যানুবাদ ও ভূমিকা, সৈয়দ আলী আহসান। প্রকাশকাল ঃ ভাদ্র ১৩৯৯, আগস্ট ১৯৯২।

১৯৯৩ ঃ সরহপা ঃ দোহাকোষ-গীতি (আদি বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য)। গবেষণা, সম্পাদনা ও অনুবাদ ঃ সৈয়দ আলী আহসান। প্রকাশকাল ঃ অগ্রহায়ণ ১৪০০, ডিসেম্বর ১৯৯৩।

১৯৯৩ ঃ শিল্পবোধ ও শিল্প চৈতন্য। প্রকাশকাল প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৩, ভাদ্র ১৩৯০। নূতন সংশোধিত ও সংযোজিত সংস্করণ মে ১৯৯৩, জ্যৈষ্ঠ ১৪০০।

১৯৯৪ ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ আদিপর্ব (৮০০ খৃস্টাব্দ -১২০০ খৃস্টাব্দ)। প্রকাশকাল প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৪০১, এপ্রিল ১৯৯৪।

১৯৯৪ ঃ আমার সাক্ষ্য। প্রকাশকাল ঃ আষাঢ় ১৪০১, জুন ১৯৯৪।

১৯৯৫ ঃ আমার পছন্দ ঃ দেশ বিদেশের রান্না। প্রকাশকাল ঃ প্রথম সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৫।

১৯৯৬ ঃ আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ। প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারি ১৯৯৬।

১৯৯৭ ঃ কবি মধুসূদন ঃ কবিকৃতি ও কাব্যদর্শন। প্রকাশকাল ঃ পঞ্চম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭, জুন ১৯৯৭।

২০০০ ঃ আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ঃ প্রকাশকাল ঃ ১ ফেব্রুয়ারি ২০০০।

২০০১ ঃ কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা। প্রকাশকাল ঃ গতিধারা, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০১, ভাদ্র ১৪০৮। প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৭৫, ডিসেম্বর ১৯৬৮।

২০০১ ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ মধ্যযুগ। প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ২০০১।

২০০১ ঃ কথাবিচিত্র ঃ বিশ্বসাহিত্য। প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ একুশে বইমেলা ২০০১।

২০০১ ঃ আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ শব্দের অনুষঙ্গে। প্রকাশকাল ঃ প্রথম প্রকাশ ১ সেপ্টেম্বর ২০০১, ভাদ্র ১৪০৮।

২০০২ ঃ জীবনের শিলান্যাস, যখন বৃষ্টি নামলো, যে যার বৃত্তে। প্রথম প্রকাশ ঃ ঢাকা বইমেলা, ২০০২।

ফজলে রাব্বি

'আলী ইবরাহীম খান, খালীল (علی ابراهیم خان خلیل) ঃ নাওয়াব আমীনু'দ-দাওলা, 'আযীযু'ল-মালিক, খান বাহাদুর নাসি'র-ই জাং 'আলী ইবরাহীম খান। খালীল তাঁহার কবিনাম। তিনি মূলত পাটনার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ছিলেন মীর কা'সিম খান-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পরামর্শদাতা। ১৭৬০ খৃ. মীর কা'সিম খান যখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নওয়াব ও শাসনকর্তা নিযুক্ত হন তখন তিনি খালীলকে সেনাবাহিনীর হিসাবরক্ষক নিযুক্ত করেন এবং পরবর্তী কালে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেন। ১৭৬৩ খৃ. মীর কা'সিম খান যখন কয়েকবার পরাজিত হইয়া অযোধ্যার নওয়াব ওয়াযীর-এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন, 'আলী ইব্‌রাহীম খান তখন তাঁহার সহিত চলিয়া আসেন; কিন্তু মীর কা'সিম খান আশ্রয়ের আশায় রোহিলাখণ্ডের দিকে যাত্রা করিলে 'আলী ইব্‌রাহীম খান তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন।

১১৮৩/১৭৭০ সালে মুবারকু'দ-দাওলাঃ বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলে মুহা'ম্মাদ রিদা' খান-এর সুপারিশে 'আলী ইব্‌রাহীম খান বাংলার দীওয়ান (অর্থ সচিব) নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রায় সাত বৎসর পর ১১৯১/১৭৭৭ সালে মুহা'ম্মাদ রিদা' খানই তাঁহাকে উক্ত পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন। ইহার পর কিছু দিনের জন্য তিনি নির্জনবাস অবলম্বন করেন। ১৭৮১ খৃ. তাঁহাকে বানারসের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় এবং এইখানেই তিনি ১২০৮/১৭৯৪ সালে ইনতিকাল করেন।

প্রকৃতপক্ষে খালীল ছিলেন একজন ঐতিহাসিক ও জীবনীকার। Thomas William (Beale)-এর বর্ণনা মুতাবিক তিনি আটাশটি পাণ্ডুলিপি, কতিপয় অন্যান্য রচনা এবং উর্দূ ও ফার্সী কবিদের জীবনী গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচনাসম্ভারের যেইসব নমুনা অদ্যাবধি সংরক্ষিত রহিয়াছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় সেইগুলির বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

(১) গুলযার-ই ইব্‌রাহীম, তিন শত উর্দূ কবির জীবন-চরিত; ইহা ১১৯৮/১৭৮৪ সালে সম্পন্ন হয়। জে. বি. গিলক্রাইস্ট-এর নির্দেশে মীরযা 'আলী লুত'ফ ১২১২/১৭৯৭-৯৮ সালে ফার্সী হইতে (গুলশান-ই হিন্দ শিরোনামে) উর্দূতে উহার অনুবাদ করেন।

(২) সুহু'ফ-ই ইব্‌রাহীম, ফার্সী কবিদের বিশাল এক জীবন-চরিত গ্রন্থ (যাহাতে ফারসীর ৩২৭৮ জন কবির জীবন-চরিত স্থান পাইয়াছে)। গ্রন্থখানি রচনার কাজ ১২০৫/১৭৯০ সালে বেনারসে সম্পন্ন হয়।

(৩) খুলাস'াতু'ল-কা'লাম, ৭৮ জন মরমী কবির জীবন-চরিত; ইহা ১১৯৮/১৭৮৪ সালে রচিত হয়।

(৪) আহ'ওয়াল-ই জাঙ্গ-ই মারহাটাহ, সেই সকল যুদ্ধের ইতিহাস যেইগুলি হিন্দুস্তানের মারাঠাগণ ১১৭১/১৭৫৭ ও ১১৯৯/১৭৮৪ সালের মধ্যবর্তী কালে করিয়াছিল। ইহাতে বিশেষ করিয়া বিশ্বাসরাও তৈমূরী সিংহাসন দখল করিবার জন্য যেই সকল প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। এই ইতিহাস গ্রন্থটি রচনার কাজ বেনারসে ১২০১/১৭৮৬-৮৭ সালে সম্পন্ন হয়। মেজর এ. আর. ফুলার ইহার ইংরাজী অনুবাদ করেন এবং সায়্যিদ মুহা'ম্মাদ মাহদী তা'বাত'বা'ঈ তাওয়ারীখ-ই মারহাটাহ ওয়া আহ'মাদ শাহ্ আবদালী (تواریخ مرهته واحمد شاه ابدالی) শিরোনামে ১২০৯/১৮৯৪-৯৫ সালে ইহার উর্দূ অনুবাদ করিয়া সেই বৎসরই প্রকাশ করেন।

(৫) লন্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে একখানি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে যাহাতে কোন সন-তারিখ লিপিবদ্ধ নাই। 'আলী ইব্‌রাহীম খান বানারসে যেই সকল ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-কানুন অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার বিশদ বিবরণ ইহাতে দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) C. E. Buckland, Dictionary of Indian Biography, লন্ডন ১৯০৬ খৃ., পৃ. ১০; (২) T. W. Beale, An Oriental Biographical Dictionary, লন্ডন

১৮৯৪ খৃ.; (৩) মুহাম্মাদ জা'ফার হুসায়ন স'বা, রোয-ই রাওশান, ভূপাল ১২৯৭/১৮৭৯, পৃ. ২০২, ২০৩; (৪) C. A. Storey, Persian Literature, লন্ডন ১৯৩৯-১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৭৬১, ৮৭৭, ১৩৩৮; (৫) গুলাম হুসায়ন খান তাবাতাবাঈ, সিয়ারুল-মুতাআখ্খিরীন, লক্ষ্ণৌ ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ১১, ১৭২; (৬) V. A. Smith, Early History of India, অক্সফোর্ড ১৯২৪ খৃ., পৃ. ৫০৩; (৭) A. S. Sprenger, A catalogue of the Arabic Persian and Hindustani manuscripts of the libraries of the King of Oudh, কলিকাতা ১৮৫৪ খৃ., পৃ. ১৮০, ১৯৪; (৮) C. Rieu, Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, লন্ডন ১৮৭৯ খৃ., ১খ., ৩২৮ক, ৩খ, ১৮৮৩ খৃ., পৃ. ৪০৫; পরিশিষ্ট ১৮৯৫, পৃ. ১০৩৩ খ.; (৯) Benares Gazetteer, কলিকাতা ১৯০৯ খৃ.; (১০) মাওলাবী 'আবদুল-মুকতাদির, Catalogue of the Arabic and Persian manuscripts in the Oriental Public Library, বাঁকীপুর ১৯০৮ খৃ., ৮খ., ৭০৪ ৭০৫, ৭০৭, ৭০৮; (১১) E. Sachau ও H. Ethe, Catalogue of the Persian Manuscripts in the Boldleian Library, অক্সফোর্ড ১৮৯০ খৃ., পৃ. ৩৮৯-৯০; (১২) E. G. Browne, A Supplementary hand list of the Muhammadan Manuscripts, কেমব্রিজ ১৯২২ খৃ., পৃ. ১০৮৪; (১৩) Bibliotheca Lindesiana, Handlist of Oriental Manuscripts, Arabic, Persian and Turkish, এবার্ডীন ১৮৯৮ খৃ., পৃ. ১৭৭; (১৪) Heemann Ethe, Catalogue of Persian manuscripts in the India Office Library, অক্সফোর্ড ১৯০৩ খৃ., ১খ., ১৯২; (১৫) N. Bland, On the earliest Persian Biography of Poets, (R. A. S.-এ), ১৯৪৮ খৃ., ৯খ., ৬৪-১৫৮; (১৬) K. Ivanow, Ist. Supplement, পৃ. ৭৬৮।

মুহাম্মাদ বাকির (দা.মা.ই.)/ ডঃ আবদুল জলীল

'আলী ইমাম, স্যার সায়্যিদ (علی امام سر سید) ঃ ১৮৬৯-১৯৩২, ভারতীয় মুসলিম নেতা। সায়্যিদ হা'সান ইমামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পাটনার নিকটস্থ নেওরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পাটনা কলেজে শিক্ষালাভ করেন। বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হইয়া আসেন (১৮৯০)। অমৃতসরে মুসলিম লীগের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন (১৯১০)। কিছুকাল পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯১৭) ও হায়দরাবাদের নিজামের শাসন-পরিষদের সভাপতি ছিলেন। নিজামের দূতরূপে ইংল্যান্ডে গমন করেন (১৯২৩)। সাবেক জাতিপুঞ্জের ভারতীয় প্রতিনিধি, আলীগড় কলেজের ট্রাস্টী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। দীর্ঘকাল বড় লাটের শাসন পরিষদের অতিরিক্ত সদস্যরূপে কাজ করেন। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন (১৯৩১)। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ পৃথক হইবার (১৯৩৬) মূলে তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৪৭

'আলী য়ামানী (علی یمنی) ঃ (র) মুবাল্লিগ ও মুজাহিদ। হযরত শাহজালাল (র)-এর সঙ্গীয় তিন শত ষাট আওলিয়ার অন্যতম। য়ামানের শাহ্যাদা বলিয়া কথিত। এই সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী জানা যায়। হযরত শাহজালাল (র) মুসলিম বাংলায় আগমনের পূর্বে মক্কা শরীফ হইতে শেষবারের মত জন্মস্থান য়ামান সফর করেন। তাঁহার জনপ্রিয়তাদৃষ্টে ইয়ামানের তৎকালীন শাসক (নাম জানা যায় না) দরবেশকে পরীক্ষা করার লক্ষ্যে বিষমিশ্রিত শরবত দিয়া আপ্যায়ন করেন। দরবেশ বিসমিল্লাহ বলিয়া

শরবত পান করিলেন। ইহাতে তাহার কোনই ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু (বিষমিশ্রিত শরবত পান করিয়া?) য়ামান বাদশাহের মৃত্যু হইল। ইহা আল্লাহরই ইচ্ছায় হইয়াছে। শাহযাদা আলী (র) রাজ্য শাসনের মোহ ত্যাগ করিয়া দরবেশের সাথী হইতে চাহিলেন। কিন্তু প্রথমত দরবেশ তাহাতে রাজী হইলেন না। শাহযাদার বারবার অনুরোধ উপেক্ষা করা গেল না। অবশেষে শাহজালাল (র) তাহাতে সায় দিলেন। দরবেশের সঙ্গে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করিতে করিতে তিনিও সিলেটের জিহাদে অংশগ্রহণ করিলেন (১৩০৩ খৃ.)। সিলেটে ইসলামী শাসন কায়েম হইল। অতঃপর এখানেই তিনি ইসলাম প্রচার করাকালে ইনতিকাল করেন। হযরত শাহজালাল (র)-এর মাযারের পূর্ব পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়। নিম্নের চিত্রে স্থানটি প্রদর্শিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নাসির উদ্দীন হায়দার, সুহেল-ই য়ামান (ফার্সী), সিলেট ১৮৬০, উদ্ধৃত দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। (২) হযরত শাহজালাল (র) দলিল ও ভাষ্য, ইফাবা, ঢাকা ২য়, সং ২০০৪ খৃ.; মুহাম্মদ মুবাশ্বির আলী চৌধুরী, তারীখে জালালী (উর্দূ অনুবাদ), বঙ্গানুবাদ মোস্তাক আহমদ দীন, তারিখে জালালি, ঢাকা, ২০০৩ খৃ.; (৩) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহ জালাল (র), ইফাবা, ঢাকা ১৯৯৫ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, জালালাবাদের কথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯৭ খৃ.।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

'আলী ইলাহী (علی الهی) ঃ ['আলী (রা)-কে খোদায়ী শক্তি আরোপকারিগণ] শী'আ চরম মতবাদ হইতে উৎপন্ন এবং ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় ও অস্পষ্ট পদবী (দ্র.) গুলাত। পারস্য ও কুর্দিস্তানে প্রধানত আহ্‌ল-ই-হাক্ (দ্র.) এবং কি'যিল্‌বাশ (দ্র.) এই নামে পরিচিত। কিন্তু কোন কোন সময় সারলিয়া [Soarli (দ্র.)], শাববাক [Shabbak (দ্র.)] প্রভৃতি ছোট ছোট সম্প্রদায়কেও এই নামে উল্লেখ করা হয়।

ED. (E.I.[2]) / মুহাম্মদ সিরাজুল হক

'আলী ওয়াসি' (দ্র. ওয়াসি' 'আলীসি)

'আলী কদম (علی قدم) ঃ ১৫শ শতকের মগ রাজার রাজধানী; চট্টগ্রাম জেলা, কক্সবাজারের ৫২ মা. দ. পূ. অবস্থিত; স্থল ও পানিপথে চিরিংগা হইয়া যাওয়া যায়। এখানকার ভূগর্ভস্থ গর্ত রোমাঞ্চকর।

বাংলা বিশ্বকোষ ১খ., ২৪৭

আলী কদম ঃ ইহা বান্দরবান পার্বত্য জেলার অধীন ৮৮৫.৭৮ বর্গ কি.মি. আয়তনবিশিষ্ট একটি উপজেলা। আলী কদম চট্টগ্রাম শহর হইতে ১৫০ কি. মি. দক্ষিণে এবং চকরিয়া উপজেলা হইতে ৫০ কি. মি. পূর্বে অবস্থিত। এই উপজেলার উপর দিয়া বাকখালী নামক মাতামুহুরী নদীর একটি শাখা প্রবাহিত হইয়াছে। ২টি ইউনিয়ন ও ১০৪টি গ্রাম লইয়া ইহা গঠিত। এই উপজেলার সর্বত্র বৃক্ষ ও লতাগুল্ম আচ্ছাদিত ছোট-বড় বিপুল সংখ্যক পাহাড় বিদ্যমান। এই পাহাড়ের কোলে বাস করে বাংলাদেশী ও আদিবাসী পাহাড়ী জনগোষ্ঠী। ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে লামা ও নাইক্ষংছড়ি উপজেলার কিছু এলাকা লইয়া আলী কদম নামে নূতন একটি প্রশাসনিক থানা সৃষ্টি হয় যাহা ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে উপজেলায় রূপান্তরিত হয়।

নবম শতাব্দীতে আলী কদমসহ দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তর অংশ আরাকান রাজার শাসনাধীন ছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলার তৎকালীন সুলতান জালাল উদ্দীন ও খোদাবখ্‌শ বংশ অস্থায়ীভাবে আলী কদমে তাহাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করিলে আরাকানীদের শাসন বাধাগ্রস্ত হয়। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মুগলরা উক্ত অঞ্চল জয় করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিলে স্থায়ীভাবে আরাকান শাসনের অবসান ঘটে। আরাকানীদের নিয়োজিত শেষ শাসক কংহা প্রু মুগল শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং সপরিবার পার্বত্য এলাকা ত্যাগ করেন (বাংলাপিডিয়া, ১খ., পৃ. ২৮৩)।
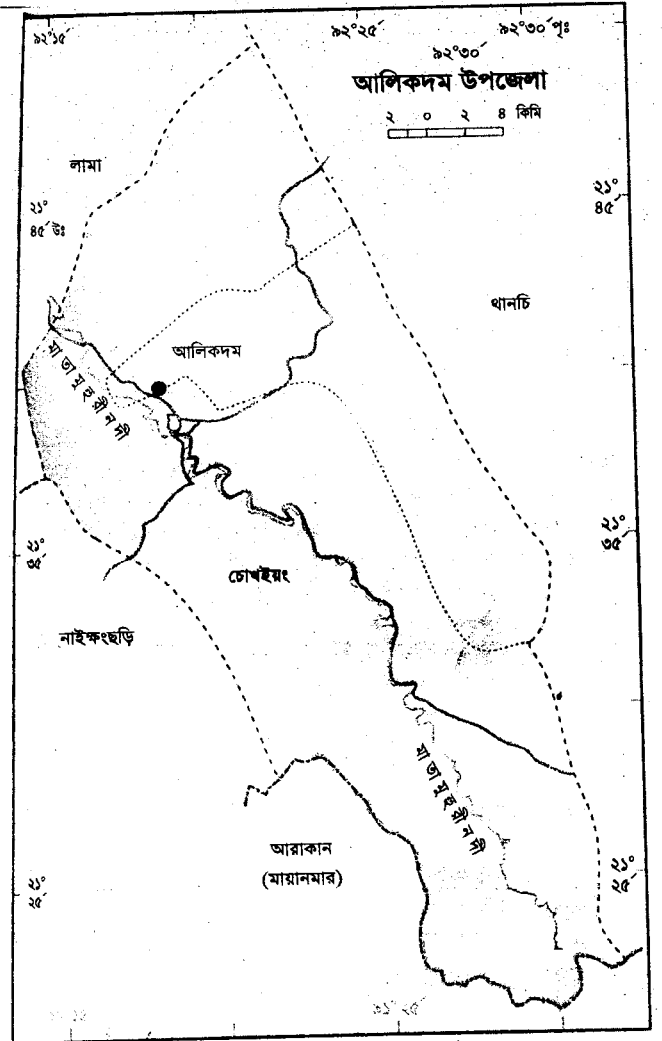
আলী কদম উপজেলার জনসংখ্যা ২,৪৭,৮৮২ জন, তন্মধ্যে মুসলমান ৪৯.৯৬%, বৌদ্ধ ৪১%, খৃষ্টান ৪.৮৮, হিন্দু ৩.৪৩% ও অন্যান্য ০.৭৩%। এই উপজেলার জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি এবং প্রধান কৃষি ফসলের মধ্যে রহিয়াছে ধান, বেত, বাঁশ, শন, তামাক, আদা, কলা, পেঁপে ও শাক-সবজি। উপজেলা সদরে একটি সরকারী বালক বিদ্যালয়, একটি সরকারী বালিকা বিদ্যালয়, একটি সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও একটি সেনা ছাউনি রহিয়াছে। ইসলামি ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী বর্তমানে আলী কদম উপজেলায় মসজিদের সংখ্যা ২৭টি এবং পাঠাগারের কার্যক্রম চলিতেছে ১৭টি মসজিদে।

এই উপজেলায় সরকারী অনুদান প্রাপ্ত মাধ্যমিক স্তরের একটি মাদরাসা রহিয়াছে, যাহার নাম আলী কদম ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসা। ইহা ছাড়া দুইটি মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কওমী মাদরাসা রহিয়াছে। এইগুলি হইতেছে ১. ফয়জুল উলূম মাদরাসা ও ২. রেপারপাড়া দারুল উলূম ইসলামিয়া মাদরাসা। ইসলামি ফাউন্ডেশন, বান্দরবান জেলা কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় এই উপজেলায় দুইটি নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রহিয়াছে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামের সংখ্যা হইতেছে ১৮ জন। আলী কদম উপজেলায় সুস্থ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিদ্যমান। প্রতি বৎসর শুষ্ক মওসুমে আলী কদম উপজেলা শহরে ও শহরতলীতে বেশ কয়েকটি বিরাট আকারে ইসলামী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে মুসলমান ছাড়াও আদিবাসী পাহাড়িগণ শ্রোতা হিসাবে যোগ দেন।

আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন

আলীকানতী (Alicante) ঃ পূর্ব স্পেনের একটি প্রদেশ এবং উহার রাজধানীর নাম। আয়তন, ২, ২৬৪ ব. মা.; জনসংখ্যা ৬,০৭ ৫৬২। রাজধানী আলীকানতী। উত্তরাঞ্চল পর্বতময়, উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চল উর্বর। উপকূলভাগ উত্তর. দিকে পর্বতময় ও মনোরম, দক্ষিণ. দিকে নিম্ন বালুকাময় ও লবণপ্রসূত উপহ্রদবিশিষ্ট। সেগুরা নদী দ্বারা বিধৌত, কয়েকটি ক্ষুদ্র নদী দ্বারা সেচকার্য চলে। বৃষ্টিপাত সামান্য, আবহাওয়া শীতকালে মনোরম। এই কারণে ইহা শীতকালীন প্রমোদ কেন্দ্র, বিশেষত গ্রীষ্মে অত্যন্ত গরম।

খ, নগর, (জনসংখ্যা, ১,২৭,৯৬৭) আলীকানতী প্রদেশের রাজধানী। পোতাশ্রয় ও বন্দর; মদ, বাদাম, খাদ্যশস্য, জলপাই। এইখানে তৈল শোধনাগার, তামাকের কারখানা, ধাতব ও রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা, সিমেন্ট, বস্ত্র, মৃৎ পাত্রাদি, পাদুকা, সাবান, তৈল, ফল, এস্পারটো ঘাস রফতানী হয়। তৈল ও মিছরির কারখানা বিদ্যমান। বিমান বন্দর বর্তমান ; মূর (মুসলিম) অধিকারে ছিল (৭ম/১৩শ শতক), মূরদের নিকট হইতে খৃস্টান অধিকারে আসার (আনু. ১২৫০) পর হইতে বহুবার যুদ্ধবিগ্রহে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ক্যাসটীল ও আরাগণের মধ্যে যুদ্ধের পরিশেষে ১৩09 সনে নগরটি আরাগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ ১খ., ২৪৭

'আলী খান (দ্র. মাহদী খান)

'আলী খান, মির্যা সায়্যিদ (علی خان مرزا سید) ঃ ইব্ন 'আহ্'মাদ ইব্ন মুহা'ম্মাদ মাসূম ইব্ন ইবরাহীম স'াদ্রুদ-দীন (আল-হ'াসানী) আল-হু'সায়নী (আলমাক্কী) আল-মাদানী (আশ্-শীরাযী)। একাধিক জীবনী গ্রন্থ ও একখানা ভ্রমণ বৃত্তান্ত-রচয়িতা, ১৫ জুমাদাল-উলা, ১০৫২/১২ আগস্ট, ১৬৪২ সনে পবিত্র মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গি'য়াছুদ-দীন শীরাযীর বংশধর ছিলেন। তাঁহার পিতা মির্যা আহ্'মাদ সুলতান ১০৫৫/১৬৪৪ সন হইতে 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহা'ম্মাদ কু'ত'ব শাহ্-এর অধীনে চাকুরীরত ছিলেন, সেই সময় যুবক সায়্যিদ 'আলী খান ১০৬৬/১৬৫৬ সনে হায়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্য) পিতার নিকট পৌছেন। তথায় তিনি বিভিন্ন বিদ্যা ও শিল্পে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বাদশাহ 'আব্দুল্লাহ্-র ইনতিকালের এক বৎসর পর ১০৮৩/১৬৭২ সনে তাঁহার পিতাও মারা যান। তিনি দেখিলেন, 'আব্দুল্লাহ্-র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আবুল্-হ'াসান কোনও কারণে তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। তাই তিনি সম্রাট আওরঙ্গযেব-এর দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সম্রাট তাঁহাকে খান (خان) উপাধিতে ভূষিত করত বুরহানপুর অঞ্চলের দীওয়ান নিযুক্ত করিলেন। আনুমানিক ৪৮ বৎসর ভারতীয় উপমহাদেশে অবস্থান করিবার পর সায়্যিদ 'আলী খান ১১১৩ হিজরীতে পবিত্র হ'জ্জ পালন করিতে যান এবং ১১১৬ হিরীতে হ'জ্জ সমাপনের পর পবিত্র মক্কা হইতে নাজ্দ হইয়া বাগদাদ, নাজাফ ও কারবালা যিয়ারাত করত ইস্ফাহানে এবং তথা হইতে মাশ্হাদে পৌছেন। তিনি মাশ্হাদে থাকিয়া যাইতে চাহিলেও সেখানকার আবহাওয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল না হওয়ায় ইস্ফাহানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শাহ্ সুল্তান হু'সায়ন সাফাবী-র অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। সুলতানের অধীনে চাকুরী তাঁহার ভাল না লাগায় কিছু দিন পর তিনি শীরাযে গিয়া মাদ্রাসা-ই মান্সূরিয়্যা-তে শিক্ষকতা করিতে থাকেন এবং সেখানেই যু'ল্-হি'জ্জা ১১১৮/ফেব্রুয়ারী অথবা মার্চ ১৭০৭ সনে ইনতিকাল করেন (ফারস নামাহ্)।

সায়্যিদ 'আলী খান ১০০৭৪/১৬৬৩ সনে 'সুল্ওয়াতু'ল-গ'ারীব ওয়া উস্ওয়াতুল-আরীব' নামে একখানা ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেন। উহাতে তিনি প্রথমবার পবিত্র মক্কা হইতে তাঁহার হায়দরাবাদ ভ্রমণের ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। সায়্যিদ 'আলী খানের খ্যাতির প্রধান কারণ হইতেছে তৎকর্তৃক একাদশ হি. শতকের 'আরব কবিদের জীবনী রচনা। ১০৮২ হিজরীতে রচিত সালাফাতু'ল-'আস'র ফী মাহা'সিনি আ'য়ানিল-'আস'র নামক উক্ত গ্রন্থ (কায়রো ১৩২৪ ও ১৩৩৪ হি.) প্রকৃতপক্ষে আল-খাফাজী কর্তৃক রচিত রায়হ'ানা গ্রন্থের সম্পূরক গ্রন্থ। তিনি তাঁহার আন্ওয়ারুর-রাবী' ফী আনওয়া'ইল-বাদী' গ্রন্থে স্বীয় বাদীইয়্যা গ্রন্থের ব্যাখ্যা দান করিবার পর শেষদিকে 'ইল্মুল্-বাদী' (অলংকারশাস্ত্র)-এর কয়েকজন বিদ্বান ব্যক্তির জীবনীও সংযোজন করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের একখানা অনুলিপি, যাহা মীর 'আব্দুল-জালীল বিলগিরামী-র (মৃ. ১১৩৮ হি.) জন্য লিখিত হইয়াছিল, লাহোরের একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। অনুলিপিখানায় মীর 'আব্দুল-জালীলের একমাত্র পুত্র মীর মুহা'ম্মাদ ও পৌত্র মীর যূসুফ-এর নাম অংকিত রহিয়াছে। উহার আর একখানা সুন্দর হস্তলিপিযুক্ত উৎকৃষ্ট অনুলিপি এলাহাবাদের পাবলিক গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে (সায়্যিদ মাক্'বূল আহ্'মাদ সা'মদানী, হ'ায়াত-ই জালীল, এলাহাবাদ ১৯২৯ খৃ., ১খ., ১৫১, টীকা ১)। সায়্যিদ 'আলী খান বিভিন্ন পুস্তিকা ও আরবী কাব্য দীওয়ান ব্যতীত ১০০৩/১৬৮২ সনে ইমামী শী'আ নেতাদের একখানা জীবনী সংকলনও রচনা করিয়াছেন। ফারস-নামাহ্ গ্রন্থে সায়্যিদ 'আলী খান কর্তৃক রচিত সর্বমোট আঠারখানা গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। একখানা গ্রন্থের নাম হইতেছে 'দারাজাত-ই রাফী'আ দারত'াবাক'াত-ই শী'আ (Brockelmann, ২খ, ৬২৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হ'াসান ফিসাঈ, ফারস নামাহ্-ই নাসি'রী, তেহ্রান ১৩১৩ হি., ২খ., পৃ. ৮৫ প.; (সায়্যিদ 'আলী খান, ফারসনামাহ্ গ্রন্থের লেখকের ভ্রাতা); (২) রাওদ'াতু'ল-জান্নাত, পৃ. ৪১২; (৩) হ'াদীক'াতুল-'আলাম, হায়দ্রাবাদ ১২৬৬ হি., ১খ., ৩৬৩-৩৬৫; (৪) Rieu, Supplement, সংখ্যা ৯৯০; (৫) Brockelmann. ২খ., ৬২৭, পরিশিষ্ট, ২খ., ৫৫৪ প. (উক্ত গ্রন্থে এতদ্সম্পর্কিত অন্যান্য গ্রন্থের নামও উল্লিখিত হইয়াছে)।

C. Brockelmann ও সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/মু. মাজহারুল হক

আলীগড় ঃ উত্তর প্রদেশের (ভূতপূর্ব যুক্তপ্রদেশ) মীরাট বিভাগের একটি শহর (২৭° ৫৩' পূর্ব) এবং একটি জেলা। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে জেলাটিতে (১৯৪৬ বর্গমাইল-৫০২৪ বর্গ কিলোমিটার) ২১,১৩,৭৪৭ জন এবং শহরটিতে ২,৫৪,০০৮ জন অধিবাসী ছিল। ১৯৪১ খৃ. জেলাটিতে ১,৮৬ ৩৪১ জন ও শহরটিতে ৫১, ৭১২ জন মুসলিম ছিল। শহরটি প্রথমে কোইল (Koil), কোল (Kol) নামে অভিহিত হইত। যখন ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত দুর্গটি নাজাফ খান ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে পুনর্দখল করেন তখন ইহাকে আলীগড় (উঁচু দুর্গ) নামে নামকরণ করা হয়। পূর্বে ইহাকে রামগড় বলা হইত, কখনও কখনও জনৈক ছাবিত খানের নামানুসারে ছাবিত গড় বলা হইত। কখনও ইহাকে মুহাম্মাদ গড়ও বলা হইত।

কইল একটি প্রাচীন শহর। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইহা কুতুবুদ-দীন আয়বাক দখল করিয়াছিলেন এবং বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের (আনুমানিক ১২৭০ খৃ.) জায়গীর হিসাবে সচরাচর দিল্লীর অধীনে ছিল। ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দে ইহা জৌনপুর হইতে শাসিত হইত এবং ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে কিছু সময়ের জন্য ইহা স্বাধীন ছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়া (Sindia) পরিবারের মারাঠাগণ ইহা দখল করিয়া নেয়; কিন্তু ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা লর্ড লেইক (Lake) কর্তৃক বিতাড়িত হয়। মুসলিম লেখকগণ, যথা ঃ ইব্ন বাতৃতা (৪খ., ৬) ইহার বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন।

আধুনিক আলীগড় ইহার মর্যাদার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ঋণী। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে (স্যার) সায়্যিদ আহ্মাদ খান (দ্র.) মোটামুটি ইংরাজী স্কুলের অনুসরণের প্রচলিত বালকদের একটি বিদ্যালয়ের জন্য তহবিল সংগ্রহ করিতে শুরু করেন। কিছু হিন্দুও ইহাতে চাঁদা প্রদান করে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উচ্চ বিদ্যালয়টি চালু হয় এবং তিন বৎসর পর ইহা একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। অতঃপর উচ্চ বিদ্যালয় ও Muhammadan Anglo Oriental College-এই দুইটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠে। স্যার সায়্যিদ আহ্মাদ তাঁহার জীবদ্দশায় ইহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজের হাতে রখিয়াছিলেন এবং প্রথম দিকে প্রিন্সিপালদের নিকট হইতে উত্তম সহযোগিতা লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে Thomas Beck ও (Sir) Theodore Morison—এই দুইজন প্রিন্সিপালের নাম উল্লেখ করা যায়। ইহার ব্যয়ভার সর্বদাই একটি সমস্যা ছিল। সনাতন ইসলামী শিক্ষার বরখেলাফ হওয়ায় তাঁহাকে যথেষ্ট বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। কলেজটিতে প্রবেশ শুধু মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ছিল না এবং ধর্মীয় বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয় শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী ছিল। প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর ইহার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি মুসলমান ওসী (Trustee) পরিষদের উপর ন্যস্ত হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে স্কুলে ৩৫৩ জন ও কলেজে ২৬৯ জন ছাত্র ছিল এবং আইনের ছাত্র ছিল ৩৬ জন। তাহাদের মধ্যে মোট ৭৬ জন হিন্দু ছাত্র ছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মোট আটজন য়ূরোপীয় শিক্ষক ছিলেন এবং পরবর্তী কয়েক বৎসর যাবৎ 'আরবী ভাষার অধ্যাপকও ছিলেন একজন য়ূরোপীয়। ইহার পর অভারতীয় শিক্ষকদের সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলেজটিকে একটি বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তরিত করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুই বৎসরের পাঠ্যক্রমের (course) জন্য একটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ স্থাপন করা হয়। সেই সময় অসহযোগ আন্দোলন যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি করে। ফলে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (জামি'আ মিল্লিয়া) স্থাপিত হয়। এই আন্দোলন দুই বৎসরের মত স্থায়ী ছিল এবং নামমাত্র আরও কিছু সময় ধরিয়া ইহার জের চলে। তবে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্রের (তিব্ব) শিক্ষকগণেরও আবির্ভাব হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত হয় এবং কয়েকটি নূতন ল্যাবরেটরী স্থাপিত হয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ইউনানী চিকিৎসা কলেজ চালু করা হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কারিগরী ও বৈদ্যুতিক প্রকৌশলের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। একই বৎসর একটি ইউনানী চিকিৎসালয়ও স্থাপিত হয়। সেই বৎসর ছাত্রীদেরকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং পরবর্তীতে তাহাদের জন্য আরও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে একটি কৃষি কলেজ স্থাপিত হয়। অধ্যাপকদিগকে চারিটি অনুষদে বিভক্ত করা হয়; যথাঃ কলা, বিজ্ঞান, প্রকৌশল কারিগরী এবং ধর্মতত্ত্ব। ভারত হইতে পাকিস্তানের বিচ্ছেদ (১৯৪৭ খৃ.) বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। বহু শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন এবং তাঁহাদের শূন্য পদগুলিতে নূতন লোক নিয়োগ করা হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টির অস্তিত্ব টিকিয়া যায় এবং উন্নতি করিতে থাকে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় সকল শ্রেণীর জ্ঞানপিপাসুদের জন্য শিক্ষার পথ উন্মোচনে ইসলামী আদর্শ সর্বদা কায়েম রাখিয়াছে। ১৯৪৬-৭ খৃষ্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৮৯৬ জন ছাত্র ছিল; তন্মধ্যে ৭৭৫ জন গ্রাজুয়েট ছাত্র। কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও প্রকৌশল অনুষদ ৫০১ জন ছাত্রকে ১ম ডিগ্রী (Bachelore's degree) দেওয়া হয়। পরবর্তী বৎসরে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪২৮৫, ১১৮৬ ও ৩৬৫।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Imperial Gazetteer of India, ৫খ., ২০৮-১৯; (২) Th. Morison, History of the Mehammaden Anglo-Oriental College, Aligarh, এলাহাবাদ ১৯০৩ খৃ., RMM, ১খ., ৩৮০ পৃ.-এ সংক্ষেপে উল্লিখিত (বিস্তারিত দ্র. পরবর্তী নিবন্ধে)।

A. S. Tritton (E.I.[2])/আফিয়া খাতুন

সংযোজন

আলীগড় (علی گڑھ) ঃ আলীগড়, ভারতে উত্তর প্রদেশের মীরাট বিভাগের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত একটি জেলা। ইহার ভৌগোলিক অবস্থান ২৮°১৫ উত্তর ও ৭৭.২৯ ও ৭৮°৬৮ পূর্ব-এর মধ্যে অবস্থিত। ইহার আয়তন ১৯৪৬ বর্গমাইল বা ৫,০২৪ বর্গ কিলোমিটার। সীমানা ঃ উত্তরে বুলান্দ শাহর জেলা, পূর্বে ইটার এবং পশ্চিম ও দক্ষিণে মথুরা, যাহা হিন্দু ধর্মের একটি বিশিষ্ট তীর্থস্থল ও পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। যমুনা উত্তর-পশ্চিম কোণকে পাঞ্জাব জেলার বড়গাঁও হইতে এবং গঙ্গা উত্তর-পূর্ব কোণকে বদাউন হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। বিশাল এই নদীগুলির বিস্তীর্ণ তীর ঘেঁষিয়া বিশাল নিম্ন-জমি লক্ষ্য করা যায়। গঙ্গার তীরবর্তী এলাকা উর্বর, সেখানে ইক্ষু উৎপন্ন হয়, অপরপক্ষে যমুনার তীরবর্তী অঞ্চল শক্ত অনুর্বর কাদামাটি দ্বারা গঠিত, যাহা জংলী ঘাস ও ঝাউবনে আবৃত। জেলার অবশিষ্ট অংশ তিনটি নদী-বাহিত একটি উর্বর উচ্চ জমি হিসাবে বিবেচিত হয়। উল্লেখযোগ্য তিনটি নদী হইতেছে, কালী নদী (পূর্ব), নীম নদী ও কারোন বা কারওয়ান নদী। জেলার নিম্নাঞ্চলের পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থা সেনগড় এবং রিন্দ বা আরিন্দ নামক দুইটি স্রোতস্বিনীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।

জেলাটি পলিগঠিত, কিন্তু এখানে কঙ্কর বা চুনা পাথরও পাওয়া যায়, যাহা নির্মাণসামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জেলার বিস্তীর্ণ এলাকাতে লবণাক্ততাও লক্ষ্য করা যায়।

বৃটিশ রাজত্বের প্রথমদিকে জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, কৃষি কর্ম সম্প্রসারণের উদ্দেশে ব্যাপক হারে বনাঞ্চল উজাড় করা হয়। অবশ্য ১৮৭০ হইতে ১৯০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে জেলার বনাঞ্চল ভূমির পরিমাণ দ্বিগুণে উন্নীত হয়। জেলার উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ সম্পদের মধ্যে বাবুল, নীম ও আম গাছের নাম উল্লেখযোগ্য।

নদী ও খালের তীরে বন্য শূকর লক্ষ্য করা যায়। জেলার বন্য প্রাণীর মধ্যে হরিণও আছে। শীতকালে জেলার জলাভূমিগুলিতে বিভিন্ন জাতের পাখীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এখানে প্রচুর মাছ আছে, কিন্তু অধিবাসীরা মৎস্য ভক্ষণে তেমন একটা অভ্যস্ত নহে।

জেলার জলবায়ু সাধারণত দোয়াব সমভূমির ন্যায়। জেলার তিনটি ঋতুর মধ্যে আছে জুন হইতে অক্টোবরব্যাপী বর্ষাকাল; অক্টোবর হইতে এপ্রিল পর্যন্ত শীতকাল এবং এপ্রিল হইতে জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল।

বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২৬ ইঞ্চি, জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের চেয়ে উত্তর-পূর্ব অংশে বৃষ্টিপাত বেশী হয়। বিভিন্ন বৎসরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

ইতিহাস ঃ উত্তর প্রদেশ রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যদ্বয়ে বর্ণিত রাম ও কৃষ্ণের জন্মস্থান। এইজন্য পূর্বে আলীগড়কে রামগড় বলা হইত। প্রদেশটি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল অবধি মুসলিম ও হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির তীর্থস্থান হিসাবে বিবেচিত। বৈদিক যুগে (আনু. ১৫০০-৬০০ খৃস্ট পূর্বাব্দ) এলাকাটি মধ্যদেশ নামক প্রাচীন জনপদের অংশ ছিল। অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষ (হর্ষবর্ধন) প্রমুখ নরপতিগণ এলাকাটি শাসন করেন।

অতীতে আলীগড় কোইল (Koil) ও কোল (Kol) নামে পরিচিত স্থানটির এই শহরটি চন্দ্র বংশীয় কোম্বরাব নামক জনৈক ক্ষত্রীয় কর্তৃক স্থাপিত হয়। মুসলিমগণের আগমনের পূর্বে জেলাটি দোর রাজপুতগণ কর্তৃক শাসিত হয় এবং খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ইহা বারান রাজের অধিকারভুক্ত ছিল।

১১৯৪ কু'ত'বু'দ-দীন আয়বাক দিল্লী হইতে অভিযান পরিচালনা করিয়া কোইলে উপনীত হন এবং শহরটি দখল করেন। তখন জেলাটি মুসলিম গভর্নর কর্তৃক শাসিত হইতে থাকে। কোইল বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের (আনু. ১২৭০ খৃ.) জায়গীর হিসাবে সচরাচর দিল্লীর অধীনে ছিল। খৃস্টীয় ১২শ শতাব্দীতে তীমূর এলাকাটি আক্রমণ করিয়াছিলেন। ১৩৯০ ইহা জৌনপুর হইতে শাসিত হইত এবং ১৪৪৭ হইতে কিছু সময়ের জন্য ইহা স্বাধীন ছিল। বিশ্বপর্যটক ইব্‌ন বাত্‌তূতা (মৃ. ৭৭৯/১৩৭৭) শহরটির চমৎকার বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন। খৃস্টীয় ১৫শ' শতাব্দীকে কোইলের ইতিহাসের পট পরিবর্তন অব্যাহত থাকে। মুসলমান কর্তৃক দিল্লী অধিকৃত হওয়ার পর, বাবুর তাঁহার অনুসারী কচক আশীকে ১৫২৬ কোইলের গভর্নর নিয়োজিত করেন। মুগল সম্রাটগণ খৃস্টীয় ১৮শ' শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত অঞ্চলটিকে দিল্লী হইতে শাসন করেন। মুগল আমলের অনেক মসজিদ, স্মৃতিসৌধ ও স্মৃতিস্তম্ভ অদ্যাবধি এখানে সংরক্ষিত আছে, যাহা মুগল রাজবংশের স্বর্ণযুগের পরিচয় বহন করে। মুগল আমলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বহু লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গযেবের ইনতিকালের পর জেলাটি দোয়াব লুণ্ঠনকারী বিবাদলিপ্ত যাযাবর দলের লালসার শিকারে পরিণত হয়। প্রথমে মারাঠা ও পরে জাটেরা জেলাটিতে আক্রমণ চালায়। ১৭৫৭ খৃ. সুরাজ মহল নামক একজন জাট নরপতি কোইল দখল করেন। জেলাটির কেন্দ্রস্থল, মথুরা ও আগ্রা হইয়া দিল্লী ও রোহিলখন্দ সড়কপথে অবস্থিত হওয়ায় ইহা সামরিক গুরুত্ব বহন করে। ১৭৫৯ খৃ. আফগানেরা জাটদেরকে বহিষ্কৃত করে। ইহার পরবর্তী বিশ বৎসর যাবৎ জেলাটি বিবদমান গোষ্ঠীসমূহের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

এক পর্যায়ে যখন ১৫৪২ খৃ. শহর রক্ষাকল্পে নির্মিত দুর্গটি নাজাফ খান পুনর্দখল করেন তখন ইহাকে আলীগড় (উঁচু দুর্গ) নামকরণ করা হয়। মুসলিম শাসনামলে কখনও কখনও জনৈক ছাবিত খানের নামানুসারে ইহাকে ছাবিত্ গড়ও বলা হইত। আবার কখনও ইহা মুহ'াম্মাদ গড় নামেও পরিচিত ছিল।

১৭৮৪ খৃ. সিন্ধিয়া পরিবারের মারাঠাগণ কর্তৃক জেলাটি দখলের পূর্ব পর্যন্ত ইহার দখল ও পুনর্দখল চলিতেই থাকে। অতঃপর ১৮০৩ খৃ. পর্যন্ত ইহা মারাঠাদের অধীনে থাকে। ইহার ব্যতিক্রম হিসাবে গে'লাম ক'াদির খান কর্তৃক কয়েক মাসের জন্য আলীগড় দুর্গে একটি রোহিল্লা সেনানিবাস স্থাপন করা হয়।

মারাঠা শাসকদের অধীনে আলীগড় একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ হিসাবে বিবেচিত হয়। তখন এখানে De Boigne-এর নেতৃত্বে ইউরোপিয়ান কায়দার একটি সেনাদল গঠন করা হয়। ১৮০২ খৃ. সিন্ধিয়া মারাঠা নাগপুরের রাজা ও হলকার কর্তৃক গঠিত ত্রিপক্ষীয় এক বাহিনী বৃটিশ নিজাম ও পেশোয়ার সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে। ঐ সময় আলীগড় মারাঠাদের ফরাসী জেনারেল পেরন (Perron)-এর অধীনে ছিল। পূর্বে বর্ণিত মিত্র বাহিনী কোইলের ১৪ মাইলের মধ্যে উপনীত হয়। ১৮০৩ খৃ. লর্ড লেক-এর নেতৃত্বে বৃটিশ সেনাদল আলীগড়ে উপনীত হইয়া ফরাসী জেনারেল পেরন-এর বাহিনীকে আক্রমণ করে। পেরন প্রথমে পলায়ন এবং পরে লর্ড লেক-এর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কারণ মারাঠাগণ তাঁহাকে সহযোগিতা প্রদানে ব্যর্থ হয়। ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩ খৃ. বৃটিশদের নিকট আলীগড় দুর্গের পতন ঘটে এবং আলীগড় জেলা বৃটিশদের দখলে আসে (১৮০৪ খৃ.)।

উল্লেখ্য যে, বৃটিশ শক্তি ভারতে উপনীত হওয়ার পর খৃস্টীয় ১৯শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ হইতে ক্রমান্বয়ে পশ্চিম দিকে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ১৮৩৩ খৃ. বৃটিশ প্রেসিডেন্সি অব আগ্রা স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব পর্যন্ত আলীগড়সহ উত্তর প্রদেশ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি নামে পরিচিত বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

জেলাটি গঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরে কৃষকগণ রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া অবাধ্য হওয়ার প্রয়াস চালায়। কিন্তু সেইগুলি (১৮০৪, ১৮১৬ খৃ.) দমন করা হয়। অতঃপর সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত আলীগড় শান্ত থাকে।

১২ মে, ১৮৫৭ তারিখে মীরাট বিপ্লবের খবর কোইল-এ পৌঁছে। অবিলম্বে বিপ্লবে যোগ দেয় আলীগড়ে নিয়োজিত স্থানীয় সেনাদল, জনসাধারণ, বিশেষত আলীগড়ের নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও উপেক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়। ইউরোপীয়গণ পলায়ন করে। কিন্তু সেখানে অশান্ত অবস্থা বিরাজ করিতে থাকে। বৃটিশদের সহিত আপোসের মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের জন্য একটি দেশীয় নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা হয়, কিন্তু মুসলিমগণের আপত্তির কারণে তাহা ফলবতী হয় নাই। এই পর্যায়ে নাসিমুল্লাহ সরকারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

২৪ আগস্ট, ১৯৫৭ সালে একটি বৃটিশ সেনাদল আলীগড়ে উপনীত হইয়া বিপ্লব দমন করিয়া শহরটি অবমুক্ত করিতে সক্ষম হয়। ১৮৫৭ খৃ.

শেষ নাগাদ সমগ্র আলীগড় তথা দোয়াব অঞ্চল বৃটিশদের নিয়ন্ত্রণে আসিয়া যায়। সিপাহী বিপ্লবের ব্যর্থতার পর আলীগড়সহ সমগ্র ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে বৃটিশ সম্রাট বা মহারাণীর নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যায়।

আলীগড় জেলার জনসংখ্যা ঃ আলীগড় জেলার জনসংখ্যার পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ঃ

১৯০১ খৃ. ১২,০০,৮২২ জন, তন্মধ্যে মুসলিম ৭১,০০০ জন।
১৯৭১ খৃ. ২১,১৩,৭৪৭ জন, তন্মধ্যে মুসলিম ১,৮৬,৩৪১ জন।
১৯৮১ খৃ. ২৫,৭৪,৯২৫ জন।
২০০১ খৃ. ২৯,৯০,৩৮৮ জন।

আলীগড় জেলার প্রধান প্রধান জনবসতি কেন্দ্র নিম্নরূপ ঃ

আতরাউলি	আয়তন ৩৪৩	বর্গমাইল
আলীগড় আয়তন	,, ৩৫৬	,,
ইগলাম আয়তন	,, ২১৩	,,
খাইর আয়তন	,, ৪০৭	,,
হাথরান আয়তন	,, ২৯০	,,
সিকান্দ্রা রাত আয়তন	,, ৩৩৭	,,
জেলার মোট আয়তন	,, ১,৯৪৬	,,

জেলার জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলিম যাহা শতকরা প্রায় ১০%। ১৯৩১ খৃ. জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬% ছিল মুসলিম। এই পরিসংখ্যান হইতে বুঝা যায় যে, জেলার মোট জনসংখ্যায় মুসলিমগণের শতকরা হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়া গত ১৩০ বৎসরে প্রায় দ্বিগুণে উন্নীত হইয়াছে।

জেলার হিন্দু জনগোষ্ঠীর অসংখ্য জাতি বা বর্ণসমূহের মধ্যে রহিয়াছে চামার (চমড়া শিল্পের কর্মী ও শ্রমিক), ব্রাহ্মণ, জাট, রাজপুত, বানিয়া, লোধা (কৃষক), সাদারিয়া (কৃষক ও গবাদি পশুপালক), করি (তন্তুবায় সম্প্রদায়), কাচ্ছি (কৃষক) ও খাতিক (হাঁস-মুরগী ইত্যাদি গৃহপালিত পক্ষীপালক ও মালী) সম্প্রদায়। মুসলিমগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায়গুলি হইল ঃ শায়খ, পাঠান, রাজপুত, সায়্যিদ ও মেওয়াতি। শেষোক্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে। আলীগড়ের খৃষ্টান সম্প্রদায়ের পুরোভাগে আছেন মেথোডিস্ট এপিসকোপাল চার্চভুক্ত খৃষ্টীয় মণ্ডলী। তাহারা ১৮৮৫ খৃ. এখানে কার্যক্রম শুরু করিয়া অচিরে জেলাটিতে ১০টির বেশি শাখা স্থাপন করে। ১৮৩৩ খৃ. হইতে আলীগড়ে ও হাথরাতে চার্চ মিশনারী সোসাইটির কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়।

আলীগড়ের সাক্ষরতা হার ৫৭.৩৬%। শিক্ষিতদের মধ্যে পুরুষ ৭০.২৩%, মহিলা ৪২.৯৮%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬৮৯ জন। শহরে জনসংখ্যার হার ২০.৭৮%। আলীগড়ের মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। আলীগড় জেলার মাথাপিছু আয় ১৯৮৮ ভারতীয় রুপি।

আলীগড়ের কৃষি ঃ আলীগড়ের ভূমি বালু ও হালকা মৃত্তিকা সমন্বিত। আলীগড়ে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মধ্যে রহিয়াছে গম, বার্লি, জোয়ার, ছোলা, ভুট্টা, অড়হর ও তুলা। এই সমস্ত উৎপাদনের জন্য ইহা ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্র। আলীগড় একটি মাখন রপ্তানীকারক জেলা। বিগত বৎসরসমূহে এখানকার সেচ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

এখানকার খনিজ দ্রব্যের মধ্যে রহিয়াছে কঙ্কর, যাহা সড়ক ও ভবনাদির নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত হয়। সিকান্দ্রা রাওয়ের লবণ উদগম হইতে যবক্ষার ও কাঁচ উৎপাদিত হয়। সামনিতে একটি কাচের কারখানা আছে। ইহা তালা ও অন্যান্য ধাতব শিল্পের জন্যও বিখ্যাত।

আলীগড় জেলার ব্যবসায় ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ আলীগড় ইহার তুলাজাত বস্ত্রশিল্প, কম্বল ও কার্পেটের জন্য বিখ্যাত। পূর্বে এখানে নীলের উৎপাদন হইত, যাহা ১৯০৪ খৃ. দিকে প্রায় পরিত্যক্ত হয়। এখানকার পোস্টাল ওয়ার্কশপ হইতে ডাক বিভাগের বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়। এখানকার তালার কারখানা, বস্ত্র ব্যবসায় ও পশু-সম্পদ শিল্পও উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই ধরনের বিভিন্ন হালকা ও ভারী শিল্পে প্রচুর জনবল ও পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়।

আলীগড়ের সহিত ভারতের অন্যান্য অংশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ উন্নত। আলীগড় ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন শহর-বন্দরের মধ্যে নিয়মিত বাস, ট্রাক ও অন্যান্য ভারী যানবাহন চলাচল করিয়া থাকে। রেল যোগাযোগে মিটার ও ব্রড গেজের পরিবর্তন স্থলে মাল পরিবহনে অসুবিধা হয় যাহার উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করিয়াছে সড়ক যোগাযোগ। স্থানটির সহিত ভারতের অন্যান্য অংশের নৌ ও বিমান যোগাযোগও আছে। এই সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে আলীগড়ের আমদানী দ্রব্যের মধ্যে চিনি, চাউল, যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল, যন্ত্রাদি পণ্যদ্রব্য, মসলা, ধাতব কাঠসামগ্রী ও রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যশস্য, তুলা, তৈলবীজ, যবক্ষার, কাচ নির্মিত দ্রব্যাদি, দুগ্ধজাত সামগ্রী, তালা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আলীগড় শহর ঃ ভৌগোলিক অবস্থান ২৭৫৩ উত্তর, ৭৪৪ পূর্ব। রেলপথে কলকাতা হইতে আলীগড়ের দূরত্ব ৮৭৬ মাইল। মুম্বাই হইতে আলীগড় ৯০৪ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। আলীগড় আগ্রা হইতে ৮২ কিলোমিটার, দিল্লী হইতে ১৩৫ কিলোমিটার, কানপুর হইতে ২৯২ কিলোমিটার এবং বেরিলি হইতে ১৭৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত।

আলীগড় শহরের জনসংখ্যা

বৎসর	জনসংখ্যা
১৯০১	৭৩,৪৩৪, তন্মধ্যে মুসলমান ২৭,৫১৭ হিন্দু ৪১,০৪৬।
১৯৭১	২,৫৪,০০৮
১৯৮১	৩,২০,৮৬১
১৯৯১	৪,৮০,৫২০

স্থানীয়ভাবে শহরটি কোইল বা কোল নামে পরিচিত। এলাকায় প্রাপ্ত বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি হইতে আলীগড় শহরের প্রাচীন ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কুতবুদ্দীন আয়বাক শহরটি দখল করেন। অতঃপর কোইল একজন মুসলিম গভর্নরের রাজধানী হিসাবে বিবেচিত হয়। আইন-ই আকবারীতে ইহাকে আগ্রা সুবাহতে সরকারের সদর দপ্তর হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কোইল হইতে আলীগড় দুর্গটি তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

আলীগড় শহরটি মনোহর। ইহার প্রাচীন দোর দুর্গ (১৫২৪ খৃ.) একটি দর্শনীয় স্থান, যেখান খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর একটি মসজিদ আছে। স্থানীয় অধিবাসীদের চাঁদায় ১৮৯৮-৯ খৃ. ৯০,০০০ টাকায় মসজিদটির সংস্কার করা হয়। সুলতান নাসিরুদ্দীনের বিজয়কে স্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য ১২৫৩ আলীগড় শহরে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়, যাহা ১৮৬২ বৃটিশ শাসনামলে উৎপাটন করা হয়। আলীগড় শহরে অনেক মুসলিম বুযুর্গের

সমাধি রহিয়াছে। শহরটি একটি কৃষি বাণিজ্য কেন্দ্র; যাহা খৃস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আলীগড় আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান ভারতীয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে পশ্চিমা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ধারণার ভিত্তি রচনা করেন, যাহাতে ভারতীয় মুসলিম জনগোষ্ঠী বৃটেনের নৈকট্য লাভে সক্ষম হয় এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রতিহত করা যায়। আলীগড়কে ভারতীয় মুসলিম শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আধুনিক আলীগড় শহর একটি শিল্পকেন্দ্র।

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ আধুনিক আলীগড় ইহার মর্যাদার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ঋণী। ১৮১৭-১৮৯৮ খৃ. মোটামুটি ইংরাজী স্কুলের অনুসরণে পরিচালিত বালকদের একটি বিদ্যালয়ের জন্য তহবিল সংগ্রহ করিতে থাকেন। কিছু হিন্দুও ইহাতে চাঁদা প্রদান করে। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে উচ্চ বিদ্যালয়টি চালু হয় এবং তিন বৎসর পর ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। অতঃপর উচ্চ বিদ্যালয় ও Mohammadan Anglo Oriental College (M.A.O.) এই দুইটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠে। শেষোক্ত কলেজটি ছিল " ইসলামের প্রথম আধুনিক সংগঠন"। ইহা ছিল যুগপৎ একটি প্রতিষ্ঠান ও একটি আন্দোলন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ একদা বলেন, স্যার সায়্যিদ আলীগড়ে শুধু যে একটি কলেজই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা নহে, বরং ইহার মাধ্যমে তিনি সমকালীন প্রগতিশীল চেতনাদীপ্ত একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। ইহার কেন্দ্রে ছিলেন স্যার সায়্যিদ নিজে। তিনি সমকালীন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। স্যার সায়্যিদ আহ্‌মাদ তাঁহার জীবদ্দশায় কলেজের দায়িত্ব নিজের হাতে রাখিয়াছিলেন এবং প্রথম দিকের প্রিন্সিপালগণের নিকট হইতে উত্তম সহযোগিতা লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে Theodore Bech, Theodore Morrison, Arnold প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়, যাহারা কলেজের ভাবমর্যাদা ও আবাসিক শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। Beck কেম্ব্রিজের কতিপয় পণ্ডিতকে আলীগড়ে আকর্ষণ করেন। তাহাদের মধ্যে ছিলেন Harold Cox, Walter Raleigh, Theodore Morison, Llyewelyn Tipping, T.R. Corah, I. Gardner প্রমুখ স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ। তাহাদের মাধ্যমে কেম্ব্রিজের ঐতিহ্য আলীগড়ে প্রচলিত হয়।

১৮৮৮ খৃস্টাব্দের ২০ নভেম্বর লর্ড ডাফরিনকে প্রদত্ত স্বাগত ভাষণে স্যার সায়্যিদ Beck -এর বিশেষ অবদানের উল্লেখ করেন।

Theodore Morrison-ও তাহার কর্মকালে কলেজটির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন।

স্যার সায়্যিদ আহমাদ খান ২৭ মার্চ, ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে ইনতিকাল করেন। ২৪ মে, ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে যখন তিনি কলেজটি শুরু করেন, তখন ১১জন ছাত্র, সাতজন শিক্ষক এবং মাসিক ৭৫০ টাকার বাজেট ছিল। অপরপক্ষে ১৮৯৮ তাঁহার ইনতিকালের সময় কলেজে ২৩৪ জন আবাসিক ছাত্র, ১০৯ জন অনাবাসিক ছাত্র ছিল, যাহার মধ্যে ৫৩ জন ছিল হিন্দু। তখন কলেজের বার্ষিক বাজেট ৬৬,৯৪১ টাকায় উন্নীত হয়। স্যার সায়্যিদ কলেজটিকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার আশা পোষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংল্যান্ড সফর আলীগড়ে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের আদলে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ধারণাকে আরও সুদৃঢ় করে।

আলীগড়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সংগ্রাম চারিটি পর্যায় অতিক্রম করে ঃ

(১) ১৯০৪ খৃ. বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। কিন্তু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশের ফলে মানুষের উৎসাহে ভাটা পড়ে।

(২) ১৯০৪ হইতে ১৯১০ আন্দোলনটির কোন প্রকৃত শক্তি বা ভাবাবেগ ছিল না।

(৩) ১৯১০ হইতে ১৯১৪ খৃ. আগা খান তহবিল সংগ্রহের জন্য নূতন উদ্যোগ গ্রহণ করেন, কিন্তু Lord Crewe কর্তৃক ১৯১২ খৃ. ভেটো প্রয়োগের প্রেক্ষিতে আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয় নাই।

(৪) ১ম মহাযুদ্ধের পরে অনেক রাজনৈতিক আন্দোলনে ভারতবর্ষ রোষান্বিত হয় এবং সরকার রাজনৈতিক কারণে মুসলিমদের কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল্যায়ন করত Mohammedan Anglo Oriental College-কে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদার উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (১৯২০ খৃ.)।

Mohammedan Anglo Oriental College-এর শিক্ষা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ১৮৭৭ হইতে ১৮৯৮ খৃ. পর্যন্ত কলেজটি হইতে যাহারা পাশ করেন, তাহাদের মধ্যে ১৯২ জন ছিলেন হিন্দু শিক্ষার্থী।

আলীগড়ের M.A.O. কলেজ গ্র্যাজুয়েটগণ ছিলেন মেধাবী, তাহারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হন এবং বিভিন্ন স্বাধীন পেশায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ইহা বৃটিশ সরকার ও কলেজ কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করে।

প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর স্কুল ও M.A.O. কলেজের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি ওসী (Trustee) পরিষদের উপর ন্যস্ত হয়। ১৯০৪ সনে স্কুলে ৩৬৩ জন ও কলেজে ২৬৯ জন ছাত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে ৭৬ জন হিন্দু ছাত্র ছিল। ১৯০৯ খৃ. মোট আটজন য়ূরোপীয় শিক্ষক ছিলেন এবং পরবর্তী কয়েক বৎসর যাবৎ আরবী ভাষার অধ্যাপকও ছিলেন একজন য়ূরোপীয়। ১৯১১ খৃ. ইতালী ত্রিপোলী আক্রমণ করিলে আলীগড়ে M.A.O. কলেজের ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। ২৯ নভেম্বর, ১৯১২ খৃ. Towle-র সভাপতিত্বে শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ তুরস্কের সমর্থনে একটি সভা করে।

১৯১৪ খৃ. একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এসোসিয়েশন গঠিত হয়। ইহা ছিল মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ফাউন্ডেশন কমিটি (১৯১৩ খৃ.)-এর অধস্তন একটি প্রতিষ্ঠান।

১৯১৫ খৃ. বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয়। ইহার আলোকে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার বিষয়টি জোরালোভাবে প্রকাশ পায়।

১৯১৬ খৃ. জনাব 'আবদু'র-রাহ্‌মান বিজনোরী ও ড. ওয়ালী মুহ্‌াম্মাদ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি খসড়া সংবিধি রচনা করেন।

বৃটিশ ভারতের Secular শিক্ষা পদ্ধতিতে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ধারণাটিকে উহার পরিপূরক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

১৯১৯ খৃ. খিলাফাত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব আলীগড়ে অনুভূত হয়। M.A.O. কলেজের ছাত্ররা তুরস্কের প্রতি বৃটিশ সরকারের মনোভাবের সমালোচনা করে। তাহারা কলেজটিকে একটি National Institution-এ উন্নীত করার দাবি জানায়।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে ২২ মার্চ, ১৯২০ খৃ. Muslim University Association-এর প্রতিনিধিবৃন্দ বৃটিশ সরকারের Education Member-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া খসড়া সংবিধান বিষয়ে আলোচনা করেন। ইহাতে সরকার প্রদত্ত সংশোধনীগুলি গৃহীত হয়।

জুলাই ১৯২০ খৃ. ইহা সেক্রেটারী অব স্টেটের অনুমোদন লাভ করে এবং গেজেটে প্রকাশিত হয়। ২৭ আগস্ট, ১৯২০ সালে শিক্ষা সদস্য বিলটি হাউসে উপস্থাপন করেন এবং আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১ ডিসেম্বর, ১৯২০ তারিখে কার্যকর করা হয় এবং ১৭ ডিসেম্বর, ১৯২০ খৃ. বিশ্ববিদ্যালয়টির উদ্বোধন করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ঃ ২৯ মার্চ, ১৯২১ খৃ. নির্বাহী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ নভেম্বর, ১৯২১ খৃ. কোর্টের প্রথম (বিশেষ) সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২২ অক্টোবর, ১৯২২ তারিখে কোর্টের প্রথম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ ডিসেম্বর, ১৯২২ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। চ্যান্সেলরের অভিভাষণ প্রদান করেন ভূপালের মহামান্য সুলতান জাহান শেখ সাহিবা। ১৯২৬ খৃ. ভূপালের যুবরাজ হ'মীদুল্লাহ খান বিজ্ঞান ল্যাবরেটরীসমূহের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। পদার্থ ও রসায়ন চেয়ারের জন্য ১৯৩০-১ খৃ. হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য)-এর নিজামের নিকট হইতে তিন লক্ষ টাকা অনুদান প্রাপ্তির পর ইহার নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৯২৭ খৃ. কয়েকটি হোস্টেল ভবন ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

১৯২৯ খৃ. অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে য়ূনানী চিকিৎসাশাস্ত্রের (তি'বব) শিক্ষকগণের আবির্ভাব হইলে য়ূনানী মেডিসিন বিভাগ খোলা হয়। ১৯৩০ খৃ. Irwin Circle (৪টি হোস্টেল) ও প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। B.Th. ক্লাস (ধর্মীয় ডিগ্রি) শুরু এবং আফতাব হলের নির্মাণও ১৯৩০ খৃ. করা হয়।

১৯৩১ খৃস্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত করা হয়। বৎসরটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০৪ জন মুসলমান ও ৮০ জন হিন্দু ছিল। ১৯৩৪ খৃ. য়ূনানী চিকিৎসা কলেজ স্থাপিত হয় এবং স্যার সায়্যিদ ও মুহ'সিনুল হলদ্বয় স্থাপন করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার রাস্তগুলির নামকরণ করা হয়।

১৯৩৫ খৃ. বিদ্যুৎ প্রকৌশল ও টেকনোলজীর ক্লাস শুরু করা হয়; ১৯০৬ খৃ. প্রথম পিএইচ.ডি. (মানবিক) ডিগ্রি প্রদান করা হয়, ১২ মার্চে আলীগড় দুর্গটি অধিগ্রহণ করা হয় এবং তিনটি হল বিভিন্ন নামে সেখানে স্থাপন করা হয়।

১৯৩৭ খৃ. রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি পৃথক বিষয় হিসাবে চালু করা হয়। ১৯৩৮ খৃ. ছাত্রীদেরকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং পরবর্তীতে তাহাদের জন্য আরও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। ১৯৩৯ খৃ. বৈদ্যুতিক এবং যান্ত্রিক প্রকৌশল বিভাগ খোলা হয়। ১৯৪১ খৃ. উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্যের ক্লাস শুরু করা হয়।

১৯৪২ খৃ. ভারত সরকার প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেয়। ১৯৪৪ খৃ. বিশ্ববিদ্যালয়টিতে অনুষদ প্রথা চালু করা হয়।

একই বৎসরে প্রকৌশলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সুলায়মান হল স্থাপন করা হয়, কৃষি কলেজ খোলা হয়। ১৯৪৪ খৃ. সমাবর্তনের সহিত স্যার সায়্যিদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ভারত পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের ঘটনা (১৯৪৭ খৃ.) বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। বহু শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন এবং তাহাদের শূন্য পদগুলিতে নূতন লোক নিয়োগ করা হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টির অস্তিত্ব টিকিয়া যায়। সকল শ্রেণীর জ্ঞানপিপাসুদের জন্য শিক্ষার পথ উন্মোচনে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী আদর্শ সর্বদা কায়েম রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ খৃ. এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫৮৯৬ জন ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে ৭৭৬ জন গ্র্যাজুয়েট ছাত্র। কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও প্রকৌশল অনুষদে ৫০১ জন ছাত্রকে ১ম ডিগ্রি (Bachelor's Degree) দেওয়া হইয়াছিল।

এই সময় (১৯৪১-১৯৪৮ খৃ.) ড. যিয়াউদ্দীন আহ'মাদ ছিলেন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর। বিক্ষোভ, অসন্তোষ ও আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁহাকে বহিষ্কার করা হয়। ইহার পটভূমিতে ছিল পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু হইতে আগত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। তাহারা মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়াইয়া পড়ে। যখন ড. যিয়াউদ্দীন অনুভব করেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য অত্যাসন্ন, তখন তিনি Strachey Hall-এ স্টাফদের এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক ডাকেন এবং বলেন যে, আলীগড়ের রাজনৈতিক ভূমিকার পরিবর্তনের সময় আসিয়াছে। আলীগড়কে ভারতীয় ইউনিয়নভুক্ত থাকিয়া পরিবর্তিত পরিস্থিতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া নিতে হইবে। ইহাতে তিনি ছাত্রদের রোষানলে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়।

এই ঘটনার কিছুকাল পর ড. যিয়াউদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক সমস্যা নিরসনের কাজে ইংল্যান্ড ও আমেরিকা সফরে যান। তিনি এই সফরে থাকাকালে ইংল্যান্ডে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার লাশ ৪ জানুয়ারী, ১৯৪৮ খৃ. আলীগড়ে আনয়ন করা হয় এবং তাঁহাকে স্যার সায়্যিদের সমাধি পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। স্যার সায়্যিদের মহান চিন্তাধারাকে উর্ধ্বে তুলিয়া ধরার জন্য তাঁহার ন্যায় আর কেহ এত আত্মত্যাগ করেন নাই।

সংখ্যালঘু অবস্থানে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সংখ্যালঘু চরিত্র ছিল, কিন্তু ইহা একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান ছিল না। এই দুইটি বিবরণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। ইহাকে যুগোপযোগী করণার্থে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধিত) আইন ১৯৮১-তে বলা হয় ঃ

"আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের মুসলিমগণ তাহাদের পছন্দের একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত এবং এতদ্বারা এই আইনে ইহাকে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ইনকর্পোরেট করা হইল..... ।"

এই আইনে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ভারতের মুসলিমদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার উৎকর্ষ বিধানে নিয়োজিত করা হয়।

১৯৮১ খৃস্টাব্দের এই সংশোধিত আইনে বিশ্ববিদ্যালয়টির সংখ্যালঘু চরিত্র পুনর্বহাল করা হয়। ইহা একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় হওয়াতে ভারতের সকল স্থানের মুসলিমগণ তাহাদের সন্তানদেরকে আলীগড়ে অধ্যয়ন করানোয় আগ্রহী হন। কিন্তু সকলের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ভারতের যে কোন স্থানে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র খোলার অনুমতি দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়টির দূর শিক্ষণ (distance education)-এর ব্যবস্থাও আছে।

আলীগড়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী মধ্যবিত্ত পরিবার হইতে আগত। তাহারা অন্যত্র ব্যয়বহুল শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ নয়। তাহারা মূল্যবান বইপত্র

কিনিতে পারে না। হলগুলিতেও ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী অবস্থান করে। ইহার ফলে তাহারা গ্রন্থাগারে যাইয়া পড়াশুনা করিতে বাধ্য হয়। গ্রন্থাগারে তাহাদের উপস্থিতি আশাতিরিক্ত। রাত ২টা পর্যন্ত উহা খোলা থাকে, কোন আসনই খালি থাকে না।

ভারতীয় মুসলিমগণের শিক্ষার প্রসারে আলীগড়ের অবদান অনস্বীকার্য। তথাপি বর্তমান ভারতে ইহার অবদানকে অনেক সময় উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ছোট করা হয় যখন বলা হয় যে, আলীগড় ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। অভিযোগটি সত্য নহে।

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আলীগড় ঃ সাম্প্রদায়িক সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের দিক হইতে আলীগড় একটি স্পর্শকাতর এলাকা। অতীতে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে অনেকবার রায়ট হইয়াছে। কিন্তু সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা উহার সহিত জড়িত ছিল না। কিন্তু বিগত বৎসরসমূহে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিদিকে জনবসতির ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। কতিপয় মুসলিম পরিবার, যাহারা ইতোপূর্বে শহরের ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় বসবাস করিত, তাহারা সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও উহার আশেপাশে জমি কিনিয়া সেখানে বসতি স্থাপন করিয়াছে। জনবসতির এই পরিবর্তনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সাম্প্রদায়িকতার কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কারণে আলীগড়ে ১৯৯১ খৃ. কিছু দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়।

১৯৯৩ খৃ. হামলা-প্রতিহামলার ঘটনাগুলি লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত ঘটনায় আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হইয়া উঠে যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. এম. এন. ফারুকীর নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সকলের অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কর্মকর্তা চ্যান্সেলরগণ

(১) মহামান্য সুলতান জাহান বেগম সাহিবা, ভূপাল ১৯২০-১৯৩০ খৃ.।

(২) মহামান্য নবাব মুহ়াম্মাদ হ়ামীদুল্লাহ খান, ভূপাল ১৯৩০-১৯৩৫ খৃ.।

(৩) মহামান্য নবাব মীর 'উছমান 'আলী খান, হায়দরাবাদের নিজাম ১৯৩৫-১৯৪৭ খৃ.।

(৪) সায়্যিদুনা বুরহানুদ্দীন (২০০৪ খৃ.)।

প্রো-চ্যান্সেলরগণ

(১) মহামান্য আগা খান, ১৯২৫-১৯৩৮ খৃ.।

(২) মহামান্য সায়্যিদ রিযা 'আলী খান, রামপুর, ১৯৩৮-১৯৪৭ খৃ.।

ভাইস-চ্যান্সেলরগণ

(১) রাজা মুহ়াম্মাদ 'আলী মুহ়াম্মাদ খান, মাহমুদাবাদ, ১৯২০-১৯২৩।

(২) নবাব এম. মুযাম্মিলুল্লাহ খান (ভারপ্রাপ্ত), ১৯২৩-১৯২৩ খৃ.।

(৩) সাহিবজাদা আফতাব আহ়মাদ খান, ১৯২৪-১৯২৬ খৃ.।

(৪) নবাব মুযাম্মিলুল্লাহ খান, ১৯২৭-১৯২৯ খৃ.।

(৫) স্যার সায়্যিদ রাস মাস'উদ, ১৯২৯-১৯৩৪ খৃ.।

(৬) স্যার শাহ মুহ়াম্মাদ সুলায়মান, ১৯২৯-৩০ খৃ.।

(৭) নবাব মু. ইসমা'ঈল খান, ১৯৩৪-১৯৩৫ খৃ.।

(৮) কে. বি. হাজী 'উবায়দুর রাহ়মান খান শেরোয়ানী (ভারপ্রাপ্ত), ১৯৩৯ খৃ. ও ১৯৪১ খৃ.।

(৯) ড. যিয়াউদ্দীন আহ়মাদ, ১৯৩৫-১৯৩৮ খৃ., ১৯৪১-১৯৪৭ খৃ.।

(১০) জনাব বাদ্‌রুদ্দীন তৈয়বজী।

(১১) প্রফেসর জিল্লুর রাহ়মান খান।

(১২) ড. এম. এন. ফারুকী ১৯৯০-১৯৯৪ খৃ.।

(১৩) মুহ়াম্মাদ এইচ. আনসারী, বর্তমান ভাইস - চ্যান্সেলর (২০০৫ খৃ.)।

প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরগণ

(১) ড. যিয়াউদ্দীন আহ়মাদ, ১৯২১-১৯২৮ খৃ.।

(২) প্রফেসর এম. এম. শরীফ (ভারপ্রাপ্ত), ১৯২৮-১৯২৯ খৃ.।

(৩) Mr. E. A. Horne, ১৯২৯-১৯৩০ খৃ.।

(৪) Mr. Henry Martin, ১৯৩০-১৯৩১ খৃ.।

(৫) Mr. R. B. Ramsbotham, ১৯৩১-১৯৩৫ খৃ.।

(৬) প্রফেসর এ.বি.এ. হ়ালীম, ১৯৩৫-১৯৩৫খৃ., ১৯৩৬-১৯৪৪ খৃ.।

(৭) প্রফেসর ইয়াহইয়া, ১৯৯১ খৃ.।

(৮) প্রফেসর আবুল হ়াসান সিদ্দীকী, ১৯৯২-৪ খৃ.।

(৯) খাজা শামীম আহ়মাদ, ১৯৯৫ খৃ.।

(১০) প্রফেসর এইচ. এ. এস. জাফরী, বর্তমান প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, ২০০৫ খৃ.।

২০০৫ খৃস্টাব্দে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ বর্তমানে নিম্নোক্ত ডিগ্রী (অনার্সসহ) প্রদান করা হয় ঃ BA*, B. Arch. B. Com. BDS, BE, BSc., BSc Tech, BUMS, LLB, BED, BLibSc, BTh, (Shia) BTh. (Sunni).

নিম্নোক্ত উচ্চতর ডিগ্রিসমূহও চালু আছে ঃ

মাস্টার্স ঃ LLM, MA, BBA, MCA, MCh, MCom, MD, MD (Unani), MEd, MFA, MFC, MIBM, MJMC, MLiSc, MPE, MDhil, MS, MSc, MSc, (Ag), MSc (Biotech), MSc (Tech Engg.), MSc (Wil dlife), MSW, MTA, MTech, MTech (Agri), MTech (Shia), MTech (Sunni).

ডক্টরেট ঃ DLitt, DSc, DTh, LLD, PhD.

গ্রন্থাগার! ভলিউমস ঃ ৯৪৫,১০১; অন্যান্য সংগ্রহ ঃ ১০৭,৬৭৮টি জার্নাল। বিশ্ববিদ্যালয়টির সংগ্রহে অনেক আরবী, ফার্সী, উর্দূ ও হিন্দি পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে।

একাডেমিক এওয়ার্ড ঃ ১৯৯৯-২০০০ সালে ৯০০টি প্রদান করা হয়।

১৯৯৯-২০০০ খৃ. বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ঃ ১,৫০০,০০০,০০০ ভারতীয় রুপি।

শিক্ষক ঃ ১,৫০০ জন। ছাত্র-ছাত্রী ৩০,০০০ জন। বর্তমানে (২০০৫ খৃ.) বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নবর্ণিত অনুষদগুলি চালু আছে ঃ

১. মানবিক
২. বাণিজ্য
৩. প্রকৌশল ও প্রযুক্তি
৪. আইন
৫. প্রাণী বিজ্ঞানসমূহ
৬. ব্যবস্থাপনা

৭. মেডিসিন
৮. বিজ্ঞান
৯. সমাজ বিজ্ঞান
১০. ধর্মশাস্ত্র
১১. য়ূনানী মেডিসিন
২০০৫ খৃ. একাডেমিক ইউনিটগুলির নাম নিম্নে প্রদান করা হইল।
একাডেমিক ইউনিট বা অধ্যয়নের বিষয় ঃ
১. আরবী
২. প্রাণ রসায়ন
৩. উদ্ভিদবিদ্যা
৪. ব্যবসায় প্রশাসন
৫. রসায়নশাস্ত্র
৬. বাণিজ্য
৭. কম্পিউটার বিজ্ঞান
৮. ডেন্টাল কলেজ
৯. অর্থনীতি
১০. শিক্ষা
১১. ইংরেজী
১২. চারুকলা
১৩. ভূগোল
১৪. ভূতত্ত্ববিদ্যা
১৫. হিন্দী
১৬. ইতিহাস
১৭. ইসলামিক স্টাডিজ
১৮. সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ
১৯. আইন
২০. গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান
২১. ভাষাতত্ত্ব
২২. গণিত
২৩. আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ
২৪. যাদুঘর বিজ্ঞান
২৫. ফার্সী
২৬. দর্শন
২৭. শারীরিক স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া শিক্ষা
২৮. পদার্থবিজ্ঞান
২৯. রাষ্ট্র বিজ্ঞান
৩০. মনো বিজ্ঞান
৩১. সংস্কৃত
৩২. সমাজবিজ্ঞান
৩৩. পরিসংখ্যান
৩৪. ধর্মতত্ত্ব (শী'আ)
৩৫. ঐ (সুন্নী)
৩৬. উর্দূ
৩৭. প্রাণী বিদ্যা
২০০৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কেন্দ্রসমূহ ঃ
১. একাডেমিক স্টাফ কলেজ
২. ইন্সটিটিউট অব এগ্রিকালচার
৩. কমপিউটার কেন্দ্র
৪. Centre for Promotion of Cultural and Educational Advancement of Muslims of India
৫. Centre of Advanced Studies in History
৬. Centre for Comparative Study of Indian Languages and Cultures
৭. Inter-disciplinary Biotechnology Unit,
৮. Institute of Petroleum Studies and Chemical Engineering
৯. Centre for Prevention of Sciences
১০. Centre of Strategic Studies,
11. Centre of West Asian Studies
১২. Centre of Wild Life and Omithology
আজমল খান তিব্বিয়া কলেজ ঃ
১. ইলমুল আদবিয়া
২. জারাহাত
৩. কুল্লিয়াত
৪. মু'আলিজাত
ডেন্টাল কলেজ ঃ
জওহরলাল নেহেরু মেডিক্যাল কলেজ
১. Anesthesiology
২. Anatomy
৩. Biochemistry
৪. Community Medicine
৫. Dental Surgery
৬. Dermatology
৭. Forensic Medicine
৮. Medicine
৯. Microbiology
১০. Obstetrics and Gynaecology
১১. Opthalmology
১২. Orthopedic Surgery
১৩. Otorhinolaryngology
১৪. Paediatrics
১৫. Pathology
১৬. Pharmacology
১৭. Physiology
১৮. Psychiatry
১৯. Radio diagnosis
২০. Radiotherapy
২১. Surgery
২২. Tuberculosis and Respiratory Diseases
বিশ্ববিদ্যালয় পলিটেকনিকে অধ্যয়নের বিষয়সমূহ (২০০৫ খৃ.)
১. প্রয়োগিক বিজ্ঞান
২. স্থাপত্যবিদ্যা
৩. Draftsmanship and Design
৪. পূর্ত প্রকৌশল

৫. বিদ্যুৎ প্রকৌশল
৬. যান্ত্রিক প্রকৌশল
বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা পলিটেকনিক
মহিলা কলেজ
জাকির হোসেন প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নের বিষয়সমূহ ঃ
১. স্থাপত্যবিদ্যা
২. কেমিকৌশল
৩. প্রায়োগিক রসায়নশাস্ত্র
৪. পূর্ত প্রকৌশল
৫. কমপিউটার প্রকৌশল
৬. বিদ্যুৎ প্রকৌশল
৭. ইলেকট্রনিক্স প্রকৌশল
৮. প্রায়োগিক গণিত
৯. যন্ত্রকৌশল
১০. প্রায়োগিক পদার্থ বিজ্ঞান

এইভাবে ২০০৫ খৃস্টাব্দের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ১২টি ফ্যাকাল্টি/স্কুল প্রায় ৮০টি বিভাগ, ১৫০০ জন শিক্ষক ও ৩০,০০০ (স্কুলসহ) ছাত্র-ছাত্রী ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়টির কতকগুলি নিয়মিত প্রকাশনা রহিয়াছে। ইহার মধ্যে মাসিক Gazetteer ও মাসিক তাহযীবুল আখ্‌লাক-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী (teaching) বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী। বিশ্ববিদ্যালয়টি সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Khaliq Ahmad Nizami, History of the Aligarh Muslim University, Delhi 1995; (২) Monorama Yearbook 2004, Kottyam 687 oo1 (India); (৩) Gita Mrinal Dutta (ed.), Vraman Sangi-India Travel Companion-1995, Calcutta 1995; (৪) Aligarh, in the New Encyclopaedia Britanica, vol. 1, Chicago 2002, 271; (৫) Uttar Pradesh, in the new Encyclopaedia Britanica, vol. 21, Chicago 2002, 121-122; (৬) Aligarh, in the Encyclopaedia Americana International Edition, vol. I, Connecticut 1996, 580; (৭) Khaliq Ahmad Nizami, Sir Syed Speaks to you, 2nd editions, Aligarh 1968-1970; (৮) ঐ লেখক, স্যার সায়্যিদ ও তা'আররুফ (উর্দূ), আলীগড় ১৯৬৮ খৃ.; (৯) ঐ লেখক, সাইনটিফিক সোসাইটি (উর্দূ) আলীগড়, ১৯৬৯ খৃ.; (১০) ঐ লেখক, সায়্যিদ আওর উনকে রুফাক'া' (উর্দূ), আলীগড় ১৯৭০ খৃ.; (১১) ঐ লেখক, Theodore Beck Popers Sir Syed Academy Archives, আলীগড় ১৯৯১ খৃ.; (১২) ঐ লেখক, স্যার সায়্যিদ আওর আলীগড় তাহ'রীক (উর্দূ), আলীগড় ১৯৯২ খৃ.; (১৩) ঐ লেখক, Secular Tradition in Aligarh Muslim University, আলীগড় ১৯৯১ খৃ.; (১৪) Yusuf Husain Khan (ed.), Selected Documents of the Aligarh Archives, Asia Puhlishing House, India 1967; (১৫) মুশতাক' আহ'মাদ (সম্পা.), খুতূ'ত-ই ওয়াকারুল-মুলক, আলীগড় ১৯৭৪ খৃ.; (১৬) Abdul Qadir, Syed, The Proposed Muhammadan University, in Muslim Review, (Allahabad), June 1910 (pp. 465-569), August (pp. 131-136), September (pp. 204-12), January 1911, 51-55; (১৭) All India Muslim University Kay muta'alliq Nawab Husain Viqor-ul Mulk Bahadur Ki rai, Aligarh 1912; (১৮) Indian Education Policy, Calcutta 1904; (১৯) খাওয়াজা কামালুদ্দীন, মুসলিম ইউনিভার্সিটি আওর উসক্যা ইসলামী পাহ্‌লু, আলীগড় ১৯১৬ খৃ.; (২০) Mahomed Ali, the Aligarh Muslim University, a note by the Hony. Secretary, 27 September 1920; (২১) Mohamed Ali, the Proposed Mohamedan University, Bombay 1904; (২২) মুহাম্মাদ 'আযীয মিরযা, মুসলিম ইউনিভার্সিটি আওর উসকে মাক'াসি'দ, লাখনৌ তা.বি.; (২৩) Nozami, K. A. Semlar Tradition at Aligarh Muslim University, Aligarh তা.বি.; (২৪) Agha Khan, the Muemoirs of Agha Khan, London 1945; (২৫) Bhatnagar, S. K. History of the M. A. O. College, Aligarh 1969; (২৬) Mahmuod Syed, A History of English Education in India, Aligarh 1895; (২৭) Mumtaz Moin, The Aligarh Movement, Karachi 1976; (২৮) নিজামী, আলীগড় কী ইলমী খিদমাত, দিল্লী ১৯৯৪ খৃ.; (২৯) ঐ লেখক, Sir Syed on Education, Society and Economy, Delhi 1995; (৩০) কুরায়শী, নাসীম (সম্পা.), আলীগড় তাহরীক আগায তা ইমরোয, আলীগড় ১৯৬০ খৃ.; (৩১) Aziz Ahmad, Islamic Modernism in India and Pakistan 1857-1967, Oxford University Press, 1967; (৩২) Lelyveld, David, Aligarh's First Generation, Princeton 1978; (৩৩) Aligarh Law Journal, Mahmud Number, vol. v, 1973; (৫৬) Relevant copies of the following Periodicals :

- Aligarh Institute Gazette;
- Aligarh Monthly;
- Eastern Times, Lahore;
- Journal of the Aligarh Historical Research Institute;
- M. A. O. College Magazine;
- তাহযীবুল আখলাক;

(34) Aligarh District Gazetteer (1875, Under revision), W. J. D Burkitt, Settlement Report (1903); (৩৫) A. S. Tritton, Aligarh, 1987; (36) Imperial Gazetteer of India, ৫খ., ২০৮-৯; (৩৭) Professor Ramesh Chandra (ed.), Cities and

Towns of India, New Delhi 2004, 79-87; (৩৮) Aligarh Muslim University, in Commonwealth Universities Yearbook 2005, London 2005, ১খ., ৭২৮-৩৩।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (দ্র. আলীগড়)।

আলী চেলেবী (দ্র. ওয়াসি' 'আলীসি)।

'আলী তেগীন (দ্র. কারাখানীগণ)।

আলী নওয়াব চৌধুরী (علی نواب چودھری)ঃ (১৯২১ খৃ.) বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার বিখ্যাত জমিদার, শিক্ষানুরাগী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ। তিনি কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার পশ্চিমগাঁওয়ে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারের উনিশ শতকের ষাটের দশকের প্রথমার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা ইউসুফ আলী চৌধুরী তৎকালীন একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন। বাংলার নারী জাগরণ ও শিক্ষার অগ্রদূত নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩ খৃ.) ছিলেন তাঁহার ফুফু। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল শাহযাদা মির্যা আওরঙ্গজেব, আলী নওয়াব চৌধুরী ডাক নাম, লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় (১৭৯৩ খৃ.) তাহার পূর্বপুরুষদের চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল, যাহা বংশানুক্রমে ঐ পরিবারে এখনো চলিয়া আসিতেছে। ত্রিপুরার ইতিহাস "রাজমালা" গ্রন্থে এই প্রাচীন বংশকে হোসনাবাদের দানশীল ও জনকল্যাণকামী বংশ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

আলী নওয়াব চৌধুরী সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজে তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। তৎকালীন পশ্চাৎপদ মুসলমানদের শিক্ষা ব্যতীত সমাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া তিনি সম্যকভাবে বুঝিতে পরিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে তাঁহার ফুফু নওয়াব ফয়জুন্নেছার শিক্ষামূলক চিন্তা-ধারায় তিনি প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন বলিয়া ধারণা করা হয়। এই পথ ধরিয়া আলী নওয়াব চৌধুরী তাঁহার পিতার নামে কুমিল্লায় ১৮৭৯ খৃ. ইউসুফ আলী হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির কর্মকাণ্ডে তাঁহার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ইহা ছিল স্যার সায়্যিদ আহমাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (১৮৮৬ খৃ.) সর্বভারতীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির প্রাদেশিক শাখা। ১৮৯৯ খৃ. কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এই কেন্দ্রীয় শিক্ষা সমিতির ত্রয়োদশ অধিবেশনেই অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলার কতিপয় শিক্ষানুরাগী বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি গঠনের পরিকল্পনা করেন। ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩ খৃ. "কলিকাতা মোহামেডান ইউনিয়ন"-এর বার্ষিক অধিবেশনে "বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি" গঠিত হয় এবং ইহার উদ্দেশ্যাবলী প্রাণীত হয়। ২-৩ এপ্রিল, ১৯০৪ খৃ. রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত ঐ সমিতির প্রথম অধিবেশনে আলী নওয়াব চৌধুরী উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিনিধি মৌলভী মফিয উদ্দিন সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন কুমিল্লায় করিবার প্রস্তাব করেন এবং তাহা গৃহীত হয়। ২১-২২ এপ্রিল, ১৯০৫ খৃ. বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন কুমিল্লায় না হইয়া পশ্চিমগাঁও আলী নওয়াব চৌধুরীর বাসভবন "খুরশীদ মঞ্জিল" প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। আলী নওয়াব চৌধুরী অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। "ঢাকা প্রকাশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ঃ জমিদার আলী নওয়াব চৌধুরী খান বাহাদুর সাহেব উর্দূ ভাষাতে ডেলিগেট, মেম্বর ও দর্শকবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহারা নানা স্থান ও দূর দেশ হইতে আসিয়া সমিতির কার্যে যোগদান করিয়াছেন বলিয়া তাহাদেরকে ধন্যবাদ দেন। দুই দিনের মোট ৪টি অধিবেশনে শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কিত ১৫টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অধিবেশনে কুমিল্লায় একটি মুসলিম বোর্ডিং হাউজ স্থাপনের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হইলে আলী নওয়াব চৌধুরী উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চাঁদা প্রদান করেন।

১৫ অক্টোবর, ১৯০৫ খৃ. "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" নামে তৎকালীন ভারতে একটি নূতন প্রদেশ সৃষ্টি হয়। ঐ নূতন প্রদেশের জন্য "বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির পাশাপাশি ঢাকায় নওয়াব সলিমুল্লাহ ও আলী নওয়াব চৌধুরীর উদ্যোগে "পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি" গঠিত হয়। ১৪-১৫ এপ্রিল, ১৯০৬ খৃ. ঢাকার শাহবাগে এই সমিতির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে পৃথক প্রদেশ সৃষ্টি, মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, পূর্ববঙ্গ ও আসাম মোহামেডান এসোসিয়েশন গঠন এবং নূতন প্রদেশে মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষার প্রসারকল্পে নওয়াব সলিমুল্লাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী, নওয়াব খাজা ইউসুফ, খাজা মোহাম্মদ আযম প্রমুখ যে সকল তৎপরতা চালাইয়াছিলেন, আলী নওয়াব চৌধুরীও এইগুলির সহিত প্রথম হইতেই জড়িত ছিলেন। তিনি এই সকল সভা সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ২৭ ডিসেম্বর, ১৯০৬ খৃ. ঢাকার শাহবাগে "সর্ব ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির" বিশতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই ছিল পূর্ববঙ্গে অনুষ্ঠিত উক্ত সমিতির প্রথম অধিবেশন। উক্ত অধিবেশনে যাহারা সভামঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন আলী নওয়াব চৌধুরী ছিলেন তাহাদের অন্যতম। অধিবেশন শেষে ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬ খৃ. গঠিত হয় মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল "নিখিল ভারত মুসলিম লীগ"। ইহা গঠনের পিছনে আলী নওয়াব চৌধুরী অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিচয় দিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের শিক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দোলনে ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহকে সর্বদা উৎসাহ, সাহস ও সহযোগিতা প্রদান করিয়াছেন কুমিল্লার আলী নওয়াব চৌধুরী ও হোস্সাম হায়দার চৌধুরী। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কাজে আলী নওয়াব চৌধুরী অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছেন। লর্ড কার্জন ভারত ত্যাগের সময় তাঁহার প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ করিবার জন্য নওয়াব সলিমুল্লাহ ৪ নভেম্বর, ১৯০৫ খৃ. ঢাকায় মুসলমান নেতাদের যে সভা আহ্বান করিয়াছিলেন আলী নওয়াব চৌধুরীও তথায় যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি কর্মঠ, দয়ালু, প্রজাদরদী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি ছিলেন মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এবং তাহাদের স্বতন্ত্র আবাসের একজন জোর সমর্থক। জনকল্যাণ ও দানশীলতার জন্য তাঁহার বিশেষ খ্যাতি রহিয়াছে। জনসেবা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ বৃটিশ সরকার ১৮৯৭ খৃ. আলী নওয়াব চৌধুরীকে খান বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। তিনি শিকার ও খেলাধূলা পছন্দ করিতেন। কুমিল্লা টাউন হল নির্মাণে তাঁহার অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি ফারসী ভাষায় একজন পণ্ডিত ছিলেন। বাংলার লে. গভর্নর ক্যাম্পবেল (Compbell) তাঁহার সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আলী নওয়াব চৌধুরী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৬ জানুয়ারী, ১৯২১ খৃ. নিজ বাসভবনে ইনতিকাল করেন। তাহাকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ড. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী (১৮৫৭-১৯৪৭ খৃ.), কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা

২০০০ খৃ., পৃ. ১২৮-১৩০; (২) মোবাশ্বের আলী সম্পা., কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, কুমিল্লা জেলা পরিষদ, কুমিল্লা ১৯৮৪ খৃ., পৃ. ৯০৩; (৩) বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩ খৃ., ১ সং, ১খ., পৃ. ২৮৪; (৪) কানিজ-ই বুতুল, আলী নওয়াব চৌধুরী, জীবন ও কর্ম, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৯৯৩ খৃ.; (৫) অনুপম হায়াৎ, নওয়াব পরিবারের ডাইরীতে ঢাকার সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশ কোঅপারেটিভ বুক সোসাইটি, চট্টগ্রাম ২০০১ খৃ., পৃ. ২৭।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

'আলী নগর (বা আলিনগর) ঃ আলিপুরের পুরাতন নাম। কলিকাতায় ইংরেজ আক্রমণের সময় নওয়াব সিরাজুদ্দৌলা এখানে ছাউনি স্থাপন করেন; 'আলী নাকী খান [দ্র.] অন্যতম সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার নামানুযায়ী আলী নগর হইয়াছে বলিয়া অনুমিত। ইংরেজরা কলিকাতা পুনরুদ্ধার করিলে (১৭৫৬) এখানে নওয়াবের সহিত সন্ধি হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ ১খ., ২৪৮

'আলীনগরের সন্ধি ঃ কলিকাতার ইংরেজ কর্মচারীদের সহিত বিনা শুল্কে বাণিজ্যের ব্যাপারে মতবিরোধ ঘটায়, নওয়াবের পলাতক প্রজা কৃষ্ণ দাসকে আশ্রয় দেওয়ায় ও তাঁহার বিনানুমতিতে কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণ করায় নওয়াব সিরাজুদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করিয়া উহার নাম দেন আলীনগর (১৭৫৬)। অচিরে নওয়াবকে পদচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়। নওয়াব যখন ইহার প্রতিকারে ব্যস্ত, তখন ক্লাইভ মাদ্রাজ হইতে নূতন সৈন্যদল লইয়া আসিয়া কলিকাতা পুনরাধিকার করেন; নওয়াবের নিযুক্ত কলিকাতার শাসনকর্তা (সেনাপতি) মানিক চাঁদ যুদ্ধের ভান করিয়া পলাইয়া যায়। নওয়াব বাধ্য হইয়া ইংরেজদেরকে বাণিজ্যের সুবিধা ও দুর্গ নির্মাণের অধিকার দিয়া তাহাদের সঙ্গে সন্ধি (২০ ফেব্রুয়ারি, ১৭৫৬) করেন। কিন্তু এই সন্ধির অত্যল্প কাল পরেই ইংরেজরা নওয়াবের কর্মচারীদের সহিত গোপন চক্রান্ত করিয়া (১০ জুন, ১৭৫৭) পলাশীর শঠতাপূর্ণ যুদ্ধে (২৩ জুন, ১৭৫৭) তাঁহার পতন ঘটায়।

বাংলা বিশ্বকোষ ১খ., ২৪৮

'আলী নাকী আল-'আসকারী, ইমাম (امام علی نقی العسکری) ঃ আবু'ল হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-'আসকারী, আল-হাদী, আন-নাকী ইছনা 'আশারী দ্বাদশ ইমাম, শী'আদের দশম ইমাম ছিলেন। তিনি সাধারণভাবে ইমাম আন-নাকী নামে পরিচিত। তিনি নবম ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন আলী আর-রিদা-র [দ্র.] পুত্র ছিলেন এবং মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। অধিকাংশ শী'আ লেখক তাঁহার জন্ম তারিখ রাজাব ২১৪/সেপ্টে. ৮২৯ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভিন্নমতে তিনি যু'ল-হিজ্জা ২১২ অথবা ২১৩/ফেব্রুয়ারী-মার্চ ৮২৮ অথবা ৮২৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন উৎস অনুযায়ী তাঁহার মাতা ছিলেন আল-মা'মূনের কন্যা উম্মুল-ফাদল; তবে অন্যদের মতানুসারে তাঁহার মাতা ছিলেন সুমানা অথবা সুসান নাম্নী সম্ভ্রান্ত বংশীয়া একজন মহিলা (আল-কাফী, ১খ., ৪৯৮; ইছবাতুল-ওয়াসিয়্যা, পৃ. ২২০) এবং তাঁহার উপনাম ছিল উম্মু'ল-ফাদল। ২০২/৮১৭-৮ সালে মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী আর-রিদা উম্মুল-ফাদলের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁহার পিতা ২২০/৮৩৫ সালে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার মতই তিনি (আল-'আসকারী) অতি শৈশবেই ইমাম হন।

তিনি আল-মুতাওয়াক্কিলের খিলাফাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত শান্তিতেই জীবন যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু তাহার খিলাফত লাভের অব্যবহিত পরেই তাঁহার শী'আ বিরোধী নীতি ইমাম 'আলী নাকীকে অসুবিধায় ফেলিয়াছিল। তিনি রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত আছেন এই ধরনের সংবাদ খলীফার নিকট পৌঁছিলে খলীফা উহার ভিত্তিতে সৈন্যদলের প্রহরায় তাঁহাকে সামাররা-তে লইয়া আসিবার জন্য য়াহ্য়া ইব্ন হারছামাকে ২৩৩/৮৪৭-৮ অথবা ২৩৪/৮৪৮-৯ সালে মদীনায় প্রেরণ করেন। মনে হয়, তিনি খলীফার শ্রদ্ধা লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখা হইলেও তাঁহাকে কোন প্রকার কষ্ট দেওয়া হয় নাই।

তিনি আল্লাহ-ভক্তি ও নিষ্ঠার জন্য বিপুল সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সামাররাতেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। জুমাদাল-উখ্রা অথবা রাজাব ২৫৪/জুন অথবা জুলাই ৮৬৮ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার আল-'আসকারী নিসবা 'আসকার সামাররা' হইতে উদ্ভূত। সেই শহরে অবস্থিত তাঁহার বাসগৃহে তাঁহাকে দাফন করা হইয়াছিল। শী'আ মতানুসারে তাঁহাকে খলীফা কর্তৃক বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছিল (মাস'উদী, মুরূজ, ৮খ., ৩৮৩)। কিন্তু মাকাতিলুত-তালিবিয়্যীন-এ তাঁহাকে 'আলী বংশীয় শহীদদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। তাঁহার 'বাবা' ওয়াকীল (মুখপাত্র) ছিলেন মুহাম্মাদ ইব্ন 'উছমান আলী' আমরী (মৃ. ৩০৪ বা ৩০৫/৯১৬-৮), যাঁহার পিতা 'উছমান ইব্ন সা'ঈদ অষ্টম ও নবম ইমামদ্বয়ের বাব ও ওয়াকীল ছিলেন। দ্বাদশ ইমামপন্থী শী'আগণ তাঁহার পুত্র আল-হাসান 'আসকারী-কে একাদশ ইমাম হিসাবে স্বীকার করেন। অন্য এক দল বিশ্বাস করে যে, তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ, যিনি তাহার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন, আত্মগোপনকারী ইমাম। সম্ভবত মুহাম্মাদ ইব্ন নুসায়র আন-নামীরী এই দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, যিনি 'আলী-নাকীর প্রতি খোদায়ী মর্যাদা আরোপ করেন এবং নিজেকে তাঁহার বাব ও বার্তাবাহক বলিয়া দাবি করিতেন। তাঁহাকে নুসায়রিয়্যা (দ্র.) মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত্-তাবারী, ৩খ., ১০২৯, ১১০২-৩, ১৩৭৯; (২) মুহাম্মাদ বাকির আল-মাজলিসী, বিহারুল-আনওয়ার, তেহ্রান ১৩০২ হি., ১২ খ., ১২৬-১৫৩। এই গ্রন্থে উৎস, জীবনী, কর্ম, অলৌকিক ঘটনা, সহচরদের উল্লেখ এবং দশম ইমাম-এর আচরণের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে। ইহাতে তাঁহার (আল-'আসকারী) ছিকাত ও ওয়াকালারও তালিকাভুক্ত আছে); (৩) নুজূম, ২খ., ২৭১; (৪) আল-আশ'আরী, মাকালাত, ১খ., ১৫; (৫) আল-কাশশী, রিজাল, ৩২৩; (৬) আল-আসতারাবাদী, মিন্হাজু'ল-মাকাল, তেহ্রান ১৩০৬ হি., পৃ. ৩০৫; (৭) নুসায়রী, মাজমু'উল-আয়াদ, সম্পা. R. Strothmann, ISI. ১৯৪৬ খৃ., নির্ঘণ্ট, শিরো. আবু'ল-হাসান 'আলী আল-'আসকারী; (৮) আল-মাসউদী, মুরূজ, ৭খ, ৬১-২, ২০৬-৯, ৩৭৯-৩৮৩, ৮খ., ৩৮৩; (৯) আল-য়া'কূবী, (Houtsma), ২খ., ৫৫২-৩, ৬১৪; (১০) ইব্ন খাল্লিকান, ১খ., ৪৪৫-৬; (অনু. De Slane, ২১৪-৬); (১১) আন-নাওবাখ্তী, ফিরাকু'শ- শী'আ, সম্পা. Ritter, পৃ. ৭৭-৯, ৮৩; (১২) আশ্-শাহরাস্তানী, সম্পা. Cureton, ১খ., ২৮ প.; সম্পা. বাদ্রান, পৃ. ৩৪৭-৮; (১৩) আবুল মা'আলী, বায়ান, সম্পা. Schefer, পৃ. ১-৬৪ প.; সম্পা. ইকবাল, পৃ. ৪২; (১৪) D. M. Donaldson, The shi'ite Religion, লন্ডন ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ২০৯ প.; (১৫) J. N. Hollister, The Shi'a of India, লন্ডন ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৮৭-৮৯।

B. Lewis (E.I.[2])/আবদুল হক

'আলী পাশা আরাবাজী (علی پاشا عرابه جی) ঃ 'উছমানী প্রধান মন্ত্রী। ১৬২০ ও ১৬২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে ওখরি-তে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬ শা'বান, ১১০৪/২১ এপ্রিল, ১৬৯৩ সালে রোড্স (Rhodes)-এ মৃত্যুবরণ করেন। প্রথমে বিভিন্ন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের "ইমাম" ও পরে কেত্খুদা এবং ১১০১/১৬৮৯ সালে জানিসারী বাহিনীর "আগা" পদে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তী কালে উযীর ও রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনীর কাইম মাকাম পদে উন্নীত হন। কাদি'ল-'আসকার য়াহ্'য়া আফেন্দী ও শায়খুল ইসলাম আবূ সা'ঈদ যাদাহ ফায়দুল্লাহ্ আফেন্দীর সমর্থনে তিনি সায়ালান কামেন (Szalankamen) নামক স্থানে নিহত কোপরুলুয়্যাদাহ মুস্তাফা পাশার উত্তরাধিকারীরূপে ৬ যু'ল-হি'জ্জা, ১১০২/৩০ আগস্ট, ১৬৯১ সালে প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। অস্ট্রীয়দের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর প্রধান হইবার প্রতি অনীহা দেখাইয়া আলী পাশা তাহার বিরুদ্ধবাদিগণকে উৎকোচ প্রদান অথবা পদচ্যুতির মাধ্যমে নিরস্ত্র করিতে সমর্থ হন। এই নীতির কারণে তিনি সুলতানের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। সুলতান তাহাকে পরিণামে পদচ্যুত করেন (২৮ মার্চ, ১৬৯২) এবং হা'জ্জী 'আলী পাশাকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন। 'আলী পাশা আরাবাজীকে পরবর্তীতে রোড্স-এ নির্বাসিত করা হয়, যেহেতু তাঁহার বিশৃঙ্খলা ও ষড়যন্ত্রের নেতা হওয়ার আশংকা ছিল, তাই তাঁহার শত্রুরা তাঁহার মৃত্যুদণ্ডাদেশ লাভে সমর্থ হয় এবং কিছুকাল পরেই রোড্স-এ তাঁহার প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়। একজন কর্মচারীকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহাকে গরুর গাড়ীতে করিয়া বিদায় দানের ঘটনা হইতে 'আরাবাঃজ (গাড়োয়ান) উপনামটির উৎপত্তি হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) রাশিদ, তারীখ, ২খ., ১৬৬ প.; (২) 'উছমান-যাদাহ তাইব, হা'দীকা'তু'ল-উযারা, পৃ. ১১৮ প.; (৩) ফিনদীকলীলী মু'হাম্মাদ আগা, সিলাহদার তারীখী, ২খ., ৫৯৬-৬৩৪; (৪) IA, দ্র. শিরো. (রাশিদ আকরাম কচু প্রণীত)।

R. Mantran (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

'আলী পাশা খাদিম (علی پاشا خادم) ঃ 'উছমানী আমলের একজন প্রধান উযীর। প্রথমে আক্ আগাসী, পরে কারামান এবং রুমেলুয়া-র বেইলারবেয়ী পদে তিনি Wallachia অভিযানে (১৪৮৫ খৃ.) প্রসিদ্ধি লাভ করেন; ১৪৮৬ খৃ. তিনি উযীর পদে নিয়োজিত হন এবং সিলিসিয়ায় (১৪৯২ খৃ.) আগা কায়রি যুদ্ধে তিনি মিসরের মামলূকগণকে পরাজিত করেন এবং কেরোন (Coron) ও মোদন (Modon)-এর দুর্গসমূহ দখল করেন (১৫০০ খৃ.) এবং পরবর্তী বৎসরে মাসীহ পাশার পর প্রধান উযীর নিযুক্ত হন। ১৫০৩ খৃ. তিনি পদচ্যুত হন এবং ১৫০৬ খৃ. পুনরায় প্রধান উযীরের পদে বহাল হইয়া আমৃত্যু উক্ত পদে নিয়োজিত থাকেন। তিনি শাহযাদা কুরকুদকে পরাজিত করেন (৯১৪/১৫০৮) এবং তাঁহার স্থলে সুলতান দ্বিতীয় বায়াযীদের দ্বিতীয় পুত্র শাহযাদা আহমাদের উত্তরাধিকারী করিতে সচেষ্ট হন; তিনি শাহ্যাদা সালীমকেও পরাজিত করেন; শাহ্যাদা সালীম চোরলু-তে নিজের পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন (১৫১১ খৃ.)। সীওয়াস ও কায়সারীর মধ্যে গোকচাইতে কারা বিয়িক ওগলুর বিদ্রোহ দমন করার সময় তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুতে শাহযাদা আহ'মাদের আশা ভঙ্গ হয়।

একজন দক্ষ ও ন্যায়বান রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি সুলতান দ্বিতীয় বায়াযীদ এবং জনগণের নিকট সম্মানের পাত্র ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আলী পাশা খাদিম বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ ও বৈজ্ঞানিকদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, বিশেষ করিয়া কবি মাসীহী ও ঐতিহাসিক ইদরীস বিত্লীসী তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি ইস্তাম্বুলে 'আতীক 'আলী পাশা নামক মস্জিদ নির্মাণ করেন (১৪৯৬ খৃ.)। ইহা ছাড়া মস্জিদ সংলগ্ন মাদ্রাসা স্কুল ও ইমারতও নির্মাণ করেন; কারাওমূরুক-এ হা'ম্মাম ও য়াস্সীওরেন-এ মস্জিদ নির্মাণের দায়িত্বেও তিনিই ছিলেন এবং তিনিই চোরা (Chora)-এ অবস্থিত Saint Savior মঠ গির্জাকে মস্জিদে পরিণত করিয়াছিলেন। এই মস্জিদ কারিয়ে জামি নামে পরিচিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আশিক পাশা যাদাহ, তারীখ, পৃ. ২২৩-৯; (২) 'উছ'মান যাদাহ তাইব, হা'দীকা'তু'ল-উযারা, ১খ., ২০; (৩) মুহ'াম্মাদ হামদামী সোলাক যাদাহ, তারীখ, পৃ. ২২৯ প.; (৪) J. Von Hammer, Histoire de I'Empire Ottoman, iv, i. 20, 14, 19, 24-6, 69, 95, 114; (৫) Turkish Islamic Encyclopaedia, শিরো. (by Resad Ekrem Kocu)।

R. Mantran (E.I.²)/পারসা বেগম

'আলী পাশা গুযেলজি (علی پاشا غزلجی) ঃ গুযেলজি অর্থ 'সুদর্শন' (মৃ. ১৬২০ খৃ.), 'উছ'মানী প্রধান নৌ-সেনাধ্যক্ষ এবং প্রধান উযীর; তিনি Istankoy (Cas)-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পর্যায়ক্রমে Damiette-এ "বে" এবং য়ামান (১৬০২ খৃ.), তিউনিস, মোরিয়া এবং সাইপ্রাসের "বেইলারবেয়ী" পদে কাজ করেন। ১৬১৭ সালের নভেম্বর মাসে তিনি খালীল পাশার স্থলে কাপুদান-ই দারয়া নিযুক্ত হন; ১৬১৮ সালের আগস্ট মাসে দালমাতিয়া উপকূলের উপর দিয়া প্রবাহিত ঝড়ের ফলে তাঁহার নৌবহরের এগারটি জাহাজ বিধ্বস্ত হয়। প্রথম মুস্তাফার-র সিংহাসন আরোহণের পর তিনি পদচ্যুত হন; কিন্তু অল্পকাল পরেই আবার কাপুদান-ই দারয়া নিযুক্ত হন। ১৬ মুহ'ার্রাম, ১০২১/২৩ ডিসেম্বর, ১৬১৯ সালে তিনি ওকূজ মুহাম্মাদ পাশার স্থালে প্রধান উযীর নিয়োজিত হন। সুলতা'ন দ্বিতীয় 'উছ'মানের অন্তরঙ্গ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চক্রান্তের পর তাঁহার এই পদপ্রাপ্তি ঘটে। সুলতা'ন দ্বিতীয় 'উছ'মান তাঁহাকে বিস্তর সম্পদ উপহার দেন। সম্পত্তি বাযেয়াফ্ত করিয়া এবং জুলুমের মাধ্যমে অর্থ আদায় করিয়া তিনি কুখ্যাত হইয়াছেন। এই ব্যাপারে তিনি মুসলিম অথবা খৃষ্টান কাহাকেও অব্যাহতি দিতেন না; বোরিসি (Borissi) নামক ভেনিস-এর এক দোভাষী (dragoman) তাঁহার নিকট দাবিকৃত ১০০,০০০ থেলার (Thaler) দিতে অপারগ হওয়ায় তাহাকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হয়। জানিসারী সেনাদলের ওজাক (odjac) সরবরাহকারী গ্রীক স্কারলাটি (Sharlati)-কে অর্থের একটি বিরাট অংক প্রদানে বাধ্য করা হয়; গ্রীক প্রধান ধর্মযাজক তাহার নিকট দাবিকৃত ১০০,০০০ ডুকাট (ducat)-এর অতিরিক্ত আরও ৩০,০০০ ডুকাট প্রদান করিয়া মুক্তিলাভ করেন। 'আলী পাশা সুলতানকে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করিতে প্ররোচিত করিতেছিলেন, এই সময় তিনি পাথরী রোগে আক্রান্ত হইয়া ইনতিকাল করেন (১৫ রাবী'উল-আওওয়াল, ১০৩০/৮ মার্চ, ১৬২১)। তাঁহাকে বেশিক্তাশ-এ য়াহ্'য়া এফেন্দির সমাধির পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হয়। তিনি 'চেলেবী' অর্থাৎ "সুরুচিপূর্ণ, পরিচ্ছন্ন" উপাধিও লাভ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্রাহীম পেচেবী, তারীখ, ২খ., ৩৭১-৫; (২) নাঈমা, তারীখ, ২খ., ১৫৩-৮৬; (৩) 'উছ'মান যাদাহ' তাইব, হা'দীকা'তু'ল-উযারা; (৪) কাতিব চেলেবী, তুহ্'ফাতু'ল-কিবার ফী আস্ফারিল-বিহা'র, পৃ. ১০৫

প.; (৫) J. won Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman, viii, 1 : 44, 251-3, 263-72; (৬) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, Resad Ekrem Kocu কর্তৃক লিখিত নিবন্ধ।

R. Mantran (E.I.2)/পারসা বেগম

'আলী পাশা চান্‌দারলী যাদে (علی باشا چاندارلی زاده) ঃ (মৃ. ১৪০৭ খৃ.), চান্‌দারলী খালীল খায়রুদ্‌-দীন পাশার পুত্র। পিতার ন্যায় তিনিও প্রথমে ক'াদী, তারপর ক'াদি'ল-'আস্‌কার এবং সর্বশেষে প্রধান মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে উযীরের দায়িত্বও পালন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি ছিলেন একাধারে প্রশাসন, অর্থ দফতর ও সেনাবাহিনীরও প্রধান। সম্ভবত ১৩৮৭ খৃ. তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি এইসব দায়িত্ব পালন করেন। আনাতোলিয়ায় কারামানী 'আলী বে'-র বিরুদ্ধে অভিযানের পর তিনি বুলগেরিয়ায় সুদক্ষ অভিযান পরিচালনা করেন এবং কতিপয় দুর্গ (প্রভাদ, তিরনোভা, শেহির কোয়ু ইত্যাদি) অধিকার করিতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি কোসোভোর যুদ্ধে (২০ জুন, ১৩৮৯) প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন। এই যুদ্ধে প্রথম মুরাদ নিহত হন এবং প্রথম য়িলদিরিম বায়াযীদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি 'আলী পাশাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। গ্রীস ও বোসনিয়ার অভিযানসমূহে 'আলী পাশা সুলতানের সঙ্গী ছিলেন। তিনি কন্‌স্টান্টিনোপল অবরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই অবরোধ ১৩৯১ খৃ. শুরু হয়; কিন্তু পরে তৈমূর কর্তৃক পূর্ব আনাতোলিয়া আক্রমণের ফলে ইহা পরিত্যক্ত হয়। আঙ্কারা যুদ্ধে (১৪০২ খৃ.) প্রথম বায়াযীদ বন্দী হইলে 'আলী পাশা আইনসম্মত উত্তরাধিকারী সুলায়মানকে রক্ষা করেন এবং তাহাকে প্রথমে ব্রুসা এবং পরে আদ্রিয়ানোপল লইয়া যান। রাজাব ৮০৯/জানুয়ারী ১৪০৭ সালে তাহার মৃত্যু পর্যন্ত 'আলী পাশা সুলায়মান চেলেবীর প্রধান মন্ত্রীরূপে বহাল থাকেন। তাঁহার রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা ও সুদক্ষ কূটনীতির ফলে সুলায়মান চেলেবী আঙ্কারা হইতে এজিয়ান সাগর পর্যন্ত 'উছমানী রাজ্যে স্বীয় কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করিতে সক্ষম হন। উযীরের অবর্তমানে সুলায়মান চেলেবী মুহাম্মাদ চেলেবীর আক্রমণে পরাজিত ও নিহত হন (১৪১০ খৃ.)। মুহাম্মাদ চেলেবী পরবর্তী কালে ১ম মুহ'াম্মাদ নামে পরিচিত হন।

'আলী পাশা চান্‌দারলী যাদে স্বীয় পিতার ন্যায় 'উছ'মানী প্রশাসনে নিজ অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ক'াদীগণের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ নির্ধারিতকরণ, ইচ-ওগ'লান নামে একটি বাহিনী গঠন— যাহাদের মধ্য হইতে অসংখ্য রাজকীয় কর্মচারী নিয়োগ করা হইত এবং উযীরগণকে প্রভাব ও মানসম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণতকরণ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিকগণ তাঁহার বিলাসবহুল জীবনের প্রতি অনুরাগের সমালোচনা করিয়াছেন যাহার অংশীদার তিনি প্রথম বায়াযীদকেও করিয়াছিলেন এবং ঐতিহাসিকগণের মতে তিনি জনসাধারণ কিংবা সরকারী কর্মকর্তার কাহারও প্রিয়পাত্র ছিলেন না। 'আলী পাশাকে ইযনিক (Nicaea)-এ স্বীয় পিতার সমাধিতে দাফন করা হয়। ব্রুসাতে একটি মহল্লা, একটি মস্‌জিদ ও একটি খানকাহ্ তাঁহার নাম বহন করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আশিক' পাশা যাদে, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১৩৩২ হি., পৃ. ৭০, ৭১, ৭৬, ৭৭; (২) মেহ'মেদ নেশরী, জাহাননুমা, আঙ্কারা ১৯৪৯ খৃ., ১খ., ২২০ প.; (৩) সা'দুদ-দীন, তাজু'ত্-তাওয়ারীখ, ১খ., ১৩৮ প.; (৪) Gibbons, The Foundation of the Ottoman Empire, পৃ. ১৭১-২, ১৯৯-২০০, ২৩৪; (৫) J. Von Hammer, Histoire de L'Empire Ottoman, i. `1.5: 262-77; i. 6, 316-20. 341; 1. 8. 105, 125, 135-40: (৬) F. Jaeschner এবং P. Wittek, Die Vezir familie von candarlizade, Isl., ১৯২৯ খৃ., পৃ. ৬০-১১৫; IA, s. v. (by I. H. Uzuncarsili)।

R. Mantran (E.I.2)/মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

'আলী পাশা চোরলুলী (علی باشا چورلولی) ঃ 'উছমানী প্রধান মন্ত্রী, ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের দিকে জন্ম। চোরলু নামক স্থানে জনৈক কৃষক অথবা নরসুন্দরের পুত্র ছিলেন। সুন্দর চেহারা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে তাহাকে দ্বিতীয় আহ'মাদের জনৈক সভাসদ পোষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং গ'লাত'া সারায়ী-তে একজন শিক্ষানবীস হিসাবে ভর্তি করাইয়া দেন। সেখান হইতে তিনি 'প্রাসাদ-চাকুরী'তে যোগদান করেন এবং সেফেরলি ওদার পদ হইতে দ্বিতীয় মুস'ত'াফার অধীনে সিলাহ'দার পদে উন্নীত হন। সিলাহ'দার হিসাবে তিনি তাহার পদের গুরুত্ব যথেষ্ট বর্ধিত করেন। তখন হইতে এই পদে অভিষিক্ত ব্যক্তি একাধারে সুলত'ান ও প্রধান মন্ত্রীর মধ্যবর্তী দারু'স-সা'আদা আগ'াসী এবং ইচ্‌ওগ'লানের নিয়ন্ত্রকরূপে বাবুস-সা'আদা আগাসীর স্থলাভিষিক্ত হইতেন। এনদেরূন (اندرون- অভ্যন্তরীণ)-এর সমগ্র শ্রেণীবিন্যাস সংজ্ঞা পুনঃনির্ধারণ করিয়া তিনি একটি নিজ'ামনামাহ্ রচনা করেন। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের প্রারম্ভে শায়খুল ইসলাম ফায়দু'ল্লাহ এবং প্রধান মন্ত্রী রামী মুহ'াম্মাদের প্রভাবে তাঁহাকে উযীরের পদমর্যাদা প্রদান করা হয়। কিন্তু তৃতীয় আহ'মাদের সিংহাসন আরোহণের পর তাঁহাকে "কু'ব্বে ওয়াযীরী" পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। তিনি এই পদে ১৭১০ সালের মে মাসে প্রধান মন্ত্রিত্বে উন্নীত হওয়া পর্যন্ত বহাল ছিলেন। অবশ্য ১৭০৪ খৃ. এক সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তিনি সিরিয়ার ত্রিপোলীতে ওয়ালী (গভর্নর) নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

চোরলুলী ছিলেন রাজ্যের প্রথম যোগ্য প্রধান মন্ত্রী। চার বৎসর ধরিয়া তিনি সুলত'ানের অত্যধিক আনুকূল্য ভোগ করেন এবং ১৭০৮ খৃ. দ্বিতীয় মুসত'াফার কন্যা আমীনা সুলত'ানকে বিবাহ করিয়া তিনি জামাতা হইলেন, বিশেষ করিয়া তিনি স্থায়ী ও সামন্ততান্ত্রিক সৈন্যবাহিনীর অন্যায় আচরণাদি দূরীকরণ, রাষ্ট্রীয় ব্যয় হ্রাস এবং অস্ত্রাগার ও নৌবহর উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তিনি 'উছমানী খিলাফাতকে যুদ্ধে জড়িত না করিবার সংকল্প পোষণ করিতেন। ইহাতে তিনি শুধু স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধের সুযোগে ভেনিসের নিকট হইতে মোরিয়ার সম্ভাব্য পুনরুদ্ধারেই অবহেলা দেখান নাই, বরং সুইডেনের দ্বাদশ চার্লসের উকরাইন অভিযানের ফলে সৃষ্ট সুযোগও হেলায় নষ্ট করিয়া দেন। এই অভিযান 'উছমানী বাহিনীর সহায়তা লাভ করিলে পিটার দি গ্রেটের অভিযানের ফলে 'উছমানী সাম্রাজ্য যে হুমকির সম্মুখীন হইয়াছিল তাহা সহজেই নস্যাৎ করিতে পারা যাইত। শত্রুদের দ্বারা তিনি উভয় ক্ষেত্রেই সমালোচিত হন এবং চার্লসের পোলটাভাতে পরাজয় বরণ ও 'উছমানী ভূখণ্ডে পলায়নের পর চোরলুলীর প্রেরিত উপঢৌকনাদি গ্রহণ করিতে কিংবা তাহার সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক রাখিতে রাজা নিজেই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কারণ রাজাকে ঐ যুদ্ধে ক্রিমীয় তাতারদের সাহায্য লাভের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল, বাস্তবে যাহা তিনি পান নাই। সম্ভবত ইহা ভুল বুঝাবুঝির কারণে ঘটিয়া থাকিবে; কিন্তু ইহাই চোরলুলীর জীবনে সর্বনাশ ডাকিয়া আনে। আহ'মাদ তাঁহার প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলেন এবং পরিণামে তিনি ১৭১০ সালের জুন মাসে পদচ্যুত হন

এবং ক্রিমিয়ায় কেফের গভর্নরের দায়িত্বভার গ্রহণের উদ্দেশে যখন তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন তখন তিনি মিটিলিনিতে নির্বাসিত হন। সেখানে পরবর্তী বৎসরের ডিসেম্বর মাসে প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

চোরলুলী 'আলী পাশা অনেক মনোরম স্থাপত্য নিদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। তন্মধ্যে ইস্তাম্বুলে চারশী ক'াপী (সেখানে তিনি সমাহিত আছেন) ও তেরসানে দুইটি জামে মস্জিদ এবং স্বীয় জন্মভূমি চোরলুতে একটি বিদ্যালয় ও ঝরনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'উছ'মান যাদে তাইব, হ'াদীক'াতু'ল-উযারা, ২খ., ১০ প.; (২) ত'ায়ার যাদে আত'া, এনদেরূন তারীখী, ১খ., ১৬০ প., ২৮৫, ২খ., ৭৬-৮৩; (৩) রাশিদ, তারীখ, স্থা.; (৪) A. N. Kurat, Isvec Kirali Karl (etc.), নির্ঘণ্ট; (৫) ঐ লেখক, Prut Seferi ve Barisi, নির্ঘণ্ট; (৬) Hammer-Pargstall, ৭খ., ১১৬ প.; (৭) IA, শিরো. (by R. E. Kocu)।

H. Bowen (E. I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

'আলী পাশা দামাদ (علی باشا داماد) ঃ (১৬৬৭-১৭১৬ খৃ.) 'উছমানী আমলের একজন প্রধান মন্ত্রী। তিনি Nicaea-র নিকটস্থ Soloz-এ ১০৭৯/১৬৬৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দ্বিতীয় আহ'মাদের হেরেমে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং সেখানে ক্রমান্বয়ে কাতিব, রিকাবদার, চুকাদার ও সিলাহ'দার পদগুলিতে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি সুলত'ান তৃতীয় আহ'মাদের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেন। সুল'তান তৃতীয় আহ'মাদ ১৭০৩ খৃ. সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'আলী পাশা দামাদকে তাঁহার মন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার কন্যা ফাতিমাকে তাঁহার নিকট বিবাহ দেন (রাবী'উল-আওওয়াল ১১২১/মে ১৭০৯)। মন্ত্রীদের নিয়োগ ও অপসারণের ব্যাপারে তাঁহার হাত ছিল। কোপরুলু যাদে নু'মান পাশা ও বাল্‌ত'াজি মুহ'াম্মাদ পাশা এই দুইজনের নিয়োগ এবং অপসারণের বেলায়ও তাঁহার প্রভাব কার্যকর ছিল। দামাদ 'আলী পাশাকে হত্যা করার প্রচেষ্টার অভিযোগে প্রধান মন্ত্রী খোজা ইব্‌রাহীম পাশাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং দামাদ 'আলী পাশা সেই পদে নিযুক্ত হন (রাবী'উছ'-ছ'ানী ১১২৫/এপ্রিল ১৭১৩)। তাঁহার প্রথম দিকের কার্যকলাপের অন্যতম ছিল রাশিয়ার সহিত আদ্রিয়ানোপল-এর সন্ধিতে স্বাক্ষর করা। এই সন্ধির মাধ্যমে দুই দেশের সীমানা চিহ্নিত হয়। সামারা এবং ওরেল নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী এলাকায় (৫ জুন-১৯ জুন, ১৯১৩) Karlovitz-এর সন্ধিকে অকেজো করিবার জন্য তিনি Morea অভিযানে যান; তুর্কী জাহাজের উপর ভেনিসীয় এবং মন্টেনিগ্রীয়দের আক্রমণ ছিল ইহার কারণ। ১৭১৫ খৃ. দামাদ 'আলী পাশা Napoli de Romania, Argos, Coron, Modon, Malvasia এবং ক্রিটের অন্তর্গত La Suda ও Spina Longa অধিকার করেন। একই সময় তাঁহাকে সিরিয়ার 'উছ'মান উগ'লু নাসাহ পাশার, আনাতোলিয়ার দস্যু 'আব্বাসের এবং মিসরের ক'ায়তাস্‌ বে-র বিদ্রোহ দমন করিতে হয়।

১৭১৬ খৃ. তিনি কর্ফু-এর বিরুদ্ধে এক অভিযান শুরু করেন, কিন্তু ভেনিস এবং অস্ট্রিয়ার মধ্যে বহিরাক্রমণ ও প্রতিরক্ষামূলক বিষয়ে একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার ফলে তিনি বাধ্য হইয়া তাঁহার সৈন্যদল বেলগ্রেডে প্রেরণ করেন। প্রিন্স ইউজিন (Eugene)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত অস্ট্রীয় বাহিনী ১৬ শা'বান, ১১২৮/৫ আগস্ট, ১৭১৬ সালে Peterwardein-এ তুর্কী বাহিনীর সম্মুখীন হয়। যুদ্ধচলাকালীন অবস্থায় দামাদ 'আলী পাশা মারাত্মকভাবে কপালে গুলীবিদ্ধ হন; তৎপূর্বেই তুর্কী সেনাবাহিনীর পশ্চাদাপসরণ আরম্ভ হইয়াছিল। বেলগ্রেডে প্রথম সুলায়মানের মস্‌জিদের বাগানে তাঁহাকে দাফন করা হয়; সত্তর বৎসর পরে ঐ শহরটি অধিকার করিয়া অস্ট্রীয় জেনারেল London সমাধিটি ভিয়েনায় Hadersdorf-এর বনভূমিতে স্থানান্তরিত করেন। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান যখন অগ্রগতিতে, তখন তুর্কী সেনাবাহিনীকে কর্ফুতে অবতরণ করান হয়, কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু সংবাদে দ্বীপটি হইতে তুর্কী সেনাবাহিনীকে অপসারিত করা হয় (জুলাই-আগস্ট ১৭১৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) রাশিদ, তারীখ, ৩খ., ও ৪খ., স্থা.; (২) ফারাইদ'ী যাদাহ্‌ মুহ'াম্মাদ সা'ঈদ, গুলশান-ই মা'আরিফ, ২খ.; (৩) মুস্‌ত'াফা পাশা, নাতাইজু'ল-উকূ'আত, ৩খ., ২২-৬; (৪) ত'ায়ার যাদাহ্‌ 'আত'া, তারীখ, ২খ., ৮৫-১০০, ৩খ., ২০৪, ৫খ., ২৫-৩৮; (৫) J. Von Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman, xiii, Ch. 63; (৬) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, নিবন্ধ, M. Cavid Baysun.

R. Mantran (E.I.2)/পারসা বেগম

'আলী পাশা তাপাদালানলী (علی باشا تپه دلن لی) ঃ ছিলেন যান্‌য়া (জান্নিনা)-র শাসনকর্তা; সম্ভবত ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কুতাইয়ার এক মাওলাবী দরবেশ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবার দেশ ত্যাগ করিয়া রুমেলিয়াতে আসে। তাঁহার পিতামহ ও পিতা একের পর এক এপিরাসের তাপাদালানে ডেপুটি লেফট্যানেন্ট গভর্নর (Mvtessllimlik)-এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু শৈশবে পিতৃহীন হওয়াতে 'আলী কন্টিযার অধিবাসী তাঁহার সাহসী ও উচ্চাভিলাষী মায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। ঐ অঞ্চলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধানদের অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিবেশ, প্রথমে গিরিপথের রক্ষক (দারবান্দ বাসবুগু) এবং পরে দালউয়িন (দালভিনো-এর গভর্নর (মুতাস'াররাফ) সংস্পর্শে আসেন। অতঃপর গভর্নরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার হত্যার পথ সুগম করেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মীর-ই মীরান মর্যাদাসহ তিনি নিজেই দালউয়িনের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং ইহার অব্যবহিত পর, মাত্র অল্প দিনের জন্য হইলেও, তিনি য়ানয়ারও গভর্নর নিযুক্ত হন। পরবর্তী বৎসর তাঁহাকে তিরহালা (ত্রিকালা)-তে বদলি করা হয়।১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে গিরিপথের রক্ষকও নিযুক্ত হন। ইতোমধ্যে তিনি তিরহালা পরিত্যাগ করিয়া য়ানয়া গমন করেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর তিনি অস্ট্রিয়া সীমান্তে কৃতিত্বের সহিত যুদ্ধ করেন এবং পরে সার্বিয়ায় এক বিদ্রোহ দমনে অংশগ্রহণ করেন। যদিও ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে 'উছমানী সুলতানের বিরাগভাজন হওয়ার ফলে তিনি গিরিপথ রক্ষকের পদ হইতে অপসারিত হন, তথাপি যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করায় অনুমোদন ব্যতীত বারংবার তাহা দ্বারা স্বীয় এলাকার সম্প্রসারণের ব্যাপারটি ক্ষমা করা হয় এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধাবসানে শান্তি স্থাপনের পর তিনি ও তাঁহার পুত্র ওয়ালিয়্যুদ-দীন রুমেলিয়াতে আলবেনীয়দের অনুপ্রবেশ বন্ধ করিবার বিশেষ উদ্দেশে গিরিপথের যুগ্ম-রক্ষক হন। কিন্তু অনুপ্রবেশকারী বিদ্রোহীদের দমনে তাঁহাদের নিয়োগ গিরিপথ অঞ্চলের বিরাজমান অশান্ত পরিস্থিতিরি আরও অবনতি ঘটায়। ইহার অব্যবহিত পর বিদ্রোহী পাসওয়ান-ঔগলুকে দমনে 'আলী পাশার প্রচেষ্টার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার আর এক পুত্র মুখ্‌তারকে

ইগ্রীবোয (নিগ্রোপন্ট) ও কারলী ইলীর গভর্নর নিযুক্ত করা হয় এবং এই নিয়োগের ফলে 'আলী পাশার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

১৭৮৭-৯২ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধ সুলীর রক্ষণশীল অধিবাসীদেরকে 'উছমানী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উৎসাহিত করে, আর এই যুদ্ধ চলাকালে ও পরে তাহাদেরকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা ছিল 'আলী পাশার প্রধান উদ্বেগের কারণ, যদিও ১৮০২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তিনি এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সফলতা লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। ইতোমধ্যে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে কমপো ফরমিও সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি চুক্তি অনুসারে আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং প্রিভেষ (প্রিভেপা) পারগা ভনিসা (ভনিট্যা) ও বুতরিন্ত এই "চারটি জেলা" ভেনিসীয় আধিপত্য হইতে ফরাসী আধিপত্যে হস্তান্তরিত হয়। ইহার পর 'আলী পাশা রুশ-'উছমানী সৈন্যবাহিনী কর্তৃক করফু বিজয়ের সাহায্যে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং বুতরিন্ত অধিকার করেন। ফরাসীদের বিরুদ্ধে কয়েকবার সাফল্যের পর প্রিভেষ ও ভনিসা তিনি দখল করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের চুক্তি অনুসারে উক্ত 'চারটি জেলা' য়ানয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনেক ভাগ্যবিড়ম্বনার পর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত য়ানয়া প্রদেশে পারগার অন্তর্ভুক্তি কার্যকর হয় নাই।

১৮০২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'আলী পাশা রুমেলিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হন। এই সময়ে রুমেলিয়া প্রদেশে যে লুটতরাজ ও বিদ্রোহ আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠে তাহা দমনের জন্য যে অনিয়মিত আলবেনীয় সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করা হয় তাহারা নিজেরাই এদিরনেতে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তখন সেই বিদ্রোহী সৈন্যবাহিনীকে শান্ত করিয়া প্রদেশের সাধারণ বিশৃঙ্খলা কাটাইয়া উঠার জন্য 'আলী পাশাকেই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। যাহা হউক, বিদ্রোহীদের অনেককে তিনি তাহাদের ঘর-বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করেন। তাঁহার সফলতা তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক রুমেলীয় আয়ান (প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ)-এর শত্রুতার উদ্রেক করে। শান্তি স্থাপন রুমেলীয় আয়ানদের স্বার্থের বিরোধী ছিল বলিয়া তাহারা শান্তি স্থাপনে বাধা দিত। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে 'আলী পাশাকে নিয়োগ করিয়া আলবেনীয়াতে তাঁহার প্রতিপত্তির সমতা বিধানে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। কারণ উত্তর অঞ্চলের গেগদের উপর ইব্রাহীম পাশার যে প্রভাব ছিল তাহা দক্ষিণের তোস্কদের উপর 'আলীর প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয় যুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ হওয়ার পর 'আলী ও ফরাসীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফরাসীরা তাহাকে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, এমনকি বন্দুকধারী সৈন্য দিয়া সাহায্য করে। কিন্তু ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিলসিত সন্ধির পর রাশিয়া যখন ফরাসীদেরকে আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়া দেয়, ফরাসীরা তখন "৪টি জেলা" ফেরত পাওয়ার প্রস্তাব দেয়। তাহারা পারগা জেলা দখল করে এবং তিরহালার গ্রীক অধিবাসীদেরকে 'আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্ররোচিত করে। যাহা হউক, 'আলীর পুত্র মুখতার এই বিদ্রোহ দমন করেন।

১৮১০ খৃষ্টাব্দে 'আলী প্রথমে তাঁহার দুই পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে আওলনয়ার প্রশাসকের কন্যাদের সহিত বিবাহ দেন এবং পরে প্রশাসককে তাঁহার রাজধানীতে আক্রমণ করার কৌশল উদ্ভাবন করেন। তাঁহার এক আত্মীয়কে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইতেছেন এই অজুহাতে তিনি এই প্রদেশটিও দখল করেন এবং তাঁহার পুত্র মুখতার পাশাকে ইহার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তুর্কী সুলত'ান দ্বিতীয় মাহ'মূদ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হন, কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত শাসনকর্তার স্থলে মুখতার পাশার নিয়োগ অস্বীকার করার শক্তি তাঁহার ছিল না। পরবর্তী বৎসর 'আলীর এরগিরী (আরগিরো কাস্ত্রন) অধিকার সুলতানের নিকট কম দুঃখজনক ছিল না এবং আরও বেশী দুঃখজনক ছিল তাঁহার খাগ দেশ আক্রান্ত। খাগ অঞ্চলে কিছু স্থানীয় প্রতিরোধ দমন করিবার পর তিনি তিরানা ও পেক্লিন (Pekinje) দুর্গ এবং ওখরী ও এল্‌যাসান প্রদেশ তাহার রাজ্যভুক্ত করেন।

ইস্তাম্বুল হইতে বারবার প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে 'আলী পাশা তাঁহার এই উদ্ধত আচরণের ওজর খোঁজেন এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সহিত 'উছ'মানীদের যুদ্ধ পুনরায় শুরু হওয়ায় তিনি মুখতার ওয়ালী পাশার নেতৃত্বে সুলত'ানের সাহায্যে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। তদুপরি তিনি বৃটিশ সৈন্যবাহিনীকে আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকারে সাহায্য করেন। তাঁহার এইসব কার্য ও বৃদ্ধ বয়সের বিবেচনায় ১৮২০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে, তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করার কোন পদক্ষেপ সুলত'ান কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। নিম্নলিখিত তিনটি কারণে 'আলী পাশাকে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে গিরিপথসমূহের অধিনায়কের পদ হইতে অপসারিত করা হয় এবং য়ানয়া প্রদেশের বাহিরে অবস্থিত সকল অঞ্চল হইতে তাঁহার সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করিয়া নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয় এবং একই সংগে ওয়ালী পাশাকে তিরহালার শাসনকর্তার পদ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়: ১। মহাশক্তিশালী নিশানজী এফেন্দী খালিদ (Halet Efendi)-এর সহিত তাঁহার মনোমালিন্য এবং সুলতান দ্বিতীয় মাহ'মূদকে জানিসারী বাহিনী রহিতকরণের ইচ্ছা হইতে ফিরাইয়া আনিয়া 'আলী পাশার বিরুদ্ধে পরিচালিত করার উদ্দেশে খালিদ আফেন্দীর অভিপ্রায়; ২। ইতিপূর্বে গ্রীকরা মরিয়াতে বিদ্রোহের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল 'আলী পাশা সেই বিদ্রোহে বাধাস্বরূপ ছিলেন বলিয়া কতিপয় পানারীয় গ্রীক কর্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র; ৩। ইস্তাম্বুলে ওয়ালী পাশার একজন প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক (কাখয়া) পাশা ইসমাঈল বে-কে হত্যার ষড়যন্ত্র, যেহেতু তাহাকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিতে ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজনের ব্যাপারে বেশী সন্দেহ ছিল না, সেইজন্য নিকটবর্তী প্রদেশসমূহের সকল শাসনকর্তাকে শক্তি প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত থাকিতে পূর্ব হইতেই সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া অল্পকাল পূর্বে নিযুক্ত মরিয়ার শাসনকর্তা খুরশীদ আহ'মাদ পাশাকে তাঁহার বিরুদ্ধে নিয়োজিত সমস্ত সৈন্যবাহিনী পরিচালনার নেতৃত্ব দেওয়া হয় এবং একটি নৌবহরকে আলবেনীয় উপকূলের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে 'আলী পাশা গ্রীক বিদ্রোহী নেতাদের সহিত পারস্পরিক সাহায্যের একটি চুক্তি সম্পাদন করেন এবং ইজীয়ান দ্বীপপুঞ্জ, সার্বিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে (Princi palities) বিদ্রোহ সৃষ্টির উস্কানি দেন। এইসব কারণে সুলতান তাঁহাকে য়ানয়া (Yanya) হইতে পদচ্যুত করেন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার সমুদয় পরিবারবর্গকে তাপাদালানে বসবাস করার আদশে দেন।

য়ানয়ার যে সমৃদ্ধ দুর্গে 'আলী পাশাকে আবদ্ধ করা হয় প্রকৃতপক্ষে সেই দুর্গ ব্যতীত তিনি তাঁহার সমুদয় অধিকৃত অঞ্চল হইতে বঞ্চিত হন এবং তাঁহার তিন পুত্র ও এক পৌত্র, যাহারা তাঁহার পূর্ব অধীনস্থ জেলাসমূহের শাসনকর্তা ছিল, আত্মসমর্পণ করেন। তাহার প্ররোচনায় অবরোধকারী সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আলবেনীয় সৈন্যদের, সুলীওতদের এবং গ্রীকদের বিদ্রোহ শুরু হয়। দুই বৎসর পূর্বে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকার পরেই কেবল 'আলী পাশা আত্মসমর্পণ করিতে রাযী হন। অতঃপর তিনি এই শর্তে

আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহার জীবন রক্ষা করা হইবে এবং পার্শ্ববর্তী খানক'াহে অল্প কয়েকজন সমর্থনকারীসহ থাকিতে দেওয়া হইবে। কিন্তু খালিদ আফেন্দী খুরশীদ পাশার এই ক্ষমার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ য়ানয়াতে বিশৃঙ্খলা চলিতে থাকা তাঁহার বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূলে ছিল। তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে জানিতে পারিয়া 'আলী পাশা যুদ্ধ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। সেই অনুসারে তিনি আক্রান্ত হইলেন এবং ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী গুলীর আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিভিন্ন লেখক, বিশেষ করিয়া লর্ড বায়রন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উচ্চাভিলাষসমূহ বাস্তবায়িত করিবার জন্য তিনি ফরাসী ও বৃটিশ উভয়ের নিকট হইতে সাহায্য লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই দুই কারণে 'আলী পাশা য়ুরোপে কিছু সুনাম অর্জন করেন। তিনি ছিলেন সাহসী, উচ্চাভিলাষী ও চতুর, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ও সম্পূর্ণ স্বার্থান্বেষী। প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া তিনি আধা রাজকীয় অবস্থায় চলিতেন। তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর সহচর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন, যথা য়ুরোপীয় কর্মকর্তা, গ্রীক চিকিৎসক, কবি, দরবেশ, জ্যোতির্বিদ এবং দস্যু দলের সর্দার। গ্রীক বিদ্রোহের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া তিনি সমসাময়িক মুসলিম বিদ্রোহীদের মধ্যে 'উছ'মানী শাসনের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি সাধন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আসি'ম, তারীখ, স্থা.; (২) Djewdet, তারীখ, স্থা.; (৩) লুত'ফী, তারীখ, ১খ., ১৩-৩০; (৪) শামসুদ-দীন সামী, কামূসু'ল-'আলাম, ৪খ., ৩১৯০-২; (৫) Juchereau de Saint Denys, Histoire de l'Empire Ottoman, etc. Paris 1844, ii, 387 প.; (৬) C. H. L. Poupueville, Voyage en Moree. etc., Paris, 1805, iii, index; (৭) ঐ লেখক, Histoire de la Generation de la Grece, Paris 1825, iv. index; (৮) J. C. Hobhouse, Journey through Albania, etc., London 1813; (৯) T. S. Hughes, Travels in Greece and Albania, London 1830; (১০) Zinkeisen, vii, 83 r.; (11) Ibnulemin Mahmud Kemal, Mehmed Hakki Pasa, TTEM, Year 16; (১২) I. H. Uzuncarsili, Arsiv Vesikalarina gore yede ada Cumhuriyeti, Bell, i, 627-639; (১৩) R. A. Devenport, Life of Ali Pasha, 1837; (১৪) A. Boppe, L'Albanie et Napoleon, Paris 1914; (১৫) G. Remerand, Ali de Tepelen, Paris 1928; (১৬) J. W. Baggally, Ali Pasha and Great Britain, Oxford 1938; (১৭) I. A. S. V. (by M. Cavid Baysun).

H. Bowen (E. I.²)/মোখলেছুর রহ্মান

'আলী পাশা মুবারাক (علي باشا مبارك) ঃ মিসরীয় রাজনীতিবিদ এবং বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি ১২৩৯/১৮২৩ সালে বিরিনবাল (দাকাহলিয়্যা প্রদেশ)-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ক'াস্'রু'ল-'আয়নী এবং আবূ যাবালে তৎকালে প্রতিষ্ঠিত সরকারী স্কুলে ভর্তি হইবার সুযোগ লাভ করেন এবং বূলাক'-এর কারিগরী বিদ্যালয় (মুহানদিস খানাহ্)-এ অধ্যয়ন করেন। ১২৬০/১৮৪৪ সালে তাঁহাকে এক মিসরীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে ফ্রান্সে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানে তিনি একজন কর্মকর্তা এবং সামরিক প্রকৌশলীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন। মিসরে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১২৬৬/১৮৪৯-৫০ সালে তিনি প্রথম 'আব্বাসের অনুগ্রহ লাভ করেন এবং প্রথমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূ-প্রাকৃতিক বিভাগে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার কর্মজীবন শুরু করেন; অতঃপর তিনি আল-মাফ্রূদা সামরিক প্রশিক্ষণ কলেজের পরিচালক পদে নিযুক্ত হন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় তিনি ইস্তাম্বুল, ক্রিমিয়া ও গুমুশখান-এ বিভিন্ন পদে নিয়োজিত ছিলেন। সা'ঈদ পাশার আমলে তিনি পদত্যাগ করেন; কিন্তু ইসমা'ঈল পাশার অধীনে তিনি একের পর এক প্রায় সব কয়টি মন্ত্রী পদ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সকল ক্ষেত্রেই সংস্কারের প্রবর্তন করেন; তাঁহার সংস্কারগুলির পশ্চাতে সৎ অভিপ্রায় ছিল যদিও সব পরিষ্কার ধারণাপ্রসূত ছিল না। প্রকাশনালয় প্রতিষ্ঠা, পাঠ্য বই প্রকাশন, বিশেষ করিয়া কারিগরী বিষয়ক বই, কায়রোর নিকটে নীলনদের উপরে বাঁধ নির্মাণ (যদিও ইহা খুব সফল হয় নাই), রেলপথ নির্মাণ, সেচকার্য, "Ecole normall superieure"-এর নমুনায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের (দারু'ল-'উলূম) ভিত্তি স্থাপন এবং খেদিবিয় গ্রন্থাগার স্থাপন (১৮৭০ খৃ.) তাঁহার দায়িত্বভুক্ত ছিল। শিক্ষা বিষয়ক ব্যাপারে তিনি সুইস শিক্ষাবিদ Ed. Dor Bey (মৃ. ১৮৮০ খৃ.)-এর সহযোগিতা লাভ করেন। রিয়াদ' পাশার শাসনামলে (১৮৮৮ খৃ. হইতে) শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে তাঁহার কর্মজীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁহার প্রশাসনিক ত্রুটি স্পষ্টতর হইতে থাকে এবং ১৮৯১ খৃ. Sir (পরবর্তী কালে Lord) Alfred Milner-এর চাপ প্রয়োগের ফলে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। তিনি কায়রোতে মারা যান (জুমাদা'ল-উলা ১৩১১/১৪ নভেম্বর, ১৮৯৩)।

তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ শিক্ষা, প্রকৌশল ইত্যাদি বিষয়ে রচিত। তাঁহার কার্যকালের শেষ অংশে তিনি "স্কুলে পাঠ্য" (Reader) একটি পাঠসংকলন প্রকাশ করেন। বহু সংখ্যক সহকারীর সাহায্যে ২০ খণ্ডে সংকলিত তাঁহার প্রধান গ্রন্থ 'আল-খিত'াতু'ল- জাদীদা আত্-তাওফীকিয়্য আল-মাক'রিযীর খিত'াত গ্রন্থের আধুনিক প্রতিরূপ। ইহাতে কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ার বর্ণনা এবং এই নগরীসমূহে সমাহিত বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী রহিয়াছে (অষ্টম ও সপ্তদশ খণ্ড); আরও রহিয়াছে Nilometer (নীলনদের পানির উচ্চতা পরিমাপক)-এর বিবরণ (অষ্টাদশ খণ্ড), খাল ও বাঁধসমূহের বর্ণনা এবং মুদ্রা ব্যবস্থার বর্ণনা (বিংশতিতম খণ্ড)। দ্বাবিংশ খণ্ডে (দ্র. বিরিনবাল) রহিয়াছে আস-সাখাবী, আশ-শা'রানী, আস্-সুয়ূতী, আল-মুহি'ব্বী এবং আল-জাবারতী; ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্বমূলক অংশের জন্য তিনি de Sacy ও Quatremere-সহ অন্যান্য য়ুরোপীয় লেখকদের রচনার সাহায্য লইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থটি (আল-খিত'াতু'ল-জাদীদা) একটি প্রয়োজনীয় সংকলন, কিন্তু ইহার ব্যবহারের বেলায় সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) K. Vollers, in ZDMG, ১৮৯৩ খৃ., পৃ. ৭২০; (২) I. Goldziher, in Wzkm, ১৮৯০ খৃ., পৃ. ৩৪৭; (৩) L. Cheikho, La Litt, arabe au 19e sicele, ii. 87; (৪) জ. যায়দান, তারাজিমু মাশাহীরি'শ-শারক', ২খ., পৃ. ৩৪; (৫) J. Heyworth-Dunne, Introduction to the History of Education in Modern Egypt, নির্ঘণ্ট; (৬) Brockelmann, II, 634, SII, 733.

K. Vollers (E.I.²)/পারসা বেগম

'আলী পাশা মুহ'াম্মাদ আমীন (علی پاشا محمد امین) : তুর্কী প্রধান উযীর, জ. ফেব্রুয়ারী ১৮১৫ খৃ. ইস্তাম্বুলে। তাঁহার পিতা ছিলেন মিসরীয় বাজারের একজন দোকানদার। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম রাজকীয় দীওয়ানের সচিবালয়ে সরকারী পদ লাভ করেন। তাঁহার দৈহিক খর্বাকৃতি অথবা কর্মদক্ষতার জন্য তিনি 'আলী উপনামে অভিহিত হন। ইতিমধ্যে ফরাসী ভাষায় সামান্য দক্ষতা অর্জনের পর ১৮৩৩ খৃ. তিনি দীওয়ানের অনুবাদ বিভাগে নিযুক্ত হন। তিন বৎসর পর তাঁহাকে এক দূতাবাসে, প্রথমে ভিয়েনায় (যেখানে তিনি আঠার মাস অবস্থান করেন), অতঃপর ১৮৩৭ খৃ. সেন্টপিটার্সবার্গে প্রেরণ করা হয়। প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাকে দীওয়ানের দোভাষী নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তী বৎসর মুস্'তাফা রাশীদ পাশা (দ্র.) লন্ডনে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইলে 'আলী পাশা তাঁহার উপদেষ্টা (Counsellor) হিসাবে লন্ডন গমন করেন। ১৮৩৯ খৃ. 'আব্দুল-মাজীদ-এর সিংহাসনারোহণের পর তাঁহারা একত্রে ইস্তাম্বুল প্রত্যাবর্তন করেন।

১৮৪০ খৃ. 'আলী প্রথমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কাউন্সিলারের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং পরবর্তীতে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৮৪১ খৃ. তাঁহাকে লন্ডনে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়। ১৮৪৪ খৃ. প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাকে মাজলিস্-ই ওয়ালার সদস্য নিয়োগ করা হয়। ১৮৪৫ খৃ. তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রী শাকীব আফেন্দি-র প্রতিনিধিত্ব করেন এবং রাশীদ পাশা তাঁহার (শাকীবের) স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত দায়িত্বে বহাল ছিলেন।

রাশীদ পাশার পররাষ্ট্র মন্ত্রিত্বের আমলে 'আলী পুনরায় পররাষ্ট্র মন্ত্রকের উপদেষ্টার পদ লাভ করেন এবং দীওয়ানের বায়লেকচী (Belikci) বা প্রধান হিসাবেও নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ খৃ. রাশীদকে যখন প্রথমবারের মত প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয় তখন 'আলী পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। 'আলীকে মন্ত্রীর মর্যাদায় উন্নীত করার পর ১৮৪৮ খৃ. এপ্রিল মাসে 'আলী ও রাশীদকে যুগপৎ বরখাস্ত করা হয়, কিন্তু চারি মাস পর স্ব স্ব পদে পুনর্বহাল হইয়া ১৮৫২ খৃ. পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। উক্ত বৎসর রাশীদকে পুনরায় পদচ্যুত করা হইলে 'আলী প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তাহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং ফুআদ পাশা পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে নিযুক্তি লাভ করেন।

প্রথমবার তাঁহার প্রধান মন্ত্রিত্ব মাত্র দুই মাস স্থায়ী হইয়াছিল। নভেম্বর ১৮৫৪ খৃ. ক্রিমিয়া-র যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যখন রাশীদ পুনরায় প্রধান মন্ত্রীর পদে আসীন হন তখন আলী পররাষ্ট্র মন্ত্রীর উচ্চ পদে পুনর্বহাল হন। অন্তর্বর্তী কালে তাঁহাকে প্রথমে ইজমীরের ওয়ালী (জানুয়ারী-জুলাই, ১৮৫৩), অতঃপর খুদাওয়ানদিগার-এর ওয়ালী (এপ্রিল-নভেম্বর, ১৮৫৪) নিযুক্ত করা হয়। শেষোক্ত পদে থাকাকালে তিনি কিছু সময়ের জন্য তান্জীমাত (দ্র.)-এর নবগঠিত উচ্চ পরিষদের সভাপতির পদও অলংকৃত করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হইবার পরেও তিনি উক্ত পদে আসীন ছিলেন, সেই পদের বদৌলতে ১৮৫৫ খৃ. মার্চ মাসে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভিয়েনায় তাঁহাকে প্রাথমিক শান্তি সম্মেলনের প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। একই বৎসর রাশীদ প্রধান মন্ত্রীর পদে ইস্তিফা দিলে 'আলী পুনরায় প্রধান মন্ত্রী হন। সেই সুবাদে ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬ খৃ. সেই বৎসরের প্রখ্যাত খাত'ত্-ই হুমায়ুন রচনা ও জারী করার দায়িত্ব তাঁহার উপর বর্তায় এবং পরবর্তী মাসে প্রথম তুর্কী প্রতিনিধি হিসাবে তিনি প্যারিস-সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। যাহা হউক, পরবর্তী দুই বৎসরে ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির ব্যাপারে পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের বিবাদের দরুন প্রথমে 'আলীকে ইস্তিফা দিতে হয় এবং নভেম্বর ১৮৫৬ খৃ. রাশীদ পাশা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, তৎপর আগস্ট ১৮৫৭ খৃ. রাশীদকে পদচ্যুত করা হয় এবং তাঁহার স্থলে মুস'তাফা নাইলী পাশা, 'আলীকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পদে গ্রহণ করিয়া প্রধান মন্ত্রী হন। রাশীদের প্রধান মন্ত্রিত্বের শেষ মেয়াদ কালে 'আলী তাঁহার অধীনে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে বহাল ছিলেন। ১৮৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে রাশীদের মৃত্যু হইলে 'আলী তৃতীয়বারের মত তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন।

তৎকালীন 'উছমানী সরকারের অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের অন্যতম উপায় হিসাবে রাজপ্রাসাদের ব্যয়ভার হ্রাস করার পরামর্শ দেওয়ায় ১৮৫৯ খৃ. 'আলী পুনরায় পদচ্যুত হন। কিন্তু ১৮৬০ সালের গ্রীষ্মকালে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী Kibrisli Mehmed (কিবরিসকা মুহ'াম্মাদ) Emin (আমীন) পাশার রুমেলিয়া সফরের সময় 'আলী প্রথমে প্রধান মন্ত্রীর প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ১৮৬১ খৃ. জুলাই মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ফুআদ পাশার সিরিয়া সফরজনিত অনুপস্থিতির সময় 'আলী আর একবার পররাষ্ট্র মন্ত্রী পদে নিয়োজিত হন। অতঃপর 'আব্দুল-'আযীয সিংহাসনারোহণ করিলে তিনি চতুর্থবারের মত প্রধান মন্ত্রীর পদে আসীন হন। কিন্তু কাজকর্মে তাঁহার ধীর সতর্কতা লক্ষ্য করিয়া মাত্র দুই মাস পর (নভেম্বর ১৮৬১) নূতন সুলতানও তাঁহাকে পদচ্যুত করেন এবং ফুআদকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করেন। 'আলী পররাষ্ট্র মন্ত্রকে প্রত্যাগমন করেন। পরপর কয়েকজন প্রধান মন্ত্রীর আমলে তিনি উক্ত পদে বহাল থাকেন। ফেব্রুয়ারী ১৮৬৭ খৃ. মুতারজিম রুশদু পাশা প্রধান মন্ত্রীর পদে ইস্তিফা দিলে 'আলী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। এই দফায় (পঞ্চমবার) তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ চার বৎসর প্রধান মন্ত্রীর পদে বহাল ছিলেন।

'আলী মোটামুটি স্বশিক্ষিত ছিলেন। বায়াযীদ মাদ্রাসা হইতে যেইখানে তিনি 'আরবী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন, সনদ লাভের সুযোগ ত্যাগ করিয়া দারিদ্রের তাড়নায় জীবিকার্জনের পথ বাছিয়া লইতে বাধ্য হন। পরবর্তী কালে তিনি আহ'মাদ জাওদাত পাশার (দ্র.) সহিত লেখাপড়া চালাইয়া যান। যদিও তিনি লাজুক ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা ও রসজ্ঞান ছিল প্রখর। ফরাসী ভাষায় তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন। প্যারিসে শান্তি সম্মেলনের দিন হইতে তিনি যূরোপে একজন মার্জিত আচরণ এবং বিরল সাধুতাসম্পন্ন কূটনীতিকের খ্যাতি অর্জন করেন। স্বদেশবাসীর নিকট তিনি অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ, ভাবগম্ভীর ও স্বেচ্ছাচারী এবং তাঁহাকে প্রতিশোধপরায়ণ বলিয়া মনে করা হইত। 'আলীর সর্বশেষ প্রধান মন্ত্রিত্বের আমলে সুলতান 'আব্দুল-'আযীয তাহার কর্তৃত্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইলে সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু যূরোপে 'আলীর মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলিয়া সুলত'ান তাঁহার অপসারণে সমর্থ হন নাই। 'আলী এই নিরাপত্তার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দাবি প্রতিষ্ঠিত করেন যেন সুলতান তাঁহার সহিত ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করেন, সকল গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ব্যাপার তাঁহার কাছে উপস্থাপিত হয় এবং যাহাতে মন্ত্রী ও সরকারী কর্মকর্তাগণ বিধিবদ্ধ বিচার ব্যতীত (পূর্বেকার নিকৃষ্ট পন্থায়) নির্বাসন হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

'আলী ও ফুআদ উভয়ই তাঁহাদের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ ও উন্নতির জন্য রাশীদ পাশার নিকট ঋণী। কিন্তু ১৯৫২ খৃ. যখন 'আলী রাশীদের স্থলে প্রধান মন্ত্রী হইলেন তখন রাশীদ ইহাতে ক্ষুণ্ন হইলেন। তখন হইতে একদিকে 'আলী এবং ফু'আদ, আরেক দিকে রাশীদ এই উভয়ের সম্পর্ক বিরূপ হয়, কুৎসা রটনাকারীদের প্রচারণায় ইহা তিক্ত হইয়া পড়ে এবং

অবশেষে ইহা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয়, যদিও ইহার দরুন পরবর্তীতে রাশীদের অধীনে দুইবার চাকুরী করা হইতে 'আলীকে বাধা দেওয়া হয় নাই। এই তিনজনকেই তান্‌জ'ীমাত আন্দোলনের স্তম্ভ মনে করা হইত। কিন্তু রাশীদের লক্ষ্য ছিল তুর্কী জনগণকে স্বায়ত্তশাসনে শিক্ষিত করিয়া তোলা। অপরদিকে 'আলী ছিলেন কর্তৃত্বপ্রিয় এবং রাশীদের মৃত্যুর পর 'আলী আইনের শাসনের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা এবং পরিণামে সুলতানের স্বৈরতন্ত্রের সংকোচনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তখন সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ বৃহৎ শক্তিসমূহের শুভেচ্ছার উপর নির্ভরশীল থাকায় তাহাদের অভিযোগ ও হস্তক্ষেপকে পূর্ব হইতে ব্যর্থ করিয়া দেওয়া তাঁহার সর্বোপরি সার্বক্ষণিক প্রধান ভাবনা ছিল। কিন্তু যে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া তিনি তাহাদের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে তাঁহার স্বল্প মনোযোগের দরুন তাহাদের আনুকূল্যে ভাটা পড়ে। ১৮৬৮ খৃ. তাঁহার সর্বশেষ প্রধান মন্ত্রিত্বের আমলে যেমন মাজলিস-ই ওয়ালা-র স্থলে রাষ্ট্রীয় পরিষদ বা শূরা-ই দাওলাত গঠন করেন, তেমন সরকারের প্রশাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগকে আলাদা করার লক্ষ্যে একটি উচ্চ বিচারালয় (হাই কোর্ট) বা দীওয়ান-ই আহ'কাম-ই 'আদ্‌লিয়া স্থাপন করেন। তারপরই তিনি গালাতা সারাইতে একটি রাজকীয় স্কুল (মাকতাব-ই সুলতানী) প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেইখানে য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে ফরাসী ভাষায় মুসলিম ও অমুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষাদান করা হইত। ১৮৬৯ খৃ. একটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়। একই সময় রুশ্‌দিয়া স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা শিক্ষার প্রসার সাধন করা হয়। সেনা ও নৌবাহিনীতে ব্যাপক সংস্কার করা হয়। নৌবহর সম্প্রসারণ করা হয় এবং রুমেলীতে রেলপথ নির্মাণের চুক্তি সম্পন্ন করা হইয়াছিল।

এই সময়ে 'আলীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কর্মতৎপরতার মধ্যে ছিল ঃ তুর্কী বাহিনী কর্তৃক সার্বিয়ার দুর্গসমূহ হইতে সৈন্য অপসারণের চুক্তি (১৮৭৬); বিদ্রোহ প্রশমনের লক্ষ্যে তাঁহার ক্রীট সফর যাহার ফলে তিনি নিজ'ামনামার রূপ দান করেন (১৮৬৮), যাহার অধীনে পরবর্তী ত্রিশ বৎসর ক্রীট শাসিত হইয়াছিল, বৃহৎ শক্তিগুলির মাধ্যমে গ্রীক সরকারকে ক্রীটের বিদ্রোহিগণকে সাহায্য করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করায় তাঁহার সাফল্য; খেদীব ইসমাঈলকে প্রদত্ত ক্ষমতাবহির্ভূত বিষয়ে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত রাখা; বুলগেরিয়া কর্তৃক একটি এক্সারকেট (Exerchate অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধির এলাকা) গঠনে তাঁহার বিরোধিতা, পরিণামে যাহা ১৮৭০ খৃ. পর্যন্ত বিলম্বিত হয় এবং রোম কর্তৃক আরমেনীয় ক্যাথলিক চার্চসমূহকে একীভূত করার ব্যাপারে তাঁহার বিরোধিতা।

একটি তুর্কী সংবিধানের জন্য আন্দোলনের বিষয়ে তাঁহার নিস্পৃহতার কারণে এই আন্দোলনের অতি উৎসাহী প্রবক্তাগণ দ্বারা তিনি জীবনের শেষ বৎসরগুলিতে অশালীন আক্রমণের শিকার হন। ইহারা ছিলেন নব্য-তুর্কী শরণার্থী ইয়েনি 'উছমানলিলার' (yeni Othmanlikes) যাহাদের অধিকাংশ 'আলীর মৃত্যুর পর স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাহারা 'আলীর প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন। পরপর কয়েকটি ঘটনায় তিনি আরও ব্যথিত হন ঃ ১৮৬৯ খৃ. ফুআদ পাশার মৃত্যুতে তিনি শোকাভিভূত হন এবং প্রধান মন্ত্রিত্বের সঙ্গে যুগপৎ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ; ১৮৭০ খৃ. তাঁহার দীর্ঘদিনের বিশেষ নির্ভরযোগ্য বন্ধু রাষ্ট্র ফ্রান্সের পরাজয় এবং পরিণামে রাশিয়া কর্তৃক প্যারিস শান্তি চুক্তির কৃষ্ণসাগর বিষয়ক ধারাসমূহের বিরুদ্ধাচরণ। অতি পরিশ্রম ও এই সকল বিপর্যয়ের কারণে পরিশ্রান্ত হইয়া তিনি ১৮৭১ খৃ. গ্রীষ্মে অসুস্থ হইয়া পড়েন। তিন মাস অসুস্থ থাকার পর ৭ সেপ্টেম্বর, ৫৬ বৎসর বয়সে বস্‌ফরাসের তীরে বাবাক (Bebek) নামক স্থানে সাগরতীরস্থ নিজ ভবনে মৃত্যুবরণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) লুত্‌ফী, তারীখ, ৭খ., ২৬, ৯২; ৮খ., ৩১, ৭২, ৮৫, ১১৫, ১৫৪, ১৫৯, ১৬০; (২) মামদূহ্‌ পাশা, মির'আত-ই শু'উনাত, ৪০; (৩) ফাতি'মা 'আলিয়া, জাওদাত পাশা ও যামানী, ৩৩-৪, ৪২, ৪৪, ৪৭, ৫৩-৫, ৬৯, ৭৬, ৮৫-৯২, ৯৫-৯৯, ১০৯-১১৩, ১১৮-১১৯; (৪) 'আলী ফু'আত, Ricali Muhimmei Siyasiye. ৫৬-১০১; (৫) Ibnulemin M.K. Inal, Osmanli Devrinde son Sadriazamlar, i, ৪-৫৮; (৬) E. Engelhardt, La Turquie et Le Tanzimat; (৭) Charles Mismer, Souvenir du monde Musulman; (৮) I. H. Sevuk Tanzimattanberi i, নির্ঘণ্ট; (৯) I. A. S. V. (A. H. Ongunsu)।

H. Bowen (E. I.²)/আ. জ. ম. সিরাজুল ইসলাম

'আলী পাশা সেমীয (علی پاشا سمیز) ঃ 'উছ'মানী প্রধান উযীর, হারযেগোভিনা-র ব্রায্‌যায় জন্ম। এক দেওশিরমে (dewshirme— জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে ভর্তি) অভিযানের সময় তাঁহাকে লালন-পালন করিবার নিমিত্ত অল্প বয়সে জোরপূর্বক ইস্তাম্বুলে লইয়া যাওয়া হয়; ৯৫৩/১৫৪৬ সনে জানিসারীদের আগা' পদ এবং পরবর্তী কালে রুমেলীয়দের বেইলারবে' পদ লাভ করেন। তিনি ১৫৪৯ মিসরের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং ১ম সুলায়মানের পারস্য অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। শাওয়াল ৯৬৮/জুলাই ১৫৬১ সনে তিনি প্রধান উযীর হিসাবে রুস্তম পাশার উত্তরাধিকারী হন। তিনি যু'ল-কা'দা ৯২৭/জুন ১৫৬৯ সন পর্যন্ত আমৃত্যু এই পদে বহাল থাকেন। তাহার নিয়োগের অব্যবহিত পরেই তিনি অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত Busbeq-এর সহিত একটি শান্তিচুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করেন, যাহা ১৫৬২ খৃস্টাব্দের ১ জুন প্রাগে স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু অস্ট্রিয়ার নূতন সম্রাট দ্বিতীয় Maximilian 'আলী পাশার এই শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করেন। প্রধান উযীরের মৃত্যুর পর সুলতান ১ম সুলায়মান অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান পরিচালনা করিতে বাধ্য হন। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ 'আলী পাশা তাঁহার অত্যধিক দৈহিক স্থূলতা (এইজন্য তাঁহার উপনাম ছিল সেমীয অর্থাৎ মোটা) এবং রসিকতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুস্‌ত'াফা সিলানিকী, তা'রীখ, ৭-১১; (২) ইব্‌রাহীম পেচেবী, তারীখ, ১খ., ২৪; (৩) 'উছ'মান যাদাহ তাইব, হ'াদীক'াতু'ল-উযারা পৃ. ৩১ প.; (৪) J. von Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman, ৬খ., ৮৬ প., ১৪৬ প., ১৯৯, ২০৮; (৫) T A শিরো. (by Tayyib Gokbilgin)।

R. Mantran (E.I.²)/মুহাম্মদ রফিক

'আলী পাশা সুরমালী (علی پاشا سورمالی) ঃ 'উছ'মানী প্রধান উযীর। তিনি ডীমতোকায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে অর্থ বিভাগে যোগদান করেন। পরে ১৬৮৮ খৃস্টাব্দে 'দাফতারদার' নিয়োজিত হন। পরবর্তী বৎসর তাঁহাকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু ১১০৩/১৬৯১ সনে তিনি পুনরায় 'দাফ্‌তারদার' এবং উযীর হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ক্রমে তিনি সাইপ্রাস ও সিরিয়ার ত্রিপলীর গভর্নর পদে উন্নীত হন। ১৬ রাজাব,

১১০৫/১৩ মার্চ, ১৬৯৪ সনে বোজোক্‌লু মুস্‌তাফা পাশার স্থলে তিনি প্রধান উযীর নিযুক্ত হন। তিনি হাঙ্গেরীতে এক অভিযান পরিচালনা করেন এবং Peterwardein-কে অবরোধ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান। সুলতান ২য় মুস্‌তাফা সিংহাসন লাভের পর 'আলী পাশাকে তাঁহার পদে বহাল রাখেন, তবে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান পরিচালনা করার জন্য তাঁহাকে চাপ দেন। ১৮ রামাদান, ১১০৬/২২ এপ্রিল, ১৬৯৫ সনে জেনিসেরীদের এক বিদ্রোহের ফলে তিনি পদচ্যুত হন। প্রথমে তাঁহাকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়, পরে ৪ শাওওয়াল, ১১০৬/১৮ মে, ১৬৯৫ সনে তাঁহাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। তিনি সপ্তাহে চারদিন মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে মিলিত হওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেন। মিসরের খাস জমিসমূহ যেইগুলিকে স্থায়ীভাবে নির্ধারিত খাজানায় বন্দোবস্ত দেওয়ার যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তিনি তাহা পরিবর্তন করিয়া সেইগুলিকে জায়গীরদারদের নিকট কেবল আজীবন জায়গীর হিসাবে প্রদান করেন। তিনি অস্বাভাবিক অমিতব্যয়ী ও বিলাসপ্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রসাধন ব্যবহারের অভ্যাস হইতেই পদবি অর্জন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ঠিন্‌দিক্‌লীলী মুহাম্মাদ আগা, সিলাহ্‌দার তারীখী, ২খ., ৭৩৯-৪৮; (২) রাশিদ, তারীখ, ২খ., স্থা.; (৩) 'উছমান-যাদাহ্ তাইব, হাদীকাতু'ল-উযারা, পৃ. ১২১ প.; (৪) J. von Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman, ১২ খ., ২২৩ প.; (৫) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, শিরো. (রাসাদ আক্‌রাম কোচু)।

R. Mantran (E.I.²)/মুহাম্মাদ রফিক

'আলী পাশা হাকীম ওগ্‌লু (علی پاشا حکیم اغلو) ঃ 'উছমানী সুলতান প্রথম মাহ্‌মূদ এবং তৃতীয় 'উছমানের অধীনে নিযুক্ত প্রধান উযীর। দ্বিতীয় মুস্‌তাফা-র চিকিৎসক নূহ্ আফেন্দী ছিলেন তাঁহার পিতা। তিনি ছিলেন একজন ভেনিশীয় নও-মুসলিম। 'আলী পাশা ১৫ শাবান, ১১০০/৪ জুন, ১৬৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সুলতানের হেরেমে লালিত-পালিত হইয়া তিনি ইস্তাম্বুলে এবং পরে প্রদেশসমূহে বিভিন্ন পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ১৭২২ খৃ. তাঁহাকে আদানার গভর্নর নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি Cilicia-এর গোত্রগুলিকে দমন করেন। ১৭২৪ খৃ. তিনি আলেপ্পোর গভর্নর হন এবং একই বৎসর তাবরীয-এর অবরোধ এবং দখলের মাধ্যমে খ্যাতিমান হন। ১৭২৫ খৃ. তিনি উযীর পদে নিযুক্ত হন এবং পরে যথাক্রমে আনাতোলিয়া-র বেইলারবেয়ী, প্রাচ্যের সের 'আস্‌কার এবং দিয়ারবাকর-এর গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৭৩০ খৃ. প্রাচ্যের সের-আস্‌কার হিসাবে তিনি কুরিজান-এর তৃতীয় শাহ্ তাহ্‌মাস্‌প্-কে পরাজিত করেন (১৩ রাবী'উল-আওওয়াল, ১১৪৪/১৫ সেপ্টেম্বর, ১৭৩১) এবং হামাদান, উরমিয়াহ ও তাবরীয অধিকার করেন। আহ্‌মাদ পাশা নামে পরিচিত শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হইবার পরপরই তিনি প্রধান উযীর হন (১৫ রামাদান, ১১৪৪/১২ মার্চ, ১৭৩২)। উযীর হিসাবে প্রথম কার্যকালের বৈশিষ্ট্য ছিল সুবিজ্ঞ প্রশাসন এবং মুদ্রা সংস্কার। পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ফরাসী রাষ্ট্রদূত Marquis de Villeneuve প্রধান উযীরকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সহিত একটি মৈত্রী চুক্তি করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আহমাদ পাশা বন্নেভাল-এর পরামর্শক্রমে 'আলী পাশা যে শর্ত আরোপ করেন তাহা মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। পারস্যের সহিত পুনরায় শত্রুতা আরম্ভ হওয়ার ফলে (২২ সাফার, ১১৪৮/১৪ জুলাই, ১৭৩৫) 'আলী পাশাকে বরখাস্ত করা হয় এবং মাইটিলিন-এ নির্বাসন দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি বসনিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হন; এই পদে থাকাকালীন তিনি তিন বৎসর অস্ট্রীয়গণকে অবদমিত রাখেন। তিনি সাফল্যের সহিত ত্রাওনিক (Trawnik) রক্ষা করেন এবং ১৭৩৭ সালের ৪ আগস্ট বান্‌জালুকা-র নিকট Marshal Hilbburghausen-কে পরাজিত করেন। ১৭৪০ খৃ. তাঁহাকে মিসরে প্রেরণ করা হয়। সেইখানে তিনি মামলূক বিদ্রোহ দমন করেন। ১৭৪১ খৃ. তাঁহাকে আনাতোলিয়ার বেইলার বেয়ী করা হয় এবং ১৫ সাফার, ১১৫৫/২১ এপ্রিল, ১৭৪২ সালে তিনি দ্বিতীয়বারের মত প্রধান উযীর নিযুক্ত হন। পরবর্তী বৎসরে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়; ইহার কারণ তিনি ব্যক্তিগতভাবে পারস্যের নাদির শাহের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চলীয় অভিযানের নেতৃত্ব দিতে উচ্চাভিলাষী ছিলেন। ১৭৪৪ খৃ. বস্‌নিয়া-র গভর্নর হিসাবে এবং পরে (১৭৫৫ খৃ.) আলেপ্পো-র গভর্নর হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর তাঁহাকে পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করা হয়; কিন্তু ইতিমধ্যে নাদির শাহের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় (১৭৪৬ খৃ.)। প্রথমে বস্‌নিয়া-র এবং পরে ত্রেবিযন্দ-এর গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার পর তৃতীয় 'উছমানের সিংহাসনে আরোহণের (৪ জুমাদাল-উলা, ১১৬৮/১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৫) অব্যবহিত পরে 'আলী পাশা হাকীম ওগ্‌লু তাঁহার প্রধান উযীর নিযুক্ত হন; এই তৃতীয়বার প্রধান উযীর পদে তাঁহার স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ৫৩ দিন; সিলিহ্‌দার বিয়িক্‌লি 'আলী আগা তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে এবং সাইপ্রাসে নির্বাসন দানের ব্যাপারে কৃতকার্য হন; কিন্তু কালের প্রবাহে তিনি মিসরের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং ১৭৪৭ খৃ. আনতোলিয়ার বেয়লার বেয়ী পদ লাভ করেন। ১৭৫৭ খৃ. তাঁহাকে প্রত্যাহ্‌বান করা হইলে তিনি কুতাহ্‌য়াতে প্রস্থান করেন এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন (৯ যুল-হিজ্জা, ১১৭১/১৪ আগস্ট, ১৭৫৮)। ইস্তাম্বুলে যে মস্‌জিদটি তিনি নির্মাণ করিয়াছিলেন (১৭৩২-৩৪ খৃ.) উহারই পাশে তাঁহাকে দাফন করা হয়। একজন বিদ্বান, বিচক্ষণ ও উদারচেতা ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার খ্যাতি রহিয়াছে; কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ছিলেন বদমেযাজী এবং বল প্রয়োগে অর্থ আদায়কারী কর্মচারীদের প্রতি আচরণে অত্যন্ত কঠোর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ওয়াসিফ, তারীখ, ১খ., ৫০ প.; (২) কুচুক চেলেবী-যাদে 'আসিম, তারীখ, ৩০১, ৪০৩, ৫৬৬, ৫৭৮; (৩) দিলাওয়ার যাদে 'উমার, হাদীকাতুল 'উযারা, পরিশিষ্ট ১খ., ৪১-৫১; (৪) J. von Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman, xiv. xv, xvi., স্থা.; (৬) তুর্কী ইসলামী বিশ্বাকোষ (by Resad Ekrem Kocu)।

R. Mantran (E.I.²)/পারসা বেগম

আলীপুর বা আলিপুর ঃ একটি মহকুমা ও শহরের নাম, ১. চব্বিশ পরগণা জেলার একটি মহকুমা, পশ্চিমবংগ; আয়তন, ১১০৬ ব. মা., জন. ১৫,১৩,৯৪৮; ১১টি থানা লইয়া গঠিত; টালিগঞ্জ, জয়নগর, বজবজ, বারুইপুর ইহার অন্তর্গত শহর। মহকুমার সদর থানার নামও আলীপুর। ২. শহর, কলিকাতা করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত ২৪ পরগনা জেলার সদর; জন. ৪৬,৩৩২; আবহাওয়া অফিস, সেন্ট্রাল জেল, চিড়িয়াখানা, বেলভেডিয়ার প্রাসাদ নামক পুরাতন লাট ভবন (এখন ইহাতে ভারতের জাতীয় লাইব্রেরী), ইনিজিনিয়ারিং ও সিমেন্ট কারখানা আছে। প্রাচীন নাম আলীনগর।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১-খ., ২৪৮

'আলী বাগদাদী শাহ (شاه على بغدادى) ঃ (র.) জন্ম বাগদাদে। পিতা শাহ ফাখরু'দ-দীন বাগদাদের ধনীদের অন্যতম হুসায়ন ইব্‌ন 'আলী (রা) তাঁহার পূর্বপুরুষ। তিনি 'আলী (রা)-এর বিংশতিতম অধস্তন পুরুষ। পিতার ইনতিকালের সময় শাহ 'আলীর বয়স ছিল বিশ বৎসর। প্রচলিত নিয়মে বাগদাদেই তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। অগ্রজ বাহাউদ-দীন বাশার পিতার গদীতে অধিষ্ঠিত হন এবং কনিষ্ঠ 'আলী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে প্রায় এক শতজন সূফী দরবেশের সঙ্গে বাগদাদ ত্যাগ করিয়া ভারতের পথে যাত্রা করেন এবং ৮১৫/১৪১২ সালের শেষদিকে দিল্লী পৌঁছেন। তখন সেখানে তুগলক রাজত্ব প্রায় পতনোন্মুখ। তায়মুর-এর আক্রমণে তুগলক বংশ আরও দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ১৪১৩ খৃ. এই বংশের পতন ঘটে। সৈয়দ (সায়্যিদ) বংশ অতঃপর ১৪১৪ খৃ. ক্ষমতা দখল করে। এই সৈয়দ বংশের এক কন্যাকে শাহ 'আলী (র) বিবাহ করেন।

কথিত আছে, শাহ 'আলী কিছু মূল্যবান সামগ্রী লইয়া আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ছিল নবী (স)-এর পবিত্র কেশ ও বড়পীর শায়খ 'আবদু'ল-কাদির জীলানী (র.) [মৃ. ৫৬১/১১৬৬]-এর জুব্বা (পূর্ব পাকিস্তানের সূফী-সাধক, পৃ. ৪৭)। দিল্লীর তদানীন্তন সুল্‌তান এই মুবারক বস্তু দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হন এবং শাহ 'আলীকে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ঢোলসমুদ্র নামক স্থানে ১২ হাজার বিঘার এক বিরাট পরগনা লাখেরাজ (নিষ্কর) দান করেন (ঐ, পৃ. ৪৭)। তখন শাহ 'আলী (র) তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে তিনজনকে, ভিন্নমতে চারজনকে (বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগণ, পৃ. ১০৮) লইয়া বাংলায় আগমন করেন এবং ঢোলসমুদ্রে গের্দা নামক গ্রামে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার সঙ্গীদের একজন ছিলেন শাহ হুসায়ন (তাঁহার ভগ্নীপতি)। এই স্থানে তাঁহাদের বসতি স্থাপনের ফলে এই এলাকার নাম হয় মীরান-ই গের্দা।

অতঃপর এক সময় শাহ 'আলী (র) ঢাকায় আগমন করেন। ঢাকার শাহ মুহাম্মাদ বারুর-এর তিনি মুরীদ হন এবং চিশ্‌তিয়া ত'রীকা'য় সবক গ্রহণ করেন। তাঁহার মুরশিদ তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে পূর্ণ উদ্যমে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিতে নির্দেশ দেন। ঢাকায় মিরপুরের মাসলানদ খানের তালুকদারীর এলাকায় ৮৮৫/১৪৮০ সনে নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদ ছিল। এই মসজিদেই শাহ সাহেব অবস্থান এবং ইসলাম প্রচার করিতে থাকেন।

বাংলায় আসিয়া তিনি গুল মুহাম্মাদ সওদাগরের কন্যা বুযুর্গ বিবিকে বিবাহ করিয়াছিলেন (পূর্ব পাকিস্তানের সূফী সাধক, পৃ. ৪৭)। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র শাহ 'উছমানই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

তিনি এক শত অথবা আরও অধিক বৎসর আয়ু লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার পরহেযগারী ও বুযুর্গীর প্রভাবে বহু লোক হিদায়াত প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, মৃত্যুর ৪০ দিন পূর্বে তিনি মসজিদে (মনে হয় মসজিদ সংলগ্ন হুজ্‌রায়) প্রবেশ করিয়া উহার দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেন এবং মুরীদ ও ভক্তদেরকে এই দরজা খুলিতে নিষেধ করেন। ৩৯ দিন পানাহার ছাড়াই শাহ্ 'আলী সেই হুজরায় আল্লাহর ধ্যানে আত্মহারা অবস্থায় ছিলেন। ৪০ দিনের দিন হঠাৎ হুজরা হইতে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনের ধ্বনি শ্রুত হয়। হুজরার মধ্যে সাংঘাতিক কিছু ঘটিতেছে মনে করিয়া মুরীদগণ অস্থির হন এবং দরজা ভাঙ্গিয়া দেখেন, সেখানে শাহ 'আলীর কোন চিহ্ন নাই, বরং শুধু একটি গর্ত এবং উহার গহ্বরে রহিয়াছে কিছু উত্তপ্ত রক্তবিন্দু (বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃ. ১০৯)। ভিন্ন বর্ণনামতে দরজা ভাঙ্গা মাত্রই সেই ক্রন্দন ধ্বনি বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহারা দেখিলেন, সমস্ত ঘর রক্তে আপ্লুত এবং শাহ 'আলীর দেহ ছিন্নভিন্ন অবস্থায় বিক্ষিপ্ত। তাঁহার ইনতিকালের এই ঘটনা ৯০৩/১৪৯৮ সালে ঘটে। আসুদিগান ঢাকা গ্রন্থে (পৃ. ১২৫, ১২৮) উল্লিখিত হইয়াছে যে, দরজা বন্ধ করিয়া তিনি মসজিদে ই'তিকাফে বসেন এবং মুরীদ ও ভক্তদিগকে দরজা খুলিতে নিষেধ করেন। ই'তিকাফ অবস্থায় ৯৮৫/১৫৭৭ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার কোন সন্তান ছিল না। ঢাকা গেজেটিয়ার-এ উল্লিখিত মৃত্যু সন ১৪৮০ খৃ. সঠিক বলিয়া মনে হয় না।

উক্ত মসজিদটি, যাহার পার্শ্বে শাহ 'আলীর মাযার, এক সময়ে বিনষ্ট হইয়া যায়। ভক্তগণ উহা পুনঃনির্মাণ করেন। আবারও উহা ধ্বংসোন্মুখ হইলে মগবাজরের শাহ মুহাম্মাদী ১২২১/১৮০৬ সালে উহার সংস্কার করেন। এই মসজিদ ভবনটি আজও বিদ্যমান। নওয়াব আহ্‌সানুল্লাহ (মৃ. ১৩১৯/১৯০১) মাযারের পার্শ্বেই একটি মসজিদ নির্মাণ করান। মাযার ও মসজিদ-এর যথেষ্ট ওয়াক'ফ্ সম্পত্তি রহিয়াছে। মাযার যিয়ারতের জন্যও দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে, বিশেষত বর্ষাকালে নৌকাযোগে বহু লোকের সমাগম হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাকীম হাবীবুর রাহ্'মান, আসুদিগান-ই ঢাকা, ঢাকা ১৯৪৬, পৃ. ২৮; (২) মাওলানা নূর মোহাম্মাদ আ'জমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা ১৯৬৬ খৃ., ২৬৩; (৩) গোলাম সাকলায়েন, পূর্ব পাকিস্তানের সূফী-সাধক, ঢাকা ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, ৪৬-৪৯, (মাসিক দিলরুবা, ১ম বর্ষ, ভাদ্র ১৩৫৬, ৫ম সংখ্যা ১৩৪৬-৪৮, শেখ মোতাহারুল হক লিখিত প্রবন্ধ, হযরত শাহ 'আলী বাগদাদী); (৪) মাওলানা এম. ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, ফেনী ১৩৭৯/১৯৬৯, ১০৮-৯; (৫) Bangladesh District Gazetteer Dacca, Dacca 1975, pp. 01, 459; (৬) মুন্‌শী রাহ্'মান 'আলী ত'ায়শ, তাওয়ারীখ-ই ঢাকা, বাংলা অনু. ড. স. ম. শরফুদ্দীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৪০০/১৯৮৫, ১৩১, ১০৭-৯।

এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন

'আলী বাবা ঃ (দ্র. আলফ লায়লাঃ ওয়া লায়লা)

'আলী আল্-বায়হাকী (على البيهقى) ঃ ১১০৬/ আনু.১১৬৯, পারসিক বৈজ্ঞানিক ও চরিতকার। পূর্ণ নাম আবুল হাসান 'আলী ইব্‌ন আল-ইমাম আবি'ল-কাসিম যায়দ আল-বায়হাকী, জাহীরু'দ-দীন। ইরানে নিশাপুরের নিকট বায়হাকে জন্ম। তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে বহু পুস্তক রচনা করেন। তবে তা'রীখুহু' কামা'ইল-ইসলাম, (ইসলামের বিদ্বান ব্যক্তিদের জীবনেতিহাস) ও বায়হাকে'র ইতিহাস (ফারসী) রচয়িতা হিসাবেই বিশেষভাবে খ্যাত।

বাংলা বিশ্ব কোষ, ১খ, ২৪৬

'আলীবর্দী খান (على وردى خان) ঃ উপাধি মাহাবাত জাংগ (১৬৭৬-১৭৫৬ খৃ.) বাংলার নওয়াব (শাসন কাল ১০ এপ্রিল, ১৭৪০-৯ এপ্রিল, ১৭৫৬) তাঁহার পরিবারবর্গ জীবিকার সন্ধানে তুর্কিস্তান হইতে দিল্লীর মুগল দরবার হইয়া বাংলাদেশে আসিয়া পৌঁছেন। তাঁহার পিতার নাম মির্যা মুহাম্মাদ 'আলী। তৎকালীন বাংলার নওয়াব শুজা'উ'দ-দীন খান আলীবর্দীকে

রাজমহলের ফৌজদার (সৈন্য বিভাগের প্রধান) নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন দক্ষ যোদ্ধা এবং দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। ১৭৩০ খৃ. নওয়াব তাঁহাকে বিহারের নাইব নাজি'ম নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন খুবই কর্মঠ, সুচতুর ও সুদক্ষ গভর্নর। দিল্লীর মুগল দরবার হইতে মাহাবাত জংগ উপাধি লাভ করেন। ১৭৩৯ খৃ. শুজা'উদ্-দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সারফারায খান বাংলার নওয়াব নিযুক্ত হন। ১৭৪০ খৃ. 'আলীবর্দী খান তাঁহার অগ্রজ আহ'মাদ রায়রায়ান, আলম চাঁদ, জগত শেঠ ও ফাতেহ' চাঁদের সহযোগিতায় নওয়াবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন এবং গিরিয়াতে সুতীর নিকটে সংঘটিত যুদ্ধে সারফারায খানকে পরাজিত ও হত্যা করিয়া বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নওয়াব হিসাবে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেন (এপ্রিল ১৭৪০ খৃ.)।

অধিকাংশ সময় তিনি মারাঠাদের বিরুদ্ধে অবিরাম নিষ্ফল যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, যাহারা শেষ পর্যন্ত তাঁহার হাত হইতে উড়িষ্যার অঞ্চল ছিনাইয়া লইতে সক্ষম হয়। তিনি ১৭৫৬ সালের ৯ এপ্রিল ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার দৌহিত্র মির্যা মাহ'মূদ সিরাজুদ-দৌলা তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন। তিনিই ছিলেন বাংলার মুগল সাম্রাজ্যের সর্বশেষ নওয়াব। কারণ ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে লর্ড ক্লাইভের বিজয় ভারতের এই অংশে বৃটিশের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) The Cambridge History of India, ৪খ., নির্ঘণ্ট, শিরো. Ali Vardi Khan; (২) Dr. Muhammad Mohar Ali, The Fall of Sirajuddaulah; (৩) বাংলাদেশের ইতিহাস, সম্পা. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ২খ.; (৪) দা. মা.ই., ১৪/২খ., ১৬৪; (৫) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৪৯।

মুহাম্মদ মূসা

'আলী বে (علی بے) ঃ জন্মগতভাবে ককেশীয় হইলেও প্রায় ২০ বৎসর কাল মিসরের একজন প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্রাথমিক বয়সে তিনি সেইখানে নীত হন এবং তাঁহাকে ইব্রাহীম কাত্খুদা-র হস্তে উপঢৌকনরূপে দেওয়া হয়, যিনি ১১৫৬/১৭৪৩ হইতে ১১৬৮/১৭৫৪ পর্যন্ত ঐ দেশের প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি 'আলীকে বে'র (Bey) মর্যাদা প্রদান করেন এবং তাঁহাকে সদস্যভুক্ত করেন। সেই কৌতুকাবহ "শক্তিধরদের" কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত করেন যাহার গোলযোগপূর্ণ ক্ষমতা ক্রমশ এমন আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি পায় যে, তুর্কী সরকারের নিয়োজিত পাশা হৃতশক্তি নিষ্ক্রিয় দর্শকে পরিণত হয়। তুরস্কের এই গভর্নর নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য 'বে'-গণের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সময় দৃশ্যত নিরপেক্ষতা পালন করিলেও পরবর্তীতে নিরপেক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে বিজয়ীর সাহায্যে অগ্রসর হন।

'আলী কর্মজীবনের প্রারম্ভে 'আরব উপজাতিদের আক্রমণ হইতে একটি হ'জ্জ কাফেলাকে সাফল্যজনকভাবে রক্ষা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি ষড়যন্ত্রের আবর্তে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন; উক্ত নাটকের প্রতিটি চরিত্র হত্যার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইত এবং নিজেও ঘাতকগণ কর্তৃক ছায়ার মত অনুসৃত হইতেন। 'আলী বে' প্রথমে বিচক্ষণতার সহিত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং যে কোন উপায়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে ব্যস্ত থাকেন। এইভাবে তিনি প্রচুর সংখ্যক "মামলূক" সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। এই কার্যক্রমের সুফল ছিল, ১১৭৭/১৭৬৩ সন হইতে তাঁহার সমকক্ষগণ তাঁহাকে নেতা হিসাবে স্বীকার করিল। পরবর্তী বৎসর তিনি মুহ'াম্মাদ আবু'য'-যাহাব (দ্র.) নামক তাঁহার একজন মামলূক-কে 'বে'-এর মর্যাদা দান করেন; নিয়মিত বিধানে এই ব্যক্তিই তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়াছিল। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও নির্বিঘ্নে যে ক্ষমতা লাভ সম্ভব হয় নাই, সেই ক্ষমতায় 'আলী বে' আকস্মিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। সিরিয়ায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়া তিনি আক্রার (Acre عكا) শাসনকর্তা 'উমারু'জ'-জা'হির-এর সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন যাহার প্রচেষ্টায় এবং তুরস্ক সরকারের সমর্থনে 'আলী বে' মিসরে ফিরিয়া আসেন এবং পুনরায় শায়খু'ল-বালাদ-এর বিশেষ ক্ষমতাগুলি গ্রহণ করেন।

দুই বৎসর পর 'আলী বে' পুনরায় পলায়নে বাধ্য হন; কিন্তু ১১৮১/১৭৬৭ সনে সশস্ত্র বাহিনীর নেতারূপে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। 'উছমানী গভর্নর বাধ্য হইয়া 'আলী বে'-কে শায়খু'ল-বালাদ হিসাবে পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাঁহার স্বাধীনচেতা মনোভাবে আতঙ্কিত হইয়া গভর্নর তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান সৃষ্টির প্রয়াস পান। ইহাতে তিনি ব্যর্থ হন এবং ১১৮২/১৭৬৮ সালে পাশা নিজেই পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর হইতে 'আলী বে' তাঁহার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা গোপন করিবার চেষ্টা করেন নাই এবং কোন প্রভাবশালী কর্মকর্তার উপস্থিতি সহ্য করিতে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি তুর্কী সুলতানের প্রতি বৈরী ভাব প্রদর্শন এবং তাঁহার জেনিসরীদের সংখ্যা হ্রাস করেন। যাহা হউক, তিনি আনুগত্যের মুখোশ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন নাই, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণের জন্য সুলতানের অনুরোধও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন নাই। পরে তুরস্ক সরকার তাঁহাকে রাষ্ট্রদ্রোহী ঘোষণা করেন এবং উক্ত সৈন্যদল রাশিয়ার সাহায্যার্থে গঠন করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযোগও করা হয় ঃ কনস্টান্টিনোপলে তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের একটি ফরমান জারী করা হয়।

এই সংবাদে 'আলী বে' উদ্ধতভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ইহার জবাব দেন। ইহার পর হইতে ষড়যন্ত্রের জালে জড়াইয়া পড়েন এবং যুদ্ধের ময়দানে সর্বক্ষণ সৈন্য রাখিতে বাধ্য হন। প্রথমে তিনি উত্তর (upper) মিসরের 'আরব উপজাতীয়গণকে বশীভূত করেন এবং তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী একজন দাবিদারকে মক্কার শরীফ পদে নিয়োগের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মুহ'াম্মাদ বে' আবু'য-যাহাব এই অভিযানে নেতৃত্ব দান করেন।

ক্ষমতাসচেতন 'আলী বে' নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তন করেন। মুদ্রায় সুলত'ানের নাম তখনও ছিল; কিন্তু মিসরের এই অধিপতির সংক্ষিপ্ত দস্তখতের তারিখ আর সুলত'ানের ক্ষমতা লাভের তারিখের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

ইহার পর তিনি বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া সিরিয়া আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। এইবারেও সেনাপতি ছিলেন মুহ'াম্মাদ বে' আবু'য-য'াহাব। রাশিয়ার সঙ্গেও তিনি আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত করেন, কিন্তু ফল লাভের সময় আদৌ ছিল না। সমগ্র সিরিয়া দ্রুত বিজিত হয়, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটনার মোড় ঘুরিয়া যায় যখন মুহ'াম্মাদ বে' আবু'য-যাহাব বিজয়ী হিসাবে দামিশ্কে প্রবেশ করিবার পরপরই তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে মিসরের কর্তৃত্ব ছিনাইয়া লইবার উদ্দেশে তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে পুনরায় মিসরের দিকে চালনা করেন। মুহ'াররাম ১১৮৬/এপ্রিল ১৭৭২ সনে 'আলী বে' কায়রো হইতে পলায়ন করিতে মনস্থ করিলেন এবং আক্রা-র পাশার নিকট পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি রাশিয়ার কিছু অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে অন্য

একটি সেনাদল গঠনে মনোনিবেশ করেন এবং কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে জয় লাভের পর মিসরীয় বদ্বীপের পূর্ব দিকস্থ সা'লিহি'য়্যা নামক স্থানে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন। তাঁহার সেনাবাহিনী পরাজিত হয় এবং 'আলী বে' যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার কয়েক দিন পরে ১৫ সা'ফার, ১১৮৭/৮ মে, ১৭৭৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

'আলী 'বে'র স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা কতখানি ছিল তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'আলী বে'-র মুদ্রার রূপ ছিল প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম। যদিও 'আলী বে' ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তুর্কীরা জনসাধারণের বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে জবরদস্তি শাসন ক্ষমতা দখল করিয়াছিল, কিন্তু কায়রো হইতে তাঁহার শেষ বিদায়ের অব্যবহিত পূর্বে ১১৮৬ হিজরীর প্রথম দিকের একটি দলীল প্রমাণ করে যে, নিজেকে সরকারীভাবে মিসরের শাসনকর্তা ঘোষণা করিবার সাহস তাঁহার ছিল না। এই দলীলটি ইমাম শাফি'ঈ-র মাযারের গম্বুজস্থ গোলাকার দীর্ঘ চাকের উপর উৎকীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে তুর্কী শাসন ক্ষমতার এবং 'আলী বে'-র নামেরও কোন উল্লেখ নাই, কেবল উল্লিখিত হইয়াছে ঃ এই মাযারটি পুনঃনির্মাণ করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন "মিসরের ক্ষমতাশালী শাসনকর্তা, যিনি তাঁহার কর্তৃত্ববলে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।"

আজ-জাবারতীর বিবরণ হইতে এই ধারণা জন্মে যে, 'আলী বে'-র চরিত্রের কয়েকটি দিক বিকর্ষী ছিল। তবে সমসাময়িক সমাজের নৈতিকতা এবং পরিবেশও বিবেচ্য। "তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ মানুষ; ভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের সুযোগ পাইলে দুনিয়াকে তিনি চমৎকৃত করিতে পারিতেন", সমকালীন এই রায়ের সহিত ঐকমত্য পোষণ করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাবারতী, নির্ঘণ্ট, ১৪৮; (২) Lusigan, A History of the Revolt of Aly Bey, London ১৭৮৩; (৩) C. Volney, Voyage en Syrie, i; (৪) J. Marcel, Histoire d'Egypte, প্যারিস ১৮৩৪, ২২৭-৩৯; (৫) Deherain, L'Egypte turque, ১২২-৩৭; (৬) Wiet, Inscr. du mausolee de Shafi'i, in BIE, xv, ১৮২-৫; (৭) ঐ লেখক, L'agonie de la domination ottomane en Egypte. Cahiers d'histoire egyptienne, ২খ., ৪৯৬-৭।

G. Wiet (E.I.[2])/মুহাম্মাদ সিরাজুল হক

'আলী বে' ইব্‌ন 'উছমান আল-'আব্বাসী (علی بك بن عثمان العباسی) ঃ স্পেনের পরিব্রাজক "Domingo Badiay Leblich (Leyblich)"-এর ছদ্মনাম। জন্ম ১৭৬৬ খৃ. এবং মৃত্যু ১৮১৮ খৃ. সিরিয়াতে। তিনি Voyages e' Ali-Bey el Abbassi en Afrique et en Asie pendant les annees 1803. 1804, 1805, 1806 et 1807, ৩ খণ্ডে এবং Atlas, প্যারিস ১৮১৪ খৃ.; Travels of Ali Bey...between the years 1803 and 1807, ২ খণ্ডে, লন্ডন ১৮১৬ খৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) P. Larousse, Grand Dictionnaire Universel du XIX^{c} siecle, দ্র. Badia y Leblich; (২) U. J. Seetzen, Reisen, ৩খ., ৩৭৩ প.।

E. D. (E.I.[2])/ মুহাম্মাদ সিরাজুল হক

'আলী মসজিদ ঃ জমরুদ তহসীল, খাইবার এজেন্সি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাকিস্তান। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩,১৪৭ ফু. উচ্চ। এখানে অবস্থিত 'আলী মসজিদের নামানুসারেই সম্ভবত জায়গাটির নাম হইয়াছে। এখানে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অকস্মাৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছে; খাইবার নদী এখানে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পার্বত্য নির্জন স্থানে একটা মরূদ্যান সৃষ্টি করিয়াছে।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৫০

'আলী মার্‌দান (علی مردان) ঃ খালজী বংশীয় একজন দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী, যিনি ৭ম/ত্রয়োদশ শতাব্দীর ১ম দশকে রাজধানী লক্ষণাবতীকে কেন্দ্র করিয়া বাংলায় শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। তিনি মালিক ইখ্‌তিয়ারু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ বাখ্‌তিয়ার খালজী কর্তৃক নারান-গো-য়ী (اقطاع)-এর কর্মচারী নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী সময়ে কামরূপের (আসাম) হিন্দু রাজার নিকট বাখ্‌তিয়ার পরাজিত হইলে 'আলী মার্‌দান মিনহাজু'স-সিরাজ-এর বর্ণনামতে, ইহার সুযোগ গ্রহণ এবং দেবকোট নামক স্থানে রোগশয্যায় শায়িত তাঁহার মনিবকে হত্যা করেন। এই ঘটনা ৬০২/১২০৬ সালে সংঘটিত হয়। যাহাই হউক, আলী মারদান পরে মুহ'াম্মাদ শিরান-এর হাতে বন্দী হন এবং নারান-গো-য়ী-র কোতওয়ালের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে অর্পণ করা হয়। 'আলী মার্‌দান কোতওয়ালের যোগসাজশে পলায়ন করিয়া দিল্লীতে কু'ত্‌'বুদ-দীন আয়বাক-এর দরবারে যাইতে সক্ষম হন এবং তাঁহার সঙ্গে গযনী (Ghazni) যান। তাজু'দ-দীন ইল্‌দুজ যখন কু'ত্‌'বুদ-দীন আয়বাকের নিকট হইতে গযনী পুনরাধিকার করেন (৬০৫/ ১২০৮-১২০৯), তখন 'আলী মার্‌দান তাঁহার হাতে বন্দী হন। প্রায় এক বৎসর পর 'আলী মার্‌দান পলায়ন করিয়া লাহোরে আইবাকের সমীপে পুনরায় উপস্থিত হন। কু'ত্‌'বুদ-দীনের বিশেষ আনুকূল্যে তিনি লক্ষণাবতী ভূখণ্ডের জায়গীরদারী প্রাপ্ত হন। ত'াবাক'াত-ই নাসি'রীর বর্ণনানুযায়ী 'আলী মার্‌দান দেবকোটে যান এবং ক্ষমতা দখল করিয়া সমগ্র লক্ষণাবতী তাঁহার শাসনাধীনে আনয়ন করেন। কু'ত্‌'বুদ-দীন আয়বাকের ইনতিকালের পর (৬০৭/১২১০) 'আলী মার্‌দান স্বীয় নামে খু'ত'বা জারী করান এবং সুল'ত'ান 'আলাউ'দ-দীন উপাধি ধারণ করেন। তিনি লক্ষণাবতীর খাল্‌জী অভিজাতবর্গকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন এবং প্রতিবেশী হিন্দু রাজাদেরকে সন্ত্রস্ত করেন। তাঁহার উগ্র আচরণ খাল্‌জী আমীরদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। তাঁহারা মালিক হু'সামুদ্দীন আয়ওয়াজ-এর নেতৃত্বে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং তাঁহাকে হত্যা করেন। 'আলী মার্‌দান কিঞ্চিদধিক দুই বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুকাল আনুমানিক ৬১০/১২১৩।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মিনহাজু'স্‌-সিরাজ, ত'াবাক'াত-ই নাসি'রী, অনুবাদ, Raverty, ১খ., ৫৭২-৫৮০; (২) স্যার যদুনাথ সরকার (সম্পা.), History of Bengal, ii, Dhaka 1948; (৩) Cambridge History of India, III, 50 প.।

P. Hardy (E.I.[2])/ এ. এইচ. এম. লুৎফর রহমান

'আলী মারদান খান (علی مردان خان) ঃ আমীরু'ল-উমারা, কুর্দী বংশোদ্ভূত একজন সেনানায়ক, পারস্য-রাজ শাহ 'আব্বাসের প্রধান সভাসদগণের অন্যতম। শাহ সাফীর রাজত্বকালে (১০৩৮-৫২/১৬২৯-৪২) বাদশাহর বিরাগভাজন হন। তিনি তখন মুগল সম্রাট শাহজাহান (১০৩৭-৬৮/১৬২৮-৫৮)-এর পক্ষ অবলম্বন করেন এবং মুগলদের নিকট

কান্দাহ [দ্র.] দুর্গ সমর্পণ করেন। নূতন মনিব তাঁহাকে ১০৪৮/১৬৩৮ সালে ৫,০০০-এর মর্যাদা প্রদান করেন এবং কাশ্মীরের গর্ভনর নিযুক্ত করেন। ১০৫০/১৬৪০ সালে তিনি ৭,০০০/৭,০০০-এর মর্যাদায় উন্নীত হন এবং পাঞ্জাবের গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৬৪১ খৃ. তাঁহাকে পাঞ্জাব ছাড়াও কাবুলের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়।

'আলী মারদান খান রাভী নদী হইতে লাহোর পর্যন্ত প্রধান খাল খননের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন এবং লাহোরের বিখ্যাত শালিমার উদ্যান তিনিই রচনা করেন। ১০৬৭/১৬৫৭ সালে তিনি ইনতিকাল করেন এবং তাহাকে লাহোরে তাঁহার মাতার সমাধিসৌধে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদু'ল-হ'ামীদ লাহোরী, বাদশাহ নামাহ, ২খ., Bidl. Ind. কলিকাতা ১৮৬৮ খৃ.; (২) মুহ'াম্মদ ওয়ারিছ কর্তৃক অনুলিখন, বাদশাহ নামাহ, I. O. MS, Ethe ৩২৯ (দ্র. Storey, ১খ., ৫৭৪-৭); (৩) শাহ নাওয়ায খান, মাআছি'রু'ল-'উমারা, ২খ., Bidl. Ind. কলিকাতা ১৮৮৮-৯১ খৃ.; (৪) H. I. S. Kanwar,'আলী মারদান খান, in IC, ৪৭খ. (১৯৭৩ খৃ.), ১০৫-১১।

M. Athar Ali (E. I.[2], Suppl.)/ মু. আবদুল মান্নান

'আলী মারদান খান (علی مردان خان) ঃ একজন বাখতিয়ার বংশীয় প্রধান যিনি ১৯৪৭ খৃ. নাদির শাহের হত্যাকণ্ডের পরবর্তী কালে গোলযোগের সময় খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ১১৬৩/১৭৫০ সালে ইসফাহান জয় করেন এবং কারীম খান জান্দ (দ্র.)-এর সহযোগিতায় শাহ সুলত'ান হু'সায়নের পৌত্র ইসমা'ঈলকে সিংহাসনে বসান। 'আলী মারদানের দমন নীতির ফলে তাঁহার এবং কারীম খানের মধ্যে প্রকাশ্য অসন্তোষের সূচনা হয়। কারীম নিজ জীবনকে সংকটাপন্ন মনে করিয়া 'আলী মারদানকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহাকে পরাজিত করেন। 'আলী মারদান খান পলাইয়া যান; কিন্তু কিছুকাল পর তিনি মুহ'াম্মাদ খান নামক এক ব্যক্তির হাতে নিহত হন। মিরযা স'াদিকে'র মতে মুহ'াম্মাদ খান ছিলেন কারীম খানের আত্মীয় এবং তারীখ-ই গীতী গুশা-র প্রণেতা।

এই 'আলী মারদান খানকে যেন তাঁহার সমসাময়িক একই নামের অপর দুইজন ব্যক্তির সঙ্গে ভুল করা না হয়, যাহাদের একজন ছিলেন লুরিস্তানের গর্ভনর (Fayliur) যিনি ১৭২২ খৃ. গুলনাবাদের যুদ্ধে আহত হন এবং পরবর্তী কালে ইস্পাহান উদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। অপরজন ছিলেন 'আলী মারদান খান শামলু যাহাকে নাদির শাহ্ দিল্লী ও কনস্টান্টিনোপলে দূত নিয়োগ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মিরযা স'াদিক', তারীখ-ই গীতী গুশা (Malcolm কর্তৃক উদ্ধৃত, History of Persia, লন্ডন ১৮১৫ খৃ., ২খ, ১১৬-৮; (২) রিদ'া কু'লী খান হিদায়াত, রাওদ'াতু'স' স'াফা-ই নাসি'রী, তেহরান ১৮৫৩-৬ খৃ., ৯ম ৭-৯; (৩) Hammer-Purgstall, ৪খ., ৪৭৭, ৪৭৮ (এই গ্রন্থকার কর্তৃক 'আলী মারদান-এর প্রাথমিক জীবনের উল্লেখ, ৪খ., ২৭৮ অশুদ্ধ); (৪) O. Mann (সম্পা.), মুজমিলুত-তারীখ-ই বাদনাদিরীয়্যাহ, পৃ. ৭, ৮।

L. Lockhart (E. I.[2])/এ. এইচ. এম. লুৎফুর রহমান

'আলী আল-মাহাইমী (علی المهائمی) ঃ 'আলী ইব্‌ন আহ'মাদ আল-মাহা'ইমী আল-কাওকানী; তাঁহার উপাধি ছিল মাখদূম আবু'ল-হ'াসান 'আলাউদ-দীন। তাঁহার জন্ম ৭৭৬/১৩৭৪ সনে। তিনি ভারতের পশ্চিমে উপকূলবর্তী বন্দর মাহা'ইম-এর অধিবাসী। তিনি নাওয়াইত (অথবা নাওয়াইত') গোত্রের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার পূর্ব-পুরুষ ১৫২ হিজরীতে মদীনা মুনাওওয়ারা হইতে হিজরত করিয়া কাওকান আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন (এই গোত্রের জন্য দ্র. Storey, ১খ., ১০৮৪ অথবা মাআছি'রুল-উমারা, ৩খ., ৫৬২ প.)। তিনি কাহার শিষ্য ও কাহার মুরীদ ছিলেন তাহা জানা নাই এবং তাঁহার উল্লেখযোগ্য জীবন-চরিতেরও সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা নিশ্চিত যে, তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের 'আলিম, লেখক ও শাফি'ঈ মায'হাবের অনুসারী ছিলেন। গুলাম 'আলী আযাদ 'সুবহ'াতুল-মারজান গ্রন্থে লিখেন ঃ

كان من نحارير الزمان واصحاب الذوق والعرفان مثبتا للتوحيد الوجودى مقتفيا بالشيخ محى الدين ابن العربى.

"তিনি তাঁহার যুগের সূ'ফীতত্ত্বে 'আলিম এবং রুচিশীল পণ্ডিতদের মধ্যে গণ্য হইতেন এবং তিনি শায়খ মুহ'য়িদ-দীন ইবনু'ল-'আরাবীর অনুকরণে وحدة الوجود -এর সমর্থক ছিলেন"।

'আবদুল-হ'ায়্যি লাখনাবী তাঁহাকে দ্বিতীয় ইবনু'ল-'আরাবী বলিয়াছেন। তিনি ৮১৫/১৪৩২ সনে ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে মাহাইম-এ দাফন করা হয়।

রচনাবলী ঃ (১) তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইল কু'রআন-এর তাফসীর যাহার পূর্ণ নাম ঃ

تبصير الرحمن وتيسير المنان ببعض ما يشير إلى اعجاز القرآن.

(তাফসীর রাহ'মানী, তাফসীর মাহাইমী)। এই তাফসীর মুদ্রিত হইয়াছে দিল্লী ১২৮৬ হি., বূলাক' ১২৯৫ হি. হায়দরাবাদ, ১খ.। এই তাফসীরের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হইল, ইহাতে কু'রআনের আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ককে খুবই চিত্তাকর্ষক পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে আধ্যাত্মিক রহস্যসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং প্রতিটি সূরা-এর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ এমন শব্দাবলীর সহিত যুক্ত হইয়াছে যাহা সংশ্লিষ্ট সূরার বিষয়বস্তুর সহিত সম্পর্ক রাখে, যেমন সূরা-ই নাস-এ বিস্‌মিল্লাহ্‌কে এইভাবে যুক্ত করা হইয়াছে ঃ

بسم الله المتجلى باسمائه وصفاته وافعاله فى الناس. الرحمن بتكميله بعد اضافة نور الوجود عليه. الرحيم بحفظه من شر ما فيه من شر ما خرج منه.

সূরা-ই-ফালাক'-এ বিস্‌মিল্লাহ্-এর গঠন এইভাবে হইয়াছে।

بسم الله المتجلى بكمالاته فى النور الفالق. الرحمن باشاعة ذلك النور. الرحيم باعاذة من عاذبة من الشرور. الرسالة فى بيان وجوه اعراب قوله تعالى الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.

এই পুস্তিকার প্রাথমিক কিছু লেখা গু'লাম 'আলী আযাদ 'সুবহ'াতু'ল-মারজান' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। 'আলিমগণ এই আয়াতের اعراب

-এর অসংখ্য কারণ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু 'আলী মাহাইমী ইহার সংখ্যা বার কোটি তিরাশি লাখ চুয়াল্লিশ হাযার পাঁচ শত চব্বিশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা এইভাবে যে, তিনি প্রতিটি শব্দের কয়েকটি اعراب -গত কারণ বর্ণনা করিয়াছেন এবং অতঃপর সবকয়টি পরস্পর গুণ করিয়া এই সংখ্যায় উপনীত হইয়াছেন; (৩) ফিক্'হ মাখদূমী, ইহা একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ যাহা ফিক্'হ শাফি'ঈ অনুযায়ী কেবল 'ইবাদাত সম্পর্কিত। এই গ্রন্থটি মুদ্রিত হইয়াছে এবং 'তাফসীরে হা'ক্'কানী'-র প্রণেতা মাওলাবী 'আবদুল-হা'ক্'ক কর্তৃক উর্দূতে উহার একটি মুখবন্ধ রচিত হইয়াছে। উর্দূতে এই গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে।

(৪) زوارف العطائف فی شرح عوارف المعارف مشرع الخصوص الی معانی النصوص (৫) للسهروردی. اجلة التائيه فی (৬) যাহা ৮১৫/১৪১২ সনে সমাপ্ত হয়; للقونوی. النور الازهر وكشف القضاء (৯) ; شرح ادلة التوحيد (৯) ; الضوء الا ظهرفی شرح النور الازهر (৮) ; والقدر ارائة الدقائق فی شرح مرأة الحقائق বোম্বাই তা. বি.।

উক্ত গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. Brockelmann এবং যুবায়দ আহ'মাদ। উক্ত গ্রন্থাবলী ব্যতীত তাঁহার আরও কিছু রচনা আছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ঃ

خصوص النعم فی شرح (২) ; انعام الملك العلام (১) فصوص الحكم মাওলাবী আব্দুল হা'ক্'ক লিখেন যে, ইহা এক অদ্বিতীয় শার'হ; (৩) كشف الظلمات ; (৪) استجلاء البصر فی الرد تعريب لمعات (৫) ; علی استقصاء النظر للمحلی (৭) ; مرأة الحقائق تعريب جام جهان نما (৬) ; عراقی امحاض النصيحة فی الرد علی طا عن الشيخ الاكبر ; الوجود فی شرح اسماء المعبود رسالة (৮)

উক্ত গ্রন্থসমূহের পাণ্ডুলিপি এমন কোন লাইব্রেরীতে নাই যাহার সূচীপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। العلام الملك العلام باحكام حكم الاحكام -এর কপি নুয্হাতু'ল-খাওয়াতি'র-এর প্রণেতা 'আবদু'ল-হা'য়্যি লাখনাবী দেখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি তাঁহার রচিত উর্দূ গ্রন্থ 'য়াদ-এ আয়্যাম' -এর ৬০ পৃষ্ঠায় লিখেন, "ইহা হইল শারী'আতের রহস্য সংক্রান্ত জ্ঞান বিষয়ে রচিত সম্ভবত প্রথম গ্রন্থ। মনে হয় এই গ্রন্থ শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ-এর গোচরীভূত হয় নাই, অন্যথায় তিনি তাঁহার গ্রন্থ হু'জ্জাতুল্লাহিল-বালিগা'-কে এই বিষয়ের প্রথম গ্রন্থ বলিতেন না।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) গু'লাম 'আলী আযাদ, মাআছি'রু'ল-কিরাম, ১খ., ১৭৯; (২) ঐ লেখক, সুব্হা'তুল-মারজান, পৃ. ৮৬; (৩) নাওয়াব সি'দ্দীক' হা'সান, আবজাদু'ল-'উলূম, পৃ. ৮৯৩; (৪) খুদা বাখ্শ, মাহ'বূবুল-আলবাব ফী তা'রীফিল-কুতুব ওয়া'ল-কিতাব, হায়দরাবাদ, পৃ. ৫০; (৫) রাহ'মান 'আলী, তায'কিরা-ই 'উলামা-ই হিন্দ, পৃ. ১৪৭; (৬) ফাকী'র মুহা'ম্মাদ ঝিলামী লাহোরী, হা'দাইকু'ল-হা'নাফিয়্যা, পৃ. ৩১৭; (৭) 'আবদু'ল-হা'ক্'ক, তাক'রীজ' দার ফিক্'হ মাখদূমী, মু. বোম্বাই, পৃ. ১০; (৮) Brockelmann, প্রথম সং., ১খ., ৪৫০, ২খ., ২২১, পরিশিষ্ট, ১খ., ৭৮৯, ৮০৭, ২খ., ৩১০ (৯) যুবায়দ আহ'মাদ, Contribution of India to Arabic Literature, পৃ. ১৫, ৬৮, ১৭১, ২৩৪, ২৭০, ২৯৫, ৩২১; (১০) ফিহরিস্ত মাখতূ'তা'ত 'আরাবিয়্যা, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, ৩খ., সংখ্যা ১১৪২; (১১) 'আবদুল-হা'য়্যি লাখ্নাবী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতি'র, ৩খ., ১০৫; (১২) ঐ লেখক, য়াদে আয়্যাম, পৃ. ৫৯।

যুবায়দ আহ'মাদ (দা.মা.ই.)/ মুহম্মদ ইসলাম গণী

'আলী মুস্'তা'ফা ইব্ন আহ'মাদ (علی مصطفی بن احمد) ঃ ইব্ন 'আবদুল' মাওলা চেলেবী ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর তুর্কী সাহিত্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। তিনি ৯৪৮/১৫৪১ সালে গ্যালিপলিতে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সেই তিনি বিশিষ্ট ফারসী ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক সুরূরীর নিকট বিদ্যাচর্চা শুরু করেন; তৎপর 'আরব কবি মুহ'য়্যি'দ-দীনের সংস্পর্শে আসেন। ৯৬৫/১৫৫৭ সালে সিংহাসনের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী সেলীমকে 'মিহ্র ওয়া মাহ্' নামক তাঁহার একখানা গ্রন্থ উপহারস্বরূপ পেশ করেন। ইহাই তাঁহার জীবনের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণ করিয়া দেয় (দ্র. Dozy, Cat. cod or bibl. Acad. Lugd Batavac, ii, 128)। ইতিমধ্যে তাঁহার সমসাময়িক নাগরিক ও যুবরাজের গৃহশিক্ষক মুস'তা'ফার সহিত 'আলীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং দীর্ঘদিন যাবৎ এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকিয়া তিনি তাঁহার একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। সেলীম (২য়) সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহাকে উক্ত পদে স্থায়ী করা হয়। প্রায় সেই সময়েই তিনি নিশান্জীর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাহার নিকট হইতে অসংখ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেন। ৯৭৬/১৫৬৮ সালে তিনি মুস্'তা'ফার সংগে মিসরে গমন করেন, কিন্তু হঠাৎ মুস্'তা'ফার পদচ্যুতির কারণে তাঁহার এই সফর বাতিল হইয়া যায়। ১৫৭০ খৃ. সাইপ্রাস বিজয়ের জন্য মুস্'তা'ফাকে আবার সেনাপতির দায়িত্ব ভার প্রদান করা হয়। 'আলী তখন তাঁহার সচিব হিসাবে 'উছমানী নৌবাহিনী ও পদাতিক বাহিনীর রণকৌশল ও সাফল্যাদি অবলোকন করার সুযোগ লাভ করেন। পরবর্তী বৎসরসমূহে তিনি রুমেলিয়ায় অবস্থান করেন। ৯৮০/১৫৭২ সালে তিনি 'হাফত মাজ্লিস বা হাফ্ত দাসতান' নামক গ্রন্থখানি সংকলন করেন (পাণ্ডু. লালেলি, ইস্তাম্বুল, সংখ্যা ২১১৪, ইক'দাম-এর সংগ্রহে মুদ্রিত সং., উহাতে তিনি অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় সুলায়মান-এর রাজত্বকালের এবং সেলীম (২য়)-এর সিংহাসন আরোহণের ঘটনাবলী ও তথ্যাদি পরিবেশন করেন। প্রায় ঠিক সেই সময়েই তিনি তুর্কী ভাষায় একটি কাব্য সংকলন করেন যাহা প্রধানত কাসীদা ও গা'যালে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ফার্সী ভাষায় একখানা দীওয়ানও রচনা করেন (দ্র. Flugel, Die Arab, pers, und turk. Hss. der K. K. Hofbibl. zu Wien, ১খ., ৬৫১)। তবে 'আলীকে সাধারণত দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিরূপেই গণ্য করা হয়। কেননা তাঁহার কাব্যে ভাবাবেগ ও প্রাণচাঞ্চল্যের খুব একটা প্রতিফলন দেখা যায় না। ১৫৭৭ খৃ. যখন পারস্যের একটি অভিযান পরিচালনার জন্য মুস্'তা'ফাকে সেনাধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়, তখন 'আলীকে পুনরায় মুস'তা'ফার সচিবরূপে নিয়োগ করা হয়। তখন 'আলী ছিলেন ককেশাস হইতে প্রেরিত অসংখ্য বিজয়সূচক বার্তার রচয়িতা। ককেশাস অঞ্চলে তাঁহার অবস্থানের ফলে সেখানকার

জনগণের চালচলন ও রীতিনীতি সম্পর্কে তিনি সম্যক্ অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন, বিশেষ করিয়া জীলান, শীরওয়ান ও জর্জিয়া অঞ্চল সম্পর্কে তিনি ভালভাবে ওয়াকিফহাল হন। মুস্'তাফাকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইলে 'আলী ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন করেন। আলী তাঁহার তত্ত্বাবধায়কের অকাল মৃত্যুর পর অত্যন্ত দুর্বিষহ অবস্থায় নিপতিত হন। কিন্তু ইহা তাঁহাকে সাহিত্য চর্চা হইতে বাধা প্রদান করে নাই। তিনি তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ 'মিরআতু'ল-আওয়ালিম' সুলত'ানের খেদমতে নিবেদিত করেন। ইহাতে তিনি সৃষ্টির রহস্যাবলী ও নবী-রাসূলগণের তথ্যসমূহের উপর ব্যাপক আলোকপাত করিয়াছেন (MSS-Istanbul Universitesi Kutuphanesi, no. 17397; 96; Esad Efendi Kutuphanesi, no. 2407; তু. Flugel, পূ. স্থা., ২খ., ৯৪; Pertsch, Verz. d. turk. Hss. zu Berlin, nos. 36, 558)। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি নুস্'রাতনামাহ নামক গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন। উহাতে তিনি ইরান অভিযানের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিয়াছেন (Esad Ef. Kutup, no. 2433; Rieu, Cat. of the Turk. MSS. in the Brit. Mus, P. 61)। তুর্কী সিংহাসনের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী মুহ'াম্মাদ-এর খতনা উৎসব 'উছ'মানী সাম্রাজ্যের একটি অতি আকর্ষণীয় উৎসব হিসাবে প্রতিপালিত হইয়াছিল; উহার মনোজ্ঞ ও বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত রচনাখানি তাঁহাকে যুবরাজের নিকট অতি পরিচিত করিয়া তোলে, তাহা ছিল জামি'উ'ল-হুবুর দার মাজালিসিস-সূর (Istanbul Nuruosmaniya Kutup, no. 4318)।

৯৯৫/১৫৮৬ সালে তিনি মানাকি'ব-ই-হুনার ও য়ারান' নামক গ্রন্থখানি সংকলন করেন। ইহাতে তিনি কয়েক শত হস্তলিপিবিশারদ, মুদ্রাকর, চিত্রশিল্পী, পুস্তকের শোভা বর্ধনকারী চিত্রকর ও পুস্তক বাঁধাইকারীর সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন (দ্র. Flugel, পূ. স্থা., ২খ., ৩৮৬, সম্পা. ইব্‌নু'ল-আমীন মাহ'মূদ কামাল, ইস্তাম্বুল ১৯২৬ খৃ.)। যুবদাতু'ত্-তাওয়ারীখ' নামক আরবী গ্রন্থখানার তুর্কী ভাষায় রূপান্তর ছিল তাঁহার তৎকালীন রচনাসমূহের অন্যতম (Flugel, ঐ, ২খ., ৯০; Ista. Univ. Kutup, no. 2378-2386)।

অতীন্দ্রিয়বাদ ও সর্বেশ্বরবাদের একজন ভক্ত হিসাবে তিনি তাঁহার হি'ল্‌য়াতু'র-রিজাল নামক গ্রন্থেও ওয়ালী দরবেশদের জীবনী, তাঁহাদের খিলাফাত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন (Rieu, পূ. স্থা., পৃ. ১৯; Pertsch, Dieturk. Hss... zu Gotha, 75; Ista. Univ. Kutup. nos, 1329-404)। তিনি লাইহ'াতু'ল-হ'াকীক'াত নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন (Rieu, পূ. স্থা., ২৬১; 1st. Univ. Kutup., nos. 651, 1963)। প্রথমে জেনিসারীদের কাতিব (সচিব) এবং পরে দফতর আমিনী হিসাবে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি তাঁহার সময়কাল পর্যন্ত ইতিহাসের গতিধারা নির্ধারণকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তাঁহার পুস্তকটি কায়রোতে প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। মুহ'াম্মাদ (৩য়) সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সদাশয় আচরণ করেন এবং তাঁহাকে মিসরের দফতরদার নিয়োগ করেন। কিন্তু কতিপয় উযীরের শত্রুতার ফলে তাঁহাকে অচিরেই উক্ত পদ হারাইতে হয়। ১০০০-১০০৭/১৫৯২-৯ সাল হইতে তিনি তাঁহার মহান গ্রন্থ 'কুনহু'ল-আখবার' চার খণ্ডে রচনা করেন (১২৭৭/১৮৬১ সাল হইতে ১২৮৫/১৮৬৯ সালের মধ্যে ইহা ইস্তাম্বুলে পাঁচ খণ্ডে মুদ্রিত হয়, উহাতে মুহ'াম্মাদ ২য়-এর শাসনকাল পর্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়; পরবর্তী ১৫০ বৎসরের ইতিহাসের কোন মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া যায় নাই)। প্রথম খণ্ডে তিনি প্রাচীন কালের নবী-রাসূলগণের ঘটনাবলীর অবতারণা করেন; দ্বিতীয় খণ্ডে হযরত মুহ'াম্মাদ (স) ও ইসলামের অভ্যুদয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী পরিবেশন করেন। ইসলামের উৎকর্ষ সাধনে তাঁহার জাতি যে বিরাট অবদান রাখিয়াছিল, তাহাতে তিনি এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডকে The Turko Tatar অধ্যায় নামে আখ্যায়িত করেন। চতুর্থ খণ্ডে প্রধানত রাজ্যসমূহের সংগঠন সম্পর্কীয় তথ্যাদি ও 'উছমানী সাম্রাজ্যের ইতিহাস সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে একটি ভৌগোলিক অভিধানও সংযোজন করা হইয়াছে। তদীয় 'কুনহু'ল-আখবার' নামক গ্রন্থখানা ছিল 'উছমানী ইতিহাস সম্পর্কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। 'আলী তাঁহার গ্রন্থে প্রাক-ইসলামী যুগের যে ইতিহাস পরিবেশন করিয়াছেন তাহা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু তিনি ইহাতে 'উছমানী ইতিহাস, বিশেষত ষোড়শ শতাব্দীর যে বিস্তারিত ইতিহাস পরিবেশন করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত মূল্যবান। সত্যের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা তাঁহাকে কতিপয় সুলতানের কার্যকলাপের সমালোচনা করিতে বাধ্য করে; সাধারণত তিনি অমুসলিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁহার রচনাশৈলীতে কবিতার ছাপ দৃষ্ট হয়, তবে ক্রমে ক্রমে তিনি তাহা সহজতর করিয়া তুলিতেন।

পরবর্তী কালে তিনি মুসলিম বিশ্বের একখানা ঐতিহাসিক সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করেন, যাহার নাম ফুস্'ূল'ুল্-হ'াল্ল ওয়া'ল-'আক'দ্ 'উস্'ূলুল্ খারাজ্ ওয়া'ন্-নাক'দ্। তুর্কী ভাষায় রচিত তাঁহার এই গ্রন্থখানা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে (দ্র. যথা ঃ The Ms-in Nuruosmaniya Kutup no, 3399)। তাঁহার সাহিত্যকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে জিদ্দা নগরীর পাশা নিযুক্ত করা হয়। ১০০৮/১৬০০ সালে তিনি হ'ালাতু'ল-ক'াহিরা মিন 'আদাতি'ত্-তাহিরা' (حالات القاهرة من عادات الطاهرة) নামক তাঁহার শেষ গ্রন্থখানা রচনা করেন (MSS : Esad Ef. Kutup., no. 2407; কায়রো, Bibl. Khediv. Cat. des ouvr. turcs, 197)। উহা আকারে ছোট হইলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঐ বৎসরই তিনি ইনতিকাল করেন।

'আলী ছিলেন একটি বিশেষ আকর্ষণীয় চরিত্রের অধিকারী। যদিও তিনি সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রে ভরপুর এমন এক পরিবেশে তাঁহার কার্যকাল অতিবাহিত করেন, তথাপি তিনি ছিলেন সর্বদা অনুগত, সদাশয় ও ন্যায়পরায়ণ। তাঁহার সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার কারণেই তিনি সমসাময়িক রূঢ় ও অসৎ প্রকৃতির লোকদের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভে ব্যর্থ হন, এমনকি প্রধান মন্ত্রী সিয়াউশ পাশার মত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিও তাঁহাকে হেয় দৃষ্টিতে দেখিতেন। পক্ষান্তরে সমসাময়িক সকল লেখকই তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গণ্য করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তাঁহার জীবনী ও রচনাবলীর জন্য দ্র. (১) J. von Hammer-Purgstall, Gesch. d. osman. Reiches, iv, 308, 651 প.; (২) ঐ লেখক, Gesch. d. osman. Dichtkunst, iii; 115, ff.; (৩) মুহ'াম্মাদ ত'াহির ইব্‌ন রিফ'আত্-মুয়াররেখীন-ই-'উসমানিয়েতেন 'আলী ওয়া কাতিব চেলেবিনীন, তেরজুমায়ে হাল্লেরী,' স্যালুনিকা ১৩২২/১৯০৬; (৪) ইব্‌নু'ল-আমীন মাহ'মূদ কামাল, পূ. স্থা., তু. আরও Cat. cod, or bibl. Acad.

Lugd. Bat., ১৯৭৩ খৃ., ৫খ., ৫৭; (৫) Flugel, পূ. স্থা., ২খ., ৯৪; (৬) JA, ১৮৮৯ খৃ., পৃ. ৭৬, ৯০ প.।

K. Susshiem-R. Mantran (E.I.[2])/এ. কে. এম. ফারুক

'আলী মুহাম্মাদ বেগ (علی محمد بیك) ঃ মির্যা (নওয়াব বেগ) [১৯০০-১৯৬৪ খৃ.], জ. কলিকাতায় ও মৃ. রাজশাহীতে, সেন্ট জোসেফ কলেজ ও আলীগড় মুসলিম বিশ্বাবিদ্যালয়ের ছাত্র। 'আলী মুহাম্মাদ নিপুণ ক্রীড়াবিদ ছিলেন। কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষে তিনি ফুটবল, হকি ও ক্রিকেট খেলিতেন। তিনি জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৬ খৃ. হুসায়ন শহীদ সুহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং লীগ ন্যাশন্যাল গার্ড-এর বঙ্গীয় নায়েবে সালার-ই সূবা হন। তাঁহার পিতামহ নওয়াব ইনতিজামু'দ-দাওলা বাহাদুর অযোধ্যার শেষ নওয়াব ওয়াজিদ আলী শাহ-এর উযীর ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২ খৃ. ১খ., পৃ. ২৫০; (২) সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, কলিকাতা, মে ১৯৭৬, পৃ. ৪৭।

মুহম্মদ ইলাহি বখ্শ

'আলী মুহাম্মাদ শীরাযী (দ্র. যাবী)

'আলী আর-রিদা' (علی الرضا) ঃ আবু'ল-হাসান ইব্ন মূসা ইব্ন জা'ফার, দ্বাদশ ইমাম-এ বিশ্বাসী শীআদের অষ্টম ইমাম, মদীনায় জন্ম ১৪৮/৭৬৫ সনে (আস-সাফাদী), ভিন্নমতে ১৫১/৭৬৮ সালে বা ১৫৩/৭৭০ সালে (আন-নাওবাখ্তী, ইব্ন খাল্লিকান, মীর খাওয়ান্দ), তুস নগরে মৃত্যু ২০৩/৮১৮ সালে। তাঁহার মৃত্যু সন সম্পর্কে সকলেই একমত, কিন্তু দিন ও মাস সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে (সাফার-এর শেষে-আত্-তাবারী, আস-সাফাদী; ২১ রামাদান- আস-সাফাদী, ১৩, যু'ল-কা'দা বা ৫ যু'ল-হিজ্জা, ইব্ন খাল্লিকান)। তাঁহার পিতা ইমাম মূসা আল-কাজিম, মাতা একজন নুবীয় উমমু ওয়ালাদ (মুক্তদাসী)। তাঁহার নাম সম্পর্কে কয়েকটি মত রহিয়াছে (শাহ্দ বা নাজিয়্যা, আন-নাওবাখ্তী; সুফায়না, ইব্ন খাল্লিকান, খায়যুরান, ইবনু'ল-জাওযী)। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যাপিয়া তিনি কোন রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় জড়িত ছিলেন না। তিনি ধর্মপরায়ণতা ও বিদ্যার জন্যই খ্যাত ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতা ও 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন আরতাত হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন এবং মদীনায় মাসজিদে নাবাবীতে ফাত্ওয়া দিতেন। রাজনৈতিক মঞ্চে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব ঘটে ২০১/৮১৬ সালে যখন খলীফা আল-মা'মূন তাঁহাকে মারব-এ তলব করেন এবং তাঁহাকে আর-রিদা' উপাধিতে ভূষিত করিয়া খিলাফাতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। 'আলী আর-রিদা' যে এই মনোনয়ন গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন এই সম্পর্কে সকলেই একমত। তিনি কেবল খলীফার নির্বন্ধাতিশয্যের খাতিরেই এই প্রস্তাবে রাযী হইয়াছিলেন। 'আব্বাসী বা 'আলীদের যুবরাজের এবং আল-মা'মূনের পুত্র আল-'আব্বাসের নেতৃত্বাধীনে অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি সবুজ পোশাকে সজ্জিত এই নূতন উত্তরাধিকারীর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন (তাঁহার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন)।

খলীফার আদেশে সমগ্র সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া 'আব্বাসী কাল পতাকা ও কাল পোশাকের বদলে সবুজ পতাকা ও সবুজ পোশাকের প্রচলন হয়। সেই প্রাথমিক পর্যায়ে সবুজ বর্ণ কেবল 'আলী পরিবারের জন্য একচেটিয়াভাবে নির্বাচিত ছিল। এই সম্ভাবনা খুব কম এবং এই বর্ণ পরিবর্তনের প্রকৃত কারণও অনিশ্চিত (তু. Weil, ২খ., ২১৬, টীকা ৩; Gabrieli, ৩৭, টীকা ৪)। 'আলী আর-রিদা'র নিয়োগের দলীলপত্রের পূর্ণ বিবরণ সংরক্ষিত রহিয়াছে (আল-কালকাশান্দী, সুবহ ৯খ., ৩৬২-৬; ইবনু'ল-জাওযী, মির'আত, প্যারিস পাণ্ডু. 'আরবী ৫৯০৩, পত্রক ১৪৯r-১৫১r; অনু. Gabrieli, পৃ. ৩৮-৪৫)। ইহা প্রমাণ করে যে, আল-মা'মূন 'আব্বাস এবং 'আলী গোত্রের দাবি ভিত্তিক নীতির প্রশ্ন সযত্নে পরিহার করেন এবং 'আলী আর-রিদা'কে শুধু তাঁহার ব্যক্তিগত গুণাবলী ও যোগ্যতার কারণে নিযুক্ত করেন অর্থাৎ বলা যায়, শী'আর চেয়ে সুন্নী মতবাদের ভিত্তিতেই তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়। উক্ত দলীলপত্রে 'আলী আর-রিদা'র উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্ন প্রসঙ্গে কোন কিছু উল্লিখিত নাই।

এই নিয়োগ প্রবল এবং পরস্পর বিরোধী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বসরায় ইসমা'ঈল ইব্ন জা'ফার ব্যতীত বিভিন্ন 'আব্বাসী শাসনকর্তা আনুগত্যের সহিত তাহাদের আদেশ পালন করেন এবং নূতন উত্তরাধিকারীর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। শী'আ দল অবশ্য উৎফুল্ল ছিল, কিন্তু তাহাদের দাবির এই আংশিক স্বীকৃতি লাভের পরেও তাহারা বশ্যতা স্বীকার করে নাই। অবশ্য এই পদক্ষেপের ফলে খিলাফাতের রাজধানী কার্যকরীভাবে বাগদাদ হইতে মারব-এ স্থানান্তরিত হওয়ায় ইরাকের অধিবাসীদের ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হয় এবং তাহারা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। শহররক্ষী সৈন্যদল এবং বাগদাদে 'আব্বাসী যুবরাজ তাহাদের সহিত যোগদান করে এবং তাহাদের মধ্যে একজনকে বাগদাদের খলীফা নিযুক্ত করা হয়। 'ইরাকীদের ধারণায় ইব্ন সাহ্ল ভ্রাতৃবৃন্দ তাহাদের সব অনিষ্টের কারণ ছিল; তাই তাহারা চিহ্নিত ইব্ন সাহ্লদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করিত। নিরপেক্ষ 'আলী আর-রিদা'ই অবশেষে খলীফার নিকট 'ইরাকের বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ প্রকাশ করেন। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আল-মা'মূন শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে তাঁহার নীতি পরিবর্তন করেন। ২০৩/৮১৮ সালে খলীফা বগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং পরবর্তী বৎসর সেখানে পৌঁছেন। পথে ফাদ্ল ইব্ন সাহ্ল এবং 'আলী আর-রিদা' উভয়েই ইনতিকাল করেন। প্রথমজনকে সারাখ্সে হত্যা করা হয় এবং দ্বিতীয়জন অল্পকাল অসুস্থতার পর মৃত্যুবরণ করেন। শী'আ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, 'আলী ইব্ন হিশাম কর্তৃক দেয়া (আল-য়া'কূবী, ২খ., ৫৫১) একটি ডালিমের মধ্যে (বিষ প্রয়োগ করিয়া) অথবা কোন এক সভাসদ কর্তৃক ডালিমে প্রস্তুত পানীয়ের মধ্যে বিষ প্রয়োগ করিয়া আর-রিদা'কে হত্যা করা হয়। এই পানীয় খলীফা নিজের হাতে তাঁহাকে পান করিতে দেন (মাকাতিল, পৃ. ৫৬৬-৭)। আত-তাবারী হত্যার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করেন নাই। খলীফা প্রকাশ্যে শোক পালন করেন এবং তাঁহার জানাযার সালাত আদায় করেন। তাঁহাকে হারূনুর-রাশীদের কবরের পাশে দাফন করা হয় এবং তাঁহার সমাধির নামানুসারেই (মাশ্হাদ) তূস শহরের নূতন নামকরণ করা হয়। শী'আদের গ্রন্থাবলীতে তাঁহার প্রতি বহু অলৌকিক ঘটনার কৃতিত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত-তাবারী, ৩খ., ১০২৯ প.; (২) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৭খ., ৩, ৬১; (৩) য়া'কূবী (Houtsma), ২খ., ৫৫০ প.; (৪) ইবনু'ল-আছীর, ৬খ., ২৪৯; (৫) ইব্ন খাল্লিকান, সংখ্যা ৪৩৪; (৬) আস-সাফাদী, পাণ্ডু. B. M. Or., ৬৫৮৭, পত্রক ২১৪v-২১৫v; (৭) জাহশিয়ারী (কায়রো), পৃ. ৩১২-৩; (৮) ইবনু'ল-জাওযী, মিরআতু'য-যামান, পাণ্ডু. প্যারিস, 'আরবী ১৫০৫, পত্রক ৪০v; (৯) আবু'ল-

মাহাসিন, নুজুম, কায়রো ১৯৩০ খৃ., ২খ., পৃ. ১৭৪-৫; (১০) মীর খাওয়ান্দ, রাওদাতু'স-সাফা,' ৩খ., ১৮-২৩; (১১) বাল'আমী, অনু. Zotenburg, ৪খ., ৫০৮ প., ৫১৫ প., ৫১৮। শী'আদের গ্রন্থাবলী ঃ (১২) নাওবাখ্‌তী, ফিরাকু'শ-শী'আ (Ritter), পৃ. ৭৩ প.; (১৩) মাকাতিলুত-তালিবিয়্যীন, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., ৫৬১-৭২; 'আলী আর-রিদা'র জীবনকথা সম্বলিত শী'আ রচনাবলীর জন্য দ্রষ্টব্য ঃ ইব্‌ন বাবূয়া আল-কুম্মী, 'উয়ূন আখ্‌বারি'র-রিদা (Brockelmann, 1, 187, S I, 321) লিথো, তেহরান ১২৭৫ হি. এবং আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন নু'মান আল-হারিছী আল-বাগ্‌দাদী আল-মুফীদ ইব্‌ন আল-মু'আল্লিম, আল-ইর্‌শাদ ফী মা'রিফা হুজজাতিল্লাহ 'আলাল-'ইবাদ (Brockelmann, S I. 322)। আধুনিক গ্রন্থকার ঃ (১৪) F. Gabrieli, Al-Ma'mun e gli 'Alidi, লাইপযিগ ১৯২৯ খৃ., ৩৫ প.; (১৫) G. Weil, Geschichte der Caliphen, ২খ., ২১৬ প.; (১৬) J. N. Hollister, The Shia of India, লন্ডন ১৯৫৩ খৃ., ৮০-৪।

B. Lewis (E.I.[2])/পারসা বেগম

'আলী রিদা 'আব্বাসী, আকারিদা (علی رضا عباسی) ঃ ইরানের সাফাবী আমলের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। ইরানে 'আলী রিদা অথবা শুধু রিদা নামক কয়েকজন শিল্পী যাঁহাদের মধ্যে লিপিকার ও চিত্রকরও রহিয়াছেন। শাহ 'আব্বাস সাফাবীর রাজত্বকালে (৯৮৯-১০৩৮ হি.) জন্ম অথবা তাঁহার অধীনে চাকুরীরত অথবা 'আব্বাসী রাজবংশের সহিত সম্পর্কিত হইবার কারণে তাঁহারা অনেক সময়ে 'আব্বসী উপাধিতেও উল্লিখিত হইয়া থাকেন। উক্ত কারণেই এই চিত্রকর 'আলী রিদা 'আব্বাসী নামে পরিচিত।

শাহ 'আব্বাস সাফাবীর শাসনামলের ইতিহাস সম্পর্কিত ও ইসকান্দার মুন্‌শী রচিত তারীখ-ই 'আলাম আরা'-ই 'আব্বাসী নামক গ্রন্থ শাহ 'আব্বাস সাফাবীর যুগের চিত্রশিল্পী, লিপিকার ও সংগীত শিল্পিগণের জীবন-বৃত্তান্ত প্রসংগে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, 'আলী রিদা'র পিতা আস্‌গার কাশানী অত্যন্ত বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন। চিত্রশিল্পে তাঁহার কীর্তিসমূহ উৎকর্ষের দিক দিয়া সমসাময়িক শিল্পীদের কীর্তিকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি শাহ ইস্‌মা'ঈল সাফাবী ও সুলতান ইব্‌রাহীম মির্যার রাজত্বকালে সরকারী গ্রন্থাগারে চাকুরী করিতেন। তাঁহার এক পুত্র আকারিদা অসাধারণ চিত্রশিল্পী ছিলেন ('আলাম আরা-ই 'আব্বাসী, আযার সংগ্রহের পাণ্ডু., পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার)। Sir Thomas Arnold ও অধ্যাপক Grohmann-এর সাহায্যে রচিত তাঁহার Islamic Book গ্রন্থে (৮৩ ও ৮৪ পৃ.) ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার Painting of Islam গ্রন্থে ও (নিউ ইয়র্কে মুদ্রিত, ১৪৩ পৃ.) অনুরূপ বর্ণনা আছে। তূযাক জাহানগীরী (ফারসী পাঠ, পৃ. ২৩৭) গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, আসগার কাশানীর পুত্র আকারিদা মুগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ভারতে আগমন করত শাহযাদা সালীম (পরবর্তী কালের সম্রাট জাহাঙ্গীর)-এর অধীনে চিত্রশিল্পী নিযুক্ত হন। আনওয়ার-ই সুহায়লী গ্রন্থ চিত্রিতকরণ তাঁহার প্রাথমিক জীবনের অন্যতম চিত্রকর্ম সংযোজন (বৃটিশ মিউজিয়াম, নং Add. ১৮৫৭৯)। Percy Browne, তূযাক-ই জাহাঙ্গীরীর তথ্যের আলোকে সর্বপ্রথমে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আকারিদা ও রিদা 'আব্বাসী স্বতন্ত্র দুই ব্যক্তি ছিলেন (Paintings under the Moguls, লন্ডন ১৯৩৪ খৃ., ৬৫-৮২)।

আকারিদা'র স্বাক্ষর সাধারণত জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণের পূর্বে অংকিত চিত্রকর্মসমূহে দেখা যায়। তাঁহার 'মুরাক্‌কা-ই তেহরান' গ্রন্থে অংকিত একটি চিত্রে ফারসীতে লেখা ছিল; "শাহ সালীম, অনুগত বান্দা, আকারিদা, চিত্রকর, তারিখ রামাদান ১০০৮ হি." [মোসিও (মিউজিয়াম) গোদার, আছার-ই ঈরান, ১৯৩৬ খৃ.]। এলাহাবাদের খস্‌রুবাগ এই 'আকারিদা'র তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়। উহাতে যে কথাগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে তাহার মর্ম এই ঃ হযরত শাহানশাহী বাবা এলাহী জিল্লে ইলাহী নূরুদ্দীন "বাবা শাহ জাহাঙ্গীরের আদেশক্রমে অনুগত চিত্রকর আকা রিদা'র তত্ত্বাবধানে এই বিরাট অট্টালিকা সমাপ্ত।" এতদ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, 'আকারিদা'র নামের 'আকা' শব্দটি তাঁহার নামেরই অংশ।

আবু'ল-হাসান নামক আকারিদা'র এক পুত্র ছিল। তূযাক-ই জাহাঙ্গীরী পাঠে জানা যায় যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর আবু'ল-হাসানকে চিত্রনৈপুণ্যের জন্য নাদিরুল-'আস্‌র (যুগের অদ্বিতীয়) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্রকর্মের কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন বিদ্যমান।

'আলাম আরা-ই 'আব্বাসী পাঠে জানা যায় যে, মাওলানা 'আলী রিদা ('আব্বাসী) তাব্‌রীযী শাহ 'আব্বাসের আমলের লিপিকারদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন রীতিতে লিপিকর্ম করিতেন। তাহির নাস্‌র আবাদী তাঁহার তাযকিরা গ্রন্থে (ফারসী পাণ্ডু., বৃটিশ মিউজিয়াম, Add. ৭০৮৭, পত্রক ১২৮) লিখিয়াছেন যে, 'আলী রিদা 'আব্বাসী ইসফাহানের লুতফুল্লাহ জামি' মসজিদে উৎকীর্ণ লিপিসমূহ অত্যন্ত সুন্দর 'নাস্‌খ' রীতিতে লিখিয়াছিলেন। উহাদের একটি লিপির শেষে তিনি নিজের নাম 'আলী রিদা 'আব্বাসী (১০৩৫ হি.)-রূপে লিখিয়াছেন (Illustrated London News, ১০ জানুয়ারী, ১৯২১ খৃ.)। একজন লিপিকার হিসাবে 'আলী রিদা 'আব্বাসীর নাম বাখ্‌তাওয়ার খানও তাঁহার মির্‌আতুল-'আলাম গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন (ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, আগস্ট ১৯৩৪ খৃ.), এতদ্ব্যতীত মীর্যা সাংলাখ-এর 'ইমতিহানু'ল-ফুদালা' গ্রন্থেরও উল্লেখ আছে। ইহাও স্পষ্ট যে, 'আলী রিদা প্রকৃতপক্ষে শাহ 'আব্বাস সাফাবীর অধীনে চাকুরী করিতেন বলিয়া তাব্‌রীযী হওয়া সত্ত্বেও 'আব্বাসী বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহার শিল্পকর্মের কয়েকটি নিদর্শন বিদ্যমান। ড. মাহদী বায়ানী, 'য়াদগার' সাময়িকীতে (মাহ্‌-ই খুরদাদ, ১৩৩৫) 'আলী রিদা 'আব্বাসীর হস্তলিপির আরও কতগুলি নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন, উহাদের একটিতে তাঁহার স্বাক্ষর সংশ্লিষ্ট বাক্যটি নিম্নরূপে লিখিত রহিয়াছে ঃ

کتبه عبده المذنب علی رضا عباسی، سنة ١٠١١ هـ
درمیان ترنج کوچلی جداگانة نوشته اندر

"গুনাহগার বান্দা 'আলী রিদা 'আব্বাসী ১০১১ হি. উহা লিখিয়াছেন"।

মাশ্‌হাদ শহরে ইমাম রিদা-র মাযারের গম্বুজে যে স্বর্ণমণ্ডিত কারুকার্য ইত্যাদি করা হইয়াছে উহাও ১০১৬ হি. 'আলী রিদা 'আব্বাসী সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মোটকথা, 'আলী রিদা 'আব্বাসী, ইরানের শাহ 'আব্বাসের আমলের একজন বিখ্যাত সুলিপিকার ছিলেন।

'আলী রিদা তাব্‌রীযী ('আব্বাসী) মাওলানা গোলাম বেগ তাব্‌রীযীর শিষ্য এবং অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি কায্‌বীনে আগমন করত তথায় বসবাস করিতে থাকেন। কাযবীনের জামি' মসজিদে বসিয়া কুরআন মজীদ অনুলিখনের কাজ করিতেন (য়াদগার' সাময়িকী, খুরদাদ, ১৩২৫ হি.)।

কিছুকাল পূর্বে ইসরাঈল হোবার্ড Art Islamica' (মিশিগান ১৯৩৭ খৃ.)-তে জামীর 'সুব্হ'াতু'ল-আব্রার' চিত্রিত পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন যাহার লিপিকার ও চিত্রকর ১০৩৩ হি., 'আলী রিদা' 'আব্বাসী ছিলেন। ড. মাহদী বায়ানী তাঁহার 'খুশনাবীসা নাসতা'লীক' নাবীসা' গ্রন্থে নিম্নলিখিত লিপিকারগণের নামোল্লেখ করিয়াছেন (৪৫৬-৪৬৭ পৃ.) ঃ

'আলী রিদা' ইস্'ফাহানী, 'আলী রিদা' বাহ্বাহানী, 'আলী রিদা' কাতিব, 'আলী রিদা' গোরগানী, মির্যা সায়্যিদ 'আলী রিদা' মুস্তাওফী ও 'আলী রিদা' মাশ্হাদী।

(২) রিদা' 'আব্বাসী ঃ 'আলী রিদা 'আব্বাসীর প্রায় সমমানের চিত্রকরের নাম ছিল রিদা 'আব্বাসী। তাঁহার চিত্রকর্মসমূহে লিপির তারিখসহ যে স্বাক্ষর রহিয়াছে, উহা দেখিয়া অবশ্যই মনে হইবে যে, তিনি 'আলী রিদা' 'আব্বাসী হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। এই সম্পর্কে অধিকাংশ গবেষকও উক্ত নামদ্বয়কে স্বতন্ত্র দুই চিত্রকরের নাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ চিত্রকর্ম স্বাক্ষর ও তারিখসহ বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত তাঁহার মুদ্রিত একটি প্রতিকৃতিও বিদ্যমান যাহার (মূল) চিত্র অংকিত করিয়াছিলেন তাঁহার শিষ্য মু'ঈন। তবে উহাকে সর্বপ্রথম ড. এফ. আর. মার্টিন তাঁহার 'Miniature Paintings and Paintess' গ্রন্থে মুদ্রিত করেন। উক্ত চিত্রে ফারসীতে লিখিত আছে যে, মুহ'াম্মাদ নাসীর ১০৮৭ হি.-তে চিত্রটি সমাপ্ত করেন।

অনুরূপভাবে একটি চিত্র আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া যাদুঘরের ফিলাডেলফিয়া সংগ্রহে রক্ষিত।

ড. মার্টিন তেহ্রান হইতে প্রকাশিত 'নাক'শ ওয়া নিগার' সাময়িকীর তৃতীয় সংখ্যায় 'রিদা' 'আব্বাসী' শীর্ষক একটি নিবন্ধে তাঁহার অন্যান্য চিত্রকর্মের নিদর্শন তুলিয়া ধরিয়াছেন।

মুহ'াম্মাদ 'আবদুল্লাহ চুগ্তাঈ (দা. মা.ই.)/মু. মাজহারুল হক

'আলী রেজা (علی رضا) ঃ ওরফে কানু ফকীর, খৃস্টীয় সতর-আঠার শতকের মরমী কবি, কানু ফকীর নামে সুপরিচিত। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুসন যথাক্রমে ১৬৯৫ খৃ. ও ১৭৮০ খৃ. (১১৪২ মাঘী সন) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ১৯৫৫, পৃ. ২৭৮-৭৯)। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলার ওশখাইন 'আলী গ্রামে তাঁহার বাড়ী ছিল।'আলী রেজা একজন সূফী সাধক ও কবি ছিলেন। এ যাবত তাঁহার নিম্নলিখিত কাব্যগ্রন্থের কলমী পুঁথি উদ্ধারকৃত হইয়াছে ঃ 'সিরাজ কুলুব', 'জ্ঞান সাগর', 'আগম গ্রন্থ', 'ধ্যানমালা', যোগকালন্দর ও 'ষট চক্রভেদ'।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন, তাঁহার 'সিরাজ কুলুব' (হৃদয়-প্রদীপ) নামক কাব্যগ্রন্থ সম্ভবত উক্ত নামীয় কোন ফারসী কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ। কবির ব্যক্তিগত উক্তি হইতেও তাহাই মনে হয়। যেমন "ছিরাজ কুলুব নামে আছিল কেতাব। উত্তম মছল্লা তাতে সুন্দর পরস্তাব॥ গুরু মুখে এসব যে হাদিছ পাইলু। সভানে বুঝিতে ভাল বাংগলা করিলু —"

চট্টগ্রামের মুন্শী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত 'জ্ঞান সাগর' বংগীয় সাহিত্য পরিষদ কলিকাতা হইতে বহুদিন আগে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহার অনেক 'মরফতী' গান আছে। চট্টগ্রাম এলাকায় এই গান অত্যন্ত জনপ্রিয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, ২খ., ঢাকা ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ/১৯৬৭ খৃ.; (২) ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ১৭৮-৮০।

মুহম্মদ আবূ তালিব

'আলী শাহ্ মার্দান (علی شاہ مردان) ঃ হযরত 'আলী (রা)-এর উপাধি। হযরত 'আলী (রা)-এর অসাধারণ বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্যের কারণে মুসলিম সমাজে যেরূপে তাঁহার 'আলী শের-ই খুদা ও অনুরূপ অন্যান্য উপাধি প্রচলিত রহিয়াছে, সেইরূপে তাঁহার উক্ত উপাধিও তাহাদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে।

সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/মু. মাজহারুল হক

'আলী শাহ, মুহ'াম্মাদ (علی شاہ محمد) ঃ ১৮৭০ খৃ. ইরানের মাকরান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ফুরূজ আবাদ শহরের এক রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ফীরূয নামক জনৈক বীরপুরুষ স্বীয় প্রতিভাবলে মাকরান অঞ্চলে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই বংশের সর্বশেষ বাদশাহ 'আতা' মুহ'াম্মাদ শাহ ছিলেন অত্যন্ত নম্র ও দীনদার প্রকৃতির লোক। তিনি বাদশাহী অপসন্দ করিতেন এবং এই কারণে অল্পকাল রাজত্ব করিবার পর রাজ্য পরিচালনার ভার এক উপযুক্ত আত্মীয়ের হাতে অর্পণ করিয়া ফকীরী বেশে জীবন যাপন শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন কামিল বুযুর্গ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'আতা' মুহ'াম্মাদের দুই পুত্র শের মুহ'াম্মাদ ও দুর্‌র মুহ'াম্মাদ। এই শের মুহ'াম্মাদই পরবর্তী কালে মুহ'াম্মাদ 'আলী শাহ ঈরানী নামে এবং বাংলায় তিনি ইরানের পীর সাহেব অথবা নোয়াপাড়ার পীর সাহেব নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি ১৯০০ খৃ. যশোহর আগমন করিয়া শহর হইতে ১৯ মাইল দক্ষিণে নোয়াপাড়া নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন।

বাল্য অবস্থায় শের মুহ'াম্মাদের পিতা ইনতিকাল করায় তিনি বিদ্যা অর্জনের তেমন সুযোগ পান নাই। তাঁহার বাল্যকাল মাতার নিকটেই অতিবাহিত হয়। তদানীন্তন ইরানে জ্ঞানচর্চা অপেক্ষা যুদ্ধবিদ্যার প্রতি মানুষের প্রবল আগ্রহ ছিল। প্রথা অনুযায়ী বালক শের মুহ'াম্মাদও অন্যান্য বালকের সহিত যুদ্ধাস্ত্র পরিচালনা, অশ্বারোহণ প্রভৃতির অনুশীলন করিতেন। মাতার প্রভাবে ধর্মকর্মের প্রতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। বয়স যখন তের বৎসর তখন শাহ পরিবারের জামে' মসজিদে বুখারা নিবাসী একজন বিশিষ্ট ওয়ালীর আগমন ঘটে। শের মুহ'াম্মাদ এই ওয়ালীর সেবা করিতেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রভাব শের মুহ'াম্মাদের উপর পড়ে। তিনি বিদায়কালে শের মুহ'াম্মাদকে পবিত্র মক্কার সফরসাথী হিসাবে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু মাতার অনুমতি লাভে ব্যর্থ হওয়ায় তাহা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার সংস্পর্শে শের মুহ'াম্মাদের হৃদয়ে আল্লাহ-প্রেমের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। মাতার অনুমতি লইয়া তিনি করাচীতে মামার নিকট আসেন। মামা তাঁহাকে স্থানীয় একটি মাদরাসায় ভর্তি করিয়া দেন। পাঁচ বৎসর তিনি উক্ত মাদরাসায় অধ্যয়ন করেন এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কিন্তু ইহাতেও শের মুহ'াম্মাদের মনের অস্থিরতা দূরীভূত হয় নাই। তাঁহার কোন কোন শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁহাকে কামিল মুরশিদের সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশে আফগানিস্তান যাওয়ার পরামর্শ দেন। অতঃপর মামার অনুমতি লইয়া তিনি আফগানিস্তানের উদ্দেশে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তাঁহাকে অর্থাভাবে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হয়। কিন্তু তিনি কাহারও নিকট কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই।

শের মুহ'াম্মাদ আফগানিস্তানের বহু স্থান ঘুরিয়া কোন কামিল মুরশিদের সন্ধান না পাইয়া পুনরায় সিন্ধু গমনের সিদ্ধান্ত নেন। পথিমধ্যে তাঁহাকে অর্থের অভাবে শ্রমিকের কাজ পর্যন্ত করিতে হয়। ইহাতে যৎসামান্য পয়সা অর্জিত হয়। উহা সম্বল করিয়া পদব্রজে প্রথমে সিন্ধু প্রদেশের শুক্কর শহর এবং পরে কচ্ছ প্রদেশের ভোজ শহর পরিভ্রমণ করিয়া বেলিয়া নামক একটি গ্রামের মসজিদে আশ্রয় নেন। তিনি স্থানীয় মুসল্লীদেরকে বিভিন্ন মাসআলা শিক্ষা দেন। পরে তিনি গুজরাট ও বোম্বাই সফর করেন। বোম্বাইয়ের একটি দোকানে কিছুদিন চাকুরীও করেন। তৎপর কচ্ছ-এর আফাদ নামক একটি গ্রাম্য মসজিদে দুই মাসকাল ইমামতি করেন। এইখানে তিনি সা'ঈদ 'আলী শাহ নামে এক ওয়ালীর সাক্ষাত লাভ করেন। তাঁহার সহিত তিনি সাত বৎসর বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার উৎকর্ষ দর্শনে তাঁহার মুরশিদ সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে খিলাফাত প্রদান করেন। তাঁহার মুরশিদ তাঁহার নাম পরিবর্তন করিয়া রাখিয়াছিলেন মুহ'াম্মাদ 'আলী। সিন্ধু প্রদেশের শিকারপুরে মাওলানা সা'ঈদ 'আলী 'ইরাকী (র) ইনতিকাল করেন। ইহার পর মুহ'াম্মাদ 'আলী বোম্বাই-এর পথে ইরাক গমন করেন। তিনি বাগদাদে বড় পীর 'আবদু'ল-ক'াদির (র)-এর মাযারে কিছুদিন অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি ভারতসহ মধ্যএশিয়ার বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন, এমনকি পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু অঞ্চলেও তিনি অবস্থান করেন। তিনি যেখানেই অবস্থান করিতেন অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার আধ্যত্মিক প্রভাব মানুষকে প্রভাবান্বিত করিত। এইভাবে সুদূর আফ্রিকা, মধ্যএশিয়া ও ভারতের বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং অনেক অমুসলিম তাঁহার হাতে ইসলাম কবূল করে।

তিনি প্রথমে কলিকাতা এবং সেখান হইতে সাদেক আলী নামক জনৈক শিষ্যের আমন্ত্রণে খুলনা ও যশোর আগমন করেন। যশোহরের তৎযুগের প্রসিদ্ধ 'আলিম জনাব মুহ'াম্মাদ কাসিম তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তথায় এক ভদ্রঘরের মহিলাকে বিবাহ করেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় বহু মাদরাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি একজন ভাল বাগ্মী হওয়ার সাথে সাথে একজন সুসাহিত্যিকও ছিলেন। তিনি আল্লাহ ও রাসূলের প্রশংসায় ফার্সী ভাষায় অনেক কবিতা লিখেন। ইহার পাণ্ডুলিপি তাঁহার পরিবারের লোকদের নিকট রহিয়াছে।

তিনি ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৩০ খৃ. নোয়াপাড়ায় ইনতিকাল করেন। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে শাহ 'আবদু'ল-মাজীদ ও সা'ঈদ-এর নাম পাওয়া যায়। তাঁহার নির্মিত সুরম্য জামে' মসজিদ এবং বিরাট মাদরাসা এখনও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহ'াম্মাদ 'আলী শাহ ইরানী (মরহুমের জীবনী), প্রকাশকাল তা. বি., প্রকাশে শাহ 'আবদু'ল-মাজীদ; (২) যশোরের মুসলিম মনীষী (গবেষণামূলক রচনার পাণ্ডুলিপি, মাদ্রাসা-ই আলিয়া, ঢাকার গবেষণাগারে সংরক্ষিত); (৩) মরহুমের ব্যক্তিগত ডায়েরী; ইহা ব্যতীত মরহুমের ব্যক্তিগত খাদেম, মরহূমের পুত্রদ্বয় হইতে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে।

মুহম্মদ ইসলাম গণী

'আলী শীরকানী (দ্র. কান)।

'আলী শীর নাওয়া'ঈ (দ্র. নাওয়া'ঈ)।

'আলী আস্-সুবকী (علی السبکی) ঃ ১২৮৪-১৩৫৫ খৃ., মিসরী শাফি'ঈ ধর্মতত্ত্ববিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তি। পূর্ণ নাম শায়খু'ল-ইসলাম তাকিয়্য'দ্-দীন আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্ন 'আবদু'ল-কাফী আস্-সুবকী। কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া ও দামিশ্কে শিক্ষালাভ ; হ'জ্জ (১৩১০); সিরিয়ার প্রধান ক'াযী (১৩৩৯); দামিশ্কের সুবৃহৎ মসজিদের খাত'ীব (১৩৪১)। মক্তব-মাদরাসায় শিক্ষকতাও করেন। মিসরেও তাঁহার অনুরূপ মর্যাদা ছিল। পুত্র তাজু'দ-দীন 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাবের অনুকূলে ক'াযীর পদ ত্যাগ করেন (১৩৫৫)। তাঁহার বংশের বহু জ্ঞানী ব্যক্তি বিচারক, অধ্যাপক পদে মিসর ও সিরিয়ার মাম্লূক রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইসলামী ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে প্রায় ৫০ খানি গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া কথিত। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ আস্-সায়ফু'ল-মাস্লূল 'আলা' মান সাব্বা'র-রাসূল (রাসূল (স)-এর অবজ্ঞাকারীদের বিরুদ্ধে উদ্যত তরবারি) এবং বায়'উ'ল-মারহূন ফী গ'ায়বাতি'ল-মাদ্য়ূন (খাতকের অনুপস্থিতিতে গচ্ছিত দ্রব্য বিক্রয়)।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৪৬

'আলী হ'ায়দার (علی حیدر) ঃ পাঞ্জাবী ভাষার বিশিষ্ট কবি। পিতার নাম শায়খ মুহ'াম্মাদ আমীন। জ. হি. ১১০১ সনের শা'বান মাসে এবং মৃ. হি. ১১৯৯ সনে (কুল্লিয়্যাত-ই 'আলী হায়দার, পৃ. ১)। কবির জন্মস্থান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে সামান্য মতভেদ রহিয়াছে। সকল ঐতিহাসিক এই বিষয়ে একমত যে, কবির জন্মস্থান মুলতান জেলা। কাহারও কাহারও মতে ঐ জেলার চক ক'াযি-য়ান গ্রামে এবং কাহারও কাহারও মতে বাজানাহ্ নামক স্থানে তাঁহার জন্ম। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তিনি মুলতানের চোন্‌তারাহ্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কবির নিজের একটি রচনায়ও শেষোক্ত অভিমতের সপক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

কবি 'আলী হ'ায়দারের জনৈক বংশধর শায়খ গু'লাম মীরান, বাবা বুদ্ধ সিং-কে যে তথ্যাবলী সরবরাহ করিয়াছেন তদনুসারে কবির পিতার নাম ছিল শায়খ মুহ'াম্মাদ আমীন, তাঁহার জন্ম সন ১১০১/১৬৯০ এবং মৃত্যু সন ১১৯৯/১৭৮৫, [দ্র. হান্স চোগ (গুরমুখী), ১৯১৩ খৃ. মুদ্রিত)]। কবি 'আলী হ'ায়দার দিল্লীর খাওয়াজা ফাখরু'দ্-দীন-এর মুরীদ ছিলেন, যিনি ভোগ-বিলাসবিরাগী ফাক'ীর, শারী'আতের অনুসারী, 'আলিম ও 'আরবী-ফারসী ভাষাদ্বয়ে পারদর্শী ছিলেন এবং উক্ত ভাষাদ্বয়ে সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। বুযুর্গ ব্যক্তি হিসাবে তাঁহার বেশ খ্যাতি ছিল। তাঁহার কিছু কারামাতেরও উল্লেখ রহিয়াছে।

কবি 'আলী হ'ায়দার অনেক 'দোহাড়া' বা শ্লোক রচনা করিয়াছেন। 'হীর' নামক কাব্য এবং অন্যান্য কতগুলি কবিতাও তাঁহার রচিত বলিয়া কথিত আছে। 'আলী হ'ায়দার রচনাবলী' (গুরমুখী) [ভারাত ওয়া ভাগ, পাতিয়ালা, ভারতে মুদ্রিত] নামক রচনা সংগ্রহে, উক্ত কবিতাসমূহ ও কাব্য অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কেহ কেহ অবশ্য 'হীর' কাব্যকে কবি হ'ায়দার শাহ জালালপুরী কর্তৃক রচিত বলিয়া মনে করেন।

কবি 'আলী হ'ায়দার 'আরবী-ফারসী ভাষাদ্বয়ে সুপণ্ডিত ও সুকবি হওয়া ছাড়াও পাঞ্জাবী ভাষার কাব্য সাহিত্যের ইসলামী ঐতিহ্য সম্বন্ধেও সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তাঁহার রচনায় উহার পরিচয় বিধৃত রহিয়াছে। কবির রচনায় বাস্তব ও রূপক পরস্পর যুক্ত হইয়া রহিয়াছে, এমনকি কোথাও কোথাও উহাদের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করাও কঠিন হইয়া পড়ে। গভীর অধ্যয়নে স্পষ্ট হয় যে, এইরূপ স্থানে কবি মূলত একজন সূফী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। স্বীয় কবিতায় তিনি পাঞ্জাবের রোমান্টিক কাহিনীসমূহের চরিত্রাবলীকে এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন যাহাতে মনে হয়, তিনি রূপকের মাধ্যমে বাস্তবকে বর্ণনা করিতেছেন।

কবি 'আলী হ'ায়দার 'ওয়াহ'দাতু'ল-ওয়াজূদ (সর্বেশ্বরবাদ-Pantheism)- পন্থী সূ'ফীদের দলভুক্ত ছিলেন। তিনি প্রতিটি সৃষ্টিতে আল্লাহ্ তা'আলার নূর ও জ্যোতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার কবিতায় এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার মতে, সৃষ্টি জগৎ হইতেছে একক সত্তা, আল্লাহ্ তা'আলার জিল্ল (ছায়া) ও প্রতিচ্ছবি ও احد। আহ'াদ (একক সত্তা, আল্লাহ্) এবং احمد। আহ'মাদ [রাসূল (স')-এর অন্যতম নাম]–এই দুইয়ের মধ্যে শুধু 'মীম' বর্ণের সূক্ষ্ম পর্দা বিদ্যমান।

কবি 'আলী হ'ায়দার তাঁহার কবিতায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে বিধৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার অন্তরে স্বদেশপ্রেমের বহ্নিও প্রজ্বলিত ছিল। এই কারণেই দেখা যায়, কবি তাঁহার কবিতায় যেখানে নাদির শাহ কর্তৃক এই উপমহাদেশ আক্রমণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে উহাকে তিনি তেমন সুন্দর শব্দে ও ভাষায় উল্লেখ করেন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধে উল্লিখিত।

শাহবায মুল্ক (দা. মা. ই.)/মু. মাজহারুল হক

আলী হায়দার (علی حیدر)ঃ চৌধুরী (১৯২০-৮৩ খৃ.), শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক, ১৯২৩ খৃ. লক্ষ্মীপুর থানার (বর্তমান জেলা) নন্দনপুর গ্রামে জন্ম। পিতার নাম হাজী কেরামত আলী মুন্সী (মৃ. ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২) ও মাতার নাম রাবেয়া খাতুন।

আলী হায়দার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৪৭ খৃ. অর্থনীতিতে এম.এ. পাস করেন। তৎসঙ্গে আইনও অধ্যয়ন করেন। পরে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়া বি. এল. পাশ করেন। তিনি বি. সি.এস. পরীক্ষায় কৃতকার্য হন; বয়সের অসুবিধার দরুন তিনি চাকুরী পান নাই।

১৯৪৮ খৃ. হইতে তিনি বিভিন্ন সময়ে মাদারীপুর নাজিমুদ্দীন কলেজ, ফেনী কলেজ ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যাপনা করেন। অতঃপর কুমিল্লায় তিনি নৈশ কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন। পরে তিনি ঢাকায় আসিয়া মতিঝিলে টি. এন্ড টি. কলেজ স্থাপন করিয়া উহার অধ্যক্ষ হন। তৎপর গ্রীন রোড নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজ ও নিউ মডেল হাই স্কুল স্থাপন করেন।

মিরপুর কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান স্মরণীয়। তিনি বিভিন্ন সময়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলির সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি ওকালতীও আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৯৮৩ সনে ৩০ সেপ্টেম্বর লন্ডনে তিনি ইনতিকাল করেন। ৭ বা ৮ অক্টোবর তাঁহার মৃতদেহ বিমানে করিয়া ঢাকায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাঁহাকে বনানী গোরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন নীরব শিক্ষাব্রতী ও একনিষ্ঠ সমাজ সেবক। ঘটনাবহুল জীবনে নানা বিপদ- আপদের মধ্যেও তিনি কখনও মুষড়াইয়া পড়েন নাই। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাঁহার কিছু অবদান রহিয়াছে। তিনি 'আরবীও শিক্ষা করিয়াছিলেন। আল-কুরআনের বঙ্গানুবাদ (৮৯৬ পৃষ্ঠায়) তাঁহার এক বিরাট কীর্তি। ১৯৬৭ খৃ. ঢাকাস্থ 'ঝিনুক প্রকাশনী' ইহা প্রকাশ করে। তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থ 'হাদীসে রাসূল'-এরও অনুরূপ বৃহৎ কলেবর। ইহা ৭৯৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। বাংলায় বিষয়ওয়ারী লিখিত ইহাই সম্ভবত প্রথম হাদীছ গ্রন্থ। ইহাতে ২৮৪টি বিষয়ে ৩৬৭৮টি সহীহ হ'াদীছ সংকলিত হইয়াছে। ১৯৬৮ সনের ডিসেম্বরে ইহা একই প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত হয়।

ডঃ এম. আবদুল কাদের

আলী আল-হারাবী (علی الهروی)ঃ ১২শ শতকের শেষার্ধের মুসলিম পরিব্রাজক ও সূ'ফী, পূর্ণ নাম 'আলী ইব্‌ন আবী বাক্‌র ইব্‌ন 'আলী আল-হারাবী। পৈত্রিক নিবাস খুরাসানের হিরাত-এ। তিনি পর্যটকদের সুবিধার্থে কিতাবু'ল-ইশারাত ফী মা''রিফাতি'য-যিয়ারাত নামক ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সিরিয়া, ফিলিস্তীন, মিসর, বায়যানটাইন সাম্রাজ্য, মেসোপটেমিয়া, পাক-ভারত, 'আরব, আল-মাগ'রিব, আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশে ভ্রমণকারী তীর্থযাত্রীদের উপযোগী নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করেন। কিতাবু'ল-'আজাইব (বিস্ময়কর বস্তুসমূহ সম্পর্কীয় গ্রন্থ) নামে অপর একটি পুস্তকও তিনি লিখেন। তিনি খৃ. ১১৭৩-৭৪এ খৃস্টান অধিকারভুক্ত জেরুজযালেম ভ্রমণ করেন ; ১১৯১-এ সমুদ্র পথে একর (Acre) অবরোধে গমনরত রাজা রিচার্ড (Richord de Lion)-এর নৌবাহিনী কর্তৃক ধৃত হন এবং তখন তাঁহার লেখা বহু কাগজপত্র বিনষ্ট হয়। আলেপ্পো নগরে ১২১৪-১৫ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৪৬

'আলী ইব্‌ন 'আদী (علی بن عدی)ঃ মহানবী (স)-এর আমলে জন্ম। তৃতীয় খলীফা 'উছ'মান (রা) তাঁহাকে মক্কা শরীফের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 'আলী (রা) ও 'আইশা (রা)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত জামালের যুদ্ধে শহীদ হন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৪৬

'আলী ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ ইব্‌নি'ল্‌-'আব্বাস (علی بن عبد الله بن العباس)ঃ 'আব্বাসী খলীফাদের সম্মানিত পূর্বপুরুষ। এক বর্ণনায় ৪০/৬৬১ সনে যে রাত্রে খুলাফা-ই রাশিদীনের চতুর্থ খলীফা 'আলী (রা) শহীদ হন, সেই রাত্রেই 'আলী ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ্ ইব্‌নি'ল্‌-'আব্বাস জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু ভিন্ন বর্ণনাও পাওয়া যায়। তাঁহার মাতার নাম ছিল 'যুর্‌আ বিন্‌ত মিশ্‌রাহ' (زرعة بنت مشرح)। তাঁহার দাদা 'আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা ছিলেন। বংশ মর্যাদা ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর জন্য তিনি অত্যন্ত খ্যাতিমান ছিলেন। তিনি সেই যুগের সুন্দরতম ও সর্বাপেক্ষা ধার্মিক কুরায়শী বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন এবং অত্যধিক স'লাত সম্পাদনের কারণে জনসাধারণ তাঁহাকে 'আস-সাজজাদ' নামে সম্বোধন করিত। আল্লাহ্‌ভীরুতা ও পরহেযগারীর জন্য তিনি রাজনৈতিক গুরুত্বের অধিকারীও ছিলেন। এইজন্য খলীফা প্রথম ওয়ালীদ তাঁহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। তিনি 'আরব-ফিলিস্তীনের সীমান্তে 'আশ-শুরাত' প্রদেশে বসবাস শুরু করেন এবং ১১৭/৭৩৫ অথবা ১১৮/৭৩৬ সনে উল্লিখিত স্থানের হুযায়মা নামক গ্রামে ইনতিকাল করেন। পরবর্তী কালের 'আব্বাসী খলীফা আস্‌-সাফ্‌ফাহ' ও আল-মানসূ'রের পিতা মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী বানূ 'আব্বাসের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর এই স্থানটি 'আব্বাসীদের আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, তাবাকা'ত, ৫খ., ২২৯ প.; (২) আল-য়া'কূবী (Houtsma সং), ২খ, ৩১৪ প.; (৩) আত্'-তাবারী, ২খ., ১৬ প.; (৪) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, ২খ., ১৬প.; (৫) ইব্‌ন খাল্লিকান (অনু. de Slane), ২খ., ২১৬ প.; (৬) WelK, Gesch d. Chalifen, ১খ., ৩৩৩; ২খ., ১৮; (৭) Muller, Der Islam in Morgen-und Abendland, ১খ., ৪৪৪।

K. V. Zettersteen (E. I.[2])/ সিরাজ উদ্দীন আহমাদ

'আলী ইব্‌ন আবী 'আলী আল্‌-কু'স্‌তানতীনী (علی بن ابی علی القسطنطنی) ঃ জন্ম আনু. ১৩৬০ খৃ., স্পেনীয় মুসলিম জ্যোতির্বিদ। তিনি মরক্কোর (মারীনী বংশীয়) সুলতান (১৩৫৯-৬১) আবূ সালীম ইব্‌রাহীম আল-মুসতা'ঈনের সম্মানার্থ জ্যোতিষ্কাদির তালিকা-সম্বলিত জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক কাব্য রচনা করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৪৬

'আলী (রা) ইব্‌ন আবী তা'লিব (علی رضـ ابن ابی طالب) ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর অন্যতম জামাতা এবং ইসলামের চতুর্থ খলীফা।

নাম ও বংশ পরিচয় ঃ নাম 'আলী ডাকনাম (কুন্‌য়া) আবু'ল-হা'সান ও আবূ তুরাব, উপাধি (লাকা'ব) হা'য়দারাহ (= সিংহ, মুসলিম, কিতাবুল-জিহাদ, বাব গা'যওয়া যী-কা'রাদ)। সর্বপ্রথম তাঁহার মাতা তাঁহার নাম রাখেন আসাদ (ব্যাঘ্র); কিন্তু পরবর্তী কালে কবিতার ছন্দমিলের প্রয়োজনে তিনি হা'য়দার বা হা'য়দারাহ নামে বিখ্যাত হন (লিসানু'ল- 'আরাব, শিরো.)। পিতার নাম আবূ তা'লিব এবং মাতার নাম ফাতি'মা বিন্‌ত আসাদ। 'আলী (রা) মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় দিক দিয়াই হাশিমী বংশোদ্ভূত। তিনি ছিলেন রাসূলে আকরাম (স)-এর চাচাত ভাই, ইসলামের চতুর্থ খলীফা, ইসলামী উপাখ্যান ও কিংবদন্তীর বীরপুরুষ, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে কনিষ্ঠতম ব্যক্তি, অতুলনীয় বাগ্মী, মহান ও শ্রেষ্ঠ সিপাহসালার, অসাধারণ চিন্তাশীল ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ এবং বহুবিধ গুণ-গরিমার অধিকারী (আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা', ১খ., ৯৯ প.; ইব্‌ন সা'দ, তা'বাকা'ত, ৩খ., ১৯-২২ প., বৈরূত সং., ১৩৭৭/১৯৫৭)।

জন্ম ঃ নবূওয়াতের দশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ হিজরতের তেইশ বৎসর পূর্বে হযরত 'আলী (রা)-এর জন্ম হয়। জন্মের সময় পিতা আবূ তা'লিব অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন। অনন্তর মহানবী (স) স্বীয় পিতৃব্যের আর্থিক সংকট লাঘবের উদ্দেশে বালক 'আলীকে নিজে প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অপর পুত্র জা'ফারকে পিতৃব্য 'আব্বাস (রা) ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুত'তা'লিব-এর অভিভাবকত্বাধীনে সোপর্দ করেন (আত'-তাবারী, ১১৬২-৬৩ প.)।

হযরত 'আলী (রা)-এর শৈশব ও কৈশোর নবী কারীম (স)-এর প্রশিক্ষণাধীনেই কাটে। এইরূপে তাঁহার সৌভাগ্যের শুভ সূচনা ঘটে, যে কারণে জাহিলী যুগেও হযরত 'আলী (রা) কোন মূর্তির সামনে মস্তক অবনত করেন নাই, শিরক ও বিদ'আতমূলক কোন কুপ্রথাও তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই ('আব্বাস মাহ'মূদ আল-'আক'কাদ, 'আবক'ারিয়্যাতু'ল-ইমাম 'আলী, পৃ. ৪৩, বৈরূত সং.)। এই উত্তম প্রশিক্ষণ লাভের ফলেই দশ-এগার বৎসর বয়সেই তিনি মহানবী (স')-এর উপর ঈমান আনেন। 'আলী (রা) একদিন রাসূল আকরাম (স) এবং উম্মু'ল-মু'মিনীন খাদীজাতু'ল-কুবরা (রা)-কে স'লাত আদায় করিতে দেখিতে পান। বালক সুলভ কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কী করিতেছেন? মহানবী (স') স্বীয় মহান নবূওয়াতী পদমর্যাদা সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করেন, কুফ্‌র ও শির্‌ক-এর নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং তাওহীদের পয়গাম শোনান। ফলে তিনি ইসলাম কবুল করেন (বালাযুরী, আনসাবু'ল-আশরাফ, ১খ., ১১২-১৪ প.)।

তাবারী (পৃ. ১১৬৩) হযরত 'আলী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, তিনি প্রথমেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন এবং লুকাইয়া মহানবী (স')-এর সঙ্গে স'লাত আদায় করিতেন। স'লাতরত দেখিতে পাইয়া একদিন আবূ তা'লিব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কী করিতেছ? উত্তর পাইয়া তিনি তাঁহাকে উহা করিতে নিষেধ করিলেন না, বরং বলিলেন, আমি জানি, মুহা'ম্মাদ (স) ভাল পরামর্শই দিয়া থাকে (কাজেই তুমি তোমার কাজ চালাইয়া যাও); (বালাযু'রী, আনসাবু'ল-আশরাফ, পৃ. ২১৮-তে অধিকতর বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে)।

খাদীজা (রা)-এর পরে কে সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এ ব্যাপারে বিস্তর মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন, আবূ বাক্‌র (রা), কতক বর্ণনায় 'আলী (রা) এবং কেহ বলেন, যায়দ (রা) ইব্‌ন হা'রিছা প্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ ইহার সমাধান করিয়াছেন এইভাবে যে, নারীদের মধ্যে খাদীজাতু'ল-কুবরা (রা), পুরুষদের মধ্যে আবূ বাক্‌র (রা), ক্রীতদাসদের মধ্যে যায়দ ইব্‌ন হা'রিছা (রা) এবং বালকদের মধ্যে 'আলী (রা) সর্বপ্রথম ইসলাম কবূল করেন (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরা, ১খ., ২৫৭; ইব্‌ন সায়্যিদি'ন-নাস, 'উয়ূনু'ল-আছা'র, ১খ., ৯১; আল-মাক'- রিযী, ইমতা', ১৫প.)। 'আলী (রা)-এর চৌদ্দ কিংবা পনের বৎসর বয়ঃক্রমকালে মহানবী (স') নিকট-আত্মীয়দেরকে ইসলামে দা'ওয়াত করার জন্য নির্দেশ পান (وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ –সূরা শু'আরা' ঃ ২১৪)। এতদুদ্দেশে তিনি 'আলী (রা)-কে সকলকে একত্র করিবার ব্যবস্থাপনার নির্দেশ দেন; 'আলী (রা) বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও বেশ উত্তমরূপে ইহার ব্যবস্থা করেন। দস্তরখানে খাসির পায়া এবং দুগ্ধ রাখা হইয়াছিল। উপস্থিত মেহমানদের সংখ্যা ছিল ৪০ জন। আহার সমাপনের পর মহানবী (স) তাহাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। এই সমাবেশে কেবল হযরত 'আলী (রা)-ই তাঁহাকে সর্বাত্মক সমর্থন জানান এবং ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন (আত'-তাবারী, ১২৭২; আহ'মাদ ইব্‌ন হা'ম্বাল, মুসনাদ, ১খ., ১৫৫)।

মক্কা মুকাররামায় 'আলী (রা) সংকট ও অগ্নি পরীক্ষার তেরটি কঠিন বৎসর মহানবী (স')-এর সাহচর্যে অতিবাহিত করেন। ইহার মধ্যে আবূ তা'লিব গিরি সংকটে তিন বৎসরের নির্বাসিত জীবন ছিল সর্বাপেক্ষা সংকটপূর্ণ। সে সময় তাঁহার ভ্রাতা জা'ফার ইব্‌নে আবী তা'লিব-এর স্ত্রী আসমা (রা) বিনতে 'উমায়সসহ হা'বশা (আবিসিনিয়া, বর্তমান ইথিওপিয়া)-য় হিজরত করেন। কিন্তু 'আলী (রা) এরূপ কঠিন মুহূর্তেও মহানবী (স)-এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসাবে মক্কায় অবস্থান করেন, যত দিন না তিনি মক্কা হইতে মদীনা হিজরত করিবার অনুমতি পাইলেন।

মক্কার মুশরিকদের যেসব সম্পদ আমানত হিসাবে রাসূলে আকরাম (স)-এর নিকট রক্ষিত ছিল (এমতাবস্থায়ও শত্রুর গচ্ছিত সম্পদ মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণের কথা তিনি ভুলেন নাই) তিনি সেই সব গচ্ছিত সম্পদ প্রত্যর্পণের দায়িত্ব 'আলী (রা)-কে অর্পণ করেন এবং বলেন, তিন দিন পর এইসব গচ্ছিত সম্পদ ইহার মালিকদেরকে বুঝাইয়া দিয়া মদীনায় আসিবে। হযরত 'আলী (রা) তিন দিনের মধ্যেই সেইগুলি প্রাপকদেরকে পৌঁছাইয়া দিয়া পরে কুবাতে মহানবী (স)-এর সঙ্গে মিলিত হন (আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ৩খ., ১৯৭)।

রাসূলুল্লাহ্‌ (স) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন মুসলমানদের, বিশেষ করিয়া মুহাজিরগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। এ দুর্দশা মোচনের জন্য তিনি মুহাজির ও আন্‌সা'রগণের মধ্যে ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন করেন। এ সময় তিনি 'আলী (রা)-কে স্বীয় ভ্রাতা হিসাবে গ্রহণ

করেন। অন্য বর্ণনায় দেখা যায় যে, সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফের সঙ্গে 'আলী (রা)-এর ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ., ২২, বৈরূত সং)।

দ্বিতীয় হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (স') আপন কন্যা ফাতি'মাতু'য যাহরা' (রা)-কে 'আলী (রা)-এর সঙ্গে বিবাহ দেন। ফাতি'মা (রা)-কে বিবাহ করিবার জন্য আরও কতিপয় গণমান্য সাহাবা অভিলাষ ব্যক্ত করেন। কিন্তু রাসূলে কারীম (স') সকলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া জামাতা হিসাবে 'আলী (রা)-কেই মনোনীত করেন। তিনি 'আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, মোহর আদায় করিবার মত তোমার কিছু আছে কি? 'আলী (রা) উত্তরে জানান, তাঁহার নিকট একটি ঘোড়া এবং একটি লৌহবর্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। মহানবী (স') বলেন ঃ যুদ্ধের জন্য ঘোড়ার প্রয়োজন হইবে। অবশ্য লৌহ বর্মটি বিক্রয় করিতে পার। 'আলী (রা) চারি শত দিরহাম-এর বিনিময়ে বর্মটি 'উছ'মান (রা)-এর নিকট বিক্রয় করেন এবং বিক্রিত অর্থ মহানবী (স)-এর হাতে তুলিয়া দেন। রাসূলুল্লাহ (স) বিলাল (রা)-কে বাজার হইতে 'আতর ও খোশবু ক্রয় করিয়া আনিতে বলেন। অতঃপর তিনি নিজেই বিবাহ পড়ান এবং স্বামী-স্ত্রীর উপর ওযুর পানি ছিটাইয়া দিয়া উভয়ের সুখ-শান্তি ও কল্যাণের জন্য দু'আ' করেন (আয-যুরক'ানী, শারহু' মাওয়াহিব)। বিবাহের দশ-এগার মাস পর ফাতি'মা (রা) স্বামী গৃহে আগমন করেন। ঐ সময় একটি নূতন গৃহের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় হ'ারিছ' ইব্ন আন-নু'মান-এর গৃহটিকে 'আলী (রা) স্বীয় আবাস হিসাবে গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স') কর্তৃক উপহার হিসাবে কন্যাকে প্রদত্ত সামগ্রী ছিল এই ঃ একটি পালংক, একটি বিছানা, একটি চাদর, দুইটি বালিশ দুইটি যাঁতা এবং একটি পানির মশক। এগুলিই হযরত ফাতি'মা (রা)-এর সারা জীবনের উপকরণ ছিল। 'আলী (রা)-এর পক্ষে ইহার অতিরিক্ত কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। ওয়ালীমা (বিবাহোত্তর ভোজ) উপলক্ষে আগত মেহমানদের সম্মুখে খেজুর, যবের রুটি, পনির এবং বিশেষ এক ধরনের ঝোলের তরকারী পরিবেশন করা হয়। সে যুগের প্রেক্ষিতে ইহা একটি আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন (আয-যুরক'ানী, ২খ., ৮)।

ফাতি'মা (রা)-এর গর্ভে আলী (রা)-এর কয়েকজন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ইমাম হ'াসান (রা) ও ইমাম হু'সায়ন (রা) ইসলামের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ফাতি'মা (রা)-এর জীবদ্দশায় 'আলী (রা) আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহার ইনতিকালের পর 'আলী (রা) আরও কয়েকটি বিবাহ করেন এবং তাঁহাদের গর্ভেও তাঁহার কতিপয় সন্তান জন্মগ্রহণ করেন (বিস্তারিত সম্মুখে দ্র.)।

গাযওয়াসমূহ ঃ মহানবী (স')-এর মদীনায় আগমনের পরে দ্বিতীয় হিজরী হইতেই মদীনার মুসলিম ও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে অব্যাহত সংঘর্ষ ও সংঘাত শুরু হয়। বদর (দ্র.) প্রান্তরেই এ সংঘাত নিয়মিত যুদ্ধের রূপ নেয়। ২য় হিজরীর ১৭ রামাদান উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়। তৎকালীন যুদ্ধরীতি অনুযায়ী মক্কার মুশরিকদের পক্ষ হইতে 'উতবা, শায়বা এবং ওয়ালীদ নামক তিনজন বীর সদর্পে ময়দানে অবতরণ করে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধে আহ্বান জানাইলে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদের মুকাবিলায় হ'ামযা (রা), 'উবায়দা (রা) এবং 'আলী (রা)-কে প্রেরণ করেন। হ'ামযা (রা) ও 'আলী (রা)-এর হাতে তাঁহাদের স্ব স্ব প্রতিদ্বন্দ্বী নিহত হয়। কিন্তু বার্ধক্যজনিত কারণে 'উবায়দা (রা) তখন সফল না হওয়ায় 'আলী (রা) তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হন এবং প্রতিপক্ষ শায়বা নিহত হয়। অতঃপর সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হইয়া যায়। এই যুদ্ধে 'আলী (রা) বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গ'নীমা) হিসাবে তিনি একটি লৌহবর্ম, একটি উট এবং একটি তলোয়ার লাভ করেন (ত'াবারী, গ'াযওয়া বাদ্র; ইব্ন কাছ'ীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., ২৭২-৭৪ ; ইব্ন হিশাম, সীরা, ১খ., ৪৪৩)।

হি. তৃতীয় সালে সংঘটিত উহু'দ যুদ্ধে মুশরিকরা মহানবী (স)-কে আক্রমণ করিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু 'আলী (রা) তাহাদের সকল অভিসন্ধিই ব্যর্থ করিয়া দেন। মুশরিকদের বাহিনীর পতাকাবাহী আবূ সা'দ ইব্ন আবী তালহ'া তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানাইলে 'আলী (রা) এক আঘাতেই তাহাকে পর্যুদস্ত করেন; কিন্তু তাহার অসহায়তা ও হতবিহ্বলতা দেখিয়া তিনি তাহাকে হত্যা করেন নাই (ইব্ন হিশাম, সীরা, পৃ. ৫৭৪-৭৬)।

বানূ সা'দকে শায়েস্তা করিবার জন্য হি. ৫ম সনে মহানবী (স) 'আলী (রা)-কে এক শত সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। 'আলী (রা) আক্রমণ করিয়া তাহাদেরকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেন এবং যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীসহ প্রত্যাবর্তন করেন। হুদায়বিয়ার (৬ হি.) সন্ধির সন্ধিপত্র তিনিই লিখিয়াছিলেন। সন্ধিপত্র লিখিবার শুরুতেই মহানবী (স)-এর নাম 'মুহ'াম্মাদ'-এর সঙ্গে 'রাসূলুল্লাহ্, লিখিতেই মুশরিকরা আপত্তি উত্থাপন করে, কিন্তু 'আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স) শব্দটি কাটিয়া দিতে অস্বীকার করেন। তখন মহানবী (স') স্বহস্তে শব্দটি মুছিয়া দেন এবং কেবল মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ লিখিতে বলেন (ইব্ন হিশাম, সীরা, পৃ. ৭৪৬-৪৯; আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ৪খ., ১৬৮)।

হি. ৭ সনে খায়বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে খায়বারের সর্বাধিক সুদৃঢ় দুর্গ ক'ামূস-এর অধিকর্তা মারহ'াব নামক এক বিখ্যাত য়াহূদী বীরকে প্রথম দ্বন্দ্বযুদ্ধেই হত্যা করিয়া তিনি অতুলনীয় বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দান করেন। অতঃপর কয়েক দিন অবরোধের পর তিনি দুর্গ অধিকারে সক্ষম হন (ইব্ন হিশাম, সীরা, পৃ. ৭৬২; আল-বিদায়া ওয়া'ন- নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১৮৫-৮৯)। মক্কা বিজয়ের কালে মহানবী (স)-এর নির্দেশে 'আলী (রা) হ'াতি'ব ইব্ন আবী বালতা'আ প্রেরিত একটি গুপ্ত চিঠি বহনকারিণী মহিলাকে গ্রেফতার করিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর খেদমতে উপস্থিত করেন (গ্র. পৃ. ৪খ., পৃ. ২৮৩)। মক্কা বিজয়ের (হি. ৮) পর মহানবী (স') বায়তুল্লাহ্ শরীফে স্থাপিত পিতলের একটি মূর্তি ভাঙ্গিবার জন্য 'আলী (রা)-কে আপন স্কন্ধে উঠাইয়া লন এবং 'আলী (রা) উক্ত মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন। তাবূক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স') তাঁহাকে মদীনায় আপন স্থলাভিষিক্ত হিসাবে রাখিয়া যান। ইহাতে মুনাফিকরা বিদ্রূপ করিয়া বলিতে থাকে, "তুমি ভাল সৈনিক নও বলিয়া তোমাকে নারী ও শিশুদের মাঝে রাখিয়া যাওয়া হইয়াছে।" 'আলী (রা) এ বিষয়ে অভিযোগ করিলে নবী কারীম (স') বলেন, "তুমি কি ইহা পসন্দ কর না যে, আমার নিকট তোমার সেই মর্যাদাই হউক যে মর্যাদা ছিল মূসা (আ)-এর নিকট হারূন (আ)-এর? এই ক্ষেত্রে কেবল একটিমাত্র পার্থক্য থাকিবে যে, আমার পর আর কোন নবী হইবে না" (আল-বুখারী, ৬৪/৭৮/৫)। ইহার কারণ ছিলঃ কুখ্যাত মুনাফিক 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি ইব্ন সালূল-এর আচার-আচরণ ও গতিবিধি এই সময় খুবই সন্দেহজনক ছিল। তাবূক অভিযানে অল্প কিছুদূর মুসলমানদের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া সে ফিরিয়া আসিয়াছিল (মাস'ঊদী, আত-তানবীহ ওয়া'ল-ইশরাফ)। এমতাবস্থায় অধিকতর

নতর্কতা ও নিরাপত্তা রক্ষার তাকীদে মদীনায় একজন সাহসী ও নির্ভরযোগ্য ফৌজী অফিসারের অবস্থিতি প্রয়োজন ছিল। তাবূক যুদ্ধের পূর্বে খায়বার যুদ্ধে 'আলী (রা) সুদৃঢ় দুর্গ ক'াস্র-ই মারহ'াব জয় করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই দুর্গ অদ্যাবধি বিখ্যাত এবং দুর্গম পর্বতশৃঙ্গের উপর বিদ্যমান। নিম্নদেশ হইতে উর্ধ্বে আরোহণকালে উপর হইতে শত্রুপক্ষ সহজেই প্রস্তর নিক্ষেপপূর্বক আরোহণকারীদের গতিরোধ করিতে পারে [রাসূলুল্লাহ (স')-এর পবিত্র সীরাত-এর কতক সমস্যার মীমাংসিত সমাধানের জন্য দ্র. নিবন্ধকার-এর ফারসী ভাষায় লিখিত 'সীরাত-ই নাবাব'ী [৫৫] (হেরাক্লিয়াসের নামে) নবী কারীম (স')-এর চিঠিপত্র শীর্ষক অধ্যায়]।

মক্কা বিজয়ের পর খালিদ (রা) ইব্ন ওয়ালীদ-এর ভুলের কারণে বানূ জায'ীমায় কিছু রক্তপাত ঘটে। ইহার উপশমের জন্য তথায় 'আলী (রা) প্রেরিত হন। ত'ায়্যি গোত্রে বহু লোক ছিল, লুট-তরাজই যাহাদের পেশা। ইহাদের বিরুদ্ধে 'আলী (রা)-এর নেতৃত্বাধীনে একটি অভিযানের উল্লেখ করেন ইব্ন সা'দ প্রমুখ। তাবূক যুদ্ধের পূর্বে এই অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল এবং এই অভিযানের ফলে বেশ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গ'নীমা) হস্তগত হইলে 'আলী (রা) তাহা আনিয়া রাসূলে আকরাম (স)-এর খেদমতে পেশ করেন বলিয়া তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন (সঠিক তারিখ জানা যায় নাই)।

হি. নবম সনে নাজরানের খৃস্টানদের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (স')-এর সঙ্গে ধর্মীয় বিতর্কের জন্য মদীনা আগমন করে। তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ (সূরা তীন ঃ ৬১) মাফিক ইসলামের সত্যতা তুলিয়া ধরিবার জন্য তাহাদেরকে মুবাহালায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। তিনি তাহাদেরকে বলেন ঃ আসুন, আমরা উভয় পক্ষ, মিথ্যাবাদী ও তাহার আত্মীয়-পরিজনের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ পড়ুক-প্রথমে এই মুনাজাত করি। প্রস্তাবানুযায়ী মহানবী (স) 'আলী (রা)-সহ স্বীয় আত্মীয়-পরিজনকে লইয়া প্রতিশ্রুত স্থানে গমন করেন। কিন্তু নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধি দল ইহাতে ভীত হইয়া পড়ে এবং পিছাইয়া যায়। অবশেষে তাহারা বার্ষিক কর প্রদানের বিনিময়ে সন্ধি করে।

সূরা বারা'আ (দ্র.) নাযিল হইলে কাফিরও ও মুশরিকদের প্রতি আল্লাহ্‌র অসন্তোষ ব্যক্ত ও ভবিষ্যত বৎসরগুলিতে অমুসলিমদের জন্য বায়তুল্লাহ্‌র হ'জ্জ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় এবং যে সমস্ত অমুসলিম গোত্রের সঙ্গে নবী কারীম (স) অনির্দিষ্ট কালের জন্য মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন চারি মাস অতিক্রান্ত হইলে ইহা বাতিল ঘোষণা করিয়া আয়াত নাযিল হয়। ইহার পূর্বেই নবী কারীম (স') আবূ বাক্র সি'দ্দীক' (র)-কে আমীরু'ল-হ'জ্জ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন; এ কারণে পরবর্তী কালে সূরা বারা'আর বিধান হ'জ্জ উপলক্ষে আগত লোকদের মাঝে ঘোষণা করার জন্য তিনি 'আলী (রা)-কে পাঠান (দ্র. বারা'আ)। এই ঘোষণার ফলে 'আরবের গোত্রগুলির মধ্যে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। অনন্তর উহারা কালবিলম্ব না করিয়া মুসলমান হইতে শুরু করে।

দশম হিজরীর রামাদ'ান মাসে 'আলী (রা)-কে য়ামানে পাঠানো হইয়াছিল। তাঁহার প্রচারে সেখানকার সমস্ত গোত্র একই দিনে মুসলমান হইয়া যায় এবং যাকাতও প্রদান করে (আল-বালাযু'রী, আনসাবু'ল-আশরাফ, কায়রো সং., পৃ. ৮২৬)। তথা হইতে 'আলী (রা) মক্কা গমন করেন এবং হ'াজ্জাতু'ল-বি'দা' (বিদায় হজ্জ)-এ নবী কারীম (স')-এর সঙ্গে মিলিত হন। য়ামান হইতে ফিরার পথে কিছু লোক 'আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে নবী কারীম (স)-এর খেদমতে অভিযোগ পেশ করে। মদীনা প্রত্যাবর্তনকালে নবী কারীম (স') রাবিগ'-এর নিকটবর্তী গাদীর-ই খুম নামক স্থানের ছাউনিতে একটি জোরালো ও মর্মস্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। ইহাতে তিনি গচ্ছিত সম্পদ খিয়ানাতের নিন্দা করেন। পরিশেষে তিনি 'আলী (রা) যে নির্দোষ তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ من كنت مولاه فعلى مولاه (আমি যাহার বন্ধু, 'আলীও তাঁহার বন্ধু) [দ্র. নিবন্ধকারের Constitutional Problems in Early Islam নামক নিবন্ধ]। শী'আগণ ইহাকেই 'আলী (রা)-এর পক্ষে রাসূলে আকরাম (স)-এর (রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক) উত্তরাধিকারিত্ব প্রদানের দলীল হিসাবে গণ্য করেন, কিন্তু স্বয়ং 'আলী (রা) নিজেও তাহা ভাবেন নাই। কেবল পূর্ববর্তী তিনজন খলীফা নির্বাচনের সময়ই নয়, বরং যে সময় তিনি আমীর মু'আবি'য়া (রা)-এর সঙ্গে স্বীয় খিলাফতের প্রশ্নে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন তখনও মু'আবি'য়া (রা)-এর সঙ্গে তাঁহার যেসব পত্র বিনিময় হয় সে সবই (আশ-শারীফ আর-রাদ'ী সংকলিত) শী'ঈ গ্রন্থ নাহজু'ল-বালাগ'ায় সংরক্ষিত রহিয়াছে। ঐসব পত্রে 'আলী (রা) তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকারের অনুকূলে যাবতীয় যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার কোথাও তিনি দাবি করেন নাই যে, মহানবী (স') তাঁহাকে (রাজনৈতিক) উত্তরাধিকার হিসাবে মনোনয়ন দান করিয়া গিয়াছেন (যদি 'আলী ইহাকে তাহাই মনে করিতেন অবশ্যই তিনি তাহা উল্লেখ করিতেন)।

খলীফা হিসাবে আবূ বাক্র (রা)-এর নির্বাচনের মুহূর্তে 'আলী (রা) সাক'ীফা-ই বানী সা'ইদা-তে উপস্থিত ছিলেন না। নবী কারীম (স')-এর দাফন সম্পন্ন হইবার পর যখন সাধারণ বায়'আত অনুষ্ঠিত হয় তখনও তিনি উহাতে শরীক হইতে পারেন নাই। তাঁহার এই অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে তিনি বলিয়াছেন, সে সময় তিনি কু'রআন একত্রীকরণের কাজে মশগুল ছিলেন (বালাযু'রী, আনসাবু'ল-আশরাফ, ১খ., ৫৮২ প.)। 'আলী (রা) আবূ বাক্র (রা)-এর নিকট অভিযোগ করেন, "পরামর্শের সময় আমাকে উপেক্ষা করা হইয়াছে।" ইহার কারণ হিসাবে আবূ বাক্র (রা) পরিস্থিতির নাযুকতার কথা উল্লেখ করেন। 'আলী (রা) ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার হস্তে বায়'আত হন (কোন কোন বর্ণনায় আছে, ইহা ছয় মাস পরের ঘটনা)।

এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণ বায়'আতের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচিত হইবার পর ফাতি'মা (রা) যখন আবূ বাক্র (রা)-এর সহিত ফাদাক-এর সম্পত্তি সম্পর্কে আলোচনা করেন তখন তিনি একথা বলেন নাই যে, খিলাফাতের হক (অধিকার) তো আমার স্বামীর। বরং তিনি তাঁহার নিকট তাঁহার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্বীয় অংশ এবং ফাদাকের জায়গীর দাবি করেন অর্থাৎ তিনিও আবূ বাক্র (রা)-কে বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত খলীফা (এবং আমীরু'ল-মু'মিনীন) মনে করিতেন এবং সে হিসাবেই তিনি তাঁহার নিকট স্বীয় মোকদ্দমা পেশ করিয়াছিলেন (আত'-ত'াবারী, ১৮২৫ পৃ.)। ইব্ন কাছ'ীর (আল-বিদায়াঃ, ৭খ., ২২৫)-এর বর্ণনা মুতাবিক ফাতি'মা (রা) আবূ বাক্র (রা)-এর নিকট এই অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামীকে যেন ফাদাকের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয়। আবু'ল-হ'াসান আল-মু'তাযিল (কিতাবু'ল-মু'তামাদ, বৈরূত, ২খ., ৬৪৬) লিখিয়াছেন, ফাতি'মা (রা) আবূ বাক্র (রা)-এর নিকট নবী কারীম (স)-এর পরিত্যক্ত সেই সম্পদ হইতে মীরাছ' প্রার্থনা করেন যাহা ছিল তাঁহার বিশেষ ব্যয়-খাতের অন্তর্গত অর্থাৎ তিনি খায়বার, ফাদাক, এমন কি মদীনার

ভূ-সম্পত্তি দাবি করিয়াছিলেন। মদীনার ভূ-সম্পত্তি সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, 'উমার (রা) উহা স্বীয় খিলাফত আমলে 'আলী (রা) ও 'আব্বাস (রা)-এর যৌথ তত্ত্বাবধানে অর্পণ করিয়াছিলেন। খায়বার ও ফাদাক সম্পর্কে তাঁহারা বলেন, এইগুলি রাসূলুল্লাহ (স')-এর স'াদাক'া অর্থাৎ সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য নির্ধারিত ছিল, যাহা তাঁহার যুগে সময়মত সম্ভাব্য ব্যয় নির্বাহের ও আকস্মিক প্রয়োজনাদি মিটাইবার জন্য ব্যয় করা হইত এবং নবী কারীম (স') ইহা তাঁহার পর যিনি মুসলমানদের খলীফা নিযুক্ত হইবেন তাঁহাকেই দিয়াছেন। আবূ বাক্র (রা) ইহাও বলিয়াছিলেন, রাসূলে কারীম (স) আপনাদেরকে যাহা প্রদান করিতেন সামান্যমত হ্রাস-বৃদ্ধি না করিয়া আমি উহা জারি রাখিব। কয়েক মাস পর ফাতি'মা (রা) পীড়িত হইয়া পড়িলে আবূ বাক্র (রা) তাঁহার গৃহে তাঁহাকে দেখিতে যান। অনুমতি লাভের পর তিনি ভিতরে প্রবেশ করেন। ফাদাকের ভূ-সম্পত্তির ব্যাপারে ফাতি'মা (রা) অসন্তুষ্ট ছিলেন। আবূ বাক্র (রা) তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন, তিনি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (স)-এর সন্তোষ প্রত্যাশী এবং সেই সন্তোষ কামনায় তিনি সর্বস্ব কুরবানী দিয়াছেন। এইভাবে তিনি ফাতি'মা (রা)-কে রাযী করাইতে সমর্থ হন (আয'-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা, ২খ., পৃ. ৭৯)।

সি'দ্দীকী খিলাফাতে হযরত 'আলী (রা) ঃ প্রথম হইতেই তিনি আবূ বাক্র (রা)-কে সহযোগিতা করিতে থাকেন এবং সামাজিক ব্যাপার ও বিষয়াদি, আইন-শৃঙ্খলা, ফিক্'হী কিংবা জ্ঞানগত সকল প্রকার পরামর্শে তিনি পূর্ণ অংশ নেন। ধর্মত্যাগী (মুরতাদ্দ)-গণ কর্তৃক মদীনা আক্রান্ত হইবার আশংকা দেখা দিলে আবূ বাক্র (রা) 'আলী, যুবায়র, ত'ালহ'া ও 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা)-কে মদীনা ও বহির্ভাগের রাস্তাগুলির হেফাজতের জন্য প্রেরণ করেন (ত'াবারী, ১১৮৪ পৃ.)।

ফারূকী খিলাফাতে 'আলী (রা) ঃ ইব্ন সা'দ (৩/১খ., ১৯৬)-এর বর্ণনামতে 'আলী (রা) ও ত'ালহ'া (রা) আবূ বাক্র (রা)-কে তাঁহার মৃত্যুশয্যায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি পরবর্তী খলীফা হিসাবে কাহাকে মনোনীত করিয়াছেন? উত্তরে 'উমার (রা)-এর নাম শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, আপনি আল্লাহ্র নিকট ইহার কি জওয়াব দিবেন?

হযরত আবূ বাক্র (রা) বলেন, "আপনারা আমাকে আল্লাহ্র ভয় দেখাইতেছেন? আমি আল্লাহ্কে ও 'উমার (রা)-কে তোমাদের উভয়ের তুলনায় বেশী জানি এবং আমি আল্লাহ্কে বলিব, আমি তোমার সর্বোত্তম বান্দাকে খলীফা হিসাবে মনোনীত করিয়া আসিয়াছি।"

খলীফা মনোনীত হইবার পর সকলের সঙ্গে 'উমার (রা)-এর ব্যবহার এত উত্তম ছিল যে, কাহারও কোন অভিযোগ রহিল না। 'আলী (রা) ও 'উমার (রা) পরস্পরকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের গভীরতা পরিমাপ করা যাইবে এই তথ্য হইতেও যে, 'আলী (রা) তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা (ফাতি'মার গর্ভজাত) উম্মু কুলছূম (রা)-কে 'উমার (রা)-এর সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে যায়দ ইব্ন 'উমার (রা) জন্মগ্রহণ করেন (ইব্ন হায্ম, জামহারাতু আনসাবিল-'আরাব, পৃ. ৪৮)।

সর্বদাই 'উমার (রা) 'আলী (রা)-এর মতামতকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। অত্যধিক প্রশংসা করিতে গিয়া দুই-একবার এমনও বলিয়াছিলেন, "যদি 'আলী না হইত তবে 'উমার ধ্বংস হইয়া যাইত" (ইব্ন 'আবদি'ল-বার, আল-ইসতী'আব, নং ২০১৫)। হিজরত হইতে ইসলামী বর্ষপঞ্জী শুরু করার পরামর্শ 'আলী (রা)-ই দিয়াছিলেন (দ্র. Pakistan Hist. Soc. Journ. ১খ., ১৬-এ প্রকাশিত, নিবন্ধকার-এর The Nasi. The Hijrah Calendar and the need of preparing a new Concordance of The Hijrah and Gregorian Eras নামক নিবন্ধ; The Concordance of the Christian Eras for the Life time of the Prophet, ১খ., ১৬, ১৯৬৮ খৃ.; আরও দ্র. Islamic Review working, অধিকন্তু পৃ. প., ২খ., ৫৭, ১৯৬৯ খৃ.)। মদ্যপানের শাস্তি বৃদ্ধি করিয়া আশি বেত্রাঘাত স্থির করার ব্যাপারেও 'আলী (রা)-এর পরামর্শের সক্রিয় ভূমিকা ছিল (ইযালাতু'ল-খিফা, ১খ., ১৭৭)।

একবার কূ'মস, তাবারিস্তান প্রভৃতি এলাকার অধিবাসিগণ যখন মুসলমানদের উপর পাল্টা আঘাত হানে তখন 'উমার (রা) 'আলী (রা)-এর পরামর্শ চান। 'আলী (রা) বলেন, সিরীয় ফ্রন্টে মোতায়েন সমগ্র সেনাবাহিনীকে যদি এদিকে পাঠাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে হেরাক্লিয়াস আক্রমণ করিয়া বসিবে; অপরদিকে সমগ্র য়ামানী ফৌজ এদিকে প্রেরণ করা হইলে আবিসিনিয়া (বর্তমান ইথিওপিয়া)-র আক্রমণের আশংকা থাকিয়া যাইবে। অতএব প্রতিটি বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য সাহায্যকারী ফৌজ হিসাবে সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। 'উমার (রা) বলেন, আমার অভিমতও অনুরূপ ছিল। আমি ইহার অনুকূলে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির সমর্থন কামনা করিতেছিলাম (আত'-তাবারী, ২৬১৩ পৃ.)। বানূ তাগলিবের খৃস্টানদের নিকট হইতে গৃহীত অর্থের নাম জিযয়ার পরিবর্তে স'াদাক'া রাখিবার পরামর্শও 'আলী (রা)-ই দিয়াছিলেন (আত'-তাবারী, পৃ. ২৫১০)।

মতৈক্যের পাশাপাশি যেখানে সমীচীন মনে করিতেন, সেখানে 'আলী (রা) 'উমার (রা) হইতে ভিন্ন মতও পোষণ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের এই পারস্পরিক মতানৈক্য কখন মনান্তরে পরিণত হইত না। ফারূকী খিলাফাতে 'আলী (রা) 'উমার ফারূক' (রা)-এর পশ্চাতেই স'ালাত আদায় করিতেন। 'উমার (রা)-এর নামে তিনি তাঁহার এক পুত্রের নাম রাখেন 'উমার। আর এসবই ছিল উভয়ের মধ্যে বিরাজিত সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্কের পরিচায়ক। 'আলী (রা) দীওয়ান (ভাতাপ্রাপ্তদের তালিকা বহি) এবং রাজস্ব সঞ্চয় ও সংরক্ষণের বিরোধী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার অভিমত ছিল, প্রতি বৎসরের আমদানী সেই বৎসরেই ব্যয় করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু 'উমার (রা) 'উছমান (রা)-এর অভিমত গ্রহণ করিয়া দীওয়ান কায়েম করেন (আত'-তাবারী, ২৫৫০)। দীওয়ান প্রস্তুত হইতে থাকিলে 'আলী (রা) 'উমার (রা)-কে বলেন, আপনি স্বয়ং ইহা শুরু করুন। কিন্তু 'উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খান্দান ও 'আব্বাস (রা) হইতে শুরু করেন (ত'াবারী, পৃ. ১৪১২)।

ফারূকী খিলাফাতে 'আলী (রা) ছিলেন মদীনার কাযী (আত'-ত'াবারী, ২২১২)। 'আরববহির্ভূত এলাকা সফরকালে 'উমার (রা) কয়েকবারই তাঁহাকে মদীনায় স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন (পৃ. গ্র., পৃ. ২৪০৪, ২৫২২)। একবার তিনি তাঁহাকে সেনাপতি হিসাবে সিরিয়ায় পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু 'আলী (রা) তাহা পসন্দ করেন নাই।

'উছ'মানী খিলাফাতে 'আলী (রা) ঃ আবূ লু'লু-র আঘাতে 'উমার (রা) মারাত্মকভাবে আহত হইলে তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে স্বয়ং

কাহাকেও মনোনীত না করিয়া একটি পরামর্শ পরিষদ (শূরা) গঠন করেন এবং ইহার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেন যে, তাঁহারা যেন নিজেদের মধ্যে কাহাকেও খলীফা হিসাবে নির্বাচিত করেন। সে সময় 'আশারা-ই মুবাশ্শারা (দ্র.)-এর সাতজন জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সা'ঈদ ইব্ন যায়দ (রা) 'উমার (রা)-এর নিকটাত্মীয় হওয়ায় তাক্'ওয়ার বিচারে তাঁহাকে উল্লিখিত কমিটির বাহিরে রাখিয়াছিলেন। অবশিষ্ট ছয়জনকে এই কমিটির সদস্য মনোনীত করেন এবং বলেন, ভোট প্রদান করিতে গিয়া সদস্যগণ যদি সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন, সেক্ষেত্রে সহজ নিষ্পত্তির স্বার্থে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) ইহার সপ্তম সদস্য হইবেন এবং তিনি তাঁহার ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন। তিনি ইহাও নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, 'আবদু'র-রাহ'মান (রা) ইব্ন 'আওফ যেদিকে থাকিবেন, 'আবদুল্লাহ সেদিকেই তাঁহার ভোটাধিকার প্রয়োগ করিবেন। শূরায় প্রথমেই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, খলীফা পদপ্রার্থী হিসাবে কে স্বীয় নাম প্রত্যাহার করিবেন। শূরার চারিজন সদস্য তাঁহাদের প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করেন; অতঃপর প্রার্থীদেরকে বলা হয়, তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে নিরপেক্ষ হিসাবে নির্বাচিত করা হউক এবং ফয়সালার ভার তাঁহার উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হউক। সেই মর্মে নিরপেক্ষ হিসাবে 'আবদু'র-রাহ'মান (রা) ইব্ন 'আওফকে মনোনীত করা হয় এবং ত'াবারীর ভাষায় ঃ 'আলী (রা) ও 'উছমান (রা) হলফ করিয়া বলেন, "আমরা তাঁহার হস্তেই বায়'আত করিব যাহার হস্তে তুমি বায়'আত করিবে, এমনকি তোমার এক হস্ত অপর হস্তের বায়'আত করিলেও।" কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও 'আবদু'র-রাহ'মান (রা) অবৈধভাবে ইহার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই, বরং কয়েক দিন যাবৎ শহর পরিভ্রমণ করেন এবং স্থানীয় ও বিদেশী, যুবা-বৃদ্ধ ও নারী-পুরুষগণের, এক কথায় সর্বস্তরের জনগণের অভিমত গ্রহণ করিতে থাকেন। দুইজন ব্যতীত ইঁহাদের সকলেই 'উছমান (রা)-কে খলীফা নির্বাচনের পক্ষে মত দেন। অতঃপর তিনি নিভৃতে 'উছমান (রা) ও 'আলী (রা) হইতেও এই কথার স্বীকৃতি আদায় করেন যে, যদি তিনি নির্বাচিত না হন তাহা হইলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নির্বাচিত খলীফার বায়'আত করিবেন। অবশেষে মাসজিদে নাবাবীর প্রকাশ্য সমাবেশে মিম্বার-ই নাবাবী হইতে তিনি প্রথমে 'আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, "আমি যদি তোমাকে নির্বাচিত করি তবে তুমি কি কুরআন হ'াদীছ এবং পূর্ববর্তী দুইজন খলীফার অবলম্বিত নীতির উপর 'আমল করিবে?" জওয়াবে 'আলী (রা) বলেন কু'রআন ও 'হাদীছের উপর অবশ্যই আমল করিব, কিন্তু আবূ বাক্র ও 'উমার (রা)-এর আমলের উপর চলার সাধ্যমত চেষ্টা করিব। কিন্তু ঐ একই প্রশ্নের উত্তরে 'উছমান (রা) শর্তহীনভাবে ইতিবাচক জওয়াব প্রদান করেন। ইহাতে 'আবদু'র-রাহ্মান (রা) ইব্ন 'আওফ তাঁহাকেই খলীফা হিসাবে মনোনীত করেন এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে জনগণও বায়'আত করিবার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করিয়া দেয় [আল-বিদায়া, ৭খ., ১৪৬; ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৩খ., যি'ক্রে 'উছমান-এর বর্ণনা মুতাবিক, এই সময় 'আলী (রা)-ই সর্বপ্রথম বায়'আত হন]।

'উছ'মান (রা) খলীফা হিসাবে নির্বাচিত হইবার পর হইতে 'আলী (রা) পূর্বের ন্যায়ই তাঁহাকে সহযোগিতা করিতে থাকেন, তাঁহার ইমামাতে স'ালাত আদায় করিতে থাকেন, রাষ্ট্রীয় সমস্যাদি ও বিভিন্ন অভিযানের ক্ষেত্রে তিনি সঠিক পরামর্শ প্রদান করিতেন; খলীফার পক্ষ হইতে বায়তুল-মালের ভাতা ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (গ'ানীমা-র) অংশ তিনি উসুল করিতেন। মোটকথা 'আলী (রা) কোন সময়েই এবং কোনভাবে ইহা প্রকাশ করেন নাই যে, তিনি 'উছ'মান (রা)-এর খিলাফাতে অসন্তুষ্ট, বরং তিনি সর্বদাই তাঁহার প্রশংসা ও গুণকীর্তনই করিয়াছেন। অধিকাংশ বৈঠকেই তিনি অংশগ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার প্রতি সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারিত করিতেন। 'উছমান (রা)-এর নামে তিনি তাঁহার এক পুত্রের নামও রাখেন। এই সমস্ত তথ্যে উভয়ের পারস্পরিক সুসম্পর্কের কথা সুস্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হয়। ৩৫ হি. ইব্ন সাবার ষড়যন্ত্রী গ্রুপটি মিসর, বসরা ও কূফা হইতে পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া বহির্গত হয় এবং হজ্জ মৌসুমে মদীনার উপর চড়াও হয়। তাহাদের মদীনা আগমনে মদীনার অধিবাসী সকল স'াহ'াবা-ই কিরাম (রা) অস্থির হইয়া উঠেন, বিশেষ করিয়া হযরত 'আলী (রা) ইহাতে খুবই মর্মাহত হন। এই সময় তিনি তাঁহার প্রভাব খাটাইয়া এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। একবার তিনি বিদ্রোহীদেরকে তাহাদের নিজ নিজ শহর অভিমুখে ফিরাইয়া দিতে অনেকখানি সফলও হইয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু বিদ্রোহিগণ ইসলামের প্রাসাদতুল্য খিলাফাতের এই স্তম্ভটি ('উছ'মান)-কে ধ্বংস সাধনের জন্য ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া মাঠে নামিয়াছিল, তাই তাহারা কিছুদূর গিয়াই আবার ফিরিয়া আসে এবং একটি অজুহাত পেশ করে, "আমাদের বিরুদ্ধে খলীফার দরবার হইতে শহরের শাসনকর্তাদের পত্র পাঠানো হইয়াছে।" বিদ্রোহিগণ এখন আর সমঝোতামূলক কোন কিছুতেই রাযী ছিল না। তাহারা খলীফা 'উছমান (রা)-এর বাসভবন অবরোধ করে, এমনকি তাহারা বাহির হইতে কাহাকেও সেখানে প্রবেশ করিতে দিতেও অস্বীকার করে। এহেন নাযুক মুহূর্তে 'আলী (রা) নিজ পুত্র হ'াসান ও হু'সায়ন (রা)-কে 'উছমান (রা)-কে রক্ষা করার জন্য তাঁহার বাসভবনের প্রবেশপথে মোতায়েন করেন। এই দুই ভ্রাতা তলোয়ার হাতে প্রবেশ পথের হিফাজত করিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের উপস্থিতিতে বিদ্রোহিগণ সম্মুখপথে অগ্রসর হইতে সাহস পাইল না। এই অবস্থায় 'উছ'মান (রা) 'আলী (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এই পয়গাম পাইয়া 'আলী (রা) খলীফার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু বিদ্রোহিগণ তাঁহার এই চেষ্টা সফল হইতে দিল না। 'আলী (রা) তখন নিজের অসহায় অবস্থা এবং শত্রুর প্রাবল্য ও শক্তি খলীফার সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্য দূত হস্তে আপন পাগড়ী পাঠাইয়া দেন (ঘটনাসমূহের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আত'-ত'াবারী, তা'রীখ, ২৯৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪, ৯৫, ৩০১০, ১১, ১৭, ১৮ পৃ.; ইব্ন হ'াজার, আল-মাত'ালিবু'ল-'আলিয়া; ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৩খ., ৫৩, ৮০)। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহিগণের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং তাহারা মদীনার বুকেই অত্যন্ত নির্মমভাবে ইসলামের তৃতীয় এই নিষ্পাপ খলীফাকে হত্যা করে। এই কথা যেই শুনিয়াছে, সেই ইহার নিন্দা করিয়াছে [দ্র. ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৩খ., ৮-৫৮; যি'করু মা ক'ালা আস-হ'াবু রাসূলিল্লাহি (স')]। খলীফার নিহত হইবার সংবাদ পাইয়া 'আলী (রা) তিনবার এই কথার পুনরাবৃত্তি করেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি যেমন এই হত্যায় অংশগ্রহণ করি নাই, তেমনি ইহার আদেশও আমি দেই নাই (পূ. গ্র., ৮২ পৃ.)। একবার তিনি তাঁহার দুই হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমার সম্মুখে 'উ'ছমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে নিজের নির্দোষিতা প্রকাশ করিতেছি (উল্লিখিত বরাত)।

খলীফা হিসাবে 'আলী (রা) ঃ বিদ্রোহিগণ মহানবী (স)-এর দুই কন্যার স্বামী নব্বই বৎসর বয়স্ক ইসলামের তৃতীয় খলীফা 'উছমান (রা) ইব্ন 'আফফানকে হত্যার পর জনমতের প্রতিক্রিয়া দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যায় এবং শক্তিশালী কোন ব্যক্তিত্বের আড়ালে নিজদেরকে গোপন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এই ক্ষেত্রে 'আলী (রা) ছিলেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। সর্বপ্রথম তাহারা তাঁহারই নিকট আগমন করে। কিন্তু 'আলী (রা) তখন নিভৃত জীবন যাপনের চেষ্টায় ছিলেন। একই অবস্থা ছিল ত'লহ'া (রা) ও যুবায়র (রা)-এর। তখন তাহারা সা'দ (রা) ইব্ন ওয়াক্'কাস-এর নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। তিনিও তাহাদের প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তাহারা 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা)-এর নিকট গিয়া হাযির হইল। তিনিও রাযী হইলেন না। তখন তাহারা আরও ঘাবড়াইয়া গেল এই ভাবিয়া যে, এই অবস্থায় তাহারা যে যাহার দেশে ফিরিয়া গেলে তাহাদের রক্ষা নাই। আত-ত'াবারীর বর্ণনা মুতাবিক, তাহারা তখন কাপুরুষদের মত দুর্বলের উপর চড়াও হয় এবং চাপ প্রয়োগ করিতে থাকে। মদীনাবাসীদেরকে তাহারা এই হুমকি দিলঃ আমরা তোমাদেরকে তিন দিনের অবকাশ দিতেছি। এই সময়ের মধ্যে যদি তোমরা কোন উপযুক্ত লোককে খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণে রাযী করাইতে ব্যর্থ হও, তাহা হইলে আমরা 'আলী (রা), ত'াল্হ'া (রা), যুবায়র (রা) প্রমুখ সাহাবীসহ আরও অনেককেই ঢালাওভাবে হত্যা করিব। তাহাদের এই পন্থা কার্যকর প্রমাণিত হইল। মদীনাবাসীরা 'আলী (রা)-কে খিলাফাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ ও পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। কিন্তু 'আলী (রা) তবু আপন সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। অতঃপর তাহারা ত'লহ'া (রা) এবং পরে যুবায়র (রা)-এর নিকট যায়। তাঁহাদের উভয়ে অস্বীকৃতি জানাইলে তাহারা পুনরায় আলী (রা)-এর নিকট আগমন করে এবং এই বলিয়া কাঁদিতে থাকেঃ আপনি কি আল্লাহকে ভয় করেন না? আমাদের উপর আপনার মনে দয়ার উদ্রেক হয় না? তাহাদের হা-হুতাশ ও কান্নাকাটিতে 'আলী (রা) তাঁহার আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন, তোমাদের জানা উচিত, আমি যদি তোমাদের কথা মানিয়া লইও, তাহা হইলে আমি আমার নিজ অভিপ্রায় ও মর্জী মুতাবিক তোমাদেরকে চালিত করিব এবং কাহারও কোন কথা, কাহারও ক্রোধ অথবা অসন্তোষের কোন পরওয়া করিব না। আর যদি তোমরা আমাকে রেহাই দাও আমি একজন সাধারণ নাগরিকের মতই থাকিতে চাই এবং তোমরা যাহাকেই আমীর নিযুক্ত করিবে তোমাদের তুলনায় আমিই তাঁহার সর্বাধিক অনুগত থাকিব এবং আমি তাঁহার পরামর্শদাতার দায়িত্ব পালন করিব। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম হইবে (নাহজু'ল-বাগালা, ১খ., ১৮২, খুত্'বা ৮৮)। সকলেই বলিল, আমরা আপনার শর্তে রাযী আছি। তিনি বলিলেন ঃ ঠিক আছে, আগামী কল্য সাধারণ সমাবেশে বায়'আত অনুষ্ঠিত হইবে।

পরদিন ছিল জুমু'আর দিন। পূর্বাহ্নে অবগত হইয়া লোকজন সকাল সকাল মসজিদে সমবেত হইতে থাকে। 'আলী (রা) মিম্বরে আরোহণ করিয়া উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধনপূর্বক জিজ্ঞাসা করেন, উপস্থিত জনমণ্ডলি! আমি প্রকাশ্য জনসমাবেশে খোলাখুলি বলিতেছি যে, এই খিলাফাতের অধিকার তোমাদের। তোমরা যাহাকে ইহা সোপর্দ করিবে তিনি ভিন্ন অপর কাহারও ইহাতে কোন অধিকার থাকিবে না। গতাকল্য আমরা একটি সমঝোতার উপর আমাদের আলোচনার সমাপ্তি টানিয়াছিলাম। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে (বায়'আত গ্রহণের জন্য) আমি বসিতেছি। তোমরা বায়'আত না হইলে কাহারও বিরুদ্ধে আমার কোন দুঃখ বা অভিযোগ থাকিবে না। ইহার পর বায়'আত শুরু হয়। প্রথমে ত'ালহ'া অতঃপর যুবায়র (রা) আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা করেন, পরে যাঁহারা পশ্চাতে ছিলেন তাঁহাদেরকে নিয়া আসা হইল [সম্ভবত এই কথা দ্বারা 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা), যায়দ (রা) ইব্ন ছাবিত, উসামা ইব্ন যায়দ (রা) ও সু'হায়ব (রা) প্রমুখের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যাঁহারা ফিতনার অবস্থায় নিরপেক্ষ থাকিতে চাহিতেছিলেন]। তাঁহারা বলেন, "আমরা এই কথার উপর বায়'আত করিতেছি, আল্লাহ্র কিতাব আপন ও পর, শক্তিশালী ও দুর্বল সকলের উপর সমভাবে প্রয়োগ করা হইবে।" 'আলী (রা) উল্লিখিত শর্তে তাঁহাদের বায়'আত গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সাধারণ মানুষের বায়'আত গ্রহণের পালা শুরু হইল।

ইব্ন কা'ছীর (আল-বিদায়া, ৭খ., ২২৭-২৯)-এর ভাষ্য মুতাবিক বায়'আতের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হইলে ত'ালহ'া (রা), যুবায়র (রা) এবং অন্যান্য সা'হাবা-ই কিরাম তাঁহার নিকট আগমন করেন এবং 'উছমান (রা)-এর হত্যার বদলা (কি'সা'স) গ্রহণের দাদি জানান। তখন 'আলী (রা) বলেন, এই মুহূর্তে বিদ্রোহিগণ বিপুল শক্তির অধিকারী। এখন তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নহে। ইহাতে যুবায়র (রা) বলিলেন, আমাকে কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করুন। আমি সেখানে হইতে সেনাবাহিনী লইয়া আসিতেছি। তেমনি ত'ালহ'া (রা) বলিলেন, "আমাকে বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করুন যাহাতে আমি সেখান হইতে ফৌজ লইয়া আসিয়া ঐসব বিদ্রোহী ও জাহিল বেদুঈনদের মুকাবিলা করিতে পারি।" ইহার উত্তরে 'আলী (রা) বলিলেন, "বিষয়টি আমি ভাবিয়া দেখিব।" 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) পরামর্শ দিলেন, শান্তি-শৃঙ্খলা কায়েম না হওয়া পর্যন্ত সকল পুরাতন শাসনকর্তাকে স্ব স্ব পদে বহাল রাখুন, বিশেষত সিরিয়ার গভর্নর মু'আবি'য়া (রা)-কে। 'আলী (রা)-এর এই পরামর্শ পছন্দ হইল না। অতঃপর তিনি ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে সিরিয়ার শাসনকর্তার পদ গ্রহণের প্রস্তাব করেন। তিনি অস্বীকৃতি জানাইলে 'আলী (রা) সাহ্ল ইব্ন হু'নায়ফকে গভর্নর নিযুক্ত করিয়া সিরিয়ায় পাঠান। কিন্তু আমীর মু'আবি'য়া (রা)-এর অশ্বারোহী ফৌজ তাঁহাকে তাবূক হইতেই পিছু হটিতে বাধ্য করে। কায়স ইব্ন সা'দকে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু মিসরের অধিবাসিগণ খলীফার এই মনোনয়ন মানিয়া লইতে রাযী হইল না। বসরার অধিবাসীবৃন্দও নূতন গভর্নরকে গ্রহণ করিল না। 'আম্মারা ইব্ন শিহাবকে কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলে ত'ালহ'া (রা) ইব্ন খুওয়ায়লিদ 'উছ'মান (রা) হত্যার কি'স'াস দাবি করিয়া তাঁহাকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে পথেই বাধা দেন। কূফার শাসনকর্তা আবূ মূসা আশ'আরী (রা) অধিকাংশ কূফাবাসীর বায়'আত সম্পর্কে 'আলী (রা)-কে লিখিয়া পাঠান। বালাযু'রী (আনসাবু'ল-আশরাফ)-এর ভাষ্য মুতাবিক প্রথম প্রথম স্বয়ং মক্কার অধিবাসিগণই আনুগত্যের শপথ নিতে অস্বীকার করিয়াছিল। মোটকথা চতুর্দিকেই তখন ব্যাপক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা।

জনসাধারণ 'আলী (রা)-এর উপর বিরাট আশায় বুক বাঁধিয়াছিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, 'উছ'মান (রা)-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় তাঁহার জনপ্রিয়তা ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল। এজন্য ত'ালহ'া (রা) ও যুবায়র (রা) মক্কা মুকাররামা চলিয়া যান এবং যাহারা 'উছ'মান (রা) হত্যার ঘটনায় অতিমাত্রায় বিক্ষুব্ধ ছিলেন, উম্মাহাতু'ল-মু'মিনীন 'আইশা (রা)-এর নিকট বলেন, "আমরা তাঁহার (হযরত 'উছ'মান) হত্যার বদলা লইব।" বসরায় ত'ালহ'া (রা)-এর প্রভাব

ছিল বিপুল। তিনি সেখানে যাইবার ইচ্ছা করিলে 'আইশা (রা)-ও তাঁহাদের সঙ্গী হন। পরবর্তী কালে অবশ্য 'আইশা (রা) বসরা যাওয়ার জন্য সারা জীবন অনুতাপ করিয়াছেন (দ্র. সায়্যিদ সুলায়মান নাদ্‌বী, সীরাত-ই 'আইশা)। সেখানে যাইতে হা'ফসা' (রা)-ও ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা) তাঁহাকে নিবৃত্ত করেন। পরিকল্পনা মুতাবিক অন্যান্য সকলেই বসরা রওয়ানা হন। সেখানকার রাজস্ব ভাণ্ডার ও সেনা ছাউনির গুরুত্বের কারণে 'আলী (রা) তাঁহাদের বসরা গমনের ফলে সেখানে গৃহযুদ্ধের আশংকা করেন এবং 'আলী (রা) মদীনা হইতে রওয়ানা হইয়া যান যাহাতে তিনি তাঁহাদের পূর্বেই বসরা গিয়া স্বীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। ইব্‌ন সাবাও তাহার সঙ্গী-সাথীসহ 'আলী (রা)-এর সঙ্গে বসরা রওয়ানা হয়। 'আলী (রা) নিজেকে সেনাবাহিনী দিয়া সাহায্য করিবার জন্য কূফার গভর্নর আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)-কে নির্দেশ পাঠান। এদিকে তিনি সুস্পষ্ট হা'দীছের আলোকে গৃহযুদ্ধের আশংকা রোধ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবিগণকে আপন আপন এলাকার বাহিরে না যাওয়ার জন্য তাকীদ দিতে থাকেন, এমনকি হা'সান (রা) যখন বসরার জামে মসজিদে আসিয়া লোকদেরকে তাঁহার সঙ্গী হইবার পরামর্শ দিলেন তখনও তিনি আপন শান্তিপ্রিয়তায় অটল থাকেন। ইহাতে 'আলী (রা) তাঁহাকে তাৎক্ষণিক ভাবে কূফার শাসনকর্তার পদ হইতে অপসারণ করেন। আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) ইহার কোন প্রকার বিরোধিতা না করিয়া নীরবে এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লন এবং নিভৃত জীবন যাপন করিতে থাকেন (বালাযু'রী আনসাবু'ল-আশরাফ প্রভৃতি)।

'আলী (রা) ইরাকে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অপরদিকে ত'ালহা' (রা) যুবায়র (রা) ও 'আইশা (রা)-ও সেখানে গিয়া হাযির হন। উভয় ফৌজ পরস্পরের মুকাবিলা হইতেই নেতৃস্থানীয় বহু মুসলমান এই গৃহযুদ্ধ যাহাতে সংঘটিত না হয় এজন্য প্রচেষ্টা চালান। আসল ব্যাপার এই যে, উভয় পক্ষের ভিতরেই প্রচুর ভুল বোঝাবুঝি বিদ্যমান ছিল। 'আলী (রা) মনে করিতেছিলেন যে, 'আইশা (রা) ও ত'ালহা' (রা) ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার বিরোধী। অন্যদিকে অপর পক্ষের বিশ্বাস ছিল, 'উছমান (রা)-এর শাহাদাতের পশ্চাতে 'আলী (রা)-এর হাত রহিয়াছে যে কারণে তিনি এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দিতে গড়িমসি করিতেছেন, আর এই হত্যাকারীরা 'আলী (রা)-এর ফৌজে অবস্থান করিতেছে। অবশ্য কোন এক নিরপেক্ষ ব্যক্তির আগমন হইলে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরাজিত ভুল বোঝাবুঝির অবসান হইত এবং পারস্পরিক সন্ধি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হইত (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া, ৭খ., ২৩৭: আত-তাবারী প্রভৃতি)। ইহাতে ইব্‌ন সাবা ও তাহার সঙ্গী-সাথীরা খুব ঘাবড়াইয়া যায় এই ভাবিয়া যে, এইবার তাহাদের আর রেহাই নাই। রাত্রি হইলে এই দলটি 'আইশা (রা)-এর ছাউনির দিক হইতে অগ্রসর হইয়া 'আলী (রা)-এর অসতর্ক ও নিদ্রিত ফৌজের উপর আক্রমণ করিয়া বসে। স্বাভাবিকভাবেই 'আলী (রা) এই ধারণা করিয়া বসিলেন যে, ত'ালহা' (রা) প্রমুখরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। ইহার মুকাবিলার জন্য তিনি পাল্টা আক্রমণ করিতেই 'আইশা (রা) ও তালহা' (রা)-ও অনুরূপ ধারণা করিয়া বসিলেন এবং দুই পক্ষে যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। 'আইশা (রা) একটি উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে যোগ দেন। এইজন্যই ইতিহাসে এই যুদ্ধ উষ্ট্রের যুদ্ধ (দ্র.) নামে পরিচিত হয়। দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া লড়াই চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে ত'ালহা' ও যুবায়র (রা)-এর নিকট 'আলী (রা) পয়গাম পাঠাইলেন। এই পয়গাম পাইয়া তাঁহারা এতটা প্রভাবিত হন যে, তাঁহারা যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করেন। কিন্তু বিরোধীদের কোন লোক না জানিয়া পথিমধ্যেই তাঁহাদের উভয়কে হত্যা করিয়া বসে। তাঁহারা শহীদ হইয়া গেলে 'আলী (রা)-এর বিরোধী পক্ষ দুর্বল হইয়া পড়িল। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও 'আইশা (রা)-এর সঙ্গিগণ অত্যন্ত বীরত্বের পরিচয় দেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহারা পরাজিত হন। এক বর্ণনামতে এই যুদ্ধে ১৩ হাজার লোক নিহত হয়। কেবল আয্‌দ গোত্রেরই চার হাজার লোক নিহত হয় (মাস'ঊদী, আত-তানবীহ)।

'আলী (রা) যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ী হইয়াও ইসলামী উদারতা ও সৌজন্যবোধের পরিচয় দিয়াছিলেন। পলায়নপর সৈন্যদেরকে পশ্চাদ্ধাবন এবং আহত সৈন্যগণকে হত্যা করিতে তিনি নিষেধ করেন। যুদ্ধশেষে তিনি তাঁহার পক্ষের লোকজনকে নিষেধ করিয়া দেন, তাহারা যেন পলায়নপর সৈন্যদেরকে পশ্চাতে তাড়া না করে, আহতকে তীর কিংবা তলোয়ারের লক্ষ্য না বানায় এবং লুটপাটের উদ্দেশে কাহারও গৃহে না ঢোকে। ইহার পর নিহতদের মধ্য হইতে হযরত 'আইশা সি'দ্দীকা' (রা)-এর হাওদা বাহির করা হইল এবং পূর্ণ হিফাজতের সাথে তাঁহাকে বসরায় 'আবদুল্লাহ ইবনু'ল-খালাফ আল-খুযা'ঈর গৃহে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল।

'আলী (রা) তিনদিন পর্যন্ত বসরার বহির্ভাগে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করেন এবং 'আইশা (রা)-এর পক্ষের লোকদের ('আস'-হা'বুল-জামাল) যেসব রসদসম্ভার ও উপকরণ হস্তগত হইয়াছিল তিনি সেসব একত্র করিয়া বসরার জামে' মসজিদে রাখিয়া দেন। পরে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া বাকী সব কিছুই উহার মালিকদেরকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় (আল-বিদায়া ওয়া'ন নিহায়া, ৭খ., ২৪৪-৪৫)।

'আলী (রা) পরে 'আইশা (রা)-কে পূর্ণ সম্মান ও শ্রদ্ধার সংগে তাঁহার ভ্রাতা 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন আবী বাক্‌র (রা) ও অপরাপর বিশ্বস্ত লোকের হেফাজতে মদীনায় পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। 'আইশা সি'দ্দীকা' (রা) প্রথমে মক্কা মুকাররামা যান এবং হজ্জ পালনের পর মদীনা গমন করেন। উম্মু'ল-মু'মিনীনকে বিদায় জানাইতে 'আলী (রা) বহুদূর পর্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহার পুত্র হা'সান (রা) পিতার অনুসরণে সারা দিন 'আইশা সি'দ্দীকা (রা)-র অনুগমন করেন। 'আলী (রা)-র এই সৌজন্য ও ব্যবহারের গভীর প্রভাব পড়ে আইশা (রা)-র উপর। আর এইভাবে এই দুই ব্যক্তিত্বের পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে (আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ৭খ, ২৪৬-৪৭)।

এই প্রথম বিজয়ে মর্যাদার দিক দিয়া 'আলী (রা)-র অবস্থান যথেষ্ট সুদৃঢ় হয় এবং মক্কা, মদীনা ও ইরাক ছাড়াও খুরাসান, আযারবায়জান, বিলাদু'ল-জাবাল (কো'হিস্তান-পার্বত্য শহর বা পার্বত্য ভূমি), য়ামান ও মিসরও তাঁহার আনুগত্য মানিয়া লয়।

উষ্ট্রযুদ্ধে 'আলী (রা)-এর সেনাবাহিনীকে গা'নীমা (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) লাভ করিতে দেওয়া হয় নাই। এই কারণে ইহার বিনিময়ে 'আলী (রা) বায়তুল-মাল হইতে বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে পাঁচ শত দিরহাম পুরস্কার প্রদান করেন।

এই যুদ্ধের ঝামেলা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি দামিশ্‌কের আমীর মু'আবি'য়া (রা)-র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ প্রদান করিলেন। প্রথমত তিনি হযরত জারীর (রা) ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্‌র মাধ্যমে বায়'আত গ্রহণের দা'ওয়াত দিয়া হযরত মু'আবি'য়া (রা)-কে একটি পত্র পাঠান। আমীর মু'আবি'য়া (রা) বায়'আতের পূর্বেই হযরত 'উছমান (রা)-এর হত্যাকারীদের শাস্তির

(কি'স'াস') দাবি করেন। এই ক্ষেত্রে 'আলী (রা) কতগুলি বাস্তব অসুবিধার মধ্যে ছিলেন, যে কারণে তাৎক্ষণিক কোন পদক্ষেপ গ্রহণে তিনি সক্ষম ছিলেন না। 'আলী (রা) চাহিতেছিলেন যে, তিনি তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে উত্থিত বিদ্রোহকে প্রথমে খতম করিয়া আপন ক্ষমতা সুসংহত করিবেন এবং পরে হযরত 'উছ'মান (রা)-এর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিপক্ষ, যাহাদের অধিকাংশই ছিল বানূ উমায়্যা, তাৎক্ষণিক শাস্তি প্রদানের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিল। এমতাবস্থায় হাঙ্গামাবাজ লোকেরা ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। তাহারা একদিকে হযরত 'আলী (রা)-র মনে এই বিশ্বাস জন্মায় যে, আমীর মু'আবি'য়া (রা) ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে তাঁহার বিরোধিতায় নামিয়াছেন। অপরদিকে তাহারা আমীর মু'আবি'য়া (রা)-এর মনে দৃঢ় প্রতীতি সৃষ্টি করে যে, হযরত 'উছমান (রা)-এর হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদানে 'আলী (রা)-র দীর্ঘসূত্রিতা নিরর্থক নয়। এই ভুল বোঝাবুঝি উভয়ের মধ্যকার মতবিরোধকে বিস্তৃত ও ও গভীরতর করিয়া দেয় এবং পরিণামে সি'ফফীন যুদ্ধ (দ্র.) অনিবার্য হইয়া উঠে (দ্র. আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ৭খ., ৫৫৩-৫৬)। এইভাবে সমস্যাটির কোন সমাধান পরিদৃষ্ট না হওয়ায় হযরত 'আলী (রা) সমর প্রস্তুতি শুরু করেন এবং এক বিশাল সেনাবাহিনীসহ সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। এক বর্ণনায় জানা যায়, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৮০ জন এবং বায়'আতে রিদ'ওয়ান-এ অংশ গ্রহণকারী ১৫০ জন স'াহাবী এই বাহিনীতে শরীক ছিলেন। আমীর মু'আবি'য়া (রা) ইহা অবগত হইয়া তিনিও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং ফুরাত উপকূলে সিফ্ফীন নামক স্থানে ছাউনি ফেলেন। হযরত 'আলী (রা)-র ফৌজও এখানে আসিয়া শিবির স্থাপন করে এবং এইখানেই ইতিহাস খ্যাত সিফ্ফীন যুদ্ধ সংঘটিত হয় (পৃ. গ্র.)।

উভয় ফৌজই অগ্রসর হইতে থাকে। হযরত 'আলী (রা)-এর নব্বই হাযার এবং হযরত মু'আবি'য়া (রা)-এর এক লক্ষ বিশ হাযার সৈন্য সি'ফ্ফীন প্রান্তরে তিন মাস বিশ দিন পর্যন্ত পরস্পরের মুখামুখি ছাউনি ফেলিয়া অবস্থান করে। ইতোমধ্যে উভয়ের মধ্যে দৌত্য বিনিময় চলিতে থাকে। তবে উভয় পক্ষের ক'ারীগণ এই সংঘর্ষ বন্ধ করিবার প্রয়াস চালাইতে থাকেন। তাঁহারা কু'রআন মাজীদ হস্তে উভয় ফৌজের মধ্যবর্তী স্থানে বসিতেন। ফলে কাহারও সাহস হইত না যে, কু'রআন মাজীদ পাঠরত এই ক'ারীগণকে পদদলিত করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হয়।

এই সময় খুরাসান ও তুর্কিস্তান বাহ্যত শান্তিপূর্ণ ছিল এবং বহিরাক্রমণের আশংকা হইতে মিসরও মুক্ত ছিল। মুসলমানদের এই সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধের সুযোগে রোমক সম্রাট কন্স্টান্টাইন আপন মতলব হাসিলের জন্য সচেষ্ট হন এবং হযরত 'আলী (রা)-এর অধীনস্থ এলাকাসমূহের উপর হামলা পরিচালনার কৌশল উদ্ভাবন করিতে থাকেন। তিনি তাঁহার প্রাক্তন প্রজাবর্গকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্ররোচনা দান করেন। হযরত মু'আবি'য়া (রা)-এর শাসন ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট সিরিয়ার খৃস্টানগণ দ্বিতীয়বার ধর্মীয় পক্ষপাতদুষ্ট বায়যান্টাইন শাসনের জোয়াল কাঁধে উঠাইতে আদৌ ইচ্ছুক ছিল না (ইতিহাসের পাতায় ইহার বহু নজীর মিলিবে যে, ভিন্ন মতাবলম্বী খৃস্টান উপদলের মুকা'বিলায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহারা মুসলিম শাসনের অধীনে বসবাস করাকে অগ্রাধিকার প্রদান করিয়াছেন, এমনকি ক্রুসেড যুদ্ধের আমলেও ইহার ব্যত্যয় ঘটে নাই)। মু'আবি'য়া (রা) এই সময় অত্যন্ত দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দান করেন। একদিকে তিনি কন্স্টান্টাইনকে পত্র লিখিলেন, তিনি যদি হামলা করিবার দুঃসাহস করেন তাহা হইলে তিনি নিজে হযরত 'আলী (রা)-এর সংগে সন্ধি করিবেন এবং হযরত 'আলী (রা)-এর ফৌজের সম্মুখ ভাগে থাকিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন (আল-ওয়াছ'াইকু'স-সিয়াসিয়্যা, সংখ্যা ৩৭৩)। এই সংগে তিনি এই প্রস্তাবও দেন যে, যদি সম্রাট নীরব ভূমিকা গ্রহণ করেন, তিনি তাহাকে সংগত পরিমাণ অর্থ রাজস্ব হিসাবে প্রদান করিবেন। তাঁহার এই নরম-গরম ভূমিকা খুবই কার্যকর হয়।

সি'ফ্ফীন যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সুস্পষ্ট প্রাধান্য লাভের মাধ্যমে বিজয় যখন আসন্ন এবং 'আলী (রা)-র সুনিশ্চিত বিজয়ে যখন যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিতে যাইতেছে ঠিক সেই মুহূর্তে অবধারিত পরাজয়ের গ্লানি হইতে বাঁচিবার জন্য মু'আবি'য়া (রা) একটি কৌশল উদ্ভাবন করেন। তাহার সৈন্যরা কু'রআন মাজীদের পাঁচ শত কপি সৈনিকদের বর্শার (নেযার) অগ্রভাগে বাঁধিয়া উচ্চে তুলিয়া ধরে এবং দামিশ্কে হযরত 'উছ'মান (রা) প্রেরিত কু'রআনুল-কারীমের কপি, যাহা আকারে এত বড় ছিল যে, পাঁচটি নেযার অগ্রভাগে বাঁধিয়া পাঁচজন সৈনিক উহা উঁচাইয়া ধরে এবং দাবি জানায়, আসুন, আমরা উভয় পক্ষ কু'রআন মাফিক আমল করি। এই কৌশল ফলপ্রসূ হইল।

কিন্তু অগ্রগামী বাহিনীর অধিনায়ক মালিক ইব্নু'ল-আশতারকে এই কৌশলে থামাইতে ব্যর্থ হইয়া তাহারা সরাসরি হযরত 'আলী (রা)-এর সমীপে হাযির হন এবং হযরত 'আলী (রা)-র উপর তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে চাপ দেয়। হযরত 'আলী (রা)-র সেনাবাহিনীর ভিতর বিরাজিত উৎসাহ-উদ্দীপনার আসল উৎস ছিল য়ামান-এর ক'ারী ও খারিজীগণ এবং তাহাদের বীরত্বেই হযরত 'আলী (রা)-র বিজয় আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণে তাহাদের দাবি উপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি তাহাদেরকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। ইহাতেও ব্যর্থ হইয়া তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মালিক ইবনু'ল-আশতারকে অস্ত্র সংবরণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে নির্দেশ দেন। আশ'আছ' ইব্ন কায়স কিন্দী (দ্র. ইব্ন হ'াবীব, কিতাবু'ল-মুহ'াব্বার, ২৪৫ পৃ.) পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া এবং উভয় পক্ষের মধ্যবর্তী তৃতীয় পক্ষ হিসাবে সন্ধি করাইয়া দেন। সন্ধির প্রস্তাবনা ছিল এইরূপ যে, উভয় পক্ষ একজন করিয়া সালিশ নিযুক্ত করিবেন এবং উভয় সালিশ আলাপ-আলোচনান্তে কু'রআনের বিধান মুতাবিক ফায়সালা প্রদান করিবেন। অংগীকারনামার খসড়া প্রণয়নের পর উভয় পক্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ ইহাতে দস্তখত করেন। আশ'আছ নিজে হযরত 'আলী (রা)-এর পক্ষে দস্তখত করেন। অঙ্গীকারনামার বিষয়বস্তু আমরা এখানে পুরোপুরি তুলিয়া ধরিতেছি (দ্র. মূল পাঠ, আল- ওয়াছাইকু'স-সিয়াসিয়া, সংখ্যা ৩৭৩)। বিভিন্ন বর্ণনায় মূল পাঠে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এখানে আমরা দীনাওয়ারী লিখিত আল- আখ্বারু'ত'-তি'ওয়াল হইতে প্রাচীনতম পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

(১) হযরত 'আলী (রা) ইব্ন আবী ত'ালিব এবং হযরত মু'আবি'য়া ইব্ন আবী সুফয়ান (রা) এবং তাঁহাদের সমভাবাপন্ন লোকজন পরস্পর গৃহীত বিষয়বস্তুর অধীনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, প্রদত্ত ফায়সালা আল্লাহ্র কিতাব (আল-কু'রআন) এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জীবনাদর্শ (সুন্নাহ) মুতাবিক হইবে।

(২) হযরত 'আলী (র)-এর ফয়সালা উপস্থিত ও অনুপস্থিত সমগ্র ইরাকবাসীর উপর বাধ্যতামূলক হইবে এবং হযরত মু'আবি'য়া (রা)-এর

ফায়সালা উপস্থিত ও অনুপস্থিত সমগ্র সিরিয়াবাসীর উপর বাধ্যতামূলক হইবে।

(৩) আমরা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, কু'রআন শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত যে বিধান প্রদান করিবে তাহার উপর আমল করা হইবে। কু'রআন যাহা পুনরুজ্জীবিত করিবে আমরা তাহার পুনরুজ্জীবন ঘটাইব এবং উহা যাহা ধ্বংস করিবে আমরাও তাহা ধ্বংস করিব। এই শর্তের উপর আমরা পরস্পর ফায়সালা করিয়াছি এবং পারস্পরিক সম্মতি প্রদান করিয়াছি।

(৪) হযরত 'আলী ও তাঁহার সমর্থকগণ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ক'ায়স [আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)]-কে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্তির ব্যাপারে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন এবং হযরত মু'আবি'য়া (রা) ও তাঁহার সমর্থকগণ হযরত 'আমর (রা) ইব্নু'ল-'আস'কে সালিশ মনোনীত করিয়াছেন।

(৫) হযরত 'আলী (রা) ও হযরত মু'আবি'য়া (রা) উভয়ই আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) ও 'আমর (রা) ইব্নু'ল-'আস'-এর নিকট হইতে আল্লাহ্র অংগীকার, প্রতিশ্রুতি ও যিম্মা এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর এই যিম্মা লইয়াছেন যে, তাঁহারা কু'রআন মাজীদকে তাঁহাদের ইমাম গণ্য করিবেন এবং উহাতে লিখিত বিধানাবলী পরিত্যাগ করিয়া অন্য কিছুর শরণাপন্ন হইবেন না। কু'রআন মাজীদে কোন নির্দেশ পাওয়া না গেলে কেবল সেই ক্ষেত্রেই তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর সম্মিলিত সুন্নাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কখনও উহার অন্যথা করিবেন না এবং সেখানে সন্দেহযুক্ত কোন বস্তু অনুসন্ধান করিবেন না।

(৬) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) ও 'আমর (রা) ইব্নু'ল-'আস' হযরত 'আলী (রা) ও হযরত মু'আবি'য়া (রা) হইতে আল্লাহ্র এই অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি লইয়াছেন যে, তাঁহারা দুইজন আল্লাহ্র কিতাব এবং সুন্নতে নাবাবী (এর ভিতর বিদ্যমান বিধানাবলী)-র আলোকে যে ফায়সালা প্রদান করিবেন, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিবেন এবং উহা অমান্য করিবার ও উহার বিরোধী ও পরিপন্থী কোন কিছুর শরণাপন্ন হইবার কোন অধিকার তাঁহাদের থাকিবে না।

(৭) সালিশী ও মধ্যস্থতার ব্যাপারে মধ্যস্থতাকারী উভয়েরই জান-মাল ও শারীরিক নিরাপত্তা এবং তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি ও বংশধরদের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকিবে। ইঁহাদের কেহই সত্য কথনে বিরত হইবেন না, তাহা কাহারও মনঃপূত হউক বা না হউক। সমগ্র উম্মাহ কিতাবুল্লাহ বর্ণিত এবং তদনুযায়ী প্রদত্ত ইহাদের ফায়সালার ব্যাপারে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

(৮) যদি দুইজন মধ্যস্থতাকারীর কেহ ফায়সালার ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বেই মারা যান তবে মৃত ব্যক্তির দল ও সহযোগীরা তাহার স্থলে অন্য কোন সজ্জন ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিবেন। সেক্ষেত্রে নূতন মনোনীত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সেই একই রূপ অংগীকার ও প্রতিশ্রুতির আনুগত্য বাধ্যতামূলক হইবে, যেমনটি মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ছিল।

(৯) আর যদি মধ্যস্থতা সম্পর্কিত অংগীকারনামায় বর্ণিত সময়সীমার ভিতর উভয় নেতা (হযরত 'আলী ও আমীর মু'আবি'য়া)-র মধ্যে কেহ ইনতিকাল করেন তবে তাঁহার ভাবাপন্ন ও সমবিশ্বাসী সমর্থকগণ তাঁহার স্থলে এমন কাহাকেও মনোনয়ন দান করিবেন যাঁহার সততা ও ন্যায়পরায়ণতার উপর তাঁহাদের আস্থা রহিয়াছে।

(১০) এখন হইতে উভয় পক্ষের উপর এই আলাপ-আলোচনা ও যুদ্ধ বিরতির সিদ্ধান্ত কার্যকর হইতেছে।

(১১) এই সিদ্ধান্তে সেই সব বিষয়বস্তু বাধ্যতামূলক হইয়াছে—যেই সব বিষয় আমরা চুক্তিতে উল্লেখ করিয়াছি–আর তাহা এই যে, দুই নেতা, দুইজন মধ্যস্থতাকারী এবং দুই পক্ষের উপর আরোপিত শর্তাবলী। আল্লাহ্ পাক সর্বাপেক্ষা নিকট সাক্ষী এবং তাঁহার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আর যদি দুই মধ্যস্থতাকারী ইহার পরিপন্থী কিছু করেন কিংবা সীমা অতিক্রম করেন তবে সেক্ষেত্রে গোটা উম্মাহ তাঁহাদের ফায়সালা হইতে নিজদেরকে মুক্ত গণ্য করিবে। অতঃপর তাহাদের জন্য কোন প্রকার (হিফাজতের) প্রতিশ্রুতি কিংবা দায়িত্বই আর বলবৎ থাকিবে না।

(১২) সময়সীমা শেষ হওয়া পর্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকের জীবন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা প্রদান করা হইবে, অস্ত্রবিরতি করা হইবে এবং চলাচলের রাস্তা ও পথ-ঘাট নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ থাকিবে। উভয় পক্ষের অনুপস্থিত লোকেরা সেই একই অধিকার ভোগ করিবে যেই অধিকার উপস্থিত লোকেরা ভোগ করিবে।

(১৩) উভয় মধ্যস্থতাকারীর এই অধিকার থাকিবে যে, তাঁহারা এমন স্থানে অবস্থান করিবেন যাহা ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে এবং সমদূরত্বে অবস্থিত হইবে।

(১৪) উভয়ের পসন্দনীয় লোক ভিন্ন অপর কেহ তাহাদের নিকট গমনাগমন করিতে পারিবে না।

(১৫) ফায়সালা প্রদানের সময়সীমা রামাদা'ন মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত। অবশ্য উভয় মধ্যস্থতাকারী ইচ্ছা করিলে ইহার পূর্বে কিংবা ঘোষিত সময়সীমার শেষ মুহূর্তের পরেও তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে পারিবেন।

অবশ্য জাহি'জ ও বালাযু'রীর মতে 'ঘোষিত সময়সীমার শেষ মুহূর্তের কথাটির পর যদি বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করেন তবে বিলম্ব করিতে পারিবেন'-এর পরিবর্তে 'বিলম্ব করিতে চাহিলে উভয় মধ্যস্থতাকারী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিলম্ব করিতে পারিবেন' কথাটির উল্লেখ রহিয়াছে। বাহ্যত ইহাই শুদ্ধ বলিয়া মনে হয়; কেননা মধ্যস্থতায় প্রায় দেড় বৎসর লাগিয়াছিল।

(১৬) যদি সময়সীমার শেষ অবধিও এই দুই মধ্যস্থতাকারী আল্লাহ্র কিতাব এবং সুন্নাতে নাবাবী উল্লিখিত বিধি মুতাবিক ফায়সালা না করিতে পারেন তবে উভয় পক্ষ তাহাদের সাবেক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিবেন।

(১৭) সমগ্র উম্মাহ এই ব্যাপারে আল্লাহ্র সংগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, যে ব্যক্তি এক্ষেত্রে ইলহা'দ, জুলুম, পরস্পরের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াইবে তাহার বিরুদ্ধে একজোট হইয়া তাহারা মুকাবিলা করিবে।

মূল পাঠে তারিখের কোন উল্লেখ নাই। বলা হইয়া থাকে, ইহা ৩৭ হিজরীর ১৭ সা'ফার তারিখে লিখিত হইয়াছিল। হযরত 'আলী (রা) চাহিতেছিলেন তাঁহার পক্ষ হইতে তাঁহার পিতৃব্য পুত্র 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) কিংবা মালিক ইব্নু'ল-আশতারকে প্রতিনিধি মনোনীত করা হউক। কিন্তু লোকে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলে, ইব্ন 'আব্বাস (রা) নিরপেক্ষ থাকিতে পারিবেন না, অপরপক্ষে মালিকই সকল অনর্থের মূল। তাহারা হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)-এর ন্যায় একজন ধর্মপ্রাণ মুত্তাকী লোককে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। বাধ্য হইয়া হযরত 'আলী (রা)-কে ইহাই মানিয়া লইতে হয়। ইহা তো সুস্পষ্ট

যে, কু'রআন মাজীদ ভবিষ্যদ্বাণীর কোন গ্রন্থ নহে যাহাতে ইহার ভিতর হযরত 'আলী (রা) ও তাঁহার বিরোধীদের কিংবা এই গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য মিলিবে। তবে হত্যাকারীর নিকট হইতে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণের বদলা (কি'স'াস) গ্রহণের অধিকার সম্পর্কে ইহার বক্তব্য আছে। কিন্তু হযরত 'উছ'মান (রা)-এর হত্যাকারিগণের সহিত কিরূপ আচরণ করা হইবে ইহা বিবাদের বিষয় ছিল না। রক্তের বদলা গ্রহণের ব্যাপারে উভয় পক্ষই একমত ছিলেন। কিন্তু মূল সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল— আসলে হযরত 'আলী (রা)-ই খিলাফাতের বেশী হকদার, না হযরত মু'আবি'য়া (রা)। ফলে এই প্রশ্নে কু'রআন ও হাদীছের আলোকে ইজতিহাদ ও ইস্তিম্বাত'-এর প্রয়োজন দেখা দেয়। কেননা তৃতীয় খলীফা হযরত 'উছ'মান (রা) কাহাকেও তাঁহার উত্তরাধিকার কিংবা স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করিয়া যান নাই। অতএব প্রশ্ন দাঁড়াইল, নূতন খলীফা কিভাবে নির্বাচিত হইবেন?

উভয় মধ্যস্থতাকারীর একত্র হইবার স্থান সম্পর্কে আযরুহ' এবং দূমাতু'ল-জান্দাল-এর উল্লেখ দেখা যায়। ইহার কারণ সম্পর্কে আল-বালাযু'রী (আনসাব, ইস্তাম্বুলে রক্ষিত পাণ্ডু., ১খ., ৩৮৪) বলেন, উভয় মধ্যস্থতাকারী প্রথমে তাদমুর নামক স্থানে এক মাসকাল অবস্থান করেন। পারস্পরিক আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব আমীরকে আলোচনার লিখিত বিবরণ পাঠাইয়া উহার জওয়াবও নিতে থাকেন। অতঃপর তাদমুর হইতে দূমাতু'ল-জান্দালে গিয়া সেখানেও এক মাস অবস্থান করেন। পরে সেখান হইতে তাহারা আয'রুহ' চলিয়া যান।

আল-মাস'উদী (মুরূজু'য'-য'াহাব) ইহার আরও কিছুটা বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, যাহা বিশুদ্ধ কল্পকাহিনী বলিয়াই মনে হয়।

আল-বালাযু'রী প্রমুখের নিকট হইতে পরিষ্কার বিবরণ মিলে যে, মধ্যস্থতাকারিগণ হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা), হযরত সা'দ (রা) ইব্ন আবী ওয়াক্'কাস' (রা) প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সা'হাবীদের নিকট আবেদন জানান তাঁহারা যেন কষ্ট স্বীকারপূর্বক তাহাদের সঙ্গে মিলিত হন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করেন। ইহা সুস্পষ্ট যে, মধ্যস্থতাকারীদের প্রাথমিক সাক্ষাতের পরই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হইয়া থাকিবে এবং ইহাতে সময়ও লাগিয়া থাকিবে যাহাতে দাওয়াতনামা পৌঁছাইতে পারে এবং দাওয়াতপ্রাপ্ত এই সমস্ত সা'হাবী (সম্ভবত মক্কা কিংবা মদীনা হইতে) 'আরবের উত্তর প্রান্তে পৌঁছিতে পারেন।

আল-মাস'উদী (মুরূজু'য'-য'াহাব) হইতে এমন কতকগুলি ঘটনা ও বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় যাহা অন্যের নিকট পাওয়া যায় না এবং উহা যে কত দূর সত্য এ বিষয়ে কিছু বলাও বেশ কঠিন। মোটকথা, যখন প্রথমবার দুইজন মধ্যস্থতাকারী মিলিত হন তখন হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) দীর্ঘ এক বক্তৃতা করেন এবং ইসলামের বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন, ওহে 'আমর! আইস, আমরা এমন কাজ করি যাহাতে আল্লাহ্ মুসলমানদের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার করেন এবং তাহাদের অভ্যন্তরীণ বিবাহ-বিসম্বাদ দূরীভূত করিয়া দেন। উত্তরে হযরত 'আমর (রা) ইব্নু'ল-'আস' বলিলেন, কথা তো ঠিকই বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা যাহাতে ভুলিয়া না যাই সেইজন্য আমাদের স্থিরীকৃত প্রতিটি বিষয় লিখিয়া রাখাই সমীচীন হইবে। অতঃপর তিনি তাঁহার সচিবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, তোমাকে যাহা বলা হইবে তাহাতে যদি আমরা একমত হই তবেই তুমি উহা লিখিবে, অন্যথায় লিখিবে না। অতঃপর তিনি আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) এবং 'আমর (রা) ইব্নু'ল-'আস'-এর সম্মিলিত সিদ্ধান্ত লিখাইতে শুরু করেন। প্রারম্ভে হ'াম্দ ও স'ালাতের পর খলীফা হিসাবে হযরত আবূ বাক্র (রা) ও হযরত 'উমার (রা)-এর যথার্থতা ও সর্বোত্তম মর্যাদা বর্ণনা করা হয়। পর সমাচার এই যে, হযরত 'উছমান (রা) গোটা উম্মাহ্র সামগ্রিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে এবং রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর স'াহ'াবা-ই-কিরামের পরামর্শের আলোকে খলীফা নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন দীনদার ও মু'মিন। অন্যায়ভাবে তাঁহাকে হত্যা করা হয় এবং নিকটতম অভিভাবক হিসাবে হযরত মু'আবি'য়া (রা) তাঁহার রক্তের বদলা দাবি করিতে পারেন।

অতঃপর হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, হযরত 'আলী (রা)-কে সিরিয়াবাসী এবং আমীর মু'আবি'য়া (রা)-কে ইরাকবাসিগণ পসন্দ করেন না। সেহেতু উভয়কে অপসারণ করত কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচন করা হউক। তিনি হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা)-এর নাম প্রস্তাব করেন এবং হযরত 'আমর (রা) ইব্নু'ল-'আস' আপন পুত্র হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) ইব্নুল-'আস'-এর নাম প্রস্তাব করেন। হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আম্র (রা)-ও যোগ্য প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে ঠেলিয়া দিয়া তুমিই তাহাকে কলংকিত করিয়াছ (সম্ভবত ইহার পর 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) প্রমুখকে এই পরামর্শের জন্য ডাকিয়া পাঠান হয় যে, হযরত 'আলী (রা) ও আমীর মু'আবি'য়া (রা)-এর স্থানে কাহাকে নির্বাচিত করা যায়। এ সম্পর্কে দারুকু'ত'নীর রিওয়ায়াতও দেখা যাইতে পারে (যাহা ইবনুল-'আরাবী আল-'আওয়াসি'ম নামক গ্রন্থের ১২৮—২৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন)।

আল-বালাযু'রীর (আনসাব, পাণ্ডু.) মতে হযরত 'আমর (রা) ইবনু'ল-আস' হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা)-কে বলিলেন, আমি যদি তোমাকে খলীফা বানাই তাহা হইলে তুমি কি আমাকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করিবে? প্রত্যুত্তরে তিনি বলে,ঃ কখনও নয়। আল-বালাযু'রী আবূ খায়ছ'মার বরাতে এই জাতীয় একাধিক ভিত্তিহীন কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন।

যাহা হউক, এভাবেই দুই মধ্যস্থতাকারীর মধ্যে মাসের পর মাস জটিল রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) এবং হযরত 'আমর (রা) ইব্নু'ল-'আস' এই কথার উপর মতৈক্যে উপনীত হন যে, হযরত মু'আবি'য়া (রা) ও হযরত 'আলী (রা) দুইজনকেই অপসারণ করিয়া কাহাকেও অবাধ ও স্বাধীনভাবে নির্বাচিত করা হউক। কিন্তু ইহা সম্ভব ছিল না। কেননা ইহাতে রাজনৈতিক শূন্যতা দেখা দিত এবং উভয় পক্ষের ফৌজের উপস্থিতিতে স্বাধীন, মুক্ত ও অবাধ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারিত না। কারণ হযরত 'আলী (রা) ও আমীর মু'আবি'য়া (রা) স্ব স্ব খিলাফাতের স্বীকৃতি আদায় করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। একমাত্র সমাধান ছিল এই যে, কোন একটি নামের উপর উভয় মধ্যস্থতাকারী ঐকমত্যে উপনীত হইবেন, অথচ ইহা হইতেছিল না। হযরত 'আম্র (রা) ইব্নু'ল-'আস' ইহাও অনুভব করিয়া থাকিবেন যে, যদি তাঁহার পুত্র খলীফা নির্বাচিত না হন, তাহা হইলে কেবল হযরত মু'আবি'য়া (রা)-র অপসারণ এবং রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি করিবার পর তাঁহার নিজের ভবিষ্যতও অনিশ্চিত হইয়া পড়িবে। অতএব তিনি যদি প্রথমেই হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-র প্রস্তাব মানিয়া লইয়াও থাকেন, তবুও গভীর

চিন্তা-ভাবনা করিবার পর তিনি স্বীয় মতামত পরিবর্তন করিয়া থাকিবেন এবং ইহাও সম্ভব যে, তাঁহার সম্পর্কে হযরত আবূ মূসা (রা)-র ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হইয়া থাকিব।

মধ্যস্থতা সম্পর্কিত ফায়সালা ঘোষণার জন্য উভয় পক্ষের প্রতিনিধি মিলিত হন। প্রথমে হযরত আবূ মূসা (রা) উঠিয়া বলেন, উম্মাহ-র মধ্যে পুনরায় ঐক্য সৃষ্টির জন্য সর্বোত্তম পন্থা হইতেছে বর্তমান দুইজন প্রার্থীকেই অপসারণ পূর্বক কোন তৃতীয় ব্যক্তির নির্বাচন। অতঃপর হযরত 'আমর (রা) ইবনু'ল-'আস' বলেন, আবূ মূসা (রা) কেবল তাহার মুওয়াক্কিল (মক্কেল)-কে অপসারণের অধিকার রাখেন এবং আমি উহা যথার্থ মনে করি। আমি রহিলাম! আমি আমার মুওয়াক্কিলকে অপসারণের পরিবর্তে তাঁহাকেই স্বপদে বহাল রাখিতেছি।

হযরত 'আলী (রা) ও হযরত আমীর মু'আবি'য়া (রা)-র মধ্যে এই মর্মে চুক্তি হইয়াছিল যে, এই মধ্যস্থতা ঐকমত্যের ভিত্তিতে হইবে এবং শুধু ঐকমত্যের ক্ষেত্রেই আনুগত্য ও অনুসরণ বাধ্যতামূলক হইবে। কিন্তু তাহা না হওয়ায় এবং উহাতে দ্বিমত দেখা দেওয়ায় চুক্তিপত্র মূল্যহীন ও অসার কাগজে পরিণত হয়। ফলে উহার কার্যকারিতা হারাইয়া যায়। চুক্তিপত্রের ১৬ নং ধারায় এ সম্পর্কে বক্তব্য পরিষ্কার। ইহাতে হযরত 'আলী (রা)-এর কোনই ক্ষতি হয় নাই। ফলে সাবেক অবস্থার পুনরাবর্তন ঘটে।

ইহা স্পষ্ট যে, মধ্যস্থতা সম্পর্কিত ঘোষণার পর হযরত আবূ মূসা (রা) রাজনীতি হইতে সরিয়া গিয়া নির্জনতা অবলম্বন করেন। হযরত মু'আবি'য়া (রা)-র অবস্থান পূর্বের তুলনায় উত্তম ও সুদৃঢ় হইয়া যায়। সালিশী ঘোষণায় তিনি নৈতিকভাবে শক্তিশালী হউন কিংবা না হউন, একথা সত্য যে, সিফ্ফীন যুদ্ধের পর তিনি যে অবকাশ পাইলেন, তাহাতে তাঁহার সামরিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থানে উন্নীত হইল। এই সময় হযরত 'আলী (রা)-র সমর্থকদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। খারিজীরা এই নাযুক মুহূর্তে ঐক্য ও সহযোগিতার পরিবর্তে এমন একটি বিতর্ক উত্থাপন করে যাহা জ্ঞান-বুদ্ধির বিচারে কিংবা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ—কোন দিক হইতেই যুক্তিসংগত ছিল না। সিফ্ফীন প্রান্তরে সালিশী ঘোষণা শ্রবণের পরই কতিপয় লোক বলিতে থাকে, 'লা হু'কমা ইল্লাল্লাহ্' অর্থাৎ 'আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও হুকুম কিংবা মধ্যস্থতা আমরা মানি না।' যাহারা ইহার খেলাফ কিংবা বিরোধিতা করিবে তাহারা কাফির। অতঃপর ইহারা হযরত 'আলী (রা)-র সৈন্যদল হইতে বাহির হইয়া যায় এবং সর্বত্র অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহাদের কয়েকটি উপদলকে হযরত 'আলী (রা) ছত্রভংগ করিয়া দিলে শেষ পর্যন্ত তাহারা নাহ্রাওয়ান নামক স্থানে গিয়া জমায়েত হয়।

এ সময় হযরত 'আলী (রা)-র শাসন ব্যবস্থার মধ্যেও যে দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে তাহা পরিমাপ করা যায়। খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত বসরার গভর্নর বায়তু'ল-মাল হইতে ষাট লক্ষ দিরহাম জোরপূর্বক আত্মসাত করে। বায়তু'ল-মালের রক্ষকের অভিযোগ এবং হযরত 'আলী (রা) কর্তৃক কৈফিয়ত তলবের প্রেক্ষিতে সে খলীফাকে লিখিয়া জানায়, অপর কাহাকেও গভর্নর নিযুক্ত করুন। অতঃপর সে আত্মসাতকৃত অর্থসহ অন্যত্র চলিয়া যায় (দ্র. বালাযু'রী)।

এমতাবস্থায় তাৎক্ষণিকভাবে হযরত 'আলী (রা)-র পক্ষে আমীর মু'আবি'য়া (রা)-র সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি ইরাকেই খারিজীদের দ্বারা সৃষ্ট অশান্তি ও গোলযোগ দমনে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এই খারিজীরা তাহাদের দল বহির্ভূত যে কাহাকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না, এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশুও তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইত না। এক্ষেত্রে তাহারা হত্যার সমর্থনে দলীল হিসাবে কু'রআন মাজীদের ১৮তম সূরার ৭৪তম আয়াতে উল্লিখিত খিদ্'র ('আ) কর্তৃক একটি বালককে ভাবী জীবনে মন্দ ও অসৎ হইবে এই অজুহাতে হত্যার ঘটনাকে পেশ করিত (দ্র. সারাখ্সী, মাবসূত' ১খ., পৃ. ২৯)। নিরেট মূর্খ হইলেও বাহ্যত ইহারা নিষ্ঠাবান ও ধার্মিক ছিল। হযরত 'আলী (রা) নাহরাওয়ান আক্রমণ করত তাহাদেরকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করেন। দশ সহস্র খারিজীর মধ্যে বড়জোর জন দশেক প্রাণে বাঁচিয়াছিল। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এই সমস্ত খারিজী মুসলিম খলীফাগণের আরাম হারাম করিয়া দিয়াছিল।

নাহ্রাওয়ান যুদ্ধের পর হযরত 'আলী (রা) সিরিয়া গমন করিতে চাহিলে তাঁহার সৈন্যগণ একে একে সরিয়া পড়িতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বড়জোর এক হাজার সৈন্য তাঁহার সংগে অবশিষ্ট থাকে। ইতোমধ্যে সংবাদ পাওয়া যায় যে, হযরত মু'আবি'য়া (রা) আন্বার শহরের উপর হামলা করিয়া ছাউনির লোকদেরকে হত্যা করিয়াছেন এবং তাহা দখল করিয়া লইয়াছেন। হযরত 'আলী (রা) স্বেচ্ছাসেবী সৈন্য তলব করিলে তাঁহার এই প্রয়াসও ব্যর্থ হয়। অতঃপর বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। কিন্তু এরূপ সৈন্যবাহিনী দ্বারা কোন অভিযান চলে না। এইরূপ নৈরাশ্যজনক সময়ে তিনি কখনও কখনও এইরূপ স্বগতোক্তি করিতেন, সেই হতভাগাটা আর কেন অপেক্ষা করিতেছে? [দ্র. ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইস্তী'আব, মাদ্দা 'আলী; রাসূলুল্লাহ্ (স) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, হযরত 'আলী (রা)-কে এক হতভাগা হত্যা করিবে]। ইহা অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়ের বর্ণনা মিলে মুরূজু'য-যাহাব গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, আল-হ'ারিছ ইব্ন রাশীদ নামক এক ব্যক্তি তিন শত সংগীসহ খলীফার ফৌজ হইতে বাহির হইয়া যায় এবং পরে ইহারা সকলেই খৃষ্টান হইয়া যায়।

আত-ত'াবারী, ইবনু'ল-জাওযী, ইব্ন কাছীর ও ইবনু'ল-'আরাবী (আল-আওয়াসিম মিনাল-কাওয়াসি'ম, পৃ. ১৫২), আল-বাগাবী মু'জামু'স-সাহাবা ইত্যাদি গ্রন্থের সুস্পষ্ট বর্ণনা মুতাবিক হযরত 'আলী (রা) ও হযরত মু'আবি'য়া (রা)-র মধ্যে দীর্ঘ পত্রালাপের পর হি. ৪০ সালে একটি সন্ধি হয়। ইহাতে স্থিরীকৃত হয় যে, অতঃপর উভয়ের মধ্যে আর কোন যুদ্ধ হইবে না। হযরত 'আলী (রা)-র নিকট ইরাক এবং হযরত মু'আবি'য়া (রা)-র দখলে সিরিয়া থাকিবে। অতঃপর তাঁহাদের কেহই কাহারও এলাকায় ফৌজী অভিযান চালাইবেন না কিংবা অন্যায় অনুপ্রবেশও করিবেন না। ইব্ন ইসহ'াক-এর বর্ণনা মুতাবিক যখন দুইজনের কেহই কাহারও বায়'আত (আনুগত্যের শপথ) করিতে রাযী হইলেন না, তখন হযরত মু'আবি'য়া (রা) হযরত 'আলী (রা)-কে লিখেন, আপনি যদি ইহাতে রাযী না হন তাহা হইলে ইরাক আপনার এবং সিরিয়া আমার থাকিবে। এই সংগে এই প্রস্তাব রাখিতেছি, অতঃপর এই উম্মাহ-র উপর তলোয়ার চালনা ও রক্তপাত হইতে আপনি বিরত থাকিবেন। হযরত 'আলী (রা) এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং সকলেই ইহাতে সম্মত হন।

একদিকে উল্লিখিত বর্ণনা, অপরদিকে এমন সব বর্ণনাও রহিয়াছে যে, সিরিয়া আক্রমণ করিবার জন্য হযরত 'আলী (রা) সৈন্য সমাবেশ করিতেছিলেন এবং যখন হাজার হাজার লোক যুদ্ধের জন্য শপথ গ্রহণ করিতেছিল ঠিক সেই সময়ই একজন খারিজী তাঁহাকে হত্যা করে।

খারিজীরা তাহাদের অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত চরমপন্থী আন্দোলনের পথে তিন ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধক গণ্য করিত ঃ হযরত 'আলী (রা), হযরত মু'আবিয়া (রা) এবং হযরত 'আম্র (রা) ইবনু'ল-'আস। তাহারা হযরত 'আলী (রা)-কে হত্যা করিয়া নাহরাওয়ানে সংঘটিত খারিজীদের ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধও গ্রহণ করিতে চাহিতেছিল। অনন্তর তিনজন খারিজী পরস্পর মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, উল্লিখিত তিনজনকেই একই নির্ধারিত দিনে ফজরের সালাতের সময় মসজিদে কতল করিতে হইবে। ঘটনাচক্রে হযরত 'আমর (রা) ইবনু'ল-'আস ঐদিন সালাতের জামা'আতে অনুপস্থিত ছিলেন এবং তদস্থলে ইমামতির দায়িত্ব পালনে আগত অপর ব্যক্তিকে ভ্রমবশত হত্যা করা হয়। হযরত মু'আবিয়া (রা) ও হযরত 'আলী (রা) উভয়েই আহত হন। হযরত মু'আবিয়া (রা)-র যখম মারাত্মক ছিল না। ফলে তিনি বাঁচিয়া যান। হযরত 'আলী (রা)-র ঘাতক ইব্ন মুলজিমকে বন্দী করা হয়। হযরত 'আলী (রা) তাহাকে কয়েদ রাখিতে বলেন এবং কোন প্রকার কষ্ট দিতে নিষেধ করিয়া দেন। তিনি বলেন, যদি আমি সুস্থ হইয়া যাই তাহা হইলে তাহাকে ক্ষমা করিব, না শাস্তি দিব তাহা আমি নিজেই চিন্তা করিয়া দেখিব। আর যদি আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে তোমরা হত্যার বিনিময়ে তাহাকে হত্যা করিবে। হযরত 'আলী (রা)-র প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার পর ইমাম হাসান (রা) তাহাকে বন্দীশালা হইতে বাহির করেন এবং তাহার কৃত অপরাধের জন্য হত্যা করেন (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ., ২৬ পৃ.; আদ-দীনাওয়ারী, আল-আখবারি'ত-তিওয়াল, ২২৯ পৃ.)।

হযরত 'আলী (রা) পূর্ণ প্রশান্তির সংগে মৃত্যু কবূল করেন। এই সময় তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত হাসান (রা)-কে তাঁহার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি এবং খান্দানের সদস্যদের সংগে পারস্পরিক আচার-আচরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে ওসিয়্যাত করেন। খিলাফাতের উত্তরাধিকারিত্ব কিংবা রাজনীতির উল্লেখ উহাতে ছিল না (ইব্ন কাছীর; আল-ইসফাহানী; মুকাতিলুত-তালিবীন; আত-তাবারী: ইবনু'ল-আছীর)। কেহ কেহ তাঁহাকে খিলাফাতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী কে হইবেন তাঁহার নাম প্রস্তাব করিয়া যাইতে বলিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা করিতে অস্বীকার করেন (ইব্ন সা'দ ১/৩খ., ২২ পৃ.)। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনার অবর্তমানে আমরা কি হযরত হাসান (রা)-এর হাতে বায়'আত করিব ?" জওয়াবে তিনি বলেন, "আমি তোমাদেরকে উহা করিতে আদেশও করিতেছি না, আবার নিষেধও করিতেছি না" (মুরূজুয-যাহাব)। অতঃপর তিনি জান্নাতবাসী হইলেন।

চারি বৎসর নয় মাস খিলাফাত পরিচালনার পর ১৭ মতান্তরে ২১ রামাদান, ৪০ হি.-তে চৌদ্দজন পুত্র এবং উনিশজন কন্যা সন্তান রাখিয়া হযরত 'আলী (রা) শাহাদত লাভ করেন। হতভাগা 'আবদুর-রাহ্মান ইব্ন মুলজিমের বিষাক্ত তরবারির আঘাতে তিনি আহত হইয়াছিলেন (ইব্ন সা'দ, ৩ / ১খ., ১১-১২ পৃ.)। ইব্ন কাছীর (আল-বিদায়া, ৭খ., ৩৩২ পৃ.)-এর বর্ণনা মুতাবিক তিনি চারিজন স্ত্রী রাখিয়া ইনতিকাল করেন। সেই সংগে চৌদ্দজন পুত্র ও সতেরজন কন্যা সন্তান রাখিয়া যান (ইব্ন হাজার-এর বর্ণনা মুতাবিক ২১ জন পুত্র ও ১৮ জন কন্যা সন্তান রাখিয়া তিনি শাহাদাত লাভ করেন)। বিস্তারিত দ্র. নিবন্ধের পরিশিষ্ট অংশ।

তাঁহার পরিবারে একজন সিন্ধী মহিলাও ছিলেন। হযরত যায়দ ইব্ন 'আলী (রা) তাঁহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (আল-বালাযুরী, আনসাব, পাণ্ডু., ১খ., ৩৪ পৃ.)।

আধ্যাত্মিক জীবন ঃ অন্য বড় বড় সাহাবীর ন্যায় তিনিও একজন 'আবিদ ও যাহিদ ছিলেন। দুনিয়া ও আখিরাতের হাসানা তথা কল্যাণের শিক্ষানুযায়ী 'আমল করিতে গিয়া তিনি দুনিয়া যেমন ত্যাগ করেন নাই (খিলাফাত লাভের জন্য চেষ্টা-সাধনা করেন), তেমনি পরিত্যাগ করেন নাই আখিরাতকেও। মহানবী (স)-এর রূহানী তা'লীম তথা আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রচার-প্রসারে যে সমস্ত সাহাবা বিশেষভাবে অবদান রাখেন হযরত 'আলী (রা) তাঁহাদের মধ্যেও অন্যতম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কেবল শী'আরাই নহে, বরং আহ্লে সুন্না-র বিভিন্ন সিলসিলা (কাদিরী, চিশ্তী, সুহ্রাওয়ারদী প্রভৃতি) অদ্যাবধি তাঁহারই মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ফায়দ (ফয়েয) হাসিলের সাধনা করিয়া আসিতেছে (ইসলামে খৃস্ট ধর্মের ন্যায় দীন ও দুনিয়া তথা ধর্ম ও পার্থিব বিষয়ের মধ্যে কোনরূপ ভেদরেখা টানা হয় নাই, বরং উভয়ের সমন্বয়কেই সর্বোত্তম জীবন হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে। ফলে শাসন পরিচালনা, যেমন সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও যাকাত-এর ন্যায় 'ইবাদাতও সমকালীন খলীফার সংগে সম্পর্কিত হইয়াছে, তেমনি হইয়াছে আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীও)। রাষ্ট্রীয় খিলাফাতকে কিছু সংখ্যক আনসার একাধিক আমীরের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিতে চাহিয়াছিলেন (منا امير ومنكم امير) কিন্তু মুসলিম উম্মা উহা পসন্দ করে নাই। ইসলামের প্রত্যেক খলীফাই একদিকে পার্থিব ক্ষমতার রজ্জু স্বহস্তে ধারণ করিয়া সাধারণ মানুষের জাগতিক নেতৃত্ব দিয়াছেন, অপর দিকে রূহানী তথা আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তাহাদেরকে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। খিলাফাতের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হইবার পরই ইহা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক খিলাফাত নামে বিভক্ত হইয়া যায়। এখন পর্যন্তও খুলাফা-ই রাশিদূন হযরত আবূ বাক্র (রা) ও হযরত 'আলী (রা) হইতে তারীকাতের সিলসিলা অক্ষুণ্ণ আছে। শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র) (ইযালাতুল-খিফা', ২খ., পৃ. ১৮৫)-এর মতে হযরত 'উমার (রা)-এর সিলসিলা-ই ফারূকিয়্যাও অব্যাহত আছে। এই ক্ষেত্রে হযরত আলী (রা)-এর বিশেষ খ্যাতি বিদ্যমান। তাসাওউফের অনেক সিলসিলা হযরত 'আলী (রা)-এর সংগে সরাসরি সম্পর্কিত। তাঁহার ব্যক্তিত্ব আহ্লে সুন্না ও শী'আ উভয় মহলের নিকট মর্যাদার প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত।

শাসন ব্যবস্থা ঃ হযরত 'আলী (রা)-এর খিলাফাতকালকে গৃহযুদ্ধের কাল বলা যায়। ফলে বহিঃরাষ্ট্র বিজয়ের ধারা এই সময় প্রায় রুদ্ধ হইয়া যায়। কথিত আছে, কেবল সিন্ধু অভিমুখে কিছুটা তৎপরতা তাঁহার এক গভর্নর কর্তৃক অব্যাহত ছিল। শাসনতান্ত্রিক যে ব্যবস্থাপনা হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর আমল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, হযরত 'আলী (রা)-এর আমল পর্যন্ত উহাই অব্যাহত থাকে। খলীফা নির্বাচনের পদ্ধতিও একই ছিল আর উহা এই যে, যিনি খলীফা নির্বাচিত হইতেন তিনি আজীবন উহাতে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। খলীফা ছিলেন শাসনতান্ত্রিক বা নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। তিনি ছিলেন আইনের অধীন। আইন কিংবা বিধান পরিবর্তনের কোন অধিকার তাঁহার ছিল না, বরং কুরআন ও হাদীছের তিনি ছিলেন পূর্ণ অনুগত এবং স্বীয় কার্যকলাপের জন্য জনগণের নিকট জওয়াবদিহি করিতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় বিষয় খলীফার নিয়ন্ত্রণে ছিল। হযরত 'আলী (রা)-এর খিলাফাতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল মদীনা মুনাওয়ারা হইতে খিলাফাতের রাজধানী কূফার স্থানান্তর। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) আপত্তি উত্থাপন করিলে তিনি বলেন, সেখানে (কূফায়) সম্পদ ও লোক-লশকর বেশী পাওয়া যাইবে। খিলাফাতের অধীনস্থ প্রদেশগুলিতে পূর্বে নিযুক্ত গভর্নরগণ বহাল ছিলেন এবং ইঁহাদের অনেকেই ছিলেন হাশিমী গোত্রের। ফৌজ ও কোষাগার গভর্নরের অধীনে থাকিত।

স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থা খিলাফাতে রাশিদার এমন একটি সংস্থা ছিল যাহার জন্য ইসলাম গর্ব করিতে পারে। এই বিচার-সংস্থা স্বয়ং খলীফার বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমারও বিচার করিতে পারিত। হযরত আবূ বাক্র (রা) ও 'উমার (রা)-এর ন্যায় হযরত 'আলী (রা)-কেও তাঁহার খিলাফাতে একবার কাযীর নিকট মামলা রুজু' করিতে হইয়াছিল। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপঃ

একবার হযরত 'আলী (রা) জনৈক য়াহূদীর বিরুদ্ধে কাযীর নিকট মামলা দায়ের করেন এবং সাক্ষী হিসাবে স্বীয় পুত্র হ'াসান (রা) ও ভৃত্য 'ক'াম্বরকে পেশ করেন। কাযী শুরায়হ' (রা) উক্ত সাক্ষ্য এই বলিয়া নাকচ করিয়া দেন যে, পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। হযরত 'আলী (রা) অবনত মস্তকে এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লন এবং কাযী শুরায়হ'-এর বেতন বৃদ্ধি করিয়া স্বীয় ন্যায়নিষ্ঠার প্রমাণ দেন।

তাঁহার যুগের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম বিচার বিভাগীয় সংস্কার ছিল এই ঃ সাক্ষ্য প্রদানকালে এক এক সাক্ষী অপর সাক্ষীর সাক্ষ্য শ্রবণ করিতে পারিত না এবং এমনও হইত না যে, সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বাহ্নেই সকল সাক্ষীকে একই মঞ্চে হাযির করা হইয়াছে যাহাতে শেষোক্ত সাক্ষী প্রথমোক্ত সাক্ষীর বর্ণনা হইতে তথ্য অবগত হইতে পারে। ইহাতে মিথ্যুক সাক্ষীর পক্ষে মামলার বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে অবহিত হইবার অবকাশ থাকিত।

পূর্বের ন্যায় অমুসলিমদের বিচারালয়গুলি পৃথক থাকে। তাহাদের সংগে আচরণ ছিল উত্তম। তাহাদেরকে দূত হিসাবেও নিযুক্তি প্রদান করা হইয়াছে। জিয্য়া আদায়ের ক্ষেত্রে টাকা-পয়সার ন্যায় সমমূল্যের শিল্পজাত দ্রব্যাদি গ্রহণ করা হইত (ইব্ন 'আবদি'ল-বার্র, আল-ইস্তী'আব, 'আলী শিরো,)।

হযরত 'আলী (রা)-এর খিলাফাত 'আমলে আন্তর্জাতিক আইনের মতই "মুসলমানদের পারস্পরিক সম্মতি ও ব্যবহার সম্পর্কিত আইন" (ক'ানূন বায়না'ল-মুসলিমীন)-এর উদ্ভব হয়। কেননা তাঁহার সময়েই মুসলমানগণ পরস্পরের সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিল। হযরত 'আলী (রা) কেবল অস্ত্রশস্ত্র ব্যতিরেকে মুসলিম বিদ্রোহীদের নিকট হইতে অধিকৃত কোন স্থাবর সম্পত্তির যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গ'ানীমা) বলিয়া গণ্য করিতেন না, বরং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাতক সৈনিকদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেও তিনি তাঁহার সৈনিকদেরকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে এই রীতি যথাযথভাবে পালিত হয় নাই। অধিকন্তু মুসলিম বিদ্রোহীদেরকে ক্রীতদাসে পরিণত করিতেও তিনি নিষেধ করেন। তাঁহার এই শিক্ষা ও আদর্শ মুসলিম মন-মানসের উপর স্থায়ীভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ইব্ন কাছীর (৭খ., ২৪৪ পৃ.) লিখিয়াছেন, উষ্ট্রের যুদ্ধের পর তিনি উভয় পক্ষের নিহত সৈনিকদের জানাযা পড়িয়াছিলেন। সুনান, সা'ঈদ ইব্ন মানসূ'র (হ'াদীছ ২৯৬৭) গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদের ও আমাদের প্রতিপক্ষের মধ্যে যাহারাই একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে এবং পরজীবনের প্রতিফল কামনায় যুদ্ধে নিহত হইয়াছে তাহারা সকলেই শহীদ এবং পরকালে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

তাঁহার সরকারী মোহরের উপর الله। الملك। কথাটি অংকিত ছিল। কখনও বা তিনি محمد رسول الله। অংকিত সীলমোহরও ব্যবহার করিতেন। সিফ্ফীন ঘোষণানামায় তিনি ইহা ব্যবহার করিয়াছিলেন (ইব্ন সা'দ, আল-বালাযুরী)। রাসূলে আকরাম (স) এই ধরনের বাক্য সম্বলিত সীলমোহর ব্যবহার করিয়াছিলেন; অতঃপর হযরত আবূ বাক্র (রা) ও হযরত 'উমারও (রা) ইহা ব্যবহার করেন। তাই ইহার অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

হযরত 'আলীর প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত ফাত্ওয়া ও ফায়সালাসমূহ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। সেই সংগে এইগুলি হযরত 'উমার ফারূক' (রা)-এরও প্রশংসা লাভ করিতে সমর্থ হয় (আল-ওয়াকী', আখবারু'ল-কু'দ'াত)। তাঁহার খিলাফাত 'আমলেও এই জাতীয় বিচারের চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

হযরত 'আলী (রা) কর্তৃক বহু ফাতওয়া প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু সংখ্যক উচ্চাভিলাষী লেখক আসল নকল মিলাইয়া ইহার কতিপয় সংকলন তৈরি করে। একবার এই ধরনের একটি ফাতওয়ার সংকলন হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা)-কে দেখান হইলে তিনি ইহার বেশীর ভাগ অংশ বাদ দেন এবং বলেন, এইগুলি হযরত 'আলী (রা)-এর উপর এক বড় ধরনের অপবাদ।

তিনি ছিলেন নবী (স)-এর হ'াদীছ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধিকারী। তাঁহার বর্ণিত হাদীছসমূহ একত্রে সংকলিত পাওয়া যায় (উদাহরণস্বরূপ,- আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল-এর মুসনাদ, আত'-ত'াবারানীর আল মু'জামু'ল-কাবীর, আল- হ'াকিম-এর-আল-মুস্তাদরাক প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়)। তিনি মৌখিক বর্ণনার সহিত ছাত্রগণ কর্তৃক হ'াদীছ লিপিবদ্ধও করাইয়াছিলেন। একদিন কূফার মসজিদে তিনি বলেন ঃ কে আছে যে আমার 'ইলম এক দিরহামের বিনিময়ে লাভ করিতে চাও? আল-হ'ারিছ আল-আ'ওয়ার নামক এক ব্যক্তি দৌড়াইয়া বাজারে যায় এবং এক দিরহাম মূল্যের কাগজ খরিদ করিয়া আনে, অতঃপর আল-হ'ারিছ উহাতে অনেক কিছু (علما كثيرا) লিখিয়া লন (ইব্ন সা'দ, ৬খ., ১১৬)। হু'র ইব্ন 'আদীর নিকটও হযরত 'আলী (রা) লিখিত অনেক বিষয়বস্তু সম্বলিত পরিপূর্ণ একটি পুস্তিকা (সাহীফা) বিদ্যমান ছিল (ইব্ন সা'দ, ৬খ., ১৫৪)। হযরত 'আলী (রা)-র নিকট রাসূলে আকরাম (স')-এর ব্যক্তিগত তলোয়ার রক্ষিত ছিল। এই কারণে ইহার কোষমধ্যে যে সমস্ত দস্তাবেজ রাসূলুল্লাহ (স) রাখিয়াছিলেন সেগুলিও তাঁহার নিকট গচ্ছিত ছিল। হযরত 'আলী (রা) তাহা পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং বলিতেন, কু'রআন মাজীদ এবং এই সমস্ত দস্তাবেজ ভিন্ন আমার নিকট লিখিত আর কিছুই নাই (আল-বুখারী, ৮খ., ১০; ৯৬খ., ৯১ ইত্যাদি)। মনে হয়, উহাতে মদীনার নগর রাষ্ট্রের সংবিধান, মদীনার হ'ারাম সীমারেখার মানচিত্র এবং তৎসহ যাকাতের নিসাব সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল।

(হযরত 'আলী (রা)-র স্বভাব-চরিত্র ও অভ্যাস, ব্যক্তিগত অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কে দ্র. নিবন্ধের পরিশিষ্ট)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত-তাবারী, তা'রীখু'র-রুসুল ওয়া'ল-মুলূক, স্থা.; (২) ইব্ন কাছ'ীর আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, স্থা.; (৩) আল-মাসঊদী, মুরূজু'য'-যাহাব; (৪) ঐ লেখক, আত-তানবীহ ওয়া'ল-ইশরাফ; (৫) আদ-দীনাওয়ারী, আল-আখবারু'ত'-তি'ওয়াল; (৬) আয-যাহাবী, তা'রীখু'ল- ইসলাম; (৭) ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত; (৮) আশ-শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহ'াল; (৯) ইব্ন হ'াযম, আল-ফায়সালু ফি'ল-মিলাল; (১০) নাস'র ইব্ন মুযাহি'ম আল-মুনকিরী, ওয়াক' 'আতি সি'ফফীন, কায়রো ১৩৬৩ হি.; (১১) মু'হিব্বুদ্দীন আত'-ত'াবারী, আর-রিয়াদু'ন-নাদ'ারা ফী মানাকি'বি'ল- 'আশরা, মিসর ১৩১৭; (১২) শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহলাবী', ইযালাতু'ল-খিফা ফী খিলাফাতি'ল-খুলাফা (ফারসী), বেরেলী ১২৮৬ হি.;

(১৩) Levidella Vida Veccia vaglieri, Encyclopaedia of Islam, আলী শিরো., ১ম ও ২য় সংস্করণ; (১৪) L. Caetani, Annali dell Islam; (১৫) আমীর 'আলী, History of Saracens; (১৬) Philip K. Hitti, History of the Arabs; (১৭) A. Muller, Der Islam in Morgen und Abendland, বার্লিন ১৮৮৫ খৃ.; (১৮) Wellhausen, Die religios politischen Oppositions Parteien, বার্লিন ১৯০১ খৃ.; (১৯) ঐ লেখক, Das arabische Reich und sein Sturtz, বার্লিন ১৯০২ খৃ.; (২০) ঐ লেখক, Skizzen uad vor arbeiten, ৬খ., বার্লিন ১৮৯৯ খৃ.; (২১) H. Lammens, Etude sur le regne du Calife Omayads Mo'awia, in MFOR, বৈরূত ১৯০৬ খৃ.; (২২) Levidella Vida, II Califato di 'Ali Secondo il Kitab Ansab al-asraf, de al-Baladhuri, in RSO, ৬খ. (১৯১৩ খৃ.), ৪২৭-৫০৭; (২৩) F. gabrielli, Sulle origine del movimento, Harigita, in Read Linlt, সূত্র ৮, ৩খ., (১৯৪১), ৬খ., ১০৭-১০, রোম সং.; (২৪) L. Veccia Vaglieri, II conflitto Ali Mo'ahlia el a Secessione Rnarigita ries minati alla luce di Fonti-ibaditi, in AIOUN, n.s. Nables, ৪খ. (১৯৫২ খৃ.), ১-৯৪; (২৫) L. veccia vaglieri Traduzioni dipassi reguardanti il conflitto 'Ali-Muawiga ela seccessione kharigita, ঐ, ৫খ., (১৯৫৪ খৃ.), ১-৯৮; (২৬) Muh kafijl, The Rise of Kharijism according to abu Said "Muhammad al qalhati, Bull. Fac. Arts. কায়রো ১৯৫১, ১৪খ., ২৯-৪৮; (২৭) W. Sarasin, Das Bild Ali's beidea His torikarn der sunna, Basl ১৯০৭ খৃ.; (২৮) মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ, Constitutional Problems in Early Islam (Islam Tetkikleri Enstitusu Dergisi), ইস্তাম্বুল ৪/১-৪ (১৯৭৩), ১৫-৩২; (২৯) ঐ লেখক, Le Chef del Etat Musalman alo Epoque du prophete et des califes, dans. Monocratie, ১খ., ২৮৪-৩০৫, Societe Jean-Bodin, Bruxelles ১৯৪৯; (৩০) H. Loust, Schisme, প্যারিস সংস্করণ।

মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ (সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংক্ষেপিত)
(দা.মা.ই.)/আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

'আলী (রা) ইব্ন আবী তা'লিব ঃ (শী'আ দৃষ্টিকোণ) ঃ 'আবদু'ল-মুত্তালিব-এর বিরাট মর্যাদার অধিকারী এক সন্তানের নাম ছিল হযরত 'আবদুল্লাহ এবং অপরজন ছিলেন আবূ তা'লিব। তাহাদের উভয়ের মায়ের নাম ছিল ফাতি'মা বিন্ত 'আমর। আল্লাহ তা'আলা এক ভাইকে খাতিমু'ন-নাবিয়্যীন (স)-এর মত পুত্র দান করিয়াছিলেন এবং অন্যজনকে 'আলী মুরতাদা' (রা)-এর মত সন্তান দান করেন। আবূ তা'লিব ছিলেন খাতী'ব (বাগ্মী), কবি, কাযী ও গোত্রের সর্দার (মুকাদ্দিমা দীওয়ান শায়খুল আবাতি'হ', পৃ. ২)। 'আবদুল্লাহ্র ওফাতের পর 'আবদু'ল-মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ (স)-কে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় তিনি তাঁহাকে আবূ তালিব-এর হাতে তুলিয়া দেন। মহানবী (স)-এর বয়স তখন আট বৎসর।

ইহার পর হইতে রাসূলুল্লাহ (স) আবূ তা'লিব-এর সঙ্গেই থাকেন। আবূ তা'লিব মহানবী (স)-কে আপন সন্তান অপেক্ষা অধিকতর ভালবাসিতেন। স্বীয় বাণিজ্য সফরে তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। আবূ তা'লিব-এর সন্তান তা'লিব ও জা'ফার যতদূর মনে হয় মহানবী (স) অপেক্ষা বয়সে বড় এবং 'আকীল প্রায় সমবয়সী ছিলেন।

জন্ম ঃ ১৩ রাজাব, ৩০ হস্তীবর্ষ/৬০০ খৃ. ফাতি'মা বিন্ত আসাদ ইব্ন হাশিম ইব্ন 'আবদ মানাফ ইব্ন কু'সা'য়্যি (ইব্ন সা'দ, আত-তা'বাকা'ত আল-কুবরা, ৩খ., আল-বাদরিয়্যীন, পৃ. ১১)-এর গর্ভে কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে তিনি ভূমিষ্ঠ হন (আল-মাস'ঊদী, মুরূজু'য-য'াহাব, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ২খ., পৃ. ৩৫৮; আল-মুফীদ, আল-ইরশাদ, পৃ. ৩; মুরতাদা' আল-হু'সায়নী, ফাদা'ইলু'ল-খাম্সা, ১৯, ১৮৬; 'আবদু'ল-হু'সায়ন আল-আমীনী, ৬খ., পৃ. ২২; আরজাহু'ল-মাতা'লিব, পৃ. ৩৮৭; মুহাম্মাদ ওয়া 'আলী ওয়া বানূহু, ২খ, পৃ. ৫৮)। তাঁহার আসল নাম রাখা হয় 'আলী (বিস্তারিত দেখুন য়ানাবী'উ'ল-মাওয়াদ্দা, য়ামানী সং., পৃ. ২১২; মুহাম্মাদ ওয়া 'আলী ওয়া বানূহু, ২খ., পৃ. ১২৪)। অবশ্য কেহ তাঁহাকে যায়দ বলিয়া, কেহবা হা'য়দার বা হা'য়দারাহু বলিয়া ডাকিত। শেষোক্ত নামটির উল্লেখ হযরত 'আলী (রা) সেই সময় করেন যখন খায়বার যুদ্ধে তিনি মারহা'ব-এর সামনে নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করেন (আত-তা'বারী, ৩খ., পৃ. ৯৪: ইব্ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১১২) ঃ

انا الذى سمتنى امى حيدره
كليث غابات كريه المنظره
اكيلهم بالصاع كيل السندره.

৩০তম হস্তীবর্ষে যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বয়স ৩০ বৎসর তিনি তাঁহার কনিষ্ঠতম পিতৃব্য পুত্রের জন্মের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত খুশী হন। তিনি তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন যে, স্বয়ং হযরত 'আলী (আ) বলিয়াছেন, আমি যখন শিশু ছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে কোলে লইতেন, বুকের সঙ্গে লাগাইতেন, নিজের বিছানায় আমাকে সঙ্গে লইয়া ঘুমাইতেন, নিজের শরীরের সঙ্গে আমাকে জড়াইয়া রাখিতেন এবং আপন খোশবূ আমাকে শুঁকাইতেন, খাবার নিজে চিবাইয়া নরম করিয়া আমাকে খাওয়াইতেন। রাসূলুল্লাহ (স) আমার কোন কথায় মিথ্যার সামান্যতম আঁচও পান নাই এবং আমার কোন কাজে পদস্খলন ও দুর্বলতাও দেখেন নাই। আমি মহানবী (স)-এর সঙ্গে এমনভাবে ছিলাম যেমন উষ্ট্রশাবক উহার মায়ের সঙ্গে থাকে। তিনি প্রত্যহ আমাকে উত্তম ও সদাচরণ করিতে বলিতেন। প্রত্যেক বৎসর তিনি হেরা পর্বতে গমন করিতেন। সেখানে আমি ব্যতিরেকে তাঁহাকে আর কেহই দেখিতে পাইত না। উক্ত সময়ে রাসূলুল্লাহ (স) এবং 'উম্মু'ল-মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা)-এর গৃহের প্রাচীর চতুষ্টয় ব্যতীত কোন গৃহেই ইসলাম ছিল না এবং তাঁহাদের দুইজনের সাথে আমি ছিলাম তৃতীয় জন। আমি ওহী ও রিসালাতের নূর প্রত্যক্ষ করিতাম এবং নবূওয়াতের খোশবূ শুঁকিতাম (নাহজু'ল-বালাগা', মুহাম্মাদ 'আবদুহু ও 'আবদু'ল-হা'মীদ-এর ব্যাখ্যাসহ, কায়রো সং. ,পৃ. ১৮২)।

আল-মাস'ঊদীর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স) ফাতি'মা (রা) বিন্ত আসাদকে বলেন, আম্মা! আমার ভাইয়ের দোলনা আমার বিছানার পাশে

রাখুন! তিনি দোলনায় দোল দিতেন। দুধপানের সময় দুধ এবং নিদ্রার সময় ঘুমপাড়ানী গান গাহিয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইতেন। যখন তিনি বাহিরে যাইতেন তখন 'আলী (রা)-কে কখনও কোলে, কখনও কাঁধে উঠাইয়া লইতেন (ইছবাতু'ল-ওয়াসিয়্যা, পৃ. ১৪০)।

'আলী (রা)-এর বয়সের এই স্বল্পতা সত্ত্বেও নবী কারীম (সা) তাঁহাকে সমান মর্যাদা দান করিয়া ভালবাসা প্রদর্শন করিতেন। ইব্ন মুত'ইম বলেন, আমাদের পিতা আমাদেরকে বলিতেন, নবীন এই শিশুর ('আলীর) ভালবাসার দৃশ্য দেখিতেছ এবং তাঁহার আনুগত্যের নমুনা প্রত্যক্ষ করিতেছ (ইব্ন আবি'ল-হ'াদীদ, শারহ' নাহ্জু'ল-বালাগা', ৩খ., পৃ. ২৫১)।

হযরত খাদীজা (রা)-ও 'আলী (রা)-কে গভীরভাবে ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহাকে গোসল করাইতেন, কাপড় পাল্টাইয়া দিতেন, মূল্যবান ও উত্তম পোশাক ও উন্নত ধরনের উপহার প্রদান পূর্বক ঘরে পাঠাইয়া দিতেন (ইছবাতু'ল-ওয়াসিয়্যা, পৃ. ১৪১)।

আবূ ত'ালিব ছিলেন অত্যন্ত দানশীল, দরিদ্রপালক, উন্মুক্ত মনের অধিকারী নেতা। অতিরিক্ত দানশীলতার দরুন তাঁহার ঘরে তেমন কোন সম্পদ থাকিত না। একবার খুব কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে মক্কাবাসীরা খুবই কঠিন অবস্থার শিকার হন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (স) আপন শ্রদ্ধেয় চাচা 'আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং তাঁহাকে বলেন, চাচাজান! আবূ ত'ালিব-এর পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি, বর্তমানে কঠিন দুর্ভিক্ষবস্থা চলিতেছে। চলুন, আমরা তাঁহার সন্তানদেরকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লই। আমি একজনকে নেই, আর আপনি একজনকে নিন। অতঃপর উভয়ে হযরত আবূ ত'ালিব-এর খেদমতে গিয়া হাযির হন এবং 'আব্বাস (রা) নিজের ধারণা ব্যক্ত করেন। আবূ ত'ালিব বলেন, ভাই! জ্যৈষ্ঠ সন্তানকে তো আমি দিতে পারি না। তবে হাঁ, ছোট্ট সন্তানদের মধ্যে দুইজনকে তোমরা লইয়া যাও। 'আব্বাস (রা) জা'ফারকে এবং রাসূলুল্লাহ (স) 'আলী (রা)-কে গ্রহণ করেন (আত-ত'াবারী, ২খ., পৃ. ২১৩, ১ম সংস্করণ; ইব্ন হিশাম, সীরা, ১খ., পৃ. ২১৪, কায়রো সংস্করণ ১৩৫৫ হি.)। হযরত 'আলী (রা) সব সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে থাকিতেন। হেরার ইবাদত-বন্দেগী, কা'বা গৃহের ত'াওয়াফ, ঘরোয়া ব্যাপার ও বাহিরের বিষয়াদিতে তিনি ছায়ার মত তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। অবশেষে সেই দিন আসিল যখন রাসূলুল্লাহ (স) নবুওয়াত ও রিসালাতের ঘোষণা দিলেন। তখনও 'আলী (রা) ইহার সত্যতা স্বীকার করেন ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) নামায পড়িতেন, 'আলী (রা) ইকতিদা করিতেন, আর আবূ তালিব তাঁহাদেরকে উৎসাহিত করিতেন (আত-ত'াবারী, ২খ., পৃ. ২১৪)। 'আলী (রা) নবী কারীম (স)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বেই তাঁহার সঙ্গে আল্লাহ্র ইবাদত করিতেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসরণ ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে তৎপর ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বিরল দৃষ্টান্ত হইয়া থাকেন।

নবুওয়াত লাভের তিন বৎসর পর রাসূলুল্লাহ (স)-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়ঃ وانذر عشيرتك الاقربين "তোমার নিকটাত্মীয়বর্গকে সতর্ক করিয়া দাও" (সূরা শু'আরা, ২১৪)। অর্থাৎ পরিবার-পরিজন, গোত্রীয় নিকটাত্মীয়বর্গকে একত্র করিয়া ইসলামের দাওয়াত দাও এবং ইহার বিরোধিতার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দাও। রাসূলুল্লাহ (স) কুরায়শদেরকে একত্র করেন, আল্লাহ্র পয়গাম শোনান এবং বলেন, যে ব্যক্তি আজ আমাকে সমর্থন ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিবে সে আমার ভাই, ওয়াসী ও খলীফা হইবে। কিন্তু কেহই তাঁহার সমর্থন প্রদান করিল না বা ঈমান আনয়নে প্রস্তুত হইল না। কেবল হযরত 'আলী (রা)-ই ছিলেন যিনি বারবার তাঁহার সমর্থনে দাঁড়ান এবং সাহায্য ও সমর্থন প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে থাকেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "এ আমার ভাই, ওয়াসী ও খলীফা। তোমরা সকলে তাহার কথা মান্য করিবে এবং তাহার আনুগত্য করিবে' (আত-ত'াবারী, ২খ., পৃ. ২১৭; কানযু'ল-'উম্মাল, ৬খ., পৃ. ৪০১; আল-গ'াদীর, ৭খ., পৃ. ৩৫৫)। হযরত 'আলী (আ) তখন পর্যন্ত কোন দিন মূর্তিপূজা করেন নাই। ইসলামের বিধি-বিধানসমূহের কোনরূপ বিরোধিতাও তিনি কস্মিন কালেও করেন নাই। রাসূল আকরাম (স)-এর সাহায্য-সহযোগিতা ও আনুগত্যে কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই। তখন পর্যন্ত আবূ ত'ালিব ও তাঁহার সন্তান যেরূপ কার্যকরভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সাহচর্য দান করিয়াছিলেন এবং ইসলামের যেভাবে খেদমত করিয়াছিলেন তাঁহার কোন নজীর ছিল না। রাসূলুল্লাহ (স) নিকট আত্মীয়দের সরাসরি ইসলামের দাওয়াত প্রদান করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্তভাবে দলীল প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। এই পর্যায়ে হযরত 'আলী (রা)-র সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকা নেতৃস্থানীয় লোকদের জন্য ঈমানী মর্যাদাবোধকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়া ছিল। কিন্তু ইহার ফল দাঁড়াইল এই যে, কুরায়শদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ খোলাখুলি ও প্রকাশ্যভাবে ইসলামের মুকাবিলায় নামিয়া পড়িল। তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর তাবলীগকে বাধাগ্রস্থ এবং তাঁহার দুই একজন সমর্থককে কঠিনভাবে নির্যাতন করিতে শুরু করিল। আবূ ত'ালিব ও হযরত 'আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে রক্ষা করিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। অবশেষে কুরায়শরা তাঁহাকে ও আত্মীয়-স্বজনদের আবূ ত'ালিব গিরিসংকটে অবরুদ্ধ করিয়া দেয় এবং সমস্ত মক্কাবাসী তাঁহাকে বয়কট করে। এই সংকটকাল তিন বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ঐ সময়ও হযরত 'আলী (আ) আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাশে থাকেন। সীরাত-ই হ'ালাবিয়া (১খ, ৩৪২)-এ বলা হইয়াছে যে, ঐ দিনগুলিতে আবূ ত'ালিব রাসূলুল্লাহ (স)-কে নিজের পাশে শোয়াইতেন। যখন সকলে শুইয়া পড়িত তখন চুপিসারে রাসূলুল্লাহ (স)-কে জাগাইয়া দিতেন এবং ইহার পর আপন সন্তান ও আত্মীয়-প্রিয়জনদের মধ্য হইতে কাহাকেও তাঁহার জায়গায় এবং তাহার জায়গায় রাসূলুল্লাহ (স)-কে শোয়াইয়া দিতেন যাহাতে কেহ শয়তানী করিয়া তাঁহার ক্ষতি না করিতে পারে। আর শত্রু যদি আসেও তবুও যেন রাসূলুল্লাহ (স) অক্ষত থাকিতে পারেন। এভাবে হযরত 'আলী (রা) সত্যিকার আত্মোৎসর্গকারীর ভূমিকা পালন করেন (আল-গ'াদীর, ৭খ, ৩৬৩)। আবূ ত'ালিব গিরিসঙ্কটের এই অবরোধ ও বয়কট অবশেষে ব্যর্থ হইয়া যায় এবং রাসূলুল্লাহ (স) এই বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইতেই এক বিরাট দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। তাঁহার সুখে-দুঃখে সান্ত্বনা দানকারী মুহ'তারামা উম্মু'ল-মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) ইনতিকাল করেন। অতঃপর পিতৃব্য আবূ ত'ালিব পীড়িত হইয়া পড়েন এবং স্বল্পকাল রোগভোগের পর তিনিও ইনতিকাল করেন। তখন হযরত 'আলী (আ)-র বয়স ছিল সতের বৎসরের কাছাকাছি। রাসূলুল্লাহ (স) এই শোককে এইভাবে সামলাইয়া লন যে, নিশ্চিতই হযরত 'আলী (আ) ধৈর্য ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মহানবী (স) এই বৎসরটির নাম রাখেন 'আমু'ল-হু'য্ন (বা বিষাদের বৎসর) এবং বলেন, উম্মতের উপর এই যে দুই মুসীবত নাযিল হইয়াছে, আমি জানি না, ইহার মধ্যে খাদীজা (রা)-র ওফাতই বেশী সঙ্গীন ও শোকাবহ, নাকি আবূ তালিব-এর চিরবিদায় (আল-য়া'কূ'বী, ২খ, ২৬)। ইসলামের দাওয়াতের

সূচনা হইতে আবূ ত'ালিব-এর মৃত্যু পর্যন্ত যাহারা বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিল এখন তাহারা ইহার তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়া দিল। অবশেষে তিনি তাইফ গমন করিলেন। কিন্তু বিরোধিতা ও নির্যাতন হ্রাস পাইল না। কিছু মুসলমান হাবশায় হিজরত করিল, কিন্তু হযরত আলী (রা) তাঁহার সঙ্গেই রহিয়া গেলেন। এমনকি এক পর্যায়ে মহানবী (সা)-কে হত্যার পরিকল্পনা করা হইল। হযরত জিবরীল (আ) মহানবী (স)-কে আল্লাহ্‌র বার্তা পৌঁছাইয়া দেন যে, আজ আপনি বিছানায় শয়ন করিবেন না, বরং আজই মক্কা হইতে হিজরত করুন। মহানবী (স) নির্দেশ পালন করেন এবং হযরত 'আলী (রা)-কে আপন চাদর প্রদান পূর্বক নিজের বিছানায় শয়ন করিতে বলেন। মহানবী (স) তো রাত্রিকালেই (হযরত আবূ বাক্‌রসহ) হিজরত করেন। কিন্তু হযরত 'আলী (আ) শত্রুর সামনেই চাদর মুড়ি দিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। শত্রু ভোরবেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে থাকিল। ভোর হইতেই শত্রুরা দেখিতে পাইল, মহানবী (স)-এর জায়গায় হযরত 'আলী (রা) শুইয়া আছেন (আত-ত'াবারী, ২খ., ২৪৪)। এই রাত্রি ছিল আত্মোৎসর্গের এক নজীরবিহীন রাত্রি। ইমাম আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, তাবারী প্রমুখ-এর বর্ণনা মুতাবিক নিম্নোক্ত আয়াত হযরত 'আলী (আ)-এর প্রশংসায় নাযিল হইয়াছে ঃ (২ ঃ ২০৭ আয়াত)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۔

"আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রহিয়াছে যে বিকাইয়া দেয় নিজের প্রাণ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য" (২ ঃ ২০৭; বরাতের জন্য দ্র. ইহকাকু'ল হাক্ক, ৪খ., পৃ. ২৪)।

ইতিহাসে হযরত 'আলী (রা)-এর নজীরবিহীন সম্মানজনক কীর্তিসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম হইতেছে খানদানের লোকদেরকে দিনে সাহায্য-সহযোগিতার ঘোষণা। দ্বিতীয় সম্মানজনক ব্যাপার ছিল বিপজ্জনক রাত্রিতে নবী কারীম (স)-এর বিছানায় শয়নের ঘটনা যদ্দরুন মহানবী (স) নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে দুশমন হইতে দূরে চলিয়া যাইতে সক্ষম হন। প্রত্যুষে হযরত 'আলী (রা) আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন অর্থাৎ তিনি কুরায়শ ও মক্কাবাসীদের সেই আমানত তথা গচ্ছিত দ্রব্যাদি এক এক করিয়া ফিরাইয়া দেন যাহা তাহারা বিভিন্ন সময় নবী কারীম (স)-এর নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল।

রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা হইতে গিয়া প্রথমে কুবায় থামেন এবং হযরত 'আলী (রা) কুরায়শদেকে তাহাদের গচ্ছিত দ্রব্যাদি বুঝাইয়া দিয়া মহিলাদেরকে সঙ্গে লইয়া এখানেই নবী কারীম (স)-এর সঙ্গে মিলিত হন (ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ২খ., ১১; আত-ত'াবারী, ২খ., পৃ. ২৪৯; আল-ইরশাদ, পৃ. ২৩; আল-য়া'কূ'বী, ২খ., পৃ. ৩১)। হযরত 'আলী (রা) মদীনায় আগমনের পর নবী কারীম (স)-এর সহিত তাঁহার বাস গৃহেই অবস্থান করিতে থাকেন। মদীনায় নবী কারীম (স) যখন মসজিদ নির্মাণ করিতেছিলেন হযরত 'আলী (রা)-ও এই নির্মাণ কর্মে শরীক হন। দ্বিতীয় পর্যায়টি ছিল মুহাজির ও আনসারদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন। তিনি মদীনার একজন মুসলমানের সহিত একজন মাক্কী মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দেন। তিনি হযরত 'আলী (রা)-কে নিজের ভাই বলিয়া ঘোষণা দেন (ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত আল-বাদরিয়্যীন, ৩খ., পৃ. ১১; আরও দ্র. ফাদ'াইলু'ল-খাম্‌সা, ১খ., পৃ. ৩১৮)। আল-জাযারীর বর্ণনা মুতাবিক নবী কারীম (স) হযরত 'আলী (রা)-কে দুইবার আপন ভাই বলিয়া ঘোষণা দিয়াছিলেন। একবার যখন মুহাজিরগণের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক কায়েম করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়বার যখন মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃ সম্পর্ক কায়েম করেন (উসদু'ল-গ'াবা, ৪খ., পৃ. ১৬)।

হযরত ফাতি'মাতু'য-যাহ্‌রা (রা) বিবাহযোগ্যা হইলে বিভিন্ন স্থান হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিতে থাকে। তখন নবী করীম (স) হযরত 'আলী (রা) সম্পর্কে কুদরতী ইশারা পাইয়া ফাতি'মাতু'য-যাহ্‌রা (রা)-র সঙ্গেই তাঁহার বিবাহ দেন (২য় হিজরী, আল-য়া'কূ'বী, ২খ., পৃ. ৩২: ফাদ'াইলু'ল-খাম্‌সা, ২খ., পৃ. ১৩০; 'আলী মিনা'ল-মাহ্‌দি ইলাল-লাহ্'দি, পৃ. ৬৫)।

কুরায়শ মুশরিকদের ইসলামের প্রতি শত্রুতার যেই লাভা যখন টগবগ করিতেছিল এখন তাহা উদগীরণ করিতে আরম্ভ করে। এই সময় হযরত 'আলী (রা) এবং অপরাপর উৎসর্গীতপ্রাণ সাথী সেই জ্বলন্ত শিখার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। আবূ জাহ্‌ল মক্কা হইতে এক হাজার সশস্ত্র বাহিনী এবং অসংখ্য সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অগ্রসর হয় ও বদর প্রান্তরে ছাউনী ফেলে। মুসলমানদের ইহা ছিল প্রথম যুদ্ধ।। নবী কারীম (স)-এর সঙ্গে ছিলেন ৩১৩ জন সৈনিক যাহাদের মধ্যে কেবল সতেরজনের কাছে উট ছিল। মুসলিম বাহিনীর লিওয়া-ই রাসূল (স) ছিল হযরত 'আলী (রা)-এর হাতে (ত'াবাক'াত, ২য় অংশ, ১ম ভাগ, পৃ. ১১)। আত-ত'াবারীর বর্ণনানুযায়ী রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় পতাকা হযরত 'আলীকে প্রদান করেন (আত-ত'াবারী, ২খ., পৃ. ২৭২; ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৬৪)। প্রথম জিহাদে হযরত 'আলী পতাকাধারী হইবার যেই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল (ত'াবাক'াত, প্রাগুক্ত; উসদু'ল-গ'াবা, ৪খ., পৃ. ২০)। বদর প্রান্তরে হযরত 'আলী (রা)-র দ্বিতীয় যেই সম্মান জুটিয়াছিল তাহা হইল, তিনি প্রথম সংঘর্ষেই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়ালীদ ইব্‌ন 'উতবাকে সম্মুখে আসিতেই হত্যা করেন। হযরত হামযা (রা) তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শায়বাকে যমদ্বারে পাঠাইয়া দেন। 'উবায়দা ইব্‌ন হ'ারিছ (রা) তখনও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করিতেছিলেন। হযরত হামযা (রা) ও 'আলী (রা) অগ্রসর হইয়া 'উতবার উপর হামলা করেন এবং হযরত 'আলী (রা) তাহাকে হত্যা করেন (আত-ত'াবারী, ২খ., পৃ. ২৭৯)। অতঃপর উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হইয়া যায়। যুদ্ধে ৭০ জন কাফির নিহত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই হযরত 'আলী (রা)-র তলোয়ারের আঘাতে নিহত হয় (বিস্তারিত দ্র. ওয়াকি'দী, আল-মাগ'াযী, পৃ. ৫১; আল-ইরশাদ, পৃ. ৩২)।

উহুদ যুদ্ধেও হযরত 'আলী (রা)-র হাতেই নবী কারীম (স) পতাকা তুলিয়া দেন। হযরত 'আলী (রা) কুরায়শদের প্রথম পতাকাবাহী ত'ালহ'া ইব্‌ন আবী তালহ'া 'আবদারীকে হত্যা করেন। তাহাদের পতাকাধারী সা'ঈদ ইব্‌ন আবী তালহ'াও তাঁহার হাতেই নিহত হয়। ইহার পর 'আলী (রা) হত্যা করেন 'উছমান ইব্‌ন আবী ত'ালহ'া, হ'ারিছ ইব্‌ন আবী ত'ালহ'া, 'আযীম ইব্‌ন 'উছমান, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুমায়লা, আরতাত ইব্‌ন শারজীল ও সাওয়ারকে অতঃপর তাহাদের মধ্যে আর কোন পতাকাধারী রহিল না (ইরশাদ, পৃ. ৩৬, ৪১; 'আলী মিনা'ল-মাহ্‌দি ইলাল-লাহ্'দ, পৃ. ৮৭)। উহুদের যুদ্ধে হযরত 'আলী (আ)-এর ক্ষিপ্রতা ও বীরত্বের আভা ফুটিয়া উঠিতেছিল এবং রাসূলের হিফাজত ও নবী-প্রেমের অপরিসীম আবেগদীপ্ত প্রেরণাও দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। তিনি লড়াই অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাইতেছিলেন এবং নবী কারীম (স)-এর খোঁজখবরও রাখিতেছিলেন। অবশেষে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল। হযরত 'আলী (রা) তখন রক্তস্নাত এবং আঘাতে আঘাতে

জর্জরিত। তাঁহার দৃঢ়তা ও সাহসিকতার প্রশংসা তখন সবাই করিয়াছে এবং ইহার স্বীকৃতি দিয়াছে (ত'াবাক'াত, পৃ. ১১; আল-ইরশাদ পৃ. ২৭)। এই যুদ্ধে ত'াহার তলোয়ার ভাঙ্গিয়া যায় এবং রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে যুলফাকার নামক তলোয়ার প্রদান করেন (আল-কামিল, ২খ., পৃ. ৫৮; আল-ইরশাদ, পৃ. ৪০)।

বানূ নাদ'ীর-এর শয়তানী চক্রান্ত নির্মূলের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) সেনা অভিযান প্রেরণ করেন। এই সময়ও তিনি যুদ্ধ পতাকা হযরত 'আলী (রা)-কেই প্রদান করেন। 'আলী (রা) তাহাদের নেতৃস্থানীয় সর্দারদের হত্যা করেন এবং য়াহূদীদের পরাজিত করিয়া যুদ্ধের বিজয় ছিনাইয়া আনেন (আত-ত'াবারী, ২খ., পৃ. ৩৯; আল-ইরশাদ, পৃ. ৪২)।

মুশরিক এবং য়াহূদীরা জোটবদ্ধ হইয়া বিরাট আকারে মদীনার বিরুদ্ধে সেনাঅভিযান পরিচালনা করে। নবী কারীম (স) মদীনার খোলা অংশে খন্দক (পরিখা) খনন করান এবং মুসলিম সেনাবাহিনীকে সিলা পাহাড়ে লইয়া গিয়া অবস্থান গ্রহণ করেন। শত্রুবাহিনী আগমন করে এবং পরিখা দেখিয়া তাহারা ঘাবড়াইয়া যায়। অগত্যা তাহারাও ছাউনি ফেলিয়া বসিয়া পড়ে। প্রায় এক মাস যাবত উভয় বাহিনী মুখামুখি অবস্থান করে। এক দিন 'আমর ইব্ন আবদূদ, যে ছিল নব্বই বৎসরের অভিজ্ঞ সমরবিদ, আরবের বিখ্যাত সিপাহসালার (ত'াবাক'াত, ১/২খ., পৃ. ৪৭), 'ইকরিমা ইব্ন আবী জাহ্ল ও হুবায়রা প্রমুখকে লইয়া খন্দকের চতুর্দিক পর্যবেক্ষণের উদ্দেশে বাহির হয়। এক স্থানে খন্দকের প্রশস্ততা কম ছিল। সে ঘোড়াসহ লাফাইয়া খন্দক অতিক্রম করে এবং সিলা পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া মল্লযুদ্ধের জন্য আহ্বান করে (দ্র. আল-ইরশাদ, পৃ. ৪৫; আত-ত'াবারী, ২খ., পৃ. ৪৮)। হযরত 'আলী (রা) বারবার তাহার মুকাবিলার বাহির হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিতে থাকায় রাসূলুল্লাহ (স) অবশেষে অনেক ভাবনা-চিন্তা করিয়া ও দু'আর পর তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করেন। ভীষণ যুদ্ধের পর অবশেষে 'আমর ইব্ন আবদূদ হযরত আলী (রা)-এর হাতে নিহত হয়। তাঁহার এই কৃতিত্বপূর্ণ অবদান বিপুল স্বীকৃতি লাভ করে (শায়খ সুলায়মান নাক্'শবান্দী, য়ানাবী'উ'ল-মাওয়াদ্দা, বোম্বাই সং., পৃ. ৭৭; বিস্তারিত জানিতে চাহিলে দ্র. ইহ্'কাকু'ল-হ'াক্ক-এর হাশিয়া, ৮খ., পৃ. ৩৬৭; ফাদ'াইলুল-খাম্সা, ২খ., ৩২০; যাহরু'ল আদাব হাশিয়া 'ইক'দুল-ফারীদ, কায়রো সং., ১খ., ৫০; অধিকন্তু মুরতাদা হু'সায়ন ফাদি'ল, খাত'ীব-ই কু'রআন, পৃ. ৩২৬)।

বানূ কুরায়জা যুদ্ধেও হযরত 'আলী (রা) উল্লেখযোগ্য ও দর্শনীয় ভূমিকা পালন করেন (আল-য়া'কূ'বী ২খ., পৃ. ২৯;২৭৮ আত-তা'বারী, ৩খ., পৃ. ৫৩)। খায়বার যুদ্ধ বদর, উহূদ ও খন্দকের যুদ্ধের তুলনায় কোন অংশে কম গুরুতর ছিল না। এই যুদ্ধে য়াহূদীরা পরিপূর্ণ শান-শওকতের সঙ্গে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। খায়বার যুদ্ধ ছিল ইসলামের শত্রু য়াহূদীদের শেষ শক্তি পরীক্ষা। তাহারা দুর্গাভ্যন্তরে থাকিয়া মুসলমানদের মুকাবিলা করে। কমবেশী কুড়ি দিন পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকে। কয়েকজন সেনাপতি নিযুক্ত হন। কয়েকজন পতাকা লাভ করেন। তথাপি শত্রু আপন জায়গায় অটল ও অনড় থাকে। অবশেষে নবী কারীম (স) ঘোষণা দেন, আগামী কাল আমি এমন একজনকে পতাকা প্রদান করিব যাহাকে আল্লাহ ভালবাসেন এবং সেও আল্লাহ্কে ভালবাসে। তাহার হাতে খায়বার বিজয় হইবে (আল-ওয়াকি'দী, পৃ. ১৩২; আল-য়া'কূবী, ২খ., পৃ. ৪২; ইসা'বা, ৮খ., পৃ. ১৭০; আল-ইরশাদ, পৃ. ৫৬; আত-ত'াবারী, ৩খ., পৃ. ৯৩; ফাদ'াইলু'ল-খাম্সা, ২খ, পৃ. ১৬১, ৩২৪; হাশিয়া ইহ'কাক', ৮খ., পৃ. ৩৮৩)। পরদিন হযরত 'আলী (রা)-কে পতাকা প্রদান করা হয়। তিনি পতাকা হাতে বাহির হন, দুর্গের উপর হামলা করেন। ওদিক হইতে মারহ'াব নামক একজন য়াহূদী বীর যোদ্ধা ও সেনাপতি মুকাবিলার উদ্দেশ্যে ময়দানে অবতরণ করে। রণসঙ্গীত গাহিয়া পরস্পর যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে হযরত 'আলী (রা) এক আঘাতে তাহাকে দুই টুকরা করিয়া ফেলেন। অতঃপর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া একটি মযবুত ও ভারী দুর্গদ্বার এক ঝটকায় খুলিয়া ফেলেন (তারীখু'ল-খুলাফা, পৃ. ১১৯)।

খায়বার বিজয় এবং এসময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘোষণা, পতাকা প্রদান ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। বদর হইতে খায়বার পর্যন্ত সমস্ত যুদ্ধে হযরত 'আলী (রা)-এর ত্যাগ এবং নবী কারীম (স)-এর নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ ইসলামের ইতিহাসে তাঁহার অনন্য বৈশিষ্ট্য তুলিয়া ধরে। খায়বারের পর হু'নায়ন যুদ্ধে যখন মুসলমানদের অবস্থা ভাল ছিল না তখন হযরত 'আলী (রা) দৃঢ়পদ থাকিয়া শত্রু নিধন করেন। ফলে মুসলমানগণ যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন (আল-ইরশাদ, পৃ. ৬৪; আত-ত'াবারী, ২খ., পৃ. ১২৯; আল-য়া'ক'ূবী, ২খ., পৃ. ৪৭)। আরবের মুশরিকরা এভাবে নিহত হয় যে, উসায়দ ইব্ন আবী ইয়াস ইব্ন যানীম কুরায়শদেরকে ভর্ৎসনা করে এবং তাহাদের আত্মমর্যাদাবোধকে একটি কবিতার মাধ্যমে উস্কাইয়া দেয় (দ্র. আল-ইস'াবা, ৩খ., পৃ. ৭০; উসদু'ল-গ'াবা, ৪খ., পৃ. ২০)।

হযরত 'আলী (রা)-এর বীরত্ব প্রতিটি জিহাদেই পাওয়া যায়। তিনি প্রতিটি যুদ্ধেই জয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত হন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যুদ্ধক্ষেত্রের ন্যায় সন্ধির বিষয়াদিতেও তাঁহার একই বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। যেমন হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রটির বিষয়বস্তু তিনিই লিপিবদ্ধ করেন (আত-তা'বারী, ৩ খ., ৭৯; আরও দ্র. ফাদ'াইলু'ল-খাম্সা, ২খ., পৃ. ৩৩৩)। রামাদ'ান (৮/৬৩০) মাসে নবী কারীম (স) মক্কা বিজয়ের জন্য মুসলমানদের প্রস্তুত করিলে হযরত 'আলী (রা)-কে হ'াতি'ব ইব্ন আবী বালতা'আ (রা)-এর গুপ্তচর বৃত্তির অনুসন্ধানের ব্যাপারে আদেশ দান করেন এবং হযরত 'আলী (রা)-ই হ'াতি'ব-এর বার্তাবাহক মহিলাটিকে পাকড়াও করেন (আত-তা'বারী, ৩খ., পৃ. ১১৪)। রাসূলুল্লাহ (স) মক্কায় প্রবেশের সময় হযরত 'আলী (রা)-কেই পতাকা প্রদান করেন (আত-ত'াবারী, ৩খ., পৃ. ১১৪; আল-ইরশাদ, পৃ. ৬২; আল-য়া'ক্'বী ২খ., পৃ. ৪৩)। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (স) হ'ারাম-ই কা'বার অভ্যন্তরে রক্ষিত মূর্তিগুলিকে নিজ হাতেই ভাঙেন এবং উপরে লটকানো মূর্তিগুলিকে ভাঙিবার জন্য হযরত 'আলী (রা)-কে স্বীয় স্কন্ধে উঠাইয়া লন। হযরত 'আলী (রা) নবী কারীম (স)-এর স্কন্ধে উঠিয়া ঐসব মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন (মুসনাদ ইব্ন হা'ম্বাল, ১খ., পৃ. ৮৪ ও ১৫১; আরও দ্র. ফাদ'াইলু'ল-খাম্সা, ২খ., পৃ. ৩৪০; আরও দ্র. আরজাহু'ল-মাত'ালিব, পৃ. ৪০৬; সি'ফাতু'স-স'াফ্ওয়া, ১খ., পৃ. ১১৯)। ঐ যুদ্ধেই খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে কয়েকটি গোত্রে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য প্রেরণ করা হয়। সেখানে খালিদ (রা)-এর দ্বারা কিছু লোকের জান-মালের ক্ষতি হয়। ব্যাপারটি নিষ্পত্তির লক্ষে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত 'আলী (রা)-কে পাঠান। তিনি নিহতদের পরিবারবর্গকে রক্তপণ প্রদান করেন এবং সর্বোত্তম উপায়ে ইহার নিষ্পত্তি করেন (আত-ত'াবারী, ৩খ., পৃ. ১২৩; আল-য়া'কূ'বী, ২খ., পৃ. ৪৬)।

নবম হিজরীতে হজ্জ মৌসুমে কাফির ও মুশরিকদের উপর বাধানিষেধ আরোপ করা হয়। জাহিলী যুগের প্রথা ও অপবিত্র কর্মকাণ্ডের পূর্ণ অবসান

ঘটে। সূরা তাওবা নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ্র বিধানসমূহ লোকদের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য হযরত 'আলী (রা)-কে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন, আল-ক'াস'ওয়া নামক স্বীয় উটনীটি তাঁহাকে প্রদান করেন। হযরত 'আলী (রা) উক্ত উটনী পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক সূরা বারাআতের প্রাথমিক আয়াতসমূহ লইয়া গিয়া যিলহজ্জ-এর ১০ তারিখে সমাগত সমস্ত কাফির মুশরিকদের সম্মুখে তাহা পড়িয়া শোনান। ঘোষিত বিধানসমূহের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ

"আগামী বৎসর হইতে কোন লোক আর উলঙ্গ অবস্থায় হজ্জ করিতে পারিবে না। কোন কাফির কিংবা মুশরিক আগামী বৎসর হইতে হজ্জ করিবার অনুমতি পাইবে না। হজ্জের দিনগুলিতে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ নিষিদ্ধ নহে। ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে যেসব চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে সেইগুলি বহাল থাকিবে এবং যেই সকল ব্যাপারে ইতোপূর্বে চুক্তি হয় নাই চারি মাস পর সেসব আর বিবেচনা করা হইবে না। আয়াতসমূহ ছিল নিম্নরূপ (৯ ঃ ১-৯) ঃ

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

নবম আয়াত পর্যন্ত (আল-য়া'কূবী, ২খ., ৬০; আনসাবু'ল-আশরাফ, ১খ, পৃ. ১৮৩; আত-ত'াবারী, ৩খ., পৃ. ১৫৪; আন-নাসাঈ, আল-খাস'াইস', কলিকাতা সং., পৃ. ৬২; ফাদ'াইলু'ল-খাম্সা, ২খ., পৃ. ৩৪২)।

দীর্ঘকাল যাবত বস্তুগত শক্তির সাহায্যে ইসলাম ও ইসলামের নবী হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-কে মুকাবিলা করিতে গিয়া কাফির-মুশরিক ও য়াহূদীরা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে খৃস্টানরা অগ্রসর হয়। নাজরান ছিল তাহাদের কেন্দ্র। নাজরানের বড় বড় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে হাজির হইয়া বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে (দ্র. সূরা আল-'ইমরান-এর ৫৯ নং আয়াত হইতে ৬১নং আয়াত পর্যন্ত)। রাসূলুল্লাহ (স) ওহী মুতাবিক তাহাদেরকে বলেন, এতসব দলীল-প্রমাণ পেশের পরও যখন তোমরা আমাকে নবী হিসাবে মানিতেছ না তখন আইস, আমরা ও তোমরা আপন আপন সন্তান, স্ত্রী ও নিজেদেরকে লইয়া আসি, অতঃপর নিজেদের মধ্যে একে অন্যের নিমিত্ত বদ-দু'আ করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষণের প্রার্থনা করি। মাওলানা শাব্বীর আহ'মাদ 'উছমানীর ভাষায় ঃ তিনি হযরত হ'াসান (রা), হু'সায়ন, ফাতি'মা (রা) ও 'আলী (রা)-কে লইয়া নির্গত হইলে এই বুযুর্গগণের নূরানী চেহারা দৃষ্টে তাহাদের বিশপ বলিল, আমি এমন সব পবিত্র চেহারা দেখিতেছি যাহাদের দু'আ পাহাড়কে পর্যন্ত স্ব স্থান হইতে হটাইয়া দিতে পারে। তাহাদের সহিত মুবাহালা করিয়া ধ্বংস হইও না। অন্যথায় একজন খৃস্টানও পৃথিবীর বুকে অবশিষ্ট থাকিবে না। শেষপর্যন্ত তাহারা মুকাবিলা পরিত্যাগ করিয়া বাৎসরিক জিয্য়া প্রদানের শর্তে সন্ধি করে (শাব্বীর আহ'মাদ 'উছমানী, তাফসীর ও তরজমা কুরআন মাজীদ, বিজনৌর, পৃ. ৭৪-৭৫; অধিকন্তু সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীরসমূহ; আরজাহু'ল-মাত'ালিব, পৃ. ৩২৬; ফাদ'াইলু'ল-খাম্সা, ১খ., পৃ. ২৪৪; হাশিয়া ইহ'কাকু'ল-হ'াক্ক', ৩খ., পৃ. ৩২৬; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নাবী, ১ম ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৫১, আ'জমগড় ১৩৭৫ হি; আল-ইস'াবা, ৩খ., পৃ. ২৭০; আল-য়া'কূবী, ১খ., পৃ. ৬৬)।

ইসলাম প্রচারের নিমিত্ত য়ামান অভিযান এধরনের প্রথম ঘটনা। এই অভিযানে রাসূলুল্লাহ (স) প্রথমে হযরত খালিদ (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে ছয় মাস অবস্থান করেন। অতঃপর নবী কারীম (স) হযরত 'আলী (রা)-কে প্রেরণ করেন। তিনি যখন য়ামানের নিকটবর্তী স্থানে উপনীত হন তখন ভোরবেলা। তিনি প্রথমে ফজরের সালাত আদায় করেন। সালাতের পর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র লিপি পাঠ করেন। পত্রপাঠ শ্রবণমাত্র হামাদান গোত্র ইসলাম কবুল করে। রাসূলুল্লাহ (স) এই শুভ সংবাদ শ্রবণমাত্র সিজদায়ে শোকর আদায় করেন (আত-ত'াবারী, ৩খ., পৃ. ১৫৯; আবু'ল-ফিদা, তারীখ, ১খ, পৃ. ১৫৮, কনস্টান্টিনোপল সং; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নাবী, ২খ., পৃ. ২৮, আজমগড়, ১৩৭৫ হি.)। ঘটনাটি ৮ম হিজরীর। ১০ম হিজরীতে হযরত 'আলী দ্বিতীয়বার মাযহিজ গোত্রের জন্য মনোনীত হন। যখন তিনি মাযহিজ-এর এলাকায় পৌছেন তখন রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন দিকে কয়েকজনকে নিযুক্ত করেন। এদিকে মাযহিজের একটি দল আসিয়া হাজির হয়। তিনি তাহাদের সম্মুখে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। কিন্তু তাহারা এই আহ্বানের উত্তর দেয় তীর ও প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে। এতদ্দৃশ্যে হযরত 'আলী (রা)-ও তাঁহার সেনাবাহিনীকে কাতারবন্দী করেন এবং আক্রমণ পরিচালনা করেন। মাযহিজ গোত্র তাহাদের কুড়িজন নিহতের লাশ ফেলিয়া পলায়ন করে। কিন্তু হযরত 'আলী (রা) পলায়নকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করেন নাই। ফলে তাহাদের সর্দার তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া ইসলাম কবুল করেন এবং তদীয় সম্প্রদায়ের অপরাপর সকলের পক্ষে ইসলামের অনুগত্যের ঘোষণা দেন (সীরাতুন্নবী, ২খ, ২৯)।

সন্ধি ও যুদ্ধ ঃ দাওয়াত ও তাবলীগ এবং 'ইল্ম ও আমলের এইসব কর্মতৎপরতার অবসান ঘটিতে চলিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুবারক জীবনের শেষ মনযিল ছিল নিকটবর্তী। হযরত 'আলী (রা)-এর বয়সও তিন দশকের কোঠা অতিক্রম করিয়াছে। আল্লাহ প্রদত্ত দূরদৃষ্টি ও শক্তি রাসূল আকরাম (স)-এর ছায়ায় শৈশব হইতে যৌবনকাল সমগ্র উম্মাহর সামনে আসিয়া গিয়াছিল। যে কোন ব্যাপারের গভীরে প্রবেশের সাধারণ যোগ্যতা, বিপদ-আপদে নজীরবিহীন ফয়সালা, আপন-পর সকলের সামনে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সফলতা হযরত 'আলী (রা) জীবনের এমন এক উজ্জ্বল অধ্যায় যাহা প্রমাণের জন্য কোন প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না।

১০ম হিজরীর যু'ল-কা'দা মাসে রাসূলুল্লাহ (স) হজ্জ আদায় করিতে মনস্থ করেন। হজ্জের ঘোষণা শুনিতেই সমস্ত মুসলমান দলে দলে মদীনায় আগমন করিতে লাগিল। হযরত 'আলী (রা) য়ামান ও নাজরান হইতে এক-পঞ্চমাংশ রাজস্ব ও চুক্তি মাফিক প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য গিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) হযরত 'আলী (রা)-কে মক্কায় আসিয়া পৌছিবার জন্য লিখিত নির্দেশ প্রেরণ করেন (আল-ইরশাদ, পৃ. ৮০)। রাসূলুল্লাহ (স) মক্কায় পৌছিতেই হযরত 'আলী (রা) চৌত্রিশটি উট ও হুল্লা প্রভৃতি লইয়া তাঁহার খেদমতে হাজির হন (আল-ইরশাদ, পৃ. ৮১, কনস্টান্টিনোপল সং ১২৮৬ হি., ১খ, ১৫৮)। মহানবী (স) এক শত কিংবা চৌষট্টিটি উট স্বহস্তে অথবা অপর এক বর্ণনা মুতাবিক সবগুলি পশুই হযরত 'আলী (রা) স্বহস্তে কুরবানী করেন (আল-য়া'কূবী, ১খ., পৃ. ৯০)।

তিনি প্রতিটি পশুর কিছু গোশত জমা করেন এবং উহা একটি পাতিলে রান্না করা হয়। অতঃপর তিনি হযরত 'আলী (রা)-এর সঙ্গে এক পেয়ালায় তরকারী খান (আল-য়াকূবী, ১খ., পৃ. ৯০), ইহার পর বিভিন্ন ওয়াজিব ও ফরয আদায় করেন। মহানবী (স) কয়েকটি স্থানে খুতবা প্রদান করেন,

ইহ্রামমুক্ত হন এবং কাফেলায় প্রত্যাবর্তন করেন। জুহ্ফার নিকটবর্তী "খুম" নামক জায়গায় একটি জলাশয় ছিল। মহানবী (স) এখানে যাত্রাবিরতি করেন। এই সময়ে এখানে সূরা মাইদার ৬৮ নং আয়াত নাযিল হয়। শী'আ মুফাসসিরগণের মতে এই আয়াতের মাধ্যমে নবী করীম (স)-কে হযরত 'আলী (রা)-এর বিলায়াত ও ইমামাত-এর ঘোষণা দিতে বলা হয় (তাফসীর আস-সাফী, পৃ. ৪৫৬, তেহ্রান ১৩৭৪ হি.)। মহানবী (স) গাদীরে খুম-এর প্রশস্ত ও বিস্তৃত ময়দানে সমস্ত মুসলমানদের সামনে উটের হাওদার উপর আরূঢ় অবস্থায় খুতবা প্রদান করেন এবং এই খুতবায় তিনি বলেন ঃ

'আমি কি মু'মিনদের নিকট তাহাদের জীবনের চেয়ে অধিকতর প্রিয় ও আপন নই? সকলে সমস্বরে বলিলেন, হাঁ, আপনি তোমনটিই। অতঃপর তিনি বলিলেন, من كنت مولاه فهذا على مولاه "আমি যাহার মাওলা এই 'আলীও তাহার মাওলা।" হে আল্লাহ! তুমি তাহাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কর যে 'আলীর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে এবং তুমি তাহাকে দুশমন মনে কর যে 'আলীর সঙ্গে দুশমনী রাখে। দেখিও, আমি দুইটি ভারী বস্তু তোমাদের নিকট রাখিয়া যাইতেছি ঃ আল্লাহ্র কিতাব কুরআন মাজীদ এবং আমার আহ্লে বায়ত। তাহাদের সঙ্গে জড়িত ও সম্পর্কিত থাকিলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হইবে না (আল-য়াকূবী, ২খ., পৃ. ৯৩; আল-মাসঊদী, কিতাবুত-তানবীহ ওয়াল-ইশরাফ, পৃ. ২৫৫, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ.; আল-ইরশাদ, পৃ. ৮৩; 'আবদুল হুসায়ন আল-আমীনী, আল-গাদীর, ১খ., তেহ্রান ১৩৭৩ হি.)। হাদীছের রাবী মুহাদ্দিছীন মুফাসসিরীন ইতিহাসবিদ কবি সাহিত্যকগণের তালিকা, বরাত তথা তথ্যসমূহ আলোচনার জন্য দ্র. আল-গাদীর, উমদাতুল আখবার ফী মাদীনাতিল-মুখতার, পৃ. ২২৩, কায়রো সং., তৃতীয় মুদ্রণ; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নাবী, ২খ., পৃ. ১৬৮, আজমগড় ১৩৭৫ হি.; খুতবা গাদীর বিস্তারিত দ্র. তাবারসী, আল- ইহতিজাজ, নাজাফ ১৩৫০ হি., পৃ. ৩৫; অধিকন্তু এই খুতবা পৃথকভাবে ছাপা হইয়াছে। কেবল মূল পাঠ কারবালা, ইরাক মুওয়াসসাসাতুস-সাদিক সং. ১৩৮৩ হি.; মূলপাঠ ফার্সী কাব্যানুবাদসহ, লাখনৌ ১৩১৩ হি.; মূলপাঠ উর্দূ অনুবাদসহ বনাম ফরমান-এ রিসালাত, মুলতান ১৩৭৭ হি.; মূ. পা., অনু. ও ভূমিকা বনাম খুতবাই গাদীর, লাহোর; আগা মুহাম্মাদ সুলতান মির্যা, আল-বালাগুল-মুবীন, ১খ., লাহোর ১৯৫৮ খৃ.; হামদ হুসায়ন, 'তাবাকাতুল আনওয়ার হাদীছে গাদীর, লুধিয়ানা ও লাখনৌ সং.)। গাদীরে খুমের এই ঘটনা ইমামাতের দলীল হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শী'আগণ ১৮ যিলহজ্জ তারিখে প্রতি বৎসর আনন্দের দিন হিসাবে উদযাপন করিয়া থাকে।

১১ হিজরীর মুহাররাম মাসের পর নবী করীম (স)-এর মন-মানসিকতায় বিষন্নতার ছাপ পরিলক্ষিত হয় এবং জীবনের অন্তিম সফরের সময় ঘনাইয়া আসে। তিনি হযরত 'আলী (রা)-কে ওসিয়াত করেন, গারাস কূপের পানি দ্বারা আমাকে গোসল দিবে ('উমদাতুল আখবার ফী মাদীনাতিল-মুখতার, পৃ. ২৬৯; গারাস কূপ সম্পর্কে দ্র. পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ২৬৮)। ইব্ন সা'দ (তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৮০)-এর বর্ণনা মুতাবিক মহানবী (স)-কে গারাস কূপের পানি দ্বারা, যাহা হযরত সা'দ ইব্ন হায়ছামার মালিকানাধীন ছিল এবং কুবায় অবস্থিত ছিল, গোসল দেওয়া হয়।

নাহ্জুল বালাগায় (২খ., পৃ. ১৯৬, 'আবদুল হামীদ ও মুহাম্মাদ 'আবদুহু, (কায়রো সং. মুহাম্মাদ মুহয়িদ্দীন), হযরত 'আলী (রা)-এর একটি খুতবা (১৯৬ নং) রহিয়াছে যেখানে তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের সময় তাঁহার মস্তক মুবারক আমার বুকের সঙ্গে লাগানো ছিল। তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইবার সময় আমি আমার হাত আমার মুখের উপর রাখি। আমি ফেরেশতাগণের সঙ্গে একত্রে রাসূলে আকরাম (স)-কে গোসল দেই। উক্ত গ্রন্থেই (পৃ. ২৫৫) হযরত 'আলী (রা)-এর সেই কথাও (নম্বর ২৩০) উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, তিনি গোসল প্রদান করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হউন। আপনার চিরবিদায় গ্রহণের মাধ্যমে সেই সূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল যাহা অপর কাহারও মৃত্যুতে খতম হয় নাই। নবুওয়াত খতম হইয়া গেল, আপনি আমাদেরকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং এখন অন্যের শোকসন্তাপ হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছেন এবং আপনি সকলকে শোকে সমান শরীক করিয়াছেন। আপনি যদি আমাদেরকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ না দিতেন এবং হা-হুতাশ করিতে বারণ না করিতেন তাহা হইলে আমরা আপনার শোকে চোখের অশ্রু বহাইয়া দিতাম। গোসল প্রদান, কাফন পরিধান ও জানাযা আদায়ের পর হযরত 'আলী (রা)-ই কবরে অবতরণ করেন এবং তাঁহাকে চিরস্থায়ী বিশ্রামস্থলে শোয়াইয়া দিয়া নবী কারীম (স)-এর শেষ খেদমত আঞ্জাম দেন (আল-য়াকূবী, ২খ., পৃ. ৯৪; আত-তাবারী, ৩খ., ২০৪)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর সাকীফায়ে বানী সাইদায় হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর বায়'আত হইয়া গিয়াছে এবং হযরত 'আলী (রা)-এর জীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বরকতময় জীবনে হযরত 'আলী (রা) ইসলামের সেবায় সকলের চাইতে অগ্রগামী ছিলেন। মহানবী (স)-এর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন, মসজিদ ও ঘরে তিনি ছিলেন রক্ষক (হাফিজ) ও কাতিবে ওহী। যুদ্ধক্ষেত্রে সমর বিজয়ী বীর, সন্ধি ও সমঝোতার ক্ষেত্রে চুক্তিপত্রের লেখক, ইসলামের সূচনালগ্নে পরিবারবর্গের তথা বর্তমান গোষ্ঠীকে দাওয়াত প্রদানের দিন হইতে গাদীরে খুমের খুতবা প্রদান পর্যন্ত কয়েকটি পর্যায়ে কুরআনী আয়াত ও বিভিন্ন হাদীছের মাধ্যমে হযরত 'আলী (রা)-এর ফযীলাত ও মর্যাদামণ্ডিত অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে (দ্র. আল-গাদীর, ফাদাইলুল-খামসা; য়ানাবীউল মাওয়াদ্দা, তাযকিরা খাওয়াসসুল- উম্মা, নাফসে রাসূল, কুরআন নাতিক, রাওয়াইহুল কুরআন, মানাকিব আলে আবী তালিব, মাতালিবুস সু'উল, আরজাহুল মাতালিব আন-নাসা'ঈ খাসাইসু আমীরিল-মু'মিনীন; ইহকাকুল হাক্ক, আল-ইরশাদ)।

শী'আ 'উলামা হযরত 'আলী (রা)-কেই প্রথম খলীফা হিসাবে মানেন এবং কতিপয় হাদীছ ও কুরআনী আয়াত দ্বারা ইহার পক্ষে দলীল পেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধারণায় অন্য অনেক বিষয় ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (স)-এর উক্তি "আমি যাহার অভিভাবক, এই আলীও তাহার অভিভাবক" হযরত 'আলী (রা)-এর ইমামতের সপক্ষে সুস্পষ্ট দলীল। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাতের ধারণায় খলীফা নির্বাচন ও ইমাম মনোয়নের জন্য উম্মাহর এখতিয়ার রহিয়াছে এবং উম্মাহ হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-কে সেই এখতিয়ারবলে খলীফা নির্বাচিত করিয়াছে। আহলে সুন্নাত উলামার অভিমত অনুসারে তাহারা এই নির্বাচনে সত্যের পক্ষে ছিলেন। ইসলামের সেই সূচনাকাল হইতে এই ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনা ও বিবাদ- বিসম্বাদ অব্যাহত রহিয়াছে।

হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর খিলাফত হইতে হযরত উছমান (রা)-এর খিলাফত আমলের শেষ পর্যন্ত কমবেশি চব্বিশ বৎসরকাল হযরত 'আলী (রা) মদীনায় অতিবাহিত করেন। মদীনা এবং ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছিল। ফেতনাবাজ ও বিশৃঙ্খলা

সৃষ্টিকারীরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর নেতৃত্বে মুসলমানেরা যাবতীয় বাতিল ফেতনা সমূলে নির্মূল করিতেছিলেন। সেই সময় সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল পারস্পরিক ঐক্যের। এই ক্ষেত্রে হযরত 'আলী (রা) অপেক্ষা বেশী ধর্মীয় সুরক্ষা এবং মুসলমানদের কল্যাণকে অগ্রাধিকার প্রদানকারী আর কে হইতে পারিত? অনন্তর হযরত 'আলী (রা) সামগ্রিক সমস্যার ব্যাপারে অন্য মুসলমানদের অংশগ্রহণ করতঃ এবং ইসলামের পয়গামকে ব্যাপক জনগণের কাছে পৌঁছাইতে উদারভাবে সহযোগিতা করেন। দ্বন্দ্ব-বিবাদ ও বিরোধিতার অবস্থায় সবচেয়ে কম যে বিষয়টি দেখা দিত তাহা হইল, মুনাফিকরা ইহার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিত এবং নবী করীম (স)-এর দাওয়াত ও তাবলীগ তাঁহার আপন শহরেই পারস্পরিক সংঘাত ও সংঘর্ষের শিকার হইয়া যাইত (আল- মানাকিব, ৩খ., পৃ.১৬; আরও দ্র. জর্জ জুরদাক, আল-ইমাম 'আলী, ৪খ., আরবদের ঐতিহাসিক প্রথাপদ্ধতি ও ঐতিহ্যের উপর আলোচনা)।

হযরত 'আলী (রা) তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কাজের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি কুরআন মাজীদ-এর বিক্ষিপ্ত পৃষ্ঠাগুলি একত্র করা এবং ধর্মীয় শিক্ষাসমূহের বিস্তার ও প্রচার-প্রসারে মগ্ন হইয়া যান (আল-য়াকূবী, ২খ., পৃ. ১১৩)। আল-মুবাররাদ লিখিয়াছেন, হযরত 'আলী (রা) এক য়াহূদীর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দেখিতে পান, য়াহূদীটি কোন মুসলমানের সঙ্গে ধর্মীয় ব্যাপারে কথা বলিতে চাহিতেছিল। তিনি তাহাকে বলেন, আমাকে জিজ্ঞসা কর এবং তাহাকে ছাড়িয়া দাও। সে বলিল, আপনি তো বহুত বড় আলিম। হযরত 'আলী (রা) বলেন, যদি কোন 'আলিমকে জিজ্ঞাসা কর তবে তোমার অধিকতর উপকার হইবে (আল-কামিল, ৩খ., পৃ. ৯৩৫, কায়রো ১৩৫৬ হি.)। মোটের উপর তিনি যখনই কোন অপরিচিত লোককে ইল্ম (জ্ঞান) অন্বেষণে রত দেখিতে পাইতেন থামিয়া গিয়া তাহাকে শিখাইবার সুযোগ গ্রহণ করিতেন, উহা হাতছাড়া হইতে দিতেন না। খলীফাগণ ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-ও বিভিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে ও নানাবিধ বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইতে আসিতেন এবং তিনিও তাঁহাকে সঠিক পরামর্শ দান করিতেন (দ্র. আল-ইরশাদ, পৃ. ৯৫; আল-গাদীর, ৬ ও ৭খ.)।

মদীনা মুনাওয়ারার ইতিহাস হইতে জানা যায়, এই শহরে হযরত 'আলী (রা)-এর কূপ ও ভূমি ছিল। এই সময়ে তিনি সেসবও দেখাশোনা করিতেন। যেমন আল-ফুর' উপত্যকায় অবস্থিত উম্মুল-আয়াল ও ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় খেজুর বাগান। এই কূপটি হযরত ফাতিমাতুয-যাহরা ('আ)-এর পক্ষে সাদাকা ঘোষিত হইয়াছিল (আহমাদ ইব্ন 'আবদুল-মাজীদ আল-'আব্বাসী, উমদাতুল-আখবার ফী মাদীনাতিল মুখতার, কায়রো সং., তৃতীয় মুদ্রণ, পৃ. ২৪৬), বিরুল-মালিক (সিয়ারু সাহাবা, ২খ., পৃ. ৮৪, আজমগড়, ওয়াফাউল-ওয়াফার বরাতে), বি'র বুগায়গা (উমদাতুল আখবার, পৃ. ২৮১) এবং য়ানবূ'তে অবস্থিত আবী নায়যার কূপ। 'আবী নায়যার কূপের ঘটনা এই যে, সম্রাট নাজাশীর পুত্র আবূ নায়যার ইসলাম গ্রহণ পূর্বক নবী কারীম (স)-এর খেদমতে হাজির হন। তাঁহার ওফাতের পর তিনি হযরত ফাতিমাতুয-যাহরা (রা)-এর খেদমতে অতিবাহিত করেন। একদিন আবূ নায়যার বুগায়গাতে ছিলেন। হযরত 'আলী (রা)-ও রাবী নদী হইতে হাত ধৌত করত আবূ নায়যার-এর সঙ্গে আহার করিতে থাকেন। আহার সমাপ্তির পর তিনি হাতে কোদাল লইলেন এবং কূপে অবতরণ পূর্বক উহা আরও খনন করিতে শুরু করিলেন। কঠিন মাটি খনন ও অতিরিক্ত পরিশ্রমে তিনি ঘর্মাক্ত কলেবর হইয়া পড়েন। কিন্তু সেই সঙ্গে মাটির নীচ হইতে পানি প্রবল বেগে উৎসারিত হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। হযরত 'আলী (রা) এই কূপটির আবূ নায়যারের নামে নামকরণ করেন (আল-মুবাররাদ, আল-কামিল, ৩খ., পৃ. ৯৩৮; উমদাতুল-আখবার, পৃ. ৩৮৫)। য়ানবূ'তে ইহা ছাড়াও জমি-জায়গার আলোচনাও রহিয়াছে (উমদাতুল-আখবার, পৃ. ৪৪২)।

হযরত উছমান (রা) কমবেশি বার বৎসর শাসক ছিলেন। তাঁহার হুকূমতে বানূ উমায়্যা শক্তি সঞ্চয় করে। সাধারণ জনগণের মধ্যে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, অবশেষে পরিস্থিতি এতদূর গড়ায় যে, তাঁহার গৃহ অবরোধ করা হয়। এইরূপ নাযুক মুহূর্তে হযরত 'আলী (রা) কয়েকবারই হস্তক্ষেপ করেন এবং এই ফেতনা অবদমনের প্রায়াস চালান। কিন্তু পরিস্থিতির কোনরূপ হেরফের হয় নাই। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে হত্যা করিতে কৃতসংকল্প হয়। সেই সময়ও হযরত 'আলী (রা) তাঁহার নিরাপত্তা বিধানে কোনরূপ ত্রুটি করেন নাই, এমনকি তিনি তাঁহার দুই পুত্রকে পাহারায় নিযুক্ত করেন এবং ভ্রাতৃদ্বয় (হাসান ও হুসায়ন) আক্রমণকারীদের হটাইয়া দেন। ইহার পরও বিদ্রোহীরা থামে নাই। তাহারা মদীনা মুনাওয়ারার পবিত্র ভূমিতেই হযরত 'উছমান (রা)-কে নির্মমভাবে শহীদ করে (নাহজুল বালাগা, খুতবা ১৫৯ ও ২৩৫)। হযরত 'উছমান (রা)-এর পর লোকে হযরত 'আলী (রা)-কে খিলাফাতের দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করে। নাহজুল-বালাগায় এই সময়কার অবস্থার উপর হযরত 'আলী (রা)-এর খুতবা ও পত্রাদির উল্লেখ রহিয়াছে। জনগণের মধ্যে উত্তেজনা এবং রাজ্যের সর্বত্র অস্থির অবস্থা বিরাজ করিতেছিল। হযরত 'আলী (রা) খিলাফাতের দায়িত্বভার নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইতেই পূর্বেকার সকল বিশৃঙ্খল অবস্থার মূলোৎপাটন করিবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেন ঃ

"আমি যাহা বলিব উহার যিম্মাদার ও পাবন্দ আমিই হইব। যে সমস্ত লোকের সুস্পষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় তাহাকে অতীত পরিণতি পরিষ্কারভাবে দেখাইয়া দিয়াছে তাহার তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি তাহাকে সন্দেহের স্থানে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সম্মুখে অগ্রসর হইতে বাধা প্রদান করে। স্মরণ রাখিও, তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক অস্থিরতা ও অরাজকতা আজকাল এমনভাবে ফিরিয়া আসিয়াছে যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবকালে ছিল। আমি সেই পবিত্র সত্তার নামে শপথ করিতেছি যিনি রাসূলে আকরাম (স)-কে নবী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন যে, চালুনী দ্বারা যেভাবে ময়দা চালা হয় তোমাকে পরিপূর্ণরূপে সেইরূপ চালা হইবে এবং যেইরূপ হাঁড়ির মধ্যে গোশত ও পানি সহযোগে তরকারী পাক করা হয় তোমাদেরকে সেইভাবে পাক করা হইবে (নাহজুল-বালাগা, ১খ., পৃ. ৪২)।

একবার জায়গীর ও অননুমোদিত ব্যয়ের অবসানের ঘোষণা দিতে গিয়া বলেন, "আল্লাহ্র কসম! যদি আমার এমন কোন সম্পদ চোখে পড়িয়া যায় যদ্দারা মহিলাদের দেনমোহর আদায় করা হইয়াছে কিংবা ক্রীতদাসীদের ক্রয় করিতে গিয়া ব্যয় করা হইয়াছে তাহা হইলে আমি উহাও ফেরত লইতাম। কেননা ন্যায় ও ইনসাফের দাবি পূরণ করিবার মধ্যে বিরাট প্রশস্ততা রহিয়াছে। আর ন্যায়বিচারের ব্যাপারে যাহার কষ্ট অনুভূত হয় তাহার জন্য জুলুমের রূপ তো আরও বেশি পেরেশানকর হইবে (নাহজুল বালাগা, ১খ., পৃ. ৪২)।

হযরত 'আলী (রা) সর্বপ্রথম ভাতা বণ্টনের ক্ষেত্রে একই হার বহাল করেন, অতঃপর অনুদান ও জায়গীর সম্পর্কে সংস্কার সাধন করেন। হযরত আলী (রা) বসরার পুরাতন গভর্নরের জায়গায় নূতন গভর্নর উছমান ইব্ন

হুনায়ফকে ঠিক তেমনি কূফার সাবেক গভর্নরের জায়গার নূতন গভর্নর 'আম্মারা ইব্ন হাসসানকে, কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদাকে মিসর এবং সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফকে সিরিয়ার গভর্নর হিসাবে নিয়োগ দান করেন। য়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করেন 'আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে। এইসব গভর্নরের মধ্যে কেবল সিরিয়ার গভর্নর সাহ্ল ইব্ন হুনায়ফ মদীনা হইতে রওয়ানা হন এবং তাবূক পর্যন্ত পৌঁছিলে সিরিয়ার সৈন্যরা তাঁহাকে সেখান হইতে ফিরাইয়া দেয়। ফলে তিনি মদীনায় ফিরিয়া আসেন। হযরত 'আলী (রা) সিরিয়ার শাসনকর্তার এইরূপ আচরণে বিস্মিত হন। তাঁহাকে বলা হয় যে, সিরিয়া কেন্দ্র হইতে নিজেকে প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছে। বিষয়টি সুকৌশলে এড়াইবার জন্য হযরত 'আলী (রা) পত্র লিখেন। সেখান হইতে ইহার কঠোর জওয়াব আসে। এদিকে ইরাকে ষড়যন্ত্র শুরু হইয়া যায়। মদীনা হইতে হযরত তালহা ও হযরত যুবায়র (রা) 'উমরা আদায়ের জন্য মক্কা গমন করেন যেখানে উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা) 'উছমান (রা)-এর শাহাদাতের পূর্ব হইতেই অবস্থান করিতে ছিলেন। তিনি (হযরত 'উছমান (রা)-এর শাহাদাত এবং) হযরত 'আলী (রা)-এর বায়আতের কথা শুনিয়া চিন্তিত ছিলেন। এখন এই তিনজনের নেতৃত্বে কয়েক হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মক্কা হইতে ইরাক অভিমুখে রওয়ানা হয়। হযরত 'আলী (রা) সিরিয়ার সমস্যা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কূফার ছাউনীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছিলেন এমন সময় পথিমধ্যে খবর পান, উম্মুল-মুমিনীন হযরত 'আইশা (রা) বসরার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন।

হারবুল জামাল (উটের যুদ্ধ) ঃ হযরত উম্মুল-মুমিনীন (রা), হযরত তালহা (রা) ও হযরত যুবায়র (রা) সেনাবাহিনীর সঙ্গে বসরায় আগমন করেন। 'উছমান ইব্ন হুনায়ফকে রাজধানী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। বায়তুল মাল দখল করা হয় এবং লোকজনের নিকট হইতে বায়'আত লওয়া হয় (আখবারুত-তিওয়াল, পৃ. ১৪৪)। এসমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া হযরত 'আলী (রা) রাস্তা পরিবর্তন করেন এবং যীকার নামক স্থানে ছাউনি ফেলেন। এখান হইতে তিনি কূফা ও বসরায় লোক প্রেরণ করেন। ইহার পর তিনি বসরায় গমন করেন। তিন দিন তিনি শহরের বাহিরে অবস্থান করেন, পত্র ও দূত প্রেরণ করেন এবং নিজে তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু আপোষ-মীমাংসা কিংবা সন্ধি-সমঝোতার প্রয়াস সফল হয় নাই। ফলে উভয় বাহিনী যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া যায়। ১০ জুমাদাল-উলা (আল-মাসঊদী, ২খ., পৃ. ৩৬০; আল-য়াকূবী, ২খ., পৃ. ১৫৮; আখবারুত-তিওয়াল, পৃ. ১৪৭, জুমাদাল আখিরা) হযরত উম্মুল মুমিনীন (রা) উষ্ট্র পৃষ্ঠে আসীন হইয়া ময়দানে অবতরণ করেন এবং হযরত 'আলী (রা) পতাকা লইয়া ময়দানে পৌঁছেন। ফজরের সালাতের পর হযরত 'আলী (রা) খুতবা প্রদান করেন এবং আরও একবার লোকজনকে যুদ্ধ হইতে বিরত রাখিতে প্রয়াস পান (নাহজুল-বালাগা, খুতবা ৫, ৭, ১০, ১১, ১২ ১৩, ৩০, ৩২, ৭৭, ১২৪, ১৩৩,১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৯, ২১৩, ২১৪, ২২৬; পত্রাদি ২, ২৯, ৫৪, মুহাম্মাদ 'আবদুহু এবং মুহাম্মাদ মুহয়িদ্দীন 'আবদুল হামীদ প্রকাশিত, কায়রো; আখবারুত-তিওয়াল, পৃ. ১৪৬)।

কোনক্রমেই যখন সন্ধি হইল না তখন হযরত 'আলী (রা) আম্মার ইব্ন য়াসির এবং মালিক ইব্ন আশতারকে পর্যায়ক্রমে ডান বাহু ও বাম বাহুর অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং মধ্যভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, মুহাম্মাদ হানাফিয়াকে সামনে প্রেরণ করেন। ভীষণ যুদ্ধের পর বিজয় অর্জিত হয়। কয়েক হাজার লোক এই যুদ্ধে নিহত হয়। হযরত তালহা (রা) এবং হযরত যুবায়র (রা)-ও শহীদ হন। যেই উষ্ট্র পৃষ্ঠে হযরত উম্মুল-মুমিনীন (রা) আরোহিত ছিলেন তাহার চারি পা-ই কর্তিত হয়। হযরত 'আলী (রা) সর্বপ্রথম মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বাক্রকে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁহার ভগ্নীর নিকট তাঁহার কুশল জানিতে চাহেন। জানিতে পারেন যে, তিনি কোন আঘাত পান নাই। নির্দেশ মুতাবিক তাঁহাকে বসরা হইতে তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র এবং আরও দশজন রক্ষী মহিলার হেফাজতে নিরাপদে তাঁহার অভিপ্রায় মাফিক মক্কা মুকাররামায় পাঠাইয়া দেওয়া হয় যেখানে তিনি হজ্জ মৌসুম পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং অতঃপর মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন (আল-য়াকূবী, ২খ., পৃ. ৩৬০; শায়খ মুফীদ, কিতাবুল জামাল, নাজাফ ১৯৬৮ খৃ.; ইবনুত-তিকতাকা, আল-ফাখরী, পৃ. ৬৫, কায়রো ১৯২৭ খৃ.; আখবারুত তিওয়াল, পৃ. ১৪৬; ইব্ন আবিল হাদীদ, শারহু নাহজিল বালাগা, ১খ., পৃ. ৮৫)।

বসরা জয়ের পর হযরত 'আলী (রা) কিছুদিন সেখানেই অবস্থান করেন। সিরিয়ার সঙ্গে তাঁহার পত্র যোগাযোগ অব্যাহত ছিল (পত্রের জন্য দ্র. 'আবদুর রাযযাক মালীহাবাদী ও রঈস আহমাদ জা'ফারী, তাওকীআত ও রুকআত আমীরিল-মুমিনীন, লাহোর ১৯৫৫ খৃ.; অধিকন্তু মাশমূলা, তরজমা নাহজুল-বালাগা, লাহোর ১৯৬৯ খৃ. এবং কায়রো সং -এর পত্র নং ১, ৬, ৯, ১০, ১৪, ১৭, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৭, ৩৯, ৪৪, ৪৮, ৫৫, ৫৮, ৬৪, ৬৫, ৭৩, ৭৫)।

হযরত 'উছমান (রা)-এর রক্তমাখা জামা এবং তাঁহার স্ত্রীর কর্তিত আঙ্গুলগুলি সিরিয়াবাসীকে দেখানো হইত এবং অনলবর্ষী বক্তাগণ ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে জনগণকে উত্তেজিত করিত। হাজার হাজার সৈন্য সিরিয়া হইতে রওয়ানা হয়। হযরত 'আলী (রা) বসরা হইতে কূফা এবং তথা হইতে সিরিয়া সীমান্ত পর্যন্ত সেনাবাহিনীসহ সফর করেন। প্রতি পদক্ষেপে তিনি সিরিয়ার প্রোপাগান্ডা সৃষ্ট অবস্থার মুকাবিলা করেন এবং প্রতিটি অভিযোগের উত্তর দেন (দ্র. আত-তাবারী ও আদ-দীনাওয়ারী স্থা; অধিকন্তু নাহজুল বালাগা, খুতবাত ২, ৮, ২৪, ২৬, ৩৩, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৫০, ৫৪, ৬৩, ৮১, ২০১, ২০২, ২১১)। হযরত 'আলী (রা) সিফফীন নামক স্থানে (দ্র. খারীতা, ওয়াক'আতু সিফফীন, কায়রো ১৯৬২) ফোরাত নদীর উৎসে (অবস্থানগত বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র. আখবারুত-তিওয়াল, পৃ. ১৬৭) অবস্থান গ্রহণ করেন। এই দিকে সিরীয় সেনাবাহিনী আক্রমণ করিয়া উপকূলীয় এলাকা দখল করিয়া লয়। হযরত 'আলী (রা) দূত মারফত বার্তা প্রেরণ করেন, আমরা লড়াই করিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু এত বড় বিশাল বাহিনী পানি ব্যতিরেকে কিভাবে থাকিতে পারে? উত্তর হিসাবে ছিল সেই একই ধ্বনি যাহা ছিল এই সমগ্র সংঘর্ষের মূল। হযরত 'আলী (রা) সেনাবাহিনীকে সারা রাত্র ব্যাপী পিপাসা জনিত কারণে পেরেশান দেখেন। প্রত্যুষে মালিক ইব্ন আশতার ও আশ'আছ ইব্ন কায়স-এর অধীনস্থ বাহিনী আবুল আওয়ার শামীর উপর আক্রমণ করিয়া বসে (আখবারুত তিওয়াল, পৃ. ১৬৯)। ভীষণ যুদ্ধের পর আবুল আওয়ারকে ময়দান ছাড়িতে হয়। ফোরাত দখলের খবর ছড়াইয়া পড়িলে সিরীয় বাহিনীর মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া যায়। 'আমর ইবনুল 'আস (রা) তাহাকে সুনিশ্চিত আশ্বাস প্রদান করেন যে, হযরত 'আলী (রা) এমন নহেন যে, পানি গ্রহণে বাধা দিবেন। অপর দিকে হযরত 'আলী (রা) তাঁহার সেনাবাহিনীকে তাকীদ প্রদান করেন, কেহ পানি লইতে আসিলে তাহাকে যেন বাধা

প্রদান করা না হয়। ইহা ৩৬ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ঘটনা (আল-য়াকূবী, ২খ., পৃ. ১৬৪)।

আদ-দীনওয়ারীর ভাষ্যমতে উভয় ফৌজ পরস্পরের মুখামুখি ছাউনী ফেলিয়াছিল। উভয় হুকূমতের মধ্যে পত্র যোগযোগের ধারা অব্যাহত ছিল। রাবীউল-আওওয়াল, রাবী'উল-আখির এবং জুমাদাল উলা- ৩৭ হিজরী হইতে তিন মাস ৮৫টি বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের ঘটনা সংঘটিত হয় (আখবারুত-তিওয়াল, পৃ. ১৭০)। জুমাদাল-উখরায় উভয় বাহিনী যথারীতি যুদ্ধের জন্য দৃঢ় সংকল্প ছিল, কিন্তু যুদ্ধ হইতে পারে নাই। রাজাব মাস ছিল পবিত্র মাস বিধায় এ মাসও শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়। ফলে অস্ত্র বিরতি ঘটে। মোটকথা ৩৮ হিজরীর সাফার মাসের দশ তারিখে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়। হাজার হাজার সৈন্য এবং অসংখ্য বীর বাহাদুর জীবনের বাজী ধরে। শেষ চূড়ান্ত যুদ্ধ ছিল "লায়লাতুল হারীর-এর যুদ্ধ। সেদিনের সমগ্র দিবারাত্রির যুদ্ধ ছিল হযরত 'আলী (আ) এবং মালিক ইব্ন আশতার-এর যুদ্ধ, ইতিহাসের স্মরণীয় যুদ্ধ (ওয়াক্'আত সিফ্ফীন, পৃ. ৪৭৬; ইব্ন আবিল হাদীদ, ১খ., ১৭৪; আখবারুত-তিওয়াল, পৃ. ১৮৮)। হযরত 'আলী (আ)-এর ফৌজের প্রবল চাপ এবং মালিক ইব্ন আশতার-এর অগ্রাভিযান দৃষ্টে লোকে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। সম্মুখেই ছিল সিরীয় আমীরের তাঁবু। মালিক ইব্ন আশতারের ঘোড়া সারি ভেদ করিয়া একের পর এক মারিয়া-কাটিয়া আমীর মু'আবিয়ার নিকটেই প্রায় পৌঁছিয়া গিয়াছিল, এমন সময় সিরীয়রা এক সুচিন্তিত পরিকল্পনাধীনে বর্শার অগ্রভাগে কুরআনুল কারীম বাঁধিয়া উচু করিয়া তুলিয়া ধরে এবং চীৎকার দিয়া বলিতে থাকে, আইস! আমরা এই কুরআন মাফিক ফয়সালা করিয়া লই। সকলেই গর্দান ঝুঁকাইয়া দেয়। হযরত 'আলী (আ) বলেন, আমাদের অপেক্ষা কুরআন মাজীদের অধিক সম্মান কে করিবে! কিন্তু সিরীয় পক্ষের আবুল আওয়ার আস-সালমা (ফোরাত উপকূলের যুদ্ধে পরাজিত সেনাপতি সওয়ারীর উপর আরোহণ করেন, মস্তকোপরি কুরআনুল কারীমের খণ্ড রাখেন এবং সম্মুখে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলেন, ওহে ইরাকবাসী! এই আল্লাহর কিতাব আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসাকারী।

ইহার পর ফৌজের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হইয়া যায়। হযরত 'আলী (আ) এবং আরও কতিপয় লোক তাহাদেরকে বুঝাইতে প্রয়াস পান যে, ইহা একটি চালবাজি মাত্র। যদি তোমরা হাঙ্গামা করিতে থাক তাহা হইলে জেতা যুদ্ধে হারিয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহাদের কথা কেহই শুনিল না। দেখিতে দেখিতে সৈন্যদের চেহারা বদলাইয়া গেল। তলোয়ার থামিয়া গেল এবং মালিক ইব্ন আশতারকে যুদ্ধ স্থগিত করিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

এই যুদ্ধে হাজার হাজার সাহাবী, তাবিঈ ও পুণ্যবান মুসলমানের জীবননাশ ঘটে। এইসব শহীদের মধ্যে হযরত 'আম্মার ইব্ন য়াসির (রা)-এর শাহাদাতে সিরিয়াবাসী ভীত ও লজ্জিত হইয়াছিল। কেননা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, আম্মারকে বিদ্রোহীরা হত্যা করিবে (আল-য়া'কূবী, ২খ., ১৬৪; উসদুল গাবা, ৪খ., ৪৬; ওয়াক্'আতু সিফফীন, পৃ. ৩৪২ প.; আরজাহুল মাতালিব, পৃ. ৬২২)।

সিফ্ফীন যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এই শর্তে যে, উভয় পক্ষ স্ব স্ব প্রতিনিধির মাধ্যমে কুরআন মাজীদের বিধানের আলোকে ফয়সালা করিবে। সিরীয় হুকুমতের পক্ষ হইতে এতদুদ্দেশ্যে 'আমর ইবনুল আস (রা)-এর নাম প্রতিনিধি হিসাবে প্রস্তাবিত হয়। 'আলী (রা) 'আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা), অতঃপর মালিক ইব্ন আশতারের নাম পেশ করেন। কিন্তু লোকে হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)-কে প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য পীড়াপীড়ি করে এবং তাঁহাকেই প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। ৩৭ হিজরীর ১৭ সাফার তারিখে চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ হয় (আখবারুত-তিওয়াল, পৃ. ১৯৪; ইব্ন আবিল হাদীদ, ১খ., পৃ. ১৯২; ওয়াক্'আতু সিফফীন, পৃ. ৫০৪; আত-তাবারী, ৬খ, ২৯ ও ১৩০)। চুক্তিপত্র লিপিবদ্ধ হইবার পর হযরত 'আলী (রা) কূফায় চলিয়া যান। শায়খ আব্বাস আল-কুমী লিখিয়াছেন, এই যুদ্ধে তাঁহার রসদ হিসাবে চল্লিশ মণ যবের আটা ছিল। প্রত্যাবর্তনকালে ভাণ্ডারে কিছু আটা অবশিষ্ট ছিল (তুহফা রিদবিয়্যা ফী আহওয়ালি উলামা জা'ফারিয়া, ১ম সং., ১খ., পৃ. ১১৪)।

রাবীউল আওওয়াল মাসে (আল-য়াকূবী, পৃ. ১৬৬; আল-মাসঊদী, আত-তানবীহ ওয়াল-ইশরাফ, পৃ. ২৯৬; মুরূজুয-যাহাব, ২খ., পৃ. ৪০৩; নামক গ্রন্থে রামাদান মাস লিখিয়াছেন) আবূ মূসা (রা) এবং 'আমর ইবনুল আস (রা) আযরুহ (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, আল-বাদরিয়্যীন, পৃ. ১৯, ব্রীল ১৩২১ হি.) কিংবা দূমাতুল জান্দাল (আল-য়া'কূবী, ২খ., পৃ. ১৬৬; আদ-দীনাওয়ারী ও আল-মাসঊদী) নামক স্থানে একত্র হন। 'আমর ইবনুল 'আস (রা) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)-এর সঙ্গে আলোচনাক্রমে এই কথা মানিয়া লইতে সম্মত করান যে, আবূ মূসা হযরত আলী (রা)-কে পদচ্যুত করিয়া দিবেন এবং আমর দ্বিতীয় পক্ষকে। উভয়ের পরিবর্তে মুসলমানরা তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে খলীফা নির্বাচিত করার জন্য উৎসাহিত করিবেন। অনন্তর উভয়ে সাধারণ সমাবেশে হাজির হন। 'আমর ইবনুল 'আস (রা) বলিলেন, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ। প্রথমে আপনিই ঘোষণা দিন। অতঃপর আমি উহা সমর্থন করিব। আবূ মূসা (রা) পূর্ব সিদ্ধান্ত মুতাবিক হযরত 'আলীর পদচ্যুতির ঘোষণা দেন। কিন্তু 'আমর ইবনুল আস পাল্টা বক্তৃতা করিতে গিয়া বলেন, আপনারা হযরত 'আলী (রা)-এর প্রতিনিধির ফয়সালা শুনিয়াছেন। আমি উহা সমর্থন করিতেছি এবং অনুমোদন করিতেছি। আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)-এর 'আলীকে খিলাফতের আসন হইতে অপসারণ করিতেছি। কিন্তু আমি আমার পক্ষকে অপসারণের ফয়সালা করিতেছি না, বরং তাঁহার খিলাফাতের ঘোষণা করিতেছি (ওয়াক্'আতু সিফফীন, পৃ. ৫৪৬; আত-তাবারী, ৬খ., পৃ. ৪০; আদ-দীনাওয়ারী, পৃ. ২০৩)।

উভয় পক্ষের ফয়সালা বৈঠকের এই ঘটনার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মতানৈক্য সৃষ্টি হইতে থাকে। প্রথম মতানৈক্য দেখা দেয় যুদ্ধবিরতি হইবে কি না ইহা লইয়া। হযরত 'আলী (রা) যুদ্ধ বিরতির বিরোধী ছিলেন। দ্বিতীয় মতানৈক্য ছিল যে, সালিশ কে হইবেন, মধ্যস্থতাকারী কাহাকে বানানো হইবে ইহা লইয়া সাধারণ জনমত যাহার অনুকূলে ছিল তিনি প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক কূটচাল বুঝিতে পারেন নাই। যখন চুক্তিপত্র লেখা হইল তখন এইসব লোকই চীৎকার দিয়া উঠিল, لا حكم إلا لله "আল্লাহর ফয়সালা ছাড়া আমরা অন্য কোন ফয়সালা মানি না"। উভয় পক্ষের নিযুক্ত প্রতিনিধির ফয়সালা ঘোষণার পর হযরত 'আলী (রা)-র সকল সাথীই ইহা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর হযরত 'আলী (আ) যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করিলে এইসব লোকই গৃহযুদ্ধ শুরু করিতে প্রায়স পায়। হযরত 'আলী (রা) বলিলেন, আল্লাহর দরবারে হাম্দ ও ছানা পেশ করাই উচিত, যুগ বিরাট বড় মুসীবত ও দুর্ঘটনা লইয়া আসিয়াছে। আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক ও তাঁহার কোন শরীক নাই। মুহাম্মাদ তাঁহার বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর! মহানুভব ও অভিজ্ঞ শুভাকাঙ্ক্ষীর বিরোধিতার পরিণতি সর্বদাই পরিতাপের ও লজ্জাকর হইয়া থাকে। আমি সালিশ সম্পর্কে আমার ফয়সালা তোমাদেরকে বলিয়াছিলাম এবং আমার মূল্যবান অভিমত বিশ্লেষণ করিয়া তোমাদেরকে বুঝাইয়াছিলাম। হায়! যদি পরামর্শ প্রদানকারীর পরামর্শ মান্য করা হইত। কিন্তু তোমরা বদমেযাজী বিরোধিতাকারী ও বিদ্রোহী অবাধ্যতাকারীদের ন্যায় তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে। এমনকি শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁহার উপদেশ সম্পর্কেই চিন্তায় পড়িয়া গেলেন। চকমকি পাথর আগুন দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। আমার এবং তোমাদের অবস্থা তো তেমনটিই হইল যাহা দুরায়দ ইবনুস-সিম্মা বলিয়াছেন ঃ

امرتكم امرى بمنعرج اللوى - فلم تستبيغوا
النصح الا الضحى الغد

"আমি তোমাদেরকে বালুময় ঢালু স্থানে (মুন'আরিজুল-লিওয়ার) উপর আমার ফয়সালা প্রদান করিয়াছি, যদিও তোমরা আমার পরামর্শের যথার্থতা ও বাস্তবতা তখন বুঝিতে পার নাই। কিন্তু পরের দিন সকাল হইতেই উহার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছ" (নাহজুল বালাগা, ১খ., ৮০, খুতবা ৩৪; আত-তাবারী, ৬খ., পৃ. ৪৩)।

৩৮ হিজরীর শেষ অবধি সিরিয়ার সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু খারিজীদের রক্তক্ষয়ী আক্রমণের মুখে প্রথমে তাহাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করাটা অপরিহার্য হইয়া দেখা দেয়। তাহারা হারূরা নামক স্থানে নিজেদের কেন্দ্র স্থাপন করে এবং 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব আর-রাসসীর নেতৃত্বে সুসংগঠিতভাবে শহর ও রাস্তাগুলিতে লুটপাট শুরু করিয়া দেয়। তাহারা অগ্রসর হইতে হইতে মাদয়ান পর্যন্ত গিয়া পৌঁছে এবং সেখানকার শাসনকর্তা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন খাব্বাবকে তাঁহার পরিবার-পরিজনসহ অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করে। হযরত 'আলী (রা) তাহাকে বহু বুঝাইলেন, কুরআন-সুন্নাহ হইতে দলীল পেশ করিলেন, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা খোলাখুলি তুলিয়া ধরিলেন (আল-য়া'কূবী, ২খ., ৬৭৮; আখবারুত-তিওয়াল, পৃ. ২০৭; নাহজুল-বালাগা, খুতবাত ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৫৭, ৫৮, ৬৭, ১২১, ১৭২, ২৩৩, আরও দ্র. ১১৮, ১৭৬, ১৭৯, পত্রাবলী ৭৮)। তাহাদের অত্যাচার-নির্যাতন ও বাড়াবাড়ি উপেক্ষা করা সত্ত্বেও যখন তাহাদের আচার-আচরণ পরিবর্তিত হইল না তখন তিনি তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন। নাহরাওয়ান নামক স্থানে উভয় ফৌজ মুখামুখি হয়। হুজর ইব্‌ন 'আদী (রা) ও আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) 'আলী (রা)-এর ফৌজের নেতৃত্ব দেন। হযরত 'আলী (রা) স্বয়ং পতাকা হস্তে সম্মুখে অগ্রসর হন এবং আরেক বার পুনরায় অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করেন ঃ

فمن التجاء الى هذه الراية فهو امن.

"যে কেহ এই পতাকাতলে আসিয়া যাইবে সে নিরাপদ।"

এই ঘোষণা শুনিয়া প্রতিপক্ষের প্রায় দুই হাজার মানুষ এদিকে আসিয়া গেল এবং চারি হাজার স্বস্থানে অটল দাঁড়াইয়া রহিল, বরং আমীরুল মুমিনীনের ফৌজের উপর প্রবল বেগে আক্রমণ শুরু করিয়া দিল। এই আক্রমণের পর হযরত 'আলী (রা) পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ দান করেন এবং দেখিতে দেখিতে চার হাজার লোক নিহত হয়। হযরত 'আলী (রা) যুদ্ধের প্রথমেই নিজের সৈন্যকে নিশ্চিত আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন, শত্রুর দশজন লোকও জীবন বাঁচাইতে সক্ষম হইবে না এবং তোমাদের দশজন লোকও নিহত হইবে। যুদ্ধের পর বাস্তবে ইহাই হইয়াছিল যে, খারিজীদের মাত্র নয়জন জীবিত ছিল এবং হযরত 'আলী (রা)-এর নয়জন সৈন্য শহীদ হইয়াছিলেন (আল-মাস'উদী, ২খ., পৃ. ৪১৬; আল-য়া'কূবী, ২খ., পৃ. ১৬৯)।

হযরত 'আলী (রা)-এর বিরোধীরা এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বিরোধিতার এমন কোন দিক ছিল না যাহা তাহারা পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং আমীরুল-মু'মিনীন তাহাদের বিরোধী কর্মকাণ্ডের জওয়াবে যেই সত্য পন্থা ও সদাচরণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মহানুভবতার আলোকোজ্জ্বল উদাহরণ। যুদ্ধের পর যুদ্ধ এবং শোকের পর শোক। মালিক ইব্‌ন আশতারের মত বাহাদুর ও বিশ্বস্ত বন্ধু মিসর গমনের পথে রাস্তায় নিহত হন (ইব্‌ন আবিল হাদীদ, ৩খ., পৃ. ৪১৬; আল-গাদীর, ৯খ., পৃ. ৪০; নাহজুল বালাগা, খুতবা ৬৫, পত্র ৩৪, উক্তি ৩২৫; আল-য়াকূবী, ২খ., পৃ. ১৭০)।

মালিক ইব্‌ন আশতারের পরপরই মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র মিসরের গভর্নর হিসাবে গমন করেন এবং তাঁহাকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় (উসদুল-গাবা, ৪খ., পৃ. ৩২৪; মুহাম্মাদ 'আলাম, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র, লাহোর ১৯২৩ খৃ., পৃ. ৭৫; অধিকন্তু নাহজুল-বালাগা, খুতবা ৬৫, পৃ. ৭৩৪, উক্তি ৩২৫; আল-য়াকূবী, ২খ., পৃ. ১৭০)। এইসব বিরাট দুর্ঘটনা সত্ত্বেও হযরত 'আলী সৈন্যদের অলসতা ও বিরোধীদের মুকাবিলা করিয়াছেন দৃঢ়তার সহিত ও তুলনাহীন সাহসিকতার সঙ্গে। সৈন্যবাহিনীর সমাবেশ ঘটাইয়াছেন, উদ্দীপনাময় বক্তৃতার সাহায্যে লোকের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন, নাহারওয়ান যুদ্ধ করিয়াছেন, তিরিশ হাজার সৈন্যের সমাবেশ ঘটাইয়া ইমাম হুসায়ন (রা), কায়স ইব্‌ন সা'দ ও আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-কে এই ফৌজের নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আরও একটি বিপজ্জনক চক্রান্ত দেখা দেয় যাহা তাঁহার পবিত্র জীবন মুবারককেই নির্বাপিত করিয়া দেয়।

শাহাদাত ঃ ১৯ রামাদান, ৪০ হিজরী প্রত্যুষে সালাতের ওয়াক্ত। 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন মুলজিম মুরাদী তাঁহার উপর আক্রমণ করিয়া বসে। হযরত 'আলী (রা) কূফার মসজিদের মিহরাবে কেবল দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় 'আবদুর-রাহমানের বিষমাখা তলোয়ার তাঁহার মস্তকে আঘাত হানে এবং তিনি আহত হন (আত-তাবাকাতুল কাবীর, ২খ., পৃ. ১৯; মাকাতিলুত-তা'লিবীন, পৃ. ৪১; ইব্‌ন আবিল হাদীদ, ২খ., পৃ. ৪৫; আস-সাওয়াইকুল-মুহরিকা, পৃ. ১৩৪; সিবত ইবনুল জাওযী, তাযকিরাতুল খাওয়াস, উর্দূ তরজমা, পৃ. ২২৩; কামালুদ্দীন শাফিঈ, মাতালিবুস-সুউল, পৃ. ২১৮; মাজলিসী, জিলাউল-উয়ূন, উর্দূ অনু., পৃ. ৪২)। ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু ওপারের ডাক আসিয়া গিয়াছিল। অবশেষে ২১ রামাদান, ৪০ হি. প্রত্যুষের পূর্বেই হযরত আমীরুল মুমিনীন 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে গিয়া মিলিত হন (আল-ইরশাদ, পৃ. ৫)। হযরত হাসান ও হুসায়ন ভ্রাতৃদ্বয় কাফন ও জানাযার সালাতশেষে কূফার বাহিরে নাজাফ নামক স্থানে তাঁহাকে দাফন করেন। তাঁহার মাযার এক বিরাট শানদার রওযা হিসাবে বিদ্যমান এবং লক্ষ লক্ষ যিয়ারতকারী, কাফেলার পর কাফেলা যিয়ারত করিতেছে (মাদী আন-নাজাফ ওয়া হাদিরুহা, অধিকন্তু মুরতাদা হু'সায়ন ফাদিল, তারীখ 'উতবাতি 'আলিয়াত, খুত্রী)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

মুরতাদা হুসায়ন ফাদিল (দা.মা.ই.)/আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

(পরিশিষ্ট)

হযরত 'আলী (রা)-এর স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা ঃ আমীরু'ল-মু'মিনীন হযরত 'আলী (রা)-র সন্তান-সন্ততিগণ সম্পর্কে বংশবিশেষজ্ঞগণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এখানে শায়খ মুফীদ, জামালু'দ-দীন, ইব্ন কালবী এবং হিশাম ইব্ন মুহ'াম্মাদ (জামহারাতু'ন-নাসাব)-এর বর্ণনার সংক্ষিপ্ত-সার পেশ করা হইল ঃ

১। হযরত ফাতি'মা যাহরা (রা)-র গর্ভে ঃ হ'াসান, হু'সায়ন, যায়নাব (বড়), যায়নাব (ছোট), (উম্মু কুলছু'ম), মুহ'সিন (আল-ইরশাদ, ১৬৮ পৃ.); ২। খাওলা বিন্ত জা'ফার হ'ানাফিয়ার গর্ভে; মুহ'াম্মাদ (ইবনুল-হ'ানাফিয়া নামে মশহুর); ৩। উম্মু'ল-বানীন বিন্ত হি'যাম-এর গর্ভে ঃ 'আব্বাস, 'উছ'মান, জা'ফার ও 'আবদুল্লাহ; ৪। উম্মু হ'াবীব বিন্ত রাবী'আর গর্ভে ঃ 'উমার ও রুক'ায়্যা; ৫। লায়লা বিন্ত মাস'উদ দারমিয়ার গর্ভে ঃ মুহ'াম্মাদ আস'গ'ার (ডাকনাম আবূ বাক্র) ও 'উবায়দুল্লাহ; ৬। আসমা বিন্ত খাছ'আমিয়ার গর্ভে ঃ য়াহ'য়া (আল-ইরশাদ-এর ভাষ্যানুযায়ী ইব্ন কালবী অপর সন্তানের নাম 'আওন বলিয়াছেন); ৭। সা'ঈদা বিন্ত 'উরওয়া বিন্ত মাস'উদ ছা'কাফীর গর্ভে ঃ উম্মু'ল-হ'াসান ও রামলা। কন্যাদের আরও নাম জানিতে হইলে দ্র. আল-ইরশাদ, পৃ. ১৬৮; আল-মানাফ, ২খ., পৃ. ১৬২; 'উমদাতু'ত-ত'ালিব ফী আনসাবি আল-ই-আবী ত'ালিব, পৃ. ৬৩ ও হাশিয়্যা ইব্ন আবিছ'-ছালজ বাগ'দাদী (মৃ. ৩২৫); তারীখু'ল-আইম্মা, পৃ. ১০; ইব্ন কালবী, জামহারাতুন-নাসাব, (ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন-এ প্রকাশিত, লাহোর, পৃ. ২০)।

ইমাম হ'াসান (রা), ইমাম হু'সায়ন (রা), মুহ'াম্মাদ হ'ানাফিয়্যা এবং 'আব্বাস (রা)-র বংশধারা অব্যাহত রহিয়াছে।

দৈহিক বর্ণনা ঃ হাশিমী বংশের নেতৃস্থানীয় লোকদের ন্যায় তাঁহার চেহারা ও মুখমণ্ডল ছিল স্বভাবতই আলোকোজ্জ্বল। তিনি ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন; ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযত-মুজাহাদার ক্ষেত্রে তিনি যেমন তুলনাহীন ছিলেন, তেমনি অতুলনীয় ছিল তাঁহার বীরত্ব ও সাহসিকতা। ইসতী'আব, উসদু'ল-গ'াবা, মানাকি'ব প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার দেহাকৃতির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা নিম্নরূপ ঃ

দোহারা শরীর, মধ্যম আকৃতি, উজ্জ্বল চেহারা ও মুখমণ্ডল, ঘন চাপ দাঁড়ি, সমুন্নত দৃষ্টি, মাংসল গণ্ড, বড় মায়াবী চোখ, ঘোর কৃষ্ণ পুত্তুলী, প্রশস্ত কপাল। শেষ বয়সে মাথার সমস্ত চুল উঠিয়া গিয়াছিল। শরীরের রং ছিল গোধূম বর্ণের যাহা উজ্জ্বল স্বর্ণের ন্যায় জ্বলজ্বল করিত, মাঝারি আকারের উজ্জ্বল গ্রীবা, চওড়া ভারী স্কন্ধ, মযবুত কব্জি এবং বাহুদ্বয় সুদৃঢ় ও সুডৌল, প্রশস্ত বক্ষ, মযবুত ঈষদুন্নত উদর, পায়ের গোছা আঁটসাট; চেহারা গাম্ভীর্যপূর্ণ অথচ সদাহাস্য ও প্রসন্ন। রাত্রি জাগরণ এবং কঠোর সংযম-সাধনার (যুহদ-এর) চিহ্ন তাঁহার মুখে পরিস্ফুট থাকিত। কপালে সিজদার দাগ পড়িয়া গিয়াছিল (স'াদূক', আল-খিস'াল, পৃ. ৭৮)। শেষ বয়সে চুল ও দাঁড়ি রৌপ্যের মত প্রায় সাদা হইয়া গিয়াছিল। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে খিযাব ব্যবহারের পরামর্শ দিলে বলিয়াছিলেন, মহানবী (স')-এর শোকে আমি অভিভূত বিধায় খিযাব ব্যবহারে আমার মন সায় দেয় না (নাহ্জু'ল-বালাগা, গু'লাম আলী এন্ড সন্স প্রকাশিত, লাহোর, পৃ. ৮৭৩)।

স্বভাব-চরিত্র ঃ হযরত 'আলী (রা) মহান বীর পুরুষ ছিলেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াও তিনি সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। লবণ, খেজুর, দুধ এবং গোশতের প্রতি তাঁহার তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। তাঁহার পসন্দনীয় খাবারের মধ্যে ছিল যবের শুকনা রুটি। হাত ধুইবার পর তিনি রুমাল দিয়া হাত-মুখ মুছিতেন। এই রুমাল একটি পেরেকের মাধ্যমে লটকাইয়া রাখা হইত এবং উহা অন্য কেহ ব্যবহার করিতেন না (আল-মাহ'াসিন, পৃ. ৪২৯)। তিনি মোটা সুতির কোর্তা এবং অনুরূপ ধরনের আবা ও পাগড়ী ব্যবহার করিতেন। তিনি স্বয়ং মামুলি ধরনের পোশাক পরিধান করিতেন। কিন্তু অধীনস্থ চাকর-বাকর ও কর্মচারীদেরকে উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করাইতেন। দাস-দাসী খরিদ করিয়া আযাদ করিয়া দিতেন। দৈনন্দিন কাজ-কর্ম, কুয়া খনন, পানি উঠানো, ক্ষেতের কাজ-কর্ম দেখাশুনা করা এবং অপরাপর পরিশ্রমের কাজ করিতেন। তিনি বাজারে যাইতেন, দ্রব্যমূল্যের খোঁজ-খবর লইতেন এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধা দিতেন। একবার জনৈক ব্যক্তিকে আরাফাত ময়দানে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া তিনি তাহাকে ধমক দেন এবং বলেন, "আফসোসের বিষয় যে, আজিকার পবিত্র দিবসেও লোকে আল্লাহ ভিন্ন অপরের নিকট হাত পাতে" ('ইক'দুল-ফারীদ, ১খ., ২৫৭)! তিনি সাধারণ লোকের মধ্যে উপবেশনপূর্বক তাহাদেরকে তা'লীম দিতেন।

দি'রার ইব্ন দ'ামরা সিরিয়ার দরবারে হযরত 'আলী (রা)-র চরিত্রের বর্ণনা নিম্নোক্তভাবে দিয়াছেন ঃ

"তিনি উন্নত মনোবলসম্পন্ন, শক্তিশালী ও বীর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রতিটি কথাই ছিল চূড়ান্ত এবং প্রতিটি ফয়সালাই ছিল ন্যায় ও সুবিচারমূলক। তাঁহার কথায় ও ব্যবহারে 'ইল্ম ও হি'কমাত ঝরিয়া পড়িত। পৃথিবী এবং ইহার জৌলুসের প্রতি তিনি ছিলেন নিস্পৃহ; রাত্রের অন্ধকার ছিল তাঁহার খুবই প্রিয়। তিনি চিন্তাশীল ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। সাদাসিধা ও মামুলি পোশাক এবং সাধারণ খাদ্য ছিল তাঁহার প্রিয়। আমাদের মধ্যে আমাদের একজনের মতই বসিতেন। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হাসি মুখেই আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেন। আমাদেরকে কাছে বসাইতেন এবং তিনি নিজেও আমাদের কাছ ঘেঁষিয়া বসিতেন। দীন-দরিদ্রদেরকে কাছে টানিয়া বসাইতেন। কিন্তু আমরা তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে ভয় পাইতাম। ধার্মিক লোকদেরকে তিনি শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। সবল লোকেরা তাঁহার সামনে অন্যায়ের কামনাও করিতে সাহস পাইত না এবং দুর্বল লোকেরা তাঁহার ন্যায়বিচার সম্পর্কে হতাশ হইত না। আমি দেখিয়াছি, রাত্রি অতিবাহিত হইতেছে, তারকারাজি ঝিকিমিকি করিতেছে, আর তিনি তাঁহার শ্মশ্রু মুবারক স্বহস্তে ধারণ করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ছটফট করিতেছেন। চক্ষু হইতে দরদবিগলিত ধারায় অশ্রু নির্গত হইতেছে আর তিনি বলিতেছেন ঃ ওহে দুনিয়া! তুমি অন্য কাহাকেও ধোঁকা দাও। আমার সঙ্গে তুমি সম্বন্ধ পাতাইও না, আমার সম্পর্কে কোন আশাও মনে ঠাঁই দিও না। আমি তোমাকে তিন ত'ালাক' দিয়াছি। তোমার আয়ু স্বল্প, তোমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঘৃণ্য। হায়! সফর বড় দীর্ঘ, রাস্তা ভয়াবহ, কিন্তু পাথেয় খুবই কম (রিয়াদু'ন-নাদ'ারা, ২খ., ২১২; মাত'ালিবু'স-সুওয়াল, পৃ. ১১২)।"

রাজনীতি ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ঃ হযরত 'আলী (রা) প্রকৃতিগতভাবেই আল্লাহগত প্রাণ নিঃস্বার্থ প্রকৃতির লোক ছিলেন। ইসলামের মূলনীতিসমূহ (উস'ূল) এবং দীনের আমলসমূহ তাঁহার অস্থি-মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছিল। মহানবী (স)-এর মহব্বত, স্বীয় ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সচেতনতা, ইসলামের অন্তর্দৃষ্টি এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণ-চিন্তাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ইসলামের প্রচার-প্রসার (তাবলীগ) এবং ধর্মের হেফাজতকেই তিনি

তাঁহার দায়িত্ব মনে করিতেন। সর্বাবস্থায় উক্ত কর্মের জন্যই তিনি উৎসর্গীকৃত ছিলেন। যখনই বাহুবল ও তলোয়ারের প্রয়োজন হইয়াছে তিনি সর্বাগ্রে ছুটিয়া আসিয়াছেন। অগ্রাভিযানের সময় অগ্রসর হইতেন এবং নীরবতার সময় নীরবতা পালন করিতেন। তিনি ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দর্পণস্বরূপ। মহানবী (স)-এর ওফাতের পর খিলাফাত লাভের ব্যাপারে তিনি অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় দেন এবং মুসলিম উম্মাকে পারস্পরিক সংঘর্ষের হাত হইতে রক্ষা করিয়া স্বীয় নির্ভুল মতামত ও পরামর্শ দ্বারা উহাকে শক্তিশালী করিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। কু'রআন মাজীদ সংকলন ও বিন্যস্তকরণ, বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে খলীফাগণকে স্বীয় মতামত অবহিতকরণ, মামলা-মুকদ্দমার ক্ষেত্রে ইসলামের আলোকে ফয়সালা প্রদান এবং যতদূর সম্ভব কু'রআন ও সুন্নাহর প্রচলনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা-তদবীর করা ছিল তাঁহার রাজনীতির মূল্যবান দিক। শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার মুহূর্তেও তিনি সমসাময়িক খলীফাকে মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন (আল-মাস'ঊদী, ২খ., পৃ. ৩১২; আখবারু'ত-তি'ওয়াল, পৃ. ১৩৪; নাহজু'ল-বালাগা, ২খ., পৃ. ২৪)। বিজয় লাভের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গানীমা) বণ্টনের ক্ষেত্রে দ্বিধাহীন ফয়সালা দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, পারস্য সম্রাটের বহু মূল্যবান কার্পেট মদীনায় পৌঁছিলে হযরত 'আলী (রা) উহা সংরক্ষণের পরিবর্তে বণ্টন করিয়া দিবার পরামর্শ দেন (আত-তাবারী, পৃ. ২৪৫৩)। বিজিত ভূমি বণ্টন এবং নূতন কর ধার্য করার ব্যাপারে ইসলামের আলোকে তিনি আইন প্রণয়ন করেন (আত-তাবারী, পৃ. ২৪৯৫)। হি. ১৬ সালে ইসলামী বর্ষপঞ্জী প্রস্তুত করার ব্যাপারে তাঁহার অভিমতই গ্রহণ করা হয় (আত-তাবারী, পৃ. ২৪৮৪; তারীখ-ই ইরান, ১খ., পৃ. ৫৪৬; মাজলিসে তারাবীয়ে আদাব, লাহোর সং.; ফুতূহু'ল-বুলদান, পৃ. ২৬২ প.)।

মামলার ফয়সালা ঃ সমস্যার সমাধান, রাজনৈতিক সংকটে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং মতানৈক্যের ক্ষেত্রে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার দুরূহ দায়িত্ব তিনি আঞ্জাম দিয়াছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁহার অভিমত প্রাধান্য পাইয়াছে। হযরত 'উছ'মান (রা)-এর পর তিনি ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। রাজনৈতিক দিক দিয়া এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ ও অসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল। অন্যথায় মুসলমানদের মধ্যে সম্ভাব্য বিশৃংখলা ও অরাজকতা, মদীনায় উত্থিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা মুসলিম ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়ের যবনিকা টানিয়া দিত। হযরত 'আলী (রা) এই সংকট নিয়ন্ত্রণে আনিতে সক্ষম হন। মদীনা হইতে হিজরত করিয়া তিনি ইসলামের পবিত্র নগরীদ্বয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেন। অতঃপর কূফা, বসরা, মিসর এবং নব বিজিত এলাকাসমূহও ইসলামী আমল-আকীদার সক্রিয় ও প্রভাবমণ্ডিত স্থায়ী প্রশিক্ষণের (তা'লীম ও তারবিয়াত) আলো প্রজ্জ্বলিত করেন। জঙ্গে জামাল (উষ্ট্র যুদ্ধ), সিফফীন এবং নাহরাওয়ানে তিনি যুদ্ধ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু উল্লিখিত সব কয়টি যুদ্ধে বিজয় বার্তা ঘোষণার তুলনায় ইসলামী রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের প্রসারকেই তিনি অধিকতর গুরুত্ব দেন।

হযরত 'আলী (রা) যেমন সুনিপুণ যোদ্ধা ও বিজয়ী বীর ছিলেন, তেমনি ছিলেন অতুলনীয় বাগ্মী ও লেখক। তিনি একাধারে কু'রআন মাজীদের সবচেয়ে বড় মুফাসসির, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিস্থাপনকারী ও শিক্ষক ও ব্যাখ্যাতা— সেই সঙ্গে পরিপূর্ণ ত্যাগ ও সর্বোচ্চ আত্মোৎসর্গের অনুপম বিকাশও তাঁহার মাঝে ঘটিয়াছিল। চরিত্র ও গুণাবলী, চিন্তা ও চেতনা, আকীদা ও আমলের এই বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের ইহা এক অলৌকিক রাজনৈতিক বিষয় যে, আজ পর্যন্ত দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মুসলমান তাঁহাকে সত্য ও সততার প্রতিমূর্তি এবং তাঁহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণকে ইসলামের অন্যতম পূর্ব শর্তরূপে গণ্য করিয়া থাকেন।

গণবিশৃংখলা, যুদ্ধের হাঙ্গামা এবং বিরুদ্ধবাদীদের নানাবিধ ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও হযরত 'আলী (রা)-এর আপন অবস্থান পাহাড়ের চেয়েও অধিক অটল। সামান্যতম পক্ষপাতিত্ব, মামুলি উত্তেজনা, প্রতিশোধের স্পৃহা কিংবা এতটুকু অবৈধ প্রচারের আশ্রয়ও তিনি নেন নাই। জামাল যুদ্ধের (উষ্ট্র যুদ্ধের) অবসানের পর উম্মু'ল-মু'মিনীন হযরত 'আইশা (রা)-এর প্রতি পূর্ববৎ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। সিফফীন যুদ্ধে প্রতিপক্ষ কর্তৃক ফোরাতকূলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর প্রতিপক্ষ পানি সরবরাহ বন্ধ রাখে; অতঃপর উক্ত নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করিতেই প্রতিপক্ষকে পানি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান, শেষ যুদ্ধে কু'রআন মাজীদের সম্মানে যুদ্ধ বন্ধকরণ হযরত 'আলী (রা)-র রাষ্ট্রনীতির অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। এইসব পদক্ষেপ ইসলাম নির্দেশিত মানবীয় অধিকার ও সম্মানকে চিরঞ্জীব করিয়াছে। এই সমস্ত ফয়সালা হযরত 'আলী (রা)-কে মানবীয় বিবেকবোধের কণ্ঠস্বররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আত-তাবারী, আল-জাহিজ, ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহী, ইব্ন জান্নী, ইব্ন মুযাহিম, আল-য়া'কূবী, শায়খ মুফীদ এবং সায়্যিদ রাদী হযরত 'আলী (রা)-র যে সমস্ত খুতবা, চিঠিপত্র, পারস্পরিক কথোপকথন ও বাণী উদ্ধৃত ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে ইব্ন আবি'ল-হাদীদ, মুহাম্মাদ 'আবদুহ, 'আবদু'র-রাযযাক মালীহাবাদী, তাওফীক আল-ফাকীহী, জর্জ জুরদাক 'আলী (রা)-র রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিচক্ষণতার প্রশংসা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতের অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষক ইহা যত পাঠ করিবেন ততই তাঁহার আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও পরিপূর্ণ দীনী কামালিয়াত উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকিবে।

মদীনা হইতে খিলাফাতের রাজধানী কূফায় স্থানান্তর 'আলী (রা)-র অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক কীর্তি। ইহার ফলে পবিত্র স্থানদ্বয়ের (মক্কা ও মদীনা) পবিত্রতা অক্ষুণ্ন থাকে। এই পদক্ষেপ মুনাফিক ও বিরোধীদের ভবিষ্যতের সকল অপতৎপরতা হইতে ইহাকে মুক্ত রাখে। ইহার ফলে বিরোধিতার সিরীয় কেন্দ্র প্রোপাগান্ডার সম্ভাব্য কেন্দ্র হিসাবে ইরানকে হারায়। তিনি কূফা হইতে ইরাক, ইরান ও মিসর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ইসলামী আখলাক চরিত্র, ইসলামী রীতি-নীতি ও ইসলামী শিক্ষামালার বিধিবদ্ধ রীতির প্রচলন ঘটান যাহা মদীনায় অবস্থান করিয়া করা সম্ভবপর হইত না।

প্রশাসনিক নীতি ঃ হযরত 'আলী (রা) ইসলামের যে সব বিষয়কে মৌলিক গুরুত্ব প্রদান করিয়া উহার প্রসার ঘটান তাহা ছিল এই ঃ তাওহীদী 'আকীদা, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দান এবং তাকওয়া তথা আল্লাহ ভীতি, কু'রআন সুন্নাহ্‌নির্ভর ন্যায়বিচার, নিজের মুকাবিলায় অপরকে অগ্রাধিকার দানের প্রেরণা (ايثار), যুদ্ধ এড়াইয়া চলার চেষ্টা এবং যুদ্ধাবস্থায় মানবীয় ও ইসলামী মূল্যবোধ হিফাজত, ইসলামী সমাজ ও আকীদার প্রচার, ইহার পুনরুজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠা, শাসক ও শাসিতের মধ্যে নৈকট্য স্থাপন, প্রাধান্য লাভের ক্ষেত্রে অবৈধ ফায়দা হাসিল প্রতিহতকরণ, দুর্বল ও পরাজিত লোকদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার, সম্পদ লিপ্সার মানসিকতাকে নিরুৎসাহিতকরণ, শর'ঈ কানূন প্রচলনের ক্ষেত্রে অলসতা কিংবা শৈথিল্যকে প্রশ্রয় না দেওয়া, অতীত স্মরণে রাখিয়া ইহারই আলোকে ভবিষ্যত গঠন এবং ইবাদাত ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি।

এই সম্পর্কে জানিতে হইলে দ্র. ইমাম হ'াসান (রা)-এর নামে ওসিয়াতনামা, মালিক ইবনু'ল-আশতারের নামে লিখিত প্রশাসনিক চিঠি এবং অন্যান্য পত্র (নাহজু'ল-বালাগা')।

রাষ্ট্রীয় শাসন নীতি (نظام) ঃ হযরত 'আলী (রা) চারি বৎসর নয় মাস আট দিন (দ্র. আত-তানবীহ ওয়া'ল-ইশরাফ, পৃ. ২৯৭) ক্ষমতাসীন ছিলেন। তিনি এই সময়ে সর্বাগ্রে অতীতের বিশৃংখলা দূর করেন। ভাতা বণ্টন ও গভর্নরদের নিয়োগের নূতন বিধি জারী করেন। বায়তু'ল-মালকে কেন্দ্রীয় রাজস্ব ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়া বেতন-ভাতার অনিয়ম ও অসঙ্গতি দূর করেন। পুরাতন গভর্নরদের স্থলে তিনি নূতন গভর্নর নিয়োগ করেন, বিভিন্ন ফ্রন্টে ফৌজ প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন এলাকায় তত্ত্বাবধায়ক ফৌজী সর্দার ও রাজস্ব আদায়কারী মোতায়েন করেন।

নির্মাণ কার্যাদি ঃ হযরত 'আলী (রা)-র প্রতিনিধিবর্গ প্রতিটি কেন্দ্রে মসজিদ ও বায়তু'ল-মাল নির্মাণ করেন। স্বয়ং তিনি মদীনা এবং য়ামানের এলাকাগুলিতে কুয়া ও ছোট ছোট খাল খনন করেন, বাগান ও কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি সাধন করেন। ইব্ন হ'াওক'াল বসরার আলোচনা করিতে গিয়া বলেন যে, এখনও সেখানে হযরত 'আলী (রা)-র আমলে নির্মিত ইমারতের ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট রহিয়াছে (সূরাতু'ল-আরদ'; পৃ. ২৪০ লাইডেন)।

মুদ্রা ঃ হযরত 'আলী (রা)-র আমলের একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রার উপর কূফী লিপিতে একটি বৃত্তের ভিতর ولى الله এবং ৩৭ হি. উৎকীর্ণ রহিয়াছে (তা'রীখু'ল-কূফা পৃ. ২৫২)।

সাধারণ বিভাগ ও সংস্থাসমূহ ঃ নগর-জীবনের শান্তি-শৃংখলা রক্ষার নিমিত্ত 'পুলিশ' ও গোয়েন্দা (খামীস), 'আদালতের জন্য ক'াযী, ফৌজী ব্যবস্থাপনার জন্য স'াহি'বু'ল-জুনদ (সেনানায়ক বা সেনাধ্যক্ষ), বায়তুল মাল এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য ট্যাক্স কালেকটর (মুহ'াস'সিল) নিযুক্ত ছিল। পশু পালন ও তত্ত্বাবধানের জন্য পশুচারণ ক্ষেত্র ছিল (আল-কার্রার, পৃ. ৪৩৪)। তিনি বনভূমির বন্দোবস্ত দেন (কিতাবু'ল-খারাজ, পৃ. ১২৯)। কতিপয় দুর্গও তাঁহার আমলে নির্মিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইস্'তাখার-এর যিয়াদ দুর্গের নাম করা যায় (আত'-ত'াবারী)। তিনি বহু মসজিদ নির্মাণ করেন এবং উহাতে নিয়মিত জামা'আতের ব্যবস্থা করেন। সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ডাক-হরকরা ছিল। হযরত 'আলী (রা) নিজেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন এবং এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্রাদি তিনি স্বয়ং লিখিতেন। এতদ্ভিন্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী রাফি', সা'ঈদ ইব্ন নিমরান হামদানী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফার, 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ, 'আবদুল্লাহ ইব্ন জুবায়র এবং সাম্মাক ইব্ন হ'ারব সচিবের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন (জাহ'শিয়ারী, আল ওয়াযারাউ ওয়াল-কুত্তাব, কায়রো ১৯৩৭, ২৩ পৃ.; মানাকিব, ৩খ., ১৬২)।

বিশিষ্ট মুয়ায্যিন জুওয়ায়রিয়া ঃ ইব্ন মুসহার আল-'আবদী, ইবনু'ন-নাববাহ ও হামদান খাস মুয়ায'যি'ন ছিলেন (মানাকি'ব আল-ই আবী তালিব, ৩খ., ১৬২)।

বিশিষ্ট খাদিমগণ ঃ আবূ নায়যার নাজাশী (আর-রাওদু'ল-উনুফ, ইব্ন হিশাম, সীরা, হ'াশিয়া, কায়রো ১৯৩৬, ১খ., পৃ. ৩৬৬; উমদাতু'ল আখবার, ৩৮৫ পৃ.; মানাকি'ব আল-ই আবী ত'ালিব, ৩খ., পৃ. ১৬২), ক'ামবার এবং মায়ছ'াম তাঁহার বিশিষ্ট খাদিম ছিলেন। ফিদ্দা বান্নে যবর এবং সালাফা খাস বাদী ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক প্রদত্ত দুলদুল নামক খচ্চর 'আলী (রা)-র সওয়ারী ছিল (মানাকি'ব, ৮৪ পৃ.)। তিনি বিখ্যাত তলোয়ার যু'লফিক'ার ব্যবহার করিতেন।

জ্ঞান ও তাঁহার অবদান ঃ 'আলী (রা) সম্পর্কে রাসূল আকরাম (স)-এর ইরশাদ ঃ (انا دار الحكمة وعلى بابها), "আমি বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার গৃহ, আর আলী উহার দ্বার" (আত-তিরমিযী, ২খ., ২৯৯; ফাদ'াইলু'ল-খামসা, ২খ., ২৪৮)। অন্যত্র ইহাও বর্ণিত হইয়াছে ঃ انا مدينة العلم وعلى بابها "আমি জ্ঞানের নগরী আর 'আলী উহার দরজা" (মুস্তাদরাক, আস-স'াহীহ'ায়ন, ৩খ., ১২৬; ফাদ'াইলু'ল-খামসা ২খ., পৃ. ২৫০)। প্রকৃতই তিনি ছিলেন জ্ঞানের উৎস। তিনি তাঁহার জীবনের গোটা সময়টাই 'ইলম ও 'আমলের খিদমতে অতিবাহিত করেন। তিনি সর্বদা রাসূল (স)-এর সঙ্গী ছিলেন।

সূরা মুজাদালার নিম্নোক্ত আয়াতঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً.

"ঈমানদারগণ! রাসূলের সঙ্গে তোমরা একান্তে আলাপ করিতে চাহিলে প্রথমে সাদাক'া প্রদান করিবে" নাযিল হইলে তিনি কয়েকবার দশ দিরহাম প্রদান করিয়া দশবার মহানবী (স')-এর সঙ্গে একান্তে আলাপ করেন (মাজমা'উ'ল-বায়ান, তাফসীরে ত'াবারী ও আর-রাযী; অধিকন্তু আহ'কা-কু'ল-হ'াক'ক', ৩খ., পৃ. ১২৯; ফা'দাইলু'ল-খামসা, ১খ., ২৯৩)। নবী কারীম (স')-এর সঙ্গে তাঁহার আলাপের আগ্রহ এবং তাহাতে উপকৃত হইবার কারণে তিনি ছিলেন কুরআন মাজীদের সর্বাপেক্ষা বড় হ'াফিজ' এবং 'আলিম, আর আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রতিভার বদৌলতে তিনি ছিলেন 'উলূম-ই দীনের মুবাল্লিগ' (প্রচারক) ও মু'আল্লিম (শিক্ষক)। তিনি কতিপয় গ্রন্থও প্রণয়ন করেন, যেমন ঃ কুর'আন মাজীদ। 'আলী (রা) আয়াত ও সূরাসমূহ অবতরণের ক্রমানুসারে সংকলন করেন এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে কুরআন মাজীদের তাফসীর করেন (আল-য়া'কূ'বী, ২খ., ১১৩; ইব্ন নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, কায়রো ১৩৪৮ হি., ৪১ পৃ.; আবূ 'আবদিল্লাহ আয্-যুযজানী, তা'রীখু'ল-কুর'আন, বায়রূত ১৯৬৯, পৃ. ৬৯)।

হাদীছ ঃ এই জনশ্রুতি মশহুর যে, 'আলী (রা) বহু হ'াদীছ', বহু মামলার রায় ও শর'ঈ বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, আর তাঁহার এই সংকলনের নাম ছিল "আস'-সাহীফা" (আল-বুখারী, আস'-সাহীহ, দিল্লী হইতে মুদ্রিত, পৃ. ১০০০, ثم من تبرأ من مواليه নামক অধ্যায়), কিতাবুল-ফারাইদ। ইহা ছাড়া আয়ানু'শ-শী'আ তৃতীয় খণ্ডে, স'াহীফাতু'ল-ফারাইদ', কিতাবু ফী যাকাতি'ন-নি'আম, কিতাবু ফী আবওয়াবি'ল-ফিক'হ, রিসালাতু'ল-জামি'আ, কিতাবু'ল-জুফার, কিতাবু-ইলা মালিক ইব্নি'ল-আশতার, ওয়াসি'য়াতু লি মুহ'াম্মাদ ইবনি'ল-হ'ানাফিয়্যা ইত্যাদি নামও রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন বহু হ'াদীছও হযরত 'আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে। কতক মনীষী এই সমস্ত হ'াদীছ' পৃথকভাবে একত্রে সংকলন করিয়া ইহার নাম দিয়াছে 'মুসনাদে 'আলী'।

চিঠিপত্র ও বক্তৃতামালা সংকলন ঃ প্রথম যুগে যে পরিমাণ বক্তৃতামালা ও চিঠিপত্র 'আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে এবং বিজ্ঞ সাহিত্যিকমণ্ডলী যে পরিমাণে উহা সংরক্ষণ করিয়াছেন, তাহার নজীর দুর্লভ। আল-জাহি'জ, ইব্ন জিন্নী, ইব্ন দুরায়দ, আল-মাস'উদী, আত'-ত'াবারী, আবূ নু'আয়ম, শায়খ মুফীদ, হ'ারানী প্রমুখ স্ব স্ব গ্রন্থে ঐগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কতিপয় মনীষী তাঁহার অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়া তাঁহার বাণীসমষ্টির নমুনা হিসাবে স্বতন্ত্র অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ

পৃথকভাবে তাঁহার বাণীসমষ্টি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সমস্ত সংকলনের মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা হইল ঃ

(১) গু'রারু'ল-হি'কাম ওয়া দুরারু'ল-কালিম ঃ 'আবদু'ল-ওয়াহি'দ তামীমীকৃত, ৫১০ হি.। নিবন্ধকারের নিকট, ১২৮০ হি. বোম্বাই হইতে মুদ্রিত, ইহার একটি কপি রহিয়াছে। লাইডেন, মিসর এবং ইরান হইতেও ইহার বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল পাঠ (মতন) বাদ দিয়া লাহোর হইতেও ইহার তরজমা ১৯১৪ খৃ.-এ এবং পরবর্তীকালেও ছাপা হইয়াছে; (২) দাসতূর মা'আলিমু'ল-হি'কাম ওয়া মাছুর মাকারিমু'শ-শিয়াম; মুহ'াম্মাদ ইব্ন সালামা কি'তা'ঈ শাফি'ঈ, কায়রো ১৩৩২ হি.; (৩) আল্ফ কালিমা ইব্ন আবি'ল-হ'াদীদ মু'তাযিলী, শারহ' নাহজু'ল-বালাগা শিরো., কায়রো ১৩২৯ হি.; (৪) আয়াত-ই জালী, মাতান কালিমাত-ই কি'স'ার ও ফারসী কাব্যানুবাদ, মাওলানা 'আবদু'র-রাহ'মান জামী, মৃ. ৮১৭ হি., লিথো, সোনালী অনুলিপিতে, ওয়াযীরাবাদ ১৩৫৫ হি.; (৫) কালিমাত-ই কি'স'ার, আহ'মাদ আলী সিপহার, ফারসী ও ফরাসী তরজমাসহ। নিবন্ধকার গুলিস্তান-ই হি'কমাত নামে ইহার উর্দূ তরজমা করিয়াছেন, যাহা ১৯৬১ খৃ. লাহোর হইতে ভূমিকাসহ ছাপা হইয়াছে; (৬) 'উয়ূনু'ল-হি'কাম ওয়া উসূলু মা'আজিযু'ল-কালিম নামে বর্তমান নিবন্ধকার এমন একটি সংকলন তৈরি করিয়াছেন, যাহার মধ্যে আরবী সাহিত্যের প্রাচীন উৎস হইতে ইহার রচয়িতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং আসল আরবী 'ইবারাতের সঙ্গে কিছু বাণী সমষ্টি ও চিঠিপত্রও সংগৃহীত হইয়াছে। সংকলন গ্রন্থটি 'আরবী ভাষায় পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত আছে; (৭) দীওয়ান আমীরিল-মু'মিনীন (রা), ইহার কতিপয় ফারসী, উর্দূ, গদ্য ও পদ্যানুবাদ এবং ব্যাখ্যা পুস্তক (শারহ') মুদ্রিত হইয়াছে (অবশ্য কতক বিশেষজ্ঞ ইহার যথার্থতায় ও মৌলিকত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন); (৮) 'আজাইব আহ'কাম ওয়া ক'াদায়া ওয়া মাসাইলি আমীরি'ল-মু'মিনীন, 'আলী ইব্ন আবী ত'ালিব, সায়্যিদ মুহ'সিন আমীন আল-আমিলী সংকলিত (মৃ. ১৩৭১/১৯৫২), লেখক ইহার ভূমিকায় প্রাচীন সংকলনগুলির উল্লেখ করিয়াছেন এবং একটি ইরানী রচনার উপর ইহার ভিত্তি রাখিয়াছেন (১৯৬৪); (৯) আস'-সাহী'ফাতু'ল-'আলাবি'য়্যা ওয়াত-তুহ'ফাতু'ল-মুরতাদ'াবি'য়্যা, 'আবদুল্লাহ ইব্ন স'ালিহ' ইব্ন জুমু'আ আনতানতাবী সংকলিত ও বিন্যাসকৃত।

হযরত 'আলী (রা) বর্ণিত দু'আর প্রথম সংকলনের নাম (১০) স'াহী'ফা-ই 'আলাবিয়্যাঃ। ইহাতে কমবেশী ১৬১টি দু'আ রহিয়াছে। ইহা প্রথমবার বোম্বাই (১৩০৫/১৮৮৭) ও লুধিয়ানা হইতে এবং ইরাক ও লখনৌ হইতে কয়েকবার মুদ্রিত হইয়াছে, ইহার কতিপয় তরজমাও ছাপা হইয়াছে; (১১) উল্লিখিত সংকলনের পর হু'সায়ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন তাকী' (মৃ. ১৩২০/১৯০২) [দ্র.] আরও একটি সংকলন তৈরি করিয়াছেন। ইহা আস'সাহী'ফাতুল আলাবি'য়্যাতু'ছ' ছ'ানিয়া নামে হি. ১৩১২ সনে ইরানে মুদ্রিত হইয়াছে; (১২) নাহজুল-বালাগা, রচনায় ও সংকলনে সায়্যিদ আশ-শারীফ আর-রাদী', আবু'ল-হ'াসান মুহ'াম্মাদ ইব্ন হু'সায়ন আল-মূসাবী (মৃ. ৪০৬/১০১৫)। হযরত 'আলী (রা)-র খুতবাসমূহের জনপ্রিয়তা এবং খ্যাতনামা 'আরব সাহিত্যিকগণের নিকট সেইগুলি প্রিয় হওয়ায় সায়্যিদ রাদী প্রায় ২৩৬টি খুত'বা, ৭১টি পত্র, ৪৮০টি বাণী সংকলন করেন এবং নাহজু'ল-বালাগা' নাম দেন। সায়্যিদ রাদী আসলে খাসা'ইসু'ল-আইম্মা নামে দ্বাদশ ইমামের (আইম্মা ইছনা 'আশারা) জীবনী লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন এবং স্বীয় শায়খ স'াহি'বু'ল-ইরশাদ-এর অনুসৃত পদ্ধতিতে হযরত 'আলী (রা)-র জীবনী লিখিবার পর বাণীসমষ্টি সংকলন করিতে শুরু করেন। এই সংকলন বৃদ্ধি পাইতে পাইতে একটি গ্রন্থের আকার ধারণ করে এবং ইহার খ্যাতি এত ছড়াইয়া পড়ে যে, খাস'াইসু'ল-আইম্মা-র রচনা বন্ধ হইয়া যায়। নাহজু'ল-বালাগা' 'আরবী সাহিত্যে নজীরবিহীন জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'আরবী, ফারসী, উর্দূ, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় ইহার অসংখ্য শারহ' ছাপা হইয়াছে। তাঁহার খুত'বাসমূহ পৃথকভাবে টীকা-ভাষ্যসহ প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহার টীকা-ভাষ্যের উপরও বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে। তন্মধ্যে আবূ হ'ামিদ 'ইয্যুদ্দীন 'আবদু'ল-হ'ামীদ ইব্ন আবি'ল-হ'াদীদ মু'তাযিলী মায়দানী নামে মশহুর, (মৃ. ৬৫৫/১২৫৮)-এর শারহ' অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইব্ন হায়ছ'াম-এর শারহ'ও উল্লেখযোগ্য। শেষ যুগে মুফতী মুহ'াম্মাদ আবদুহু সংক্ষিপ্ত শারহ' এবং আকর্ষণীয় ভূমিকা লিখেন। নাহজু'ল-বালাগ'ার এই সংস্করণ বিভিন্ন সুধী মনীষীর পরিশিষ্টসহ মুদ্রিত হইয়াছে। লখনৌ হইতে উর্দূ ভাষায় মুদ্রিত জাফার মাহদী গওহর এবং মুহ'াম্মাদ স'াদিক'-এর শারহ' সালসাবীল-ই ফাস'াহ'াত খুবই বিখ্যাত। ইহার একটি অংশ মুদ্রণ ও পারিপাট্যের দিক দিয়া তুলনাহীন। করাচী হইতে সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ 'আসকারী জাফারীর ইংরেজী তরজমা এবং লাহোর হইতে দুইটি সর্বোত্তম উর্দূ তরজমা প্রকাশিত হইয়াছে। জাফার হু'সায়ন-এর তরজমা তিন খণ্ডে, রঈস আহ'মাদ জা'ফারীর খুত'বা অংশের তরজমা এবং নিবন্ধকার কর্তৃক কালিমাত-ই কি'স'ার-এর তরজমা কয়েকবার প্রকাশিত হইয়াছে। ইরাকের 'আবদু'য-যাহরা আল-হ'াসানী মাস'াদির নাহজু'ল-বালাগা' ওয়া আসানীদুহু নামে সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। নাহজু'ল-বালাগ'া আসলে একটি স্বতন্ত্র রচনা। এইজন্য এই ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা না হওয়া নাহজু'ল-বালাগ'ায় সংকলিত হযরত 'আলী (রা) কর্তৃক মালিক ইবনু'ল-আশতারের নামে লিখিত পত্রটি উল্লেখযোগ্য। এই পত্রটি রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি, রাষ্ট্রনীতি, মৌলনীতি, রাষ্ট্রীয় আইন-বিধান এবং জনগণের অধিকার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দলীল। আর এইজন্যই উর্দূ, ইংরেজী, ফারসী প্রভৃতি ভাষায় ইহার ভাষ্য ও তরজমা প্রকাশিত হইয়াছে। তাওফী'ক আল-ফাকীকী "আর-রা'ঈ ওয়ার রাই'য়্যাতু' নামে ইহার একটি বিস্তৃত ভাষ্যগ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি উক্ত পত্রের আইনগত ও রাজনৈতিক ধারাসমূহের উপর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আলোচনা করিয়াছেন। (আলোচ্য পাণ্ডুলিপিটি ১৯৬২ খৃ. বাগ'দাদ হইতে মুদ্রিত হইয়াছে)।

নাহজু'ল-বালাগ'ায় হযরত 'আলী (রা)-র ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা, তাঁহার গুণাবলী, কার্য, রাষ্ট্রনীতি ও জীবন যাপনের মূলনীতির গোটা চিত্রই অংকিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ অলংকারশাস্ত্র (বালাগ'াত) এবং ইসলামী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতিচ্ছবি। হযরত 'আলী (রা)-র চিন্তাধারা, ইসলামের ইতিহাস এবং সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠ সম্পর্কে জানিতে হইলে ইহার অধ্যয়ন অপরিহার্য। নাহজু'ল-বালাগ'ায় নুবুওয়াতের ইতিহাস, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সীরাত তথা জীবন-চরিত, ঈমানের রূহ', মানবীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ এবং সত্য ও সততার প্রচার-প্রসারের অলৌকিক খুত'বা এবং পত্র বিদ্যমান। এখানে একটি মাত্র উদ্ধৃতি পেশ করা যাইতেছে। হযরত 'আলী (রা) তাঁহার নিজের সম্পর্কে বলেন ঃ

"আমি দীন (ইসলাম)-এর জন্য তখন দাঁড়াইয়াছি যখন লোকেরা পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। আমি সেই সময় মস্তক উঁচু করিয়া সামনে অগ্রসর হইয়াছি, যখন লোকেরা মুখ লুকাইতেছিল। আমি তখন কথা বলিয়াছি যখন সকলেই ছিল নিশ্চুপ। আমি আল্লাহ্র নূরকে আশ্রয় করিয়া সম্মুখে অগ্রসর

হইয়াছি আর সমস্ত থামিয়া গিয়াছে। আমার কণ্ঠস্বর (لهجه) তাহাদের মুকাবিলায় ছিল দুর্বল, কিন্তু আমি সকলের আগে অগ্রসর হইয়াছিলাম। আমি (দীনের) রশি হাতে নিতেই বায়ুবেগে ধাবিত হইয়াছি এবং শত্রুর মুকাবিলায় আমি একাকীই এমন পাহাড়ের মত বাহির হইয়াছি যে, প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ও আমাকে হেলাইতে পারে নাই, উৎপাটিত করিতে পারে নাই।...... আমার সম্পর্কে কাহারও ছিদ্রান্বেষণের সুযোগ নাই। আমার সম্বন্ধে কেহ সমালোচনা করিতে পারে না। দুর্বল ও অবহেলিত লোক আমার নিকট ততক্ষণ পর্যন্ত শক্তিশালী বিবেচিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাহার অধিকার ফিরাইয়া দিই এবং সবল আমার নিকট নিষ্প্রাণ বিবেচিত হয়, যতক্ষণ না তাহার নিকট হইতে অন্যের অধিকার আদায় করি। আমি আল্লাহ্‌র ফায়সালায় সন্তুষ্ট এবং তাঁহার নির্দেশের সামনে অবনমিত মস্তক" (খুত'বা ৩৬, নাহজু'ল-বালাগা)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-বালাযু'রী, ফুতূহু'ল-বুলদান, কায়রো ১৩৫০/১৯৩২; (২) য়া'কূ'বী, তারীখ আল-য়া'কূ'বী, নাজাফ ১৩৫৮ হি.; (৩) আত'-তাবারী, তারীখু'ল-উমাম ওয়া'ল-মুলূক, লাইডেন ১৮৯৮ খৃ. এবং কায়রো ১৩২৩ খৃ.; (৪) আল-মাস'উদী, মুরূজু'য-যাহাব, কায়রো ১৩৬৭/১৯৪৮ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, আত-তানবীহ ওয়া'ল-ইশরাফ, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, ইছ্‌বাতু'ল-ওয়াসিয়্যাতি'ল-ইমাম 'আলী ইব্ন আবী ত'ালিব, নাজাফ ১৩৭৪/১৯৫৫; (৭) ইবনু'ল-আছীর, তারীখু'ল-কামিল, কায়রো ১৩০১ হি.; (৮) ইবন সা'দ 'আত' তাবাক'াতু'ল-কুবরা, লাইডেন ১৩২১; (৯) আল-ওয়াকি'দী, কিতাবু'ল-মাগ'াযী ওয়া'ল-ফুতূহ, কানপুর ১২৮৭ হি.; (১০) আল-মুনকি'রী, ওয়াক্'আতু সি'ফফীন, কায়রো ১৩৮২/১৯৬২; (১১) আবু'ল-ফারাজ আল-ইস'ফাহানী, মাক'াতিলুত' তালিবিয়্যীন, কায়রো ১৩৬৮/১৯৪৯; অধিকন্তু ফারসী অনু., তেহরান ১৯৭১ খৃ. এবং উর্দূ অনু., লাহোর ১৯৬৯ খৃ.; (১২) ইব্ন কু'তায়বা, আল-ইমামাতু ওয়া'স-সিয়াসা, কায়রোয় মুদ্রিত; (১৩) আশ-শায়খ আল-মুফীদ, আল-জামাল আও আন-নুস'রাতু ফী হ'াযবিল-বাস'রা, নাজাফ ১৩৬৮ হি.; (১৪) ঐ লেখক, আল-ইরশাদ, তেহরান ১৩৭৭ হি.; (১৫) জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী তারীখু'ল-খুলাফা, মাজীদী প্রেস, কানপুর ১৯১৮ খৃ.; (১৬) ঐ লেখক, ইহ্‌য়াউ'ল-মায়্যিত ফী ফাদ'াইলি আহ্‌লিল-বায়ত, লাহোর ১৯৬৬; (১৭) আত-ত'াবারী, দালাইলু'ল-ইমাম, নাজাফ (১৩৬৯/১৯৪৯; (১৮) ইব্‌নু'ত-তি'কতিকা, আল-আদাবুস'-সুলত'ানিয়্যা, কায়রো ১৩৪৫/১৯২৭; (১৯) ইব্‌ন আনাবা, 'উমদাতু'ত'-ত'ালিব ফী আনসাবি আল-ই আবী ত'ালিব, নাজাফ ১৩৮০ হি.; (২০) মীরযা মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন, মাক'স'া দু'ত'-ত'ালিব ফী আহ'ওয়ালি আজদাদিন-নাবী ওয়া 'আমমিহি আবী ত'ালিব, বোম্বাই, ১ম সংস্করণ; (২১) মুহ'াম্মাদ হ'ামীদুল্লাহ, 'আহদে নাবাবী (স)-কে মায়দানে জাঙ্গ, হায়দরাবাদ, (দাক্ষিণাত্য), ১৩৬৪/১৯৪৫; (২২) ঐ লেখক, তরজমা আবূ য়াহ'য়া ইমাম খান, সিয়াসী ওয়া ছীকাজাত মাজলিস-ই তারাক্কীয়ে আদাব, লাহোর ১৯৬০ খৃ.; (২৩) আহ'মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-হামীদ, আল-'আব্বাসী, 'উমদাতু'ল-আখবার ফী মাদীনাতি'ল-মুখতার, কায়রো, চতুর্থ সংস্করণ; (২৪) আস-সায়্যিদ হু'সায়ন ইব্ন আহ'মাদ আল-বুরাকী, তারীখু'ল-কূফা, নাজাফ সংস্করণ ১৩৭৯/১৯৬০; (২৫) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা ফী আহ'ওয়ালি'স-স'াহ'াবা, কায়রো ১৩২৫ হি.; (২৬) ইব্ন হ'াজার, আস'-স'াওয়া'ইকি'ল-মুহ'রিকা, কায়রো ১৩৮৫/১৯৬৫; (২৭) কামালুদ্দীন মুহ'াম্মাদ ইব্ন ত'ালহ'া আশ-শাফি'ঈ, মাত'ালিবু'স-সূল ফী মানাকি'ব আলি'র-রাসূল, লখনৌ ১৩০২ হি.; (২৮) মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন শাহর আশূব মাযিনদারানী, মানাকি'ব আল-ই আবী ত'ালিব, বোম্বাই, ১ম সংস্করণ; (২৯) ইবনু'ল-আছ'ীর, উসদু'ল-গ'াবা, তেহরান ১৩৩৬ হি. শামসী (সৌর বৎসর); (৩০) আয'-যাহাবী, তায'কিরাতু'ল-হু'ফফাজ-হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৩৩ হি.; (৩১) ইবনু'ল-জাওযী, সি'ফাতুস-সাফওয়া, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), ১৩৫৫ হি.; (৩২) সিবত' ইবনু'ল-জাওযী, স'াফদার হু'সায়ন অনু., তায'কিরাতু'ল-খাওয়াস', লাহোর ১৯৬৮ খৃ.; (৩৩) মুহ'সিনু'ল-'আমীন আল-'আমিলী, আ'য়ানু'শ, শী 'আ, দামিশক ১৩৬৬/১৯৪৭; (৩৪) শায়খ 'আব্বাস কু'মী, মুনতাহাল আমাল, তেহরান ১৩৭৯ হি.; (৩৫) 'আবদু'ল-হু'সায়ন, আদ-দামউল হুতূন, তরজমা জালাউল উয়ূন, লখনৌ; (৩৬) কারীমুদ্দীন, পানীপতী, তরজমা তারীখ আবু'ল-ফিদা, লাহোর ১৮৬৯ খৃ.; (৩৭) 'আলী ইব্ন হু'সায়ন আল-হাশিমী, আল-মাত'ালিবু'ল-মুহিম্মাঃ ফী তারীখি'ন-নাবীয়্যি ওয়া'য-যাহরা ওয়া'ল-আইম্মা, নাজাফ ১৩৮৯/১৯৬৯; (৩৮) মুল্লা মু'ঈন কাশিফী, মা'আরিজু'ন-নুবূওয়া ফী মাদারিজি'ল-ফুতূওয়া, বোম্বাই ১৩০০ হি.; (৩৯) শায়খ সুলায়মান হ'ানাফী কু'নদূযী, য়ানাবী'উ'ল-মুওয়াদ্দা, বোম্বাই ১৩১১ হি.; (৪০) ইমাদ যাদাহ 'ইমাদুদ্দীন হু'সায়ন ইস'ফাহানী, মাজমূ'আ যিন্দেগানী চাহারদাহ মা'সূ'ম, তেহরান ১২৩০ শামসী; (৪১) 'উবায়দুল্লাহ অমৃতসরী, আরজাহু'ল- মাত'ালিব, ১ম সংস্করণ, লাহোর মুদ্রিত; (৪২) 'আলী হ'ায়দার, তারীখ আইম্মা, খাজওয়া (ভারত) ১৩৫২ হি.; (৪৩) জ'া'ফার হ'াসান, সাওয়ানিহ' চাহারদাহ মা'সূ'মিয়্যীন, করাচী ১৯৬৫; (৪৪) নূরুল্লাহ শুশতারী ও শিহাবুদ্দীন মুযআশী, আহ'কাকু'ল-হ'াক্'ক, তেহরান ১৩৯১; (৪৫) 'আবদু'ল-হু'সায়ন আহ'মাদ আল-আমীনী, আল-গ'াদীর ফিল কিতাব ওয়া'স-সুন্না, তেহরান ১৩৭২ হি. প.; (৪৬) 'আবদু'ল-হু'সায়ন শারফুদ্দীন আল মূসাবী আল-মুরাজি'আত নাজাফ ১৩৮৪ হি.; (৪৭) মুফতী মুহ'াম্মাদ 'আব্বাস রাওয়াইহুল-কু'রআন, লখনৌ; (৪৮) মুহ'াম্মাদ জাওয়াদ মুগ'নীহ 'আলী ওয়াল কু'রআন, বায়রূত সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ; (৪৯) আন- নাসাঈ, আল-খাসা'ইসু' ফী মানাকি'বি 'আলী ইব্ন আবী ত'ালিব, কলিকাতা ১৩০৩ হি. এবং নাজাফ ১৩৮৮/১৯৬৯; (৫০) আস-সায়্যিদ মুরতাদ'া আল-হু'সায়নী, ফাদ'ইলু'ল-খামসা মিনা'স'-সিহ'াহ' সিত্তা ওয়া গায়রুহা মিনা'ল- কুতুবি'ল-মু'তাবিরা 'ইনদা আহলি'স-সুন্না ওয়া'ল-জামা'আ (৩ খণ্ড), নাজাফ ১৩৮৪ হি.; (৫১) নাজমুদ্দীন আল-'আসকারী, মুহ'াম্মাদ ওয়া 'আলী ও বানূহু'ল- আওসি'য়া, নাজাফ ১৯৫৯ খৃ.; (৫২) ঐ লেখক, মাক'ামু'ল-ইমাম আমীরি'ল-মু'মিনীন 'আনহু আল-খুলাফা ওয়া আওলাদুহুম ওয়া'স- স'াহ'াবাতি'ল- কিরাম, নাজাফ, চতুর্থ সংস্করণ; (৫৩) মুরতাদ'া হু'সায়ন ফাদি'ল, খাত'ীব-ই কু'রআন তারীখ-ই নাবীয়্যি আখিরি'য-যামান, লাহোর ১৯৬১ খৃ.; (৫৪) আবু'ল-ফাদ'ল মুহ'াম্মাদ ইহ'সানুল্লাহ আল-'আব্বাসী, তারীখু'ল-ইসলাম, লখনৌ ১৮৯৯ খৃ.; (৫৫) শাহ মু'ঈনুদ্দীন আহ'মাদ নাদবী, তারীখ-ই ইসলাম, ১ম ভাগ, আ'জ'ামগড় ১৯৬৬ খৃ.; (৫৬) খাজা মুহ'াম্মাদ লাতীফ আনস'ারী, ইসলাম আওর মুসলমানো কী তারীখ, লাহোর ১৩৮৬/১৯৬৬; (৫৭) ইব্ন আবি'ল- হ'াদীদ 'আবদু'ল-হ'ামীদ আল-মাদাইনী, শারহ' নাহজু'ল-বালাগা, তেহরান ১৩৮৪ হি.; (৫৮) মওলানা মুজীবুর রহমান, হযরত আলী (রা), ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৬৮ খৃ.; (৫৯) আবুল ফজল, হযরত আলী, কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

মুরতাদা হু'সায়ন ফাদিল (দা.মা.ই.)/আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

সংযোজন

নিম্নোক্ত হাদীছের ভিত্তিতে শী'আ সম্প্রদায় বলে যে, কেবল 'আলী (রা) ও আহ্‌লে বায়তের নিকট হইতেই দীনী 'ইলম অর্জন করিতে হইবে। দীনী জ্ঞান লাভের একমাত্র ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হইল আলী (রা)-এর ব্যক্তিসত্তা। ইহা ছাড়া যে সমস্ত পথ ও উপায় অবলম্বিত হইয়াছে সবই ত্রুটিপূর্ণ। সিহাহ সিত্তার গ্রন্থকারদের মধ্যে একমাত্র ইমাম তিরমিযী (র) হাদীছটি গ্রহণ করিয়াছেন।

أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا.

"আমি প্রজ্ঞার গৃহ এবং 'আলী উহার দ্বার"।

ইমাম তিরমিযী (র) মন্তব্য করিয়াছেন, হাদীছটি অপরিচিত (গারীব) ও প্রত্যাখ্যাত (মুনকার)। কতক রাবী হ'াদীছটি শারীক (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহারা আস-সুনাবিহীর উল্লেখ করেন নাই। একমাত্র শারীক (র) ব্যতীত অন্য কোন সনদে আমরা এই হ'াদীছ সম্পর্কে অবগত নই (তিরমিযী, দা'ওয়াত, বাব ৭৩, নং ৩৬৬১, বি. আই. সি. সং.)।

তিরমিযীর পর এই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীছগুলির সমগ্র ভিত্তি হাকেম নিশাপূরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থের উপর স্থাপিত। 'মুসতাদরাক'-কে নির্ভরযোগ্য হাদীছ গ্রন্থগুলির মধ্যে গণ্য করা হয় নাই। ইহাতে তিনি ইব্‌ন আব্বাস ও জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে দুইটি রিওয়ায়াত বিভিন্ন শব্দ সহকারে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীছের শব্দগুলি হইল ঃ

أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِيْنَةَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ.

"আমি জ্ঞানের শহর ও আলী উহার দরজা। কাজেই যে ব্যক্তি ঐ শহরে ঢুকিতে চায় তাহাকে এই দরজায় আসিতে হইবে"। আর জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত হাদীছের শেষ বাক্যটি ছিল ঃ فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِ الْبَابَ "যে ব্যক্তি ইলম লাভ করিতে চায় তাহাকে এই দরজায় আসিতে হইবে"।

হাকিম (র) এই দুইটি হ'াদীছের নির্ভুলতার দাবিদার। কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রের বড় বড় সমালোচকদের মতে কেবল এই হাদীছ দুইটিই নহে, বরং এই মর্মে বর্ণিত সমস্ত হাদীছই অনির্ভরযোগ্য বিধায় অগ্রহণযোগ্য। ইবন আব্বাসের বর্ণনা হিসাবে কথিত হাদীছটি সম্পর্কে হাফিজ যাহাবী (র) বলেন, এই হ'াদীছ সাহীহ হওয়া তো দূরের কথা, ইহা আসলে একটি মাওযূ' (বানোয়াট) হাদীছ। আর জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হিসাবে কথিত হাদীছটি সম্পর্কে তাঁহার মত হইল, "হাকিমের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর, কেমন দুঃসাহসিকতার সঙ্গে তিনি এই হাদীছ এবং এই ধরনের অন্যান্য বাতিল হ'াদীছগুলিকে সাহীহ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন! আর এই আহ'মাদ (ইবন আবদুল্লাহ ইব্‌ন য়াযীদ আল-হাররানী, যাহার সনদের মাধ্যমে হাকিম এই হ'াদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন) তো দাজ্জাল ও ডাহা মিথ্যাবাদী।"

য়াহ্‌ইয়া ইবন মুঈন এই হাদীছের ব্যাপারে বলিয়াছেন, ইহার কোন ভিত্তি নাই। ইমাম বুখারীর মতে ইহা মুনকার হাদীছ এবং ইহার বর্ণনার কোন একটি পদ্ধতিও সহীহ নহে। ইমাম নববী ও আল্লামা জাযারী ইহাকে মাওযূ' (বানোয়াট) বলিয়াছেন। ইবন দাকীকুল 'ঈদের মতেও এই হাদীছ সঠিক বলিয়া প্রমাণিত নহে। ইবনুল জাওযী বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করিয়াছেন, "আমি জ্ঞানের শহর" সম্পর্কিত যতগুলি হাদীছ যত পদ্ধতিতে বর্ণিত হইয়াছে সবই বানোয়াট।

আসল চিন্তার বিষয় এই যে, সনদের দিক হইতে যে হাদীছটির এমনই দূরাবস্থা, উহার উপর এত বড় সিদ্ধান্তের ভিত্তি রাখিয়া দেওয়া কতদূর ন্যায়সঙ্গত ও যথার্থ হইতে পারে যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (স) হইতে দীনের যাবতীয় বিধি-বিধান কেবলমাত্র আলী (রা)-এর মাধ্যমেই গ্রহণ করিব এবং অন্য সাহাবীদেরকে ইলম (দীনের জ্ঞান) হাসিল করার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিব না? কুরআন মজীদের পর আমাদের কাছে যদি হেদায়াতের আর কোন উৎস থাকিয়া থাকে তবে তাহা ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর উসওয়ায়ে হাসানা। আর সাহাবায়ে কিরাম (রা) ছিলেন উহার একমাত্র বাহক। তাঁহাদের সহায়তায় আমরা জানিতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (স) জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও সমস্যায় কি পথনির্দেশ দিয়াছেন। এখন যদি আমরা উক্ত হাদীছের উপর ভরসা করিয়া এই জ্ঞানের জন্য একমাত্র আলী ইবন আবী ত'ালিব (রা)-এর উপর নির্ভর করি তাহা হইলে আমাদেরকে অনিবার্যভাবে জ্ঞানের সেই বিরাট অংশ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে যাহা অন্য সাহাবীদের মাধ্যমে উদ্ধৃত হইয়াছে।

নবী করীম (স) তাঁহার জীবদ্দশায় অনেক সাহাবীকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক বানাইয়া বিভিন্ন যুদ্ধে পাঠাইয়াছেন, ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকায় তাহাদেরকে গভর্নর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, নামায পড়াইবার দায়িত্ব অনেকের উপর সোপর্দ করিয়াছিলেন, শিক্ষাদান ও ইসলাম প্রচারের জন্য অসংখ্য সাহাবীকে নানা স্থানে পাঠাইয়াছেন। এইগুলি ঐতিহাসিক সত্য। এইগুলি অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। প্রশ্ন হইল, এইসব দায়িত্ব কি দীনের জ্ঞান ছাড়াই সম্পাদন করা হইত? অথবা এইসব সাহাবী কি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নহে, বরং আলী (রা)-এর ছাত্র ছিলেন? যদি এই দুইটি কথাই মিথ্যা হইয়া থাকে তাহা হইলে সত্য কথা এই একটি মাত্রই হইতে পারে যে, ঐ সাহাবীগণ 'মাদীনাতুল ইল্‌ম' অথবা 'দারুল হিকমাত'-এর নিকট হইতেই সরাসরি ইলম ও হিকমাত লাভ করিয়াছিলেন এবং ইঁহারা সবাই আলী (রা)-এর মতই ইলমের শহর ও দারুল হিকমাতের দরজা ছিলেন।

ইহা ছাড়াও যাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সীরাত অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহারা জানেন, নবূওয়াতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে পার্থিব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স) সরাসরি দীনের শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। আর যাহারাই দীন সম্পর্কে কিছু জানিতে বা জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতেন তাহারা কোন মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতেই জবাব জানিয়া লইতেন। কখনও কি এমন দেখা গিয়াছে যে, নবী করীম (স) আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে কোন পয়গাম পাইয়াছেন আর তাহা কেবল আলীকেই জানাইয়াছেন এবং তাহা দুনিয়াবাসীকে জানাইবার দায়িত্ব একমাত্র আলীই সম্পাদন করিয়াছেন? অথবা কোন ব্যক্তি রাসূলে করীম (স)-এর নিকট দীনের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল আর তিনি জবাবে বলিয়াছেন, যাও 'আলীকে জিজ্ঞাসা কর অথবা আলীর মাধ্যমে আমার কাছে আসো? মহানবী (স)-এর ২৩ বৎসরের নবূওয়াতী জীবনে যদি কখনও এমনটি না হইয়া থাকে তবে "জ্ঞানের শহরের একটিমাত্র দরজা আর সেই দরজাটি ছিলেন আলী" এই বক্তব্যের অর্থ কি?

হাকিম অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই হাদীছের নির্ভুলতার দাবি করিয়াছেন। অথচ তিনি নিজেই ওই একই গ্রন্থ আল-মুসতাদরাকে অন্য সাহাবীদের হইতেও হাজার হাজার হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহার মধ্যে এমন অসংখ্য হাদীছ রহিয়াছে যেইগুলির সমর্থক কোন হ'াদীছ আলী (রা)-এর মাধ্যমে তাঁহার এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। প্রশ্ন হইতেছে, হাকিমের মতে যদি এই হাদীছ নির্ভুল হইয়া থাকে এবং যদি 'ইলমের শহর' পর্যন্ত পৌঁছাইবার দরজা

একটিই হইয়া থাকে তাহা হইলে সেখানে এই আরও বহু দরজা জন্ম নিয়াছিল কোথা হইতে এবং তিনি কেনইবা এইসব দরজায় গিয়াছিলেন?

আলী (রা) নিজেও এই দাবি করেন নাই যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে এমন কোন 'ইল্‌ম দিয়াছিলেন, যাহা আর কাহাকেও দেন নাই। বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে নির্ভুল সনদ সহকারে এই হাদীছ উদ্ধৃত হইয়াছে যে, আলী (রা) বারবার প্রকাশ্যে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন, যাহারা এই ধরনের চিন্তা পোষণ করে। তিনি নিজের তরবারির কোষ হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া লোকদেরকে দেখাইয়া বলিলেন, ইহা ছাড়া আর এমন কোন বিশেষ জিনিস আমার কাছে নাই যাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে শুনিয়া আমি সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই কাগজের টুকরাটিতে মাত্র চার-পাঁচটি ফিক্‌হের বিধান ছিল। মুসনাদে আহমাদে ১৩টি বিভিন্ন সনদ পরম্পরায় আলী (রা)-এর এই বাণীটি উদ্ধৃত হইয়াছে। এইসব রিওয়ায়াত একত্র করিবার পর জানা গিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার জামাতাকে গোপনে দীনের কিছু গভীর তত্ত্ব শিখাইয়া গিয়েছিলেন যাহা আর কাহাকেও শিখান নাই— সাধারণ মানুষের অনুরূপ কিছু বিভ্রান্তিকর 'আলী (রা) নিজেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বহু লোক তাঁহার নিজ মুখে এই বাতিল ধারণার প্রতিবাদ শুনিয়াছেন এবং এই প্রতিবাদ বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে মুহাদ্দিছগণের নিকট পৌঁছিয়াছে। ইহার ফলে আজ ইহার নির্ভুলতায় সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নাই (এইজন্য দেখুন মুসনাদে আহমাদ, রিয়াদ সং. ১৪১৯/১৯৯৮, মিসর, ১খ., পৃ. ৭৯, নং ৫৯৯, ৬১৫, ৭৮২, ৭৯৮, ৮৫৮, ৮৭৪, ৯৫৪, ৯৫৯, ৯৬২, ৯৯৩, ১০৩৭, ১২৯৮ ও ১৩০৭)।

ইহার পর যখন আমরা অন্যান্য অসংখ্য সাহীহ হাদীছ দেখিয়া থাকি, যাহা অপরাপর সাহাবীদের সম্পর্কে নবী করীম (স) বলিয়াছেন, তখন এই হাদীছটি সেই অসংখ্য হাদীছের সম্পূর্ণ বিরোধী প্রতীয়মান হয়। মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, নবী করীম (স) যায়দ ইবন ছাবিত (রা) সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ সাহাবীদের মধ্যে মীরাছ সম্পর্কিত জ্ঞানে তিনিই সর্বাধিক পারদর্শী। মু'আয ইবন জাবাল (রা) সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে তিনি সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন। উবায় ইব্ন কা'ব (রা) সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, সাহাবীদের মধ্যে তিনি কুরআনের সব চেয়ে বড় পণ্ডিত। মুসনাদে আহমাদে আলী (রা) নিজ রিওয়ায়াতে বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ "আমার উম্মাতের মধ্য হইতে বিনা পরামর্শে যদি কাহাকেও আমীর বানাইবার প্রয়োজন হইত তবে আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদকে আমীর বানাইতাম"।

ইমাম তিরমিযী আবূ জুহায়ফা (রা)-এর একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছেঃ "জানি না আমি কতদিন তোমাদের মধ্যে থাকিব। আমার পর তোমরা আবূ বাক্‌র ও 'উমার এই দুইজনের অনুসরণ করিও।"

বুখারী-মুসলিমে সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) রিওয়ায়াত করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) উমার (রা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ "হে খাত্তাবের পুত্র! সেই সত্তার কসম, যাঁহার হস্তে নিবদ্ধ আমার প্রাণ! যে পথেই শয়তান তোমার মুখামুখি হইয়া থাকে সেই পথ ছাড়িয়া সে অন্য পথে চলিয়া যায়, যেখানে তুমি তাহার মুখামুখি হইবে না।"

ইমাম আবূ দাউদ আবূ যার আল-গিফারী (রা) সূত্রে নবী করীম (স)-এর এই বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ "আল্লাহ সত্যকে রাখিয়া দিয়াছেন 'উমারের কণ্ঠে। তদনুযায়ী সে কথা বলে।"

ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ "রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিলাম লোকদেরকে আমার সামনে পেশ করা হইয়াছে এবং তাহারা ছোট-বড় জামা পরিহিত রহিয়াছে। কাহারও জামা বুক পর্যন্ত, কাহারও বেশী নীচে পর্যন্ত। উমারকে আমার সামনে পেশ করা হইল। তাহার জামা মাটির উপর হেঁচড়াইতেছিল।" উপস্থিত লোকজন জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ (স) এই স্বপ্নের তা'বীর করিয়া বলিলেন ঃ জামা অর্থ দীন।

বুখারীর উদ্ধৃতি অনুযায়ী আলী (রা)-এর পুত্র মুহাম্মাদ ইবনু'ল-হানাফিয়া (র) বলিলেন, "আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহানবী (স)-এর পর উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, আবূ বাক্‌র (রা)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর কে? তিনি বলিলেন, উমার (রা)। আমি এই ভয়ে আর জিজ্ঞাসা করিলাম না যে, আবার এই প্রশ্ন করিলে হয়ত তিনি বলিবেন, উছমান (রা)। তাই আমি বলিলাম, তারপর কি আপনি? তিনি বলিলেন, আমি মুসলমানদের একজন ছাড়া আর কিছু নহি (আবূ দাউদ, সুন্নাহ, বাব ৭, নং ৪৬২৯; বুখারী, ফাদাইল আস্‌হাবিন-নাবিয়্যি (স), বাব ৫, নং ৩৬৭১)।

'আলী (রা) হইতে সাহীহ সনদের মাধ্যমে মুসনাদে আহমাদ, বায্যার ও তাবারানীতে আরও একটি হাদীছ উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ নবী করীম (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার পরে কে আমীর হইবেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ "যদি তোমরা আবূ বাক্‌রকে আমীর বানাও তবে তাহাকে পাইবে আমানতদার, দুনিয়ার ব্যাপারে নির্লোভ ও আখিরাতের প্রতি আকৃষ্ট। যদি তোমরা 'উমারকে আমীর বানাও তবে তাহাকে পাইবে শক্তিশালী আমানতদার। আল্লাহ্‌র ব্যাপারে সে কোন দুর্নাম রটনাকারীর দুর্নামের পরোয়া করিবে না। আর যদি তোমরা আলীকে আমীর বানাও, তবে আমার মনে হয় তোমরা তা করিবে না, তাহা হইলে তোমরা তাহাকে পাইবে পথপ্রদর্শনকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত, যে তোমাদেরকে সোজা পথে চালাইবে" (মুসনাদে আহমাদ, ১খ., পৃ. ১০৮-৯, নং ৮৫৯)।

এই মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে ২৬টি নির্ভুল সনদের মাধ্যমে এই ঘটনাটি বর্ণিত হইয়াছে, আলী (রা) তাঁহার এক বক্তৃতায় প্রকাশ্যে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলিলেন, নবী (স)-এর পর উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হইলেন আবূ বাক্‌র (রা) এবং তাঁহার পরে উমার (রা)। এই রিওয়ায়াতগুলির অধিকাংশের সমস্ত বর্ণনাকারী ছিকাহ (পুরাপুরি সৎ, সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য) এবং তাহাদের কাহারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। হাদীছ শাস্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী ২৩টি রিওয়ায়াত 'সাহীহ' ও ২টি 'হাসান'। কেবলমাত্র একটি রিওয়ায়াত 'য'ঈফ'। ইহার মধ্যে ১২টি হাদীছের রাবী হইলেন আবূ জুহায়ফা (রা)। আলী (রা)-এর খেলাফত আমলে তিনি ছিলেন পুলিশ বিভাগ ও বায়তু'ল মালের প্রধান। তিনি বলেন, আলী (রা) তাঁহার বক্তৃতার মাঝখানে প্রশ্ন করিলেন, তোমরা কি, জানো মহানবী (স)-এর পর এই উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? আমি বলিলাম, হে আমীরু'ল মু'মিনীন! আপনিই সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি বলিলেন, না, নবী (স)-এর পরে এই উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তি হইলেন আবূ বাক্‌র এবং তাহার পরে 'উমার (রা)।

বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর এই রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে ঃ 'উমার (রা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁহার লাশ গোসল দেওয়ার জন্য খাটিয়ায় আনিয়া রাখা হইল। চতুর্দিক হইতে লোক জন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহার জন্য দু'আ করিতে লাগিল। এমন সময় এক ব্যক্তি পিছন হইতে আমার কাঁধে তাহার কনুইয়ের ভর দিয়া সামনের

দিকে ঝুঁকিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন। তুমি ছাড়া আর এমন কোন ব্যক্তি নাই যাহার সম্পর্কে আমি মনের গভীরে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি যে, তাহার অনুরূপ আমলনামা পাইয়া যেন আমি আল্লাহ্র সামনে হাযির হইতে পারি। আমি আশা করি, আল্লাহ তোমাকে তোমার দুই সাথীর [রাসূলে আকরাম (স) ও আবূ বাক্র (রা)] কাছেই রাখিবেন। কারণ আমি প্রায়ই রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিতাম ঃ "অমুক জায়গায় ছিলাম আমি, আবূ বাক্র ও উমার। অমুক কাজটি করিয়াছিলাম আমি, আবূ বাক্র ও উমার। অমুক জায়গায় গিয়াছিলাম আমি, আবূ বাক্র ও উমার। অমুক জায়গা হইতে বাহির হইলাম আমি, আবূ বাক্র ও উমার"। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমি পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম, আলী ইবন আবূ তালিব (রা) কথাগুলি বলিতেছেন (এই রিওয়ায়াতগুলির জন্য দেখুন মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নম্বর ৮২৩ হইতে ৮৩৭, ৮৭১; ৮৭৮ হইতে ৮৮৩, ৯০৯, ৯২২; ৯৩২ হইতে ৯৩৪; ১০৩০ হইতে ১০৩২, ১০৪০, ১০৫১, ১০৫২, ১০৫৪, ১০৫৫, ১০৫৯, ১০৬০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে উক্ত হইয়াছে।

মুহাম্মদ মূসা

'আলী ইব্ন 'উমার আল-কাতিবী (علی بن عمر الکاتبی) ঃ মৃ. ১২৭৭ খৃ., পারস্য দেশীয় মুসলিম দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ ও 'আরবী গ্রন্থকার। মারাগার মানমন্দিরে নাসীরুদ্দীন আত-তূসীর সহযোগীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ কিতাবু আ'য়নি'ল-ক্বাওয়াইদ ফি'ল-মানতিক ওয়া'ল-হিকমা যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন সম্পর্কিত; অংশবিশেষ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিতবিষয়ক। যুক্তিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও দর্শন বিষয়েও একাধিক গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি পৃথিবীর দৈনিক ঘূর্ণন (Rotation) সম্বন্ধেও বর্ণনা দান করেন; কিন্তু তাঁহার মতে পৃথিবীর গতি বক্র (কক্ষ) পথে না হইয়া সরল রেখাক্রমে হইবার কথা।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৪৭

'আলী ইব্ন 'ঈসা (علی بن عیسی) ঃ 'আরবীয়দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ চক্ষু বিশেষজ্ঞ। তাঁহার রচনা তাযকিরাতু'ল-কাহ্হালীন সভ্যতার ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ হইতে আমাদের মনোযোগের দাবি রাখে। কেননা ইহা চক্ষু বিজ্ঞানের উপর আরবী সাহিত্যে প্রাচীনতম পুস্তক যাহা সম্পূর্ণ এবং মৌলিক অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। লেখকের নাম বিপরীত আকারেও লিপিবদ্ধ আছে ঃ 'ঈসা ইব্ন 'আলী, তবে পূর্বেকার নামটিকেই অগ্রাধিকার দিতে হইবে। কেননা ইব্ন আবী উসায়বি'আকৃত ('উয়ূনু'ল-আনবা', ১খ., ২৪০)-তে তাঁহার এই নামের উল্লেখ আছে এবং পরবর্তী লেখক, যেমন আল-গাফিকী, খালীফা ইব্ন আবি'ল-মাহাসিন, সালাহুদ্দীন প্রমুখের রচনাবলীর উদ্ধৃতিতে। খলীফা আল-মুতাওয়াককিল -এর চিকিৎসক 'ঈসা ইব্ন 'আলী যিনি প্রায় এক শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ববতী যামানায় বাস করিতেন (ফিহরিস্ত, ১খ., ২৯৭, ১৯; ইব্ন আবী উসায়বি'আ, ১খ., ২০৩) এবং চিকিৎসা বিষয়ে নিবন্ধও লিখিয়াছিলেন—তাঁহার নামের সহিত বিভ্রান্তির কারণে তাঁহার নামের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে।

'আলী ইব্ন 'ঈসা-র জীবনকাল ৫ম/১১শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ—কারণ (ইব্ন আবী উসায়বি'আ অনুযায়ী) বাগদাদে তিনি গ্যালেন (Galen)-এর ভাষ্যকার আবু'ল-ফারাজ ইব্নু'ত-তায়্যিব-এর ছাত্র ছিলেন, যিনি ৫ম/১১শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ইনতিকাল করেন (ইবনু'ল-কিফতী, সম্পা. Lippert, পৃ. ২২৩)। 'আলী তাঁহার উপরিউক্ত শিক্ষকের ন্যায় খৃষ্ট ধর্মের একজন প্রবক্তারূপে পরিগণিত হন এবং সম্ভবত তাঁহারই মত বাগদাদে চিকিৎসা করিতে থাকেন। তাঁহার জীবন সম্পর্কে বিশদ কিছু জানা যায় না। চিকিৎসক হিসাবে তিনি সম্যক দূরদৃষ্টি, বিচক্ষণতা আর দয়ার্দ্রচিত্তের পরিচয় দেন। রোগীদের স্বার্থে চক্ষুর শৈল্য চিকিৎসকগণকে তিনি যে উপদেশ দিতেন তাহা হইতে এইসব প্রমাণিত হয়।

তাঁহার তাযকিরাতু'ল-কাহ্হালীন (চক্ষু বিশেষজ্ঞদের স্মারকলিপি) যাহা প্রারম্ভিক বর্ণনার কারণে কখনও কখনও আর-রিসালা নামেও অভিহিত হয়—একখানি বিশদ গ্রন্থ। ভূমিকা অনুযায়ী গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে চক্ষুর গঠনতন্ত্র ও ব্যবচ্ছেদবিদ্যা সম্পর্কে আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাহ্যত দৃশ্যমান রোগসমূহ ও সেগুলির প্রতিকার সম্পর্কে [চক্ষুর পাতা, কোণা নেত্র, কর্মকলা (Conjunctiva), অক্ষিগোলকের স্বচ্ছ আবরণ (কর্নিয়া), ইউভিয়া (Uvea), চক্ষুর ছানি (ক্যাটার‍্যাক্ট) প্রভৃতি রোগ এবং অস্ত্র চিকিৎসা], তৃতীয় অধ্যায়ে চক্ষুর গুপ্তরোগ এবং তাঁহার চিকিৎসা (দৃষ্টিভ্রম, এ্যালবুমিনের রোগ, ক্রীস্টালিন লেন্স, দৃষ্টিশক্তি, দূরদৃষ্টতা, ক্ষীণদৃষ্টতা, দিনকানা, রাতকানা, Vitrcous humour-এর রোগ, রেটিনার রোগ, দৃষ্টি স্নায়ুর রোগ, করয়েডের রোগ, অক্ষি গোলকের শ্বেতাংশের রোগ, টেরা (Scberotie) ও দুর্বল দৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কীয় বিষয়ের উপর একটি অধ্যায়ের পরে ১৪১ রকমের সাধারণ প্রতিকার এবং চক্ষুর উপর উহাদের নির্দিষ্ট ক্রিয়াসম্বলিত বর্ণানুক্রমিক আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থটি সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থটি কতদূর মৌলিক সেই সম্পর্কে আমরা অভিমত ব্যক্ত করিতে পারি না। কারণ উক্ত বিষয়ে প্রাচীন আরবী গ্রন্থাবলী সংরক্ষিত নাই। 'আলী নিজেই তাঁহার ভূমিকায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, "আমি প্রাচীনদের গ্রন্থাবলী ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি এবং ইহাতে অল্প কিছুই সংযোজন করিয়াছি যাহা আমি আমার শিক্ষকদের নিকট হইতে বাস্তব ক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করিয়াছি এবং নিজস্ব পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে অর্জন করিয়াছি।" তিনি তাঁহার প্রধান উৎস হিসাবে হুনায়ন এবং গ্যালেন (Galen)-এর গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার তাযকিরা গ্রন্থে আলেকজান্দ্রিয়ানুস, ডাইওস- কোরাইডস হিপোক্রেটস, ওরিবেসিয়াস এবং পলাস (Paulus)-এর নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়াছেন।

তাঁহার গ্রন্থের বিশালতাই তাঁহার সুখ্যাতির ভিত্তি নির্মাণ করে (তু. 'আম্মার)। ইহার ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক উভয় অংশই পরবর্তী 'আরব চিকিৎসকগণ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন, এমনকি এখন পর্যন্ত ইহার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে (ইবনু'ল-কিফতী, পূ. স্থা. এই বিষয়ের চিকিৎসকগণ সব সময়ই এই গ্রন্থ অনুসারে কাজ করিয়া থাকেন) এবং পুনঃপুনঃ ইহার সম্পূর্ণ অধ্যায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। খলীফা ইব্ন আবি'ল-মাহাসিন (দ্র.) তাঁহার চক্ষু বিজ্ঞান গ্রন্থের ভূমিকায় দানিয়াল ইব্ন শায়া লিখিত এই গ্রন্থের একখানা ভাষ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভাষ্য গ্রন্থখানা সংরক্ষিত নাই। পক্ষান্তরে তাযকিরা গ্রন্থের বহু পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে আসিয়াছে, এমনকি মধ্যযুগে হিব্রু ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছিল। ল্যাটিন ভাষায় ইহার দুই দুইবার অনুবাদ হইয়াছে (Tractatus de oculis Jesu b. Hali, ভেনিস ১৪৯৭ খৃ., ১৪৯৯ খৃ., ১৫০০ খৃ., Pansier কর্তৃক আরও একবার ইহা সম্পাদিত হইয়াছিল; তিনি Epistola Ihesu filii haly de cognitione infirmitatum oculorum sive Memoriale ocalariorum quod compilavit Ali b. Issa, প্যারিস

১৯০৩ খৃ., শিরোনামে হিব্রু ভাষায় অনূদিত গ্রন্থটির দ্বিতীয়বার অনুবাদ করেন)। চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে তায্‌কিরা-এর গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃতি লাভ করে নাই। কারণ ইহার ল্যাটিন অনুবাদটি ছিল অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং বহু স্থলে সম্পূর্ণ বাক্যই অনুবাদে স্থান পায় নাই। ফলে ইহার ধারাবাহিকতা নষ্ট হইয়া যায় এবং পাঠোদ্ধার দুরূহ হইয়া পড়ে।

'আরবী পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করিয়া 'চক্ষু চিকিৎসকদের সার-সংক্ষেপ' নামে একটি জার্মান অনুবাদ গ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থটি J. Hirschberg, J. Lippert এবং E. Mittwoch-কৃত Die arabischen Augenarzte nach den Quellen bearbeitet-এর প্রথম খণ্ড, লাইপযিগ হইতে ১৯০৪ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শেষোক্ত গ্রন্থটির ভূমিকা; (২) Brockelmann, i. 635, পরিশিষ্ট SI, 884.

E. Mittwoch (E.I.²)/ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

'আলী ইব্ন গা'নিয়া (দ্র. গানিয়া, বানূ)

'আলী ইব্ন মায়মূন (علی بن میمون) ঃ ইব্ন আবী বাকর আল-ইদ্‌রীসী আল-মাগ'রিবী, বারবার বংশীয় (যদিও তিনি 'আলী (রা)-এর বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন) মরক্কোর সূ'ফী সাধক, আনু. ৮৫৪/১৪৫০ সনে জন্ম। কথিত আছে যে, তিনি যৌবনকালে জাবাল-গু'মারায় বানূ রাশীদের এক কাবীলার আমীর ছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার লোকদেরকে মদ্যপান হইতে বিরত রাখিতে অপারগ হইয়া ঐ পদ ছাড়িয়া দেন। ৯০১/১৪৯৫-৯৬ সালে তিনি ফেয নগরী ত্যাগ করেন। ইহার পর তিনি দামিশক, মক্কা, আলেপ্পো এবং ব্রুসা ভ্রমণ করিয়া অবশেষে দামিশকে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ৯১৭/১৫১১ সালে সেখানে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার সূফী মতবাদ ছিল উদার প্রকৃতির। তাঁহার

بيان غربة الاسلام بواسطة صنفي المتفقهة والمتفكرة من اهل مصر والشام وما يليها من بلاد الاعجام–

গ্রন্থে প্রাচ্যের দেশসমূহে যে সমস্ত ধর্মীয় ও সামাজিক কুপ্রথা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তিনি এইসবের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন (দ্র. Goldziher, ZDMG, ১৮৭৪ খৃ., পৃ. ২৯৩ প.)। তিনি তাঁহার পরিণত বয়সে ১৯ মুহাররাম, ৯১৬ সালে এই গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তাঁহার তাসা'ওউফ বিষয়ক গ্রন্থাদির মধ্যে ইব্ন 'আরাবীর সমর্থনে রচিত একটি গ্রন্থ রহিয়াছে। উহার বিশেষ পর্যালোচনা আবশ্যক (দ্র. Brockelmann, ll, 124; S ll, 152; ইহা ব্যতীত দ্র. Tashkopru-Zade, আশ-শাকা'ইকু'ন-নু'মানিয়্যা (ইব্ন খাল্লিকানের হাশিয়ায় মুদ্রিত), বূলাক ১২৯৯ হি., ১খ., ৫৪০।

C. Brockelmann (E.I.²)/ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফার (علی بن محمد بن جعفر) ঃ ইব্ন ইব্‌রাহীম ইব্নু'ল-ওয়ালীদ আল-আন্‌ফ আল-কু'রায়শী, 'আলী ইব্ন হা'তিম আল-হা'মিদী (দ্র.)-র একজন বিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ছিলেন। য়ামানের মুসতা'লা তা'য়্যিবী ইসমা'ঈলীদের পঞ্চম দা'ঈ মুত্‌লাক' হিসাবে ৬০৫/১২০৯ সনে ইনি আল-হা'মিদী-র উত্তরাধিকারী হন। ইনি ছিলেন কু'রায়শ গোত্রের বিশিষ্ট আল-ওয়ালীদ পরিবারের লোক। তাঁহার প্রপিতামহ ইব্‌রাহীম ইব্ন আবী সালামা ছিলেন সু'লায়হী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 'আলী ইব্ন মুহা'ম্মাদ আস-সু'লায়হী'র অধীনস্থ একজন নেতৃস্থানীয় সর্দার। 'আলী ইব্ন মুহা'ম্মাদ আস-সু'লায়হী একটি সরকারী কার্যে ইব্‌রাহীমকে কায়রোতে পাঠাইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁহার পিতৃব্য 'আলী ইব্নু'ল-হু'সায়ন এবং পরবর্তী কালে ইব্ন তা'হির আল-হা'রিছীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। আল-হা'রিছীর মৃত্যুর পর হা'তিম ইব্ন ইব্‌রাহীম আল-হামিদী সা'না'আতে 'আলী ইব্ন মুহা'ম্মাদকে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তদবধি তিনি সা'না'আতেই বাস করিতেন এবং সেখানেই ২৭ শা'বান, ৬১২/২১ ডিসেম্বর, ১২১৫ সালে ৯০ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন একটি সম্ভ্রান্ত পেশাগত দা'ঈ বংশের প্রধান। অতঃপর প্রায় তিন শতাব্দীকাল তাঁহার বংশধরগণই দা'ঈগণের প্রধান ছিলেন।

তাঁহার লেখা ছিল বিপুল সংখ্যক এবং উহা সমাজে অত্যন্ত সমাদৃত ছিল। নিম্নে উল্লিখিত তাঁহার রচনাসমূহ এখনও বিদ্যমান ঃ হা'কাইক' সম্পর্কে তাঁহার রচনাবলী ঃ (১) তাজু'ল-'আকা'ইদ, সম্পা. 'আরিফ তামির, বৈরূত ১৯৬৭ খৃ., ইংরেজী অনু. (সংক্ষিপ্ত আকারে) W. Ivanow, Creed of the Fatimids, বোম্বাই ১৯৩৬ খৃ.। (২) কিতাবু'য-য'খীরা, সম্পা. মুহাম্মাদ আল-আ'জামী, বৈরূত ১৯৭১ খৃ.। (৩) রিসালাতু জিলাই'ল-'উকূ'ল, সম্পা. 'আদিল আল-'আওওয়া, মুনতাখাবাত ইসমা'ঈলিয়্যা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, দামিশক ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ৮৯-১৫৩। (৪) রিসালাতু'ল-'ঈদ'াহ' ওয়াত-তাবয়ীন. সম্পা, R. Strothmann, 'আরবা'আ কুতুব ইসমা'ঈলিয়্যা' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত, Gottingen ১৯৪৩ খৃ., পৃ. ১৩৮-৫৮। (৫) রিসালা ফী মা'নাল-ইসমি'ল-আজ'ম, সম্পা. Strothmann, ঐ, ১৭১-৭। (৬) দি'য়াউ'ল-আলবা। (৭) লুব্বু'ল-মা'আরিফ। (৮) লুবাবু'ল-ফাওয়াইদ। (৯) রিসালাতু মুলহি'কা- তি'ল-আয'হান। (১০) আর-রিসালাতু'ল-মুফীদা, 'কা'সীদাতু'ন-নাফস-এর একটি ভাষ্য; কা'সীদাটি ইব্ন সীনা কর্তৃক রচিত বলিয়া দাবী করা হয়। বিরোধী মতের যুক্তি খণ্ডন সম্পর্কিত। (১১) দামিগু'ল-বাতি'ল, আল-গা'যালী-র আল-মুস্‌তাজহিরী গ্রন্থের যুক্তি খণ্ডন। (১২) মুখতাস'ারু'ল-উসূ'ল; সুন্নী মু'তাযিলা যায়দী এবং দার্শনিকগণের মতবাদ খণ্ডন—যে সকল মতবাদে আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকার করা হইয়াছে। (১৩) রিসালাতু তুহ'ফাতি'ল-মুরতাদ, সম্পা. Strothmann, আরবা'আ কুতুব ইসমা'ঈলিয়্যা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ১৫৯-৭০, হা'ফিজী মাজীদী-র দাওয়া গ্রন্থের জবাবে রচিত। বিবিধঃ (১৪) মাজালিসু'ন-নুশওয়া'ল-বায়ান। (১৫) দীওয়ান (কবিতা সংকলন), ইমাম এবং তাঁহার শিক্ষকদের প্রশংসায় রচিত কবিতা, শোকগাথা এবং য়ামান-এর সময়সাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত কবিতা।

হু'সায়ন ইব্ন 'আলী পূর্বোক্ত ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। অষ্টম দা'ঈ/মুত'লাক' হিসাবে তিনি আহ'মাদ ইব্নু'ল-মুবারক ইবনি'ল-ওয়ালীদের উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি সা'না'আতে বাস করিতেন এবং সেখানেই ২২ সা'ফার, ৬৬৭/৩১ অক্টোবর, ১২৬৮ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার রচনাসমূহ প্রধানত হাকাইক' সম্বন্ধে। তন্মধ্যে নিম্নের রচনাবলী বিদ্যমানঃ (১) রিসালাতু'ল-ঈদ'াহ' ওয়া'ল-বায়ান, জান্নাত হইতে আদাম (আ)-এর পতন সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটি সম্পাদনা করিয়াছেন B. Lewis : An Isama`ili interpretation of the full of Adam, BSOS, ix (1938), 691-704. (২) আর-রিসালাতু'ল-ওয়াহীদা ফী তাছ'বীতি আরকানি'ল-'আকীদা। (৩) 'আকী'দাতু'ল-মুওয়াহ্'হি'দীন।' (৪) রিসালাতু'ল-ঈদ'াহ' ওয়া'ত-তাবস'ীর ফী ফাদ'লি য়াওমি'ল-গা'দীর। (৫) রিসালাতু মাহিয়্যাতি'য-যূর। (৬) আল-মাবদা ওয়া'ল-মা'আদ, সম্পা. এবং অনু. H. Corbin, Trilogie Ismaelienne, তেহরান ১৯৬১ খৃ. ৯৯-১৩০ ('আরবীতে পৃষ্ঠা সংখ্যা, ১২৯-২০০)।

'আলী ইব্‌ন হু'সায়ন পূর্বোক্ত ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। নবম দা'ঈ মুত'লাক' হিসাবে তিনি তাঁহার পিতার উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি স'ান'আতে বাস করিতেন এবং পরে অবশ্য তিনি 'আরূস-এ চলিয়া যান; তবে ইহা ঘটে হামদানীগণ কর্তৃক স'ান'আ পুনর্দখলের পর। পরবর্তী কালে তিনি আবার স'ান'আতে ফিরিয়া আসেন। সেখানেই তিনি ১৩ যু'ল-কা'দা, ৬৮২/২ ফেব্রুয়ারি, ১২৮৪ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার রচিত রিসালাতু'ল-কামিলা গ্রন্থটি এখনও বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হ'াতিম আল-হ'ামিদী, তুহ'ফাতু'ল-কু'লূব, পাণ্ডু. ('আব্বাস হামদানী কর্তৃক সম্পাদিত); (২) ইদরীস ইব্‌নু'ল-হ'াসান, নুযহাতু'ল-আফকার, পাণ্ডু., এইচ. এফ. আল-হ'ামদানীর-র আস'-সু'লায়হি'য়্যূন গ্রন্থে ব্যবহৃত, কায়রো ১৯৫৫ খৃ., ২৮৪-৯১; (৩) হ'াসান ইব্‌ন নূহ' আল-বারূচি, কিতাবু'ল আযহার ১খ, সম্পা, 'আদিল আল-আওওয়া, মুনতাখাবাত ইসমা'ঈলিয়্যা গ্রন্থে, দামিশ্‌ক ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ১৯১, ১৯৩-৪ ১৯৮, ২৪৭-৮; (৪) ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আবদি'র-রাসূল আল-মাজুদ, ফিহ্‌রিস্ত, সম্পা. আলী নাকী মুনযাবী, তেহরান ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৪১-২, ৮০, ৯৩-৫, ১২৩-৭, ১৩১, ১৪০, ১৫১, ১৫৩, ২০০-১, ২২৯-৩৭, ২৪৪-৬, ২৫৭, ২৭৮। রচনাবলী ও বরাতের পূর্ণ বিবরণের জন্য দ্র. Isamai Poonawala Bio-bibliography of Isamaili Ltterature, Malibu, cal. 1977.

I. Poonawala (E.I.[2], Suppl.) ছালেমা খাতুন

'আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-কূ'শজী (علی بن محمد القوشجی)ঃ 'আলাউদ্-দীন ছিলেন একজন জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রবিদ, তিনি সামারকান্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫ শা'বান, ৮৭৯/১৯ ডিসেম্বর, ১৪৭৪ সালে ইস্তাম্বুলে ইনতিকাল করেন। তিনি তাঁহার উপনাম কূ'শজী পিতা হইতে গ্রহণ করেন যিনি উলু'গ বেগের বাজপাখী পালক (কূ'শজী) হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি নিজ শহরেই আমীর উলুগ' বেগ (দ্র.)-এর নিকট গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। আমীর উলুগ' বেগ ছিলেন একজন দক্ষ জ্যোতির্বিদ এবং কা'দী যাদা-ই রূমী অর্থাৎ আমীরের বিশেষ সাহায্যপুষ্ট সামারকা'ন্দের সুপ্রসিদ্ধ মাদরাসার অন্যতম রেকটর (অধ্যক্ষ)। 'আলী আল-কূ'শজী কা'দী যাদাহ্‌র পর সামারকান্দের বিখ্যাত মানমন্দিরের পরিচালক হন এবং যীজ গুরুকানী (زیج گرکانی) সংকলনেও অংশগ্রহণ করেন, স্বয়ং আমীর ছিলেন যাহার প্রধান লেখক (তু. গ্রন্থটির ভূমিকা)। কথিত আছে, 'আলী আল-কূ'শজী তাঁহার জ্ঞান সাধনায় পরিপূর্ণতা অর্জনের উদ্দেশে গোপনে কিরমানে চলিয়া যান। প্রত্যাগমনের পর তিনি তাঁহার রচিত গ্রন্থ হ'াল্‌লু আশ্‌কালি'ল-কামার গ্রন্থটি পৃষ্ঠপোষক আমীরকে উপহার দেন।

উলুগ' বেগের হত্যাকাণ্ডের পর 'আলী আল-কূ'শজী সামারকা'ন্দ ত্যাগ করেন এবং তাব্‌রীযে আক্‌কোয়ূনল (Akkoyunlu)-র শাসক উযুন হ'াসানের সহিত বসবাস করিতে থাকেন। এই শাসক কর্তৃক তিনি 'উছ'মানী সুলতান দ্বিতীয় মুহ'াম্মাদের দরবারে দূত হিসাবে প্রেরিত হন। তিনি তাঁহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পুনরায় তাবরীয প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি সেখানে আয়া সুফিয়া মাদ্‌রাসার বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তুরস্কে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেন।

তিনি কিরমানে নাস'ীরু'দ-দীন তূ'সীর তাজরীদু'ল-কালাম-এর একটি ভাষ্য লিখেন এবং আবূ সা'ঈদ খান-এর নামে তাহা উৎসর্গ করেন। ব্যাকরণশাস্ত্র ও ছন্দবিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রধান প্রধান রচনা হইল রিসালা ফি'ল-হায়'আ, রিসালাতু ফি'ল হি'সাব এবং উলুগ বেগের যীজ-এর ভাষ্য (রিসালাতু'ল-ফাতহি'য়্যা, রিসালা ফি'ল-হ'ায়া-এর এবং রিসালা মুহ'াম্মাদিয়্যা হইল রিসালা ফি'ল-হি'সাব-এর 'আরবী অনুবাদ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Tashkopru-Zade, আশ-শাক'াইকু'ন-নু'মানিয়্যা পৃ. ১৭৭-৮১; (২) Krafft (Vienna)-এর তালিকা, ১৩৯; (৩) Dorn (St Petersburg), পৃ. ৩০৪; (৪) Pertsch (Berlin), পৃ. ৩৫১-২; (৫) Rieu (Brit. Mus), ২খ., ৪৫৬-৭; (৬) Wopke, in JA, ১৮৬২, ১খ, ১২০ পৃ.; (৭) W. Barthold, Ulug Beg und Seine Zeit, Leipzig 1935, ১৬৮ প.; (৮) A. Adnan, La Science chez les Turcs Ottomans, (৯) ঐ লেখক, Ilim, 32-4; (১০) Brockelmann, 11, 305, পরিশিষ্ট, ২খ., ৩২৯ (আরও দ্র. শারহু'ত-তাজরীদ, Univ. ৮২, ০১৬); (১১) 'উনকূ'দ, 'আতি'ফ, ২৬৭৮; (১২) শারহু'ল-আদূ'দিয়্যা, রাগি'ব ১২৮৫, Univ. ১৫৩২; (১৩) রিসালা ফি'ল-হায়'আ-এর Lari লিখিত ভাষ্য, রাগি'ব ৯২৬, ওয়ালীয়্যুদ-দীন ২৩০৭; (১৪) রিসালাতু'ল-ফাতহি'য়্যার মীরাম চেলেবী লিখিত ভাষ্য, বায়াযীদ 'উমূমী, ৪৬১৪।

A. Adnan Adivar (E.1.2)/মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান

'আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আত্-তূনিসী আল-ইয়াদী (علی بن محمد التونسی الایادی)ঃ ইফ্‌রীকিয়্যার শী'ঈপন্থী কবি যিনি ইব্‌ন রাশীকে'র (কু'রাদা, ১০২) মতানুসারে ফাতি'মী খলীফা আল-কা'াইম, আল-মানসূ'র ও সর্বোপরি আল মু'ইয্-এর চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন এবং যিনি স্বীয় বার্ধক্য ও সফরের নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মিসরে খলীফা আল-মু'ইয্-এর সহিত তাঁহার নূতন রাজধানীতে মিলিত হইয়াছিলেন। সম্ভবত তিনি কায়রোতে ইনতিকাল করেন। মান্যবর 'আবদুল-ওয়াহাবের মতে (তারীখ, ৯৬) তাঁহার আশ্রয়দাতা যে বৎসর মারা যান তিনিও সেই বৎসরই অর্থাৎ ৩৬৫/৯৭৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু Ch. Bouyahia মনে করেন (Vie litteraire, ৩৯) যে, তাঁহার মৃত্যু উহারও পরে হইয়াছিল। এই দুই লেখকই তাঁহার জন্মস্থান তিউনিস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা দৃশ্যত তাঁহার নামের সঙ্গে আত-তূনিয়া উপাধি থাকার কারণেই। উল্লেখ্য যে, ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে এবং উহার পরেও, তিউনিস বলিতে কার্থেজের (Corthege) ধ্বংসাবশেষ একটি ছোট গায়গকেই বুঝাইত (দ্র. কা'দী নু'মান, কিতাবু'ল-মাজালিস ওয়া লূ-মূসায়ারাত, সম্পা. Malaoui-Feki Chabbouh, তিউনিস, ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ২০৩, ৩৩২-৩, এবং আল-বাকরী, সম্পা. de Slane, পৃ. ৩৭)। বস্তুতপক্ষে এই নিসবার কারণে প্রায়ই তাঁহার নাম পরবর্তী কালে অপর এক 'আলী ইব্‌ন য়ূসুফ আত্-তূনিসুর সহিত বিভ্রান্তিতে পতিত হইত। এই 'আলী ইব্‌ন য়ূসুফ আত্-তূনিসীও আবার আর এক আল-মানসূ'র ও আল-মু'ইয্‌য্-এর স্তাবক ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ছিলেন যীরী বংশীয় (দ্র. Bouyahia, পৃ. স্থা.)। অন্যদিকে বংশগত উপাধি আল-ইয়াদীর কারণে কাহারও মতে তিনি আরব বংশোদ্ভূত। ইয়াদ হইল বানূ হিলাল গোত্রের একটি শাখা আছবাজ-এর একটি অংশ যাহারা মসিলা

(Msila) অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল [দ্র. P. Massiera, Msila du xe au xve Siecles, in Bull. dele soc. hist. et arehial, de Sitif, ২খ., (১৯৪১ খৃ.) CT, নং ৮৫-৬-এ পুনরুল্লিখিত]।

কবির খ্যাতি তাঁহার জীবদ্দশাতেই স্পেনীয় উপকূল অবধি পৌঁছিয়াছিল। ইব্ন রাশীকে'র একটি গল্প ('উম্দা ১খ., ১১১) হইতে জানা যায় যে, আন্দালুসীয় ইব্ন হানি (দ্র.)-র আল-কায়রাওয়ান আগমনের পর সেখানকার প্রতিষ্ঠিত কবিগণের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে; কিন্তু এই উপলক্ষে সুনির্দিষ্টভাবে একমাত্র আল-ইয়াদীরই উল্লেখ রহিয়াছে। পরবর্তী কালের সমালোচকগণ, যেমন ইব্ন শারাফ (Questions de Critique litteraie, সম্পা. Ch. Pellat, আলজিয়ার্স ১৯৫৩ খৃ., ৯) কর্তৃক তাঁহার প্রতি উচ্চ সম্মান প্রদর্শিত হইলেও পূর্ণাঙ্গ আকারে তাঁহার কোন কবিতা আমাদের নিকট পৌঁছে নাই। এইজন্য পরবর্তী কালে শাসন ক্ষমতা যীরী বংশীয়দের হাতে হঠাৎ পরিবর্তিত হইবার পর কবির সুন্নী মতান্তর দায়ী, না তাঁহার সাহিত্যিক ধ্যান-ধারণার কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহা বলা মুশকিল। কারণ যাহাই হউক না কেন, বর্তমান লেখক যে ১০৫ টি শ্লোক সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে (হ'াওলিয়্যাত, ১৯৭৩ খৃ., পৃ. ৯৭), তন্মধ্যে কেবল দুইটি অংশই শী'ঈ ভাবাপন্ন, এইগুলি ফাতিমী বংশের সমর্থক লেখকদের দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহা প্রথমত 'গাধার পিঠের মানুষ আবূ য়াযীদের সমাপ্তিকালের এক তীব্র মর্মস্পর্শী বর্ণনা (সীরাত উসতায যাওয়ার, কায়রো, ৪৮; অনু. M. Canard, ৬৯) এবং দ্বিতীয়ত আল-মানসূর-এর সম্মানে রচিত প্রশংসা বাণী (দাওয়াদারী, কান্যু'দ্-দুরার, ৬খ., ১১৭)। অবশিষ্টগুলি প্রচুর চিত্র সম্বলিত বর্ণনামূলক এক একটি খণ্ড, আর এই কারণেই কবিতা সংকলকগণ উহার প্রশংসা ও উহাকে সংগ্রহ করিয়াছেন। এই শেষোক্তগুলির মধ্যে আল-হুস্‌রী (যাহ্‌র, ১৮৯, ৩১৪, ১০০৩) ভয়ঙ্কর গ্রীক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত একটি ফাতিমী নৌবহরের বিবরণ, দ্রুত গতিতে ধাবমান একটি ঘোড়ার ছবি এবং মানসূ'রিয়্যা-র হ্রদ প্রাসাদ দারু'ল-বাহ'র এক জাঁকজমকের একটি মনোরম দৃশ্য পুনঃউপস্থাপন করিয়াছেন।

সংক্ষেপে বলা যায়, আল-ইয়াদীকে ফাতিমী বংশের প্রতি অনুগত ছাড়াও একজন বড় কবি বলিয়া মনে হয়। তবে তাঁহার মেধা সম্পর্কে একটি ধারণা হইলেও তাঁহার কবিতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) ইব্ন রাশীক', কু'রাদাতু'য'-যাহাব, সম্পা. Bouyahia, তিউনিস ১৯৭২ খৃ.; (২) আবদু'ল-ওয়াহ্হাব মু'জামু'ত্-তা'রীখ আল-আদাব আত্-তূনিসী, তিউনিস ১৯৬৮ খৃ., ৯৬; (৩) Ch. Bouyahia, La vie littiraire en Ifriqiya sous les Zirides, তিউনিস ১৯৭২ খৃ.; (৪) M. Yalaoui, poets ifriqiyiens contemporains des Fatimides, in Hawliyyat at-Djamia al-Tunisiyya (Annales de l' Universite de Tunis), ১৯৭৩ খৃ.।

M. Yalaoui (E. 1.², Suppl.)/মু. আবদুল মান্নান

'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ আয্-যান্জী (علی بن محمد الزنجی) ঃ সা'হি'বু'য-যান্জ নামে খ্যাত। যান্জ নামে পরিচিতি যে বিদ্রোহী কাফ্রী ক্রীতদাসেরা পনর বৎসর যাবত (২৫৫-২৭০/৮৬৮-৮৮৩) দক্ষিণ ইরাক এবং তাহার আশেপাশের এলাকার সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিল, তিনি তাহাদের নেতা ছিলেন। 'রাই'-এর নিকটবর্তী ওয়ারযাতায়ন নামক এক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে তিনি 'আরব বংশোদ্ভূত। তিনি ছিলেন পিতার দিক হইতে 'আবদু'ল-ক'ায়স গোত্রের ও মাতার দিক হইতে আসাদ গোত্রের। সাধারণত তিনি 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ 'আবদির-রাহ'ীম নামে আখ্যায়িত হইয়া থাকেন। ইবনুল জাওযীর মতে তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল বিহবূয (আল-মুনতাজ'াম, হায়দারাবাদ ১৩৫৭ হি., ৫খ., ২, ৬৯)। আল-বীরূনী (chronology, ৩৩২; অনু. ৩৩০) বর্ণনা করন যে, তিনি আল-বুরকঈ বা গুপ্ত ব্যক্তি নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি নিজেকে 'আলী (রা)-র বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন এবং নিজের বংশতালিকা পেশ করিতেন এইরূপ ঃ 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন যায়দ ইব্ন 'আলী ইব্ন হু'সায়ন ইব্ন 'আলী ইব্ন আবী তা'লিব (আল-বীরূনী, পূ. স্থা.; আল-মাস'ঊদী, মুরূজ, ৭খ., ৩১; আত-তা'বারী, তারীখ, ৩খ., ১৭৪২-বংশ তালিকায় একটু ভিন্নতা দেখাইয়াছেন)। এই নামেরই আর একজন 'আলী বংশীয় যাহার পিতা আল-মুস্তাঈনের আমলে কারাগারে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিবরণের জন্য দ্র. আল-মাস'ঊদী, মুরূজ, ৭খ., ৪০৪ এবং আবু'ল-ফারাজ আল-ইস'ফাহানী, মাক'াতিলু'ত-তালিবিয়্যীন, কায়রো ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ৬৭২, ৬৮৯। প্রথমে তিনি বাহ'রায়নে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করেন যেখানে তাঁহার পারিবারিক সম্পর্ক ছিল বলিয়া বলা হয়। পরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বসরার অশান্ত অবস্থাকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাতে ব্যর্থ হন এবং বাগদাদে পলাইয়া গিয়া গ্রেপ্তারীর হাত হইতে রক্ষা পান। কিন্তু শীঘ্রই আবার বস্‌রায় নূতন অসন্তোষ দেখা দেওয়ায় তাঁহার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ মিলে। এইবার তিনি কাফ্রী ক্রীতদাসদের মধ্যে হইতে সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন যাহারা পূর্ব বস্‌রার লবণ ক্ষেত্রে কাজ করিত। কিছুদিন প্রস্তুতি গ্রহণের পর ২৬ রামাদান, ২৫৫/৫ সেপ্টেম্বর, ৮৬৯ সালে নিজেকে প্রকাশ করেন। তিনি যদিও নিজেকে 'আলীর বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন এবং মাহ্দী উপাধি ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তিনি শী'আ মতবাদ গ্রহণ করেন নাই, তৎপরিবর্তে খারিজীদের সমানাধিকার নীতি অনুসরণ করিতেন। দীর্ঘদিন ধরিয়া যান্জ বাহিনী সামরিক সাফল্য অব্যাহত রাখে এবং উবুল্লা, আহওয়ায, বসরা ও ওয়াসিত দখল করে। অবশেষে খলীফা আল-মুওয়াফ্ফাক কর্তৃক পারিচালিত এক বড় ধরনের অভিযানে যানজ সেনারা পরাজিত এবং তাঁহাদের রাজধানী আল-মুখতারায় অবরুদ্ধ হয়। শর্তহীন ক্ষমা প্রার্থনা করিলে মুক্তি এবং রাষ্ট্রীয় ভাতা প্রদানের প্রস্তাব যান্জ নেতা প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে চূড়ান্ত আক্রমণের পর ২ সাফার, ২৭০/১১ আগস্ট, ৮৮৩ সালে তাঁহার খণ্ডিত মস্তক একটি বর্শার অগ্রে গাঁথিয়া বাগদাদে নীত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ পূর্ণ বিবরণের জন্য ঃ (১) ত'াবারী, ৩খ., ১৭৪২-১৭৮৩, ১৮৩৫-২১০৩। ইহা ছাড়াও বিস্তারিত বিররণ পাওয়া যায় ঃ (২) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৮খ. (৩) য়া'কূ'বী; (৪) হামযা ইস্‌ফাহানী প্রভৃতি দ্র.। যান্জ বিদ্রোহের জন্য দ্র. (৫) T. Noldeke, Sketches from Easter History, London-Edinburgh, ১৮৯২ খৃ., পৃ. ১৪৬-১৭৫; (৬) ফায়স'ালু'স - সামির, ছ'াওরাতু'য-যান্জ, বাগদাদ ১৯৫৪ খৃ.; (৭) 'আবদুল-আযীয আদ-দূরী, দিরাসাত ফি'ল-উসূ'লিল-আব্বাসিয়্যা আল-মুতা'আখ্খিরা, বাগদাদ ১৯৪৫ খৃ., পৃ. ৭৫-১০৬। যান্জদের মুদ্রা সম্পর্কে দ্র. (৮) P. Casanova Revue

Numismatique, খৃ., পৃ. ৫১০-১৬; (৯) J. Walker, Jras,-এ, ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ৬৫১-৫৬।

B. Lewis (E.I.2)/ মনিরুল ইসলাম

'আলী ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন তাশুফীন (علی بن یوسف بن تاشفين) ঃ আল -মুরাবিতী আমীর ও তাশুফীনী বংশের দ্বিতীয় শাসক। তিনি ৫০০/১১০৬ হইতে ৫৩৭/১১৪৩ সাল পর্যন্ত আল-মাগরিব ও দক্ষিণ স্পেনের এক বৃহৎ অংশে রাজত্ব করেন।

যেই সময়ে আল-মুরাবিতী শাসন জিব্রাল্টার প্রাণালীর উভয় দিকে গৌরবের শীর্ষবিন্দুতে অধিষ্ঠিত, সেই সময় 'আলী তাঁহার পিতা য়ূসুফ ইব্‌ন তাশুফীনের স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার রাজত্বকাল একের পর এক ঘটনার জন্য বিখ্যাত। বর্তমানে একদিকে পাওয়া যায় কাততান-এর নাজমু'ল-জুমান গ্রন্থটি ও আল-মুওয়াহ্‌হিদীন উত্থানকালীন প্রবল আক্রমণের ফলে আল-মুরাবিতূন শক্তির পতন সম্পর্কে মাহদী ইব্‌ন তুমারত-এর সহচর আল-বায়যাক-এর 'স্মৃতিকথা', আর অন্যদিকে পাওয়া যায় 'আলী ইব্‌ন য়ূসুফের রাজত্বকাল সম্বন্ধে ইব্‌ন ইযারীর আল-বায়ানুল-মাগরিব-এর অপ্রকাশিত অংশবিশেষ যাহা অনেকাংশেই আল-মুরাবিতূন-এর সমসাময়িক ঐতিহাসিক ইবনু'স-সায়রাফী (দ্র.)-এর গ্রন্থ হইতে গৃহীত। ৮ম/চতুর্দশ শতাব্দীর ঘটনাপঞ্জী হইতে গৃহীত এই তথ্য কেবল অনুপূরক তাৎপর্যই বহন করে। বাস্তবভিত্তিক বর্ণনার অভাবে এবং আল-মুওয়াহ্‌হিদূন-এর প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে কখনও কখনও ইহাকে কেবল সাবধানতার সহিত ব্যবহার কিংবা প্রত্যাখ্যানও করা উচিত। এই কথাটি আল-মুরাবিতূন যুগ এতদিন পর্যন্ত এক অত্যাবশ্যকীয় তথ্য হিসাবে বিবেচিত 'আবদু'ল-ওয়াহিদ আল-মাররাকুশীর আল-মূজিব গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য—মাররাকুশ রাজদরবারের কিছু স্পষ্ট এবং সম্ভবত সঠিক বিবরণ সত্ত্বেও এই গ্রন্থটি বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা সমীচীন।

প্রথম হইতে নানা সমস্যার উদ্ভব সত্ত্বেও 'আলী ইব্‌ন য়ূসুফের রাজত্বকাল ৩৭ বৎসর স্থায়ী হয়। শীঘ্রই এই সকল অসুবিধা আটলান্টিক উপকূলীয় পার্বত্য অঞ্চলের বিদ্রোহ ও ইব্‌ন তুমারত (দ্র.)-এর তাওহীদ প্রচারের ফলে উদ্ভূত বিপদের তুলনায় খুবই নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। 'আলী তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের সময় হইতে এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে প্রথম যে বিপদটির সম্মুখীন হন তাহা তাঁহার নিজ পরিবারের সদস্যদের ও মুরাবিত আন্দোলনের প্রধানদের মধ্যে কলহ-কোন্দল হইতে সৃষ্ট। এই মুরাবিত আন্দোলনের প্রধানরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কিন্তু ঐক্যহীন দুইটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। যথা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর লামতূনা গোত্র এবং মাস্‌সূফা গোত্র। মুরাবিতী শাসন ব্যবস্থায় যেখানে সহোদর ভাইদের সম্পর্ক ছিল বৈপিত্রেয় ভাইদের সম্পর্ক অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ এবং সেইখানে বৈধ তাশুফীনী আমীরদের নামকরণ হইত তাহাদের মায়ের নাম অনুসারে, যেমন—ইব্‌ন 'আইশা ইব্‌ন গান্নুমা ইত্যাদি, সেইখানে অগ্রাধিকার প্রশ্নে বিবাদ এবং ক্ষমতসীন নরপতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নেত্রী ছিলেন (অল্প কয়েক যুগ পূর্বে ইফ্রীকিয়্যা ও আল-আন্দালুসের যীরি নরপতিদের সিনহাজী দরবারের মত) রাজমাতারা (উম্মাহাত)—তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ পুত্রগণের পক্ষে তাঁহাদের নিকট-আত্মীয় ও মাওয়ালীর সাহায্য নিতেন।

য়ূসুফ ইব্‌ন তাশুফীন এই বিপদ এত স্পষ্ট দেখিতে পান যে, তিনি তাঁহার এক সিন্‌হাজী স্ত্রীর কোন পুত্রকে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত না করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেন। এমনকি আগমাতে প্রভাবশালী ইফ্রীকী যায়নাবের সহিত তাঁহার বিবাহের ফলে জাত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু'ত-তাহির তামীমের ব্যাপারেও তিনি সতর্ক থাকেন। যায়নাব য়ূসুফের দশ বৎসর পূর্বে মারা যান। যাল্লাকা-র যুদ্ধের দুই বৎসর পূর্বে ৪৭৭/১০৮৪ সালে স্পেন হইতে এক খৃস্টান যুদ্ধবন্দিনীর সহিত তাঁহার বিবাহের ফলে সিউটায় (Ceuta) জন্মগ্রহণকারী 'আলীকেই তিনি উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ২৩ বৎসরের এই যুবক ('আলী) তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর ১ মুহাররাম, ৫০০/২ সেপ্টেম্বর, ১১০৬ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তামীমের দৃশ্যত নির্লিপ্ত সমর্থনসহ মাররাকুশে বিনা বিরোধিতায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাঁহার ভ্রাতা আবূ বাক্‌র ইব্‌ন য়ূসুফের পুত্র য়াহ্‌য়াকে পরিস্থিতি অনুধাবন করিতে বাধ্য করেন। য়াহ্‌য়া ফেজে সেনাপতি ছিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া আত্মসমর্পণ করেন। 'আলী তাঁহার আন্দালুসীয় উপদেষ্টা, যাঁহারা ছিলেন তাঁহার পিতার পারিষদ, তাঁহাদের মতামতের উপর নির্ভর করিয়া ঘড়ির দোলকের নীতি অনুসরণ করেন এবং এই নীতি তিনি তাঁহার সারা রাজত্বকালব্যাপী মানিয়া চলেন অর্থাৎ তাঁহার ভাইসহ অধিকাংশ আল-মুরাবিতী আমীরদেরকে তিনি দাবা খেলার ছকের গুটির মত অনবরত সরাইতে থাকেন। এই সকল আমীর মাগরিব ও আন্দালুসের প্রধান শহরসমূহে প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন; আল-মুরাবিতী আমীরগণ এইরূপ হুমকিপূর্ণ চিঠি পাইতেন যে, তাঁহাদেরকে রাজদরবারে ডাকিয়া আনা হইবে। তাঁহারা পদচ্যুত হইতেন কিংবা আবার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হইতেন এবং একই সংগে প্রাসাদের দায়িত্ব পালনে প্রশাসনিক পরিদর্শক (مشرف) ও নথিপত্রাদির বিভাগীয় সচিবদের সাহায্যপ্রাপ্ত হইতেন। এই সকল প্রশাসনিক পরিদর্শক ও কর্মকর্তার প্রায় সকলেই ছিলেন আন্দালুসীয়। ইহাই তাঁহার ('আলীর) রাজত্বকালের অধিকাংশ ঘটনার ফিরিস্তি। এইখানে ইহার বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন; তবে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও আঞ্চলিক পদসমূহে কর্মকর্তাদের স্থায়িত্বে ধারাবাহিকতার অভাব ইতোমধ্যেই প্রমাণ করে যে, 'আলী ইব্‌ন য়ূসুফ তাঁহার পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে যেই সংগঠন রীতি প্রাপ্ত হন তাহা মযবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

পক্ষান্তরে স্পেনের খৃস্টানের বিরুদ্ধে আল-মুরাবিতী নরপতির জিহাদ অভিযানসমূহের দীর্ঘকাল যাবত যুদ্ধের ভাগ্য তাঁহার উপর প্রসন্ন ছিল। এইসব জিহাদ অভিযান তিনি নিজে কিংবা তাঁহার কোন না কোন সেনাপতি পরিচালনা করিতেন। বৃদ্ধ ষষ্ঠ আলফন্সো (Alfonso vi) যাল্লাকাতে তাঁহার পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের আশা কখনও পরিত্যাগ করেন নাই; কিন্তু শাওয়াল ৫০১/১১০৮ সালের মে মাসের শেষদিকে 'আলীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তামীম উক্‌লীজ (Uclis) দুর্গ প্রাচীরের নিকট কাউন্ট গার্সিয়া ওরদোনেজ (Garcia ordonaz)-এর কাস্তিলীয় সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন, তখন তিনি আরও একটি অপমান বরণ করেন। কাউন্ট গার্সিয়া ওরদোনেজ-এর সংগে ছিলেন ষষ্ঠ আলফন্সো ও মু'তামিদ ইব্‌ন 'আব্বাদের স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর কন্যা মোরা যায়দা (Mora Zaida)-র শিশু পুত্র সাঙ্কো (Sancho)। খৃস্টান সেনাপতি ও শিশুটি ধৃত হন এবং অল্প কয়েক দিন পর উকলীজের অনতিদূরে বেলিনকন (Belinchon)-এ নিহত হন। এই আঘাতে মর্মাহত ষষ্ঠ আলফন্সোর মৃত্যু ছাড়া আর কিছুর জন্যই অপেক্ষা করার মত ছিল না এবং এক বৎসরেরও কম সময়ের পর তিনি ১১০৯ সালের ৩০ জুন মারা যান। ক্যাস্টিলের সিংহাসন ১১২৬ খৃ.

পর্যন্ত তাঁহার কন্যা উর্রাকা (Urraca)-র দখলে থাকে। ইতোমধ্যে নূতন রাষ্ট্র পর্তুগাল সংগঠিত হইতে থাকে এবং আরাগনে যোদ্ধা আলফন্সো (Alfonso the Warrior) সারাগোসা দখলের বাসনা পোষণ করেন। আল-মুরাবিতূন ৫০৩/১১১০ সালে বানূ হূদ-এর নিকট হইতে সারাগোসা চূড়ান্তভাবে দখল করেন। নয় বৎসর পর ৫১২/১১২৮ সালে আলফন্সো ইহা তাঁহার রাজ্যভুক্ত করেন।

ইতিবৃত্ত লেখকদের সকলেই আন্দালুসে 'আলী ইব্ন য়ূসুফের পরপর চারবার প্রবেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের বৎসরে প্রথমবারের প্রবেশে তিনি আলজিসিরাস অপেক্ষা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। দ্বিতীয়বারের প্রবেশ ছিল ৫০৩/১১০৯ সালের গ্রীষ্মকালে এক জিহাদ অভিযানে এবং এই অভিযানের ফলে তাগুস নদীর তীরবর্তী তালাভিরা (Talavere) অস্থায়ীভাবে তাঁহার দখলে আসে। তৃতীয়বারের প্রবেশও ছিল ধর্মযুদ্ধের উদ্দেশে অনুপ্রাণিত এবং ইহাতে তিনি প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেন—বিশ দিনের অবরোধের পর ·সাফার ৫১১/জুন ১১১৭ সালে তিনি কোইমব্রা (Coimbra) দখল করেন। চতুর্থবার ৫১৫/১১২১ সালে 'আলী ইব্ন য়ূসুফ কর্ডোভা অতিক্রম করিয়া আর অগ্রসর হন নাই। কিন্তু স্পেনীয় খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে আল-মুরাবিতী সেনাপতিদের অভিযান আরাগন ও নূতন ক্যাস্টিল (New Castille) এই উভয় রাজ্যে বিরামহীনভাবে চলিতে থাকে। লেরিদা অঞ্চলের ফ্রাগার যুদ্ধে সাফল্য তাঁহার রাজত্বকালের সর্বশেষ সামরিক সাফল্যগুলির অন্যতম। যোদ্ধা আলফন্সো কর্তৃক অবরুদ্ধ এই শহরটি আল-মুরাবিতী সেনাপতি য়াহ্য়া ইব্ন 'আলী ইব্ন গ·ানিয়া পুনরুদ্ধার করেন। তিনি ২৩ রামাদ·ান, ৫২৮/১৭ জুলাই, ১৩৩৪ সালে আরাগনের রাজাকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেন।

নিঃসন্দেহে কিছু কিছু ভাল গুণ থাকা সত্ত্বেও 'আলী ইব্ন য়ূসুফ মোটেই তাঁহার পিতা য়ূসুফ ইব্ন তাশুফীনের ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইতে পারেন নাই। যদিও মরক্কোতেই তিনি তাঁহার রাজত্বকালের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন, তথাপি তিনি স্পেনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করেন বলিয়া মনে হয়। রাজধানীর নিরাপত্তা ও মরক্কোর পার্বত্য অঞ্চল পাহারা দেওয়ার জন্য ভাড়াটিয়া খৃষ্টান সৈন্যদের সমন্বয়ে গঠিত হালকা সামরিক বাহিনী কাতালান রিভার্টার (Catalan Reverter) (السوبر। تيبسر)-এর নেতৃত্বাধীন রাখিয়া তিনি তাঁহার সামরিক বাহিনীর অধিকাংশই খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য সংরক্ষিত রাখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। এই নীতি তাঁহার রাজ্যের পতন ঘটায়। যেই মুহূর্ত হইতে 'আলী ইব্ন য়ূসুফের রাজত্বকালের ইতিহাস আর মরক্কোতে ইব্ন তূমারত (দ্র.)-এর প্রত্যাবর্তন, তাওহীদ প্রচার ও আল-মুওয়াহ·হিদূন প্রধানদের প্রাথমিক সামরিক অভিযানসমূহের ইতিহাস এক হইয়া যায়। তখনই বিদ্রোহী আন্দোলনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে সুযোগ হাতছাড়া হইয়া যায়। ক্রমেই 'আলী ইব্ন য়ূসুফ এই বাস্তবতার সম্মুখীন হইতে বাধ্য হন তিনি তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত রাজ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তিশালী করিতে অসমর্থ হইবার কারণে ইহাতে এই যাবত কালের বৃহৎ ফাটল দেখা দেয়। শীঘ্রই ইহার পতন ঘটে, কিন্তু য়ূসুফ ইব্ন তাশুফীনের পুত্র এই নাটকীয় পরিণতির চরম অবস্থার সময় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না। 'আবদু'ল-মু'মিন কর্তৃক মাররাকুশ অধিকারের ঠিক পাঁচ বৎসর পূর্বে ৮ রাজাব, ৫৩৭/২০ জানুয়ারী, ১১৪৩ সালে 'আলী ইব্ন য়ূসুফ ইনতিকাল করেন। পুত্র তাশুফীনকে তিনি তাঁহার পতনোন্মুখ সিংহাসনে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য রাখিয়া যান।

এইসব চরম দুর্ভোগ্য সত্ত্বেও 'আলী ইব্ন য়ূসুফের রাজত্বকালকে মুসলিম পাশ্চাত্যের ইতিহাসের অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল যুগ হিসাবে গণ্য করিতে হইবে। আল-মুওয়াহ· হিদূন পক্ষের ঐতিহাসিকগণ (Dozy যাঁহাদেরকে অনুসরণ করেন) আল-মুরাবিতূ·নকে হেয় প্রতিপন্ন করার ব্যর্থ প্রয়াস পান। এখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ৬ষ্ঠ/দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম তৃতীয় ভাগেই আল-আন্দালুস ও মাগরিব এই উভয় দেশে স্পেনীয় সভ্যতার এক সুস্পষ্ট পুনর্জাগরণ সংঘটিত হয়। সুলতানের সাহিত্যিক চক্রের গুণগত মান ছিল আন্দালুসের ত·াওয়াইফ আমলের মুলূক তাওয়াইফ-এর মত। কর্ডোভা আবার রাজ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও সামাজিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইব্ন কু·যমান তাঁহার গাযালসমূহে এই সম্বন্ধে আমাদেরকে এক মনোজ্ঞ চিত্র প্রদান করেন এবং সেভিল-এর মুহ·তাসিব ইব্ন 'আবদূন পৌর অর্থনীতি ও ইহাতে আল-মুরাবিতী কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদেরকে অবহিত করেন।

একই সময়ে মালিকী মায্·হাবের গোঁড়া শ্রেণী সমাজচক্রের গতিকে ক্রমাগত বাধা দিতে থাকে। মাররাকুশ ও কর্ডোভা উভয় শহরেই ফাকীহগণ ছিলেন খুবই প্রভাবশালী এবং তাঁহারা প্রায় সকলেই ছিলেন আল-আন্দালুসের অধিবাসী। তাঁহারা ধর্মীয় বিধিনিষেধ জারী করিতেন, এমনকি ৫০৩/১১০৯ সালে কর্ডোভার জামে'মসজিদের সামনে আল-গ·যালীর ইহ্য়া গ্রন্থটি পোড়াইয়া দেন। সুলতান তাঁহাদেরকে সমর্থন করিবেন জানিয়া তাঁহারা নৈতিক শৈথিল্য ও নূতন ভাবধারার বিরুদ্ধে গর্জন করিয়া উঠেন। কিন্তু আল-মুরাবিতী অভিজাত ব্যক্তিগণ ও তাহাদের স্ত্রীরা ফাকীহদের ধর্মোপদেশের প্রতি বিশেষ কর্ণপাত করেন নাই। লামতুনী অভিজাত সম্প্রদায় ও শহরগুলির জনসাধারণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনৈক্যের বিকাশ ঘটে। যথাসময়ে ইহা নির্মূল করিবার মত প্রয়োজনীয় শক্তি 'আলী ইব্ন য়ূসুফের ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী : 'আরবী তথ্যাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ (১) ইবনু'ল-কাত·তানের নাজ·মু'ল-জুমান ও (২) ইব্ন ইয়·ারী-র আল-বায়ন এখনও অপ্রকাশিত, তবে E. Levi-Provencal কর্তৃক প্রকাশিত হইবে Documents inedits d'histoire almoravide: (৩) আরও দ্রষ্টব্য ঐ লেখকের Documents inedits d'histoire almohade, প্যারিস ১৯২৮, নির্ঘণ্ট। পরবর্তী কালের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য তথ্য প্রবন্ধের শুরুতেই যাহার মূল্যায়ন করা হইয়াছে; (৪) 'আবদু'ল-ওয়াহি·দ আল-মাররাকু·শী, আল-হুলালু'ল-মাওশিয়্যা; (৫) ইব্ন খালদূন; (৬) ইব্ন খাল্লিকান; (৭) ইবনু'ল-খাতীব; (৮) ইবনু'ল-আছীর; (৯) আন-নুওয়ায়রী; (১০) আন-নাসি·রী ইত্যাদি তাহার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আল-মুরাবিতূন প্রবন্ধটির গ্রন্থপঞ্জী, আরও বর্তমান অপ্রচলিত, (১১) F. Codera-এর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ Decadencia y desaparicion de los Almoravides en Espana Saragossa 1899; (১২) E. Levi-Provencal, Reflexions sur l'empire almoravide au debut du XII^{e} siecle. Islam d' Occident, ১খ., প্যারিস ১৯৪৮, ২৩৯-৫৬।

E. Levi-Provencal (E.1.2)/ মুখলেছুর রহমান

'আলী ইব্ন রিদ'ওয়ান (علی بن رضوان) ঃ আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্ন রিদ'ওয়ান ইব্ন 'আলী ইব্ন জা'ফার, হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের প্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিদ, দার্শনিক, অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিদ, গণিতবেত্তা এবং মিসরের অন্যতম খ্যাতনামা 'আলিম বলিয়াও গণ্য। তিনি মিসরের আল-জীযা-তে জন্মগ্রহণ করেন এবং কায়রোতে প্রতিপালিত হন। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন রুটি প্রস্তুতকারক।

'আলী ইব্ন রিদ্'ওয়ান একজন জ্যোতিষী হিসাবে তাঁহার কর্মজীবন শুরু করেন। ইহার পর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং উহাতে এতই খ্যাতি অর্জন করেন যে, সরকারীভাবে তিনি প্রধান চিকিৎসাবিদের মর্যাদা লাভ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্বের জন্য ইব্ন তাগ'রীবিরদী তাঁহাকে খ্যাতনামা এবং শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক হিসাবে গণ্য করিয়াছেন (আন-নুজূম'য-যাহিরা, ৫খ., ৬৯)। বাগদাদের প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ আবুল-হ'াসান আল-মুখতার ইব্ন বুত্'লান (মৃ. ৪৫৫/১০৬২)-এর সহিত তাঁহার পত্র যোগাযোগ ও বাদানুবাদ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ইব্ন রিদ'ওয়ান ও ইব্ন বুত'লান উভয়ই সমসাময়িক হওয়ায় তাঁহারা পরস্পর ঈর্ষাভাবাপন্ন ছিলেন। ইব্ন আবী উস'ায়বি আ-এর মতে ইব্ন রিদ্'ওয়ান-এর চিকিৎসবিদ্যা, বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইব্ন রিদ'ওয়ানের রচিত বহু গ্রন্থ রহিয়াছে, যেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) হ'াল্লু শুকূকির-রাযী 'আলা কুতুবি জালীনূস (حل شكوك الرازى على كتب جالينوس); (২) আল-মুসতা'মাল মিনা'ল-মানতি'ক ফি'ল'-উলূম ওয়া'স'-সা'নাই' (المستعمل من المنطق فى العلوم والصنائع); (৩) আত-তাওয়াস্সুত' বায়না আরাসত্' ওয়া খুসূ'মিহ (التوسط بين ارسطو وخصومه); (৪) কিফায়াতুত-তা'বীব ফীমা সা'হ্'হা লাহু মিনা'ত-তাজারীব (كفاية الطبيب فيما صح له من التجاريب) (৫) দাফ'উ মাদ'াররি'ল-আবদান (دفع مضار الابدان); (৬) আন-নাফি' ফী কায়ফিয়্যাতি তা'লীমি স'ানা'আতি'ত-তি'ব্ব (النافع فى كيفية تعليم صناعة الطب) (৭) উসূ'লু'ত-তি'ব্ব (اصول لطب) (৮) শারহু'ল-কানূন (شرح القانون) (৯) শারহু' মাক'ালাতি'ল-আরবা' ফি'ল-ক'াদায়া বি'ন-নুজমি লি বাত্'লীমূস (شرح مقالات الاربع فى القضايا بالنجوم لبطليموس)। 'আলী ইব্ন রিদ'ওয়ান ৪৫৩/১০৬১ সালে মিসরে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন তাগ'রীবিরদী, আন-নুজূমু'য-যাহিরা, ৫খ., ৬৯; (২) ইব্ন আবী উস'ায়বি'আ, ত'াবাক'াতু'ল-আতি'ব্বা, ৫৬১-৫৬৭, শিরো. ও (৩) ইব্নু'ল-কি'ফতী, আখ্বারু'ল-হু'কামা, ৪৪৩; (৪) ইব্নু'ল-'ইমাদ, শায'রাতু'য- যাহাব, ৩খ., ২৯১; (৫) Brockelmann, Gal, ১খ., ৬৩৭; পরিশিষ্ট, ১খ., ৮৮৬; (৬) জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল্-লুগাতি'ল-'আরাবিয়্যা, ৩খ., ১০৫।

'আবদু'ল-ক'ায়্যূম (সম্পাদনা পরিষদ, দা. মা. ই.)/ ডঃ আবদুল জলীল

'আলী ইব্ন শামসুদ্দীন (علی بن شمس الدين) ঃ 'তারীখ্-ই খানী' নামে জিলান-এর একখানি ইতিহাস গ্রন্থের প্রণেতা। বর্ণিত ইতিহাসের ব্যাপ্তিকাল ছিল ৮৮০-৯২০/১৪৭৫-১৫১৪ সাল। গ্রন্থখানির ভূমিকা অনুসারে ইহা সুলতান আহ'মাদ খান কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু 'আলী ইহার প্রকৃত রচয়িতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। গ্রন্থখানি B. Dorn কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে, নাম Muhammedanische Quelln Zur Geschichte der sudl Kustenlander des kaspischen Meeres, ২খ., তু. এই খণ্ডের ভূমিকা, পৃ. ১৫ প.।

E. Leve-provencal (E.I.[2])/মনিরুল ইসলাম

'আলী ইব্ন শিহাবুদ্দীন ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-হামাদানী (علی بن شهاب الدين بن محمد الهمدانى) ঃ দ্বিতীয় 'আলী নামে ভূষিত একজন সূ'ফী সাধক এবং কাশ্মীরের সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচারক। জন্ম ১২ রাজাব, ৭১৪/২২ অক্টোবর, ১৩১৪ হামাদান শহরের এক প্রখ্যাত সায়্যিদ বংশে। ইমাম যায়নু'ল-'আবিদীন-এর পৌত্র 'আলী ইব্ন হুসায়নের বংশধর বলিয়া দাবিদার। তিনি দুইজন সূ'ফী সাধকের নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন, যাঁহাদের ত'ারীক'ার সিলসিলা 'আলাউ'দ-দাওলা, আস্-সীম্নানী পর্যন্ত এবং তাঁহার মাধ্যমে নাজমু'দ-দীন আল-কুব্রা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তিনি একজন পরিব্রাজক সূফী সাধকের জীবন যাপন করেন। কথিত আছে, তিনি মুসলিম বিশ্বের সকল দেশ ভ্রমণ করেন। সুলত'ান শিহাবু'দ-দীনের রাজত্বকালে ৭০০ জন সায়্যিদ সঙ্গে লইয়া তিনি ৭৭৪/১৩৭২ সনে সর্বপ্রথম কাশ্মীর উপত্যকায় আগমন করেন। চারি মাস সেখানে অবস্থানের পরে তিনি হিজায গমন করেন। সুলতান কু'ত'বু'দ-দীন-এর রাজত্বকাল ৭৮১/১৩৭৯ সনে তিনি দ্বিতীয়বার কাশ্মীরে আসেন এবং আড়াই বৎসরকাল অবস্থান করেন। ৭৮৫/১৩৮৩ সনে তিনি তৃতীয়বার কাশ্মীর আগমন করেন, কিন্তু এক বৎসরের কিছু কম সময় পরে তুর্কীস্তনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। পাখলী অতিক্রম করিয়া কুনারের নিকট পৌঁছিলে তথায় তিনি ৬ যি'ল-হ'াজ্জ, ৭৬৮/১৮ জানুয়ারী, ১৩৮৫ সালে বুধবার রাত্রে ইনতিকাল করেন। তাঁহার মরদেহ খুত্তালান নামক স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, তথায় তাঁহার মাযার এখনও বিদ্যমান আছে। এই স্থান বর্তমানে কুলাব নামে পরিচিত (তু. সূ'ফী, কাশ্মীর, ১খ., ১১৬)। সাধারণের ধারণা এই যে, শ্রীনগরে যে স্থানে এই সাধক সালাত আদায় করিতেন ঐ স্থানে খানক'াহ্-ই শাহ্-ই হামদান নামকে খানক'াহ নির্মাণ করা হইয়াছে, তাহা দর্শনের জন্য তথায় বহু লোকের সমাগম হয় (তু. R. ch. Kak, Ancient Monuments of Kashmir, লন্ডন ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ৭৭)। এই খানকাহ এবং সুলতান সিকান্দারের রাজত্বকালে 'আলীর পুত্র মুহ'াম্মাদ (৭৭৪/১৩৭২-৮৫৪/১৪৫৯) কর্তৃক নির্মিত ত্রালের মসজিদটি কাশ্মীরে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র ছিল। ইস্হ'াক খুত্তালানী ছিলেন 'আলী হামাদানীর একজন প্রিয় মুরীদ। তিনি নূর বাখ্শিয়া ত'ারীক'ার প্রতিষ্ঠাতা সায়্যিদ মুহাম্মাদ নূর বাখ্শের মুরশিদ ছিলেন।

'আলী হামাদানী রচিত গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিচিত হইতেছে আওরাদ-ই ফাত্হি'য়্যা, 'আরবীতে মুনাজাতের দু'আসমূহের সংকলন এবং য'াখীরাতুল-মুলূক রাজনৈতিক নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় ফারসী গ্রন্থ (লাহোর ১৩২৩ হি., লিথো, অমৃতসর, আরও তু. H. Ethin Gr. Iph., ২খ, ৩৪৯)। তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ হইল ঃ আসরারু'ন-নূক'াত; শারহ' আস্মাই'ল্লাহ, শারহ' ফুসূ'সি'ল-হি'কাম (اسرار النقط، شرح اسماء الله، شرح فصوص الحكم)। তাঁহার শিক্ষার প্রতি খুব কমই মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভের জন্য (বিশেষ করিয়া তাঁহার স্বপ্নের মতবাদ সম্বন্ধে) এবং তাঁহার রিসালা-ই মানামিয়্যার অনুবাদের জন্য দ্র. F. Meier, Die Welt der

Urbilder bei Ali Hamadani, Eranos Jahrbuch, Xviii, ১৯৫০ খৃ., পৃ. ১১৫ প.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নূরু'দ্-দীন জা'ফার বাদাখ্শী (হামাদানীর একজন ছাত্র), খুলাসা'তু'ল-মানাকি'ব (পাণ্ডুলিপির জন্য Storey, ১ম অধ্যায়, ৯৪৬-৭ দ্র.); (২) জামী, নাফাহা'তু'ল-উন্‌স, পৃ. ৫১৫; (৩) খাওয়ানদ্মীর, হ'াবীবু'স-সিয়ার, তেহরান, ৩য় অধ্যায়, ৮৭; (৪) নূরুল্লাহ্ শুশ্তারী, মাজালিসু'ল-মু'মিনীন তেহরান, তা.বি. পৃ. ৩১১; (৫) Rieu, cat. Pers. MSS Brit. Mus.,২খ., ৪৪৭; (৬)Brockelmann, ২খ., ২৮৭, SII ৩১১; (৭) 'আলী আস'গা'র হি'কমাত, in JA., ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৫৩ প.; (৮) গু'লাম মুহ'য়ি'দ-দীন সূ'ফী, কাশ্মীর, লাহোর ১৯৪৯ খৃ., ১খ., ৮৫-৯৪, ১১৬ প.; (৯) Storey, ১খ., ৯৪৬, টীকা ৪ (শেষোক্ত তিনটি গ্রন্থে আরও তথ্যাদির উল্লেখ রহিয়াছে); (১০) 'আলী হামাদানী কর্তৃক নাজমু'দ-দীন কুবরার উসূ'ল গ্রন্থের ফারসী অনুবাদের জন্য দ্র. Isl, ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ১৭।

S.M. Stern (E. I.2)/ মুহাম্মদ সিরাজুল হক

'আলী ইব্ন হ'ানজ'ালা ইব্ন আবী সালিম (على بن حنظلة بن ابى سالم) ঃ আল-সাজফূজী, আল-ওয়াদি'ঈ, আল-হামাদানী ৬১২/১২১৫ সনে য়ামানে ইসমা'ঈলিয়্যা সম্প্রদায়ের মুসতা'লী ত'ায়্যিবীদের ৬ষ্ঠ দা'ঈ মুত'লাক' (الداعى المطلق)-এর ধর্মীয় পদমর্যাদায় 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-ওয়ালীদ (দ্র.)-এর স্থলাভিষিক্ত হন। আয়্যূবী শাসন কবলিত হওয়ার পর হইতে দেশটিতে গৃহবিবাদ সংকট চলিতেছিল। সেই কারণে আদ-দা'ঈ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি সা'ন'আ-র আয়্যূবী শাসকবর্গ এবং জামারমার এলাকার বানূ হ'াতিম গোত্রীয় য়ামী সুলত'ানদের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখেন, যাহার ফলে তিনি প্রায় বিনা বাধায় তাঁহার কর্মতৎপরতা চালাইয়া যাইতে সক্ষম। তিনি ১২ অথবা ২২ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ৬২৬/১৮ ফেব্রুয়ারী, ১২২৯ সালে ইনতিকাল করেন। উৎপত্তি ও পরিণাম (المبدا والمعاد) বিষয়ক তাঁহার রচিত সিমতু'ল-হ'াকাইক' (سمط الحقائق) এবং রিসালাত দি'য়াউ'ল-'উলূম ওয়া মিস'বাহু'ল-'উলুম (رسالة ضياء الحلوم ومصباح العلوم) গ্রন্থদ্বয়কে হ'াকাইক' (দ্র.) বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ মনে করা হয়। 'আব্বাস আল-'আযযাবী কর্তৃক সম্পাদিত (দামিশ্ক ১৯৫৩ খৃ.) প্রথমোক্ত পুস্তকখানি 'রাজায' (رجز) ছন্দে লিখিত কবিতা এবং শেষোক্ত পুস্তকখানিতে বিষয়টি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে, তবে উহা এখনও অপ্রকাশিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইদরীস ইব্নুল-হ'াসান রচিত গ্রন্থ 'নুযহাতু'ল-আফকার-ই তাঁহার জীবনী রচনার মূল আকর গ্রন্থ। উহা এখনও অপ্রকাশিত এবং এইচ. এফ. আল-হাম্দানী তৎসম্পর্কে গবেষণা চালাইতেছেন—আস'-সুলায়হি'য়্যন, কায়রো ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ২৯১-৭; (২) হ'াসান ইব্ন নূহ' আল-ভারুচী, কিতাবু'ল-আযহার, ১খ., সম্পা. 'আদিল আল-আওওয়া, মুনতাখাবাত, ইসলা'ঈলিয়্যা-তে, দামিশ্ক ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ১৯৫, ২৪৭; (৩) ইসমা'ঈল ইব্ন 'আবদির-রাসূল আল-মাজদূ, ফিহ্‌রিস্ত, সম্পা. 'আলী নাকী মুনযাবী, তেহরান ১৯৬৬ খৃ., পৃ.১৯৬-৭, ২৬৯-৭০। বিস্তারিত তথ্যাবলীর জন্য দ্র. ইসমা'ঈল পূনাওয়ালা প্রণীত Bio-bibliography of Ismaili Literature, Malibu, কলিকাতা ১৯৭৭ খৃ.।

I. Poonawala (E. I.2)/ মুহম্মদ ইলাহি বখ্শ

'আলী (সীদী 'আলী) ইব্ন হু'সায়ন [علی (سید علی) ابن حسین] ঃ তাঁহার কবি-নাম ছিল কায়াতাব রূমী (সংক্ষেপে কায়াতাবী অথবা রূমী)। তিনি একজন তুর্কী নৌ-সেনাপতি ছিলেন। তিনি গবেষক, পর্যটক এবং নৌবিদ্যার লেখক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার পিতা এবং পিতামহ গালাতা-র অস্ত্র কারখানার ব্যবস্থাপক ছিলেন। তাঁহার পদাংক অনুসরণে সীদী 'আলীও নৌ-বাহিনীতে চাকুরী গ্রহণ করেন। কুবরুস (সাইপ্রাস) বিজয়কালে (১৫২২ খৃ.) তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর তাঁহার অবস্থা জানা যায় না। আমরা কেবল এতটুকু জানিতে পারি যে, তিনি ভূমধ্যসাগরের খায়রু'দ-দীন পাশা, সিনান পাশা প্রমুখ সেনাপতির নৌ-অভিযানসমূহে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ধারণা ছিল যে, তিনি ভূমধ্যসাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ সম্পর্কে অবহিত আছেন। ১৫৪৮ খৃ. তুর্কী সুলতান ইরানের বিরুদ্ধে কাফকা'য (ককেসাস) এবং আয'রবায়জান-এর অপর প্রান্তে সৈন্য সমাবেশ করিলে তিনিও উক্ত অভিযানে সুলত'ানের সহিত ছিলেন। শীত মৌসুমে যুদ্ধ বন্ধ হইলে তিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া হালাব (আলেপ্পো)-এ একজন চিকিৎসকের নিকট হইতে চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন করেন এবং তাঁহারই অনুপ্রেরণায় মাওলানা 'আলী চালাপী রচিত একটি ফারসী গ্রন্থের তুর্কী ভাষায় টীকা-টিপ্পনীসহ অনুবাদ করেন (Rieu, Catalogue of Turkish MSS. in the British Museum, পৃ. ১২০, Pertsch, Verzeichn, d.tutk. MSS ..... zu Berlin, পৃ. ২১৪)। সুলায়মান ১৫৫৩ খৃ. ইরানের বিরুদ্ধে তৃতীয়বার অভিযান চালাইলে সীদী 'আলীর জ্ঞানের পরিধি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এইবারও তিনি সুলত'ানের সহিত ছিলেন এবং তিনি পূর্বের ন্যায় হ'ালাব-এর শীত মৌসুম অতিবাহিত করেন।

'উছ'মানী তুর্কীরা য়ুরোপে যে সকল যুদ্ধ করে তাহা সাম্রাজ্যের সীমান্তসমূহের ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাহা ছাড়া সেই সময়ে ইরানের স'াফাবী বংশের শক্তি খর্ব করিবার জন্যও তাঁহারা সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। পারস্য উপসাগর এবং ভারত সাগর উপকূলে বিজয় অর্জিত হয়। কিন্তু অবশেষে চরম নৈরাশ্য ছাড়া কিছুই লাভ হয় নাই। ভারত সাগরে তুর্কী নৌ-অধ্যক্ষের পরাজয়ের পর সুলতান সুলায়মান হ'ালাব-এ সীদী 'আলীকে বসরার নিকট মোতায়েনকৃত তুর্কী নৌবহরকে নিরাপদে মিসরে লইয়া যাইতে নির্দেশ দেন; কিন্তু পর্তুগীযরা সীদী 'আলীকেও পরাজিত করে। এই অবশিষ্ট নৌবহর ভারত সাগরে কয়েক মাস কাটায়। অবশেষে সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়া উহাকে ভারত সাগরের তীরে আনিয়া ঠেকায়। এইখানে পৌঁছিয়া সীদী 'আলী এই বহর জনৈক খান-এর নিকট বন্ধক রাখেন। ১৫৫৪ খৃ. তিনি গুজরাট প্রদেশের রাজধানী আহমাদাবাদ-এ তাঁহার মহান গ্রন্থ আল-মুহী'ত-এর রচনা সম্পন্ন করেন। উহার তথ্যসমূহ হইল খৃস্টীয় পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীর 'আরব ও ইরানী নাবিকদের গ্রন্থসমূহ এবং তাহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আমাদের জানামতে ইহা মুসলিম নৌবিদ্যা সংক্রান্ত একমাত্র গ্রন্থ, যাহা মধ্যযুগের সমাপ্তি পর্যন্ত আমাদেরকে সমুদ্র সংক্রান্ত সর্বপ্রকারের ভৌগোলিক এবং নৌ-চলাচল সংক্রান্ত জ্ঞানের সন্ধান দেয়। এই লেখক আধুনিক জগত সম্পর্কে স্পেনীয় ও পর্তুগীয জ্ঞান বিষয়েও অবহিত ছিলেন। সুদূর প্রাচ্যের জুর (কোরিয়া) সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন। সীদী 'আলী সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য ভারতে অবস্থান করেন। ভারতের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া মুগল সম্রাটের শাহী দরবারে

তাঁহাকে প্রীতি ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং সুলত'ানের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। একাধিকবার তাঁহাকে সুবেদারী ও সেনাপতির ন্যায় উচ্চ পদসমূহ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়, যাহাতে তিনি ভারতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতে পারেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের শুরুতে তিনি তুর্কী সফরের মনস্থ করেন। এই সফর স্থলপথে সিন্ধু, পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, খুরাসান, আযারবায়জান ও ইরান হইয়া সম্পন্ন হয়। এই সুদীর্ঘ সফরকালে তিনি তুর্কী ভাষাও আয়ত্ত করেন এবং উহাতে কাব্যচর্চাও করিতে থাকেন। এপ্রিল ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি আদরিয়ানোপল (আদরানা) পৌঁছান এবং নিজ অভিযানের ব্যর্থতার বিবরণ সুলতানের নিকট পেশ করেন। সুলত'ান তাঁহাকে কেবল ক্ষমাই করিলেন না, বরং দরবারের এক বিশেষ পদেও নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি ক্ষুদ্র জায়গীরসমূহের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব-নিকাশ পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন।

সীদী 'আলী তাঁহার যুগের খুবই জনপ্রিয় কবি ছিলেন। সমুদ্র সংক্রান্ত তাঁহার কাব্য দীর্ঘ দিন ধরিয়া মানুষের মুখে শ্রুত হয়। উক্ত কবিতাসমূহে শিল্প নিপুণতা অপেক্ষা মনের আবেগ অধিক পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে উহার আবৃত্তিতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা কোন পেশাজীবী কবির কাব্যে পাওয়া যায় না (দ্র. W.Tomaschek & M. Bittner, Die tepographischen Kapitel des indischen Seespielegels Mohit mit 30 Tafeln, (ভিয়েনা ১৮৯৭ খৃ.) এবং নাজীব 'আসি'ম 'মারাআতু'ল-মামালিক' মুদ্রণ আকরাম, কনস্টান্টিনোপল ১৩১৩/১৮৯৭। 'মারাআতু'ল-মামালিক' য়ুরোপের অনেক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। A. Vambery উহার অনুবাদ The Travels and Advantures of the Turkish admiral Sidi Ali Reias, (লন্ডন ১৮৯৯ খৃ.) নামে করিয়াছিলেন (এই সফরনামা উর্দূ ভাষায়ও অনূদিত হইয়াছে)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত প্রবন্ধ গর্ভে উল্লিখিত।

K. Sussheim (দা. মা. ই.)/ মুহম্মদ ইসলাম গণী

'আলী ইবনুল-'আব্বাস আল-মাজূসী (علی بن العباس المجوسی) ঃ মধ্যযুগের একজন চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ প্রণেতা। য়ুরোপে তিনি সাধারণত Haly Abbas নামে পরিচিত। তিনি আল-আহওয়াযে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার আল-মাজূসী উপাধি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রাচীন ইরানী বংশের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। সম্ভবত তিনি শুরুতেই শীরাযে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কেননা তিনি তথাকার একজন চিকিৎসক আবূ মাহির মূসা ইব্ন সায়্যারের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার চিকিৎসাশাস্ত্রীয় গ্রন্থটিকে তথাকার শাসক 'আদু'দু'দ-দাওলা বুওয়ায়হীর নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থখানার কিতাবু'স-সি'না'আ বা কিতাবু'ল-মানিফী নামে নামকরণ করেন। মধ্যযুগের ল্যাটিন অনুবাদকগণ তাঁহার নাম Liber Regius বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। 'আদু'দু'দ-দাওলার নামে গ্রন্থটির উৎসর্গকরণ হইতে এই নামের উৎপত্তি। তাঁহার মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায় নাই। সম্ভবত তিনি ৯৮২/৯৯৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ইনতিকাল করেন।

'আলী ইব্নু'ল-'আব্বাস তাঁহার কামিলু'স-সি'না'আ গ্রন্থটিকে, যাহার উপর তাঁহার খ্যাতি ও সুনাম ভিত্তিশীল, অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করিয়া ইমাম রাযী রচিত দীর্ঘ গ্রন্থ আল-হ'াবী এবং সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ আল-মানসূ'রীর মাঝামাঝি আকৃতিতে রচনা করেন। অল্প দিনের মধ্যে গ্রন্থখানা তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবদানরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। চিকিৎসাশাস্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যপুস্তকরূপে গ্রন্থখানা ছাত্রদের জন্য নির্বাচিত হয়। কয়েক শতাব্দী পর ইব্ন সীনা-র গ্রন্থ কানূন ইহার প্রসিদ্ধি ম্লান করিয়া দিয়াছে। তথাপি ইহার জনপ্রিয়তা এতই ছিল যে, ১১২৭ খৃ. এন্টিয়কের Stephen কর্তৃক সম্পূর্ণ গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং অনুবাদটি ভেনিস হইতে ১৪৯২ খৃ. এবং Layons হইতে ১৫২৩ খৃ. মুদ্রিত হয়। ইতিপূর্বে শৈল্য চিকিৎসা সম্বন্ধীয় (Surgical) অংশটুকু একাদশ শতাব্দীতে আফ্রিকার Constantine কর্তৃক অনূদিত হইয়াছিল এবং ইহা Salerno-এর চিকিৎসা বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইত (Constantini Africani Operum Reliquia-এ ১৫৩৯ খৃ. মুদ্রিত)। ইহার 'আরবী মূল পাঠ কায়রোর বূলাক' প্রেস হইতে ১৩৯৪/১৮৭৭ সালে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার দেহতত্ত্ব সংশ্লিষ্ট অংশটুকু (Anatomical) ১৯০৩ খৃ. ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে (P. de Koning, Troistraites d'anatomie arabe, লাইডেন ১৯০৩ খৃ., পৃ. ৯০-৪২৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-কিফ্তী, (সম্পা. Lippert), পৃ. ২৩২; (২) ইব্ন আবী উস'য়বি'আ ১খ., ২৩৬; (৩) Brockelmann, ১খ., ২৭৩, পরিশিষ্ট, ১খ., ৪২৩; (৪) G. Sarton, Introduction to the History of Science, ১খ.; (৫) E. G. Browne, Arabian Medicine, Cambridge ১৯২১ খৃ., পৃ. ৫৩ প.; (৬) D. Campbell, Arabian Medicine, পৃ. ৭৪, লন্ডন ১৯২৬ খৃ.; (৭) C. Elgood, Medical History of Persia, Cambridge ১৯৫১ খৃ., পৃ. ১৫৫।

C. Elgood (E. I.2)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আলী ইবনুল-জাহ্ম (علی بن الجهم) ঃ ইব্ন বাদরুদ-দীন ইবনু'ল-জাহ্ম আস-সামী, বাহ'রায়নের বানূ সামা ইব্ন লু'আয়্যি নামক গোত্রের একজন 'আরব কবি। এই কবি কু'রায়শ বংশোদ্ভূত ছিলেন কিনা এই বিষয়ে মতভেদ আছে। 'আলীর পিতা আল-জাহ্ম খুরাসান হইতে বাগ'দাদে আসেন এবং আল-মা'মূন ও আল-ওয়াছি'কে'র রাজত্বকালে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত হন। কবির ভ্রাতারাও সরকারী ও সাহিত্যিক মহলে বিখ্যাত ছিলেন। 'আলী আনু. ১৮৮/৮০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাগদাদে শিক্ষালাভ করেন। আল-মু'তাসি'মের রাজত্বকালে (২১৮-২২৭/৮৩৩-৮৪২) তিনি হু'লওয়ান বিচার বিভাগীয় এলাকায় মায'ালিম শাখার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। কিন্তু মু'তাযিলাদের বিরুদ্ধে ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বালকে সমর্থন করায় তিনি আল-মুতাওয়াককিলের রাজত্বকালের (২৩২-৮৪৭/ ২৪৭-৮৬১) পূর্ব পর্যন্ত সভাকবি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। কিছুদিন তিনি 'নাদীম' (সহচর)-রূপে আল-মুতাওয়াক্কিলের নিবিড় সান্নিধ্য উপভোগ করেন। কিন্তু তাঁহার স্পষ্টবাদিতা ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের ঈর্ষার ফলে তিনি খলীফার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন। এক বৎসর কারাবাসের পর তিনি খুরাসানে প্রেরিত হন এবং সেখানে আরও শাস্তি ভোগ করেন। সেখান হইতে ছাড়া পাইয়া তিনি বাগদাদে ফিরিয়া আসেন এবং ছন্নছাড়া জীবন যাপন করিতে থাকেন। আল-মুতাওয়াক্কিল নিহত হওয়ার পর (কবি যাহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং হত্যাকাণ্ডে অংশ গ্রহণকারীদেরকে জ্বালাময়ী ভাষায় তিরস্কার করিয়াছিলেন) তিনি স্বেচ্ছাসেবী গাযী বাহিনীতে অংশগ্রহণ করিয়া সিরিয়ার সীমান্ত অঞ্চল

থেকে যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে তিনি কাল্‌ব গোত্রের একটি আক্রমণকারী বাহিনীর হাতে ২৪৯/৮৬৩ সালে নিহত হন।

তাঁহার দীওয়ানের একটি নির্বাচিত অংশই কেবল সংরক্ষিত হইয়াছে (সম্পা. খলীল মারদাম বেগ, দামিশ্‌ক ১৯৪৯ খৃ.)। তিনি স্বভাব কবি ছিলেন। তিনি তাঁহার আবেগকে অতি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেন; প্রশংসা কীর্তনে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে অথবা ধৈর্যের সংগে বিপদ বরণে বা বেপরোয়া এ্যাডভেঞ্চারে তাঁহার কাব্যে খুরাসানী 'আরবদের মনোভংগি লক্ষ্য করা যায়, যাহারা শী'আ বা অন্যান্য গোঁড়াপন্থীদের বিরুদ্ধে 'আব্বাসী খলীফাদের সমর্থক ছিলেন। আবূ তাম্মাম (দ্র.)-এর সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল বন্ধুসুলভ এবং তাঁহার উদ্দেশে তিনি দুইটি কবিতাও রচনা করিয়াছেন। অপরপক্ষে বুহ্‌তুরী (দীওয়ান, ইস্তাম্বুল ১৩০০ হি., ২খ., ৯৯, ১০৭) তাহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন; কেননা 'আলী ইব্‌ন জাহ্‌ম 'আলী ইব্‌ন আবী তালিবের বিরোধীদের দলভুক্ত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-আগ'ানী, ৯খ., ১০৪-১২০ এবং নির্ঘণ্ট; (২) আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী, তা'রীখ বাগ'দাদ, ৭খ., ১৭০, ১১খ., ৩৬৭-৩৬৯; (৩) ইব্‌ন হ'াযম, জামহারাতু আন্‌সাবি'ল-'আরাব, পৃ. ১৬৩; (৪) আস-সূ'লী, আখবারু আবী তাম্মাম, পৃ. ৬১-৬;৩ (৫) ঐ লেখক, আওরাক', পৃ. ৮১; (৬) ইব্‌ন খাল্লিকান, সংখ্যা ৪৩৫; (৭) দীওয়ানের ভূমিকা; (৮) আয্‌-যিরিক্‌লী, আ'লাম, 'আলী ইবনু'ল-জাহ্‌ম শীর্ষক নিবন্ধ; (৯) মুহ'াম্মাদ দাঊদ রাহবার, 'আলী ইবনু'ল-জাহম, ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাযিন, নভে. ১৯৪৮, ফেব্রু. ১৯৪৮, আগস্ট ১৯৪৮।

H. A. R. Gibb (E. I.²)/ এ.এন.এম.মাহবুবুর রহমান ভূঞা

'আলী ইবনু'ল-হুসায়ন (দ্র. যায়নু'ল-'আবিদীন)।

আলীমুজ্জামান চৌধুরী (علیم الزمان چودھری) ঃ খান বাহাদুর, সি.আই.ই. (১৮৭২-১৯৩৫), ১৮৭২ সনে ফরিদপুর জেলার বেলগাছিয়া গ্রামে জন্ম, তাঁহার পিতা ফয়য-বখশ চৌধুরী ছিলেন একজন গণ্যমান্য জমিদার। রাজবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা (এন্ট্রান্স) এবং হুগলী মুহসিন কলেজ হইতে আই. এ. ও বি. এ. পাস করিয়া আলীমুজ্জামান আইন পড়িবার জন্য কলিকাতা গমন করেন।

কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে দেশে প্রবল স্বরাজ আন্দোলন চলিতেছেল। আলীমুজ্জামান সেই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং নানা স্থানে সভা-সমিতি ও জনহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া সরকার বিরোধী বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তখন মুসলমান গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ইচ্ছা করিলেই তিনি ভাল একটি চাকুরী পাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি চাকুরী না করিয়া সরকারের বিরাগভাজন হইয়া অসহযোগ নীতি অনুসরণ করিতে থাকেন।

তিনি ছিলেন বরাবরই সংযতবাক— আইনের খপ্পরে পড়িতে পারেন এমন কথা কখনও বলিতেন না। তজ্জন্য সরকার পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে কারাগারে পাঠাইতে ব্যর্থ হয়।

অসহযোগে আন্দোলনের সংগে তিনি খিলাফত আন্দোলনেও যোগদান করেন এবং ভারতীয় মুসলমানদের প্রদত্ত ওয়াদার খেলাফ করিয়া তুরস্ক খিলাফত বণ্টন, খলীফার মর্যাদা নাশ ও মুসলমানদের স্বার্থহানি করার জন্য বৃটিশ সরকারকে অভিযুক্ত করিয়া প্রবল আন্দোলন পরিচালনা করেন। এই সংগে তিনি নানা দেশহিতকর ও গঠনমূলক কার্যেও আত্মনিয়োগ করেন। লোকে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে জেলা বোর্ড ও রাজবাড়ীর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে। এই দুই পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি দেশ ও দশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করেন।

তিনি বঙ্গীয় আইন সভারও সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁহার চেষ্টায় ফরিদপুর জেলার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং মক্তব, স্কুল ও জুনিয়ার মাদ্‌রাসার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। তিনি থানায় থানায় ঘুরিয়া চাঁদা তুলিয়া গরীব দেশবাসীর চিকিৎসার জন্য কয়েকটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। বিশুদ্ধ পানির অভাবে ফরিদপুরের লোক বিশেষ কষ্ট পাইত। তিনি সরকার হইতে ঋণ আনিয়া বহু নলকূপ স্থাপন করিয়া তাহাদের এই নিদারুণ কষ্ট দূর করেন। তিনি নানা স্থানে সফর করিয়া, চাঁদা তুলিয়া রাজবাড়ীতে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করেন। পালং হাই স্কুল, বেলগাছিয়া হাই স্কুল ও রাজবাড়ী হাই স্কুল প্রধানত তাঁহারই চেষ্টার ফল। তাঁহার সুপারিশে বহু লোক চাকুরী পায় এবং সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। তাঁহার এই গঠনমূলক জনহিতকর কার্যের দরুন তাঁহার প্রতি সরকারের মনোভাব পরিবর্তিত হয় এবং সরকার প্রীত হইয়া তাঁহাকে খানবাহাদুর ও সি. আই. ই. খেতাবে ভূষিত করে।

ব্যক্তিগত জীবনে আলীমুজ্জামান চৌধুরী ছিলেন খাঁটি মুসলমান। চালচলন ও কথাবার্তায় এবং ইবাদত-বন্দেগীতে তিনি ইসলামের বিধান অনুসরণ করিতেন। তিনি নিয়মিত কুরআন চর্চা করিতেন। তিনি অন্তরের সহিত মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাকে ঘৃণা করিতেন। একবার এক বন্ধু মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে জয়লাভের জন্য তাঁহাকে সামান্য মিথ্যার আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিলে তিনি অবজ্ঞার সহিত অস্বীকার করেন। ১৯৩৫ খৃ. সামান্য রোগ ভোগের পর ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মুজাফ্‌ফর আলী, 'পাকিস্তান গৌরব', পৃ. ২৯-৩১।

ড. এম. আবদুল কাদের

আলীমুল্লাহ, খাজা (خواجه علیم الله) ঃ (মৃ. ১৮৫৪ খৃ.) ঢাকার নওয়াব পরিবারের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। জন্ম ঢাকার বেগম বাজার। পিতা খাজা আহসানুল্লাহ (মৃ. ১৭৯৫ খৃ.) এবং পিতামহ মৌলভী খাজা আবদুল্লাহ (মৃ. ১৭৯৬ খৃ.)। উভয়ই বিজ্ঞ আলিম, পীর ও সূফী সাধক ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম ফাতেমা খানম। পিতা আহসানুল্লাহ হজ্জে যাইবার পূর্বে তাঁহার তিন নাবালক পুত্র আতীকুল্লাহ, সলীমুল্লাহ ও আলীমুল্লাহকে ভ্রাতা হাফিজুল্লাহর (মৃ. ১২৩১/১৮১৫-১৬) জিম্মায় রাখিয়া যান। হজ্জে যাইবার কালে পথিমধ্যেই আহসানুল্লাহ ইনতিকাল করিয়াছিলেন। পিতৃহারা আলীমুল্লাহ চাচা হাফিজুল্লাহর তত্ত্বাবধানে পালিত হন। আলীমুল্লাহ প্রথমে চাচার সহিত এবং পরবর্তীতে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবসা করিয়া প্রভূত সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া চামড়ার ব্যবসায় সাফল্য ছিল ঈর্ষার ব্যাপার। চাচা হাফিজুল্লাহর ন্যায় তিনিও পরবর্তী কালে জমিদারী ক্রয়ে মনোনিবেশ করেন এবং ত্রিপুরা, ময়মনসিংহের বিস্তর ভূসম্পত্তি ও বহু সংখ্যক নীল কুঠির অধিকারী হন। তিনি অন্যের সহিত অংশীদারিত্বে না যাইয়া নিজ ক্ষমতাবলে ঢাকা শহরের রমনার বাগান, নদীতীরস্থ অনেক বাড়ী, কুঠি ছাড়াও আটিয়া পরগনা, বলদা খাল পরগনা, সালিমাবাদ, সুলতানাবাদ, সুবিদখালী, রাণীপুর, চালনা, লক্ষীপুরা, বেলিখাল ইত্যাদি বহু তালুক খরিদ করিয়াছিলেন। আলীমুল্লাহ মহাজনী কারবারও করিতেন এবং ঢাকা ব্যাংকের অন্যতম অংশীদার ও পরিচালক ছিলেন।

আলীমুল্লাহর চাচাতো ভাই খাজা আবদুল গফুরের মৃত্যুর (আনু. ১৮২০ খৃ.) পর ঐ সময়ে খাজা পরিবারের আলীমুল্লাহ ব্যতীত এমন কোন উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন না যিনি ঐ এজমালী বিশাল সম্পত্তির কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম। তৎকালীন খাজা পরিবারের সকল প্রধান ব্যক্তিই আলীমুল্লাহকে খাজা এস্টেটের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার নিজস্ব অনেক কাজে ব্যস্ত থাকায় প্রথমে তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই, পরবর্তী কালে কিছু শর্তসাপেক্ষে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর আলীমুল্লাহ সেই কর্তৃত্ব পরিত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময় তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র খাজা আবদুল গনি নিজ গুণে প্রতিপত্তি ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। পরিবারের সকলের সম্মতিক্রমে আবদুল গনিকে ১৮৪৬ খৃ. খাজা এস্টেটের পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ইহার সহিত একটি ওয়াকফনামা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে আজীবন মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা হয়। এই বিখ্যাত ওয়াকফনামাটি ঢাকার খাজা পরিবারের জন্য ছিল একটি যুগান্তকরী পদক্ষেপ। ওয়াকফনামা অনুযায়ী এস্টেটের সকল কর্তৃত্ব এককভাবে খাজা আবদুল গনির উপর অর্পিত হইয়াছিল। পরিবারের অন্যরা শুধু সম্পত্তির ন্যায্য মাসোহারা প্রাপ্তি ছাড়া ওয়াকফনামায় বিশেষ আর কোন দাবি রাখিতেন না। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী অন্য যে কোন ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা ছিল ওয়াকফনামায়। ওয়াকফনামা সম্পাদনের তারিখেই পরিবারের প্রধানদের তরফ হইতে আলীমুল্লাহকে তাঁহার আগেকার হিসাবপত্র সম্বন্ধে একটি "লাদাবী ফুরকত নামা"ও লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত ওয়াকফনামাটি দীর্ঘদিন কার্যকর ছিল। ফলে পরিবারটি একক ও ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং ইহাতে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আলীমুল্লাহ ১৮৩৬ খৃ. ইসলামপুরস্থ কুমারটুলি মহল্লায় ফরাসীদের একটি কুঠি ক্রয় করেন। প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে নিজের বাস উপযোগী করিয়া বেগম বাজার হইতে তথায় তাঁহার পরিবার স্থানান্তরিত করিয়া বসবাস শুরু করেন। পরবর্তী কালে এইখানেই ১৮৬০ খৃ. তাঁহার পুত্র নওয়াব আবদুল গনি ইউরোপীয় স্টাইলে বিলাসবহুল একটি বড় বাসভবন নির্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় পুত্র আহসানউল্লাহর নামানুসারে ইহার নাম রাখেন "আহসান মঞ্জিল"। তিনি ইংরেজদের সহিত অবাধ মেলামেশা করিতেন এবং ইংলিশ খেলাধুলার প্রচলন করিয়া তাঁহাদের প্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারীদের নিকট তাঁহার বিশেষ সম্মান ছিল। ১৮৪০ খৃ. গঠিত ঢাকা পৌর কমিটিতে একজন সদস্যরূপে খাজা আলীমুল্লাহ শহরের উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৪২-৪৭ খৃ. উক্ত কমিটির সদস্য হিসাবে লালবাগ দুর্গের উন্নয়নেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। ১৮৫২ খৃ. তিনি কোহিনূরের সমমর্যাদাসম্পন্ন বিখ্যাত হিরক খণ্ড "দরিয়া-এ নূর" নিলামে মাত্র পঁচাত্তর হাজার টাকায় খরিদ করিয়াছিলেন। ঢাকার শেষ নায়েব নাজিম গাজী উদ্দীন হায়দার ১৮৪৩ খৃ. ইনতিকালের পর খাজা আলীমুল্লাহ নিজে সুন্নী হইয়াও শী'আদের ঐতিহ্যবাহী 'মহররম' উৎসবের যাবতীয় ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। পরবর্তী-কালে সরকার তাঁহাকে হোসেনী দালানের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি উৎকৃষ্ট জাতের ঘোড়া পালিতেন এবং ঢাকায় ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করেন। তিনি হাতী-ঘোড়া লইয়া শিকারেও যাইতেন। তাঁহার জ্ঞান পিপাসা ছিল প্রবল। প্রাচীন দর্শনবিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি কিছুদিন চিকিৎসা কার্যে নিয়োজিত ছিলেন এবং এই পেশায় সফলতাও লাভ করিয়াছিলেন। খাজা আলীমুল্লাহ ছিলেন উদারমনা লোকদের শিরোমণি। তিনি ছিলেন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গুণাবলীতে বিভূষিত। কর্মদক্ষতা, বিচক্ষণতা ও যুগের সহিত তাল মিলাইয়া চলিবার অভিজ্ঞতার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালীন বাংলায় তিনি শ্রেষ্ঠ জমিদারী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আটিয়া পরগনার জমিদারী দরিদ্রদের জন্য আল্লাহ্র নামে ওয়াকফ্ করিয়া দিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরূপ তৎকালীন মুসলিম সমাজের যে বিরাগ ছিল তিনি ইহার উর্ধ্বে উঠিয়া নিজে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরিবারের সদস্যদেরকেও ইহা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি স্বীয় পুত্র আবদুল গনিকেও আরবী বা ফারসীর পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষার জন্য ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করাইয়াছিলেন। খাজা আলীমুল্লাহ ১২৭০/১৮৫৪ সালে ঢাকায় ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে ঢাকার বেগম বাজারে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ড. মুহম্মদ আবদুল্লাহ, নওয়াব আবদুল গনি ও নওয়াব আহসানুল্লাহ: জীবন ও কর্ম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৮ খৃ.; (২) ড. ঐ লেখক, ঢাকার কায়কজন মুসলিম সুধী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯১ খৃ.; (৩) মুন্সী রহমান আলী তায়েশ, তাওয়ারিখে ঢাকা, অনু. ড. আ.ন.ম. শরফুদ্দিন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ. ; (৪) ঢাকা প্রকাশ, ঢাকা, ১৩ মে, ১৮৯৪ খৃ.; (৫) বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ৩খ, পৃ. ৩৯।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

'আলূক (দ্র. আল-জিন্‌ন)।

আল-আলূসী আল-আলূমা (الالوسى الالوم) ঃ একটি পরিবারের নাম। এই পরিবারে ঊনবিংশ ও বিংশ শতকে বাগদাদের বহু মনীষীর জন্ম হয়। ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে আবূ কামাল ও রামাদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত 'আলূস' নামক স্থানের নামানুসারে এই পরিবারের নামকরণ হইয়াছে। বংশপরম্পরায় চলিয়া আসা প্রবাদ অনুযায়ী আলূসীর পূর্বপুরুষগণ আল-হ'াসান ও আল-হু'সায়ন (রা)-এর বংশোদ্ভূত সায়্যিদ ছিলেন। মোঙ্গল বিজেতা হুলাগুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য আলূসে পলাইয়া আসেন। তাঁহাদের অধস্তন বংশধরগণ ১১শ/১৭শ শতকেই বাগদাদ নগরীতে ফিরিয়া আসেন। এই পরিবারের অসংখ্য সদস্যের মধ্যে যাঁহারা ইরাকের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সংযোজন করিয়াছেন, তাঁহারা হইতেছেন ঃ (১) 'আবদুল্লাহ্ স'লাহু'দ-দীন (عبد الله صلاح الدين) এই পরিবারের পূর্বপুরুষ (মৃ. ১২৪৬/১৮৩০)। (২) আবু'ছ-ছানা' মাহমূদ শিহাবু'দ-দীন (ابو الثناء محمود شهاب الدين) (১২১৭-৭০/১৮০২-৫৪), উল্লিখিত ব্যক্তির পুত্র; অনেক বৎসর যাবৎ বাগদাদের মুফতীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একজন সুপরিচিত মুহ'াদ্দিছ, মুফাসসির, ফকী'হ, চিন্তাবিদ ও তার্কিক ছিলেন। তিনি 'আল্লামা সায়্যিদ মাহমূদ আলূসী নামে সমধিক পরিচিত। তাঁহার অসংখ্য গ্রন্থ ও রচনাকর্মের মধ্যে তাফসীর গ্রন্থ রূহু'ল-মা'আনী নামক (নয় খণ্ডে সমাপ্ত, বূলাক ১৩০১-১০/১৮৮৩-৯২) সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তিনি 'আরবী ব্যাকরণ (علم النحو) ও ছন্দ প্রকরণ (علم العروض) -এর ভাষ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং মাক'ামাত রচনারও উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁহার তাত্ত্বিক যুক্তিসমূহ 'আর-রিসালাতু'ল- লাহূরিয়্যা (সম্পা.

১৩০১/১৮৮৩) এবং 'আল-আজ্‌বি'বাতু'ল-'ইকরি'য়্যা 'আনি'ল-আসইলাতি'ল-ইরানিয়্যা (ইস্তাম্বুল ১৩১৮) গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মুফতীর পদ হইতে অব্যাহতি লাভের পর ১২৬৭-৯/১৮৫১-২ সালে ইস্তাম্বুলের পথে তাঁহার সমুদ্র ভ্রমণ তাঁহার নিম্নোক্ত গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে ঃ নাশওয়াতু'শ-শামূল ফি'য'-যাহাব ইলা ইসতামবূল, নাশওয়াতু'ল-মুদাম ফি'ল-আওদ ইলা দারি'স-সালাম এবং গ'রাইবু'ল-ইগ'তিরাব ওয়া নুযহাতু'ল-আলবাব। প্রথম গ্রন্থ দুইখানি ১২৯১-৩/১৮৭৪-৬ সালে এবং শেষোক্ত পুস্তকখানি ১৩২৭/১৯০৯ সনে বাগদাদে ছাপা হয়। (৩) 'আবদু'র-রাহ'মান (عبد الرحمن), পূর্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের ভাই (মৃ. ১২৮৪/ ১৮৬৭), তিনি বাগদাদের খাতীব ছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার সময়ের ইবনু'ল-জাওযী এবং তাঁহার যুগের ইব্‌ন নুবাতা বলা হইত। (৪) 'আবদু'ল-হ'ামীদ (عبد الحميد) পূর্বোক্ত ব্যক্তির ভাই (১২৩২-১৩২৪/ ১৮১৬-১৯০৬); তিনি মুহ'াদ্দিছ ও বক্তা, কয়েকটি কবিতা এবং নাছরুল-লাআলী 'আলা নাজ'মি'ল-আমালী গ্রন্থের রচয়িতা। (৫) 'আবদুল্লাহ্ বাহাউ'দ-দীন (عبد الله بهاء الدين) পূর্বোক্ত ব্যক্তির (২) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (১২৪৮-৯১/১৮৩২-৭৪)। তিনি বসরার ক'াদী ছিলেন এবং 'আরবী ব্যাকরণ বিষয়ে একখানা পুস্তিকা ও তর্কশাস্ত্রের দুইখানি মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং সূফীবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তিকার ভাষ্য লিখেন। (৬) 'আবদু'ল-বাকী সা'দু'দ-দীন (عبد الباقي سعد الدين) পূর্বোক্ত ব্যক্তির ভাই (১২৫০-৯৩/১৮৩৪-৭৬); কিরকূক-এর ক'াদী ছিলেন (১২৯২/১৮৭৫); তিনি প্রধানত ব্যাকরণ ও ছন্দ প্রকরণের মাত্রা নির্দেশ সম্বন্ধে প্রণীত পুস্তকসমূহের ভাষ্য গ্রন্থসমূহ রচনা করেন এবং হ'জ্জ সম্বন্ধে আওদাহ মানহাজ ইলা মা'রিফাত মানাসিকি'ল-হ'াজ্জ (লিথো. কায়রো ১২৭৭) নামে একটি নির্দেশিকা পুস্তকও রচনা করেন। (৭) নু'মান খায়রু'দ-দীন আবু'ল-বারাকাত (نعمان خير الدين ابو البركاة) পূর্বোক্ত ব্যক্তির ভাই (১২৫২-১৩১৭/১৮৩৬-৯৯); মুহ'াদ্দিছ ও বক্তা, ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়্যার চিন্তাধারার সমর্থনকারী লেখক। তাঁহার 'জালাউ'ল-আয়নায়ন ফি'ল-মুহকাম বায়না'ল-আহ'মাদায়ন' গ্রন্থটি জনগণের মধ্যে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি 'আল-জাওয়াবু'ল-ফাসীহ' (খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে) এবং 'শাক'ইকু'ন-নু'মান ফী রাদ্দি শাকাশিক' ইব্‌ন সুলায়মান নামেও বিতর্কমূলক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন; তাঁহার বক্তৃতা ও হিতোপদেশাবলী তাঁহার গ'ালিয়াতু'ল-মাওয়া'ইজ' নামক বিরাট গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। (৮) মুহ'াম্মাদ হ'ামীদ (محمد حميد) উপরিউক্ত ব্যক্তির ভাই (১২৬২-১২৯০/১৮৪৬-১৮৭৩-৪)। (৯) আহ'মাদ শাকির (احمد شاكر) উপরিউক্ত ব্যক্তির ভাই (১২৬৪-১৩৩০/১৮৪৮-১৯১১-২), তিনি বসরার কাদী ছিলেন। (১০) মাহ'মূদ শুকরী (محمود شكرى) মাহ'মূদ আলূসী যাদাহ নামেও পরিচিত, 'আবদুল্লাহ্ বাহাউ'দ-দীন (৫)-এর পুত্র (২৯ রামাদান, ১২৭৩/১৪ মে, ১৮৫৭—৩ শাওয়াল, ১৩৪১/৮ মে, ১৯২৪)। তিনি পরিবারের সর্বাধিক পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন, যাহার অন্যতম কারণ মূলত একটি ঘটনা হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, মুহ'াম্মাদ বাহজাদ আল-আছ'ারী তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশ করার ব্যাপারে প্রবল উৎসাহী ছিলেন। তিনি ইতিহাস, ফিক'হ, জীবন-চরিত, অভিধান, অলংকারশাস্ত্র ও কালামশাস্ত্রে প্রায় পঞ্চাশখানি পুস্তক রচনা করেন। ইতিহাস বিষয়ে তাঁহার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ হইতেছে বুলূগু'ল-'আরাব ফী মারিফাত আহ'ওয়ালি'ল-'আরাব (১৩১৩/১৮৯৬ সনে মুদ্রিত) জাহিলী যুগের 'আরবদের সম্বন্ধে লিখিত একখানি ইতিহাস গ্রন্থ, যাহা ৮ম ওরিয়েন্টাল কংগ্রেসে (১৮৮৯) উত্থাপিত একটি প্রশ্নের জবাবে লেখা হইয়াছিল এবং এই বিষয়ে তাঁহার অপর একখানা গ্রন্থ 'তা'রীখে নাজদ' (কায়রো ১৩৪৩); জীবন চরিত বিষয়ে 'আল-মিসক'ল-আযফার (বাগদাদ ১৩৪৮/১৯৩০) গ্রন্থে দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকের বাগদাদের পণ্ডিত ব্যক্তিদের বর্ণনা স্থান পায়; আঞ্চলিক ভাষাবিদ্যা বিষয়ে আমছালু'ল-'আওয়াম ফী মাদীনাতি'স-সালাম; বিতর্কশাস্ত্রে শী'আ মতবাদ ও রিফা'ইয়্যা মতবাদের খণ্ডন এবং নব্য হ'াম্বালী ফিক'হের সমর্থন ইত্যাদি বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে বিশেষত তাঁহার 'গ'ায়াতু'ল-আমানী' গ্রন্থখানি (লেখকের) ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় (কায়রো ১৩২৭ হি.)। তিনি ছিলেন ইসলামী চিন্তাধারার বলিষ্ঠ প্রতিনিধি। তিনি বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে এবং নিজ অনুশীলনীর মাধ্যমে বিদ'আতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। (১১) 'আলাউ'দ-দীন 'আলী (علاء الدين على) নু'মান খায়রু'দ্দীন (৭)-এর পুত্র (মৃ. ১৩৪০/১৯২১), একজন অধ্যাপক; তিনি পদ্যে একখানা ব্যাকরণ বিষয়ক পুস্তক রচনা করেন মাত্র। জীবন-চরিত বিষয়ে তাঁহার একটি গ্রন্থ অসম্পন্ন রহিয়া গিয়াছে। (১২) মুহ'াম্মাদ দারবীশ (محمد درويش) আহ'মাদ শাকিব (৯)-এর পুত্র (মৃ. ১৩৪০/১৯২২ সালের পর) অধ্যাপক এবং ধর্মপ্রচারক। তিনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু সেইগুলি এই যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাহ'মূদ শিহাবু'দদীন আল-আলূসী, রূহু'ল-মা'আনী, ১খ., ভূমিকা; (২) মাহ'মূদ শুকরী আল-আলূসী, আল-মিশক'ল-আয'ফার, ১খ., ৩-৫৯; (৩) Brockelmann, ২খ., পৃ. ৪৯৮, পরিশিষ্ট ২. ৭৮৫-৮৯; (৪) মুহ'াম্মাদ বাহজাত আল-আছ'ারী, 'আলামু'ল -'ইরাক', পৃ. ৭প. ৫৭-৬৮; (৫) মুহ'াম্মাদ স'ালিহ' আস-সুহরাওয়ারদী, লুবাবু'ল-আলবাব, ২খ., পৃ. ২১৮-২৪, ৩৬০-২, ২১৩০-৩৩; (৬) S. Arkis, কলম ৩-৮; (৭) যিরিক্‌লী, আল-আ'লাম, ৩খ., পৃ. ১০১৩-১৪; (৮) আবদু'ল-হ'ায়্যি আল-কাত্তানী, ফিহ্‌রিস্ত, ১খ., পৃ. ৯৭, ২খ., পৃ. ৮৪; (৯) জুরযী যায়দান, তারীখ আদাবিল-লুগ'া আল-'আরাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ২৮৫; (১০) ঐ লেখক, মাশাহিরু'শ-শারক', ২খ., পৃ. ১৭৫-৭৭; (১১) সানদূবী, আ'য়ানু'ল-বায়ান, পৃ. ৯৯-১১০; (১২) 'উমার আদ-দাসূকী, ফি'ল-আদাবিল-হ'াদীছ, ১খ., পৃ. ৪৯-৫১, ১৩৯-৪১; (১৩) L.Cheikho, Litt. ar. au XIXe s, ১খ., পৃ. ৭৩, ৮৫-৬, ৯৩, ৯৭; H. Peres, Litt. ar. et Isl. par les textes, পৃ. ৭৪-৫; (১৪) L. Massignon, RMM-এ, ১৯২৪ খৃ., পৃ. ২৪৪-৬ (আরও দ্র. ৩৬ খ., ৩২০ প. এবং ৫৮খ., ২৫৪); (১৫) লুগ'াতু'ল-'আরাব, ৪খ., পৃ. ৩৪৩-৬, ৩৯৯-৪০২; (১৬) মাশরিক', ১খ., ৮৬৫-৬৯, ১০৬৬-৭১; (১৭) I. Goldziher, Zahiritan, পৃ. ১৮৮, ১৯০; (১৮) না'ঈম আল-হি'মসী, তারীখ ই'জাযি'ল-কু'রআন, MMIA-এ ২৯খ., পৃ. ৪২০-২২।

H. Peres (E. I.[2]) মুহাম্মদ মূসা

আলেকজান্ডার (দ্র. যু'ল-ক'ারনায়ন)

আলেকজান্দ্রিয়া (দ্র. ইসকান্দারিয়া)

আলেপ্পো (দ্র. ইসকান্দারিয়া)

আল-আল্লাকী (العلاقى) ঃ নিম্ন নুবিয়ার একটি উপত্যকা যাহা নীলনদ ও লোহিত সাগরের সৈকতের মধ্যবর্তী স্থানে এবং আসওয়ানের ৬২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

মধ্যযুগের এই ক্ষুদ্র উপত্যকাটি একটি ঘন বসতিপূর্ণ ও উন্নতিশীল শহরে পরিণত হইয়াছিল; কারণ ইহা ছিল একটি স্বর্ণ খনি এলাকা যেখানে কৃষ্ণকায় দাস শ্রমিক কাজ করিত। আল-য়া'কূ'বী লিখিয়াছেন, স্বর্ণের পিণ্ডগুলি আর্সেনিক সালফাইডরূপে পাওয়া যাইত এবং উহা গলাইয়া পাতে পরিণত করা হইত। আল-ইদরিসী আরও অদ্ভুত তথ্য দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, স্বর্ণ-সন্ধানিগণ রাত্রিতে এমন স্থানে অবস্থান করিত যেইখান হইতে স্বর্ণকণার দীপ্তি দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই স্থানগুলি পরের দিন চিহ্নিত করিতে পারা যায়। অতঃপর সেই সন্ধানিগণ স্বর্ণধর বালুকা সংগ্রহ করত পানির গামলায় ধৌত করিত এবং পরে পারদের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া স্বর্ণ নিষ্কাশন করিত।

প্রাচীন কালে যেই সকল খনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলন করা হইয়াছিল, মধ্যযুগের শেষের দিকে সেইগুলি পরিত্যক্ত হয়। খনন কার্যের পুরাতন নিদর্শনসমূহ এখনও দেখা যায়। এলাকাটিতে স্বর্ণ উত্তোলনের কাজ সাম্প্রতিক কালে পুনরায় শুরু হইয়াছে (উম্ম গারায়াত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়া'কূবী, বুলদান, ৩৩-৩৩৬; (২) ফরাসী অনু. Wiet, ১৮৮-১৯২; (৩) ইব্ন রুস্তা, ১৮৩, ফরাসী অনু. Wiet, ২১১; (৪) আল-ইদরীসী (Dozy and de Goeje), ২৬-৭; (৫) Mez, Renaissance, ৪১৫; (৬) Baedeker, Egypte, ১৯০৮ সং., ৩৭৯, ৩১৮।

G. Wiet (E. I.²)/মোহাম্মদ শফীউদ্দীন

'আল্লামী (দ্র. আবু'ল-ফাদ্‌ল)

'আল্লামী (علامى، سعد الله خان جملة الملك مدار المهام فهامى) ঃ সা'দুল্লাহ খান জুমলাতুল-মুলক মাদারুল-মাহাম 'আল্লামী ফাহ্‌হামী)। তাঁহার আসল নাম সা'দুল্লাহ খান ইব্ন শায়খ আমীর বাখ্‌শ চিন্‌য়ূটী, পরবর্তীকালে লাহোরী, মৃত্যু ২২ জুমাদা'ল-উলা, ১০৬৬/১৬৫৬ সন। তিনি স্বীয় যুগের একজন বিরল ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। পরিচয়হীনতা ও দারিদ্র্যের অন্ধকার হইতে মুক্তি লাভ করত শাহজাহানের শাসন আমলে তিনি মোগল সাম্রাজ্যের উযীরে আজমের পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। তিনি আনুমানিক ১০১৮/১৬০৯ সনে পশ্চিম পাকিস্তানের ঝংগ জেলার চিনয়ূট তাহ্‌সীলের উত্তর দিকে পাঁচ ক্রোশ দূরত্বে পুত্রা নামক মৌজায় জন্মগ্রহণ করেন (মাআছিরু'ল-'উমারা, ২খ., ৪৪৪; মুক'দ্দিমা মাক'তূবাত-ই সা'দুল্লাহ খান, পৃ. ৩)। সা'ঈদ আহমাদ মারাহ্‌রাবী, হা'য়াত-ই সালিহ', (পৃ. ১৫)-এর বিবরণ মতে সা'দুল্লাহ খান চিনয়ূট-এর শায়খ যাদাহগণের অন্তর্ভুক্ত এবং বংশের দিক দিয়া কুরায়শ গোত্রের বানূ তামীম শাখা হইতে উদ্ভূত)।

শায়খ সা'দুল্লাহ খানের শিক্ষা তদানীন্তন রীতি অনুসারে শুরু হয়; তৎপর তিনি পাঞ্জাবের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে জ্ঞানার্জন করিতে থাকেন। কু'রআন হি'ফজ' করিবার পর বিভিন্ন বুদ্ধিভিত্তিক, ঐতিহ্যগত ও ধর্মীয় বিদ্যায় (عقلى و نقلى علوم) দক্ষতা ও পূর্ণতা লাভ করেন। তাঁহার শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন মাওলানা য়ূসুফ লাহোরী যিনি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ওয়া'জ' ও ধর্ম প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন (মা'আছি'রু'ল-'উমারা, ২খ., ৪৪৪)। সা'দুল্লাহ খান কিছুকাল ওয়াযীর খান জামি' মসজিদ সংলগ্ন মাদ্‌রাসায় শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার কাজ করেন (নুয্‌হাতুল-খাওয়াতি'র, ৫খ., ১৫৪)। মুগল সম্রাট শাহ্‌জাহান সর্বদাই দক্ষ প্রতিভার অন্বেষণে থাকিতেন এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। সা'দুল্লাহ খানের জ্ঞান-গরিমার খ্যাতি তাঁহার কানে পৌছিয়াছিল। ফলে তাঁহার সিংহাসন আরোহণের চতুর্দশ বৎসরে (১৬৪০ খৃ.) যখন তিনি লাহোর গমন করেন তখন সা'দ্‌রুস-সু'দূর (প্রধান মন্ত্রী) মুসাবী খানকে নির্দেশ দেন, শায়খকে শাহী দরবারে কাজ করিবার জন্য আহ্বান করা হউক (মা'আছি'রু'ল-উমারা, ২খ., ৪৪৪; নুয্‌হাতু'ল- খাওয়াতি'র, ৫খ., ১৫৪)। আবদুল-হা'মীদ লাহোরী (বাদশাহ নামাহ, ২খ., ২২০)-এর বর্ণনামতে শাহজাহান পূর্বেই শুনিয়াছিলেন, সা'দুল্লাহ চরিত্র-মাধুর্যে ও বুদ্ধিভিত্তিক, ঐতিহ্যগত ও ধর্মীয় জ্ঞান-গরিমায় ভূষিত ছিলেন, তদুপরি তিনি কু'রআনের হাফিজ ছিলেন। পরন্তু বাগ্মিতা, রচনা-শক্তি, স্বচ্ছ বুদ্ধি, অন্তর্ভেদী চিন্তা শক্তির অধিকারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তথ্য বিন্যাস ও সমস্যা সমাধানে তিনি এত পারদর্শী ছিলেন যে, ইহাতে কেহই তাঁহার সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না।' এইজন্যই সম্রাট এই অনন্য প্রতিভাকে দেখামাত্র স্বীয় অন্তরঙ্গ কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। তাঁহাকে খাস খিলআত ও শাহী আস্তাবল হইতে একটি ঘোড়া উপহার দেওয়া হইল এবং আরদ' মুক'াররার-এ পদার্পণ করা হইল যাহা কেবল সম্রাটের বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেরকেই দেওয়া হইত (মাআছিরু'ল-উমারা, ২খ., ৪৪৫; নুয্‌হাতু'ল-খাওয়াতি'র, ৫খ., ১৫৪; বাদশাহ নামাহ, ২খ., ২২০; মুকাদ্দিমা-ই মাক'তূবাত-ই সা'দুল্লাহ খান, পৃ. ৪)। আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভা ও উৎকৃষ্ট কর্মতৎপরতার গুণে এক বৎসরের মধ্যেই (অর্থাৎ বাদশাহের সিংহাসন আরোহণের ১৫শ বর্ষে) বাদশাহ তাঁহাকে 'খান' উপাধি, এক হাজারী ও দুই শত ঘোড়-সওয়ারের মানসাবও প্রদান করেন এবং একই সঙ্গে খাস প্রাসাদের দারোগার পদে উন্নীত করেন। শেষোক্ত পদটি কেবল অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ও অন্তরঙ্গ শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকেই প্রদত্ত হইত (পূর্বোক্ত বরাত)। ইহার পর সা'দুল্লাহ খানের দ্রুত উন্নতির যুগ শুরু হয় যাহা তাঁহাকে উযীরে আজম-এর পদ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি মোল্লা সা'দুল্লাহ খানরূপে ১৭ রামাদ'ানুল-মুবারাক, ১০৫০/২১ ডিসেম্বর, ১৬৪০ সনে ওয়াযীর খানের মস্‌জিদে একজন অধ্যাপক ছিলেন, তিনি বিভিন্ন উচ্চ পদ অধিকার করিতে করিতে ২০ রাজাব, ১০৫৫/১ সেপ্টেম্বর, ১৬৫৪ সনে প্রায় পাঁচ বৎসর সময়ের মধ্যে মুগল সাম্রাজ্যের উযীরে আজম-এর পদ প্রাপ্ত হন। তদুপরি আল্লামী ফাহ্‌হামী, জুমলাতুল-মুলক ও মাদারুল-মাহাম ইত্যাদি সম্মানে ভূষিত হন (মাআছিরু'ল উমারা, ১খ., ১৬৭ ১৯৯; ২খ., ৪৪৪-৪৫২; মুক'াদ্দিমা-ই মাকতূবাত-ই সা'দুল্লাহ খান, পৃ. ৫)। 'আল্লামী সা'দুল্লাহ খানের পূর্বে ইসলাম খান মাশ্‌হাদী উযীরে আজম-এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু শাহজাহানের আস্থা সাদুল্লাহর প্রতি বর্ধিত হইতেছিল এবং তিনি ভাবিতে আরম্ভ করেন, উযীরে আজামের পদের জন্য তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি। ইসলাম খানের মত বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ব্যক্তিও অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। যখন খান দাওরানের মৃত্যুর ফলে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার (গভর্নর)-এর পদ শূন্য হয়, তখন ইসলাম খান নিজেই পথ পরিষ্কার করিয়া চলিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ং শাহ্‌জাহানের নিকট প্রস্তাব পেশ করেন উযীরে আজমের পদের জন্য সাদুল্লাহ খান-ই যোগ্যতম ব্যক্তি। অতএব আমি উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণ করত দাক্ষিণাত্যের শাসনভার গ্রহণ করা আমার পক্ষে শ্রেয় মনে করি। বাদশাহ সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং গুলাম রাসূল মিহ্‌র-এর (মুক'াদ্দিমা-ই মাক'তূবাত-ই সা'দুল্লাহ খান, পৃ. ৬) ভাষায়—"অনধিক পঁচিশ বৎসর বয়স্ক পাঞ্জাবের এক খ্যাতনামা ব্যক্তি যিনি মাত্র চার বৎসর

বাদশাহের চাকুরী করিয়াছেন, শাহজাহান-এর বিরাট সাম্রাজ্যের সর্বাধিনায়ক অর্থাৎ উযীরে আজম পদে অধিষ্ঠিত হন।"

সা'দুল্লাহ খানের কলিক (Colic, قولنج) রোগ ছিল। পরিশেষে ইহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হয় از تناول وادی قولنج طاری شده بود (মাআছিরুল, উমারা, মুক'াদ্দিমা-ই মুক'তূবাত-ই সাদুল্লাহ খান-এর বরাতে, পৃ. ১১)। ইহা সত্ত্বেও যতদিন কাজ করিবার শক্তি ছিল তিনি স্বীয় কর্তব্য পালন করিতে থাকেন। জুমাদাল-উলা ১০৬৬/ফেব্রুয়ারী ১৬৫৬ তাঁহার রোগ এতটা বৃদ্ধি পায় যে, তিনি দরবারে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হন। শাহজাহান স্বীয় পুত্র দারা শুকোহ-এর সমভিব্যাহারে কয়েকবার তাঁহার গৃহে গমন করত তাঁহাকে দেখিয়া আসেন (মাআছি'রুল-উমারা, ২খ., ৪৫১; মুন্তাখাবুল-লুবাব, ১খ., ৭৩৬; মুকাদ্দিমা-ই মাক্তূবাত-ই সা'দুল্লাহ খান, পৃ. ২১)। অবশেষে ২২ জুমাদাল-আখিরা, ১০২২/৭ এপ্রিল, ১৬৫৬ সোমবার জ্ঞান, মহিমা, দূরদর্শিতা ও সততার এই মূর্ত প্রতীক ইনতিকাল করেন (পূর্বোক্ত বরাত)। মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র যদিও অত্যন্ত অল্প বয়সী ছিলেন তবুও পরবর্তী কালে বিশেষ খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। 'আল্লামী সা'দুল্লাহ খানের এক কন্যা ছিল যাঁহার বিবাহ হইয়াছিল গা'যিদ্দীন খান ফীরূয জাঙ্গ উপাধিধারী মীর শিহাবুদ্দীন-এর সহিত। মীর কামারুদ্দীন খান নিজামু'ল-মুলক প্রথম আসাফ জাহ দাক্ষিণ্যাত্যের হায়দারাবাদ-এর শাসক এই কন্যার গর্ভজাত। মীর নিজামু'ল-মুলক-এর বিবাহ হইয়াছিল সা'দুল্লাহ খানের এক পৌত্রীর সহিত। এইভাবে 'আল্লামী সা'দুল্লাহ খানের কন্যার বংশোদ্ভূত সন্তানগণ ১৯৩৮ খৃ. পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যের ইসলামী রাজ্যের রাজ্যপ্রধান ছিলেন (মাক্তূবাত-ই সা'দুল্লাহ খান, পৃ. ১২)।

শাহ নাওয়ায খান বলিয়াছেন, 'আল্লামী সা'দুল্লাহ খান বিদ্বান, অমায়িক ও বিনয়ী মানুষ ছিলেন। তিনি সমস্যা সমাধানে ও মোকদ্দমার মীমাংসায় ন্যায়বান ও দায়িত্বশীল ছিলেন। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তিনি প্রজা বা কৃষকদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার-অবিচারের বিরোধী ছিলেন (মাআছি'রু'ল-উমারা, ৪৫১-৪৫২)। খাফী খান (মুন্তাখাবুল-লুবাব, ১খ., ৫৮১ প.) সা'দুল্লাহ খানের বিদ্যা, গুণাবলী, দূরদর্শিতা, সততা, বিশ্বস্ততা, সুব্যবস্থা, ন্যায়বিচার এবং অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন হইতে বিরত থাকার অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। বস্তুত তাঁহার যদি এবম্বিধ গুণাবলী না থাকিত তাহা হইলে শাহজাহানের ন্যায় গুণগ্রাহী প্রতিভা তাঁহাকে উচ্চতম মর্যাদা ও বিশ্বাসের পদে অধিষ্ঠিত করিতেন না। দারা শুকোহ-এর ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাসহ অন্য উমারা' ও সভাসদগণের হিংসা দৃষ্টির সামনে এই উচ্চ পদের কর্তব্য ও দায়িত্ব অত্যন্ত সাফল্যের সহিত পালন করিতেও পারিতেন না (মা'আছি'রু'ল্-উমারা, ২খ., ৪৫২; মুন্তাখাবু'ল-লুবাব, ১খ., ৫৮১ প.; নুয্হাতুল-খাওয়াতি'র, ৫খ., ১৫৫ প.; মুকাদ্দিমা-ই মাকতূবাত-ই সা'দুল্লাহ খান, পৃ. ১২-১৬)। তিনি বলিতেন, دیوان শব্দের চতুর্থ হরফ। (আলিফ)-কে কলম ও পঞ্চম হরফ ن (নূন)-কে দোয়াতরূপে কল্পনা কর। যেই দীওয়ান ফিরিশ্তাদের গুণে ভূষিত না হয় তাহাকে কেবল এমন একটি دیو (দৈত্য বা অসুর) মনে কর যে কলম দোয়াত সম্মুখে লইয়া বসিয়া আছে (রুক'আত-ই আলমগীরী, মাত'বা' মুস্'তাফাঈ, পৃ. ১০৮)। তিনি শাহজাহানের ন্যায় প্রজাপালক সম্রাটকেও ন্যায়নীতি ও প্রশাসনের শ্রেষ্ঠ প্রণালী সম্পর্কে পরামর্শ দিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না (মুক'াদ্দিমা-ই মাক্তূবাত-ই সা'দুল্লাহ খান, সংক্ষেপিত, পৃ. ১৬)।

শাহজাহানের আমলে প্রজাসাধারণের যে সুখ-সৌভাগ্য ভোগের সুযোগ হইয়াছিল, বিদ্বজ্জনের যে সমাদর ও সম্মান করা হইয়াছিল এবং যেই সমস্ত ঐতিহাসিক সুরম্য হর্ম্যরাজি নির্মিত হইয়াছিল, উহাতে ওয়াযীর-ই আ'জ'াম সা'দুল্লাহ খানেরও বিরাট অবদান ছিল। জামি'ই শাহজাহানী (দিল্লীর শাহী মাসজিদ) সা'দুল্লাহ খানের তত্ত্বাবধানেই নির্মিত হয়। আগ্রা ও মথুরার নিকট ঝর্ণা নদীর তীরে তিনি একটি শহর স্থাপন করিয়াছিলেন, এই কারণেই লোকে উহার নামকরণ করিয়াছিল 'সা'দাবাদ'। বর্তমানে উহা মথুরা জেলার একটি তাহ্'সীল। লাহোরের রঙমহলও সা'দুল্লাহ খান নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তৎসংলগ্ন (মিয়া খান নামে পরিচিত) তদীয় পুত্র হ'াফীজু'ল্লাহ খানের হাবীলীও তাঁহার দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল (গু'লাম রাসূল মিহ্র, মুকা'দ্দিমা-ই মাকতূবাত-ই সাদুল্লাহ খান, পৃ. ১০)। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সেবা এবং বিদ্বজ্জনের প্রতিপালন ও পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীতও সা'দুল্লাহ খান তাঁহার স্মারক হিসাবে কিছু সংখ্যক পত্র রাখিয়া গিয়াছেন যাহা তাঁহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যাবত্তার মান নির্ণয়ে সহায়ক হইবে। তদুপরি মুগল সাম্রাজ্যের রাজস্ব ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান উপাদান সরবরাহ করিবে। এই পত্রগুলি গু'লাম রাসূল মিহ্র-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকাসহ লাহোরস্থ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকিস্তান বিষয়ক গবেষণা দফ্তর ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রকাশ করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদুল-হ'ায়্যি লাখ্নাবী, নুয্হাতু'ল-খাওয়াতি'র, দাক্ষিণাত্য ১৯০০ খৃ.; (২) মুহ'াম্মাদ স'াসিহ', 'আমল-ই স'ালিহ', মাজ্লিস-ই তারাক'কী-ই আদাব প্রকাশনা, ১৯৫০ খৃ.; (৩) গুলাম রাসূল মিহ্র, মাক্তূবাত-ই সা'দুল্লাহ খান, লাহোর ১৯৬৮ খৃ.; (৪) সা'ঈদ আহ্'মাদ মারাহ্রাবী, হ'ায়াত-ই স'ালিহ'; দিল্লী তা. বি.; (৫) শাহনাওয়ায খান, মা'আছিরুল-উমারা', কলিকাতা (তারিখহীন), উরদূ অনুবাদ, লাহোর ১৯৬৯ খৃ.; (৬) বাখ্তাওয়ার খান, মির্'আতুল-'আলাম, লাহোর (তারিখহীন), পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি; (৭) টমাস উইলিয়াম, মিফতাহুত-তাওয়ারীখ, লাখ্নৌ ১৮৬৭ খৃ.; (৮) 'আবদুল-হামীদ লাহোরী, পাশাহ্ নামাহ, কলিকাতা (তারিখহীন); (৯) 'আলামগীর, রুক্'আত-ই 'আলামগীরী, লাহোর (তারিখহীন); (১০) খাফী খান, মুন্তাখাবুল্-লুবাব, কলিকাতা ১৮৬৯ খৃ.; (১১) মুহ'াম্মাদ সা'লিহ' কানবূহ, 'আমাল-ই সালিহ', লাহোর ১০৬৭ খৃ.; (১২) মুস্তা'ঈদ খান, মাআছির-ই 'আলামগীর, কলিকাতা ১৮৭১ খৃ.; (১৩) 'আবদুল-বাকী নিহাওয়ান্দী, মা'আছির-ই রাহীমী, কলিকাতা ১৯২৪ খৃ.; (১৪) বাশীরু'দ-দীন আহ'মাদ, ওয়াকি'আত দারুল্-হু'কূমাত দিহ্লী, দিল্লী ১৯১৯ খৃ.; (১৫) রাহ'মান 'আলী, তায্'কিরা-ই 'উলামা-ই হিন্দ (উরুদূ), করাচী ১৯৭১ খৃ.; (১৬) আযাদ বিল্গিরামী, মা'আছি'রু'ল-কিরাম, লাহোর ১৯৭১ খৃ.; (১৭) ঐ লেখক, সারব-ই আযাদ, লাহোর ১৯১৩ খৃ.; (১৮) 'আলামু'দ্দীন সালিক, সা'দুল্লাহ খান 'আল্লামী, নুকূশ সাময়িকী, ব্যক্তিত্ব সংখ্যা, লাহোর।

জুহূর আহ্মাদ আজ্হার (দা.মা.ই.)/আবদুল হক ফরিদী

আল্লাহ (اَللّٰه) ঃ ইহা সৃষ্টিকর্তার ইস্ম যাত (ذات) বা সত্তাবাচক নাম। এতদ্ভিন্ন আল্লাহর কতগুলি আস্মা' সি'ফাত বা গুণবাচক নাম আছে যথা ঃ خالق، مالك، رحيم، رحمن ইত্যাদি। উহাদেরকে আল-আসমা'উল-হু'সনা (الاسماء الحسنى) বলা হয়। আল্লাহ শব্দটি علم (Proper name) বা ব্যক্তিনাম। ইহার কোন দ্বিবচন বা বহুবচন নাই। আল্লাহ কু'রআনে নিজের সম্পর্কে পুরুষবাচক ক্রিয়া, বিশেষণ ও সর্বনাম ব্যবহার করিয়াছেন। এই নাম দ্বারা একমাত্র সেই অদ্বিতীয়, অনাদি অনন্ত, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকেই বুঝায়। অধিকাংশ 'আলিমের মতে এই শব্দটি কোন বিশেষ ধাতু হইতে উৎপন্ন নহে, 'আরবী ভাষায় ইহার হুবহু অর্থজ্ঞাপক কোন প্রতিশব্দ নাই। অন্য কোন ভাষায় আল্লাহ নামের অনুবাদ হয় না। অধিকন্তু কু'রআন মাজীদে আল্লাহ নিজ পরিচয়স্বরূপ যে সকল

সত্তাবাচক, গুণবাচক, কর্মবাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন, সমস্তই আল্লাহ নামের মধ্যে নিহিত আছে। সুতরাং 'খোদা বা' God' বা 'ঈশ্বর' ইত্যাদি কোনটাই আল্লাহ্‌র সম্যক পরিচয় বহন করে না। অন্যপক্ষে আল্লাহ নামের সহিত দ্বিত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ বা অংশীবাদের কোন সংশ্রব নাই। কুরআনের নির্দেশ ঃ "আল্লাহ্‌র কতগুলি সুন্দর নাম আছে, সেইগুলি দ্বারা তাঁহাকে সম্বোধন কর" (فَادْعُوْهُ بِهَا) (৭ঃ ১৮০)। বলা হইয়াছে, আল্লাহ বলিয়া ডাক কিংবা 'রাহ্‌মান' নামে তাঁহাকে সম্বোধন কর' যে নামেই ডাক না কেন, তাঁহার কতগুলি সুন্দর নাম রহিয়াছে (১৭ ঃ ১১০)। ইহাতে মনে হয়, কোন মুসলিমের পক্ষে আল্লাহ ও তাঁহার আল-আস্‌মাউ'ল-হুসনা' ছাড়া অন্য কোন নামে তাঁহাকে ডাকা আল্লাহর অভিপ্রেত নহে। কারণ 'আল্লাহ' তাওহীদের সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তিরূপে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত এবং আল-আস্‌মাউল-হুস্‌নার কেন্দ্রবিন্দু।

কোন কোন ভাষাবিদের মতে ইলাহ শব্দের আদিতে আলিফ ও লাম যোগে আল্লাহ্ শব্দ গঠিত হইয়াছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, সেমিটিক ভাষাসমূহে ইবরানী, সুর্‌য়ানী, আরামী, কাল্‌দানী, হিম্‌য়ারী ও 'আরবী ভাষায় দেখা যায়, উপাস্য বা মা'বূদের অর্থ প্রকাশের জন্য সাধারণত যেই শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহা আলিফ, লাম ও হা (৬) এই তিনটি হ'রফ সংযোগে গঠিত হয়। সুর্‌য়ানী ভাষায় الاها। বা لاها ও ইবরানী ভাষায় الوه। ঐ মূলেরই রূপান্তরমাত্র। তবে এই উপাস্য আল্লাহ্ ছাড়া বহু প্রকার জীব বা পদার্থ হইতে পারে এবং যুগে যুগে হইয়া আসিয়াছে কিংবা প্রতিমাও হইতে পারে। হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর পূর্বে আল্লাহ্ নামটি 'আরবদের অজানা ছিল না (১৩ ঃ ১৬, ২৯ ঃ ৬১-৬৩ ইত্যাদি)। মানুষ আল্লাহর দাস, ইহাও তাহারা জানিত; 'আবদুল্লাহ নাম হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তাঁহাদের ধারণা ছিল তাঁহাদের দেবদেবীরা (شركاء=আল্লাহর অংশীদার) তাহাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা করিবে। আল্লাহ্‌কে স্বীকার করিলেও দেবদেবীরাই পূজা আর বলি পাইত, প্রয়োজনে উহাদের কাছেই প্রার্থনা জানান হইত। যথা উহুদ প্রান্তরে আবূ সুফ্‌য়ান ধ্বনি তুলিয়াছিল أعل هبل বা হুবলের জয় হউক! আল্লাহ্ তাঁহাদের কাছে বিশেষ প্রাধান্য পাইত না।

আল্লাহ্ একক, এই নামের কোন দ্বিবচন বা বহুবচন হয় না। সুতরাং অংশীবাদীদের দেবদেবীর সম্পর্কে اله। শব্দ হইতে গঠিত বহুবচন الهة। বা شركاء শব্দের ব্যবহার কু'রআনে দেখা যায়। ইসলামের মূল কলেমা لا اله الا الله الخ। اله-এর মধ্যে اله। জাতীয় সব কিছুকে বর্জন করিয়া একক আল্লাহতে বিশ্বাস ঘোষণার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহাতে الله। ও اله-তে পার্থক্য সুস্পষ্ট দেখা যায়।

আল্লাহ্‌র নামগুলিকে দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় ঃ প্রথমত সত্তার পরিচায়ক নামসমূহ, যেমন الاول। (সর্বপ্রথম বা অনাদি), الاخر। (সর্বশেষ বা অনন্ত), الظاهر। (প্রকাশ্য), الباطن। (গোপন), الحى। চিরঞ্জীব), القدير। (মহাশক্তিশালী), الغنى। অভাবমুক্ত, অমুখাপেক্ষী, العليم। (সর্বজ্ঞ) ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র ঐ সমস্ত নাম যাহাতে সৃষ্টির সহিত তাঁহার সম্পর্কের প্রকাশ রহিয়াছে, যেমন তিনি الخالق। সৃষ্টিকর্তা, المصور। রূপদাতা, الحى। জীবনদাতা, المميت। মৃত্যুদাতা, الرحمن الرحيم। অপার করুণাময় ও দয়ালু, الغفور। ক্ষমাশীল, السلام। শান্তিদাতা, التواب। অনুতাপ গ্রহণকারী ইত্যাদি।

কু'রআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্‌র কতক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ রহিয়াছে, যেমন يد হাত, وجه মুখমণ্ডল, عين চক্ষু, উহাদের তাৎপর্য সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। এক দল উহাদের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী, ইহাতে আল্লাহ শরীরধারী জীবের সমতুল্য হইয়া যান। অন্য দলের মতে হাত দ্বারা আল্লাহ্‌র শক্তি ও মুখমণ্ডল দ্বারা তাঁহার সত্তা (ذات) অথবা সন্তোষ (رضوان) এবং চক্ষুতে আল্লাহ্‌র দর্শনশক্তি বুঝায়। আর এক দলের মতে উপরিউক্ত মতদ্বয় ভ্রান্ত; কারণ প্রথমোক্ত মতে আল্লাহ জীবের সদৃশ হইয়া পড়েন, এই সাদৃশ্যবাদ (تشبيه) অন্যায়। দ্বিতীয় মতে অবৈধ تاويل বা ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অন্যপক্ষে আল্লাহ্‌র হাত, মুখ ইত্যাদি কিছুই নাই (تعطيل) এমন কথাও কুরআনের খেলাফ। সুতরাং আল্লাহ্ যাহা নিজের সম্পর্কে বলিয়াছেন তাহাতে বিশ্বাস রাখিতে হইবে بلا كيف (অর্থাৎ কোন 'প্রকার' বিবেচনা বাদে)। এই দল তাশ্‌বীহ, তা'বীল বা তা'তীল কোনটির পক্ষপাতী নহেন। আল্লাহ্ 'আরশ-এর উপর সমাসীন—এই কথাটিও তাঁহারা بلا كيف বিশ্বাসের পক্ষে রায় দেন।

আল্লাহ্‌র সি'ফাত আল্লাহ্‌র সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কিনা, এই প্রশ্নে মুসলিম সমাজে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি এবং অনেক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল। এক পক্ষের মতে আল্লাহর সত্তার মধ্যে সিফাতগুলি অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ যেমন অবিনশ্বর (قديم) সি'ফাতগুলিও তেমনি অবিনশ্বর। অন্য পক্ষ বলে, তাহা হইলে তো আল্লাহ্ আর একক সত্তা রহিবেন না, তাঁহার প্রতি বহুত্বের আরোপ করা হইবে। এই প্রশ্নে বিতর্ক তুলিবার ব্যাপারে গ্রীক দর্শন ও ছদ্ম মুসলিমদের (زنادقه) যথেষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে এবং ইহাতে মুসলিম সমাজের উপকার অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি হইয়াছে। এই প্রকার দার্শনিক বিতর্ক বা তৎপ্রসূত সিদ্ধান্তের উপর মুসলিমের ঈমান নির্ভরশীল নহে। কু'রআন মাজীদে আল্লাহ তাঁহার خلق বা সৃষ্ট বস্তুনিয়ে সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা-গবেষণার উৎসাহ দিয়াছেন, তাঁহার (ذات) সম্বন্ধে নহে। অন্যপক্ষে সসীম জ্ঞানের পক্ষে অসীমকে সম্যক উপলব্ধি করাও সম্ভব নহে।

আল্লাহ্‌র সি'ফাত বা গুণ প্রকাশক নিরানব্বইটি নাম এইরূপ ঃ (১) আল-রাহ্‌মান, পরম দয়াময়; (২) আল-রাহ'ীম, পরম দয়ালু; (৩) আল-মালিক, প্রভু বা অধিপতি; (৪) আল-কু'দ্দূস, নিষ্কলুষ; (৫) আস-সালাম, শান্তি বিধায়ক; (৬) আল-মু'মিন, নিরাপত্তা বিধায়ক; (৭) আল-মুহায়মিন, রক্ষণ ব্যবস্থাকারী; (৮) আল-'আযীয, প্রবল; (৯) আল-জাব্বার, পরাক্রমশালী; (১০) আল-মুতাকাব্বির, অহংকারের ন্যায্য অধিকারী (মানুষের অহংকার নিন্দনীয়); (১১) আল-খালিক, সৃষ্টিকর্তা; (১২) আল-বারী, উন্মেষকারী; (১৩) আল-মুসাওবি'র (المصور), রূপদানকারী; (১৪) আল-গাফ্‌ফার, মহাক্ষমাশীল; (১৫) আল-কাহ্‌হার, মহাপরাক্রান্ত; (১৬) আল-ওয়াহ্‌হাব, মহাদানশীল; (১৭) আর-রায্‌যাক', জীবিকাদাতা; (১৮) আল-ফাত্তাহ', মহাবিজয়ী; (১৯) আল-'আলীম, মহাজ্ঞানী; (২০) আল - কাবিদ' (القابض), সংকোচনকারী; (২১) আল-বাসিত', সম্প্রসারণকারী, বিস্তৃতিদাতা; (২২) আল-খাফিদ', অবনমনকারী; (২৩) আর-রাফী', উন্নয়নকারী; (২৪) আল-মু'ইয্‌য, সম্মানদাতা; (২৫) আল-মুযিল্ল, অপমানকারী; (২৬) আস-সামী', সর্বশ্রোতা; (২৭) আল-বাসীর, সর্বদ্রষ্টা; (২৮) আল-হাকাম, মীমাংসাকারী; (২৯) আল-'আদ্‌ল, ন্যায়নিষ্ঠ; (৩০) আল-লাতীফ, সূক্ষ্ম দক্ষতাসম্পন্ন; (৩১) আল-খাবীর, সর্বজ্ঞ; (৩২) আল-হালীম, সহিষ্ণু; (৩৩) আল-'আজীম, মহিমময়; (৩৪) আল-গাফূর, ক্ষমাশীল; (৩৫) আশ-শাকূর, গুণগ্রাহী; (৩৬) আল-'আলী, অত্যুচ্চ; (৩৭) আল-কাবীর, বিরাট, মহৎ; (৩৮) আল-হাফীজ', মহারক্ষক;

(৩৯) আল-মুকীত, আহার্যদাতা; (৪০) আল-হাসীব, মহাপরীক্ষক; (৪১) আল-জালীল, প্রতাপশালী; (৪২) আল-কারীম, মহামান্য; (৪৩) আর-রাকীব, নিরীক্ষণকারী; (৪৪) আল-মুজীব, প্রত্যুত্তরদাতা, প্রার্থনা গ্রহণকারী; (৪৫) আল-ওয়াসি (الواسع), সর্বব্যাপী; (৪৬) আল-হাকীম, বিচক্ষণ; (৪৭) আল-ওয়াদূদ, প্রেমময়; (৪৮) আল-মাজীদ, গৌরবময়; (৪৯) আল-বা'ইছ (الباعث), পুনরুত্থানকারী; (৫০) আশ-শাহীদ, প্রত্যক্ষকারী; (৫১) আল-হাক্ক, সত্য; (৫২) আল-ওয়াকীল, তত্ত্বাবধায়ক; (৫৩) আল-কাবী (القوى), শক্তিশালী; (৫৪) আল-মাতীন, দৃঢ়তাসম্পন্ন; (৫৫) আল-ওয়ালী, অভিভাবক; (৫৬) আল-হামীদ, প্রশংসিত; (৫৭) আল-মুহসী, হিসাব গ্রহণকারী; (৫৮) আল-মুবদী, আদি স্রষ্টা; (৫৯) আল-মু'ঈদ, পুনঃসৃষ্টিকারী; (৬০) আল-মুহয়ী, জীবনদাতা; (৬১) আল-মুমীত, মরণদাতা; (৬২) আল-হায়্যু, জীবিত; (৬৩) আল-কায়্যুম, স্বয়ং স্থিতিশীল; (৬৪) আল-ওয়াজিদ (الواجد), অবধারক, প্রাপক; (৬৫) আল-মাজিদ, মহান; (৬৬) আল-ওয়াহিদ, একক; (৬৭) আস-সামাদ, অভাবমুক্ত, অমুখাপেক্ষী; (৬৮) আল-কাদির, শক্তিশালী; (৬৯) আত-মুকতাদির, প্রবল; (৭০) আল-মুকাদ্দিম, অগ্রবর্তীকারী; (৭১) আল-মুআখখির, পশ্চাদ্‌বর্তীকারী; (৭২) আল-আওওয়াল, প্রথম অর্থাৎ অনাদি; (৭৩) আল-আখির, শেষ অর্থাৎ অনন্ত; (৭৪) আজ-জাহির, প্রকাশ্য; (৭৫) আল-বাতিন, গুপ্ত; (৭৬) আল-ওয়ালী, কার্যনির্বাহক; (৭৭) আল-মুতা'আলী, সুউচ্চ; (৭৮) আল-বার্‌র, ন্যায়বান; (৭৯) আত-তাওওয়াব, তওবা গ্রহণকারী; (৮০) আল-মুনতাকিম, প্রতিশোধ গ্রহণকারী; (৮১) আল-'আফুওউ (العفو), ক্ষমাকারী; (৮২) আর-রা'উফ, কোমলহৃদয়; (৮৩) মালিকুল-মুলক, রাজ্যের মালিক; (৮৪) যুল-জালাল ওয়া'ল-ইকরাম, মহিমান্বিত ও মাহাত্ম্যপূর্ণ; (৮৫) আল-মুকসিত, ন্যায়পরায়ণ; (৮৬) আল-জামি', একত্রীকরণকারী; (৮৭) আল-গানী, সম্পদশালী, অভাবমুক্ত; (৮৮) আল-মুগ্‌নী, অভাব মোচনকারী; (৮৯) আল-মানি', প্রতিরোধকারী; (৯০) আদ-দাররু (الضار), অকল্যাণকর্তা; (৯১) আন-নাফি', কল্যাণকর্তা; (৯২) আল-হাদী, পথ-প্রদর্শক; (৯৩) আন-নূর, জ্যোতি; (৯৪) আল-বাদী', অভিনব সৃষ্টিকারী; (৯৫) আল-বাকী, চিরস্থায়ী; (৯৬) আল-ওয়ারিছ, উত্তরাধিকারী; (৯৭) আর-রাশীদ, সত্যদর্শী, (৯৮) আস-সাবূর, ধৈর্যশীল (তিরমিযী)।

উপরিউক্ত আটানব্বই নামের সহিত আল্লাহ নামটি যোগ করিলে নামের সংখ্যা হয় নিরানব্বই। এতদ্ব্যতীত কু'রআনে আরও ছয়টি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা ঃ

(১) আল-আহাদ, এক; (২) আর-রাব্ব, প্রতিপালক; (৩) আল-মুন'ইম, নি'মাতদাতা; (৪) আল-মু'তী, দাতা; (৫) আস-সাদিক, সত্যবাদী; (৬) আস-সাত্তার, দোষ গোপনকারী। আল-আসমাউল-হুসনার বাংলা তরজমা প্রায় ক্ষেত্রেই ইংগিতমাত্র, পূর্ণ অর্থ প্রকাশ হয় না। আল্লাহ, আর-রাহমান, আর-রাহীম এই তিনটিই সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে (কুরআন মাজীদে সূরার শিরোভাগে بسم الله الخ -তে এই তিনটি নামের সমাবেশ ও পুনরুক্তি তাৎপর্যপূর্ণ)। একটি হাদীছে (কুদ্‌সী) আল্লাহ বলেন, "আমার রহমত আমার গাযব-কে ছাড়াইয়া গিয়াছে।" কুরআনে বলা হইয়াছে, "আমার রহমত লাভের ব্যাপারে নিরাশ হইও না" (৩৯ ঃ ৫৩)। যাঁহারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার করে তাঁহাদের প্রতি তিনি যেমন غفور رحيم তেমনি বিদ্রোহীদের প্রতি فشديد العقاب আল-আসমাউল-হুসনার মধ্যে কতগুলি গুণবাচক নাম মানবের সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়। সীমিত শক্তির গণ্ডিতে মানুষ আপন চরিত্রে এই গুণাবলীর অনুশীলন করিবে, আল-আসমাউ'ল-হুসনাকে তাহাদের চরিত্রিক আদর্শরূপে গ্রহণ করিবে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (স) মানুষকে এই শিক্ষা দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কু'রআন মাজীদ ও হাদীছ গ্রন্থসমূহ; (২) A.V.Kremer, Gesch. de herrsch. Ideen des Islams (Leipzig 1868); (৩) M. Th. Houtsma, De strjjd over het Dogma in den Islam tot op al-Asch`ari (Leyden 1875); (৪) Goldziher, Muhammedanische Studien (Halle a.s. 1889-1890); (৫) Die Zahiriten (Leipzig 1884); (৬) Materialien zur Kenntniss der Al-mohadenbewegung in Nordafrica, (ZDMG xli, 30); (৭) Die Bekenntnissformeln der Almohaden (ZDMG, xliv, 168 প.); (৮) Le livre d'Ibn Toumert (Algiers 1903); (৯) Krehl, Beitrage zur Muhammedanischen Dogmatik (Sitzungsber. d. K. Sachs Ges d.Wiss, Phil. hist. Classe. xxxvii. Leipzig 1885); (১০) Beitrage zur Charakteristik der Leher vom Glauben im Islam (Leipzig 1877); (১১) A. de Vileger, Kitab al-Qadr (leyden 1903); (১২) Edward Sell, The Faith of Islam (London 1896); (১৩) Th. Haarbrucker, Asch- Schhrastani's Religionspartheien und Philosophen-Schulen ubersetzt und erklart (Halle 1850-1851); (১৪) H. Steiner, Mu'tazillten (Leipzig 1865); (১৫)T.W. Arnold, The Mutazila (Leipzig 1902); (১৬) Shaikh Muhammad Iqbal, The Development of Metaphysics in Persia (London 1908); (১৭) G. van Vloten Irdja (ZDMG, xlv. 181 r); (১৮) W. Spitta, Zur Geschichte Abul-Hasan al Ash`aris (Leipzig 1876); (১৯) M. Schreiner Zur Geschichte des Ash`aritenthums (Actes du viii. Congr. Intern. des Oriental i I, Leyden 1891, p. 77 প.; (২০) Beitrage zur Geschichte den theologischen Bewegungen im Islam (ZDMG, lii, 463, 513 প.); (২১) Grimme, Mohammed, II. Teil, Einleitung in den Koran etc. (Munster i. W. 1895); (২২) C. de Vaux, Avicenne (Paris 1900); (২৩) S.M. Zwemer, The Moslem Doctrine of God (Edinburgh 1905); (২৪) Tj. de Boer, Die Entwicklung des Gottesvorstellung im Islam, in Die Geisteswissenschaften, l, 1913/14 p. 228 পৃ.); (২৫) A. J. Wensinck, The Muslim Creed, (Cambridge 1932); (২৬) L.Gardet et M. N. Anawati, Introduction a la theologie Musulmane, Paris 1948.

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

সংযোজন

আল্লাহ্ (اَللّٰهُ) ঃ পরমদয়ালু, সর্বশক্তিমান, সর্বগুণে গুণান্বিত মহান সত্তার নামবাচক বিশেষ্য। আল্লামা সা'দুদ্দীন আত-তাফতাযানী এই সম্পর্কে বলেন,

اَللّٰهُ اِسْمٌ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ الْمُسْتَحِقِّ لِجَمِيْعِ الْمَحَامِدِ.

"আল্লাহ সমস্ত প্রশংসার অধিকারী, অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বময় সত্তার সত্তা জ্ঞাপক নাম (মুখতাসারুল-মা'আনী, পৃ. ৫)।

'আল্লামা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন শিহাবুদ্দীন হুসায়ন য়াযদী 'আল্লামী বলেন,

اَللّٰهُ عَلَمٌ عَلَى الاَصَحِّ لِلذَّاتِ الْوَاجِبِ الْوُجُوْدِ الْمُسْتَجْمِعِ لِجَمِيْعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ.

"বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সকল পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর একমাত্র অধিকারী ও অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বময় সত্তার নামবাচক বিশেষ্য, আল্লাহ" (শারহুত তাহযীব, পৃ. ১)।

'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-জুরজানী বলেন,

اَللّٰهُ عَلَمٌ دَالٌّ عَلَى الإِلٰهِ الْحَقِّ دَلاَلَةً جَامِعَةً لِمَعَانِى الأَسْمَاءِ الْحُسْنٰى كُلِّهَا.

"'আল্লাহ' প্রকৃত ইলাহ-এর নামবাচক বিশেষ্য, যাহা তাঁহার অন্যান্য সুন্দর নামসমূহের মর্মের প্রতিও ইঙ্গিত বহন করে" (আত্-তা'রীফাত, পৃ. ৫১, নং ১৯৯; মুহাম্মাদ 'আবদু'র-রাউফ আল-মুনাবী, 'আত্-তাওকীফ 'আলা মুহিম্মাতি'ত-তা'আরীফ, পৃ. ৮৬)।

اَللّٰهُ تَعَالَى وَاحِدٌ أَحَدٌ لاَ شَرِيْكَ لَه فِىْ رُبُوْبِيَّتِه وَأُلُوْهِيَّتِه وَأَسْمَائِه وَصِفَاتِه وَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ اَلْمُسْتَحِقُّ وَحْدَهُ لِجَمِيْعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ.

"'আল্লাহ' এক, একক; আপন প্রভুত্বে, উপাস্যতায়, নামসমূহে ও গুণাবলীতে সম্পূর্ণ অংশীদারবিহীন, সমগ্র জগতের প্রতিপালক, সর্বপ্রকার 'ইবাদতের একমাত্র অধিকারী" (ড. মানি' ইব্‌ন হাম্মাদ আল-জুহানী, আল-মাওসূ'আতু'ল-মুয়াসসিরা ফিল-'আদয়ানি ওয়া'ল-মাযাহিবি ওয়া'ল-আহযাবি'ল-মু'আসারা, ১খ., ৩৮)।

অধ্যায় ঃ عقيدة منهج أهل السنة والجماعة

'আল্লাহ' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ধাতু নির্ণয় ঃ আরবী অভিধানবিদ ও তাত্ত্বিক গবেষকদের অভিমত হইল, মহান আল্লাহ রাব্বু'ল-'আলামীনের মহত্ত্বের নূরের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার দরুন তাঁহার সত্তা ও গুণাবলীর সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় হৃদয়ঙ্গমকরণে মহামনীষীরা যেইরূপ উদ্ভ্রান্ত ও দিশাহারা অনুরূপভাবে তাঁহার সত্তাজ্ঞাপক শব্দ اَللّٰهُ (আল্লাহ)-এর মধ্যেও উক্ত নূর ও জ্যোতির ঝলক বিদ্যমান থাকার দরুন উহার শব্দগত ব্যুৎপত্তি ও ধাতু নির্ণয়ে প্রাচীন অভিধানবিদগণ হতভম্ব ও দিশাহারা। হযরত 'আলী (রা)-এর উক্তি উপরোক্ত সত্যের সুন্দর ব্যাখ্যা বহন করে ঃ

دُوْنَ صِفَاتِه تَحَيَّرَ الصِّفَاتُ + وَضَلَّ هُنَاكَ تَصَارِيْفُ اللُّغَاتِ.

"আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর সামনে সমস্ত গুণ নিষ্প্রভ, তাঁহার গুণ ও সত্তাজ্ঞাপক শব্দের প্রকৃতি অনুসন্ধানে ভাষা অক্ষম" (শায়খ শিহাব খাফাজী, হাশিয়াতু'শ-শিহাব 'আলা তাফসীরি'ল-বায়দাবী, ১খ., পৃ. ৫০)।

এই কারণেই প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ আল্লাহ্ তা'আলার কোন সত্তাজ্ঞাপক (اسم ذات) নাম হইতে পারে বলিয়া স্বীকারই করেন না। তাহাদের যুক্তি হইল, সত্তাজ্ঞাপক নাম রাখার অর্থ তো ইহাই যে, নাম বলিয়া নামের অধিকারীর প্রতি ইঙ্গিত করা হইবে। এইদিকে আল্লাহ্‌র নামের উদ্ভাবক হয়ত আল্লাহ্ নিজেই হইবেন অথবা বান্দাগণ হইবে। যদি তিনি নিজেই হইয়া থাকেন তাহা হইলে হয়ত তিনি নিজেই নিজের প্রতি ইঙ্গিত করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত নাম সৃষ্টি করিয়াছেন অথবা বান্দাগণ যেন তাঁহাকে বুঝাইতে পারে সেইজন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রথম সম্ভাবনাটি অসম্ভব। কেননা তাহাতে জরুরী হয় যে, তিনি নিজেকে বুঝাইবার জন্য নামের মুখাপেক্ষী হইলেন। অথচ সর্বসম্মত একটি 'আকীদা রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ মুখাপেক্ষিতামুক্ত। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিও অসম্ভব। কেননা বান্দাগণ তো আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাকে চিনেই না, অথচ কোন জিনিস পূর্ব হইতে না চিনিলে শুধু নাম শুনিয়া তাহা চেনা যায় না। তাহা হইলে বান্দাগণ যেন তাঁহার প্রতি ইশারা করিতে পারে সেইজন্য তিনি কীভাবে শব্দ উদ্ভাবন করিবেন? অনুরূপভাবে বান্দাগণও উক্ত নামের উদ্ভাবক হইতে পারে না। কেননা নাম উদ্ভাবনের জন্য শর্ত হইল নামধারীর সত্তাগতভাবে এমন হওয়া যাহার প্রতি ইশারা করা সম্ভব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যেহেতু এমন নহেন, সুতরাং তাঁহার জন্য কোন নাম রচনা করাও সম্ভব নহে। উপরোক্ত যুক্তির আলোকে প্রাচীন দার্শনিকগণ আল্লাহ তা'আলার সত্তাব্যঞ্জক কোন নাম হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাসই করেন না। পক্ষান্তরে যেই সমস্ত পণ্ডিত আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাজ্ঞাপক নাম থাকা সম্ভব বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন তাহারা উপর্যুক্ত যুক্তির খণ্ডনে বলেন, নাম নির্ধারণের জন্য নামের অধিকারী সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান বিদ্যমান থাকা আবশ্যক নহে, বরং আংশিক ধারণা থাকিলেও তাহার জন্য কোন নাম নির্দিষ্ট করা যুক্তিসংগত। আর আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর মাধ্যমে তাঁহার পবিত্র সত্তার যতখানি জ্ঞান অর্জিত হয় উহার উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার সত্তাজ্ঞাপক নাম নির্ধারণ করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত (আত্-তাকরীরু'ল-হাবী ফী হাল্লি তাফসীরি'ল-বায়দাবী, ১খ., পৃ. ৪৫)।

যেই সমস্ত শব্দ বিশ্লেষক পণ্ডিত আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাজ্ঞাপক নাম থাকার পক্ষে তাঁহাদের চারটি মতামত উল্লেখযোগ্য।

প্রথম মত, আল্লাহ্ শব্দটি মূলত ইস্‌ম মুশতাক্ বা নির্গত বিশেষ্য অর্থাৎ শব্দটি অন্য একটি শব্দ হইতে নির্গত হইয়া পরিবর্তিত রূপ ধারণ করিয়াছে যাহা প্রকৃত উপাস্য মহান সৃষ্টিকর্তার একটি নাম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়, অন্য কোন বাতিল উপাস্যের ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহৃত হয় না। এই দৃষ্টিকোণ হইতে اَللّٰهُ শব্দটির মূল ধাতু হয় اِلٰهٌ (ইলাহ্)। ইহার প্রথম অক্ষর হামযাহ্ (همزه)-কে নিয়মের ব্যতিক্রমে লোপ করিয়া তদ্‌পরিবর্তে শুরুতে اَلْ (আল্) বৃদ্ধি করিয়া প্রথম ل-কে দ্বিতীয় ل-এর মধ্যে যুক্ত হইয়া اَللّٰهُ রূপ ধারণ করিয়াছে। اِلٰهٌ হামযাটি যেহেতু মূল হরফ ছিল যাহাকে হাম্‌যা ক্বাত্ঈ (هَمْزَة قطعى) (অকাট্য হামযাও) বলা হয়। সুতরাং তাহার স্থলাভিষিক্ত اَلْ মূল হরফের অনুরূপই শক্তিশালী হইবে। সেহেতু ইহার প্রারম্ভে সম্বোধনসূচক অব্যয় (حرف نداء) মিলাইলে উক্ত اَلْ-এর হামযা বহাল থাকিবে। উচ্চারণে ও লিখায় يَا اَللّٰهُ (ইয়া আল্লাহ) হইবে, يَا للّٰهُ (য়াল্লাহু) হইবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, اَللّٰهُ -এর اَلْ যদি 'ইওয়াযী (عِوَضِیْ পরিবর্তিত) হওয়ার দরুন লোপকৃত হামযার ন্যায় কাত্‘ঈ হইয়া থাকে তাহা হইলে তো কোন অবস্থাতেই তাহা বিলীন হওয়ার কথা নয়। অথচ উহার পূর্বে حرف ندا সম্বোধনসূচক অব্যয় না আসিয়া অন্য কোন শব্দ আসিলে উহা উচ্চারণে লোপ পাইয়া যায়। যেমন, نَصْرُ اللّٰه (নাস্‌রুল্লাহ্), مِنَ اللّٰه (মিনাল্লাহ্), لِلّٰه (লিল্লাহ) ইত্যাদি। উক্ত প্রশ্নের জবাবে আরবী ব্যাকরণবিদ খালীল ইব্‌ন আহ্‌মাদ বলেন, اَللّٰهُ শব্দের হামযাটি পরিবর্তিত হরফ হওয়ার দরুন কাত্‘ঈ হওয়াই ছিল বাঞ্ছনীয়, কিন্তু আহ্বানসূচক অব্যয়-এর পরিবর্তে অন্যান্য শব্দের সংযুক্ত ব্যবহার অধিক লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং উচ্চারণে স্বাচ্ছন্দের উদ্দেশ্যেই হামযাকে লোপ করিতে হইয়াছে। তবে শুরুতে সম্বোধনসূচক অব্যয় আসিলে হামযাকে লোপ করা হইবে না। কেননা ইহাতে উক্ত اَلْ অব্যয়টি তা'রীফ (الف لام تعريف নির্দিষ্টকারক)-এর অব্যয় বলিয়া সন্দেহ সৃষ্টি হয়। অথচ আল্লাহ্ শব্দের ال তা'রীফের জন্য নহে। আর যদি ইহাকে আলিফ-লাম তা'রীফী (الف لام تعريفى নির্দিষ্টকারক اَلْ)-ই ধরা হয় তাহা হইলেও সম্বোধনসূচক অব্যয়ের যুক্তাবস্থায় উহা ال تعريفى হিসাবে থাকিবে না। কেননা ইহাতে একই শব্দে দুইটি নির্দিষ্টকারক অব্যয় একত্র হইয়া যায়, অথচ ইহা ব্যাকরণসিদ্ধ নহে।

প্রথম অভিমতে আরও একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায়। উহা হইল, اِلٰهٌ শব্দটি জাতিবাচক বিশেষ্য (اسم جنس), যাহা সত্য উপাস্য ও মিথ্যা উপাস্য উভয় প্রকারের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। যেমন, আল্লাহ রাব্বু'ল-'আলামীনের ইরশাদ ঃ

وَانْظُرْ اِلٰى اِلٰهِكَ الَّذِیْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا.

"এবং তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর যাহার উপাসনায় তুমি রত ছিলে" (২০ ঃ ৯৭)। অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ.

"তুমি কি দেখ না তাহাকে, যে তাহার কামনা-বাসনাকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে" (২৫ ঃ ৪৩)। আয়াতদ্বয়ে اِلٰهٌ বলিয়া মুশরিকদের ভ্রান্ত উপাস্যদেরকেই বুঝানো হইয়াছে। প্রশ্ন হইল, اَللّٰهُ শব্দটি যেহেতু মূলত اِلٰهٌ ছিল, সুতরাং ইহার ব্যবহারও মূল শব্দের ন্যায় ব্যাপকভাবে সত্য-মিথ্যা সর্ব ধরনের উপাস্যের ক্ষেত্রেই হওয়া উচিত।

উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাবে কাযী বায়দাবী (র) যাহা আলোকপাত করিয়াছেন তাহার সারমর্ম হইল, এখানে তিনটি শব্দ রহিয়াছে, اِلٰهٌ–اَلْاِلٰهُ এবং اَللّٰهُ, তন্মধ্যে اِلٰهٌ শব্দটি ইস্‌ম জিন্‌স হওয়ার দরুন হক-বাতিল উভয় প্রকার উপাস্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে اَلْاِلٰهُ শব্দটিও মূল ভিত্তির দিক হইতে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হওয়ার কথা, কিন্তু তাহা শুধু মহান সৃষ্টিকর্তার সত্তার (ذات) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় বিধায় তথা বহুল ব্যবহারের দরুন ইহা সৃষ্টিকর্তার সত্তাজ্ঞাপক নাম ধারণ করিয়াছে। আর তাহারই পরিবর্তিত রূপ হইল اَللّٰهُ। সুতরাং ইহাও একমাত্র সত্য উপাস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে; বরং সুনির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপক হিসাবে ইহা অধিকতর শক্তিশালী।

'আলাম বি'ল-গালাবা (علم بالغلبة)-এর অর্থ হইল, কোন শব্দের মধ্যে মূল গঠনপ্রণালীর দিক দিয়া ভাবগত ব্যাপকতা বিদ্যমান থাকে, কিন্তু প্রয়োগের দিক দিয়া কোন একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের হইত তাহার এক ধরনের বিশেষ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। উক্ত বিশেষত্ব যদি এই পর্যায়ে পৌঁছে যে, উহা শুধু নির্দিষ্ট একটি সত্তাকে বুঝায় তখন উক্ত শব্দকে 'আলাম বি'ল্-গ'লাবা' বলা হয়। যেমন, اَللّٰهُ ও اَلْاِلٰهُ। পক্ষান্তরে যদি উহা সেই পর্যায়ে না পৌঁছে তখন তাহাকে ইস্‌ম গালিব (اسم غالب) বা সিফাতে গালিবা (صفة غالبة) বলা হয়। উক্ত আলোচনার দ্বারা পরিষ্কার হইয়া গেল যে, প্রথম অভিমত অনুযায়ী اَللّٰهُ শব্দটি তা'লীলগত (تعليل) দিক হইতে মূলত اِلٰهٌ ছিল (তাক'রীরে কাসেমী-শরহে উর্দু তাফসীরে বায়দাবী, পৃ. ১২৪-৫)।

তবে উহার মূল ধাতু কি ছিল সেই সম্পর্কে আরবী শব্দমালার রূপান্তর বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে তুমুল মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে কাযী বায়দাবী (র) কর্তৃক উল্লিখিত সাতটি মত নিম্নে বর্ণনা করা হইল ঃ

১. اَللّٰهُ শব্দটি উৎপত্তি হইয়াছে আরবী ক্রিয়াপদ (ض) اَلَهَ হইতে। যাহার ক্রিয়ামূল হইল, اِلٰهَةٌ ، اُلُوْهِيَّةٌ ، اُلُوْهَةٌ যাহার অর্থ হইল, 'ইবাদত, উপাসনা, অর্চনা করা। উক্ত মূলধাতু হইতে নিঃসৃত হইয়াছে اِلٰهٌ। যাহা مَأْلُوْهٌ তথা উপাস্যের অর্থজ্ঞাপক। যেহেতু মহান সৃষ্টিকর্তাই একমাত্র ইলাহ্ বা উপাস্য সেহেতু তাঁহার নামটি উপরিউক্ত মূল ধাতু হইতে নির্গত করিয়া اَللّٰهُ বলা হয়।

২. اَللّٰهُ শব্দটির উৎপত্তি হইয়াছে (س) اَلِهَ ক্রিয়ামূল হইতে; اَلَهًا অর্থ, হতবুদ্ধি হওয়া, হতভম্ব হওয়া। এই হিসাবে اِلٰهٌ -এর অর্থ হয় مُتَحَيَّرٌ فِيْهِ অর্থাৎ مَأْلُوْهٌ فِيْهِ (যাহাতে হতভম্ব হয়)। যেহেতু আল্লাহ রাব্বু'ল 'আলামীনের পরিচয়ে মানববুদ্ধি হতভম্ব, সেহেতু اَللّٰهُ-কে উক্ত ধাতু হইতে নিঃসৃত করিয়া اَللّٰهُ বলা হয়।

৩. اَلِهْتُ اِلٰى فُلَانٍ (অমুকের কাছে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি ও সান্ত্বনা পাইয়াছি) হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। এই হিসাবে اِلٰهٌ-এর অর্থ হয় مَأْلُوْهٌ اِلَيْهِ অর্থাৎ مَسْكُوْنٌ اِلَيْهِ যেহেতু মানুষের অন্তর আল্লাহ তা'আলার স্মরণে সান্ত্বনা লাভ করে এবং আত্মা তাঁহার পরিচয় লাভে প্রশান্তি অর্জন করে সেহেতু তাঁহাকে اَللّٰهُ বলা হয়।

৪. اَلِهَ-এর একটি অর্থ হইল, আতঙ্কিত হইয়া কাহারও সাহায্যের শরণাপন্ন হওয়া। আরবগণ বলিয়া থাকেন, فَزِعْتُ اِلَيْهِ فَاَفْزَعَنِیْ (আমি তাহার শরণাপন্ন হইলে তিনি আমাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন)। যেহেতু মহান আল্লাহ্‌র নিকট মানুষ আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তিনি আশ্রয় দান করেন সেহেতু এই ধাতু হইতে নিঃসৃত করিয়া اَللّٰهُ শব্দটি গঠন করা হইয়াছে।

৫. اَلِهَ শব্দটির আরও একটি ব্যবহার রহিয়াছে। তাহা হইল, اَلِهَ الْفَصِيْلُ (উটের বাচ্চা বিপদ দেখিয়া মায়ের নিকট দৌড়াইয়া গেল)। যেহেতু মানুষ বিপদাপদ ও মুসীবতে আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হয় ও কাকুতি মিনতি করে, সেহেতু উক্ত ধাতু হইতে উৎপত্তি করিয়া اَللّٰهُ শব্দটি গঠিত হইয়াছে।

৬. اِلٰهٌ শব্দটি وَلَهَ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। অর্থ হতভম্ব হওয়া, হতবুদ্ধি হওয়া। যেহেতু আল্লাহ্ রাব্বু'ল-'আলামীনের পরিচয়ে মানুষ দিশাহারা ও হতভম্ব হইয়া যায়, সেহেতু এই ধাতু হইতে নির্গত করিয়া اَللّٰهُ শব্দটি গঠন করা হইয়াছে। তবে এই ধাতু অনুযায়ী اِلٰهٌ শব্দটির আসল হইবে وِلَاهٌ; وَاوْ-কে كسرة (কাসরা)-সহ উচ্চারণ কঠিন বিধায় উক্ত واو-কে همزة দ্বারা পরিবর্তন করা হইয়াছে।

কাযী বায়দাবী (র) প্রথম পাঁচটি মতকে দুর্বল ও ৬ষ্ঠটিকে বাতিল

বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। বাতিল বলার কারণ এই যে, إِلٰهٌ শব্দটি যদি মূলত وِلٰهٌ-ই হইত তাহা হইলে উহার বহুবচন أَوْلِهَةٌ হইত, অথচ উহার বহুবচন آلِهَةٌ।

৭. اَللّٰهُ শব্দটি لَاهَ يَلِيهُ لَيهًا মূলধাতু হইতে নিঃসৃত اَلْ হইয়া মূলরূপ لَاهٌ ছিল, শুরুতে اَلْ যুক্ত করায় اَللّٰهُ হইয়া পড়ে। এই ধাতুর অর্থ হইল গুপ্ত হওয়া, উচ্চ হওয়া। যেহেতু মহান বিধাতা মানব-দানব হইতে গুপ্ত; তাহাদের চক্ষু তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না, অনুরূপভাবে যেহেতু তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে সেহেতু তাঁহাকে উপরিউক্ত ধাতু হইতে নিঃসৃত করিয়া اَللّٰهُ বলা হয়। কাযী বায়দাবী (র) এই মতটিকেও দুর্বল হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কেননা, إِلٰهٌ শব্দটির প্রথম অক্ষর হামযাবিশিষ্ট হিসাবেই পাওয়া যায়। আর যদি মূলত না থাকিয়া থাকে তাহা হইলে শুরুতে হামযা বৃদ্ধি করার কোন যুক্তি নাই (প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-৩১; আত্-তাশরীহু'ল-হাবী-শারহে উর্দূ তাফসীরে বায়দাবী, পৃ. ৪৩-৪)।

দ্বিতীয় অভিমত ঃ اَللّٰهُ শব্দটি মহান সৃষ্টিকর্তার সত্তাজ্ঞাপক নাম। অর্থাৎ এই শব্দটিকে সৃষ্টিকর্তার নাম বুঝাইবার জন্য প্রথম হইতে উদ্ভাবন করা হইয়াছে। ইহা হইল তাঁহার 'আলাম কাস্দী (علم قصدى) বা উদ্দিষ্ট নাম, 'আলাম বিলগালাবা (علم بالغلبة=বহুল ব্যবহারের বিখ্যাত নাম) নহে। এখানেই প্রথম মতের সহিত দ্বিতীয় মতের পার্থক্য। প্রথম মতাবলম্বীগণ ইহাকে 'আলাম বি'ল-গালাবা মনে করেন; পক্ষান্তরে দ্বিতীয় মতালম্বীগণ 'আলাম কাসদী বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহা খালীল, যাজ্জাজ ও সীবাওয়ায়হ্সহ সমস্ত ফিক্হশাস্ত্রবিদ (ইসলামী আইনজ্ঞ) ও উসূলু'ল-ফিক্হবিদ (ইসলামী আইনের নীতি নির্ধারকগণ)-সহ ইমাম রাযী প্রমুখের অভিমত। এই মতের স্বপক্ষের কয়েকটি যুক্তি হইল ঃ

১. اَللّٰهُ শব্দটি বাক্যের মধ্যে موصوف (বিশেষণযুক্ত পদ) হিসাবে ব্যবহৃত হয়, صفت (বিশেষণ) হিসাবে নহে। আর ইহা একটি সর্বজন-বিদিত সত্য যে, আল্লাহ শব্দটিকে عَلَمٌ (নাম) মানা হউক অথবা না হউক, ইহা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তার জন্যই নির্ধারিত। অনুরূপভাবে ইহাও একটি রীতি যে, কোন শব্দ যদি কোন সত্তার জন্য নির্ধারিত থাকে এবং উহা কাহারও صفت (বিশেষণ) হিসাবে ব্যবহৃত না হয় তাহা হইলে উহা সেই সত্তার عَلَمٌ (নাম)-ই হইয়া থাকে। যেমন রাশেদ শব্দটি যদি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম হয়, তাহা হইলে ইহা موصوف (বিশেষণযুক্ত পদ) তো হইতে পারিবে, তবে صفت (বিশেষণ) হইতে পারিবে না।

২. ইহা একটি সাধারণ ও স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যে, সকল উল্লেখযোগ্য জিনিসের জন্য এমন একটি নাম থাকা আবশ্যক যাহা উহার সত্তার জন্যই নির্ধারিত থাকিবে যেন উক্ত সত্তার যাবতীয় গুণাবলী উক্ত নামের প্রতি আরোপ করা যায়। এই হিসাবে মহান সৃষ্টিকর্তার সত্তার জন্যও এমন একটি নাম বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। অপরদিকে যেই সমস্ত শব্দ মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি প্রয়োগ করা হয় সেইগুলির উপর লক্ষ্য করিয়া জানা গেল যে, اَللّٰهُ শব্দটি ব্যতীত আর কোন শব্দই এইরূপ নহে। কেননা, অন্যান্য শব্দের মধ্যে وصفيت (বিশেষণ হওয়ার) অর্থটি যেই পরিমাণে থাকিতে লক্ষ্য করা যায় তাহা ইহাতে অনুপস্থিত। সুতরাং বাধ্য হইয়া ইহাকেই তাঁহার নাম হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

৩. যদি প্রথম মতানুযায়ী اَللّٰهُ শব্দটিকে এমন وصف (গুণ) মানিয়া লওয়া হয় যাহা পরবর্তীতে শুধু আল্লাহ্র সত্তার জন্য ব্যবহৃত হওয়ার জন্য নির্ধারিত হইয়া যায় (অর্থাৎ علم بالغلبة) তথাপি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) কালেমাটি একত্ববাদের পূর্ণ মুখপাত্র হইতে পারে না। যেইভাবে اَلرَّحْمٰنُ (আর-রাহ্মান) শব্দটি বর্তমানে যদিও শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য ব্যবহৃত হয় তথাপি তাহা মূলত صفت হওয়ার দরুন لَا اِلٰهَ اِلَّا الرَّحْمٰنُ কালেমাটি সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ণ একত্ববাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় না। সুতরাং যদি আল্লাহ শব্দটিকে মূলত وصف ধরিয়া পরবর্তীতে সৃষ্টিকর্তার সত্তা বুঝাইবার জন্য নির্ধারিত বলা হয় তাহা হইলে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ একত্বাবাদের বাহক হইবে না। কেননা اَللّٰهُ শব্দটিকে মূলত وصف মানার অবস্থায় اصل وضع (মূল রচনা) হিসাবে একত্ববাদের প্রকাশ যদিও ঘটায় না, তবুও এই কালেমাটি সর্বদিক দিয়াই তাওহীদের ভাষ্যকার, (তাক্রীরে কাসেমী, পৃ. ১৩৩-৭)।

তৃতীয় অভিমত ঃ এই মতটি কাযী বায়দাবী (র)-এর নিকট সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। ইহা এই যে, اَللّٰهُ শব্দটি মূলত وصف (বিশেষণ) ছিল, যাহা শুধু সৃষ্টিকর্তার সত্তার জন্য ব্যবহৃত হওয়ার দরুন তাঁহার নাম ধারণ করিয়াছে, যেমনটি প্রথম মতামতে বলা হইয়াছে। এই মতের স্বপক্ষে ইমাম বায়দাবী (র) তিনটি যুক্তি উপস্থাপন করেন।

১. আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা সত্তা হওয়ার বিচারে মানবের বোধগম্য বিষয় নহে, বরং তাঁহার সত্তা মানব জ্ঞান বহির্ভূত বিষয়, শুধু صفات বা গুণাবলীর দৃষ্টিকোণ হইতে বোধগম্য। সুতরাং কোন শব্দের দ্বারা তাঁহার পরিচয় দান করা কস্মিনকালেও সম্ভব নহে।

বিষয়টি আরও বিশ্লেষণ করিয়া এইভাবে বলা যায়, যদি اَللّٰهُ শব্দটি সৃষ্টিকর্তার নাম হইয়া থাকে তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে যে, ইহার রচয়িতা কে? ইহার উত্তর দুইটি সম্ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। হয়ত বলা হইবে যে, মহান সৃষ্টিকর্তা নিজেই উহার রচয়িতা অথবা মানুষ। অথচ এই দুইটি সম্ভাবনার মধ্যে একটিও যথার্থ নহে। কেননা কোন শব্দকে কোন অর্থের জন্য নির্ধারিত করিবার অর্থ তো ইহাই দাঁড়ায় যে, উক্ত অর্থ মানুষের নিকট বোধগম্য। আর ইহা তো সেই বিষয়সমূহেই চিন্তা করা যায় যেইগুলি মানুষের বোধশক্তির আওতাভুক্ত। পক্ষান্তরে যেইগুলি মানুষের বোধশক্তির আওতাভুক্ত নহে সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে এইরূপ বিশ্বাস করা যে, সেইগুলি আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বানাইয়াছেন, ইহা একটি স্পষ্ট ভ্রান্তি বলিয়া মনে হয়। অনুরূপভাবে কোন শব্দকে কোন অর্থের জন্য নির্ধারণ করার অর্থ তো ইহাই দাঁড়ায় যে, উক্ত নির্ধারক সেই অর্থকে পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়াছে।

সুতরাং মানুষ শব্দটির নির্ধারক হইতে পারে না। কেননা মহান সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ পরিচয় কোন মানুষের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। সুতরাং اَللّٰهُ শব্দটি মহান সৃষ্টিকর্তার সত্তার নাম হওয়াও অযৌক্তিক। স্মর্তব্য যে, আলোচনার সূচনালগ্নে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণের পক্ষ হইতে অনুরূপ যুক্তিই প্রদান করা হইয়াছে, যাহার খণ্ডন সেখানে উল্লিখিত রহিয়াছে।

২. اَللّٰهُ শব্দটি যদি মহান সৃষ্টিকর্তার সত্তাজ্ঞাপক নামই ধরিয়া লওয়া হয় এবং উহাতে যদি صفت (বিশেষণ)-এর কোন অর্থ বিদ্যমান না থাকে তাহা হইলে কুরআনু'ল-কারীমের আয়াত ঃ

وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ .... (٦ : ٣)

(আসমান ও যমীনে তিনিই আল্লাহ, ... ৬ ঃ ৩) স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া কোন সঠিক অর্থ প্রকাশ করিবে না। অথচ কুরআনু'ল-কারীমের অর্থ উদ্ঘাটনের বিষয় সম্পর্কে নীতি হইল, দৃশ্যত যেই অর্থ বোধগম্য হয়

তাহাই গ্রহণ করা এবং অতি প্রয়োজন ব্যতীত বাহ্যিক অর্থের বিপরীত না করা। ইহাই যদি হয় তাহা হইলে اَللّٰهُ শব্দটিকে নাম সাব্যস্ত করা হইলে উক্ত আয়াতের সঠিক কোন অর্থ প্রকাশ পায় না। কেননা আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আয়াতখানির দুইটি تركيب (বাক্য বিশ্লেষণ) হইতে পারে। একটি দৃশ্যত নিকটবর্তী, অপরটি দূরবর্তী। বাহ্যিক ও নিকটবর্তী তারকীব হইল, هُوَ সর্বনামটি مبتداء فى السموت والارض উহ্য কোন فعل (ক্রিয়া)র সহিত যেমন ثَابِتٌ সম্পৃক্ত হইয়া উক্ত اَللّٰهُ -এর خبر (বিধেয়), এই মুবতাদা ও খবর একত্র হইয়া هُوَ -এর خبر । এই তারকীব অনুযায়ী اَللّٰهُ শব্দটিকে যদি عَلَمٌ বলা হয় তাহা হইলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, "আল্লাহ তা'আলার সত্তা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আপন স্থান বানাইয়াছেন।" এই অর্থটি সম্পূর্ণ ভুল। কেননা আল্লাহ্ স্থান ও কালের উর্ধ্বে। হাঁ, اَللّٰهُ শব্দটিকে যদি عَلَمٌ না ধরিয়া صفت (গুণ) ধরা হয়, তাহা হইলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়–"তিনি আসমান ও যমীনসমূহের উপাস্য"। ইহাই বাস্তব অর্থ।

দ্বিতীয় তারকীব যাহা বাহ্যিক উদ্দেশ্যের সহিত বিসদৃশ। তাহা এই, هُوَ হইবে মুবতাদা, اَللّٰهُ হইবে خبر اول আর فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ উহার পরবর্তী يَعْلَمُ ক্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়া خبر ثانى (দ্বিতীয় বিধেয়)। এই তারকীব অনুযায়ী অর্থ দাঁড়ায়–'আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে সব সম্পর্কে অবগত আছেন'।

৩. "প্রথম অভিমতে বর্ণিত اَللّٰهُ শব্দটির মূল ধাতু সাতটির মধ্য হইতে কোন একটি হইতে ইহা নিঃসৃত হইয়া আসিয়াছে" এই সত্যটি না মানিয়া উপায় নাই। কেননা ইশ্‌তিক'াক (اشتقاق)-এর অর্থ হইল–কোন শব্দের অন্য শব্দের সহিত গঠনপ্রণালী ও অর্থের দিক দিয়া অংশীদার হওয়া। আর اَللّٰهُ শব্দটি যে উক্ত সাতটি মূলধাতুর সহিত উহাদের অর্থসহ অংশীদার ইহাতে কাহারো কোন সন্দেহ নাই। ইহাই প্রমাণ বহন করে যে, اَللّٰهُ শব্দটি উক্ত ধাতুগুলির কোন একটি হইতে রূপান্তরিত হইয়া সৃষ্টি হইয়াছে। তবে ইহা যদিও একেবারে অকাট্যভাবে বলা যায় না, প্রবল ধারণা অবশ্যই হয়। আর ভাষাগত নিয়ম-কানুনে প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করাই যথেষ্ট হিসাবে মানিয়া লওয়া হয়। উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা اَللّٰهُ শব্দটির عَلَمٌ (নাম) হওয়া বাতিল হইয়া যায়, অবশ্য মুশতাক' (مشتق) বা ধাতুনিঃসৃত হওয়া প্রমাণ হইয়া যায়। অবশ্য মুশ্‌তাক' হইলেই وصف হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয় না। তবে اَللّٰهُ শব্দটি একটি وصف (গুণ) হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কেননা মহান সৃষ্টিকর্তার যতসব নাম (اَللّٰهُ ব্যতীত) রহিয়াছে সবই গুণাবলী, ইহাতে কোন মতানৈক্য নাই। সুতরাং اَللّٰهُ শব্দটিও وصفহওয়াই স্বাভাবিক (তাক'রীরে ক'াসেমী, পৃ. ১৩৭-৪২)।

চতুর্থ অভিমত ঃ اَللّٰهُ শব্দটি সম্পর্কে আরও একটি মত হইল, ইহা আদৌ কোন 'আরবী শব্দই নহে, বরং ইহা একটি অনারব শব্দ। আর তাহাও কেহ সুরয়ানী আবার কেহ 'ইবরানী, (হিব্রু) বলিয়াছেন। ইহা অনারব ভাষায় প্রথমে لاها ছিল। শেষের الف -কে লোপ করিয়া শুরুতে اَلْ প্রত্যয়টি যুক্ত করা হইয়াছে।

কাযী বায়দাবী (র) এই মতটিকেও দুর্বল বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং উপরিউক্ত দীর্ঘ আলোচনার উপসংহারে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। কেননা যে শব্দটি অতি ব্যাপকভাবে 'আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাকে বিনা দলীলে শুধু 'আজামী একটি শব্দের সহিত বাহ্যিক সাদৃশ্যপূর্ণ দেখিয়া অনারব বলিয়া দেওয়ার কোন যুক্তি নাই (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩; কাযী বায়দাবী, আত্-তাফসীর লি'ল-বায়দ'াবী, بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -এর اَللّٰهُ শব্দ দ্রষ্টব্য; হ'াশিয়া তাফসীরু'ল-বায়দ'াবী, ১খ., পৃ. ২১-৬; হ'াশিয়াতু'শ- শিহাব, ১খ., পৃ. ৫০-৬২; আত্-তাশরীহু'ল-হাবী শরহে বায়দ'াবী, পৃ. ৪০-৫০)।

আল্লাহ্‌র পরিচয় ঃ খোদ আল্লাহ্‌র বাণীতে

আল্লাহ আদি, অন্ত, অবিনশ্বর ও শাশ্বত সত্তা।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ.

"তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত" (৫৭ ঃ ৩)।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ.

"ভূপৃষ্ঠে যাহা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব" (৫৫ ঃ ২৬-৭)।

আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় 'ইলাহ্, তাঁহার কোন শরীক নাই, সমতুল্য নাই ঃ

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ.

"আর তোমাদের 'ইলাহ্ এক 'ইলাহ্, তিনি ব্যতীত কোন 'ইলাহ্ নাই। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু" (২ ঃ ১৬৩)।

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰۤئِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَاۤئِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয় তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ব্যতীত অন্য কোন 'ইলাহ্ নাই, তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়" (৩ ঃ ১৮)।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّاۤ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

"যাহারা বলে, 'আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন, তাহারা তো কুফরী করিয়াছেই–যদিও এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তাহারা যাহা বলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের উপর অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হইবে" (৫ ঃ ৭৩)।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত আয়াতসমূহেও আল্লাহ্‌র একত্ব ও তাঁহার লা-শারীক হওয়ার প্রমাণবহ ঃ ২১ ঃ ২২; ১১২ ঃ ১-৪, ১১ ঃ ৪২; ৫ ঃ ৭০, ৬ ঃ ১০০-১; ৯ ঃ ৩০; ২৭ ঃ ৫৯-৬৪, ১৭ ঃ ৪২-৪৩, ২৩ ঃ ৯১)।

يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

"তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং 'আন'আমের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন উহাদের জোড়া। এইভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে, তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা" (৪২ ঃ ১১)।

(আন'আম শব্দ দ্বারা উট, গরু, মেষ, ছাগল, হরিণ, মহিষ, নীলগাই ইত্যাদি রোমন্থনকারী জন্তুকে বুঝায়, কিন্তু ঘোড়া ও গাধা ইহার ব্যতিক্রম)।

সংযোজন

[মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (র) বলেন, কু'রআন মাজীদ নাযিল হওয়ার পূর্বকাল হইতেই আরবী ভাষায় 'আল্লাহ' শব্দটি মহান স্রষ্টার জাতিবাচক নাম হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছিল। জাহিলী যুগের আরব কবিদের কবিতায়ও ইহার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কুরআন মাজীদও উপরিউক্ত শব্দটি স্রষ্টার সত্তাবাচক নাম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং যাবতীয় গুণবাচক নামকে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়াছে।

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا.

"আল্লাহ্র জন্য রহিয়াছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁহাকে সেই সকল নামেই ডাকিবে" (৭ ঃ ১৮০)।

প্রায় প্রতিটি পৌত্তলিক ধর্মে পূজিত দেব-দেবীর উর্ধ্বে এক মহান স্রষ্টার বিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়। হিব্রু, সিরীয়, হিম্য়ারী, আরবী প্রভৃতি ভাষায় স্রষ্টার জন্য এক বিশেষ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যাহা الف-লাম-হা হরফত্রয় দ্বারা গঠিত। কালদীয় ও সিরীয় ভাষায় ইলাহিয়া (الاهيا), হিব্রু ভাষায় ইলূহ (الوه) এবং আরবী ভাষায় ইলাহ (اله) ঐ হরফত্রয় হইতে গঠিত। নিঃসন্দেহে এই ইলাহ (اله) শব্দের সহিত الف-লাম তা'রীফী যোগ করিয়া 'আল্লাহ' (الله) শব্দ গঠিত হইয়াছে। মানুষের ভাষায় মহান স্রষ্টার জন্য 'আল্লাহ' শব্দ ব্যতীত অনুরূপ কোন উপযুক্ত শব্দ নাই (সংক্ষেপিত, তারজুমানুল কুরআন, ১খ., পৃ. ১০, দিল্লী ১৩৫০ হি.)।

'আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী (র) লিখিয়াছেন, ইউরোপের প্রাচ্যবিদগণ সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া আমাদেরকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, আল্লাহ (الله) এবং আল-লাত (اللات) একই শব্দের দুইটি রূপ। কুরায়শরা দেবতার জন্য الله এবং দেবীর জন্য অর্থাৎ স্ত্রীর জন্য اللات ব্যবহার করিত। জর্জ সেল তাহার কুরআনের তরজমায়, ওয়েলহাউজেন ওয়াকিদীর কিতাবু'ল-মাগাযীর তরজমায় এবং মার্গোলিয়থ তাহার 'মাহোমেট' গ্রন্থে উপরিউক্ত মত ব্যক্ত করিয়াছেন (দ্র. সেল-এর ভূমিকা; 'মাহোমেট', পৃ. ১৯)।

এসব বুদ্ধিজীবীকে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, আরবী ভাষার নিয়ম অনুসারে الله-এর স্ত্রীবাচক শব্দ اللات কীভাবে হইতে পারে? যদি শব্দটির স্ত্রীবাচক প্রতিশব্দ গঠিত হইতে পারে তাহা হইলে উহা তো اَللّٰهَةُ অথবা اَلْاِلٰهَةُ হওয়া উচিত। الله শব্দের মূল হরফ ه (হা) কিভাবে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তরের মাধ্যমে বিলুপ্ত হইতে পারে?

মার্গোলিয়থ আরও বলেন, ইহা মূলত কুরায়শ বংশীয় দেবতার নাম ছিল। অতএব মুহাম্মাদ (স)-এর একত্ববাদ পূজার অর্থ হইল তিনি অন্যান্য গোত্র-সম্প্রদায়ের দেব-দেবীর বিলুপ্তি ঘটাইয়া কেবল কুরায়শগণের গোত্রীয় দেবতাকে বহাল রাখেন (মাহোমেট, পৃ. ১৯)।

পাশ্চাত্যের ইসলাম-বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদগণের বুদ্ধির বহরের ইহা হইল একটি অত্যন্ত লজ্জাকর উদাহরণ। সর্বপ্রথম প্রশ্ন হইল, আরবী ভাষার মত একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ভাষায় মহান স্রষ্টাকে নির্দেশ করার জন্য কি কোন শব্দ বিদ্যমান ছিল না? তোমরা বলিয়া থাক, আরবদেশে মুহাম্মাদ (স)-এর পূর্বেও মুওয়াহ্হিদ (একক স্রষ্টায় বিশ্বাসী) লোক বিদ্যমান ছিল। তাহারা কি 'আল্লাহ' শব্দ ব্যতীত মহান স্রষ্টাকে বুঝাইবার জন্য অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করিত? বর্তমান আরব জাহানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খৃস্টান কবি-সাহিত্যিক আছেন। আপনারা কি তাহাদের মুখে 'আল্লাহ' ব্যতীত অন্য কোন শব্দ শুনিয়াছেন? স্বয়ং প্রাচ্যবিদগণের স্বীকারোক্তি মুতাবিক কু'রআন মজীদ আল্লাহ তা'আলার যেসব গুণাবলী বর্ণনা করিয়াছে তাহা কি কোন দেবতার বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রযোজ্য হয়? সর্বশেষ কথা হইল, اَللّٰهُ শব্দের মূল হইল اَلْاِلٰهُ এবং ইহা কেবল আরবী ভাষায়ই নয়, সমস্ত সিরীয় ভাষায় মহান স্রষ্টার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। অন্তত اَلُوْهٌ ও اَلُوْهِيْم শব্দদ্বয় সম্পর্কে অনবহিত থাকার কথা নয়। কুরায়শগণ তাহাদের দেবতাদের মূর্তি তৈরি করিয়া উহার পূজা করিত। তাহাদের সবচেয়ে বড় দেবতার কি কোন মূর্তি ছিল (আরদু'ল-কু'রআন, ২খ., পৃ. ২৩৩-৪, ১৩৪২ হি. সং)।

পাশ্চাত্যের খৃস্ট ধর্মাবলম্বী প্রাচ্যবিদগণ যেভাবে ইসলামের প্রতিটি বিষয়ের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দিতে কোশেশ করিয়াছে, তদ্রূপ মুসলমানদের আল্লাহ্কেও শাব্দিক ব্যাখ্যার অন্তরালে পৌত্তলিকতায় পর্যবসিত করিতে চাহিয়াছে। তাহারা ত্রিত্ববাদের পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হইয়া মুসলমানদেরকেও পৌত্তলিক বানাইবার অহেতুক চেষ্টা করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে]।

মুহাম্মদ মূসা

আল্লাহ্ই পালনকর্তা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই" (১ ঃ ১)।

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ.

"তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক" (৪৪ ঃ ৮)।

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا.

"তিনিই পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, অতএব তাঁহাকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়করূপে" (৭৩ ঃ ৯)।

আল্লাহ্র গুণাবলী (সিফাত)

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ.

"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁহাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত তাঁহারই। কে সে, যে তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে? তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে তাহা তিনি অবগত। যাহা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁহার জ্ঞানের কিছুই তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে না। তাঁহার কুরসী আকাশ ও পৃথিবীময়

পরিব্যাপ্ত; ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ" (২ ঃ ২৫৫)।

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ. ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ. لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.

"তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তাঁহার সন্তান হইবে কিরূপে? তাঁহার তো কোন ভার্যা নাই। তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত। তিনিই তো আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা, সুতরাং তোমরা তাঁহার ইবাদত কর; তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। দৃষ্টি তাঁহাকে অবধারণ করিতে পারে না কিন্তু তিনি অবধারণ করেন স্থূলদৃষ্টি এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত" (৬ ঃ ১০১-৩)।

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا.

"আল্লাহ্ই তোমাদের বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রিকে এবং আলোকোজ্জ্বল করিয়াছেন দিবসকে" (৪০ ঃ ৬০)।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ.

"বল, কে তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী হইতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কাহার কর্তৃত্বাধীন, জীবিতকে মৃত হইতে কে বাহির করে এবং মৃতকে জীবিত হইতে কে বাহির করে এবং সকল বিষয় কে নিয়ন্ত্রিত করে" (১০ ঃ ৩১)?

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ. هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ. هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"তিনি আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা ; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। উহারা যাহাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ্ তাহা হইতে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ্ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, তাঁহারই সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৫৯ ঃ ২২-৪)।

আল্লাহ্ তা'আলার আযমত (শ্রেষ্ঠত্ব)

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ.

"তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলী ভয় ও ভরসার সঞ্চার করান এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ভারী মেঘ; বজ্রধ্বনি তাঁহার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, ফেরেশ্তাগণও করে তাঁহার ভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত করেন। আর উহারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী" (১৩ ঃ ১২-৩)।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ.

"আল্লাহ্র প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাহাদের ছায়াগুলিও সকাল ও সন্ধ্যায়" (১৩ ঃ ১৫)।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا.

সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নাই যাহা তাহার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু উহাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করিতে পার না; নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ" (১৭ ঃ ৪৪)।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ.

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্কে সিজদা করে যাহা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে" (২২ ঃ ১৮)?

আল্লাহ্র কুদরত ও শক্তি

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

"বিদ্যুৎ চমক তাহাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কাড়িয়া নেয়। যখনই বিদ্যুতালোক তাহাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় তাহারা তখনই পথ চলিতে

থাকে এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তখন তাহারা থমকিয়া দাঁড়ায়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করিতেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান” (২ ঃ ২০)।

اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

“তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, ‘হও’ এবং উহা হইয়া যায়” (৩ ঃ ৪৭)।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ.

“তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদেরকে অপসারিত করিতে এবং তোমাদের পরে যাহাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন, যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন” (৬ ঃ ১৩৩)।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّنْ يَّشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ.

“তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, তৎপর তাহাদেরকে একত্র করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি দেখিতে পাও, উহার মধ্য হইতে নির্গত হয় বারিধারা, আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হইতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং ইহা দ্বারা তিনি যাহাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর হইতে ইহা অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কাড়িয়া লয়” (২৪ ঃ ৪৩)।

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

“তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমাদের সকলকে একত্র করিবেন। নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান” (২ ঃ ১৪৮)।

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

“আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহ্‌রই। তোমাদের মনে যাহা আছে তাহা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ উহার হিসাব তোমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবেন। অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান” (২ ঃ ২৮৪)।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

“বল, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! তুমি যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ক্ষমতা কাড়িয়া লও; যাহাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাহাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর; তুমিই মৃত হইতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত হইতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর” (৩ ঃ ২৬-৭)।

قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ. قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ.

“বল, কে তোমাদেরকে ত্রাণ করে স্থলভাগের ও সমুদ্রের অন্ধকার হইতে যখন তোমরা কাতরভাবে এবং গোপনে তাঁহার নিকট অনুনয় কর? আমাদেরকে ইহা হইতে ত্রাণ করিলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব। বল, আল্লাহ্ই তোমাদেরকে উহা হইতে এবং সমস্ত দুঃখ কষ্ট হইতে ত্রাণ করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা তাঁহার শরীক কর। বল, তোমাদের উর্ধ্বদেশ অথবা পাদদেশ হইতে শাস্তি প্রেরণ করিতে অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিতে অথবা এক দলকে অপর দলের সংঘর্ষের আস্বাদ গ্রহণ করাইতে তিনিই সক্ষম। দেখ, আমি কিরূপে বিভিন্ন প্রকারে আয়াতসমূহ বিবৃত করি যাহাতে তাহারা অনুধাবন করে” (৬ ঃ ৬৩-৫)।

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ.

“মানুষের জন্য তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে; উহারা আল্লাহ্‌র আদেশে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে। এবং আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না উহারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তাহা রদ হইবার নহে এবং তিনি ব্যতীত উহাদের কোন অভিভাবক নাই” (১৩ ঃ ১১)।

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

আল্লাহ্ই তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও উপনীত করা হইবে

নিকৃষ্টতম বয়সে; ফলে উহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহারা সজ্ঞান থাকিবে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান" (১৬ ঃ ৭০)।

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্রই এবং কিয়ামতের ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায়, বরং উহা অপেক্ষাও সত্বর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান" (১৬ ঃ ৭৭)।

فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ. عَلٰى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ.

"আমি শপথ করিতেছি উদয়াচলসমূহ এবং অস্তাচলসমূহের অধিপতির। নিশ্চয় আমি সক্ষম উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মানবগোষ্ঠীকে স্থলবর্তী করিতে এবং ইহাতে আমি অক্ষম নহি" (৭০ ঃ ৪১-২)।

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ. بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ.

"মানুষ কি মনে করে যে, আমি তাহার অস্থিসমূহ একত্র করিতে পারিব না? বস্তুত আমি উহার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করিতে সক্ষম" (৭৫ ঃ ৩-৪)।

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"মহামহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাহার করায়ত্ত; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান" (৬৭ ঃ ১)।

يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ.

"হে বৎস! ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং উহা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ্ তাহাও উপস্থিত করিবেন। আল্লাহ্ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত" (৩১ ঃ ১৬)।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ.

"তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা" (৩১ ঃ ২৮)।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

"আল্লাহ্ই সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্ত আকাশ এবং উহাদের অনুরূপ পৃথিবীও, উহাদের মধ্যে নামিয়া আসে তাঁহার নির্দেশ; যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন" (৬৫ ঃ ১২)।

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى. اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى. اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى.

"মানুষ কি মনে করে যে, তাহাকে নিরর্থক ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে 'আলাক'ায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাহাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তাহা হইতে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে সক্ষম নহেন" (৭৫ ঃ ৩৬-৪০)?

اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ. فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

"তাঁহার ব্যাপার শুধু এই, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তিনি উহাকে বলেন, 'হও', ফলে উহা হইয়া যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যাঁহার হস্তে প্রত্যেক বিষয়ের সর্বময় কর্তৃত্ব আর তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে" (৩৬ ঃ ৮২-৩)।

আল্লাহ্র ইচ্ছা

هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৩ ঃ ৬)।

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

"আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তোমাদের নিকট বিশদভাবে বিবৃত করিতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদেরকে অবহিত করিতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করিতে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" (৪ ঃ ২৬)।

قُلْ لَّا اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ.

"বল, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত আমার নিজের ভালমন্দের উপর আমার কোন অধিকার নাই" (১০ ঃ ৪৯)।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗ اُمُّ الْكِتٰبِ.

"আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহা নিশ্চিহ্ন করেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহা প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তাঁহারই নিকট আছে উম্মু'ল-কিতাব" (১৩ ঃ ৩৯)।

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا.

"তুমি কি তোমার প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য কর না কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছা করিলে ইহাকে তো স্থির রাখিতে পারিতেন; অনন্তর আমি সূর্যকে করিয়াছি ইহার নির্দেশক" (২৫ ঃ ৪৫)।

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا.

"আমি ইচ্ছা করিলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করিতে পারিতাম" (২৫ ঃ ৫১)।

اِنْ نَشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ.

"আমি ইচ্ছা করিলে আকাশ হইতে উহাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করিতাম, ফলে উহাদের গ্রীবা বিনত হইয়া পড়িত উহার প্রতি" (২৬ ঃ ৪)।

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ.

"তোমার প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, ইহাতে উহাদের কোন হাত নাই" (২৮ ঃ ৬৮)।

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ.

"উহারা কি উহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আসমান ও যমীনে যাহা আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করিলে উহাদেরকেসহ ভূমি ধসাইয়া দিব অথবা উহাদের উপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটাইব; আল্লাহ্র অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে" (৩৪ ঃ ৯)।

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلٰى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ.

"আমি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই ইহাদের চক্ষুগুলিকে লোপ করিয়া দিতাম, তখন ইহারা পথ চলিতে চাহিলে কি করিয়া দেখিতে পাইত! এবং আমি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই স্ব স্ব স্থানে ইহাদের আকৃতি পরিবর্তন করিয়া দিতাম, ফলে ইহারা চলিতে পারিত না এবং ফিরিয়াও আসিতে পারিত না" (৩৬ ঃ ৬৬-৭)।

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ.

"আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁহার অভিমুখী, তাহাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন" (৪২ ঃ ১৩)।

فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ.

"যেই আকৃতিতে চাহিয়াছেন, তিনি তোমাকে গঠন করিয়াছেন" (৮২ ঃ ৮)।

আল্লাহর সৃষ্টিরহস্য

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰىٓ اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ.

"তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর তিনি আরশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং উহাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত" (২ ঃ ২৯)।

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنٰهَا. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا. وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا. وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا. اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا. مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ.

"তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন; তিনি ইহার ছাদকে সুউচ্চ করিয়াছেন ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। আর তিনি ইহার রাত্রিকে করিয়াছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করিয়াছেন ইহার সূর্যালোক এবং পৃথিবীকে ইহার পর বিস্তৃত করিয়াছেন; তিনি উহা হইতে বহির্গত করিয়াছেন উহার পানি ও তৃণ এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করিয়াছেন; আর সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুসমূহের ভোগের জন্য" (৭৯ ঃ ২৭-৩৩)।

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ. وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ. ثُمَّ اسْتَوٰىٓ اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَآ اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ. فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ.

"বল, তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা কি তাহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতেছ? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক! তিনি স্থাপন করিয়াছেন অটল পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠে এবং উহাতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চারি দিনের মধ্যে ইহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের যাচনাকারীদের জন্য সমভাবে। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে আস, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। উহারা বলিল, আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন, এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলাম সুরক্ষিত। ইহা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা" (৪১ ঃ ৯-১২; এই সম্পর্কে আরও দ্র. ৩২ঃ ৪-৫, ৩১ঃ ১০-১১, ৩৫ঃ ৪১, ৬৫ঃ১২)।

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ.

"আল্লাহ্ই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা ইহা দেখিতেছ। অতঃপর তিনি 'আরশে সমাসীন হইলেন এবং সূর্য

ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করিলেন, প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন, যাহাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করিতে পার" (১৩ঃ২)।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ.

"আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করিয়াছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে" (২১ঃ৩৩)।

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করাইও না" (২ঃ২২)।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيٰنِ. فَبِاَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. فَبِاَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلاَمِ. فَبِاَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ.

"তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যাহারা পরস্পর মিলিত হয়, কিন্তু উহাদের মধ্যে রহিয়াছে এক অন্তরাল যাহা উহারা অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং তোমরা উভয়ে (জীন ও ইনসান) তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? উভয় দরিয়া হইতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল। সুতরাং (হে জিন ও ইনসান) তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে? সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ নৌযানসমূহ তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন; সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে" (৫৫ঃ১৯-২৫)?

মানুষ সৃষ্টি

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ. ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ.

"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকার উপাদান হইতে, অতঃপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে; পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাক-এ, অতঃপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে; অতঃপর অস্থিপঞ্জরকে আবৃত করি গোশ্‌ত দ্বারা, অবশেষে উহাকে গড়িয়া তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্‌ কত মহান" (২৩ঃ১২-১৪)।

اَلَّذِىْ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ. ثُمَّ سَوّٰهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ.

"তিনি তাঁহার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করিয়াছেন উত্তমরূপে এবং কর্দম হইতে মানব সৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাহার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হইতে। পরে তিনি উহাকে করিয়াছেন সুঠাম এবং উহাতে ফুঁকিয়া দিয়াছেন তাঁহার রূহ হইতে এবং তোমাদেরকে দিয়াছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ; তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর" (৩২ঃ৮-৯)।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْا اَجَلاً مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

"তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে, পরে শুক্রবিন্দু হইতে, তারপর 'আলাক' হইতে, তারপর তোমাদেরকে বাহির করেন শিশুরূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও তোমাদের যৌবনে, তারপর হইয়া যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু ঘটে ইহার পূর্বেই, যাহাতে তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যেন তোমরা অনুধাবন করিতে পার" (৪০ঃ৬৭)।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ. وَالْجَانَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ.

"আমি তো মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি গন্ধযুক্ত কর্দমের শুষ্ক ঠন্‌ঠনা মৃত্তিকা হইতে এবং ইহার পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি জিন্ন অত্যুষ্ণ অগ্নি হইতে" (১৫ঃ২৬-৭; আরও দ্র. ৫৫ঃ১৪-১৫, ৪ঃ১, ৩৯ঃ৬, ৮২ঃ৬-৮, ১৬ঃ৭৮, ১৬ঃ৭০, ১ঃ১০-১১)।

প্রাণীজগত সৃষ্টি

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى اَرْبَعٍ يَّخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

"আল্লাহ্‌ সমস্ত জীব সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে, উহাদের কতক পেটে ভর দিয়া চলে, কতক দুই পায়ে চলে এবং কতক চলে চারি পায়ে, আল্লাহ্‌ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন; নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান" (২৪ঃ৪৫)।

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ.

"তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যাহা তোমরা অবগত নও" (১৬ ঃ ৮)।

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا.

"তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করিয়াছেন যথাযথ অনুপাতে" (২৫ ঃ ২)।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيْمُ.

"নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী" (১৫ ঃ ৮৬)।

আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ.

"আল্লাহ্, নিশ্চয় আসমান ও যমীনে কিছুই তাঁহার নিকট গোপন থাকে না "(৩ ঃ ৫)।

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"বল, তোমাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা যদি তোমরা গোপন অথবা ব্যক্ত কর আল্লাহ্ উহা অবগত আছেন এবং আসমান ও যমীনে যাহা কিছু আছে তাহাও অবগত আছেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান" (৩ ঃ ২৯; আরও দেখুন ১৩ ঃ ৮-১০, ৩৫ ঃ ১১, ৪০ ঃ ১৯, ৪১ ঃ ৪৭, ৫০ ঃ ১৬, ৫০ ঃ ৩২, ৫৮ ঃ ৭)।

وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ.

"আসমান ও যমীনে তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যাহা অর্জন কর তাহাও তিনি অবগত" (৬ ঃ ৩)।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ.

"অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁহারই নিকট রহিয়াছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তাহা জানে না। জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে তাহা তিনিই অবগত, তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই" (৬ ঃ ৫৯)।

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَّمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

"কিয়ামতের জ্ঞান আল্লাহ্র নিকট রহিয়াছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যাহা জরায়ুতে আছে। কেহ জানে না আগামী কল্য সে কি অর্জন করিবে এবং কেহ জানে না কোন স্থানে তাহার মৃত্যু ঘটিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত" (৩১ ঃ ৩৪)।

আল্লাহ্ রিযিকদাতা

وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"আল্লাহ্, যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিয্ক দান করেন" (২ ঃ ২১২)।

وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ.

"দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করিবে না; আমিই তোমাদেরকে ও তাহাদেরকে রিয্ক দিয়া থাকি" (৬ ঃ ১৫১)।

وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

"এবং তিনি তোমাদেরকে উত্তম বস্তুসমূহ জীবিকারূপে দান করেন যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও" (৮ ঃ ২৬)।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্রই। তিনি উহাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে" (১১ ঃ ৬)।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرٰزِقِيْنَ. وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ.

"এবং উহাতে (পৃথিবীতে) জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছি তোমাদের জন্য, আর তোমরা যাহাদের জীবিকাদাতা নহ তাহাদের জন্যও। আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি উহা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করিয়া থাকি" (১৫ ঃ ২০-২১)।

مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنَ. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ.

"আমি উহাদের নিকট হইতে জীবিকা চাহি না এবং ইহাও চাহি না যে, উহারা আমার আহার্য যোগাইবে। আল্লাহ্ই তো রিযক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত" (৫১ ঃ ৫৭-৮)।

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ. وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ. وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ. ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

"অবশ্যই গবাদি পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রহিয়াছে। উহাদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হইতে তোমাদেরকে পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যাহা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। এবং খেজুর বৃক্ষের ফল ও আঙ্গুর হইতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাক; ইহাতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে নিদর্শন। তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়াছেন, গৃহ নির্মাণ কর, পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাহাতে; ইহার পর প্রত্যেক ফল হইতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর। উহার উদর হইতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাহাতে মানুষের জন্য রহিয়াছে আরোগ্য। অবশ্যই ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য" (১৬ ঃ ৬৬-১৯)।

জীবন-মরণ আল্লাহ্‌রই হাতে

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

"তোমরা কিরূপে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর, অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন? তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করিয়াছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পুনরায় জীবন্ত করিবেন, পরিণামে তাঁহার দিকেই তোমাদেরকে ফিরাইয়া আনা হইবে" (২ ঃ ২৮)।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِيْ رَبِّهٖ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ قَالَ اَنَا اُحْيِيْ وَاُمِيْتُ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ. اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا قَالَ اَنّٰى يُحْيِيْ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখ নাই, যে ইব্‌রাহীমের সহিত তাহার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাহাকে কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন। যখন ইব্‌রাহীম বলিল, তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সে বলিল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইব্‌রাহীম বলিল, আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক হইতে উদয় করান, তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদয় করাও তো। অতঃপর যে কুফরী করিয়াছিল সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। আল্লাহ্ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। অথবা তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখ নাই, যে এমন এক নগরে উপনীত হইয়াছিল যাহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সে বলিল, মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ্ ইহাকে জীবিত করিবেন? তৎপর আল্লাহ্ তাহাকে এক শত বৎসর মৃত রাখিলেন, পরে তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন। আল্লাহ্ বলিলেন, তুমি কত কাল অবস্থান করিলে? সে বলিল, এক দিন অথবা এক দিনেরও কিছু কম সময় অবস্থান করিয়াছি। তিনি বলিলেন, না, বরং তুমি এক শত বৎসর অবস্থান করিয়াছ। তোমার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, উহা অবিকৃত রহিয়াছে এবং তোমার গর্দভটির প্রতি লক্ষ্য কর, কারণ তোমাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করিব। আর অস্থিগুলির প্রতি লক্ষ্য কর; কিভাবে সেইগুলিকে সংযোজিত করি এবং গোশ্‌ত দ্বারা ঢাকিয়া দেই। যখন ইহা তাহার নিকট স্পষ্ট হইল তখন সে বলিয়া উঠিল, আমি জানি যে, আল্লাহ্ নিশ্চয় সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যখন ইব্‌রাহীম বলিল, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও। তিনি বলিলেন, তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? সে বলিল, কেন করিব না, তবে ইহা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য। তিনি বলিলেন, তবে চারিটি পাখি লও এবং উহাদেরকে তোমার বশীভূত করিয়া লও। তৎপর তাহাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন কর। অতঃপর উহাদেরকে ডাক দাও, উহারা দ্রুতগতিতে তোমার নিকট আসিবে। জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (২ ঃ ২৫৮-৬০)।

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ.

"আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী" (১৫ ঃ ২৩)।

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ. قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ.

"এবং সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়। সে বলে, কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে যখন উহা পচিয়া গলিয়া যাইবে? বল, উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই যিনি ইহাকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত" (৩৬ ঃ ৭৮-৯)।

وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا.

"আর এই যে, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান" (৫৩ ঃ ৪৪)।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا.

"আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কাহারও মৃত্যু হইতে পারে না, যেহেতু উহার মেয়াদ অবধারিত" (৩ ঃ ১৪৫; আরও দেখুন; ১৬ ঃ ৬৫, ৩৯ ঃ ৪২, ৬৭ ঃ ২)।

আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব

اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ.

"তুমি কি জান না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌রই? এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবকও নাই, সাহায্যকারীও নাই" (২ ঃ ১০৭)।

اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْاَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ.

"নিশ্চয় পৃথিবীর ও উহার উপর যাহারা আছে তাহাদের চূড়ান্ত মালিকানা আমারই রহিবে এবং উহারা আমারই নিকট প্রত্যানীত হইবে" (১৯ ঃ ৪০)।

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ.

"জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁহারই" (৭ ঃ ৫৪)।

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

"পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই এবং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ" (২ ঃ ১১৫)।

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ.

"আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে ঈমান আনুক যাহাতে তাহারা সঠিক পথে চলিতে পারে" (২ ঃ ১৮৬)।

وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ.

"স্মরণ কর, আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন" (১৭ ঃ ৬০)।

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যাহাকিছু কর আল্লাহ তাহা দেখেন" (৫৭ ঃ ৪)।

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا.

"তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাহাতে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। উহারা এতদপেক্ষা কম হউক বা বেশী তিনি তো তাহাদের সঙ্গেই আছেন উহারা যেখানেই থাকুক না কেন" (৫৮ ঃ ৭)।

আল্লাহ্ই হিদায়াতদাতা

وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন" (২ ঃ ২১৩)।

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ.

"তাহাদের সৎপথ গ্রহণের দায়িত্ব তোমার নহে; বরং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন" (২ ঃ ২৭২)।

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَاءِ.

"আল্লাহ্ কাহাকেও সৎপথে পরিচালিত করিতে চাহিলে তিনি তাহার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করিয়া দেন এবং কাহাকেও বিপথগামী করিতে চাহিলে তিনি তাহার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করিয়া দেন; তাহার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে" (৬ ঃ ১২৫)।

اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ.

"তুমি যাহাকে ভালবাস, ইচ্ছা করিলেই তাহাকে সৎপথে আনিতে পারিবে না। তবে আল্লাহ্ই যাহাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীদেরকে" (২৮ ঃ ৫৬)।

আল্লাহ্‌রই হাতে কল্যাণ ও অকল্যাণ

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهٖ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"এবং আল্লাহ্ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত ইহা মোচনকারী আর কেহ নাই এবং আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চাহেন তবে তাঁহার অনুগ্রহ রদ করিবার কেহ নাই। তাঁহার বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (১০ ঃ ১০৭)।

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"আল্লাহ্ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবধারিত করিলে কেহ উহা নিবারণকারী নাই এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করিতে চাহিলে তৎপর কেহ উহার উন্মুক্তকারী নাই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৩৫ ঃ ২)।

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ.

"আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না" (৬৪ ঃ ১১)।

আল্লাহ্‌রই হাতে জয়-পরাজয়

وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ...

"আল্লাহ্‌ যাহাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন" (৩ ঃ ১৩)।

وَمَا النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَائِبِيْنَ.

"এবং সাহায্য তো শুধু পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট হইতেই হয় কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। ফলে তাহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়" (৩ ঃ ১২৬-৭)।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ.

"আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সাহায্য করিলে তোমাদের উপর জয়ী হইবার কেহই থাকিবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করিলে তিনি ছাড়া কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করিবে" (৩ ঃ ১৬০)?

وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِىٌّ عَزِيْزٌ.

"আল্লাহ্‌ নিশ্চয় তাহাকে সাহায্য করেন যে তাঁহাকে সাহায্য করে। আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই শক্তিমান, পরাক্রমশালী" (২২ ঃ ৪০)।

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا.

"নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়" (৪৮ঃ ১)।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টিবৈচিত্র্য

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَىِّ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ. فَالِقُ الْاِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ. وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ. وَهُوَ الَّذِىْ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ.

"আল্লাহ্‌ই শস্য-বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন, তিনিই প্রাণহীন হইতে জীবন্তকে বাহির করেন এবং জীবন্ত হইতে প্রাণহীনকে বাহির করেন। তিনিই তো আল্লাহ্‌, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরিয়া যাইবে? তিনিই উষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন; এই সবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ। তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তদ্দ্বারা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি। তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান রহিয়াছে। অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আমি তো নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি" (৬ ঃ ৯৫-৮)।

وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

"তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্‌গম করি; অনন্তর উহা হইতে সবুজ পাতা উদ্‌গত করি, পরে উহা হইতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি, এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি হইতে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি, আর আঙ্গুরের উদ্যান সৃষ্টি করি এবং যায়তূন ও দাড়িম্বও। ইহারা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। লক্ষ্য কর, উহার ফলের প্রতি যখন উহা ফলবান হয় এবং উহার পরিপক্কতা প্রাপ্তির প্রতি। মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য উহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে" (৬ ঃ ৯৯)।

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ.

"আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং উহাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থাও করিয়াছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর" (৭ ঃ ১০)।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ.

"তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করিয়াছেন যাহাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সময়ের হিসাব জানিতে পার। আল্লাহ্‌ ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন" (১০ ঃ ৫)।

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا.

"তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের জন্য রাত্রি, যেন উহাতে তোমরা বিশ্রাম করিতে পার এবং দিবস দেখিবার জন্য" (১০ ঃ ৬৭)।

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ. وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ. اِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ. وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْزُوْنٍ. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ. وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلاَّ عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ. وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ وَمَا اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ.

"আমি আকাশে গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে সুশোভিত করিয়াছি দর্শকদের জন্য এবং প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হইতে আমি উহাকে রক্ষা করিয়া থাকি। কিন্তু কেহ চুরি করিয়া সংবাদ শুনিতে চাহিলে পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা। আর পৃথিবী উহাকে আমি বিস্তৃত করিয়াছি, উহাতে পর্বতমালা স্থাপন করিয়াছি; এবং আমি উহাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্গত করিয়াছি সুপরিমিতভাবে এবং উহাতে জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছি তোমাদের জন্য, আর তোমরা যাহাদের জীবিকাদাতা নহ তাহাদের জন্যও। আমারই নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমি উহা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করিয়া থাকি। আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি এবং উহা তোমাদেরকে পান করিতে দেই; আর তোমরা উহার ভাণ্ডার রক্ষক নহ" (১৫ ঃ ১৬-২২)।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ.

"এবং আল্লাহ তোমাদিগ হইতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের যুগল হইতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করিয়াছেন। তবুও কি উহারা মিথ্যাতে বিশ্বাস করিবে এবং উহারা কি আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করিবে" (১৬ ঃ ৭২)?

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ.

"এবং আল্লাহ্ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন, তোমরা উহাকে সহজ মনে কর ভ্রমণকালে এবং অবস্থানকালে। এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন উহাদের পশম, লোম ও কেশ হইতে কিছু কালের গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ। এবং যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা হইতে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের, উহা তোমাদেরকে তাপ হইতে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের, উহা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এইভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাহাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর" (১৬ ঃ ৮০-১)।

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا.

"পৃথিবীর উপর যাহা কিছু আছে আমি সেইগুলিকে উহার শোভা করিয়াছি, মানুষকে এই পরীক্ষা করিবার জন্য যে, উহাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ" (১৮ ঃ ৭)।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا.

"যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় অবশ্যই তাহাদের জন্য সৃষ্টি করিবেন ভালবাসা" (১৯ ঃ ৯৬)।

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ. فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ بِهٖ جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ لَكُمْ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْاٰكِلِيْنَ. وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ.

"এবং আমি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে; অতঃপর আমি উহা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি; আমি উহাকে অপসারিত করিতেও সক্ষম। অতঃপর আমি উহা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি, ইহাতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল; আর উহা হইতে তোমরা আহার করিয়া থাক; এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যাহা জন্মায় সিনাই পর্বতে, ইহাতে উৎপন্ন হয় তৈল এবং আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন। এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে আন'আম-এ, তোমাদেরকে আমি পান করাই উহাদের উদরে যাহা আছে তাহা হইতে এবং উহাতে তোমাদের জন্য রহিয়াছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং তোমরা উহাতে ও নৌযানে আরোহণও করিয়া থাক"(২৩ ঃ ১৮)।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوْرًا. وَهُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا. لِنُحْيِىَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا.

"এবং তিনিই তোমাদের জন্য রাত্রিকে করিয়াছেন আবরণস্বরূপ; বিশ্রামের জন্য তোমাদের দিয়াছেন নিদ্রা এবং সমুত্থানের জন্য দিয়াছেন দিবস। তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হইতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি যদ্দারা আমি মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে বহু জীবজন্তু ও মানুষকে উহা পান করাই" (২৫ ঃ ৪৭-৯)।

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا. وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا.

"তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করিয়াছেন, একটি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর; উভয়ের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন এক

অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে; অতঃপর তিনি তাহার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান" (২৫ ঃ ৫৩-৪)।

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ. وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ.

"আল্লাহ্, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, ফলে ইহা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে; অতঃপর তিনি ইহাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়াইয়া দেন; পরে ইহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন এবং তুমি দেখিতে পাও উহা হইতে নির্গত হয় বারিধারা; অতঃপর যখন তিনি তাহার বান্দাদের মধ্যে যাহাদের নিকট ইচ্ছা ইহা পৌঁছাইয়া দেন, তখন উহারা হয় হর্ষোৎফুল্ল, যদিও ইতোপূর্বে উহাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের আগে উহারা নিরাশ ছিল" (৩০ ঃ ৪৮-৯)।

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَاۤ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ.

"তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হইতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা উহা হইতে প্রজ্বলিত কর" (৩৬ ঃ ৮০)।

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

"তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আন'আমের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন উহাদের জোড়া। এইভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাহার সদৃশ নহে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" (৪২ ঃ ১১)।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖۤ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰۤى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন দীন যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহকে, আর যাহা আমি ওহী করিয়াছি তোমাকে এবং যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এই বলিয়া যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না" (৪২ ঃ ১৩)।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্রই। তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে করিয়া দেন বন্ধ্যা; তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান" (৪২ ঃ ৪৯-৫০)।

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ. وَالَّذِىْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ.

"যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করিয়াছেন শয্যা এবং উহাতে করিয়াছেন তোমাদের চলিবার পথ, যাহাতে তোমরা সঠিক পথ পাইতে পার; এবং যিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে। অতঃপর আমি তদ্দারা সঞ্জীবিত করি নির্জীব জনপদকে। এইভাবেই তোমাদেরকে বাহির করা হইবে" (৪৩ ঃ ১০-১)।

وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى.... وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى.

"আর এই যে, তিনিই হাসান,... তিনিই কাঁদান, আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন" (৫৩ ঃ ৪৩, ৪৮)।

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ.

"আমি লৌহও দিয়াছি যাহাতে রহিয়াছে প্রচণ্ড শক্তি ও রহিয়াছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ" (৫৭ ঃ ২৫)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তাঁহার অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যাহার সাহায্যে তোমরা চলিবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করিবেন, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৫৭ ঃ ২৮)।

قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا.

"আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করিয়াছেন নির্দিষ্ট মাত্রা" (৬৫ ঃ ৩)।

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّاۤ اٰتٰىهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَاۤ اٰتٰىهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا.

"বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করিবে এবং যাহার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ্ যাহাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তাঁহার উপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি" (৬৫ ঃ ৭)।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا. اَحْيَاءً وَّاَمْوَاتًا. وَجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِىَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّاءً فُرَاتًا.

"আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করি নাই ধারণকারীরূপে, জীবিত ও মৃতের জন্য? আমি উহাতে স্থাপন করিয়াছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদেরকে দিয়াছি সুপেয় পানি" (৭৭ ঃ ২৫-৭)।

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى. وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى. وَالَّذِيْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى. فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوٰى.

"তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথনির্দেশ করেন, যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন, পরে উহাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন" (৮৭ ঃ ১-৫)।

আল্লাহ্‌র সহিষ্ণুতা

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ.

"আল্লাহ্ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতেন, যেভাবে তাহারা তাহাদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করিতে চাহে, তবে অবশ্যই তাহাদের মৃত্যু ঘটিত। সুতরাং যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাহাদেরকে আমি তাহাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেই" (১০ ঃ ১১)।

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ.

"মঙ্গলের পূর্বে উহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে, যদিও উহাদের পূর্বে ইহার বহু দৃষ্টান্ত গত হইয়াছে। মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও তোমার প্রতিপালক তো মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে তো কঠোর" (১৩ ঃ ৬)।

وَرَبُّكَ الْغَفُوْرُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَّجِدُوْا مِنْ دُوْنِهِ مَوْئِلًا.

"এবং তোমার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, দয়াবান; উহাদের কৃতকর্মের জন্য যদি তিনি উহাদেরকে পাকড়াও করিতে চাহিতেন, তবে তিনি অবশ্যই উহাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করিতেন; কিন্তু উহাদের জন্য রহিয়াছে এক প্রতিশ্রুত মুহূর্ত, যাহা হইতে উহারা কখন কোন আশ্রয়স্থল পাইবে না" (১৮ ঃ ৫৮)।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيْرًا.

"আল্লাহ্ মানুষকে তাহাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীবজন্তুকেই রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদেরকে অবকাশ দিয়া থাকেন। অতঃপর তাহাদের নির্দিষ্ট কাল আসিয়া গেলে আল্লাহ তো আছেন তাঁহার বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা" (৩৫ ঃ ৪৫)।

আল্লাহ্‌র কঠোরতা

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا.

"সুতরাং তুমি আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর; তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হইবে এবং মু'মিনগণকে উদ্বুদ্ধ কর। হয়ত আল্লাহ্ কাফিরদের শক্তি সংযত করিবেন। আল্লাহ্ শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তিদানে কঠোরতর" (৪ ঃ ৮৪)।

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى.

"তোমাদেরকে যাহা দান করিয়াছি তাহা হইতে ভাল ভাল বস্তু আহার কর এবং এই বিষয়ে সীমালংঘন করিও না, করিলে তেমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যাহার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হইয়া যায়" (২০ ঃ ৮১)।

اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ.

"তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন" (৮৫ ঃ ১২)।

আল্লাহ্‌র ন্যায়পরায়ণতা

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا.

"আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। আর কোন পুণ্য কার্য হইলে আল্লাহ্ উহাকে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ্ তাঁহার নিকট হইতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন" (৪ ঃ ৪০)।

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا.

"তোমরা সৎকর্ম করিলে সৎকর্ম নিজেদের জন্য করিবে এবং মন্দকর্ম করিলে তাহাও করিবে নিজেদের জন্য" (১৭ ঃ ৭)।

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا.

"যাহারা সৎপথ অবলম্বন করিবে তাহারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করিবে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইবে তাহারা তো পথভ্রষ্ট হইবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেহ অন্য কাহারও ভার বহন করিবে না। আমি রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাহাকেও শাস্তি দেই না" (১৭ ঃ ১৫)।

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰى اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ.

"এবং আমি জনপদসমূহ তখনই ধ্বংস করি যখন ইহার বাসিন্দারা যুলুম করে" (২৮ ঃ ৫৯)।

وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ. فَكُلًّا

Contents

اَخَذْنَا بِذَنْبِهٖ فَمِنْهُمْ مَّنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ اَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ.

"এবং আমি সংহার করিয়াছিলাম কারূন, ফির'আওন ও হামানকে। মূসা উহাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিল; তখন তাহারা দেশে দম্ভ করিত; কিন্তু উহারা আমার শাস্তি এড়াইতে পারে নাই। উহাদের প্রত্যেককেই আমি তাহার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়াছিলাম ঃ উহাদের কাহারও প্রতি প্রেরণ করিয়াছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, উহাদের কাহাকেও আঘাত করিয়াছিল মহানাদ, কাহাকেও আমি প্রোথিত করিয়াছিলাম ভূগর্ভে এবং কাহাকেও করিয়াছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি কোন যুলুম করেন নাই; তাহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছিল" (২৯ ঃ ৩৯-৪০)।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.

"কেহ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করিলে সে তাহা দেখিবে এবং কেহ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করিলে সে তাহাও দেখিবে" (৯৯ ঃ ৭-৮)।

আল্লাহ্‌র অনুকম্পা

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ.

"আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে ঈমান আনুক যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারে" (২ ঃ ১৮৬)।

لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا.

"আল্লাহ্ কাহারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যাহা তাহার সাধ্যাতীত" (২ ঃ ২৮৬)।

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

"আল্লাহ্ অবশ্যই সেইসব লোকের তওবা কবুল করিবেন যাহারা ভুলবশত মন্দ কার্য করে এবং সত্বর তওবা করে; ইহারাই তাহারা, যাহাদের তওবা আল্লাহ্ কবুল করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" (৪ ঃ ১৭)।

وَاِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"যাহারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে তাহারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাহাদেরকে তুমি বলিও ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক! তোমাদের প্রতিপালক দয়া করা তাঁহার কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে কেহ অজ্ঞতাবশত যদি মন্দ কার্য করে, অতঃপর তওবা করে এবং সংশোধন করে তবে তো আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৫ ঃ ৫৪)।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزٰى اِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ.

"কেহ কোন সৎকার্য করিলে সে তাহার দশ গুণ পাইবে এবং কেহ কোন অসৎ কার্য করিলে তাহাকে শুধু উহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে, আর তাহাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না" (৬ ঃ ১৬০)।

اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

"উহারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তো তাঁহার বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং সদাকা গ্রহণ করেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৯ ঃ ১০৪)।

هُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

"তিনিই তাঁহার বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হইতে আলোতে আনিবার জন্য। আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু" (৫৭ ঃ ৯)।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لاَ تُحْصُوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ.

"তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্দারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন যাহাতে তাঁহার বিধানে উহা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন নদীসমূহকে। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যাহারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রাত্রি ও দিবসকে এবং যিনি তোমাদেরকে দিয়াছেন তোমরা তাহার নিকট যাহা কিছু চাহিয়াছ তাহা হইতে। তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ" (১৪ ঃ ৩২-৪)।

আল্লাহ্‌র পছন্দ-অপছন্দ

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

"যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহ্র পথে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালংঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘন-কারদেরকে ভালবাসেন না" (২ ঃ ১৯০)।

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

"তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না। তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণ লোকদেরকে ভালবাসেন" (২ ঃ ১৯৫)।

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ.

"যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত ও জীবজন্তু নিপাতের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না" (২ ঃ ২০৫)।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবাকারীকে ভালবাসেন এবং যাহারা পবিত্র থাকে তাহাদেরকেও ভালবাসেন" (২ ঃ ২২২)।

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ.

"আল্লাহ্ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না" (২ ঃ ২৭৬)।

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ.

"বল, আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হও। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ তো কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না" (৩ ঃ ৩২)।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ.

"আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকার্য করিয়াছে তিনি তাহাদের প্রতিফল পুরাপুরিভাবে প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ যালিমদেরকে পসন্দ করেন না" (৩ ঃ ৫৭)।

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.

"হাঁ, কেহ তাহার অঙ্গীকার পূর্ণ করিলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করিয়া চলিলে আল্লাহ্ অবশ্যই মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন" (৩ ঃ ৭৬)।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ.

"এবং কত নবী যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের সাথে বহু আল্লাহ্ওয়ালা ছিল। আল্লাহ্র পথে তাহাদের যে বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহাতে তাহারা হীনবল হয় নাই, দুর্বল হয় নাই এবং নত হয় নাই। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন" (৩ ঃ ১৪৬)।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

"আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাহাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হইয়াছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হইতে তবে তাহারা তোমার আশপাশ হইতে সরিয়া পড়িত। সুতরাং তুমি তাহাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজেকর্মে তাহাদের সহিত পরামর্শ কর, অতঃপর কোন সংকল্প করিলে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করিবে; যাহারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাহাদেরকে ভালবাসেন" (৩ ঃ ১৫৯)।

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَثِيْمًا.

"যাহারা নিজদিগকে প্রতারিত করে তুমি তাহাদের পক্ষে বাদ-বিসম্বাদ করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসভঙ্গকারী পাপীকে পছন্দ করেন না" (৪ ঃ ১০৭)।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ فَاِنْ جَاءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ.

"তাহারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত; তাহারা যদি তোমার নিকট আসে তবে তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও অথবা তাহাদেরকে উপেক্ষা করিও। তুমি যদি তাহাদেরকে উপেক্ষা কর তবে তাহারা তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আর যদি বিচার নিষ্পত্তি কর তবে তাহাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিও; নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন" (৫ ঃ ৪২)।

كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ.

"যখন উহা ফলবান হয় তখন উহার ফল আহার করিবে, আর ফসল তুলিবার দিনে উহার হক প্রদান করিবে এবং অপচয় করিবে না; নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না" (৬ ঃ ৪১)।

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ.

"যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের চুক্তি ভঙ্গের আশংকা কর তবে তোমার চুক্তিও তুমি যথাযথ বাতিল করিবে; নিশ্চয় আল্লাহ্ চুক্তি ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না" (৮ ঃ ৫৮)।

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهٗ قَوْمُهٗ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ.

"কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাহাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিল। আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যাহার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তাহার সম্প্রদায় তাহাকে বলিয়াছিল, দম্ভ করিও না, নিশ্চয় আল্লাহ্ দম্ভকারীদেরকে পছন্দ করেন না" (২৮ : ৭৬)।

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ.

"ইহা এইজন্য যে, তোমরা যাহা হারাইয়াছ তাহাতে যেন বিমর্ষ না হও, এবং যাহা তিনি তোমাদেরকে দিয়াছেন তাহার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ্ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে" (৫৭ : ২৩)।

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ.

"যাহারা আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত, আল্লাহ্ তাহাদেরকে ভালবাসেন" (৬১ : ৪)।

আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনাবলী

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

"নিশ্চয় আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, যাহা মানুষের হিত সাধন করে তাহাসহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তাহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে এবং তাহার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে" (২ : ১৬৪)।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ.

"হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকিবার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছদ দিয়াছি এবং তাকওয়ার পরিচ্ছদ, ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাহাতে তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে" (৭ : ২৬)।

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ. إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ.

"তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করিয়াছেন এবং উহার মনযিল নির্দিষ্ট করিয়াছেন যাহাতে তোমরা বৎসর গণনা ও সময়ের হিসাব জানিতে পার। আল্লাহ্ ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন। নিশ্চয় দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে নিদর্শন রহিয়াছে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য" (১০ : ৫-৬)।

وَكَأَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ.

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। তাহারা এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তাহারা এই সকলের প্রতি উদাসীন" (১২ : ১০৫)।

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ. وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهٰرًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ وَّنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

"আল্লাহ্ই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা ইহা দেখিতেছ। অতঃপর তিনি 'আরশে সমাসীন হইলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করিলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাহাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করিতে পারে। তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং উহাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায়, তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। পৃথিবীতে রহিয়াছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড, উহাতে আছে দ্রাক্ষা কানন, শস্যক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খেজুর বৃক্ষ সিঞ্চিত একই পানিতে, এবং ফল হিসাবে উহাদের কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে রহিয়াছে নিদর্শন" (১৩ : ২-৪; আরও দেখুন ১৫ : ৭৪-৭৭, ১৬ : ১০-১৩, ১৬ : ৬৬-৬৯, ১৬ : ৮০, ১৭ : ১২, ৩০ : ২০-৫, ৩৬ : ৩৩-৪)।

اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِىْ مَسٰكِنِهِمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ.

"ইহাও কি তাহাদেরকে পথ প্রদর্শন করিল না যে, আমি তো ইহাদের পূর্বে ধ্বংস করিয়াছি কত মানবগোষ্ঠী যাহাদের বাসভূমিতে ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে; তবুও কি ইহারা শুনিবে না" (৩২ ঃ ২৬)?

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ.

"উহারা কি উহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমানে ও যমীনে যাহা আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করিলে উহাদেরকেসহ ভূমি ধসাইয়া দিব অথবা উহাদের উপর আকাশখণ্ডের পতন ঘটাইব; আল্লাহ্র অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে" (৩৪ ঃ ৯)।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ. وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ.

"উহাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাহাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং উহা হইতে উৎপন্ন করি শস্য যাহা উহারা আহার করে। উহাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উহাতে উৎসারিত করি প্রস্রবণ" (৩৬ ঃ ৩৩-৪)।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ. وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُوْنَ.

"উহাদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি উহাদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করাইয়াছিলাম; এবং উহাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে উহারা আরোহণ করে। আমি ইচ্ছা করিলে উহাদেরকে নিমজ্জিত করিতে পারি; সে অবস্থায় উহাদের কোন সাহায্যকারী থাকিবে না এবং উহারা পরিত্রাণও পাইবে না" (৩৬ ঃ ৪১)।

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ. اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ. اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ.

"তাঁহার অন্যতম নিদর্শন পর্বতসদৃশ সমুদ্রে চলমান নৌযানসমূহ। তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হইয়া পড়িবে সমুদ্র পৃষ্ঠে। নিশ্চয় ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য। অথবা তিনি তাহাদের কৃতকর্মের জন্য সেইগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন" (৪২ ঃ ৩২-৪)।

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ حَتّٰى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ وَالَّذِىْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ.

"তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। যখন উহা ঘন মেঘ বহন করে তখন আমি উহা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, পরে উহা হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তৎপর উহার দ্বারা সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করি। এইভাবে আমি মৃতকে জীবিত করি যাহাতে তোমরা শিক্ষা লাভ কর। এবং উৎকৃষ্ট ভূমি—ইহার ফসল ইহার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যাহা নিকৃষ্ট তাহাতে কঠোর পরিশ্রম না করিলে কিছুই জন্মায় না। এইভাবে আমি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিভিন্নভাবে বিবৃত করি" (৭ ঃ ৫৭-৮)।

اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ. وَفِىْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ. وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

"নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রহিয়াছে মু'মিনদের জন্য। তোমাদের সৃজনে এবং জীব-জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রহিয়াছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য; নিদর্শন রহিয়াছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ্ আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাহাতে ও বায়ুর পরিবর্তনে" (৪৫ ঃ ৩-৫)।

আল্লাহ্র সৃষ্টিতে তাঁহার পরিচয় মিলিয়া থাকে

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ.

"বল, তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কাড়িয়া লন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর করিয়া দেন তবে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ আছে যে তোমাদেরকে এইগুলি ফিরাইয়া দিবে? দেখ, আমি কিরূপে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি; এতদসত্ত্বেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়" (৬ ঃ ৪৬)।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ. وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ.

"তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী যথাবিধি সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে পারেন এবং এক নূতন সৃষ্টি অস্তিত্বে আনিতে পারেন, আর ইহা আল্লাহ্‌র জন্য আদৌ কঠিন নহে" (১৪ ঃ ১৯-২০)।

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاۤءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ. وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ. وَجَعَلْنَا السَّمَاۤءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ.

"যাহারা কুফ্‌রী করে তাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশিয়া ছিল ওতপ্রোতভাবে, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম; এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে; তবুও কি উহারা ঈমান আনিবে না? এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছি সুদৃঢ় পর্বত, যাহাতে পৃথিবী উহাদেরকে লইয়া এদিক-ওদিক চলিয়া না যায় এবং আমি উহাতে করিয়া দিয়াছি প্রশস্ত পথ, যাহাতে উহারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারে। এবং আকাশকে করিয়াছি সুরক্ষিত ছাদ, কিন্তু উহারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়" (২১ ঃ ৩০-২)।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ. لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ وَيُمْسِكُ السَّمَاۤءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

"তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ বারি বর্ষণ করেন আকাশ হইতে যাহাতে সবুজ শ্যামল হইয়া উঠে পৃথিবী? নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্যক সূক্ষ্মদর্শী, পরিজ্ঞাত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই এবং আল্লাহ্, তিনিই তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ। তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়কে এবং তাঁহার নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে? আর তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাহাতে উহা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁহার অনুমতি ব্যতীত। আল্লাহ্ নিশ্চয় মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু" (২২ ঃ ৬৩-৫)।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰٓفّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهٗ وَتَسْبِيْحَهٗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ. وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزْجِىْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاۤءِ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّا يَّشَاۤءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ.

"তুমি কি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা এবং উড্ডীয়মান বিহংগকুল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তাহার ইবাদতের ও পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি এবং উহারা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্‌রই দিকে প্রত্যাবর্তন। তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, তৎপর উহাদেরকে একত্র করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি দেখিতে পার, উহার মধ্য হইতে নির্গত হয় বারিধারা; আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হইতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং ইহা দ্বারা তিনি যাহাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর হইতে ইহা অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন। মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কাড়িয়া লয়" (২৪ ঃ ৪১-৪৩)।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاۤءٍ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ. قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ. وَمِنْ رَّحْمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

"বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ্ যদি রাত্রিকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্ আছে, যে তোমাদেরকে আলোক আনিয়া দিতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করিবে না? বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ্ যদি দিবসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ্ আছে, যে তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাইবে যাহাতে তোমরা বিশ্রাম করিতে পার? তবুও কি তোমরা ভাবিয়া দেখিবে না? তিনিই তাঁহার দয়ায় তোমাদের জন্য করিয়াছেন রজনী ও দিবস, যেন উহাতে তোমরা বিশ্রাম করিতে পার এবং তাঁহার অনুগ্রহ সন্ধান করিতে পার এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর" (২৮ ঃ ৭১-২)।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ. .... اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ.

"তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন? তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করিয়াছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত; তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত।

তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে নৌযানগুলি সমুদ্রে বিচরণ করে, যদ্দ্বারা তিনি তোমাদেরকে তাঁহার নিদর্শনাবলীর কিছু প্রদর্শন করেন? ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য" (৩১ ঃ ২৯-৩১)।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ.

"তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত করেন; এবং আমি ইহা দ্বারা বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্গত করি। আর পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ-শুভ্র, লাল ও নিকষ কাল। এইভাবে রং-বেরং-এর মানুষ, জন্তু ও আন'আম (হালাল পশু) রহিয়াছে। আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানী তাহারাই তাঁহাকে ভয় করে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল" (৩৫ ঃ ২৭-৮)।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ.

"তুমি কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা ভূমিতে নির্ঝররূপে প্রবাহিত করেন এবং তদ্দ্বারা বিবিধ বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর ইহা শুকাইয়া যায়। ফলে তোমরা ইহা বিবর্ণ দেখিতে পাও, অবশেষে তিনি উহা খড়-কুটায় পরিণত করেন? ইহাতে অবশ্যই উপদেশ রহিয়াছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য" (৩৯ ঃ ২১)।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ.

"তুমি যদি ইহাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করিয়াছেন? উহারা অবশ্যই বলিবে, আল্লাহ্। বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট চাহিলে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহাদেরকে ডাক তাহারা কি সেই অনিষ্ট দূর করিতে পারিবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিতে চাহিলে তাহারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করিতে পারিবে? বল, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারিগণ আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করে" (৩৯ ঃ ৩৮)।

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ. ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ.

"তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ তোমাদের বীর্যপাত সম্বন্ধে? উহা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি" (৫৬ ঃ ৫৮-৯)?

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ. ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ. اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ. بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ. اَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ. ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ. لَوْنَشَاءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ. اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ. ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُوْنَ. نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ.

"তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছ কি? তোমরা কি উহাকে অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি ইচ্ছা করিলে ইহাকে খড়-কুটায় পরিণত করিতে পারি, তখন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িবে তোমরা; আমরা তো দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি, বরং আমরা হৃত-সর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছি। তোমরা যে পানি পান কর তাহা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করিয়াছ? তোমরা কি উহা মেঘ হইতে নামাইয়া আন, না আমি উহা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করিলে উহা লবণাক্ত করিয়া দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর, তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ কি? তোমরাই কি উহার বৃক্ষ সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? আমি ইহাকে করিয়াছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু। সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর" (৫৬ ঃ ৬৩-৭৪)।

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.

"তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী? এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপরূপে" (৭১ ঃ ১৫-৬)।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ. الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ. وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ. الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ. فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ.

"তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক কি করিয়াছেন আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি। যাহারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের? যাহার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয় নাই; এবং ছামূদের প্রতি যাহারা উপত্যকায় পাথর কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল; এবং বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফির'আওনের প্রতি? যাহারা দেশে সীমালংঘন করিয়াছিল এবং সেথায় অশান্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল। অতঃপর তোমার প্রতিপালক উহাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানিলেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন" (৮৯ ঃ ৬-১৪)

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّأْتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ.

"বল, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়, তখন কে তোমাদেরকে আনিয়া দিবে প্রবহমান পানি" (৬৭ ঃ ৩০)?

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.

"তবে কি উহারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে উহাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে? এবং আকাশের দিকে কিভাবে উহাকে উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে? এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে উহাকে স্থাপন করা হইয়াছে? এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে উহাকে বিস্তৃত করা হইয়াছে" (৮৮ ঃ ১৭-২০)?

আল্লাহ্‌র হুকুমে সবকিছু সংঘটিত হয়

قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

"কিন্তু যাহাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহ্‌র সহিত তাহাদের সাক্ষাত ঘটিবে তাহারা বলিল, আল্লাহ্‌র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করিয়াছে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন" (২ ঃ ২৪৯)।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِاِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ.

"আর উৎকৃষ্ট ভূমি—ইহার ফসল ইহার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যাহা নিকৃষ্ট তাহাতে কঠোর পরিশ্রম না করিলে কিছুই জন্মায় না। এইভাবে আমি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বিবৃত করি" (৭ ঃ ৫৮)।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِيْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهِ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

"তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়কে এবং তাঁহার নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে? আর তিনিই আকাশকে স্থির রাখেন যাহাতে উহা পতিত না হয় পৃথিবীর উপর তাঁহার অনুমতি ব্যতীত। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু" (২২ ঃ ৬৫)।

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ.

"অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করিলাম আমার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাদেরকে আমি মনোনীত করিয়াছি; তবে তাহাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্যপন্থী এবং কেহ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। ইহাই মহাঅনুগ্রহ" (৩৫ ঃ ৩২)।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا.

"আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কাহারও মৃত্যু হইতে পারে না, যেহেতু উহার মেয়াদ অবধারিত" (৩ ঃ ১৪৫)।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

"আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত ঈমান আনা কাহারও সাধ্য নহে এবং যাহারা অনুধাবন করে না আল্লাহ্ তাহাদেরকে কলুষলিপ্ত করেন" (১০ ঃ ১০০)।

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ.

"আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন বিপদই আপতিত হয় না" (৬৪ ঃ ১১)।

আল্লাহ্ প্রার্থনা কবুলকারী

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ.

"আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তাহারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে ঈমান আনুক যাহাতে তাহারা ঠিক পথে চলিতে পারে" (২ ঃ ১৮৬)।

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ. بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ.

"বল, তোমরা ভাবিয়া দেখ যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইলে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হইলে তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকিবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? না, তোমরা শুধু তাঁহাকেই ডাকিবে, তোমরা যে দুঃখের জন্য তাঁহাকে ডাকিতেছ তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের সেই দুঃখ দূর করিবেন এবং যাহাকে তোমরা তাঁহার শরীক করিতে তাহা তোমরা বিস্মৃত হইবে" (৬ ঃ ৪০-১)।

আল্লাহ্ আশ্রয়দাতা

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ فَاَنّٰى تُسْحَرُوْنَ.

"জিজ্ঞাসা কর, সকল কিছুর কর্তৃত্ব কাহার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাহার উপর আশ্রয়দাতা নাই, যদি তোমরা জান? উহারা বলিবে, আল্লাহ্‌র। বল, তবুও তোমরা কেমন করিয়া মোহগ্রস্ত হইতেছ" (২৩ ঃ ৮৮-৯)?

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

"যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র স্মরণ লইবে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ" (৭ ঃ ২০০)।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ.

"বল, আমি শরণ লইতেছি উষার স্রষ্টার তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অনিষ্ট হইতে, অনিষ্ট হইতে রাত্রির অন্ধকারের, যখন উহা গভীর হয় এবং অনিষ্ট হইতে সমস্ত নারীদের যাহারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয় এবং অনিষ্ট হইতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে" (১১৩ ঃ ১-৫)।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. اِلٰهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

"বল, আমি শরণ লইতেছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের নিকট, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হইতে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনের মধ্য হইতে এবং মানুষের মধ্য হইতে" (১১৪ ঃ ১-৬)।

আল্লাহ্ ঈমানদারদের অভিভাবক

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ.

"যাহারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তাহাদের অভিভাবক, তিনি তাহাদেরকে অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া আলোকে লইয়া যান। আর যাহারা কুফরী করে তাগূত তাহাদের অভিভাবক, ইহারা তাহাদেরকে আলো হইতে অন্ধকারে লইয়া যায়" (২ঃ ২৫৭)।

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ.

"বল, আমি কি আস্‌মান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিব? তিনিই আহার্য দান করেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ আহার্য দান করে না" (৬ ঃ ১৪)।

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

"যদি তাহারা মুখ ফিরায় তবে তোমরা জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী" (৮ ঃ ৪০)!

আল্লাহ্‌র ওয়াদা

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا.

"আর যাহারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাহাদেরকে দাখিল করিব জান্নাতে, যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে; আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য, কে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী" (৪ ঃ ১২২)?

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ.

"যাহারা ঈমান আনে ও সৎকার্য করে আল্লাহ্ তাহাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার আছে" (৫ ঃ ৯)।

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا هِىَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ.

"মুনাফিক নর, মুনাফিক নারী ও কাফিরদেরকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জাহান্নামের অগ্নির, যেথায় উহারা স্থায়ী হইবে; ইহাই উহাদের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহ্ উহাদেরকে লানত করিয়াছেন এবং উহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি" (৯ ঃ ৬৮)।

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِىَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ.

"যখন বিচারকার্য সম্পন্ন হইবে তখন শয়তান বলিবে, আল্লাহ্ তো তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছি" (১৪ ঃ ২২)।

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ.

"তুমি কখনও মনে করিও না যে, আল্লাহ্ তাঁহার রাসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক" (১৪ ঃ ৪৭)।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا.

"তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাহাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করিবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছিলেন তাহাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত

করিবেন তাহাদের দীনকে যাহা তিনি তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়াছেন এবং তাহাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাহাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করিবেন। তাহা ছাড়া আমার ইবাদত করিবে, আমার কোন শরীক করিবে না" (২৪ ঃ ৫৫)।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَّ يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ وَلاَ مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ.

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং ভয় কর সেই দিনের, যখন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসিবে না, সন্তানও কোন উপকারে আসিবে না তাহার পিতার। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে" (৩১ ঃ ৩৩)।

আল্লাহ উপমার সাহায্যে শিক্ষা প্রদান করেন

اِنَّ اللّٰهَ لاَيَسْتَحْىٖۤ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّ يَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهٖۤ اِلاَّ الْفٰسِقِيْنَ.

"আল্লাহ্ মশা কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উপমা দিতে সংকোচবোধ করেন না। সুতরাং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা জানে যে, নিশ্চয় ইহা সত্য যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে আসিয়াছে। কিন্তু যাহারা কাফির তাহারা বলে, আল্লাহ্ কি অভিপ্রায়ে এই উপমা পেশ করিয়াছেন? ইহা দ্বারা অনেককেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত তিনি পথ পরিত্যাগিগণ ব্যতীত আর কাহাকেও বিভ্রান্ত করেন না" (২ ঃ ২৬)।

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

"যাহারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাহাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যাহা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে এক শত শস্যদানা। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করিয়া দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ" (২ ঃ ২৬১)।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ. تُؤْتِىْۤ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۢ بِاِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ نِ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ.

"তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ্ কিভাবে উপমা দিয়া থাকেন? সৎবাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যাহার মূল সুদৃঢ় ও যাহার শাখা -প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত, যাহা প্রত্যেক মওসুমে উহার ফলদান করে উহার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে এবং আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন, যাহাতে তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করে। কুবাক্যের তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ যাহার মূল ভূপৃষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন, যাহার কোন স্থায়িত্ব নাই" (১৪ ঃ ২৪-৬)।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا هَلْ يَسْتَوٗنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا اَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰهُ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لاَ يَاْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِىْ هُوَ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"আল্লাহ উপমা দিতেছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাহাকে তিনি নিজ হইতে উত্তম রিযক দান করিয়াছেন এবং সে উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে—উহারা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য; অথচ উহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না। আল্লাহ্ আরও উপমা দিতেছেন দুই ব্যক্তির—উহাদের একজন মূক, কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তাহার প্রভুর ভারস্বরূপ। তাহাকে যেখানেই পাঠান হউক না কেন সে ভাল কিছুই করিয়া আসিতে পারে না; সে কি সমান হইবে ঐ ব্যক্তির যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে" (১৬ ঃ ৭৫-৬)?

يٰاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لاَّ يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ.

"হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হইতেছে, মনোযোগ সহকারে উহা শ্রবণ কর। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাহাদেরকে ডাক তাহারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করিতে পারিবে না, এই উদ্দেশ্যে তাহারা সকলে একত্র হইলেও এবং মাছি যদি তাহাদের নিকট হইতে কিছু ছিনাইয়া লইয়া যায় ইহাও তাহারা উহার নিকট হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। অন্বেষক ও অন্বেষিত কতই না দুর্বল" (২২ ঃ ৭৩)।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَّلاَ غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

"আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁহার জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার যাহার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; ইহা প্রজ্বলিত করা হয় পুত-পবিত্র যায়তূন বৃক্ষের তৈল দ্বারা যাহা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যের নয়, অগ্নি উহাকে স্পর্শ না করিলেও যেন উহার তৈল উজ্জ্বল আলো দিতেছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাহার জ্যোতির দিকে। আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা দিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ" (২৪ ঃ ৩৫)।

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

"যাহারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি উহারা জানিত" (২৯ ঃ ৪১)।

আল্লাহ্ কর্জ গ্রহণ করেন ও তাহার প্রতিফল প্রদান করেন

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

"কে সে, যে আল্লাহ্কে কর্জে হাসানা প্রদান করিবে? তিনি তাহার জন্য ইহা বহু গুণে বৃদ্ধি করিবেন। আর আল্লাহ্ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁহার পানেই তোমরা প্রত্যানীত হইবে" (২ ঃ ২৪৫)।

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ.

"যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান কর তিনি তোমাদের জন্য উহা গুণ বৃদ্ধি করিবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ গ্রাহী, ধৈর্যশীল (৬৪ ঃ ১৭)।

আল্লাহ্ সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেন না

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْآ اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

"কাফিররা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাহাদের মঙ্গলের জন্য; আমি অবকাশ দিয়া থাকি যাহাতে তাহাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে" (৩ ঃ ১৭৮)।

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِىَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ.

"আল্লাহ্ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতেন, যেভাবে তাহারা তাহাদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করিতে চাহে, তবে অবশ্যই তাহাদের মৃত্যু ঘটিত। সুতরাং যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাহাদেরকে আমি তাহাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেই" (১০ ঃ ১১)।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ.

"তুমি কখনও মনে করিও না যে, যালিমরা যাহা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ গাফিল। তবে তিনি উহাদেরকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাহাদের চক্ষু হইবে স্থির" (১৪ ঃ ৪২)।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ.

"আল্লাহ্ যদি মানুষকে তাহাদের সীমালংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তবে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব-জন্তুকেই রেহাই দিতেন না; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহাদেরকে অবকাশ দিয়া থাকেন। অতঃপর যখন তাহাদের সময় আসে তখন তাহারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করিতে পারে না" (১৬ ঃ ৬১)।

আল্লাহ্ ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করেন

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا. وَاَكِيْدُ كَيْدًا. فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.

"উহারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি। অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও; উহাদেরকে অবকাশ দাও কিছু কালের জন্য। (৮৬ ঃ ১৫-১৭)।

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ.

"আর তাহারা চক্রান্ত করিয়াছিল, আল্লাহ্ও কৌশল করিয়াছিলেন; আল্লাহ্ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ" (৩ ঃ ৫৪)।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا.

"উহাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহারাও চক্রান্ত করিয়াছিল; কিন্তু সমস্ত চক্রান্ত আল্লাহ্র এখতিয়ারে" (১৩ ঃ ৪২)।

আল্লাহ্র বাণী অপরিবর্তনীয়

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

"সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়া তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ। তাঁহার বাক্য পরিবর্তন করিবার কেহ নাই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ" (৬ ঃ ১১৫)।

আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

"সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই, যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু, কর্মফল দিবসের মালিক" (১ ঃ ১-৩)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ.

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আস্‌মান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, আর সৃষ্টি করিয়াছেন অন্ধকার ও আলো। এতদ্‌সত্ত্বেও কাফিররা তাহাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়" (৬ ঃ ১)।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا.

"বল, প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, তাহার সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নাই এবং তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাহার অভিভাবকের প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা কর" (১৭ ঃ ১১১)।

وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

"তিনিই আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নাই, দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই, বিধান তাহারই, তোমরা তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে" (২৮ ঃ৭০)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ.

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্ত কিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাঁহারই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত" (৩৪ ঃ ১)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا اُولِىْ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

"সকল প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌রই যিনি বাণীবাহক করেন ফেরেশ্‌তাদেরকে যাহারা দুই দুই তিন তিন অথবা চার চার পক্ষবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিতে যাহা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান" (৩৫ ঃ ১)।

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক এবং জগতসমূহের প্রতিপালক। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁহারই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৪৫ ঃ ৩৬-৭)।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ .

"বজ্রধ্বনি তাঁহার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, ফেরেশতাগণও করে তাঁহার ভয়ে" (১৩ ঃ ১৩)।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا.

"সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁহারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু উহাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করিতে পার না। নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ" (১৭ ঃ ৪৪)।

জান্নাতীগণ যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিবেন তাহার বর্ণনা সম্পর্কে দেখুন ৩৫ ঃ ৩৪ ও ৩৯ ঃ ৭৪।

আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সর্বশেষ কথা

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا.

"বল, আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে—আমরা ইহার সাহায্যার্থে ইহার অনুরূপ আরও সমুদ্র আনিলেও" (১৮ ঃ ১০৯)।

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

"পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং ইহার সহিত আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহ্‌র বাণী নিঃশেষ হইবে না। আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৩১ ঃ ২৭)।

আল্লাহ্‌র পরিচয় রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর বাণীতে

عمران بن حصين قال انى عند النبى ﷺ اذ جاءه قوم من بنى تميم فقال اقبلوا البشرى يا بنى تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا جئناك لنتفقه فى الدين ولنسألك عن هذا الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن شىء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموت والارض وكتب فى الذكر كل شىء.

"ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর খিদমতে হাজির থাকিতেই বানূ তামীম গোত্রের একটি দল তাঁহার নিকট আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ্‌ (স) তাহাদেরকে বলিলেন ঃ হে বানূ তামীম! সুসংবাদ গ্রহণ কর। তাহারা বলিল, আপনি আমাদেরকে সুসংবাদ দিয়াছেন তাহা হইলে (কিছু সম্পদ) দান করুন। ইতোমধ্যে য়ামানের কিছু লোক আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বলিলেন ঃ হে য়ামানবাসী! তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ

কর, বানূ তামীম তাহা গ্রহণ করে নাই। তাহারা বলিল, আমরা গ্রহণ করিলাম, আমরা আসিয়াছি দীনের 'ইলম অর্জন করার জন্য এবং আপনার নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য যে, পৃথিবী সৃষ্টির আগে কী ছিল? তিনি বলিলেন, পৃথিবীর পূর্বে আল্লাহ্ ছিলেন। তিনি সর্বদাই ছিলেন; তাঁহার পূর্বে কিছুই ছিল না। আর তাঁহার 'আরশ ছিল পানির উপর। অতঃপর তিনি আসমান-যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং লাওহে মাহ্ফূযে যাবতীয় বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন" (বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, রাব্দি 'আলালা-জাহ্মিয়া ওয়া বাব- وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ হাদীছ নং ৭৪১৮, খ ২, পৃ. ১১০৩, ভারতীয় মুদ্রণ)।

عن أبى بن كعب ﷺ أن المشركين قالوا للنبى ﷺ يا محمد ! انسب لنا ربك فانزل الله تبارك وتعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.

"উবায় 'ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, মুশরিকরা নবী (স)-কে বলিল, হে মুহাম্মাদ! আমাদের কাছে আপনার প্রতিপালকের বংশধারা বলুন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা 'ইখলাস নাযিল করিলেন ঃ আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়। আল্লাহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই। তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই" (মুসনাদ আহমাদ, ৫খ., পৃ. ১৩৪)।

عن ابى هريرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فاذا قالوا ذلك فقولوا الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان الرجيم.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, "মানুষের মধ্যে একটি প্রবণতা হইল তাহারা একে অপরকে আল্লাহ্র সত্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে, শেষ পর্যন্ত এই রকম প্রশ্ন চলিয়া আসে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তো সমস্ত মাখলূকাত সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করিয়াছে? মানুষ যদি এইরূপ প্রশ্ন করিয়া বসে তাহা হইলে তোমরা বল,

اَللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ.

"আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই, আর তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় হয় নাই এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই"। অতঃপর নিজের বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করত আল্লাহ্র নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে পানাহ চাহিবে" (আবূ দাঊদ, কিতাবুস্ সুন্নাহ্, বাব—ফিল জাহমিয়্যা, হাদীছ নং ৪৭০৬-৭)।

عن ابن عمر وابى سعيد عن النبى ﷺ قال لا يزال الناس يسألون عن كل شيء حتى يقولوا هذا الله كان قبل كل شيء فماذا كان قبل الله فإن قالوا لكم ذلك فقولوا هو الاول قبل كل شيء وهو الاخر فليس بعده شيء وهو الظاهر فوق كل شيء وهو الباطن دون كل شيء وهو بكل شيء عليم.

"ইব্ন 'উমার ও আবূ সা'ঈদ (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ (স) ইরশাদ করেন ঃ মানুষ সকল বিষয়েই প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিবে। এমন কি এই প্রশ্নও করিবে যে, 'আল্লাহ্' সবকিছুর পূর্বে, তবে তাঁহার পূর্বে কী ছিল? তোমাদেরকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে জবাবে বলিও ঃ আল্লাহ্ এমন আদি যাঁহার পূর্বে আর কিছুই নাই। এবং তিনি এমন অন্ত যাঁহার পরেও কিছু নাই। তিনি এতই প্রকাশিত যে, তাঁহার চেয়ে অধিক প্রকাশিত আর কিছুই নাই এবং তিনি এতই সূক্ষ্ম যে, তাঁহার চেয়ে সূক্ষ্মতর আর কিছুই নাই। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত" (আদ্-দুররু'ল-মানছূর, ৮খ, ৪৭-৯ দ্র. সূরা হাদীদ-এর তাফসীল)।

عن ابى هريرة قال سمعت رسول الله يقول ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه قال يزيد فحدثنى نجمة بن صبيغ السلمى انه رأى ركبا أتوا أبا هريرة فسألوه عن ذلك فقال الله أكبر ما حدثنى خليلى بشيء الا وقد رأيته وأنا أنتظره قال جعفر بلغنى ان النبى ﷺ قال إذا سألكم الناس عن هذا فقولوا الله كان قبل كل شيء والله خلق كل شيء والله كائن بعد كل شيء.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ এমন একটি সময় আসিতেছে যে, মানুষ তোমাদের নিকট সব কিছু সম্পর্কেই প্রশ্ন করিবে, এমনকি এই প্রশ্নও করিবে যে, আল্লাহ্ ত সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলেন তবে আল্লাহ্কে কে সৃষ্টি করিল? য়াযীদ বলেন, নাজমা ইব্ন সুবায়গ আস-সুলামী আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি দেখিয়াছেন, একটি কাফেলা আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট আগমনপূর্বক হুবহু ঐ বিষয়টি সম্পর্কে প্রশ্ন করিল। আবূ হুরায়রা (রা) উত্তরে বলিলেন, আল্লাহু আকবার! আমার বন্ধু নবী করীম (স) যেই সম্পর্কেই বলিয়া গিয়াছেন সবগুলিই অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হইতে দেখিয়াছি। তোমাদের এই প্রশ্নটিও হইবে এই অপেক্ষায় ছিলাম। হযরত জা'ফার (র) বলেন, আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে যে, নবী করীম (স) এ সম্পর্কে বলেন, লোকেরা যখন তোমাদের নিকট এ ব্যাপারে প্রশ্ন করিবে তখন তোমরা বলিও, আল্লাহ্ই আদি, সকল কিছুর পূর্বে এবং তিনিই সকল কিছুর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই অনন্ত; সবকিছুর পরও তিনিই থাকিয়া যাইবেন" (ইমাম আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২খ, ৫৩৯, হাদীছ নং ১০৯৭০)।

عن ابى هريرة أن رسول الله ﷺ كان يدعو عند النوم اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شئ منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, শয়নের সময় রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিতেন ঃ হে আল্লাহ্! হে সপ্তাকাশ ও মহান 'আরশের রব! হে আমাদের ও সমস্ত কিছুর রব! হে তাওরাত, ইন্জীল ও কুরআন নাযিলকারী! হে শস্য ও বীজ অঙ্কুরিতকারী! আপনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি সেইসব বস্তুর অনিষ্ট হইতে যাহা পরিপূর্ণভাবে আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন রহিয়াছে। আপনিই আদি; আপনার পূর্বে আর কিছুই নাই। আপনিই অনন্ত; আপনার পরে আর কিছুই নাই। আপনি সুপ্রকাশিত, আপনার চেয়ে অধিক প্রকাশিত আর কিছুই নাই। আপনি অতি সূক্ষ্ম ও গোপনীয়; আপনার চেয়ে অধিক গোপনীয় আর কিছুই নাই। আপনি আমাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিন এবং আমাদেরকে অভাবমুক্ত করিয়া দিন" (আদ্-দুররুল মানছূর, ৮খ, ৪৭-৯, সূরা হাদীদ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে)।

عن ابن عمر قال كان من دعاء رسول الله ﷺ الذى يقول يا كائن قبل أن يكون شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد ما لا يكون شيء أسألك بلحظة من لحظاتك الحافظات الوافرات الراجيات المنجيات.

"আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার দু'আয় বলিতেন ঃ হে সমস্ত কিছুর পূর্ব হইতে সদা অস্তিত্বময় সত্তা! হে সমস্ত কিছুর অস্তিত্বদানকারী সত্তা! হে ঐ সত্তা, যাঁহার অস্তিত্ব তখনও থাকিবে যখন কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকিবে না! আপনার সেইসব দৃষ্টি হইতে একটি দৃষ্টি প্রার্থনা করি যেইগুলি রক্ষাকারী, পূর্ণতা বিধানকারী, আশান্বিতকারী ও পরিত্রাণকারী" (পূর্বোক্ত)।

عن جبير بن مطعم قال أتى رسول الله ﷺ أعرابى فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك قال رسول الله ﷺ ويحك أتدرى ما تقول وسبح رسول الله ﷺ فما زال يسبح حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدرى ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب قال بن بشار فى حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته.

জুবায়র ইব্ন মুত্'ইম (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট এক বেদুন আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (দীর্ঘ অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের দরুণ) মানুষ কষ্টক্লেশে দিনাতিপাত করিতেছে। বিবি-বাচ্চাদের ক্ষতি হইতেছে, সম্পদ নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে এবং গবাদি পশু মরিয়া যাইতেছে। মেহেরবানী পূর্বক আল্লাহ্র নিকট পানি চাহিয়া দু'আ করুন। কেননা আমরা আল্লাহ্র নিকট আপনাকে সুপারিশকারী মনে করি, যেমন আপনার নিকট আল্লাহকে সুপারিশকারী মনে করি। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ এই কি সর্বনাশা কথা তুমি বলিলে তুমি কি জান, তুমি কি বলিয়াছ? রাসূলুল্লাহ্ (স) এই পর্যন্ত বলিয়া তাহার কথায় আশ্চর্যান্বিত হইয়া অনবরত 'সুব্হানাল্লাহ্ বলিতে লাগিলেন। এক পর্যায়ে বিষয়টির দরুণ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ক্রোধ অনুভব করিয়া সাহাবাগণের চেহারায়ও আতঙ্কের ছাপ ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (স) বেদুঈনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ সর্বনাশ! এইরূপ কথা কখনও বলিও না। আল্লাহ্ তাঁহার নিজের কোন মাখলূকের নিকট সুপারিশ করিবেন এমনটি মনে করা যায় না। আল্লাহ্র মর্যাদা বহু বহু উর্ধ্বে। তুমি কি জান, 'আল্লাহ্ কী (আল্লাহ্র মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা কী)? তাঁহার 'আরশ আসমানসমূহের উপর এইভাবে স্থাপিত রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (স) এক হাতের তালুকে সমান করিয়া উহার উপর অপর হাতের আঙ্গুলগুলিকে গম্বুজের মত গোলাকৃতি করিয়া 'আরশের আকৃতির প্রতি ইশারা করিলেন। অতঃপর বলিলেন ঃ আল্লাহ্র ভারে 'আরশ এমনভাবে কিক্ কিক্ আওয়ায করিতেছে যেমন কিক্ কিক্ আওয়ায করিয়া থাকে ভারি বাহকের চাপে বাহন। (আবূ দাউদ, কিতাবুস্ সুন্নাহ্, বাবুল জাহ্মিয়্যা, পরিচ্ছেদঃ ১৮, হাদীছ নং ৪৭১১)।

عن بن مسعود .... فجاء أبو سفيان فقال أعل هبل فقال رسول الله ﷺ قولوا الله أعلى وأجل فقالوا الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان لنا عزى ولا عزى لكم فقال رسول الله ﷺ قولوا الله مولانا والكافرون لامولى لهم ... الخ.

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা)-এর বর্ণনা, তিনি বলেন, অতঃপর আবূ সুফ্য়ান আসিয়া বলিল, জয় হুবল দেবতার। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ তাহার জবাবে তোমরা বল ঃ আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও মহান। অতঃপর আবূ সুফয়ান বলিল, আমাদের পক্ষে 'উয্যা দেবী রহিয়াছেন, তোমাদের ত কোন উয্যা নাই। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ তোমরা জবাবে বল ঃ আল্লাহ্ আমাদের অভিভাবক; কাফিরদের ত কোন অভিভাবকই নাই...." (ইমাম আহ্মাদ, আল-মুসনাদ, ১খ, ৪৬৩ পৃ., হাদীছ নং ৪৪১৪)।

عن ابى هريرة قال : قال النبى ﷺ قال الله تعالى يؤذينى ابن أدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدى الأمر أقلب الليل والنهار.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (স) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ মানুষ কালকে গালি দিয়া আমাকে কষ্ট দেয়। কেননা প্রকৃতপক্ষে কাল ত আমিই (অর্থাৎ আমিই কালের সৃষ্টিকারী)। সিদ্ধান্ত ত আমারই হাতে। আমিই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটাই" (বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ ওয়াররাদ্দি 'আলা'ল-জাহ্মিয়া, বাব ৩৫, হাদীছ নং ৭৪৯১)।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ قال الله عز وجل كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمنى ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياى أن يقول إنى لن أعيده كما بدأته وأما شتمه إياى أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذى لم أليد ولم أولد ولم يكن لى كفوا احد.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন, মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেন ঃ আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথচ ইহা

তাহার জন্য সমীচীন নয়। আমাকে সে গালমন্দ করে অথচ তাহার এই অধিকার ছিল না। আমাকে এইভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, সে বলে, আমি তাহাকে সেইভাবে পুনর্জীবিত করিতে পারিব না যেমনভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছি। আর আমাকে গালমন্দ করিয়াছে এইভাবে যে, সে বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ আমি অমুখাপেক্ষী। না আমার কোন সন্তান আছে আর না আমি কাহারও সন্তান। আর না কেহ আমার সমকক্ষ হইতে পারে" (বুখারী, কিতাবু'ত্-তাফসীর, পরিচ্ছেদ আল্লাহ্র ইরশাদ ঃ আল্লাহু'স্-সামাদ, হাদীছ নং ৪৯৭৫)।

عن ابى هريرة عن النبى ﷺ قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الارض.

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন ভূমণ্ডলকে আপন মুষ্টিতে পুরিবেন এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্তে নভোমণ্ডলকে গুটাইয়া লইবেন, অতঃপর বলিবেন, আমিই সার্বভৌমত্বের মালিক, পৃথিবীর রাজাধিরাজরা কোথায়" (প্রাগুক্ত; পরিচ্ছেদ আল্লাহ্র বাণী মালিকিন্নাস, হাদীছ নং ৭৩৮২)।

عن ابن عباس قال كان النبى ﷺ يدعو من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السموت والاض لك الحمد انت قيم السموت والارض ومن فيهن لك الحمد انت نور السموت والارض قولك الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك امنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفرلى ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهى لا إله لى غيرك.

"আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, নবী (স) শেষরাত্রে এইভাবে দু'আ করিতেন ঃ হে আল্লাহ্! আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। আপনি আসমান ও যমীনের প্রতিপালক। আপনার জন্যই সমস্ত স্তুতি; আপনি আসমান-যমীন এবং এতদোভয়ে যাহা কিছু রহিয়াছে সবকিছুর ধারক। আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা; আপনি আসমান-যমীনের নূর (জ্যোতি)। আপনার বাণী সত্য। আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য। আপনার সাক্ষাত সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ্! আপনার আনুগত্য স্বীকার করিলাম এবং আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, আপনার প্রতি ভরসা করিলাম, আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করিলাম, আপনার জন্যই (বিরোধীদের সহিত) বিতর্ক করিলাম এবং আপনাকেই বিচারক মানিলাম। সুতরাং আপনি আমার অগ্র-পশ্চাত ও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিন। কেননা আপনিই আমার ইলাহ্; আপনি ব্যতীত আমার আর কোন ইলাহ্ নাই" (প্রাগুক্ত, হাদীছ নং ৭৩৮৫)।

عن عبد الله قال جاء حبر من اليهود فقال : إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السموت على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك فلقد رأيت النبى ﷺ يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله ثم قال النبى ﷺ وما قدروا الله حق قدره إلى قوله يشركون.

"আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, একদা জনৈক য়াহূদী পণ্ডিত রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আগমন করিয়া বলিল, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা সপ্ত আকাশকে এক আঙুলে, সপ্ত যমীনকে এক আঙুলে, পানি ও কাঁদামাটিকে এক আঙুলে এবং সমগ্র মাখলুকাতকে এক আঙুলে ধারণ করিয়া সবগুলিকে একসাথে ঝাঁকুনি দিয়া বলিবেন ঃ আমিই একমাত্র রাজাধিরাজ, আমিই একমাত্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি দেখিতে পাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) য়াহূদীর উক্তির সত্যতা ও (তাহাদের বিপরীত 'আমলের উপর) বিস্ময় প্রকাশের জন্য এমনভাবে হাসিলেন যে, তাঁহার পেষণদন্ত পর্যন্ত প্রকাশ পাইয়া গেল। অতঃপর তিনি এই আয়াত وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ (তাহারা আল্লাহ্র উপযুক্ত মর্যাদা রক্ষা করিল না হইতে يُشْرِكُوْنَ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন" (প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ৩৬, হাদীছ নং ৭৫১৩)।

عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى ﷺ قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما فى غد إلا الله ولا يعلم متى يأتى المطر أحد إلا الله ولا تدرى نفس بأى أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله.

"আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা)-হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, পাঁচটি বিষয় গায়বের কুঞ্জিস্বরূপ, সেইগুলির জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও নিকট নাই। আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই জানে না মাতৃগর্ভস্থিত ভ্রূণের হাকীকত। আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই জানে না আগামীকল্য কি ঘটিবে। আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই জানে না বৃষ্টি কখন আসিবে। আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই অবগত নয় যে, সে কোন্ স্থানে মারা যাইবে। একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন যে; কিয়ামত কখন সংঘটিত হইবে" (বুখারী, প্রাগুক্ত, পরিচ্ছেদ ৪, হাদীছ ৭৩৭৯)।

عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ قال قال الله عز وجل : أنفق انفق عليك وقال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والارض فانه لم يغض ما فى يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع-

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, মহিমান্বিত আল্লাহ্ ইরশাদ করিয়াছেন ঃ 'তুমি খরচ কর, তোমার জন্য খরচ করা হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (স) আরও বলেন 'আল্লাহ্র হস্ত পরিপূর্ণ; দিবারাত্রি বিতরণরত, খরচের দ্বারা তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না তিনি আরও বলেন 'তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আসমান-যমীন সৃষ্টির পর হইতে অদ্যাবধি তিনি কী পরিমাণ খরচ করিয়াছেন! কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁহার ভাণ্ডার সামান্যতমও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই এবং পূর্বে তাঁহার 'আরশ ছিল পানির উপর। তাঁহার হাতেই রহিয়াছে (সুখশান্তি, ইয্যত-সম্মান, লাভ-লোকসান, জীবিকার প্রশস্ততা ও সংকোচনের) পাল্লা, (যাহার জন্য ইচ্ছা) তিনি তাহা

ঝুঁকাইয়া দেন এবং (যাহার জন্য চাহেন) উচ্চ করিয়া দেন" (বুখারী, কিতাবু'ত্‌- তাফসীর, পরিচ্ছেদঃ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ হাদীছ নং ৪৬৮৪)।

عن أبى ذر عن النبى ﷺ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال ياعبادى ! إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ياعبادى كلكم ضال إلا من هديته فاستهدونى أهدكم يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى اكسكم يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونى اغفرلكم يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرّونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا يا عبادى لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى شيئا يا عبادى لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادى إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.

"আবূ যার (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হে আমার বান্দারা! আমি যুলুম-অত্যাচার নিজের জন্য হারাম করিয়াছি এবং তোমাদের জন্যও উহা হারাম করিয়াছি; সুতরাং তোমরা একে অপরের প্রতি যুলুম করিও না। হে আমার বান্দারা! আমি যাহাকে হিদায়াত (সৎপথে পরিচালিত) করি সে ব্যতীত তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। সুতরাং তোমরা আমার নিকট হিদায়াত প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে সুপথে পরিচালিত করিব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত আমি যাহাকে আহার করাই সে ব্যতীত। সুতরাং আমার নিকট আহার্য চাও, আমি তোমাদেরকে খাদ্য দান করিব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই বিবস্ত্র, শুধু আমি যাহাকে বস্ত্র পরিধান করাইয়াছি সে ব্যতীত। সুতরাং আমার নিকট পরিধেয় কামনা কর, আমি তোমদেরকে পরিধেয় দান করিব। হে আমার বান্দারা! তোমরা দিবারাত্রি অনবরত পাপ করিয়া থাক, আর আমিই সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়া থাকি। সুতরাং আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাও, আমি তোমাদেরকে মার্জনা করিব। হে আমার বান্দারা! তোমরা না এই পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম যে, আমার কোন ক্ষতি করিতে পার, আর না এই পর্যন্ত উঠিতে পারিবে যে, আমার উপকার করিতে পার। হে আমার বান্দারা! তোমরা সর্বপ্রথম হইতে সর্বশেষ পর্যন্ত যত জিন্ন ও ইনসান রহিয়াছ সকলেই যদি তোমাদের মধ্যে যেই লোকটি সর্বাধিক আল্লাহ্‌ভীরু হৃদয়ের অধিকারী তাহার মত হইয়া যাও, তাহা হইলেও আমার রাজত্বে সামান্যতমও শ্রীবৃদ্ধি পাইবে না। হে আমার বান্দারা ঃ জিন্ন-ইনসানদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তিটি হইতে সর্বশেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত যত পরিমাণ রহিয়াছে তোমরা সকলে যদি তোমাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তির ন্যায়ও হইয়া যাও, তবুও আমার রাজত্বে সামান্যতমও হ্রাস পাইবে না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সর্বপ্রথম হইতে সর্বশেষ পর্যন্ত যেই পরিমাণ রহিয়াছ, যত ইনসান রহিয়াছ যত জিন্ন রহিয়াছ; সকলেই যদি একটি বিস্তীর্ণ ভূমিতে সমবেত হইয়া আমার নিকট প্রার্থনা কর, আর আমি তোমাদের সকলের সব ধরনের প্রার্থনা কবুল করিয়া সকলকে একসঙ্গে সেইসবই দান করিয়া দেই তাহা হইলেও আমার ভাণ্ডার হইতে এতখানি কমিবে না যতখানি কমিবে সমুদ্রের পানিতে, তাহাতে সুচ্যাগ্র প্রবেশ করাইয়া উঠানোয়। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের 'আমলসমূহ সংরক্ষণ করিতেছি, অতঃপর তোমাদেরকে উহাদের প্রতিদান প্রদান করিব। সুতরাং কেহ যদি স্বীয় 'আমলকে সন্তোষজনক পায় সে যেন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, পক্ষান্তরে যে বিপরীত পায় সে যেন অন্যকে নহে বরং নিজেকেই তিরস্কার করে" (মুসলিম, কিতাবু'ল-বির ওয়া'স্‌-সি'লা, পরিচ্ছেদঃ তাহ্‌'রীমু'য্‌-যুল্‌ম, হাদীছ নং ২৫৭৭)।

عن عبد الله قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشئ أو قرشيان وثقفى كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يّشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولاجلودكم.

"আবদুল্লাহ্ "ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) বলেন, একদা হারাম শরীফে দুইজন বানী ছাকীফ বংশোদ্ভূত ও একজন কুরায়শী লোক অথবা দুইজন কুরায়শী ও একজন ছাকাফী একত্র হইল। তাহাদের উদরে চর্বি ছিল প্রচুর তবে তাহাদের অন্তরে বোধশক্তি ছিল খুবই কম। তাহাদের একজন বলিল, তোমাদের কী ধারণা, আমরা যাহা বলাবলি করি আল্লাহ্ কি তাহা শুনেন? অপরজন বলিল, আমরা সশব্দে বলিলে শুনেন, নিঃশব্দে বলিলে শুনিতে পান না। অন্যজন বলিল, যদি সশব্দে বলিলে তিনি শুনিতে পান তাহা হইলে নিঃশব্দে বলিলেও শুনিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট এই আয়াত নাযিল হয় ঃ তোমরা কিছু গোপন করিতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না" [৪১ ঃ ২২] বুখারী, তাওহীদ, বাব নং ৪১, হাদীছ (৭৫২১)।

عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتى لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال تعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير منى ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه الغذر من الله ومن اجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة.

মুগীরা (রা) বলেন, সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) বলিলেন, (আল্লাহ্ না করুন) যদি আমার স্ত্রীর সহিত অন্য পুরুষকে দেখিতে পাই তাহা হইলে আমি তাহাকে (পুরুষটিকে) আমার তরবারির আঘাতে দুই টুকরা করিয়া ফেলিব। এই উক্তিটি রাসূলুল্লাহ্ (স) শুনিতে পাইয়া বলিলেনঃ তোমরা কি সা'দ-এর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে আশ্চর্যন্বিত হইতেছ? আল্লাহ্র কসম, আমি তাহার চাইতেও অধিক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন! আর আল্লাহ আমার চাইতেও অধিক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। আল্লাহ্র আত্মমর্যাদাবোধের কারণেই তিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব ধরনের অশ্লীলতা হারাম করিয়াছেন। অনুরূপভাবে ওজর পেশ করাকে কেহ এতখানি পছন্দ করে না যতখানি আল্লাহ পছন্দ করেন। তাই তিনি সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী (নবী-রাসূল) প্রেরণ করিয়াছেন। এমনিভাবে তিনি আত্মপ্রশংসা যতখানি ভালবাসেন আর কেহ ততখানি ভালবাসে না। আর এই কারণেই তিনি জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন" (প্রাগুক্ত, বাব নং ২০, হাদীছ নং ৭৪১৬)।

عن ابئ موسى الاشعرى قال قال النبى ﷺ ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم.

"আবূ মূসা আল-'আশ'আরী (রা) বলেন, নবী (স) বলিয়াছেন ঃ কষ্টাদায়ক কথা শুনিয়া আল্লাহ্র চেয়ে অধিক ধৈর্যধারণকারী আর কেহই নাই। কিছু মানুষ তাঁহার জন্য সন্তান থাকার দাবি করে, এতদসত্ত্বেও তিনি তাহাদেরকে সুস্থ রাখেন ও রিয্ক দান করেন" (প্রাগুক্ত, বাব নং ৩, হাদীছ নং ৭৩৭৮)।

عن عبد الله بن مسعود عن النبى ﷺ إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس.

"আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্'উদ (রা)-এর বর্ণনা, নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ্ স্বয়ং সুন্দর (পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র), সুন্দরকে তিনি বালবাসেন। তবে অহংকার হইল সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও অস্বীকার করা এবং মানুষকে নিজ হইতে তুচ্ছ জ্ঞান করা" (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব তাহ্রীমু'ল-কিবর, বাব নং ৩৯, হাদীছ নং ৯১)।

عن أبى موسى الأشعرى قال قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.

"আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) আমাদিগকে পাঁচটি কথা ইরশাদ করিলেন। ১. আল্লাহ্ তা'আলা নিদ্রা যান না এবং নিদ্রা যাওয়া তাঁহার মর্যাদার উপযোগীও নহে। ২. তিনি জীবিকার উন্নতি ও অবনতি ঘটান। ৩. তাঁহার নিকট রাত্রের 'আমল দিবসের পূর্বে এবং ৪. দিবসের 'আমল রাত্রির পূর্বেই পৌঁছানো হয়। ৫. তাঁহার (এবং তাঁহার মাখলূকের মধ্যখানে) পর্দা (অন্তরাল) হইল নূর। তিনি যদি ঐ পর্দা উঠাইয়া দেন তাহা হইলে তাঁহার পবিত্র সত্তা স্বীয় সৃষ্টিকে দৃষ্টির শেষসীমা পর্যন্ত জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দিবে" (প্রাগুক্ত, কিতাবু'ল-'ঈমান, বাব আল্লাহ্র বাণী أَنَّ اللّٰهَ لَا يَنَامُ হাদীছ নং ৪৪৪)।

عن ابى هريرة أن رسول الله ﷺ قال قال الله أنا عند ظن عبدى بى.

"আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ আমার বান্দা আমার প্রতি যেইরূপ ধারণা পোষণ করে আমি তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহারই করিয়া থাকি" (বুখারী, কিতাবু'ত্-তাওহীদ, বাব নং ৩৫, হাদীছ নং ৭৫০৫)।

عن أبى هريرة قال سمعت النبى ﷺ قال إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال : أذنب ذنبا فقال رب أذنبت ذنبا وربما قال أصبت فاغفر فقال ربه أعلم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدى ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو اذنب ذنبا فقال رب أذنبت أو اصبت آخر فاغفره فقال أعلم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدى ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا فقال رب أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفرلى فقال أعلم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدى ثلاثا فليعمل ما شاء.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি নবী (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, জনৈক বান্দা গুনাহ্ করিল এবং তাওবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র নিকট বলিল, হে আমার পালনকর্তা! আমি একটি গুনাহ করিয়া ফেলিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। তখন তাহার প্রতিপালক বলিলেন ঃ আমার বান্দা কি জানে যে, তাহার এক প্রতিপালক আছেন যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং গুনাহ্র কারণে পাকড়াও করেন? ঠিক আছে, আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। অতঃপর যতদিন আল্লাহ্র মর্জি এইভাবে অতিবাহিত হইল। অতঃপর সে পুনর্বার পাপ করিয়া ফেলিল এবং তাওবা করত বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমিত আরও একটি পাপ করিয়া ফেলিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেনঃ আমার বান্দা কি জানে যে, তাহার এক রব রহিয়াছেন যিনি পাপ মার্জনা করেন ও পাকড়াও করেন? ঠিক আছে, আমার বান্দাকে আমি ক্ষমা করিয়া দিলাম। অতঃপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় আরও কিছু দিন এইভাবে কাটিয়া গেল। ইহার পর আবার সে গুনাহ্ করিয়া বসিল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, আয় আমার পালনকর্তা! আমি আবারও গুনাহ করিয়া বসিয়াছি, আমাকে মাফ করুন। ইহাতে আল্লাহ্ বলিলেনঃ আমার বান্দা কি জানে যে, তাহার এক রব রহিয়াছেন যিনি গুনাহ্ মা'ফ করেন এবং প্রয়োজনে পাকড়াও করেন? ঠিক আছে, আমি আমার বান্দার তিনটি গুনাহ্ই মা'ফ করিয়া দিলাম। সে যাহা ইচ্ছা তাহা করুক" (পূর্বোক্ত, হাদীছ নং ৭৫০৭)।

عن صفوان بن محرز ان رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله ﷺ يقول فى النجوى قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إنى سترت عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.

"সাফওয়ান ইব্ন মুহ্‌রিয (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে নাজওয়া (কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যকার কথোপকথন) সম্পর্কে কি বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন? উত্তরে বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, তিনি বলেনঃ তোমাদের একজন (একজন করিয়া) আপন প্রতিপালকের নিটবর্তী হইলে, আল্লাহ্ তাহার উপর আপন আবরণ বিস্তার করিয়া (যেন হাশরবাসী কেহ দেখিতে না পায়) তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন ঃ তুই অমুক অমুক কার্য করিয়াছিলি? সে বলিবে, হাঁ, আমি করিয়াছি। আল্লাহ্ আবার বলিবেন ঃ তুই অমুক অমুক কাজ করিয়াছিস? সে স্বীকার পূর্বক বলিবে, হাঁ, আমি করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্ বলিবেনঃ যা, পৃথিবীতে তোর গুনাহ গোপন রাখিয়াছি, আর আজ ক্ষমা করিয়া দিলাম" (পূর্বোক্ত, বাব নং ৩৬, হাদীছ নং ৭৫১৪)।

قال ابن عباس رأى رسول الله ﷺ يوم أوطاس إمرأة تعدو وتصيح ولا تستقر فسال عنها فقيل فقدت بنيا لها ثم رآها وقد وجدت ابنها وهى تقبله وتدنيه فدعاها وقال لأصحابه اطارحة هذه ولدها فى النار قالوا لا قال لم قالوا لشفقتها قال الله أرحم بكم منها.

"আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, আওতাস যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ (স) দেখিতে পাইলেন, একটি মহিলা পেরেশান হইয়া দৌড়াইতেছে ও চিল্লাচিল্লি করিতেছে। তিনি তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন,, তাহার একটি বাচ্চা হারাইয়া গিয়াছে। পরে রাসূলুল্লাহ্ (স) দেখিতে পাইলেন, সে তাহার সন্তানকে পাইয়া জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিতেছে। তিনি মহিলাটিকে ডাকিলেন এবং উপস্থিত সাহাবাগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ তোমাদের কি খেয়াল-এই মহিলা কি তাহার এই বাচ্চাটিকে আগুনে ফেলিবে? সকলেই বলিলেন, না। তিনি বলিলেনঃ কেন? তাহারা বলিলেন, বাচ্চার প্রতি তাঁহার মমতার কারণে। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ইহার চাইতে বহু গুণে অধিক মমতাময়" (তাফসীরু'ল-কুরতুবী, ৮খ, ৯৪, সূরা ৯, আয়াত ২৪-৭-এর তাফসীর দ্র, হাদীছ নং ৩৩১৯)।

عن ابى هريرة ان النبى ﷺ قال لما خلق الله الخلق كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتى تغلب غضبى.

"আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, নবী (স) বলেন ঃ যখন আল্লাহ্ মাখলূক সৃষ্টি করিলেন তখন লা'ওহে' মাহফূজে একটি কথা লিখিয়া দিলেন যাহা তাঁহার সম্মুখে 'আরশের উপরে রহিয়াছে যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের চাইতেও প্রবল" (মুসলিম, কিতাবু'ত্-তাওবা, অধ্যায় فى سعة رحمة الله, হাদীছ নং ২৭৫১)।

عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد.

"আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ মু'মিন বান্দাগণ যদি জানিত যে, (বেদীনদের জন্য) আল্লাহ্‌র নিকট কী পরিমাণ শাস্তি রহিয়াছে তাহা হইলে কেহই তাঁহার জান্নাতের প্রত্যাশা করিত না। পক্ষান্তরে কাফিররা যদি জানিত যে, তাহার নিকট কী পরিমাণ দয়া রহিয়াছে, তাহা হইলে কেহই তাহার জান্নাত হইতে নিরাশ হইত না" (পূর্বোক্ত, হাদীছ ২৭৫৫)।

عن ابى هريرة عن النبى ﷺ قال إن لله مائة رحمة انزل منها رحمة واحدة بين الجن ولانس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة وفى رواية فاذا كان يوم القيامة اكملها بهذه الرحمة.

"আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, নবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার এক শতটি রহমত রহিয়াছে। তন্মধ্যে একটিমাত্র রহমত মানব-দানব, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ সমগ্র প্রাণীকুলকে দান করিয়াছেন। ইহাতেই তাহারা একে অপরকে ভালবাসে, পরস্পর দয়াপরবশ হয় এবং ইহার কারণেই হিংস্র প্রাণীরা আপন আপন শাবকদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকে। আর অবশিষ্ট নিরানব্বইটি রহমত আল্লাহ্ নিজের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। উহার দ্বারাই কিয়ামতের ময়দানে বান্দাদের প্রতি রহমত করিবেন। অপর বর্ণনামতে, যখন কিয়ামত সংঘটিত হইবে তখন দুনিয়ার এই এক রহমতকে যুক্ত করিয়া এক শতের কোঠা পূর্ণ করিবেন" (পূর্বোক্ত, হাদীছ নং ২৭৫২-৩)।

عن ابى هريرة أن رسول الله ﷺ قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له.

"আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ প্রতি রাত্রে শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতে আল্লাহ্ রাব্বু'ল-'আলামীন পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন এবং এই বলিয়া ডাকিতে থাকেন, কে আছে আমাকে ডাকিবে, আমি তাহার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে আমার নিকট প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাকে প্রার্থিত বস্তু দান করিব। কে আছে আমার নিকট ক্ষমা চাহিবে, আমি তাহাকে ক্ষমা করিব" (বুখারী, কিতাবু'ত্-তাওহীদ, পরিচ্ছেদ ৩৫, হাদীছ নং ৭৪৯৪)।

عن أنس عن النبى ﷺ يرويه عن ربه قال : إذا تقرب العبد إلى شبرا تقربت اليه ذراعا وإذا تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتانى مشيا أتيته هرولة.

"আনাস (রা) বলেন, নবী (স) স্বীয় রবের পক্ষ হইতে বর্ণনা করেন, বান্দা যখন আমার প্রতি অর্ধ হাত অগ্রসর হয় তখন আমি (আল্লাহ্‌র রহমত) তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তাহা হইলে আমি তাহার দিকে দু হাত অগ্রসর হই। আর সে

যদি আমার দিকে হাঁটিয়া আসে আমি তাহার দিয়ে দৌড়াইয়া যাই” (পূর্বোক্ত, পরিচ্ছেদ ৫০, হাদীছ নং ৭৫৩৬)।

عن ابى هريرة قال قال النبى ﷺ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

“আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, নবী (স) বলেন ঃ দুইটি কথা দয়াময় আল্লাহ্‌র নিকট অতিপ্রিয়, উচ্চারণে খুবই হালকা অথচ আমলনামার পাল্লায় খুবই ভারী। তাহা হইল ঃ সুবহ্‌ানাল্লাহি ওয়া বিহ্‌ামদিহী সুবহ্‌ানাল্লাহি'ল-'আযীম (আমি আল্লাহ্‌র সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমি মহান আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করি”) (প্রাগুক্ত, বাব নং ৫৮, হাদীস ৭৫৬৩)।

عن ابى سعيد الخدرى قال قال النبى ﷺ إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير فى يديك فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون وما لنا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأى شىء أفضل من ذلك فيقول احل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده ابدا.

“আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী (স) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে জান্নাতবাসীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিবেন ঃ হে জান্নাতবাসী! তাহারা জবাবে বলিবে, লাব্বায়ক ইয়া রাব্বানা ওয়া সা'দায়কা ওয়া'ল-খায়রু ফী য়াদায়কা! (হে আমাদের রব! আমরা উপস্থিত আছি, আপনার দরবারে উপস্থিত হইতে পারিয়া আমরা সৌভাগ্যবান, কল্যাণ আপনারই হস্তে)। আল্লাহ্ বলিবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট হইয়াছ? তাহারা বলিবে, কেন আমরা সন্তুষ্ট হইব না! অথচ আপনি আমাদেরকে যাহা কিছু দান করিয়াছেন আপনার কোন সৃষ্টিকেই তাহা দান করেন নাই! আল্লাহ্ বলিবেনঃ লক্ষ্য করিয়া শোন! আমি কি তোমাদেরকে ঐ সবের চাইতেও উত্তম কিছু দান করিব না? তাহারা বলিবে, হে প্রতিপালক! এই সবের চাইতেও কি ভাল কিছু হইতে পারে? তিনি বলিবেনঃ অদ্য হইতে আমার সন্তুষ্টি তোমাদেরকে প্রদান করিলাম; আর কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইব না” (পূর্বোক্ত, পরিচ্ছেদ নং ৩৮, হাদীছ ৭৫১৮)।

আল্লাহর গুণাবলী ও নামসমূহ ঃ আল্-আস্‌মাউ'ল-হ্‌ুসনা দ্র.।

আল্লাহ সংক্রান্ত 'আকীদা ঃ 'আক্‌ীদা দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) আল-কুরআনুল কারীম, ইফাবা প্রকাশিত, আটাশতম মুদ্রণ, সন-অক্টোবর ২০০৩ খৃ.; (৩) মুহাম্মদ ফু'আদ 'আবদুল-বাক্‌ী, আল-মু'জামু'ল-মুফাহ্‌রাস লি'আল্‌ফাজি'ল-কুরআনি'ল- কারীম, দারুল হাদীছ, কায়রো ২০০১ খৃ.; (৪) মুহ্‌াম্মাদ নাইফ মা'রূফ, আল্-মু'জামু'ল-মুফাহ্‌রাস লিমাওয়াদি'ইল-কু'রআনি'ল-কারীম, দারুন্ নাফাইস, বৈরূত ২০০০ খৃ.; (৫) সা'দু'দ্-দীন আত্-তাফ্‌তাযানী, মুখ্‌তাস্‌ারু'ল-মা'আনী, আল্-মাকতাবাতু'ল-আশরাফিয়্যা, দেওবন্দ, ভারত. তা.বি., পৃ. ৫; (৬) 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শিহাবুদ্দীন হ্‌ুসায়ন য়ায্‌দী, শারহ্‌ু'ত-তাহ্‌যীব, কুতুবখানা ইমদাদিয়া, দেওবন্দ, তাবি, পৃ. ২; (৭) 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-জুরজানী, আত্-তা'রীফাত, পৃ. ৫১, নং ১৯৯; (৮) মুহ্‌াম্মাদ 'আব্‌দু'র-রাঊফ আল-মুনাবী, আত্-তাওকীফ 'আলা মুহিম্মাতি'ত্-তা'আরি ১০ পৃ. ৮৬; (৯) ড. স্‌ানি' 'ইব্‌ন হ্‌াম্মাদ আল্-জুহানী, আল-মাওসূ'আতু'ল-মুআস্‌সারাহ্ ফি'ল-আদয়ানি ওয়াল-মায্‌াহিবি ওয়াল- আহ্‌যাবি'ল-সূ'আসারা, দারু'ন্-নাদওয়া আল-'আলামিয়্যা, রিয়াদ, সৌদী 'আরব, ৪র্থ সং, ১৪২০ হি., ১খ, পৃ. ৩৮; (১০) শায়খ শিহাব খাফাজী, হ্‌াশিয়াতু'শ্-শিহাব 'আলা-তাফসীরি'ল- বায়দ্‌াবী, মুআস্‌সাসাতু'ত্-তারীখ আল-'আরাবী, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৫০-৬; (১১) সায়্যিদ ফাখরু'ল- হ্‌াসান, আত্-তাক্‌বীরু'ল-হাবী ফী হ্‌াল্লি তাফসীরি'ল-বায়দ্‌াবী, মাকতাবা ফাখরিয়া, দেওবন্দ, তাবি, ১খ, ৪৫; (১২) আবুল-কালাম সুনামগঞ্জী, তাকরীরে কাসেমী শারহে উর্দূ তাফসীরে বায়দাবী, নিউ মদীনা কুতুবখানা, ৭/২ হাজী কুদরাতুল্লাহ মার্কেট, সিলেট, ২০০৩ খৃ., পৃ. ১২৩-৪৩; (১৩) সাহি্‌ল আহ্‌মাদ, আত্-তাশরীহুল হাবী-শরহে উর্দূ তাফসীরে বায়দাবী, প্রকাশনা প্রাগুক্ত, ২০০০, পৃ. ৪০-৫০; (১৪) শায়খযাদা, হ্‌াশিয়া তাফসীরি'ল- বায়দ্‌াবী, মাকতাবা হাক্কানিয়া, মুলতান, পাকিস্তান, তাবি, ১খ, পৃ. ২১-৬.; (১৫) কাযী বায়দ্‌াবী, আত্-তাফসীর লিল-বায়দ্‌াবী, মুখতার এণ্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, তাবি, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ এর الله শব্দ দ্র.; (১৬) ইমাম বুখারী (ফাত্‌হুল বারীসহ), দারুর রায়্যান লি'ত্-তুরাছ, কায়রো ১৯৮৭ খৃ.; (১৭) ইমাম আহ্‌মাদ, আল-মুস্‌নাদ, দারু ইহ্‌য়ায়িত্ তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ.; (১৮) আবূ দাঊদ আস্-সিজিস্তানী, আস্-সুনান ('আওনু'ল-মা'বূদসহ), দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত তা.বি.; (১৯) জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, আদ-দুররু'ল-মানছূর, দারুল ফিক্‌র, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ.; (২০) মুসলিম ইব্‌নু'ল-হ্‌াজ্জাজ আল-কু্‌শায়রী, আস্- সাহীহ (ইকমালু ইকমালি'ল-মু'লিমসহ), দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরূত ১৯৯৪ খৃ.; (২১) মুহ্‌াম্মাদ ইব্‌ন হি্‌ব্বান আত্-তামীমী, আস্-স্‌াহীহ্‌, মু'আস্‌সাতু'র-রিসালাঃ, বৈরূত, মুহাক্কিক শু'আয়ব আল-আরনাঊত, ২য় মুদ্রণ ১৯৯৩.; (২২) আবূ য়া'লা আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-মাওসিলী, আল-মুসনাদ, দারুল মামূন লিত্‌তুরাছ, দামিশ্‌ক, ১ম সং, ১৯৮৪ খৃ., মুহাক্কিক হুসায়ন সালীম আসাদ; (২৩) আবূ 'আব্‌দিল্লাহ্ মুহ্‌াম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-কু্‌রতু্‌বী, তাফসীরু'ল-কু্‌রতু্‌বী, দারুশ্ শা'ব, কায়রো, ২য় মুদ্রণ ১৩৭২ হি., মুহাক্কিক-আহমাদ আব্‌দুল 'আলীম।

নূর মুহাম্মাদ

আল্লাহু আকবার (দ্র. তাকবীর)

আল্লাহ ওয়ারদী (الله وردى) ঃ (তু) ইরানের পারস্য প্রদেশের একটি তুর্কী গোত্রের নাম (দ্র. ঈলাত)। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তির নাম হিসাবেও ইহা ব্যবহৃত হয়। যথা ঃ ইরানের বাদ্‌শাহ প্রথম 'আব্বাস-এর একজন সেনাধ্যক্ষের নাম ছিল আল্লাহ ওয়ারদী খান।

(দা. মা. ই.) ডঃ আবদুল জলীল

আল্লাহ করীম মসজিদ (الله كريم مسجد) ঃ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মুহাম্মদপুরে অবস্থিত মুগল আমলের একটি ছোট আকারের মসজিদ। মসজিদটি মুহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন কাটাসুর মৌজায় অবস্থিত। কোন শিলালিপি না থাকায় ইহার সঠিক নির্মাণ তারিখ অজ্ঞাত। স্থাপত্য ও নির্মাণ কৌশল দেখিয়া ইহা মুগল আমলে নির্মিত মসজিদ বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ ধারণা পোষণ করেন। শায়েস্তা খানের সময়ে নির্মিত মসজিদসমূহের স্থাপত্য কৌশলের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকায়

মসজিদটি ঐ সময়ে নির্মিত বলিয়া মনে করা হয়। আনুমানিক ১৬৮০ সনের দিকে মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল। বহুকাল ধরিয়া প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামতের অভাবে মসজিদটি ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। স্থানীয় বাসিন্দাগণ বিভিন্ন সময়ে ইহা মেরামত ও তিন দিকে টিন শেডের মাধ্যমে সম্প্রসারণ করিয়া নামায আদায় করিতেন। প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সম্প্রসারণ করিবার পরও ব্যবহারের অনুপযোগী ও নামাযীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় পরবর্তী কালে মসজিদটি সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া সেইখানে নূতন একটি মসজিদ নির্মাণ করা হইয়াছে। বিভিন্ন বর্ণনায় মসজিদটির নাম ভিন্ন রকম পাওয়া যায়। কোন বর্ণনায় আল্লাকুরি মসজিদ, আবার অপর বর্ণনায় আলাকুরি মসজিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে মসজিদটির নাম আল্লাহ করীম মসজিদ।

পুরাতন মসজিদের বর্ণনা ঃ বর্গাকৃতির এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য অভ্যন্তরীণ পরিমাপে ছিল ১২´-০´´। চতুষ্পার্শ্বের ভূমি হইতে কিছুটা উঁচু স্থানের পশ্চিমাংশে মসজিদটি অবস্থিত ছিল। চার কোণায় ৪টি অষ্টভুজাকৃতির বুরূজ দ্বারা মসজিদ কাঠামোকে সুদৃঢ় করা হইয়াছে। ইহার কার্নিসগুলি সোজা। বুরূজগুলি কার্নিসের বেশ উপরে উঠিয়াছে এবং শীর্ষদেশ ছোট গম্বুজ দ্বারা ঢাকা। বুরূজের নিম্নভাগ খাজ কাটা এবং উপরিভাগ কয়েকটি সমান্তরাল বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ। পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচীরে রহিয়াছে ৩টি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথগুলির বাহিরের দিক এক একটি আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত এবং কাঠামোটি প্রাচীর গাত্র হইতে কিছুটা উত্থিত। প্রবেশ পথ কাঠামোগুলির উভয় পার্শ্বে রহিয়াছে ২টি করিয়া সরু মিনার যাহা কার্নিস পর্যন্ত উঠিয়াছে। মিনারগুলির উপরিভাগ শিরালযুক্ত এবং ইহাদের নিম্নাংশের ভিৎ জোড়া কলস নকশা হইতে উদ্গত। পূর্ব প্রাচীরের প্রবেশ পথ বরাবর কিবলা প্রাচীরে রহিয়াছে একটি অর্ধঅষ্টভুজাকৃতির খিলানযুক্ত মিহ্‌রাব। মিহরাবের উভয় পার্শ্বে ২টি খিলানযুক্ত কুলঙ্গী অবস্থিত। একটি অষ্টকোণাকৃতির ড্রামের (Drum) ভিতের উপর স্থাপিত গোলাকার গম্বুজ দ্বারা মসজিদের ছাদ ঢাকা ছিল।

গম্বুজের শীর্ষদেশ পদ্ম ও কলস চূড়ায় সজ্জিত ছিল। প্রাচীর চতুষ্টয় ও চার কোণায় ৪টি ঝুলন্ত 'Pendentive'-এর সম্মিলিত ভিতের উপর গম্বুজের ড্রামটি স্থাপিত ছিল। পেন্ডেন্টিভগুলির উৎপত্তি হইয়াছে প্রাচীর সংলগ্ন ইষ্টক নির্মিত স্তম্ভের শীর্ষ হইতে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে ড্রামের ভিত অলংকারী বন্ধনী দ্বারা শোভিত। বন্ধনীর উপরিভাগ বদ্ধ মার্লন (Blind Merlon) ও ফুল নকশায় অলংকৃত। গম্বুজ বড় গোলাপ নকশায় সুশোভিত ছিল।

মিহরাব ও প্রবেশ পথগুলি মসজিদের অভ্যন্তর অংশে একটি আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে স্থাপিত। কাঠামোগুলির উপরে বিভিন্ন কারুকার্যে সজ্জিত। মসজিদের বহির্ভাগে প্রতিটি প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বে একটি আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে খিলানযুক্ত খোপ নকশা স্থাপিত। প্রতিটি খোপ নকশার উপর অংশ একটি বর্গাকৃতির কাঠামোর মধ্যে এক সারিতে ৩টি করিয়া খিলানযুক্ত ছোট খোপ নকশায় শোভিত। বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কারণে ইহার বহু অলংকরণ ও নকশাসমূহের বিলুপ্তি ঘটিয়াছিল। মসজিদ নির্মাতার নাম ও সালসম্বলিত একটি শিলালিপি বাহিরের দিকে পূর্ব প্রাচীরের প্রবেশ পথের উপর স্থাপিত ছিল। স্থানীয় জনগণের ভাষ্য অনুযায়ী বৃটিশ আমলে তাহা ভাওয়াল রাজা হস্তগত করেন। পরবর্তীকালে ইহার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

বর্তমান মসজিদের বর্ণনা ঃ পুরাতন মসজিদটি ব্যবহারের অনুপযোগী ও নামাযীদের পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান না হইবার কারণে বৃহত্তর পরিসরে ইহা পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পুরাতন মসজিদের পশ্চিম দিকে ১৯৮০ খৃ. ০.১৬ একর জমি মসজিদের নামে ক্রয় করিবার পরে সমগ্র মসজিদ এলাকার আয়তন দাঁড়াইয়াছে ০.৪২ একর। পুরাতন মসজিদ সংলগ্ন পশ্চিম দিকের অংশে বৃহত্তর পরিসরে ৬ তলা ফাউন্ডেশন সম্বলিত ১৯৯৩ খৃ. নূতন মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করা হইয়াছে। পূর্ণাঙ্গ মসজিদের নির্মাণ কাজ এখনো সমাপ্ত হয় নাই। দোতলা হইতে মসজিদ আরম্ভ। সমগ্র নীচতলা দোকান এবং পশ্চিমাংশে মসজিদ সংলগ্ন বহুতলবিশিষ্ট মার্কেট করা হইয়াছে। নবনির্মিত মসজিদটি ১৯৯৯ খৃ. নামাযীদের জন্য উন্মুক্ত করা হইয়াছে। ২০০২ খৃ. পুরাতন মসজিদটি সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। মসজিদের প্রধান কক্ষ পুরাপুরি বর্গাকৃতির নহে। কিবলা প্রাচীর অন্যগুলি হইতে ২৪´-০´´ বেশী লম্বা। ইহাতে মসজিদের পশ্চিম-উত্তর দিকে ত্রিকোণাকার অতিরিক্ত স্থান সংযোজিত হইয়াছে। মসজিদের দক্ষিণ ও পূর্ব প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ৭৯-০´´ করিয়া এবং পশ্চিম প্রাচীর ১০৩-০´´ লম্বা। চতুর্দিকের প্রাচীর ও মধ্যে চার সারিতে ১২টি স্তম্ভের সাহায্যে মসজিদটি সমতল ছাদ দ্বারা ঢাকা এবং দোতলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত। প্রধান কক্ষের ছাদ মেঝে হইতে ২০-০´´ উঁচু। পশ্চিম প্রাচীরে রহিয়াছে একটি মিহরাব। মিহ্‌রাবটি ২টি স্তম্ভের সাহায্যে আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সন্নিবেশিত। ইহার দুই পার্শ্বে ২টি খিলানযুক্ত কুলঙ্গী রহিয়াছে। প্রধান কক্ষে প্রবেশের জন্য পূর্ব প্রাচীরে দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বে ২টি প্রবেশ পথ রহিয়াছে। প্রধান কক্ষের পূর্ব পার্শ্বে রহিয়াছে বারান্দাসদৃশ একটি কক্ষ যাহার পূর্ব দিক উন্মুক্ত। এই কক্ষের ছাদ মেঝে হইতে ১০-০´´ উঁচুতে নির্মিত। ইহার উপরে মহিলাদের নামায কক্ষ নির্মাণের পরিকল্পনা রহিয়াছে। মসজিদে উঠিবার জন্য পূর্ব দিকে রহিয়াছে বহু স্তরবিশিষ্ট একটি প্রশস্ত সিঁড়ি। দোতলায় পূর্ব দক্ষিণ কোণায় উযূ করিবার স্থান এবং উপরে উঠিবার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব কোণায় ২টি সিঁড়ি রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) এ. কে. এম. যাকারিয়া, বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪ খৃ.; (২) বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, ঢাকা ১৯৯৩ খৃ.; (৩) বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৩ খৃ., ১ম সং., ১খ.।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভুঞা

আল্লাহুম্মা (اللهم) ঃ 'আরবী ভাষায় সাধারণত আল্লাহর প্রতি সম্বোধনসূচক বাক্য। প্রাচীন কাল হইতে আরবদের মধ্যে ইহার ব্যবহার প্রচলিত।

খালীল ইব্ন আহ্মাদ (মৃ. ১৭০/৭৮৬) ও সীবাওয়ায়হ (মৃ. ১৮০/৭৯৬)-এর মতে ইহার অর্থ হইতেছেঃ হে আল্লাহ (يا الله) ও ইহার প্রথম সম্বোধনসূচক শব্দ يا (হে)-এর পরিবর্তে শেষে তাশদীদযুক্ত মীম م ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু ফাররা-এর বক্তব্য হইতেছে—আল্লাহুম্মা শব্দটি মূলত يا الله ام بخير (হে আল্লাহ! মঙ্গল করুন) বাক্যের শব্দ-সংক্ষেপ (লিসানুল-'আরাব, ا – ل – ه-এর মূলের অধীনে; আর-রাযী, মাফাতীহু'ল-গায়ব, ২খ., ২২৩, হুসায়নিয়া মাত্বা মিসর)। আল্লাহুম্মা শব্দটি কেবল দু'আর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় (রাগিব, মুফ্রাদাত, ا – ل – ه মূলের অধীনে)। কিন্তু আল্লাহুম্মা শব্দটি জোর দেওয়ার জন্য এবং কোন প্রশ্নের উত্তরকে শ্রোতার স্মৃতিপটে মযবুতভাবে বসাইয়া দেওয়ার জন্যও ব্যবহার করা হয় (আক্রাবু'ল-মাওয়ারিদ, ا – ل – ه মূলের অধীনে)।

আল্লাহুম্মা শব্দটিকে কখনও সংক্ষেপ করিয়া লা হুম্মা (لا هم) বলা হয় (লিসানুল-'আরাব, ا – ل – ه মূলের অধীনে; তু. Noldeke, Zur grammatic d. class, Arab 6)। কিন্তু Wellhausen তাঁহার Rest arabischen Heidenttums², ২২৪-এ এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন, আল্লাহুম্মা শব্দটি মূলত প্রাচীন 'আরবদের সাধারণ উপাস্য দেবতাগণ হইতে ভিন্নতর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই কথার সত্যতা সন্দেহজনক। কারণ প্রত্যেক উপাস্যকেই 'প্রভু' জ্ঞানে উপাসনা করা হইত (ঠিক Lord-এর মত)। এই শব্দটি প্রার্থনা, নযর-নিয়ায, চুক্তির উপসংহার ও কল্যাণ কামনা ও অভিশাপের দু'আ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় (দ্র. Goldziher, Abhandlungen z arab. Philol., ১খ., ৩৫প, তু. اللهم حى আল্লাহ তোমার জন্য ইহা কল্যাণকর করুন) [আল-আখতাল, ৩খ, ৭]। কথিত আছে, باسمك اللهم বাক্যাংশ উমায়্যা ইব্ন আবিস-স'লত প্রবর্তন করিয়াছেন (আগানীর বর্ণনানুযায়ী, ৩খ., ১৮৭) এবং চুক্তিপত্রের সূচনা এই বাক্য দ্বারা করা হয়। Wellhausen তাঁহার Skizzen u. Vorarb (৪খ., ১০৪, ১২৮) গ্রন্থে ইব্ন হিশামের উদ্ধৃতি দিয়া লিখিয়াছেন, এই বাক্যটির মধ্যে যেহেতু মুশরিকী ভাবধারা পাওয়া যায়, এইজন্য হযরত মুহাম্মাদ (স) অন্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু 'বিস্মিকাল্লাহুম্মা' শব্দটির মধ্যে পৌত্তলিক ভাবধারা নিহিত রহিয়াছে বলিয়া নবী কারীম (স) এই শব্দটির পরিবর্তে অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—এইরূপ কথা ইব্ন হিশাম কোথাও লিখেন নাই। আহ্মাদ মুহাম্মাদ শাকিলও এই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করিয়া লিখিয়াছেন, শব্দটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হইয়াছে—এই কথা ঠিক নহে। এই কথা ঠিক যে, নবী (স) অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'বিস্মিল্লাহির-রাহমানির-রাহীম' ব্যবহার করিতেন। কেননা কু'রআন মাজীদের সূরাগুলির সূচনা এই বাক্য দ্বারাই হইয়াছে। সুতরাং প্রতিটি কাজে ইহা ইসলামী প্রথার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মোটকথা যাবতীয় ক্ষেত্রে 'বিস্মিল্লাহ' বলা সুন্নাত এবং (অনেকের মতে) কু'রআন মাজীদ পাঠের ক্ষেত্রে ওয়াজিব। ইহা কোন কোন ক্ষেত্রে باسمك اللهم বাক্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হওয়ার চূড়ান্ত প্রমাণ নহে। স্বয়ং নবী কারীম (স) নিজের ও কুরায়শদের মধ্যে সম্পাদিত হুদায়বিয়া সন্ধিপত্র রচনা করার সময় এই বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং কুরায়শরা বিস্মিল্লাহ (ইহাকে ইসলামী প্রথা সাব্যস্ত করিয়া) লেখার উপর আপত্তি তুলিয়াছিল (ইব্ন হিশাম, গোটিংগেন, ১৮৬০ খৃ.)। আসল ব্যাপার হইল, باسمك اللهم বাক্যের পরিবর্তে শুধু اللهم শব্দের ব্যবহার প্রচলিত রহিল। কেননা ইহার মধ্যে কোন দোষ ছিল না। যেমন اللهم-এর জন্য দ্র. ৩ ঃ ২৬ ও ৩৯ ঃ ৪৬ আয়াতদ্বয়। سبحنك اللهم-এর জন্য দ্র. ১০ ঃ ১০ আয়াত (আরও দ্র. বুখারী, কিতাবুল-উদূ', বাব ৬৯; কিতাবু'ত-তাওহীদ, বাব ২৪; আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল, মুসনাদ, ২খ., ১৪৭)। আর একটি বাক্য اللهم نعم (হে আল্লাহ! হ্যাঁ নিশ্চয়ই) যাহা কোন ব্যক্তিকে শপথ করিয়া সত্য কথা বলাইবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় (তাবারী, লাইডেন ১৮৮৯ খৃ., ১খ., ১৭২৩)। কু'রবানীর ক্ষেত্রে اللهم منك واليك (অথবা لك) বাক্য ব্যবহারের জন্য দ্র. ফিক্হের কিতাবসমূহ (যেমন কানযু'দ-দাকাইক ইত্যাদি) এবং আরও দ্র. 'আরবী ব্যাকরণের পুস্তকসমূহ; তু. Goldziher, ZDMG, 1896, 95 প.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল পাঠে উল্লিখিত বরাত ছাড়াও (১) ইব্ন জারীর, জামি'উল-বায়ান, ৩খ., ২৬-এর তাফসীর; মাহ্মূদ মুহাম্মাদ শাকির-এর তা'লীকাত, ২১২৬, দারুল-মা'আরিফ, মিসর কর্তৃক মুদ্রিত; (২) যামাখশারী, আল-কাশশাফ, ৩খ., ২৬; (৩) আশ-শাওকানী, ফাতহুল-কাদীর, মিসর ১৩৪৯ হি, ১খ., ২৯৮।

Fr. Buhl (E. I.²), (দা. মা. ই.) / মুহাম্মদ মুসা

আল-আশ'আছ (الأشعث) ঃ আবূ মুহাম্মাদ মা'দীকারিব ইব্ন কায়স ইব্ন মা'দীকারিব, আল-হারিছ ইব্ন মু'আবিয়া বংশীয়, হাদ্রামাওত-এর কিনদা গোত্র প্রধান। কৌতুকচ্ছলে প্রদত্ত যেই উপনামে তিনি সাধারণত অতি পরিচিত, উহার অর্থ ঃ বিনা আঁচড়ানো বা অবিন্যস্ত কেশধারী, তাঁহাকে কোন সময় আল-আশজ্জ (الأشج) বা 'ক্ষত চিহ্নযুক্ত মুখমণ্ডলবিশিষ্ট' এবং 'উরফু'ন-নার (عرف النار) নামেও ডাকা হইত। শেষোক্ত শব্দটি দক্ষিণ 'আরবের একটি বাগধারা যাহার অর্থ 'বিশ্বাসঘাতক'। পূর্ববর্তী জীবনে তিনি একবার তাঁহার পিতার হত্যাকারী মুরাদ গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন, কিন্তু শত্রুর হাতে বন্দী হইয়া তাঁহাকে মুক্তিপণ হিসাবে ৩,০০০ উষ্ট্র প্রদান করিতে হইয়াছিল। ১০/৬৩১ সালে তিনি এক প্রতিনিধি দলের (وفد) নেতৃত্ব দেন; এই দলটি মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কিনদার একাংশের আনুগত্য প্রকাশ করে। তাঁহার ভগ্নী কায়লা-কে মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট বিবাহ দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির করা হয়; কিন্তু কায়লা-র মদীনা আগমনের পূর্বেই মুহাম্মাদ (স) ইনতিকাল করেন। আল-আশ'আছ মুহাম্মাদ (স)-এর ইন্তিকালের পর (১১/৬৩২) নিজ গোত্রসহ বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফলে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক আন-নুজায়র দুর্গে অবরুদ্ধ হন। প্রবাদ অনুযায়ী তিনি নিজের ও অপর নয়জনের মুক্তির শর্তে দুর্গটি সমর্পণ করেন, কিন্তু সমর্পণ দলীলে তাঁহার নিজের নাম বাদ পড়িয়া যায় এবং অতি অল্পের জন্য তিনি প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা পান। অতঃপর তাঁহাকে মদীনা প্রেরণ করা হয়,

সেইখানে আবূ বাক্র (রা) তাঁহাকে শুধু ক্ষমাই করেন নাই, বরং নিজের ভগ্নী উম্মু ফারওয়া বা কুরায়বা-কে তাঁহার নিকট বিবাহও দেন (অন্য বিবরণ অনুযায়ী এই বিবাহ মুহ'াম্মাদ (স')-এর নিকট প্রতিনিধিদল আগমনের সময় ইতোপূর্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল)। তিনি সিরিয়ায় বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং য়ারমূকের যুদ্ধে একটি চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হারান। অতঃপর আবূ 'উবায়দা তাঁহাকে ও তাঁহার গোত্রের লোকদেরকে ক'াদিসিয়্যা সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্'ক'াস (রা)-এর সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য প্রেরণ করেন। সেইখানে তিনি 'একটি আরব বাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং উত্তর ইরাক দখল করেন। তিনি কিনদা বাহিনীর সেক্টর প্রধান হিসাবে কূফায় বসবাস করিতে থাকেন এবং ২৬/৬৪৬-৭ সালে আযারবায়জান অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। সি'ফ্ফীন-এর যুদ্ধে, যুদ্ধ ও আপোষ-আলোচনা উভয়টিতেই তিনি অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন এবং 'আলী (রা)-কে সালিশীর নীতি মানিয়া লইতে এবং ইরাকী পক্ষে আবূ মূসা (রা)-র নির্বাচনে সম্মতি জ্ঞাপনে বাধ্য করেন [(দ্র. 'আলী ইব্ন আবী তা'লিব (রা)]। এই কারণে শী'আপন্থী বিবরণে তাঁহাকে এবং তাঁহার সমগ্র পরিবারকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসঘাতকরূপে চিহ্নিত করা হয়। আল-হ'াসান ইব্ন 'আলীর সরকারের আমলে (৪০/৬৬১) কূফায় তাঁহার ইনতিকাল হয়। উল্লেখ্য, আল-হ'াসান ইব্ন 'আলীর সঙ্গে তাঁহার এক কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার বংশধরগণের জন্য দ্র. ইবনু'ল-আশ'আছ'।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) L. Caetani, Chronographia Islamica, A. H. 40, ২৯; (২) ইব্ন সা'দ, ৬খ., পৃ. ১৩-১৪; (৩) মুহ'াম্মাদ ইব্ন হ'াবিব, আল-মুহ'াব্বার, নির্ঘণ্ট; (৪) নাস'র ইব্ন মুযাহি'ম, ওয়াক্'আত সি'ফ্ফীন (কায়রো ১৩৬৫ হি.); (৫) ঐ লেখক, খিলাফাতের সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থসমূহ।

H. Reckendorf (E. I.²)/ মু. আব্দুল মান্নান

আশ'আব (اشعب) ঃ তাঁহার ডাকনাম ছিল তাম্মা (অর্থগৃধ্নু)। তিনি মদীনার অধিবাসী ছিলেন, প্রথম চার খলীফার নাতি-নাতনীদের মধ্যে হাস্যরসের গল্প বলিয়া বেড়াইতেন। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি তাঁহার এই পেশায় উন্নতি লাভ করেন। কথিত আছে, তিনি ১৫৪/৭৭১ সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য থাকিলেও তাহা উপকথার মিশ্রণে নির্ভরযোগ্যতা হারাইয়াছে। তবে আমরা তদ্দারা উমায়্যা আমলের একজন পেশাদার চিত্তবিনোদকের জীবনধারা সম্পর্কে কিছু ধারণা করিতে পারি। তাঁহার প্রতি যে সকল হাস্য-রসাত্মক গল্প আরোপ করা হয়, সেইগুলি রাজনীতি, ধর্ম ও মধ্যবিত্ত জীবন সম্পর্কিত। মধ্যবিত্ত জীবন সম্পর্কিত হাসির গল্পাদি আশ'আব উপাখ্যানের শেষের দিকে স্থান পাইয়াছে; তবে এইসব গল্প 'আব্বাসী আমলের প্রথম যুগে মুসলমানদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ছিল। আশ'আবের নামে যে সকল রসিকতার কাহিনী প্রচলিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে হাদীছ বর্ণনাকারীদের দুর্বলতা সম্পর্কে একটি বিখ্যাত গল্প হইল ঃ আশ'আব বলিয়াছেন, তিনি শুনিয়াছেন, ইকরিমা (বা অপর কোন প্রখ্যাত হাদীছ বর্ণনাকারী) বর্ণনা করিয়াছেন, মহানবী (স) বলিয়াছেন, দুইটি গুণ প্রকৃত ধর্মবিশ্বাসীর (ঈমানদারের) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এইগুলি কি কি—এই প্রশ্নের উত্তরে আশ'আব বলেন, ইকরিমা উহার একটি ভুলিয়া গিয়াছেন এবং আমি অপরটি ভুলিয়া গিয়াছি অর্থগৃধ্নু আশ'আবের অপর একটি মজাদার কাহিনী অধিক সুবিদিত। উৎপাতকারী শিশুদের হাত হইতে নিস্তার লাভের জন্য তিনি তাহাদেরকে বলিতেন, অমুক স্থানে উপঢৌকন বিতরণ করা হইতেছে এবং তৎপরে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেন। কেননা তিনি মনে করিতেন, অলীক কাহিনীটি সত্য হইতেও পরে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-আগ'ানী, ১৭খ., পৃ. ৮২-১০৫; (২) OS Recher, Abris., ১খ., পৃ. ২৩৫-৩৯; (৩) F. Rosenthal, Humor (Humour) in Islam and its historical Development (Lieden 1956), গ্রন্থখানির কেন্দ্রীয় চরিত্রে আশ'আব।

F. Rosenthal (E. I.²)/ মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

আল-আশ'আরী, আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্ন ইসমা'ঈল (الاشعرى، ابو الحسن على بن اسماعيل) ঃ একজন খ্যাতনামা 'আলিম এবং আহ্ল-ই সুন্নাতের কালামশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, যাহা তাঁহার নামেই পরিচিত। বলা হয়, তিনি ২৬০/৮৭৩-৪ সনে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-র নবম অধস্তন পুরুষ। এক বর্ণনায় তাঁহার বংশতালিকা এইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ 'আলী ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইসহ'াক' ইব্ন মালিক ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন মূসা ইব্ন আবী বুরদ (দ্র. Ritter, E. I. তুর্কী, শিরো.)। তাঁহার জীবনী সম্পর্কে অতি অল্পই জানা যায়। তিনি বসরার মু'তাযিলা প্রধান আবূ 'আলী আল-জুব্বাঈ-এর শ্রেষ্ঠতম শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন এবং যদি মু'তাযিলা মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া আহ্লে সুন্না জামা'আতে শামিল না হইতেন তবে তিনিই সম্ভবত জুব্বাঈর স্থলাভিষিক্ত হইতেন। এই মতবাদ বা 'আক'াইদ পরিবর্তন হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হয় ৩০০/৯১২-৩ সনের দিকে। বলা হয় যে, তিনি বসরায় জামে' মসজিদের মিম্বার হইতে উহা ঘোষণা করেন। শেষ জীবনে তিনি বাগদাদে বসবাস করেন এবং ৩২৪/৯৩৫-৯৩৬ সনে ইনতিকাল করেন।

আল-আশ'আরীর মতবাদ পরিবর্তনের ঘটনার বর্ণনায় কিছু মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রসিদ্ধ রিওয়ায়াত এই ঃ রামাদ'ানু'ল -মুবারাক মাসে তিনি তিনবার স্বপ্নে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স') তাঁহাকে খাঁটি সুন্নাতের অনুসরণ করার নির্দেশ দান করেন। তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, ইহা সত্য স্বপ্ন। অন্যপক্ষে যেহেতু আহ্লে সুন্না 'ইলমু'ল-কালাম অপসন্দ করিতেন সেইহেতু তিনিও উহা পরিত্যাগ করেন। তৃতীয়বার তাঁহাকে স্বপ্নে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তিনি যেন খাঁটি সুন্নাতের উপর কায়েম থাকেন এবং 'ইলমু'ল-কালাম পরিত্যাগ করেন। রিওয়ায়াত যাহাই হউক, সারকথা, মতবাদ পরিবর্তনের এই সংক্ষিপ্ত ঘটনাটি আশ'আরীর সমস্ত জীবনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর মতাদর্শ গ্রহণ করেন এবং বারবার প্রকাশ্যেই ইহা ঘোষণা করিতেন। মু'তাযিলারা যে ধরনের 'আক'লী (বুদ্ধিপ্রসূত) যুক্তির অবতারণা করিতেন, তিনি এই ধরনের যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তাঁহার মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পান।

যে সকল বড় বড় মাস'আলার ব্যাপারে তিনি মু'তাযিলীদের বিরোধিতা করিতেন তাহা নিম্নরূপ ঃ (১) আল্লাহ্‌র গুণাবলী (সি'ফাত), যথা ঃ জ্ঞান (علم), দৃষ্টিশক্তি (بصر), বাকশক্তি (كلام) অনাদি ও অনন্ত যাহার মাধ্যমেই তিনি জ্ঞানী (عالم), দ্রষ্টা (بصير) ও বাঙময় (متكلم)। অপরদিকে মু'তাযিলীদের মতবাদ হইল আল্লাহ্‌র গুণাবলী (সি'ফাত) তাঁহার সত্তা (ذات) হইতে পৃথক নহে অর্থাৎ আল্লাহ্ কেবল সত্তাধারী, তাঁহার কোন পৃথক গুণ (সি'ফাত) নাই।

(২) মু'তাযিলীদের 'আকীদা হইল কুরআন কারীম-এ যে আল্লাহ্র হাত, মুখমণ্ডল প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে উহার অর্থ তাঁহার অনুগ্রহ, তাঁহার সত্তা প্রভৃতি। আল-আশ'আরী এই সকল শব্দের অর্থ শারীরিক কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নহে, এই মত পোষণ করিলেও তাঁহার মতে এই সকল বস্তু প্রকৃতপক্ষেই প্রমাণিত যদিও আমরা উহার প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার استواء على العرش (আরশের উপর সমাসীন হওয়া)-এর বিষয়টিকেও অনুরূপ অর্থে গ্রহণ করেন।

(৩) কুরআন মাখলূক'-মু'তাযিলীদের এই আকীদার বিপক্ষে আলআশ'আরীর আকীদা এই, 'কালাম' আল্লাহ্র আযালী (ازلى) [শাশ্বত ও অনন্ত] সিফাত এবং এইজন্যই কুরআন মাখলূক নহে।

(৪) মু'তাযিলীদের 'আকীদা ঃ প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্কে দেখা যায় না, কারণ ইহার অর্থ হইবে তিনি শরীরধারী। আল-আশ'আরীর মতে আখিরাতে অবশ্যই আল্লাহ্র দর্শন লাভ হইবে; তবে তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ।

(৫) মু'তাযিলীদের 'আকীদা হইল মানুষ তাহার সকল কর্মে স্বাধীন। আশ'আরীর মতে সকল জিনিস আল্লাহ্র ইচ্ছা ও শক্তির অধীন, সকল ভাল ও মন্দ কাজ আল্লাহ্র ইচ্ছায়ই সংঘটিত হয়। তিনি মানুষের কাজের স্রষ্টা এই হিসাবে যে, তিনি মানুষের কর্মশক্তি সৃষ্টি করেন। যে كسب (কাস্ব দ্র.) মতবাদ পরবর্তী আশ'আরীদের একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়, উহার উদ্ভাবক সাধারণত খোদ আল-আশ'আরীকেই সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু তিনি এই মতবাদ সম্পর্কে অবহিত থাকিলেও ইহা তাঁহার নিজস্ব 'আকীদা কিনা তাহা জানা যায় না (তু. JRAS, ১৯৪৩ খৃ., পৃ. ২৪৬ প.)।

(৬) মু'তাযিলীগণ তাঁহাদের মূলনীতি المنزلة بين المنزلتين (দুই স্তরের মধ্যবর্তী স্তর)-এর ভিত্তিতে এই মত পোষণ করেন যে, কবীরা গুনাহকারী না মু'মিন থাকে না কাফির হইয়া যায়। আল-আশ'আরীর সুদৃঢ় মতে সে মু'মিনই থাকে, তবে গুনাহের পরিণতিতে 'আযাব প্রাপ্ত হইতে পারে।

(৭) আল-আশ'আরী কিয়ামতের বিভিন্ন অবস্থানে, যথা হাওদ কাওছার, পুলসিরাত ও মীযান-এ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর শাফা'আত (সুপারিশ)- এর বাস্তবতা ও সত্যতা স্বীকার করেন; কিন্তু মু'তাযিলীগণ হয় উহা অস্বীকার করেন নতুবা উহার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

আল-আশ'আরীই এই ব্যাপারে প্রথম ব্যক্তি নহেন যিনি প্রাচীন আহ্লে সুন্না-এর 'আকীদার প্রমাণের জন্য 'ইলমে কালামের সাহায্য গ্রহণ করেন, তাঁহার পূর্বেও যাঁহারা এই ধরনের প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন তাহাদের মধ্যে আল-হারিছ ইবন আসাদি'ল-মুহাসিবী অন্যতম। আল-আশ'আরী অবশ্য এই ব্যাপারে প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি কালাম-এর পদ্ধতি অনুসরণে এমনভাবে তাঁহার মতবাদ প্রমাণ করেন যাহা অধিকাংশ (جمهور) আহ্লে সুন্না-এর দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য ছিল। তিনি এই ব্যাপারেও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী যে, তিনি অত্যন্ত গভীর ও বিশদভাবে মু'তাযিলীদের 'আকীদা ও মতবাদ অধ্যয়ন করেন— তাঁহারই রচিত মাকালাতুল-ইসলামিয়্যীন (ইস্তাম্বুল ১৯২৯ খৃ.) গ্রন্থ হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায় (তু. R. Strothmann, in Islam, ১৯খ., ১৯৩-২৪২)। তাঁহার অসংখ্য অনুসারী আল-আশ'আরিয়্যা (দ্র.) অথবা 'আশা'ইরা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, যদিও তাহাদের অনেকে কিছু ক্ষুদ্র ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করিতেন।

কোন য়ূরোপীয় বিদ্যান্বেষীর বিবেচনায়, বাহ্যত আশ'আরীর দলীল প্রয়োগের পন্থা ও পদ্ধতি ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল (র)-এর অতিমাত্রায় প্রাচীনপন্থী অনুসারিগণের পন্থা ও পদ্ধতি হইতে তেমন ভিন্নতর মনে নাও হইতে পারে। কারণ তাঁহার বহু দলীল কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত (তু. A. J. Wensinck, Muslim Creed, Cambridge ১৯৩২ খৃ., পৃ. ৯১)। যদিও ইহার কারণ এই ছিল যে, মু'তাযিলীসহ তাঁহার বিরোধী পক্ষ এই ধরনের দলীল ব্যবহার করিতেন। আল-'আশআরী সর্বদা বিরুদ্ধ পক্ষের দলীল প্রয়োগের পন্থা ও পদ্ধতিই প্রয়োগ করিতেন। এতদ্সত্ত্বেও বিরুদ্ধবাদিগণ যখন কোন খাঁটি বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি দাঁড় করাইতেন তখন আল-আশ'আরী তাহাদের বিরোধিতায় অনুরূপ যুক্তি অতি নৈপুণ্যের সহিত নির্দ্বিধায় ব্যবহার করিতেন। অবশেষে যখন বুদ্ধিভিত্তিক দলীল (عقلى دليل)-এর বৈধতা স্বীকৃত হইয়া যায় তখন আশ'আরিয়্যাদের, বিশেষত আল-আশ'আরীর বহু অনুসারীর জন্য এই ধরনের দলীল কায়েমের পন্থাকে আরও অগ্রসর এবং উন্নত করা অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে। এইভাবে পরবর্তী শতকগুলিতে 'ইলমে কালাম নিছক বুদ্ধিভিত্তিক মৌল নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, অথচ এই চিন্তাধারা ছিল আল-আশ'আরীর ধ্যান-ধারণা হইতে বহু দূরে।

৩০০ হি. পর্যন্ত রচিত তাঁহার চৌষট্টিখানা গ্রন্থের নামের তালিকা স্বয়ং আল-আশ'আরী তাঁহার আল-আমাদ (আল-গামাদ?) গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ৩০০ ও ৩২৪ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে প্রণীত একুশখানা গ্রন্থের নাম ইব্ন ফূরাক উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইব্ন 'আসাকির ইহার সহিত আরও তিনখানা গ্রন্থের নাম যোগ করিয়াছেন (তাবয়ীন , পৃ. ১২৮-১৩৬; কিওয়ামু'দ-দীন, পৃ. ১৬৪-১৬৮; Spitta, পৃ. ৬৩)। কাদী আবু'ল-মা'আলী ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক-এর মতে আল-আশ'আরীর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা তিন শত (তাবয়ীন, পৃ. ১৩৮)। তাঁহার এই রচনা-সম্ভারকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

(১) যেই গ্রন্থগুলি তিনি মু'তাযিলা থাকাকালে রচনা করিয়াছেন, কিন্তু পরে নিজেই বর্জন বা খণ্ডন করেন; (২) যেই গ্রন্থগুলি তিনি ইসলাম বহির্ভূত দলসমূহ [যথা দার্শনিক, প্রকৃতিবাদী, নাসিক (দাহরী), ব্রাহ্মণ, য়াহূদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক, এরিস্টোটল ও ইব্ন রাওয়ান্দীর অনুসারী]-র 'আকীদা খণ্ডন করিবার জন্য রচনা করেন; (৩) যেই সকল গ্রন্থে তিনি খারিজী, জাহমী (جهمى), শী'আ, মু'তাযিলা জাহিরিয়্যা প্রমুখ ইসলামী ফিরকার মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন; (৪) যেই সকল গ্রন্থে মুসলিম ও অ-মুসলিমদের প্রবন্ধ বা বাণী জাতীয় কিছু উদ্ধৃত করা হইয়াছে; (৫) যেই সকল পুস্তিকায় তিনি বিভিন্ন স্থানের লোকের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি আমাদের হাতে আসিয়াছে ঃ

(১) বড় বড় গ্রন্থের মধ্যে আমাদের নিকট কেবল মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন নামক গ্রন্থখানি পৌঁছিয়াছে (সম্পা. C. H. Ritter, BI-এ, ইস্তাম্বুল ১৯২৮-১৯৩৩ খৃ.)। এই গ্রন্থখানি তিনটি অংশে বিভক্ত ঃ (১) যাহাতে ইসলামী দলসমূহ (শী'আ, খারিজী, মুরজিঈ মু'তাযিলী, মুজাসসিমা, জাহ্মিয়্যা, দিরারিয়্যা, নাজজারিয়্যা, বাকরিয়্যা ও নুসাক) এবং আহ্লে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত-এর 'আকীদা (আল-কাততান, যুহায়র আল-আছারী, আবূ মু'আয আত-তাওমানী) সম্বন্ধে সাধারণ চিন্তাধারায় উল্লেখ করা হইয়াছে; (২) যাহাতে কালামশাস্ত্রের সূক্ষ্ম মাস'আলাসমূহ (পৃ. ৩০১-৪৮১), বিশেষত মু'তাযিলীদের দীনী ও দার্শনিক 'আকীদা ও

মতবাদসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; (৩) যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলী (ذات وصفات) সম্পর্কে মতভেদ (পৃ. ৪৮৯-৫৮২) এবং কু'রআন কারীম সম্পর্কে বিভিন্ন দলের মতামত আলোচিত হইয়াছে (পৃ. ৫৮২-৬১১)। এই তৃতীয়াংশটি একখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহা নূতনভাবে আল্লাহ্ তা'আলার হ'াম্দ দ্বারা শুরু করা হইয়াছে। আর প্রকৃতপক্ষেও তাঁহার গ্রন্থরাজির ফিহ্‌রিস্ত দৃষ্টে বুঝা যায় যে, আল-আশ'আরীর একখানি গ্রন্থে কয়েকটি সংকলন একত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে, বিভিন্ন ফির্কার মতামত সম্পূর্ণ পক্ষপাতিত্বহীনভাবে বর্ণনা করা হইবে; বাস্তবেও তিনি সমালোচনা বা খণ্ডন মোটেই করেন নাই এবং নিজের চিন্তাধারাও স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন নাই। আহ্‌লে হ'াদীছ-এর 'আকীদা বর্ণনা করিবার পর কেবল এই কথাটি বলিয়াছেন যে, তিনি এই 'আকীদা গ্রহণ করিয়াছেন।

২। আল-ইবানা আল-উসূ'লি'দ-দিয়ানা, আল-আশ'আরী ইহাতে নিজের অর্থাৎ আস'হ'াবুল-হ'াদীছে'র আকীদা বাদ দিয়া অন্য ইসলামী দলগুলির 'আকীদা খণ্ডনে দলীল পেশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি হায়দরাবাদ (১৩২১ হি.) এবং কায়রো (১৩৪৪ হি.)-তে মুদ্রিত হইয়াছে। Walter C. Klein অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ইংরেজীতে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন এবং ইহার অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকাও প্রকাশ করিয়াছেন (The Elucidation of Islam's Foundation নিউ ইয়র্ক ১৯৪০ খৃ., এবং American Oriental সিরীয ১৯)।

৩। আল-লুমা' (اللمع) ঃ ইহা দশটি বাব (পরিচ্ছেদ) সম্বলিত একটি সংকলন —যাহাতে কু'রআন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা (مشيت الهى), আল্লাহ্‌র দর্শন (رؤية البارى) কা'বদ, ক্ষমতা (استطاعت), ন্যায়বিচার (تعديل), ঈমানের নবায়ন (تجديد ايمان), জুয' ওয়া কুল্ল (جزء وكل), প্রতিশ্রুতি ও ভীতি (?), (وعد و وعيد) এবং ইমামাত সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। অবশ্য Spitta ইহার বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার প্রস্তুত করিয়াছেন (পৃ. ৮৩ প.) এবং Joseph Hell ইহার তিনটি বাব (পরিচ্ছেদ) জার্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন (Vom Mohammed big Ghazali, Jena ১৯২৩ খৃ., পৃ. ৪৯-৫৯)।

৪। রিসালাতু'ল-ঈমান Spitta জার্মান ভাষায় ইহা অনুবাদ করিয়াছেন (পৃ. ১০১-১০৪)।

৫। রিসালাতুন কাতাবা বিহা ইলা আহলি'ছ-ছগীর বিবাবি'ল-আবওয়াব (رسالة كتب بها الى اهل الثغر لباب الابواب) গ্রন্থখানিতে আহ্‌ল-ই-সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আতের 'আকীদা বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কি'ওয়ামু'দ-দীন বুরসালান ইহা তুর্কী অনুবাদসহ প্রকাশ করিয়াছেন (ইলাহিয়াত ফাকিলতীসী মাজমূ'আসী (الهيات فاكل تيسى مجموعه سى) নং ৭, পৃ, ১৫৪-১৭৬ এবং ৮. পৃ. ৫০-১০৮)।

৬। কা'ওল জামীলাতি আস'হ'াবি'ল-হ'াদীছ' ওয়া আহলি'স-সুন্নাহ ফিল-ইনতিকাদ (قول جميلة اصحاب الحديث واهل السنة فى الاعتقاد) অপ্রকাশিত।

৭। রিসালাতু ইসতিহ'সানি'ল-ফাওদ ফী 'ইলমি'ল-কালাম (رسالة استحسان الخوض فى علم الكلام) [হায়দরাবাদ ১৩৪৪ হি.]। এই গ্রন্থখানি, বিশেষত আহ্‌লে হ'াদীছে'র মতবাদ খণ্ডনে লিখিত, যাহারা কালামশাস্ত্রের মূলনীতিকে আক'লী দলীল (عقلى دليل) দ্বারা অর্থাৎ দীনী 'আকীদাকে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা পসন্দ করিতেন না। গ্রন্থখানিতে ইহা দেখানো হইয়াছে যে, কু'রআন ও হ'াদীছ'-এ যুক্তিপ্রমাণের উপাদান নিহিত রহিয়াছে। অপরদিকে বলা হইয়াছে যে, স্বয়ং আহ্‌ল-ই হ'াদীছ'গণও সেই সকল বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন যাহার অবতারণা কুরআন ও হ'াদীছে' করা হয় নাই, যথা কু'রআন অ-সৃষ্ট (غير مخلوق) হওয়ার ব্যাপারে কোন সাহীহ' হ'াদীছ' নাই; সুতরাং কু'রআন অসৃষ্ট (غير مخلوق)। আহ্‌ল-ই হ'াদীছ'গণের এই দাবিই প্রমাণিত করে যে, তাহারা এমন মাস'আলার আলোচনাও করিয়া থাকেন যাহা কু'রআন ও হ'াদীছে' নাই। এই গ্রন্থখানিতে আলোচনাতে যেহেতু শ্রুত (سمعيات) বিষয়াবলীর সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিভিত্তিক (عقليات) বিষয়াবলীকেও স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাই الجزء الذى لا ينجزى-এর ন্যায় বিতর্কিত মু'তাযিলী বিষয়াবলী সম্পর্কেও আলোচনার প্রয়োজন ছিল: উপরন্তু কু'রআন কারীমে তাওহী'দ ও 'আদলের মৌলনীতি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল আলোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে, এই গ্রন্থখানির নাম আল-আশ'আরীর গ্রন্থরাজির ফিহরিস্ত-এ উল্লেখ রহিয়াছে। সেইহেতু ধারণা করা যায় যে, গ্রন্থখানি সম্ভবত তাঁহার মু'তাযিলী থাকাকালে রচিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-লুমা' ওয়া রিসালাতু ইসতিহ'সানি'ল-খাওদ ফী 'ইলমি'ল-কালাম, সম্পা. ও অনুবাদ R. C. Mccarthy. The theology of al-Ashary, বৈরূত ১৯৫৩ খৃ.; (২) আল-ইবানা হায়দরাবাদ ১৩২১ হি.; কায়রো ১৩৪৮ হি.; W. C. Klein অনূদিত, নিউইয়র্ক ১৯৪০ খৃ. (তু. W. Thomson, in MW, ৩২খ., পৃ. ২৪২-৬০); (৩) ইব্‌ন 'আসাকির, তাবয়ীনু কাযি'বি'ল'-মুফতারী, দামিশক ১৩৪৭ হি. (McCarthy কর্তৃক সংক্ষেপ্ত, পূ. গ্র. ও A.F. Mehren রোয়েদাদ (Travaux)-ই সুওয়াম বায়না'ল-আক'ওয়ামী ইজতিমা'-ই মুসতাশরিকী'ন, ২খ., পৃ. ১৬৭-২৩২; (৪) W. Spitta, Zur Gerchichteh ...... al-Asri's, Leipzig ১৮৭৬ খৃ.; (৫) Gold ziher, Vorlesungen, ২য় সং., পৃ. ১১২-১৩২; (৬) D. B. Macdonald, Development of Muslim Theology, নিউইয়র্ক ১৯০৩ খৃ.; (৭) A. S. Tritton, Muslim Theology, লণ্ডন ১৯৪৭ খৃ, পৃ. ১৬৬-১৭৪, অন্যান্য হ'াওয়ালাসহ (৮) W. Montgomery Watt, Free Will and predestination in Early Islam, লন্ডন ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ১৩৫-১৫০; (৯) L. Garet 3 M. M. Anawati, Introduction a la Theologie Musulmane, প্যারিস ১৯৪৮ খৃ., বিশেষত পৃ. ৫২-৬০; (১০) J. Schacht, in Studia Islamica, ১খ., ৩৩ প.; (১১) ইবনু'ন-নাদীম, ফিহরিস্ত, পৃ. ১৮১; (১২) ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ৪৪০; (১৩) আল-খাতী'ব, তারীখু বাগ'দাদ, ১১খ., ৩৪৬ প.; (১৪) আস-সুবকী, ত'াবাক'াতু'শ-শাফি'ইয়্যা, ২খ., পৃ. ২৪৫-৩০১; (১৫) আল-খাওয়ানসারী, রাওদ'াতুল-জান্নাত, পৃ. ৪৭৪-৪৭৬; (১৬) Brockelmann, ২য় সং., ১খ., পৃ. ২০৬-২০৮ এবং (১৭) পরিশিষ্ট, ১খ., ৩৪৫ প.; (১৮) M. Schreiner, Zur Gerchichte des As aritenthums, in Actesdu Viii Congres international des Orientaliste

১৮৯১-১৮৯৩ খৃ., ২/১খ., ৭৭-১১৭; (১৯) ঐ লেখক, Beitrage zur Gerchichte der theologichen Bewegungen im Islam, in ZDMG, ৫২খ., (১৮৯৮ খৃ.), ৪৮৬-৫১০; (২০) O. Pretzl, Del Fruhislamische Atomenlehre, in Die Islam, ১৯খ., (১৯৩১ খৃ.), ১১৭-১৩০; (২১) সায়্যিদ আবু'ল-হ়াসান আলী নাদাবী, তারীখ-ই দা'ওয়াত 'আযীমাত, লখনৌ, ২য় সং ১৩৯৯/১৯৭৯, ১খ, ১০৫-১১৪।

M. Montgomery Watt (E. I.²)/ ডঃ আবদুল জলিল

আল-আশ্'আরী, আবূ বুরদা (الاشعرى ابو بردة)ঃ 'আমের ইব্ন আবী মূসা সর্বসম্মত মত অনুযায়ী কূফার প্রথম কা'দীগণের অন্যতম। তিনি আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) [দ্র.]-র পুত্র ছিলেন, এই তথ্য ব্যতীত তাঁহার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সূত্রে অতি সামান্যই জানা যায়। ইসলামী আভিজাত্যের একজন সদস্য হিসাবে তাঁহার জন্য সরকারী কোষাগারের একজন কর্মকর্তার পদে নিয়োগ লাভ অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল (ইব্ন সা'দ)। ৫১/৬৭১ সালে তাঁহাকে কূফার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের একজনরূপে দেখা যায়। ঐ সময় তিনি হু'জর ইব্ন 'আদী (দ্র.)-র অনুসারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করিয়াছিলেন (তা'বারী, ২খ., ১৩১ প.; আগ'নী, ১৬ খ., পৃ. ৭)। পুনরায় ৭৬/৬৯৫-৬ সালেও তাঁহাকে একই অবস্থায় দেখা যায়, তখন তিনি খারিজী বিদ্রোহী শাবীব ইব্ন য়াযীদ (দ্র.)-এর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন (ত'াবারী, ২খ., পৃ. ৯২৮)। তিনি যে কূফার কা'দী ছিলেন তাহা সাধারণভাবে নিশ্চিত। কিন্তু প্রাথমিক উৎসসমূহতেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন, আল-হা'জ্জাজ কর্তৃক তাঁহাকে কথিত নিয়োগ দান সম্পর্কিত অবস্থা (মুবার্‌রাদ, কামিল, ২৮৫, ওয়াকী', ২খ., ৩৯১ প.), তাঁহার পূর্ববর্তী ব্যক্তিবর্গ (শুরায়হ' ইব্ন সা'দ, কিতাবু'ল-মুহ'াব্বার ও ওয়াকীর মতানুসারে এবং 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন আবী লায়লা —ওয়াকী', ২খ, ৪০৭, অনুসারী), তাঁহার স্থলাভিষিক্ত (সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র— কিতাবু'ল-মুহ'াব্বার অনুসারে; শা'বী ওয়াকী', ২খ., পৃ. ৩৯২, ৪১৩ অনুসারে; স্বীয় ভ্রাতা আবূ বাক্‌র—ওয়াকী', ২খ., ৪১২ প. অনুসারে) এবং তাঁহার পদে আসীন থাকার সময়কাল (অতি অল্প সময়—ওয়াকী', ২খ., পৃ. ৩৯২ অনুসারে; তিন বৎসর—ওয়াকী', ২খ., পৃ. ৪১৩ অনুসারে; ৭৯/৬৯৮-৯ সাল হইতে তিন ও আট বৎসরের মধ্যবর্তী কোন এক অনির্দিষ্ট সময়কাল—ত'াবারী, ২খ., ১০৩৯, ১১৯১ অনুসারে)। আল- হা'জ্জাজের নিকট শুরায়হ' তাঁহার যৌথ উত্তরাধিকারীরূপে আবূ বুরদা ও সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র-এর নাম সুপারিশ করিয়াছিলেন (ওয়াকী', ২খ., পৃ. ৩৯২) অথবা মু'আবি'য়া ৬০/৬৮০ সালে স্বীয় মৃত্যুশয্যায় পুত্র য়াযীদকে আবূ বুরদার সৎপরামর্শ গ্রহণের উপদেশ দিয়াছিলেন (ইব্ন সা'দ, ৪/১খ., ৮৩; ত'াবারী, ২খ., পৃ. ২০৯) এইরূপ বিবরণ নিশ্চিতভাবেই সন্দেহপূর্ণ (দ্র. Lammens, Moawia, ১৩০)। অপর এক ঘটনায় (ওয়াকী', ২খ., ৪০৯ প.; ইব্ন 'আবদ রাব্বিহ্ আল-'ইক'দু'ল-ফারীদ, বূলাক ১২৯৩ হি., ৩খ., ১৪০) আবূ বুরদাকে মু'আবি'য়ার নিকট জনৈক কবির আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে দেখা যায়। ইব্ন খাললিকান-এর সময় হইতে পরবর্তীতে আবূ বুরদাকে আদর্শ ব্যক্তিরূপে প্রচার করা হয়। আবূ বুরদা ১০৩/৭২১-২ অথবা ১০৪/৭২২-৩ সালে আনুমানিক ৮০ চান্দ্র বৎসরেরও অধিক বয়সে ইনতিকাল করেন।

আবূ বুরদার প্রচলিত জীবনী গ্রন্থসমূহে সুনির্দিষ্ট তথ্যাবলীর বিশেষ অভাব রহিয়াছে, উহাতে বরং হিজরী শতাব্দীতে ইসলামী আইনের উন্নয়ন ও ইসলামী বিচার প্রশাসনের কাল্পনিক চিত্রে তাঁহার নাম প্রবিষ্ট করাইবার অভিপ্রায় পরিলক্ষিত হয়। কূফাপন্থী ফিক্'হী মতাদর্শের বিকাশে তাঁহার কোন ভূমিকা ছিল না এবং তিনি উহার কোন কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিও নহেন। প্রাথমিক কালের এক গ্রন্থে উল্লিখিত একটি ঘটনা (ওয়াকী', ২খ., পৃ. ২১১) এইরূপ গ্রন্থসামগ্রীর মালিকানা সম্পর্কে তাঁহার একটি রায় সম্পর্কে অভিমত এই যে, তিনি উহাতে আমীমাংসিত ও অনিশ্চিত এবং উহা হি. দ্বিতীয় শতাব্দীতে অনুসৃত দ্বিতীয় শতাব্দীর মতামতের অন্তর্গত (দ্র. J. Schacht, Origin., পৃ. ২৭৮ প.)। সুতরাং তাহা সঠিক নহে। তাঁহার আমলে রিবা সম্পর্কিত হু'ক্‌ম-আহ'কাম-এর ব্যাপারে কেবল প্রাথমিকভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু হইয়াছিল, মদীনায় নহে। এক বিবরণ অনুযায়ী আবূ বুরদাকে তাঁহার পিতা শিক্ষার জন্য মদীনায় প্রেরণ করিলে সেখানে তাঁহার শিক্ষক তাঁহাকে রিবা সম্পর্কে 'ইরাকীদের ত্রুটির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করিয়া দেন। এই বিবরণ অবশ্যই পরবর্তী কালের উদ্ভাবন হইবে, যদিও বিবরণটি বাসরীয় ইস্‌নাদে বর্ণিত (এ বিষয়ে দ্র. Schacht, Origins, ১৩০ প.)। আবূ বুরদাকে হ'াদীছ' বর্ণনাকারীরূপে এইজন্য গণ্য করা হয় যে, তাঁহার নাম 'পারিবারিক ইসনাদে' ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য তাঁহার পিতার বর্ণিত হ'াদীছগুলিকে সঠিক বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাহা তাঁহার পিতা রাসূলুল্লাহ্ (স) হইতে শ্রবণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন। এই তথ্য ইব্ন সা'দ পূর্বেই সত্যায়ন করিয়াছেন, তবে প্রথমবারের মত কেবল ওয়াকী' হ'াদীছ'সমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহাদের কোনটিতে সরকারী পদ গ্রহণের বিরোধিতা রহিয়াছে (ওয়াকী', ১খ., ৬৫ প.; ২খ., ২২), যাহা 'আব্বাসী আমলেই একটি প্রচলিত রীতিতে পরিণত হইয়াছিল (দ্র. E. Tyan, Organisation Judiciaire, ১খ, ৩৮৭ম, নং ২ N.J. Coulson, in BSOAS, ১৮২, ১৯৫৬ খৃ., ২১১ প.)। অন্য একটিতে (ওয়াকী', ১খ., ১০০) মু'আয' ইব্ন জাবাল-এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিয়া আবূ বুরদা আবূ মূসার মান বৃদ্ধির প্রয়াস বিদ্যমান (ইহাতে মু'আয'-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নির্দেশ সংক্রান্ত বিখ্যাত হ'াদীছ'টিকে পূর্বাহ্নেই মানিয়া লইতে হয় এবং সেই ক্ষেত্রে উহা কিছুতেই হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ তৃতীয়াংশের পূর্বেকার হইতে পারে না)। সর্বশেষে রহিয়াছে আবূ মূসার প্রতি খলীফা 'উমার (রা)-র বিচার প্রশাসন সম্পর্কে কথিত নির্দেশ, যাহা প্রথমবারের মত ওয়াকী'-তে উক্ত হইয়াছে (১খ., ৭০ প.)। এইগুলি নিশ্চিতরূপেই হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বেকার নহে (তু. Tyan, ১খ., ১০৬ প.)। অনেক সম্মানিত হ'াদীছ'বিদগণের নিকট হইতে হ'াদীছ' গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আবূ বুরদা একজন হ'াদীছবেত্তারূপে খ্যাতি অর্জন করেন যাহা আবূ হ'াতিম আর-রাযীর সময়কাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং উহা অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। একই সঙ্গে তিনি যাঁহাদের নিকট হইতে হ'াদীছ' বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে, তাঁহাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অবশেষে ইব্ন হ'াজার এইরূপ একটি উক্তি ইব্ন সা'দ-এর নামে প্রচার করেন যে, আবূ বুরদা একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি এবং বহু সংখ্যক হ'াদীছ' বর্ণনা করিয়াছেন, যদিও ইব্ন সা'দ এইরূপ কোন উক্তিই করেন নাই।

আবূ বুরদার এক পুত্র বিলাল বসরার কা'দী হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে নির্ভুল সমসাময়িক তথ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় (দ্র. ওয়াকী', ২খ., ২১ প.; Pellt, Le milien basrien, ২২৮ প.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, ৬খ., ১৮৭; (২) মুহাম্মদ ইব্ন হাবীব, কিতাবু'ল-মুহাব্বার, হায়দরাবাদ ১৩৬১/১৯৪২, পৃ. ৩৭৮; (৩) ইব্ন কুতায়বা, কিতাবু'ল-মাআরিফ, সম্পা. Wustenfeld, ১৩৬; (৪) ওয়াকী, আখবারুল-কুদাত, কায়রো ১৩৬৬/১৯৪৭, ২খ., ৪০৮ প.; (৫) আত-তাবারী, নির্ঘন্ট; (৬) আবূ হাতিম আর-রাযী, কিতাবু'ল-জারহ্ ওয়াত-তা'দীল, ৩/১খ., হায়দরাবাদ ১৩৬০, নং ১৮০৯; (৭) আল-আগানী, সূচী; (৮) ইবনু'ল-কায়সারানী, কিতাবু'ল-জাম', হায়দরাবাদ ১৩২৩ হি., নং ১৪৩৭; (৯) নাওয়াবী, তাহযীবু'ল-আসমা, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৬৫৩; (১০) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, দ্র. 'আমির ইব্ন আবী মূসা; (১১) যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফফাজ; হায়ারাবাদ ১৩৩৩ হি,. ১খ., নং ৮৬; (১২) য়াফি'ঈ, মির'আতুল-জানান, হায়দরাবাদ ১৩৩৭ হি, ১খ., ২২০; (১৩) ইব্ন হাজার, তাহযীব, ১২খ., নং ৯৫।

J. Schacht (E. I.[2])/ মু. আবদুল মান্নান

আল-আশ্'আরী, আবূ মূসা (الاشعرى ابو موسى) ঃ (রা) 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স একজন প্রখ্যাত সাহাবী। তিনি ছিলেন য়ামান-এর অধিবাসী এবং প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী। ইহার পর তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং খায়বার জয়ের পরে ফিরিয়া আসেন, ভিন্নমতে তিনি খায়বার অভিযানের সময় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (ইবনু 'আবদি'ল-বারর, ইসতী'আব, হায়দরাবাদ, হি. ১৩১৮, ৩৯২ নং ১৬২২; ৬৭৮-৭৯, নং ৬৭৮; মহানবী (স) তাঁহাকে ১০/৬৩১-৩২ সনে মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর সঙ্গে য়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১৭/৬৩৮ সনে আল-মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর পদচ্যুতির পর 'উমার (রা) তাঁহার উপর বসরার শাসনভার অর্পণ করেন। অসন্তুষ্ট কূফাবাসীদের মতানুযায়ী 'উমার (রা) আবূ মূসা (রা)-কে ২২/৬৪২-৩ সনে কূফায় বদলি করেন। কিন্তু অচিরেই নূতন শাসনকর্তাও কূফার খেয়ালী লোকদের বিরাগভাজন হইয়া পড়িলেন। কাজেই এক বৎসর পরে তাঁহাকে কূফা হইতে সরাইয়া বসরায় পূর্ব পদে অধিষ্ঠিত করা হইল। অল্পকাল পরেই তিনি খলীফার নিকট অভিযুক্ত হন, কিন্তু খলীফা তাঁহার কৈফিয়ৎ গ্রহণ করেন। তিনি সেনাপতি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। 'উমার (রা)-র মৃত্যুর পরও আবূ মূসা (রা) বসরায় শাসনকর্তার পদে বহাল থাকেন। 'উছমান (রা)-র খিলাফত লাভের কয়েক বৎসর পরে তিনি পদচ্যুত হন এবং 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমির তদস্থলে মনোনীত হন। তখন আবূ মূসা (রা) কূফার বসতি স্থাপন করেন। ৩৪/৬৪৫-৫ সনে 'উছমান (রা) তাঁহাকে কূফায় শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু খলীফার হত্যার পর এই কূফাবাসীরা 'আলী (রা)-এর পক্ষ গ্রহণ করিলে আবূ মূসা (রা) পদচ্যুত হন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁহার সর্বশেষ ভূমিকা সিফ্ফীনের যুদ্ধের পর 'আলী (রা)-র পক্ষে সালিশরূপে (আলী শীর্ষক প্রবন্ধ দ্র.)। 'আমর ইব্ন 'আস (রা)-র আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি প্রথমে মক্কায় এবং পরে কূফায় চলিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর সন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রাচীনতম বর্ণনা অনুযায়ী ৪২/৬৬২-৩ বা ৫২/৬৭২ সনে কূফায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, ৪/১খ., ৭৮ প.; ৬খ., ৯; (২) য়া'কূবী, ২খ, ১৩৬ প.; (৩) বালাযুরী, পৃ. ৫৫প; (৪) তাবারী, সূচী (Index) দেখুন; (৫) ইবনু'ল-আছীর, ১খ., ৯; (৬) নাওয়াবী, পৃ. ৭৫৮; (৭) মাস'উদী, মুরূজ, ৪৫; (৮) কিতাবু'ল-আগানী, দ্র. Guidi, Tables alphabetiques; (৯) Muller, Der Islam im Morgen-und Abendland, i. 243 প.; (১০) Muir, The Caliphate its Rise, Decline and Fall (new edition by Weir.) p. 179 প.; (১১)Welhausen, Das arabische Reich, p. 56 প.; (১২) Caetani, Annali dell' Islam, স্থা.।

K. V. Zettersteen (S. E. I.)/ ড. এম. আবদুল কাদের

আশ'আরিয়্যা ঃ (أشعرية) ঃ একটি ধর্মতাত্ত্বিক মতগোষ্ঠী। ইহারা আবু'ল-হাসান আল-আশ'আরীর অনুসারী। ইহাদেরকে কখনও কখনও আশা'ইরাও বলা হয়। এই মতগোষ্ঠীর ইতিহাস সম্পর্কে অতি সামান্যই চর্চা করা হইয়াছে; এই নিবন্ধের কিছু বিবরণ কতকটা অপ্রমাণিত বলিয়া বিবেচ্য।

বাহিরের ইতিহাস ঃ আল-আশ'আরী তাঁহার জীবনের শেষ দুই দশকে অসংখ্য অনুসারীকে আকৃষ্ট করেন। এইভাবেই একটি মতগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নূতন গোষ্ঠীর মতবাদ বিভিন্ন দিক হইতে সমালোচনার সম্মুখীন হয়। মু'তাযিলা মতবাদাবলম্বী ব্যক্তিগণ ছাড়াও কতিপয় নিষ্ঠাবান ধর্মতাত্ত্বিকও ইঁহাদের সমালোচনা করেন। হাম্বালী মাযহাবের অনুসারীদের মতে ধর্মীয় ব্যাপারে আশ'আরীদের যুক্তিতর্কের ব্যবহার একটি আপত্তিকর সংযোজন। অপরদিকে মাতুরীদিয়্যাগণ, যাঁহারা যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতিতে গোঁড়া মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন তাঁহারাও আশ'আরিয়্যাঃ মতবাদের কোন কোন বিষয়কে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল বলিয়া বিবেচনা করিতেন (শারহু'ল-ফিক্হি'ল-আকবার' গ্রন্থে একজন মাতুরীদী মতাবলম্বী এই মতবাদের যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা স্বয়ং মাতুরীদী দ্বারাই হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত)। কিন্তু এই সকল বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও দৃশ্যত আশ'আরিয়্যা মতবাদ 'আব্বাসী শাসনকালের 'আরবী ভাষা অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করে (এবং সম্ভবত খুরাসানেও)। সাধারণভাবে তাঁহারা আশ-শাফি'ঈর ফিক্হের অনুসারী ও সমর্থক ছিলেন (যদিও আল-আশ'আরী ফিকহী মতবাদ কি ছিল তাহা সুস্পষ্ট নহে) এবং তাঁহাদের প্রতিপক্ষ মাতুরীদিয়্যাগণ প্রায় নিশ্চিতভাবেই হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পঞ্চম/একাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বুওয়ায়হী সুলতানগণ আশ'আরিয়্যাগণকে নির্যাতন করেন, কারণ তাঁহারা মু'তাযিলা ও শী'আ সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে সৃষ্ট মতবাদের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু সালজূক শাসকগণের আগমনের পর পরই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং আশ্'আরিয়্যাগণ রাষ্ট্রীয় সমর্থন, বিশেষ করিয়া বিখ্যাত উযীর নিজামু'ল-মুলক-এর সমর্থন লাভ করেন। বিনিময়ে আশ'আরিয়্যাগণ কায়রোর ফাতিমীদের বিরুদ্ধে খিলাফতকে নৈতিক সমর্থন প্রদান করেন। এই সময় হইতে সম্ভবত ৮ম/চতুর্দশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত 'আশ'আরী মতবাদ গোঁড়া ধর্মীয় মতবাদের সংগে প্রায় অভিন্ন ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে বর্তমান সময় পর্যন্তও উহা অপরিবর্তিত রহিয়াছে। ইব্ন তায়মিয়া (মৃ. ৮৯৫. ১৪৯০)-কে কেন্দ্র করিয়া হাম্বালীদের প্রতিক্রিয়ার প্রভাব ছিল সীমিত। যাহা হউক, শায়খ আস-সানসূ (মৃ. ৮৯৫/১৪৯০)-র সময় হইতে যদিও আল-আশ'আরী এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মতবাদ স্বীকৃতি লাভ করিয়া আসিয়াছে, তথাপি প্রধান প্রধান ধর্মীয় আলিম নিজদেরকে আর আশ'আরিয়্যাদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ধর্মমতের দিক হইতে উদার ছিলেন।

আশ'আরিয়্যা মতগোষ্ঠীর শীর্ষস্থানীয় সদস্যমণ্ডলী (ঐ নামের প্রবন্ধসমূহ দেখুন) ঃ আল-বাকি'ল্লানী (মৃ. ৪০৩/১০১৩), ইব্ন ফুরাক' (আবূ বাকর মুহা'ম্মাদ ইব্নু'ল-হা'সান) (মৃ. ৪০৬/১০১৫-৬), আল-ইসফারা'ইনী (মৃ. ৪১৮/১০২৭-৮) আল-বাগ'দাদী ('আবদু'ল-কা'হির ইব্ন তাহির, মৃ. ৪২৯/১০৩৭-৮). আস-সিমনানী (মৃ. ৪৪৪/১০৫২), আল-জুওয়ায়নী ইমামুল-হারামায়ন (মৃ. ৪৭৮/১০৮৫-৬), আল-গা'যালী আবূ হামিদ মুহাম্মাদ (মৃ. ৫০৫/১১১১). মুহা'ম্মাদ ইব্ন তূমার্‌ত (মৃ. আনু. ৫২৫/১০৩০), আশ-শাহ্‌রাস্‌তানী (মৃ. ৫৪৮/১১৫৩), ফাখরুদ্-দীন আর-রাযী (মৃ. ৬০৬/১২১০), আল-ঈজী (মৃ. ৭৫৬/১৩৫৫), আল-জুর্‌জানী (মৃ. ৮১৬/১৪১৩)।

অভ্যন্তরীণ বিবর্তন ঃ আশ'আরিয়্যা মতগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর অর্ধ শতাব্দীর পর ইহার দর্শন সম্পর্কে অতি সামান্যই জানা গিয়াছে। আল-বাকি'ল্লানীই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যাঁহার গ্রন্থাবলী অদ্যাবধি বিদ্যমান ও অভিগম্য। আর তাঁহারই সময়ে আশ'আরিয়্যা দল মু'তাযিলা দলের কিছু চিন্তাধারা গ্রহণ করিতে শুরু করে (বিশেষত আবূ হাশিম-এর হা'লতত্ত্ব) এবং সম্ভবত তাঁহারা মাতুরীদিয়্যাদের সমালোচনা দ্বারাও প্রভাবিত হন। নরত্বারোপবাদ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি মানবসদৃশ অঙ্গ ও কর্ম, যেমন হাত, মুখমণ্ডল ও সিংহাসনারোহণ ইত্যাদি আরোপ করা সম্পর্কে দলটি যে ব্যাখ্যা দেয়, তাহা স্বয়ং আশ'আরীর ব্যাখ্যা হইতে ভিন্ন। আল-আশ'আরীর মতে এইসব শব্দের আক্ষরিক অথবা রূপক অর্থ ব্যক্ত না করিয়া এইগুলিকে বিলা কায়ফ (بلا كيف) [অর্থাৎ কিভাবে বা কি প্রকারে, এই ধরনের কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়াই] গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু আল-বাগ'দাদী ও আল-জুওয়ায়নী হাত ও মুখমণ্ডলকে রূপক অর্থে যথাক্রমে শক্তি ও অস্তিত্ব হিসাবে অর্থ করিয়াছেন এবং শেষের দিকের অধিকাংশ আশ'আরীর অনুরূপ অভিমত ছিল (Montgomery Watt, Some Muslim Discussions of Anthropomorphism, in Transactions of the Glasgow University Oriented Society, xiii, 1-10)। আশ-আশ'আরী মানুষের কৃতকর্মকে সৃষ্ট বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন এবং এই হিসাবে তিনি মানুষের দায়িত্বকে অস্বীকার করিয়া আল্লাহ্‌র সর্বশক্তিমত্তার উপর জোর দিয়াছেন, অথচ আল-জুওয়ায়নী এই বিষয়ে আশ'আরীর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, উহা একটি মধ্যবর্তী পথ (Via media) অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির ব্যাপারে মানুষ পূর্ণ স্বাধীনও নহে এবং কার্যের উপর তাহার কিছু প্রভাব রহিয়াছে।

পঞ্চম/একাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে প্রচলিত ধারার পরিবর্তন ঘটে। ইব্ন খালদূন (অনু. de Slane, ৩খ., ৬১) আল-গা'যালীকে আধুনিকদের মধ্যে প্রথম বলিয়া বর্ণনা করেন। নিঃসন্দেহে এরিস্টোটলের ন্যায়ানুমান (Syllofism) যুক্তিধারার প্রতি আল-গাযালীর বিশেষ উৎসাহের কারণেই ইব্ন খালদূন এইরূপ বলিয়াছেন। তবে আল-জুওয়ায়নী তৎপূর্বেই পদ্ধতিগত কিছু যুক্তির অবতারণা করিয়া এই ব্যাপারে পথিকৃৎ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন (তু. Gardet ও Anawat, পূ. গ্র.)। অবশ্য আল-গা'যালী, ইব্ন সীনা ও অন্যান্য দার্শনিকের দার্শনিক মতবাদ বিশেষভাবে চর্চা করেন এবং তীব্র আক্রমণে দার্শনিকদের এই দার্শনিক গোষ্ঠীর সম্পর্কে বিশেষ কিছু শোনা যায় না, যদিও আশ'আরিয়্যা মতবাদের মধ্যে এরিস্টোটলীয় যুক্তিবিদ্যা ও নব্য প্লাটোনীয় অধিবিদ্যার অন্তর্ভুক্তি ঘটে। তাঁহাদের এই শিক্ষার গুণগত মানেরও দ্রুত অবনতি হয়। কখনও কখনও ইহাতে সন্দেহপূর্ণ গোঁড়া মতবাদেরও অনুপ্রবেশ ঘটে এবং কঠোর ধর্মতত্ত্ব ভিত্তিক মতবাদ অপেক্ষা দার্শনিক উপক্রমণিকার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হয়। ফলে শেষ পর্যন্ত দর্শনের তীব্র জ্যোতিতে মতবাদটি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আল-আশ'আরী ও আশ'আরীদের অপর সদস্যবৃন্দের সম্পর্কে যে প্রবন্ধাদি আছে সেইগুলির গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য। (১) ইব্ন 'আসাকির, তাবয়ীন কাযি'বু'ল-মুফতারী, দামিশ্ক ১৩৪৭ হি. (অনু. McCarthy ও Mehern v. art. আল-আশ'আরী); (২) M. Schreiner, Zur Geschichte des As'aritentums, in Actes du 80 Congr. des prient. iA, 79 প.; (৩) Carra de Vaux, Les penseurs de l'Islam, প্যারিস ১৯২৩ খৃ., ৪খ., ১৩৩-৯৪; (৪) L.Gardet ও M. M Anawati, Introduction a la Theologie Musulmane, প্যারিস ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৫২-৭৬।

W. Montgomery Watt (E. I.2)/ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান

আশ্‌ক, খলীল খান (خلیل خان اشك) ঃ খালীল খান আশ্‌ক, আবি. ১৯শ শতকের প্রথমভাগে, উর্দূ সাহিত্যিক। দাসতান-ই আমীর হাম্‌যা তাঁহার সুপরিচিত গ্রন্থ এবং তজ্জন্যই তিনি খ্যাতি লাভ করেন। প্রাচ্যবিদ ড. জে. বি. গিলক্রাইস্ট (১৭৫৯-১৮৪১ খৃ.)-এর পরামর্শে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার বর্ণনা শৈলী আকর্ষণীয়; ফারসী ও হিন্দী শব্দাবলী অতি সুন্দরভাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৫৫

আশ্‌ক, মীর 'আলী আওসাত (اشك مير على اوسط) ঃ মৃ. ১৮৬৮ খৃ., উর্দূ কবি এবং আভিধানিক। কবি নাসিখ-এর শিষ্য। ভাষার বিশুদ্ধি তাঁহার বৈশিষ্ট্য ১৮৪০ খৃ. তিনি নাফসু'ল-লুগা'ত নামক একটি অভিধান সংকলন করেন। ইহার এক খণ্ড নিশ্‌তার কাকৃদী দফতর নূরুল লুগা'ত হইতে প্রকাশ করেন। তিনি দুইটি দীওয়ান রচনা করেন। একটি নিজে প্রকাশ করেন এবং অপরটি হারাইয়া যায়।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৫৫

'আশকাবাদ (عشق آباد) ঃ মূল উচ্চারণ 'ইশকা'বাদ; আশক' শব্দটি 'আরবী ইশ্‌ক' (عشق প্রেম) হইতে উদ্ভূত; তুর্কী ভাষায় আশ্‌ক'রূপে উচ্চারিত হয়। রুশগণ উহাকে পূর্বে ১৯২১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত Askhabad, ১৯২১—৪ খৃ. পর্যন্ত Poltorach এবং ১৯২৪ খৃ., হইতে Ashkhabad নামে অভিহিত করে। ইহা একটি শহর, ১৯২৪ খৃ. হইতে রুশ-তুর্কমেনিস্‌তান-এর রাজধানী। ইহা কারাকুম মরুভূমির দক্ষিণে এক মরূদ্যানে অবস্থিত। ইহা তুর্কমান কর্তৃক শহরটি পাঁচ শত তাঁবুবিশিষ্ট একটি বিশ্রামস্থল (১৮৮১ খৃ. রুশগণ কর্তৃক শহরটি বিজিত হওয়ার পর হইতে) হঠাৎ একটি শহররূপে ইহার ক্রমোন্নতি ঘটে। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে ট্রানস্ক্যাসপিয়া জেলা (Zakaspiyaskaya oblast) সদর হিসাবে প্রধানত বণিক ও সরকারী কর্মচারীসহ ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১৯,৪২৮ জন এবং দ্রুত এই শহরটির উন্নতি ঘটে। ১৯১৪ খৃস্টাব্দের পূর্বেই ইহাতে একটি যাদুঘর (কামান ও অন্যান্য আকর্ষণীয় বস্তুসহ তুর্কমান সম্পর্কিত নৃতাত্ত্বিক নিদর্শনাদিও ছিল) এবং একটি গ্রন্থাগার (কিছু সংখ্যক

ফারসী পাণ্ডুলিপিসহ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পর পর্যন্ত পানি সরববাহের অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও শহরটি এই জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয় (যথা তাঁতজাত দ্রব্য, রেশম কারখানা, খাদ্যসামগ্রী ও ইমারতসামগ্রী)। উহা সাংস্কৃতিক গুরুত্বেরও অধিকারী ছিল (১৯৫০ খৃ. হইতে গোর্কী বিশ্ববিদ্যালয়, চারিটি উচ্চ বিদ্যালয়, সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞান একাডেমীর একটি শাখা এবং অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান এইখানে স্থাপিত হয়)। অধিবাসীদের সংখ্যা ১৯২৬ খৃ. ৫১,৫৯৩ ও ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ১,২৭,০০০ এবং ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে ৩,২৫,০০০ (The Statsman's Year- Book, পৃ. ১২১৩)। তাহাদের জাতীয়তা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক, নিঃসন্দেহে সেখানে বহু সংখ্যক রুশ বসবাস করে।

এই স্থানটি প্রায়শই (১৭-১১-১৮৯৩, ১৭-১-১৮৯৫, ১৯২৯) ভূমিকম্প কবলিত হইয়াছে এবং ১৯৪৭ খৃ. হইতে সেখানে একটি ভূমিকম্প সম্পর্কিত সোভিয়েট মানমন্দির স্থাপন করা হইয়াছে, বিশেষ করিয়া ১৯৪৮ সালের ৬ অকটোবর সেখানে একটি ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। বহু সংখ্যক ইমারত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে (ইহার পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে Kopet Dagh-এ প্রধানত ভূমিকম্পনসমূহের কেন্দ্র অবস্থিত)।

আশকাবাদ জেলা তুলা এবং শস্য চাষের জন্য বিখ্যাত; দ্রাক্ষা, তরমুজ এবং শাক-সবজির আবাদও এখানে হয়। Kopet Dagh পর্বতশ্রেণীর পাদদেশ, তেজেন মরূদ্যান এবং কারাকুম (দ্র.) মরুভূমির কেন্দ্রভাগ লইয়া ইহা গঠিত। খনিজ পদার্থসমূহ হইল দস্তা, সীসা, গন্ধক, Barytus (Barium Sulphate)।

'আশকাবাদের চারি-পাঁচ মাইল পশ্চিমে নাসা (দ্র.) শহরের ধ্বংসাবশেষ এবং ছয়-সাত মাইল পূর্বদিকে 'আনাও' শহরের ধ্বংসাশেষ রহিয়াছে। শেষোক্তটিতে আছে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ যাহাতে উহার নির্মাতা আবু'ল-কাসিম বাবুর (মৃ. ৮৬১/১৪৫৬—৭)-এর নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই মসজিদের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের সময় (১৯০৪ খৃ.) ৩০০০-৫০০ (?) খৃষ্টপূর্ব অব্দের নব প্রস্তরযুগীয় একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) S. A. Baisak, W. F. Vasyutin এবং J. G. Feigin, Wirtschaftsgeographie der USSR, x; (২) Die Republiken Mittelasiens, জার্মান সং., বার্লিন ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ৪৪ প. (পুস্তকটির পরিশেষে মানচিত্রে সংযোজিত); (৩) W. Leimbach Die Sowjet-Union, Stuttgart 1950. পৃ. ৫২, ২২৬; (৪) T. Shabad, Geography of the USSR, New York 1951; (৫) Brockhaus-Efron, Entsikl. Slovar; ২খ., ৪০৫ প.; (৬) Bol'shaya Scvetskaya Entsiklopediya2, ৩খ., ৫৮৩-৯০ (জেলার মানচিত্র ও অন্যান্য নকশাসহ)।

B. Spuler (E. I.2)/ মোঃ হাসান আলী চৌধুরী

(আল)-আশ্জা' ইব্ন 'আমর আস্-সুলামী (الأشجع بن عمرو السلمي) ঃ আবু'ল-ওয়ালীদ. ২য়/৮ম শতাব্দীর শেষের দিকের 'আরব কবি। পিতৃহারা হইয়া খুব অল্প বয়সে মাতার সহিত বসরায় বসবাস শুরু করেন এবং যখন প্রতিভার পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন তখন শহরের কায়স বংশের লোকেরা, বাশ্শার ইব্ন বুর্দ (বানূ 'উক'আয়লের একজন মাওলা)-র মৃত্যুর পর যাহাদের নিজস্ব কোন খ্যাতিমান কবি ছিল না, তাঁহাকে নিজেদের কবি হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাঁহার জন্য একটি জাল কায়স বংশীয় কুলজিও প্রণয়ন করে। তাঁহার জীবনের গঠনকাল শেষ হইলে তিনি আর-রাক্'কায় জা'ফার ইব্ন য়াহ'য়া আল-বারমাকীর নিকট গমন করেন। তিনি তাঁহাকে আর-রাশীদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন, তখন হইতে তিনি খলীফা ও তাঁহার সভাসদবর্গের (বারমাকীগণ, আল-ক'াসিম ইবনু'র-রাশীদ, আল-আমীন, আল-ফাদ'ল ইবনু'র-রাবী', মুহ'াম্মাদ ইব্ন মানসূ'র ইব্ন যিয়াদ প্রমুখ) প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করিতে থাকেন। বর্তমানে বিদ্যমান তাঁহার সহিত্যকর্মের এক বিরাট অংশ জুড়িয়া আছে প্রশংসামূলক কবিতা। এইসব কবিতা বসরার কায়স বংশীয়দের মাধ্যমে সম্ভাব্য পরিমাণে বিপুল প্রচার লাভ করিতে সক্ষম হয়। তাঁহার কিছু সংখ্যক শোকগাথাও রহিয়াছে, তন্মধ্যে আর-রাশীদ এবং আল-আশজা'র নিজের ভ্রাতা আহ'মাদের মৃত্যুর পর রচিত শোকগাথা উল্লেখযোগ্য। আহ'মাদ নিজেও একজন কবি ছিলেন; তবে তাঁহার কাব্যচর্চা প্রেমের কবিতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল (তাঁহার সম্পর্কে দ্র. আস-সূ'লী, আওরাক', পৃ. ১৩৭-৪৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আস-সূ'লী, কিতাবু'ল-আওরাক', সম্পা. J. H. Dunne, কায়রো ১৯৩৪ খৃ., ১খ., ৭৪-১৩৭, গ্রন্থটিতে কবির সাহিত্যকর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশের পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে; (২) জাহি'জ বায়ান, সম্পা. সানদূবী, ৩খ., ১৯৪-৫; (৩) ইবনু'ল-মু'তায্‌, ত'াবাক'াত, GMS, N.S. ১৩ অধ্যায়, ১১৭-৯; (৪) আবূ তাম্মাম, হ'ামাসা, পরিশিষ্ট; (৫) ইব্ন কু'তায়বা, শি'র, ৫৬২-৫; (৬) আগানী, ১৭খ., ৩০-৫১; (৭) মারযুবানী, মুওয়াশশাহ', ২৯৫; (৮) তা'রীখ বাগ'দাদ, ৭খ., ৪৫; (৯) ইব্ন 'আসাকির, ৩খ., ৫৯-৬৩; (১০) রিফা'ঈ, 'আস'রু'ল-মা'মূন, ২খ., ৪৯-২২; (১১) Brockelmann, SI., পৃ. ১১৯।

Ch. Pellat (E. I.2)/মু. আবদুল মান্নান

আল-আশতার (الأشتر) ঃ (র) আসল নাম মালিক ইবনু'ল-হ'ারিছ আন-নাখা'ঈ। তৃতীয় খলীফা 'উছ'মান (রা)-র আমলের মুজাহিদ ও রাজনৈতিক আন্দোলনকারী এবং চতুর্থ খলীফা 'আলী (রা)-র সমর্থক। আল-আশতার (র) তাঁহার উপনাম। ইহার অর্থ চোখের উল্টানো পাতাবিশিষ্ট। এই উপনামে আখ্যায়িত হইবার কারণ এই যে, য়ারমূকের যুদ্ধে (১৫/৬৩৬) চোখে আঘাত লাগিয়া তাঁহার চোখের পাতা উল্টাইয়া গিয়াছিল। নাখা' গোত্রটি মাযহিজ বংশের একটি শাখা। কূফা নগরীর গোড়াপত্তন হইলে এই বংশ সেখানে বসতি স্থাপন করে। এই কারণে ইব্ন হ'াজার আল-আশতারকে কূফী বলিয়াছেন। কূফায় তিনি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থসমূহে আল-আশতারের জন্মতারিখ ও বয়সের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইব্ন হ'াজার কেবল এতটুকু লিখিয়াছেন যে, তিনি জাহিলী যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (তাহযীবু'ত-তাহযীব, ১০খ., পৃ. ১২)। ইব্ন সা'দ প্রথম সারির তাবি'ঈদের মধ্যে সর্বপ্রথম আল-আশতারের নাম লিখিয়াছেন।

'উছ্'মান (রা)-র খিলাফাতকালে যে গোলযোগ দেখা দিয়াছিল, তাহার পূর্বে আল-আশতারের উল্লেখ, বিশেষ করিয়া য়ারমূকের ঘটনা প্রসঙ্গেই পাওয়া যায়। এই যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত বীরত্ব ও সাফল্যের সহিত বায়যানটাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রু এলাকার দারক পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। এইসব বর্ণনার ভিত্তিতে বলা যায়, তাঁহার জন্ম রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে কোন এক সময় হইয়াছিল এবং মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল পঞ্চাশ/ষাট বৎসরের মত।

আবূ তাম্মাম হ'াবীব ইব্ন আওস আত-ত'াঈ (মৃ. ২৩১ হি.) তাঁহাকে (মালিককে) কবিদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। দীওয়ানু'ল হ'ামাসা-তে তাঁহার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

আবূ তাম্মাম ছাড়াও নাস'র ইব্ন মুযাহি'ম, ইব্ন জারীর আত'-ত'াবারী প্রমুখ তাঁহার কতিপয় কবিতা ও খুত'বা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সিফ্ফীন যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁহার প্রায় সাতটি ভাষণ রহিয়াছে।

'উছ'মান (রা) ও তাঁহার আমলের শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে যাহারা ক্রমাগত আন্দোলন চালাইয়া ফায় (যুদ্ধলব্ধ স্থাবর সম্পত্তি) সম্পর্কে মুজাহিদদের অধিকার ও দাবি আদায়ে সচেষ্ট ছিলেন, আল-আশতার (র) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। এই সময় খলীফা 'উছ'মান (রা)-র কূফাস্থ গভর্নর সা'ঈদ ইবনু'ল-'আস' (রা)-এর সামনে উল্লিখিত প্রসঙ্গে লোকেরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে (৩৩/৬৫৩-৫৪) অন্য দশজন আন্দোলনকারীর সহিত আল-আশ্তার (রা)-কেও কূফা হইতে সিরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কিছু দিন পর আমীর মু'আবি'য়া (রা) তাঁহাকে পুনরায় ইরাক ফেরত পাঠাইলে সা'ঈদ ইবনু'ল-'আস তাঁহাকে হি'মসে'র গভর্নরের নিকট পাঠাইয়া দেন। যেহেতু কূফায় আন্দোলন অব্যাহতভাবে চলিতেছিল, তাই আল-আশ্তার (র) অবিলম্বে সেখানে ফিরিয়া জনগণের সহিত আন্দোলনে শরীক হন (আত'-ত'াবারী, ১খ., ২৯-৭-১৭, ২৯২১, ২৯২৭-৩১)। ইহার পর আল-আশ্তার (র)-র নাম তখনই শোনা যায়, যখন তিনি সা'ঈদ ইবনু'ল 'আস'কে কূফায় ফিরিতে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন এবং খলীফা 'উছমানের উপর আবূ মূসা আল-আশ্'আরী (রা)-কে কূফায় গভর্নর নিয়োগ করিবার জন্য চাপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন (৩৪/৬৫৪-৫৫) [আত'-ত'াবারী, তারীখ, ১খ., ২৯২৭-৩০; আল-মাস'ঊদী, মুরূজ, ৪খ., ২৬২-৫]। মদীনায় বিদ্রোহকালে—যাহার পরিণতিতে 'উছমান (রা) শহীদ হইয়াছিলেন—আল-আশ্তার (র) দুই শত লোক লইয়া কূফা হইতে মদীনায় আগমন করিয়াছিলেন (ইব্ন সা'দ, ৩/১ খ., ৪৯; আল-মাস'ঊদী, মুরূজ, ২খ., ৩৫২)। যাহারা 'উছমান (রা)-র গৃহ অবরোধ করিয়াছিল, তিনি তাহাদের অন্যতম ছিলেন (আত'-ত'াবারী, ১খ., ২৯৮৯ প.), এমনকি 'উছ'মান (রা)-র হত্যাকারীদের তালিকায়ও তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইয়া থাকে [ইব্ন 'আসাকির, Caetani, Annali, ৩৫ হি., অনুচ্ছেদ ১৩৭, ১৬৯; ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহি, 'আল-'ইক'দ (বূলাক ১২৯৩ হি.), ২খ., ২৭৮ প.]। চতুর্থ খলীফা 'আলী (রা)-র নির্বাচনকালেও তিনি দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বেশ কিছু অবাধ্য লোককে আলী (রা)-র প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য হুমকি প্রদান করিয়াছিলেন (আত'-ত'াবারী, ১খ., ৩০৬৮-৯, ৩০৭৫-৭৭; আদ-দীনাওয়ারী, পৃ. ১৫২)। কিন্তু এইসব কাহিনী সম্ভবত সত্য নহে কিংবা পরবর্তী কালে রাজনৈতিক মতভেদের কারণে এইসব ঘটনা জন্মলাভ করে। ইহাতে আল-আশ্তার (র)-এর বিরোধিতা ও সমর্থনকে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখান হইয়াছে এবং ঐতিহাসিক ও জীবনী লেখকগণ ইহার যথার্থতা যাচাই না করিয়া অবাধে এইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফলে কোন কোন বর্ণনায় এতদূর বলা হইয়াছে যে, আল-আশ্তার (র) সেইসব লোকের দলভুক্ত হইয়াছিলেন যাহারা 'আলী (রা)-কেও নিজ মতের অনুসারী করিতে চাহিতেন। অবশ্য ইহা সত্য যে, 'আলী (রা)-র প্রতি আল-আশতার (র)-এর অন্ধ ভক্তি ছিল এবং তিনি সর্বদা তাঁহার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। খলীফা 'আলী (রা) শুধু যে সংকট মুহূর্তে আল-আশ্তার (র)-কে কাজে লাগাইয়াছিলেন তাহাই নহে, তিনি তাঁহাকে আল-জাযীরার একাধিক স্থানের গভর্নরও করিয়াছিলেন। হযরত 'আইশা (রা), ত'ালহ'া (রা) ও আয-যুবায়র (রা)-এর বিরুদ্ধে 'আলী (রা)-র অভিযানকালে অন্যান্য প্রভাবশালী লোকের সহিত স্থানীয় অধিবাসীদেরকে 'আলী (রা)-র সমর্থন আদায়ের উদ্দেশে তাঁহাকে কূফায় পাঠানো হইয়াছিল। তিনি উষ্ট্র যুদ্ধে (৩৬/৬৫৬) অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু'য- যুবায়র (রা)-র সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধসহ অন্যান্য সাহসিকতাপূর্ণ তৎপরতা চালাইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে। আমীর মু'আবি'য়া (রা)-এর বিরুদ্ধে এক অভিযানে তিনি 'আলী (রা)-র সেনাবাহিনীর অগ্রসেনাদলের সেনাপতিরূপে ফুরাত নদী অতিক্রম করিবার সুবিধার্থে রাক্কার অধিবাসীদেরকে ঐ নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণে বাধ্য করিয়াছিলেন (আত্'-ত'াবারী, ১খ., ৩২৫৯-৬০)। সিফ্ফীনের যুদ্ধে তিনি সেনাবাহিনীর ডান পার্শ্বস্থ সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন এবং যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন (আত্'-ত'াবারী, ১খ., ৩২৮৩, ৩২৮৪, ৩২৯৪-৩৩০০, ৩৩২৭, ৩৩২৮; আদ-দীনাওয়ারী, ১৯৪-৯৮; আল-মাস'ঊদী, ৪খ., ৩৪৩-৪৯)।

'আলী (রা) ও আমীর মু'আবি'য়া (রা)-র মধ্যে সালিশীর প্রস্তাবকালে 'আলী (রা) আল-আশ্তার (র)-কে তাঁহার পক্ষে সালিশ নিয়োগ করিতে চাহিয়াছিলেন (দ্র. নিবন্ধ 'আলী ইব্ন আবী ত'ালিব), কিন্তু তাঁহার সমর্থকগণ এই নিয়োগের বিরোধিতা করেন। কেননা তাঁহারা খুব ভাল করিয়া জানিতেন যে, ইহার অর্থ হইবে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা। অতএব আল-আশ্তার (র) যখন জানিতে পারেন যে, এক সন্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তখন তিনি উহা গ্রাহ্য না করিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার মতে বিজয় ছিল আসন্ন। তিনি তখন যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা বিভিন্ন সূত্রে আমরা জানিতে পারি (নাস'র ইব্ন মুযাহি'ম, ওয়াক'আত সিফ্ফীন, পৃ. ৫৬২ প.; আত্'-ত'াবারী, ১খ., ৩৩৩১; তু. আদ্-দীনাওয়ারী, পৃ. ২০৪)। যুদ্ধ বন্ধ হইয়া গেলেও আল-আশতার (র) চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে সালিশী চুক্তিতে স্বাক্ষর করা না হয়। সিফ্ফীনের যুদ্ধের পর 'আলী (রা) আল-আশ্তার (র)-কে প্রথমে মাওসিল ও তৎসহ ইরাক ও সিরিয়ার অন্যান্য শহরের গভর্নর নিয়োগ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত শহরসমূহে তিনি আমীর মু'আবি'য়া (রা) কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নর আদ-দ'াহ'হ'াক ইব্ন ক'ায়স আল-ফিহ্রীর বিরোধিতার সম্মুখীন হইলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া মাওসিলে ফিরিয়া আসিতে হয়। অতঃপর আলী (রা) তাঁহাকে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করিয়াছিলেন। তবে মিসরে তাঁহার এই নিয়োগ ক'ায়স ইব্ন সা'দ-এর প্রত্যাবর্তন অথবা মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র-এর বরখাস্তের পর সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না (আল-কিনদী, আল-উলাত, পৃ. ২২-২৪; আল-মাক'রীযী, ২খ., ৩৩৬; আত'-ত'াবারী, ১খ., ৩২৪২; আল-'য়া'কূ'বী, ২খ., ২২৭; আন-মাস'ঊদী, মুরূজ, ৪খ., ৪৯২;

Caetani, Annali ৩৭ হি., অনুচ্ছেদ ২২১-২২৩)। তিনি যখন তাঁহার নূতন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মিসরের উদ্দেশে রওয়ানা হইয়া কুলযুম নামক স্থানে পৌঁছেন (৩৭/৬৫৮ অথবা ৩৮হি.) তখন স্থানীয় জায়াসতার' (সৈন্যদের রসদ সরবরাহকারী) (দ্র. J. Maspero, BIFAO, ১১খ., ১৫৫-৬১) তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে (আত-তাবারী, ১খ., ৩৩৯২-৯৫)। আল-আশ্তার (র)-এর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া খালীফা 'আলী (রা) ও আমীর মু'আবি'য়া (রা) যে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী কালে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। 'আলী (রা) বলিয়াছিলেনঃ لليدين وللفم অর্থাৎ 'দুই হাত ও মুখ থুবড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।' ইহা একটি আনন্দসূচক 'আরবী বাগধারা; 'আলী দুঃখবোধ করেন নাই; কারণ তাঁহার মতে আল-আশ্তার (র) মহৎ দায়িত্ব সম্পাদন করিতে যাইয়া শাহাদাত বরণ করিয়াছেন (আল-মায়দানী, আমছাল, ২খ., ৪৭৫; তু. Caetani, Annali, ৩৭ হি., অনুচ্ছেদ ২২৪ টীকা ১)। আমীর মু'আবি'য়া (রা) বলিয়াছেন, والله العساكر منها العسل 'মধুর মধ্যেও আল্লাহর সৈনিক রহিয়াছে'। মু'আবি'য়া (রা) আল-আশ্তার (র)-কে হত্যা করিবার প্ররোচনা দিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে সন্দেহ করেন। আমীর মু'আবি'য়া (রা) বলিতেন, 'আলী (রা)-র একটি বাহু আল-আশ্তার এবং আর একটি বাহু 'আম্মার ইবন য়াসির (রা)।

শারীরিক দিক দিয়া আল-আশ্তার (র) ছিলেন দীর্ঘকায়, সবল ও সুঠাম। তাঁহার তরবারির নাম ছিল আল-লুজ্জ অর্থাৎ বারিস্রোতের দীপ্তি (তাজু'ল-'আরূস, ২খ., ৯৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত-তা'বারী, তারীখ, হু'সায়নিয়া সংস্করণ, মিসর; (২) ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল, মিসর ১৩০১ হি.; (৩) আল-মাস'উদী, মুরূজু'য-যাহাব, মুহা'ম্মাদ মুহ'য়িদ্দীন সংস্করণ, ১৯৪৮ খৃ.; (৪) নাস'র ইবন মুযাহিম আল-মিনকারী, ওয়াক'আতু সি'ফফীন, সম্পা. 'আবদু'স-সালাম ও মুহা'ম্মাদ হারূন, কায়রো ১৩৬৫ হি.; (৫) আবূ 'আমর মুহা'ম্মাদ ইবন 'উমার আল-কাশশী, মা'রিফাত আখবারি'র-রিজাল, বোম্বাই সং.; (৬) ইবন আবি'ল-হা'দীদ, শারহ' নাহজি'ল-বালাগা', কায়রো ১৩২৯ হি., ১খ., ১৫৮-৬০, ২খ., ২৮-৩০, ৩খ., ৪১৬, ৪১৭; (৭) শায়খ 'আব্বাস কুম্মী, তুহ'ফাতু'ল-আহ'বাব, তেহরান ১৩৬৯ হি.; (৮) 'আবদু'ল-হু'সায়ন আহ'মাদ আল-আমীনী, আল-গা'দীর, ৯খ., প. তেহরান ১৩৭২ হি.; (৯) নূরুল্লাহ, মাজালিসু'ল-মু'মিনীন; (১০) হা'সান সানদুবী, হা'ওয়াশী ওয়া তাহ'কীকা'ত, মিসর ১৯৩৩ খৃ.; (১১) ইবন সা'দ, আত-তা'বাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ.; (১২) শায়খ 'আব্বাস কু'ম্মী, আল-কুনা ওয়া'ল-আলকাব, নাজাফ ১৯৫৬ খৃ.; (১৩) ইবন হা'জার, আল-ইসা'বা, ৩খ., ৪৫৯, মিসর ১৩৫৮ হি.; (১৪) ঐ লেখক, তাহযী'ব, পৃ. ১০, ১১; (১৫) আবূ 'উমার মুহা'ম্মাদ ইবন য়ূসুফ আল-কিন্দী, আল-উলাত ওয়া'ল-কু'দা'ত, পৃ. ২৮; (১৬) আল-মারযুবানী, পৃ. ৩৬২; (১৭) সিমতু'ল-লাআলী, পৃ. ২৭৭; (১৮) আত-তাবরীযী, শারহ'ল-হা'মাসা, ১খ., ৭৫; (১৯) আল-মুগ'রিব ফী হু'লাল মাগ'রিব, ৫/১ খ., ৬৮; (২০) মুহাম্মাদ তাকী আল-হা'কীম, মালিক আল-আশতার; (২১) Caetani, Annali, নির্ঘণ্ট ও ৭ম-১০ম খণ্ড দ্রা.;

L. V. V. ও মুরতাদা হুসায়ন ফাদিল (দা.মা.ই.)/
ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

আশ্তুরকা (اشترقة) ঃ স্পেনীয় শহর Astorga, রোমক সময়ের Asturica Augusta; Conventus Asturum-এর রাজধানী পূর্ববর্তী সময় হইতেই যাতায়াতের কেন্দ্রবিন্দু (J. M. Roldan, Iter ab Emerita Asturicam. El camino de la plata, Salamanca 1971) এবং পরে কাফেলার চলার পথ (R. Aiken, Rutas de trashumancia en la Meseta castellana, Estudios geograficos, xxvi (1947), 192-3) এবং St. James-গামী বড় রাস্তার উপর বিশ্রামস্থল (C. E. Dubler, Los caminos a Compostela en la obra de Idrisi, in And., xiv (1949), 114; N. Benavides moro, Otro camino a Santiago por tierra leonesa, in Tierras de Leon, v (1964)। আল-উয'রী ইহাকে Saragossa-এর সহিত তুলনা করিয়াছেন [F. de la Granja, la Marca Superior en la obra de al-'Udri in Estudios Edad Media Corona Aragon (1967), 456]। Astorga ছিল অপর একটি urbs magnifica (সুন্দর শহর) যদিও ৪৫৬ খৃ. Theodoric ইহাকে ধ্বংস করেন (A. Quintana, Astorga en en tempo de los suevos, in Archivos Leoneses) (1966)। আল-ইদ্রীসী বলেন, Astorga ছিল 'চারিপার্শ্বে সবুজ গ্রামবেষ্টিত একটি ছোট শহর' (E. Saavedra, La geografia de Espana del Edrisi, মাদ্রিদ ১৮৮১ খৃ., পৃ. ৬৭, ৮০; এইচ মুনিস, তা'রীখু'ল-জুগ'রাফিয়্যা ওয়াল-জুগ'রাফিয়্যীন ফি'ল-আনদালুস, মাদ্রিদ ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ২৬৫)।

তারিক' ইবন যিয়াদ ৯৫/৭১৪ সালে আসতোরগা অধিকার করেন। ৭১৮ খৃ. ইহার উত্তরে আস্তুরিয়াস রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, অবশ্য Conventus Asturum-এর সমগ্র ভূখণ্ড ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল না (G. Fabre, Le tissu urban dans la N.O. de la peninsule iberique, in Latomus (১৯৭০ খৃ., পৃ. ৩৩৭)। এলাকাটিতে বার্বার্ জাতি বাস করিত যাহারা ১২৩/৭৪০-১ সনে 'আরবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল (আখবার মাজমূ'আ, পৃ. ৩৮, অনু. পৃ. ৪৮)। খৃষ্টান আগ্রাসন যাহা মুসলমানদেরকে পরাজিত এবং সমগ্র জালীকিয়া হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল (১৩৩/৭৫০-১), তাহা বার্বারদেরকেও আসতুরকার পর্বত অতিক্রম করিতে বাধ্য করিয়াছিল (ঐ, ৬২, অনু. ৬৬)। মনে হয় ইহা নিশ্চিত যে, এই অঞ্চলে বার্বার জাতি স্থায়ীভাবে তাহাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে (=Maragatos (?); P. Guichard, আল-আন্দালুস: Estructura antropotogica de una sociedad islamica en Occidente, Barcelona 1976, 143 n. 5, 146)। ১ম Alfonso ৭৫৩-৫৪ খৃ. পুনরায় Astorga অধিকার করেন; কিন্তু এই স্থানে ৮৫৪ (C. Sanchez Alboroz, Despoblacion y repoblacion del vallo del Duero, Buenos Aires 1966, 261-2; ঐ লেখক, Repoblacion del reino asturleones. Proceso, dinamica y proyecciones, in CHE, liii-liv (1971), 236-49) অথবা ৮৬০ খৃষ্টাব্দের (J. M. Lacarra, Panorama de al

historia urbana en la peninsula desde los siglos V al X, in Settimane.......Spoleto, 1958, 352) পূর্ব পর্যন্ত জনবসতি গড়িয়া উঠে নাই। ১৭৯/৭৯৫ সালে শহরটি ১ম হিশাম-এর সেনাপতি 'আবদু'ল-কারীম ইব্ন মুগীছ কর্তৃক আক্রান্ত হয় (A. Fliche, Alphonse II le Chaste et les origines de la reconquete chretienne এবং A. de la Torre, Las etapas de la reconquista hasta Alfonso II, in Estudios sobre la Monarquia asturiana, Oviedo 1971, 115-31, 133-74)। ২৬৭/৮৭৮ সনে আল-মুন্যি'র আসতোরগা আক্রমণ করিয়াছিলেন। উক্ত বৎসর হইতে উক্ত স্থানে Mozarabes-এর উপস্থিতির প্রমাণ বিদ্যমান (M. Gomez Moreno, Iglesias mozarabes, মাদ্রিদ ১৯১৯ খৃ., পৃ. ১০৭-১১)। তিনি উক্ত শহরে পুনরায় বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন [L. C. Kofman ও M. I. Carzolio, Acerca de la demografia astur-leonesa y castellana en la Alta Edad media, in CHE, xlvii-xlviii (1968), 136-70]। ৩য় Alfonso-এর অধীনে Astorga সুসংগঠিত হইবার পর Coimbra, Leon এবং Amaya-এর সাথে প্রতিরক্ষা লাইনের একটি অংশ হয় [Sanchez Albornoz, Las Campanas del 882 y del 883 que Alfonso III espero en Leon, in Leon y su historia, i (1969), 169-82]। সেখানে খৃস্টান ধর্মযাজকের পদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (A. Quintana Prieto, El obispado de Astorga en los siglos IX y X, Astorga 1968), এবং ইহার বিশপগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন (L. Goni Gaztambide, Historia de la Bula de la Cruzada en Espana, Vitoria 1958, 84-5, 155, 184, 203, 386, 521, 681, 683; H. Salvador Martinez, El "Poema de Almeria" y la epica romanica, মাদ্রিদ ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ৪৮-৯, ৩৯৯)। ৩৮৫/৯৯৫ সনে ইহা আল-মানসূর ইব্ন আবী 'আমের কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ১৪শ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইহার পতন হয়। ১৫শ শতাব্দীতে উক্ত স্থানে "আসতোরগার মার্কু'ইসাতে" (Marquisate of Astorga") গঠিত হয় (A. Seijas Vazquez, Chantada y el senorio de los Marqueses de astorga, Chantada 1966)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Levi-Provencal, HEM, i. ii, নির্ঘণ্ট; (২) Sanchez Albornoz, Origenes de la Nacion espanola : Estudios Criticos sobre la Historia del Reino de Asturias, Oviedo 1972; (৩) M. Diaz y Diaz, La historiografia hispana desde la invasion arabe hasta el ano 1000, in Settimane....Spoleto, 1970, 313-43; (৪) আর একখানি বিশিষ্ট পুস্তিকা, M. Rodriguez Diaz-কৃত Historia de la muy noble, leal y benemerita ciudad de Astorga, Astorga 1909)।

M. J. Viguera (E.I.² Suppl.)/নুসরাত সুলতানা

আশ্দদ (Ashdod) ঃ ফিলিস্তীনে প্রাচীন ফিলিসটিয়ার নগর, বর্তমান আশ্দদ-ইয়াম (ইসরাঈল); ভূমধ্যসাগর উপকূলে জাফা ও গাযা-র মধ্যে; মিসর ও উ. দেশগুলির মধ্যে যুদ্ধে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ। ফিলিস্তীনীদের ডেগন (Dagon) দেবতার উপাসনা কেন্দ্র ছিল;মাকাবীদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; রোমকগণ পুনর্নির্মাণ করে। পরে প্রথম যুগের খৃস্টানদের একটি কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়। বাইবেলে বহুবার উল্লিখিত। আশ্দদ-ইয়াম-এ ইসরাঈল কর্তৃক একটি গভীর সমুদ্র-পোতাশ্রয় নির্মিত হইয়াছে (১৯৬৫ খৃ., Statesman's year-Book 1981-82)।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৫৬

আল-আশদাক (দ্র. 'আমর ইব্ন সাঈ'দ)

আশ্না (اشنا) ঃ মুহাম্মাদ তা'হির-এর কবিনাম। উপাধি 'ইনায়াত খান; তিনি ছিলেন বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্বকালের শাসনকর্তা এবং ললিতকলার পৃষ্ঠপোষক। তিনি নাওওয়াব জা'ফার খান (খাজা আহসানুল্লাহ আহ'সান)-এর পুত্র ছিলেন। (জাফার খান শাহজাহানের রাজত্বকালে কাশ্মীর প্রদেশের শাসক ছিলেন; দ্র. মা'আছি'রু'ল-উমারা, ২খ., ৭৫৭ এবং মুহাম্মাদ আ'জা'ম, ওয়াকি'আত-ই কাশ্মীর, পাণ্ডু. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ফিহ্‌রিস্ত মাখতূ'তা'ত-ই তারীখী, সংখ্যা ১৭৪; শাহজাহানের রাজত্বকালে প্রাদেশিক গভর্নরদের বিবরণে)। মা'আছি'রু'ল-উমারা (২খ., ৭৬২ প.)-র বর্ণনা অনুযায়ী তাঁহার মাতা বুযুরগ খানাম রাণী মুমতায মাহা'ল-এর ভাগিনী ছিলেন। আশনার সঠিক জন্মতারিখ পাওয়া যায় না। বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্বকালে তিনি দেড় হাজারী মানসা'বদারী এবং 'ইনায়াত খান উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বাদশাহর দেহরক্ষী এবং পরে শাহজাহানের রাজত্বকালে শেষের দিকে গ্রন্থাগার তত্ত্বাবধায়কের পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। মাজযূ'ব ফাকীর বা সূ'ফী সাধক সারমাদ-এর কথা অবগত হইয়া তাঁহার প্রকৃত অবস্থা জানিবার উদ্দেশে বাদশাহ শাহজাহান 'ইনায়াত খানকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেইখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন যাহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কবিতাটির প্রথম লাইন بر سرمد برهنه كرامات تهمت است الخ (উলঙ্গ সারমাদ-এর প্রতি কারামাত আরোপ করা অপবাদমাত্র)। আহ'সান এবং আশনা উভয়ে দারা শিকোহ-র পক্ষে ছিলেন। যখন দারা ও আওরঙ্গযীবের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন জাফার খান পাঁচ হাজার অশ্বারোহী লইয়া দারা-র পক্ষে যোগ দেন এবং তিনি সেনাদলের বাম বাহুর অধিনায়ক ছিলেন। আওরঙ্গযীব যুদ্ধে জয়লাভ করেন। রাজবংশের প্রতি অতীত সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ জা'ফার খানকে পেনশন দিয়া সেনাবাহিনী হইতে অব্যাহতি দেন। জা'ফার খান লাহোরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই ১০৭৩ হি.-তে ইনতিকাল করেন। এই সময় পিতার ন্যায় আশনাও নির্জনে থাকিতে পসন্দ করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর ৪৪ হাজার রুপিয়া তাঁহার বাৎসরিক পেনশন নির্ধারিত হয়। তিনি ১০৮১/১৬৭০ সালে ইনতিকাল করেন [সারব আযাদ, পৃ. ৯৫; মা'আছিরু'ল- উমারা, ২খ., ৭৬২]।

আশ্নার দীওয়ান (কাব্যগ্রন্থ) রহিয়াছে। তাহাতে ক'াসীদা, গাযাল, চতুষ্পদী (রুবা'ঈ) কবিতা ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছ'নাবী রহিয়াছে [মাছ'নাবী হায়ে ক'াসীর, মুতা'আদ্দাদ... আযাদ বিলগিরামী, সারব' আযাদ, ২, ৯৭, (তন্মধ্যে দারা শিকোহ-র লাহোরস্থ আঈনাহ মাহা'ল-এর সহিত সম্পর্কিত

দুইটি মাছনাবীর জন্য দ্র. ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, মে ১৯২৬, পৃ. ১১ প.)]। উক্ত মাছ'নাবীগুলির (Ethe, ফিহরিস্ত মাখতূ'তা'ত-ই ফারসী, ইন্ডিয়া অফিস, লন্ডন, পৃ. ৮৬৬) প্রথমটি সাকীনামাহ (কাব্যগ্রন্থটির অনুলিপি রামপুরস্থ রিদ'া গ্রন্থাগারেও রাহিয়াছে; উহা ১০৬ পাতায় সমাপ্ত পাণ্ডুলিপির তালিকা সংখ্যা ২৫২৩)। হিজরী দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাহিত্য-ইতিহাস পুস্তকাদি হইতে অনুমিত হয় যে, এই দীওয়ানটি প্রায় দেড় শত বৎসর পর্যন্ত খুবই সমাদৃত ছিল, (দ্র. মিরআতুল- 'আলাম, রিয়াদু'শ-শু'আরা, কালিমাতু'শ-শু'আরা, মাজমা'উ'ন-নাফাইস, সারব আযাদ ইত্যাদি)। ইন্ডিয়া অফিসের দীওয়ানের অনুলিপিটি শাওওয়াল ১০৬০/১৬৫০ সালে লিখিত এবং সম্ভবত উহা লেখকের নিজস্ব লেখা অথবা তিনি নিজের জন্য লিখাইয়াছেন (Ethe, ঐ)। ভবিষ্যতে আরও রচনা সংযোজনের উদ্দেশে উহাতে কিছু সংখ্যক সাদা পাতাও রাখা হইয়াছে।

তাঁহার গদ্য রচনার মধ্যে শাহজাহান-এর ৩০ বৎসরের রাজত্বকালের ইতিহাস, যাহার নাম মুলাখ্খাস', উহা আজও বিদ্যমান (মা'আছি'রু'ল-কিরাম ২খ., ৯৬; মাজমাউন-নাফাইস, পাণ্ডু. পৃ. ২১)। ইহাতে তিনি 'আবদু'ল-হ'ামীদ ও মুহ'াম্মাদ ওয়ারিছ রচিত বাদশাহনামাহ এবং মুহ'াম্মাদ আমীন রচিত বাদশাহনামাহ হইতে তথ্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার এক অংশের নাম ক'ারনিয়্যাহ-ই শাহজাহান বাদশাহ। Major Fuller উহার ইংরেজী তরজমা করিয়াছেন এবং H. Elliot রচিত ইতিহাস গ্রন্থে (৭খ., ৭৩-১২০) উহা হইতে দীর্ঘ উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হইয়াছে। কারনিয়্যার একটি অনুলিপির জন্য (যাহা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে নাহুরে ছিল; দ্র. Indian Historical Records Commission Proceedings of Meetings...., 1925, ৮খ., কলিকাতা ১৯২৬ খৃ., পৃ. ৪৯৭, সংখ্যা ১৯, মাজমূ'আ-ই আযার, সংখ্যা 177 H)। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে মুলাখ্খাস-এর একটি অনুলিপি রহিয়াছে যাহাতে শাহজাহান-এর রাজত্বের ২১তম বৎসর পর্যন্ত ঘটনাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শাহনাওয়ায খান ও আযাদ বিলগিরামী, মা'আছি'রু'ল-উমারা, মুদ্রণে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা ১৮৯০ খৃ., ২খ., ৭৬২ প.; (২) আযাদ বিলগিরামী, মা'আছি'রু'ল-কিরাম, ২খ. (সারব' আযাদ নামে পরিচিত), 'আবদুল্লাহ খান ও 'আবদু'ল-হ'াক্'ক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯১৩ খৃ., পৃ. ৯৭; (৩) সিরাজুদ্দীন আলী খান আরযু মাজমা'উন নাফাইস, পাণ্ডু.; (৪) ওয়ালিহ দাগিসতানী, রিয়াদু'শ-শু'আরা, পাণ্ডু.; (৫) মুহ'াম্মাদ আফদ'াল সারখূশ, কালিমাতু'শ-শু'আরা, পাণ্ডু, (সংখ্যা ৩-৫-এর জন্য দ্র. মাজমূ'আ-ই শীরানী, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়; (৬) Sprenger, Catalogue Ar., Pers, and Hindustany MSS, কলিকাতা ১৮৫৪ খৃ., পৃ. ১১১, ৩৩৯; (৭) Ethe, Catalogue Persian MSS, India Office, অক্সফোর্ড ১৯০৩ খৃ., ১৫৮৪-১৫৮৫; (৮) Elliot and Dowson, History of India, লন্ডন ১৮৭৭ খৃ., ৭খ., ৭৩-১২০; (৯) C. A. Story, Persian Literature, লন্ডন ১৯৩৯ খৃ., ১/২খ., ৫৭৮; (১০) ওরিয়েন্টার কলেজ ম্যাগাজিন, লাহোর, মে ১৯২৬, পৃ. ৯ প.।

সায়্যিদ হাশিমী ফারীদাবাদী (দা.মা.ই.)/মোঃ আবদুল কাইয়ূম

আশরাফ (اشرف) ঃ পারস্যের মাযানদারান প্রদেশের একটি শহর এবং একই নামের জেলার প্রধান শহর; ৩৬° ৪১ ৫৫" উত্তরে, ৫৩° ৩২ ৩০" পূর্বে, কাস্পিয়ান সাগরের তীর হইতে পাঁচ মাইল দূরে, সারী-র ৩৫ মাইল পূর্বে এবং আস্‌তারাবাদ-এর ৪৩ মাইল পশ্চিমে এবং এই দুই শহরকে সংযুক্তকারী রাস্তার উপরে অবস্থিত। শহরটি সুউচ্চ আলবুর্জ পর্বতমালার বনরাজিপূর্ণ অংশের পাদদেশে অবস্থিত, উত্তরে আস্‌তারাবাদ উপসাগরের দিকে মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করে। আশরাফের আশেপাশের ভূমি উর্বর, যদিও চমৎকার তূলা ও গম উৎপন্ন হয়; তবে উহার সমতল ভূমির অনেকটা জলাভূমি। এখানে সাইপ্রাস গাছ, বন্য আঙ্গুর, লেবু ও কমলা প্রচুর জন্মে।

পূর্বে খারকূরান নামে ইহা একটি গুরুত্বহীন শহর ছিল; নূতন শহর আশরাফের শুরু হয় ১ম শাহ 'আব্বাস কর্তৃক ১০২১/১৬১২-১৩ সনে ইহার গোড়াপত্তনের সময় হইতে। 'আব্বাসের অভিপ্রায় অনুযায়ী একটি গ্রামীণ বিশ্রামস্থলরূপে আশরাফ প্রথমে রাজকীয় প্রাসাদ পরিবেষ্টনকারী কতকগুলি বড় খামারবাড়ী লইয়া গঠিত হয়, সেইগুলি সারী রাস্তা বরাবর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল। কিন্তু পরিশেষে রাজকীয় ভবনসমূহ বেশ বিরাট এলাকা জুড়িয়া বিস্তৃত হয় এবং ছয়টি পৃথক আবাসিক প্রতিষ্ঠান, প্রতিটির নিজস্ব বাগান সহকারে ইহাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। Fraser-এর মতে ইহাদের পাঁচটি বাগ-ই শাহী, 'ইমারাত-ই স'াহি'ব-ই যামান (ভোজনকক্ষরূপে ব্যবহৃত) হ'ারাম, কালওয়াত এবং বাগ'-ই-টাপ্পা একই প্রাচীর পরিবেষ্টিত ছিল, আর ষষ্ঠটি ইমারাত-ই চাশমাহ ছিল বাহিরে। অতিথি ও পরিব্রাজকদের জন্য প্রশস্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। প্রাসাদরাজি এবং পাথরে বাঁধানো প্রসিদ্ধ উচ্চ রাস্তাটি নির্মাণে অতিশয় দক্ষতা প্রয়োগ করা হইয়াছিল—বাকূ হইতে বিরাট বিরাট প্রস্তরখণ্ড ও মার্বেল পাথর আনয়ন করা হয়, যেইগুলিকে লোহার খিল দ্বারা যুক্ত করিয়া সীসা দ্বারা জোড়া লাগান হয়।

বাগানগুলিতে পায়ে চলার পথও নির্মিত ছিল। সেইগুলির দুই ধারে ছিল পাইন, কমলা এবং অন্যান্য ফলের গাছ। পানি সিঞ্চনের জন্য ছিল নহর, চৌবাচ্চা এবং খালের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। আর এই পানির উৎস ছিল একটি প্রস্রবণ; ইহাতে বহু সংখ্যক ফোয়ারা ও প্রপাতের ব্যবস্থা ছিল। উপরের পাহাড়ে অবস্থিত ছিল সাফীআবাদ নামক বিখ্যাত মানমন্দির, আর ছিল একটি বাঁধ যাহা আশরাফের চতুর্দিকে ধানক্ষেতে পানি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স'াফাবী বংশের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং পরবর্তী গৃহযুদ্ধেও উত্তর-পূর্ব হইতে তুর্কমান আক্রমণে আশরাফ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহা আফগানদের দ্বারা এবং পুনরায় যান্দ বাহিনী কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। চিহিল সতূন নামে খ্যাত বিশাল আয়্ওয়ান (রাজপ্রাসাদ) নাদির শাহের আমলে ভস্মীভূত হয় এবং নাদিরের নির্মিত ইহার বিকল্প প্রাসাদটি ছিল অনেক নীচুমানের। মুহ'াম্মাদ হ'াসান খান ক'াচার কিছু কিছু মেরামত করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজকীয় প্রাসাদমালায় যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা মাযানদারান-এর গভর্নর, সাওয়াদকূহ-এর মুহাম্মাদ খান কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং প্রকৃতপক্ষে আশরাফ জনশূন্য হইয়া পড়ে। পরবর্তীতে আক'া মুহ'াম্মাদ খান কাচার শীরায-এর যান্দ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া মাযান্দারানকে তাঁহার ঘাঁটি বানান এবং ১১৯৩/১৭৭৯—৮০ সনে শহরটির পুনর্নির্মাণ করেন। যদিও ইহার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার ক্রমে ক্রমে হইতেছিল—১৮২৬ খৃ. ইহার ভবন বাড়ীর সংখ্যা ছিল ৫০০, ১৮৫৯ খৃ. ৮৪৫ এবং ১৮৭৪ খৃ. ১২০০ হইতে অধিক। তথাপি আশরাফ কখনও তাহার পূর্বের শান-শওকত ফিরিয়া পায় নাই এবং ইহার ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদমালাও পূর্বের জাঁকজমকের ইঙ্গিত ব্যতীত আর কিছুই ধারণ করে না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইস্‌কান্দার মুন্‌শী, তা'রীখ-ই 'আলাম-আরায়ি 'আব্বাসী, তেহরান ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ৬৫৫-৬; (২) J. Hanway, An Historical Account of the British Trade over the Caspian Ses etc., London 1753, ১খ., ২৯২ প.; (৩) J. B. Fraser, Travels and adventures etc on the Southern Banks of the Caspian Sea, London 1826., পৃ. ১২-৩০; (৪) G. C. Napier, Collection of Journals and Reports, London 1876; (৫) H. L. Rabino, Mazandaran and Astarabad, London 1928; (৬) Haentzsche, ZDMG-তে, ১৮খ., ৬৭২-৯; (৭) K. Ritter, Erdkunde, ৮খ., ৫২৩—৭।

R. M. Savory (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল আযীয

আশরাফ (দ্র. শারীফ)।

আশরাফ 'আলী খান (اشرف علی خان) ঃ দিল্লীর বাদশাহ আহ্‌মাদ শাহের (১১৬১/১৭৪৮—১১৬৭/১৭৫৪) দুগ্ধ ভ্রাতা, আনু. ১১৪০/১৭২৭ সালে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মীর্যা 'আলী খান নুক্‌তা মুহ্‌াম্মাদ শাহ (দ্র.)-এর সভাসদ ছিলেন। তাঁহার চাচা ইরাজ খান ছিলেন আহ্‌মাদ শাহ-এর রাজত্বকালে মুর্শিদাবাদের নাজি্‌ম (শাসনকর্তা), ফুগান (ফিগান) ছদ্মনামে তিনি উর্দূ ও ফারসীতে কবিতা রচনা করিতেন। আহ্‌মাদ শাহ তাঁহাকে জারীফু'ল-মুলক কোকালতাশ খান বাহাদুর খেতাব প্রদান করেন। ১১৬৭/১৭৫৪ সালে আহ্‌মাদ শাহের সিংহাসনচ্যুতির সময় পর্যন্ত তিনি দিল্লীতে অবস্থান করেন এবং উক্ত সালে তিনি মুর্শিদাবাদে গমন করেন। সেখানে তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করেন নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিছু সময় সেখানে অবস্থানের পর তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১১৭৪/১৭৬১ সালে পুনরায় দুররানীদের দ্বারা ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইলে তিনি চিরদিনের জন্য দিল্লী ত্যাগ করেন এবং ফায়যাবাদে গমন করেন। যাহা হউক, অচিরেই তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক শুজা'উ'দ-দাওলা (দ্র.) কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া আজীমাবাদ (পাটনা) গমন করেন। সেখানে বাংলা-বিহারের শাসনকর্তা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহান পৃষ্ঠপোষক রাজা শিতাব রায় কর্তৃক সমাদৃত হন। শিতাব রায়ের একটি অনুদার মন্তব্যে তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে তিনি কোন প্রকারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অফিসারদের সহিত পরিচিত হইলেন এবং তাহাদের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সুখী জীবন অতিবাহিত করিয়া ১১৮৬/১৭৭২-৭৩ সালে আজীমাবাদে পরলোক গমন করেন।

একজন সুকবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার তীব্র বিদ্রূপাত্মক ব্যাংগ রচনার আধিক্য তাঁহার কবিতার ভাল দিককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ১৯৫০ সালে করাচীতে তাঁহার উর্দূ ও ফারসী দীওয়ান প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Garcin de Tassy, Historie de la Litterature Hindouie et Hindoustanie[2], Paris 1870., ১খ., ৭৬৫-৬; (২) কু'দরাতুল্লাহ কা'সিম, মাজমূ'আ-ই নাগ'য, লাহোর ১৯৩৩, ২খ., ৭২-৬; (৩) ফাত্‌হ 'আলী হু'সায়নী গার্‌দীযী, তায'কিরা-ই রিখতাগূয়ান, আওরংগাবাদ ১৯৩৩ খৃ., ১২১; (৪) গু'লাম হামাদানী মুস'হা'ফী, তায'কিরা-ই হিন্দী, দিল্লী ১৯৩৩ খৃ., ১৫৯-৬৫; (৫) ঐ লেখক, রিয়াদু'ল-ফু'সাহা', দিল্লী ১৯৩৪ খৃ., ২৪৬-৪৭; (৬) ঐ লেখক, 'ইক'দ-ই ছুরায়্যা, দিল্লী ১৯৩৪ খৃ., ৪৪; (৭) মীর হা'সান, তায'কিরা-ই শু'আরা-ই উরদূ, দিল্লী ১৯৪০ খৃ., ১১৫-৮; (৮) মীর তাকী মীর, নিকাতু'শ-শু'আরা, আওরংগাবাদ ১৯৩৫ খৃ., ৭৪-৯৮; (৯) কিয়ামুদ্দীন কাইম, মাখযান-ই নিকাত, আওরংগাবাদ ১৯২৯ খৃ., ৪১-৩; (১০) লক্ষ্মীনারায়ণ শাফীক', চামানিস্তান-ই শু'আরা, আওরংগাবাদ ১৯২৮ খৃ., ৪৮২-৩; (১১) মীর্যা 'আলী লুত'ফা, গুলশান-ই হিন্দ (উর্দূতে), লাহোর ১৯০৬ খৃ., ১৩০-১; (১২) মুস'তা'ফা খান শেফতাহ, গুলশান-ই বিখার, দিল্লী ১৮৪৩ খৃ., ২২০; (১৩) 'আবদু'ল-গা'ফূর খান নাসসাখ, সুখান-ই শুআরা, লখনৌ ১২৯১/১৮৭৪, ৩৬৯; (১৪) মুহাম্মাদ হু'সায়ন আযাদ, আব-ই হা'য়াত, দিল্লী ১৩১৪/১৮৯৬, ১১৩-৭; (১৫) মা'আরিফ (আজমগড়) ৯/৪ (এপ্রিল ১৯২২), তাঁহার দীওয়ানের মুখবন্ধ, সম্পা. সা'বাহু'দ্দীন 'আবদু'র-রাহ'মান; (১৬) রামবাবু সাকসেনা, A History of Urdu Literature, এলাহাবাদ ১৯৪০ খৃ., ৫২-৩, ১৭৩; (১৭) 'আলী ইব্‌রাহীম খান, গুলযার-ই ইব্‌রাহীম, আলীগড় ১৩৫২/১৯৩৪, ১৮৪-৫, ২০৭, ২৪৪-৫; (১৮) A. Sprenger, Oudh Cat. উরদূ অনুবাদ, যাদ্‌গার-ই শু'আরা, এলাহাবাদ ১৯৩৪ খৃ., ১৫৭-৮।

A. S. Bazmee Ansari (E.I.[2])/
এ. এইচ. এম. শামসুর রহমান

আশরাফ আলী খান (اشرف علی خان) ঃ ১৯০১-১৯৩৯, কবি; জ. যশোহর জেলার আলফাডাংগা উপজেলার পানাইল গ্রামে; গ্রন্থাবলীঃ গজল-গান, ভোরের কুহু। কাব্যঃ কংকাল। অনুবাদঃ শেকোয়া (ইকবাল)। তিনি 'বেদুঈন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও কিছুদিন সম্পাদনা করেন এবং ক্রমান্বয়ে সাপ্তাহিক 'রক্তকেতু', দৈনিক সোলতান প্রভৃতি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি ১৯৩৯-এ আফিম খাইয়া আত্মহত্যা করেন। ইকবালের কবিতার অনুবাদক হিসাবে তাঁহার সাফল্য সর্বজনস্বীকৃত। কংকাল কাব্যে তাঁহার মৌলিক কবি-প্রতিভার পরিচয় আছে। তাঁহার শেকোয়া-এর ভূমিকা কবি নজরুল ইসলাম লিখিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসার বাংলার শিক্ষক ছিলেন।

বাংলা বিশ্বকোষ ১খ., ২৫৬

আশ্‌রাফ 'আলী থানবী (اشرف علی تھانوی) ঃ (র) বংশ-পরিচয় ও বাল্যকাল ঃ মুহ'াম্মাদ আশরাফ আলী (র) ভারতের যুক্ত (বর্তমান উত্তর) প্রদেশের মুজা'ফফার নগর জেলার থানা ভবন নামক স্থানে হিজরী ১২৮০ সনের ৫ রাবী'উ'ছ-ছানী, মতান্তরে উক্ত সনের ১২ রাবী'উ'ল-আওয়াল, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৪ মার্চ (উর্দূ ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম, ২খ., পৃ. ৭৯৩) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মুনশী 'আবদু'ল-হা'ক্‌ক আল-ফারূকী ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ও উচ্চ স্তরের সাধক ছিলেন। পৈত্রিক সূত্রে তিনি দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার ফারূক (রা) এবং মাতৃকুলের দিক হইতে চতুর্থ খলীফা হযরত 'আলী মুরতাদা (রা)-এর সহিত সম্পর্কিত। শৈশবে তিনি মীরাট জেলার এক গ্রাম্য ধাত্রীর দুগ্ধ পান করেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মাতা ইনতিকাল করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অতি শান্ত ও সুশীল ছিলেন। তাঁহার স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ।

আশরাফ 'আলী (র) কু'রআন পাকের কয়েক পারা মীরাট অধিবাসী একজন আখুনজীর নিকট এবং বাকী অংশ হ'াফিজ' হ'ুসায়ন 'আলীর নিকট অধ্যয়ন করেন। ফারসীতে প্রাথমিক শিক্ষা তিনি মীরাটেই সমাপ্ত করেন। অতঃপর তাঁহার মামা প্রসিদ্ধ ফারসী ভাষাবিদ মাওলানা ওয়াজিদ 'আলীর নিকট উচ্চতর ফারসী অধ্যয়ন করেন।

১২৯৫/১৮৭৮ সালে তিনি দেওবন্দের বিখ্যাত মাদ্‌রাসা দারু'ল-'উলুমে ভর্তি হন। তথায় তিনি 'আরবী-ফারসী ভাষা ও সাহিত্য এবং বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করেন। মেধাবলে অল্পকালের মধ্যেই তিনি ইসলামিয়াতের বিভিন্ন শাখায় অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হন। মাত্র পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তিনি দেওবন্দের শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র বিশ বৎসর। অল্প বয়সেই তিনি হ'াদীছ', তাফ্‌সীর, ফিক্‌'হ, গণিত, আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন, 'ইল্‌মু'ল- আখলাক', মনস্তত্ত্ব, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র ('ইল্‌মু'ল- মুনাজারা), 'ইলমু'ল-কি'রাআত, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তৎকালীন বিশিষ্ট 'আলিম ও ওয়ালী শায়খু'ল-হিন্দ মাওলানা 'আবদু'ল-'আলী ও মাওলানা য়া'কূ'ব প্রমুখ বিখ্যাত সূক্ষ্মদর্শী উস্তাদের সান্নিধ্যে তিনি পড়াশুনা করেন। রীতি অনুসারে অধ্যয়ন সমাপ্তিতে তাঁহাকে দেওবন্দ মাদ্‌রাসার সনদ প্রদান করা হয় এবং তাঁহার মাথায় পাগড়ী (দিস্তার) বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সুপ্রসিদ্ধ 'আলিম ও সূফী মাওলানা রাশীদ আহ'মাদ গাংগোহী (র) স্বহস্তে এই পাগড়ী বাঁধিয়া দেন।

সনদ লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিতেই কানপুরের মাদ্‌রাসা ফুয়ূদে 'আম্ম হইতে তাঁহাকে অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়। তিনি উক্ত মাদ্‌রাসায় ১৩০১/১৮৮৩ সালে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন এবং ১৩১৫/১৮৯৭ পর্যন্ত প্রায় ১৪ বৎসর অতি কৃতিত্বের সহিত কাজ করেন। ফাঁকে ফাঁকে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তদুপরি তাঁহার ওয়া'জ-(وعظ) নাসীহ'াত এবং ফাত্‌ওয়া (বিধান দান করার) কাজও চলিতে থাকে। অগাধ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মদর্শিতার জন্য তিনি এই উপমহাদেশে হ'াকীমু'ল-উম্মা' জাতির দার্শনিক আখ্যায় সুপরিচিত হন। তাঁহার অধ্যাপনাকালে দূর-দূরান্তর হইতে বহু জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থী কানপুর মাদ্‌রাসায় আগমন করেন। উপমহাদেশের বহু স্বনামধন্য উলামা' ও আওলিয়া' কানপুরে মাওলানা থানা'বীর নিকট ইসলামী 'ইল্‌ম শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে মাওলানা ইস্‌হ'াক' বর্ধমানী, মাওলানা জ'াফার আহ'মাদ 'উছ'মানী, মাওলানা আহ'মাদ 'আলী ফাত্‌হ'পুরী, মাওলানা সাঈদ ইস্‌হ'াক কানপুরী, মাওলানা মাজহারুল হক চাটগামী ও মাওলানা হ'াকীম মুহ'াম্মাদ মুস্‌'তাফা বিজনূরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কানপুর মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনাকালের প্রথম দিকে মাওলানা থানাবী (র) একবার তাঁহার পিতার সঙ্গে হজ্জ সমাপনের জন্য মক্কা গমন করেন। তিনি তথায় প্রথমবার মুহাজির মাক্কী হ'াজী শাহ ইমদাদুল্লাহ (র)-এর সাক্ষাত লাভ করেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৩১০/১৮৯২ সনে পুনরায় মক্কায় গমন করিয়া তাঁহার মুরশিদ মুহাজির মাক্কীর নিকট দীর্ঘদিন অবস্থান করেন এবং পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। অনন্তর মুরশিদের নির্দেশক্রমে দেশে ফিরিয়া তিনি কানপুর মাদ্‌রাসায় কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'ইল্‌মু'ল-মা'রিফা ও তাস'াওউফ চর্চায়ও মশগুল থাকেন। কিছু দিনের মধ্যে কানপুর মাদ্‌রাসা একটি আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইল। অবশেষে মাওলানা থানাবী (র) তাঁহার মুরশিদের নির্দেশে ১৩১৫/১৮৯৭ সনে জন্মভূমি থানাভবনে ফিরিয়া যান এবং বহু পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত খান্‌কাহে ইম্‌দাদীয়ায় আসিয়া উঠেন। তখন হইতে বহু আধ্যাত্মিকতার শিক্ষার্থী খান্‌কাহ-এ আসিয়া মাওলানা থানাবী (র)-এর শিষ্যত্ব ও বায়'আত গ্রহণ করিতে থাকেন। এক সময় দেওবন্দের মাদ্‌রাসা দারু'ল-'উলূমের পক্ষ হইতে তথায় অধ্যাপনার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু তিনি মুরশিদের অমতের কথা উল্লেখ করিয়া উক্ত আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। এইভাবে মাওলানা থানাবী (র) শেষ জীবন পর্যন্ত থানাভবনে থাকিয়া আধ্যাত্মিক সাধনায় ও শিক্ষাদানে নিজেকে মশগুল রাখেন।

'ইল্‌মুত-তাসা'ওউফ সম্পর্কে থানাবী (র) কয়েকখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মানব শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেমন জাহিরী (প্রকাশ্য) শক্তি রহিয়াছে, সেইরূপ মানুষের রূহ' (আত্মা)-এর মধ্যে অনেক বাতি'নী (গুপ্ত) শক্তি নিহিত আছে। শরীর চর্চার মাধ্যমে যেমন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শক্তিশালী হইয়া উঠে তদ্রূপ আধ্যাত্মিক সাধনায় তাহাদের রূহানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাঁহার মতে, তাসা'ওউফ শারী'আত হইতে পৃথক নহে বরং শারী'আত হইতেই উহার উৎপত্তি। শারীরিক ব্যাধি হইলে যেমন ডাক্তারের পরামর্শে চলিতে হয় এবং নিজের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া যায় না, ঠিক সেইরূপ রূহ'ানী রোগের জন্য রূহ'ানী ডাক্তার অর্থাৎ মুরশিদের কথামতই চলিতে হইবে। নিজের মতে চলিলে রূহ'ানী রোগের প্রতিকার হইবে না, ইহাতে রূহ'ানী উন্নতিও সম্ভব নহে। বাহ্যিক ইস্‌'লাহ' বা চরিত্র শুদ্ধির পর যি'কির-আয্‌কার আরম্ভ করিতে হয়। অন্যথায় যি'কিরের সুফল লাভ হইবে না; বরং উহা বিফলে যাইবে। মাওলানা থানাবী (র)-র মতে কোন শায়খ বা মুরশিদের অধীনে না থাকিয়া যি'কির-আয'কার করিলে তাহাতে বিশেষ ফল হয় না, বরং মুরশিদের অধীনে থাকিয়া আধ্যাত্মিক চর্চা ও আমল করিলেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

মাওলানা থানাবী (র) বিশ্বাস করিতেন, একমাত্র আল্লাহ্‌র বন্দেগী এবং মাখলুকাতের খেদমতই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি এই নীতি প্রচারের জন্য উপমহাদেশের বহু জায়গায় সফর করেন এবং বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। অধিক পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং শেষ বয়সে নানারূপ ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করে। ফলে বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের এই বিশিষ্ট 'আলিম, বাগ্মী, চিন্তাবিদ ও গ্রন্থকার ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৯ জুলাই, ১৩৬২ হিজরীর ১৬ রাজাব সোমবার দিবাগত রাত্রি দশটায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ৮৩ বৎসর ৩ মাস ১১ দিন।

মাওলানা থানাবী (র)-এর অধিকাংশ কিতাব উর্দূ ভাষায় প্রণীত, বাকী 'আরবী ও ফারসী ভাষায় রচিত। উর্দূ ভাষায় লিখিত তাঁহার কতিপয় গ্রন্থও বক্তৃতার সারমর্ম অবলম্বনে ইংরেজীতে Philosophy of Islam নামে তিন খণ্ডে একখানা বই সংকলিত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে

মুহাম্মাদ ইস্‌হাক লাখনৌ হইতে প্রকাশ করেন এবং ২য় ও ৩য় খণ্ড মুহাম্মাদ যুসুফ কর্তৃক ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে লাখনৌ হইতে প্রকাশিত হয়। তাঁহার লিখিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ পশ্‌তু, পাঞ্জাবী, গুজরাতী, সিন্ধী ও বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার বিশিষ্ট খলীফা খাজা 'আযীযু'ল-হাসান কর্তৃক লিখিত মাওলানা থানাবী (র)-এর জীবন-চরিত আশ্‌রাফু'স-সাওয়ানিহ কিতাবে তাঁহার রচিত ৬৬৬ খানা কিতাবের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। নিম্নে উহার প্রধান প্রধান কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হইল ঃ

(১) বায়ানু'ল-কুরআন (উর্দূ তাফসীর); (২) হিফজু'ল-ঈমান; (৩) কাস্‌দু'স-সাবীল; (৪) তা'লীমুদ্দীন; (৫) 'আমাল-ই কুরআনী; (৬) আওরাদ-ই-রাহমানী; (৭) দিরায়াতু'ল-'ইসমাত ('আরবী); (৮) তাজ্‌বীদু'ল-কুরআন; (৯) হিফজু'ল-আরবা'ঈন ('আরবী); (১০) ফুরূ'উল-ঈমান; (১১) তাহকীক-ই-তা'লীম আংরেযী; (১২) আল-কাওলু'ল-ফাসিল বায়না'ল- হাক্ক ওয়া'ল-বাতিল; (১৩) বেহেশ্‌তী যীওর; (১৪) রাফ'উ'ল-খিলাফ ফী হুকমি'ল-আওকাফ; (১৫) ইম্‌দাদু'ল-ফাতাওয়া; (১৬) নাশ্‌রু'ত -তিব্‌ ফী যিকরি'ন-নাবীয়্যি'ল-হাবীব; (১৭) মিআঃ আদ-দুরূস ('আরবী); (১৮) ইস্‌লাহু'ন-নিসা; (১৯) আদাবু'ল-মু'আশারা; (২০) তারবিয়াতু'স-সালিক; (২১) জামালু'ল-কুরআন; (২২) মা'আরিফু'ল-আওয়ারিদ; (২৩) আদাবু'ত -তারীকা; (২৪) আদাবু'ল-ইসলাম; (২৫) ইসলাহু'ল-বিযাজ; (২৬) আসদাকু'র- রু'য়া; (২৭) কাইদা কাদিয়ান; (২৮) কিস্‌ওয়াতু'ন-নিস্‌ওয়া; (২৯) আল-কালিমাতু'ত- তাম্মা ফী নুবুওয়া'ল-'আম্মা; (৩০) যিকরই মাহমূদ; (৩১) মাজলিসু'ল হিকমা; (৩২) হায়াতু'ল-মুস্‌লিমীন; (৩৩) আত-তাক্‌ছীর ফি'ত-তাফসীর; (৩৪) মু'আমালাতু'ল-মুসলিমীন ফী মুজাদালাতি'ল- গায়রি'ল-মুস্‌লিমীন; (৩৫) তাম্‌ঈযু'ল-'ইশ্‌ক মিনা'ল-ফিস্‌ক; (৩৬) ফুতূহু'ত- তারীখ; (৩৭) তারীকু'ন-নাজা; (৩৮) কালিমাতু'ল-হাক্ক ইত্যাদি।

থানাবী (র)-র প্রথম গ্রন্থ 'বের ও বাম' (ফারসী মাছ নাবী) এবং শেষ গ্রন্থ 'বাওয়াদিরু' ন-নাওয়াদির'। শেষ গ্রন্থটি ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে শায়খ মুহাম্মাদ 'আবদু'ল-কারীম কর্তৃক লাখনৌ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আযীযু'ল-হাসান, আশ্‌রাফু'স-সাওয়ানিহ; চার খণ্ড, ১ম -৩য় খ., লখনৌ ১৩৫৭/১৯৩৮ খৃ., ৪র্থ খণ্ড যাহার নাম খাতিমাতু'স-সাওয়ানিহ, লখনৌ ১৩৬২/১৯৪৩; (২) 'আবদু'ল-মাজিদ দারয়াবাদী, হাকীমু'ল-উম্মা, মুলতান ১৩৭৫/১৯৫৬; (৩) 'আবদু'ল-বারী নাদ্‌বী, জামি'উ'ল-মুজাদ্দিদীন, লখ্‌নৌ ১৯৫০ খৃ., এই গ্রন্থের ২৪-৩২ পৃষ্ঠায় সায়্যিদ সুলায়মান নাদ্‌বী কর্তৃক লিখিত মাওলানা থানাবীর জীবনী দ্র.; (৪) সায়্যিদ সুলায়মান নাদ্‌বী, য়াদ-ই রাফতেগাঁ, করাচী ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ২৮১-৩০১; (৫) বাংলা বিশ্বকোষ, ১১খ., ঢাকা ১৯৭২ খৃ., ২৫৬; (৬) Ency. of Islam, vol. i. 701, New Edition; (৭) মুহাম্মাদ সিকান্দার মোমতাজী ও আবদুল হক জালালাবাদী, হায়াতে আশ্‌রাফ (বাংলা)।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

আশরাফ আলী থানভী ঃ হাকীমু'ল-উম্মত, মওলানা (১৮৬৩-১৯৪৩)

হাকীমু'ল-উম্মত মুওলানা আশরাফ 'আলী থানভী (র) উপমহাদেশের বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। দক্ষ শিক্ষক, দরদী সমাজ সংস্কারক, প্রাজ্ঞ দার্শনিক, বিজ্ঞ ও প্রথিতযশা লেখক, তুখোড় বাগ্মী ও শ্রদ্ধাভাজন বুযুর্গ হিসাবে তিনি সর্বজন স্বীকৃত। তাঁহার আশি বৎসরের বর্ণাঢ্য জীবন ছিল সুন্নাতের রাসূলের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। হাজার হাজার মানুষ তাহার সান্নিধ্যে আসিয়া সত্যপথের সন্ধান পান এবং নৈতিক চরিত্র সংশোধনের সুযোগ লাভ করেন। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা সহকারে তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে গঠনমূলক পন্থায় কাজে লাগাইয়াছেন। ট্রেনে পরিভ্রমণের সময়ও অধ্যয়ন করা ছিল তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক অভ্যাস। ভক্ত অনুরক্তদের নিকট তিনি হাকীমু'ল-উম্মত নামে সমধিক পরিচিত।

মাওলানা আশরাফ 'আলী থানভী (রহ) পিতৃকূলের দিক হইতে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার ফারূক (রা) ও মাতৃকূলের দিক হইতে চতুর্থ খলিফা হযরত 'আলী (রা) এর বংশধর। হযরত থানভী (র) এর পূর্ব পুরুষদিগের মধ্যে যাহারা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের অধিকারী তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন শায়খ আহমাদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র), জালালুদ্দীন থানেশ্বরী (রহ) শায়খ ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর (রহ) এবং সুলতান শাহাবুদ্দীন ফররুখ শাহ কাবুলী (র)।

মাওলানা আশরাফ 'আলী থানভী (র) ১২৮০ হিজরী সালের ৫ রবী'উছ-ছানী মতান্তরে ১২ রবী'উ'ল-আওয়াল ও /১৮৬২ ১৪ মার্চ (উর্দু ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম ২খ, পৃ. ৭৯৩) উত্তর প্রদেশের মুযাফফর নগর জেলার অন্তর্গত থানাভুন নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শায়খ 'আবদু'ল-হক, যিনি এলাকার নেতৃস্থানীয় জমিদার হওয়ার পাশাপাশি মিরাট রাজ্যের মোখতার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফার্সী ভাসায় ছিলেন তিনি অত্যন্ত দক্ষ। হযরত থানভী (রহ) এর মাতা চিলেন বিশিষ্ট নেককার ও বিদুষী মহিলা। থানভী (র) এর পাচ বৎসর বয়সে তাহার মাতা ইন্তিকাল করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অতিশান্ত ও সুশীল ছিলেন। হযরত থানভী (র) এর অনুজ মুনশী আকবর 'আলী বেরেলী মিউনিসিপালিটির সচিব হিসাবে বেশ পরিচিতি লাভ করেন। আশরাফ 'আলী এই নামটি বাছাই করিবার ক্ষেত্রে যাহার বিশেষ অবদান রহিয়াছে তিনি হইতেছেন সমসাময়িক কালের মজযূব বুযুর্গ হাফিয গোলাম মুরতাযা পানিপথী (র)। থানভী (রহ) দুইটি বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁহার কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই। দাম্পত্য জীবনে তিনি ছিলেন এক আদর্শ পুরুষ। দুই স্ত্রীর মধ্যে সমতা বিধানে তিনি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবন ঃ জীবনের প্রারম্ভে তিনি হাফিয হুসায়ন আলী দেহলভীর নিকট পবিত্র কুরআন হিফ্‌য সম্পন্ন করেন। মাওলানা ফাতহ্‌ মুহাম্মাদ মাওলানা ওয়াজিদ 'আলী ও মাওলানা মানফা'আত 'আলী (র) এর নিকট ফার্সী ও আরবী ভাষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করেন। ১২৯৫ হিজরী সালে তিনি দারু'ল-'উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং মাওলানা কাসিম নানুতুবী, মাওলানা য়া'কূব নানুতুবী, মাওলানা সাঈদ আহমাদ, মোল্লা মাহমূদ, মাওলানা 'আবদুল-আলী

ও শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহ·মূদুল-হ·াসান (রহ) এর তত্ত্বাবধানে পাচ বৎসর শিক্ষা ও দীক্ষা লইয়া ১৩০১ হিজরী সালে মাত্র বিশ বৎসর বয়সে দাওরা-এ হ·াদীছ পাস করেন। অল্প বয়সেই তিনি হ·াদীছ, তাফসীর ফিক·হ, গণীত আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ, জ্যোতিবির্দা, দর্শন, 'ইলমু'ল-আখলাক·, মনোস্তত্ব, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইলমুল মুনাযারা-তর্ক শাস্ত্র) ইলমুল কিরআত, চিকিৎসা বিদ্যা, ইত্যাদি বিষযে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে পবিত্র মক্কা গমন করিয়া তিনি তথায় অবস্থিত সাওলাতিয়া মাদ্রাসায় তৎকালীন বিখ্যাত কারী মাওলানা আবদুল আলী এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 'ইলমু'ল-কি·রাআতে উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভ করেন। আশৈশব তিনি ছিলেন প্রখর ধীমান, কঠোর অধ্যবসায়ী ও সময়ানুবর্তী। ছাত্র তিনি তাহার শিক্ষকদের সস্নেহ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। ছাত্র জীবনের পথ পরিক্রমা শেষে কানপুরের তিনি ফয়যে 'আম মাদ্রাসায় সদর মুদাররিস হিসাবে শিক্ষকতা করেন এবং পরবর্তীতে টপকাপুরে জামি'উ'ল-উলূম মাদরাসার প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই মাদ্রাসায় তাহার শিক্ষকতার মেয়াদ ছিল ১৩০১/১৮৮৩ হইতে ১৩১৫/১৮৯৭ পর্যন্ত মোট ১৪ বৎসর। ফয়যে আম মাদ্রাসায় শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি গ্রন্থ রচনা, ফতওয়া প্রদান এবং ওয়া'জ· ও নসীহতে ব্যাপৃত থাকার কারণে জনগণের মধ্যে তাহার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। ফলে কর্তৃপক্ষ তাহার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাইয়া মাদরাসার চাঁদা তোলার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিতে থাকেন। হযরত থানভী (রহ্) চাঁদা তোলাকে একজন 'আলিমে দীনের জন্য অসম্মানজনক বিচেনা করিয়া সাথে সাথে শিক্ষকতার পদ হইতে পদত্যাগ করেন। পরবর্তীতে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াও পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারে তাহাকে রাজী করাইতে পারেন নাই। তাঁহার বিশিষ্ট ভক্ত জনাব 'আবদুর রহমান খান ও হাজী কিফায়াতুল্লাহ এর প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় কানপুরের পটকাপুর মহল্লার জামি মসজিদে তিনি ছাত্রদের দরস দান অব্যাহত রাখেন। থানভী (রহ)-এর প্রচেস্টায় মসজিদ কেন্দ্রিক আরেকটি মাদ্রাসা গড়িয়া উঠে। তিনি নিজেই ইহার নামকরণ করেন জামি'উ'ল 'উলূম। উপরিউক্ত দুই মাদ্রাসায় তিনি কু'রআন, হ·াদীছ, ফিক্·হ, যুক্তিবিদ্যা, ইসলামী দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দান করেন এবং দুর দুরান্ত হইতে বিপুল সংখ্যক ছাত্র জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে এই মাদ্রাসায় ভীড় জমাইতে থাকে। পাঠদান ও পাঠ আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করিতেন যাহাতে অতি মেধাবী ও কম মেধাবী নির্বিশেষে সব ছাত্রই পাঠ্য পুস্তক অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হই। মূর পাঠ শুরু করিবার আগে তিনি নির্দিষ্ট বিয়বস্তুর সার সংক্ষেপ সরল ভাষায় শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করিতেন। তাঁহার প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে যাহারা পরবর্তীতে সামাজিক জীবনে খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেন শিক্ষক, লেখক, অনুবাদক, প্রশাসক ও বুযুর্গ হিসাবে তাহাদের মধ্যে অন্যতম হইতেছেন কলিকাতা আলিয়া ও ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক বর্ধমানী, কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা রাশীদ কানপুরী, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বাষাও সাহিত্যের প্রফেসর মাওলানা সাগ্রিদ ইসহাক 'আলী কানপুরী, আহ·মাদ থানভী, মাওলানা আহ·মাদ আলী বারাবাংকী, মাওলানা স·াদিকু'ল-য়াকীন কারসুভী, মাওলানা ফযলে হক এলাহাবাদী, মাওলানা শাহ লুত·ফে রাসূল বারাবাংকী ও মাওলানা হাকীম মোস্তফা বিজনৌরী।

কানপুর মাদ্রাসার অধ্যাপনা কালের প্রথম দিকে মাওলানা থানুভী (র) তাহার পিতার সঙ্গে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় যান। তিনি তথায় ১ম বার হাজী ইমদাদুল্লাহ (র)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিল। এছাড়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, অতঃপর ১৩১০/১৮৯২ সালে পুনঃরায় মক্কায় গমন করিয়া মুহাজিরে মাক্কীর নিকট আত্মাধ্যিক জ্ঞানলাভ করেন। মুর্শিদের নির্দেশক্রমে দেশে ফিরিয়া তিনি কানপুর মাদ্রাসায় কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'ইলমু'ল-মা'রিফাত চর্চায় মশগুল থাকেন, কিছুদিনের মধ্যে কানপুর মাদরাসা একটি আত্মাধ্রিক কেন্দ্রে পরিণ হয়।

সময়ানুবর্তিতা ঃ ১. সময়কে পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে কাজে লাগাইবার ক্ষেত্রে মাওলানা থানভী (রহ) ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। তিনি একটি মিনিটও অপচয় করিতেন না। একটি নির্দিষ্ট রুটিনের আওতায় তিনি জীবন পরিচালনা করেন। সকাল হইতে ১২টা এবং আছরের পর হইতে ঐশা পর্যন্ত গ্রন্থ রচনাসহ ব্যক্তিগত কাজ সমূহসম্পাদনা করিতেন। অবশ্য এই সময়ে নতুন কোন মেহমান আসিলে অথবা পুরাতন বিদায় লইতে চাহিলে তিনি সাক্ষাৎ প্রদান করিতেন। বেলা ১২টা হইতে যুহরের সালাত পর্যন্ত বিশ্রাম লইতেন। যুহরের সালাতের পর হইতে আছর পর্যন্ত সাধারণ মজলিশ বসিত। এইখানে যে কোন ব্যক্তি কথা বলিতে পারিতেন। এশার নামাযের পর তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। খানাকাহে ইমদাদিয়াতে তিনি একটি চিঠির বাক্স রাখিতেন, সেইখানে যেকেউ প্রশ্ন বা মাসআলা লিখে দিলে নির্ধারিত সময়ে জওয়াব দিতেন। অভ্যাগত ও সাক্ষাতপ্রার্থীদের জন্য তিনি একটি ফরমও প্রণয়ন করেন। এই ফরমে নাম, ঠিকানা, পেশা, আগমনের কারণ, অবস্থানের সময় কলাম ছিল।

২. ওয়া'জ· ও নসীহ·াত ঃ মওলানা আশরাফ 'আলী থানভী (রহ) সারা জীবনই নিয়মিত ওয়া'জ ও নসীহত করিয়া লাখ লাখ মানুষকে মহান আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (স)-এর কালজয়ী আদর্শের অনুবর্তী হইতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। তাঁহার ওয়া'জ· ও নসীহতের ভাষা ছিল উন্নত এবং বর্ণনাভঙ্গী ছিল আকর্ষণীয়। তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, তাক·ওয়া, সুফীবাদ, সদাচার, হারাম-হালাল, দাম্পত্য সম্প্রীতি, নৈতিক চরিত্র, মানব সেবা প্রভৃতি ছিল তাহার ওয়া'জ· ও নসীহতের মূল বিষয়বস্তু। তাঁহার দার্শনিক যুক্তি, ভাষণ দক্ষতা ও বক্তৃতার ওজস্বিতায় শ্রোতৃমন্ডলী সন্মোহিত হইয়া পড়িতেন। তিনি ওয়া'জ· ও নসীহতের বিনিময়ে কোনদিন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এবং সমকালীনপরিস্থিতিতে বিবেচনায় আনিয়া তিনি আগে ভাগে ওয়া'জ· ও নসীহতের বিষয়বস্তু নির্ধারিত করিয়া রাখিতেন। কাহারও ফরমায়েশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ে ওয়া'জ· ও নসীহত করাকে তিনি অপছন্দ করিতেন। সাধারণত মাধ্যমে তিনি ওয়ায করিতেন না এবং ওয়া'জে'র মধ্যে উর্দু, ফার্সী ও আরবী কবিতা আবৃত্তি করিতেন। জনৈক গবেষক ওয়া'জ· ও নসীহতে তাঁহার উপমাও কাহিনী উপস্থাপনা করিতেন ওয়া'জ ও বক্তৃতাকে পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার লক্ষ্যে। তাঁহার ওয়ায ও বক্তৃতার যাদুকরী প্রভাবে মুসলমানদের পাশাপাশি

বহু হিন্দু, শিখ, শীআ খ্রিস্টানদের ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সুচিত হয়। কানপুরে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা দাড়াইয়াও বক্তৃতা প্রদান করিতেন। জীবনে তিনি হাজার হাজার ওয়া'জ ও বক্তৃতা করিয়াছেন কিন্তু নথিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র ৩১১ টি। বাকি গুলি কালের আবর্তে হারাইয়া গিয়াছে। তাহার ওয়া'জ ও বক্তৃতার প্রকাশিত সংকলনসমূহের আবেদন এখনও বিদ্যমান। ওয়া'জ ও নসীহতের উদ্দেশ্যে তিনি সউদী আরব, ভারত, পাকিস্তানের বহু এলাকা সফর করেন এবং নওয়াব সলীমুল্লাহ এর আমন্ত্রণে একবার ঢাকায়ও আসেন। মারাত্মক অসুস্থ অথবা মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তিদের দেখিবার জন্য তিনি যে কোন ধরণের সফরের কষ্টসহ্য করিতে দ্বিদা করিতেন না। ঢাকা সফরের জন্য মরহুম নওয়াব সলীমুল্লাহকে তিনি যেই চারটি শর্ত প্রদান করেন সেই গুলি হইতেছে(ক) নগদ অথবা অন্য উপায়ে হাদিয়া উপঢৌকন দেওয়া যাইবে না, (খ) থাকিবার ব্যবস্থা নবাব ভবনের বাহিরে এমন স্থানে করিতে হইবে যেকানে সাধারণ মানুষ বিনা বাধায় আসা-যাওয়া করিতে পারে, (গ) নিজের সাক্ষাতের জন্য একটি বিশেষ সময় পূর্বাহ্ণে নির্ধারণ করিতে হইবে, (ঘ) কোন বিশেষ বিষয়ের উপর ওয়ায করিবার জন্য যেন ফরমায়েশ করা না হয়। নওয়াব সলীমুল্লাহ শতচতুর্থয় পুরুণের অঙ্গিকার করিলে তিনি ঢাকা সফরে সম্মত হন।

আল্লাহ্র ওলীদের সান্নিধ্যে ঃ কিশোর কাল হইতে আল্লাহ্র ওলী, সুফী ও বুযুগানে দীনের প্রতি থানভী (রহ) এর ছিল ঐকান্তিক ভক্তি ও অতিশয় শ্রদ্ধা। সময়-সুযোগে তিনি তাহাদের খানকাহ্তে গমন পূর্বক তাহাদের সান্নিধ্য, ফয়েয ও বরকত হাসিল করিতেন। সমসাময়িক সুফী ও বুযুর্গ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, মাওলানা রশীদ আহ্'মাদ গাঙ্গুহী, মাওলানা খলীল আহ্'মাদ সাহারানপুরী, শাহ ফযলুর রাহ্'মান গঞ্জে মুরাদাবাদী, শা 'আবদুর রাহ্ীম রায়পুরী, মাওলানা রফী'উদ্দীন মুজাদ্দিদী, শাহ আবু হা'মিদ ভুপালী, শাহ সুফী সুলায়মান লাজপুরী, মাওলানা আবদুল হাই ফিরিঙ্গী মহল্লী, মাওলানা মুহ'াম্মাদ না'ঈম ফিরিঙ্গী মহল্লী ও মাওলানা খলীল পাশা মাক্কী (রহ) এর দরবারে তাঁহার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। আল্লাহ্র এই সব ওলীদের কঠোর তপস্যা, গভীর ধ্যান তন্ময়তা, কৃচ্ছতা সাধন ও অন্তদৃষ্টির ফলে থানভী (রহ) এর অন্তরাত্মা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কানপুরে অবস্থানকালীন শায়খুল আরব ওয়াল আজম হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ) এর নিকট হইতে তিনি খিলাফত প্রাপ্ত হন। অবশেষে মুর্শিদের নির্দেশে তিনি কানপুর হইতে ১৩১৫/১৮৯৭ সালে থানাভুনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বহু পূণ্য স্মৃতি বিজড়িত খানকাহ ইমদাদিয়ায় অবস্থান গ্রহণ করেন। তাহার ফতওয়া, দুআ, সুহবত সাহচর্য লাভের প্রত্যাশায় খানাকাহে ইমদাদিয়াতে প্রতিদিন শতশত মানুষের ভীড় জমিতে থাকে। থানভী (রহ) দীক্ষা গ্রহণকারীদের মধ্যে যাচাই বাছাই করিয়া দুই শ্রেণীর শীষ্যদেরকে বায়'আত ও তা'লীমের অনুমতি দিতেন। প্রথমোক্তদেরকে বলা হইত মাজাযিনই বায়'আত তাহার অন্যদেরকে বায়'আত, তা'লীম ও তালকীন করাইবার জন্য অনুমতি পাপ্ত। তাঁহাদের সংখ্যা সর্বমোট আটানব্বই জন এবং সাদারণ্যে তাঁহারা খলীফা নামে সমধিক পরিচিত। অপর দিকে শেষোক্তদেরকে বলা হইত মাজাযিন-ই-সুহবাত। তাঁহারা অন্যদেরকে কেবল তা'লীম ও তালকীন করাইবার জন্য স্বীকৃতি প্রাপ্ত তাঁহাদের সংখ্যা মোট ৬১ জন।

থানভী (রা)-এর পক্ষ হইতে বা য়'আতের অনুমতি প্রাপ্তদের (খলীফা) তালিকা ঃ

১. মাওলানা মুহ'াম্মাদ 'ঈসা মুহীউদ্দীনপুর, প্রফেসর আরবী ভাষা ও সাহিত্য, এলাহাবাদ।

২. মাওলানা আবদুল হালীম পান্ডেরা, বর্ধমান।

৩. মাওলানা আবদুল গনী, মুহতামিম, মাদরাসা রওদাতুল উলূম, আযমগড়।

৪. হাজী শের মুহাম্মদ ঘোটকী, সিন্ধু, পাকিস্তান।

৫. মাওলানা হাকীম মুহ'াম্মাদ মুস্তাফা বিজনৌরী, মীরাট।

৬. মাওলানা আফযাল আলী, বারবাংকি।

৭. মাওলানা আবদুল মাজীদ ঘোড়গানু।

৮. খাজা হ'াসান, লক্ষ্ণৌ।

৯. মাওলানা জ'াফর আহ্'মাদ উছ'মানী খানকাহ্ ইমদাদিয়া, থানাভুন, মুজাফফর নগর।

১০. মাওলানা হা'বীবুল্লাহ, জালুন।

১১. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক, ঢাকা।

১২. মাওলানা ওয়াহি'দ বখশ, ভাওয়ালপুর।

১৩. হাজী শামসাদ কালানুরী, মুজ'াফফর নগর।

১৪. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান, ভুপাল।

১৫. সায়্যিদ ফখর উদ্দীন শাহ সিন্ধু।

১৬. মাওলানা সগীর মুহাম্মদ, মাদ্রাসা আযীযুল উলুম, কুমিল্লা।

১৭. মাওলানা আবদুল হামীদ ঢোর।

১৮. মাওলানা আতহার আলী, কিশোরগঞ্জ।

১৯. মাওলানা আবদুল ওয়াহহাব, চট্টগ্রাম।

২০. আবুল বারাকাত, সুরতানপুর

২১. মাওলানা নাযীর আহমদ কর্নাল।

২২. মাওলানা রাফিউদ্দীন, এলাহাবাদ।

২৩. মাওলানা আবদুস সালাম, পেশাওয়ার।

২৩. মাওলানা মুহ'াম্মাদ মূসা, মদীনা মুনাওয়ারা (মুহাজির মাদানী)।

২৫. মাওলানা হ'াসানুদ্দীন, মাদ্রাজ।

২৬. মাওলানা মুহাম্মদ সাঈ, মাদ্রাজ।

২৭. মাওলানা নায'ীর আহ'মাদ মুজ'াফফার নগর।

২৮. মাওলানা মাকসুদুল্লাহ, মাদরাসা এমদাদিয়া বরিশাল।

২৯. মাওলানা ওলিউল্লাহ, আযমগড়।

৩০. মাওলানা মুহাম্মদ হ'াসান, অমৃতসর।

৩১. মাওলানা সিরাজ আহমদ খান আমরোহী, মুজাফফর নগর।

৩২. মাওলানা মমতায আহমদ চুন্ডিয়াগিয়া।

৩৩. মুনশী হকদাদ খান (অব) লক্ষ্ণৌ।

৩৪. মাওলানা আবদুল জব্বার, ফিরোযপুর।

৩৫. মাওলানা ওয়ালী আহ'মদ, জেলা মুরাদাবাদ।

৩৬. মাওলানা কায়ের মুহাম্মদ, জলন্দর।

৩৭. মাওলানা গোলাম সিদ্দীক ডেরা গাযীখান।

৩৮. মাওলানা আবদুর রহমান কামিলপুরী, সাহারানপুর।

৩৯. মাওলানা কারী মুহ'াম্মাদ তায়্যিব মুহ্তামিম দারুল উলূম দেওবন্দ।

৪০. মাওলানা মুফতী শফী, মুফতীয়ে আজম, পাকিস্তান।

৪১. মাওলানা মুহ'াম্মদ নবী মুরাদাবাদ।

৪২. মাওলানা মুহ'াম্মাদ স'াবির, ঘোড়গানু।

৪৩. নওয়াব আহ'মাদ আলী খান, সাহারানপুর।

৪৪. হাকীম করম হু'সায়ন অযোধ্যা।

৪৫. মাওলানা আবদুর রহমান, এলাহাবাদ।

৪৬. মুহাম্মদ 'উছ'মান খান, দিল্লী।

৪৭. মাস্টার মাকবূল আহ'মদ, অযোধ্যা।

৪৮. মাওলানা জলীল আহ'মাদ মুজাফফর নগর।

৪৯. মাওলানা ইসহাক কানপুরী, এলাহাবাদ।

৫০. শাহাবুদ্দীন দর্জি মিরাট।

৫১ মাওলানা মসীহ উল্লাহ্ খান, মথুরা।

৫২. মাওলানা মুরতযা হাসান, বিজনৌর।

৫৩. হাকীম আব্দুল খালিক, অমৃতসর।

৫৪. মাস্টার সামিন আলী সিন্দুলভী, কানপুর।

৫৫. হাফিজ, এনায়েত আলী, লুদিয়ানা।

৫৬. মাওলানা ওয়ালী মুহাম্মদ, গুরুদাসপুরী।

৫৭. মাওলানা নুর বখশ নোয়াখালভী, মাদরাসা সুফিয়া, ডাক-বারৈয়ারহাট, চট্টগ্রাম।

৫৮. মাওলানা আবদুল ওয়াদুদ আখুনযাদা, পেশাওয়ার।

৫৯. মাওলানা আসাদুল্লাহ্ রামপুরী, সাহারানপুর।

৬০. শায়খ আযীযুর রহমান মিরাট।

৬১. মাওলানা হাকীম এলাহী বখশ আগওয়ান, সিন্ধু।

৬২. মাস্টার মুহাম্মাদ শরীফ, হুশিয়ারপুর, পাঞ্জাব।

৬৩. মাস্টার শের মুহ'াম্মদ, হুশিয়ারপুর পাঞ্জাব।

৬৪. হাফিজ ওয়ালী মুহ'াম্মাদ, কানৌজ, ফররোখাবাদ।

৬৫. মাওলানা কিফায়েতুল্লাহ্, শাহজাহানপুর।

৬৬. মাওলানা হ'ামিদ হ'াসান, মুরাদাবাদ।

৬৭. হ'াকীম ফযলুল্লাহ, সিন্ধু।

৬৮. বাবু 'আবদুল আযীয, সাহারানপুর।

৬৯. মাওলানা রাসূল খান, প্রফেসর, ওরিয়েন্টাল কলেজ, লাহোর।

৭০ মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফিজ্জী ঢাকা।

৭১. হাকীম মৌলভী আবদুল হক খান, ফতেহপুর হাসুয়া।

৭২. হাকীম খলীল আহ'মাদ, সাহারানপুর।

৭৩. মাহ'মূদুল গনী, দক্ষিণ হায়দারাবাদ।

৭৪. মুনশী আবদুল হ'ায়্যি, জৌনপুর।

৭৫. মাওলানা আহ'মাদ 'আলী, বেহেশতী এর সম্পাদক?

৭৬. মাওলানা মুহাম্মদ, রামু, চট্টগ্রাম।

৭৭. মাওলানা নুর হু'সায়ন, ঝিলাম, পাকিস্তান।

৭৮. মাওলানা উবায়দুল হক মোহনপুরী।

৭৯. হাকীম মুহ'াম্মদ ইউসুফ বিজনৌরী।

৮০. হাকীম নুর আহ'মাদ কানপুরী।

৮১. মওলানা আবদুর রাহমান, বুখরা।

৮২. মাওলানা খলীলুর রাহ'মান আযমগড়ী।

৮৩. মুনশী মুহ'াম্মাদ সুলত'ান মাদ্রাজী।

৮৪. হাজী মুহ'াম্মাদ মুস্তাফা খোরজুয়ী।

৮৫ মাওলানা মুহ'াম্মাদ 'ঈসা, বানারস।

৮৬. মাওলানা শাহ্ লুত'ফে রাসূল, বারাবাংকি।

৮৭ হফিজ মুহ'াম্মাদ 'উমার আলীগড়।

৮৮. শায়খ মা'শূক 'আলী কনৌজী।

৮৯. মাওলানা মুহ'াম্মাদ স'াদিক', নাছিক।

৯০. সুফী রহীম বখশ, দিল্লী।

৯১. মাওলানা 'আবদুল হ'ায়্যি সাহারানপুরী।

৯২. খায়রাত আহ'মাদ খান, গয়া।

৯৩. মাওলানা আবুল হ'াসান, জৌনপুর।

৯৪. হাজ্জী মুহ'াম্মাদ ইউসুফ, রেঙ্গুন।

৯৫. মাওলানা আবু বকর, আরাকান, মায়ানমার।

৯৬. সায়্যিদ ফীরোয শাহ মান্দুরী, জেলা-পেশায়োর, পাকিস্তান।

৯৭. মাওলানা আবদুল মজীদ শাহজাহানপুরী।

৯৮. মাওলানা 'আবদুর রাহ'মান বেরলভী।

ক্রমিক ৭৫ হইতে শেষ পর্যন্ত মোট ২৪ জন খলীফা থানভী (র) এর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। খলীফাগণের মধ্যে সর্বশেসে মাওলানা আবরারুল হক ২০০৫ সালে ইন্তিকাল করেন।

অন্যদেরকে তালীম তালকীনের অনুমতিপ্রাপ্তদের তালিকা ঃ

১. সা'ঈদ আহ'মাদ খান, ইঠা।

২. হাফিজ আলী নজর বেগ, মুরাদাবাদ।

৩. শায়খ মুহ'াম্মাদ হ'াসান, লক্ষ্ণৌ।

৪. মাওলানা 'আবদুর রাহ'মান, পাটনা।

৫. মাওলানা মাহমূদুল হক হারদুয়ী।

৬. মুনশী আবদুল 'আলী, উদাহ্।

৭.. শায়খ মুহ'াম্মাদ 'আবদুল-করীম, করাচী।

৮. মুহ'াম্মাদ জমীল, দেরাদুন।

৯. মাওলানা আনওয়ার হুসায়ন, লক্ষ্ণৌ।

১০. মুনশী 'আলী শাকির, ক্ষেরিলক্ষেমপুর।

১১. মুহ'াম্মাদ নাজ্‌ম আহ'সান, প্রতাপগড়।

১২. মাওলানা মানফা'আত 'আলী, সাহারানপুর।

১৩. মাওলানা আবদুল হাকিম সিংহল।

১৪. মুনশী 'আলী সাজ্জাদ, জৌনপুর।

১৫. মুজ'হির আহ'মাদ মাস্টার, ভুপাল।

১৬. হাফিজ মুহ'াম্মাদ তে'য়াহা, কোর্ট ইন্সপেক্টর, গোরখাপুর।
১৭. খাজা মুহাম্মাদ সাদিক', অমৃতসর।
১৮. মুনশী আবদুস সবুর, শাহজাহানপুর।
১৯. হাফিজ যাহিদ হ'াসান, আমরোহী।
২০. বাখশিশ আহ'মাদ, খেরদগোরকাপুর।
২১. হাফিজ লিকা'উল্লাহ পাণিপথ।
২২. মাওলানা জাহূরুল্‌-হ'াসান, সাহারানপুর।
২৩. মাওলানা তা'হির, সাহারানপুর।
২৪. মাওলানা আশফাকুর-রাহ'মান কান্ধলভী, দিল্লী।
২৫. সুলত'ান মাহ'মূদ, দিল্লী।
২৬. হাফিজ মুহ'াম্মাদ ইসমা'ঈল, হোয়াইলী, হুসামুদ্দিন দিল্লী।
২৭. মুনশী মুহ'াম্মদ কালানুরী, রোহতাক।
২৮. মাওলানা 'আবদুস-স'ামাদ, বানারস।
২৯. মাওলানা আবুল ফিদা নুর মুহ'াম্মাদ, দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ।
৩০. হাজ্জী দাউদ হাশিম, রেঙ্গুন।
৩১. মাওলানা হ'ামিদ হাসান দেওবন্দী, মুজাফফরগঞ্জ।
৩২. মাওলানা রিয়াযু'ল-হ'াসান, মিরাট।
৩৩. হাকীম মুহ'াম্মাদ সা'ঈদ, গাঙ্গুহী।
৩৪. মুনশী আবদু'ল-হামীদ লক্ষ্ণৌ।
৩৫. আবদুল গফূর জুদাপুর।
৩৬. হাকীম ফায়্যায 'আলী, ভূপাল।
৩৭. কাযী মুহাম্মাদ মুস্তাফা বানারস।

শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান ঃ হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রাহ্) এর শিক্ষা এবং দীনি ফয়েয ও বরকত অত্যন্ত ব্যাপক। তাঁহার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই সর্বব্যাপ্তি ও বহুমাত্রিকতাই সর্বাগ্রে লক্ষণীয়। একাধারে তিনি কু'রআনে পাকের অনুবাদক, তাফসীরকারক। কুরআনের জ্ঞান বিজ্ঞানের তিনি ব্যাখ্যা দাতা। কু'রআন কেন্দ্রিক সন্দেহ -সংশয়াবলীর নিরসনকারী। আবার তিনি মুহ'াদ্দিছ, হ'াদীছের সূক্ষ্ম বিষয়ের বিশ্লেষক। তিনি ফিক্'হ বিশারদ। হাজার ফিক'হী সমস্যার তিনি সমাধান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ফিক্'হ সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন সমস্যার সমাধান দিয়াছেন। আধুনিক বিষয়াদিতে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত রায় প্রদান করিয়াছেন। অন্যদিকে তিনি একজন বাগ্মী বক্তা। তাসাওউফের রহস্য ও জটিল বিষয়াদি উন্মোচন করিয়াছেন। শারী'আত ও তরীকতের এক দীর্ঘসময়ের তথাকথিত বিরোধ নিরসন করিয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিরাজ করিয়াছেন। তাহার মজলিসে 'ইলমে মা'রিফত, হিকমতের জ্যোতি ছড়াইত। আর এইসব জ্যোতি যেসব গ্রন্থে গ্রথিত তাহার সংখ্যা বিশেষ কম নহে। তিনি ছিলেন এক মুর্শিদে কামিল। আল্লাহর রাহের হাজারো অনুসন্ধানী শিষ্য-মুরীদান তাঁহার সম্মুখে নিজেদের সমস্যা, ইচ্ছা পেশ করিতেন এবং তিনি সেসবের সন্তোষজনক সমাধানসহ প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিতেন। এই বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ সংকলন হইল-তারবিয়াতু'স-সালিক। তিনি আউলিয়া-গুযুর্গদের জীবনী, গুণাবলী গ্রন্থিত করিয়াছেন এবং সেই জ্ঞানকোষ হইতে সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। এবিষয়ে তাহার একাধিক গ্রন্থ রহিয়াছে। তিনি ছিলেন জাতির দিশারী ও সংশোধনকারী। উম্মতের একজন সমাজ সংস্কারক হিসাবে বিরাজিত হাজারো দোষ-ত্রুটি সংশোধন করিয়াছেন। বিদ'আত-কুসংস্কারের প্রতিরোধ, সংশোধন ও পরিস্থিতির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মহান লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থাদি রচনা করেন। উম্মতের আত্মিক রোগের চিকিৎসা ও মৃতপ্রায় উম্মাহর পুনর্জীবনের প্রয়াস হিসাবে হ'ায়াতু'ল-মুসলিমীন, সিয়ানতু'ল-মুসলিমীন নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। মোটকথা মুসলমানদের জীবন সমস্যার খুব কম বিষয়ই রহিয়াছে যে, বিষয়ে তিনি লিকনীর মাধ্যমে বা মৌখিক সমাধান দেন নাই। তাহার সেই সব রচনার ব্যাপকতা ও গভীরতা কেবল অধ্যয়নের পরই অনুদাবন করা সম্ভব। তাহার গ্রন্থরাজি সমগ্র উপমহাদেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং উহা মুসলমানদের সংশোধন ও উৎকর্ষ সাধনে ব্যাপক অবদান রাখিয়াছে। উর্দু, আরবী ছাড়াও অন্যান্য অনেক ভাষায় তাহা অনূদিত হইয়াছে। ইংরাজী, বাংলা, গুজরাটী ও সিন্ধি ভাষায় তাহার রচনাবলী অনুদিত হইয়াছে। বড় ছোট মিরাইয়া তাহার গ্রন্থ ও পুস্তক সংখ্যা সহস্রাধিক ১৩৫৪ হিজরীতে তাহার এক খাদিম মৌলভী আবদুর হক ফতেহপুরী তাহার গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা ছিল পুরো ৮৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত ইহারপর নয় বছরে যেসব পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার তালিকা ইহার অতিরিক্ত।

ইসলামী দুনিয়ার মনীষী ও 'উলামায়ে কিরামের মধ্যে এইরূপ লোকের সংখ্যা নগন্য নহে যাহাদের লিখিত রচনাবলীর অক্ষরসমূহকে তাহাদের জীবনের দিনসমূহের বিপরীতে হিসাব করিলে লেখার পাল্লাই ভারী হইবে। এই বিষয়ে ইমাম ইবন জারীর ত'াবারী (রহ) হাফিজ খতীব বাগদাদী ৯রহ), ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী (রহ) হাফিয ইবনুল জাওযী (রহ), হাফিজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপমহাদেশে মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রহ) নাম এ ধারাবাহিকতার উপসংহার বলা যায়। সাইয়িদ সুলায়মান নাদভী, মুজাদ্দিদে মিল্লাতকে আছারে ইলমিয়া, বীস বড়ে মুসলমান, লাহোর, ২০০১ খ্রি. পৃ. ৩২৯-৩৩০)।

রচনাবলীর শ্রেণী বিন্যাস ঃ থানভী (রহ)-এর রচনাবলীর সংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক, কিন্তু ইহার মধ্যে ছোট ছোট পুস্তিকাও রহিয়াছে যেই গুলিকে আদুনিক পরিভাসায় প্রবন্ধ বলা হইয়া থাকে। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে আবার কিছু কিছু দুই এক পৃষ্ঠার অধিক নহে এমন রচনাও পাওয়া যায়। আবার কতিপয় এত বৃহৎ কলেবরের যে, যাহা একাদিক খণ্ড সম্বলিত। অধিকাংম গ্রন্থ গদ্য এবং উর্দু ভাষায় লিখিত। তবে বেশ কিছু কিতাব হয়েছে আরবী ভাষায় রচিত। ১। সবকুল গায়াত ফী ২। নাসফিল আয়াত ওয়াজুদ ৩। আত-তাজ্জাল্লিউল আযীম ৩। তাফসীরে বয়ানুল কুরআনের টীকা ৫। তাস'বীরু'ল-মুকাআও ৬। আত-তালখীস'াতুল-আশা ৭। মিয়াতু দুরুস ৮। আল খুতাবুল মাছুরা ৯। ওজহুল মিচালী ১০। সাব'উ সাইয়ারাহ ১১। যিয়াদাত ১২। জামি'উল-আছার ১৩। তায়ীদু'ল-হ'াকীকাহ ১৪। খুতবাতুল আহকাম।

ফার্সীতে ৩টি যথাক্রমেঃ ১। মনসভী যেরওবী ২। তা'আল্লুকাতে ফার্সী ৩। আকাইদে বানী ই-কালেজ।

গদ্য ও পদ্য ঃ কাব্যে তাঁহার রচনা কেবল এই মসনবী যের ও বীম। এবং ইহা তিনি ছাত্রজীবন সমাপ্তির পরপরই লিখিয়াছেন। দৃশ্যত এই গ্রন্থে একজন বোকা আমিক ও বুদ্ধিমান মাশুকের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবে তাহা মানুষের সুক্ষ্ম অন্তদৃষ্টির উন্মোষকারী কাহিনী। সর্বশেষ "আওরাদে রাহ্‌মানী" নামেও তাহার অপর একটি কবিতা রহিয়াছে। তাজবীদ বিষয়ে আরেকটি কাব্য পুস্তিকাও পাওয়া যায়। ফার্সী ভাষায় অসংখ্য কবিতা বিশেষত হাফিয শিরাযী ও রূমীর অধিকাংশ কবিতাই ছিল তাহার মুখস্থ। তাহার মধ্যে যথেষ্ট কাব্য প্রতিভাও ছিল, কিন্তু তিনি কখনো তাহা কাজে লাগাইবার প্রয়াসী হন নাই। তাহার রচনাবলীর মধ্যে কু'রআন, হ'াদীছ, অলঙ্কার শাস্ত্র, 'আক'াইদ, ফিক্'হ, আইন, ফাতাওয়া, তাসাওউফ ও উপদেশবাণী প্রভৃতিই অধিক।

কুরআনের খিদমতে তাঁহার অবদান ঃ ইসলামে জ্ঞানের সর্বপ্রথম বাহন কুরআন, তিনি কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেসব ক্ষেত্রে অবদান রাখিয়াছেন উহাকে জ্ঞানের কারামত ও অলৌকিকত্ব বলা যায়। কানপুরে অবস্থানকালীন সময়ে তিনি প্রকাশনা কেন্দ্রে আসিতেন। সেখানে তিনি ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মুফাসসির হযরত ইবন 'আব্বাস (রা)-কে স্বপ্নে দেখেন। যাহার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহুম্মা 'আল্লিমহুল কিতাবা "হে আল্লাহ তাহাকে কুরআনের জ্ঞান দান করুন"। শব্দে দো'আ করিয়াছিলেন এবং তাহার ব্যাপারে সুসংবাদ শুনাইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, এই স্বপ্নের পর কু'রআনের সহিত আমার সম্পৃক্ততা অনেকগুণ বাড়িয়া যায়। এই স্বপ্নের মধ্যে ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত। কু'রআনের খিদমতের এই দুর্লভ সৌভাগ্য কেবল অর্থ ও মর্মগতভাবেই নহে বরং শব্দ ও মর্ম উভয়দিক হইতেই তাহা অর্জন করিয়াচিলেন। ইলমে তাজবীদ শিরোনামে তিনি শুধু হাফিজই ছিলেন না শাস্ত্রেও বিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রায় শেষার্ধে পাণিপথের বিখ্যাত তাজবীদ বিশারদ কারী আবদুর রহমান পাণিপথীর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হইবার সুযোগ লাভ করেন। তিনি যখন একবার পাণিপথ সফর করেন তখন স্থানীয় মুসলমানরা তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া উচ্চ স্বরের কিরাত বিশিষ্ট নামাজে ইমামতির জন্য অনুরোধ করেন। তিনি অকৃত্রিম স্বরে কিরাত পড়েন। কারীগণ তাঁহার সপ্রশংসা মন্তব্য করেন এবং বলেন, অকৃত্রিম স্বরে তিলাঁযাতে যাবতীয় অক্ষরসমূহের যথাযথ মাখরাজ হইতে উচ্চারণে এত সুন্দর তিলাওয়াত তাঁহারা ইতোপূর্বে আর শুনেন নাই। তাহার কিরাআত ছিল এই প্রপ্রবাদটির বাস্তবরূপ ঃ "যাহা হৃদয় হইতে উৎসারিত হয় তাহা হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে" (সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী, মুজাদ্দিদে মিল্লাতকে আছারে 'ইল্মিয়া, বিশ বড়ে মুসলমান, লাহোর, ২০০১ খ্রি. পৃ., ৩৩১)

তাজবীদ 'উলূমুল-কু'রআন-এর একটি মাস্ত্র। আলোচ্য শাস্ত্রে তিনি নিম্নোক্ত পুস্তকাদি রচনা করিয়াছেন।

জামালুল কুরআন, তাজবীদুল কুরআন, রাফউল খিলাফ ফী হুকমিল আওকাফ, ওজূহুল মাসানী, তানশীতুত তাব ফী এজরা ই ক্বিরাআতিস সাবআ, যিয়াদাত আলা কুতুবির রিওয়াইয়াত, য়াদগারানে হক্কুল কুরআন, মুতামাবিহাতু-ল-কু'রআন লি তারাবীহি রামাদ'ান, আদাবুল কুরআন।

অনুবাদ, তাফসীর ও কুরআন বিষয়ক অন্যান্য অবদান

১. তারজামায়ে কুরআন ঃ উর্দু ভাষায় তাঁহার কুরআনের অনুবাদ সহজ, সাবলীল, প্রাঞ্জল ও ব্যবহারিক উপযোগিতার কারণে পাঠকদের নিকট ব্যাপক জনপ্রিয়। ইহাতে ভাষার গতিময়তার সহিত উপস্থাপনার বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে সতর্কভাবে বড় বড় অনুদিত গ্রন্থেও যাহা অনুপস্থিত। কুরআনে করীমের বিশুদ্ধতম তরজমা হইতেছে হযরত শাহ রাফীউদ্দীন (রহ) এর কিন্তু তাহা নিতান্তই শাব্দিক অনুবাদ। আর তাই তাহা সাধারণ উর্দু ভাষীদের দুর্বোধ্য। আল্লামা থানভীর এই তরজমাতে উভয়দিক সমন্বিতভাবে স্থান পাইয়াছে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ অনুবাদ ও চমৎকার ভাষাশৈলী। এই অনুবাদে আরো একটি বিষয়ের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইল এই যুগে মানুষের মেধার দুর্বলতা এবং অনুবাদের ভাষা চয়নের সামান্য অসতর্কতাহেতু সৃষ্টি প্রচ্ছন্নতায় যাহাতে কুরআনের মর্ম তাহার স্বঅবস্থান হইতে পিছলাইয়া যাইবার আশংকা না থাকে। এই জন্য কিছু কিছু জায়ায় (শুধু তরজমার উপর নির্ভর না করিয়া) সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসূচক শব্দ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহা তাহার এক মহান অবদান হিসাবে পরিগণিত।

২. তাফসীর বয়ানুল কুরআন ঃ ইহা ১২ কণ্ডে সমাপ্ত কুরআন পাকের পুণাঙ্গ তাফসীর, যাহা তিনি আড়াই বছরে রচনাসম্পন্ন করিয়াছেন। এই তাফসীরের অনেক বৈশিষ্ট্য বিদগ্ধ জনকে মুগ্ধ করিয়াছে। ইহার অনুবাদ সাবলীল ও ব্যবহারিক, যতদুর সম্ভব শাব্দিক অর্থের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। তাফসীরে আয়াতের বর্ণনার বিশুদ্ধতা ও পূর্বসুরীদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ফিক্'হী ও অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষাগত বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা বিধৃত হইয়াছে। অভিধান ও ব্যাকরণগত তারকীব স্থান পাইয়াছে এই তাফসীরে। নানামুখী সংশয়সমূহের নিরসন করা হইয়াছে। সূফি দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচিশীলতার সমন্বিত ধাঁচে তাফসীর করা হইয়াছে। অন্যান্য সাধারণ তাফসীরের কিতাবাদি সামনে রাখিয়া প্রামাণ্য বর্ণনাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে টীকা হিসাবে । আরবী শিক্ষিত শ্রেণীর জন্য ব্যাকরণগত তারকীবের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। গ্রন্থসূত্র হিসাবে সম্ভবত আলূসী বাগদাদীর (রহ). তাফসীর রুহুল-মা'আনীর উপরই সর্বাধিক নির্ভর করা হইয়াছে। হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত হওয়ার সুবাদে তাফসীর গ্রন্থের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ইহাই চেয়ে সফল তাফসীর, যাহা প্রাচীন তাফসীরসমূহের সারাংশ হওয়ার পামাপাশি সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত বিশ্লেষণসমূহের সমন্বিত প্রয়াসের ফলশ্রুতি বলিয়া দাবী করা যায়।

সাধারণত মনে করা হইয়া থাকে যে, উলামায়ে কেরাম কেবল উর্দু ভাষাভাষীদের জন্যই উর্দু তাফসীর লিখিয়া থাকেন। যেমনটি তাহার তাফসীরের বেলায়ও ধারণা ছিলইকন্তু ঘটনাক্রমে একদা তাহার তাফসীরটি 'আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রাহ) খুলিয়া দেখিলেন এবং বলিলেন, "আমিতো মনে করিতাম ইহা সাধারণ মানুষের জন্য লিখিত তাফসীর এখন বুঝিতে পারিলাম ইহা 'উলামায়ে কেরামের অধ্যয়ন উপযোগী একটি তাফসীর"। প্রাচীন তাফসীরের কিতাবসমূহের মধ্যে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকে তিনি বরাবরই প্রাধান্য দিয়াছেন। সাথে সাথে আয়াত ও সূরাসমূহের যোগসূত্রের প্রতিও সমান গুরুত্ব প্রদান

করিয়াছেন। স্মর্তব্য যে, যোগসূত্রের নীতিমালা যেহেতু সকলের মতে এক রকম নহে তাই এই বিষয়ে কেবল যুক্তি ও রুচির উপর নির্ভর করা যায় না। তবে যাহাদের নীতিমালার স্বপক্ষে দলীল আছে তাহাদের বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করিবার অবকাশ রহিয়াছে (সাইয়িদ, সুলায়মান নাদভী, মুজাদ্দিদে মিল্লাতকে আছারে ইলমিয়া, বীস বড়ে মুসলমান, লাহোর, ২০০১ খ্রি. পৃ. ৩৩২)।

অন্যান্য রচনাবলী ঃ থানভী (রহ) রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ইসলাহে তরজুমায়ে দেহলভিয়া, ইসলাহে তরজুমায়ে হায়রত, আত-তাকসীর ফিত-তাফসীর, আল-হাদী লিল হাইরান ফী ওয়াদী তাফসীলিল-বয়ান, তাকরীরু বা দিল বানাত ফী তাফসীরি বা দিল আয়াত, রাফউল বিনা ফী নাফইস সামা, আহসানুল আসাস ফি'ন-নাজযরিস সানী ফিত্ তাফসীরিল মাকামাতিস ছালাছ, আমাল কুরআনী, কাওয়াস ফুরকানী, আশরাফুল বয়ান ফি উলুমিল হাদীস ওয়াল কুরআন, আহকামুল কুরআন, তাফসীরুল মুকাত্তাআত লিতাইসির বা দিল ইবারাত, উলুমুল হাদীস, হাকীকাতুত তারিকত, আত তাশরীফ, এহয়াউস সুনান, তাবিউর আছার, ইহয়াউস সুনান কা ইহইয়া, আল ইসতিদরাকুর হাসান, ইলাউস সুনান, আল খুতাবুল মাছুরাহ মিনাল আচারিল মাশহুরাহ, উলুমুল ফিক্‌হ, হাওয়াদিছুল ফতোয়া, তারজিহুর রাজিহ, মুকাম্মাল ইমদাদুল ফতোয়া, ও বেহেশতি যেওর, বেহেশতী গওহর, ইলমে কালাম, আর মাসালিহুল আকলিয়া লিল আহকামিন নাকালিয়া, আল ইন্বিবাহাতুর মুফিদান আনিল ইশতাবাহাতিল জাদিদাহ আশরাফুল জওয়াব, ইলমে সালুক ওয়া তাসাউফ ইত্যাদি ।

আত্মার সংশোধন ও সমাজ সংস্কার ঃ ইহা মুজাদ্দিদে মিল্লাত থানভী (রহ) এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মুসলমানদের চরিত্র গঠন ও আত্মার সংশোধনের যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি মহান আল্লাহর পক্ষ হইতে তিনি লাভ করিয়াছেন তাহার রচনাবলীর অধ্যয়নের মাধ্যমে ইহার যথার্থ ধারণা পাওয়া যায়। তাহার মানব সংশোধন চিন্তাধারার পরিধি শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষ, সাধারণ বিশেষ, আলিম তথা র্স্বস্তরের মানুষে ঘিরেই আবর্তিত এবং সকলের জন্য প্রযোজ্য ও উপকারী। হিদায়াত ও নির্দেশনার এক বিশাল রচনা-সম্ভার তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

অন্যদিকে তাহার সংস্কারের পরিসর সংগঠন, মাদরাসা, খানকাহ হইতে শুরু হইয়া বিরাহ-শাদী, শোক-সন্তাপের প্রথা সর্বোপরি দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কাজ-কারবার জুড়িয়া ব্যাপৃত। সারকথা, কোন মুসলমান তাহার জীবনের যেই বাঁকেই ফিরিয়া তাকাইবেন সেই কানেই তাঁহার কলম --- ব্যাখ্যা রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে রহিয়াছে তাঁহার গুরুত্বপুর্ণ মাওয়াইয । থানভী (রহ)-এর শিষ্যগণের অন্তরে আল্লাহ্ কর্তৃক এই উপলব্ধি জাগ্রত করিয়া দেওয়া হয় যে, যেকানেই তিনি ওআয করিবেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে লিপিবদ্ধ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব তাহারা গ্রহণ করিবেন এবং ব্যাপক উপকারের স্বার্থে তাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রচার-প্রসারে ব্রতী হইবেন। আখেরী যামানায় এই জাতির জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ হইতে ইহা সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ। এই সতর্ক পরিকল্পনার সুবাদে তাঁহার ৪০০ ওয়ায সংকলন যাহা ইসলামী আহকাম, বিদআত-কুসংস্কারের অপনোদন, চিত্তাকর্ষক উপদেশ-নসীহত, মুসলমানদের জন্য ফলদায়ক কৌশল, কর্মপন্থা যেইখানে বাস্তবতার পাশাপাশি হৃদয়ের সুষমারও কমতি নাই। এইসবের মধ্যে অধিকাংশই মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ায় মুসলমানগণ তাহা হইতে ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবন পুণর্গঠনে প্রভূত উপকরণ আহরণ করিতে সক্ষম হন।

ওয়ায চাড়াও এই ধারায় তাহার মুল্যবান রচনা হায়াতুল মুসলিমীন। এইকানে কুরআন সুন্নাহর আলোকে মুসলমানদের জীবনের ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের সাফল্যের সমুদয় কর্মসূচী সুবিন্যস্ত। তিনি একাধিকবার বলিয়াছেন, তাহার লেখক জীবনের সবচেয়ে বেশী পরিশ্রম হইয়াছে এই গ্রন্থ রচনায়। সাথে সাথে তিনি ইহা বলিয়াছেন যে, আমার রচনা সমগ্রের মধ্যে আমি কেবল ইহার উসীলাতেই নাজাতের আশা পোষণ করিয়া থাকি।

এই দারার দ্বিতীয় রচনা হইল ইসলাহুর রুসুম। ছফায়ী মুআমালাত, ইসলাহে উম্মত, ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত, বেহেশতী যেওর, বেহেশতী গাওহর ইত্যাদি। আর প্রত্যেকটি গ্রন্থেরই অন্তনির্হিত লক্ষ্য হইল মুসলমানদের চারিত্রিক, সামাজিক ও বাণিজ্যিক জীবন খাটি ইসলামী ধাঁচে গড়িয়া উঠুক এবং তাহাদের সামনে সিরাতুল মুস্তাকীম তথা সটিক ও সরল পথের দিশা স্পষ্ট হইয়া যাক, যাহা হিদায়াতের লক্ষ্যাভিসারী (সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী, মুজাদ্দিদে মিল্লাতকে আছারে ইলমিয়া, বীস বড়ে মুসলমান, লাহোর, ২০০১ খৃ., পৃ. ৩৪১-৩৪২০।

রাজনৈতিক দর্শন ঃ হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থনভী (রহ) ভারতীয় উপমহাদেশের শুধু নয় সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় আলিমে দীন, ছিলেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার লক্ষ লক্ষ মুসলমানের আকীদাকে যেমন সংশোধন করিয়ছেন। তেমনি রাজনীতির ময়দানেও মুসলিম জাতিকে প্রদান করিয়াছেন সঠিক দিক-নির্দেশনা। যদিও মাওলানা থানভী (রহ) প্রত্যক্ষ বা দলীয় রাজনীতির সহিত নিজেকে সম্পৃক্ত করেন নাই, কিন্তু উপমহাদেশের মুসলমানদের দীন-ঈমান, জান-মাল ও ইযযাত আবরু এর হিফাযতের জন্য ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করিতেন। এক কথায় থানভী (রহ) এর আশি বছরের বর্ণাঢ্য জীবন ছিল ব্যক্তি জীবন গঠন, সামাজিক পরিশুদ্ধি, খিদমতে দীন, ইতা'আতে দীন ও শিরক বিদ'আতের মূলোৎপাটনে নিবেদিত এবং উৎসর্গীত।

হাকীমূল-উম্মত থানভী (রহ) যেহেতু হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠায় কামিয়াবী লক্ষ্য করেন নাই তাই তিনি কংগ্রেসের এক জাতিতত্ত্বের (One nation theory) এর বিরোধী ছিলেন। এবং মুসলমান জাতির স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের পৃথক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিতেন তিনি। মাওলানা আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদী (রহ) এই প্রসঙ্গে বলেন ঃ

حضرت کو بعض معاصر علماء کی طرح جنگ ازادی،
جنگ قومي ازادی وطن وغیرہ سے کوئی خاص

دلچسپی نہ تھی. ان کے سات مسئلہ سیاسی نبیی بلکہ
تمام ترویی تھاوہ صرف اسلامی حکومت چاھتے تھے
.١٩٢٨ یم جب پیلی بار حاضری یوتی تواس ملاقات
میی حضرت نے دار الاسلام کی اسکیم خاص تفصیل سے
بیان فرماتی تھی کہ جی یوں چاھتاھے کہ ایك خطہ
پرخاص اسلامی حکومت یو ساریے قوانین تعزیرات
وغیرہ کا اجراءا حرکام شریعت کی مطابق یو، بیت
المال دھو نظام زکواۃ رواتج یو شرعی عدا لتیں قائم
یوروسری قوموں کے ساتہ مل کرکام کرتے مھوتے
یھنتاتج کھماں حاصل بوسکتے یھں اس مقصد کیلے
صرف مسلمانون کی جماعت یونی چاھے اورا سکویہ
کو شش کرنی چایئے.

"সমসাময়িক কতিপয় আলিমদের ন্যায় স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধিকার আদায়ের লড়াই ইত্যাদিতে থানভী (রহ) এর বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। তাহার নিকট সমস্যাটি নিছক রাজনৈতিক না হইয়া পুরাটি হইয়াছে দীনি তথা ধর্মীয়। তাঁহার একমাত্র কামনা ছিল ইসলামী রাষ্ট্র। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার সহিত যখন আমার প্রথম বারের মত সাক্ষাৎ ঘটে তখন তিনি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি বিশেষ পরিকল্পনা আমার সামনে উপস্থাপন করিয়া বলেন, মন চাহে একটি ভূখণ্ডে নির্ভেজাল ইসলামী হুকুমত কায়েম হউক। ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী ফৌজদারি দন্ডবিধি সহ সব আইন-কানুন প্রবর্তিত হউক; বায়তুল মাল চালু হউক; যাকাত বিধান কার্যকর হউক. ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠিত হউক। অপরাপর জাতির সহিত মিলিয়া ও ফলাফল লাভ করা কিভাবে সম্ভব? এই উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য কেবল মুসলমানদের পৃথক দল হওয়া বাঞ্চনীয়' (আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, হাকিমুল উম্মত, নকুশ ওয়া তাছুরাত, পৃ. ২০-৩০)।

বহুবার থানভীর (রহ) নির্দেশে আল্লামা শাব্বীর আহ্‌মাদ উছ্‌মানী (রহ) আল্লামা যফর আহমদ উসমানী (রহ) আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী ৯রহ) ও মুফতী আবদুল করিম (রহ) কায়েদে আযমের মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ-এর সহিত সাক্ষাঃ করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ও দীনি সমস্যা লইয়াফলপ্রসূ আলোচনায় মিলিত হন। পৃথক রাষ্ট্রের আইন ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী পরিচালনার উপর তাঁহার থানভী (রহ) এর পক্ষ হইতে কায়েদে আযমের উপর চাপ প্রয়োগ করেন।

মুসলমানদের জন্য একটি পৃতক আবাস ভূমির সংগ্রামে হযরত থানভীর (রহ) দৃঢ় সমর্থনের কারণে তাহাকে হত্যার হুমকি পর্যন্ত দিতে তাকে প্রতিপক্ষ শক্তি কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তের অটল পর্বত থানভী (রহ) এর ভিত ইহাতে বিন্দুমাত্র টলে নাই। জিন্নাহ সাহেবের সহিত তাহার উপদেশ মূলক পত্র যোগাযোগ অব্যাহত থাকে যথারীতি। মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে থানভী (রহ) লীগের বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া স্বতন্ত্র আবাস ভূমির সংগ্রামের সহিত, সহমর্মিতা প্রদর্শন করেন।

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভীর (রহ) জীবন দর্শনের যেই রাজনৈতিক রূপ তাহাতে দেশ বিভাগের প্রতি তাহার অকুণ্ঠ সমর্থন ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তাহার দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিচয় মিলে। মুসলমানগণ যেই ধর্মে-ঐতিহ্যে, চিন্তা-চেতনায়, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে একটি স্বতন্ত্র জাতি থানভী (রহ) এ সত্য ও বাস্তবতাকে সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রহ) জীবন দর্শন বহুমাত্রিকতায় সমৃদ্ধ, কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, ঐতিহাসিক বাস্তবতায় সঙ্গতিপূর্ণ। লিল্লাহিয়াতের জীবন্ত নজীর আল্লামা থানভী (রহ)।

ইন্তিকাল ঃ সুদীর্ঘ ৮ বৎসরের জীবন পরিক্রমা শেষে হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ) ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই শেষ রাত্রিতে ইন্তেকাল করেন। মাওলানা যফর আহমাদ উসমানী (রহ) তাঁহার নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন। থানাভুনের পারিবারিক কবরস্থানে তাহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আযীযু'ল-হা'সান মাজযুর, আশরাফুস সওয়ানিহ, মাত'বাইয় তালিফাতে আমরাফিা, থানাভুন, ১৩০৮ হি. ১-৩; (২) আবদুর রশিদ রাশেদ, বীস বড়ে মুসলমান, মাকতাবায়ে রশিদিয়া, লাহোর, ২০০১ খ্রি. (৩) আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, হাকীমুল উম্মত-নুকুশ ও তাছুরাত, (৪) মাসিক আল ফারুক, করাচী, ১৪১৮ হি.; (৫) আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী, পয়গামে কলকাতা।

আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন

আশরাফ আলী ধরমণ্ডলী ঃ মাওলানা, ১৯১৭ খৃস্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর থানার ধরমণ্ডল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পড়ালেখা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্থানীয় মাদ্রাসায় শেষ করিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত মুহাদ্দিছ, বিশেষত আল্লামা সাইয়িদ হু'সায়ন আহ্‌'মাদ মাদানী (র), আল্লামা ই'জায আলী আমরূহী (র), আল্লামা ইবরাহীম বালিয়াভী (র), আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), আল্লামা রাসূল খান হাযারভী (র) ও আল্লামা কারী মুহ'াম্মাদ তায়্যিব (র)-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে তিনি ১৩৬৪/১৯৪৫ সালে দারুল উলূম হইতে দাওরায়ে হাদীস সনদ হাসিল করেন। কৈশোর কাল হইতে স্বল্পভাষী, প্রচারবিমুখ, অত্যন্ত মেধাবী ও চরিত্রবান হওয়ার কারণে তিনি সবার সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। হাকিমুল ইসলাম 'আল্লামা ক'ারী মুহ'াম্মাদ তায়্যিব (র)-এর হাতে তিনি বা'আত গ্রহণ করেন। হিন্দুস্তান হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া দীনি শিক্ষা বিস্তারের মহান উদ্দেশে তিনি শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। লাউড়ি মাদ্রাসা, দারুল উলূম যশোর, লক্ষ্মীপুর সিনিয়র মাদ্রাসা, মনোহরদি লাভপুর সিনিয়র মাদ্রাসা ও হয়বতনগর আনোয়ারুল উলূম মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস ও হেড মাওলানা হিসাবে তিনি দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে শিক্ষকতার পেশা পরিত্যাগ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সার্বক্ষণিক রাজনীতিক হিসাবে মাঠে-ময়দানে শ্রম

দিয়াছেন। সিলেট বিজয়ী সাইয়েদ নাসি'র উদ্দীন সিপাহসালার (র)-এর বংশধর মাওলানা সাইয়েদ মুসলেহ উদ্দীন (র)-এর সাহচর্যে তাঁহার রাজনীতিতে আগমন। সুদীর্ঘ ৩২ বৎসর তিনি মাওলানা সাইয়েদ মুসলেহ উদ্দীন (র)-এর সহকর্মীরূপে কাজ করেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি নেযামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী মহাসচিব এবং ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দে মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৮৮ হইতে আমৃত্যু তিনি নেযামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসাবে বাংলাদেশকে একটি কল্যাণমূলক ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য প্রাণান্তকর প্রয়াস চালাইয়াছেন।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বস্তরের আলিমদের এক প্লাটফরমে আনয়নের ক্ষেত্রে মাওলানা সাইয়েদ মুসলেহ উদ্দীন (র) ও খতিবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (র)-এর সহিত তিনি দীর্ঘকাল প্রয়াস চালাইয়াছেন। তেজস্বী বক্তা হিসাবে তিনি ছিলেন অসাধারণ এবং তাঁহার তথ্য-উপাত্ত-নির্ভর বক্তব্য, জোরালো ভাষা ও আকর্ষণীয় বর্ণনাভঙ্গি শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিস্ময়ে সম্মোহিত করিয়া রাখিত। শিক্ষক, বক্তা ও রাজনীতিক হওয়ার পাশাপাশি তিনি নিবন্ধকার ও অনুবাদক হিসাবেও সার্থক। তিনি শামায়েলে তিরমিযী ও সহীহ বুখারীর বাংলা অনুবাদ শুরু করিয়াছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ হইয়াছে কিনা জানা যায় নাই। তবে তাঁহার সম্পাদনায় খতিবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (রাহ)-এর বিভিন্ন বক্তৃতার সারসংক্ষেপ "ইসলামী জীবন বিধান" নামে দুই খণ্ডে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। শিরক, বিদ'আত ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিতর্ক অনুষ্ঠানে (মুনাযারা) নিজের অবস্থানের পক্ষে কু'রআন, হা'দীছ, ইজমা ও কিয়াসের যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রতিপক্ষকে হতবাক করিয়া দিতেন। এইভাবে তিনি নিজের অসামান্য ধী-শক্তি, দক্ষতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দ্বারা বিদগ্ধ জনগোষ্ঠীর প্রচুর প্রশংসা কুড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন। মাওলানা আশরাফ আলী ধরমণ্ডলীর মেধা ও মননশীলতার বহুমাত্রিকতার কারণে সাধারণ জনগণ তাঁহাকে ব্যাপকভাবে ভালবাসিতেন। তিনি প্রায় দশ বৎসর স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন। সুখে-দুঃখে তিনি সর্বদা জনগণের পাশে থাকিবার কারণে জননেতায় পরিণত হইয়াছিলেন। সাধারণত নির্বাচনে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যানদের লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হয়, সেখানে মাওলানা আশরাফ আলী ধরমণ্ডলীকে নির্বাচনে কোন অর্থ ব্যয় করিতে হইত না। তাঁহার পক্ষে জনগণই নির্বাচনের প্রয়োজনীয় খরচ বহন করিত। অধিকন্তু সাধারণ মানুষ নির্বাচনের দিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে টাকা দিয়া তাঁহার পকেট ভরিয়া দিত। ভারতের বিশিষ্ট লেখক মাওলানা সাইয়িদ মাহবুব রিযভী বিরচিত 'দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দারুল উলূমের যেই সব কৃতি ছাত্র পরবর্তীতে নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদের তালিকায় মাওলানা আশরাফ আলীর নাম ও তাঁহার কর্মপ্রয়াস অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থটি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রাক্তন মহাপরিচালক আল্লামা কারী মুহ'াম্মাদ তায়্যিব (র)-এর তত্ত্বাবধানে দারুল উলূমের প্রকাশনা বিভাগ হইতে মুদ্রিত হয়। ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারী ৮০ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহরের পশ্চিম মেড্ডার মাওলানা বাড়ী' তে তিনি ইনতিকাল করেন এবং অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী নিজ গ্রাম ধরমণ্ডলে তাহাকে দাফন করা হয়।

আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন

আশরাফ আলী বিশ্বনাথী ঃ মাওলানা, ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা ইউনিয়নের গড়গাঁও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মৌলভী জাওয়াদ উল্লাহ। স্থানীয় মক্তব, দৌলতপুর মাদ্রাসা ও রায়সুন্দর বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে পড়ালেখা শেষ করিয়া তিনি জামিয়া ইসলামিয়া রানাপিং মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখানে জামায়াতে উলা পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশে তিনি দেশের সর্বপ্রাচীন ইসলামী শিক্ষা নিকেতন চট্টগ্রামের হাটহাজারী দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে দাওরায়ে হাদীসের কোর্স সাফল্যের সহিত সম্পন্ন করেন। শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁহার কর্মজীবনের সূচনা এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষার বিকাশ ধারায় তিনি কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি পর্যায়ক্রমে বালাগঞ্জ উপজেলার দারুচ্ছুন্নাহ গলমুকাপন মাদ্রাসা, সমেমর্দান তাওয়াকুলিয়া মাদ্রাসা, চরকাসেমপুর মাদ্রাসা ও পারকুল ইসলামিয়া মাদ্রাসায় নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত শিক্ষকতার খিদমত আনজাম দেন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় দীনদরদী জনগণের সহযোগিতায় বিশ্বনাথ উপজেলা সদরে জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া নামে একটি কাওমী মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইহা ক্রমান্বয়ে সিলেটের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দাওরায়ে হাদীস মাদ্রাসায় উন্নীত হয়। এই মাদ্রাসায় বাংলা সাহিত্য ও কম্পিউটার বিভাগ থাকায় শিক্ষার্থিগণ মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চা, ইন্টারনেট ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে উঠে। আমৃত্যু তিনি এই মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ও প্রিন্সিপাল ছিলেন। এতদঞ্চলের পশ্চাৎপদ মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো বিতরণের উদ্দেশে তিনি আবদুল খালেক মাদানিয়া মহিলা মাদ্রাসা নামে একটি নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের মহিলা মাদ্রাসাও স্থাপন করেন। তিনি বৃহত্তর সিলেটের আজাদ দীনি এদরায়ে তালীম নামক কাওমী মাদ্রাসা বোর্ডের মহাসচিবেরও দায়িত্ব পালন করেন।

কৈশোর কাল হইতে মাওলানা শায়খ আশরাফ আলী বিশ্বনাথী ছিলেন প্রতিবাদী স্বভাবের। অন্যায়, শিরক, বিদ'আত ও সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সর্বদা উচ্চকণ্ঠ। সমাজে ইসলামী আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে সমবয়সী তরুণদের লইয়া তিনি 'হিলফুল ফুযূল' নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়িয়া তোলেন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল মধুর ও আন্তরিক। ফলে ইসলাম ও শরীয়াতবিরোধী যে কোন অপতৎপরতার বিরুদ্ধে তিনি যখন ডাক দিতেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ তখন হাজির হইয়া যাইত। তাঁহার মেজায ছিল দাওয়াতী, তাবলিগী ও সমাজ হিতৈষী। তিনি জীবনের পুরা অংশই দীন ও সমাজের সেবায় নিয়োজিত রাখিয়াছেন এবং আলিমদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করিবার সংগ্রামে আজীবন রত ছিলেন।

ছাত্র জীবন হইতে মাওলানা শায়খ আশরাফ আলী বিশ্বনাথী শায়খুল ইসলাম আল্লামা হু'সায়ন আহ'মাদ মাদানী (র)-এর রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও চিন্তাচেতনা এবং কর্ম প্রয়াসের অনুসারী ছিলেন। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আল্লামা হাফিজ আবদুল করীম শায়খে কৌড়িয়া-এর

নেতৃত্বাধীন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামে যোগদান করেন এবং দলের মহাসচিব নির্বাচিত হন। এই দলের নিখিল পাকিস্তান নেতৃত্বে ছিলেন আল্লামা মুফতী মাহ্‌মূদ (র), আল্লামা গোলাম গাঁউছ হাজারভী (র) ও আল্লামা 'আবদুল্লাহ দরখাস্তী (র)। উল্লেখ্য, আল্লামা মুফতী মাহমূদ পরবর্তীতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছিলেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে মাওলানা বিশ্বনাথী জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ও পরবর্তীতে নির্বাহী সভাপতির গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দেন। ২০০১ খৃস্টাব্দে তিনি জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের বহুধা বিভক্ত 'আলিমদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরমে আনয়নের লক্ষ্যে ইসলামী ঐক্য জোট ও ইসলামী আইন বাস্তবায়নে কমিটি গঠনে তিনি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইসলামী ঐক্যজোটের কেন্দ্রীয় ভাইস- চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বৃহত্তর সিলেটের দেওবন্দী চিন্তাধারার 'আলিমদের এক মঞ্চে জমায়েত করিয়া কাওমী উলামা ও ছাত্র ঐক্য পরিষদ গঠন ছিল তাঁহার একক প্রচেষ্টার ফসল। ভারতীয় নদী আগ্রাসন প্রতিরোধ জাতীয় কমিটির আহ্বানে ২০০৫ সালে ১০ মার্চ টিপাইমুখ অভিমুখী লংমার্চ পরবর্তী স্মরণকালের বৃহত্তর সমাবেশে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

তিনি জীবনে বহুবার দাওয়াতী ও শিক্ষা সফরে সউদী আরব, ইরাক, ভারত, পাকিস্তান ও ইংল্যান্ড গমনাগমন করেন। ১৯৮৭ খৃস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ হইতে ১২ সদস্যবিশিষ্ট উলামা প্রতিনিধিগণ বাগদাদ সফরে গিয়াছিল, তন্মধ্যে মাওলানা শায়খ আশরাফ আলী বিশ্বনাথী ছিলেন অন্যতম। শিক্ষকতা, সমাজসেবা ও রাজনীতি লইয়া ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি লেখালেখিতে সময় দিতেন। ২০০১ সাল হইতে তিনি 'আল-ফারুক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছে ঃ (১) ইসলাম বনাম সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র; (২) স্মৃতির দর্পণে পুণ্যভূমি ইরাক; (৩) মুসাফিরের নামায; (৪) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম; (৫) পার্টি সিস্টেমে নির্বাচন; (৬) বাংলা মক্তব পাঠ, (৭) আত্মজীবনী এবং (৮) ফতোয়া ও ইসলামী চিন্তাবিদদের প্রতিক্রিয়া। ২০০৫ সালের ২০ মে ৮৫ বৎসর বয়সে তিনি সিলেটে ইনতিকাল করেন।

আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন

আশরাফ আলী, সৈয়দ মীর (میر سید اشرف علی) ঃ (মৃ. ১৮২৯ খৃ.) অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ঢাকার একজন প্রখ্যাত জমিদার ও সমাজহিতৈষী। সৈয়দ মীর আশরাফ আলী অষ্টাদশ শতকে ইরানের সিরাজ নগরের, অন্যমতে আফগানিস্তানের কান্দাহার বা হেরাতের অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথমে এলাহাবাদের ফুলযুহরে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পরবর্তীতে জীবিকার অন্বেষণে তিনি বেনারস যান এবং তথায় উচ্চ পদস্থ বৃটিশ কর্মচারী শ্যাম্পেনের সহিত পরিচিত হন। শ্যাম্পেন ঢাকায় বদলি হইলে তিনি আশরাফ আলীকেও সঙ্গে লইয়া আসেন। শ্যাম্পেন ঢাকায় আশরাফ আলীকে সেরেস্তাদার নিযুক্ত করেন। পরবর্তী কালে তিনি ঢাকার ফুলবাড়ীয়ার জমিদার মীর আবুল মা'আলীর পরিবারে বিবাহ করিয়া তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং তাঁহার জমিদারীর অংশীদার হন। বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতাবলে তিনি পরবর্তীতে জমিদারী বর্ধিত করিয়া বাংলার শীর্ষস্থানীয় জমিদার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। আশরাফ আলী ছিলেন ঢাকার নায়েব নাযিম নওয়াব নুসরাত জং (১৭৮৫-১৮২২ খৃ.) ও নওয়াব শামসু'দ-দৌললার (১৮২২-৩১ খৃ.) সমসাময়িক। তৎকালীন ঢাকায় মান-সম্মান ও প্রভাব-পতিপত্তিতে নায়েব নাযিমদের পরেই ছিল সৈয়দ মীর আশরাফ আলীর অবস্থান। তিনি তদানীন্তন ঢাকার সবচেয়ে বড় জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন। তখনও ঢাকায় খাজা পরিবারের যশ ও খ্যাতি ততটা পরিচিতি লাভ করে নাই। খাজা পরিবারের সহিত আশরাফ আলীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। খাজা পরিবার ঢাকায় আগমন করে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে, আর আশরাফ আলী এইখানে বসতি স্থাপন করেন ঐ শতকের শেষার্ধে। খাজাদের প্রাধান্য লাভের পূর্বেই আশরাফ আলীর পরিবার জমিদারী ও কৌলিন্যের জন্য খ্যাতি অর্জন ও প্রভাব বিস্তার করে। খাজা পরিবারের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি খাজা হাফিজুল্লাহ্‌র (মৃ. ১৮১৫-১৬ খৃ.) মত ব্যক্তিও আশরাফ আলীর সহিত তাঁহার বাসভবনে সাক্ষাত করিতে গৌরব অনুভব করিতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নতি ঘটাইয়া তিনি বিশাল জমিদারীর অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার জমিদারী ঢাকা, ত্রিপুরা, বাকেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে বিস্তৃত ছিল। তাঁহার জমাজমির পরিমাণ ছিল তিন লক্ষ বিঘারও বেশী।

কুমিল্লার বলদাখাদ জমদারী এলাকায় (বর্তমান মুরাদনগর উপজেলা) বড় দিঘীসহ তাঁহার একটি বাসভবন ছিল। সেই জমকালো বাসভবনটির ধ্বংসাবশেষ আজও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। তাঁহার স্থায়ী বাসভবন ছিল ঢাকার ফুলবাড়ীয়া মহল্লার বর্তমান বাবুপুরা পুলিশ ফাঁড়ি ও ঢাকা হল এক্সটেনশন এলাকায়। এইখানে তাঁহার বড় বড় মনোরম অট্টালিকা ছিল। এই সকল ভবনের বর্তমানে আর কোন চিহ্ন নাই। কলিকাতার বিশপ রেজিল্যান্ড হেবার ১৮২৪ খৃ. ঢাকা সফর করেন। তিনি আশরাফ আলীর সহিত সাক্ষাতের জন্য তাহার বাসভবনেও গিয়াছিলেন। আশরাফ আলীর অনুপস্থিতিতে তাঁহার দুই পুত্র সৈয়দ আলী মাহদী ও সৈয়দ আলী হাসান হেবারকে বাড়ীতে অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন। এই সময়ে আশরাফ আলীর আর্থিক অবস্থা ক্রমেই অবনতির দিকে যাইতেছিল। হেবার তাহার সফরনামায় আশরাফ আলীকে মুসলিম ঢাকার শ্রেষ্ঠ ভদ্র ও উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিবার হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন; আবার ইহাও বলিয়াছেন যে, তিনি ছিলেন অমিতব্যয়ী, হতভাগ্য ও ঋণ ভারাক্রান্ত এক জমিদার। বৃটিশদের সহিত বার্মার প্রথম যুদ্ধের সময়ে (১৮২০-২৬ খৃ.) আশরাফ আলী বৃটিশ সেনাবাহিনীর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার রসদ ও হাজার হাজার প্রজা লইয়া স্বয়ং ত্রিপুরা সীমান্তে গিয়া তাহাদের সহায়তা করেন। বৃটিশ সরকার কর্তৃক সেই অর্থ পরিশোধ করিতে চাহিলে তিনি তাহা ফেরত লইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে খান বাহাদুর উপাধি দিতে চাহিলে তিনি তাহাও প্রত্যাখ্যান করেন। পরবর্তীতে তাঁহার দুই পুত্রকে খান বাহাদুর খেতাবে ভূষিত ও রৌপ্যদণ্ড ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। আশরাফ আলীর মৃত্যুর এক বৎসর পরে ছোট পুত্র সৈয়দ আলী হাসানের

সলিল সমাধি হইয়াছিল। বড় পুত্র সৈয়দ আলী মাহদীর উদাসীনতা, অমিতব্যয়িতা ও খাজনা আদায়ের কারণে সহায়-সম্পত্তি নিলামে হাতছাড়া হইয়া গিয়াছিল। আলী মাহদীর নামে কিছু ব্যক্তিগত তালুক ছিল। ইহার আয় দিয়া তিনি জীবিকা নির্বাহ করিতেন। আশরাফ আলী শুধু একজন বড় মাপের জমিদারই ছিলেন না, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিও তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল। তিনি শী'আ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। শাহ 'আবদু'ল-'আযীয (র) (১৭৪৬-১৮২৪ খৃ.) শী'আ মতবাদ খণ্ডনে "তুহ্‌ফা ইছনা আশারিয়া" শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থটি ঢাকায় পৌছিবার পরে ইহার একটি পাল্টা জবাব লিখিবার জন্য ইরাকের একটি সংস্থাকে আশরাফ আলী দশ হাজার টাকা পাঠাইয়াছিলেন। আশরাফ আলীর বংশধরগণ পরবর্তী কালে শী'আ মতবাদ ত্যাগ করিয়া সুন্নীতে পরিণত হন। অনেকেই ঢাকার খাজা (নওয়াব) পরিবার ও আশরাফ আলীর পরিবারের উত্তরসূরি লোকদেরকে একই পরিবারভুক্ত বা বংশধর বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা দুইটি ভিন্ন পরিবার। তৎকালীন ঢাকার এই দুই পরিবারই ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী ও উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন। আশরাফ আলীর পরিবারের মধ্যে পরবর্তী যাহারা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাহাদের অন্যতম হইলেন ফারসী কাব্য ক্ষেত্রে নওয়াব সৈয়দ মাহমূদ আযাদ (১৮৪২-১৯০৭ খৃ.), রস রচনা, কথা সাহিত্য ও প্রশাসনে নওয়াব সৈয়দ মুহাম্মদ আযাদ (১৮৫০-১৯১৬ খৃ.)। দুইজনই বৃটিশ সরকার কর্তৃক নওয়াব উপাধি প্রাপ্ত। সাংবাদিকতা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে সৈয়দ হুসাইন (১৮৮৭-১৯৪৯ খৃ.) খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মিসরে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূতও ছিলেন। আশরাফ আলীর বংশধরগণ পরবর্তী কালে তাহাদের নামের আগে শুধু সৈয়দ পদবী ব্যবহার করিয়াছেন। আশরাফ আলী একজন বড় মাপের দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দান-খয়রাতের উছিলায় বহু লোক জীবন যাপন করিয়াছে। আশরাফ আলী ১৮২৯ খৃ. ঢাকায় ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে ঢাকার ফুলবাড়ীয়া এলাকায় কবর দেওয়া হয়। তাহার উত্তরসূরি সৈয়দ আলী আহমদের (মৃ. ১৯৬৫ খৃ.) উদ্যোগে ফুলবাড়ীয়া এলাকায় বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের সম্মুখে আশরাফ আলীর কবর চিহ্নিত করিয়া একটি পাকা নামফলক নির্মিত হইয়াছে। ইহাই তাঁহার প্রকৃত কবর কিনা তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯১ খৃ.; (২) ঐ লেখক নওয়াব আবদুল গনি ও নওয়াব আহসানুল্লাহ, জীবন ও কর্ম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৮ খৃ.; (৩) মুনসী রহমান আলী তায়েশ, তাওয়ারীখে ঢাকা, অনু. ড. আ. ম. ম. শরফুদ্দিন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ.; (৪) Syed Mohammad, Toifoor, Glimpses of old Dacca, Dacca 1985.

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

আশরাফ উদ্দীন আহমদ ঃ শায়খুল হাদীস ওয়াল ফিক্‌হ আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আশরাফ উদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের সমকালীন যুগের একজন শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছ ও ফকীহ্ ছিলেন। ইলমে ফিক্‌হ বা ইসলামী আইনে তাঁহার সমতুল্য দক্ষতা ও পারদর্শিতা সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না। বংশ পরিচয় কুমিল্লা জেলার এক সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহ্যবাহী দীনী খানদানে জন্মগ্রহণ করেন। বিগত দুই শতাব্দী যাবৎ কুমিল্লা জেলায় ইসলাম প্রচারে তাঁহার পূর্ব পুরুষদের উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। মাওলানা আশরাফ উদ্দীনের পিতার নাম মৌলবী কলীমুল্লাহ্, মাতার নাম সালেহা খাতুন, দাদার নাম মৌলবী রওশন আলী এবং পর দাদা মাওলানা দেওয়ান গাজী। মাওলানা দেওয়ান গাজী একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন। শহীদে বালাকোট হযরত সাইয়িদ আহমদ বেরেলবীর বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী কুমিল্লায় আগমন করিলেন মাওলানা দেওয়ান গাজী তাঁহার হাতে বায়'আত হন। এক পর্যায়ে কারামত আলী জৌনপুরী মাওলানা দেওয়ান গাজীকে খিলাফত করেন। ইহার পর তিনি মানুষকে জৌনপুরী সিলসিলায় বায়'আত করাইতেন।

মাওলানা দেওয়ান গাজী তাঁহার অঞ্চলের সাধারণ মুসলিমদেরকে শর'ঈ বিধানের শিক্ষা দেন। তিনি তাঁহার বাড়ির সম্মুখে একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। তিনি এ মসজিদের ইমামরূপে দরস দিতেন। বহু দূর-দূরান্ত হইতে লোকজন আসিয়া তাঁহার দরসে অংশগ্রহণ করিয়া দীনী শিক্ষা লাভ করিত।

জনশ্রুতি আছে, মাওলানা দেওয়ান গাজীর উর্ধ্বতন বংশের প্রথম ব্যক্তি একজন সূফী ছিলেন। তিনি নোয়াখালী বা চট্টগ্রাম হইতে বাংলার সুলতানী আমলের শুরুর দিকে একটি ক্ষুদ্র ইসলাম প্রচারক দলের সঙ্গে এই এলাকায় আগমন করেন।

মাওলানা আশরাফ উদ্দীনের দাদা মৌলবী রওশন আলী একজন সুবক্তা ছিলেন। হযরত মাওলানা হাফিয আহমদ জৌনপুরী তাঁহাকে খিলাফত দান করেন। পরবর্তী সময় পিতা মাওলানা দেওয়ান গাজীও তাঁহাকে খিলাফত দান করেন।

মৌলবী রওশন আলী কুমিল্লার কোতোয়ালী, বরুড়', চান্দিনা, মুরাদনগর, বুড়িচং ও দেবিদ্বারের বিভিন্ন স্থানে ওয়ায নসীহত করিতেন। মাওলানা আশরাফ উদ্দীনের পিতা মৌলবী কলীমুল্লাহ বাংলা ১৩০৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। জামা'আতে উলা বা মিশকাত শরীফ পর্যন্ত পাঠ করেন এবং বিখ্যাত আলিম হযরত মাওলানা আবদুল আউয়াল জৌনপুরীর হাতে বায়'আত হন। মৌলবী কলীমুল্লাহ সাহেব ১৯৭৩ সনের জানুয়ারী মাসে ইনতিকাল করেন।

জন্ম ও শৈশব ঃ শায়খুল হাদীস ওয়াল ফিক্‌হ মরহুম মাওলানা আশরাফ উদ্দীন ১৯২১ মুতাবিক বাংলা ১৩২৮ সনের আষাঢ় মাসের এক বৃহস্পতিবার সকালে কুমিল্লা জেলার কোতোয়ালী থানার অন্তর্গত ধনুয়াখলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার প্রথম সন্তান। তিনি বাল্যকালে খেলাধুলা ও ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতি তাঁহার অতিমাত্রায় উৎসাহ ছিল তাঁহার দাদা মৌলবী রওশন আলী পৌত্রের মধ্যে অসাধারণ মেধার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে খেলাধুলা হইতে ফিরাইয়া পড়ালেখায় নিয়োজত করিতে যত্নবান হন। রওশন আলী সাহেব আদর-সোহাগ, বাৎসল্য ও বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করিয়া পৌত্রকে পাঠানুরাগী করিতে নিরন্তর চেষ্টা চালাইতে থাকেন। এইভাবে পিতামহের হাতে আশরাফ উদ্দীন সাহেবের পড়ালেখার হাতেখড়ি হয়।

শিক্ষা জীবন ঃ মাওলানা আশরাফ উদ্দীন অহিদা খাতুন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত দুই বছর পড়াশুনা করেন। ইহার পর তাঁহাকে সৈয়দপুর আলী হাই স্কুলে ভর্তি করানো হয়। তিনি সেখানে তৃতীয় শ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ করেন। প্রতি শ্রেণীর সকল পরীক্ষায় বরাবরই মাওলানা আশরাফ উদ্দীন প্রথম স্থান অধিকার করিতেন।

আরবী পড়ানোর উদ্দেশ্যে তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্কুল হইতে আনিয়া পশ্চিম পার্শ্বের থানার অন্তর্গত অলীতলা মাদরাসায় ভর্তি করাইয়া দেন। তিনি এখানে এক বছর পাঠ গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁহার নানা ছমিরুদ্দীন মিয়াজী তাঁহাকে কুমিল্লার কৈকরী মাদরাসায় ভর্তি করেন। তিনি এখানেও এক বৎসর পড়াশুনা করেন। তিনি অলীতলা ও কৈকরীর দুই বছর স্কুলের সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর সকল পাঠ্য বই প্রাইভেটভাবে পড়েন। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন সাহেব কৈকরী হইতে বরুড়া মাদরাসায় গিয়া জামা'আতে হাশতমে ভর্তি হন। অল্প দিনের মধ্যেই তীক্ষ্ণ মেধা ও পড়াশুনার প্রতি অত্যধিক আগ্রহের ফলে তিনি উস্তাদদের প্রিয় হইয়া ওঠেন। তিনি যেহেতু অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন, অপরদিকে হাই স্কুলে পড়ার কারণে তাঁহার অনেক সময়ও ব্যয় হইয়া গিয়াছিল এই জন্য তিনি সদরুল মুদাররিসীন বা প্রধান শিক্ষক মাওলানা কুরবান আলী সাহেবের সহযোগিতায় এক জামা'আতের কিতাব ক্লাসে এবং পরবর্তী এক শ্রেণীর গ্রন্থাদি প্রাইভেটভাবে পাঠ করিয়া অর্ধেক সময়ে বরুড়া মাদরাসার পাঠ সমাপ্ত করেন। প্রতি বছর ডবল প্রমোশন নেওয়ার পরও তিনি ক্লাসে কখনো দ্বিতীয় হননি; মাওলানা আশরাফ উদ্দীন বরুড়া মাদরাসার পাঠ সমাপন করিয়া উস্তাদগণের পরামর্শক্রমে বিশ্ব বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দ গমন করেন।

দেওবন্দে দুই বছর পড়াশোনা করার পর তিনি দাওরায়ে হাদীসে ভর্তি হন। তিনি শায়খুল আরব ওয়ালা আজম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হুসায়ন আহমদ মাদানীর নিকট বুখারী শরীফ এবং তিরমিযী শরীফের প্রথম খণ্ড পড়েন। মুসলিম শরীফ প্রথম খণ্ড মাওলানা ইবরাহীম বলিয়াবী সাহেবের নিকট আর দ্বিতীয় খণ্ড মাওলানা বশীর আহমদ বুলন্দশহরীর নিকট পড়েন। আবূ দাঊদ শরীফ, তিরমিযী শরীফ দ্বিতীয় খণ্ড ও শামায়েলে তিরমিযী পড়েন শায়খুল আদব মাওলানা ইজায আলী সাহেবের নিকট। হযরত মাওলানা ফখরুল হাসান সাহেবের নিকট নাসায়ী শরীফ, হযরত মাওলানা আদুল হক পেশোয়ারী সাহেবের নিকট শরহু মা'আনিল আসার এবং মাওলানা আবদুল খালেক পাঞ্জাবী সাহেবের নিকট উভয় মোওয়াত্তা পড়েন। উল্লেখ্য, এই বৎসরই উপমহাদেশ বৃটিশদের কাছ হইতে স্বাধীনতা লাভ করে।

দাওরায়ে হাদীস পাশ করার পর তিনি তাফসীরের জামা'আতে ভর্তি হন। শায়খুত তাফসীর মাওলানা উদরীস কান্দলবির নিকট তাফসীরে বায়যাবী ও তাফসীরে ইবনে কাসীর পড়েন। এই ছাড়া অন্যান্য উস্তাদের নিকট তাফসীরের অপরাপর কিতাব পাঠ করেন। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন সেই বৎসর মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেবের নিকট প্রাইভেটভাবে মসনবী শরীফ পড়েন।

অতঃপর এক বছর ব্যাপী সদরা, শামসে বাযেগা ও হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা পাঠ করেন মাওলানা ইবরাহীম বালিয়াবী ও মাওলানা আবদুল হক পেশোয়ারী সাহেবের নিকট। আর মাওলানা হাকীম ওমর সাহেবের কাছে পড়েন ইলমুত তিব-এর মীযানুত তিব, শরহে আসবাব ও আবূ আলী ইব্‌ন সীনার বিখ্যাত গ্রন্থ আল কানূন'।

বায়'আত ঃ দেওবন্দ সিলসিলার আলিমগণ পড়াশুনা শেষ করার পর আত্মশুদ্ধির জন্য একজন কামিল বুযুর্গের হাতে বায়'আত হইতেন। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন পূর্ববর্তী বুযুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তিনি দাওরায়ে হাদীসের পরীক্ষার পর শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানীর হাতে বায়'আত হন।

বিবাহ ঃ মাওলানা আশরাফ উদ্দীন ১৯৫০ সনের মার্চ মাসের পনের বা ষোল তারিখ মুতাবিক চৈত্র মাসের চার তারিখ শুক্রবার কুমিল্লার বিশিষ্ট আলিম মাওলানা মুহাম্মদ জা'ফর সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হাজী সূফী আনু মিঁয়ার জ্যেষ্ঠ সন্তান মোসাম্মৎ হাশমতুন্নেসার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

কর্মজীবন ঃ মাওলানা আশরাফ উদ্দীন দারুল উলূম দেওবন্দে পড়াকালে তাঁহার উস্তাদদের সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। তাঁহার দেওবন্দে পড়ার শেষ বছর মাওলানা কুরবান আলী তাঁহার নিকট একত্রে দেশে আসার পর বরুড়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগ দান করিবার জন্য অনুরোধ জানান। তাই তিনি দেশে আসিয়া বরুড়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগ দান করেন। ইহার বছর দুই পর এই মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীসের দরস চালু করা হয়। প্রথম বৎসর মাওলানা আশরাফ উদ্দীনকে নাসায়ী শরীফ এবং পরের বছর আবু দাউদ শরীফ পড়ানোর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এই সময় বরুড়া মাদরাসায় মুরুব্বীদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টির কারণে তিনি অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির করেন।

ইতোমধ্যে মোমেনশাহীর বালিয়া মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীসের ক্লাস খোলা হয়। বলিয়া মাদরাসার মুহতামিম সাহেব ও মুফতী সাহেব মাদরাসার দরসে হাদীসের মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মুহাদ্দিস পদে যোগদানের জন্য মাওলানা আশরাফ উদ্দীনকে আমন্ত্রণ জানান। ফলে তাই বলিয়া মাদরাসায় যোগদান করেন। তিনি এইখানে তিন বৎসর মুসলিম শরীফের দরস দেন। চতুর্থ বৎসর প্রলয়ংকরী বন্যার কারণে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বালিয়া মাদরাসাও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। মাওলানা সাহেব তখন বাড়িতে অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময় তিনি ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের সদ্য নির্মিত কেন্দ্রীয় মসজিদে জুম'আর ইমাম খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। সেনাবাহিনীর অফিসারগণ তাঁহার বয়ানে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সেনাবাহিনীর ধর্মীয় শিক্ষক পদে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। তাঁহার চাচা শ্বশুর মাওলানা মুহাম্মদ জা'ফর তাঁহাকে এই সরকারী চাকুরীতে যোগদানের পরামর্শ দেন। ফলে তিনি এ চাকুরীতে যোগদান করেন। এইখানে তিনি একটানা পাঁচ বৎসর ইমামতী করেন।

পাঁচ বৎসর পরের একটি স্বপ্ন তাঁহার জীবনের মোড় ঘুরাইয়া দেয়। একদিন শেষ রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন তাঁহার মুরশিদ শায়খুল ইসলাম

হযরত মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, গাফলত যেঁ কেঁউ পড়ে রাহে হো, উঠো, আগে বাড়হো, কাম করো!' সঙ্গে সঙ্গে মাওলানা আশরাফ উদ্দীনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বহু চিন্তার পর স্বপ্নের তাবীর করিলেন, হাদীছের খিদমত হইতে দূরে অবস্থান করিয়া এইভাবে সরকারী চাকুরীতে মশগুল থাকা হয়তো তাঁহার জন্য শোভন হইতেছে না। এই জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতি এই ইঙ্গিত।

এই স্বপ্নের দুইদিন পর কিশোরগঞ্জের মাওলানা আতহার আলী সাহেব পত্র যোগে জামেয়া এমদাদিয়ায় তাঁহাকে মুসলিম শরীফ পড়াইবার দায়িত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। বলা হয় তাঁহার ফ্রী কোয়াটারসহ বেতন হইবে ১৬০ টাকা। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন স্বপ্নের ইঙ্গিতের কারণে ইহাতে সম্মত হইয়া সেনানিবাসে ইসতেফা পেশ করেন। ইতোমধ্যে বরুড়া মাদরাসায় এই সংবাদ পৌঁছিয়া যায়। বরুড়ার তৎকালীন অধ্যক্ষ মাওলানা ইয়াসীন সাহেব আশরাফ উদ্দীন সাহেবকে আতিসত্তর তাহার সহিত দেখা করিতে সংবাদ দেন। সংবাদ পাইয়া তিনি বরুড়ায় উপস্থিত হন। মুহতামিম সাহেব বলিলেন "সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া যদি হাদীছ পড়ান তাহা হইলে আমাদের এখানে আসিতে হইবে। কেননা আমাদের দাবী আছে। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন উভয় সঙ্কটে পতিত হইলেন। একদিকে আতহার আলী সাহেবের সঙ্গে ওয়াদা, অপরদিকে উস্তাদগণের জোর দাবী। তিনি এই সঙ্কটকালে তিনি পিতামাতার শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার আম্মাজান বলিলেন, 'বাবা! তুমি কিশোরগঞ্জে গমন করিলে বেতন বেশী পাইবে, তবে আমরা মারা গেলে তো তুমি জানাযায় শরীক হইতে পারিবে না। তুমি বরং বরুড়াতেই থাকিয়া যাও।' মায়ের এই কথায় তিনি বরুড়াতে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মাওলানা আশরাফ উদ্দীনের জন্য এক গৌরবময় বৈশিষ্ট্য যে, বরুড়া মাদরাসার মুহাতামিম সাহেবের বেতন ত্রিশ টাকা এবং শায়খুল হাদীছ সাহেবের বেতন চল্লিশ টাকা থাকাকালে তাঁহাকে আশি টাকা বেতনে মুসলিম শরীফ পড়ানোর জন্য উস্তাদগণের সর্বসম্মতিক্রমে নিয়োগ দান করা হয়। ইহা একটি অতি বিরল ঘটনা এবং ইলমে হাদীছে মাওলানা আশরাফ উদ্দীনের অসাধারণ যোগ্যতার প্রতি তাঁহার উস্তাদগণের সর্বসম্মত স্বীকৃতি।

তিনি একটানা প্রায় দশ বৎসর এই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিয়া হাদীছের খিদমত আঞ্জাম দেন। ১৯৭০ সনের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন সাহেবের এলাকায় বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি হইতে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন করেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব আশরাফ উদ্দীন আহমদ চৌধুরী। আর আওয়ামী লীগ হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন জনাব খোরশেদ আলম। মাওলানা আশরাফ উদ্দীন নেজামে ইসলাম পার্টির অন্যতম নেতা হিসাবে নিজ অঞ্চলে চৌধুরী সাহেবের পক্ষে ব্যাপক গণসংযোগ চালান।

খোরশেদ আলম সাহেব নির্বাচনী প্রচারে আশরাফ উদ্দীন সাহেবের বাড়িতে আসিতেন তিনি একপর্যায়ে খোরশেদ সাহেবকে বলেন, 'এইবারের নির্বাচনে আপনি বিপুল ভোটে জয়ী হইবে। তবে আমি আপনাকে ভোট দিব না। খোরশেদ সাহেব তখন মাওলানা সাহেবের সুষ্ঠ ভাষণে মুগ্ধ হন এবং পরে জনসভায় তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশের অনেক মাদরাসার ন্যায় বরুড়া মাদরাসাও কিছুদিন বন্ধ থাকে। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে নোয়াখালীর সোনাপুরস্থ ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসার হেড মুহাদ্দিছ পদে যোগদানের জন্য মাওলানা আশরাফ উদ্দীনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি এই মাদরাসায় যোগ দেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চার বৎসর পরিপূর্ণ বুখারী শরীফের দরস দেন। অতঃপর বরুড়ার প্রাক্তন ছাত্র হওয়ার দাবীতে এক রকম জোর করিয়াই তাহাকে নোয়াখালী হইতে বরুড়ার শায়খুল হাদীস পদে আনা হয়। ১৯৮৩ সাল হইতে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি গ্রামস্থ নারায়ণকরা ইসলামিয়া মাদরাসায় দক্ষতার সহিত বুখারী শরীফের পাঠ দান করেন।

১৯৮৫ সালে কুমিল্লার বিশিষ্ট আলিম মাওলানা মুহাম্মদ জা'ফর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কাসিমুল উলূম মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীস চালু করার মনস্থ করেন। তিনি এই ব্যাপারে মাওলানা আশরাফ উদ্দীনকে সক্রিয় সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বুখারী শরীফের দরস দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সম্মত হন। ইহার পর হইতে একটানা ষোল বৎসর যাবৎ তিনি এই মাদরাসায় বুখারী শরীফের পাঠ দান করেন।

মাওলানা আশরাফ উদ্দীন আহমদের জীবনী পাঠ করিলে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়, তিনি তাঁহার জীবন ইলমে হাদীছের খিদমতে নিয়োজিত রাখেন জাগতিক কোন মোহ তাঁহাকে এই খিদমত হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। তিনি শেষ বয়সে গর্বভরে বলিতেন, 'আমি একদিনের জন্যও কোন মাদরাসার মুহাতামিম হইনি।' ক্ষমতার বা পদের লোভ কখনো তাঁহার মাঝে আসেনি। তাঁহার জীবনের সাধনা একটাই ছিল: রাসূলুল্লাহ (স)-র হাদীসের প্রচার ও প্রসার করা এবং সমাজ হইতে বিদ'আত ও কুসংস্কার মূলোৎপাটন করা। বিদ'আত প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তিনি বহুবার বিতর্ক সভায় অংশগ্রহণ করিয়াছেন। 'তিনি সর্বদা বলিতেন, কালাল্লাহ এবং কালার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতে বলিতে যেন আমার মৃত্যু হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছেন।

ওফাত ঃ তিনি ১৪২১ হিজরীর রমযানের পূর্বে বুখারী শরীফ খতম করিয়া রমযানের ছুটিতে মাদরাসা হইতে বাড়ি আসেন। অন্যান্য রমযানের তুলনায় এই রমযানের তিনি ইবাদত বন্দিগী অনেক বেশী করেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল সেহরী খাইয়া বিশ্রাম গ্রহণ করা। কিন্তু তিনি এইবার সেহরী খাইয়া বিশ্রাম নিতেন না। বরং যিক্‌র আযকার ও তাসবীহ তাহলীলে মশগুল হইয়া যাইতেন। তিনি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে গমন করিয়া তাকবীরে উলার সঙ্গে আদায় করিতেন। রমযান শরীফের বাইশ তারিখে তিনি যোহরের নামাযের ইমামতী পূর্ণ তারাবীর নামাযও জামা'আতের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আদায় করেন। ইহার পর উপস্থিত মুসুল্লীদের উদ্দেশ্যে আবেগপূর্ণ ভাষায় কিছু উপদেশ প্রদান করেন! এক পর্যায়ে বলেন, 'কার কখন ডাক আসিয়া যায় বলা যায় না। আজ রমযান শরীফের তেইশতম রাত্রি। বেজোড় রাত হওয়ার কারণে আজও শবে কদর হইতে পারে। ইহার পর দীর্ঘসময়

ধরিয়া সকল মুসুল্লীকে লইয়া মুনাজাত করেন। সর্বশেষে বলেন, 'হে আল্লাহ! আখিরী ফরিয়াদ, দুনিয়া হইতে যাওয়ার সময় ঈমানের সঙ্গে যাওয়ার তওফীক দিও।'

মসজিদ হইতে বাড়ি আসার পথে তাঁহার মুরুব্বীদের কবরস্তান। অন্যান্য সময়ের ন্যায় আজও তিনি কবর যিয়ারত করেন। তবে আজকের যিয়ারতের ধরন ছিল ভিন্ন। তিনি পিতার কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পূর্ণ কবরস্তান সম্মুখে রাখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূর।...ঘরে আসিয়া কয়েকটি খর্জুর মুকে দেন। কিছুক্ষণ আমলী বিষয়ে কথাবার্তা বলিয়া রাত প্রায় পৌনে এগারটায় ইনতিকালের পূর্ব মুহূর্তে সশব্দে আল্লাহু আকবার" ছিল তাঁহার জীবনের সর্বশেষ উচ্চারণ।

পরদিন ২৩ রমযান মুতাবিক ২০০০ সালের ২০শে ডিসেম্বর বুধবার বিকাল তিনটায় তাঁহার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার পূর্ব পুরুষদের পার্শ্বেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী (১) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী কৃত হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ঢাকা জানুয়ারী, ২০০৪; (২) মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী সম্পাদিত উলূমুল হাদীস স্মরকগ্রন্থ, ১খ., চৌধুরী পাড়া মাদরাসা, ঢাকা ১২১৯, অক্টোবর ২০০১; (৩) জুবাইর আহমদ আশরাফ সম্পাদিত মাওলানা আশরাফ উদ্দীন আহমদ স্মারকগ্রন্থ, ঢাকা ডিসেম্বর, ২০০৩; (৪) দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা ২৫ জিসেম্বর, ২০০০; (৫) দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা ২৪ জিসেম্বর, ২০০০; (৬) দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা ১৯ জানুয়ারী, ২০০১; (৭) মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সম্পাদিত মাসিক পাথেয়, নভেম্বর, ২০০২; (৮) মাওলানা মামুনুল হক সম্পাদিত মাসিক রাহমানী পয়গাম, মে ২০০৪; (৯) মাওলানা হিফজুর রহমান সম্পাদিত বরুড়া মাদরাসার স্মরণিকা আকতাব, বরুড়া, কুমিল্লা, ১৪১৫ হি.; (১০) মাওলানা হিফজুর রহমান কৃত 'মাশায়েখে কুমিল্লা, বরুড়া কুমিল্লা, ১৪২০ হি./ ১৯৯৯ সন; (১১) মুহাম্মদ আবু মূসা, 'মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, জীবন ও আদর্শ, লাকশাম, কুমিল্লা, ১৯৯৬।

জুবাইর আহমদ আশরাফ

আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী ঃ (১৮৯৩-১৯৭৬ খৃ.) রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, সাংবাদিকতার পৃষ্ঠপোষক ও অখণ্ড ভারতের সমর্থক। আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলা (তৎকালীন ত্রিপুরা) কোতোয়ালী থানার সুয়াগাজী গ্রামে এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম তাফাযযুল আহমদ চৌধুরী ওরফে আনু মিঞা। তিনি কলিকাতা হেয়ার স্কুল ও সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে (১৯০৯-১৩ খৃ.) শিক্ষা লাভের পর ১৯১৭ খৃ. রাজশাহী কলেজ হইতে বি.এ. পাশ করেন।

অতঃপর তিনি ১৯২০ খৃ. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এল. ডিগ্রী নেন। আশরাফ চৌধুরী উদ্দিন ১৯২১ খৃ. কুমিল্লা বারে যোগ দিয়া আইন ব্যবসা শুরু করেন। এই সময়ে উপমহাদেশব্যাপী শুরু হওয়া খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তাঁহার রাজনীতির সূত্রপাত হয়। তিনি ১৯২১ খৃ. ত্রিপুরা জেলা খিলাফত কমিটির সভাপতি ও কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯২৩ খৃ. তিনি কৃষক আন্দোলনেও যোগ দেন।

খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনে আইন অমান্য করিবার কারণে ১৯২২ খৃ. তাঁহাকে দুই সপ্তাহের শ্রমহীন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। একই কারণে তিনি ১৯২৫ ও ১৯২৮ খৃ. কয়েক মাস কলিকাতার দমদম ও কেন্দ্রীয় জেলখানায় কারাভোগ করেন। আশরাফ চৌধুরী ১৯৩০ খৃ. লবণ আইন অমান্য করিতে গিয়া ১৪৪ ধারা ভংগ করেন এবং গ্রেফতার হন। কিছু দিন পর মুক্তি লাভ করিয়া তিনি বঙ্গীয় মুসলিম রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য চট্টগ্রামে যান। এই সময় তিনি ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৩১ খৃ. আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালে কংগ্রেসের আহবানে তিনি জেলা বোর্ড চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ হইতে ইস্তফা দেন। ১৯৩২ খৃ. তিনি আইন অমান্য আন্দোলনের অংশ হিসাবে কুমিল্লায় একটি মিছিলে নেতৃত্ব দিয়া জেলা বোর্ড ভবনে কংগ্রেসী পতাকা উত্তোলন করেন। এইজন্য তাঁহার দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী ১৯৩৪ খৃ. বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও নিখিল ভারত কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৩৭ খৃ. সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। ১৯৩৯ খৃ. সুভাষ বসুর নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হইলে তিনি ইহার সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪০ খৃ. চট্টগ্রামে এক জনসভায় ভাষণ দানকালে যুদ্ধকালীন নিরাপত্তা আইনে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘদিন জলপাইগুড়ির বক্সা স্পেশাল জেলে আটক থাকিবার পর ১৯৪৫ খৃ. তিনি মুক্তি লাভ করেন। তিনি মূলত অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা কামনা করিতেন এবং ভারত বিভাগের বিরোধী ছিলেন। ১৯৪৬ খৃ. সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। এই নির্বাচনে তিনি জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মনোনয়নে প্রার্থী হন এবং মুসলিম লীগ প্রার্থীর নিকট পরাজিত হন। ১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান কায়েম হইলে তিনি স্বাধীনতা দিবসে এক বিবৃতির মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ১৯৫৪ খৃ. সাধারণ নির্বাচনে তিনি যুক্তফ্রন্টের শরীক দল নেযামে ইসলাম পার্টির (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের বিভাগোত্তর শাখা) মনোনয়নে প্রার্থী হইয়া কুমিল্লা হইতে পূর্ববঙ্গ আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। পরবর্তী কালে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রীসভার শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে কিছুদিন মন্ত্রিত্ব করেন। আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী সাংবাদিকতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি "মোসলেম ভারত, সাপ্তাহিক নয়া বাংলা" (কৃষক প্রজা পার্টির মুখপত্র), দি মুসলমান পত্রিকা পরিচালনায় অর্থ সহায়তা করিতেন। তিনি আজীবন খদ্দরের কাপড় পরিধান করিতেন। তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে ইসলামী ভাবধারা প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ২৫ মার্চ, ১৯৭৬ খৃ. তিনি কুমিল্লায় ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, বাঙলায় খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬ খৃ., পৃ. ১০৪-১০৬; (২) এ. কে. এম. যাকারিয়া সম্পা., কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, কুমিল্লা ১৯৪৪ খৃ.; (৩) বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৩ খৃ., ১খ., ১ম সং., পৃ. ২৯৪।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

আশ্‌রাফ ওগুল্লারী (Ashraf Oghullari) ঃ ১৩শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আনাতোলিয়ার সালজূক· শাসকদের সীমান্ত প্রহরী, একটি তুর্কোমান গোত্রের সদস্য, যাহাদেরকে আনাতোলিয়ার সালজূক রাষ্ট্র ইহার পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় বসতি প্রদান করে; তাহারা Gorgurum এবং পরবর্তীতে Beyshehri শহরের শোভা বর্ধন করে এবং সেই এলাকায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে।

এই পরিবারের যে প্রথম ব্যক্তির কথা আমাদের জানা আছে, তিনি ছিলেন সালজূক· আমীর আশ্‌রাফ ওগ্‌লু সায়ফুদ্দীন সুলায়মান বে, যিনি তৃতীয় গি·য়াছু·দ্দীন কায়খুসরাও এবং দ্বিতীয় গি·য়াছদ্দীন মাস্‌'উদের রাজত্বকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পশ্চিমের মোঙ্গল ঈলখানীগণ তৃতীয় কায়খুসরাওকে হত্যা করে এবং তাহার স্থলে তাহারা দ্বিতীয় মাস্‌'উদকে শাসনকার্য পরিচালনা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করে (রাবী'উ'ল-আওয়াল ৬৮২/জুন ১২৮৩), কিন্তু কায়খুসরাও-এর মাতা, যিনি তখন কুনিয়ায় ছিলেন, ঈলখানীদের অনুমোদনক্রমে কায়খুস্‌রাও-এর পুত্রদ্বয়কে তাহাদের পিতার উত্তরাধিকারী এবং নিজেকে মাস্‌'উদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন। তিনি আশ্‌রাফ বংশীয় সুলায়মান বে-কে কুনিয়ায় আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে এই শিশু শাসনকর্তাদ্বয়ের অভিভাবক-শাসক (regent) নিয়োগ করেন (৮ রাবী'উ'ল-আওয়াল, ৬৮৪/১৪ মে, ১২৮৫)। দ্বিতীয় মাস্‌'উদ, যিনি তখন Kayseri-তে ছিলেন, মঙ্গোলদের সাহায্যে শিশু দুইটিকে অপসারিত করিয়া ক্ষমতা দখল করেন। অতঃপর সুলায়মান বে Beyshehri-তে প্রত্যাবর্তন করেন। পরবর্তীতে তিনি মাস্‌'উদের বশ্যতা স্বীকার করেন (৬৮৭/১২৮৮) এবং কু·নিয়ায় ফিরিয়া আসেন।

দ্বিতীয় মাস্‌'উদ তাঁহার ভ্রাতা Siyawush-কে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখিতে চাহিলেন। এই উদ্দেশে তিনি তাঁহাকে দৃশ্যত আশ্‌রাফ বংশীয় শাহ্‌যাদীকে নিজ স্ত্রীরূপে আনিবার জন্য Beyshehri-প্রেরণ করেন। পূর্ব নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী আশ্‌রাফী Siyawush-কে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করেন, কিন্তু Siyawush- এর শুভাকাঙ্ক্ষী কারামানী বংশীয় শাসক Guneri Bey-র হু·মকির মুখে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন এবং কু·নিয়ায় প্রেরণ করেন (Sedjukname, Paris, Bibliotheque Nationale, Persian MS No. 1553)।

ইতিমধ্যে সালজূক· রাষ্ট্র ইহার কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলে এবং সুলায়মান বে, কখনও তাহার প্রতিবেশীদের সহিত, আবার কখনও সালজূক· শাসনকর্তাদের সহিত স্থায়ী দ্বন্দ্বে জড়াইয়া পড়েন, এমনকি এক সময়ে তিনি Beyshehri আক্রমণরত ক·ারামানীর হাতে পতিত হওয়ার মত বিপদেও পড়েন; কিন্তু পরে তিনি বিজয় লাভ করেন। এই সময় ঈলখানী Gaykhatu কর্তৃক তাঁহার রাজ্য আক্রমণের জন্যও যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাইতে হয়।

সায়ফু'দ্দীন সুলায়মান বে ২ মুহ·াররাম, ৭০২/২৭ আগস্ট, ১৩০২ সোমবার মৃত্যুবরণ করেন এবং Beyshehri-তে তাঁহার নির্মিত মসজিদের পার্শ্বে এক বৎসর পূর্বে তিনি যে সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। সুলায়মান কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান দ্বারা Beyshehri শহরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া ইহাকে সুলায়মানশেহরি নামে অভিহিত করেন এবং শহরের দুর্গটি মেরামত করিয়া ৬৮৯/১২৯০ সালে দুর্গ তোরণের উপর তাঁহার উৎকীর্ণ লিপি স্থাপন করেন। তিনি ৬৯৬/১২৯৬ সালে যে মসজিদটি নির্মাণ করান, তাহা শিল্পকর্মের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন; ১৩০২ সালে স্বীয় সমাধিস্তম্ভ নির্মাণ করান। তিনি তাঁহার ওয়াক·ফিয়্যা (ওয়াক·ফনামা)-তে তাঁহার পুত্র মুহ·াম্মাদ ও আশ্‌রাফকে এই প্রতিষ্ঠানগুলির মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করেন (Khalil Edhem, Anadoluda islami kitabeler, TOEM year 5, 139-44; Yusuf akyurt, Beyschri kitabeleri ve Esref Oglu camiive turbesi)। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুবারিযুদ্দীন মুহাম্মাদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি আক·শেহির ও ভোলভাদিন শহরদ্বয়কে স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। আশরাফ বংশীয় আমীর দি·য়াউদ্দীন শিকারী, আক·শেহির শহরের বাজার মসজিদটি ৭২০/১৩২০ সালে নির্মাণ করেন (I.H. Uzuncarsili, Kitabeler, ii, 26)। যখন ঈল্‌খানী গভর্নর জেনারেল আমীর চোবান (Coban) ১৩১৪ সনে আনাতোলিয়া সফর করেন, তখন তাঁহার আনুগত্য গ্রহণের জন্য যে সকল আনাতোলীয় বে শাসক আগমন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একজন ছিলেন আশরাফ বংশীয় (মুসামারাতু'ল-আখ্‌বার, ৩১১); নিশ্চিতভাবেই তিনি ছিলেন মুবারিযুদ্দীন মুহ·াম্মাদ।

মুহ·াম্মাদ বে ১৩২০ সালের পর মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় সুলায়মান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া স্বল্প সময় কর্তৃত্ব করেন। আনাতোলিয়ায় ঈল্‌খানীদের প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকিলে আমীর চোবানের পুত্র দেমিরতাশ আনাতোলিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হন। এই সময় আনাতোলিয়ার বে শাসকগণ বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালাইতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদেরকে দমন করার প্রচেষ্টায় দেমিরতাশ প্রথমে কুনিয়া অধিকার করেন (১৩২০), যাহা কারামানীদের দখলে চলিয়া গিয়াছিল। অল্প কয়েক বৎসর পর তিনি Beyshehri অভিযানকালে সুলায়মান বে-কে গ্রেফতার করিয়া হত্যা করেন এবং তাঁহার মৃতদেহ Beyshehri হ্রদে নিক্ষেপ করেন (১১ যু·ল-কা·'দা, ৭২৬/৯ অক্টোবর, ১৩২৬)। মাস·ালিকু'ল-আব্‌সা·র গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁহাকে নির্যাতন এবং অংগচ্ছেদের মাধ্যমে হত্যা করা হইয়াছিল (সাল্‌জূক· নামা গ্রন্থের প্যারিস পাণ্ডুলিপিতে উক্ত সন তারিখ উল্লিখিত হইয়াছে; তাক·বী·ম-ই-নুজূমী গ্রন্থে তাঁহার মৃত্যুর সন প্রদত্ত হইয়াছে ৭২২/১৩২২-২৩)।

দ্বিতীয় সুলায়মানের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে আশরাফ বংশীয় ক্ষুদ্র রাজ্যটির পরিসমাপ্তি ঘটে। দেমিরতাশ-এর শাসনকালের পরে তাঁহাদের ভূখণ্ড আংশিক হ·ামীদ বংশীয় শাসকদের এবং আংশিক ক·ারামানীদের দখলে চলিয়া যায়। আশরাফী শাসকদের কোন মুদ্রা এখনো পাওয়া যায় নাই; তবে ইহা সম্ভব যে, মুহ·াম্মাদ বের মুদ্রা বিদ্যমান আছে।

শিহাবুদ্দীন 'উমারী তাঁহার মাসালিকু'ল-আব্‌স·ার গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আশরাফী শাসকদের অধীনে প্রায় ৭০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ৬০টি শহর ও ১৫০টি গ্রাম ছিল।

সায়ফুদ্দীন সুলায়মান বে Beyshehri শহরের (যাহাকে তিনি সুলায়মান শেহরি নামে অভিহিত করিতেন) দুর্গের তোরণের উপরে জুমাদা'ল-উলা ৬৮৯/মে ১২৯০ সালে তৎকর্তৃক স্থাপিত নামফলকে তাঁহার নিজের জন্য যে উপাধি (আমীর মু'আজ্‌'জাম) ব্যবহার করেন তাহা হইতে এবং উৎকীর্ণ অন্যান্য ফলক (আল-আমীরু'ল-'আদিল) (দ্র. Halil Ethem ও Yusuf Akyurt) হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, তিনি সাল্‌জূক'দের একজন আমীর ছিলেন।

সুলায়মান বের নির্মিত মসজিদ, ইহার মিম্বার এবং মিহ্‌রাব সর্বোৎকৃষ্ট মানের শিল্পকর্ম। আয়ত আকার মসজিদের অলংকৃত ছাদটি (Ceiling) ৪৮টি কাষ্ঠ নির্মিত স্তম্ভের উপর স্থাপিত, যেগুলি Stalactir (নিম্নমুখে লম্বমান কোণাকৃতি সরু দণ্ড) দ্বারা সজ্জিত। ইহার মিহ'রাব চীনা মাটি পাথরের নিপুণ কারুকার্য, কু'রআনের আয়াত ও হ'াদীছ'-এর বাণী দ্বারা অলংকৃত। কাষ্ঠ খোদাই শিল্পীর সেরা অবদান মিম্বারটি আবলুস কাষ্ঠনির্মিত সংযুক্ত খণ্ডসমূহ (Sections) দ্বারা তৈরী। মিম্বারের দরজার সম্মুখভাগের চারিদিকে সালজূক' নাস্‌খ লিপিতে আয়াতু'ল-কুরসী উৎকীর্ণ, অন্যদিকে দরজার উপরিভাগে কুফী লিপিতে চারি খলীফার নাম অংকিত দেখা যায়। সুলায়মান বের সমাধিসৌধটি শিল্প-নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইলেও কালের প্রবাহে তাহা ভগ্নপ্রায় হইয়া গিয়াছে।

আশরাফ বংশীয় শাসক মুবারিযুদ্দীন মুহ'াম্মাদ বের জন্য শামসুদ্দীন মুহ'াম্মাদ তুশতারী কর্তৃক আরবী ভাষায় লিখিত, নয় অধ্যায়ে বিভক্ত, একটি দর্শন গ্রন্থ রহিয়াছে যাহার নাম আল-ফুসূ'লু'ল-আশরাফিয়্যা ফী উসূ'লিল-বুরহানিয়্যা ওয়া'ল-কাশাফিয়া। গ্রন্থকারের স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি যাহা ৭১০/১৩১১ সালে কু'নিয়ায় লিখিত হয়, এখন তুরস্কের আয়াসোফিয়া গ্রন্থাগারে বিদ্যমান আছে (নং ২৪৪৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) I. II. uzuncarsili, anadolu Likleri likleri, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Devletleri, Ankara 1937; (২) Kitabel er ii, Istanbul 1929; (৩) Anabolu Turk tarihinde uc muhim sima : Demirtas Eredna ve Kadi Burhanettin Ahmed, TTEM, 7, 1931; (৪) সেলজূক'নামা, ফারসী ভাষায়, প্যারিস, Bibliotheque National, ফারসী পাণ্ডুলিপি নং ১৫৫৩ এবং ড. ফেরিদুন নাফিয উযলুককৃত মূল এবং অনুবাদ, ১৯৫২ খৃ.; (৫) মানাকি'বু'ল-'আরিফীন, সুলায়মানিয়্যা গ্রন্থাগার পাণ্ডুলিপি 'হালেত আফেনদি নং ৩২১ এবং Tahsin Yazici -কৃত ব্যাখ্যাসহ তুর্কী অনুবাদ, ১৯৫৪ খৃ.; (৬) Khalil Edhem, Anadoluda islami kitabeler, TOEM, year 5; (৭) Yusuf Akyurt, Bey Sehi kitabeleri ve Esref oqullari camii ve turbesi, in Turk Tarih, Arkeolojya ve Etnografya Dergisi year 4, 1940; (৮) Khalil Edhem দুওয়াল-ই-ইসলামিয়্যা, ইস্তাম্বুল ১৯২৭; (৯) মুসামারাতু'ল-আখবার, সম্পা. ওসমান তুরান, আনকারা ১৯৪৪ খৃ.; (১০) মাসালিকু'ল-আবস'ার, ed. Fr. Taeschner, Leipzig 1929, সংক্ষেপিত।

Ismail Hakki Uzuncarsili (E.I.[2])/
মোঃ মনিরুল ইসলাম

আশ্‌রাফ জাহাঙ্গীর আস্-সিমনানী (اشرف جهانگیر السمنانی) ঃ ইব্‌ন সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ ইব্‌রাহীম ৬৮৮/১২৮৯ সনে পিতার ক্ষুদ্র রাজ্য (Principality) খুরাসান-এর অন্তর্গত আস্-সিমনান-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জননী খাদীজা ছিলেন আহ্'মাদ য়াসাবী (দ্র.)-এর কন্যা (মতান্তরে পৌত্রী)। আশরাফ জাহাঙ্গীর কু'রআন মাজীদের সাত কি'রাআতের হ'াফিজ' ছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহার শিক্ষা জীবন সমাপ্ত হয়। তাস'াওউফের প্রতি সুগভীর আকর্ষণে তিনি সমকালীন বিখ্যাত সূ'ফী 'আলাউ'দ্-দাওলা আস-সিমনানী (দ্র.)-এর সান্নিধ্যে আসেন এবং প্রায়ই তাঁহার সাহচর্য লাভে নিয়োজিত থাকেন। পিতার ইনতিকালের পর ৭০৫/১৩০৫-৬ সনে তিনি পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই স্বীয় ভ্রাতা মুহ'াম্মাদের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া হিন্দুস্তান অভিমুখে যাত্রা করেন। এইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ তিনি স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত হন।

সফরে তিনি মা-ওয়ারাউ'ন-নাহর আমূ দরিয়ার উত্তর প্রান্ত হইতে মধ্য-এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা অতিক্রম করিয়া বুখারা ও সামারক'ান্দে উপস্থিত হন। সেখান হইতে উচ্ (اچ-uchch)-এ আগমন করেন। এই স্থানে জাহানিয়ান জাহাঁ গাশ্‌ত উপনামে পরিচিত খ্যাতনামা সূ'ফী সাধক জালালুদ্দীন বুখারী (র)-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাত ঘটে। অতঃপর তিনি দিল্লী, গাংগেয় উপদ্বীপ এলাকা, বাংলা, বিহার এবং ঢাকার উপকণ্ঠে অবস্থিত সোনারগাঁও ভ্রমণ করেন এবং অবশেষে ফায়যাবাদ হইতে তিপ্পান্ন মাইল দূরে প্রাচীন রূহ'আবাদ, অধুনা কাছুছাহ (کچھوچھه) নামক গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি পুনরায় বিশ্বভ্রমণে বাহির হন। এই ভ্রমণকালে তিনি দুইবার মক্কা শরীফ, অতঃপর মদীনা মুনাওওয়ারা, কারবালা, নাজাফ, তুরস্ক, দামিশ্‌ক, বাগ্‌দাদ, কাশান, আস-সিমনান, মাশ্‌হাদ ও গাযনা হইয়া মুলতান ও দিল্লীর পথে রুহ' আবাদ অর্থাৎ কাছুছাহে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রথমবার মক্কা সফরে বাদীউদ্দীন শাহ্ মাদার ছিলেন তাঁহার সফরসংগী।

লাত'াইফ-ই আশরাফী গ্রন্থে (২খ., ১০৫-১০৬) বর্ণিত আছে, হিন্দুস্তানে আগমনের প্রথম দিকে ক'াদী শিহাবুদ্দীন দাওলাত আবাদী আশ্‌রাফ জাহাঙ্গীরকে সুলত'ান ইব্‌রাহীম শারকী (৮০৪-৮৪৪/১৪০১-১৪৪৪)-র সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। এই তথ্যটি দৃশ্যত ভুল; কেননা সুলতান ইব্‌রাহীম শারকী ৮০৪/১৪০২ সনে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আশ্‌রাফ জাহাঙ্গীর ইহার চারি বৎসর পর ৮০৮/১৪০৫ সনে ইনতিকাল করেন। ইহাতে প্রমাণিত হয়, এই সাক্ষাৎকার অবশ্যই আশরাফ জাহাঙ্গীরের জীবনের শেষদিকে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

আশ্‌রাফ জাহাঙ্গীরের রচিত দুইটি গ্রন্থের একটি বাশারাতু'ল-মুরীদীন, অন্যটি মাকতূবাত-ই আশরাফী। শাহ্ 'আবদু'ল-হ'াক'ক',দিহ্‌লাভী (দ্র.) শেষোক্ত গ্রন্থখানির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

আশ্‌রাফ জাহাঙ্গীর ২৭ মুহ'াররাম, ৮০৮/৬ জুলাই, ১৪০৫ সনে কাছুছাহ্-এ পরলোক গমন করেন। তাঁহার খানক'াহেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নিজামু'ল-য়ামানী, লাত'াইফ-ই আশ্‌রাফী, ২খ., দিল্লী ১২৯৮/১৮৮০-১; (২) গুলাম সারওয়ার লাহোরী, খাযীনাতু'ল-আস্‌ফিয়া কানপুর ১৯১৪, ১খ., ৩৭১-৩৭৭; (৩) 'আবদুল্লাহ খেশগী, মা'আরিজু'ল-বি'লায়া (পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি); (৪)

'আবদুর-রাহ'মান চিশ্তী, মিরআতু'ল-আসরার, দারু'ল-মুস'ান্নিফীন, আ'জামগড় (পাণ্ডুলিপি পত্র ৫২৯); (৫) স'লাহু'দ্দীন 'আবদু'র-রাহ'মান, বায্ম-ই-সু'ফীয়া' (উর্দূ), আ'জ'ামগড় ১৩৬৯/১৯৪৮, ৪৪১-৪৮২; (৬) শায়খ 'আবদু'ল-হ'াক্'ক মুহ'াদ্দিছ'K দেহলাবী, আখ্বারু'ল-আখ্য়ার, দিল্লী ১৩৩২/১৯১৪, ১৫৬; (৭) 'আবদু'ল-হ'ায়্যি নাদ্বী, নুয্হাতু'ল-খাওয়াতি'র, তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের নামসম্বলিত, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩৭১/১৯৫১, ৩খ., ৩২-৩৪; (৮) মুহ'াম্মাদ আখতার, তায্'কিরা-ই আওলিয়া-ই হিন্দ, দিল্লী ১৯৫০, ২খ., ১৭৭-১৭৯; (৯) দা.মা.ই., ২খ., ৭৮৮-৮৯।

আবূ সা'ঈদ বাযমী আনস'ারী (দা.মা.ই. E.I.²)/
নুরুল আলম রইসী

আশরাফপুর মসজিদ (اشرف بور مسجد) ঃ বাংলাদেশের নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার আশরাফপুর গ্রামে সুলতানী আমলের একটি মসজিদ। মসজিদটি থানা সদরের প্রায় অর্ধ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত। বাংলার সুলতান নাসীরুদ্দীন নুসরাত শাহের রাজত্বকালে (১৫১৯-১৫৩১ খৃ.) জনৈক দিলওয়ার খান কর্তৃক ৯৩০/১৫২৩-২৪ সালে মসজিদটি নির্মিত হয়। মনে করা হয়, বহু কাল ধরিয়া সংস্কারের অভাবে মসজিদটি ব্যবহার অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। ধারণা করা হয়, ১৮৯৭ খৃ. ভয়াবহ ভূমিকম্পে মসজিদটি ধ্বংসস্তূপে পতিত হইয়া সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়। কালক্রমে ইহা জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান কায়েমের পর স্থানীয় জনসাধারণ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদটি উদ্ধার করে। মসজিদটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবার পূর্বাবস্থার কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ না থাকায় ইহার সঠিক বিবরণ জানা যায় না। ইহা সুলতানী আমলের স্থাপত্য কৌশল ও নির্মাণশৈলী অনুযায়ী এক গম্বুজবিশিষ্ট একটি ছোট মসজিদ ছিল বলিয়া সহজে অনুমান করা যায়। পরবর্তী কালে ইহার ধ্বংসস্তূপ সরাইয়া এই স্থানে স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি আধুনিক মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। পূর্ববর্তী মসজিদের নির্মাতার নাম ও অন্যান্য তথ্যাবলী সম্বলিত একটি শিলালিপি (২'-৯" × ১'-৯") ছিল যাহা নিকটবর্তী জনৈক আনসার খানের বাড়ি হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। শিলালিপিটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ঢাকায় সংরক্ষিত। শিলালিপিটি তিন ছত্রবিশিষ্ট আরবী ভাষায় তোগরা রীতিতে উৎকীর্ণ। লিপির পাঠ নিম্নরূপঃ

১. অনুবাদ ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, "সকল মসজিদই আল্লাহর, তাই তোমরা আল্লাহর সহিত অন্য কাহাকেও ডাকিও না"। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে আল্লাহ্র জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাতে সত্তরটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন।"

২. মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত করেন যুগ ও সময়ের সুলতান সুলতান ইবনু'স-সুলতান নাসি'রুদ-দুনিয়া ওয়াদ্দীন আবু'ল-মুজ'াফফার নুস'রাত শাহ আস-সুলতান ইব্ন হু'সায়ন শাহ আস-সুলতান। আল্লাহ তাঁহার রাজত্ব ও সালতানাত দীর্ঘস্থায়ী করুন।

৩. এবং তাঁহার কর্মকাণ্ড ও মর্যাদা উন্নত করুন। ইহা নির্মাণ করিয়াছেন মহান খান ও সম্মানিত খাকান দিলাওয়ার খান.... ইব্ন বায। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে উভয় জগতে হেফাজত করুন, ৯৩০ হি.।

শিলালিপির তৃতীয় ছত্রের শেষদিকে মসজিদ নির্মাতা দিলাওয়ার খানের পিতার নামের অংশটি ভাংগা থাকায় এই অংশের পাঠ উদ্ধার করা যায় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Abdul Karim, corpus of the Arabix and Persian inscription of Bengal, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka 1992; (২) A general guide to the Dhaka Museum, P-45, Plate. 26; (৩) শফিকুল আসগর, নরসিংদীর ইতিহাস, নরসিংদী ১৯৯২ খৃ.; (৪) ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৭ খৃ., ২৩ খ., দ্র. শিবপুর শিরো.।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

আশ্রাফ হ'াসান গ'ায্নাবী (اشرف حسن غزنوى) ঃ (সায়্যিদ হ'াসান) ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-হু'সায়নী (মৃ. ৫৫৬/১১৬০)। ইনি মুহ'াম্মাদ ইব্ন নাসি'র 'আলাবীর ভ্রাতা হ'াসান ইব্ন নাসি'র 'আলাবী হইতে ভিন্নতর ব্যক্তি। কারণ কবি মাস'উদ সা'দ সাল্মান (মৃ. ৫১৫/১১২২) শেষোক্ত হ'াসান-এর ইনতিকালে শোক প্রকাশ করিয়া মারছি'য়া (শোকগাথা) রচনা করেন।

মুহ'াম্মাদ ইব্ন মাস'উদ ইব্ন যাকী গ'যনাবী সায়্যিদ আশ্রাফ হ'াসান-এর উস্তাদ ছিলেন। তাতিম্মা-ই সি'ওয়ানু'ল-হি'ক্মা গ্রন্থের বর্ণনানুসারে তাঁহার উক্ত উস্তাদ একজন দার্শনিক, সাহিত্যিক ও প্রকৌশলী ছিলেন। তিনি দর্শন বিষয়ে 'ইহ্'য়াউ'ল-হা'ক্'ক' নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। তুগান শাহ্-এর প্রশংসাকারী কবি 'ইমাদ যাওযানী (মৃ. ৫৮১ হি.), তাকাশ খাওয়ারিয্ম শাহ্ (মৃ. ৫৯৬ হি.) এবং ইন্ডিয়া অফিসে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিসমূহের তালিকা, নং ৯৩১-এর ভূমিকা লেখক-ইঁহারা সকলেই সায়্যিদ আশ্রাফ হ'াসান-এর ছাত্র ছিলেন।

কবি আশরাফ হ'াসান-এর প্রাচীনতম ক'াসীদার রচনাকাল হইতেছে ৫০০/১১০৬ সন। উক্ত ক'াসীদা তিনি স'াদ্রুদ্দীন, মুহ'াম্মাদ ইব্ন ফাখরু'ল-মুল্ক ইব্ন নিজ'ামু'ল-মুল্ক সাল্জূকী সুলত'ানের মন্ত্রী নিযুক্তি উপলক্ষে রচনা করেন।

৫১০/১১১৬ সনে বাহ্রাম শাহ্ গ'ায্নাবীর সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে কবি একটি স্বরচিত ক'াসীদা আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

প্রাচ্যবিদ Raverty-র বর্ণনানুসারে সেই শ্লোকটি বাহ্রাম শাহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত একটি মুদ্রায়ও অংকিত ছিল।

সালজূক' বাদশাহ্ মালিক আরসালানের পরাজয়ের সুযোগে ৫১২/১১১৯ সনে যখন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা মুহ'াম্মাদ আবূ হ'ালীম মালিক আর্সালানের ভ্রাতা বাহ্রাম শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন কবি আশ্রাফ হ'াসান গযনীতে ছিলেন। বাহ্রাম শাহ্ মুহ'াম্মাদ আবূ হ'ালীমকে পরাজিত করেন এবং তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া পূর্ব পদে বহাল রাখেন।

মুহ'াম্মাদ আবূ হ'ালীম নাগোর (সাওয়ালিক) নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং ৫১৩ হি. পুনরায় নিজেকে স্বাধীন শাসনকর্তা বলিয়া ঘোষণা করেন। বাহ্রাম শাহ্ তাঁহাকে দমন করিবার উদ্দেশে পুনরায় বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন। এই সময়ে কবি আশ্রাফ হ'াসানও তাঁহার সহিত ছিলেন।

৫১৩ হি. মুহ'াম্মাদ আবূ হ'ালীম-এর পরাজিত ও নিহত হইবার পর হু'সায়ন ইব্রাহীম 'আলাবী পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। যুদ্ধ হইতে বাহ্রাম শাহের গযনীতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার (সৎ?) মাতা ইনতিকাল করেন।

অতঃপর কিছুকাল অতিবাহিত হইলে কবি গযনী ত্যাগ করিয়া খুরাসানে সুলত'ান সান্জার-এর দরবারে রওয়ানা হন।

আবূ তা'হির সা'দ ইব্‌ন 'আলী কু'ম্মী সুলতান সান্‌জারের মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় ৫১৫/১১২১ সনে কবি একটি তারজী'বান্দ কবিতা রচনা করেন। ২৫ মুহা'র্‌রাম, ৫১৬/৫ এপ্রিল, ১১২২ সনে মন্ত্রী আবূ তা'হির সা'দ ইব্‌ন 'আলী কু'ম্মী ইনতিকাল করিলে তু'গ'রিল তুগা'ন বেগ তদস্থলে মন্ত্রী নিযুক্ত হন। অতঃপর ৫২৬ হি. আবু'ল-কা'সিম নাসি'র ইব্‌ন হু'সায়ন-সুলতা'ন সান্‌জারের মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে কবি আর একটি কা'সীদা রচনা করেন।

আলোচ্য যুগে কবি আশ্‌রাফ হা'সান আরও অনেকের প্রশংসা বর্ণনা করিয়া কা'সীদা রচনা করেন। তিনি খুরাসন প্রদেশের নাকী'বু'ন-নুকা'বা' সায়্যিদ-ই আজাল্ল যু'খরুদ্দীন আবু'ল-কা'সিম যায়দ ইব্‌ন হা'সান এবং তাঁহার ভ্রাতার প্রশংসায় কা'সীদা রচনা করেন। তিনি রায়্ শহরের মাজদুদ্দীন আবু'ল-হা'সান ইমরানী নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির 'আযীযুদ্দীন 'আবদু'স-সা'মাদ তু'গ'রাঈর, ইস্‌ফাহানের 'আলী ইব্‌ন 'উছ'মান প্রমুখ ব্যক্তির প্রশংসায়ও কা'সীদা রচনা করেন। অতঃপর তিনি ৫৪০ হি. তাজুদ্দীন আবূ তা'লিব ইব্‌ন দারাস্ত শারাযীর মাধ্যমে, যিনি বু যাবিহ-এর সহায়তায় মাসঊদ ইব্‌ন মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন মালিক শাহ্-এর মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সুলতা'ন মাস'ঊদ-এর দরবারে পৌঁছিবার জন্য আবেদন জানান।

কবি আশ্‌রাফ হা'সান বাগদাদে গিয়া হা'দীকা'-ই সানাঈ-তে উল্লিখিত বুরহানুদ্দীন আবু'ল-হা'সান 'আলী ইব্‌ন নাসি'র গা'য্‌নাবী-র প্রশংসায়ও কা'সীদা রচনা করেন। অতঃপর তিনি গযনীতে প্রত্যাবর্তন করেন। সম্ভবত বাহ্‌রাম শাহ্ তথায় তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। গযনীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর কবি তথায় একাধিক ব্যক্তির প্রশংসায় কা'সীদা রচনা করেন। অতঃপর ৫৪৩/১১৪৮ সনে যখন সায়ফুদ্দীন সূরী গযনী অধিকার করেন এবং বাহ্‌রাম শাহ্ তথা হইতে পলায়ন করেন, তখন কবি সায়ফুদ্দীন সূরীর প্রশংসায়ও কা'সীদা রচনা করেন, কিন্তু অচিরেই যখন ৫৪৪/১১৪৯ সনে বাহ্‌রাম শাহ্ গযনী পুনরাধিকার করেন তখন কবি তাঁহার প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন।

এতদ্‌সহ কবি সূরী সম্রাটদের সহিত সম্পৃক্ত হওয়ার অপরাধের জন্য বাহ্‌রাম শাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সম্ভবত অতি কষ্টে বাদশাহ্-র অন্তর হইতে কবির প্রতি তাঁহার রোষ ও বিরাগ দূর হইল। অতঃপর যখন কবির বাণী ও উপদেশ শুনিবার জন্য জনগণ তাঁহার নিকট সমবেত হইতে লাগিল, কোনও কোনও ঐতিহাসিকের বর্ণনানুসারে তখন বাদশাহ্ বাহ্‌রাম তাঁহার নিকট দুইখানা তরবারি ও একখানা খাপ পাঠাইয়াছিলেন (ইহা দ্বারা বাদশাহ্ তাঁহাকে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেন যে, একখানা খাপের মধ্যে দুইখানা তরবারি রাখা যায় না)। ইহাতে কবি গযনী ত্যাগ করিয়া হিজায-এর পথে রওয়ানা হইলেন।

বায়হাকী তাঁহার লুবাবু'ল-আল্‌বাব গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "৫৪৪ হি. সালে যখন সায়্যিদ হাসান (কবি আশ্‌রাফ হা'সান) পবিত্র হা'জ্জ পালন করিবার উদ্দেশে পবিত্র মক্কায় যাইতেছিলেন, তখন নীশাপুরে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাত ঘটিয়াছিল।" খুব সম্ভব ৫৪৫ হি. কবি পবিত্র হা'জ্জ পালন করিবার পর পবিত্র মদীনায় পৌঁছিয়া তথায় অবস্থানকালে একটি তারজীবান্দ কবিতা রচনা করেন। পবিত্র মদীনা হইতে কবি সম্ভবত বায়তু'ল-মাক'দিসও গিয়াছিলেন। বায়তু'ল-মাক'দিস সফরশেষে কবি ইরাক পৌঁছিলেন। কিন্তু বাগদাদের সুল্‌তা'ন মাস'ঊদ ইব্‌ন মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন মালিক শাহ্ তৎপূর্বেই ৫৪৭ হি. ইনতিকাল করিয়াছিলেন। এইজন্য কবি তাঁহার শোকে মার্ছি'য়া রচনা করিয়াছিলেন। সুলতা'ন মাস'ঊদ-এর ইনতিকালের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক শাহ্ ইব্‌ন মাহ্‌মূদ ইব্‌ন মালিক শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই উপলক্ষে কবি তাঁহার প্রশংসায় একটি তারজীবান্দ কবিতা রচনা করেন।

ইরাকে অবস্থানকালে কবি সেখান হইতে সুলতা'ন সান্‌জার-এর প্রশংসায় একটি কা'সীদা রচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু গু'য-এর গোলযোগ এবং সুল্‌তা'ন সান্‌জার-এর গ্রেফ্‌তার (জুমাদা'ল-উলা ৫৪৮/আগস্ট ১১৫৩)-এর ঘটনায় কবি খাওয়ারিয্‌ম চলিয়া যান এবং সেইখানে আত্‌সিয (মৃ. ৫৫১/১১৫৬)-এর প্রশংসায় কা'সীদা রচনা করেন। তবে কবি তথায় বেশী দিন থাকিতে পারেন নাই। সুল্‌তা'ন সান্‌জারের ইনতিকালের (৫৫২ হি.) পর যখন মুহা'ম্মাদ খান বগরা খানী সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন কবি তাঁহার প্রশংসায় একটি কা'সীদা রচনা করেন। কবি তাঁহার মুলাম্মা-ই মাহ্‌জূব কাব্যে সুল্‌তা'ন সান্‌জারের প্রশংসায় অন্য দুইটি কা'সীদা রচনা করিয়াছেন। অতঃপর কবি হামাদানে অবস্থানকালে সুলায়মান সালজূকী'র সিংহাসনারোহণ (১২ রাবীউল-আওওয়াল ৫৫৫ হি.) উপলক্ষে একটি কা'সীদা রচনা করেন। কবির দীওয়ান (ইন্ডিয়া অফিসে রক্ষিত, পাণ্ডুলিপি নং ৯৩১)-এর ভূমিকায় তাঁহার ছাত্র লিখিয়াছেন ঃ ইনতিকালের সময়ে আমার উস্‌তাদ সায়্যিদ হা'সান ওসিয়াত করিয়া যান, 'আমার 'আরবী ও ফারসী কবিতাবলী এবং বিভিন্ন রচনা যেন... আবুল কা'সিম মাহ্‌মূদ ইব্‌ন মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন বুগ'রা খান য়ামীন আমীরি'ল-মু'মিনীন আল্লাহ্ তাঁহার রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী করুন-এর নামে সংকলিত করা হয়।" অর্থাৎ কবির ছাত্র আমীরু'ল-মু'মিনীন মাহ্‌মূদ খান (মৃ. ৫৫৭ হি.)-এর জীবদ্দশায়ই উল্লিখিত ভূমিকা লিখিয়াছিলেন এবং কবি তখন জীবিত ছিলেন না। ৫৫৫ হি. সুলায়মান সাল্‌জূকী'র প্রশংসায় কবি সায়্যিদ হা'সান কা'সীদা রচনা করিয়াছিলেন। অতএব স্পষ্টত মনে হয় যে, ৫৫৫ হি.-এর পর এবং ৫৫৭ হি. পূর্বে অর্থাৎ ৫৫৬/১১৬১ সালে কবি সায়্যিদ হা'সান ইনতিকাল করিয়াছিলেন। ৫৫৬ হি. মৃত্যুর সঠিক সন বলিয়া মনে হয়। কেননা মাজ্‌মা'উ'ল-ফুস'াহা', মির্‌আতু'ল-খিয়াল প্রভৃতি গ্রন্থে কবির ইনতিকালের সন ৫৬৫ হি. বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবত উহা ৫৫৬-এরই ভুল সংখ্যা।

কবির মাযার জুওয়ায়ন-এর অন্তর্গত আযাদওয়ার নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদে অবস্থিত ছিল। কিন্তু গযনীতে এইরূপ একটি কথা প্রচলিত আছে, পরবর্তী কালে কোনও এক সময়ে কবির লাশ গযনীতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। এই কারণে বর্তমানে উভয় স্থানে তাঁহার কবর বিদ্যমান রহিয়াছে।

অভিধান গ্রন্থসমূহে শব্দার্থের বর্ণনায় প্রমাণস্বরূপ কবি আশরাফ হাসান-এর রচনা হইতে উদ্ধৃতিসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে। কবির সমসাময়িক একাধিক কবি তাঁহার প্রশংসায় কবিতা রচনা করিয়াছেন। রুহা'নী গা'য্‌নাবী, ফালাকী শিরওয়ানী, শারাফুদ্দীন মুহা'ম্মদ শাফরুহ ইস'ফাহানী, ইমাদি শাহ্‌র রাবীনাজীবুদ্দীন জারবাদকানী প্রমুখ কবিগণও উহার অনুকরণে কা'সীদা রচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জ ঃ (১) দীওয়ান-ই হা'সান, (ইন্ডিয়া অফিসে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি নং ৯৩১); (২) ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, পরিশিষ্ট, লাহোর (আগস্ট ১৯৪৮-মে ১৯৫১ খৃ.); (৩) Islamic Culture, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য (জানুয়ারী, এপ্রিল ও জুলাই ১৯৪৯ খৃ.);

(৪) লুবাবুল আলবাব; (৫) হ'াদীক'াই সানা'ঈ; (৬) তারীখ-ই বায়হাক; (৭) তাবাক'াত-ই নাসি'রী, সম্পা. Raverty; (৮) আছ'ারু'ল-উযারা; (৯) হ'াবীবু'স-সিয়ার।

গু'লাম মুসত'াফা খান (দা.মা.ই.)/মু. মাজহারুল হক

আশরাফ হোসেন (اشراف حسين) ঃ (১৮৯৮-১৯৬৫ খৃ.) ১৮৯৮ খৃ. মৌলভীবাজারের ভানুগাছ এলাকার রহিমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মুনশী জাওয়াদ উল্লাহ এবং মাতার নাম সৈয়দা সাকিরা বানু। মুনশী জাওয়াদ উল্লাহ ছিলেন ইংরাজী শিক্ষা ও বিজাতীয় সংস্কৃতির ঘোর বিরোধী। এজন্য তাহার পিতা তাহাকে বাল্যকালে খারিজী মাদরাসায় ভর্তি করেন। মাদরাসায় তিনি আকাইদ ও ফিক'হ বিষয়ে কিছু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। খারিজী মাদরাসায় শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দূ। কিন্তু বাংলা ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার প্রতি তাঁহার অদম্য আগ্রহ ছিল। ফলে তাঁহার বিদুষী মাতার সহযোগিতায় তিনি স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১২ বৎসর। তিনি তিন বৎসরকাল বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ পান। তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যয়ন সমাপ্তির পর প্রধানত পিতার বৈরীভাবের কারণে তাঁহার পড়াশুনা বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান পিপাসা ছিল অদম্য। গ্রামের জনসাধারণের নিকট হইতে পুরাতন পত্রিকা, পুথি-পুস্তক যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিতেন তাহাই পড়িয়া ফেলিতেন। ক্রমে ক্রমে বাংলা ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট বুৎপত্তি জন্মে। তিনি নিরলস প্রচেষ্টায় নিজ খরচে স্বগ্রামে একটি পাঠশালা স্থাপন করেন এবং এই পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেন। কিছু দিন যাবৎ অভাব-অনটনের মধ্যে পাঠশালাটি পরিচালনার পর তিনি উহার জন্য সরকারী সাহায্য লাভে সক্ষম হন। তিনি ১৯২২ খৃ. শিলচর নর্মাল স্কুল হইতে "গুরু ট্রেনিং" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ত্রিপুরা রাজ্যে ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে রাজা বিজয় মানিক্য রাজত্ব করিতেন। সেই সময় তরফ নাসি'রূদ্দীনের বংশধরগণের শাসনাধীন ছিল। মাহ'বূব 'আলম বাখশী নামক এক ভাগ্যান্বেষী পুরুষ সেই সময় দিল্লী হইতে ভানুগাছে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তিনি মহারাজ বিজয় মানিক্যের নিকট হইতে জায়গীর লাভ করেন। আশরাফ হোসেন ছিলেন উক্ত বাখশী সাহেবের চতুর্দশ অধস্তন পুরুষ।

আশরাফ হোসেন বেতন বাবদ যে সামান্য টাকা পয়সা পাইতেন তদ্দারা পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদি খরিদ করিয়া নিজ গৃহে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করেন। ক্রমে ক্রমে এই লাইব্রেরী একটি বিরাট পাঠাগারে পরিণত হইলে জনগণের মধ্যে বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি নৈশ বিদ্যালয় ও টিপসহি নিবারণ সমিতি স্থাপন করেন।

তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল তাঁহার এলাকায় শিক্ষার ব্যাপক প্রসার নিশ্চিত করা। তিনি আজীবন অশিক্ষা ও কুশিক্ষার বিরুদ্ধে জিহাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার ছাত্রগণকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তাহাদেরকে উচ্চ শিক্ষার জন্য উৎসাহ দিতেন। নারী শিক্ষার প্রতিও তিনি বিশেষ সহনুভূতিশীল ছিলেন। তিনি স্বগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল লুপ্ত অবহেলিত পল্লী সাহিত্যের উদ্ধার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। পল্লী সাহিত্য বিষয়ে তিনি প্রায় আশিখানা পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। সেইগুলির মধ্যে 'শান্তি কন্যার বারমাসী', 'হীরাধন বানিয়ার গীত', 'ধনাই সাধুর গীত', 'লীলাইর বারমাসী', 'পলক জালুয়ার গীত', 'কটু মিয়ার গীত', 'ঘাটু সঙ্গীত', 'রাধারমণ সঙ্গীত', 'সোনাবারইর গীত', 'আলী আমজাদ খাঁর গীত', মধুমালার গীত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সংগৃহীত পুথিগুলির মধ্যে ত্রিশটির অধিক মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার সংগৃহীত অসংখ্য গান, ছড়া, লাছাড়ী, দিঠান প্রভৃতি আল-ইসলাহ ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি প্রাইমারী পাঠশালা ও মক্তবের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী অনেক পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'শাহ জালালের কেচ্ছা', 'বেকারের ভাতা', 'সিলেটের ইতিহাস', 'সিলেটি নাগরী সাহিত্যের ইতিহাস' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সিলেটী নাগরি চর্চায় তাঁহার অবদান ছিল। তিনি মুসলিম লীগ সমর্থক ছিলেন। সিলেটের গণভোটে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাকিস্তানের পুঁথি ও সঙ্গীত নামে তিনি একটি গ্রন্থও রচনা করেন। ১৯৩৫ খৃ. বহরমপুর সাহিত্য মহামণ্ডল কর্তৃক তিনি "পুরাতত্ত্ববিদ" উপাধিতে ভূষিত হন। বঙ্গ সাহিত্যের উপাধি পরীক্ষায় তিনি ১৯৫২ খৃ. সাহিত্যরত্ন ও কাব্যবিনোদ উপাধি লাভ করেন। তাঁহার সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ আসাম সরকার ও পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাঁহাকে সাহিত্য ভাতা মঞ্জুর করেন। বাংলা একাডেমী হইতেও তিনি অর্থ সাহায্য লাভ করেন।

সাহিত্য সেবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সেবাতেও তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। সমাজ সেবার উদ্দেশে তিনি যে কয়টি সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন সেইগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ

১। খাদেমুল ইসলাম সমিতি
২। কার্যকরী কৃষি সমিতি
৩। বিশ্ব মুসলিম পরিষদ
৪। কোহিনূর সাহিত্য সংঘ
৫। মুজাফফার স্মৃতি পাঠাগার

সমাজের রোগব্যাধি ও অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের জন্য তিনি পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য নিবন্ধ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁহার শক্তিশালী কলম প্রতিটি অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও দৃপ্তকণ্ঠ ছিল। তৎকালে আদালতের শমনে তুমি তোমাকে প্রভৃতি লিখিয়া প্রতিপক্ষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হইত। আশরাফ হোসেনের কলম এই অশিষ্টাচারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। ফলে ১৯২৭ খৃ. মাননীয় হাই কোর্টের আদেশে শাসনের ভাষায় "তুমি" ও "তোমাকে" স্থলে "আপনি" ও "আপনাকে" শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপিত হয়।

তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, প্রিয়ভাষী ও অমায়িক। তাঁহার বিনয়-নম্র ব্যবহারে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতেন। গ্রামীণ সমাজের কলহ-কোন্দল মীমাংসার ব্যাপারে তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহার হস্তক্ষেপে সব রকম দলাদলি কোন্দলের মীমাংসা সহজ হইয়া যাইত। তাঁহার উপদেশে ও প্রভাবে গ্রামবাসিগণ মামলা-মোকদ্দামার ঝক্কি- ঝামেলা হইতে দূরে থাকিত।

তিনি হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসাও করিতেন। দরিদ্র রোগীরা সর্বদাই তাঁহার নিকট হইতে অল্প মূল্যে কিংবা বিনা মূল্যে ঔষধপত্র লাভ করিয়াছে। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে কোয়েটার ভূমিকম্প প্রপীড়িতগণকে সাহায্যের জন্য আশরাফ হোসেন অর্থ সংগ্রহ করেন এবং তাহা যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেন। ২৪ জানুয়ারী, ১৯৬৫ খৃ. এই সংগ্রামী পুরুষ ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফজলুর রহমান, সিলেটের এক শত একজন, কবির খাঁ কর্তৃক সিলেট হইতে প্রকাশিত ১৪০১ বঙ্গাব্দ, ১৯৯৪ খৃ., পৃ. ২৫৯-৬২;

(২) হারুন আকবর সম্পা., আশরাফ হোসেন স্মারক গ্রন্থ ১৯৯৫ খৃ.; (৩) মাহফুজুর রহমান, আশরাফ হোসেন, ঢাকা ২০০২ খৃ.।

মুহম্মদ ইলাহি বখশ

আশ্‌রাফিয়্যা (اشرفية) ঃ দরবেশগণের একটি তারীকা (Ohsson-এর মতে) 'আবদুল্লাহ আশ্‌রাফ (Eshref) রুমীর নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে, যিনি ৮৯৯/১৪৯৩ সালে চীন ইয্‌নীক (Cin Iznik)-এ ইনতিকাল করেন।

(E.I.[2]) আবদুল ওয়াহ্‌হাব লাবীব

আশ্‌রাফী (দ্র. সিক্‌কা)

আশ্‌রাফী মহল (اشرفى محل) ঃ মালব বা মালওয়ার খাল্‌জী সুলত়ান ১ম মাহ্‌মূদ (১৪৩৬-৬৯) কর্তৃক রাজধানী মানডু-তে নির্মিত প্রাসাদ; মানডু-র বিখ্যাত জামে মসজিদের (নির্মিত ১৪৫৪ খৃ.) বিপরীত দিকে, সোপানশ্রেণী বাহিয়া প্রবেশ করিতে হয়। স্থানীয় পূর্ববর্তী গোরী স্থাপত্য হইতে পরিবর্তনের স্মারক; সাংগঠনিক দৃঢ়তা অপেক্ষা শিল্প-সৌকর্যে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হয়, তাই এখন ধ্বংসোন্মুখ। ৩২০ বর্গইঞ্চি পরিমাণ স্থানে ৩টি ভিন্ন সৌধের সমাবেশ ঃ (১) প্রথমটি আয়তাকার প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে নির্মিত কক্ষশ্রেণী সম্বলিত মাদ্‌রাসা ভবন, প্রতি কোণে মিনার; কয়েকটি কক্ষের ছাদ পিরামিড সদৃশ অদ্ভুত রকমের আকর্ষণীয় খিলানে নির্মিত। (২) আনু. ১৪৫০-এ মাদ্‌রাসার অংশবিশেষকে পুনর্গঠিত করিয়া এবং প্রাঙ্গণে ২৭' উচ্চ পোস্তায় পরিপূর্ণ করিয়া রাজকীয় সমাধিভবন নির্মিত হয়। মাদ্‌রাসার সম্মুখ হইতে দীর্ঘ সোপানশ্রেণী দ্বারা ইহার প্রবেশ পথ প্রস্তুত হয়; ইহার অপরূপ সৌন্দর্য সত্ত্বেও ইহার গঠন মযবুত নহে বলিয়া এখন প্রায় বিধ্বস্ত। (৩) ১৪৪৩-এ নির্মিত বিজয়স্তম্ভ, চিতোরের রানাকে পরাজিত করিবার বিজয়স্মারক; সৌন্দর্যে ইহা মানডু-র শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-নিদর্শন ছিল; এখন ভগ্নদশায় পতিত।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৫৭

আশ্‌রাফুদ্দীন গীলানী (اشرف الدين غيلانى) ঃ পারস্য দেশীয় কবি ও সাংবাদিক, রাশ্‌ত্‌-এ ১৮৭১ খৃ. জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষা কাযবীনে সমাপ্ত করেন এবং ১৮৮৩ হইতে ১৮৮৮ খৃ. পর্যন্ত নাজাফে ধর্মতত্ত্বের ছাত্র ছিলেন। রাশ্‌তে প্রত্যাবর্তন করিয়া একজন পত্রলেখক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করিতে থাকেন। ১৯০৬ খৃস্টাব্দের বিপ্লব পর্যন্ত এইরূপ চলিতে থাকে, ঐ সময় তিনি নাসীম-ই শিমাল (যে নাম তিনি কোন কোন সময় নিজের কবিনাম হিসাবেও ব্যবহার করিয়াছেন) নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০৮ খৃ. মুহ়াম্মাদ 'আলী শাহ্‌-এর প্রতিবিপ্লবের পর এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী বৎসরগুলিতে সংবিধান সমর্থক বাহিনীর সাফল্যজনকভাবে তেহরান অধিকারের সময় আশ্‌রাফ তাহাদের সঙ্গী হন এবং সেখানে পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশ করেন। যদিও তিনি রিদা খানের প্রশংসা করিতেন, কিন্তু তবুও ১৯২৫ খৃ. শেষোক্তজনের সিংহাসন আরোহণের পর তিনি রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং সাহিত্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন, যেগুলির বেশীর ভাগ নাসীম-ই শিমাল পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি পদ্য ও গদ্যে একট উপন্যাস এবং ইতিহাস ও দর্শনের উপর কিছু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তিনি দারিদ্র্য ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের শিকার হইয়া ১৯৩৪ খৃ. ইনতিকাল করেন।

আশ্‌রাফের কাব্য প্রতিভা যদিও তাঁহার সমসাময়িক কোন কোন কবির সমপর্যায়ের ছিল না, কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন কথ্য ভাষার প্রচলিত শব্দাবলী ও রীতি প্রয়োগের একজন প্রভাবশালী স্রষ্টা। তিনি সাংবিধানিকতা ও নারী মুক্তিসহ সামাজিক সংস্কারের একজন ঘোর সমর্থক ছিলেন, আর ছিলেন অত্যুৎসাহী দেশপ্রেমিক, যিনি প্রায়ই পারস্যের মহান অতীতের উদাহরণ উল্লেখ করিতেন। নাসীম-ই শিমাল তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকাসমূহের অন্যতম বলিয়া বিবেচিত হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আশ্‌রাফের কবিতাসমূহ নিম্নোক্ত গ্রন্থ দুইটিতে সংগৃহীত আছে ঃ বাগ-ই বিহিশ্‌ত, তেহরান ১৯১৯ খৃ., এবং জিল্‌দ্‌-ই দুওয়াম-ই নাসীম-ই শিমাল, বোম্বে ১৯২৭ খৃ., জীবন-বৃত্তান্তের জন্য দ্র. (২) E. G. Browne, Press and Poetry of modern Persia, Cambridge ১৯১৪ খৃ., পৃ. ১৮২-২০০; (৩) মুহ়াম্মাদ ইস্‌হাক, সুখানওয়ারান-ই ঈরান দার' আস্‌র-ই হাদির, ১খ., কলিকাতা ১৯৩৩ খৃ., ১৪৬-৭০; (৪) ঐ লেখক, Modern Persian Poetry, কলিকাতা ১৯৪৩ খৃ., স্থা.; (৫) সায়্যিদ মুহ়াম্মাদ বাকির বুরকা'ঈ, সুখানওয়ারান-ই নামী-য়ি মু'আসির, ২খ., তেহরান ১৯৫১ খৃ., ২৫০-৫; (৬) মুহ়াম্মাদ সাদ্‌র হাশিমী, তারীখ-ই জারা'ইদ ওয়া মাজাল্লাত-ই ঈরান, ৪খ., তেহরান ১৯৫৩ খৃ., ২৯৫-৯; (৭) Bozorg Alavi, Geschichte und Entwicklung der modernen Persischen Literatur, বার্লিন ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৫১-৫।

L. P. Elwell-Sutton (E.I.[2] Suppl.)/মু. আবদুল মান্নান

আশ্‌রাফু'ল-মালিক (দ্র. আয়্যূবীগণ)

আল-'আশ্‌শাব (العشاب) ঃ 'আ., গুল্ম সংগ্রহকারী অথবা বিক্রেতা; 'আরবী শব্দ 'উশ্‌ব হইতে গঠিত, অর্থ টাটকা বর্ষজীবী গুল্ম, যাহা পরবর্তী কালে শুকাইয়া যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রে শব্দটি প্রধানত একটিমাত্র উপাদানে প্রস্তুত ঔষধকে বুঝায়। ফলে আল-'আশ্‌শাব-এর অর্থ ভেষজ গুল্ম বিক্রেতা অথবা বিশেষজ্ঞ। অনুরূপভাবে উদাহরণস্বরূপ, বিখ্যাত চিকিৎসক 'ইব্‌নু'স-সুওয়ায়দী (মৃ. ৬৯০/১২৯১) আয়া সোফিয়ার পাণ্ডুলিপি নং ৩৭১১-এর শিরোনাম পৃষ্ঠার উপর তাঁহার স্বহস্ত লিখিত, তন্মধ্যে তাঁহার শিক্ষক, খ্যাতনামা ভেষজ বিজ্ঞানী ইব্‌নু'ল-বায়তার (দ্র.)-কে আল-আশাবুল-মালাকী, 'মালাগার ভেষজবিশারদ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ্য যে, আশ-শাজ্জার (الشجار) শব্দটি যাহা অধিকাংশ অভিধানে পাওয়া যায় না, যাহার অর্থ উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ অথবা উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, 'শাজার' শব্দ হইতে গঠিত হইয়াছে, যাহা গাছ, ঝোঁপঝাড়, গুল্ম অথবা যে কোন শক্ত কাণ্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদকে এবং সাধরণভাবে সমস্ত উদ্ভিদকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

M. Meyerhof (E.I.[2])/আবদুল ওয়াহ্‌হাব লাবীব

আশ্‌হুরী, (সায়্যিদ) আমজাদ 'আলী' (اشهرى سيد امجد على) ঃ ১৮৫২-১৯১০, কবিনাম আশ্‌হুরী, উচ্চ শ্রেণীর উর্দূ সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার। দীর্ঘ বাইশ বৎসর ভূপালে চাকুরী করেন। তথায় দাবীরু'ল-মুল্‌ক নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৮১ খৃ.)।

ভূপাল হইতে চলিয়া আসার পর লাহোরে পয়সা আখবার নামক পত্রিকার অফিসে কাজ করেন (১৯০৩-৫)। রচনাবলী ঃ হাদীকা-ই শাহজাহানী, গুলদাস্তা-ই সুলতানী, তারানা-ই মা'রিফাত, এশিয়াঈ শা'ইর, গুলাতু'ল-খাওয়াতীন, মুরাক্কা-ই তাজ পুশী, হায়াত-ই নূর জাহা, তারীখ-ই উর্দূ ইত্যাদি।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৫৭

আল-আ'শা (الأعشى) ঃ আবূ বুসায়র মায়মূন ইব্ন কায়স ইব্ন জান্দাল, বাক্র ইব্ন ওয়াইল (দ্র.) গোত্রের অন্তর্গত কায়স ইব্ন ছা'লাবা শাখা-গোত্রের বিখ্যাত প্রাচীন আরব কবি। তাঁহার পিতা কায়সকে কাতীলু'ল-জূ'লা হইত। কারণ তিনি এক গুহায় বন্দী হইয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। তিনি রিয়াদের দক্ষিণে মানফূহ মরূদ্যানের দুরনা নামক স্থানে ৫৭০ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন এবং একই স্থানে ৬২৫ খৃ. মারা যান। তিনি চক্ষু রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনে সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে আল-আ'শা (রাতকানা) বলা হইত। জীবনের প্রথম দিকে সম্পদের অন্বেষণে তিনি ঘরের বাহির হন এবং সম্ভবত অনেক বৎসর ব্যবসায়ী হিসাবে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেন। এই সূত্রে তিনি উচ্চ ও নিম্ন মেসোপটেমিয়া (ইরাক), সিরিয়া, দক্ষিণ 'আরব ও অবিসিনিয়া গমন করেন। তিনি যখন অন্ধ হইয়া যান তখন হইতে কবিতা রচনাই তাঁহার জীবিকার অবলম্বন ছিল। কিন্তু তখনও তিনি ভ্রমণ বন্ধ করেন নাই। তিনি হীরার গভর্নর ইয়াস ইব্ন কাবীসা (মৃ. ৬১১ খৃ.)-এর নিকট গমন করেন, কায়স ইব্ন মা'দীকারিবা (আল-আ'শ'আছের পিতা)-এর সহিত সাক্ষাত করিবার উদ্দেশে হাদরামাওত যান এবং য়ামামার একটি গ্রাম 'আল-জাওও'-এর শাসনকর্তা হাওযা ইব্ন 'আলীর সাক্ষাত লাভের আশায় তথায় গমন করেন। তিনি যৌবনের শুরুতেই কবিতা রচনার মাধ্যমে জীবিকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হীরার যুবরাজ আল-আসওয়াদ (বাদশাহ নু'মানের ভ্রাতা)-এর তিনটি যুদ্ধজয়ের প্রশংসায় রচিত তাঁহার প্রথম কাসীদাটি তেমন সফল হয় নাই। কবি রাজনীতির সহিত জড়িত ছিলেন। বাদশাহ নু'মানের পতনের (৫০১ অথবা ৫০২ খৃ.) পর বানূ বাক্র ইরাকের কৃষি-জমির উপর আক্রমণ শুরু করে। এইসব জমি ফুরাত নদীর উপকূলে বিদ্যমান ছিল এবং সেইখানেই আ'শা সম্ভবত শায়বান ইব্ন ছা'লাবার সহিত বসবাস করিতেন। এই শায়বান ইব্ন ছা'লাবা একজন শক্তিধর সরদার ও এলাকার অংশীদার ছিলেন। ঐ এলাকায় বানূ বাক্র বেদুঈন গোত্র কায়স ইব্ন ছা'লাবার সহিত গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিতে গমন করিতেন। একবার যখন ইরানের সম্রাট দ্বিতীয় খুসরাও তাঁহার নিকট যামানত দাবি করিয়াছিলেন, তখন তিনি এক ধৃষ্টতাপূর্ণ জবাব লিখিয়াছিলেন এবং ফুরাত উপত্যকায় মৃত্যু ও ধ্বংসলীলা ছড়াইয়া দিবার হুমকি দিয়াছিলেন। অনুরূপ সাহস লইয়া তিনি শায়বান নেতা কায়স ইব্ন মাস'উদেরও মুখামুখী হইয়াছিলেন, যখন এই কায়স বিরাট চাপে পড়িয়া শাহী দরবারের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন (সংখ্যা ৩৪ ঃ ২৬)। এইভাবে বলা যায়, এই কবি 'যুকার' যুদ্ধে (৬০৫) ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন। ভ্রষ্ট ও বিকৃত শ্লোক ৫, ৩২-৫০ যদি প্রকৃতপক্ষে ইয়াস ইব্ন কাবীসা সম্পর্কিতই হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই বিবর্তনের মূলেও তিনি ক্রিয়াশীল ছিলেন, যাহা 'যুকার'-বিজয়ীদেরকে শীঘ্র আবার ইরানী প্রভাবাধীন করিয়াছিল। নিজ দেশে তিনি সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী যুবরাজ হাওযার (যাহার তিনি অনুগ্রহপ্রাপ্ত ছিলেন)-ও পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন এবং জবরদখলকারী হারিছ ইব্ন ওয়ালাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছিলেন (শ্লোক সংখ্যা ৭, ৪-৬; ৩০)। এই সময়ে তিনি বানূ শায়বান গোত্রকে পরিত্যাগ করিয়া বানূ কায়স ইব্ন ছা'লাবা-র সহিত সম্পর্ক স্থাপন করেন। কেননা তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, বানূ শায়বান তাঁহার গোত্রের অমর্যাদা করিয়াছে (৬ ঃ ৯)। এই কারণে কয়েক বৎসর পর যখন তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহারই স্বদেশে অভিযোগ আনীত হয় এবং তাঁহার প্রভাব বিলুপ্ত হয়, তখন তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হইয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিপক্ষ দল জিহিন্নাম' (কিতাবু'ল-আগানীতে জুহুননাম) নামক জনৈক অখ্যাত নিম্নশ্রেণীর কবিকে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। আ'শা ও জিহিন্নাম উভয়ে মক্কার নিকটে এক মেলায় সম্মুখ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। জিহিন্নাম কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া এক জনতা চাকু ও বর্শা লইয়া আ'শাকে ঘিরিয়া ফেলে, কিন্তু পরক্ষণই তাঁহার কবিতা শুনিয়া তাহারা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যায়। এই কবিতায় আ'শা প্রথমবারের মত তাঁহার হামযাদ (সহচর) জিন্ন মিস্হাল-কে আত্মপ্রকাশের অনুমতি দান করিয়াছিলেন (১৪; ৩৮; ১৫)। পূর্বে একবার তিনি একটি চমৎকার উপস্থিত কবিতার সাহায্যে এক মহাবিপদ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই কবিতাটি ছিল সামাওআল' (দ্র.) সম্পর্কিত। অতঃপর তিনি 'আমের ইব্নুত্-তুফায়ল (দ্র.) ও 'আলকামা ইব্ন 'উলাছা-র পারস্পরিক বিবাদে উহাদের সম্মতি অথবা অসম্মতিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন (১৮ ঃ ৯১)। তাহা ছাড়া তিনি ফাযারা (গাতাফান দ্র.) গোত্রের 'উয়ায়না' ও 'খারিজা'-কে ঐ গোত্রেরই বিখ্যাত সরদার যাব্বান ইব্ন সায়্যার-এর বিরুদ্ধে সহায়তা দান করিয়াছিলেন (২০ ঃ ২৭-৩৭; Oriens, ৭খ., ৩০২)। এই ঘটনা সম্ভবত ৬২০ হইতে ৬২৯ খৃস্টাব্দের শুরুতে সংঘটিত হইয়াছিল। ১ নং, ৬৭, ৩নং ৩২, ৫৪, ৫ নং ৬২-৬৪ ও ১৩, ৬৯ ৩৪, ১৩ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আল-আ'শা খৃস্টান ছিলেন।

কবি হীরায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সেখানে উপাখ্যান ও কবিতার ঐতিহ্য অন্য যে কোন একক গোত্রের তুলনায় ব্যাপকতর ছিল। তাঁহার রীতি অলংকারপূর্ণ এবং কখনও কৃত্রিম (বিশেষ করিয়া ১নং কাসীদায়) ধ্বনির প্রভাব, গম্ভীর ভাবব্যঞ্জক বিদেশী (ফারসী) শব্দের এবং সার্থক প্রভাবপূর্ণ সমাপ্তির উপর তিনি সমধিক জোর দিয়া থাকেন। কখনও কখনও তিনি কাসীদার গতানুগতিক বিষয়বস্তু সাফল্যজনকভাবে উপেক্ষা করিয়া যান। তিনি নানা ধরনের পরোক্ষ উল্লেখ পসন্দ করেন। নগরীর প্রশংসা (১৫, ৩৫-৩৬) এবং গাতাফান সরদারদের স্তুতি (২০,২৭-৩৭) কোনটিকেই কোন দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ বলা যায় না। কিন্তু উহাদের সাহায্যে আল-আ'শা তখন কোথায় অবস্থান করিতেন সেই সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। কেননা সেই পরিস্থিতিতে তাঁহার পক্ষে জন্মভূমি হইতে দূরে অবস্থান করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। অধিকন্তু প্রথম কাসীদাটি জিহিন্নামের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের স্থানটি সনাক্ত করে এবং দ্বিতীয়টি যাব্বানের বিরুদ্ধে আল-আ'শার অগ্রাভিযানের ইচ্ছা প্রকাশ করে। কেননা গাতাফান- সরদারদের গুণ-কীর্তনকালে তিনি যাববানের নাম এড়াইয়া গিয়াছিলেন।

কবির প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁহার সেইসব অজ্ঞাতনামা (খৃস্টান ?) শিষ্য ও কুস্তীলকদের সহিত সীমিত ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহারা আল-আশ'আছের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে আগ্রহী ছিল। তাঁহার দীওয়ানের দ্বিতীয় অংশের প্রায় সবই (নং ৫২-৮২) তাহাদের প্রসঙ্গে

পরিপূর্ণ। যদিও প্রথম অংশেও এমন অনেক কবিতা রহিয়াছে, তবে সেইগুলি ঠিক আল-আ'শার কবিতা কিনা তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

আল-আ'শা ইসলামের সূচনাকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কথিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স')-এর দরবারে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশে রওয়ানা হইয়াছিলেন। কিন্তু কতিপয় লোকের প্ররোচনায় তিনি স্বীয় অভিপ্রায় সেই বৎসররের জন্য স্থগিত রাখেন এবং বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অন্য এক বর্ণনানুযায়ী তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (স')-এর সহিত সাক্ষাত করিবার উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে আবূ সুফ্য়ানের সহিত তাঁহার সাক্ষাত ঘটে। আবূ সুফ্য়ান তাঁহাকে এক শত উট প্রদান করিয়া ফেরত পাঠাইয়া দেন। কেননা তাঁহার আশংকা ছিল, এমন একজন শক্তিমান কবি ইসলাম গ্রহণ করিলে মুসলমানদের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পাইবে। ফিরিবার পথে তিনি য়ামামা-র নিকটবর্তী কোন এক স্থানে উট হইতে পড়িয়া গিয়া মারা যান। কথিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স')-এর প্রশংসায় কিছু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন (দ্র. ইব্ন কু'তায়বা, আশ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা, লাইডেন ১৯০২ খৃ., পৃ. ১৩৫-১৩৬; আল-আগ'ানী, ৮খ., ৭৬-৭৮; সামী বেক, কা'মূসু'ল-আ'লাম, ২খ., ৯৯৫)। এমন কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নাই যে, তিনি খৃস্টান ছিলেন। তাঁহার যেসব শ্লোকের ভিত্তিতে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের 'আক'ীদা এবং অন্যান্য এমন কতিপয় 'আকীদা পাওয়া যায় যাহা 'আরবদের মধ্যে হযরত ইসমা'ঈল (আ)-এর আমল হইতে চলিয়া আসিতেছিল এবং যাহার বহিঃপ্রকাশ অন্যান্য কতিপয় জাহিলী কবির কবিতায়ও ঘটিয়াছে। অবশ্য আল-আগ'ানী, ৮খ., ৭৯-এর একটি বর্ণনানুযায়ী আল-আ'শা ক'াদারী ছিলেন এবং তিনি এই 'আকীদা হ'ীরাস্থ 'ইবাদী খৃস্টানদের নিকট শিখিয়াছিলেন, যাহাদের নিকট হইতে তিনি মদ্য ক্রয় করিতেন। তিনি মদ্যপানে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এবং মদ্যের প্রশংসায় তাঁহার সুন্দর সুন্দর কবিতাও রহিয়াছে। কথিত আছে, তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক দিন পর্যন্ত রসিক যুবকগণ তাঁহার কবরের পাশে বসিয়া মদ্যপানের আসর জমাইত এবং নিজেদের পেয়ালা হইতে কিছু মদ্য তাঁহার কবরের উপর ঢালিয়া দিত (আল-আগ'ানী, ৮খ., ৮৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দীওয়ানু'ল-আ'শা, সম্পা. R. Geyer (Gibb Mem. N. S. vi), লন্ডন ১৯২৮ খৃ.; (২) GAL. G 37; SI 65-67; (৩) মুহ'াম্মাদ ইব্ন সাল্লাম, ত'াবাক'াত, পৃ. ১৮ প.; (৪) Caskel, Oriens, ৭, ৩০২; (৫) ইব্ন কু'তায়বা, আশ-শি'র ওয়া'শ-শু'আরা, সম্পা. de Goeje, লাইডেন ১৯০২ খৃ.; (৬) আল-আগ'ানী, ৮খ.; (৭) সামী বেক, কা'মূসু'ল-আ'লাম, ২খ., ৯৯৫।

W. Caskel (E.I.[2])/ডঃ মুহাম্মাদ ফজলুর রহ্মান

আ'শা হ'াম্দান (اعشى همدان) ঃ প্রকৃত নাম 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন 'আবদিল্লাহ, একজন 'আরব কবি। ইনি ১ম/৭ম শতাব্দীর শেষার্ধে কূফায় বাস করিতেন। কর্মজীবনের প্রথমে তিনি একজন হ'াদীছ'বিদ ও কারী ছিলেন। তিনি ধর্মতত্ত্ববিদ আশ-শা'বীর ভগ্নীকে এবং আশ-শা'বী তাঁহার ভগ্নীকে বিবাহ করেন। পরবর্তী কালে তিনি কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সুযোগমত তিনি য়ামানী গোষ্ঠীর মুখপাত্ররূপেও কাব্য রচনা করিতেন। আল-হ'াজ্জাজ গভর্নর থাকাকালীন যেই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটে, তাহাতে তিনি অংশগ্রহণ করেন। মাকরান অভিযানকালে তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটে বলিয়া মনে হয়। 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্নু'ল-আশ'আছ'-এর অধীনে থাকাকালে তিনি যে ভূমিকা পালন করেন তাহা সুবিদিত। তিনি তুর্কীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং তুর্কীদের হাতে বন্দী হন। কিন্তু জনৈকা তুর্কী মহিলা তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহার সাহায্যে তিনি পালাইয়া আসিতে সমর্থ হন। ইব্নু'ল-আশ'আছ' আল-হ'াজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন আ'শা তাঁহার তীক্ষ্ণধার ভাষায় আল-হ'াজ্জাজের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়া আল-আশ'আছ'-কে সাহায্য করেন। দায়রু'ল-জামাজিম-এ চূড়ান্ত যুদ্ধে ইব্নু'ল-আশ'আছে'র পরাজয় ঘটিলে আশ'আছ' পলায়ন করেন; কিন্তু আল-আশা বন্দী হন এবং তাঁহাকে আল-হ'াজ্জাজ সমীপে লইয়া যাওয়া হয়। তখন আল-হ'াজ্জাজ তাঁহাকে তাঁহার রচিত ব্যঙ্গ কবিতা স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ হ'াজ্জাজ-এর খোশামোদ করিয়া কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না, আল-হ'াজ্জাজের হুকুমে তাঁহাকে সেই মুহূর্তেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় (৮৩/৭০২)।

আ'শা হ'াম্দান রচিত যেই সকল কবিতা আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে, উহাতে তাঁহার দুঃসাহসিকতা ও রাজনৈতিক মনোভাবাদি প্রতিফলিত। মদীনার কবিগোষ্ঠীর আধুনিকতাবাদ দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হন নাই, তাহা সত্ত্বেও তাঁহার রচনাশৈলীর মান যথেষ্ট উন্নত ছিল, আর ইহার প্রমাণ মিলে তাঁহার দলীয় পক্ষ সমর্থনে রচিত কবিতায় এবং প্রণয়মূলক বিষয়ে প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণে রচিত গ'াযালে, এমনকি প্রচলিত বিষয়াদির বর্ণনায় তাঁহার শব্দ চয়ন ও রচনাশৈলী যথেষ্ট আকর্ষণীয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আগানী, ৫খ., ১৪৬ প., ১৬২ প.; (২) মাস'ঊদী, মুরূজ, ৫খ., ৩৫৫ প.; (৩) তাবারী, নির্ঘন্ট; (৪) দীওয়ানু'ল-আ'শা, সম্পা. R. Geyer, লন্ডন ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৩১১-৩৪৫ (৫০ কাসীদা); (৫) Brockelmann, ১খ., ৬২. পরিশিষ্ট ১, ৯৫; (৬) Rescher, Abriss, ১খ., ১৪৯-৫০; (৭) Guido Edler von Goutta, Der Aganiartikel uber `A'sa von Hamdan, Diss. Freiburg, ১খ., 'খ', ১৯১২ খৃ.; ইহাতে আছে আ'শার প্রায় সকল সংরক্ষিত কবিতার অনুবাদ।

A.J. Wensinck-[G. E. Von Grunebaum]
(E.I.[2])/মুহম্মাদ ইলাহি বখশ

আশাশুনি ঃ বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার একটি উপজেলা। আয়তন ৪০২.৩৬ কি. মি. লোকসংখ্যা ২২০৯৫৭ জন। ইহার উত্তরে সাতক্ষীরা ও তালা, পূর্বে খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়রা, দক্ষিণে শ্যাম-নগর, পশ্চিমে দেবহাটা, কালিগঞ্জ ও সাতক্ষীরা সদর উপজেলার অবস্থান। আশাশুনি উপজেলা ২২°২৫ হইতে ২২°৪০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°০৩ হইতে ৮৯°১৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। আশাশুনি থানা ১৮৯৬ খৃ. প্রতিষ্ঠিত। আশাশুনি নামকরণের নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ইহা ধারণা করা হয় যে, সুদূর অতীতে 'আবদু'স-সোবহান নামে একজন বিখ্যাত সাধক বর্তমান থানা সদরে তাঁহার আস্তানা গড়িয়া তোলেন। জনশ্রুতি মতে স্থানীয় জনগণ তাহার নিকট আশার বাণী শুনিবার জন্য আসিত। সাধারণভাবে ধরিয়া লওয়া হয় যে, উক্ত শব্দ হইতে বিবর্তনের মাধ্যমে থানা প্রতিষ্ঠাকালে ইহার নামকরণ করা হয় আশাশুনি।
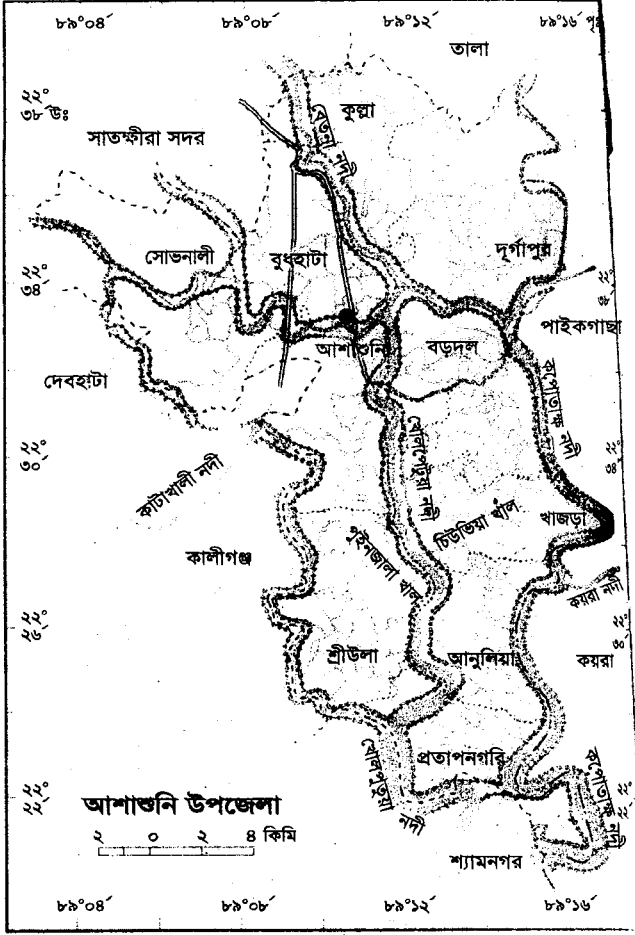
১০টি ইউনিয়ন, ১৪৩টি, মৌজা ও ২৪১টি গ্রামের সমন্বয়ে আশাশুনি উপজেলা গঠিত। আয়তনের দিক দিয়া আশাশুনি সাতক্ষীরা জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম উপজেলা। ২৫.৯৩ বর্গ কি. মি. আয়তনের নদীসহ ইহার মোট আয়তন ৪০২.৩৬ বর্গ কি. মি.। অত্র এলাকাটি অবিভক্ত বাংলার ২৪ পরগনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার (স্থা. ১৮৬১ খৃ.) অধীন ছিল। ১৮৮২ খৃ. খুলনা জেলা গঠিত হইলে সাতক্ষীরা মহকুমার এই এলাকাও খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। আশাশুনি থানা ১৯৮৩ খৃ. উপজেলায় উন্নীত হয়। ১৯৮৪ খৃ. সাতক্ষীরা মহকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করা হইলে ইহা নবগঠিত সাতক্ষীরা জেলার অধীনে আসে। উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২২০৯৫৭ জন (১৯৯১ প. আদমশুমারী), পুরুষ ২১০৬২। গ্রামে বাস করে ২১৩৩৪৬, পুরুষ ১০৬৫৮৭, নারী ১০৬৭৫৯ জন। শহরে বাস করে ৭৬১১, পুরুষ ৪০৩৮, নারী ৩৫৭৩ জন। ১৯৮১ খৃ.মোট জনসংখ্যা ছিল ২০০৫৫১, পুরুষ ১০১৯১৬, নারী ৯৮৬৩৫ জন। জন সংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি. ৫৪৯ জন (১৪২২ জন বর্গমাইলে)। ইউনিয়ন, মৌজা ও গ্রামের গড় জনসংখ্যা যথাক্রমে ২২,০৯৬, ১৫৪৫ ও ৯১৭ জন। জনসংখ্যার ৬৭.৭% মুসলমান, ৩১.৮% হিন্দু, ০.৩৬% খৃস্টান ০.০১% বৌদ্ধ ও ০.১৩%, অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপজেলা গড় শিক্ষার হার ৩০.৩%, পুরুষ ৪১.০%, নারী১৯.৬%। সর্বোচ্চ শিক্ষার হার আশাশুনি ইউনিয়নে ৪৩.০%। সর্বনিম্ন ২০/০৩% আনুলিয়া ইউনিয়নে। উপজেলায় কলেজ ২টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৪টি, মাদরাসা ১৯টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৯টি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৮টি। বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আশাশুনি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (স্থা. ১৯১১ খৃ.), বুধহাটা মাধ্যমিক বিদ্যালয় (স্থা. ১৯৫২ খৃ.) প্রধান। জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশার মধ্যে কৃষি ৩৭.৭৪%, মৎস্য ১.৭৬%, মৎস্য উৎপাদন ২.০২%, শিল্প ২.৮২%, ব্যবসা ১১.৭৯%, নির্মাণ ১.১৬%, চাকুরী ৩.০৩%, অন্যান্য ৮.৮৭%। উপজেলা সদর সাতক্ষীরা হইতে ২০ কি. মি. দক্ষিণ-পূর্বে শোবনালী ও আশাশুনি নদীর মিলনস্থলে অবস্থিত। উপজেলাটি নদী-বহুল। অন্য নদীগুলির মধ্যে কপোতাক্ষ খাল, পেটুয়া, মরিচ্চাপ, মালঞ্চ, বেতনা, কটাখালী ও কয়রা প্রধান। উপজেলায় পাকা রাস্তা ২৫ কি. মি. কাচা রাস্তার দৈর্ঘ্য ২৩৮ কি.মি.। এইখানে পূর্ত বিভাগের একটি বাংলো রহিয়াছে। প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে বুধহাটার বুড়ো পীরের দরগাহ অন্যতম। উপজেলা সদরই শুধু শহর এলাকা হিসাবে পরিগণিত। দুইটি মৌজার সমন্বয়ে গঠিত ইহার আয়তন ৬.৮১ বর্গ কি. মি.। উপজেলার ছয়টি ইউনিয়ন পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচীর অধীনে আসিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bangladesh Population Census 1991, Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka; (২) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২ খৃ., ১খ., পৃ. ২৫৭; (৩) বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার, খুলনা ১৯৯৬ খৃ., পৃ. ৫২৩; (৪) বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৩ খৃ., ১খ., ১ম সং., পৃ. ২৯৮।

মোঃ ইফতেখার উদ্দীন ভূঞা

আ'শার (দ্র. 'উশর)

আল-'আশারাতুল-মুবাশশারা (العشرة المبشرة) ঃ (রা) সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন। ইঁহারা জান্নাতে স্থান পাইবেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইঁহাদেরকে সেই সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে সামান্য মতপার্থক্য থাকিলেও নিম্নোক্তদের নাম সকল তালিকাতেই পাওয়া যায় ঃ (১) আবূ বাক্র (রা); (২) 'উমার (রা) [দ্র.]; (৩) 'উছ্‌মান (রা) (দ্র.); (৪) 'আলী (রা) (দ্র.) (৫) তালহা (রা); (৬) যুবায়র (রা); (৭) 'আবদুর-রাহ্‌মান ইব্ন 'আওফ (রা); (৮) সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা); (৯) সা'ঈদ্ ইব্ন যায়দ্ (রা) এবং (১০) আবূ 'উবায়দা ইবনু'ল-জার্রাহ (রা)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ দাঊদ, সুনান, বাব ৮; (২) আহ্‌মাদ ইব্ন হাম্বাল, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৩; (৩) তিরমিযী, মানাকিব, বাব ২৫; (৪) ইব্ন সা'দ, ৩/১খ., ২৭৯।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ., ৮৪

'আশিক (عاشق) ঃ 'আরবী শব্দ, অর্থ প্রেমিক এবং প্রায়শ তাসাওউফের একটি পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহৃত। আনাতোলীয় ও আযারবায়জানী তুর্কীদের মধ্যে, ৯ম/১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ কিংবা ১০ম/১৬শ শতাব্দী হইতে, এক শ্রেণীর যাযাবর জীবন যাপনকারী ও চিত্ত বিনোদনকারী কবির জনসমাবেশে গান গাহিয়া ও কবিতা আবৃত্তি করিয়া বেড়াইত, তাহাদের সম্পর্কে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ধর্মীয় ও প্রেমের গান, শোক সঙ্গীত এবং বীরত্বপূর্ণ কাহিনী তাহাদের গীত কবিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহারা প্রথমে জনপ্রিয় কবিদের সিল্যাবলে বিভক্ত ছন্দ প্রকরণের অনুকরণ

করে; কিন্তু পরে প্রত্যক্ষভাবে পারস্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত তুর্কী সূফী কবিদের মাধ্যমে ইরানী পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবন্বিত হয়। কোপরুলু প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাহারা একইভাবে জনপ্রিয় কবি, সভাকবি এবং মাদ্রাসা বা ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ধর্মীয় কবি হইতে স্বতন্ত্র এক সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধি এবং ওযান (ozan) নামে পরিচিত পূর্ববর্তী তুর্কী গায়ক-কবিদের উত্তরসুরি। তাহারা বিশেষভাবে খৃস্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে সংখ্যায় অনেক ছিল। তখন আমরা তাহাদেরকে দরবেশ সম্প্রদায়, জানিস্‌সারি (Janissary) বাহিনী এবং সশস্ত্র বাহিনীর অন্যান্য শাখায় দেখিতে পাই। জাওহারী ও 'আশিক 'উমার তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যতিসম্পন্ন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কোপরুলুযাদে মুহ'াম্মাদ ফু'আদ [-M.F. Koprulu], Turk Sazsairlerine ait metinler ve tetkikler, ১-৫, ইস্তাম্বুল ১৯২৯-৩০ খৃ.; (২) ঐ লেখক, Turk Edebiyatinda ilk Mutasawwifiar, ইস্তাম্বুল ১৯১৮ খৃ., পৃ. ৩৯০-২; (৩) M. K. Koprulu, Turk Sazsairleri antolojjsi, ১-২খ., ইস্তাম্বুল ১৯৩৯-৪০ খৃ.; (৪) এম. এফ. কোপরুলুর এই বিষয়ে আরও অসংখ্য লেখা ফুআদ কোপরুলু আরমাগ'ানী, ইস্তাম্বুল ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ২৭-৫০-এ তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে; (৫) জনৈক নব্য তুর্কী সম্পর্কে খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীতে 'আশিক' কবিগণের ধারণার বিবরণের জন্য দ্র. যিয়া পাশার আত্মজীবনী, অনু. Gibb, Ottoman Poetry, ৫খ., ৪৬, ৫১-২; (৬) H. J. van Lennep, Travels in little-known parts of Asia Minor, ১, নিউ ইয়র্ক ১৮৭০ খৃ., ২৫৩-৪-তে মুগ'লা নামক স্থানে 'আশিক কবিদের একটি প্রতিযোগিতার বিবরণ আছে। আরও দ্র. (৭) H. Ritter, Orientalia, ১খ., ইস্তাম্বুল ১৯৩৩ খৃ., ৩ প. (Der Sangerwettstreit)।

B. Lowis (E.I.²) / মু. আবদুল মান্নান

'আশেক' ('আশিক') ইলাহি বুলন্দশহরী (عاشق الهى بلند شهرى) ঃ [মুফতী] জ. ভারতের বুলন্দশহরের বস্তী নামক মহল্লায় ১৩৪৩ হি. ১৯২৪ খৃ, পিতা মুহ'াম্মাদ সি'দ্দীক' রাজপুত গোত্রভুক্ত। আশেক ইলাহীর পিতার মামা সূফী মুহ'াম্মাদ ইসমায়ল ছিলেন মাওলানা রাশীদ আহ'মাদ গঙ্গোহীর মুরীদ। সেই কারণে তাঁহাদের পরিবারে পরহেযগারী ছিল। তাঁহার বয়স যখন মাত্র পাঁচ বৎসর তখন তাঁহার পিতা ইনতিকাল করেন।

স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত জামে মসজিদে মাওলানা ক'ারী মুহ'াম্মাদ স'াদিকে'র কাছে তিনি মাত্র ছয় মাসে আল-কু'রআন হি'ফ্য করেন। আর তাঁহার কাছেই নাহু-সরফ শিক্ষালাভ করেন। হি'ফ্য করার সময় যাহা মুখস্থ করিতেন, তাহাজ্জুদ নামাযের সময় তাহা তিনি উসতাদকে পড়িয়া শুনাইতেন। ইহার পর তিনি হ'াসান ক'াদেরিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেইখানে তিনি ইলমে নাহুর কিতাবাদি পড়াশুনা করেন। অতঃপর মুরাদাবাদ ইমদাদিয়া মাদরাসায় দুই বৎসর উসূ'লে ফিক'হ, আরবী সাহিত্য ও মানতিক বিষয়ক কিতাবাদি অধ্যয়ন করেন। ১৩৫৭ হি. সনে শুরু করিয়া তিনি আলীগড় মাদরাসা খালাফায় দুই বৎসর কাল 'আকা'ইদ, ফিক'হ ও বালাগ'াত শিক্ষালাভ করেন।

১৩৬০ হিজরীর শাওয়াল মাসে মুফতী আশেক ইলাহী (র) বিখ্যাত সাহারানপুর মাজাহিরুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। সেইখানে তিন বৎসর আল-কু'রআনের তাফসীর, হ'াদীছ, উসূ'লে ফিকহ ও আরবী সাহিত্যের অনেক কিতাব অধ্যয়ন করেন। তৃতীয় বৎসর দাওরায়ে হাদীছ শ্রেণীর গ্রন্থাদিও অধ্যয়ন করেন। শায়খুল হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া (র), মাওলানা হায়াত সাম্ভলী (র), ফকীহুল উম্মত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মাদ শাফী (র), আল্লামা শায়খ মুহ'াম্মাদ ইয়াসীন ইবন ঈসা মাক্কী শাফি'ঈ (র) প্রমুখের নিকট হইতে তিনি হ'াদীছে পাণ্ডিত্যের সনদ লাভ করেন।

সাহারানপুর মাজাহিরুল উলুম মাদরাসায় তাঁহার শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে দিল্লীতে আট বৎসর কাল শিক্ষকতা করার পর তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। সেইখানে তিনি নেদাউল ইসলাম ও জামেউল উলূম মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। কলিকাতায় অধ্যাপনাকালেই তিনি যাদু'ত-ত'ালিবীন নামক আরবী গ্রন্থটি রচনা করেন।

তিনি ১৩৮১ হি. সনে হ'জ্জ পালন করেন। হ'জ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি তাঁহার উসতাদ হযরত মাওলানা হ'ায়াত সাম্ভলীর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশে মুরাদাবাদ যান। সেইখানে উসতাদের ইচ্ছা ও আগ্রহে তিনি আড়াই বৎসর যাবৎ মাদরাসা হ'ায়াতু'ল-উলূমে হ'াদীছ ও ফিকহশাস্ত্রের উসতাদ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৩৮৪ হি. সনে মুফতী মাওলানা মুহ'াম্মাদ শাফী' (র)-এর বিশেষ অনুরোধে করাচীর দারুল উলূম মাদরাসায় হাদীছ ও ফিকহশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন। ওই সময় মুফতী মাওলানা মুহ'াম্মাদ শাফী' (র) সাহেবের নির্দেশে তিনি ফাতওয়া লিখিতে শুরু করেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি আগে ফাতওয়া লিখিতাম না। মুফতী সাহেবের নির্দেশে তাহা লিখিতে শুরু করি এবং মহান আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য এই কাজ সহজ করিয়া দেন।"

মুফতী আশেক এলাহী বুলন্দশহরী (র) প্রাচীন বুযুর্গগণের আদর্শের এক বাস্তব নমুনা। দুনিয়ার প্রতি তাঁহার কোন মোহ ছিল না। তাঁহার হাতে অর্থকড়ি যাহাই আসিত তাহাই তিনি আল্লাহর পথে খরচ করিয়া দিতেন। মোটেই কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। তাঁহার কোন ব্যাংক একাউন্ট ছিল না। তিনি ভাড়া করা বাড়িতে আজীবন বসবাস করিয়াছেন। সন্তানদের জন্য কোন বাড়ি-ঘর বা জায়গা-জমি ক্রয় করেন নাই। আগামী কাল কী খরচ করিবেন সেই চিন্তা তিনি কোনদিন করেন নাই। তিনি বলিতেন, যেই মহান আল্লাহ আমাকে আজ অর্থ দিয়াছেন, তিনি কালও অনুরূপ অর্থ দিতে সক্ষম। মুফতী আশেক ইলাহী অত্যন্ত সহজ-সরল জীবন যাপন করিতেন সর্বদা হাসিখুশী থাকিতেন। তাঁহার কাছে যাহারা আসিতেন তাহারাও সর্বদা উৎফুল্ল অনুভব করিতেন। তিনি শারী'আতসম্মত হাস্য-কৌতুক করিতেন। দীনের ব্যাপারে কখনও আপোষ করেন নাই। শারী'আত ও সুন্নাতবিরোধী কোন কাজ তিনি সহ্য করিতেন না। তিনি সতর্কতার সঙ্গে ওযূ-গোসল করিতেন ও সামগ্রিকভাবে শারীরিক পবিত্রতা বজায় রাখিবার জন্য সর্বদা যত্নবান থাকিতেন। তিনি বিশেষভাবে জায়নামাযের হিফাযত করিতেন। মহানবী (স)-এর মাসনূন দু'আসমূহ আমল করিতে কখনও ত্রুটি বা অবহেলা করেন নাই। যেই সকল দু'আ রাত্রে পড়া সুন্নাত সেই সকল দু'আ পাঠ সমাপ্ত করার আগে তিনি কখনও ঘুমান নাই। আল-কু'রআনের পবিত্র সূরা সাজদা ও সূরা মুলক না পড়িয়া তিনি কখনও শয্যা গ্রহণ করিতেন না।

প্রভাতে পবিত্র সূরা য়াসীন আর মাগরিবের পর সূরা ওয়াকি'আ তাঁহার অবশ্যপাঠ্য কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফজর নামাযের পর হইতে ইশরাক নামাযের ওয়াক্ত পর্যন্ত মাসনূন দু'আগুলি তিনি পাঠ করিতে থাকিতেন। ইশরাক নামায শেষেই তিনি জায়নামায হইতে গাত্রোত্থান করিতেন। এই মুহূর্তে তিনি কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন না। যেই আমলের ছওয়াব

হ'জ্জ ও 'উমরার সমান তাহা তিনি প্রত্যহই লাভ করিতেন। জুমু'আর দিন অনেকবার দরূদ শরীফ পাঠ করিতেন, বিশেষত আসর হইতে মাগ'রিব ওয়াক্ত পর্যন্ত তিনি একটানা দরূদ শরীফ পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন।

তাঁহার জীবন ছিল একটি অনুপম আদর্শ জীবন। মহান আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র পাথেয়। অনেকে তাঁহাকে হাদিয়াস্বরূপ টাকা-পয়সা দিতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু তিনি সবার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করেন নাই। কোন কোন পরহেযগার লোকের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহা আল্লাহর পথে ব্যয় করিয়া দিতেন। এই মহামনীষী তাঁহার রচিত ও প্রকাশিত কোন পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত রাখেন নাই। ইচ্ছা করিলে যেই কেহ তাঁহার লিখিত পুস্তক প্রকাশ করিতে পারেন। তিনি ইখলাস ও বিনয়ের এক অদ্বিতীয় নযীর ছিলেন। তিনি সত্য কথা বলিতে গিয়া কাহারও পরওয়া করিতেন না। বিদ'আতকে ঘৃণা করিতেন এবং সমাজে সুন্নাতের প্রচলন ব্যাপক করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। সারা দুনিয়া হইতেই তাঁহার কাছে চিঠিপত্র আসিত। তিনি 'ইলম ও দীন সংক্রান্ত সকল পত্রের উত্তর দিতেন।

এই মহামনীষীর লিখিত হু'কূকু'ল-ওয়ালেদায়ন এবং মরনেকে বাদ কিয়া হোগা গ্রন্থটির অনুবাদ বাংলা ভাষাভাষী পাঠক মহলে বিশেষ সমাদৃত। মুফতী মুহাম্মাদ শাফী' (র)-এর ইনতিকালের কিছু দিন আগে ১৩৯৬ হিজরী সনে মুফতী আশেক ইলাহী (র) মক্কা শরীফে হিজরত করেন। অতঃপর তিনি সপরিবার মদীনা শরীফে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। তখন শায়খু'ল-হ'াদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া (র) এইরূপ মন্তব্য করেন, "আমার সাহায্যের জন্যই হয়ত মহান মাওলা মুফতী আশেকে এলাহী (র)-কে মদীনা শরীফে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন।" শায়খু'ল-হ'াদীছ-এর নির্দেশে তিনি এ সময় কয়েকটি দীনী কিতাব রচনা করেন। হু'কূকু'ল-ওয়ালেদায়ন সেইগুলির অন্যতম। তিনি ছাব্বিশ বৎসর মদীনা শরীফে অবস্থান করেন। তিনি এ সময়ে ফিকহ ও হ'াদীছের কিতাব শিক্ষা দান করেন এবং দীনের বিভিন্ন কিতাব লিখিতে থাকেন। তিনি দশ বৎসরের মধ্যে উর্দু ভাষায় তাফসীরে আনোয়ারু'ল-বায়ান লিখেন যাহা নয় খণ্ডে সমাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে। তবে ফরাসী, হিন্দী ও বাংলা ভাষায় তরজমার কাজ এখনও সমাপ্ত হয় নাই।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের শহর মদীনা শরীফের প্রতিও তাঁহার ইশক-মহব্বতের সম্পর্ক ছিল। ছাব্বিশ বৎসর মদীনা শরীফে অবস্থানকালে মাত্র দুইবার পাকিস্তান সফর উপলক্ষে পবিত্র মদীনায় কিছুদিন অনুপস্থিত থাকেন। মদীনা শরীফ হইতে তিনি শুধু হজ্জ ও উমরার জন্য বাহিরে আসতেন। মদীনা শরীফে বসবাস শুরুর পর তিনি মসজিদে ইজবার সন্নিকটবর্তী শায়খ 'আবদু'ল-কা'দির মুরগি'নানী সাহেবের মাদরাসায় যাইতেন।

তৎকালে মদীনা শরীফের পথে চলার সময় তাঁহার শরীর ও কাপড়ে অনেক সময় ধূলাবালি লাগিলে তিনি উৎফুল্ল হইতেন। তিনি বলিতেন, প্রিয় নবী সা'ল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শহরের মাটি আমার শরীরে লাগিয়াছে। আল্লামা মুফতী আশেক এলাহীর পুত্র মাওলানা আবদুল্লাহ আল-বারনী মাদানী তাঁহার পিতার জীবনের শেষ দিনগুলির বিবরণ এইভাবে দিয়াছেন, 'আব্বাজান রমযান মাসের শুরুতে মসজিদে নববীর নিকটবর্তী এক বাড়িতে থাকিতেন। মসজিদে নববীতে অনায়াসে নামায আদায় করার উদ্দেশে তিনি এই রকম বাসস্থান পরিবর্তন করিতেন। তিনি যেই বৎসর ইনতিকাল করেন সেই বৎসরও তিনি এইভাবে মসজিদে নববীর সন্নিকটবর্তী সেই বাড়িতে কাটান। আমরা পরিবারের অন্য সদস্যরা সেই বাড়িতে গিয়া মাঝে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম। তাঁহার ইনতিকালের দিনের আগের রাত্রে আমি পরিবারের সকল সদস্য সমভিব্যবহারে তাঁহার সাথে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। পরদিন সকালে তিনি ফজরের নামায মসজিদে নববীতে আদায় করেন। তারপর সাক্ষাতপ্রার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং নিজের লিখিত পুস্তকাদি তাঁহাদেরকে উপহার দেন। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা 'আবদু'র-রাহ'মান কাওছার উমরা করার জন্য পবিত্র মক্কা শরীফে যাইবেন, তাই তিনি সেই দিন সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আব্বাজান মাসনূন দু'আ পাঠ করিয়া তাঁহাকে দু'আ করিলেন। ওই দু'আর মর্মার্থ এইরূপ, আমি তোমাকে আল্লাহর রাস্তায় সোপর্দ করছি যাঁর কাছে সোপর্দকৃত আমানত নষ্ট হয় না।" এই দু'আ করার পর তিনি শয্যা গ্রহণ করেন। যুহর নামাযের জন্য যখন আব্বাজানকে ডাকা হইতেছিল তখন দেখা গেল যে, তিনি তাঁহার প্রিয় মাওলার আহবানে সাড়া দিয়া পরপারে চলিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মদ নূর উল্লাহ আযাদ (সম্পাদিত), বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মুসলিম মনীষীর জীবনী, সংকলক মুহাম্মদ শামসুল হুদা, সোলায়মানিয়া; বুক হাউজ, বাংলা বাজার, ঢাকা (২) মুফতী আশেক এলাহি বুলন্দশহরী (র) শীর্ষক জীবন-কথা মূলক নিবন্ধ, পৃ. ৩৪৫-৮।

মুহাম্মদ ইলাহি বখশ

'আশিক ওয়েসেল (Ashik Weysel) ঃ আধুনিক' তুর্কী বানান Asik Veysel (১৮৯৪-১৯৭৩ খৃ.) তুরস্কের লোককবি এবং Saz Shairleri (দ্র. Karadjaoghlan) ঐতিহ্যের শেষ মহান প্রতিনিধি। Sivas প্রদেশের Sharkishla-এর নিকটবর্তী Sivrialan নামক পল্লীতে তাঁহার জন্ম। ক'ায়া আহ'মাদ নামে এক কৃষকের পুত্র, তাঁহার পারিবারিক নাম Shatiroghlu Weysel কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত। সাত বৎসর বয়সে বসন্ত রোগে তিনি দুই চক্ষুরই দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলেন। দশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার saz (দ্র.) নামক বাদ্যযন্ত্র সহকারে কবিতা আবৃত্তি আরম্ভ করেন। তাঁহার গ্রামের একজন 'আশিক' এবং যেই সকল ভ্রাম্যমাণ চারণ কবির সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার প্রতিভার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে কাব্য ও সঙ্গীত শিক্ষা দেন এবং এইগুলির চর্চা অব্যাহত রাখিতে উৎসাহিত করেন। ১৯১৩ খৃস্টাব্দে Sivas-এ অনুষ্ঠিত লোককবিদের এক ঐতিহ্যবাহী সমাবেশে তিনি এক বিশিষ্ট 'আশিক হিসাবে সমাদৃত হইয়াছিলেন। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে আঙ্কারাতে তুর্কী প্রজাতন্ত্রের দশম বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে তিনি একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার এক বন্ধুর সহিত কয়েক মাস পদব্রজে চলিয়া তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'সায' বাজাইয়া এবং কবিতা আবৃত্তি করিয়া তিনি সমগ্র আনাতোলিয়া পরিভ্রমণ করেন। আঙ্কারা ও ইস্তাম্বুল বেতারে বহুবার তিনি তাঁহার কবিতা ও সায পরিবেশন করেন।

স্বল্প কালের জন্য (১৯৪২-১৯৪৪ খৃ.) তিনি কয়েকটি পল্লী-প্রতিষ্ঠানে (দ্র. Koy Enstituleri) লোকসঙ্গীত শিক্ষা দেন। ১৯৭৩ খৃস্টাব্দের ২১ মার্চ তিনি নিজ গ্রামে ইনতিকাল করেন। 'আশিক' ওয়েসেল কৃতদার ছিলেন এবং তাঁহার ছয়জন সন্তান ছিল।

অতি আধুনিক লেখকগণের মধ্যে সমকালীন যেই সকল লোককবি সামাজিক প্রতিবাদ (Social Protest)-এ যোগদান করিয়াছিলেন, 'আশিক' ওয়েসেল তাঁহাদের অনেকের সহিত ভিন্নমত পোষণ করিয়া

Karadjaoghlan, Emrah, Rokhsati এবং অন্যান্য কবির অনুসরণে লোকগীতির প্রাচীন ঐতিহ্য পসন্দ করিতেন। তাঁহার গানের বিষয়বস্তু ছিল প্রেম, বন্ধুত্ব, স্বদেশের জন্য আকুলতা, বিরহ, জীবনের বৈচিত্র্য ও মৃত্যু। তিনি Deyisler (১৯৪৪খৃ.) ও Sazimdan Sesler (১৯৫০ খৃ.) শীর্ষক দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গানের সংগ্রহ Destlar Beni Hatirlasin (১৯৭০ খৃ.) শিরোনামে Umit Yasar Oguzcan (১৯৭০ খৃ.) কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) U. Y. Oguzcan, Asik Veysel, Hayati ve siirleri, ইস্তাম্বুল ১৯৬৩ খৃ.; (২) S. K. Karaalioglu, Resimli Turk edebiyatcilari sozlugu, ইস্তাম্বুল ১৯৭৪ খৃ. দ্র.।

Fahir Iz (E.I.², Suppl. 1-2)/এ. কে. বজলুল হক

'আশিক' চেলেবী (عاشق چلبى) ঃ পীর মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন যায়নু'ল-'আবিদীন ইব্ন মুহ'াম্মাদ নত্'তা 'আশিক' তাঁহার কবিনাম (তাখাল্লুস'), 'উছ'মানী আমলের সাহিত্যিক ও কবি, ৯২৬/১৫২০ সালে প্রিযরেনে জন্ম। তাঁহার পিতা তখন উস্কুবের ক'াদী ছিলেন এবং তিনি শা'বান ৯৭৯/জানুয়ারী ১৫৭২ সালে উসকুবে ইনতিকাল করেন। বাগদাদ হইতে আগত এক সায়্যিদ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ প্রথম বায়াযীদের সময় বুরসা আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার শৈশবকাল রুমেলিতে অতিবাহিত হয়, কিন্তু ইস্তাম্বুলে অধ্যয়ন শেষ করিয়া (সেখানে আবু'স্-সু'উদ তাঁহার অন্যতম শিক্ষক ছিলেন) তিনি বুরসায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানে আমীর সুলতানের ওয়াক্'ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত হন যাহা তাঁহার পরিবারে বংশগতভাবে চলিয়া আসিতেছিল। ৯৫৩/১৫৪৬ সালে ঐ পদ হইতে পদচ্যুত হইয়া তিনি ইস্তাম্বুল প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে চার বৎসর কাতিব (সচিব) হিসাবে অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি কাদী নিযুক্ত হন এবং জীবনের অবশিষ্ট সময়, 'আলাইয়্যায় এক সংক্ষিপ্ত সময় ব্যতীত রুমেলির বিভিন্ন শহরে অতিবাহিত করেন। বারবার স্থান পরিবর্তনের ফলে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি ১৭৬/১৫৬৮-৯ সালে নাকীবুল-আশরাফ পদের জন্য আবেদন করেন, যে পদে তাঁহার প্রতিতামহ ও পিতামহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আবেদন মঞ্জুর হয় নাই। অবশেষে প্রধান উযীর সোকোলুলু-র অনুগ্রহে (যাঁহাকে তিনি তাঁহার শাক'ইকে'র য'ায়ল উপহার দিয়াছিলেন) আজীবন উসকুবের কাদী পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি সেখানে ইনতিকাল করেন। আওলিয়া চেলেবী তাঁহার মাযার যিয়ারাত করিয়াছেন (সিয়াহ'াত নামাহ্, ৫খ., ৫৬০)।

তাঁহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম মাশা'ইরু'শ্-শু'আরা কবিদের জীবনচরিতমূলক গ্রন্থ। তিনি উহা ৯৭৬ হি. দ্বিতীয় সেলীমকে উপহার দিয়াছিলেন। কালানুক্রম অনুসারে ইহা চতুর্থ উছমানী তায্'কিরা এবং ইহাতে ৪০০-এর অধিক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। পূর্ববর্তী কালের কবি-সাহিত্যিকগণ সম্পর্কে তাঁহার পূর্ববর্তী লেখকগণ (সেহী, লাতীফী, 'আহ্দী) যাহা লিখিয়াছেন আশিক তাহাতে নূতন কিছুই সংযোজন করেন নাই; তবে তাঁহার গ্রন্থ খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর কবিদের জন্য বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। উক্ত কবিদের অনেককেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানিতেন। উহার পাণ্ডুলিপি সংখ্যায় অনেক, কিন্তু বৃটিশ মিউজিয়ামের নমুনা or. ৬৪৩৪, তারিখ ৯৭৭, উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে ঃ একটি দীওয়ান (হ'াজ্জী খালীফা, সম্পা. Flugel, নং ৫৫৩৬), বুরসার একটি শেহরেনগীয (ঐ, নং ৭৬৯৭), কবিতায় একটি সিগেত্ভার লামে (Babinger, পৃ. ৬৮ প.), ত'াশকোপরুযাদের আশ-শাকাইক'ন-নু'মানিয়্যা একটি অনুবাদ এবং 'আরবী ভাষায় একই গ্রন্থের একটি য'ায়ল। আত'া'ঈ তাঁহার অপর এক গ্রন্থ মাজমূ'আ-ই সু'কূক'-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তুর্কী ভাষায় বহু সংখ্যক গ্রন্থের অনুবাদও করিয়াছেন [দ্র. H. Kh নং ২৩৬৬, ৬৫৫৮ ও ৭৩০৩ (কিন্তু ৪৭৭২ নহে যেরূপ E.I-এ উক্ত হইয়াছে)] তাঁহার কামাল পাশা যাদের শারহ'-ই হ'াদীছ'-ই আরবা'ঈন-এর অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে (ইস্তাম্বুল ১৩১৬ হি.; দ্র. A. Karahan, Islam-Turk Edebiyatinda Kirk Hadis, ইস্তাম্বুল ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১৭৫-৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ IA (শিরো. দ্র.)-তে প্রকাশিত M. Fuad Koprulu-র বিশদ প্রবন্ধ, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া বর্তমান নিবন্ধটি রচিত। তিনি প্রাথমিক উৎস 'আশিকের মাশা'ইরু'শ-শু'আরা একং আতা'ঈর শাক'াইকের য'ায়ল (হ'াদাইকুল-হ'াকাইক, ইস্তাম্বুল ১২৬৮ হি., পৃ. ১৬১-৫) ব্যবহার করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে আশিকে'র বিস্তারিত জীবন-বৃত্তান্ত, তাঁহার সাহিত্যকর্মের একটি পূর্ণ তালিকা এবং ইহা দ্বারা যে সকল দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎস রহিত করা হইয়াছে উহার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। 'আশিকের তায'কিরা-য় উল্লিখিত কবিদের একটি তালিকা এবং তাঁহার কবিতার নমুনা S. Nuzhet তাঁহার Turk Sairleri 1 গ্রন্থের পৃ. ১১৭-১২১-তে প্রদান করিয়াছেন। 'আশিকে'র একটি ব্যঙ্গ কবিতা আত'া'ঈ উদ্ধৃত করিয়াছেন (পৃ. ১৫৩)। তাঁহার দীওয়ানের একটি অনুলিপি ইস্তাম্বুলে রক্ষিত আছে [1st Kit. Turkce yazma Divanlar Katalogu (১৯৪৭ খৃ.) I পৃ. 157 প.]।

V. L. Menage (E. I.²)/ মু. আবদুল মান্নান

'আশিক' পাশা (عاشق پاشا) ঃ 'আলাউদ্দীন 'আলী (৬৭০/১২৭২—৭৩৩/১৩৩৩) তুরস্কের একজন কবি এবং অতীন্দ্রিয়বাদী। তাঁহার যে সামান্য পরিচয় পাওয়া যায় তাহাও অর্ধেক লোককাহিনী। তাঁহার জীবনী লেখক হু'সায়ন হু'সামুদ্দীনই একমাত্র গ্রন্থকার যিনি তাঁহার জীবন ও পরিবারের বিস্তারিত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তথ্যাবলীর উৎস উল্লেখ করেন নাই (Amasya, Tarikhi-1, 1327; 11, 1332; 111, 1927; iv. 1928,)। 'আশিক' পাশা বাবা মুখ্লিস্-এর পুত্র। বাবা মুখ্লিস্ শায়খ বাবা ইল্য়াসের পুত্র যিনি খুরাসান হইতে আনাতোলিয়াতে হিজরত করিয়া বাবাঈ সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। বাবা ইস্হ'াক নামে তাঁহার এক শাগরিদ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আনাতোলিয়ার প্রসিদ্ধ ধর্মীয় বিদ্রোহের সংগঠক ছিলেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কীরশেহির (Kirshehir দ্র.)-এর 'আশিক' পাশা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক জীবন বৈচিত্র্যময় ছিল। তিনি মিসরের রাষ্ট্রদূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কীরশেহির-এ ৭৩৩/১৩৩৩ সনে তিনি ইনতিকাল করেন। স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ আকর্ষণের অধিকারী তাঁহার সমাধিটি বহু শতাব্দী যাবৎ তীর্থস্থান হইয়া আছে। অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ এই শায়খ ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন বলিয়াও মনে হয়। তাঁহার এক পুত্র ইল্ওয়ান চেলেবী (Elwan Celebi) একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কাহিনীকার 'আশিক' পাশা যাদাহ ছিলেন তাঁহার প্রপৌত্র। 'আশিক' পাশার প্রধান গ্রন্থের নাম গ'ারীব নামাহ (৬৩০/১৩৩০); ভুলে কখনও ইহাকে দীওয়ান-ই 'আশিক' পাশা বা মা'আরিফনামাহ বলা হয়। ইহা উপদেশমূলক মরমী মাছ্'নাবী গ্রন্থ যাহা রামাল ছন্দে রচিত।

ইহাতে এগার হাজারের অধিক শ্লোক রহিয়াছে। গ্রন্থখানির প্রারম্ভে ফারসী ভাষায় একটি ভূমিকা ও একটি দীর্ঘ স্তুতিমূলক অবতরণিকা রহিয়াছে। গ্রন্থটি সুসংবদ্ধভাবে দশটি অধ্যায়ে (باب) বিভক্ত; প্রতিটি অধ্যায় আবার দশটি উপাখ্যানে (داستان) বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ে একটি বিষয় ইহার সংখ্যার প্রেক্ষিতে আলোচিত হইয়াছে (যেমন চতুর্থ অধ্যায়ে চারি মৌলিক পদার্থ, পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চেন্দ্রিয়, সপ্তম অধ্যায়ে সপ্ত গ্রহ প্রভৃতি)। সমগ্র গ্রন্থটি নীতিবাক্য সম্বলিত এবং কু'রআন ও হা'দীছে'র উদ্ধৃতি দ্বারা সমর্থিত উপদেশ ও প্রেরণাপূর্ণ সংগ্রহবিশেষ, যাহার পরিশেষে রহিয়াছে সংশ্লিষ্ট কহিনীমালা। সমসাময়িক মরমী রচনায় যেমন দেখা যায়, তাঁহার 'গা'রীব নামাহ' গ্রন্থেও মাওলানা জালালুদ্দীনের মাছনাবীর বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আশিক' পাশার কবিতাগুলি সরল ও নীতিমূলক এবং ইহাতে মাওলানা ও য়ূনুস আমরীর (Yunus Emrre) গীতিপ্রবণতা নাই। গা'রীব নামাহ্ মোটামুটিভাবে সুন্নী ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রচলিত ধর্মীয় মতের বিরোধিতার যে প্রবণতা তদানীন্তন মধ্যআনাতোলিয়ায় খুবই সক্রিয় ছিল, তাহা এই গ্রন্থে কতটা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, সে প্রশ্নের যথেষ্ট পর্যালোচনা এখনও হয় নাই। গা'রীব নামাহ-এর ভাষায় রহিয়াছে প্রাচীন তুর্কী ভাষা অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা বিজ্ঞানের চমৎকার উপাদান; কারণ এমন এক সময়ে গ্রন্থটি রচিত হয় যখন আনাতোলিয়ায় তুর্কী ভাষাটি লিখিত ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য 'আরবী ও ফারসী ভাষার সহিত দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। এই বিষয়ে আশিক' পাশার সচেতন অবদান মোটেই গুরুত্বহীন নহে। কিন্তু তাঁহার 'আরূদ' (ছন্দ প্রকরণ)-এর ব্যবহার তাঁহার সমসাময়িক লেখক গুলশাহ্রী ও দেহ্হানী-এর লেখা অপেক্ষা কম সুনিবদ্ধ ও কলাকৌশলপূর্ণ। 'গা'রীব নামাহ-এর বিপুল সংখ্যক কপি হইতেই প্রমাণিত হয় যে, তুরস্কে অন্যতম প্রধান ধর্মীয় মরমী কাব্য হিসাবে ইহা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল, কিন্তু ইহা এখনও সম্পাদিত হয় নাই। উহার প্রাচীনতম তারিখযুক্ত পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে ঃ বার্লিন নং ২৫৯ (৮৪০ h.), প্যারিস নং ৩১৩ A. F. (৮৪৮ h.), ভ্যাটিকান তুর্কী নং ১৪৮ (৮৫৪ h.), বায়েযিদ নং ৩৬৩৩ (৮৬১ h.), Laleli নং ১৭৫২ (৮৮২ h.)। 'গা'রীব নামাহ' ব্যতীত আশিক' পাশার আরও কিছু সংখ্যক গীতিকবিতা, অধিকাংশই ধর্মীয় সংগীত (ইলাহিয়াত) যাহা গা'রীব নামাহ্র পাণ্ডুলিপিতে ও অন্যান্য প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে রক্ষিত আছে। সাম্প্রতিক কালে আশিক' পাশা রচিত বা তাঁহার প্রতি আরোপিত কয়েকটি কম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ তাঁহার ফাক্'র নামাহ। ইহাও একটি নাতিদীর্ঘ মাছ'নাবী কাব্য (১৬০টি শ্লোক)। দরবেশী-দারিদ্র্যের প্রশংসায় গা'রীব নামাহর মতই, যদিও ন্যূনতর পরিমাণে, ইহা কু'রআন ও হা'দীছে'র নানা উদ্ধৃতির সাহায্যে বিকশিত। রাসূলুল্লাহ (স')-এর সুপরিচিত হা'দীছ 'দারিদ্র্যই আমার গৌরব'; (الفقر فخرى)-এর টীকার সাহায্যে ইহার বিষয়বস্তুর সূচনা করা হইয়াছে। ইহা অবিকল প্রতিলিপিরূপে প্রকাশিত ও ইহার নকল সম্পাদিত হইয়াছে (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Taskhopru-zade, al-Shakaik al-Numainyya (trans. O. Rescher. 2); (২) Hamer-Purgstall, Gesch. d. Osm. Dichtkunst, i, 54 প.; (৩) Gibb, Ottoman Poetry, i. 176 প.; (৪) Sadeddin Nuzhet Ergun, Turk Sairleri, i, 129 প.; (৫) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষে, M. Fuad Koprulu রচিত 'আশিক' পাশা প্রবন্ধ; (৬) Fr. Babinger, Asyq Pasas Gharib-name, MSOS, xxxi, 91 প.; (৭) C. Brockelmann, Die Sprache Asyqpasas und Ahmedis, ZDMG, lxx xxiii, 1 প. ; (৮) E. Rossi, Studi su manoscritti del Garibname di Asiq Pasa nelle biblioteche d' Italia, RSO, xxix, 108 প.; (৯) Agah Sirri Levend, Asik Pasamn Bilinmiyen iki Mesnevisi Fakr-name ve Vasf-i Hal, Turk Dili Arastirmalari Yilligi Belleten 1953, 181 প.।

Fahir Iz (E.I.[2])/খন্দকার ফজলুল হক

'আশিক' পাশা যাদাহ (عاشق پاشا زاده) ঃ কবি 'আশিক' পাশার প্রপৌত্র, তাঁহার আসল নাম ছিল দারবীশ আহ্'মাদ ইব্ন শায়খ য়াহ্'য়া ইব্ন শায়খ সাল্মান ইব্ন 'আশিক' পাশা (কবিনাম 'আশিকী')। তুরস্কে প্রাচীনতম 'উছ'মানী ঐতিহাসিকদের অন্যতম, জ. ৮০৩/১৪০০ সালে, সম্ভবত আমাস্য়ার নিকটবর্তী ইলবান চালাবীতে (Elvan Celebi), মৃ. ৮৮৯/১৪৮৪ সনের কিছু পরে। তাঁহার ঐতিহাসিক রচনাবলী (তাওয়ারীখ-ই আল-ই 'উছ'মান) তিন-তিনবার সম্পাদিত হইয়াছে ঃ উহা আলী বে কর্তৃক ইস্তাম্বুলে ১৩৩২ খৃ., Friedrich Giese কর্তৃক (Die altosmanische Chronik des Asikpasazade) লাইপজিগ ১৯২৯ খৃ. এবং Ciftsioglu N. Atsiz কর্তৃক Osmanli Tarihleri-তে, ইস্তাম্বুলে ১৯৪৯ খৃ.। এই সমস্ত ছাড়াও অন্যান্য পাণ্ডুলিপি, বিশেষ করিয়া Babinger দ্বারা উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি, (দ্র. নীচে) এবং কায়রোর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রিওয়াকু'ল-আতরাক'-এ রক্ষিত পাণ্ডুলিপি, তারীখ নম্বর ৩৭৩২ (১০২১/১৬১২ সনে সমাপ্ত) উল্লেখ করা যাইতে পারে। শেষোক্ত পুস্তকের অনুলিপি Fr. Taeschner-এর নিকট আছে (তাঁহার সংগ্রহ নং ১৪০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Franz Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke, লাইপযিগ ১৯২৭, পৃ. ৩৫-৩৮; (২) ঐ লেখক, Wann starb Asyqpashazade ? MOG-তে, ২খ., ৩১৫-৩১৮; (৩) Paul Wittek, Zum Quellenproblem der altesten osmanischen Chroniken, MOG-তে, ১খ., ৭৭-১৫০; (৪) ঐ লেখক, Neues zu Asikpashazade MOG-তে, ২খ., ১৪৭-১৬৪; (৫) একই গ্রন্থকারের Die altomanische Chronik des Asikpasazade OLZ-এ, ১৯৩১ খৃ., পৃ. ৬৯৭-৭০৮ (Giese সংস্করণের সমালোচনা); (৬) Fr. Giese, Zum Asikpasa-zade-Problem, in OLZ-এ, ১৯৩২ খৃ.., পৃ. ৭-১৮ (Witteks-এর সমালোচনার উত্তর); (৭) ঐ, Die uerschiedenen Textrezensiozen des 'Asikpasa-zade bei seinen Nachfolgern und Ausschreibern (Abh. d. Pr. AW), ১৯৩৬ খৃ., Phil-hist. Kl, নং ৪, পৃ. ১-৫০; (৮) Joachim Kissling, Die Sprache des `Asikpasazade; (৯) M. Fuad Koprulu, Asikpasazade, তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ, পৃ. ৭০৬-৭০৯।

Fr. Taeschner (E.I.2)/খন্দকার ফজলুল হক

'আশিক', মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'উছ'মান ইব্ন বায়াযীদ (عاشق محمد بن عثمان بن بايزيد) ঃ একজন তুর্কী, সৃষ্টির গঠনতত্ত্ববিদ, প্রায় ৯৬৪/১৫৫৫ সালে ত্রেবিযোন্দ-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খাতুনিয়্যা মসজিদের ফুরক'ানিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের পুত্র ছিলেন। ২০ বৎসর বয়সের সময় তিনি বিশ্ব ভ্রমণের জন্য নিজ শহর ত্যাগ করেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থাদির (নিম্নে বর্ণিত) ভৌগোলিক অংশে আনাতোলিয়া ও রুমেলিয়ার বিভিন্ন স্থানে তাঁহার ভ্রমণের উল্লেখ রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি ককেসাস ও দক্ষিণ রাশিয়ায় ৯৮৯-৯৯২/১৫৮১-১৫৮৫ সালে 'উছ'মান পাশার (মৃ. ৯৯৪/১৫৮৫) অভিযানে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৯৯৪/১৫৮৫ সালের পর তিনি কয়েক বৎসর স্যালোনিকায় অতিবাহিত করেন। সেইখান হইতে তিনি ১০০২-১০০৩/১৫৯৩-১৫৯৪ সালে কো'জাহ সিনান পাশার (মৃ. ১০০৪/১৫৯৬) হাঙ্গেরী অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ১০০৫/১৫৯৬ সালে তিনি স্থায়ীভাবে দামিশ্‌কে বসবাস শুরু করেন এবং সেইখানে রামাদ'ান ১০০৬/এপ্রিল-মে ১৫৫৮ সালে তাঁহার সৃষ্টির গঠনতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। তাঁহার মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত।

মুহ'াম্মাদ 'আশিকে'র গ্রন্থ 'মানাজিরু'ল-'আওয়ালিম' দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড বিশ্বজগত সৃষ্টির শুরু হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বজগতের উর্ধ্বলোক এবং নিম্নভাগের কোন কোন বিষয়, যেমন নক্ষত্র, বেহেশ্‌ত ও উহার অধিবাসী এবং দোযখ ও উহার অধিবাসী সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮টি অধ্যায়ে বিশ্বজগতের নিম্নভাগের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ১ম হইতে ১২শ অধ্যায় পুরাপুরি ভৌগোলিক এবং ১৩শ হইতে ১৮শ অধ্যায় বহুলাংশে সাধারণ প্রকৃতির। শেষের এক অধ্যায়ে তিনি জগতের স্থায়িত্বকাল ও সমাপ্তিকাল সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন গ্রন্থটি প্রাচীন 'আরবী ও ফারসী সৃষ্টির গঠনতত্ত্ববিদ, ভূগোলবিদ ও প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের প্রতিবেদনের এক বিশাল সংকলন। তুর্কী ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থখানি বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে স্পষ্টরূপে বিন্যস্ত এবং ইহাতে প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎসের সঠিক উল্লেখ রহিয়াছে। ভৌগোলিক অংশে তিনি প্রতিটি বিষয়ে প্রত্যেক লেখকের ব্যক্তিগত মতামত কি ছিল তাহাও সূত্রসহ উল্লেখ করিয়াছেন। রুমেলিয়া ও হাঙ্গেরীর ব্যাপারে একেবারে নিরেট ভৌগোলিক বিষয় ছাড়াও বেশ কিছু অতিরিক্ত তথ্য রহিয়াছে। ১২শ অধ্যায়, যেইখানে শহর সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়বস্তু টলেমীয় আবহাওয়া ভিত্তিক অঞ্চল (اقاليم حقيقية) অনুসারে বিন্যস্ত এবং ইহার অধীনে আবার আবু'ল-ফিদার অঞ্চল (اقاليم عرفيه) অনুসারে সজ্জিত করা হইয়াছে। ভূগোল বিষয়ে পরবর্তী লেখকগণ, যথা কাতিব চেলেবী (হ'াজ্জী খালীফা) ও আবূ বাক্‌র ইব্ন বাহরাম প্রায়ই মুহ'াম্মাদ 'আশিকে'র উপর ভিত্তি করিয়া লিখিয়াছেন, এমনকি কখনও কখনও তাঁহার মানাজি'রু'ল-'আওয়ালিমের অংশবিশেষ, লেখকের পরিচয় স্পষ্টরূপে উল্লেখ না করিয়াই, হুবহু নকল করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Franz Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke, লাইপযিগ ১৯২৭ খৃ., পৃ. ১৩৮ প.; (২) Franz Taeschner, Ankara nach Mehmed Ashik, in Zeki-Velidi Togan Armagani, ইস্তাম্বুল ১৯৫৭, পৃ. ১৪৭-১৫৬। মানাজি'রের যে অংশে রুমেলিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে উহার অনুবাদসহ একটি সংস্করণ R. F. Kreutel প্রস্তুত করিতেছেন।

Fr. Taeschner (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

'আশিকে রসূল (عاشق رسول) ঃ 'কাব্যগ্রন্থ। দাদ 'আলী (১৮৫৬-১৯২৭) রচিত এই পুস্তিকাটি বাঙলা 'না'তিয়া' শ্রেণীর কবিতা ও গানের সমষ্টি। কাব্যটির মধ্যে উচ্চ ভাবের প্রকাশ না থাকিলেও অনুভূতির সততা এবং গভীরতা লক্ষণীয়। ইহা এক সময় বাঙলার মুসলিমগণের ঘরে ঘরে পঠিত ও গীত হইত।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ,/২৫৯

'আশীর (أشير) ঃ উত্তর আফ্রিকার দুর্গবেষ্টিত একটি পুরাতন শহর। উহা আলজিয়ার্সের ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিমে তিতেরী পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। ইতিহাসে ইহার প্রথম আবির্ভাব ঘটে ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে। উহা সি'নহাজাগণের অধিকৃত রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। সি'নহাজাগণের প্রধান গোত্রের নেতা যীরী ইব্ন মানাদ কর্তৃক শহরটির প্রতিষ্ঠা এই-পার্বত্য বার্‌বারগণের সহিত যানাতাগণের সংঘর্ষের এক পর্যায়ের পরিণতি। এই বার্‌বার্‌গণ ছিল ইফ্রীকি'য়্যার ফাতি'মীগণের সমর্থক। আর ওরান (Oran)-এর সমভূমির যানাতাগণ ছিল কর্ডোভার উমায়্যাগণের অনুগত। ৩২৪/৯৩৫ সালে আবূ য়াযীদ 'গর্দভওয়ালা লোকটি' (দ্র.)-র প্রচণ্ড বিদ্রোহের সময় ফাতি'মীগণকে সাহায্য দানের পুরস্কার হিসাবে ফাতি'মী খলীফা আল-কা'ইমের নিকট হইতে যীরী একটি নগর প্রতিষ্ঠার অনুমতি লাভ করেন। ফলে এই গোত্রনেতার মর্যাদা ও অধিকার অনেকাংশে একজন সার্বভৌম রাজার মত হইয়া দাঁড়ায়। তবে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যীরীর পুত্র বুলুক্‌কীনকেই আল-বাক্‌রী ও ইব্‌নু'ল-আছ'ীর এই দুর্গবেষ্টিত আশীর নগর প্রতিষ্ঠার গৌরব দান করিয়াছেন। ইহার প্রতিষ্ঠাকাল আল-বাক্‌রীর মতে ৩৬৪/৯৭৭ সন।

প্রথমে তোবনা, মসিলা ও হাম্‌যা (বর্তমান নাম বুইরা-Bouira) হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন আনিয়া এই নূতন শহরটিতে বসতি স্থাপন করা হয় পরবর্তী সময়ে তেলেমসেন (Tlemcen) হইতেও লোক আসে ফলে ইহা যানাত উপজাতির মিলনকেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠে। এখানে সরাইখানা, প্রাসাদ ও স্নানাগার নির্মিত হয়। বুলুক্‌কীন ফাতিমী আল-মু'ইয্য দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার পর কা'য়রাওয়ানে ফিরিয়া যান। আল-মু'ইয্য ইফ্রীকি'য়্যার শাসনভার ত্যাগ করিয়া কায়রোতে ফিরিয়া আসেন (৩৬৩/৯৭৩)। তাঁহার এই হিজরত পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন হয়; ইহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বুলুক্‌কীনের পরিবারবর্গ আশীরেই অবস্থান করিতেছিলেন।

যীরী রাজ্যের সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণের ভার বানূ হ'াম্মাদ (বুলুক্‌কীন)-এর উপর অর্পণ করা হয় এবং আশীর শহরকে তাহাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সময়ে ৪০৮/১০১৭ সনের সন্ধিসূত্রে তাহাদের পৃথক হইয়া যাওয়া স্বীকার করা হয়। বানূ হ'াম্মাদের শহর আশীরের মালিকানা লইয়া এই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে গোলমালের সৃষ্টি হয়। তাই ৪৪০/১০৪৮ সনের পর হাম্মাদের পুত্র য়ূসুফ এই শহরটি দখল করিয়া তাঁহার সৈন্যদের দ্বারা লুটতরাজ করান। তাঁহার পর ৪৬৮/১০৭৬ সনে যানাতাগণ আসিয়া শহরটি অবরোধ ও দখল করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পুনরায় শহরটি বানূ হ'াম্মাদের দখলভুক্ত হয়। ৪৯৫/১১০১ সনে আবার তেলেম্‌সনের আল-মুরাবিত গভর্নর তাশুফীন ইব্ন তিনামের শহরটি দখল ও ধ্বংস করেন। বিধ্বস্ত শহরটি আর একবার হ'াম্মাদী শাসকগণ কর্তৃক পুনঃনির্মিত

হয়, কিন্তু ইহা বানূ গ'ানিয়ার মিত্র গাযী স'ানহাজীর কবলে পতিত হয় (প্রায় ৫৮০/১১৮৪ সনে)। আর ইহার পর আশীর শহরটির কথা ইতিহাসের পাতা হইতে মুছিয়া যায়।

আশীর শহরটির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার নাম অনিশ্চিত রহিয়া গিয়াছে। যীরী বা বুলুক'কীন যিনিই উহার নির্মাতা হউন না কেন, প্রকৃত অবস্থা কিছুটা স্থানটি দর্শন করিলেই বুঝা যায়। ঐ স্থানে কি ঘটিয়াছিল তাহা জানিতে আগ্রহী যে কোন ব্যক্তি উহার ধ্বংসাবশেষ দেখিলে কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

তিতেরীর পার্বত্যাঞ্চল দক্ষিণ আলজেরিয়ার উচ্চ সমভূমির সর্বাধিক এলাকাব্যাপী বিস্তৃত। এখানে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জনপদের নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহাদের চেহারার পার্থক্য সুস্পষ্ট, তবে প্রতিটিতেই মুসলিম বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

১. এইগুলির মধ্যে একটির নাম মানযাহ বিনতু'স-সুলতান। উহা ২৭৬ মিটার দীর্ঘ ও প্রস্তরনির্মিত সুদৃঢ় বেষ্টনীর মধ্য অবস্থিত। ইহার চতুর্দিকে একটি গভীর খাদ আছে। কাফ লাখ্দার পর্বতমালা হইতে উত্তর দিকে বাহির হইয়া আসিয়াছে। একটি অট্টালিকা প্রহরা-গৃহ অথবা রসদগৃহ কেন্দ্রের নিকটে অবস্থিত। ছোটখাট একটি সামরিক বাহিনীর সাময়িক খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তার জন্য এখানে একটি সুবৃহৎ চৌবাচ্চা স্থাপন করা হইয়াছে।

২. একই পর্বতমালার দক্ষিণে নিম্নভূমিতে চতুষ্কোণ একটি বেষ্টনী আছে। এই বেষ্টনীর পরিসীমার কিছু অংশ দুই মিটার পুরু একটি দেওয়াল দ্বারা ঘেরা আছে। ইহার ভিতরে দেওয়ালের গায়ে নানা রকম চিহ্ন অংকিত আছে। কিন্তু সেখানে কোন দালান-কোঠা দেখা যায় না। এখানে 'আয়ন য়াশীর' নামে একটি ঝরনা ঐ খাদের গা ঘেঁষিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। রোডেট (Rodet)-এর মতে এই সীমান্ত বেষ্টনীকেই য়াশীর বলা হয়। এম. এল. গলভিন (M. L. Golvin) এই বেষ্টনীর চতুর্দিক খনন করিয়া একটি প্রস্তর নির্মিত দুর্গ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার নির্মাণ পরিকল্পনা চমৎকাররূপে সুসমঞ্জস। দুর্গের দক্ষিণ দিকস্থ সম্মুখ ভাগের মাঝখানে একটি বহির্মুখী বারান্দা আছে, সেইখান হইতে হল ঘরটিতে প্রবেশ করা যায়। এই হল ঘরটির শেষ প্রান্ত দেওয়াল ঘেরা। দুইটি পার্শ্ব পথ প্রবেশদ্বারস্থ হলটিকে অট্টালিকার বাকী অংশের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। এই প্রবেশ পথটি মাহদিয়ায় খননের ফলে আবিষ্কৃত আল-ক'াইম-এর ফাতিমী প্রাসাদের প্রবেশ পথের সহিত সুস্পষ্ট সাদৃশ্য বহন করে (দ্র. M. S. Zbiss, in J A, 1956, 79-93)।

৩. য়াশীর ও দুর্গটির বিপরীত দিকে রহিয়াছে আর একটি দুর্গবেষ্টিত শহর এলাকা; মাঝখানে আড়াই কিলোমিটার দূরত্ব রহিয়াছে একটি উপত্যকা। এই শহরটির নাম বেনিয়া (Benia বা Banya)। ইহা ক্রমে ঢালু হইয়া কাফ সেমসাল (Kaf Tsemsal)-এর উত্তর ভাগ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই ঢালু এলাকাটির নিম্নদেশের নিকটেই রহিয়াছে সেই দুর্গটি যাহা উপত্যকা সন্নিহিত, ইহারই এক অংশ চলিয়া গিয়াছে কাফ-এর দিকে। এই কাফ পর্বত ঘেঁষিয়াই শহরটি বিদ্যমান ছিল। ঐ সমুন্নত প্রস্তরদুর্গের পাদদেশে একটি কারাগার ছিল। দুর্গের তিনটি প্রবেশদ্বার ছিল। ইহার সন্নিহিত ভূমি বর্তমানে নানা প্রকার ধ্বংসস্তূপ দ্বারা আবৃত। ঐগুলির মধ্যে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ অতি সহজেই চিনিতে পারা যায়। মসজিদের সম্মুখ ভাগে রহিয়াছে প্রাঙ্গণ। মসজিদটি সাতটি প্রধান অংশ ও চারিটি খিলানে বিভক্ত। এই শহরটি কতিপয় প্রাচুর্যপূর্ণ ঝর্ণার জলধারায় নিষিক্ত ছিল। এই অঞ্চলের এই তিনটি স্থান যীরী সান্হাজাগণের ইতিহাসের তিনটি স্তর বলিয়া মনে করা সম্ভব। এই তিনটি জায়গাতেই তাহাদের ধারাবাহিক তিনটি বিজয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। মান্যাহ্ বিন্ত সুলতান একটি শহর ছিল না, বরং একটি আশ্রয়স্থান ছিল মাত্র। ইহা ছিল সানহাজাগণের পর্যবেক্ষণ স্থান। সম্ভবত ইহা আসল শহরটি স্থাপনের পূর্বে বিদ্যমান ছিল।

য়াশীরের পার্শ্ববর্তী প্রাসাদগুলি ও মাহ্দিয়্যার প্রাসাদগুলির মধ্যে বেশ সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সমস্ত প্রাসাদ ও শহরটি যাহা আল-ক'াইমের আদেশক্রমে যীরীগণ নির্মাণ করিয়াছিলেন (৩২৪/৯৩৪) এবং উহা যে ইফ্রীকি'য়ার প্রকৌশলীদের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অপরপক্ষে 'বানিয়া' যে-বুলুক'কীন শহরটির প্রতিনিধিত্ব করে তাহা আল-বাক্রীর সুন্দর ও সঠিক বর্ণনা (৩৬৪/৯৭৪) হইতে বুঝা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নুওয়ায়রী, তৎসহ ইব্ন খালদূন, অনু. de Slane, ২খ., ৪৮৭-৯৩; (২) ইব্ন খালদূন, মূল পাঠ, ১খ., ১৯৭ প., ৩২৬, অনু. ২খ., ৬ প. ২০৯; (৩) ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, সম্পা. Dozy, ১খ., ২২৪, ২৪৮, ২৫৮ প. অনু. Fagnan, ১খ., ৩১৩, ৩৫০-৫১, ৩৬৫,৩৬৭ প.; (৪) ইবনু'ল-আছীর, ৮খ., ৪৫৯, ৯খ., ২৪, ৩৮, ৪৭, ৯০, ১০৭, ১১০, ১৭৭, ১৮০, অনু. Fagnan (Annales du Maghreb et de l'Espagne, 374-5, 394-5, 397-8, 404-4, 406, 414, 418); (৫) ক'ায়রাওয়ানী (ইব্ন আবী দীনার), অনু. Pellissier et Remusat, ১২৮-৩৮; (৬) বাক্রী, পাঠ, সম্পা. de Slane, ১৯১১ খৃ., পৃ. ৬০, অনু. (১৯১৩ খৃ.), পৃ. ১২৬-৭; (৭) ইসতিবস'ার, অনু. Fagnan, পৃ. ১০৫-৬; (৮) আল-ইদ্রীসী, মাগ'রিব, পৃ. ৯৯; (৯) Gsell. atlas archeologique de l' Algerie, folio Boghar nos. 80, 82,83; (১০) Chabassiere et Berbrugger, Le kef el-Akhdar et ses ruines, in Rafr, 1869. 116-21; (১১) Capitaine Rodet, Les ruines d' Achir, in RAfr. 1908, 86-104; (১২) G. Marcais, Achir (Recherches d'archeologie musulmane), in RAfr. 1922, 21-38.

G. Marcais (E.I.²)/খন্দকার ফজলুল হক

'আশীরা (عشيرة) ঃ 'আশীরা সাধারণত ক'াবীলা (দ্র.) বা গোত্রের সমার্থক; তবে ইহা উপগোত্রকেও বুঝাইতে পারে। তাই 'আব্দু'ল-জালীল তাঁহির তাঁহার এক বক্তৃতামালার শিরোনামে 'আশীরা শব্দটি কাবীলা অর্থে ব্যবহার করিবার পরে উহার আরও পারিভাষিক সংজ্ঞা দিয়াছেন। বক্তৃতাটির নাম 'বেদুঈন ও আরব দেশসমূহের গোত্রসমূহ' (আল-বাদ্ও ওয়া'ল-'আলাইর ফি'ল-বিলাদি'ল-'আরাবিয়্যা) [Inst, des Hautes Etudes arabes, Cairo 1955]-গোত্রভিত্তিক সমাজের একক বা কেন্দ্রবিন্দু 'আইলা' (দ্র.) বা পরিবার। একই বংশের পূর্বপুরুষ, সাধারণত উর্ধ্বে পঞ্চম পুরুষ হইতে উদ্ভূত কতকগুলি পরিবার সমন্বয়ে একটি ফাখ্য' (فخذ দ্র.) গঠিত হয়। কতিপয় ফাখ্য' সমন্বয়ে 'আশীরা গঠিত। কতকগুলি 'আশীরা (عشائر) সমন্বয়ে কাবীলা গঠিত। গ্রন্থকার এই সমস্ত সমাজের অস্পষ্ট সামাজিক ধারণাগুলির সঠিক নাম দিতে যাইয়া যে সমস্যাবলীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন। এই দল-উপদলগুলির স্থিতিহীনতার ফলে 'আরব গ্রন্থকারগণ এইসব লইয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পরিক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়াছেন।

তাই অভিধানগুলিতে নানা পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা দেখা যায় এবং যে কেহ চেষ্টা করিলে নিম্নের গ্রন্থগুলি হইতে এই কথার সত্যতা যাচাই করিতে পারিবেনঃ

(১) আল-মাওয়ার্দী আল্-আহ্কামুস্-সুল্তানিয়্যা, এবং (২) বিশ্র ফারেস 'L, honneur chez les Arabes' (77-8)। Josef Henninger, Die Familie bei den heutigen Beduinen Arabiens und Seiner Randgebiete (Leiden, 1943, 134-5)-এর তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ইহাতে ব্যবহৃত এককগুলির চরম অসংগতিপূর্ণ সম্প্রসারণ। ইহার সমর্থনে আবার তিনি বহু সংখ্যক সূত্রের বরাত দিয়াছেন। একইভাবে তিনি ব্যাখ্যা দিয়াছেন গোত্র সংগঠনের চারিটি ধাপের ঃ (১) family বা পরিবার (ayle, عائلة), (২) প্রতিটি পরিবারের পাঁচ পুরুষ পর্যন্ত সন্তান-সন্ততি (al or ahl آل), (৩) clan বা গোষ্ঠী (بديدة), (৪) tribe ব গোত্র (فرقة), এই শেষ চারিটি সমার্থক; কিন্তু 'আশীরা ও বাদীদা শব্দদ্বয় কাবীলার অংশ অর্থেও ব্যবহৃত হয় (১৩৪)...। অনেক সময় আবার 'আশীরা ও হামূলা একই অর্থেও ব্যবহৃত হয়; আর আহ্ল বলিতে অনেক সময় সমগ্র জাতি বুঝান হয় (১৩৫)। লিসানুল-'আরাব-এর (vi, 250, I. 9) সংজ্ঞা অনুসারে এই সমস্ত বিভিন্নতার কারণ অর্থের পার্থক্য—শব্দের সঠিক অর্থ ও অস্পষ্ট ব্যবহারিক অর্থের দ্বন্দ্ব; কোনও ব্যক্তির 'আশীরা তাহার পিতার নিকটতম পুরুষ সন্তান দ্বারাই গঠিত হয়; ইহা সঠিক অর্থ। উহাদেরকেই আবার 'কাবীলাও বলা হয়। এস্থলে লক্ষণা অলংকার বা Synecdoche (ব্যাপক অর্থের শব্দকে সীমিত অর্থে ব্যবহার বা ইহার বিপরীত প্রক্রিয়া) দ্বারা অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এ ব্যাপারে অন্যান্য সেমিটিক ভাষার সহিত তুলনা করিয়াও কোন রহস্যোদ্ঘাটন হয় না; কারণ 'আরবীই একমাত্র ভাষা যাহাতে দশম মূল্য হইতে আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন কতিপয় ব্যুৎপন্ন রূপ আহৃত হয় প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝাইবার জন্য। যতদূর জানা যায়, Marcel Cohen তাঁহার `Essai Comparatif Chamito-Semitique.' (Paris 1947, 86) গ্রন্থে শব্দের বুৎপত্তি সংক্রান্ত এই সমস্যাটি স্পর্শ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। সংখ্যাবাচক বিশেষ্যের মূল হইতে সংখ্যার অসম্পর্কিত ব্যুৎপন্ন রূপ পাওয়া যায় না। ইহার ব্যতিক্রম শুধু কতিপয় অপরিচিত প্রাণী বা উদ্ভিদের নাম। হয়ত ইহাও অসম্ভব নহে যে, আদিতে ('আশীরা) শব্দটি দ্বারা জনদশেকের একটি সমষ্টিকে বুঝান হইত। এতদ্সত্ত্বেও ইহা মূল্যায়নের জন্য অত্যন্ত দুর্বল ভিত্তি। কারণ লিসানু'ল-'আরাব (প্রাগুক্ত, ১৯)-এ লিখিত 'আশিরা, শুধু পুরুষ মানুষের সমষ্টিকে বুঝায়' (এইরূপ মা'শার, নাফার, কাওম, রাহ্ত ও 'আলাম শব্দনিচয়ের অর্থও অনুরূপ)। কথাটি আবার বিপরীত ভাবের সমর্থনেও ব্যবহৃত হইতে পারে যাহাতে সাধারণভাবে কথাটি যেভাবে ব্যবহৃত হয় তাহার পরিচয় মিলে। অবশ্য ইহাকে দুষ্ট প্রয়োগ বলিয়া গণ্য করা হয়। তবে ইহাতে শব্দটির সামাজিক ও ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত মূল্যের আভাস পাওয়া যায়। যেমন শুধু যোদ্ধাদের সমষ্টি বুঝাইতে যখন শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) প্রথমে উল্লিখিত গ্রন্থটি 'আরব লীগ কর্তৃক সম্পাদিত; ইহাতে বহু তথ্য রহিয়াছে; (২) I. Henniger-এর গ্রন্থটি এই সকল বিষয় সম্বন্ধে একটি মৌলিক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। "আইলা" (A'ila) প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জীতেও ইহা উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল।

J. Lecerf (E.I.[2])/খন্দকার ফজলুল হক

'আশুরা (عاشوراء) ঃ মুহাররাম মাসের দশম দিবস। হাদীছের বর্ণনায় দেখা যায়, মুহাম্মাদ (স) মদীনায় য়াহূদীদের নিকট হইতে জানিতে পারিলেন, এই 'আশুরার দিন মূসা (আ) ফির'আওনের বন্দীদশা হইতে ইসরাঈল সন্তানগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং ফির'আওন সসৈন্যে ডুবিয়া মরিয়াছিল। সেই কারণে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মূসা (আ) এই দিনে সিয়াম (রোযা) পালন করিয়াছিলেন এবং একই কারণে য়াহূদীরা 'আশুরার রোযা রাখে। তখন হযরত (স) বলিলেন, (فنحن احق واولى بموسى منكم) অর্থাৎ তোমাদের অপেক্ষা মূসার সহিত আমাদের সম্পর্ক অগ্রগণ্য এবং নিকটতর"। মহানবী (স) তখন হইতে নিজে 'আশুরার রোযা রাখিলেন এবং উম্মাতকে এই দিনে সিয়াম পালনে আদেশ দিলেন (মিশকাত, বাব صيام التطوع)।

হাদীছে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা (১) মহানবী (স) সাহাবা (রা)-কে 'আশুরার রোযার উৎসাহ এবং আদেশ দান করিতেন; (২) কতিপয় সাহাবী মহানবী (স)-কে বলিলেন, "য়াহূদী এবং খৃষ্টানগণ 'আশুরাকে বড় মনে করে। আমরা কেন দিনটিকে গুরুত্ব প্রদান কবিব?" উত্তরে মহানবী (স) বলিলেন, "আগামী বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে আমি মুহার্রামের নবম দিবসেও রোযা রাখিব"; (৩) রামাদানের সিয়াম ফরয হওয়র পর হইতে মহানবী (স) সাহাবীগণকে আর 'আশুরার সিয়ামের আদেশে করিতেন না, নিষেধও করেন নাই; (৪) তবে তিনি নিজে রামাদানের সিয়ামের অনুরূপ গুরুত্ব সহকারে বরাবর 'আশুরার সিয়াম পালন করিতেন; (৫) মহানবী (স) বলিয়াছেন ঃ রামাদানের সিয়ামের পর সর্বাপেক্ষা মর্যাদাপূর্ণ মুহার্রামের এই সিয়াম (মিশকাত, বাব ঐ)।

মূসা (আ)-এর সাফল্যে শাশ্বত ইসলামের বিজয় সূচিত হইয়াছিল, জয় আল্লাহ্র দান এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দাসের কর্তব্য—এই প্রেক্ষিতে সকল নবীকে সমভাবে বিশ্বাসী মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁহার উম্মাত এই দিনটিকে মর্যাদাপূর্ণ মনে করেন। কথিত আছে, এই দিনটিতে নূহ (আ) প্লাবনের পর জাহাজ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিয়াছিলেন। আবার এই দশম মুহার্রামে কারবালা প্রান্তরে মহানবী (স)-এর দৌহিত্র হুসায়ন (রা) শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন। চরম বিষাদপূর্ণ হইলেও সত্যের পতাকাবাহী হুসায়ন (রা)-র এই অপূর্ব আত্মত্যাগ ইসলামের ইতিহাসে দিনটিকে আরও গাম্ভীর্যপূর্ণ করিয়াছে। সুতরাং সুন্নী, শী'আ সকলেই নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি উদ্যাপন করে (দ্র. মুহার্রাম); রোযা রাখা তন্মধ্যে অন্যতম অনুষ্ঠান। যদিও কেহ কেহ এই রোযাকে ওয়াজিব মনে করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত, প্রকৃতপক্ষে ইহা নফল। 'নবম' দিবসে রোযা রাখিবার অবকাশ মহানবী (স)-এর জীবনে ঘটে নাই। জীবিত থাকিলে তিনি মনে হয় নবম এবং দশম উভয় দিনের রোযা রাখিতেন, ইহাতে একাধিক দিনের রোযা রাখা, যথা রামাদান ছাড়া অন্য মাসগুলির শুক্লপক্ষের শেষের তিন দিন (ايام البيض) রোযা রাখা যে বিশেষ সুন্নাত, তাহা কতকটা পালিত হইত এবং য়াহূদীদের অনুষ্ঠানের সহিত বৈসাদৃশ্য বা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইত। ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় মহানবী (স) উপদেশ দিয়াছিলেন ঃ তোমরা নবম এবং দশম মুহাররামে রোযা রাখ এবং য়াহূদীদের বিপরীত কর অর্থাৎ তাহাদের মত কেবল একটি দিনের রোযা রাখিও না।

'আশুরা-র উল্লেখ ১০ মুহাররম অর্থে, ইহা সুপ্রাচীন; কতকগুলি ইসলামী অনুষ্ঠান ও রীতি প্রাচীন 'আরবদের, বিশেষত হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাঁহারই নির্দেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল, হাদীছে

এই তথ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন 'আরবগণ 'আশুরার দিন রোযা রাখিত, উক্ত সূত্রে এই কথাটিও জানা যায়। মক্কায় 'আশুরার দিন দর্শকদের জন্য কা'বা ঘরের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হ'াদীছ' সংগ্রহসমূহে স'াওমু 'আশূরা শীর্ষক অধ্যায়গুলি এবং ফিক্হ গ্রন্থসমূহে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়গুলি; (২) Goldziher, Usages juifs d'apres la litterature des musulmans, in Rev. des Etudes juives, xxviii, p. 82-84; (৩) A. J. Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina, p. 121-125; (৪) Th. W. Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, p. 115 প.; (৫) Noldeke-Schwally, Geschichte des Qorans i. 179, note.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/ড. এম. আবদুল কাদের

সংযোজন

'আশুরা ঃ সেমিটিক সভ্যতার ধারাবাহিকতায় সময়কাল গণনা এবং তথাকার সংশ্লিষ্ট পর্ব-অনুষ্ঠানাদি" নির্ধারণ ইতিহাস-ঐতিহ্যের এক বিশিষ্ট অধ্যায়রূপে পরিগণিত। কালপঞ্জী নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাচীন সুমেরীয়দের চাইতে মিসরীয়দের বিজ্ঞানময়তা ভারতীয় জ্যোতিষের পুষ্টি সাধন তৎপরতার ফলশ্রুতি বলা হয়। ১২টি মাসের মধ্যে কাল-বিভাজন কর্ম, সৌরমণ্ডলীর হিসাব দর্শনসম্মত পার্থিব জীবনাচার প্রতিপালন ক্রমে মানুষ সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার ফলাফল লাভের ভিত্তি রচনা করে, পবিত্র মাস ঘোষণা করিয়া আদিম মানুষের চিরায়ত বিবাদ-সংহার প্রবৃত্তির মধ্যে বিরতিমূলক সামগ্রিক (সমবায়) হিত-সাধনা প্রয়াস নিহিত আছে বলিয়া তাহা সমাজ বিজ্ঞানী অভিধায় সুমহান মানবিক উদ্যোগরূপে চিহ্নিত। বক্ষ্যমাণ বিষয় আশুরার সহিত মুহ'াররাম বলিয়া কথিত মাসের সম্পর্ক তাত্ত্বিক এবং তথ্যগত আবহ-ব্যঞ্জনাটি সুনিবিড় বলিয়া বিষয়টি বিশদ আলোচনার দাবিদার।

আরবী (সেমিটিক) গণনায়, প্রথম মাস, মুহ'াররাম-এর দশম দিবসকে আশুরা বলা হয় عاشورة শব্দটি দশম অর্থজ্ঞাপক عشئ عاشى হইতে উদ্ভূত। সুপ্রাচীন কাল হইতে মানবগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিপালিত ও উদ্‌যাপিত যাবতীয় তিথি-পর্বের মধ্যে দশম মুহ'াররাম বা আশুরার বিস্তৃতি সর্বব্যাপী এবং প্রাচীনতম বলিয়া (Social antiquarian) প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন। সেমিটিক শাস্ত্র বিবরণীতে (Religious scripts) বহুবিধ শাস্ত্রীয় যোগাচার সহকারে এই পর্বটি যতিবিহীনভাবে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জীবন-ধর্মাচারের মধ্যে সন্নিবেশিত দেখা যায়। সেমিটিক প্রত্নতত্ত্ব বা ইসরাঈলীয়াত-এর মাধ্যমে জ্ঞাত প্রায় ২০টি ঘটনার সহিত আশুরার সংশ্রব সুবিদিত হইলেও এক ভাষ্যে কথিত আছে যে, ১ম মানব আদম (আ) থেকে বিশ্বনবী (স), এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনাবলী Events of far reachin consequences আশুরার সহিত কার্যকারণ সম্পর্ক অনবদ্যভাবে নির্ণয় করিয়া থাকে। এইসব কিছুর সত্যাসত্যগত ভিত্তি যাহাই হউক না কেন, আশুরার নৃতাত্ত্বিক অনুধ্যানসমূহ ইহার ব্যাপ্তি-বৈচিত্র্যের কৌলীনত্বকে সুপ্রাচীন হইবার নির্দেশ দেয়। এসিরীয় রাজধানী আশুর ও তাহাদের মূল দেবতা আশুরা-এর মধ্যে অভিন্নতা প্রতিপন্ন করে। তাহাদের প্রাচীনতম উপাখ্যান গ্রন্থ গিরগামেশ আশুরা নামক তিথি অনুষ্ঠান প্রতিপালনের শুচি-সিদ্ধতার বিবরণ ক্রমে প্রাচীন সিরিয়াক ভাষ্যে আশুরার অবস্থানের সাংস্কৃতিক আবহকে সুপ্রাচীন এবং সার্বজনীন হইবার অভিধান জ্ঞাপন করে বলিয়া বিষয়টি সেমিটিক আরবী মাসের ঐতিহ্যকেও প্রাচীনতম প্রতীকস্বরূপ বিবেচনাযোগ্য হইবার প্রত্যয়কে সমধিক তথ্যনিষ্ঠ করিয়া তুলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আরবী মাসের (দশম অর্থবোধক) আশুর বা আশুরাহ কুরতুবী-এর মতে عاشورة ব্যুৎপত্তিগতভাবে মুবালাগাহর অর্থজ্ঞাপক। এখানে উক্ত যে, আশুরা শব্দটি সম্মান ও প্রথাগত অতীতের সুবাদে আতিশয্য বুঝাইবার লক্ষ্যে আশিরাতুন হইতে উদ্ভূত। সুতরাং আশুরা কোন কোন সময় আশুরাহ বা আশুরার-এর লিখিত রূপ ধারণ করিয়া থাকে। তাহা দশম রাত্রিবোধক বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে আশুরাহ স্বরূপ প্রচলিত এই অর্থে যে, দিনের আগে রাত আসে বলিয়া দশম রাত্রিতে দশম দিবসের ধারণা বলবৎ হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আরবী 'আশের হইতে 'আশুরা হইবার পক্ষে শাব্দিক ব্যুৎপত্তিগত কোন বিধান কার্যকর না থাকায় এবং প্রয়োগসিদ্ধ নিপাতনে সিদ্ধ হইয়া উঠে বলিয়া তাহা সমধিক রীতিসিদ্ধ।

আশুরার শব্দতাত্ত্বিক প্রাচীনতা ও প্রভাব প্রতীতি (Etymological antiquity and obsession) প্রায় যুগ-কাল নিরপেক্ষ প্রয়োগসিদ্ধতার অর্থবহ বলে মধ্যযুগব্যাপী ইহার বিশিষ্টার্থক প্রবচনসমূহ প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইমাম খায়রুদ্দীন যিরিকলী বলেন, আশুরার কৌলীন্য অসংখ্য অবলম্বনসমূহের বরাতে কোনক্রমে ক্ষুণ্ন হয় নাই; কিন্তু ১০ই মুহ'াররাম ইমাম হু'সাইনের শাহাদাত ভূমি কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনাই ইহাকে যততত্র স্ববিরোধী রটনার উপাখ্যানে পরিণত করিয়াছে সন্দেহ নাই।

আশুরার মত কোন একক বিষয় তাবৎ সভ্যতা-সংস্কৃতির বিভিন্নমুখী ধারা-প্রবাহ জুড়িয়া এইভাবে বর্ণাঢ্য প্রভাব-প্রতিপত্তি সহকারে আর কোথাও বিস্তার লাভ করে নাই। তাহা ছাড়া একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ('আবদু'ল-হ'ক দেহলবী, মা ছাবাতা বিস্-সুন্নাহ), ইসলামপূর্ব সুবিশাল অতীত কালব্যাপী নিম্নোক্ত ঘটনাসমূহ ১০ই মুহ'াররাম বা আশুরার দিন সংঘটিত হয় ঃ

১. হযরত আদম (আ)-এর দেহ তৈরি আশুরার দিন সম্পন্ন হয়।

২. ঐ দিনেই তাঁহার শরীরে রূহ ফুঁকিয়া দেয়া হয়।

৩. ঐ দিনেই তাঁহার বাম পাঁজর হইতে হযরত হ'াওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়।

৪. ঐ দিনেই আদম (আ) নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেন এবং জান্নাতচ্যুত হন।

৫. দীর্ঘকাল পরস্পর খোঁজাখুঁজির পর ঐ দিনেই পুনর্মিলিত হন।

৬. ঐ দিনেই তাঁহাদের তওবা কবুল হয়।

৭. ঐ দিনেই তদীয় পুত্র হাবীল ক'াবীলকে খুন করে এবং মৃত কাকের অনুসরণে মৃত ভাইয়ের লাশ দাফন করে।

৮. হযরত নূহ' (আ) ঐ দিনে বন্যা হইতে প্রাণ রক্ষার জন্য নৌকায় চড়েন।

৯ ঐ দিনেই য়ূনুস (আ) মৎস্য দ্বারা গ্রাসভুক্ত হন এবং

১০. ঐ দিনেই গ্রাসমুক্ত হন।

১১. ঐ দিনেই হযরত ইদরীস (আ)-কে যিন্দা আসমানে তুলিয়া নেওয়া হয়। (কা'ব আহ'বারের বর্ণনামতে)

১২. ঐ দিনেই হযরত ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষিপ্ত করা হয়।

১৩. ঐ দিনেই তিনি অগ্নিকুণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

১৪. ঐ দিনেই শিশু মূসা (আ) নৌকার উপর একাকী নির্বাসিত হন।

১৫. ঐ দিনেই তিনি তওরাত লাভ করেন।

১৬.ঐ দিনেই হযরত আয়্যুব (আ) রোগমুক্তি লাভ করেন।

১৭. ঐ দিনেই হযরত য়া'কূব (আ) য়ূসুফ (আ)-কে ফেরৎ পান।

১৮. ঐ দিনেই মূসা (আ) সাগরে সৃষ্ট রাস্তা দিয়া বনী ইসরায়লসহ উদ্ধার পান।

১৯. ঐ দিনেই ফির'আউন সৈন্যসহ ডুবিয়া মরে।

২০. ঐ দিনেই সুলায়মান (আ) রাজ্যচ্যুত হন এবং ঐ দিনই তাহা ফেরৎ পান।

২১. ঐ দিনেই হযরত 'ঈসা (আ) সশরীরে উর্ধ্বলোকে উত্থিত হন।

২২. ঐ দিনেই কেয়ামত শুরু হইবে।

২৩. ঐ দিনেই বিশ্বনবীর নাতি হযরত হু'সায়ন (রা) শাহাদাত লাভ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

'আশুরার গুরুত্ব ও উপাকারিতা ঃ কথিত আছে, খৃ. পূ. ২৫০০ বৎসর পূর্বে আরবরা বৎসরের ৪টি মাস আশ্‌হুরু'ল-হু'রুম বা পবিত্র-নিষিদ্ধ মাস বলিয়া নির্ধারিত করে। এই সময় তাহারা যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত ও ঝগড়া-বিবাদ হইতে নিবৃত্ত থাকিত অর্থাৎ ঐ সময় হ'জ্জ সম্পাদন, মেলা-বাজার ও জাতীয় কাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অন্যান্য সমাবেশ সার্বজনীন নিরাপত্তা সহকারে অনুষ্ঠিত হইত। উল্লেখ্য, উক্ত হ'ারাম মাসগুলি মুহ'াররাম, সাফার যু'ল-ক'াদাহ ও যি'ল-হ'জ্জ বৎসরের ১ম মাসে মুহ'াররামকে প্রথম মাস হইবার মর্যাদা দিয়াছে বলিয়া আরবরা উল্লেখ করিয়া থাকে। মুহ'াররাম হ'ারাম ধাতুমূল-এর অন্তর্গত নিষিদ্ধ গর্হিত অর্থে পরম সম্মানিত ও পবিত্র হইবার প্রতীতি। আরবদের মা-বোন তাহাদের ব্যভিচার-অনাচার হইতে হ'ারাম বা পবিত্র থাকিবার অর্থের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া আশুরার কৌলীন্যও পবিত্রতাকে আরবদের জাতীয় জীবনে সুষমামণ্ডিত করার এক ঐকান্তিক প্রয়াস তৎপরতা লক্ষণীয়। তাই মুহ'াররামের পবিত্রতা তথা আশুরার কীর্তিমান কৌলীন্য সার্বজনীন এবং সনাতন অভিধায় চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

ইসলাম-পূর্ব জাহিলি যুগে মুহ'াররাম তথা শাহরু'ল-হ'ারাম-এর মর্যাদা সম্পর্কে কু'রআন মজীদের একাধিকবার উল্লেখ লক্ষণীয়। এ বিষয়ে নবীজির অনেক বক্তব্যের মধ্যে এগুলি খুবই প্রাসংগিক। বিশ্বনবী প্রখ্যাত মিনার খুত'বায় ইরশাদ করেন, অর্থাৎ মহাকাল ঘুরিয়া ফিরিয়া এমন একটি দিনের পরিসরে আবর্তিত হইয়াছে যাহাতে আল্লাহ তা'আলা যমীন আসমান সৃষ্টি করিয়াছিলেন অর্থাৎ মূল যি'ল-হি'জ্জাহ মাসটি জাহিলিয়ার যি'ল-হি'জ্জাহ মাসের মান-মর্যাদার সাথে অভিন্ন। হিজরতভিত্তিক ইসলামী বর্ষপঞ্জী নির্ণয়ের মুহ'াররম মাসকে নির্ধারণের বিষয়টিও উল্লেখ্য। হযরত 'উমার (রা)-এর সময় পরামর্শক্রমে কেহ কেহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্ম দিবস, নবূওয়াত প্রাপ্তি এবং হিজরত-এর দিবস এই তিন দিবসের মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনার পর হিজরতের দিবসই স্থির হইল, অথচ রাবী'উ'ল-আওয়াল মাসের পক্ষে জন্ম ও হিজরতের কারণে অগ্রগণ্য মতামত ছিল প্রবলতর। ফাতহুল-বারীতে প্রসঙ্গত উল্লিখিত, কু'রআন মাজীদের আয়াত والفجر وليال عشر ফজরের নামে শপথকে হযরত ইবনে 'আব্বাস (র) মুহ'াররামের ফজর এবং সংশ্লিষ্ট দশটি রাত আশুরার (দিবসের) নির্দেশক বলিয়াছেন যেভাবে রাত্রির আবির্ভাব আগেই ঘটিয়া থাকে (আল-বিদায়াহ-ওয়াননিহায়া, ৩ খ., পৃ. ২০৭)।

আশুরা দিবস সম্পর্কিত অনেকের মধ্যে একটা হ'াদীছ-ভাষ্যের উদ্ধৃতি অতিশয় প্রাসঙ্গিক বলিয়া হযরত ইবন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (স) যখন মদীনায় আসিয়া উপনীত হইলেন, য়াহূদীদের আশুরার রোযা পালন দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, ইহা কি? উত্তরে তাঁহাকে জ্ঞাত করা হইল, ইহা একটি শুভ দিন,এই দিনেই আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে তাহাদের শত্রু হইতে অব্যাহতি দেন। সুতরাং হযরত মূসা (আ) ঐ দিন রোযা পালন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, আমি তো মূসা (আ)-এর নৈকট্যের ক্ষেত্রে তোমাদের (য়াহূদীদের) চেয়ে অধিকতর অগ্রগণ্য। তিনি নিজে রোযা রাখিলেন এবং (অন্যদের) রোযা রাখিবার আদেশ দিলেন। উল্লেখ্য, বিভিন্ন ভাষ্যসমূহে রাসূলুল্লাহ (স) বিষয়টি বিশদভাবে ব্যক্ত করেন অর্থাৎ আশুরার রোযা রাখা উত্তম, না রাখিলে দায়বদ্ধতা নাই ইত্যাদি। অবশ্য আহলে কিতাব বা য়াহূদীদের সহিত ভিন্নতা প্রদর্শনের লক্ষ্যে নবম+দশম কিংবা দশম+ একাদশ দুই দুইটি রোযা রাখিবার রীতিই হইল ইসলামসম্মত এবং শুধু আশুরার জন্য একদিন রোযা করা বৈধ হইলেও অসমীচীন। ইহাতে মতানৈক্য থাকিলেও আনওয়ার শাহ কাশমিরীর মত উল্লেখযোগ্য। আশুরার রোযার হুকুম তিন প্রকার ঃ আফযল মাফযূল এবং আদনা। নবম+দশম+একাদশ হইল আফযাল বা সর্বোৎকৃষ্ট, নবম+ দশম অথবা দশম+একাদশ হইল মাফযূল উত্তম আর শুধু দশম হইল সর্বনিম্ন। অতএব, শুধু আশুরার রোযা মন্দ (মাকরূহ নয়) কারণ নবী আশুরার রোযা রাখিয়াছেন যদিও পরবর্তী বৎসর বাঁচিলে আগপর মিলাইয়া রোযা রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্তুত তিনি ততদিন বাঁচেনও নাই, আর আগপর মিলাইয়া রোযা রাখিতে পারেন নাই। অতএব, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আমল মন্দ বা মকরূহ হইবার নয়। বুখারী-মুসলিম শারীফের কিছু ভাষ্যে আশুরার রোযা রাখিবার আদেশ কিংবা জানামাত্র আশুরার দিবসের বাকী অংশ পানাহার হইতে বিরত থাকা, এমনকি বাচ্চাদেরকেও নিবৃত্ত রাখিবার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার উপর আমল নাই অথবা তাহা মনীষীদের অনুসৃত আমল ছিল না।

আশুরার দিন ঈদের মত উদ্‌যাপন করার কোন বিধান নাই বলিয়া শাস্ত্রবিদরা মনে করেন। ঐ দিন রোযা পালন ব্যতীত ঈদের গোসল, চোখে সুর্মা দেওয়া, আতর ব্যবহার, আগুন স্ফুলিংগ খেলা ইত্যাদি সব অবাঞ্ছিত বিদ'আত এবং অনেকটা শী'আ প্রবণতার প্রতীক ইবনু'ল-জাওযী এইগুলির সহিত পরিবারে খাদ্যদ্রব্যের আতিশয্য সংশ্লিষ্ট হ'াদীছ ভাষ্যগুলিকেও আপত্তিমুক্ত নয় বলিয়াছেন; যদিও এইগুলি অভিজ্ঞতার আমল নানাভাবে বর্ণিত আছে বলিয়া অনেক মনীষী উল্লেখ করিয়া থাকেন। তা'যিয়া- মাতম বর্জন করিয়া নাওয়াফিল আদায় ও দরূদ পাঠই শ্রেয় যাহা সকলেই একমত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Toynbee, Arnold. J., A Study of History;

(٢) ابن حجر هيمى - صواقق محرام-بلاق ١٥٦١

(٣) طبرى - التاريخ

(٤) ابن كثير البداية والنهاية طبع جديد كراسى ١٩٦٧

(٥) عبدا الحق ما ثبت بالسنة لكنو ١٨٧١

(٦) ابن الحاج - كتاب المدخل - بلاق ١٩٦٠

(৭) الشاطبی – الاعتصام – ۱۸۷۰
(৮) ابن دقیق العید – هزر الفقه المصری
(৯) مفتی مولنا جشیم الدین بیان محرم معروفات ومنکرات. হাটহাজারী, চট্টগ্রাম,

Do, World History

Peri, growth of Cistopher and Robert Lee Wof, Civilizations in the West, Printern Engle Wood Chaffs, New Jerey 1988.

Boris Pistrovosky & Grigory bongard Leren, Ancient Civilizations sof the East and West, Progress Publishers, Moscow, 1969;

Redcliff Brown, Civilizations Past and Present, Lieden Print 4th edn, 1981.

আকবর হোসেন, মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৭৮।

এইচ গোলাম সামাদ, নৃত্য , বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮২।

ড. শব্বির আহমদ

'আস্'আদ আফান্দী আহ্'মাদ (اسعد افندی احمد) ঃ (১১৫৩-১২৩০/১৭৪০-১৮১৪) 'উছ্'মানী, শায়খু'ল-ইস্‌লাম। শায়খু'ল-ইস্‌লাম মুহা'ম্মাদ সা'লিহ্' আফান্দী (দ্র.)-এর পুত্র। তিনি পরপর ইযমীর (১১৮৪/১৭৭০ হইতে), বুরসা (১১৯২/১৭৭৮ হইতে) এবং ইস্তাম্বুলের (১২০১/১৭৮৭ হইতে) কাদী ছিলেন। পরে অল্প সময়ের জন্য (১২০৪-১২০৬/১৭৯০-১৭৯১) আনাদুলুর সামরিক কা'দীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সেই সমস্ত প্রভাবশালী ব্যক্তির অন্যতম ছিলেন যাঁহাদের সহিত বাদশাহ সালীম (তৃতীয়) [দ্র.] শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে পরামর্শ করিতেন, বিশেষত যাঁহারা সেনাবাহিনীর কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবাদি পেশ করিতেন। সংস্কারমূলক কার্যাবলীর পৃষ্ঠপোষকতার কারণে তিনি দুইবার রুমেলীর সামরিক কা'দীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং পরে ২৯ মুহা'র্‌রাম, ১২১৮/২১ মে, ১৮০৩ হইতে শায়খুল-ইসলাম পদে উন্নীত হন। ১২২১/১৮০৬ সনে যখন রুমেলীতে নব বিধান প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চালান হয় তখন আস'আদ আফান্দী ফাত্ওয়া দেন যে, নব বিধানের বিরোধিতা নিন্দনীয়। কিন্তু পরে সুলত'ান সংস্কারসমূহ বাধ্যতা-মূলকভাবে কার্যকরী করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলে তাঁহার আবেদনক্রমে তাঁহাকে উক্ত পদ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় (১ রাজাব, ১২২১/১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮০৬)।

কাবাক্‌চির মুস'ত'াফা (দ্র.)-র বিদ্রোহের সময়ে শায়খুল ইসলাম 'আতাউল্লাহ্ আফান্দীর প্রভাবে এবং 'আলিম সম্প্রদায়ের সমর্থনে আস'আদ আফান্দীর জীবন রক্ষা পায়। মুস্‌তাফা পাশা বায়রকাদার (দ্র.) ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আফান্দী পুনরায় শায়খুল ইস্‌লাম পদে অধিষ্ঠিত হন (২২ জুমাদাছ' ছানী, ১২২৩/১৫ আগস্ট, ১৮০৮) এবং ঐ সমস্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন, যাহার ফলাফল পরে 'সানাদ-ই-ইত্তিফাক'-এ প্রকাশিত হয় (দ্র. দুসতুর ২ প্রবন্ধ)। মুসতাফা পাশা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর আবার 'আলিম সম্প্রদায় আস্'আদ আফান্দীর প্রাণ রক্ষা করেন। ৩ শাওয়াল, ১২২৩/২২ নভেম্বর, ১৮০৮ সনে তাঁহাকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং তাঁহার জীবনের নিরাপত্তার জন্য তাঁহাকে তাঁহার নিজস্ব জায়গীর (Arpalik)-এর মানীসা (Manisa) নামক স্থানে প্রেরণ করা হয়। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি ইস্তাম্বুল প্রত্যাবর্তনে অনুমতিপ্রাপ্ত হন এবং ১০ মুহা'র্‌রাম, ১২৩০/২৩ ডিসেম্বর, ১৮১৪ সালে কানলিজায় নিজস্ব YALI (বাসগৃহ)-তে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে সিনান আগা মসজিদ চত্বরে ফাতিহ' কবরস্থানে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ওয়াসি'ফ, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১২১৯ হি., ২খ., ১৫১; (২) 'আসি'ম, তারীখ, ইস্তাম্বুল, তা.বি., ১খ., ১১৯, ২খ., ২৫৭; (৩) শানীযাহ্, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১২৯০ হি., ১খ., ৪৫, ৭২, ১৩৯, ১৪৬; (৪) জাওদাত, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১৩০৯ হি., খ., ৬-৯, নির্ঘণ্ট; (৫) মুহা'ম্মাদ মুনীব, দাওহা'-ই মাশাইখ কিবার য'ায়লী, পাণ্ডু.); (৬) সুলায়মান ফাইক' দাওহা'-ই মাশাইখ কিবার য'ায়লী, (পাণ্ডু.); (৭) আহ'মাদ রাফ'আত দাওহা'তু'ল-মাশাইখ, ইস্তাম্বুল (লিথু.) তা.বি., পৃ. ১০০, ১১৯; (৮) হু'সায়ন আয়ওয়ান সারা'ঈ, হা'দীকা'তু'ল-জাওয়ামি', ইস্তাম্বুল ১২৮১ হি., ১খ., ১২৩; (৯) 'ইলমিয়্যা সালনামাহসী, ইস্তাম্বুল ১৩৩৪ হি., পৃ. ৫৭০।

M. Munir Aktepe (দা.মা.ই.)/ মোঃ মাহবুব উল্লাহ

আস'আদ সূরী (اسعد سوری) ঃ পশতু ভাষার একজন বিখ্যাত কবি, গায্‌নাবী শাসনামলে ও গূ'র-এর সূরী রাজবংশের প্রাথমিক যুগে (দ্র. তারীখ-ই আফগা'নিস্তান, কি'স্‌মাত-ই গূ'রীয়ান ও আমীর কারুড়) সূরী রাজদরবারে অত্যন্ত মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মুহা'ম্মাদ। শায়খ আস্'আদ ৪০০ হি.-এর কাছাকাছি সময়ে গূর রাজ্যে কাব্যচর্চার ধারা সমুন্নত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি ৪২৫ হি.-তে বাগনীন শহরে (গূ'র এবং যামীনদার-এর মধ্যস্থলে একটি শহর যাহাকে বর্তমানে বুগ'ত বলা হয়) ইনতিকাল করেন। তাঁহার জন্ম তারিখ অজ্ঞাত।

শায়খ কাত্তাহ্ প্রণীত লারগু'নী পুশতানাহ গ্রন্থের বরাত দিয়া পাট্টাহ্ খাযানা গ্রন্থে (হিজরী ৭৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে) আস'আদ সূরী সম্পর্কে কিছু তথ্য সন্নিবেশিত আছে। লারগুনী পুশতানা গ্রন্থের গ্রন্থকার শায়খ কাত্তাহ এই তথ্যাবলী মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন 'আল-বুসতীর তারীখ-ই সূরী গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পাট্টাহ খাযানা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে ঃ গূর রাজ্য আক্রমণকালে সুলত'ান মাহ'মূদ আহাঙ্গারান দুর্গে (গূ'র-এর দুর্গসমূহের অন্যতম, উহার ধ্বংসাবশেষ এই নামে হারীরুদের তীরবর্তী বিস্তীর্ণ উচ্চ ভূমিতে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে) আমীর মুহা'ম্মাদ সূরীকে অবরুদ্ধ করেন। আস'আদ সূরীও সেই সময় আহাংগারান দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন। আমীর মুহা'ম্মাদ সূরীকে বন্দী করিয়া গাযনীতে আনয়নের পর সেইখানে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তখন তাঁহার বন্ধু আস'আদ সূরী তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে শোকগাথামূলক একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন (পাট্টাহ খাযানা, পৃ. ৩৭)।

আহাংগারান-এর যুদ্ধ এবং আমীর মুহা'ম্মাদ সূরীর প্রতিআক্রমণ গা'য্‌নাবী শাসনামলের বিখ্যাত ঘটনাসমূহের অন্যতম। মিনহাজু'স-সিরাজ-এর বর্ণনানুযায়ী আমীর মুহা'ম্মাদ এই যুদ্ধে সুলতা'ন মাহ'মূদের হাতে বন্দী হইলে স্বীয় আংটির মধ্যে লুক্কায়িত বিষ খাইয়া মৃত্যুবরণ করেন (ত'াবাকাত-ই নাসি'রী, ১খ., ৩৮৮)। বায়হাকী গূর-এর যুদ্ধ ও গূ'র বিজয়ের সাল ৪০৫ হি. বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্‌নু'ল-আছী'র লিখিয়াছেন, ইব্‌ন সূরী দশ সহস্র সৈন্য লইয়া সুলত'ান মাহ'মূদের সৈন্যবাহিনীর সংগে আহাংগারান নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে বন্দী হইলে তিনি বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করেন (আল-কামিল, ৯খ., ৯১)।

শায়খ আস'আদ সূরী মুহ'াম্মাদ সূরীর সভা কবি ছিলেন। তিনি আমীরের মৃত্যুতে উচ্চ মানের শোকগাথা রচনা করিয়াছিলেন যাহা প্রাচীন পশ্‌তু সাহিত্যের একটি মৌলিক কবিতা। পাট্টাহ্‌ খাযানা-এর সংকলন উহা লারগু'নী পুশ্‌তানাহ্‌ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহাতে ৪৩টি শ্লোক আছে। উহাতে আমীর মুহ'াম্মাদ সূরীর বীরত্ব, শিষ্টাচার ও ন্যায়পরায়ণতার প্রভৃত প্রশংসা করা হইয়াছে এবং সুলত'ান মাহ'মূদের আক্রমণ ও তাঁহার সৈন্যদের হস্তে আমীর মুহ'াম্মাদ সূরীর বন্দী হওয়াতে দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই কবিতাটি মানের দিক হইতে সুলত'ান মাহ'মূদের শাসনামলের ফাররুখী, উনসূরী, মানূচেহরী প্রমুখ বিখ্যাত কবিতার প্রায় সমতুল্য। আমীর মুহ'াম্মাদ সূরীর মৃত্যুর কারণে গূর রাজ্যে যে শোকাবহ দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছিল এই কবিতায় কাব্যিক সুষমা ও শক্তিশালী ভাষা প্রয়োগ দ্বারা উহার বাস্তব চিত্র অংকন করা হইয়াছে। কবিতাটি গভীরভাবে পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, এই সময়ে ছন্দ, অন্ত্যমিল, ভাব ও অর্থ সৃষ্টির ব্যঞ্জনার দিক হইতে 'আরবী ও ফারসী কবিতা পশ্‌তু ভাষার উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কেননা উহাতে সুলত'ান মাহ'মূদের দরবারে পঠিত কবিতার রীতি অনুযায়ী উপক্রমণিকা আছে, বিষয়বস্তুরও অবতারণা করা হইয়াছে এবং ফারসী ও 'আরবী সাহিত্যের প্রবাদ বচনের ব্যাপক ব্যবহারও ইহাতে বিদ্যমান। কবি ফাররুখ সুলত'ান মাহ'মূদের মৃত্যুতে শোকগাথা হিসাবে যে ক'াসীদা (দীর্ঘ কবিতা) রচনা করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই হুবহু অনুসরণ বলিয়া মনে হয় (দীওয়ান-ই ফাররুখী, পৃ. ৯২, তেহ্‌রানে মুদ্রিত)। ইহা দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় যে, গ'াযনাবীদের শাসনামলে পশ্‌তু ভাষা পূর্ণভাবে সেই যুগের সাহিত্য-নীতি ও রীতি-পদ্ধতির প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আস'আদ সূরী সম্বন্ধে ঃ (১) মুহ'াম্মাদ হাওতাক, পাট্টাহ্‌ খাযানা, 'আবদু'ল-হ'ায়্যি হ'াবীবীর টীকাসহ, কাবুল ১৯৪৪ খৃ.; (২) 'আবদু'ল-হ'ায়্যি হ'াবীবী, তারীখ-ই আদাব-ই পাশ্‌তু, ২খ., কাবুল ১৯৫০ খৃ.; (৩) সি'দ্দীকু'ল্লাহ, মুখতাস'ার তারীখ-ই আদাব-ই পাশ্‌তু, কাবুল ১৯৪৬ খৃ., বাগ্‌'নীন-আরে সম্বন্ধে; (৪) হু'দূদু'ল-'আলাম, পৃ. ৬৪, তেহ্‌রান ১৯৩২ খৃ.; (৫) আল-ইস'ত'াখ্‌রী, আল-মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক, পৃ. ২৪৪-২৫২, লাইডেন ১৯২৭ খৃ., আমীর মুহ'াম্মাদ সূরী এবং আহাঙ্গারান্‌ দুর্গ সম্বন্ধে; (৬) মিন্‌হাজু'স-সিরাজ, ত'াবাক'াত-ই নাসি'রী, ১খ., ৩৮৮, হ'াবীবী মুদ্রিত; (৭) বায়হাকী, তারীখ, ১খ., ১১৭, তেহ্‌রান ১৯৩৯ খৃ.; (৮) ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল, ৯খ., ৯১, মিসর; (৯) হ'ামদুল্লাহ আল-মুস্‌তাওফী, তারীখ-ই গুযীদাহ্‌, পৃ. ৪০৯-৪৯৭, লন্ডন ১৩০৬ খৃ.; (১০) দীওয়ান-ই ফাররুখী, পৃ. ৯২, তেহ্‌রান ১৯৩১ খৃ.; (১১) মিনুরিস্কি, শারহ' ওয়া তারজামা হু'দূদু'ল-'আলাম, পৃ. ৩৩৩, অক্সফোর্ড ১৯৩৭ খৃ.।

'আবদুল-হ'ায়্যি হ'াবীবী (দা.মা.ই.)/মু. শামসুল ইসলাম

'আস'আদ ইব্ন যুরারা (اسعد بن زرارة) ঃ (রা) ইব্ন আসাদ আল-আনস'ারী আল-খায্‌রাজী। স'াহ'াবী, উপনাম আবূ উমামা, মাতার নাম সু'আদ বিন্‌ত রাফি'। রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাতুল গোত্র আন-নাজ্জার-এ জন্মগ্রহণ করেন। আনস'ারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। 'আক'াবা (দ্র.)-এর উভয় শপথ অনুষ্ঠানে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক মনোনীত বারজন নাক'ীব (দলপতি)-এর মধ্যে তিনি ছিলেন তাঁহার খালাতো ভাই। জাহিলী যুগেও তিনি ছিলেন তাওহ'ীদবাদী। তিনি মূর্তিপূজাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদা তিনি আপন গোত্রের ৪০ ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া ব্যবসায় উপলক্ষে শাম (সিরিয়া) হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে স্বপ্নে দেখিলেন, এক আগন্তুক আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছে, "হে আবূ উমামা! মক্কাতে একজন নবী আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তুমি তাঁহার আনুগত্য করিও। আর ইহার নিদর্শন হইতেছে, তুমি এবং অমুক ব্যক্তি (মহামারীতে যাহার চক্ষু বিনষ্ট হইবে) ব্যতীত তোমার সঙ্গীরা সকলেই মৃত্যুবরণ করিবে।" অতঃপর তাহারা এক স্থানে অবতরণ করিলেন এবং রাত্রিকালে মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া আস'আদ ইব্ন যুরারা এবং স্বপ্নে বর্ণিত সেই ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল (ত'াবাকাত, ২খ., ১৬৫-৬৬)। এই ঘটনার পর হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাত লাভের জন্য তাঁহার মন উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে।

নবুওয়াতের একাদশ বর্ষে আরও পাঁচজন সঙ্গীসহ তিনি মক্কায় হ'জ্জ-এর মৌসুমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেন। বানূ নাজ্জার-এর মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে হাত রাখিয়া বায়'আত হন (ইব্ন হিশাম, ২খ., ৪৩)।

ওয়াকি'দী বর্ণনা করেন, আস'আদ ইব্ন যুরারা ও য'াক্‌ওয়ান ইব্ন 'আবদি'ল-কায়স মক্কায় 'উতবা ইব্ন রাবী'আ-র নিকট গমনের জন্য রওয়ানা হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (স')-এর কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট হাযির হইলেন। রাসূলুল্লাহ (স') তাঁহাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। ইহাতে তাঁহারা উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং 'উতবার নিকট আর না গিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। সুতরাং মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে তাঁহারাই হইলেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।

ইসলাম গ্রহণের পর আকাবায় অংশগ্রহণকারী অন্য পাঁচজন সাহাবীর সাথে তিনিও মদীনায় অতি উৎসাহের সহিত ইসলামের দা'ওয়াত শুরু করিয়া দেন। এই ছয়জনের প্রচেষ্টায়ই মদীনার ঘরে ঘরে রাসূলুল্লাহ (স')-এর বার্তা পৌঁছিয়া যায়। বিশিষ্ট সাহাবী আবু'ল-হায়ছাম ইবনু'ত-তায়্যিহান (রা) (যিনি জাহিলী যুগে তাওহীদবাদী ছিলেন) আস'আদ ইব্ন যুরারার দা'ওয়াতেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

পরের বৎসর অর্থাৎ নবুওয়াতের দ্বাদশ বর্ষে আবার রাসূলুল্লাহ (স')-এর সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য তিনি অন্য এগার ব্যক্তির সহিত মক্কায় গমন করেন এবং রাত্রিবেলা 'আকাবার নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বায়'আত হন। ইতিহাসে ইহা বায়'আতুল-'আকাবা আল-উলা বা 'আক'াবার প্রথম শপথ নামে খ্যাত।

ইহার পর তাঁহাদেরকে কু'রআন এবং শারী'আতের অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) 'আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মি মাকতূম ও মুস'আব ইব্ন 'উমায়রকে তাঁহাদের সহিত মদীনায় প্রেরণ করেন। মদীনায় তাঁহারা আস'আদ ইব্ন যুরারা-র গৃহেই অবস্থান করিতেন।

এই বৎসরই তিনি স্বীয় ইজতিহাদ (দ্র. বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত অনুসারে) চল্লিশজন মুসলমান লইয়া মদীনার হ'াররা বানী বায়াদ'া নামক স্থানে সর্বপ্রথম একত্রে সালাত কায়েম করেন এবং তিনিই উক্ত সালাতে ইমামতি করেন। এই দিবসের জন্য জুমু'আ নামটিও সর্বপ্রথম তাঁহারই ব্যবহার। জাহিলী যুগে এই দিনকে য়াওমু'ল-আরূবা (يوم العروبة) বলা হইত। পরবর্তী কালে আল্লাহ্‌ তা'আলা ওহী নাযিল করিয়া জুমু'আর স'ালাত ফরয করেন এবং তাঁহাদের মনোনীত নাম পসন্দ করিয়া কু'রআন কারীমে উহাই ব্যবহার করেন (দ্র. সূরা জুমু'আ, ৯)।

পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ নবূওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে মুস'আব ইব্ন 'উমায়র (রা)-এর নেতৃত্বে ৭৫ (পঁচাত্তর) ব্যক্তির সহিত তিনি পুনরায় হ'জ্জ পালন করিবার জন্য মক্কায় গমন করেন এবং পূর্ববর্তী বৎসরের সেই স্থানেই সকলের সহিত সমবেত হন। রাসূলুল্লাহ (স') স্বীয় পিতৃব্য 'আব্বাস (রা)-কে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলে 'আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স')-এর সহিত তাহাদের যে কোন একজনকে কথোপকথনের পরামর্শ দেন। আস'আদ ইব্ন যুরারা-ই তখন রাসূলুল্লাহ (স')-এর সহিত কথোপকথন করেন (আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ৩খ., ১৬৩)। অতঃপর অন্য সকলের সহিত তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করিয়া 'আকাবার দ্বিতীয় আনুগত্য শপথেও অংশগ্রহণ করেন।

হিজরতের নবম মাসে (শাওওয়াল) মাস্জিদে নাবাবী যখন নির্মিত হইতেছিল তখন গলদেশের এক রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি ইনতিকাল করেন। রোগে আক্রান্ত হইবার পর রাসূলুল্লাহ (স') তাঁহার নিকট গমন করত তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "এ কেমন মৃত্যু! য়াহূদীগণ তো বলিবে, 'সে (মুহাম্মাদ) কেন তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিল না?' অথচ আমি তোমার এবং আমার নিজেরও মালিক নহি। তাহারা যেন আবূ উমামার ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার না করে।" রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে তাঁহার স্কন্ধে 'দাগ' দেওয়া হয়। ইহার অল্পক্ষণ পরেই তিনি ইনতিকাল করেন।

তাঁহার ইনতিকালের পর রাসূলল্লাহ (স') স্বয়ং হাযির থাকিয়া তাঁহাকে গোসল দেন, তিনটি কাপড়ে কাফন দিয়া জানাযা আদায় করেন এবং জানাযার অগ্রভাগে গমন করত জান্নাতু'ল-বাকী'তে তাঁহাকে দাফন করেন। রাসূলুল্লাহ (স') স্বয়ং যে সকল সাহাবীর জানাযায় ইমামতি করেন, আস'আদ ইব্ন যুরারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম স'াহাবী। আনস'ারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম জান্নাতু'ল-বাকী'তে সমাহিত হন।

তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল 'উমায়রা বিন্ত সাহ্ল। মৃত্যুকালে তিনি হ'াবীবা, কাব্শা ও ফুরায়'আ নামে তিন কন্যা রাখিয়া যান। মৃত্যুকালে তিনি কন্যা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স')-এর নিকট ওসিয়াত করিয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার ইনতিকালের পর রাসূলুল্লাহ (স')-এর পরিবারের সহিত তাঁহাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এক সময় রাসূলল্লাহ (স')-এর নিকট কিছু স্বর্ণালঙ্কার আসিলে তিনি আস'আদ ইব্ন যুরারা-র কন্যাদেরকে উহা দান করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত'-ত'াবাক'াতু'ল-কুবরা, বৈরূত, তা.বি., ১খ., ১৬৫, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২২, ২৩৭, প., ৩খ., ৪৪৮, ৪৮৬, ৫৩৮, ৫৯৩, ৬০২, ৬০৩, ৬০৮-৬১২, ৪খ., ৯, ৮ খ., ১১, ৪৭৯; (২) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৩৪, সংখ্যা ১১১; (৩) আয-য'াহাবী, তাজরীদ আস্মাইস্-স'াহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ১৪, সংখ্যা, ১০৬; (৪) ইবনু'ল-আছীর, উস্দু'ল-গ'াবা, তেহ্রান ১৩৭৭ হি., ১খ., ৭১-৭২; (৫) ইব্ন 'আবদি'ল-বারর, আল-ইস্তী'আব (ইস'াবার হাশিয়া, ১খ., ৮২-৮৪); (৬) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ৩খ., ১৪৯, ১৫০, ১৬১; (৭) ইব্ন হিশাম, সীরাঃ আল-আয্হার (মিসর) তা. বি., ২খ., ৩০, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৪০, ৫১; (৮) ইদ্রীস কানধলাবী; সীরাতু'ল-মুস'তাফা, দিল্লী ১৯৮১ খৃ., ১খ., ৩৩১-৩৩৬; (৯) বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রামস, ঢাকা ১৯৭২ খৃ., ১খ, ২৫৯।

ডঃ আবদুল জলীল

আস'আদ ইব্ন য়াযীদ (اسعد بن يزيد) ঃ (রা) ইব্নি'ল-ফাকিহ ইব্ন য়াযীদ আল-আনস'ারী, স'াহাবী, মদীনার প্রসিদ্ধ আল-খাযরাজ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। আবূ নু'আয়ম তাঁহাকে আন-নাজ্জারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রামাণ্য সূত্রে তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানা যায় না। স'হীহ' বর্ণনামতে তাঁহার পিতার নাম ছিল য়াযীদ। অবশ্য যায়দ বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। আবূ মূসা ইব্ন 'উক'বা এবং ইব্নু'ল-কালবীর মতে তিনি বদ্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইব্ন ইসহ'াক-এর মতে বদ্র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী স'াহাবীর নাম হইল সা'দ ইব্ন য়াযীদ। উহু'দ যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। তাঁহার কোন বংশধর ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ৩৫, সংখ্যা ১১৭; (২) ইব্নু'ল-আছীর, উস্দু'ল-গ'াবা, তেহ্রান ১৩৭৭ হি., ১খ, ৭৩; (৩) ইব্ন সা'দ, আত'-ত'াবাক'াতু'ল-কুবরা, বৈরূত, তা. বি., ৩খ., ৫৭৪; (৪) ইব্ন 'আবদি'ল-বারর, আল-ইস্তী'আব (ইস'াবার হ'াশিয়ায় সন্নিবেশিত, ১খ., ৮৪); (৫) আয'-য'াহাবী, তাজরীদু আসমাই'স-স'াহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ১৫, সংখ্যা ১১২।

ডঃ আবদুল জলীল

আল-আস্ওয়াদ ইব্ন কা'ব আল-'আনাসী (الاسود بن كعب العنسى) ঃ মায্'হিজ গোত্রের সন্তান। আল-য়ামানে সংঘটিত প্রথম রিদ্দা (حرب الردة) যু'ল-খিমার নায়ক। কথিত আছে, তাহার প্রকৃত নাম 'আয়হালা বা 'আবহ্লা। যু'ল-খিমার (অবগুণ্ঠনধারী) বা যু'ল-হিমার (গর্দভ আরোহী) উপাধিতেও তাহার পরিচিতি ছিল। ৬২৮ খৃস্টাব্দে পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খুসরাও নিহত হইলে এবং ৬৩০ খৃস্টাব্দে মক্কা মুসলমানদের দখলে চলিয়া আসিলে আল-য়ামানের পারসিকরা বায'ানের নেতৃত্বে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে। কারণ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল, পারস্য হইতে সাহায্য-সহায়তা লাভ করা তাহাদের পক্ষে আর সম্ভব নহে। 'আরবীয় সূত্রানুসারে য়ামানী পারসিকরা মুসলমান হইয়াছিল। কিন্তু কতিপয় য়ূরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল প্রথম রিদ্দা লড়াইয়ের পরে। তবে তাহাদের ধর্মান্তরের সময় কাল যখনই হউক, হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর সংগে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার অর্থ ইহাই দাঁড়ায় যে, পারসিক নিয়ন্ত্রিত আল-য়ামানের অংশ ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আওতায় চলিয়া আসিয়াছিল। বায'ান মৃত্যুবরণ করিলে হযরত মুহ'াম্মাদ (স) মদীনা হইতে আল-য়ামানে কতিপয় প্রতিনিধি পাঠাইলেও সেখানকার কিছু সংখ্যক স্থানীয় নেতাকে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধি বা কর্মকর্তা হিসাবে স্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন। সান্'আ'র পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বায'ান-তনয় শাহ্রের প্রশাসনের অন্তর্গতই থাকিয়া যায়। ৬৩২ খৃস্টাব্দে মার্চ মাসের শেষের দিকে আল-আস্ওয়াদের নেতৃত্বে মায্হিজ উপগোত্রীয়দের দশজন বিদ্রোহী হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রতিনিধি 'আম্র ইব্ন হ'াযম এবং খালিদ ইব্ন সা'ঈদকে নাজ্রান ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে বাহির করিয়া দেয়, শাহ্রকে পরাজিত ও হত্যা করে এবং স'ান্আ' দখল করিয়া লয়। ফলে আল-য়ামানের অনেক অঞ্চল আল-আস্ওয়াদের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া আসে। কায়স ইব্নু'ল-মাকশূহ' আল-মুরাদী তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্ওয়াহ ইব্ন মুসায়কের বিরুদ্ধে মুবাদ-এর নেতৃত্ব লাভের জন্য আল-আস্ওয়াদের সঙ্গে

মিলিত হইয়া তৎপরতা চালায়। ফারওয়াহকে রাসূলুল্লাহ (স') স্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন। তাই দেখা যায়, আল-আসওয়াদের আন্দোলন পারসিকদের বিরুদ্ধে নয়, বরং রাসূলুল্লাহ (স') প্রবর্তিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল। তাহা আরও স্পষ্ট এইজন্য যে, তখনও পারসিকদের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা স'ান'আ'তে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। আল-আস্‌ওয়াদের ধর্মীয় মতবাদ স্পষ্ট নয়। সে আল্লাহ অথবা আর-রাহ্‌মানের নামে ভবিষ্যদ্বক্তা (কাহিন) হিসাবে নিজেকে প্রচার করিয়া ভোজবাজি দেখাইয়া প্রভাব বিস্তারে প্রয়াসী হইয়াছিল। তাহার একত্ববাদ সম্ভবত তৎকালীন আল-য়ামানে প্রচলিত খৃষ্টবাদ বা য়াহূদীবাদ দ্বারা প্রভাবিত, ইসলাম দ্বারা নয়। কারণ তাহার মুসলমান হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল-আসওয়াদের কর্তৃত্ব দুই-এক মাসের বেশী স্থায়ী হইতে পারে নাই কারণ তাহার মৃত্যু হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর ওফাতের (৬৩২ খৃ.) পূর্বেই হইয়াছিল বলিয়া ধারণা করা হয়। যাহারা তাহাকে সহযোগিতা দান করিয়াছিল তাহাদের হাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। আল্‌-আসওয়াদ শাহরের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করে। তাহার সহযোগিতায়ই ক'ায়স ইব্‌ন আল-মাকশূহ্‌, ফীরূয্‌ আদ-দায়লামী ও দাযাওয়ায়হ আল-আস্‌ওয়াদকে হত্যা করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত-ত'াবারী, ১খ., ১৭৯৫-৯৯, ১৮৫৩-৬৮; (২) আল-বালাযু'রী, ফুতূহ, ১০৫-৭; (৩) J. Wellhausen Skizzen und vorarbeiten, Berlin 1899, ৬খ., ২৬-৩৮; (৪) Caetani-Annali, ২/১, ৬৭২-৮৫; (৫) W. Montgomery Watt, Muhammad at Medina, Oxford 1956, 128-30, ইত্যাদি; (৬) W. Hoenerbach, কিতাবুর-রিদ্দা লিল-ওয়াতিমা, Wiesbaden 1951. 71, পৃ. ১০০-২।

W. Montgomery Watt (E.I.[2])/মোঃ ইফতেখারুল ইসলাম

আল-আসওয়াদ ইব্‌ন য়া'ফুর (الاسود بن يعفر) ঃ ('য়া'ফুর এবং য়াফির নামেও পরিচিত), ইব্‌ন 'আবদি'ল-আসওয়াদ আত-তামীমী, আবুল-জাররাহ', জাহিলী যুগের 'আরব কবি, যিনি সম্ভবত খৃ. ৬ষ্ঠ শতকের শেষ পর্যায়ের ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে, তিনি বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতেন এবং স্তুতিমূলক ও বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করিতেন। কিছুকালের জন্য তিনি আন-নু'মান ইবনু'ল-মুনযি'র-এর সহচর ছিলেন। তিনি রাত্রিকালে দেখিতে পাইতেন না; তাই তাঁহাকে মাঝে মাঝে বানূ নাহশাল-এর আল-আ'শারূপে অভিহিত করা হইত। কিন্তু কেবল তাঁহার জীবনকালের শেষ পর্যায়ে যাহা অত্যন্ত দীর্ঘ ছিল বলিয়া মনে করা হয়— তিনি তাঁহার দৃষ্টিশক্তি হারান। তাঁহার যে সকল কবিতা বর্তমানে আমাদের নিকট রহিয়াছে সেইগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইতেছে দালিয়া কাসীদা। ইহা সম্ভবত তাঁহার শেষ জীবনের রচনা এবং ইহাতে জীবনের সমস্যাসমূহের সাধারণ ঘটনাবলী, মৃত্যুর আগমন অনুভূতি, যৌবনের পলায়ন, বৃদ্ধ বয়সের অক্ষমতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) L. Cheiko কর্তৃক তাঁহার কবিতাসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে, শু'আরাউ'ন-নাস'রানিয়্যা, ৪৭৫-৮৫; (২) মুফাদ'দা'লিয়্যাত, ১খ., ৪৪৫-৫৭, ৮৪৬-৯, গ্রন্থে দুইটি ক'াসীদা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; (৩) ইব্‌ন কু'তায়বা, শি'র, ১৩৪ প.; (৪) ঐ লেখক, মা'আরিফ, কায়রো ১৩৫৩/১৯৩৪, ২৮২; (৫) জুমাহী, ত'াবাক'াত, ৩৩-৪; (৬) বুহ'তুরী, হ'ামাসা, নির্ঘণ্ট; (৭) ইব্‌ন দুরায়দ, ইশতিক'াক', ১৪৯; (৮) আগ'ানী, ১১খ., ১৩৪-৯; (৯) বাগ'দাদী, খিযানা, ১খ., ১৯৩-৬; (১০) 'আবক'ারিয়ুস, রাওদা, ৪৪ প; (১১) O. Rescher Abriss, ১খ., ১৭৮; (১২) দা. মা. ই., ২খ., ৭৬৯।

Ch. Pellat (E.I.[2])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আস্‌ওয়ান (أسوان) ঃ (Aswan-Assouan), মিসরের একই নামের একটি প্রদেশের রাজধানী, ২৪°৫" ২৩" উত্তর অক্ষাংশে এবং ৫০°৮" পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। কায়রো শহরের উচ্চতর' অংশ হইতে রেলপথে ইহার দূরত্ব ৫৫২ মাইল। ইহার প্রাচীন নাম সাওয়ান (سوان -বাজার)। সাওয়ান প্রাচীন কিব্‌তী (قبطى -Coptic) ভাষার একটি শব্দ। এই শব্দটিই পরিবর্তিত হইয়া গ্রীক ভাষায় সায়েন (Syene) এবং 'আরবী ভাষায় আস্‌ওয়ান (اسوان)-এ রূপান্তরিত হইয়াছে। য়াকূ'ত-এর বর্ণনা অনুসারে কোন কোন 'আরবী গ্রন্থে ইহার আরবী নাম সাওয়ান (سوان) বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে (দ্র. মু'জামু'ল-বুলদান, উক্ত শিরো.)। আধুনিক আস্‌ওয়ান শহর নীল নদের পূর্বতীরে অবস্থিত যেইখানে একটি প্রশস্ত শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। নীল নদের নাব্য অংশের সর্বদক্ষিণে ইহা অবস্থিত। ইহার কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত শিল্লাল নামক স্থানে পৌঁছিয়া মিসরীয় রেলপথ শেষ হইয়াছে। ইহাই মিসরের সর্বদক্ষিণ রেল-স্টেশন। মরুভূমির বেদুঈন ও নীল নদের আববাহিকার কৃষকগণ তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য ও বিক্রয়যোগ্য পণ আস্‌ওয়ান শহরে আনিয়া বিক্রয় করিয় থাকে। আস্‌ওয়ান শহর ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন। এখানে বৃষ্টিপাত একেবারেই কম হইয়া থাকে। জলবায়ু চরম ভাবাপন্ন না হওয়ায় এই শহরটি একটি স্বাস্থ্যকর স্থান এবং উৎকৃষ্ট শীতকালীন চিত্তবিনোদন কেন্দ্র। অনেক পর্যটক সুবিশাল আস্‌ওয়ান বাঁধ দেখিবার জন্য এবং অনেক পর্যটক প্রাচীন মিসরীয় উপাসনালয়সমূহও দেখিবার উদ্দেশে এখানে আগমন করিয়া থাকে। আসওয়ান বাঁধটি শহর হইতে আনুমানিক চার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। প্রাচীন মিসরীয় উপাসনালয়সমূহও শহরটির অদূরে অবস্থিত। আরও কিছু দক্ষিণে অট্টালিকা নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত লোহিত প্রস্তরের খনিসমূহ অবস্থিত। প্রাচীন মিসরীয় স্থাপত্য-শিল্পী ও ভাস্কর্য শিল্পিগণ অট্টালিকা নির্মাণ ও ভাস্কর্যের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তর উক্ত খনিসমূহ হইতে সংগ্রহ করিত। আসওয়ান বাঁধের নির্মাণ কার্যেও উক্ত খনিসমূহের প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। উল্লিখিত প্রাচীন উপাসনালয় ব্যতীত আসওয়ান শহরের অদূরে আরও দুইটি ক্ষুদ্র অথচ সুরম্য উপাসনালয় ১৮২০ খৃ. পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এই দুইটি সুদৃশ্য উপাসনালয় মিসরের অষ্টাদশ রাজবংশের সম্রাটগণ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। আসওয়ান শহরের অদূরে নীল নদের পশ্চিম তীরের ঢালু প্রস্তর ভূমিতে প্রাচীন মিসরীয় সম্রাট ফির্'আওনদের ষষ্ঠ ও দ্বাদশ বংশের সম্রাটদের সমাধি বিদ্যমান। এই সকল সমাধি ১৮৮৫-৮৬ খৃ. লর্ড গ্রেনফেল (Grenfell) কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। অধুনা আবিষ্কৃত কোনও কোনও মিসরীয় প্রাচীন গ্রন্থের বর্ণনায় জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাচীন আসওয়ানে য়াহূদীদের কিছু সংখ্যক উপনিবেশ ছিল। এইখানে তাহাদের একটি উপাসনালয়েরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই উপাসনালয়টি ইরানীদের মিসর আক্রমণের (খৃ. পূ. ৫২৩) পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। রোমানদের মিসর শাসনের যুগে বেদুঈন গোত্রসমূহের আক্রমণের বিরুদ্ধে আস্‌ওয়ান শহরটি একটি বহির্ঘাটি হিসাবে ব্যবহৃত হইত, যেইখানকার সেনানিবাস হইতে রোমক সৈনিকগণ

শহরটিকে তাহাদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত। খৃস্ট ধর্মের প্রচার ও প্রসারের যুগের প্রথম দিকে এই শহরটি কিবতী খৃষ্টানদের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এই অঞ্চলে কিবতী খৃষ্টানদের একাধিক খানকাহ (Monastery বা আশ্রম)-এর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখনও আসওয়ান শহরে বিপুল সংখ্যক কিবতী খৃস্টান বসবাস করে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মিসর দেশটি তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার পর সুলতান প্রথম সালীম বসনীয় এবং আলবেনীয় সৈনিকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী বাহিনী আসওয়ান শহরে মোতায়েন করেন। আসওয়ান শহরের বর্তমান নাগরিকদের একাংশ ঐ সৈনিকদের বংশ হইতে উদ্ভূত। সুদানের বিখ্যাত মাহ্দী আন্দোলনের সময়ে আসওয়ান উক্ত আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল এবং খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশককে উক্ত কারণে উহার খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহার কিছুদিন পর আসওয়ান মিসরীয় ও বৃটিশ সেনাবাহিনীর অধিকারে চলিয়া যায় এবং মিসরে ইংরেজদের শাসনের অবসানের পূর্ব পর্যন্ত উহা বৃটিশ অধিকারেই থাকে।

স্মর্তব্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে নেপোলিয়ান বোনাপার্টি মিসর অধিকার পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে ১৮০০ থেকে ১৮০১ পর্যন্ত কায়রো অবস্থান করেন। মাসাওয়া হতে সংগৃহীত পুরাকীর্তিসমূহ তাহার কৌতূহল দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাহার গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী মিসরে সৃষ্টি হয় বলিয়া পুরাতত্ত্ববিদগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

আসওয়ান বাঁধ ঃ মিসরের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস কৃষি এবং কৃষির জন্য পর্যাপ্ত পানির প্রয়োজন। নীল নদের অববাহিকায় বিস্তীর্ণ কৃষি উপযোগী ভূমি থাকায় তথায় ব্যাপক আকারে কৃষিকার্যের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেচকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত পানির অভাবে উহার বাস্তবায়ন দুষ্কর ছিল। শত শত বৎসর ধরিয়া মিসরের কৃষিকার্যে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, পানি স্ফীতির মৌসুমে নীল নদে যখন বন্যা দেখা দিত, কৃষকগণ তখন উহার পানির বিভিন্ন নদী-নালা, খাল-বিলে সংগ্রহ করিয়া রাখিত এবং বৎসরে মাত্র একবার এই পানি দ্বারা কৃষি জমিতে সেচকার্য চালাইত। কিন্তু খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাপকতর কৃষিকার্যের জন্য নীল নদ হইতে অধিকতর পরিমাণে পানি মওজুদ রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই কারণে মিসরের গভর্নর মুহ'ম্মাদ 'আলী খেদীব'-এর শাসনামলে (১৮০৫-১৮৪৯ খৃ.) নীল নদের উপর কয়েকটি বাঁধ নির্মিত হয়। ইহার ফলে সারা বৎসর নীল নদে পানি সঞ্চিত থাকায় সেচ খালের মাধ্যমে উক্ত পানি দ্বারা অববাহিকার সকল কৃষিযোগ্য ভূমিতে সারা বৎসর সেচকার্য চালানো সম্ভবপর হয়। পরবর্তীতে বৃটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে এই ব্যবস্থাকে উন্নততর ও ব্যাপকতর করা হয়।

উল্লিখিত বাঁধসমূহ নির্মাণের ফলে নীল নদের অববাহিকায় কৃষিকার্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইলেও ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সেচকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় পানির অভাব তবুও রহিয়া গেল। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পুনরায় এই সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হয়। অবশেষে ১৮৯৮ খৃ. সুদান সীমান্তের আনুমানিক ২০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত আসওয়ান শহরের অদূরে নীল নদের উপর এইরূপ বৃহৎ একটি বাঁধের নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইল যাহা নীল নদের বিপুল বারিরাশিকে উজানে সঞ্চিত রাখিতে পারে এবং যাহার ফলে শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজন অনুসারে পূর্ব-সঞ্চিত জলরাশিকে সেচকার্যে ব্যবহার করা যায়। স্যার উইলিয়াম উইলকক্স (Sir William Willcocks) এই বাঁধের নীলনকশা প্রস্তুত করেন এবং জন এয়ার্ড এন্ড কোং (John Aird & Co.) ইহার নির্মাণকার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। ইহার দৈর্ঘ্য ১$\frac{১}{৪}$ মাইল এবং উচ্চতা ১৭৬$\frac{১}{৪}$ ফুট। মিসরবাসীরা অবশ্য ইহার নির্মাণ কার্য সমাপ্তির পর দুইবার ইহার উচ্চতা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই বাঁধের ফলে যে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয় উহাতে ৫,৩০০ মিলিয়ন টন (আনুমানিক দশ লক্ষ মিলিয়ন গ্যালন) পানি সঞ্চিত হইতে পারে। ইহার ফলে মিসরের মধ্যযুগীয় অনুন্নত সেচ ব্যবস্থায় এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। হ্রদে সঞ্চিত পানি দ্বারা নীল নদের অববাহিকার ১৪ লক্ষ ৮ হাজার একর বালুকাময় কৃষিভূমিতে পানিসেচের ব্যবস্থা করা যায়। এতদ্ব্যতীত বিপুল পরিমাণ অনুর্বর জমি সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনা সম্ভব হইবে। ১৯০২ সনের ১০ ডিসেম্বর বাঁধের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। নির্মাণ কার্যে মোট এক কোটি উনিশ লক্ষ ডলার ব্যয় হয়। ১৯০৭-১৯১২ খৃ. প্রকৌশলিগণ বাঁধের প্রস্থ ও উচ্চতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহার ফলে কৃত্রিম হ্রদে অতিরিক্ত আরও দেড় শত কোটি ঘন মিটার পানি সঞ্চিত হইতে পারে। ১৯৩৩ খৃ. বাঁধের উচ্চতা আরও ত্রিশ ফুট বৃদ্ধি করা হয়। এইরূপে আসওয়ান বাঁধের উজানে নীলনদে ২০০ মাইল দীর্ঘ এক কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে প্রকৌশলিগণ প্রতি সেকেন্ডে ১৫০০ টন পানি ছাড়িয়া অববাহিকার শুষ্ক কৃষিভূমিতে পানি সরবরাহ করিতে পারে। বাঁধের বৃদ্ধি ও মেরামতে কার্য আনুমানিক সাড়ে সাত লক্ষ ডলার ব্যয় হয়। এই পরিবর্ধন কার্যের ফলে অনুমান করা হইয়াছিল, অতিরিক্ত এক শত কোটি ঘন মিটার পানি দ্বারা শুষ্ক মৌসুমে অতিরিক্ত আরও দুই লক্ষ একর জমিতে সেচকার্য সম্ভব হইবে এবং সরকারের আয় অতিরিক্ত পঁচিশ লাখ ডলার বৃদ্ধি পাইবে।

সুউচ্চ বাঁধ (سد عالى - The High Dam) ঃ আসওয়ান বাঁধের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হইবার কয়েক বৎসর পর দেখা গেল, মিসরের ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় উহা দ্বারা সঞ্চিত পানির পরিমাণও অপর্যাপ্ত। নীল নদের অববাহিকায় পানি পৌঁছিয়া থাকে হ'াবাশ বা ইথিওপিয়া হইতে, কিন্তু হাবাশ দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট নহে সেইখানে বৃষ্টিপাত কোন বৎসর প্রচুর এবং কোন বৎসর কম। এতদ্ব্যতীত এই সময়ে সুদান সরকার ৮ লক্ষ একর জমিতে সেচকার্য চালাইবার উদ্দেশে প্রয়োজনীয় পানির মওজুদ সৃষ্টি করিবার জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইলে প্রতি বৎসর নীল নদের অনেক পরিমাণ পানি সুদানে আটকা পড়িয়া যাইত এবং উহা কখনও আসওয়ান বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছিত না। মিসর সরকার এই সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য প্রচেষ্টা চালাইতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৭ খৃ. মিসরে অবস্থানরত জনৈক গ্রীক প্রকৌশলীর চিন্তাধারায় সর্বপ্রথম এই সমস্যার একটি সমাধান আসিল। তিনি চিন্তা করিলেন, আসওয়ান বাঁধের ৭ কি. মি. দক্ষিণে যদি একটি সুউচ্চ বৃহৎ বাঁধ নির্মাণ করা যায়, তবে উহার ফলে যে হ্রদের সৃষ্টি হইবে, তাহা হইবে পৃথিবীর বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ। এই পরিকল্পিত বাঁধের নীলনকশা বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদেরকে দেখান হইল। প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় জগতের বিশেষজ্ঞগণ এই পরিকল্পনার গুরুত্ব ও সার্থকতা উপলব্ধি করিলেন। তাঁহারা নিশ্চিত হইলেন যে, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইলে মিসর ভবিষ্যতে যেই গুরুত্ব লাভ করিবে তাহা সকলেই অনায়াসে অনুমান করিতে পারিল। মিসরে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জামাল 'আবদু'ন-নাসি'র সর্বপ্রথম বিশেষজ্ঞদের মতামত চাহিলেন। বৃটিশ, ফরাসী ও জার্মান বিশেষজ্ঞগণ অনুকূল পরামর্শ প্রদান করিলেন। ১৯৫৪ খৃ. পাশ্চাত্য

দেশসমূহ যখন এই পরিকল্পনার ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন করিল তখন প্রেসিডেন্টনাসি'র তাহাদের সম্মুখে ইহার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইলে রাজনৈতিক সমস্যাসহ কয়েকটি সমস্যা সৃষ্টি হইবার আশংখা দেখা দিল। অবশেষে তাহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও এই কার্যে তাহাদের শরীক করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ফলে এই বিষয়ে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান এবং আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বব্যাংক মিসরের উপরিউক্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য দিতে সম্মত হইল। এই বাঁধের নির্মাণকার্যে দশ-বার বৎসর সময় লাগিবে এবং অর্থ ব্যয় হইবে একশত ত্রিশ কোটি ডলার। কিন্তু ইতোমধ্যে অবস্থার এইরূপ পরিবর্তন ঘটিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে[illegible] ১৯ জুলাই, বৃটিশ সরকার ইহার পরবর্তী দিনে এবং বিশ্বব্যাংক ২৩ জুলাই প্রস্তাবিত [illegible] নির্মাণকার্যে অর্থ সাহায্য প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে। এই বাঁধের [illegible]ণকার্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচ কোটি ষাট লক্ষ ডলার, বৃটেনের এক কোটি চল্লিশ লক্ষ [illegible] শ্বব্যাংকের বিশ কোটি ডলার সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছিল। পা[illegible]চাত্য দেশসমূহের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহারের ফলে এই পরিকল্পনায় মিসর সর্বমোট সাতাইশ কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল। এতদ্সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট জামাল 'আবদু'ন্-নাসি'র হাল ছাড়িয়া দিলেন না। তিনি ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৬ জুলাই সুয়েজ খালের জাতীয়করণ ঘোষণা করিলেন এবং ইহার উদ্দেশ্য হিসাবে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, ইহার আয় দ্বারা আসওয়ানের পরিকল্পিত নূতন বাঁধ নির্মাণ করা হইবে। দুই বৎসর যাবত তিনি মিসরের অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহের এবং বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের সাহায্যের পরিমাণ পর্যালোচনা করিলেন। অতঃপর ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি সোভিয়েত সরকারের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করিবার উদ্দেশে ফিল্ড মার্শাল 'আব্দু'ল-হা'কিম 'আমির-কে মস্কো প্রেরণ করেন। উক্ত সনের ২৩ অক্টোবর সোভিয়েত ঋণের বিস্তারিত শর্তাবলী প্রকাশিত হইল এবং ২৮ অক্টোবর একদল রুশ বিশেষজ্ঞ পরিকল্পনাটির বিস্তারিত পর্যালোচনার উদ্দেশে মিসর পৌছিলেন। উক্ত সনের ২৭ ডিসেম্বর মিসর সরকার ও সোভিয়েত সরকারের মধ্যে এই সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং উভয় সরকারের প্রতিনিধিগণ উহাতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির অধীনে সোভিয়েত রাশিয়া আস্ওয়ানের সুউচ্চ বাঁধ নির্মাণের জন্য মিসর সরকারকে চল্লিশ কোটি রুব্ল (তিন কোটি বাহাত্তর লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মিসরীয় পাউন্ড) ঋণ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। সোভিয়েত রাশিয়া হইতে গৃহীত অন্যান্য ঋণ উক্ত ঋণের সহিত যোগ করিলে মিসরের সর্বমোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় এক শত ত্রিশ কোটি রুব্ল (এগার কোটি ত্রিশ লক্ষ মিসরীয় পাউন্ড)। এই ঋণ মোট বারোটি সমান কিস্তিতে মিসরীয় পাউন্ডে মিসর সরকার পরিশোধ করিবে বলিয়া স্থির হয় এবং ইহার প্রথম কিস্তি ১৯৬৪ খৃ. পরিশোধ করা হইবে। ঋণের অর্থ দিয়া মিসর সরকার বাঁধ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ খরিদ করিবে। প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ মিসরেই খরিদ করা হইবে; তবে বাঁধ নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, ভারী যন্ত্রপাতি এবং প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞ স্বয়ং রুশ সরকারই সরবরাহ করিবে। উক্ত চুক্তি অনুসারে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে নীল নদের গ্রীষ্মকালীন জলস্ফীতির পরপরই বাঁধের নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইবার কথা ছিল, কিন্তু অনিবার্য কারণবশত ১৯৬০খৃ.-এর পূর্বে উহা করা সম্ভবপর হয় নাই (রুশ-মিসরীয় আস্ওয়ান চুক্তির দফাগুলির এবং বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. MEA, ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৭৮)। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ৯ জানুয়ারী ইহার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইয়া ১৯৭০ খৃ. উহা সমাপ্ত হয় এবং ১৯৭১ খৃ. ইহার উদ্বোধন করা হয়।

তেইশ হাজার শ্রমিক এবং প্রকৌশলী দীর্ঘ এগার বৎসরব্যাপী পরিশ্রমে আস্ওয়ানের সুউচ্চ বাঁধ (High Dam) নির্মিত হইয়াছে। ইহার নির্মাণ কার্যে ব্যয়িত হইয়াছে এক শত কোটি ডলারের অধিক। ইহার দৈর্ঘ্য দুই মাইলের কিছু বেশী এবং উচ্চতা তিন শত পঁয়ষট্টি ফুট। ইহার প্রস্থ পাদদেশ ৩১২৫ ফুট এবং শীর্ষদেশ ১৩১ ফুট। বাঁধ নির্মাণের দরুন উহার দক্ষিণে নীলনদ ও তৎসন্নিহিত এলাকা জুড়িয়া যে সুবিশাল কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি হইয়াছে, উহার দৈর্ঘ্য প্রায় তিন শত মাইল। এই হ্রদের নামকরণ করা হইয়াছে বাঁধ-প্রকল্পের মূল প্রেরণা, প্রেসিডেন্ট জামাল 'আবদু'ন্-নাসি'র-এর নামে 'নাসি'র হ্রদ'। এই হ্রদ ১৫৫ বিলিয়ন ঘনমিটার পানি সংরক্ষণ করিবার ক্ষমতা রাখে।

আসওয়ানের সুউচ্চ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন মিসরের অর্থনীতিতে প্রকৃতই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে। এই বাঁধ নির্মাণের ফলে নীল অববাহিকার অতিরিক্ত দশ লক্ষ ফাদ্দান (فدان = ১.০৩৮ একর অথবা ৪,২০১ বর্গমিটার) কৃষি জমিতে সেচ কার্য চালানো সম্ভব হইয়াছে এবং সাত লক্ষ ফাদ্দান অনুর্বর জমিকে কৃষিকার্যের উপযোগী করিয়া সারা বৎসর উহাতে ফসল ফলান হয়। ইহাতে কৃষি জমির পরিমাণ পঁচিশ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং মিসরের জাতীয় আয় ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মিসরীয় পাউন্ড বর্ধিত হয়। ইহা ছাড়া ইহাতে মিসরে সারা বৎসর সব রকমের চাষাবাদের জন্য পানি সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং সাত লক্ষ ফাদ্দান জমিনে ধান উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে, যাহা হইতে সরকারের আয় হয় বাৎসরিক পাঁচ কোটি ষাট লক্ষ মিসরীয় পাউন্ড। এই বাঁধ নির্মাণের ফলে নীল নদের অববাহিকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং আসওয়ানের দক্ষিণে নীল নদে জাহাজ চলাচলের উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং এইগুলি হইতে সরকারের যথাক্রমে এক কোটি এবং পঞ্চাশ লক্ষ মিসরীয় পাউন্ড আয় হয়। এই বাঁধ হইতে প্রতি বৎসর অতিরিক্ত দশ বিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় যাহা হইতে বাৎসরিক দশ কোটি মিসরীয় পাউন্ড আয় হয়। এইভাবে প্রতি বৎসর মিসর সরকারের তেইশ কোটি চল্লিশ লক্ষ মিসরীয় পাউন্ড অতিরিক্ত আয় হইবে।

এই গেল সুউচ্চ আসওয়ান বাঁধের কারণে মিসরের অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আস্ওয়ান বাঁধ নির্মিত হওয়াতে সূদানের কৃষিক্ষেত্রেও এক যুগান্তকর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এই বাঁধের দরুন যেই কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার একাংশ সূদানে পড়িয়াছে। উহাতে সূদানের আবাদী কৃষি জমির পরিমাণ ২০০ গুণ বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে।

সর্বশেষে বলা যায়, সুউচ্চ আস্ওয়ান বাঁধ মিসরের জাতীয় অর্থনীতিতে যে সুদূরপ্রসারী সুফল আনয়ন করিয়াছে তাহার কারণে এই প্রকল্পের বাস্তব রূপদাতা জামাল 'আবদু'ন-নাসি'রের নাম মিসরের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, মু'জামু'ল-বুল্দান, বৈরূত ১৯৫৫ খৃ., ১খ., ১৯১; (২) আস্-সাদ্দু'ল-'আলী, সংযুক্ত 'আরব প্রজাতন্ত্র সরকার কর্তৃক

প্রকাশিত, কায়রো ১৯৬৩ খৃ.; (৩) The High Dam, মিসর সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত, কায়রো ১৯৬৪ খৃ.; (৪) Joechim Joesten Nasser, The rise to power, লন্ডন ১৯৬০ খৃ., পৃ. ১৩০-১; (৫) Keith Wheelock, Nasser's New Egypt, নিউইয়র্ক ১৯৬০ খৃ., পৃ. ১৭৩-২০৫; (৬) Charles Issawi, Egypt in Revolution, লন্ডন ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ১২৭-১৩০; (৭) The Encyclopedia Americana, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৪, পৃ. ৪৮৪; (৮) Aswan and after, MEA-তে (১৯৬০ খৃ.), ২খ., ৬৩-৬; (৯) সামী বেক, কামূসু'ল-আ'লাম, শিরো.; (১০) Statesman's Year Book, ১৯৬৪-৬৫ খৃ., শিরো. UAR; (১১) Arab Affairs, Middle East Research Centre কর্তৃক প্রকাশিত, নং ৪; (১২) Encyclopaedia of Islam, লাইডেন, ১ম সং.; (১৩) Collin's Encyclopedia, নিউ ইয়র্ক ১৯৭৮ খৃ.; (১৪) Encyclopedia Americana, ১৯৮১ খৃ.।

মুখ্তারুদ-দীন আহ্‌মাদ (দা.মা.ই.)/ মোঃ মাজহারুল হক

'আসকার মুক্রাম (عسكر مكرم) ঃ ("মুকরামের সেনানিবাস") 'আল-আহ্ওয়াযের বিদ্রোহ দমনের জন্য আল-হা'জ্জাজ মুক্রাম নামক একজন 'আরবকে খুযিস্তানে প্রেরণ করেন এবং তিনি তথাকার প্রাচীন ছাউনির স্থলেই এই শহরটি নির্মাণ করেন। 'আরব মুসলমানগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত সাসানী শহর রুস্তাম কা'ওয়ায (رستم قواز) ['আরবরা ইহাকে রুসতাকু'বায'. (رستقباذ) নামে অভিহিত করিত]-এর সন্নিকটে এই সৈন্যশিবির বা ছাউনিটি অবস্থিত ছিল। মাস্রুকান (مسروقان) খালটি (আধুনিক আব-ই গার্গার (آب گر گر) যেইখানে শুতায়ত' (শুতায়ত' شطيط ছোট নদী)-এর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে তাহার অদূরে খালটির উভয় তীরে 'আসকার মুকরাম শহরটি বিস্তৃত ছিল। শুতায়ত' নদীটি কারূন নদীর প্রধান শাখা। সেই সময়ে মাস্রাক'ান খালটি আরও অনেক দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া আল-আহ্ওয়াযের সন্নিকটে শুতায়ত' নদীর সহিত মিলিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও দিযফুল রূদ (আধুনিক আব-ই-দিয্ – آب دز) নদীটি এই শহরের ঠিক পশ্চিম দিক দিয়া শুতায়তে'র সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। সুবিধাজনক অবস্থান এবং তুলনামূলক ভাল আবহাওয়ার জন্য (দ্র. হা'ম্দুল্লাহ আল-মুসতাওফী, নুযহা, পৃ. ১১২) 'আস্কার মুকরাম শহরটি যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করে এবং মাসরুক'ান খালের অববাহিকাস্থ সর্বপ্রধান শহররূপে পরিগণিত হয়। ৪র্থ/১০ম শতকে বুওয়ায়হী (بويهى) শাসক মু'ইয্যু'দ-দাওলার (দ্র. = ZDMG, ১১খ., ৪৬২) 'আমলে এই শহরে একটি টাঁকশাল ছিল। 'আসকার মুকরাম শহরের ধ্বংসাবশেষকে এখন বান্দ-ই কী'র- بند قير (Bitumen Dam) নামে অভিহিত করা হয়। এই শহরটির এবং তৎপূর্ববর্তী নগরসমূহের ধ্বংসাবশেষ প্রায় নয় বর্গমাইল এলাকা ব্যাপী বিস্তৃত ছিল (দ্র. Layard, A Description of the Province of Khuzistan, Jr. Geog. S-এ, ১৬ খ., ৫২, ৬৩, ৬৪, ৯৫ এবং ৯৬)। শুশ্তার ('আরবী 'তুসতার' = تستر)-এর অধিবাসীরা এই নগরের পার্শ্ববর্তী ধ্বংসাবশেষকে ভুলবশত 'আস্কার মুক্রাম বলিয়া মনে করে। এই কারণে তাহারা এই ধ্বংসাবশেষকে লাশকার (ফারসী-'আরবী 'আল-আসকার') নামে অভিহিত করিয়া থাকে; হা'মদুল্লাহ আল-মুসতাওফীর মতানুসারে 'আসকার মুকরাম নামে পরিচিত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাযু'রী, ফুতূহ, পৃ. ৩৮৩; (২) য়াকূ'ত, ৩খ., ৬৭৬; (৩) হুদুদু'ল-'আলাম, পৃ. ১৩০; (৪) Le Strange, পৃ. ২৩৬, ২৩৭, ২৪২, ২৪৬; (৫) K. Ritter, Erdkunde, ৪খ., ১৬৪ প., ১৮২ প., ১৯১-১৯৩, ২২৭।

M. Streck-(L. Lockhart) (E.I.[2])/আফিয়া খাতুন

'আসকারী (عسكرى) ঃ 'আসকার (সৈনিক বা সেনাদল) হইতে 'আসকারী। 'উছ'মানী পারিভাষিক ব্যবহারে 'আসকারী' অর্থ ক্ষমতাসীন সামরিক দলের সদস্য, ইহার বিপরীত রি'আয়া অর্থাৎ অধীনস্থ কৃষক এবং শহরবাসী প্রজাসাধারণ (রি'আয়া কখনও প্রজাসাধারণ এবং কখনও কেবল কৃষকদেরকে বুঝায়)। পেশা অপেক্ষা শ্রেণী বুঝাইতে 'আসকারী শব্দটি অধিকতর ব্যবহৃত হয়। অবসরপ্রাপ্ত অথবা বেকার 'আসকারীরা, 'আসকারীদের স্ত্রী ও সন্তানগণ, সুলতানের বা 'আস্কারীদের মুক্তিপ্রাপ্ত দাসগণ এবং সুলতানের খেদমতে নিযুক্ত ধর্ম সংক্রান্ত সরকারী পদে নিয়োজিত কর্মচারীদের পরিবারবর্গও 'আসকারী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

'উছ'মানী 'আসকারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল সকল সামরিক ক্রীতদাস-প্রতিষ্ঠান (দ্র. কুল) এবং সামন্তদের নিকট হইতে প্রাপ্তব্য (Levy) সৈন্য (দ্র. সিপাহী)। সিপাহী শব্দের উৎপত্তি মনে হয় গা'যীদের সহিত সম্পৃক্ত যাহারা বিজিত অঞ্চলে নিজদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। সদ্যবিজিত অঞ্চলের সামরিক সামন্ত ভূস্বামী সম্প্রদায় হইতেও তাহাদেরকে ('আসকারী) নিয়োগ করা হইত। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ খৃস্ট ধর্মাবলম্বীও ছিল এবং দুই-এক পুরুষ পর্যন্ত তাহা বজায় রাখিয়াছিল। ইসলাম গ্রহণের পর তাহারা 'উছমানীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

ব্যক্তিগত পদমর্যাদায় মুসলিম 'আসকারীরা মুসলিম রায়তদের মত সাধারণত শারী'আ আইনের অধীন হইলেও তাহারা ক'াদী 'আস্কার-এর বিশেষ কর্তৃত্বাধীনে ছিল। কিন্তু প্রশাসনিক, রাজস্ব সম্বন্ধীয় ও আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহারা সুলত'ান কর্তৃক জারিকৃত বিশেষ বিধি-বিধান (কা'নুন-ই সিপাহীয়াঁ) কর্তৃক শাসিত হইত। ইহা তাহাদেরকে রায়তগণের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা এবং কিছু বিধি-নিষেধ হইতে নিষ্কৃতির নিশ্চয়তা প্রদান করে। যেমন অস্ত্রধারণ, অশ্বারোহণ ও জায়গীর ভোগ রায়তদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। 'আসকারীরা নীতিগতভাবে সুবিধাভোগী সামন্ত অভিজাত শ্রেণী ছিল না। তাহাদের কোন স্থায়ী কিংবা বংশগত জায়গীর, সরকারী চাকুরি অথবা পদমর্যাদা লাভের অধিকার ছিল না। সুলত'ানের খেয়াল-খুশীমত এই সকল সুযোগ-সুবিধা তাহাদেরকে প্রদান অথবা তাহাদের নিকট হইতে প্রত্যাহার করা হইত। আসলে সুলত'ান এই সকল জায়গীর ও সরকারী চাকুরি সাধারণত 'আসকারী শ্রেণীর সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট রাখিতেন, এমনকি তাহারা সরকারী চাকুরি কিংবা জায়গীর হইতে বঞ্চিত হইবার পরেও এইগুলির জন্য যোগ্য বিবেচিত হইত। পক্ষান্তরে কৃষক বংশের লোকদেরকে (dewshirme অর্থাৎ দেহরক্ষীরূপে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত বালক শ্রেণী ব্যতীত) 'আসকারী পদমর্যাদায় নিয়োগ করা সাম্রাজ্যের মূল রীতির পরিপন্থী বলিয়া গণ্য ছিল। Kocu Bey এবং পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ এই রীতি ভঙ্গকে 'উছ'মানী পতনের একটি কারণ হিসাবে নির্ধারণ করেন। সরকারী আদেশবলে একজন 'আসকারীকে রি'আয়া শ্রেণীতে নামিয়া যাইতে হইত কিংবা বিশেষ কাজের পুরস্কারস্বরূপ একজন রা'ইয়া 'আসকারীতে উন্নীত হইতে পারিত। প্রথম যুগে এই উভয় রীতির প্রচলন কম ছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে

কৃষক বংশজাত সিপাহীদেরকে তাহাদের জায়গীরে স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্য এবং তাহাদেরকে বেদখল হওয়ার আশংকা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সুলতান সুলায়মান একটি ফরমান জারি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। পতন যুগে সামরিক শ্রেণীতে কৃষক ও শহরবাসীদের অন্তর্ভুক্তি সামরিক বাহিনীর শক্তি ও মর্যাদা হ্রাসের সাধারণ অভিযোগের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'আসকারী পদে এত ব্যাপক নিযুক্তি ঘটিতে থাকে যে, কৃষকরা পর্যন্ত জায়গীরের অধিকারী হইয়া যায় এবং বণিক ও কারিগর শ্রেণীও সুলতানের দেহরক্ষী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইতে থাকে। ফলে 'আসকারীর প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যের বিশেষ কোন অর্থ রহিল না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ক'নূন নামা-ই আল-ই 'উছ'মান, TOEM, পরিশিষ্ট, ১৩২৯ হি., ৩৯ প.; (২) রিসালা-ই কচু-বে (Kocu Bey), সপ্তম ও ত্রয়োদশ অধ্যায়; (৩) Sari Mehmed Pasha, Nasa'ih-ul-Vuzera', সম্পা. ও অনু. W. L. Wright, Princeton 1935, 118; (৪) Barkan, Kanunlar, ১০৯-১১০; (৫) Halil Inalcik, Fatih devri uzerinde Tetkikler ve Vesikalar, আঙ্কারা ১৯৫৮, ১৬৮ প.; (৬) ঐ, Ottoman methods of Conques, St. I., ii, 1954, 112 r.; (৭) ঐ লেখক, Timariotes Chretiensen Albanie au XV. siecle, Mitteilungen des Osterreichischen Staatsarchivs, iv, 1952, 118-138; (৮) Gibb-Bowen, নির্ঘণ্ট; (৯) Ismail Hakki Uzuncarsili, Osmanli Devletinin Merkez ve Bahrive Teskilati, আঙ্কারা ১৯৪৮ খৃ., ২৩০ ও ২৪০-১।

B. Lewis (E.I.^{2})/মুখলেছুর রহমান

আল-'আস্‌কারী (العسكرى) ঃ চতুর্থ/দশম শতাব্দীর একই নাম ও বিভিন্ন কু'ন্য়াধারী দুইজন 'আরব ভাষাতত্ত্ববিদ আল-হ'াসান ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ, উভয়েই আল-'আস্‌কারী নামে পরিচিত, যাহা খুযিস্‌তান্-এর 'আসকার মুক্‌রাম হইতে গৃহীত।

(১) আবূ আহ্'মাদ আল-হ'াসান্ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন সা'ঈদ জ. 'আস্‌কার মুক্‌রাম-এ ১৬ শাওওয়াল, ২৯৩/১১ আগস্ট, ৯০৬ এবং মৃ. উক্ত স্থানে ৭ যুল্-হি'জ্জা ৩৮২/৩ ফেব্রুয়ারী, ৯৯৩। অপর মৃত্যু সন ৩৮৭/৯৪০ সম্ভব মনে হয় না। তিনি তাঁহার পিতা হ'াদীছ'বেত্তা 'আব্‌দান্ (মৃ. ৩০৬/৯১৯)-এর নিকট অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং এই অধ্যয়ন বাগ্‌দাদ, বস্‌রা এবং ইস্‌ফাহান-এর ইব্‌ন দুরায়দ (মৃ. ৩২১/৯৩৩,), হ'াদীছবেত্তা আল-বাগ'ন্বী (মৃ. ৩১৭/৯২৯) এবং ইব্‌ন আবী দাউদ আস্-সিজিস্‌তানী (মৃ. ৩১৬/৯২৯)-এর অধীনে চলিতে থাকে। তিনি আস'-সূলী এবং অন্যান্য বিদ্বজ্জনেরও সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি 'আস্‌কার মুক্‌রাম-এ প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি উযীর আস'-সাহি'ব ইব্‌ন 'আব্‌বাদ-এর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু উযীর 'আসকার মুক্‌রাম-এ আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন। তিনি কয়েকবার, যেমন ৩৪৯/৯৬০ এবং পুনরায় ৩৫৪/৯৬৫ সালে ইস্'ফাহান গিয়াছিলেন। সেইখানে তাঁহার ভ্রাতা হ'াদীছবেত্তা আবূ 'আলী মুহ'াম্মাদ বাস করিতেন। তিনি ব্যাপক প্রজ্ঞার অধিকারী বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন এবং অনেক গ্রন্থ রচনা করেন (দ্র. Brockelmann, Sl. ১৯৩), কিন্তু তিনি খুযিস্‌তান-এর বাহিরে স্বল্প পরিচিত ছিলেন; তাঁহার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে য়াকূ'ত-কে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান রচনা, কিতাবু'ত-তাস'হী'ফ-এ হ'াদীছ' এবং কবিতায় ব্যবহৃত বিরল ও কঠিন শব্দ ও ব্যক্তিনামসমূহ বর্ণনাকারিগণ যাহা ভুল করিয়াছিলেন, সেই সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। য়াকূ'ত (মু'জাম, ৬খ., ৩৮৪) এবং 'আবদু'ল-ক'াদির আল-বাগ্'দাদী (দ্র. ইক্'লীদু'ল-খিযানা, ৩১ প.) ইহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তার বেশীর ভাগই তাঁহার শিষ্য আবূ হিলাল আল-'আস্‌কারীর লেখনীর মাধ্যমে রক্ষিত রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ নু'আয়ম, Geschichte Isbahans, ১খ., ২৭২, ২খ, ২৯১; (২) সাম্'আনী, আন্‌সাব, পত্রক ৩৯০খ.; (৩) য়াকূ'ত, ইরশাদ, ৩খ. ১২৬-১৩৫; (৪) ইব্‌ন খাল্লিকান, কায়রো ১২৯৯, ১খ., ২৩৪ প.।

(২) আবূ হিলাল আল-হ'াসান ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন সাহ্ল। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে খুব সামান্যই জানা যায়। তিনি উপরিউক্ত আবূ আহ'মাদ আল-'আসকারী-র ছাত্র ছিলেন (কিন্তু ভগ্নীর পুত্র নহেন, কারণ তিনি কখনও তাঁহাকে 'আমার খালু' বলিয়া সম্বোধন করেন নাই) এবং তাঁহার বিদ্যাবত্তার অধিকাংশের জন্যই আল-'আস্‌কারীর নিকট ঋণী যাহা তাঁহার রচনায় অসংখ্য উল্লেখের মাধ্যমে প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে (দ্র. Brockelmann, I, ১২৬-এর Sl. ১৯৩ প.) যাহা উদীয়মান লেখকগণের জন্য রচিত ঃ (১) কিতাবু'স'-সিনা 'আতায়ন্ আল-কিতাবা ওয়াশ-শি'র (ইস্তাম্বুল ১৩২০, কায়রো ১৯৫২; তু. P. Schwarz. in MSOS, ৯ম, ২০৬-২৩০ অলংকারশাস্ত্রের সুবিন্যস্ত সারগ্রন্থ; (২) দীওয়ানু'ল-মা'আনী (কায়রো ১৩৫২), পদ্য এবং কাব্যে ব্যবহৃত সুমার্জিত ও মৌলিক ভাবধারার অভিব্যক্তিসমূহের একটি সংকলন; (৩) কিতাবু'ল-ফুরূকি'ল্-লুগা'বিয়্যা (কায়রো ১৩৫৩), সমার্থবোধক শব্দাবলীর গ্রন্থ; (৪) আল-মু'জাম ফী বাকি'য়্যাতি'ল-আশ্য়া' (কায়রো ১৩৫৩; O. Rescher কর্তৃক সংক্ষেপিত, in MSOS, ১৮শ., ১০৩-১৩০), 'বাকি'য়্যাত, (অবশিষ্ট) অর্থবোধক শব্দের তালিকা; (৫) জামহারাতু'ল-আমছ'াল (বোম্বে ১৩০৬-৭ এবং আল-মায়দানী-র হা'শিয়াতে, কায়রো ১৩১০), প্রবাদবাক্যাবলীর সংকলন। তাঁহার এখনও প্রকাশিত তাফ্‌সীর গ্রন্থের মাহ'াসিনু'ল-মা'আনী নাম নির্দেশ করে যে, ইহাতে তিনি প্রধানত কুরআন-এর ভাষাশৈলীর সৌন্দর্যের দিকটি আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের প্রান্তিক জ্ঞাত তারিখ ৩৯৫/১০০৫ যাহাতে তিনি শিল্পকলার তথাকথিত আবিষ্কারকদের সম্বন্ধে তাঁহার কিতাবুল-আওয়াইল, লিখাইবার জন্য শ্রুতলিপি প্রদান (dictation) সমাপ্ত করেন (য়াকূ'ত, ইরশাদ ৩খ., ১৩৮)। বলা হয় যে, তিনি ৪০০/১০১০ সালের পরে মৃত্যুবরণ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূ'ত, ইরশাদ, ৩খ., ১৩৫-৯; (২) সুয়ূত'ী, বুগ'য়া, ২২১; (৩) 'আবদু'ল-ক'াদির, খিযানাতু'ল-আদাব, ১খ., ১১২; (৪) যাকী মুবারাক, La Prose arabe auive siecle; (৫) R. Sellheim, Die klassisch-arabischen Sprichwortertersammlungen, The Hague ১৯৫৪ খৃ., ১৩৮-৪২।

J. W. Fuck (E.I.^{2})/আ. র. মামুন

'আসক'ালান (عسقلان) ঃ ফিলিস্তীনের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত এবং বাইবেলে বর্ণিত পাঁচটি ফিলিস্তীনী শহরের ইহা অন্যতম (হিব্রু ঃ

Ashkelon)। রোমান আমলে ইহা opidum Ascalo liberum নামে পরিচিত, ইহা ছিল (Schrurer-এর মতানুসারে, Geschichte des Judischen Volkes im Zeitalter Jesu2, ২খ., ৬৫-৭) ধর্মীয় এবং অন্যান্য আনন্দ-উৎসবের জন্য বিখ্যাত এবং সমৃদ্ধিশালী একটি গ্রীক শহর (Dercetis-Aphrodite-shrine)। খৃস্টান আমলে ইহা ছিল একজন বিশপের অধীনস্থ এলাকা (দ্র. tres fratres martyres Aegyptii-এর তিনজন মিসরীয় শহীদ ভাইয়ের সমাধিস্থল)।

মুসলিমগণ কর্তৃক দখলকৃত ফিলিস্তীনী শহরগুলির মধ্যে 'আসক'লান ছিল সর্বশেষ শহর। ১৯/৬৪০ সালে কায়স'ারিয়্যা জয় করিবার অব্যবহিত পরে আমীর মু'আবিয়া (রা) সন্ধিসূত্রে ইহা দখল করেন। কিন্তু সম্ভবত ইহারও পূর্বে 'আম্র ইব্নু'ল-আস' স্বল্প সময়ের জন্য ইহা অধিকার করিয়াছিলেন। ইব্নুয্-যুবায়র-এর সময় বায়যানটাইনরা কিছু সময়ের জন্য ইহা পুনর্দখল করিয়াছিল। পরবর্তী সময়ে 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন মারওয়ান (বালাযুরী, ফুতূহ, পৃ.. ১৪২-৪) ইহা পুনর্দখল করিয়া তাঁহার শাসন ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে কায়েম করেন। Clermont-Ganneau কর্তৃক আবিষ্কৃত ইমারতগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়, ১৫৫/৭৭২ সনে খলীফা আল-মাহ্দী সেই স্থানে একটি মসজিদ ও মিনার নির্মাণ করিয়াছিলেন (RCEA, ১খ., ৩২-৩)। নানা প্রকার উত্থান-পতনের পর এই শহরটি ফাতি'মীদের শাসনাধীন চলিয়া যায় এবং মাক'দিসী ও নাসি'র ই খুস্রাও-এর মতে সেই সময়ে ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী শহরে পরিণত হয়। এই শহরে একটি টাঁকশাল ছিল এবং মাঝে মধ্যে ইহা পরিপূরক নৌঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হইত। সালজূকদের নিকট সিরিয়া এবং ফিলিস্তীনের বহু এলাকা হারাইবার পরও ফাতি'মীগণ অন্যান্য কয়েকটি উপকূলীয় শহরের সঙ্গে এই শহরের উপরও তাহাদের কর্তৃত্ব বহাল রাখিয়াছিল। স্থানীয় শাসকদের উপর নামেমাত্র নিয়ন্ত্রণ খাটাইয়া ইহা ফাতি'মীগণ নিজেদের শাসনাধীনে রাখিয়াছিল। ৪৯২/১০৯৯ সালে জেরুসালেম হইতে পশ্চাদাপসরণের পথে মিসরীয় বাহিনী 'আসকালানে প্রবেশ করে। তখন ধারণা করা হইয়াছিল যে, শহরটি ফিরিঙ্গীদের দখলে চলিয়া যাইবে। ক্রুসেডারদের অভ্যন্তরীণ কলহের কারণে ইহা সম্ভাব্য পতনের হাত হইতে রক্ষা পায় এবং মিসরীয়রা ইহাতে তাহাদের দখল কায়েম রাখে। পরবর্তী দেড় শতাব্দী পর্যন্ত খৃস্টান এবং মিসরীয় মুসলমান শাসকদের মধ্যে ক্রুসেড যুদ্ধ চলাকালীন সীমান্তবর্তী শহর হিসাবে বিদ্যমান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ইহা একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইয়াছিল। ক্রুসেড বিজয়ের প্রথম ৫৩ বৎসর পর্যন্ত 'আস্ক'লান মিসরীয় শাসকদের অধীনে ছিল এবং তাহারা ইহাকে ফিরিঙ্গীদের দখলীকৃত ভূখণ্ড আক্রমণের একটি ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিত। ফিরিঙ্গী শাসিত এলাকা হইতে আগত বাস্তুহারাদের ভিড় জমে এখানে। তদুপরি মিসর হইতে আনীত সেনাবাহিনী মোতায়েনের মাধ্যমে এই শহরটি একটি বৃহত্তম গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। জেরুসালেমের সহিত আংশিক বাণিজ্য পুনঃস্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এই সেনা-চৌকীটিতে জীবন ধারণ দুর্বিষহ হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে মিসরীয়রা প্রতি বৎসরই বিভিন্ন সময়ে এখানে নানা রকমের সরবরাহ এবং ত্রাণসামগ্রী প্রেরণ করিত (William of Tyre, ১৭খ., ২২; ইব্ন মুয়াস্সার, Annales, ৯২)। William of Tyre-এর বর্ণনানুসারে এই শহরের শিশুসহ সমস্ত বেসামরিক লোকজন সামরিক বাহিনীর জন্য সরবরাহকৃত রসদের উপর জীবন ধারণ করিত। ১১৩৪ খৃ. ক্রুসেড বিজয়ীদের হস্তে টায়ার (صور)-এর পতনের পর 'আসকালানের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়ে। জেরুসালেমের জন্য শহরটিকে বিপজ্জনক মনে হওয়ায় ক্রুসেডারগণ ইহার চতুর্দিকে সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করে এবং ইহাকে মজবুত দুর্গসমূহ দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখে। ৫৪৮/১১৫৩ সালে দীর্ঘ সাত মাস অবরোধের পর তৃতীয় বলডুইন নৌ এবং স্থলপথে সম্মিলিত আক্রমণের মাধ্যমে এই শহর দখল করিয়া লয়। অতঃপর ইহা মিসরের বিরুদ্ধে ফিরিঙ্গীদের সামরিক এবং রাজনৈতিক তৎপরতার ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। হিত্তীনের যুদ্ধের পর ফিলিস্তীনে ক্রুসেডারদের অপরাপর শক্তিশালী ঘাঁটির ন্যায় স'ালাহ্'দ-দীনের (৫৮৩/১১৮৭) হস্তে ইহারও পতন ঘটে। ৫৮৭/১১৯১ সালে আরসূফের যুদ্ধে পরজয়ের পর সালাহু'দ্-দীন যখন ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ডের আক্রমণের মুখে 'আসক'লান রক্ষায় অপরাগ হন তখন তিনি এই শহরটি ধ্বংস করিয়া দেন। এই শহরের মুসলিম বাসিন্দাগণ সিরিয়া ও মিসরে এবং খৃস্টান ও য়াহূদীরা ফিলিস্তীনে চলিয়া যায়। K. V. Zettersteen (Beitrage, পৃ. ২৩৩-৫) কর্তৃক প্রকাশিত জনৈক অখ্যাত মামলূক লেখকের বর্ণনায় এই শহরটির ধ্বংস এবং ইহার অধিবাসীদের বাস্তুত্যাগ সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার চিত্র ফুটিয়া উঠে। যু'ল-হিজ্জা ৫৮৭/ জানুয়ারী ১১৯২ সালে রিচার্ড 'আসক'লানে প্রবেশ করেন এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্গগুলি পুনঃনির্মাণ করেন। কিন্তু একই বৎসরের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সম্পাদিত শান্তি চুক্তির শর্তানুসারে রিচার্ড কর্তৃক নির্মিত এই দুর্গগুলি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। মিসরের শাসনকর্তা আস-স'ালিহ' আয়্যূব এবং দামিশকের শাসনকর্তা আস'-স'ালিহ' ইসমাঈলের মধ্যকার রেষারেষির ফলশ্রুতিতে এই শহরটি পুনরায় ফিরিঙ্গীদের করতলগত হয়। Hospitaller (সন্ন্যাসী-সৈনিক)-গণ নূতন করিয়া সৈন্য-সামন্ত মোতায়েন এবং দুর্গ পুনঃনির্মাণ করিয়া এই শহরটিকে শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত করে এবং ৫৪২/১২৪৪ সালে একটি মিসরীয় আক্রমণ সাফল্যজনকভাবে প্রতিহত করে। গায্যা-র ভাগ্যনির্ধারণী যুদ্ধের (১৭ অক্টোবর, ১২৪৪ খৃ.) পর 'আসক'লানের জন্য বাহিরের সাহায্য লাভের পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং ৬৪৫/১২৪৭ সালে ফাখ্রুদ্-দীন য়ূসুফ ইব্নু'শ-শায়খ ইহা দখল করিয়া নেন। ভবিষ্যতে এই শহরটিতে খৃস্টান সামরিক বাহিনীর অবতরণ বন্ধ করিবার লক্ষ্যে মামলূক সুলত'ান বায়বার্স (দ্র.) ফিলিস্তীন উপকূলবর্তী বহু স্থান ধ্বংস করেন। ৬৬৮/১২৭০ সালে তিনি 'আসকালানের শেষ চিহ্নটুকু মুছিয়া ফেলিবার জন্য ইহার পোতাশ্রয়টি (মাক'রীযী, সুলূক, 'খ, ৫৯০) পাথর খণ্ড দ্বারা ভরাট করিয়া ইহাতে বৃক্ষ রোপণ করিয়া দেন। স'ালাহ্'দ-দীন কর্তৃক বিধ্বস্ত হইবার পর হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ইহা পতিত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। আবুল-ফিদা (পৃ. ২৩৯), ইব্ন বাত্'তূত'া (১খ., ১২৬), মুজিরু'দ-দীন (পৃ. ৪৩২), Piri Re'is (Bahriyye, পৃ. ৭২৪, ইংরেজী অনু. U. Heyd, A Turkish Description of the Coast of Palestine, Israel Exploration Journal, ১৯৫৬ খৃ., ৬খ., ২০৫-৭) এবং Volney (Syrie. অধ্যায় ১০) ইঁহারা সকলেই এই শহরটিকে ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রাচীন কালে ও মধ্যযুগে এই শহরটি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ মদ, sycamores (আঞ্জীর জাতীয়) বৃক্ষ এবং Kypros (মেহ্দী জাতীয়) গাছের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই শহরের নামানুসারে পিঁয়াজের এক ধরনের

প্রজাতির নামকরণ (Shallot-allium ascalonicum) করা হয়। মধ্যযুগীয় গ্রন্থকারগণ হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর নামে বর্ণিত একটি বর্ণনানুসারে প্রায়ই 'আসক'লানকে 'সিরিয়ার বধূ' (عروس الشام) (Sponsa Syriae) নামে আখ্যায়িত করিত।

শী'আ মতাবলম্বী ফাতি'মীদের কর্তৃত্বের আমলে মাশ্হাদের আল-আফদ'াল ইব্ন বাদরু'ল-জামালী হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর দৌহিত্র ইমাম হু'সায়ন (রা)-এর শিরের সম্মানার্থে এই স্থানে একটি মাশ্হাদ নির্মাণ করেন (৪৯১/১০৯৮)। এই সম্মানিত স্মৃতিচিহ্নটি ৫৪৮/১১৫৩-৫৪ সালে ফিরিঙ্গীদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া কায়রোতে স্থানান্তরিত করা হয় [তু. (১) মাক'রীযী, খিত'াত, ১খ., ৪২৭; (২) Mehren, Cahirah og Kerafat, Copenhagen ১৮৭০ খৃ., ২খ., ৬১-২; (৩) RCEA, ৭খ, ২৬১-৩; (৪) এবং ইব্ন তায়মিয়া (সম্পা. Schreiner, ZDMG, ৫৩, ৮১-২) এইসব কাহিনীকে অলীক উপাখ্যান বলিয়া বর্ণনা করেন]। ইমাম হু'সায়ন (রা)-এর মাশহাদ ছাড়াও পরবর্তী কালে তীর্থযাত্রীরা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কূপ (بئر ابراهيم) যিয়ারতের জন্যও এখানে আগমন করিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) G. le Strange, Palestine under the Moslems, ৪০০-৩; (২) A. S. Marmardji, Textes geographiques arabes sur la Palestion, প্যারিস ১৯৫১ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৩) F. M. Abel, Geographie, শিরো.; (৪) K. Ritten, Erdkunde, ১৬ খ., ৬৬-৮৯; (৫) F. Buhl, Geog. des alter Pal., ১৮৯; (৬) P. Thomsen, RLV, 1924, ১খ., ২৩৭ প.; (৭) H. Guthe, ZDPV, 1879, ২খ., ১৬৪-৭১; (৮) G. Beyer, ZDPV, ১৯৩৩ খৃ, পৃ. ২৫০-৩; (৯) V. Guerin, Judee, ২খ., ১৩৩-৭১; (১০) N. G. Nassar, The Arabic Mints in Palestine and Transjordan, QDAP, ১৯৪৮ খৃ., ১৩খ., ১২১-৭; (১১) W. J. Phythian-Adams, History of Ascalon, in OEFQS, ১৯২১ খৃ., পৃ. ৭৬-৮০; (১২) Y. Prawer, Ascalon and the Ascalon strip in Crusader Politics (হিব্রু, ইংরেজী অনুবাদসহ), Eretz-Israel, ১৯৫৬ খৃ., ৪খ., ২৩১-২৪৮; (১৩) বালাযু'রী, ফুতুহ, ১৪২ প.; (১৪) মুকাদ্দাসী, পৃ. ১৭৪; (১৫) ইব্নু'ল-ফাকীহ, পৃ. ১০৩ প.; (১৬) 'আলী আল-হারাবী, কিতাবুয্-যিয়ারাত, দামিশক ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৩২-৩ (অনু. Sourdel-Thomine, Damascus ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ৭৫-৬); (১৭) K. V. Zettersteen, Beitrage zur Geschichte der Mamlukensultane, Leiden ১৯১৯ খৃ., পৃ. ২৩৩-৫; (১৮) য়াকূ'ত, ৩খ., ৬৭৩ প.; (১৯) আবুল ফিদা' (সম্পা. Reinaud), পৃ. ২৩৯; (২০) ইব্ন বাত্'তূ'তা (সম্পা. Defremery),১খ., প. ১২৬ প., অনু. Gibb, Cambrdge ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ৮১-২; (২১) মুজীরুদ্দীন, আল-উনস্'ল-জালীল, কায়রো ১২৮৩ হি., পৃ. ৪২২; (২২) The Itinerary of Benjamin of Tudela, সম্পা. এবং অনু. A. Asher, নিউ ইয়র্ক, তা. বি., ১খ., ৭৯-৮০; ২খ., ৯১-১০০; (২৩) William of Tyre, ১৭খ., ২২; (২৪) নাসি'র ই খুসরাও, সাফার-নামাহ, (সম্পা. Kaviani), ৫১; (২৫) হ'াজ্জী খালীফা, জিহাননুমা, পৃ. ৫৬২-৩; (২৬) On the excavations at 'Askalan, দ্র. PEFOS, ১৯২১-৩ খৃ.; (২৭) দা. মা. ই., ১৩খ., ৩৩৯-৩৪২।

R. Hartmann (B. Lewis) (E.I.[2])/আফিয়া খাতুন

আল-'আস্কালানী (দ্র. ইব্ন হাজার)।

'আস'গার হুসায়ন (اصغر حسين) ঃ গুওাভী, ১৮৮৪-১৯৩৬ খৃ., উর্দূ কবি। তিনি গদ্য রচনাও করিয়াছেন। কাব্য রচনায় মুনশী খালীল আহমাদ এবং আমীরুল্লাহ্ তাসলীম-এর শিষ্য। কিছুকাল হিন্দুস্তানী একাডেমীর হিন্দুস্তান পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কাব্য রচনা নিশাত'-ই রূহ' এবং সরূদ-এ যিন্দিগী নামে দুইটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার গাযাল কবিতায় জীবন এবং যৌবনের উন্মাদনা অনুভূত হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬০

'আস'গার হু'সায়ন, সাইয়িদ মাওলানা (اصغر حسين سيد مولانا) ঃ সাইয়িদ মাওলানা আস'গ'ার হু'সায়ন (র) ভারতবর্ষের একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ, বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ও লেখক। সর্বসাধারণের নিকট তিনি 'মিয়া সাহেব' নামে সমধিক পরিচিত। ১২৯৪/১৮৭৮ সালে তিনি উত্তর প্রদেশের এক সূফী খান্দানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শাহ মুহ'াম্মাদ হ'াসান (রা) পিতার নিকট পবিত্র কু'রআন, প্রাথমিক উর্দূ ও ফার্সী কিতাবসমূহ পড়া শেষ করিয়া তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। শায়খুল হিন্দ 'আল্লামা মাহ'মূদু'ল-হ'াসান (র)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১৩২০/১৯০৩ সালে তিনি দাওরায়ে হ'াদীছ সম্পন্ন করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর শায়খুল হিন্দ (র)-এর নির্দেশে তিনি জৌনপুর আটালা মসজিদ মাদরাসার প্রধান মুদাররিস পদে যোগ দেন এবং তথায় দীর্ঘ সাত বৎসর অত্যন্ত দক্ষতার সহিত শিক্ষকতা ও তরীকতের খিদমত আঞ্জাম দেন। ১৩২৮/১৯১০ সালে তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত উচ্চতর পর্যায়ে তাফসীর, হা'দীছ, ফিকহ, ফারায়েয ও ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। ভারতীয় উপমহাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র তাঁহার অসংখ্য ছাত্র-শিষ্য ছড়াইয়া ছিটাইয়া রহিয়াছে।

কৈশোর কাল হইতে তিনি ছিলেন চরিত্রবান, পরহেযগার, সত্যনিষ্ঠ ও সালাফে সালেহ'ীনের নমুনা। মানব সেবা, বৈদগ্ধ, প্রজ্ঞা ও ধর্মনিষ্ঠার কারণে তিনি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের আশ্রয়স্থলে পরিণত হন। শায়খুল মাশায়েখ হাজ্জী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (র) তাঁহাকে খিলাফত দান করেন। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা ও মায়ানমারে তাঁহার বহু মুরীদ ও খলীফা রহিয়াছে। মুরীদ ও খলীফাদের আমন্ত্রণক্রমে তিনি জীবনে বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে আসেন। স্থানীয় দীনদরদী মুসলমানদের সহযোগিতায় ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার প্রাণকেন্দ্রে তাঁহার পীর শায়খুল হিন্দ 'আল্লামা মাহ'মূদুল হ'াসান (র)-এর নামে একটি কওমী মাদরাসা স্থাপন করেন। পরবর্তীতে ইহা সাতকানিয়া আলিয়া এম.ইউ. সিনিয়ার মাদরাসায় রূপান্তরিত হয়। চট্টগ্রামে তাঁহার বেশ কয়েকজন খলীফাদের মধ্যে যে পাঁচজনের নাম পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারা হইলেন ১. শাহ আহমাদুর রহমান চূড়ামণি, ২. মাওলানা মুখলেসুর রহমান, ৩. শাহ আহমাদ উল্লাহ খাগরিয়া, ৪. শাহ আহমাদুর রহমান ফতেহনগরী ও ৫. মাওলানা সাইয়্যেদ খলিলুর রহমান।

সাইয়িদ মাওলানা আস্'গ'ার হুসায়ন 'মিয়া সাহেব' মানব সেবা, অতিথিপরায়ণতা ও পশু-পাখীদের প্রতি সদাচারকে ইবাদতরূপে বিবেচনা করিতেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি দেওবন্দ শহরে 'দারু'ল-মুসাফিরীন' নামে একটি সরাইখানা স্থাপন করেন, যেখানে সর্বদা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দূর-দূরান্তের মুসাফিরদের ভিড় পরিলক্ষিত হইত। বিচারপতি 'আল্লামা তাকী 'উছমানী বলেন, হযরত 'মিয়া সাহেব' পরিমিত আহারে অভ্যস্ত ছিলেন। নিজে অল্প আহারে সন্তুষ্ট থাকিয়া বাকি খাবার মহল্লার অভাবগ্রস্ত শিশুদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন। প্রায় সময় দৈনন্দিন খাবারের দস্তরখানায় পরিবারের সদস্য ও অতিথিদের ফেলিয়া দেয়া রুটির ছোট ছোট টুকরা তিনি কুড়াইয়া লইতেন, একটু বড় টুকরাগুলি বিড়াল ও কাক পাখীদের দিতেন এবং অপেক্ষাকৃত ছোট টুকরাগুলি পিঁপড়ার গর্তে রাখিয়া দিতেন। ইহার মাধ্যমে তিনি আল্লাহ্‌র নে'য়ামতের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করিতেন। 'আল্লামা মুফতী মুহ'াম্মাদ শফী' বর্ণনা করেন যে, দেওবন্দে হযরত মিয়া সাহেবের বাড়ীটি ছিল কুড়েঘর আকৃতির। প্রতি বৎসরই শনের ছাউনিসহ বাড়ী মেরামত করিতে হইত। আমি একদিন তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলাম, তিন বা চারি বৎসরের মেরামতের খরচ একত্র করিলে আপনার বাড়ী পাকা করা সম্ভব হইবে। তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, তোমার এই প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত এবং আমি নিজেও এই ব্যাপারে চিন্তা করি নাই এমন নয়। তবে আমার আশেপাশে যাহারা বসবাস করে তাহাদের প্রত্যেকেই দরিদ্র। তাহাদের মাঝখানে যদি আমি পাকা বিল্ডিং নির্মাণ করি, তাহা হইলে তাহাদের দারিদ্র্য-পীড়িত অন্তরে অনুশোচনার উদ্রেক হইতে পারে। এই কথা বিবেচনা করিয়া আমি এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়াছি (আকাবিরে দেওবন্দ কেয়া থে, পৃ. ৫৬-৫৭)।

হযরত মিয়া সাহেবের লেখার হাত ছিল চমৎকার ও আকর্ষণীয়। রচনার ক্ষেত্রে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি গবেষণাধর্মী ও অনুসন্ধিৎসু। অধ্যাপনা, তাবলীগ, মানব সেবা, তরীকতের কাজ ও দাওয়াতী সফর লইয়া সার্বক্ষণিক ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি হ'াদীছ, ফিক'হ, ফারায়েয, আকায়েদ, জীবন-চরিত ও ইতিহাস বিষয়ক ছোট বড় ৩৫টি গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করিয়াছেন। এইগুলির মধ্যে ফাতওয়া মুহাম্মদী, মুফীদুল ওয়ারেছীন, মীরাছুল ওয়ারেছীন, হ'ায়াতে শায়খুল হিন্দ, মাওলুভীয়ে মা'নাভী, হ'ায়াতে খিযির ও দস্তে গায়ব বিদগ্ধ পাঠকদের নিকট বেশ সমাদৃত। ১৩২৮/১৯০০ সালে দারুল 'উলূম দেওবন্দ হইতে প্রকাশিত মাসিক উর্দূ পত্রিকা 'আল-ক'াসিম'-এর তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। 'আল্লামা মুফতী মুহ'াম্মাদ শাফী' কর্তৃক উর্দূ ভাষায় লিখিত 'সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া' গ্রন্থের ভূমিকায় সাইয়িদ মাওলানা আসগার হু'সায়ন 'মিয়া সাহেব' (র) লিখিত নিম্নোক্ত মন্তব্য পরবর্তীতে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়ঃ 'দারুল উলূম দেওবন্দের নবীন শিক্ষক মওলভী মুহ'াম্মাদ শাফী' সাহেব আমার নিকট এখনও শিশুর মতই, কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ও মনীষার কারণে তাঁহাকে মাওলানা বলিতে আমি বাধ্য। তাঁহার আরবী ও উর্দূ রচনার সংখ্যা এত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, এই বৃদ্ধ বয়সে যদি আমার ঈর্ষা জাগে তাহা হইলে যথার্থ। মহান আল্লাহ তাঁহাকে আরবী ও উর্দূতে সাবলীল ভাষায় ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে লেখনী পরিচালনার পারঙ্গমতা দান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার লেখনীতে স্বীয় উস্তাদ, সালাফে স'ালেহ'ীন ও বুযুর্গানে দীনের পদ্ধতিকে সার্থকভাবে অনুসরণ করেন যাহা তাঁহার রচনার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। আধুনিক সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য ধারণার প্রভাবে সৃষ্ট চোখ ধাঁধানো ও আত্মঘাতী পরিস্থিতির কবল হইতে মুসলিম মানসকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি কলম ধরিয়াছেন এবং ইহাতে তিনি সফলও হইয়াছেন। তাঁহার রচনাসম্ভার দেখিয়া অন্তর হইতে দু'আ আসে।'

১৩৬৪/১৯৪৫ সালে তিনি গুজরাটে ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সাইয়িদ মাহ'বুব রিযভী, দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাস, ই.ফা.বা., ঢাকা ১৪২৪/২০০৩, ১খ., ও ২, পৃ. ৫৭৬-৫৭৭; (২) বিচারপতি 'আল্লামা তাকী উসমানী, আকাবিরে দেওবন্দ কেয়া থে, যমযম বুক ডিপো, দেওবন্দ ১৯৯৫ খৃ., পৃ. ৫৬-৬৩।

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

আস্তারা খান (استرا خان) ঃ একটি নগরী এবং জেলার নাম। ভল্গা নদী যেখানে কাস্পিয়ান সাগরে পতিত হইয়াছে, সেখান হইতে প্রায় ৬০ মাইল উজানে ভল্গার বাম তীরে এই নগরী অবস্থিত। স্বাভাবিক সমুদ্রতল হইতে ২০.৭ মিটার নিম্নে এবং কাস্পিয়ান সমুদ্রতল হইতে ৭.৬ মিটার উচ্চে, ৪৬°২১' উত্তর এবং ৪৮°২ পূর্বে ইহার অবস্থান। ইব্ন বাত্'তূতা (২খ., ৪১০-১২) ১৩৩৩ খৃস্টাব্দে এই এলাকা দিয়া পথ অতিক্রম করেন। তিনিই প্রথম এই স্থানে একটি জনবসতির কথা উল্লেখ করেন যাহা হ'জ্জযাত্রীদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হইত। এই হ'জ্জযাত্রীদের ধার্মিকতার সুখ্যাতির জন্য এই জেলাকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল এবং সম্ভবত এই কারণেই এই জেলার নাম হইয়াছিল হ'াজ্জী তারখান (পরবর্তী কালের মোঙ্গলদের ভাষায় তারখান শব্দের অর্থ করমুক্ত ব্যক্তি বা মহৎ ব্যক্তি)। [বিভিন্ন বর্ণনায় এই নামের অন্যান্য রূপও দেখা যায়, যেমন 'সায়ট্রিকান' বা 'যায়ট্রীখান' (Cytrykan or Zytrykhan); Ambr Contarini (১৪৮৭)-এর বর্ণনায় সাইট্রীকানো (Citricano) এবং তুর্কী তাতারদের লেখায় আযদার খান এবং আশতারা খানরূপেও দেখা যায়]। এই জনবসতি ছিল ভল্গা নদীর দক্ষিণ তীরে শারেনিস (Sharenij) অথবা যারেনীয় (Zareniy) পাহাড়ের উপর এবং এই এলাকায় যে মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রথমগুলির সময়কাল ছিল ৭৭৬/১৩৭৪-৭৫ এবং ৭৮২/১৩৮০-৮১ সাল। (৭৭৭/১৩৭৫-৭৬; Chr. Frahn Munzen d. Chane etc.; সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৩২ খৃ., ২২, নং ১০২; পৃ. সআ., Recensio etc.; সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৯৬ খৃ., ৮৬০; ১৩৮০-৮১; পৃ. স্থা., ৪৭৬; P. S. Savelev, Monety Dzucidov, 2, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৫৮, ১৮, নং ৪১৬; ইহা ছাড়াও বার্লিনের কাইজার ফ্রেডারিক মিউজিয়ামে একখানি গ্রন্থ আছে)। ৭৯৮/১৩৯৫-৯৬ সালের শীতকালে তায়মূর এই নগরী এবং সারায় (দ্র.) ধ্বংস করেন (শামী, যাফরনামা, ed. Tauer, ১খ., ১৫৮-৬২)। কিন্তু আসতারা খান নগরী আবার উন্নতি লাভ করে এবং শেষ পর্যন্ত বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গুরুত্ব অর্জন করে। কালক্রমে ইহা কাস্পিয়ান সাগর এবং তাহার চারিপার্শ্বের দেশসমূহের ব্যবসা-বাণিজ্যের এবং যোগাযোগ পথের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

বিখ্যাত যাযাবর যোদ্ধাদের (Golden Horde) পতন যুগে (তু. বাতুইদ-Batuids) ৮৭১/১৪৬৬ সালে আস্তারা খানে এক তাতার রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নুগাই (نوغائى-Noghay) তাতারী রাজবংশের তাতার খান (খান ছিল তাতার শাসকদের উপাধি) কুতুক মুহ'াম্মাদ খান ক'াসিম (৮৭১-৮৯৬/১৪৬৬-৯০) এবং তাঁহার

ভাই খান 'আবদু'ল-কারীম (রুশ ও পোলিশ ভাষায় Ablumgirym ঃ ৮৯৬-৯১০/১৪৯০-১৫০৪) যে এলাকা শাসন করিতেন তাহা বর্তমান সময়ের সতাভ্রোপেল (Stavropel), ওয়েনবার্গ (চকালোভ-Ckalov), সামারা (Kuybishev) এবং সারাতোভ্ (Saratov) লইয়া গঠিত ছিল এবং সমগ্র দেশ বিভিন্ন উলুসি (Uluses)-তে বিভক্ত ছিল। জনসাধারণ গবাদি পশু পালন, পাখী ও মৎস্য শিকার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। বেগদের সহিত বিরোধ, ৯১০/১৫০৪ সালের পর খান শাসকদের দ্রুত পরিবর্তন এবং ক্রিমিয়ার তাতার ও নুগাইদের হস্তক্ষেপ খানদের রাজ্যে দুর্যোগ ডাকিয়া আনে। ফলে খান 'আবদু'র-রাহ্'মান (৯৪১-৯৪৫/১৫৩৪-১৫৩৮) এই সব দুর্যোগ এবং 'উছমানীদের মুকাবিলা করিবার জন্য রাশিয়ার শাসক জারের সাহায্য প্রার্থনা করেন (খান শাসকদের তালিকার জন্য দ্র. Zambaur, ২৪৭ এবং বংশগত ছকের জন্য দ্র. পূ. স্থা., ২৪)।

৯৬২/১৫৫৪ সালে রাশিয়া এই খান রাজ্যটিকে দখল করিয়া লয়। সেই সময় ইহার শাসক ছিলেন য়ামগু'রবায্ (يمغور باى) অথবা য়াগমুরবী (Yamghurcay or Yaghmurci) যিনি ৯৫১/১৫৪৪ সালে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। রুশরা খান দারবীশ 'আলীকে শাসক মনোনীত করে। কিন্তু খান দারবীশ 'আলী ক্রিমিয়ার তাতার এবং নুগাইদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলে ৯৬৪/১৫৫৬-৫৭ সালে রাশিয়া তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং রাজ্যটিকে রাশিয়ার অঙ্গীভূত করিয়া লয়। ১৬৩২ সাল হইতে রুশরা ছাড়াও কালমাকগণ (قلموق) এই দেশে আসিয়া বসতি আরম্ভ করে। যাহারা ভল্গা নদীর পূর্ব তীরে বাস করিত তাহারা ১৭৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে পূর্বাঞ্চলে ফিরিয়া যায় এবং যাহারা ভল্গার পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহাদেরকে ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে বিতাড়িত করা হয়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দ হইতে রাশিয়ানদের অনুমতিক্রমে কাযাকগণ (قفقاز দ্র.) এখানে আগমন করিতে থাকে। অধিবাসীদের ভারসাম্য রক্ষার জন্য ১৭৫০ সালে ২৫০০০ তথাকথিত আসতারা খানী কস্যাক (Cossack)-কে এখানে বসবাস করানো হয় (১৮১৭ সালে নূতন সংগঠন হয় এবং ১৯১৯ সালে তাহাদের সংস্থা বিলুপ্ত করা হয়)। ১৭১৭ সালে রুশরা আস্তারা খান সরকার প্রতিষ্ঠিত করে। ১৭৮৫ হইতে ৩/২ ১৮৩২ সাল পর্যন্ত এই এলাকা কাকসিয়া (استرا باز)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬০ সালে পুনপ্রতিষ্ঠিত আসতারা খান সরকার নূতন এলাকাসমূহ লাভ করে। বিভিন্ন বর্ণনায় এই নূতন এলাকার আয়তন বিভিন্ন রকম বর্ণিত হইয়াছে। কোন বর্ণনায় ২০৮,১৫৯ বর্গকিলোমিটার, আবার অন্য বর্ণনায় ২,৩৬,৫৩২ বর্গকিলোমিটার। ১৯১৮-২০ সালে ভূখণ্ড সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট রাশিয়ার অংশে পরিণত হয়। ক্যালমুক (Kalmuck) রাষ্ট্রের বিলুপ্তির পর ১৯৪৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর হইতে ইহা ৯৬,৩০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের একটি প্রদেশ (oblast) হিসাবে গঠিত হয়।

১৫৫৮ সালে রুশদের দ্বারা আস্তারা খান নগরী ভল্গা নদীর বাম তীরে সাত মাইল ভাটিতে আবার পুনর্গঠিত হয় এবং তখন হইতে এই নগরীর জনসংখ্যায় সব সময়ই রুশদের ব্যাপক আধিক্য বজায় থাকে। নগরের উপকণ্ঠে তাতার এবং আর্মেনীয় বাসিন্দাদের অধ্যুষিত একটি শহরতলী গড়িয়া উঠে। ষোড়শ শতাব্দীর ভারতীয় বসতি স্থাপনকারীরা তাতারদের সহিত মিশিয়া যায় (Agryzans)। ১৫৬৯ সালে 'উছ'মানী এবং ক্রিমিয় তাতারদের এক বাহিনী এই নগরী আক্রমণ করে [তু. আহ্'মাদ রাফীক', বাহ'র-ই খাযার কারা দেনিয্ খ'নালি উই-ইস্দার খান্ সাফারি, TOEM, ৪ ঃ ১-১৪ [Bahr-i-Khazer-Kara Deniz Kanali we-Ezder Khan Seferi, TOEM, viii, 1-14)। হালিল্ ইনালচিক (Halil Inalcik), Osmanli-rus rekabelinin mensei we Don volga kanali tesebbusu, Bell., ১৯৪৮ খৃ., ৩৪৯-৪০২; ইহা ছাড়াও তু. কাযান-Kazan)। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৫৮২ সালে রুশরা একটি প্রস্তর প্রাচীর এবং ১৫৮৯ সালে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। এতদ্সত্ত্বেও তাতার ও কস্যাকগণ কর্তৃক বারবার এই নগরী আক্রান্ত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে (বিশেষভাবে Stenka Razin, ১৬৬৭-৬৮)। ইহা ছাড়াও এই নগরী বারবার ভূমিকম্প ও মহামারীর দুর্যোগে পতিত হয়। ১৭২২ হইতে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত ইহা কাস্পিয়ান সাগর তীরের সামুদ্রিক বন্দর ছিল। তাহার পর হইতে বাকূ ইহার স্থান অধিকার করে। ১৯১৮-২১ সালে গৃহযুদ্ধের সময় এই বন্দর হইতে নৌ-অভিযান পরিচালিত হয়। ১৮৯৭ সালে আস্তারা খান নগরীর জনসংখ্যা ছিল ১,১৩,০০১ জন। ইহার মধ্যে ইরানী, তাতারী প্রভৃতি মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১২,০০০ এবং আর্মেনীয়দের সংখ্যা ছিল ৬,২১০০ জন। সেই সময় এই নগরীতে ছয়টি শী'আ এবং একটি সুন্নী মসজিদ, ৭৩টি মাদ্রাসা এবং তিনটি মাক্তাব ছিল। ১৯৩৯ সালে নগরীর অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ২,৫৩,৬৫৫ জন এবং সেখানে দশটিরও বেশী তাতার বিদ্যালয় এবং বেশ কয়েকটি তাতার সংবাদপত্র ছিল। কাস্পিয়ান সাগরে নৌ-চলাচলের ঘাঁটি, তিমি ও অন্যান্য সামুদ্রিক মৎস্যের তৈল ও ডিমের কারখানাসহ সামুদ্রিক মৎস্য শিকার ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হিসাবে এবং মৎস্যশিল্পের জন্য এই বন্দর নগরী সোভিয়েট ইউনিয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) IA. দ্র. (আর-রাহ'মাতি আরাতকৃত); (২) Brockhaus-Efron, Entsiklop. Slovar, ii/3, 349-66, Suppl, i, 168; (৩) Bolshaya Sovetskaya, Entsiklopediya, ৩খ., ৬৫১-৫২; ৩খ., ২৭৮-৯০; (৪) A. N. Shtyl'ko, IIlyustrirovannaya Astrakhan, Ocerki proshlago i nostoyashcego goroda, Saratov, ১৮৯৬; (৫) Astrakhan, i astrakhanskaya guberniya, সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৯০২; (৬) Astrakhan, Spravocnaya kniga, স্ট্যালিনগ্রাদ ১৯৩৭; (৭) G. Peretyatkovic Povolze, v. 15-16 vekakh, মস্কো ১৮৭৭; (৮) P. G. Lyubomirov, Zaselenie Astrakhanskogo kraya v-XVIII, v., in Nash Kray, Astrakhan ১৯২৬, নং ৪; (৯) W. Leimbach, Die Sowjetunion, স্টুটগার্ট ১৯৫০, ২৮৪,৪৪৯; (১০) T. Shabad, Geography of the USSR, নিউ ইয়র্ক ১৯৫১, ১৭৪-২০৩; (১১) F. Sperk, Opyt khronologiceskago ukazatelya literatury ob Astrakhanskom krae (১৮৭৩-১৮৭৭), সেন্ট পিটার্সবার্গ ১৮৯২।

B. Spuler (E.I.[2])/মনিরুল ইসলাম

আল্-আস্তারাবাদী (الاسترا بادى) ঃ কয়েকজন মুসলিম 'আলিমের নিস্বা (সম্বন্ধসূচক নাম) বিশেষ, যাঁহাদের মধ্যে রাদি'য়্যুদ-দীন

আল-আস্‌তারাবাদী এবং রুক্‌নু'দ-দীন আল-আসতারাবাদী (নিম্নে দ্র.) সর্বাধিক পরিচিত। য়াকূ'তের বর্ণনামতে আসতারাবাদ সকল বিজ্ঞানের পণ্ডিতপ্রসূ একটি নগরী। তিনি ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত 'আলিমের নাম উল্লেখ করেন, যেমন কা'দী আবূ নাস'র সা'দ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল্‌-মুত্‌রাফী আল-আস্‌তারাবাদী (মৃ. প্রায় ৫৫০/১১৫৫-৬), ইমাম আবূ নু'আয়ম 'আবদু'ল-মালিক ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আদী আল-আসতারাবাদী, যিনি হ'াদীছ' সমালোচনা বিষয়ক একখানা পুস্তিকার প্রণেতা ছিলেন (মৃ. ৩২০/৯৩২) এবং কা'দী আল-হু'সায়ন ইব্‌নু'ল হু'সায়ন ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-হু'সায়ন ইব্‌ন য়ামীন আল-আস্‌তারাবাদী, যিনি বহু দেশ ভ্রমণকারী পণ্ডিত ছিলেন এবং সূ'ফী সাধকদের সাহচর্যে থাকিতেন (মৃ. বাগদাদ, ৪১২/১০২১-২)। সাফাবী আমলে কতিপয় বিখ্যাত আসতারাবাদী 'আলিম ছিলেন ঃ যাঁহাদের মধ্যে আহ্'মাদ ইব্‌ন তাজুদ-দীন হ'াসান ইব্‌ন সায়ফু'দ-দীন আস্‌তারাবাদী, নবী কারীম (স)-এর জীবনী লেখক, 'ইমাদুদ-দীন আলী আস্‌-শারীফ আল-ক'ারী আল্‌-আস্‌তারাবাদী, পবিত্র কু'রআনের আবৃত্তি বিষয়ক পুস্তিকার প্রণেতা এবং মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদু'ল-কারীম আল-আন্‌স'ারী আল-আস্‌তারাবাদী, নীতিশাস্ত্র বিষয়ক একখানি 'আরবী গ্রন্থের অনুবাদক।

আল-আস্‌তারাবাদী নিসবা (সম্বন্ধসূচক নাম)-টি কতিপয় স্বল্প পরিচিত 'আলিমকেও প্রদত্ত হইয়াছিল; যেমন বৈয়াকরণ ও আভিধানিক আল-হ'াসান ইব্‌ন আহ্'মাদ আল-আসতারাবাদী এবং মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, ১খ., ২৪২; (২) Storey, ৪২, ১৭৭,১৯২; (৩) সুয়ূ'তী, বুগ'য়াতুল-উ'আত, কায়রো ১৩২৬/১৯০৮, ২১৮; (৪) Ethe, Catalogue of Persian MSS. in the Library of the India office, Oxford 1903-37, 724-826 (1162); (৫) Loth, Catalogue of Arabic MSS, in the Library of the India office, London 1877, ১খ., ২৫৮; (৬) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আবূ 'আলী আল-হাইরী, মুন্তাহা'ল-মাক'াল (লিথোগ্রাফকৃত), তেহরান ১৩০২/১৮৮৫; মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-আসতারাবাদীকৃত মানহাজু'ল-মাক'াল ইহার পরিশিষ্ট হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে; (৭) 'আলী আক্‌বার দিহ্‌খুদা, লুগাতনামা, তেহরান ১৩৩২/১৯৫৩।

A. J. Mango (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল মজীদ

আস্‌তারাবায (استراباذ) ঃ আস্‌তারাবাদ (الاستراباد), সাম'আনী, আন্‌সাব-এ ইহাকে ইস্‌তিরাবাদ বলিয়া উল্লেখ করেন।

(১) ইহা ইরানের একটি শহর, কাস্পিয়ান সাগরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণ হইতে প্রায় ২৩ মাইল দূরে ৩৬°-৪৯' উত্তর অক্ষাংশে এবং ৫৪০°-২৬° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে কা'রাসু' নদীর একটি শাখার তীরে অবস্থিত'। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৭৭ ফুট উচ্চে এবং আলবুর্যের একটি শাখা পর্বতমালার পাদদেশ হইতে ৩ মাইল দূরে তুর্কোমান তৃণাঞ্চলের উত্তরে যে সমতল ভূমি শেষ হইয়াছে সেইখানেই শহরটি অবস্থিত। এই শহরটিকে এখন গূরগান (Gurgan) বলা হয়, এই শহরটি এবং উত্তর-পূর্বে অবস্থিত মধ্যযুগীয় গুরগান ('আরবী জুরজান) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

শহরটির প্রাগৈসলামিক ইতিহাস এখনও অজানা, এমনকি ইসলাম-পূর্ব সময়ে, ইহার অবস্থান সম্পর্কে সুনিশ্চিত করিয়া বলারও উপায় নাই। যদিও Mordtmann, SB Bayr Ak. 1869, 536-এ ঐ শহরটিকে প্রাচীন যাধ্রাকারটা (Zadrakarta)-রূপে চিহ্নিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণায় শহরটির নাম স্পষ্ট নহে যদিও তাঁহাদের আবিষ্কৃত লোকগাথায় ঐ নামটির ফারসী শব্দ সিতারাহ্‌ (তারকা) অর্থ অথবা আস্‌তার (খচ্চর)-এর সহিত যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। এতদ্ব্যতীত উক্ত শহরের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কাহিনীও শোনা যায়।

ইসলামী যুগে গুরগান প্রদেশের দ্বিতীয় শহর হইল আস্‌তারাবায এবং রাজধানী শহর গুরগানের অনুরূপ ইহারও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে।

খলীফা 'উছ'মান (রা)-র সময় 'আরবরা উক্ত প্রদেশটির উপর অভিযান চালাইয়াছিল (আল-বালাযু'রী, ফুতূহ', পৃ. ৩৩৪) এবং মু'আবি'য়া (রা)-র নির্দেশে সা'ঈদ ইব্‌ন 'উছ'মান পুনরায় অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। য়াযীদ ইব্‌ন মুহাল্লাব ৯৮/৭১৬ সালে তথাকার তুর্কী শাসককে পরাজিত করিয়া উহা জয় করেন। বর্ণিত আছে, য়াযীদ আসট্রাক' (Astarak) নামক একটি গ্রামের পার্শ্বে আস্‌তারাবায' শহরটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

উমায়্যা ও 'আব্বাসী খলীফাদের আমলে গুরগানে প্রায়ই বিদ্রোহ লাগিয়া থাকিত। ইতিহাসের পাতায় আসতারাবাযে'র নাম কদাচিৎ লক্ষ্য করা যায়। এমনকি ভূগোলবিদরাও উহা সম্বন্ধে কোন তথ্য সরবরাহ করিতে সমর্থ হন নই। আল-ইস'তাখ্‌রীর (পৃ. ২১৩) বর্ণনামতে ইহা রেশম শিল্পের একটি কেন্দ্র ছিল। কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত আবাসকূন (Abaskun) নামক বন্দরটি আসতারাবায (ও গুরগান)-এর গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। হু'দূদুল-'আলাম, পৃ. ১৩৪-এ আছে যে, আস্‌তারাবাযে'র লোকেরা দুইটি ভাষায় কথা বলিত। উহার একটি সম্ভবত হু'রূফী সম্প্রদায় যে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে তাহাতে সংরক্ষিত।

মোঙ্গলদের ইরান বিজয়ের পর ঐ এলাকায় গুরগানের স্থলে আস্‌-তারাবাযে'রই গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ইরানের এই প্রদেশেই সর্বশেষ ঈলখান শাসক তায়মূরী বংশ এবং স্থানীয় তুর্কী উপজাতীয় দলপতিদের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই স্থলে কোন এক সময় তুর্কোমানী কা'চার উপজাতীয়রা আস্‌তারাবায' অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করে। কা'চার শাসকদের প্রথম শাহ আগা' মুহ'াম্মাদ আস্‌তারাবাযে' জন্মগ্রহণ করেন। শাহ 'আব্বাস ১ম, নাদির শাহ্‌ এবং আগা' মুহ'াম্মাদ সকলেই আস্‌তাবারাযে' বহু ইমারত নির্মাণ করিয়াছিলেন। তৃণাঞ্চলে অবস্থিত এই শহরটি অবিরাম তুর্কোমানদের আক্রমণের শিকার হইত।

আস্‌তারাবাযে' বহু মসজিদ ও মাযার (দ্র. Rabino, নিম্নে) ছিল এবং এইখানে বহু সায়্যিদের আবাসস্থল ছিল বলিয়া সম্ভবত ইহাকে দারুল-মুমিনীন বলা হইত।

১৯৫০ খৃ. রিদা' শাহের আমলে আস্‌তারাবায' নামটি পরিবর্তন করিয়া গুরগান রাখা হয়। তখন সেখানে প্রায় ২৫,০০০ লোক বসবাস করিত। তথাকার প্রাচীন গুটিকয়েক নিদর্শনের মধ্যে মাত্র দুইটি দর্শনীয় জিনিস বর্তমান আছে। এই দুইটি হইল ঃ ইমাম যাদা নূর-এর মাযার ও গুল্‌শান মসজিদ। রাবিনো শহরটির স্মৃতিসৌধ ও স্মৃতি ফলকগুলির তালিকা প্রণয়ন করেন।

২। কা'চারদের অধীনে আস্‌তারাবায' প্রদেশটির উত্তরাংশ ছিল গুরগান নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। দক্ষিণে ছিল আলবুর্জ পর্বতমালা, পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর ও মাযান্দারান আর পূর্বদিকে ছিল জাজারম জেলা। গুরগান (শাহরিস্তান) জেলা রিদা শাহ্‌-এর আমলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ছিল। প্রদেশটিকে দুই অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারিত; যথা সমতলভূমি ও

পার্বত্য অঞ্চল। বহু বৃক্ষশোভিত পার্বত্য অঞ্চলটির পানিসিক্ত হওয়ার সুযোগ ছিল; অপরদিকে সমতল ভূমিটি উর্বর জলাভূমি সমৃদ্ধ হইলেও উত্তর দিকটা মরুভূমিতে পরিণত হইতে দেখা যায়। এইখানে বিস্তৃত অঞ্চলে গম ও তামাকের চাষ হয়। এই প্রদেশের অধিবাসীরা মিশ্র বংশোদ্ভূত; তবে শহর ও পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে ফারসী ভাষাভাষীদের এবং সমতলে তুর্কোমানদের সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-ইদরীসী (মৃ. ৪০৫/১০১৪) নামে জনৈক লেখক আস্‌তারাবাযের একটি ইতিহাস লিখিয়াছিলেন যাহা এখন দুষ্প্রাপ্য (দ্র. Brockelmann, SI, 210); (২) H. L. Rabino, Mazandaran and Astarabad, London 1928, 71-5; (৩) য়া'কূবী, ১খ., ৪২; (৪) G. Malgunov, das sudl. Ufer des kaspischen meeres, Leipzig 1868, 101-24; (৫) J. de Morgan, Mission scientifique en Perse, i. Paris 1894, 82-112; (৬) Le Strange, 378-9; আস্তারাবায শহর ও গুরগান প্রদেশের সাম্প্রতিক তথ্যাবলীর জন্য (দ্র.); (৭) ফারহাঙ্গ-ই জুগ্‌রাফিয়্যা-ই ঈরান, সম্পা. রায্‌মারা, তেহরান ১৯৫১ খৃ., ৩খ., পৃ. ২৫৪-৫; (৮) রাহনুমায়ী ইরান নামক গ্রন্থে তেহরান, ১৯৫২ খৃ. পৃ. ২০৫, এই শহরের একটি পরিকল্পনা দেখা যায়; (৯) আরও দ্র. দিহ্‌খুদা প্রণীত লুগাত-নামাহ্, তেহরান ১৯৫২ খৃ., পৃ. ২১৪৩-৬ -এ আসতারাবাদ অধ্যায়।

R. N. Frye (E.I.²)/মুহাম্মাদ শামসুল আলম

আল-আস্‌তারাবাযী (الاسترابازى) ঃ রুক্‌নুদ-দীন আল হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন শারাফ শাহ আল-আলাবী, আবু'ল-ফাদাইল আস্-সায়্যিদ রুক্‌নু'দ-দীন নামে পরিচিত শাফি'ঈ মায্‌হাবের একজন বিখ্যাত 'আলিম। তিনি ইব্‌নু'ল-হাজিবের ব্যাকরণ বিষয়ক পুস্তক আল-কাফিয়া-র ভাষ্যের জন্য সর্বাধিক পরিচিত। ওয়াফিয়া নামক তাঁহার এই ভাষ্যটি আল- মুতাওয়াস্‌সিত বা 'মধ্যবর্তী' নামেও পরিচিত। কারণ এইটি ছিল তিনটি ভাষ্যের মধ্যে দ্বিতীয়। সুয়ূতী মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফি'-র তারীখ বাগদাদ-এর পরিশিষ্ট হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলেন (১৯৩৮ খৃ. বাগদাদে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত সংস্করণে এই অংশটি অন্তর্ভুক্ত হয় নাই) যে, তিনি মারাগায় নাসীরুদ-দীন তূসীর (দ্র.) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সেইখানে তিনি দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দান করেন এবং তূসীর তাজ্‌রীদু'ল-'আকাইদ এবং কাওয়াইদু'ল 'আকাইদ-এর ভাষ্য রচনা করেন। তিনি ৬৭২/১২৭৪ সালে তূসীর সহিত বাগদাদ গমন করেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের মৃত্যুর পর ঐ বৎসরই মাওসিলে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। সেইখানকার নূরিয়্যা মাদ্‌রাসায় তিনি শিক্ষকতা করেন এবং ইব্‌নু'ল-হাজিব প্রণীত কাফিয়ার ভাষ্য রচনা করেন। অতঃপর তিনি মাওসিল হইতে সুলতানিয়্যা চলিয়া যান। সেইখানে তিনি শাফি'ঈ মায্‌হাবের ফিক্‌হশাস্ত্র শিক্ষাদান করেন। তিনি ৭১৫/১৩১৫-৬ কিংবা ৭১৮/১৩১৮-৯ সালে ইনতিকাল করেন। (Bibliotheque Nationale-এর দুইটি পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী তাঁহার মৃত্যু তারিখ ৭১৭/১৩১৭-৮ ও ৭১৯/১৩১৯-২০)। রুক্‌নুদ-দী মোঙ্গল দরবারে যেমন সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তেমনই তাঁহার বিনয়ের জন্য সুপরিচিত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সুয়ূতী, বুগ্‌য়াতু'ল-উ'আত, পৃ. ২২৮; (২) সুবকী, তাবাকাত'শ-শাফি'ঈয়্যা আল-কুব্‌রা, কায়রো ১৯০৬ খৃ., ৬খ., ৮৬; (৩) Ethe, Catalogue of Persian MSS. in the Library of the India Office, অক্সফোর্ড ১৯০৩-৩৭, পৃ. ৭২৪-৮২৬ (নং ১১৬২); (৪) ঐ লেখক, Arabic MSS, in the British Museum, লন্ডন ১৮৯৪ খৃ., পৃ. ৯৪৬; (৫) de Slane, Bibliotheque Nationale catalogue des manuscripts Arabes, প্যারিস ১৮৮৩-৯৫, পৃ. ২৩৬৯, ৪০৩৭; (৬) Brockelmann, ১খ., ৩০৫, পরি. ১, ৫৩৬; (৭) M. S. Howell A Grammar of the Classical Arabic Language, ভূমিকা, পৃ. ৫।

A. J. Mango (E.I.²)/এ. বি. এম. আবদুল মান্নান মিয়া

আল-আস্‌তারলাব (দ্র. আসতুরলাব)

আস্‌তুর্‌লাব (اسطرلاب) ঃ অথবা আস্‌তুর্‌লাব (اصطرلاب) (আরবী, উচ্চারণ প্রসংগে দ্র. ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ৭৭৯; ঐ লেখক, বুলাক', নং ৭৪৬), এ্যাস্ট্রোলেব, গ্রহ ও নক্ষত্রাদির পরিভ্রমণের জন্য প্রাচীন কালে ব্যবহৃত জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক যন্ত্র। শব্দটি গ্রীক মূল Astrolaboz বা Astrolabon (organon) হইতে উদ্ভাবিত হইয়াছে, যাহা দ্বারা গোলকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু সংখ্যক সমস্যার বিশ্লেষণ ও রেখা দ্বারা সমাধান, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চতা নির্ণয়, দিবা অথবা রাত্রিকালে সময় নির্ধারণ ও রাশিচক্র নির্ধারণ ইত্যাদি বহু তাত্ত্বিক ও ফলিত বিষয়ে ব্যবহৃত কতিপয় জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক যন্ত্র নির্দেশিত হয়। 'আরবী ভাষায় আস্‌তুর্‌লাব শব্দটি যখন অন্য কোন শব্দ ব্যতীত ব্যবহৃত হয় তখন তাহা সব সময়েই স্টেরিওস্কোপিক অভিক্ষেপণের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া নির্মিত সমতলীয় অথবা সমতলীয় গোলাকার এ্যাস্ট্রোলেব নির্দেশ করে। মধ্যযুগের ইসলামী এবং পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যায় ইহা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র। একই নীতির উপর ভিত্তি করিয়া নির্মিত রৈখিক এ্যাস্ট্রোলেব ইহার সমতলীয় গোলাকার প্রতিরূপের একটি অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ সরলীকরণ, তবে ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগ অতি নগণ্য। গোলকাকার এ্যাস্ট্রোলেব দ্বারা কোন প্রকার অভিক্ষেপণ ব্যতীত ভৌগোলিক এবং খ-গোলকদ্বয় উপস্থাপন করা হয়। একমাত্রিক অথবা গোলাকাকার এ্যাস্ট্রোলেব-এর কোন নমুনা আপাতদৃষ্টিতে সংরক্ষিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। টীকা ঃ আল্‌ম ৫, ১-এর বর্ণিত টলেমীয় এ্যাস্ট্রোলেব হইতেছে একটি উন্নততর আর্মিলারী (Armillary) গোলকমাত্র, যাহা এখানে বর্ণিত যন্ত্রের সহিত শুধু ইহার নামে সাদৃশ্যপূর্ণ, Tetrab ৩, ৩-র উল্লিখিত এ্যাস্ট্রোলেব সম্ভবত সমতলীয় গোলকাকার এ্যাস্ট্রোলেব নির্দেশ করে (নিম্নে দ্রষ্টব্য)।

সমতলীয় (সাতহী অথবা মুসাত্‌তাহ) এ্যাস্ট্রোলেবই প্রকৃতপক্ষে এ্যাস্ট্রোলেব; লাতীন (Astrolabium) Planisphaerium 'আরবী ভাষাতে যাতু'স্-সাফাইহ (সাফীহা হইতে-ল্যাতীন saphaea alzafea ইত্যাদি, 'চাকতি') নামে পরিচিত, 'চাকতি (পাত দ্বারা গঠিত অথবা সমন্বিত যন্ত্র' অপর একটি সমার্থক তথাকথিত 'আরবী শব্দ হওয়ায় তালাকারা (একই সংগে ওয়াযযালকোরা, ওয়ালযাগোরা ইত্যাদি), 'আরবী বাসতু'ল-কুরা [ওয়াদ্‌উ'ল-কুরা নয়, দ্র. Millas (১) ১৬৯ প.]-এর অনুরূপ, অর্থ 'গোলকের বিস্তারণ প্রক্রিয়া' এবং ইহা কেবল স্পেন হইতে প্রাপ্ত লাতীন পাণ্ডুলিপির মাধ্যমে পরিচিত। শব্দটি

আপাতদৃষ্টিতে মূল যন্ত্রটির প্রতি নির্দেশ না করিয়া বরং অভিক্ষেপণের নীতিমালা নির্দেশ করে বলিয়া মনে হয় এবং তাহা Suidas কর্তৃক বর্ণিত টলেমী-র Planisphaerium-এর মূল শিরোনামের সহিত একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সাদৃশ্য প্রদর্শন করে (সম্পা. A. Adler, লাইপযিগ ১৯২৮-৩৮ খৃ., ৪খ., ২৫৪, ৭) ঃ (Aplosiz epifaneiaz sfairaz)।

(১) ইতিহাস ঃ স্টেরিওগ্রাফিক অভিক্ষেপণের তত্ত্ব সম্পর্কে যদিও হিপ্পার কাস (Hipparchus)-এর সময় (খৃস্টপূর্ব ১৫০) পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া যায়, তথাপি টলেমী প্রণীত Planisphaerium-ই হইল এই বিষয় সম্পর্কে প্রাচীনতম বিশেষ গ্রন্থ (মাসলামা আল-মাজরীতী-র 'আরবী সংস্করণ হইতে Hermannus Dalmata কর্তৃক প্রণীত একটি লাতীন অনুবাদের ভাষ্যে কেবল সংরক্ষিত J. L. Heiberg কর্তৃক পর্যালোচিত সংস্করণ, Cl. Ptolemaei opera quae exstant omnia, ২খ., লাইপযিগ ১৯০৭ খৃ., ২২৫-৫৯; জার্মান ভাষায় অনুবাদ J. Drecker; Das Planisphaerium des Cl. Ptolemaeus, in Isis, ৯খ. (১৯২৭ খৃ.), ২৫৫-৭৮]। এই তত্ত্ব অনুযায়ী গোলকের উপরিভাগে অংকিত বৃত্তসমূহকে পুনরায় বৃত্তরূপে প্রদর্শন করা হয় এবং গোলকের উপরিভাগের বৃত্তসমূহের পরস্পর ছেদনের ফলে উৎপন্ন কোণসমূহ অভিক্ষেপণের তলে অপিরিবর্তিত থাকে। উক্ত গ্রন্থে horoscopium instrumentum-এর aranea ('spider')-এর প্রতি এবং Tetrab (৩. ৩)-এর প্রতি যে সকল নির্দেশনা (অধ্যায় ১৪) করা হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে জন্মকাল নির্ধারণের জন্য একমাত্র উপযোগী যন্ত্ররূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, টলেমী সত্যসত্যই সমতলীয় গোলকীয় এ্যাস্ট্রোলেব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন [Neugebauer (১) ২৪২; Hartner (১), ২৫৩২, টীকা ১]। 'আরবীয় বিজয় অভিযানের প্রাক্কাল পর্যন্ত এ্যাস্ট্রোলেব প্রসংগে পরবর্তী বরাতসমূহের একটি সুচারু বিশ্লেষণী পর্যালোচনার জন্য দ্রষ্টব্য Neugebauer. (১) Theon of Alexandria, Synesius of Cyrene, Johannes Philoponus, Severus Sebokht. প্রাচীনতম যে সকল 'আরবীয় প্রবন্ধসমূহ ফিহ্‌রিস্ত-এ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে রহিয়াছে মা শা'আল্লাহ (Messahalla, মৃ. আনু. ২০০/৮১৫, Suter নং ৮), 'আলী ইব্‌ন 'ঈসা (flor. আনু. ২১৫/৯৩০, Suter নং ২৩) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন মূসা আল-খাওয়ারিযমী (মৃ. আনু. ২২০/৮৩৫)। তখন হইতে সব সময়েই ইসলামী জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে এ্যাস্ট্রোলেব নির্মাণ ও ইহার ব্যবহার একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিষয়রূপে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীনতম যে ইসলামী যুগের যন্ত্রটি বর্তমানে সংরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে তাহা ৪র্থ/১০ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত হইয়াছে। য়ুরোপের বিজ্ঞ জনগণের মধ্যে এ্যাস্ট্রোলেব এবং ইহার তত্ত্ব প্রথম পরিচিতি লাভ করে পরবর্তী কালের পোপ দ্বিতীয় সিলভেসটার Gerbert d' Aurillac (আনু. ৯৩০-১০০৩ খৃ.) এবং Hermann the Lame of Reichenau (১০১৩-৫৪ খৃ.)-এর রচনাবলীর মাধ্যমে [ভ্রান্তিপূর্ণ ? দ্রষ্টব্য Millas, (১) /অধ্যায় ৬] পরবর্তী যুগের অপরাপর সকল য়ুরোপীয় রচনার ন্যায়, ইঁহারা সুনির্দিষ্টভাবে ইসলামী নমুনাসমূহের উপর নির্ভর করিয়াছেন, বিশেষত Messahalla-র উপর নির্ভরশীলতা অত্যধিক, Geoffrey Chaucer-এর Conclusions of the astrolabe ('Bread and milk for children')-এ তাহার প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী; দ্র. Gunther (২)। বর্তমানে টিকিয়া আছে এইরূপ প্রাচীনতম য়ুরোপীয় যন্ত্রসমূহ আনুমানিক ১২০০ খৃস্টাব্দের পর হইতে তৈরী। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার পর পাশ্চাত্য অঞ্চলে এ্যাস্ট্রোলেব ক্রমশ অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। অন্যদিকে প্রাচ্যদেশে ইহার ঐতিহ্যবাহী ব্যবহার অব্যাহত থাকে এবং তাহা ১৮ শতকের শেষ, এমনকি ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত চলিতে থাকে। ইসলামী বিজ্ঞানের জন্মকাল হইতে সুপ্রচলিত, আল-আস্‌তুর্‌লাবী উপাধি হইতে প্রত্যয়ন পাওয়া যায় যে, এ্যাস্ট্রোলেব নির্মাণ ছিল বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারুশিল্পিগণের মার্জিত হস্তশিল্প, কিন্তু একই সংগে বহু সংখ্যক এ্যাস্ট্রোলেব অন্যান্য শ্রেণীর কারুকারগণ দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। colophons-এ প্রায়শই প্রাপ্ত অন্যান্য উপনাম, যথা আল-ইবারী 'সূঁচ প্রস্তুতকারক', আন-নাজ্জার 'কাঠমিস্ত্রি' ইত্যাদি উপনাম হইতে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। Chardin-এর মতে Voyages du chevalier chardin en Perse, সম্পা. Langles, ৪খ., প্যারিস ১৮১১ খৃ., ৩৩২), সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও সূক্ষ্ম যন্ত্রসমূহ কিন্তু পেশাদার নির্মাতাদের দ্বারা নির্মিত হইত না, বরঞ্চ তাহা জ্যোতির্বিদদের দ্বারা তৈরি হইত। এ্যাস্ট্রোলেব-এর চিত্রসমূহের জন্য (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শ্রেণীর) দ্রষ্টব্য Gunther (১); এ্যাস্ট্রোলেব প্রস্তুতকারকগণের নামের জন্য দ্রষ্টব্য Mayer (১) ও Price (১)।

(২) যন্ত্রের বর্ণনা ঃ সমতলীয় গোলকাকার এ্যাস্ট্রোলেব হইল বহনযোগ্য ধাতুনির্মিত পিতল বা ব্রোঞ্জ জাতীয় যন্ত্র ঃ চক্রাকার চাকতির আকারবিশিষ্ট এই যন্ত্রের সাধারণ ব্যাস ছিল ৪ ইঞ্চি হইতে ৮ ইঞ্চি (১০-২০ সে. মি.)। এই প্রকার এ্যাস্ট্রোলেব-এর সরলতম রূপ এবং ইহার গ্রীক ও সিরীয় নমুনাসমূহের ইহার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লিখিত অংশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত হইতঃ

(ক) দোদুল্যমান যন্ত্র ইহার তিনটি অংশ কুরসী (সিংহাসন) নামে পরিচিত (ত্রিকোণাকার ধাতব খণ্ড) [প্রাচ্য অঞ্চল, বিশেষত পারস্যে, বৃহৎ আকার ও বর্ণাঢ্য অলংকরণসমৃদ্ধ; আফ্রিকা (মাগ্‌রিব) অঞ্চলে ক্ষুদ্রতর ও অনাড়ম্বর] যাহা সুদৃঢ়ভাবে যন্ত্রের মূল দেহের সহিত সংযুক্ত থাকিত; একটি হাতল, 'উরওয়া, হাব্‌স ল্যাতীন armilla suspensoria, কুরসীর বিন্দুতে এমনভাবে সংযুক্ত যাহাতে ইহাকে শেষোক্তের তলে যে কোন দিকে ঘুরানো যাইতে পারে এবং একটি আংটা, হলকা, ল্যাতিন armilla rotunda, যাহা হাতলের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করিতে সক্ষম। ব্যবহার করিবার সময় এ্যাস্ট্রোলেবটি একটি রজ্জু, 'ইলাকা দ্বারা ঝুলাইয়া রাখা' হইত।

(খ) এ্যাস্ট্রোলেব-এর মূল দেহে দুইটি অংশ থাকিত, 'সম্মুখ' অংশ বা ওয়াজ্‌হ, ল্যাতিন facies, এবং 'পশ্চাৎ ভাগ' জাহ্‌র, ল্যাতিন dorsum।

(ক) এ্যাস্ট্রোলেব-এর সম্মুখভাগে রহিয়াছে একটি বহিস্থ বৃত্তাকার কিনারা, হাজ্‌রা তাওক কুফ্‌ফা, ল্যাতিন limbus অথবা margo, যাহা অন্তঃদেশে সাধারণত সামান্য নীচু তল বেষ্টন করিয়া থাকে। ইহা মাতা

উম্ম, ল্যাতিন mater নামে পরিচিত। বেশ কিছু সংখ্যক পাতলা চাকতি, সাফাইহ ল্যাতিন tympana অথবা tabulae regionum, উম্ম-এর উপর হাজরা-এর মধ্যে লাগান হয়; হাজরা হইতে অভিক্ষিপ্ত এবং প্রতিটি চাকতির প্রান্তদেশে একটি সঠিকভাবে সমস্থানীয় খাঁজের মধ্যে আটকানো এক টুকরা ধাতু, মুমসিকা, এই সকল চাকতিকে ঘূর্ণন হইতে বিরত রাখে। উম্ম এবং সাফাইহ-এর কেন্দ্রবিন্দু দিয়া একটি ছিদ্র করা হয়; ইহার মধ্য দিয়া একটি চওড়া মাথাবিশিষ্ট পিন, কুত্‌ব ওয়াতাদ অথবা মিহওয়ার, ল্যাতীন clavus, axis, অংশগুলিকে একত্রে আটকাইয়া রাখে এবং একটি অক্ষরূপে কার্য করে যাহার চতুর্দিকে এই যন্ত্রটির দুইটি নড়নক্ষম অংশ ঘূর্ণায়মান; অংশ দুইটি হইতে সম্মুখ ভাগে, 'মাকড়সা' 'আনকাবৃত ('জাল' নামেও পরিচিত, শাবাকা), ল্যাতিন aranea অথবা rete এবং পশ্চাদ্ভাগে 'আলিদাদ (alidad) [আরবী আল-ইদাদা হইতে] ল্যাতিন radius অথবা regula 'অশ্ব', ফারাস, ল্যাতিন equus, caballus অথবা cuneus নামে অভিহিত একটি কীলক যাহা কুত্‌ব-এর সংকীর্ণ প্রান্তভাগে লম্বালম্বিভাবে একটি কাটা ফাঁকের মধ্য স্থাপন করা হয় এবং ইহা শেষোক্ত অংশটিকে বাহির হইয়া আসা হইতে বিরত রাখে। অশ্বের নিম্ন প্রান্তে স্থাপিত একটি ক্ষুদ্র আংটা স্থাপন করা হয় যাহা মাকড়সাটিকে রক্ষা করে এবং সম্পূর্ণভাবে ঘূর্ণন নিশ্চিত করে। দ্রষ্টব্য ঃ য়ূরোপীয় উৎসের এ্যাস্ট্রোলেবসমূহের সম্মুখভাগে প্রায়শই ঘূর্ণায়মান একটি ঘড়ির কাঁটার ন্যায় মাপদণ্ড (ল্যাতিন, index, ostensor) দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইসলামী এ্যাস্ট্রোলেবসমূহে ইহা কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না।

উল্লিখিত অংশসমূহের গাণিতিক বিভাগসমূহ নিম্নরূপ ঃ হাজিরা একটি বৃত্ত বহন করে, যাহা কুরসী-র মধ্যবিন্দু হইতে শুরু করিয়া অর্থাৎ এ্যাস্ট্রোলেবের উপর অংশে শূন্য হইতে ৩৬০ ডিগ্রী পর্যন্ত দাগে অংকিত।

উম্মটি একটিমাত্র সাফীহারূপে কার্য করিতে পারে (পরবর্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) অথবা ইহাতে বেশ কিছু সংখ্যক নগরীর ভৌগোলিক অবস্থানসূচক অক্ষাংশের তালিকা সংযুক্ত থাকিতে পারে।

সাফীহা, ইহার দুই পার্শ্বের উভয় দিকেই, নিরক্ষরেখা, ক্রান্তি রেখাদ্বয় এবং নির্দিষ্ট একটি ভৌগোলিক অক্ষাংশের জন্য ইহার আনুভূমিক তল-এর স্টৌরিওগ্রাফিক অভিক্ষেপণ প্রদর্শন করে এবং ইহার সমান্তরাল বৃত্তসমূহ `almacantars'-এ ('আরবী আদ-দাইরুল-মু'কানতারা হইতে) এবং উল্লম্ব বৃত্তসমূহ দাওয়াইরুস-সুমূত নামে পরিচিত। উত্তর গোলার্ধের এ্যাস্ট্রোলেবের ক্ষেত্রে অভিক্ষেপণের কেন্দ্রবিন্দু হইতেছে খ-গোলকমণ্ডলের দক্ষিণ-মেরু এবং ইহার অভিক্ষেপণ তল হইতেছে নিরক্ষরেখা; তারপর দক্ষিণাঞ্চলীয় ক্রান্তিবৃত্ত থাকে সাফীহার কিনারায়। দক্ষিণ গোলার্ধের জন্য নির্মিত এ্যাস্ট্রোলেব-এর ক্ষেত্রে অভিক্ষেপণের কেন্দ্রবিন্দু হইতেছে উত্তর-মেরু এবং ইহার অভিক্ষেপণ তল পুনরায় নিরক্ষরেখা, এই ক্ষেত্রে উত্তরাঞ্চলীয় ক্রান্তিবৃত্ত সাফীহা-র কিনারার সহিত সমস্থানীয় অবস্থান লাভ করে। সংরক্ষিত এ্যাস্ট্রোলেবসমূহের মধ্যে সব না হইলেও প্রায় অধিকাংশই উত্তরাঞ্চলীয় শ্রেণীর; কেবল মাকড়সার জন্য উত্তরাঞ্চলীয় এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় অভিক্ষেপদ্বয় একই সংগে ব্যবহার করা যাইতে পারে (নিম্নে দ্রষ্টব্য, 'আনকাবূত প্রসংগে অংশ)। 'ক' চিত্রে একটি এ্যাস্ট্রোলেবের সম্মুখভাগ প্রদর্শন করা হইয়াছে যাহার সাফীহাটি ৩৬ ডিগ্রী শূন্য [০] মিনিট ভৌগোলিক অক্ষাংশের জন্য নির্মিত। এখানে উত্তর-দক্ষিণ দ্বারা মধ্যরেখা (meridian cautars) প্রদর্শন করা হইয়াছে, খাত্‌ত ওয়াসাতুস-সামা, ল্যাতিন linea mdeii coeli, ইহার CS ছেদটি 'মধ্যদিনের রেখা' নামে পরিচিত, খাত্‌ত নিসফুন-নাহার, ল্যাতিন linea leridionalis এবং CN ছেদকটি 'মধ্যরাত্রির রেখা' খাত্‌ত নিস্‌ফুল-লায়ল, ল্যাতিন linea mediae noctis নামে পরিচিত। ব্যাসরেখা EW 'সরল দিগন্ত রেখা' সূচিত করে, উফ্‌কুল-ইসতিওয়া' ইহা পূর্ব-পশ্চিম রেখা নামেও পরিচিত, খাত্‌ত ওয়াসতিল-মাশরিক ওয়াল-মাগরিব, ইহার CE ও CW ছেদকদ্বয় যথাক্রমে পূর্বরেখা' খাত্‌তুল-মাশ্‌রিক' এবং 'পশ্চিম রেখা' খাত্‌তুল-মাগরিব নামে পরিচিত। মধ্যরেখা NS বরাবর নিম্নলিখিত বিন্দুসমূহ চিহ্নিত করা হয় (ইহাদের গঠন কৌশলের জন্য দ্র. ১ক চিত্র) ঃ C = উত্তর মেরু বিন্দুর অভিক্ষেপ, যাহা তিনটি সমকেন্দ্রিক বৃত্তের কেন্দ্ররূপে বর্তমান; এই বৃত্ত তিনটি হইল, অভ্যন্তর দিক হইতে যথাক্রমে উত্তরীয় ক্রান্তি বলয় মাদার রাসিস-সারাতান, নিরক্ষরেখা, দাইরাতুল-ই'তিদাল এবং দক্ষিণী ক্রান্তি বলয়, মাদার রাসিল-জাদয় (বহিঃস্থ কিনারা) R_0 R_{10} R_{80} বিন্দুসমূহ দ্বারা, দিগন্ত রেখা (উফ্‌ক), ল্যাতিন horizon obliquus, (NS-এর সহিত বিন্দুতে মিলিত) এবং ১০° ডিগ্রী হইতে ১০° ডিগ্রী পর্যন্ত আলামাকানতারসমূহের a 10....a80-তে পরস্পরছেদী) কেন্দ্রসমূহ নির্দেশ করে। R90 = দ্বারা খ-মধ্য বা সু-বিন্দু (zenith 'আরবী সামতুর-রাস হইতে) নির্দেশ করা হয়। No, N10.....N90 বিন্দুসমূহ দ্বারা, খ-মধ্য হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে, NS-এর সহিত আলামাকানতারসমূহের দ্বিতীয় ছেদবিন্দু নির্দেশ করা হয়।

দিগন্তরেখা ও পূর্ব-পশ্চিম রেখাসমূহ পূর্ব ও পশ্চিম বিন্দুদ্বয়ে মিলিত হইয়াছে, ইহা হইতে মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানিগণ দিগংশ (azimuth) গণনা করিতেন (উত্তর ও দক্ষিণ অভিমুখে ০° হইতে ৯০° ডিগ্রী পর্যন্ত)। উল্লম্ব বৃত্তসমূহ, দাওয়াইরুস-সুমূত, সু-বিন্দু ও দিগন্ত রেখার ০° ১০° ইত্যাদি বিন্দুসমূহের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে। Mo দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিম বিন্দুর মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত 'প্রথম উল্লম্ব' আওওয়ালুস- সুমূত-এর কেন্দ্র চিহ্নিত করা হয়। অন্যান্য উল্লম্ব বৃত্তের প্রক্রিয়ার জন্য দ্রষ্টব্য Hartner (১) ২৫৩৯ ও চিত্র ৮৪৬।

দিগন্ত রেখার নিম্নে অবস্থিত রেখাসমূহ দ্বারা সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় হইতে গণনাকৃত সমান অথবা অসমান সময়সমূহ (সা'আতুল-ই'তিদাল, horae aequales এবং আস-সা'আতুয্‌-যামানিয়্যা, horae inaequales seu temporales) নির্দেশ করা হয়; ইহাদের নির্মাণ কৌশলের জন্য দ্রষ্টব্য Hartner (১), ২৫৪০। মধ্যদিন ও মধ্যরাত্রি হইতে সমঘণ্টা গণনা করিবার য়ূরোপীয় পদ্ধতি মুসলিম জ্যোতির্বিদগণের নিকট জানা ছিল, কিন্তু তাহা কখন সাধারণ জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত হয় নাই। এই কারণেই ০° ডিগ্রী এবং ১৮০° ডিগ্রী হইতে শুরু করিয়া ২ x ১২ ঘণ্টায় হাজারা-র দ্বিতীয় বিভক্তিকরণ প্রায়শই য়ূরোপীয় এ্যাস্ট্রোলেবের ক্ষেত্রে দৃষ্ট হইলেও তাহা প্রাচ্য এ্যাস্ট্রোলেবের ক্ষেত্রে কখনও দেখা যায় না। যে

অক্ষাংশের জন্য কোন বিশেষ স'াফীহ'া পরিকল্পনা করা হয় তাহা সাধারণত চাকতির মধ্যভাগের নিকটে উৎকীর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা বহুভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে ঃ ডিগ্রী ও মিনিট দ্বারা (উদাহরণস্বরূপ '৩৮° ৫৪° অক্ষাংশের জন্য প্রযোজ্য); কোন বিশেষ একটি নগরীর নাম দ্বারা ('মক্কা নগরীর অক্ষাংশের জন্য প্রযোজ্য') দীর্ঘতম দিনের সময়-কাল দ্বারা (১৪ ঘ. ৪৫'মি.-এর জন্য প্রযোজ্য)। দ্রষ্টব্য য়ূরোপীয় সংগ্রহে প্রাপ্ত এ্যাস্ট্রোলেবসমূহের বর্ণনায় মাঝে মাঝে বিস্ময়কর ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল ক্ষেত্রে ভ্রান্তিপূর্ণভাবে (অস্তিত্ববিহীন) স্থানের নামের জন্য আবজাদ সংখ্যাসমূহ পাঠ করা হয়। স'াফাইহ-এর সংখ্যা পরিবর্তনশীল, ভাল একটি যন্ত্রের ক্ষেত্রে ইহার সংখ্যা ৯ বা ততোধিক হইতে পারে। কোন কোন এ্যাস্ট্রোলেবে অতিরিক্তভাবে একটি স'াফীহ'া থাকে যাহা কোন একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অক্ষাংশের জন্য বিভিন্ন অবস্থানের বৃত্তের অভিক্ষেপণ প্রদর্শন করে।

উহা জ্যোতিষশাস্ত্রীয় directiones (তাসয়ীর)-এর গণনার জন্য প্রয়োজনীয় হইতে পারে; অন্যগুলিতে "সকল অক্ষাংশের জন্য" এইরূপ একটি স'াফীহ'া থাকে (লি-জামি'ঈল-'উরূদ), ইহা, দিগন্ত রেখার ফলক'
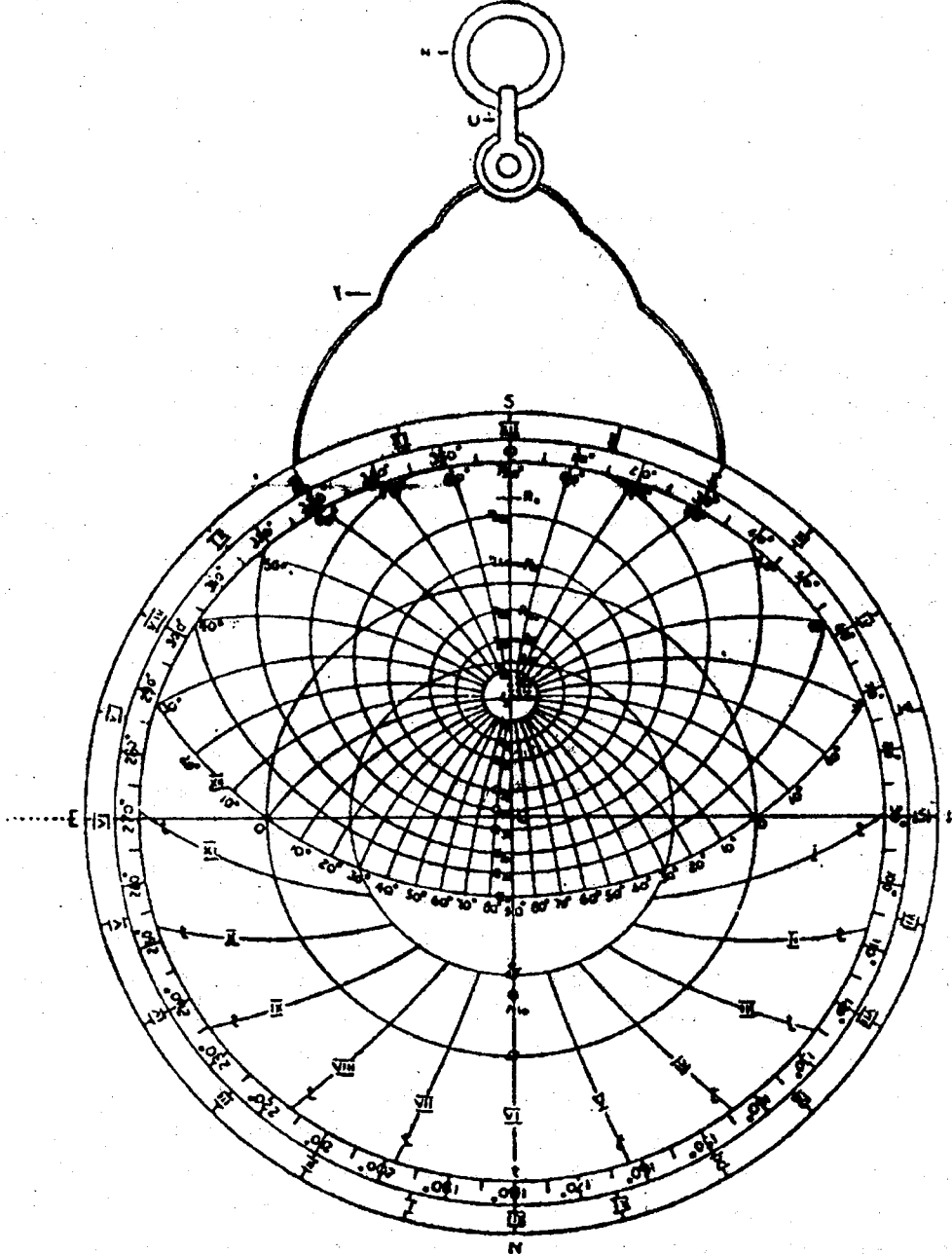
(সাফীহা আফাকিয়্যা) অথবা সাধারণ ফলক' (জামি'আ) নামেও পরিচিত যাহা কেবল মধ্যরেখার এবং কতিপয় সংখ্যক অক্ষরেখার জন্য নির্মিত দিগন্ত রেখার অভিক্ষেপ প্রদর্শন করে। শেষোক্তটির ক্ষেত্রে অভিক্ষেপণ প্রায়শই দিগন্তের প্রতি বৃত্তাংশের এক অধ্যাংশে হ্রাস করা হয়। এই চাকতিটি যে কোন অক্ষাংশের জন্য, নক্ষত্ররাযির উদয়ন ও অস্ত গমনের সময়, কাল ও দিগংশ সংক্রান্ত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য ব্যবহৃত হয় [তু. michel (১), ৯১-২]। সর্বাপেক্ষা নিখুঁত (কামিল) এ্যাস্ট্রোলেব, অধিকন্তু সূর্যের আবর্তন-পথের বৃত্ত আছে। শেষত কোন সাফীহা-র চারটি বৃত্ত-চতুর্থাংশ পরস্পর স্থানান্তর দ্বারা ogival Tadlet-এর ন্যায় অতি কাল্পনিক নকশা সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল [দ্র. michel (১), ৬১ এবং চিত্র ৪৪], যদিও ইহা কেবল একটি জ্যামিতিক কসরৎ ছিল, তথাপি ইহা দ্বারা সাধারণ সাফীহার ন্যায় সকল মাপ নির্ণয় করা সম্ভব ছিল। যে সকল এ্যাস্ট্রোলেবের উপর ৯০টি আলমাকানতার-এর সব কয়টি চিহ্নিত করা থাকিত তাহা 'সম্পূর্ণ' তামম, ল্যাতীন Solipartitum নামে পরিচিত ছিল। যদি কেবল প্রতি দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম অথবা দশম আলামাকানতারসমূহ চিহ্নিত করা থাকিত, তবে ইহা নিসফী (bipartitum) নামে পরিচিত হইত। ইহার অন্যান্য নামের মধ্যে রহিয়াছে ছুলূছী (tripartitum), খুম্‌সী, সুদ্‌সী তুস্'ঈ, 'উশ্‌রী।

সাফীহা দ্বারা প্রতিস্থাপিত, স্থির অবস্থানে ধারণাকৃত পৃথিবীর চতুর্দিকে স্থির নক্ষত্রসমূহের আবর্তনের ফলে যে কাল্পনিক গম্বুজ সৃষ্টি হয় তাহার প্রতিস্থাপনরূপে 'আনকাবূত ব্যবহৃত হয়। যথাসম্ভব সুস্পষ্টরূপে সাফীহার নক্‌শা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ইহাকে একটি উন্মুক্ত নক্‌শাসম্পন্ন পাতের আকারে নির্মাণ করা হয়; অবশ্য ইহার নির্মাণ পর্যায়ে ইহার যথাযথ দৃঢ়তা এবং স্থির নক্ষত্রসমূহ নির্দেশক স্ফীতি অথবা কাঁটা (একবচনে শাত্‌বা, শাজয়্যা)-সমূহ স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলানের দিকে দৃষ্টি রাখা হইত। ইহার এই জালির আকারের চেহারার জন্যই ইহাকে 'মাকড়সা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে; স্মর্তব্য, সে নির্দেশনাটি অবশ্যই মাকড়সার জালের প্রতি ইংগিতবহ [ল্যাতিন (zaranea) শব্দ দ্বারাই মাকড়সা অথবা ইহার জাল উভয়ই বুঝাইতে পারে]। এই 'মাকড়সা'-র নকশা প্রণয়নে কল্পনার কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না এবং ফলে যথাসম্ভব প্রায় সকল প্রকার নকশায় নির্মিত যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার মধ্যে সরলতম জ্যামিতিক নকশা হইতে অতি সুন্দর পত্র-পল্লব, খণ্ডিত লতা অলংকরণ সর্বপ্রকার উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত। ইহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হইতেছে রাশিচক্র সমন্বিত বৃত্ত (মিনতাকাতু'ল-বুরূজ), ইহা সাফীহাতে প্রাপ্ত অপরাপর সকল বৃত্তের ন্যায় ঠিক একইভাবে নির্মাণ করা হইত। ইহা প্রতিটি ৩০০ ডিগ্রীসম্পন্ন, ১২টি বুরূজে বিভক্ত। তবে ইহা লক্ষ্য করা বাঞ্ছনীয় যে, এই বিভক্তি যাহা ক্রান্তিবৃত্তের মেরুবিন্দু হইতে বিচ্ছুরিত না হইয়া অক্ষরেখার মেরুবিন্দু হইতে বিচ্ছুরিত হয়, তাহা ক্রান্তীয় দ্রাঘিমাংশ নির্দেশ না করিয়া ০' ডিগ্রী, ৩০° ডিগ্রী ইত্যাদি উন্নতিসম্পন্ন রাশিচক্রের স্থানসমূহ এবং ইহাদের ডিগ্রীতে বিভক্ত উপরিভাগ প্রদর্শন করে [mediationes coeli, দ্র. Michel (১), ৬৭ প. এবং Hartneer (১), ২৫৪৩]। দক্ষিণ ক্রান্তি বৃত্তের সহিত স্পর্শবিন্দুতে, রাশিচক্রটি একটি ক্ষুদ্র নির্দেশক বা কাঁটা বহন করে, যাহার সাহায্যে হাজরা-র গাত্রে অংকিত মাপ-নির্ণায়ক রেখা পাঠ করা যায়। মাকড়সাটি মুদীর অথবা মুহ্‌রিক নামে পরিচিত এক বা একাধিক হাতলের সাহায্যে ঘুরানো হয়। উত্তরাঞ্চলীয় অভিক্ষেপণে উপস্থাপিত রাশিচক্রের অংশের (অর্ধাংশ, চতুর্থাংশ, ষষ্ঠাংশ, এমনকি এক-দ্বাদশাংশ অর্থাৎ একটিমাত্র রাশিচিহ্ন) সহিত দক্ষিণাঞ্চলীয় অভিক্ষেপণে উপস্থাপিত অপরাপর উদাহরণের সংমিশ্রণে রাশিচক্রের সারি কম বেশী অদ্ভুত রূপ ধারণ করে এবং ইহাদের জন্য সমভাবে অদ্ভুত নাম আবিষ্কার করা হয় ঃ আল-বীরূনী এবং অন্যান্য সূত্র হইতে তাবলী, 'ঢোলক', 'আসী' গুল্ম বিশেষ, সারাতানী অথবা মুসারতান, 'কাঁকড়া', সাদাফী 'ঝিনুক', ছাওরী 'বৃষ' শাকাইকী, 'পুষ্প বিশেষ' এ্যাস্ট্রোলেব ইত্যাদির নাম জানা যায়। আহ্‌মাদ আস-সিজ্‌যীর (আনু. ৪০০/১০০৯) 'নৌকা এ্যাস্ট্রোলেব' আস্তুর্লাব যাওরাকী সম্ভবত এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল, এই প্রসংগে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Frank (১), ৯ প. এবং Michel (১), ৬৯ প.।

স্টেরিওগ্রাফিক অভিক্ষেপ ভিন্ন অন্যান্য অভিক্ষেপ-এর উপর ভিত্তি করিয়া নির্মিত অন্যান্য অভিক্ষেপের উপর ভিত্তি করিয়া নির্মিত অন্যান্য সমতলীয়-গোলকীয় এ্যাস্ট্রোলেব প্রকৃতপক্ষে তাত্ত্বিকভাবে কল্পিত নির্মাণরূপে বিবেচনা করিতে হইবে এবং ইহার কোন ব্যবহারিক গুরুত্ব ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, আল-বীরূনী যে এ্যাস্ট্রোলেব নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা উস্তুওয়ানী "Cylindrical" নামে অভিহিত। আল-বীরূনী ইহার অভিক্ষেপণটির জন্য ইহাকে Cylindrical নাম দিয়াছিলেন (টলেমী-র Analcmma) এবং বর্তমানে ইহা অর্থোগ্রাফিক অভিক্ষেপ নামে পরিচিত; এই পদ্ধতিতে গোলকের বৃত্তসমূহ সরলরেখা, বৃত্ত অথবা উপবৃত্তরূপে অভিক্ষিপ্ত করা হয়। আল-বীরূনী কর্তৃক বর্ণনাকৃত (Chronology, ৩৫৮-৯) মুবাত্‌তাহ ('চ্যাপ্টা') এ্যাস্ট্রোলেব আপাতদৃষ্টিতে সমদূরবর্তী কৌণিক অভিক্ষেপণে প্রদর্শিত একটি নক্ষত্র-মানচিত্র মাত্র অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ক্রান্তিবলয়ের মেরু বিন্দু অভিক্ষেপণের কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ক্রান্তিবলয় অথবা অক্ষরেখাসূচক বৃত্তসমূহ (দাওয়াইরু'ল-আরদ) সহিত সমান্তরালসমূহ সমদূরবর্তী এককেন্দ্রিক বৃত্ত দ্বারা এবং দ্রাঘিমাংশের বৃত্তসমূহ (দাওয়াইরু'ত-তুল; টীকা ঃ য়ূরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে, যুক্তিহীনভাবে ক্রান্তিবৃত্তের মেরু বিন্দু দিয়া অতিক্রান্ত এই সকল মহাবৃত্তকে circles of latitude নামে অভিহিত করা হইয়াছে), সমদূরবর্তী ব্যাসার্ধসমূহ দ্বারা প্রদর্শন করা হইয়াছে। ৩৫৯ প.-তে উল্লেখকৃত অপর অভিক্ষেপণটি আয-যার্‌কালী উদ্ভাবিত অভিক্ষেপণের একটি অদ্ভুত রূপ (ডাইন পার্শ্বের দ্রষ্টব্য)।

(খ) এ্যাস্ট্রোলেব-এর পশ্চাদভাগ প্রায় সব সময়েই চারিটি বৃত্ত-চতুর্থাংশে বিভক্ত করা হয়। উচ্চতর দুইটির বহিস্থ কিনারা ০° (শূন্য) হইতে ৯০ ডিগ্রী পর্যন্ত দাগাংকিত থাকে, যাহা আনুভূমিক রেখা হইতে শুরু হয়; আলিদাদ- (alidad)-এর সাহায্যে নিরূপিত সূর্য অথবা একটি নক্ষত্রের উন্নতি এই দাগাংকিত অংশে সরাসরি পাঠ করা যায়। যদিও পশ্চাদ্‌ভাগে নকশাসমূহের বিন্যাস সংক্রান্ত নিয়মাবলী তুলনামূলকভাবে

অনেক নমনীয়, তথাপি বলা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহার নকশার বিন্যাস নিম্নরূপ :
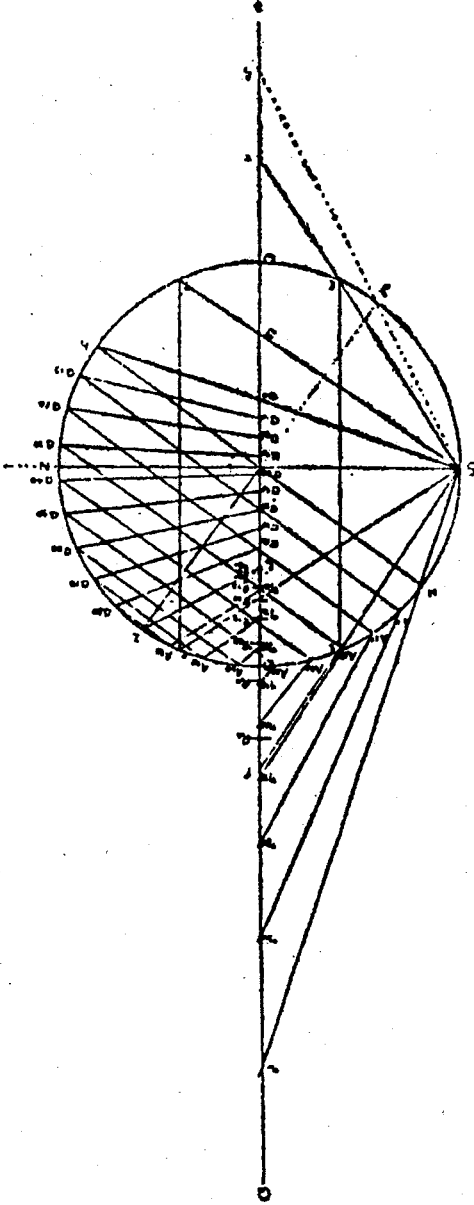
ঊর্ধ্বভাগের বামদিকের চতুর্থাংশে sine ও cosine-সূচক আনুভূমিক এবং/অথবা উল্লম্ব রেখাসমূহ অংকিত থাকে; ঊর্ধ্বভাগের ডান পার্শ্বের অংশে কয়েক প্রস্থ বক্ররেখা থাকে যাহার একটি দ্বারা কিবলার দিগাংশে অবস্থানকালে সূর্যের উন্নতি নির্দেশ করে। ইহা বেশ কিছু সংখ্যক নগরীর জন্য এবং রাশিচক্রের যে কোন স্থানে সূর্যের অবস্থানের জন্য প্রযোজ্য হইবে। অপর এক প্রস্থ বক্র রেখা বৎসরের যে কোন ঋতুতে বিভিন্ন ভৌগোলিক অক্ষাংশে মধ্যদিনে সূর্যের উন্নতি নির্দেশ করে। নিম্নাংশের চতুর্থাংশ দুইটি ছায়া বর্গক্ষেত্র স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়, ইহাদের একটি সাত ফুট (ক'দাম)-যুক্ত সূর্য-ঘড়ির কাঁটা এবং অপরটি বারো 'অংগুলী' (আস্'বা)-বিশিষ্ট সূর্য-ঘড়ির কাঁটার জন্য পরিকল্পিত। আয-যারক'লী কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত এই সকল বিভক্তি (যাহা কেবল অতি প্রাচীন যন্ত্রসমূহে অনুপস্থিত), উদাহরণস্বরূপ, ইস্‌ফাহানের ইব্‌রাহীমের পুত্রদ্বয় আহ'মাদ এবং মুহ'াম্মাদ কর্তৃক ৩৭৪/৯৮৪-৫ সালে নির্মিত যন্ত্র (Oxf. Lew. Evans Coll.)-সমূহ যেহেতু পরিমাণপকৃত উন্নতিমাত্রার tangent ও cotangent-রূপে ব্যাখ্যা করা যায়। ইহা বিবেচনা করা চলে যে, এ্যাস্ট্রোলেব-এর পশ্চাদ্‌ভাগ, চারটি প্রধান ত্রিকোণমিতিক ফাংকশান-এর একটি চিত্রময় উপস্থাপনা প্রদর্শন করে। এই সকল বিভাজন ব্যতীত সকল প্রকার পঞ্জিকা, জ্যোতিষ এবং ধর্মীয় তথ্য ইহা হইতে পাওয়া যাইতে পারে। এক্ষেত্রে কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য অবশ্য লক্ষণীয় : স্পেনীয়-মূর এ্যাস্ট্রোলেবসমূহে সব সময়ই একটি জুলিয়ান পঞ্জিকা অন্তর্ভুক্ত থাকে, সিরীয় এস্ট্রোলেবের ক্ষেত্রে জুলিয়ান অথবা কপ্টীক (Coptic) পঞ্জিকা থাকে, অন্যদিকে পারস্য দেশীয় উদাহরণে কোন প্রকার সৌর-পঞ্জিকা কখনও অন্তর্ভুক্ত হয় না। একইভাবে প্রার্থনার সময় নির্দেশক সরলরেখাসমূহ আপাতদৃষ্টিতে কেবল মাগ'রিবী এ্যাস্ট্রোলেবসমূহে (স্পেনীয়-মুরসহ) দেখিতে পাওয়া যায় (M. Henri Michel হইতে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত তথ্য অনুযায়ী)।
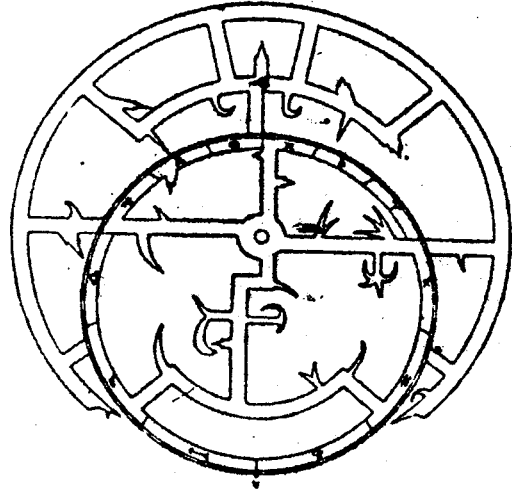
আলিদাদ হইল চ্যাপ্টা রুলার। ইহা এস্ট্রোলেব-এর পশ্চাদ্‌দিকে কুত্‌ব-এর চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিতে পারে। ইহার কেন্দ্র ভেদ করিয়া যে সরল রেখা অংকিত হইয়াছে তাহা কুত্'ব (ল্যাতিন linea fiduciae অথবা fidei) নামে পরিচিত। আলিদাদ-এর দুইটি বাহু অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে সূঁচাগ্র বিন্দুতে (শাত্‌বা, শাযিয়্যা) পরিণত করা হয় এবং ইহার প্রতিটিতে একটি আয়তাকার পাত (লিবনা, দাফ্‌ফা, হাদাফ) সংযুক্ত থাকে যাহা স্বয়ং আলিদাদ-এর তলের সহিত সমকোণে স্থাপিত এবং linea fiduciae-এর উপর ছিদ্র করা একটি গর্তের (ছুক্‌বা) মধ্য দিয়া আটকানো থাকে।

প্রতিটি অক্ষাংশের জন্য একটি বিশেষ স'াফীহ'া ব্যবহার করিবার প্রয়োজনীয়তা হইতে উদ্ভূত অসুবিধা, স্পেনীয় 'আরব বংশোদ্ভূত আয-যারকালী (Azarquiel. Arzachel) কর্তৃক বিদূরিত হয়। তিনি তাঁহার পরিকল্পনায় বসন্তকালীন অথবা শরৎকালীন বিন্দুকে অভিক্ষেপণের

কেন্দ্ররূপে এবং অয়নসংক্রান্ত colure (অর্থাৎ অয়নান্ত বিন্দুর মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত মধ্যরেখা)-কে ইহার তলরূপে ব্যবহার করেন। ইহার চূড়ান্ত রূপায়ণে সম্পূর্ণ যন্ত্রটি একটিমাত্র ফলক ও তৎসহ দুইটি ক্ষুদ্র সহযোগী অংশ সমন্বয়ে গঠিত ছিল। আয-যারকালী তাঁহার এই যন্ত্রটিকে, সেভিল-এর রাজা আল-মু'তামিদ ইব্ন 'আব্বাদের (৪৬১-৮৪/১০৬৮-৯১) সম্মানে আল-'আব্বাদিয়্যা নাম রাখেন। ফলকটির সম্মুখভাগে স্টেরিওগ্রাফিক 'আনুভূমিক' অভিক্ষেপণে (সাধারণভাবে ব্যবহৃত 'উল্লম্ব-এর বিপরীতে), ইহার নিরক্ষরেখা এবং ইহার সমান্তরালসমূহ (মাদারাত) এবং ইহার অবনমিত বৃত্তসমূহের (মামার্রাত) দ্বারা এবং ক্রান্তি বৃত্ত ইহার দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশের বৃত্তসমূহ দ্বারা প্রদর্শন করা হইয়াছে। ফলে নিরক্ষরেখা এবং ক্রান্তি বৃত্তের অভিক্ষেপণসমূহ কেন্দ্র ভেদকারী সরল রেখারূপে উপস্থাপিত। সুতরাং স্পষ্টতই ফলকটি যে কোন ভৌগোলিক অক্ষাংশের জন্য প্রযোজ্য হইতে পারে। উপরন্তু যেহেতু গোলার্ধ দুইটির অভিক্ষেপদ্বয় সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের সহিত সমস্থানীয় হয়, সেইজন্য কেবল প্রধান প্রধান নক্ষত্র যোগ করিলেই ইহা সাধারণ এ্যাস্ট্রোলেবের মাকড়সার স্থলে ব্যবহৃত হইতে পারে। একটি দণ্ডের (উফক মাইল) 'তীর্যক দিগন্ত' এবং সংযুক্ত একটি আলম্ব রুলার, দাগাংকিত সম্মুখভাগের কেন্দ্রভূমির চতুর্দিকে ঘূর্ণিত হইয়া, সাধারণ এ্যাস্ট্রোলেবের সা'ফাইহ-এর অনুরূপ কার্য সম্পাদন করে।
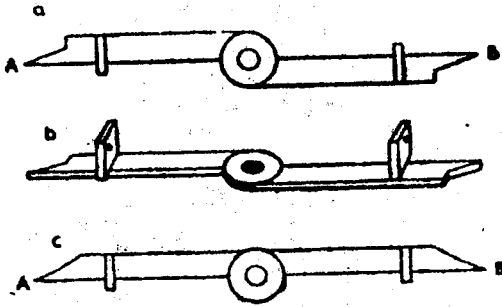
নিরক্ষরেখার সহিত ইহাকে একটি যথোপযুক্ত কোণে ঢালু করিয়া পর্যবেক্ষণের স্থানটির দিগন্ত পাওয়া যায় এবং অতঃপর ইহার বিভাগ হইতে পূর্বাঞ্চলীয় অথবা পশ্চিমাঞ্চলীয় বিস্তারসমূহের অথবা গোলকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের অন্য যে কোন সমস্যা সমাধা করা যাইতে পারে। ফলকের পশ্চাদ্ভাগে আলিদাদ এবং সাধারণ এ্যাস্ট্রোলেবসমূহের পশ্চাদ্ভাগে প্রাপ্তব্য অংকনসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু আয-যারক'ালী ইহার সহিত অতিরিক্তরূপে 'চন্দ্র বৃত্তটি' যোগ করেন, যাহার সাহায্যে তিনি আমাদের এই উপগ্রহের (পৃথিবীর) আবর্তন পথ পর্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হন। এই সরল অথচ নির্ভুল এ্যাস্ট্রেলেবটি অন্য 'আরবদের নিকট 'আস-সা'ফীহ'া আয-যারকালিয়া' (আয যারক'ালীর ফলক) নামে পরিচিত ছিল। উপরে উল্লিখিত বর্ণনামতে অয়নসংক্রান্ত colure-কে অভিক্ষেপণের তলরূপে ব্যবহার করার পদ্ধতিটি আপাতদৃষ্টিতে আল-বীরূনী প্রথম চিন্তা করেন। আয-যারকালীর জন্মের ৩০ বৎসর পূর্বে তিনি তাঁহার chronology রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক যে, তিনি এই গ্রন্থে (৩৫৯ প.) ব্যাসার্ধসমূহের সমদূরবর্তী অংশসমূহের মধ্য দিয়া অংকিত দ্রাঘিমাংশ এবং অক্ষাংশের বৃত্তসমূহ দ্বারা একটি সম্পূর্ণভাবে সমতলে অংকিত (অভিক্ষিপ্ত নয়) নকশা প্রণয়নের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন, অভিক্ষেপণের প্রতি নহে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এ্যাস্ট্রোলেবের এই নূতন শ্রেণীর রূপ আবিষ্কার করার সম্মান ও কৃতিত্ব আয-যারকালীর প্রাপ্য। Libros del Saber (৩খ., মাদ্রিদ ১৮৬৪ খৃ., ১৩৫-২৩৭; Libro de le acafeha) নামক গ্রন্থের মাধ্যমে এই যন্ত্র পরিচিতি লাভ করে এবং Saphaea নামে ক্রমশ বিখ্যাত হইয়া উঠে। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত Gemma Frisius--এর Astrolabum (sic) Catholicum প্রকৃতপক্ষে ইহার একটি অবিকল নকল; Gemma-এর ছাত্র D. Juan de Roias Sarmiento যে এ্যাস্ট্রোলেব নির্মাণ করেন (১৫৫০ খৃ. প্রকাশিত) তাহা ইহার একটি বৈচিত্র্যময় ভাষ্য যাহাতে স্টেরিওগ্রাফিক অভিক্ষেপণের স্থলে লম্ব (অর্থোগোনাল) অভিক্ষেপণ ব্যবহার করা হইয়াছে (তু. উপরে উল্লিখিত আল-বীরূনীর cylindrical অভিক্ষেপণ)। আয-যার্কাল'ীর এ্যাস্ট্রোলেবের অপর একটি প্রাথমিক ভিন্ন রূপ হইতেছে সা'ফীহ'া শাকাযিয়্যা (অথবা শাকারিয়্যা) যাহার সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন নির্ভুল তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

যে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া এ্যাস্ট্রোলেবটি নির্মিত হয় Vernal perihelion বিন্দুর অবস্থান নক্ষত্রসমূহের দ্রাঘিমাংশ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে (Michel-এর দ্রাঘিমাংশ), তাহা হইতে উক্ত এ্যাস্ট্রোলেবের নির্মাণ সময়কাল স্থির করা সংক্রান্ত জটিলসমস্যা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য Michel (১), ১৩৩ প. এবং Poulle (১). আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ স্বভাবতই ভ্রান্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রদান করে, এতদ্সংক্রান্ত প্রদর্শন ও প্রমাণের জন্য আরও দ্র. Hartner (২), ১০৪, ১৩৫-৮। ক্রান্তি বৃত্তের (অত্যধিক মন্থর) তীর্যকতার (obliquity of the ecliptic) পরিবর্তন হইতে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নহে; এ্যাস্ট্রোলেব নির্মাতাগণ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ইহাকে সঠিকভাবে ২৩-২/১ ডিগ্রীরূপে ধরিয়া লইয়াছেন।

২। একমাত্রিক (linear) [খাত্ত'ী] এ্যাস্ট্রোলেব। ইহার আবিষ্কর্তা আল-মুজা'ফ্ফার ইব্ন মুজা'ফ্ফার আস'ি'ত-তূ'সী (মৃ. আনু. ৬১০/১২১৩-১৪)- এর নামানুসারে ইহা 'আস'াত-তূ'সী' ও 'আসীর দণ্ড' নামেও পরিচিত। ইহা একটিমাত্র অংশ দ্বারা গঠিত তাহা হইতেছে একটি দণ্ড; ইহার মধ্যবিন্দুতে (অর্থাৎ উত্তর মেরুর অভিক্ষেপণ) একটি ওলন-দড়ি বা লম্ব-সূত্র সংযুক্ত থাকে; ইহার নিম্ন প্রান্তে দ্বিতীয় একটি রজ্জু আটকানো থাকে এবং তৃতীয় অপর একটি রজ্জু স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করিতে সক্ষম। দণ্ডটি সাধারণ সা'ফীহ'া-র ক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণ রেখা নির্দেশ করে। সেই সকল বিন্দু ইহার প্রধান বিভাগ বিন্দুসমূহ যাহাতে দিগন্ত, আল-মাকান্তার ইত্যাদি উত্তর-দক্ষিণ রেখার সহিত মিলিত হইয়াছে। উপরন্তু ইহার ঊর্ধ্বভাগে দিগন্তের কেন্দ্রবিন্দু এবং আল-মাকান্তারসমূহ চিহ্নিত থাকে, অন্যদিকে নিম্নভাগের অংশে ১২টি বুরূজ-এর প্রতিটি এবং ইহাদের উপ-বিভাগ চিহ্নিত করা হয়, যাহা 'মাকড়সার গাত্রে অংকিত থাকে এবং শেষোক্ত অংশের একটি সম্পূর্ণ আবর্তনের সময়ে উত্তর-দক্ষিণ রেখার সহিত ঐগুলি ছেদ করে। অপর একটি দাগাংকনের দ্বারা শূন্য ($০^{০}$) হইতে $১৮০^{০}$ ডিগ্রী পর্যন্ত কোণসমূহের জ্যা নির্দেশ করিয়া কোণ পরিমাপনের জন্য ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে $১৮০^{০}$ ডিগ্রীর জ্যা সম্পূর্ণ দণ্ডটির দৈর্ঘ্যের সমান দীর্ঘ। আরও তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য Michel (১) ১১৫-২২ এবং Michel (২), Carra de Vaux কর্তৃক এই সম্পর্কে একটি

প্রাথমিক বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, L'astrolabe lineaire ou baton d'Et-Tousi, in JA, ১ম সিরিজ, ৫খ., ৩৬৪-৫১৬।

৩। গোলকীয় (কুরী, উকারী) এ্যাস্ট্রোলেব যাহা Libros del Saber (২খ., মাদ্রিদ ১৮৬৩ খৃ., ১১৩-২২. Isaac b. Sid Isaac ha-Hazzan, রাব্বী যাগ নামে পরিচিত) কর্তৃক সংকলিত ভাষ্য গ্রন্থে astrolabio redondo নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা কোন প্রকার অভিক্ষেপণ ব্যতীত পর্যবেক্ষণের স্থানের দিগন্ত রেখার প্রেক্ষিতে উক্ত গোলকের আহ্নিক গতি প্রদর্শন করে। ইহার অতীত ইতিহাস অন্ততপক্ষে চ্যাপ্টা এ্যাস্ট্রোলেবের ন্যায় দীর্ঘ। P. Tannery, Recherches sur l'hist. de l'astronomie ancienne. প্যারিস ১৮৯৩ খৃ., ৫৩ প., শেষোক্ত যন্ত্রের নীতি প্রসংগে আলোচনা করিতে গিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, কিভাবে দিগন্ত রেখা এবং ঘন্টা নির্দেশক রেখাসমূহ সম্বলিত একটি অর্ধ গোলকাকার সূর্য-ঘড়ির পরিকল্পনা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে (Eudoxus ইহা বর্ণনা করিয়াছেন)। ফিহ্‌রিস্‌তে (Suter কর্তৃক অনূদিত, in Abh.2 z. Gesch. d. math. Wiss., ৬খ., ১৯, ১৮৯২ খৃ.) গোলকীয় এ্যাস্ট্রোলেবের প্রথম নির্মাতারূপে টলেমীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু ইহা সম্ভবত Alm. ৫, ১ (বর্তমান প্রবন্ধের ভূমিকা দ্র.)-এ বর্ণিত তথ্যাবলীর সহিত বিভ্রান্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। একইভাবে আল-বাত্তানী কর্তৃক উদ্ভাবিত যন্ত্রটিকে (Op. astr. সম্পা. Nallino, ১খ., ৩১৯ প.) গোলকীয় এ্যাস্ট্রোলেব বলা যায় না। কারণ প্রকৃতপক্ষে ইহা হইল একটি খ-গোলকের সহিত একটি Armillary গোলকের সংযোজন মাত্র, যাহাতে এ্যাস্ট্রোলেবের বৈশিষ্ট্য, সর্বোপরি ইহার 'মাকড়সা' বর্তমান থাকে না। Alphonse-X-এর পূর্বে গোলকীয় এ্যাস্ট্রোলেবের বিকাশ ধারায় প্রধান প্রধান পর্যায়, কু'সতা' ইব্‌ন লুকা' (মৃ. আনু. ৩০০/৯১২), আবু'ল 'আব্বাস আন-নায়রীযী (মৃ. আনু. ৩১০/৯২২), আল-বীরূনী (কিতাব ফী ইস্‌তী'আবি'ল-উজূহ আল-মুমকিনা ফী স'ান'আতিল আস্‌'তু'রলাব) এবং আল-হ'াসান ইব্‌ন 'আলী 'উমার আল-মাররাকুশী (মৃ. আনু. ৬৬০/১২৬২, দ্র. L. A. Sedillot অনূদিত গোলকীয় এ্যাস্ট্রোলেব প্রসঙ্গে অধ্যায়সমূহ, in Mem. sur les instruments astron. des arabes, ১খ., প্যারিস ১৮৩৪ খৃ.-এর প্রণীত গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ দ্বারা নির্দেশিত হইয়াছে।

গোলকীয় এ্যাস্ট্রোলেবসমূহের উপযোগিতা সমতলীয় গোলকীয় এ্যাস্ট্রোলেবের ন্যায় একই প্রকার। ইহার প্রধান অসুবিধাজনক দিকটি হইতেছে, ইহা শেষোক্ত শ্রেণীর যন্ত্রের তুলনায় অনেক কম সহজ বহনযোগ্য, অথচ ইহা অন্যটির তুলনায় উন্নততর ফল প্রদান করে না। Libros del Saber গ্রন্থে যে যন্ত্রের বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে তাহা নিম্নোক্ত অংশসমূহ সমন্বয়ে গঠিত, (ক) দিগন্ত রেখা, মূল মধ্যরেখা এবং প্রথম উল্লম্ব প্রকাশক তিনটি সম্পূর্ণ মহাবৃত্ত খোদাইকৃত একটি ধাতবনির্মিত গোলক। উপরন্তু ইহার ঊর্ধ্বতন অর্ধগোলকে, আলমাকান্‌তারসমূহ এবং খ-মধ্য ও দিগন্তের মধ্যে অবস্থিত উল্লম্ব বৃত্তসমূহের অর্ধাংশ খোদিত থাকে। চ্যাপ্টা সমতলীয় এ্যাস্ট্রোলেবের ন্যায় ইহার নিম্নতর অর্ধ অসমান ঘণ্টাসূচক দাগসমূহ খোদিত থাকে (সমঘণ্টাসমূহ নিরক্ষ রেখায় সরাসরিভাবে পাঠ করা সম্ভব)। মূল মধ্যবিন্দু বরাবর সরাসরি বিপরীত বিন্দুতে কতিপয় সংখ্যক জোড় ছিদ্র ছেদন করা হয় যাহার ফলে যন্ত্রটি যে কোন ভৌগোলিক অক্ষাংশ বরাবর পুনঃস্থাপন করা যায়, (খ) জালিকাকার নক্‌শাসম্পন্ন "মাকড়সাটিতে ক্রান্তি বৃত্ত নিরক্ষরেখা, কতিপয় সংখ্যক নির্দিষ্ট স্থির নক্ষত্র, উন্নতি নির্দেশক একটি বৃত্ত চতুর্থাংশ (Quadrant) ও (কেবল Alphonsine এ্যাস্ট্রোলেবসমূহে) একটি ছায়া বৃত্ত চতুর্থাংশ এবং একটি পঞ্জিকা থাকে। (গ) একটি সংকীর্ণ অর্ধ বৃত্তাকার ধাতব পাত যাহা 'মাকড়সার উপর তলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলানো যায় এবং ক্রান্তি বৃত্তের মেরুর বিন্দুতে ইহার কেন্দ্রবিন্দু স্থাপন করিয়া আটকান হয় যাহার চতুর্দিকে ইহা মুক্তভাবে ঘুরিতে পারে এবং তৎসহ দুইটি diopter (একে অপরের সহিত সমান্তরাল এবং গোলকের সহিত স্পর্শকরূপে স্থাপিত) যাহা ইহার দুই প্রান্তে সন্নিবিষ্ট করা হয়, একত্রে গোলকীয় এ্যাস্ট্রোলেবের আলিদাদ (alidad) গঠন করে। (ঘ) গোলকের গাত্রের ছিদ্রসমূহের যথাযথ জোড়ার মধ্য দিয়া এবং 'মাকড়সা'-র নিরক্ষীয় মেরুবিন্দু দিয়া অতিক্রান্ত হওয়া একটি অক্ষ। Alphonsine এ্যাস্ট্রোলেবসমূহে নিরক্ষরেখা, যাহা অন্যত্র সব সময়ই একটি অর্ধ মহাবৃত্ত দ্বারা উপস্থাপন করা হয়, তাহার জন্য মূল নিরক্ষরেখার সমান্তরালে অংকিত একটি ক্ষুদ্র (১) বৃত্তরূপে প্রদর্শন করা হয়। আল-মাররাকুশী নির্মিত এ্যাস্ট্রোলেব যন্ত্রে, আলিদাদ-এর পরিবর্তে, একটি ধাতব পাত (সাফীহা) সংযুক্ত থাকে, যাহা নিরক্ষ রেখার মেরুবিন্দু বরাবর ঘুরিতে পারে এবং ইহার সহিত সমকোণে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র সূর্য-ঘড়ি কাঁটা সংযুক্ত থাকে, যাহা নিরক্ষ রেখার যে কোন বিন্দুতে স্থাপন করা যাইতে পারে। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য Seemann (১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Frank [১]-J. Frank, Zur Geschichte des Astrolabs (Habilitationsschrift), Erlangen ১৯২০ খৃ.; (২) Frank [২]= ঐ লেখক, Die Verwendung des Astrolabs nach al-Chwarizmi, in Abh. z. G. d. Natw. u. d. Med. Heft 3, Erlangen ১৯২২ খৃ.; (৩) Frank [৩]= J. Frank ও M. Meyerhof, Ein Astrolab aus dem indischen Mogulreiche, in Haidelb. Akten d. von Portheim-Stiftung, ১৩ হেইডেলবার্গ ১৯২৫ খৃ.; (৪) Gunther [১]-R. T. Gunther, The astrolabes of the world, ১-২, অক্সফোর্ড ১৯৩২ খৃ. (ইহার ভাষ্য বহু সংখ্যক ভ্রান্তিপূর্ণ); (৫) Gunther [২]= ঐ লেখক, Chaucer and Messahalla on the astrolabe, in Early science in Oxford (সম্পা. Gunther), ৫খ., অক্সফোর্ড ১৯২৯; (৬) Hartner [১]- W. Hartner, The principle and use of the astrolabe, in Survey of Persian art (সম্প. a. V. Pope) ৩খ., ২৫৩০-৫৪ (প্লেট ৬খ., ১৩৯৭-১৪০২) অক্সফোর্ড ১৯৩৯ খৃ.; (৭) Hartner [২]= ঐ লেখক, The Mercury horoscope of Marcantonio Michiel of Venice, in Vistas in Astronomy সম্পা. A. Beer) ১খ., লন্ডন ১৯৫৫ খৃ., ৮৪-১৩৮; (৮) Mayer [১]=L. A. Mayer. Islamic astrolabists and their works, জেনেভা ১৯৫৬ খৃ.; (৯) Michel [১]=H. Michel Traite de l'astrolabe, প্যারিস ১৯৪৭ খৃ.; (১০) Michel [২]-ঐ লেখক, L'astrolab lineaire d'al-Tusi, in Ciel et Terre, ব্রাসেল্‌স ১৯৪৩ খৃ., নং ৩-৪; (১১) Millas [১]= J.

Millas-Vallicrosa, Assaig d'historia de les idees fisiques i matematiques a la Catalunya medieval, ১খ., বার্সেলোনা ১৯৩১ খৃ.; (১২) Morley [১]= W. H. Morley, Description of a planispheric astrolabe, constructed for Shah Sultan Husain Safawi, লন্ডন ১৮৫৬ খৃ. (Guntehe [১] প্রথম খণ্ড, ১-৪৯-এর পুনঃমুদ্রিত; বর্তমানে অস্তিত্ব আছে এইরূপ পর্যালোচনাসমূহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুবিস্তৃত); (১৩) Neugebauer [১]=O. Neugebauer, The early history of the astrolabe (Studies in the ancient astronomy IX), in Isis, খণ্ড ৪০, ১৯৪৯ খৃ., ২৪০-৫৬; (১৪) [১]=E. Poulle. Peut-on dater les astrolabes medievaux., in Revue d'hist. d. sc., ৯খ., ৩০১-২২; (১৫) Price [১]=D. J. Price, An intern, checklist of astrolabes, in Arch. intern, d. hist. d. sc., ১৯৫৫ খৃ., ২৪৩-৬৩, ৩৬৩-৮১; (১৬) Schoy [১]=C. Schoy, 'Ali b Isa, Das Astrolab und sein Gebrauch, in Isis, ৯খ., ১৯২৭ খৃ., ২৩৯-৫৪ (আরবী ভাষা হইতে অনুবাদ, সম্পা. P. L. Cheikho, in al-Mashrik, বৈরূত ১৯১৩ খৃ.।

W. Hartner (E.I.2) / মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আসফ উদ-দৌলা রেজা (اصف الدولة رضا) ঃ রেজাউল মোস্তাফা মুহাম্মদ, প্রখ্যাত সাংবাদিক, বিশিষ্ট বেতার ব্যক্তিত্ব ও সমাজহিতৈষী। জন্ম ১৯২৬ সনের অক্টোবর সিরাজগঞ্জ শহরে। পিতা আসগর হোসেন সরকার, মাতা খুরশেদ জাহাঁ সৈয়দা ফেরদৌস মহল শিরাজী, 'অনল প্রবাহ'-এর মহাকবি ও খিলাফত আন্দোলনের বিশিষ্ট সেনানী ইসমাঈল হোসেন শিরাজীর দৌহিত্র। পারিবারিক গৃহশিক্ষকের হাতে তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা শুরু হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজ হইতে আই. এ. এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে (সম্মানসহ) বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কয়েক বৎসর শিক্ষকতা করেন। যুগপৎ শিক্ষকতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ে ইতিহাসে এম.এ. ক্লাসের ছাত্র থাকাকালে তিনি তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা কেন্দ্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। ১৯৫১ খৃস্টাব্দে তিনি ঢাকা বেতার কেন্দ্র হইতে প্রথমবারের মত প্রচারিত পল্লীবিষয়ক অনুষ্ঠানে 'আমার দেশ' পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন এই অনুষ্ঠানের অন্যতম পরিকল্পক; অনুষ্ঠানের নামকরণও তাঁহার। পরবর্তী কালে অনুষ্ঠানটি বুনিয়াদী গণতন্ত্রের আসর নামে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। রেডিও'র আসফ ভাই-এর নাম গ্রাম-গঞ্জে মানুষের মুখে মুখে ফিরিতে থাকে। বেতার ব্যক্তিত্ব হিসাবে অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় বেতার সম্প্রচারক তথা 'ন্যাশনাল ব্রডকাস্টার' হিসাবে মনোনীত হন; তাঁহাকে রাষ্ট্রীয় খেতাবে সম্মানিত করা হয়।

রেডিওতে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সহিত সম্পৃক্ত হন। ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রাম্স ও সাপ্তাহিক ঢাকা প্রকাশ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি মাওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত দৈনিক আজাদে সহ-সম্পাদক পদে যোগদান করেন। কিছুকাল তিনি দৈনিক সংবাদ-এও কাজ করেন। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে সদ্য প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী বার্তা সম্পাদক পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমান্বয়ে তিনি বার্তা সম্পাদক ও পরবর্তী কালে পত্রিকার যুগপৎ কার্যনির্বাহী সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। একাদিক্রমে তিন দশকব্যাপী তিনি উল্লিখিত দুইটি পদের কঠোর দায়িত্ব পালন করিয়া যান। ১৯৭১ খৃস্টাব্দে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর অগ্নিদগ্ধ ভবন হইতে কার্যত নিঃস্ব যাত্রা শুরুর পর, বলিতে গেলে তাঁহারই সুযোগ্য নেতৃত্বে ইত্তেফাক সর্বাধিক প্রচারধন্য জাতীয় পত্রিকার মর্যাদায় সমাসীন হয়।

পেশাদারী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আজ যাঁহারা দেশের সাংবাদিকতা গগনে দেদীপ্যমান, তাঁহাদের অনেকেই তাঁহার নিকট হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করেন। সাংবাদিক হিসাবে জনাব আসফ-উদ-দৌলার লেখার পরিমাণ সত্যিকার অর্থেই কম। তিনি বলিয়াছেন বেশী, শিখাইয়াছেন অনেক। ইহার অন্যতম কারণ সম্ভবত তাঁহার বিশাল সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মজগত। তবু একথা সত্য যে, তিনি বহু সাংবাদিকের স্রষ্টা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সাংবাদিকতা (বর্তমান গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা) বিভাগের 'ভিজিটিং লেকচারার' (ভিজিটিং প্রভাষক) ও পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও সাহিত্যকর্মমূলক কাজে তিনি প্রতিভা ও সম্ভাবনার আভাস রাখিয়া গিয়াছেন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রচিত উপন্যাস 'অভিযোগ' সুধী সমাজের প্রশংসা লাভ করে। এই সময়ে তিনি 'শিমলাই নদীর বাঁকে' নামে একটি নাটকও রচনা করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত অনুবাদকও বটেন। স্বনামে ও ভিন্ন নামে তাঁহার বহু লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ' 'সোভিয়েট মতবাদ', 'রাজনীতি ও সরকার' প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য অনুবাদ কর্ম।

বিভিন্ন দেশ সফর তাঁহার সাংবাদিক জীবনের আরেকটি দিক। তিনি তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ এবং জাপান সফর করেন। দ্বিতীয়বার জাপান সফরে যান ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে ইরাক সফর করেন।

সমাজ-সচেতন দরদী ব্যক্তি হিসাবে আসফ-উদ-দৌলা ব্যস্ত কর্মজীবনের মধ্যেও যে নিষ্ঠা ও ত্যাগের পরিচয় দিয়াছেন বাংলাদেশের যুগসন্ধিক্ষণের সাংবাদিক সমাজে তাঁহার দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি 'ন্যাশনাল ল' অ্যান্ড অর্ডার কমিটি, মেট্রোপলিটান ল' অ্যান্ড অর্ডার কমিটি, জাতীয় শিল্পকলা একাডেমীর গভর্নিং কমিটি, বিকল্প সেন্সর কমিটি, জাতীয় নজরুল স্মৃতি কমিটি, ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং অ্যাডভাইসরী কমিটি, আরবান রেডক্রস পরিচালনা কমিটি, সিভিল এভিয়েশন কন্সালটেটিভ কমিটি, লিগ্যাল এইড কমিটি, বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি ও কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলার উপদেষ্টা কমিটিসহ বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা ও নির্বাহী কর্মকর্তা পদেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

মুহাম্মদ আসফ-উদ-দৌলার জীবনে তাঁহার মাতামহ ও জ্যেষ্ঠ মাতুল (পরবর্তীকালে শ্বশুর)-এর প্রভাব ছিল অসামান্য। মাতামহের বলিষ্ঠ সংগ্রামী ও আপোষহীন গণভূমিকা সম্ভবত জমিদার-তনয় আসফের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুরূপ করিয়া তোলে। তিনি মাতামহের জীবন ও কর্ম হইতে ইসলামের গভীর মর্মার্থ ও প্রকৃত আবেদন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন।

মুহাম্মদ আসফ-উদ-দৌলা তাঁহার সারল্য, অবিচল নিষ্ঠা, কর্মপ্রাণতা, সহমর্মিতা, সত্য প্রকাশের সাহসিকতা ও নিঃস্বার্থতার আদর্শকে আমৃত্যু রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। প্রলোভন ও সরকারী চাপের মুখে তিনি ছিলেন অটল। ১৯৭৫ খৃস্টাব্দে দৈনিক ইত্তেফাক সরকারী মালিকানায় চলিয়া গেলে এবং নবগঠিত দেশের তৎকালীন একমাত্র রাজনৈতিক দল 'বাকশাল' (বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ)-এ যোগদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হইলে তিনি চাকুরি ছাড়িয়া বেকারত্ব বরণ করেন। ইহার জন্য তাঁহাকে মূল্য দিতে হইয়াছে। শেষের দিকে তিনি হৃদরোগ জনিত কঠিন জটিলতায় ভুগিতেছিলেন। তিনি ১৯৮৩ সনের ১৪ ফেব্রুয়ারী/১ ফাল্গুন, ১৩৮৯ ইনতিকাল করেন।

সাংসারিক জীবনে আসফ-উদ-দৌলা আট পুত্র ও সাত কন্যার জনক। তিনি সন্তান-সন্ততিসহ দুই স্ত্রী রাখিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩/১ ফাল্গুন, ১৩৮৯।

আফতাব হোসেন

আস·ফার (اصفر) ঃ হলুদ রং কালো হইতে সুস্পষ্টভাবে আলাদা, সাধারণ হাল্কা রংয়ের অর্থেও ব্যবহৃত। কোন কোন 'আরব ভাষাবিজ্ঞানী ও ভাষ্যকার আস্·ফারের অর্থ 'কালো' বলিয়াও মত প্রকাশ করেন; খিযানাতু'ল-আদাব, ২খ., ৪৬৫-এ এতদ্সংক্রান্ত আলোচনা দ্র.। 'আরবরা গ্রীকদেরকে বানু'ল-আস·ফার নামে অভিহিত করিত (স্ত্রীলিঙ্গে বানাতু'ল-আস·ফার, উসদুল-গ·াবা, ১খ., ২৭৪, ৬ নিম্ন হইতে? এবং ত·াবারীর মতানুসারে (স.de goeje, ১খ., ৩৫৭, ১১; ৩৫৪, ১৫) লাল ব্যক্তির বংশধর (Esau) অর্থ প্রকাশ করে। হ·াদীছে' বানু'ল-আস·ফারের সহিত 'আরবদের সংঘর্ষ ও উহাদের রাজধানী কন্‌স্টান্টিনোপল বিজয়ের উল্লেখ রহিয়াছে (মুসনাদ আহ·মাদ, ২খ., ১৭৪)। মুলূক বানি'ল-আস্·ফার (আগ·ানী, ১ম সং, ৬খ., ৯৫, ১৮) অর্থ খৃস্টান রাজন্যবর্গ, বিশেষত রূমের শাসকবৃন্দ (ঐ, ৯৮, ৭, ab infra প. দ্র.; দ্র. আবূ তাম্মাম, দীওয়ান, সং., বৈরূত, ১৮, আম্মুরীয়া যুদ্ধের পর আল-মু'তাসি·মকে নিবেদিত কবিতায়)। পরে এই নাম সাধারণভাবে য়ুরোপীয়দের প্রতি, বিশেষভাবে স্পেনে প্রয়োগ করা হয়। তারীখু'স·-সু·ফর (স্পেনীয় যুগ.) নামের এইরূপে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা করা যায়; অন্যান্য মতের জন্য দ্র. ZDMG, ৩৩খ. ৬২৬, ৬৩৭। অনেক কুলুজিবিদ ইসাউর (EWPXP, SEPTUAGIENT GEN, ৩৬, ১০) পৌত্র এবং রূমের পূর্বপুরুষ রূমীল (Rumil)-এর (Reuel Gen, ৩৬, ১১) পিতারূপে আস·ফারের ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। Dc Sacy-প্রদত্ত (Not, et)Extr, ৯খ., ৪৩৭; Jowrn. As., geric-৩, অংশ ১খ., ৯৪) এবং Franz Erdmann কর্তৃক গৃহীত (ZDMG', ২খ., ২৩৭-২৪১) ব্যাখ্যা অনুসারে বানু'ল-আস·ফার নাম শাব্দিক অনুবাদমাত্র এবং ইহা দ্বারা আদিতে ফ্লাবিয়ান (Flavian) বংশকে বুঝান হইত; পরে ইহা সম্প্রসারিত হইয়া পাশ্চাত্য জাতিসমূহের প্রতি প্রযোজ্য হয়। -H. Lammens নুস·ায়রীদের [দ্র.] মধ্যে ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাহার আলোকে তিনি বর্ণনা করেন যে, নুস·ায়রীগণ রাশিয়ার সম্রাটকে মালিকু'ল-আস·ফার নামে অভিহিত করেন (Au pays des Nosairis in Rev, de l'Or, chretien, প্যারিস ১৯০০ খৃ., পৃথক সংস্করণের পৃ. ৪২)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) I, Goldziher, Muhammedanische studien, ১খ., ২৬৮ প; (২) Caetani, annali dell Islam, ২খ., ২৪২; (৩) ZDMG,৩খ, ৩৬৩; (৪) JA, ১০ম series, ৯খ., ২৩০; ১০ম series, ১২খ., ১৯০।

1. Goldziher (E.I[2]) মু. আবদুল মান্নান

আসফার ইব্ন শীরাওয়ায়হ (اسفار بن شیر ویه) ঃ বেতনভুক্ত সৈনিকদের দায়লামী সরদার যাহাকে জীলী বা গায়লানী বলাই ঠিক। তিনি ত·াবারিস্তানের অধিপতি 'আলী বংশীয় হ·াসান আল-উত·রুশ [দ্র.]-এর ৩০৪/৯১৭ সালে মৃত্যুর পরপর অনুষ্ঠিত এবং এই অঞ্চলে 'আলী বংশীয়দের আধিপত্যের সমাপ্তি রচনাকারী গৃহযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মত অপর একজন দায়লামী যুদ্ধ সরদার ও তস্কর মাক·াল ইব্ন কাকুয়া ('আরবী কাকী)-র সহিত ৩১১/৯২৩ সালে আত্মপ্রকাশ করেন। আল-উত·রুশের জামাতা ও উত্তরাধিকারী আদ-দা'ঈস-স·াগীর বা 'ক্ষুদ্র ধর্মপ্রচারক' উপাধিধারী হ·াসান ইব্নু'ল-ক·াসিম এবং আল-উত্·রুশের দুই পুত্র আবু'ল-হু·সায়ন ও আবু'ল-ক·াসিমের মধ্যকার সংঘর্ষের মধ্য দিয়া তাঁহার এই আত্মপ্রকাশ ঘটে। তিনি মাকানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন অথবা মাকান কর্তৃক ঘৃণ্য আচরণের জন্য সেনাবাহিনী হইতে বরখাস্ত হন এবং নীশাপুরের সামানী শাসকের চাকুরী গ্রহণ করেন। ৩১২/৯২৫ সালে আবু'ল-ক·াসিমের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবূ 'আলীর স্থানে স্বীয় পুত্র ইসমা'ঈলকে মাকান শাসকরূপে ঘোষণা করেন এবং আবূ 'আলীকে জুরজানে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। আবূ 'আলী তাঁহার রক্ষক মাকানের ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া পলাইতে সক্ষম হন এবং আস·ফারের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান (৩১৫/৯২৭-৮)। আস্·ফার জুরজান আগমন করিয়া আবূ 'আলীর সেনাবাহিনী প্রধান অপর এক দায়লামী 'আলী ইব্ন খুরশীদের সহায়তায় মাকানকে পরাজিত ও তাবারিস্তান হইতে বহিষ্কৃত করেন। একই বৎসর আবূ 'আলীর মৃত্যুর পর মাকান তাবারিস্তান পুনরুদ্ধার করেন। আস্·ফার জুরজানে প্রত্যাবর্তন করেন; সেখানে তিনি সামানী আমীর নাস্·র কর্তৃক গভর্নর নিযুক্ত হন। অতঃপর মারদাবীজ ইব্ন যিয়ার জীলীর সহায়তায় তিনি পুনরায় তাবারিস্তান অধিকার করেন। মাকান দা'ঈ হ·াসানকে পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন এবং অতঃপর তাহারা আস·ফারের নিকট হইতে তাবারিস্তান উদ্ধারের চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন এবং যুদ্ধে মারদাবীজ কর্তৃক দা'ঈ হ·াসান নিহত হন। এইরূপে তাবারিস্তানে 'আলী বংশীয়দের আধিপত্যের সমাপ্তি ঘটে আস·ফার অন্যান্য 'আলী বংশীয়দের আটক করিয়া বুখারায় সামানীদের নিকট প্রেরণ করেন (৩১৬/৯২৮-৯)।

আস·ফার ত·াবারিস্তানের অধিপতি হইয়া জুরজান, রায়-এ (তথা হইতে তিনি মাকানকে বহিষ্কৃত করেন), ক·াযবীন ও জাবালের অন্যান্য শহরের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি আমুল শহরকে মাকানের নিকট এই শর্তে রাখেন যে, সে ত·াবারিস্তানের অবশিষ্ট এলাকায় প্রাধান্য বিস্তারে উদ্যোগী হইবে না। তিনি সামানীদের রাজত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতার ঘোষণা দান করেন। তিনি স্বীয় পরিবার ও সম্পদ ক·াযবীনের উত্তরে অবস্থিত আলামুতে অপসারিত করেন যাহা তিনি কৌশলে অধিকার করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে এই আলামূতে ইসমা'ঈলীদের প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল (ইব্নু'ল-আছ·ীর, কাল-আতু'ল-মাওত)। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি একজন স্বাধীন নৃপতির ন্যায় আচরণ করিতে আরম্ভ করেন,

রায়-এ সার্বভৌমত্বের বাহ্যিক নিদর্শন (স্বর্ণ সিংহাসন ও মুকুট) ব্যবহার শুরু করেন এবং সামানী বাদশাহ ও বাগদাদের খলীফাকে অমান্য করিতে থাকেন। এই সময় খলীফা আল-মুক্‌তাদির তাহার বিরুদ্ধে স্বীয় মাতুল হারূন ইব্‌ন গ'রীবের নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু আস্‌ফার তাহাদেরকে কাযবীনের নিকট সম্পূর্ণ- রূপে পরাজিত করেন। আস্‌ফার মাকানী ও সামানী বংশ উভয়ের শত্রুতে পরিণত হন। মাকান তখনও তাবারিস্‌তান ও জুরজানের উপর স্বীয় দাবি পরিত্যাগ করেন নাই এবং সামানীরা তাহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া নীশাপুর আগমন করেন। আস্‌ফারের মন্ত্রী স্বীয় প্রভুকে সামানীদের কর্তৃত্ব মানিয়া লইয়া তাহাদেরকে কর প্রদান করত তাহাদের সহিত শান্তি স্থাপনে সম্মত করান। এইরূপে আস্‌ফার যুদ্ধ এড়াইতে সক্ষম হন এবং প্রতারণা ও ছল-চাতুরীর মাধ্যমে নিজ কর্তৃত্বের আরও বিস্তৃতি ঘটাইবার জন্য পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি পূর্বের তুলনায় আরও অধিক অত্যাচার আরম্ভ করেন। হারূন ইব্‌ন গ'রীবকে সাহায্য করায় তিনি ক'যবীনের লোকদের উপর কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং সামানীদেরকে কর প্রদানের উদ্দেশে নিজ দখলীকৃত এলাকার সকল বাসিন্দা, এমনকি দেশে অবস্থানরত বিদেশী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে মাথাপিছু এক দীনার হারে কর আদায় করেন, সম্ভবত এই কর ছিল জিয্‌য়া (আল-মাসঊদীতে জিয্‌য়া শব্দটি উক্ত হইয়াছে)।

তাঁহার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহার সামরিক সহকারী মারদাবীজ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তারুমস্থ শামীরানের নৃপতি সাল্‌লার এবং মাকানের সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন এবং আস্‌ফারের সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট অংশকে নিজের দলে আনিতে সক্ষম হন। রায়-এ পলায়নের পর সেখানে আস্‌ফার কেবল সামান্য পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। অতঃপর তিনি খুরাসানের উদ্দেশে যাত্রা করিতে মনস্থ করেন এবং বায়হাক পৌছেন; কিন্তু তিনি পুনরায় রায়-এ প্রত্যাবর্তন করেন। উদ্দেশ্য ছিল, আলামূতে পৌঁছিয়া তাঁহার সেখানকার সম্পদ পুনরুদ্ধার করা এবং তদ্দ্বারা নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া। কিন্তু পথিমধ্যেই মারদাবীজ তাহাকে হত্যা করেন (এই ঘটনার একাধিক ভাষ্য রহিয়াছে)। ৩১৬ ও ৩১৯ হিজরীর মধ্যবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর সময়সূচী সুপ্রতিষ্ঠিত নহে। ইব্‌নু'ল-আছীর ঐ সকল ঘটনা ৩১৬ হিজরীতে এবং ইব্‌ন ইস্‌ফান্দিয়ার ৩১৯ হিজরীতে বর্ণনা করিয়াছেন। ৩১৯ হিজরী আস্‌ফারের মৃত্যুর খুব সম্ভাব্য তারিখ। উত্তর-পশ্চিম ইরানে দায়লামী আধিপত্য আস্‌ফারের সময়েই প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় এবং মাকান ও মারদাবীজের আমলে তাহা অব্যাহত থাকে, অতঃপর বুওয়ায়হীদের উত্থান ঘটে। আল-মাস'উদীর মতে আস্‌ফার কাযবীনে থাকাকালীন মন্দ কর্ম যাহা করিয়াছেন (যথা মীনারের উপর হইতে মুআয্‌যিনকে নিক্ষেপ করা, স'লাত বন্ধ করিয়া দেওয়া এবং মসজিদের ধ্বংস সাধন করা) তাহার উল্লেখ যে ব্যক্তি গুরুত্ব সহকারে করিয়াছে সে ব্যক্তি মুসলিম ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাম্‌যা ইস্‌ফাহানী, তারীখ সিনী মুলূকি'ল-আরদ' ওয়া'ল-আনবিয়া, সম্পা. জাওয়াদ আল-ঈরানী আত-তাবরীযী, বার্লিন ১৩৪০ হি., পৃ. ১৫২-৩ (১০ম অধ্যায়); (২) আল-মাস'উদী, মুরূজ, ৯খ., ৫-১৯; (৩) মিসকাওয়ায়হ, তাজারিবু'ল-উমাম, সম্পা. Margoliouth, ১খ., ১৬১-২; (৪) আরীব, সম্পা. De Goeje, পৃ. ১৩৭; (৫) তানূখী, নিশওয়ারু'ল-মুহা'দারা, সম্পা. Margoliouth, ১খ., ১৫৬; (৬) আরও তু. V. Minorsky, La domination des Daylamites, পৃ. ৯; (৭) H. Bowen, 'আলী ইব্‌ন 'ঈসা, পৃ. ৩০৭-৯; (৮) B. Spuler, Iran in fruhislamischer Zeit, পৃ. ৮৯।

M. Canard (E.I.²) মু. আবদুল মান্নান

আস্‌ফী (أصفى) ঃ আসাফী (ফরাসী সাফি, স্পেনীয় সাফী এবং পর্তুগীজ Safim) অথবা অধিকতর গ্রহণযোগ্য Safim আটলান্টিক তীরবর্তী একটি শহর ও সমুদ্র বন্দর। ইহা Cap. Cantin- এর কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। ১৯৩৬ খৃ. ইহার জনসংখ্যা ছিল ২৫,০০০ এবং ১৯৫৩ খৃ. প্রায় ৭০,০০০, যাহাদের মধ্যে ৬২,০০০ মুসলমান, ৩,৫০০ য়াহূদী এবং ৪,০০০ য়ূরোপীয়।

অদ্যাবধি সাফী খুব একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক তাৎপর্য বহন করে না। আল-বাকরী (৫ম/১১শ শতাব্দী) ইহাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান বলিয়া গণ্য করেন নাই, শুধু ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। পরবর্তী শতাব্দীতে আল-ইদরীসী তুলনামূলকভাবে ইহাকে একটি কর্মমুখর সমুদ্র বন্দর বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু জাহাজ নোংগর করার মত নিরাপদ অংশ ছিল না। একই ভৌগোলিকের মতে আটলান্টিক মহাসাগর সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য দুঃসাহসী অভিযাত্রী দলের যে নৌবহর বহির্গত হইয়াছিল উহারা প্রত্যাবর্তন কালে এই স্থানে অবতরণের জন্য একটি তটরেখা সৃষ্টি করিয়াছিল (তু.E. Levi-Provencal, Pen iber, 24)

৭ম/১৩শ শতাব্দীতে সেইখানে একটি সীমান্ত ছাউনি ছিল। শহরটির ইতিহাস প্রধানত পর্তুগীজদের অধিকারের সময় হইতে জানা যায়। রাজা পঞ্চম আলফনসো (১৪৩৮-১৪৮১ খৃ.)-এর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে এই শহরটি তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে তাহারা উহা দখল করে। তাহারা সমুদ্র তীরবর্তী 'সমুদ্র দুর্গ' নামে অভিহিত দুর্গটির চতুর্দিকে একটি সুরক্ষিত প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিল এবং পুরাতন শহরটিকে তাহাদের আশ্রয়স্থলের উপযোগী করিয়া লইয়াছিল (বর্তমানে Kechla) । দুর্গটির প্রায় সম্পূর্ণ অংশ এখনও বিদ্যমান। সাফী ছিল দক্ষিণ মরক্কোতে পর্তুগীজদের প্রধান শক্তিকেন্দ্র। পর্তুগীজরাই ইহাকে কম্বল প্রস্তুতের (হামবেল্‌স 'আরবী হ'মাবীল) প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া তোলে, যাহা ছিল অন্যান্য বারবার রাজ্যগুলির সহিত তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান পণ্য। আর এই ব্যবসা-বাণিজ্য পশ্চিম সাহারা (তাহাদের ব্যবসাকেন্দ্র আরগুইন-এর মাধ্যমে) এবং নিগ্রো আফ্রিকার সহিত (গীনী উপসাগরের তীরে অবস্থিত তাহাদের ব্যবসাকেন্দ্র 'মিনা'-এর মাধ্যমে) পরিচালিত হইত। উদ্যোগী ও সাহসী শাসকগণ (গভর্নর) যাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন Nuno Fernandes de Ataide, স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদের সহায়তায়, বিশেষ করিয়া একজন প্রধান নেতা য়াহ্‌য়া ইব্‌ন তাফুফট-এর সহযোগিতায় সাফীকে সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাবে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তোলেন। ইহা মাররাকেশের বিরুদ্ধে যে দুইটি অভিযান পরিচালনা করা হইয়াছিল তাহা দ্বারা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কিন্তু এই গৌরবময় যুগ স্বল্পক্ষণ স্থায়ী ছিল। ১৫১৬ খৃ. নুনোফার্নান্ডেজ ডিআতাইডি যুদ্ধে মারা গেলে এবং ১৫১৮ খৃ. য়াহ্‌য়া আততায়ী কর্তৃক নিহত হইলে পর্তুগীজরা দুর্বল হইয়া

পড়ে এবং তাহাদের কার্যকলাপ বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ১৫৩৪ খৃ. মাররাকেশের সাদী শারীফ শহরটিকে বিপজ্জনকভাবে অবরোধ করিয়া রাখে। ১৫৪১ খৃ. মার্চ মাসে সান্তাক্রুজ ডু কাবো ডি গুয়ে-এর পতনের ফলে (আগাদীর দ্র.) পর্তুগীজদের দক্ষিণ মরক্কোর সমস্ত অবস্থান বিপন্ন হইয়া পড়ে এবং রাজা তৃতীয় জন (১৫২১-৫৭ খৃ.) তাহার সৈন্যবাহিনীকে 'মাযাগান-এ সরাইয়া আনিতে এবং সাফী ও আযেমমুর পরিত্যাগ করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন। এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল ১৫৪১ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে (প্রসিদ্ধ 'জেয়াও দি কাস্ট্রোর' এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ একটি উপাখ্যানমাত্র। মাররাকেশ-এর নিকটবর্তী (যেখানে সুলতানদের বাসভবন ছিল) হওয়ার কারণে সাফী সাদী শারীফের একটি প্রধান সমুদ্র বন্দররূপে গড়িয়া উঠে এবং 'আলাবী'দের ক্ষমতা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ইহা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ইহা ছিল খৃস্টান ব্যবসায়ীদের অন্যতম কেন্দ্র। তখন আলাবী সুলতানগণ তাহাদের বাসস্থান উত্তরে স্থানান্তর করেন (ফেয ও মেক্‌নেস)। তখন হইতে সাফীর গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং রাবাত-এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তথাপি খৃস্টীয় আঠার শতকের শেষের দিকে এখানে য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। খৃস্টীয় উনবিংশ শতকে এই শহরের পতন অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠে। ফরাসীদের আশ্রিত রাজ্য (Protectorate) হিসাবে সাফী এক নবজীবন লাভ করিল। বর্তমানে ইহা হইতেছে একটি কর্মমুখর বন্দর, যাহা আব্‌দা অঞ্চলের কৃষিপণ্য এবং লুইজেন্টিলের ফস্‌ফেট রফতানী করে। ফলে এখানে লবণ মিশ্রিত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের কারখানাগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, রিবাতের দুইটি প্রাচীন সরকারী ভবনের একটি সংরক্ষিত রহিয়াছে এবং অপরটি পুরাতন পর্তুগীজ প্রাচীরের সংগে মিশিয়া গিয়াছে।

১৪৮৭(?) খৃ. হইতে ১৫৪২ খৃ. পর্যন্ত সাফীতে একজন পর্তুগীজ খৃস্টান ধর্মযাজক (বিশপ)-এর অধিষ্ঠান ছিল। এই ধর্মযাজকগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন ডি, জোয়াওসুটিল (১৫১২-৩৬ খৃ.)। একটি খৃস্টান গির্জার ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়, সম্ভবত এই গির্জা একজন বিশপের পরিচালনাধীন ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ পর্তুগীজ আমলের জন্য প্রধানত দেখুন ঃ (১) de Cenival Lopes et Ricard, Les sources inedites de l'histoire du Maroc, Archives et bibliotheques du Portugal ৫ খণ্ডে Paris 1934-53;(২) Ricard, Etudes sur l'histoire des Portugais au Maroc, coimbra 1955, অধিকন্তু (৩) Durval R. Pires de Lima, Historia da dominacao portugues em Cafim, Lisbon 1930; (৪) D. Lopes Textos em aljamia portuguesa, ২য় সং, লিসবন ১৯৪০ খৃ.; (৫) V. Magalthaes Godinho, Historia economica e social de expansdo portuguesa. I Lisbon 1947; (৬) Terrasse, Histoire du ২খ., Casablanca 1950, Maroc, ১১১-১২৫ (সন-তারিখে অনেক ছাপার ভুল) এবং ১৩৮-৭৮, ১৫৪১ খৃ. সালের পরবর্তী সময়ের জন্য দ্র.;(৭) de Castries, de Cenival et Ph. de Cosse Brissac, Les sources inedites-সমূহ ইত্যাদি, France, ১ম সিরিজ, ৩ খণ্ডে, এবং ২য় সিরিজ, ৫ খণ্ডে (৮) England., ৩ খণ্ডে (৯) Netherland, ৬ খণ্ডে, 1906-23 এবং (১০) A. Antona, La region des Abda, Rabat 1931.

H. Basset and R. Ricard (E.I.²) / মোঃ নূর হোসাইন

আসফুদদৌলা (آسف الدولة) ঃ মৃ. ১৭৯৭ অযোধ্যার নওয়াব (১৭৭৫-৯৭), নওয়াব শুজাউদ-দৌলার পুত্র ও উত্তরাধিকারী। ইনি পিতার ন্যায় বিচক্ষণ ও কর্মঠ শাসক ছিলেন না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সহিত ফায়যাবাদ সন্ধি নামে এক নূতন চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া ইংরেজ কোম্পানীর প্রতি নিজের আর্থিক দায়িত্বভার গুরুতররূপে বর্ধিত করেন: অযোধ্যায় রক্ষিত বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার বহনের জন্য তিনি অধিকতর অর্থ ইংরেজগণকে দিতে(এই চুক্তি দ্বারা) বাধ্য হন। কোম্পানীকে দেয় বহু টাকা নওয়াবের নিকট বাকী পড়িয়া থাকে। 'অযোধ্যার বেগমগণ' নামে ইতিহাসে পরিচিত আসফুদদৌলার মাতা ও পিতামহী ভূতপূর্ব নওয়াব হইতে প্রাপ্ত বহু অর্থ ও অন্যান্য সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহারা ইতিপূর্বে বৃটিশ রেসিডেন্টের পরামর্শে সাড়ে পাঁচ লক্ষ পাউন্ড আসফকে দেন। তখন বৃটিশ পক্ষ হইতে নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে, বেগমদের উপর আর অর্থ দাবি করা হইবে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ১৭৮২ খৃ. ইংরেজ সৈন্যের সাহায্যে (গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে) বেগমদের নিকট হইতে বলপূর্বক তাঁহাদের বিপুল ধনরত্ন নওয়াব আত্মসাৎ করেন এবং ইংরেজদের নিকট তাঁহার দেনা মিটান। বেগমগণ তখন তৎকালীন রাজধানী ফায়যাবাদে থাকিতেন। এই কলংকজনক ঘটনা পরে আসফুদ্দৌলা রাজদানী লখ্‌নৌ শহরে স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় লখ্‌নৌ নানা দিক দিয়া উন্নত হয়। শেষের দিকে দানশীলতার জন্য তিনি খ্যাতি লাভ করেন। লখ্‌নৌ-এর বিখ্যাত ইমামবাড়া তিনি নির্মাণ করেন এবং তন্মধ্যে তাঁহার দেহ সমাহিত।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬১।

'আস্‌বাতু'ল-'আমালি'ল্‌-ক'ওমী (عصبة العمل القومى) ঃ জাতীয় কার্য পরিচালন লীগ, ১৯৩৩ খৃ. গঠিত সিরিয়ার একটি রাজনৈতিক দল। প্রতিবেশী 'আরব রাষ্ট্রসমূহেও ইহার শাখা ছিল। 'আরব দেশসমূহের ঐক্য ও স্বাধীনতা অর্জনই ছিল ইহার লক্ষ্য। ইহার নেতৃস্থানীয় সদস্যদের মধ্যে 'আবদু'র-রায্‌যাক' আল-দানদাশী' সাবরী আল-আসালী, ফাহ্‌মী মাহাইরী ও ডা. যাকী জাবীরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার বৈপ্লবিক ও আপোষহীন মনোভাব বিশেষভাবে শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে আবেদনের সৃষ্টি করে এবং ইহাতে সমর্থকদের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অছি (ওয়াসী وصى) কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনে ইহা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯৩৬ খৃ. ফ্রান্সের সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর এই দল অনেকটা অনিচ্ছাকৃতভাবে জাতীয়তাবাদী গ্রুপসমূহের সমবায়ে গঠিত জাতীয় ব্লকের (কিতলাহুল-ওয়াত'নিয়্যা) কোয়ালিশন সরকারের যোগদান করে। কিন্তু ফরাসী পার্লামেন্ট উল্লিখিত চুক্তি অনুমোদনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় ইহার অধিকাংশ সদস্য নিরাশ হইয়া পড়েন এবং শুকরী আল-কুয়াতলীর (পরবর্তী কালে সিরিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট) নেতৃত্বে জাতীয় ব্লকের অভ্যন্তরে যে বিরোধী দল গড়িয়া উঠে উহাতে যোগদান করেন। ইহার ফলে ১৯৩৯ খৃ. কোয়ালিশন সরকার ভাঙ্গিয়া যায়। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় আস্‌বাতুল

আমালিল-ক'াওমী গণসংযোগ হারাইয়া ফেলে এবং ইহার নেতৃস্থানীয় সদস্যগণ অন্যান্য দলে যোগদান কিংবা নয়া দল গঠন করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ, ২৬১।

আস্‌মা আন্‌স'ারী (اسماء انصارى) ঃ (রা) দ্বিতীয় খলীফা উমার (রা)-র আমলে (৬৩৪-৪৪) সংঘটিতই য়ারমুক-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিল ৪৬ সহস্র এবং শত্রু সৈন্য লক্ষাধিক। আসমা আনস'ারী এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন (বিস্তারিত দ্র. শিরো. আসমা বিন্‌ত য়াযীদ আল-আনসারিয়্যা)।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬২

আস্‌মা' বিন্‌ত আবী বাক্‌র (أسماء بنت أبى بكر) ঃ (রা), উপাধি য'াতু'ন-নিতা'কায়ন (ذات النطاقين), হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যা। তিনি হিজরতের ২৭ বৎসর পূর্বে কু'তায়লা বিন্‌ত 'আবদি'ল–'উযযার গর্ভে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামের আবির্ভাবের সময়ে তিনি বুদ্ধি-বিবেচনার বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনিও প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারিগণ (السابقون الاولون)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং সেই সময় মুসলমানদের উপর যে নির্মম অত্যাচার করা হয়, তিনি হৃষ্ট চিত্তে তাহা সহ্য করেন। মহিলা স'াহ'াবী হিসাবে তিনি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্না ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স) হিজরতের উদ্দেশে হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর গৃহে আগমন করিলে আসমা' (রা) তাঁহাদের সফরের জন্য খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, তাঁহার নিত'াক (কোমরবন্ধ) ব্যতীত ইহা বাঁধিয়া দেওয়ার মত আর কোন জিনিস নাই তখন হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-র নির্দেশমত নিত'াক'টি ছিঁড়িয়া দুই টুকরা করিয়া ফেলিলেন। ইহার এক টুকরা দ্বারা নাস্তার পুঁটলি এবং অন্য টুকরা দ্বারা মশকের মুখ বাঁধিয়া দিলেন। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে য'াতু'ন-নিতা'কায়ন (দুই কোমরবন্ধ-এর অধিকারিণী) বলিয়া আখ্যায়িত করেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর ফুফাতো ভাই যুবায়র ইব্‌নু'ল-'আওয়াম (রা) হ'াওয়ারী রাসূলুল্লাহ [রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘনিষ্ঠ সহচর]-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। হিজরতের কিয়ৎকাল পরেই যখন তিনি মদীনায় চলিয়া আসেন তখন প্রথম কু'বায় অবস্থান করেন। এইখানেই হিজরতের প্রথম বর্ষে তাঁহার পুত্র হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু'য-যুবায়র (রা) [যিনি পরবর্তী কালে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন]-র জন্ম হয়। তাঁহার পূর্বে কোন মুহাজির পরিবারে কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় নাই। সেইজন্য তাঁহাকে ইসলামের প্রথম ভূমিষ্ঠ সন্তান বলা হয়। 'আবদুল্লাহ (রা) ছাড়া তাঁহার আরও পুত্র ও কন্যা সন্তান ছিল। কয়েক বৎসরের বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করিবার পর হযরত যুবায়র (রা) তাঁহাকে ত'ালাক' প্রদান করেন। ইহার কারণ তাঁহার মেযাজের মধ্যে কিছুটা রুক্ষতা ছিল। ফলে উভয়ের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু বিচ্ছেদ সত্ত্বেও ৩৫ হি. সালে যখন হযরত যুবায়র (রা) উষ্ট্রের যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে 'ওয়াদিস-সিবা-এ ইব্‌ন জুরমুয-এর হাতে শাহাদাত বরণ করেন এবং এই সংবাদ যখন আস্‌মা (রা)-র নিকট পৌঁছে তখন তিনি অত্যধিক মর্মাহত হন। তালাকের পর তিনি তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট চলিয়া আসেন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত সেইখানেই অবস্থান করেন। হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) -ও তাঁহার অতিশয় খেদমতগুযার ছিলেন।

হযরত আসমা' (রা)-র জীবনের সর্বাপেক্ষা দুঃখ ও বিষাদময় ঘটনা যাহা দ্বারা তাঁহার অসাধারণ বীরত্ব, ঈমানী শক্তি এবং ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইল 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা)-র শাহাদাত। মারওয়ান ইব্‌নু'ল-হ'াকাম-এর ইনতিকালের সময় বানূ উমায়্যার রাজত্ব কেবল সিরিয়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সিরিয়ার বাহিরে সমগ্র ইসলামী বিশ্ব ছিল হযরত 'আবদুল্লাহ (রা)-র আয়ত্তাধীন। কিন্তু আবদু'ল-মালিক ইব্‌ন মারওয়ান সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই একের পর এক তাহাদের হারানো এলাকা পুনরুদ্ধার করিতে শুরু করেন। এইরূপে একদিন হি'জায-এর উপরও সৈন্য পরিচালনা করিবার সময় ও সুযোগ আসিয়া গেল। হ'াজ্জাজ ইব্‌ন য়ূসুফ বিজয়ের সহিত অগ্রসর হইতেছিল। ৭৩ হি. তাঁহার হাতে মক্কা অবরোধ যখন এমন কঠোরতর পর্যায়ে পৌঁছিল যে, 'আবদুল্লাহ (রা)-র সহচরগণ তাঁহার দল ত্যাগ করিয়া হ'াজ্জাজ-এর নিকট নিরাপত্তার আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিল, তখন হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) তাঁহার মাতার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "মাত্র কয়েকজন সঙ্গী আমার নিকট রহিয়াছে। এমতাবস্থায় আমি আত্মসমর্পণ করিলে তাহাদের নিরাপত্তা লাভ করা যাইবে।" হযরত আস্‌মা (রা) বলিলেন, "তুমি যেই রাজত্ব ও ক্ষমতা লাভ করিয়াছ তাহা যদি দুনিয়ার জন্য করিয়া থাক, তবে তোমার চাইতে নিকৃষ্ট আর কোন মানুষ নাই।" তিনি বলিলেন, "আমি যাহা কিছু করিয়াছি দীনের জন্যই করিয়াছি; কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, আমি নিহত হইলে সিরিয়াবাসী আমার লাশের অবমাননা করিবে।" আস্‌মা (রা) বলিলেন, "কোন ক্ষতি নাই, সঠিক দীনের উপর কায়েম থাক।" ইহার পর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, সাহস দিলেন এবং দু'আ করিলেন। হযরত 'আবদুল্লাহ (রা) শাহাদাত বরণ করিলেন। তিনদিন পর্যন্ত তাঁহার লাশ শূলে লটকাইয়া রাখা হইল। অবশেষে তাঁহাকে য়াহূদীদের কবরস্থানে নিক্ষেপ করা হইল। হযরত আস্‌মা (রা) অতিশয় ধৈর্য ও স্থৈর্যের সহিত এই দৃশ্য দেখিলেন। তাঁহার কামনা ছিল যে, পুত্রের লাশ না দেখিয়া যেন তাহার মৃত্যু না ঘটে। কয়েক দিন পরই তাঁহার ইনতিকাল হয়। তাঁহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভাল ছিল। তিনি দীর্ঘ অবয়ব এবং স্থূল দেহের অধিকারিণী ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার বাধর্ক্যজনিত বুদ্ধি-বিভ্রম ঘটে নাই। দাঁতও সব অটুট ছিল, অবশ্য দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাইয়াছিল। তিনি এক শত বৎসর জীবিত ছিলেন।

তিনি এত সাহসী ও আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্না ছিলেন যে, হ'াজ্জাজ ইব্‌ন য়ূসুফ যখন তাঁহাকে তাহার সহিত সাক্ষাত করিবার পয়গাম পাঠাইল তখন তাহার হুমকি সত্ত্বেও তিনি সাক্ষাত করিতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত হ'াজ্জাজ নিজেই আসিয়া 'আবদুল্লাহ (রা) সম্পর্কে অশালীন কথা বলিল। অতঃপর তিনি উহা যথোপযুক্ত জওয়াব দেন।

হযরত আস্‌মা' (রা) অত্যন্ত উদারচিত্ত, ধৈর্যশীলা এবং অল্পে তুষ্ট স্বভাবের ছিলেন অভাব ও দারিদ্র্যকে তিনি হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। নিজের স্বামীর জমি হইতে খেজুরের আঁটি কুড়াইয়া কুড়াইয়া নিজের মাথায় লইতেন এবং বহু পথ অতিক্রম করিয়া বাড়িতে ফিরিতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে ধন-সম্পদ দান করিয়াছিলেন। তিনি উহা দান করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য তিনি অকাতরে ব্যয় করেন। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে হযরত 'আইশা (রা)-র একটি তৃণভূমি লাভ করেন এবং উহা এক লক্ষ দিরহামে বিক্রয় করিয়া সমুদয় অর্থ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। শারী'আতের উপর

তাঁহার এইরূপ প্রবল নিষ্ঠা ছিল যে, একবার তাঁহার মাতা মদীনায় আসিয়া কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-র খেদমতে হাযির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তাঁহার মুশরিক মাতাকে সাহায্য করিত পারিবেন কি না? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় করিতে নিষেধ করেন না।" হযরত আস্‌মা (রা)-র তাক্‌ওয়া ও পরহেযগারী সম্পর্কে বেশ কিছু রিওয়ায়াত রহিয়াছে।

তিনি অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন এবং সকলের প্রতি সহানুভূতিশীলা ও সকলের হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। তিনি কয়েকবার হজ্জ করেন। বুখারী ও মুসলিম হ'াদীছ' গ্রন্থে তাঁহার সূত্রে বেশ কিছু সংখ্যক হ'াদীছ' রিওয়ায়াত করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জ ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৮খ., ১৮২-১৮৬;(২) ইব্‌ন হ'াম্বাল, মুসনাদ, কায়রো ১৩১৩ হি.; (৩) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বারর, আল-ইসতী'আব, ৪খ., ২২৮; (৪) ইব্‌ন হ'াজার, আল-ইস'াবা ৪খ., ২২৪; (৫) ইবনু'ল-আছ'ীর, উসদু'ল-গ'াবা ৫খ., ৩৯২; (৬) খুলাস'াতু তাহ্‌যীবি'ল-কামাল, পৃ. ৪২০; (৭) আবূ নু'আয়ম, হিলয়াতু'ল-আওলিয়া, ২খ., ৫৫;(৮) সি'ফাতু'স'-সাফ্‌ওয়া ২খ., ৩১; (৯) Gibb, শিরো, আসমা, Encyclopaedia of Islam, লাইডেন; (১০) আল-জাম' বায়না রিজালি'স-স'াহ'ীহ'ায়ন, ৬০২।

সায়্যিদ নাযীর নিয়াযী (দা.মা.ই.) ডঃ আবদুল জলীল

আস্‌মা' বিন্‌ত 'উমায়স (اسماء بن عميس) ঃ আল-খাছ'আমিয়্যা (রা), একজন বিশিষ্ট স'াহ'াবিয়া মক্কার খাছ'আম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম 'উমায়স। তাঁহার বংশতালিকা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। কেহ কেহ 'উমায়স-এর পিতার নাম মা'বাদ ইবনু'ল-হ'ারিছ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর কেহ কেহ মা'দ ইবনু'ল-হ'ারিছ' বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল হিন্দ (কাওয়লা) বিন্‌ত 'আওফ, যিনি উম্মু'ল-মু'মিনীন মায়মূনা বিন্‌তু'ল-হ'ারিছ'-এরও মাতা। এই সূত্রে আসমা' বিন্‌ত উমায়স ছিলেন মায়মূনা (রা)-র বৈপিত্রেয় ভগিনী। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও নয়জন সাহাবিয়ার বৈপিত্রেয় অথবা আপন ভগিনী ছিলেন।

আস্‌মা' (রা) ছিলেন একজন উচ্চ মর্যাদার স'াহ'াবিয়া। তিনি ছিলেন আস-সাবিক্'না'ল-আওয়ালূন (প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারী)-এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন মাত্র ত্রিশ ব্যক্তি ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) তখনও আরক'াম (রা)-এর গৃহে যাতায়াত শুরু করেন নাই। ইহা ছাড়া ইসলামের ইতিহাসে আরও একটি দিক হইতে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। একের পর এক এমন তিন মহান ব্যক্তিত্বের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল যাঁহারা ছিলেন শীর্ষস্থানীয় সাহাবী এবং রাসূলুল্লাহ (স')-এর অত্যন্ত আপনজন। তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় রাসূলুল্লাহ (স')-এর চাচাতো ভাই জা'ফার ত'ায়্যার ইব্‌ন আবী ত'ালিব (রা)-এর সহিত। তাঁহার শাহাদাতের পর আবূ বাকর সি'দ্দীক' (রা)-এর সহিত, তাঁহার ইনতিকালের পর তৃতীয় বিবাহ হয় 'আলী (রা)-র সহিত।

নবূওয়াতের ৪র্থ বর্ষে রাসূলুল্লাহ (স) ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত শুরু করিলে কাফিররা মুসলিমদের উপর নির্মম অত্যাচার শুরু করে। তাহাদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে হি. ৫ম বর্ষে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমতিক্রমে হ'াবশায় (আবিসিনিয়া) হিজরত করেন। নবূওয়াতের ৬ষ্ঠ বর্ষের শুরুতে ৮০ জনের অধিক পুরুষ এবং ১৯ জন মহিলার একটি কাফেলা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। আস্‌মা' বিন্‌ত 'উমায়স (রা) ও তাঁহার স্বামী জা'ফার ত'ায়্যার (রা) এই কাফেলার সহিত হ'াবশায় হিজরত করেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর তাঁহারা দীনের জন্যই প্রবাস জীবন যাপন করেন। ৭ম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের পর হ'াবশার সকল মুহাজির মুসলিম মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। আস্‌মা' (রা) ও তাঁহার স্বামী ও পুত্র-কন্যাসহ এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 'আমির-এর বর্ণনামতে তাঁহারা খায়বার বিজয়ের রাত্রে প্রত্যাবর্তন করেন।

তিনি দুই হিজরত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। একদিন তিনি উম্মু'ল-মু'মিনীন হ'াফস'া (রা)-র সহিত সাক্ষাত করিতে তাঁহার গৃহে গমন করেন। 'উমার (রা)-ও তথায় উপস্থিত হন। তিনি আস্‌মা' (রা)-র কথা জানিতে পারিয়া বলিলেন, "হে হ'াবশিয়্যা! আমরা তোমাদের পূর্বেই হিজরত করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি।" ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, "হাঁ, আমার যিন্দেগীর কসম! তুমি সত্য বলিয়াছ। তোমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে ছিলে, তিনি তোমাদের ক্ষুধার্তকে আহার করাইয়াছেন, মূর্খকে জ্ঞান দান করিয়াছেন। আর আমরা ছিলাম বহু দূরে, প্রবাসে। তবে আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ইহা বলিব।" অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গিয়া ইহা বলিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "অন্যান্য লোকের জন্য মাত্র একটি হিজরত, আর তোমাদের দুইটি হিজরত" (ত'াবাক'াত, ৮খ ২৮১)।

হ'াবশা হইতে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী বৎসর ৮ হি. মূতা (দ্র.)-র যুদ্ধে তাঁহার স্বামী জা'ফার (রা) শাহাদাত বরণ করেন। আস্‌মা' (রা) বলেন,"তাঁহার শাহাদাতের দিন রাসূলুল্লাহ (স) আমার গৃহে আগমন করিলেন। আমি ৪০টি চামড়া দাবাগাত (চামড়া পাকা করা) করিয়াছিলাম, আটা গুলাইয়াছিলাম এবং আমার সন্তানদেরকে গোসল করাইয়া তৈল মাখাইয়া দিতেছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) আগমন করিয়া বলিলেন, "হে আস্‌মা! জা'ফার-এর সন্তানগণ কোথায়?" আমি উহাদেরকে তাঁহার নিকট লইয়া গেলাম। তিনি তাহাদেরকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিলেন, কপালে চুম্বন করিলেন। তখন তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমি বলিলাম, 'হে রাসূলুল্লাহ নিশ্চয়ই আপনার নিকট জা'ফারের কোন সংবাদ পৌঁছিয়াছে!" তিনি বলিলেন, "হাঁ, সে আজ শাহাদাত বরণ করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া আমি চীৎকার দিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। তখন প্রতিবেশী মহিলারা আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "হে আস্‌মা ! মাতম করিয়া কাঁদিও না, বুক চাপড়াইও না।" অতঃপর তিনি ফাতি'মা (রা)-র নিকট গেলেন। ফাতি'মা (রা) তখন হায় চাচা! বলিয়া কাঁদিতেছিলেন। তিনি ফাতি'মা (রা)-কে বলিলেন, 'জাফা'রের পরিবারের জন্য খাবার তৈরী করিও। তাহারা আজ অত্যন্ত বিষাদক্লিষ্ট।" তৃতীয় দিন তিনি আবার আস্‌মা' (রা)-র গৃহে গমন করেন এবং তাঁহাকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেন' (তায'কার-ই স'াহ'াবিয়াত, ২৩০-৩১)।

জা'ফার (রা)-র শাহাদাতের ৬ মাস পর ৮ হি. (হুনায়ন-এর যুদ্ধের সময়) রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে আবূ বাক্‌র (রা)-র সহিত বিবাহ দেন। দুই বৎসর পর আবূ বাক্‌র (রা)-র ঔরসে মুহ'াম্মাদ জন্মগ্রহণ করেন। আস্‌মা' (রা) হ'জ্জ পালনের উদ্দেশে মক্কায় গমনকালে যু'ল-হু'লায়ফা নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। আস্‌মা' (রা) তখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"য়া রাসূলাল্লাহ ! এখন আমি কী করিব?' তিনি বলিলেন, "গোসল করিয়া ইহ্‌রাম বাঁধ।"

আসমা (রা) ফাতি'মা (রা)-কে আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর যখন তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়েন তখন আস্‌মা' (রা) প্রায় সর্বক্ষণ তাঁহার কাছে থাকিয়া সান্ত্বনা দিতেন। ফাতি'মা (রা)-ও তাঁহাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। ফাতি'মা (রা) তাঁহার ইনতিকালের কিছু পূর্বে আস্‌মা (রা)-কে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "আমার মৃত্যুর পর পর্দার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখিবেন। কেবল আপনি ও আমার স্বামী ('আলী (রা)] ব্যতীত আর কাহারও নিকট হইতে যেন আমার গোসলে সাহায্য গ্রহণ করা না হয়।" আসমা' (রা) বলিলেন, "আমি হ'াবশায় দেখিয়াছি, জানাযার (খাটিয়ার) উপর গাছের শাখা বাঁধিয়া পাল্কীর মত বানান হয় এবং তাহার উপর কাপড় দিয়া পর্দা করা হয়।" খেজুরের কয়েকটি ডাল আনিয়া তিনি অদ্রূপ বানাইয়া তাহার উপর কাপড় দিয়া ফাতি'মা (রা)-কে দেখাইলেন। তিনি ইহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর এইভাবেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

আবূ বাক্‌র সি'দ্দীক' (রা) ইনতিকালের পূর্বে ওসিয়াত করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার পত্নী আসমা' বিনত 'উমায়স (রা) যেন তাঁহাকে গোসল করায়। আসমা' যথাযথভাবে তাঁহার নির্দেশ পালন করেন। সেদিন তিনি রোযা রাখিয়াছিলেন। দিনটি ছিল প্রচণ্ড শীতের। গোসল সমাপন করিয়া তিনি উপস্থিত লোকদেরকে বলিলেন, "আমি রোযাদার। আমাকে কি গোসল করিতে হইবে?" তাহারা বলিল, "না।"

আবূ বাক্‌র সি'দ্দীক' (রা)-এর ইনতিকালের পর তিনি 'আলী (রা)-এর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবী বাকরের বয়স তখন মাত্র তিন বৎসর। তিনিও মায়ের সহিত গমন করেন এবং 'আলী (রা)-র নিকট লালিত-পালিত হন। একদিন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন জা'ফার ও মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র নিজ নিজ পিতার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া পরস্পর বিতণ্ডা করিতে লাগিল। 'আলী (রা) আসমা' (রা)-কে বলিলেন, "তুমি এই বাচ্চাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দাও।" আসমা' (রা) বলিলেন, "যুবকদের মধ্যে জা'ফার হইতে শ্রেষ্ঠ আর কাহাকেও দেখি নাই এবং বয়ঃবৃদ্ধদের মধ্যে আবূ বাক্‌র (রা) হইতে শ্রেষ্ঠ আর কাহাকেও পাই নাই।" অতঃপর 'আলী (রা) বলিলেন, "তুমি তো আমার জন্য কিছুই রাখিলে না।" 'আলী (রা)-এর ঔরসে য়াহ্‌য়া নামে তাঁহার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ৪০ হি. হযরত 'আলী (রা)-র শাহাদাতের কিছু কাল পরেই তিনি ইনতিকাল করেন। ইনতিকালের সময় তিনি চারি পুত্র রাখিয়া যান। জা'ফার (রা)-র ঔরসজাত 'আবদুল্লাহ, মুহ'াম্মাদ ও 'আওন এবং 'আলী (রা)-এর ঔরসজাত য়াহ'য়া তাঁহার পুত্র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র তাঁহার জীবদ্দশায়ই মিসরে নিহত হন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে জা'ফার (রা)-এর ঔরসে তাঁহার দুই কন্যাও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আস্‌মা' (র) ছিলেন অতিশয় নম্র প্রকৃতির, বুদ্ধিমতী ও ধৈর্যশীলা। ৩৮ হি. তাঁহার যুবক পুত্র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র মিসরে বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। বিদ্রোহিগণ তাঁহার লাশ গাধার চামড়ায় পুরিয়া জ্বালাইয়া দেয়। এই মর্মান্তিক সংবাদ শুনিয়া তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অত্যধিক ধৈর্যের সহিত তিনি এই শোক সহ্য করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি তাঁহার ছিল অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা। রাসূলুল্লাহ (স')-ও তাঁহাকে অতি আপন জনের মতই দেখিতেন। তাঁহার সন্তানদেরকেও তিনি অত্যধিক আদর করিতেন। হ'াকেম (দ্র.) তাঁহার মুস্‌তাদ্‌রাক (দ.)-এ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার অল্প বয়স্ক পুত্র 'আবদুল্লাহ একবার রাস্তায় খেলা করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ (স) সেই স্থান দিয়া যাওয়ার সময় বালক 'আবদুল্লাহকে তাঁহার সওয়ারীতে উঠাইয়া লইলেন। স'াহীহ' মুসলিম-এ বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সন্তানদের স্বাস্থ্য খারাপ দেখিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আসমা' (রা) উত্তর দিলেন যে, উহাদের বদনজর লাগিয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ (স) উহাদেরকে ঝাড়ফুক করাইবার উপদেশ দিলেন। আসমা' (রা) একটি বিশেষ কালাম পড়িয়া রাসূলুল্লাহ (স')-কে শুনাইয়া বলিলেন, "য়া রাসূলাল্লাহ! বদনজরের জন্য ইহা অত্যন্ত উপকারী। আমি কি ইহা পড়িয়া উহাদেরকে ঝাড়ফুক করিব?" উহাতে কোন শিরকমূলক শব্দ না থাকায় রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "হাঁ, ইহা করিতে পার।"

ইমাম বুখারী ও ইব্‌ন সা'দ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্‌তিকালের একদিন পূর্বে উম্মু সালামা এবং আস্‌মা' (রা) তাঁহার য'াতু'ল-জাম্‌ব (নিউমোনিয়া) রোগ হইয়াছে সন্দেহ করিয়া ঔষধ পান করাইতে চাহিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স')-এর যেহেতু ঔষধ পান করিবার অভ্যাস ছিল না, তাই তিনি অস্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তখন আসমা' ও উম্মু সালামা (রা) উভয়ে মিলিয়া তাঁহাকে ঔষধ পান করাইয়া দিলেন। একটু পরে তিনি জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া বলিলেন, "ইহা আসমা (রা)-এর কাজ। সে হাবশা হইতে এই হিকমাত শিখিয়া আসিয়াছে। 'আববাস ব্যতীত গৃহের আর সবাইকে ঔষধ পান করাইয়া দাও।" অতঃপর উম্মু'ল-মু'মিনীনদের সকলকে এবং আসমা' (রা)-কেও সেই ঔষধ পান করান হইল।

আসমা' (রা) স্বপ্নের তা'বীরও করিতে জানিতেন। 'উমার (রা) অধিকাংশ সময় তাঁহার নিকট স্বপ্নের তা'বীর জিজ্ঞাসা করিতেন (ইস'াবা, ৪খ, ২৩১)।

আসমা' (রা) হইতে ৬০টি হ'াদীছ' বর্ণিত আছে। 'উমার ইবনু'ল-খাত'তাব, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস, তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জা'ফার, ক'াসিম ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ, তাঁহার ভগ্নী-পুত্র 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ, 'উরওয়া ইব্‌নু'য-যুবায়র ও ইব্‌নু'ল-মুসায়্যাব প্রমুখ তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ বর্ণনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন সা'দ, আত'-তাবাক'াতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত, তা.বি., ২খ, ১২২, ২৩৫, ২৩৬; ৩খ, ৮, ২০, ১৬৯, ২০৩, ২১০, ৩০৪, ৩৩৫, ৪খ, ৩৪, ৩৬, ৪১; ৫খ, ৬১; ৬খ, ১২৬, ৮খ,২৩, ১৫৮, ১৫৯, ২৮৫, ৪৬৩; (২) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আস্‌ক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৪খ, ২৩১, সংখ্যা ৫১; (৩) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, উস্‌দু'ল-গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৫খ. ৩৯৫-৯৬; (৪) ইব্‌ন আবদি'ল -বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব, (ইস'াবার হাশিয়ায় সন্নিবেশিত), ৪খ, ২৩৪-৩৬; (৫) তালিব আল-হাশিমী, তায্‌কার-ই সাহ'াবিয়াত, ১ম সং, দিল্লী, ১৯৮৩ খৃ., ২২২-২৩৫; (৬) ইব্‌ন কাছ'ীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২য় সং., বৈরূত, ১৯৭৮ খৃ., ৩খ, ৬৭; (৭) য়ূসুফ কান্‌ধালবী, হ'ায়াতু'স-সাহ'াবা, লাহোর, তা.বি., ১খ, ৩৫৭, ৩৫৮, ২খ, ২৯, ৬৬৭, ৬৬৮, ৩খ, ১৮৫, ৩৭১, ৪৫০; (৮) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরা, মিসর, তা. বি., ১খ, ৩১৬; (৯) ইদ্‌রীস কানধলাবী, সীরাতু'ল-মু'সত'াফা, দিল্লী ১৯৮১খৃ., ১খ, ২৪৩; (১০) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, তাক্'রীবু'ত-তাহ'যীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ২খ., ৫৮৯, সংখ্যা ৭; (১১) আয'-যাহাবী, তাজরীদু

আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত, তা. বি. ২খ, ২৪৪, সংখ্যা ২৯৫৭; (১২) বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রাম্স, ১ম সং ঢাকা, ১৯৭২ খৃ., ১খ, ২৬২; (১৩) ইবন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৯৬৮ খৃ., ১২খ, ৩৯৮-৯৯।

ডঃ আবদুল জলীল

আসমা বিনত য়াযীদ আল-আনসারিয়্যা (أسماء بنت يزيد انصارية) ঃ একজন আনসারী মহিলা সাহাবী, উপনাম উম্মু সালামা, উম্মু 'আমির। ইব্ন সা'দ তাঁহাকে উম্মু 'আমির শিরোনামে উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. ত'াবাক'াত, ৮খ., ৩১৯)। মদীনার খ্যাতনামা আওস গোত্রের 'আবদু'ল-আশহাল শাখা গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশলতিকা হইল ঃ আসমা বিনত য়াযীদ ইব্ন 'আবদি'ল-আশহাল ইব্ন জু'শাম ইবনু'ল-হ'ারিছ আল-আনসারিয়্যা আল-আওসিয়্যা। তিনি ছিলেন খ্যাতিমান সাহাবী মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর চাচাতো, মতান্তরে ফুফাতো বোন। তাঁহার মাতার নাম ছিল উম্মু সা'দ বিনত খুযায়মা (ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৮খ., ৩১৯; আল-ইসাবা, ৪খ., ২৩৪)।

আসমা বিনত য়াযীদ (রা) ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ১ হি. রাসূলুল্লাহ (স) যখন 'আইশা (রা)-কে নিজ সংসারে স্ত্রীরূপে তুলিয়া আন তখন আসমা' (রা) তাঁহাকে সাজাইয়া দেন এবং কিছু দুধ আনাইয়া রাসূলুল্লাহ (স) ও 'আইশা (রা)-কে পান করান। 'আইশা (রা) প্রথমত উহা পান করিতে ইতস্তত করিলে তিনি তাকীদ দিয়া তাঁহাকে উহা পান করান (সা'ঈদ আনসারী, সিয়ারু'স-সাহাবা, ৬খ., ১৬৭)।

তিনি ছিলেন খুবই দীনদার ও অধিকার সচেতন মহিলা। প্রথমত তিনি তাঁহার এক খালাসহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ করেন। বায়'আতের সময় হাত বাড়াইয়া দিলে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমরা মহিলাদের হাতে হাত রাখিয়া মুসাফাহা করি না (ইব্ন সা'দ ত'াবাক'াত, ৮খ.)। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগমন করিয়া বলেন, আমি মুসলিম মহিলাদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হইয়া আগমন করিয়াছি। আমি যাহা বলিব তাহা তাহাদেরই কথা। আমি যে মত প্রকাশ করিব তাহা তাহাদেরই মত। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পুরুষ ও মহিলা উভয় জাতির প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন। তাই আমরা আপনার উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছি এবং আপনার অনুসরণ ও আনুগত্য করিয়াছি। আমরা মহিলারা তো গৃহে আবদ্ধ থাকি। পুরুষের মনোরঞ্জন করি; তাহাদের সন্তান গর্ভে ধারণ করি। আর পুরুষগণ জুমু'আ ও জামা'আতে হাজির হইয়া-রোগীর সেবা, শুশ্রূষা ও খোঁজ-খবর লইয়া, জানাযার সালাতে হাজির হইয়া এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়া ফযীলত লাভ করিতেছে। তাহারা যখন জিহাদে গমন করে তখন আমরা তাহাদের সম্পদের হিফাজত করি এবং তাহাদের সন্তান প্রতিপালন করি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি তাহাদের ছাওয়াবে অংশীদার হইব? তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সাহাবীদের প্রতি মুখ তুলিয়া তাকাইয়া বলিলেন, তোমরা কি এই মহিলার কথা শুনিয়াছ? দীন সম্পর্কে ইহা হইতে উত্তম প্রশ্ন আর কাহাকেও করিতে শুনিয়াছ? সাহাবায়ে কিরাম বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ধারণাও করিতে পারি নাই যে, কোনও মহিলা এই ধরনের কথা বলিতে পারে! তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, জানিয়া রাখো, হে আসমা! এবং তুমি যে সমস্ত মহিলার পক্ষ হইতে আসিয়াছ তাহাদেরকেও জানাইয়া দাও, তোমাদের কেহ যদি তাহার স্বামীর সহিত সুন্দর ব্যবহার করে, তাহার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং তাহার আনুগত্য করে তবে পুরুষদের যে ফযীলতের কথা তুমি উল্লেখ করিয়াছ সে তাহার সমান অংশীদার হইবে। অতঃপর আসমা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই সুসংবাদ লইয়া 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন (উসদু'ল-গ'াবা, ৫খ., ৩৯৮-৯৯; আল-ইসতীআব, ৪খ., ১৭৮৭-৮৮)। তিনি সুন্দরভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহাকে খাতীবাতু'ন-নিসা (মহিলাদের বাগ্মী) উপাধি দেওয়া হইয়াছিল (শায়খ হ'াসান আয়্যুব-রিজাল ওয়া নিসা হ'াওলার রাসূল (স), পৃ. ৪৫১)।

রাসূলুল্লাহ (স) মহিলাগণের মধ্যে তাঁহাকে খুবই মর্যাদা দান করিতেন। আসমা' (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের গৃহের দিকে তাকাইয়া বলিতেন, এই গৃহে কতই না বরকত রহিয়াছে! ইহা আনসারদের মধ্যে উত্তম গৃহ (ইব্ন সা'দ-ত'াবাক'াত, ৮খ., ৩১৯)। আসমা' (রা) ও রাসূলুল্লাহ (স)-কে খুবই ভালবাসিতেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের মসজিদে মাগরিবের সালাত আদায় করিলেন। আমি তাঁহার জন্য কিছু রুটি ও হাড্ডিযুক্ত গোশত লইয়া গেলাম। তখন তিনি তাঁহার সাহাবীদেরকে বলিলেন, তোমরা বিসমিল্লাহ বলিয়া খাও। অতঃপর তিনি ও তাঁহার সহিত আগত সাহাবীগণের সকলেই এবং গৃহবাসিগণ তাহা হইতে আহার করিলেন। সেই সত্তার কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! আমি দেখিলাম, খাওয়ার পরও কিছু হাড্ডি ও বেশীর ভাগ রুটিই অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে, অথচ কওমের লোকসংখ্যা ছিল চল্লিশজন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৯-২০)।

তিনি ছিলেন খুবই সাহসী ও বুদ্ধিমতী মহিলা। এক বর্ণনামতে তিনি বায়'আতুর রিদ'ওয়ান-এ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন (আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামি'ন নুবালা, ২খ., ২৯৭)। অতঃপর ১৫ হি. তিনি য়ারমূকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁবুর খুঁটি দ্বারা নয়জন মুশরিককে হত্যা করেন (আল-ইসাবা, ৪খ., ২৩৪-২৩৫; তাহযীবু'ল-কামাল, ২২খ., ২৯৪)। ইহার পর য়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়ার শাসনামল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন (সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা, ২খ., ২৯৭)।

রাসূলুল্লাহ (স) হইতে তিনি বেশ কিছু হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ বর্ণনা করেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (মতান্তরে ভগ্নিপুত্র) মাহ'মূদ ইব্ন 'আমর আল-আনসারী, তাঁহার আযাদকৃত দাস মুহাজির ইব্ন আবী মুসলিম; এতদ্ব্যতীত ইসহাক ইব্ন রাশিদ, মুজাহিদ, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদি'র-রাহ'মান, আবূ সুফয়ান মাওলা ইব্ন আবী আহ'মাদ, শাহর ইব্ন হ'াওশাব (র) প্রমুখ। তাঁহার বর্ণিত হ'াদীছ ইমাম বুখারীর আস-সাহীহ' গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে (তাহযীবু'ল-কামাল, ২২খ., ২৯৪; তাহযীবু'ত-তাহযীব, ১২খ., ৩৯৯-৪০০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, আত-ত'াবাক'াতু'ল-কুবরা, দার সাদির, বৈরূত, লেবানন, তা. বি., ৮খ., ৩১৯-২০; (২) ইবনু'ল 'আছীর, উসদু'ল-গ'াবা, দার ইহ'য়াইত-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত, লেবানন, তা. বি., ৫খ., ৩৯৮-৯৯; (৩) ইব্ন হাজার 'আসকালানী, আল-ইস'াবা, মাকতাবাতু'ল-মুছান্না, বৈরূত, লেবানন ১৩২৮ হি., ১ম সং., ৪খ., ২৩৪-৩৫, সংখ্যা ৫৮; (৪) ঐ লেখক, তাহযীবু'ত-তাহযীব, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) ১৩২৫ হি., ১২খ., ৩৯৯-৪০০, সংখ্যা ২৭২৭; (৫) ঐ লেখক, তাকরীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত, লেবানন ১৩৯৫/১৯৭৫, ২য় সং., ২খ.; (৬) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাই'স-স'াহাবা, বৈরূত, লেবানন

তা. বি., ২খ.; (৭) ঐ লেখক, সিয়ারু আ'লামি'ন, নুবালা, বৈরূত, লেবানন ১৪০৬/১৯৮৬, ৪র্থ সং, ২খ., ২৯৭ প., সংখ্যা ৫৩; (৮) হাফিজ জামালুদ্দীন আবু'ল-হ'াজ্জাজ যূসুফ আল-মিযযী, তাহযীবু'ল-কামাল ফী আসমাইর-রিজাল, দারুল ফিকর, বৈরূত, লেবানন ১৪১৪/১৯৯৪, ২২খ., ২৯৪; (৯) সা'ঈদ আনসারী, সিয়ারু'স-সাহাবা, ইদার-ই ইসলামিয়াত, আনারকলি, লাহোর তা. বি., ৬খ., ১৬৬-৬৯, সংখ্যা ৩৪; (১০) শায়খ হ'াসান আয়্যুব, রিজাল ওয়া-নিসা হ'াওলার-রাসূল (স), দারুল ফাজর লি'ত-তুরাছ, কায়রো ১৪২০/১৯৯৯, ১ম সং., পৃ. ৪৫১-৫৩, সংখ্যা ৫; (১১) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বারর, আল-ইসতী'আব, মাকতাবা নাহদা, কায়রো তা. বি., ৪খ., ১৭৮৭-৮৮, সংখ্যা ৩২৩৩।

ড. আবদুল জলীল

'আল-আস্‌মা'ঈ (الأصمعى) ঃ আবূ সা'ঈদ 'আবদু'ল-মালিক ইব্‌ন কু'রায়ব, আরবী ভাষাতত্ত্ববিদ, মৃ. ২১৩/৮২৮ সন (য়াকূ'ত-এর ইরশাদ এবং পরবর্তী লেখকগণের রচনায় অন্যান্য তারিখও উল্লিখিত)। ১২৩/৮২৮ তাঁহার জন্মসাল হিসাবে পুনপুন বর্ণিত হইলেও তিনি নিজে তাহা জানিতেন না (ইরশাদ, ৫খ., ৮৬)। আল-আস'মা'ঈ-এর নিস্‌বা একজন পূর্বপুরুষ আল-বাহিলী গোত্রের আস্‌'মা' হইতে উদ্ভূত। আল-বাহিলী কুখ্যাত কা'য়সী গোত্র আল-বাহিলার সঙ্গে সম্পর্কিত বলিয়া জনৈক সমসাময়িক কবির ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় ইহার ইংগিত রহিয়াছে(ইবনু'ল-মুতায্য, তাবাকা'তু'শ-শু'আরা ১৩০ এবং আস-সীরাফী, ৫৮ প.)। একটি উপাখ্যানে তিনি নিজেকে বানূ আস্‌'র ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন কা'য়স আয়লান-এর বংশধর বলিয়া উপস্থাপন করিয়াছেন (আল-কা'লী, আল-আমালী, ১খ., পৃ. ১১৭)।

এই বিদ্বান ব্যক্তি, তাঁহার সমসাময়িক আবূ 'উবায়দা (দ্র.) এবং আবূ যায়দ আল-আনসারী (দ্র.) এই ত্রয়ীর নিকট পরবর্তী ভাষাতত্ত্ববিদগণ 'আরবী কাব্য ও শব্দজ্ঞানের ক্ষেত্রে বহুলাংশে ঋণী। তাঁহারা সকলেই বসরার আবূ 'আমর ইব্‌নু'ল-'আলা (দ্র.)-এর শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে সাহিত্যিক আল-জাহি'জ স্বীয় রচনাবলীতে তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি এবং অসাধারণ বিশ্লেষণধর্মী মন আল-আস'মা'ঈকে খ্যাতি দিয়াছে। তিনি তাঁহার শিক্ষকের নিকট হইতে ভাষাতত্ত্বের নির্ধারিত সীমা সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি অর্জন করিয়াছিলেন (দ্র. আবূ 'আমরের কথিত বাক্য সুয়ূত'ী কর্তৃক উদ্ধৃত, আল-মুযহির, ১খ., ৩২৩)। বেদুঈনদের নিকট হইতে ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব অনুসন্ধানের পদ্ধতি, যাহা সম্ভবত বসরায় আবূ 'আমরের উৎসাহে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, উহা তাঁহার শিষ্যগণ গ্রহণ করেন। বসরায় বেদুঈন শিক্ষকদের একটি তালিকা ফিহ্‌রিস্ত গ্রন্থে পৃ. ৪৩ প. দেওয়া হইয়াছে (তু. আল-মুযহির, ২খ., ৪০১ প.)। বসরার সাধারণ লোকেরাও তাঁহার জ্ঞান পিপাসা সম্বন্ধে অবগত ছিল এবং ভাষাতত্ত্বে নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী এক শায়খের সন্ধান দানে সমর্থ ছিল (দ্র. আল-মুযহির, ২খ., ৩০৭)। বিভিন্ন কাহিনী হইতে আরও জানা যায় যে, তিনি অশ্বারোহণে মরুভূমিতে বেদুঈনদের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং তাহাদের কণ্ঠ হইতে খণ্ড কবিতাগুলি সংগ্রহ করিতেন। তাদের যৌবনেই তাঁহার নিকট জ্ঞান লাভে আগ্রহী শিক্ষার্থিগণ তাঁহার সন্ধান করিতেন এবং তাঁহার মজলিস (সাহিত্যসভা) সুপরিচিত ছিল। ভাষাতত্ত্বের যে সমস্ত শাখা ইতোমধ্যেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে অভিধান রচনাই তাঁহার মেধার বিশেষ উপযোগী ছিল। পক্ষান্তরে আবূ যায়দ ব্যাকরণে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন এবং খালীল ছন্দ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে তাঁহার সম্পর্কে হতাশ ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয় (দ্র. ইব্‌ন জিন্নী, আল-খাসাইস', ৩৬৭)।

বাগদাদে ও হারূনুর-রাশীদের দরবারে আল-আসমা'ঈর আগমন সম্পর্কে বিভিন্ন কিংবদন্তী পাওয়া যায়। আল-য়াফি'ঈ, ২খ., ৬৬, কর্তৃক উদ্ধৃত এবং আল-মারযুবানী কর্তৃক বিবৃত একটি কাহিনী অনুসারে তিনি খলীফার সঙ্গে পূর্বেই বসরায় সাক্ষাত করিয়াছিলেন। যুবরাজ মুহ'াম্মাদ আল-আমীন কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া প্রধান মন্ত্রী আল-ফাদ'ল ইব্‌নু'র-রাবী' কর্তৃক তিনি খলীফার সঙ্গে পরিচিত হন (তারীখ বাগ'দাদ, ১০খ., ৪১১)। কিন্তু আল-জাহ'শিয়ারীর আল-উযারা, ১৮৯, অনুসারে তিনি খলীফা হারূনুর-রাশীদের সহিত জা'ফার ইব্‌ন য়াহ'য়া আল-বারমাকীর মাধ্যমে পরিচিত হন। বারমাকীগণ তাঁহাকে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দান করেন (ইব্‌নু'ল-মুতায্য, গ্র., পৃ. ৯৮)। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহাদের পতন সম্বন্ধে ব্যঙ্গাত্মক রচনা হইতে তিনি বিরত হন নাই (আল-জাহ'শিয়ারী, ২০৬)। জা'ফারের অন্তরঙ্গ হওয়ায় ১৮৭/৮০২ সালে তাঁহার পতনের সংবাদ অবগত হইয়া তিনি স্বীয় জীবন বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় শংকিত হন (প্রাগুক্ত)। আল-আস'মা'ঈর মতে রাজদরবারে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কবি ইসহ'াক ইব্‌ন মাওসিলী তাঁহার বুদ্ধিমত্তার জন্য খলীফার নিকট হইতে নগদ পারিশ্রমিক লাভে অধিক কৃতকার্য হন (আগ'ানী, ৫খ., ৭৭; আল-হু'স'রী, যাহরু'ল-আদাব, ১০১৪ এবং ইরশাদ, ২খ., ২০৫)। ইব্‌ন 'আবদ রাব্বিহি-এর 'ইক'দ-এ অন্তর্ভুক্ত কিছু সংখ্যক অসাধারণ কাহিনী (নাওয়াদির) এবং মজাদার গল্প (মুলাহ') দ্বারা আল-আস'মা'ঈ খলীফার মনোরঞ্জন করেন। মনে করা হইয়া থাকে যে, হারূনের মৃত্যুর পর আল-আস'মা'ঈ বসরায় প্রত্যাবর্তন করেন। একটি মাত্র প্রমাণের ভিত্তিতে দেখা যায়, মারব-এ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল (ইব্‌ন খাল্লিকান নং ৩৮৯)।

বসরা ও বাগদাদে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এবং পরিচিত পরিমণ্ডলে তাঁহার রচিত এবং তাঁহার সম্পর্কিত অসংখ্য গল্প 'আরবী সাহিত্যে স্থান লাভ করে। ঐ সকল গল্পের কোন কোনটিতে তাঁহার প্রামাণ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিধৃত। জানা যায় যে, কর্মজীবনের সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থানকালে তাঁহার পর্যাপ্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি গরীব হালে জীবন অতিবাহিত করিতেন। পারস্যবাসীদের বিলাসবহুল জীবনের বিপরীতে হ'াদীছে' বর্ণিত 'উমার আল-খাত্'তা'ব (রা)' এবং আল-হ'াসান আল-ব'াস'রী (র)-এর সকল জীবনযাত্রা 'আরবদের নির্মল জীবনধারার আদর্শ হিসাবে তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল (জাহি'জ, আল-বুখালা; আল-হ'াজিরী, ১৮৬)। তাঁহার বর্ণিত মরুবাসী অশিক্ষিত নরনারীর অসংখ্য বচন শুধুমাত্র বালাগা (বাক্যালংকার)-এর নিদর্শন নহে, বরং সরল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষের আন্তরিক ধর্মানুরাগের চিত্রায়ণও বটে। আবেগপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী শোকগাথা (মারছি'য়া) প্রতি তাঁহার অনুরাগ স্বীয় ধর্মানুরাগের নিরিখে 'আরব জাতিকে আদর্শস্বরূপ গণ্য করার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বলা হইয়াছে যে, তিনি কখনও ব্যঙ্গাত্মক কবিতা প্রচার করেন নাই। তিনি হ'াসান আল-বাস'রীর উক্তিসমূহ নির্ভরযোগ্যভাবে বিবৃত করিয়াছেন। অসংখ্য বর্ণনার প্রারম্ভে রহিয়াছে, "আমি জনৈক বেদুঈনকে প্রার্থনার মধ্যে বলিতে শুনিয়াছি।" একই মূলনীতি অনুসারে তিনি এই জাতীয় বর্ণনা দিয়াছেন। পরবর্তী লেখকদের রচনায় এই সমস্ত আবেগপূর্ণ উপাদান আল-আস'মা'ঈ-এর চরিত্র চিত্রণের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। ইব্‌ন দুরায়দ-এর কাল্পনিক কিংবদন্তীসমূহের একটিতেও আল-আস'মা'ঈর প্রতি আরোপিত আবেগপ্রবণ গল্পে ইহা সন্নিবেশিত

হইয়াছে(আল-কালী, আল-আমালী, ২খ., ৭)। ইবনু'ল-'আরাবীর মুহাম্মাদারাতু'ল-আবরার-এ বসরার সুবিজ্ঞ ভাষাতত্ত্ববিদ, তাঁহার সমসাময়িক মিসরের অধ্যাত্মবাদী যু'ন-নূন-এর মতই বলিয়াছেন যে, নিঃস্ব বেদুঈন ও তরুণীদের সহিত সাক্ষাতে তাহারা স্বর্গীয় প্রেমের দৃঢ় রহস্য সম্বন্ধে অপ্রত্যাশিত ও অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তাঁহার নিকট দিয়াছে (প. গ্র., ১খ., ৮১ এবং ১৩৩)।

তাঁহার সমসাময়িক রক্ষণশীল এবং পরবর্তী লেখকগণ এই ব্যাপারে একমত হইয়াছেন যে, আল-আস'মা'ঈ ছিলেন গোড়া সুন্নী। ইব্রাহীম আল-হারাবী (মৃ. ২৮৫/৮৮৯)-এর মতে বসরার ভাষাতত্ত্ববিদগণের মধ্যে কেবল চারিজন সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন এবং আল-আস'মা'ঈ (তারীখ বাগ'দাদ, ১০খ., ৪১৮; তু. ইবনু'ল-আনবারী, ১৭০) তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার ধর্মনিষ্ঠার উদাহরণস্বরূপ বর্ণিত হয়, যে কোন শব্দতাত্ত্বিক প্রশ্ন, যাহা কু'রআনের পাঠ ও হা'দীছের বর্ণনার উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাহার উত্তরে গুনাহ এড়াইবার উদ্দেশে তিনি পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করিতেন (দৃষ্টান্তের একটি তালিকার জন্য দ্র. আল-মুযহির, ২খ., ৩২৫ প.)। ফলে তাঁহার শিক্ষক নাফি' এবং মদীনার কা'রীগণের মতানুসারে (এই বিষয়ে দ্র. A. Jeffery সম্পাদিত Two Muqaddimas to the Quranic Sciences, কায়রো ১৯৫৪ খৃ., ১৮৩) আল-আস'মা'ঈ তাফসীর করা হইতে বিরত থাকেন (আল-মুযহির ২খ., ৪১৬ এবং ইরশাদ, ১খ., ২৬প.)। যেই ক্ষেত্রে আবূ 'আমর এবং আবূ 'উবায়দা মনে করিতেন যে, লুগ'াত (ভাষা) অনুশীলন কু'রআনের উপর নির্ভরশীল, সেই ক্ষেত্রে আল-আস'মা'ঈ নিজ সত্তার মধ্যে কা'রী, ব্যাকরণবিদ এবং কাব্যের বর্ণনাকারিগণকে পৃথকভাবে গ্রহণ করিতেন। এই প্রেক্ষিতে তিনি মু'তাযিলা এবং কা'দারিয়া মতবাদীদের বিরোধী ছিলেন, যাহারা তাঁহার 'মতে' স্ব স্ব রায় অনুসারে কু'রআনের উপর মন্তব্য করিতেন, যেমন আবূ 'উবায়দা তাঁহার আল-মাজায-এ করিয়াছেন (ইরশাদ, ২খ., ৩৮১ ও ৭খ., ১৬৭)।

কাব্যের সংগ্রাহক ও প্রচারক হিসাবে আল-আস'মা'ঈ এবং সমকালীন কর্মীদের "বিখ্যাত প্রচারক" হা'ম্মাদ আর-রাবি'য়া ঃ এবং খালাফ আল-আহ'মার (দ্র.) কর্তৃক প্রধানত প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইহাদের চরিত্র নির্ভরযোগ্য না হওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি সুস্পষ্টভাবে বহু অসুবিধা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন (ইরশাদ, ৪খ., ১৪০ এবং আল-মুযহির, ২খ., ৪০৬; তু. Blachere, ৯৯ প.)। প্রাক-ইসলামী বিখ্যাত কবিদের গীতিকাব্যের পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক সংগ্রহের অভিপ্রায়ে তিনি হা'দীছ' সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সময়ের মানদণ্ডে একটি অসাধারণ সমালোচনা পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন যাহাতে 'আরব উপদ্বীপের ভূ-সংস্থান, (topography), উপজাতিদের বংশবৃত্তান্ত এবং সর্বোপরি ভাষা (লুগ'াত) ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান তাঁহার রচনায় বিকাশ লাভ করে। তাঁহার শিষ্যদের মাধ্যমে সম্প্রচারিত এই সমস্ত সমালোচনাপূর্ণ মন্তব্য পরবর্তী ভাষ্যকার-গণের রচনায় স্থান লাভ করিয়াছে। আল-আস'মা'ঈ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর তাঁহার শিষ্য ইব্ন হা'বীব, 'আলী ইব্ন 'আবদিল্লাহ আত'-তূ'সী এবং পরিশেষে আত্-সুক্কারী দীওয়ানসমূহের চূড়ান্ত সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

প্রাক-ইসলামী অথবা আদি ইসলামী যুগের যে ৭২টি খণ্ড-কবিতা তিনি আল-আস'মা'ঈয়্যাত (সম্পা. ahlwardt, Sammlungen alter arabischer Dichter,১খ., বার্লিন ১৯০২ খৃ.) নামক সংকলনে সংগৃহীত করেন, তাহা হইতে আল-আসমা'ঈর সাহিত্য রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্য সমালোচনা (নাক্'দু'শ-শি'র) বিষয় সম্পর্কে পরবর্তী লেখকগণ আল-আস'মা'ঈর বহু সংখ্যক উক্তির উদ্ধৃতি দিয়াছেন। কোন কোন কবিকে ফাহ্'ল (শ্রেষ্ঠ কবি) হিসাবে গণ্য করা যায়, তাঁহার শিক্ষক আল-আস'মা'ঈ এই প্রশ্নের যে সকল উত্তর দিয়াছেন, তাঁহার শিষ্য আবূ হা'তিম আস-সিজিস্তানী কুহ'লাতু'শ-শু'আরা (সম্পা.Torrey, ZDMG, ১৯১১ খৃ., ৪৮৭-৫১৬) নামক গ্রন্থে তাহা সংকলন করেন। আল-আস'মা'ঈর বিবরণমতে আবূ 'আমরকে কোন ইসলামী কবির উদ্ধৃতি দিতে শোনা যায় নাই (ইব্ন রাশীক', আল-'উম্দা, ১খ., ৭৩)। তাঁহার শিষ্য লুগায় পারদর্শী নূতন কবিগণকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিতেন। (উদাহরণস্বরূপ ইবনু'ল-জাররাহ' 'আল-ওয়ারাক'া, ৬০; মুয়াল্লাদুন-এর সমালোচনার জন্য দ্র. J.fuck 'আরাবিয়া, ২২ প.)।

এই গবেষণা কর্মের প্রারম্ভ হইতে ইরাকে ভাষাতত্ত্ববিদ কর্তৃক যে পদ্ধতিতে এক জাতীয় শব্দগুলির একত্র সমাবেশ করা হইয়াছিল, আল-আস'মা'ঈ তাঁহার শব্দতাত্ত্বিক বিরাট সংগ্রহে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া একটি পুস্তিকা (Monograph) সিরিজ প্রণয়ন করেন, যাহার তালিকা ফিহ্‌রিস্ত, ৫৫-তে দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার জাযীরাতু'ল-'আরাব, ভৌগোলিক সংস্থান সংক্রান্ত একটি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। গ্রন্থটি লুপ্ত হইলেও য়াকূ'ত কর্তৃক তাঁহার মু'জাম-এ ইহার পর্যাপ্ত উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে (উদাহরণের জন্য দ্র. মু'জাম, ১খ., ৭০৫)। ফিহ্‌রিস্ত হইতে এই সমস্ত গ্রন্থের আকার সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় যে, শুধু গা'রীবু'ল হা'দীছ ২০০ পত্রী (Folio)-তে লিখিত। যাহা হউক, এই পুস্তিকা সিরিজের অনেকগুলি সংরক্ষিত রহিয়াছে (Brockelmann, ১খ., ১০৪ এবং SI, ১৬৪)। আল-আস'মা'ঈর ভাষাতাত্ত্বিক রচনার এই নমুনাগুলি যে তাঁহার সংগ্রহসমূহের চূড়ান্ত অবস্থা নির্দেশ করে না তাহা সুস্পষ্ট। তাহার অসম্পূর্ণ আন-নাবাত ওয়াশ্‌শাজার নামক (সম্পা. Haffner, বৈরূত ১৮৯৮ খৃ.) অসম্পূর্ণ গ্রন্থটির সহিত, আবূ হা'নীফা আদ-দীনাওয়ারী তাঁহার কিতাবুন নাবাত-এ আসমা'ঈ হইতে যে পর্যাপ্ত উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহার তুলনা করিলে এই কথা স্পষ্ট হইবে।

আল-আস'মা'ঈ-এর শিষ্যদের মধ্যে আবূ নাস'র আহ'মাদ ইব্ন হা'তিম আল-বাহিলী তাঁহার বর্ণনাকারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার শিক্ষকের গ্রন্থগুলি তিনি ছা'লাব-এর নিকট পৌঁছাইয়াছিলেন (ইরশাদ, ২খ., ১৪০)। এইগুলির প্রচারক হিসাবে আবূ 'উবায়দ আল-কা'সিম (দ্র.)-এর নামও উল্লেখ করা হইয়াছে, যিনি আল-আস'মা'ঈর গ্রন্থগুলিকে আবূ যায়দ আল-আনসা'রী এবং কূফার ভাষাতত্ত্ববিদদের নির্ভরযোগ্যতার উপর ভিত্তি করিয়া কতকগুলি অধ্যায়ে বিভাজন এবং কিছু তত্ত্ব সংযোজন করেন (ইরশাদ, ৬খ., ১৬২)। পরবর্তী অভিধান সংকলনকারীদের জন্য আল-আস'মা'ঈ কর্তৃক সংগৃহীত উপাদানসমূহের উৎস ছিল আল-আয্‌হারীর তাহ্‌যীবু'ল-লুগা ঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হইতে প্রাপ্ত উপাদানসমূহের কথা আল-আয্‌হারী ইহার ভূমিকায় (সম্পা. Zettersteen, MO.১৯২০ ১খৃ., ১৯২০ উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সীরাফী, Biographies ds Grammai-riens de lecole de Basra (Krenkow), প্যারিস-বৈরূত ১৯৩৬ খৃ., ৫৮-৬৮; (২) ফিহ্‌রিস্ত, ৫৫-৫৬; (৩) আর্-রাবা'ঈ

আল-মুন্‌তাকা মিন আখবারি'ল-আস্‌মা'ঈ, সম্পা. আত্‌-তানূখী, দামিশ্‌ক ১৯৩৬ খৃ.; (৪) তারীখ বাগ্‌দাদ, ১০খ., ৪১০-৪২০; (৫) য়াকূত, ইরশাদ, স্থা.; (৬) আগ্‌'নী, Tables; (৭) ইব্‌ন আল-আনবারী, নুযহা, ১৫০-৭২; (৮) ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ৩৮৯; (৯) আল-য়াফি'ঈ, মিরআতু'ল-জানান, ২খ., ৬৪-৭৭; (১০) সুয়ূতী, মুযহির, স্থা., (১১) ঐ লেখক, বুগ্‌য়া, ৩১৩ প.; (১২) 'আরবী গ্রন্থসমূহে বহু সংখ্যক প্রাসংগিক তত্ত্ব; (১৩) I. Glodziher, Muh. St., ১খ., ১৯৫, ১৯৯, ২খ., ১৭১; (১৪) Brockelmann, I, ১০৪, S I, ১৬৪-১৬৫; (১৫) R. Blachere, Litt., ১খ., ১১৩ প., ১৪২, ১৪৯; (১৬) C. Pellat, Le milieu basrien et la formation de Ganiz, ১৩৪।

B. Lewin (E.I.[2])/মুহঃ আবূ তাহের

আস্‌মাউ'র-রিজাল (اسماء الرجال) ঃ অর্থাৎ হ'াদীছ' বর্ণনাকারিগণের জীবন-চরিত। নবী কারীম (স')-এর জীবন ছিল কু'রআন মাজীদের বাস্তব রূপায়ণ। কু'রআন মাজীদ তাঁহাকে উত্তম আদর্শ হিসাবে পেশ করিয়া ঘোষণা করিয়াছে ঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (৩৩ ঃ ২১), অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র রাসূল [মুহ'াম্মাদ (স')] এরমধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ (স')-এর এই মর্মে নির্দেশ ছিল, "আমার নিকট যাহা কিছু শুনিবে এবং দেখিবে তাহা অন্যদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে।" বিদায় হ'জ্জের সময় তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন ঃ (فليبلغ الشاهد الغائب) অর্থাৎ "যাহারা (এখানে) উপস্থিত আছে তাহারা যেন আমার কথা অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছাইয়া দেয়"।

সাহাবীগণ প্রিয়নবী (স)-এর এই নির্দেশ মনে-প্রাণে গ্রহণ করেন এবং তাঁহারা নবী (স)-এর জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় ও নবূওয়াত প্রাপ্তির সূচনা লগ্নের ঘটনাবলী নিজেদের সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সাক্ষাতকারীদের নিকট বর্ণনা করিয়া যান। বস্তুতপক্ষে এই কাজেই তাঁহাদের সারা জীবন অতিবাহিত হয় এবং ইহাই তাঁহাদের নিত্যদিনের ধ্যান-ধারণার বিষয়ে পরিণত হয়। সা'হাবীগণের পর একইরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনা, একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা সহকারে তাবি'ঈগণ এই কার্যের গুরুদায়িত্ব বহন করেন। তাঁহারা সা'হাবীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের প্রতিটি কথা মন দিয়া শ্রবণ করেন এবং উহা স্মরণ রাখিয়া উহাকে সর্বদিক হইতে সংরক্ষণ করিবার প্রয়াস পান। তাবি'ঈগণের পর তাব-তাবি'ঈগণ এই কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। উপরিউক্ত বিষয়াদি জ্ঞাত ও অবহিত হওয়াকেই সেই আমলে 'ইল্‌ম বা জ্ঞান বলা হইত (কাশ্‌ফু'জ-জু'নূন, 'উমূদ, ৬৩৭)।

নবী কারীম (স')-এর জীবনেতিহাস, উত্তম আদর্শ, কথা ও কার্যাবলী মুসলিমগণ যেভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন উহার নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। তাঁহারা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া এই বিশাল ব্যক্তিত্বের জীবন-চরিত সংক্রান্ত ঘটনাবলী ও বাণীসমূহ জীবন্ত ছবি আকারে আমাদের নিকট তুলিয়া ধরিয়াছেন। ফলে হ'াদীছের ভাণ্ডারে আমরা তাঁহার ব্যাপক জীবনের অবিকল প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। 'আল্লামা শিব্‌লী যথার্থই লিখিয়াছেন, "কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের এই গৌরবের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া যাইবে না। তাঁহারা নিজেদের পয়গাম্বর (স)-এর জীবনেতিহাস ও ঘটনাবলীর এক একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকে এমনভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন যে, আজ পর্যন্ত অন্য কোন ব্যক্তির জীবনেতিহাস এমন পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও করার সম্ভাবনা নাই" (শিব্‌লী, সীরাতু'ন-নাবী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১খ., ১১)।

যাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স')-এর বাক্য ও কর্ম বর্ণনা, লিপিবদ্ধ ও সংকলন করিয়াছেন তাঁহারা রাবী বা হ'াদীছ' বর্ণনাকারী নামে অভিহিত। তাঁহাদের মধ্যে সা'হাবা তাবি'ঈন, তাবাতাবি'ঈন ও তাঁহাদের পরবর্তী চতুর্থ হিজরী পর্যন্ত অথবা তাহারও পরবর্তী কালের লোক রহিয়াছেন, যাঁহাদের সংখ্যা স্প্রেংগার (Sprenger)-এর মতে পাঁচ লক্ষ হইবে (ইংরেজী ভূমিকা, আল-ইসাবা'স্‌)। নবী কারীম (স)-এর দর্শন ও সাক্ষাত লাভ- কারিগণের মধ্যে অন্যূন দ্বাদশ সহস্র সাহাবীর নাম ও জীবন-পরিচিতি পাওয়া যায়।

রাবীগণের বর্ণনা হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়, যথা সি'হ'াহ্‌ সিত্তাঃ (হ'াদীছ'গ্রন্থের ছয়টি বিশুদ্ধতম সংকলন), মুসনাদ আহ্‌'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, মুআত্‌'তা ইমাম মালিক ইত্যাদি। তাহার পর সীরাত (জীবন-চরিত) ও মাগ'াযী (যুদ্ধ সংক্রান্ত) গ্রন্থসমূহে রাবীদের বর্ণনা রহিয়াছে। প্রথম দিকে হ'াদীছ' সংকলকগণের বিশেষ দৃষ্টি মাগ'াযীর প্রতি ছিল না। সর্বপ্রথম 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয (মৃ. ১০১ হি.) এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ফলে ইমাম যুহ্‌রী (মৃ. ১২৪ হি.) যুদ্ধ ও জীবন-চরিতের উপর কিতাবু'ল-মাগ'াযী নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সুহায়লী (মৃ. ৫৮১ হি.) এই গ্রন্থটিকে এই বিষয়ের সর্বপ্রথম গ্রন্থরূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। ইহার পর যুদ্ধ ও জীবন-চরিত বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ইমাম যুহ্‌রীর বিভিন্ন ছাত্রের মধ্যে দুইজনের নাম এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ঃ মূসা ইব্‌ন 'উক্‌বা (মৃ. ১৪১ হি.) ও মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইসহ'াক (মৃ. ১৫১ হি.)। কথিত আছে, প্রাথমিক যুগের গ্রন্থকারদের মধ্যে এই দুই ব্যক্তিই এই বিষয়ে ধারাবাহিকতার ইতি টানিয়াছেন। ইব্‌ন হিশাম (মৃ. ২১৮ হি.) ইব্‌ন ইস'হ'াকে'র গ্রন্থখানি পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করিয়া বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা সীরাত ইব্‌ন হিশাম নামে সুপরিচিত (মুদ্রণ, গোটিংগেন, ১৮৫৮-১৮৬০ খৃ.)। ইহার একটি ভাষ্য আর-রাওদু'ল-উনুফ (জামালিয়া মাত'বা ১৩৩১ হি.) নামে সুহায়লী লিখিয়াছেন। কিন্তু মূসা ইব্‌ন 'উক্‌'বা-র গ্রন্থটি কালের করাল গ্রাসে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তবে উহার একটি খণ্ডিত অংশ ঘটনাক্রমে রক্ষা পাইয়াছে এবং তাহা সাখাও SBBA, ১৯০৪ খৃ., ১১ খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও গ্রন্থটি দীর্ঘকাল যাবত লোকদের নিকট বিদ্যমান ছিল এবং জীবন-চরিতের সকল প্রাচীন গ্রন্থেই প্রচুর পরিমাণে উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বিষয়ে ইব্‌ন সা'দ (মৃ. ২৩০ হি.) প্রণীত ত'াবাকা'ত অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই উচ্চ মানের গ্রন্থটির প্রথম দুই খণ্ডে রাসূলুল্লাহ (স')-এর জীবনী এবং অবিশিষ্ট দশ খণ্ডে সা'হাবা ও তাবি'ঈনের জীবনেতিহাস রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কিত বিষয়ে তিরমিযী'র (মৃ. ২৭৯ হি.) আশ-শামাইলু'ন- নাবাবি'য়্যা ওয়া'ল-খাস'াইলু'ল-মুস্‌'ত'াফাবি'য়া (মুদ্রণ আস্‌তানা ১২৬৪ হি.) গ্রন্থের স্থান সকলের ঊর্ধ্বে। উহার অসংখ্য ভাষ্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, যাহাদের মধ্যে কা'দী 'ইয়াদ' (মৃ. ৫৪৪ হি.) রচিত আশ্‌-শিফা বি-তা'রীফি হু'কূকি'ল-মুস্‌'ত'াফা (মুদ্রণ মিসর ১২৭৬ হি.) গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। 'আল্লামা আল-খাফাজী (মৃ. ১০৬৯ হি.) নাসীমু'র-রিয়াদ' (মুদ্রণ আস্‌তানা ১২৬৭ হি.) নামে ইহার একটি ভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা আল-ওয়াকি'দীর (মৃ. ২০৭ হি.) নামোল্লেখকরণ হইতে বিরত রহিয়াছি, যিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবন-চরিত সম্পর্কে দুইটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, যথা কিতাবু'স-সীরা ও

কিতাবু'ত-তারীখ ওয়া'ল-মাগা'যী। ইহার কারণ, ইমাম শাফি'ঈ (মৃ. ২০৪ হি.) মন্তব্য করিয়াছেন যে, আল-ওয়াকি'দীর যাবতীয় রচনা মিথ্যার বেসাতিতে পরিপূর্ণ।

হা'দীছ ও জীবনী হইতে ভিন্নতর কিছু ঐতিহাসিক গ্রন্থও রহিয়াছে যাহা হা'দীছ শাস্ত্রের ন্যায় ইস্‌নাদ সহকারে লিখিত হইয়াছে। 'আল্লামা ইব্‌ন জারীর আত-তা'বারী (মৃ. ৩১০ হি.) রচিত তা'রীখু'র-রুসু'ল ওয়াল-মুলূক (মুদ্রণ লাইডেন ১৮৭৯ খৃ. প.) এইরূপ একটি গ্রন্থ। ইহার একটি পরিপূরক গ্রন্থ আল-আরীব ইব্‌ন সা'দ আল্-কু'র্‌তু'বী লিখিয়াছেন (মুদ্রণ, লাইডেন ১৯৯৭ খৃ.)। তারপর তাফসীরু'ল-কু'রআন বিষয়েও ইসনাদ লিখিত হইয়াছে। 'আল্লামা ইব্‌ন জারীর তা'বারীর তাফসীর জামি'উ'ল-বায়ান (মুদ্রণ, আল-আমীরিয়্যা ১৩২২-১৩৩০ হি.) এই রীতিতে লিখিত।

হা'দীছ ও মাগা'যী রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনকাল হইতে এক শতাব্দী পরে সংগৃহীত হইয়াছে। তাই বলিয়া এই বিষয়দ্বয় এক শতাব্দী পর্যন্ত শুধু মৌখিক বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং নবী কারীম (স)-এর সময়েই কিছু পরিমাণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। অতঃপর সা'হা'বা ও তাবি'ঈগণের আমলে উহা সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তৃতীয়/নবম শতাব্দীতে গ্রন্থভুক্ত (Codification) করা হয়। হা'দীছ' বর্ণনার ব্যাপারে মুহা'দ্দিছগণ যে রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা এই নহে যে, প্রতিটি শোনা কথাই গ্রহণ করা হইবে এবং তাঁহাদের সামনে ছিল নবী কারীম (স)-এর এই হা'দীছ' ঃ كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع অর্থাৎ "কাহারও মিথ্যাবাদী হইবার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, সে প্রতিটি শোনা কথাই বলিয়া বেড়ায়।" এইজন্য হাদীছ বর্ণনা গ্রহণের ব্যাপারে কঠোর শর্ত আরোপ করা হয় এবং এই প্রসংগে বিস্তারিত নিয়ম-কানুনও প্রণয়ন করা হয়।

রিওয়ায়াত (روا ية) ঃ বর্ণিত হা'দীছ' গ্রহণ সম্পর্কে একটি নিয়ম এই ছিল যে, যে হাদীছ' গ্রহণ করা হইবে তাহা সেই ব্যক্তির নিজের মুখে শুনিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, যে বর্ণনাকারী স্বয়ং ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট। আর যদি সে নিজে ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট না হয় তবে ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত সকল বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকা অপরিহার্য। তদুপরি সকল বর্ণনাকারীর নাম ক্রমানুযায়ী উল্লেখ করা এবং বর্ণনার ধারাবাহিকতা মূল ঘটনা পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রাখা, সেই সঙ্গে ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ইহাও নিরূপণ করা আবশ্যক যে, যে সকল রাবী'র নাম সনদে (বর্ণনার ধারাহিকতায়) উক্ত হইয়াছে তাঁহাদের পরিচয় কি, বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্থান কোথায় ? তাহাদের স্মৃতিশক্তি কিরূপ ? তাহারা কিরূপ বোধশক্তির অধিকারী ? তাহাদের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা কতখানি ? আচার-আচরণে তাহারা কেমন? তাহাদের 'আকীদা (ধর্মবিশ্বাস) কি ? তাহারা কি সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন, না মোটা বুদ্ধির লোক ? তাহাদের জন্ম -মৃত্যুর তারিখ কি ? কোন্ পরিবেশে তাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হইয়াছে ?

মোটকথা হা'দীছ'-এর প্রত্যেক রাবী সম্পর্কে এই ধরনের প্রশ্নাদির জবাব খুঁজিয়া বাহির করা হইত। তাহার পর রাবীগণের মান অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস (তাবাকা'ত) করা হইত, কারণ স্পষ্টতই কোন কোন রাবী অত্যন্ত মেধাবী, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হইতেন, আবার কাহারও কাহারও মধ্যে এই সকল গুণ স্বল্প পরিমাণে থাকিত। কাহারও স্মৃতিশক্তি ভাল ছিল, আবার কাহারও ভাল ছিল না। স্মৃতিশক্তির এই বিভিন্নতার ভিত্তিতে অনেক বিতর্কিত বিষয়ের সুরাহা করা হয়। কারণ নিয়ম এই যে, ঘটনা যে পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ হইবে সাক্ষ্যও সেইরূপ উচ্চ মানের হইতে হইবে [যায়নু'দ-দীন আল-'ইরাকী (মৃ. ৮০৬ হি.), ফাতহু'ল-মুগী'ছ, পৃ. ১২০]।

হা'দীছের রাবী'গণের পরিচয় লাভ ও তাঁহাদের মানগত স্থান নিরূপণের জন্য শত সহস্র মনীষী নিজেদের জীবনপাত করিয়াছেন। তাঁহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া রাবী'গণের সহিত সাক্ষাত করত তাঁহাদের সম্পর্কে সর্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। আর যাঁহারা তাঁহাদের সমকালীন ছিলেন না, তাঁহাদের সম্পর্কে তাঁহাদের সমসাময়িক অথবা উঁহাদের মাধ্যমে আরও পূর্ববর্তীদের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এইভাবে গৌরবমণ্ডিত যে শাখাটি অস্তিত্বে আসে তাহাই 'আসমাউ'র-রিজাল' নামে অভিহিত। হা'দীছ' বর্ণনাকারিগণের নাম, উপাধি, স্বভাব-চরিত্র ও গুণাবলী, তাঁহাদের সমালোচনা ও শ্রেণী— এক কথায় তাঁহাদের বিস্তারিত জীবন-চরিত এই শাখার অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ড. স্প্রেঙ্গার আল-ইসা'বা ফী তাময়ীযি'স-সাহা'বা গ্রন্থের ইংরেজী ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'পৃথিবীতে এমন কোন জাতির আবির্ভাব হয় নাই অথবা বর্তমানে এমন কোন কোন জাতির অস্তিত্বও নাই যাহারা মুসলমানদের ন্যায় আস্‌মাউ'র-রিজালের মত জ্ঞানের একটি বিরাট শাখার উৎপত্তি ঘটাইয়াছে।'

যে সকল মনীষী এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যের দায়িত্বভার বহন করিয়াছেন তাঁহারা এমন ছিলেন যে, নিজেদের কর্তব্য পালন করিতে কাহারও তিরস্কার বা প্রশংসা তাঁহাদেরকে আদর্শচ্যুত করিতে পারে নাই; কাহারও জ্ঞান-গরিমা তাঁহাদের পথে বাধার সৃষ্টি করিতে এবং তাঁহাদের কলম তরবারি দ্বারা কেহ স্তব্ধ করিতে পালে নাই। এইরূপে ইসলামের প্রবর্তক মহানবী (স')-এর সীরাত ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস তথা ইসনাদ ভিত্তিক বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত। ফরে উহা কাল্পনিক কাহিনী ও সন্দেহযুক্ত কথাবার্তার স্তরে না থাকিয়া ইতিহাসের মাপকাঠিতে সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হয় এবং কালের গহ্বরে বিলীন হওয়া হইতেও রক্ষা পায়। রেভারেণ্ড বসওয়ার্থ স্মীথ (Rev. Bosworth Smith)-এর ভাষায়, "এখানে পূর্ণ দিনের আলো বিরাজমান যাহা প্রতিটি বস্তুর উপর পতিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে" (Mohamed and Mohammedanism, ১৮৮৯ খৃ., পৃ. ১৫)। ইহাতে শুধু ইসলাম ও ইসলামের প্রবর্তকের অবস্থাই ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করে নাই, বরং এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়াদি সংরক্ষিত হইয়াছে কোন না কোনভাবে যাহার নবী কারীম (স)-এর সহিত সম্পর্ক ছিল। ইহা বলা যায় যে, অন্য কোন জাতির বর্ণনাপঞ্জিতে ও ইতিহাস ভাণ্ডারে ইহার এক-দশমাংশও পাওয়া যাইবে না।

সাহা'বীগণ তো সকলেই সত্যবাদী ছিলেন। তাঁহাদের পরে প্রাথমিক যুগে স্বল্প সংখ্যক মিথ্যাবাদী রাবী'র সন্ধান পাওয়া যায়। এই যুগে হা'রিছু'ল-আ'ওয়ার (মৃ. প্রায় ৬৫ হি.), মুখতারুল-কায্‌যা'ব (মৃ. ৬৭ হি.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া হইতে বুঝা যায় যে, এই সময়ে সমাজে মিথ্যাবাদী রাবী'র নাম সহজেই ধরা পড়িত। উহার পর সময়ের আবর্তনে দুর্বল রাবী'র সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই কারণেই শুরুতে ইসনাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইত না আর উহার প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু ক্রমে উহা একটি অধ্যয়নের বিষয়ে পরিণত হয় বলিয়া উহার প্রতি পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইমাম দারিমী (মৃ. ২৫৫ হি.) উল্লেখ করিয়াছেন, "প্রথম দিকে মুহা'দ্দিছগণ রাবী'দের সম্পর্কে কোন প্রকার অনুসন্ধান করিতেন না; কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁহারা তাঁহাদের বিষয়ে খোঁজ-খবর

লইতে শুরু করেন" (সুনান, ভূমিকা ও অধ্যায় ৩৭)। এইরূপে রাবীদের সমালোচক প্রতিভাবান ইমামের আবির্ভাব ঘটে। উদাহরণস্বরূপ সা'ঈদ ইব্‌নু'ল মুসায়্যাব (মৃ. ৯৪ হি), সা'ঈদ ইব্‌ন জুবায়র (মৃ. ৯৫ হি.), আশ্‌-শা'বী (মৃ. ১০৩ হি.), মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (মৃ. ১১০ হি), সুলায়মান আল-আ'মাশ (মৃ. ১৪৮ হি.), মা'মার (মৃ. ১৫৩ হি.), শু'বা (মৃ. ১৬০ হি.), সুফ্‌য়ান আছ্‌-ছাওরী (মৃ. ১৬১ হি.), হ'াম্‌মাদ ইব্‌ন সালামা (মৃ. ১৬৭ হি), লায়ছ' ইব্‌ন সা'দ (মৃ. ১৭৫ হি.), ইমাম মালিক (মৃ. ১৭৯ হি.), 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নু'ল-মুবারাক (মৃ. ১৮১ হি.), বিশ্‌র ইব্‌নু'ল-মুফাদ্‌দ'াল (মৃ. ১৮৭ হি.), ওয়াকী' ইব্‌নু'ল-জাররাহ' (মৃ. ১৯৭ হি.) ও সুফ্‌য়ান ইব্‌ন 'উয়ায়না (মৃ. ১৯৮ হি.)।

আস্‌মাউ'র-রিজাল বিষয়ে সর্বপ্রথম সম্ভবত আবূ সা'ঈদ য়াহ'য়া ইব্‌ন সা'ঈদ ইব্‌ন ফাররূখ (মৃ. ১৯৮ হি.) গ্রন্থ রচনা করেন, যাহা বর্তমানে বিলুপ্ত। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে য়াহ'য়া ইব্‌ন মু'ঈন (মৃ. ২৩৩ হি.), ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হ'াম্বল (মৃ. ২৪১ হি.), 'আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-মাদীনী (মৃ. ২৩৪ হি.), আবূ হ'াফ্‌স' 'আমর ইব্‌ন 'আলী আল-ফাল্লাস (মৃ. ২৪৯ হি.), বুন্‌দার (মৃ. ২৫২ হি.) প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। অতঃপর মুস'ান্নাফ গ্রন্থ প্রণেতা আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবী শায়বা, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার আল-ক'ওয়ারীরী (মৃ. ২৩৫ হি.), ইসহ'াক' ইব্‌ন রাহওয়ায়হ, আবূ জা'ফার মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-মাওসি'লী (মৃ. ২৪২ হি.), হারূন ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-হ'াম্‌মাল (মৃ. ২৪৩ হি.) এবং তারপর আবূ যু'র'আ আর-রাযী, আবূ হ'াতিম, ইমাম আল-বুখারী (মৃ. ২৫৬ হি.), ইমাম মুসলিম (মৃ. ২৬১ হি.), আবূ দাউদ আস-সিজিস্‌তানী (মৃ. ২৭৫ হি.) ও বাকি'য়্যি ইব্‌ন মাখ্‌লাদ (মৃ. ২৭৬ হি.) এই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন।

আস্‌মাউ'র-রিজাল বিষয়ে প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইমাম বুখারী (র)-র নিম্নলিখত গ্রন্থসমূহ সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য ঃ আত্‌-তারীখু'ল-কাবীর, আত্‌-তারীখু'স-সাগীর (মুদ্রণ ভারত ১৩২৫ হি.), আদ্‌-দু'আফাউ'স-সাগীর (গ্রন্থটি আত্‌-তারীখু'স' সাগীরের সঙ্গে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু উহার আগে প্রথম হায়দারাবাদ, ভারত হইতে ১৩২৩ হি. প্রকাশিত হয়), কিতাবু'ল-মুফরাদাত ওয়াল-ওয়াহ'দান (মুদ্রণ ভারত ১৩৩২ হি.)। ইব্‌ন হাজার বলেন, "মাসলামা ইব্‌নু'ল-ক'াসিম (মৃ. ৩৫৩ হি.), আস-সি'লা নামে বুখারীর আত্‌-তারীখু'ল-কাবীরের একটি পরিশিষ্ট প্রণয়ন করিয়াছেন। কিন্তু আস্‌-সাখাবীর মতে আস্‌-সি'লা স্বয়ং মাসলামার-ই নিজস্ব কিতাবুজ-জাহির-এর পরিশিষ্ট। বুখারীর আত-তারীখ গ্রন্থের একটি পরিপূরক (তাক্‌মিলা) আদ-দারা কু'ত্‌নী এবং অন্যটি ইব্‌ন মুহিব্‌বুদ-দীন সংকলন করিয়াছেন। খাতীব আল-বাগ্‌দাদী (মৃ. ৪৬৩ হি.) আত্‌-তারীখ গ্রন্থের অনুসরণে আল-মুদি'হ' লি-আওহামি'ল-জাম' ওয়া'ত-তাফ্‌রীক' শীর্ষক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। আল-বুখারীর আত্‌-তারীখের উপর ইব্‌ন আবী হ'াতিমের (মৃ. ৩২৭ হি.) আরেকটি গ্রন্থ রহিয়াছে। ইমাম বুখারী (র)-র পর ইমাম মুসলিম কিতাবু'ল-মুফ্‌রাদাত ওয়াল-ওয়াহ্‌'দান (মুদ্রণ, হায়দরাবাদ, ভারত, ১৩২২ হি.) নামে আস্‌মাউ'র-রিজালের উপর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইমাম মুসলিমের সমসাময়িক আহ্‌'মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্‌ আল্‌-ইজ্‌লী (মৃ. ২৬১ হি.) রচিত কিতাবু'ল-জারহ' ওয়াত্‌-তা'দীল গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। তৎপর আবূ বাক্‌র আল্‌-বায্‌যার (মৃ. ২৯২ হি.) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ইহার পর ইমাম নাসাঈ (মৃ. ৩০৩ হি.)-র কিতাবু'দ-দু'আফা' ওয়া'ল-মাত্‌রূকীন (মুদ্রণ, ভারত ১৩২৩ হি.) রচিত হয়। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর গ্রন্থকারদের মধ্যে আরও চারিজনের নাম উল্লেখযোগ্য। যথা মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌'মাদ ইব্‌ন খিরাশ আদ-দুলাবী (মৃ. ৩১০ হি.) তিনি কিতাবু'ল-আস্‌মা ওয়া'ল-কুনা (মুদ্রণ, হায়দরাবাদ, ভারত, ১৩২২ হি.) গ্রন্থের প্রণেতা; ইব্‌ন আবী হ'াতিম, যিনি আল-জারহ্‌ ওয়াত্‌-তা'দীল নামে এই বিষয়ে একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (মুদ্রণ, হায়দরাবাদ, ভারত ১৯৫২ খৃ.), তাঁহর অপর দুইটি গ্রন্থের নাম কিতাবু'ল-মারাসীল (মুদ্রণ, হায়দরাবাদ, ভারত, ১৩২১ হি.) ও কিতাবু'ল-কুনা; ইমাম দারা কু'ত্‌নী (মৃ. ৩৮৫ হি.) দুর্বল রাবীদের পরিচিতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। প্রাথমিক লেখকদের নিকট এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন আবূ আহ'মাদ 'আলী ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন 'আলী আল-ক'াত্তান (মৃ. ৩৬৫ হি.) রচিত আল-কামিল ফি'ল-জারহ্‌' ওয়া'ত-তাদীল নামক গ্রন্থটি। উহার অপর নাম আল-কামিল ফী মা'রিফাতি'দ্‌-দু'আফা ওয়াল-মাত্‌রূকীন। ব্রকেলমান উহার আরেক নাম দিয়াছেন আল-কামিল ফী মা'রিফাতি'দ-দু'আফা ওয়াল-মুতাহাদ্‌দিছ'ীন। উহার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। ইমাম দারা কু'ত্‌নী উহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ইব্‌নু'ল-ক'ায়সারানী মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন তা'হির আল-মাক্‌'দিসী (মৃ. ৫০৭.) উহার একটি পরিশিষ্ট প্রণয়ন করিয়াছেন।

আয'-য'াহাবী তাঁহার মীযানু'ল-ই'তিদাল গ্রন্থে (৩খ., ৭৫) ইব্‌নু'ল-কায়সারানীর যোগ্যতা সম্পর্কে ভাল অভিমত ব্যক্ত করেন নাই। আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মাফ্‌রাহ' ইব্‌নু'র-রূমিয়্যা (মৃ. ৬৩৮ হি.) আল-হাযিল নামে উহার একটি বিস্তারিত পরিশিষ্ট প্রণয়ন করিয়াছেন এবং আল্‌-কামিলের দুই খণ্ডে উহার সংক্ষিপ্তসারও লিখিয়াছেন। অনুরূপ অপর এক টীকা আহমাদ ইব্‌ন আয়বাক আদ্‌-দিময়াতী (মৃ. ৭৪৯ হি.)-রও রহিয়াছে। ইব্‌ন 'আদী আরও একখানি গ্রন্থ কিতাবু'ল-আসমাই'স-স'াহ'াবা নামে লিখিয়াছিলেন। উহার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। পরবর্তী লেখকগণের গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি অতি উত্তম গ্রন্থ হইতেছে আবদুল-গ'ানী আল-মাক্‌দিসী (মৃ. ৪০৯ হি.) লিখিত আল-কামাল ফী আসমাইর-রিজাল। য়ূসুফ ইব্‌নু'য-যাকী আল-মিযযী (মৃ. ৭৪২ হি.) উক্ত গ্রন্থটিকে তাহ্‌যীবু'ল-কামাল ফী আসমাই'র-রিজাল নামে পুনর্বিন্যাস করিয়াছেন। এই গ্রন্থটি ১২ খণ্ডে সংরক্ষিত রহিয়াছে (আয্‌-যিরিক্‌লী, ৯খ., ২১৩)। ১৩ খণ্ডে উহার একখানি পরিপূরক গ্রন্থ ইক্‌মাল তাহ্‌যীবু'ল-কামাল ফী আস্‌মাই'র-রিজাল নামে রচনা করিয়াছেন আবূ 'আবদিল্লাহ 'আলাউ'দ-দীন আল-মুগাল্‌তা'ঈ ইব্‌ন কিলীজ (মৃ. ৭৬২ হি.), উহার কিছু অংশ সংরক্ষিত আছে (আয্‌-যিরিকলী, ৮খ., ১৯৬)। আয'- য'াহাবী (মৃ. ৭৪৮ হি.) তায্‌হীব তাহ্‌যীবি'ল-কামাল ফী আস্‌মাই'র-রিজাল নামে উহার একটি সংক্ষিপ্তসার লিখিয়াছেন, যাহা পরিমার্জনা ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ধন করিয়া আহ্‌'মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-খায্‌রাজী (জন্ম ৯০০ হি.) খুলাস'াঃ তায্‌হীব তাহ্‌যীবি'ল-কামাল ফী আসমাই'র-রিজাল নামে একখানি গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন (মুদ্রণ, বূলাক' ১৩০১ হি.)।

এই গ্রন্থটি খুলাসা তাহযীবু'ল-কামাল ফী আসমাই'র-রিজাল নামে মাত্‌'বাউল-খায়রিয়্যা, মিসর হইতে দ্বিতীয়বার ১৩২২ হি. প্রকাশিত হয়। মুগ'ালতা'ঈ জাম'উ আওহাদি'ত-তাহ্‌যীব এবং য'ায়ল 'আলা'ল-মুতালিফ ওয়া'ল-মুখ্‌তালিফ লি-ইব্‌নি নুক্‌'তা গ্রন্থ দুইটিও সংকলন করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থটি সম্পর্কে পরে উল্লেখ করা হইবে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী

আদ-দামিশ্‌কী (মৃ. ৭৬৫ হি. আবু'ল-'আব্বাস আহমাদ সা'দ আল-'আস্‌কারী (মৃ. ৭৫০ হি.), আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবি'ল মাজদ (মৃ. ৮০৪ হি.) প্রমুখ মনীষীও আল-কামিল ফী অস্‌মাইর-রিজাল গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার লিখিয়াছেন। ইকমালু'ত-তাহ্‌যীব নামে ইব্‌নু'ল-মুলাক্‌কান (মৃ. ৮০৪ হি.) একটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, যাহার সংক্ষিপ্তসার কাদী ইব্‌ন শুহ্‌বা (মৃ. ৮৫১ হি.) রচনা করেন। মুখ্‌তাস'ারু'ত-তাহযীব নামে একটি গ্রন্থ হাফিজ আল-ইন্দারায়শীও লিখিয়াছিলেন। আয-যাহাবী কর্তৃক আল-মিয্‌যীর গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসারের একটি পরিশিষ্ট তাকিয়্যুদ-দীন আবু'ল-ফাদ্‌ল মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ফাহ্‌দ (মৃ. ৮৭১ হি.) নিহায়াতুত-তাক্‌রীব ওয়া তাকমিলু'ত-তাহ্‌যীব নামে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহাতে আয-যাহাবী এবং ইব্‌ন হাজার-এর সেই গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসারের বিষয়বস্তুও সংগৃহীত হইয়াছে যাহার বিন্যাস তাঁহার পুত্র নাজমু'দ-দীন 'উমার করিয়াছেন। ইব্‌ন নাসিরু'দ-দীন উপরিউক্ত বিষয়বস্তুগুলি বাদী'আতু'ল- বায়ান ফী ওয়াফায়াতি'ল-আ'য়ান নামে ছন্দোবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার পর স্বয়ং আত্‌-তিবয়ান ফী বাদী'আ-তি'ল-বায়ান নাম দিয়া উহার একটি ভাষ্যও লিখিয়াছেন, যাহাতে যায়লে (পরিশিষ্ট) বর্ণিত নামের সহিত আরও কিছু নাম সংযোজন করা হইয়াছে। ইব্‌ন ফাহ্‌দ রচিত লাহ্‌জু'ল আলহাজ নামে তাবাকাতু'ল হুফ্‌ফাজ-এর একটি যায়ল (পরিশিষ্ট) মুদ্রিত হইয়াছে এবং উহা পাওয়া যায়।

হাফিজ 'আবদু'ল-গানী আল-মাক্‌দিসী প্রণীত আল-কামাল ফী আসমাই'র-রিজাল গ্রন্থটি যাহা আল-মিয্‌যী পুনর্বিন্যস্ত করিয়াছিলেন, সিহাহ্‌ সিত্‌তা (ছয়টি বিশুদ্ধতম হাদীছ গ্রন্থ)-এর রাবীগণের ব্যাপারে হাদীছবিদদের দৃষ্টিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। কিন্তু আল-মিয্‌যী অনেক দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন; ফলে গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধির কারণে উহা হইতে কেহ বিশেষ উপকৃত হইতে পারে নাই। 'আল্লামা যাহাবী আল-কাশিফ নামে এই গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্তসার তৈরি করেন এবং উহা বেশ জনপ্রিয় হয়। হাফিজ ইব্‌ন হাজার মূল গ্রন্থটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে, উহাতে রাবীদের বর্ণনা এমন সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে যে, কোন কোন স্থানে নিছক শিরোনামের আকার ধারণ করিয়াছে। ফলে তাঁহাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানিবার আগ্রহ জন্মে। তাই হাফিজ ইব্‌ন হাজার তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীব নামে নিজেই একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি তাক্‌রীবু'ত-তাহ্‌যীব (মুদ্রণ, লক্ষ্ণৌ ১২৭১ হি.) নামে তাহ্‌যীবু'ত-তাহ্‌যীবের সংক্ষিপ্তসারও প্রণয়ন করিয়াছেন। পরিশেষে আল্লামাঃ আস্‌-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.) যাওয়াইদুর-রিজাল 'আলা তাহ্‌যীবিল-কামাল নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর লেখকগণের মধ্যে আরও দুইজনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ আল-বায়হাকী (মৃ. ৪৫৮ হি.) ও ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র (মৃ. ৪৬৩ হি.)। আবূ বাক্‌র আহ্‌মাদ ইব্‌ন হুসায়ন আল-বায়হাকী রচিত কিতাবু'ল-আসমা ওয়াস-সিফাত (মুদ্রণ, এলাহাবাদ, ভারত ১৩১৩ হি.) একটি মূল্যবান গ্রন্থ। কর্ডোভার বিদ্বানগণের মধ্যে আবূ 'উমার জামালু'দ-দীন য়ূসুফ ইব্‌ন 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র-এর স্থান সম্ভবত সকলের উর্ধ্বে। আবু'ল-ওয়ালীদ আল-বাজী তাঁহার সম্পর্কে বলিতেন, ইল্‌মে হাদীছে আন্‌দালুসে ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র-এর সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নাই (ইব্‌ন খাল্লিকান, ২খ., ৩৪৮) এবং তিনি তাঁহাকে আহ্‌ফাজু আহ্‌লি'ল-মাগ্‌রিব (পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ হাফিজ-ই হাদীছ) নামে আখ্যায়িত করিতেন। তিনি সাহাবীগণের জীবন-চরিত সম্পর্কে আল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাতি'ল-আসহাব (মুদ্রণ, হায়দরাবাদ, ভারত, ১৩১৮ হি.) নামে একটি অত্যন্ত উচ্চ মানের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বিশিষ্ট সাহাবীগণের জীবন-চরিত সম্পর্কে রচিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ সম্ভবত 'আলী ইব্‌নু'ল-মাদীনীর মারিফাতু মান নাযালা মিনাস সাহাবাতি সাইরা'ল-বুলদান। ইহা একটি সংক্ষিপ্ত পাঁচ অধ্যায়ের গ্রন্থ। তাহার পরে রহিয়াছে ইমাম আল-বুখারী-র (মৃ. ২৫৬ হি.) রচনা।

অতঃপর আবু'ল-কাসিম আল-বাগাবী (মৃ. ৩১০ হি.), আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবী দা'উদ (মৃ. ৩১০ হি.), আব্‌দান ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী (মৃ. ২৯৩ হি.), আবূ আলী সা'ঈদ ইব্‌ন আবী মুহাম্মাদ 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌নুল জারূদ (মৃ. ৩০৭ হি.) [আল-আহাদ ফি'স-সাহাবা গ্রন্থের প্রণেতা], আবু'ল-কাসিম 'আবদু'স-সামাদ ইব্‌ন সা'ঈদ আল-হিম্‌সী (মৃ. ৩২৪ হি., যিনি হিম্‌স আগমনকারী সাহাবীগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন), 'আবদু'ল-বাকী আবু'ল-হুসায়ন ইব্‌নু'ল-কানী (মৃ. ৩৫১ হি.); 'উছমান ইব্‌নু'স-সাকান (মৃ. ৩৫৩ হি., কিতাবু'ল-হুরূফ ফি'স সাহাবাঃ গ্রন্থের প্রণেতা); আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিব্বান আল-বুস্‌তী (মৃ. ৩৫৪ হি.); আত্‌-তাবারানী (মৃ. ৩৬০ হি., মু'জাম কাবীর গ্রন্থ প্রণেতা); আবু'ল-ফাদ্‌ল মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুসায়ন (মৃ. ৩৬৭ হি.); আবূ হাফ্‌স ইব্‌ন শাহীন (মৃ. ৩৮৫ হি.); আবূ নু'আয়ম আল-ইসফাহানী (মৃ. ৪৩০ হি., হিল্‌য়াতু'ল-আওলিয়া গ্রন্থের প্রণেতা); আল্‌-খাতীব আল-বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩ হি.); আবূ 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন মানদা (মৃ. ৫১১ হি.), যিক্‌রু মান্‌ 'আশা মিআতা ওয়া 'ইশ্‌রীনা সানাতান্‌ মিনাস-সাহাবা গ্রন্থের প্রণেতা; আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমার আল-মাদীনী (মৃ. ৫৮১ হি.), ইব্‌ন মান্দা রচিত গ্রন্থের পরিশিষ্ট প্রণয়ন করেন যাহা ইব্‌ন মান্‌দা-এর গ্রন্থের দুই-তৃতীয়াংশের সমান ছিল, আদ-দূলাবী (যাঁহার উল্লেখ ইতোপূর্বে করা হইয়াছে), আবূ আহ্‌মাদ আল-হাসান ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-'আস্‌কারী (মৃ. ৩৮২ হি., যিনি গোত্রের ক্রম অনুসারে সাহাবীগণের উল্লেখ করিয়াছেন) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌নু'র-রাবী' আল-খায়রী (যিনি মিসর আগমনকারী সাহাবীগণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, দ্র. আদ্‌-দাও' উ'স্‌সারী, Journal of the Palestine Oriental Society, ১৯খ., ১৬৬, ১৯৩৯-১৯৪০ খৃ.)-এর নাম পাওয়া যায়। ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র তাঁহার গ্রন্থের নাম রাখিয়াছেন, 'আল-ইস্‌তী'আব' অর্থাৎ এই গ্রন্থে সমুদয় সাহাবীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে উহাতে অনেক সাহাবীর নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং একাধিক ব্যক্তি আল-ইস্‌তী'আব-এর পরিশিষ্ট ও সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করিয়াছেন। যেমন, আবূ বাক্‌র 'উমার ইব্‌ন খালাফ্‌ ইব্‌ন ফাত্‌হুন (মৃ. ৫১৯ হি.)-এর পরিশিষ্ট যাহাকে ইব্‌ন হাজার যায়লান্‌ হা'ফিলান্‌ বিস্তারিত পরিশিষ্ট (আল-ইসাবা, ১খ., ৩০) নামে স্মরণ করিয়াছেন অথবা আবূ 'আলী আল-হুসায়ন আল-গাস্‌সানী (মৃ. ৪৯৮ হি.)-এর পরিশিষ্ট। আল-ইস্‌তী'আবের একটি পরিশিষ্ট ই'লামুল-ইসাবা বি-আ'লামি'স্‌ সাহাবাঃ নামে মুহাম্মাদ ইব্‌ন য়া'কূব আল্‌-খালীল রচনা করিয়াছেন। হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে সাহাবীগণের জীবনেতিহাস সম্পর্কে 'ইয্‌যু'দ-দীন ইব্‌নু'ল-আছীর আল-জাযারী (মৃ. ৬৩০ হি.) উস্‌দু'ল-গাবা ফী মা'রিফাতি'স-সাহাবা (মাত্‌বাউ'ল ওয়া-হাবিয়্যা ১২৮৬ হি.) নামে একটি অতি উত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

উহাতে প্রায় সাড়ে সাত সহস্র সাহাবীর নাম ও জীবনেতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু উহাতে সাহাবীরূপে এইরূপ কিছু সংখ্যক ব্যক্তির উল্লেখ

রহিয়াছে যাঁহারা আসলে স'াহ'াবী নহেন। গ্রন্থটিতে আরও কিছু ত্রুটি রহিয়াছে। সুতরাং 'আল্লামা যাহাবী তাজ্‌রীদ আস্‌মাইস'-সাহ'াবা (মুদ্রণ, হ'ায়দরাবাদ, ভারত ১৩১৫ হি.) নামে উহার একটি সংক্ষিপ্তসার রচনা করিয়া উহার ত্রুটিগুলি দূরীভূত করত কিছু নামও সংযোজন করিয়াছেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বহু স'াহ'াবীর নাম বাদ পড়িয়া যায়। সুতরাং হ'াফিজ' ইব্‌ন হাজার (মৃ. ৮৫২ হি.) আল-ইস'াবাঃ ফী তামীযিস স'াহ'াবা (মুদ্রণ, কলিকাতা ১৮৪৮ খৃ. প.; মিসর ১৩২৩ হি.; মিসর ১৩৫৮ হি.) নামে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন। সাহাবীগণের জীবন কাহিনী ইব্‌ন সা'দ (মৃ. ২৩০ হি.) রচিত আত্-তাবাকাতু'ল-কুবরা-য়ও আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটির আরেক নাম তাবাকাতু'স-সাহ'াবা ওয়া'ত-তাবি'ঈন। উহার প্রথম দুই খণ্ডে নবী কারীম (স)-এর জীবনেতিহাস স্থান পাইয়াছে। উহার একটি সংক্ষিপ্তসার ইন্‌জাযু'ল-ওয়াদি'ল-মুন্‌তাক'ামিন্ ত'াবাক'াতি ইব্‌ন সা'দ নামে প্রণীত হইয়াছে। উস্‌দুল গাবা-এর সংক্ষিপ্তসার (দুরারু'ল আছ'ার ওয়া ইয়ারু'ল-আহ্‌বার নামে), মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-কাশগারী (মৃ. ৭০৯ হি.) এবং ইমাম শারাফু'দ-দীন আবূ যাকারিয়্যা য়াহ্'য়া আহ'মাদ নাওয়াবী (রাওদ'াতু'ল-আহ'বাব নামে) রচনা করিয়াছেন। ইব্‌ন আবী ত'ায়িয়্যাহ্‌য়া ইব্‌ন হ'ামীদা শী'ঈ (মৃ. ৬৩০ হি.) উহার বিন্যাস সাধন করিয়াছেন।

হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ইব্‌নু'ল-জাওযী (মৃ. ৫৯৭ হি.) কিতাবু'দ-দু'আফা' ওয়া'ল-মাত্‌রূকীন এবং আস্‌মা'উদ'-দ'আফা' ওয়ালা-ওয়াদ'দ'া'ঈন নামে দুইটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহাদের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। ইব্‌নু'ল-জাওযীর সমালোচনা তিক্ত ও কঠোর বটে! আয্-য'াহাবী ইব্‌নু'ল-জাওযীর কিতাবু'দ-দু'আফার সংক্ষিপ্তসার এবং তৎপর উক্ত বিষয়ে দুইটি পরিশিষ্ট লিপিবদ্ধ করেন।

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর গ্রন্থকারগণের মধ্যে ইমাম নাব'াবী (মৃ. ৬৭৬ হি.) উচ্চ স্থানের অধিকারী। আসমা'উ'র-রিজাল বিষয়ে তাঁহার প্রণীত তাহ্‌যীবু'ল-আস্‌মা ওয়া'ল্‌লুগ'াত (গোথা ১১৪২-১২৪৯ হি.) এবং আল-মুব্‌হামাত মিনা'র-রিজালি'ল-হ'াদীছ' (পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে) গ্রন্থ দুইটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আয'-য'াহাবীর তাজরীদ আস্‌মাই'স-স'াহ'াবা গ্রন্থের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে। উহা ছাড়া আসমাউ'র-রিজাল বিষয়ে আয্-য'াহ'াবীর নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহও উল্লেখযোগ্য ঃ (১) তায্‌'কিরাতু'ল-হুফফাজ' (মুদ্রণ, হায়দ্রাবাদ, ভারত ১৩৩৩ হি.); (২) ত'াবাক'াতু'ল হু'ফ্‌ফাজ; গ্রন্থটির সংক্ষিপ্তসার ও কিছু সংযোজনী 'আল্লামা সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.) ত'াবাক'াতু'ল হু'ফ্‌ফাজ' (গোথা ১৮৩৩ হি.) নামে রচনা করিয়াছেন এবং ইব্‌ন ফাহ্‌দ আল-মাক্কী (পৃ. ৮৯০ হি.) উহার পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন; (৩) আল-মুশ্‌তাবাহ ফী আস্‌মাই'র-রিজাল (মুদ্রণ, লন্ডন ১৮৮১ খৃ.) উহার আরেক নাম মুশ্‌তাবাহু'ন-নিসবা; (৪) আল্-মুগ'নী; (৫) আল-কাশিফ, উভয়ের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। স্বয়ং আয-য'াহ্'বী সি'হ'াহ্' সিত্তার সংকলকদের ও অন্যান্য গ্রন্থের সেই সকল রাবী সম্পর্কেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন যাঁহাদের উল্লেখ কাশিফে করা হয় নাই; (৬) মীযানু'ল-ই'তিদাল ফী নাক'দি'র-রিজাল (লক্ষ্ণৌ ১৮৮৪/১৩০১, মিসর ১৩২৫ হি.)। হ'াফিজ' ইব্‌ন হ'াজার, লিসানু'ল-মীযান (মুদ্রণ, হায়দ্রাবাদ, ভারত ১৩২৯-১৩৩১ হি.) নামে ছয় খণ্ডে উহার সংযোজনী রচনা করিয়াছেন ; স্বয়ং ইব্‌ন হ'াজারের নির্দেশক্রমে তাঁহার শিষ্য আস্-সাখাবী উহাতে কিছু সংযোজনও করেন। ইব্‌ন হ'াজার স্বয়ং তাক'বীমু'ল-লিসান এবং তাক'রীবু'ল্-লিসান নামে লিসানু'ল-মীযান-এর দুইটি সংক্ষিপ্তসার লিখেন। মীযানু'ল-ই'তিদাল-এর একটি পরিশিষ্ট সিব্‌ত্' ইব্‌নু'ল-আজামী বুরহানু'দ-দীন ইবরাহীম ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-হ'ালাবী (মৃ. ৮৪১ হি.) এবং অপর একটি শায়খ ইরাকী প্রণয়ন করিয়াছেন। আস্-সুয়ূতীর তারদীদু'ল-লিসান আলা'ল-মীযান উল্লেখযোগ্য। আবু'ল-ফিদা 'ইমাদু'দ-দীন ইব্‌ন কাছীর (মৃ. ৭৭৪ হি.) তাক্‌মীল ফী মা'রিফাতি'ছ-ছিকা ওয়াদ্-দু'আফা' ওয়াল-মাজাহীল নামে একটি গ্রন্থ লিখেন। উহাতে আল-মিয্‌যী-র তাহ্‌যীব এবং আয-য'াহাবীর মীযান-এর বিষয়বস্তুসমূহ একীভূত করিয়া কিছু সংযোজনও করা হইয়াছে। এই শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট মুহ'াদ্দিছ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সায়্যিদি'ন-নাস্ আল-য়া'মুরী (মৃ. ৭৩৪ হি.) তাহ'স'ীলু'ল-ইস'াবা ফী তাফ্‌দীলি'স্-স'াহ'াবা নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

হিজরী নবম শতাব্দীর প্রখ্যাত হ'াদীছ'বিশারদ ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা ইব্‌ন হ'াজার এমন সমস্ত রাবী সম্পর্কে একটি পৃথক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যাঁহাদের বিষয় তাহ্‌যীবে উক্ত হয় নাই। কিন্তু তিনি তাহা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। এই শতাব্দীর লেখকদের মধ্যে নাসি'র ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন য়ুসুফ আল-ফাযারী আল-বাস্‌ক'ারী (মৃ. ৮২৩ হি.) যিনি ইব্‌ন মুযানী নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহার সম্পর্কে ইব্‌ন হ'াজার উল্লেখ করিয়াছেন, "তিনি হ'াদীছ' সাহিত্যের রাবীগণের জীবনেতিহাস সম্পর্কে এক শত খণ্ডে একখানি বিশাল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।" মনে হয়, এই গ্রন্থটি কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, আস্-সাখাবী (মৃ. ৯০২ হি.) এবং আস্-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ হি.)-এর জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে আসমা'উ'র-রিজাল বিষয়ে গ্রন্থ রচনাকারীদের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। আসমা'উ'র-রিজাল বিষয়ে সাধারণভাবে গ্রন্থ প্রণয়ন ব্যতীতও কোন কোন মুহ'াদ্দিছ' বিশেষ দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। উহাদরণস্বরূপ, আল-মু'তালিফ ওয়া'ল-মুখ্‌তালিফ অর্থাৎ সাদৃশ্যপূর্ণ ও বিসদৃশ নামসমূহের মধ্যে সন্দেহ নিরসনকল্পে নিম্নলিখিত মুহ'াদ্দিছ'গণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ঃ হ'াফিজ' আবু'ল-হু'সায়ন আদ্-দাকু'ত্'নী (মৃ. ৩৮৫ হি.), 'আল-মুখতালাফ ওয়াল-মু'তালাফ ফী আস্‌মাইর-রিজাল, খাতীব আল-বাগ'দাদী (মৃ. ৪৬৩ হি.) ঃ আল-মু'তালিফু তাক্‌মিলাতু'ল- মুখতালাফ। ইব্‌ন মাকূলা আল-'ইজলী (মৃ. ৪৮৭ হি.) শেষোক্ত গ্রন্থটিতে কিছু কিছু বিষয় সংযোজন করিয়া উহার নাম রাখিয়াছেন আল-ইক'মাল ফি'ল- মুখতালাফ ওয়া'ল-মু'তালাফ মিন আস্‌মাই'র-রিজাল। এই গ্রন্থটি রচনায় তিনি আবূ মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-গ'নী ইব্‌ন সা'ঈদ আল-আয্‌দী (মৃ. ৪০৯ হি.) কর্তৃক পূর্বেকার রচিত আল-মু'তালাফ ওয়া'ল-মুখতালাফ ফী আসমাই নুকালাতি'ল-হ'াদীছ' এবং মুশতাবাহুন-নিসবা (১৩২৭ হি. একত্রে প্রকাশিত) গ্রন্থ দুইটি হইতেও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে ইব্‌ন মাকূলার আরও একটি গ্রন্থ রহিয়াছে। গ্রন্থটির নাম তাহ্‌যীব মুস্‌তামারি'ল-আওহাম আলা য'াবি'ল- মা'রিফাতি ওয়া উলি'ল-আফ্‌হাম (পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে)। অতঃপর ইব্‌ন নুক্‌তা (মৃ. ৬২৯ হি.) আল-কামাল গ্রন্থটির পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন। একই বিষয়ে ইব্‌ন নুক্‌তা আত্'-তাকয়ীদ লি-মা'রিফাতি রুওয়াতি'স-সুনান ওয়া'ল-মাসানীদ নামে একটি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। ইব্‌ন নুক্‌তার উক্ত গ্রন্থের একটি পরিশিষ্ট আবূ হ'ামিদ ইব্‌নু'স-স'াবূনী (মৃ. ৮৬০ হি.) এবং অপর একটি মান্‌সূর ইব্‌ন সুলায়ম ইব্‌নি'ল-'ইমাদিয়্যা (মৃ. ৬৩৭ হি.) লিখিয়াছেন। উভয়টিরই নাম আয্-য'ায়লু 'আলা তায্‌য়ীলি ইবনি নুক্‌তা 'আলা'ল-ইক্‌মাল লি-ইব্‌নি মাকূলা (পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে)। উভয়ের গ্রন্থরেই পরে

আবার 'আলাউদ-দীন আল-মুগ'ালত'া'ঈ (মৃ. ৭২৬ হি.) পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন। কিন্তু আল-মুগ'াল্‌ত'া'ঈর গ্রন্থে হ'াদীছে'র রাবীগণ ব্যতীত কবিদের জীবন-পরিচিতিও স্থান লাভ করিয়াছে। আল-মুখ্‌তালিফ ওয়া'ল-মু'তালিফ নামে হ'াদ্‌রামাওতের ইব্‌নু'ত্‌-তাহ্‌হান আবু'ল-ক'াসিম য়াহ্‌য়া ইব্‌ন 'আলী (মৃ.৪১৬ হি.) এবং আবু'ল-মুজ'াফ্‌ফার মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ আবী ওয়ারদী (মৃ. ৫০৭ হি.) রচিত গ্রন্থাবলীও রহিয়াছে। কোন কোন লেখক বিশেষ বিশেষ হ'াদীছ গ্রন্থের রাবীগণের উল্লেখ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ আবূ নাস'র আহ্‌'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-কালাবাযী (মৃ. ৩৯৮ হি., আস্‌মাউর-রিজালি স'াহীহি'ল- বুখারী), আবু'ল-ওয়ালীদ আল-বাজী এবং আবূ বাক্‌র আহ্‌'মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মান্‌জুওয়ায়হ (মৃ. ৪২৮ হি., আসমাউর-রিজালি সাহীহ' মুস্‌লিম) এই ধরনের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

পরবর্তী কালে আবু'ল-ফাদ'ল মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন তা'হির (মৃ. ৫০৭ হি.) আবূ নাস'র এবং ইব্‌ন মান্‌জুওয়ায়হ-এর গ্রন্থ দুইটিকে একত্র করিয়া সংকলন করেন। উহাতে মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন তা'হির কিছু কিছু নূতন বিষয়েরও অবতারণা করিয়াছেন। স'াহীহ' বুখারী ও মুসলিমের রাবী'দের সম্পর্কে আবু'ল-কা'সিম হিবাতুল্লাহ্‌ ইব্‌নু'ল-হ'াসান আত-তা'বারী (মৃ. ৪১৮ হি.) আবূ 'আলী আল-হু'সায়ন আল-গা'স্‌সানী [মৃ. ৪৯৮ হি., তাক'য়ীদু'ল-মুহ্‌মাল ওয়া'ল-মুতামায়্যাযু'ল-মুশকাল ফী রিজালি'স-স'াহীহায়ন (تقييد المهمل والمتميز المشكل فى رجال الصحيحين); হায়দরাবাদ, ভারত, ১৩২১ হি.] এবং 'আবদুল-গ'ানী আল-বুহ্‌রানীও (মৃ. ১১৭৪ হি., কুররাতু'ল-আয়ন ফী দ'াব্‌তি' আস্‌মাই রিজালি'স-স'াহীহায়ন, হায়দরাবাদ, ভারত ১৩২৩ হি.) গ্রন্থাবলী রচনা করিয়াছেন। এই বিষয়ে আবু'ল-ফাদ্‌ল ইব্‌ন ত'াহির এবং আল-হ'াকিম রচিত গ্রন্থাবলীও রহিয়াছে। আল-মুওয়াত্‌'তা গ্রন্থের আস্‌মাউর-রিজাল সম্পর্কে মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন য়াহ্‌'য়া ইব্‌ন হ'াজ্জা (মৃ. ৪১৬ হি.) এবং হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন আহ'মাদ আল-আফ্‌ফানী রিজালু'ল- মু'ওয়াত্‌তা নামে এবং 'আল্লামা সুয়ূতী আস্‌আফু'ল-মুব্‌তা নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন আবূ 'আলী আল-হু'সায়ন আল-গা'স্‌সানী তাস্‌মিয়াতু শুয়ূখ আবী দা'ঊদ রচনা করিয়াছেন (পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে)। মুসনাদ আহ্‌'মাদ গ্রন্থের রিজাল সম্পর্কে আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-হু'সায়নী (মৃ. ৭৬৫ হি.) আল-ইক্‌মাল 'আম্মান্‌ ফী মুস্‌নাদি আহ্‌'মাদ মিনা'র-রিজাল গ্রন্থটি লিখিয়াছেন (পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে; ব্রকেলম্যান গ্রন্থটির নাম এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন ঃ আল-ইক্‌মাল ফী যি'ক্‌রি মান লাহু রিওয়ায়াত ফী মুস্‌নাদি'ল-ইমাম আহ্‌'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল)। অতঃপর নূরু'দ-দীন আল-হ'ায়ছামী সেই সকল রিজালের উল্লেখ করিয়াছেন যেগুলি আল-হু'সায়নীর গ্রন্থে বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। মুওয়াত্‌তা মুস্‌নাদু'শ-শাফি'ঈ, মুসনাদ আহ'মাদ ও মুস্‌নাদ আবী হ'ানীফা এই চারিটি গ্রন্থের রাবী'দের সম্পর্কে আল-হু'সায়ন ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ প্রণীত রিজালু'ল-আরবা'আ গ্রন্থের ভিত্তিতে ইব্‌ন হ'াজার তাজীনু'ল-মুন্‌ফা'আ বিযাওয়াইদি রিজালি'ল-আইম্মাতি'ল- আরবা'আ (হায়দরাবাদ, ভারত ১৩২৪ হি.) গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন। রিজাল মুওয়াত্‌'তা মুহ'াম্মাদ (মৃ. ১৮৯ হি.) সম্পর্কে যায়নু'দ-দীন আল-ক'াসিম ইব্‌ন কু'ত্‌লুবগ'া (মৃ. ৮৭৯ হি.) এবং আত্‌-ত'াহা'বী (মৃ. ৩২১ হি.)-এর শারহ' মা'আনি'ল-আছ'ার গ্রন্থের রাবীদের সম্পর্কে বাদরু'দ-দীন আল-'আয়নী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পরবর্তী কালে মাওলাবী সা'ঈদ আহ্‌'মাদ হ'াসান তান্‌কী'হু'র-রুওয়াত্‌ ফী আহ'াদীছি'ল-মিশ্‌কাত্‌ (মুদ্রণ, ভারত ১৩৩৩ হি.) গ্রন্থটি রচনা করেন।

আস্‌মাউ'ল-মুদাল্‌লিসীন সম্পর্কে সম্ভবত সর্বপ্রথম গ্রন্থ ইমাম শাফি'ঈ-র ছাত্র হু'সায়ন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন য়াযীদ আল-কারাবীসী প্রণয়ন করিয়াছেন। তারপর ইমাম আন্‌-নাসা'ঈ এবং আদ-দারা কু'ত্‌'নী লিখিয়াছেন। হ'াফিজ' আয'-য'াহাবী উহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা (উরজুযা) রচনা করিয়াছেন। পরে বিভিন্ন লেখক সময় সময় এই বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া বিষয়টিকে আরও সমৃদ্ধ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ, যায়নু'দ-দ'ীন 'আবদু'র-রাহ'ীম আল-'ইরাকী (মৃ. ৮০৬ হি.), তাঁহার পুত্র ওয়ালিয়্যুদ-দীন আহ'মাদ ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ'ীম আবূ যুর'আ (মৃ. ৮২৬ হি.), বুরহানু'দ'-দীন আল-হ'ালাবী, ইবরাহীম ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ সিব্‌ত' ইব্‌নি'ল-'আজামী (মৃ. ৮৪১ হি.) এবং ইব্‌ন হ'াজার-এর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের নাম তা'রীফু আহ্‌লি'ত্‌-তাক'দীস বি-মারাতিবি'ল-মাওস্‌ফীন বিত্‌-তাদ্‌লীস এবং সংক্ষেপে আরেক নাম ত'াবাক'াতু'ল-মুদাল্‌লিসীন মাত'বা'আতু'ল- হু'সায়নিয়্যা, ১৩২২ হি.), একই লেখকের অপর গ্রন্থ মারাতিবু'ল-মুদাল্‌লিসীনও এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বিশেষত দুর্বল রাবীদের সম্পর্কে য়াহ'য়া ইব্‌ন মু'ঈন, আবূ যুর'আ আর-রাযী, আল-বুখারী, আন-নাসা'ঈ, আল-ফাল্‌লাস, ইব্‌ন 'আদী, আবূ হ'াতিম, ইব্‌ন হি'ব্বান, আল-'উকায়লী, আদ্‌-দারাকু'ত'নী, আল-হ'াকিম, আবু'ল-ফাতহ' আল-আয্‌দী, ইব্‌নু'স-সাকান এবং ইব্‌নু'ল-জাওযী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের বর্ণিত প্রায় সকল বিষয়ই আয'-য'াহাবী'র আল-মীযান গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। আয'-য'াহাবী বিশেষ দুর্বল রাবীদের সম্পর্কে দুইটি পৃথক গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। একটির নাম আল-মুগ'নী এবং অপরটি কিতাবু'দ-দু'আফা' ওয়া'ল-মাত্‌রূকীন, নিজেই আবার উহার একটি পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন।

উস্তাদগণের শায়খদের সম্পর্কে পৃথক পৃথক বর্ণণা ক্রমিক (মু'জাম) গ্রন্থ রচিত হইয়াছে! আস্‌-স'াখাবী তাঁহার আল-ই'লান গ্রন্থে (পৃ. ১১৮) উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে এইরূপ গ্রন্থের সংখ্যা এক হাজারেরও অধিক হইবে। এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে আস-সালাফী, ক'াদী 'ইয়াদ', আস-সাম্‌আনী, ইব্‌নু'ন-নাজ্জার, আল-মুন্‌যিরী, রাখীদু'দ-দীন আল-'আত'ত'ার, আল-বার্‌যালী, ইব্‌নু'ল-'আদীম, আত-ত'াবারানী প্রমুখের নাম পাওয়া যায়। আস্‌-সাখাবী আল-ই'লান গ্রন্থে (পৃ. ১৬৪ প.) এরূপ ব্যক্তিদের বিশদ বিবরণ দান করিয়াছেন যাঁহারা সাহাবীগণের যুগ হইতে তাঁহার সময় পর্যন্ত (৮৯৭ হি.) আসমাউ'র-রিজাল বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে (ইং অনু., পৃ. ৪৪০) বিভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস সূচক সে সকল শব্দেরও উল্লেখ করিয়াছেন যাহা মুহ'াদ্‌দিছ'গণ রাবীদের সমালোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আরও দ্রষ্টব্য নুয্‌হাতু'ন-নাজ'ার, মুদ্রণ কলিকাতা।

'মান্‌ হ'াদ্দাছা ওয়া নাসিয়া' (من حدث ونسى) ঃ অর্থাৎ এক ব্যক্তি কোন এক সময়ে একটি হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে যখন সেই হ'াদীছ'টি সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, উহা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন কিনা, তখন বলা হয়, তিনি উহার বর্ণনার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। দারাকু'ত্‌নীর গ্রন্থ 'মান্‌ হ'াদ্দাছা ওয়া নাসিয়া' এইরূপ রাবীদের সম্পর্কে লিখিত।

মুহ'াদ্দিছ'গণ অত্যন্ত দক্ষতার সহিত রাবী'দের শ্রেণীবিন্যাস করিয়াছেন।

শী'আ সম্প্রদায়ের নিকট আসমাউ'র-রিজাল সম্পর্কে নিম্নের লেখকগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন হু'সায়ন আশ-শুস্‌তারী; আবূ

মুহ'াম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জীলা আল-ওয়াফিকী (মৃ. ২১৯ হি.), আবূ জা'ফার আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল্‌-বির্‌কী (মৃ. ২৭৪ হি.); আবূ 'আব্‌দিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-হ'াসান আল-মুহ'ারিবী (মৃ. ৩০০ হি.); আবূ 'আমর মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'উমার আল-কাশ্‌শী (মৃ. ৩৪০ হি., মা'রিফাতু আখবারি'র-রিজাল, বোম্বাই ১৩১৭ হি.); ইব্‌ন বাবওয়ায়হ্‌ আল-কু'ম্মী (মৃ. ৩৮১ হি.); ইব্‌নু'ল-কূফী আবু'ল 'আব্বাস আহ'মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আহ'মাদ আন-নাজাশী আস্‌-সীরাফী (মৃ. ৪৫০ হি., আর-রিজাল, বোম্বাই ১৩১৭ হি.); 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ হ'াসান ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্‌ আল-মামাকানী (মৃ. ১৩৫১ হি.) তান্‌কীহু'ল-মাক'াল ফী 'ইলমির-রিজাল, এই গ্রন্থই রিজাল মান্‌ক'ালী নামেও প্রসিদ্ধ মুহ'াম্মাদ তাকী আশ-শুসতারী উহার তা'লীক'াত রচনা করিয়াছেন, তান্‌কীহু'ল- মাকাল-এর সূচীপত্র নাতীজাতু'ত-তানকীহ নামে রচিত হইয়াছে; মুহ'াম্মাদ আস্‌ত্রাবাদী, মান্‌হাজুল-মাকাল ফী আহ্‌'ওয়ালির-রিজাল এবং মুন্‌তাহা'ল-মাক'াল, উহাদের সংক্ষিপ্তসার আবূ 'আলী কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে; হ'াসান ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন দাউদ আল-হি'ল্‌লী; মুর্‌তাদ'া ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ দিয্‌ফুলী, আল-খাওয়ান্‌সারী মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন বাকি'র।

জীবনী সাহিত্য (তারাজিম রিজাল) বিষয়টি অবশেষে অনেক ব্যাপকতা লাভ করে এবং প্রায় প্রতিটি বিষয়ের রিজাল সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থাদি রচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নের গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্যঃ ত'াবাক'াতু'ল-কুব্‌রা' ('উছ'মান আদ্‌-দানী, মৃ. ৪৪৩ হি.), ত'াবাক'াতু'ল-মুফাস্‌সিরীন (আস'-সুয়ূত'ী), তা'বাক'াতু'স-সূফিয়্যা (আবূ 'আবদি'র-রাহ'মান মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াসান আস্‌-সুলামী, মৃ. ৪১২ হি.), ত'াবাক'াতু'ল-'আওলিয়া' (ইব্‌নু'ল-মুলাককিন, মৃ. ৮০৪ হি.), ত'াবাক'াতু'শ-শু'আরা' (ইব্‌ন কু'তায়বা, মৃ. ২৭৬ হি.), ত'াবাক'াতু'ল-উদাবা (ইব্‌নু'ল-আনবারী, মৃ. ৫৭৭ হি.), তাবাক'াতু'ল হু'কামা (ইব্‌ন সা'ঈদ, মৃ. ২৫০ হি.), ত'াবাক'াতু'ল-হ'ানাফিয়্যা (ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আল-কু'রাশী, মৃ. ৭৭৫ হি. ত'াবাক'াতু'ল-মালিকিয়্যা (ইব্‌ন ফারহূ'ন, মৃ. ৭৯৯ হি.), ত'াবাক'াতুল-হ'ানাবিলা (আবূ লায়লা আল-ফাররা, মৃ. ৫২৬ হি.), তাবাক'াতু'শ-শাফিইয়্যা (ইব্‌নু'স-সুবকী, মৃ. ৭৭১ হি.), ত'াবাক'াতু'ল- লুগ'াবিয়্যীন ওয়া'ন-নুহ'াত (আবূ বাক্‌র আয- যাবীদী, মৃ. ৩৭৯ হি.), ত'াবাক'াতু'ল-আতি'ব্বা (ইব্‌ন আবী উস'ায়বি'আ, মৃ. ৬৬৭ হি.), ত'াবাক'াতু'ল-খাত্‌তাতীন (সুয়ূতী) ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণত এই সকল গ্রন্থ রিজাল হ'াদীছ সম্পর্কিত গ্রন্থ নহে বিধায় আমরা এইগুলিকে সঠিক অর্থে আসমাউ'র-রিজাল-এর গ্রন্থ বলিতে পারি না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন আবী হ'াতিম, আল-জারহ' ওয়াত-তা'দীল, ১খ., ৩৮, হায়দরাবাদ, ভারত ১৯৫২ খৃ.; (২) ইব্‌নু'ল আছ'ী'র, উস্‌দু'ল-গ'াবা, ভূমিকা; (৩) আয্‌'-যাহাবী, মীযানু'ল-ই'তিদাল, ভূমিকা; (৪) ঐ লেখক, তাজরীদ আসমাইস'-সাহ'াবা, ভূমিকা; (৫) ইব্‌ন হ'াজার, আল-ইস'াবা ফী তাম্‌ঈযি'স-সাহ'াবা, ভূমিকা এবং উহার কলিকাতা সংস্করণের শুরুতে স্প্রেংগারের ভূমিকা; (৬) ঐ লেখক, তাহ্‌যী'বুত-তাহ্‌যী'ব, ভূমিকা; (৭) ঐ লেখক, লিসানু'ল-মীযান, ভূমিকা; (৮) ঐ লেখক, তাজীলু'ল-মানফা'আ ভূমিকা; (৯) সারকী'স, মু'জামুল মাতবূআত', স্থা., প্রবন্ধে উল্লিখিত লেখকদের নীচে; (১০) হ'াজ্জী খালীফা, কাশ্‌ফু'জ-জু'নূন, স্থা., প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থকারসমূহের নীচে; (১১) আয্‌-যিরিক্‌লী, আল-আ'লাম. স্থা., প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ও গ্রন্থকারদের নীচে যে সকল গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত থাকার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তজ্জন্যও ব্রকেলম্যান দ্রষ্টব্য; (১৩) আবূ 'আলী, মুনতাহা'ল-মাক'াল, মুদ্রণ ১৩০২ হি.; (১৪) আস্‌-সাখাবী, আল-ই'লান বি'ত্‌-তাওবীখ লিমান্‌ য'াম্মা আহ্‌লা'ত্‌- তারীখ, দামিশক ১৩৪৯ হি. এবং ইং. অনু., F. Rosenthal, লাইডেন ১৯৫২ খৃ.।

'আবদু'ল-মান্‌নান 'উমার (দা.মা.ই.)/ মু. আবদুল মান্নান

'আল-আস্‌মাউল-হু'স্‌না (الاسماء الحسنى) ঃ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'অত্যন্ত সুন্দর নামসমূহ'। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহ। কু'রআন মাজীদে উহারা حسنى (সুন্দর) বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছে কারণ এই সকল নাম সম্বন্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেচনা অথবা হৃদয়ের অনুভূতি যে দিক দিয়াই গবেষণা করা হউক, উহাদের মধ্যে অপরিসীম সৌন্দর্যই পরিদৃষ্ট হয়। উহারা সর্বদিক দিয়াই সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পসন্দনীয় নাম। ইহাই হইতেছে আল্লাহ্‌ তা'আলার নামসমূহের সৌন্দর্যের তাৎপর্য [রাগি'ব আল-ইস্‌'ফাহানী, 'মুফ্‌রাদাত', 'হু'স্‌ন' (حسن) শব্দ দ্র.]। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চিতরূপে বলা যায়, যদি আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে মানিয়া লই এবং এই তত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি যে, তিনিই একমাত্র সেই পবিত্র সত্তা যিনি প্রশংসা পাইবার যোগ্য (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ), তবে আমরা তাঁহাকে তাঁহার সত্তাবাচক নাম 'আল্লাহ (الله) ভিন্ন অন্য যে কোনও গুণবাচক নামে ডাকি না কেন, উহাও তাঁহার সত্তাবাচক নামের ন্যায় অত্যন্ত সুন্দর ও পসন্দনীয় কোনও নাম হইবে। উহা অপসন্দনীয় হওয়া আদৌ সম্ভব নহে। কু'রআন মাজীদে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেন, "তোমরা তাঁহাকে 'আল্লাহ্‌' নামেই ডাক অথবা 'রহ'মান' নামেই ডাক, যে নামেই ডাক, সকল সুন্দর নামই তো তাঁহার" (১৭ ঃ ১১০)। অন্যত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা 'উত্তম নামসমূহ আল্লাহ্‌রই, এইরূপ বর্ণনার পর আদেশ দিয়াছেন, "সেইসব নামেই তোমরা তাঁহাকে ডাকিবে" (৭ ঃ ১৮০; এতদ্ব্যতীত দ্র. ২০ ঃ ৮)।

প্রকৃতপক্ষে মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এই যে, কোনও ব্যক্তির সত্তাবাচক নাম থাকিলেও তাঁহার স্বরূপ ও পরিচয়ের দিক দিয়া অথবা তাঁহার সহিত মানুষের যে সম্পর্ক রহিয়াছে, সেই দিক দিয়া তাঁহার নানারূপ নাম সে নির্ধারিত করিয়া লয় এবং উহাদের উল্লেখ ও উচ্চারণে সে আনন্দ লাভ করে। এই শ্রেণীর নামগুলিকে আমরা গুণবাচক নাম বা যে অভিধায়ই অভিহিত করি না কেন, একথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি আরোপিত এই শ্রেণীর নামসমূহকে আমরা তাঁহার পরাক্রম সূচক নামসমূহ ও সৌন্দর্য সূচক নামসমূহ এই দুই প্রকারে বিভক্ত করি অথবা অন্য কোনও দিক দিয়া উহাদেরকে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করি— সর্বাবস্থায় উহাদের দ্বারা তাঁহার সত্তার পরিপূর্ণতা ও প্রশংসা প্রকাশিত হইয়া থাকে। খৃস্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পৃথিবীতে কুফ্‌র ও শির্‌কের অভিশাপ ব্যাপক আকারে বর্তমান ছিল। তাওহ'ীদের ধারণাও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ছিল। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে নবীরাসূলগণের শিক্ষা প্রদান সত্ত্বেও উহা কোনও না কোনওরূপে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স) আগমন করিয়া আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন, প্রকৃত ইলাহ একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) এবং বাতিল মা'বূদদের প্রকৃত কোনও অস্তিত্ব কোথাও নাই, যাহার কারণে আমাদের আনুগত্যের শির সর্বাবস্থায় শুধু এক আল্লাহ্‌র সম্মুখেই নত হইতে পারে। আমাদের কর্তব্য সকল অবস্থায় ও সকল বিষয়ে একমাত্র সেই একক সত্তার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করা। সুখে-দুঃখে ও আনন্দ-বিষাদে অর্থাৎ

আমাদের দৈহিক এবং অন্তরের অবস্থা যখন যেরূপই থাকুক না কেন, আমরা যখন আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন নিজেদের দৈহিক অবস্থা বা অন্তরের ভাব ভেদে তাঁহার বিভিন্ন নামের মধ্য হইতে এইরূপ একটি নাম আমাদের মুখে উচ্চারিত হইবে—যাহা আমাদের উক্ত অবস্থা বা ভাবের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। যেমন কোনও ব্যক্তি যদি রিযিক-এর অভাব-অনটনে পতিত হয়, তবে তাহার মুখে 'রায্‌যাক' নামটি পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হইতে থাকিবে। অবশ্য এতদ্‌সহ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাবাচক নামটি ও (আল্লাহ্) তাসাওউফপন্থীদের পরিভাষায় যাহা ইস্‌মে আ'জাম বা সর্বশ্রেষ্ঠ নাম বলিয়া পরিচিত এবং তাই উহা অন্যান্য সকল নামের ধারকও বটে—তাহার অন্তরে জাগরূক থাকিবে। কারণ সে ব্যক্তি জানে যে, আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কেহ রায্‌যাক' বা রিযিকদাতা নাই। আমাদের যুক্তি ও বুদ্ধি আমাদেরকে যেমন একদিকে বলিয়া দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাবাচক নাম ছাড়া তাঁহার এইরূপ আরও কতকগুলি নাম রহিয়াছে যাহাদের সবই সুন্দর, আকর্ষণীয় ও পসন্দনীয়; অন্যদিকে ইহাও বলিয়া দেয় যে, একজন মু'মিন ব্যক্তি যখনই জীবনের গতিধারার একটি পর্যায় হইতে অন্য একটি পর্যায়ে উপনীত হয় অথবা তাহার অভিজ্ঞতার মানসপটে একটি অভিজ্ঞতার পর অন্য একটি অভিজ্ঞতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই তাহার অন্তর আল্লাহ্ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহের মধ্য হইতে তাহার অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যশীল একটি নামের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনপূর্বক উহাকে পুনঃপুনঃ স্মরণ করে। এইরূপ 'স্মরণ'ই তাসাওউফের পরিভাষায় 'যিকির' বা 'আল্লাহ্‌র নামসমূহের স্মরণ' নামে পরিচিত। আমাদের মনের বিভিন্ন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার বিভিন্ন গুণবাচক নাম আমাদের স্মরণে উদিত হইবার বিষয়ে বর্ণিত উক্ত তাৎপর্যের ভিত্তিতে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের মনের এক অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার যে গুণবাচক নামটির মহিমা ও তাৎপর্য আমাদের অনুভূতি প্রোজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট একটি বাস্তব সত্যের রূপ লইয়া দেখা দেয়, অন্য অবস্থায় সেই নামের মহিমা ও তাৎপর্য আমাদের অনুভূতি হইতে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত না থাকিলে আমাদের অন্তরের সহিত উহার প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক তখন না থাকিবার দরুন আমাদের অনুভূতিতে উহা গুপ্ত ও অবচেতন অবস্থায় বিরাজমান থাকে।

সমুদয় আস্‌মাউ'ল-হু'স্‌না আল্লাহ্ প্রদত্ত যাহা মনুষ্য কর্তৃক আরোপিত নহে, বরং ঐ সমুদয় নাম আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছায় কু'রআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে অবস্থা ও প্রসঙ্গের সহিত সম্পর্কিত ও সামঞ্জস্যশীল হওয়ায় উল্লিখিত হইয়াছে। এই স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা কি নিজ বুদ্ধি ও জ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহ্ তাআলার জন্য কোন গুণবাচক নাম বানাইয়া লইতে পারি? অন্য কথায় বলা যায়, আমাদের পক্ষে আল-আস্‌মাউ'ল-হু'স্‌না-র সংখ্যায় পরিবৃদ্ধি সাধন সম্ভব কি ? মু'তাযিলা ও কাররামিয়্যা দলদ্বয়ের মতে এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, যদি যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, ইতিবাচক, নেতিবাচক বা ক্রিয়াসূচক কোনও গুণ আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা ও মর্যাদার অনুকূল, তবে উহার পরিপ্রেক্ষিতে কোনও গুণবাচক নাম আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করিতে পারা যায়। ইমাম গা'যালী (র)-এর মতে এইরূপ নাম উদ্ভাবিত করা একমাত্র তখনই জাইয হইতে পারে, যখন উহা দ্বারা এইরূপ কোনও অর্থ ও তাৎপর্য নির্দেশ করা উদ্দেশ্য হয়, যদ্দারা আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার প্রতি অতিরিক্ত কোনও গুণ আরোপিত হইতে পারে। এইরূপ না হইলে তাঁহার জন্য কোনও গুণবাচক নাম মনুষ্য কর্তৃক উদ্ভাবিত হইতে পারে না— হওয়া বৈধও নহে। আল-গা'যালী (র)-র মতে নিজ বুদ্ধিতে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কোনও নাম উদ্ভাবিত করিয়া লওয়া আমাদের জন্য সম্পূর্ণত নাজাইয। আশ্‌আরিয়্যা দলের মতে, যদি কুরআন বা হা'দীছে' আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কোনও গুণ আরোপিত হইয়া থাকে অথবা তাঁহাকে কোনও কার্যের কারক বা কর্তা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে, তবে আমরা সংশ্লিষ্ট ভাষায় ব্যাকরণগত নিয়ম রক্ষা করিয়া উক্ত গুণ বা কার্যের নির্দেশক এইরূপ কোনও নাম তাঁহার জন্য তৈরি করিতে পারি যাহা কু'রআন মাজীদে বা পবিত্র হা'দীছে' নির্দিষ্টরূপে উল্লিখিত হয় নাই। আল্লাহ্ তা'আলার গুণবাচক নাম হিসাবে যাহাদের উল্লেখ কু'রআন-হা'দীছের কোথাও নাই এবং যাহাদের দ্বারা তাঁহার পরিপূর্ণ মহিমার বিরোধী ধারণা মানুষের মনে সৃষ্টি হয় এইরূপ নাম আল্লাহ্ তা'আলার নাম হিসাবে কোনক্রমে গৃহীত হইতে পারে না। অতএব উহা একেবারে প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যেমন আমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে আরিফ বা জ্ঞানী, আকিল অর্থাৎ বুদ্ধিমান অথবা ফাকীহ্ অর্থ ফিক্‌হ'বিদ ইত্যাদি নামে অভিহিত করিতে পারি না কারণ এই সকল নামের অর্থের মধ্যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জন করিবার ধারণা নিহিত রহিয়াছে। বলা অনাবশ্যক যে, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে কোন গুণ অর্জন করা আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ মহিমার সম্পূর্ণ বিরোধী। কু'রআন মাজীদ আল্লাহ্ তা'আলার নামের বিষয়ে বক্র পথ অনুসরণ করিতে আমাদেরকে নিষেধ করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, যাহারা তাঁহার নাম বিকৃত করে, তোমরা তাহাদেরকে বর্জন করিবে" (দ্র. ৭৪১৮০)। বিকৃতকরণ বা বক্র পথ অনুসরণের তাৎপর্য হইতেছে, তাওহ'ীদের ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর ধারণা বা অনুরূপ কোনও ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজ বুদ্ধিতে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এইরূপ কোনও নাম উদ্ভাবিত করা—যাহাতে কু'ফ্‌র ও শির্‌ক-এর গন্ধ থাকে অথবা যদ্দারা তাঁহার মহিমা ও প্রশংসা অস্বীকৃত হয়। সারকথা এই যে, আল-আসমাউ'ল-হু'স্‌নাকে হয় কুরআন মাজীদ বা পবিত্র হা'দীছে' স্পষ্টরূপে উল্লিখিত থাকিতে হইবে আর না হয় উহারা কুরআন-হা'দীছে' স্পষ্টত উল্লিখিত আল্লাহ্ তা'আলার কার্য বা গুণবাচক শব্দ হইতে গঠিত হইবে।

পরম সত্তা সম্পর্কিত ইসলামী শাস্ত্রে তাওহ'ীদের আলোচনার অধীনে আল-আস্‌মাউ'ল-হু'সনা সম্বন্ধেও বিশদরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। ন্যায়শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ হইতে এই বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত নিম্নরূপে হইয়া থাকে ঃ 'ইস্‌ম (নাম) কাহাকে বলে? আমরা কিরূপে ও কিরূপ ভাষায় উহার সংজ্ঞা বর্ণনা করিব? ইস্‌ম কি উহার পদবাচ্য (مسمى) হইতে অভিন্ন? এই বিষয় হইতে কয়েকটি আনুষঙ্গিক দার্শনিক বিষয় উদ্ভূত হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও তাঁহার গুণাবলী সম্পর্কিত আলোচনা (সাধারণ আলোচনার জন্য দ্র. 'ইস্‌ম' নিবন্ধ)।

পরম সত্তা বিষয়ক শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ এবং তাস'াওউফপন্থিগণ আল-আস্‌মাউ'ল-হু'স্‌না সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ হইতে এতদ্‌বিষয়ে বিভিন্ন রূপে দৃষ্টিপাত ও আলোকপাত করা হইয়াছে। যেমন আশ'আরিয়্যাদের মতে আল-আস্‌মাউ'ল্- হু'স্‌নার মধ্যে মর্যাদা ও ফযীলতের দিক দিয়া একটি অনুক্রম ও পরম্পরা রহিয়াছে। তাস'াওউফপন্থিগণ বলেন, আল-আসমাউ'ল্-হু'সনার মধ্য হইতে সেই নামটিই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন—যে নামটি তাস'াউফপন্থীর অন্তরে উপস্থিত করিয়া দেওয়া হয় অথবা যাহাকে মুখে উচ্চারণ করা না গেলেও তাস'াওউফের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিবার কালে সূ'ফী স্বীয় অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারে।

আল-আসমাউ'ল-হু'সনার তালিকা সীমাবদ্ধ নহে, বরং উহাতে পরিবর্তনশীল সংখ্যক নামের সংযোজনের সর্বদা অবকাশ থাকে। অবশ্য কু'রআন-হা'দীছে'র বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল এবং বর্ণনা পরম্পরাগতভাবে আগত ও প্রচলিত বিখ্যাত তালিকাটির স্থান সকল তালিকার মধ্যে প্রথম। সাধারণত ধারণা করা হয়, আল-আসমাউ'ল-হু'স্‌নার সংখ্যা নিরানব্বই, কিন্তু 'আল্লাহ' নামটি উহার অন্তর্ভুক্ত নহে। তাফসীরকারগণ 'আল্লাহ্' নামটিকে আল-আসমাউ'ল হু'সনার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন নাই এইজন্য যে, উহা আল্লাহর সত্তাবাচক নাম অথবা আমরা উহাকে আল্লাহ তা'আলার এক শত গুণবাচক নামের মধ্য হইতে এক শততম নাম বলিতে পারি। কিন্তু যখন এই নামটি তালিকায় সর্বপ্রথমে উল্লিখিত হয় এবং আল-আস্‌মাউ'ল-হু'সনার সংখ্যা ধরা হয় নিরানব্বই, তখন তালিকায় উল্লিখিত ৬৭তম নাম আল-ওয়াহি'দ-কে উহ্য করিয়া উহাকে ৬৮তম নাম আল-আহ'াদ-এর সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয় (দ্র. আল-গ'াযালী, আল-মাক'স'াদু'ল-হ'াসনা, কায়রো ১৩২২ হি., বিশেষত পৃ. ২২-৭২;'আদু'দু'দ্-দীন আল-'ঈজী, মাওয়াকি'ফ এবং আল-জুরজানী কর্তৃক রচিত উহার ব্যাখ্যাগ্রন্থ শারহু'ল-মাওয়াকি'ফ, কায়রো ১৩২৫/১৯০৭, ৮খ., ২১১-২১৭; লেখক তাঁহার গ্রন্থে আল-গ'াযালী ও সায়ফু'দ্-দীন আল-আমিদী হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন)।

আল-আসমাউ'ল-হু'সনার তালিকায় সাধারণত প্রথম তেরটি নাম (এবং উহাতে প্রথমে 'আল্লাহ্' নামটি উল্লিখিত হইলে দ্বিতীয় নাম হইতে ১৪তম নাম পর্যন্ত) উল্লিখিত হইয়া থাকে। সূরা হ'াশর (৫৯), ২২-২৪ আয়াতে উল্লিখিত নামসমূহের ক্রমানুসারে। এতদ্ব্যতীত অন্য নামগুলি স্মরণ রাখিবার সুবিধার দিক দিয়া, শ্রুতিগত মিলের দিক দিয়া, অর্থগত সাদৃশ্যের দিক দিয়া এবং অর্থগত বৈপরীত্যের দিক দিয়াও উহাদেরকে বিন্যস্ত করা হইয়া থাকে। শেষোক্ত বিন্যাস-রীতিতে কোনও কোন নাম জোড়ায় জোড়ায় বিভক্ত হইয়া যায়। কারণ উহাদের 'আরবী ধাতুদ্বয় দুইটি পরস্পর বিপরীত অর্থের ধারক হইয়া থাকে। সুতরাং যখন এইরূপ এক জোড়া নামের যিকর করা হয়, তখন যিকির বা মুরাকা'াবার সময়ে আমাদের অন্তরে উহাদের উভয় অর্থই বর্তমান থাকে। অবশ্যই 'আরবী ভিন্ন অন্য কোনও ভাষায়—যেমন পাশ্চাত্য ভাষায় উহাদেরকে অনুবাদ করা কোনক্রমে সম্ভব নহে। আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি আস্‌মাউল-হু'সনার বিশদ বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে ঃ (১) আল্লাহ্; আল্লাহ্ তা'আলার সত্তাবাচক নাম শুধু আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। অতএব উহা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। 'আরবী ভাষা ভিন্ন অন্য কোনও ভাষায় আল্লাহ্‌র সত্তাবচক নাম নাই। (২) আর-রহ'মান ও (৩) আর-রাহী'ম; উভয়ের অর্থ—দয়ালু, কৃপাময়, কৃপা বিতরণকারী। আল-গ'াযালী বলেন, রহ'মান নামটি আল্লাহ্‌র ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হয় না; কিন্তু রাহী'ম নামটি আল্লাহ ভিন্ন তাঁহার সৃষ্টির প্রতিও প্রযুক্ত হইতে পারে (রহ'মান শব্দটি আল্লাহ্ তা'আলার সত্তায় বিদ্যমান গুণকে বুঝায়। পক্ষান্তরে রাহী'ম শব্দটি কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে সঞ্জাত গুণকে বুঝায়)। ইমাম গ'াযালীর উক্ত ব্যখ্যা সর্বদিক দিয়া সঠিক। (৪) আল-মালিক; উহার অর্থ—অধিকর্তা, সম্রাট, সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী, পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী; (৫) আল-কু'দ্দূস, ইহার অর্থ—পবিত্র, যাবতীয় দোষ হইতে পবিত্র, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও কল্পনাগ্রাহ্য, উভয়বিধ দোষত্রুটি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত; (৬) আস্-সালাম, অর্থ—শান্তিময়, নিজে যেরূপ শান্তিময়, স্বীয় সৃষ্টিকেও সেইরূপে শান্তি, আরাম, মঙ্গল ও কল্যাণদাতা, পরিপূর্ণরূপে শান্তিময়; (৭) আল-মু'মিন; অর্থ—নিজে যেরূপে পূর্ণ নিরাপদ, স্বীয় সৃষ্টিকেও সেইরূপে নিরাপত্তা প্রদানকারী; (৮) আল-মুহায়মিন, অর্থ-রক্ষাকর্তা; (৯) আল-'আযীয, অর্থ—শক্তিশালী, পরাক্রমশালী, মহামর্যাদাশীল। আল-গ'াযালীর মতে উহার অর্থ হইতেছে প্রিয়, মহামূল্যবান, কষ্টলভ্য, অতুলনীয়, সর্বদিক দিয়া একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন, পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান তাঁহার ক্ষমতার মধ্যে। (১০) আল-জাব্বার, অর্থ—মহাপরাক্রমশালী, তিনি সকলকে নিজের অধীন রাখেন; কেহই তাঁহার বিরোধিতা করিবার ক্ষমতা রাখে না, সংশোধনকারী। তিনি নিজ ইচ্ছা মোতাবেক স্বীয় সৃষ্টির অবস্থার সংশোধন করিয়া থাকেন। (১১) আল-মুতাকাব্বির, অর্থ—মহাপরাক্রমশালী; আল-গ'াযালীর মতে উহার অর্থ হইতেছে তাঁহার গুণের তুলনায় সকল বস্তুর গুণ অতি সামান্য ও তুচ্ছ। আল-'ঈজী ও আল-জুরজানীর মতে উহার একটি অর্থ 'মহান'-এর অতি নিকটবর্তী। (১২) আল-খালিক' ও (১৩) আল-বারী, আল-'ঈজী ও আল-জুরজানীর মতে উভয় নামের অর্থই এক অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা।(১৪) আল-মুসাওবি'র, অর্থ—বস্তুর রূপদাতা, সৃষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়নকারী ও সুবিন্যাসকারী, শেষোক্ত তিনটি নাম আল্লাহ্ তা'আলার একই ক্রিয়াসূচক গুণের তিনটি শাখার প্রকাশক। আল-গ'াযালী অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপে উহাদের অর্থের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিনটি নামের মধ্যেই অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনয়নের অর্থ আবশ্যিকভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। আল-খালিক' নামের অর্থ হইতেছে, তাক'দীরের মীমাংসা অনুসারে বস্তুসমূহের রূপ নির্ধারণকারী, আল-বারী, নামের অর্থ হইতেছে, বাস্তব অস্তিত্ব প্রদানের মাধ্যমে বস্তুসমূহকে রূপদানকারী, আল-মুসাওবি'র নামের অর্থ হইতেছে বস্তুসমূহের রূপকে সুন্দরতম নিয়মে বিন্যাসকারী।

দ্বিতীয় হইতে চতুর্দশতম নামের উপরিউক্ত বিন্যাসে কু'রআন মাজীদের ৫৯ঃ২২-২৪ আয়াতে অনুসৃত বিন্যাসক্রম অনুসৃত হইয়াছে। অতঃপর অন্যান্য নামকে উহাদের গঠনগত হ্রস্বতা ও দৈর্ঘ্যের ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। (১৫) আল-গ'াফফার অর্থ—ক্ষমাশীল, অপরাধীর প্রাপ্য শাস্তির কতটুকু ক্ষমা করা উচিত তৎসম্বন্ধে তিনি বেশ অবগত রহিয়াছেন। (১৬) আল-ক'াহ্‌হার, অর্থ—সর্ববিজয়ী, তিনি অপরকে সর্বদা পরাজিত করেন। তিনি নিজে সর্বদা জয়ী থাকেন, তিনি কখনও পরাজিত হন না। (১৭) ওয়াহ্‌হাব, অর্থ—সর্বদা দানকারী, যিনি বিপুল পরিমাণে দান করেন এবং দানের প্রতিদান গ্রহণ করেন না। (১৮) আর-রায্‌যাক', অর্থ—সকল মঙ্গলকর বস্তুর বণ্টনকারী; তিনি যাহাকে যতটুকু রিযিক দিতে চাহেন, তাহাকে ততটুকু প্রদান করেন। রিযিকের প্রাথমিক সম্বন্ধ মানুষের বৈষয়িক প্রয়োজনসমূহের সহিত থাকিলেও (আল-জুরজানী) সকল বোধসম্পন্ন সৃষ্টির আধ্যাত্মিক প্রয়োজনসমূহও রিযিকে'র অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে (আল-গ'াযালী)। (১৯) আল-ফাত্‌তাহ, উহার তিনটি পরস্পর স্বতন্ত্র অর্থ রহিয়াছে ঃ (ক) বিজয়ী—যিনি সকল সমস্যা ও বিপদ-আপদে বিজয়ী থাকেন এবং অপরের জন্য বিজয়কে সহজ করিয়া দেন, (খ) মীমাংসাকারী—যিনি রায় শুনাইয়া অথবা ফায়সালা দিয়া মীমাংসাযোগ্য ঘটনার মীমাংসা করেন, (গ) প্রকাশকারী—যিনি মানুষের গোচর-বহির্ভূত বিষয়াবলীকে তাহার দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশ করিয়া দেন (আল-গ'াযালী)। (২০) আল-'আলীম অর্থ—মহাজ্ঞানী, তিনি প্রতিটি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান রাখেন। আল্লাহ্ তা'আলার এই নামটি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার সরাসরি (কোনও

মাধ্যমের সাহায্য ব্যতিরেকে) জ্ঞান রাখিবার গুণের প্রকাশক।

পরবর্তী ছয়টি নামের ধাতু কুরআন মাজীদে থাকিলেও নামগুলি উহাতে উল্লিখিত হয় নাই। তাই উহাদেরকে পবিত্র হ'াদীছ' দ্বারা সরাসরি প্রমাণিত নাম বলিয়া মনে করা হয়। নামগুলি জোড়ায় জোড়ায় বিভক্ত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে জোড়ার একটি নাম অপরটির বিপরীত ও আবশ্যিকভাবে সহগামী হইয়া থাকে।(২১) আল-ক'াবিদ', অর্থ—সংকোচনকারী এবং (২২) আল-বাসিত', অর্থ (স্বীয় বান্দাদের জীবন, অন্তর, জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদির) বিস্তারক। (২৩) আল-খাফিদ', অর্থ—অক্ষম ও হীনবল করিয়া দেন যিনি এবং (২৪) আ-রাফি', অর্থ—সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিকারী। (২৫) আল্‌-মু'ইয্‌য্‌, অর্থ—সম্মান ও শক্তিদানকারী এবং (২৬) আল-মুযি'ল্‌ল্‌, অর্থ—লাঞ্ছনা দানকারী, মর্যাদা হ্রাসকারী। (২৭) আস্‌-সামী', অর্থ—বহুল পরিমাণে শ্রবণকারী এবং (২৮) আল-বাস'ীর অর্থ—বহুল পরিমাণে দর্শনকারী; আল্লাহ্‌ তা'আলা সব কিছু দেখেন ও শোনেন। (২৯) আল-হ'াকীম, অর্থ—স্বীয় বিধান ও আদেশ-নিষেধের বিষয়ে নিজেই ফায়সালা করেন যিনি। উক্ত নামটির অর্থের মধ্যে প্রজ্ঞা ও কৃপার ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে (দ্র. আল-গ'াযালী, (৩০) আল-'আদ্‌ল, অর্থ—ন্যায় বিচারক—যিনি সকল ন্যায়বিচারক ও বিচারপতির ঊর্ধ্বে রহিয়াছেন এবং যাঁহা দ্বারা কোনও অন্যায় কার্য সংঘটিত হয় না। (৩১) আল্‌-লাত'ীফ, অর্থ—কৃপাপরায়ণ, কল্যাণকামী, কল্যাণ চিন্তাকারী, তিনি স্বীয় বিশিষ্ট বান্দাদের অন্তরে দয়া ও কল্যাণ কামনার গুণ সৃষ্টি করিয়া দেন এবং এই বিষয়ে তাহাদেরকে সাহায্য করেন। (৩২) আল-খাবীর, অর্থ—গোপন বিষয়ে অবগত। আল্লাহর আল-'আলীম নামটির সহিত এই নামটির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক রহিয়াছে। এই নামের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টির সকল গোপন তথ্য, সংবাদ ও বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত রহিয়াছেন। (৩৩) আল-হ'ালীম, অর্থ—ধৈর্যশীল যিনি শাস্তি প্রদানে ধীর ও বিলম্বকারী। (৩৪) আল-'আজ'ীম, অর্থ—অতলস্পর্শ, সৃষ্টির উপলব্ধির বাহিরে, সৃষ্টি তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না (তু. আল-জাব্বার নামের তাৎপর্য যাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে)। আল-গাযালীর বর্ণনামতে উহার অর্থ হইতেছে মানুষের উপলব্ধি ও চিন্তাশক্তির নাগালের বাহিরে আছেন যিনি। যেমন আকাশ ও পৃথিবী সামগ্রিকভাবে এক নজরে দৃষ্ট হয় না। (৩৫) আল-গ'াফূর, অর্থ—অত্যন্ত ক্ষমাশীল; আল-ঈজী ও আল-জুরজানী বলেন, আল-গ'াফূর ও আল-গ'াফফার—উভয় নামেরই অর্থ এক। আল-গ'াযালী বলেন, আল-গ'াফফার নামের অর্থ হইতেছে বান্দা কর্তৃক পুনঃপুনঃ কৃত গুনাহ মাফ করেন যিনি; পক্ষান্তরে আল-গাফূর নামের অর্থ হইতেছে ক্ষমাশীল। শেষোক্ত নামের অর্থে নিহিত ক্ষমা কোনরূপ বিশেষ গুনাহের সহিত সম্পর্কিত নহে। আল্লাহ্‌ তা'আলার ক্ষমা অসীম। (৩৬) আশ-শাকূর, অর্থ—সৎকর্মের অত্যন্ত মর্যাদা দানকারী, সামান্য সৎকর্মের জন্য বিপুল পরিমাণ পুরস্কারদাতা, স্বীয় অনুগত বান্দাদের প্রশংসক। (৩৭) আল-'আলী, অর্থ—মহান। আল-ঈজীর মতে আল-'আলী ও আল-মুতাকাব্বির এই উভয় নামেরই অর্থ এক। আল-গ'াযালীর মতে আল্লাহ্‌ তা'আলা যেহেতু সকল কারণের মূল কারণ, তাই তিনি সকল সত্তার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে বিরাজমান। (৩৮) আল-কাবীর, অর্থ—মহান। আল-ঈজীর মতে আল-কাবীর নামটি আল- মুতাকাব্বির নামের সমার্থক। আল-গ'াযালীর মতে উহা আল-'আজ'ীম নামের সমার্থক। (৩৯) আল-হ'াফীজ' অর্থ—রক্ষক, সতর্ক। আল-ঈজীর মতে উহা আল-'আলীম নামের প্রায় সমার্থক। কারণ হি'ফজ' (حفظ) যাহা হইতে আল-হ'াফীজ' শব্দটি গঠিত হইয়াছে, ভ্রম ও অসতর্কতার বিপরীত (অতএব উহা 'ইল্‌ম যাহা হইতে আল-'আলীম শব্দটি গঠিত হইয়াছে উহার প্রায় সমার্থক)। আল্লাহ্‌ তা'আলার কার্যে কখনও কোনরূপ ত্রুটি বা নিয়মের পরিবর্তন ঘটে না। তাই তিনি সৃষ্টির বিভিন্ন অংশের প্রতি পালাক্রমে মনোযোগ দিয়া নহে, বরং একই সঙ্গে এবং একই সময়ে সমগ্র সৃষ্টির প্রতি মনোযোগী থাকিয়া উহাদেরকে রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করেন। উহাতে কোনরূপ ত্রুটি বা নিয়মের পরিবর্তন হয় না। (৪০) আল-মুকীত, ইহার নিম্নোক্ত চারটি অর্থ রহিয়াছে ঃ (ক) প্রতিপালক, কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলাই দৈহিক ও আত্মিক উভয়বিধ খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপকরণ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই অর্থে উহা আর-রায্‌যাক' নামের সমার্থক; (খ) তাক'দীর বা ভাগ্য নির্ধারক (গ) গায়বী বা গোপন বিষয় সম্বন্ধে অবগত (ঘ) সদা-উপস্থিত। (৪১) আল-হ'াসীব, ইহার নিম্নোক্ত তিনটি অর্থ রহিয়াছে ঃ (ক) হিসাব রক্ষাকারী, সব কিছুর হিসাব আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট রহিয়াছে (খ) সৃষ্টিতে পর্যাপ্ততা দানকারী। বান্দাদের জন্য যে পরিমাণ উপকরণ প্রয়োজন, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহা তাহাদের জন্য সৃষ্টি করিয়া থাকেন; (গ) হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দাদের নিকট হইতে তাহাদের ভাল-মন্দ কাজের হিসাব লইবেন। (৪২) আল-জালীল, অর্থ—মহামর্যাদাশালী; সম্মানীয়, মহাসম্মানিত। আল-গ'াযালী বলেন, আল-জালীল নামটি আল্‌-মুতাকাব্বির ও আল-'আজীম—এই উভয় নামের প্রায় সমার্থক হইলেও সম্পূর্ণ সমার্থক নহে। আল-ঈজ'ীর মতে উহা আল-মুতাকাব্বির নামের সমার্থক। আল-জুরজানীর মতে আল-জালীল নামের অর্থ হইতেছে আল্লাহ্‌ তা'আলা মহামর্যাদা (جلال) ও মহাসৌন্দর্য (جمال)—এই উভয়বিধ গুণের অধিকারী। (৪৩) আল-কারীম, অর্থ—উদার ও দানশীল অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা (ক) উদারতা ও দানশীলতার গুণের মালিক; (খ) দানশীলতার পরিমাণ নির্ধারণকারী; (গ) সম্মান ও মর্যাদার উৎস এবং (ঘ) ক্ষমাশীল। (৪৪) আর-রাক'ীব, অর্থ—রক্ষক; মর্যাদাবোধসম্পন্ন। আল-গাযালীর মতে আর-রাক'ীব নাম যাহা আল-হ'াফীজ' নামের প্রায় সমার্থক-অর্থের মধ্যে পূর্ণ ও কঠোর হেফাজতের প্রতি অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। (৪৫) আল-মুজীব অর্থ—উত্তরদাতা; দু'আ কবুলকারী। আল্‌-গ'াযালী বলেন, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির প্রয়োজনসমূহ পূরণে ত্বরা করিয়া থাকেন। তিনি, এমন কি বান্দার প্রার্থনা ব্যতিরেকেই তাহার প্রয়োজন পূরণ করেন। (৪৬) আল-ওয়াসি', অর্থ—সর্বত্র বিরাজমান; সমগ্র সৃষ্টিকে যিনি নিজ আয়ত্তে রাখিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞানের পরিধি প্রতিটি অজ্ঞেয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। সকল বস্তু ও বিষয়ের উপর তাঁহার সার্বভৌম ক্ষমতা রহিয়াছে। স্বীয় সৃষ্টিকে নিজ জ্ঞান ও ক্ষমতার অধীনে রাখিবার জন্য উহার বিভিন্ন অংশের প্রতি তাঁহার পালাক্রমে মনোযোগ দিবার প্রয়োজন হয় না, বরং তিনি একই সঙ্গে এবং একই সময়ে সমগ্র সৃষ্টিকে স্বীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার অধীনে রাখেন। (৪৭) আল-হ'াকীম, অর্থ—প্রজ্ঞাবান, মহাপ্রাজ্ঞ; আল-'আলীম নামের সমার্থক (আল-ঈজী); জ্ঞানী, মহাজ্ঞানী অর্থাৎ তিনি যে সকল কার্য করেন, উহাদের সার্বিক বিষয়ে তিনি অবগত রহিয়াছেন। তিনি অবস্থা মোতাবেক কাজ করিয়া থাকেন। স্বীয় সিদ্ধান্তে তিনি পরিণতির বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন। অতএব স্বীয় সৃষ্টির পথ প্রদর্শনে তৎকর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, শক্তিশালী ও সঠিক হইয়া থাকে এবং উহাতে সর্বদা

বান্দাদের মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত থাকে। (৪৮) আল-ওয়াদূদ, অর্থ—অত্যন্ত স্নেহশীল। তিনি স্বীয় সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ; অতএব তিনি তাঁহাদের কল্যাণকামী। তিনি শুধু নিজ কৃপায় স্বীয় সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। (৪৯) আল-মাজীদ, অর্থ—মহামর্যাদাশীল; আলীশান; প্রোজ্জ্বল। তাঁহার কার্যাবলী প্রোজ্জ্বল ও ভাস্বর। সৃষ্টির প্রতি তাঁহার দান বিপুল ও অসীম। তিনি যে প্রশংসা পাইবার যোগ্য, উহা শুধু তাঁহার জন্যই নির্দিষ্ট। (৫০) আল-বা'ইছ; অর্থ—পুনর্জীবনদাতা; তিনি কিয়ামতের দিনে সকল সৃষ্টিকে পুনরায় জীবিত করিবেন (উক্ত নামটি শুধু পবিত্র হ'াদীছে উল্লিখিত হইয়াছে (৫১) আশ-শাহীদ, অর্থ—সাক্ষী; (ক) তিনি গোপন বিষয়ে অবগত আছেন; (খ) যিনি সর্বদা সর্বত্র উপস্থিত রহিয়াছেন (তু'আল-মুকীত নামের তাৎপর্য)। (৫২) আল-হ'াক্ক অর্থ—বাস্তব ও প্রকৃত অর্থাৎ তিনি স্বীয় সত্তার দিক দিয়া আবশ্যিকভাবে অস্তিত্বশীল; (খ) স্বীয় কথা ও কার্যাবলীতে সত্যবাদী এবং (গ) সত্য ও বাস্তবের প্রকাশক। (৫৩) আল্‌-ওয়াকীল, অর্থ—অভিভাবক; বিশ্বাসভাজন। সকল সৃষ্টি তাঁহারই অভিভাবকত্বে রহিয়াছে। স্বীয় সৃষ্টির প্রয়োজনসমূহ পূরণের প্রতি তিনি সর্বদা মনোযোগী। (৫৪) আল-ক'াবিয়্যু, অর্থ—শক্তিমান; ক্ষমতাবান। সকল সৃষ্টি তাঁহার ক্ষমতার অধীনে রহিয়াছে। (৫৫) আল-মাতীন, অর্থ—অত্যন্ত শক্তিমান ও অবিচল। কেহ তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত বা ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে না। তাঁহার ক্ষমতা অসীম। (৫৬) আল-ওয়ালিয়্যু, অর্থ—বন্ধু, সুহৃদ, সঙ্গী, সাহায্যকারী, রক্ষাকর্তা, ক্ষমতাশালী। (৫৭) আল-হ'ামীদ, অর্থ—প্রশংসনীয়, সকল প্রশংসার মালিক। (৫৮) আল্‌-মুহ্'সী অর্থ—গণনাকারী, হিসাবরক্ষক। তিনি গণনার সকল বস্তু ও বিষয় সম্বন্ধে পুর্ণরূপে অবগত এবং সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান রহিয়াছেন। (৫৯) আল-মুব্‌দি অর্থ—আরম্ভকারী, প্রথমবার সৃষ্টিকারী। (ক) তিনি সকল সৃষ্টির একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। (খ) তিনি সৃষ্টির শুধু মঙ্গল চিন্তা করেন। (৬০) আল-মু'ঈদ, অর্থ—পুনরায় জীবনদানকারী, পুনর্জীবনদাতা। মানুষের মৃত্যুর পর তিনি কিয়ামতের দিন তাহাদেরকে পুনর্জীবিত করিবেন; (৬১) আল-মুহ্'য়ী, অর্থ—জীবনের স্রষ্টা। (৬২) আল-মুমীত, অর্থ—যিনি মৃত্যুর স্রষ্টা ও মৃত্যুদাতা। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। (৬৩) আল-হ'ায়্যু, অর্থ—চিরঞ্জীব। আল্লাহ্ তা'আল্লার উক্ত গুণটি তাঁহার সত্তার অবস্থাবাচক গুণাবলীর অন্যতম। স্বীয় অতুলনীয় পূর্ণতা এবং অনন্য জ্ঞান ও কর্মের কারণে তিনি অস্তিত্বের উচ্চতম ও পূর্ণতম স্তরে অস্তিত্বশীল রহিয়াছেন ও থাকিবেন (আল-গ'াযালী)। (৬৪) আল-ক'ায়্যুম, অর্থ—স্বঅস্তিত্বে বিরাজমান, স্বাধিষ্ঠ, (ক) তিনি নিজ ক্ষমতাবলে অস্তিত্বশীল ও বর্তমান। তিনি ভিন্ন অন্য কিছু তাঁহার অস্তিত্বের কারণ নহে। (খ) তিনি সমগ্র সৃষ্টির উপর ক্ষমতা রাখেন। উহাদের বিভিন্ন অংশকে যে রূপে চাহেন সেই রূপে বিন্যস্ত করেন। কোনও বস্তুই তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে অস্তিত্বশীল থাকিতে পারে না। (৬৫) আল-ওয়াজিদ, অর্থ—সকল বস্তুর অধিকারী (পূর্ণতম; পরিপূর্ণ), তাঁহার কোনও অভাব নাই। তাঁহার নিকট সকল বস্তুই রহিয়াছে। (৬৬) আল-মাজিদ, অর্থ-সম্মান ও মর্যাদার মালিক। মর্যাদার দিক দিয়া তিনি সকলের উর্ধ্বে রহিয়াছেন। তিনি সর্বময় কর্তৃত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

আল-আস্‌মাউ'ল-হু'স্‌নার অধিকাংশ তালিকায় এই স্থলে আল-ওয়াহি'দ নামটি উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু আল-গ'াযালী ও আল-'ঈজী উহাকে উহ্য করিয়া দিয়াছেন। উহার অর্থ পরবর্তী নামের অধীনে বর্ণিত হইতেছে।

(৬৭) আল-আহ'াদ, উহাতে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তার সহিত সম্পর্কিত একটি গুণ বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ তিনি ও তাঁহার সত্তা সকল দিক দিয়া একক ও অদ্বিতীয়। তাঁহার গুণাবলী অন্য সকলের গুণাবলী হইতে উর্ধ্বে ও অতুলনীয়। আল-ওয়াহি'দ নামের অর্থ একক 'ইলাহ যিনি ভিন্ন অন্য কোনও 'ইলাহ নাই। (৬৮) আস্'-সামাদ, অর্থ—অভাবমুক্ত; কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী। কেহ তাঁহার ক্ষতি করিতে পারে না। কেহ তাঁহাকে প্রভাবিত করিতে পারে না। তিনি মহান ও ক্ষমতাবান। যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে তিনি মুক্ত। তিনি অবিভাজ্য সত্তা। (৬৯) আল-ক'াদির, অর্থ—শক্তিমান, মহাশক্তিশালী এবং (৭০) আল-মুক'তাদির, অর্থ—সকলের উপর বিজয়ী। (৭১) আল-মুক'াদ্দিম, অর্থ—নৈকট্য প্রদানকারী এবং (৭২) আল-মুআখ্‌খির, অর্থ—দূরে নিক্ষেপকারী। তিনি যাহাকে চাহেন তাহাকে স্বীয় নৈকট্য প্রদান করেন, নিজের প্রিয় করিয়া লন এবং যাহাকে চাহেন তাহাকে নিজের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দেন এবং নিজের বিরাগভাজন করেন। (৭৩) আল-আওয়াল, অর্থ—সর্বপ্রথম এবং (৭৪) আল-আখির, অর্থ—সর্বশেষ। আল্লাহ্ তা'আলা সকলের পূর্বে ছিলেন; তাঁহার পূর্বে কোনও কিছু ছিল না। তিনি সকলের পরেও থাকিবেন; তাঁহার পরে কোনও কিছু অস্তিত্বে আসিবে না (কারণ তিনি চিরঞ্জীব, তাঁহার সত্তা অবিনশ্বর অর্থাৎ তিনি অনাদি ও অনন্ত)। আল-গ'াযালীর মতে উক্ত নামদ্বয়ের প্রথম নামের অর্থ হইতেছে, তিনি সকল কারণের আদি কারণ এবং দ্বিতীয় নামের অর্থ হইতেছে, তিনি সকল কারণের শেষ কারণ। (৭৫) আজ্'-জ'াহির, অর্থ—প্রকাশিত এবং (৭৬) আল-বাতি'ন, অর্থ—গোপন। (ক) প্রকাশিত অর্থাৎ নিশ্চিত যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা যাঁহার অস্তিত্ব স্পষ্ট ও প্রকাশিত এবং যিনি সকল বিষয়ে সকলের উপর বিজয়ী; (খ) গোপন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না এবং যিনি গোপন বিষয় সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছেন। (৭৭) আল-ওয়ালী, অর্থ—বিজয়ী, আধিপত্য স্থাপনকারী; অধিপতি। (৭৮) আল-মুতা'আলী, অর্থ—সর্বশ্রেষ্ঠ, উক্ত নাম আল-'আলী নামের সমার্থক। তবে উহাতে আল-'আলী' অপেক্ষা অধিকতর বিজয়ের অর্থ রহিয়াছে। (৭৯) আল-বাররু অর্থ—মঙ্গলকর, ভাবনার উৎস, মানুষের অন্তরে মঙ্গলকর চিন্তার উদ্রেককারী। (৮০) আত্‌-তাওয়াব, অর্থ—প্রত্যাবর্তনকারী। বান্দা নিজকৃত গুনাহের জন্য লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া ফিরিয়া আসিলে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় দয়া ও কৃপায় তাহার দিকে ফিরিয়া তাকান। (৮১) আল-মুন্‌তাকি'ম, অর্থ—প্রতিশোধ গ্রহণকারী; পাপীর শাস্তি বিধানকারী। (৮২) আল-'আফুব্বু, অর্থ—মানুষের আমলনামা হইতে গুনাহ মোচনকারী। (৮৩) আর-রাউফ, অর্থ—দয়ার্দ্রচেতা; কৃপাময়। স্বীয় দয়ার্দ্রচিত্ততার কারণে তিনি বান্দার (দায়িত্ব ও গুনাহের) ভার লঘু করিতে চাহেন। আল-গ'াযালীর মতে উক্ত নাম আর্-রাহ্'মান নামের প্রায় সমার্থক। (৮৪) মালিকু'ল-মুল্‌ক অর্থ—সমগ্র সৃষ্টি-জগতের সার্বভৌম অধিপতি। (৮৫) যু'ল-জালালি ওয়া'ল-ইকরাম, অর্থ—উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী, আল-'ঈজী ও আল-আমিদীর মতে উক্ত নামটি আল-জালীল নামের প্রায় সমার্থক। (৮৬) আল-মুক্'সিত', অর্থ—ন্যায়বিচারক, একত্রকারী, সমাবেশকারী। আল-গ'াযালীর মতে উক্ত নামের অর্থ হইতেছে, যিনি বিভিন্ন সৃষ্টিকে উহাদের পারস্পরিক মিল-অমিল ও বৈপরীত্যের দিক দিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে একত্র করেন। আল-'ঈজী ও আল-জুরজানীর মতে উহার অর্থ হইতেছে—যিনি পরস্পর বিরোধী লোকদেরকে কিয়ামতের দিন পরস্পরের সহিত একত্র করিবেন। (৮৮)

আল-গ'নী, অর্থ—অমুখাপেক্ষী; স্বয়ং সম্পূর্ণ, কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তাঁহার কোনও বস্তুর অভাব নাই। স্বীয় সৃষ্টির নিকট তিনি কোনও বিষয়ে মুখাপেক্ষী নহেন। (৮৯) আল-মুগ'নী, অর্থ—ধনদাতা, যিনি প্রতিটি সৃষ্টিকে উহার প্রয়োজন সরবরাহ করেন; সৃষ্টি যাহার নিকট হইতে পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। (৯০) আল-মানি', প্রতিরোধকার (উক্ত নামটি শুধু হা'দীছে উল্লিখিত হইয়াছে) অর্থ—নিজ হিফাজতের অধীন সকল সৃষ্টির রক্ষক ও নিরাপত্তাদাতা। উক্ত নামটির অর্থের সহিত আল-হা'ফিজ' নামের অর্থের মিল রহিয়াছে। আল-হা'ফীজ' নামের অর্থ হইতেছে সতর্ক রক্ষক। পক্ষান্তরে আল-মানি' নামের অর্থ হইতেছে বিপদ হইতে রক্ষাকর্তা। আল-হা'ফীজ' নামের অর্থের মধ্যে আয়ত্তে রাখিবার ও রক্ষা করিবার ভাবটি প্রধান। পক্ষান্তরে আল-মানি' নামের অর্থের মধ্যে বিপদ হইতে নিরাপত্তা দিবার ও বিপদ হইতে রক্ষা করিবার ভাবটি প্রধান। (৯১) আদ্-দা'র্‌র্, অর্থ—অমঙ্গলদাতা এবং (৯২) আন্-নাফি', অর্থ—মঙ্গলদাতা। উক্ত নাম দুইটি শুধু হা'দীছে উল্লিখিত হইয়াছে। উহাদের অর্থের মধ্যে এই বিষয়ের ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, মঙ্গল ও অমঙ্গল, কল্যাণ ও অকল্যাণ, বিপদ ও বিপদমুক্তি, শান্তি ও অশান্তি এবং লাভ ও লোকসান—সকলই আল্লাহ্ তা'আলার হাতে রহিয়াছে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে কল্যাণ দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পরীক্ষার উদ্দেশে অথবা তাহার কর্মের ফল হিসাবে অকল্যাণ দান করেন। (৯৩) আন্-নূর, অর্থ—আলোকময় অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অস্তিত্বের পক্ষে পূর্ণ ও স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি প্রতিটি বস্তুকে অনস্তিত্বের অন্ধকার হইতে অস্তিত্বের আলোকে আনিয়াছেন। (৯৪) আল-হাদী, অর্থ—পথ প্রদর্শক। তিনি মুমিন বান্দাদের অন্তরে সৎ ও সঠিক পথের দিশা উদ্ভাসিত করিয়া দেন। তিনি প্রতিটি সৃষ্টিকে, উহা বাকশক্তিসম্পন্ন অথবা বাকশক্তিহীন, যাহাই হউক না কেন, উহার পরিণতির দিকে পথ দেখাইয়া লইয়া যান। (৯৫) আল্-বাদী'; অর্থ—সর্বপ্রথম সৃজনকারী; নমুনার সাহায্য গ্রহণ ব্যতিরেকেই প্রতিটির সৃজক; অনুপম, অতুলনীয়। (৯৬) আল-বাকী; অর্থ—চিরস্থায়ী; চিরঞ্জীব, অনন্ত। (৯৭) আল্-ওয়ারিছ', অর্থ—সকল বস্তুর মালিক, তিনি সকল বস্তুর ধ্বংসের পরও জীবিত থাকিবেন। (৯৮) আর-রাশীদ, অর্থ—সত্য পথ প্রদর্শক; সত্য পথে আনয়নকারী। (৯৯) আস্-সাবূর, অর্থ—ধৈর্যশীল। তিনি শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত ধীর। তিনি সর্বদা সঠিক সময়ে কার্য করিয়া থাকেন। উক্ত নামটি আল-হা'লীম নামের প্রায় সমার্থক। উহা শুধু হা'দীছে' উল্লিখিত হইয়াছে।

নিরানব্বইটি নাম সম্বলিত উপরিউক্ত তালিকা ভিন্ন আল-আস্‌মাউ'ল-হু'স্‌নার আরও একাধিক তালিকা রহিয়াছে। উহাদের কোন কোন তালিকায় নিরানব্বইয়ের অধিক নাম উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত তালিকাসমূহে উল্লিখিত অতিরিক্ত নামসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত নামগুলিও রহিয়াছেঃ (১) আর্-রব্‌ব্, অর্থ—প্রতিপালক; প্রভু। (২) আল-মুন্'ইম, অর্থ—নি'মাতদাতা; দানশীল; দানের মালিক। (৩) আল-মু'তী, অর্থ—দাতা; দানশীল। (৪) আস্-সাদিক' অর্থ—সত্যবাদী, বান্দার কল্যাণ সাধনে একনিষ্ঠ। (৫) আস্-সাত্তার, অর্থ—গোপনকারী। তিনি বান্দার গুনাহের কথা গোপন রাখেন। এতদ্ব্যতীত এমন আরও নাম পাওয়া যায়।

আল-আস্‌মাউ'ল-হু'স্‌না বিষয়ে গ্রন্থ রচনাকারী কয়েকজন শী'আ গ্রন্থকারের নাম নিম্নে উল্লিখিত হইলঃ হযরত 'আলী (রা) হইতে যে সকল আসমাউল-হু'স্‌না বর্ণিত হইয়াছে তাহা 'দু'আউ'ল-জাওশান' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রন্থকার আল-আস্‌মাউ'ল-হু'স্‌নার বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যেমন (১) ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সুলায়মান আল-কাতী'ফী (মৃ. ৯৪৫ হি. সনের দিকে); (২) ইব্‌রাহীম আল-কাফ্'আমী (মৃ. ৯০৫ হি.) [তৎকর্তৃক রচিত গ্রন্থের নাম আল-মাক্'সা'দু'ল-আস্‌না]; (৩) মুহা'ম্মাদ বাকি'র আল-মাজ্‌লিসী (মৃ. ১১১১ হি.); (৪) মুহা'ম্মাদ তাকী' ইব্‌ন 'আব্‌দি'র-রাহী'ম আত্'-তি'হরানী (মৃ. ১২৪৮ হি.); (৫) হা'বীবুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আলী মাদাদ আস্-সাউজী আল-কাশানী; (৬) হু'সায়ন আল-কাশিফী (তৎকর্তৃক রচিত গ্রন্থের নাম আল-মারস'দু'ল্-আস্‌না); (৭) সা'লিহ্' ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-কারীম আল-কারযাকানী (মৃ. ১০৯৮ হি.) (৮) 'আব্‌দু'ল-কা'হির ইব্‌ন কাজি'ম; (৯) 'আলী ইব্‌ন আবী ত'ালিব আল-হা'যীন (তাঁহার গ্রন্থের নাম তাফ্‌সীরু'ল-আস্‌মা); (১০) 'আলী ইব্‌ন শিহাবুদ-দীন আল-হামাদানী (মৃ. ৭৮৬ হি.); (১১) যায়নু'দ্-দীন 'আলী ইব্‌ন মুহা'ম্মাদ আর-রিয়াদী (মৃ; ১১০৩ হি., তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম আল-মাক'মু'ল্-আস্‌না); (১২) আবূ-জা'ফার মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন বাত্‌তা আল-কম্মী (তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'তাফ্‌সীরু আস্‌মাইল্লাহ); (১৩) 'আলাউ'দ-দীন মুহা'ম্মাদ গুলিস্‌তানাহ (তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম কাশিফু'ল-আসনা); (১৪) মুহা'ম্মাদ আল-কিরমানী (মৃ. ১২৯২ হি.); (১৫) সায়্যিদ নি'মাতুল্লাহ্ (তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম মাকা'মাতু'ন্-নাজাত); (১৬) হাদী বায্‌ওয়ারী (মৃ. ১২৮৯ হি.); (১৭) ইস্‌মা'ঈল ইব্‌ন 'আব্বাদ (মৃ. ৩৮৫ হি., তাঁহার গ্রন্থের নাম 'আস্‌মাউল্লাহি তা'আলা ওয়া সি'ফাতুহা)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) যেই সকল 'আরব গ্রন্থকারের নাম নিবন্ধের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের গ্রন্থ ভিন্ন কু'রআন মাজীদের বিখ্যাত তাফ্‌সীর গ্রন্থসমূহও দ্রষ্টব্য, বিশেষত যেই সকল আয়াতে বা উহাদের ব্যাখ্যায় আল-আস্‌মাউ'ল-হু'স্‌না উল্লিখিত হইয়াছে, উহাদের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। (২) এইরূপে ইসলামী দর্শন সম্পর্কিত প্রচলিত গ্রন্থসমূহের (যাহাদের সংখ্যা বিপুল) আল-আস্‌মাউ'ল-হু'স্‌না অধ্যায়ও দ্রষ্টব্য। (৩) বিপুল সংখ্যক তাস'াওউফপন্থী গ্রন্থকারের মধ্য হইতে ইব্‌ন আত'াউল্লাহ আল-ইস্‌কা'নদারিয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ আল-কা'স্‌দু'ল-মুজাররাদু ফী মা'রিফাতি'ল-ইস্‌মি'ল্-মুফ্‌রাদ, আল-আয্‌হার, কায়রো ১৩৪৮/১৯৩০; য়ুরোপীয় গ্রন্থাবলীতে উহা হইতে উদ্ধৃতিসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে (৪) A.J. Wensinck, Muslim Creed, কেম্ব্রিজ ১৯৩২ খৃ., পৃ. ১৯৬ ও ২৩৯; উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে আল-আস্‌মাউ'ল-হু'স্‌নার অপ্রচলিত একটি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে; (৫) J. Windrow Sweetman, Islam and Christian Theology, ১/২খ., Lutterworth Press ১৯৪০খৃ., পৃ. ২১১-২১৬; (৬) Miguel Asin Palacios, EL justo medio enla Creencia, Compendio de teologia dogmatica de Algazel (উক্ত গ্রন্থটি ইক্'তিসা'দ গ্রন্থের অনুবাদ। উহার সহিত মাক্'সা'দ গ্রন্থের কোনও কোন অংশের টীকাযুক্ত অনুবাদ সংযোজিত রহিয়াছে), মেডার্ড ১৯২৯ খৃ., পৃ. ৪৩৫-৪৭১; (৭) Y. Moubarac, Les Noms, titres el attributs de Dieu dons le coran et leurs Correspondants en epigraphie sud-se-mitique in Museon 1955 A. C., পৃ. ৮৬ প.; (৮) আল-বুখারী, আস্-সা'হী'হ, আশ্-শুরাত অধ্যায়, ১৮তম পরিচ্ছেদ;আদ্-দাও'য়াত অধ্যায়, ৬৮তম পরিচ্ছেদ ও আত্-তাওহী'দ অধ্যায়, ১২তম পরিচ্ছেদ; (৯) মুসলিম,

আস - সাহীহ, আয্‌ -যি·কর ও আদ্‌-দু'আ' অধ্যায়; (১০) আহ·মাদ ইব্‌ন হ·াম্বাল, আল-মুসনাদ, ২খ., ২৫৮, ২৬৭, ৩১৪, ৪২৭, ৪৯৯, ৫০৩ ও ৫১৬।

L.Gardet ও সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/মু. মাজ্‌হারুল হক

আস্‌য়ূত· (اسيوط) ঃ মিসরের উজান অঞ্চলের (Upper Egypt) একটি শহর; এই এলাকার বৃহত্তম ও ব্যস্ততম শহর আস্‌য়ূত· ২৭° ১১ উত্তর অক্ষাংশে নীল নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। নীল নদের অববাহিকায় কর্ষণযোগ্য, সর্বাপেক্ষা উর্বর এবং নিরাপদ এলাকাসমূহের অন্যতম স্থানে অবস্থিত হওয়ার কারণে এবং যাতায়াতের প্রধান পথসমূহের স্বাভাবিক শেষ প্রান্ত হওয়াতে প্রাচীনকালে উহা একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল (Syowt, গ্রীকঃ Lykopolis)। ইহা প্রদেশের (Namos) প্রধান শহর ছিল। ইসলামী যুগেও আস্‌য়ূত· একটি কু'রার প্রধান শহররূপে গণ্য হইত (আধুনিক মারকায জেলা); প্রদেশসমূহের বিভক্ত প্রশাসন-ব্যবস্থা চালু হইলে ইহা একটি প্রদেশের রাজধানী শহরে (আমাল, বর্তমানে মুদীরিয়্যা) পরিণত হয়।

'উস্‌য়ূত·'-এর কথ্য রূপ 'আস্‌য়ূত·' উভয় শব্দ কপ্‌টীয় Siout-এর 'আরবায়িত রূপ; মধ্যযুগের ভূমি সংক্রান্ত দলীলপত্রে প্রাপ্ত 'সূয়ূত·' অথবা 'সায়ুত' ইহাদের সহিত তুল্য, কিন্তু আল-কালক'াশান্দী-র সময় (মৃ. ৮২১/১৪১৮) হইতেই উচ্চারণে আস্‌য়ূত· রূপ প্রচলিত হয়।

আস্‌য়ূতে'র কোন ইতিহাস রচনা সম্ভব নহে। কারণ ঐতিহাসিকগণের রচনায় কদাচিৎ ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। কেবল মামলূক যুগের শেষের দিকে 'আলীবের শাসনাধীনে ইহা কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ ১১৮৩/১৭৬৯-৭০ সালে আস্‌য়ূত কিছু কালের জন্য বিদ্রোহের কেন্দ্র ছিল। ভৌগোলিক ও পর্যটকদের বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে, সমগ্র ইসলামী যুগে ইহা অবিচ্ছিন্ন সমৃদ্ধি ভোগ করে। খৃস্টীয় ১৯শ শতকের শেষের দিকে উহার গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি লাভ করে, বিশেষত কায়রোর সহিত রেল যোগাযোগ স্থাপিত হইবার পর (১২৯২/১৮৭৫)। ১২৯৩/১৮৭৬ সালে ইহার জনসংখ্যা ছিল ২৮,০০০, যাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ৪২,০০০ এবং ১৯৭৪ খৃ. ১৯৭,০০০-এ (The Sttasman's Year--book, 1981-82) পৌঁছিয়াছে।

মধ্যযুগে আস্‌য়ূত ইহার কৃষিজাত পণ্য, শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। ভুট্টা ও খেজুর ব্যতীত অসাধারণ আকারের নাশপাতি জাতীয় ফল এখানে পাওয়া যাইত। ইহার প্রধান শিল্প ছিল পশম, কার্পাস এবং লিনেন বস্ত্র বয়ন। ইহার পার্শ্ববর্তী মরূদ্যান হইতে প্রাপ্ত ফিটকিরি এবং নীল-এর উপর ভিত্তি করিয়া ব্যাপকভাবে বস্ত্র রঞ্জন করা হইত। উদাহরণস্বরূপ দার-ফুরে রপ্তানীর জন্য প্রস্তুত পণ্যসমূহ এখানে রঞ্জিত হইত। ইহার খাস পণ্যের মধ্যে ছিল দাবীকী নামে পরিচিত সূক্ষ্ম লিনেন বস্ত্র (যাহা ইহার প্রধান উৎপাদন স্থল মিসরের উজান অঞ্চলে অবস্থিত দাবীকে হইতে উদ্ধৃত) এবং প্রাচীন আর্মেনীয় নমুনায় প্রস্তুত উত্তম পশমী বস্ত্রাদি ও গালিচা। বর্তমানেও আস্‌য়ূতে রূপালী নক্সাদার কাল ও সাদা শাল প্রস্তুত হয়, যাহা য়ূরোপে অত্যন্ত সমাদৃত এবং যাহা এক সময়ে সমগ্র প্রাচ্যে বিখ্যাত একটি শিল্পের শেষ নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত আস্‌য়ূতে· আফিম প্রস্তুত হইত এবং এখানে উচ্চ মানের মৃৎপাত্রও তৈরি হইত, যাহার প্রবীণ নক্‌শা ও আকৃতির জন্য আজ পর্যন্ত কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণের আস্‌য়ূত· মৃৎপাত্রের বিশেষ চাহিদা রহিয়াছে।

মিসরের সর্বত্র ও বিদেশে এই সমস্ত পণ্যের তেজী ব্যবসা প্রচলিত ছিল। সূদানের সহিত সরাসরি বাণিজ্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল। দারফুর হইতে আগত বার্ষিক কাফেলাসমূহ (প্রায় ১৫০০ উটসম্বলিত) ক্রীতদাস, গজদন্ত, উটপাখির পালক ও সূদানের অন্যান্য পণ্য আনয়ন করিত এবং বিনিময়ে মিসরের শিল্পসমূহের উৎপাদিত পণ্য, বিশেষত পশমী বস্ত্রাদি গ্রহণ করিত। Nepoleon অভিযানের পণ্ডিতবর্গ এই বাণিজ্য সম্পর্কে সতর্ক সমীক্ষা করেন, বর্তমানে এই বাণিজ্য অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে।

মিসরের অন্যান্য শিল্প শহরের ন্যায় আস্‌য়ূতে একটি বৃহৎ খৃস্টান সম্প্রদায় ছিল। ৬০, মতান্তরে ৭৫টি পর্যন্ত গির্জা ও উপাসনালয় ছিল; তবে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এখানে কোন য়াহূদী ছিল না।

অতীত কালের ন্যায় বর্তমানেও সরাইখানা, বাজার, হ·াম্মামসমূহ (তন্মধ্যে একটি অত্যন্ত প্রাচীন ও বিখ্যাত) মসজিদ এবং অন্যান্য সরকারী ভবনসমূহ ইহার সৌন্দর্য বর্ধন করিতেছে। মসজিদসমূহের একটিতে একটি মিম্বার রক্ষিত ছিল যাহা বিশেষ বিশেষ মওসুমে শস্যপূর্ণ করিয়া একটি মাহমালরূপে বিভিন্ন সড়কে বহন করা হইতে (ইব্‌ন দু·কমাক·)। আধুনিক মিসরের অপরাপর সম্প্রসারণশীল শহরের ন্যায় আস্‌য়ূতে· পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অধিবাসীদের প্রবল সংমিশ্রণ রহিয়াছে।

আস্‌য়ূতে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের মধ্যে রহিয়াছেন Plotinus, কপটিক সাধু John of Lykopolis এবং আস-সুয়ূতী নামধারী কয়েকজন 'আরব আলিম, যাঁহাদের মধ্যে 'আল্লামা জালালুদ্‌-দীন (মৃ. ৯১১/১৫০৫) সর্বাধিক পরিচিত।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) য়াকূ·ত, ১খ., ২৭২; ৩খ.; ২২২; (২) আল-ইদ্‌রীসী, আল-মাগ·রিব, পৃ. ৪৮; (৩) কালক·াশান্দী, দাওউ'স সাব্‌হিল-মুস্‌ফির, পৃ. ২৩৫ (অনু. Wustenfeld, 106); (৪) ইব্‌ন দুকমাক, ৫খ., পৃ. ২৩; (৫) আবূ স·ালিহ, পত্র ৮৭.; (৬) 'আলী মুবারাক, আল-খিতাতুল-জাদীদা, ১২খ., ৯৮প.; (৭) ইব্‌ন জী'আন, পৃ. ১৮৪; (৮) নাসি·র-ই খুস্‌রাও, সাফার-নামাহ, ৬১ (অনু. ১৭৩); (৯) Quatremere, Memoires geograph et histor, sur l'Egypte, ১খ., ২৭৪ প.; (১০) Amelineau, La geographie de l'Egypte, a l' epoque copte, ৪৬৪ প.; (১১) Boinet Bey, dictionnatire geographique, পৃ. ৮৮;(১২) Marcel, Histoire de l' Egypte, অধ্যায় ১৬; (সং l'Univers 236); (১৩) Baedeker, Egypt, দ্র. শিরো., Description de l' Egypte, The modern state ১৭খ., ২৭৮ প.; (১৪) J. Maspero ও G. Wiet, Materiaux pour servir a la geographie, de l'Egypte, ১৬; (১৫) Aly bey bahgat, Un decret du Sultan Khoshqadam, in BIE, ৫ম সিরিজ, ৫খ., ৩০-৫; (১৬) Guide Bleu, Egypte, ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ২৫৮ প.।

C. H. Becker (E.I.²) মুহাম্মদ ইমাদুদ্‌-দীন

আল্‌-'আস·র (العصر) ঃ সূরা, শাব্দিক অর্থ কাল (মহাকাল) দিবারাত্রি, দিনের শেষাংশ—সূর্য লাল হওয়া পর্যন্ত। ইহা হইতেই সালাতু'ল-আস্‌·র, আসরের সালাত। 'আসর শব্দের ব. ব. উসুর উস·র ও আস·ার (আল্‌-বাহ·রু'ল-মুহীত·, ৮খ., ৫০৯)।

কুর'আন কারীমের একটি সূরার নাম যাহা বর্তমান ক্রমানুসারে এক শত তিন নম্বর সূরা। সূরা আত-তাকাছুর-এর পরে ও সূরা আল্-হুমাযার পূর্বে বিন্যস্ত, কিন্তু নাযিল (نزول)-এর ক্রমানুসারে দ্বাদশ সূরা, সূরাা আল্-ইন্শিরাহ' বা আশ-শারহ'-এর পরে ও সূরা আল্-'আদিয়াত-এর পূর্বে (আল-কাশ্শাফ, ৪খ., ৭৮৬, ৭৯৩; আল্-ইত্ক'ান, ১খ., ১০প.)। মুফাসসিরগণ একমত যে, এই সূরার আয়াত সংখ্যা তিন। অধিকাংশ মুফাস্‌সিরিস-এর মতে ইহা মাক্কী সূরা। ইব্ন 'আব্বাস (রা) ও ইব্নুয যুবায়র (রা) হইতে ইহাই বর্ণিত। তবে মুজাহিদ, কাতাদা ও মুকাতিল হইতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, সূরা আল-'আস'র মদীনায় অবতীর্ণ (রূহু'ল-মা'আনী, ৩০খ., ২২৭ প. ফাতুহু'ল বায়ান, ১০খ., ৪৪০; আল্- কাশশাফ, ৪খ., ৭৯৩)। পূর্বের সূরার সহিত ইহার সম্পর্কের জন্য দ্র. রূহু'ল-মা'আনী, ৩০খ., ২২৭; আল-বাহ্'রু'ল-মুহীত', ৮খ., ৫০৯, তাফ্সীরু'ল-মারাগী, ৩০খ., ২৩৩)। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে দ্র. আল্-জাওয়াহির ফী তাফ্সীরি'ল-কুর'আন, ২৫খ., ২৫৬; দর্শন ও সূ'ফীতত্ত্ব (হি'কমা ও তাস'াওউফ) সম্বন্ধে দ্র. ইবনু'ল-'আরাবীর তাফ্সীর, ২খ., ২০৫; অলৌকিকতা ও সাহিত্যশৈলীর জন্য দ্র. ফী জি'লালি'ল্-কু'রআন, ৩০খ., ২৩৫। এই সূরা হইতে শারী'আত-এর বিধান নির্ণয় (استنباط) সম্পর্কে দ্র. ইব্নু'ল-'আরাবী, আহ'কামু'ল-কু'রআন (পৃ. ১৯৬৭)।

তিন আয়াতবিশিষ্ট এই সংক্ষিপ্ত সূরার প্রথম আয়াতে ধাবমান কালের শপথ করিয়া, দ্বিতীয় আয়াতে কর্মবিমুখতা বা কুকর্মের মাধ্যমে সময়ের অপচয় দ্বারা মানুষ যে প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করিবার পর তৃতীয় আয়াতে উক্ত ক্ষতি হইতে পরিত্রাণ পাইবার পথনির্দেশ করা হইয়াছে। আর সেই পথ হইল চিন্তা, বিশ্বাস ও কর্মের সংশোধন অর্থাৎ ঈমানের আলোকে অন্তরকে আলোকিত করিয়া সৎকর্ম সাধনের পর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সত্য পথে অটল থাকিবার হিতোপদেশ একে অন্যকে দান করিতে থাকিলেই ইহজগতের শান্তি ও কল্যাণের সংগে সংগে পরজগতের প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ আসিবে (দ্র. তাফ্সীরু'ল-মারাগী, ৩০ খ., ২৩৩ প.; বায়ানু'ল-কু'রআন, ১৪৮৭ প.)।

ইহা মহাগ্রন্থ আল-কু'রআনের একটি অলৌকিক ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যে, এই ক্ষুদ্র তিনটি আয়াতে মানুষের পূর্ণ জীবনব্যবস্থা পেশ করা হইয়াছে (দ্র. ফী জি'লালি'ল্-কুরআন, ৩০ খ., ২৩৫-২৪৫)। এই কারণেই ইমাম শাফি'ঈ (র) বলিতেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের জন্য এই সূরা ব্যতীত যদি অন্য কোনও কিছুই নাযিল না করিতেন তাহা হইলে এই সূরাটিই যথেষ্ট ছিল (রূহু'ল-মা'আনী, ৩০খ., ২২৭ প.) এবং এই কারণেই স'াহাবা-ই কিরামের রীতি ছিল, দুইজন একত্র হইলে সূরা আল্-'আস'র পাঠ করিবার পর সালাম বলিয়া বিদায় হইতেন (ফাত্হু'ল্-বায়ান, ১০খ., ৪৪০; রূহু'ল-মা'আনী, ৩০খ., ২২৭)। রাসূলুল্লাহ (স') হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সূরা আল্-'আস'র তিলাওয়াত করিবে, আল্লাহ তা'আলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং সে সত্য ও ধৈর্য শিক্ষাদাতাদের মধ্যে গণ্য হইবে (আল-কাশ্শাফ, ৪খ., ৭৯৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইমাম রাগি'ব, মুফ্রাদাতু'ল-কু'রআন, দ্র. আস্'র ; (২) আবূ হা'য়্যান আল-গা'রনাতী, আল্-বাহ'রু'ল্- মুহীত, রিয়া'দ মুদ্রিত; (৩) আল্-মারাগী, তাফ্সীরু'ল-মারাগী, কায়রো ১৯৪৬; (৪) আল্-আলূসী, রূহু'ল-মা'আনী, কায়রো;(৫) আয্-যামাখ্শারী, আল্-কাশ্শাফ, কায়রো ১৯৪৬; (৬) আল্-বায়দা'বী, তাফসীরু'ল-বায়দা'বী, লাইপযিগ; (৭) ইব্নু'ল-'আরাবী, তাফ্সীর, কায়রো ১৩১৭ হি.; (৮) তা'নতা'বী আল্-জাওহারী, আল্-জাওয়াহির ফী তাফ্সীরি'ল্- কু'রআনি'ল-কারীম, কায়রো, ১৩৫১ হি.; (৯) সি'দ্দীক' হা'সান খান, ফাতহু'ল বায়ান, কায়রোতে মুদ্রিত; (১০) আস্-সুয়ূতী, আল-ইত্ক'ান, কায়রো ১৯৫১; (১১) কা'দী ইব্নু'ল-'আরাবী আল-আন্দালুসী, আহ'কামু'ল-কু'রআন, কায়রো ১৯৫৮।

জাহূর আহ'মাদ আজ'হার (দা.মা.ই.) মুহাঃ সুলায়মান

আসর 'আজীমাবাদী (عصر عظیم ابادی) ঃ ১৮৪৯ খৃ., নাম নাওয়াব ইমদাদ, ইমাম উপাধি শামসুল-'উলামা, কবিনাম 'আস'র, উর্দূ কবি। তিনি 'আরবী, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি অনেক গবেষণামূলক বিষয় নিজ কবিতায় বর্ণনা করেন। তাঁহার দীওয়ান প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কাশফু'ল-হ'াকাইক' নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রচনা করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬২

'আস'র দিহ্লাবী (عصر دهلوى) ঃ জ.হি. ১৩শ শতকের প্রথমার্ধে বিখ্যাত উর্দূ কবি, সায়্যিদ মুহাম্মাদ মীর নাম, 'আসর কাব্যনাম। দিল্লীর এক অতি মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে জন্ম। পিতা ও ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভের পর সূফীবাদ ও মা'রিফাতের প্রতি আকৃষ্ট হন। বাল্যকাল হইতেই কাব্যে অনুরাগ ছিল; বিখ্যাত উর্দূ কবি দারদ (درد)-এর শিষ্যত্বে উন্নতি লাভ করেন। ১২৫০ হি.-এর পূর্বে মৃত্যু। জন্ম-মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায় নাই। তাঁহার একটি কাব্য সংকলন এবং একটি মাছনাবী রহিয়াছে।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬২

আস্‌রার-ই খূদী (اسرار خودى) ঃ আত্মার রহস্য, 'আল্লামা ইক'বাল (দ্র.) রচিত ফারসী মাছ'নাবী গ্রন্থ (১৯১৫ খৃ.), তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকসমূহের মধ্যে ইহাই সর্বপ্রথম। ইহাতে আত্মার রহস্য এবং উহার উৎকর্ষ সাধনের বিভিন্ন স্তর বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই পুস্তক লিখিয়া কবি য়ুরোপ-আমেরিকায়ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পুস্তকটি প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর পর R.A. Nicholson ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ এই অনুবাদটির মাধ্যমে ইক'বালের ভাবধারা সম্পর্কে প্রথম অবহিত হন। ফলে বাংলা-পাক-ভারতের লোকেরা তাঁহার প্রতি আরও বেশী আকৃষ্ট হন। মাছ'নাবীটি প্রকাশিত হইবার পর কবি ইক'বাল দার্শনিকরূপেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যের উপর পুস্তকটি বেশ প্রভাব বিস্তার করে। সৈয়দ আবদুল মান্নান সর্বপ্রথম বাংলায় ইহার গদ্যানুবাদ করেন; তৎপর ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সৈয়দ আলী আহসান ও ফররুখ আহমদ বিভিন্নভাবে ইহার অংশবিশেষের পদ্যানুবাদ করেন।

ইহার সম্পূরকরূপে ইকবাল রুমূয-ই বেখুদী নামক আর একটি মাছ'নাবী রচনা করেন। আবদুল হক ফরিদী উহার বাংলা পদ্যানুবাদ করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ উহায়া প্রকাশ করিছে।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬২

আসল (দ্র. উসূল)

আসল বাংগালা গজল ঃ (গা'যল) মুন্সি মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন রচিত পুস্তক (১৩১৫ বাং)। লেখক ইহাতে মুনাজাত এবং দরূদ শরীফ বিষয়ক কবিতা লিখিয়াছেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬২

আসলাম জয়রাজপুরী (اسلم جيراجپورى) ঃ মাওলানা ১২৯৯ হি.? জ. জয়রাজপুর(আজমগড়), বিখ্যাত উর্দূ ও 'আরবী সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক। ভূপালে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৯০৬ খৃ. আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আরবী ও ফারসীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দিল্লীতে জামি'আ মিল্লিয়া ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর 'আলীগড় ত্যাগ করেন এবং তথায় ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক নিযুক্ত হন। রচনাবলীঃ তারীখুল-কু'রআন, হ'য়াত-ই হাফিজ', হায়াত-ই জামী, আল-ওয়ারাছাতু'ল- ইসলাম ('আরবী) প্রভৃতি। তারীখু'ল উম্মাত তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬২

আল-আস'লাহ (الاصلح) ঃ শাব্দিক অর্থ সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত অথবা যথাযথ; ধর্মতত্ত্ববিদগণ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন। আস'লাহ'পন্থী নামক একদল মু'তাযিলীর মত ছিল, আল্লাহ তাহাই করেন যাহা মানুষের জন্য সর্বোত্তম। কাহারা এই দলের সদস্য ছিলেন সে সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। আবু'ল-হু'যায়ল-এর মতে আল্লাহ মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থাই গ্রহণ করিয়াছেন। আন্-নাজ'জাম কিছু সূক্ষ্মতা প্রবর্তন করিয়া বলেন, আল্লাহ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার পরিবর্তে সমভাবে উত্তম অসংখ্য বিকল্প ব্যবস্থার যে কোনটি তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন। আল্লাহর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ—এই প্রকার যে কোন ইঙ্গিত হইতে এইভাবে নাজ'জাম নিজেকে রক্ষা করিয়াছেন। বাস্তব জগতই সর্বোত্তম বলিয়া অন্যদের পক্ষে স্বীকার করা কঠিন হওয়ায় তাঁহারা বলেন যে, কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই আল্লাহ মানুষের জন্য যাহা সর্বোত্তম তাহা করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহাদের পথ-নির্দেশনার জন্য নবী-রাসলগণকে প্রেরণ করিয়াছেন। মু'তাযিলীগণের মধ্যে এই বিশেষ প্রসঙ্গে প্রবল মতবিরোধ রহিয়াছে। পরবর্তী কালে সনাতনপন্থিগণ তিন ভ্রাতার কাহিনীটি ব্যবহার করিয়া এই মতের অবাস্তবতা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেনঃ এক ভ্রাতা অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করে এবং সে জান্নাতবাসী হয়, দ্বিতীয় ভ্রাতা বয়োপ্রাপ্ত হয় এবং সৎভাবে জীবন যাপন করিয়া উচ্চতর জান্নাতের অধিকারী হয় এবং তৃতীয় ভ্রাতা অসৎ পথে জীবন যাপন করিয়া জাহান্নামবাসী হয়। প্রথমজনের উচ্চ স্থান অর্জনের সুযোগ না পাওয়ার কারণ যদি এই বলা হয় যে, আল্লাহ্ জানিতেন যে, বাঁচিয়া থাকিলে সে অসৎ পথে গমন করিত, সে ক্ষেত্রে আস'লাহ'পন্থীদের অনুমান ভিত্তিতে ইহা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব, কেন আল্লাহ্ তৃতীয় ভ্রাতাকে বাল্যকালেই মৃত্যুমুখে পতিত করেন নাই (তু. আল-বাগ'দাদী, উস্'লু'দ্-দীন, ইস্তাম্বুল ১৩৪৬/১৯২৮, পৃ. ১৫০ প.)। বসরার পরবর্তী মু'তাযিলীগণ বাগদাদের মু'তাযিলীগণের অনুরূপ সমালোচনাই করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

কোন একটি কার্যধারা আল্লাহ্র জন্য বাধ্যতামূলক ছিল, এই ইঙ্গিত হইতে মুক্ত হইয়া, আস'লাহ'-এর ধারণা, আল্লাহর অসীম জ্ঞান (হি'কমা)-রূপে চিহ্নিত হইয়া সনাতন ইসলামে টিকিয়া আছে। সাহিত্যে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। যথা ইব্নু'ন-নাফীস-এর আর্-রিসালাতু'ল-কামিলিয়্যা (তু. J. Schacht. Homenaje a Millas-Vallicrosa, Barcelona ১৯৫৬, ২খ., ৩২৫ প.)।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) আশ্'আরী, মাকালাত, ইস্তাম্বুল ১৯২৯ খৃ., ১খ., ২৪৬-৫১; ২খ., ৫৭৩-৮; (২) খায়্যাত', ইন্তিস'ার, কায়রো ১৩৪৪/১৯২৫, ৮প. ২৪প., ৬৪;(৩) বাগ'দাদী, ফারক', ১১৬, ১৬৭; (৪) জুওয়ায়নী, ইরশাদ, প্যারিস ১৯৩৮, ১৬৫ প. (অনু: ২৫৫প.); (৫) Goldziher, Vorlesungen, 99; (৬) A.J. Wensinck, Muslim Creed, ১৯৩২ খৃ., ৭৯-৮২; (৭) শব্দটির উৎপত্তি ও পশ্চাদপট প্রসঙ্গে দ্র. J. Schacht, in St. J., ১খ., ২৯; (৮) দা. মা. ই., ২খ., ৮৪৮।

W. Montgomery Watt (E.I.²)মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

আস্স (দ্র. আলান)

আস্সাব ঃ ইরিত্রিয়ার উপকূলে আস্সাব উপসাগরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত একটি শহর ও বন্দর। চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল উষর মরুময় এবং আফার (দানারিল) গোষ্ঠী অধ্যুষিত। আস্সাবকে সাধারণত প্রাচীন স'াবাইরূপে শনাক্ত করা হয়। মুখার বিপরীত দিকে এবং ইথিওপীয় মালভূমি অভিমুখগামী একটি কাফিলা পথের শেষ প্রান্তে অবস্থিত বলিয়া স্থানটি গুরুত্বপূর্ণ। এই স্থানে লোহিত সাগর এবং উপকূলীয় মরুভূমি উভয়ই তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ। ১৯৩৬-৩৯ খৃষ্টাব্দে ইতালীয়গণ আস্সাব হইতে একটি মটর সড়ক নির্মাণ করে। এই সড়ক আদ্দিস আবাবা-আস্মারা প্রধান সড়কের সহিত দেসাই-এর নিকট মিলিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জেসুইট মিশনারীদের নিকটও আস্সাব সুপরিচিত ছিল। তাহারা ইহাকে ইথিওপীয় অঞ্চলরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। য়ুরোপীয় নাবিকগণ মাঝে মাঝে এই স্থান সফর করিত এবং তাহাদের জাহাজসমূহের মেরামতি কাজের জন্য ইহাকে সুবিধাজনক বিবেচনা করিত। ১৬১১ সনে ইহাকে বলা হইয়াছে, "একটি অত্যন্ত ভাল সড়ক....যেখানে যে কেহ অবাধে পানি ও কাষ্ঠের সরবরাহ পাইতে পারে এবং অর্থ ও মোটা কাপড়ের তুলনায় চিত্তাকর্ষক।" Sir W. Foster, Letters received by the East India Company from its servants in the East, i, 131) কোম্পানীর নথিপত্রে মাঝে মাঝে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং কথিত আছে, ইহা একজন মুসলিম সুলত'ান দ্বারা শাসিত হইত। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে রাহায়তার সুলত'ানের নিকট হইতে ইতালীয় পরিব্রাজক, প্রাক্তন ধর্মপ্রচারক এবং উপনিবেশ সম্প্রসারণবাদের প্রচারণাকারী Giuseppee Sapeto ইহার অধিকার লাভ করেন। তিনি Rubattino শিপিং কোম্পানীর পক্ষে এই কার্য সম্পাদন করেন এবং কোম্পানী ইহাকে কয়লা সরবরাহের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করিত। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইহা ইতালীয় উপনিবেশে পরিণত হয় এবং ইতালীয় শাসনের সম্প্রসারণের ফলে ইহা একটি Commissariato-র রাজধানীতে পরিণত হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইথিওপিয়াকে আস্সাবে বাণিজ্য করার অবাধ অধিকার প্রদান করা হইলে ইহা উত্তরোত্তর বাণিজ্যিক গুরুত্ব লাভ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) G.Sapeto, Assab e i suoi critici জেনোয়া ১৮৭৯ খৃ.; (২) G.B. Licata, Assab e i Danachili, মিলান ১৮৮৫ খৃ.; (৩) A. Issel, Viaggio nel Mar Rosso, মিলান ১৮৮৫ খৃ.; (৪) guida dell' africa Orientale Italiana, মিলান ১০৩৮ খৃ.।

C.F. Beckingham (E.I.²) আবদুল বাসেত

'আস্'সার শামসুদ্দীন, মুহাম্মাদ (عصار شمس الدين محمد) ঃ পারস্য কবি, জ. তাবরীয (تبريز)-এ, মৃ. ৭৭৯ অথবা ৭৮৪/১৩৮২-৩ সালে। তিনি যুবরাজ উওয়ায়স (দ্র.)-এর অন্যতম স্তাবক ছিলেন। তিনি প্রধানত তাঁহার কাব্য মিহর ও মুশ্তারী (Miher &

Mushtari) -এর জন্য পরিচিত ছিলেন। গ্রন্থখানির শেষাংশে তিনি ইহার রচনা সমাপ্তির তারিখ প্রদান করেন (১০ শাওওয়াল, ৭৭৮/১৩৭৭)। কাব্যটি ৫,১২০টি শ্লোক (بيت) সম্বলিত। পরবর্তী কালে কাব্যটি তুর্কী ভাষায় অনূদিত হয়। ইথ (Ethe. Gr. I. Phil.)-এর ভাষায়, ইহা "শাবুর শাহ (Shabur Shah)-এর পুত্র মিহর (Miher) এবং অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী মুশতারী (Mushtari)-এর মধ্যে সংঘটিত অশালীনতা ও জৈবিক লালসার ছোঁয়াচমুক্ত নিছক একটি পবিত্র প্রেম কাহিনী।"

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Von Hammer, Gesch d. Schonen Redekunste Persiens, ২৫৪ [নির্বাচিত অনুচ্ছেদসমূহের পর্যালোচনা ও অনুবাদ কবির নাম ভুলক্রমে 'আত্তার (Attar) বলিয়া দেখান হইয়াছে; (২) Peiper, Comment de libro persico Mihr O Mushtari, বার্লিন ১৮৩৯ খৃ.; (৩) Fleischer, in ZDMG, ১৫, ৩৮৯ প.-তে; (৪) Rieu, Cat. Persian MSS, Brit, Mus., ২খ., ৬২৬; (৫) Pertsch, Katal, বার্লিন ৮৪৩ প.।

H. Masse (E.I.[2]) মু. মকবুলুর রহমান

আস্‌হাব (দ্র. সাহাবা)

আস্‌হাবে বাদ্‌র (أصحاب بدر) ঃ (রা) ইঁহাদেরকে আহলু বাদ্‌র' কিংবা 'বাদ্‌রিয়্যিন' বলিয়াও আখ্যায়িত করা হয় সেই সব সাহাবীকে বলা হয়, যাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মক্কার উত্তর-পশ্চিম এবং মদীনার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে য়ামবু'র নিকটবর্তী বাদ্‌র (দ্র.) নামক স্থানে ১৭ রামাদান, ২/১৪ মার্চ, ৬২৪ সালে মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আল্লাহর বিশেষ সাহায্যে জয়লাভ করিয়াছিলেন।

আস্‌হাবে বাদ্‌র কিংবা বাদ্‌রী সাহাবীদের প্রসঙ্গ পবিত্র কু'রআনে স্পষ্টভাবে মাত্র একবার ৩য় সূরা আল্-ইম্‌রান-এর ১২৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

"এবং বাদ্‌রের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করিয়াছিলেন"।

আকারে ইঙ্গিতে আস্‌হাবে বাদ্‌র-এর উল্লেখ কু'রআন কারীমে বহুবার আসিয়াছে (উদাহরণস্বরূপ ঃ ৮ম সূরা আল-আন্‌ফাল-এ একাধিকবার, আয়াত নং ৭-১২, ১৭, ২৫, ৪১-৪২; ৯ম সূরাঃ আত-তাওবা ঃ ১০০; ৪৪তম সূরা আদ্-দুখান ১৬; ৫৪তম সূরা আল-কামার, ৪৫; ৫৭তম সূরা আল-হাদীদ ঃ ১০)।

গাযওয়া বাদ্‌র বা বদরের যুদ্ধকে (يوم الفرقان) (আল-আন্‌ফাল ঃ ৪১) অর্থাৎ 'মীমাংসার দিন' বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। কেননা এই দিন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপিত হইয়া গিয়াছিল। ইহাকে اَلْبَطْشَةُ الْكُبْرٰى অর্থাৎ 'কঠিনতম পাকড়াও' (৪৪ ঃ ১৬) বলিয়াও অভিহিত করা হইয়াছে (দ্র. আত-তাবারী, তাফ্‌সীর, ২৫ খ., ৬৪-৬৭, ৭০; ইব্‌ন কুতায়বা, তাফ্‌সীর গারীবি'ল-কুরআন, পৃ. ৪০২, আয-যামাখ্‌শারী, ৪খ., ২৭৪)।

মুফাসসিরদের মধ্যে কেহ কেহ اَلسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ - 'প্রথম অগ্রগামী' (৯ ঃ ১০০)-এর অর্থ আস্‌হাবে বাদ্‌র বলিয়া মনে করেন (আত-তাবারী, উল্লিখিত আয়াত প্রসঙ্গে; আয-যামাখশারী, ২খ., ৩০৪)।

আস্‌হাবে বাদ্‌র সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, তিনি দুইটি দলের একটির (بعير অথবা نفير) বিরুদ্ধে তাহাদেরকে বিজয় দান করিবেন, সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন এবং কাফিরদের শিকড় কাটিয়া দিবেন (৮ ঃ ৭)। মহান আল্লাহ বদ্‌রের যোদ্ধাদের সাহায্য করিবার নিমিত্ত বহু সংখ্যক (এক হাজার) ফেরেশতা প্রেরণ করিয়াছিলেন (৮ ঃ ৯), বরং তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে, সাহায্যের জন্য তিন হাজার অথবা পাঁচ হাজার ফেরেশ্‌তা পাঠান হইবে (৩ ঃ ১২৪-১২৫)। পবিত্র কু'রআনে কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই যে ফেরেশতাগণ বদ্‌রে সত্যই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আবূ বাক্‌র আল-আসাম্ম সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি ফেরেশ্‌তাদের আস্‌মান হইতে নামিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাকে অস্বীকার করিয়াছেন। স্যার সায়্যিদ আহ্‌মাদ খান ও শায়খ মুহাম্মাদ 'আব্‌দুহ্-ও অনুরূপ মত পোষণ করেন বলিয়া মনে হয় (স্যার সায়্যিদ, ২খ., ৬৯-৭১; তাফ্‌সীরু'ল-মানার, ৪খ., ১১৩)। মহান আল্লাহ ফেরেশ্‌তাদেরকে আস্‌হাবে বাদ্‌র-এর অন্তরসমূহ দৃঢ় ও অবিচল করিতে নির্দেশ দান করিয়াছিলেন এবং আল্লাহ স্বয়ং কাফিরদের অন্তরে ত্রাস ও ভীতির সঞ্চার করিয়াছিলেন। ফেরেশতাদেরকে তিনি আরও নির্দেশ দিয়াছিলেন যেন তাঁহারা মুসলিম যোদ্ধাদের সঙ্গী হইয়া কাফিরদের স্কন্ধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত হানে (তু. কুরআন, ৮ ঃ ১২)।

কোন কোন মুফাস্‌সির وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ الاية - "স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে স্বল্প সংখ্যক, পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হইতে" (৮ ঃ ২৬) আয়াতটিকেও বদ্‌র যুদ্ধ সম্পর্কিত বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বদ্‌রী সাহাবীগণ জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের শক্তি ও সংখ্যা কম এবং তাঁহাদেরকে দুর্বল ও পরাজয় বরণকারী মনে করা হইতেছে। তাঁহারা এই আশংকায় দিন কাটাইতেন যে, পাছে তাঁহাদেরকে কাফিররা অপহরণ করিয়া লইয়া যায়! অতএব আল্লাহ তাঁহাদেরকে আশ্রয় প্রদান করেন এবং নিজ সাহায্যে তাঁহাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং পবিত্র দ্রব্যাদি প্রদান করেন।

বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। সাধারণভাবে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত তখন প্রায় তিন শত তেরজন মুজাহিদ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ৭৪ জন ছিলেন মুহাজির এবং অবশিষ্টগণ আনসার। এই সংখ্যার মধ্যে আটজনকে রাখিয়া আসা হইয়াছিল, ফেরত পাঠান হইয়াছিল কিংবা অন্য অভিযানে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাঁহাদের নাম ঃ (১) 'উছমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা) যাঁহাকে তদীয় স্ত্রী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা রুকায়্যা (রা)-এর শুশ্রূষার জন্য মদীনায় রাখিয়া আসা হইয়াছিল; (২) তালহা ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ (রা) ও (৩) সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) এই দুইজনকে রাসূলুল্লাহ (স) আবূ সুফ্‌য়ানের কাফেলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন; (৪) আবূ লুবাবা রিফা'আ ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুনযির (রা), যাঁহাকে রাসূলুল্লাহ (স) আর-রাওহা নামক স্থানে পৌঁছিয়া মদীনায় ফেরত পাঠাইয়াছিলেন; (৫) 'আসিম ইব্‌ন 'আদী আল-বালাবী (রা), যাঁহাকে কুবা ও আওয়ালীর আমীর নিয়োগ করিয়া পশ্চাতে রাখিয়া আসা হইয়াছিল; (৬) আল-হারিছ ইব্‌নু'স-সিম্মা (রা), যাঁহাকে আঘাতপ্রাপ্ত হইবার কারণে আর-রাওহা হইতে মদীনায় ফেরত পাঠান হইয়াছিল এবং (৭) খাওওয়াত ইব্‌ন জুবায়র (রা) সাফ্‌রা নামক স্থানে পৌঁছিবার পর পায়ে পাথরের আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে মদীনায় ফেরত পাঠাইয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলকে গানীমাতের অংশ প্রদান করা হইয়াছিল এবং রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, তাঁহারা যুদ্ধে অংশগ্রহণের ছাওয়াব লাভ করিবেন।

কেহ কেহ বলেন, আস্‌'হা'বে তালূত-এর ন্যায় আস্‌'হা'বে বাদ্‌র-এর সংখ্যাও ছিল ৩১৩, কেহ ৩১৪, আবার কেহ ৩৫০ হইতেও অধিক সংখ্যার উল্লেখ করেন। এই যুদ্ধে ১৪জন সা'হা'বী শহীদ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৬ জন মুহাজির এবং ৮ জন আনসা'র। বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সা'হা'বীদের মর্যাদা সকলের উর্ধ্বে। তাঁহাদের সমান মর্যাদা আর কাহারও ভাগ্যে হয় নাই (৭৫ ঃ ১০)। সা'হী'হ' হা'দীছে' বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বদ্‌রের যোদ্ধাদেরকে বলিয়াছেন ঃ

"আমাদের জন্য বেহেশ্‌ত ওয়াজিব (অবধারিত) হইয়া গিয়াছে" (বুখারী, ৫, ৭৮)। আল্লাহ তাঁহাদের পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ্‌ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন।" ৮/৬২৯ সনে যখন মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি চলিতেছিল এবং শত্রু যাহাতে এই প্রস্তুতির কথা জানিতে না পারে, সেইজন্য সব রকমের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছিল, তখন হা'তি'ব ইব্‌ন আবী বাল্‌তাআ (রা) মক্কায় বসবাসকারী স্বীয় বন্ধু-বান্ধবকে এক চিঠিতে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে তাহারা সাবধান থাকে এবং মুসলিম বাহিনীর কবলে পতিত না হয়। তিনি এই চিঠি এক মহিলার মারফত পাঠাইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) যথাসময়ের পূর্বেই বলিয়াছিলেন যে, মক্কায় কোন গোপন সংবাদ পাচার হইতেছে। তিনি 'আলী ইব্‌ন 'আবী তা'লিব (রা), আয-যুবায়র ইবনু'ল-আওওয়াম (রা) ও আল-মিক'দা'দ ইব্‌নুল-আস্‌ওয়াদ (রা)-কে অনুসন্ধানের নির্দেশ দিলেন। এই সা'হা'বীগণ অনেক খোঁজাখুঁজির পর হা'মরাউ'ল-আসাদ-এর নিকটে রাওদা'খাখ-এ এক মহিলাকে পাকড়াও করিলেন এবং তাহার নিকট হইতে একখানা চিঠি উদ্ধার করেন। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (স') সমীপে উত্থাপিত হইলে হা'তি'ব (রা) নিবেদন করিলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিয়া কোন সিদ্ধান্ত নিবেন না। মক্কার কু'রায়শদের কয়েকজন লোকের সহিত বহুকাল ধরিয়া আমার সম্পর্ক রহিয়াছে এবং আমি তাঁহাদের অনুগ্রহভাজন। অন্যান্য মুহাজিরও এখন পর্যন্ত নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে সাহায্য-সহযোগিতা করিয়া আসিতেছেন বলিয়া আমিও আপনজনদের প্রতি প্রদর্শিত মক্কার বন্ধুদের অনুগ্রহ-অনুকম্পার প্রতিদান দিতে চাহিয়াছি। অন্যথায় তাহাদের সহিত আমার কোন বংশ সম্পর্ক নাই কিংবা আমি মুরতাদ্দ (ধর্মচ্যুত)-ও হই নাই অথবা কুফরকে ইসলামের উপর প্রাধান্যও দেই নাই।" 'উমার ইবনু'ল-খাত্ত'াব (রা) হা'তি'বকে বিশ্বাসঘাতক ও মুনাফিক' সাব্যস্ত করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট তাঁহাকে হত্যা করিবার অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "হা'তি'ব কি বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নাই ? আল্লাহ্‌ কি আস'হা'বে বদ্‌র-এর নিকট বেহেশ্‌তের ওয়াদা করেন নাই এবং তাহাদের পূর্ব-পরের গুনাহ্‌সমূহ ক্ষমা করিয়া দেন নাই ?" রাসূলুল্লাহ (স')-এর এই কথায় 'উমার ফারূক' (রা)-এর চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইয়া গেল। ইহার পর হা'তি'ব (রা)-এর বিরুদ্ধে কেহ আর কোন কথা বলেন নাই। অবশ্য মিস্‌ত'াহ' ইব্‌ন উছাছা (রা)-ও বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি মুনাফিকদের প্রতারণায় পড়িয়া 'ইফ্‌ক'-এর ঘটনায় ধৃত হন এবং তাহার উপর হদ্দ (দ্র.) কার্যকর করা হয়।

বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি আস্‌'হা'বে বাদ্‌র-এর মর্যাদা, তাঁহাদের নামের বরকত ও ফযীলত এবং এই সম্পর্কে নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। 'উমার ফারূক (রা) বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের অনেক সম্মান করিতেন এবং তাঁহাদেরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি যখন 'দীওয়ান' সংকলন করাইয়াছিলেন, তখন উম্মু'ল-মু'মিনীন 'আইশা (রা)-এর পর আস্‌'হা'বে বাদ্‌রকে তলিকার শীর্ষে স্থান দিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে 'আলী ইব্‌ন আবী তা'লিব (রা)-এর নিকটও বদ্‌র যুদ্ধের সা'হা'বীগণ অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। 'উছ'মান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা)-এর শাহাদাতের পর খিলাফাতের পদ তিন দিন পর্যন্ত শূন্য ছিল। লোকেরা 'আলী (রা)-কে বারবার অনুরোধ করে এবং ঐ পদ গ্রহণের জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। কিন্তু তিনি এই গুরুভার স্কন্ধে নিতে অস্বীকৃতি জানান। প্রথমত তিনি বলেন, "আমার ভাইয়ের রক্তাপ্লুত দেহ সামনে রাখিয়া আমি কেমন করিয়া আপনাদের নিকট হইতে বায়'আত (আনুগত্যের অঙ্গীকার) গ্রহণ করিব ?" এই কথায় লোকেরা 'উছ'মান (রা)-এর দাফন-কাফনে লিপ্ত হয়। অতঃপর জনসাধারণ আবার তাঁহাকে খিলাফাতের দায়িত্বভার গ্রহণের অনুরোধ জানাইলে 'আলী (রা) বলেন, "আমি সেইসব লোকের নিকট হইতে কিভাবে বায়'আত গ্রহণ করিতে পারি, যাহারা আমার ভাইকে হত্যা করিয়াছে ?" তৃতীয় দিন তীব্র পীড়াপীড়ি সামলাইতে না পারিয়া 'আলী (রা) বদ্‌রী সা'হা'বীদেরকে ডাকিলেন এবং প্রথমে তাঁহাদের নিকট হইতে বায়'আত গ্রহণ করেন। ইহার পর অন্যদের বায়'আত করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। উষ্ট্র-যুদ্ধে 'আলী (রা)-র সৈন্যদলের চারি শত সা'হা'বীর মধ্যে সত্তরজন ছিলেন বদ্‌রী। সি'ফফীনের যুদ্ধে 'আলী (রা)-র পক্ষে সাতাশিজন বদ্‌রী সা'হা'বী অংশগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে সতেরজন ছিলেন মুহাজির আর সত্তরজন আনসার। এই যুদ্ধে পঁচিশজন বদ্‌রী সা'হা'বী শাহাদাত বরণ করেন।

কোন কোন আলিম ব্যক্তির মতে বদ্‌রের যুদ্ধে মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী মুশরিকদের ক্ষেত্রেও (بدريون) (বদ্‌রওয়ালা) শব্দটি প্রযোজ্য। বদ্‌র-এর স্থানীয় লোকেরাও বদ্‌রী বলিয়া পরিচিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রসঙ্গে পবিত্র কু'রআনের বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ; (২) সি'হা'হ' সিত্তা, Wensinck ও ফু'আদ 'আবদু'ল বাকী-র নির্ঘণ্টের সাহায্যে; (৩) ২য় হিজরীর ঘটনাবলী সম্বলিত বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থসমূহ; (৪) ইব্‌ন সা'দ, তা'বাকা'ত, ২/১খ., ৬ প.; ৩/১খ., ২১২ এবং স্থা.; (৫) আল-ওয়াকি'দী, কিতাবু'ল-মাগা'যী, বার্লিন ১৮৮২ খৃ., পৃ. ৫৪ প. ও স্থা.; (৬) ইব্‌ন হিশাম, সীরা, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৪২৭ প. ও স্থা.; (৭) মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন হা'বীব, আল-মুহা'ব্বার, নির্ঘণ্ট; (৮) ইব্‌ন মুযাহি'ম আল-মিন্‌কারী, ওয়াক্‌'আত সি'ফ্‌ফীন; (৯) আল- মাস্‌'উদী, মুরূজ, প্যারিস ১৯১৪ খৃ., ৪খ., ২৫৯, ৩০৭, ৩৫৪, ৩৮৭-৩৮৮; (১০) ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্বিহ, আল-'ইক্‌'দু'ল-ফারীদ, ২খ., ৬৩, ২১৭, ২২৫ এবং ৩খ, ২৭৭, ৩৩৩, ৩৩৬; (১১) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব, স্থা.; (১২) য়াকূ'ত আল-হা'মাবী, মু'জামু'ল-বুলদান, শিরো. বাদ্‌র, খাখ্‌; (১৩) ইব্‌নু'ল-আছী'র, উস্‌দু'ল-গা'বা, স্থা.; (১৪) আন্‌-নাওয়াবী, তাহ্‌যী'বু'ল-আস্‌মা, স্থা.; (১৫) ইব্‌ন হা'জার আল- 'আসক'ালানী, আল-ইস্‌া'বা, স্থা.; (১৬) ফিদা' হু'সায়ন, যি'ক্‌র বি-আহ'ওয়াল আস্‌'হা'বে বাদ্‌র, আগ্রা ১৩১০ হি.; (১৭) মুহা'ম্মাদ সুলায়মান, আস্‌'হা'ব-বাদ্‌র; (১৮) মুহা'ম্মাদ 'আবদু'র-রাশীদ, লুগা'তু'ল- কু'রআন, দিল্লী ১৯৪৩ খৃ., স্থা.।

ইহসান ইলাহী রানা (দা.মা.ই.)/ডঃ মুহাম্মাদ ফজলুর রহ্‌মান

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের তালিকা ঃ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ

পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন রিওয়ায়াতে ৩০৭, ৩১৩, ৩১৫, ৩১৪ ও ৩১৯ জনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে রাসূলুল্লাহ (স) ব্যতীত ৩১৩ জন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-সহ ৩১৪ জনের রিওয়ায়াতটি অধিকতর সঠিক ও প্রসিদ্ধ। আল-বারাআ (রা) বলেন, আমরা মুহ'ম্মাদ (স)-এর সা'হাবীগণ বলাবলি করিতাম, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিগণের সংখ্যা তা'লূত-এর সঙ্গীদের সমান যাহারা তাঁহার সহিত নদী পার হইয়াছিলেন। মু'মিন ব্যতীত আর কেহ নদী পার হইতে পারে নাই। তাহারা ছিল ৩১০-এর উপর বেজোড় সংখ্যক (আল-বুখারী, আস-সা'হীহ', কিতাবু'ল-মাগাযী, বাব 'ইদ্দাতি আস'হাবে বাদর, হা'দীছ' নং ৩৯৫৮ ও ৩৯৫৯)।

আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় থাকিতে তাহাদেরকে বলিয়াছিলেন, তোমরা কি অনুমোদন কর যে, আমরা বাণিজ্য কাফেলার উদ্দেশে বাহির হইব— হয়তবা আল্লাহ আমাদেরকে গণীমতের মাল দিবেন? আমরা বলিলাম, হাঁ। অতঃপর আমরা বাহির হইলাম। একদিন বা দুই দিন পথ চলার পর রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে লোক গণনার নির্দেশ দিলেন। গণনা করিয়া দেখা গেল, আমরা ৩১৩ জন। রাসূলুল্লাহ (স)-কে আমাদের সংখ্যার সংবাদ দিলে তিনি খুশী হইলেন এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিয়া বলিলেন, ইহা তা'লূত বাহিনীর সংখ্যা (সুবুলু'ল-হুদা, বায়হাকী, তা'বারানী প্রভৃতির বরাতে, ৪খ., পৃ. ৭৩)। ইব্‌ন সা'দ 'উবায়দা সূত্রেও ৩১৩ জনের সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন (তা'বাকা'ত, ২খ., পৃ. ২০)। ইব্‌ন সা'দ তাঁহার তা'বাকা'ত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডটিতে উক্ত ৩১৩ জনের বিস্তারিত জীবনচরিত আলোচনা করিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যে ৮৩ জন মুহাজির সা'হাবী এবং ২১৩ জন আনসা'র সা'হাবী। আনসা'রদের মধ্যে আওস গোত্রের ৬১ জন এবং খাযরাজ গোত্রের ১৭০ জন (ইব্‌ন হিশাম, আস'-সীরা, ২খ., পৃ. ৩৪৫)। বুখারীর এক বর্ণনায় সংখ্যার একটু তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। আল-বারা'আ (রা) হইতে বর্ণিত বদর যুদ্ধের দিন মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল ৬০-এর কিছু অধিক, আর আনসা'রদের সংখ্যা ছিল ২৪০-এর কিছু অধিক (আল-বুখারী, আস'-সাহীহ', প্রাগুক্ত, হা'দীছ নং ৩০৫৬)। তবে সঠিকভাবে গণনা করিলে দেখা যায়, মুহাজিরদের সংখ্যা ৮৬ (রাসূলসহ), আওস ৬১ এবং খাযরাজ ১৭০; মোট ৩১৭ জন। যাহারা বিশেষ কারণে যুদ্ধ যোগদান করিতে পারেন নাই তদসত্ত্বেও যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা ও গণীমত লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারাও এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত (আসাহ'হু'স-সিয়ার, পৃ. ৯৪-৯৫)। আওসদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ ছিল তাহারা মদীনার উচ্চ ভূমিতে বসবাস করিত। আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশ ছিল, যাহারা এই মুহূর্তে প্রস্তুত আছে তাহারাই কেবল বাহির হইবে। আর ঘোষণাকারীও হঠাৎ ঘোষণা প্রদান করেন। তাই দূরে বসবাসকারী আওস গোত্রের লোকজন প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে পারে নাই। এইজন্য তাহাদের বেশী সংখ্যক লোক শরীক হইতে পারে নাই (সুবুলু'ল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৯১)। বাংলা আদ্যাক্ষর অনুযায়ী বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সা'হাবায়ে কিরামের নামের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

মুহাজিরগণ ঃ ১. আবূ বাক্‌র আস'-সি'দ্দীক' (রা), ২. 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা), ৩. আনাস, মাওলা রাসূলুল্লাহ (স) হা'বশী, ৪. 'আকি'ল ইব্‌নু'ল-বুকায়র, ইব্‌ন সা'দ-এর বর্ণনামতে আবু'ল-বুকায়র (রা), ৫. আবূ মারছাদ আল-গা'নাবী (রা), ৬. আবূ কাবশা, ফারসী (রা), ৭. আবূ হু'যায়ফা ইব্‌ন 'উতবা ইব্‌ন রাবী'আ (রা), ৮. আবূ সিনান ইব্‌ন মিহ'সা'ন আল-আসাদী (রা), ৯. আবূ সালামা ইব্‌ন 'আবদি'ল-আসাদ (রা), ১০. আবূ সা'বরা ইব্‌ন আবী রু'হ'ম (রা), ১১. আবূ 'উবায়দা ইব্‌নু'ল-জাররাহ' (রা), ১২. আবূ মাখশী, সুওয়ায়দ ইব্‌ন মাখশী আত-তাই (রা), ১৩. 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন 'আওফ (রা), ১৪. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহ'শ আল-আসাদী (রা), ১৫. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ আল-হুযা'লী (রা), ১৬. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাজ'ঊন আল-জুমাহী' (রা), ১৭. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাখরামা ইব্‌ন 'আবদি'ল-'উযযা (রা), ১৮. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুহায়ল ইব্‌ন 'আমর (রা), ১৯. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুরাকা' আল-আদাবী' (রা), ২০. 'আম্মার ইব্‌ন য়াসির আল-আন্‌যী (রা), ২১. 'আমর ইব্‌ন সুরাকা' আল-'আদাবী (রা), ২২. 'আমর ইব্‌নু'ল-হা'রিছ' ইব্‌ন যুহায়র আল-ফিহরী (রা), ২৩. 'আমর ইব্‌ন আবী সারহ' আল-ফিহরী (রা), ২৪. 'আমের ইব্‌ন ফুহায়রা মাওলা আবী বাক্‌র (রা), ২৫. 'আমের ইব্‌ন রাবী'আ আল-'আন্‌যী (রা), ২৬. 'আমের ইব্‌নু'ল-বুকায়র, এক বর্ণনা মতে আবু'ল-বুকায়র (রা) ২৭. আরকা'ম ইব্‌ন আবি'ল-আরকা'ম আল-মাখযূমী (রা)। ২৮. 'ইয়াদ ইব্‌ন যুহায়র আল-ফিহরী (রা), ২৯. ইয়াস্‌ ইব্‌নু'ল-বুকায়র, এক বর্ণনামতে আবু'ল-বুকায়র (রা)। ৩০. 'উক্কাশা ইব্‌ন মিহ'সা'ন আল-আসাদী (রা), ৩১. 'উক'বা ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন রাবী'আ আল-আসাদী (রা), ৩২. 'উছ'মান ইব্‌ন মাজ'ঊন আল-জুমাহী' (রা), ৩৩. 'উতবা ইব্‌ন গাযওয়ান ইব্‌ন জাবির (রা), ৩৪. 'উমার ইব্‌ন 'আওফ মাওলা সু'হায়ল ইব্‌ন 'আমর, এক বর্ণনামতে 'আমর ইব্‌ন 'আওফ (রা), ৩৫. 'উমায়র ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কা'স আয-যুহরী (রা), ৩৬. 'উবায়দা ইব্‌নু'ল-হা'রিছ' ইব্‌নু'ল-মুত্তালিব (রা), ৩৭. 'উমার ইব্‌নু'ল-খাত্তা'ব ইব্‌ন নুফায়ল (রা)। ৩৮. ওয়াকি'দ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-য়ারবূঈ আত-তামীমী, ৩৯. ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী সারহ' (রা)। ৪০. কু'দামা ইব্‌ন মাজ'ঊন আল-জুমাহী' (রা)। ৪১. খাওয়ালিয়্যি ইব্‌ন আবী খাওয়ালিয়্যি (রা), ৪২. খুনায়স ইব্‌ন হু'যা'ফা ইব্‌ন কায়স, ৪৩. খাব্বাব ইব্‌নু'ল-আরাত্‌'ত' (রা), বানূ যুহরার মিত্র, ৪৪. খাব্বাব মাওলা 'উতবা ইব্‌ন গা'যওয়ান (রা), ৪৫. খালিদ ইব্‌নু'ল-বুকায়র, এক বর্ণনামতে আবু'ল-বুকায়র (রা), ৪৬. ছাক্‌'ফ ইব্‌ন 'আমর আস-সুলামী (রা)। ৪৭. তা'লহ'া ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ আত'-তায়মী (রা), ৪৮. তু'ফায়ল ইব্‌নু'ল-হা'রিছ' ইব্‌নু'ল-মুত্তালিব (রা)। ৪৯. বিলাল ইব্‌ন রাবাহ' আল-মুওয়াযযিন (রা)। ৫০. মালিক ইব্‌ন 'আমর আস-সুলামী, মতান্তরে আল-'আদাবী (রা), ৫১. মালিক ইব্‌ন আবী খাওয়ালিয়্যি আল-জুদী (রা), ৫২. মা'মার ইব্‌নু'ল-হা'রিছ' ইব্‌ন মা'মার (রা), ৫৩. মারছাদ ইব্‌ন আবী মারছাদ আল-গা'নাবী (রা), ৫৪. মিক'দাদ ইব্‌ন 'আমর বা ইব্‌নু'ল-আসওয়াদ আল-বাহরাঈ (রা), ৫৫. মিদলাজ ইব্‌ন 'আমর আল-আসলামী (রা), এক বর্ণনামতে মুদলিজ, ৫৬. মাস'ঊদ ইব্‌ন রাবী'আ আল-কারী (রা), ৫৭. মিসতা'হ' ইব্‌ন উছাছা ইব্‌ন 'আব্বাদ (রা), ৫৮. মিহজা' ইব্‌ন সা'লিহ', মাওলা 'উমার ইব্‌নু'ল-খাত্তা'ব (রা), ৫৯. মা'মার ইব্‌ন হা'বীব ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (রা), ৬০. মু'আত্তিব ইব্‌ন 'আওফ আস-সালূলী (রা), ৬১. মুহ'রিয ইব্‌ন নাদলা ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-আসাদী (রা), ৬২. মুস'আব ইব্‌ন 'উমায়র আল-খায়র (রা)। ৬৩. যায়দ ইব্‌ন হা'রিছা ইব্‌ন শুরাহ'বীল (রা), মাওলা রাসূলিল্লাহ (স), ৬৪. যায়দ ইব্‌নু'ল-খাত্তা'ব ইব্‌ন নুফায়ল, 'উমার ইব্‌নু'ল-খাত্তা'বের ভ্রাতা, ৬৫. যুবায়র ইব্‌নু'ল-'আওয়াম ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ (রা), ৬৬. য়ু'শ-শিমালায়ন, 'উমায়র ইব্‌ন 'আব্‌দ 'আমর (রা), ৬৭. য়াযীদ ইব্‌ন রুকায়শ ইব্‌ন রিআব আল-আসাদী (রা), ৬৮.

রাবী'আ ইব্‌ন আকছাম ইব্‌ন সাখবারা আল-আসাদী (রা), ৬৯. শাম্মাস ইব্‌ন 'উছমান ইব্‌নু'শ-শারীদ আল-মাখযূমী (রা), ৭০. শুজা' 'ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন রাবী'আ আল-আসাদী (রা) ৭১. সা'ঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন নুফায়ল (রা), ৭২. আস-সাইব ইব্‌ন 'উছ'মান ইব্‌ন মাজ'উন (রা), ৭৩. সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কাস 'আয-যুহরী (রা), ৭৪. সা'দ ইব্‌ন খাওলা, মাওলা বনূ 'আমের ইব্‌ন লুআই (রা), ৭৫. সা'দ মাওলা হাতিব ইব্‌ন আবী বালতা'আ (রা), ৭৬. সাফওয়ান ইব্‌ন বায়দা ইব্‌ন রাবী'আ আল-ফিহরী (রা), ৭৭. সালিম, মাওলা আবূ হুযায়ফা (রা), ৭৮. সিনান ইব্‌ন আবী সিনান ইব্‌ন মিহ্‌সান আল-আসাদী (রা), ৭৯. সুওয়ায়বিত ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হারমালা (রা), ৮০. সুহায়ব ইব্‌ন সিনান আর-রূমী (রা), ৮১. সুহায়ল ইব্‌ন বায়দা ইব্‌ন রাবী'আ আল-ফিহরী (রা)। ৮২. হামযা ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব (রা), ৮৩. হাতিব ইব্‌ন আবী বালতা'আ আল-লাখমী (রা), ৮৪. হাতিব ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'উবায়দ আল-আশজা'ঈ (রা), ৮৫. হুসায়ন ইব্‌নু'ল-হারিছ ইব্‌নু'ল-মুত্তালিব (রা)। ইহা ছাড়াও কোনও কোনও রিওয়ায়াতে আরবাদ ইব্‌ন হুমায়য়া বা হুমায়্যির এবং সালিহ শুকরান, মাওলা রাসূলিল্লাহ (স)-এর নামও পাওয়া যায় (ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ.)।

আনসারগণ ঃ ১. 'আইয ইব্‌ন মাঈস ইব্‌ন কায়স আল-খাযরাজী (রা), ২. 'আওফ ইব্‌নু'ল-হারিছ আন-নাজ্জারী, তাঁহাকে 'আওফ ইব্‌ন 'আফরা (রা)-ও বলা হয়, ৩. আওস ইব্‌ন খাওয়ালিয়্যি ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল-খাযরাজী (রা), ৪. আওস ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌নু'ল-মুনযির আন-নাজ্জারী (রা), ৫. আওস ইব্‌নু'স-সামিত আল-খাযরাজী (রা), ৬. 'আনতারা (রা), মাওলা বানূ সুলায়ম, ৭. 'আদিয়্যি ইব্‌ন আবি'য-যাগবা আল-জুহানী (রা), ৮. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সাখর আস-সুলামী (রা), ৯. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন 'আমর আন-নাজ্জারী (রা), ১০. 'আবদুল্লাহ 'উমায়র ইব্‌ন 'আদী (রা), ১১. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যি ইব্‌ন সালূল আল-খাযরাজী (রা), ১২. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্‌দ মানাফ ইব্‌নু'ন-নু'মান আস-সালামী রা), ১৩. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন হারাম আস-সালামী (রা), ১৪. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্‌স (রা), ১৫. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উরফুতা ইব্‌ন 'আদিয়্যি আল-খাযরাজী (রা), ১৬. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ছা'লাবা (রা), ১৭. 'আবদুল্লাহ, ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্বিহ আল-খাযরাজী, (রা), ১৮. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা আল-খাযরাজী (রা), ১৯. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন তারিক ইব্‌ন মালিক আল-কুদাঈ (রা), ২০. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জুবায়র ইব্‌নু'ন-নু'মান আল-আওসী (রা), ২১. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন রাফে' (রা), ২২. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু'র-রাবী' ইব্‌ন কায়স আল- খাযরাজী (রা), ২৩. 'আবদুল্লাহ, ২৩. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু'ল-জিদ্‌দ ইব্‌ন কায়স আল-খাযরাজী (রা), ২৪. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু'ন-নু'মান ইব্‌ন বালদামা বা বালযামা আল-খাযরাজী ২৫. 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু'ল-হুমায়্যির আল-আশজা'ঈ (রা), ২৬. 'আবদা ইব্‌নু'ল-হাসহাস আল-বাখাবী (রা), তাঁহাকে 'উবাদাও বলা হইয়াছে, ২৭. 'আব্‌দ রাব্ব ইব্‌ন হাক্‌ক, এক বর্ণনামতে 'আব্‌দ রাব্বিহ ইব্‌ন হাক্‌ক (রা), ২৮. 'আব্‌স ইব্‌ন 'আমের ইবন 'আদিয়্যি আস-সুলামী (রা), ২৯. 'আব্বাদ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন 'আমের আল-খাযরাজী (রা), ৩০. 'আব্বাস ইব্‌ন বিশর ইব্‌ন ওয়াক্‌শ আল-আওসী (রা), ৩১. আবু'ল-'আওয়ার আল-হারিছ ইব্‌ন জালিম আল-খাযরাজী (রা), ৩২. আবু'ল-য়াসার কা'ব ইব্‌ন 'আমর (রা), ৩৩. আবু'ল-হায়ছাম ইব্‌নু'ত-তায়্যিহান (রা), ৩৪. আবু'ল-হামরা মাওলা আল-হারিছ ইব্‌ন রিফা'আ (রা), ৩৫. আবূ আয়্যুব খালিদ ইব্‌ন যায়দ আন-নাজ্জারী (রা), ৩৬. আবূ 'আকীল আল-বালাবী (রা), ৩৭. আবূ 'আব্‌স ইব্‌ন জাব্‌র (রা), ৩৮. আবূ 'উবাদা (রা), ৩৯. আবূ উসায়দ আস-সা'ইদী (রা), ৪০. আবূ খুযায়মা ইব্‌ন আওস (রা), ৪১. আবূ দাঊদ 'আমর, মতান্তরে 'উমায়র ইব্‌ন 'আমের (রা), ৪২. আবূ দায়্যাহ ইব্‌নু'ন-নু'মান (রা),, প্রস্তরখণ্ডে আহত হওয়ার কারণে পথিমধ্য হইতে ফেরত আসেন। ৪৩. আবূ দুজানা, সিমাক ইব্‌ন খারাশা (রা), ৪৪. আবূ বুরদা ইব্‌ন নিয়ার (রা), ৪৫. আবূ মুলায়ল ইব্‌নু'ল-আয'আর আল-আওসী (রা), ৪৬. আবূ লুবাবা ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুনযির (রা), ৪৭. আবূ তালহা যায়দ ইব্‌ন সাহল (রা), ৪৮. আবূ শায়খ উবায়্যি ইব্‌ন ছাবিত আল-খাযরাজী (রা), ৪৯. আবূ সালীত আল-খাযরাজী (রা), ৫০. আবূ হান্না ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'আমর (রা), ৫১. 'আমর ইব্‌ন মু'আয' ইব্‌নু'ন-নু'মান আল-আওসী (রা), ৫২. 'আমর ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন যায়দ আল-খাযরাজী (রা), ৫৩. 'আমর ইব্‌ন ছা'লাবা ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (রা), ৫৪. 'আমর ইব্‌ন ইয়াস ইব্‌ন তাযীদ আল-য়ামানী (রা), ৫৫. 'আমর ইব্‌ন তালক ইব্‌ন যায়দ আল-খাযরাজী (রা), ৫৬. 'আমের ইব্‌ন উমায়্যা ইব্‌ন যায়দ আন-নাজ্জারী (রা), ৫৭. 'আমের ইব্‌ন মুখাল্লাদ ইব্‌নু'ল-হারিছ আল-খাযরাজী (রা), ৫৮. 'আমের ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন 'আমের আল-বালাবী (রা), ৫৯. আস'আদ ইব্‌ন য়াযীদ ইব্‌নু'ল-ফাকিহ আল-খাযরাজী (রা), ৬০. 'আমের ইব্‌ন 'আদিয়্যি ইব্‌নু'ল-জাদ্দ আল-বালাবী (রা), ৬১. 'আসিম ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন ছাবিত আল-খাযরাজী (রা), ৬২. 'আসিম ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন আবি'ল-আফলাহ আল-আওসী (রা), ৬৩. 'আসিম ইব্‌নু'ল-'উকায়র আল-মুযানী (রা)। ৬৪. 'ইতবান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন 'আমর আল-খাযরাজী (রা), ৬৫. 'ইসমা ইব্‌নু'ল-হুসায়ন ইব্‌ন ওয়াব্‌রা (রা)। ৬৬. 'উওয়ায়ম ইব্‌ন সাইদা আল-আনসারী (রা), ৬৭. 'উকবা ইব্‌ন 'আমের আল-জুহানী (রা), ৬৮. 'উকবা ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন খালাদা আল-খাযরাজী (রা), ৬৯. 'উতবা ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন সাখর আল-খাযরাজী (রা), ৭০. 'উতবা ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন খালিদ আল-বাহ্‌রানী (রা), ৭১. উনায়স ইব্‌ন কাতাদা ইব্‌ন রাবী'আ আল-আওসী (রা), ৭২. উবায়্যি ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন কায়স আল-খাযরাজী (রা), ৭৩. 'উবায়দ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন মালিক আল-আওসী (রা). ৭৪. 'উবায়দ ইব্‌ন আবী 'উবায়দ আল-আওসী (রা), ৭৫. 'উবায়দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন 'আমের আল-খাযরাজী (রা), ৭৬. 'উবায়দ ইব্‌নু'ত-তায়্যিহান (রা), আবু'ল-হায়ছাম ইব্‌নু'ত-তায়্যিহান-এর ভ্রাতা, ৭৭. 'উবাদা ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন কা'ব (রা), ৭৮. 'উবাদা ইব্‌নু'স-সামিত ইব্‌ন কায়স আল-খাযরাজী (রা), ৭৯. 'উমারা ইব্‌ন হাযম ইব্‌ন যায়দ আন-নাজ্জারী (রা), ৮০. 'উমায়র ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌নু'ল-আয'আর আল-আওসী (রা), কেহ কেহ তাঁহাকে 'আমর ইব্‌ন মা'বাদ বলিয়াছেন। ৮১. 'উমায়র ইব্‌ন হারাম ইব্‌নু'ল-জামূহ আল-খাযরাজী (রা), ৮২. 'উমায়র ইব্‌নু'ল-হারিছ ইব্‌ন লাবদা আল-খাযরাজী, মতান্তরে 'আমর ইব্‌নু'ল-হারিছ, ৮৩. 'উমায়র ইব্‌নু'ল-হুমাম ইব্‌নু'ল-জামূহ আল-খাযরাজী (রা), ৮৪. 'উসায়মা মতান্তরে 'ইসমা আল-আসাদী (রা), ৮৫. 'উসায়মা মতান্তের 'ইসমা আল-আশজা'ঈ (রা)। ৮৬. ওয়াদী'আ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন জারাদ আল-জুহানী (রা), ৮৭. ওয়াযাফা ইব্‌ন ইয়াস, মতান্তরে ওয়াদকা ইব্‌ন ইয়াস ইব্‌ন 'আমর আল-খাযরাজী। ৮৮. কাতাদা ইব্‌নু'ন-নু'মান ইব্‌ন

যায়দ আল-আওসী (রা), ৮৯. কা'ব ইব্ন যায়দ ইব্ন কা'য়স আল-খাযরাজী (রা), ৯০. কা'য়স ইব্ন আবী সা'সা'আ 'আমর ইব্ন যায়দ আল-মাযিনী (রা), ৯১. কা'য়স ইব্ন মুখাল্লাদ ইব্ন ছা'লাবা আল-খাযরাজী (রা), ৯২. কা'য়স ইব্ন মিহ্'স'ান ইব্ন খালদা আল-খাযরাজী (রা), ৯৩. কায়স ইবনুস সাকান ইব্ন 'আওফ আন-নাজ্জারী (রা), ৯৪. কা'য়স ইবনু'র-রাবী' এক বর্ণনামতে। ৯৫. খাওওয়াত' ইব্ন জুবায়র ইবনু'ন-নু'মান (রা), প্রস্তরাঘাতে আহত হওয়ায় তিনি আস-সা'ফরা নামক স্থান হইতে ফেরত আসেন। ৯৬. খারিজা ইব্ন যায়দ ইব্ন আবী যুহায়র আল-খাযরাজী (রা), ৯৭. খাল্লাদ ইব্ন সুওয়ায়দ ইব্ন ছা'লাবা আল-খাযরাজী (রা), ৯৮. খাল্লাদ ইব্ন রাফে' ইব্ন মালিক আল-খাযরাজী (রা), ৯৯. খালিদ ইব্ন কা'য়স ইব্ন মালিক আল-খাযরাজী (রা), ১০০. খালীফা ইব্ন 'আদিয়্যি ইব্ন মালিক আল- খাযরাজী (রা), ১০১. খিরাশ ইবনু'স-সিম্মা ইব্ন 'আমর আল-খাযরাজী (রা), ১০২. খুবায়ব ইব্ন ইয়াসাফ ইব্ন 'ইতাবা আল-খাযরাজী (রা), ১০৩. খুলায়দ ইব্ন কা'য়স ইবনু'ন-নু'মান আল-খাযরাজী (রা)। ১০৪. ছাবিত ইব্ন আরকাম ইব্ন ছা'লাবা আল-বালাবী (রা), ১০৫. ছাবিত ইব্ন 'আমর ইব্ন যায়দ আল-খাযরাজী (রা), ১০৬. ছাবিত ইব্ন খানসা ইব্ন 'আমর আল-খাযরাজী, ১০৭. ছাবিত ইব্ন খালিদ ইবনু'ন-নু'মান আল-খাযরাজী (রা), ১০৮. ছাবিত ইব্ন ছা'লাবা ইবনুল-জিয' ইব্ন যায়দ আল-খাযরাজী (রা), ১০৯. ছাবিত ইব্ন হায্যাল ইব্ন 'উমার আল-খাযরাজী (রা), ১১০. ছা'লাবা ইব্ন 'আনামা ইব্ন 'আদী আল-খাযরাজী (রা), ১১১. ছা'লাবা ইব্ন 'আমর ইব্ন 'উবায়দ আন-নাজ্জারী (রা), ১১২. ছা'লাবা ইব্ন হা'তিব ইব্ন 'আমর আল-আওসী (রা)। ১১৩. জাব্বার ইব্ন সা'খর ইব্ন উমায়্যা আল-খাযরাজী (রা), ১১৪. জাব্‌র, মতান্তরে জাবির ইব্ন 'আতীক' ইব্ন কা'য়স আল-খাযরাজী (রা), ১১৫. জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন হা'রাম আস-সুলামী (রা), ১১৬. জাবির ইব্ন খালিদ ইব্ন মাস'উদ আল-খাযরাজী (রা), ১১৭. জুবায়র ইব্ন ইয়াস ইব্ন খালদা আল-খাযরাজী (রা)। ১১৮. তামীম (রা), মাওলা বানী গা'নম ইবনি'স-সালাম ১১৯. তামীম, মাওলা খিরাশ ইবনু'স-সিম্মা (রা), ১২০. তামীম ইব্ন ইয়া'আর ইব্ন কা'য়স আল-খাযরাজী (রা), ১২১. তু'ফায়ল ইব্ন মালিক ইব্ন খানসা আল-খাযরাজী (রা), ১২২. তু'লায়ব ইব্ন 'উমায়র, মতান্তরে 'আমর (রা), শুধুমাত্র আল-ওয়াকি'দী তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ১২৩. দ'ামরা ইব্ন 'আমর ইব্ন কা'ব আল-জুহানী (রা), ১২৪. আদ-দ'াহ্'হা'ক ইব্ন 'আবদ 'আমর আন-নাজ্জারী আল-খাযরাজী (রা), ১২৫. আদ-দাহ্'হা'ক ইব্ন হা'রিছা ইব্ন যায়দ আল-খাযরাজী (রা)। ১২৬. নাওফাল ইব্ন 'আবদিল্লাহ, মতান্তরে 'উবায়দিল্লাহ আল-খাযরাজী (রা), ১২৭. নাস'র ইব্নু'ল-হারিছ ইব্ন 'আবদ রাযাহ (রা), ১২৮. নু'মান ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা), ১২৯. নু'মান ইব্ন 'আব্দ 'আমর আন-নাজ্জারী (রা), ১৩০. নু'মান ইব্ন আবী খাযমা, মতান্তরে ইব্ন খুযায়মা আল-আওসী (রা), ১৩১. নু'মান ইব্ন 'আমর ইব্ন রিফা'আ আন-নাজ্জারী (রা), ১৩২. নু'মান ইব্ন 'আমর ইবনি'ল-হারিছ (রা), ১৩৩. নু'মান ইব্ন মালিক ইব্ন ছা'লাবা আল- খাযরাজী (রা), ১৩৪. নু'মান ইব্ন সিনান (রা), এক বর্ণনামতে নু'মান ইব্ন ইয়াসার মাওলা বনূ 'উবায়দ। ১৩৫. ফারওয়া ইব্ন 'আমর ইব্ন ওয়াদ'াফা, এক বর্ণনামতে ওয়াযাফা আল- খাযরাজী (রা), ১৩৬. আল-ফাকিহ ইব্ন বিশর ইবনু'ল-ফাকিহ আল-খাযরাজী (রা), (ইব্ন কাছীরের বর্ণনামতে)। ১৩৭. বাশীর ইব্ন সা'দ ইব্ন ছা'লাবা আল-খাযরাজী (রা), ১৩৮. বাসবাস ইব্ন 'আমর ইব্ন ছা'লাবা আল-জুহানী (রা), ১৩৯. বাহ্'হাছ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন খাযমা আল-বালাব'ী (রা), ১৪০. বুজায়র ইব্ন আবী বুজায়র আল-'আবসী, মতান্তরে আল-বালাবী (রা)। ১৪১. মা'কা'ল ইবনু'ল-মুনযি'র আস-সালামী (রা), ১৪২. মা'বাদ ইব্ন কা'য়স আল-খাযরাজী (রা), ১৪৩. মা'বাদ ইব্ন 'উবাদা, মতান্তরে ইব্ন 'আব্বাদ আল-খাযরাজী (রা), ১৪৪. মা'ন ইব্ন 'আদিয়্যি ইবনু'ল-জিদ্দ (রা), ১৪৫. মালিক ইব্ন কু'দামা আল-আওসী (রা), ১৪৬. মালিক ইব্ন নুমায়লা, এক বর্ণনামতে মালিক ইব্ন ছাবিত ইব্ন নুমায়লা আল- মুযানী (রা), ১৪৭. মালিক ইবনু'দ-দুখশুম আল-খাযরাজী ১৪৮. মালিক ইব্ন মাস'উদ আল-খাযরাজী, ১৪৯. মাস'উদ ইব্ন আওস আন-নাজ্জারী, ১৫০. মাস'উদ ইব্ন 'আব্দ সা'দ, এক বর্ণনামতে মাসঊদ ইব্ন সা'দ ইব্ন 'আমির (রা), ১৫১. মাস'উদ ইব্ন খালদা আল- খাযরাজী (রা), ১৫২. মাসঊদ ইব্ন সা'দ ইব্ন কায়স আল-খাযরাজী (রা), ১৫৩. মুআত্তিব ইব্ন কুশায়র আল-আওসী (রা), ১৫৪. মু'আত্তিব ইব্ন উবায়দ ইব্ন ইয়াস আল-বালাবী (রা), ১৫৫. মু'আওবিয ইব্ন 'আমর ইবনু'ল-জামূহ আস-সুলামী (রা), ১৫৬. মু'আওবিয ইবনু'ল-হা'রিছ বা ইব্ন 'আফরা আল-জুমাহ'ী (রা), ১৫৭. মু'আ'য" ইব্ন জাবাল আল-খাযরাজী (রা), ১৫৮. মু'আয' ইব্ন মা'ইস আল-খাযরাজী (রা), ১৫৯. মু'আয ইবনু'ল-হা'রিছ বা মু'আয' ইব্ন 'আফরা আন-নাজ্জারী (রা), ১৬০. মু'আয" ইব্ন 'আমর ইবনু'ল-জামূহ' আল-খাযরাজী (রা), ১৬১. আল-মুজায্যার ইব্ন যিয়াদ আল-বালাবী (রা), ১৬২. আল-মুনযি'র ইব্ন 'আমর ইব্ন খুনায়স আস-সাইদী (রা), ১৬৩. আল-মুনযির ইব্ন কুদামা ইব্ন আরফাজা আল-খাযরাজী (রা), ১৬৪. আল-মুনযি'র ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'উক'বা (রা), ১৬৫. মুলায়ল ইব্ন ওয়াবরা আল-খাযরাজী (রা), ১৬৬. মুহরিয ইব্ন 'আমের আন-নাজ্জারী (রা), ১৬৭. মুহ'াম্মাদ ইব্ন মাসলামা ইব্ন সালাম (রা)। ১৬৮. য'াকওয়ান ইব্ন 'আব্দ কায়স আল-খাযরাজী (রা), ১৬৯. যায়দ ইব্ন আসলাম ইব্ন ছা'লাবা (রা), ১৭০. যায়দ ইব্ন ওয়াদী'আ ইব্ন 'আমর (রা), ১৭১. যিয়াদ ইব্ন কা'ব ইব্ন 'আমর আল-জুহানী (রা), ১৭২. যিয়াদ ইব্ন লাবীদ আয-যুরাকী (রা)। ১৭৩. য়াযীদ ইব্ন 'আমের ইব্ন হা'দীদা আস-সুলামী (রা),, ১৭৪. য়াযীদ ইবনু'ল-মুনযি'র ইব্ন সারহ' আস-সুলামী (রা),, ১৭৫. য়াযীদ ইবনু'ল-মুযায়্যান, মতান্তরে য়াযীদ ইবনু'ল-মুনযি'র আল-খাযরাজী (রা), ১৭৬. য়াযীদ ইবনু'ল-হা'রিছ ইব্ন কা'য়স আল-খাযরাজী (রা)। ১৭৭. আর-রাবী' ইব্ন ইয়াস আল-খাযরাজী (রা), ১৭৮. রাফে' ইব্ন উনজুদা আল-আওসী (রা), ১৭৯. রাফি' ইব্ন মালিক ইবনু'ল-'আজলান আল-খাযরাজী (রা), ১৮০. রাফে' ইবনুল মু'আল্লা ইব্ন লাওযান আল-খাযরাজী (রা), ১৮১. রাফে' ইবনু'ল-হা'রিছ ইব্ন সাওয়াদ আল-খাযরাজী (রা), ১৮২. রাফে' ইব্ন য়াযীদ ইব্ন কুরয আল-আওসী (রা), ১৮৩. রিফা'আ ইব্ন 'আবদি'ল-মুনযি'র আল-আওসী (রা), ১৮৪. রিফা'আ ইব্ন 'আমর ইব্ন যায়দ আল-খাযরাজী (রা), ১৮৫. রিফা'আ ইব্ন রাফে' ইব্ন মালিক আল-খাযরাজী (রা), ১৮৬. রিব'ঈ ইব্ন রাফে' ইবনু'ল-হা'রিছ (রা), ১৮৭. রুখায়লা ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন খালিদ আল-খাযরাজী (রা)। ১৮৮. সা'ঈদ ইব্ন সুহায়ল (রা), ১৮৯. সাওয়াদ ইব্ন গাযিয়্যা আল-বালাবী (রা), ১৯০. সাওয়াদ ইব্ন রাযন, মতান্তরে রাযীন আল-খাযরাজী (রা), ১৯১. সা'দ ইব্ন 'উবায়দ (মতান্তরে 'উমায়র)

ইবনু'ন-নু'মান আল-আওসী (রা), ১৯২. সা'দ ইব্‌ন খায়ছামা ইবনু'ল-হারিছ আল-আওসী (রা), ১৯৩. সা'দ ইব্‌ন মু'আয ইবনুন-নু'মান আওসী (রা), আওস গোত্রের নেতা, ১৯৪. সা'দ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন মালিক আল-আওসী, ১৯৫. সা'দ ইবনু'র-রাবী' 'ইব্‌ন 'আমর আল-খাযরাজী ১৯৬. সালামা ইব্‌ন আসলাম ইব্‌ন হুরায়স আল-আওসী ১৯৭. সালামা ইব্‌ন ছাবিত ইব্‌ন ওয়াক্‌শ আল-আওসী (রা), ১৯৮. সালামা ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন ওয়াক্‌শ আল-আওসী (রা), ১৯৯. সালিম ইব্‌ন 'উমায়র ইব্‌ন ছাবিত আল-আওসী (রা), ২০০. সালিহ ইব্‌ন কায়স (রা), ২০১. সালীত ইব্‌ন 'আমর, মতান্তরে ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন 'আমর আল-খাযরাজী (রা), ২০২. সাহল ইব্‌ন 'আতীক আন-নাজ্জারী (রা), ২০৩. সাহল ইব্‌ন হুনায়ফ ইব্‌ন ওয়াহিব আল-আওসী (রা), ২০৪. সিমাক ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন ছা'লাবা আল-খাযরাজী (রা), ২০৫. সুফ্‌য়ান ইব্‌ন নাসর, মতান্তরে ইব্‌ন বিশ্‌র ইব্‌ন 'আমর আল-খাযরাজী (রা), ২০৬. সুবায়' ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন 'আইয আল-খাযরাজী (রা), ২০৭. সুরাকা ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আতিয়্যা আল-খাযরাজী (রা), ২০৮. সুরাকা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আবদি'ল-'উয্‌যা আল-খাযরাজী, ২০৯. সুলায়ত ইব্‌ন কায়স (রা), ২১০. সুলায়ম ইব্‌ন 'আমর আস-সুলামী (রা), ২১১. সুলায়ম ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন ফাহ্‌দ আল-খাযরাজী (রা), ২১২. সুলায়ম ইব্‌ন মিলহান আন-নাজ্জারী আল-খাযরাজী (রা), ২১৩. সুলায়ম ইবনু'ল-হারিছ ইব্‌ন ছা'লাবা আল-খাযরাজী, ২১৪. সুহায়ল ইব্‌ন রাফে' আন-নাজ্জারী আল-খাযরাজী (রা)। ২১৫. হাবীব ইবনু'ল-আসওয়াদ (রা), মাওলা বানী হারাম, ২১৬. হামযা ইবনু'ল-হুমায়্যির আল-আশজা'ঈ (রা), ২১৭. হারাম ইব্‌ন মিলহান আল-খাযরাজী (রা), ২১৮. হারিছ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন মু'আয আল-আওসী, ২১৯. হারিছ ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন রাফে' আল-খাযরাজী (রা), ২২০. হারিছ ইব্‌ন 'আরফাজা আল-আওসী (রা), ২২১. হারিছ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন খালদা আল-খাযরাজী (রা), ২২২. হারিছ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন হায়শা (রা), (শুধু ইব্‌ন উমারা তাহার উল্লেখ করিয়াছেন), ২২৩. হারিছ ইব্‌ন কাযনা, মতান্তরে খাযরামা ইব্‌ন 'আদী আল-খাযরাজী (রা), ২২৪. হারিছ ইবনু'স-সিম্মা আল-খাযরাজী (রা), ২২৫. হারিছ ইব্‌ন হাতি'ব ইব্‌ন 'আমর আল-আওসী (রা),, ২২৬. আল-হারিছ ইবনু'ন-নু'মান ইব্‌ন উমায়্যা (রা), ২২৭. হারিছা ইবনু'ন-নু'মান ইব্‌ন রাফে' (রা), ২২৮. হারিছা ইব্‌ন সুরাকা আন-নাজ্জারী (রা), ২২৯. হিলাল ইবনু'ল-মু'আল্লা (রা), ২৩০. হুবাব ইবনু'ল-মুনযির আল-খাযরাজী (রা), ২৩১. হুরায়ছ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন ছা'লাবা (রা), (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ৩২১-৪৫; আদ-দুরার ফী ইখতিসারি'ল-মাগাযী ওয়াস-সিয়ার, পৃ. ১২১-১৩৮; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩১৫-২৬; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৪খ., পৃ. ৯১-১২৪)।

উপরিউক্ত তালিকায় সর্বমোট ৩১৮ জনের নামোল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু পথিমধ্য হইতে যে পাঁচজন সাহাবী ফেরত আসিয়াছিলেন তাহাদিগকে বাদ দিলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১৩ (তিন শত তের) জন।

এতদ্ব্যতীত আরও ৮ অথবা ৯ জন সাহাবী যাঁহারা সংগত কারণে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই তাঁহাদেরকেও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের সমমর্যাদা প্রদান করা হয়। তাঁহাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধলব্ধ গনীমতের অংশও প্রদান করেন। তাঁহারা হইলেন ঃ

(১) 'উছমান ইব্‌ন 'আফফান (রা), তাঁহার অন্তিম শয্যায় শায়িত স্ত্রী রুকায়্যা বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে মদীনায় রাখিয়া যান।

(২) সা'ঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন নুফায়ল, তিনি ঐ সময় শাম-এ ছিলেন।

(৩) তালহা ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ (রা), তিনিও ঐ সময় শাম-এ ছিলেন।

(৪) আবূ লুবাবা বাশীর ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুনযির (রা), তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গেই রওয়ানা হইয়াছিলেন; কিন্তু আর-রাওহা নামক স্থানে পৌঁছিবার পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করিয়া ফেরত পাঠান।

(৫) আল-হারিছ ইব্‌ন হাতিব ইব্‌ন 'উবায়দ ইব্‌ন উমায়্যা, তাঁহাকেও রাসূলুল্লাহ (স) পথিমধ্য হইতে ফেরত পাঠান।

(৬) আল-হারিছ ইবনু'স-সিম্মা (রা), তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আর-রাওহা হইতে তিনি ফেরত আসেন।

(৭) খাওওয়াত ইব্‌ন জুবায়র (রা)।

(৮) আবু'স-সায়্যাহ ইব্‌ন ছাবিত (রা), তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পায়ের নলায় পাথরের আঘাত লাগায় তিনি ফিরিয়া আসেন। আল-ওয়াকিদীর বর্ণনামতে অতিরিক্ত আরও একজন হইলেন—

(৯) সা'দ আবূ মালিক (রা), তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত বাহির হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের পর ইনতিকাল করেন। এক বর্ণনামতে আর-রাওহায় তিনি ইনতিকাল করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩২৭)।

বদর যুদ্ধে শহীদবৃন্দ ঃ বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ১৪ জন সাহাবী শহীদ হন। তম্মধ্যে ৬ (ছয়) জন মুহাজির এবং ৮ (আট) জন আনসার। তাঁহাদের মধ্যে আওস গোত্রের ২ (দুই) জন এবং খাযরাজ গোত্রের ৬ (ছয়) জন। তাঁহাদের নামঃ

(১) 'উবায়দ ইবনু'ল-হারিছ ইব্‌নুল মুত্তালিব। মল্লযুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার ফলে যুদ্ধশেষে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে 'আস-সাফরা নামক স্থানে পৌঁছিয়া তিনি ইনতিকাল করেন; (২) 'উমায়র ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কাস যিনি ছিলেন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর ভ্রাতা। আল-'আস ইব্‌ন সা'ঈদ-এর হাতে তিনি শহীদ হন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ১৬ (ষোল) বৎসর, তাহাদের মিত্র; (৩) যু'শ-শিমালায়ন ইব্‌ন 'আব্‌দ আমর আল-খুযা'ঈ; (৪) সাফওয়ান ইব্‌ন বায়দা; (৫) বানূ 'আদী-এর মিত্র 'আকিল ইব্‌নু'ল-বুকায়র আল-লায়ছী; (৬) 'উমার ইবনু'ল-খাত্তাব (রা)-এর মুক্ত দাস মিহজা।

আনসার শহীদদের ৮ (আট) জন হইলেন ঃ (১) হারিছা ইব্‌ন সুরাকা, হিব্বান ইবনু'ল-আরিকার নিক্ষিপ্ত তীর তাঁহার কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ হইয়া তিনি শহীদ হন; (২) মু'আওবিয ইব্‌ন 'আফরা; (৩) 'আওফ ইব্‌ন 'আফরা; 'আফরা এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতার নাম, তাঁহাদের পিতার নাম আল-হারিছ ইব্‌ন রিফা'আ ইব্‌ন সাওয়াদ; (৪) য়াযীদ ইবনু'ল-হারিছ, ইব্‌ন ফুসহুমও বলা হয়; (৫) উমায়র ইবনু'ল-হুমাম আস-সালামী; (৬) রাফে' ইবনু'ল-মু'আল্লা ইব্‌ন লাওযান; (৭) সা'দ ইব্‌ন খায়ছামা; (৮) মুবাশ্‌শির ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুনযির (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ., পৃ. ৩৪৫-৪৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৩২৭; আত-তাবাকাত, ২খ., পৃ. ১৭-১৮; 'উয়ূনু'ল-আছার, ১খ., পৃ. ৩৩০-৩১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

ড. আবদুল জলীল

আস্‌হাবু'র-রায় (اصحاب الرأى) ঃ অথবা আহ্‌লু'র-রায় (اهل الرأى) বলিতে তাঁহাদেরকে বুঝায় যাঁহারা শারী'আতের ব্যাখ্যায় ইজতিহাদপ্রসূত ব্যক্তিগত মত প্রকাশের পক্ষপাতী। নিন্দাসূচক আখ্যারূপে আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ' সম্প্রদায় তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদী শারী'আত-বিশেষজ্ঞদের ক্ষেত্রে এই আখ্যা প্রয়োগ করেন। রায় (দ্র.) মূলত সুযুক্তিপূর্ণ ও সঠিক মত অর্থেই ব্যবহৃত হইত এবং ইহাতে মানবীয় বিচার-বিবেচনার যে উপকরণ থাকে, রায় বলিতে তাহাই বোঝান হইত— সেই বিচার-বিবেচনাপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক (দ্র. কি'য়াস) উপায়ে হউক অথবা হউক অধিকতর ব্যক্তিনির্ভর (ইস্‌তিহ'সান দ্র.) এবং অনিয়মতান্ত্রিক (arbitrary)। প্রাথমিক যুগের শারী'আত বিশেষজ্ঞগণ আইনের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার বেলায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করিতেন। বিরুদ্ধবাদী আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ দল প্রাচীনপন্থী দলগুলি কর্তৃক ব্যবহৃত এই পদ্ধতিকে অবৈধ বিবেচনা করিতেন, বিশেষত রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া বর্ণিত কোন হ'াদীছ'কে পরিত্যাগ করিয়া রায়-এর ভিত্তিতে বিধান দেওয়াকে তাঁহারা অন্যায় মনে করিতেন। এই মতবাদের প্রাধান্যের ফলে (উস্‌ল দ্র.) প্রতিটি দলই যে কোন প্রশ্নে তাঁহাদের তুলনায় যাঁহারা ব্যক্তিগত মতামতকে অধিকতর প্রাধান্য দিয়াছেন তাঁহাদেরকে আস্‌হাবু'র-রায় শ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন। ফলে যাঁহারা ইজতিহাদ বা ব্যক্তিগত মতামত প্রয়োগ করিতেন তাঁহাদের পক্ষে এই অবস্থা মানিয়া লওয়া যেমন সম্ভব হইল না, তদ্রূপ ইসলামের মূলনীতির সহিত ইহাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত দেওয়াও প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কেননা এমন কোন দল ছিল না, যাহার অনুসারীরা কখনও নিজদেরকে আস্‌হাবু'র-রায় নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন বা করিতে দিতে রাযী ছিলেন। আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ' ও আস্‌হাবু'র-রায়-এর মধ্যকার পার্থক্য অনেকটা কৃত্রিম। আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ' দলের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) ও তাঁহার অনুসারিগণ এবং ইমাম মালিক (র) ও তাঁহার অনুসারিগণ আস্‌হাবু'র-রায় শ্রেণীভুক্ত এবং বাস্তবিকপক্ষে ইমাম শাফি'ঈ (র), ইব্‌ন কু'তায়বা প্রমুখ তাঁহাদেরকে এই নামে আখ্যায়িতও করিয়াছেন। কতকটা অস্বাভাবিক কারণে ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) ও তাঁহার মতবাদ আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ'-এর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়ায় এবং এই ভ্রান্ত মতের উদ্ভব হয় যে, আবূ হ'ানীফা (র) এবং তাঁহার অনুসারিগণই আস্‌হাবু'র-রায়। ব্যক্তিগত মত (রায়) ও ইহার পক্ষপাতীদের সম্বন্ধে যে সতর্কবাণী প্রচার করা হইত তন্মধ্যে কখনও কখনও স্পষ্টত আবূ হ'ানীফা (র) ও তাঁহার অনুসারীদের নাম উল্লেখ করা হইত, এমনকি রাসূলুল্লাহ (স), তাঁহার স'াহাবী (রা) বা তাবি'ঈগণ (র) প্রমুখাৎ কর্তৃক উহা বর্ণিত হইয়াছে দাবি করার ফলে এইরূপ সতর্কবাণী হ'াদীছে'র রূপ পরিগ্রহ করিয়া বসে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আশ-শাফি'ঈ, কিতাবু'ল-উম্ম, ৭খ., স্থা.; (২) আদ-দারিমী, সুনান, ভূমিকা; (৩) ইব্‌ন কু'তায়বা, মা'আরিফ (সম্পা. Wustenfeld), পৃ. ২৪৮ প.; (৪) ঐ লেখক, মুখ্‌তালিফু'ল-হ'াদীছ', পৃ. ৬২ প.; (৫) আল-খাত'ীব আল-বাগ'দাদী, তারীখ বাগদাদ, ১৩ খ., ২২৩ (আবূ হ'ানীফার প্রতি আক্রমণ); (৬) শাহ্‌রাস্‌তানী, পৃ. ১৬১; (৭) Sachau, in Sitzungsber. AK. Wien., Phil.-Inst. Classe, ১৮৭০ খৃ., পৃ. ৭১৩ প.; (৮) von Kremer, Culturgeschichte, ১খ., পৃ. ৪৭০; (৯) Goldziher, Zahiriten, পৃ. ২ প.; (১০) ঐ লেখক, Muh. Stud., ২খ., ৭৪ প. (অনু. Bercher, Etudes sur la Tradition, Islamique, পৃ. ৮৮ প.); (১১) Santillana, Istituzioni, ১খ., ৪৬ প.; (১২) J. Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence, পৃ. ৯৮, স্থা.; (১৩) ঐ লেখক, Esquisse d'une histoire du droit musulman, পৃ. ৫৩ প.।

J. Schacht (E.I.2)/ মুহম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

সংযোজন

আস্‌হাবু'র-রায় (اصحاب الرأى) ঃ আস্‌হ'াবুর-রায় শিরোনামটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। যদি ইহার সঠিক মর্ম বিশুদ্ধভাবে বোধগম্য হইয়া যায়, তবে অনেক ভুল বুঝাবুঝির নিরসন হইয়া যাইবে। কিন্তু কোন পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি যদি হিংসা-বিদ্বেষের বহ্নিতে জ্বলিয়া-পুড়িয়া ভুলভ্রান্তি ও স্বল্প জ্ঞানকে পুঁজি বানাইয়া অসত্যকে পরিহার না করে, তাহা হইলে উহার চিকিৎসা আর কি হইতে পারে? ইসলামী ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী, বিজ্ঞান শাস্ত্র ও জীবন-চরিত গ্রন্থে ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর পদবী 'ইমামু আহলি'র রায়' কিংবা 'ইমামু আস্‌হ'াবির-রায়' বলিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে যাহার ফলে কোন কোন নির্বোধ লোক বিভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছে। আর কোন কোন পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি আপন ইচ্ছানুসারে যথেচ্ছভাবে সত্যকে অবগুণ্ঠনে রাখিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার হীন প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছে। দেদীপ্যমান ইতিহাসের আলোকে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া তাহার নিরসনের পরিবর্তে তাহারা উহাতে আরো জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং আমরা এই কথা সুস্পষ্টভাবে বলিতে চাই যে, ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) আসহাবুর-রায় কিংবা আহ্‌লু'র-রায়ের ইমাম ছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হইল, আসহাবুর-রায় হওয়া শারী'আতের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় নাকি প্রশংসনীয়। ইমাম আবূ হ'ানীফা ও তাঁহার অনুসারিগণ কোন অর্থে আস্‌হ'াবুর-রায় ছিলেন? কখন ও কোন্ স্থানে তাঁহারা রায়কে ব্যবহার করিতেন?

আল-মাগ'রিব অভিধানের গ্রন্থকার আল্লামা আবু'ল-ফাতহ' নাস'ীরুদ্দীন কাতরাবী রায়ের ব্যাখ্যায় বলেন,

الرأى ما ارتآه الانسان واعتقده ومنه ربيعة الرأى بالإضافة فقيه اهل المدينة.

"মানুষ যেই দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা গ্রহণ করে উহাকে রায় বলে। এই কারণেই মদীনাবাসীদের ফাকী'হ ইমাম রবী'আকে রায়ের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করিয়া রবী'আতুর রায় বলা হয়" (মুক'াদ্দামাতু ফাতহি'ল-মুলহিম, পৃ. ৭২)।

আর এমন কোন ব্যক্তি নাই যাহার স্বতন্ত্র কোন না কোন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা নাই। সুতরাং আভিধানিক অর্থে প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিই আস্‌হ'াবুর-রায়। শায়খুল ইসলাম 'আল্লামা শাব্বীর আহ'মাদ উসমানী (র) বলেন, والرأى هو نظر القلب ! "অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শীতাকে রায় বলে।" যেমন বলা হয়, رأى رأيا "সে অন্তরচক্ষু দ্বারা দেখিয়াছে" (মুক'াদ্দামাতু ফাতহি'ল-মুলহিম, পৃ. ৭২)।

এই কথা সুস্পষ্ট যে, অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতা ইহা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে এক মহাঅনুগ্রহ। তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই দান করেন। উহা কোন নিন্দনীয় বিষয় নহে। 'আল্লামা ইব্‌নুল আছীর আল-জাযারী আশ্-শাফি'ঈ বলেন,

والمحدثون يسمون اصحاب القياس اصحاب الرای يعنون انهم ياخذون برآيهم فيما يشكل من الحديث اومالم يات فيه حديث والا اثر.

"মুহ'াদ্দিছগণ আস'হ'াবুল-কিয়াসকে আস'হ'াবুর-রায় বলেন। ইহা দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য হইল তাঁহারা জটিল জটিল হাদীছকে স্বীয় রায় দ্বারা বিশ্লেষণ করেন কিংবা এমন স্থানে তাঁহারা কিয়াস ও রায়কে ব্যবহার করেন যে স্থানে কোন হ'াদীছ' পাওয়া যায় না" (আন-নিহায়া, ২খ.,পৃ.১৭৯)।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয়, আস'হ'াবুর রায় ঐ সকল মনীষী যাঁহারা জটিল হ'াদীছ এবং গায়র মানসূস (কু'রআন ও হ'াদীছে যাহার উল্লেখ নাই) মাসআলাকে দূরদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বিশ্লেষণ করেন। মুহ'াদ্দিছগণ এই অর্থেই তাঁহাদেরকে আস'হ'াবুর রায় বলেন।

'আল্লামা শারফুদ্দীন তীবী (র) একটি হ'াদীছে'র ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা দ্বারা আস'হ'াবুর-রায়-এর তিরস্কার অনুভূত হয়। মুল্লা 'আলী কারী (র) ইহার উত্তরে বলেন ঃ

يشم من كلام الطيبى رائحة الكناية الاعتراضية على العلماء الحنفية ظنا منهم انهم يقدمون الرأى على الحديث ولذا يسمون اصحاب الرأى ولم يدر انهم انما سمو بذالك لدقة ذأيهم وحزاقة عقلهم.

"তীবীর মতে হ'নাফীগণ রায়কে হ'াদীছে'র উপর প্রাধান্য দেন, এই কারণেই তাহাদেরকে আসহাবুর রায় বলা হয়। কিন্তু আল্লামা তীবী (র) এই কথা বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদেরকে আস'হ'াবুর-রায় এইজন্য বলা হয় যে, তাঁহাদের রায় অতি সূক্ষ্ম এবং তাঁহাদের বিচক্ষণতা খুবই তীক্ষ্ণ (মিরকাত, ৩খ., পৃ.১৬৭)।

ইহা দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, হ'নাফীদেরকে আস'হ'াবুর-রায় এইজন্য বলা হয় না যে, তাঁহারা রায়কে হাদীছের উপর প্রাধান্য দেন, বরং তাঁহাদেরকে আস'হ'াবুর-রায় বলা হয় এইজন্য যে, তাহাদের রায় খুবই সূক্ষ্ম, বিচক্ষণতা অতি তীক্ষ্ণ ও দূরদর্শিতা অতি গভীর। তাঁহারা হ'াদীছে'র জটিল অর্থ বুঝিবার যোগ্যতা রাখেন। হাফিয যাহাবী (র) ইমাম রাবীআতু'র-রায়ের জীবনীতে লিখেন,

وكان إماما حافظا فقيها مجتهدا بصيرا بالرأى ولذلك يقال له ربيعة الرأى.

"তিনি ছিলেন ইমাম, হাফিয, ফাকীহ, মুজতাহিদ এবং রায় ও কিয়াসের ক্ষেত্রে অত্যধিক দূরদর্শী। এইজন্যই তাঁহাকে রাবী'আতু'র রায় বলা হয়" (তাযকিরাতু'ল হুফফায, ১খ., পৃ. ১৫৭)।

'আল্লামা শাহরাস্তানী লিখেন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন দুইটি শাখায় বিভক্ত, তৃতীয় কোন শাখা নাই। একটি আস'হ'াবু'ল-হ'াদীছ', এবং দ্বিতীয়টি আস'হ'াবু'র-রায়। আস'হ'াবু'ল হ'াদীছ' বলিতে বুঝায় হিজাযের অধিবাসী-দেরকে যাঁহারা ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম ছাওরী, ইমাম আহ'মাদ ইব্‌ন হাম্বাল ও ইমাম দাঊদ জাহিরীর অনুসারী। অতঃপর তিনি লিখেন,

وأصحاب الرأى وهم أهل العراق هم اصحاب ابى حنيفة النعمان بن ثابت.

"আস'হ'াবুর-রায় হইলেন 'ইরাকের অধিবাসিগণ যাঁহারা আবূ হ'ানীফার অনুসারী।"

অতঃপর তাঁহাদেরকে আস'হ'াবুর-রায় বলিবার কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলেন,

وإنما سموا أصحاب الرأى لان عنايتهم بتحصيل وجه من القياس والمعنى المستنبط من الاحكام وبناء الحوادث عليها وربما يقدمون القياس الجلى على أحاد الأخبار وقد قال ابو حنيفة علمنا هذا رأى وهو احسن ما قدرنا عليه فمن قدر على غير ذلك وله ما رأى ولنا ما رأيناه.

"তাঁহাদেরকে আস'হ'াবুর রায় বলিয়া নামকরণের কারণ হইল, তাঁহারা কি'য়াসের কারণ অনুসন্ধানে বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং আহকাম হইতে উৎসারিত অর্থ অর্জনে খুবই মনোযোগী হন এবং নবগঠিত সমস্যাবলীকে সেইগুলির উপর কি'য়াস করেন। কখনও কখনও তাহারা কি'য়াসে জালীকে খবরে ওয়াহি'দের উপর প্রাধান্য দেন। স্বয়ং ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) বলিয়াছেন, আমাদের এইসব 'ইল্‌ম হইল রায়, যাহার উপর আমরা পূর্ণ প্রচেষ্টার সহিত সক্ষম হই। যদি কোন ব্যক্তি ইহা ব্যতীত অন্য কোন রায় গ্রহণ করে তবে উহা তাহার অধিকার রহিয়াছে যেমনিভাবে আমাদের রায়ের অধিকার রহিয়াছে" (আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, ১খ., পৃ. ২২১)।

উল্লিখিত সকল মনীষী হ'াদীছ' ও ফিক্'হশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন অর্থাৎ যেমনিভাবে ইমাম আবূ হ'ানীফা হ'াদীছ' হইতে বিমুখ ছিলেন না, তেমনিভাবে অন্যান্য ফিক'হবিদ ইজতিহাদের গুণাবলী হইতে বঞ্চিত ছিলেন না। কিন্তু যখন উভয় গুণাবলীকে তুলনা করা হইবে তখন এই কথা অকাট্যভাবে বলা যাইবে যে, অন্যান্য ইমামগণ রিওয়ায়াতে হ'াদীছের খিদমতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদেরকে আস'হ'াবু'ল-হ'াদীছ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। অপরদিকে ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) হাফিজে হ'াদীছ' হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদ ও ইস্তিম্বাত'কে প্রাধান্য দিয়াছেন। এই কারণে তাঁহাকে আস'হ'াবু'র-রায় বলা হয়। এমনটি নয় যে, তিনি হ'াদীছ' হইতে বিমুখ হইয়া কিয়াসকে হ'াদীছে'র উপর প্রাধান্য দেন। 'আল্লামা ইব্‌ন খালদূন বলেন,

وانقسم الفقه فيهم إلى طريقين طريقة أهل الرأى والقياس وهم أهل العراق وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز وكان الحديث قليلا فى أهل العراق لما قدمناه فاستكثروا من القياس ومهروا فيه فلذالك قيل أهل الرأى ومقدم جماعتهم الذى اسقر المذهب فيه وفى اصحابه ابو حنيفة.

"মনীষীদের মধ্যে 'ইলমু'ল-ফিক্'হ দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একটি শাখা ছিল আহলু'র-রায় ও কি'য়াসের। তাঁহারা হইল ইরাকের অধিবাসিগণ। অপর শাখাটি হইল আহলু'ল-হাদীছের, তাঁহারা হইলেন হিজাযের অধিবাসিগণ। 'ইরাকের অধিবাসীদের নিকট হ'াদীছ' কম ছিল, যেহেতু আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি (হাদীছ' গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁহাদের শর্ত কঠোর ছিল)। ইহার ফলে তাঁহারা কি'য়াসকে অধিক পরিমাণে ব্যবহার

করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অর্জিত হইয়া গিয়াছিল। আর কি'য়াসে অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে তাঁহাদেরকে আহ্‌লু'র-রায় বলা হইত। এই জামা'আতের পথপ্রদর্শক যাঁহার দ্বারা এই মাযহাবে হ'নাফী নামকরণ করা হইয়াছে তিনি হইলেন ইমাম আবূ হ'নীফা" (মুক'াদ্দামা ইব্‌ন খালদূন, ২খ, পৃ. ১২৯)।

উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিক 'আল্লামা ইব্‌ন খালদূনই ইমাম আবূ হ'নীফা (র)-কে من كبار المجتهدين في علم الحديث বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইমাম আবূ হ'নীফা রিওয়ায়াতে হ'াদীছের ব্যাপারে যেহেতু কঠোর শর্ত আরোপ করিয়াছেন সেহেতু অন্যান্য মুহ'াদ্দিছীনে কিরাম অপেক্ষা যাহাদের শর্তের পরিধি এত কঠোর ছিল না, ইমাম আবূ হ'নীফার রিওয়ায়াতের পরিমাণ কম। 'আল্লামা ইব্‌ন খালদূন আরও বলেন,

ومقامه فى الفقه لا يلحق شهد له بذلك أهل جلدته وخصوصا مالك والشافعى.

"ইল্‌মে ফিক্‌হে ইমাম আবূ হ'নীফা (র) অদ্বিতীয়। তাঁহার সমপর্যায়ের মনীষিগণ, বিশেষত ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈ উহার সাক্ষ্য দিয়াছেন" (মুক'াদ্দামা ইব্‌ন খালদূন, ২খ., পৃ. ১৩০)।

ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের উল্লিখিত দুইটি শাখা ছাড়াও আরেকটি শাখার নাম পাওয়া যায়, যাহাদেরকে আহলে জ'াহির বলা হয়। কিন্তু তাহাদের সংকীর্ণ মনোভাব ও শুষ্ক স্বভাবের কারণে কখনও কোন প্রশংসা অর্জিত হয় নাই। তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাক'লীদ না করা এবং ফিক্‌হী মাসআলার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করা। তাহাদের দাবি ছিল, শুধু কু'রআন-হ'াদীছ'ই যথেষ্ট। কিন্তু এই কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, ইসলাম বিশ্বব্যাপক ধর্ম এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। আর নিত্য-নূতন সমস্যাবলীর পূর্ণ সমাধান ফিক্‌হ, ইজতিহাদ ও ইস্তিম্বাত' ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব নহে। এই কারণেই আহলে জ'াহির কোন এক সময় মাথাচাড়া দিয়া উঠিলেও বর্তমান বিশ্বে ইহার অস্তিত্ব প্রায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। যেমন 'আল্লামা ইব্‌ন খালদূন বলেন,

ثم درس مذهب اهل الظاهر اليوم بدروس أئمته.

"অতঃপর আহলে জাহিরদের ইমামগণ না থাকিবার কারণে তাহাদের মাযহাব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে" (মুকাদ্দমা ইব্‌ন খালদূন, খ. ২, পৃ. ১২৯)। তিনি আরও বলেন,

ولم يبق الا مذهب اهل الرأى من العراق واهل الحديث من الحجاز.

"শুধু ইরাকে আহ্‌লু'র-রায় এবং হিজাযে আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ'দের মাযহাব বিদ্যমান রহিয়াছে" (মুকাদ্দামা ইব্‌ন খালদূন, খ. ২, পৃ. ১৩০)।

ঐতিহাসিক 'আল্লামা ইব্‌ন খালদূনের 'ইলমী আলোচনা দ্বারা এই কথাও প্রতীয়মান হয় যে, আহলে ইরাক ও আহলে হিজায উভয়েই ফিক্‌হকে মানিয়া উহার উপর আমল করিতেন। তবে প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যেমন একদল হ'াদীছে'র বাহ্যিক শব্দ এবং 'ইবারাতু'ন-নস' দ্বারা আহ'কাম ইস্তিম্বাত' করিতেন। অপর দল এতদ্ব্যতীত দালালাতু'ন-নস', 'ইবারাতু'ন-নস, ইশারাতু'ন-নস ও ইক'তিদ'াউন-নস দ্বারাও আহকাম উদ্ভাবন করিতেন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহ'াদ্দিছে দিহলাভী (র) আস'হ'াবুর-রায়ের মর্ম ও তাৎপর্য সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করিতে গিয়া বলেন,

ليس المراد بالرأى نفس الفهم والعقل فان ذلك لا ينفك من أحد من العلماء ولا الرأى الذى لا يعتمد على السنة اصلا فانه لا ينتحله مسلم البتة ولا القدرة على الاستنباط والقياس فان أحمد واسحاق بل الشافعى ايضا ليسوا من اهل الرأى بالاتفاق وهم يستنبطون ويقيسون بل المراد من أهل الرأى قوم توجهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين او بين جمهورهم إلى التخريج على أصل رجل من المتقدمين فكان اكثر امرهم حمل النظير على النظير والرد إلى اصل من الأصول دون تتبع الاحاديث والاثار والظاهرى من لا يقول بالقياس ولا باثار الصحابة والتابعين كداؤد وابن حزم وبينهما المحققون من اهل السنة كأحمد واسحاق.

"রায় দ্বারা শুধু বোধশক্তি ও বিবেকবুদ্ধি উদ্দেশ্য নহে। কেননা ইহা হইতে আহলে ইল্‌মের কেহই মুক্ত নহেন। এমন রায়ও উদ্দেশ্য নহে যাহা হ'াদীছে'র উপর নির্ভরশীল নহে। কেননা কোন মুসলিম তাহা নিজের জন্য কখনও পসন্দ করিবে না। উহা দ্বারা ইস্তিম্বাত' ও কি'য়াসের যোগ্যতাও উদ্দেশ্য নহে। কেননা ইমাম আহ'মাদ, ইমাম ইসহ'াক' ও স্বয়ং ইমাম শাফি'ঈও সর্বসম্মতিক্রমে আহ্‌লু'র-রায় নহেন, অথচ তাঁহারাও ইস্তিম্বাত' ও কি'য়াস করিতেন। বরং আহ্‌লু'র-রায় দ্বারা ঐ সম্প্রদায় উদ্দেশ্য যাহারা ঐকমত্য মাস'আলার পর গায়র মানসূ'স' ফুরূ' বিষয়ে পূর্ববর্তী কাহারও নির্ধারিত মূলনীতির ভিত্তিতে মাসআলা উদ্ভাবন করেন। তাহাদের অধিকাংশ কাজ হইল সমজাতীয় মাস'আলাকে সমজাতীয় মাসআলার উপর প্রয়োগ করা এবং মাস'আলাকে হ'াদীছে'র আলোকে পর্যবেক্ষণ করা ব্যতীত মূলনীতিসমূহের কোন এক মূলনীতির সহিত সম্পৃক্ত করা। আর জাহিরী হইল ঐ সম্প্রদায় যাহারা কি'য়াস, আছারে সাহাবা ও আছ'ারে তাবি'ঈনের প্রবক্তা নন। যেমন দাউদ ইব্‌ন 'আলী, 'আল্লামা ইব্‌ন হ'াযম (র)। আর এই দুই সম্প্রদায়ের মাঝে রহিয়াছেন মুহ'াক্কি'কীনে আহলে সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আত। যেমন ইমাম আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল (র) ও ইমাম ইসহ'াক' (র)" (হু'জ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগ'া, খ. ১, পৃ. ১৬১)।

শাহ সাহেবের বাক্য دون تتبع الاحاديث দ্বারা যদি কোন অসুস্থ বিবেক ও বক্র মস্তিষ্কসম্পন্ন লোক ইহা বুঝে বা বুঝানোর চেষ্টা করে যে, আহ্‌লু'র-রায় তাহারা যাহারা হ'াদীছ' হইতে বেপরোয়া ও বিমুখ, ইহা কেবল সুস্পষ্ট অন্যায়ই নহে, বরং توجيه القول بما لا يرضى به القائل -এর অন্তর্ভুক্ত হইবে। স্বয়ং শাহ সাহেব পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, রায় দ্বারা এমন রায় অবশ্যই উদ্দেশ্য নহে যাহা হ'াদীছে'র উপর নির্ভরশীল নহে। কেননা সুস্থ মস্তিষ্কের মুসলিমগণ এমন রায় গ্রহণের জন্য কোন অবস্থাতেই প্রস্তুত হইবেন না, বরং আহ্‌লু'র-রায় দ্বারা এমন সম্প্রদায় উদ্দেশ্য যাহার ঐকমত্য মাস'আলার পর গায়র মানসূ'স' ফুরূ' বিষয়ে পূর্ববর্তী কাহারও নির্ধারিত মূলনীতির আলোকে মাসআলা উদ্ভাবন করেন এবং বিশ্লেষণ

করেন। কখনো সমজাতীয় মাসআলাকে সমজাতীয় মাসআলার উপর প্রয়োগ করেন। কখনও নির্ধারিত মূলনীতিসমূহের কোন একটি মূলনীতির সহিত ফুরূঈ মাসআলাকে সম্পৃক্ত করেন। গায়র মানসূ'স' মাসআলার প্রতিটি আনুষঙ্গিক বিষয়ের জন্য হ'াদীছ' অনুসন্ধান করেন না। বাহ্যত ইহার কারণ হইল, কু'রআন-হ'াদীছ'-ইজমার-এর পর প্রতিটি নবাগত আনুষঙ্গিক এবং ফুরূঈ বিষয়ে সুস্পষ্ট শব্দে হ'াদীছ কি কোথায় পাওয়া যাইবে? এই কারণে এই সকল মাসআলার ক্ষেত্রে হ'াদীছ অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণকে আবশ্যকীয় মনে করিতেন না, বরং পূর্ববর্তীদের কোন মূলনীতির অধীনে ইহার সমাধান অনুসন্ধান করিতেন। স্মর্তব্য যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর উক্তি অনুযায়ী আস'হ'াবু'র-রায়গণ جزئ মাসআলায় হ'াদীছ' তো অনুসন্ধান করিতেন না কিন্তু যখন কোন جزئ মাসআলায় হা'দীছ পাইতেন তখন তাঁহারা রায়কে প্রত্যাহার করিতেন। যেমন 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু'ল-মুবারাক (র) ইমাম যুফার ইব্‌ন হুযায়ল হইতে বর্ণনা করেন,

سمعت زفر يقول نحن لا نأخذ بالرأى ما دام اثر وإذا جاء الأثر تركنا الرأى.

"আমি ইমাম যুফার (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, কোন হ'াদীছ' বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আমরা রায়ের উপর আমল করি না। আর যখন কোন হ'াদীছ' পাইয়া যাই তখন আমরা আমাদের রায় প্রত্যাহার করি"(মানাকি'বে আবী হানীফা বিয়ায়লিল যাওয়াহির, ২খ., পৃ. ৫৩৪)।

আস'হ'াবুর রায়গণ কখনও হ'াদীছ' পরিত্যাগ করেন নাই। তবে আহ্‌লে 'ইল্‌মদের নিয়মানুযায়ী কোন হাদীছে সূক্ষ্ম কোন দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইলে কিংবা কোন হ'াদীছ' অপর হ'াদীছের সহিত বৈপীরত্য দেখা দিলে কিংবা রহিত হইয়া গেলে অথবা অন্য কোন বিশেষ সমস্যার কারণে হ'াদীছ' বর্জন করিলে উহা একটি স্বতন্ত্র বিষয়। কিন্তু কোন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি উহাকে হাদীছ' পরিত্যক্ত বলিবেন না। কেননা এইসব কারণে হ'াদীছ' বর্জন করা সকল মুহ'াদ্দিছের ও ফাকী'হদের মাঝে প্রচলিত রহিয়াছে। অন্যথায় এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে সকলকেই হ'াদীছ' পরিত্যাগকারী বলা হইবে।

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (র) বলেন, যাহারা মহামনীষীদেরকে এই ধারণাপ্রসূত আস'হ'াবুর-রায় মনে করেন যে, তাঁহারা আপন রায় অনুযায়ী মাসআলা বর্ণনা করেন, কু'রআন ও হ'াদীছে'র অনুসরণ করেন না, তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী অধিকাংশ মুসলিম গোমরাহ ও বিদ'আতী হইয়া যাইবে, বরং ইসলামের গণ্ডি হইতেই বাহির হইয়া যাইবে। এই ধারণা ঐ মূর্খ ব্যক্তি করিতে পারে যে তাহার মূর্খতা সম্পর্কে অজ্ঞ কিংবা ঐ অবিশ্বাসী করিতে পারে যাহার উদ্দেশ্য দীনের অর্ধাংশ ভ্রান্ত বলিয়া সাব্যস্ত করা। কিছু নির্বোধ ব্যক্তি কয়েকটি হ'াদীছ' মুখস্থ করিয়া শরী'আতের বিধানাবলীকে ঐ কয়েকটি হ'াদীছে'র মধ্যে সীমাবদ্ধ করে এবং স্বীয় জ্ঞান ব্যতীত অন্য জিনিসকে অস্বীকার করে। যেমন যে পোকা পাথরের ছিদ্রে রহিয়াছে সে মনে করে আসমান ও যমীনের পরিধি ততটুকুই (মাকতূবাত ইমাম রব্বানী, দফতরে দুয়াম, মাকতূবাত নং ৫৫, পৃ. ২৮৬)।

এই কথা সঠিক নহে যে, একমাত্র হ'ানাফীগণই আহলু'র-রায়, আর কেহ আহলু'র-রায় নহে, যেমনটি মাওলানা 'আবদু'র-রহ'মান মুবারকপুরীসহ কেহ কেহ মনে করিয়াছেন। সুতরাং তিনি বলেন, فاعلم ان أهل الرأى هم العلماء الحنفية "অতএব জানিয়া রাখ, আহলু'র-রায় একমাত্র হানাফী আলিমগণই" (মুকা'দ্দামাতু তুহ'ফাতু'ল-আহওয়াযী, পৃ. ৩২৯)।

কিন্তু বাস্তবতা হইল, এই উপাধিটি ফুক'াহায়ে কিরামের জন্য ব্যবহার করা হইত। এইজন্য সুপ্রসিদ্ধ ইমাম মুহ'াদ্দিছ' 'আল্লামা ইব্‌ন কু'তায়বা স্বীয় গ্রন্থ আল-মা'আরিফে আহলু'র-রায়ের শিরোনামে ফুক'াহায়ে কিরামের আলোচনা করিয়াছেন। উহাতে তিনি ইব্‌ন আবী লায়লা, আবূ হ'ানীফা, শাফি'ঈ, রাবী'আতুর-রায় যুফার, আওযা'ঈ, সুফিয়ান ছাওরী, মালিক ইব্‌ন আনাস, আবূ যূসুফ ও মুহ'াম্মাদ (র)-কে উল্লেখ করিয়াছেন (আল-মা'আরিফ, পৃ. ২১৫-২১৯)।

এইরূপভাবে 'আল্লামা মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-হ'ারিছ আল-খুশানী (র) স্বীয় গ্রন্থ قضاة القرطبة-তে মালিকী 'উলামায়ে কিরামের আলোচনা করিয়াছেন আসহাবুর-রায় শিরোনাম। হাফিয আবুল ওয়ালীদ আল-কারযী আল-মালিকী স্বীয় গ্রন্থ تاريخ علماء اندلس-এ মালিকী ফুকাহায়ে কিরামের আলোচনা করিতে গিয়া তাহাদেরকে আসহাবুর রায় বলেন। 'আল্লামা আবুল ওয়ালীদ আল-বাজী মুআত্তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুন্তাকায় ফুকাহায়ে কিরামের জন্য আসহাবুর রায় শব্দটি ব্যবহার করেন। হাফিয ইব্‌ন আবদিল বারও মালিকী 'উলামায়ে কিরামের জন্য এই শব্দটি অধিক ব্যবহার করিয়াছেন, এমনকি তিনি মুওআত্তার যে ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিয়াছেন, উহার নাম দিয়াছেন,

الاستزكار لمذاهب الامصار فى ما تضمنه المؤطأ من معانى الرأى والاثار.

মূলত রায় দুই প্রকার। এক প্রকার রায় প্রশংসনীয়, আরেক প্রকার রায় নিন্দনীয়। কোন কোন হ'াদীছ', আছারে সাহাবা ও 'আলিমগণের উক্তি দ্বারা রায়ের নিন্দা ও ঘৃণার কথাও প্রমাণিত রহিয়াছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা ইরশাদ করেন ঃ

من قال فى القران برأيه فليتبوا مقعده من النار.

"যে ব্যক্তি স্বীয় রায় দ্বারা কুরআনে ব্যাখ্যা করিয়াছে সে যেন জাহান্নামকে তাহার আশ্রয়স্থল বানাইয়া লয়" (তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ১২৩)।

من قال فى كتاب الله برأيه فاصاب فقد أخطأ.

"যে ব্যক্তি স্বীয় রায় দ্বারা কু'রআনের ব্যাখ্যা করিয়াছে উক্ত ব্যাখা যদি সঠিকও হয়, এতদসত্ত্বেও সে ভুল করিয়াছে"(আবূ দাউদ, ২খ., পৃ. ৫১৪)।

'আল্লামা শা'রানী (র) স্বীয় গ্রন্থ মীযানুল কুবরায় নিন্দনীয় রায়ের বর্ণনা করিতে গিয়া চারটি অনুচ্ছেদ কায়েম করিয়াছেন (মীযানুল কুবরা, ১খ., পৃ. ৬৮-৭৬)। এইজন্য কোন কোন মূর্খ পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্য উক্তিগুলির কোন রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যতীতই সব ধরনের রায়কে নিন্দনীয় করিবার হীন চেষ্টা করিয়াছে এবং সাধাসিধা জনসাধারণকে বিভ্রান্তিতে নিপতিত করিয়া আসহাবুর রায় ও আহলুর-রায়দের স্বতঃস্ফূর্তভাবে অপমানিত করিয়াছে। অথচ তাঁহারা কখনও নিন্দনীয় রায় ব্যবহার করেন নাই, বরং প্রশংসনীয় রায় ব্যবহার করিয়া হ'াদীছে'র অতল গভীরে পৌঁছিয়া আহ'কাম বাহির করিয়াছেন। ইমাম মুহ'াম্মাদ (র) কিতাবু আদাবি'ল কাযীতে লিখেন,

لا يستقيم الحديث الا بالرأى اى باستعمال الرأى فيه بان يدرك معانيه الشرعيه التى هى مناط الاحكام ولا يستقيم الرأى الا بالحديث اى لا يستقيم العمل بالرأى والاخذ به الا بانضمام الحديث اليه.

"রায় ব্যবহার করা দ্বারাই হ'াদীছে'র অর্থ সঠিক হইতে পারে এইভাবে যে, আহ'কামের জন্য হ'াদীছে'র যেই অর্থ প্রযোজ্য তাহা রায় দ্বারাই উপলব্ধি করা সম্ভব। আবার রায়ও হ'াদীছ' ব্যতীত সঠিক হইতে পারে না অর্থাৎ শুধু রায়ের উপর আমল করা যাইবে না যতক্ষণ না রায়ের সমর্থনে হ'াদীছ' পাওয়া যাইবে" (মুক'াদ্দামাতু ফাতহি'ল মুলহিম, পৃ. ৭২)।

ইমাম ইব্‌ন হাজার মক্কী (র) বলেন,

وقد قال المحققون لا يستقيم العمل بالحديث بدون استعمال الرأى مفيه إذ هو المدرك لمعانيه التى هى مناط الاحكام ومن ثمه لما لم يكن لبعض المحدثين تأمل لمدرك التحريم فى الرضاع قال بان المرتضعين بلبن شاة تتبت بينهما المحرمية ولا العمل بالرأى المحض ومن ثم لم يفطر الصائم بنحو الأكل ناسيا.

"বিজ্ঞ গবেষকগণ বলেন, রায় ব্যবহার করা ব্যতীত হ'াদীছে'র উপর আমল সঠিক হইতে পারে না। কেননা যেই অর্থের উপর আহ'কাম নির্ভরশীল তাহা রায় দ্বারাই বোধগম্য হয়। এই কারণেই যখন কোন কোন মুহাদ্দিছে'র 'দুধপান জনিত সম্পর্কে'র কারণে বিবাহ হারাম হওয়ার ইল্লাত বোধগম্য হয় নাই, তখন তিনি বলিয়া দিয়াছেন, একই বকরির দুগ্ধ পানকারী দুইটি শিশুর মাঝে 'দুধপান জনিত সম্পর্কে'র হুকুম সাব্যস্ত হইবে। এমনিভাবে শুধু রায়ের উপর আমল করাও সঠিক হইবে না। এই কারণেই ভুলবশত খাওয়া দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না"(আল-খায়রাতু'ল-হিসান, পৃ. ৭১)।

দেখুন রায় ও জ্ঞানের দূরদর্শিতা হইতে বঞ্চিত কোন কোন মুহ'াদ্দিছ' কেমন হোঁচট খাইয়াছেন যে, তাঁহারা বলেন, ছেলেমেয়ে যাহারা পরস্পর বংশীয় কিংবা দুধ ভাই-বোন নহে, কিন্তু উভয়ে একটি বকরীর দুধ পান করিয়াছে, তাহারা পরস্পর দুধ ভাই-বোন হইয়া যাইবে। তাহাদের পরস্পর বিবাহ সঠিক হইবে না। এই ফাতওয়ার আলোকে সারা পৃথিবীতে মুসলিমদের বিবাহ ও তাহাদের সন্তানাদির কি হুকুম হইবে? যেমনিভাবে রায় হইতে বঞ্চিত হওয়ার কারণে হোঁচট লাগিতে পারে তেমনিভাবে হ'াদীছ' থেকে বিমুখ হইয়া রায়ের উপর নির্ভরশীল হওয়াও মানুষকে গোমরাহীর অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। যদি শুধু রায় দ্বারাই দীনের আহ'কাম বাহির করা যাইত তাহা হইলে দিনের বেলায় ভুলবশত পেট ভরিয়া ভক্ষণকারী রোযাদারের রোযা কিভাবে সঠিক হয়? পেট ভরিয়া ভক্ষণ করিবার পরও কোন্ ব্যক্তির বিবেকে বলিবে যে, রোযা সঠিক থাকিবে? কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর হ'াদীছ' বিদ্যমান থাকিবার ফলে রায়ের কোন মূল্য নাই। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন ঃ اطعمك الله وسقاك "আল্লাহ তোমাকে খাওয়াইয়াছেন এবং পান করাইয়াছেন (আবূ দাউ, ১খ., পৃ. ৩২)।

হযরত 'আলী (রা) দীনের এই ধরনের মানসূস মাস'আলার ব্যাপারে রায় সম্পর্কে বলেন ঃ

لوكان الدين بالرأى لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه.

"দীন যদি শুধু রায়ের উপর নির্ভরশীল হইত তাহা হইলে মোযার উপরিভাগ অপেক্ষা নিচেরভাগ মাসেহ করা প্রাধান্য পাইত। অথচ 'আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে মোযার উপরিভাগে মাসেহ করিতে দেখিয়াছি" (আবূ দাঊদ, ১খ., পৃ. ২২)।

যেই মাস'আলায় কু'রআন এবং হাদীছে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া না যায়, সেই ক্ষেত্রে বিজ্ঞ গবেষক মুজতাহিদদের জন্য তাঁহারে ইজতিহাদ এবং রায় দ্বারা কু'রআন ও হ'াদীছে'র আলোকে সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিবার অধিকার রহিয়াছে। উহাকেই তাফাক্কুহ, ইজতিহাদ, কিয়াস এবং রায় বলে। রাসূলুল্লাহ (স) যখন সুবিখ্যাত সাহাবী হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (র)-কে ইয়ামানের গর্ভনর বানাইয়া পাঠাইলেন তখন তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

كيف تقضى ان عرض لك قضاء قال اقضى بكتاب الله قال فان لم تجد فى كتاب الله قال فبسنة رسول الله ﷺ قال فان لم تجد فى سنة رسول الله ولا فى كتاب الله قال اجتهد برائى ولا آلو فضرب رسول الله ﷺ صدره فقال الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله ﷺ لما يرضى رسول الله ﷺ.

"তুমি কিসের ভিত্তিতে বিবাদ-বিসম্বাদের ফায়সালা করিবে? জবাবে তিনি বলিয়াছেন, কু'রআন মাজীদ দ্বারা ফায়সালা করিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যদি সেই বিষয়টি কু'রআন মাজীদে না পাও? জবাবে তিনি বলিলেন, তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহর আলোকে ফায়সালা করিব। রাসূলুল্লাহ (স) পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি উহাতেও না পাও? জবাবে তিনি বলিলেন, اجتهد برأى। তখন আমি আমার রায় দ্বারা ইজতিহাদ করিব। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার বক্ষস্থলে আঘাত করিয়া বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁহার রাসূলের রাসূল তথা প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বনের তাওফীক দান করিয়াছেন যেই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) সন্তুষ্ট আছেন" (আবূ দাঊদ, খ. ২ পৃ. ৫০৫; সুনান দারিমী, খ. ১, পৃ. ৬০)। উক্ত সুস্পষ্ট এবং সহীহ হ'াদীছে'র আলোকে 'আল্লামা শাব্বীর আহ'মাদ 'উছমানী (র) বলেন-

فمن طعن على الامام ابى حنيفة فى استعماله الرأى والقياس فقد طعن على معاذ بل على النبى صلى الله عليه وسلم.

"যেই ব্যক্তি রায় এবং কি'য়াস ব্যবহারের কারণে ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-কে নিন্দা বা ভর্ৎসনা করিবে, সে যেন হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে ভর্ৎসনা করিল। শুধু তাহাই নহে বরং সে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-কেই তিরস্কার এবং ভর্ৎসনা করিল" (মুক'াদ্দামাতু ফাতহি'ল-মুলহিম, পৃ. ৭৩)।

হযরত 'আলী (রা) হইতে বর্ণিত—

سئل رسول الله ﷺ عن العزم فقال مشاورة أهل الرأى ثم اتباعهم.

"রাসূলুল্লাহ (স)-কে 'আযম (দৃঢ় সিদ্ধান্ত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, আহলু'র-রায়দের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের অনুসরণ করা" (তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, খ. ২, পৃ. ৯০)।

হ'াফিজ' শামসুদ্দীন (র) বলেন, আবূ বাক্‌র (রা) -এর নিকট যখন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা পেশ করা হইত তখন তিনি উহাকে কু'রআন ও হ'াদীছে'

অনুসন্ধান করিতেন। কু'রআন ও হ'াদীছে' না পাইলে তিনি উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে একত্র করিয়া তাঁহাদের রায় গ্রহণ করিতেন। সর্বসম্মতিক্রমে যেই সিদ্ধান্ত হইত সেই অনুযায়ী তিনি ফায়সালা দিতেন" ('ইলামু'ল-মু'আক্কিয়ীন, খ. ১, পৃ. ৪৯)।

ইমাম দারিমী (র) স্বীয় সূত্রে হযরত আবূ বাক্র (রা) হইতে বর্ণনা করেন,

فاذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به.

"যখন সকলের রায় একত্র হইয়া যাইত, তখন তিনি সেই অনুযায়ী ফায়সালা দিতেন" (সুনানুদ দারিমী, ১খ., পৃ. ৫৮)।

হযরত 'উমার (রা) যখন লোকদেরকে ফাতওয়া দিতেন তখন বলিতেন ঃ

هذا ما رأى عمر فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمن عمر.

"ইহা 'উমারের রায়, যদি সঠিক হয় তাহা হইলে আল্লাহর পক্ষ হইতে বিশেষ অনুগ্রহ। আর যদি ভুল হয় তাহা হইলে 'উমারের পক্ষ হইতে" (মীযানু'ল-কুবরা, ১খ., পৃ. ৬৯; সুনানু'ল-কুবরা, খ. ১০, পৃ. ১৯৮)।

'উমার (রা) যখন কাযী শুরায়হ'কে কূফার বিচারক হিসাবে পাঠাইয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহাকে বলিয়াছেন, তোমার নিকট কোন সমস্যা আসিলে প্রথমে কু'রআন মাজীদে তালাশ করিবে কু'রআন মাজীদে পাইলে এই বিষয়ে অন্য কাহাকেও আর জিজ্ঞাসা করিবে না। কু'রআন মাজীদে সুস্পষ্ট কোন কিছু না পাইলে সুন্নাহে তালাশ করিবে। সুন্নাহে কোন কিছু সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত না হইলে তুমি তোমার রায় দ্বারা ইজতিহাদ করিবে" (সুনানু'ল-কুবরা. খ. ১০, পৃ. ১৮৯)।

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা) বলেন, যখন কোন ব্যক্তির নিকট এমন কোন সমস্যা আসিবে যেই ব্যাপারে কু'রআন, হ'াদীছ' ও ইজমা'-এ কোন কিছু পাওয়া না যায় সেই ব্যাপারে তিনি বলেন, فليجتهد برأيه "সে যেন তাহার রায় দ্বারা ইজতিহাদ করে" (সুনানু'ল-কুবরা, খ. ১০, পৃ. ১৯)।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর রীতি ছিল কু'রআন ও হ'াদীছে, আবূ বাক্র ও উমার (রা) হইতেও যদি কিছু না পাওয়া যাইত তখন তিনি বলিতেন, اجتهد رائى "উহাতে আমি স্বীয় রায় দ্বারা ইজতিহাদ করি"(সুনানু'ল-কুবরা, খ. ১০, পৃ. ১৯৭)।

যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা) বলেন, তোমরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করিবে। কিতাবুল্লাহ্-এ না পাওয়া গেলে সুন্নাতে রাসূল অনুযায়ী ফায়সালা করিবে। যদি সুন্নাতে রাসূলে না পাওয়া যায় তবে —

فادع أهل الرأى ثم اجتهد واختر لنفسك ولا حرج.

"তোমরা আহলু'র-রায়দেরকে ডাকিয়া ইজতিহাদ করিবে এবং নিজের জন্য যথার্থ হুকুম গ্রহণ করিবে, ইহাতে কোন অসুবিধা নাই" (সুনানু'ল-কুবরা, খ. ১০, পৃ. ১৯৭)।

'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয (র) বিচারকের জন্য পাঁচটি শর্তারোপ করিয়াছেন ঃ

يكون عالما بما قبله مستشير لذى الرأى ذا نزهة عن الطمع حليما عن الخصم محتملا للأئمة.

"পূর্বে অতিবাহিত বিষয়ে জ্ঞান থাকিতে হইবে, আস্‌হাবু'র-রায়দের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণকারী হইতে হইবে, লিপ্সামুক্ত হইতে হইবে, ঝগড়াকারীদের ব্যাপারে ধৈর্যশীল হইতে হইবে, তিরস্কার সহ্যকারী হইতে হইবে" (সুনানু'ল-কুবরা, খ. ১০, পৃ. ২০১)।

হযরত 'আলী (রা) যখন ইরাকবাসীদের ফিত্‌না মীমাংসার জন্য রওয়ানা হইলেন তখন কা'য়স ইব্‌ন আবদ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে কি এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) কিছু বলিয়াছেন? তিনি বলিলেন.

ما عهد الى رسول الله ﷺ بشئ لكنه رأى رأيته.

"এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে কিছুই বলেন নাই, কিন্তু ইহা আমার ব্যক্তিগত রায় যাহা আমার বোধগম্য হইয়াছে" (সুনান আবূ দাঊদ, ২খ., পৃ. ৬৪২, কিতাবু'স-সুন্নাহ, বাব ১২, নং ৪৬৬৬)।

হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) উঁচু মাপের আস্‌হাবু'র-রায় ছিলেন, যাহার ফলে লোকেরা তাঁহাকে مغيرة الرأى 'মুগীরাতুর রায়' বলিতেন (মুস্তাদরাক হাকিম, ৩খ., পৃ. ৫০৬)।

মোটকথা সাহাবায়ে কিরাম (রা) কু'রআন, হ'াদীছ' ও ইজমা'-এর পর গা'য়র মানসূস' মাসআলায় রায় ও কি'য়াস ব্যবহার করিতেন। ইহা মারফূ হ'াদীছ', সহীহ হাদীছ'ও সাহাবায়ে কিরামের উক্তি হইতে প্রমাণিত। জমহূর উম্মাত ইহার প্রবক্তা। এতদসত্ত্বেও রায় ও কি'য়াসের নিন্দা আহলু'র-রায় ও আস্‌হাবু'র-রায়দের কুৎসা রটনা, হেয় প্রতিপন্নকরণ কিভাবে সমর্থনযোগ্য হইতে পারে? প্রশংসনীয় রায় ও কি'য়াস দ্বারা আহ'কাম বাহির করিবার ব্যাপারে আহলু'স-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের সকলেই একমত। একমাত্র দাঊদ জা'হিরী ও তাঁহার অনুসারিগণ এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল দলীল-প্রমাণাদির জগতে তাঁহাকে কে সমর্থন করিবে?

ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) যদিও 'ইলমে কালাম, 'ইল্‌মে হ'াদীছ' ও 'ইল্‌মে ফিক্'হ সব বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন, তবে তিনি তাঁহার জীবনকে ফিক্'হের খিদমতেই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। এই কথা সত্য যে, ফিক'হী মাসআলায় তিনি কি'য়াস, ইজতিহাদ, ইস্তিম্বাত' ও রায় ব্যবহার করিতেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হইল, ফিক্'হী ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাঁহার মূলনীতি কী ছিল? কোন্ স্থানে, কোথায় কোন্ পর্যায়ে তিনি রায় ও কি'য়াস ব্যবহার করিতেন? এই সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন,

اخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله ﷺ فان لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسول الله ﷺ أخذت بقول اصحابه اخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم الى قول غيرهم فاما إذا انتهى الامر أو جاء الى ابراهيم والشعبى وابن سيرين والحسن وعطأ وسعيد بن المسيب (وعدد رجالا) فاجتهد كما اجتهدوا

"আমি ফিক্'হী বিষয়ে প্রথমে কিতাবুল্লাহ তথা কু'রআন হইতে হুকুম গ্রহণ করি। যদি কিতাবুল্লাহ্‌র মধ্যে সেই সম্পর্কে হুকুম না পাই তখন সুন্নাত অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণিত হ'াদীছ' হইতে হুকুম গ্রহণ করি। আর যদি কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (স) হইতে সেই হুকুম না পাই তবে সাহাবীগণের মধ্যে যাঁহার কথা গ্রহণযোগ্য মনে করি তাঁহার কথা গ্রহণ

করি, তাঁহাদের মতামত বিদ্যমান থাকিতে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া অন্য কাহারও মতামত গ্রহণ করি না। যখন সাহাবীদের কোন অভিমত না পাওয়া যায় এবং মাসআলার সিদ্ধান্ত ইবরাহীম নাখ'ঈ, শা'বী, ইব্‌ন সীরীন, হাসান, 'আতা, সা'ঈদ ইব্‌নুল-মুসায়্যাব (র) প্রমুখ ফাকীহগণের ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল হই তখন আমিও ইজতিহাদ করি, যেমন তাঁহারা ইজতিহাদ করেন" (তারীখে বাগদাদ, খ. ১৩, পৃ. ৩৬৮; যাহাবী, মানাকিবে আবী হানীফা, পৃ. ৩৪)।

প্রায় একই ধরনের বর্ণনা রহিয়াছে শায়খুল ইসলাম ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার-এর গ্রন্থ আল-ইন্তিকা-এর ২৬১-৬২ ও ২৬৫ পৃষ্ঠায়।

ইব্‌ন হাজার মক্কী (র) বলেন,

ان كان فى المسئلة حديث صحيح تبعه وان كان عن الصحابة والتابعين فكذالك والا قاس فاحسن القياس.

"ইমাম আবূ হানীফা (র) যদি কোন মাসআলায় সহীহ হাদীছ পাইতেন তাহা হইলে হাদীছের অনুসরণ করিতেন। অদ্রূপ যদি সাহাবা ও তাবি'ঈন হইতে কোন নির্দেশনা পাইতেন তাহা হইলে তাহাদেরও অনুসরণ করিতেন, অন্যথায় কিয়াস করিতেন" (আল-খায়রাতু'ল-হিসান, পৃ. ২৭)।

'আল্লামা যাহাবী য়াহ্‌য়া ইব্‌ন মা'ঈনের সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত বর্ণনা করেন,

آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله والاثار التى فشت فى ايدى الثقات عن الثقات فان لم أجد فبقول اصحابه اخذ بقول من شئت وأما إذا انتهى الأمر الى ابرهيم والشعبى والحسن وعطاء فاجتهد كما اجتدروا.

"আমি কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন মাজীদ হইতে প্রমাণ গ্রহণ করি। কুরআন মজীদে দলীল-প্রমাণ না পাইলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ এবং সহীহ আছার যাহা নির্ভরযোগ্য রাবীর সূত্রে মানুষের কাছে পৌঁছিয়াছে সেই মুতাবিক ফায়সালা করি। ইহাতেও না পাইলে সাহাবীগণের যে কোন একজনের অভিমত অনুসারে ফায়সালা করি। বিষয়টি ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ শা'বী, হাসান ও 'আতা পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিলে তাঁহারা যেমন ইজতিহাদ করিয়াছেন আমিও তাঁহাদের অনুরূপ ইজতিহাদ করি" (মানাকিবে আবী হানীফা, পৃ. ৩৪)।

ইমাম আবূ হানীফা (র) আরো বলেন,

ما جاء عن رسول الله ﷺ بابى هو امى فعلى الرأس والعين وما جاء عن اصحابه تخيرنا وما جاء عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال.

"যাহা কিছু রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণিত তাহা আমার মাথার মুকুট ও চোখের জ্যোতি হিসাবে বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহীত। আল্লাহর রাসূলের প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গকৃত হউক। আর যাহা কিছু তাঁহার সাহাবায়ে কিরাম হইতে বর্ণিত, সেইগুলি হইতে আমরা আমাদের পসন্দমত যাঁহার বক্তব্য ইচ্ছা গ্রহণ করি। আর যাহা কিছু তাঁহাদের ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে বর্ণিত সেই ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হইল, তাঁহারাও মানুষ, আমরাও মানুষ অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা তাঁহাদের ন্যায় ইজতিহাদ করি" (মীযানু'ল-কুবরা, ১খ. পৃ.৭৯; তাবয়ীযে সহীফা, পৃ. ১১৭)।

আবূ হামযা আস-সুককারী বলেন,

سمعت ابا حنيفة إذا جاءنا الحديث عن النبى ﷺ أخذنا به واذا جاءنا عن الصحابة تخيرنا وإذا جاءنا عن التابعين زاحمناهم.

"আমি ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন হাদীছ আমাদের নিকট পৌঁছিলে আমরা তাহা গ্রহণ করিয়া সেই মুতাবিক ফায়সালা করি। যদি আমাদের নিকট সাহাবায়ে কিরামের রিওয়ায়াত পৌঁছে তবে আমরা এইসব বর্ণনার মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করিয়া থাকি। আর আমাদের নিকট তাবি'ঈনের বর্ণনা পৌঁছিলে আমরা ইহার বিপরীত নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করি অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা ইজতিহাদের পথ অবলম্বন করি" (আল-ইন্তিকা, পৃ. ২৬৬; তাবয়ীযে সহীফা, পৃ. ১১৬)।

ইমাম ইব্‌ন হাজার মাক্কী (র) ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর উক্তি বর্ণনা করেন,

ليس لأحد ان يقول برأيه مع كتاب الله تعالى ولا مع سنة رسول الله ﷺ ولا مع ما اجمع عليه اصحابه.

"কোন ব্যক্তির জন্য কুরআন ও হাদীছে হুকুম বিদ্যমান থাকা অবস্থায় রায় দ্বারা হুকুম বর্ণনা করিবার অধিকার নাই। এমনিভাবে যেই বিষয়ে সাহাবীদের ইজমা রহিয়াছে সেই বিষয়ে কাহারও রায় পেশ করিবার অধিকার নাই" (আল খায়রাতু'ল-হিসান, পৃ. ২৭)।

এই সকল সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) কখনও কুরআন, হাদীছ ও আছারে সাহাবা হইতে বিমুখ ছিলেন না এবং অস্বীকারকারীও ছিলেন না। বরং তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেন, আমি ঐ সময় কিয়াস ও রায় ব্যবহার করি যখন কোন বিষয়ে কুরআন, হাদীছ ও সাহাবায়ে কিরামের নিকট হইতে কোন কিছু পরিলক্ষিত না হয়। আর উল্লিখিত শর্তে কিয়াস ও রায় ব্যবহার করা শুধু ইমাম আবূ হানীফার বৈশিষ্ট্য নহে, বরং অন্যান্য ইমাম তখন কিয়াস ও রায় ব্যবহার করিতেন। যেমন 'আল্লামা শা'রানী (র) বলেন,

ولاخصوصية للامام أبى حنيفة فى القياس بشرطه المذكور بل جميع العلماء يقيسون فى مضايق الاحوال إذا لم يجدوا فى المسئلة نصا من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا اقضية الصحابة وقد كان الامام الشا فعى يقول إذ لم نجد فى المسئلة دليلا قسناها على غيرها فمن اعترض على الامام ابى حنيفة فى عمله بالقياس لزمه الاعتراض على الأئمة كلهم لأنهم كلهم يشاركونه فى العمل بالقياس عند فقدهم النصوص والاجماع.

"কোন বিষয়ে কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও সাহাবীদের নিকট হইতে কোন কিছু না পাওয়া গেলে সকল 'আলিম কিয়াস করেন। ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন, আমরা যদি মাসআলায় দলীল-প্রমাণাদি না পাই তাহা হইলে

কি'য়াস করি। সুতরাং যেই ব্যক্তি কি'য়াস ব্যবহার করিবার কারণে ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর উপর প্রশ্ন করিবে সেই ব্যক্তির এই প্রশ্ন সকল ইমামের উপর প্রযোজ্য হইবে। কেননা নস ও ইজমা' না পাওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে কি'য়াস ব্যবহার করিবার ব্যাপারে সকলেই অংশীদার" (মীযানু'ল-কুবরা, ১খ., পৃ. ৮০)।

ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর যুগেও কোন নির্বোধ এবং পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি রায়ের উপর আমল করিবার কারণে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছে। তাহাদের উত্তর তিনি এইভাবে দিয়াছেন,

عجبا للناس يقولون افتى بالرأى ما افتى الا بالأثر.

"ঐ সকল লোকের প্রতি বিস্ময় যাহারা বলে যে, আমি রায় দ্বারা ফাতওয়া প্রদান করি, অথচ আমি তো হ'াদীছ' অনুযায়ী ফাতওয়া প্রদান করি"(আল-খায়রাতু'ল-হি'সান, পৃ. ২৭, তাবয়ীযে সহীফা, পৃ. ১১৮)।

খাতী'ব বাগদাদী (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) হইতে বর্ণনা করেন,

قولنا هذا رائى وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا باحسن من قولنا فهو اولى بالصواب منا.

'ইহা আমাদের উত্তম রায় যাহার উপর আমরা সামর্থ্যবান ছিলাম। যদি কোন ব্যক্তি আমাদের রায় হইতে উত্তম রায় পেশ করিতে পারে তাহা হইলে উহা আমাদের রায় হইতে অধিক সঠিক হইবে" (তারীখ বাগদাদ, ১৩খ., পৃ. ৩৫২)।

ইমাম শা'রানী (র) এইভাবে বর্ণনা করেন,

وكان إذا افتى يقول هذا راى ابى حنيفة وهو احسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا باحسن منه فهو اولى بالصواب.

"তিনি যখন ফাতওয়া প্রদান করিতেন তখন পরিষ্কার বলিয়া দিতেন যে, ইহা আবূ হ'ানীফার রায় যাহার প্রকৃষ্টতার সহিত সক্ষম হইয়াছি। যেই ব্যক্তি ইহা অপেক্ষা উত্তম রায় পেশ করিবে তাহা হইলে উহার রায় সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য হইবে"(মীযানু'ল-কুবরা, ১খ., পৃ.৭১)।

ইমাম যাহাবী (র) হ'াসা ইব্‌ন আল-যিয়াদ লুলুঈর সূত্রে রিওয়ায়াত করেন,

قال ابو حنيفة علمنا هذا رأى وهو احسن ما قدرنا عليه ومن جاءنا باحسن منه قبلناه منه.

"আমাদের এই সকল 'ইল্‌ম হইল রায় যাহার উপর আমরা সক্ষম হই। যদি কোন ব্যক্তি ইহা অপেক্ষা উত্তম রায় পেশ করে, তাহা হইলে আমরা উহা গ্রহণ করিব" (যাহাবী, মানাকিবে আবী হানীফা, পৃ. ৩৪)।

হাফিজ ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার ও ইমাম য'াহাবী মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন শুজা' আছ-ছালজীর সূত্রে বর্ণনা করেন,

قال ابو حنيفة هذا الذى نحن فيه رأى لا نجبر عليه أحدا ولا نقول يجب على أحد قبوله فمن كان عنده احسن منه فليأت به.

"ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) বলেন, ইহা আমাদের রায়, আমরা আমাদের রায়ের ব্যাপারে কাহাকেও বাধ্য করি না। আমরা এই কথাও বলি না যে, আমাদের রায় গ্রহণ করিতে হইবে। যদি কাহারও নিকট ইহা অপেক্ষা উত্তম রায় থাকে সে যেন উহা পেশ করে" (আল-ইন্তিকা, পৃ. ২৫৭-২৫৮; যাহাবী, মানাকি'বে আবী হ'ানীফা, পৃ. ৩৪)।

দেখুন ইমাম আবূ হানীফার বিনয় ও ঐকান্তিকতা, স্বীয় রায় মানিবার জন্য কাহাকেও বাধ্য করেন নাই। প্রায় অধিকাংশ উম্মাত সকল যুগেই তাঁহার রায়কে শুধু এইজন্য গ্রহণ করিয়াছেন যে, সাহাবায়ে কিরামের পর সমগ্র উম্মাতের মধ্যে তাঁহার রায় অপেক্ষা অন্য কাহারও রায় উত্তম পরিলক্ষিত হয় নাই।

মোটকথা ইমাম আবূ হ'ানীফা ও তাঁহার অনুসারিগণ আস্‌হাবু'র-রায় বা আহলু'র-রায় এই কথা সত্য। কিন্তু নিন্দনীয় রায় তাঁহারা কখনও গ্রহণ করেন নাই। মূলত আস্‌হাবু'র-রায় বা আহলু'র-রায় কোন সমালোচনার পাত্র কিংবা তিরস্কারযোগ্য নহে। তবে কোন মূর্খ বা পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তি যদি হীন চরিত্র প্রদর্শন করিয়া উল্লিখিত বিশদ ব্যাখ্যা থাকা সত্ত্বেও রায় ও আস্‌হাবু'র- রায়-এর সমালোচনা কিংবা তাঁহাদের সহিত শত্রুতা পোষণ করে, তাহা হইলে এই ধরায় তাহার কোন চিকিৎসা নাই। পরকালেই তাহার মুখোশ উন্মোচিত হইয়া যাইবে ইনশাআল্লাহ। সুতরাং ইমাম ইব্‌ন হ'াজার মাক্কী (র) বলেন,

اعلم انه يتعين عليك ان لا تفهم من اقوال العلماء عن ابى حنيفة واصحابه انهم اصحاب الرأى ان مرادهم بذلك تنقيصهم ولا نسبتهم الى انهم يقدمون رأيهم على سنة رسول الله ﷺ ولا على قول اصحابه لانهم براء من ذلك فقد جاء عن ابى حنيفة من طرق كثيرة ما ملخصه انه اولا يأخذ بما فى القران وان لم يجد فبالسنة فان لم يجد فبقول الصحابة فان اختلفوا اخذ مما كان اقرب الى القران او السنة من اقوالهم ولم يخرج عنهم فان لم يجد لاحد منهم قولا لم يأخذ بقول أحد من التابعين بل يجتهد كما اجتهدوا.

"তোমাদের অপরিহার্যভাবে জানা উচিত যে, তোমরা ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁহার অনুসরণকারীদের, 'উলামায়ে কিরামের আস্‌হাবু'র-রায় বলিবার দ্বারা এই কথা মনে করিও না যে, ইহা দ্বারা তাহাদের সমালোচনা করিতে চাহেন এবং ইহাও মনে করিও না যে, তাহারা আর-রায়কে সুন্নাতে রাসূল (স) ও আছারে সাহাবার উপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁহারা উহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যেহেতু ইমাম আবূ হানীফা (র) হইতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত রহিয়াছে যে, (যাহার সারাংশ হইল) তিনি সর্বপ্রথম কু'রআনের উপর আমল করিতেন। যদি কু'রআনে সমাধান না পাইতেন তাহা হইলে হ'াদীছে'র উপর আমল করিতেন। আর যদি হাদীছেও না পাইতেন, তাহা হইলে সাহাবীগণের আছার গ্রহণ করিতেন। যদি সাহাবীগণের আছারে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হইত তাহা হইলে যাঁহাদের মত কুরআন ও হ'াদীছে'র নিকটবর্তী হইত তাঁহাদের মত গ্রহণ করিতেন। যদি সাহাবীদের নিকট হইতেও কিছু না পাইতেন তবে তিনি তাবি'ঈদের উক্তি গ্রহণ করিতেন না, বরং তাঁহারা যেমন ইজতিহাদ করিয়াছেন তিনিও ইজতিহাদ করিতেন"(আল-খাঁয়রাতু'ল-হি'সান, পৃ. ২৬-২৭)।

যেই ব্যক্তি বলে যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) হ'াদীছে'র উপর কি'য়াসকে প্রাধান্য দিতেন, তাহার জবাবে 'আল্লামা শা'রানী বলেন,

اعلم ان هذا الكلام صدر من متعصب على الامام فتهدر فى دينه غير متورع فى مقاله غافلا عن قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا.

"সাবধান! এই জাতীয় কথা এমন ব্যক্তিই বলিতে পারে যে, ইমাম আবূ হানীফার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন, দীনী ব্যাপারে বেপরোয়া এবং কথাবার্তায় অসতর্ক। প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার এই আয়াত সম্পর্কে অনবহিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এইগুলির প্রতিটি সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হইবে" (মীযানু'ল-কুবরা, ১খ., পৃ. ৭৯)।

এই বিষয়ে যথার্থ আলোচনার পর তিনি আরো লিখেন,

فعلم من جميع ما قررناه ان الامام لا يقيس ابدا مع وجود النص كما يزعمه المتعصبون وانما يقيس عند فقد النص.

"আমার উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা নস বিদ্যমান থাকাবস্থায় কখনও কি'য়াস করিতেন না যাহা পক্ষপাতদুষ্টগণ মনে করিয়াছে। হা, তিনি ঐ সময় কিয়াস করিতেন যখন নস পাওয়া যাইত না" (মীযানু'ল-কুবরা, ১খ., পৃ. ৮০)।

তিনি আরো বলেন,

فاولهم تبريا من كل رأى يخالف الشريعة الامام الاعظم ابو حنيفة النعمان بن ثابت رضى الله عنه خلاف ما يضيفه اليه بعض المتعصبين وبافضيحته يوم القيامة من الامام إذا وقع الوجه فى الوجه.

"শারী'আত পরিপন্থী রায় হইতে ইমামদের মধ্যে আবূ হানীফা (র) সর্বপ্রথম দূরে ছিলেন। পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিগণ যাহা তাহার দিকে সম্পৃক্ত করে তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব। কিয়ামত দিবসে সেই পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিগণ অপমানিত হইবে যখন তাহারা ইমাম সাহেবের সামনাসামনি হইবে" (মীযানু'ল-কুবরা, ১খ., পৃ. ৭০)।

ইমাম শা'রানী আরো লিখেন,

وانه ما طعن احد فى قول من اقوالهم الا لجهله به إما من حيث دليله وإما من حيث دقة مداركه عليه لاسجا الامام الاعظم ابوحنيفة النعمان بن ثابت رضى الله عنه الذى اجمع السلف والخلف على كثرة علمه وورعه وعبادته ودقة مداركه استنباطه.

"যে ব্যক্তি ইমামদের কোন উক্তির ভর্ৎসনা করিয়াছে সে হয়ত নিরেট অজ্ঞতার কারণে উহা করিয়াছে কিংবা সে প্রমাণকে বুঝিতে পারে নাই কিংবা কি'য়াসের সূক্ষ্মতা বুঝিতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর উপর ভর্ৎসনা গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলেই তাঁহার 'ইলমের আধিক্য, বুযুর্গী, 'ইবাদাত, কি'য়াস ও উদ্ভাবনের সূক্ষ্মতার ব্যাপারে একমত" (মীযানু'ল-কুবরা, ১খ., পৃ. ৭৬)।

আল্লামা ইব্‌ন তায়মিয়া (র) বলেন, যেই ব্যক্তি ইমাম আবূ হ'ানীফা কিংবা অন্যান্য ইমাম সম্পর্কে এই ধারণা করিবে যে, তাঁহারা সহ'ীহ' হ'াদীছ' থাকা সত্ত্বেও কি'য়াসের উপর আমল করিতেন, তিনি তাহাদের ব্যাপারে ভুল ধারণা করিয়াছেন" (মাজমূ'উ'ল-ফাতাওয়া, ২০খ., পৃ. ৩০৪)।

ইমাম আবূ হানীফা (র) বলিতেন,

لم تزل الناس فى صلاح ما دام فيهم من يطلبوا الحديث فإذا طلبوا العلم بلاحديث فسدوا.

"যত দিন পর্যন্ত এই উম্মাতের মধ্যে হ'াদীছ' অন্বেষণকারী বাকী থাকিবে ততদিন পর্যন্ত এই উম্মাতের মধ্যে কল্যাণ অব্যাহত থাকিবে। আর যখন লোকেরা হ'াদীছ'বিহীন 'ইল্‌ম অন্বেষণে লিপ্ত হইবে তখন এই উম্মাত ধ্বংস হইয়া যাইবে" (মীযানু'ল-কুবরা ১খ., পৃ. ৭১)।

তিনি আরো বলেন,

واياكم والقول فى دين الله بالرأى وعليكم بالسنة فمن خرج عنها ضل.

"দীনী বিষয়ে তোমরা নিজেদের রায় অনুপাতে কথা বলা হইতে বিরত থাকিবে। সর্বদা সুন্নাহ তথা হ'াদীছ'কে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। যে ইহা হইতে বাহিরে চলিয়া যাইবে সে পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে" (মীযানু'ল-কুবরা, ১খ., পৃ. ৭১)।

একদা খলীফা আবূ জা'ফার মানসূরের নিকট এক ব্যক্তি অভিযোগ করিল যে, ইমাম আবূ হানীফা ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে হ'াদীছে'র কোন পরওয়া করেন না। খলীফা এই মর্মে ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলে জবাবে তিনি বলিলেন,

ليس الأمر كما بلغك يا امير المؤمنين إنما اعمل اولا بكتاب الله ثم بسنة رسوله ثم باقضية أبى بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم ثم باقضية بقية الصحابة ثم اقيس بعد ذلك إذا اختلفوا.

"হে আমীরু'ল-মু'মিনীন! আপনি ভুল শুনিয়াছেন। আমি কখনও এমন করি না। আমি সর্বাগ্রে কু'রআনের উপর আমল করি। অতঃপর হ'াদীছে'র উপর আমল করি। অতঃপর আবূ বাক্‌র, 'উমার, 'উছমান ও 'আলী (রা)-এর ফাতওয়ার উপর আমল করি, অতঃপর অপরাপর সাহাবীগণের ফাতওয়ার উপর আমল করি। যদি কোন মাসআলার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের একাধিক অভিমত থাকে, তবে অনন্যোপায় হইয়া এক্ষেত্রে আমি কিয়াস করি এবং তাঁহাদের কোন একজনের অভিমতকে প্রাধান্য দিয়া থাকি" (মীযানু'ল-কুবরা, ১খ., পৃ. ৮০)।

একদা জনৈক ব্যক্তি ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর খিদমতে আসিয়া বলিল, আমাকে হ'াদীছ' হইতে পৃথক করিয়া দিন। এই কথা শুনিয়া তিনি লোকটিকে খুব শাসাইলেন এবং বলিলেন,

لولا السنة ما فهم أحد منا القرآن.

"হাদীছ না থাকিলে আমাদের কোন ব্যক্তি কুরআন মাজীদের কিছুই বুঝিতে পারিত না।"

অতঃপর ইমাম আবূ হ'ানীফা ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বানরের গোশ্‌ত সম্পর্কে তোমার কি রায়? ইহার হালাল-হারাম হওয়া সম্পর্কে

কুরআন মাজীদে কোন বিধান আছে কি? লোকটি একেবারে চুপ হইয়া গেল। পরক্ষণে সেই লোকটি ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-কে জিজ্ঞাসা করিল, এই ব্যাপারে আপনার রায় কি? জবাবে তিনি বলিলেন, বানর চতুষ্পদ জন্তুর অন্তর্ভুক্ত নহে, কাজেই উহা হ'ালাল হইতে পারে না। (মীযানু'ল-কুবরা, ১খ., পৃ.৭১)।

বস্তুত যাহারা বলেন, ইমাম আবূ হ'ানীফা কিয়াসকে হ'াদীছে'র উপর প্রাধান্য দিতেন তাহাদের এই বক্তব্য একেবারেই অবান্তর। এই জাতীয় অহেতুক ভিত্তিহীন অভিযোগ খণ্ডন করিয়া স্বয়ং ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) বলিয়াছেন,

كذب والله وافترى علينا من يقول اننا نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعد النص إلى القياس ؟

"যেই ব্যক্তি বলে, আমরা কি'য়াসকে নসের উপর প্রাধান্য দেই, আল্লাহর কসম! সে আমাদের উপর মিথ্যা অভিযোগ ও মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে নস বিদ্যমান থাকিতে কি'য়াসের কি প্রয়োজন আছে" (মীযানু'ল-কুবরা, ১খ., পৃ. ৭৯)?

তিনি বলিয়াছেন,

نحن لا نقيس الا عند الضرورة الشديدة.

"আমরা একান্ত অনিবার্য প্রয়োজনে নিরুপায় হইয়া কিয়াস করি" (মীযানু'ল- কুবরা, ১খ., পৃ. ৭৯)।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) কুরআন, হ'াদীছ' ও ফাতাওয়ায়ে সাহাবার আলোকেই মাসাইল বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আদৌ কি'য়াসকে নসের উপর প্রাধান্য দেন নাই। অবশ্য কোন মাসআলায় নস না পাওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি রায় ও কি'য়াসের নীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

আল্লামা শা'রানী (র) মীযানু'ল-কুবরায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, শুরুর দিকে সুফ্‌য়ান ছাওরী ও কোন কোন লোক প্রভাবিত হইয়া ধারণা করিয়াছিলেন যে, ইমাম আবূ হানীফা নসের উপর কিয়াসকে প্রাধান্য দেন। এই কারণে একদিন সুফ্‌য়ান ছাওরী, মুক'াতিল ইব্‌ন হায়্যান, হ'াম্মাদ ইব্‌ন সালামা ও জা'ফার আস-সাদিক' (র) ইমাম আবূ হানীফার নিকট গেলেন এবং অনেক বিষয় সকাল হইতে যজুর পর্যন্ত আলোচনা করিলেন। উক্ত আলোচনায় ইমাম সাহেব স্বীয় মাযহাবের প্রমাণাদি পেশ করেন। ফলে সকলেই ইমাম সাহেবের হস্ত চুম্বন করেন এবং বলেন,

انت سيد العلماء فاعف عنا فيما مضى منا من وقيعتنا فيك بغير علم.

"আপনি 'উলামায়ে কিরামের নেতৃস্থানীয়। আপনার সম্পর্কে আমাদের নিকট হইতে যেসব সমালোচনা পূর্বে অজানাবশত হইয়াছে আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিন"(মীযানু'ল-কুবরা, খ. ১, পৃ. ৮০)।

তাহা ছাড়া 'আল্লামা শা'রানী লিখেন,

اعلم يا أخى إنى لم أجب على الامام بالصدر واحسان الظن فقط كما يفعل بعض وإنما اجبت عنه بعد التتبع والفحص فى كتب الادلة ومذهبه اول المذهب تدوينا واخرها انقراضا كما قال بعض أهل الكشف.

"হে ভাই, জানিয়া রাখ! আমি শুধু ইমাম আবূ হ'ানীফার পক্ষে প্রথমেই এবং সুধারণাবশত উত্তর দেই না যেমন কেহ কেহ করিয়া থাকে। আমি প্রামাণ্য কিতাব ঘাটাঘাটি ও তালাশ করিবার পর তাঁহার পক্ষ হইতে উত্তর দিয়াছি। কোন কোন কাশ্‌ফবিশিষ্ট ব্যক্তির উক্তি অনুযায়ী তাঁহার মাযহাব সর্বপ্রথম সংকলিত এবং সর্বশেষে ইহার ইতি ঘটিবে" (মীযানু'ল-কুবরা, খ. ১, পৃ. ৭৭)।

আল্লামা শা'রানী (র) হানাফী মাযহাবের অনুসারী 'আলিম নহেন; তিনি হইলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী 'আলিম। এতদসত্ত্বেও যাহা হক ও সত্য, তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে উহাই বলিয়াছেন।

ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) দুর্বল সনদেও যদি কোন হাদীছ পাইতেন, তবে তিনি রায় অপেক্ষা ইহার ভিত্তিতে ফায়সালা দিতেন। 'ইলামু'ল-মু'আক্কিয়ীন গ্রন্থে হাফিজ ইব্‌ন কা'য়্যিম (র) লিখিয়াছেন, ইমাম আবূ হ'ানীফার শিষ্যগণ এই বিষয়ে একমত যে, ইমাম আবূ হ'ানীফা (র) যঈফ তথা দুর্বল হ'াদীছ'কেও কিয়াস ও ইজতিহাদী রায়ের উপর প্রাধান্য দিতেন এবং এই নীতির উপরই হানাফী মাযহাবের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত (ই'লামু'ল-মু'আক্কিয়ীন, পৃ. ৬১)।

'আল্লামা ইব্‌ন কা'য়্যিমের উপরিউক্ত বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি কি'য়াসকে কখনও হ'াদীছে'র উপর প্রাধান্য দিতেন না, বরং দুর্বল হাদীছকেও তিনি কি'য়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন, এমনকি তিনি মুরসাল হ'াদীছ'কেও গ্রহণ করিতেন এবং ইহাকেও তিনি রায় ও কি'য়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন। অথচ ইমাম শাফি'ঈও কিছু শর্তসাপেক্ষে মুরসাল হ'াদীছ' গ্রহণ করিতেন। আর মুহাদ্দিছগণ তো মুরসাল হ'াদীছ' গ্রহণই করিতেন না। এতদসত্ত্বেও ইমাম আবূ হানীফার প্রতি দোষারোপ যে, তিনি কিয়াস ও রায়কে হ'াদীছে'র উপর প্রাধান্য দিতেন। এহন বক্তব্য সত্যেই চরম দুর্ভাগ্যজনক (আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফি'ত্‌-তাশরী'ঈল-ইসলামী, পৃ. ৪১৯-৪২০)।

মুল্লা 'আলী কারী (র) আহনাফ-এর মাযহাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে,

ان مذهبهم القوى تقديم الحديث الضعيف على القياس.

"হ'ানাফীদের মাযহাব হইল, তাঁহারা দুর্বল হ'াদীছ'কেও কি'য়াসের উপর প্রাধান দেন"(মিরক'াত, ১খ., পৃ. ৩৫)।

বিস্ময়ের ব্যাপার হইল যাহারা দুর্বল হ'াদীছকেও রায় ও কি'য়াসের উপর প্রাধান্য দেয়। তাঁহাদের উপর বিশুদ্ধ হাদীছ পরিত্যাগের অভিযোগ কিভাবে সত্য হইতে পারে! ইব্‌ন হ'াজার মাক্কী ও ইমাম যাহাবী লিখেন,

وقال ابن حزم جميع اصحاب أبى حنيفة مجموعون على أن مذهبه ان ضعيف الحديث اولى عنده من القياس والرأى.

"আল্লামা ইব্‌ন হায্‌ম (র) বলেন, ইমাম আবূ হ'ানীফার অনুসারিগণ এই ব্যাপারে একমত যে, ইমাম আবূ হ'ানীফার মতে কিয়াস এবং রায় অপেক্ষা দুর্বল হ'াদীছ' উত্তম" (আল-খায়রাতু'ল-হিসান, পৃ. ২৭; যাহাবী মানাকিবে আবী হ'ানীফা, পৃ. ৩৪)।

পরিশেষে বলিতে চাই, পূর্ববর্তীদের যুগ হইতেই দুইটি পৃথক দলের 'উলামায়ে কিরামের জন্য দুইটি পরিভাষা প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। তাহাদের এক শ্রেণীকে আসহাবু'ল-হাদীছ' এবং অপর শ্রেণীকে আস'হাবু'র-রায় বলা হইত। কোন শত্রু এই পরিভাষাকে এইভাবে প্রচার ও প্রসিদ্ধ করিয়াছে যেন আস'হাবু'ল-হ'াদীছ' তাহারা যাহারা শুধু হ'াদীছে'র অনুসরণ করেন এবং

কিয়াস ও রায়কে প্রমাণ হিসাবে মানেন না। আর আস্‌হাবুর-রায় তাহারা যাহারা শুধু কি'য়াস ও রায়ের অনুসরণ করেন। বর্তমান যুগের কোন কোন প্রাচ্যবিদও এই মতটিকে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন, অথচ এই বিষয়টি সম্পূর্ণ বাস্তবতা পরিপন্থী। এই দুইটি শ্রেণী মৌলিকভাবে বড় কোন মতবিরোধ রাখে না—না আসহাবু'ল-হাদীছ কি'য়াস অস্বীকারকারী আর না আস্‌হ়াবু'র-রায় হাদীছে'র গুরুত্বকে প্রত্যাখ্যানকারী বরং এই ব্যাপারে উভয়ই একমত যে, কিয়াস ও রায়ের উপর নস' অগ্রাধিকার পাইবে। আর যেখানে নস' থাকিবে না সেখানে রায় ও কি'য়াসকে কাজে লাগানো যাইতে পারে।

তবে প্রশ্ন হইল, যদি এই দুইটি দলে কোন মতবিরোধই না থাকে তাহা হইলে এই দুইটি পরিভাষা আলাদা আলাদা কেন? ইহার জবাব হইল, প্রথম যুগে এই দুইটি পরিভাষার প্রকৃত অর্থ শুধু এই ছিল যে, হ়াদীছে'র সাহায্যে গবেষণারত মনীষীদেরকে আস্‌হ়াবু'ল-হ়াদীছ বলা হইত। আর ফিক্‌হের সাহায্যে গবেষণারতদেরকে বলা হইত আস্‌হ়াবু'র-রায়। তাঁহারা বিপরীতমুখী দুইটি গবেষণা কেন্দ্রের লোক,নহেন, বরং তাঁহারা হইলেন 'উলূমে দীনের দুইটি আলাদা আলাদা শাখার নাম। মুহ়াদ্দিছীনকে আস্‌হ়াবু'ল হ়াদীছ এইজন্য বলা হইত যে, তাঁহারা হ়াদীছ মুখস্থ ও রিওয়ায়াত করিবার কাজে ব্যস্ত থাকিতেন এবং তাঁহাদের পূর্ণ শক্তি এই কাজে ব্যবহার করিতেন। হ়াদীছ হইতে বিধিবিধান উৎসারণ করিবার প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ কম ছিল। আর আস্‌হ়াবু'র-রায় এইজন্য বলা হইত যে, তাঁহারা আহ'কাম উৎসারণে ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহাদের মনোযোগ হ়াদীছে'র কিতাব লিখা এবং হ়াদীছে'র প্রচার-প্রসার অপেক্ষা এইসব হ়াদীছ হইতে বিধান উৎসারণ এবং উৎসারিত বিধিবিধান প্রচার-প্রসার ছিল বেশী। যেহেতু আহ'কাম উৎসারণে তাঁহারা কি'য়াসের সাহায্য লইতেন, এইজন্য তাঁহাদেরকে আস্‌হ়াবু'র-রায় বলা হইত। হ়ানাফীদের জন্য ইহা কোন দূষণীয় বিষয় ছিল না, বরং তাঁহাদের জন্য ইহা একটি গর্বের বিষয় ছিল যে, তাঁহারা ইহাকে প্রথমবার সংকলন করিয়াছেন।

অতএব তাঁহারা দুইটি আলাদা আলাদা শাখা। বস্তুত তাহাদের মাঝে কোন সংঘর্ষ ও বিরোধ নাই। যদিও আস্‌হ়াবু'র-রায় উপাধিটি সমস্ত ফাকীহের জন্য ব্যবহৃত হইত, তবে বিশেষভাবে হ়ানাফীদের ক্ষেত্রে বলা হইত। এইজন্য হ়ানাফীদের কোন কোন শত্রু এই অপপ্রচারের সুযোগ পাইয়া যায় যে, তাঁহারা রায়কে নসে'র উপর প্রাধান্য দেন। এই প্রচারণায় কোন কোন মুখলিস 'আলিমও প্রভাবিত হন এবং তাহাদের হৃদয়েও এই ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় যে, হ়ানাফীদের আস্‌হ়াবু'র-রায় হওয়ার অর্থ হইল তাঁহারা রায়কে নসে'র উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেন, যাহার ফলে কোন কোন 'আলিম হ়ানাফীদের বিরুদ্ধে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। অন্যথায় বাস্তবতা শুধু এতটুকুই ছিল যতটুকু উপরে বর্ণিত হইয়াছে। কারণ হ়ানাফীগণ তো শুধু মারফূ' হ়াদীছ'গুলিকেই নহে, বরং সাহাবীদের আছা'র ও খবরে ওয়াহি'দ, যঈফ হ়াদীছ এমনকি মুরসাল হ়াদীছ'কেও স্বীয় রায় ও কি'য়াসের উপর অগ্রাধিকারী সাব্যস্ত করিতেন। এইজন্য অনেক বিরোধী মনীষীও এই উপাধিটি কোন ত্রুটি সাব্যস্ত বা নিন্দার জন্য ব্যবহার করিতেন না।

আর যেইসব 'আলিম ইহার বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন তাহারা হ়ানাফীদের বিরুদ্ধে এই বিষয়টির পরিপূর্ণ রদ করিয়াছেন। অতএব এই কথা বলা চরম অজ্ঞতা যে, ইমাম আবূ হানীফা (র) নসে'র উপর কি'য়াসকে প্রাধান্য দিতেন অথবা তিনি ও তাঁহার শিষ্য-সাথিগণ 'ইলমে হ়াদীছে' দুর্বল ছিলেন অথবা তাঁহাদের নিকট কম সংখ্যক হ়াদীছ ছিল। বাস্তবতা হইল, স্বয়ং ইমাম আবূ হ়ানীফা (র) একজন সুমহান মুহ়াদ্দিছ ছিলেন। 'ইলমে হ়াদীছে' তাঁহার স্তর বড় বড় মুহ়াদ্দিছীনের তুলনায় অনেক উঁচু পর্যায়ে। কিন্তু যেহেতু তিনি নিজের ব্যস্ততা হ়াদীছ রিওয়ায়াত করা বানাইয়া লন নাই, এইজন্য হ়াদীছের প্রসিদ্ধ কিতাবগুলিতে তাঁহার হ়াদীছ কম। অন্যথায় হ়াদীছের ক্ষেত্রে তাঁহার দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও পারদর্শিতা সর্বজন স্বীকৃত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন কু'তায়বা, আল-মা'আরিফ, কাদীমী কতুবখানা, করাচী, তা.বি.; (২) ইমাম যাহাবী, মানাকি'বে আবী হ়ানীফা, বৈরূত ৪র্থ সংকলন; (৩) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বারর, আল-ইন্তিকা ফী ফাদাইলি'ল আইম্মতিছ- ছালাছাতি'ল-ফুক'াহা, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি. / ১৯৯৭ খৃ., বৈরূত, তাহকীক ও তা'লীক, 'আবদু'ল-ফাত্তাহ আবূ গু'দ্দাহ। (৪) মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-কারীম আশ-শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহ়াল, দারু'ল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরূত ১৪১৩ হি./১৯৯২ খৃ.; (৫) শায়খ মুস্তাফা আস-সিবা'ঈ, আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফি'ত্‌-তাশরী'ই'ল- ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ., আল-মাকতাবাতু'ল- ইসলামী, বৈরূত; (৬) মুহ়াম্মাদ 'আবদু'র-রহমান মুবারকপুরী, মুকাদ্দামাতু তুহ়'ফাতি'ল-আহওয়াযী, আল-মাকতাবাতু'ল-আশরাফিয়া, দেওবন্দ, তা.বি.; (৭) শাব্বীর আহমাদ 'উছমানী, মুক'াদ্দামাতু ফাতহি'ল-মুলহিম, আল-মাকতাবাতু'ল-আশরাফিয়া, দেওবন্দ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯ খৃ.; (৮) মুল্লা 'আলী ক'ারী, মিরক'াতু'ল-মাফাতীহ', ইসলামিক একাডেমী, দেওবন্দ, তা.বি.; (৯) শাহ ওয়ালীয়্যুল্লাহ মুহ়াদ্দিছ দিহলাভী, হুজ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা, মীর মুহাম্মাদ কুতুবখানা, করাচী, তা.বি., ১খ. পৃ. ১৬১; (১০) ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৩ হি. / ২০০২ খৃ., মাকতাবাতু'স-সাফা, কায়রো; (১১) ইব্‌ন তায়মিয়া, মাজমূ'উ'ল-ফাতাওয়া, তা. বি.; (১২) ইমাম আবূ দাঊদ, আস্‌-সুনান, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, তা.বি.; (১৩) ইমাম তিরমিযী, আল-জামি' আস্‌-সুনান, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, তা.বি.; (১৪) ইমাম দারিমী, সুনান আদ-দারিমী, দারু'ল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা.বি.; (১৫) ইমাম বায়হাক'ী, সুনানু'ল-কুবরা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, প্রথম সংস্করণ, বৈরূত ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খৃ.; (১৬) 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব আশ্‌-শা'রানী, মীযানু'ল-কুবরা (ই'তিদাল), দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৮খৃ.; (১৭) ইবনু'ল-আছী'র, আন-নিহায়া, মুআসসাসা ইসমাঈলিয়্যা, ইরান; (১৮) শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী, তায'কিরাতু'ল-হু'ফফাজ, দারু ইহয়াই'ত-তুরাছ, তা.বি.; (১৯) ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ইবনু'ল-কায়্যিম আল-জাওযী, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খৃ.; (২০) ইব্‌ন হ়াজার আল-মাক্কী, আল- খায়রাতু'ল-হি'সান, মাতাবা'আ এজুকেশোনাল, করাচী, দ্বিতীয় সংস্করণ; (২১) জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত'ী, তাবয়ীযু'স-সাহীফা, ইদারাতু'ল-কু'রআন ওয়া'ল-'উলূমি'ল-ইসলামিয়্যা, ১৪১১ হি./১৯৯৯ খৃ.; (২২) ইরশাদাত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী, ইন্তিখাবে মাকতূবাতে ইমাম রাব্বানী, মাহমূদ আশরাফ 'উছমানী, ইদারায়ে ইসলামিয়া, পাকিস্তান ১৪১৭ হি./ ১৯৯৬ খৃ.; (২৩) খাতীব বাগদাদী, তারীখ বাগদাদ, দারুল ফিক্‌র, কায়রো, তা.বি.; (২৪) ইব্‌ন খালদূন, মুক'াদ্দামা ইব্‌ন খালদূন, মুআস্‌সাসাতু'ল- কুতুবিছ-ছাকাফিয়্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈরূত ১৪১৭ হি./ ১৯৯৭ খৃ.; (২৫) হ়াকিম নীশাপুরী, মুসতাদরাক, দারু'ল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি.।

মুহাম্মাদ জাবির হোসাইন

Contents

আস্‌হাবু'র-রাস্‌স (اصحاب الرس) ঃ অর্থ রাস্‌সবাসিগণ। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে কুরআনে বর্ণিত এক প্রাচীন অবিশ্বাসী ও অভিশপ্ত জাতি। আর-রাস্‌স প্রাচীন কূপ, অবিশিষ্টাংশ, ভূগর্ভস্থ কবর বা যে কোন গর্ত, উপত্যকা, নদী বা ভগ্ন ভূমিকে বুঝায় (তু. আল-মুনজিদ, দ্র. আর-রাস্‌স, রাস্‌সা)।

কুর্‌আনে দুইবার (২৫ ঃ ৩৮; ৫০ ঃ ১২) আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য, নবী-উৎপীড়ক ও অভিশপ্ত প্রাচীন জাতিসমূহ, যথা 'আদ (দ্র.), ছ'মূদ (দ্র.), নূহ ('আ), (দ্র.), লূত ('আ) (দ্র.) ও ফির'আওনের (দ্র.) সমকালীন গোত্রসমূহের নানাবিধ গর্হিত আচরণের পরিণতিকে পরবর্তীদের জন্য হুঁশিয়ারী প্রসঙ্গে তাহাদের সহিত আস্‌হ'াবুর-রাস্‌সকেও উল্লেখ করা হইয়াছে। উভয় স্থানেই আল্লাহ্‌র প্রতি অবাধ্যতা ও নবী উৎপীড়নের গর্হিত আচরণ ব্যতীত কোথায়ও তাহাদের ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক বিস্তারিত বিবরণের উল্লেখ নাই। অবশ্য বিভিন্ন তাফ্‌সীর গ্রন্থে ইসলামের প্রথম যুগের তাফ্‌সীরকারগণের অভিমত, প্রাচীন 'আরবী কাব্য, 'আরবী ঐতিহ্য ও ভৌগোলিক তথ্য অবলম্বনে আর-রাস্‌স ও রাস্‌সবাসীদের ব্যাপক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বাখ্যাগুলির মর্মার্থ এইরূপ ঃ

(১) আর-রাস্‌স 'আরবের অন্তর্গত য়ামামা-এর ফাল্‌জ নামক স্থানের একটি গ্রামের নাম। এই রাস্‌সবাসিগণ ছামূদ জাতির অবশিষ্ট জনগোষ্ঠী। এই অঞ্চলে ফাত্‌গ' নামক পর্বতে দীর্ঘ গ্রীবাবিশিষ্ট কল্পকথার 'আনকা (দ্র.) পক্ষী বাস করিত। শিকারের অভাব দেখা দিলেই ইহারা লোকালয়ে হানা দিয়া শিশুদেরকে ধরিয়া আহার করিত। রাস্‌সবাসীদের কাতর অনুরোধে নবী হান্‌জালা (আ) ইব্‌ন সাফ্‌ওয়ান আল্লাহ্‌র নিকট এই পক্ষীর উপদ্রব হইতে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করেন। ফলে বজ্রপাতে এই পক্ষীকুল নিশ্চিহ্ন হয়। কালক্রমে 'আনক'া 'আরবী সাহিত্যে অস্তিত্বহীন প্রাণীর জন্য রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়।'আনকা পক্ষীর উপদ্রব হইতে মুক্তি পাওয়ার পর রাস্‌সবাসিগণ অকৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া নবীকে হত্যা করে। পরিণতিতে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয় (তু. ছা'লাবী, কাসাসু'ল-আম্বিয়া, পৃ. ১৩১-৩২)। কেহ কেহ মনে করেন, নবী হান্‌জালা (আ)-কে কূপে নিক্ষেপ করিয়া (রাস্‌স) হত্যা করিয়াছিল বিধায় তাহাদেরকে আস'হ'াবুর-রাস্‌স নামে অভিহিত করা হয় (তু. য়াকূ'ত, মু'জামুল-বুল্‌দান, ৩খ., ৪৩; আত্‌-ত'াবারী, তাফ্‌সীর, ১৯খ., ১০; বায়দাবী, তাফ্‌সীর, ৪খ., ৯৪)।

(২) 'আরবে নাজ্‌দ এলাকায় একটি উপত্যকার নাম। প্রাচীন 'আরবী কবিতায় ওয়াদী'উর-রাস্‌স ও আর-রাস্‌স-এর উল্লেখ পাওয়া যায় (তু. যুহায়র ইব্‌ন আবী সুল্‌মা, মু'আল্লাকা, ১০ য়াকূ'ত, পূ. গ্র., পৃ. ৪৩-৪৪)।

(৩) পূর্ব এশিয়ার আযারবায়জান সীমান্তে একটি নদীর নাম। এই নদীর উপকূলে সুসজ্জিত নগরীসমৃদ্ধ ১২টি জনবসতি এলাকা ছিল। উপকূলের অধিবাসিগণ তাহাদের নবীকে জীবন্ত ভূগর্ভস্থ কূপে প্রোথিত করিয়াছিল (রাস্‌সুহু) বিধায় এই নদী আর-রাস্‌স নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং অধিবাসীদেরকে আস্‌হ'াবুর-রাস্‌স নামে অভিহিত করা হয়। অধিবাসিগণ আস্‌-স'ানুবারা নামক বৃক্ষের পূজা করিত। প্রতিটি গ্রামে উল্লিখিত বৃক্ষর চারা হইতে অসংখ্য বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিত। নদীর পানি অতি উত্তম ও মিষ্ট ছিল। অধিবাসীরা নদীর পানি পান করিত এবং গৃহপালিত পশুদের জন্য তাহা ব্যবহার করিত। তাহাদের উপাস্য বৃক্ষরাজির জন্য ভিন্ন ঝরনার পানি নির্দিষ্ট ছিল। এই ঝরনার পানি তাহাদের নিজেদের ও গৃহপালিত পশুর জন্য নিষিদ্ধ ছিল। প্রতি মাসে গ্রামে গ্রামে রেশমী বস্ত্রে বৃক্ষরাজি আচ্ছাদিত করিয়া পশু বলির মাধ্যমে তাহারা বৃক্ষের পূজা ও উৎসবের আয়োজন করিত। তাহাদেরকে সত্য পথ প্রদর্শনের উদ্দেশে বানূ ইসরাঈল বংশের এক নবী আগমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহাদেরকে বৃক্ষ পূজা পরিত্যাগ করিয়া এক আল্লাহ্‌র উপাসনার দিকে আহ্‌বান করিয়া ব্যর্থ হন। অবশেষে তাঁহার অভিশাপে বৃক্ষরাজি হঠাৎ শুকাইয়া যায়। বৃক্ষসমূহের এই দুর্দশা দর্শনে রাস্‌সবাসিগণ অতি ক্রুদ্ধ হয় এবং বৃক্ষের দুর্দশার জন্য নবীকে দায়ী মনে করত তাঁহাকে কূপে জীবন্ত প্রোথিত করিয়া হত্যা করে। পরিণামে তাহারা আল্লাহ্‌ তাআলার কঠোর শাস্তি ভোগ করিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হয়।

(৪) আবার কেহ আস্‌হাবুর রাস্‌সকে কুরআনে বর্ণিত পরিখার অধিপতিরা (اصحاب الاخدود) ঃ (দ্র. সূরা ৮৫ ঃ ৪) ইন্‌তাকিয়ার হাবীব আন্‌-নাজ্জারের হত্যাকারী বস্তিবাসী (اصحاب القريه) ঃ দ্র. সূরাঃ ৩৬ ঃ ১৩) এবং পরিত্যক্ত কূপের (بئر معطلة) (দ্র. সূরা ২২ ঃ ৪৫) সহিত অভিন্ন মনে করেন (তু. আত্‌-ত'াবারী, পূ. গ্র.; ছা'লাবী, প. গ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আস্‌হ'াবুর-রাস্‌স উদ্ধৃত কু'রআনের আয়াতগুলির ভাষ্যসমূহ, বিশেষত (১) আত্‌'-ত'াবারী, তাফসীর, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৭৮, ১৯খ., ১০-১১; (২) আল-বায়দ'াবী (কায়রো), ৪খ., ৯৪; (৩) যামাখশারী, আল-কাশশাফ (কলিকাতা ১৮৫৬), ২খ., ৯৭৬; (৪) ছা'লাবী, কাস'াসুল-আম্বিয়া (কায়রো ১৩২১ হি.), পৃ. ১৩১-১৩৫; (৫) আল্‌-মুন্‌জিদ (বৈরূত ১৯২৭), পৃ. ২৬১; (৬) য়াকূ'ত, মু'জামুল-বুলদান (বৈরূত ১৩৭৬/১৯৫৭), ৩খ., ৪৩-৪৪; (৭) হি'ফজু'র-রাহ'মান, কাস'াসুল-কু'র্‌আন (দিল্লী ১৯৭৮), ৩খ., ৭৬-৮৪; (৮) নূরুদ-দীন, লুগাতুল কু'র্‌আন (লক্ষ্ণৌ ১৩৪৯ হি.), পৃ. ২০৩-২০৪; (৯) Hughes, Dictionary of Islam (Lahore 1964), p. 535; (১০) A. J. Wensinck, in the Encyclopaedia of Islam, Leiden (New ed.), 1979, 1 : 692, article : Ashab al-Rass.

ড. এ. এম. এম. শরফুদ্দীন

আসহাবুল-আয়কা (اصحاب الايكة) ঃ বনে বসবাসকারী বাসিন্দাদের বুঝায়, তাহাদের নিকট হযরত শু'আয়ব (আ) (দ্র.) প্রেরিত হন। আল-কু'রআনে আস'হ'াবুল-আয়কা-এর বর্ণনা চারিবার উল্লিখিত হইয়াছে ঃ ১৫ (আল-হি'জ্‌র) ঃ ৭৮; ২৬ (আশ্‌-শু'আরা) ঃ ১৭৬; ৩৮ (সাদ)ঃ ১৩ এবং ৫০ (ক'াফ) ঃ ১৪।

নাফে, ইব্‌ন ক'াছীর ও ইব্‌ন 'আমের সূরা আশ্‌-শুআরা ও সূরা স'াদ-এ আল-আয়কা স্থলে 'লায়কা' (গ'ায়র মুনস'ারিফ, যে বিশেষ্যের শেষ হ'ারাফ যের ও তানবী'ন গ্রহণ করে না) পড়িয়াছেন যাহা স্পষ্টত 'আলাম' (নামবাচক বিশেষ্য) হওয়ার কারণে কোন স্থানের নামকে বুঝায়। আল-জাওহারী বলেন, 'আয়কা' অর্থ غيضة অর্থাৎ ঘন বন-জঙ্গল এবং 'লায়কা' একটি গ্রামের নাম (আস্‌-সিহ'াহ', ১৫৭৪)। আবূ হ'ায়্যান আল-আন্দালুসী ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'লায়কা' একটি বিশেষ স্থানের নাম এবং 'আয়কা' পুরা দেশের নাম (আল-বাহ্‌রু'ল-মুহীত, ৭খ., ৩৭)।

মুফাস্‌সিরদের কেহ কেহ মনে করেন, আসহাবুল আয়কা ও আসহাবু মাদ্‌য়ান (দ্র.) একই জাতির দুইটি নাম। এই দুইটি কোন পৃথক জাতি ছিল না, উদাহরণস্বরূপ দ্র. আত্‌-তাবারী, তারীখ, ১খ., ৩৬৭-৩৬৯; ইব্‌ন

কাছীর, ২খ., ৩১)। আল্-হাকেম ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ হইতে বর্ণনা করেন, আসহাবুল আয়কা বলিতে আহ্লে মাদ্য়ানকেই বুঝায় (আল-মুস্তাদরাক্, ২খ., ৫২৮)।

কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্সির মনে করেন, আহ্লে মাদ্য়ান ও আস্'হ'াবুল আয়কা পৃথক জাতি ছিল। আল্লাহ্ তাআলা এই উভয় জাতির নিকট হযরত শুআয়ব (আ)-কে প্রেরণ করেন। মুফাস্সিরগণ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, এই উভয় জাতির সহিত হযরত শুআয়ব (আ)-এর প্রশ্ন, উত্তর ও সম্বোধন পদ্ধতি ভিন্নতর ছিল, তদুপরি আহ্লে মাদয়ান শু'আয়ব (আ)-এর স্বজাতি ছিল। আল-কুরআনে আছে ঃ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا (৭ ঃ ৫৮) ... "এবং মাদয়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শুআয়বকে প্রেরণ করিয়াছিলাম।" কিন্তু আসহাবুল আয়কার সহিত হযরত শুআয়ব (আ)-এর সম্পর্ক স্পষ্ট নয়। এই দুই জাতিকেই পৃথক জাতি হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

মাদ্য়ান প্রকৃতপক্ষে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর এক পুত্রের নাম ছিল, যিনি ক'তূরা (قطورا) নামক মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্য়ান জাতি 'আকাবা উপসাগরের তীর হইতে কিছু দূরে 'আরবের হিজায অঞ্চলের সীনা পর্বতের দক্ষিণ-পূর্বে রাস্তার পার্শ্বে বসতি স্থাপন করে (وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ ১৫ ঃ ৭৯)। ক্রমান্বয়ে ঐ স্থানে এক জনবসতি গড়িয়া উঠে এবং উহা মাদ্য়ান নামে পরিচিত হয়। টলেমি (بطلميوس)-এর ভূগোলে (লাইপ্যিগ ১৮৪৫ খৃ., পৃ. ৯৭) উহার নাম মুডিয়ানা (Modiana) লেখা হইয়াছে। বর্তমানে এই শহর ধ্বংসপ্রাপ্ত। ইহার ধ্বংসাবশেষের কিছু অংশ এখনও অবশিষ্ট আছে। বর্তমানে এই স্থান সাউদী 'আরবের অন্তর্ভুক্ত।

মুফাস্সিরগণ বর্ণনা করেন, এই শহরের নিকট ঘন বৃক্ষের বন ছিল। এই স্থানের বাসিন্দাগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের সময় মাপে কম দিত, মানুষের অনিষ্ট সাধনে লিপ্ত থাকিত এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে তৎপর ছিল। হযরত শু'আয়ব (আ) তাহাদেরকে এই সকল অপকর্ম হইতে বিরত থাকিতে ও আল্লাহ্কে ভয় করিতে বলেন। কিন্তু তাহারা হযরত শুআয়ব (আ)-কে যাদুকর বলিয়া উপহাস করে এবং বলে, যদি আপনি সত্য নবী হন তবে আপনি আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ করান। এই উপহাসের ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাআলা তাহাদের উপর এক চরম অবমাননাকর শাস্তি অবতীর্ণ করেন। প্রথমত প্রচণ্ড গরম ও তাপ তাহাদেরকে কাবু করিয়া ফেলে এবং পরে মেঘের আকারে তাহাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করা হয়। মেঘ যখন নিকটবর্তী হয় তখন লোকেরা শান্তি পাওয়ার আশায় ইহার ছায়ার নীচে আশ্রয় নেয়। তাহারা মেঘের নীচে আশ্রয় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ হইতে অগ্নিবর্ষণ শুরু হয়।

আস'হ'াবু মাদ্য়ানের উপরও শাস্তি অবতীর্ণ হয়। আস'হ'াবু মাদ্য়ান শির্কে লিপ্ত ছিল। তাহাদের মধ্যেও মাপে কম দেওয়ার পাপ কাজ প্রচলিত ছিল। হযরত শুআয়ব (আ) তাহাদেরকেও অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু তাহারা দম্ভ ও অবাধ্যতা হেতু এই পাপ কাজ হইতে বিরত হয় নাই। তাই তাহাদের উপর আল্লাহ্র তাআলার প্রেরিত শাস্তির ধরন ছিল প্রবল কম্পন ও বিকট চীৎকার।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাফসীরের গ্রন্থসমূহ (উদাহরণস্বরূপ তাফসীরু'ত্-তাবারী, তানবীরু'ল-মিক'য়াস, আল-কাশ্শাফ, আন্ওয়ারু'ত্- তান্যীল, মু'আলিমুত্-তান্যীল, আল-বাহরু'ল-মুহ'ীত, রূহু'ল-মা'আনী, তাফসীর ইব্ন কাছীর, আত্-তাফসীরু'ল মাজ'হারী, তাফসীরু'ল-মানার ইত্যাদি, উদ্ধৃত আয়াতের শিরো.); তাহা ছাড়া (২) অভিধান গ্রন্থসমূহ (উদাহরণস্বরূপ রাগিব ইস্'ফাহানীর আল-মুফ্রাদাত; জাওহারী'র আস্'-সি'হ'াহ', আল-ক'ামূস, তাজুল-আরূস, লিসানুল-'আরাব ইত্যাদি, আয়ক (أيك) শিরো.); আরও দ্র. (৩) আন্-নাওয়াবী, তাহযীবুল-আসমা, পৃ. ২৪৬; (৪) আয্-যাহাবী, মীযানু'ল ই'তিদাল, পৃ. ১৮১, সংখ্যা ১৬১৭; (৫) আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ১খ., ১৮৯-১৯০; (৬) ফাত্'হু'ল বারী, ৬খ., ৩২৩-৩২৪; (৭) 'উমদাতুল-কারী, ৭খ., ৪১৬, ৯খ., ৭৮; (৮) আল-মাসউদী; মুরূজ, প্যারিস ১৯১৭ খৃ., ১খ., ৯৩ এবং ৩খ., ৩০১-৩০৩; (৯) Ency. Brit. ১৯৬১ খৃ., মুদ্রিত, ১৫খ., ৪৫৬; (১০) Ency. Amer., ১৯৪৯ খৃ. মুদ্রিত, ১৯ খ. ৪৪; (১১) W Smith, Classical Dictionary, লন্ডন ১৮৫৩ খৃ., পৃ. ৪০৫; (১২) Pinnock, Analysis of Scriptural History, কেম্ব্রিজে মুদ্রিত, তা. বি., পৃ. ৩৬, ১১৫; (১৩) R. H. Kiernau, The Unveiling of Arabia, লন্ডন ১৯৩৭ খৃ., ১৮৭-১৮৯ (চিত্র, ১৩৭); (১৪) মুহ'াম্মাদ বাকির মাজলিসী, হ'য়াতু'ল-কু'লূব, লক্ষ্ণৌ ১২৯৫ হি., পৃ. ৩২৫ প.; (১৫) 'আবদু'র রাশীদ নুমানী, লুগ'াতু'ল-কু'রআন, দিল্লী ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ১১৮ প., ৩১৬-৩১৮; (১৬) সায়্যিদ সুলায়মান নাদাবী আরদু'ল-কু'রআন, আজামগড় ১৯৫৬ খৃ., ২খ., ২১-২৭।

ম. ন. আহ্সান ইলাহী (দা. মা. ই.)/ সিরাজ উদ্দীন আহ্মদ

আস্হাবুল উখদূদ (اصحاب الاخدود) ঃ "শপথ বুরুজবিশিষ্ট আকাশের এবং প্রতিশ্রুত দিবসের! শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টির, ধ্বংস হইয়াছিল কুণ্ডের অধিপতিরা। ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিল অগ্নি" (৮৫ ঃ ১-৫)।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক মুসলিমগণকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। শপথসহ বলিতেছেন, কুরায়শ পৌত্তলিকরাও মুসলিম নির্যাতনের কারণে অভিশপ্ত হইবে যেমন করিয়া অভিশপ্ত হইয়াছিল কুণ্ডের অধিপতিরা। এই আসহাবুল উখদূদ বা কুণ্ডের অধিবাসী কাহারা এবং তাহাদের পরিচয়ক এই বিষয়ে তাফসীরকার- গণের মধ্যে মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। হযরত সুহায়ব বলেন, রাসূলুল্লাহে (স) বলিয়াছেন, অনেক দিন আগের কথা ইয়ামানের এক কাফির রাজার দরবারে ছিল এক যাদুকর। যাদুকর বৃদ্ধ হইলে রাজাকে বলিল, রাজন! আমি তো বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি। মনে হয় আর বেশী দিন বাঁচিব না। আপনি একটি বুদ্ধিমান বালকের ব্যবস্থা করিয়া দিন। আমি তাহাকে যাদুবিদ্যায় পারদর্শী করিয়া দিব। আমার অবর্তমানে সে আপনার কার্য পরিচালনা করিবে। রাজা একটি বালককে ঠিক করিয়া দিল। বালক নিয়মিত যাদুকরের বাড়িতে যাতায়াত করিতে লাগিল। তাহার যাতায়াত পথে ছিল ঈসা (আ)-এর অনুসারী দরবেশের আস্তানা। বালকটি দরবেশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার সাহচর্যে কিছু সময় কাটাইত। ফলে কখনও কখও যাদুকরের নিকট পৌঁছিতে তাহার বিলম্ব হইত। ইহাতে যাদুকর তাহাকে শাস্তি দিতে আরম্ভ করিল। ফিরত পথে কিছুক্ষণ দরবেশের সাহচর্যে ক্ষেপণ করিয়া বিলম্বে বাড়িতে পৌঁছিলে পিতামাতার শাস্তিও জুটিত তাহার কপালে। এমনই করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। একদিন তাহার পথে পড়িল বিকট দর্শন এক বন্য প্রাণী যাহার ভয়ে লোকজন পথ চলাচল করিতে পারিতেছিল না। বালকটি মনে মনে ভাবিল, অদ্য এক মহাপরীক্ষার সুযোগ আসিয়াছে। দেখা যাইবে দরবেশ সত্য না যাদুকর সত্য। এই কথা ভাবিয়াই সে হাতে উঠাইয়া লইল একটি প্রস্তর খণ্ড। বলিল, হে আল্লাহ! যাদুকর

অপেক্ষা দরবেশ যদি তোমার অধিক প্রিয়পাত্র হয়, তাহা হইলে আমার হাতের এই প্রস্তর খণ্ড দ্বারা তুমি বন্য জন্তুটিকে ধ্বংস করিয়া দাও। এই কথা বলিয়াই সে প্রস্তর খণ্ড ছুঁড়িয়া মারিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীটি মারা গেল, নিরাপদ হইয়া গেল পথিকদের পথ চলা। বালক দরবেশের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া ঘটনাটি আনুপূর্বিক বর্ণনা করিল। শুনিয়া দরবেশ বলিলেন, ধ্বংস! তুমি তো এখন আমা হইতে শ্রেষ্ঠ। তোমার সাফল্যদৃষ্টে আমার ধারণা হইতেছে, অচিরেই তুমি বিপদাপন্ন হইবে। তবে যে কোন পরিস্থিতিতে তুমি আমার কথা প্রকাশ করিবে না।

ইহাপর হইতে যুবকটি দ্বারা ঘটিতে লাগিল অলৌকিক সব ঘটনা। তাহার হস্ত স্পর্শে নিরাময় হইতে লাগিল জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীরা। অন্যান্য রোগীও তাহার নিকট হইতে নিরাময় না হইয়া ফিরিত না। তাহার এইসব কর্মকাণ্ডের কথা দেশময় প্রচারিত হইল। রাজার এক পারিষদও অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেও নিরাময়ের আশায় প্রচুর উপঢৌকনসহ উপস্থিত হইল। বালকের নিকট বলিল, আমার এইসব উপহার গ্রহণ কর, আর আমার চক্ষুর জ্যোতি ফিরাইয়া দাও। বালক উত্তর করিল, আমি আরোগ্যদাতা নই। আরোগ্যদাতা একমাত্র আল্লাহ। আপনি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করুন এবং তাঁহার নিকটই আরোগ্য কামনা করুন। লোকটি তাহাই করিল। আল্লাহ পাক তাহার চক্ষু জ্যোতির্মান করিলেন। রাজা তাহাকে দেখিয়া অবাক হইল। তাহার অন্ধত্ব দূর হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া বলিল, কী ব্যাপার, তুমি আবার চক্ষুর জ্যোতি ফিরিয়া পাইলে কেমন করিয়া? লোকটি বলিল, আমার মালিক সকল কিছুই করিতে পারেন। রাজা বলিল, আমি ব্যতীত তোমার আর কোন মালিক আছে নাকি? সে বলিল, অবশ্যই আছেন। তিনি সর্বময় পালনকর্তা আপনার আমার সকলের। ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ রাজা তাহাকে বন্দী করিল এবং শাস্তি দিতে লাগিল। রাজা তাহাকে শাসাইল, ঠিক করিয়া বল, কে তোমকে দৃষ্টিদান করিল। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া শেষে সে বালকের নাম প্রকাশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজা সান্ত্রী পাঠাইয়া বালককে বন্দী করিয়া আনিল। রাজা তাহাকে বলিল, এত বড় আনন্দের বিষয়! তোমার যাদু তো ভাল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। নিরাময় হইয়া যাইতেছে দৃষ্টিহীন, কুষ্ঠাক্রান্ত ও অন্যান্য রোগাক্রান্তরা। বালক বলিল, আমি তো নিমিত্তমাত্র। আরোগ্যদাতা তো আল্লাহ। এই কথা শুনিবামাত্র রাজা শিশুকে নির্মম অত্যাচার চালাইবার নির্দেশ দিল। রাজা কখনও কখনও তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, যুবক! বল, তুমি এ বিদ্যা রপ্ত করিলে কী প্রকারে? শাস্তির আতিশয্যে অতিষ্ঠ হইয়া এক সময় বালকটি দরবেশের নাম বলিয়া দিল। রাজার আদেশে দরবেশ রাজদরবারে উপস্থিত হইলে রাজা বলিল, আমি নির্দেশ দিতেছি তুমি তোমার ধর্ম পরিত্যাগ কর। প্রত্যুত্তরে দরবেশ বলিলেন, অসম্ভব। রাজা তাঁহার মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিল। রাজ-নির্দেশে করাত দিয়া দরবেশেকে দ্বিখণ্ডিত করা হইল। অতঃপর রাজা নির্দেশ দিল, কিশোরটিকে লইয়া যাও অমুক পর্বত শিখরে। সেখান হইতে ফেলিয়া দিয়া তাহাকে হত্যা কর। পথে কিশোরটি দু'আ করিল, হে আমার আল্লাহ! তুমি ইহাদের হাত হইতে আমাকে হেফাজত কর। ক্ষণেক পরেই আরম্ভ হইল ভূমিকম্প। অকস্মাৎ একটি পাহাড় ধসিয়া চাপা দিল সিপাহীদেরকে। অক্ষত অবস্থায় কিশোর ফিরিয়া গেল রাজদরবারে। তাহাকে দর্শনমাত্র রাজা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সঙ্গীরা কোথায়? কিশোর বলিল, আল্লাহ তাহাদের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজা তাহার লোকজনকে নির্দেশ দিল, ইহাকে লাইয়া নৌকাযোগে মাঝ দরিয়াতে যাও। তাহাকে ধর্ম পরিত্যাগ করিবার কথা বলিতে থাক। যদি সে তাহার ধর্ম ত্যাগ করে তাহা হইলে উত্তম, অন্যথায় তাহাকে নিক্ষেপ করিবে বীচি বিক্ষুব্ধ সাগার। তাহারা যুবকটিকে সঙ্গে লইয়া মাঝ দরিয়ায় পৌঁছিলে কিশোর দু'আ করিল, আল্লাহ! তুমি ইহাদের হাত হইতে আমাকে রক্ষা কর। তখন নৌকাডুবিতে নিমজ্জিত হইল লোকগুলি। কিন্তু অলৌকিকভাবে রক্ষা পাইল কিশোর। রাজদরবারে ফিরিয়া গিয়া সে আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করিল। আর বলিল, রাজা, তুমি এভাবে আমার প্রাণ ধ্বংস করিতে পারিবে না, বরং তুমি যদি সত্য সত্য আমাকে ধ্বংস করিতে চাও, তবে আমার পরামর্শ মত কার্য কর, তুমি সফল হইবে। রাজা জিজ্ঞাসা করিল, বল, তোমার কী পরামর্শ কিশোর বলিল, একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে জনসমাবেশের ব্যবস্থা কর। সেখানে গাছের গুঁড়ির সহিত আমাকে বাধ। অতঃপর আমারই তূণ হইতে একটি তীর লইয়া' বিসমিল্লাহ রব্বিল গুলাম' বলিয়া আমার উপর নিক্ষেপ কর, তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। রাজা তাহাই করিল। অসংখ্য লোকের সম্মুখে শহীদ হইয়া গেল কিশোরটি। তবে ঘটনাটি মোড় লইল অন্যদিকে। উপস্থিত জনতা সমস্বরে তিনবার ঘোষণা করিল, আমরা এই কিশোরের পালনকর্তার উপর ঈমান আনিলাম।

রাজা ভীষণভাবে ক্রোধান্বিত হইল। নির্দেশ দিল, পথের ত্রিমোহনীতে খনন কর বিশাল বিশাল গর্ত। গর্তগুলি পূর্ণ কর শুকনা কাঠ দ্বারা, জ্বালাইয়া দাও অগ্নি। অগ্নি যখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে একজন একজন করিয়া নিক্ষেপ করিবে ঐ তথাকথিত ঈমানদারদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নিতে। তাহাই করা হইল। নিষ্ঠুর রাজার নির্মম হৃদয় বশংবদেরা জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ঈমানদারদেরকে। এমনই সময়ে সম্মুখে আনীত হইল এক শিশু ও তাহার মাতাকে। মাতার কোল হইতে শিশুকে ছিনাইয়া লাইয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার সময় মাতৃ হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। শিশুটি চিৎকার দিয়া বলিল, মাগো! ভয় পাইও না। তুমি সত্যাধিষ্ঠিতা। আল্লাহ আছেন আমাদের সাথে। বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম মুসলিম।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে আরও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, ইয়ামানের নাজরান অঞ্চলের হিময়ার বংশের এক রাজার নাম ছিল ইউসুফ যু-মুওয়াস ইব্‌ন শারজীল। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই সময়ে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবের সত্তর বৎসর পূর্বে। তখন পৃথিবীতে কোন নবী ছিলেন না। কিশোর যুকবটির নাম ছিল আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমের ওয়াহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ সূত্রে ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন, রাজা যু-নুওয়াস তখন আগুনে পাড়াইয়া মারিয়াছিল বার হাজার নিরপরাধ লোককে। ইহার পর ইয়ামীন জয় করে রাজা বাকী ইরবাত। যু-নুওয়াস পলাইয়া গিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়। এইভাবেই সলিল সমাধি ঘটে তাহার।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ বাক্‌র বর্ণনা করেন, খলীফা হযরত উমার (রা)-এর শাসনামলে সেখানে একটি খাল খনন করা হইয়াছিল। তখন বাহির হইয়া পড়িয়াছিল শহীদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন তামীরের মরদেহ। হাত রাখা ছিল তাঁহার মস্তকের আবস্থানে। হাত সরাইলেই শুরু হইত রক্ত প্রবাহ। পুনরায় হাত ধরিয়া দিলে তাহা ফিরিয়া যাইত পূর্ব স্থানে। রক্ত ক্ষরণ হইত বন্ধ। লোহার সীলযুক্ত একটি অঙ্গুরীয় ছিল তাহার হাতে। তাহাতে লিখিত ছিল, রব্বী আল্লাহ (আমার পরম প্রতিপালক আল্লাহ)। খলীফার নিকট ঘটনাটি বিবৃত হইলে তিনি নির্দেশ দেন, তাঁহাকে যেমন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে তেমন অবস্থাতেই পুনঃ দাফন করা হউক (তাফসীরে মাযহারী, ১০খ., ২৩৫০; তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর, ১১খ., ৪৬৩; তাফসীরে রূহুল মাআনী, ২৯খ., ৮৮; তাফসীরে কবীর, ৩১/৩২খ., ১১৭)।

অনুরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করেন ইব্‌ন্‌ জারীর। তাহার তাফসীরে ঘটনাটি এই রকম ঃ ইব্‌ন জারীর ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ হইতে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌রাহীম বলেন, আমি শুনিয়াছি হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) স্পেন বিজয়ের পর শহরের একটি প্রাচীর ভাঙ্গা দেখিয়া তাহা সংস্কার করিয়া দেন, কিন্তু সংঙ্গে সঙ্গে উহা পুনরায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। অতঃপর তিনি জানিতে পারিলেন যে, উক্ত প্রাচীরের নিচে একজন সৎকর্মপরায়ণ লোকের মরদেহ রহিয়াছে। স্থানটি খনন করিয়া দেখা গেল যে, তথায় একটি মৃতদেহ দণ্ডায়মান, কটিদেশে তাহার ঝুলন্ত একটি তরবারি। তরবারির বাঁটে মিনা করা ছিল, আমি হারিছ ইব্‌ন মানায়। কুণ্ডের অধিকর্তার নির্যাতনে আমার এই দশা হইয়াছে। অতঃপর উহাকে বাহির করিয়া প্রাচীরটি সংস্কার করা হয় (তাফসীরে তাবারী, ২৮-৩০ খ.,পৃ. ৮৪)।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে আওফী বলেন বনী ইসরাঈলদের একদল লোক মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া কতিপয় ঈমানদার নারীপুরুষকে সেখানে নিক্ষেপ করে। দাহ্‌হাক ইব্‌ন মুযাহিম অনুরূপ বলিয়াছেন। ঈমানদার ছিলেন হযরত দানিয়াল (আ) ও তাঁহার সঙ্গিগণ (তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর, বাংলা সংস্করণ, ১১খ., পৃ. ৪৬৪)।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র) তদীয় সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করেন, নাজরানবাসীরা ছিল মূর্তিপূজারী। আবদুল্লাহ ইব্‌ন তামীর সর্বপ্রথম ঈসাঈ ধর্ম গ্রহণ করেন তৎকালীন রাজা তাঁহাকে হত্যা করে ইহার পর সমস্ত নাজরানবাসী খৃস্টান হইয়া যায়। যূনুওয়াস তাহাদেরকে ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। সেই রাজা একদিনে প্রায় কুড়ি হাজার খৃস্টানকে হত্যা করে। রক্ষা পাইয়াছিল মাত্র একজন লোক। সে ঘটনাটি সিরিয়ার রাজাকে অবহিত করে। সিরিয়ার রাজা হাবশার রাজা নাজাশীর প্রতি ইহার প্রতিকারের নির্দেশ দেন। যূনুওয়াস পলায়ন করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ডুবিয়া মরিল (প্রাগুক্ত)।

এই সকল ঘটনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কোন বর্ণনামতে কুণ্ডের অধিকর্তার ঘটনা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পাঁচ শত বৎসর পরের। আবার কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত মূসা (আ) ও মহানবী (সা)-এর মধ্যযুগের ঘটনা। তবে সম্ভবত এইরূপ ঘটনা পৃথিবীতে কয়েকবার ঘটিয়া থাকিবে। যেমন ইব্‌ন হাতিম (র) সাফওয়ান ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন জুবায়র হইতে বর্ণনা করেন, উখদূদের ঘটনা— একটি তুব্বার যুগে ইয়ামানে, একটি ইরাকের বাবিল শহরে, আরেকটি কনস্টানটিন রাজার যুগে সিরিয়াতে ঘটিয়াছে। (প্রাগুক্ত)

উল্লিখিত অভিমতের সপক্ষে বলা যায়, একদল আলিম قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدُ। আয়াতাংশের ব্যাপারে বলেন, আয়াতে উল্লিখিত কুণ্ডের সংখ্যা ছিল তিনটি, ইরাকে, সিরিয়া ও ইয়ামানে (প্রাগুক্ত)।

মুকাতিল বলেন, কুণ্ড ছিল তিনটি ঃ একটি ইয়ামানের নাজরানে, একটি সিরিয়ায় ও একটি পারস্যে। এই সকল কর্মের মধ্যে সিরিয়ার ঘটনার নায়ক ছিল ইন্তনানূখ রূমী, পারস্যের নায়ক বুখত নামার, আর আরবের নায়ক ইউসুফ যুনুওয়াস। তবে পারস্য ও সিরিয়ার ঘটনা সম্পর্কে কুরআন মজীদে উল্লেখ নাই, বরং কু'রআনে মজীদে বর্ণিত ঘটনা শুধু নাজরানের কুণ্ড অধিকর্তাদের (প্রগুক্ত)।

ইব্‌ন আবূ হাতিম বলেন, قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدُ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাবী ইব্‌ন আনাস বর্ণনা করেন, ঘটনাটি হযরত ঈসা ও মহানবী (স)-এর মধ্যবর্তী যুগের ছিল। তদানীন্তন কালের কতিপয় লোক সমাজের অধঃপতন ও বিপর্যয় লক্ষ্য করিয়া লোকালয় পরিত্যাগ করত জনমানবশূন্য কোন এক গ্রামে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। সেখানে তাহারা নির্বিঘ্নে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হয়। বাদ সাধে তৎকালীন এক অত্যাচারী রাজা। সে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া নির্দেশ দেয়, ইবাদত বন্দেগী পরিত্যাগ কর, মূর্তি পূজা ধর। জনগণ মূর্তি পূজা করিতে অস্বীকার করিল, বরং মনস্থ করিল, পরিস্থিতি যাহাই হউক না কেন, তাহারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করিতে থাকিবে। রাজা পরিশেষে একটি কুণ্ড খনন করাইল এবং জনগণকে ভীতি প্রদর্শন করিল, সময় থাকিতে তাহারা যদি ইবাদত বন্দেগী পরিত্যাগ করিয়া পূজা পালনে লিপ্ত হয় তাহা হইলে তাহারা নিষ্কৃতি পাইবে। অন্যথায় অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদেরকে পোড়াইয়া মারা হইবে। কিন্তু ঈমানদার লোকজন ঈমানের উপর অটল থাকে। পরিশেষে নারীপুরুষ শিশু-কিশোর নির্বিশেষে সকলকেই অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু অগ্নি স্পর্শ করিবার পূর্বেই তাহাদের রূহ কবজ করিয়া লওয়া হয়। পক্ষান্তরে অগ্নিকুণ্ড হইতে বহির্দিকে ছড়াইয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট রাজা ও তাহার সহচরদেরকে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক নাযিল করেন, قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدُ প্রাগুক্ত, ১০খ., পৃ. ৪৬৭; ইব্‌ন জারীর, তাফসীর, ২৮-৩০খ., ৮৪)।

অপর একটি বর্ণনায় আসিয়াছে, ইব্‌ন আব্বাস বলেন, কোন একটি যুদ্ধাভিযান হইতে মুহাজিরবৃন্দ যখন মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন, খাত্তাব তনয় হযরত উমার (রা)-এর মৃত্যুসংবাদ শুনিতে পাইলেন। ইহাতে অনেকে বলাবলি করিতে লাগিল, অগ্নি উপাসকদের ব্যাপারে কোন্ বিধান কার্যকরী হইবে, তাহা তো জানা গেল না। যেহেতু তাহারা গ্রন্থধারীও নহে আবার আরবের পৌত্তলিকও নয়। ইহাতে হযরত আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) বলেন, তাহারা গ্রন্থধারীই ছিল। তাহাদের জন্য বৈধ ছিল মদ্যপান। তাহাদের কোন এক রাজা মদ্যপানে বিভোর হইয়া স্বীয় ভগ্নির প্রতি উপগত হয়। মতিচ্ছন্নতা বিদূরিত হইলে সে তাহার ভগ্নিকে বলিল, বড়ই পরিতাপের বিষয়, এখন এহেন জঘন্যতম কর্ম হতেই নিষ্কৃতির উপায় কী? বোন পরামর্শ দিল, একটি জনসমাবেশ আহবান করিয়া জনগণকে জানাইয়া দাও, হে জনতা! আল্লাহ পাক ভগ্নিকে বিবহ করা বৈধ করিয়া দিয়াছেন। সে তাহাই করিল। কিন্তু জনগণ তাহার দাবি প্রত্যাখ্যান করিল। তাহারা বলিল, এই কথাতে আমরা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছি। কোন নবী এরূপ কথা বলেন নাই কিম্বা কোন গ্রন্থে আমরা এমন কথা পাই নাই। বিফল মনোরথ হইয়া রাজা ভগ্নির নিকট প্রত্যাবর্তন করিল। মেয়েটি চাবুক চালাইতে পরামর্শ দিল। ইহাতেও রাজা বিফল হইল। ইহার পর মেয়েটি আর্মি চালাইতে পরামর্শ দিল। রাজা তাহাতেও অসফল হইল। পরিশেষে মেয়েটি তাহাকে পরামর্শ দিল, একটি গর্ত খনন কর। শুকনা কাঠভর্তি গর্ত আগুন জ্বালাইয়া অগ্নিময় কর। রাজ্যের প্রজাবৃন্দ উপস্থিত কর, অগ্নিকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে এবার তাহাদের নিকট আদেশ জারী কর। যাহারা এই আদেশ মান্য করিতে অস্বীকৃতি জানাইবে তাহাদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে। রাজা তাহাই করিল। যাহারা তাহার দাবি অস্বীকার করিল তাহাদেরকে নিক্ষেপ করা হইল জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ পাক নাযিল করেন قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدُ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدُ (ইব্‌ন জারীর, তাফসীর, ২৮-৩০খ., পৃ. ৮৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বঙ্গনুবাদ কু'রআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা, ঢাকা, বাংলাদেশ; (২) বঙ্গানাবুদ তাফসীরে ইব্‌ন কারছীর,

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনা, ঢাকা, বাংলাদেশ; (৩) ইব্‌ন জারীর, তাফসীরে তাবারী, দারুল মারিফা, বৈরূত ১৩৯৮ হি.; (৪) ইমাম রাযী, তাফসীরে কবীর দারু ইহ্‌য়া আত্-তুরাছুল আরাবী, বৈরূত তা. বি; (৫) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতী, তাফসীরে মাযহারী, মাকতাবাই রশীদিয়া, সিরকী রোড, কোয়েটা, পাকিস্তান তা. বি; (৬) আলূসী বাগ্‌দাদী, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ইহ্‌য়া আত্-তুরাছুল আরাবী, বৈরূত, লেবানন, তা. বি.।

মুহাঃ তালেব আলী

আস্‌হাবুল কাহ্‌ফ (اصحاب الكهف) ঃ পবিত্র কুর'আনে আস্‌'হাবুল কাহ্‌ফের কাহিনী সংক্ষেপে সূরা ১৮ (আল-কাহ্‌ফ) ৯-২৬ আয়াতে বিবৃত হইয়াছে। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, কু'রায়শগণ মদীনার য়াহূদী ধর্মশাস্ত্রবিদগণ (আহ্‌বার)-এর নিকট বলিয়াছিল যে, তাহাদেরকে যেন এমন কিছু কথা শিখাইয়া দেওয়া হয়, যাহা দ্বারা তাহারা রাসূলুল্লাহ (স')-কে পরীক্ষা করিতে পারে। তাহারা তিনটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে প্রশ্ন করিবার পরামর্শ দেয় ঃ (১) আস্'হ'াবুল কাহ্‌ফ, (২) যু'লক'ার্‌নায়ন ও (৩) রূহ্ বা আত্মা। আসহাবে কাহ্‌ফ ও যুলকারনায়ন-এর উল্লেখ সূরা কাহ্‌ফ (আয়াত ৮৩ হইতে ৯৮)-এ করা হইয়াছে এবং রূহ বা আত্মা সম্পর্কে সূরা ১৭ (বানী ইসরাঈল) ঃ ৮৫-তে বর্ণিত হইয়াছে।

আস্'হ'াবে কাহ্‌ফকে পবিত্র কুরআনে 'আস্'হ'াবুল-কাহ্‌ফি ওয়ার-রাকীম' (أَصْحَابُ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ) নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। 'আরবী ভাষায় কাহ্‌ফ (كَهْفٌ) শব্দের অর্থ গুহা এবং এই অর্থে কাহারও মতভেদ নাই। রাকীম (رَقِيْمٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন একটি কাষ্ঠফলক যাহার উপর কোন লিপি বিদ্যমান অর্থাৎ 'রাক'ীম'-এর অর্থ 'মারকূম' (উৎকীর্ণ)। অধিকাংশ আভিধানিক ও তাফসীরকারের অভিমত এই যে, এই আয়াতে 'রাক'ীম' শব্দের অর্থ উৎকীর্ণ লিপিসহ (কাষ্ঠ) ফলক। ছ'ালাব ও ফাররারও এই অভিমত। উপরন্তু ফার্‌রা উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, রাকীম একটি ধাতুনির্মিত ফলক যাহার উপর আস্'হ'াবে কাহ্‌ফের নাম, বংশপরিচয় ও ইতিবৃত্ত উৎকীর্ণ ছিল (ইব্‌নু'ল আছ'ীর, ১খ., ২০৬; মু'জামুল-বুল্‌দান, 'উহা সীসার ফলক', আরও দেখুন লিসান)।

রাক'ীম সম্পর্কে দ্বিতীয় অভিমত এই যে, উহা কোন একটি স্থানের নাম। বায্‌যাজ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, রাকীম সেই ছোট পাহাড়ের নাম যেখানে গুহাটি অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ বলিয়াছেন, রাক'ীম সেই গ্রামের নাম যেখানে আসহাবে কাহ্‌ফ বাস করিতেন। ইব্‌নুল আব্বারও এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (লিসান)। অপর এক বক্তব্যে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, 'রাকীম' স্থানের নাম না শিলালিপির নাম, তাহা তিনি নির্দিষ্টভাবে জ্ঞাত নহেন (মু'জামুল-বুল্‌দান, রাকীম শিরো.)। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, রাক'ীম অথবা রাকীম-এর অনুরূপ একটি শব্দ তাওরাত গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। রাক'াম, Rakam বা Rekem, য়াসায়া, ১৮ ঃ ২৭, 'আরবী ভাষ্যের তাওরাতে রাকিম উল্লিখিত হইয়াছে, যাহা শুদ্ধতর নহে। কেননা হিব্রু ভাষায় ইহার যে লিখন পদ্ধতি অনুসৃত হয় সেমতে ইহাকে রাকাম (رقم) পড়া যাইতে পারে)। এই রাকাম একটি অনির্দিষ্ট স্থান। [Black's Bible Dictionary]।

আল-কু'রআনে রাকীম শব্দের মর্মার্থ কি তাহা সমাধানের পূর্বে আল-কুরআনে আসহাবে কাহ্‌ফের ঘটনা যেভাবে আছে তাহা বর্ণনা করাই যুক্তিসংগত। কিন্তু তাহা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য আল-কুরআনে এই ধরনের ইতিবৃত্ত বর্ণনার পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে। সাথে সাথে যে উদ্দেশ্যে উহা বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা যায় তবে বর্ণনাশৈলী অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। কেননা প্রথমোক্তটি শেষোক্তটির অনুসারী হইয়া থাকে। আল-কুরআনে কোন ঘটনাই নিছক গল্প পরিবেশনার উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয় নাই, বরং শিক্ষা প্রদানই উহার উদ্দেশ্য। ইহার অবধারিত পরিণতি এই যে, কাহিনীর সকল অপ্রয়োজনীয় অংশকে বর্ণনা হইতে বাদ দেওয়া হয় এবং উদ্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়া শুধু গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে বর্ণনা করা হয়। এইভাবে সকল অপ্রয়োজনীয় ও বাড়তি অংশ বাদ দেওয়ায় কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত হয়। দ্বিতীয়ত, কাহিনী বর্ণনায় স্থানে স্থানে শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় বলিয়া উহাতে সদৃশ ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকে না। আস্'হ'াবে কাহ্‌ফের কাহিনীতেও ঐ প্রকারের বর্ণনা পদ্ধতি বিদ্যমান। তদ্রূপ এই কাহিনী হইতেও সকল অপ্রয়োজনীয় ও বাড়তি অংশ লোপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কাহিনীর মাঝে স্থানে স্থানে শিক্ষণীয় রীতির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে (দেখুন আয়াত ১৭, ২২, ২৩, ২৬)।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কাহিনীটি এই যে, তাঁহারা কয়েকজন যুবক ছিলেন, যাঁহারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন এবং আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাদের হিদায়াতের পথে চলার শক্তি বর্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন [১৮ ঃ ১৩, وَزِدْنٰهُمْ هُدًى] এবং তাঁহাদেরকে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকিতে তাওফীক দান করিয়াছিলেন। অপরদিকে তাঁহাদের স্বগোত্রীয়গণ শুধু আল্লাহ্‌র সঙ্গে অংশীদারিত্ব আরোপেই মগ্ন ছিল না, উপরন্তু তাহারা ঈমানদারগণের উপর বিভিন্ন প্রকার অত্যাচারও করিত (আয়াত ২০)। যুবকগণ স্বীয় ঈমানের নিরাপত্তার স্বার্থে জনসাধারণ ও তাহাদের উপাস্যসমূহ হইতে নিজদেরকে দূরে রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ্‌র করুণার উপর নির্ভর করিয়া পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুহায় আশ্রয়ের পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদেরকে নিদ্রামগ্ন করিয়া দিলেন এবং তাঁহারা এমন অবস্থায় রহিলেন যে, কোন ব্যক্তি তাঁহাদেরকে দেখিলে জাগ্রত বলিয়াই মনে করিত। অনেক কাল পরে আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁহাদেরকে জাগ্রত করিয়া দিলেন তখন তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল যে, তাঁহারা একদিন অথবা তদপেক্ষা কম সময় নিদ্রামগ্ন ছিলেন। তাঁহাদের নিদ্রিত সময়ের দৈর্ঘ্য তাঁহারা তখনই অনুমান করিতে পারিলেন, যখন তাঁহাদের একজনকে পূর্বের একটি মুদ্রা (যাহা তখন প্রাচীন হইয়া গিয়াছে) দিয়া বাজারে খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য প্রেরণ করিলেন। এইভাবে শহরবাসিগণ তাঁহাদের সম্পর্কে অবহিত হইলেন। জানা যায় যে, সেই সময় তথায় মুমিনগণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কেননা আসহাবে কাহ্‌ফের অদৃশ্য হওয়ার (জাগতিক অর্থে মৃত্যু) পর ঈমানদারগণ গুহার সন্নিকটে একটি ইবাদতখানা বা উপসনালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা এই ঘটনাকে আপন নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত একটি নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমত এইজন্য যে, তিনি আস্'হ'াবে কাহ্‌ফকে বহু বৎসর নিদ্রাচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেন। এই সময়টা এত দীর্ঘ ছিল যে, ইতিমধ্যে শাসক পরিবর্তিত হইয়াছে, নূতন মুদ্রা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং ঈমানদারগণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, এত দীর্ঘ সময় তাঁহাদের নশ্বর দেহকে অক্ষত ও অবিকৃত রাখিলেন এবং এমন অবস্থায় রাখিলেন যে, দর্শকগণের মনে হইত যে, তাঁহারা জাগ্রত অবস্থাতেই

আছেন। অধিক সময় তাঁহারা আল্লাহ্‌র ইবাদতে যে অবস্থায় মগ্ন থাকিতেন সেই অবস্থাই বহাল রাখা হইয়াছিল। সুদীর্ঘকাল পরে তাঁহারা জাগ্রত হইলেন, তখন তাঁহারা পরস্পর বাক্যালাপ করিতে ও সঞ্চালনে সক্ষম ছিলেন; ফলে তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন বাজারে গমন করেন ইত্যাদি।

আল্লাহ্ তা'আলা এই অস্বাভাবিক ঘটনার উদ্দেশ্যও প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তাহা এই যে, যাহারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থান (কিয়ামত) বিশ্বাস করে না, তাহারা জানিয়া রাখুক যে, কিয়ামত সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র দেয়া প্রতিশ্রুতি সত্য এবং মৃতাবস্থায় যত দীর্ঘকালই অতিক্রান্ত হউক না কেন, সে মানুষ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় জীবিত হইতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম ক্ষমতার একটি নিদর্শন পৃথিবীতে মানুষকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিলেন [দেখুন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর কাহিনী, ২ ঃ ২৬০; হযরত 'উযায়র (আ)-এর কাহিনী ২ ঃ ২০৯]। দ্বিতীয়ত, এই বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, আস্‌হা'বে কাহ্‌ফ যেভাবে কয়েক শত বৎসর ঘুমন্ত থাকার পর জাগ্রত হইয়া অনুভব করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা একদিন বা তদপেক্ষা কম সময় শায়িত ছিলেন, হ'শারের দিন মানবজাতি এইরূপ অনুভব করিবে (দেখুন ২২ ঃ ১১৩)।

আসহাবুল কাহ্‌ফের সংখ্যা কত ছিল সে বিষয়ে য়াহূদী ও নাস'রাগণের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ ছিল বলিয়া মনে হয়। পবিত্র কু'রআন তাঁহাদের সংখ্যাকে গুরুত্ব প্রদান করে নাই, বরং এই জাতীয় অনর্থক অনুমান হইতে বিরত থাকার মীমাংসা দিয়াছে (১৮ ঃ ২২)। তারপরও যদি কেহ এই বিষয়ে অতি উৎসাহিত হয়, তবে পবিত্র কু'রআনে দুইটি ইঙ্গিত বিদ্যমান। প্রথম এই যে, আস্‌হা'বে কাহ্‌ফের ক্ষেত্রে فتية শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহা جمع قلت কম সংখ্যাজ্ঞাপক বহুবচন যাহা দশের উর্ধ্ব সংখ্যা জ্ঞাপন করে না অর্থাৎ তাঁহাদের সংখ্যা কোন অবস্থাতেই দশজনের অধিক ছিল না। দ্বিতীয়ত, তিন ও চার সংখ্যার বিষয়ে অনুমানকে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং সাত সংখ্যাটিকে উহার পরে উল্লেখ করা হইয়াছে (১৮ ঃ ২২)। আয়াতে আছে, "তাঁহাদের সংখ্যা সম্পর্কে অতি অল্প কয়েক জনই অবগত আছে।" ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি নিজেকে সেই অল্প কয়েকজনের (قليل) অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। সুতরাং তাঁহার ভাষ্যানুযায়ী আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যা ছিল সাত। যে সকল ভাষ্যকার তাঁহাদের সংখ্যা সাতজন বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহারা ইব্‌ন আব্বাসের মতকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন (আল-মারাগী, আত্-ত'নত'াবী প্রমুখ)।

দ্বিতীয় বিতর্ক এই যে, আস্‌হা'বে কাহ্‌ফ কতকাল গুহায় শায়িত ছিলেন। পবিত্র কুরআনের দুই স্থানে এই মেয়াদের উল্লেখ আছে। প্রথমত, কাহিনীর প্রারম্ভে (১৮ ঃ ১১) সংক্ষেপে কয়েক বৎসর গত হইয়াছে যাহা দ্বারা কোন নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা যায় না। পুনরায় ১৮ ঃ ২৫ আয়াতে উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা তিন শত বৎসর আরও নয় বৎসর গুহায় অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার অল্প পরই বলা হইয়াছে, "আপনি বলুন, তাহারা কতকাল অবস্থান করিয়াছিলেন তাহা আল্লাহ্ই সম্যক্ জ্ঞাত" (১৮ ঃ ২৬)। ফলে ইহার তাফসীরকারগণের কেহ কেহ ১৮ ঃ ২৫ আয়াতকে ১৮ ঃ ২২ আয়াতের অধীন সাব্যস্ত করিয়াছেন অর্থাৎ ইহা সেই ব্যক্তিদের বক্তব্য। ইহা সুস্পষ্ট যে, যদিও আস্‌হা'বে কাহ্‌ফ দীর্ঘকাল স্বপ্ন-জগতে ছিলেন, কিন্তু পবিত্র কু'রআন আস্‌হা'বে কাহ্‌ফের সংখ্যার ন্যায় তাঁহাদের অবস্থানকাল নির্ধারণকেও গুরুত্ব প্রদান করে নাই। কেননা কাহিনীর উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এই দুইটি বিষয় অপ্রয়োজনীয়। কোন কোন ব্যাখ্যাকার এবং আবূ রায়হ'ান আল-বীরূনী নয় বৎসরের সংযুক্তির বিষয়ে একটি সূক্ষ্ম রহস্য খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন (আল-মারাগী, আত্-ত'ানতাবী; আল-বীরূনী; আছ'ার)। উহা এই যে, তিন শত সৌর বৎসর তিন শত নয় চান্দ্র বৎসরের সমান। কেননা প্রতি এক শত সৌর বৎসরে চান্দ্র বৎসরের সহিত তিন বৎসর সংযুক্ত হইয়া যায়। আল-বীরূনী এই বিষয়ে একটি অভিনব রহস্যভেদ করিয়াছেন। কেননা ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যে দেশে এবং যে কালে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল সে দেশে সৌর বৎসর প্রচলিত ছিল এবং যেহেতু 'আরবে চান্দ্র বৎসরের হিসাব প্রচলিত ছিল, সেহেতু পবিত্র কু'রআন সেই হিসাবে সময় নির্ধারণ করিয়াছে। ১৭ ঃ ১২ আয়াতে বলা হইয়াছে , যাহাতে তোমরা বর্ষ সংখ্যাও হিসাবে স্থির করিতে পার।

কোন কোন ভাষ্যকার এই বিষয়েও বিতর্ক সৃষ্টি করিয়াছেন যে, আস্‌হা'বে কাহ্‌ফের ঘটনা হযরত ঈসা (আ)-এর পূর্বকালের অর্থাৎ বাণী ইসরাঈল-এর কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয়, উহা হযরত ঈসা (আ)-এর পরের ঘটনা। যদি হযরত 'ঈসা (আ)-এর পরের ঘটনা হয় তবে আস্‌হা'বে কাহ্‌ফ ঈসায়ী ধর্মাবলম্বী ছিলেন। যাহারা এই কাহিনীকে ইসরাঈলিয়্যাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন তাহারা তাহাদের বক্তব্যের প্রমাণ হিসাবে বলেন যে, ইহা সেই তিনটি প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত, যেইগুলি য়াহূদীগণ মহানবী (স)-এর নিকট পেশ করিয়াছিল। কিন্তু বর্ণনাসমূহ হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, নাস'রাগণও মহানবী (স')-এর নিকট এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিয়াছিল।

আমাদের প্রণিধানযোগ্য বিষয় হইল যে, এই কাহিনী বা ইহার মত কোন কাহিনী কোন কালে য়াহূদী অথবা নাসারাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল কি ? যদি প্রচলিত থাকিয়া থাকে তবে তাহা কিভাবে বর্ণনা করা হইত ? আমরা পূর্বেই অবগত হইয়াছি যে, আস্‌হা'বে কাহ্‌ফ সম্পর্কে য়াহূদীগণ মহানবী (স)-এর নিকট জানিতে চাহিয়াছিল যদ্দারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত কাহিনী তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আমরা ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, নাজরানের নাসারাগণও এতদ্‌সম্পর্কে অবগত ছিল।

মোটকথা, বর্তমানে যে আকারে এই কাহিনী সংরক্ষিত আছে, উহা খৃস্টীয় বর্ণনার অংশবিশেষ এবং এই বর্ণনার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির সহিত পবিত্র কু'রআনে বর্ণিত আস্‌হা'বে কাহ্‌ফের কাহিনীর সাদৃশ্য বিদ্যমান। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হইবে যে, কু'রআন কারীম ঐ বর্ণনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছে যাহা সিরিয়ার খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং যাহা সম্পর্কে য়াহূদীগণ জ্ঞাত ছিল। যুক্তিগ্রাহ্য অনুমান এই যে, হয়ত তাহাদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী সম্পর্কে তাহারা মহানবী (স)-এর নিকট জানিতে চাহিয়াছিল এবং পবিত্র কুরআনও তাহাদেরকে সেই বিষয়ে অবহিত করিয়াছে।

নিঃসন্দেহে এই কাহিনী খৃস্টীয় বিশ্বে খুব প্রসিদ্ধ ছিল এবং উহাকে ধর্মীয় মর্যাদায় রঞ্জিত করা হইয়াছিল। এই কাহিনী 'এফিসূসের সপ্ত নিদ্রিত' [Seven Sleepers of Ephesus] নামে প্রসিদ্ধ। গির্জাসমূহে একটি নির্দিষ্ট দিনে তাঁহাদের স্মরণোৎসব পালন করা হয়, [আল-বীরূনী Encyclo, of Religion and Ethics] এবং ধর্মীয় সংগীত গীত হয়। য়ূরোপের কোন কোন শহরে তাঁহাদের নামে গির্জা নির্মাণ

করা হইয়াছে। যেমন, রোম, মার্সাই (Marseilles) এবং জার্মানীর বিভিন্ন শহরে।

যে সকল প্রাচ্য ভাষায় এই খৃষ্টীয় বর্ণনা বিদ্যমান, সেইগুলি হইতেছে সুরয়ানী (Syriac), কি'ব্‌তী (Coptic), 'আরবী, হা'বশী এবং আরমানী ভাষা। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে সুরয়ানী ভাষায় য়া'কূব (Jacob. মুতাবিক Ency. Brit. এবং James মুতাবেক Ency. of Rel. and Ethics) সারূজী (মৃ. ৫২১ খৃ.)-কৃত বর্ণনা ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম এবং ইহা বৃটিশ মিউজিয়ামে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের একটি পাণ্ডুলিপিতে সংরক্ষিত আছে এবং ইহাকে প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। উহাতে এই কাহিনী দীর্ঘ কলেবরে লিপিবদ্ধ আছে। সেই কাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ সম্ভবত পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে। সেই কাহিনীতে শুধু স্থান ও কাল নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সাতজন ঘুমন্ত যুবককে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই কাহিনীর সূত্রপাত হয় রোম সম্রাট দাকিউস বা দাকিয়ানুস (Decius, ২০১-২৫১ খৃ.)-এর আমলে। তাহার রাজত্বকালে রোমকদের মধ্যে যে মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল উহাকে পুনর্জীবিত এবং ঈসায়ী ধর্মের মূলোৎপটনের জন্য সে প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল। সে খৃষ্টানগণের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করে, তাহাদেরকে মূর্তিপূজায় বাধ্য করে এবং অসংখ্য ব্যক্তিকে হত্যা করেন। এফিসাস (Ephesus) নামক স্থানের এই সাতজন (অপর বর্ণনায় আটজন) যুবক খৃষ্টান ছিলেন, যাঁহারা একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে দাকিউস সেই গুহার প্রবেশ পথ পাথর চাপা দিয়া রুদ্ধ করিয়া দেয়, যাহাতে তাঁহারা জীবিত কবরস্থ হন। উক্ত সাতজন যুবক এই অবস্থায় সেখানে শুইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের দুইজন 'ঈসায়ী বন্ধু একটি ধাতু-নির্মিত ফলকে তাঁহাদের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গুহামুখে পাথরের নীচে চাপাইয়া দিলেন, যাহাতে অনাগত কালের মানুষ গুহাবন্দীদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হইতে পারে। দীর্ঘকাল পরে ২য় থিওডোসিয়াস [Theodosius] (৪০৮-৪৫০ খৃ.)-এর আমলে 'ঈসায়ী ধর্মের উত্থান ঘটে। তখন দেশব্যাপী একটি বিতর্ক (ফিতনা) ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। একজন পাদরী কিয়ামতের দিন মৃত ব্যক্তিদের পুনর্জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করে। এই বিতণ্ডা প্রতিহত করিবার ব্যাপারে সম্রাট গলদঘর্ম হইয়া পড়িলেন। ঘটনাক্রমে এক ব্যক্তি গুহার প্রবেশ পথ হইতে পাথর অপসারণ করিয়া ফেলিল। গুহায় শায়িত যুবকগণ সুস্থ ও অক্ষত অবস্থায় জাগ্রত হইলেন। এইভাবে সম্রাট দেশব্যাপী সৃষ্ট বিসম্বাদ প্রতিহত করার প্রমাণ পাইয়া গেলেন। ["এবং এইভাবে আমি মানুষকে উহাদের বিষয় জানাইয়া দিলাম যাহাতে তাহারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নাই" (আল-কু'রাআন, ১৮ : ২১)] সেই যুবকগণ পুনরায় চিরনিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন। থিওডোসিয়াস সেখানে একটি উপসনালয় নির্মাণ করাইয়া দিলেন।

এই কাহিনীতে চিন্তাযোগ্য বিষয় হইতেছে, উপরে বর্ণিত উৎকীর্ণ লিপি যাহা গুহার প্রবেশপথে পাথরের নীচে রক্ষিত ছিল, যাহা হইতে আসহাবে কাহ্‌ফের কাহিনীর সত্যতা নিরূপিত হইয়াছে তাহা খুব সম্ভব পবিত্র কুরআনে 'رقيم' (লিপি উৎকীর্ণ ধাতুপাত) শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করা হইয়াছে। পবিত্র কুরআনের বর্ণনাশৈলীর প্রেক্ষিতেও ইহার এই অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে হয়। অধিকাংশ ভাষ্যকার ও অভিধানপ্রণেতা উল্লিখিত বর্ণনার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। ইব্‌নু'ল-আছী'রও এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (১খ., ২৫২; আরও দেখুন তাফসীর ইব্‌ন কাছী'র এবং বাগা'বী, ৫খ., ২৫২)।

পবিত্র কুরআন এই কাহিনীতে একটু সংযোজন করিয়াছে অর্থাৎ আসহাবে কাহ্‌ফের কুকুরের উল্লেখ করিয়াছে, যাহা নাসা'রাদের বর্ণনায় নাই। সম্ভবত নাসা'রাদের বর্ণনায় ইহাকে গুরুত্বহীন মনে করিয়া পরিত্যাগ করা হইয়াছে অথবা কাহিনীর এই অংশ তাহাদের দৃষ্টিচ্যুত হইয়াছে।

'মু'জামুল-বুলদান' গ্রন্থে [রাকী'ম শিরো.] য়াকূ'ত এই জাতীয় আরও গুহার উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন দামিশ্‌কের উপকণ্ঠে, স্পেনে ও কনস্টান্টিনোপলের সন্নিকটে ইত্যাদি। আল-বীরূনী খলীফা মু'তাসি'ম-এর আমলের একটি ঘটনা উল্লেখপূর্বক বলেন, জ্যোতিষী 'আলী ইব্‌ন য়াহ'য়াকে খলীফা আস'হা'বে কাহ্‌ফের গুহা দেখার জন্য প্রেরণ করেন। উক্ত জ্যোতিষী গুহায় যাইয়া মৃতদেহগুলি প্রত্যক্ষ করেন এবং স্পর্শও করেন। কিন্তু আল-বীরূনী মনে করেন, সেইগুলি বাস্তবে আস'হা'বে কাহ্‌ফের লাশ ছিল না। জানা যায়, সেই যুগে ঈসায়ী সন্ন্যাসীদের মৃতদেহ গুহায় রাখিয়া দেওয়ার প্রচলন ছিল। মৃতদেহগুলি দীর্ঘদিন যাবত প্রায় অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত থাকিত [আল-বীরূনী, আছা'র]।

ইহা স্পষ্ট যে, মহানবী (স')-এর যুগে য়াহূদী ও নাসা'রাদের মধ্যে যে কাহিনী প্রচলিত ছিল তাহারা হয়ত মহানবী (স')-এর নিকট সেই সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিল। অদ্যাবধি যেসব ঐতিহাসিক প্রমাণ সংরক্ষিত আছে, উহাদের মধ্যে এফিসোস-এর সপ্তনিদ্রিত ব্যক্তির কাহিনীরই উল্লেখ পাওয়া যায়। বরং এই কাহিনী যে আকারে সংরক্ষিত আছে, পবিত্র কু'রআন সেই শায়িত ব্যক্তিগণকে আস'হা'বাল-কাহ্‌ফি ওয়ার-রাকী'ম আখ্যায়িত করায় সেই নামটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। পবিত্র কু'রআনে এ কাহিনী-সূচনা যে কৌশলে বর্ণনা করা হইয়াছে উহাতে আরও একটি রহস্য উন্মোচিত হইয়া গিয়াছে : "তুমি কি মনে কর যে, আস'হা'বি কাহ্‌ফ ও রাকীম আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর" (১৮ : ৯)? অর্থাৎ মানব জাতি মনে করে যে, এই কাহিনী আল্লাহ্‌র একটি বিস্ময়কর নিদর্শন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা অতি সূক্ষ্ম পন্থায় বুঝাইয়া দিলেন যে, ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর নিদর্শনরাজি আকাশ ও ভূমণ্ডলে বিদ্যমান (আল-তানতা'বী, আল-মারাগী এবং আল-খাযিন)।

গ্রন্থপঞ্জী : মূল নিবন্ধে উল্লিখিত সূত্রসমূহ ব্যতিরেকে (১) Encylo. Britt.-এ "Seven Sleepers" শিরোনামাধীন প্রবন্ধ; (২) Encyclo. of Religion and Ethics; (৩) Gibbon, Decline and Fall of The Roman Empire, অধ্যায় ৩৩; (৪) আল-বীরূনী [SACHAU সং.], পৃ. ২৮০; (৫) Dictionary of the Bible; (৬) Black's Bible Dictionary; (৭) Le Strange, Palestine Under The Muslims, পৃ. ২৭৪ প.; (৮) ইব্‌ন কাছী'র, তাফ্‌সীর, ৫খ., ২৫২; (৯) আল-বাগা'বী, তাফ্‌সীর; (১০) ইব্‌নু'ল আছী'র, আল-কামিল, মিসর ১৩৪৮ হি., ১খ., ২০৬; (১১) আত-তা'নতা'বী, তাফ্‌সীর, ৯খ., ১২৩; (১২) আল-মারাগী, তাফ্‌সীর, ১৫খ., ১১৮; (১৩) মু'জামুল বুলদান, এফিসোস ও রাকী'ম শিরো.; (১৪) লিসানুল-'আরাব, রাকী'ম শিরো.; (১৫) আল খাযিন, লুবাবুত্-তাবীল, ৩খ., ১৯৮।

সায়্যিদ 'আবিদ আহ'মাদ 'আলী (দা.মা.ই.) / সিরাজুল ইসলাম হুসায়ন

আস'হ'াবু'ল্-ফীল (اصحاب الفيل) ঃ হস্তীবাহিনী; এই শব্দদ্বয় কু'রআন মাজীদে মাত্র একবার ব্যবহৃত হইয়াছে (১০৫ ঃ ১)। 'আস্'হ'াবু'ল্-ফীল বা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মগ্রহণের কিছুকাল পূর্বে পবিত্র মক্কায় সংঘটিত একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট। উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আবিসিনিয়ার সম্রাটের আদেশে তাহার পক্ষ হইতে য়ামান প্রদেশের হাব্শী শাসনকর্তা—'আরব ঐতিহাসিকগণ যুগপরম্পরাগত-ভাবে যাহার নাম 'আব্রাহা (দ্র.) আল-আশ্রাম আবূ য়াক্সূম' বলিয়া উল্লেখ করিয়া আসিতেছেন, মুহ'াররাম মাস ৫৩ হি. পূ./ ফেব্রুয়ারী (?) ৫৭০ সনে পবিত্র মক্কা আক্রমণ করে। উক্ত অভিযানে আব্রাহা যেহেতু মাহ্মূদ নামীয় বিশালাকৃতির একটি হস্তী এবং তৎসহ আরও কতগুলি (অর্থাৎ সাতটি মতান্তরে বারটি) হস্তী সঙ্গে আনিয়াছিল, তাই 'আরবগণ এই ঘটনাকে ওয়াকি'আতু'ল্-ফীল (হাতীর ঘটনা) এবং এই ঘটনার সনকে 'আমু'ল্-ফীল (হাতীর ঘটনার বৎসর) নামে অভিহিত করিয়াছে। স্বীয় গুরুত্বের কারণে ওয়াকি'আতুল্-ফীল 'আরবদের ইতিহাসে সন গণনার প্রারম্ভিক বৎসরের (ঘটনা) মর্যাদা লাভ করে এবং তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া বিভিন্ন ঘটনার হিসাব রাখিত। যেমন, ক'ায়স ইব্ন মাখ্রামা ইব্ন 'আব্দি'ল্ মুত্তালিব বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) এবং আমি উভয়ে 'আমু'ল্ফীল-এ জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমরা দুইজন পরস্পর সমবয়সী।"

আব্রাহা তাহার রাজধানী স'ান্ আয় তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম বিস্ময় 'আল-কালীস' অথবা 'আল-কু'ল্লায়স' নামক একটি 'ইবাদাতখানা নির্মাণ করে। উক্ত স্মরণীয় ইমারতের ধ্বংসাবশেষ এখনও তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আব্রাহা য়ামানের লোকদেরকে হাজ্জের উদ্দেশে উক্ত গির্জা যিয়ারত করিতে এবং উহাতে 'ইবাদত করিতে আহ্বান জানাইল; কিন্তু তাহারা তাহার আহ্বানে সাড়া দিল না। আবরাহা মুহ'াম্মাদ ইব্ন খুযাঈ ইব্ন 'আল্ক'ামা আস্-সালামীকে মুদার গোত্রের বিভিন্ন শাখার লোকদেরকে আল্-ক'ালীস' যিয়ারতে উদ্বুদ্ধ করিবার কার্যে নিযুক্ত করিল। মুহাম্মাদ ইব্ন খুযা'ঈ বানূ কিনানা গোত্রের বসতিতে পৌঁছিলে 'উর্ওয়া ইব্ন হি'য়াদ আল-কিনানী নামক জনৈক ব্যক্তি তীরের আঘাতে তাহাকে হত্যা করিল। মুহ'াম্মাদ ইব্ন খুযা'ঈ-র ভ্রাতা কায়স ইব্ন খুযাঈ পলাইয়া জান বাঁচাইল এবং আব্রাহার নিকট গমন করত ঘটনা খুলিয়া বলিল। ইহাতে আব্রাহা শপথ করিয়া বলিল যে, যতদিন পর্যন্ত সে বানূ কিনানা গোত্রের লোকদের উপর আক্রমণ চালাইয়া কা'বা শারীফকে বিধ্বস্ত না করিবে, ততদিন পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে না। উল্লেখ্য যে, উক্ত বানূ কিনানা গোত্রের বসতির মধ্যেই এতদ্ঞ্চলের গভীর পানির কূপসমূহ (قلامسة) অবস্থিত ছিল এবং বর্ষপঞ্জী প্রস্তুত করিবার গুরুদায়িত্বও উক্ত গোত্রের উপরই অর্পিত ছিল। তাহারা আব্রাহার উক্ত সংকল্পের কথা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া গেল। কথিত আছে যে, (বানূ কিনানা গোত্রের) জনৈক ব্যক্তি রাগান্বিত হইয়া আবরাহা কর্তৃক নির্মিত ক'ালীস-এ মলত্যাগ করত উহাকে অপবিত্র করিয়া দিল। কেহ কেহ বলেন, একদা কতগুলি বেদুঈন উক্ত ইবাদাতখানার নিকটবর্তী স্থানে আগুন জ্বালাইলে উহা বাতাসে উড়িয়া গিয়া ইবাদতখানায় লাগিয়া যায়। ইহাতে আব্রাহা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া পবিত্র মক্কা আক্রমণ করিতে সেনাবাহিনীকে আদেশ দিল। য়ামানের কিছু সংখ্যক কিন্দা বংশীয় শাহযাদাও উক্ত অভিযানে তাহার সঙ্গী হইল। আব্রাহা পথিমধ্যে 'আরবের গোত্রের পর গোত্রকে পরাজিত করিতে করিতে সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রথমে যু'-নাফার নামক জনৈক য়ামানী গোত্রপতি স্বীয় গোত্রের যুবকদেরকে সঙ্গে লইয়া তাহার বিরুদ্ধে যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও বন্দী হইল। অতঃপর বানূ খাছ'আম গোত্রের, বিশেষত 'শাহরান' ও 'নাহিস' এই দুই শাখার লোকেরা তাহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু আব্রাহার পরাক্রমের সম্মুখে তাহারা দীর্ঘক্ষণ টিকিতে পারিল না। নুফায়ল ইব্ন হ'াবীব অথবা নুফায়ল ইব্ন 'আব্দিল্লাহ নামক তাহাদের জনৈক নেতা আব্রাহার সেনাবাহিনীর হাতে বন্দী হইল। সে আব্রাহর নিকট জীবন ভিক্ষা চাহিয়া নিবেদন করিল, আপনি আমাকে মুক্তি দিলে আমি এই অভিযানে আপনাকে "আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের পথ দেখাইয়া আপনার গন্তব্য স্থলে লইয়া যাইব।" অতঃপর আব্রাহার সেনাবাহিনী বানূ ছাকীফ গোত্রের বসতি-অঞ্চলে প্রবেশ করিল। আব্রাহা যাহাতে তাহাদের মূর্তি-মন্দির আল্-লাত বিধ্বস্ত করিয়া না দেয়, তদুদ্দেশে বানূ ছাকীফ গোত্রের কয়েকটি শাখার লোকেরা তাহার সহিত সন্ধি করত যুদ্ধের রসদ ও সরঞ্জাম দিয়া তাহাকে সহযোগিতা প্রদান করিল। আব্রাহা তাইফের দিকে অগ্রসর হইলে সেখানকার গোত্রপতি মাস্'ঊদ ইব্ন মুআত্তাব ইব্ন মালিক ছাক'াফী আগাইয়া আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করত তাহার সহিত সন্ধি করিল। অতঃপর সে আবূ রিগাল (দ্র.) নামক নিজের জনৈক ক্রীতদাসকে পথপ্রদর্শক হিসাবে তাহার বাহিনীর সহিত প্রেরণ করিল। উক্ত আবূ রিগ'াল পবিত্র মক্কা হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত আল-মুগ'াম্মিম নামক স্থানে পৌঁছিবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হইল। আব্রাহা-বাহিনী এই স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া তথায় চার দিন অবস্থান করিল।

আবূ রিগ'াল কোন কিংবদন্তীর ব্যক্তি নহে। ঐতিহাসিক যিরিকলী (৬ ঃ ৪১) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ রিগ'াল (মৃ. ৫০ হি. পূ./৫৭৫ খৃ. সনের কাছাকাছি সময়)-এর নাম ছিল ক'াসিয়্যি (قسيى) ইব্ন নাবীত ইব্ন মুনাব্বিহ ইব্ন য়াদুম। সে 'ছ'াকীফ' উপাধিতে বিখ্যাত ছিল। যিরিকলীর উক্ত বর্ণনা সঠিক নহে। অবশ্য ছামূদ জাতির আবূ রিগ'াল (ত'াবারী, ১খ., ৩৫০-৩৫১) আলোচ্য আবূ রিগ'াল হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিল।

আব্রাহার সৈন্যসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সময়ে তাহার শক্তি অত্যন্ত বাড়িয়া গেল এবং তাহার জন্য মক্কার পথ নির্বিঘ্ন হইয়া গেল। আব্রাহার বাহিনী, বানূ কিনানা গোত্রের মালিকানাধীন আল-মুহ'াস্স'াব নামক গিরিবর্তের দিকে অবস্থিত আস'সিফাহ' নামীয় স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিল। আল-আসওয়াদ ইব্ন মাক্'সূ'দ নামক তাহার জনৈক অশ্বারোহী সৈন্য বিশ হাযার দ্রুতগামী সুদক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনী সঙ্গে লইয়া মিনা, 'আরাফাত, মুয্দালিফা ও পবিত্র মক্কার মধ্যস্থলে অবস্থিত মুহ'াস্সির নামক উপত্যকাভূমি পর্যন্ত অগ্রসর হইল। সে রাসূলুল্লাহ (স')-এর পিতামহ আবদুল মুত্ত'ালিব-এর দুই শত উট লুণ্ঠন করিল।

এই সময়ে পূর্বোল্লিখিত য়ামানী গোত্রপতি 'যু'-নাফার উনিশজন হস্তী-আরোহী যোদ্ধাকে আবদুল-মুত্ত'ালিবের (সাহায্যার্থে তাঁহার) নিকট প্রেরণ করিলেন। এদিকে আব্রাহা যে স্বীয় অগ্রসরমান বাহিনীর পশ্চাতে অবস্থান করিতেছিল—হুনাতা আল-হ'ুমায়রী নামক জনৈক সহচরকে এই উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রেরণ করিল যে, সে কা'বা শরীফের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক 'আবদুল-মুত্তালিবের নিকট এই সংবাদ পৌঁছাইবে যে, মক্কাবাসীদেরকে আব্রাহার পক্ষ হইতে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হইতেছে। কারণ সে যুদ্ধ করিতে আসে নাই। আবদুল-মুত্ত'ালিব আব্রাহার নিকট গেলেন। বানূ বাক্র গোত্রের জনৈক নেতা য়া'মার ইব্ন নুফাছা আল-কিনানী এবং বানূ

হুযায়ল গোত্রের গোত্রপতি খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন ওয়াছিলাও তাহার সহিত আব্‌রাহার নিকট গমন করিলেন। আব্‌রাহা আব্‌দুল-মুত্ত'ালিব-এর গাম্ভীর্য ও ভাব-বৈভব দর্শনে প্রভাবিত ও বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া গেল। সে স্বীয় সিংহাসন হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইল এবং তাঁহাকে নিজের কাছে বিছানায় বসাইয়া দোভাষীর মাধ্যমে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল। 'আবদুল্‌-মুত্ত'ালিব বলিলেন, "সম্রাট যখন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসেন নাই তখন আমাদের যে উষ্ট্রগুলি তাহার সৈন্যগণ ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে, তাহা আমাদের নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হউক।" ইহাতে আব্‌রাহা অসন্তুষ্ট হইয়া দোভাষীকে বলিল, "তাহাকে বলিয়া দাও, আমি তোমাকে দেখিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, তুমি একজন জ্ঞানী ও উচ্চাশয় ব্যক্তি হইবে। এখন তোমার সম্বন্ধে আমার সে ধারণা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তুমি নিজের উষ্ট্রগুলির চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত রহিয়াছ, অথচ যে কা'বা ঘর তোমার পূর্বপুরুষগণের সম্মান ও সুনামের কারণ বটে, সেই কা'বা ঘর বিধ্বস্ত হইবার বিষয়ে তোমার অন্তরে কোনরূপ উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা নাই।"

আবদুল-মুত্‌ত'ালিব উত্তর দিলেন, "উটগুলি ছিল আমার, তাই উহাদের জন্য আমার মনে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা রহিয়াছে। পক্ষান্তরে কা'বাঘর হইতেছে সেই আল্লাহর যিনি সকলের উপর বিজয়ী ও ক্ষমতাবান রহিয়াছেন। তিনি নিজেই উহা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিবেন। অবশ্য যাহাতে আপনি এই ঘৃণ্য উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করেন, তজ্জন্য আমি তিহামা (আরব উপদ্বীপের লোহিত সাগর বরাবর উপকূলবর্তী অঞ্চল)-এর এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ আপনার সমীপে উপঢৌকন হিসাবে পেশ করিতেছি।" আব্‌রাহা আব্‌দুল্‌-মুত্‌তালিব-এর উক্ত উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করিল এবং তাঁহার উটগুলি ফিরাইয়া দিল।

আব্‌দুল্‌-মুত্‌ত'ালিব উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় আব্‌রাহার নিকট হইতে উঠিয়া আসিলেন এবং কা'বাঘরের দ্বারে পৌঁছিয়া আল্লাহর তা'আলার নিকট নিম্নোক্ত দু'আ করিলেন, "হে আল্লাহ্‌! প্রত্যেক লোকে নিজ গৃহকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব তুমি তোমার গৃহকে রক্ষা কর। তোমার ক্ষমতা ও পরাক্রমের বিরুদ্ধে তাহাদের পরাক্রম ও শক্তি কোনক্রমে জয়ী হইতে পারিবে না। যদি তুমি তাহাদেরকে এবং আমাদের কা'বা ঘরকে এইভাবে ছাড়িয়া দাও যে, তাহারা কোনরূপ বাধা ব্যতীত কা'বাগৃহ আক্রমণ করিবে তবে তাহা তোমার ইচ্ছার ব্যাপার।" অতঃপর আব্‌দুল্‌-মুত্‌তালিব কুরায়শ গোত্রের লোকদেরকে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্তী পাহাড়সমূহে আশ্রয় লইলেন।

অবশেষে মুহ'াররাম মাসের ২৭ তারিখ রোজ রবিবারে আব্‌রাহা কা'বা ঘরকে বিধ্বস্ত করিয়া দিবার উদ্দেশে হাতীগুলিসহ সৈন্যদেরকে উহা আক্রমণ করিতে আদেশ দিল। তাহার বিশালাকৃতি হস্তী মাহমূদ (আদেশ পালন করিতে অসম্মতি জানাইয়া কা'বার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শনস্বরূপ) মাথা নোয়াইয়া দিল এবং মাহুতদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও এক কদমও সম্মুখে অগ্রসর হইল না।

এই সময়ে লোহিত সাগরের দিক হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী আসিয়া আস্‌হ'াবুল-ফীল-এর মাথার উপর প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রস্তর বর্ষণ করিয়া তাহারা আব্‌রাহার সৈন্যদেরকে ভক্ষিত ভুষির ন্যায় করিয়া দিল। এইরূপে আস্‌হ'াবুল-ফীল-এর সকল কৌশল ও প্রচেষ্টা বানচাল হইয়া গেল। তাহাদের উক্ত ব্যর্থতার বিষয় কু'রআন মাজীদে (১০৫ ঃ ১-৫) সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আব্‌রাহার সৈন্যদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হয় এবং তাহারা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে। কথিত আছে, তাহাদের দেহের ক্ষতস্থানে বসন্ত রোগের জীবাণু ছড়াইয়া পড়ে এবং এই রোগেই তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়।

আব্‌রাহার সৈন্যদের উপর পক্ষিগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত কংকরসমূহের কয়েকটি নমুনা-কংকর উম্মু হানী (রা) বিন্‌ত আবী ত'ালিব-এর নিকট রক্ষিত ছিল। উম্মুল-মু'মিনীন 'আইশা (রা) বলেন, "আমি আমার ছোটবেলায় (আব্‌রাহার) হাতীর দুইজন মাহুত ও খাদ্যদাতাকে অন্ধ ও লেংড়া অবস্থায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি।" আত্তাব উব্‌ন আসীদও উক্ত লেংড়া মাহুতদেরকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছেন। আস্‌মা বিন্‌ত আবী বাক্‌র (রা) সম্বন্ধেও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি উক্ত মাহুতদ্বয়কে ইসাফ ও নাইলা নামক মূর্তিদ্বয়ের পার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছেন।

য়াকূ'ব ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন মুগীরা (মৃ. ১২৮ হি.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'আরবগণ বসন্ত রোগ (الجدری الحصبة) সম্বন্ধে পূর্বে অবগত ছিল না। তাহারা 'আমুল-ফীল হইতেই উক্ত রোগ সম্বন্ধে অবগত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুর'আন, ১০৫ (সূরাতু'ল-ফীল), তাফ্‌সীরসহ [জর্জ সেল (Sale) হাতীর ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে সম্ভবপর বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, ৪৫৫ টীকা]; (২) কায়স ইব্‌নু'ল্‌-খাত'ীম, দীওয়ান, লাইপযিগ ১৯১৪ খৃ., ১৪ঃ ১৫; (৩) লাবীদ ইব্‌ন রাবীআ, দীওয়ান, কুয়েত ১৯৬২ খৃ., পৃ. ১০৮, ২৭৫ ও ৩৩৫; (৪) হ'াস্‌সান ইব্‌ন ছ'াবিত, দীওয়ান, য়ুরোপে মুদ্রিত, ৬২ ঃ ১; (৫) মু'রাজ্জ আস্‌-সাদুসী, হ'যফুন মিন নাস্‌বি কুরায়শ, পৃ. ৪; (৬) ইব্‌ন হিশাম, সীরাত, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ২৮-৪১, ১৩৪ পৃ. ও ১৭৮ প.; (৭) ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, যাখাও সং., ১/১খ., ৬১ প., ১২৪ প. ও ১৫১ প.; (৮) মুস্‌'আব আয-যুবায়রী, নাসব কু'রায়শ, পৃ. ৯২; (৯) আল-জুমাহ'ী, ত'াবাক'াত, পৃ. ৬৯; (১০) আল্‌-আয্‌রাকী, আখ্‌বারু মাক্কা, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৮৮, ৯৩, ৩৮৫ ও ৩৬২; (১১) ইমাম আহ'মদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, মুস্‌নাদ, ৪খ., ৩১৫; (১২) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াবীব, আল-মুহ'াব্বার, হায়দরাবাদ ১৯৪২ খৃ., পৃ. ৭, ১০ ও ১৩০ ; (১৩) কিতাবুত্‌-তীজান, কায়রো ১৩৪৭ হি., পৃ. ৩০৩; (১৪) ইব্‌ন কু'তায়বা আল-মা'আরিফ, মিসর সং., পৃ. ৬৫ ও ২৭৮; (১৫) আত্‌-তির্‌মিযী, আল-জামে', ৪৬ ঃ ২; (১৬) আত্‌'-তাবারী, তা'রীখ, সম্পা de goeje, ১খ, ২৫০ প. ও ৯৩০-৯৪৫ প.; (১৭) ইব্‌ন দুরায়দ, আল-ইশ্‌তিকাক, সম্পা. Wustenfeld, ৩০৬ প.; (১৮) আল-মাস্‌উদী, মুরূজ, প্যারিস সং., শিরো; (১৯) আল-ইস'ফাহানী, কিতাবু'ল-আগ'ানী, বূলাক ১২৮৪ হি., ৩খ., ১৮৬, ৪খ., ৭৪-৭৬ এবং ১৬ খ., ১৩১;(২০) ইব্‌ন আব্‌দি'ল-বার্‌র, আল-ইস্‌তীআব, মিসর সং., ৩খ., ১৫৩-১৫৪, ৩৯ ও স্থা.; (২১) সুহায়লী, আর-রাওদু'ল-উনুফ, কায়রো ১৩৩২ হি., 'ওয়াকি''আতুল-ফীল' শিরো.; (২২) আশ্‌-শাহ্‌রাস্‌তানী, আল-মিলাল, লাইপযিগ ১৯২৩ খৃ., পৃ. ৪৩৫; (২৩) য়াকূ'ত আল-হ'ামাবী, মু'জামুল্‌-বুল্‌দান, স্থা.; (২৪) নাওয়াবী, তাহ্‌যীবু'ল আস্‌মা, কায়রোতে মুদ্রিত, ১খ., ৬৪ ও ৩১৮-৩১৯; (২৫) ইব্‌ন হ'াজার আল-আস্‌ক'ালানী, আল-ইস'াবা, কায়রো ১৩২৮ হি., ২খ, ৪৫১-৪৫২, ৩খ., ২৫৯ ও ৫১২ এবং স্থা., (২৬) শাওকানী; ফাত্‌হু'ল- কাদীর, মিসরে মুদ্রিত, ৫খ., ৪৮৩; (২৭) ফারীদ ওয়াজদী, দাইরাতু'ল-মাআরিফ, শিরো. 'আস্‌হ'াবুল-ফীল; (২৮) সুলায়মান নাদাবী, আরদু'ল-কু'রআন, ১খ., ৩০৬

প.; (২৯) "আব্‌দু'র-রাশীদ, লুগাতু'ল্‌- কু'রআন, ১খ., ১৩৪ প.; (৩০) জাওয়াদ আলী, তারীখু'ল্‌-আরাব কাব্‌লা'ল্‌-ইস্‌লাম, প্রকাশ ১৯৫৪ খৃ., ৪খ., ১৯৬ প.।

আহসান ইলাহী রানা (দা.মা.ই.)/মু. মাজহারুল হক

আস্‌হাবুল -হাদীছ (দ্র. আহ্‌ল হাদীছ)

আস্‌হাম (اسهام) ঃ তুর্কী এস্‌হাম, 'আরবী সাহ্‌ম (سهم) (তুর্কী সেহিম)-এর বহুবচন, অর্থ হিস্যা বা প্রাপ্য অংশ। তুরস্কে শব্দটি দ্বারা বুঝায় সরকারী কোষাগার হইতে যে ঋণপত্র ছাড়া হয় তাহা। উহা bond, assignat, annuity ইত্যাদি নামেও আখ্যায়িত হয়। Hammer (Leibrenten) annuity (বিনিযুক্ত ধন বা সম্পত্তি হইতে বাৎসরিক আয়) অর্থে esham শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। 'উছ্‌মানী সরকারের ১৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দের বাজেটে শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে তাহা rentes viageres-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ণনাটি সম্পূর্ণ সঠিক নহে। কেননা যদিও esham-ধারীর মৃত্যু হইলে ইহা রাষ্ট্রের অধিকারে ফিরিয়া আসে, তবুও esham-বিক্রয় করা যাইত, প্রতিবার হস্তান্তরের বেলায় রাষ্ট্র কেবল এক বৎসরের আয়কর দাবি করিত। মুস্‌তাফা নূরী পাশার মতে তৃতীয় মুস্‌তাফার রাজত্বকালের গোড়ার দিকে esham- এর প্রচলন হয়। সেই সময়ে ইস্তাম্বুলের শুল্ক অন্যান্য রাজস্ব খাতে আয়ের উপর রাষ্ট্রের পাওনাদার ও প্রার্থীদের অনুকূলে assignats (কাগজী মুদ্রা) প্রদান করা হইত বার্ষিক ৫% মুনাফার হারে। 'আবদুর-রাহমান বে্‌ফীক মন্তব্য করিয়াছেন যে, রাশিয়ার সহিত ১১৮২/১৭৬৮ সালে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, উহাতে রাজস্ব খাতে আয়ের সর্বাধিক পরিমাণ খরচ হইয়া যায়। তিনি বলেন, esham সংক্রান্ত লেনদেন পরিচালনার ভার প্রথমত একজন মুকাতা'আজী এবং পরবর্তী কালে একজন মুহাসিবের উপর ন্যস্ত হয়। মুহাফিজখানাহ্‌ (archives-তে ১৮৯/১৭৭৫ সনে Esham Muhasebesi Kalemi-এর দলীলপত্র রক্ষা আরম্ভ হইয়া ১২৮১/১৮৬৪ সন সমাপ্ত হয়। জাওদাত (Djewet)-এর মতে অর্থ বিভাগীয় কর্মকর্তা পেইকী (Peyki) হাসান আফেন্দিই সর্বপ্রথম esham নোটের প্রবর্তন করেন। তিনি ১১৯২/১৭৭৮ সনে প্রথম বাশদেফতেরদার পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে তিনি defter-emini পদে কার্যরত ছিলেন। ১১৯৮-১২০০/১৭৮৩-৮৫ সনের দিকে প্রাদেশিক রাজস্বের উপর esham নোট প্রদানের রিপোর্ট পাওয়া যায়। পরবর্তী সুলতানগণ esham নোট ইস্যু করার ব্যবস্থা বজায় রাখিয়াছিলেন এবং সুলতান দ্বিতীয় মাহমূদ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ভূমি সংস্কারের ফলে ভূমিহারা Timar-দারগণকে ক্ষতিপূরণ দান উপলক্ষে esham-এর ব্যবহার করেন। ১২৫৬/১৮৪০ সন হইতে নিয়মিতভাবে য়ূরোপীয় ধরনের ঋণপত্র ছাড়া হয়। সেই সময়ে যে কেহ কোষাগারে ভাঙ্গাইতে পারে এইরূপ bearer Treasury bonds উচ্চ সূদে ছাড়া হয়। নোটের মতই প্রচলিত এই সমস্ত esham-কে কাইম-ই আসহাম ও কাইম-ই মু'তাবার-ই নাকদীয়া নামে অভিহিত করা হইত (কাইমা দ্র.)।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তান্‌জীমাত (দ্র.) কর্মসূচীর আওতায় সংস্কার সাধনকালে পুরাতন Esham Muhasebesi Kalemi-এর বিলোপ সাধন করা হয়। ইতোমধ্যে ১২৭৪/১২৫৭ সালে আসহাম-ই মুমতাযে নামে এক শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ ঋণপত্রের প্রচলন করা হয়। ইহার পর আসহাম-ই জাদীদ, আসহাম-ই আযীযীয়্যা, আসহাম-ই আদিয়্যা প্রভৃতি নামে বহু ঋণপত্র ছাড়া হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচলিত এই সকল ঋণপত্রকে কখনও কখনও সমষ্টিগতভাবে আসহাম-ই 'উছমানিয়্যা বলা হইত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুসতাফা নূরিপাশা, নাতাইজু'ল-উকূ'আত, ৩খ., ১১৪-৫; (২) তারীখ-ই লুতফী, ৬খ., ১২৭; (৩) তারীখ-ই জাওদাত, ৩খ. (১৩০৯ হি.), ১০১-২, ১৪৮-৪৯, ২৬৯; (৪) Charles White, Three Years in Constantinople, ২খ., লন্ডন ১৮৪৫ খৃ., ৭১ প.; (৫) Ubicini, Lettres surla turquie, ১৪তম পত্র; (৬) Hammer, Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, ভিয়েনা, ২খ., ১৬১; (৭) [F.A] Belin, Essais sur l'histoire de la Turquie, J/A হইতে পুনর্মুদ্রণ, প্যারিস ১৮৬৫ খৃ., পৃ. ২৪৫, ২৬২, ২৬৫, ২৯৪ ২৯৮, ৩০১-২; (৮) A. Du Velay, Essai Sur lhistoire financiere de la Turequie, প্যারিস ১৯০৩ খৃ., পৃ. ১২২, ১৫৩, ২৬৯ প.; (৯) C. Morawitz, Les finances de la turquie, প্যারিস ১৯০২ খৃ., পৃ. ১৬, ২০; (১০) a. Heidborn, Les finances ottomanes, Vienna-Leipzig ১৯১২ খৃ.; (১১) Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu, ১খ., ইস্তাম্বুল ১৯৪৬ খৃ., ৫৫২; (১২) আবদুর-রাহমান বেফীক, তেকালীফ কাওয়াইদি, ১খ., ইসতাম্বুল ১৩২৮ হি., পৃ. ১০৪-৬,৩০৪, ৩৩৬।

B. Lewis (E.I.[2])/মুহম্মদ ইলাহি বখ্‌শ

'আসা (عصا) ঃ ছড়ি, লাঠি, দণ্ড। লিসানুল-'আরাব (১৯ খ., ২৯৩ প.) হইতে স্পষ্ট মনে হয় যে, এই শব্দটি প্রাচীন আরবে উষ্ট্রের পাল রক্ষকেরা লাঠির জন্য সাধারণত ব্যবহার করিত। পবিত্র কুরআনে এই শব্দটি মূসা (আ)-এর লাঠির জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে যদ্দারা তিনি তাঁহার ছাগলের পালের জন্য গাছের পাতা পাড়িতেন।

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَامُوْسٰى قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّؤُ
عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَلِيَ فِيْهَا مَارِبُ اُخْرٰى .

"হে মূসা! তোমার দক্ষিণ হস্তে উহা কি? সে বলিল, উহা আমার লাঠি, আমি ইহাতে ভর দেই এবং ইহা দ্বারা আঘাত করিয়া আমি আমার মেষ পালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলিয়া থাকি এবং ইহা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে-" (২০ ঃ ১৭-১৮)।

ইহা সেই লাঠি যাহা পরবর্তী কালে তূর (সিনাই) পর্বতের পাদদেশে সর্পে পরিণত হইয়াছিল। 'আরও বলা হইল, 'তুমি তোমার যষ্ঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে উহাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে দেখিল তখন পিছনে না তাকাইয়া সে বিপরীত দিকে ছুটিতে লাগিল। তাহাকে বলা হইল, হে মূসা! ফিরিয়া আইস, ভয় করিও না; তুমি তো নিরাপদ" (২৮ ঃ ৩১) এবং আদেশ হইল, আল্লাহ বলিলেন, "তুমি ইহাকে ধর, ভয় করিও না, আমি ইহাকে ইহার পূর্বরূপে ফিরাইয়া দিব" (২০ ঃ ২১ এবং ২৭ ঃ ১০)।

অবশেষে মূসা (আ) সর্পটিকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং ইহা তাঁহার হস্তগত হওয়ামাত্র পূর্ববৎ লাঠিতে পরিণত হইল। এই ঘটনার উল্লেখ বাইবেল (পুরাতন নিয়ম)-এ আছে, আল্লাহ মূসাকে বলিলেন, "তোমার

হাতে ইহা কি?" তিনি বলিলেন, "ইহা একটি লাঠি।" আবার তিনি বলিলেন, "ইহাকে মাটিতে নিক্ষেপ কর।" তিনি ইহাকে মাটিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং ইহা সর্পে পরিণত হইয়া গেল, আর মূসা ইহার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন। তখন আল্লাহ মূসাকে বলিলেন, "হাত বাড়াইয়া উহার লেজটি ধরিয়া ফেল।" তিনি হাত বাড়াইলেন এবং উহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। উহা সঙ্গে সঙ্গে যষ্ঠিতে পরিণত হইল (বাইবেল, পুরাতন নিয়ম, যাত্রা পুস্তক, অধ্যায় ৪ ঃ ১৭)।

মিসরে এই লাঠিটি অজগরে পরিণত হইয়া যাদুকরদের লাঠিগুলি এবং দড়িগুলি গিলিয়া ফেলিয়াছিল। "অতঃপর মূসা তাহার লাঠি নিক্ষেপ করিল এবং তৎক্ষণাৎ উহা এক সাক্ষাৎ অজগর হইল" (৭ ঃ১০৭)। "মূসার নিকট আমি প্রত্যাদেশ করিলাম, 'তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর'। উহা সহসা তাহাদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করিতে লাগিল" (৭ ঃ ১১৭; ২৬ ঃ ৩২, ৪৫)। সুতরাং এই বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, মূসা (আ)-এর লাঠিটি একটি আলৌকিক যষ্ঠিতে পরিণত হইয়াছিল।

মুহাম্মাদ হিফ্জু'র রাহ'মান সীওহারবীর মতে মূসা (আ)-এর লাঠি অলৌকিক বস্তু কিংবা আল্লাহর নিদর্শন হওয়ার ব্যাপারটা বিভিন্ন প্রতীকরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। যেমন, সূরা ত'াহা (২০)-তে ইহাকে বলা হইয়াছে চলমান সর্প (حية تسعى), সূরা নাম্ল (১০) এবং ক'াস'াস (৩১)-এ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে দ্রুতগামী সর্প (جان), আর সূরা শু'আরা (৩২)-তে প্রকাশ করা হইয়াছে "সাক্ষাৎ অজগর" (ثعبان مبين) বলিয়া। ভাষ্যকারগণ বলেন, যদিও এইসব প্রতীক শব্দগতভাবে বিভিন্ন, কিন্তু বাস্তব এবং অর্থের দিক দিয়া বিভিন্ন নহে, বরং একই বাস্তব বস্তুর বিভিন্ন বিশেষণ প্রকাশ করা হইয়াছে অর্থাৎ জাতিগতভাবে ইহা ছিল সর্প (حية), গতির দ্রুততার দিক দিয়া দ্রুতগামী সর্প (جان) এবং কায়িক বিশালতায় ছিল অজগর (ثعبان) (কাসাসুল কুরআন, করাচী সংস্করণ, ১খ., ৪০৭)।

মূসা (আ) পথ সৃষ্টির জন্য এই লাঠিটি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করিয়াছিলেন। "অতঃপর মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, তোমার যষ্ঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। ফলে উহা বিভক্ত হইয়া প্রতিটি ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হইয়া গেল" (২৬ ঃ ৬৩)।

শুষ্ক ঊষর ও তৃণলতাহীন সিনাই (তীহ) উপত্যকায় পানি প্রবাহের জন্য তিনি এই লাঠি দ্বারা একটি নির্দিষ্ট পাথরে আঘাত করিয়াছিলেন। "স্মরণ কর, যখন মূসা তাহার সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করিল, আমি বলিলাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। ফলে উহা হইতে ১২টি প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল। প্রতিটি গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনিয়া লইল" (২ ঃ ৬০, ১৬০)। কুরআন মাজীদে উল্লিখিত মূসা (আ)-এর লাঠির এইসব অলৌকিক ঘটনার সমর্থন বাইবেল (পুরাতন নিয়ম, যাত্রা পুস্তক, অধ্যায় ৪ ঃ ১৭)-এও পাওয়া যায়।

হাদীছের গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন স্থানে 'আসার ব্যবহারের জন্য দ্র. আল-মু'জামুল -মুফাহ্রাস লিআলফাজিল-হাদীছ আন-নাবাবী (ع-ص-و) ধাতুর অধীন।

আল-জাহি'জ আরবদের মধ্যে আসার ব্যবহারের বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করিয়াছেন (আল-বায়ান ওয়াত-তাবয়ীন, ২খ., ৪৯ প.) এবং ইব্ন সীদা আসার বিভিন্ন নাম সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখিয়াছেন (আল-মুকাস সা'স, ১১খ., পৃ. ১৮)। কতিপয় সাহিত্যিক কিতাবুল-'আসা' নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। সম্মিলিত 'ইবাদত উপলক্ষে আস'ার ব্যবহারের জন্য দ্র. 'আনাযা (عنزة)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কু'রআন মাজীদের তাফ্সীরসমূহ এবং মিফ্তাহ' কুনূযিস-সুন্নাহ সাহায্যে হ'াদীছে'র গ্রন্থাবলী; আরও দ্র. (১) আত্-ত'াবারী, ১খ., ৪৬০-১; (২) আছ'-ছালাবী, কি'স'াসুল-আম্বিয়া, কায়রো ১৩৩৯ হি. পৃ. ১২২-৩; (৩) আল-কিসাঈ, সম্পা. Eisenberg, পৃ., ২০৮; (৪) হিফ্জু'র রাহ'মান সীওহারবী, ক'াসা'সুল-কু'রআন, ১খ.; (৫) মুহ'াম্মাদ জামীল আহ'মাদ. আম্বিয়া-ই কু'রআন, ২খ.; (৬) L. Ginzerg, Legends of the Jews, ২খ., ২৯১-২; ৫খ., ৪১১; ৬খ., ১৬৫; (৭) Grunbaum, Neue Beitrage, পৃ. ১৬১ প.; (৮) Sidersky, Origines de ligendes musulmanes, পৃ. ৭৮-৮০।

a. Jeffery ও সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/ছৈয়দ লুৎফুল হক

আসাদ (اسد) ঃ প্রাচীন 'আরব গোত্র । Ptolemy VI এবং ২২ (Sprenger) কর্তৃক উল্লিখিত এবং তাঁহার বর্ণনামতে তানূখ (দ্র.)-এর পশ্চিমে মধ্য'আরবে বাস করিত। তানূখের মত এবং সম্ভবত তাহাদের সংগেই আসাদ গোত্রের লোকেরা তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে ইউফ্রেটিস অঞ্চলে বসবাস করিবার জন্য স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিল। এই গোত্র তানূখ গোত্রসহ হীরা (আন-নুমারার অন্তর্গত, ৩২৮ খৃ.)-র দ্বিতীয় লাখ্মী বংশের সমাধি ক্ষেত্রের উৎকীর্ণ লিপিতে আল-আসাদায়ন (দুই আসাদ) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবত এইখানে তানূখ বংশকে দুই আসাদের অন্যতম বলিয়া উল্লেখের কারণ ছিল, লাখ্মী শাসনের পূর্ববর্তী রাজন্য গোত্র তানূখ বংশের স্মৃতি মুছিয়া ফেলা। আসাদায়ন শব্দের ব্যবহার কি সূত্রে হইয়াছিল তাহা স্পষ্টভাবে জানা যায় না, সম্ভবত উভয়ের মধ্যে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। 'আরবী কুলজীবিদগণ এই মত গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন, আসাদ গোত্র হইতে তানূখ বংশের উৎপত্তি। নুমারার উৎকীর্ণ লিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি আসাদ গোত্রের উভয় শাখা এবং তাহাদের শাসকগণের উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কতকাল আসাদ গোত্র লাখ্ম গোত্রের অধীনে ছিল ইহা জানা যায় না। বানুল কায়ন (দ্র.) নামক তাহাদের কতিপয় বংশধর ইসলামী যুগ পর্যন্ত বালক'ার পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত হাওরান-এর দক্ষিণ-দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আরব দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বসবাস করিত। আসাদ গোত্রের অন্যান্য শাখা তানূখ-এর সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-কালবী, জামরাতুল-আনসাব, পাণ্ডুলিপি, Escorial, ৪৫০-৪৯০ ।

W. Caskel (E.I.[2])/এ. বি. এম. শামসুদ্দিন

আল-আসাদ (الاسد) ঃ ('আ) বহুবচনে সাধারণত আল-উসূদ, আল-উসুদ, আল-উসদ, সিংহবোধক সর্বাপেক্ষা সাধারণ শব্দ। ইহা ব্যতীত প্রায়শই শব্দটিকে একটি ব্যক্তিনাম বা গোত্রনামরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় (দ্র. পরবর্তী প্রবন্ধটি) সম্ভাব্য শব্দপ্রকরণ এবং অন্যান্য শব্দমূলের সহিত সম্পর্ক প্রসংগের দ্র. C.de Landberg-এর আলোচনা, পৃ. স্থা., ২/২খ., ১২৩৭-৪০)। আল-আসাদ শব্দটি ক্রমবর্ধমান হারে প্রাচীনতর এবং কাব্যিক যে শব্দটিকে অপসারণ করে তাহা হইল আল-লায়ছ; ইহা কেবল সামী ভাষাসমূহেই দেখিতে পাওয়া যায় না (আক্কাদীয় "নেসু", তবে ইহা সাধারণত গদ্যে ব্যবহার করা হইত, Landsberger, পৃ. স্থা., পৃ. ৭৬) এবং Koehler-এর মতে তাহা গ্রীক ভাষাতেও বর্তমান এবং সেই

ক্ষেত্রে ইহা কচিৎ হইলেও হোমার এবং তাহার পরবর্তী কালের কবিগণ ব্যবহার করিয়াছেন। এই একই গ্রন্থকার, ৪৭২ ক. সম্পর্কিত আক্কাদীয় শব্দ লাব্বু ইত্যাদির পাশাপাশি 'আরবী স্ত্রী রূপাত্মক লাবুআ (সিংহীবোধক কতিপয় সহযোগী রূপসহ)-এর উল্লেখ করিয়াছেন এবং লিও (Leo)-কে একটি Asianic শব্দরূপে প্রদর্শন করিয়াছে। নির্দেশনা ZDPV, ৬২ (১৯৩৯), ১২১-৪ (শব্দসমূহের ভৌগোলিক বিন্যাসসহ)। H. Ostir, Symb. Rozwadows ki-তে ১খ., (ক্রাকো ১৯২৭), ২৯৫-৩১৩ একটি মৌলিক আলারোদী (Alarodic) রূপ এবং ইহার অন্যান্য রূপান্তর হইতে সেমিটিক ভাষাসমূহে, ('আরবী রূপ লাবুআ এবং লায়ছসহ) মিসরীয় কি'বতী, গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান এবং শ্লাবোনিক ভাষাসমূহে সিংহের নামসমূহ গঠন করিয়াছেন। সাম্প্রতিক কালে ভারতীয়-জার্মান পণ্ডিতগণ পুনরায় একবার সামী ভাষাসমূহ ও 'সিংহ'বোধক শব্দাবলীর মধ্যে কোন প্রকার সংযোগ স্বীকার করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ইহার কোন বিকল্প ভারতীয়-জার্মান নাম প্রদানে সমর্থ হন নাই (Paul Thieme, die Heimat der idg. gemeinsprache, ওয়াইজবাদেন ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৩২-৯; অতিরিক্তরূপে Walde-Hofmann, Lat. etym. Wb². ও হাইডেলবার্গ ১৯৩৮ খৃ., ১খ., ৭৮৫ এবং Pauly Wissowa, RE ১৩ খ., কলাম ৯৬৮)। বিভিন্ন ভাষায় 'সিংহ', 'হস্তি' ইত্যাদি বোধক শব্দাবলীর মধ্যে যে সন্দেহাতীত সম্পর্ক বিদ্যমান আছে তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ধ্বনিতাত্ত্বিক সমস্যাসমূহের অদ্যাবধি সমাধান হয় নাই। এইখানে লক্ষণীয় যে, সংশ্লিষ্ট সকল শব্দই প্রাণিবাচক এবং ইহাদের সবই বিভিন্ন উপকথায় চরিত্ররূপে আবির্ভূত হয় এবং সাহিত্য ও অলঙ্করণ এই উভয় মাধ্যমেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (নিম্নে দ্রষ্টব্য এবং Indogerm. Jahrbuch, ১৩খ., ১৯২৯খৃ., ৯৪, নং ৮৫)।

ইহা সর্বজনবিদিত যে, 'আরবে সিংহের অবস্থান ও প্রকৃতি প্রসঙ্গে বহু প্রকার কল্পনা উপস্থাপন করা হইয়াছে। M. Grunert, পৃ. স্থা., পৃ. ৩-৪ ১১, মন্তব্য করিয়াছেন যে, সিংহবোধক প্রচুর শব্দের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের অধিক শব্দ প্রাচীন কবিদের রচনাবলীতে পাওয়া যায় (তিনজন 'আরব ভাষা-বিজ্ঞানী পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া এইরূপ ৬০০-এর অধিক শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন)। তাহার মতানুসারে তিনি যে সকল epethetaornantia' সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা 'প্রকৃতির নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী পর্যবেক্ষণ করার এই প্রকার সংবেদনশীল পথের প্রমাণস্বরূপ' এবং ইহাতে প্রমাণিত হয়, কোন কোন প্রাচীন 'আরব কবি প্রকৃতপক্ষেই সিংহ পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এখানে অবশ্য এই সকল বৃহৎ গুণের সংখ্যা বাহুল্য নয়, বরং ইহাদের তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এইগুলি হইতে প্রতিটির স্বকীয় রূপ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় না, কিন্তু 'আরবীর অভিধানবিদ্যার একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করিয়া ইহাতে বহু সংখ্যক সমার্থক শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে যাহা সাধারণ ধারণা সৃষ্টির উপযোগী, যথা ছিন্ন-ভিন্নকারী, নিষ্পিষ্টকারী, চূর্ণকারী ইত্যাদি (ঐ, ১৫ প.)। B.Moritz (পৃ. স্থা., পৃ. ৪০ প.) একইভাবে Grunert-এর মতবাদ গ্রহণে আগ্রহী হইয়াছেন, প্রধানত সমার্থক শব্দসম্ভারের এই প্রাচুর্যের জন্য (ইব্ন সীদা, কিতাবুল-মুখাসসাস, ৮খ., ৫৯-৬৪ অনুসরণে)। ইহার বিপরীত প্রেক্ষিতে G. Jacob, পৃ. স্থা., পৃ. ১৭; Th. Noldeke, ZDMG-তে, ৪৯ (১৮৯৫), ৭১৩; H. Lammens, he Berceau de l Islam,রোম ১৯১৪ খৃ., ১খ., ১২৮ প. আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। এই সকল আপত্তির সঙ্গে সর্বোপরি যেই বাস্তব সত্য বিরাজমান, তাহা হইতেছে প্রাণিজগতের রাজা হিসাবে সিংহের চিত্রণ এবং তথা হইতে রাজকীয় ক্ষমতার প্রতীকী রূপায়ণরূপে সিংহের ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল হইতেই এমন সব স্থানে প্রচলিত রহিয়াছে যেইখানে এই প্রাণীটি জীবিতভাবে কখনও বর্তমান ছিল না (উদাহরণস্বরূপ সিংহল, ইন্দোনেশিয়া এবং য়ুরোপের কিছু অংশ; তু M. Ebert, পৃ. স্থা., ৭খ., ৩১৮)। এই প্রকার স্থানসমূহে ইহা অতি সহজেই এমন একটি অর্ধ-পৌরাণিক প্রাণীতে রূপান্তরিত হইতে পারে যাহার ক্ষেত্রে কল্পনা ইতিমধ্যেই ইহার বাহ্যিক অবয়ব দ্বারা অনুপ্রাণিত আদর্শ ক্ষমতাসমূহ বাস্তবায়ন করিয়াছে। সম্ভবত ইহার মাধ্যমে ইহা ভিন্ন যেই সকল গুণে সিংহকে অভিষিক্ত করা হয়, যথা সাহস, শৌর্য, মহানুভবতা এবং অনুরূপ গুণাবলী, তাহাও ব্যাখ্যা করা সম্ভব, যেই সমস্ত গুণ কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতে নিঃসন্দেহে প্রকৃত প্রাণীটির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না (তু. R. Lydekker, The Royal Natural History, লন্ডন-নিউ ইয়র্ক ১৮৯৩-৪ খৃ., ১খ., ৩৫৭ প., Brehm-এর বিপরীত মতে পৃ. স্থা., ১খ., ১৪৪, ১৫০)। অধিকন্তু একটি মুখ্যত মরুময় দেশরূপে 'আরব-ভূমি কোনভাবেই সিংহের ন্যায় একটি প্রাণীর জন্য উপযুক্ত স্থান হইতে পারে না। কারণ ইহারা কিছু পরিমাণে বৃক্ষ তথা ঝোপ-ঝাড় পসন্দ করে (Jacob, পৃ. স্থা., ১৬)। মূলআরব ভূখণ্ডের কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, ভৌগোলিকগণ কেবল প্রাচীন কবিদের বর্ণনায় য়ামানে সামান্য কতক সিংহের আবাসস্থল (মা'সাদা)-এর বর্ণনা পাইতে পারেন, কিন্তু বর্তমানে সেইখানে কোন সিংহ দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থান নির্ধারণ করা কষ্টকর এইরূপ অপরাপর কতিপয় উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্ত রেখা বরাবর, বিশেষ করিয়া ব্যাবিলনীয় জলাভূমি অঞ্চলে সিংহের আবাসস্থল ছিল (তু. আল-বাতীহা)। এই স্থানেও বর্তমানে ইহারা অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে M. Streck, পৃ. স্থা., পৃ. ৪১৬ প; O. Reser, Sachindex Zu Jaquts ~Mugam", পৃ. ৪২ প.; Hommel, পৃ. স্থা., পৃ. ২৮৭.; Grunnert, পৃ. স্থা., পৃ. ১৩; Landsberger, পৃ. স্থা., পৃ. ৬৭; Jadab, Lemmens, Moritz, ঐ)। গাত্রবর্ণ এবং ইহার কেশরের বৃদ্ধি অনুসারে কয়েক শ্রেণীর সিংহ রহিয়াছে। এই সকল বিষয় সম্পর্কে অধিকতর বিস্তৃত বর্ণনা অবশ্য অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর (তু. উদাহরণস্বরূপ Jacob, ঐ, এবং Moritz, পৃ. স্থা., ৪১, টীকা ৩)। Brehm-এর মতে, পৃ. স্থা., ১খ., ১৪৪ প., বর্তমান কালে ইসলামী দেশসমূহে যেই সকল সিংহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে রহিয়াছে বারবার সিংহ, সেনেগাল সিংহ, পারস্য দেশীয় সিংহ এবং গুজরাটী সিংহ।

'আরবগণ গর্ত খনন করিয়া ফাঁদের সাহায্যে সিংহ ধরিত, এই আদিম পদ্ধতিটি অদ্যাবধি কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত আছে (Grunnet, পৃ. স্থা., পৃ. ১৪; Ebert, পৃ. স্থা., ৬খ., ১৬; Brehm, পৃ. স্থা., ১খ., ১৫১ প.; প্লিনীর মতে এই একই পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া রোম সাম্রাজ্যে সার্কাসের জন্য প্রাণী ধরা হইত, RE, ১৩, কলাম ৯৮০)। প্রাচীন প্রাচ্য দেশীয় শাসকবর্গের এবং একইভাবে আখামেনীয়, সাসানীয় এবং সিজারগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পরবর্তী কালে খলীফাগণ নিজেরাই সিংহ শিকারে যাইতেন এবং ক্রমে ক্রমে ইসলামী বিশ্বেও ইহা কেবল শাসকবর্গের জন্য বিশেষ অধিকারে পরিণত হয়। তাঁহারা চিড়িয়াখানায় সিংহ

পালন করিতেন, সহচররূপে ইহাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইত এবং রোমান কায়দায় ইহাদের সাহায্যে প্রদর্শনীয় আয়োজন করা হইত (তু. RE ১৩খ, কলাম ৯৮০ প.; Ebert, পৃ. স্থা., ৬খ., ১৪৪-৬; G. Contenue La Vie quotid, a bad, et en Assyrie, প্যারিস ১৯৫০ খৃ., পৃ. ১৪০-৩; W. von Soden, Herrscher im AO, বার্লিন ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৩৭, ৭৫, ৮২, ১৩৪; C. de Wit, পৃ. স্থা., পৃ. ১০-৪; Streck, ঐ ; Mez, Renaissance, পৃ. ৩৮৫ প.; M.F. Koprulu, পৃ. স্থা., ১খ., ৫৯৯ প.)।

'ইসলামী শিল্পকলায় সিংহ সম্ভবত সর্বাপেক্ষা অধিক এবং সর্বাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপায়ণে চিত্রিত প্রাণী। অতি অল্প ক্ষেত্রেই ইহা কোন প্রকার অমঙ্গল দূরীকরণ (apotropaic) অর্থ বহন করে। মাঝে মাঝে ইহা কোন প্রকার জ্যোতিষ অথবা প্রতীকী অর্থ বহন করিলেও সার্বিকভাবে ইহার ব্যবহার কেবল অলঙ্করণমূলক এবং কোন গভীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যহীন। ইহার প্রধান প্রধান রূপ হইতেছে ঃ

(১) চক্রাকার বৃত্তকারে, যথা আল-হামরা প্রাসাদে সিংহ ঝর্ণা, কেনিয়ার প্রস্তর-খোদিত সিংহ, ফাতিমী ও সালজূক· ধাতব শিল্প এবং ১২শ হইতে ১৪শ শতকের ফারসী মৃৎশিল্পে (বিশেষত পানীয় ঢালিবার পাত্র এবং ধূপদানীরূপে)।

(২) বাস-রিলিফ এবং সেই সঙ্গে সমতলীয় উপস্থাপনায়, বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমে এবং প্রায় যে কোন বস্তু মাধ্যমে হয়ঃ

(ক) সম্মুখের দক্ষিণ থাবা তুলিয়া অপর তিনটি থাবা দিয়া দক্ষিণ দিকে চলমান (Passant), দণ্ডায়মান (Statant), সম্মুখের পদদ্বয় খাড়া রাখিয়া নিতম্বের উপর উপবিষ্ট (Sejant), পিছনের পদদ্বয়ে ভর দিয়া দণ্ডায়মান (rampant) হয় একক অথবা যুগলরূপে, তথাকথিত বীরধর্মের আদব-কায়দা (heraldic style) অনুসরণে।

(খ) হয় অন্যান্য প্রাণী, যথা বৃষ, মৃগ অথবা উষ্ট্রের সহিত যুদ্ধমান অবস্থায় অথবা উহাদের আক্রমণোদ্যত অবস্থায় (যাহার মাধ্যমে ইহা প্রাচীন ইরানী ঐতিহ্যে প্রত্যাগমন করিয়াছে)।

(গ) সুস্পষ্টভাবে কুলজী অর্থবহঃ উদাহরণস্বরূপ ফারসী রাজকীয় চিহ্ন (সূর্যের সহিত সিংহ ব্যবহৃত হইয়াছে); মামলূক বায়্বারস্ এবং সম্ভবত কিলিজ আরস্লান নামে পরিচিত রূম সালজূক·গণের রাজকীয় প্রতীক চিহ্নে; পদক এবং মুদ্রাতে।

(ঘ) সিংহ মুখোশরূপে (মস্তক অংশমাত্র) পরবর্তী গালিচা ও বস্ত্র শিল্পে।

(৩) অংশবিশেষরূপে উপস্থাপনার সংখ্যা নগণ্য; সর্বাধিক ব্যবহৃত অংগসমূহ হইলঃ সিংহের থাবা যাহা অলংকৃত পায়া হিসাবে ব্যবহৃত হয়; সিংহের মাথা, চক্র-আবর্তনে সম্পূর্ণভাবে নির্মিত দ্বার আবাহকরূপে, সাধারণ ব্রোঞ্জে ঢালাই করা হাতল বা অনুরূপ কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রাচ্য বা হেলেনীয় শিল্পকলার নিকটে ইহাদের প্রত্যক্ষ ঋণ অতি সামান্য; অন্ততপক্ষে সিংহের দেহাবয়বের ভঙ্গিমা প্রকাশের পদ্ধতিটি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই (সার্বিকভাবে এবং অলঙ্করণে এই উভয় ক্ষেত্রেই) বৈশিষ্ট্যগত ইসলামী রূপের অধিকারী। এই কাল পর্যন্ত ইসলামী শিল্পে সিংহ বিষয়ক কোন মূর্তির গঠনমূলক পর্যালোচনা করা হয় নাই (অধ্যাপক E. Kuhnel-এর একটি পত্রে উল্লেখকৃত তথ্যাবলী)।

Journal of the Warburg and courtauld Institutes, ১৯৫৭-তে, Fr. P. Bargebuhr কিছু নির্দেশনার উল্লেখ করিয়াছেন, সেইখানে 'আরবী সাহিত্যে সিংহের মৃন্ময় মূর্তির কথা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাঁহার পরিচালিত গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী আল-হামরার সিংহ মূর্তিসমূহ ৫ম/১১শ শতকের।

রাজ-বংশীয় চিহ্ন সংক্রান্ত বিষয়ে সিংহের সর্বাধিক পরিচিত উদাহরণ হইল ইরানের রাজকীয় পরিবারের রাজকীয় চিহ্ন যাহার পূর্বসূরীরূপে ইহা পদক ও মুদ্রায় ব্যবহৃত হয়। M. F. Koprulu কর্তৃক প্রদর্শিত উদাহরণ হইতে দেখা যায় (পৃ. স্থা., ১খ., ৬০৯) যে, ইহার প্রারম্ভ ঘটে ফাতহ· আলী শাহ (১৭৯৭-১৮৩৪ খৃ.)-এর শাসনামলে। আসাদী বা আরসলানলী মুদ্রার জন্য দ্র. ঐ, ১খ., ৬১৫।

এই সকল ক্ষেত্রেই সিংহ যেই সকল কাজে ব্যবহার করা হইতে থাকে সেইগুলি প্রধানত জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষশাস্ত্রীয় রূপায়ণের উপর ভিত্তি করিয়া গৃহীত। L. Ideler (Untersucungen uber den Ursprung u. die Bedeutung der sternnamen, বার্লিন ১৮০৯ খৃ., পৃ. ১৫৪)-এর মতে ২৭টি নক্ষত্র এবং আকৃতিহীন অপর ৮টি সহসিংহ (Leo) তারকারাশি হইতেছে 'খগোল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যাকরণবিদগণের কষ্টকল্পনা এবং যাহার অস্তিত্ব মিথ্যা ব্যাখ্যা এবং প্রাচীনতর নক্ষত্র-নামসমূহের খামখেয়ালী পরিবর্তনের জন্য ঋণী। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই রূপান্তর বা পরিবর্তন ঠিক কিভাবে সাধিত হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব' (দ্র. ঐ লেখক, পৃ. ১৫২-৫, ১৫৯-১৬৮, ২০-৩১-৫২ প., ২৫২, ২৭৯, ৩১৭ প., ৪০৯ প., ৪২২)। ইতিপূর্বেই ব্যাবিলনীয়গণ সিংহ নক্ষত্র রাশির চিত্রায়ণে রাজন্যবর্গের স্বর্গীয় ক্রমঅবস্থান আবিষ্কার করিয়াছিল (a leonisarru, পরবর্তী কালে Regulus malaki, রাজকীয়, একইরূপে ক·লবুল-আসাদ (قلب الأسد) সিংহহৃদয়, ঐ, ১৬৪প., এবং H. Jeremias, Handb. d. ao geisteskult, ১৯২৯ খৃ., পৃ. ২০৩, ২১৮ প., ৩৪৭) এবং তাহারা গ্রীষ্ম অয়নে যে নক্ষত্রমণ্ডলীতে সূচিত হয় তাহাতে তাহাদের প্রাণী রাজ্যের রাজাকে স্থাপন করে। ফলে ইহা সূর্যের বিজয়সূচক প্রতীকে পরিণত হয় (তু. RE, ১৩খ., কলাম ৯৮৩; Keller, পৃ. স্থা., ১খ., ৫২)। খৃষ্টানদের বিশ্বাসমতে যীশু খৃষ্ট যেহেতু মৃত্যুর উপর বিজয়লাভ করিয়াছিলেন সেজন্য তাঁহাকে জুদাহ-এর সিংহ বলিয়া অভিহিত করা হয় (Apoc, ৫খ., ৫, Negus-এর উপাধির সহিত তুলনীয়)। একইভাবে শীঈগণ আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-কে আল্লাহ্‌র সিংহ (اسد الله) নামে অভিহিত করে (তু. Cassel, পৃ. স্থা., ৭২, ৮৭-৯৩)। হামযা (রা)-কেও আসাদুল্লাহ বলা হইত Grunert, পৃ. স্থা., ৪)। পারস্যের রাজকীয় প্রতীক চিহ্নে সিংহ তাহার তরবারি যু'ল-ফাকার (দ্র.) কোষমুক্ত করিতেছে এবং উদীয়মান সূর্য তাহার পশ্চাৎপট রচনা করিয়াছে। সূর্য যখন সিংহরাশিতে অবস্থান করে ২০ জুলাই, তখন নীলনদের প্লাবন শুরু হয়, ইহার প্রতীকরূপে সিংহ মস্তক ঝর্ণার মুখ এবং পানিধারার উৎসারকরূপে ব্যবহৃত হয় (তু. Keller. পৃ. স্থা., ১খ., ৪৭ প.; C. de Wit, পৃ. স্থা., ৮৪-৯০, ৩৯৬ প.)। সিংহের অমঙ্গলরোধক প্রকৃতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাহার হিংস্র চেহারা দ্বারা সকল শত্রুতামূলক আক্রমণকে প্রতিহত করিয়া সে রাজকীয় সিংহাসনের (প্রধান ফটকের, দরবারকক্ষ এবং সমাধিসমূহের (তু, Keller, পৃ. স্থা., ১খ., ৫৮; bonnet, পৃ. স্থা., পৃ. ৪২৯; স্ফিংসের ন্যায় তু. C. de Wit, পৃ. স্থা.,

পৃ. ৬৬ প.) রক্ষকে পরিণত হইয়াছে। সিংহের কিছু কিছু প্রতিমূর্তি অবশ্য কেবল মূর্তি সৃষ্টির নিছক আনন্দ হইতে সৃষ্টি হইতে পারে। তবে W. Andrac, Dargestelltes u. versch lusseltes in der ao. kunst, Welt d. or- এ, ২/৩, (১৯৫৬ খৃ.) ২৫০-৩, দেখাইয়াছেন যে, প্রায়শ ইহার পশ্চাতে একটি গভীর কারণ রহিয়াছে, বিশেষত যখন সিংহ, বৃষ এবং ঈগলের একত্র সমাবেশ ঘটে। প্রায়শই প্রাচীন মিসরীয় শিল্পকলায় যাহা অংকন করা হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত ব্যাখ্যায় ইহার উত্তর পাওয়া যায় (তু. C. de Wit, পৃ. স্থা., বিশেষভাবে পৃ. ৭৮, ৮৪-৯০, ১৫৯ প., ৩৯৮ প.; ৪৬১-৮)।

পৌরাণিক কাহিনী (ইহাদের কিছু কিছু M.F. Koprulu, পৃ. স্থা., ১খ., ৬০১-৩-এ পাওয়া যাইতে পারে), উপকথা (উদাহরণস্বরূপ, লুক্‌মান-এর কাহিনী, প্রাণীভিত্তিক কাহিনীতে তাহাকে প্রায়শই আল উসামা বলা হয়, যাহা আমাদের মহান প্রাণীর অনুরূপ) এবং প্রবাদ (আল-মায়দানী হইতে গৃহীত উদাহরণসমূহ, Grunert-এ, পৃ. স্থা., পৃ. ১৭) সংক্রান্ত সাহিত্যে সিংহ যেই ভূমিকা পালন করে সেই সম্পর্কে গভীরতর কোন পর্যালোচনা করা এইখানে সম্ভব নয়।

অন্যদিকে ইহার শারীরিক গুণাবলী প্রসঙ্গে বর্ণনাসমূহ, যথা ঃ ইহার সাহস, শক্তি ও বন্যতা (বিশেষত ইহার গর্জন) বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে সিংহ সম্পর্কে প্রচলিত কুসংস্কারমূলক ধারণাসমূহ, উদাহরণস্বরূপ এই কাহিনী যে, সিংহ (শ্বেত-মোরগ অথবা মোরগের ডাক শুনিয়া পলায়ন করে অর্থাৎ প্রথমদিকে নিজেই দিবসের আলোর প্রতীকে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত (উপরে দ্র.) আলোক সম্বন্ধে লাজুক ছিল (তু RE., ১৩খ., কলাম ৯৭৫ প.; Cassel, পৃ. স্থা., পৃ. ৫৯; Grunert, পৃ. স্থা., পৃ. ১৮)। ইহার শরীরের বিভিন্ন অংশ, মস্তিষ্ক, দাঁত, পিত্ত, মাংস, চর্বি ইত্যাদি যেই সকল কার্যে ব্যবহৃত হয় (মধ্যে মধ্যে ভেষজ হিসাবে) সেই সম্পর্কে একই যুক্তি প্রযোজ্য ধারণা করা হয় যে, ইহাদের যাদু ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য ও অমোঘ। স্টুটগার্ট-এর রাজকীয় ভেষজবিদ ১৫৬১ সালেও রোগ নিরাময়করূপে সিংহের বিষ্ঠা বিক্রয় করিতেন (তু, Keller, পৃ. স্থা., ১খ., ৪৪; RE., ১৩ কলাম ৯৮২; Grunert, পৃ. স্থা., পৃ. ১৯ প.)।

মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সিংহ কত গভীরে প্রবেশ করিয়াছে তাহার সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট নির্দশন পাওয়া যায় নামসমূহে। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সহচরবৃন্দের যে জীবনী গ্রন্থ ইব্নু'ল-আছীর (মৃ. ৬৩২/১২৩৪) রচনা করেন, তিনি তাহার নামকরণ করেন اسد ابغابة 'ঝোপের সিংহসমূহ'। আসাদ (ঈ) লায়ছ (ঈ) দ্বারা গঠিত নামের সংখ্যা যথেষ্ট (মধ্যে মধ্যে ইহাতে ধর্মীয় ভাব পরিলক্ষিত হয়, J. Wellhausen, RAH, পৃ. ৬৪); তুর্কী ভাষায় এইগুলি আরস্‌লান (ارسلان) দ্বারা গঠিত (বিশেষত সালজুক্‌গণের মধ্যে; M.F. Koprulu, পৃ. স্থা., পৃ. ৬০০-৪, ব্যক্তি-নাম, স্থান ও উপাধি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন)। ফারসী ভাষায় শীর (شير) দ্বারা হয় এককভাবে অথবা যৌথভাবে শীরদিল (شير دل) 'সিংহদয়', শীরমারদ (شير مرد) বীর (অনুরূপভাবে আসাদ (اسد) Landberg, পৃ. স্থা., ২/২খ., ১২৩৯ প.; Fr. Wolff, Glossar zu Firdosis Shahnama, ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৫৮৪-৭)। আধুনিক তুর্কী ভাষায় সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দটি হইতেছে আসলান (اسلن) যাহা একইভাবে 'সাহসী, সৎ, ভাল' অর্থ বহন করে; আরস্‌লান জিগিম 'আমার ছোট সিংহ' প্রকৃতপক্ষে বালকদের জন্য একটি আদরের নাম। এইভাবে প্রাণীটির পছন্দীয় চরিত্র, ইহার ঐতিহ্যগত সদ্যগুণাবলী, ইহার চেহারার আভিজাত্য সর্বত্রই সমাদর লাভ করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ স্থানাভাবের জন্য বিষয়টি কেবল সংক্ষেপে বর্ণনা করা সম্ভব। (১) Max Grunert, Der Lowe in der Literatur der Araber, প্রাগ ১৮৯৯ খৃ., আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হইতে একটি পর্যালোচনামাত্র; (২) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ., ৫৭৮ ক- ৬০৯ক. M. Fuad Koprulu-এর প্রবন্ধ আরস্‌লান অদ্যাবধি শ্রেষ্ঠ বর্ণনা এবং তাহা কেবল তুর্কী ভাষায় নয়। ইসলামী জগতের প্রেক্ষাপটে কোন সার্বিক জরিপ নাই, নির্দিষ্ট কোন এলাকা সম্পর্কে কোন প্রবন্ধও নাই। প্রাচীন কালের সহিত তুলনা করার জন্য নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সাহায্যকারী প্রতীয়মান হইবে ঃ (৩) Pauly-Wissowa, RE, ১৩খ., ১৯২৭ খ., কলাম ৯৬৮-৯৯০-তে Sterer প্রণীত প্রবন্ধ 'Lowe'; (৪) Otto Keller, Die antike Tierwelt, ১খ. (লাইপযিগ ১৯০৯ খৃ.), পৃ. ২৪-৬১; (৫) Max Ebert, Reallex d. vorgesch, ৬খ., ১১৮ক-৬খ., ৭খ., ৩১৮ক-৯খ., বিশেষভাবে (৬) Paulus Cassel, Lowen kampfe von Nemea bis Golgatha, বার্লিন ১৮৭৫ , ইহাও প্রাচ্য পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে রচিত। প্রাচীন প্রাচ্যের সহিত সম্পর্ক প্রসংগে ঃ (৭) B. Landsberger, Die Fauna des alten Mesopotamien, লাইপযিগ ১৯৩৪ খৃ.; (৮) M. Streck, in vorderas, bibliothek, ৭/২খ. (১৯১৬খৃ.), পৃ. ৪১৬; (৯) H. bonnet, Reallex, d. agypt. Religionsgesch., বার্লিন ১৯৫২ খৃ., প্রবন্ধাবলী, 'Lowe', 'Sphinx', এবং অন্যান্য; বিশেষভাবেঃ (১০) C.le Wit, be role et le sens de lion dan 1 Egypte auc, লাইডেন ১৯৫৯, স্থা.। সার্বিকভাবে 'আরবী এবং সামী বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে ঃ (১১) F. Hommel, die Namen der Saugetiere beiden sudsemit, Golkern লাইপযিগ ১৮৭৯ খৃ., ২৮৭-৯৪; (১২) C. de Landberg, Etudes sur les dialectes del Arabie meridionale, ২/২খৃ., লাইডেন ১৯০৯ খৃ., পৃ. ১২৩৭-৪০; (১৩) G. Jacob, altarab Beduinenleben², বার্লিন ১৮৯৭ খৃ., পৃ. ১৬-১৮; (১৪) B. Moritz, Arabien, হ্যানোভার ১৯২৩ খৃ. পৃ. ৪০-৪১। সার্বিকভাবে প্রাণীতাত্ত্বিক তথ্যের জন্যঃ (১৫) Brehms tierleben, ১খ., ১৮৯৩ খৃ., পৃ. ১৪৪-১৫২।

H. Kindermann (E.I.²)/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

আসাদ (দ্র. নুজূম)

আসাদ, বানূ (اسد بنو) ঃ (পরবর্তী কালে আঞ্চলিক শব্দ বেনীসেদ) 'আরব গোত্র। কিনানা গোত্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত। এই যোগাযোগের কথা সুবিদিত হওয়া সত্ত্বেও ইহার কোন বাস্তব কার্যকারিতা ছিল না। কারণ এই দুইয়ের মধ্যে দূরত্ব ছিল বিস্তর। আসাদ গোত্রের আদি বাস ছিল উত্তর 'আরবে, তায়্যি (দ্র.) পর্বতসমূহের পাদদেশে যেখানে তায়্যি গোত্রের লোকেরা বাস করিত। আসাদ গোত্রীয় লোকেরা প্রধানত যাযাবর জীবন যাপন করিত—যাহা তায়্যি গোত্রের মধ্যে দেখা যায় নাই। তাহাদের চারণভূমির বিস্তৃতি ছিল নেফুদ-এর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে; দক্ষিণে শাম্মার

পর্বত হইতে ওয়াদির-রুম্মা এবং ইহার পশ্চাতে রাস্‌স-এর দিকে দুই আবান-এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এবং আরও পূর্বে সিরর্‌ পর্যন্ত। এখানে তাহাদের আবাসস্থল আব্‌স-এর এবং উত্তরে তামীম-এর আবাসস্থল য়ারব্‌-এর সহিত মিশিয়া যায়। কারণ সেখানে আসাদ গোত্র দাহ্‌নার পশ্চাতে লীনে ঝরনার এবং উত্তরে হায্‌ন (হেজেরা) সংলগ্ন অঞ্চলের মালিকানা লাভ করে।

আসাদ গোত্রের বিদ্রোহ তাহাদের গোত্রের জাহিলী যুগের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বিদ্রোহের ফলে কিন্‌দার সর্বশেষ বড় শাসকের পুত্র এবং কবি ইমরুউল-কায়স (দ্র.)-এর পিতা হুজ্‌র নিহত হয়। এই বিদ্রোহের মাধ্যমে তাহারা বিভক্ত কিন্‌দা রাজত্বের প্রতি মারণাঘাত হানে। যেমন তামীম গোত্র এবং ওয়াদির পশ্চাতের গোত্রসমূহের সহিত, তেমনই নিকট ও দূর প্রতিবেশীদের সহিতও আসাদ গোত্রের সম্পর্ক পরিবর্তিত হইতে থাকে। অপর পক্ষে চতুর্থ শতকের ষাট দশকের শেষ ও সত্তর দশকের শুরুতে তায়্যি এবং গাতাফান (দ্র.) গোত্রের সহিত আসাদ গোত্রের এক স্থায়ী জোট গঠিত হয়। এই জোটে যুবয়ান (দ্র.) এবং অবশেষে আবস গোত্র যোগ দেয়। অবশ্য কয়েক দশক পরে মিত্রদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া আসাদ ও তায়্যিদের মধ্যে সম্পর্কে ফাটল ধরে। ইসলামের আবির্ভাবের ফলে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে শান্তি স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত এইভাবে সংঘর্ষ চলিতে থাকে।

মক্কায় বহুদিন যাবত বসবাসকারী গানম নামক এক আসাদ পরিবার হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর ঘনিষ্ঠ শিষ্যবর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এই সকল যোগাযোগ কোনভাবেই আসাদ গোত্রকে প্রভাবিত করে নাই। ৪/৬২৫ খৃষ্টাব্দের শুরুতে হযরত মুহাম্মাদ (স) কাতানের আসাদ গোত্রের কূপের নিকট এক অভিযানকারী দল প্রেরণ করেন। সেখানে ফাকআস উপগোত্র প্রধান তুলায়হা (তালহা) তাহার দলবলসহ শিবির স্থাপন করিয়াছিল। কথিত আছে, তুলায়হা ইতিমধ্যে উহুদের যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল। খুব সম্ভব খন্দকের যুদ্ধে মদীনা অবরোধে তুলায়হা অংশগ্রহণ করিয়াছিল (৬/৬২৭)। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে তাহার পরিচালিত আরও কতক ব্যর্থ অভিযানের পরে যখন আসাদ গোত্রে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন তুলায়হা ৯/৬৩০ সালের শুরুতে অন্যান্য গোত্রপ্রধানসহ ইসলাম গ্রহণ করিতে মদীনায় আসে। যদিও ইহা নিশ্চিত নয় যে, ৪৯ ঃ ১৪-১৭ আয়াতে এবং হাদীছে তাহাদের দলের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তবুও এই আয়াতসমূহে সন্দেহাতীতভাবে ইসলাম ধর্মের প্রতি তাহাদের মনোভাবই প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহাও জানা যায়, তাহাদের নেতা তুলায়হা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পূর্বেই নিজেকে নবী বলিয়া ঘোষণা করে। পরবর্তী কালে সংঘটিত রিদ্দা যুদ্ধের ব্যাপক গোলযোগের সময় সে গাতাফান ও তায়্যি গোত্রের সহিত মৈত্রী পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সফল হয়। এই মৈত্রী গোষ্ঠীতে আব্‌স এবং ফাযারা গোত্রের অংশবিশেষ যোগ দেয়। বুযাখা যুদ্ধে ফাযারা গোত্রের নেতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার পর সে পলায়ন করে (১১/৬৩২)।

মুসলমানদের এই বিজয়ের ফলে উত্তর 'আরবের বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে সেই এলাকার আরবগণ (আসাদ গোত্রসহ) ইসলাম গ্রহণ করে।

পরবর্তী কালে আসাদ গোত্র প্রাদানত ইরাকের যুদ্ধে শরীক হয়। ইতিপূর্বেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় তুলায়হাও ইরাক ও ইরান এই উভয় স্থানে যুদ্ধ করে। আসাদ গোত্রের অধিকাংশ সদস্যই কূফায় বসতি স্থাপন করে। সময়ের প্রবাহে অতঃপর তাহারা যোদ্ধা হইতে বিদ্বান ও জ্ঞানী জনে পরিণত হয়। ফলে যাহারা শী'আ মতবাদের প্রচার ও প্রসারে অংশ নেয় তাহাদের অনেকেই ছিল কূফার আসাদ বংশীয় সদস্য। আসাদ গোত্রের ক্ষুদ্রতর দলসমূহ সিরীয় সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর তাহারা ফুরাত নদী অতিক্রম করত আলেপ্পোর নিকটে বসতি স্থাপন করে। বাক্‌র (দ্র.) এবং তামীম গোত্র প্রত্যাবর্তন করার পর উত্তরের পথ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত হইয়া যায়। তখন ৩য়/৯ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাহারা তাহাদের চারণ ভূমি কূফা সংলগ্ন হাজ্জীদের পথ ধরিয়া দাহ্‌নার আল-বিতান হইতে ওয়াকিসা পর্যন্ত বিস্তৃত করে। পরবর্তী কালে ইহা আরও উত্তরে সাওয়াদ সীমান্তের আল-কাদিসিয়্যা (দ্র.) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পূর্বদিকে আসাদ গোত্র সরাসরি বসরা পর্যন্ত এবং পশ্চিমে আয়নুত তাম্‌র (দ্র.) পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

৪র্থ/১০ম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আসাদ গোত্র স্থায়ী বসতিতে অনুপ্রবেশ করে। উহার উপগোত্র নাশিরার শায়খ মায়য়াদ আল-হিল্লার নীল খালের তীরে বসতি স্থাপন করে। অপরদিকে দুবায়স নামক আর একজন গোত্রপ্রধান তাইগ্রিস নদী অতিক্রম করিয়া পরবর্তী কালের হুবেযে (হুওয়াযা, দ্র. হাবীযা)-এর কাছাকাছি তাহার শিবির স্থাপন করে। বুওয়ায়হী বংশীয়দের শাসনামলে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে বানূ মায়য়াদ বিদ্রোহ করিতে উৎসাহিত হয়। ৪০৩/১০১২-৩ সালে বুওয়ায়হীদের অধীনে একজন সামন্ত হিসাবে 'আলী ইব্‌ন মাযয়াদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাহার পুত্র দুবায়স (৪০৮-৪৭৪/ ১০১৮-১০৮৬) এবং পৌত্র মানসূরকে 'আরবীয় আভিজাত্যের আদর্শরূপে গণ্য করা হইত। ব্যক্তিগত ঔদার্য ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় সাদাকা ইব্‌ন মানসূর (দ্র.) উভয়কে অতিক্রম করেন। সুলতান বারকয়ারূক (দ্র.) এবং তাহার ভ্রাতা মুহাম্মাদ ইব্‌ন মালিক শাহ (দ্র.)-এর মধ্যে দ্বন্দ্বে তিনি দ্বিতীয়জনের পক্ষাবলম্বন করেন এবং কূফা (৪৯৪/১১০১), হীত, ওয়াসিত, বসরা ও তাকরীত দখল করেন এবং ইরাকের কয়েকটি বেদুঈন গোত্রকে নিজ প্রভাবাধীনে আনেন। এইভাবে তিনি স্ব-আরোপিত মালিকুল 'আরাব [আরব নৃপতি] নামের যৌক্তিকতা সুপ্রমাণিত করেন। অবশ্য পরবর্তী কালে তিনি তাঁহার অধিস্বামী সুলতান মুহাম্মাদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং তাঁহার নিকট ৫০১/১১০৮ সালে মাদাইনে এক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। সাদাকা নিজের মধ্যে অতীত কালের একজন 'আরব যোদ্ধা এবং একজন ইসলামী আমীর এই দুইয়ের গুণের সমন্বয় সাধন করেন। বেদুঈনের যাযাবর জীবন হইতে নাগরিক সভ্যতায় উত্তরণের সন্ধিস্থলে তাঁহার অবস্থান। যদিও শুরুতে তিনি তাঁবুতে বসবাস করিতেন, ৪৯৪/১১০১-২ সালে আল-হিল্লাতে তিনি তাঁহার বাসগৃহনির্মাণ করেন। তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী দুবায়স ২য় (দ্র.) অস্থির ও অভিযানপ্রিয় ছিলেন এবং পরে সালজূক সুলতান মাসঊদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ-এর মারাগার রাজসভায় নিহত হন (৫২৯/১১৩৫)। তাঁহার পুত্রগণ আল-হিল্লাতে ৫৪৫/১১৫০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করে।

আল-হিল্লা পর্যন্ত আসাদ গোত্র বানূ মায়য়াদকে অনুসরণ করে এবং তাহাদের রাজকীয় পরিবার লুপ্ত হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করে। ইরাকে শেষ সালজূক যুদ্ধে বা বাগদাদের ব্যর্থ অবরোধে যেহেতু তাহারা সুলতান মুহাম্মাদ ২য় ইব্‌ন মাহ্‌মূদ (দ্র.)-কে সমর্থন করে, সেই হেতু খলীফা আল-মুস্‌তান্‌জিদ তাহাদেরকে আল-হিল্লা হইতে বহিষ্কার করিতে মনস্থ করেন (৫৫৮/১১৬৩)। তাহারা পরিখা দ্বারা প্রতিরোধ গড়িয়া তোলে

এবং অবশেষে মুন্তাফিকের সাহায্যে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের চার সহস্রের মত লোক নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা অল-হিল্লা হইতে চিরতরে বিতাড়িত হয়। বিজয়িগণকে সম্ভবত এই নিষ্ঠুর আচরণ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত করা হইয়াছিল। কারণ আসাদ গোত্র শী'আ ছিল।

পরবর্তী কালে আসাদ গোত্রীয় লোকেরা বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু তাহারা আরও পরে নিশ্চয়ই পুনরায় একত্র হয়। যেভাবেই হউক না কেন, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাহারা ওয়াসিতের দক্ষিণ-পূর্বে বাস করিত।

পরবর্তী কালে তাহারা আল-জাযাইর-এ নূতন বসতি স্থাপন করে। বানূ আসাদ (কথ্য ভাষায় বেনী সেদ) আপাতদৃষ্টিতে এইখানেই ১০ম/১৬শ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে তাহারা আল-চেবাইশের চতুষ্পার্শ্বস্থ তাহাদের অঞ্চলকে যথেষ্ট অপরিসর বলিয়া মনে করিত। চল্লিশের দশকে তাহারা শায়খ জেনাহ-এর অধীনে আমারা-এর পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং পরে তাহার পুত্র খেয়ূনের অধীনে ক্ষুদ্র মেজার পর্যন্ত আগাইয়া যায়। ফুরাত নদীর তীরে আল-চেবাইশের নীচে মাদীনায় আগুন লাগাইবার অপরাধে তুর্কী সৈন্যবাহিনী তাহাদের শাস্তি প্রদান করে। হাসানকে আল-চেবাইশ হইতে বিতাড়িত করা হয় এবং সে হুর আল-জাযাইরে করুণভাবে মৃত্যুবরণ করে (১৯০৩)। সায়্যিদ তালিবের পরিবারের প্রভাবে তাহার পুত্র সালিম ১৯০৬ খৃ. বানূ আসাদ-এর শায়খ পদে অধিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সে সায়্যিদ তালিবের প্রতি অনুগত থাকে এবং ফায়সালকে ইরাকের রাজারূপে মনোনয়নে বিরোধিতা করে। ১৯২৪-৫ খৃ. সে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অতঃপর তাহাকে বন্দী করিয়া নির্বাসনে পাঠান হয়। বর্তমানে সে তাহার নিজস্ব জমিদারী এলাকায় বাগদাদের উত্তর-পূর্বে বেলেদুজে বসবাস করিতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত ঐতিহাসিক বর্ণনা ও উৎস পাওয়া যাইবেঃ (১) Max Freitherr von Oppenheim, Die beduinen, vol. II/Part 2(vIII Section 'ইরাক'), W. Caskel. (Wiesbaden 1952, 452-458) কর্তৃক সংশোধিত ও প্রকাশিত (উল্লিখিত সকল ভৌগোলিক নাম সংশ্লিষ্ট মানচিত্রে পাওয়া যাইবে); (২) ইসলামের প্রথম যুগের জন্য মহানবী (স)-এর জীবনী, বিশেষত Frants Buhl, Das Leben Muhammeds, জার্মান সং H. H. Schraeder কর্তৃক Heidelberg[2] ১৯৫৫খৃ., পৃ. ২৬১, ২৭১, ২৭৭, ৩২১ ইত্যাদি ও ৩৫২; অধিকন্তু (৩) L. Caetani, annali, নির্ঘণ্ট, শিরো.।

H. Kindermann (E.I.[2]) / পারসা বেগম

আসাদ খান (اسد خان) ঃ আবি. ১৬শ শতক, বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহীম আদিল শাহের সুযোগ্য মন্ত্রী ও বিখ্যাত সেনাপতি। বিজয়নগর রাজ্যের মন্ত্রী রামরাজা বিদর, আহমাদনগর ও গোলকুণ্ডার সুল্ত'নদের সহযোগিতায় বিজাপুর আক্রমণের ব্যবস্থা (১৫৪৩) করিলে আসাদ খান বিজয়নগর ও আহমাদনগরের সহিত পৃথকভাবে সন্ধি করিয়া এই রাষ্ট্রসংঘ ভাংগিয়া দেন। এইরূপে তাঁহার কূটনীতিবলে বিজাপুর রাজ্য ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। বিজয়নগরের সঙ্গে বিজাপুরের মৈত্রী এতটা সুদৃঢ় হয় যে, আসাদ খান বিজয়নগরের বিশেষ হিন্দু উৎসব মহানবমী দেখিতে নিমন্ত্রিত হন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬৩।

আসাদ খান (اسد خان) ঃ ১৬২৮-১৭১৬, সম্রাট আওরংগযেবের বন্ধু ও মন্ত্রী, সম্রাটের শেষ বয়সের নিত্য সঙ্গী। তাঁহার মাধ্যমে রাজকীয় আদেশে ইংরেজরা বাংলাদেশে ব্যবসায় অব্যাহত রাখিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। ১৬১৯ খৃ. পুত্রসহ গিন্জীর ব্যর্থ অভিযানে যোগ দেন। মারাঠাদের পক্ষ সমর্থনকারী বিদ্রোহী পুত্র কাম বখ্শকে বন্দী করেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অধিনায়ক রাজারামকে উৎকোচ দিয়া বন্দী বাস পর্যন্ত পশ্চাদাপসরণ করেন। সম্রাটের মৃত্যুতে উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্বে আজাম শাহের পক্ষ সমর্থন করেন। শাহ আলাম (বাহাদুর শাহ, ১ম) সিংহাসন লাভ করিলে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৭১৩ খৃ. সম্রাট ফররুখসিয়ার-এর অনুগ্রহ লাভের আশায় মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দ্বারা পরাজিত সম্রাট জাহানদার শাহকে বন্দী ও হত্যা করেন; কিন্তু মীর জুমলার চক্রান্তে রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬৩

আসাদ মুলতানী (اسد ملتانی) ঃ ১৯০২-১৯৫৯, বিখ্যাত উর্দূ কবি। মুহাম্মাদ আসাদ খান নাম; আসাদ কাব্য-নাম। গভর্নমেন্ট কলেজ, লাহোর হইতে বি.এ. ডিগ্রী গ্রহণের পর মুলতান হইতে আশ-শাম্স নামে সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করেন। পরে সরকারী সেক্রেটারিয়েটে চাকুরিতে যোগদান করেন। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের সহকারী সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। বাল্যকাল হইতেই কাব্যানুরাগ ছিল, দর্শন এবং বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকায় তাঁহার কবিতায়ও উভয়ের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। মৃত্যু রাওয়ালপিন্ডিতে।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬৩

আসাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ ইব্ন আসাদ আল-ক'াস্রী (اسد بن عبد الله بن اسد القسرى) ঃ (বাজীলার ক'াসর গোত্র সম্বন্ধীয়; ভুলবশত চাপান আল-কুশায়রী নন), তাঁহার ভ্রাতা খালিদ ইব্ন আব্দিল্লাহর অধীনে খুরাসানের শাসনকর্তা (১০৬/৭২৪-১০৯/৭২৭ এবং ১১৭/৭৩৫-১২০/৭৩৮) এবং হিশাম ইব্ন আব্দিল-মালিকের শাসনামলে ইরাক ও প্রাচ্যের গর্ভনর। তাঁহার শাসনামলের প্রারম্ভে মা-ওয়ারাউন-নাহ্রের 'আরবদের বিরুদ্ধে তুর্কী বাহিনীর চাপ ক্রমেই বাড়িতে থাকে। যদিও তিনি প্যারাপোমিসাসের সীমান্ত অঞ্চলে সফল আক্রমণ পরিচালনা করেন, তবুও তিনি এই চাপের মুকাবিলায় ব্যর্থ হন। ১০৭/৭২৬ সালে তিনি বাল্খ শহর (যাহা নেযাক উত্থানের পর কু'তায়বা ইব্ন মুসলিম কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়) পুনঃনির্মাণ করেন এবং বারূক'ান হইতে আরবীয় সৈন্যদল সেখানে স্থানান্তরিত করেন। স্থানীয় মুদ'রীদের সহিত কঠোর ব্যবহার করায় খলীফা তাঁহাকে গর্ভনরের পদ হইতে অপসারণ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু দেশীয় যুবরাজদের সহায়তায় ১১৬/৭৩৪ সালে আল-হ'ারিছ' ইব্ন সুরায়জ-এর বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে যখন ট্রানসক্সিয়ানা (মা-ওয়ারাউন-নাহ্র) ও পূর্ব খুরাসানে বিশৃঙ্খলা চরম আকার ধারণ করে তখন আসাদ পুনরায় ঐ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি বিদ্রোহী সৈন্যদেরকে জায়হূন (Oxus) নদী পার করিয়া বিতাড়িত করেন, কিন্তু সামারক'ন্দের দিকে অভিযান পরিচালনা সত্ত্বেও সু'গ্'দ-এ 'আরব অবস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যর্থ হন। তুখারিস্তানের গোলযোগপূর্ণ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য তিনি ১১৮/৭৩৬ সালে ২৫০০ সিরীয় সমন্বয়ে এক সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তোলেন। পরবর্তী বৎসর তিনি খুত্তালে এক অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু স্থানীয় যুবরাজগণ তুরগেশ-এর শক্তিশালী খাক'ান সুলু-এর সাহায্য কামনা করিলে আসাদ প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিতাড়িত হন (১ শাওয়াল, ৭১৯/১

অক্টোবর, ৭৩৭)। তুরগেশ ও সু'গ্'দ-এর রাজকুমারের সম্মিলিত বাহিনী আল-হ'ারিছ' ইব্ন সুরায়জ-এর সমর্থনে খুরাসানে হামলা করিবার জন্য পুনরায় জায়হ্'ন নদী অতিক্রম করে। বালখ-এর সিরীয় ও স্থানীয় শক্তিসমূহের সহায়তায় আসাদ হানাদার বাহিনীর প্রধান অংশকে তুখারিস্তানে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন এবং বাকী অংশ পশ্চাদাপসরণ করিতে গিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে (যু'ল-হি'জ্জা ১১৯/ডিসেম্বর ৭৩৭)। এই শুভ বিজয়ের মাধ্যমে আসাদ খুরাসানে 'আরব শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন; কিন্তু ইহার কয়েক মাস পরে তিনি ইনতিকাল করেন (১২০/৭৩৮)। প্রথমবারের মত তাঁহার দ্বিতীয় শাসনামলেও তাহাকে 'আব্বাসী প্রচারক ও স্থানীয় দালালদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু তিনি স্থানীয় প্রশাসনকে পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন এবং অনেক দিহ্কানের বন্ধুত্ব অর্জন করেন। তাহারা তাহাকে প্রদেশের যোগ্য শাসনকর্তা (কাতখুদা) বলিয়া ডাকিত। অন্যান্য উচ্চ পদস্থ লোকের মধ্যে সামানী (দ্র.) বংশের উত্তরাধিকারী সামান খুদাতকে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন যিনি তাঁহার সম্মানে নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাখেন আসাদ। নীশাপুর-এর নিকটস্থ আসাদাবাদ গ্রাম তাহার নির্মিত বলিয়া শোনা যায় এবং ইহা আবদুল্লাহ ইব্ন তাহিরের শাসনামল পর্যন্ত তাহার বংশধরগণের অধিকারে থাকে। কূফাতেও সূক' আসাদ শহরতলী তাহা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও তাহার নামানুসারে নামকরণ করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হা'য্ম, জামহারা (Levi-Provencal) ,পৃ. ৩৬৬; (২) তাবারী, নির্ঘণ্ট; (৩) বালাযু'রী, ফুতূহ' নির্ঘণ্ট; (৪) নারশাখী (Schefer), ৫৭ প.; (৫) Ch. Schefer, Chrestomathie Persane, History of Balkh; (৬) Van Vloten, Recherches sur la domination des Arabes (আমস্টার্ডাম ১৮৯৪ খৃ.), ২৪-৫, ৩০; (৭) J. Wellhausen, Arab. Reich, 284, 291-5; (৮) H. A. R. Gibb. Arab Conquests in Central asia লন্ডন ১৯২৩ খৃ., পৃ. ৬৫-৮৯; (৯) F. Gabrieli, Il Califfato di Hisham, Alexandria 1935, 38-41, 54-64.

H.A.R.gibb (E.I.[2]) পারসা বেগম

আসাদ ইব্নু'ল-ফুরাত ইব্ন সিনান (اسد بن الفرات بن سنان) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ ২য় ও ৩য়/৮ম-৯ম শতকের একজন বিদ্বান ও ফাকীহ, জ. ১৪২/৭৫৯ হাররান (মেসোপটেমিয়া)। দুই বৎসর বয়সে তিনি পিতার সহিত ইফ্রীকি'য়ায় বাস করিতে চলিয়া যান। সেখানে তিনি তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৭২/৭৮৮ সনে মদীনা যান। এখানে তিনি স্বয়ং মালিক ইব্ন আনাস (র)-এর নিকট হইতে মালিকী মাযহাবের শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি ইরাক গমন করিয়া তথায় ইমাম আবূ হ'নীফা (র)-র কতিপয় শিষ্যের শিক্ষায় উপকৃত হন। ইমাম মালিক (র)-এর শিক্ষা হইতে তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবু'ল-আসাদিয়্যার উপকরণ সংগ্রহ করেন। ইফরীকিয়ায় প্রত্যাগমন করিয়া তিনি হ'াদীছ'বিদ ও বিখ্যাত ফাক'ীহ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আল-ক'ায়রাওয়ানের আগলাবী আমীর যিয়াদাতুল্লাহ কর্তৃক তিনি আবূ মু'হরিযের (২০৩/৮১৮) সহিত যুক্তভাবে ক'াদ'ীর পদে নিযুক্ত হন; একই পদে দুই ব্যক্তির নিয়োগের ইহা অভিনব দৃষ্টান্ত। উগ্র প্রকৃতির ছিলেন বলিয়া তিনি কখনও কখনও তাহার সহকর্মীর সহিত বিবাদে লিপ্ত হইতেন এবং সাহ্নন (দ্র.) নামক বিখ্যাত মালিকী ফাকীহ (যাঁহার মুদাওয়ানার সাফল্য কিতাবুল-আসাদিয়্যা অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী হয়)-এর সহিত তাঁহার মতবিরোধ ঘটে।

যুদ্ধপ্রিয়তা ও অদম্য বিশ্বাসের জন্য তাঁহার মত বিদ্বান লোককে যুদ্ধ অভিযানের আমীর নিযুক্ত করা হয়। এই অভিযান বায়যান্টাইন সিসিলী আক্রমণের উদ্দেশে ২১২/৮২৭ সনে সূস্ ত্যাগ করে। তিনি মুসলিম বাহিনী পরিচালনা করেন এবং ঐ দ্বীপটি দখলের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মায্যারা দখল করেন। সিরাকিউজের নিকট ২১৩/৮২৮ সনে তিনি যুদ্ধে প্রাপ্ত আঘাতের ফলে অথবা প্লেগে মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) আবু'ল-'আরাব, Classes des savants de l'Ifriqiya, Ben Cheneb কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত, 81-3, 153; (২) Houdas & R. Basset, Mission scientifique en Tunisie (Bulletin de correspondance africaine, ii, 1884); (৩) ইবনু'ন-নাজী, মাআলিমু'ল-ঈমান হইতে চয়ন; (৪) আমারি, Bibliotheca arabo-sicula, নির্ঘণ্ট; (৫) ঐ লেখক, Storia dei Muslmani di Sicilia, i, 382; (৬) Ben Cheneb, Centenario M. Amari, i, 242-3.

G. Marcais (E.I.[2]) পারসা বেগম

আসাদাবাদ (اسد اباد) ঃ আসাদাবাদ জিবালের একটি শহর। ইহা হামায'ান (হামাদান)-এর ৭ ফারসাখ বা ৫৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ও আল-ওয়ান্দক্'হ (পর্বত)-এর পশ্চিম ঢালে ফল সমৃদ্ধ সুকর্ষিত সমভূমির (উচ্চতা ৫৬৫৯ ফুট) প্রবেশদ্বারে অবস্থিত। প্রসিদ্ধ প্রাচীন হামাদান (একবাতানা) বাগদাদ (ব্যাবিলন) রাজপথের উপর অবস্থিত স্থায়ী কাফেলা-মনযিল (Caravanstation) হিসাবে ইহার ইতিহাস সুপ্রাচীন। Tomaschek-এর মতানুসারে ইহাই সম্ভবত Charax -এর ইসিদোর (Isidor)-এর Asparava নামে এবং Tabula Peutingeriana-এর Beltra নামে খ্যাত স্থান (তু. Weissback, in Pauly Wissowa, ৩খ., ২৬৪)। 'আরব মধ্যযুগে, এমনকি মোগল আমলেও আসাদাবাদ একটি সমৃদ্ধিশালী ঘন বসতিপূর্ণ স্থান ও চমৎকার ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। ইহার অধিবাসিগণ খুব অবস্থাপন্ন ছিল। কারণ খালগুলি হইতে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের ফলে এই স্থানে প্রচুর ফসল হইত। Bellew-এর মতানুসারে ১৮৭২ খৃ. প্রায় দুই শত বাড়ীঘরসহ এই গ্রামখানি অতি সুন্দর ছিল। কতিপয় বাড়ী ছিল য়াহূদী পরিবারের আবাস। য়ূরোপীয় বর্ণনানুসারে পারস্যবাসিগণ ইহাকে আবসাদাবায বলিত (Petermann, Bellew)। তাহারা ইহাকে সাঈদাবায' (dupree Petermann) বা সাহাদাবায'-ও বলিত (Ker Porter)। ৫১৪/১১২০সনে এই আসাদাবাদে দুইজন সালজূক' সুলত'ান মাওসি'ল (Mosul)-এর মাসঊদ ও ইসপাহানের মাহ'মূদ-এর মধ্যে একটি যুদ্ধও সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে সুলত'ান মাহ'মূদ জয়লাভ করেন। আসাদাবাদ হইতে ৩ ফারসাফ দূরে সাসানী আমলে নির্মিত জমকালো অনেক দালান-কোঠা অবস্থিত। এইগুলিকে 'আরবগণ মাত্বাখ কিস্রা বা মাতাবিখ কিস্রা (খসরুর রন্ধনশালা) বলিত । এই সংক্রান্ত কাহিনীর উৎস মিস্আর ইব্ন মুহাল্হিল (য়াকূ'ত, ৪খ., ৫৯৩, মাত্বাখ' কিসরা নিবন্ধ তু.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূ'ত, ১খ., ২৪৫; (২) Quatremere, Hist. de Mongols des la Perse, প্যারিস ১৮৩৬ খৃ., ১খ., ২৫০, ২৬৪-৬, ৪২৭.; (৩) Le Strange, 196; (৪) Weil, Gesch. d. Chalifen, ৩খ., ২১৮; (৫) Tomaschek, in SBAK. Wien ১৮৮৩ খৃ., পৃ. ১৫২; (৬) Ritter, Erdkunde, ৯খ., ৮১, ৩৪৪; (৭) H. Petermann, Reisen im Orient, ১৮৬১ খৃ., ২খ, ২৫২; (৮) H.W. Bellew, From the Indus to the Tigris, লন্ডন ১৮৭৪ খৃ., পৃ. ৪৩১; (৯) de Morgan, Mission Scientif, in Perse. etud. geogr., ২খ, ১২৪, ১২৭প., ১৩৮; (১০) ফারহাংগ জুগ'রাফিয়া-ই 'ঈরান, ৫খ, তেহরান ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ১১।

M. Streck (E.I.²) খন্দকার ফজলুল হক

আসাদী (اسدی) ঃ সম্ভবত তূ'স (খুরাসান) নগরীতে জন্মগ্রহণকারী দুইজন কবির কবিনাম (তাখাল্লুস') নাস্'র আহ'মাদ ইব্ন মানসূ'র আত-তূ'সী এবং তাহার পুত্র 'আলী ইব্ন আহ'মাদ। দাওলাত শাহ-এর একটি খুবই অনির্ভরযোগ্য বক্তব্য অনুযায়ী প্রথমোক্ত জন কবি ফিরদাওসী, (জ. আনু. ৩২০-২/৯৩২-৪) শিষ্য ছিলেন, অন্যদিকে 'আলী ইব্ন আহ'মাদ কর্তৃক রচিত মহাকাব্যটি সুনির্দিষ্টভাবে ৪৫৮/১০৬৬ সালের রচনা। ইহা হইতে H. Ethe সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, আসাদীর নামে আরোপিত রচনাবলী একই গ্রন্থকারের রচনারূপে নির্ধারণ করা অসম্ভব। এইভাবে আবূ নাসর যাহার সম্পর্কে কেবল ইহাই জানা যায় যে, তিনি মাসঊদ আল-গা'য্নাবী'র শাসনকালে ইনতিকাল করিয়াছিলেন, মুনাজ'রাত (বিতর্কসমূহ) পুস্তকটির গ্রন্থকার হইয়া পড়েন। এই পুস্তকটির সহিত Provencal tensones (Provencal) ভাষার কাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা)-এর সাদৃশ্য রহিয়াছে; এই কারণে এবং বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের মৌলিকতার দরুন সাহিত্যের ইতিহাসে পুস্তকটি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে আররান-এর শাসনকর্তা আবূ দুলাফ-এর দরবারে থাকিয়া 'আলী ইব্ন আহ'মাদ একজন মন্ত্রীর উপদেশমত ফিরদাওসীর শাহনামার প্রাচীনতম পরিপূরক মহাকাব্য গেরমাসপ-নামা রচনা করেন; এই গ্রন্থটি কেবল ইহার প্রাণবন্ত বর্ণনা এবং লিখনশৈলীর জন্যই উল্লেখযোগ্য নহে, বরং ইহার অতি-প্রাকৃত উপাখ্যান ও দার্শনিক আলোচনাসমূহের জন্যও, যাহা পরবর্তী কালে ফারসী মহাকাব্যের বিকাশ ধারার সূচনা করে। ফারসী কাব্যের উদ্ধৃতিসহ বিরল শব্দসমূহের মূল্যবান অভিধান লুগ'াত-ই ফুরস্ সম্ভবত তাঁহার মহাকাব্যের পরবর্তী একটি সংকলন। হারাত-এর আবূ মানসূর মুওয়াফ্ফাক' ইব্ন আলী কর্তৃক ৪৪৭/১০৫৫-৬ সনে রচিত ভেষজবিদ্যা বিষয়ক ফার্সী পাণ্ডুলিপি যাহা পারস্যের একটি প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি, আলী ইব্ন আহ'মাদ-এর স্বহস্ত লিখিত এবং তারিখসহ স্বাক্ষরিত। K. I. Tchaikin প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই সকল গ্রন্থ একই লেখক আবূ মানসূ'র আলী ইব্ন আহ'মাদের রচনা (Iztadelsvo akademii Nauk SSSR, লেনিনগ্রাদ ১৯৩৪ খৃ., ১১৯-৫৯; Gershasp Nama- এর ভূমিকায় H Masse-এর সংক্ষিপ্তসার)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Le Livre de gerchasp, Cl. Huart কর্তৃক অনূদিত এবং প্রকাশিত, প্যারিস ১৯২৬, ১খ. (PELOV), H. Masse কর্তৃক অনুবাদ, ২খ., ঐ, ১৯৫০ (বিশদ ভূমিকাসহ); (২) লুগ'াত-ই ফুরস্, সম্পা. P. Horn, Gottingen 1897, তেহরান সং. ১৯৪১; (৩) Codex Vindobonensis, facsimile (অবিকল প্রতিলিপি)-তে, সম্পা. Seligman, ভিয়েনা ১৮৫৯ (জার্মান অনু. Achundow, Halle তা.বি.); (৪) H. Ethe, in Verhandlungen des 5, intern. Orient. Congr., ২খ., ৪৮ প., Notices: Ethe, Gr. I. Ph., 2 খ., ১২৫ প., ২৪৩ প.; (৫) E. G. Browne, ১-২খ., নির্ঘণ্ট; (৬) দাওলাত শাহ, ৩৫ প.।

H. Masse (E.I.²)/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

আসাদুজ্জামান খান, গওহর (اسد الزمان خان، گوهر) ঃ জন্ম, কলিকাতা। পৈতৃক নিবাস দাদরোখী, মানিকগঞ্জ, ১১-১১-১৮৭২ খৃ.। কবি, সংগীতজ্ঞ, গবেষক। কলিকাতা মাদ্রাসা ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে বংগীয় এশিয়াটিক সোসাইটির 'আরবী ও ফার্সী পাণ্ডুলিপি বিভাগের রিসার্চ এ্যান্ড ক্যাটালগ বিভাগে ১৯১৭-১৯২১ খৃ. পর্যন্ত ড. আবদুল্লাহ্ সুহরাওয়ার্দীর তত্ত্বাবধানে Printed catalogue of Persian mss. পুনঃপরীক্ষা, সংশোধন ও নূতনভুক্তি সংযোজন। তাহার মৃত্যুর পর সোসাইটির বিশিষ্ট কর্মকর্তা W. Ivanow এই ক্যাটালগ Concise descriptive ctalogue of Persian mss নামে প্রকাশ করেন। ১৮৯৫-এ ইংরেজী ভাষায় Indian music : Vocal and Instrumental নামে পুস্তিকা রচনা করেন, যাহা কলিকাতার ব্যাপটিস্ট মিশন হইতে মুদ্রিত। ইহার কপি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী (লন্ডন)-তে আছে। উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় কবিতা লিখিতেন, কবিনাম গওহর। ১৯১৪-এ ফার্সি গযলের বই তুহ্'ফা-এ-আওওয়াল, প্রথম খ. সংখ্যা ৪৪) কলিকাতার 'উছ'মানিয়া প্রেসে ছাপা হয়। বইয়ের একটি কপি ঢাকা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে। তাঁহার উর্দূ কবিতা সংকলনও কলিকাতা হইতে ছাপা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। গওহর তাঁহার পিতা প্রখ্যাত পণ্ডিত ও প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক আদালত খানের খ্যাতনামা গ্রন্থ, যেমন Vocabulary of the thousand words (6th Edition), Bagh o Bahar (9th Edition) প্রভৃতি সংশোধিত ও সংযোজিত আকারে পুনঃপ্রকাশ করেন (১৯০৫ খৃ.)।

চরিতাভিধান /৪৪

আসাদুদ-দাওলা (اسد الدولة) ঃ কতিপয় রাজকুমারের উপাধি, তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন ইব্ন মিরদাস (দ্র.)।

(E.I.²)/এ. বি. এম. শামসুদ্দীন

আসাদুদ-দীন আশ-শায়খ (اسد الدين الشيخ) ঃ পিতার নাম তাজুদ্দীন আল-হু'সায়নী আজ'-জা'ফারাবাদী। তিনি ১৯ রাজাব, ৬৬১/১৩৬২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার উর্ধ্বতন ১৭তম পুরুষ হইতেছেন হু'সায়ন ইব্ন 'আলী (রা)। তিনি শায়খ দি'য়াউদ্দীন আল-কু'রাবী'র নিকট শিক্ষালাভ করেন; অতঃপর মুলতান সফরে যান এবং তথায় শায়খ রুকনুদ্দীন আবুল-ফাত্হ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-মুলত'ানীর নিকট তরীকতের শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর দিল্লী চলিয়া আসেন এবং এখানে শায়খ নিজ'ামুদ্দীন মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ আল-বাদায়ুনীর সাহচর্যে অবস্থান করেন। ইহার পর জাফারাবাদ ফিরিয়া যান এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি উচ্চস্তরের একজন সাধক ছিলেন, দৈনিক দুইবার

কু'রআন খতম করিতেন, সারা বৎসর স'ওম (নিষিদ্ধ দিনগুলি ব্যতীত) পালন করিতেন এবং সারা রাত ইবাদতে কাটাইতেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম আর-রিসালাতু'ল-ইশকি'য়া -ফিল-হা'কা'ইক' ওয়াল-মা'আরিফ (الرسالة العشقية فى الحقائق والمعارف)। তিনি ৭৯৩/১৩৯০ সনের ১৬ জুমাদাল-উলা, ৭৯৩/১৩৯০-এ জাফারাবাদে ইনতিকাল করেন (তাজাল্লীয়ে নূর)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদুল-হায়্যি লাখনাবী, নুযহাতুল খাওয়াতি'র, ২য় সং, হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ., ১১-২।

মুহাম্মদ মূসা

আসাদুল্লাহ ইস্‌ফাহানী (اسد الله اصفهانى) ঃ পারস্যের শাহ প্রথম 'আব্বাসের সময়কার একজন বিখ্যাত তরবারি নির্মাতা (শামশীর সায)। কথিত আছে, 'উছমানী সুলত'ান শাহ 'আব্বাসকে একখানা শিরস্ত্রাণ উপহার দেন এবং ঘোষণা করেন, যদি কেহ এই শিরস্ত্রাণটি তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিতে পারে তবে সে ঐ পুরস্কার ঘোষিত অর্থ পাইবে। আসাদ একখানা তরবারি নির্মাণ করিয়া তদ্দারা এই অসাধারণ কার্য সম্পন্ন করেন। পুরস্কারস্বরূপ শাহ 'আব্বাস তরবারি নির্মাণকারীদের কর মওকুফ করিয়া দেন। এই করমওকুফ আদেশ ক্রমাগত কাজার আমল পর্যন্ত বলবৎ ছিল (দ্র. A. K. S. Lambton, Islamic Society in Persia, London 1954, 25)। আসাদুল্লাহর কর্মের বিবরণের জন্য দ্র. Survey of Persian Art, iii, 2575.

R.M. Savory (E.I.[2])/খন্দকার ফজলুল হক

আসানসোল ঃ বর্ধমান জেলার মহকুমা (১৯০৬), আয়তন ৬২৪বর্গ মা.; জন. ৭,৬৯,২৬৫ মহকুমায় শহর ৫, গ্রাম ৫১৭; থানা ১০ঃ আসানসোল, কুলটি, বড়বানী, সালনপুর, রাণীগঞ্জ, জামুরিয়া, অনডাল, ফরিদপুর, হীরাপুর ও কাকসা। এই মহকুমার ভূ-প্রকৃতি গাংগেয় বংগ হইতে ভিন্ন, অনুর্বর, শুষ্ক, প্রস্তরময়, তরংগায়িত; পার্বত্য নদী প্রবাহিত, শের শাহ সড়কের ধারে ৪১৪ ফু. উচ্চ মালভূমির উপর অবস্থিত। পূর্ব রেলপথের স্টেশন, কলিকাতা হইতে ১৩২ মা.; বর্ধমান হইতে ৬৫ মা.। গ্রানড কর্ড লাইন খোলার পর হইতে এই স্থানের গুরুত্ব বাড়িয়াছে। কয়লা ব্যবসায়ের কেন্দ্র। ইস্টার্ন রেলওয়ের বহু অফিস, ভারতের প্রধান রেল কারখানা (লোকো ওয়ার্কশপ), আদালত, সাবজজ কোর্ট, স্কুল, কলেজ, টেলিফোন, ব্যাংক, বিজলি, ইট, টালি ও আসবাবপত্র উৎপাদনের কারখানা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য কারখানা আছে। নিকটের কয়েকটি শিল্প শহরঃ কুলটি, বার্নপুর, হীরাপুর। ৯ মা. উ. পূ. কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থান চুরুলিয়ায় কয়লাখনি, ১মা. পূ. অনুপনগর বা জে-কে নগরে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন স্থল।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ১/২৬৪

আসফ আলী (آصف على) ঃ ভারতবর্ষের মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা ১৮৮৮ খৃ. ১১ মে দিল্লীর এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম তাঁহার পিতা ভারতের উত্তর প্রদেশের বুলন্দ শহর জেলার একজন জমিদার ছিলেন। তরুণ আসফ আলীকে লেখাপড়া শিক্ষা দানের জন্য দিল্লীর একটি অ্যাংলো-'আরবী হাই স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। সেখানে তাহাকে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষা প্রদান করা হয়। স্কুল অতিক্রম করিয়া তিনি দিল্লী সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজটি তখন কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি মিশন পরিচালনা করিত।

সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ হইতে বি.এ. পাস করিয়া ১৯০৯ খৃ. তিনি বিলাত গমন করেন এবং লিঙ্কন্‌স ইন-এ ভর্তি হন। ১৯১২ খৃ. তিনি ব্যারিস্টারী পাস করেন এবং পরবর্তী দুই বৎসরকাল ইংল্যান্ড ও য়ূরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। ফলে তাঁহার শিক্ষার গভীরতা বৃদ্ধি পায় এবং পাশ্চাত্য জগত সম্বন্ধেও তিনি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেন। এই জ্ঞান পরবর্তী জীবনে তাঁহার বেশ কাজে আসিয়াছিল।

আসফ আলী ১৯১৪ খৃ. দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার উপক্রম। তিনি দিল্লীতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই কয়েকটি বিখ্যাত রাজনৈতিক মামলার বিবাদী পক্ষের আইনজীবী হিসাবে তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়েন। একটি বিখ্যাত মামলা ছিল Saunders case; সেই মামলায় তিনি মৃত্যুদণ্ড প্রদত্ত আসামী ভগত সিংহের কৌশুলীরূপে পাঞ্জাব হাই কোর্টে আপীল পরিচালনা করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি প্রথম সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময়; তখন তিনি মিসেস অ্যানি বেসান্ত কর্তৃক সংগঠিত হোম রুল লীগে যোগদান করেন। অল্প দিনের মধ্যেই তৎকালীন অন্যান্য ভারতীয়ের ন্যায় তিনিও মাহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ফলে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দেই ভারত প্রতিরক্ষা আইনে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়। আসফ আলী নিজেই নিজের কৌশুলী হন এবং তাঁহার চমৎকার আত্মপক্ষ সমর্থনের ফলে তিনি মুক্তি লাভ করেন তিন বৎসর পরে ১৯২১ খৃ., অবশ্য ভাগ্য আর তাঁহাকে সহায়তা করে নাই। আসফ আলী পুনরায় গ্রেফতার হন এবং বিচারে তাঁহার ১৮ মাসের জেল হয়। এই সময়ে জেলে বসিয়া তিনি কয়েকটি অতি উচ্চমানের কবিতা রচনা করেন, সেইগুলি বাবায়ে উর্দূ মাওলাবী আবদুল হ'াক'ক' তৎকর্তৃক আওরাঙ্গাবাদ হইতে প্রকাশিত উর্দূ পত্রিকায় প্রকাশ করেন (১৯২২ খৃ.)।

জেল হইতে বাহির হইয়াই তিনি পুনরায় রাজনীতির ক্ষেত্রে কর্মতৎপর হইয়া উঠেন এবং মাওলানা মুহ'াম্মাদ আলী ও মাহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে খিলাফাত আন্দোলনে যোগদান করেন। খিলাফাত আন্দোলনের যুগে তিনি দাড়ি রাখিয়াছিলেন এবং খদ্দর পরিতেন। এই সময়েই তিনি মাওলানা আবুল-কালাম আযাদ (দ্র.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসেন। তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রী অরুণা আসফ আলী উভয়ের জীবনেই মাওলানা আযাদ-এর আকর্ষণ ও সংস্পর্শ ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। মাওলানার সাহচর্যের ফলেই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয়, পরে সেই পথ হইতে তিনি আর কখনও বিচ্যুত হন নাই। গান্ধীবাদ ও অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহার খুব বেশী আগ্রহ ছিল ১৯২১ খৃ. তিনি Constructive Non-Co-operation (গঠনমূলক অসহযোগ) নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহাকে গান্ধীবাদী রাজনৈতিক কৌশলের শিক্ষা গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। ১৯২৪ খৃ. আসফ আলী কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এই উভয় দলেরই সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯২৪ খৃ. ২৫ মে লাহোরে অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে তিনি ১৯১৯ খৃ. গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট-এর সংস্কারমূলক প্রস্তাবাবলী প্রত্যাখ্যান করিবার প্রস্তাব পেশ করেন এবং বলেন যে, অবিলম্বে পূর্ণ স্বরাজই ভারতবর্ষের মুক্তির একমাত্র পথ। পরের বৎসর ১৯২৫ খৃ. ৩১ ডিসেম্বর নিখিল ভারত মুসলিম লীগের আলীগড় বার্ষিক সম্মেলনেও তিনি যোগদান করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার

সেখানকার ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে একটি নির্যাতনমূলক আইন পাশ করিবার যে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিল, আসফ আলী এই সম্মেলনে সেই আইন যাহাতে পাশ না হইতে পারে সেইজন্য ভারত সরকারের প্রভাব খাটাইবার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেন কিন্তু তাহার পরেই তিনি মাওলানা আযাদ-এর সঙ্গে একনিষ্ঠ সংগ্রেস কর্মীরূপে রাজনীতি করিতে থাকেন এবং পরবর্তী জীবনে আর কখনও দল পরিবর্তন করেন নাই।

১৯২৭ খৃ. তিনি কংগ্রেস পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল হন এবং উহার তিন বৎসর পরে ১৯৩০ খৃ. কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদ লাভ করেন। এই সময়ে বৃটিশ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য পুনরায় তাহার স্বল্প মেয়াদী কারাদণ্ড হয়। কিন্তু তিনি তাহাতে অকুতোভয় ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্যরূপেও দায়িত্ব পালন করেন (১৯৩৪-৪৬ খৃ.)। তখন একই সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে তিনি পার্টির চীফ হুইপ, সেক্রেটারী জেনারেল বা ডেপুটি লীডারের পদেও নিযুক্ত ছিলেন। আইন সভার সদস্য থাকাকালে ১৯৩৫ খৃ. তিনি দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কমিটিতেও নির্বাচিত হন। পরবর্তী দেড় দশক ধরিয়া তিনি উক্ত পদে বারবার পুনর্নির্বাচিত হন।

আসফ আলী একজন আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের জন্য তিনি সব সময়ই হিন্দু-মুসলিম সুসর্ম্পকের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেন। সেই মনোভাব ও চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধির উদ্দেশে ১৯৩২ খৃ. আয়োজিত অসফল Unity Conference বা ঐক্য সম্মেলনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিগত আদর্শের এত বেশী খ্যাতি ছিল যে, দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিটি নির্বাচনে তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলিম লীগপন্থী এবং হিন্দু মহাসভাপন্থী উভয়কেই পরাজিত করিতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে পুনরায় তিনি গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের পুরোভাগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি মাওলানা আবুল-কালাম আযাদ (দ্র.)-এর নেতৃত্বাধীন সংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য এবং এ্যাসেম্বলি কংগ্রেস পার্টির সেক্রেটারী ছিলেন। কংগ্রেস পার্টির বোম্বাই অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, পার্টি বৃটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টার সঙ্গে সহযোগিতা করিবে না। ফলে ১৯৪২ খৃ. আগস্ট মাসে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের বোম্বাই সম্মেলনে যোগদান করিতে গেলে সেখান হইতে কংগ্রেস কমিটির সকল সদস্যের সঙ্গে আসফ আলীও গ্রেফতার হন। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, তাহারা জনগণকে ইংরেজ বিরোধী উস্কানি প্রদান করিয়াছেন। গান্ধী, নেহরু এবং আযাদ-এর সঙ্গে তিনিও আহমদনগর দুর্গে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী হন।

কারা জীবনের নিপীড়ন ও কষ্টের ফলে আসফ আলীর স্বাস্থ্য শঙ্কাজনকভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ফলে ১৯৪৫ খৃ. মে মাসে তাহাকে বাটালা জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। যুদ্ধ শেষ হইলে আসফ আলী ভুলাভাই দেশাই-এর সভাপতিত্বে গঠিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ-হিন্দ সৈন্যদলের ও সমর্থকদলের সদস্যগণের পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশে গঠিত কমিটির সেক্রেটারী হন; ইংরেজগণ আজাদ-হিন্দ বাহিনীর সকলকেই দেশদ্রোহী বলিয়া বিবেচনা করিত।

কংগ্রেস পার্টির সর্বোচ্চ স্তরের সদস্য হিসাবে আসফ আলী ভারতের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্ন আলোচনার উদ্দেশে ১৯৪৬ খৃ. লর্ড প্যাথিক লরেন্স-এর নেতৃত্বে আগত ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সেই বৎসরই আগস্ট মাসে বড়লাট ওয়াভেল কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কংগ্রেস যে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রী সভা গঠন করে, আসফ আলী প্রথমে তাহাতে যানবাহন ও রেল দফতরের মন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছিলেন; পরে তাঁহারই ইচ্ছায় মাওলানা আযাদ সেই পদ গ্রহণ করেন। ভারতের শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য যে আইন পরিষদ গঠিত হয় তিনি উহারও সদস্য ছিলেন।

পণ্ডিত নেহেরু ভারতের সঙ্গে বাহিরের দুনিয়ার সম্পর্কের বিষয়ে সব সময়েই অত্যন্ত সচেতন থাকিতেন। যুদ্ধের অবসানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ওয়াশিংটনে যিনি রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইবেন তাঁহার প্রতি বিশেষ এবং সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। আসফ আলীকে ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যকার সম্পর্ক জোরদার করিবার জন্য যে দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল তাহা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৭ খৃ. ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ভারত বিভাগের পরেও ১৯৪৮ খৃ. এপ্রিল মাস পর্যন্ত আসফ আলী ওয়াশিংটনে ছিলেন। সেই সময়ে কখনও কখনও তিনি জাতি সংঘেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ওয়াশিংটনে থাকাকালে ভারতের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের নিকটে তিনি বিতর্কিত ব্যক্তিত্বে পরিনত হন। ফলে সেখান হইতে তাহাকে উড়িষ্যা প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করিয়া আনা হয়। ১৯৪৮ খৃ. জুন মাস হইতে ১৯৫২ খৃ. মে মাস পর্যন্ত তিনি কটকে ছিলেন। কিছুকাল তিনি আসামেরও গভর্নর ছিলেন। সেই সময়ে তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িলে তাঁহাকে রাষ্ট্রদূতের ব্যক্তিগত মর্যাদা দিয়া সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ন (Berne)- এ মিনিস্টার নিযুক্ত করিয়া পাঠান হয়। একই সঙ্গে তাহাকে অস্ট্রিয়াতে এবং রোমের ভ্যাটিকানেও রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়। শান্তিপূর্ণ এই পদে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি প্রয়োজন অনুসারে জাতিসংঘে এবং অন্যান্য স্থানে ও আন্তর্জাতিক সেমিনারে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। সুইজারল্যান্ডে থাকাকালীনই ১৯৫৩ খৃ. ২ এপ্রিল হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার লাশ বিমানে করিয়া তাঁহার প্রিয় শহর দিল্লীতে আনা হয় এবং হযরত নিজামুদ্দীন আওলিয়া (র)-র মাযার প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়। তাঁহার জানাযার নামায পড়ান মাওলানা আবুল কালাম আযাদ।

আসফ আলী ১৯২৮ খৃ. অরুণা গাঙ্গুলী নাম্নী জনৈকা উচ্চ শিক্ষিতা বাঙালী হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করেন। অরুণা আসফ আলী ক্রমে ভারতীয় আন্দোলনে স্বীয় ভূমিকা পালন করিতে থাকেন এবং মাওলানা আযাদ-এর ভাবশিষ্যরূপে তাঁহার এবং ডাঃ আনসারীর পৃষ্ঠপোষকতায় একজন প্রথম সারির কংগ্রেস নেত্রী হন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কংগ্রেসকর্মী থাকাকালীন তাঁহাদের পারিবারিক জীবনও সুখেরই ছিল; কিন্তু পরে অরুণা সমাজতান্ত্রিক দলের মতাদর্শ গ্রহণ করিলে স্বামী-স্ত্রী দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করেন। আসফ আলী ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রদূত, উড়িষ্যার গভর্নর এবং পুনরায় সুইজারল্যান্ডে রাষ্ট্রদূত থাকাকালে অরুণা স্বামীর নিকটে কদাচিৎ গমন করিতেন এবং স্বীয় ভিন্ন মতাদর্শ নিয়া বরং তাঁহার বিরুদ্ধ মতবাদই প্রচার করিতেন। স্বামীর অন্তিমকালে অবশ্য তিনি সুইজারল্যান্ডে গমন করিয়াছিলেন। আসফ আলী নিঃসন্তান ছিলেন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যতীতও আসফ আলীর সাহিত্য প্রতিভা ছিল। উর্দু, ইংরাজি ও হিন্দী ভাষায় তিনি কবিতা ও গদ্য সাহিত্যে স্বীয় অবদান

রাখিয়া গিয়াছেন। কর্মজীবনের শুরু হইতেই তিনি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে লিখিয়া আইন ব্যবসায়ের সঙ্গে উপার্জন সংযোজন করিতেন। constructive Non-Co-operation গ্রন্থখানি ব্যতীতও তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট এবং উর্দূ পদ্যে স্ট্যালিনের জীবনী রচনা করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে এক পর্যায়ে তিনি Some Urgent Indian Problems নামক একখানি গ্রন্থ রচনায় নিয়ত ছিলেন। সেইখানিতে তিনি হিন্দু-মুসলিম বিরোধের বিভিন্ন কারণ লইয়া আলোচনা করেন এবং সেসব কারণ দূরীভূত করিবার উপায় কি তাহাও বর্ণনা করেন। লেখক হওয়া ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা। ইংরাজী ভাষার উপর তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল।

আসফ আলী মাজারি গড়নের এবং অতি সুদর্শন ছিলেন। তাঁহার মন ছিল অতি সচেতন। তিনি অতি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিখুঁত। প্রথম জীবনে স্যুট পরিতেন—সঙ্গে বো টাই এবং কখনও কখনও এক চোখের চশমা (monocle), পরবর্তী কালে চুড়িদার পায়জামা এবং আচকান ও টুপি পরিতেন। সাধারণত তিনি চশমা ব্যবহার করিতেন। তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধিও খুবই তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি রসিকতা উপভোগ করিতেন এবং অত্যন্ত সরস প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিতেন।

আইনজ্ঞ হিসাবে, বিশেষ করিয়া জেরাতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তিনি যদি শুধু আইন ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়া থাকিতেন তাহা হইলেও শীর্ষস্থানীয় আইন-ব্যক্তিত্ব হইতে পারিতেন।

তিনি অত্যন্ত রুচিবান মানুষ ছিলেন। অতীত যুগের মার্জিত রুচি ও সংস্কৃতির পরিচয় তাঁহার আচার-আচরণে পাওয়া যাইত। তাঁহার মেহমানদারী ছিল সুবিদিত। তাঁহার সম্বন্ধে এই কথাটি সুপ্রযোজ্যরূপে বলা যায় যে, আসফ আলী রাজনীতিতে যোগদানের ফলে আইন ব্যবসায় একজন সুদক্ষ আইনজ্ঞকে হারায়, উর্দূ কাব্য একজন অত্যন্ত সম্ভাবনাময় কবিকে হারায়, সাহিত্য হারায় একজন চমৎকার সাহিত্যিককে, আর সাংবাদিকতা হারায় একজন ভাল সাংবাদিককে। আর এইসব জাতীয় ক্ষতির বদলে দেশকে তিনি বরং দ্বিতীয় সারির নেতৃত্ব দান করেন, আর অপরের জন্য যেই সব রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল জটিল, তাহা তিনি সহজভাবে মীমাংসা করিবার খ্যাতি অর্জন করিয়া যান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ডি. আর. তোলিয়াল, সম্পা. ভারতবর্ষ কি বিভূতিয়া (হিন্দী); (২) জগদীশ শরণ শর্মা. Indian National Congress: A Descriptive Bibliography; (৩) Indian Year Book and Who's Who, Times of India Publications; (৪) Life sketch of Mr. Asaf Ali, দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের প্রকাশনা; (৫) যুগল কিশোর খান্না, Life Sketch of Mrs. Asaf Ali; (৬) বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাঙ্কলিন বুক পোগ্রাম্‌স, ঢাকা ১৯৭২ খৃ., ১খ, ২৬০, শিরো. আসফ আলী; (৭) মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিল (India wins Freedom), অনু. মাওলানা আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ জালালাবাদী, ঢাকা বুক সোসাইটি, ১৯৭১ খৃ., পৃ. ২২৮-৩৮; (৮) G. Allana, Pakistan Movement: Historic Document, Deptt. of International Relations; University of Karachi, n. d., pp. 54, 57.

Nur-uddin Ahmad Dictionary of National Biography of India, 1972 vol-1/ হুমায়ুন খান

আসাফ খান (آصف خان) ঃ আবুল-হ'াসান, সম্রাট জাহানগীর-এর ওয়াকীল-ই কুল ই'তিমাদুদ-দাওলা গি'য়াছ' বেগের দ্বিতীয় পুত্র এবং নূর জাহানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

১০২০/১৬১১ সালে জাহাঙ্গীরের সহিত নূর জাহানের বিবাহের পর আবুল-হ'াসান ই'তিক'াদ খান উপাধিসহ খানসামা হন। ১০২১/১৬১২ সালে তাঁহার কন্যা আরজুমানদ বানু বেগম মুমতায মাহ'াল শাহযাদাহ খুররাম, ভবিষ্যতের শাহজাহানকে বিবাহ করেন। তিনি নিজে ১০২৩/১৬১৪ সালে আস'াফ খান উপাধি লাভ করেন, ১০৩১/১৬২২ সালে ৬,০০০ যাত ও ৬,০০০ সওয়ারএর পদমর্যাদায় উন্নীত হন এবং ১০৩৩/১৬২৩ সালে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ১০২৫/১৬১৬ সালে জাহানগীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বন্দী শাহযাজা খুস্‌রাও-এর দায়িত্বভার আসাফ খানের উপর অর্পিত হয়, যিনি তখন নূর জাহান, ইতিমাদুদ দাওলা ও শাহযাদা খুররামের সঙ্গে সাম্রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতার অংশীদার ছিলেন। ১০৩৫/১৬২৬ সালে ঝিলাম নদীর তীরে জাহাঙ্গীরকে বন্দী করার জন্য নূর জাহান চক্রের শত্রু মাহাবাত খানকে অনুমতি দানে তাঁহার অবহেলা, অতঃপর আটক-এ তাঁহার নিজের পলায়ন এবং অবশেষে মাহাবাত খানের সৈন্যদের হাতে বন্দী হওয়া সত্ত্বেও আস'ফ খান পরবর্তী কালে পাঞ্জাবের গভর্নর এবং ওয়াকীল নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

আস'াফ খান ১০৩৭/১৬২৭ সালে জাহান্‌গীরের মৃত্যু-সংবাদ দাক্ষিণাত্যে শাহযাহাদ খুররামের নিকট দ্রুত প্রেরণ করেন। খুররামের উত্তরাধিকারের প্রতি সর্বদা সমর্থন দানকারী আসাফ খান খুররামের না আসা পর্যন্ত শাহযাদা দাওয়ার বাখ্‌শ্‌কে ভিম্‌বারে বাদশাহরূপে কূটনৈতিকভাবে ঘোষণা করেন। তদুপরি তিনি শাহ্‌যাদা শাহরিয়ারের সমর্থক নূর জাহানকে নজরবন্দী রাখেন। শাহজাহানের সিংহাসন লাভে তাঁহার সহায়তার জন্য তাঁহাকে য়ামীনুদ-দাওলা উপাধি, ৯,০০০ যাত ও সওয়ার, দোআস্‌পা সিহ-আস্‌পা পদমর্যাদা এবং ওয়াকীলের পদ দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়। ১০৪১/১৬৩১-২ সালে আসাফ খান বিজাপুরের মুহাম্মাদ আদিল শাহ্‌-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুগল বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হন।

আস'াফ খান ১০৫১/১৬৪১ সালে পরলোকগমন করেন এবং লাহোরে জাহাঙ্গীরের সমাধির অনুতিদূরে সমাহিত হন। তিনি ছিলেন মুগল ক্ষুদ্রাকার চিত্রশিল্পের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং একজন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা। য়ূরোপীয় সূত্র অনুসারে তিনি বহু সংখ্যক বাসভবন ও উদ্যান ছাড়াও আড়াই কোটি টাকার অধিক মূল্যের সম্পদ রাখিয়া যান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Storey, ১খ., ২য় ভাগ, ১১০৪; (২) নওয়াব স'াম্‌স'ামুদ-দাওলা শাহ নাওয়ায খান, মা'আছি'রুল 'উমারা, মূল পাঠ, ১খ, কলিকাতা ১৮৮৮ খৃ., পৃ. ১৫১-১৬০; (৩) তুযুক-ই জাহাঙ্গীরী (অনু. A. Rogers, সম্পা. H. Beveridge), ১খ., লন্ডন ১৯০৯ খৃ., ২খ, লন্ডন ১৯১৪ খৃ., পরিশিষ্টসমূহ ১, পৃ. ৩৩৬; (৪) মু'তামাদ খান, ইক'বাল-নামায়ি জাহাঙ্গীরী, ৩খ, Bib. Ind., কলিকাতা ১৮৬৫ খৃ., পৃ. ২৬৭-২৭৮, পৃ. ২৯৪-৫; (৫) আবদুল-হ'ামীদ লাহোরী, বাদশাহ নামা, Bib. Ind., ১খ. কলিকাতা ১৮৬৭ খৃ., পৃ. ৪১১ প., ২খ, কলিকাতা ১৮৬৮, পৃ. ২৫৮; (৬) Ed. Sir William Foster, The Embasy Sir Thomas Roe to India, সংশোধিত সংস্করণ, লন্ডন ১৯২৬, পরিশিষ্ট পৃ. ৫১১; (৭) The Travels of Peter Mundy, Hakluyt Society, ২খ., লন্ডন ১৯১৪, পরিশিষ্ট পৃ. ৩৯৬; (৮) Travels of Fray Sebartion Manrique,

Haklyt Society, ১৯২৭, ২খ, পরিশিষ্ট পৃ. ৪৪৩; (৯) বেণী প্রসাদ, History of Jahangir, লন্ডন ১৯২২, পরিশিষ্ট; (১০) বানারসী প্রসাদ সাকসেনা, History of Shah Jahan of Dehli, এলাহাবাদ ১৯৩২, পরিশিষ্ট।

P. Hardy (E.I.²)/মু. আবদুল মান্নান

আসাফ ইব্ন বারাখিয়া (آصف بن برخيا) ঃ হিব্রু আস'ফ ইব্ন বেরেখিয়া সুলায়মান (আ)-এর উযীরের নাম বলিয়া বর্ণিত। কিংবদন্তি অনুসারে তিনি ছিলেন সুলায়মান (আ)-এর একান্ত বিশ্বস্ত এবং সুলায়মান (আ)-এর নিকট তাহার অবাধ যাতায়াত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, তারীখ (সম্পা. de Goeje), ১খ, ৫৮৮-৯১; তাফসীর (কায়রো ১০২১ হি.), ২৯ ঃ ৯৪ প.; (২) ছালাবী, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া (কায়রো ১২৯২ হি.), পৃ. ২৮১-৮৩; (৩) কিসাঈ, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া' (সম্পা. Eisenburg), পৃ. ২৯০-৯৩; (৪) G. Weil, Biblische Legenden der Muselondnner (1845), 265.প.; 270 প.; (৫) M. Grunbaum, New Beitrage zur semitischen Sagenknnde (1893), 222; (৬) J. Walker, Bible Characters in the Koran (1931), 37.

A. J. Wensinck (E.I.²) এ. বি. এম. শামসুদ্দীন

সংযোজন

আসাফ ইব্ন বারাখইয়া (آصف بن برخيا) ঃ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা অনুসারে তিনি সুলায়মান (আ)-এর উযীর ও সঙ্গী ছিলেন। তিনি ইসমে 'আযম' সম্পর্কে অবগত ছিলেন এবং যখন উহা দ্বারা দু'আ করিতেন, দু'আ কবূল হইত। য়াযীদ ইব্ন রওমান হইতে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (ইমাম রাযী, তাফসীরে কাবীর, ২৪খ., পৃ. ১৯৭)। ইব্ন ইসহাকের মতানুসারে عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ। (কিতাবের জ্ঞান যাহার ছিল, ২৭ ঃ ৪০)-এর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি আসাফ ইব্ন বারাখইয়া যিনি চোখের পলকে রাণী বিলকীসের রাজসিংহাসন সুলায়মান (আ)-এর সামনে উপস্থিত করিয়াছিলেন (মুফতী শফী', মা'আরিফুল কুরআন, ৬খ., পৃ. ১২৩)। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় আছে যে, তিনি সুলায়মান (আ)-এর সচিব ছিলেন (ইব্ন কাছীর আত্-তাফসীর, ৩খ., পৃ. ৪০১)। অপর বর্ণনামতে তিনি সুলায়মান (আ)-এর খালাতো ভাই ছিলেন (ইব্ন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, ১খ., পৃ. ৫৮৬)। তাঁহার বংশপরম্পরা হইল আসাফ ইব্ন বারাখইয়া ইব্ন শাম'ইয়া ইব্ন মিনকীল। তাঁহার মাতার নাম, বাতূরা, তিনি বনী ইসরাঈলের একজন বিখ্যাত আলিম ছিলেন এবং সুলায়মান (আ)-এর একান্ত বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিলেন। সুলায়মান (আ)-এর রাজপ্রাসাদে তাঁহার অবাধ যাতায়াত ছিল, দিবানিশি সর্বদাই তাঁহার প্রাসাদে গমনাগমন করিতেন। এইজন্য সুলায়মান (আ)-এর পরিবারের একান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। যেমন একটি কিংবদন্তি অনুসারে সুলায়মান (আ)-এর স্ত্রী জারাদা আপন দাসীদের সহিত তাঁহার প্রাসাদে ৪০ দিন যাবত প্রতীমা পূজায় লিপ্ত থাকার সংবাদ তিনিই দিয়াছিলেন। ফলে সুলায়মান (আ) তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া মূর্তি ভাঙ্গিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার দাসীদেরকে শাস্তি দিয়াছিলেন (ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১খ., পৃ. ১৬৪-১৬৫)।

এমনিভাবে ইবন হাজার আসকালানী (র) ও ইমাম সুয়ূতী (র) আরেকটি কিংবদন্তির উল্লেখ করিয়াছেন যে, একটি অবাধ্য জিন সুলায়মান (আ)-এর বেশে তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে তাঁহার আংটি হস্তগত করে এবং চল্লিশ দিন ধরিয়া আংটির অলৌকিক ক্ষমতায় রাজত্ব ও আনাচার করিতে থাকে। কিন্তু আসাফ ইব্ন বারাখইয়া তাহার জারিজুরি ফাঁস করিয়াছেন বলিয়াও উল্লেখ রহিয়াছে। উদ্ধৃত ঘটনাদ্বয়ে আসাফ ইব্ন বারাখইয়ার ভূমিকার উল্লেখ রহিয়াছে, তবে আবূ হায়্যান (র) প্রমুখ ঘটনাদ্বয়কে ইয়াহূদীদের রচিত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহা কিভাবে সহীহ হইতে পারে যে, জিন নবীর আকৃতি ধারণ করিবে এবং নবীর অন্দর মহলে প্রবেশ করিবে (রূহুল মা'আনী, আলূসী ২৩খ., পৃ. ১৯৮-১৯৯)? ইমাম রাযী এই ঘটনাগুলিকে বাতিল গালগল্প আখ্যা দিয়াছেন। অনুরূপভাবে 'আল্লামা ইব্ন কাছীর, ইব্ন হাযম, কাদী 'ইয়াদ, বদরুদ্দীন 'আইনী, ইব্ন হিব্বান প্রমুখ ইমামগণ নিজ নিজ গ্রন্থে একই মন্তব্য করিয়াছেন (কাসাসুল কুরআন, ৩খ., পৃ. ১২৩)। ইমাম রাযী আরও বলিয়াছেন যে, শয়তানকে নবী-রাসূলগণের অবয়ব ধারণের শক্তি দান করা হয় নাই। উহাকে সেই শক্তি দেওয়া হইলে শরী'আতের কোন বিষয়ের উপরই আর আস্থা রাখা যাইত না (তাফসীরে কাবীর, ২৬খ., পৃ. ২০৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত্-তারীখ, ১খ., পৃ. ১৬৪-১৬৫, ৪র্থ সং, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খৃ., মু'আস্সাসাতুত তারীখিল-'আরাবী, বৈরূত, লেবানন; (২) ইব্ন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, ১খ., পৃ. ৫৮৬, ১৪০৮ হি., দারু ইয়াহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়া, হালাব; (৩) আবদুল ওহাব আন্-নাজ্জার, কিসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩২৮, সং. ৩য়, দারু ইহয়াইত্ তুরাছ, বৈরূত; (৪) আল্লামা ইব্ন ইসহাক, কিসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১৭৭, ১৭৯-১৮০, তা.বি., মাকতাবাতুল ইশা'আতিল ইসলাম, দিল্লী; (৫) আল্লামা আলূসী, রূহুল মা'আনী, ২৩খ., পৃ ১৯৮-১৯৯, দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরূত; (৬) মাজমা'উল-বায়ান, আবূ আলী আল-ফাদল ইবনুল হাসান, দারুল মা'রিফত ১৯৮৬ খৃ.; (৭) ইব্ন কাছীর, আত-তাফসীর, ৬খ., পৃ. ৬৩, ২০০২/১৪২৩ হি., মাকতাবাতুস সাফা; (৮) ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, আত্-তাফসীরুল কাবীর, ২৪খ., পৃ. ১৯৭, ২৬খ., পৃ. ২০৮, মাকতাবাতুল 'আলামিল ইসলামী, ১৪১১ হি.; (৯) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., পৃ. ২১-২, ১ম সং. ১৯৯৯/১৪২০ হি., দারুত তাক্ওয়া, কায়রো; (১০) ইদরীস কান্ধলভী, মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ., পৃ. ৬০৩-৪, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া; (১১) মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ৬খ., পৃ. ৭৩, মাকতাবা মুস্তফাইয়্যা, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া; (১২) মুহাম্মদ হিফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, ২খ., পৃ. ১২২-১২৩, তা.বি.।

মুহাম্মদ শফী উদ্দীন

আসাবা (عصبة) ঃ অর্থ আত্মীয় বা গোত্রীয় এক বা একাধিক পুরুষ যাহারা পক্ষ অবলম্বন করে এবং সাহায্য করে, মৃত ব্যক্তির এক বা একাধিক পুরুষ আত্মীয়, যাহারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে (জাহিলী 'আরবে)। ইহা ইসলামী দায়ভাগ (فرائض) আইনের একটি পারিভাষিক শব্দ। মৃত ব্যক্তির সেই দূর আত্মীয়-স্বজন, যাহারা আস'হ'াবুল-ফুরূয (শেষোক্ত ব্যক্তিগণ মৃত ব্যক্তির এমন নিকট আত্মীয়-স্বজন, যাহাদের উত্তরাধিকারাংশ পবিত্র কু'রআনে নির্ধারিত রহিয়াছে)-এর অংশ লাভের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী হয়। কোন আস'হ'াবুল-ফুরূয না থাকিলে আস'াবা সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয় (পরবর্তী নিবন্ধে বিস্তারিত দ্র.)।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., পৃ. ২৬৪

সংযোজন

'আসাবা (عصبة) ঃ 'আরবী শব্দ, বহুবচন عصبات। আভিধানিক অর্থ মৃত ব্যক্তির পুত্র ও পিতৃকুলীয় আত্মীয় কিংবা গোত্রীয় এক বা একাধিক পুরুষ যাহারা ঐ ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করে এবং সাহায্য করে। উত্তরাধিকার আইনে 'আসাবা বলা হয় মৃত ব্যক্তির ঐ সকল ওয়ারিছকে যাহাদের উত্তরাধিকারের অংশ কুরআন ও হাদীছে নির্ধারিত নাই (যেমন পুত্র, পৌত্র, সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, আপন চাচা ইত্যাদি) বরং তাহারা যাবিল ফুরূযের নির্ধারিত অংশ লাভের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী হন কিংবা কোন আসহাবু'ল ফুরূয না থাকিলে সমুদয় সম্পত্তির মালিক হন (লিসানু'ল 'আরাব, ৬খ., পৃ. ২৭৫-২৭৬; আল-মু'জামু'ল ওয়াসীত, ৬০৪ পৃ.)।

আসাবাদের উত্তরাধিকার স্বত্ব কুরআন কারীমে ইঙ্গিতে এবং হাদীছ শরীফে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّه وَلَدٌ وَّوَرِثَه اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَه إِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ.

"মৃত ব্যক্তির যদি সন্তানাদি থাকে, তাহা হইলে তাহার পিতামাতা প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ। যদি সন্তানাদি না থাকে এবং পিতামাতাই ওয়ারিছ হয়, তবে মাতা পাইবে তিন ভাগের একভাগ (অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী হইবে পিতা)। যদি মৃত ব্যক্তির দুই বা দুইয়ের অধিক ভাই-বোন থাকে, তাহা হইলে তাহার মাতা পাইবে ছয় ভাগের এক ভাগ" (৪ ঃ ১১)।

উক্ত আয়াতে মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি থাকা অবস্থায় পিতা-মাতা প্রত্যেকের অংশ নির্ধারণ করা হইয়াছে ছয় ভাগের এক ভাগ। আর সন্তানাদি না থাকা অবস্থায় মাতার অংশ নির্ধারণ করা হইয়াছে তিন ভাগের একভাগ। কিন্তু পিতার অংশ উল্লেখ করা হয় নাই। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অবশিষ্ট তিন ভাগের দুই ভাগ পিতার অংশ। আর তাহা আসাবা হিসাবে তিনি পাইবেন (সাফওয়াতু'ত তাফাসীর, ১খ., পৃ. ২৬৩)।

اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ وَلَه اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ.

"যদি কোন লোক মারা যায় এবং তাহার কোন সন্তানাদি না থাকে, বরং এক বোন থাকে, তবে সে পাইবে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক। আর সে যদি নিঃসন্তান হয় তবে তাহার ভাই তাহার উত্তরাধিকারী হইবে" (৪ ঃ ১৭৬)।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সহোদর ভাইয়ের নির্দিষ্ট কোন অংশ নাই। সে সমুদয় সম্পত্তি পাইবে যদি মৃত মহিলার কোন সন্তানাদি না থাকে। কেননা منهما ইঙ্গিত বহন করে যে, সমুদয় সম্পত্তি সহোদর ভাই পাইবে। আর ইহাই 'আসাবার অর্থ (সাফওয়াতু'ত তাফাসীর, ১খ., পৃ. ৩২৩)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فلاولى رجل ذكر.

"প্রত্যেক যাবিল ফুরূযকে তাহার অংশ প্রদান কর। অতঃপর অবশিষ্টাংশ সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির নিকটতম পুরুষ আত্মীয়দের প্রদান কর" (বুখারী, খ. ২খ., পৃ. ৯৯৮; মুসলিম শরীফ, ২খ., পৃ. ৩৪)।

উপরিউক্ত হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যাবিল ফুরূয-এর অংশ প্রদানের পর অবশিষ্টাংশ সম্পদ মৃত ব্যক্তির নিকটতম পুরুষ আত্মীয়গণ আসাবা হিসাবে পাইবে।

আসাবার প্রকারভেদ ঃ আসাবা প্রধানত দুই প্রকার ঃ (১) 'আসাবা নাসাবী (বংশগত 'আসাবা); (২) আসাবা সাবাবী (কারণগত 'আসাবা)। 'আসাবা নাসাবী মৃত ব্যক্তির ঐ সকল আত্মীয় যাহারা নাসাব তথা রক্তসম্পর্ক যুক্ত। 'আসাবা সাবাবী যিনি অন্যকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। 'আসাবা নাসাবী তিন প্রকার ঃ (১) 'আসাবা বিনাফসিহী; (২) 'আসাবা বিগায়রিহী; (৩) 'আসাবা মা'আ গায়রিহী। 'আসাবা বিনাফসিহী মৃত ব্যক্তির ঐ সকল পুরুষ আত্মীয় যাহারা কোন মহিলার মধ্যস্থতা ব্যতীত মৃত ব্যক্তির আত্মীয় হয়।

'আসাবা বিনাফসিহী চার প্রকার ঃ (১) جزء الميت (মৃত ব্যক্তির অধস্তন পুরুষানুক্রমিক সন্তান-সন্ততি)। যথা পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র,পৌত্রের পৌত্র ইত্যাদি অধস্তন বংশধর। (২) اصل الميت (মৃত ব্যক্তির মূল পুরুষ)। যথা পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, পিতামহের পিতামহ ইত্যাদি ঊর্ধ্বতন পুরুষ। (৩) جزء ابيه (মৃত ব্যক্তির পিতার অধস্তন পুরুষানুক্রমিক সন্তানাদি)। যথা মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, সহোদর ভাইয়ের পুত্র, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র. সহোদর ভাইয়ের পৌত্র, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পৌত্র. সহোদর ভাইয়ের প্রপৌত্র, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের প্রপৌত্র প্রভৃতি। (৪) جزء جده (মৃত ব্যক্তির দাদার অধস্তন পুরুষানুক্রমিক সন্তানাদি)। যথা মৃত ব্যক্তির আপন চাচা, বৈমাত্রেয় চাচা, আপন চাচার পুত্র, বৈমাত্রেয় চাচার পুত্র, আপন চাচার পৌত্র, বৈমাত্রেয় চাচার পৌত্র, আপন চাচার প্রপৌত্র, বৈমাত্রেয় চাচার প্রপৌত্র, পিতার আপন চাচা, পিতার বৈমাত্রেয় চাচা, পিতার আপন চাচার পুত্র, পিতার বৈমাত্রেয় চাচার পুত্র, পিতার আপন চাচার পৌত্র, পিতার বৈমাত্রেয় চাচার পৌত্র, পিতার আপন চাচার প্রপৌত্র, দাদার আপন চাচা, দাদার বৈমাত্রেয় চাচা প্রভৃতি (আল বাহরু'র-রায়িফ, ৯খ., পৃ. ৩৮১; ফাতাওয়া 'আলামগীরী, ৬খ., পৃ. ৪৫১)।

অংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উপরিউক্ত ধারাবাহিকতা রক্ষা করিতে হইবে অর্থাৎ 'আসাবাদের মধ্যে যিনি মৃত ব্যক্তির নিকটতম তিনি অন্যদের তুলনায় প্রাধান্য পাইবেন। নিকটতম আসাবা জীবিত থাকা অবস্থায় অন্যান্য আসাবাগণ পরিত্যক্ত সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইবে। যেমন মৃত ব্যক্তির পুত্র মৃত ব্যক্তির নিকটতম। এই কারণে পুত্র জীবিত থাকায় মৃত ব্যক্তির পৌত্র, প্রপৌত্র, পিতা, পিতামহ, ভাই, চাচা কেহ পরিত্যক্ত সম্পদ পাইবে না। যদি পুত্র জীবিত না থাকে তাহা হইলে পৌত্র আসাবা হইবে। যদি পৌত্র জীবিত না থাকে তাহা হইলে প্রপৌত্র আসাবা হইবে। এইভাবে নিচের দিকে যাইবে। যদি মৃত ব্যক্তির অধস্তন বংশধরদের মধ্যে কোন পুরুষ জীবিত না থাকে তাহা হইলে পিতা আসাবা হইবে। পিতা না থাকিলে পিতামহ আসাবা হইবে। পিতামহ না থাকিলে প্রপিতামহ আসাবা হইবে। এইভাবে উপরের দিকে যাইবে।

যদি মৃত ব্যক্তির পিতা, পিতামহ ঊর্ধ্বতন কেহ জীবিত না থাকে তাহা হইলে ভাই 'আসাবা হইবে। 'আসাবা হওয়ার ক্ষেত্রে পিতামহ ভাইদের অপেক্ষা প্রাধান্য পাইবে। কিন্তু সহোদর ভাই বৈমাত্রেয় ভাই হইতে প্রাধান্য

পাইবে। সুতরাং যদি সহোদর ভাই জীবিত থাকে তাহা হইলে বৈমাত্রেয় ভাই 'আসাবা হইবে না। যদি সহোদর ভাই জীবিত না থাকে তাহা হইলে বৈমাত্রেয় ভাই 'আসাবা হইবে। অতঃপর তাহাদের পুরুষ সন্তানাদি আসাবা হইবে। সহোদর ভাইয়ের সন্তানাদি বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সন্তানাদির উপর প্রাধান্য পাইবে। যদি তাহাদের মধ্যে হইতে কেহ জীবিত না থাকে, তাহা হইলে চাচা 'আসাবা হইবে। তবে আপন চাচা বৈমাত্রেয় চাচার উপর প্রাধান্য পাইবে। আপন চাচা জীবিত থাকিলে বৈমাত্রেয় চাচা 'আসাবা হইবে না। অতঃপর তাহাদের পুরুষ সন্তানাদি আসাবা হইবে । আপন চাচার সন্তানাদি বৈমাত্রেয় চাচার সন্তানাদির উপর প্রধান্য পাইবে। আর বৈপিত্রেয় ভাই ও তাহার পুরুষ সন্তানাদি আসাবার মধ্যে শামিল নয় (আল বাহরু'র-রায়িক, ৯খ., ৩৮২-৩৮৩ পৃ.)।

আর যদি একই স্তরের একাধিক আসাবা একত্র হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের সকলের মাঝে মাথা পিছু হিসাবে সমহারে সম্পদ বণ্টন করা হইবে। যেমন কোন ব্যক্তি তাহার দুই ভাইয়ের সন্তানাদি রাখিয়া মারা গিয়াছে। এক ভাইয়ের এক পুত্র ও অপর ভাইয়ের দশ পুত্র, এক্ষেত্রে সমুদয় সম্পদ এগার ভাগ করিয়া প্রত্যেককে এক ভাগ দেওয়া হইবে (ফাতাওয়া 'আলামগীরী, ৬খ., ৪৫১ পৃ.)।

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, পুত্র ও পিতা উভয়ে মৃত ব্যক্তির একই স্তরের আত্মীয়, পার্থক্য শুধু পুত্র হইল অধস্তন আর পিতা হইলেন উর্ধ্বতন। উভয়ে একই স্তরে মৃত ব্যক্তির সহিত সম্পৃক্ত। সুতরাং এই হিসাবে সম্পদ বণ্টনে পিতা অপেক্ষা পুত্রকে কেন প্রাধান্য দেওয়া হইবে? তাহাছাড়া পৌত্র অপেক্ষা পিতাকে কেন প্রাধান্য দেওয়া হইল? কেননা পিতা মৃত ব্যক্তির সহিত কোন মাধ্যম ব্যতীত সম্পৃক্ত, আর পৌত্র পুত্রের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির সহিত সম্পৃক্ত হয়। এই প্রশ্নের উত্তর হইল, শরীয়াতের দৃষ্টিতে পিতা অপেক্ষা পুত্রের নৈকট্য মৃত ব্যক্তির সহিত বেশি। কেননা কুরআন কারীমে পিতার অংশ পুত্রের উপস্থিতিতে এক অংশ নির্ধারণ করা হইয়াছে। পুত্রের জন্য কোন অংশ নির্ধারণ করা হয় নাই (দ্র. ৪ ঃ ১১)।

ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'আসাবা'র ক্ষেত্রে পিতা অপেক্ষা পুত্র প্রাধান্য পাইবে। আর পৌত্র যেহেতু পুত্রের স্থলাভিষিক্ত সেহেতু পৌত্রও পিতার উপর প্রাধান্য পাইবে। যৌক্তিকভাবে বলা যাইতে পারে যে, সাধারণত মানুষ পিতা অপেক্ষা পুত্রকে প্রাধান্য দিয়া থাকে, পিতার তুলনায় পুত্রের জন্য সম্পদ বেশি ব্যয় করে এবং তাহার জন্য সম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখে। সুতরাং 'আসাবার ক্ষেত্রেও পিতা অপেক্ষা পুত্রকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে (আল-বাহরু'র রায়িক, খ. ৯, পৃ. ৩৮২)।

এই স্থলে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, ত্যাজ্য সম্পত্তির বণ্টন প্রয়োজনের মাপকাঠিতে নয়, বরং আত্মীয়তার মাপকাঠিতে হইবে । তাই আত্মীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত তাহাকে বেশি হকদার মনে করা হইবে না, বরং সম্পর্কে যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী হইবে সে দূরবর্তীর অপেক্ষা অধিক হকদার হইবে, যদিও প্রয়োজন ও অভাব দূরবর্তীর বেশি হয়। এই কারণেই পুত্র জীবিত থাকা অবস্থায় ইয়াতীম পৌত্র দাদার মীরাছ হইতে বঞ্চিত হয়। কেননা ইয়াতীম পৌত্র অপেক্ষা পুত্র মৃত ব্যক্তির নিকটতর। বর্তমানে ইয়াতীম পৌত্রের উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়টিকে অহেতুক একটি বিতর্কিত প্রশ্নে পরিণত করা হইয়াছে। অথচ কুরআনে উল্লিখিত মূলনীতির ভিত্তিতে এই বিষয়টির অকাট্য সমাধান আপনা আপনি বাহির হইয়া আসে। পুত্রের তুলনায় পৌত্র অধিক অভাবগ্রস্ত হইলেও কুরআনে বর্ণিত اقربون-এর আইনের দৃষ্টিতে সে ওয়ারিছ হইতে পারে না। কেননা পুত্রের উপস্থিতিতে সে নিকটতম আত্মীয় নয়। তবে তাহার অভাব দূর করিবার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন—"যেসব দূরবর্তী এতীম-মিসকীন ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, যদি তাহারা বণ্টনের সময় উপস্থিত থাকে তবে অংশীদারদের নৈতিক দায়িত্ব হইল এই সম্পদ হইতে স্বেচ্ছায় তাহাদেরকে কিছু প্রদান করা" (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, ২খ., ১৬-১৮ পৃ.; মা'আরিফুল কুরআন, সৌদি সংস্করণ, ২৩৫ প.)।

বঞ্চিত পৌত্র-পৌত্রীদের জন্য অনূর্ধ এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করা আবশ্যক (তু. ২ঃ ১৮০)। আসাবা নাসাবীর দ্বিতীয় প্রকার 'আসাবা বিগায়রিহী ঐ চার শ্রেণীর মহিলা যাহাদের অংশ ১/২ (অর্ধাংশ এবং ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ)। তাহারা তাহাদের ভাইদের দ্বারা 'আসাবা হইবে অর্থাৎ তাহারা স্বয়ং 'আসাবা হইতে পারে না, বরং অন্যের সঙ্গে 'আসাবা হয়। তাহারা হইল ঃ (১) মৃত ব্যক্তির কন্যা মৃত ব্যক্তির পুত্র দ্বারা 'আসাবা হইবে। (২) মৃত ব্যক্তির পৌত্রী মৃত ব্যক্তির পৌত্র দ্বারা 'আসাবা হইবে। (৩) মৃত ব্যক্তির সহোদরা মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাই দ্বারা 'আসাবা হইবে। (৪) মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় বোন মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভাই দ্বারা 'আসাবা হইবে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্যে যেসব মহিলার অংশ নির্ধারিত নাই, অথচ তাহাদের ভাই 'আসাবা, সেসব মহিলা তাহাদের ভাইদের দ্বারা 'আসাবা হইবে না। যেমন মৃত বক্তির ফুফু তাহার কোন অংশ নির্ধারিত নাই, কিন্তু মৃত ব্যক্তির ফুফুর ভাই অর্থাৎ মৃতের চাচা মৃতের 'আসাবা। সুতরাং মৃত ব্যক্তির চাচা দ্বারা মৃতের ফুফু 'আসাবা হইবে না। এক্ষেত্রে সমুদয় সম্পদ মৃত ব্যক্তির চাচা পাইবে । (আল-বাহরু'র-রায়িক, ৯খ., পৃ. ৩৮১; ফাতাওয়া আলামগীরী, ৬খ., পৃ. ৪৫১)। 'আসাবা বিগায়রিহীদের উত্তরাধিকার স্বত্ব কুরআন কারীমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বলেন - لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

"একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর সমান" (৪ ঃ ১১)।

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

"যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে তবে একজন পুরুষের অংশ দুইজন নারীর সমান। ৪ ঃ ১৭৬)।

উপরিউক্ত আয়াত إخوة। দ্বারা সহোদর ভাই-বোন এবং বৈমাত্রেয় ভাই-বোন উদ্দেশ্য হওয়ার ব্যাপারে 'উলামায়ে কিরাম একমত। উহাতে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন শামিল হইবে না। কেননা তাহারা যাবিল ফুরূয, 'আসাবা নয়।

'আসাবা বিনাফসিহীর তৃতীয় প্রকার আসাবা মা'আ গায়রিহী। 'আসাবা মা'আ গাইরিহী প্রত্যেক ঐ মহিলা যে অপর মহিলার সঙ্গে একত্র হইয়া 'আসাবা হয়। যেমন সহোদরা বোন ও বৈমাত্রেয় বোন মৃত ব্যক্তির কন্যা এবং পুত্রের কন্যা দ্বারা 'আসাবা হয়। যেমন কোন ব্যক্তি এক কন্যা ও দুই সহোদরা বোন রাখিয়া মারা গেল। এক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পদের অর্ধেক কন্যা পাইবে যাবিল ফুরূয হিসাবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক দুই বোন পাইবে

'আসাবা হিসাবে (আল-বাহরুর রায়িক, খ. ৯. পৃ. ৩৮১; ফাতাওয়া আলামগীরী, খ. ৬, ৪৫১পৃ.)।

'আসাবা মা'আ গায়রিহীর উত্তরাধিকার স্বত্ব হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। জনৈক ব্যক্তি আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল, কোন ব্যক্তি এক কন্যা, এক পুত্রের কন্যা এবং এক সহোদরা বোন রাখিয়া মারা গেল। এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির সম্পদ কিভাবে বণ্টন করা হইবে। তিনি বলিলেন, কন্যা পাইবে অর্ধেক এবং সহোদরা বোন পাইবে অর্ধেক। পুত্রের কন্যা কিছুই পাইবে না। অতঃপর তিনি প্রশ্নকারীকে বলিলেন, তুমি এই ব্যাপারে 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর। তিনিও আমার মতই উত্তর দিবেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিবার পর তিনি বলিলেন, আমি ঐ রকম ফায়সালা করিব যেই রকম ফায়সালা করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ (স)। অতঃপর তিনি বলিলেন, কন্যা পাইবে অর্ধেক, পুত্রের কন্যা পাইবে এক-ষষ্ঠাংশ, দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করিবার জন্য। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা বোন পাইবে। প্রশ্নকারী আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর নিকট গিয়া এই সম্পর্কে অবহিত করার পর আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলিলেন, যতদিন পর্যন্ত এই আলেম (ইব্ন মাস'ঊদ) বিদ্যমান থাকিবেন, ততদিন তোমরা আমাকে মাস'আলা জিজ্ঞাসা করিও না (বুখারী শরীফ, ২খ., পৃ. ৯৯৭; আবূ দাঊদ, ২খ., পৃ. ৪০০)।

উক্ত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) সহোদরা বোনকে কন্যার সহিত 'আসাবা হিসাবে সাব্যস্ত করিয়াছেন। আর এই প্রকারের 'আসাবাকে 'আসাবা মা'আ গায়রিহী বলা হয়। জারজ সন্তান এবং লি'আনকারিনীর সন্তানদের 'আসাবা হইবে তাহাদের মায়ের পক্ষীয় আত্মীয়-স্বজন। যেহেতু তাহারা বৈধ পিতৃপরিচয়হীন, এই জন্য তাহাদের মায়ের আত্মীয়-স্বজন তাহাদের মীরাছ পাইবে। তাহারাও তাহাদের মায়ের আত্মীয়-স্বজন হইতে মীরাছ পাইবে। যেমন فلاعن এক কন্যা মা এবং فلاعن-কে রাখিয়া মারা গেল। এক্ষেত্রে কন্যা অর্ধেক এবং মা এক-ষষ্ঠাংশ পাইবে। যাবিল ফুরূয হিসাবে অবশিষ্ট সম্পদ কন্যা এবং মায়ের উপর পুণঃবণ্টন করা হইবে। فلاعن কিছুই পাইবে না। (আলামগীরী, ৬খ., পৃ. ৪৫২; রাদ্দু'ল মুহতার, খ. ১০, ৫২৪ পৃ.)।

যদি এমন কয়েকজন 'আসাবা একত্র হয় যাহাদের কেহ 'আসাবা বিনাফসিহী, কেহ 'আসাবা বিগায়রিহী, কেহ 'আসাবা মা'আ গায়রিহী, তাহা হইলে যে 'আসাবা মৃত ব্যক্তির সর্বাধিক নিকটবর্তী হইবে, তাহাকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে, 'আসাবা বিনাফসিহীকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে না। যদি 'আসাবা মা'আ গায়রিহী 'আসাবা বিনাফসিহী অপেক্ষা মৃত ব্যক্তির নিকটতর হয় তাহা হইলে 'আসাবা মা'আ গায়রিহী প্রাধান্য পাইবে। যেমন কোন ব্যক্তি এক কন্যা, এক সহোদরা বোন এবং এক বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র রাখিয়া মারা গেল। এক্ষেত্রে কন্যা সম্পদের অর্ধেক পাইবে যাবিল ফুরূয হিসাবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সহোদরা বোন পাইবে 'আসাবা হিসাবে। বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র কিছুই পাইবে না। কেননা সহোদরা বোন কন্যার দ্বারা 'আসাবা হইয়া গিয়াছে, আর সহোদরা বোন বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র অপেক্ষা মৃত ব্যক্তির নিকটতর, অথচ বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র 'আসাবা বিনাফসিহী, আর সহোদরা বোন 'আসাবা মা'আ গায়রিহী (আলমগীরী, ৬খ., পৃ. ৪৫২; আল-বাহরু'র রায়িক, খ. ৯, ৩৮২ পৃ.)। 'আসাবা বলিতে সাধারণত 'আসাবা বিনাফসিহীকে বুঝায়। আর 'আসাবা বিগায়রিহী ও 'আসাবা মা'আ গায়রিহীকে 'আসাবা বলা হয় রূপক অর্থে। এই কারণেই তাহাদের সহিত বিগায়রিহী ও মা'আ গায়রিহী শুধু সংযুক্ত করা হয় (তাকমিলাতু ফাতহি'ল মুলহিম, খ. ২, ১৫ পৃ.)।

'আসাবার দ্বিতীয় প্রকার 'আসাবা সাবাবী (কারণগত 'আসাবা)। 'আসাবা নাসাবীর অবর্তমানে 'আসাবা সাবাবী ওয়ারিছ বলিয়া গণ্য হইবে। 'আসাবা সাবাবী দুই প্রকার ঃ

(১) দাসত্ব মুক্তকারী مولى العتاقة (২) কাহারও দ্বারা ইসলাম গ্রহণকারী مولى الموالاة

مولى العتاقه বলা হয় ক্রীতদাস বক্তির মুক্তিদাতা মনীবকে যদি মৃত ব্যক্তির আসাবা নাসাবী তথা বংশগত আসাবা না থাকে, তাহা হইলে এই 'আসাবা সাবাবী মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হইবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) বলেন الولاء لمن اعتق, "ক্রীতদাস ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ তাহার মুক্তিদাতা মনীব পাইবে" (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৭৭৭; আবূ দাঊদ, ২খ., পৃ. ৪০৪)। মনীব তাহার ক্রীতদাসকে মুক্তি দান করিয়া যে অনুগ্রহ করিয়াছে, ইহার কল্যাণে সে উক্ত ক্রীতদাসের মৃত্যুর পর তাহার কোন নাসাবী উত্তরাধিকারী না থাকিলে তাহার পরিত্যক্ত সম্পদের হকদার হইবে। কেননা এই 'আসাবা সাবাবী 'আসাবা নাসাবীর সমতুল্য, যেহেতু সে তাহাকে العتاقة। (আত্মিক জীবন) দান করিয়াছে। যেমন রক্ত বন্ধন দ্বারা জীবন অর্জিত হয়, তদ্রূপ আযাদ করিবার মাধ্যমেও কার্যত বহুবিধ আহকামের ক্ষেত্রে তাহাকে জীবিতদের সমতুল্য করিয়া দেওয়া হয় (বাদায়িউস সানাই, ৪খ., ৮ পৃ.)।

রাসূলুল্লাহ (সা) অন্যত্র ইরশাদ করেন,

الولاء لحمة كلحمة النسب-

"বংশগত সম্পর্ক দ্বারা যেমনিভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রকাশ পায়, অনুরূপভাবে মুক্ত করিবার দ্বারা মুক্তিদানকারী এবং মুক্ত ব্যক্তি উভয়ের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রকাশ পায়। সুতরাং মুক্তিদানকারী মুক্ত মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হইবে (বায়হাকী, সুনানু কুবরা ,কিতাবু'ল ওয়া'লা, খ. ১০, পৃ. ২৯৩)।

যদি ক্রীতদাসের মুক্তিদানকারী মাওলা জীবিত না থাকে, তবে তাহার বংশগত 'আসাবাগণ তাহাদের ধারাবাহিক ক্রমানুসারে উত্তরাধিকারী হইবে। যদি মুক্তিদানকারীর বংশগত 'আসাবা জীবিত না থাকে তাহা হইলে মুক্তি দানকারীর 'আসাবা সাবাবী মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হইবে।

ক্রীতদাসের পরিত্যক্ত সম্পদকে পরিভাষায় ولاء বলা হয়। মুক্তি দানকারী মহিলা 'আসাবাগণ ولاء-এর হকদার হইবে না। কিন্তু ঐ সকল মহিলা ولاء-এর হকদার হইবে যাহারা নিজে দাসত্বমুক্ত করিয়াছে, অথচ তাহাদের আযাদকৃত দাসগণ দাস মুক্ত করিয়াছে (সিরাজী, ৩১-৩২ পৃ.)। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

لاترث النساء من الولاء شيئا الا ما كاتبن او اعتقن او اعتق من اعتقن او جر ولاءه من اعتقن.

'আসাবা সাবাবীর দ্বিতীয় প্রকার; مولي الموالاة। ইহার ব্যাখ্যা হইল, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাহাকে কিংবা অন্যকে বলিল, "আমি আপনার সহিত বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছি।

যদি আমার মৃত্যুর পর আমার কোন ধরনের ওয়ারিছ না থাকে, তাহা হইলে আপনি আমার সমুদয় সম্পদের উত্তরাধিকারী হইবেন। আমা দ্বারা যদি কোন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তবে আপনি আমার পক্ষ হইতে রক্তপণ পরিশোধ করিয়া দিবেন। আমি যদি কোন অপরাধ করি আপনি ইহার দিয়াত (রক্তপণ) দিবেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তাহা স্বীকার করিয়া নেয়, তাহা হইলে এইরূপে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে مولى الموالاة বলা হয়। এইরূপে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর চুক্তিকারী ব্যক্তি মারা গেলে যদি তাহার কোন উত্তরাধিকারী না থাকে তাহা হইলে مولى الموالاة ব্যক্তি তাহার উত্তরাধিকারী হইবে। চুক্তিবদ্ধ হওয়া ব্যতীত শুধু কাহারও হাতে ইসলাম গ্রহণ দ্বারা এই আহকাম প্রযোজ্য হইবে না। তবে এই চুক্তি উভয়ের যে কোন একজন ভঙ্গ করিতে পারিবে। চুক্তিকারী ব্যক্তি এই مولى الموالاة -এর সহিত কৃত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া অন্য কাহারও সহিত নূতন করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবে।

مولى العتاقة এবং مولى الموالاة -এর মাঝে পার্থক্যঃ

(১) مولى العتاقة ক্রীতদাস হইতে মীরাছ পাইবে কিন্তু ক্রীতদাস مولى العتاقة হইতে মীরাছ পাইবে না। অপরদিকে مولى الموالاة-এর মধ্যে উভয় যদি উভয় হইতে মীরাছ পাওয়ার শর্ত করে তাহা হইলে উভয়ে উভয় হইতে মীরাছ পাইবে।

(২) مولى الموالاة ভঙ্গ হইতে পারে, অপরদিকে مولى العتاقة ভঙ্গ হইতে পারে না।

(৩) مولى العتاقة যাবিল আরহামের উপর প্রাধান্য পাইবে, অপরদিকে مولى الموالاة যাবিল আরহামের উপর প্রাধান্য পাইবে না (আল-বাহরু'র রায়ক, খ. ৯, ৩৮৪পৃ.)।

"আসাবাদের উত্তরাধিকার স্বত্ব কুরআন এবং হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও শী'আ ও রাফেযীগণ 'আসাবাদের উত্তরাধিকার স্বত্বকে অস্বীকার করে। তাহাদের নিকট উত্তরাধিকার স্বত্বের জন্য দুইটির যে কোন একটি হইলেই যথেষ্ট—হয়ত নির্ধারিত অংশের উত্তরাধিকারী হওয়া কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক হওয়া। আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলার মাঝে কোন পার্থক্য নাই। ওয়ারিছ যদি এমন হয় যাহার অংশ নির্ধারিত নাই এবং তাহার সহিত অন্য কোন অংশীদারও নাই তাহা হইলে সমুদয় সম্পদ সেই পাইবে। যদি তাহার সহিত এমন ব্যক্তি অংশীদার হয় যে, ইহারও অংশ নির্ধারিত নাই, তাহা হইলে সম্পদ উভয়ের মাঝে সমহারে বণ্টিত হইবে। যদি অংশীদার মৃত ব্যক্তির সহিত আত্মীয়তার সম্পর্কে পার্থক্য থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক অংশীদার তাহার নিকটবর্তীর অংশ পাইবে। যথা মামার সহিত যদি চাচা থাকে, তাহা হইলে মামা পাইবে মায়ের অংশ অর্থাৎ তিন ভাগের এক ভাগ, আর চাচা পাইবে পিতার অংশ অর্থাৎ তিন ভাগের দুই ভাগ তাহাদের মাযহাব অনুযায়ী। ওয়ারিছ যদি এমন হয় যাহার অংশ নির্ধারিত রহিয়াছে, তাহা হইলে সে তাহার অংশ নিয়া নিবে। অতঃপর তাহার সহিত যদি অন্য কেহ সমকক্ষ না থাকে তাহা হইলে অবশিষ্ট সম্পদ তাহার উপর পুনঃবণ্টিত হইবে। যদি তাহার সহিত তাহার সমকক্ষ কোন নির্ধারিত অংশীদার থাকে তাহা হইলে উভয়ে তাহাদের অংশ নিয়া নিবে। যদি সমকক্ষ নির্ধারিত অংশীদার না থাকে, তাহা হইলে অবশিষ্ট সম্পদ সেই পাইবে। তবে ইহার জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত নয়।

তাহাদের এই অভিমত খণ্ডনে তাকমিলা ফাত্হিল মুলহিমের গ্রন্থকার বলেন, স্বয়ং শী'আদের হইতে এমন কিছু রিওয়ায়াত পাওয়া যায় যেইগুলি দ্বারা তাহাদের মাযহাবে 'আসাবা প্রমাণিত হয়। যেমন 'আমিলী وسائل الشيعة নামক গ্রন্থের ১৭ খণ্ডের ৪৩২ পৃষ্ঠায় ৩২৫৩০ নম্বর রিওয়ায়াতে উল্লেখ করিয়াছে, আবু'ল 'আব্বাস ফযল বাকবাক আবূ 'আবদিল্লাহ হইতে রিওয়ায়াত করেন, তিনি বলেন, আমি বলিলাম, মহিলাদের হইতে কি কিসাস নেওয়া হইবে, না কি তাহাদের ক্ষমা করা হইবে? তিনি বলিলেন, না, উহা 'আসাবাদের জন্য। 'আমিলী আরেকটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করিয়াছেন মুহাম্মাদ ইব্ন আমর হইতে। তিনি আবূ জা'ফার হইতে জানিতে চাহিলেন, এক ব্যক্তির আযাদকৃত দাস মৃত্যু বরণ করিয়াছে এবং তাহার পূর্বে তাহার মুক্তিদাতা মনিবও মৃত্যুবরণ করিয়াছে। এখন মুক্তিদাতা মনিবের এক পুত্র ও এক কন্যা জীবিত আছে। এমতাবস্থায় আযাদকৃত ক্রীতদাসের মীরাছের উত্তরাধিকারী কে হইবে? তিনি বলিলেন, তাহা পুরুষের জন্য, মহিলাদের জন্য নয়। তাহাদের এই দুইটি রিওয়ায়াত দ্বারা 'আসাবাদের উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রমাণিত হয়। কিন্তু রিওয়ায়াত দুইটি উল্লেখ করিবার পর 'আমিলী বলেন, "এইগুলি তাকিয়্যা (আত্মরক্ষার কূটকৌশল)-এর উপর প্রযোজ্য।" তাকমিলার গ্রন্থকার বলেন, এই দলটির অভ্যাস হইল, তাহারা যখনই এমন কোন দলীল-প্রমাণের সম্মুখীন হয় যাহা দ্বারা তাহাদের মাযহাব বাতিল ও ভ্রান্ত বলিয়া সাব্যস্ত হয় তখনই তাহারা উহাকে তাকিয়্যা বলিয়া ব্যাখ্যা প্রদান করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কুরআনুল কারীম, সূরা নিসা, আয়াত ১১, ১৭৬। (২) বুখারী, আস্-সাহীহ, আশরাফী, বুক ডিপো, সাহারানপুর, দেওবন্দ, তা. বি., কিতাবু'ল ফারায়েয, খ. ২, পৃ. ৭৭৭, ৯৯৭-৯৯৮; (৩) মুসলিম, আস্-সাহীহ, আশরাফী বুক ডিপো, সাহারানপুর, দেওবন্দ, তা. বি., কিতাবু'ল-ফারায়েয, খ. ২, পৃ. ৩৪; (৪) আবূ দাউদ, আস-সুনান, আশরাফী বুক ডিপো, সাহারানপুর, দেওবন্দ, তা-বি., ২খ., পৃ. ৪০০, ৪০৪; (৫) তাকী উছমানী, তাকমিলাতু ফাতহি'ল মুলহিম, মাকতাবাতু দারি'ল উলূম, করাচী ১৪২২ হি, খ. ২, পৃ. ১৫-১৮, (৬) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, মহীউদ্দীন খান অনূদিত, সৌদী সংস্করণ, ২৩৫ পৃ.; (৭) ইব্ন আবেদীন, রাদ্দু'ল-মুহতার, মাকতাবা যাকারিয়া, দেওবন্দ ১৯৯৬ খৃ., ১৪১৭ হি., খ. ১০, পৃ. ৫২৪; (৮) কাসানী, বাদায়িউস সানাই, মাকতাবা যাকারিয়া, দেওবন্দ ১৯৯৮ খৃ., ১৪১৯ হি.; ৪খ., পৃ. ৭-৮; (৯) আল-মু'জামুল ওয়াসীত, মাকতাবা যাকারিয়া, দেওবন্দ ২০০১ খৃ., পৃ. ৬০৪; (১০) ইব্ন মানযূর, লিসানু'ল 'আরাব, দারু'ল হাদীছ, কায়রো ২০০৩ খৃ., ১৪২৩ হি., খ. ৬, ২৭৫-২৭৬ পৃ.; (১১) মুহাম্মাদ আলী আস্-সাবূনী, সাফওয়াতু'ত তাফাসীর, দারুস সাবূনী, কায়রো, ৯ম সংস্করণ, তা.বি., খ. ১০, পৃ. ২৬৩-৩২৩; (১২) সিরাজুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর রশীদ, আস-সিরাজী, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, ২৭-৩২ পৃ.; (১৩) ফাতাওয়া আলমগীরী, মাকতাবা যাকারিয়া, সাহারানপুর, দেওবন্দ, তা.-বি., খ. ৬. পৃ. ৪৫১-৪৫২। (১৪) মুহাম্মাদ ইব্ন হুসাইন ইব্ন 'আলী, আল বাহরুর রায়িক, মাকতাবা যাকারিয়া, দেওবন্দ, তা-বি. খ ৯, পৃ. ৩৮১-৩৮৪। (১৫) বায়হাকী, আল-সুনানু কুবরা, কিতাবু'ল ওয়া'লা, মাজলিস দায়েরাতিল-মা'আরিফ আল-উসমানিয়া, হায়দারাবাদ, দক্ষিণাত, তা.বি. ১ম সংস্করণ, খ. ১০, পৃ. ২৯৩, ৩০৬।

মুহা. জাবির হোসাইন

আসাবিয়্যা (عصبية) ঃ আরবী শব্দ। ইহার মূল অর্থ বংশ বা গোত্রপ্রীতি, গোত্রগত চেতনা [পুরুষানুক্রমে পুরুষ আত্মীয়কে আস'াবা (عصبة) বলা হয়]। আস'াবিয়্যা শব্দটি হা'দীছ' শরীফেও ব্যবহৃত হইয়াছে। নবী কারীম (স') ইহাকে ইসলামের মূলনীতির বিপরীত বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। ইব্ন খালদূন যেইভাবে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে শব্দটি বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠে। তিনি শব্দটিকে ভিত্তি করিয়া ইতিহাসের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন এবং রাষ্ট্র সম্বন্ধে মতবাদ গঠন করিয়াছেন। ইব্ন খালদূনের মতে 'আস'াবিয়্যা' মনুষ্য সমাজের মৌলিক বন্ধন এবং ইতিহাস সৃষ্টির পশ্চাতে মূল প্রেরণাশক্তি। এই কারণেই de Slane ফরাসী ভাষায় আস'াবিয়্যার অর্থ করিয়াছেন esprit de corps এবং Kremer ইহার অর্থ করিয়াছেন Gemeinsinn, বরং nationalitatsidee যাহা একটি অযৌক্তিক আধুনিকতা। ইব্ন খালদূনের এই ধারণার প্রাথমিক ভিত্তি নিঃসন্দেহে মানুষের স্বভাবজাত মানসিকতা এই অর্থে যে, আস'াবিয়্যা স্বাভাবিক পন্থায় গোত্রীয় রক্ত সম্পর্ক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে (নাসাব نسب ইল্‌তিহাম التحام))। কিন্তু গোত্রীয় ধারণার অসুবিধা প্রাচীন আরবগণ ওয়ালা ولاء (গোত্র বহির্ভূতদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন) নীতির মাধ্যমে দূরীভূত করে; ইহার বিশেষ গুরুত্ব ইব্ন খালদূন আসাবিয়্যার কার্যকর রূপ পরিগ্রহ করার ব্যাপারে স্বীকার করিয়াছেন। ইব্ন খালদূনের মতে রক্তের সম্পর্ক কিংবা অন্যভাবে গঠিত সামাজিক দল আসাবিয়্যার ভিত্তি হইলেও ইহা এমন একটি শক্তি যাহা জনগোষ্ঠীসমূহকে তাহাদের নিজেদের অধিকার আদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার, অন্য রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তারের এবং রাজবংশ বা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে। এই নীতির যৌক্তিকতা প্রথমত ইসলাম-পূর্ব 'আরব ও মুসলিম 'আরবের ইতিহাসে এবং দ্বিতীয়ত বার্‌বার্‌দের ও অন্যান্য ইসলাম প্রভাবিত লোকের ইতিহাস হইতে পরিস্ফুট হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ 'আরব সাম্রাজ্য কুরায়শদের, বিশেষ করিয়া আব্‌দ মানাফ গোত্রের আস'াবিয়্যারই ফল। কিন্তু ক্ষমতা (ملك) কোন দলের হস্তগত হইলে ক্ষমতাসীন দল তাহাদের মূল ভিত্তি স্বাভাবিক আসাবিয়্যা হইতে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং তদস্থলে অন্যান্য শক্তির আবির্ভাব ঘটাইয়া নিজেদের সর্বময় কর্তৃত্বের মাধ্যম হিসাবে উহাকে ব্যবহার করে। ইব্ন খালদূন কর্তৃক এই ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে ইতিহাসের চালিকা শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান একটি অসাধারণ বিষয় (এই মতবাদে ধর্মীয় উপাদানসমূহের স্থান গৌণ)। ফলে এই মতবাদের সাথে ইসলামের ইতিহাস ও তমদ্দুন সম্পর্কিত ঐতিহ্যগত ধারণার সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে ইব্ন খালদূনকে জটিল সমস্যায় পতিত হইতে হইয়াছে। তিনি এই মতকে সর্বান্তকরণে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালান। তাঁহার সমন্বয় সাধনের এই প্রচেষ্টা (যাহা তাঁহার মুকাদ্দিমার একাধিক পৃষ্ঠারও বেশী স্থান জুড়িয়া আছে) তাঁহাকে এই বিষয়ে গভীরতর পর্যালোচনা হইতে এবং তাঁহার মতবাদকে সুষ্ঠু সুসমঞ্জসরূপে পরিস্ফুট করা হইতে বিরত রাখিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) F. Gabrieli, Il concetto della asabiyyah nel pensiero storico di Ibn Haldun, atti della R. accad. Delle scienze di Torino. ৬৫খ, ১৩৯০ খৃ., ৪৭৩-৫১২; (২) H. A. R. Gibb, The Islamic Background of Ibn Khaldun's Political Theory, BSOS, ৭খ., ১৯৩৩ খৃ., ২৩-৩১।

F. Gabrieli (E.I.²)/নাসির উদ্দীন

আসাম (Assam) ঃ ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ। বর্তমানে এই প্রদেশটি ছয়টি আলাদা রাজ্য বা প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে, যথা মেঘালয়, আসাম, অরুণাচল, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ও মিজোরাম। অবিভক্ত আসামের পূর্বে ব্রহ্মদেশ ও পশ্চিম-দক্ষিণে বাংলাদেশ অবস্থিত। ইহার উত্তরে চীন ও ভুটান। অবস্থান ২২° ১৯ ও ২৮ ১৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯° ৪২ ও ৯৭° ১২ পূর্ব দ্রাঘিমার অভ্যন্তরে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, পর্বতরাজি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালভূমির সমন্বয়ে সমগ্র অঞ্চলটি গঠিত। আসাম বহু পার্বত্য উপজাতি ও মোঙ্গল জনগোষ্ঠীর বাসস্থান। ইহার আয়তন ৮৫.০১২ বর্গমাইল। ১৯৫১ খৃ. আদম শুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা ৯০,৪৩,৭০৭ জন। তন্মধ্যে ১৯,৯৬,৪৫৬ জন মুসলমান। ১৯৬১ খৃ. আদম শুমারী অনুসারে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ২৭,৬৫,৫০৯ জন। মুসলমান অধিবাসী তিন-চতুর্থাংশ উত্তর বঙ্গ সংলগ্ন পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা গোয়ালপাড়া ও কামরূপ এবং সিলেট সংলগ্ন কাছাড় জেলার বাসিন্দা। ১৯২০ খৃ. হইতে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতেও মুসলমান জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। প্রধানত বঙ্গদেশ হইতে আগতদের দ্বারাই জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি। তবে উপত্যকার পূর্বাঞ্চলে বহিরাগতদের তেমন আগমন ঘটে নাই।

সংস্কৃত দলীলে উপত্যকাটি 'লৌহিত', 'প্রাগজ্যোতিষ' অথবা 'কামরূপ' নামে অভিহিত। আসাম (স্থানীয় উচ্চারণে অহম) শব্দটি শান বা তাই নামক একটি Tibeto Burman জনগোষ্ঠীর সাথে জড়িত। এই জনগোষ্ঠী ৮ম শতাব্দী নাগাদ উত্তর বার্মা ও শ্যাম-এ বসতি স্থাপন করিয়া শেষ পর্যন্ত এই এলাকায় চলিয়া আসে। সংস্কৃত অ+সম (তুলনাহীন) শব্দ হইতে আসাম শব্দের উৎপত্তি ঘটিয়াছে এইরূপ মতের কোনও সমর্থন নাই।

অহমেরা ছিল ইতিহাস সচেতন। তাহরা 'বুরুঞ্জি' নামক ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রথম যে রাজার কথা জানা যায় তাহার নাম সুকফা। তিনি ১২২৮ খৃ. উপত্যকার উত্তরাঞ্চলীয় একটি অংশ দখল করিয়া নেন। তাহার উত্তরাধিকারিগণ ক্রমে পার্শ্ববর্তী উপজাতিসমূহকে পরাজিত করিয়া অহম রাজ্য স্থাপন করেন। গৌহাটি শহরসহ উপত্যকার পশ্চিমভাগ তাহাদের দখলমুক্ত থাকিয়া কামরূপ নাম বহন করে। এই অঞ্চল ছিল ক্ষুদ্র ভূস্বামী শাসিত। ইহাদের সম্মিলিত নাম ছিল বার ভূইয়া। এই অঞ্চলটি দুইবার কামরূপ-কামতা রাজ্যের অংগীভূত হয়। প্রথমে 'খেনদের' দ্বারা এবং পরে 'কোচদের' দ্বারা। খেন ও কোচরা ছিল বাংলার মুসলিম সুলতানদের উত্তরাঞ্চলীয় প্রতিদ্বন্দ্বী।

মুসলমানদের কামরূপ বিজয় তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। ১২০৬ খৃ. বাখতিয়ার খালজী হইতে প্রথম পর্যায়ের শুরু। ইহা ছিল হামলা, সাময়িক অধিকার বিস্তার ও কর আরোপের যুগ। ১৩৫৭ সনে সিকান্দার শাহ কর্তৃক কোমরু' (সম্ভবত গৌহাটি)-তে টাঁকশাল স্থাপনের মাধ্যমে ইহার সমাপ্তি। এই কোমরুর পার্শ্ববর্তী কোন একটি গুহাতেই সম্ভবত ইব্ন বাত্তুতা প্রখ্যাত দরবেশ শাহজালাল তাবরীযীর সাক্ষাত পাইয়াছিলেন।

বারবাক শাহ-এর কাছে কামতার রাজা কামেশ্বরের পরাজয়ের মাধ্যমে দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু। ১৪০৮ খৃ. আলাউদ্দীন হুসায়ন শাহ যেন রাজা নীলাম্বরকে পরাজিত করিয়া কামরূপ বিজয় সম্পন্ন করেন। এই পর্যন্ত মুসলিমগণ অহমীয়দের সংস্পর্শে আসে নাই। সমসাময়িক মুসলিম নথিপত্রে একমাত্র কামরূপেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। বুরাজিগুলিতে প্রথম মুসলিম অভিযানের উল্লেখ দেখা যায় ১৫৩২ সনে। কামরূপে নিয়োজিত জনৈক তুরবাক (বাহর-বাক-নৌ সেনাপতি) এই অভিযান পরিচালনা করিলেও পরিণামে তাহা ব্যর্থ হয়। ১৫৩৮ সনে হুসায়ন শাহী বংশের পতনের পর কোচরা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়া উঠে এবং নিজেদের রাজ্য গঠন করে। হাজোতে এই সময় নির্মিত সুলতান গিয়াস উদ্দিন আওলিয়ার মাযার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিসৌধ।

বাংলার মুগল সুবাদার ইসলাম খান ১৬১২ খৃ. কোচদের পদানত করিয়া পুনরায় কামরূপ অধিকার করিলে তৃতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। সেই হইতে অহমীয়দের সহিত প্রায়ই সংঘর্ষ ঘটিতে থাকে এবং ফারসী ইতিহাসসমূহে অহমীয়দের ঘন ঘন উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৬৬২ খৃ. মীর জুমলা অহমীয়-রাজকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া তাহার উপর বার্ষিক কর আরোপ করেন। পরে মুগলদের দুর্বলতার সুযোগে অহমেরা আবার উজ্জীবিত হইয়া ১৬৮২ খৃ. নাগাদ সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা দখল করিয়া নেয় এবং ১৮২৪ খৃ. বৃটিশ হস্তক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত নিজেদের শাসন বলবৎ রাখে। ঐ সময় বৃটিশরা বর্মী হুমকি দমনের নামে সমগ্র আসাম নিজেদের অধিকারভুক্ত করিয়া লয়।

অহমীয়দের কাছে মুসলিম কারুশিল্পীদের খুবই কদর ছিল। অনেক জেলাতেই এখন পর্যন্ত মুসলিম মারিয়া (পিতলের কারিগর) ও গারিয়া (দরজী)-দের সাক্ষাত পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানদের এক বিপুল অংশ ফরাইজী (দ্র. হাম্মী শারীআতুল্লাহ) আন্দোলনে অংশ নেয়। সাধারণ কৃষকরা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসের সাথে স্থানীয় রীতি-নীতি ও উৎসবাদির সমন্বয় ঘটাইয়া একটি বিশেষ আঞ্চলিক সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটাইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E. A.Gait, A History of Assam, কলিকাতা ১৯০৬ খৃ.; (২) K. L. Barua, Early History of Kamarupa. শিলং ১৯৩৩ খৃ.; (৩) W.W. Hunter, A Statistical Account of Assam, লন্ডন ১৮৭৯ খৃ., দুই খণ্ড; (৪) B. C. Allen, Assam District Gazetteers, কলিকাতা এবং এলাহাবাদ ১৯০৫-১৯০৬ খৃ., আট খণ্ড; (৫) H. Blochmann, কুচবিহার, কুচহাজো, এবং আসাম, JASB-এ, ১৮৭২ খৃ., পৃ. ৪৯-১০১; (৬) Birinchi Kumar Barua, a note on the word Assam, in Journal of the Assam Research Society, ২/১খ., গৌহাটী ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ৪১-২; (৭) M . Glanius, A relation of an unfortunate voyage to the kingdom of Bengal, লন্ডন ১৬৮২ খৃ.; (৮) M. I Borah, Baharistani Ghaybi of Mirza Nathan, গৌহাটী ১৯৩৬ খৃ.; (৯) শিহাবুদ্দীন তালিশ, ফাত্হিয়্যা ইব্রিয়্যা, Asiatic Society-র সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি, কলিকাতা; (১০) S.K. Bhuyan, Annals of the Delhi's Badshahat, গৌহাটী ১৯৪৭ খৃ.; (১১) ঐ লেখক, Deodhai Asam Buranji, গৌহাটী ১৯৩২ খৃ.; (১২) ঐ লেখক, Tungkhungia Buranji, অক্সফোর্ড ১৯৩৩ খৃ.; (১৩) ঐ লেখক, Asam Buranji, গৌহাটী ১৯৩০ খৃ.; (১৪) Golap Chandra Barua, Aham-Buranji, কলিকাতা ১৯৩০ খৃ.।

A. H. Dani (E.I.[2]) সালেহ চৌধুরী

আল-আসাম্ম (الأصم) ঃ বধির, বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত একটি (عرف) উপনাম/ডাকনাম ঃ (১) সুফ্য়ান ইবনু'ল আব্রাদ আল-কাল্বী, আল-আস'াম্ম নামে পরিচিত, একজন উমায়্যা সেনাপতি, যিনি বাগ্মিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি খারিজীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযানের নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন, উহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল ৭৮/৫৭৭ অথবা ৭৯/৬৭৮ সনের অভিযান। এই অভিযানে আয্রাকী খারিজী ক'াত'ারী ইব্নু'ল-ফুজাআ শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত'-ত'াবারী, Annales, সম্পা. de Goeje, ২খ, ১০১৮ (কায়রো সং., ৫খ., পৃ. ১২৬); (২) জাহি'জ আল-বায়ান, সম্পা. হারূন, ১খ, ৬১, ৪০৭, ৩খ, ২৬৪।

(২) আবু'ল-'আব্বাস মুহাম্মাদ ইব্ন য়াক্'ব আন্-নীসাবুরী, আল-আস'াম্ম নামে খ্যাত, শাফি'ঈ মায্'হাবের প্রসিদ্ধ ফাকী'হ ও মুহ'াদ্দিছ', জ. ২৪৭/৮৬১, মৃ. ৩৪৬/৯৫৭-৫৮, তিনি আর-রাবীউ'ল মুরাদী (মৃ. ২৭০/৮৮৩) এবং আল-মুযানী [দ্র.] (মৃ. ২৬৪/৮৭৬-৭৭)-এর শাগরিদ ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে শেষোক্তের গ্রন্থ আল-মুখ্তাস'র জনসাধারণের নিকট অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কেননা তিনি উক্ত গ্রন্থের একটি সংশোধিত ও সঠিক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল (দ্র. আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ২১১-১২)। তাঁহার একজন শিষ্য সাহ্ল ইব্ন মুহ'াম্মাদ আস্-সু'লূকী আশ্-শাফি'ঈ (মৃ. ৩৮৭/৯৯৭), যিনি নীসাপুরে বাস করিতেন, অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-ফিহ্রিস্ত, পৃ. ২১১-২১২; (২) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৩১০ হি., ১খ., ২১৯, সং., আবদু'ল হ'ামীদ, কায়রো তা.বি. [১৯৪৮খ.], ৩খ., ১৫৪; (৩) আয্'-য'াহাবী, ত'াবাক'াতু'ল-হু'ফ্ফাজ' (Libor Classium, etc.), Wustenfeld, gottingen ১৮৩৩ খৃ., ২খ, ৯৪, সংখ্যা ৬১।

(৩) হ'াতিমুল-আসা'ম্ম, আবূ আবদির-রাহমান ইব্ন উলওয়ান, প্রসিদ্ধ 'আলিম ও বুযুর্গ, জ. বাল্খে, শাকী'কু'ল-বাল্খীর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। তাঁহার বহু দার্শনিক বাণী এবং সাধকসুলভ উপদেশাবলী বর্ণিত রহিয়াছে। তিনি ২৩৭/৮৫১ ওয়াশ্জারদ (মাওয়ারাউন-নাহার)-এ পরলোক গমন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সামীবেক, ক'ামূসুল-'আলাম।

R. Blachere (E.I.[2], দা.মা.ই. ২খ., ৮৪৯) / আবদুল মজীদ ফিরোজী

'আসাস (عسس) ঃ মুসলিম শহরগুলির রাত্রিবেলার প্রহরা। মাকরীযীর মতে যিনি সর্বপ্রথম এই দায়িত্ব পালন করেন তিনি ছিলেন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা)। আবূ বাক্র (রা) তাঁহাকে মদীনার রাস্তায় রাত্রিবেলা প্রহরা দানের নির্দেশ দিয়াছিলেন। কথিত আছে, 'উমার (রা) নিজে তাঁহার মাওলা (মুক্তদাস) আসলাম (রা) এবং 'আবদুর-রাহ'মান ইব্ন 'আওফ (রা)-কে সঙ্গে লইয়া শহর পর্যবেক্ষণে বাহির হইতেন (খিতাত, ২খ, ২২৩; দ্র. তাবারী, ১খ, ৫, ২৭৪২; R. Levy সম্পা. মা'আলিমু'ল-কুরবা, পৃ. ২১৬; আল-গাযালী, নাসীহ'াতু'ল-মূলক, সম্পা. হুমা'ঈ, পৃ. ১৩, ৫৮)। পরে স'াহি'বুল'-'আসাস নামে একজন পুলিস অফিসার আসাস নিয়ন্ত্রণ করিতেন (মাকরীযী, পূ. স্থা.; ইব্ন তাগরীবিরদী, ২খ, ৭৩; নুওয়ায়রী, ৩খ, ১৫১)। মাক'রীযী বলেন, তাঁহার সময়ে স'াহি'বু'ল-'আসাস সাধারণ্যে ওয়ালি'ত'-ত'াওফ নামে খ্যাত ছিলেন (খিত'াত', ২খ, ১০৩); হাজ্জাজের সময় বসরাতে সাহিবুত-তাওফের উল্লেখ পাওয়া যায় (বালাযুরী, ফুতূহ, পৃ. ৩৬৪)। আসাসের প্রতিশব্দ তাওফ সম্পর্কে আরও দ্র. বাদীউযযামান, মাকাশ আল-মাকামাতুল রুসাফিয়্যা, কাল্‌কাশান্‌দী, সুব্‌হ, ১৩খ, ৯৩; ইহাতে ৬৯৭/১২৯৭ সালে তাহাদের প্রতি সুলতানের নির্দেশাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে। মামলূক আমলে ওয়ালী বা পুলিস প্রধানের কর্তৃত্বাধীন আসহাবু'ল-আরবা' নামে রাত্রিকালীন প্রহরা বিদ্যমান ছিল; স্পেনে তাহাদেরকে বলা হইত দাররাবু (মাকরীযী, সুলূকন, কায়রো, ২খ, ৫৪; মাককারী, Analecies, ১খ, ১৩৫)।

পূর্বাঞ্চলে সালজূক বংশীয় সান্‌জারের (মৃ. ৫৫২/১১৫৭) দীওয়ান কর্তৃক জারীকৃত এক আদেশে রায়-এর নাইবকে যে শহরেই দুষ্কর্ম ও দুর্নীতির সন্দেহ রহিয়াছে সেখানেই আসাস নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয় (আতাবাতু'ল-কাতাবাত, সম্পা. মুহাম্মাদ কাযবীনী এবং আব্বাস ইকবাল, তেহরান ১৯৫০ খৃ., পৃ. ৪৪)।

'উছমানী যুগে 'আসাসের ('আসেস বাশী) নিয়ন্ত্রণভার পদাতিক বাহিনীর অফিসারের উপর ন্যস্ত ছিল ('উছমান নূরীর মতে ২৮তম বোলুকের চোরবাজী এবং হ্যাম্মারের মতে অনির্ধারিত রেজিমেন্টের কোন অফিসার)। এই ব্যক্তি সরকারী জেলখানার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং সরকারীভাবে প্রাণদণ্ড দানের এক প্রকারের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার নিকট কাহাকেও প্রাণদণ্ডের জন্য অর্পণ করার ক্ষেত্রে তিনি জানিসারী বাহিনীর আগার দীওয়ানের সারায় এবং সারায় ও খলীফার দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। জনসাধারণের মিছিলেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেন। রাত্রিবেলায় মাতলামি ও অনুরূপ অন্যান্য অপরাধের জন্য সুবাশী কর্তৃক আরোপিত জরিমানার এক-দশমাংশ তিনি লাভ করিতেন, কিন্তু দিনের বেলার জন্য নহে; ইহা ছাড়া আসাস প্রতিটি দোকান হইতে এক ধরনের শুল্ক (রেস্‌ম-ই আসেসিয়্যা) আদায় করিত (আওলিয়া চেলেবি, ১খ, ৫১৭, অনু., ১খ, হ্যাম্মার, ২,১০৮-৯, দ্বিতীয় মুহাম্মাদের আমলে ইহাদের উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহাতে উল্লেখ রহিয়াছে; 'উছমান নূরী, মেজেল্লেই উমুরই বেলেদিয়্যে, ১খ, ৯০১-২, ৯৫৪; 'উমার লুত্‌ফী বারকান, Osmanli Imparatorlugunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslari I Kanunlar, ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ., পৃ. ৬৯, ৭০, ১৩৪, ১৩৯, ১৪৭, ১৬০, ১৬২, ১৬৩, ১৭৮, ৪০০)।

সাফাবী আমলে পারস্যে রাত্রিকালীন প্রহরা দারোগার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং প্রহরিগণ আহদাছ (দ্র.) ও গেযমে এবং 'আসাস নামেও অভিহিত হইত (Minorski, তাযকিরাতু'ল-মুলূক, পৃ. ১৪৯)। ১৯শ শতাব্দীর শীরাযে নৈশ প্রহরী দলের প্রধান মীর আসাস নামে পরিচিত ছিলেন (Ann K. S. Lambton, islamic Society in Persia, লন্ডন ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১৪-১৫)।

গারদা'ঈআ ও মযাবের অন্যান্য শহরে নৈশ প্রহরী সংস্থা কেবল জনসাধারণের নিরাপত্তা ও নৈতিকতার নিশ্চয়তা দান করিত না, বরং উহা সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গোপনীয় ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল যাহা, এমনকি, 'আয্‌যাবার হ'ালকা ও সাধারণ লোকের জামাআ হইতেও উচ্চতর ছিল (M. Vigourous, La garde de nuit a Ghardaia in Bulletin de Liaison Saharienne, নং ৯, আলজিয়ার্স ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৯-১৬)। মযাবের আবাদী মসজিদসমূহের মিনার আস্‌সাস (অর্থ প্রহরী) নামে অভিহিত হইত (M. Mercier, La Civilisation urbaine du Mazb, আলজিয়ার্স ১৯২২ খৃ., পৃ. ৬০ প.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধটিতে উদ্ধৃত সূত্রগুলি ব্যতীত ঃ (১) W. Behrnauer, memoire sur les Institutions de Police chez les Arabes, les Persans et les Turcs, JA, জুন ১৮৬০ খৃ., পৃ. ৪৬১প.; (২) G. Wiet Materiaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, Egypte, ২খ, কায়রো ১৯২৯-৩০ খৃ., Mem: I. F. A. O. vol, lii, 61-62; (৩) A. Mez, Die Renaissance des islams, হাইডেলবার্গ ১৯২২ খৃ., পৃ. ৩৯৩-৪; (৪) H. A. R. Gibb ও H. Bowen, Islamic Society and the West, ১/১খ., ১১৯, ৩২৪-৩২৬; (৫) Ismail Hakki Uzuncarsili, Osmanli Devleti teskilatindan Kapukulu Ocaklari, ১খ, আঙ্কারা ১৯৪৩ খৃ., ১৭০, ৩৫৮, ৩৭০, ৩৯৭, ৪২১; (৬) ঐ লেখক, Osmanli Devletinin Merkex ve Bahriye Teskilati, আঙ্কারা ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ২১, ১২৪, ১৩৯, ১৪১-২, ২৮৩, ২৮৫, ২৮৬; (৭) D' Ohsson, Tableau General de lempire Ottoman, প্যারিস ১৭৮৮-১৮২৪ খৃ., ৭খ., ১৬৭, ৩১৯; (৮) J. Hammer, Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, ভিয়েনা ১৮১৫ খৃ., ১খ, ২৪৭, ২খ, ১০৫-৬; (৯) Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu, ১খ., ইস্তাম্বুল ১৯৪৬ খৃ., ৯৩-৪; (১০) মরক্কোতে শব্দটি ব্যবহারের উদাহরণ Archives marcocaines ১/২খ, ১৪৬-এ রহিয়াছে।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])

'আস্‌সাস শব্দটি উত্তর আফ্রিকায় 'নৈশ প্রহরী' অর্থে ব্যবহৃত হয়। R. Brunschvig (la Berberie Orientale sous les Hafsides, ২খ, ২০৩ ইহাকে তিউনিসের সুক্সের নৈশ প্রহরী সম্পর্কে ব্যবহার করিয়াছেন। Budget Meakin (The Moors, লন্ডন ১৯০২ খৃ., পৃ. ১৭৪)-এ ইহার ব্যবহার এইরূপ প্রহরী, অর্থে পাওয়া যায়, যে রাত্রিবেলা গ্রামে যাত্রাবিরতিকারী মরুযাত্রীদলের

পাহারায় নিয়োজিত থাকে; অনুরূপ প্রথার কথা, কিন্তু শব্দটির ব্যবহার ব্যতিরেকে M. Rey উল্লেখ করিয়াছেন (Souvenir dun voyage au Maroc, প্যারিস ১৮৪৪ খৃ., পৃ. ১২৪)। ফেযে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কেবল নৈশ প্রহরী অর্থেই শব্দটির ব্যবহার ছিল না, বরং সাধারণভাবে পুলিস অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইত।

'আস্‌সাসে শব্দের ব্যবহার থাকুক বা নাই থাকুক, রাত্রিবেলা, বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় বাজার, পণ্যাগার ও আত্মরক্ষার্থে নির্মিত ঢিবি ইত্যাদিতে পাহারাদার নিয়োগ উত্তর আফ্রিকার শহরগুলিতে, ফরাসীদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত, সাধারণ নিয়ম ছিল। আলজিয়ার্সে ইহার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় (R.P Dan, Histoire de Barbare et de ses corsaires, প্যারিস ১৬৩৭ খৃ., পৃ. ১০২), সেখানে মিসওয়ার [দ্র.] ও তাহার প্রতিনিধিরা রাত্রিবেলা প্রধান প্রধান রাস্তা পাহারা দিত এবং ফেযেও ইহার ব্যবহারের প্রমাণ রহিয়াছে (Leo Africanus, Description de l' Afrique, সম্পা. Epaulard, প্যারিস ১৯৫৬ খৃ., ১খ, ২০৬)। সেখানে অনধিক চারজন পুলিস কর্মকর্তা মধ্যরাত্রি হইতে রাত্রি ২টা পর্যন্ত চারিদিকে ঘোরাফেরা করিত এবং কেন্দ্রীয় বাজার ও পণ্যাগারের পাহারায় বারবার দ্বাররক্ষী বা যারযায়া থাকিত (R. Le Tourneau, Fes avant le Protcetorat, ক্যাসাব্লাঙ্কা-প্যারিস ১৯৪৯ খৃ., পৃ. ১৯৬), আর এলাকা প্রধানের পুলিস (আস্‌সাসা) আত্মরক্ষার্থে নির্মিত ঢিবি ইত্যাদির পাহারায় নিয়োজিত থাকিত (ঐ, পৃ. ২৫৩)। ওয়ায্যান-এ শহরের শোরফা পরিবারের প্রধান প্রতি রাত্রে ৫৮ জন পাহারাদার নিযুক্ত করিত, তাহারা নগরীর প্রহরায় থাকিত (Budget Meakin, The land of the Moors, লন্ডন ১৯০১ খৃ., পৃ. ৩২৫)। আর সাফীতে, মরক্কোর সেনাবাহিনী রাত্রিবেলা নগরীর প্রহরায় অংশগ্রহণ করিত (ঐ, পৃ. ২০০)।

স্পেনে আস্‌সাস শব্দের ব্যবহার ছিল বলিয়া মনে হয় না। E. Levi-Provencal (Xe siecle, ২৫৩) নৈশ প্রহরী অর্থে দাররাব শব্দের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; রাত্রিকালীন নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি কখনও কখনও সাহিবু'ল-লায়ল নামে পরিচিতি লাভ করিতেন, যাহা দৃশ্যত সাহিবুশ-শুরতা শব্দেরই সমার্থবোধক (E. Levi-Provencal, Hist. Esp. Mus. ৩খ, ১৫৫; আল-মাককারীর অনুকরণে Analectes, ১খ., ১৩৪)।

R. Le Tourneau (E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

আসিতানা (দ্র. ইস্তাম্বুল)

'আসিম (عاصم) ঃ আহমাদ, 'উছমানী সাম্রাজ্যের রাজকীয় ইতিহাস রচয়িতা ১৭৫৫ খৃ.-এর দিকে দক্ষিণ-পূর্ব আনাতোলিয়ায় অবস্থিত আয়নতাব [আধুনিক Gaziantep)-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সায়্যিদ মুহাম্মাদ ছিলেন রাজদরবারের একজন কেরানী এবং তিনি জেনানী কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার পরিবার ছিল এই অঞ্চলের প্রাচীনতম বসতি স্থাপনকারীদের অন্যতম। তাঁহার কৈশোর বয়সে তিনি 'আরবী ও ফারসী ভাষায় সমান দক্ষতা ও সাবলীলতার পরিচয় দান করেন এবং এই দক্ষতা পরবর্তী কালে সুপরিচিত অভিধানসমূহের অনুবাদক (মুতারজিম)-রূপে খ্যাতি অর্জনে তাঁহাকে সহায়তা করে। প্রারম্ভিকভাবে সায়্যিদ আহমাদ প্রথমে তাঁহার নিজ শহরে এবং পরে নিকটস্থ কিলিস শহরের আদালতে সচিবরূপে কার্যরত ছিলেন। ১৭৯০ খৃ. তিনি ইস্তাম্বুল গমন করেন এবং তথায় তৃতীয় সেলীমকে উৎসর্গীকৃত বুরহান-ই কাতি'-এর একটি অনুবাদ দ্বারা সুলতানের আনুকূল্য অর্জন করিতে সক্ষম হন। পরবর্তী কালে তিনি অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ১৮০২ খৃ. তাঁহাকে হিজাযে প্রেরণ করা হয় এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ পরিবার আয়নতাব হইতে ইস্তাম্বুলে স্থানান্তর করেন। ১৮০৭ খৃ. তাঁহাকে রাজকীয় ইতিহাস রচয়িতা নিয়োগ করা হয় (ওয়াকআ-নুভীস); এই পদে থাকাকালীন তিনি সিসতোভা-এর শান্তি চুক্তি (৪ আগস্ট, ১৭৯১) হইতে দ্বিতীয় মাহমুদ-এর সিংহাসন আরোহণকালে (২৮ জুলাই, ১৮০৮) পর্যন্ত 'উছমানী সাম্রাজ্যের একটি ইতিহাস সংকলন করেন (পরবর্তী কালে দুই খণ্ডে মুদ্রিত)। পরে তিনি কামূসুল মুহতী তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করেন, যাহা কয়েকবার পুনর্মুদ্রিত হয়। পরবর্তী বৎসরসমূহে তিনি তাঁহার পূর্বতন পেশা শিক্ষকতায় প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তিনি একজন বিচারকরূপে (সিলানীক-এর মুল্লা, ফেব্রু. ১৮১৪) কার্যভার গ্রহণ করেন। ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮১৯ সালে স্কুটারীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। এখানে নূহ-এর কূপের (নূহকুয়ু) নিকট তাঁহার একটি আবাসগৃহ ছিল। কারাজা আহমাদ সমাধিক্ষেত্রে তিনি চিরশয়নে শায়িত রহিয়াছেন এবং তাঁহার সমাধিসৌধের গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিটি Othmanli Meullifleri, ১খ., ৩৭৫-এ অন্তর্ভুক্ত আছে।

রাজকীয় ইতিহাস প্রণেতারূপে তাঁহার দায়িত্ব পালনে তিনি তাঁহার পূর্বসূরিগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার উপস্থাপনা রীতি একই সঙ্গে দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সাবলীল কথন এবং ঘটনাবলীর সুচিন্তিত ও সুআলোচিত পর্যালোচনা। অবশেষে তিনি আল-জাবারতী প্রণীত ফরাসী অধিকারের অধীনে কায়রোর কালপঞ্জী 'আরবী ভাষা হইতে তাঁহার নিজ মাতৃভাষায় অনুবাদ করেন যাহা য়ুরোপেও পরিচিতি লাভ করে (ফরাসী অনু., A. Cardin, প্যারিস ১৮৩৮ খৃ.)। এই ভাষ্যটি পাণ্ডুলিপি আকারে প্যারিস (Bible. Nationale s. t. 1283; তু. E.Blochet, Catal, ২খ., পৃ. ২২১) এবং কায়রোতে সংরক্ষিত রহিয়াছে। ইহা কখনও মুদ্রিত হয় নাই, কারণ কায়রো কালপঞ্জী ইহার স্বল্পকাল পরেই পুনরায় রাজচিকিৎসক মুসতাফা বাহজাত এফেনদি কর্তৃক অনূদিত হয় এবং মুদ্রিত হয় (তারীখ-ই মিসররূপে, ২৬০. SS. 12, ইস্তাম্বুল ১৮৮২ খৃ.; ইহার পূর্বে তাহা জেরিদে-ই হাওয়াদীছ-এ একটি Feuilletion-রূপে প্রকাশিত হয়, তু. JAS, ১৮৮৬ খৃ., ১খ., ৪৭৭ প.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সিজিল্লি-ই 'উছমানী, ৩খ, ২৮৩; (২) A. D. Mordtmann, in Augsburges Allgem. Zeitung of 29th, June, 1875, পরিশিষ্ট নং ১৮০; (৩) ফাতীন, তেযকিরে ২২৬; (৪) GOW, ৩৩৯ প. আরও বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জীসহ; (৫) 'উছমানলী মুত্রল্লিফলেরি, ১খ., ৩৭৫ প.; (৬) Turk Meshrlari (ইস্তাম্বুল, তা.বি., আনু. ১৯৪৬) ৪৭ প. (একটি ছবিসহ যাহা প্রতিকৃতি বলিয়া দাবি করা হয়)।

F. R. Babinger (E.I.[2])/ মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

'আসিম (عاصم) ঃ আবূ বাক্‌র আসিম ইব্‌ন বাহদালা আবিন-নাজূদ আল-আসাদী, আসাদ গোত্রের শাখা গোত্র বানূ জুযায়মার একজন মাওলা (দ্র.)। কেহ কেহ বলেন, বাহদালা তাঁহার মাতার নাম এবং তাঁহার পিতার

নাম আবদুল্লাহ, যিনি আবুন-নাজূদ নামে পরিচিত ছিলেন। কথিত আছে, তিনি ছিলেন গম (হান্নাত) ব্যবসায়ী কূফী স্কুলের কারীদের প্রধান হিসাবে তিনি আস-সুলামীর উত্তরসুরি ছিলেন, যেখানে কুরআন পাঠক হিসাবে তাঁহার সুখ্যাতি তাঁহাকে সাতজন পাঠকের একজন হিসাবে স্থান দিয়াছিল। তাঁহার পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। বস্তুতপক্ষে তাঁহার ছাত্র হাফ্‌স (দ্র.)-এর মাধ্যমে কুরআনের পঠন পদ্ধতি, স্বরচিহ্ন ও বিরাম চিহ্ন সন্নিবেশ করা সম্পর্কে তাঁহার উদ্ভাবিত পদ্ধতি ইসলামের সর্বজন গৃহীত পাঠে (Textus receptus) পরিণত হইয়াছে। তাঁহাকে তাবি'ঈ (দ্র.) হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে এবং হাদীছ বর্ণনায়ও তাঁহার কিছুটা ভূমিকা ছিল। অবশ্য কারী ও একজন কিরাআত শিক্ষক হিসাবেই তাঁহার অধিক খ্যাতি। এই বিষয়ে তাঁহার বিশেষজ্ঞ হওয়ার সুখ্যাতি ছিল। শিক্ষার এই অঙ্গনে তিনি আবূ আবদির-রাহমান আস-সুলামী (মৃ. ৭৪/৬৯৩-৪), যির্‌র ইব্‌ন হুবায়শ (মৃ. ৮২/৭০১-২) এবং আবূ 'আমর সা'দ ইব্‌ন ইয়াস আশ-শায়বানী (মৃ. ৯৬/৭১৪-৫)-এর ছাত্র ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। এই শিক্ষকত্রয়ের যে কোন একজনের মাধ্যমে তাঁহার কুরআনী আবৃত্তির শিক্ষা সাহাবীগণ পর্যন্ত পৌঁছায়। তাঁহার অনেক ছাত্র ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার পদ্ধতি ধারক-বাহক ছিলেন। তাঁহার পাঠগত পদ্ধতির দুইজন রাবী (বর্ণনাকারী) হইলেন আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আয়্যাশ (মৃ. ১৯৪ হি.) এবং হাফ্‌স ইব্‌ন সুলায়মান (মৃ. ১৯০ হি.)। তিনি হি. ১ ২৭-এর শেষের দিকে অথবা ১২৮/৭৪৫-এর প্রথম দিকে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন খাল্লিকান, ১খ., ৩০৪, ৩০৫ (নং ৩১৪); (২) ইব্‌ন কুতায়বা, মা'আরিফ, পৃ. ২৬৩; (৩) ইব্‌ন নাদীম, ফিহরিস্‌ত, পৃ. ২৯; (৪) ইবনু'ল-ইমাদ, শাযারাত, ১খ., ১৭৫; (৫) ইবনু'ল-জাযারী, গায়া, নং ১৪৯৬; (৬) ঐ লেখক, নাশ্‌র, ১খ., ১৫৬; (৭) আদ-দানী, তায়সীর, পৃ. ৬; (৮) ইব্‌ন হাজার, তাহযীবুত-তাহযীব, ৫খ., ৩৮-৪০; (৯) আয-যাহাবী, মীযানু'ল-ই'তিদাল, ২খ., ৫ নং ২৬।

A. Jeffery (E.I.[2])/মোঃ জয়নুল আবেদীন মজুমদার

আসিম ইব্‌ন আদিয়্যি (عاصم بن عدى) ঃ (রা) ইব্‌নি'ল জাদ্‌দ ইব্‌নিল আজলান আল-বালাবী আল-আনসারী। বিশিষ্ট সাহাবী, আজলান গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। উপনাম আবূ আমর, মতান্তরে আবূ 'আবদিল্লাহ বা আবূ 'উমার বা আবূ বাকর। আনসার-এর বানূ 'উবায়দ ইব্‌ন যায়দ নামক শাখা গোত্রের মিত্র (হালীফ)। তিনি ছিলেন 'আজলান গোত্রের নেতা। প্রখ্যাত সাহাবী মা'ন ইব্‌ন আদিয়্যি ছিলেন তাঁহার ভ্রাতা। সর্বসম্মতিক্রমে তিনি একজন বদ্‌রী সাহাবী। অবশ্য কোন কোন বর্ণনামতে তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। যুদ্ধে যাওয়ার পথে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে আর-রাওহা হইতে ফেরত পাঠান এবং মদীনার আলিয়া (عاليه)-তে তাঁহাকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন। ওয়াকিদীর বর্ণনামতে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে কুবাবাসীদের আমীর নিযুক্ত করেন। তাঁহাকে বদর-এ প্রাপ্ত গানীমাতের অংশ প্রদান করা হয়। তিনি উহুদ, খন্দক এবং তৎপরবর্তী সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত অংশগ্রহণ করেন। কুবায় বানূ 'আমর ইব্‌ন আওফ-এর লোকজন (মুনাফিকরা) অসৎ উদ্দেশে মসজিদ (মাসজিদ দিরার দ্র.) তৈরি করিলে রাসূলুল্লাহ (স) ওহী মারফত অবগত হইয়া তাবুকের ময়দান হইতে 'আসিম ইব্‌ন আদিয়্যি ও মালিক ইব্‌নু'দ দুখশুনকে উহা জ্বালাইয়া দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। অতঃপর তাঁহারা আগুন লাগাইয়া উক্ত মসজিদ ভস্মীভূত করিয়া দেন (তাবাকাত, ৩খ., ৪৬৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ, ২২)। তাবারানীর বর্ণনামতে তিনি ছিলেন কিছুটা খর্বাকৃতির। তিনি মেহেদী দ্বারা খিযাব লাগাইতেন। উওয়ায়মির আল-'আজলানীর ঘটনা সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন লি'আন (দ্র.)-এর আয়াত নাযিল হয় (উসদু'ল-গাবা ৩খ, ৭৫)।

মুওআত্তা ও সুনান-এ তাঁহার রিওয়ায়াত রহিয়াছে। মু'আবিয়া ইব্‌ন আবী সুফয়ান (রা)-এর খিলাফাতকালে ৪৫ হি. ১১৫ বৎসর বয়সে তিনি মদীনায় ইন্‌তিকাল করেন (তাবাকাত, ৩খ, ৪৬৬)। কাহারও কাহারও মতে তিনি ১২০ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। আবদু'র রাহমান ইব্‌ন আওফ (রা) হইতে বর্ণিত আছে, মৃত্যুকালে তাঁহার পরিবারের লোকজন কাঁদিতে লাগিলে তিনি নিষেধ করেন। 'উমার, মান ও যায়দ ছিলেন তাঁহার সন্তান। তাঁহারা ছিলেন সাহ্‌লা' বিন্‌ত আসিম-এর গর্ভজাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ২৪৬, সংখ্যা ৪৩৫৩; (২) ইবনু'ল আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৭৫; (৩) ইব্‌ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল কুবরা, বৈরূত, তা. বি., ২খ, ১২, ৩খ, ৪৬৬, ৫৪৯; (৪) ইব্‌ন হাজার আল-আসকালানী, তাকরীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, ১খ, ১৬, সংখ্যা ৩৮৪; (৫) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া; বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ৩খ, ৩২০ প., ৫খ, ২২; (৬) ইব্‌ন হিশাম, আস্‌-সীরা, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ., ২খ, ২৪০; (৭) ইব্‌ন আবদি'ল বার্‌র, আল-ইস্‌তী'আব (ইসাবার হাশিয়ায় সন্নিবেশিত, ৩খ, ১২৪-১৩৫); (৮) আয্‌-যাহাবী, তাজরীদু আসমা আস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৮২, সংখ্যা ২৯৭৬; (৯) ইব্‌ন হাজার আল-'আসকালানী, তাহযীবুত -তাহ্‌যীব, বৈরূত ১৯৬৮ খৃ., ৫খ, ৪৯।

ড. আবদুল জলীল

আসিম ইব্‌ন 'উমার ইব্‌নিল খাত্‌তাব (عاصم بن عمر بن الخطاب) ঃ আল-কুরাশী আল-'আদাবী (রা) বিশিষ্ট সাহাবী, দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা)-এর পুত্র। ছাবিত ইব্‌ন আবিল-আফ্‌লাহ আল-আনসারীর কন্যা জামীলা তাঁহার মাতা। জামীলার পূর্বনাম ছিল 'আসিয়া (পাপিষ্ঠা), রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার নাম রাখেন জামীলা (রূপসী)।

'আসিম রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন (ইব্‌ন আবদি'ল-বার্‌র)। তবে রাসূলুল্লাহ (স) হইতে তিনি কোন হাদীছ বর্ণনা করেন নাই। ভিন্নমতে 'আসিমের জন্ম ষষ্ঠ হিজরীতে (আবূ আহমাদ আল-আস্‌কারী)। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র দুই বৎসর (আবূ 'আম্‌র)। 'উমার (রা) স্বীয় জীবদ্দশায় 'আসিমকে বিবাহ করাইয়া গিয়াছিলেন (যুবায়র ইব্‌ন বাককার)। এক মাস তাঁহাদের ভরণ-পোষণ করিবার পর 'উমার (রা) তাঁহাকে স্বনির্ভর হইতে উপদেশ দেন। 'আসিম একজন পুণ্যাত্মা, চরিত্রবান ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা) প্রায় সময়ই বলিতেন, "আমি এবং আমার ভাই আসিম কখনও কাহারও নিন্দাবাদ করি নাই।" তিনি ছিলেন দীর্ঘকায় এবং স্থুল দেহের অধিকারী। তাঁহার হাত অস্বাভাবিক লম্বা ছিল। তাঁহার মধ্যে কাব্য প্রতিভাও বিদ্যমান ছিল।

'আসিম খলীফা 'উমার ইব্ন আবদি'ল-আযীয (র)-এর মাতামহ ছিলেন। 'উমার (রা) কর্তৃক 'আসিমের মাতা তালাকপ্রাপ্তা হইলে যাযীদ ইব্ন জারিয়ার সহিত পুনরায় তাঁহার বিবাহ হয়। তখন 'আসিম মাতামহীর কাছে লালিত-পালিত হন। একবার 'উমার (রা) কুবায় গমন করিলে 'আসিমকে শিশুদের সহিত খেলাধুলায় লিপ্ত দেখিতে পান। তখন তাঁহাকে নিজের সাথে মদীনায় লইয়া আসেন। ফলে 'আসিমের মাতামহী খলীফা আবূ বাক্র (রা)-এর নিকট অভিযোগ পেশ করেন। আবূ বাক্র (রা) 'আসিমকে তাহার মাতামহীর হস্তে সমর্পণের নির্দেশ দেন। ইমাম বুখারী (র)-এর রিওয়ায়াত অনুযায়ী (তারীখ) তখন 'আসিমের বয়স ছিল আট বৎসর, ভিন্নমতে চার বৎসর। সাব্বী ইব্ন য়াহ্য়া, ইব্ন সীরীন-এর সূত্রে জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন, "আমি 'আসিম ইব্ন 'উমার (রা) ব্যতীত এত স্বল্পভাষী আর কাহাকেও পাই নাই। তিনি কখনও অনর্থক কথা বলিতেন না।" ইব্ন হিব্বান আর-রাবাযা নামক স্থানে 'আসিমের ইনতিকাল হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ওয়াকিদীর মতে তিনি ৭০ হি. ভিন্নমতে ৭৩ হি. (মাতীন) ইনতিকাল করেন। 'আসিমের ভ্রাতা 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) 'আসিমের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হন এবং একটি শোকগাথা রচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ৩খ, ৫৬; (২) ঐ লেখক, তাক্রীবুত তাহ্যীব, বৈরূত ১৩৯৫ হি., ১খ, ৩৮০; (৩) ইব্ন আবদি'ল -বারর, আল-ইস্তীআব (ইসাবার হাশিয়ায়); (৪) ইব্ন সা'দ, তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৫খ, ১৫; (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদু আস্মাইস সাহাবা, বৈরূত, তা. বি., ২খ, ৬৮২; (৬) ইবনু'ল আছীর, উসদু'ল গাবা, তেহরান ১২৮৬ হি., ৩খ, ৭৬।

রুহুল আমীন সিরাজী

'আসিম ইব্ন কায়স (عاصم بن قيس) ঃ (রা) ইব্ন ছাবিত ইব্নিন-নু'মান আল-আনসারী, সাহাবী। মদীনার প্রখ্যাত আওস গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। প্রামাণ্য সূত্রে তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ জানা যায় না। তিনি বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনচরিত সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। তাঁহার কোন বংশধর ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ২৪৭, সংখ্যা ৪৩৫৮; (২) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ১৩৪; (৩) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৪৮১ ; (৪) ইব্ন আবদি'ল-বারর, আল-ইসতীআব (ইসাবার হাশিয়ায় সন্নিবেশিত, ৩খ, ১৩৪); (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৮২, সংখ্যা ২৯৮১; (৬) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ৩খ, ৩২০।

ড. আবদুল জলীল

'আসিম ইব্ন ছাবিত (عاصم بن ثابت) ঃ (রা) ইব্ন আবি'ল-আফ্লাহ আল-আন্সারী। আন্সার-এর মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারিগণের অন্যতম সাহাবী। উপনাম আবূ সুলায়মান। মাতার নাম শাম্স বিন্ত আবী আমির। তিনি ছিলেন 'আসিম ইব্ন উমার (রা) ইব্নিল-খাত্তাবা-এর নানা। হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্ন জাহশ (রা)-এর সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ তীরন্দায। তিনি বদ্র ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের চরম বিপর্যয়ের সময় যে কয়জন সাহাবী নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলেন 'আসিম ইব্ন ছাবিত (রা) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। বদ্র যুদ্ধে তিনি কুরায়শদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উকবা ইব্ন আবী মুআয়তকে হত্যা করেন (উসদু'ল-গাবা, ৩খ, ৭৩) এবং উহুদের যুদ্ধে মুশরিকদের পতাকাবাহী হারিছ ইব্ন তালহা ও মুসাফি' ইব্ন তালহা নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করেন। এই কারণে মক্কার কুরায়শরা তাঁহার উপর অত্যধিক ক্ষিপ্ত ছিল। হারিছ ও মুসাফি'-এর মাতা সালাফা বিন্ত সা'দ আপন পুত্রদ্বয়ের ঘাতক 'আসিম (রা)-এর মস্তকের খুলিতে মদ্য পান করিবার মানত করিয়াছিল এবং তাঁহার মস্তক আনিয়া দেওয়ার জন্য এক শত উষ্ট্রী পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল (তাবাকাত, ৩খ., ৪৬২)।

অতঃপর এই পুরস্কার লাভের আশায় 'আদাল ও কারাহ্-এর কিছু লোক মদীনায় আগমন করত রাসূলুল্লাহ (স) -কে জানাইল যে, তাহাদের কবীলা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। অতঃপর তাহারা তাহাদেরকে কুরআন কারীম ও দীনী বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিছু লোক পাঠাইতে আবেদন করিলে রাসূলুল্লাহ (স) আসিম ইব্ন ছাবিত (রা)-কে আমীর করিয়া ১০ জনের একটি ক্ষুদ্র দল তাহাদের সহিত প্রেরণ করেন। মক্কা ও উসফান-এর মধ্যবর্তী (উসফান হইতে আট মাইল দূরে) আর-রাজী' নামক স্থানে পৌছিলে তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হুযায়ল-এর শাখাগোত্র বানূ লিহ্য়ানকে তাহাদের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেয়। তখন মুশরিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় দুই শত, তন্মধ্যে এক শত ছিল তীরন্দায। এহেন অবস্থা দেখিয়া আসিম তাঁহার সঙ্গীদেরকে লইয়া একটি টিলায় আরোহণ করিলেন। মুশরিকরা আসিম (রা) ও তাঁহার সঙ্গীদের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদানের কথা ঘোষণা করিয়া আত্মসমর্পণের আহ্বান জানাইল এবং আরও জানাইয়া দিল যে, মুসলমানদেরকে হত্যা করিবার অভিপ্রায় তাহাদের নাই। 'আসিম (রা) বলিলেন, "আমি মুশরিকদের নিকট আত্মসমর্পণ করিব না।" তিনি আল্লাহর নিকট দু'আ করিলেন, اللهم اخبر عنا رسولك, "হে আল্লাহ! আমাদের এই সংবাদ তুমি তোমার রাসূলকে জানাইয়া দাও।" আল্লাহ তাঁহার এই দু'আ কবুল করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ওহী মারফত রাসূলুল্লাহ (স)-কে ইহা অবহিত করিলেন। অতঃপর 'আসিম ইব্ন ছাবিত (রা) তাঁহার এই ক্ষুদ্র দল লইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তীর শেষ হইয়া গেলে তিনি বল্লম দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন। এক সময় বল্লমও ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তিনি শুধু তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া সাতজন সঙ্গীসহ তিনি শাহাদাত লাভ করেন। তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি কোন মুশরিককে স্পর্শ করিবেন না এবং কোন মুশরিক দ্বারা স্পর্শিত হইবেন না। আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনি দু'আ করিয়াছিলেন,

اللهم انى احمى لك اليوم دينك فاحم فى لحمى.

"হে আল্লাহ! আমি আজ তোমার দীনের হিফাজত করিয়াছি। তুমি আমার দেহের হিফাজত কর।"

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার এই দু'আও কবুল করিয়া তাঁহার লাশের হিফাজত করিয়াছিলেন। মুশরিকরা তাঁহার লাশ লইতে আসিয়া দেখিতে

পাইল যে, অসংখ্য বোলতা উহা পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা মনে মনে এই ধারণা করিয়া ফিরিয়া গেল যে, সন্ধ্যার পর বোলতা চলিয়া গেলে আবার আসিয়া উহা লইয়া যাইবে। কিন্তু সন্ধ্যার পর প্রবল বন্যা আসিয়া তাঁহার লাশ অজ্ঞাত স্থানে ভাসাইয়া লইয়া গেল। হিজরতের ৩৬ মাস পর সাফার মাসে তিনি শাহাদাত লাভ করেন। মুহাম্মাদ নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল, যাঁহার মাতার নাম ছিল হিন্দ বিন্ত মালিক। প্রখ্যাত কবি আল-আহওয়াস ছিলেন তাঁহার বংশধর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সাহীহ আল-বুখারী, দিল্লী তা. বি., ২খ, ৫৮৫, বাবঃ গাযওয়াতির -রাজী; (২) বাদরু'দ-দীন আল-আয়নী, উমদাতুল-কারী, বৈরূত তা. বি., ১৭খ., ১৬৬ প.; (৩) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল-বারী, বৈরূত তা.বি., ৭খ., ৩৭৯ প.; (৪) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৪৬২, ৯০ ২খ, ৪১, ৪৩, ৫৫, ৭৯; (৫) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ২৪৪-২৪৫, সংখ্যা ৪৩৪৭; (৬) ইবনু'ল-আছীর, উসদু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৭৩-৭৪; (৭) ইব্ন আবদি'ল -বারর আল-ইসতীআব (ইসাবার হাশিয়ায় সন্নিবেশিত, ৩খ, ১৩২-৩৪); (৮) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৯৭৮ খৃ., ৩খ, ৩০৫, ৩২০; ৪খ, ৬২ প.; (৯) ইব্ন হিশাম, আস-সীরা, বৈরূত ১৮৭৫ খৃ., ২খ, ২০৮, ২৩৯; (১০) ইদ্রীস কানধলাবী, সীরাতুল-মুসতাফা, দিল্লী সং., তা. বি., ১খ, ৭২৯ প.; (১১) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৮১, সংখ্যা ২৯৬৭; (১২) বাংলা বিশ্বকোষ, ফ্রাঙ্কলিন বুক প্রোগ্রামস, ঢাকা ১৯৭২, ১খ, ২৬৫।

ড. আবদুল জলীল

আসিম ইবনুল-'উকায়র (عاصم بن العكير) ঃ (রা) সাহাবী। আনসার-এর বানূ 'আওফ ইব্নু'ল খাযরাজ-এর মিত্র (হালীফ)। তিনি মুযায়না গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। প্রামাণ্য সূত্রে তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু তারিখ পাওয়া যায় না। মূসা ইব্ন 'উকবার বর্ণনানুযায়ী তিনি বদ্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। তাঁহার কোন বংশধর ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ২৪৬, সংখ্যা ৪৩৫৪; (২) ইবনু'ল আছীর, উস্দু'ল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৭৫-৭৬; (৩) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ৫৪৫; (৪) ইব্ন আবদি'ল-বারর, ইসতীআব (ইসাবার হাশিয়ায় সন্নিবেশিত, ৩খ., ১৩৪); (৫) আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস-সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৮২, সংখ্যা ২৯৭৭।

ড. আবদুল জলীল

(হযরত) আসিয়া (آسية) ঃ (রা) ফিরআওন-এর স্ত্রী, তিনি একজন পূত চরিত্রের অধিকারিনী ছিলেন। বানূ ইস্রাঈল-এর সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, আসিয়া (রা) সম্পর্কে হযরত মূসা (আ)-এর চাচী অথবা ফুফী (عمه) ছিলেন।

কুরআন মাজীদে আসিয়া (রা)-এর নাম উল্লেখ নাই। অবশ্য ইমরাআতু ফিরআওন (অর্থাৎ ফির'আওনের স্ত্রী) শব্দাকারে দুই স্থানে উল্লেখ রহিয়াছে ঃ ২৮ ঃ ৯, ৬৬ ঃ ১১। হাদীছে ফির'আওনের স্ত্রী আসিয়া (রা)-র নাম উল্লেখ রহিয়াছে (আল-খাতীব আত-তাব্রীযী, মিশ্কাত, দিল্লী, পৃ. ৫৭৩)।

বানূ ইসরাঈলকে দুর্বল করিয়া দমাইয়া রাখিবার উদ্দেশে একদা ফির'আওন পরিকল্পনা করিল যে, ভবিষ্যতে তাহাদের মধ্যে ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তাহাদেরকে হত্যা করা হইবে এবং মেয়ে সন্তানদেরকে জীবিত রাখা হইবে। ইতিমধ্যে হযরত মূসা (আ) [দ্র.] জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার মাতা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশানুযায়ী তাঁহার মাতা তাঁহাকে (কাঠের তৈরী বাক্সে রাখিয়া) নদীতে ভাসাইয়া দেন। এই বাক্সটি ফির'আওন পরিবারের হস্তগত হইয়াছিল। শিশুটির প্রতি তাহাদের দয়া হইল এবং ফিরা'আওনের স্ত্রী (ইমরাআতু ফির'আওন) বলিলেন, "এই শিশুটি আমাদের চক্ষুর প্রশান্তিদায়ক হইবে, তাহাকে হত্যা করিবে না"। এইভাবে আসিয়া মূসা (আ)-কে শুধু ফির'আওনের লোকদের হাত হইতেই রক্ষা করেন নাই, বরং তাঁহাকে ফির'আওনের প্রাসাদে লালন-পালনেরও ব্যবস্থা করেন।

সূরাতু'ত-তাহরীম (سورة التحريم) -এ আসিয়া (রা)-এর ঈমানের বর্ণনা রহিয়াছে। মুফাসসিরগণ বলেন যে, যখন মূসা (আ) ফির'আওনের যাদুকরদেরকে পরাস্ত করিয়াছেন তখন আসিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনেন। ইহাতে ফির'আওন তাঁহাকে নানাভাবে নির্যাতন করিতে থাকে। ফির'আওনের নির্দেশে তাঁহাকে ভারী পাথরচাপা দিয়া রাখা হয়। এই অবস্থায় তিনি দু'আ করেন ঃ হে আমার প্রতিপালক! তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিও এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরআওন ও তাহার দুষ্কৃতি হইতে, আমাকে উদ্ধার কর সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় হইতে" (৬৬ ঃ ১১)। সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা আসিয়া (রা)-র আত্মাকে তাঁহার নিজের নিকট তুলিয়া লইলেন।

ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা আসিয়া (রা)-র প্রতি নির্যাতন চালান হইতেছিল, তখন হযরত মূসা (আ) পার্শ্ববর্তী পথ দিয়া যাইতেছিলেন। এই নির্যাতন দেখিয়া হযরত মূসা (আ) দু'আ' করিলেন, "হে আল্লাহ্ ! আপনি আসিয়া (রা)-র জ্বালা-যন্ত্রণা দূর করিয়া দিন।" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আসিয়া (রা)-কে জান্নাতে তাঁহার জন্য নির্ধারিত বাসস্থান দেখাইয়া দেন, ইহাতে তিনি স্মিত হাস্য করিলেন (দ্র. মুহাম্মাদ বাকির মাজলিসী, হায়াতু'ল-কুলূব, পৃ. ৩৭৯)।

আসিয়া (রা) জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠা মহিলাগণের অন্যতমা। J. Horovitz-এর মতে "আসিয়া آسية" আসিনাত أسنات (Asenath)-এর বিকৃত রূপ। বাইবেল-এর Genesis (৪১ ঃ ৪৫)-এ Asenath-কে য়ূসুফ (আ)-এর স্ত্রী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আল-কুরআনুল-কারীম (২৮ ঃ ৯, ৬৬ ঃ ১১), আরও বিভিন্ন তাফ্সীর, বিশেষত নিম্নলিখিত তাফ্সীরসমূহ ঃ (ক) ইব্ন 'আব্বাস, তান্বীর, কায়রো ১৩০২ হি., পৃ. ৩৩৫, ৪৭৭ প.; (খ) আত্-তাবারী, তাফ্সীর, কায়রো ১৩২১ হি., ২০ ঃ ১৯-২০; ২৮ ঃ ৯৮ ; (গ) ইবন কাছীর, তাফ্সীর, কায়রো ১৩৪৭ হি., ৬খ, ৩৩২; ৮খ, ৪১৯-৪২১; (ঘ) ছানা'উল্লাহ পানীপাতী, তাফ্সীর মাজহারী, দিল্লী তা. বি., ৭ ঃ ১৪৫ প.; ৯ ঃ ৩৪৭; (ঙ) আল-আলূসী, তাফ্সীর, কায়রো ১৩০৭ হি., ২০ ঃ ৪৭, ২৮ ঃ ১৬৫; (২) আল- বুখারী, আল-জামিউ'স -সাহীহ, কিতাবুল-আম্বিয়া; (৩) আল-হাকিম, মুস্তাদরাক, হায়দরাবাদ ১৩৪০ হি., ২খ., ৪৯৭ (এবং بهامشة الذهبى তাল্খীস, ২খ, ৪৯৬-৪৯৭); (৪) আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, মুস্নাদ, কায়রো ১৩১৩ হি., ৩খ, ৬৪, ৮০, ১৩৫; (৫) ইব্ন

কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, কায়রো ১৩২৪ হি., পৃ. ২০; (৬) আত্-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৪৪৪, ৪৪৮ প.; (৭) আছ-ছা'লাবী, কিসাসুল আম্বিয়া (=আল-আরাইস), কায়রো ১৩০১ হি., পৃ. ১৪৬ প.; (৮) আল-কিসাঈ, কিসাসুল-আম্বিয়া, লাইডেন ১৯২২-১৯২৩ খৃ., পৃ. ১১৯ প.; (৯) মুহাম্মাদ বাকির মাজলিসী, হায়াতুল-কুলূব, লক্ষ্ণৌ ১২৯৫ হি., পৃ. ৩৩৪, ৩৭৯-৩৮০; (১০) ইবনু'ল-আরাবী, আল-ফুতুহাতু'ল-মাক্কিয়্যা, কায়রো ১৩৩৯ হি., ২খ, ৬৯; (১১) Pinnoek, Analysis of Scripture History, কেম্ব্রিজ, পৃ. ৪৮, ৩৪০; (১২) Encyclopaedia of Islam, ২য় সংস্করণ, 'আসিয়া' প্রবন্ধ।

ইহ্সান ইলাহী রানা (দা. মা. ই.)/এ. বি. এম. আবদুর রব

আল-'আসী (العاصى) ঃ ওরোনটেস (Orontes) 'আরবগণের মধ্যে আল-'আসী নামে পরিচিত। উত্তর সিরিয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ নদীর প্রাচীন নাম আল-উরুন্ট বা আল-উরুণ্ড হিসাবে 'আরবী সাহিত্যে সংরক্ষিত। গ্রীক শব্দ এক্সিওস (Axios)-এর মত আল 'আসী শব্দের উৎপত্তি সম্ভবত কোন প্রাচীন আঞ্চলিক নামের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। আল-'আসী শব্দের 'বিদ্রোহী' অর্থ জনপ্রিয় হইলেও ইহার শব্দতাত্ত্বিক ভিত্তি পাওয়া যায় না এবং আঁকাবাঁকা নদী (نهر المقلوب) নামটি সম্ভবত পণ্ডিতদের উদ্ভাবন।

বা'আলবাক্ক-এর অভ্যন্তরে বিকা-এর উচ্চ পার্বত্য উপত্যকার জলাশয়ের পানি বিভাজিকার উত্তর হইতে 'আসী নদী-প্রবাহের শুরু। কিন্তু ইহার পানি প্রবাহ আরও উত্তর দিকে হিরমিলের নিকট একটি ঝর্ণা হইতে আসিয়া থাকে, যাহা সাধারণত ওরোনটেস ঝর্ণা নামে অভিহিত এবং ইহা পর্বতশীলা হইতে প্রবল স্রোতে উৎসারিত সিরিয়া খালের পাশাপাশি উত্তর সীমা পর্যন্ত অনেক হ্রদ ও জলাভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে (কাদা ও ফামিয়া কাল'আতু'ল-মুদিক-হ্রদ ও জলাভূমি)। ইহার তীরে মধ্যসিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহর হিমস ও হামাত অবস্থিত। যেখানে আরমেনিয়া ও এশিয়া মাইনরের সংগে সিরিয়া মিলিত হইয়াছে, সেখানে নদীটি উত্তর দিক হইতে মোড় ঘুরিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। সিরিয়ার উত্তরাঞ্চল হইতে আগত স্রোতধারাসমূহ এই নদীতে আসিয়া পড়ে এবং এই সম্মিলিত প্রবাহ আল-আমিকের জলাভূমিগুলিতে পতিত হইয়া আমাতুসের দক্ষিণে আন্তাকিয়ার নিম্নাংশে এমন এক স্থানে সাগরে মিলিত হইয়াছে যেখানে উপকূল সমতল ও পোতাশ্রয়হীন (সেলুসিয়া ও সুয়ায়দিয়্যা ছিল কৃত্রিম পোতাশ্রয়)।

অরোনটিসের গতিপথের বিশেষ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং ইহার প্রবাহের তীব্রতার ফলে দীর্ঘদিন যাবত চিরাচরিত পন্থায় সেচকার্যে ইহার পানি ব্যবহার কার্যকর হইয়াছে। কিন্তু বৃহৎ আকারের আধুনিক উন্নয়নের জন্য ইহা যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে তাহার পূর্ণ ব্যবহার এখনও সম্ভব হয় নাই, কেবল কতিপয় প্রকল্পের আংশিক বাস্তবায়ন সম্পন্ন হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, ৩খ, ৫৮৮; (২) আবু'ল-ফিদা, তাকবীম, ৪৯; (৩) G. Le Strange, Plestine under the Moslems, London 1890, 59-61; (৪) R. Dussaud, Topographie historique de la Syrie, Paris 1927, নির্ঘণ্ট; (৫) Cl. Cahen, La Syrie du Norda l'epoque des Croisades, Paris 1940, নির্ঘণ্ট; (৬) J. Wellhausen, ZDMG, lx, 245-6; (৭) J. Weulersse, L'Oronte, Tours 1940.

R. Hartmann (E.I.2)/মোহাম্মদ শফিক উদ্দীন

আসীম ইবনুল-হা'রিছ (عصيم بن الحارث) ঃ (রা) সাহাবী। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা স্বীয় গোত্রের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে একটি ঘোড়ার বাচ্চা উপহার দেন। প্রতিদানে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে নিজের উষ্ট্রীর প্রথম বাচ্চাটি দান করেন। ইহা লইয়া তাঁহার পুত্র 'আব্বাস গৌরব করিতেন এবং তিনি এই সম্পর্কে একটি কবিতাও রচনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবা ফী তাম্য়ীযিস -সাহাবা, বাগদাদ ১৩২৮ হি., ২খ, ৪৮২-৩।

মুহাম্মদ মূসা

'আসীর (اسير) ঃ পারস্য দেশীয় কবি, ফাসীহা হারাবীর শিষ্য মীরযা জালালুদ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন মীরযা মুমিনের তাখাল্লুস (কবিনাম)। জন্ম ইস্ফাহানে, মৃ. সম্ভবত ১০৪৯/১৬৩৯-৪০ শাসে, মতান্তরে আরও পূর্বে। সমসাময়িক অনেকের ন্যায় তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া মুগল দরবারে যান নাই, বরং তিনি প্রথম শাহ আব্বাসের সমভাবাপন্ন সহচর এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয় (এক বর্ণনানুসারে জামাতা) হইয়াছিলেন। সুরার প্রভাবে তিনি তাঁহার অধিকাংশ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন এবং অতিরিক্ত সূরা পানের ফলে তাহার মৃত্যু ঘটে। কাসীদা মাছনাবী, তারজীবান্দ এবং গাযল 'সম্বলিত তাঁহার দীওয়ান ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে লিথু-মুদ্রিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) MSS, Catalogues of Rieu (British Museum), ii, 681; Pertsch (Berlin) no. 938; (২) কিসাসুল-খাকানী 163 v; (৩) Ethe, in Gr. I. Ph., ii, 311.

R.M. Savory (E.I.2)/মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

'আসীর (عسير) ঃ আস-সারাত (দ্র.)-এর কয়েকটি গোত্রের মৈত্রী সংঘের নামে নামকরণকৃত 'আরবের পশ্চিমাংশের একটি অঞ্চল। আল-হিজায ও য়ামানের মধ্যবর্তী স্থানকে পৃথক ভূখণ্ড হিসাবে পরিগণিত করিবার চিন্তা উনবিংশ শতাব্দীতে বিকাশ লাভ করে এবং বর্তমানে ইহা সাউদী 'আরব সরকারের স্বীকৃতিও লাভ করিয়াছে। আল্-নিমাস হইতে দক্ষিণে নাজরান পর্যন্ত বিস্তৃত উচ্চ ভূমি আসীর নামে অভিহিত হয় এবং আল-কাহমা ও য়ামান সীমান্তের মধ্যবর্তী লোহিত সাগরের তীর পর্যন্ত নিম্নভূমি তিহামাত আসীর নামে অভিহিত।

তাইফ হইতে য়ামান পর্যন্ত আস্-সারাতের খাড়া পাহাড়ের সারির মধ্যে কোন ফাঁক নাই। পাহাড়ের সারির মধ্যস্থলে স্ফটিকময় প্রস্তর রহিয়াছে। কোন কোন ফাঁকা অঞ্চল অগ্ন্যুৎপাতের ফলে লাভাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ একটি ক্ষেত্র Haly- এর ঠিক দক্ষিণে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং ইহা আল-হিজায ও য়ামানের মধ্যে এক প্রাকৃতিক সীমারেখা সৃষ্টি করিয়াছে। প্রধান পানি নির্গমন প্রণালীটি ৫০ হইতে ৭৫ মাইলের মত (৮০ হইতে ১২০ কি. মি.) অন্তর্দেশীয় ভূখণ্ডকে বিভক্ত করিয়াছে। ইহা আকস্মিকভাবে ৬,০০০ ফুটেরও (২,০০০ মি.) অধিক

উচ্চতা পর্যন্ত উঠিয়াছে এবং ইহার শৃঙ্গগুলি ৯,০০০ ফুটেরও (৩০০০ মি.) অধিক উচ্চ, প্রবাহগুলি মৌসুমী বায়ু দ্বারা চালিত বৃষ্টিধারায় পরিপূর্ণ হইয়া পার্শ্বস্থ সমুদ্রাভিমুখী উন্নত ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া আপন গতিপথে বিশাল গিরিখাত সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। পূর্বদিকের অধিকতর ঢালু জায়গার পানি প্রবাহ উত্তরদিকস্থ ভগ্ন ভূখণ্ডগুলির দিকে অগ্রসর হইয়া বীশা এবং তাছ্লীছের বিশাল শুষ্ক নদীগর্ভে পানি ঢালিবার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং এই পানি প্রবাহগুলি শেষ পর্যন্ত ওয়াদিদ-দাওয়াসির নামক নদীগর্ভে গিয়া ইহাদের পানি প্রবাহকে নিঃশেষিত করিবার জন্য পূর্বদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। Philby এই শুষ্ক নদীগর্ভের পানি নিঃশেষিত করিবার ব্যবস্থাগুলির মধ্যে Road of the Elephant (দার্‌বুল-ফীল)-এর নিদর্শন পাইয়াছেন।

বানূ মুগায়দ, বানূ মালিক, আলকাম এবং রাবীআ ও রুফায়দা লইয়া গঠিত 'আসীর নামক মিত্র রাষ্ট্রের কেন্দ্রে উচ্চ ভূমিতে ইহার রাজধানী আব্‌হা (দ্র.) অবস্থিত। অন্য উল্লেখযোগ্য গোত্রসমূহ পশ্চিম দিকের ঢালু ভূমিতে রিজাল আল্‌মা', আহ্‌বার উত্তরে রিজালু'ল-হিজ্‌র ও শাহ্‌রান এবং আবহা হইতে দক্ষিণে জাহ্‌রান পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় আবীদাসহ কাহ্‌তানের শাখাসমূহ রহিয়াছে।

তিহামাত 'আসীরের শৈলশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত সমুদ্রতীরে আল-কাহ্‌মা আশ্-শুকায়ক ও জায়যান (প্রাচীন নাম জাযান) নামক ছোট ছোট বন্দর অবস্থিত। শেষোক্তটি ঐ জেলার রাজধানী এবং ফারাসান দ্বীপগুলিও ইহার অন্তর্গত জায়যান হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তবর্তী ভূখণ্ড বিস্তীর্ণ কৃষি এলাকা ইহার উম্মুল-খাশাব (বায়শ), সাব্‌য়া এবং আবূ আরীশকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তিহামাত আসীরের সমতল ভূমির উপর দিয়া যে সমস্ত খাল প্রবাহিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইত্‌ওয়াদ, বায়শ এবং দামাদ বৃহত্তর।

উচ্চ ভূমিতে স্তর বিন্যাস করিয়া চাষাবাদের প্রচলন খুব ব্যাপক। এখানে বৎসরে প্রায় ১২ ইঞ্চি (৩০ সে. মি.) বৃষ্টিপাত হয়। ফলে শস্য এবং ফলের চাষাবাদের সুবিধা হয়। য়ামান সীমান্তের নিকট কফি জন্মায়, জাবাল ফায়ফার ঢালু ভূমিতে কাত জন্মায়। শস্য এবং শাক-সবজী তিহামায় উৎপাদন করা হয়। সাব্‌য়া এবং আবূ 'আরীশের চতুর্দিকে নীল চাষ করা হয়। ফল এবং পাতার জন্য দাওম খেজুরের চাষ করা হয়। ইহার পাতা দ্বারা ঝুড়ি এবং মাদুর বয়ন করা হয়; কিন্তু প্রায় সমস্ত খেজুরই বীশা হইতে অথবা সমুদ্রপথে আসে।

পর্বতবাসীদের রাস্তা নাজদের রাস্তার দিকে চলিয়া গিয়াছে, আর নিম্নভূমিতে বসবাসকারীদের রাস্তা হইতে আফ্রিকার সাথে তাহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের নিদর্শন পাওয়া যায়। পার্বত্যাঞ্চলের বাসিন্দাদের বসতবাড়ী কাদার তৈরী ইট দ্বারা নির্মিত বা পরিকল্পনানুসারে পাথরের টালি দ্বারা নির্মিত। আর সমুদ্র তীরের বাসিন্দাদের খড় প্রভৃতির ছাউনিযুক্ত কুঁড়ে ঘর দেখা যায়। বস্তুত পার্বত্যাঞ্চলে বা সমুদ্র তীরস্থ সমতল ভূমিতে কেহ তাঁবুতে বাস করে না; যাযাবর জাতীয় লোকেরা মাদুর দ্বারা নির্মিত আশ্রয়ে বাস করে। পার্বত্যাঞ্চলের শহরসমূহ এবং পর্বতমালার পরস্পরের বিচ্ছিন্ন অবস্থান গোত্রীয় সহ-অবস্থানে জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে একই গোত্রকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসবাস করিতে হইয়াছে। বাহিরের প্রভাবমুক্ত এবং বিশুদ্ধতার জন্য কোন কোন গোত্রের 'আরবী কথ্য ভাষা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করা হয়; অবশ্য কাশ্‌কাশা এবং অন্যান্য উপভাষা জনিত পার্থক্যও বিরল নয়।

কতকগুলি কাহতানী গোত্র, যেগুলি আবহায় সমবেত হইয়াছিল এবং আন্‌য ইব্‌ন ওয়াইলের আদনানীদের সাথে মিশিয়া গিয়াছিল, তাহারাই আদিতে 'আসীর নামটি ধারণ করিয়াছিল। 'আনযের প্রথম বিভাগগুলি হইতেছে রাবীআ, রুফায়দা এবং মালিক। ঐ অঞ্চলের অন্য পুরাতন গোত্রগুলি হইতেছে খাছ'আম (শাহ্‌রান এবং আকলুবসহ), আল-আয্‌দ (আল-হিজর, আলমা এবং আয্‌দ শানু'আ; ইহাদের শাখাসমূহের মধ্যে সামিদ এবং জাহরানসহ)। কিনানার কয়েকটি শাখা সমুদ্র তীরের সন্নিকটে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

য়ামানে যিয়াদীদের (দ্র.) ২০৪-৪০৯/৮১৯-১০১৮), আছছার-এর শাসনকর্তা সুলায়মান ইব্‌ন তারফ আল-হাকামী আশ্-শার্‌জা হইতে হ্যালি (মিখ্‌লাখ ইব্‌ন তারফ অথবা আল-মিখরাফ আস্-সুলায়মানীর নাম সেখানকার বাসিন্দাগণ এখনও স্মরণ করে) পর্যন্ত তিহামা দখল করিয়াছিলেন। ৪৬০/১০৬৭-৮ সালে 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ সুলায়হী একজন তারফী এবং তাঁহার আবিসিনীয় মিত্রদেরকে 'উমারা আল-হাকামীর জন্মভূমি আয্-যারাইবে পরাজিত করিয়াছিলেন।

তারফীগণ সুলায়মানী শারীফদের নিকটে ৫ম/১১শ শতাব্দীতে মিখ্‌লাফের শাসনভার ছাড়িয়া দিয়াছিল। সুলায়মানী শারীফগণ কিছুকাল শাসন করার পরে হাশিমীগণ (দ্র. মক্কা) তাহাদের স্থান অধিকার করে। প্রধান সুলায়মানী গোত্রের রাজধানী ছিল জায়যান এবং সাব্‌য়া, দামাদ প্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুলায়মানী গোত্রের অভ্যুদয় হয়। উলায়্য ইব্‌ন 'ঈসা আল-ওয়াহ্‌হাস নামক একজন সুলায়মানী বিজ্ঞ আলিম মক্কায় আয্-যামাখশারী শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই গোত্রের অনেকেই মিখ্‌লাফে যাযাবর জীবন যাপন করিতে থাকে। য়ামানের মাহ্‌দিয়্যাগণ ৫৬০/১১৬৪-৫ সালে সুলায়মানীদের উপর বিজয় লাভ করে। উহার ফল এই দাঁড়ায় যে, সালাহু'দ-দীনের ভ্রাতা তুরানশাহকে য়ামান দখল করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিল। 'উছমানীদের আগমনে সুলায়মানী ক্ষমতা দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তাহারা একটি শক্তিশালী স্থানীয় রাজবংশের নিকট বশ্যতা স্বীকার করায় তাহাদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। মক্কার কাতাদা পরিবার হইতে খায়রাতী শারীফদের অভ্যুত্থান হয়। এক সময়ে মিখ্‌লাফে স্বাধীন শাসনকর্তা হিসাবে সুলায়মানীরা যেইরূপ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহারা তদ্রূপ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন আবূ আরীশের হামূদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আবূ মিস্‌মার (মৃ. ১২৩৩/১৮১৮)।

কয়েক শতাব্দী ধরিয়া গোত্রে গোত্রে কলহ চলিতে থাকায় উচ্চ ভূমিখণ্ডগুলির মধ্যে ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও ওয়াহ্‌হাবী মতাদর্শ প্রচারের প্রয়াস মধ্য'আরব হইতে পশ্চিম দিকে বিস্তার লাভ করিতেছিল। ইহার ফলে (আনু. ১২১৫-১৮/ ১৮০১-৩) আস্-সা'উদের অধীনস্থ আমীর আস্-সারাতের প্রথম আমীর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমির আবূ নুকতা আর-রুফায়দীর নেতৃত্বে তাহাদের ঐক্যবদ্ধ হইবার সুযোগ ঘটে। রুফায়দার দলপতিগণ ১২৩৩/১৮১৮ সালে পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিলেন; এই বৎসরই সা'উদী রাজধানী আদ-দির'ইয়্যার পতন হয় এবং 'আসীরের ওয়াহহাবী গোত্রের লোকেরা নিম্নভূমিতে শারীফ হামূদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শারীফ হামূদ যদিও কখনও আস-সা'উদের প্রভুত্ব মানিয়াও লইয়াছিলেন, তথাপি আন্তরিকতার সাথে তাঁহার মতাদর্শ মানিয়া লন নাই।

মিসরের মুহ'াম্মাদ 'আলী পাশার সৈন্যগণ আল-সা'উদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশে যুদ্ধঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য আল-হি'জায দখল করিয়া ১২৫৬/১৮৪০ সাল পর্যন্ত দক্ষিণে আস্-সারাত এবং তিহামায় বিভিন্ন সময়ে অভিযান চালায় এবং ঐ বৎসরই তাহারা পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গের চাপে 'আরবদেশ হইতে সৈন্য প্রত্যাহার করে। সা'ঈদ ইব্ন মুসলাত নামক বানূ মুগায়দ গোত্রের একজন দলপতি ১২৩৯/১৮২৩-৪ সালে 'আসীর আস-সারাতের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেন এবং পরবর্তী শতাব্দীতে মাত্র একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতা ছাড়া তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ তাঁহাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। ১২৪৮/১৮৩৩ সালে 'আলী ইব্ন মুজাছ'ছিল আল-মুগায়দী তুর্কচে বিল্‌মেয এবং অন্যান্য আলবেনীয়, যাহারা মিসরীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহাদের সহিত সহযোগিতা করেন। পরবর্তী কালে 'আসীরের জনগণ বিদ্রোহীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া তাহাদেরকে পরাজিত করে। ১২৪৯/১৮৩৩-৪ সালে 'আলীর মৃত্যুর পরে 'আইদ ইব্ন মার'ঈ আল-মুগায়দী তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন এবং তিনিই প্রথমে উচ্চ ভূমিতে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মুহ'াম্মাদ 'আলীর সেনাপতিরা দক্ষিণ দিকে এক নূতন অভিযানে যান এবং Mocha কফি ব্যবসায় তাহাদের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করেন। মধ্য ও পূর্ব 'আরবে তাঁহাদের অগ্রগতি লক্ষ্য করিয়া বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ১২৫৪/১৮৩৯ সালে 'আদন (Aden) দখল করিয়া লয়। ইহার পরেই মুহ'াম্মাদ 'আলীর সৈন্যদলের 'আরব ত্যাগের ফলে 'আ'ইদ' 'আসীর আস্-সারাতের প্রভুত্ব লাভ করেন, আর খায়রাতীরা পাইলেন আল-মিখলাফ আস-সুলায়মানী এবং তিহামাতু'ল-য়ামানের অধিকাংশ।

১২৭৩/১৮৫৬-৭ সালে আ'ইদে'র মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র মুহ'াম্মাদ ১২৮০/১৮৬৩ সালে আবূ 'আরিশ হইতে খায়রাতীয়দের শেষ বংশধর আল-হ'াসান ইব্ন মুহ'াম্মাদকে বিতাড়িত করেন। তিহামায় আল-'আইদে'র শক্তি প্রসার লাভ করায় তুর্কীরা সেখানে হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে এবং সুয়েজ খালের প্রবেশপথ উন্মুক্ত হওয়ায় ইহার সুযোগও মিলে। ১২৮৯/১৮৭২ সালে মুহ'াম্মাদ রাদ'ীফ পাশা রাযদাতে মুহ'াম্মাদ ইব্ন আইদ'কে পরাজিত ও হত্যা করেন। মুতাসাররিফিয়্যা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং য়ামানের বিলায়েতের সাথে সংযুক্ত থাকায় 'আসীর চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল তুর্কী শাসনাধীন ছিল; কিন্তু এই শাসন কখনও আব্‌হার দুর্গের বাহিরে প্রসার লাভ করে নাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সুলায়মানীদের স্থান দখল করেন সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী আল-ইদরীসী। তিনি আহ্'মাদিয়্যা (ইদরীসিয়্যা) তারীক'ার প্রতিষ্ঠাতা আহ্'মাদ ইব্ন ইদ্‌রীসের প্রপৌত্র ছিলেন। আহ্'মাদ ইব্ন ইদরীস দেশত্যাগ করিয়া মরক্কো হইতে স'াব্‌য়া আসিয়াছিলেন। স'াব্‌য়া ইদরীসীদের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল। ধার্মিক ব্যক্তি হিসাবে বিরাট সম্মানের অধিকারী হওয়ায় তিনি নিম্নভূমিসমূহকে তাঁহার অধিকারে আনিয়াছিলেন, লোহিত সাগরের অপর পারের ইতালীয়দের সাথে চুক্তি করিয়াছিলেন এবং আব্‌হার তুর্কীদের অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। মক্কার শারীফ আল-হু'সায়ন ইব্ন 'আলী ১৩২৯/১৯১১ সালে সুলায়মান শাফীক' কামালী পাশার অবরুদ্ধ বাহিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য দক্ষিণ দিকে এক অভিযান চালাইয়াছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৩৩৩/১৯১৫ সালে স্বাক্ষরিত এক সন্ধিবলে 'আরবের স্বাধীন বাদশাহদের মধ্যে আল-ইদরীসী প্রথমে তুর্কীদের বিপক্ষে ইংরেজদের সাথে যোগদান করেন। তুর্কীদের পরাজয়ের পর ইংরেজরা য়ামানের ইমাম য়াহ্'য়াকে আল-হু'দায়দা বন্দরটি না দিয়া ইদ্‌রীসীকেই উহা প্রদান করিয়াছিল। উচ্চ ভূমিগুলি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় আল-ইদ্‌রীসী বিশেষ বিরেচনার জন্য 'আবদু'ল-আযীয আল্-সা'উদের কাছে আবেদন করেন, কিন্তু ইহা আব্‌হার শাসনকর্তা আল-হ'াসান ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-'আইদ' কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৩৩৭/১৯১৮ সালে তুর্কীরা চলিয়া যাওয়ার পর হইতে তিনি আব্‌হার শাসনকর্তা ছিলেন। আবদুল-'আযীয প্রেরিত সৈন্যদল অভিযান চালাইয়া ১৩৩৮/১৯২০ সালে আবহা দখল করে। পরবর্তী কালে আল-'আঈদ বিদ্রোহ করেন এবং ক্ষুদ্র আকারে যুদ্ধ চালাইয়া যান, কিন্তু ১৩৪২/১৯২৩ সালে ঐ রাজবংশের প্রতিরোধ শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ায় উচ্চ ভূমিগুলি সা'উদী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। মুহ'াম্মাদ আল-ইদ্‌রীসী ১৩৩৯/১৯২০ সালে ইব্ন সা'উদের সাথে এক সন্ধি করেন, কিন্তু মুহ'াম্মাদ আল-ইদ্‌রীসীর মৃত্যুর পর ইদরীসীদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ চলিতে থাকে। ফলে একটি সা'উদী সামন্ত-রাষ্ট্র সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। তা'ইফের সন্ধি দ্বারা ১৩৫৩/১৯৩৪ সালে সা'উদী 'আরবের সাথে চূড়ান্তভাবে সংযুক্ত হওয়া পর্যন্ত য়ামানের ইমাম ইদরীসী রাজ্যগুলির উপর তাঁহার দাবি অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফু'আদ হামযা, ফী বিলাদ 'আসীর, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (২) হামদানী; (৩) ইব্ন বিশ্‌র, উনওয়ানু'ল-মাজদ, মক্কা ১৩৪৯ খৃ.; (৪) ইব্ন 'ইনাবা, উম্‌দাতু'ত-তালিব, আন-নাজাফ ১৩৩৭ হি.; (৫) মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ যাবারা, নায়লু'ল ওয়াত'র, কায়রো ১৩৪৮-৫০ হি.; (৬) মুহ'াম্মাদ 'উমার রাফী, ফী রুবূ 'আসীর, কায়রো ১৩৭৩ হি.; (৭) শারাফ আল-বারাকাতী, আর-রিহ্'লাতু'ল য়ামানিয়া, কায়রো ১৩৩০ হি.; (৮) 'উমার ইব্ন রাসূল, তু'রফাতু'ল-আস্'হ'াব, সম্পা. Zettersteen, দামিশক ১৯৪৯ খৃ.; (৯) 'উমারা আল-হাক'ামী, তারীখু'ল-য়ামান, সম্পা. Kay, লন্ডন ১৮৯২ খৃ.; (১০) য়াকূ'ত; (১১) Admiralty, A Handbook of Arabia, লন্ডন ১৯১৬-১৭ খৃ. and Western Arabia and the Red Sea, লন্ডন ১৯৪৬ খৃ.; (১২) E. Driault, L'Egypte et I'Europe, ৪খ, রোম ১৯৩৩ খৃ.; (১৩) H. Jacob, Kings of Arabia, লন্ডন ১৯২৩ খৃ.; (১৪) E. F. Jomard, Etudes geographiques et historiques sur I'Arabia, প্যারিস ১৮৩৯ খৃ.; (১৫) F. Mengin, Histoire sommaire de l'Egypte, প্যারিস ১৮৩৯ খৃ.; (১৬) B. Moritz, Arabian, Hanover 1923; (১৭) Nallino, Scritti; (১৮) H. Phelby, Arabian Highlands, Ithaca, N. Y. ১৯৫২ খৃ.; (১৯) M. Tamisier, Voyage en Arabie, প্যারিস ১৯৪০ খৃ.; (২০) W. Thesiger, A. Journey through the Tihama, the 'Asir, and the Hijas Mountains, in GJ 1948; (২১) A. Toynbee, সম্পা., Survey of International Affairs, 1925, 1928 and 1934, London 1927, 1929, 1935; (২২) K. Twichell, Report of the U. S. Agricultural Mission to Saudi Arabia, কায়রো ১৯৪৩ খৃ. এবং Saudi Arabia[2], Princeton 1953.

R. Headley, W. Mulligan, G. Rentz (E.I.[2])/মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

আসীর গড় (اسير گڑه) ঃ ইহা মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলার বুরহানপুর তাহ্‌সিলে ২১° ২৮' উঃ ৭৬° ১৮ 'পূ. অবস্থিত একটি দুর্গ। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২,২০০০ ফুট উপরে অবস্থিত এবং ভিত্তিভূমি হইতে ইহার উচ্চতা ৮৫০ ফুট। ইহা নরবাদা ও তাপ্তী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর ভিতর দিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে দাক্ষিণাত্যগামী একমাত্র রাস্তাটির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।

সম্ভবত দুর্গটি অতি প্রাচীন (দ্র. Cousens, Lists of Antiquarian Remains in the central provinces and Beras, Arch, Sur. India 1897, P. 39; A. Cunningham, Report on a Tour in the Central Provinces, Calcutta 1879, 120-1; Gazetteer (খান্দেশ) Bombay 1880, 557-58)। আসীর গড় নিশ্চয়ই ৩য়/৯ম শতাব্দী হইতে কৌহান রাজপুতদের টাক নামক একটি শাখার সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। ইহা 'আলাউদ্দীন খাল্‌জী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল; তারপর ৬৯৫/১২৯৫-৬ সালের শীতকালে দাক্ষিণাত্য আক্রমণের পরে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি কাররা-এর মুক্তা আক্রমণ করেন (দ্র. Tod, Annals and Antiquities of Rajsthan, ed. Crooke, 1920, iii, 1463 and 1467 where the date Samvat 1351 is given)। কিন্তু আনুমানিক ৮০২/১৪০০ সালের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানরা ইহা স্থায়ীভাবে দখল করেন নাই। ঐ বৎসর মালিক নাস়ীর খান ফারূকী ইহা অবরোধ করেন এবং তখন হইতে ইহা খান্দেশ-এর ফারূকী সুলত়ানদের দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয় বলিয়া মনে করা হয় (দ্র. ফিরিশ্‌তা, Text, ed. Briggs, ii. 544; A'in-i-Akbari, Text, ed. Blochmann. i, 475; and Bombay Gazetteer, পৃ. স্থা.)।

আসীর গড় ১০০৯/১৬০০-১ সালে আক্‌বার কর্তৃক দখলকৃত এবং ইহা দানদিশ (دانديش)-এর সীমান্ত সুব'ার মারজুবানের প্রধান কার্যালয়ে পরিণত হয় (আকবারের রাজ্য বিজয় সম্পর্কে দ্রষ্টব্য Vincent Smith, Akbar the Great Mogul, See, ed. 1902, 272-286)।

১০৩২/১৬২৩ সালে শাহ্‌জাহান জাহাঙ্গীরের বিপক্ষে বিদ্রোহ করেন এবং আসীর গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে ১০৬১/১৬৫০-১ সালে তথায় তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ১১৩২/১৭২০ সালে ইহা মালওয়া-এর সুবাদার নিজ'ামু'ল-মুল্‌ক-এর দখলে চলিয়া যায় এবং ১১৭৩/১৭৬০ সালে সম্পূর্ণভাবে মুগলদের হাতছাড়া হইয়া যায় এবং মারাঠা পেশোয়া বাজীরাও ইহা দখল করে। ইংরেজরা ১২১৮/১৮০৩ সালে প্রথমে আসীর গড় দখল করে এবং ১২৩৪/১৮১৯ সালে ইহার উপর পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল গ্রন্থাংশ দ্রষ্টব্য; এবং (১) Gazetteer of the Central Provinces, ed. C. Grant, Nagpur 1870; (২) Imperial Gazetteer, vi, Oxford 1908; (৩) Arch. Sur, India Report. 1922-23.

P. Hardy (E.I.[2])/মোসাম্মাৎ শামসুন্‌-নাহার লিলি

আস়ীলা (أصيلة) ঃ ফরাসী ও পতুর্গীজ ভাষায় বর্তমান নাম আরযিলা (Arzila), স্পেনীয় ভাষায় আর্‌চিলা (Arcila), আটলান্টিকের উপকূলে মরক্কোর একটি শহর ও সমুদ্র বন্দর। ইহা ওয়াদি'ল-হুল্‌ব (Oued el-Helou) -এর মোহনার অদূরে তান্‌জিয়ার্স হইতে ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। স্পেনীয় পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৩৫ খৃ. ইহার লোকসংখ্যা ৬,০০০ হইতে সামান্য অধিক ছিল এবং ১৯৪৯ খৃ. বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ১৬,০০০-এর নিম্নে পৌছিয়াছে। জনসংখ্যার মুসলমান অধিবাসীরা সংখ্যাগুরু, য়াহূদীরা উপেক্ষণীয় সংখ্যালঘু এবং স্বল্প সংখ্যক য়ুরোপীয়, যাহাদের মধ্যে স্পেনীয়রা প্রধান।

আস়ীলা সম্ভবত Ziltc (Strabo), Zilis (Antoninus-এর Itinerary ও Ravenna-র Anonymus) অথবা Zilia (টলেমী ও Pomponius Mela) শব্দ হইতে উদ্ভূত। প্রাচীন গ্রন্থকারগণ শহরটি সম্বন্ধে আমাদেরকে বেশী কিছু বলিতে পারেন নাই যাহা সম্ভবত আদিতে ফিনিসীয়দের বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। ইহার বিপরীত 'আরব ইতিহাসবিদ ও ভূগোলবিদগণ, বিশেষত ইব্‌ন হাওকাল ও আল-কাব্‌রী এই শহরের কথা বারবার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। ইব্‌ন হাওকাল-এর মতে ৩য় ৯ম শতাব্দীতে নরমানরা দুইবার আসীলায় আগমন করে। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে আল্‌-ইদ্‌রীসী এই শহরকে সম্পূর্ণ ক্ষয়িষ্ণু ছোট শহররূপে বর্ণনা করিয়াছেন; তবে ৯ম/১৫শ শতাব্দীতে সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য নিশ্চয়ই কিছু পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়া থাকিবে। কারণ পর্তুগীজরা যখন তানজিয়ার্সের সম্মুখে সর্বনাশা বিপদে পতিত হইয়াছিল (১৪৩৭ খৃ.) তখন সেখানে য়াহুদী বণিক, জেনোয়াবাসী ও কাস্তিলীয় সওদাগরগণ বর্তমান ছিল। উপরন্তু ফেজের ওয়াত্তাসী সুলতানগণও আস়ীলাকে তখন তাঁহাদের অন্যতম প্রধান ঘাঁটিরূপে গড়িয়া তুলিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। অবশ্য ইহার সেই সময়ের প্রকৃত ইতিহাসই শুধু সঠিকভাবে জানা যায়, যেই সময় ইহা পর্তুগীজদের অধিকারে ছিল (১৪৭০-১৫৫০)। তানজিয়ার্সকে পশ্চাৎ হইতে ঘিরিয়া ফেলিবার উদ্দেশে পর্তুগীজ বাহিনী, আল-আফ্রীকী নামে পরিচিত রাজা পঞ্চম আল-ফোন্‌সো (১৪৩৮-৮১)-এর নেতৃত্বে এবং তাঁহার পুত্র ভাবী দ্বিতীয় জনের সহায়তায় ২৪ আগস্ট, ১৪৭১ খৃ. আস়ীলা, অধিকার করিয়া লয়। আস়ীলার পতনের ফলে অনতিবিলম্বে তান্‌জিয়ারেরও পতন ঘটে। পর্তুগীজ বাহিনী বিনা যুদ্ধে তানজিয়ারে প্রবেশ করে। নূতন শাসকগণ ভূগর্ভস্থ একটি কারাকক্ষসহ আস়ীলায় একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিয়া বিস্তীর্ণ প্রাচীর দ্বারা সমগ্র নগর বেষ্টন করিয়া ফেলে। বর্তমানেও সম্পূর্ণ দুর্গ বিদ্যমান।

দুর্গের পর্তুগীজ বাহিনীকে সিউটা দুর্গ, আল-কাস'রু'স'-সাগীর-এর সৈন্যবাহিনী, বিশেষত তানজিয়ারের সৈন্যবাহিনীসহ মিলিতভাবে সর্বক্ষণ মুরাবিত'গণ, স্থানীয় প্রধানগণ (জাবাল-হাব্বুব), আল-ক'াস'রু'ল কাবীরে (Larache) লারাসে, তেতুয়ান, চেচাউয়েন (Chechaouen) [মাওলায়-ই ইব্‌রাহিম]-এর সেনানায়কগণের এবং ফেজের ওয়াত্ত'াসী সুলতানগণের, বিশেষত মুহ'াম্মাদ আল-বুর্‌তুক'ালীর বিরোধিতার মুকাবিলা করিতে হইয়াছিল। তাহাদেরকে অনেকবার অবরুদ্ধ হইতে হয়। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের অবরোধ অতি গুরুতর আকার ধারণ করে। পর্তুগীজরা নগর হারায় এবং শুধু দুর্গ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখিতে সমর্থ হয়। পর্তুগাল হইতে আগত একদল সৈন্য এবং অচিরেই তাহাদের সাহায্যার্থে প্রেরিত Pedro Navarro-এর স্পেনীয় নৌবহরের হস্তক্ষেপে তাহারা রক্ষা পায়। তাহা ছাড়া শৈল প্রাচীর দ্বারা পোতাশ্রয়টি অবরুদ্ধ হওয়ার ফলে দুর্গ নিরাপত্তাহীনতা

জনিত অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ১৫৫০ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে পর্তুগালের রাজা তৃতীয় জন (১৫২১-৫৭) সমগ্র সৈন্যবাহিনী উত্তর মরক্কোর তানজিয়ার ও সিউটায় কেন্দ্রীভূত করিবার অভিপ্রায়ে আসীলা এবং কয়েক সপ্তাহ পরে কাস্রুস-সাগীর হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে বাধ্য হইলেন। রাজা সেবাস্তিয়ান (Sebastian) [১৫৫৭-৭৮] সা'দী শাসনকর্তা মুহাম্মাদ আল-মাসলূখের সহিত মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হন; উহার মূল্যস্বরূপ তিনি ১৫৭৭ খৃস্টাব্দে আসীলা পুনর্দখল করেন। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তিন রাজার যুদ্ধে বা কাস্রুস-সাগীরের যুদ্ধে (৪ আগস্ট, ১৫৭৮) অংশগ্রহণ করা। কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি নিহত হন। আসীলাতেই খৃস্টান বাহিনী অবতরণ করে এবং ১৫৭৮ খৃস্টাব্দের ২৯ জুলাই এই স্থান হইতে মরক্কোর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় রওয়ানা হয়। পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ, যিনি কোর্ডিনাল হেনরীর মৃত্যুর পর ১৫৮০ খৃস্টাব্দে হইতে পর্তুগালে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, তিনি ১৫৮৯ খৃস্টাব্দে সা'দী সুলতান আল-মানসূরের নিকট নগরটি প্রত্যর্পণ করেন। এই সময় হইতে আসীলা কোলাহলহীন অখ্যাত নগরীতে পরিণত হয়। ১৯১২ খৃস্টাব্দে স্পেনীয়রা আসীলা অধিকার করিয়া তাহাদের এলাকাভুক্ত করিবার পূর্ব পর্যন্ত ইহা শারীফ রায়সুনীর শাসিত এলাকার অন্তর্গত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ১৫৮৯ খৃস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত আসীলা সম্পর্কে জানার সকল প্রয়োজনীয় উৎস সংরক্ষিত (১) David Lopes, Historia de Arzila durante dominio portugues, Coimbra, 1924-5, যাহা সম্পূর্ণভাবে নিম্নোক্ত সূত্রসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত, বিশেষত Bernardo Rodrigues, Anais de Arzila, সম্পা. David Lopes, ২ খণ্ড, Lisbon 1915-9; আরও দ্র. (২) Adolfo L. Guevara, Arcila durante la ocupacion portuguesa, Tangier 1940; (৩) Pierre de enival, Da-vid Lopes and Robert Ricard, Les Sources in edites de l'histoire du Maroc, Portugal (৫ খণ্ড) Paris 1934-53; পর্তুগীজ শাসনামলের জন্য ঃ (৪) আসফী নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী; আধুনিক ঘটনাবলীর জন্য দ্র. (৫) Tomas Garcia Figueras, Miscelanea de estudios historicos sobre Marruecos, Larache 1949, 421 প.।

R. Ricard (E.I.[2])/ড. এ. এম. এম. শরফুদ্দীন

আল্-আহ্ওয়ায (الأهواز) ঃ বা আহ্ওয়াজ ইরানের একটি শহর, যাহা কারূন নদীর তীরে (৩১° ১৯ উ., ৪৮° ৪৬ পূ.) খুযিস্তান সমভূমিতে অবস্থিত যেইখানে নদীটি একটি নিম্ন বেলে পাথরের শৈলশিরা ভেদ করে। এই শৈলশিরা দ্বারা সৃষ্ট নদীর খরস্রোত নৌ চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়। ফলে নিম্ন স্থানের নদী হইতে উচ্চ স্থানের নদীতে বা উহার বিপরীত দিকে জাহাজ বাহিত দ্রব্যসামগ্রী স্থানান্তরণের প্রয়োজন হয়। স্ট্রাবো (Strabo) কর্তৃক উল্লিখিত এজিনিস (Aginis) শহরকে আহওয়ায বলিয়া চিহ্নিত করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। কিন্তু তারিয়ানা (Tareiana)-র অবস্থানের উপর ইহার স্থিতি অধিকতর সম্ভাব্য যেইখানে আকামেনীয় (Achaemenian) যুগে সূস (Susa)-এর সহিত পারসিপোলিস্ (Persepolis)-এর এবং পাসারগাদে (Pasargadae)-র সংযোগকারী রাজপথটি একটি নৌ-সেতুর সাহায্যে কারূন নদী অতিক্রম করিয়াছে। নিয়ারকাস (Nearchus) পারস্য উপসাগরের উজানে তাহার স্মরণীয় সমুদ্রাভিযান সমাপ্ত করিয়া এই সেতুর নিম্নেই তাঁহার নৌবহর নোঙ্গর করিয়াছিলেন (তু. Pauly wissowa, s. vv. Aginis and Tareiana)।

সাসানী রাজা প্রথম আরদাশীর কর্তৃক তারিয়ানা পুনর্নির্মিত হয়। তিনি ইহার নূতন নাম দেন হরমুযদ আর্দাশির এবং খরস্রোতের আড়াআড়ি একটি বৃহৎ বাঁধ নির্মাণ আরম্ভ করেন। তাঁহার এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীদের আমলে এই শহরের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং সূস-এর স্থলে ইহা সুসিয়ানা প্রদেশের রাজধানীতে পরিণত হয় (দ্র. Th. Noldeke, Gesch. d. Perser und Araber zur zeit d. Sasaniden, 13, 19; I. Guidi, in ZDMG, 1889, 410)।

যখন মুসলিম 'আরবগণ সুসিয়ানা (খুযিস্তান) জয় করেন এবং হরমুযদ আর্দাশির দখল করেন, তখন তাঁহারা শহরটির নূতন নাম দেন সূকুল আহ্ওয়ায অর্থাৎ 'হুযীদের বাজার' (আহ্ওয়ায শব্দটি হুযী-র 'আরবী বহুবচন অর্থাৎ খুযী বা খুজী, সিরীয় ভাষায় হুযাঈ (Huzaye), একটি যুদ্ধপ্রিয় উপজাতি; তথা হইতে খুযিস্তান। উমায়্যা ও 'আব্বাসী খলীফাদের আমলে আহ্ওয়াযের উন্নতি অব্যাহত থাকে। তখন ইহা একটি ব্যাপক আখ চাষের (তু. Sukkar) কেন্দ্র ছিল। কিন্তু ৩য়/৯ম শতকের শেষাংশে প্রচণ্ড যানজ (Zandj) বিদ্রোহের ফলে ইহার উন্নতি বিঘ্নিত হয়। যদিও পরবর্তী কালে ইহাকে পুনর্গঠিত করা হইয়াছিল, কিন্তু প্রায় সাড়ে পাঁচ শতাব্দী পরে বৃহৎ বাঁধটি ধসিয়া পড়ায় এই শহর কার্যত ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রাদেশিক রাজধানী এই স্থান হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এই শহরে মাত্র ২,০০০ লোকের বাস ছিল; কিন্তু খুযিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ তৈল খনি এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার ভাগ্য আবার এত উন্নত হয় যে, ১৯২৬ খৃ. আহওয়ায পুনরায় খুযিস্তানের রাজধানীতে পরিণত হয়। Transpersian রেলপথ উদ্বোধনের দরুন শহরটি আরও অধিক লাভবান হয়। এই রেলপথ মনোরম সেতু দিয়া কারূন নদী অতিক্রম করিয়াছে; সেতুটির ভিত্তি বৃহৎ বাঁধের ধ্বংসাবশেষের উপর স্থাপিত। ইহার ভাটিতে আরও একটি মনোরম সড়ক-সেতু আছে। ১৯৪৮ খৃ. আহ্ওয়াযের লোকসংখ্যা ১,০০,০০০ অতিক্রম করিয়াছিল। ১৯৭৬ খৃ. লোকসংখ্যা ৩,২৯,০০৬ ছিল (দ্র. Pearis cyclopaedia; (আরও দ্র. খুযিস্তান প্রদেশের ইতিহাসের জন্য)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) F. Wustenfeld, in ZDMG, 1864, 414 প.; (২) Le Strange, 233 প.; (৩) Schwarz, Iran, 215-24; (৪) K. Ritter. Erdkunde, ix, 219-30; (৫) J. de Morgan, Mission Scientifique en perse, ii (Etudes geographiqes), 275 পৃ; (৬) A. Kasrawi, তারীখ-ই পানসাদ সালা-ই খুযিস্তান।

Lockhart (E. I.[2])/ মোঃ মাহ্ফুজুর রহ্মান খান

আল-আহ্ওয়াস আল-আন্সারী (الاحوص الانصارى) ঃ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন 'আসিম ইব্ন ছাবিত, বানূ দুবায়'আ ইব্ন যায়দ (আল-আওস-এর একটি শাখাগোত্র) গোত্রের কবি, আনু. ৩৫/৬৫৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রধানত মদীনার মার্জিত সমাজে জীবন অতিবাহিত করেন। মদীনার উচ্চ বংশজাত অধিবাসিগণ ইসলামের প্রাথমিক বিজয়ের কালে শহরের ঐতিহাসিক ভবনসমূহ ও বাগান

বিক্রয় করিয়া বিশাল বিত্তশালী হইয়াছিলেন। তদুপরি খলীফাগণের নিকট হইতে ভর্তুকিও লাভ করিতেন। তবে সরকারের মধ্যে বা রাজনৈতিক জীবনে তাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, যে কারণে তাহারা এক প্রকার রাজনৈতিক নির্বাসনেই বাস করিত। প্রাচুর্যহেতু এবং রাজনীতি বহির্ভূত থাকাতে মদীনার সামাজিক জীবনে উহার প্রভাব পড়িয়াছিল, সেখানে জাগতিক বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছিল। এই পরিবেশে গড়িয়া উঠে শহরকেন্দ্রিক প্রেমের কবিতা, যাহার প্রধান প্রতিনিধিত্বকারী ছিলেন 'উমার ইব্ন আবী রাবী'আ, আল-'আরজী এবং আল-আহ্'ওয়াস।

আল-আহ্'ওয়াসে'র প্রথম ব্যক্তিগত সম্পর্ক হয় খলীফা আল-ওয়ালীদ-এর সঙ্গে। তিনি কয়েকবারই তাঁহার মেহমান হইয়াছিলেন। 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয (র) মদীনার গভর্নর থাকাকালে একবার প্রণয় সম্পর্কিত প্রচেষ্টার জন্য তাঁহাকে বেত্রদণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন (দ্র. আগ'ানী, ৬খ., ৫৩-৫৪)। আল-ওয়ালীদ-এর রাজত্বের শেষভাগে ইব্ন হ'াযম-এর সঙ্গে তাঁহার ঝগড়া শুরু হয়। এই ইব্ন হ'াযম প্রথমে মদীনার কাদী (৯৪/৭১৩) ও পরে গভর্নর হন (৯৬/৭১৫)। আল-আহ্'ওয়াস খলীফার সম্মুখে তাঁহার মিথ্যা অপবাদ প্রচার করেন। পরে কাব্যেও তাঁহার কুৎসা রচনা করেন। অতঃপর অন্যান্য রাজনৈতিক ও নৈতিক অপরাধের জন্য এইগুলি আরও মারাত্মক রূপ ধারণ করে; যেমন তাঁহার প্রেমঘটিত বিষয়াদি। তাঁহার কবিতাতে উচ্চ বংশীয়া মহিলাগণের নামোল্লেখ (যথা সুকায়না বিন্ত আল-হুসায়ন), ইসলামী অভিজাত শ্রেণীভুক্তগণের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ, সন্দেহজনক সমকামী, নৈতিকতা বিবর্জিত কথা উচ্চারণ এবং সম্ভবত মদীনা বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত পরিবারের সদস্য হিসাবে তাঁহার সংশ্রব, শাসক মহেলর প্ররোচনায় এবং খলীফা সুলায়মান-এর আদেশে তাঁহাকে প্রথমে বেত্রদণ্ড প্রদান ও পিলোরিতে (হাত-পা বাঁধা যন্ত্রে) আটক করিয়া রাখা হয়, পরে লোহিত সাগরের দাহ্লাক দ্বীপে নির্বাসিত করা হয় (দ্র. আগ'ানী, ৪খ, প. ৪৮, ঐ, ৩য় সং., পৃ. ২৪৬; ঐ, ১ম সং. পৃ. ৪৩; ঐ, ৩য় সং., পৃ. ২৩৩; ঐ, ১ম সং. পৃ. ৪৫; ঐ, ৪র্থ সং., পৃ. ২৩৯)। সুলায়মান ও ২য় 'উমার-এর রাজত্বকালে অর্থাৎ চার কি পাঁচ বৎসরকাল তিনি সেখানে ছিলেন যদিও যে আনসারের তিনি মুখপাত্র ছিলেন তিনি তাঁহার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। ২য় য়াযীদ তাঁহাকে মুক্তি দান করেন এবং বহু মূল্যবান উপহার দ্বারা পুরস্কৃত করেন। তখন আল-আহ্'ওয়াস তাঁহার সর্বক্ষণের সঙ্গী হন এবং তাঁহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহের সমর্থনে মুহাল্লাবীগণের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করেন। য়াযীদ-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরে আল-আওওয়াস সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানা যায় না। ১১০/৭২৮-২৯ সালে রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি ইনতিকাল করেন।

আল-আহ্'ওয়াসের চরিত্র সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে প্রশংসনীয় বেশী কিছু পাওয়া যায় না তাঁহার মধ্যে মুরুওয়া বা দীন কোনটিই ছিল না (দ্র. আগ'ানী, ৪খ, পৃ. ৪৩; ঐ, ৩য় সং., পৃ. ২৩৩)। তবে কবি হিসাবে তিনি উচ্চ প্রশংসিত ছিলেন। প্রধানত প্রেমের কবিতা রচনাতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, যেমন ফাখ্র, মাদহ ও হিজা। শব্দচয়নে স্বচ্ছন্দতা, বর্ণনারীতি ও রুচিবোধ, সুন্দর ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গী এবং কবিতার অবয়বের সুশৃঙ্খলতা তাঁহার কাব্যের বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে তাঁহার মধ্যে 'উমার ইব্ন আবী রাবী'আ-র ন্যায় মৌলিকত্ব ছিল না। ইহার প্রমাণ এখানে পাওয়া যায় যে, তিনি কাসীদার পুরাতন ভাব অধিক পসন্দ করিতেন এবং প্রাচীন ধরনের ছন্দরীতিও ব্যবহার করিতেন। তাঁহার ভাষায় মদীনার কথ্য ভাষার প্রভাব লক্ষণীয় (তু. K. Petracek, in ArOr, ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৪৬০-৬৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আগ'ানী, ৪খ, ৪০-৭, ঐ, ৪খ, ২৪৪-৬৮ এবং তালিকা (tables), দ্র. আল-আহ্'ওয়াস; (২) ইব্ন কু'তায়বা, শি'র, পৃ. ৩২৯-৩২; (৩) খিযানা, ১খ, ২৩২-৪; (৪) জুমাহী, ত'াবাক'াত, কায়রো ১৯২৫ খৃ., পৃ. ৩৩৪-৪৫; (৫) ইব্ন হ'াযম, জাম্হারা, পৃ. ৩১৩। তাঁহার কবিতার জন্য দ্র. (৬) বাক্রী, মু'জাম; (৭) বুহ'তুরী, হ'ামাসা, (৮) আবূ তাম্মাম, হ'ামাসা; (৯) য়াকূ'ত, ইরশাদ; (১০) ঐ লেখক, মু'জাম; (১১) লিসানুল-'আরাব; (১২) তাজু'ল-'আরূস; (১৩) ইব্ন দা'উদ আল-ইসফাহানী, যাহ্রা। তাঁহার বিষয়ে পঠন-পাঠনের জন্য দ্র. (১৪) Hammer-Purgstall, Literaturgesch., ২খ, ২৩২-৪০; (১৫) Brockelmann, I, 88; (১৬) Rescher, Abriss der ar. Lit., ১খ, ১৬৭-৮; (১৭) Pizzi, Lett. ar., ১১৫; (১৮) Gaudefroy-Demombynes, Ibn Qotaiba, Introduction au livre de la Poesie et des Poetes, পৃ., ৬৪-৭; (১৯) ত'াহা হু'সায়ন, হ'াদীছু'ল আরবা'আ, ২খ, কায়রো ১৯২৬ খৃ. ৯৩-১০৪; (২০) K. Petracek, Al-Ahwas al-Ansari, Prispevky K. Poznani zivota a dila, গবেষণা প্রবন্ধ, প্রাগ ১৯৫১ খৃ.।

K. Petracek (E.I.[2])/হুমায়ূন খান

আল-আহ্ওয়াস ইব্ন 'আবদ ইব্ন উমায়্যা (الأحوص بن عبد بن امية) ঃ (রা) ইব্ন 'আব্দি শাম্স ইব্ন 'আব্দি মানাফ একজন সাহ'াবী। আমীর মুআবিয়া (রা) তাঁহাকে বাহ্'রায়নের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ আমীর মুআবি'য়া (রা)-এর খিলাফাতকালে সিরিয়া (শাম)-এর কোন এক এলাকার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি মু'আবিয়া (রা)-র আমলে শাম-এ ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ. ২৩, সংখ্যা ৫২।

লিয়াকত আলী

আল-আহ্ওয়াস ইব্ন মাস্'উদ (الأحوص ابن مسعود) ঃ (রা) ইব্ন কা'ব ইব্ন 'আমির, একজন আন্সারী স'াহ'াবী। তিনি 'উহুদ এবং পরবর্তী আরও কিছু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁহার অপর দুই ভাইয়ের নাম ছিল হু'ওয়ায়্যাসা ও মুহ'্যায়স'া। ইব্নু'দ-দাব্বাগ' আল-আন্দালূসী তাঁহার সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াজার আসকালানী, আল-ইস'াবা মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ২৩, সংখ্যা ৩৫; (২) য'াহাবী, তাজরীদু আসমাইস্' স'াহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ১০, সংখ্যা ৫৪; (৩) ইব্নু'ল আছীর, উস্দু'ল গ'াবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ১খ, ৫৫।

লিয়াকত আলী

আল-আহ্ক'াফ (الأحقاف) ঃ কু'রআনের ছেচল্লিশতম সূরার শিরোনাম যাহা এই সূরার একশততম আয়াত হইতে গৃহীত। ইহা একটি ভৌগোলিক পরিভাষাও বটে। ইহার অর্থ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধারণত ভুল ধারণা রহিয়াছে। সূরায় বলা হইয়াছে যে, (اخا عاد) অর্থাৎ 'আদ গোত্রীয়দের ভ্রাতা (হূদ 'আ) 'আদ সম্প্রদায়কে আহকাফ-এ সতর্ক

করিয়াছিলেন। অভিধান, তাফ্সীর ও কুরআনের তরজমা গ্রন্থগুলিতে 'আহকাফ দ্বারা অসমতল বালিয়াড়ি বুঝান হইয়া থাকে। মধ্যযুগীয় 'আরব ভূগোলবিদগণ দক্ষিণ 'আরবের একটি বালুকাময় মরুভূমির নাম আল-আহ্'কা'ফ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের ধারণামতে হাদরামাওত এবং 'উমান-এর মধ্যবর্তী অর্থাৎ আর-রাম্লা বা আর-রুব্'উল্-খালী (দ্র.)-র পূর্বাংশ ব্যাপিয়া উহার অবস্থান। আধুনিক পাশ্চাত্য ভূগোলবিদগণ কিন্তু আল-আহ্'কা'ফকে সমগ্র আর-রামলা বা কেবল উহার পশ্চিমার্ধের সহিত অভিন্ন মনে করার পক্ষপাতী। C. Landbarg তাঁহার হা'দ'রামাওত গ্রন্থে (১৪৬-১৬০ পৃ.) বলেন যে, আঞ্চলিক ভৌগোলিক নামরূপে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক অর্থে আল-আহ্'কা'ফ আনুমানিক হা'দ'রামাওতের সমার্থক। সেই কারণে উহা সেই অঞ্চলের উত্তরে অবস্থিত মরুভূমিকে বুঝায় না। দক্ষিণাঞ্চলীয় বেদুঈনগণ সমুদ্র উপকূলের পশ্চাদ্বর্তী জু'ফার হইতে পশ্চিম দিকে এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য এলাকাকে বার্‌রুল-আহ্'কা'ফ আখ্যা দিয়াছে। উহার কেন্দ্রীয় উপত্যকাটির নাম ওয়াদী হা'দ'রামাওত। তাঁহারেদ মতে আহ্'কা'ফ শব্দটিতে কেবল পর্বতাদি বুঝায়—উহা দ্বারা বালিয়াড়ি বা ল্যান্ডবার্গের ব্যাখ্যা অনুযায়ী গুহা (Kuhuf-كهوف) বুঝায় না। হা'দ'রামাওতের এক ব্যক্তি 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)-এর নিকট যে বিবৃতি দেয়—যাহা ইব্নু'ল কালবী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং আল-বাক্রী ও য়াকৃত যাহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন—উহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এমনকি প্রাচীন কালেও আহ্'কা'ফ বলিতে 'আরবের দক্ষিণ অংশের পার্বত্য এলাকা বুঝাইত। বিশাল মরুভূমি মধ্যস্থ কোন বালিয়াড়ির নাম উহা ছিল না।

G. Rentz (E.I.[2])/মুহম্মাদ ইলাহি বখ্শ

আল-আহ্কাফ (الاحقاف) ঃ সূরা, পঠন ও সংকলন বিন্যাস অনুসারে পবিত্র কুরআনের ৪৬তম সূরা, আয়াত সংখ্যা ৩৫, মতান্তরে ৩৪ (কুরতুবী, ৮/১৬খ., পৃ. ১৭৮; জালালায়ন, পৃ. ৪১৮)। কুরতুবীর বর্ণনায় সম্পূর্ণ সূরা মক্কায় নাযিল হয় (কুরতুবী, ঐ)। মতান্তরে আয়াত ১০, আয়াত ১৫ ও শেষ আয়াত ইহার ব্যতিক্রম (জালালায়ন, পৃ. ৪১৮)।

২১ নং আয়াতে (ফ্লুজেল [فلوگل]-এর প্রকাশিত সংস্করণে ২০ নং আয়াত, দা.মা.ই., শিরো.) 'আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতা (নবী হূদ আ)-এর 'আহ্কাফ' নামক স্থানে (বসবাসকারী) তাঁহার সম্প্রদায়কে সতর্ক করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

"স্মরণ কর 'আদ্ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা, যাহার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা আসিয়াছিল। সে তাহার আহ্কাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছিল এই বলিয়া, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও 'ইবাদত করিও না। আমি তো তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি"।

আহ্কাফ শব্দের ব্যাখ্যা ও উহার ভৌগোলিক অবস্থানের ব্যাপারে ভাষাবিদ ও প্রাচীন - আধুনিক ভূগোলবিদগণের মধ্যে কিছু মতভেদ লক্ষণীয় (এতদ্সংক্রান্ত আলোচনার জন্য একই শিরোনামীয় পূর্বোক্ত নিবন্ধ দ্র.)।

সূরার বিষয়সমূহ চারটি ধাপে উপস্থাপন করা হইয়াছে। প্রথম ধাপে রহিয়াছে ইহার পূর্ববর্তী حم (হা-মীম) সূরাগুলির ন্যায় পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র নিকট হইতে নাযিলকৃত এই বক্তব্য ঃ আসমান-যমীনের সৃজন লক্ষ্যহীন নয়, পার্থিব জীবন একটি সীমিত কাল পর্যন্ত ও শিরকের অস্বীকৃতি। মুশরিকদের সত্যকে প্রত্যাখ্যান ও দুর্ব্যবহার, কুরআনকে যাদু ও বানোয়াট বলিয়া অপবাদ দেওয়া এবং কুরআনে উত্তম কিছু হইলে উহাতে তাহাদেরই অগ্রগামী হওয়া এবং তাহারা অগ্রগামী না হওয়ার কারণে ওহী ও কুরআন উত্তম না হওয়ার অসার যুক্তি। যদি ইহা ভাল হইত তবে তাহারা (মুমিনরা) ইহার দিকে আমাদেরকে অতিক্রম করিয়া যাইত না (আয়াত ১১) এবং ঈমানে অবিচলদের জন্য ভয় ও দুশ্চিন্তা না থাকিবার সুসংবাদ, তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না" (আয়াত ১৩) দ্বারা এই ধাপ সমাপ্ত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে রহিয়াছে সুষ্ঠু, সরল ও বক্র মানবের এই দুই স্বভাবের নমুনা। একটি নমুনা পিতা-মাতার বাধ্য ও আল্লাহ্‌তে সমর্পিত সন্তানের, অপরটি পিতা-মাতার অবাধ্য ও আল্লাহ্‌র নাফরমান আদম সন্তানের (আয়াত ১৫ ও ১৭)। সমাপ্তিতে আছে কিয়ামতের দৃশ্যসমূহের অন্যতম বিরল দৃশ্যের উপস্থাপন, "যখন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত করা হইবে" (আয়াত ২০)।

তৃতীয় পর্যায়ে পূর্ববর্তী কাফির সম্প্রদায়, যাহারা সতর্ককারীগণকে অস্বীকৃতির মর্মান্তিক পরিণতি ভোগ করিয়াছিল, যেমন 'আদ (আয়াত ২১) আল্লাহ্‌র আযাবরূপ বিধ্বংসী ঝড়ের প্রতিকূলে তাহাদের শক্তি, বুদ্ধি ও কৌশল ব্যর্থ হওয়ার ইতিহাস।

চতুর্থ পর্যায়ে আসমানে কঠোর প্রহরার নূতন পরিস্থিতির কারণ উদঘাটনে বিশ্বময় (প্রেরিত জিন দলসমূহের) একটি জিন দলের কুরআন শ্রবণ এবং নিজেরা ঈমান আনিয়া অন্যদেরও আহ্বান ও সতর্কীকরণের বিবরণ (আয়াত ২৯-৩০)।

সূরার সমাপ্তিতে আছে পূর্ববর্তী বিশিষ্ট রাসূলগণের অনুসরণে চূড়ান্ত সবর প্রদর্শনের অনুপ্রেরণা। "অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর তুমি উহাদের (উপর আল্লাহ্‌র প্রতিশোধের) জন্য ত্বরা করিও না" (আয়াত ৩৫; ফী জিলালিল কুরআন, ৬খ., পৃ. ৩২৫২-৩২৫৩)।

আয়াত ১-৬ ঃ এই কিতাব আল্লাহ্‌র প্রেরিত। তাওহীদ ও আখিরাতের বিবরণ, আযাবের হুমকী। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদতের অনুকূলে উদ্ধৃতিমূলক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ উপস্থাপনের দাবি مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ "পৃথিবীতে তাহারা কী সৃষ্টি করিয়াছে" بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَا "পূর্ববর্তী কোন কিতাব দ্বারা" অথবা اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ "উদ্ধৃতিমূলক জ্ঞান উপস্থাপন কর" (আয়াত ৪)। কিয়ামত পর্যন্ত সাড়া প্রদানে অক্ষম ও অসার প্রতীমার ইবাদতের কী যুক্তি, কী লাভ? কিয়ামতে ইহারাই তাহাদের উপাসনাকারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

আয়াত ৭-১০ ঃ সুস্পষ্ট আয়াতকে ও সত্য বাণীকে যাদু সাব্যস্ত করা ও রটনা করিবার অপবাদ খণ্ডনে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বাধীন ও তাঁহার যথেষ্ট সাক্ষী হওয়ার এবং রাসূল আগমনের ধারা পূর্ব হইতে চলমান থাকিবার ও ওহী ব্যতীত গায়ব-এর ইল্ম না থাকিবার জবাব। বনূ ইসরাঈলের সমর্থক সাক্ষী [আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) প্রমুখ] থাকিবার যুক্তি এবং অস্বীকারকারীদের অস্বীকৃতির কারণ তাহাদের অহংকার হওয়ার বিবরণ। হিদায়াত একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে।

আয়াত ১১-১২ ঃ সম্পদ ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে কাফিররা অভিজাত এবং মুমিনরা দুর্বল ও নিম্ন হওয়ার যুক্তিতে কুরআন সত্য না হওয়ার দাবির জবাবে ইতিপূর্বে মূসা (আ)-এর কিতাব এবং সেই কিতাব ও নূতন আগত কিতাব পরস্পরের সত্যায়নকারী হওয়ার যুক্তি উপস্থাপন, সতর্কীকরণ (কাফিরদের জন্য) ও সুসংবাদ (মু'মিনদের জন্য) প্রদান।

আয়াত ১৩-১৪ ঃ সুসংবাদ প্রদত্ত মু'মিনদের পরিচয়-আল্লাহকে রব স্বীকার করিবার পর এই স্বীকৃতিতে জীবনভর যে কোন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে অবিচল, অনমনীয় থাকা, তাহাদেরই জন্য রহিয়াছে নির্ভয় নিশ্চিন্ততায় জান্নাতের চিরস্থায়ী জীবন।

আয়াত ১৫-২০ ঃ পিতা-মাতার প্রতি অতিশয় সদাচরণের আদেশ, সন্তানকে গর্ভধারণ, প্রসব ও দুগ্ধদানসহ লালন-পালনে মাতার অবর্ণনীয় কষ্ট সহিষ্ণুতা। বয়স বৃদ্ধির সহিত মানব সন্তানের আল্লাহমুখিতা বৃদ্ধি হইতে থাকা কাম্য বিষয়। আল্লাহ্র শোকর আদায়কারী, সৎকর্মশীল, পিতা-মাতার বাধ্য সন্তান এবং নিজের ও বংশধরদের ভাল মানুষ হওয়ার জন্য দু'আয় বিনীত মানুষই আল্লাহ্র প্রিয়, যাহাদের পাপ মোচন করিয়া জান্নাতবাসী করা হইবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃতি, পিতা-মাতার উপদেশ অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের সহিত দুর্ব্যবহারকারী কুসন্তান, যাহার কল্যাণ কামনায় পিতা-মাতা সদা উদ্গ্রীব আর সে সন্তান কুফরী মতবাদে সোচ্চার–তাহার পূর্বসূরীদের ন্যায় তাহারও ভয়ংকর পরিণতির হুঁশিয়ারী। পুণ্যবান ও পাপাচারী নিজ নিজ কর্মফল পরিপূর্ণরূপে ভোগ করিবে। কাফিরদেরকে জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করিয়া তাহাদের দুষ্কর্ম ও অবাধ ভোগ-বিলাসের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া লাঞ্ছনাময় শাস্তি প্রদান করা হইবে।

আয়াত ২১-২৬ ঃ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের দা'ওয়াত ও তাঁহাদের প্রতিপক্ষ কাফিরদের অস্বীকার, দুর্ব্যবহার ও নির্যাতনের দৃষ্টান্তস্বরূপ 'আদ সম্প্রদায়ের নিকট হূদ (আ)-এর আগমন, দাওয়াত, তাহাদের অবজ্ঞাযুক্ত প্রত্যাখ্যান, আযাব ত্বরান্বিত করার দাবি অবশেষে বৃষ্টিরূপে আযাবের আগমনে কাফিরদের আনন্দের অট্টহাসি এবং প্রচণ্ড ঝড়ের আযাবে তাহাদের ধ্বংসলীলা ও গণমৃত্যু। তাহাদের শক্তিমত্তা ও সম্পদের অঢেল প্রাচুর্য অকার্যকর হওয়ার বিবরণ এবং শ্রবণ-দর্শন-অনুধাবন শক্তিকে কাজে না লাগাইয়া অস্বীকৃতি ও উপহাসের পরিণতি ভোগের বিবরণ।

আয়াত ২৭-২৮ ঃ 'আদ সম্প্রদায়ের পরবর্তী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নবী-রাসূলের বিরোধিতার করুণ পরিণতি ভোগের এবং তাহাদের বাতিল উপাস্যরা তাহাদের কোন উপকারে না আসিবার বিবরণ।

আয়াত ২৯-৩২ ঃ মক্কাবাসী দুর্বিনীত কাফিরদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাহাদেরকে নমনীয় করিবার জন্য তাহাদের অপেক্ষা অধিক শক্তির অধিকারী ও (আগুনের সৃষ্টি হওয়ার কারণে) স্বভাবজাতরূপে অধিক দাম্ভিক-অহংকারী জিনদের কুরআন শ্রবণ করিয়া উহার সত্যতার স্বীকৃতি প্রদান ও ঈমান আনয়ন এবং নিজ সম্প্রদায়ের উহাতে ঈমান আনয়ন, আল্লাহ্র দা'ঈ–রাসূলের আহ্বানে সাড়া প্রদানে উদ্বুদ্ধ করিবার এবং অন্যথা করিলে ভ্রান্ত থাকিয়া শাস্তির দুর্ভোগ পোহাইবার সতর্কীকরণ রহিয়াছে।

আয়াত ৩৩-৩৫ ঃ আল্লাহ তা'আলার আসমান-যমীন সৃষ্টির ক্ষমতার উল্লেখ করিয়া তাঁহার কিয়ামত সংঘটিত করা এবং মৃতদের পুনরায় জীবিত করিয়া শাস্তি অথবা পুরস্কার দেওয়ার সম্ভাব্যতা ও ক্ষমতা থাকিবার প্রমাণ। কাফিরদেরকে পুনরায় জাহান্নামের আযাবের সতর্কীকরণ এবং তাহাদের দুর্ব্যবহার, বিরোধিতা ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ রাসূলকে কাফিরদের ধ্বংসের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া সান্ত্বনা প্রদান এবং পূর্ববর্তী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের অনুরূপ সবরের অনুপ্রেরণা দান করিয়া সূরা সমাপ্ত করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাহ্মূদ ইব্‌ন উমার আয্-যামাখশারী, আল-কাশ্শাফ 'আন হাকাইকিত তানযীল, তাফসীরে কাশ্শাফ, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, তা.বি., ৩খ., পৃ. ৫১৪-৫২৮; (২) আবুল ফিদা, মুখতাসার তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, দারুল কুরআনিল কারীম, ৫ম মুদ্রণ, ১৪০০ বৈরূত, হি., ৩খ., পৃ. ৩১৫-৩২৮; (৩) মাহমূদ আলূসী বাগদাদী, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, দারুত তুরাছিল আরাবী, বৈরূত, তা.বি., ১৩/২৬ খ., পৃ. ৩-৩৪; (৪) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, আত্-তাফসীরুল মাজহারী, মাকতাবা রাশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান, তা.বি., ৮খ., পৃ. ৩৯৩-৪১৯; (৫) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ আনসারী কুরতুবী, আল-জামি' লিআহ্কামিল-কুরআন (তাফসীরে কুরতুবী), দারু ইহ্য়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ., ৮/১৬ খ., পৃ. ১৭৮-২৩০; (৬) সায়্যিদ কুতব শহীদ, তাফসীর ফী জিলালিল কুরআন, দারুশ শুরূক, বৈরূত ১৪০০ হি./ ১৯৮০ খৃ., ৬খ., পৃ. ৩২৫২-৩২৮০; (৭) মুফতী মুহাম্মাদ শফী', তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন, ইদারাতুল মা'আরিফ, করাচী ১৪০৪ হি./১৯৮৩ খৃ., ৭খ., পৃ. ৭৯১-৮১৮; (৮) দাইরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, ২খ., পৃ. ৪৪-৪৫; (৯) জালালুদ্দীন (সুয়ূতী/মাহাল্লী), তাফসীরে জালালায়ন, মুখতার এন্ড কো., দেওবন্দ ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ৪১৮।

মুহাম্মদ ইসমাইল

আহ্কাম (أحكام) ঃ বহুবচন একবচনে হুকম (حكم), অর্থ রায় বা ফায়সালা (এতদ্‌সহ দ্র. শিরো. হ'ক্‌াম)। কু'রআন মাজীদে উহা শুধু একবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা আল্লাহ্ তা'আলা, নবীগণ এবং সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। যখন উহা আল্লাহ্র জন্য ব্যবহৃত হয় তখন উহা দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার এক একটি বিধান এবং তাঁহার সৃষ্টিজগতের পূর্ব-নির্ধারিত বিন্যাসকেই বুঝাইয়া থাকে (দ্র. ৩ ঃ ৭৯; ৪৫ ঃ ১৬; ৬০ ঃ ১০)। চূড়ান্ত অর্থে শেষ এবং নিশ্চিত ফায়সালা দেওয়া একমাত্র আল্লাহ্ তাআলারই অধিকার (দ্র. শিরো. আল-মুহ'াকিমা)। আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (স)-এর হুকম, বিশেষত জাহিলী যুগের হু'কম-এর বিপরীত (দ্র. ৫ ঃ ৫০)। অনুরূপভাবে হু'কম শব্দের অর্থ একদিকে যেমন হয় ইসলামী হু'কুমাত, সর্বসয় ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব, অন্যদিকে ইহার অর্থ হয় বিশেষ কোন মামলা-মোকদ্দমায় কোনও বিচারক কর্তৃক প্রদত্ত ফায়সালা। আদালাতের ফায়সালা অর্থের তাৎপর্য হইতেছে, কোনও বিষয়ে যুক্তিভিত্তিক রায় কায়েম করা এবং কোনও ব্যক্তি বা বস্তুর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা। ইহা ফিক্'হ, ব্যাকরণ ও অন্যান্য শাস্ত্রের নিয়ম-নীতিমালার অর্থও দেয়। উক্ত অর্থসমূহে এই পরিভাষাটি অতি নির্বিঘ্নে বহুবচনের আকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটি বিশেষ অর্থে আল-আহ্'কামু'ল খাম্সা (الأحكام الخمسة। পঞ্চ বিধান) শব্দটি দ্বারা সেই পাঁচটি অবস্থা (ফার্য, মুস্তাহা'ব্ব, মুবাহ্', মাক্রূহ্ ও হ'ারাম)-কে বুঝায়, যাহাদের মধ্য হইতে কোনও একটি দ্বারা মানুষের প্রতিটি কার্য শারী'আত (দ্র.)-এর দিক দিয়া গুণান্বিত হইয়া থাকে। ব্যাপকতর অর্থে আহ্'কাম বলিতে নির্দিষ্ট কোনও বিষয় সম্পর্কিত যাবতীয় বিধান ও নিয়ামাবলীকে বুঝায় (তু. পুস্তকের নাম)। যেমন আহ্'কামু'ল আওকাফ— ওয়াক্ফ সম্পর্কিত নিয়মাবলী; আল-আহ্'কামু'স্ সুল্ত'ানিয়া-রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিধানসমূহ; আহ্'কামু'ল আখিরা-পরকালের

অবস্থা ও নিয়ম; আহ্‌কামুন নুজূম-জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কিত সূত্র ও নিয়মাবলী ইত্যাদি; অনুরূপভাবে ধর্মীয় আইন-কানুনের ক্ষেত্রে আহ্‌কাম শব্দটি ধর্মীয় বিস্তারিত বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইন (ফুরূ')-এর সমার্থক শব্দ যাহা আইন ও ফিক্‌হ্ (দ্র.) সংক্রান্ত মতবাদসমূহের মুকাবিলায় ইতিবাচক ও নির্দিষ্ট কানুন। কিন্তু যেহেতু এই পরিভাষাটি আদালাতের রায় বা ফায়সালা অর্থে অধিক ব্যবহৃত হয়, এইজন্য উহা বিশেষভাবে প্রকৃত মামলা-মোকদ্দমায় আইনের বিধানবলীর প্রয়োগ অর্থেই ব্যহহৃত হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Lane, Lexicon, শিরো. হু'কম; (২) আল-জুরজানী, তা'রীফাত, পৃ. ৯৭; (৩) Sprenger, Dictionary of The Technical Terms, শিরো. হুকম; (৪) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, পৃ. ৭২ প.; (৫) A. Jeffery, MW-তে, ১৯৫০ খৃ., পৃ. ১২১ প.; (৬) R. Bell, Introduction to the Qur'an, পৃ. ১৫৩; (৭) L. Gardet, La Cite musulmane, নির্ঘণ্ট, শিরো. 'আহ্‌কাম ও হু'কম'।

J. Schacht (E.I.[2])/মু. মাজহারুল হক

আহ্‌কাম-ই 'আলামগীরী (احكام عالمگیری) ঃ মুন্‌শী ইনায়াতুল্লাহ্‌ কৃত বাদশাহ আলামগীরের আমলের ইতিহাস (ফারসী); নওয়াব মুর্শিদকু'লী খানের শাসনকালের তথ্যাদির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় পুস্তক।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬৪

আহ্‌ছান উল্লা (احسن الله) ঃ খান বাহাদুর, খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুমার নলতা গ্রামে ১৮৭৩ খৃ. এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মুন্‌শী মুহাম্মদ মফীজ উদ্দীন ধর্মপ্রাণ ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পুত্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা কনে। আহ্‌ছান উল্লা নলতার মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে ও টাকীর উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯০ খৃ. ভবানীপুর লন্ডন মিশনারী স্কুল হইতে এন্ট্রান্স, হুগলী কলেজ হইতে ১৮৯২ সনে এফ. এ., প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৯৪ খৃ. বি. এ. ও ১৮৯৫ খৃ. দর্শনাশাস্ত্রে এম. এ. পাস করেন।

আহ্‌ছান উল্লা ১৮৯৬ খৃ. সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন। চাকুরী জীবনের শুরুতে তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের অতিরিক্ত শিক্ষকের পদে অল্প কিছুদিন কাজ করেন। পরবর্তী কালে ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জের শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর, চট্টগ্রামের ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর এবং সর্বশেষে অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন। তাঁহার উপর দায়িত্ব ছিল মুসলিম শিক্ষার উন্নতি ও তদারকি। শিক্ষা বিভাগের চাকুরীকালে তিনি মুসলামনদের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট ছিলেন এবং বহু সংখ্যক স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদ্‌রাসা ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত করেন। এতদ্দেশীয় অফিসারদের মধ্যে খান বাহাদুর আহ্‌ছান উল্লা সর্বপ্রথম আই. ই. এস. (Indian Education Service)-এর অন্তর্ভুক্ত হন। ইতিপূর্বে কোন ভারতবাসীকে শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করা হয় নাই। তিনি ১৯২৯ খৃ. চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য (Senator) এবং পরে Syndicate-এর সভ্যও মনোনীত হন। শিক্ষা বিভাগের নানা প্রকার উন্নতি সাধন এবং চাকুরী জীবনের সৎ ও সদিচ্ছাপ্রসূত কার্যাবলীর জন্য তৎকালীন সরকার তাঁহাকে 'খান বাহাদুর' খেতাবে ভূষিত করেন। তিনি লন্ডনের রয়েল সোসাইটিরও সদস্য মনোনীত হন।

খান বাহাদুর আহ্‌ছান উল্লার সক্রিয় প্রচেষ্টায় তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের, বিশেষত মুসলিম শিক্ষার বহু সংস্কার সাধিত হয়। তাঁহার প্রচেষ্টায় অনার্স ও এম. এ. পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লিখিবার পরিবর্তে রোল নং লিখিবার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। ইহার ফলে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের অবকাশ বিদূরীত হয়। তিনি উচ্চ মাদ্‌রাসা ও মাধ্যমিক মাদ্‌রাসার শিক্ষামান উন্নীত করিয়া মাদ্‌রাসা পাস ছাত্রদের কলেজে ও বিশ্বিবিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় উর্দূ ভাষা ক্লাসিক্যাল ভাষা (Classical Language)-রূপে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়। তিনি সকল স্কুল-কলেজে মৌলবীর পদ সৃষ্টি করেন এবং পণ্ডিত ও মৌলবীর বেতনের পার্থক্য রহিত করেন। তিনি মক্তবের জন্য স্বতন্ত্র পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করেন এবং মুসলমান লেখকদের লিখিত পুস্তক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাঁহার প্রচেষ্টায় স্কুল-কলেজে মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তির আনুপাতিক সংখ্যা নির্ধারিত হয়, নিউ স্কীম মাদ্‌রাসার সৃষ্টি হয়, মুসলমান মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হয়, টেক্সট বুক কমিটিতে মুসলিম সভ্য নিযুক্তির ব্যবস্থা হয় এবং পরীক্ষকদের মধ্যে মুসলিম পরীক্ষকের সংখ্যা, ট্রেনিং কলেজে মুসলিম শিক্ষার্থীর সংখ্যা , স্কুল-কলেজের কার্যনির্বাহী কমিটিতে মুসলিম সদস্যের ন্যূনতম সংখ্যা নির্ধারিত হয়। তাঁহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কলিকাতায় মুসলমানদের জন্য বেকার হোস্টেল, টেলার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল, মুসলিম ইন্‌স্টিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯১৪ খৃ. অবিভক্ত বাংলার গভর্নর (৩০ জুনের ২৪৭৪ সংখ্যক রেজুলিউশনে) মুসলিম শিক্ষার উন্নতিকল্পে সুপারিশ পেশ করার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেন। প্রাদেশিক জনশিক্ষা পরিষদের ডিরেক্টর হর্নেল এই কমিটির সদস্য ছিলেন। খান বাহাদুর আহসান উল্লা এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। কমিটির সুপারিশ মুসলিম শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতিতে সুদূর প্রসারী অবদান রাখিতে সক্ষম হয় (পরবর্তী নিবন্ধে বিস্তারিত দ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Who's Who in India, 1911; (২) Muhammad Azizul Hoque, History and Problems of Muslem Education in Bengal, 1917; (৩) ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪খ, ঢাকা ১৯৬৯; (৪) ড. মুহম্মদ, এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা ১৯৪৬; (৫) খান বাহাদুর আহ্‌ছান উল্লা, আমার জীবনধারা, ১৯৪৬; (৬) গোলাম মঈন উদ্দীন (সম্পা.), আহ্‌ছান উল্লা স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা ১৯৭৮; (৭) ঐ, মহৎ জীবন, ঢাকা ১৯৭৭ খৃ.।

গোলাম মঈন উদ্দীন

আহ্‌ছানউল্লা (খানবাহাদুর) (احسن الله خان بهادر) ঃ বিংশ শতাব্দীতে অবিভক্ত ভারতবর্ষে যে কয়জন মহান সূফী সাধক তরীকাতের গগনে বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা (র) তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার নিজস্ব বর্ণনামতে তিনি ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসের কোন এক শনিবার প্রত্যুষে বর্তমান খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা (তৎকালীন মহকুমা) জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার অন্তর্গত নলতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মুন্সী মোহাম্মদ মফিজউদ্দিন একজন ধার্মিক, বিত্তবান ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দাদা মুন্সী মোহাম্মদ দানেশও একজন ধর্মপ্রাণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শাহ মুহাম্মদ কাসেম-এর মুরীদ ছিলেন। খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লার পিতা মুন্সী

মফিজউদ্দিন ইরান হইতে আগত মাওলানা সূফী মোহাম্মদ শাহ-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন, যিনি পরবর্তী কালে যশোরের নওয়াপাড়ার পীর হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার সহিত সম্পর্ক থাকায় তাঁহার পরিবার একটি দীনী পরিবারে পরিণত হয়। এই ধর্মীয় পরিমণ্ডলে তাঁহার শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। ছোট বেলা হইতে তাঁহার মার্জিত আচরণের কারণে সকলে তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা-এর বয়স পাঁচ বৎসর হইবার পূর্বেই তাঁহার পড়াশুনা শুরু হয়। তিনি ছিলেন মেধাবী ছাত্র। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব মতিলাল ভঞ্জ চৌধুরী নামক একজন স্থানীয় হিন্দু পণ্ডিতের উপর ন্যস্ত হয়। পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি নলতা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন যাহার কারণে বেশ কিছুদিন তাঁহার লেখাপড়া বন্ধ থাকে। ইহার পর তিনি স্বীয় পিতার ইচ্ছানুসারে নব প্রতিষ্ঠিত টাকী গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে (বর্তমান সপ্তম শ্রেণী) ভর্তি হন। এই স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর (বর্তমান অষ্টম শ্রেণী) বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে (বর্তমান ৯ম শ্রেণী) উন্নীত হন। অতঃপর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ঘরের হিন্দু ছাত্রের প্রেরণামতে তিনি কলিকাতায় গিয়া পড়াশুনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং এই ব্যাপারে তিনি তাহার পিতা-মাতাকে রাজী করান।

অতঃপর বৎসরের শেষভাগে তিনি টাকী স্কুল হইতে ট্রান্সফার সনদ লইয়া কলিকাতার এল. এম. এস. ইনস্টিটিউশনে (ভবানীপুর লন্ডন মিশনারী স্কুল) দ্বিতীয় শ্রেণীতে (বর্তমান নবম শ্রেণী) ভর্তি হন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁহার পিতা-মাতাকে অকৃত্তিম ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। শিক্ষক, গুরুজন ও বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাবোধ ছিল অপরিসীম। তিনি তাঁহার পিতা-মাতার নির্দেশ মোতাবেক শহরে অকারণে ঘুরাফিরা করিতেন না বা বাজে কাজে সময় নষ্ট করিতেন না, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আড্ডা না দিয়া পড়াশুনায় মগ্ন থাকিতেন। ইতোমধ্যে তিনি এল. এম. এস. ইনস্টিটিউশন (ভবানীপুর লন্ডন মিশনারী স্কুল)-এ প্রথম শ্রেণীতে (বর্তমান দশম শ্রেণী) উন্নীত হন। যথারীতি তিনি লেখাপড়া করিতেন কিন্তু তাঁহার বাসস্থানের খুবই সংকট ছিল, তখনকার দিনে সেখানে মুসলমানদের কোন ছাত্রাবাস ছিল না, তাহা ছাড়া মুসলমান ছাত্রদের জন্য বাসা ভাড়া পাওয়াও খুব সহজ ছিল না। এইভাবেই তিনি কষ্ট স্বীকার করিয়া পড়াশুনা করিতেন। ইতোমধ্যে দুর্ভাগ্যবশত টেস্ট পরীক্ষার সময় তিনি গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন। ফলে ১ম শ্রেণীর (বর্তমান দশম শ্রেণী) টেস্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে ভবানীপুর লন্ডন মিশনারী স্কুলের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক নন্দবাবু আহ্ছানউল্লাকে বিশেষভাবে স্নেহ করিতেন। তাই তিনি টেস্ট পরীক্ষা ছাড়াই তাহাকে ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

১৮৯০ সালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ভবানীপুর লন্ডন মিশনারী স্কুল হইতে এন্ট্রান্স (বর্তমান এসএসসি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তি লাভ করেন। ইহার পর তিনি হুগলী কলেজে ভর্তি হন। এখানে পড়ার সময় তিনি ম্যালিরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হন। ১৮৯২ সনে তিনি অসুস্থ অবস্থায় এফ.এ. (বর্তমান এইচএসসি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন ও পূর্ববৎ বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি হুগলী ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে বি.এ. ক্লাশে ভর্তি হন এবং ১৮৯৪ সালে কৃতিত্বের সহিত বি.এ. পাস করেন। এই বৎসর তিনিসহ ১৩ জন মুসলমান ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এ. পাস করেন। এ. কে. ফজলুল হক তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজেই দর্শন বিভাগে এম. এ. ক্লাশে ভর্তি হন এবং ১৮৯৫ সালে দর্শনশাস্ত্রে কৃতিত্বের সহিত এম. এ. পাস করেন। এই বৎসর এ. কে. ফজলুল হকও গণিতশাস্ত্রে এম. এ. পাস করেন। এম. এ. পাঠরত অবস্থায় একই সঙ্গে তিনি কলিকাতার রিপন কলেজে আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন কিন্তু নানাবিধ সমস্যার কারণে তিনি বি. এল. পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পান নাই।

চাকুরী জীবন ঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতা, মুসলমান ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা ও লেখাপড়াসহ নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থা তাঁহাকে বিচলিত করে। তাই তিনি মুসলমান ছাত্রদের উপরোক্ত সমস্যা দূর করিবার প্রয়োজন অনুধাবন করিয়া তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এ. ডবলিউ. ক্রাফট-এর সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া তাঁহার নিকট শিক্ষা বিভাগের যে কোন একটি চাকুরীর জন্য আবেদন করেন। সেই প্রেক্ষিতে মি. ক্রাফট ১৮৯৬ সালে ২৩ বৎসর বয়সে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাকে অল্প কিছু দিনের জন্য রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের supernumerary Teacher (সুপারনিউমারেরী টিচার) বা (অতিরিক্ত শিক্ষক) পদে চাকুরী দেন। এইটাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রথম সরকারী চাকুরী। চাকুরী হিসাবে তিনি শিক্ষকতাকে আদর্শ পেশা মনে করিতেন বিধায় অন্যান্য চাকুরীতে অধিক সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তাহা উপেক্ষা করিয়া শিক্ষকতা পেশাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত শিক্ষকতা করিতেন। ছাত্রদের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন। রাজশাহীতে অল্প কয়েক মাস চাকুরী করার পর তিনি উচ্চতর বেতনে ফরিদপুরে অতিরিক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ লাভ করেন। এই নূতন পদে কাজ করিবার প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা হাসিলের নিমিত্ত ছয় মাস তিনি স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর পদে কাজ করেন। এই সময় তিনি অনেক স্কুল পরিদর্শন করেন।

১৮৯৮ সালের ১ এপ্রিল ২৫ বৎসর বয়সে তিনি অস্থায়ী সাব-ইন্সপেক্টরের পদ হইতে স্থায়ীভাবে ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে যোগদান করেন (পৃ. ১১, ভূমিকা, ৩; খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ; সম্পা. গোলাম মঈনউদ্দিন, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯০ খৃ. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

ইহার পরে তিনি অপেক্ষাকৃত বড় জেলা বাকেরগঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ লাভ করেন। এই পদের নিয়োগকর্তা ছিলেন ডিরেক্টর মার্টিন। তাহার দফতর ছিল বরিশালে। বরিশালে অবস্থানকালে তিনি বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ ও শিক্ষানুরাগী অশ্বিনী কুমার দত্ত, বিট্সন বেল, রায় বাহাদুর দ্বারকানাথ দত্ত ও এ. কে. ফজলুল হকের পিতা বিশিষ্ট আইনজীবী কাজী মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্নেহ ও সহানুভূতি লাভ করেন। বরিশাল অবস্থানকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ শামছুজ্জোহার জন্ম হয়। ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে তাহার সাত বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর ডিরেক্টর মার্টিন সাব-অর্ডিনেট এডুকেশন সার্ভিস হইতে প্রভিনসিয়াল এডুকেশন সার্ভিসের জন্য খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার নামসহ বারজনের নাম মনোনীত করিয়া বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করেন। অতঃপর ডিরেক্টর কর্তৃক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মনোনীত হন। সেই প্রেক্ষিতে তিনিই সর্বপ্রথম ইন্সপেকটিং লাইন হইতে

টিচিং লাইন-এর প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তি লাভ করেন এবং ১৯০৪ সালে তিনি তাঁহার মেধা ও কর্মোদ্দীপনার স্বীকৃতিস্বরূপ রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। উল্লেখ্য যে, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে ইতোপূর্বে এই পদে কোন মুসলমান নিয়োগ পান নাই। সেই হিসাবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাই এই পদে প্রথম মুসলমান প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক হিসাবে তাঁহার কার্যকালে মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেন এবং দীর্ঘ দিনের নাজুক পরিস্থিতির অবসান ঘটান। সেই সময় রাজশাহীতে নাটোর মহারাজার পক্ষ হইতে একটি হিন্দু ছাত্রাবাস তৈরী করা হইয়াছিল, কিন্তু মুসলমান ছাত্রদের কোন ছাত্রাবাস ছিল না। তাই তিনি মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই কাজ সমাধা করিতে তাঁহাকে পদে পদে নানামুখী বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয় তথাপি তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত জনগণের সাহায্য-সহযোগিতায় এবং তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছোট লাট স্যার বামফিল্ড ফুলার (Sir Bamfiylde Fuller) -এর পঁচাত্তর হাজার টাকার অনুদান পাইয়া একটি বিরাট দ্বিতল ছাত্রাবাস নির্মাণ করিতে সক্ষম হন। ছোট লাট সাহেবের স্মৃতি রক্ষার্থে এবং তাহার নাম অনুসারে এই ছাত্রাবাসের নামকরণ করা হয় "ফুলার হোস্টেল"। এই হোস্টেল নির্মাণে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবদান স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে শান্তি ও স্বস্তির সহিত কাজ করিতে পারেন নাই, তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক হিসাবে থাকিলেও তাঁহাকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছিল। স্বাভাবিকভাবেই অমুসলিম সম্প্রদায়, বিশেষ করিয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন মুসলমান সন্তানের সুনাম ও সুখ্যাতি মনেপ্রাণে কখনও মানিয়া লইতে পারে নাই। তবুও তাঁহার ন্যায়নীতি, কর্মতৎপরতা এবং কর্মদক্ষতা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে সম্মানও করিতেন আবার ভয়ও করিতেন। তিনি অন্যায়ের সাথে কখনও আপোস করিতেন না। তাই তিনি ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ম-শৃঙ্খলা মোতাবেক পরিচালনা ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্থানীয় প্রভাবশালী ও হিন্দু বাবুদের প্রভাব ও তাহাদের কুতৎপরতা তাঁহার মহৎ পরিকল্পনা রোধ করিতে পারে নাই।

রাজশাহীতে মুসলমান ছাত্রদের দীনী শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মাদরাসার খুবই অভাব ছিল। তখনকার দিনে কলেজের কয়েকটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে মাদরাসার ছাত্রদের ক্লাশ হইত। এই অবস্থার অবসানের জন্য খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মিশনারীদের বিস্তৃত এলাকা হুকুম দখলের মাধ্যমে মাদরাসার জন্য বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে মাদরাসার ছাত্ররা প্রশস্ত পাকাগৃহ, বিস্তৃত খেলার মাঠ ও সুন্দর ছাত্রাবাসে অবস্থানের সুযোগ পাইয়া সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া করিবার পরিবেশ লাভ করে। তখনকার দিনে রাজশাহীসহ সকল এলাকায় মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের বড় অভাব ছিল, সেই কারণে প্রায় সর্বক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ তেমন উল্লেখযোগ্য কোন উৎকর্ষ হাসিল করিতে পারে নাই। দলগত বিদ্বেষ ও মতানৈক্যের কারণে তাহারা ভাল অবস্থানে যাইতে সক্ষম হয় নাই। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রাজশাহীর মুসলমানদের এহেন নাজুক অবস্থার অবসানের নিমিত্ত ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে ও আলাপ-আলোচনা করিয়া, গ্রামগঞ্জে সভা-সমিতি করিয়া তাহাদের মধ্যে একতা ও সৌহার্দ্য ফিরাইয়া আনেন, যাহা পরবর্তী কালে মুসলমানদের সার্বিক উন্নয়নের সহায়ক হইয়াছিল। তখনকার দিনে রাজশাহীতে কোন মুসলমান ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হইতে পারিত না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার প্রচেষ্টায় মোহাম্মদ এমাদউদ্দিন আহমদ সর্বপ্রথম ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হন। ইহাও ছিল খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবদান। যাহা পরবর্তী কালে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রাখিয়াছিল।

পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর এইচ. শার্প সেই সময় একবার রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শন করেন এবং প্রধান শিক্ষক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁহার কর্মদক্ষতা ও পরিচালনা নীতি তাঁহাকে অভিভূত করে যাহার কারণে তাঁহার কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি হিসাবে তিনি ১৯০৭ সালে চট্টগ্রাম বিভাগের ডিভিশন্যাল ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হন। দীর্ঘ সতের বৎসর তিনি চট্টগ্রাম অবস্থান করিয়া এই বিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ইহা ছাড়া তৎকালীন সময় চট্টগ্রামে মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা-দীক্ষার তেমন উল্লেখযোগ্য কোন সুব্যবস্থা ছিল না, প্রতিষ্ঠানও ছিল সীমিত। মাদরাসাই ছিল একমাত্র উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র। হিন্দুদের জন্য হিন্দু বসতি এলাকায় অনেক উচ্চ বিদ্যালয় ছিল, মুসলমান ছাত্ররা সেইখানেই লেখাপড়া করিত। মুসলমানদের জন্য কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার প্রচেষ্টা ও নেক নজরে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন স্থানে মুসলমান কর্তৃত্বাধীন অনেক মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ডিরেক্টর এইচ. শার্পের সুপারিশক্রমে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকার এই অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থ মঞ্জুর করেন। এইচ. শার্প সব সময় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার কর্মদক্ষতা, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। ফলে তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের শিক্ষার উন্নতিকল্পে যখনই যে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব পাঠাইতেন, এইচ. সার্প বিনা দ্বিধায় তাহা মঞ্জুর করিতেন। প্রয়োজনীয় অর্থ পাইয়া খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সাব-ডিভিশন্যাল স্কুলগুলির উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হন। ফেনী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর হাই স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠিত ও টিকিয়া থাকার পিছনেও তাঁহার অবদান স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি চট্টগ্রাম শহরের নিকটে শাওড়াতলী নামক স্থানের বিরাট স্কুলটি নির্মাণ করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহা ব্যতীত তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের বহু স্থানে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু জমিদার বাড়িতে অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মধ্যে অঞ্চল, ধর্ম, বর্ণ ও জাতির কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না। তিনি যখন যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই সমানভাবে শিক্ষার উন্নতির জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন। ১৯১২ সালে দিল্লী দরবার সংঘটিত হয়। এই দরবারে সম্রাট পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের একত্রকরণের ঘোষণা দেন। ইহার ফলে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা কয়েক বৎসরের জন্য প্রেসিডেন্সি বিভাগের অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর পদে নিযুক্ত হন এবং চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতায় চলিয়া যান। এই সময় ইন্সপেক্টর ছিলেন ড. ডান। এই সময় তিনি তিন মাসের ছুটি নিয়া স্বীয় পীর সাহেবের সহিত হজ্জ আদায় করেন।

চট্টগ্রাম বিভাগে কর্মরত থাকা অবস্থায় তাহাকে "ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস" (IES) ভুক্ত করা হয়। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম আই.ই.এস.-এর অন্তর্ভুক্ত হন। ইহার পর তিনি বঙ্গদেশের মুসলিম শিক্ষার সহকারী ডিরেক্টর হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন। এই পদে ইতোপূর্বে মিস্টার টেলার কর্মরত ছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ করিলে এই পদে সহকারী ডিরেক্টর হিসাবে খানবাহাদুর

আহ্ছানউল্লা পাঁচ বৎসর (১৯২৪-১৯২৯ খৃ.) কর্মরত থাকেন। পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহারে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। ইতোপূর্বে অবিভক্ত বাংলার কোন ভারতবাসী সহকারী ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হয় নাই। তিনি ১৯২৯ সালে অবসর গ্রহণ করিলে দ্বিতীয় কোন ভারতবাসী উক্ত পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় পুনরায় ইংরেজ অফিসার মি. বটমালিকে সেই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। সেই সময় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরকে সাহায্য-সহযোগিতা করিবার জন্য দুইজন সহকারী ডিরেক্টর থাকিতেন, তাহাদের উভয়ের পদমর্যাদা ও বেতনক্রম সমান ছিল।

বঙ্গভঙ্গ রদ হইয়া গেলে সহকারী ডিরেক্টরের পদ কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। তাই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা চাকুরীর প্রয়োজনে কলিকাতায় চলিয়া যান। তিনি নিজ পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে কিছুদিন অবিভক্ত বাংলা ও আসামের শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ পদ ডিরেক্টর পদের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সম্মানিত সিনেটর ছিলেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁহার অসাধারণ অবদান এবং সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন বৃটিশ সরকার তাঁহাকে ১৯১১ সালে 'খানবাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২৯ সালে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তিনি সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করান।

সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরের চাকুরী জীবনে আহ্ছানউল্লা একদিকে ছিলেন আদর্শবাদী ও কর্তব্যনিষ্ঠ; অন্যদিকে অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়নে কল্যাণমুখী ও সুদূরপ্রসারী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণকারী। দীর্ঘকাল ধরিয়া শিক্ষা বিভাগে চাকুরী করিবার সুবাদে সেই বিভাগের সার্বিক সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তিনি সবিশেষ ওয়াকিফহাল ছিলেন। তাই তাঁহার জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রের যাবতীয় উন্নতি সাধন করাসহ সেই ক্ষেত্রের নানাবিধ ত্রুটি ও অনিয়ম দূরীভূত করা সহজ হইয়াছিল। তাঁহার শিক্ষা সংস্কারমূলক কার্যক্রম অনেক।

তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার খাতায় শিক্ষার্থীর নাম লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল। ইহার কারণে পক্ষপাতিত্ব (সাম্প্রদায়িক কারণে) হওয়ার সুযোগ ছিল, যাহার কারণে মুসলমান ছাত্ররা বেশীর ভাগই পাস করিতে পারিত না। এইজন্য নামের পরিবর্তে রোল নম্বর লেখার রীতি প্রবর্তনের স্বপক্ষে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম অনার্স ও এম.এ. পরীক্ষায় এ রীতি প্রবর্তন করাইতে সক্ষম হন। অতঃপর ইহার অনুসরণে আই.এ. এবং বি.এ. পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখা পদ্ধতি রহিত করিয়া শুধু রোল নম্বর লেখার নিয়ম প্রবর্তন করান। পরবর্তী কালে এই নূতন পদ্ধতি মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এই পদক্ষেপের ফলে মুসলমানদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়।

তিনি উচ্চ মাদরাসা ও মাধ্যমিক মাদরাসাদ্বয়ের শিক্ষামান উন্নীত করেন এবং মাদরাসা পাস ছাত্রদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেন। তিনি তৎকালীন সকল স্কুল-কলেজে মৌলভী পদ সৃষ্টি করেন এবং পণ্ডিত ও মৌলভীর মধ্যকার বেতনের পার্থক্য রহিত করেন। উর্দূকে তখন ক্লাসিক্যাল ল্যাংগুয়েজ-এর মধ্যে গণ্য করা হইত না। ইহার কারণে পশ্চিমবঙ্গের উর্দূভাষী ছাত্রদের অসুবিধা হইত। তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় উর্দূ ক্লাসিক্যাল ল্যাংগুয়েজ হিসাবে স্বীকৃতি পায়।

তাঁহার সক্রিয় প্রচেষ্টায় কলিকাতায় মুসলিম ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপন করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, যেখানে আরবী, ফারসী ও উর্দূ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে, ইসলামী ঐতিহ্য ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটিবে ছাত্রদের মধ্যে এবং তাহারা ইসলামী নৈতিকতায় গড়িয়া উঠিবে। তাহার জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করায় তৎকালীন বৃটিশ সরকার প্রস্তাবটি অনুমোদন করে এবং ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। কলিকাতা মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল মি. HARLEY এই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। ১৯২৭ সাল হইতে ইসলামিয়া কলেজে ক্লাস শুরু হয়। ১৯২৭-২৮ সালে তিনি এই কলেজের পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই সুবাদে তিনি কলেজের সার্বিক উৎকর্ষের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন।

তাঁহার জোরালো প্রচেষ্টায় বহু মক্তব, মাদরাসা, মুসলিম হাই স্কুল, বহু হোস্টেল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত বেকার হোস্টেল, টেলার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল, মোছলেম ইনস্টিটিউট প্রভৃতি তাঁহারই অবদান।

রাজশাহীর 'ফুলার হোস্টেল' নির্মাণ তাঁহার একটি অবিস্মরণীয় অবদান। মুসলমান ছাত্রদের জন্য এই হোস্টেল নির্মাণকালে তিনি নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া জনগণের সাহায্য-সহযোগিতায় এবং বৃটিশ সরকারের অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তায় তিনি এ হোস্টেল নির্মাণ করেন।

তিনি স্বতন্ত্র মক্তব পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করেন এবং মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার জন্য মুসলমান লেখকদের রচিত পুস্তক পাঠ্য করেন। এই সুবাদে মুসলমান লেখকগণ পাঠ্যপুস্তক লিখিবার সুযোগ পান এবং মুসলমান পুস্তক প্রকাশকদের অবস্থার উন্নতি হয়। তৎকালীন মাখদুমী লাইব্রেরী ছিল একটি নামকরা লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরী হইতেই বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক রচিত প্রখ্যাত উপন্যাস বিষাদ সিন্ধু, আনোয়ারা, মনোয়ারা প্রকাশিত হয়। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ইসলামিয়া লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা এবং উহা টিকিয়া থাকিবার পিছনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবদান উল্লেখযোগ্য। মুসলিম লেখক সৃষ্টি ও তাহাদের প্রতিভা বিকাশে তাঁহার অবদানও স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

মুসলমান ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ধারা নির্দিষ্ট হয় এবং তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ে এই বৃত্তি বণ্টন করা হইত। স্কুল-কলেজে মুসলমানদের বৃত্তির আনুপাতিক সংখ্যা তিনি নির্ধারণ করেন এবং গরীব ও মেধাবী ছাত্রদেরকে বর্ধিত হারে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বৈদেশিক উচ্চ শিক্ষার জন্য মুসলমান ছাত্রদের সরকারী বৃত্তি প্রাপ্তির পথও তিনি সুগম করেন।

টেক্সট বুক কমিটিতে তিনি মুসলমান সদস্য নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন এবং পরীক্ষকদের মধ্যে মুসলমান পরীক্ষকের সংখ্যা, শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শকসহ কর্মচারীদের মধ্যে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা নির্ধারণ, ট্রেনিং কলেজে মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা, স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে মুসলমান আসন সংখ্যা নির্ধারণ করেন।

নিউ স্কীম মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় তাঁহার যথেষ্ট অবদান ছিল এবং এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আরবী শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। হাই স্কুলে আরবী অধিকতরভাবে সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজরূপে গৃহীত হয়। মুসলমান ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টায় বিশেষ বিশেষ স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অবিভক্ত বাংলার গভর্নর ১৯১৪ সালের ৩০ জুন ২৪৭৪ নম্বর রেজিলিউশনে মুসলিম শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনটি বিশেষ ধারার স্বপক্ষে সুপারিশ করিবার জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেন। প্রাদেশিক

পরিষদের ডিরেক্টর হর্নেল এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। সেই কমিটির সুপারিশ মুসলিম শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতিতে একটি সুদূরপ্রসারী অবদান রাখিতে সক্ষম হয়।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁহার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া বিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে উপস্থাপিত হইলে দারুন বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং পরে বিষয়টি বিবেচনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এই কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকতা জোরালো যুক্তি সহকারে তুলিয়া ধরেন, যাহা পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখিয়াছিল।

তাঁহার সক্রিয় প্রচেষ্টায় শিক্ষা বিভাগে বৈষম্যের শিকার মুসলমানদের স্বার্থে সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়। তিনি শিক্ষা বিভাগে কর্মরত মুসলমান কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

পারিবারিক জীবন ঃ ১৮৮৯ সালে ১৬ বৎসর বয়সে ফয়জুন নেছা বেগম (মহারানী)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অল্প বয়সে বিবাহ হইলেও মূলত ১৮৯৮ সাল হইতে তিনি ফরিদপুর সস্ত্রীক বসবাস করিতে শুরু করেন। তাঁহার একটি কন্যা সন্তান ছিল কিন্তু সে শৈশবেই মারা যায়। তাঁহার আটজন পুত্র সন্তানের সন্ধ্যান পাওয়া যায়। তাহাদের নাম ঃ মোহাম্মদ শামছুজ্জোহা, মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা, মোহাম্মদ নূরুল হুদা, মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, মোহাম্মদ নাজমুল উলা, মোহাম্মদ কামরুল হুদা, মোহাম্মদ মাজহারুস সাফা এবং মোহাম্মদ গওছর রেজা।

ব্যক্তিগত জীবন ঃ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা-এর জীবন ছিল অনুপম সুন্দর ও ধার্মিক জীবন। তিনি ছিলেন একজন কামিল সাধক। তিনি ছিলেন সুন্নাতে নববীর একজন একনিষ্ঠ অনুসারী। তাঁহার আমল-আখলাক দেখিলেই মনে হইত, তিনি একজন উঁচু মাপের পীর ও বুযুর্গ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার অনেক মুরীদ আছে। তিনি নিজেকে কখনও পীর হিসাবে প্রচার করিতেন না, যতদূর সম্ভব তিনি নিজেকে গোপন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তবে তাঁহার প্রাত্যহিক জীবন-যাপন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী যে কোন মানুষকে সহজেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবনত করিয়া তুলিত। তিনি ছিলেন আল্লাহর ওলী, ছোটবেলা হইতেই তিনি রীতিমত সালাত আদায় করিতেন। তিনি শেষ জীবনে সর্বদা উযূ অবস্থায় থাকিতেন। জীবনে কোন দিন তিনি দাঁড়ি মুণ্ডন করেন নাই। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ছিল অত্যন্ত সাদাসিধা। কাপড়ে যতক্ষণ তালি চলে ততক্ষণ উহা ব্যবহার করিতেন। তিনি খুব কম আহার করিতেন। আহারের পূর্বে তিক্ত এবং শেষে মিষ্টি খাইতে পসন্দ করিতেন। রাত্রিকালে আহারান্তে তিনি কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করিতেন। আহারকালে তিনি সুন্নাতী তরীকায় বসিতেন এবং সুন্নাত রক্ষার্থে আহারকালে শরীর ও মাথা আবৃত রাখিতেন। ফজরের সালাতের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকিতেন। ফজরের সালাতান্তে নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করিতেন।

চা পান বা তামাক গ্রহণ কখনও তিনি পসন্দ করিতেন না। তিনি সুগন্ধি ও ফুল ভালবাসিতেন। তিনি সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসিতেন। তিনি গযল গান ভাল বাসিতেন এবং ভক্তদের মারেফতী গান বা মুর্শিদী উপভোগ করিতেন। চলনে-বলনে ও ধ্যান-ধারণায় তিনি একজন আদর্শ মানব ও আদর্শ চরিত্রের মু'মিন মুসলিম সূফী সাধক ছিলেন। তিনি জামাতের সহিত সালাত আদায় করিতেন এবং নিয়মিত তাহজ্জুদের সালাত আদায় করিতেন। ইনতিকালের পূর্বে তিনি তাঁহার কোন খলীফা নিযুক্ত করিয়া যান নাই। তিনি ছোট-বড় সকলকে শ্রেণীমত স্নেহ ও ভক্তি করিতেন। তাঁহার মধ্যে অহমিকার লেশও ছিল না। এইজন্যই তিনি হিন্দু-মুসলমানসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট সমানভাবে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার সততা ও আল্লাহ ভীতি সকলের নিকট স্বীকৃত ছিল। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, দূরদর্শী শিক্ষা সংস্কারক, চিন্তাশীল সাহিত্যিক, উৎসর্গীত প্রাণ, সমাজসেবী এবং সর্বোপরি উচ্চ স্তরের একজন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবন সাধক।

খানবাহাদুর আহ্ছানাউল্লা-এর জীবনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মসাধনা ও খিদমতে খাল্‌ক বা সৃষ্টির সেবা। তিনি হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল 'ইবাদের উপর সমানভাবে গুরুত্ব দিতেন। আর সেই প্রেক্ষিতেই তিনি আহ্ছানিয়া মিশন গঠন করেন। তিনি তাঁহার মুরীদ ও ভক্তবৃন্দকে স্থানীয়ভাবে মিশন গঠনের নির্দেশ দিতেন। এই মিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইল, সূফীতত্ত্ব প্রচার এবং তৎসহ খিদমতে খালক্‌-এর কাজে জনসাধারণকে উজ্জীবিত করা, পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা কায়িম করা ও সুষ্ঠুভাবে আল্লাহর ইবাদত করা। সারাদেশে এই মিশনের প্রায় দুই শতাধিক শাখা রহিয়াছে । তাহা ছাড়া বিদেশেও ইহার শাখা রহিয়াছে অনেক, তাহার মধ্যে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত আহ্ছানিয়া মিশন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ (র) তাঁহার মুরীদদেরকে যে সমস্ত উপদেশ দিতেন তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি উপদেশ নিম্নে তুলিয়া ধরা হইল ঃ

১. কখনও নিজের অভাব প্রকাশ করিবে না।

২. কখনও ছওয়াল করিবে না, ছওয়াল না করিয়া যাহা মিলে, তাহারই উপর ছবর করিবে।

৩. সদা আল্লাহ্ আল্লাহ্ করিতে থাকো।

৪. যে ব্যক্তি খোদার উপর ভরসা করে, খোদা তাহাকে মদদ করেন।

৫. যাকে দেখিবে, খেয়াল করিবে সে তোমা হইতে উৎকৃষ্ট।

৬. জাহেদ ঐ ব্যক্তি যে দুনিয়া হইতে পরহেজ করে বদ্ খায়েশকে বশীভূত করে। অর্থাৎ নফছের সহিত জেহাদ করে।

৭. কেহ এহছান করিলে স্মরণ রাখিবে, কিন্তু নিজে কাহাকেও এহছান করিলে ভুলিয়া যাইবে। কাহারও সহিত নিজের এহছানের জেকর করিলে, এহছানের ফায়দা চলিয়া যায়।"

সম্মান ও পুরস্কার লাভ ঃ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Senator এবং পরবর্তীতে সিন্ডিকেট (Syndicate)-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ইতোপূর্বে কোন মুসলমান এই সম্মান লাভ করেন নাই। তিনি লন্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য মনোনীত হন। তৎকালীন সাহিত্য সমাজ ও সাহিত্য সংগঠনের সংগেও তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। স্থানীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ১৯১৭-১৯১৮ সালের সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম এবং সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। সেই সময় সমিতির দুইজন সহ-সভাপতি ছিলেন, তাহার মধ্যে একজন ছিলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা আর অন্যজন ছিলেন মোহাম্মদ আকরাম খাঁ।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সমাজ সেবাসমাজ সংস্কার, বিশেষ করিয়া দীনী প্রচারকার্যে যে অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, উহার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পুরস্কার ১৪০৫ হিজরী (মরণোত্তর)-এ ভূষিত হন। তাহা ছাড়া বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট ও বহুমুখী অবদানের স্বীকৃতিরূপে বাংলা একাডেমী তাঁহাকে ১৯৬০ সালের ৪ মে অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমীর কর্মপরিষদ ৩২তম সভায় 'ফেলোশীপের' সম্মানে ভূষিত করে।

সাহিত্যকর্ম ঃ চাকুরী জীবনে ও অবসর জীবনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা নিরলসভাবে সাহিত্য চর্চা করিয়াছেন। মুসলমানদের নবজাগরণের জন্য মুসলিম ঐতিহ্য এবং ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও বিধি-বিধান সম্পর্কিত অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। যতদূর জানা যায়, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র)-এর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৮০-এর অধিক। এইখানে তাঁহার রচিত উল্লেখযোগ্য ৭৪ খানা পুস্তকের নাম উল্লেখ করা হইল।

১. পদার্থ শিক্ষা (শিক্ষা), প্রথম প্রকাশ ২৮ এপ্রিল ১৯০৫ খৃ., ২. টিচার্স ম্যানুয়েল (শিক্ষা), (যৌথ), প্রথম প্রকাশ ২৭ আগস্ট ১৯১৫ খৃ., ৩. বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য (ভাষা ও সাহিত্য), প্রথম প্রকাশ ১৭ জুন ১৯১৮ খৃ., ৪. মোছলেম জগতের ইতিহাস (ইতিহাস) ২য় সংস্করণ ১৯২৯ খৃ., ৫. ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ (ধর্ম ও জীবনী), প্রথম প্রকাশ ১ জানুয়ারী ১৯২৬ খৃ., ৬. নীতি ও ধর্মশিক্ষা এবং চরিত্র গঠন (ধর্ম ও নীতি), প্রথম প্রকাশ ৩ অক্টোবর ১৯২৯ খৃ., ৭. হেজাজ ভ্রমণ (ভ্রমণ কাহিনী), প্রথম প্রকাশ ১ জুলাই ১৯২৯ খৃ., ৮. আল-ইছলাম (ধর্ম), দ্বিতীয় সংস্করণ ৩ ডিসেম্বর ১৯৩০ খৃ., ৯. নামাজ শিক্ষা (ধর্ম ও ফেকাহ), প্রথম প্রকাশ ১৯৩০ খৃ., ১০. হজরত মোহাম্মদ (জীবনী), ২য় সংস্করণ ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ খৃ., ১১. কোরান ও হাদিসের আদেশাবলী (ধর্ম), তৃতীয় সংস্করণ ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৩১ খৃ., ১২. শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান (শিক্ষা), প্রথম প্রকাশ ৩০শে মার্চ ১৯৩১ খৃ., ১৩. History of the Muslim world (ইতিহাস), প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৩১ খৃ., ১৪. মোস্তফা কামাল (জীবনী), প্রথম প্রকাশ ২২ অক্টোবর ১৯৩৪ খৃ., ১৫. ইছলামের ইতিবৃত্ত (ইতিহাস), প্রথম প্রকাশ ৩০ মার্চ ১৯৩৪ খৃ., ১৬. দরবেশ জীবনী (জীবনী), প্রথম প্রকাশ ২৮ অক্টোবর ১৯৩৪ খৃ., ১৭. দীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ, ধর্ম), প্রথম প্রকাশ ১৯৩৪ খৃ., ১৮. দীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ, ধর্ম), প্রথম প্রকাশ ১৯৩৪ খৃ., ১৯. এবনে ছউদ (জীবনী), প্রথম প্রকাশ ১ জুলাই ১৯৩৫ খৃ., ২০. ভক্তের পত্র (তাসাউফ), প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬ খৃ., ২১. কোরানের সার (কোরান), ১ম প্রকাশ ১৯৩৬ খৃ., ২২. মানুষের পরম শত্রু (চিকিৎসা), ১ম প্রকাশ ৩০ জুন ১৯৩৯ খৃ., ২৩. তরিকত শিক্ষা (তাসাউফ), প্রথম প্রকাশ ১৯৪০ খৃ., ২৪. নামাজের ছুরা (ধর্ম), প্রথম প্রকাশ ৫ এপ্রিল ১৯৪০ খৃ., ২৫. পেয়ারা নবী (জীবনী), প্রথম প্রকাশ ১১ নভেম্বর ১৯৪০ খৃ., ২৬. হজরতের রচনাবলী (ধর্ম), ১৯৪০ খৃ., ২৭. কোরানের শিক্ষা (ধর্ম), প্রথম প্রকাশ ২৫ মে ১৯৪১ খৃ., ২৮. আল ওয়ারেছ (জীবনী), প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬ খৃ., ২৯. আমার জীবনধারা (জীবনী), প্রথম প্রকাশ ১৯৪৬ খৃ., ৩০. ছুফী (তাসাউফ), দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ১৯৪৭ খৃ., ৩১. বাঙ্গালা সাহিত্য ২য় ভাগ (সাহিত্য), তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৮ খৃ., ৩২. Child, Grammer (শিক্ষা), ৬ষ্ঠ সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৪৮ খৃ., ৩৩. আমাদের ইতিহাস (শিক্ষা, যৌথ), প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮ খৃ., ৩৪. ভারতের ইতিহাস (ইংল্যান্ডের ইতিহাস সম্বলিত, শিক্ষা), ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৯৪৯ খৃ., ৩৫. বিশ্ব শিক্ষক (জীবনী), প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯ খৃ., ৩৬. সৃষ্টিতত্ত্ব (ধর্ম), প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯ খৃ., ৩৭. দোয়া ও দরুদ (ধর্ম), প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯ খৃ., ৩৮. প্রেমিকের পত্রাবলী (তাসাউফ), প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৪৯ খৃ., ৩৯. ইছলামের মহতী শিক্ষা (ধর্ম), প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯ খৃ., ৪০. মোছলেমের নিত্যজ্ঞাতব্য (ধর্ম), প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯ খৃ., ৪১. রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোছলেম সভ্যতা ১ম খণ্ড (জীবনী), প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯ খৃ., ৪২. আমার শিক্ষা ও দীক্ষা (তাসাউফ), দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৪৯ খৃ., ৪৩. পাকিস্তান (শিক্ষা), ১ম প্রকাশ ১৯৪৯ খৃ., ৪৪. কুতুবুল আকতাব হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ (জীবনী), দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫০ খৃ., ৪৫. মহাপুরুষদের অমীয় বাণী (ধর্মীয় উপদেশ) প্রথম প্রকাশ ১৯৫০ খৃ., ৪৬. মহর্ষি রুমী (জীবনী), ১ম প্রকাশ ১৯৫০ খৃ., ৪৭. পাঁচ ছুরা (বঙ্গানুবাদসহ), (কোরান), দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫১ খৃ., ৪৮. কোরানের বাণী ও একত্ববাদ (ধর্ম), দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ১৯৫১ খৃ., ৪৯. ইছলাম ও জাকাত (ধর্ম), প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৫১ খৃ., ৫০. ছেলেদের মহানবী (জীবনী, শিশু সাহিত্য), প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৫১ খৃ., ৫১. ইছলামী তালিম (ধর্ম), প্রথম প্রকাশ ১০ ডিসেম্বর ১৯৫২ খৃ., ৫২. ইসলাম রবি হজরত মোহাম্মদ (জীবনী), প্রথম প্রকাশ ১৯৫২ খৃ., ৫৩. বাংলা হাদিছ শরীফ ১ম খণ্ড (হাদীছ), প্রথম প্রকাশ ১৯৫২ খৃ., ৫৪. হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ (জীবনী), প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬ খৃ., ৫৫. ইছলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি (ধর্ম), প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬ খৃ., ৫৬. হাদীছ গ্রন্থ (হাদীছ), প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৫৬ খৃ., ৫৭. আউলিয়া চরিত (জীবনী), প্রথম প্রকাশ ১৯৫৭ খৃ., ৫৮. ইছলামের দান (ধর্ম), প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮ খৃ., ৫৯. বাংলা মৌলুদ শরীফ (ধর্ম), দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬২ খৃ., ৬০. আহ্ছানিয়া মিশনের মত ও পথ (বিবিধ), প্রথম প্রকাশ ১৯৬২ খৃ., ৬১. জীবন স্মৃতি (জীবনী, স্মৃতিকথা), তৃতীয় সংস্করণ নভেম্বর ১৯৬২ খৃ., ৬২. মুছলিম জাহান (ধর্ম, ইতিহাস), প্রথম প্রকাশ (পরিবর্তিত) ১৯৬৩ খৃ., ৬৩. বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী (ধর্ম, নীতি, উপদেশ), প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪ খৃ., ৬৪. আহ্ছানিয়া মিশনের মূলনীতি (বিবিধ), ৬৫. ইছলাম নবী (ধর্ম), ৬৬. বিশ্ব মুছলিম রাষ্ট্রসমূহ (শিক্ষা), ৬৭. মধ্যপ্রাচ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (শিক্ষা), ৬৮. তালিমী দীনিয়াত (ধর্ম), (৬৯) আল-আয়াবেদ (ধর্ম), ৭০. প্রথম পড়া (শিক্ষা), ৭১. মক্তব সাহিত্য (শিক্ষা), ৭২. আনল যারা জীবন কাঠি (শিক্ষা), ৭৩. মোছলেম প্রাচীন ভূ-ভাগের মানচিত্র (শিক্ষা), ৭৪. দীনিয়াত শিক্ষা ৩য় ভাগ (ধর্ম)।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা একজন বড় হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। সুষ্ঠু সমাজ গঠন, খাঁটি মুসলমান তৈরী, প্রয়োজনীয় ইসলামী জ্ঞান এবং একজন মহৎ মানুষ হইতে হইলে যে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র)-এর গ্রন্থরাজির মধ্যে তাহা বিদ্যমান। চরিত্র উৎকর্ষের সহায়ক হিসাবে তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী খুবই উপকারী। তাঁহার ৭৪টি গ্রন্থের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইলেও ইহার বাহিরে তাঁহার অনেক লেখা গ্রন্থ লোক চক্ষুর আড়ালে আছে বলিয়া ধারণা করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

বায়'আত গ্রহণ ও হজ্জ পালন ঃ খানবাহাদুর আহ্ছানাউল্লা-এর পিতা ও পিতামহ পীরভক্ত ও পীরের মুরীদ ছিলেন। দেওয়ান শরীফের বিখ্যাত ওলী আল্লাহ হযরত শাহ সূফী হাফেজ হাজী সৈয়দ ওয়ারেস আলী (র)-এর প্রিয়তম খলীফা হযরত সৈয়দ হাবিব উদ্দীন আহমদ (র) পরে গফুর শাহ নামে খ্যাত, একবার চট্টগ্রাম ভ্রমণে আসেন এবং আহ্ছানউল্লা (র)-এর খোঁজ করেন এবং পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাত হয় এবং সেই সাক্ষাতকালেই আহ্ছানউল্লা তাঁহার হাতে সস্ত্রীক বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনি পীর সাহেবের কথা ও নির্দেশকে আন্তরিকভাবে গুরুত্ব দিতেন ও মানিতেন। উহার উদাহরণ হিসাবে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য ঃ অবসর

জীবন কাটানোর উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতার পার্ক সার্কাস এলাকায় একখণ্ড জমি কিনিয়া উহার উপর ইমারত নির্মাণ করেন। কিন্তু স্বীয় পীরের নির্দেশক্রমে উক্ত বাড়ীটি বিক্রয় করিয়া স্বগ্রাম নলতায় ফিরিয়া আসেন এবং দীনী খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি বহু জনসেবামূলক কার্যক্রম শুরু করেন, যাহা পরবর্তীতে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শরী'য়ত ও তরীকত দুইটিই জরুরী মনে করিতেন, তাহার ভাষায় "শরী'য়ত ও তরীকত ইছলামের দুইটি অঙ্গ। শরী'য়ত বহিরঙ্গ, তরীকত অন্তরঙ্গ। শরীরের সহিত রূহের যেই সম্বন্ধ, শরিয়তের সহিত তরীকতের সেই সম্বন্ধ। মানব জীবনে উভয়ই আবশ্যক। শরী'য়তের বিধান প্রত্যেকেরই পালনীয়। শরী'য়ত বিনা তরীকত অসম্পূর্ণ। রূহের উন্নতির জন্য তরীকত আবশ্যক। যিনি আত্মা ও পরমত্মার সম্বন্ধ বুঝিতে চান, যিনি খোদা তা'লার নৈকট্য লাভ করিতে চান, যিনি সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার বিদ্যামানতা উপলব্ধি করিতে চান, ইহলোক পরলোকে স্বাদ গ্রহণ করিতে চান, যিনি ইবাদতের তন্ময়তা লাভ করিতে চান, তাহার জন্য তরীকত অপরিহার্য। শুষ্ক শরী'য়ত প্রেমিককে প্রেমময়ে লীন করিতে অক্ষম। যতক্ষণ দুনিয়াবী খেয়ালাত প্রবল থাকে, ততক্ষণ তরীকতে অগ্রসর হওয়া যায় না। যতই রূহ প্রবৃত্তিকে জয় করিতে সামর্থ্য হয় ততই তরীকতের আনন্দ উপলব্ধি হয়।" (খানবাহাদুর আহ্ছানাউল্লা ঃ তরীকত শিক্ষা, ১৯৬২ খৃ., পৃ. ১-২)।

ইনতিকাল ও মাযার ঃ খানবাহাদুর আহ্ছানাউল্লা ১৯৬৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী ৯২ বৎসর বয়সে নিজ গ্রাম নলতায় ইনতিকাল করেন। সুন্দরবন, বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমবঙ্গের খুবই কাছাকাছি অতি চমৎকার পল্লী নলতায় তাঁহাকে দাফন করা হয়। এখানে প্রতি বৎসর শান-শওকতের সহিত ৭, ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারী তিন দিনব্যাপী হযরতের (ইছালে ছাওয়াব) মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অসংখ্য মুরীদ, ভক্ত ও অনুসারীর আগমনে নলতা গ্রামের মাঠ-ঘাট, অলি-গলি, রাস্তা-ঘাট ভরিয়া যায়। এই মাযারের পার্শ্বে গড়িয়া উঠিয়াছে মসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, আশ্রয়কেন্দ্র, মুসাফিরখানা খানা, ভি.আই.পি. ভবন, আবাসিক ভবন, গোরস্থান, মিউজিয়াম ও বহু শান বাঁধানো পুকুর। এখানে নিয়মিত মিলাদ মাহফিলসহ দু'আ-দরূদ ও যিকির মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি আজ আমাদের মাঝে নাই। তবে আমাদের জন্য তিনি রাখিয়া গিয়াছেন আহ্ছানিয়া মিশন, যাহা তিনি ১৯৩৫ সালের ১৫ মার্চ নলতা গ্রামে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। যাহার শাখা আজ দেশে-বিদেশে বিস্তৃত। এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ একটি বেসরকারী সংস্থা এবং এই মিশনের কার্যক্রম নানা ক্ষেত্রে বিস্তৃত। ইহা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। জাতীয় পর্যায় ইহার কার্যকলাপ স্বীকৃত। মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যান্সার হাসপাতালসহ প্রকাশনা জগতে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছে এই প্রতিষ্ঠান। ইতোমধ্যে জনসাধারণের মধ্যে সূফীবাদ প্রচারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 'আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীজম'। এইখানে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রখ্যাত পীর-মাশা'য়েখ ও বিশেষ খ্যাতিমান শিক্ষকবৃন্দ সূফীবাদসহ চরিত্র গঠনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করেন। সূফীবাদের উপর ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা-বাংলাদেশ সূফীবাদ প্রচার ও সূফীগণের জীবনী শিক্ষা গ্রহণের এই সুযোগ জনগণের জন্য একটি বরকতময় উদ্যোগ। ইহা একটি ব্যতিক্রমধর্মী পদক্ষেপ। ইহা ছাড়াও মানব সেবা ও স্রষ্টার ইবাদতকে মূল লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁহার জীবন ও কর্মের মাধ্যমে আমাদেরকে উন্নত হৃদয়ের অধিকারী হইয়া দীন ও দুনিয়ার উন্নতি কল্পে মানব সেবা ও স্রষ্টার ইবাদতের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন একজন মর্দে মু'মিন, আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতের অনুসারী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, আমার জীবন-ধারা, জয় পাবলিশার্স, ঢাকা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৯৮৭ খৃ.; (২) স্মৃতিতে ছূফী সাধক, হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র), ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, সম্পাদনা কাজী রফিকুল আলম, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারী ২০০৫; (৩) খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনায় গোলাম মঈনউদ্দিন, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; (৪) বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৩, পৃ. ৩১২-৩১৩; (৫) ইসলামী বিশ্বকোষ. ৩য় খণ্ড, আগস্ট ১৯৮৭, ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ; (৬) দৈনিক ইনকিলাব, ৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ খৃ., ২০তম বর্ষ, ২৪৪তম সংখ্যা; (৭) যুগান্তর ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ খৃ., বর্ষ ৭, সংখ্যা ৬; (৮) ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৫ খৃ.; (৯) ইহা ছাড়াও যাহাদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অন্যতম ঃ জনাব আলহাজ সেলিম উল্লাহ, সভাপতি কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন, নলতা শরীফ, সাতক্ষীরা; মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান, জনাব আবদুল বারেক আবুল উলাই ও মুহাম্মদ ছবিলুর রহমান।

মুহাম্মাদ আবদুর রব মিয়া

আহ্ছানিয়া মিশন, ঢাকা ঃ বাংলাদেশে কর্মরত একটি বৃহৎ বেসরকারী জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। ইহা খানবাহাদুর আহছান উল্লা ১৯৫৮ খৃ. ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সমাজসেবার জন্য তাঁহার জন্মস্থান নলতা গ্রামে ১৯৩৫ খৃ. আহছানিয়া মিশন নামে প্রথমে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। পরবর্তীতে দেশ-বিদেশে ইহার ১৭০টি শাখা মিশন স্থাপন করা হয়। এইগুলির মধ্যে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের কর্মপরিধি সবচেয়ে বেশী বিস্তার লাভ করিয়াছে। আহছানিয়া মিশন, ঢাকা, বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা বিভাগ ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধনকৃত। ইহা দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রেও নিবন্ধনকৃত, আহছানউল্লাহ (র)-এর আদর্শ ও অন্তর্গত সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশই হইতেছে আহছানিয়া মিশন। স্রষ্টার ইবাদত ও সৃষ্টির সেবাই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি মানব কল্যাণ ও সেবাধর্মী কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। মিশনের প্রাথমিক উদ্দেশ্যাবলী ছিল নিম্নরূপ ঃ (ক) সমগ্র মানব সমাজের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নয়ন; (খ) মানুষ ও মানুষের মধ্যে পার্থক্যের অবসান এবং তাহাদের মধ্যে সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব গড়িয়া তোলা; (গ) স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে অনুধাবন ও স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়ে জ্ঞাতকরণ; (ঘ) মানবিক সমস্যার ক্ষেত্রে বৃহত্তর পরিসরে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা। উন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যাবলী ঃ (১) দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ; (২) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন; (৩) আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করা; (৪) প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করা; (৫) মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন এবং নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য

ব্যবহার রোধ; (৬) সাধারণ/বিশেষায়িত হাসপাতাল, ক্লিনিক, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে গণস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন; (৭) বই ও শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন, প্রকাশনা ও বিতরণ এবং (৮) জাতিসংঘের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে সমর্থন যোগানো।

আহ্ছানিয়া মিশন, ঢাকার কর্মসূচী, সেবা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিব্যাপ্তি নিম্নে বর্ণিত ৫টি বিভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী; (২) সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী; (৩) কারিগরি সহায়তা; (৪) আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সহায়তা এবং (৫) প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা সহায়তা। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বিগত পাঁচ দশক যাবত দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্যসেবা, দুর্যোগ মোকাবিলা, পরিবেশ সচেতনতা, মাদকাসক্তি ও ধূমপান নিরোধ, নারী ও শিশু পাচাররোধ, শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রশিক্ষণ প্রদান ও সুলভ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, স্যানিটেশন, শিশুশ্রম বন্ধ, যৌতুক নিরোধ, আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত। আহ্ছানিয়া মিশন ঢাকার কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

(১) মিশন প্রতিষ্ঠাতার আদর্শ ও মিশনের মূলনীতি প্রচার ও অনুশীলনের কাজ অব্যাহত রাখা। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি পুনঃমুদ্রণ করিয়া সরবরাহ অব্যাহত রাখা।

(২) বিশ্ব পর্যায়ে মিশন প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার আদর্শকে শিক্ষা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রচার ও প্রকাশ করা। প্রতি বৎসর খান বাহাদুর আহ্ছান উল্লা স্বর্ণপদক প্রদান করা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আত্মিক উন্নয়ন সহায়ক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বক্তৃতা, আলোচনা, মত বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা। একই সঙ্গে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করাসহ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করা।

(৩) ছাত্রছাত্রীদেরকে মিশনের বিভিন্ন তহবিল হইতে শিক্ষা অনুদান প্রদান করা। কন্যার বিবাহ, চিকিৎসা ও গৃহ নির্মাণের জন্য দুঃস্থ পুরুষ ও মহিলাদেরকে সহায়তা করা।

(৪) সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে বিভিন্ন মাধ্যমে মৌলিক শিক্ষা প্রদান। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭৬৮টি গণকেন্দ্রের মাধ্যমে মৌলিক শিক্ষা জীবন দক্ষতা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৫) ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর আওতায় মহিলাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ, সেনিটারী ল্যাট্রিন ও টিউব ওয়েল স্থাপন এবং বৃক্ষ রোপণে সহায়তা করা।

(৬) নারী ও শিশু পাচার রোধের জন্য গণ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা। দেশের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে ইহার কার্যক্রম বিস্তৃত। মিশন যশোরে একটি আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। ইহার মাধ্যমে পাচার হইতে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশুকে আশ্রয় প্রদান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

(৭) মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে মিশন সারা দেশে বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করিতেছে। মাদকাসক্তদের জন্য গাজীপুরে একটি মাদকাসক্ত নিরাময় ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।

(৮) শিশু শ্রম হ্রাস, ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম হইতে কর্মরত শিশুদের বাহির করিয়া আনা, জন্ম নিবন্ধন, নারীদের বিবাহ, তালাক, যৌতুক, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, নারী ও শিশুদের অধিকার সংরক্ষণে মিশন কাজ করিতেছে।

(৯) শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নে আহ্ছানিয়া মিশন এই পর্যন্ত ২৭টি বিষয়ের উপর গণশিক্ষা অব্যাহত, শিক্ষা ক্ষেত্রে ২৬৩টি তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ সম্পর্কিত উপকরণ প্রণয়ন করিয়াছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ও সরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত কার্যক্রমে এই সকল উপকরণ ব্যবহৃত হইতেছে।

(১০) প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়নে সমাজের মধ্যে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে মিশন এক দশকের অধিক কাল হইতে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছে।

(১১) কারিগরি সহায়তার আওতায় মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে বিপুল সংখ্যক নারী-পুরুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইয়াছে। পারিবারিক জীবন শিক্ষা, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান, গণসংস্কৃতি চর্চা, এইচ আই ভি/এইডস্ ইত্যাদিসহ মোট ১৭টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাঠক্রম ও প্রশিক্ষণ মড্যুল উন্নয়ন করা হইয়াছে। মিশন ইউনেস্কোসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথভাবে বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করিয়াছে। সাক্ষরতা অব্যাহত, শিক্ষা, শিক্ষার জন্য ব্যয়, দারিদ্র্য দূরীকরণে বয়স্ক শিক্ষার প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনা করিতেছে। মিশনের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন উপকরণ বিভাগ বিদেশে বিভিন্ন কর্মসূচীতে পরামর্শক হিসাবেও কাজ করিয়া থাকে।

(১২) মিশন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়া চলিয়াছে। মিশন কর্তৃক স্থাপিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে (ক) খানবাহাদুর আহ্ছান উল্লা শিক্ষণ প্রশিক্ষণ কলেজ; (খ) আহ্ছান উল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; (গ) আহ্ছান উল্লা ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন এন্ড কমুনিকেশন টেকনোলজি; (ঘ) ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর ওয়ার্কিং চিলড্রেন; (ঙ) টেকনিক্যাল এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং ইন্সষ্টিটিউট; (চ) আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ; (ছ) আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার নির্ণয় কেন্দ্র ও হাসপাতাল; (জ) আশ্রয় কেন্দ্র, যশোর; (ঝ) মাদকাসক্তি নিরাময় ও চিকিৎসা কেন্দ্র, গাজীপুর; (ঞ) আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সূফীজম ইত্যাদি।

(১৩) মিশন জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের পরামর্শক মর্যাদায় কাজ করিয়া থাকে এবং ইহার কার্যক্রম পরিচালনায় ইউনেস্কোর সহযোগিতা গ্রহণ করিয়া থাকে।

মিশনের আরও একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হইতেছে "আহ্ছানিয়া বুক ডিস্ট্রিবিউশন হাউজ"। ইহা বিদেশ হইতে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত বই আমদানী করে এবং নিজেদের প্রকাশিত গবেষণামূলক ও শিক্ষা উপকরণমূলক বই বাজারজাত করিয়া থাকে। ঢাকার মীরপুর রোডে "আহ্ছানিয়া মিশন বই বাজার" নামে একটি বড় গ্রন্থ বিপণী রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও মিশনের ভ্রাম্যমাণ বই বিপণন কেন্দ্র ও পাঠাগার রহিয়াছে। মিশনের দুইটি তথ্য সম্পদ কেন্দ্র রহিয়াছে। একটির নাম বাংলাদেশ লিটারেসি রিসোর্স সেন্টার এবং অপরটি চাইল্ড লেবার রিসোর্স সেন্টার। এই দুইটি কেন্দ্রে দেশ বিদেশে প্রকাশিত সাক্ষরতা ও শিশু শ্রম বিষয়ক বহু মূল্যবান ডকুমেন্ট ও গ্রন্থ রহিয়াছে। এইগুলিকে কম্পিউটার ডাটাবেজে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে এইসব তথ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আহ্ছানিয়া মিশন নব্য সাক্ষরদের জন্য "আমাদের পত্রিকা" নামক একটি মাসিক দেওয়াল পত্রিকা ও আলাপ নামে একটি ম্যাগাজিন নিয়মিত প্রকাশ করিতেছে। "মিশন বার্তা" নামে আরেকটি ত্রৈমাসিক পত্রিকাও মিশন প্রকাশ করিয়া থাকে। আহ্ছানিয়া মিশন, ঢাকা ক্রমান্বয়ে দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি বিখ্যাত উন্নয়মূলক

প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। মিশনের সদস্যপদ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত। মিশনের আয়ের প্রধান উৎস মূলত বিদেশী অনুদান। ইহা একুশ সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হইয়া থাকে। সাধারণ সদস্যবর্গ দ্বারা নির্বাচিত এই পরিষদে একজন সভাপতি, তিনজন সহসভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক, একজন যুগ্ম সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ, তেরোজন সদস্য ও একজন নির্বাহী সচিব রহিয়াছেন। নির্বাহী পরিষদ মিশনের নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক ও গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রতিষ্ঠানটির আটটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হইতেছে ঃ (১) প্রশাসন; (২) অর্থ ও হিসাব; (৩) পরিকল্পনা; (৪) গবেষণা; (৫) প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন; (৬) কর্মসূচী; (৭) গণসংযোগ ও (৮) আন্তর্জাতিক বিষয়। প্রতিটি বিভাগের প্রধান হিসাবে একজন পরিচালক দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। মিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকার ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকায় ১২ নম্বর রোডে নিজস্ব ভবনে অবস্থিত।

দেশ-বিদেশে আহ্ছানিয়া মিশনের গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মিশন ১৯৮৭ খৃ. হইতে ২০০৩ খৃ. পর্যন্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মোট ১৭টি পুরস্কার ও সম্মাননা পাইয়াছে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ঃ (১) ১৯৯৪ খৃ. এসকাপ-এর হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট এওয়ার্ড, (২) ২০০৩ খৃ. প্যারিসে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার ও যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক পুরস্কার, (৩) ২০০২ খৃ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার। আহ্ছানিয়া মিশন, ঢাকা বিভিন্ন দেশী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগী সদস্য হিসাবেও কাজ করিয়া থকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পুস্তিকা, ২০০৪ খৃ.; (২) খান বাহাদুর আহ্ছান উল্লা (র) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ধানমণ্ডি, ঢাকা ২০০১ খৃ.; (৩) বার্ষিক সাধারণ প্রতিবেদন ২০০৩-২০০৪ খৃ., ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ঢাকা; (৪) বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ১খ., ২০০৩ খৃ.।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

'আহ্দ (عهد) ঃ 'আরবী শব্দ, মাদ্দা (শব্দমূল) ع ـ هـ ـ د عهد ('আহিদা) [য়াহাদু] ক্রিয়ার মাস্দার (ক্রিয়ামূল, অর্থ কোন কিছুর প্রতি লক্ষ্য রাখা বা কোন কিছু দেখাশুনা করা। সেই কারণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকেও আহ্দ বলা হয়। কেননা উহার প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন রহিয়াছে। অভিধানে আহ্দ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। যেমন চিনিতে পারা, সংরক্ষণ করা, ওসিয়াত করা, যিম্মাদার বানান, প্রতিজ্ঞা করা, মিত্র বানান, বিশ্বস্ততা, নিরাপত্তা, যিম্মা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি (দ্র. ইব্ন মানজূ'র, লিসানুল 'আরাব, শিরো.)। আহ্দ শব্দের মাদ্দা হইতে গঠিত অন্য সকল শব্দে কোন কিছু সংরক্ষণ করিবার একটি অর্থ অবশ্যই পাওয়া যায়। এই হিসাবে উত্তরাধিকারীকে ওয়ালিয়্যু'ল আহ্দ (ولى العهد) এবং যিম্মীদেরকে আহ্লু'ল-আহ্দ (أهل العهد) বলা হইয়া থাকে।

প্রতিজ্ঞা অর্থে আহ্দ শব্দটির অনেক প্রতিশব্দ আছে, যেগুলির ব্যবহার পবিত্র কু'রআনেও পাওয়া যায়। যেমন ওয়াদা, য়ামীন, হি'লফ, মীছাক', ইস্'র, 'আক্'দ, আমানা ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিশব্দ হইলেও উহাদের অর্থে সূক্ষ্ম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ ওয়াদা একতরফা প্রতিজ্ঞাকে এবং হিল্ফ শপথযুক্ত প্রতিজ্ঞাকে বলা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে য়ামীন (ব. আয়মান) বলিতে বুঝায় সেই প্রতিজ্ঞা, যাহাতে দুই পক্ষ পরস্পরের হাতে হাত রাখিয়া শপথ করিয়া থাকে। আবার মীছাক' হইল এমন সুদৃঢ় শপথ যাহাতে য়ামীন ও আহ্দ উভয়ের অর্থ রহিয়াছে। অর্থাৎ ইহা এমন এক প্রতিজ্ঞা যাহা ভংগ করিবার কথা কল্পনাও করা যায় না। আর আক্'দ বলিতে আহ্দ অপেক্ষা অধিক দৃঢ়তা বুঝা যায়। পবিত্র কু'রআনে প্রতিরক্ষা অর্থে 'আক্'দ ও 'আহ্দ উভয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন কোন শব্দবিশারদ 'আক্'দ ও 'আহ্দ উভয়ের মধ্যে এই বলিয়া পার্থক্য করিয়াছেন যে, আক্'দ সর্বদা দুই পক্ষের মধ্যে হইয়া থাকে, কিন্তু আহ্দ কখনও কখনও এক তরফা প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হইতে পারে। সে কারণে প্রতিটি আক্দ'কে আহ্দ বলা যায় না, কিন্তু প্রতিটি আহ্দ'কে আক্দ বলা যাইতে পারে। আর-রাযী আক্দ ও আহ্দ-এর মধ্যে এই পার্থক্য উল্লেখ করিয়াছেন যে, আহ্দ শব্দটি দ্বারা প্রত্যেক পক্ষ প্রতিজ্ঞা পালনের দায়িত্ব অন্য পক্ষের উপর ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু আক্'দ শব্দে এই দায়িত্ব নিজের উপর বর্তায়। আমানাত শব্দেও সংরক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও দায়িত্ব পালনের অর্থ বিদ্যমান। আল-কু'রতু'বীর মতে আমানাত আহ্দ হইতে অধিকতর ব্যাপক। তাই আমানাতের মধ্যে আহ্দ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ইস্'র শব্দটিও পবিত্র কু'রআনে প্রতিজ্ঞা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (আরও দ্র. মু'জামুল-মুফাহ্রাস লি আলফাজি'ল-কু'রআনি'ল কারীম, শিরো.)।

পবিত্র কু'রআনের কোন কোন স্থানে একই আয়াত-এ কিংবা একই প্রসঙ্গে আহ্দ ও আয়মান (যেমন ৯ ঃ ১২), আহ্দ ও ওয়া'দ (৯ ঃ ৭৫, ৭৭ ও ১১১), 'আহ্দ ও মীছাক (১৩ ঃ ২০) একসাথে পাওয়া যায়। এই সকল সমার্থক শব্দ বক্তব্য জোরদারকরণ ছাড়াও আহ্দ শব্দের অর্থ নির্ধারণে সহায়তা করিয়া থাকে।

আহ্দ শব্দটি পবিত্র কু'রআনে নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ (১) ওসিয়াত ও নির্দেশ অর্থাৎ কাহারও নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা লইয়া তাহা পালনের জন্য জোর দেওয়া— যেমন ঃ

وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا.

"আমরা আদাম-এর নিকট হইতে ইতিপূর্বে প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলাম, কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছে এবং আমরা তাহাকে সংকল্পে দৃঢ় পাই নাই" (২০ ঃ (১৫) (আরও তু. ২ ঃ ১১৫; ৩ ঃ ১৮৩)। (২) প্রতিজ্ঞা ঃ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً "তেমরা প্রতিজ্ঞা পালন কর, নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে" (১৭ ঃ ৩৪; আরাও দ্র. ২ ঃ ১০০, ১৭৭; ৯ ঃ ১২), (৩) যিম্মাদারী ঃ قَالَ لاَيَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ (২ ঃ ১২৪) অর্থাৎ আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ আমার এই যিম্মাদারী অত্যাচারী লোকদেরকে দেওয়া হইবে না;

(৪) ওয়াদা وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ (৯ ঃ ১১১) "আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ওয়াদা পালনকারী আর কে হইতে পারে";

(৫) ওয়াদা পালন وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ (৭ ঃ ১০২) "আমরা তাহাদের অধিকাংশকে ওয়াদা পালনকারী পাই নাই"।

(৬) কাল ঃ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ (২০ ঃ ৮৬) "তবে কি প্রতিশ্রুতিকাল তোমাদের নিকট সুদীর্ঘ হইয়াছিল" ?

(৭) মানত ঃ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللّٰهَ (৯ ঃ ৭৫) "তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহ্র নিকট অংগীকার করিয়াছিল; আল্লাহ্র নামে মানত করিয়াছিল"।

পবিত্র কু'রআনে বিভিন্ন জায়গায় عَهْدُ اللّٰهِ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন, ২ ঃ ২৭; ৩ ঃ ৭৭; ৬ ঃ ১৫২; ১৬ ঃ ৯১ ইত্যাদি। عَهْدُ اللّٰهِ -এর অর্থ সেইসব প্রতিজ্ঞা যাহা আল্লাহ্ ও বান্দাহ্র মধ্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে। পবিত্র কু'রআনে বারবার এই জাতীয় সকল প্রতিজ্ঞা পালন করিবার জন্য যেমন জোর দেওয়া হইয়াছে, তেমনি উহা ভঙ্গ করিবার কারণে নিন্দা ও তিরস্কারও করা হইয়াছে (উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্র.)। 'আহ্দুল্লাহ্ একটি বিশেষ পরিভাষা। এইজন্য উহার তাৎপর্য নির্ণয়ের ব্যাপারে আল-কু'রআনের ভাষ্যকারগণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আর-রাগি'ব ইসফাহানীর মতে উহার অর্থ কখনও মানুষের বুদ্ধিতে সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত যোগ্যতাবিশেষ, আবার কখনও সেইসব বিধি-বিধান যাহা রাসূলুল্লাহ (স) পবিত্র কু'রআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে প্রদান করিয়াছেন। কখনও আবার উহার অর্থ এমন সব দায়দায়িত্ব যাহা পালন করা শারীআতের দৃষ্টিতে মূলত অপরিহার্য নহে কিন্তু মানুষ স্বীয় বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত দ্বারা সেইগুলি নিজেদের উপর চাপাইয়া দেয় (দ্র. মুফ্রাদাত, শিরো.)।

ইব্নু'ল 'আরাবী মালিকী (র) লিখিয়াছেন, আহ্দুল্লাহ অর্থ সেই সব বিধান ও দায়দয়িত্ব যাহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে মানুষের উপর আরোপিত হইয়াছে। মহান আল্লাহ্ ঐসব বিধান ও কর্তব্য সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করিয়াছেন এবং মানুষের নিকট হইতে তাহা পালন করিবার প্রতিশ্রুতি লইয়াছেন। আর রাযী-র মতে আহ্দুল্লাহ্র সাধারণ অর্থ হইল, মানুষ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিবে যে, সে ইসলামের সকল বিধান মানিয়া চলিবে।

পরিভাষাটির আরও কতিপয় বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে। সেইগুলি হইল ঃ (১) রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাতে আনুগত্যের শপথ (বায়আত) করা; (২) স্বেচ্ছায় পারস্পরিক প্রতিজ্ঞা করত উহা নিজে পালন করা ও অন্যকে পালন করানো; (৩) জিহাদ ও সকল আর্থিক দায়দায়িত্ব; (৪) মানত করা ও শপথ করা; (৫) আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রদত্ত সকল বিধি-নিষেধ মানিয়া চলা। ফলকথা, আহ্দুল্লাহ্ অর্থ যদি আল্লাহ্র সহিত মানুষের কৃত প্রতিজ্ঞা ধরা হয়, তবে উহার প্রতিপাদ্য বিষয় হইবে আল্লাহ্র বিধি-বিধান। পক্ষান্তরে মানুষের সহিত মানুষের প্রতিজ্ঞার অর্থ ধরিলে আহ্দুল্লাহ্-এর তাৎপর্য হইবে সেই সব প্রতিজ্ঞা যাহা মানুষ প্রতিনিয়ত আল্লাহ্র নাম লইয়া করিয়া থাকে।

পবিত্র কু'রআনের এই গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা 'আহ্দুল্লাহ্ দ্বারাই ইসলামের সকল আইন-কানুন, চুক্তি-প্রতিজ্ঞা ও বিধি-বিধানের বিন্যাস ঘটিয়াছে। যে সকল জাগতিক ও ধর্মীয় কর্তব্য পালন করা মানুষের জন্য অপরিহার্য, তাহাতে কোন ত্রুটি করা কিংবা আদৌ পালন না করা আল্লাহ্র প্রতিজ্ঞা (আহ্দুল্লাহ্) ভঙ্গেরই নামান্তর। যদি কোন কাজ সম্পাদন করা তাহার জন্য আইনত ও নৈতিকভাবে অপরিহার্য হয়, তবে তাহা করিয়া কাহারও নিকট হইতে বিনিময় গ্রহণ করা কিংবা কোন কিছু গ্রহণ ব্যতীত উহা সম্পন্ন না করা আল্লাহ্র ওয়াদা ভঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। ঠিক তেমনি যদি কোন কাজ না করা অপরিহার্য হয়, কাহারও নিকট হইতে বিনিময় গ্রহণ করিয়া তাহা করিয়া দিলেও আল্লাহ্র ওয়াদা ভঙ্গ করা হইবে। আর ইহাকেই ঘুষ বলা হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۔

" তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করিও না" (১৬ ঃ ৯৫)।

প্রচলিত অর্থে আহ্দুল্লাহ্ বলিতে শপথকে বুঝান হইয়া থাকে। অতএব কেহ যদি বলে عَلَيَّ عَهْدُ اللّٰهِ اِنْ فَعَلْتُ كَذَا "আমি এই কাজ করিলে আমার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ সাক্ষী", তবে উহা শপথ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ব্যতিক্রম হইলে শপথ ভঙ্গ করা হইবে। আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে সম্পাদিত প্রতিজ্ঞার ধারণাটি পবিত্র কুরআনের আয়াতে পাওয়া যায় ঃ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا (৭ ঃ ১৭২) অর্থাৎ (আল্লাহ্ জগত সৃষ্টির প্রাক্কালে সকল বান্দার রূহসমূহ একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করেন) "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি"? সকলেই বলিল, "নিশ্চয় আমরা সাক্ষী রহিলাম।" ইহাই প্রথম প্রতিজ্ঞা, যাহা মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। মানুষ সৃষ্টির পরেও নবীগণের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির সহিত বিভিন্ন যুগে একই প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে এবং উহা পুনরায় স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া নবীদের নিকট হইতে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে যে বার্তা লাভ করিবেন, তাহা নিজ নিজ উম্মতের নিকট পৌঁছাইয়া দিবেন (৩৩ ঃ ৭)। প্রত্যেক নবীর উম্মত হইতে ওয়াদা লওয়া হইয়াছে যে, তাহারা তাহাদের প্রতি নাযিলকৃত বিধানমালা অন্যদের নিকট পৌঁছাইতে থাকিবে (৩ ঃ ১৮৭; ৫ ঃ ১৪)। তদ্রূপ সকল নবীগণের নিকট হইতে রাসূলুল্লাহ (স') সম্পর্কে ওয়াদা লওয়া হইয়াছে যে, যদি তাঁহাদের জীবদ্দশায় তাঁহার আবির্ভাব ঘটে, তবে তাঁহারা নিজ নিজ নবূওয়াত ত্যাগ করিয়া তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া লইবেন (৩ ঃ ৮১)। এই ওয়াদা এক হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স')-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী।

মানুষ স্বভাবগতভাবে অনেক সময় নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য বিস্মৃত হয়। তাই মানুষকে তাহার বিস্মৃত দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দেওয়া এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে তাহার নৈতিক, বৈষয়িক ও আত্মিক কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে পালন করিতে উদ্বুদ্ধ করা কুরআনী মিশনসমূহের মধ্যে প্রধান।

মানবেতিহাসের প্রধান প্রধান প্রতিজ্ঞার মধ্যে "আলাস্তু বিরাব্বিকুম" (اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) প্রতিজ্ঞাটি সবিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। ইহা সৃষ্টির সূচনালগ্নেই মানুষের অন্তরে আল্লাহ্র পরিচয় ও ভালবাসার বীজ বপন করে এবং তাহারই ফলে মানব-মনের গভীরে আল্লাহ্র প্রতি এক সহজাত ঝোঁক এবং তাঁহার ভালবাসা ও মহত্ত্ব বিরাজ করিতে দেখা যায়। ইহারই কারণে মানুষ ইতিহাসের প্রতিটি যুগে কোন না কোনরূপে জ্ঞাতসারে কিংবা অবচেতন মনে নিজ হইতে উচ্চতর ও অতিপ্রাকৃতিক এক সত্তার পূজা করিয়াছে এবং আজও কোন না কোনরূপে ঐ সত্তার মহত্ত্ব স্বীকার করিয়া চলিয়াছে। একটি হ'াদীছে বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, "সকল শিশু সহজাত প্রকৃতি (ফিত'রা) লইয়া জন্মলাভ করে। অতঃপর তাহার পিতামাতা তাহাকে য়াহূদী কিংবা খৃস্টান বানাইয়া দেয়" (আবূ দাঊদ, ৫খ., ৮৬, সংখ্যা ৪৭১৪; মুসলিম, ৪খ., ২০৪৭, সংখ্যা ২৬৫৮)। এখানে ফিত'রা বা সহজাত প্রকৃতির অর্থ শাশ্বত যোগ্যতা। অতএব ইসলামী প্রথা অনুযায়ী জন্মের সময়ে শিশুর ডান কানে আযা'ন ও বাম কানে ইক'ামাত দেওয়ার উদ্দেশ্যও একই প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া।

কুরআন শরীফ (২ ঃ ৮০-৮১, ১১১-১১৩; ৩ ঃ ৭৫-৭৬) হইতে পরিষ্কার জানা যায়, আল্লাহ্ কোন বিশেষ জাতি কিংবা গোত্রের নিকট কোনকালে এমন কোন অঙ্গীকার করেন নাই, যাহাতে শ্রেষ্ঠত্বের বাস্তব ও অভ্যন্তরীণ মাপমাঠির পরিবর্তে তাহাদের বংশগত ও আঞ্চলিক অবস্থানকে নিষ্কৃতির মাপকাঠি ধার্য করা হইয়াছে। হাঁ, নবীগণের উম্মতদের সহিত সৎ পথে থাকিয়া সততার সহিত কাজ করিলে সাফল্য প্রদানের প্রতিজ্ঞা অবশ্যই করা হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নবীদের আসমানী কিতাব ও স'হীফা-সমূহে বিকৃতি দেখা দিলে তাহার পরিণামে এমন বিশ্বাস প্রবর্তিত হয় যে, আল্লাহ্ বিশেষ বিশেষ জাতির সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ফলে ব্যাপক বিভ্রান্তি ছড়াইয়া পড়ে। ইহার সুস্পষ্ট উদাহরণ নূতন ও পুরাতন টেস্টামেন্ট (দ্র.তাওরাত, ইন্জীল)। এই টেস্টামেন্ট-এর (Testament)-এর প্রাচীন নাম ছিল প্রতিজ্ঞা পত্র (Covenant)। বর্তমান ওসিয়াত অর্থে Testament পরিভাষাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রতিজ্ঞা আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে হউক আর মানুষের নিজেদের মধ্যে হউক, ইসলামে তাহা পালন ও উহার প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শনের বিধান রহিয়াছে। এই কারণেই ইসলামে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ একটি কঠিন গুনাহ্। এমন কি পবিত্র কু'রআনে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য কঠিন শাস্তির হুমকি দেওয়া হইয়াছে (৯ ঃ ৭৫-৭৮; ১৭ ঃ ৩৪)। বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন প্রতিজ্ঞা ভংগকারীর পৃষ্ঠে একটি পতাকা উত্তোলন করিয়া দেওয়া হইবে, যাহা হাশরের ময়দানে তাহার লাঞ্ছনার কারণ হইবে। অন্যান্য কতিপয় বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, প্রতিশ্রুতি পূরণ নবুওয়াতের নিদর্শন। প্রতিশ্রুতি পূরণ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশ অত্যন্ত কড়া। সমগ্র দলের পক্ষ হইতে একজন মুসলিম অঙ্গীকার করিলেও সকলের জন্য তাহা পূরণ করা অপরিহার্য। ঐ অঙ্গীকার পূরণ করিবার দায়িত্ব দলের সকলের উপর সমান। মদীনা-চুক্তির একটি ধারা (১৫) ছিল এই যে, মুসলিমদের একজন সাধারণ লোকও আশ্রয় দিতে পারিবে (আল-ওয়াছাইকু'স সিয়াসিয়া, পৃ. ১৭)। ফলে রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবীদের যুগে ঐরূপ ঘটনার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

যে জাতির সহিত কোন অঙ্গীকার বা সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, উহার বিরুদ্ধে কোন সামরিক তৎপরতা চালান বিশ্বাসঘাতকতার অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় পক্ষের দিক হইতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের আশঙ্কা থাকিলে সে ক্ষেত্রেও প্রথমে দ্বিতীয় পক্ষকে জানাইয়া দেওয়া উচিত ঃ আমরা ঐ প্রতিজ্ঞা পালনে আর যত্নবান নহি, যাহাতে উভয় পক্ষ সমান অবস্থানে ফিরিয়া যাইতে পারে (দ্র. ৯ ঃ ৫৮)। বিশ্বাসঘাতক শত্রুর অধিকার সংরক্ষণও ইসলামের সুবিচারের একটি বৈশিষ্ট্য। তাই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত যে মুশরিক গোত্রগুলির সন্ধি ছিল, তাহাদের দিক হইতে সন্ধির বিরুদ্ধাচরণ কিংবা ইহার আশঙ্কা সত্ত্বেও তাহাদেরকে চার মাসের সময় দেওয়া হইয়াছিল (৯ ঃ ১ প.)। আর যে সকল মুশরিকের পক্ষ হইতে সন্ধি-চুক্তির পরিপন্থী কোন আচরণ পাওয়া যায় নাই কিংবা তাহার আশঙ্কাও ছিল না, তাহাদের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাহা পুরাপুরি পালনের তাকীদ দেওয়া হইয়াছে (দ্র. ৯ ঃ ৪)।

কোন দলের সহিত একবার সন্ধি স্থাপিত হইলে তাহা কেবল জাগতিক উদ্দেশ্য বা মুনাফার জন্য ভংগ করার অনুমতি নাই। উদাহরণস্বরূপ সন্ধির পর অনুভূত হইল, যে দলের সহিত সন্ধি হইয়াছে, তাহারা দুর্বল কিংবা সংখ্যায় কম অথবা দরিদ্র এবং তাহাদের তুলনায় অন্য আর একটি দল সংখ্যা ও সম্পদের দিক দিয়া অধিকতর শক্তিশালী, তখন শুধু বৈষয়িক লোভে প্রথম দলটির সহিত সম্পাদিত সন্ধি ভঙ্গ করা জায়েয নয়; বরং প্রতিশ্রুত সন্ধির উপর বহাল থাকিতে হইবে (১৬ ঃ ৯১, ৯২)। ইসলামে প্রতিশ্রুতি পূরণের কাছে পার্থিব সামান্য বস্তুসামগ্রী ও ক্ষণস্থায়ী লাভ-মুনাফার কোনই মূল্য নাই। এখানে প্রকৃত মূল্য মানুষের কর্ম, চারিত্রিক মর্যাদা ও মানবিকতার অমূল্য রত্নের।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) রাগিব আল-ইস্'ফাহানী, মুফরাদাতু'ল কু'রআন, উর্দূ অনু., করাচী ১৯৪১ খৃ., শিরো.; (২) ইব্ন মানজূ'র, লিসানুল-আরাব, বৈরূত ১৯৫৫ খৃ., শিরো.; (৩) আহ'মাদ ইব্ন ফারিস, মাক'ঈসুল-লুগা, কায়রো ১৩৬৯ হি., শিরো.; (৪) 'আলী আকবার আন-নাজাফী, আত-তুহ'ফাতু'ন- নিজামিয়্যা ফিল-ফুরূকি'ল-ইস'তিলাহিয়্যা, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩৪০ হি., পৃ. ৯৩; (৫) ফাখরুদ্দীন আররাযী, তাফসীর মাফাতীহি'ল গা'য়ব, কায়রো ১৩০৮ হি., ৩খ, ৩৪৯; ৫খ, ৩৪৫-৪৭; (৬) আল-কু'রতু'বী, আল-জামি' লিআহ্'কামিল-কু'রআন, কায়রো ১৯৩৫ খৃ., ১২খ, ১০৭; (৭) ইব্নু'ল-'আরাবী, আহ্'কামু'ল-কু'রআন, কায়রো ১৯৫৭ খৃ., ২খ, ৫২৫; (৮) আবূ হা'য়্যান আল-আনদালুসী, আল-বাহ্'রুল মুহী'ত, কায়রো ১৩২৮ হি., ৫খ, ৫৩৩; (৯) আবূ বাক্র আল-জাস'সাস', আহ'কামু'ল-কুরআন, কনস্টানটিনোপল ১৩৩৫ হি., ৩খ, ১৯০; (১০) J. D. Dougles, The New Bible Dictionary, London; (১১) ইব্ন হা'য্ম, আল-মুহা'ল্লা, কায়রো ১৩৫০ হি., ৮খ, ২৮-২৯; (১২) আবূ দাউদ, আল-জামি'উ'স-সুনান, কানপুর (কিতাবু'ল-জিহাদ); (১৩) আল-বুখারী, আল-জামিউ'স সাহীহ', লাইডেন, কিতাবু'ল-ঈমান, বাবঃ আলামাতি'ল-মুনাফিক'; কিতাবুশ-শাহাদা, কিতাবুল জিযয়া; (১৪) মুফতী মুহা'ম্মাদ শফী, মা'আরিফু'ল-কু'রআন, করাচী ১৯৭৯ খৃ., ৫খ, ৩৮৩; (১৫) মিফতাহ' কুনূযি'স-সুন্নাহ, শিরো., আল-উর্দু, আল-মু'আহাদাত।

আহমাদ হাসান ও সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/
ডঃ মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

আহদাছ (احداث) ঃ শাব্দিক অর্থ 'যুবকবৃন্দ, এক প্রকার শহুরে অনিয়মিত সৈনিক (মিলিশিয়া) যাহারা ৪র্থ/১০ম শতাব্দী হইতে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দী পর্যন্ত সিরিয়া ও উত্তর মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন শহরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল, বিশেষ করিয়া আলেপ্পো ও দামিশকে সুপরিচিত ছিল। সরকারীভাবে এই বাহিনী পুলিসের ভূমিকা পালন করিত। প্রয়োজনের সময় ইহারা নিয়মিত সৈন্যদের অতিরিক্ত শক্তিরূপে সামরিক প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিত। এইসব কাজের জন্য আহ'দাছ সদস্যগণ কতিপয় নগরশুল্ক দ্বারা গঠিত তহবিল হইতে বৃত্তি লাভ করিত। সাধারণ পুলিসের সহিত তাহাদের একমাত্র পার্থক্য, তাহারা স্থানীয়ভাবে অপেশাদারী তালিকাভুক্ত। তবে এই কারণেই তাহারা পুলিসের অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক কার্যকরী সংগঠন হইয়া উঠে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সশস্ত্র ও যুদ্ধপ্রিয় লোক হিসাবে তাহারা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের (সচরাচর বিদেশী অথবা বহিরাগত) বিরুদ্ধের 'সংঘাধীন' প্রতিবন্ধকতার গতিশীল উপাদান হিসাবে গড়িয়া উঠে। এই কারণেই তাহাদেরকে বারবার শাসকদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে দেখা যায়। কখনও কখনও শাসকগণ দুর্বল হইলে তাহারা নগর প্রশাসনে নিজদেরকে অংশীদার করিতে শাসকদের বাধ্য করিত। তাহারা সর্বদা জনগোষ্ঠীর একই স্তর হইতে উদ্ভূত ছিল না। সংকট মুহূর্তে, যেমন ফাতিমীদের দামিশ্ক দখলের অব্যবহিত পরেই তাহাদের উপর জনপ্রিয় শক্তিসমূহের প্রভাব পরিলক্ষিত

হয়। প্রায়শ তাহাদেরকে কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন সম্প্রদায়ের নির্দেশ গ্রহণ করিতে এবং একটি কিংবা দুইটি বড় পরিবারের এক বিশেষ সমর্থক গোষ্ঠী গঠন করিতে দেখা যায়। এই বড় পরিবার হইতে একজন তাহাদের নেতা বা রাঈস মনোনীত হইত। এই রাঈস নিজেকে রাঈসু'ল-বালাদ (নগরপ্রধান)-রূপে স্বীকৃতি দিতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করিত। রাঈ'সুল-বালাদ এক ধরনের মেয়র (Mayor) যাহার প্রভাব কা'দীর সমতুল্য এবং কখনও কখনও তাহার অপেক্ষাও বেশী। কা'দী পদমর্যাদার দিক দিয়া শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অন্যতম। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে (এই কা'দীদের মধ্য হইতে) নগর রাজবংশের নিয়মিত ধারার সূত্রপাত ঘটিত। উদাহরণস্বরূপ (ত্রিপোলীর বানূ আম্মার-এর সমকক্ষগণ যাহাদের উদ্ভব ঐ শহরের কাদীদের মধ্য হইতে হইয়াছিল) আমিদ-এর বানূ নীসান-এর কথা বলা যায়। এই বানূ নীসান ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীতে ঈনালী তুর্কমান যুবরাজদের নামেমাত্র শাসন ক্ষমতার অধীনে বংশপরম্পরায় আমিদ-এ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এইসব বাস্তব ঘটনা হইতে সিরিয়া ও জাযীরার নগরসমূহের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাহা সাধারণ চিত্র হইতে অনেক ভিন্ন। সাধারণত এই নগরগুলিকে পৌর বৈশিষ্ট্যবিহীনরূপে দেখান হইয়া থাকে। বস্তুত যে সময়ে একটি নিয়মিত পুলিস বাহিনী (শুরত'া দ্র.) চালান সম্ভব হয় নাই তখন এই আহ'দাছ অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করিত এবং এই কারণেই বাগদাদ কিংবা কায়রোতে ইহার সমপর্যায়ের কোন চিত্র পরিলক্ষিত হয় না। সালজূক' শাসকবর্গ অথবা তাহাদের উত্তরসুরিগণ কর্তৃক প্রতিটি শহরে নিয়মিত সৈন্যদের সমর্থনপুষ্ট সামরিক শাসক (শিহ'না দ্র.) নিয়োগের সাথে সাথে আহ'দাছ-এর চূড়ান্ত অবক্ষয় শুরু হয়। প্রায় একই সময়ে সিরিয়ার বাতিনিয়্যা (দ্র.) বা গুপ্তঘাতক দলের ক্ষেত্রেও আহ'দাছ নামটি ব্যবহার করা হয়।

পরিভাষাটির প্রচলন প্রারম্ভিত (হিজরী) শতাব্দীসমূহে ইরাক, বিশেষ করিয়া ২য়/৮ম শতাব্দীতে বসরা ও কূফায়, বরং বাগদাদ ও অন্যান্য স্থানেও দেখা যায়। আহদাছ-এর সর্বাধিনায়ক সাধারণ নিয়ম-শৃংখলার জন্য দায়ী থাকিত। তবে এই ক্ষেত্রে আহদাছ পরিভাষাটি ব্যুৎপত্তিসম্মতভাবে (Dozy-র মতানুসারে) অন্য অর্থে নিন্দনীয় এমন কতিপয় বিদ'আত-এর অর্থে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, যেগুলি জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে এবং যাহাদের প্রবর্তকদের গ্রেফতার করিয়া সাজা দেওয়া প্রয়োজন। সাধারণ ব্যবহারে পরিভাষাটি যেমন 'অপরাধ' অর্থে ব্যবহৃত হয়, ঠিক তেমনি নওজোয়ানদের দল অর্থেও ব্যবহার হইয়া থাকে। উপরে বর্ণিত তথ্যাবলীর আলোকে Dozy-র মতটিকে অবশ্যই আলোচনাযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। তবে এখন পর্যন্ত এমন কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় নাই যদ্দারা এই ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার আহ'দাছ-এর সহিত ফিত্য়ান (দ্র. ফাতা) ও 'আয়্যারূন (দ্র. 'আয়্যার)-এর সম্পর্কের প্রশ্নটিও উঠিয়া থাকে, যাহাদের অস্তিত্ব ইরাক ও ইরানের বিভিন্ন অঞ্চলে মধ্যযুগ ব্যাপিয়া সুপ্রমাণিত এবং যাহারা ৪র্থ/১০ম শতাব্দী হইতে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দী পর্যন্ত বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। বস্তুত তাহারা (ফিত্য়ান) আহ'দাছ-এর ন্যায়, বরং অধিকতর উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত সরকারী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিরোধিতায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করিয়াছিল। অধিকন্তু ইরানী শহরগুলিতে দৃশ্যত একজন করিয়া 'রাঈস' থাকিত। এই রাঈসই কোন কোন সময়ে নিজ শহরের ফিত্য়ান সদস্যদেরও রাঈস হইত বলিয়া মনে হয়। ব্যুৎপত্তিগতভাবেও আহ্দাছ ও ফিতয়ান সমার্থক শব্দ। যাহা হউক, কার্যত অনেক অভিন্নতা সত্ত্বেও উৎপত্তিগত কারণে এই দুই সংগঠনে পার্থক্য ছিল এবং এই পার্থক্য শেষ পর্যন্ত থাকিয়াই যায়। ফিত্য়ান' ও 'আয়্যারূন' আবশ্যিকভাবে নিজস্ব বাহিনী ছিল। এই বাহিনী নিম্নশ্রেণীর লোকদের দ্বারা গঠিত হইত। কাজেকর্মে ইহারা ছিল অত্যন্ত চরম মনোভাবাপন্ন। আস্তে আস্তে এবং অনেক স্তর অতিক্রম করিবার পরই কেবল কিছু মধ্যবিত্ত কিংবা অভিজাত শ্রেণীর লোক তাহাদের দলভুক্ত হইত অথবা দলে সামরিক পুলিসের স্থান গ্রহণ করিত। অনেক সময় তাহারা প্রারম্ভিক আচার-অনুষ্ঠানসহ সুসংগঠিত চক্র গঠন করিত, যাহার মধ্যে ফুতুওওয়া (দ্র.)-এর অদ্ভুত মতবাদ বিকাশ লাভ করিত। আহদাছ-এর মধ্যে এখন পর্যন্ত এইরূপ কোন উদাহরণ পাওয়া যায় নাই। নিতান্তই আকস্মিক ব্যাপার হইতে পারে না যে, ফিতয়ান অধ্যুষিত শহরগুলির সীমানা অনেকটাই প্রাচীন বায়যানটাইন- সাসানীয় সীমান্তের অনুরূপ। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, সম্ভবত শেষের দিকের রোমান সাম্রাজ্যের প্রাচীন দলগুলির (Factions) সহিত আহদাছ-এর সম্পর্ক ছিল। যাহা হউক, মুসলিম নগরসমূহের সমাজ-চিত্র সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রমের আওতায়ই কেবল সমস্ত বিষয়টির পর্যালোচনা সম্ভব। কিন্তু এই পর্যন্ত এই বিষয়ে যতটুকু কাজ হইয়াছে তাহার পরিমাণ খুবই সামান্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আহ'দাছ' সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত গ্রন্থসমূহে প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ (১) ইব্নু'ল-ক'ালানিসী, যায়ল তা'রীখ দিমাশ্ক (Amedroz নং), ইং অনু. H. A. R.Gibb, The Damascus Chronicle of the Crusades, লন্ডন ১৯৩২ খৃ.; ফরাসী অনু. R. Le Tourneau, Damas de 1075 a 1154 (প্যারিস ১৯৫২); (২) ইব্নু'ল-আদীম, তারীখ হ'লাব (Dahan); (৩) ইব্ন আবী তায়্যি (ইব্নু'ল-ফুরাত হইতে পাণ্ডুলিপি); (৪) ইব্নু'ল-আছীর ও (৫) য়াহ'য়া আল-আনতা'কী (Kratchkowsky Vasiliev সং.); (৬) সিব্ত' ইব্নু'ল জাওযী ও অন্যান্য সিরীয় সূত্র; ইরাকী বিষয়ের জন্য দ্র. বিশেষত (৭) আত'-তাবারী, স্থা.; (৮) আল-মাওয়ারদী, আল-আহ'কামু'স সুলত'ানিয়্যা, অধ্যায় ১৯; সারসংক্ষেপ; Recueil de la Soc. Jean bodin- এ, ৬খ, Cl. Cahen হইতে তিনি আর একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণায় নিয়োজিত আছেন; (৯) Reinaud- এর মন্তব্য, JA, ১৮৪৮ খৃ., ২খ, ২৩১; (১০) Gibb and Le Tourneau, ইব্নু'ল কালানিসী-র অনুবাদের ভূমিকা (নির্দেশিকাসমূহ); (১১) J. Sauvaget, Alep, পৃ. ৯৬, ১০৩, ১৩৯, আখী আয়্যার, দ্র. ফাতা।

Cl. Cahen (E.I.²)/ ডঃ মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

আল-আহ্দাল (الأهدل) ঃ ব. ব. মাহাদিলা, শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধে তু. আল-মুহিব্বী, ৬৭,. Wustenfeld, 6, সায়্যিদ বংশের একটা শাখা। তাঁহারা 'আলী বংশীয় ষষ্ঠ ইমাম জা'ফার আস-সা'দিকে'র বংশধর এবং তাহাদের অধিকাংশই দক্ষিণ-পশ্চিম 'আরবের অধিবাসী। তাহাদের পূর্বপুরুষ আলী ইব্ন 'উমার ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-আহ্দালকে কুত্'বু'ল-য়ামান (قطب اليمن) বলা হইত। তিনি এবং তাঁহার পুত্র আবূ বাক্র (মৃ. ৭০০/১৩০০) বিখ্যাত সূ'ফী ছিলেন। তাঁহারা বায়তু'ল-ফাকীহ ইব্ন উজায়লের উত্তরে (কিবলিয়্যা) মুরাওয়াআ (TA) বা মারাবি'আ (আল-মুহি'ব্বী) নামক একটি ছোট শহরে বাস করিতেন। ভক্তরা এইখানে তাঁহাদের কবর যিয়ারত করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত সূ'ফী

আলিমগণ এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন ঃ (১) হু'সায়ন ইব্‌ন আব্‌দির-রাহ'মান ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ বাদরুদ্দীন (কু'হ'রিয়া নামক স্থানে ৭৭৯/১৩৭৭ সনে জন্ম এবং আব্‌য়াত হু'সায়ন-এর মুফ্‌তী হিসাবে ৮৫৫/১৪৫১ সনে মৃত্যু)। তাঁহার রচিত ১৮খানা গ্রন্থের নাম আস্-সাখাবী (السخاوى) উল্লেখ করিয়াছেন (দাও, ৩খ, ১৪৬ প.)। তন্মধ্যে তুহ'ফাতুয্-যামান ফী তারীখ সাদাতি'ল-য়ামান (আয়ান আহ্‌লিল-য়ামান, হ'াজ্জী খালীফা), যাহা আল-জানাদীর তারীখ (আস্-সুলূক)-এর অভিযোজন ও পরিশিষ্ট এবং আল-য়াফি'ঈর মির্‌আতু'ল-জানান গ্রন্থের সংশোধিত রূপ গি'রবানু'য-যামান। তু. Brockelmann II, 185, S ll, 238 f.; Rosenthal, a history of Muslim Historiography, 248, 355, 407.

(২) হু'সায়ন ইব্‌নুস-সি'দ্দীক ইব্‌ন হুসায়ন, (পূর্বোল্লিখিত হু'সায়নের পৌত্র, ৮৫০/১৪৪৬ সনে আব্‌য়া হু'সায়ন-এ জন্ম এবং ৯০৩/১৪৯৭ সনে আদানে মৃত্যু)। তাঁহার শিষ্য আবূ মাখ্‌রামার মতে তিনি তাঁহার পিতামহের রচিত তারীখ (অর্থাৎ তুহ'ফাতু'য-যামান) গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে ১৯৪৭ খৃ. আদানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয় (তু. Brockelmann, sII, 251 (incorrect) নূর, ২৭-৩০, দাও, ৩খ, ১৪০)।

(৩) তা'হির ইব্‌ন হুসায়ন ইব্‌ন আব্‌দির রাহ'মান জামালুদ্দীন (৯১৪/১৫০৮ সনে মুরাওয়া'আয় জন্ম এবং ৯৯৮/১৫৯০ সনে যাবীদে মৃত্যু)। তিনি একজন আইনজ্ঞ এবং হ'াদীছ'বিদ ছিলেন। তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষ হুসায়ন (প্রথম) রচিত মাত'ালিব আহ্‌লি'ল কু'ররা ফী শারহি দুআই'ল-ওয়ালী আবী হ'ার্‌বা গ্রন্থের সারসংক্ষেপ রচনা করেন (নূর, ৪৪৭প.; তু. দাও, ৩খ, ১৪৬)।

(৪) তাঁহার পুত্র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন তা'হির রচনা করেন বুগ'য়াতুত'-তা'লিব বিমা'রিফাতি আওলাদি 'আলী ইব্‌ন আবী তা'লিব নামক একখানা গ্রন্থ (Wust., 7 Brockelmann, S II 239 is incorrect)।

(৫) হ'াতিম ইব্‌ন আহ্'মাদ ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন আবি'ল-কা'সিম ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ [মৃ. ১০১৩/১৬০৪ সনে মাখা (মুখা)-র সমুদ্র বন্দরে যেখানে তিনি ৩৭ বৎসর বসবাস করিয়াছিলেন]। তাঁহার শিষ্য 'আবদু'ল-কা'দির আল-'আয়দারূসের মতে তিনি ছিলেন তৎকালীন ইব্‌ন 'আরাবী (নূর, ১৬১-৪৭৫)। তাঁহার এই শিষ্য আদ-দুররু'ল বাসিম মিন রাওদি'স-সায়্যিদ হাতিম নামক গ্রন্থে উস্তাদ-শিষ্যের চিঠিপত্র প্রকাশ করিয়াছেন। উপস্থিত মত যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহার সেই সকল কবিতা একটি দীওয়ানে সংগৃহীত হইয়াছে (তু. Brockelman, II, 407, M 11, 565; আল-মুহি'ব্‌বী, ২খ, ৪৯৬-৫০০; Wust, 114, Serjeant, Materials, ii, 585 প.)।

(৬) আবূ বাক্‌র ইব্‌ন আবি'ল-কাসিম ইব্‌ন আহ'মাদ (জ. ৯৮৪/১৫৭৬, মৃ. ১০৩৫/১৬২৬)। আল-মাহাতুত' (ওয়াদী রিমা'য়) তাঁহার একটি যাবি'য়া (খানকাহ) ছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে নাফহ'াতু'ল মান্‌দাল (ফী তারাজিম সাদাতিল-আহ্‌দা'ল, ইসমা'ঈল পাশা, যায়ল) এবং আল-আহ্‌সাবু'ল-আলিয়্যা ফি'ল আনসাবি'ল আহ্‌দালিয়্যা উল্লেখযোগ্য (তু. Brockelman, S III, 544; আল-মুহিব্বী, ১খ, ৬৪-৮; Wust, 112 প.)।

(৭) আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন সুলায়মান (মৃ. ১২৫০/১৮৩৫)-এর আটটি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় (তু. Brockelman, 1311), Serjeant তাঁহার আর একখানা গ্রন্থ আন-নাফাসু'ল য়ামানী ফী ইজাযাত বানি'শ-শাওকানীর উল্লেখ করিয়াছেন (Materials, ii, 587)।

আল-মুসাবী সম্বন্ধবাচক নামধারী এই পরিবারের আর দুইজন সদস্য হইলেন ৯ম/১৫শ শতাব্দীর মুহ'াম্মাদ আল-কাজি'ম ও সাম্প্রতিক কালের আর এক ব্যক্তি, তাহাদের জন্য দ্র. Brockelman, S II, 239, 865, দক্ষিণ 'আরব সম্পর্কিত কিংবদন্তীসমূহের একটি সংকলন নাছ'রু'দ-দুররি'ল মাকনূন মিন ফাদা'ইলি'ল-য়ামানি'ল-মায়মূন (نشر الدر المكنون من فضائل اليمن الميمون) নামে কায়রোতে আনু. ১৩৫০/১৯৩১ সালে মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-আহ্‌দালী আল-হু'সায়নী আল-আয্‌হারী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শারজী, ত'াবাকা'তু'ল-খাওয়াস্'স', পৃ. ৮০, ১৭৩, ১৯০; (২) সাখাবী, আদ-দা'াওউ'ল-লামি', ৩খ, ১৪৪-৭; (৩) আবদু'ল-কা'দির আল-আয়দারূসী, আন-নূরুস-সাফির, স্থা.; (৪) মুহি'ব্বী, খুলাসাতু'ল- আছ'ার, স্থা.; (৫) F. Wustenfeld, Die Cufiten in Sud-Arabien im XI. (xvii) Jahrhundert, III-5; (৬) H. C. Kay, Yaman, xviii; (৭) O. Lofgren, Mo, xxv, 129; (৮) Arab, Texte zur Kenntnis der Stadt Aden, introd, ২২, প. ও স্থা.; (৯) R. B. Serjeant, Materials for South Arabian history, i-ii, BSOAS, 1950, 281-307-581-601.

O. Lofgren (E.I.[2])/মু. আবদুল হালিম খান

আল-আহ'নাফ ইব্‌ন ক'ায়স (الأحنف بن قيس) ঃ (রা) একজন স'াহ'াবী, আবূ বাহ'র স'াখ্‌র ইব্‌ন ক'ায়স ইব্‌ন মু'আবি'য়া আত'-তামীমী আস-সা'দীর ডাকনাম (কখনও কখনও ভুলক্রমে তাঁহাকে আদ-দাহ্'হ'াক বলা হয়), মুররা ইব্‌ন 'উবায়দের বংশের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। মাতার দিক হইতে তিনি বাহিলী বংশের আওদ ইব্‌ন মা'ন-এর সহিত সম্পর্কিত। জাহিলী যুগে তাঁহার জন্ম এবং সম্ভবত তিনি খুব অল্প বয়সে পিতৃহীন হন। বানূ মাযিন তাঁহার পিতাকে হত্যা করে। তাঁহার জীবনীকারদের মতে তিনি জন্মকাল হইতেই পঙ্গু ছিলেন এবং পরে তাঁহার শরীরে অস্ত্রোপচার করা হয়। তাঁহার পা দুইটি পঙ্গু ছিল বলিয়াই তাঁহার ডাকনাম দেওয়া হইয়াছিল আল-আহনাফ। ইহা ছাড়াও তাঁহার অন্যান্য অস্বাভাবিকতা ছিল (তাঁহার দেহাকৃতির বর্ণনার জন্য আল-বায়ান, হারূন, ১খ, ৫৬)।

ইসলামের আবির্ভাবে তামীমীরা সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স')-এর আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। আল-আহ্'নাফই তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বসরার প্রথম দিককার অধিবাসীদের মধ্যে একজন। তিনি তামীমীদের পক্ষে সর্বপ্রথম 'উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত হন। যে সকল তামীমী ১ম/৭ম শতাব্দীতে বসরার বুদ্ধিজীবী, ধার্মিক ও রাজনীতিবিদ হিসাবে পরিচিত ও সংগঠিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মুখপাত্র ও দলনেতা হিসাবে তিনি অতি শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)-র আদেশে ২২/৬৪৪ ও ২৯/৬৪৯-৫০ সালে কু'মম, কাশান ও ইস'ফাহান বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। শেষদিকে তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমেরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁহার আদেশে কুহিস্তান, হারাত, মারব, মারব আর-রূয, বাল্‌খ ও অন্যান্য এলাকা জয় করিয়াছিলেন (মারভ আর-রূয-এর নিকট কা'ছ'রুল আহ্‌নাফ' ও রুসতাক'

আল-আহ্‌নাফ দ্বারা তাঁহার স্মৃতি চিরস্মরণীয় হইয়া আছে), এমনকি তিনি তাঁহার সেনাবাহিনীকে তুখারিস্তানের সমভূমি পর্যন্ত পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং এইভাবে মুসলিমগণকে প্রতিহত করিবার ক্ষমতা অর্জনে পারস্যের শেষ সম্রাটকে বাধাদান করিয়াছিলেন। কিছু দিনের জন্য তিনি খুরাসানের গর্ভনর ছিলেন। পরে বসরায় ফিরিয়া আসেন এবং তথায় তামীমীদের প্রধান হওয়ার কারণে অনেক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করিতে সক্ষম হন। যদিও তিনি উষ্ট্র যুদ্ধে শরীক হন নাই এবং অংশগ্রহণকারীদের কোন পক্ষই সমর্থন করেন নাই, কিন্তু পরের বৎসর তিনি সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে হযরত 'আলী (রা)-এর পক্ষ লইয়াছিলেন। তখন হইতে তিনি আঞ্চলিক রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু উমায়্যাগণ তাঁহার প্রভাব সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন এবং তাঁহার সহিত সাধারণ রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেন। এইভাবে তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর উত্তরাধিকারী প্রশ্নে তাঁহার মত প্রকাশ করেন। বসরাতে বানূ রাবী'আর নেতা ছিলেন বাক্‌র ইব্‌ন ওয়াইল। বানূ মুদার-এর প্রতিনিধিত্ব করিত তামীম গোত্র। এই দুই দলের মধ্যে গোপন শত্রুতা ছিল। আল-আহনাফ-এর চেষ্টায় এই দুই দলে খুন-খারাবি হইতে পারে নাই, কিন্তু তিনি এই শত্রুতার ধিকি ধিকি আগুন নিভাইতে পারেন নাই। য়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়ার মৃত্যুর পর (৬৪/৬৮৩) একটি অভ্যুত্থান ঘটে এবং গর্ভনর 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন যিয়াদ, মাসঊদ ইব্‌ন 'আমর আল-আতাকী নামক একজন আযদীকে এই শহরের শাসনভার অর্পণ করেন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি নিহত হন। আয্‌দগোষ্ঠী তখন তামীমের বিরুদ্ধে বাক্‌র এবং 'আবদু'ল কায়সের সঙ্গে যোগ দেয়। তামীমকে আল-আহনাফ আয্‌দগোষ্ঠীর প্রতি মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কয়েক মাস পরিস্থিতি খুব ঘোলাটে ছিল, শেষ পর্যন্ত আল-আহ্‌নাফ আয্‌দের পক্ষে একটি সুবিধাজনক মীমাংসা করিতে সম্মত হন এবং তাঁহার নিজস্ব ভাণ্ডার হইতে ক্ষতিগ্রস্ত আয্‌দের খেসারতের জন্য অর্থ সাহায্য দেন। শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিলে তিনি শহরের হুমকি সৃষ্টিকারী সাধারণ শত্রুগোষ্ঠী খারিজীদের বিরুদ্ধে বসরার সকল গোত্রের মধ্যে একটি মৈত্রী গঠন করার জন্য সকল শক্তি নিয়োজিত করেন। আয্‌দী আল-মুহাল্লাবকে আযরাকীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায় নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করিতে তিনিই ৬৫/৬৮৪-৫ সালে প্রস্তাব করেন এবং জনগণ আশা পোষণ করিত যে, মুহ্‌াল্লাবকে এই দায়িত্ব লইবার জন্য রাযী করান যাইবে। ৬৭/৬৮৬-৭ সালে শী'আ বিক্ষোভ সৃষ্টিকারী আল-মুখতার বসরায় তাঁহার সমর্থক সংগ্রহে কৃতকার্য হইলেন। কিন্তু আল-আহ্‌নাফ (রা) শী'আদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলেন এবং বসরা হইতে আল-মুখতারের সমর্থকদের উচ্ছেদ করিতে কৃতকার্য হন। অতঃপর তিনি বসরায় সেনাবাহিনীর তামীম অংশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং মুস্'আব ইবনু'য-যুবায়র-এর আদেশে কূফাতে আল-মুখতারকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। এখানেই তিনি পরিণত বয়সে ইনতিকাল করেন।

অনতিবিলম্বে তাঁহার বংশের সমাপ্তি ঘটিল কিন্তু তামীমীরা (যাহারা তাঁহাকে তাহাদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন) তাঁহার স্মৃতিকে বাঁচাইয়া রাখেন। তিনি একজন কবিও ছিলেন, কিন্তু সর্বোপরি তিনি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বিভিন্ন উক্তি ও বাণীর মাধ্যমে তাঁহার বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমস্ত উক্তি ও বাণীর কিছু কিছু প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার হিল্‌ম (প্রজ্ঞা) মু'আবিয়ার হিল্‌ম-এর সঙ্গে তুলনা করা হইত এবং ইহা প্রবাদতুল্য ছিল। এই কারণেই আহ্‌লাম মিন আল-আহনাফ (আহনাফ হইতেও প্রজ্ঞাবান) উক্তিটির প্রচলন হয় (আল-জাহিজ, আল-হায়াওয়ান, ২খ, ৭২; আল-মায়দানী, ১খ, 229-30)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জাহি'জ, বায়ান এবং হায়াওয়ান, সূচীপত্র; (২) ঐ লেখক, মুখতার, বার্লিন পাণ্ডু. ৫০৩২, ৮১খ-৪৬খ; (৩) বালাযু'রী, আনসাব, ৪খ/৫ম, নির্ঘণ্ট, ইস্তাম্বুল পাণ্ডু., ২খ, ৯৯৪ প. (দ্র. B. Et Or, ১৯৫২-৪ খৃ., পৃ. ২০৮); (৪) ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৭/১খ., ৬-৬৯; (৫) দীনাওয়ারী, আল-আখ্‌বারুত'-তি'ওয়াল, পৃ. ১৭৩-৭৪; (৬) ইব্‌ন কু'তায়বা, মা'আরিফ, কায়রো ১৩৫৩/১৯৩৪, পৃ. ৩৬, ৩৭, ১৩৪, ১৮৬-৮৭, ২৫০, ২৬৮; (৭) ঐ লেখক, 'উয়ূনু'ল-আখবার, সূচীপত্র; (৮) ইব্‌ন নুবাতা, শারহুল-উয়ূন, পৃ. ৫৩-৫৭; (৯) ত'াবারী এবং ইব্‌নু'ল-আছী'র, নির্ঘণ্ট; (১০) ইব্‌ন হ'াজার, ইসাবা, নং ৪২৯; (১১) মায়দানী, আমছা'ল, কায়রো ১৩৫২ হি., ১খ, ২২৭-৩০; ২খ, ২৪৭; (১২) আগ'ানী, নির্ঘণ্ট; (১৩) Goldziher, Muh. st. ii, 96, 205; (১৪) Ch. Pellat Miliew Basrien, নির্ঘণ্ট।

Ch. Pellat (E.I.2)/শিরীন আখতার

আহমদ হোসাইন (احمد حسين) ঃ বিজ্ঞ আলিম, শিক্ষাবিদ, ঢাকা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা গ্রন্থাগারিক, প্রাক্তন ইসলামিক একাডেমী (বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন)-এর পরিচালক, সমাজদরদী, ইসলামী চিন্তাবিদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ও বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষের সম্পাদনা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ও আদর্শ শিক্ষক। তিনি চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার হাইলধর গ্রামে ঐতিহ্যবাহী এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ২ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯ খৃ. জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তাঁহার গ্রামেই শুরু হইয়াছিল। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী, প্রতিভাবান ছাত্র। জ্ঞান অর্জনের প্রতি প্রথম হইতেই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। পড়ালেখায় তিনি কখনও আলস্য প্রদর্শন করিতেন না। তিনি তৎকালীন হাই মাদরাসায় (চট্টগ্রাম মোহসেনিয়া কলেজ) ভর্তি হন এবং হাই মাদরাসার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ১৯২৭ খৃ. প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান এবং উক্ত কলেজ হইতে ১৯২৯ খৃ. ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় (সি গ্রুপ= ইসলামিক) প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বি.এ. অনার্স শ্রেণীতে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে ভর্তি হন (১৯২৯ খৃ.)। ১৯৩২ খৃ. উক্ত বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া তিনি কৃতকার্য হন। ঐ বিষয়েই তিনি পরবর্তী বৎসর এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি B.T. পরীক্ষায় ১৯৩৩ খৃ. অংশগ্রহণ করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। তিনি উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশে যুক্তরাষ্ট্র গমন করেন এবং কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি হইতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ১৯৫৫ খৃ. M.S. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি বাংলা ভাষা ছাড়াও ইংরেজী, আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইংরেজীতে তিনি স্বচ্ছন্দে সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারিতেন। তিনি আরবীতেও লিখিতে ও কথা বলিতে সক্ষম ছিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও স্পষ্ট।

তিনি ১৯৩৩ খৃ. কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। প্রথমে তিনি কিছু দিনের জন্য সাব-রেজিষ্টার ছিলেন। শিক্ষার সঙ্গে যাঁহার প্রাণের সম্পর্ক তাঁহার জন্য শিক্ষা বিভাগই উত্তম কর্মক্ষেত্র। তাই তিনি কিছু দিন পরেই শিক্ষা বিভাগে স্কুল সাব-ইনস্পেক্টর পদে যোগ দেন। শিক্ষা বিভাগ তাঁহাকে শিক্ষাদান কার্যে

নিয়োগ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় এবং প্রথমে ঢাকা কলেজে প্রভাষক হিসাবে তিনি যোগদান করেন, অতঃপর হুগলী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বদলি হন। ১৯৪৭ খৃ. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি ঢাকায় ডি.পি.আই. অফিসে বিশেষ অফিসার পদে যোগ দেন। অতঃপর ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন (১৯৫০-৫৪ খৃ.)। ইহার পর তিনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়ন করিতে গমন করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় ডি.পি.আই. অফিসে OSD পদে যোগ দেন। তাঁহার দায়িত্ব ছিল পূর্ব পাকিস্তানের গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়ন সাধন। ঢাকা কেন্দ্রীয় সরকারী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ অবদান রহিয়াছে। তাঁহাকে ১৯৫৫ খৃ. উক্ত গ্রন্থাগারের প্রথম গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হয়। তাঁহারই প্রচেষ্টায় সমস্ত জেলা শহরে সরকারী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সরকারী লাইব্রেরীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে বেতন বৃদ্ধিসহ অনেক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি শিক্ষা দপ্তরে গ্রন্থাগার উন্নয়ন শাখার স্পেশাল অফিসার পদে যোগদান করেন (১৯৬৩ খৃ.)। ১৯৬৯ খৃ. তাঁহাকে এ. ডি.পি.আই. (বিশেষ শিক্ষা) পদে উন্নীত করা হয় এবং সেই বৎসরই তিনি সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তাঁহাকে তৎকালীন ইসলামিক একাডেমীর পরিচালক নিযুক্ত করা হয় (১৯৭০ খৃ.) এবং এই দায়িত্ব তিনি ১৯৮২ খৃ.-এর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে তিনি কিছুকাল অধ্যাপনা করিয়াছেন। শিক্ষা ও গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বহু সংস্থা ও কমিটির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানে কুষ্টিয়ায়) প্রতিষ্ঠার পূর্বে উহার সংগঠন ও পরিচালন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার যেই কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, তিনি উহার সদস্য সচিব ছিলেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (১৯৭৬ খৃ.) এবং এতদুদ্দেশে যে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়, আহমদ হোসাইন উহার সদস্য ছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছেন। বিশ্বকোষ রচনার জন্য যে নীতিমালা নির্ধারিত হয় সেইগুলির প্রণয়ণে তাঁহার বিশেষ ভূমিকা ছিল,বিশেষত প্রতিবর্ণায়ন সংক্রান্ত নিয়মনীতি নির্ধারণে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত আল-কুরআনুল করীমের অনুবাদ টীকা সংযোজনের নিমিত্ত গঠিত সম্পাদনা পরিষদেরও তিনি অন্যতম সদস্য।

তাঁহার ন্যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নানা জ্ঞানের বিষয়ে এত অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তিত্ব কদাচিৎ পাওয়া যায়। তাঁহার চমৎকার রসবোধ ছিল। সমাজ জীবন তাঁহাকে চিন্তাযুক্ত করিত। তিনি সমাজের নানা চিত্র অবলম্বন করত সুন্দর সুন্দর চুটকি সৃষ্টি করিতেন, যাহা হাস্যউদ্দীপক হইলেও বেদনা সৃষ্টিতেও ক্ষমতা রাখিত। সেইগুলি সংগৃহীত হয় নাই। তিনি নিখুঁতভাবে সৎ ছিলেন। সত্য কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রকাশ করিবার সৎসাহস তাঁহার ছিল যেই কারণে তাঁহাকে কখনও কখনও বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

বই পাঠ ও প্রাতঃভ্রমণ ছিল তাঁহার প্রিয় হবি (Hobby)। কোন অবস্থাতেই এই দুইটি ত্যাগ করিতে তিনি রাজী ছিলেন না। তাঁহার পঠিত বই অসংখ্য বলিলে অতুক্তি হইবে না। ফলে তাঁহার জ্ঞানও ব্যাপক ছিল। অনেক জটিল বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত দিতে পারিতেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি আল-কুরআন হিফজ করার প্রতি আগ্রহান্বিত হন। তাঁহার ছাত্র ও সহকর্মীদেরকে এই কাজে উৎসাহ প্রদান করিতেন। অবশ্য সম্পূর্ণ কুরআন তিনি হিফজ করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় নাই।

তিনি খাঁটি ঈমানদার মুসলিম ছিলেন এবং নীতির ব্যাপারে কোন আপোস করেন নাই। তাঁহার আচরণ ও কথাবার্তায় ইসলামী আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে ইনতিকাল করেন। তাঁহার পুত্রকন্যাগণ সকলেই শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত। তিনি বহু বৎসর যাবৎ ডায়েবিটিস রোগে ভুগিয়াছেন। এইজন্য তিনি তাঁহার কোন কাজ বাদ দেন নাই। শেষবারের মত অসুস্থ হওয়ার ৩/৪ দিন পূর্বেও তিনি ইসলামী বিশ্বকোষের সম্পাদনা পরিষদের সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং নিয়ম মাফিক তাঁহার কাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই মর্দে মুমিন ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ৮৭ বৎসর বয়সে ৩১ আগস্ট, ১৯৯৬ খৃ. ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) M. A Rahim, The History of the University of Dhaka, Dhaka 1981, p. 231; (2) সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ই.ফা.বা., ঢাকা ১৯৮২ খৃ., ভূমিকা, পাঁচ ও ছয়; (৩) আল-কুরআনুল কারীম, ই.ফা.বা., ঢাকা ১৯৮৩ খৃ., সম্পাদকমণ্ডলীর কথা; (৪) দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা ৩০ আগস্ট, ১৯৯৭, আ.ম.কাজী মুহাম্মদ হারুন উর রশীদ, বাংলাদেশে গণ-গ্রন্থাগার বিকাশের পথিকৃৎ অধ্যাপক আহমদ হোসাইন

আ.ত.ম.মুছলেহ উদ্দীন

আহমদ হোসাইন (احمد حسين) : বর্তমান বরিশাল বিভাগের ঝালকাঠী জেলার নলছিটি উপজেলাধীন ফয়রা গ্রামে ১৯০১ সালে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মোহাম্মদ নাছিরুদ্দীন। বাল্য জীবনে তিনি স্থানীয় পাঠশালা, স্কুল এবং মক্তবে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য শর্ষিনা, সাহারানপুর ও দেওবন্দে গমন করেন। তিনি শর্ষিনার পীর হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (র)-এর খলীফা ছিলেন। শর্ষিনার পীর মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (র) দীন ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। সেই প্রেক্ষিতে জনাব আহমদ হোসাইন স্বীয় পীর সাহেবের ইজাযতে ১৯৩৬ সালে বৃটিশ শাসনামলে এ দেশে মুসলমানদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সমুন্নত রাখার নিমিত্ত মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষায় উজ্জীবিত করেন। তৎকালীন হিন্দু সম্প্রদায়ের দাপটে মুসলমানদের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখা ছিল দুরূহ ব্যাপার। আর মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করাতো ছিল আরও কঠিন। তবুও তিনি এলাকার গণ্যমান্য মুসলমানদের সাহায্য-সহযোগিতায় ছোট আকারে এ কটি মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত করেন। ঝালকাঠি জেলার প্রাচীন মাদ্রাসাগুলির মধ্যে ফয়রা মাদ্রাসটি অন্যতম। তিনি ছিলেন এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠা লগ্ন হইতে ১৯৩৬-১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি নিজেই তত্ত্বাবধায়ক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৪ সালের গোড়ার দিকে তিনি তত্ত্বাবধায়কের পদ হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করেন এবং চরমোনাইর সাবেক অধ্যক্ষ বিশিষ্ট আলেম মাওলানা জহুরুল হক সাহেবকে মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক পদে নিয়োগ দান করেন। এতদ্সংক্রান্ত মূলত মাদ্রাসা পরিচালনার সার্বিক দায়দায়িত্ব মূলত তিনিই পালন করিতেন, তাঁহার নির্দেশেই মাদ্রাসার সার্বিক কার্যাদি

পরিচালিত হইত। ঝালকাঠী জেলার প্রবীণ আলিমদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন মরদে মু'মিন, অর্থলিপ্সা ও স্বার্থপরতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সকলের কাছে তিনি একজন ভাল মানুষ হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। মাদ্রাসার উন্নতির জন্য তিনি আমরণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। দীন ইসলামের প্রচারের জন্য তিনি একখানি পানসী নৌকা নিয়া দেশের বিভিন্ন এলাকায় সফর করিয়া তাবলীগ ও হেদায়াতের কাজে আত্মনিয়োজিত থাকেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় ঝালকাঠীসহ অন্যান্য জেলায় অনক দীনী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। ফয়রার এই মহান বুযুর্গ মাওলানা আহমদ হোসাইন ছোট বড় নির্বেশেষে সকলের কাছে একজন ন্যায়পরায়ণ ও সৎ ব্যক্তি হিসাবে সমাদৃত ছিলেন। তিনি ১৯৯৪ খৃস্টাব্দের ২২ রমযান ইনতিকাল করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাওলানা আবদুল কুদ্দুস বর্তমানে ফয়রার গদ্দীনশীল পীর। জনগণের সেবায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা-মসজিদ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

মুহাম্মাদ আবদুর রব মিয়া

আহমাদ (سلطان احمد) ঃ স্যার সুলতান, ১৮৮০-১৯৬৩, ভারতের শ্রেষ্ঠ আইনবেত্তা, শিক্ষাবিদদের অন্যতম। পৈত্রিক নিবাস গয়া। ব্যারিস্টারি সনদ পান ১৯০৫ খৃ.। বিহারের এ্যাডভোকেট জেনারেল; ভারতের গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদের তথ্য ও বেতার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য (১৯৪৩-৪৬); রেল ও বাণিজ্য বিভাগের সদস্য (১৯৩৭); আইন সদস্য (১৯৪১-৪৩); পাটনা হাই কোর্টের জজ (১৯১৯-২০); পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর (১৯২৩-৩০); হার্টগ শিক্ষা কমিটির সদস্য (১৯২৮-২৯); ভারতীয় গোলটেবিল বৈঠকে (১৯৩০-৩১) প্রতিনিধি; নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। এ ট্রীটি বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড দি ইউনাইটেড কিংডম তাঁহার রচিত গ্রন্থ। বৃটিশ সরকার হইতে নাইট (১৯২৭) ও কে. সি. এস. আই. (১৯৪৫) উপাধি পান।

বাংলা বিশ্বকোষ-১/২৭৩

আহ্মাদ (احمد) ঃ হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি নাম এবং মুসলিমগণের মধ্যে ব্যবহৃত একটি ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য। নিয়ম অনুসারে শব্দটি মাহমূদ (محمود) অথবা হামীদ (حميد) শব্দের প্রশংসাসূচক বিশেষ্য (اسم تفضيل), ইহার অর্থ অধিক অথবা সর্বাধিক প্রশংসার যোগ্য, তবে হামিদ (حامد) শব্দের ক্ষেত্রে এইরূপ অর্থের সম্ভাবনা কম—সেক্ষেত্রে ইহার অর্থ দাঁড়াইবে 'আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রশংসাকারী اكبر من حميد واجل من حميد। (কাদী ইয়াদ, শিফা, ইস্তাম্বুল, ১খ, ১৯৭ ও ১৮৯)। কিন্তু ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য হিসাবে আহমাদ শব্দটি প্রকরণের সহিত সম্পর্কিত, মুহাম্মাদসহ অন্য সকল শব্দরূপ হইতে স্বতন্ত্র। জাহিলী যুগের 'আরবদের মধ্যেও আহমাদ নামটি মুহাম্মাদ নাম অপেক্ষা কম প্রচলিত ছিল (আল-মুহাব্বির গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠায় মুহাম্মাদ নামের লোকদের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে)। সিরিয়ার সীমান্ত অঞ্চলের উত্তর আরবীয় সাফাই (Safaitie)-তে যেসব শিলালিপি পাওয়া যায় তাহা হইতে মনে হয় যে, আহ্মাদ শব্দরূপের নামগুলি, আল্লাহ্ যে প্রশংসনীয় সেই ধর্মীয় ভাবধারার সংযোজন। কিন্তু হিজাযের সাহিত্যিক ভাষায়ও অনুরূপ শব্দ আছে কিনা তাহাতে সন্দেহ রহিয়াছে।

ইসলামে ইহার ব্যবহারের ভিত্তি কুরআন, ইহার ৬১ ঃ ৬ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, "যখন ঈসা ইব্ন মারয়াম বলিলেন, "হে বানূ ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত নবী। আমি আমার পূর্ব প্রেরিত তাওরাতের সত্যতা স্বীকার করি এবং আমি আমার পরে অপর একজন নবীর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করি, যাঁহার নাম হইবে আহমাদ।" বাইবেলের নূতন নিয়মে এই বাক্যটির ন্যায় স্পষ্ট অনুরূপ কোন বাক্য নাই। এইজন্য কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, আহমাদ শব্দটি Periklutos (বিখ্যাত) শব্দের অনুবাদ এবং এই শব্দটি যোহন ১৪ ঃ ১৬, ১৫ ঃ ২৩-৭-এর Periklutos (পবিত্র আত্মা) শব্দের বিকৃত রূপ। কিন্তু সমসাময়িক গ্রীক ভাষায় Periklutos শব্দটি সচরাচর ব্যবহৃত হইত না, এই ঘটনার সহিত Gospel-এর মূল পাঠ ও অনুবাদের ইতিহাস মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ইহা অসম্ভব।

কিন্তু ইনজীলের মূল পাঠে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তদুপরি ইহার একাধিক পরস্পর বিরোধী সংস্করণও রহিয়াছে। তাই বাইবেলের মূল পাঠে Paraclete শব্দটি ছিল কিনা তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা অসম্ভব। অতএব ইহা স্মরণ রাখার ব্যাপার যে, ঈসা (আ)-এর উপর নাযিলকৃত ইনজীল-এর মূল পাণ্ডুলিপি কোথাও সংরক্ষিত নাই। তবে ইহা সত্য যে, মুসলমানগণ হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বেই মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে Paraclete-এর ভবিষ্যদ্বাণী প্রয়োগ করিত (ইব্ন ইস্হাকের বরাতে, ইব্ন হিশাম, পৃ. ১৫০)। কিন্তু তাহাদের ব্যবহৃত শব্দটি হয়ত গ্রীক Periklutos অথবা নির্ভুল আরামীয় অনুবাদ Menahhemana। এই শনাক্তকরণ শুধু আরামীয় শব্দ ও মুহাম্মাদ নামের ধ্বনিগত সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সমস্ত খৃস্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তাঁহারা এই ধারণা প্রচার করেন।

মুসলিমদের মধ্যে মুহাম্মাদ (দ্র. আল-মুহাব্বীর, পৃ. ২৭৪ প.) নামের ব্যবহার রাসূলুল্লাহ (স)-এর সময় হইতেই শুরু হইলেও হিজরী প্রথম শতাব্দীতেও মাহমূদ, হামীদ, হুমায়দ ইত্যাদি রূপের নামের সাক্ষাত পাওয়া যায়। অতএব ইহা অনুমিত হয় যে, নামবাচক বিশেষ্য হিসাবে আহমাদ শব্দের ব্যবহার ১২৫/৭৪০ সালের দিকে শুরু হইয়াছে। ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, কুরআনের পূর্বোক্ত আয়াতে আহমাদ শব্দটি নামবাচক বিশেষ্যের পরিবর্তে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে [এমবস্থায় John, ১৪খ., ১২-এর প্রতি কুরআনের উক্ত আয়াতের একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝা যায়। মুসলমানগণ ইহা দাবি করেন না যে, বাইবেলের John-এর ঐ উক্তিতে কুরআন প্রতিফলিত হইয়াছে এবং এতটুকু স্বীকার করেন যে, 'ঈসা (আ) অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। অতএব এখানে স্পষ্টতা-অস্পষ্টতার বিতর্ক নিরর্থক]। তাহা ছাড়া মুহাম্মাদ (স)-কে Paraclete বলিয়া সনাক্ত করার পর হইতেই নামবাচক বিশেষ্যরূপে আহ্মাদ শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। অতএব, হিজরী প্রথম শতাব্দীর কবিতায় রাসূলুল্লাহ (স)-কে আহমাদ নামে উল্লেখের (যথা মুহাব্বী, পৃ. ১৮৬, ২৭২) ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, কবিতার ছন্দমিলের প্রয়োজনে ইহার প্রয়োগ হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নাম আহমাদ ছিল বলিয়া যে সকল হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে (ইব্ন সা'দ, ১/১খ., পৃ. ৬৪)। সেইগুলির ইঙ্গিত সুস্পষ্ট নয়। মুসলমানদের মধ্যে প্রথম হইতেই আহমাদ নামের প্রচলন থাকিলেও ইসলামের প্রাথমিক কালে নামবাচক বিশেষ্যরূপে শব্দটির প্রয়োগের ব্যাপারে যে আপত্তি লক্ষ্য করা যায়, তাহার কারণ এই যে, শব্দটির আকারে অর্থের আধিক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যাহা হউক, নামটি গুণবাচক নয়, ব্যক্তিবাচক। খৃস্টান লেখকগণের ব্যাপক বিতর্কের তথ্যবিকৃতির কারণ এই যে, তাহারা

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে 'ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে অস্বীকার করার অবকাশ খুঁজিতে চান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammed, ১৮৬১ খৃ., ১খ, ১৫৮ প.; (২) Gesch. des Qor., ১খ, ৯, টীকা ১; (৩) H.Grimme, ZS, ১৯২৮ খৃ., পৃ. ২৪ প.; (৪) E. A. Fischer, in Ber, Verh, Sachs, Ak. Wiss, Phil-hist. KL., ১৯৩২ খৃ., সংখ্য-৩; (৫) M. W. Watt, in MW, ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ১১০।

J. Schacht (E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

মহানবী (স)-এর নাম প্রসঙ্গে

প্রাচ্যবিদগণ একইভাবে মহানবী (স)-এর নাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টিকারী প্রথম আধুনিক পণ্ডিত সম্ভবত এ্যালয় স্প্রেংগার (Aloy Sprenger)। স্প্রেংগার আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা গ্রন্থে পুনরুল্লিখিত একটি বর্ণনা হইতে তাঁহার সূত্র আবিষ্কার করিয়া বলেন যে, মহানবী (স)-এর প্রথম নাম ছিল "কুছাম", কিন্তু পরবর্তীতে উহা পরিবর্তন করিয়া রাখা হয় 'মুহাম্মাদ'। স্প্রেংগার তাঁহার এই উক্তি এমনভাবে করিয়াছেন যেন এইরূপ ধারণার উদ্রেক হয় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় নাম গ্রহণের মধ্যে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল।

এখন ইহা উল্লেখযোগ্য যে, আল-হালাবী তাঁহার গ্রন্থের একই অধ্যায়ের প্রথমদিকে অপর কয়েকটি বর্ণনার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে দেখা যায় যে, "মুহাম্মাদ" নামটি শিশুর মাতা (আমিনা) ও পিতামহ (আবদুল মুত্তালিব) কর্তৃক সর্বসম্মত ছিল এবং শেষোক্তজন শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে এক ভোজের আয়োজন করেন এবং প্রকাশ্যে শিশুর নাম "মুহাম্মাদ" বলিয়া ঘোষণা করেন। এমনকি স্প্রেংগার যে বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াছেন উহাতেও স্পষ্টরূপে দেখা যায় যে, মুহাম্মাদ নামটি শিশুর জন্মের সর্বশেষ মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে চূড়ান্তরূপে গৃহীত হইয়াছিল। উক্ত বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ

'ইমতাউল আসমা' গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, যখন মহানবী (স)-এর তিন বৎসর পূর্বে নয় বৎসর বয়সে কুছাম ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিব-এর মৃত্যু হয় তখন আবদুল মুত্তালিব গভীরভাবে শোকাহত হন। সুতরাং যখন মহানবী (স) জন্মগ্রহণ করেন তিনি তাঁহার নাম রাখিলেন 'কুছাম' যতক্ষণ না তাঁহার মাতা 'আমিনা 'আবদুল মুত্তালিবকে জানাইলেন যে, তিনি স্বপ্নে শিশুর নাম 'মুহাম্মাদ' রাখিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। অতঃপর তিনি (আবদুল মুত্তালিব) তাঁহার নাম রাখিলেন 'মুহাম্মাদ'।

সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, বর্ণনাটিতে শিশুর জন্মের অব্যবহিত পর এবং নিশ্চিতভাবে তাঁহার জীবনের সপ্তম দিনের, যখন 'আকীকা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহার নামের প্রকাশ্য ও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করা হইয়াছিল, পূর্বে যাহা ঘটিয়াছিল কেবল তাহার বর্ণনা রহিয়াছে।

স্প্রেংগারের সহিত প্রায় একই সঙ্গে মুইর (Muir) মহানবী (স)-এর নাম সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি অবশ্য 'কুছাম' নামের উল্লেখ করেন নাই, তবে অন্যভাবে নাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারা করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া 'আহ্মাদ' নাম সম্পর্কে। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই শেষোক্ত নামটি মুসলিমগণ কর্তৃক গৃহীত ও তাহাদের নিকট সমাদৃত হইয়াছিল খৃষ্টান ও ইয়াহূদীদের সহিত তাহাদের মুকাবিলার কারণে। কেননা বাইবেলে তাহাদের নবী সম্পর্কে "কথিত ভবিষ্যদ্বাণী"র সহিত ইহা মিলিয়া যায়। মুইর লিখিয়াছেন,

"এই নামটি (মুহাম্মাদ) আরবদের মধ্যে বিরল ছিল, তবে অজ্ঞাত ছিল না। আরেকটি রূপ আহ্মাদ, যাহা বাইবেলের নূতন নিয়ম ইনজীল-এর কোন কোন আরবীরূপে The Paraclete-এর ভুল অনুবাদরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, মুসলমানদের নিকট প্রিয় শব্দে পরিণত হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের সম্বোধনের ক্ষেত্রে। কারণ মহানবী (স) সম্পর্কে এই নামে (তাহারা বলে) তাহাদের গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল"।

এই উক্তির সহিত সংযুক্ত এক টীকায় মুইর আরও বলেন, 'আহ্মাদ' শব্দটি যোহন-এর সুসমাচারের (John's Gospel) কোন কোন প্রাথমিক আরবী অনুবাদে 'সান্ত্বনাদাতা' (The comforter)-এর সূত্রে ভুলক্রমে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। অথবা মুহাম্মাদের সময়ে কোন মূর্খ বা ফন্দিবাজ ধর্মযাজক উহা মিথ্যা রচনা করিয়া থাকিবে। এই জন্যই এই নামের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, যাহা মুহাম্মাদের জন্য প্রতিশ্রুতি বা ভবিষ্যদ্বাণীরূপে মনে করা হয়"।

মহানবী (স) সম্পর্কে বাইলেলের ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় পৃথকভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। এখানে কেবল মুইরের মন্তব্যের প্রধান প্রধান দুর্বলতাগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা সুবিদিত যে, মুসলিম ঐতিহাসিকগণ 'মুহাম্মাদ' নামের নূতনত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া ইহা উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই যে, আরও কয়েক ব্যক্তির নাম 'মুহাম্মাদ' রাখা হইয়াছিল। কারণ তাহাদের পিতা-মাতাগণ ঘটনাক্রমে উত্তমরূপে ওয়াকিফহাল কোন খৃষ্টান ধর্মযাজকের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছিল যে, একজন নবীর আগমন সম্পর্কে বাইবেলে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে যিনি শীঘ্রই আবির্ভূত হইবেন এবং তাঁহার নাম হইবে 'মুহাম্মাদ'।

এই কারণে প্রত্যেক পিতা-মাতাই তাহাদের পুত্রের নাম রাখে 'মুহাম্মাদ' এই আশায় যে, তাহাদের পুত্রই হয়ত একদিন প্রত্যাশিত নবীরূপে আবির্ভূত হইবে। ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অনুরূপ নামকরণকৃত ব্যক্তিগণ সকলেই মহানবী (স)-এর সমসাময়িক ছিল এবং তাহাদের গরিষ্ঠ সংখ্যক মহানবী (স)-এর নবূওয়াত প্রাপ্তির কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মুইর এই বিষয়ে এবং পিতা-মাতাগণ কর্তৃক তাহারে সন্তানদের এইরূপ নামকরণের ঐতিহাসিকগণ প্রদত্ত কারণ সম্পর্কে অবহিত; কিন্তু তিনি ইহাকে "নবীর পূর্বাভাস প্রদর্শনের" জন্য "মুসলমানদের সাধারণভাবে অতিবিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা" হিসাবে নাকচ করিয়া দিয়াছেন।

মুইর এইভাবে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ঐতিহাসিকদের সরবরাহকৃত তথ্যের একদিকের প্রতি নির্ভর করিয়াছেন এবং একই তথ্যের অন্য দিককে প্রত্যাখ্যান ও বিদ্রূপ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি সরাসরি উল্লেখ করা হইতে বিরত রহিয়াছেন যে, ঐতিহাসিকগণ বলেন, মহানবী (স)-এর উভয় নাম মুহাম্মাদ ও আহ্মাদ তাঁহার শৈশব হইতেই রাখা হইয়াছে এবং পরোক্ষভাবে 'আহ্মাদ' নামের উল্লেখ করিয়াছেন এই বলিয়া যে, ইহা "মুসলমানদের নিকট একটি প্রিয় শব্দে পরিণত হইয়াছিল, বিশেষ করিয়া ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদেরকে সম্বোধন করিয়া বলার ক্ষেত্রে"। কারণ শেষোক্তদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে নামটি উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়।

কিন্তু যেহেতু আহ্মাদ নামটি প্রকৃতই তৎকালীন বাইবেলের আরবী অনুবাদে উল্লিখিত ছিল, তাই মুইর ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আরও দুইটি অবাস্তব ধারণার অবতারণা করিয়াছেন। যথা ইহা (আহ্মাদ) নিউ

টেস্টামেন্টে উল্লেখিত "দি প্যারাক্লেট" (The Paraclete)-এর 'ভ্রমাত্মক' অনুবাদ এবং "মুহাম্মাদের সময়ে কোন মূর্খ বা ফন্দিবাজ ধর্মযাজক কর্তৃক ইহা মিথ্যা রচিত"।

স্পষ্টতই মুইর এখানে তাহার ধারণার দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। প্রথম ক্ষেত্রে যদি ইহা কেবল বাইবেলের আরবী পাঠের ভুল অনুবাদই হইত তাহা হইলে উক্ত ভুলের নির্দেশকরণই এই বিষয়ে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু মুইর স্পষ্টত নিশ্চিত নহেন। তাই তিনি "মুহাম্মাদের সময়ে কোন মূর্খ বা ফন্দিবাজ ধর্মযাজকের" জালিয়াতির কল্পিত দাবি লইয়া হাজির হইয়াছেন। কিন্তু কেন উক্তরূপ ধর্মযাজক (যদি আদৌ কেহ ছিলেন) মহানবী (স)-এর সময়ে বাইবেল অনুবাদ করিতে গিয়া জালিয়াতি করার প্রশ্নসাপেক্ষ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, মুইর তাহা ব্যাখ্যা করেন নাই। তাহার নিজ দাবি অনুসারে অপরিহার্যরূপে এই অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হয় যে, তথাকথিত ফন্দিবাজ ধর্মযাজক আহ্‌মাদ নামের সহিত মূল পাঠের মিল দেখাইবার জন্য কথিত অনুবাদে উক্ত নামটি কেবল তখনই সন্নিবেশিত করিয়া থাকিবেন যদি পূর্বেই মহানবী (স) উক্ত নাম ধারণ করিয়া থাকেন। অন্য কথায়, মুইরের নিজ ধারণা অনুসারেই মানিয়া লইতে হয় যে, মহানবী (স) ঐ সময় উক্ত নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

মুইরের অপর ধারণা যে, আহ্‌মাদ শব্দটি মুসলমানদের নিট প্রিয় হইয়াছিল এই কারণে যে, ইহা বাইবেলের কথিত ভ্রান্ত অনুবাদে পাওয়া গিয়াছিল, যাহার অর্থ এই যে, আলোচ্য নামটি পরবর্তীতে গৃহীত হইয়াছিল যখন তাহারা বাইবেলে উহার উপস্থিতি সম্পর্কে জানিতে পারে। অথচ জ্ঞাত তথ্য বা যুক্তি দ্বারা এইরূপ অর্থ কোনক্রমেই সমর্থিত নহে। সহজ কথায় মুইরের দ্বিবিধ ধারণা উহাদের ভাবার্থসহ নিম্নরূপ দাঁড়ায় ঃ মহানবী (স) আহ্‌মাদ নামটি তাঁহার শৈশবকাল হইতেই ধারণ করিয়াছিলেন এবং সেই কারণে কোন এক ফন্দিবাজ ধর্মযাজক নিউ টেস্টামেন্টে উল্লিখিত প্যারাক্লেট (Paraclete) শব্দটির বানোয়াট ও ভ্রান্ত অনুবাদ করেন 'আহ্‌মাদ' হিসাবে এবং যেহেতু 'আহ্‌মাদ' শব্দটি নিউ টেস্টামেন্টের আরবী অনুবাদে পাওয়া গিয়াছে, তাই শব্দটি মুসলমানদের নিকট প্রিয় হইয়াছে। এইরূপ গোলকধাঁধার সূত্রে একটি ভ্রান্ত যুক্তি দেখান অপেক্ষা বিভ্রান্তিকর আর কিছুই হইতে পারে না।

আসলে মুইরের ধারণার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে, মহানবী (স) সম্পর্কে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীকে নাকচ ও নিরপেক্ষ করা। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী কোন ভ্রান্ত অনুবাদও নহে কিংবা পরবর্তী ভবিষ্যদ্বাণীকে নাকচ ও নিরপেক্ষ করা হইয়াছিল এবং "গ্রন্থের লোকদের (আহলে কিতাব) তাহা জানা ছিল"। মহানবী (স)-এর সমসাময়িক খৃস্টান ও ইয়াহূদীগণ অথবা মক্কার অবিশ্বাসিগণ, যাহারা মহানবী (স)-এর বিরোধিতার ক্ষেত্রে শেষোক্তদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিত, উক্ত দাবিকে তখন মিথ্যা বলিয়া অভিযোগ করে নাই। মহানবী (স)-এর মুহাম্মাদ ও আহ্‌মাদ উভয় নাম কুরআনে উল্লিখিত রহিয়াছে। সুতরাং ইহা বলা মোটেও সঠিক নহে যে, ইহাদের যে কোন একটি নাম পরবর্তী কালে গৃহীত হইয়াছে যখন মুসলমানগণ ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সহিত মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। অথবা এই অভিমত যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রদান করা যায় না যে, মহানবী (স) ইহাদের যে কোন একটি নাম তাঁহার জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে, যখন তিনি নবূওয়াত প্রাপ্তির দাবি করিয়াছিলেন অথবা মদীনার জীবনে যখন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ জীবনের ঐ পর্যায়ে বাইবেলের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নামকরণের জন্য তাঁহার ব্যক্তিগত নাম পরিবর্তনের প্রশ্নসাপেক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণের কোন কারণ ছিল না। ঐ পর্যায়ে এইরূপ পদক্ষেপ তাঁহার দাবির প্রতি শক্তি যোগানোর পরিবর্তে কেবল তাঁহার দুর্বলতাই প্রকাশ করিত এবং খুব সম্ভব তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করিত, যদি অনেকের ধর্মত্যাগেরও কারণ না হইত। অধিকন্তু ইহা তাঁহার প্রতিপক্ষ ও কুৎসা রটনাকারীদের জন্য তাঁহাকে আক্রমণের একটি অতি কার্যকর বিষয়েও পরিণত হইত।

মুইরের এই দুইটি ধারণা — 'আহ্‌মদ' নিউ টেস্টামেন্টের পাঠের ভ্রান্ত অনুবাদ এবং নামটি পরবর্তী কালের গ্রহণ অথবা ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের সহিত প্রতিপক্ষীয় হওয়ার সময় মুসলমানগণ কর্তৃক জনসাধারণ্যে প্রচলিতকরণ, পরবর্তী কালের খৃস্টান ত্রুটি স্বীকারকারী ও প্রাচ্যবিদগণ কর্তৃক কোন না কোনভাবে গৃহীত হইয়াছে। তাই একদিকে প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে যে, বাইবেলে আসলে ইসলামের নবী সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী নাই এবং অন্যদিকে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, কুরআনের আয়াতের উক্তি "তাঁহার নাম আহ্‌মদ" (اسمه احمد) পরবর্তী কালের সংযোজন অথবা ঐ অংশের আহ্‌মাদ অভিব্যক্তিটিকে প্রক্ষেপণ বা সংযোজন মনে না করিয়া বিশেষণিক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে।

এখানে মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রশ্নে অবতীর্ণ হওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে ইহা অবশ্যই উল্লেখ করিতে হয় যে, শেষোক্ত দুইটি ধারণা সম্পর্কে যতদূর বলা যায়, ঐগুলি মুইরের নিম্নোক্ত মন্তব্যেরই সম্প্রসারণ মাত্র যে, আহ্‌মাদ নামটি পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানদের নিকট প্রিয় হইয়াছিল।

কুরআনের ৬১ ঃ ৬ নং আয়াত "তাহার নাম আহ্‌মাদ", পরবর্তী কালে সংযোজিত হইবার ধারণা প্রধানত দুইটি বিষয়ের উপর স্থাপিত ঃ

(১) ইব্‌ন ইসহাক (ইব্‌ন হিশাম) যখন বলেন, সিরিয়াক (সুরয়ানী) অভিব্যক্তি 'আল-মুনহামান্না' অর্থ "মুহাম্মাদ" তখন তিনি কুরআনের এই বর্ণনার উল্লেখ করেন নাই, যদিও তিনি তাঁহার গ্রন্থের সর্বত্র যথাযথ প্রাসঙ্গিক স্থানসমূহে স্বাধীনভাবে কুরআনের উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন।

(২) ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনার বিস্তারিত বিষয়গুলি কুরআনের বর্ণনা হইতে ভিন্নতর। উদাহরণস্বরূপ, কুরআনে শব্দগুলি 'ইসরাঈলের সন্তানদের' উদ্দেশ্যে সম্বোধিত, কিন্তু ইব্‌ন হিশামের গ্রন্থে উহা 'ইন্‌জীলের লোকদের' উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

এখন এইরূপ উল্লিখিত যুক্তিগুলির সুস্পষ্ট অসারতাসূচক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ইহা সম্পূর্ণ অবাস্তব ধারণা যে, মুসলমানগণ (আহ্‌মাদ নামটি) ইসলামের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে ইব্‌ন ইসহাক (মৃ. ১৫০-১৫৩) বা ইব্‌ন হিশাম (মৃ. ২১৩-২১৮) হইতে ইঙ্গিত গ্রহণপূর্বক কুরআনের বর্ণনায় সংযোজন করিবে। অধিকন্তু এইরূপ কথিত সংযোজন করার ক্ষেত্রে তাহারা নিশ্চয়ই এমন কোন নাম ব্যবহার করিবে না, যে নামে মহানবী (স) তাঁহার সমসাময়িকগণের নিকট পরিচিত ছিলেন না এবং তাহাও ইব্‌ন ইসহাক / ইব্‌ন হিশাম কর্তৃক 'আল-মুনহামান্না-র অর্থ হিসাবে প্রদত্ত শব্দের পরিবর্তে।

গুথেরী ও বিশপ (Gutherie & Bishop)-এর মতের এই সকল বাহ্যিক ত্রুটি অনুভব করিতে পারিয়া ওয়াট দ্রুত তাহার বিকল্প মত লইয়া হাজির হইয়াছেন। তিনি বলেন, 'আহ্‌মাদ' শব্দটি ৬১ ঃ ৬ নং আয়াতে নামের পরিবর্তে বরং বিশেষণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং আরও বলেন যে, গুথেরী-বিশপ যে উদ্দেশ্য পূরণের আশায় "চেষ্টারত তাহা

আরও সহজতর অনুমান দ্বারা পূরণ হইতে পারে। যথা ইসলামের প্রথম শতাব্দীর জন্য আহ্মাদ শব্দটি নামবাচক বিশেষ্য নহে, বরং বিশেষণ হিসাবে মনে করা হইত"। ইব্ন সা'দ-এর 'তাবাকাত', ইবনুল আছীরের 'উসদুল গাবাহ' এবং ইব্ন হাজার-এর 'তাহযীবুত তাহযীব'-এর ন্যায় গ্রন্থগুলি হইতে প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নামের জরিপ করিয়া ওয়াট বলেন, "প্রায় ১২৫ সনের পূর্বে মুসলিম শিশুগণকে বাস্তবে কখনও আহ্মাদ বলা হইত না।" তিনি তাহার বিষয়কে "আরও জোরালো করিয়া" এইভাবে পেশ করিয়াছেন, "ইহা প্রমাণ করা অসম্ভব যে, মহানবী (স)-এর পরে প্রায় ১২৫ সনের পূর্বে কোন মুসলিম শিশুকে আহ্মাদ বলা হইত"।

ওয়াট উল্লেখ করেন, "মুহাম্মাদ নামের ন্যায় আহ্মাদ নামটি জাহিলিয়্যা যুগে বিদ্যমান ছিল"। কিন্তু তিনি বলেন, মহানবী (স)-এর সহিত ইহার কোন সংশ্লিষ্টতা থাকিতে পারে না। অনুরূপভাবে তিনি উল্লেখ করেন, হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা)-এর রচিত বলিয়া কথিত একটি কবিতায় কোন এক আহ্মাদের উল্লেখ রহিয়াছে যাহার মু'তা যুদ্ধে পতন হইয়াছিল এবং "জনৈকা অখ্যাত মহিলা কবি" এক ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন যে আল্লাহ্র এবং "মানুষ আহ্মাদ"-এর ধর্মকে মিথ্যা বলিয়া গণ্য করিত।

কিন্তু ওয়াট সাহেব হাসসান (রা)-এর কবিতাকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করেন না এবং "অখ্যাত" মহিলা কবির বর্ণনার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইভাবে যে, উহাতে কেবল "মহানবী (স)-কে সর্বাপেক্ষা প্রশংসিত" বলিয়া ডাকা হইয়াছে এবং আবশ্যিকভাবে নাম দ্বারা নহে। তাহার ভাষায়, "আহ্মাদ-এর ব্যবহারের সম্ভাব্য প্রাথমিক উদাহরণ" হইতে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য ওয়াট শর্ত জুড়িয়া দিয়াছেন যে, "প্রতিপক্ষীয় কেহ যদি তাহার মতকে খণ্ডন করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমদিকে কিছু আহ্মাদ নাম পেশ করিলেই চলিবে না, বরং ইহাও দেখাইতে হইবে অথবা অন্ততপক্ষে সম্ভব বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে মহানবী (স)-এর প্রসঙ্গে নাম হইয়াছে এবং উহা প্রাক-ইসলামী যুগের ব্যবহারের ধারাবাহিকতা মাত্র নহে"।

শর্তটি স্পষ্টরূপে ব্যতিক্রমধর্মী, যাহা সম্ভবত সামগ্রিকভাবে উক্ত মতের ত্রিবিধ মৌলিক দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতনতা প্রকাশ করে।

প্রথমত ঃ মনে হয় ইহাতে স্বীকৃতি রহিয়াছে যে, আলোচিত গ্রন্থগুলি কেবল নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে বিরচিত এবং ঐগুলি ইসলামের প্রথম শতাব্দী ও দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে জীবিত সকল মুসলমানের নামের নিবন্ধন পুস্তক নহে। স্পষ্টতই কেবল এই গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কষ্টকর যে, প্রায় ১২৫ সনের পূর্বে মুসলিম শিশুদেরকে কখনও আহ্মাদ বলা হইত না।

দ্বিতীয়ত ঃ শর্তটিতে মনে হয় এইরূপ ধারণার অযৌক্তিকতার স্বীকৃতি রহিয়াছে যে, যেখানে আহ্মাদ নামটি প্রাক-ইসলামী যুগে প্রচলিত ছিল সেখানে ইসলামের প্রথম শতাব্দী বা অনুরূপ সময়ের জন্য আহ্মাদ শব্দটি কোন ব্যক্তির নাম হিসাবে নহে, বরং সাধারণ বিশেষণ গণ্য হইত।

ইহা বোধগম্য নহে যে, যদি আহ্মাদ প্রাক-ইসলামী যুগে একটি নাম হইয়া থাকে তাহা হইলে উহাকে কেন ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে কেবল বিশেষণিক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে অথবা প্রাক-ইসলামী যুগের ব্যবহারের ধারাবাহিকতা মাত্র মনে করিতে হইবে! ধারণাটি মনে হয় অপর ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, শব্দটি কুরআনের ৬১ ঃ ৬ নং আয়াতে বিশেষণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ওয়াট প্রথম ইহা প্রমাণ করেন নাই। পক্ষান্তরে তিনি বিপরীত দিক হইতে যুক্তি প্রদর্শন করেন বলিয়া মনে হয়। তিনি প্রথম মনে করেন, শব্দটি ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে একটি সাধারণ বিশেষণরূপে পরিগণিত ছিল এবং তারপর এই অনুমানকে তাহার অপর ধারণার ভিত্তিস্বরূপ ধরিয়া বলেন, সুতরাং কুরআনে শব্দটির ব্যবহার বিশেষণিক অর্থে করা হইয়াছে তাহার অর্থ আবশ্যিকভাবে এই নহে যে, প্রথম শতাব্দীতে উহার ব্যবহার অবশ্যই একমাত্র সেই অর্থে হইবে অথবা অন্যভাবে ইহাকে প্রাক-ইসলামী যুগের ব্যবহারের ধারাবাহিকতারূপে গণ্য করিতে হইবে।

'আবদুল্লাহ, খালিদ, আল-আস ইত্যাদির ন্যায় নামসমূহ প্রাক-ইসলামী যুগেও সমভাবে প্রচলিত ছিল এবং এই নামগুলি পরবর্তী কালে মুসলিম শিশুদেরকেও দেওয়া হয়, কিন্তু তাহা প্রাক-ইসলামী যুগের ব্যবহারের ধারাবাহিকতারূপে নহে, বরং উহাদের অর্থ ইসলামী বিশ্বাসের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া। অধিকন্তু সাঈদ, খালিদ, আল-'আস এবং অনুরূপ অধিকাংশ 'মুসলিম নাম' শব্দ হিসাবে "বিশেষণ" কিন্তু তাহা প্রতিবন্ধক হওয়া দূরের কথা, বরং ব্যক্তিগত নাম হিসাবে উহাদের ব্যবহারের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে। ইহা আমাদেরকে ওয়াটের শর্তের তৃতীয় অন্তর্নিহিত দুর্বলতায় নিয়া আসে। যখনই কোন মুসলিম শিশুর নাম রাখা হয় আহ্মাদ কিংবা মুহাম্মাদ, ইহা পরোক্ষভাবে স্বীকৃত যে, মহানবী (স)-এর নামের প্রতি শ্রদ্ধাস্বরূপ এইরূপ করা হয়। কদাচিৎ স্পষ্টভাবে বলা হয় বা লিপিবদ্ধ করা হয় যে, এই হইতেছে নাম নির্বাচনের কারণ।ওয়াট মনে হয় এই স্বাভাবিক অনুমান স্বীকার করেন এবং উপরোল্লিখিত অস্বাভাবিক শর্ত দ্বারা ইহাকে এড়াইয়া যাওয়ার প্রয়াস পাইয়াছেন।

উপরে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ছাড়াও ওয়াট তাহার তিনটি মতের সব কয়টিতেই ভুল করিয়াছেন। যথা (ক) মহানবী (স)-এর পরে প্রায় ১২৫ সনের পূর্বে কোন মুসলিম শিশুকে আহ্মাদ বলা হইত না; (খ) এই সমগ্র সময়ব্যাপী শব্দটি কেবল বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইত; এবং (গ) কুরআনের ৬১ ঃ ৬ নং আয়াতে ইহা বিশেষণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রথম চ্যালেঞ্জ দানকারী ধারণার ভ্রান্তি সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষার প্রত্যেক আন্তরিক ছাত্র মাত্রই বিখ্যাত বৈয়াকরণিক ও আরবী ছন্দশাস্ত্রের ('আরূদ') প্রতিষ্ঠাতা আল-খালীল ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন 'আমর-এর নামের সহিত পরিচিত। তিনি ১০০ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭০ বা ১৭৫ হি. সনে ইনতিকাল করেন। তাঁহার জীবনী আলোচনাকালে ইব্ন খাল্লিকান বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, আল-খালীলের পিতা আহ্মাদ প্রথম ব্যক্তি বলিয়া কথিত, মহানবী (স)-এর পর উক্ত নামে যাহার নামকরণ করা হয়। মহানবী (স)-এর পর তাহার প্রথম উক্ত নামধারী ব্যক্তি হইবার দাবি সম্পূর্ণ সঠিক বলিয়া মনে হয় না। তবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মহানবী (স)-এর নামানুসারেই তাঁহার উক্তরূপ নামকরণ করা হইয়াছিল এবং যেহেতু তাঁহার পুত্র আল-খালীল ১০০ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি (আহ্মাদ) সর্বশেষ ইসলামের প্রথম শতাব্দীর সত্তর দশকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

আহ্মাদ নামধারী প্রথম মুসলিম শিশুদের একজন, যদি তিনি সেই প্রথম শিশুটিই না হন, ছিলেন আহ্মাদ ইব্ন জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (আল-হাশিমী)। জা'ফার এবং তাঁহার স্ত্রী 'আসমা' বিনত 'উমায়স উভয়ই ছিলেন প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত এবং উভয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন, যেখানে 'আসমার' গর্ভে চারটি পুত্র

সন্তানের জন্ম হয়। তাহাদের নাম রাখ হয় যথাক্রমে 'আবদুল্লাহ, 'আওন, মুহাম্মাদ ও আহ্মাদ। ইসলামের প্রাথমিক যুগের দীক্ষা গ্রহণকারীদর বৈশিষ্ট্যসূচক ভাবাবেগ ও চেতানার প্রেক্ষিতে এইরূপ ধারণা করা যায় না যে, তাহাদের সন্তানদের 'আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ ও আহ্মাদরূপে নামকরণ কেবল প্রাক-ইসলামী যুগের ব্যবহারের ধারাবাহিকতা মাত্র ছিল। এমনও বলা চলে না যে, এই ক্ষেত্রে আহ্মাদ-এর ব্যবহার কেবল বিশেষণরূপে ছিল। পক্ষান্তরে ইহা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, তাঁহারা এই নামগুলি নির্বাচন করিয়াছিলেন। কারণ এইগুলি তাঁহাদের নূতন গৃহীত ইসলামী বিশ্বাসের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। বিশেষ করিয়া কনিষ্ঠ দুই পুত্রের নামকরণ যথাক্রমে মুহাম্মাদ ও আহ্মাদ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এই নাম দুইটি মহানবী (স)-এর নামানুসারেই রাখা হইয়াছিল।

অপর একটি অতি প্রাথমিক যুগের উদাহরণ হইল 'আব্দ ইব্ন জাহ্ল-এর পুত্রের আহ্মাদরূপে নামকরণ। 'আব্দ এবং তাঁহার স্ত্রী ফুরায়'আহ বিন্ত আবী সুফয়ান প্রাথমিক কালের মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন কিনা সেই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, মদীনায় হিজরতকারী প্রথম কয়েকজন মুসলমানের মধ্যে 'আব্দ ছিলেন অন্যতম। তাঁহারা যে শিশুর নাম মহানবী (স)-এর নামানুসারে রাখিয়াছিলেন তাহা এই ঘটনা হইতে স্পষ্ট যে, ফুরায়আহ যখন মহানবী (স)-এর প্রশংসাগাথা গাহিতেছিলেন তখন তিনি 'উম্মু আহ্মাদরূপে (আহমাদের মাতা) নিজের পরিচিত হইবার বিষয়টিকে বিশেষ গর্বের সহিত উল্লেখ করিয়াছিলেন। একইরূপে 'আব্দও আবূ আহ্মাদরূপে অধিকতর পরিচিত ছিলেন এবং এই উপনামেই 'আল-ইসাবা' গ্রন্থে তাঁহার নাম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

সময়ের হিসাবে অল্প কিছুদিন পরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণকারী অপর এক আহ্মাদকে আমরা দেখিতে পাই, যিনি তাহার উপনাম (কুন্য়া) আবূ সাখররূপে বেশী পরিচিত ছিলেন। তিনি ইয়াযীদ আর-রাকাশীর নিকট হইতে হাদীছ গ্রহণ করিতেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তি ১১০ বা ১২০ হি. সনে ইনতিকাল করেন। এইরূপে আরও নাম পাওয়া যাইতে পারে যদি উৎসগুলিতে সতর্কতার সহিত সন্ধান করা হয়। উল্লিখিত উদাহরণসমূহ হইতে ইহা স্পষ্ট যে, প্রায় ১২৫ হি. সনের পূর্বে মহানবী (স)-এর নামানুসারে কদাচিৎ কেবল মুসলিম শিশুর নাম 'আহ্মাদ' রাখা হইয়াছে এইরূপ দাবি কতখানি অসমর্থনযোগ্য।

হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা)-এর কবিতায় মহানবী (স)-কে আহ্মাদরূপে উল্লেখ করার বিষয়টি ওয়াট এই বলিয়া নাকচ করিয়া দেন যে, উক্ত কবিতা প্রমাণ্য নহে। সীরাত সাহিত্যে কাব্যসামগ্রী অবশ্যই সন্দেহজনক। কিন্তু ওয়াট স্বয়ং অন্যত্র উক্ত সামগ্রী হইতে প্রাপ্ত তথ্য সঠিক বলিয়া এই কারণে গ্রহণ করিয়াছেন যে, অনুরূপ কবিতার যথার্থতার প্রশ্ন ছাড়াও উহাতে বিষয়াদির প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত হইয়া থাকে। একই কারণে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উল্লিখিত হাসসান (রা)-এর কবিতায় মহানবী (স)-কে সেই নামেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে নাম তিনি প্রকৃতপক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। কারণ এইরূপ মনে করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে যে, মহানবী (স)-এর জন্য নূতন ও তখন পর্যন্ত অজ্ঞাত নাম প্রচলনের উদ্দেশ্যে কবিতা জাল করা হইয়াছিল। উল্লেখিত কবিতার ক্ষেত্রে ইহা একেবারেই অসম্ভব। কারণ যেমন ওয়াট বলেন, ইহাতে মহানবী (স)-কে "মর্যাদাহানিকর স্থান দেওয়া হইয়াছে"। ইহা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, এইরূপ রচনায় তাঁহাকে এমন কোন নূতন নাম দেওয়া হইবে না যাহার অর্থ তিনি একজন অতিশয় প্রশংসিত ব্যক্তি।

অপর তথ্যকণিকা অর্থাৎ একজন "অখ্যাত মহিলা কবি"র, যেরূপ তিনি অভিহিত হইয়াছেন, কবিতা প্রসঙ্গে, ওয়াট উহাকে অপ্রমাণ্য মনে করার কোন "স্পষ্ট কারণ" খুঁজিয়া পান নাই। কিন্তু তিনি ইহাকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পাইয়াছেন, "সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মহানবী (স)-এর সময় হইতেই কবিতায়, ছন্দের খাতিরে তাঁহাকে আহ্মাদরূপে সময় সময় উল্লেখ করার বিষয়টি আমাদেরকে যেন মানিয়া লইতে হইতেছে। আহ্মাদ অর্থ 'অধিকতর বা সর্বাধিক প্রশংসিত' কিন্তু মহাম্মাদ অর্থ শুধু 'প্রশংসিত'। একজন কবির পক্ষে মহানবী (স)-কে 'সর্বাধিক প্রশংসিত' বলা অযৌক্তিক কিছু নহে"।

সুতরাং ওয়াট স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহা কবিতায় মহানবী (স)-এর আহ্মাদরূপে সমকালীন উল্লেখ। কিন্তু তিনি বলেন, "ছন্দের খাতিরে" এই অভিব্যক্তিটিকে "ব্যক্তির" (المرء) বিশেষণরূপে এখানে সংযোজন করা হইয়াছে। সাধারণ বৈয়াকরণিক কারণে এই ব্যাখ্যা অগ্রহণযোগ্য। কারণ যদি ইহাকে বিশেষণরূপে ব্যাবহারেরই ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে ইহার পূর্বে 'আল (ال) যুক্ত করিয়া ইহাকে "নির্দিষ্ট" করা হইত, যেরূপ বিশেষ্য 'আল-মার'-এর ক্ষেত্রে, যাহাকে বিশেষায়িত করা হইয়াছে বলা হইতেছে, নির্দিষ্ট আকারে উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ আরবী ভাষায় মাওসূ'ফ ও সি'ফাত উভয়ের নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতার ক্ষেত্রে সঙ্গতি রক্ষার নিয়ম অপরিহার্য। অতএব আলোচ্য কবিতায় 'আহ্মাদ' শব্দটিকে মহানবী (স)-এর নাম হিসাবেই গ্রহণ করিতে হইবে।

ওয়াট বিষয়টিকে "আহ্মাদ"রূপে মহানবী (স)-এর মাঝেমধ্যে উল্লেখ বলিয়াও বিশিষ্টতা দান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ইহা "তাঁহার নিজ সময় হইতেই " প্রচলিত ছিল। মহানবী (স)-এর জন্য আহ্মাদ "তাহার নিজ সময় হইতেই" ব্যবহৃত হইত এবং ইহা তাঁহার নাম হিসাবে ব্যবহৃত হইত, তাঁহার জন্য বিশেষণ হিসাবে নহে। ওয়াট ইহা দেখাইবার কষ্ট স্বীকার করেন নাই যে, মহানবী (স)-এর সময় হইতে পরবর্তী কাল পর্যন্ত আহ্মাদ শব্দের অনুরূপ সকল ব্যবহারই ছন্দের প্রয়োজনে এবং বিশেষণরূপে করা হইয়াছে।

ইহাও সঠিক নহে যে, ইব্ন হিশামের গ্রন্থে কেবল দুইটি স্থানে কবিতায় মহানবীর নাম হিসাবে 'আহ্মাদ' ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমনটি ওয়াট ভাবিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মহানবী (স)-এর নাম কবিতায় অন্ততপক্ষে নয়টি ভিন্ন স্থানে অনুরূপভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

(১) মহানবী (স)-কে তাহাদের নিকট সমর্পণের জন্য আবূ তালিবের উপর কুরায়শ নেতৃবৃন্দের চাপ প্রয়োগ সম্পর্কে আবূ তালিবের কবিতা।

(২) নিজের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে 'আমর ইবনুল-জামূহ-এর কবিতা।

(৩) বানূ নাযীর সম্পর্কে একটি কবিতা যাহা ইব্ন ইসহাকের মতে আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) কর্তৃক রচিত, কিন্তু ইব্ন হিশাম যাহাকে অন্য কাহারও রচিত বলিয়া মনে করেন।

(৪ ও ৫) 'আবদুল্লাহ্ ইবনুয যিব'আরা কর্তৃক উহুদের যুদ্ধ এবং তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে রচিত দুইটি কবিতার প্রতিটিতে একবার করিয়া মোট দুইবার।

(৬, ৭, ও ৮) কা'ব ইব্ন মালিক আল-আনসারী (রা) কর্তৃক হামযার শাহাদাত, খন্দকের যুদ্ধ এবং খায়বারের যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত তিনটি কবিতার

প্রতিটিতে একবার করিয়া মোট তিনবার। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তিনি কবিতায় আহ্‌মাদ ও মুহাম্মাদ উভয় নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

(৯) হারিছা এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা)-এর শাহাদাত সম্পর্কে হাসসান ইব্‌ন ছাবিত আল-আনসারী (রা)-এর কবিতা।

পুনরায়, কেবল কবিতায়ই নহে, ইব্‌ন ইসহাকের মূল গ্রন্থেও অন্তত দুইটি স্থানে মহানবী (স)-এর নাম আহ্‌মাদরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ একটি ইব্‌ন ইসহাক কর্তৃক উদ্ধৃত হাসসান ইব্‌ন ছাবিত (রা)-এর বর্ণনায় এবং অপরটি কুরআনের ২ ঃ ৪০ নং আয়াত সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব ভাষ্যে। এই আয়াতে ইসরাঈলের সন্তানদের সম্পাদিত 'চুক্তির' কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন ইসহাক এই আয়াতের ভাষ্যে যেভাবে 'আহ্‌মাদ' নামটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, তিনি কুরআনের ৬১ ঃ ৬ আয়াত হইতে নামটি গ্রহণ করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতে মহানবী (স)-এর আগমন সম্পর্কে "যাহার নাম আহ্‌মাদ" ইসরাঈলীদের অবগতি সম্পর্কে বিধৃত হইয়াছে। ঘটনাক্রমে ইব্‌ন ইসহাক কর্তৃক তাঁহার গ্রন্থে 'আহ্‌মাদ' নামের এই ব্যবহার গুথেরী বিশপের স্বকপোলকল্পিত ধারণা ঃ 'আহ্‌মাদ নামটি ইব্‌ন ইসহাক বা ইব্‌ন হিশাম কেহই ব্যবহার করেন নাই', যাহা ওয়াট সমর্থন ও গ্রহণ করিয়াছেন, নাকচ করিয়া দেয়।

এইরূপে 'প্রায় ১২৫ হি. সন পর্যন্ত মহানবী (স)-এর নাম অনুসারে কাহারও নাম আহ্‌মাদ রাখা হয় নাই এবং ঐ সময় পর্যন্ত শব্দটি সাধারণত বিশেষণরূপে ব্যাবহৃত হইত' এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ পূর্বক ওয়াট কুরআনের ৬১ ঃ ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি ইহার সংশ্লিষ্ট অংশের অনুবাদ নিম্নরূপ করেন ঃ "একজন দূতের সুসংবাদ ঘোষণা করিতেছি যিনি আমার পরে আসিবেন এবং যাঁহার নাম প্রশংসার অধিকতর যোগ্য"। ওয়াট বলেন, "ইসমুহু আহ্‌মাদ" শব্দগুলির মানসম্পন্ন ব্যাখ্যা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত সাধারণভাবে মুসলমানগণ কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। উপরিউক্ত বক্তব্যের সমর্থনে ওয়াট দুইটি কারণ পেশ করেন।

(এক) তিনি বলেন, ইব্‌ন ইসহাক মহানবী (স)-এর নাম হিসাবে আহ্‌মাদ-এর উল্লেখ করেন নাই এবং মন্তব্য করেন, ইহা ধারণা করা যায় না যে, উক্ত ঐতিহাসিক এই নাম সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন। কারণ তাঁহার সমসাময়িক মূসা ইব্‌ন ইয়া'কূব আল-জামি' (মৃ. ১৫৩-১৫৮ হি.) কর্তৃক বর্ণিত ও ইব্‌ন সা'দ কর্তৃক উল্লিখিত একটি হাদীছে মহানবী (স)-এর নাম হিসাবে আহ্‌মাদ-এর উল্লেখ রহিয়াছে। ওয়াট যুক্তি দেখান যে, "সুতরাং ইহা বোধগম্য যে, ইব্‌ন ইসহাক আহ্‌মাদ নামের উল্লেখে হঠাৎ বিরত রহিয়াছেন এই কারণ নহে যে, তিনি সে সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন, বরং এই কারণে যে, তিনি কুরআনের আয়াতের এই ব্যাখ্যা অনুমোদন করেন নাই"।

(দুই) ওয়াটের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, আত-তাবারী (২২৪-৩১০ হি.) ৬১ ঃ ৬ আয়াতের তাঁহার ব্যাখ্যায় "যদিও তিনি পুরাতন ধারণাসম্পন্ন ব্যাখ্যাই দিয়াছেন, কিন্তু উহার প্রমাণস্বরূপ পূর্ববর্তী কোন ভাষ্যকারকে উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই", যদিও "প্রতিটি সামান্য বিষয়েও অজস্র প্রামাণ্য ব্যক্তির গ্রন্থ উদ্ধৃত করা তাঁহার সময়ে যাহা মানসম্পন্ন ও স্পষ্ট মত ছিল তাহা পোষণ করিতেন"।

ওয়াট এখন গুথেরীও বিশপকে অনুসরণ করিতে গিয়া এবং ইব্‌ন ইসহাক মহানবী (স)-এর নাম হিসাবে আহ্‌মাদ-এর উল্লেখ করা হইতে বিরত রহিয়াছেন মনে করিয়া মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। যেরূপ উপরে উল্লিখিত হইয়াছে ইব্‌ন ইসহাক আহ্‌মাদ নামটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহাও কুরআনের আয়াতের (২ ঃ ৪০) ব্যাখ্যায় যাহা ইয়াহূদীদেরকে আগমনকারী নবী সম্পর্কে তাহাদের প্রতিশ্রুতি ও তাহাদের অবগতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সুতরাং ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, ইব্‌ন ইসহাক নামটি ব্যবহার করিয়াছে এবং মহানবী (স) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী প্রসঙ্গে উহা বর্ণনা করিয়াছেন।

আত-তাবারী সম্পর্কে যুক্তি প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ওয়াটের চিন্তাধারা স্পষ্টরূপে দুইটি পারস্পরিক স্বতন্ত্র মতের ভিত্তিতে গঠিত। তিনি বলেন, আত-তাবারী পুরাতন ধারণাসম্পন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কারণ উহাই "তাঁহার সময়ে মানসম্পন্ন এবং স্পষ্টরূপে বোধগম্য মত ছিল"। কিন্তু তিনি যেহেতু কোন প্রমাণ্য ব্যক্তি বা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেন নাই, তাই "কোন খ্যাতনামা ভাষ্যকার এই মতের সমর্থক ছিলেন না"।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কোন বিশেষ ব্যাখ্যা মানসম্পন্ন এবং স্পষ্টরূপে বোধগম্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না যদি সেই যুগের অথবা পূর্ববর্তী যুগের "খ্যাতনামা" ভাষ্যকারগণ উহা পোষণ না করেন অথবা যদি তাঁহারা কোন ভিন্নতর বা বিপরীত মত পোষণ করেন। আরও উল্লেখ্য যে, আত-তাবারী প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রামাণ্য ব্যক্তি বা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেন নাই। কেবল যেখানে কোন বিষয়ে একাধিক মত বিদ্যমান অথবা যেখানে পাঠ এত দুরূহ যে, উহার কয়েকটি ব্যাখ্যা হইতে পারে সেখানেই তিনি অনুরূপ উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তিনি যে বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে কোন প্রামাণ্য ব্যক্তি বা গ্রন্থের উদ্ধিতি দেন নাই তাহার অর্থ একমাত্র এই যে, আলোচনাধীন আয়াতের অর্থের ব্যাপারে তাঁহার নিজ যুগে কিংবা পূর্ববর্তী যুগে কোন মতপার্থক্য ছিল না এবং মূল পাঠ এতো পরিষ্কার ও স্পষ্ট যে, উহার অন্য কোন ব্যাখ্যা হইতেই পারে না।

আত-তাবারী কর্তৃক কোন প্রামাণ্য ব্যক্তি বা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দান হইতে বিরত থাকা এই কথার প্রমাণ বহন করে না যে, বিষয়টিতে পূর্বে মতপার্থক্য ছিল। উক্ত মনীষীর প্রতি সুবিচার এবং নিজ দাবির প্রতি ন্যায়বিচারের স্বার্থে ওয়াটের নিজ ব্যাখ্যার সমর্থনে পূর্ববর্তী কোন প্রামাণ্য ব্যক্তি বা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দান করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই, বরং নেতিবাচক দিক হইতে তাঁহার দাবি প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সেখানেও তিনি ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছেন। "কুরআন ব্যাখ্যার আদিপুরুষ" হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (মৃ. ৬৮ হি.) আত-তাবারীর প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে প্রকৃতপক্ষে 'ইসমুহু আহ্‌মাদ' অভিব্যক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন "তাঁহার নাম আহ্‌মাদ"।

প্রকৃতপক্ষে 'ইসমুহু' (اسمه) 'তাঁহার নাম' অভিব্যক্তিটি এত পরিষ্কার ও স্পষ্ট যে, উহার অন্য কোন অর্থ হইতে পারে না। ওয়াটই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি এক অদ্ভুত মতের অবতারণা করিয়াছেন যে, আহ্‌মাদ শব্দটি এখানে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং অভিব্যক্তিটির অনুবাদ হইবে এইরূপ ঃ "যাহার/ তাঁহার নাম প্রশংসার অধিকতর যোগ্য"। এই অনুবাদ ইংরেজী ও আরবী উভয় ভাষার প্রতি চরম অবমাননাকর। কেবল কোন ব্যক্তি (বা তাহার কার্য বা আচরণ)-কেই সাধারণত 'প্রশংসার যোগ্য' বা 'প্রশংসার অধিকতর যোগ্য' বলা হয়, তাঁহার নামকে নহে। সুতরাং সাধারণত এইরূপ বলা হইবে, "তিনি প্রশংসার যোগ্য" অথবা "প্রশংসার অধিকতর যোগ্য"। কেহই এইরূপ বলিবে না, "তাহার নাম প্রশংসার যোগ্য"। যদি এইরূপ বলা হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার নামই "প্রশংসার যোগ্য"

অর্থাৎ "তিনি জনাব প্রশংসার যোগ্য অথবা জনাব অধিকতর প্রশংসার যোগ্য"। সুতরাং বাক্যটিকে ব্যক্তির নাম প্রদানকারী হিসাবে ধরিতে হইবে, যদিও সেই নাম শব্দ হিসাবে একটি বিশেষণও।

ইংরেজী ব্যবহার রীতির প্রশ্ন ছাড়াও ওয়াটের অনুবাদে আরবী ব্যাকরণের স্বীকৃত নীতিমালা চরমভাবে লঙ্ঘিত হইয়াছে। আরবী ভাষায় দুই বা ততোধিকের মধ্যে তুলনামূলক বিশেষণ নিম্নের তিনটির যে কোন একটি রূপ গ্রহণ করে। যথা ঃ (ক) ইদাফাহ্ রূপ, উদাহরণ-হুওয়া আফদালুহুম' (সে তাহাদের মধ্যে সর্বোত্তম), (খ) 'মিন' ব্যবহারযোগে সাধারণ তুলনার রূপ, উদাহরণ- 'হুওয়া আফদালু মিনহু' (সে তাহার অপেক্ষা উত্তম) এবং (গ) বিশেষণের পূর্বে 'আল' যোগ করিয়া নির্দিষ্টকরণের রূপ, উদাহরণ-হুওয়া আল-আফদালু' (তিনিই সর্বোত্তম)। এই সব কয়টি রূপের অন্তর্নিহিত নীতি এই যে, যাহার সহিত তুলনা করা হইবে তাহাকে হয় প্রকাশ্য অথবা প্রসঙ্গ হইতে বোধ্য হইতে হইবে। যেক্ষেত্রে 'আল' ব্যবহৃত হয় সেই ক্ষেত্রে সাধারণত দুইয়ের অধিকের মধ্যে তুলনা করা হয় এবং সেখানে যাহার সহিত তুলনা করা হয় তাহা প্রকাশ্য বা পরোক্ষ হইতে পারে। যে সকল ক্ষেত্রে উল্লিখিত নীতিমালার ব্যতিক্রম করা হয় সেই সকল ক্ষেত্রে, যাহার সহিত তুলনা করা হয় তাহা হয় সার্বজনীনভাবে জ্ঞাত অথবা প্রসঙ্গ হইতে এত স্পষ্ট যে, উহার কোন উল্লেখের প্রয়োজন হয় না।

আলোচ্য বাক্যে বিষয়টি এইরূপ নহে। ওয়াটের অনুবাদে এইভাবে ভাষায় স্বীকৃত নীতিমালা উপেক্ষিত ও লঙ্ঘিত হইয়াছে এবং ব্যাকরণগতভাবে উহা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং তাহা এই ক্ষেত্রে আরও অধিক প্রযোজ্য যেখানে তিনি উহাকে দুইয়ের মধ্যে তুলনামূলকরূপে উল্লেখ করিয়াছেন- "তাহার 'নাম' প্রশংসার অধিকতর যোগ্য"। 'অধিকতর' কাহার বা কাহার নাম অপেক্ষা? আল্লাহ্র কোন পূর্ববর্তী নবী বা কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব "প্রশংসাযোগ্য" নাম বহন করেন নাই। আসলে ওয়াট বাক্যটির অর্থের সহিত আহ্মাদ নামের অর্থের সম্পূর্ণ তালগোল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন। যদি বাক্যটিতে 'আহ্মাদ' বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইত এবং নাম হিসাবে না তাহা হইলে উহার পূর্বে নির্দিষ্টসূচক প্রত্যয় 'আল' যুক্ত হইত অথবা পরে 'মিন' ও তৎসহ একটি কর্ম যুক্ত হইত অথবা বাক্যটি 'ইদাফাহ' আকারে গঠিত হইত এবং বিশেষণের সহিত কিছু অভিব্যক্তি 'মুদাফ ইলায়হি'-রূপে যুক্ত হইত।

ওয়াট তাহার অগ্রহণযোগ্য ধারণা ও ভ্রান্ত অনুবাদের ভিত্তিতে তিনি যাহাকে "ঘটনার ক্রমধারা" বলেন তাহা এইভাবে পুনর্নির্মাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "খৃস্টানগণ কর্তৃক ইসলামের সমালোচনার জবাবে কিছু মুসলমান খৃস্টান ধর্মগ্রন্থসমূহে মুহাম্মাদ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী খুঁজিতেছিলেন" এবং যোহন (সুসমাচারে) ১৪ ঃ ১৬ অংশটি তাহাদের নজরে পড়ে। ওয়াট আরও বলেন যে, সম্ভবত কুরআনের আয়াত নং ৬১ ঃ ৬-এর উপর গভীর অভিনিবেশ "খৃস্টধর্ম হইতে একজন ধর্মান্তরিতকে, যিনি সামান্য গ্রীক ভাষা জানিতেন, অর্থের মিল সম্পর্কে প্রথম যুক্তি-প্রমাণের দিকে ধাবিত করে" যাহার ভিত্তি Periklutos-এর সহিত Parakletos-এর বিভ্রান্তির উপর স্থাপিত। ফলে যদিও কুরআনের আয়াতে 'আহ্মাদ'-কে এই পর্যন্ত "সাধারণত বিশেষণরূপে ধরা হইত", এখন উহাকে নাম হিসাবে ধরা হইল। কারণ উহা একটি সুপরিচিত প্রাক-ইসলামী নাম ছিল এবং আরও কারণ, এইরূপে খৃস্টান ধর্মগ্রন্থের সহিত একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে। যুক্তিটি বিশেষভাবে মুসলমানদের জন্য দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টিকারক হইল যাহারা "তাহাদের নিজ ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে অধিকতর পরিচিত" ছিল এবং একবার গৃহীত হইলে নামটি শীঘ্রই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

এখানে আমাদের Parakletos এবং Periklutos সম্পর্কে বিতর্কে অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন নাই, ওয়াটের উপরে উল্লিখিত বক্তব্যের ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করাই যথেষ্ট। কুরআন বারবার দাবি করিয়াছে যে, একজন নবী আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহে করা হইয়াছিল এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) সেই অতি প্রতীক্ষিত নবী ছিলেন। সুতরাং মুসলমানদেরকে খৃস্ট ধর্মগ্রন্থের সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণী দেখার জন্য উৎসাহী হইতে ইসলামের দ্বিতীয় শতাব্দীতে দৃশ্যপটে খৃস্টানগণ কর্তৃক ইসলামের সমালোচনার সূত্রপাতের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় নাই। স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা এবং কুরআনের ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা হইতেই উক্ত ধর্মগ্রন্থে সমর্থন খোঁজার প্রক্রিয়া শুরু হইয়া থাকিবে। খৃস্টানদের দ্বারা ইসলামের সমালোচনাও প্রকাশিত হইতে ইসলামের দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত দেরী হয় নাই। এবং যেহেতু, যেমন ওয়াট নিজেই বলেন, "মুহাম্মাদ Periklutos-এর তেমনই বিশুদ্ধ অনুবাদ যেমন আহ্মাদ" এবং যেহেতু শেষোক্ত শব্দটি, যদি বিশেষণ হিসাবেও ধরা হয়, সমভাবে মহানবী (স)-এর বর্ণনার সুন্দর প্রতিফলন ঘটায়, তাই নাম হিসাবে শব্দটির প্রাক-ইসলামী যুগের ব্যবহার হইতে ধারণা গ্রহণের এবং আহ্মাদও মহানবী (স)-এর নাম ছিল এই বলিয়া অভিনব ঘোষণা সহকারে আগাইয়া আসিবার মুসলমানদের প্রয়োজন ছিল না। এইরূপ নূতন ধারণা মুসলমানদের মধ্যে মারাত্মক বিতর্কের সৃষ্টি করিত, বিশেষ করিয়া যদি, যেমন ওয়াট আমাদেরকে বিশ্বাস করিতে বলেন, ৬১ ঃ ৬ আয়াতের অভিব্যক্তিকে এই পর্যন্ত "সাধারণভাবে বিশেষণরূপে ধরা হইত"। ওয়াটের বহু পরিশ্রমের ফসল এই ধারণা ও ব্যাখ্যা উপরে উল্লিখিত মুইরের দীর্ঘ দিনের পরিত্যক্ত ধারণার অন্যভাবে সম্পূর্ণ পুনরুক্তি মাত্র। যথা মহানবী (স)-এর জন্য আহ্মাদ নামটি মুসলমানদের নিকট খৃস্টান ও য়াহূদীদের সহিত মুকাবিলার সময় জনপ্রিয়া হইয় উঠে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ডঃ মোহর আলী, ব্যারিস্টার এট ল' রচিত Sirat Al-Nabi And The orientalists (Vol. I-A), p. 142-156-এর বংগানুবাদ ঃ সীরাত বিশ্বাকোষ, ৮খ., পৃ. ১৭২-১৮৫ হইতে সংযোজিত।

আহমাদ ১ম (احمد اول) ঃ চতুর্দশ 'উছ্‌মানী সুরতান, সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র, জ. Ranisa নামক স্থানে ২২ জুমাদা'ল-উখরা, ৯৯৮/১৮ এপ্রিল, ১৫৯০। তিনি ১৮ রাজাব, ১০১২/২২ ডিসেম্বর, ১৬০৩ সালে পিতার উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার মাতার নাম ছিল খানদান সুলতান। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, তিনি স্বীয় ভ্রাতা মুস্তাফাকে হত্যা করেন নাই, বরং আহ্‌মাদের পর মুস্তাফা তাহার উত্তরাধিকারী হন। সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁহার প্রথম কাজ ছিল, তিনি তৃতীয় মুরাদ এবং তৃতীয় মুহাম্মাদের শাসনামলে উছ্‌মানী শাসনকার্যের প্রধান উদ্যোক্তা স্বীয় মাতামহী সাফিয়া সুলতানকে (ভেনেশীর Bafa) পুরাতন Seray (সুলতানী মাহ্‌ল)-এ নযরবন্দী করা। আহ্‌মাদ চিগালা-যাদা সিনান পাশার নেতৃত্বে শাহ প্রথম 'আব্বাসের ইরানী বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। শাহ প্রথম 'আব্বাস তখন সবেমাত্র ইরিওয়ান (Eriwan) এবং কারস (Kars) অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু আকিস্‌কা (Aqisqa) নামক স্থানের সম্মুখে প্রতিহত হন। সিনান

পাশা সাল্মান নামক স্থানে পরাজিত হন (৯ সেপ্টেম্বর, ১৬০৫), কিছুকাল পর মনের দুঃখে দিয়ার বাক্র-এ মৃত্যুবরণ করেন। অপর দিকে শাহ 'আব্বাস স্বীয় বিজয়ের সুবাদে গাঞ্জা ও শীরওয়ান পুনরায় অধিকার করেন। হাঙ্গেরীতে প্রধান উযীর লালা মুহাম্মাদ পাশা (দ্র. মুহ'াম্মাদ পাশা) Pest ও Esterghon (Esztergom, gran) বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা লাভের পর Wac (Vac Waitzen) অধিকার করেন। দ্বিতীয় অভিযানে যাহাতে তিনি ট্রানসিলভেনিয়ার শাসক Stephan Bocskay-রও সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন, তিনি Esterghon দুর্গ বিচ্ছিন্ন ও অধিকার করিতে সক্ষম হন (৪ নভেম্বর, ১৬০৫)। এই সময় তিরযাকী হাসান পাশা veszprem এবং palota প্রবেশ করেন। Bocskay-কে ট্রানসিলভেনিয়া ও হাঙ্গেরীর শাসনভার অর্পণ করা হয়। ইহার অল্পকাল পর প্রধান উযীর লালা মুহাম্মাদ পাশা ইনতিকাল করেন। দারবীশ পাশা এবং মুরাদ পাশা (দ্র.) পদবী Quyudju= কূপ খননকারী) পর্যায়ক্রমে তাহার পদে অধিষ্ঠিত হন এবং অস্ট্রিয়ানদের সহিত Zsitvatorok-এর সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন (১১ নভেম্বর, ১৬০৬)। এই সন্ধি অনুসারে তাঁহাদের বিজিত সকল অঞ্চল তুর্কীদের অধীনে থাকিয়া যায়। ইহাতে তাঁহারা একটি মাত্র চূড়ান্ত কিস্তিতে দুই লক্ষ Qara ghurush ক্ষতিপূরণ লাভ করেন, তবে অস্ট্রিয়ান ভূপতিকে ভবিষ্যতে কেবল রাজার পরিবর্তে 'সম্রাট'-রূপে স্বীকৃতি দানে অস্বীকার করেন, যাহাতে তিনি সুলতানের সমমর্যাদা লাভ করেন। চুক্তির বিষয়গুলি চূড়ান্তভাবে নির্ধারণের জন্য Neuhausel নামক স্থানে ১৬০৮ সালে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং জুলাই ১৬১৫ সালে ও মার্চ ১৬১৬ সালে সন্ধির বৈধতা সম্প্রসারণের উদ্দেশে ভিয়েনায় কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা তুর্কীদেরকে উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষরদানে বাধ্য করে। পুনঃপুনঃ সৈন্য সংগ্রহ এবং বিভিন্ন শাসক কর্তৃক অর্থ আদায়ের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। অতএব কুয়ুজ মুরাদ পাশাকে বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করা হয়। তিনি লারান্দায় মুসলী চাউশ ও আদানায় জামশীদের উপর, বিশেষত Beylan-এর নিকটস্থ Orudj প্রান্তরে জানা বুলাদ উগলু আলী পাশার বিরুদ্ধে জয়লাভ (২৪ ডিসেম্বর, ১৬০৭) করেন। পশ্চিমে তিনি কালান্দার উগলু মুহাম্মাদ পাশা, যিনি ব্রুসা এবং ম্যানিসা জেলা তাহার দখলে রাখিয়াছিলেন, Alacayir নামক স্থানে তাঁহাকে পরাজিত করেন (৫ আগস্ট, ১৬০৮)। সিরিয়ায় তুর্কী বাহিনী দ্রুযী (Druse) আমীর ফাখরুদ্দীন ইব্ন মান (দ্র.)-এর উপর আক্রমণ চালান; কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় লাভ করিতে পারিলেন না। অতঃপর নব্বই বৎসর বয়স্ক প্রধান উযীর তাব্রীয-এর দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু ইরানের শাহের সহিত সন্ধির আলোচনা শুরু হওয়ার পরই তিনি ইনতিকাল করেন। তাহার উত্তরাধিকারী নাসূহ পাশা (দ্র.) ১৬১১ সালে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। ইহার আলোকে দ্বিতীয় সালীমের শাসনামলের মীমাংসার ভিত্তিতে সীমান্ত নির্ধারিত হয়। কিন্তু চারি বৎসর পর নূতন করিয়া যুদ্ধ শুরু হয়। সামুদ্রিক যুদ্ধে প্রধান নৌ-সেনাধ্যক্ষ খালীল পাশা (দ্র.) ফ্লারেন্স এবং মাল্টার নৌ বাহিনীর উপর গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য লাভ করেন। ১৬০৯ সালে সেনাপতি Fressinet-এর Red Galleon-সহ মাল্টার ছয়টি স্পেনীয় তরণী সাইপ্রাসের সমুদ্রে আটক করা হয় (কারা জাহান্নামের যুদ্ধ)। ১৬১০ সালে তুর্কীগণ Lepanto নামক স্থানে বিপর্যস্ত হন; কিন্তু Cos- এ মাল্টার জলদস্যুদেরকে বাধা প্রদান করেন। ১৫১২ সালে ফেলারেন্সের একটি সৈন্যদল Aghaliman বন্দরের নিকটস্থ সিলিসিয়া উপকূলে হামলা করে এবং ১৬১৪ সালে খালীল পাশা মাল্টার কিছু ক্ষতিসাধান করেন। তুর্কীগণ Sinope-এ লুণ্ঠনকারী কসাকদেরকে (Cossacks) কৃষ্ণসাগরে অতর্কিতে পাকড়াও করেন এবং শাক·শাকী ইব্রাহীম পাশা ডন নদীর মুখে তাহাদেরকে পরাজিত করেন। এই দিকে Moldavia-য় ইস্কান্দার পাশা কসাকদের অপর একটি আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং Dniester নদীর পার্শ্বে Bussa নামক স্থানে ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৬১৭ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রথম আহ·মাদের আমলে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড এবং ভেনিসের বিশেষ অধিকার (Capitualations) চুক্তি নবায়ন করা হয় (১৬০৪ খৃ.)। অনুরূপ বিশেষ অধিকার চুক্তি প্রথমবারের মত নেদারল্যান্ডের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হয়।

তাঁহার শাসনামলে তুর্কীদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের বিস্তার ঘটে। এ যাবত সাম্রাজ্যের শাসন ও বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন-কানুনের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয় নাই। ১ম আহ্·মাদ এই সকল আইনের প্রামাণ্য সমন্বয় সাধনের জন্য একটি ক'নুন-নামাহ জারী করায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইস্তাম্বুলের আত·-মায়দানী (At-Meydani) নামক স্থানে একটি বিরাট সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করেন (১৬০৯-১৬১৬)। উহা আজও তাঁহার নামেই পরিচিত। তিনি দুই মাস রোগভোগের পর ২৩ যুলকা'দা, ১০২৬/২২ নভেম্বর, ১৬১৭ সালে ইনতিকাল করেন। তিনি ছিলেন উগ্র এবং পরিবর্তনশীল প্রকৃতির; সহজেই অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইতেন। প্রথম আহমাদ তাঁহার যোগ্যতম উযীরদের খিদমতের গুণ গ্রহণ করিতে অনেক সময় সমর্থ হইতেন না। তিনি ছিলেন ধার্মিক ব্যক্তি, অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং কা'বা শারীফকে বিভিন্ন অলংকারে সজ্জিত করিয়াছিলেন। তিনি শিকার এবং পোলো খেলা ভালবাসিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্রাহীম পেচ্বী (pecewi) তারীখ, ২খ, ২৯০-৩৬০; (২) হ'াজ্জী খালীফা, ফাযলাকা, ১খ., ২২১-৩৮৬; (৩) সূলাকযাদা মুহাম্মাদ হামদানী, তারীখ, ৬৮৩-৬৯৬; (৪) নাঈমা, তারীখ., ১-১১, ১৫৮; (৫) ফারাইদী যাদে মুহাম্মাদ সা'ঈদ, গুলশান-ই মা'আরিফ, ১খ, ৫৯৫-৬২৫; (৬) ফারীদুন বে, মুনকা'আত আল-সালাতীন, ২খ.; (৭) আওলিয়া চেলেবী, সিয়াহাত-নামাহ, ১খ, ২১২-১৯; (৮) মুস্তাফা পাশা, নাতাইজুল উকূ'আত, ২খ., ২২-৪১; (৯) J. von Hammer-Purgstall, Histoire de l'Empire Ottoman, ৮খ., ৫১-২৩৫; (১০) Zinkeisen, ৪ খ.; (১১) N. Iorga, Geschichte des osmanischen Reiches, ৩খ, ৪১০ প.; (১২) ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া (তুর্কী), দ্র. M. Cavid baysun রচিত নিবন্ধ।

R. Mantran (E.I.[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহ্মাদ ২য় (احمد الثانى) ঃ একুশতম 'উছ·মানী সুলতান, সুলত'ান ইব্রাহীম এবং খুআয্যায সুলত'ানের পুত্র। নাঈমার মতে তিনি ৬ যু'লহি'জ্জা, ১০৫২/২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৬৪৩ সালে (রাশীদের মতানুসারে ৫ জুমাদাল-উলা, ১০৫২/১ আগস্ট, ১৬৪২) জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৬ রামাদান, ১১০২/২৩ জুন, ১৬১১ স্বীয় ভ্রাতা সুলায়মানের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি প্রধান উযীর Kopruluzade (দ্র.) ফাদিল মুস্·তাফা পাশাকে তাঁহার পদে সন্নিযুক্ত (Confirm) করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি সম্রাটের শক্তির বিরুদ্ধে পুনরায় শত্রুতা শুরু করেন, কিন্তু Slankamen-এর যুদ্ধে পরাজিত হন এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হন (১৯ আগস্ট, ১৬১১ খৃ.)। আরাবাজী আলী পাশা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, কিন্তু শীঘ্রই হ'াজ্জী আলী পাশা

কর্তৃক অপসারিত হন, যিনি ১৬৯২ সালে অত্যন্ত সতর্কতার সংগে স্বীয় অভিযান শুরু করেন। এই বৎসর ভেনিসীয়গণ কেনিয়ার (Canea) একটি ব্যর্থ হামলা করে। সুলত'ানের সঙ্গে বিরোধের ফলে হ'াজ্জী আলী পাশা পদচ্যুত হন এবং তাঁহার পদে বোযোক্‌লু (Bozoklu) মুস্'তাফা পাশাকে নিয়োগ করা হয়, যিনি অস্ট্রিয়ানদেরকে বেলগ্রেড হইতে অবরোধ তুলিয়া নিতে বাধ্য করেন (১৬৯৩ খৃ.)। কিন্তু সময়ে এই উযীরও অপসারিত হন এবং সুরমেলী (Surmeli) আলী পাশা (দ্র.) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি Peterwardein দুর্গ জয় করার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন (১৬৯৪), যেই ক্ষেত্রে ভেনিসীয়গণ Dalmatia অঞ্চলের Gabella এবং chios- এর গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। দ্বিতীয় আহ্‌মাদের শাসনামলে ইরাক এবং হিজাযে গণ্ডগোল সৃষ্টি হয় এবং পশ্চিমে ত্রিপোলী ও আলজেরিয়া একযোগে তিউনিস আক্রমণ করে। দুর্বলচিত্ত ও স্বীয় অনুগামিগণ দ্বারা প্রভানিত দ্বিতীয় আহ্‌মাদ ছিলেন তদপুরি সুরাসক্ত সুলত'ান। ২২ জুমাদাল-উখ্‌রা, ১১০৬/৬ ফেব্রুয়ারী, ১৬৯৫ সালে উদরী রোগে তিনি ইনতিকাল করেন। ইস্তাম্বুলের কানুনী সুলায়মান-এর কবরস্থানে তাহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) রাশীদ, তারীখ, ২খ, ১৫৯ ২৯২; (২) ফারাইদী যাদা মুহ'াম্মদ সা'ঈদ, গুলশান-ই মা'আরিফ, ২খ., ৯৯৩-১০১৪; (৩) মুস্'তাফা পাশা, নাতাইজুল-উক্'আত, ৩খ.; ৮-১১; (৪) Findiklili মুহ'াম্মাদ আগ'া, সিলাহ'দার তারীখী, ২খ, ৫৭৮-৮০৫; (৫) Hammer-Purgstall, Histoire de l'Empire, Ottoman, ১২খ., ৩১৮-৩৬৮; (৬) Zinkeisen, N. Iorga Gesch. d. osman Reiches, in Europa; (৭) N. Iorga, Geschichte des osmanischen Reiches, ৪খ., ২৫৪ প.; (৮) ইন্‌সাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (তুর্কী), আলোচ্য শীর্ষক নিবন্ধ (M.Cavid Baysum কর্তৃক লিখিত); (৯) S. Romanin, Storia di Venezia, ষোড়শ খণ্ড, অধ্যায় ৬।

R. Mantran (E. I.²)/এ.এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহ্‌মাদ ৩য় (احمد الثالث) ঃ তেইশতম 'উছ'মানী সুলতান, চতুর্থ মুহ'াম্মাদের (দ্র.) পুত্র। ১০৮৪/১৬৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০ রাবীউছ্-ছানী, ১১১৫/২৩ আগস্ট, ১৭০৩ সালে তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় মুসতাফা (দ্র.)-এর স্থলাভিষিক্ত হন, যিনি জানিসারী বাহিনীর একটি বিদ্রোহের ফলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। নূতন সুলতান কালবিলম্ব না করিয়া পুনর্বার ইস্তাম্বুলকে রাজদরবারের নিয়মিত কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং উক্ত বিদ্রোহের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে হত্যা করেন। পরবর্তী কয়েক বৎসরও উক্ত বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত ছিল, এমন সন্দেহজন ব্যক্তিদের ক্রমাগত বরখাস্ত, নির্বাসন অথবা মৃত্যুদণ্ড হইতে থাকে, যাহার ফলে সরকারের শাসনকার্যে দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সামরিক বাহিনীর শক্তি বিলোপ সাধনের জন্য তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রমাণ মিলে প্রাসাদের শত শত বোস্তানজীর বহিষ্কার এবং তাহাদের স্থলে dewshirme সিপাহীদের নিয়োগ (ইহা ছিল dewshirme-দেরকে কার্যে নিয়োগের সর্বশেষ ঘটনা)। পরে জানিসারী বাহিনীকেও ব্যাপকভাবে সংকোচন করা হয়। যাহা হউক, আহ্‌মাদ স্বীয় সাতাইশ বৎসর শাসনামলের প্রথম ১৩/১৪ বৎসর বিপ্লবীদের (Fitnedjiler) ভয়ে মারাত্মকভাবে আতংকগ্রস্ত ছিলেন। তিন বৎসরে চারিজন প্রধান উযীর নিযুক্ত করিলেও কোন দক্ষ মন্ত্রীর সাক্ষাত তিনি পান নাই। পরিশেষে মুহাররাম ১১১৮/মে ১৭০৬ সালে চোরলুল আলী পাশা (দ্র.)-র নিয়োগের ফলে সরকার স্থিতিশীলতা লাভ করে। এই সময় এবং পরবর্তী সাত-আট বৎসর পর্যন্ত তাঁহার কার্যকলাপ প্রাসাদের একটি গোপন প্রাসাদ-চক্রী দল কর্তৃক বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ছিল। এই দলটি রাজমাতা কীয্‌লার আগ'াসী এবং সুলতানের এমন একজন প্রিয়পাত্র দ্বারা পরিচালিত ছিল, যিনি পরবর্তী কালে (শহীদ) সিলাহ্'দার দামাদ আলী পাশা (দ্র.) উপাধিতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সুলতান এবং প্রাসাদের এই চক্রটি প্রাসাদের কোন কর্মকর্তা ছাড়া বাহিরের কাহারও প্রধান উযীর পদে নিযুক্তিতে সর্বদাই বিব্রত থাকিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোপরুলু নু'মান পাশা (নীচে দ্র.)-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই জাতীয় লোকদের যে কোন উদ্যোগে তাঁহারা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতেন।

১৭০৯ সালের জুলাই পর্যন্ত তাঁহার শাসনামলে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চার্লস, তুর্কীদের নিকট যিনি Demir bash 'লৌহ মস্তক' নামে পরিচিত, ১৭০৯-এর জুলাই মাসে রাশিয়ার মহামতি জার পিটার কর্তৃক Poltava নামক স্থানে পরাজিত হইয়া 'উছ'মানী সাম্রাজ্যের নীস্টার (Dniester) নদীর তীরবর্তী Bender নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধ এবং ইহাতে পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের ব্যস্ত থাকার সুযোগে তুরস্ক সরকার ১৬৯৯ সালে Carlovitz-এর চুক্তির ভিত্তিতে সুলত'ানের হস্তচ্যুত অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধারের কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই অথবা উত্তরাঞ্চলীয় বৃহৎ যুদ্ধে রাশিয়ার জড়িত হইয়া পড়ার সুযোগে কৃষ্ণ সাগরের উপর ১৭০০ খৃস্টাব্দের রুশ-তুর্কী চুক্তিতে জারকে যে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল তাহা বাতিলের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সম্রাট চার্লস্ স্বীয় ভাগ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় শীঘ্রই Peter-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার জন্য সুলতানকে উৎসাহিত করিতে থাকেন। একের পর এক চতুর্দশ লুইয়ের কূটনৈতিক প্রতিনিধি এবং ইস্তাম্বুলের ভেনিসের প্রতিনিধিও তুরস্ক সরকারকে একই পরামর্শ দিতে থাকেন। ফল এই দাঁড়ায় যে, রুশ চুক্তির সাম্প্রতিক নবায়নের উদ্যোক্তা চোরলুলু পাশাকে বরখাস্ত করা হয়। প্রাসাদের কূটচক্রীদের দৃষ্টিতে অতিমাত্রায় স্বাধীন বিবেচিত কোপরুলু নু'মান পাশা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু দুই মাস পর তিনিও বরখাস্ত হন। সেপ্টেম্বর মাসে বশংবদ চক্রান্তকারী বাল্‌ত'াজী মুহ'াম্মাদ পাশা (দ্র. মুহ'াম্মাদ পাশা), যিনি ইতিপূর্বে তাহার পদে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন, প্রধান উযীর নিযুক্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে ২০ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তুরস্ক সরকারের প্রধান অভিযোগ এই ছিল যে, জার আযব (Azov) সমুদ্রে যুদ্ধজাহাজ তৈরি করিতেছেন, তুরস্কের সীমান্ত বরাবর কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করিয়াছেন, ক্রিমিয়ার খানদের অধীনস্থ তাতারদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং গ্রীক গির্জার অনুসারী প্রজাদের মধ্যে সুলতানের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়াইতেছেন।

কিন্তু দুই সৈন্যদলের মুকাবিলা ঘটে ১৭১১ সালের জুলাই মাসে, Hospodar Demetrius Cantemir-র বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পিটার ইতিপূর্বেই Moldavia-এর বহু অঞ্চল অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁহার রসদ সরবরাহে ঘাটতি বিপজ্জনক স্তরে উপনীত হইয়াছিল। ইসরাঈল অধিকারের উদ্দেশে দক্ষিণ দিকে Pruth-এর উপকূল বরাবর অগ্রসর হওয়ার সময় একটি তুর্কী বাহিনী কর্তৃক অতর্কিত আক্রমণের ফলে পিটার পশ্চাদ্‌পসরণ করিতে বাধ্য হন। পরিণামে তিনি অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন এবং সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হন। পিটারের রাণী ক্যাথারিনের প্রচেষ্টায় এই সময় একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ইহার পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, পিটার Azov সমুদ্র হইতে তাঁহার নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইবেন এবং আপত্তিকর দুর্গগুলির বিলোপ সাধন করিবেন, ভবিষ্যতে তাহাদের কোন ব্যাপারে অথবা পোল্যান্ডের কার্যকলাপে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না, ভবিষ্যতে ইস্তাম্বুলে তাহাদের কোন দূতাবাস থাকিবে না এবং গ্রীক গির্জার অনুসারী প্রজাদেরকে কেন্দ্র করিয়া সকল প্রকার ষড়যন্ত্র হইতে বিরত থাকিবেন। যেহেতু প্রধান উযীর যে কোন শর্তারোপ করিয়া রাশিয়াকে তাহা মানিতে বাধ্য করিতে পারিতেন, সে কারণে উযীর মুহাম্মাদ পাশার উপর এই সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া এইরূপ নমনীয় শর্তে সন্ধি করিয়াছেন। অতঃপর তিন মাস পরে তাহাকে বরখাস্ত করা হয়। চার্ল্‌সের আরও অধিক ষড়যন্ত্রের ইহা মুখ্য কারণ ছিল। এই সন্ধির ফলে চার্ল্‌স-এর আশা-ভরসা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। পরবর্তী তিন বৎসর চার্লস বেশীর ভাগ সময়ই পুনরায় যুদ্ধ করার জন্য তুরস্ক সরকারকে উস্কানি দিতে থাকেন। পিটার কর্তৃক সন্ধির শর্ত পূরণে ব্যর্থতা হেতু এই কাজ সহজ হইয়া পড়িয়াছিল। চার্ল্‌সের চেষ্টার ফলেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে ন্যূনপক্ষে তিনবার যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় (ডিসেম্বর ১৭১১, নভেম্বর ১৭১২ এবং এপ্রিল ১৭১৩)। যদিও রাশিয়ার নমনীয় ভাব অবলম্বনে বরাবরই ইহা নির্বাপিত হইত। আদ্রিয়ানোপল-এ একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ১৭১৩ সালের জুন মাসে পিটারের সঙ্গে একটি চূড়ান্ত চুক্তি হয়, চুক্তিটির মেয়াদ ছিল ২৫ বৎসর। ইহা দ্বারা Pruth-এর সন্ধির শর্তসমূহ সমর্থিত হয় এবং দীর্ঘকালের জন্য রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হয়। চার্লস 'উছমানী অঞ্চল ত্যাগ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তাঁহার পোল্যান্ডের হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের জন্য সৈন্য এবং নগদ অর্থ সাহায্য পাইবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি 'উছ্'মানী অঞ্চলে অবস্থান করিবেন। পরিশেষে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে তাঁহাকে জোরপূর্বক বেন্দের হইতে Demotika-এ বহিষ্কৃত করা হয়, পরে তাহাকে আদ্রিয়ানোপলের নিকট দামীরতাশ পাশা সারায়-এ প্রেরণ করা হয়। পরবর্তী শরৎকালে তাহাকে তাহার সুইডিশ সৈন্যদের সঙ্গে Wallachia, Transylvania এবং হাঙ্গেরীর পথে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করা হয়।

এই সময় ১৭১৩ সালের ২৭ এপ্রিল আহ্'মাদের প্রিয়পাত্র দামাদ সিলাহ্'দার আলী পাশা স্বয়ং প্রধান উযীর নিযুক্ত হন। তাহার কূটনীতির ফলে এইভাবে রাশিয়ার সহিত পুনরায় সন্ধি স্থাপিত হয়, যাহাতে তুরস্ক সরকার Carlovitz-এর যুদ্ধে হৃত অঞ্চল ভেনিসের নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইতে পারে। Morea প্রদেশে ভেনিসের শাসন একেবারেই জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলে। তথাকার গ্রীক গির্জার অনুসারী প্রজাগণ তাহাদেরকে নূতন শাসকের কবল হইতে মুক্তি দেওয়ার জন্য তুরস্ক সরকারের নিকট ক্রমাগত আবেদন করিতে থাকে। কিন্তু উক্ত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত উপযুক্ত ছুতা পাওয়া গেল ১৭১৪ খৃ.-এ। এই সময় রাশিয়ার প্ররোচনায় Montenegro-তে বিদ্রোহ দেখা দিলে ভেনিস সরকার ভেনিসে আশ্রয় গ্রহণকারী Vladika এবং অন্যান্য মন্টিনিগ্রিয়ের ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করে। ইহার ফলে ১৭১৪ সালের ৯ ডিসেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং পরবর্তী গ্রীষ্মকালে দুই মাসের মধ্যে (জুন-জুলাই) সিলাহ্দারের নেতৃত্বে একটি তুর্কী বাহিনী সুলত'ানের এক নৌবাহিনীর সহযোগিতায় তেমন কোন প্রবল যুদ্ধ ছাড়াই সমস্ত প্রদেশ আবার জয় করিয়া নেয়। অপরদিকে এই নৌবাহিনী Tenos, Aegina, Cerigo এবং Santa Maura দ্বীপসমূহ অধিকার করিয়া লয় এবং তখন পর্যন্ত ভেনিস শাসনাধীন Suda Spinalonga (ক্রীটের অন্তর্গত)-কে পরাভূত করে।

তুর্কী বাহিনীর এইসব সফলতা দর্শনে এবং Corfu ও ভেনিস শাসনাধীন Dalmatia-র অঞ্চলগুলি সুলতানের শাসনাধীন হইয়া পড়ার আশংকায় অস্ট্রিয়া ভীত হইয়া পড়ে। অতএব ১৮১৬ সালে এপ্রিল মাসে সম্রাট ষষ্ঠ চার্লস ভেনিসের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার একটি চুক্তি করেন এবং জুন মাসে একটি চরম পত্র দিয়া তুরস্ক সরকারকে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে উত্তেজিত করেন। Corfu-র উপর কাপুদান পাশার একটি ব্যর্থ হামলার মাধ্যমে এই যুদ্ধ শুরু হয়। ইহার পর আগস্ট মাসে Savoy-র শাসক Eugene-র হাতে Peter Wardein-এর সন্নিকটে স্বয়ং সিলাহদার পাশার নেতৃত্বাধীন একটি বিরাট তুর্কী বাহিনী পরাজিত হয় এবং সিলাহ্'দার পাশা যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে আহত হন (ইহার পর হইতেই ইতিহাসে তাঁহার নাম শাহীদ আলী পাশা লেখা শুরু হয়)। Eugene ইহার পর Temesvar জয় করেন এবং শরৎকালে বানাত ও ক্ষুদ্র Wallachia অধিকার করেন। পরে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি বেলগ্রেড অবরোধ করেন। এখানে তিনি ১৬ আগস্ট অবরোধ বিনষ্ট করার জন্য প্রেরিত এক উৎকৃষ্ট তুর্কী বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করেন। তিন দিন পর দুর্গস্থিত বেলগ্রেডের বাহিনী অস্ত্র ত্যাগ করে। ইহার পর অস্ট্রিয়ার সৈন্যদল বোস্‌নিয়া অধিকারে ব্যর্থ হইলেও কোন গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধই সংঘটিত হয় নাই। তুরস্ক সরকার শীঘ্রই একটি সামরিক চুক্তির প্রস্তাব দেয় এবং পরিশেষে ১৭১৮ সালের ২১ জুলাই passarovita (pasarofca, pazarevac) নামক স্থানে যথারীতি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্ক সরকার বেলগ্রেডের নিকটবর্তী অঞ্চল বানাত ও ক্ষুদ্র Wallachia অস্ট্রিয়াকে ছাড়িয়া দেয়। অপর দিকে ভেনিস, Morea এবং আক্'রীতিশের বন্দরসমূহ এবং Tenos ও Hercegovina-র দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল তুরস্ক সরকারকে ছাড়িয়া দেয়। ইহার পরিবর্তে Cerigo এবং আলবেনিয়া ও Dalmatia-তে ভেনিস কর্তৃক বিজিত সুরক্ষিত অঞ্চলসমূহ ভেনিসকে প্রদান করা হয়। দুই দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্যিক চুক্তিও সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির ফলে অস্ট্রিয়া ও ভেনিসের ব্যবসায়িগণ অনেক নূতন সুযোগ-সুবিধা লাভ করে।

যে প্রধান উযীরের চেষ্টায় এই চুক্তি সম্পাদিত হয়, তিনিও তৃতীয় আহমাদের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহার নাম নিউশেহিরলী ইব্রাহীম পাশা (দ্র.)। তিনি সুলত'ানের ত্রয়োদশী কন্যা ফাতিমা সুলত'নকে বিবাহ করিয়া জামাতারূপে পরিগণিত হন। এই ফাতিমা সুলত'ান ইতিপূর্বে সিলাহ্'দার আলীর বাগদত্তা ছিলেন। পরবর্তী দ্বাদশ বর্ষ, যাহা সমাপ্তিতে তৃতীয় আহমাদের শাসনামলের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়, প্রধান উযীর রাজদরবারের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। সুলতান আহমাদ ছিলেন প্রকৃতিগতভাবে আমোদপ্রিয় ও শিল্পানুরাগী। তিনি তাহারই সমরুচিসম্পন্ন ইব্রাহীম পাশার সাহায্যে আমোদ-প্রমোদ ও শিল্পকর্মের চর্চায় মগ্ন হইয়া পড়েন এবং তুর্কী সমাজের জন্য নূতন সব ফ্যাশন প্রবর্তন করেন, যুদ্ধপ্রিয় সিলাহ্দার উযীর থাকাকালীন যাহার অবকাশ ছিল না। সতের শতকে ক্রমে ক্রমে Dewshirme (দ্র.) প্রথা বর্জন করার ফল এই দাঁড়ায় যে, এখন হইতে স্বাধীন মুসলিমগণ বড় বড় সরকারী পদ পাইতে থাকেন এবং প্রভাবশালীদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য চর্চার আগ্রহ সৃষ্টি হইতে থাকে। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতা হ্রাস পাইতে থাকে। ইহা ছাড়া Phanar (ইস্তাম্বুলের একটি এলাকা) অঞ্চলে গ্রীক অধিবাসিগণ শহুরে সমাজে প্রথম হইতেই বিশেষ প্রভাব অর্জন করিয়াছিল এবং সমসাময়িক পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সহিতও তাহারা পরিচিত ছিল।

ফল এই দাঁড়ায় যে, passarovitz-এর চুক্তির বার বৎসরের মধ্যেই কবিতা, সঙ্গীত ও স্থাপত্য রুচিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং য়ুরোপীয় দৃষ্টান্ত হইতে উপকৃত হওয়ার এক নূতন অনুরাগের জন্ম হয়। এই সংক্ষিপ্ত কালটি Lale dewri (টিউলিপ যুগ) নামে পরিচিত; কেননা কয়েক বৎসর ধরিয়া এই ফলের চাষ একটি বাতিকে পরিণত হইয়াছিল। এই সময়কার (সেকুলার) ভাবধারার দৃষ্টান্ত কবি নাদীমের (দ্র.) একটি পংক্তি, "হাস, খেলা কর এবং এই জগতকে উপভোগ কর।" এই সময়ে মসজিদ ও জাঁকাল সমাধি নির্মাণের তুলনায় বাগ-বাগিচা ও ইমারত অধিক পরিমাণে নির্মিত হয় এবং পাশ্চাত্য নমুনা অনুযায়ী এই সমস্ত নির্মিত হইত। চতুর্দশ লুই-এর দরবারে প্রেরিত একজন রাজদূতকে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তিনি যেন ফরাসী প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়ন করেন এবং তুর্কীদের জন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলি উপযোগী হইতে পারে সেইগুলির বিবরণ পাঠান। ১৭২৪ খৃ. তাঁহার পুত্র সাঈদ মুহ'াম্মাদ আফেন্দী ইস্তাম্বুলে প্রথম ছাপাখানা স্থাপনের ব্যাপারে মুতাফাররিক'াকে সাহায্য করেন। তুরস্ক সরকার তুর্কী বাহিনীকে পাশ্চাত্য রীতিতে সংগঠিত করার নিয়ম উদ্ভাবনের জন্য একজন ফরাসী প্রকৌশলীকে আহ্বান করেন এবং একজন ফরাসী নও মুসলিম ফায়ার সার্ভিস বিভাগের পুনর্গঠন করেন। সামরিক পুনর্গঠনের কোন পন্থা উদ্ভাবিত না হইলেও নৌ-বিভাগটিকে সম্পূর্ণ ঢালিয়া সাজান হয় এবং সর্বপ্রথম ত্রিতলবিশিষ্ট যুদ্ধ-জাহাজ নির্মিত হয়। এদিকে কিছু সংখ্যক আলিম একত্র হইয়া 'আরবী-ফারসী গ্রন্থাবলী তরজমার জন্য একটি সমিতি গড়িয়া তুলেন। ইক'দুল-জুমান ফী তারীখি আহলিয-যামান, তারীখ রাওদ'াতু'স-সাফা ও স'াহাইফুল-আখবার ইত্যাদি গ্রন্থের তরজমা এই সময়েই করা হইয়াছিল। শিক্ষাগত কারণে বিরল হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির রফতানী নিষিদ্ধ করা হয়। রাজধানীতে কমপক্ষে পাঁচটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলতানের নিজস্ব গ্রন্থাগার আন্দেরুন-উ-হুমায়ুন কতুবখানাহ সী ছিল ইহাদের একটি। কবি নাদীমকে ইহার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। ইয্মিদ এবং কুতাহিয়ার চীনা মাটির জিনিসপত্রের কারখানা আবার চালু করা হয় এবং ইস্তাম্বুলের তাক্ফুর সারায়ি-এ তৃতীয় একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭২২ খৃ. হইতে ১৭২৪ খৃ. পর্যন্ত বায়যান্টাইনীয় দেওয়ালসমূহ ব্যাপকভাবে মেরামত হইতে থাকে এবং বেলগ্রেডের ঝরনাসমূহ হইতে রাজধানীতে পানি সরবরাহের জন্য একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়। তাহার সময়ের উল্লেযোগ্য স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে তাহার মাতার নামে Uskudar নামক স্থানে নির্মিত মসজিদ এবং তোপকাপী সরায়ী-এর বাব-ই হুমায়ুন- এর বাহিরে নির্মিত ফোয়ারা (ceshme, চশমা) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজেই ইহার তারিখ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, "বিসমিল্লাহ বলিয়া খোল, পানি পান কর এবং আহমাদ খানকে দুআ কর" (১৬১১ হি.)।

ইবরাহীম পাশা যুদ্ধ হইতে দূরে থাকিবার নীতি অনুসরণ করেন। তাহা সত্ত্বেও টিউলিপ যুগে 'উছমানী সাম্রাজ্য পশ্চিম ইরানের বড় বড় অঞ্চলে সাময়িকভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। সাফাবীদের পতন এবং তাহাদের রাজ্যসমূহের উপর আফগানদের হামলার ফলে ১১৩৫/১৭২২-২৩ সালে ইসফাহান আফগানদের হস্তগত হইলে সারা দেশে অরাজকতা দেখা দেয়। ইহাতে রাশিয়া ও তুরস্ক উভয়েই প্রলুব্ধ হইয়া উঠে। ১১৩৫/১৭২২-২৩ সালে তুর্কী বাহিনী তিফলীস অধিকার করে। একই বৎসর রাশিয়া দারবান্দ এবং বাকু অধিকার করে। ১৭২৪ খৃ. তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার উপক্রম হয় এবং কিছুকাল উত্তেজনার মধ্যে কাটাইবার পর তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে আবার একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির শর্তানুসারে নির্ধারিত হয় যে, দারবান্দ, বাকু এবং গীলান Pete-এর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং জর্জিয়া, এরিওয়ান, শীরওয়ান,আযারবায়জান ও আরদাবীল হামাদানের সীমারেখার পশ্চিমে অবস্থিত সকল ইরানী অঞ্চল তুর্কীদের শাসনাধীন থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে তুর্কী বাহিনী এই বিস্তৃত অঞ্চল দখল করিয়া লয় এবং তুরস্ক সরকার অধিকৃক অঞ্চলগুলিকে দশটি নূতন ইয়ালেত-এ ভাগ করে। কিন্তু ১৭২৫ সালের এপ্রিল মাসে আশরাফ আফগান নিজেকে শাহ বলিয়া ঘোষণা করার পর এই সমস্ত বিজিত অঞ্চল ছাড়িয়া দেওয়ার দাবি করেন; কিন্তু তুরস্ক সরকার এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে। পরিণামে আশরাফ আফগান ১৭২৬ সালের নভেম্বর মাসে ইরানে তুর্কী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আহ'মাদ পাশাকে পরাজিত করেন; কিন্তু এক বৎসর পর আশরাফ সন্ধি করিতে বাধ্য হন এবং সকল বিজিত অঞ্চলে সুলতানের অধিকার স্বীকৃত হয়। এই সময় হইতে ১৭৩০ খৃ. পর্যন্ত ঐ সমস্ত অঞ্চল 'উছ'মানী সাম্রাজ্যের অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু ১৭২৯ খৃ. আশরাফ ভাবী নাদির শাহ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হন। পর বৎসর নাদির শাহ তুর্কী বাহিনীকে পরাজিত করেন এবং তাহাদেরকে সমস্ত বিজিত অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন।

ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, ইস্তাম্বুলের জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এই বিদ্রোহ দমনে ইব্রাহীম ও সুলত'ান ইতস্তত করিতে লাগিলেন। ফলে অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যায়। রাজধানীর জনসাধারণ প্রথম দিকে ইরানী বিজয় সমর্থন করে নাই। এইবার তাহারা তাহাদের ক্ষতিতে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। ইব্রাহীম পাশা নূতন যুদ্ধ এড়াইবার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনমতের চাপে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া স্বীয় ক্ষমতা রক্ষার জন্য অনুসৃত তাঁহার স্বজনপ্রীতি এবং অর্থনীতির জন্য প্রথম হইতেই তিনি জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। দরবারে ফিরিঙ্গী রীতিনীতির প্রবর্তন রক্ষণশীলরা পসন্দ করিতেন না। দরিদ্র লোকেরাও এইজন্য ক্ষুব্ধ ছিল। অপরদিকে সামরিক সংস্কারের ফলে জেনিসারী বাহিনীর মনে নানারূপ সংশয়ের সৃষ্টি হয়। এই বিদ্রোহের হোতা ছিলেন আলবেনিয়ার অধিবাসী রাফীক নামক একজন জেনিসারী। ইতিপূর্বে তিনি ছিলেন lewend (অনিয়মিত এক নৌ-সিপাহী)। এই কারণে (তু. বাহরিয়্যা) তিনি পেট্রোনা (Vice-admiral) খালীল নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি সরকারের প্রতি বিরূপ দুইজন 'আলিম এবং অনেক জেনিসারী অফিসারের সম্মতিক্রমে কাজ করিতেন। এই বিদ্রোহ ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৭৩০ সালে শুরু হয় এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আংশিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত কয়েক হাজার লোকের একটি বিরাট বাহিনী আত-মারদান-এ আসিয়া জমায়েত হয়। এই সময় সুলতান আহ'মাদ এবং ইব্রাহীম পাশা উভয়েই উস্কুদার নামক স্থানে তাঁবুতে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহ সম্পর্কে অবহিত হইয়া তাঁহারা সেই রাতেই প্রাসাদে ফিরিয়া আসেন। বিদ্রোহীদের সঙ্গে ব্যর্থ আলোচনায় দুই দিন অতিবাহিত হয়। তাহাদের দাবি ছিল—প্রধান উযীর ছাড়াও শায়খুল-ইসলাম, কাপুদান পাশা, কাহ্য়া-বে ও অন্যদের তাহাদের হাতে অর্পণ করা হউক। পরিশেষে ৩০ সেপ্টেম্বর রাতে সুলতান সৈন্যবাহিনীর কাহাকেও তাঁহার সাহায্যে না দেখিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, তিনি তাহার প্রিয়পাত্রকে কুরবান করিয়া দিবেন। পরদিন সকালে তাঁহার মৃতদেহের সাথে কাপুদান পাশা এবং কাহয়ার মৃতদেহ তাহাদের নিকট উপস্থিত করা হইল। আহ'মাদ

নিজের এবং তাহার পুত্রদের জীবন রক্ষার শর্তে সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে রাযী হইলেন। অতঃপর ১৮ রাবীউ'ল আওয়াল, ১১৪৩/১ অক্টোবর , ১৭৩০ সালে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র প্রথম মাহ্‌মূদ (দ্র.) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। অবসর অবস্থায় আহ্‌মাদ ১১৪৯/১৭৩৬ সালে ইনতিকাল করেন।

তৃতীয় আহ্‌মাদ স্বাস্থ্যবান ও সুদর্শন পুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন দক্ষ হস্তলিপিকার, লেখক ও কবি। সাধারণত নম্র স্বভাবের হইলেও কাহারও প্রতি কখনও ক্রুদ্ধ হইলে তিনি তাহার সঙ্গে নির্মম আচরণ করিতেন। যুদ্ধে তাঁহার আগ্রহ ছিল না। কারণ যুদ্ধে অজস্র অর্থ ব্যয় হয়, পরন্তু তাঁহার সম্পদ-লালসা ছিল অপরিসীম; তিনি অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় মগ্ন ছিলেন। তাঁহার আমোদ-প্রমোদ এবং জাঁকজমকের নেশা ছিল। তাঁহার উপরিউক্ত প্রবণতার বিরোধী ছিলেন দামাদ ইব্‌রাহীম পাশা, যিনি তাঁহার অর্থ-লালসা, ব্যয়বাহুল্য দুই-ই মিটাইতেন রাজস্ব বাড়াইয়া এবং অন্যত্র সরকারী ব্যয় হ্রাস করিয়া। এই উদ্দেশে তিনি এমন সব নীতি অনুসরণ করেন যাহা তাঁহার জনপ্রিয়তাকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। আহমাদ তাঁহার হেরেমের প্রতি খুবই আসক্ত ছিলেন। তাহার প্রতি মনোযোগ ছিল গভীর। কিন্তু তাঁহার পূর্ববর্তী শাসকদের ন্যায় হেরেমের সদস্যদেরকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোনরূপ প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দেন নাই। তাঁহার সন্তান-সন্ততিদের সংখ্যা একত্রিশের কম ছিল না। এইজন্য তাঁহার শাসনকাল পুত্রদের খাত্না এবং কন্যাদের বিবাহ উপলক্ষে ঘন ঘন উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য বিশিষ্ট ছিল।

এইসব উৎসব তাঁহার শাসনামলকে আমোদ-প্রমোদে প্রাণচাঞ্চল্যে মুখর করিয়া তোলে। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে মুসতাফা তৃতীয়, উছ্‌মানের পরে বাদশাহ হইয়াছিলেন।

তাঁহার শাসনকালের ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখ-যোগ্য ঃ ১১১৭/১৭০৫ সালে বস্‌রার আশেপাশে মুনতাফিক (দ্র.) আরবদের বিদ্রোহ, উক্ত এলাকায় ১৭২৭-১৭২৮ সালের দিকে অপর একটি আরব বিদ্রোহ দমন, তাঁহার শাসনের শুরুতে কৃষ্ণ সাগরের সীমান্তবর্তী ককেশাসের বিভিন্ন অঞ্চলে তুর্কী সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, ১৭০৮ খৃ. আলজিরীয় বাহিনী কর্তৃক স্পেনের নিকট হইতে ওয়াহরান (Oran) অঞ্চল জয়, খৃস্টানদের প্রচারের ফলে আরমেনীয় মিল্লাতে ক্রমাগত বিশৃঙ্খলা (বিশেষত ১৭০৬-১৭০৭ এবং ১৭২৭-১৭২৮ সালে) এবং মিসরের দুইটি অভ্যুত্থান (১৭১২-১৭১৩ এবং ১৭২৭-১৭২৮ খৃ.)। ক্রিমিয়ার কয়েকজন খান সেই সময়কার ঘটনাবলীতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন, বিশেষ করিয়া রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে খান দেওলেত গিরায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্দশ চার্লসকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধের সময় হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা রক্ষায় চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হইয়া ট্রানসিলবেনিয়ার যুবরাজ Francis Rakoczy একটি সাহায্য প্রস্তাব করিলে তুরস্ক সরকার তাহা গ্রহণ করে। কিন্তু ইস্তাম্বুলে তাঁহার পৌঁছার বিলম্বের কারণে তুরস্ক সরকার যুবরাজের সাহায্য প্রস্তাবকে কাজে লাগাইতে পারেন নাই। পরিশেষে Pruth অভিযানে Cantemir-Wallachia-র তদীয় সঙ্গী যুবরাজের প্রতারণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৭১৩ খৃস্টাব্দের পর হইতে ফানারী গ্রীকগণ ঐ সকল অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত হইতে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহ্‌াম্মাদ রাশিদ, তারীখ, কুচুক চেলেবী যাদাহ ইসমা'ঈল আসি'ম কর্তৃক রচনার কাজ চলিতে থাকে, ইস্তাম্বুল ১১৫৩ হি., ২, ৩ ও ৪ খ.; (২) সা'রী মুহ্‌াম্মাদ পাশা, নাস'ইহু'ল ওয়াযারা ওয়াল-'উমারা, (সম্পা. ও অনু. W. L. Wright, Ottoman Statecraft, Princeton ১৯৩৫খৃ.); (৩) সায়্যিদ মুস্'তাফা, নাতাইজু'ল-উকূ'আত, ইস্তাম্বুল ১৩২৭ হি., ৩খ, ১৯-৩২, ৭০-৭১; (৪) আহ্‌মাদ ওয়াফীক, ফাদ্‌লাকায়ি তারীখ-ই 'উছ্‌মানী, ইস্তাম্বুল ১২৮৬ হি., পৃ. ২২১-২৩৬ ; (৫) আহ্‌মাদ রাফীক, On ikinci asri hicride Osmanli hayati, ইস্তাম্বুল ১৯৩০ খৃ., বিশেষ দলীলাদি, ৬৩, ৬৮, ৮১, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯৮, ১২১-১২৪, ১২৮, ১২৯, ১৫৩; (৬) ঐ লেখক, লালা দেউরী, ইস্তাম্বুল ১৯৩২ খৃ.; (৭) মুহ্‌াম্মাদ ছু'রায়্যা, সিজিল্লি 'উছ্‌মানী, ১খ, ১৬-১৭, ১২৪, ৩খ, ৫২৬, ৫২৮-৫২৯, ৪খ, ৫৬৮-৫৬৯; (৮) মুহ্‌াম্মাদ ত'ালিব শাহীদ 'আলী পাশা, TOEM, ১খ, ১৩৭; (৯) A. N. Kurat, Isvec Kirali XII Karlin Turkiyede etc. ইস্তাম্বুল ১৯৪৩ খৃ.; (১০) ঐ লেখক, Prut Seferi ve Barisi, ইস্তাম্বুল ১৯৫১ খৃ.; (১১) E. Z. Karal.এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (তুর্কী, আলোচ্য নিবন্ধ (দ্র.); (১২) Lady Mary Wortley-Montagu, Letters, লন্ডন ১৮৩৭ খৃ., ১খ., ৩৩৪, ২খ, ১৪৯;(১৩) Hammer-Purgstall, প্রথম সংস্করণ, ৭খ., ৮৭-৩৯০; (১৪) Zinkeisen, ৫খ., ৪১৮-৬৩৮; (১৫) N. Jorga, Gesch. d. Ott. Reiches, gotha ১৯১১ খৃ., ৪খ., ২৭৫-৪১২; (১৬) A. Vandal, Une Ambassade Francaise en Orient sous Louis XV, প্যারিস ১৮৮৭ খৃ.; (১৭) M. L. Shay, The Ottoman Empire from 1720 to 1724, Urbana ১৯৪৪ খৃ.; (১৮) B. H. Sumner, Peter the Great and the Ottoman Empire, Oxford ১৯৪৯ খৃ., Passarovitz-এর চুক্তি সম্পর্কিত; (১৯) V. Bianchi, Istorica relazione della Pace di Posaroviz, Padua 1719; (২০) G. Nouradoungian, Recueil d'actes internationaux de Lempire Ottomn, প্যারিস ১৮৯৭ খৃ., ১খ, ৬১-৬২, ২১৬-২২০; (২১) D.M. Pavlovix, Pozerevacki mir, (1718 g), Letopis matice srpske, Novi Sad,1901 খৃ., সংখ্যা ২০৭, পৃ. ২৬-৪৭, সংখ্যা ২০৮, পৃ. ৪৫-৮০ প.; (২২) Fr. von Kraelitz, Bericht uber den Zug des gross-botschafters Ibrahim Pascha nach Wien im Jahre 1719, SBAK, Wien ১৯০৮ খৃ. (তুর্কী পাঠ ও এ. রাফীক কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, TOEM, ১৩৩২/১৯১৬, পৃ. ২১১ প.)। পেট্রোনা খালীল-এর বিদ্রোহের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বরাত আবদী আফেন্দীর ইতিহাস; (২৩) এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (তুর্কী), আলোচ্য নিবন্ধ নাহীদ মিররী ঃ ১২ শাল তারীখী, অনু., Votaire, ইস্তাম্বুল ১৯৪০ খৃ. এবং Kurt: ইসবিচ কারানী, ১২ কারলাক হায়াতী ওয়া ফাআলীতী, ইস্তাম্বুল ১৯৪০ খৃ.।

H. Bowen (E.I.[2]) /এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভুঞা

আহ্‌মাদ আমীন (احمد امين)ঃ মিসরীয় বিদ্বান ও লেখক, জন্ম কায়রোতে ২ মুহ'াররাম, ১৩০৪/১ অক্টোবর, ১৮৮৬, মৃত্যু ৩০ রামাদান, ১৩৭৩/৩০ মে, ১৯৫৪। আল-আযহার ও ইসলামী আইন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পর তিনি স্থানীয় আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করেন এবং ১৯২৬ খৃ. মিসরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়)

নিয়োগ লাভ করেন। সেখানে ১৯৩৬ হইতে ১৯৪৬ খৃ. পর্যন্ত তিনি 'আরবী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৪৭ খৃ. তিনি 'আরব লীগের সাংস্কৃতিক বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত হন। আহমাদ আমীন লাজনাতুত-তালীফ ওয়াত-তারজামা ওয়ান-নাশ্‌র (রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশনা পরিষদ)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অত্যন্ত সক্রিয় সদস্য ছিলেন (দ্র. U. Rizzitano, দ্র. OM, 1940, 31-8)। উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি বহু সংখ্যক প্রাচীন আরবী গ্রন্থ ও সাহিত্যের ইতিহাসের সাধারণ গ্রন্থ (অন্যদের সহযোগিতায়) সম্পাদনা ও প্রণয়ন করেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বপূর্ণ রচনা ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর সমাপ্তিকাল পর্যন্ত তিন ভাগে বিভক্ত, ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসঃ ফাজরু'ল-ইসলাম, ১ম সংস্করণ, কায়রো ১৯২৮ খৃ.; দু'হা'ল-ইসলাম, ১ম সংস্করণ, কায়রো ১৯৩৩-৩৬ খৃ., জুহ্‌রু'ল-ইসলাম, কায়রো ১৯৪৫-৫৩ খৃ.। 'আরব ও মুসলিম ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সমালোচনামূলক পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রথম ব্যাপক প্রয়াস হিসাবে ইহা একটি বিশিষ্ট রচনা। ১৯৩৩ খৃ. হইতে তিনি সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা আর-রিসালার সহিত সংযুক্ত ছিলেন এবং ১৯৩৯ খৃ. হইতে অনুরূপ একটি পত্রিকা আছ্‌-ছাকাফা সম্পাদনা করেন। এই সকল পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার সাহিত্য, সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ের প্রবন্ধাবলী পরবর্তী কালে সংগৃহীত ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (ফায়দুল-খাতির, ৮ খণ্ড, কায়রো ১৯৩৭ খৃ.)। তাঁহার অন্যান্য বহু গ্রন্থের মধ্যে মিসরীয় লোকগাথার অভিধান (কামূসুল-আদাত ওয়া তাকালীদ ওয়া তা'আবীরু'ল মিসরিয়্যা, কায়রো ১৯৫৩ খৃ.) ও স্বীয় আত্মজীবনী হায়াতী (কায়রো ১৯৫০ খৃ.) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত্মজীবনী (ঐ, A. J. M. Craig কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত, প্রকাশিতব্য); (২) U. Rizzitano, in OM, 1955, পৃ. ৭৬-৮৯ ; (৩) Brockelmann, S III, 305।

H. A. R. Gibb (E.I.[2]) /মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান

আহমাদ আলী, মাওলানা (مولانا احمد على) ঃ জ. ২১ জানুয়ারী, ১৮৯৮, যশোর জেলার কোতওয়ালী থানার এনায়েতপুর গ্রামে। পিতা মাওলানা আবু আহমাদ আবিদ আলী একজন কামিল বুযুর্গ হিসাবে খ্যাত ছিলেন।

আহমাদ আলী তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা যশোর জেলা স্কুলে লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত ডানপিটে ও একরোখা ছিলেন, এক স্থানে অধিক কাল থাকিতে পারিতেন না। ৯ম শ্রেণী পাস করিবার পর কলিকাতা চলিয়া যান। তথায় তিনি এক ইংরেজী সাহেবের নিকট নকল নবীশীর চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি একজন ভাল শিল্পীও ছিলেন। পিতা বেশ কিছু দিন পুত্রের সন্ধান না পাইয়া কলিকাতা গমন করেন এবং অনেক অনুসন্ধানের পর উক্ত ইংরেজের হাত হইতে পুত্রকে উদ্ধার করেন। মাওলানা আবিদ আলী পুত্রকে লইয়া ফুরফুরার প্রখ্যাত কামিল পীর আবু বাকর সিদ্দীকী (র)-র নিকট উপস্থিত হন এবং পুত্রের অবস্থার কথা ব্যক্ত করেন। পীর সাহেব বালক আহমাদ আলীকে কিছু উপদেশ দিয়া চাকুরী ত্যাগ করিতে বলেন। পীর সাহেবের দুআয় আহমাদ আলীর মনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করেন। পীর সাহেবের গৃহে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব সমকালের প্রখ্যাত আলিম ও বাগ্মী মাওলানা রূহুল আমীন-এর উপর ন্যস্ত হয়। পীর সাহেব নিজেও তাঁহাকে দীনী ইল্‌ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে সবক প্রদান করিতে থাকেন। পীর সাহেব তাঁহাকে বিভিন্ন ওয়াজ মাহ্‌ফিলে সঙ্গে রাখিতেন। এইভাবে আহমাদ আলী স্বীয় প্রতিভাবলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন ব্যতিরেকেই কেবলমাত্র উলামা ও মাশাইখের সান্নিধ্য লাভের মাধ্যমে অল্প দিনের মধ্যেই 'আরবী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করিতে সক্ষম হন। তিনি এইভাবে কুরআন, হাদীছ ও ফিক্‌হশাস্ত্রের যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করত অচিরেই একজন প্রখ্যাত বাগ্মী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি সুঠাম দেহ ও উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। মাইক ব্যতিরেকেই হাজার হাজার শ্রোতার সমাবেশে বক্তৃতা করিতেন, অথচ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে কিংবা বুঝিতে কোন অসুবিধা হইত না। সমগ্র বাংলাদেশে, বিশেষ করিয়া উত্তর বঙ্গের জেলাসমূহে তিনি সফর করিতেন এবং বহু সভা-সমিতিতে বক্তৃতা ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতেন।

তিনি কেবল একজন খ্যাতনামা আলিম ও বাগ্মীই ছিলেন না, বরং একাধারে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক এবং রাজনীতিবিদ হিসাবেও যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। দীর্ঘদিন যাবত শরীয়তে ইসলাম নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে কিছু পুস্তক প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে ইকামাত-ই সুন্নাত ও বিদ'আত খণ্ডন, সূরা ইয়াসীন-এর তাফ্‌সীর, দীন-দুনিয়ার শান্তি, ফত্‌ওয়া-ই ইসলামিয়া, ইরশাদে সিদ্দীকিয়া, কারামাত-ই আওলিয়া, বার বাজার পুরাতত্ত্ব এবং নামায শিক্ষা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মরহূম মাওলানা আহ্‌মাদ আলী তৎকালীন ভারত-বিভাগ আন্দোলনে মুসলিম লীগকে সমর্থন করেন এবং উহাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৭ খৃ. অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে তিনি মুসলিম লীগের তরফ হইতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭-৪৫ পর্যন্ত আইন পরিষদের সদস্য থাকাকালে বলিষ্ঠ ভূমিকার দরুন তিনি 'খান বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। পরিষদের সদস্য হিসাবে মরহুমের কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত সোচ্চার। জাতীয় স্বার্থ রক্ষা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ব্যাপারে তাঁহার ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে পরিষদে ইসলামী উম্মার আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে বহু প্রস্তাব পেশ করেন।

পরিষদে মারহুম মাওলানা একজন প্রভাবশালী সদস্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রধান মন্ত্রী থাকাকালে একবার মারহুম মওলানার বাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন এবং রাজনৈতিক মত বিনিময় করেন। খাজা নাজিমুদ্দীনও মাওলানার জীর্ণ কুটিরে আগমন করিয়াছিলেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মাওলানা তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটাইয়া সমাজ সংস্কারমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মাওলানা ১৯৫৮ সালে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া যশোর সদর হাসপাতালে ১৯৫৯ সনের ১৮ জানুয়ারী ৬১ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইসলাম গনী, যশোরের মুসলিম মনীষী, পাণ্ডুলিপি, মাদ্‌রাসা-ই আলীয়া ঢাকা গ্রন্থাগার।

মুহম্মদ ইসলাম গনী

আহমাদ আলী, মাওলানা (مولانا احمد على) ঃ ১৮৮৬-১৮৬২ জ. জালালাবাদ (জেলা গুজরানওয়ালা) প্রতিভাবান ধর্মীয় 'আলিম ও তাফ্‌সীর বিশারদ। তিনি মাওলানা আবদুল-হাক্ক ও মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর নিকট ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। মাওলানা সিন্দী তাঁহাকে আপন স্থলাভিষিক্ত করেন। মাওলানা আহমাদ 'আলী শিরওয়ানওয়ালায়

বসতি স্থাপন করেন এবং মসজিদ লাইন, সুবহান খান নামক স্থানে কু'রআন শিক্ষা দান আরম্ভ করেন (১৯১৭ খৃ.)। কিছুকাল পর দেশে ফিরিয়া আসেন এবং পুনরায় শিক্ষকতা কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আনজুমান-ই খুদদামুদ-দীন (১৯২২ খৃ.) ও মাদ্রাসা-ই ক'াসিমুল 'উলুম (১৯২৪ খৃ.)-এর প্রতিষ্ঠাতা। পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের প্রায় চারি-পাঁচ হাজার 'আলিম তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার লিখিত বিস্তৃত তাফসীর-ই কুরআন নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত। শিক্ষকতা ও ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আযাদী আন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এই ব্যাপারে তাঁহাকে সাতবার কারাবরণ করিতে হয়। তিনি লাহোরে ইতিকাল করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬৭

আহমাদ 'আলী রাযী (দ্র. আর-রাযী)

আহমাদ আলী লাহোরী, মাওলানা (احمد على لاهورى- مولانا) ঃ ১৩০৪ হিজরী সালে পাকিস্তানের গুজরানওয়ালা জেলার জালালী নামক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। পাক-ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি শায়খুত তাফসীর নামে সমধিক খ্যাত। তাহার পিতার নাম শায়খ হাবিবুল্লাহ। মায়ের স্নেহ ছায়ায় তাঁহার পবিত্র কুরআন পাঠের সূচনা হয়। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত তিনি স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। অতঃপর ইলমে দীন হাসিলের উদ্দেশে তিনি মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর সমভিব্যাহারে সিন্ধু প্রদেশের সুক্কুর জেলার আমরোট শরীফ চলিয়া যান। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ বিখ্যাত সূফী সাধক শায়খ তাজ মাহমুদ (র)-এর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য তখন আমরোট শরীফে গমনাগমন করিত। আমরোট শরীফে সেই সময় কোন দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর নিকট মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী আরবী, ফার্সী, নাহু, সরফ, মানতিকের প্রয়োজনীয় কিতাবের পাঠ সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি হায়দরাবাদের গোড় পীর ঝাণ্ডায় অবস্থিত মাদরাসা দারুল ইরশাদে ভর্তি হইয়া ধারাবাহিকভাবে ছয় বৎসরে উচ্চতর কিতাবসমূহ অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। হিজরী ১৩৮৭ সালে তাহাকে মাদরাসার পক্ষ হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ ও পাগড়ী প্রদান করা হয়। দারুল ইরশাদ মাদরাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর কর্মজীবনের সূচনা। ইহাতে তিনি মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর পৃষ্ঠপোকষকতায় তিন বৎসর শিক্ষকতার খিদমত আঞ্জাম দিয়া নওয়াব শাহ-তে অবস্থিত মাদরাসা আরাবিয়াতে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী কর্তৃক দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত মাদরসা নাযারাতুল মাআরিফে প্রধান পরিচালক হিসাবে যোগ দেন। ইহাতে তিনি নিয়মিত পবিত্র কুরআনের দরস দিতেন। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি স্থানীয় মিশন কলেজের ছাত্রগণ দারসে যোগ দিতেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পবিত্র কু'রআনের দারস দেওয়ার সময় মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর নেতৃত্বে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে জড়িত থাকিবার অভিযোগে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয় এবং মাদরাসা নাযারাতুল মাআরিফ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে পর্যায়ক্রমে দিল্লী, সিমলা, লাহোর ও জলন্ধর কারাগারে বন্দী করিয়া রাখে। বেশ কয়েক বৎসর বন্দী রাখিবার পর বৃটিশ সরকার তাঁহাকে যামিনে মুক্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এই শর্তে যে, তাহাকে স্থায়ীভাবে লাহোরে থাকিতে হইবে, দিল্লী অথবা সিন্ধুতে প্রত্যাবর্তন করিতে দেওয়া হইবে না। বাধ্য হইয়া তিনি লাহোরকে বাছিয়া লইলেন এবং শিরীনওয়ালা গেট মহল্লায় বসবাস করিতে লাগিলেন। মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (র) যেখানে যাইতেন সেখানে জনসাধারণকে কুরআনের তাফসীর শিক্ষা দিতেন। এমনকি কারাগারেও এই দায়িত্ব পালনে তিনি ভুল করেন নাই। শিরীনওয়ালা গেট মহল্লার পুলিস লাইন মসজিদে তিনি তাফসীরুল কুরআনের দরস শুরু করেন। শিরীনওয়ালা গেট ছিল তখন ডাকাত ও তস্করদের নিরাপদ আস্তানা। মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (র) কর্তৃক পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের আলোকে পুরা এলাকার জনগণের নৈতিক চরিত্র সংশোধিত হয় এবং তাহারা সৎ ও পবিত্র জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়। দূর-দূরান্ত হইতে সর্বস্তরের মানুষ তাফসীর শোনার জন্য তাঁহার দারসে হাযির হইত, বিশেষ করিয়া আধুনিক ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশী। প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর সাধারণ মানুষের উদ্দেশে তিনি তাফসীর পেশ করিতেন, ইহার পর আধুনিক শিক্ষিতদের, বিশেষত কলেজের ছাত্র-শিক্ষক, সরকারী-বেসরকারী দফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে তাফসীর শিক্ষা দিতেন। তাফসীরুল কুরআনের দরসকে সুবিন্যস্ত ও সুসমন্বিত করিবার উদ্দেশে স্থানীয় জনগণের প্রচেষ্টায় 'আনজুমানে খুদ্দামুদ্দীন' নামক এক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (র) ছিলেন এই সংগঠনের সভাপতি। আন্জুমানে খুদ্দামুদ্দীন-এর ব্যবস্থাপনায় লাহোরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বার্ষিক তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হইত। তাফসীরুল কুরআন শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার উদ্দেশে তিনি স্থানীয় জনগণের সহায়তায় শিরীনওয়ালা গেট মহল্লায় কাসিমুল উলুম নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতে তিন মাস ব্যাপী বিশেষ কোর্স চালু করা হয়। ভারত ও পাকিস্তানের ছাত্র-শিক্ষকগণ, বিশেষত দারুল উলূম দেওবন্দ, মাযাহেরুল উলুম সাহারানপুর, মাদ্রাসা আমিনিয়া দিল্লী ও মাদ্রাসা শাহী মুরাদাবাদ হইতে দাওরায়ে হাদীছ সম্পন্নকারী ছাত্রগণ তাফসীরের বিশেষ কোর্সে অংশগ্রহণ করার জন্য নিয়মিত আসিত। আনজুমানে খুদ্দামুদ্দীন কোর্সে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যয়ভার বহন করিত। দীর্ঘ ২৫ বৎসর যাবত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী দারসে তাফসীরের এই খিদমত অব্যাহত রাখেন।

শৈশবকাল হইতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এক কথায় মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর স্নেহছায়ায় তিনি প্রতিপালিত, প্রশিক্ষিত ও স্বাধীনতা আন্দোলনে দীক্ষিত হন। নিজের কন্যার সহিত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর বিবাহ দিয়া মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী তাঁহাকে স্বীয় পরিবারভুক্ত করিয়া নেন। মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী সব সময় মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর বক্তৃতা, ওয়ায ও তাফসীরের দারস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। মাওলানা উবায়দুল্লা সিন্ধী আফগানিস্তানে হিজরত করিবার পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। এইভাবে ১৩ পারা পবিত্র কুরআনের তাফসীর সম্পন্ন হয় এবং পাণ্ডুলিপির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬ খণ্ডে। মুক্তি সংগ্রামের কর্মী হইবার কারণে মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীকে কারাবরণ, নিগ্রহ ভোগ ও নির্বাসনে জীবন কাটাইতে হয়। ১৯৫৩ সালে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে তিনি লাহোরে গ্রেফতার হন। কাদিয়ানী ফিতনা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তিনি সারা জীবন লড়াই করিয়া গিয়াছেন। সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণে তিনি ছিলেন আপোসহীন। মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার। তিনি সব সময় বলিতেন, হিন্দু ও শিখ

জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি ভারত উপমহাদেশে মুসলিম যুকবদেরও চিকিৎসা বিজ্ঞানে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রী লওয়া প্রয়োজন। আদালতে হিন্দু আইনজীবী ও জজ যদি কর্মরত থাকিতে পারে তাহা হইলে মুসলমানগণ কেন এই পেশায় পিছাইয়া থাকিবে? মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর লেখার হাতও ছিল চমৎকার এবং ব্যবস্ততার মধ্যেও তিনি প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে লিখিতেন। ছোট-বড় মিলাইয়া তাঁহার রচনার সংখ্যা ৩৪। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ ১১টি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হইল ঃ ১. তাফসীরুল কুরআন, ২. খুলাসাতুল মিশকাত, ৩. তাযকিরাতুর রুসুম আল-ইসলামিয়া, ৪. শাহাদাতুন নাহারীর আল হুরমাতিল-মাযামীর, ৫. ইসলাম মে নিকাহে বেওয়াগা, ৬. দারুরাতুল কুরআন, ৭. আসলী হানাফিয়াত, ৮. রাসূলুল্লাহ (স)-কে ফারমায়ে হুয়ে ওযীফে, ৯. মালে মীরাছ মে হুকমে শরীআত, ১০. তাওহীদে মাকবুল, ১১. ফটো কা শরয়ী ফায়সালা। তিনি আনজুমানে খুদ্দামুদ্দীনের পক্ষ হইতে সাপ্তাহিক খুদ্দামুদ্দীন নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন। তাঁহার আন্তরিক প্রয়াস ও মেহনতের ফলে গোটা পাকিস্তানে উক্ত পত্রিকার প্রচার সংখ্যা এক লক্ষে দাঁড়ায়।

পবিত্র কুরআন নাযিলের স্থল মক্কা ও মদীনার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। সময় পাইলে তিনি যিয়ারতের উদ্দেশে বাহির হইয়া যাইতেন। জীবনে তিনি ১৪ বার হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন করেন। মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (র)-এর ৭৬ বৎসরের জীবন অতিবাহিত হয় মূলত তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া। প্রথমত দারসে কুরআন ও হাদীছ, দ্বিতীয়ত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র)-এর শিক্ষার প্রচার ও প্রসার এবং তৃতীয়ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সহায়তা। ১৩৮১ হিজরী সালে তিনি ইনতিকাল করেন এবং লাহোরে তাঁহাকে দাফন করা হয়। লক্ষাধিক মানুষ তাঁহার নামাযে জানাযায় শরীক হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

আহমাদ আহসাঈ (احمد احسائى) ঃ শায়খ, (লিহাসাঈ দার আক·া-ই-জামাল যাদাহ, য়াগ·মা সাময়িকী, সংখ্যা ১৬২; আহ·সাঈ দারসারকার আকাই-আবুল-ক·াসিম খান, ইবরাহীমী ষষ্ঠ শায়খ, ফিহ্‌রিস্ত কুতুব শায়খ আহ·সাঈ একজন শী'ঈ 'আলিম এবং শায়খিয়া সিলসিলার প্রধান।

তাহার নাম আহ·মাদ ইব্‌ন যায়নুদদীন ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন সাকর ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন দাগার ইব্‌ন রামাদান ইব্‌ন রাশিদ ইব্‌ন দাহীম ইব্‌ন শামরূখ আলী স·াক·র আহসা·ঈ (রামাদ·ান শামরূখ, চারি পুরুষ সুন্নী ছিলেন)।

শায়খ রাজাব ১১৬৬ হিজরীতে (রাওয়াদ·াতুল জান্নাত, ৪১৬) আহসা-এর মুতাওয়াফী নামক এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে কু·রআন সমাপ্ত করেন। শায়খ-এর স্বহস্ত লিখিত জীবন বৃত্তান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি বাল্যকালে শায়খ মুহ·াম্মাদ হইতে আজাররূমিয়া এবং আওয়ামিলে জুরজানী পুস্তকদ্বয় পড়িবার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই একজন উস্তাদ ব্যতীত অন্য কোন উস্তাদের নামোল্লেখ করেন নাই। তিনি বাল্যকাল হইতেই অধ্যয়নে মনোযোগী ও গবেষণায় আগ্রহী ছিলেন। বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত আতবাতে আলিয়া যাইবার পূর্বে নিজ শহরের প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিশ বৎসর হইলে আতবাতে আলিয়া গমন করেন এবং তথায় আলিমদের পাঠচক্রে নিয়মিত উপস্থিত হইতে থাকেন, কিন্তু তথায় মহামারী রোগ বিস্তার লাভ করিলে সেখান হইতে ফিরিয়া আসেন। শায়খ হ·াজ্জী সায়্যিদ মাহ্‌দী (য়াগ·মা সাময়িকী, সংখ্যা ১৬২, ৪৪০), শায়খ জাফার ইব্‌ন শায়খ খিদি·র নাজাফী (য়াগ·মা সাময়িকী, সংখ্যা ১৬২-৪৪২), ফিহ্‌রিস্ত অনুযায়ী (পৃ. ১৮৯) শায়খ মুহাককিক, শায়খ হু·সায়ন আলী উস·ফুর, শায়খ আহ·মাদ বাহরানী, দিহ্‌সিত·নী, আকা মিরযা শাহরাস্‌তানী, আকা সায়্যিদ আলী ত·াবাত·বাঈ (রিয়াদ· প্রণেতা) এবং হ·াজ্জী কালবাযী (কিতাব ইশারাত প্রণেতা) হইতে হ·াদীছ· বর্ণনা ও হ·াদীছে·র ব্যাখ্যা দানের অনুমতি লাভ করেন। তিনি আসরী বংশের জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করেন। কিছুকাল পর তিনি বাহরায়ন গমন করেন এবং ১২১২ হিজরীতে পুনরায় আতাবাত আলিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনকালে বসরাতে অবস্থান করেন এবং সেখান হইতে যাওরাক নামক এক গ্রামে গমন করেন। ১২১৬ হিজরীতে আবার বসরায় আগমন করেন এবং বসরার অপর এক গ্রামে বসবাস করিতে থাকেন। ১২২১ হিজরীতে পুনরায় একবার আতাবাত আলিয়া যান, সেখান হইতে ইমাম রিদা (র)-এর মাযার যিয়ারতের উদ্দেশে ইরান অভিমুখে রওয়ানা হন এবং য়ায্‌দ হইয়া মাশহাদ পৌছান এবং ইমাম রিদ·ার সমাধি দর্শন করিয়া য়ায্‌দবাসীর পীড়াপীড়ির দরুন পুনরায় য়ায্‌দ গিয়া কিছুকাল তথায় অবস্থান করেন। তিনি সর্বদা স্বীয় চিন্তাধারা ও রচনাবলী এবং নবীগৃহের তথ্যাবলী সংকলন ও প্রচারে লিপ্ত থাকেন। তাহার খ্যাতি সর্বত্র, এমনকি শাহী দরবার পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছিল। কাচার বংশের দ্বিতীয় বাদশাহ ফাত্‌হ আলী শাহ তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বাদশাহর অনেক অনুরোধ- উপরোধের পর শায়খ তেহরান গমন করেন। বাদশাহ শায়খকে তেহরানে বাস করিতে বলিলে শায়খ অপারগতা প্রকাশ করেন এবং য়ায্‌দ-এর খানকাহ্‌-য় প্রত্যাগমন করিয়া শিক্ষা ও উপদেশ দানে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দুই বৎসর পর পুনরায় ইমাম রিদার মাযার যিয়ারতের উদ্দেশে গমন করেন এবং আবার য়ায্‌দ-এ ফিরিয়া আসেন। ইহার পর ইসফাহান এবং কিরমান শাহান হইয়া আতাবাত 'আলিয়া গমন করেন। ১২৩২ হিজরীতে শায়খ মক্কা গমনের ইচ্ছা করিলেও তথায় তাহার যাওয়া হয় নাই। ইহার পরও কিছুদিন আতাবাত 'আলিয়া, অতঃপর কিরমান শাহান এবং কাযবীন (যেখানে হ·াজ্জী মুল্লা মুহ·াম্মাদ ত·াকী বারগানী শায়খকে কুফুরীর অপবাদ দেন— ক·াস·াস·ুল-'উলামা এবং ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ১৯১)-এ অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি তৃতীয়বার ইমাম রিদার কবর যিয়ারত করিয়া আতাবাত আলিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি কারবালাতে কিছু কাল অবস্থানের পর অবশেষে বায়তুল্লাহিল-হ·ারাম যিয়ারতের উদ্দেশে হিজায গমন করেন। পথিমধ্যে লু-হাওয়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন এবং মদীনা মুনাওয়ারা হইতে দুই মনযিল দূরে থাকিতে ২১ যু·লক·াদা' ১২২৩ হিজরী রবিবারে ইনতিকাল করেন। তাহার কবর মদীনার জান্নাতুল- বাকী·র দেওয়ালের পশ্চাতে অবস্থিত (নুজূমুস-সামাই ফী তারাজিমি'ল- 'উলামা, সং লক্ষ্ণৌ, ১খ, ৩৬৪ এবং রাওদ·াতু'ল-জান্নাত গ্রন্থ, সং. তেহরান, পৃ. ২৬)।

শায়খ আহ·মাদ আহ·সাঈ সেই সকল মনীষীর অন্যতম, যাহারা ধর্মীয় প্রতিটি ছোট-বড় বিষয় সম্পর্কে কোন গ্রন্থ অথবা কোন পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন। তাহার পুস্তিকা সন্দেহসমূহ অপনোদনের ক্ষেত্রে সেই সকল প্রশ্নের উত্তরে লিখিত, যাহা ইসলামের মৌলিক নীতি ও বিষয় সম্পর্কে তাহার অনুসারী অথবা অপর কাহারও তরফ হইতে করা হইয়াছিল। শায়খ রচিত গ্রন্থ, পুস্তিকা এবং রচনাবলীর সংখ্যা হ·াজ্জী মুহ·াম্মাদ কারীম

হিদায়াতু'ল-তালিবীন গ্রন্থে তিন শত বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সর্বস্বীকৃত যে, উক্ত রচনাবলীর অনেকই যেহেতু প্রশ্নকারীদের উত্তর আকারে ছিল, সুতরাং দুঃখের বিষয়, উহা বিলুপ্ত হইয়াছে। সায়্যিদ কাজিম রাশতী কর্তৃক রচিত শায়খ-এর গ্রন্থসমূহের অসম্পূর্ণ তালিকায় পঁচানব্বইটি পুস্তকের উল্লেখ রহিয়াছে এবং উক্ত তালিকায় এমন সকল পুস্তকের নাম দেখা যায়, যাহার চিহ্ন পর্যন্ত বর্তমানে অবশিষ্ট নাই। হাজ্জী সায়্যিদ মাজীদ আকা ফাইকী (য়াগমা সাময়িকী, সংখ্যা ১৬২ঃ ৪৪৫)-এর লেখা মুতাবিক শায়খ-এর এক শত দশটি গ্রন্থ এখন পর্যন্ত বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে ছয়টি ছাড়া অবশিষ্ট সব কয়টি মুদ্রিত হইয়াছে। শায়খ-এর গ্রন্থসমূহ এবং রচনাবলী নয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই বিভক্তি ছাড়া বিষয়বস্তুর নির্ধারণ এবং পরিচ্ছেদের বিবরণ ফিহ্‌রিস্ত তালীকাতে শায়খ, ২খ.-এ লিপিবদ্ধ আছে, যাহা সারকার আকা-ই আবু'ল কাসিম খান ইব্‌রাহীমী রচনা করিয়াছেন এবং নিম্নরূপঃ

(১) কুতুব ওয়া রাসাইল হি·কামিয়্যা ইলাহিয়্যা ওয়া ফাদা·ল; (২) দারবায়ান ই'তিকা·দাত ও রাফই ঈরাদাত; (৩) দার বায়ান সিয়ার ও মুলুক; (৪) দার বায়ান উসূ·ল ফিক·হ; (৫) দার বায়ান কুতুব ফিক·হিয়্যা; (৬) দার তাফসীর; (৭) ফালসাফা ওয়া হি·কমাতে 'আমালী; (৮) আদাবিয়্যাত; (৯) কুতুব ওয়া রাসাইল মুতাফাররিক·া।

উক্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রায় বিরানব্বইটি জাওয়ামিউ'ল-কালিম নামে দুইটি বৃহৎ খণ্ডে ১২৭৩ এবং ১২৭৬ হিজরীতে তাবরীযে মুদ্রিত হইয়াছে। শায়খ-এর সকল রচনা 'আরবী ভাষায় রচিত।

শায়খিয়া প্রধানদের যাবতীয় রচনা, যাহা গণনাপূর্বক লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে নিম্নরূপ ঃ ৮৪৫টি পুস্তিকা, ৮২টি টীকা, ৩২ টি আইদ, ৭টি বক্তৃতা, ১৫৫২টি উপদেশ, ১৬৫৩টি পাঠ, ১৮টি চিঠি, ২টি প্রবন্ধ এবং ১৪টি ওয়ারিদাত।

শায়খিয়া প্রধানদের প্রত্যেকের রচনাবলীর পৃথক পৃথক বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ (১) শায়খ আহমাদ ১১৫টি পুস্তিকা, ৫টি বক্তৃতা, ৩৫টি টীকা এবং ১টি চিঠি; (২) হাজ্জী সায়্যিদ কাজিম, ১৬৬টি পুস্তিকা, ২টি বক্তৃতা, ৩টি টীকা এবং ১টি চিঠি; (৩) হাজ্জী মুহাম্মাদ কারীম খান, ২৪৬টি পুস্তিকা, ২২৬টি টীকা, ৯টি চিঠি, ১টি প্রবন্ধ, ২১টি বক্তৃতা, ৩টি উপদেশ এবং ৩২টি ওয়ারিদ; (৪) হাজ্জী মুহাম্মাদ খান, ১৩৮টি পুস্তিকা, ১০টি টীকা, ২টি চিঠি, ১টি প্রবন্ধ, ১৪২টি পাঠ এবং ৭টি বক্তৃতা; (৫) হা·জ্জী যায়নুল আবিদীন খান, ৪৬৪ খণ্ড এবং (৬) সারকার আকাই আবুল কাসিম খ,ান, ১৪টি পুস্তিকা)।

শায়খ আহ·মাদ আহ·সাঈর চিন্তাধারা ও বিশ্বাসঃ শায়খ আহ·মাদ-এর সার্বিক বিশ্বাস হইল, প্রত্যেক মুসলিমের আমলের ভিত্তি কু·রআন, সুন্নাত এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ হওয়া অপরিহার্য (ফিহ্‌রিস্ত, ১খ., ২১৯) এবং প্রকৃত তাক·লীদ (অনুসরণ) যাহা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য তাহা হইল মুসলিমদের যাবতীয় 'আমল ইমামের নির্দেশ অনুযায়ী এবং তাহার অনুকরণে হইবে (ফিহ্‌রিস্ত, ১খ, ১০)। শায়খিয়া পদ্ধতির বর্তমান প্রধান বলেন, "আমরা এমন কোন কাজ করি না যাহা সম্পর্কে ইমাম হইতে না জানিয়া লই; ইহারই ভিত্তিতে আমরা ফাত্‌ওয়া এবং হা·দীছে·র মধ্যে পার্থক্য করি না-উহার রাবী জীবিত হউক কিংবা মৃত; উহাতে আমল-এর ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈসাদৃশ্য হয় না (ফিহ্‌রিস্ত, ১খ, ১৩), আরও বলেন, আমরা যাহা কিছু বলিব তাহা অবশ্যই হযরত মুহ·াম্মাদ (স·)-এর বংশধরদের নির্দেশ মুতাবিক হইবে (ফিহ্‌রিসত, ১খ., ১৬) এবং ইহাও বলেন, "হযরত মুহ·াম্মাদ (স·)-এর বংশধরদের কেবল শারী'আতের আহ·কাম, ইবাদাত এবং আচার-আচরণ সম্পর্কিত জ্ঞান নাই, বরং দুনিয়া ও আখিরাত বিষয়ক যাবতীয় জ্ঞান এবং অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানও তাঁহাদের রহিয়াছে। তাঁহাদের নির্দেশের পরিপন্থী অন্যরা যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা 'ইল্‌ম নহে, বরং মূর্খতা; সঠিক 'ইল্‌ম হইল কু·রআন-এর 'ইল্‌ম এবং উহার ভাষ্যকার হইলেন হযরত মুহ·াম্মাদ (স·)-এর বংশধর, অন্য কেহ নহেন" (ফিহ্‌রিস্ত, ১খ, ৭৩)। বর্তমান প্রধান এই সকল আকীদা শায়খ আহ·মাদ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

শায়খ-এর পুস্তিকা, চিঠি, উপদেশমালা এবং গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিলে ইহা সুস্পষ্ট হয় যে, শায়খ উসূ·ল, ফিক·হ এবং কালাম সংক্রান্ত অধিকাংশ বিষয়ে নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং অনুরূপভাবে তিনি বিভিন্ন স্থানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন উহা কুরআনের আয়াত এবং ইমামদের হ·াদীছ·সমূহের উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত। শায়খ কোন কোন স্থানে স্বীয় বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার জন্য হাকীম (চিকিৎসক), মুতাকাল্লিম (কালাম শাস্ত্রবিদ) এবং আরিফ (সূ·ফী)-দের পরিভাষাও ব্যবহার করিয়াছেন। (আমাদের জানা আছে যে, মুসলিম ফাকীহ এবং মুতাকাল্লিমগণ কোনভাবেই তাঁহার উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য বলিয়া গণ্য করেন নাই, তাঁহারা দীনকে বুদ্ধিগত এবং দার্শনিক বিতর্কের ঊর্ধ্বে বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন, এই কারণে শায়খ ও তাহার অনুসারিগণকে কাফির বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তাহার কোন কোন আকীদা ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন)। উক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে একটি বিষয় হইল পুনর্জীবন লাভ এবং সশরীরে মিরাজে গমন (তৃতীয় শহীদ কর্তৃক শায়খ-এর প্রতি কুফর আরোপের বিষয়টি হইল পুনর্জীবন লাভ সংক্রান্ত)। এইগুলির প্রতি বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। শায়খ এইগুলির উত্তর তাহার যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞান ও নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান এবং ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দ্বারা প্রদান করিয়াছেন।

পুনর্জীবন লাভ সম্পর্কে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি এইরূপ ঃ মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হইবে. অতঃপর পুণ্যবান ব্যক্তি উত্তম প্রতিদান পাইবে এবং পাপী ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করিবে এবং পুরস্কার ও শাস্তি এই রক্ত-গোশতের দেহের উপরই হইবে। কিন্তু দার্শনিকদের দৃষ্টিতে ইহা অগ্রহণযোগ্য এবং তাহারা যুক্তির সাহায্যে বলেন যে, কোন সত্তা যেমন বিলীন হয় না, তেমনি কোন বিলীন বস্তু সত্তা লাভ করে না। বড় জোর কোন বস্তু তাহার নিজ আকৃতি ত্যাগ করিয়া অপর কোন রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। মানবদেহ যখন তাহার গঠন ও আকৃতি হারাইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় তখন উহার ইহলৌকিক গঠন ও আকৃতি পুনরায় লাভ অসম্ভব এবং এই কারণে পুনর্জীবন লাভ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। কিছু লোক পুনর্জীবন লাভকে আত্মিক জ্ঞান করিয়া বলেন, মানব আত্মাসমূহ এইভাবে অবশিষ্ট থাকে এবং তাহার প্রকৃত স্থান অর্থাৎ আলাম-এ-আরওয়াহ (আত্মার জগৎ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং পুরস্কার ও শাস্তি হইল আত্মিক। কিছু লোক প্লেটোর ন্যায় নাফসী (আত্মিক) এবং আকলী (যুক্তিগ্রাহ্য) মানুষের কথা বলে। তাঁহাদের মতে অনুভূতিশীল মানুষ ছাড়াও উহার কোন গোপন স্থানে এক নাফসী এবং আক·লী মানুষ বিদ্যমান আছে। নাফসী ও আকলী মানুষ হইল মানব রহস্য এবং উহার পূর্ণ প্রতীক। নাফসী মানুষ হাস্‌সী (অনুভূতিশীল দেহবিশিষ্ট) মানুষ হইতে এক ডিগ্রি ঊর্ধ্বে এবং আকলী মানুষ নাফসী মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহা প্রতীক এবং প্রতীকধর্মী দেহসমূহের ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটাইয়াছে এই কারণে যে, প্লেটোর

অনুসারিগণ হইলেন প্রতীক জগতের প্রবক্তা। তাহাদের মতে প্রতীক জগতে সকল মানুষের পূর্ণ নমুনা বিদ্যমান আছে।

কিন্তু শায়খ আহ্'মাদ আহ্'সাঈ এই জাতীয় জীবন লাভের কথা বলেন, যাহার নাম তিনি হু'র-এ কালায়া'ঈ (এই পরিভাষার জন্য দ্র. জামাল যাদাহ্; প্রবন্ধ য়াগমা, সংখ্যা ১৬২, পৃ. ৪৪৮) রাখিয়াছেন। মূল কথা হইল, সকল বস্তু এক নূর (জ্যোতি) হইতে সৃষ্ট এবং পুনরায় উহাতে প্রবত্যাবর্তন করে—সৃষ্টির মধ্যে যে পার্থক্য উহা গঠন এবং আকৃতি এই উভয় দিক দিয়া হইয়া থাকে। প্রতিটি বস্তু তাহার সৃষ্টির সর্বোচ্চ পর্যায় অতিক্রম করিয়া সর্বনিম্ন পর্যায়ের দিকে ধাবিত হয় এবং এই পর্যায়সমূহ হইল অস্থায়ী। মানুষের ক্ষেত্রেও মূল সত্তা ও আপতন রহিয়াছে এবং মানুষের আপতন বলিতে তাহার দেহের অংশবিশেষ, রং, রূপ ইত্যাদি বুঝায়। উক্ত বস্তুগুলি এই জগতের সহিত নির্দিষ্ট এবং যাহা কিছু আখিরাতে একত্র হইবে তাহা হইল মূল সত্তা, আপতন (তথা অস্থায়ী বস্তু) নহে। শায়খের বিশ্বাস ছিল যে, (الجسد العنصرى لايعود)-অস্থি-গোশ্তের দেহের পুনঃআগমন ঘটিবে না) এবং উহা হইল সত্তা যাহা প্রতিদান লাভ অথবা শাস্তি ভোগ করিবে। সত্তা বলিতে সেই বস্তু বুঝায়, যাহা শিশুকাল হইতে শেষ বয়স পর্যন্ত থাকে। মানুষের মৃত্যুর পর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং প্রতিটি অঙ্গ তাহার স্বাভাবিক স্থানে চলিয়া যায়, পানির অংশ পানিতে, মাটির অংশ মাটিতে এবং আত্মাও বিদায় গ্রহণ করে। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইল সত্তা (جسم اصلى) বা হুর-এ কালায়াঈ যাহার প্রকাশ দেহে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা দ্বারা হইয়া থাকেঃ উক্ত মূল সত্তা এখনও বিদ্যমান এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না এবং উহা হুর-এ কালায়াঈ জগতে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের মধ্যে মহানবী (স')-এর মি'রাজ সংক্রান্ত বিষয়ে শায়খ বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। এক দলের মতে মহানবী (স') এই পবিত্র দেহসহ উর্ধ্বলোকে গমন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি এবং দর্শনের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। কেননা প্রথমত যদি ইহা মানিয়া নেওয়া হয় যে, স্বভাব এবং অভ্যাস পরিপন্থী মহানবীর পবিত্র দেহ উর্ধ্বলোকে গমন করিয়াছে, তাহা হইলে আকাশ ভেদ করিয়া কিভাবে উহা গমন করিল? অথচ আকাশমণ্ডল ভেদ এবং জোড়াযোগ্য নহে। দ্বিতীয়ত, ইহা কেবল বুদ্ধি ও যুক্তিবিবর্জিতই নহে; বরং সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং প্রকৃতি অবাস্তবতার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে না। এই জটিলতা দূরীকরণার্থে কিছু লোক আত্মিক গমনের কথা বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মহানবী (স')-এর পবিত্র আত্মা আকাশসমূহ ভ্রমণ করিয়াছিল। এই ক্ষেত্রে শায়খ-এর বর্ণনা ভিন্নরূপ। তাহার বক্তব্যের সারকথা হইল, মহানবী (স')-এর আত্মা ছিল পবিত্রতম এবং তাঁহার দেহ মুবারকও ভারসাম্য ও পবিত্রতার দিক দিয়া খুবই উন্নত মানের ছিল এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক দিকের প্রাধান্য দৈহিক দিকের উপর বিরাজমান ছিল। তিনি কেবল আত্মারই অনুরূপ ছিলেন, এই কারণে সর্বস্থানে প্রকৃত দেহসহ বিদ্যমান থাকিতেন এবং যে বস্তু তাঁহাকে এক স্থানে সীমাবদ্ধ রাখিত তাহা ছিল দেহের মৃত্তিকা উপকরণাদি। আকাশমণ্ডলীর উপকরণাদি তাঁহাকে আকাশগুলীতে অবস্থানের সহিত এবং পার্থিব জাগতিক উপকরণাদি তাঁহাকে পৃথিবীতে অবস্থানের সহিত সীমাবদ্ধ রাখিত, কিন্তু মহানবী (স')-এর মূল সত্তা উপকরণাদির সীমাবদ্ধতা হইতে পৃথক হইয়া সর্বত্র বিরাজমান ছিল এবং তাঁহার পবিত্র দেহ পূর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তি ও সূক্ষ্মতার দরুন সর্বত্র বর্তমান ছিল। যেহেতু পূর্ণ অস্তিত্ব এবং শক্তি কোন এক বিশেষ স্থানে নির্দিষ্ট নহে, সুতরাং উহা যখন পার্থিব উপকরণাদি হইতে মুক্ত হইত এবং আকাশমণ্ডলীর উপকরণাদি যুক্ত হইত সে ক্ষেত্রে উহা আকাশগুলীতে পরিদৃষ্ট হইত এবং যখন মৃত্তিকার উপকরণাদি যুক্ত হইত, তখন ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করিত। আর যখন সকল উপকরণ দূরীভূত হয়, দেহ দ্বারা এই অতিরিক্ত অপরিচ্ছন্ন বস্তুসমূহ বুঝায়, যাহা মানুষের জন্য পোশাকের মর্যাদা রাখে তখন সর্বত্র উহা অবস্থান করে। মোটকথা মহানবী (স)-এর মি'রাজ দেহ ও আত্মা উভয় সহকারে ছিল এবং সকল সৃষ্টির উপর বিরাজমান (ذو مرة فاستوى-৫৩ ঃ ৬ - সকল দোষক্রটির উর্ধ্বে থাকিয়া সৃষ্টিজগত (قاب قوسين او ادنى) ৫৩ [আন-নাজম) ৯ঃ এবং ইহজগত সরাসরি তাঁহার পবিত্র সত্তার নূর হইতে সৃষ্ট। সৃষ্টির এই গঠন প্রণালী হইতে শায়খ মি'রাজ সম্পর্কে স্বীয় দর্শন পেশ করিয়াছেন (দ্র. শারহি ফাওয়াইদ, পৃ. ১২৩, ২৯৬, ৩০৬ এবং টীকা নং ১০, ১১০, ১৩, পৃ. ২৬৭, ২৪৭, ২৫২,পরিশিষ্ট-এর অধীন, সং. তেহরান ১২৭৮ হি. এবং শায়খ আহসাঈ, রিসালা-ই আরশিয়া, তেহরান ১২৭৮ হি. এবং শারহি. মাশাইর, হা'দীছে' মি'রাজ-এর অধীন)।

শায়খিয়া গোত্র ঈমান ও 'আকীদার নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রাখে যাহা হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর বংশধরদের হাদীছসমূহ হইতে গৃহীত। যেহেতু অধিকাংশ শী'ঈ বিজ্ঞ ও আধ্যাত্মিক পণ্ডিত এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, সুতরাং শায়খও অনেক স্থানে তাঁহাদের পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করিয়া নিজ উদ্দেশ্যাবলী ব্যক্ত করিয়াছেন।

শায়খিয়া দল এই বিশ্বাসও রাখে যে, নবীদের পর জ্ঞান, 'আমাল, কামালাত, কাশ্ফ ও কারামাতসমূহের অধিকারী এবং উত্তম গুণাবলীসম্পন্ন এমন অনেক বুযুর্গ আছেন, যাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের কবরসমূহ হইতে পর্যন্ত কারামাত প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইয়া থাকে। তাহাদের ক্ষুদ্রতম ফযীলত এই যে, তাহাদের মাধ্যমে অন্যদের খাদ্যের সংস্থান করা হয়. আল্লাহ তাহাদের উসীলায় অন্যের বিপদ-আপদ দূরীভূত করিয়া থাকেন এবং উক্ত বুযুর্গ মাধ্যম ও সুপারিশকারীর মর্যাদা লাভ করেন (ফিহরিস্ত, ১খ., ১০৭-১০৮)।

শী'ঈ কালামবিদগণ বলেন, দীন-এর উসূল চারটি ঃ তাওহ'ীদ, আদল, নবূওয়াত ও ইমামাত। ভিন্ন মতে পাঁচটিঃ উক্ত চারিটিসহ মাআদও; আবার কেহ দীন-এর উসূল দ্বারা তাওহ'ীদ নবূওয়াত ও আদল এবং কেহ তাওহ'ীদ নবূওয়াত ও ইমামাত বুঝিয়া থাকেন। এই বিষয়ে শায়খিয়া দল বলে যে, দীন-এর উসূল ও আরকান দ্বারা চারিটি বিষয় বুঝায়, আরকান শব্দটিকে উসূল, কাওয়াইম, আজযা 'উহ্দ এবং মাআলিম-এর সমার্থক শব্দ বলা যাইতে পারে (ফিহরিস্ত, ১খ., ১০০)। উহা দ্বারা সেই সকল বস্তু বুঝায়, যাহার উপর দীনের ভিত্তি স্থাপিত অর্থাৎ (১) মারিফাতে তাওহ'ীদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; (২) নবূওয়াত মুহ'াম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ; (৩) ইমামাতঃ দ্বাদশ ইমামের ইমামাত সম্পর্কে বিশ্বাস ও জ্ঞান; (৪) আওলিয়াউল্লাহ অর্থাৎ নেতার সহিত বন্ধুত্ব এবং তাঁহার শত্রুদের প্রতি অসন্তোষ। কেহ আবার নেতার পরিচয় লাভকে দীনের শাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন এবং কেহ, যেমন শারাইউল-ইসলাম প্রণেতা শায়খ মুফীদ মুহাককিক এবং ফারাইদ' প্রণেতা আনসারী, বিলায়াত ও বারাআত বিষয়টিকে দীনের উসূল বলিয়া মনে করেন। আর আয়াতুল্লাহ বারুজিরদী উহাকে উসূলে দীন-এর অপরিহার্য বিষয়সমূহের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন এবং শায়খ আহমাদ আহসাঈও উহাকে ঈমানের উসূল ও আরকানের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন এবং

বিলায়াত ও বারাআতকে চতুর্থ স্তম্ভ (রুকন) বলিয়াছেন (ফিহ্রিস্ত, ১খ., ১০৪ ও ৩খ, ৯৮)। তাঁহারা-বলেন, যেই ব্যক্তির বন্ধুত্বের ফলে মারিফাত ও ঈমান হাসিল হয়, তাহার অস্তিত্ব সকল যুগে অপরিহার্য এবং তাঁহারই দায়িত্বে রহিয়াছে সৃষ্টির হিদায়াত ও পথ প্রদর্শন।

শায়খ-এর বিশ্বাসমতে এই চারিটি আরকান হইল ঈমানের মূল অংশবিশেষ। যদি উহার মধ্য হইতে একটিও না থাকে তাহা হইলে মানুষের মধ্যে সেই ঈমান নাই যাহা আল্লাহ কামনা করেন। মোটকথা, শায়খিয়াগণ হাদী এবং কামিল মুজতাহিদের পরিচয় লাভকে চতুর্থ রুকন বলিয়া গণ্য করেন এবং উক্ত হাদী এমন ব্যক্তিত্ব, যিনি হইবেন পরহেযগার এবং আহ্লুল্লাহ যিনি হিদায়াত ও পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করিবেন, যিনি হইবেন বুদ্ধিমান এবং যিনি মানুষের নিকট রহস্য ব্যাখ্যা করিবেন।

শায়খিয়া দল বলে, নিজেদের 'আলিম ও নেতাকে ব্যক্তিগতভাবে জানা সকল মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য (এই জাতীয় কামিল ও বুযুর্গ মুসলিমদের মধ্যে প্রতি যুগে হইয়া থাকে), তবে মোটামুটিভাবে তাহাকে জানা যথেষ্ট।

প্রতি যুগে ওয়ালীগণের সংখ্যা একাধিক হইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে একজন হইবেন অধিক কামিল ও মুখপাত্র এবং তিনিই হইবেন কু'তব ও কেন্দ্রবিন্দু। তিনি প্রকাশ্য ও প্রসিদ্ধ হইবেন অথবা গোপন ও অপ্রকাশ্য এবং অবশিষ্ট (ওয়ালীগণ) হইবেন নির্বাক [যেমন ইমাম হ'াসান (রা) এবং ইমাম হু'সায়ন (রা), উভয়ই ছিলেন একই যুগে। যতদিন ইমাম হ'াসান (রা) জীবিত ও প্রবক্তা ছিলেন ততদিন ইমাম হুসায়ন (রা) ছিলেন নির্বাক অর্থাৎ অন্যান্যরা (ওয়ালী) প্রবক্তার অনুগত থাকিয়াই বলিবেন]।

শায়খ আহ'মাদ আহসাঈর পর এই সকল ব্যক্তি শায়খিয়্যা ত'রীক'ার নেতা হন ঃ (১) সায়্যিদ কাসিম-এর পুত্র হ'াজ্জী সায়্যিদ কাজিম রাশ্তী (১২১২-১২৫৯ হি.), তাঁহার রচনাবলী উপরে বর্ণিত হইয়াছে। শায়খ আহ'মাদ আতবাতে আলিয়াতে ইনতিকাল করেন। তিনি অনুসারীদের হিদায়াত দানে লিপ্ত থাকেন। একবার তিনি ইমাম রিদা (র)-এর মাযার যিয়ারত করেন। কারবালাতে তাঁহার কবর আছে (ফিহ্রিস্ত, ১খ, ১৪৩ এবং ২খ., ৮৬, ১৩৩; য়াগমা সাময়িকী, সংখ্যা ১৬৩)।

(২) এই সিলসিলার তৃতীয় প্রধান হইলেন কিরমানের গভর্নর মুহ'াম্মাদ ইব্রাহীম খান জাহীরুদ-দাওলার পুত্র হ'াজ্জী মুহ'াম্মাদ কারীম খান কিরমানী (১২২৫-১২৮৮ হি.)। তাঁহার রচনাবলীও উপরে বর্ণিত হইয়াছে, হ'াজ্জী মুহ'াম্মাদ কারীম খান শারীআতের জ্ঞান ছাড়াও চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা এবং হিসাববিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি কারবালাতে সমাধিস্থ হন।

(৩) এই সিলসিলার চতুর্থ নেতা হইলেন হ'াজ্জী মুহ'াম্মাদ কারীম খান-এর পুত্র হ'াজ্জী মুহ'াম্মাদ খান (১২৬৩-১৩২৪ হি.)। হ'াজ্জী মুহ'াম্মাদ খানও কারবালাতে স্বীয় পিতার পার্শ্বে সমাধিস্থ হন এবং সায়্যিদ মারহুমের মাযার সায়্যিদুশ-শুহাদা-এর অট্টালিকায় অবস্থিত, তাঁহার রচনাবলী উপরে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাকে জীবনের একাংশ কিরমান-এর লংগর নামক এক গ্রামে নির্জনে ও ধ্যানে অতিবাহিত হয়। হাজ্জী মুহাম্মাদ কারীম খান তাঁহাকে একজন পূর্ণ ফাকীহ বলিয়া জানিতেন। অবশিষ্ট জীবন তিনি নিজ অনুসারীদের হিদায়াত দানে অতিবাহিত করেন।

(৪) হ'াজ্জী মুহ'াম্মাদ কারীম খান-এর পুত্র হ'াজ্জী যায়নুল আবিদীন খান কিরমানী (১২৭৬-১৩৬০ হি.)। হাজ্জী যায়নুল আবিদীন খান পরহেযগারী ও আল্লাহ্তত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন (ফিহ্রিস্ত, ১খ, ২৯ এবং ২খ, ৪০০-৪৩৩)। তাঁহাকে তাঁহার ভ্রাতা এবং পিতার পার্শ্বে সায়্যিদুশ-শুহাদার অট্টালিকায় দাফন করা হয়।

(৫) হ'াজ্জী যায়নুল আবিদীন খান-এর পুত্র আবু'ল-ক'াসিম খান ইব্রাহীম (জ. ১৩১৪ হি.) হইলেন শায়খিয়্যা সিলসিলার বর্তমান ক্ষমতাসীন জীবিত নেতা। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে চৌদ্দটি পুস্তিকা রহিয়াছে এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনা হইল রিসালা ইজতিহাদ ওয়া তাকলীদ তান্যীহুল-আওলিয়া, ফালসাফিয়া ও শিফায়াতনামাহ ফারসীতে এবং শিকওয়াল মাল্হুফ হইল 'আরবীতে।

সায়্যিদ আবু'ল-কাসিমপুর হুসায়নী (দা. মা. ই.) /মুহম্মদ ইসলাম গণী

আহ'মাদ রূমী (احمد رومى)ঃ পারস্যবাসী সূ'ফী ও গ্রন্থকার। তিনি ৮ম/১৪শ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে বসবাস করিতেন এবং কর্মরত ছিলেন। তাঁহার জীবনী অতি সামান্যই জানা যায়। তিনি খানক'াহ (দ্র.) হইতে খানকাহতে গমন করিয়া উহাদের অধিবাসীদের নিকট ধর্মীয় বক্তৃতা প্রদান করিতেন এবং তাহাদের জন্য তাঁহার নীতিমূলক প্রবন্ধ রচনা করিতেন। Biochet তাঁহাকে ভ্রান্তভাবে আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ রূমী আল-হ'ানাফীরূপে (হ'াজ্জী খালীফা, ৪খ, ৫৮২) এবং Massignon, সুলত'ান-ওয়ালাদ-এর পৌত্র আহ'মাদ পাশারূপে চিহ্নিত করিয়াছেন।

আহ'মাদ-এর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রচনা দাক'াইকু'ল হ'াকাইক' ৮০টি অধ্যায়ে বিভক্ত, ইহাদের প্রতিটি একটি আয়াত বা হ'াদীছ' দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে, যাহা সূ'ফী মতবাদের কোন একটি দিক সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাতরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মাওলানা জালালুদদীন রূমী (দ্র.)-কে বারবার উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং প্রতিটি অধ্যায় মাওলানার অনুকরণে রচিত একটি ক্ষুদ্র মাছনাবী দ্বারা সমাপ্ত করা হইয়াছে। তাঁহার পরবর্তী কালেরও অনুরূপ একটি গ্রন্থ উন্মুল-কিতাব (৭২৭/১৩২৭)-এর ন্যায় ইহা মাওলানার শিক্ষার সুন্দর প্রচারণা। তবে ইহাতে মাছ'নাবীর প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করা হয় নাই (যেমন ফুরূযানফার রচিত শারহ-ই মাছ'নাবী, তেহরান ১৩৪৬ হি., পৃ. ১০)।

খানকাহর আবাসিকগণের প্রতি নির্দেশনাসমূহ আদ-ক'াদাইক ফিত-তারীক গ্রন্থে অধিকতর ব্যবহারিক রূপ লাভ করে ইহা হইতেছে মুরশিদ ও মুরীদ-এর সম্পর্ক প্রসঙ্গে একটি ১২ অধ্যায়ে বিভক্ত সর্ববহ মাছনাবী। যদিও আহ'মাদ নিজেকে মাওলানার একজন অনুগামীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার প্রচারিত সূ'ফী মতবাদ হইতে তাঁহাকে একজন প্রকৃত মাওলাবী তারীকাপন্থী মনে করা যায় না। বরঞ্চ আহমাদ-এর রচনাবলী হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ৮ম/১৪শ শতকে সূফী জীবনযাত্রা, পরবর্তী কালের গোষ্ঠীর ন্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত হইত না।

Edinburgh- এ রক্ষিত একটি মাছ'নাবী পাণ্ডুলিপিতে একটি গাযাল সন্নিবিষ্ট করিবার উদাহরণ পাওয়া যায় (Hukk, Ethe, Robertson, Description Catalogue নং ২৮১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. C. M. Hamer, An unknown Mawlawi poet, Ahmad-i Rume, in Studia Iranica, ৩খ. (১৯৭৪ খৃ.), ২২৯-৪৯।

A. C. M. Hamer (E.I.2)/ মুহাম্মদ আবদুল বাসেত

আহমাদ ইস্পাহীন, মীর্যা ঃ উপমহাদেশের স্বনামধন্য শিল্পোদ্যোক্তা, শিক্ষানুরাগী, সফল ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৫ আগস্ট মায়ানমারের মৌলমাইন-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং

১৯৮৬ সালের ১২ মার্চ ঢাকায় ইনতিকাল করেন। তাঁহার পিতার নাম মীর্যা মুহাম্মাদ ইস্পাহানী এবং মাতার নাম বিবি ছকিনা। মীর্যা আহমাদ ইস্পাহানী ও তাঁহার পরিবার মূলত ইরানের ইস্পাহান হইতে ভারতীয় উপমহাদেশে আসেন। সাফাবী আমলে ইস্পাহান ছিল ইরানের রাজধানী। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঙলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা কাল হইতে অদ্যাবধি ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক বন্ধন বিরাজমান। অতীতে বহু ইরানী সূফী, দরবেশ, ধর্মশাস্ত্রবিদ, সৈনিক ও প্রশাসককে বাংলা আপন ভূমিতে স্বাগত জানাইয়াছে। ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিমের মতে বাংলায় আগমনকারী সর্বপ্রথম ইরানী হইতেছেন বাবা কোতওয়াল ইস্পাহানী, যিনি বাংলার প্রথম মুসলিম রাজধানী লখনৌতি (গৌড়)-এর পুলিস সুপার ছিলেন। বিখ্যাত সূফী দরবেশ শায়খ জালালুদ্দীন তাবরিজী, প্রসিদ্ধ জেনারেল ও শাসক মীর জুমলা ও শায়েস্তা খান ছিলেন ইরানী বংশোদ্ভূত। ইরানী ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তাগণ মুসলিম যুগ হইতে বৃটিশ আমল পর্যন্ত এই সময়ে বাংলার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং চট্টগ্রাম, সাতগাঁও, হুগলী ও কলিকাতা সামুদ্রিক বন্দরে ব্যবসা ও বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেন।

মীর্যা আহমাদ ইস্পাহানীর পূর্বপুরুষ হযরত শাহ সূফী মীর্যা সাদিক ইস্পাহানী ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করিয়া সুরাটে বসতি স্থাপন করেন। তখনকার সময়ে সুরাট ছিল পশ্চিম ভারতের বর্ধিষ্ণু বাণিজ্যিক কেন্দ্র। পরবর্তী সময়ে ইস্পাহানী পরিবার সুরাট হইতে মাদ্রাজে (চেন্নাই) স্থানান্তরিত হইয়া আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যের ভিত্তি গড়িয়া তুলেন। ক্রমান্বয়ে তাহাদের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য মাদ্রাজ হইতে বার্মা, ইরান ও মিসরে সম্প্রসারিত হয়। ১৮৭৫ সালে তাঁহারা চট্টগ্রামে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া নীল (Indigo) ও চামড়া ব্যবসায় হাত দেন। ইস্পাহানী পরিবারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ইরানে বাংলাদেশী চা পাতার বাজার সৃষ্টি হয়, ইহার পূর্বে চীন হইতে ইরানে চা পাতা আসিত। টেক্সটাইলসহ ইউরোপে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী কলিকাতার রপ্তানি করিবার লক্ষ্যে ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় পূর্ব মুহূর্তে ইস্পাহানী পরিবার লন্ডনের মিনচিং লেইনে একটি লিয়াঁজো কার্যালয় স্থাপন করে।

১৯১৮ সালে মাত্র ২০ বৎসর বয়সে মীর্যা আহমাদ ইস্পাহানী কলিকাতায় তাঁহার পৈতৃক ব্যবসায় যোগ দেন। ১৯২৫ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই ২২ বৎসরে মীর্যা আহ্‌মাদ ইস্পাহানী কঠোর পরিশ্রম করিয়া কলিকাতা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি বাণিজ্যকে দ্রুত উন্নত করিতে সক্ষম হন। এই সময়ে ইস্পাহানী পরিবার চাউল, মসুর, মসলা, চাঁচ-গালা, বুট জুতা, উদ্ভিজ্জ আঁশ ও পাটজাত দ্রব্য বহির্বিশ্বে রপ্তানি করিয়া প্রধান রপ্তানিকারকের স্থান দখল করেন। অতঃপর মীর্যা আহ্‌মাদ ইস্পাহানী ব্যবসার দিগন্তকে সম্প্রসারণ করিবার পদক্ষেপ নেন এবং ইহার অংশ হিসাবে তিনি ইস্পাহানী কেমিক্যাল কোম্পানী, ভিক্টরী জুট মিল, ভিক্টরী মেশিনারী প্রোডাক্টস, স্টক এন্ড ব্যারেল, মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক, ইস্টার্ন ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স ও ওরিয়েন্ট এয়ার ওয়েজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয় এবং ভিক্টরী জুট মিলের যন্ত্রপাতিগুলি চট্টগ্রামে আনিয়া পাহাড়তলীতে মিল স্থাপন করা হয়। ইহাই ছিল পূর্ব বাংলার প্রথম পাটকল। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁহাকে পাট বোর্ডের সদস্য মনোনীত করিলে তিনি ইস্পাহানী গ্রুপের সর্বপ্রকার নির্বাহী কর্মকাণ্ড হইতে সরিয়া দাঁড়ান। অতঃপর সরকার তাঁহাকে পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (Pakistan Industrial Development Corporation-PIDC)-এর ডাইরেক্টর মনোনীত করেন। ১৯৫২-৫৫ সালে ডাইরেক্টর হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মিল-কারখানা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী শিল্প উদ্যোক্তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেন। তাঁহার আমলে চট্টগ্রামে কর্ণফুলী পেপার মিল, খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিল, মুসলিম কটন মিল, পিপলস জুট মিল, খুলনা শিপইয়ার্ড ও উত্তরবঙ্গে চারটি চিনির মিলসহ মোট ৬০টি শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়।

মীর্যা আহ্‌মাদ ইস্পাহানী প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী বিমান সংস্থা ওরিয়েন্ট এয়ার ওয়েজ ভারত, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন গন্তব্যে যাত্রী পরিবহন করে এবং এক পর্যায়ে ওরিয়েন্ট এয়ার ওয়েজ পি.আই.এ. (Pakistan International Airline-PLA)-তে রূপান্তরিত হয়। মীর্যা আহ্‌মাদ ইস্পাহানী দীর্ঘ ১৬ বৎসর যাবত পি. আই. এ.-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় বিমানের প্রকৌশলী, পাইলট ও কেবিন ক্রুদের প্রশিক্ষণ ও বিমানের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পাইলট সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি বাংলাদেশ ফ্লাইং ক্লাবকে একটি প্রশিক্ষণ বিমান দান করেন।

পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীকে প্রাণপণে ভালবাসিয়াছেন বলিয়া তিনি পাকিস্তান আমলেও ইস্পাহানী পরিবারের কোন শিল্প কারখানা পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর কালে মীর্যা আহ্‌মাদ ইস্পাহানী পুনরায় বহুমুখী ব্যবসায় মনোযোগ দেন। তিনি বাংলাদেশের উৎপাদিত চা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করিয়া আন্তর্জাতিক পরিসদের চায়ের বাজার সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ ও বহির্বিশ্বে চা রপ্তানির উদ্দেশে তিনি চট্টগ্রাম ও সিলেটের বিস্তীর্ণ পাহাড়ী এলাকায় নিবিড় চা বাগান গড়িয়া তুলেন। বর্তমানে ইস্পাহানী পরিবারের বহুমুখী ব্যবসার মধ্যে রহিয়াছে পাটজাত দ্রব্য, চা, সামুদ্রিক মাছ, চিপস, রিয়েল স্টেট, কটন, টেক্সটাইল প্রভৃতি। তিনি এইসব ব্যবসা ও মিল কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে পশ্চাৎপদ এই অঞ্চলে শিল্পায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখেন। মীর্যা আহমাদ ইস্পাহানী যখনই কোন এলাকায় মিল-কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ লইতেন, সাথে সাথে শ্রমিক-কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্য কোয়ার্টার তৈরি করিয়া দিতেন।

মীর্যা আহ্‌মাদ ইস্পাহানী ১৯২৫ সালে ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসের রাজনীতির সহিত যুক্ত হন। নেতাজী সুভাষ বসু ও চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৯২৭ সালে কলিকাতায় ব্যবসা পরিচালনার সময় তিনি কায়দে আযম মুহ্‌াম্মাদ আলী জিন্নাহ-এর আহ্বানে কংগ্রেসের রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের সহিত যুক্ত হন। উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাধীন আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি বিপুল অর্থ ও শ্রম প্রদান করেন। ১৯৩৬ সালে মুহ্‌াম্মাদ আলী জিন্নাহ ও নবাব লিয়াকত আলী খানকে কলিকাতায় ব্যাপক সংবর্ধনা দেওয়ার লক্ষ্যে আগত নিখিল ভারত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের আতিথেয়তার দায়িত্ব ছিল মীর্যা আহ্‌মাদ ইস্পাহানীর উপর। কলিকাতাস্থ তাঁহার ১০ নম্বর হ্যারিংটন স্ট্রিটের বাসভবন ছিল তখনকার জাতীয় নেতাদের আবাসস্থল। অনুরূপভাবে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৮ সালে মুহ্‌াম্মাদ আলী জিন্নাহ ও তাঁহার ভগ্নি

ফাতিমা জিন্নাহ যখন চট্টগ্রাম সফর করিতে আসেন তখন তাঁহারা মীর্যা আহ্‌মাদ ইস্পাহানীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে সিলেট রেফারেন্ডমের সময় মুসলিম লীগের পক্ষে জনমত সৃষ্টির আন্দোলনে তিনি সামগ্রিক ব্যয়ভার বহন করেন। পরবর্তী জীবনে সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলের সহিত সংযুক্ত না থাকিলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সহিত তাঁহার সুসম্পর্ক বজায় ছিল। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী চট্টগ্রামে আসিলে 'ইস্পাহানী মঞ্জিলে' মীর্যা আহ্‌মাদ ইস্পাহানীর আতিথ্য গ্রহণ করিতেন।

বাংলাদেশে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে মীর্যা আহমাদ ইস্পাহানীর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রয়াসে গড়িয়া উঠে কুমিল্লা সেনানিবাসে ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকার মগবাজারে ইস্পাহানী গার্লস হাই স্কুল, ঢাকার কেরানীগঞ্জে ইস্পাহানী স্কুল এন্ড কলেজ ইত্যাদি। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখার মান অতি উন্নত এবং প্রায় প্রতি বৎসরই বিভিন্ন বোর্ডে ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা মেধা তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করে।

ইহা ছাড়া তাঁহার উদ্যোগে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল ক্রমান্বয়ে দেশের সর্বপ্রথম বৃহত্তম চক্ষু হাসপাতালে পরিণত হয়। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সর্বস্তরের চক্ষু রোগীগণ সুলভ মূল্যে এই হাসপাতালে অপারেশনসহ উন্নত চিকিৎসা সুবিধা লাভ করিয়া আসিতেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় অন্ধ কল্যাণ সমিতির ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে আন্তর্জাতিক মানের যে চক্ষু হাসপাতাল গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহার পিছনেও মীর্যা আহমাদ ইস্পাহানীর বিশেষ অবদান রহিয়াছে। খেলাধুলার প্রতি মীর্যা আহ্‌মাদ ইস্পাহানী ছিলেন কৈশোর কাল হইতে অত্যন্ত আগ্রহী এবং ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিজেও একজন ক্রীড়াবিদ। কলিকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ফুটবল ক্লাবের তিনি ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহায়তায় চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থা প্রতি বৎসর ইস্পাহানী ফুটবল ও ইস্পাহানী ক্রিকেট ট্রফির ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন সহজ, সরল, সৎ, অতিথিপরায়ণ ও বন্ধুবৎসল। ইতিহাসবিদ ড. আবদুল করিমের মন্তব্য এই ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য, 'Mirza Ahmad Ispahani was not only business and industrial magnet earning profit and making money, but he was also man of human feelings, he was dedicated to the service of humanity.'

'মীর্যা আহ্‌মাদ ইস্পাহানী শুধু আয় ও অর্থ উপার্জনকারী সম্মোহনী শক্তিসম্পন্ন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন মানবিক অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এবং মানবতার সেবায় নিবেদিত প্রাণ।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় জামা'আত কমিটির মাধ্যমে তিনি প্রতি বৎসর বিপুল সংখ্যক অসহায় ও এতিম বালক-বালিকাকে ঈদের জামা-কাপড় সরবরাহ করিতেন যাহাতে সমাজের বঞ্চিত কিশোর জনগোষ্ঠী ঈদের আনন্দে শরীক হইতে পারে। এক কথায় আমৃত্যু তিনি মানবতার সেবা করিয়াছেন। ১৯৯৮ সালে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় জামা'আত কমিটি ও চট্টগ্রাম বৃহত্তম কেন্দ্রীয় কবরস্থান ফাউন্ডেশন কমিটির যৌথ উদ্যোগে মীর্যা আহ্‌মাদ ইস্পাহানীর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। এই উপলক্ষে এডভোকেট কামাল উদ্দীন খানের সম্পাদনায় ১৬৮ পৃষ্ঠার একটি স্মারক সংকলন প্রকাশ করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Mirza Ahmad Ispahani Birth Centenary Functions Magazine, Edited by Advocate Kamaluddin Ahmad Khan and published under the aegis of Chittagong Central Eid Jamaat Commitee, Chittagong 1998; (২) দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম, ৬ আগস্ট, ১৯৯৮; (৩) দৈনিক পূর্বকোণ, চট্টগ্রাম, ৬ আগস্ট, ১৯৯৮; (৪) দৈনিক কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম, ৬ আগস্ট, ১৯৯৮।

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

আহমাদ ইহ্‌সান (احمد احسان) ঃ ১৮৬৯-১৯৪২, তুর্কী সাংবাদিক, লেখক ও অনুবাদক; আরযরূমে জন্ম। ১৭ বৎসর বয়সে প্রশাসনিক বিদ্যালয় (মুলকিয়ে) হইতে উত্তীর্ণ হইয়া গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান সেনাপতির দোভাষী নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পদিন পরে এই চাকুরী ত্যাগ করিয়া সাংবাদিক হন। তিনি উমরান' নামক একটি স্বল্পকাল স্থায়ী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং একই সময়ে ফরাসী উপন্যাসসমূহ অনুবাদ করা শুরু করেন। কনস্টানটিনোপলে সেরওয়েত নামক সান্ধ্য পত্রিকায় অনুবাদক হিসাবে কাজ করাকালে পত্রিকার মালিককে রাযী করাইয়া সেরওয়েত-ই ফুনূন নামে একটি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বৎসরকাল পরে নিজে উহার পৃথক মালিকানা অর্জন করেন। সচিত্র সাপ্তাহিকের প্রচারমূল্য বুঝিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষ ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন; কিন্তু পরে এই পৃষ্ঠপোষকতা বাবা তাহির সম্পাদিত মুসাব্বির মালুমাত পত্রিকার পক্ষে চলিয়া যায়। আহ্‌মাদ ইহসান পাশ্চাত্যের (বিশেষত ফ্রান্সের) অনুকরণে তাহার পত্রিকা চালাইতে থাকেন।। তাওফীক ফিকরাত-এর সম্পাদনায় এবং ইকরাম বে, খালিদ যিয়া, আহ্‌মাদ রাসিম, নবীযাদা নাজিম প্রমুখ উদীয়মান লেখকের লেখায় সমৃদ্ধ পত্রিকা ভালই চলে। কিন্তু সম্পাদক ফিকরাত ঝগড়া করিয়া পদত্যাগ করেন এবং হু'সায়ন যাহিদ কর্তৃক একটি ফরাসী প্রবন্ধ হইতে অনূদিত রচনায় ফরাসী বিপ্লবের আলোচনা থাকায় রাজদ্রোহের অভিযোগে পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়। রাজপ্রাসাদে সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারী ইহসানের প্রাক্তন সহপাঠী মুহ'ম্মাদ আরিফের সহায়তায় পত্রিকা পুনঃপ্রকাশিত হয়, কিন্তু পূর্বের লেখকদের সকলেই সম্পর্কচ্ছেদ করায় ইহা পূর্বের উৎসাহ হারাইয়া ফেলে। ইহসানের মৌলিক লেখা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। তাঁহার য়ূরোপ ভ্রমণের কাহিনী মাতবুআত হাতিরালারি নামে প্রকাশিত হয় (১৮৯১ খৃ.)। শেষ জীবনে তিনি গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লির সভ্য হইয়াছিলেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬৮

আহমাদ উল্লাহ, শাহ মাওলানা (مولانا شاه احمد الله) ঃ চট্টগ্রাম জিলার সাতকানিয়া থানাধীন খাগরিয়া ইউনিয়নের চরখাগরিয়া গ্রামে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শমসের আলী মুহরী। নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁহার পড়ালেখার হাতে খড়ি। তিনি চন্দনাইশ থানার সাতবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়া সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। অতঃপর চট্টগ্রাম হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের নামে প্রতিষ্ঠিত মুহসেনিয়া মাদ্রাসায় দীর্ঘ কাল অধ্যয়ন করিয়া জামা'আতে উলার পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চতর ইলম দীন হাসিলের

উদ্দেশে তিনি উপমহাদেশের অন্যতম ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র উত্তর ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং বিশিষ্ট মুহাদ্দিসদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে তিনি সেইখান হইতে দাওরায়ে হা'দীসে'র সনদ হাসিল করেন। তিনি কিছু কালের জন্য দারুল উলুম দেওবন্দের অন্যতম মুহা'দ্দিছ বিশিষ্ট বুযুর্গ মাওলানা সাইয়েদ মিয়া আসগার হোসাইন (র)-এর খিদমতে অবস্থান করেন। তাঁহার দীর্ঘ সাহচর্যে মাওলানা আহ'মাদ উল্লাহ (র)-এর চারিত্রিক উৎকর্ষ ও রুহানী অগ্রগতি সাধিত হয় এবং পরবর্তীতে তাঁহার নিকট হইতে খিলাফত লাভ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইসলামী শিক্ষা বিকাশে তিনি মনোযোগ দেন এবং স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চারটি মাদ্রাসা ও বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করেন। বাজালিয়া হেদায়াতুল ইসলাম মাদ্রাসারও তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সাতকানিয়া আলীয়া মাহমুদুল উলুম সিনিয়ার মাদ্রাসার সহিত প্রতিষ্ঠালগ্ন হইতে তিনি জড়িত ছিলেন এবং দীর্ঘ কালব্যাপী অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাশিল্পী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক আবুল ফজলের ছোট বোনের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাঁহার তিন ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। পুত্র সন্তানদের মধ্যে ১. মাওলানা ওবায়দুল্লাহ (র) ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ২. মাওলানা ফুযাইলুল্লাহ, পটিয়া আল-জামেয়াতুল ইসলামিয়ার প্রাক্তন মুহা'দ্দিস এবং ৩. চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সানাউল্লাহ, যিনি বর্তমানে লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছন। মাওলানা শাহ আহ'মাদ উল্লাহ (র) ছিলেন সাধারণ পীর-মাশায়েখের ব্যতিক্রম। ভক্ত ও মুরিদানের পক্ষ হইতে হাদিয়া তুহ'ফা গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করাকে তিনি অপছন্দ করিতেন। পৈত্রিক জমিদারীর তত্ত্বাবধান, ঠিকাদারী ব্যবসা পরিচালনা ও ঘর ভাড়ার আয়-উপার্জন দিয়া তাঁহার সংসার চলিত। পরিশ্রম করিয়া হা'লাল উপার্জনকে তিনি ইবাদত মনে করিতেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী আক্রমণকে প্রতিহত করিবার উদ্দেশে সাতকানিয়া থানার খাগরিয়ার চরকে অস্থায়ী সামরিক বিমান বন্দররূপে ঘোষণা দেওয়া হয়। তাঁহার বৈদগ্ধ, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় আস্থাশীল হইয়া তৎকালীন বৃটিশ সরকার সামরিক বিমান বন্দর নির্মাণের ঠিকাদারির দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত করে। ইহাতে দেশী-বিদেশী জনগণের মধ্যে তাঁহার গ্রহণযোগ্যতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

মাওলানা শাহ আহ'মাদ উল্লাহ (র) পাঁচবার পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। সারা জীবন শিক্ষার বিকাশ, ব্যবসা এবং তরিকতের পথে তিনি মেহনত করিয়াছেন। ওয়াজ-নসীহত ও বিতর্ক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য, সহমর্মিতা ও মানব সেবার মাহাত্ম্য জনগণের নিকট তুলিয়া ধরিবার প্রয়াস পান। তিনি শিরক, বিদ'আত, অপসংস্কৃতি ও প্রচলিত সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দের ৪ মার্চ তিনি ইনতিকাল করেন এবং পারিবারিক কবরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। বর্তমানে তাঁহার কবর সংলগ্ন জামে মসজিদ চত্বরে মরহুমের পৌত্র মাওলানা সুহাইল উল্লাহর তত্ত্বাবধানে মরহুমের নামানুসারে 'রাওদাতুল উলুম আহ'মাদিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা', 'আল্লামা শাহ আহ'মাদ উল্লাহ (র) একাডেমী' একটি সমাজসেবা সংস্থা ও পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

আহমাদ ওয়াফীক পাশা (احمد وفيق پاشا): 'উছ'মানী রাজকর্মচারী এবং তুরস্ক বিশেষজ্ঞদের অন্যতম নেতা। ২৩ শাওয়াল, ১২৩৮/৬ জুলাই, ১৮২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২২ শাবান, ১৩০৮/২ এপ্রিল, ১৮৯১ সালে ইস্তাম্বুলে ইনতিকাল করেন। এক সরকারী দোভাষী পরিবারে তাহার জন্ম। তিনি 'উছমানী সাম্রাজ্যের একজন দোভাষী বুলগার যাদা য়াহ্য়া নাজীর পৌত্র, যিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক শানী যাদা আতাউল্লাহ আফেন্দীর মতে তিনি ছিলেন মূলত রোমক বংশোদ্ভূত। আহমাদ Mordtmann-এর মতানুসারে য়াহূদী বংশোদ্ভূত। আহমাদ ওয়াফীক তাঁহার পিতা রূহু'দদীন মুহা'ম্মাদ আফেন্দীর সংগে, যিনি তুরস্কের প্যারিসস্থিত কূটনৈতিক প্রতিনিধি (Charge'd affaires) ছিলেন, প্যারিসে অবস্থান করেন এবং তথায় তিন বৎসর সেন্ট লুই বিদ্যালয়ে (Lycee Saint Louis) অধ্যয়ন করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি তুরস্কে ফিরিয়া আসেন, যেখানে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মে অংশগ্রহণের ফলে অত্যন্ত ব্যস্ত জীবন যাপন করিতে থাকেন (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. সিজিল্ল-ই 'উছ'মানী, ১খ, ৩০৮)। দোভাষী হিসাবে প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের পর তিনি যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিলেন তাহা হইলঃ প্যারিসে তুর্কী রাষ্ট্রদূত (Ambassador, ১৮৬৯ খৃ., আনাতোলিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের ইনস্পেকটর, পাশা উপাধি এবং উযীরে পদমর্যাদার সঙ্গে কিছু দিনের জন্য 'উছ'মানী পার্লামেন্টের বহুল আলোচিত সভাপতি, দুইবার প্রধান উযীর (একবার পঁচিশ দিনের জন্য, দ্বিতীয়বার কেবল একদিনের জন্য) এবং ব্রুসার গভর্নর জেনারেল, রাশিয়া কর্তৃক দানিউব অঞ্চল দখল এবং ফ্রান্স কর্তৃক লেবানন দখলের সময় তিনি একজন সার্থক কূটনীতিক হিসাবে অত্যন্ত কৃতকার্যতার সঙ্গে তুর্কী স্বার্থ সংরক্ষণ করেন। তিনি প্রথম রাজকীয় বর্ষপঞ্জী (১২৯৩/১৮৭৬) এবং সংবাদপত্র তাস'বীর-ই আফ্কার সম্পাদনা করেন (শিনাসীর সঙ্গে মিলিয়া)। ব্রুসার এশীয় জামে মসজিদের সংস্কার সাধন তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান (ফরাসী মৃৎশিল্পী Perville কর্তৃক)। খলীফা আবদুল মাজীদ কর্তৃক (১৮৪৯ খৃ.) Lamartine-কে প্রদত্ত বুরগা যাদার জায়গীর ইযমীর অঞ্চলে স্থানান্তরের কার্যকারিতার কৃতিত্বও তাহারই। প্যারিস থিয়েটারে ভল্টেয়ার (Vltoire)-এর উপমা Mahomet- এর মঞ্চায়নের ব্যাপারে যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা রহিয়াছে, ইহার জন্যও তিনিই দায়ী।

তিনি ছিলেন বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, একজন কর্মোদ্যোগী, সৎ ও নীতিবান পুরুষ। তিনি ছিলেন অতিশয় স্পষ্টভাষী, তাহার স্পষ্টভাষিতা কখনও কখনও অপমানের পর্যায়ে পৌঁছিত। তেমনই তিনি ছিলেন অস্থিরচিত্ত। পড়াশোনায়, বিশেষত নীরস বিষয়ের অধ্যয়নেও তাহার গভীর আগ্রহ ছিল। 'আলী পাশার শত্রুতার ফলে তাহার দীর্ঘ বেকার জীবনে তিনি রূমেলী হি'স'ার-এর বিখ্যাত গ্রন্থাগারে বহু সময় কাটাইতেন এবং তথায় বসিয়া এমন কিছু গ্রন্থাদি রচনা করেন, যাহার সহিত নিজের নাম সম্পর্কিত করা তিনি কোনদিন পসন্দ করেন নাই। তুর্কী সাহিত্য তাঁহার বিশেষ অধ্যয়নের বিষয় ছিল। তিনি যাহা শিখিয়াছেন, নিজ চেষ্টাতেই শিখিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তিনি ইহার সঠিক মূল্যায়ন করিতে পারেন নাই। তিনি প্রথম সারির তুর্কী পণ্ডিতদের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতেন। তুর্কী ভাষার শুদ্ধি আন্দোলনে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন। তাঁহার রচিত লাহ্জা-ই 'উছমানী (প্রথম সংস্করণ ১২৯৩/১৮৭৬, ২য় সং. ১৩০৬/১৮৯০) যাহার

যথাযথ ব্যবহার অদ্যাবধি হয় নাই, তুর্কী ভাষার সর্বপ্রথম সংক্ষিপ্ত অভিধান গ্রন্থ। গ্রন্থখানি পরবর্তী সময়ে শামসুদ্দীন সামী বে ফারাশেরী এবং অন্যান্য অভিধান প্রণেতার রচিত গ্রন্থাবলীর ভিত্তিরূপে বিবেচিত হইয়াছে (দ্র. Barbier de Meynard-এর Supplement-এর ভূমিকা, ১খ, ৫)। তৎকৃত Molierl-এর ষোলটি নাটকের অনুবাদ (২য় সংস্করণ, ল্যাটিন পাণ্ডুলিপি ১৯৩৩ খৃ.) একটি বিশেষ সাহিত্য নিদর্শন (ব্রুসার নাট্যমঞ্চে এইগুলিকে তিনি মঞ্চস্থও করিয়াছেন)। তিনি Voltaire-এর Telemaque, Gil Blas de Sentillane এবং Micromegas গ্রন্থ তিনটিরও অনুবাদ করিয়াছেন। পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কী ভাষায় (চাগ'তায়) তিনি আবুল গাযী বিরচিত 'শাজারাতুল আতরাক' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন এবং Belin-এর সহায়তায় মীর আলী শীর নাওয়াঈ বিরচিত মাহ'বূবুল কু'লূব (১২৮৯/১৮৭২) প্রকাশ করেন। তাঁহার অপরাপর রচনাবলীর মধ্যে প্রবাদ-প্রবচন বিষয়ক একটি সংকলন (Atalar Sozu) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক রচনাবলীর জন্য দ্র. Babinger (নিম্নে দ্র.) এবং Enver Koray, Turkiye tarih yayinlari, bibliyografyasi, আঙ্কারা ১৯২৫ খৃ.।

আহ'মাদ ওয়াফীক পাশাকে রুমেলী হিস'ার-এর কায়ানার (প্রস্তরসমূহ) কবরস্থানে সুলতা'ন দ্বিতীয় 'আবদু'ল-হা'মীদের নির্দেশে দাফন করা হয়; কিন্তু সম্ভবত বর্ণনাটি ভিত্তিহীন। আহ'মাদ ওয়াফীকে'র পিতামহকেও, যিনি ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জায়গীরদার ছিলেন, এই কবরস্থানেই দাফন করা হইয়াছিল। সম্ভবত সুলতা'নের অসন্তুষ্টির কারণ এই ছিল যে, আহ'মাদ ওয়াফীক' কিছু ভূমি একটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠান Robert College-এর নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (তুর্কী), নিবন্ধ দ্র. (আহ'মাদ হা'মদী তানপিনার [Tanpinar] কর্তৃক রচিত); (২) ইস্তাম্বুল এনসাইক্লোপেদিসি, ১খ., ৩০৪খ, ৩১০ ক; (৩) Babinger, পৃ. ৩৭৩-৭৪, ১৮৫; (৪) Ch. Rollend, La Turquie contemporaine, প্যারিস ১৮৫৪ খৃ., অধ্যায় ৯, পৃ. ১৪৯ প.; (৫) A. D. Mordtmann, Stambul und das moderne Turkenthum, Leipzig ১৮৭৭ খৃ., ১খ.,১৬৭-১৭৩; (৬) P. Fesch, Constantinople aux derniers jours d'Abdul-Hamid, প্যারিস ১৯০৭ খৃ., পৃ. ২৮৭ প.; (৭) মাহ'মূদ জেওয়াদ, মা'আরিফ-ই উলূমিয়্যা নেজারেতী, ইস্তাম্বুল ১৩২৮/১৯১২, ১খ., ১২৭-২৮ (ছবিসমেত একটি ছোট প্রবন্ধ, যাহা মাসিক পত্রিকা Ergene-এ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সংখ্যা-এ ৫ প্রকাশিত হইয়াছে)। (৮) আবদুর রাহ'মান শেরেফ, তারীখ মুআহআবেলেরি, আহ'মাদ ওয়াফীক' পাশা যাহা খালিদ ফাখরী আদাবী কি'রাআত নুমূনালেরী, ইস্তাম্বুল ১৯২৬ খৃ. ('আরবী লিপিতে) পুনরায় প্রকাশিত হয়, পৃ. ২৯৭-৩০৩ এবং ইস্তাম্বুল ১৯২৭ খৃ. (রোমান লিপিতে), পৃ. ১৬৩-১৬৬; (৯) ইসমাঈল হিকমাত, আহ্মাদ ওয়াফীক পাশা, ১৯৩২ খৃ.; (১০) 'উছ'মান এরগিন, তুর্কীয়া মাআরিফ তারীহী, ইস্তাম্বুল ১৯৪০ খৃ., ২খ., ৬৪৯-৬৫০ (তাঁহার কাফন-দাফনের বিষয়ের উপর); (১১) মুহ'াম্মাদ যাকী পাকালী, আহ'মাদ ওয়াফীক পাশা, ইস্তাম্বুল ১৯৪২; (১২) Murat Uraz, আহ'মাদ ওয়াফীক পাশা, ইস্তাম্বুল ১৯৪৪ খৃ.; (১৩) ইবনু'ল আমীন মাহ'মূদ কেমাল ইনাল, Osmanli devrinde son Sadirazamlar, ১৯৪৮ খৃ., ৫খ., ৬৫১ প.; (১৪) নির্ঘণ্ট দ্র. JA, ২০খ., ৬ষ্ঠ ৭ম ও ৮ম সংখ্যা।

J. Deny (E.I.[2]) / এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহ্মাদ ওয়াসিফ (দ্র. ওয়াসি'ফ)

আহ্মাদ কাবীর সায়্যিদী (احمد كبير سيدى) ঃ মুবাল্লিগ ও মুজাহিদ হযরত শাহজালাল (র)-এর সাথী ৩৬০ আওলিয়ার অন্যতম। শাহ জালাল (র)-এর নেতৃত্বে সিলেটের জিহাদে (১৩০৩ খৃ.) অংশগ্রহণ করেন। তিনি সিলেট শহর ও আশেপাশে ইসলাম প্রচার করেন। মাযার সিলেট শহরের পাঠানতোলায় অবস্থিত।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

আহ্মাদ কেদুক (احمد كدك) ঃ আবি. ১৫শ শতক, তুরস্কের দিগ্বিজয়ী 'উছ'মানী সুলতান (১৪৫১-৮১) ২য় মুহ'াম্মাদের উযীরে আজম (১৪৭৩-৭৭), বিখ্যাত তুর্ক সেনাপতিদের অন্যতম। জেনোয়ার নিকট হইতে ক্রিমিয়ার সুরক্ষিত বন্দর কাফফা (ফী-ওডোশিয়া) ও চেঙ্গীয খানের বংশধরদের হাত হইতে উপদ্বীপের অবশিষ্ট অংশ কাড়িয়া লন। ক্রিমিয়ার খানগণ ৩০০ বৎসরের জন্য সুলতা'নের করদ-রাজায় পরিণত হন (১৪৭৫)। কনসট্যানটিনোপল জয়ের (১৪৫৩) পরেই ইহার গুরুত্ব। নৌপথে আক্রমণ চালাইয়া ইতালির চাবি' ওট্রানটো অধিকার করেন (১৪৮০); কিন্তু পরবর্তী সুলতা'ন (১৪৮১-১৫১২) ২য় বায়াযীদ তাঁহাকে ইস্তাম্বুলে আহ্বান করায় ও তদীয় উত্তরাধিকারী খায়রুদ্দীন-এর কোন সাহায্য না পাওয়ায় দীর্ঘকাল বাধাদানের পর তুর্কীগণ দুর্গ ত্যাগে বাধ্য হয়। একমাত্র বায়াযীদের নিষ্ক্রিয়তার ফলেই মুসলমানদের ইতালি জয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬৯

আহ্মাদ কোপরুলু (দ্র. কোপরুলু)

আহ্মাদ খান (احمد خان) ঃ স্যার, ডক্টর (জাওয়াদুদ-দাওলা 'আরিফ জাংগ (جواد الدولة عارف جنگ), দিল্লীর শাহ কর্তৃক দেয়া খেতাব। ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি স্যার সৈয়দ (সায়্যিদ) আহ'মাদ খান নামেই সমধিক পরিচিত। বিশ শতকের ভারতীয় মুসলমানদের এই মহান পথপ্রদর্শক এবং লেখক ৫ যু'ল হি'জ্জা, ১২৩২/১৭ অক্টোবর, ১৮১৭ সালে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ মুগল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে কাবুলের হিরাত হইতে ভারতে আগমন করেন এবং মুগল রাজদরবারে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার পিতার নাম মীর তাকী এবং দাদার নাম সায়্যিদ হাদী। দাদা ছিলেন দরবেশী মেজাজের লোক এবং গু'লাম 'আলী শাহ মুজাদ্দিদী (র)-এর বিশিষ্ট মুরীদ। তিনি (দাদা) ছিলেন দিল্লীর দুর্গের কর্মচারী এবং অন্যতম সভাসদ। অপরদিকে তাঁহার মাতুল বংশ ছিল শাহ আবদু'ল-আযীয দেহলাবী (র)-এর ভক্ত। তাঁহার নানা খাজা ফারীদুদ্দীন আহ'মাদ বাহাদুর (দাবীরু'দ-দাওলা আমীনু'ল মুল্ক মুস'লিহ' জাংগ) ছিলেন মুগল সম্রাট ২য় আকবার শাহের উযীর। তিনি কিছুকাল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীরও দূত ছিলেন। স্যার সায়্যিদ আহ'মাদ খান বাল্যকাল হইতেই পিতার সংগে রাজদরবারে যাতায়াত করিতেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধের (সিপাহী বিপ্লব) সময় পর্যন্ত এই সম্পর্ক অটুট ছিল। তিনি প্রাচীন রীতি অনুযায়ী মাতার তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেন। তিনি ফারসী ও আরবী ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন। চাকুরী উপলক্ষে দিল্লী আসার পর তিনি 'আরবী ভাষার উপর আরও দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি নিজের মামা নওয়াব যায়নু'ল আবিদীন খান-এর নিকট জ্যামিতি ও অংকশাস্ত্র এবং হা'কীম গুলাম হা'য়দারের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিছুকাল কবিতা চর্চায়ও তিনি নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু জীবনের মহান উদ্দেশ্য

তাঁহাকে সঠিক অর্থে কবিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইতে দেয় নাই। অবশ্য সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিকদের সংগে তাঁহার গভীর সম্পর্ক ছিল।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি (বাইশ বৎসর বয়সে) নিজের খালু এবং দিল্লীর সদর আমীন খালীলুল্লাহ খান-এর নিকট বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার পর তাঁহার সেরেস্তাদার নিযুক্ত হন। ইহার পর তিনি আগ্রার কমিশনারের দফতরে নায়েব মুন্‌শীর পদে নিয়োগ লাভ করেন (এইখানে তিনি দেওয়ানী আইনের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন)। মুনসেফ পদের পরীক্ষা দেওয়ার পর ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে মায়নপুরীতে মুনসেফ নিযুক্ত হন। অতঃপর ধাপে ধাপে উন্নতি করিয়া ছোট আদালত (Small cause court)-এর বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হন। এই উপলক্ষে তিনি ফতেহ্‌পুর সিক্রি, দিল্লী, রাহতাক (رهتك), বিজনৌর, মুরাদাবাদ, গাযীপুর, আলীগড় ও বেনারসে কিছুকাল কর্মরত ছিলেন এবং ১৮৬৯ খৃ. ইংল্যান্ডও গিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খৃ. চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ‘আলীগড়ে বসবাস করিতে থাকেন।

স্যার সায়্যিদ আহ্‌মাদ খান ১৮৭৮ খৃ. ইম্পেরিয়াল কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মধ্যে ‘ওয়াক্‌ফ আলাল-আওলাদ’ (وقف على الاولاد) আইনের প্রস্তাবনা এবং আলবার্ট বিলের সমর্থন অন্যতম। অনন্তর তিনি ১৮৮২ খৃ. শিক্ষা কমিশন ও ১৮৮৭ খৃ. পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হন। ১৮৮৮ খৃ. তিনি কে. সি. এস. আই. উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৮৯ খৃ. এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এল. এল. ডি. ডিগ্রী প্রদান করে। শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার পর তিনি যু'ল-ক'া'দা ১৩১৫/২৭ মার্চ, ১৮৯৮ সালে ইনতিকাল করেন। পরের দিন তাঁহাকে আলীগড়-এর মাদ্‌রাসাতু'ল 'উলূম-এর মসজিদ প্রাঙ্গণে দাফন করা হয় (দ্র. হ'ালী, হ'ায়াত-ই জাবীদ)।

স্যার সায়্যিদ আহ্‌মাদ খানের জীবনী সম্পর্কে আলোকপাত করা যাইতে পারে ঃ (১) লেখক হিসাবে, (২) ধর্মীয় সংস্কারক হিসাবে ও (৩) পথপ্রদর্শক হিসাবে।

জ্ঞানচর্চা ও রচনা ঃ তাঁহার সাহিত্য চর্চার কালকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ (১) প্রথম জীবন হইতে ১৮৫৭ খৃ. পর্যন্ত, (২) ১৮৫৭ খৃ. হইতে ১৮৬৯ খৃ. (ইংল্যান্ড সফর) পর্যন্ত এবং (৩) ১৮৬৯ খৃ. হইতে ১৮৯৮ খৃ. পর্যন্ত। প্রথম দিককার রচনাকর্মের মধ্যে যদিও নূতন চিন্তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সাধারণত প্রাচীন চিন্তার প্রভাবই দেদীপ্যমান, যেমন প্রাচীন রীতিতে ইতিহাস রচনা ‘জামজাম’ (جام جم) ফারসী সংস্করণ ১৮৪০ খৃ. তৈমুর লং হইতে বাহাদুর শাহ জ'াফার পর্যন্ত ৪৩ জন বাদশাহর সংক্ষিপ্ত বিবরণ; ধর্ম, নৈতিকতা ও তাসাওউফ সম্পর্কে কয়েকটি পুস্তিকা জালাউ'ল-কুলূব বিযিকরি'ল মাহবূব (جلاء القلوب بذكر المحبوب) ১২৫৫ হি., মাওলূদ শারীফের মাজলিসে পড়ার জন্য সা'হীহ' হাদীছ' সমূহের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (স')-এর জীবন-চরিতের উপর একটি পুস্তিকাঃ রাহেসুন্নাত ওয়া বিদআত (راه سنت وبدعت), মুহাম্মাদিয়া (আহলে হ'াদীছ') ত'রীকার সমর্থনে ও মাযহাবগত তাক'লীদের প্রতিবাদে ১৮৫০ খৃ. রচিত তুহ'ফায়ে হ'াসান (تحفة حسن ১২৬০ হি.); তুহ'ফায়ে ইছ'না আশারিয়্যা (عشرية) গ্রন্থের দশম ও দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ, ইহা শীআ মতবাদের প্রতিবাদে রচিত; কালিমাতু'ল-হ'াক্‌ক', ১৮৪৯ খৃ. পীর-মুরীদীর বিরুদ্ধে রচিত, নামীকা (نميقة) ১৮৫২ খৃ., শায়খের ধ্যান সম্পর্কে একটি কল্পিত চিঠি; কীমীয়ায়ে সা'আদাত (كيمياے سعادت) গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠার উর্দূ অনুবাদ, ১৮৫৩ খৃ.। ইহা ছাড়া তিনি গণিতশাস্ত্রের কয়েকটি বইও লিখিয়াছেন। যেমন তাসহীল ফী জাররি'ছ-ছাকীল (تسهيل فى جر الثقيل) ১৮১৪ খৃ. প্রকাশিত, বু'আলীর মি'য়ারু'ল ক'াওল গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ; ফাওয়াইদু'ল আফকার ফী আমালি'ল ফারজার (فوائد الافكار فى اعمال الفرجار) দিগদর্শন সম্পর্কে তাঁহার নানার লিখিত কতিপয় ফারসী প্রবন্ধের এই অনুবাদ করেন; ক'াওলু মাতীন দার ইব্‌ত'ালি হ'ারকাতি যামীন (قول متين در ابطال حركت زمين), আসমানে সূর্যের ঘূর্ণনের ও পৃথিবীর স্থিরত্বের সপক্ষে লেখা একটি পুস্তিকা। উপরে উল্লিখিত ধর্মীয় পুস্তকগুলিতে সাধারণত সায়্যিদ আহ'মাদ বেরেলাবী (র) ও শাহ আবদু'ল আযীয (র)-এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং গণিতশাস্ত্রে প্রাচীন রীতির অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।

এই যুগে চাকুরীতে থাকাকালীন ইতিহাস রচনার আধুনিক পদ্ধতি ও প্রবণতার সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। তাঁহার এই যুগের স্মরণীয় রচনাকর্ম হইতেছে আছারু'স-সানাদীদ (اثار الصناديد), দিল্লীর দালান-কোঠার নির্মাণ-কাঠামো ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ইহা ১৮৪৭ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়, যখন তিনি ফতেহ্‌পুর হইতে বদলি হইয়া দিল্লী আসিয়াছিলেন। সাধারণের ধারণা অনুযায়ী এই পুস্তক ইমাম বাখ্‌শ স'াহ'বাঈ-র সহযোগিতায় প্রণীত হয় অর্থাৎ স্যার সায়্যিদ আহ'মাদ তথ্য সংগ্রহ করেন এবং স'াহ'বাঈ ইহাকে পুস্তকের রূপ দেন। প্রথম সংস্করণে প্রাচীন পদ্ধতিতে তথ্য বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৫৪ খৃ.) প্রকাশভংগী সহজ সরল এবং সাধারণের বোধগম্য (যাহা স্যার সায়্যিদের নিজস্ব রচনা)। গ'ারসিন ডি. টাসী এই গবেষণাধর্মী ও সমাদৃত গ্রন্থটির ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন।

অনন্তর তিনি এই যুগে বিজনৌর জেলার ইতিহাস (تاريخ ضلع بجنور) রচনা করেন (১৮৫৫ খৃস্টাব্দের পরে)। ইহা সিপাহী বিপ্লবের সময় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আঈনে আকবারী (ائين اكبرى) গ্রন্থের সংশোধন, সম্পাদনা এবং প্রকাশও (১২৭২ হি., দিল্লীতে মুদ্রিত) এই যুগে হইয়াছিল (সিপাহী বিপ্লবের সময় ২য় খণ্ড বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, ১ম ও ৩য় খণ্ড বর্তমান আছে)।

স্যার সায়্যিদ আহমাদ খানের ভাই সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ খান ১৮৩৭ খৃ. (উর্দূ ভাষায় দ্বিতীয় পত্রিকা) সায়্যিদু'ল আখবার (سيد الاخبار) প্রকাশ করেন। স্যার সায়্যিদ ইহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন। সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ খানের মৃত্যুর কিছুকাল পর ইহার প্রকাশনা বন্ধ হইয়া যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি সিপাহী বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং সময়সাময়িক রাজনীতির দাবি অনুযায়ী রাজনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন। তারীখে সারকাশী বিজনৌর (تاريخ سركشى بجنور, যে ১৮৫৭ হইতে এপ্রিল ১৮৫৮ পর্যন্ত ঘটনাবলী ইহাতে বিবৃত হইয়াছে), আসবাবে বাগ'াওয়াত-ই হিন্দ (اسباب بغاوت هند), ১৮৫৯ খৃ.; Loyal Muhmmadans of India,—তিন সংখ্যা (১৮৬০ খৃ., হইতে ১৮৬১ খৃ. পর্যন্ত)। এই যুগে রচিত তাঁহার গ্রন্থাবলী সংস্কারমূলক আবেদনে পরিপূর্ণ। মুসলমান এবং খৃস্টানদের রাজনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়নই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এইজন্য সর্বপ্রথম উভয় জাতির ধর্মীয় ঐক্যের মূলনীতিসমূহ স্বীকার করিয়া লওয়া অপরিহার্য ছিল। অতএব তাহ'কীকে' লাফজি' নাস'ারা (تحقيق لفظ نصارى) ও রিসালায়ে আহ'কামি ত'আমি আহলি কিতাব (رسالة

(احكام طعام اهل كتاب) (১৮৬৮ খৃ.) গ্রন্থদ্বয় ছাড়াও বাইবেলের ব্যাখ্যা গ্রন্থ তাবয়ীনুল-কালাম (تبيين الكلام)-ও এই যুগে রচিত (মুরাদাবাদ ও গাযীপুরে কর্মরত থাকাকালীন)। কিন্তু তিনি ইহার রচনা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই যুগের একান্ত তাত্ত্বিক ও গবেষণাধর্মী কাজের মধ্যে দি'য়া বারানীর তারীখে ফীরোয শাহী (تاريخ فيروز شاهى) গ্রন্থের সংশোধন ও সম্পাদনা অন্তর্ভুক্ত। ইহার বিন্যাস ও টীকা সংযোজনের কাজ যদিও মানোত্তীর্ণ নহে, কিন্তু ইহা দ্বারা তাঁহার দক্ষতা, পরিশ্রম ও আগ্রহের প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া যায় (প্রকাশক এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৬২ খৃ.)। এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁহাকে Royal Asiatic Society-র ফেলো হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়। ১৮৬৬ খৃ. তিনি সায়েন্টিফিক সোসাইটির (যাহা গাযীপুরে অবস্থানকালে প্রতিষ্ঠিত হয়) আখবার (اخبار) পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে ইহা আলীগড় ইনস্টিটিউট গেজেট নামে বহুদিন যাবত প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রোগ্রেস আখবার নামক পত্রিকাও কিছুকাল এই গেজেটের সহিত সংযুক্তভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে।

স্যার সায়্যিদ-এর রচনাকর্মের তৃতীয় যুগ খুবই ফলপ্রসূ ছিল। এই সময়ে তিনি Willam Muir-এর Life of Mohamet (১৮৬১ খৃ.) গ্রন্থের জবাবে ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে (১৮৬৯-১৮৭০ খৃ.) খুত'বাতে আহ্'মাদিয়া (خطبات احمدية) গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর তাফসীরু'ল কু'রআন (تفسير القرآن) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ইহার প্রথম খণ্ড ১২৯৭ হি. প্রকাশিত হয়। পরবর্তী খণ্ডগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৭তম পারা (সূরা আম্বিয়া-এর শেষ) পর্যন্ত তাফসীর করার পর তিনি ইনতিকাল করেন। উহা ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং সূরা আম্বিয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট এক খণ্ড অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়া যায়। অনন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা, যেমন ইযালাতু'ল-গ'ায়ন (ازالة الغين), তাফসীরু'স সামাওয়াত (تفسير السموات) ইত্যাদি রহিয়াছে। এই যুগে তাহযীবু'ল আখলাক' (تهذيب الاخلاق) পত্রিকাও প্রকাশিত হয় (১ শাওওয়াল, ১২৮৭/২৪ ডিসেম্বর, ১৮৭০)। পত্রিকাটির প্রথম যুগ ছয় বৎসর (১ রামাদান, ১২৯৩ হি.), দ্বিতীয় যুগ দুই বৎসর পাঁচ মাস (জুমাদাল উলা, ১২৯৬ হি. হইতে) ও তৃতীয় যুগ (শাওওয়াল ১৩১১ হি. হইতে) তিন বৎসর, এই কয়েক বৎসর প্রকাশিত হওয়ার পর উহা বন্ধ হইয়া যায়। এই পত্রিকায় মাওলাবী চেরাগ' আলী মুহ'সিনু'ল মুল্ক বি'কারু'ল মূলক (وقار الملك), য'াকাউল্লাহ, মাওলাবী ফারাকালীতুল্লাহ প্রমুখ ছাড়াও স্যার সায়্যিদের প্রবন্ধসমূহও ছাপা হইত। তাঁহার এইসব প্রবন্ধ বর্তমানে মাদ'মীনে তাহযীবু'ল আখলাক' (২য় খণ্ড) এবং আখিরী মাদ'মীন স্যার সায়্যিদ নামক গ্রন্থদ্বয়ে স্থান পাইয়াছে (প্রকাশক ক'াওমী দুকান কাশমীরী বাযার, লাহোর)। ইহা ছাড়া সাফারনামাহ-ই লন্ডন (অসম্পূর্ণ) গ্রন্থ সায়েন্টেফিক সোসাইটি আখবার পত্রিকায় এবং William Hunter-এর Our Indian Mussulmans গ্রন্থ-এর সমালোচনা (review) অংশে প্রথম পত্রিকা Pioneers-এ ইংরেজী ভাষায়, অতঃপর উর্দূ অনুবাদ সায়েন্টিফিক সোসাইটি আখবার পত্রিকায় (২৪ নভেম্বর, ১৮৭১ হইতে ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২ পর্যন্ত চৌদ্দটি সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়।

লেখক হিসাবে স্যার সায়্যিদ আহমাদের বড় পরিচয় তিনি একজন ধর্মীয় সংস্কারক। খুত'বাতে আহ্'মাদিয়া, তাবয়ীনু'ল কালাম এবং তাফসীরুল কু'রআন তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় গ্রন্থ। ইহা ছাড়া তাহযীবু'ল আখলাক' পত্রিকায়ও তিনি ধর্মীয় বিষয়ের উপর লিখিতেন। তিনি নূতন পরিস্থিতিতে আধুনিক কালামশাস্ত্রের (علم كلام) প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সুতরাং তাঁহার ধর্মীয় চিন্তার মূল বিষয় ছিল দীন ইসলামে ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা এবং ধর্মকে বুদ্ধিবৃত্তি, স্বভাব ও সংস্কৃতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া তোলা। প্রথমদিকে স্যার সায়্যিদ আহ'মাদের উপর ইমাম গ'াযালী (র)-র চিন্তাধারার বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার প্রমাণ এই যে, তিনি কীমিয়ায়ে সাআদাত গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ের অনুবাদ করেন। ইহা ছাড়া তিনি ইহ'য়াউ'ল 'উলূম গ্রন্থের (ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিনের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য, ফেব্রুয়ারী-মে ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৭২) কিতাবু'স সি'দক' ও কিতাবু'ল হু'কূক'-এর ফারসী অনুবাদও করেন (দ্র. এডওয়ার্ড বৃটেনে মুদ্রিত বইয়ের তালিকা, ১৯২২ খৃ., পংক্তিশ্রেণী ৪২০)। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় তিনি যুক্তিবাদীদের চিন্তাধারার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত মুসলিম কালামশাস্ত্রবিদগণের হইতেও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া (রাণী ভিক্টোরিয়ার কালে) ইংল্যান্ডের আধুনিক চিন্তাধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়েন, বিশেষত বুদ্ধিবাদী ও প্রকৃতিবাদী দর্শন দ্বারা খুবই প্রভাবিত হন। এই কারণে ভারতে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহাকে প্রকৃতিবাদী (নেচারী) বলিত। শেষ বয়সে তাঁহার চিন্তাধারা পূর্বেকার 'আলিমদের অনেক আক'ীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী হইয়া যায়। ইহার ফলে সমসাময়িক আলিমগণ তাঁহার ঘোর বিরোধিতা করেন এবং তাঁহার শিক্ষা আন্দোলনও প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

স্যার সায়্যিদ 'আহ'মাদ গবেষণাপ্রিয় লেখক এবং ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁহার রচিত ইতিহাসের গ্রন্থসমূহ ইহার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনে ব্যস্ত থাকার কারণে গবেষণা ও ইতিহাস চর্চার কাজ অব্যাহত রাখিতে পারেন নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহার ঐতিহাসিক রচনাবলী উপেক্ষা করা যায় না। আছ'ারু'স-স'ানাদীদ রচনা এবং বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থের (আঈনে আকবারী ইত্যাদি) সংশোধন ইতিহাস চর্চায় তাঁহার দক্ষতা ও পরিশ্রমের প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত। ইতিহাসে সত্যের অনুসন্ধান ও রাজা-বাদশাহদের কাহিনী বর্ণনা করার চেয়ে মানব সমাজের ইতিহাস ও সংস্কৃতির চিত্র অংকনই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য (দ্র. শিবলী, আল-মা'মূন, ভূমিকা, ২য় সং.)। তিনি ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন ও বিস্তারিত ঘটনাবলীর উত্তম গ্রন্থনা ও বিন্যাস ছাড়াও বর্ণনাভংগী আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর হওয়াকেও জরুরী মনে করিতেন।

উর্দূ সাহিত্যের উন্নয়নেও তাঁহার বিরাট অবদান রহিয়াছে। তিনিই আধুনিক উর্দূ গদ্যের অন্যতম স্থপতি। তিনি সহজ সরল বর্ণনাভংগীকে গ্রহণযোগ্য রূপ দান করিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলীতে যদিও অসমতা রহিয়াছে এবং তিনি শব্দ চয়ন ও বিন্যাসের ক্ষেত্রে সতর্কতার সহিত কাজ করেন নাই, তথাপি তাঁহার হৃদয়গ্রাহী প্রকাশভংগীর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তিনি সাধারণের বোধগম্য ভাষায় সাহিত্য রচনার সপক্ষে এবং মুনশীয়ানা রীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং উর্দূ গদ্য সাহিত্যকে কিস্‌সা-কাহিনীর গণ্ডি হইতে বাহির করিয়া আনিয়া মননশীল তাত্ত্বিক বিষয়ের প্রকাশের মাধ্যমে পরিণত করেন। তিনি সায়েন্টিফিক সোসাইটির (১৮৬৩ খৃ.) তত্ত্বাবধানে অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করান। এই সোসাইটির একটি সাময়িক পত্রিকাও ছিল। ইহা পরবর্তী কালে আলীগড় ইনস্টিটিউট গেজেট নামে প্রকাশিত হইতে থাকে। [সোসাইটির কর্মতৎপরতা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য উর্দূ (اردو) পত্রিকা, অক্টোবর ১৯৩৫ খৃ. দ্রষ্টব্য]।

স্যার সায়্যিদ-এর রচনা-রীতি ও প্রকাশভংগী দ্বারা পরবর্তী পর্যায়ে উর্দূ সাহিত্য ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, তিনি গদ্য রচনার বিভিন্ন ঢং মির্যা গা'লিবের নিকট শিখিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনিই ছিলেন উর্দূ সাহিত্যে গবেষণাধর্মী এবং মননশীল প্রবন্ধ রচনার স্থপতি। তাঁহার বন্ধু ও অনুসারিগণ ইহার আরও উন্নয়ন সাধনের ক্ষেত্রে তাঁহার বর্ণিত রূপরেখাকে সদ্ব্যবহার করেন এবং প্রকাশভংগী ও বিষয়বস্তুর দিকে দিয়া পরবর্তী কালে গোটা সাহিত্য তাঁহার গভীর প্রভাব গ্রহণ করে। অতএব বলা যাইতে পারে যে, স্যার সায়্যিদ একাই উনিশ শতকের উর্দূ সাহিত্যকে যতটা প্রভাবিত করিয়াছেন, তাহা একা আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই। উর্দূ সাহিত্যে প্রবন্ধ রীতি তিনিই উদ্ভাবন করেন। এই ব্যাপারে এডিশন (Addison) এবং স্টীল (Steele)-এর দৃষ্টান্ত তাঁহার সামনে ছিল। ইহা ছাড়া 'ইলমে কালাম, ইতিহাস, জীবন চরিত, কবিতা, তত্ত্ব বর্ণনা, গবেষণা কর্ম, মোটকথা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা তাঁহার রচনাশৈলী ও আদর্শ অনুসরণে লিখিত এবং ইহার ফলে উর্দূ ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে। সাহিত্যে বাস্তবতা, সততা ও প্রকৃতিবাদের আন্দোলন সঠিক অর্থে তিনিই শুরু করেন। সাহিত্য ও কবিতা চর্চার উপর মুহ'াম্মদ হু'সায়ন আযাদ (محمد حسين آزاد)-এর ভাষণ যাহা তিনি পাঞ্জাব সমিতি (انجمن پنجاب)-এর জন্য লিখিয়াছিলেন, যুগের বিচারে অগ্রগণ্য, কিন্তু নূতন আন্দোলনে শক্তি ও ব্যাপকতা স্যার সায়্যিদের মাধ্যমেই সৃষ্টি হইয়াছে। হালীর মুসাদ্দাস মাদ্দ ওয়া জাযর ইসলাম (مدو جزر اسلام) গ্রন্থও তাঁহার ইঙ্গিতে লেখা হইয়াছে। লেখার স্বাভাবিক রীতি হস্তলিপি ও অক্ষরের সংশোধন, স্বরচিহ্নসমূহের সংস্কার, গবেষণার বৈজ্ঞানিক নীতিমালা, কর নির্ধারণ ও আদায়ের জন্য প্রবর্তিত (سن فصلى) ও প্রচলিত মানের (سن عملى) সমন্বয় সাধন, অতীত ও বর্তমান যুগের সাহিত্যিক ধারার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ, হিজরী, খৃষ্টীয় তারিখের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ইত্যাদি তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাঁহার অসম্পূর্ণ কাজের মধ্যে একটি সুবৃহৎ ও পূর্ণাঙ্গ উর্দূ অভিধানের সংকলন (উর্দূ, অক্টোবর ১৯৩৫ খৃ. দ্র.) এবং উর্দূ সাহিত্যের একটি ব্যাপক তালিকা প্রণয়ন (ঐ, দ্র.) অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

উর্দূ সাহিত্যে স্যার সায়্যিদ আহ'মাদের তাত্ত্বিক, গবেষণামূলক ও সাহিত্যিক অবদান এতটা গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলিয়াছে যে, ইহা দ্বারা সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি ও রীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যাহার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি, উদ্দেশ্য প্রীতি এবং বস্তুবাদ (চিন্তার উপর বস্তুবাদের প্রভাব) প্রধান। সহজ বর্ণনাভংগী স্বতঃস্ফূর্ততা ও আবেদন সৃষ্টি এই প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, যাহাতে স্যার সায়্যিদ আহ'মাদ ছাড়াও তাঁহার বন্ধু ও সহযোগীরাও সমানভাবে শরীক ছিলেন।

রচনাকর্ম ছাড়াও তাঁহার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হইতেছে তাঁহার শিক্ষা আন্দোলন। সিপাহী বিপ্লবের পর মুসলমানদের উপর যেসব বিপদাপদ আসে স্যার সায়্যিদ আহ'মাদ প্রতিটি ক্ষেত্রে তাহা প্রতিরোধ করিয়াছেন। কিন্তু জাতীয় বিচ্ছিন্নতা এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছিল যে, তিনি অনুভব করিলেন জাতীয় অধঃপতনের একমাত্র চিকিৎসা হইতেছে শিক্ষার উন্নয়ন। অতএব তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য মনস্থ করেন এবং লন্ডন যাওয়ার পর এই ব্যাপারে আরও চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পান। (তিনি ইংরেজদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, সমাজ ব্যবস্থা ও সামাজিকতা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন)। অতএব তিনি তথা হইতে 'ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় ও শাসকগোষ্ঠীর নিকট ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নয়ন সম্পর্কে নিবেদন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া এবং ছাপাইয়া মুহ'সিনুল-মুলক-এর নিকট পাঠাইয়া দেন। আসল কাজ তাঁহার ফিরিয়া আসার পর শুরু হয়। এই সময় তিনি নিজের চিন্তাধারার প্রচারের জন্য তাহ্'যীবু'ল আখলাক' পত্রিকা (সূচনা ১৮৭০ খৃ.) প্রকাশ করেন। পরে মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য আহ্বায়ক কমিটি নামে একটি পরিষদ গঠন করিয়া ও শিক্ষার বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লিখাইয়া একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এই উদ্দেশে চাঁদা সংগ্রহের জন্য খাযীনাতু'ল বিদ'আ (خزينة البضاعة) নামে অপর একটি কমিটি গঠন করেন। অবশেষে ১৮৭৫ খৃ. মে মাসে 'আলীগড় নামক স্থানে একটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয় এবং মাওলাবী সামী'উল্লাহ খানের তত্ত্বাবধানে ঐ বৎসর লেখাপড়াও শুরু হয়। দুই বৎসর পরে (জানুয়ারী ১৮৭৭ খৃ.) লর্ড লিটন (Lytton) 'আলীগড় কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৮৭৮ সালের ১ জানুয়ারী কলেজের কিছু বিভাগ খোলা হয় এবং (কিছু স্যার সায়্যিদের জীবদ্দশায়, কিছু তাঁহার মৃত্যুর পর) ক্রমে ক্রমে উচ্চ শিক্ষার অধিকাংশ বিভাগই খোলা হয়। স্যার সায়্যিদ এই কলেজকে ইংল্যান্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নমুনা অনুযায়ী কায়েম করিতে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের পদ্ধতি অনুযায়ী ছাত্রদের গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি কলেজের সঙ্গে ইংলিশ হোস্টেল নামে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণ করাইয়াছিলেন, যাহা ছোট শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। মিস বেক (Miss Beck) নামক এক ইংরেজ মহিলা ইহার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৯২০ খৃ. কলেজ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

আলীগড় কলেজ বলিতে তো একটি মহাবিদ্যালয় ছিল, কিন্তু কার্যত ইহা ছিল ভারতীয় মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কেন্দ্র। স্যার সায়্যিদ এই কলেজের সেক্রেটারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল এডুকেশনাল কনফারেন্স (১৮৮৬ খৃ.)-এর চালিকাশক্তি এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক ব্যাপারে পথ প্রদর্শকও ছিলেন। এইজন্য আলীগড় কলেজ অনিবার্যরূপে শিক্ষার ক্ষেত্রেই নহে, দেশের রাজনীতিতেও ভারতীয় মুসলমানদের পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব পালন করিত। প্রথমদিকে কিছু সংখ্যক প্রাচীনপন্থী 'আলিম কলেজটির ঘোর বিরোধিতা করিতে থাকেন, বরং কতিপয় আধুনিক শিক্ষিত লোকও সেই নূতন সংস্কৃতির বিরোধী ছিলেন, তিনি যাহার ভিত্তি স্থাপন করিতে চাহিতেছিলেন এবং আলীগড় কলেজ যাহার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে আকবার এলাহাবাদী বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি কলেজ ও স্যার সায়্যিদ আহ'মাদের আন্দোলনকে অধিকাংশ সময় আক্রমণাত্মক ভাষায় বিদ্রূপ করিয়াছেন। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন ঃ

"সায়্যিদের প্রদীপকে আল্লাহ প্রজ্জ্বলিত রাখুন
সলতেটি মোটা হইলেও তৈলের পরিমাণ কম।"

অপর একটি কবিতায় তিনি এডুকেশনাল কনফারেন্সের একটি বৈঠকের চিত্র অংকন করিতে গিয়া বলেন ঃ

"বসিয়াছেন সদস্যরা বড় সাদাসিদে
শীতের প্রকোপ এখন বড় বেশী
নাই কোন কাজ, নাই ধান্দা কোন
চাঁদা দাও শুধু চাঁদা আন।"

কিন্তু ধীরে ধীরে এইসব বিরুদ্ধবাদী কলেজের সমর্থক হইয়া যান এবং ভারতের প্রত্যন্ত এলাকা হইতে লেখাপড়ার উদ্দেশে ছাত্ররা এখানে ভীড়

জমাইতে থাকে। স্যার সায়্যিদ, যিনি প্রথমদিকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তা ছিলেন, 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস'-এর জবাবে 'আলীগড়-এ 'প্যাট্রিয়টিক এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাকে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করা হইত। উর্দূ ও হিন্দী ভাষার অন্তর্বিরোধে স্যার সায়্যিদ উর্দূ ভাষার ঘোর সমর্থন করেন। ইহা ছাড়া তিনি ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র মর্যাদা ও পৃথক রাজনৈতিক অধিকার দাবি করেন। 'আলীগড় আন্দোলন কেবল শিক্ষাগত আন্দোলনই ছিল না, বরং ইহা ছিল একাধারে চিন্তা, আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ইহা সামাজিক আদান-প্রদান এবং সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে কতিপয় বিশেষ ঝোঁক ও প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করিত। জীবন সম্পর্কে 'আলীগড় আন্দোলনের দৃষ্টিভংগী ছিল প্রগতিশীল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারসমূহে সতর্কতা ও সংযম ছিল ইহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'আলীগড় আন্দোলনের প্রথম সারির পতাকাবাহী ছিলেন স্যার সায়্যিদ এবং তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু হ'ালী, শিবলী, য'াকাউল্লাহ, নায'ীর আহ'মাদ, চেরাগ' আলী, মুহ'সিনু'ল মুলক, বি'কারু'ল মুল্‌ক' সায়্যিদ মাহ'মূদ, মাওলাবী সামীউল্লাহ খান, মাওলাবী ইসমা'ঈল খান রাইস দাতাওয়ালী প্রমুখ। পরবর্তী কালে আলীগড় ঐতিহ্য বজায় রাখা এবং তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য যাঁহাদের নিরলস প্রচেষ্টা কাজ করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব স'াহি'বযাদাহ আফতাব আহ'মাদ খান, মাওলানা মুহ'াম্মাদ আলী, ড. মাওলাবী আবদু'ল হ'াক্'ক, স্যার সায়্যিদ রাস মাস'উদ, সাজ্জাদ হ'ায়দার য়ালদিরমি, হ'াসরাত মুহানী প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (ক) (১) হা'লী, হ'ায়াত-ই জাবীদ; (২) Colonel Graham, Life of Sir Syed Ahmad; (৩) নূরু'র-রাহ'মান, হ'ায়াত-ই স্যার সায়্যিদ; (৪) আবদু'র রায্‌যাক' কানপুরী, য়াদ-ই আয়্যাম; (৫) ইকবাল আলী, স্যার সায়্যিদ কা সাফারনামাহ-ই পাঞ্জাব।

(খ) **বিবিধ** ঃ (৬) শায়খ মুহ'াম্মাদ আকরাম, মাওজ-ই কাওছ'ার; (৭) তুফায়ল আহ'মাদ মাংগলুরী, মুসলমানান হিন্দ কা রওশান মুসতাক'বিল; (৮) C. F. Smith, Modern Islam in India; (৯) সায়্যিদ আবদুল্লাহ, The Spirit and Substance of Urdu under the influence of Sir Syed; (১০) রাম বাবু সাকসীনা, তারীখে আদাব-ই উর্দূ; (১১) সায়্যিদ সুলায়মান, হ'ায়াতে শিব্‌লী; (১২) মুহ'াম্মাদ য়াহ'য়া তান্‌হা, সিয়ারু'ল মুস'ান্নিফীন; (১৩) মুহ'াম্মাদ আমীন যুবায়রী, যি'ক্রে শিব্‌লী; (১৪) হ'ামিদ হ'াসান ক'াদিরী, দাসতান তারীখ-ই উর্দূ; (১৫) তাহ্‌যীবে আখ্‌লাক' পত্রিকার প্রবন্ধসমূহ (২য় খণ্ড, ক'াওমী দুকান, লাহোর); (১৬) মাক'ালাত-ই শিবলী (আদাবী ওয়া তানক'ীদী); (১৭) রাহ'ম আলী আল-হ'াশিমী, ফান্নি স'াহ'াফাত; (১৮) বাদর শাকীব, উর্দূ স'াহ'াফাত; (১৯) Beylon, A. Note on Muslim Education.

ডঃ সায়্যিদ 'আবদুল্লাহ (দা.মা.ই.)/মুহাম্মদ মূসা

আহ'মাদ খান, সরদার স'াহি'বযাদা স্যার সুলত'ান (احمد خان سردار صاحبزاده سلطان) ঃ ১৮৬৪-১৯৩৬ ভারতীয় মুসলিম আইনজ্ঞ। জ. কর্নাল জেলার কুঞ্জপুরায়, 'আলীগড় কলেজ, কেম্ব্রিজ ক্রাইস্ট কলেজ ও লন্ডন ইনার টেম্পলে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রধান বিচারপতি (১৯০৫) ছিলেন; সেখানে শাসন পরিষদে আইন, অর্থনৈতিক, সামরিক, আপীল ও কূটনীতি বিষয়ক সদস্য পদে বিভিন্ন সময়ে কাজ করেন। হান্টার কমিশনের সদস্য (১৯১৯) ও কাউন্সিল অব রিজেনসির প্রবীণ সদস্য হন। ভারত সরকার ও নাভার মহারাজার মধ্যে সমঝোতা আনয়ন করেন। গোল টেবিল বৈঠকে তিনি গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬৯

আহ'মাদ আল-গ'াযনাবী, সায়্যিদ (احمد الغزنوى سيد) ঃ গযনীর একজন প্রবীণ 'আলিম ও মুফতী। তিনি দাক্ষিণাত্য (ভারত) সফরে আসিলে 'আলাউদ্দীন হ'াসান আল-বাহ'মানী তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন এবং গুলবার্গার মুফতী নিয়োগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, এইখানেই তিনি ইনতিকাল করেন এবং এইখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার কবর এখনও সুপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদু'ল-হ'ায়্যি লাখনাবী, নুযহাতু'ল খাওয়াতি'র, ২য় সং, হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ., ১০।

মুহাম্মাদ মূসা

আহমাদ গেসুদরায (احمد غيشو دراز) ঃ আহ'মাদ গীসূদারায, শাহ সায়্যিদ আহ'মাদ কল্লা শাহীদ নামেও তিনি পরিচিত। মুবাল্লিগ ও মুজাহিদ। সিলেট বিজেতা ৩৬০ আওলিয়ার অন্যতম। হযরত শাহজালাল (র) ছিলেন তাঁহার মুর্শিদ। তাঁহার মাথার চুল কান পর্যন্ত লম্বা ছিল বলিয়া তাঁহাকে গেসুদরায বলা হইত। হযরত শাহ জালাল (র)-এর সঙ্গে সিলেটের জিহাদে তিনিও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর তরফ অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। জালিম তরফ রাজা আচাক নারায়ণ পরাজিত হইলে তরফ মুসলিম শাসনাধীনে আসে। আহ'মাদ গেসুদরাযসহ বারজন আওলিয়ার নেতৃত্বে তরফ বিজিত হওয়ায় এই অঞ্চল বার আওলিয়ার মুলুক নামেও সুপরিচিত। বার আওলিয়ার অন্যতম আহ'মাদ গেসুদরায পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকালে শত্রু কর্তৃক শহীদ হন। তিনিই এতদঞ্চলের প্রথম শহীদ। তিতাস নদীতে তাঁহার খণ্ডিত মস্তক (কল্লা) পাওয়া যায়। ভক্তগণ তাঁহার এই মস্তক আখাউড়ার নিকটবর্তী খড়মপুরে দাফন করে। এখানেই তাঁহার মাযার অবস্থিত। বাংলার সুলত'ান তাঁহার মাযার হিফাযতের জন্য ৫২ দ্রোণ জমি দান করেন। মাযারের পার্শ্বে মস্‌জিদ, মুসাফিরখানা ও মাদরাসা আছে। প্রতি বৎসর ২৭ শ্রাবণ হইতে ১ ভাদ্র পর্যন্ত এখানে তাঁহার ওরশ পালিত হয়। নোয়াখালীর (বর্তমান ফেনী জেলার শর্সাদি রেল স্টেশনের নিকটবর্তী) এক দিঘির পার্শ্বে তাঁহার আরেকটি আস্তানা আছে। এদেশের ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে তাঁহার উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। তিনি সায়্যিদ খান্দানভুক্ত জালালী তরীকার প্রখ্যাত সূফী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহ জালাল (র), ইফাবা, ঢাকা ১৯৯৫ খৃ.; (২) বাংলা পেডিয়া, ১খ., পৃ. ৩২০।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

আহমাদ গোলাম খালীল (দ্র. গুলাম খালীল)

আহমাদ গ্রান (احمد گران) ঃ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ছিলেন মুসলিমদের আবিসিনিয়া বিজয়ের নেতা। এইজন্য তাঁহাকে স'াহি'বু'ল ফাত'হ এবং গা'যী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আমহারীগণ (Amharans) তাঁহাকে গ্রান (বাম হস্ত ব্যবহারপ্রবণ) নামে অভিহিত করেন। লোক-কাহিনী

অনুযায়ী তিনি সোমালী বংশোদ্ভূত ছিলেন। আদাল রাজ্যের হুবাত জেলায় ১৫০৬ খৃস্টাব্দের দিকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজে যুদ্ধবাজ দলের নেতা আল-জারাদ আবূন-এর সহিত যোগ দেন, যিনি আবিসিনিয়ার প্রতি ওয়ালাশমা শাসকদের প্রশান্ত নীতি অনুসরণের বিরোধী ছিলেন। আবূন-এর মৃত্যুর পর তিনি এই বিরোধী দলের নেতৃত্ব লাভ করেন। তিনি সুলত'ান আবূ বাক্র ইব্ন মুহাম্মাদকে পরাজিত ও হত্যা করেন এবং ইমাম উপাধি গ্রহণ করেন। আবিসিনিয়া অধিপতি Lebna Dengel-কে রাজস্ব প্রদানের অস্বীকৃতির ফলে যুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়। বালী-র গভর্নরকে পরাজিত করার পর আহ'মাদ স্বীয় সোমালী বাহিনী ও 'আফার সেনাদলকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটি শক্তিশালী আগ্রাসী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। অতএব Shembera Kure নামক স্থানে আবিসিনীয়দের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে তিনি চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেন (১৫২৯ খৃ.)। তিনি দুই বৎসরের মধ্যেই Shoa-র নিয়ন্ত্রাণাধিকার হস্তগত করেন। পরবর্তী ছয় বৎসর ব্যাপী কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিযানে তিনি আবিসিনিয়ার অধিকাংশ এলাকা অধিকার করেন। তিনি বিজিত অঞ্চলগুলিকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনিতে সক্ষম হন নাই। প্রথমত, তাঁহার যাযাবর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কেন্দ্রবিমুখী শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল। দ্বিতীয়ত, Lebna Dengel-এর মৃত্যুর পর ১৫৪২ খৃ. পর্তুগীজ বাহিনীর আগমন এবং তাহাদের প্রাথমিক বিজয় অভিযানগুলির সাফল্যের কারণে আহমাদ যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন, তাহাতে তিনি যাবীদ-এর পাশা-র নিকট সুসংহত musket-ধারী সাহায্যকারী বাহিনীর সাহায্যে পর্তুগীজগণকে পরাজিত করেন। কিন্তু ইহার পর তিনি ভাড়াটে বাহিনীটিকে ফেরত পাঠান। নূতন সম্রাট Galawdewos অবশিষ্ট পর্তুগীজদের সংযোগে আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেন এবং ৯৪৯/১৫৪৩ সালে Zantera-র যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেন। যুদ্ধে আহমাদ নিহত হন। এইভাবে যাযাবর অভিযান আকস্মিকভাবে ধূলিসাৎ হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শাহাবুদ্দীন, ফুতূহ'ল হ'াবাশা সম্পা. R. Basset, ১৮৯৭-১৯০১ খৃ.; (২) R. Basset, Etudes sur l'histoire d'Ethiopie, ১৮৮২ খৃ.; (৩) F. Beguinot, La Cronaca Abbreviata d'Abissinia, ১৯০১ খৃ. (তু. Rivista di Studi Etiopicim, ১৯৪১ খৃ., পৃ. ৯৪-১০৩); (৪) C. Conti Rossini, Storia di Lebna Dengel, Rend. Lin. ১৮৯৪ খৃ.; (৫) Miguel de Castanhoso, Dos Feitos de D. Christovam da Gama em Ethiopia, সম্পা. Pereira, Lisbon ১৮৯৮ খৃ.।

J. S. Trimingham (E.I.²) / এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহমাদ চপ, মালিক (احمد چپ مالك) ঃ আবি. ১৩শ শতক, সুলত'ান জালালুদ্দীন ফীরূয খালজীর জনৈক আমীর এবং বিশ্বস্ত ও স্পষ্টবাদী কর্মচারী; তাঁহার উপাধি ছিল 'উৎসবের অধ্যক্ষ'। বিদ্রোহী ও অপরাধীদের প্রতি প্রভুর অবিজ্ঞোচিত দয়ার বিরুদ্ধে তাঁহাকে স্পষ্ট উপদেশ দেন, "রাজার উচিত রাজত্ব করা ও শাসননীতি মানিয়া চলা নতুবা পদত্যাগ করা।" তাঁহার সাবধানতার বাণী উপেক্ষা করিয়া সুলত'ান প্রয়োজনীয় রক্ষী ভিন্ন স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা দাক্ষিণাত্য বিজয়ী আলাউদ্দীনের সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়া 'কারা' নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। 'আলাউদ্দীনের দিল্লী আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিয়া জালালুদ্দীনের উত্তরাধিকারী সুলতান রুক্নুদ্দীন ইব্রাহীম মুলতানে পলায়ন করিলে তিনিও তাঁহার সঙ্গী হন। তাঁহাদেরকে ধৃত করিয়া দিল্লী লইয়া যাওয়ার সময় পথিমধ্যে অন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং দিল্লীতে নিয়া কড়া পাহারায় রাখা হয়।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২০০

আহ্মাদ জাওদাত পাশা (احمد جودت پاشا) ঃ (তুর্কী উচ্চারণ জেওদেত) প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ, ২৮ জুমাদা'ল উখ্রা ১২৩৭/২২ মার্চ, ১৮২২ সনে উত্তর বুলগারিয়া'র লাওফিচা-তে (Lovec) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হ'াজ্জী ইসমা'ঈল আগা ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং উক্ত স্থানেই তাঁহার সর্বপ্রাচীন প্রখ্যাত পূর্বপুরুষ যিনি কারাক লারালী (কি'রাক কিলীসা)-এর অধিবাসী ছিলেন, ১৭১১ খৃ. পুরুথ (Pruth)-এর অভিযানে অংশগ্রহণ করিবার পর বসবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। আহ'মাদ অল্প বয়সেই অত্যন্ত পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং সতের বৎসর বয়সে (১৮৩৯ খৃ.) তাঁহাকে ইস্তাম্বুলের একটি মাদরাসায় শিক্ষা লাভের জন্য প্রেরণ করা হয়। তথায় তিনি মাদ্রাসার সাধারণ পাঠ্য বিষয় ছাড়া কেবল আধুনিক অংক বিষয়ই অধ্যয়ন করেন নাই, বরং নিজের অবসর সময়ে প্রখ্যাত কবি সুলায়মান ফাহীম-এর নিকট ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন এবং প্রাচীন পদ্ধতিতে কবিতা রচনা করিতে থাকেন। ফাহীম, আহ'মাদের কবিনাম 'জাওদাত'-এর প্রস্তাব দেন, পরবর্তী কালে আহ'মাদ স্বীয় নামের সাথে ইহা যোগ করিয়া দেন।

আইন ব্যবসা গ্রহণ করিবার অনুমতি (ইজাযাত) লাভ করিবার পর তিনি ১২৬০/১৮৪৪-৪৫ সনে সর্বপ্রথম নামেমাত্র মাসিক সম্মানীতে বিচারকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ খৃ. যখন মুস'তাফা রাশীদ পাশা প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া শায়খু'ল-ইসলাম-এর কার্যালয়ে এই মর্মে আবেদন জানান যে, তিনি আধুনিক কানূনসমূহ এবং গঠনতন্ত্রের বিবেকসম্মত বিন্যাস ও প্রণয়নের ইচ্ছা করিয়াছেন। সেইজন্য যেন এমন একজন উদারমনা 'আলিম প্রেরণ করা হয় যাঁহার শারী'আত সম্পর্কে এত দূর জ্ঞান থাকিবে যে, সে এই বিষয়ে সাহায্য করিতে পারে। আহমাদ জাওদাতকেই এই কার্যের জন্য নির্বাচিত করা হয়। এই সময় হইতে রাশীদ পাশার মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘ তের বৎসর সময়কাল তাঁহার সহিত জাওদাত-এর সম্পর্ক খুবই নিবিড় ছিল, এমনকি তিনি তাঁহারই গৃহে তাঁহার সন্তানদের গৃহশিক্ষকরূপে অবস্থানও করিতে থাকেন। এই সময়ে তিনি আলী পাশা ও ফুআদ পাশার সঙ্গেও পরিচিত হন এবং রাশীদ পাশার অনুপ্রেরণায় তিনি কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদন করিতে থাকেন। ১৮৫০ খৃ. আগস্ট মাসে সর্বপ্রথম সদ্য প্রতিষ্ঠিত দারু'ল-মুআল্লিমীন-এর তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষা কমিশনের সদস্য এবং প্রধান মাজলিস-ই মা'আরিফের উপদেষ্টাও নিযুক্ত হন।

দারু'ল-মুআল্লিমীন পরিচালনাকালে জাওদাত সেইখানকার ছাত্রদের ভর্তি, তত্ত্বাবধান ও পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সংস্কার সাধন করেন। সম্ভবত এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার পরিচালনাকাল সমাপ্ত হয়। মাজলিস-ই মা'আরিফের উপদেষ্টা হিসাবে তিনি এক প্রতিবেদন তৈরি করেন যাহার ফলে জুলাই ১৮৫১ সনে আন্জুমান দানিশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মার্চ ১৮৫২ সনে ফুআদ পাশার সহিত মিসরের সরকারী সফর শেষ করিবার পর তিনি আন্জুমান দানিশের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এই সময়েই তিনি তাঁহার সর্বোত্তম গ্রন্থ তারীখ ওয়াকা'-ই দাওলাত-ই আলিয়্যা-র সূচনা করেন। ইহার প্রথম তিন খণ্ড ক্রিমিয়ার (Crimea) যুদ্ধকালে উক্ত আন্জুমানের ব্যবস্থাধীনে সম্পন্ন করেন। এই গ্রন্থ সুলতান

আবদু'ল-মাজীদ-এর দরবারে উপস্থিত করা হইলে তাঁহাকে সুলায়মানিয়া পদে উন্নীত করা হয়। ফেব্রুয়ারী ১৮৫৫ সনে তিনি সাংবাদিক নিযুক্ত হন এবং ১৮৫৬ খৃ. গালাতার মোল্লা (অর্থাৎ খাতীব), ১৮৫৭ খৃ. বিচার বিভাগের মাক্কা পদ প্রাপ্ত হন। যুদ্ধ চলাকালীন তিনি বাণিজ্যিক লেনদেন বিষয়ে শারী'আতের বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। এই পরিষদ কিতাবুল বুয়ূ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করিবার পর বিলুপ্ত হয়। ১৮৫৭ খৃ. তিনি তানজীমাত (ব্যবস্থাপনা) পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন এবং এইখানেই তিনি ফৌজদারী বিধি গ্রন্থ (কানূন-নামাহ) প্রণয়নের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং আরাদী সুন্নিয়া কূমীসীয়ুনূ [শাহী ভূমি সংক্রান্ত কমিশন]-এর প্রধান হিসাবে তিনি তাপূ (কাবালা-title-deed) সংক্রান্ত একটি আইন গ্রন্থের সংকলন কাজেও অংশ গ্রহণ করেন।

১৮৫৮ খৃ. রাশীদ পাশার মৃত্যুর পর আলী পাশা ও ফুআদ পাশা জাওদাতকে এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন বুদ্ধিজীবী পেশা ত্যাগ করিয়া সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন এবং বিদিন (Widin)-এর ওয়ালিলিক (Walilik) পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি আট বৎসর কোন চাকুরী গ্রহণ করেন নাই, যদিও এই সময়ের মধ্যে তাঁহাকে দুইবার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক মিশনে বিশেষ কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। প্রথমবার ১৮৬১ খৃ. শীতকালে তাঁহাকে ইশক'ওদরা প্রেরণ করা হয় এবং দ্বিতীয়বার (একজন জেনারেলের সহিত যিনি এক ডিভিশনের প্রধান ছিলেন) ১৮৬৫ খৃ. তারুস (Taurus) এলাকার কূযান (Kozan)-এ প্রয়োজনীয় সংস্কারাবলীর মাধ্যমে উক্ত এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রেরণ করা হয়। প্রথম অভিযানে তিনি এত কৃতকার্য হন যে, ১৮৬৩ খৃ. তাঁহাকে পরিদর্শক (مفتش) হিসাবে সেনা আদালতের বিচারক পদ (আনাতোলিয়া) প্রদান করিয়া বোসনিয়া প্রেরণ করা হয়। এইখানেও তিনি পরবর্তী আঠার মাসে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিশেষ সফলতা অর্জন করেন। এই সময়ে সরকারী পত্রিকা তাক'বীম ওয়াকা'ই-র সংস্কারকল্পে যে মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাঁহাকে প্রথমত উহার সদস্য নির্বাচিত করা হয় এবং ইহার পর মাজলিস ওয়ালা-এর সদস্য নির্বাচিত করা হয়। জানুয়ারী ১৮৬৬ সনে তাঁহার সাংবাদিকতার পরিসমাপ্তি ঘটিলে তিনি বিচারকার্যের পেশা পরিত্যাগ করেন। অতঃপর বুদ্ধিজীবী পদের স্থলে তিনি মন্ত্রীর মর্যাদা লাভ করেন এবং হলব (Aleppo) প্রদেশের শাসক নিযুক্ত হন। রাজকীয় নির্দেশাবলী অনুযায়ী এই প্রদেশসমূহের সীমা নির্ধারণ করা হইয়াছিল। ফেব্রুয়ারী ১৮৬৮ সনে বিচার বিভাগীয় দফতরের প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাঁহাকে পুনরায় রাজধানীতে ডাকিয়া আনা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি উক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম মাজলিস ওয়ালা-র স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল শূরা-ই দাওলাত। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তাঁহার প্রচেষ্টায় 'নিজামী' 'আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে ইহা দুই বিভাগে বিভক্ত হয়। আদালত তাময়ীয (পুনর্বিচার প্রার্থনা, Appeal) এবং 'আদালাত ইসতিনাফ (রদকরণ, Cessation) এবং উহার সভাপতির পদকে মন্ত্রিত্বের পদে রূপান্তরিত করা হয়। আইনমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার প্রথম মন্ত্রিত্বকালেই জাওদাত একদিকে বিচারকদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলীর সংশোধনকল্পে আইন ও শারীআতগত নীতিমালা নির্ধারণ করেন এবং অন্যদিকে হানাফী ফিক্‌হ-এর উপর ভিত্তি করিয়া একটি আইন নীতিমালা (মাজাল্লা) প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। এই নীতিমালা কার্যকরী করার উদ্দেশে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয় (যাহা ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহ প্রতিষ্ঠাকল্পে স্থাপিত)। অনুমোদন লাভের জন্য জাওদাত, জাওয়াদ পাশা এবং শিরওয়ানী যাদাহ রুশ্‌দী পাশার সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'আলী পাশা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং ইহার পরিবর্তে ফরাসী দীওয়ানী ক'নূন (code civile) গ্রহণ করার অনুকূলে মত দেন।

জাওদাত পাশা (পাশা উপাধি পাওয়ার পর) এপ্রিল ১৮৭০ খৃ. পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় মন্ত্রিত্বের দায়িত্বে ছিলেন। এই সময়কাল পর্যন্ত মাজাল্লার চার খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু পঞ্চম খণ্ড সম্পন্ন হইতেই তিনি পদচ্যুত হন এবং যদিও তাঁহাকে বারুসার গভর্নর নিযুক্ত করা হইয়াছিল কিন্তু তাঁহাকে অনতিবিলম্বে উক্ত পদ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পরবর্তী বৎসরের আগস্ট মাস পর্যন্ত তিনি বেকার থাকিবার পর তাঁহাকে মাজাল্লা সংঘ এবং শূরা-ই দাওলাত-এর ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান পদের জন্য ডাকিয়া পাঠান হয়। ইতিমধ্যে মাজাল্লার পঞ্চম খণ্ড ছাড়া ষষ্ঠ খণ্ড, যাহার প্রণয়ন ও সংকলনে জাওদাত-এর কোন হাত ছিল না, প্রকাশ পাইয়াছিল। শেষের খণ্ডটিতে প্রচুর ত্রুটি বিদ্যমান ছিল, সেইগুলিকে জাওদাত সংশোধন করিয়া একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাই তাঁহাকে পুনরায় ডাকিয়া পাঠাইবার কারণ ছিল। অতঃপর এই তারিখ হইতে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সকল খণ্ড মুদ্রিত হওয়া পর্যন্ত এই মাজাল্লার বিন্যাস ও সংকলনের দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল, যদিও এই দায়িত্ব ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে এবং কখনও রাজ্যসমূহেও তাঁহার নিয়োগ হইতে থাকে। উক্ত পদসমূহের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল শিক্ষামন্ত্রীর, যাহা তিনি এপ্রিল ১৮৭৩ সনে প্রাপ্ত হন। এই পদমর্যাদায় থাকিয়া তিনি বালকদের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে (সিব্‌য়ান মেকতেবলেরী) সংস্কার সাধন করান। রুশদিয়্যা-এর পাঠসূচী প্রস্তুত করেন। ইহা ছাড়া তিনি ইদাদিয়্যা নামক যে স্কুলগুলি পরে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহারও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে নূতন শিক্ষা পদ্ধতি সংক্রান্ত পাঠ্য নির্দেশিকা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই বিষয়ে তিনি নিজেই তিনটি পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং দারু'ল মুআল্লিমীনকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করেন যে, উল্লিখিত তিন শ্রেণীর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে; কিন্তু নভেম্বর ১৮৭৪ সনে হু'সায়ন আওনী পাশা প্রধান সভাপতি নিযুক্ত হইবার পর। যিনি সম্ভবত প্রথম হইতেই সুলতান আবদু'ল আযীযকে পদচ্যুত করিবার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করিতেছিলেন, জাওদাতকে যানিয়া (JANIA)-র গভর্নর নিযুক্ত করিয়া রাজধানীর বাহিরে প্রেরণ করেন, যেন তাঁহার দিক হইতে এই আন্দোলনের বিরোধিতার আশংকা না থাকে। সুতরাং পরবর্তী বৎসর জুন মাসে হুসায়ন আওনীর পদচ্যুতির পর তিনি কোন এক স্থানে গিয়া স্বীয় পূর্বের পদে বহাল হন। ১৮৭৫ সনের নভেম্বর মাসে তাঁহাকে দ্বিতীয়বার আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং এই পদে তিনি বাণিজ্য সংক্রান্ত বিচার কার্য স্বীয় মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনয়ন করেন। ইহা এই যাবত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও মাহমূদ নাদীম পাশার দ্বিতীয় প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালনের যুগে জাওদাত বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীদের সুবিধা দান সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হন। সুতরাং প্রথমত ১৮৭৬ সনের মার্চ মাসে তাঁহাকে রূমেলী রাজ্যের পরিদর্শন সফরে পাঠান হয় এবং পরে তাঁহাকে আইন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তিনি সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হইয়া গমন করিবেন ঠিক সেই মুহূর্তে মাহমূদ নাদীম মন্ত্রিত্ব হারান এবং জাওদাত তৃতীয়বার শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন।

আবদু'ল-আযীয মে মাসের শেষভাগে পদচ্যুত হন। জাওদাত আবদু'ল-আযীয-এর পদচ্যুতিতে কোনরূপ অংশগ্রহণ করেন নাই। নভেম্বরে দ্বিতীয় আবদু'ল-আযীয ক্ষমতা লাভের পর তিনি আইন মন্ত্রণালয়ে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ই মিদহাত পাশার সহিত তাঁহার সম্পর্ক স্থায়ী বিরোধের রূপ ধারণ করে, মিদহাত-এর মতে জাওদাত যে সকল আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে শুরু করিয়াছিলেন তাহাতে শাসনতন্ত্রে তাঁহার প্রগতি বিরোধী মনোভাবই প্রকাশ পাইত। এতদ্‌সত্ত্বেও মিদহাদ তাঁহার মন্ত্রিত্বের সময় পর্যন্ত জাওদাতকে স্বীয় পদে বহাল রাখেন। অবশেষে মাদহাত লাঞ্ছিত এবং মন্ত্রিত্বের পদ হইতে পদচ্যুত হন এবং সাকিবলী ইদহিম পাশা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। এখন তিনি এইখান হইতে বদলি হইয়া সদ্য প্রতিষ্ঠিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং এই পদে তিনি ১৮৭৭ খৃ. রাশিয়ার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই যুদ্ধে তুরস্ক সরকারের জড়াইয়া পড়া তিনি পছন্দ করিতেন না। কিছু দিনের জন্য রাজকীয় ওয়াকফ সম্পত্তি বিষয়ক মন্ত্রী থাকিবার পর তিনি দ্বিতীয়বার সিরিয়ার শাসক নিযুক্ত হন।

তিনি সিরিয়াতে নয় মাস ছিলেন। যেহেতু তিনি অত্র এলাকা সম্পর্কে পুরাপুরি অবহিত ছিলেন, তাই এই সময়ে তিনি স্বয়ং ক'াওযান (Kozan)-এর আর একটি বিদ্রোহ দমন করেন। একই বৎসরের ডিসেম্বর মাসে মিদহাত তাঁহার স্থান দখল করেন এবং তাঁহাকে পুনরায় ডাকিয়া অন্য এক মন্ত্রণালয়ে অর্থাৎ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধান নিযুক্ত করা হয়। ১৮৭৯ খৃ. অক্টোবর মাসে খায়রুদ্দীন পাশা প্রধান মন্ত্রিত্ব হইতে অপসারিত হওয়ায় জাওদাত পাশা দশ দিন পর্যন্ত মন্ত্রী পরিষদের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন এবং কুচুক সাঈদ পাশার (Kucuk Sa'id Pasha) নিযুক্তির পর তাঁহাকে চতুর্থবার আইনমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। এই পর্যন্ত ইহাই ছিল তাঁহার দীর্ঘতম মন্ত্রিত্বকাল অর্থাৎ পূর্ণ তিন বৎসর। ইহা ছিল সেই যুগ যখন মিদহ'াত-এর বিরুদ্ধে মোক'াদ্দমা পরিচালনা করা হয়। জাওদাত প্রকাশ্যভাবে প্রথম হইতেই তাঁহাকে কপট ও খৃষ্টানপ্রিয় মন্ত্রী বলিয়া নিন্দা করিতেন। সুতরাং পদাধিকারবলে তিনি নীতি-বহির্ভূত সেনাপ্রধান নিযুক্ত হইয়া স্বয়ং উক্ত সেনাদলের সহিত সামারনা গমন করেন, যে দলটি মিদহাতকে গ্রেফতার করিয়া রাজধানীতে আনয়নের জন্য নিযুক্ত ছিল।

আহ'মাদ ওয়াফীক পাশা ১৮৮২ সনের নভেম্বর মাসের শেষদিকে যখন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন তখন জাওদাত-এর আইন বিষয়ক মন্ত্রিত্বের চতুর্থ পালার পরিসমাপ্তি ঘটে। অতঃপর জুন ১৮৮৬ সনে তাঁহাকে একই পদে শেষবারের মত নিযুক্ত করা হয়। এই পদে তিনি চার বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি সেই তিন সদস্যবিশিষ্ট গোপন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাহা সুলতান আবদুল-হ'ামীদ রাজনৈতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনার জন্য গঠন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি সেই কমিশনের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন যাহা ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহ দমনের পর ইক'রীতিশ (Crete)-এর রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বিভিন্ন পরিবর্তন সাধনের জন্য শাহী ফারমান প্রণয়ন করিয়াছিল। ১৮৯০ খৃ. মে মাসে তিনি প্রধান মন্ত্রী কামিল পাশার কার্যপদ্ধতির সহিত তাঁহার মতপার্থক্যের কারণে পদত্যাগ করেন এবং ইহার পর তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করেন নাই। তিনি তাঁহার জীবনের শেষ তের বৎসর পর্যন্ত, যাহার মধ্যে নয় বৎসর কাল কেবল নির্জনে অতিবাহিত করেন, বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্য কর্মকাণ্ডে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত রাখেন। তন্মধ্যে তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থের শেষ খণ্ডগুলি প্রণয়নের কাজও অন্তর্ভুক্ত। ২৫ মে, ১৮৯৫ সনে বিবিক নামক স্থানে অবস্থিত স্বীয় য়ালী (সমুদ্রতীরের বাসগৃহ)-তে তিনি ইনতিকাল করেন।

জাওদাত পাশার আচরণ ও গবেষণা কর্মে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার এক অপূর্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত তুর্কী সমাজে উন্নত মানসিকতা ও চেতনা সৃষ্টির ব্যাপারে সহযোগিতা করেন এবং শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে অজ্ঞতা, স্বজনপ্রীতি ও আত্মপূজার মনোভাব এবং সাধারণ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহের তীব্র নিন্দা করেন, এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁহার প্রথম জীবনের মাদ্‌রাসা শিক্ষার প্রভাব প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকে। তাঁহার প্রাথমিক রচনাবলীতে একদিকে যেমন সমসাময়িকদের দুর্বলতার গঠনমূলক সমালোচনা করেন, অন্যদিকে তাঁহার বৃদ্ধকালের গ্রন্থসমূহে তানজিমাত সম্বন্ধে তাঁহার সমালোচনায় কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন এবং অনুমিত হয় যে, জাওদাত-এর আচরণে এই পরিবর্তন অনেকাংশে মেদিহাত পাশার বিরোধিতার দরুন সৃষ্টি হয়। মেদিহাত'পাশা তাঁহার প্রতি এই বলিয়া কটাক্ষ করেন যে, তিনি ফরাসী ভাষার উপর পূর্ণ দক্ষতা রাখেন না এবং এই কারণে ইউরোপের চিন্তাধারা বুঝিতে সক্ষম নহেন। ইহার পরবর্তী ঘটনাবলী, বিশেষ করিয়া মেদিহ'াত-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত মামলায় তাঁহার অশোভন ভূমিকা তাঁহাকে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিল এবং এই মনোভাব আবদু'ল হ'ামীদ-এর যুগের হালচালের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

জাওদাত-এর অসংখ্য রচনার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী। ক'াসাস আম্বিয়া ওয়া তাওয়ারীখ খুলাফা ব্যতীত বারটি বৃহৎ খণ্ডের যে শিক্ষামূলক গ্রন্থ (হযরত আদাম হইতে সুলত'ান দ্বিতীয় মুরাদ-এর যুগ পর্যন্ত) তিনি নিজ জীবনের শেষ দিনগুলিতে রচনা করেন, তাহা এবং কীরীম ও কাওয়ায তারীখ চেহসী (যাহা বেশীর ভাগ হ'ালীম গিরায়-এর গুলবান খানান-এর উপর ভিত্তিশীল) ও আরও তিনটি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এইগুলি হইল ঃ (১) তারীখ, যাহা সাধারণত তারীখ-ই জাওদাত নামে অভিহিত। ইহাও বার খণ্ডে লিপিবদ্ধ। ইহাতে ১৭৭৪ খৃ. হইতে শুরু করিয়া ১৮২৬ খৃ. পর্যন্ত (কুচুক কায়নারজা সন্ধির সময় হইতে জেনিসারী প্রথার বিলুপ্তি পর্যন্ত) সময়ের ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থ সম্পন্ন করিতে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত তিরিশ বৎসর ব্যয় হয় এবং এই সময়ে উক্ত সমকালীন বিপ্লবের দরুন যাহা তুর্কী সমাজে দেখা দিয়াছিল, তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতেও পরিবর্তন সূচিত হইতে থাকে। ষষ্ঠ ও উহার পরবর্তী খণ্ডগুলিতে তাঁহার সহজ-সরল ও অপ্রচলিত বর্ণনাপদ্ধতি হইতেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থ রচনাকালে যে সকল বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হইতে থাকে উহার অধিকাংশ সংস্করণে তিনি অবশ্যই কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি গ্রন্থের মূল কাঠামো ঠিক রাখেন; কিন্তু সর্বশেষ যে সংস্করণটি (তারতীব-ই জাদীদ) ১৮৮৫ খৃ. ও ১৮৯১-৯২ খৃ.-এর মধ্যবর্তী সময়ে সম্পন্ন হয়—উহাতে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা হয় দৃষ্টান্তস্বরূপ মূল ১ম খণ্ডটি ভূমিকায় পরিণত হইয়াছে। (২) তায'াকির জাওদাত, তিনি সাংবাদিক হিসাবে সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে যে সকল স্মারকলিপি সম্পাদনা করিয়াছিলেন সেইগুলির অধিকাংশই তিনি তাঁহার উত্তরসুরি লুত'ফীর নিকট সমর্পণ

করেন। উক্ত স্মারকলিপিগুলির মধ্য হইতে কেবল চারটি অবশিষ্ট আছে এবং TOEM সংখ্যা ৪৪-৪৭ এবং Yeni Medjmua, ২খ., ৪৫৪-তে প্রকাশিত হইয়াছে। যে স্মারকলিপিগুলি তিনি নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন তাহা পাণ্ডুলিপি আকারে সেহির ওয়া ইনকিলাব মুযাসী ইসতাম্বুল-এ রক্ষিত আছে। কিন্তু তাঁহার কন্যা ফাতিমা আলিয়্যা খানাম তাঁহার জাওদাত পাশা ওয়া যামানী গ্রন্থখানি উহারই উপর ভিত্তি করিয়া রচনা করেন। (৩) তাঁহার "মারূযাত" তাঁহার দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণের ফল যাহা তিনি সুলতান আবদু'ল-হামীদ-এর নির্দেশে তাঁহার নিকট উপস্থাপন করেন। এই মারূযাত পাঁচটি অংশে বিভক্ত এবং উহাতে ১৮৩৯ হইতে ১৮৭৬ খৃ. পর্যন্ত ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড TOEM , সংখ্যা ৭৮-৮২; ৮০,৮৪, ৮৭-৯,৯১-৩ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড বাহ্যত বিলুপ্ত হইয়াছে এবং পঞ্চম খণ্ডে সুলতান আবদু'ল-আযীযের পরিণামের উল্লেখ আছে।

জাওদাত-এর একক সাহিত্য রচনার ধারা তাঁহার মাদ্রাসার চাকুরী কাল হইতে শুরু হয়। কিন্তু উহাতে কোন বিশেষ চিন্তাকর্ষক বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না। অনেক কবিতা যাহা তিনি সুলতান আবদু'ল হামীদ-এর নির্দেশক্রমে একটি "দীওয়ান" আকারে একত্র করিয়াছিলেন সেই প্রাথমিক যুগে লিখিত হইয়াছিল। তাঁহার অধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলীর মধ্যে ব্যাকরণ গ্রন্থসমূহ প্রধানঃ (১) কাওয়াঈদ 'উছমানিয়্যা (যাহা তিনি প্রথমবার ১৮৫০ খৃ. ফুআদ পাশার সহিত সম্মিলিতভাবে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন); (২) উক্ত গ্রন্থেরই ভূমিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য মাদখাল কাওয়াইদ নামে এবং (৩) পূর্ব বর্ণিত গ্রন্থের একটি সহজতর রূপ কাওয়াইদ তুর্কীয়া নামে (১২৯২/১৮৭৫) প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ হইল : বালাগাত 'উছমানিয়্যা, বাগ্মিতার উপর লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ যাহা তিনি আইন বিষয়ক স্কুলের ছাত্রদের জন্য লিখিয়াছেন; তাকবীম আদওয়ার (১২৮৭/১৮৭০-৭১) যাহাতে প্রথমবারের মত দিনপঞ্জী সংস্কারের প্রশ্ন উঠান হইয়াছিল। পীরযাদা মুহাম্মাদ সাইব কর্তৃক মুকাদ্দামা ইব্‌ন খালদূন- এর তুর্কী অনুবাদের পরিশিষ্ট যাহার প্রভাব জাওদাত-এর ঐতিহাসিক লেখার উপর তীব্রভাবে দেখা দেয়। ১৯৬২-৬৩ খৃ. হইতে দুসতূর নামে আইনসমূহের প্রচার ও প্রকাশ জাওদাত-এর অনুপ্রেরণায় শুরু হয় এবং পূর্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, মাজাল্লা আহকাম আদালিয়্যা-এর বিন্যাস ও সংকলনের পথ তিনিই প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Islam Ansiklopadisi (তুর্কী Encyclopaedia of Islam), জাওদাত পাশা নিবন্ধ Cevdet Pasha (Ali Olmezoglu কর্তৃক প্রণীত); (২) আবু'ল-উলা মারদীন (Ebulula Mardin), Medeni Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Pasa, ইস্তাম্বুল ইউনিভারসিতাসী হুকুক ফাকুলতাসী মাজমুআসীতে, ১৯৪৭ খৃ.; (৩) মাহমুদ জাওয়াদ মাআরিফ 'উমমিয়া নাযারাতী তারীখচাই তাশকীলাত ওয়া ইকরাতী, ১খ., ৪৭, ৫২, ১২৮, ১৩৬-৯, ১৪৯, ১৬৩,-৭২; (৪) 'উছমান ইরগীন (Osman Ergin), তুর্কীয়া মাআরিফ তারীখী, পৃ. ৩১৬, ৩১৭, ৩১৯, ৩৭০-৭১, ৩৯০-৯১; (৫) ইবনু'ল আমীন মাহমুদ কামাল ইনান, সুন আসর তুরক সাইরলারী, পৃ. ২৩৬-২৪০; (৬) ঐ লেখক, 'উছমানলী দিওরিদা সুন সাদর আজমলার, পৃ. ৩৪৫, ৩৫৫, ৩৮৭; (৭) আওয়ুন চারশীলী, মিদহাদ ওয়া রুশদী পাশা লারিফ তাওকীফ লারীন দাইর ওয়াছীকালার, নির্ঘণ্ট; (৮) পাকালীন (M. Z. Pakalin), সুন সাদর আজমানার ওয়া বাশ ওয়া কালীলার, ১খ-২খ., নির্ঘণ্ট; (৯) জুরজী যায়দান, তারাজিম মাশাহীরিশ-শারক , ২খ., ১৯০ প.।

H. Bowen (দা. মা. ই., E.I.[2])/মোঃ ইসলাম গনী

আহমাদ জাম (احمد جام) : আহমাদ জামী; জাম শহরের অধিবাসী সালজূক যুগের একজন ইরানী সূফী, আল-গাযালী, আদী ইব্‌ন মুসাফির, আয়নুল-কুদাত আল-হামাযানী এবং সানাঈর সমসাময়িক, পূর্ণ নাম শিহাবুদ্দীন আবু নাস্‌র আহমাদ ইব্‌ন আবিল-হাসান ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আন-নামাকী আল-জামী এবং যান্দা পীল (পীল—দৈত্যের মত বিরাটকায়) ডাকনামে খ্যাত। তিনি নিজেকে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবী জারীর ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ আল-বাজালী (রা)-র (ইব্‌ন সা'দ, ৬খ., ১৩) বংশধর বলিয়া বর্ণনা করিতেন [যিনি দীর্ঘকায় ও সুদর্শন ছিলেন এবং এই কারণে খলীফা উমার (রা) তাঁহাকে "মুসলমানদের য়ূসুফ" ("য়ূসুফ ঈন্ উম্মা"-জামী, নাফাহাতুল-উন্‌স) বলিতেন], কিন্তু আরব হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার চেহারার রং ছিল লাল, শ্মশ্রু নীলাভ এবং চক্ষু গাঢ় নীল [হিন্দুস্থানের মুগল বাদশাহ হুমায়ুন-এর মাতা মাহাম বেগাম এবং আকবারের মাতা হামীদা বানু বেগমের বংশসূত্র তাঁহার সহিত মিলিত হয়। এমনিভাবে আকবারের আমলের অন্য একজন মহিলা বানু আগাও (তিনি হামীদা বানুর প্রিয়পাত্র এবং শিহাবুদ্দীন আহমাদ খান নীশাপুরীর সহধর্মিণী ছিলেন) স্বীয় বংশতালিকা তাঁহার সহিত সংযুক্ত করিতেন] । তিনি তুরানী (কুর্দিস্তান) অঞ্চলের একটি গ্রামনামাহ্ অথবা নামাক-এ ৪৪১/১০৪৯-৫০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী তরুণ বয়সে তিনি অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ৪৬৩/১০৭০-৭১ সনে যখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর তখন একদা কোন এক মদের আসরের জন্য তিনি মদ বোঝাই একটি গাধা বাড়ীর দিকে আনিতেছিলেন, হঠাৎ অদৃশ্য হইতে শ্রুত ধ্বনি তাঁহার অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এবং তিনি নিজ গ্রামের ক্ষুদ্র পাহাড়সমূহে নির্জন আশ্রয় গ্রহণ করেন। এইখানে পূর্ণ বার বৎসর ধ্যান ও সাধনার জীবন অতিবাহিত করিবার পর আধ্যাত্মিক নির্দেশ অনুযায়ী তিনি কুহিস্তানে য়াযক (পাযদ) জামের পাহাড়সমূহে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি "মাসজিদ নূর" নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করান এবং লোকজনের সহিত মেলামেশা শুরু করেন। এইখানে তিনি একাধারে ছয় বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করেন। চল্লিশ বৎসর বয়সে (৪৮১/১০৮৮-৮৯) তিনি জাম-এর মাআদ্দাবাদ নামক গ্রামে গমন করেন। সেখানে তিনি একটি খানকাহ এবং ইহার সংলগ্ন একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করান। তিনি পূর্ব ইরানের সারাখ্‌স, নীশাপুর, হারাত, বাখারয প্রভৃতি দূর-দূরান্তের শহর পরিভ্রমণ করেন এবং বলা হয়, তিনি মক্কা (মুআজজামা)-ও গমন করেন। বিভিন্ন উৎসে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে এই কথারও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সুলতান সান্‌জার-এর সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। তাঁহার ইনতিকালের পূর্বেই (মুহাররাম ৫৩৬/আগস্ট ১১৪১ নিজস্ব খানকাহতেই) তাঁহার মুরীদদের এক বিরাট দল গঠিত হইয়াছিল। তাঁহার নির্দেশ মুতাবিক তাঁহাকে মাআদ্দাবাদ-এর বাহিরে এমন এক স্থানে দাফন করা হয়, যে স্থানটি তাঁহার এক বন্ধু স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার মাযার সংলগ্ন একটি মসজিদ এবং একটি খানকাহ নির্মাণ করা হয়। পরে সেইখানে অনেক বাড়ী-ঘর নির্মিত হয় এবং ইহা একটি নূতন বসতির রূপ পরিগ্রহ করে। ইহা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান এবং তুরবাত (মাযার)-ই শায়খ জাম নামে (দ্র.) পরিচিত।

মৃত্যুকালে তাঁহার উনচল্লিশজন পুত্রের মধ্যে চৌদ্দজন জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বুরহানুদ্দীন নাসর নামে একজন তাঁহার খিলাফাত প্রাপ্ত হন এবং মুরীদদের হিদায়াত ও প্রচারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ আল-কুসাবী আল-জামী নামক জনৈক সূফী মনীষী যিনি হারাত-এ ৮৬৩/১৪৫৯ সনে মৃত্যুবরণ করেন (জামী, নাফাহাতুল-উন্স, ৫৭৪ প.) উক্ত বুরহানুদ্দীনের জনৈকা কন্যার বংশধর ছিলেন এবং উক্ত মহিলার স্বামী চাচাত ভাই সিরাজুদ্দীন আহ্‌মাদ ও আহ্‌মাদ জাম-এর অন্যতম নাতি ছিলেন।

আহ্‌মাদ জাম-এর আধ্যাত্মিক সাধনা কোন বিশেষ তারীকাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দরুন হয় নাই, বরং তিনি নির্জন ইবাদতের মাধ্যমে নিজেই স্বীয় পন্থা আবিষ্কার করেন। তবে একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আবূ তাহির কুরদ নামক একজন সূফীর সহিত তাঁহার আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল। এই আবূ তাহির সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি আবূ সাঈদ ইব্‌ন আবিল-খায়র-এর অন্যতম মুরীদ ছিলেন। তিনি স্বীয় মুরশিদের তালিযুক্ত খিরক্‌াটিও [যাহা হযরত আবূ বাক্‌র (রা) হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে চলিয়া আসিতেছিল] আহমাদ জামকে প্রদান করিয়াছিলেন। আবূ ত্‌াহির কুরদ-এর পক্ষ হইতে আহ্‌মাদ জাম-এর খিরক্‌া প্রাপ্তি সম্পর্কে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

আহ্‌মাদ জাম ফার্সী ভাষায় নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন ঃ উন্‌সুত-তাইবীন, সিরাজুস সাইরীন (৫১৩/১১১৯-এ রচিত বলিয়া কথিত), ফুতূহুল কুলূব (=ফুতূহু'র-রূহ?) রাওদ্‌াতুল-মুয্‌নিবীন, বিহ্‌ারুল-হাক্ক কুনূযুল-হি্‌ক্‌মা, মিফতাহু্‌ন নাজাত (৫২২/১১২৮ সনে লিখিত)। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এখন পর্যন্ত কেবল প্রথম ও শেষে বর্ণিত গ্রন্থ দুইটি হস্তগত হইয়াছে। যদিও মিরযা মাসুম আলী শাহ (মৃ. ১৯০১ খৃ.) তাঁহার সময়ে দ্বিতীয় গ্রন্থ [সিরাজুস-সাইরীন)-ও পাঠ করিয়াছিলেন। পূর্বের ছয়টি গ্রন্থের তারিখ সম্পর্কে জীবনীকারদের তথ্যাবলী (Ivanow, JRAS, 1917, পৃ. ৩০৩, প. ৩৪৯-৫২) আংশিকভাবে অবশ্যই ভ্রান্ত হইবে। কেননা ঐ সকল গ্রন্থের তালিকা মিফতাহুন-নাজাত-এ বিদ্যমান আছে, এই কারণে ঐ সকল গ্রন্থ রচনার যুগ ৫২২/১১২৮ সনের পূর্বেই হইবে। অবশ্য যদি উল্লিখিত রচনাবলীর তালিকা পরে সংযোজিত হইয়া থাকে বা পরবর্তীকালে উল্লিখিত রচনাবলী পুনঃলিখিত হইয়া থাকে তাহা হইলে অন্য কথা। ইহা ছাড়া রিসালা-ই সামারকান্দিয়্যা নামে অন্য আর একটি গ্রন্থও সংরক্ষিত আছে, উহাকে সাওয়াল ওয়া জাওয়াব বলা হয়। কেননা উহা একটি প্রশ্নের উত্তরে লেখা হইয়াছিল। আরও দুই-তিনটি গ্রন্থের উদ্ধৃতি জীবনীকারগণ প্রদান করিয়াছেন। এইগুলি সম্পর্কে কথিত আছে, জাম প্রদেশে মঙ্গোলদের আক্রমণ কালে ফুতুহুর-রূহ-এর সহিত ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। অবশ্য ফীরূয শাহ তুগলাক (৭৫২-৭৯০/১৩৫১-৮৮)-এর দিল্লীর লাইব্রেরীতে আহমাদ জাম-এর সকল গ্রন্থ রক্ষিত ছিল। মিসবাহুল-আরওয়াহ (রিদা পাশার পাণ্ডুলিপি, সংখ্যা ৩০০৯), যাহার উল্লেখ (ইসলামী বিশ্বকোষ তুর্কী দ্র. জামী প্রবন্ধ)-তে আছে, সম্ভবত আহমাদ জাম-এর রচনা নহে।

স্বয়ং আহমাদ জাম-এর বক্তব্য অনুসারে স্বীয় অবস্থার পরিবর্তন পর্যন্ত তিনি দীনী শিক্ষা অর্জন করেন নাই এবং পরবর্তীকালে তিনি যতটুকু দীনী শিক্ষা লাভ করেন বা প্রচার করেন উহাকে বেল "কাশ্‌ফ" মনে করিতে হইবে; কিন্তু এই বক্তব্যটি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যায় না। কেননা তাঁহার প্রাথমিক বক্তব্যসমূহেও 'ইল্‌ম দীন সম্পর্কে তাঁহার কিছু না কিছু অবগতির স্বাক্ষর অবশ্যই পাওয়া যায় এবং তাঁহার লিখনীতে আরও অধিক এমন বিষয়াদির উল্লেখ পওয়া যায় যাহার জন্য দীনের জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। যাহা হউক, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অথবা ন্যূনপক্ষে তাহার বর্ণনা পদ্ধতি পরস্পরবিরোধী এবং সম্পর্কহীন কথাবার্তা হইতে মুক্ত নহে। তাঁহার দীনী শিক্ষার অধিকাংশ কুরআন ও সুন্নাতের উপর ভিত্তিশীল এবং সূফী মতানুসারে শারীআতসম্মত। তিনি গোড়া সুন্নী ছিলেন, যেমন তিনি "মাসহ 'আলাল খুফ্‌ফায়ন" (মোজার উপর মাসহ করা)-কে বৈধ জ্ঞান করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি সাহীহ আমলের ক্ষেত্রে প্রমাণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন (অর্থাৎ সাহীহ আমল যুক্তিগ্রাহ্য হইবে)। তাঁহার তারীকাতের মূলে (আকীদার) আত্মশুদ্ধির মানযিল বা স্তরসমূহ স্বীকার করা হইয়াছে অর্থাৎ নাফস্‌ আম্মারা, লাওয়ামা-এর স্তরসমূহ অতিক্রম করিয়া নাফ্‌স মুতমা ইন্নার স্থান অধিকার করে এবং এই শেষ স্তরের হৃদয়ের (কাল্‌ব) সহিত সম্পর্কের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হইয়াছে। তিনি নাফ্‌স মুতমাইন্নার সংজ্ঞা এইরূপ প্রদান করিয়া থাকেন যে, উহা একটি কুটির যাহা হৃদয়ের আশ্রয়স্থল (হৃদয়ের খাপ)। তাঁহার নিকট তাসাওউফ-এর ধ্যান ও সাধনার উদ্দেশ্য (বিভিন্ন বর্ণনার মধ্য হইতে কেবল একটি নির্বাচিত করিয়া) আত্মা অথবা জীবন অর্থাৎ স্বীয় সত্তার অনুসন্ধান, যাহার কেবল দুইটি পথ আছে, আল্লাহর স্মরণ ও ইনতিজার (মুরাকাবা)। অবশেষে মহান সত্তা নিজ দয়ায় তাহার হাকীকাত কোন বান্দার উপর প্রকাশ করিবেন। কোন কোন সূফীর ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার সিফাতকে দেহরূপ জ্ঞান করা আস্‌-সিরাজ, আল-কালাবাযী এবং আল-কুশায়রীর ন্যায় আহমাদ জাম-এর নিকটও অসম্ভব। কেননা এই বিশ্বাস মতে হুলূল (immanation) অপরিহার্য হইয়া পড়ে এবং মানুষের পক্ষে কেবল আল্লাহর সিফাত-এর প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব, মূল সিফাতের জ্ঞান সম্ভব নহে (অবিনশ্বর সত্তা ও নশ্বর সত্তার কাদীম ও হাদিছ পার্থক্যহেতু)। আহমাদ জাম-এর ধারণায় তাওহীদ-এর সঠিক আকীদা হইল, সকল কাজ ও ঘটনাকে এক মূল উৎসের (আল্লাহ্‌র) প্রতি ফিরাইতে হইবে (মুকা্‌দ্দারাত, তাক্‌দীর, কু্‌দরাত, কা্‌দির)। ইশক হ্‌াকীকী (আল্লাহর মহব্বত)-এর ভাব ও অবস্থা কম বেশী ঠিক অনুরূপ, যেমন 'ইশক মাজাযী (জাগতিক ও দৈহিক প্রেম)-এর ভাব ও অবস্থা হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির সহিত সত্যিকার অর্থে এক সত্তা হইতে পারে না। মা'শুক্‌ হ্‌াকীকী (আল্লাহ)-এর সাথে মানুষ যে সাদৃশ্য স্থাপন করিতে পারে তাহা কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। উহা দ্রুত অদৃশ্য হইয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ ঐ মানুষ তাহার দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া আসে। আবার তাহার মধ্যে ঐ সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে পুনরায় তাহার জাগতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। আহ্‌মাদ জাম সূ্‌ফী জীবনের মাহাত্ম্য এবং উহার আধ্যাত্মিক শক্তির বর্ণনা কাব্য পদ্ধতিতেও প্রদান করেন। তিনি ফুদ্‌ায়ল ইব্‌ন ইয়াদ্‌-এর উদাহরণ দেন যে, যখন তিনি লুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া হিদায়াতের পথ অবলম্বন করেন তখন সকল লুণ্ঠিত সম্পদ মালিকদের নিকট ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। শেষে যখন তাঁহার নিকট কিছুই অবশিষ্ট ছিল না তখনও এক য়াহূদীকে তিনি স্বীয় জামার মধ্য হইতে স্বর্ণ বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। কেননা মাটি তাঁহার জন্য স্বর্ণে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার একটি পুস্তিকায় (মিফ্‌তাহুন-নাজাত, এই পুস্তিকাটি তিনি তাঁহার জনৈক পুত্রের তাওবা উপলক্ষে রচনা করিয়াছিলেন) তিনি বলেন, সেই ব্যক্তিই (দরবার ইলাহীর মাকবুল) সত্তা যাহার প্রশংসা ও

গুণ-কীর্তন সেই পানি করিয়া থাকে যাহার উপর তিনি ভ্রমণ করেন, নক্ষত্ররাজিও তাঁহার প্রশংসা করে এবং এইগুলি তাঁহার জন্য দু'আ করে। সি'দ্দীক', আবদাল ও যাহিদ হইলেন সূর্যস্বরূপ যাহা হইতে সকল মানুষ আলো ও জ্যোতি লাভ করিয়া তাকে। সূফীর জন্য অবশ্য কর্তব্য হইল, তিনি স্বীয় এলাকাতে বরকতের শিশির এমনভাবে ছড়াইবেন যেমন মিশ্ক ও চন্দন কাঠ স্বীয় সুগন্ধ বিকিরণ করিয়া থাকে। তাঁহার নিকট প্রকৃত ফাক্'র (দরবেশী) হইল পরশ পাথরের ন্যায় যাহার বৈশিষ্ট্য হইল, যে জিনিসই উহার স্পর্শ লাভ করিবে তাহাই উহার রূপ ধারণ করিবে।

তাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের যে ছবি তৎরচিত প্রবন্ধ ও লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ পাইয়া থাকে তাহা তৎপ্রতি আরোপিত দীওয়ান-এ চিত্রিত রূপের বিপরীত। তাঁহার দীওয়ান দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাওহী'দের মাঝে নিমগ্ন ও স্বীয় উলুহিয়্যাত (প্রভুত্বের)-এর নেশায় উন্মত্ত থাকিতেন। যেমন Ivanow (JRAS, 1917, পৃ. ৩০৫) লিখিয়াছেন এবং Ritter তাঁহার লিখিত একটি চিঠিতেও মত প্রকাশ করিয়াছেন, এই সন্দেহের অবকাশ আছে যে, এই দীওয়ান অন্ততপক্ষে আংশিকভাবে জাল হইবে। কিন্তু এই বিষয়ে এখনও অধিক বিস্তারিত অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। যদিও সেইগুলি অসম্পূর্ণ (গ্রন্থপঞ্জী, Meier) এবং লিথু আকারে মুদ্রিতও হইয়াছে (কানপুর ১৮৯৮ খৃ., লক্ষ্মৌ ১৯২৩ খৃ.)। তাঁহার কবি-নাম আহমাদ বা আহ'মাদী, তাঁহার জীবনীকার আর একটি কাব্য গ্রন্থ তাঁহার প্রতি আরোপ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ জীবনী (১) রাদী'দ-দীন আলী ইব্ন ইব্রাহীম আত-তাআবাদী, যিনি শায়খ-এর সমসাময়িক ছিলেন; তাঁহার গ্রন্থ বর্তমানে সংরক্ষিত নাই, কিন্তু নিম্নলিখিত রচয়িতাগণ উহার ব'বহার করিয়াছেন; (২) সাদীদুদদীন, মুহ'াম্মাদ ইব্ন মূসা আল-গ'যনাবী ইনিও শায়খ-এর সমসাময়িক ও শিষ্য ছিলেন মাক'ামাতু শায়খিল-ইসলাম... আহ'মাদ ইব্ন আবিল-হ'াসান আন্-নামাকী ছু'ম্মা আল-জামী, যাহা ৬০০/১২০৪ সনের কাছাকাছি সময়ে লিখিত হইয়াছে, নাফিয পাশা, ইস্তাম্বুলের পাণ্ডুলিপি, সংখ্যা ৩৯৯, পৃ. ১৩২; আহমাদ-এর প্রকৃত জীবনী ও চিন্তাধারার জন্য গ্রন্থটি কোন কাজে আসে না। কেননা উহা এমন সব অলৌকিক ঘটনা দ্বারা পরিপূর্ণ যাহা কেবল সাধারণ শ্রেণীর লোকের আত্মতৃপ্তির কারণ হইতে পারে। আল-গ'যনাবী অবশ্যই স্বীয় পীর ও মুরশিদের কোন কোন কাব্যিক বক্তব্যের অর্থ বস্তুগতভাবে পেশ করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, অত্র গ্রন্থ এই দিক দিয়া আকর্ষণীয় যে, ইহাতে সূফী বর্ণনাসমূহের বাস্তব রূপসমূহ বিদ্যমান এবং এমনিভাবে কিছু ঐতিহাসিক অবস্থা এবং পূর্ব ইরানের কিছু ভৌগোলিক নামও ইহাতে রহিয়াছে; (৩) আহ'মাদ তারাখিস্তানী, শায়খ-এর সমসাময়িক যাহার রচনা সম্ভবত রক্ষা পায় নাই। কিন্তু তাঁহার ও আল-গ'যনাবীর রচনার ব্যবহার করিয়াছেন; (৪) আবুল মাকারিম ইব্ন আলাইল-মুলক জামী, খুলাস'াতুল-মাকামাত গ্রন্থে, ইহা ৮৪০/১৪৩৬-৩৭ সনে লিখিত হইয়াছে এবং শাহরুখ-এর নিকট উৎসর্গ করা হয়; উহার একটি হস্তলিখিত কপি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল (Ivanows cat, সংখ্যা ২৪৫)-এর এবং দুইটি অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি রাশিয়াতে আছে) তন্মধ্যে একটি Ivanow (JRAS), ১৯১৭ খৃ.(পৃ. ২৯১-৩৬৫) সনে প্রকাশ করেন; (৫) বুযজানদ-এর আলী, (সম্ভবত বুযজান) (৯২৯/১৫২৩) রচনা যাহা সম্ভবত আবুল-মাকারিম-এর রচনার উপর ভিত্তিশীল এবং যাহা খানীকোফ ব্যবহার করিয়াছেন; (৬) জামীর নাফাহ'াতুল উন্স (কলিকাতা ১৮৫৯ খৃ., পৃ. ৪০৫-৪১৭) গ্রন্থে যে প্রবন্ধ আহ'মাদ জাম এবং আবূ তাহির কুরদ-এর উপর লিখিত এবং ইহা ছাড়া উক্ত গ্রন্থের কিছু এমন অংশও আছে আল-গ'যনাবীর রচনা হইতে গৃহীত; আরও দ্র. (৭) ইব্ন বাত্'তূ'তা (Sanguinetti Defremery), ৩খ., ৭৫ প.; (৮) মিরযা মাসু'ম আলী শাহ, ত'ারাইকু'ল হ'াকাইক', লিথো মুদ্রণ, তেহরান ১৩১৬ হি., পৃ. ২৬১; (৯) N. de khanikoff, Memoire sur la Partie merdionale de l'Asie centrale, প্যারিস ১৮৬১ খৃ., পৃ. ১১৬-৯; (১০) Ch. Rieu, Cat. of the Persian MSS, in the Br. Mus, ২খ., ১৫৫; (১১) H. Ethe, in Gr. Ir. Ph, ii, 284; (১২) W. Ivanow, A biography of Shaykh ahmad-i-Jam, in JARS, ১৯১৭ খৃ., পৃ. ২৯১-৩৬৫; (১৩) ঐ লেখক, Concise Descr, Cat of the Persian MSS, in the coll of the Ag soc of Bengal, নির্ঘণ্ট; (১৪) E. Diwz, Churasanische Baudenkmaler, বার্লিন ১৯১৮ খৃ., ১খ., ৭৮-৮২; (১৫) F. Meier, Zur Biographie Ahmad-i Gamis und zur Quellenkunde von gams Nafahatul-uns, ZDMG, ১৯৪৩ খৃ., পৃ. ৪৭-৬৭; ইহা ছাড়া আরও গ্রন্থপঞ্জী উল্লিখিত গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহে বর্ণিত আছে [আরও দ্র.] (১৬) দারা শিকওয়াহ সাফীনাতুল আওলিয়া, শিরো.; (১৭) আহমাদ রাযী, হাফ্ত ইক'লীম; (১৮) হু'সায়ন বায়ক'রা, মাজালিসুল-উশশাক', মাজলিস ১২; (১৯) খান্দামীর, হ'াবীবুস-সি'য়া, তেহরান ১২৭১ হি., ২/৩, ১১৭।

F. Meire (E. I.²)/মুহ'াম্মাদ ইসলাম গণী

আহমাদ জাযযার (দ্র. আল-জাযযার পাশা)

আহমাদ জালাইর (দ্র. জালায়িরি)

আহমাদ তাইব (দ্র. 'উছমান যাদা আহ্মাদ তাইব)

আহমাদ তাকূদার (দ্র. ঈলখান বংশ)

আহমাদ তাতাবী (احمد تتوى) ঃ মুল্লা ঠাট্টাবী নাসরুল্লাহ আদ-দায়বুলী আত'-ত'াতাবী (ঠাট্টাবী)-এর পুত্র ছিলেন [মাজালিসু'ল-মু'মিনীন, ৫ম মাজলিস, পৃ. ২৫৪ঃ তাতাবী; আরও ইলিয়ট ও ডাউসন (Dowson), ৫খ., ১৫০, কিন্তু Dr. Bird -- Ceneral Briggs-এর বরাতে প্রদত্ত পার্শ্বটীকায় ঃ নীনাওয়া'ঈ]। তাঁহার জন্মতারিখ অজ্ঞাত তাহার পূর্বপুরুষগণ ফারুকী হ'ানাফী ছিলেন; কিন্তু মুল্লা আহ'মাদ ইমামিয়্যা আকাইদের অনুসারী ছিলেন। মাজালিসুল-মু'মিনীনের লেখক কাদী নূরুল্লাহ শূশতারীর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁহার মত পরিবর্তনের কারণ এই ছিল যে, তাঁহার বাল্যাবস্থায় একজন আরব ইরাক হইতে ঠাট্টায় আগমন করেন এবং মুল্লা আহ'মাদের সংগে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি মুল্লা আহমাদকে শীআ মতবাদ সম্পর্কে অবহিত করেন। অতএব আহমাদের মনে তাফসীর কাশ্শাফ পাঠের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। এই সময় মীরযা হ'াসান নামে ইরাকের একজন বুযুর্গ স্বপ্নে আহ'মাদের প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করিয়া ঠাট্টায় আগমন করেন এবং কাশ্শাফের একটি কপি উপস্থিত করেন (মাজালিস, ৫ম মাজলিস, পৃ. ২৫৪)। আহ'মাদের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা কাদী নূরুল্লাহ শূশতারী স্বয়ং আহমাদের বরাতে বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, আমি ইমামিয়্যা ধর্মমত অনুসরণ করি এবং মীরযা হাসানের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বিভিন্ন মাকসাদের রহস্য উন্মোচনের প্রত্যাশী হই। বাইশ বৎসর বয়সে কাশ্‌শাফ অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। অতএব, ঠাট্টায় প্রাথমিক বিদ্যা লাভের সমাপ্তির পর আমি পবিত্র মাশ্‌হাদ যিয়ারাতে যাত্রা করি। অনেক দিন মাশহাদে অবস্থান করি। তথায় মাওলানা আফদাল কাঈনীর নিকট জ্ঞানার্জন করি এবং ইমামিয়্যা আইন ও গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করি। সেখান হইতে য়ায্‌দ ও শীরায গমন করিয়া অভিজ্ঞ হাকীম মুল্লা কামালুদ্দীন ত'বীব (কামালুদ্দীন হাসান, মাআছিরু'ল 'উমারা) ও মুল্লা মীরযা জান শারাযী প্রমুখের নিকট কুল্লিয়্যাতে কানুন, শারহ' তাজদীদ এবং ইহার হাশিয়া অধ্যয়ন করি। সেখান হইতে উর্দূ-ই মুআল্লার সঙ্গে কাযবীন গমন করি। কিছুকাল পর কায্‌বীন হইতে ইরাকের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান, হারামায়ন শারীফ এবং বায়তুল-মুকাদ্দাস গমন করি। এই ভ্রমণে কয়েকজন শীআ 'আলিমের সান্নিধ্য লাভ করি। ইহার পর সমুদ্রপথে দাক্ষিণাত্যে উপনীত হই এবং গোলকুণ্ডার গর্ভনর কুতুব শাহের দরবারে গমন করি। তথায় আমাকে অত্যধিক পুরস্কারে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয় (মাজালিসু'ল-মু'মিনীন, ৫ম মাজলিস, পৃ. ২৫৪, ২৫৫; মাআছি'রু'ল- 'উমারা, ৩খ., ২৬০)। তাহার আলিম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু মুল্লা আবদু'ল-ক'াদির বাদায়ুনী তাঁহার হাকীম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন (মুনতাখাবু'ত-তাওয়ারীখ, ৩খ., ১৬৮, ৩১৮)।

মুল্লা আহ'মাদের ভ্রমণের ব্যাপারে বাদায়ুনীর কিছু অধিকতর বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, মুল্লা আহ'মাদ শাহ তাহ্‌মাসপ্‌-এর শাসনামলে তাবাররাকারীদের দলে ছিলেন, এমনকি ইহাতে তিনি তাহাদেরকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। শাহ দ্বিতীয় ইসমাঈল পিতার বিপরীত পন্থা অবলম্বনে সুন্নীদের ব্যাপারে গোঁড়ামির পরিচয় দিয়া রাফিদ'ীগণকে হত্যা ও অত্যাচার করিতে থাকিলে মুল্লা আহমাদ ঠাট্টাবী মীরযা মাদুমের সংগে মক্কায় চলিয়া যান। মীরযা মাদুম শরীফও সুন্নীদের প্রতি আসক্ত ছিলেন (মুনতাখাব, "কেহ শারীফে", ইলিয়ট, "কেহ শারীফে"-এর স্থলে শারক'ী) এবং কিতাবুন্‌-নাওয়াফিদ', (নাওয়াফিদ', ইলিয়ট, ৫খ., ১৫১) ফী য'াম্মি'র-রাওয়াফিদ-এর প্রণেতা ছিলেন। মক্কা হইতে মুল্লা আহ'মাদ দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, অতঃপর তিনি হিন্দুস্থান চলিয়া যান (মুনতাখাব, ২খ., ৩১৭)।

সম্রাট তাহ'মাস্‌প ৯৮৪/১৫৭৬ সালে ইনতিকাল করেন। ইহার কিছুকাল পর মুল্লা আহ'মাদ সম্ভবত ইরান হইতে বাহির হইয়া পড়েন এবং অন্যান্য দেশের ভিতর দিয়া দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন। আকবারের সিংহাসন লাভের বিংশতম বৎসরে তিনি ফতেহপুর সিকরী উপনীত হন (মাআছি'রু'ল-উমারা, ৩খ., ২৬৩; মাজালিসু'ল মু'মিনীন, পৃ. ২৫৫; Storey, দ্বিতীয় অংশ, ১ম অনুচ্ছেদ, ১১৯, টীকা, ৯৮৯/১৫৮১; মাহ'ফূজু'ল-হ'াক্ক, নিবন্ধ, তারীখ আলফী, ইসলামিক কালচার, জুলাই ১৯৩১ খৃ., পৃ. ৪৬৫, ৯৮৯ হি.)। ড. মাহ'ফূজু'ল হ'াক্কে'র ধারণা, হ'াকীম আবু'ল-ফাত্‌হ' গীলানীর মধ্যস্থতায় মুল্লা আহ'মাদের আকবারের দরবারে পৌঁছা সম্ভব হইয়াছিল কিনা ইহা বলা যায় না (ঐ সাময়িকী, পৃ. ৪৬৫)। তবে ইহা নিশ্চিত যে, হ'াকীম আবু'ল-ফাত্‌হ' গীলানীর সুপারিশে তিনি তারীখ আলফী প্রণয়নের দায়িত্ব লাভ করিয়াছিলেন (বাদায়ূনী, মুনতাখাবুত তাওয়ারীখ, ২খ., ৩১৯)। মুল্লা আহমাদ ও মুল্লা আবদু'ল কাদির বাদায়ুনীর মধ্যকার সাক্ষাত ফতেহপুর সিক্রী আগমনের প্রথম দিকে একটি বাজারে সংঘটিত হইয়াছিল এবং হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়া ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে (দ্র. ঐ, ২খ., ৩১৭ প.)।

মুল্লা আহ'মাদ আকবারের শাসনামলের জ্ঞানী ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। তারীখ আল্‌ফী রচনার দায়িত্ব পরিশেষে তাঁহারই উপর অর্পিত হয়। কিন্তু ৯৯৬/১৫৮৮ সালে মীরযা ফুলাদ খান বারলাসের হাতে লাহোরে মুল্লা আহ'মাদ নিহত হন (তাঁহার হত্যা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. মা'আছি'রু'ল-উমারা, ৩খ., ২৬০-২৬২, আও দ্র. আঈন-ই আক্‌বারী, ইংরেজী অনু., ১খ., ২০৬-৭)।

মুল্লা 'আবদু'ল-ক'াদির বাদায়ুনীর বক্তব্য অনুসারে (২খ., ৩৬৪) ২৫ স'াফার মধ্যরাতে মুল্লা আহ'মাদ নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার শী'আ মতাদর্শের জন্য বাদায়ুনী তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া "খুক সাক'ারী" (দোযখের শূকর) "যাহে খান্‌জার ফুলাহদ" (চমৎকার ইস্পাতের তলোয়ার) এবং সানাঈর- হ'াদীক'া কাব্যের একটি আরবী চরণ দ্বারা তারীখসমূহ বাহির করিয়াছেন (মুন্‌তাখাব, ৩খ., ১৬৮)। বাদায়ুনীর বর্ণনাকে নির্ভরশীল বলিয়া মনে করা যায়। কেননা আহ'মাদের হত্যার সময় তিনি স্বয়ং তথায় উপস্থিত ছিলেন (৩খ., ১৬৮)। তাঁহাকে হ'াজীরা-ই হাবীবুল্লাহ-এ দাফন করা হয় (মাজালিস, পৃ. ২৫৫)। ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব ছাড়াও ব্যক্তিগত শত্রুতা তাঁহার হত্যার কারণ ছিল। এখানে বাদায়ুনীর এই কথাটিও পর্যালোচনার বিষয়, "মীর্যা ফুলাদ খান-মুল্লা আহ'মাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি ও তাঁহার নির্যাতনের জন্য তাঁহাকে হত্যা করেন" (মুনতাখাব, ২খ., ৩১৯)। হত্যাকারী এবং হ'াকীম আবু'ল-ফাত্‌হ'-এর মধ্যকার আলাপ-আলোচনা দ্বারাও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। "আবু'ল ফাত্‌হ' হত্যাকারীকে প্রশ্ন করেন, ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্যই কি তুমি মুল্লা আহ'মাদ শাহকে হত্যা করিয়াছ? উত্তর দিলেন, যদি গোঁড়ামিই থাকিত তাহা হইলে পুলিস ফাঁড়িতেই তাঁহাকে আক্রমণ করিতাম" (ঐ, পৃ. ৩৬৫. আরও দ্র. আঈন-ই আকবারী, ইংরেজী অনু., ১খ., ২০৬)।

রচনাবলী ঃ মুল্লা আহ'মাদ নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলীর রচয়িতাঃ (১) রিসালা দার্‌ তাহ'কীক তিরয়াক ফারুকী (মাজালিস, পৃ. ৩৫৫), (২) রিসালা দার আখলাক' (ঐ); (৩) হ'াকীমদের অবস্থার বর্ণনা সম্বলিত খুলাসাতু'ল-হ'ায়াত, (অসমাপ্ত) (ঐ); (৪) রিসালা দার আসরারে হুরূফ ওয়া রুমূযে 'আদাদ, (ঐ); (৫) তারীখ আল্‌ফী। ইহাদের মধ্যে মাত্র দুইটি গ্রন্থ খুলাস'াতু'ল-হ'ায়াত এবং তারীখ আলফী বর্তমান। বাকী গ্রন্থগুলি দুষ্প্রাপ্য। কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারে ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায় না।

(১) খুলাস'াতু'ল-হ'ায়াত ঃ ইহা দার্শনিকদের বক্তব্য ও অবস্থা সম্বলিত একটি গ্রন্থ, যাহা আবুল-ফাত্‌হ গীলানীর নির্দেশে রচিত হইয়াছে। ভূমিকায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, (Storey- এর মতে ৪খ., ১১১০) গ্রন্থটি একটি মুখবন্ধ (পাঁচটি প্রবন্ধ সম্বলিত), দুইটি অধ্যায় (প্রথম অধ্যায়টি ইসলাম-পূর্ব যুগের দার্শনিকদের বিষয়ে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়টি ইসলামী যুগের দার্শনিকদের সম্পর্কে) এবং একটি উপসংহারের মাধ্যমে সমাপ্ত হইয়াছে। Storey বর্ণনা করেন যে, তাঁহার সাতটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ইহাতে ধারণা হয় যে, এই গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। মাজালিসু'ল মু'মিনীন গ্রন্থে Storey-এর অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়। অতএব, আমরা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি যে, গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছিল। ড. মাহ'ফূজু'ল হ'াক্ক এই গ্রন্থটিকে তারীখ-আলফী গ্রন্থের পূর্বেকার রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে তারীখ আলফী

গ্রন্থটির রচনা খুলাস'াতু'ল-হ'য়াতের পুরস্কারস্বরূপ (ড. মাহ'ফূজু'ল হ'াক্ক-এর নিবন্ধ, পৃ. ৪৬৫)। আমাদের বিচারে গ্রন্থটি তারীখ আলফীর রচনার পূর্বেকার রচিত বলিয়া উক্তিটি এবং উহার প্রতিদানের বিষয়টি প্রণিধানের বিষয়। খুব সম্ভব গ্রন্থটি তারীখ আলফীর রচনার সঙ্গেই রচিত হইতেছিল এবং লেখককে হত্যার ফলে গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

(২) তারীখ আলফী ঃ ব্লখম্যান (অনু. আইনে আকবারী, কলিকাতা ১৮৭৩ খৃ., ১খ., ১০৬)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ১০০০/১৫৯১-৯২ সালে মুসলমানদের মধ্যে এই ধারণা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, ইসলাম বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে এবং তাহারা মাহদীর আবির্ভাবের অপেক্ষায় ছিল। এই গুজবের সুযোগ গ্রহণ করিয়া আকবারের অনুসারিগণ দীনে ইলাহীর প্রচার শুরু করে। তারীখ আলফীও এই সাধারণ ধারণার ফল। স্মিথের বর্ণনানুসারে (মুগল সম্রাট আকবার, ১৯১৯ খৃ., পৃ. ৪৬২-৬৩) সম্রাট আকবারের নির্দেশে ৯৯০/১৫৮২ সালে তারীখ আলফী গ্রন্থটি রচনার কাজ শুরু হয়। কেননা আকবারের বিশ্বাস ছিল, এক হাজার বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর ইসলাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে মাহ্দীর আবির্ভাবের অপেক্ষা করা হইতেছিল। ইহাতে ইসলাম নব জীবন লাভ করিল। এই প্রমাণগুলি অনুমান ভিত্তিক। মুল্লা আবদু'ল-কা'দির বাদায়ূনী এই গ্রন্থটির শুরু হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা দিয়াছেন (মুনতাখাব, ২খ., ৩১৮-১৯), যাহার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, গ্রন্থটি হ'াকীম হাম্মাম (মৃ. ৬ রাবীউল আওয়াল, ১০০৪/১১ অক্টোবর, ১৫৯৫), হাকীম আলী (মৃ. ১০১৮/১৬০৯), ইবরাহীম সিরহিন্দী (মৃ. ৯৯৪/১৫৮৬), নিজ'ামুদ্দীন (মৃ. ২৪ স'াফার, ১০০৩/নভেম্বর ১৫৯৪), মুল্লা 'আবদু'ল-কাদির বাদায়ুনী, নাকী'ব খান (মৃ. ১০২৩/১৬১৪) এবং মীর ফা'তহু'ল্লাহ (মৃ. ৯৯৭/১৫৮৮-৮৯) কর্তৃক শুরু হইয়াছিল। হিজরী ৪৬ সালের পরবর্তী ঘটনার বর্ণনার দায়িত্ব মুল্লা আহ'মাদের উপর অর্পিত হয়। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উছ্মান (রা)-এর সম্পর্কে মাজালিসুল-মুমিনীনের ঘটনা (মাজালিস, পৃ. ২৫৫) এবং মাআছি'রুল-উমারা-এর সমর্থনমূলক বর্ণনা (৩খ., ২৬৩) যাহা ডক্টর মাহ'ফূজু'ল হ'াক্ক প্রমাণ করিয়াছেন (পৃ. ৪৬১), উভয়টিই স্পষ্টভাবে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

মুল্লা আহ'মাদ যাহাই রচনা করিতেন নাকীব খান সায়ফী কা্যবীনী তাহা সম্রাটের দরবারে পড়িয়া শুনাইতেন (মাজালিস, পৃ. ২৫৫)। এইভাবে রচনার কাজ চলাকালেই মুল্লা আহমাদ নিহত হন। অবশিষ্ট কাজ জাফার বেগ আসাফ খান (ব্লখম্যান, ১খ., ১০৬) সমাপ্ত করেন। আবুল-ফাদল গ্রন্থটির ভূমিকা লিখিয়াছেন (ঐ সূত্রানুসারে)। বাদায়ুনী প্রথম দুই খণ্ডের সংশোধন করেন এবং তৃতীয় খণ্ডটি আসাফ খান কর্তৃক সংশোধিত হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিক তারীখ আলফী সম্পর্কে অভিযোগ করিয়াছেন। যথা (১) ইলিয়ট গ্রন্থটি সম্পর্কে তিনটি অভিযোগ করিয়াছেন ঃ (ক) হিজরী সালের পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ (স')-এর মৃত্যুর সাল হইতে বর্ষ গর্ণনা করায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে; (খ) অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে; (গ) বর্ষানুক্রমিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, যদ্দারা ক্রমানুসারে ঘটনা বর্ণনায় বিঘ্ন ঘটিয়াছে (৫খ., ১৫৬)।

(২) মুল্লা আহ'মাদের উপর সাদারণ অভিযোগ যে, তিনি অধিক পরিমাণে শী'আ মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ডঃ মাহ'ফুজুল হ'াক্কে'র ধারণা যে, তিনি গ্রন্থটির যতটুকু পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উপর এই অভিযোগ আরোপ করা যায় না (পৃ. ৪৬৮)। তবে এই সমস্ত ইঙ্গিতের কি করা যায় যাহা মাজালিসু'ল-মুমিনীন-এর লেখক (পৃ. ২৫৫) উল্লেখ করিয়াছেন, যদ্দারা মুল্লা আহ'মাদের ভাষার অনুমান করা যায়।

(৩) শর্মার (পৃ. ৪৪) অভিযোগ এই যে, তারীখ আলফী গ্রন্থে বর্ণিত মুগল শাসনামলের অবস্থার বেশীর ভাগই আক্বারনামা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, এই অভিযোগটি আসাফ খানের লিখিত অংশের উপর আরোপিত। মুল্লা আহ'মাদের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

অনুবাদ ও সারসংক্ষেপ ঃ Major Raverty-কৃত ইংরেজী অনুবাদের খসড়ার একটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। সতের পৃষ্ঠার সংকলনের অনুবাদ ইলিয়ট ও ডাউসনের গ্রন্থে পাওয়া যায় (৫খ., ১৫০-১৭৬)। ফারসী বস্তুসংক্ষেপ অর্থাৎ আবু'ল-ফাত্হ আশ-শারীফ আল-ইস'ফাহানীকৃত আহ'সানু'ল-কা'স'াস' ওয়া দাফিউল গু'স'াস (১২৪৮/১৮৩২-৩৩)-এর পাণ্ডুলিপিও বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় (Storey, পৃ. ১২১)।

সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি ঃ আকবারের দরবারের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির একটা অংশ কলিকাতায় অর্জিত ঘোষের গ্রন্থগারে সংরক্ষিত আছে। ইহার উপর ড. মাহ'ফূজু'ল হ'াক্ক Discovery of a Portion of the Original illustrated Manuscript of Tarikh-e Alfi written for the Emperor Akbar (জুলাই ১৯৩১) নামে ইসলামিক কালচার পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদুল-ক'াদির বাদায়ুনী মুল্লা, মুনতাখাবুত-তাওয়ারীখ, কলিকাতা ১৮৬৯ খৃ., ২খ, ৩১৭-৩১৯, ৩৬ এবং ৩খ., ১৬৮-৬৯; (২) শাহনাওয়ায খান স'ামস'ামুদ দাওলা, মাআছি'রু'ল-উমারা, কলিকাতা ১৮৯১ খৃ., ৩খ., ২৫৮-৬৪; (৩) নূরুল্লাহ শূশতারী ক'াদী, মাজালিসু'ল-মু'মিনীন, তেহরান ১২৯৯ হি., পৃ. ২৫৪-৫৫; (৪) আবু'ল-ফাদল, আঈন-আক্বারী, ইংরেজী অনু. লাখম্যান, ১৮৭৩ খৃ., ১খ., ২০৬-৭; (৫) Storey, Persian Literature, ১/২খ., ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ১১০-১২১; ১/২খ., ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ১১১০, ১২৪০, ১৩৯৪; (৬) Elliot and Dowson, The History of India, ১৮৭৩ খৃ., ৫খ., ১৫০-১৭৬; (৭) A. V. A. Smith, Akbar the great Moghul, ১৫৪২-১৬০৫ খৃ., ২য় সংস্করণ, ১৯১৯ খৃ., পৃ. ৪৬২-৬৩; (৮) S. R. Sharma, A Bibliography of Mughal Rulers of India (1521-1707 A. C.), বোম্বাই, তা. বি., পৃ. ৪৪; (৯) মাহ'ফূজুল হাক্ক, Discovery of a Portion of the original illustrated ms. of the Tarikh-e Alfi written for the Emperor Akbar, ইসলামিক কালচার, জুলাই ১৯৩১ খৃ., পৃ. ৪৬২-৪৭১ (দুইটি চিত্রসহ)।

ড. ওয়াহীদ কুরায়শী (দা.মা.ই.)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহমাদ তান্নুরী (احمد تنورى) ঃ সায়্যিদ, হ'াফিজ' মাওলানা আহ'মাদ তান্নুরী, জওয়াককুলী উরফে মীরান শাহ। পিতা হযরত মাওলানা আজাল্ল। তিনি ছিলেন হযরত বড়পীর সায়্যিদ মুহ'য়িদ্দীন আবদু'ল-ক'াদির জীলানীর পুত্র। হুলাগূ খান কর্তৃক বাগদাদ লুণ্ঠিত হইলে হযরত বড়পীর সাহেবের বহু আত্মীয়-স্বজন বাগদাদ পরিত্যাগ করিয়া ক'ান্দাহার, কাবুল, পারস্য এবং পাক-ভারত উপমহাদেশে আগমন করেন। হযরত সায়্যিদ আজাল্ল সুলত'ান ফীরূয শাহের আমলে দিল্লীতে আগমন করিলে এখানে সায়্যিদ আহ'মাদ তান্নুরীর জন্ম হয়। পিতার নিকট প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং

আধ্যাত্মিক দীক্ষা অর্জনের পর মারিফাতের খিলাফাত লাভ করিয়া দিল্লীতে অবস্থান করেন। হুলাগূ খানের মৃত্যু হইলে সায়্যিদ আজাল্ল বাগদাদ প্রত্যাবর্তন করেন। কথিত আছে, এই সময় সায়্যিদ মীরান শাহ স্বপ্নযোগে আদেশপ্রাপ্ত হইয়া পাক-বাংলায় আগমন করেন। সুলতান রুকনু'দদীন তাঁহাকে পাক-বাংলার যে কোন স্থানে অবস্থানের প্রস্তাব করিয়া জীবিকা নির্বাহের জন্য লাখেরাজ ভূমি প্রদান করেন। তিনি ১২ জন শিষ্যসহ প্রথম পাণ্ডুয়ায় এবং পরে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশে নোয়াখালী জেলার সোনারবাগে আগমন করেন। সিলেটের হযরত শাহ জলাল (র) এবং ঢাকার হযরত শাহ 'আলী বাগদাদী (র)-এর সমসাময়িক এই সূ'ফী সাধকের মাযার নোয়াখালী জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৭০

আহমাদ দীদাত (احمد ديدات) ঃ শেখ (১৯১৮-২০০৫ খৃ.), দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক, বাগ্মী, ইসলাম প্রচারক, খৃষ্ট ধর্ম বিষয়ক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ও তার্কিক। পুরা নাম শেখ আহমাদ হোসেন দীদাত। আহ্'মদ দীদাত নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। তিনি জুলাই ১৯১৮ খৃ. বৃটিশ ভারতের গুজরাট প্রদেশের সুরাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। দীদাতের জন্মের কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতা দক্ষিণ আফ্রিকায় চলিয়া যান। পিতা পেশায় ছিলেন একজন দরজী। ১৯২৬ খৃ. পর্যন্ত দীদাত তাঁহার পিতার কোন সান্নিধ্য পান নাই। আর্থিক অসচ্ছলতা তথা দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত দীদাতের পক্ষে স্কুলে শিক্ষালাভ করা সম্ভব হয় নাই। ১৯২৭ খৃ. দীদাত নিজেই দক্ষিণ আফ্রিকায় পিতার নিকট চলিয়া যান এবং স্থায়ীভাবে তথায় বসবাস শুরু করেন। ইহার কয়েক মাস পরেই তাহার মা ইনতিকাল করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়া তিনি স্কুলে ভর্তি হন এবং ইংরেজী ভাষায় পারিদর্শিতা অর্জন করেন। পড়াশুনার প্রতি তাহার প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল এবং তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্কুলের পরীক্ষায় তিনি চমৎকার ফল লাভ করিতে থাকেন এবং অনায়াসেই ষ্টান্ডার্ড সিক্স উত্তীর্ণ হন। কিন্তু এইখানেও চরম দরিদ্রতার কারণে দীদাতের পক্ষে আর লেখাপড়া চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই। ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহাকে লেখপড়া বাদ দিয়া রোজগারের উদ্দেশ্যে বাহির হইতে হয়। পিতা তাহাকে দক্ষিণ উপকূলে নাটাল এলাকায় মুসলিম মালিকানাধীন একটি দোকানে কাজ করিবার জন্য পাঠাইলেন। ১৯৩৬ খৃ. এইখান হইতে দীদাত দাওয়াতী মিশনের কাজ শুরু করিয়া দেন। দোকানের নিকটেই ছিল একটি খৃষ্টান মিশন। উক্ত মিশনের শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণরত নবীন ছাত্ররা কেনাকাটার জন্য প্রায়ই তাঁহার দোকানে আসিত। দীদাতের দোকানে আসিয়া শিক্ষার্থীরা তাহাকে খৃষ্ট ধর্মের দীক্ষা দিবার চেষ্টা করিত এবং প্রায়শ ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য ও কটূক্তি করিত। বিষয়টি তরুণ দীদাতের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তখন ইসলাম সম্পর্কে আহমাদ দীদাতের তেমন কোন জ্ঞান ছিল না। তদুপরি খৃষ্টান মিশনারীদের মিথ্যা প্রচারনা মোকাবিলা করবার তীব্র বাসনা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে। এই সময় মাঝে মধ্যে খৃষ্টান ছাত্রদের তর্কের বিপরীতে ইসলাম সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপনে তাঁহার ভীষণ অসুবিধা হইত। ঘটনাক্রমে তরুণ আহমাদ দীদাতের হাতে মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরাভীর একটি বই আসিয়া পড়ে।

বইটির নাম 'ইজহারুল হক' বা সত্যের প্রকাশ। পুস্তকটিতে বৃটিশ ভারতে খৃষ্টান মিশনারীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কি ধরনের যুক্তিতর্ক করিয়া মোকাবিলা করিতেন এবং সেই সকল যুক্তিতর্কের বিপরীতে মুসলমানরা কি রকম কৌশল অবলম্বন করিয়া বিজয়ী হইতেন ইহার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। পুস্তকটি অধ্যয়নের পর খৃষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে সেই সকল বাহাস-বিতর্কে মুসলমানদের বিজয় লাভের বিষয়টি তাঁহার মনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। ইহার প্রেক্ষিতে দীদাত দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারে তাঁহার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠেন। প্রথমেই তিনি একটি বাইবেল ক্রয় করিয়া অধ্যয়ন করত গবেষণা চালাইতে থাকেন। তাহার দোকানে আসা খৃষ্টান মিশনারীর তরুণ ছাত্রদের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা ও যুক্তিতর্ক শুরু করিয়া দেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার যুক্তিপ্রমাণের নিকট মিশনারী ছাত্ররা পরাজয় স্বীকার করিতে শুরু করে এবং পিছু হটিতে বাধ্য হইতে থাকে। ইহার পর হইতে দীদাত নিজ উদ্যোগে আশেপাশে খৃষ্টান শিক্ষক ও পাদ্রীদের সহিত দেখা-সাক্ষাত করিয়া বিতর্ক-বাহাসের ধারা অব্যাহত রাখিবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৪০ খৃ. দক্ষিণ আফ্রিকার একটি সিনেমা হলে তিনি মাত্র ১৫ জন শ্রোতার সম্মুখে শান্তির দূত হযরত মুহাম্মাদ (স) শীর্ষক একটি বক্তৃতা অনুষ্ঠান শুরু করেন। তাঁহার বক্তব্য শুনিবার জন্য জনসমাগম বৃদ্ধি পাইল এবং ইসলাম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর পর্বে শ্রোতারা আগ্রহের সহিত অংশগ্রহণ করিতে লাগিল। অনুষ্ঠানে কিছু সংখ্যক বিধর্মী ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেন এবং প্রাণবন্ত এই অনুষ্ঠানে শ্রোতার সংখ্যা কয়েক হাজারে গিয়া পৌছিল। এই সকল সফলতাই দীদাতকে ইসলামী দাওয়াত কার্যক্রমের দিকে নূতন উদ্দীপনা ও প্রেরণা যোগাইয়াছে। ১৯৪৭ খৃ.-এর পর তিনি নূতন রাষ্ট্র পাকিস্তান সফর করেন। পরবর্তী দশকগুলিতে আহমাদ দীদাত জনসমক্ষে ইসলামের সত্য ও সৌন্দর্য তুলিয়া ধরিবার বহুমুখী কার্মকাণ্ডে নিজেকে পুরাপুরিভাবে নিয়োজিত করেন। ইহার এক পর্যায়ে তিনি বাইবেলের শিক্ষা সম্পর্কে ক্লাস পরিচালনা শুরু করেন এবং একই সাথে তাঁহার বক্তৃতা প্রদানের কাজ অব্যাহত রাখেন। তিনি আস-সালাম নামে একটি প্রতিষ্ঠান মসজিদসহ নির্মাণ করেন। ইহা এখন দক্ষিণ আফ্রিকাসহ সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। আহ্'মদ দীদাত ১৯৫৭ খৃ. তাঁহার দুই বন্ধুসহ দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ইসলামিক প্রপাগেশন সেন্টার ইন্টারন্যাশনাল' প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এই কেন্দ্র হইতে ইসলাম বিষয়ক পুস্তক মুদ্রণ ও নওমুসলিমদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তিনি দীর্ঘ দিন এই সেন্টারের সভাপতি হিসাবে কাজ করিয়াছেন। আহমাদ দীদাত যুক্তরাজ্য, মরক্কো, কেনিয়া, সুইডেন, অষ্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বহু দেশ সফর করিয়া ইসলামের মহান বাণী ও সৌন্দর্য প্রচার করিয়াছেন। তিনি ইসলাম বিষয়ে ২০টির অধিক পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাদের লক্ষ লক্ষ কপি সারা বিশ্বে বিনা মূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কয়েকটি পুস্তক হইল ঃ (১) Christ in Islam Resignation or Resuscitation, (২) What the Bible says abont Mohammad (Sm), (৩) What is his Name, (৪) Crucifixion or crmci-Fiction, (৫) 50000 errors in the Bible, (৬) What was the sing of Jonah, (৭) Is the Bible God word? (৮) Who mound the stone, (৯) She God that never was, (১০) Muhammad (Sm) the Natural success to Christ, (১১) Desert storm, has it ended, (১২) Arab & Israil conflict or conflate, (১৩) combat kit against Bible Thumprs, (১৪) His Nolinen plays

Hide & deck with Muslims (মহানবী স্মরণিকা ২০০৩-২০০৪, মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাইদে জালালাবাদী)। তাহার পুস্তকসমূহ পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সহস্রাধিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন এবং অসংখ্য খৃস্টান মিশনারীকে প্রকাশ্য বিতর্কে পরাজিত করিয়াছেন। ইসলামের পক্ষে তাহার ক্ষুরধার যুক্তি মানিয়া লইয়া হাজার হাজার বিধর্মী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তুরের কারণে জনঅসন্তোষ হইবার আশঙ্কা থাকায় ফ্রান্স ও নাইজেরিয়া সরকার তাঁহাকে সেই সকল দেশ ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করে নাই। বাইবেলের উপর ছিল তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং তাঁহাকে বাইবেলের শিক্ষক বলা হইত। আহ্মাদ দীদাত ছিলেন একজন চৌকস ও যুক্তিবাদী বক্তা। এক তুখোড় আলোচক হিসাবে তাঁহার পরিচিতি ছিল সর্বত্র। একজন বড় মাপের ইসলামী জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ বলিতে যাহা বুঝায় তিনি তাহাই ছিলেন। যুগ ভাবনায় তিনি ছিলেন আধুনিক। তাঁহার চিন্তার গতিশীলতা ছিল অসাধারণ। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে তাঁহার দখল ছিল ঈর্ষার বিষয়। সত্যের সন্ধানে আহ্মাদ দীদাত পাদ্রীদের সহিত যুক্তির আসরে বসিতেন এবং আন্তঃধর্ম আলোচনায় ব্যস্ত থাকিতেন। তুখোড় যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে আন্তঃধর্ম আলোচনায় ইসলামের বাণীর সত্যতা ও প্রধান্য বুঝাইয়া দিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ইসলাম সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা দ্বারা বিধর্মীদের তিনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সার্বজনীনতার কথা বুঝাইতে সক্ষম হইতেন। ইসলামের মর্ম ও সত্য প্রচারে যুক্তি, তথ্য ও উপস্থাপনায় তাঁহার কোন জুড়ি ছিল না। তিনি উপস্থিত বুদ্ধি দিয়া শ্রোতাদেরকে অভিভূত করিতে পারিতেন। সত্য ধর্ম ইসলামের যুক্তি দিয়া তিনি এমনকি স্বয়ং পোপ জন পল (দ্বিতীয়-কে সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছিলেন। আহ্মাদ দীদাত বিগত ছয় দশক মহান ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৮৬ খৃ. তাঁহাকে বাদশাহ ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। এই পুরস্কার মুসলিম বিশ্বের নোবেল পুরস্কার হিসাবে আখ্যায়িত। এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে মুসলিম বিশ্বে একজন সম্মানিত ব্যক্তি হইবার কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা আহমাদ দীদাতকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত প্রতিটি পুস্তকই অতিমূল্যবান ও মানসম্পন্ন। ইহার মধ্যে দি চয়েস অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। খৃস্টান মিশনারীদের বিকৃত প্রচারনার তিনি কিভাবে মোকাবিলা করিতেন ইহার অভিজ্ঞতা বিতর্কের ধারাবিশ্লেষণ বর্ণনা এই গ্রন্থে রহিয়াছে। আহ্মাদ দীদাত ১৯৯৫ খৃ. হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পদক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়েন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভেরুলামে বিগত নয় বৎসর তিনি শয্যাশায়ী অবস্থায় জীবন কাটান। ৮ আগস্ট ২০০৫ খৃ. তিনি ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আহ্মাদ দীদাত, দি চয়েস, অনু. আখতার উল আলম, জ্ঞান কোষ প্রকাশনী, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা ১৯৯৯ খৃ.; (২) ফজলে রাব্বী ও গোলাম মোস্তফা অনু. আহ্মদ দীদাত রচনাবলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০১ খৃ.; (৩) দৈনিক নয়া দিগন্ত, ঢাকা, তাং আগস্ট, ১০ ও ২০, ২০০৫ খ্রি.; (৪) দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, তাং আগস্ট ১০, ২০০৫ খৃ.; (৫) দৈনিক খবরপত্র, ঢাকা, তাং আগস্ট, ১০, ২০০৫ খৃ.; (৬) মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, মহানবী স্মরণিকা, ২০০৩-২০০৪, পৃ. ৪১।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভুঞা

আহমাদ নিশান বারদার (احمد نشان بردار) ঃ মুবাল্লিগ ও মুজাহিদ। শাহ জালাল (র)-এর ৩৬০ আওলিয়ার অন্যতম। হযরত শাহ জালাল (র)-এর নেতৃত্বাধীন আওলিয়া বাহিনীর নিশান বা পতাকা বহন করিতেন বলিয়া তাঁহার নিশানবরদার নামকরণ হয়। জালালী তরীকার ফকীর। তাঁহার মুর্শিদ ছিলেন হযরত শাহ জালাল (র)। সিলেট শহরের খাসদবীর মহল্লায় তাঁহার মাযার অবস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহ জালাল (র), ইফাবা ঢাকা, ১৯৯৫ খৃ.।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

আহ্মাদ নগর (احمد نگر) ঃ ভারতের মহারাষ্ট্র প্রদেশের এই নামের একটি জিলা সদর দফতর এবং গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান। জিলার আয়তন ৬,৫৮৬ বর্গমাইল (১৭,০৫৮ বর্গ কি. মি.), জনসংখ্যা ১৭,৭৫,৯৬৯। আহমাদনগর শহরের জনসংখ্যা, ১, ৪৫, ০০০ ইহা শিব নদীর তীরে অবস্থিত। জিলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ইক্ষু, তুলা, জোয়ার ও বাজরা। মানডুর নিকট মুলা নদীতে বাঁধ নির্মাণ করিয়া পানিসেচের দ্বারা কৃষি উৎপন্নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জিলাতে ১১টি চিনির কল রহিয়াছে। শহর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে অনেকগুলি কাপড়ের কল এবং অন্যান্য হালকা শিল্পও রহিয়াছে।

বর্তমান আহমাদ নগর জিলার ইতিহাস অতি প্রাচীন। মুসলিম শাসনাধীনে আসিবার পূর্বে অঞ্চলটি সাতবাহন, চালুক্য, রাষ্ট্রকুট ইত্যাদি হিন্দু রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৪শ শতকের প্রারম্ভে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী অঞ্চলটি জয় করেন। তুগলক আমলে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ লইয়া বাহমনী রাজ্যের জুন্নার প্রদেশের শাসনকর্তা মালিক আহমাদ (মৃ. ১৫০৮ খৃ.) স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নিজ নামে আহমাদনগর রাজ্য ও রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার পিতা নিজামুল-মুল্ক বাহরীর নামানুসারে এই রাজবংশের নাম হয় নিজাম শাহী বংশ। তিনি শহরের পূর্বপ্রান্তে প্রায় দেড় বর্গমাইল এলাকা জুরিয়া বিখ্যাত আহমাদ নগর দুর্গ নির্মাণ করেন (১৫৫৯ খৃ.)। তাঁহার বংশেরই সুলতান ইব্রাহীম নিজাম শাহ ১৫৯৪ খৃ. বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হইলে তাহার নাবালক পুত্র সিংহাসনে আসীন হন এবং তাঁহার দাদী চাঁদ বিবি বা চাঁদ সুলতানা তাঁহার অভিভাবিকা হন। ১৫৯৫ খৃ. মুগর সম্রাট আকবার-এর বাহিনী আহমাদ নগর অবরোধ করিলে চাঁদ বিবি অশেষ বীরত্বের সঙ্গে তাহা প্রতিহত করেন। অবশেষে ১৫৯৬ খৃ. মুগলদের সঙ্গে তাঁহার সন্ধি হয়। ১৬৩৩ খৃ. আহমাদনগর মুগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুগল সম্রাট আওরঙ্গযীবের মৃত্যু এই শহরেই ঘটে (১৭০৭ খৃ.) এবং তাঁহার মাযারও শহরের অদূরে অবস্থিত। উহা আলামগীর দরগাহ নামে পরিচিত।

মুগলগণের পরে মারাঠা পেশোয়া বালাজী বাজীরাও আহমাদনগর অধিকার করেন (১৭৫৯)। মারাঠা শাসনাধীনে থাকাকালে ইংরাজ সেনাপতি আর্থার ওয়েলেসলী (পরবর্তী কালে ডিউক অব ওয়েলিংটন) ১৮০৩ খৃ. দৌলতরাও সিন্ধিয়াকে পরাজিত করিয়া আহমাদনগর অধিকার করেন। ১৮১৭ খৃ. ইহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সী প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। আহমাদনগর শহরের ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নসমূহের মধ্যে পূর্বে উল্লিখিতগুলি ব্যতীত চাঁদ বিবির মহল, দামরী মসজিদ, আহমাদ নিজাম শাহ-এর সমাধিসৌধ এবং হাশ্তবিহিশ্তবাগ বিখ্যাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, প্রবন্ধ (i) আহমদনগর (ii) আহমদনগর রাজ্য, ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রামস, ঢাকা ১৯৭২ খৃ.; (২) Bombay Gazetteer-Xvii—B, ১৯০৪ খৃ.।

(E.I.[2])/হুমায়ুন খান

আহমাদ পাশা (احمد پاشا) ঃ বাগদাদের 'উছ'মানী গভর্নর হ'াসান পাশা (দ্র.)-এর পুত্র, নিজেও বাগ'দাদের গভর্নর হইয়াছিলেন। ১৭১৫ সালে Shahrizur Kirkok এবং পরবর্তী কালে বসরার গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৭১৯ সালে তিনি উযীর নিযুক্ত হন। ১৭২৪ সালের দিকে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাকে বাগদাদের গভর্নর নিযুক্ত করা হয় এবং ইরানের বিরুদ্ধে তাঁহার পিতার প্রেরিত অভিযান অব্যাহত রাখার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৭২৪ সালের বসন্তকালে তিনি হামাদান অধিকার করেন। কিন্তু কুর্দী নেতৃবৃন্দের তাঁহার দলত্যাগের ফলে ইরানের Ghalzay শাসক আশ্‌রাফ কর্তৃক যদিও তিনি পরাজিত হন, তথাপি ১৯২৭ সালে তুর্কীদের স্বার্থের অনুকূল শর্তাবলী লাভ করত কিরামানশাহ্, হামাদান, তিব্‌রীয, রাওয়ান, নাখিচেওয়ান এবং তিফ্‌লিস অঞ্চল 'উছ'মানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই বিজিত অঞ্চলগুলি স'াফাবী ত'াহ'মাস্‌প-এর নিকট হারাইবার পর আহ'মাদ পাশা অপর একটি অভিযান প্রেরণ করিয়া কিরমান শাহ ও আবদালান অধিকার করেন এবং ১৭৩২ সালে কু'রিজান যুদ্ধ জয়ের পর হামাদান পৌঁছেন। ১৭৩২ সালের সন্ধির ভিত্তিতে কিছু বিজিত এলাকা তুর্কীদের অধীনে থাকিয়া যায় এবং অবশিষ্ট অঞ্চল ইরানকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর আবার যুদ্ধ শুরু হইয়া যায় এবং আহ'মাদ পাশাকে নাদির শাহের আক্রমণ হইতে বাগদাদের প্রতিরক্ষায় আত্মনিয়োগ করিতে হয়। ১৭৩৩ সালে তাঁহাকে বাগদাদসহ বসরারও গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তী বৎসর তাঁহাকে প্রথমে আলেপ্পোর গভর্নর এবং পরে রাক্কার গভর্নর হিসাবে বদলি করা হয়। কপ্‌রুলু যাদা 'আবদুল্লাহ পাশার মৃত্যুর পর রাক্কার গভর্নরের দায়িত্ব ছাড়াও তাঁহাকে পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর সেনাপতিত্ব প্রদান করা হয় এবং নাদির শাহের সঙ্গে একটি সাময়িক যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদনে কৃতকার্য হন। তাঁহাকে দ্বিতীয়বার বাগদাদের গভর্নর নিযুক্ত করা হয় এবং ইরানের বিষয়াদির দেখাশুনা ছাড়াও তিনি বিদ্রোহী গোত্রগুলিকে দমন করিতে নিয়োজিত থাকেন। বাবান-এর শাসক সালীমের বিরুদ্ধে একটি অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৭৪৭ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহাকে তাঁহার পিতার পার্শ্বে আবূ হ'ানীফা (র)-এর মাযারের সন্নিকটে দাফন করা হয়। তিনি প্রথমবার এগার বৎসর এবং দ্বিতীয়বার বার বৎসর গভর্নর ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) রাশিদ, তারীখ, ৪খ., ৫৭; (২) চেলেবী যাদা আসি'ম (প্রথমোক্ত তারীখের পরিশিষ্ট, ইস্তাম্বুল ১২৮২, স্থা.; (৩) সামী, শাকির এবং সু'ব্‌হী, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১১৯৮, স্থা.; (৪) ইয্‌যী, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১১৯৯, স্থা.; (৫) কাতিব চেলেবী, তাকব'ীমুত-তাওয়ারীখ, ইস্তাম্বুল ১১৪৬, স্থা., ১৫৩ প.; (৬) নাজি'মী যাদা মুরতাদা, গুল্‌শান-ই খুলাফা, MS of M. Cavid Baysum, (আহ'মাদ পাশা অংশটুকু মুদ্রিত সংস্করণে নাই); (৭) দাওহাতু'ল-উযারা (প্রথমোক্ত পরিশিষ্ট), বাগদাদ ১২৪৬, নির্ঘণ্ট; (৮) Niebuhr, Voyage en Arabie, ২খ., ২৫৪-৫৬ ; (৯) সিজিল্ল-ই 'উছ'মানী, ১খ., ২৫০, ২খ., ১৪৯; (১০) Hammer Purgstall, নির্ঘণ্ট; (১১) C. Huart, Histoire de Bagdad, ১৪৫-৪৬; (১২) S. H. Longrigg, Four Centuries of Modern Iraq, ৭৫, ১২৭ প., ১৩১-৬২, ১৬৫ প., ৩৪৬।

M. Cavid Baysun (E.I.[2])/এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভঞা

আহমাদ পাশা কারা (احمد پاشا قره) ঃ প্রথম সুলায়মানের শাসনামলের 'উছ'মানী সাম্রাজ্যের প্রধান উযীর। মূলত আলবেনীয় (albanian) ছিলেন, শাহী মহলে শিক্ষালাভ করেন এবং কাপিজি বাশি (Kapidji bashi) মীর-ই 'আলিম এবং (৯২৭/১৫২১ সালে) সুলত'ানের দেহরক্ষী (Jannisaries) বাহিনীর প্রধান (Agha) নিযুক্ত হন। তাঁহাকে রুমেলিয়া (Rumelia)-র beylerbeyi (প্রাদেশিক গভর্নর) নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি হাঙ্গেরীর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ৯৫০/১৫৪৩ সালে Valpo ও siklos জয় করেন এবং Esztergom, (Usturgun, Gran) Szekesfehervar (Estun-i Belghrad, Stuhl weissen burg) অধিকারের সময়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন। ৯৫৫/১৫৪৮ সালে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁহাকে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত এবং দ্বিতীয় উযীরের পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়। ১৫৪৯ সালে কামাখ (kamakh)-এর নিকট যুদ্ধে তিনি ইরানীগণকে বিতাড়িত করেন এবং পূর্ব আনাতোলিয়া ও জর্জিয়ার কয়েকটি দুর্গ অধিকার করেন। হাঙ্গেরীর লিপ্পা (Lippa) হাতছাড়া হইয়া পড়িলে এবং সকল্লু (Sokollu) মুহ'াম্মাদ পাশার Temesvar (Temshwar) অবরোধ ব্যর্থ হইলে আহ'মাদ পাশাকে হাঙ্গেরীর প্রধান সেনাপতিরূপে বদলি করা হয়। তিনি পঁয়ত্রিশ দিন অবরোধের পর Stephan Losonczy-কে পরাজিত করিয়া Temesvar দখল করেন। ইহার পর তিনি Szolnok অধিকার করেন, কিন্তু সকল্লু মুহাম্মাদ পাশার সহিত মিলিত হইয়া Eger (Eghri Erlau) অবরোধে ব্যর্থ হন। সম্রাট তাহ্‌মাস্‌প-এর সঙ্গে যুদ্ধ (৯৬০/১৫৫৩) চলাকালে সুলতান সুলায়মান প্রধান উযীর রুস্তাম পাশাকে বরখাস্ত করিয়া তাঁহার স্থলে আহ'মাদ পাশাকে নিযুক্ত করেন। শেষোক্ত জন নাখিচেওয়ান (Nakhicewan) এবং কারাবাগ-এর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। আমাসিয়ার সন্ধির (১৫৫৫) পর যুদ্ধ বন্ধ হয় এবং সুলত'ান ইস্তাম্বুল ফিরিয়া আসিলে দীওয়ান-এ (কাউন্সিল) একটি সভা চলাকালে আহমাদ পাশাকে গ্রেফতার এবং পরে হত্যা করা হয় (১৩ যু'লকাদা, ৯৬২/২৮ সেপ্টেম্বর, ১৫৫৫)। তাঁহার হত্যার কারণ হিসাবে যদিও বলা হয় যে, তিনি মিসরের গভর্নর আলী পাশার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু মনে হয়, সুলতান সুলায়মানের উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার জামাতা রুস্তাম পাশাকে পুনরায় প্রধান উযীর নিযুক্ত করিবার সুযোগ সৃষ্টি। হ'াদীক'াতুল-জাওয়ামি' ১খ., পৃ. ১৪৩; সিজিল্ল-ই 'উছ'মানী, ২৫৯-এর বর্ণনা অনুসারে আহ'মাদ পাশা সুলত'ান প্রথম সালীমের কন্যা ফাতি'মা সুলত'ানকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি তোপ কাপীর নিকট একটি মসজিদ নির্মাণ শুরু করিয়াছিলেন, যাহা তাহার মৃত্যুর পর সমাপ্ত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জালাল যাদা মুস'তাফা, ত'াবাক'াতু'ল মাসালিক, পাণ্ডু.; (২) জালাল যাদা স'ালিহ', সুলায়মান নামাহ, পাণ্ডু.; (৩) রুস্তাম পাশা, তাওয়ারীখ-ই আল-ই 'উছ'মান, পাণ্ডু. ; (৪) লুত'ফী পাশা, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১৩৪১ হি., ৩২৩-৪৫৩; (৫) আলী, কুন্‌হু'ল আখ্‌বার, পাণ্ডু. ইউনিভার্সিটি কুতুবখানা, নং ২২৯০/৩২, পত্রী ৩১৭; (৬) Pecewi, তারীখ, ১খ., ২৪, ২৪৭-৩৪৩; (৭) সু'লাক যাদা, তারীখ-ইস্তাম্বুল ১২৯৭ হি.,

৫০৪-৫৩৪ ; (৮) মুনাজ্জিম বাশী, স'হাইফুল-আখ্বার, ইস্তাম্বুল ১২৮৫ হি., ৩খ., ৪৯৭-৫০৬; (৯) কাতিব চেলেবী, তাক'বীমুত তাওয়ারীখ, ইস্তাম্বুল ১১৪৬ হি., ১২১, ১৭৬, ২৩৬; (১০) 'উছ'মান যাদা আহ'মাদ তাইব, হ'াদীক'াতু'ল-উযারা, ইস্তাম্বুল ১২৭১ হি., ৩১; (১১) আয়ওয়ান সারাই হু'সায়ন, হ'াদীক'াতু'ল-জাওয়ামি, ইস্তাম্বুল ১২৮১ হি., ১খ., ১৪১-৪৩; (১২) সিজিল্ল-ই উছমানী, ১খ., ১৯৮-৯৯, ২৫৯; (১৩) Hammer- Purgstall, স্থা.; (১৪) Busbecq, Litterae Turcicae.

M.Cavid Baysun (E.I.²)/এ.এন.এম.মা'হবুবুর রহমান ভুঞা

আহমাদ পাশা কূচাক (احمد پاشا كوچك) ঃ (ক্ষুদ্র) মৃ. ১০৪৬/১৬৩৬, 'উছ'মানী সামরিক নেতা, তিনি চতুর্থ মুরাদ (১০৩৩-৪৯/ ১৬২৩-৪০)-এর শাসনামলে 'উছ'মানী সাম্রাজ্যের পুনর্জাগরণে একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আলবেনীয় বংশোদ্ভূত এই সেনাপতি, সৈনিকরূপে তাঁহার জীবন শুরু করেন এবং তুর্কমান বাহিনীর সেনাপতিত্ব লাভ করেন। প্রথমবারের মত ১০৩৮/১৬২৯ সালে তিনি দামিশক-এর গভর্নর পদে নিযুক্তি লাভ করেন, কিন্তু শীঘ্রই তুর্কী সুলতান তাঁহাকে ফেরত আনেন এবং কুতাহয়া-এর গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন। অতঃপর সুলতান তাঁহাকে ইলিয়াস পাশার বিদ্রোহ দমন করিবার দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি শীঘ্রই এই কর্মে সফলতা লাভ করেন এবং আনাতোলিয়া অঞ্চলে ত্রাস সৃষ্টিকারী এই বিদ্রোহীকে বন্দী করিয়া ইস্তাম্বুলে আনয়ন করেন (১০৪২/১৬৩২)। অতঃপর তাঁহাকে পুনরায় দামিশক-এর গভর্নর করা হয় এবং এইবার তাঁহার উপর দ্রুয এলাকাসমূহ শান্ত করার দায়িত্ব পড়ে। সেই সময় আলেপ্পো-এর সন্নিহিত এলাকাসমূহের মধ্য দিয়া যাতায়াতের সময় তিনি তথায় বৎসরব্যাপী বিরাজমান বিদ্রোহ পরিস্থিতি নিবারণ করেন। এই বিশৃঙ্খলার প্রধান উদ্যোক্তা ছিল নগরীর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পার্বত্য এলাকার যাযাবর গোষ্ঠী।

আহ'মাদ পাশা সহজেই ফাখরুদ্দীন (২) [দ্র.]-এর বিদ্রোহ দমন করিয়া তাহাকে বন্দী করেন (১০৪৩)/১৬৩৩-৪)। তাঁহার এই সকল নানাবিধ কার্যের জন্য সুলতান চতুর্থ মুরাদ তাঁহাকে তিন তুগ'সহ উযীর সভার সদস্য মনোনীত করেন এবং ১০৪৬/১৬৩৬ সালের এক ফরমানবলে তাঁহাকে ফাখরুদ্দীন-এর সকল সম্পদ প্রদান করেন। ইহার মধ্যে ছিল সায়দাতে অবস্থিত কতিপয় ভবন, যাহার একটি হইতেছে শহরের উত্তর-পশ্চিম অংশে বন্দরের সন্নিকটে অবস্থিত চাউল সংরক্ষণের খান (গুদাম) (P. Schwarz in El' art, Sidon প্রায়শই ফরাসীদের খান বলিয়া বর্ণিত, কিন্তু তাহা নহে)। আহ'মাদ পাশা ইহা হইতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা আরব ভূমির পবিত্র স্থানসমূহের জন্য একটি ওয়াক'ফ-এর ব্যবস্থা করেন এবং তীর্থপথে দামিশক'-এর দক্ষিণে বাবুল্লাহ-এর বহির্দেশে একটি তেকিয়ে খানকাহ নির্মাণ করান। ইহা ছিল ১৭শ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত দামিশক'-এর একটি অন্যতম দুর্লভ ও বিশিষ্ট ইমারত (বর্তমানে ইহা আল-আস্সালীর মসজিদ নামে পরিচিত)।

লেবাননে শান্তি আনয়ন প্রক্রিয়া শেষ হইতে না হইতেই তিনি 'উছ'মানী অগ্রবর্তী বাহিনীর সেনাধ্যক্ষরূপে পারস্যের বিরুদ্ধে অগ্রসরমান বাহিনীর সহিত যোগদান করেন এবং তাবরীয-এর প্রচণ্ড যুদ্ধের সময় সর্বাধিক সাফল্য ও শৌর্যবীর্য প্রদর্শন করেন। পরবর্তী বৎসর, ৪র্থ মুরাদ তাঁহার উপর আল-মাওসি'ল-এর প্রতিরক্ষার ভার অর্পণ করেন এবং এখানে পারস্য সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় তাঁহার গৌরবময় মৃত্যু হয় (২০ রাবী-২, ১০৪৬/২১ সেপ্ট., ১৬৩৬)। তাঁহাকে দামিশকে'ই তাঁহার নিজ তেকিয়েতে সমাধিস্থ করা হয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, লেবানন অভিযানকালে আহ'মাদ পাশা তাঁহার স্বাভাবিক কঠোরতা প্রদর্শন করেন। ফলে এই সময়টি মাউন্ট লেবানন-এর অধিবাসীদের স্মৃতিতে "কুচাক-এর বৎসর"-রূপে সংরক্ষিত আছে। বাস্তবিকপক্ষেই পরবর্তী কালে (বিশেষত ১২১৪/১৭৯৯ সালে) তুর্কী সুলতান এই কঠোর ব্যবস্থা সম্পর্কে দ্রুযগণকে স্মরণ করাইতে কার্পণ্য করেন নাই। স্থানীয় চেতনায় তিনি যে প্রচণ্ড ভীতির স্মৃতি রাখিয়া যান তাহা হইতেই সম্ভবত লেবাননী সংরক্ষণে "কুচাক" সংক্রান্ত কিংবদন্তীর উৎপত্তি হয়। আহ'মাদ পাশাকে ইহাতে একজন মার্জিত বিশ্বাসঘাতকরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে, যে তাহার উপকারীর ধ্বংসের পরিকল্পনা করিয়া তাহার স্বার্থ অধিকার করে। এই কিংবদন্তী অনুযায়ী আহমাদ পাশা ছিলেন য়াতীম এবং দ্বিতীয় ফাখরুদ্দীন তাঁহাকে লালন-পালন করেন এবং তাঁহাকে দক্ষিণ লেবাননের জন্য কর সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার অর্থ তসরুপ করার জন্য তাঁহাকে পরে পদচ্যুত করা হয়। ফলে তিনি ফাখরুদ্দীন-এর ধ্বংস সাধনের জন্য তুর্কী সুলতান-এর নিকট এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, তিনি নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করিতে চাহেন। তাহারই ফলে ফাখরুদ্দীন-এর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয়, অতঃপর আহ'মাদ পাশাকে মনিবের সম্পদ দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহি'ব্বী, খুলাস'াতু'ল- আছ'ার, কায়রো ১৮৬২., ১খ. ৩৮৫-৮. যিনি সামী বে'র সহিত (কামূসুল 'আলাম, ইস্তাম্বুল ১৮৮৮, ১খ., ৭৯৭) একটি দীর্ঘ কিন্তু সন্দেহজনক জীবনী রচনা করেন, যাহাতে তাঁহার সাহস ও ৪র্থ মুরাদ-এর প্রতি তাঁহার আনুগত্যের উল্লেখ আছে। আহ'মাদ পাশার ওয়াক'ফিয়্যা-এর মূল পাঠ হইতে উদ্ধৃতিসমূহ দামিশকস্থ যাহিরিয়ায় বিদ্যমান আছে, নং ৮৫১৮ (ইতিহাস), বিশেষত ফাখরুদ্দীন-এর সম্পদের বর্ণনা উহাতে আছে; (২) A. Abdel Nour, Etude Sur deux actes de waqbl du XVIᵉ et du XVIIᵉ siecles des wilayets de Damas et de Sayda, Sorbonne সন্দর্ভ, ১৯৭৬ খৃ.। আহমাদ পাশার মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য না'ঈমা, তারীখ, ইস্তাম্বুল ১৮৬৬ খৃ., ৩খ., ২৯১-২। চাকুরী সংক্রান্ত কার্যাবলীর জন্য দ্রষ্টব্য Von Hammer, Histoire, প্যারিস ১৮৩৮ খৃ., ৯খ., ২৭৫-৬। "কুচাক-এর বৎসর" সম্পর্কে দ্রষ্টব্য Chebli, ফাখরু'দ-দীন মান, বৈরূত ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ১৮৬ প. কুচাক-এর লেবান কাহিনীর একটি প্রাচীনতম বিবরণ ঈসা আল-মালুফ-এর তারীখু'ল আমীর ফাখরুদ্দীন আল-মানী আছ'-ছানী গ্রন্থে রহিয়াছে, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ., পৃ., ২০২-১০।

A. Abdel Nour (E.I.² Suppl.) মুহা'ম্মদ আব্দুল বাসেত

আহ্মাদ পাশা খাইন (احمد پاشا خائن) ঃ উছমানী উযীর, মূলত জর্জিয়ান ছিলেন। প্রথমে তিনি ইচ-ওগলানীরূপে প্রথম সালীমের প্রাসাদে প্রবেশ করেন। পরে বুয়ুক আমীর-ই আখূররূপে ১৫১৬-১৭ খৃ. মামলূকদের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং রুমেলির বেগলেরবেগি নিযুক্ত হন। প্রথম সুলায়মানের বেলগ্রেড আক্রমণের সময় আহমাদের আক্রমণ পরিকল্পনা অনুসৃত হইয়াছিল। অতএব তিনি বোগুরডেলে (Sabacz)-কে পরাজিত করেন (২ শাবান, ৯২৭/৮ জুলাই, ১৫২১) এবং Syrmia আক্রমণ করেন। বেলগ্রেড অবরোধের সময়

তাঁহার বিশেষ অবদানের প্রতিদানস্বরূপ সুলতান তাঁহাকে দীওয়ানের উযীর পদে নিযুক্ত করেন (১৫২১ খৃষ্টাব্দের শরৎকাল)। Rhodes--এর বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানে প্রধান সেনাপতিরূপে তিনি উপকূলে অবতরণ ও শহর অবরোধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। অতঃপর সেন্ট জনের Knight-দের সঙ্গে দুর্গ সমর্পণের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেন (২ সাফার, ৯২৯/২১ ডিসেম্বর, ১৫২২)। প্রধান উযীর পীরী মুহ'াম্মাদ পাশার আশা ছিল যে, তিনি তৃতীয় উযীরের পদ হইতে প্রধান উযীরের পদ লাভ করিবেন। কেননা এই সময় দ্বিতীয় উযীর মিসরে ছিলেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি রক্ষিত হয় নাই এবং খাস্'স' ওদাবাশী (Khass oda bashi) ইব্রাহীম (দ্র.)-কে প্রধান উযীর পদে অভিষিক্ত করা হয়। ইহাতে গভীরভাবে হতাশ হইয়া আহ'মাদ তাঁহাকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করার জন্য সুলত'ানের নিকট আবেদন করেন (১৯ আগস্ট, ১৫২৩)। তথায় গমন করিয়া তিনি অসন্তুষ্ট মামলূক ও বেদুঈন গোত্রপতিদেরকে, যাহারা খায়রী বেগের মৃত্যুর পর হইতে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, শান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুলায়মান, যিনি তখন পর্যন্ত প্রধান উযীর ইব্রাহীমের প্রভাবাধীন ছিলেন, ক'ারা মূসাকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং আহ'মাদকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। আহ'মাদ এই সংবাদ অবগত হইয়া সুলত'ান উপাধি ধারণ করিয়া নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন (জানুয়ারী ১৫২৪)। তিনি কায়রো দুর্গে নিয়োজিত সুলত'ানের জানিসারী বাহিনীকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেন এবং তাহাদেরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। তিনি তুর্কীদের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। সুলতান উযীর আয়াস পাশার নেতৃত্বে একটি বাহিনী মিসর প্রেরণ করেন। ইহা ছাড়া আহমাদের সৈন্যবাহিনীকে তাহার বিরুদ্ধে উৎসাহিত করার জন্য গোপনে চেষ্টা করেন। তাহার একজন অফিসার কাদী যাদাহ্ মুহ'াম্মাদ বেগ একটি হাম্মামখানায় তাঁহাকে হত্যা করার জন্য আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি আহত অবস্থায় জীবন রক্ষা করিয়া বানূ. বাকরে পলাইয়া যাইতে সক্ষম হন। অবশেষে তাহারা তাহাকে গ্রেফতার করিয়া সুলত'ানের হাতে সমর্পণ করে। সুলত'ান তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) জালাল-যাদাহ্ মুস'তাফা, ত'াবাক'াতু'ল মামালিক ওয়া দারাজাতুল-মাসালিক (পাণ্ডু. ফাতিহ', সংখ্যা ৪৪২৩); (২) সুহায়লী, তারীখ মিস্'রি'ল-জাদীদ, ইস্তাম্বুল ১১৪৫ হি.; (৩) ফারীদুন বেগ, মুনশা'আত, ইস্তাম্বুল ১২৭৪ হি., পৃ. ৫০৭-৪০; (৪) Pecewi, ১খ., ৭১-৭৯; (৫) Marino Sanuto, I Diarii, ৩৫-৩৮ খ., ৩৫-৩৮, Venice ১৮৭৯-১৯০৩; (৬) Hammer-purgstall, নির্ঘণ্ট; (৭) J. W. F. Stripling, The Ottoman Turks and the Arabs, Urbana ১৯৪২ খৃ.।

Halil Inalcik (E. I. 2)/এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহমাদ পাশা গেদিক (احمد پاشا گدك) ঃ[অথবা গেদীক, তাঁহার এই উপাধি বর্ণনার জন্য নীচে দেখুন], তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী, সারবিয়াতে (Serbia) জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় মুরাদের প্রাসাদে তাঁহাকে অন্দর মহলের খানসামা (ic-cghlni তুরস্কের রাজপ্রাসাদের খানসামাদের পদবী) হিসাবে লওয়া হয়। দ্বিতীয় সুলত'ান মুহ'াম্মাদের শাসনামলে তিনি কিছু দিনের জন্য রূমতোকাত-এর গভর্নর (beglerbegi) নিযুক্ত হন। উহার পর ১৪৬১ খৃ. তিনি মন্ত্রী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ক'ারাহমানী (قره مانى) ও আক-কো'য়ুন্লু (آق قويونلو) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আনাতোলিয়ার নূতন বিজিত অঞ্চলে শাসন সুদৃঢ় করার ব্যাপারে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কোয় লী হি'স'ার (كوى لى حصار) জয় করিয়া (১৪৬৯ খৃ.) সুনাম অর্জন করেন। অতঃপর ১৪৬৯-১৪৭২ খৃ. কারাহমান ইলীর (قره مان ايلى) পাহাড়ী এলাকা ও উপকূল ভূমি, ১৪৭১ খৃ. আলাইয়া (علائيه) এবং ১৪৭২ খৃ. সিলিফকে মোকান, গোরিগোস ও লুলুয়ে (Lullon) পদানত করেন। ১৪৭২ খৃ. ক'ারাহমানী শাহযাদা পীর আহ'মাদের নেতৃত্বে আক'কোয়ুনলু বাহিনী এক ভয়ানক আক্রমণ চালায়, যাহা হ'ামিদ-ইলী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। গেদিক আহ'মাদ উক্ত বাহিনীকে পিছনে হটাইয়া দিয়া পরবর্তী কালে ক'ারাহমান ইলী পুনর্জয় করেন। নেশরী (نشرى)-এর বর্ণনানুযায়ী (পৃ. ২১১) উযুম হ'াসান (দ্র.)-এর ৮৭৮/১৪৭৩ সালের বিজয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তাঁহাকে ইচ-ইলী (ايچ ايلى)-তে ক'ারাহমানী সম্প্রদায়ের শাহযাদাগণের বিরুদ্ধে সাফল্য-জনকভাবে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখা যায়, যাহা ঐ শাহযাদাগণ একটি খৃষ্টান নৌবহরের সাহায্যে পুনরায় দখল করিয়া লইয়াছিলেন। এই অভিযানে আহ'মাদ মিনান (منن) ও সিলিফ্‌ক (سلفك) দখল করেন, তা'শ-ইলীর (طاش ايلى) নেতৃবৃন্দকে তিনি হত্যা বা নির্বাসিত করেন (১৪৭৩-৪ খৃ.)। এতদিন পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় উযীর ছিলেন। ১৪৭৪ খৃ. প্রধান উযীর মাহ'মূদ (কামাল পাশা যাদাহ)-এর হত্যার পর তিনি প্রধান উযীরের পদে অধিষ্ঠিত হন। দ্বিতীয় মুহাম্মাদ তাঁহাকে জেনোয়াবাসীর (Genoese) বিরুদ্ধে ক্রিমিয়ায় (Crimia) পাঠান, যেইখানে তিনি কাফ্‌ফাহ (كفه) (জুন ১৪৭৫), সোলদায়াহ (سولدايه) এবং তানাহ (تانه) জয় করার সঙ্গে মানগুপ (منكپ)-ও অবরোধ করেন (পরে য়াকূব বেগ আনগুপ জয় করেন [ডিসেম্বর ১৪৭৫]। আহ'মাদ নূতন খান মেঙ্গলী গিরায়-এর সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যাহাকে তিনি কাফ্‌ফাহ জেলখানা হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন, যাহার ফলে তিনি সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আহ'মাদের আত্মবিশ্বাস সুলত'ানের বৈরিতার কারণ হইল এবং তিনি আলবেনিয়ার স্কুটারী (سقوطرى) অভিযান বিষয়ে যখন সুলতানের সহিত দ্বিমত পোষণ করার সাহস করিলেন তখন তাঁহাকে রুমেলী হি'স'ার (روميلى حصار)-এ কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয় (১৪৭৭ খৃ.)। ১৪৭৮ খৃ. তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং নৌবহরের প্রধান (কাপুদান قپودان)-এর পদে নিয়োগ করা হয়। ১৪৭৯ খৃ. লিওনার্ডো টোক্কোর (Leonardo Tocco) নিকট হইতে তিনি শান্তামারো শহর কাড়িয়া লন। লিওনার্ডো আপুলিয়ার (Apulia) দিকে পলাইয়া যান। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের ১১ আগস্ট আহ'মাদ পাশা ভেলোনা (Valona) হইতে যাত্রা করিয়া ওত্রান্তো (Otranto) জয় করেন। পরবর্তী বসন্তকালে ওত্রান্তো হইতে অগ্রসর অধিকতর বিজয়ের প্রস্তুতি হিসাবে যখন তিনি ভেলোনাতে একদল নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিলেন তখন দ্বিতীয় বায়াযীদকে তাঁহার ভাই জেম সুলত'ানের (جم سلطان) বিরুদ্ধে সমর্থন দান করার জন্য তাঁহাকে সম্মত করা হয়। আহ'মাদ পাশা সুলত'ান বায়াযীদ-এর সিংহাসন লাভের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু জেম মামলুক রাজ্যে যখন পলাইয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহাকে গ্রেফতার করিতে না পারায় অথবা (ইচ্ছা করিয়া) না করায় সন্দিহান সুলতান তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। ইহাতে ক'াপীকু'লু অর্থাৎ জীবন রক্ষাকারী বাহিনীর লোকদের (life-guardsmen) মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। ফলে তিনি পুনরায় আহ'মাদ

পাশাকে পুনর্বহাল করিতে বাধ্য হন। জেম সুলত'ান দ্বিতীয়বার যখন সিংহাসন দখলের চেষ্টায় ব্যর্থ হন, বায়াযীদ তখন নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করিয়া আহ্'মাদকে হত্যা করেন (৬ শাওওয়াল, ৮৮৭/১৮ নভেম্বর ১৪৮২), যদিও ইহাতে ক'াপীকু'লু বাহিনীর মধ্যে নূতন করিয়া বিক্ষোভ দেখা দেয়। গেদিক আহ'মাদের নামানুসারে ইস্তাম্বুলের একটি এলাকার নামকরণ করা হয়। কারণ সেইখানে তিনি কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন এবং আফয়ুনে (افيون) গেদিক আহমাদের স্থাপিত মসজিদটি প্রাচীন 'উছ'মানী স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। [আশিক' পাশা যাদাহ তাঁহাকে অধিকন্তু গেদীক আর আহ্'মাদ পাশা (گديك او احمد پاشا) লিখিতেন অর্থাৎ তাঁহার ধারণায় তিনি (আহ্'মাদ পাশা) পাট্টাদারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন]।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নেশরী, জাহাননুমা (Taeschner); (২) কামাল পাশা যাদাহ (পাণ্ডু. ফাতিহ', নং ৪২০৫); (৩) উরুজ. তাওয়ারীখ আল-ই 'উছ'মান (Babinger); (৪) D. da Lezze (G. M. Angiolello), Historia Turchesca, Burcarest ১৯১০ খৃ.; (৫) Hammer-Purgstall. নির্ঘণ্ট; (৬) S. Fisher, The Foreign Relations of Turkey, Urdana ১৯৪৮ খৃ.; (৭) Fr. Babinger, Mehmed, der Eroberer, Munich ১৯৫৩ খৃ.; (৮) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, শিরো. M. H. Yinanc প্রণীত)।

Halil Inalcik (E.I.²)/মুহাম্মদ সিরাজুল হক

আহ্মাদ পাশা বুর্সালী (احمد پاشا برسلى) ঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধের একজন তুর্কী কবি, শায়খীর পর এবং নেজাতীর পূর্বে তিনি ছিলেন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি ক'াদী আসকার ওয়ালিয়্যুদ্-দীন ইব্ন ইলয়াস [যিনি হু'সায়ন (রা)-এর বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন]-এর পুত্র ছিলেন। খুব সম্ভব তিনি আদ্রিয়ানোপল (Adrianople)-এ, কাহারও মতের ব্রুসা-য় জন্মগ্রহণ করেন। সুলত'ান দ্বিতীয় মুরাদ কর্তৃক ব্রুসায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় তিনি মুদার্‌রিস নিযুক্ত হন। ৮৫৫/১৪৫১ সালে তিনি মুল্লাহ খাসরূ-এর স্থলে আদ্রিয়ানোপল-এর ক'াদী নিযুক্ত হন। সুলত'ান দ্বিতীয় মুহ'াম্মাদের সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি ক'াদী আসকার এবং নূতন শাসকের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। এইভাবে তিনি মন্ত্রিত্বের মর্যাদায় সমাসীন হন। কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের সময় তিনি সুলত'ানের সঙ্গে ছিলেন। যদিও বুদ্ধিমত্তার দরুন তিনি সুলত'ানের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন, কিছুদিন পরই সুলত'ানের বিরাগভাজন হইয়া পড়েন (বলা হয়, তিনি সুলত'ানের কোন প্রিয় দাসীর প্রেমে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও সম্ভব যে, তিনি সুলত'ানের খামখেয়ালীর শিকার হইয়াছিলেন)। তাঁহাকে কয়েদবাসে রাখা হয়। কিন্তু কিছুদিন পরই তাঁহাকে ক্ষমা করা হয়। তিনি ব্রুসায় উরখান ও মুরাদের মসজিদসমূহে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত হন। পরে তাঁহাকে উনু (Unu), টায়ার (Tire) এবং আঙ্কারার সান্‌জাক" বে (beyi) জেলার হাকিম নিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় বায়াযীদ-এর সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি ব্রুসা-র সানজাক বে' নিযুক্ত হন। তিনি আনাতোলিয়া-র beylerbeyi সিনান পাশা-এর সঙ্গে Aghacayiri-র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধ মামলূকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হইয়াছিল (৮ রামাদ'ান, ৮৯৩/১৭ আগস্ট, ১৪৮৮. তু. সা'দুদ্দীন এবং Hammer Purgstall)। তিনি ৯০২/১৪৯৬-৯৭ সালে ব্রুসা নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। কিছুদিন পূর্বেও তাঁহার তুর্‌বি-এর ভগ্নাবশেষ সেই শহরে বিদ্যমান ছিল।

তিনি সুলত'ান দ্বিতীয় মুহ'াম্মাদ, সুলত'ান দ্বিতীয় বায়াযীদ ও সুলত'ান জেম-এর প্রশংসায় অনেক ক'াসীদা রচনা করিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় মুহ'াম্মাদ-এর পুত্র মুস'ত'াফা-র মৃত্যুতে একটি মারছি'য়া (শোকগাথা)-ও রচনা করিয়াছিলেন। সমসাময়িক কালের জ্ঞানী-গুণীদের সাথে তাঁহার গভীর সম্পর্ক ছিল। ব্রুসা-র ওয়ালী থাকাকালে তিনি হ'ারীরী, রেস্মী, মীরী, চাখ্‌শির্‌জী, শায়খী, শেহ্দী প্রমুখ কবিকে স্বীয় সান্নিধ্যে একত্র করিয়াছিলেন।

আহ্'মাদ পাশা তুর্কী কবি আহ্'মাদী, নিয়াযী, মালীহী, বিশেষ করিয়া শায়খী ও আতাঈ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন (তু. eni মাজমূআ ১৯১৮ খৃ.)। সমসাময়িক কালের অন্যান্য কবির ন্যায় তিনিও ফারসী কবিতা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন (তিনি সালমান সাওয়াজী, হ'াফিজ', কামাল খুজান্দী, কাতিবী প্রমুখ কবির রীতিতে কবিতা রচনা করিতেন)। অপরপক্ষে তিনি 'আলী শীর নাওয়াঈ-র বিভিন্ন কবিতায় 'নাজীর' রচনার মাধ্যমে কাব্যচর্চা শুরু করিয়াছিলেন বলিয়া যে সাধারণ বর্ণনা (মতামত) রহিয়াছে (যাহা হ'াসান চেলেবী রচিবত তায্'কিরা-য় প্রথমবারে মত পাওয়া যায়), তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন (তু. মুহ'াম্মাদ ফুওয়াদ কোপরুলু, তুরক য়ুরদু, ১৯২৭ খৃ., সংখ্যা ২৭; ঐ লেখক, Turk dili ve edebiyati hakkinda arastirmalar, ইস্তাম্বুল ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ২৬৪ প.)। আহ্'মাদ পাশা সমসাময়িক কালের একজন শ্রেষ্ঠ কবিরূপে স্বীকৃত। পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের বহু কবি তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছেন। কবি নেজাতীর প্রবর্তিত নূতন কাব্য রীতির ফলে, বিশেষ করিয়া বাকী'র কবিতার প্রভাবে, আহ্'মাদ পাশার কবিতার পূর্ব গুরুত্ব কমিয়া গেলেও তাঁহার কবিতার প্রভাব অনুভূত হয়। তাঁহার দীওয়ান সুলত'ান দ্বিতীয় বায়াযীদ-এর নির্দেশে সংকলিত হয়। তাঁহার অসংখ্য হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে, যাহার একটি অপরটি হইতে কিছুটা স্বতন্ত্র দৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া তাঁহার কবিতা (যাহার কোনটি 'আরবী এবং কোনটি ফারসী ভাষায়) পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর নাজী'র সংকলনেও পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সেহী, তায্'কিরাত, পৃ. ২০; (২) লাতী'ফী, পৃ. ৭৬; (৩) 'আশিকী চেলেবী এবং (৪) ক'ীনালী যাদাহ্ নিবন্ধ দ্র.; (৫) আশ্-শাকাইকু'ন্ নুমানিয়া, তুর্কী অনু., পৃ. ২১৭; (৬) 'আলী, কুন্হুল আখবার, ৫খ, ২৩০ প.; (৭) সা'দুদ্দীন, তাজুত-তাওয়ারীখ, ২খ, ৫১১; (৮) বেলীগ, গুলদেসতে (GULDESTE), পৃ. ৫৯; (৯) Hammer- Purgstall, নির্ঘণ্ট; (১০) ঐ লেখক, Gesch. d. osm. Dicktkunst, ২খ, ৪১ প.; (১১) মু'আল্লিম নাজী, 'উছ'মানলী শাঈর লেরী, পৃ. ২০৯-২১৭; (১২) Gibb, Hist. of Ottoman Poetry, ২খ., ৪০-৫৮; (১৩) ফাইক' রেশাদ, তারীখ ইদাবিয়্যাত-ই 'উছ'মানিয়্যা ইস্তাম্বুল ১৯১৩ খৃ., পৃ. ১৩৭-৫০; (১৪) Sadettin Nuzhet Ergur, Turk Sairleri, ইস্তাম্বুল ১৯৩৬ খৃ., ১খ, ৩০৫-২০; (১৫) মুহ'াম্মাদ ফুওয়াদ কোপরুলু বুরসালী আহ'মাদ পাশা, Dersaadet, ১৯২০ খৃ., সংখ্যা ২৯, ৩৬, ৪৫, ৫৬; (১৬) ঐ লেখক, IA. শিরো; (১৭) Istanbul Kitapliklari Turkee Yazma Divandar Katalogu, no. 13.

Halil Inalcik (E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহ্মাদ পাশা বোনিওয়াল (احمد پاشا بونيوال) ঃ ১৬৭৫ সনে Claude-Alexandre comte de Bonneval লিমুসিন (Limousin)-এর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭০৪ খৃ. স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকার যুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি ফরাসী সৈন্যদলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তঁহার এই ধারণা হইল যে, তাঁহাকে অপমানিত করা হইয়াছে, ফলে তিনি এই সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দ্বিতীয় পক্ষের সহিত মিলিত হইলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে একজন সেনাপতি হিসাবে সমগ্র য়ুরোপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি Savoy-এর রাজপুত্র Eugene-এর অধীনে স্বদেশবাসীদের বিরুদ্ধে তারপর কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৭১৬ খৃ. তিনি Peterwardein যুদ্ধে আহত হন এবং পরবর্তী বৎসর বেলগ্রেড অবেরোধে অংশগ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি রাজপুত্র Eugene-এর প্রতিও অসন্তুষ্ট হন এবং প্রায় এক বৎসর কাল বন্দী জীবন কাটাইয়া ১৭২৭ খৃ. ভেনিস-এ পলায়ন করেন। সেখানে তিনি অস্ট্রিয়ার কতিপয় বিরোধী শক্তির অধীনে চাকুরী গ্রহণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। অবশেষে তিনি তৃতীয় সুলত'ান আহ্'মাদ-এর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন। ১৭২৯ সালে Ragusa-র পথে ভ্রমণকালে বুস্না সরাইখানায় পৌছেন সেখানে তিনি আহ্'মাদ নাম গ্রহণ করিয়া ইসলাম কবুল করেন। প্রথম মাহ্মূদের সিংহাসন আরোহণের পর তিনি প্রথমে Thrace-এ অবস্থিত Gumuldine-এ বাস করেন। তখন তাঁহাকে দৈনিক ভাতা প্রদান করা হয়। অতঃপর ১৭৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রধান মন্ত্রী তৃপাল 'উছমান পাশা তুর্কী সৈনিকগণকে য়ুরোপীয় ধারায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান এবং গ্রেনেড নিক্ষেপকারী সেনাদলের সংস্কার সাধনের উদ্দেশে তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। পরবর্তী এপ্রিল মাসে 'উছ'মান পাশার পতনের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হ'াকীম উগলূ আলী পাশা প্রথমদিকে তাঁহাকে অবহেলা করেন। পরে ১৭৩৩ খৃ. পোল্যান্ডের উত্তরাধিকার সমস্যায় মন্ত্রী পরিষদ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে সেই ব্যাপারে বোনিওয়ালের সহিত তিনি পরামর্শ করেন। ১৭৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁহাকে খুম্বারাহ্জী বাশীর পদে নিযুক্ত করিয়া দুই তুগ (ঘোড়ার লেজ তুর্কী বাহিনীতে নেতৃত্বের চিহ্ন) পাশা (মীর মীরান)-এর পদমর্যাদা দান করেন। এই বৎসর জুলাই মাসে আলী পাশার অপসারণের পর ১৭৩৭ সাল পর্যন্ত মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ সভার বোনিওয়াল-কে অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ঐ বৎসর মুহ্'সিন যাদা আবদুল্লাহ পাশা তাঁহাকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে পরামর্শের জন্য আবার আহ্বান করেন। শেষ পর্যন্ত যদিও তিনি প্রধান মন্ত্রী য়াগি'ন মুহ'াম্মাদ পাশার সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধে গমন করেন, কিন্তু হাংগেরীতে বিদ্রোহ সৃষ্টিতে তাঁহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৭৩৮ খৃ. তিনি ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়াছে। পরবর্তী বৎসর তাঁহার নিকট হইতে সেনাপতিত্ব কাড়িয়া লওয়া হয় এবং তাঁহাকে ক'াসতাম (Kastamonu)-তে নির্বাসিত করা হয়। পরবর্তী বৎসরেই তাঁহাকে পুনর্বহাল করা হইলেও পূর্বের প্রভাব প্রতিপত্তি তিনি আর ফিরিয়া পান নাই। ১৭৪৭ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময় তাঁহার কাজ ছিল কেবল গ্রেনেড নিক্ষেপকারী বাহিনীর তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা এবং য়ুরোপে রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে মন্ত্রী পরিষদের নিকট নিজ অভিমত ব্যক্ত করা (এই সম্পর্কে তাঁহার কিছু কিছু মন্তব্য তুর্কী অনুবাদে রক্ষিত আছে)। তাঁহাকে গ'ালাতার মাওলাবী'খানা কবরস্থানে সমাধিস্থ করা হয় এবং তাঁহার স্থলে (গ্রেনেড নিক্ষেপকারী সেনাবাহিনীর নিয়মানুসারে) তাঁহার পালক পুত্রের নিয়োগ কার্যকর করা হয়। তিনি একজন ফরাসী নও-মুসলিম ছিলেন এবং তাঁহার নাম ছিল সুলায়মান আগ'া।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহ'াম্মাদ আরিফ, Khumbardji. Bash Ahmed Pasha Bonneval, OTEM-এ, নং ১৮ হইতে ২০; (২) Prince de Ligne, Memoire sur le comte de Bonneval, প্যারিস ১৮১৭ (৩) A. Vandal, Le Pacha Bonneval, প্যারিস ১৮৮৪; (৪) ঐ লেখক, Une Ambassade Francaise en Orient, প্যারিস ১৮৮৭, নির্ঘণ্ট দ্র. IA.।

H. Bowen (E.I.[2])/আবুল বাতেন ফারুক

(ড.) আহমাদ পেয়ারা (احمد پيارا) ঃ পূর্ণ নাম ডঃ শাহ্জাদা শেখ আহমাদ পেয়ারা বাগদাদী। কুমিল্লা জেলাধীন সদর থানার শাহপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শাহ ছূফী মাওলানা আবদুস সোবহান আল কাদেরী (র)। তাঁহার মাতার নাম সৈয়দা রোকেয়া বেগম। স্থানীয় পাঠশালায় তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন নামী-দামী স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য চেকোশ্লোভাকিয়া যান এবং সেখান হইতে রেডিয়েশন বায়োলজি বিষয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি ছিলেন একজন তরীকতপন্থী উচ্চস্তরের আবেদ। তাঁহার মাদরাসা শিক্ষার তেমন কোন সনদ না থাকিলেও তাঁহার আমল-আখলাক তথা ইসলামী জ্ঞানের পরিধি দেখিলে মনে হইত যে, তিনি একজন মস্তবড় আল্লামা। তিনি সাইন্স দিয়া বুঝাইয়া দিতেন ইসলামের অনেক জ্ঞান। নূর শব্দের অর্থ তিনি চাক্ষুষভাবে দেখাইয়া দিতেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন রাসূল প্রেমিক, হযরত আবদুল ক'াদির জীলানী (র)-এর প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অনেক দিন ইরাকের বসরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়াছেন। ছুটি পাইলেই তিনি বাগদাদ শরীফে হযরত বড় পীর আবদুল ক'াদির জীলানী (র)-এর দরবারে চলিয়া আসিতেন এবং সেইখানে একজন খাদেমের মত কাজ করিতেন, এমনকি দরবারে ঝাড়ু দেওয়াও তিনি খুব পছন্দ করিতেন। বাংলাদেশে তাহার অনেক মুরীদ আছে। তিনি তৎকালীন আবদুল ক'াদির জিলানী (র)-এর দরবারের মুতাওয়াল্লী হযরত শায়খ সায়্যিদ য়ূসুফ জিলানীর হাতে বয়'আত গ্রহণ করেন।

ইরাকে তাহার সাথে আমি অনেক দিন ছিলাম, তাঁহার সাথে অনেক মাযার জিয়ারত করিয়াছি। তিনি একজন উচ্চ মানের ওলী ছিলেন, তাঁহার মত তাহাজ্জুদ গোজার আমি খুব কম দেখিয়াছি। তিনি আলেমদের খুব ইজ্জত করিতেন। কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে আলেমদের নিকট হইতে তাহা অকপটে জানিয়া নিতেন। তিনি ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ খৃ. মোতাবেক ১৭ মুহাররম, ১৪২৬ হি., ১৫ ফাল্গুন, ১৪১১ বঙ্গাব্দ নিজ বাড়িতে ইনতিকাল করেন। শাহপুর দরবার শরীফে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার অনেক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি আছে। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ঃ

(১) দরদে দিন (১৯৯৫); (২) Heart and soul (১৯৯৫); (৩) Arrival of Prophet (১৯৯৫); (৪) নূরুন্নবীর শুভাগমন (১৯৯৫); (৫) Marriage of Prophets (১৯৯৬); (৬)

Prophet of Islam (১৯৯৭); (৭) True Pillars of Islam (১৯৯৮); (৮) নবী প্রেম (১৯৯৮); (৯) নবীর বিবাহ (আরবী ও উর্দূ, ২০০৩)।

মুহাম্মাদ আবদুর রব মিয়া আল-বাগদাদী

আহ্‌মাদ ফাকীহ (احمد، فقيه) ঃ প্রাথমিক যুগের আনাতোলীয় কবি, তাঁহার পরিচয় ও জন্ম তারিখ বিতর্কিত। তাঁহাকে চার্‌খনামা-র কবিরূপে স্বীকার করা হয়, প্রায় ৮০টি শ্লোক সম্বলিত এই কবিতাটি ক'াসীদা নমুনায় রচিত এবং তাহা এগিরদির-এর হাজ্জী কামাল কর্তৃক খৃস্টীয় ১৬শ শতকের প্রথম পর্যায়ে সংকলিত মাজমাউন-নাজা'ইর গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। মুহাম্মাদ ফুওআদ কোপরূলু প্রথমবারের মত ইহাকে খৃস্টীয় ১৩শ শতকের প্রাথমিক যুগের তুর্কী কবিতার নমুনারূপে প্রকাশ করেন (Anatolische Dichter in der Seldschukenzeit, ২খ, আহ্‌'মাদ ফাকীহ in KCSA. ২খ., (১৯২৬ খৃ.), ২০-৩৮। Mecdut Monsurgoghe গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন এবং উহার অনুলিপি প্রস্তুত করেন। তিনি তখন ১৬শ শতকের পাণ্ডুলিপি পরিবর্তন করেন এবং উহাকে ১৩শ শতকের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করেন। সাম্প্রতিক কালে T. Gandgei-এর গবেষণামতে (Notes on the attribution and date of the Carhnama", in Studi prettomani eottomani, Atti del Convegno di Napoli, Naples ১৯৭৬ খৃ., ১০১-৪) দেখা যায় যে, বিভিন্ন সূত্রে উল্লিখিত বহু সংখ্যক ফাকীহ আহ্‌'মাদ ও আহ্‌'মাদ ফাকীহ-এর মধ্যে বিভ্রান্তি রহিয়াছে এবং ইহাদের কাহারও রচিত হিসাবে নির্দেশিত চারখানামা ভাষাগত দিক হইতে ১৪শ শতকের শেষভাগের চেয়ে প্রাচীনতর হইতে পারে না। প্রাথমিক যুগের আনাতোলীয় ('উছ্‌মানী) তুর্কী ভাষায় রচিত চারখনামা দীওয়ান কাব্যধারার কোন কোন বিষয়বস্তু পুনরুক্ত করে ঃ জীবন স্বল্প কালের, সকল চিহ্ন ও নির্দেশ অনুযায়ী চরম অন্তিম সময় নিকটবর্তী, কেহই, এমনকি নবী বা রাজন্যবর্গ মৃত্যু এড়াইতে পারে না, শেষ বিচারের দিন স্মরণ কর এবং ক্ষমা চাও ইত্যাদি (আধুনিক তুর্কী ভাষায় কবিতাটির রূপান্তর ও ইহার মূল্যায়নের জন্য দ্র. Fahir Iz. Eski turk edebiyatinda nazim, ২খ, (ইস্তাম্বুল ১৯৬৭ খৃ., Introduction)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ A. Bombaci, Storia della lettera-turaturea, মিলান ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ২৭০।

Fahir Iz (E.I.[2] supl.)/মোহাম্মাদ আবদুল বাসেত

আহ্‌'মাদ ফারিস আশ্‌-শিদয়াক (দ্র. ফারিস আশ-শিদয়াক)

আহ্‌'মাদ আল-বাদাবী সীদী (احمد البدوى سيدى) ঃ কয়েক শত বৎসর ধরিয়া মিসরের সর্বশ্রেষ্ঠ দরবেশ এবং হযরত 'আলী (রা)-এর বংশধর বলিয়া বিবেচিত। কথিত আছে, 'আরবে গোলমালের দরুন তাঁহার পূর্বপুরুষরা (ফেজ) হিজরত করেন। ফেজের যুক'াকুল-হ'াজার (زقاق الحجر)-এ সম্ভবত ৫৯৬ সালে (১১৯৯-১২০০) আহ্‌'মাদের জন্ম। পিতার সাত বা আট সন্তানের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মাতার নাম ফাতি'মা, পিতা সম্পর্কে তেমন কিছু উল্লিখিত হয় নাই। তাঁহার পূর্ণ নাম আহ্‌'মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম। তাঁহার ঊর্ধ্বতন পুরুষদের বংশতালিকা 'আলী (রা) পর্যন্ত, এমনকি মাআদ্‌ ও আদ্‌নান পর্যন্ত পৌঁছে। তাঁহার কয়েকটি ডাকনাম ছিল, তন্মধ্যে মূল গ্রন্থে কয়েকটির ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, কয়েকটির হয় নাই। আফ্রিকার বেদুঈনদের ন্যায় মুখে অবগুণ্ঠন পরিতেন বলিয়া তাঁহাকে আল-বাদাবী বলা হইত। তাঁহাকে আল-আত্‌'তা'ব (العطاب) বা নির্ভীক অশ্বারোহী বলা হইত (কয়েকটি মূল গ্রন্থে এই মাগ্‌'রিবী বচনটির ভুল অর্থ করা হইয়াছে)। মূল গ্রন্থগুলিতে উল্লেখ না থাকিলেও তাঁহার আবুল ফিত্‌য়ান নামের পিছনেও একই অর্থের ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মক্কায় তিনি আল-গ'াদ্‌'বান অর্থাৎ ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তি বলিয়াও অভিহিত হইতেন। তাঁহাকে আবুল আব্বাসও বলা হইত। ইহা আবুল ফিত্‌য়ান নামের তাহ্‌'রীফ অর্থাৎ বিকৃত অনুলিপির ফল হইত পারে। সূ'ফী হিসাবে তাঁহাকে আল-কু'দ্‌সী", "আল-কু'ত্‌'ব" (ধ্রুবতারা) ও "আস-সা'ম্মাত" (নির্বাক) বলা হইত। আরও পরবর্তী সময়ে তাঁহাকে বলা হইত "আবূ ফাররাজ" (বন্দীদের মুক্তিদাতা)।

শৈশবেই তিনি পরিজনদের সহিত মক্কায় হ'জ্জ পালনের জন্য রওয়ানা হন। চারি বৎসর পর তাঁহারা সেখানে উপস্থিত হন। ইহার সময় নিরূপিত হয় ৬০৩-৬০৭ হিজরী (১২০৬-১১ খৃ.)। বেদুঈনদের মধ্যে তাঁহার সাড়ম্বর অভ্যর্থনার কথা বলা হইয়াছে। তাঁহার পিতা মক্কায় ইনতিকাল করেন এবং বাবুল মালাত-এর নিকট সমাহিত হন। পূর্ণ যৌবনে আহ্‌'মাদ মক্কায় সাহসী অশ্বারোহী ও উৎফুল্ল উচ্ছৃঙ্খল যুবকরূপে খ্যাতি লাভ করেন। এইজন্যই তাঁহার ডাকনাম ছিল আল-'আত্‌'তা'ব ও আবুল ফিত্‌য়ান। প্রায় ৬২৭/১২৩০ সনের দিকে তাঁহার মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি সাত রকম পঠন (سبعة احرف) রীতিতে কু'রআন পাঠ করিতে পারিতেন এবং শাফিঈ ফিক্‌'হ কিছুটা অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি ইবাদত-বন্দেগীতে পুরাপুরি আত্মনিয়োগ করেন এবং বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি মানুষের সংস্রব ত্যাগ করিয়া মৌনী হন; কেবল ইশারায় কথা বলিতেন এবং প্রায়ই ধ্যানে (وله) তন্ময় হইয়া পড়িতেন। কতিপয় গ্রন্থকারের মতে তিনি একটি স্বপ্ন দেখিয়া মক্কায় যান, অন্যদের মতে ক্রমাগত তিনটি স্বপ্নে তিনি ইরাক গমনে আদিষ্ট হন (শাওওয়াল ৬৩৩/জুন-জুলাই ১২৩৬)। আহ্‌'মাদ আর-রিফাঈ (মৃ. ৫৭০/১১৭৪-৫) ও আবদুল ক'াদির আল-জীলানী (মৃ. ৫৬১/১১৬৫-৬) দুই পুরুষ ধরিয়া সেখানে শ্রেষ্ঠ দরবেশরূপে শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হ'াসানের সঙ্গে আহ্‌'মাদ সেখানে হিজরত করেন। তখন হইতে তাঁহার সম্বন্ধে বিবরণ উপাখ্যান নির্ভর ও অস্পষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। ভ্রাতৃদ্বয় উপরিউক্ত দুই কু'ত্‌'ব-এর কবর ব্যতীত আল-হ'াল্লাজ (মৃ. ৩০৯/৯২১-২), 'আদী ইব্‌ন আল-হাক্কারী আবু'ল-ফাদ'ইল (মৃ. ৫৫৮/১১৬২-৩)-সহ বহু সংখ্যক দরবেশের মাযার যিয়ারত করেন। এই সকল যিয়ারাতের ফলে আহ্‌'মাদের ধর্মীয় সচেতনতা এক নূতন পর্যায়ে উন্নীত হয়। ইরাকে তিনি অজেয়া মহিলা ফাতি'মা বিন্‌ত বার্‌রী-কে বশীভূত করেন, অথচ ইতোপূর্বে ইনি কোন পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। কিন্তু আহ্‌'মাদ আল-বাদাবী এহেন মহিলার বিবাহ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। "জাওয়াহির" ও অন্যান্য গ্রন্থে এই ঘটনাকে উচ্চাংগের রূপকাহিনীতে পরিণত করা হইয়াছে। এক বৎসর পরে (৬৩৪/১২৩৬-৭) আর একবার স্বপ্ন দেখিয়া আহ্‌'মাদ মিসরের তান্দিতা (তা'ন্‌তা, ত'ান্‌ত'া) গমনে অনুপ্রাণিত হন। সেখানে তিনি আমরণ অবস্থান করেন। তাঁহার ভ্রাতা হ'াসান ইরাক হইতে মক্কায় ফিরিয়া যান। তান্দিতায় আহ্‌'মাদের জীবনে শেষ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুগের সূচনা হয়। তাঁহার জীবন যাপন পদ্ধতি নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত হইয়াছে ঃ

"তান্দিতায় তিনি এক ব্যক্তির গৃহের ছাদে আরোহণ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া সূর্যের দিকে তাকাইয়া থাকেন। ফলে তাঁহার চক্ষুদ্বয় লাল ও প্রদাহযুক্ত হইয়া জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় দেখাইত। সময় সময় তিনি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া থাকিতেন, অন্য সময় অবিশ্রান্ত চিৎকার করিতেন। প্রায় ৪০ দিন যাবত তিনি পানাহার বন্ধ রাখিতেন।" তান্দিতায় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাঁহার শত্রু-মিত্র জুটে। প্রদাহযুক্ত চোখের ঔষধের খোঁজে আবদুল আল নামক এক বালক তাঁহার নিকট আসে। এই বালক পরে তাঁহার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ও খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) হন। আহ্‌মাদ বহু কারামাত ও অলৌকিক কীর্তি (خوارق) প্রদর্শন করেন; মূল গ্রন্থসমূহে ইহাদের অনেক কয়টির দীর্ঘ বিবরণ রহিয়াছে। তাঁহার আগমনের সময় যে সকল দরবেশ তান্দিতায় জনসাধারণের শ্রদ্ধা লাভ করিতেন, তাঁহার উপস্থিতিতে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন। হাসান আল-ইখ্‌নাঈ তাঁহাকে স্বীকৃতি দানে অসম্মত হইয়া সেই স্থান ত্যাগ করেন। সালিম আল-মাগরিবী তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করায় তান্দিতায় থাকিবার অনুমতি পাইলেন। আহ্‌মাদ ওয়াজহু'ল কামার-কে অভিশাপ দেওয়ায় তাঁহার আবাস পরিত্যক্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার সমসাময়িক সুলতান আল-মালিকু'জ জাহির বায়বারস তাঁহাকে ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার পদ চুম্বন করেন বলিয়া কথিত আছে। ছাদের উপর বাস করার অভ্যাসের দরুন তাঁহার শিষ্যরা "সুত্‌হিয়্যা বা আসহাবুস-সাত্‌হ্" নামে অভিহিত হইতেন। তিনি রাত্রে কুরআন পাঠ করিতেন। দুইজন ইমাম তাঁহার সহিত সালাতে যোগদান করিতেন। তাঁহার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, (حضوره اكثر من غيبه) অর্থাৎ ধ্যান-মগ্ন অপেক্ষা তিনি সজ্ঞান অবস্থাতেই বেশী থাকিতেন। তান্দিতায় এইভাবে প্রায় ৪১ বৎসর বসবাস ও কাজ করিবার পর ১২ রাবীউল আওওয়াল, ৬৭৫ (২৪ আগস্ট, ১২৭৬) অর্থাৎ সাধারণের মতে নবী (স)-এর মৃত্যু বার্ষিকীর দিন তিনি ইনতিকাল করেন।

তাঁহার আচার-আচরণদৃষ্টে বিচার করিলে মনে হয়, আহ্‌মাদ আল-বাদাবী ছিলেন একজন ধ্যানী দরবেশ। তাঁহার চিন্তার ফসলরূপে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে ঃ

(১) একটি প্রার্থনা (হিযব), বার্লিন পাণ্ডুলিপির তালিকা, ৩য় খণ্ড, ৪১১, ৩৮৮১; (২) সালাত, ১২শ/১৮শ শতাব্দীর বিখ্যাত সূফী আবদু'র-রাহমান ইব্‌ন মুস্তাফা আয়দারূস (১১৩৫-৯২/১৭২২-৭৮) ফাত্‌হু'র-রাহমান নামে ইহার একখানা ভাষ্য লিখেন (কায়রো তালিকা, ৭ম খণ্ড, ৮৮); (৩) "ওয়াসায়া" প্রধানত তাঁহার প্রথম খলীফা আবদু'ল আল-কে সম্বোধন করিয়া প্রদত্ত তাঁহার আধ্যাত্মিক উপদেশ, ইহাতে তাঁহার যে সকল বাণী ও উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে তাহা এত সাধারণ পর্যায়ের, এত কম ব্যক্তিগত, সর্বযুগের ইসলামী যুহ্‌দ-এর মূলনীতির সহিত এত অভিন্ন এবং এইগুলির একাংশ, এমনকি অনৈসলামী সন্ন্যাসবাদ ও সূফীবাদের এত অনুরূপ যে, তাহা আহ্‌মাদ আল-বাদাবীর মত নৈতিক ব্যক্তিত্বের অধিকারীর আধ্যাত্মিক চিন্তার ফল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কিনা সন্দেহ।

'আবদু'ল-আল নিজের বাল্যকাল হইতেই আহ্‌মাদকে জানিতেন এবং ৪০ বৎসর যাবত তাঁহার সঙ্গে বাস করেন। আহ্‌মাদের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার খলীফা হন এবং মুরশিদের স্মৃতিচিহ্নগুলি, যথা লাল মস্তকাবরণ, মুখাবরণ এবং লাল পতাকার মালিক হন। তিনি আহ্‌মাদের কবরের উপর খানকাহ নির্মাণের আদেশ দেন। পরে তাহা বিরাট মসজিদে উন্নীত হয়। তিনি তাঁহার অনুসারিগণকে কঠোর শাসনে রাখেন এবং অনুষ্ঠানসমূহের (আশা'ইর) আয়োজন করেন বলিয়া মনে হয়। ৭৩৩/১৩৩২-৩ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মনে হয়, আহ্‌মাদের "মাওলিদ" অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা ও বিদেশে তৎপ্রতি লোকের ভক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পায়; তবে তাহা বিনা কলহে ও বিনা প্রতিক্রিয়ায় হয় নাই। বিরোধী দলের মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন 'আলিম ও রাজনীতিবিদ ছিলেন, সর্বপ্রকার সূফীবাদের প্রতি এবং জনগণের উপর সূফীদের আধিপত্যে যাঁহাদের আপত্তি ছিল। সম্ভবত ইহাই দুইবার আল-বাদাবীর খলীফার হত্যাকাণ্ডের হেতু (ইব্‌ন ইয়াস, ২খ, ৬১, ১৫প.; ৩খ, ৭৮, ১৪)। যে সকল 'আলিম প্রথমে তাঁহার বিরোধিতা করিয়া পরে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁহাদের মধ্যে ইব্‌ন দাকীকু'ল ঈদ (মৃ. ৭০২/১৩০২-৩) এবং ইব্‌নুল লাব্বান (মৃ. ৭৩৯/১৩৩৮-৯)-এর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম দিকের খলীফাদের আমলেই আহ্‌মাদের অনুসারীদের মধ্যে কলহের কথা শোনা যায়। কিছুকাল উপেক্ষিত থাকার পর ৮৫০ হিজরীতে (১৪৪৬-৭ খৃ.) "মাওলিদ" পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় (ইব্‌ন ইয়াস, ২খ, ৩০৫)। আহ্‌মাদের একজন উৎসাহী ভক্ত ছিলেন সুলতান কাইত বে। ৮৮৮ হিজরীতে তিনি আহমাদের সমাধি পরিদর্শন করিয়া খানকাহের সৌধটির পরিবর্ধনের আদেশ দেন (ঐ, ২খ, ২১৭, ৩০১, ১৫)। মামলূক সুলতানদের আনুষ্ঠানিক মিছিলে আল-বাদাবীর খলীফার স্থান ছিল রাজ্যের প্রধান ধর্ম-নৈতিক অমাত্যদের পার্শ্বে। শক্তিশালী তুর্কী শাসকগণ দরবেশ সমাজের কার্যকলাপে বিরক্ত হওয়াতে তুর্কী শাসনামলে তাঁহার বাদাবী সমাজের বাহ্য জৌলুস হ্রাসপ্রাপ্ত হয় বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগির দরুন মিসরীয় জনগণের মধ্যে আল-বাদাবীর সম্মান হ্রাস পায় নাই। দীর্ঘকাল যাবত তিনি মিসরের শ্রেষ্ঠ দরবেশ ও যাবতীয় বিপদাপদে মানুষের মুক্তিদাতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন। খৃস্টানদের হাত হইতে মুসলিম বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা তাঁহার সূফী জীবনের গোড়ার দিক্‌কার কৃতিত্বগুলির অন্যতম মনে হয়, এইজন্য তাহার নাম হয় "মুজীবু'ল-উসারা মিন বিলাদি'ন-নাসারা' (তু. ঐ, আবূ ফার্‌রাজ)। তাঁহার সম্মানার্থে বৎসরে অন্তত তিনটি "মাওলিদ" অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় ইতিহাসের দিক হইতে এইগুলির তারিখ লক্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে মাওলিদ উৎসবের তারিখগুলি কপটিক বা সাধারণভাবে বলিতে গেলে সৌর বৎসর অনুযায়ী স্থির করা হইয়াছে। যথা প্রধান মাওলিদ হয় "মিস্‌রা" (আগস্ট) মাসে; মধ্যবর্তী মাওলিদ, যাহা "গুরুন বুলীর" মাওলিদ নামেও অভিহিত, তাহা অনুষ্ঠিত হয় "বারমুদা" (মার্চ বা এপ্রিল মাসে) এবং সর্বাপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণটি আম্‌শীর (ফেব্রুয়ারী) মাসে, ইহা "মাওলিদু'র-রাজীবী বা লাফ্‌ফুল-ইমামা" নামেও অভিহিত হয়। ক্ষুদ্র ও মধ্যবর্তী মাওলিদ মূলত বড় মেলারূপে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রধান মাওলিদের বাণিজ্যিক গুরুত্ব যেমন আছে, তদ্রূপ ইহাতে থাকে ঃ নাযার, প্রার্থনা, হালাফ, যিক্‌র ও ধর্মোপদেশ। এই মাওলিদ সর্বাপেক্ষা অধিক আড়ম্বরে উদ্‌যাপিত একটি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সমন্বয়। "রাক্‌বাতুল-খালীফা বা রুকুবু'ল-খালীফা" নামে অভিহিত শোভাযাত্রায় এই মাওলিদের পরিসমাপ্তি ঘটে। খলীফা সদলবলে গাম্ভীর্যপূর্ণভাবে তান্‌তা নগরের মধ্য দিয়া এই শোভাযাত্রা পরিচালনা করিতেন।

আল-বাদাবীর অনুসারীরা "আহ্‌মাদিয়্যা" নামে অভিহিত। তাহাদেরকে মিসরের সর্বত্র এবং বাহিরেও দেখিতে পাওয়া যায়। লাল পাগড়ী তাহাদের প্রতীক। "বায়যুমিয়া, শিন্নাবিয়া, আওলাদ-ই নূহ ও গুআয়বিয়্যাগণ

এই সমাজের শাখা বলিয়া বিবেচিত হয়। মিসরে আহ্‌মাদ দীর্ঘকাল আবদু'ল ক'াদির জীলানী, আহ্‌মাদু'র-রিফা'ঈ ও ইব্‌রাহীমুদ-দাসুকী'সহ "কি'তাবা" নামে অভিহিত শ্রেণীর একজন কু'ত'বরূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছেন।

আহ্‌মাদের একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব আশ-শারাবী (মৃ. ৯৭৩/১৫৬৫)। আল-বাদাবী'র ন্যায় তাঁহার পরিবারও "মাগ'রিব" হইতে আসিয়া মিসরে বসতি স্থাপন করে। আশ-শারাবী মুরশিদের নামানুযায়ী নিজেকে আল-আহ্‌মাদী বলিয়া অভিহিত করিতেন (vollers, cat. Leipzig. No. 363)। তিনি প্রায়ই তাঁহার কবর যিয়ারতে যাইতেন, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ সূফীদের অন্যতম বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং স্বপ্নে তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন (তু. Revue Africaine, xiv, 1870, পৃ. ২২৯)।

আহ্‌মাদ আল-বাদাবী'র ব্যক্তিত্বের মাপকাঠিতে তাঁহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ণয় করা অসম্ভব। সূ'ফী এবং ওয়ালী উভয় হিসাবেই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার যুগের এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের বহু ভাবধারা পরিচ্ছন্ন রূপ লাভ করিয়াছিল। এই কথাটির প্রেক্ষিতেই কেবল তাঁহার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

সমগ্র মিসরে আহ্‌মাদের ওয়াসীলায় প্রার্থনা করা হয়। তাঁহার সম্মানার্থে আহ্‌মাদিয়াগণ কেবল তান্দিতায় নহে, অনেক সময় কায়রোতে, এমনকি বিরুমবাল-এর ন্যায় ক্ষুদ্র গ্রামেও ভোজের অনুষ্ঠান করেন ('আলী মুবারাক, ৯খ., ৩৭, ২৪)। আল-বাদাবী'র নামে যে সকল সমাধি ও ক্ষুদ্র উপাসনালয় আছে উহাদের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক আছে কিনা তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। J.L. Burckhardt (Syria, p. 166) ত্রিপলীর নিকটে এই নামের একজন দরবেশের উল্লেখ করিয়াছেন, "গ'যযা-র নিকটে আছেন আর একজন (Goldziher, Muh. Studien. ii, 328; ZDPV. xi, 152, 158)। কিছুটা পৌরাণিক উপাখ্যানের মিশ্রণ থাকিলেও আহ্‌মাদ সম্পর্কীয় জনশ্রুতিগুলি খুবই বিশ্বাসযোগ্য। আহ্‌মাদের ভ্রাতা মক্কায় তাঁহার সহিত বাস করিতেন, কিন্তু ইরাক সফরের পর পৃথক হইয়া যান। তাঁহার সম্পর্কে এই সময়কার বিবরণ প্রাচীনতম লেখকগণ সকলেই দিয়াছেন। আল-মাক'রীযী ও ইব্‌ন হ'াজার আল-আসকালানী তাঁহার জীবনী সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন (তু. Berlin Cat, iii, 218 ও 3350, 6; ix, 483, 10101; আস-সুয়ূতীও লিখিয়াছেন (হু'সনু'ল-মুহাদ'ারা, কায়রো ১২৯৬, ১খ., ২৯৯ প.) আশ-শারাবী তাঁহার ত'াবাক'াত-এ আহ্‌মাদের ভক্তিপূর্ণ বর্ণনা দিয়াছেন (কায়রো ১২৯৯ হি., লিথো মুদ্রণ, ১খ., ২৪৫-২৫১)।

১০২৮ হিজরীতে (১৬১৯ খৃ.) আহ্‌মাদের মাক'াম-এ নিয়োজিত আবদু'স' সামাদ যায়ন'দ্‌-দীন নামক এক ব্যক্তি বাদাবী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্য একত্র করিয়া তাঁহার কিতাব "আল-জাওয়াহিরুস-সুন্নীয়া (সানীয়া) ফিল-কারামাত ওয়ান-নিসবা আল-আহ্‌মাদিয়্যা" প্রণয়ন করেন (১৩০৫ হি., কায়রোতে মুদ্রিত লিথোগ্রাফকৃত)। উপরিউক্ত উৎসসমূহ ভিন্ন তিনি কতিপয় অখ্যাত লেখকদের লেখা হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করেন। যথা আবু'স-সু'উদ আল-ওয়াসিতী, সিরাজু'দ-দীন আল-হ'াম্বালী, মুহাম্মাদ আল-হ'ানাফী ও য়ুনুস (অন্যত্র য়ূসু'ফ) ইব্‌ন আবদিল্লাহ (যিনি "এযবেক আসসুফ" নামেও পরিচিত) কর্তৃক রচিত বংশতালিকা (নিসবা) কায়রো পাণ্ডুলিপির তালিকায় উল্লিখিত (৫ম খণ্ড, ১৬৭ প.)। আল-বাদাবী'র যে বেনামী "নাসাব" (১২৭ পত্র) আছে তাহা সম্ভবত এই এযবেকের রচিত। আবদু'স'-সামাদ তাঁহার গ্রন্থে (আল-জহাওয়াহিরুস সানিয়্যা ফিল-কারামাতিল আহ্‌মাদিয়া) প্রথমে আহ্‌মাদের জীবনচরিত প্রামাণ্য সূত্রসহ বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপর নূতন শাগ্‌রিদ ও খলীফাদের ভক্তি প্রকাশের বিবরণ দিয়াছেন, আহ্‌মাদের মৃত্যু প্রসঙ্গে তাঁহার ভ্রাতাগণ ও ভগ্নীদের শোকগীতি প্রদান করিয়াছেন। তৎপর তিনি আহ্‌মাদের মাওলিদ, কারামাত ও ওয়াসায়া বিবৃত করিয়াছেন এবং তৎসঙ্গে যোগ করিয়াছেন বর্ণনানুক্রমে সজ্জিত বহু ক'াসীদা, যাহাতে আহ্‌মাদের প্রশংসা বর্ণনা করিয়াছেন শিহাবু'ল-আলক'ামী, সামসু'ল বাকরী, আবদু'ল আযীয আদ-দেরীনী (মৃ. প্রায় ৬৯০/১২৯১), 'আব্‌দু'ল ক'াদির আদ-দানোশারী প্রমুখ লেখক, পরিশেষে লিখিয়াছেন, তাঁহার অনুচরবর্গের বৃত্তান্ত এবং তাঁহার জীবনের প্রারম্ভিক বৎসরগুলির কথা যেই বৎসরগুলির পরে তিনি "স'াম্মাত" (মৌনী) হইয়া যান। 'আলী আল-হ'ালাবীর (মৃ. ১০৪০/১৬৩৪-৫) "আন-নাসী'হাতু'ল-আলাবীয়া ফী বায়ানি হু'সনিত' ত'ারীক'তিস্‌-সাদাত আল-আহ্‌মাদিয়া" অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক (Berlin Cat., Ix. 484. 10104)। লেখকের প্রধান লক্ষ্য হইল আহ্‌মাদের "যুহ্‌দবাদ": (asceticism) ও ফুক'ারার প্রশংসা কীর্তন। লন্ডনের একখানা পাণ্ডুলিপিতে (Brit. Mus Supple. No. 639) আহ্‌মাদের বেনামী "মানাকিব" (27 fol.) বিবৃত আছে; আরো তু. Barlin Cat., ix. 466, 10064, 7 (3 fol.)। আহ্‌মাদ সম্পর্কে পরে প্রকাশিত একখানা পুস্তক হইল হ'াসান রাশীদ আল-মাশ্‌হাদী আল-খাফাজীকৃত আন-নাফাহাতু'ল আহ্‌মাদীয়া ওয়াল-জাওয়াহিরিস সামাদানীয়া (কায়রো ১৩২১ হি., ৪খ., ৩১৬ প.)। অনেক সময় অন্যান্য কুত্‌বের সঙ্গেও আহমাদের কথা আলোচিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে দুইজন লেখকের, যথা মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াসান আল-আজলুনী (৮৯৯/১৪৯৪), তু. Berlin, Cat. i. 60, 163 এবং আহ্‌মাদ ইব্‌ন 'উছ'মান আশ-শারনূবী (মৃ. ৯৫০/১৫৪৩), তু. ibid; iii, 226, 3471. ইঁহাদের রচিত পুস্তকের কথা বলা যাইতে পারে। আহ্‌মাদ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র কবিতাও দেখিতে পাওয়া যায়, ibid., v. 29, 5432; vii, 197. 8115, 3, (1175 A. H.)। পরবর্তী বিবরণীসমূহ, যথা আলী মুবারাক লিখিত গ্রন্থ (১৩তম, ৪৮-৫১) প্রধানত আশ-শা'রাবী ও 'আবদু'স্‌-সামাদের গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। আরো তু. E. W. Lane, Modern Egyptians; Brockelmann, GAL. i. 450; Suppl. i. 808.

K. Vollers (S.E.I.)/ড. এম. আবদুল কাদের

আহ্‌মাদ বাবা (احمد بابا) ঃ তাঁহার পূর্ণ নাম আবু'ল 'আব্বাস আহ্‌মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-তাক্‌রূরী আল-মাসসুফী, সুদানী আইনবেত্তা ও জীবনীকার, আকীত-এর সি'নহাজা পরিবারভুক্ত, Tinbuktu (বর্তমানে Timbuktu)-তে জন্ম ২১ যু'ল-হিজ্জা, ৯৬৩/২৬ অক্টোবর, ১৫৫৬। তাঁহার পূর্বপুরুষদেরর সকল পুরুষ সদস্য ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে সুদানী রাজধানীতে ইমাম কিংবা কাদী ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং নিজ দেশের শিক্ষিত মহলে শীঘ্রই খ্যাতিসম্পন্ন একজন ফাকীহরূপে পরিগণিত হন। ১০০০/১৫৯২ সালে মরক্কোর সাদী সুলতান আহ্‌মাদ আল-মানসূ'র [দ্র.] কর্তৃক সুদান বিজয়ের সময় আহ্‌মাদ বাবা মাররাকুশ দরবারের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। দুই বৎসর পর সুলত'ানের আদেশে

গভর্নর মাহ্মূদ য়ারকূন তাঁহাকে গ্রেফতার করেন এবং নূতন শাসকদের বিরুদ্ধে তিনবুকতুতে বিদ্রোহে উস্কানি দানের জন্য অভিযুক্ত করেন। কতিপয় সঙ্গীসহ শৃঙ্খলিত অবস্থায় মরক্কোতে আনীত হইলেও মুক্তিলাভে তাঁহার বিলম্ব ঘটে নাই, কিন্তু তাঁহাকে মাররাকুশে বসবাস করিতে বাধ্য করা হয় (১০০৪/১৫৯৬)। তিনি ফিক্হ ও হাদীছ শিক্ষাদান এবং ফাতওয়া প্রদান করিতে থাকেন। অনতিকালে তাঁহার খ্যাতি সারা মাগরিব-এ ছড়াইয়া পড়ে। ১০১৬/১৬০৭ সালে আহ্মাদ আল-মানসূরের মৃত্যুতে তাঁহার উত্তরাধিকারী মাওলায় যায়দান আহ্মাদ ও অন্যান্য নির্বাসিত সুদানীগণকে তিনবুকতু প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দান করেন। ইহা নিঃসন্দেহ যে, তিনি এই সময়ই হজ্জ পালনের উদ্দেশে মক্কা গমন করেন এবং নিজ শহরে প্রত্যাবর্তন করেন; সেইখানে তিনি ৬ শা'বান, ১০৩৬/২২ এপ্রিল, ১৬২৭ সালে ইনতিকাল করেন।

আহ্মাদ বাবা মালিকী ফিক্হ, ব্যাকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে ৫০টির মত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান গ্রন্থ, ১৪শ শতাব্দীর শেষার্ধে ইব্ন ফারহূন [দ্র.] রচিত মালিক ইব্ন আনাস মতাবলম্বী ফাকীহদের জীবনচরিত সম্বন্ধীয় আদ-দীবাজুল-মুযাহ্হাব ফী মা'রিফাতি আ'য়ানি 'উলামাই'ল-মায্হাব নামক অভিধান গ্রন্থের সম্পূরক গ্রন্থ (Supplement)। আহ্মাদ বাবা তাঁহার সম্পূরক গ্রন্থের নামকরণ করেন নায়লু'ল-ইবতিহাজ বি-তাতরীযিদ-দীবাজ। তিনি ইহার রচনা ১০০৫/১৫৯৬ সালে মাররাকুশে সমাপ্ত করেন এবং পরে ইব্ন ফারহূনের গ্রন্থে অনুল্লিখিত মালিকী ফাকীহদের বিবরণ সম্বলিত ইহার একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, কিফায়াতুল মুহতাজ লি-মা'রিফাতি মা লায়সা ফিদ-দীবাজ নামে প্রকাশ করেন। নায়ল ১৩১৭ সালে ফাস-এ লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে মুদ্রিত হয় এবং ১৩২৯ হি. কায়রোতে দীবাজের হাশিয়ায় ছাপা হয়।

আহ্মাদ বাবার অভিধান ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত মাগ্রিবের জীবন বৃত্তান্তের অন্যতম প্রধান উৎস এবং উহাতে মালিকী আলিমগণ ব্যতীত মরক্কোর তৎকালীন মহান সাধকগণ (আওলিয়া) সম্বন্ধেও কিয়ৎ পরিমাণ তথ্য রহিয়াছে। তিনি সুদানে যে বিশাল গ্রন্থাগার নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা আজও সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয় নাই। তাঁহারই একটি পাণ্ডুলিপি ইব্ন আবদু'ল-মুন'ইম আল-হিময়ারী রচিত আর-রাওদু'ল-মি'তার গ্রন্থে স্পেন সম্পর্কিত তথ্য প্রচারে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হইয়াছিল (Levi-Provencal. La Peninsule iberique au Moyen Age, Leiden 1938, Pxii-xiii)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Levi-Provencal, Chorfa, 250-5; idem, Arabica Occidentalia, iv, in Arabica, ii (1955), 89-96; (২) মুহিব্বী, খুলাসাতু'ল আছার, ১খ, ১৭০ প.; (৩) আল-ইফ্রানী, নুযহাতু'ল হাদী, ফেয্, ৮১ প.; (৪) ঐ লেখক, সাফওয়াতু মান ইন্তাশার, ফেয, ৫২ প.; (৫) কাদিরী, নাশরু'ল মাছানী, ফেয ১৩১০, ১খ, ১৫১ প.; (৬) আহ্মাদ নাসিরী, ইস্তিকসা, কায়রো ১৩১২, ৩খ., ৬৩; (৭) সা'দী, তারীখু'স্ সূদান Houas, ১খ., ৩৫-৬, ২৪৪; (৮) অনু. ৫৭-৯, ৩৭৯; (৯) M. Ben Cheneb, ইজাযা, অধ্যায় ৯৪; (১০) ঐ লেখক, in IE', I, 191 (আহ্মাদ বাবা রচিত গ্রন্থবলীর পূর্ণ তালিকাসহ); (১১) Brockelmann, ii, 618, S II, 715-6.

E. Levi Provencal (E.I.²)/মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান

আহ্মাদ বীজান (দ্র. বীজান আহ্মাদ)।

আহ্মাদ বে (احمد بي) ঃ তিউনিস-এর বে (১৮৩৭-১৮৫৫) হুসায়িনিয়্যা বংশের ১০ম শাসনকর্তা। তিনি নিজেকে সেনাবাহিনীর প্রধান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সৈন্যদেরকে নূতনভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সজ্জিত করিবার চেষ্টা করেন। তিনি তিউনিস-এর সামরিক অফিসারদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য য়ুরোপ প্রেরণ করেন এবং য়ুরোপীয় সামরিক উপদেষ্টা ও ফরাসী সামরিক কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশে নিযুক্ত করেন, কিন্তু ইঁহারা তিউনিসীয় সৈন্যবাহিনীকে একটি সুশৃঙ্খল ও নির্ভরযোগ্য বাহিনীরূপে গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হন নাই।

আহ্মাদ বে ক্রিমিয়ার (Crimea) যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশে তাঁহার সেনাবাহিনীর দশ হাজার সৈনিকের একটি দল প্রেরণ করেন। তাহাদেরকে ককেশাস (قفقاز) এলাকায় মোতায়েন করা হয়, কিন্তু এইখানে মহামারী দেখা দিলে বহু সৈন্য প্রাণ হারায়। ফলে অবশিষ্ট বাহিনী মনোবল হারাইয়া ফেলে।

বে-র অনুমতি লইয়া একজন ফরাসী ভৌগোলিক অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে রাজ্যের সীমা জরিপ করিয়া একটি মানচিত্র প্রস্তুত করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও প্রশাসনিক পরিচালকগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশে ১৮৩৮ খৃ. একটি পলিটেক্নিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রাচ্যের অভিযানের পর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বন্ধ হইয়া যায়।

আহ্মাদ নৌবাহিনীর প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেন। এই উদ্দেশে তিনি বিদেশ হইতে বারটি জাহাজ ক্রয় করেন এবং পর্টো ফ্যারীনা (Porto Farina) নামক স্থানে নৌ-ঘাঁটি স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি সেইখানে একটি হাল্কা যুদ্ধজাহাজ (Frigate)-ও নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সমুদ্রে ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং মেজেরদাহ নদী বাহিত পানি দ্বারা বন্দরটিতে অতি শীঘ্র চড়া পড়িয়া যায়। বে তাঁহার শাসনামলের শেষদিকে হালাকুল-ওয়াদীর (La Goulette) সমরাস্ত্রের কারখানাটির আধুনিকীকরণে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু বাণিজ্যিক বন্দরগুলির সংস্কার ও উন্নতি সাধনের ব্যাপারে তিনি বিশেষ কোন উৎসাহ দেখান নাই।

তুরস্ক তিউনিসিয়াকে ইহার করদ রাজ্য বলিয়া মনে করিত এবং এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা বে-র নিকট হইতে বাৎসরিক খাজনা ও উপঢৌকনাদি প্রদানের জন্য চাপ দিত। আহ্মাদ-বে এই দাবির বিরোধিতা করেন। ইংল্যান্ড তুরস্ককে সমর্থন করিত, সুতরাং আহ্মাদ ফ্রান্সের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। আলজিরিয়ার নিরাপত্তা স্থায়ী রাখা এবং অবৈধভাবে অস্ত্র আমদানীর পথ বন্ধ করার উদ্দেশে ফরাসী কর্তৃপক্ষ বিশেষ প্রয়াস পান, যাহাতে তুরস্ক তিউনিস-এর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে। ১৮৪৬ খৃ. আহ্মাদ ফ্রান্স গমন করেন এবং তাঁহাকে প্যারিসে উষ্ণ সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। তুরস্কের দাবি-দাওয়া দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করিবার ফল এই হইল যে, তিনি তুরস্ক সরকারের নিকট হইতে খাত্ত-শারীফ (خط شريف) নামক ফরমান লাভ করিতে সমর্থ হন, যাহাতে তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে একজন স্বাধীন নৃপতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

আহ্মাদ তিউনিসের দশ মাইল দূরবর্তী সিব্খা সিজুমী নদীর তীরে মুহাম্মাদিয়া প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ইহা একটি জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ ছিল, যাহা তাঁহার রাজত্বের শেষকাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয় নাই এবং অনতিকাল পরেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

এই ধরনের অপব্যয় ও তাঁহার প্রিয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী জেনোয়াবাসী রাফো (Raffo) ও অর্থমন্ত্রী গ্রীক বংশজাত মুস্‌তাফা খাযনাদার (১৮৩৭-১৮৭৩ খৃ.)-এর অপচয়ের কারণে রাজকোষ শূন্য হইয়া গেল। ১৮৪০ খৃ. তামাকের এবং অন্যান্য দ্রব্যের উপর কর বর্ধিত হওয়ার কারণে তিউনিস ও কাবিস এলাকায় বিদ্রোহ হইল এবং ১৮৪২ খৃ. হালাকুল-ওয়াদীতেও হাঙ্গামা দেখা দিল। উক্ত বিদ্রোহসমূহ দমন করা হইল, কিন্তু পাহাড়ী গোত্রসমূহের উপর বে-র স্বেচ্ছাচারী শাসন পরিচালনার সুযোগ কখনও হইল না। প্রকাশ্য জাঁকজমক প্রদর্শন সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে কৃত্রিম আচরণ ও অনিয়মের ফলে তিউনিস-এর অবস্থা অবনতির দিকে যাইতে লাগিল।

ইহা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, আহ্‌মাদ সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া দেশে পাশ্চাত্য ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণের প্রতি আসক্ত ছিলেন। তিনি কিছু সংখ্যক জনহিতকর সংস্কারমূলক কার্যাদিও সম্পন্ন করেন। ১৮৪১ খৃ. তিনি হাবশীদের ক্রয়-বিক্রয় প্রথার বিলোপ সাধন করেন এবং তাঁহার প্রাসাদের সকল দাসকে মুক্ত করিয়া দেন। ১৮৪৬ খৃ. তিনি আইনগতভাবে তাঁহার রাজ্যের মধ্যে দাসপ্রথা বিলোপ করিয়া দেন। য়াহূদীদের সাথে যে বৈষম্যমূলক আচরণের নিয়ম প্রচলিত ছিল, তিনি উহাও রহিত করেন। মোটকথা তিনি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

পাদরী বোর্গেড (Bourgade) কার্থেজ (Carthage)-এর সেন্ট লুইস গির্জার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। আহ্‌মাদ তাহাকে ঐ গির্জাটি নির্মাণ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত পাদরী এইখানে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেন এবং দুই বৎসর পর সেন্ট লুইস কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন, যাহাতে সকল ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থী ভর্তি হইতে পারিত। উহার সাথে ছোট ছেলেমেয়েদের একটি বিদ্যালয় এবং একটি ক্ষুদ্র ছাপাখানাও সংযুক্ত ছিল। তারপর উক্ত পাদরী আরও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেন। বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের সূচনা করা হয়। আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষা বিষয়ক কার্যকলাপ এবং মার্সাই (Marseilles)-এর ফরাসী বণিকদের বাণিজ্যিক কর্মতৎপরতার ফলে তিউনিসিয়ায় ফরাসী প্রভাব-প্রতিপত্তি খুবই বৃদ্ধি পায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) P. H. X. (D'Estournelles de Constant), La politique francaise en Tunisie, প্যারিস ১৮৯১ খৃ.; (২) N. Faucon, La Tunisie avant et depuis I'occupation francaise, প্যারিস ১৮৯৩ খৃ.; (৩) A. M. Broadley, The last Punic War, Tunis Past and Present, লণ্ডন ১৮৮২ খৃ.; (৪) G. Hardy, La Tunisie (G. Hanotaux ও Martineau-এর Histoire des colonies francaises-তে; (৫) J. Serres, La politique turque en Afrique du Nord sous la Monarchie de juillet, প্যারিস ১৯২৫ খৃ.; (৬) P. Marty, Historique de la mission militaire francaise en Tunisie, R. T. ১৯৩৫; (৭) P. Grandchamp and Bechir Mokaddem, Une mission tunisienne a Paris-1853-RAfr-এ, ১৯৪৬ খৃ.; (৮) Dr. Arnoulet, La penetration intellectuclle de la France en Tunisie, RAfr. ১৯৫৩; (৯) মুহ়াম্মাদ বায়রাম আত্‌-তুনিসী, স়াফওয়াতু'ল-ই'তিবার, মিসর ১৩০২ হি., ১খ, ১৩৬-৪৫, ২খ, ৬-৯।

G. Yver-M. Emerit (E.I.[2])/মুহাঃ আবদুল বাকী

আহ্‌মাদ আল-মানসূর (أحمد المنصور) ঃ মরক্কোর সা'দী বংশীয় ষষ্ঠ সুলতান, সা'দী বংশীয় দ্বিতীয় সুলত়ান মুহ়াম্মাদ আল-শায়খ আল-মাহ্‌দী (মৃ. ৯৬৪/১৫৫৭)-এর পুত্র, ৯৫৬/১৫৪৯ সালে ফেয-এ জন্ম। তিনি সামরিক বাহিনীতে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবদু'ল মালিকের সঙ্গে তাঁহাকে আলজিয়ার্সে নির্বাসন দেওয়া হয়। ৯৮৩/১৫৭৬ সালে আবদু'ল মালিক সিংহাসনে আরোহণ করিলে তিনি স্বীয় ভ্রাতা আহ্‌মাদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। দুই বৎসর পর আহ্‌মাদ ওয়াদীল মাখাযিনের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই ওয়াদী আল-কাস়রু'ল-কাবীর (দ্র.)-এর নিকটে এবং মরক্কোর উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই যুদ্ধটি জুমাদা'ল উলার শেষ তারিখ, ৯৮৬/৪ আগস্ট, ১৫৭৮ সালে শুরু হইয়াছিল। ইহাতে পর্তুগালের রাজা Sebastian-এর সৈন্যবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং রাজা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যান। বহু সংখ্যক পর্তুগীজ গণ্যমান্য ব্যক্তি বন্দী হয়। এইদিকে সুলত়ান আবদু'ল মালিক, যিনি ভীষণ পীড়িত ছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে স্বীয় পালকীতে থাকা অবস্থায় ইনতিকাল করেন। সেই দিনই বিজয়ী সৈন্যবাহিনী আহ্‌মাদকে সুলত়ান বলিয়া ঘোষণা করে, যিনি তাহাদেরকে বেতন ও পুরস্কার প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তিনি আল-মানস়ূর (বিজয়ী) সম্মানসূচক উপাধি ধারণ করেন।

সুলত়ান খুবই অনুকূল পরিবেশে সিংহাসনে আরোহণ করেন। চতুর্দিক হইতে তাঁহার নিকট শুভেচ্ছা বাণী আসিতে থাকে। তুরস্কের সুলত়ান, আলজিয়ার্সের পাশা, এমনকি ফ্রান্স ও স্পেন হইতেও তাঁহার নিকট শুভেচ্ছা বাণী আসে। তাহা সত্ত্বেও তাঁহাকে এমন অনেক অভ্যন্তরীণ সমস্যা অতিক্রম করিতে হয়, যেইগুলির তখন পর্যন্ত সমাধান হয় নাই। তিনি স্বীয় নৈপুণ্য ও শক্তিমত্তা দ্বারা সেই সকল সমস্যার মুকাবিলা করেন। এই কাজে ওয়াদী'ল-মাখাযিন-এর যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণরূপে প্রাপ্ত অর্থ তাঁহার বিশেষ উপকারে আসে। এই সমস্ত প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা তিনি ইসলামী শাসকদের রীতি অনুসারে স্পেনীয় বংশোদ্ভূত (Morisco) কর্মকর্তাদের নেতৃত্বাধীন একটি নির্ভরযোগ্য দেহরক্ষী বাহিনী নিজের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত করেন। তিনি তাহাদেরকে তুর্কী রীতি অনুসারে সংগঠিত করেন। তাযা, ফেয ও মাররাকুশের কা'স়বায় দুর্গ নির্মাণ করা হয়। একই সাথে তিনি তাঁহার দরবার ও প্রশাসনিক রীতিনীতিকে (মাখযান দ্র.) তুর্কী রীতির আদর্শে গড়িয়া তুলেন এবং বে ও পাশাদের অধীনে সামরিক বাহিনী পুনর্বিন্যস্ত করেন। আরব গোত্রীয়দের কয়েকটি বিদ্রোহও তাঁহাকে দমন করিতে হয় এবং তাঁহার বংশের কয়েকজন বিরুদ্ধবাদীকে পরাজিত করিতে হয়। কিন্তু সাধারণভাবে তাঁহার পঁচিশ বৎসরের শাসনামল ছিল শান্তিপূর্ণ এবং তাঁহার শাসনামলের শেষ পর্যন্ত মরক্কোবাসিগণ অপেক্ষাকৃত শান্তি ভোগ করিয়াছিল।

আহ্‌মাদ আল-মানস়ূর বৈদেশিক বিষয়সমূহে স্বীয় বাস্তব কূটনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। তাঁহার যোগ্যতার সঠিক পরিমাপের জন্য আমাদের নিকট তথ্য ও দলীলাদির অতুলনীয় উপকরণাদি রহিয়াছে, যাহা H. de Castries কর্তৃক Sources inedites de l'histoire du Maroc নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথমত সুলত়ানকে তুরস্ক সরকারের সঙ্গে (তাহাদের প্রতি নতি স্বীকার না করিয়া) কয়েকটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হয়। ইহার পর তাঁহাকে স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতে হয় এবং ইহা এইরূপে সম্পাদন করিয়াছিলেন

যে, ইহাতে স্পেন তেমন সুফল লাভ করিতে পারে নাই। ১৫৮৫ খৃ. বৃটিশ বণিকগণ একচেটিয়াভাবে মরক্কোর বাণিজ্যের সুবিধা লাভের উদ্দেশে একটি বারবারী কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করে। ১৫৮৮ খৃ. স্পেনের বিখ্যাত সশস্ত্র নৌবহর আরমাদা (Armada)-এর ধ্বংসের পর আহ্'মাদ আল-মানসূ'র স্পেনের সহিত মিত্রতার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া বৃটেনের রাণী Elizabeth-এর সঙ্গে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হন।

সুদান বিজয়ও আহমাদেরই কৃতিত্ব। যদিও ইহা ছিল ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ইহাতে প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ সুলত'ানের হস্তগত হয়। এইজন্য তিনি দ্বিতীয় উপাধি 'আয-যাহাবী (স্বর্ণমণ্ডিত)' নামে আখ্যায়িত হইতেন। ৯৯০/১৫৮১ সালে তুওয়াত (Touat) ও তীগুরারীন-এর মরূদ্যান অঞ্চল বিজয়ের পর সুদান জয়ের প্রস্তুতি শুরু হয় এবং স্পেনীয় বংশোদ্ভূত সামরিক কর্মকর্তাদের পরামর্শক্রমে আল-মানসূ'র এই যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সা'দী বংশীয় সকল ঐতিহাসিক কর্তৃক এবং সুদানী তিনটি ইতিহাস গ্রন্থেও এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। জাওয়'ার পাশার নেতৃত্বাধীন এই অভিযানটি ৯৯৯/১৫৯০ সালে শরৎকালে মাররাকুশ হইতে যাত্রা করে এবং তিন মাস পর বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া নাইজার নদীর তীরে উপস্থিত হয়। Gao-এর সুদানী হাকীম (askia) ইসহ'াক উক্ত শহরের সন্নিকটে একটি যুদ্ধের পর সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হন। ইহার কিছুকাল পর মরক্কো বাহিনী Timbuktu-এ প্রবেশ করে। অতঃপর জাওয়ার পাশার স্থলে অপর একজন স্পেনীয় বংশোদ্ভূত কর্মকর্তা মাহ্'মূদ যারকূ'নকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয় এবং সমগ্র দেশে জয়ের ধারা অব্যাহত থাকে। এই সময় Timbuktu-এর প্রসিদ্ধ ফাকী'হদেরকে মাররাকুশে নির্বাসন দেওয়া হয়, যাঁহাদের মধ্যে আহ্'মাদ বাবা ছিলেন অন্যতম। ইহার পর কয়েক বৎসর পর্যন্ত সা'দী রাজধানীতে প্রচুর স্বর্ণ এবং যুদ্ধবন্দীদের সমাগম হইতে থাকে।

আহ্মাদ আল-মানসূ'র তাঁহার সমগ্র শাসনামলে খুব কমই দেশের বাহিরে গিয়াছিলেন এবং নিজের পদমর্যাদাতুল্য একটি প্রাসাদ নির্মাণের প্রত্যাশী ছিলেন। অতএব তিনি ক'াস'রু'ল-বাদী নামে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পর হইতেই ইহার নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং প্রায় বিশ বৎসরে সমাপ্ত হয়। পরবর্তী কালে সুলতান ইসমা'ঈল কর্তৃক অতীব ব্যয়বহুল প্রাসাদটির ক্ষতি সাধিত হয়। ইহা ছাড়া মরক্কোর সুলতান স্বীয় দরবারে একটি সাহিত্য মজলিস আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যেখানে বিভিন্ন খ্যাতনামা লেখকদের আবির্ভাব ঘটে, বিশেষ করিয়া দীওয়ানের সচিব ও প্রসিদ্ধ প্রশংসাপূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ মানাহিলু'স সাফা-এর লেখক আবদু'ল আযীয আল-ফিশতালী-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আহ্'মাদ আল-মানসূ'রের শাসনামলের শেষ বৎসরগুলি তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার-দ্বন্দ্ব এবং ১০০৭/১৫৯৮-৯৯ সালের মহামারী, যাহা পরবর্তী কালেও ব্যাপ্ত ছিল, ভীষণ পেরেশানীতে অতিবাহিত হয়। এই মহামারীর ফলে রাজধানীতে বহু লোকের মৃত্যু হয় এবং ইহার আক্রমণ হইতে বাঁচার জন্য সুলত'ান স্বয়ং মাররাকুশ ত্যাগ করিয়া দেশের উত্তরাঞ্চলে চলিয়া যান। কিন্তু ফেয-এ উপনীত হওয়ার অনতিকাল পরেই ১১ রাবীউ'ল আওওয়াল, ১০১১/২০ আগস্ট, ১৬০৩ সালে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার লাশ মাররাকুশে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় তাঁহার নির্মিত ব্যয়বহুল বংশীয় সমাধিস্থলে তাঁহাকে দাফন করা হয়; ইহা আজও বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আরবী বরাতসমূহ, যেগুলি Levi-Provencal তাঁহার Chorfa নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ ইফ্র'ানী, ফিশতালী, ইবনু'ল ক'াদী', আল-মুনত'াক আল-মাক'সূ'র; (২) একজন অজ্ঞাতনামা লেখকের ইতিহাস গ্রন্থ (সম্পা. G. S. Collin, রাবাত ১৯৩৪ খৃ.); (৩) নাসি'রী, ইসতিক'স'া, কায়রো ১৩১২ হি. (যাহা তদীয় পুত্র কর্তৃক অনূদিত, AM, ৩৪ খ., প্যারিস ১৯৩৬ খৃ.)। য়ুরোপীয় সূত্রসমূহ ঃ (৪) H. de Castries, Les sources inedites de l'histoire du Maroc, প্রথম সিরিজ ১-৫, অধিকন্তু এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, লাইডেন, প্রথম সংস্করণ, ১খ. ২৫০ প. দ্র. এবং সা'দী ও সুদান নিবন্ধদ্বয়ের গ্রন্থপঞ্জী।

E. Levi-Provencal (E.I.^{2})/এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহ্মাদ মিদ্হাত (احمد مدحت) ঃ ১৮৪৪-১৯১৩ খৃ., 'উছমানী তুর্কী সাহিত্যিক। জন্ম ইস্তাম্বুলে। পিতা সুলায়মান আগা দরিদ্র বস্ত্রশিল্পী ছিলেন। বাল্যে পিতার মৃত্যু হইলে এক দোকানে শিক্ষানবিসী করেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হ'াফিজ' আগা রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে আহ্'মাদ রুশদিয়া স্কুল হইতে পাঠ শেষ করেন (১৮৬৩ খৃ.) এবং ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করেন। তিনি প্রধান মন্ত্রী মিদহাত পাশার সুনজরে পড়েন। মিদহ'াত পাশা তাঁহাকে নিজের নাম দান করেন, বিভিন্ন উচ্চ পদে নিয়োগ করেন এবং মাত্র ২৪-২৫ বৎসর বয়সে তুনা পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। মিদহ'াত পাশা বাগদাদে গভর্নর নিযুক্ত হইলে আহ্মাদ তাঁহার সহিত বাগদাদ গমন করেন (১৮৬৮ খৃ.) এবং তথাকার সরকারী ছাপাখানা ও সংবাদপত্র 'জাওরা' পরিচালনার ভার নেন। বাগদাদে তিনি পাঠ্যপুস্তক ও গল্প লেখায় মন দেন। ১৮৭১-এ ভ্রাতা হ'াফিজে'র মৃত্যুর পর তিনি সপরিবার ইস্তাম্বুলে ফিরেন এবং রাজকার্য ত্যাগ করিয়া পূর্ণভাবে লেখা ও প্রকাশনার কাজে লিপ্ত হন। সাংবাদিকতার মাধ্যমে তিনি যুব 'উছমানীদের সংস্রবে আসেন। ফলে ১৮৭২ খৃ. গ্রেফতার হইয়া রোডস্ দ্বীপে নির্বাসিত হন। সেখানেও তিনি অনেক বই লেখেন। ইহার কতক ইস্তাম্বুলে ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। সুলত'ান আবদু'ল-আযীযের সিংহাসনচ্যুতি ও আবদু'ল হ'ামীদের সিংহাসন প্রাপ্তির পর তিনি ক্ষমাপ্রাপ্ত হন (১১৮৭৬ খৃ.) এবং ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় লেখক ও প্রকাশকের কাজ শুরু করেন। এবার তিনি সতর্ক লেখক হিসাবে সুলত'ানের আনুকূল্য লাভ করেন এবং সরকারী গেজেট ও ছাপাখানার পরিচালক নিযুক্ত হন। সুলত'ান আবদু'ল-হ'ামীদের আমলে তিনি আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন এবং ১৮৭৮ খৃ. হইতে তারজুমান-ই হ'াকীকাত নামক বিখ্যাত সাময়িক সম্পাদনা করেন। ১৮৮৮ খৃ. স্টকহল্মে আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিশারদ কংগ্রেসে তিনি তুরস্কের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯০৮ খৃ. যুব-তুর্কী বিপ্লবের পর বয়ঃসীমার কারণে তাঁহাকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয় এবং প্রতিকূল অবস্থা ও সমালোচনার মুখে তাঁহার সাহিত্যিক জীবন পুনরারম্ভে অসমর্থ হন। পরে তিনি কিছুকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা ট্রেনিং কলেজ ও প্রচারকদের বিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ করেন। ১৯শ শতকে তুরস্কে সাংবাদিকতার উন্নতি ছাড়াও তিনি গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, ধর্ম-নীতিবাদ, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ১৫০খানা বই লেখেন। উপন্যাস ও ছোট গল্পে তিনি ফরাসী লেখকদের ভাবধারায় প্রভাবিত হন। তাঁহার বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ উস্ওয়া-ই ইন্কিলাব (১৮৭৭-৮ খৃ.) এবং যুব্দাতুল হাকাইক। তিনি ৩ খণ্ডে একখানা পৃথিবীর ইতিহাস (১৮৮০-২ খৃ.) এবং পৃথকভাবে য়ুরোপের ইতিহাসও লেখেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ১৭১

আহ্‌মাদ মিদ্‌হাত আফিন্দী (احمد مدحت افندى) ঃ ১৮৪৪-১৯২২ খৃ., তুর্কী লেখক জনৈক মধ্যবিত্ত বস্ত্র ব্যবসায়ী সুলায়মান আগার পুত্র, ইস্তাম্বুলের তোপখানার কুররাহবাশ মহল্লায় ১২৬০/১৮৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা চারকাসী (circassian) বংশীয় ছিলেন। আহ্‌মাদ-এর পাঁচ বা ছয় বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাই তাঁহার বাল্যকাল স্বাধীনভাবে ঘুরাঘুরি করিয়াই কাটে। এক পর্যায়ে মিসর চারশী বাজারে জনৈক ঔষধ বিক্রেতার দোকানে শিক্ষানবীশরূপে কাজ করেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাই হাফিজ আগা বিদীন প্রদেশের একটি বিভাগের প্রশাসক ছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধকালে (১৮৫৩-৫৪ খৃ.) তিনি তাহার গোটা পরিবারকে বিদীন লইয়া আসেন এবং সেখানেই আহ্‌মাদের বিদ্যা শিক্ষার সূচনা হয়। ১৮৫৯ খৃ. যখন তাঁহার পরিবারের লোকজন ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন করে তখন তিনি তোপখানার নুবারাজীর টিলার উপর অবস্থিত একটি মকতবে তাঁহার শিক্ষা গ্রহণের কাজ চালাইয়া যান। যখন হাফিজ আগার মিদহাত পাশার (১২৭৭/১৮৬১ সালে বিদীন প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত) সহিত পরিচয় হয় তখন তিনি পুনর্বার তাঁহার পরিবার-পরিজনকে ইস্তাম্বুল হইতে ফিরাইয়া আনিয়া নিশ শহরে বাস করিতে বলেন। সতের বৎসর বয়সের আহ্‌মাদ ঐ সময় নিশ-এর রুশদিয়া বিদ্যালয়ে (মাধ্যমিক স্তরে) লেখাপড়া করিতে থাকেন। ১২৮০/১৮৬৩ সালে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠান হইতে সনদ হাসিল করেন। ঐ সময়ে দানিয়ুব প্রদেশের বিন্যাস কার্যক্রম চলিতেছিল। আহ্‌মাদ ঐ প্রদেশের রাজধানী রুসচুকে পৌছিয়া আপন অগ্রজ হাফিজ আগার পৃষ্ঠপোষকতায় এক শত কারশ মাসিক বেতনে নায়েব মুনশী পদে অধিষ্ঠিত হন। আহ্‌মাদ তদীয় বিশ্বস্ততা, সচেতনতা ও আত্মসম্মানবোধের জন্য মিদহ্‌াত পাশার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। চাকুরীর ফাঁকে ফাঁকে একদিকে প্রাচ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে শিক্ষা গ্রহণ করিতেন এবং অপরদিকে জনৈক সরকারী কর্মকর্তা দারাগান আফিন্দীর নিকট ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি একটি নূতন দৈনিক পত্রিকা তুনা-তে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। মিদহ্‌াত পাশা তাঁহার এইরূপ কার্যক্রম অত্যন্ত পসন্দ করিতেন। তিনি তাঁহার মিদহ্‌াত নাম তাঁহাকে ব্যবহারের অনুমতি দান করেন এবং যতদিন তিনি সরকার পরিচালনায় ছিলেন কোনদিনই তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা দান হইতে বিরত থাকেন নাই। আহ্‌মাদ আফিন্দীকে জনৈক জার্মান প্রকৌশলীর দোভাষীরূপে কাজ করার জন্য সূফিয়ায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অতঃপর রুসচকে ফিরিয়া আসার পর তিনি অর্থনৈতিক সংকটের শিকার হন এবং ভবঘুরে অবস্থানে পতিত হন। মানসিক বিপর্যয়ের এই অবস্থা কিছুকাল অব্যাহত থাকে এবং ঐ সময়েই তিনি এক পর্যায়ে আত্মহত্যা করিতে পর্যন্ত উদ্যত হন, কিন্তু হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি উহা হইতে বিরত হন এবং নিজেকে সামলাইয়া লইতে সমর্থ হন। স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি পুনরায় পূর্ববৎ উদ্যমী হইয়া নূতনভাবে জীবনযাত্রা শুরু করেন। কিছুকাল তিনি দানিয়ুব নদীর জলসেচ প্রকল্পের কর্মকর্তারূপে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু রাজস্ব বৃদ্ধিতে সমর্থ না হওয়ার দরুন তিনি এই পদে ইস্তফা দান করেন। অতঃপর কৃষি দফতরের সচিব পদে নিযুক্তি লাভ করেন। সাথে সাথে দৈনিক তূনা (দানিয়ুব)-এর সম্পাদকও নিযুক্ত হন। এই পদে আট মাস চাকুরী করেন। মিদহ্‌াত পাশা সংসদের সভাপতির পদের স্থলে বাগদাদ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হইলেন, তখন আহ্‌মাদ মিদহ্‌াতও ইস্তাম্বুলে চলিয়া আসেন। ১২৮৫/১৮৬৮ সালে তিনি সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এক বিরাট দলসহ বাগদাদের দিকে রওয়ানা হইয়া পড়েন। বাগদাদে প্রতিষ্ঠিতব্য প্রেস এবং উক্ত প্রদেশের মুখপত্র যওরা নামক পত্রিকার তিনি তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব লাভ করেন।

বাগদাদে আহমাদের অবস্থান তাঁহার জন্য খুবই লাভজনক প্রতিপন্ন হয়। একদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে অধিক অবগতি লাভের জন্য যাদুঘরের ব্যবস্থাপক হামদী বে-এর পরামর্শে তিনি ইউরোপ হইতে আমদানীকৃত পুস্তকাদি অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন, অপরদিকে জনৈক প্রাচ্যবিদ দার্শনিক জন মুআত্তার-এর নিকট ফার্সী ভাষা ও ধর্মদর্শন সম্পর্কে বুৎপত্তি অর্জন করিতে থাকেন। উক্ত প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত ব্যক্তিটি প্রতিটি ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে সম্যক অবগত এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। ঐ সময়েই আহ্‌মাদ হামদী বে-এর উৎসাহদানে পুনরায় লেখালেখির কাজ শুরু করেন। এই সময় তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত কারিগরী কলেজের ছাত্রদের জন্য হাজা আওয়াল (Hace-i-evel) ও কিসসা দান হিস্‌সা (Kissa dan Hissa) নামক পুস্তকদ্বয় প্রথমবারের মত প্রকাশ করেন। এই কাহিনীগুলির কতক পরবর্তীতে ইস্তাম্বুলের لطائف روايات সিরিজের অংশরূপে প্রকাশিত হয়। এইগুলি বাগদাদেই লিখিত হইয়াছিল।

বাদদাদে আগমনের দেড় বৎসর পর বসরার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রত তদীয় অগ্রজ হাফিজ আগার ইনতিকাল হয়। তখন গোটা পরিবারের পনের সদস্যের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব আহ্‌মাদ মিদহ্‌াতের উপর আসিয়া পড়ে। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া যাওয়ার এবং লেখালেখিতে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করার সংকল্প করেন, ফলে অতিকষ্টে মিদহ্‌াত পাশাকে সম্মত করাইয়া চাকুরী হইতে ইস্তিফা দানের অনুমতি হাসিল করেন। অবশেষে ১২৮৮/১৮৭১ সালের বসন্তকালে তিনি ইস্তাম্বুল প্রত্যাবর্তন করেন। ইস্তাম্বুলে তাঁহাকে জারীদায়ে আসকারিয়্যা (সামরিক মুখপত্র)-এর সম্পাদনার দায়িত্ব প্রদানের প্রস্তাব আসিলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন এবং দেড় বৎসর পর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করিয়া যান। সাথে সাথে তিনি তখ্‌তাহ্ কিল'আ (Tahta Kale) নামক স্থানে তাঁহার বাসস্থানে একটি ছোটখাট প্রেসও স্থাপন করেন। তিনি তাঁহার পরিবারের অন্য সদস্যগণকে লইয়া স্বহস্তে তাহাতে তাহার রচনাবলী ছাপার জন্য মুদ্রাক্ষরে সাজাইতেন ও মুদ্রণ করিতেন, অতঃপর সেইগুলি বাঁধাই করিয়া বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে পাঠাইতেন। এই পুস্তকাগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থে এত বড় পরিবারের ব্যয় নির্বাহ সম্ভবপর নহে জানিয়াও তিনি হতাশ হন নাই, বরং সেই কার্যক্রম অব্যাহত রাখিয়া দৈনিক বাসীরাত ও অন্যান্য পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মুদ্রণালয়ের কাজের পরিধি বিস্তৃত হইলে তিনি আসিয়া আলতি এলাকায় জাখলীখানে একটি বেশ বড়সড় কক্ষ ভাড়া লইয়া কয়েকজন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া কাজ চালাইয়া যাইতে থাকেন। অবশেষে তিনি জাদ্দায়ে বাবে 'আলীতে বিশাল পরিসরে একটি পূর্ণাঙ্গ মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এতসব ব্যস্ততা সত্ত্বেও বাগদাদে যেভাবে পরিবারের ছোটদের লেখাপড়ার জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেন এখানেও ঠিক সেইরূপ তাহাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ১২৮১/১৮৭২ সালে মিদহ্‌াত পাশা যখন প্রধান মন্ত্রী হন তখন আহ্‌মাদ মিদহাত কেবল দাগাজীক সাময়িকীতেই প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, বরং দাওর নামক একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের অনুমতিও হাসিল করিলেন। কিন্তু ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির করিতেই উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অবশেষে তিনি তাঁহার জনৈক আত্মীয় মুহ্‌াম্মাদ জাওদাত-এর নামে দৈনিক

বদ্‌র প্রকাশের অনুমতি লাভ করেন। কিন্তু উহার মাত্র তেরটি সংখ্যা প্রকাশ হইতেই এই পত্রিকাটিও পূর্ববর্তী পত্রিকার ন্যায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহা ছিল ১৮৭২ সালের নভেম্বর মাসের ঘটনা। ঘটনাক্রমে দুগারজীক সাময়িকীতে প্রকাশিত দুওয়ারদিন বার সাদা শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বাসীরাত পত্রিকার একটি ইসলাম বিরোধী প্রবন্ধের কড়া সমালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে শায়খুল ইসলামের দফতর হইতে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়।

অতঃপর এক সন্ধ্যায় যখন আহ্‌মাদ মিদহ্‌াত একটি প্রমোদস্থলে ছিলেন তখন তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া পুলিশ থানায় লইয়া যায়। তাঁহাকে অন্তরীণাবদ্ধ করা হয়। ইহার অল্প কিছুদিন পরেই তাঁহাকে নামিক কামাল নূরী, রাশাদ ও আবুদ দিয়া তাওফীক বে-এর সহিত একত্রে একটি জাহাজে তুলিয়া দিয়া ইস্তাম্বুল হইতে দেশান্তরিত করা হয় (মুহ্‌াররাম ১২৯০/মার্চ ১৮৭৩)।

আহ্‌মাদ মিদহ্‌াতকে আবুদ দিয়ার সঙ্গে রোডস দ্বীপে প্রেরণ করা হয়। তিনি নব্য উছমানলী দলের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও এবং নামিক কামালের সহিত তাহার কোনরূপ যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে রোড্‌স দ্বীপের দুর্গাভ্যন্তরে বন্দী করিয়া রাখা হয়। এই কঠোর শাস্তির দরুন তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইলেও পরবর্তীতে সেই কঠোর বন্দী জীবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন এবং নিজের সময় অধ্যয়ন ও লেখালেখিতে অতিবাহিত করিতে থাকেন। তাঁহার লিখিত গল্প-প্রবন্ধ দুনয়া, একনাজী, গোলশ, আচিকবাশি, হাসান-সাল্লাহ, আখযে শূর সবকয়টি ঐ কারাবন্দী জীবনেই লিখিত হইয়াছিল। এই পুস্তকগুলি লিখিয়া তিনি ইস্তাম্বুলে পাঠাইয়া দেন। সেখানে তাঁহার জনৈক আত্মীয় মুহ্‌াম্মাদ জাওদাত-এর নামে এইগুলি প্রকাশিত হয়। এই কারণে বাসমাজিয়ান (Basmadjian) আহ্‌মাদ মিদহ্‌াতের কোন কোন রচনাকে মুহ্‌াম্মাদ জাওদাতের রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. (Basmadjian Essai sur P Hiotoira de la litteraturi Outtomane, প্যারিস ১৯১০ খৃ., পৃ. ২১৮)। এতদ্ব্যতীত ঐ বন্দী জীবনেই তিনি ইবরাহীম পাশার মসজিদ চত্বরে মাদ্রাসা-ই সুলায়মানিয়্যা নামে একটি মক্তবও খুলেন যেখানে তিনি শিশুদিগকে আধুনিক পন্থায় শিক্ষাদান করিতে শুরু করিয়াছিলেন।

সুলতান আবদু'ল-'আযীযের অপসারণের (১২৯৩/১৮৭৬) পর আহ্‌মাদ মিদহ্‌াত ক্ষমালাভ করেন এবং ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন করেন। এইবার তিনি তাঁহার পূর্ণ শক্তি ও মনোযোগ প্রেসের পিছনে ব্যয় করিতে থাকেন। তিনি তাঁহার সেই পুরাতন পুস্তকগুলির পুনর্মুদ্রণে মনোযোগী হন এবং সাথে সাথে নূতন নূতন পুস্তকও রচনা করিতে থাকেন। দ্বিতীয় 'আবদু'ল-হ্‌ামীদ সিংহাসনে আরোহণ করিলে আহ্‌মাদ মিদহ্‌াত স্বল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইয়া সুলতানের মনস্তুষ্টি লাভে সক্ষম হন। তদীয় গ্রন্থ উমসে ইনকিলাব (১২৯৪ হি.)-এর প্রকাশ যাহাতে 'আবদু'ল-'আযীয-এর সময়ের বিবরণ ছিল সরকারী মুদ্রণালয়ের অধ্যক্ষ পদ লাভে তাঁহার অত্যন্ত সহায়ক হয় (১২৯৪/১৮৭৯)। নূতন এই পরিস্থিতি তাঁহার এবং নব্য উছমানীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির কারণ হইয়া দাঁড়ায়, যাহাদিগকে পুনরায় দেশান্তরিত করা হয়। (এইজন্য দ্র. নামিক কামালের আহ্‌মাদ মিদহ্‌াতকে লিখিত প্রশ্ন দুইটি যাহা নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পর প্রকাশিত হয়। আরও দ্র. রিদাউদ্দীন ইব্‌ন খায়রুদ্দীন আহরমাদ, মিদহ্‌াত আফিন্দী, আওরেনবুর্গ ১৯১৩ খৃ., পৃ. ৬০-৭৩)।

এতসব সত্ত্বেও তিনি স্বৈরাচারী সরকারের কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন এবং সচ্ছল জীবনযাত্রার সাথে সাথে নিজ দেশ ও জাতির জন্য সাধ্যমত কার্যক্রম চালাইয়া যাইবার সুযোগ লাভ করেন।

আহ্‌মাদ মিদহ্‌াতের সত্যিকারের সাংবাদিক জীবন, ইত্তিহ্‌াদের কয়েক দিনের প্রকাশনার পর ১৮৭৮ সালের ২৭ জুন (২৬ জুমাদাল-উখরা, ১২৯৫ হি.) তারজুমান-ই হাকীকাত প্রকাশনার সূচনাকাল হইতেই শুরু হয়। উক্ত পত্রিকাটি প্রকাশের অনুমতি মুহ্‌াম্মাদ জাওদাত-এর নামেই লওয়া হইয়াছিল। পত্রিকাটি সুলতানী প্রাসাদ হইতে মাসিক ৩০ স্বর্ণমুদ্রা (পাউন্ড) হারে সাহায্য লাভ করিত। ১৮৮২/১২৯৯-১৮৮৫/১৩০২ সাল পর্যন্ত তাঁহার জামাতা অধ্যাপক নাজী-এর সম্পাদনায় পরিচালিত উহার সাহিত্যের পাতা ঐ যুগে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। অথচ সাধারণভাবে সাহিত্য জগতে তখন এক বিরাট জড়তা বিরাজ করিতেছিল। তারজুমান-ই হাকীকাত ছিল একটি কল্যাণকর পত্রিকা যাহা আহ্‌মাদ রাসিম, আহ্‌মাদ জাওদাত এবং হুসায়ন রেহ্‌মী-এর মত সাহিত্যিকগণকে সমাজে পরিচিতি করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। আহ্‌মাদ মিদহ্‌াত সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজ ত্যাগের পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু ১৮৮৫ খৃ তিনি রোগসংক্রমণ প্রতিরোধ বিভাগের প্রধান বা রেজিষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ খৃ. তাঁহাকে স্বাস্থ্য বিভাগীয় পরিষদের উপ-সভাপতি (দ্বিতীয় প্রধান) পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। ১৮৮৮ খৃ. তিনি প্রাচ্যবিদদের অষ্টম কংগ্রেসে তুরস্কের প্রতিনিধিত্ব করেন। ঐ কংগ্রেস স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এইভাবে দীর্ঘ সাড়ে তিন মাসকাল তিনি ইউরোপে অবস্থানের সুযোগ লাভ করেন (দ্র. আহ্‌মাদ মিদহ্‌াত আরূপা দাহ্ বির জাওলান, ১৮৯১ খৃ.)।

সুলতান 'আবদু'ল-হ্‌ামীদ ২য়-এর রাজত্বকালে (যু'ল-কা'দা ১৩০৬/জুন ১৮৮৯) আহমাদ মিদহাত বালা (বিশিষ্ট) খেতাবে ভূষিত হন। দ্বিতীয়বার শাসনতন্ত্র সংস্কার করা হইলে (১৯০৮ খৃ) বয়সসীমা আইনের আওতায় আহ্‌মাদ মিদ্‌হ্‌াতকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। কিছুকাল পর্যন্ত তাঁহার উপর উপর্যুপরি হামলা হইতে থাকে। এই সময় বেশ কিছুকাল বিরতির পর তিনি আবার নূতনভাবে সাহিত্যিক ও লেখক জীবন শুরু করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই ব্যাপারে উদাসীন ও সম্পর্কহীন থাকায় এবং লোকজনের সাহিত্য রুচি পরিবর্তিত হইয়া যাওয়ায় তাহা পূর্বের পাঠক প্রিয়তা অক্ষুন্ন নাই বুঝিতে পারিয়া শেষ পর্যন্ত তিনি এই খেয়াল পরিত্যাগ করেন। অবশেষে তিনি মন্ত্রী পরিষদের নির্দেশে দারু'ল-কা'নূনে সাধারণ ইতিহাস, দর্শন ও ধর্মের ইতিহাস, দারু'ল-মু'আল্লিমাতে ইতিহাস ও শিক্ষা দর্শন এবং মাদরাসাতু'ল-ওয়াইদীনে ধর্মসমূহের ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপনা শুরু করেন। অবশেষে যখন দারু'শ-শাফাক'াতে অবৈতানিক তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালনরত ছিলেন তখন ১৯১০ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি ইনতিকাল করেন। মুহ্‌াম্মাদ আল-ফাতিহ্-এর সমাধিক্ষেত্রে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

আহ্‌মাদ মিদহ্‌াত বেকূযে অবস্থানকালে সেই এলাকার লোকজনের সহিত অত্যন্ত সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করিতেন। শ্বশ্রূরাজির এই ব্যক্তিত্ব হাতে মোটা লাঠি লইয়া বাৎসল্যপূর্ণ এবং শুভাকাঙ্ক্ষীসুলভ আচরণ বাব আলী সড়কে অবস্থানকালে বিশাল বপু, ঘন কৃষ্ণ লোকের সহিত মেলামেশা করিতেন। ফলে উক্ত এলাকার অধিবাসীদের নিকট তিনি গভীর শ্রদ্ধা ও

ভালবাসার পাত্রে পরিণত হন। দেরা দানলার (Deradanlar) শীর্ষক একটি প্রবন্ধে (সাবাহ, রবী'উ'ল-আওয়াল ১৩১৩) আহ্‌মাদ মিদহাত ললিতকলার (ثروت فنون)-এর যে সকল সাহিত্যিকের বিরূপ সমালোচনা ও অবমাননা করিয়াছিলেন এবং যাহারা কঠোর ভাষায় তাঁহার জবাব দিয়াছিলেন শেষ পর্যন্ত তাঁহারাও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি পেশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই (হু'সায়ন যাহিদ য়ালচেন, আদাবী খ্যাতিরালার, ইস্তাম্বুল ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ১৪ প.)।

বস্তুত তুর্কী পাঠকগণ আহ্‌মাদ মিদহাতের রচনাবলীর জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। তাঁহার এই রচনাবলীর সংখ্যা দেড় শততে পৌঁছিয়াছে। এই অক্লান্ত লেখক যাঁহাকে তাঁহার সমসাময়িকগণ চল্লিশ অশ্বশক্তিসম্পন্ন লিখন যন্ত্র উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, সাধারণ পাঠক যেখানে সায়্যিদ বাত্তাল গাযী এবং 'আশিক' গারীব' জাতীয় পুস্তকাদি পাঠে অভ্যস্ত ছিল তাহাদের মধ্যে তিনি ধীরে ধীরে কেবল রোমান্টিক কাহিনী পাঠের রুচিই সৃষ্টি করেন নাই, বরং সংস্কৃতির ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহও তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি করেন। বস্তুত দাগরজেক এবং কারাক আহ্‌কাফ হইতে শুরু করিয়া তাঁহার খেদমত দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী কাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ফলে তিনি এমন এক বিশাল পাঠক গোষ্ঠীর পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করেন যাহাদের গণ্ডী শুধু তাঁহার স্বদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তাহার ব্যাপ্তি বহির্বিশ্ব পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল।

গল্প, কাহিনী ও রূপকথা ছাড়াও আহ্‌মাদ মিদহাত ইতিহাস, দর্শন, নীতিকথা, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি আরও কয়েকটি সৃজনশীল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখেন। তিনি যাহাই অধ্যয়ন করিতেন বা শিক্ষা করিতেন, তাহাই তাঁহার পাঠকগণের উদ্দেশ্যে তাহাদের বোধগম্য আঙ্গিকে লিপিবদ্ধ করিতে লাগিয়া যাইতেন। যদিও তিনি নিজের মেধাপ্রসূত তেমন কোন বিশাল রচনাকর্ম বা অবিস্মরণীয় রচনা রাখিয়া যান নাই তবুও তিনি উপরিউক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সাধারণ পাঠক সমাজে উল্লেখযোগ্য কৌতূহল সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি ডঃ জন উইলিয়াম ড্র্যাপারের পুস্তকের অনুবাদ ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাত শিরোনামে ১৩১৩ হিজরীতে প্রকাশ করেন এবং সাথে সাথে নিজের পক্ষ হইতে উহার জবাবও ইসলাম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান শিরোনামে রচনা করেন। উহাতে তিনি এই কথা দেখাইবার প্রয়াস পান যে, ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপন্থী নহে এবং তদুপরি পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বা চিন্তাধারারও পরিপন্থী নহে। তাঁহার বননেম (আমি কে?) পুস্তকটিও আধ্যাত্মিকতার প্রেক্ষাপটে রচিত এবং উহাতে জড়বাদের কঠোর সমালোচনা রহিয়াছে। উপরন্তু তিনি মানবীয় সহমর্মিতা এবং আশাবাদ (Optimism) এর অস্ত্রের দ্বারা শোপেন হাওয়ারের দর্শনের প্রতিবাদ করেন (সোপেন হাওয়ার, হিকমাত জাদীদা সী)। তিনি একদিকে তাহার সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি যাহা তিনি ১৮৬৮ খৃ. প্রকাশিত তদীয় হাজ্জায়ে আওয়াল গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার আলোকে 'উসসি ইন্‌কিলাব' (বিপ্লবের ভিত্তি) রচনা করেন এবং ১২৭৬/১৮৭৬ সালের বিপর্যয়ের পক্ষপাতমূলক বিশ্লেষণ যুবদাতু'ল-হ'াকাইক' (১৮৭৮ খৃ. প্রকাশিত) গ্রন্থে প্রকাশ করেন। অপরদিকে বিশ্ব ইতিহাস পর্যায়ের রচনা L Univers -এর অনুবাদ সিরিজ প্রকাশ করেন (কাইনাত, ১৪ খণ্ডে, প্রকাশকাল ১৮৭১ হইতে ১৮৮১ খৃ.) এবং উছমানী সাম্রাজ্যের ইতিহাস মুফাস্‌সাল (প্রকাশকাল ১৮৮০ খৃ.)-ও রচনা করেন। এই সব গ্রন্থসহ তাঁহার অন্যান্য রচনা বরাত হিসাবে তেমন কোন মূল্য বহন করে না বটে, তবে তিনি যাহাদের জন্য গ্রন্থগুলি রচনা করেন ইতিহাস সম্পর্কে তাহাদের মনে আগ্রহ সৃষ্টিতে তিনি সমর্থ হন। ফলে সামগ্রিকভাবে তাহার রচনাবলীর কিছু ত্রুটির প্রতিবিধান হইয়া যায়।

আহ্‌মাদ মিদহাতের এইসব সাহিত্য রচনা প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য দিক হইতেছে তাঁহার উপন্যাস ও গল্প রচনা। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া (যেমন ডোমাস জুনিয়র-এর গ্রন্থ হইতে অনূদিত আন্তনান কাদীনাক হিকায়াহ সী ১২৯৮ হি.। La Dame aux Camilias ১২৯৯ হি. Octave Feallet হইতে অনুবাদ বার ফাকীর দেলীফান লোংক হিকায়াহ ১২৯৮ হি. এবং সানআত কানা মোসো ১৩০৮ হি. ফরাসী লোককাহিনী রচয়িতাদের রচনাবলীর অনুবাদ করিয়াছেন, যেমন কোক (Paul de Kock)-এর রচনার অনুবাদ গ্রন্থ وچ يوز لو قارى। আবুদ দিয়া তাওফীক-এর সহিত যৌথভাবে (১২৯৪ হি.-তে প্রকাশিত), কুমরা আশিক (قمره عاشق) (১৩০৩ হি. সনে প্রকাশিত) Emile Richebourg হইতে ادرسى رال جنايتى ১৩০১ হি. ইত্যাদি)। এই রচনাবলী বিষয়বস্তুর দিক হইতে সাধারণ পর্যায়ের এবং অনুবাদ হিসাবে অত্যন্ত স্বাধীন অনুবাদ। এতদসত্ত্বেও এই গ্রন্থগুলি বেশ পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ২৮টি কাহিনী সম্বলিত লাতাইফ রিওয়ায়াত গ্রন্থটি ২৫ খণ্ডে মুদ্রিত হয় (১৮৭১-১৮৭৪ খৃ.)। অনেকটা অন্যান্য পুস্তক হইতে সংকলিত এই কাহিনীগুলির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ পি. হর্ন (P. Horn) Gesch d. Furkischen Moderne শিরোনামে লাইপজিগ হইতে ১৯০২ খৃ. প্রকাশ করেন। উপরন্তু তিনটির জার্মান অনুবাদ Turkisches high life লাইপজিগ হইতে ১৯০২ খৃ. প্রকাশ করেন। এই কাহিনীকে বর্তমান যুগের না বলিয়া একটি সাধারণ পর্যায়ের কাহিনীকার রচিত কাহিনী স্তুতিকারের নীতিকথামূলক কাহিনী বলাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এতদসত্ত্বেও এইগুলিতে এবং তাঁহার এই জাতীয় অন্যান্য কাহিনীতে প্রাচীন ইস্তাম্বুলের সমাজ জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। মিদহাত রোড্‌স দ্বীপে দ্বীপান্তর জীবন যাপনকালে অনেক মাসুর দুশা (dumaspere)-এর মন্টিক্রিষ্টো (Montie cristo)-এর অনুরূপ হ'াসান মাল্লাহ' (১২৯১/১৮৭৪) রচনা করিয়া গল্প রচনার সূচনা করেন। অতঃপর একে একে তিনি নিম্নবর্ণিত পুস্তকগুলি রচনা করেন ঃ

(১) দুনিয়া একনজী গুলশ বা খোদ ইস্তাম্বুল দেহ্ নালার উলুরমূশ;
(২) হ'াসান মাল্লাহ (১২৯১/১৮৭৪);
(৩) ফালাতূন বেক লা রাকিম আফেন্দী (১২৯২/১৮৭৫);
(৪) পারিস দাহ্ বর তুরক (১২৯৩/১৮৭৭);
(৫) সুলায়মান সুসোলী (১২৯৪/১৮৭৭);
(৬) য়োরেয়ূ যিন্দাহ্ বর মূলক (১২৯৬/১৮৭৯);
(৭) হানূয আওন য়াদী য়াশিন্দা;
(৮) বালিয়্যাত মুদহাকাহ্;
(৯) আমীরাল বাংগ (১২৯৯/১৮৮০-১);
(১০) আজাইব-ই আলাম,
(১১) দার দানাহ্ খানাস (১২৯৯/১৮৮১);
(১২) ওয়ালেইয়ার য়োরমী য়াশিন্দাহ্;
(১৩) আস্‌রার জিনায়াত;

(১৪) জাল্লাদ (১৩০১/১৮৮৩-৪);
(১৫) হায়রাত (১৩০২-১৮৮৪);
(১৬) দামীয বেক;
(১৭) হাঈদূত মন্তরী আরনাউদ লার সেলয়ুত লার (১০০৫/১৮৮৭);
(১৮) গুরজী কীযী বা খূদ ইন্‌তিকাস;
(১৯) নাদামাত মী (?) হায়হাত (১৩০৬/১৮৮৮);
(২০) মুশাহাদাত;
(২১) পা পাস দাহ্‌ কায় আস্‌রার (১৩০৮/১৮৯০);
(২২) আহমাদ মাতীন ওয়া শীরযাদ
(২৩) খিয়াল ও হাকীকাত (১৩০৯/১৮৯০);
(২৪) গোক্‌লালু (১৩১৪/১৮৯৭-৮) ইত্যাদি।

তাঁহার শেষ উপন্যাস যূন তুর্ক (ژون ترك) যাহা তসরতামানে হাকীকাত পত্রিকায় শাসনতন্ত্র কার্যকরী হওয়ার পর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। আহ্‌মাদ মিদ্‌হাত প্রকৃত অর্থে একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন। তাঁহার রচনাভঙ্গি অত্যন্ত সরল ও চিন্তা উদ্দীপক। তাঁহার রচনায় কখনও কখনও এত অতিশয়োক্তির সংমিশ্রণ ঘটে যে, মনে হয় উহা একান্তই কল্পনা প্রসূত (যেমন হ্‌াসান মাল্লাহ্‌; দরদানাহ প্রভৃতিতে)। আবার কখনও কখনও তাহাতে বাস্তবতা এতই মূর্ত হইয়া উঠে যে, তাহাতে নবচিন্তা বা কল্পনার কথা চিন্তাও করা যায় না (যেমন তাঁহার মুশাহাদাত গ্রন্থে ঘটিয়াছে)। তিনি তাঁহার প্রতিটি উপন্যাসে তাঁহার পাঠকবর্গকে প্রতিটি জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে সুযোগ ও সুবিধামত অবহিত করিতে প্রয়াস পান এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রায়শ উপদেশ দিয়া থাকেন। এই জাতীয় উপদেশ প্রদান ও দীর্ঘ বর্ণনার দরুন রচনার অনবদ্যতা ও মূল কাহিনী অনেকটা বিঘ্নিত হয় বটে, কিন্তু পাঠকদের সহিত বন্ধুসুলভ সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি তাঁহার সেই দুর্বলতাকে চাপা দেওয়ার প্রয়াসও পান। স্থানীয় ইস্যুসমূহের ব্যাপারে কলম ধারণ করিতে গিয়া মাঝে মাঝে এমন অতিশয়োক্তির আশ্রয় নিয়া থাকেন যে, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি রোমান্টিকতার ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছিয়া যায়। তাঁহার সৃষ্ট কোন কোন চরিত্র এমনই বাস্তব যে, মনে হয় সমাজের কোন বাস্তব চরিত্রকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গল্পে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার কোন কোন উপন্যাসে তিনি তাঁহার নিজ যুগের অর্থাৎ সুলতান সালীম ৩য় এবং মাহ্‌মূদ ২য়-এর আমলের ইস্তাম্বুলের সমাজ চিত্র অত্যন্ত প্রাণবন্ত করিয়া একবারে বাস্তব চিত্ররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি কিছু নাটক (تمثیلات)-ও রচনা করিয়াছেন, যেমন আখয ছার, আচক বাশ (১৮৭৪) সিয়া উশ, চারকাস, আত্তাযন লবী প্রভৃতি। এই লেখক কোন দিন এমন দাবি করেন নাই যে, তিনি কোন উচ্চতর সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রয়াসী, কিন্তু তিনি তুর্কী জাতীয়তাকে একটি সচেতন পর্যায়ে পৌঁছাইবার কৃতিত্বের অধিকারী। তিনি এই ধারণার ওকালতী করিয়া গিয়াছেন যে, তুর্কীদের ইতিহাস কেবল উছমানীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে এবং তুর্কী ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাষারূপে দাঁড় করাইতে হইবে। তিনি পাশ্চাত্যের উচ্চ মানের (Classic) সাহিত্যের পুস্তকগুলির অনুবাদের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া পাশ্চাত্যমুখী ধ্যান-ধারণার প্রভাবে প্রভাবান্বিত আমাদের সংস্কৃতিকে একটি যথার্থ ও সুষ্ঠ ভিত্তির উপর দাঁড় করাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার প্রভাব ও সুখ্যাতি জাতীয় গতি অতিক্রম করিয়া বহির্বিশ্বেও পৌঁছিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থাদি তুর্কী জাতিসমূহ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকে এবং উপভোগ করিয়া থাকে। কেননা আহ্‌মাদ মিদ্‌হাত সেই প্রগতিশীল আন্দোলনের একজন অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি তানজ়ীমাত-এর সাথে যাহাদের যাত্রা শুরু হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তাঁহার জীবনী সম্পর্কে দ্রষ্টব্য ঃ (১) আহ্‌মাদ মিদহরাত মানফী, ১২৯৩ হি.; (২) ইসমা'ঈল হাককী, আহ্‌মাদ মিদহরাত আফিন্দী উন দরদনজী আসরাক তুর্ক মুহারির লারীর, ১৪ খণ্ড, ১ম ভাগ), ১৩০৮হি.; (৩) রিদাউদ্দীন ইব্‌ন ফাখরুদ্দীন, আহ্‌মাদ মিদহরাত আফিন্দী আওরনবুর্গ ১৯১৩ খৃ.; (৪) ইসমাঈল হাবীব, তানযীমাত দান বারী ১৯৪০ খৃ., ২৩১-২৪২, ২৬২-২৬৩ প., ৩১২ প.; (৫) ইস্‌মাঈল হি্‌কমাত, তুর্ক আদাবিয়্যাত তারিখী, বাকূ ১৯২৫ খৃ., ২খ, ৫০৮-৫২৪; (৬) ঐ লেখক, আহরমাদ মিদহ্‌াত, ১৯৩২ হি.; (৭) ড. কামিল য়াযগীচ (আহ্‌মাদ মিদহ্‌াত আফিন্দীর পুত্র), আহ্‌মাদ মিদহরাত আফিন্দী হায়াতী ও খাতিরাহ লারী, ১৯৪০ খৃ.; (৮) আহ্‌মাদ ইহ্‌সান, মাতবূআত খাতিরাহ লারী, ১খ, ৩২-৩৭; (৯) খালিদ দিয়া আওশাক লী গীল বিরক বীল, ১৯৩ খৃ.: (১০) হুসায়ন জাহিদ য়ালচীন, কাউগাহ লারীম (১৩২৬ হি.); (১১) ঐ লেখক আদাবী খাতিরাহ লার (ইস্তাম্বুল ১৯৩৫ খৃ.), পৃ. ১৪, ৮২ প.; (১২) মুস্‌তাফা নাহাদ, তুরকচাহ দাহ রুমান, (১৯৩৭ খৃ.), পৃ. ১৮৭-৩৩২; (১৩) আহ্‌মাদ রাসিম মুহ্‌াররির, শাইর আদীব (১৯২৪ খৃ.), পৃ. ৩৫, পৃ. ৪৬ প.; (১৪) P. Horn, Geschichte der Turkischem Moderne, লাইপজিগ ১৯০৯ খৃ., পৃ. ১২-৩০; (১৫) ব্যাবিনগার (Bahinger), পৃ. ৩৮৯-৩৯১; (১৬) O Hachtmann, Die terkisch Li teratur desjahrhundents: (17) M. Hartmann, Unpolistiche Briefe aus der Tukeit, লাইজিগ ১৯১০, পৃ. ৭০, ২০৮; (১৮) J. Ostrup. Erindringer, কোপেন হেগেন ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ৪১-৪৪।

সাবরী আসাদ সিয়াউশ গর্লী (তুকী ই.বি. ও B. Lewirs)/
আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

আহ্‌মাদ মিয়াঁ আখতার কাদী জুনাগড়ী (احمد میاں اختر قاضی) ঃ আনু. ১৮৯০-১৯৬০ ?, জুনাগড়ের এক আরব বংশসম্ভূত অভিজাত পরিবারে জন্ম। আরবী শিক্ষার সংগে ইংরেজীতেও তিনি যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিছু দিনের জন্য নাদ্‌ওয়া-তে ছিলেন। জ্ঞানী-গুণীদের মেহমানদারীর জন্য জুনাগড়ে তাঁহার খ্যাতি ছিল। জুনাগড় রাজ্য-সরকারের পক্ষ হইতে তাঁহার জন্য ভাতা নির্ধারিত ছিল। বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ পুস্তকে সজ্জিত লাইব্রেরী তাঁহার জ্ঞানানুসন্ধিৎসার পরিচয় বহন করে। সমকালীন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। জুনাগড় হিন্দুদের হাতে চলিয়া যাওয়ার পর বাস্তুত্যাগী হইয়া তিনি করাচী আগমন করেন। তিনি আনজুমান-ই তারাক্‌্‌কী উর্দূ-এর সহ-সভাপতি ছিলেন। সর্বশেষে তিনি সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৭৩

আহমাদ মুহাররাম (احمد محرم) ঃ আধনিক যুগে যে সকল কবি-সাহিত্যক রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করিয়াছেন আহ্‌মাদ মুহ্‌াররাম তাহাদের অন্যতম। তিনি ইসলামী বিষয়ে বিশেষ বিদ্বানও ছিলেন। ইসলামী চিন্তা চেতনায় সিক্ত হইয়াছে তাঁহার কাব্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র।

তিনি মিসরের রাজধানী কায়রো দুলনজাত-এর একটি গ্রামে ৫ মুহ'ার্‌রাম, ১২৯৪ হি./২০ জানুয়ারী, ১৮৭৭ সালে শনিবার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুহ'ার্‌রাম মাসে জন্মগ্রহণ করেন বিধায় তাঁহার নাম আহ'মাদ মুহ'ার্‌রাম রাখা হয় (আহ'মাদ কাব্বিশ, তারীখ, পৃ. ৯৮; খায়রুদ্দীন আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, ১খ, পৃ. ২০২)। তাঁহার পিতার নাম হ'াসান আফিন্দী 'আবদুল্লাহ্। তিনি তুর্কী বা শারাক্‌সী বংশোদ্ভূত ছিলেন। কায়রো শহরে তাঁহার শৈশবকাল দীর্ঘায়িত হয় নাই। পিতার সাথে শহরের অভিজাত এলাকা ছাড়িয়া 'বুহায়রা' জেলার অন্তর্গত প্রত্যন্ত অঞ্চল আবিয়াম হ'ামরা (أبام الحمراء) গ্রামে গমন করেন যেখানে তাঁহার পিতা সাধারণ মানুষের ভূসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং তাঁহার ছেলের জন্য একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। সেখানে আহ'মাদ মুহ'ার্‌রাম লেখাপড়া শিখিয়াছেন, পবিত্র কু'রআনের যৎসামান্য মুখস্থ করিয়াছেন। যখন তাঁহার জ্ঞানার্জনের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল তখন পিতা তাঁহার ছেলের জন্য একজন আযহারী আলিম (শিক্ষক) মনোনীত করিলেন। তাঁহার নিকট আরবী ব্যাকরণের নাহও, স'ারফ্ ও ভাষা সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। তখনও তাঁহার বয়স ১২ বৎসর অতিক্রম করেন নাই (আহ্'মাদ আবদুল লতীফ আল-জাদা ও হু'সনী আদহাম জারার শুআরাউদ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়্যা ফিল-আসরিল হ'াদীছ', পৃ. ৬৪; য়ূ'সুফ কোকেন, আ'লামুন নাছরি ওয়াশ-শি'র ফিল-আস'রিল আরাবিয়্যাল হ'াদীছ', পৃ. ৯৫)।

অতঃপর তাঁহার পিতা তাঁহাকে কায়রো শহরের একটি মাদ্রাসায় ভর্তি করান, তিনি সেখানে আশানুরূপ শিক্ষা পান নাই। অতঃপর তিনি ঐ বিদ্যালয় ত্যাগ করিবার প্রত্যাশায় অনুমতি চাহিলেন এবং আব্বাসী যুগের খ্যাতনামা দুইজন কবি আল-মু'তানাব্বী ও আল-বুহ্‌তুরী-র সমমর্যাদায় পৌঁছিবার কামনা করেন। অতঃপর তাঁহাকে অধ্যয়নের জন্য একটি বিরাট গ্রন্থাগার দেওয়া হয় যেখানে ধর্ম সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন সম্পর্কে মৌলিক গ্রন্থাবলী ছিল। ফলে তিনি ঐ গ্রন্থগারে আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহার পছন্দ মাফিক জ্ঞানার্জনে সক্ষম হন। তাঁহার অবিরাম অধ্যয়নের ফলে সাহিত্য, ইতিহাস ও ভাষার উৎপত্তি পর্যন্ত জ্ঞান লাভ করেন এবং এইভাবে তিনি কাব্যরচনার উচ্চাসনে পৌঁছিবার জন্য যোগ্যতা লাভে সমর্থ হন (প্রাগুক্ত)।

তিনি ১৫ বৎসর বয়সে সাংবাদিকতার প্রতি মনোযোগ দেন এবং সাংবাদিকতার উচ্চাসন লাভ করেন, রাজনৈতিক ও সামজিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যে বিষয়ের ব্যাপারে তিনি বেশ কিছু কাজ করেন। কবি ও সাহিত্যকদের আসরে তাঁহার আলাপ-আলোচনা শুরু হয় এবং তাঁহারা তাঁহাকে পছন্দ করেন। তিনি ১৮ বৎসর বয়সে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যক গ্রন্থাদি লিখিতে মনোযোগী হন। তাঁহার গভীর আগ্রহ ও উচ্চাভিলাষের ফলে এই ক্ষেত্রেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন (আহমাদ আবদুল লাতীফ আল-জাদা ও হ'াস্‌নী আদ্‌হাম জারার, পৃ. ৬৫)।

তিনি চাকুরি অপছন্দ করিতেন। সরকার বা প্রশাসনের পক্ষ হইতে আদিষ্ট হইয়া তিনি জাতির জন্য অনেক কাজ করিয়াছেন এবং দেশের জন্য তিনি ছিলেন একজন সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি মজবুত ঈমানের অধিকারী ছিলেন, জীবনের বিভিন্ন সমস্যায় ছিলেন কঠোর সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল। তিনি এমন এক সময়ে জীবন যাপন করেন যে সময়ে মিসর বৃটিশ ও আঞ্চলিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫)।

তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় 'দামানহুর' শহরে অতিবাহিত করেন এবং জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের পক্ষে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেন। সরকারী প্রশাসন ও তাহার নৈকট্য হইতে তিনি দূরত্ব বজায় রাখেন। তিনি তাঁহার উৎপাদনমুখী কর্ম নিয়ে সংবাদপত্র সেবা অব্যাহত রাখেন। দামানহুরে প্রকাশিত "আস'-সি'দ্‌ক" নামীয় পত্রিকাটি সাহিত্যের অঙ্গনে উন্নত সাহিত্যিক পত্রিকা বলিয়া গণ্য হইত। সেখানে একটি সাহিত্য সংখ্যার প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে নবাগত কবিগণ আগমন করিতেন। তিনি তাহাদেরকে সহজ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন, সাহিত্যিক গবেষণা ও সমালোচনামূলক মতামত ব্যক্ত করিয়া লিখিতেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬)।

কবি আহ'মাদ মুহ'ার্‌রাম সকল কর্মে বিশ্বস্ত, জাতির জন্য নিবেদিত ও কাব্য রচনায় পারদর্শী ছিলেন তাঁহার প্রজ্ঞা ও প্রতিভা তাঁহাকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কর্মব্যস্ত রাখিয়াছে। তিনি দর্শন ও সাহিত্যের প্রাণবন্ত পরিবেশে আগমন করেন, তবে বার্ধক্য তাঁহাকে দার্শনিক ও সাহিত্যিক চিন্তা-চেতনায় অগ্রসর হইতে সুযোগ দেয় নাই (প্রাগুক্ত)।

তিনি দামানহুরে অবস্থানকালে প্রায়শ তাঁহার বাড়ীতে কবিদের আসর অনুষ্ঠিত হইত। সেখানে কবিগণ তাঁহাদের কবিতা আবৃত্তি করিতেন, কবি আহ'মাদ মুহ'াররামও তাঁহার কবিতা আবৃত্তি করিতেন। এই কবিতাগুলি তিনি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইতেন। কিন্তু ইহা তাঁহাকে স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারে নাই। তিনি তাঁহার পিতার সমৃদ্ধ লাইব্রেরীতে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি ছিলেন পড়াশুনায় সর্বদা নিমগ্ন। মাঝে মাঝে রাত্রে বাতির তৈল শেষ হইয়া যাইত এবং তিনি কবিতা ও কবিতার বই লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার যথোচিত কদর হয় নাই বলিয়া তিনি তাঁহার কবিতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন (মুহ'াম্মদ ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ২০০)।

তিনি হালকা-পাতলা দেহবিশিষ্ট ও স্বল্পভাষী ছিলেন। তিনি যখন কথা বলিতেন ক্ষীণ স্বরে কথা বলিতেন, সঙ্কেতের সাহায্য নিতেন এবং নিঃসঙ্গতা ভালবাসিতেন। সভা-সমাবেশে অংশগ্রহণ করিলে শোরগোল হইতে অনেক দূরে এক পার্শ্বে অবস্থান করিতেন যাহাতে তিনি তাঁহার সঠিক মতামত উপস্থাপন করিতে পারেন। দামানহুর শহরের এক মাঠে নির্ধারিত একটি গাছের নীচে বিশ্রাম নিতেন, যে গাছটি 'শাজারাতু মুহ'াররাম নামে পরিচিত ছিল। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার জীবন মুসলিম উম্মার খেদমতে দামানহুর শহরেই অতিবাহিত হয়। ১৩৬৫ হি./১৯৪৫ সালে ঐ শহরেই তিনি ইনতিকাল করেন (মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সা'দ, ১খ., পৃ. ২০১)।

তাঁহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটিয়াছে ঃ কাব্য প্রতিভা ও সাধারণ জীবন যাপনে অংশগ্রহণের জন্য স্বভাবগত যোগ্যতা (আহ'মাদ আবদুল লাতীফ আল-জাদা ও হু'সনী আদ্‌হাম জারার, পৃ. ৬৬)। তাঁহার কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে আল-মু'হীত পত্রিকার একজন সাহিত্যিক মন্তব্য করেন, আমার দৃষ্টিতে ১ম শ্রেণীর কবি হইল তিনজন ঃ (১) মাহমূদ সামি আল-বারূদী, (২) হাফিজ ইবরাহীম (৩) আহ'মাদ মুহ'াররাম (আহ'মাদ মুহ'াররাম , প্রাগুক্ত, পৃ. ১০)। সাহিত্য সমালোচকগণ একমত হইয়াছেন যে, কবিগুরু আহ'মাদ শাওকী ও আহ'মাদ মুহ'াররামের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, বরং উভয়ের মাঝে যথেষ্ট মিল ও সাদৃশ্য রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া তাঁহারা উভয়ে সঙ্গীত'শিল্পে অংশগ্রহণ করিতেন (আহ'মাদ কাব্বিশ, পৃ. ৯৮)।

সাহিত্যিক অবদান ঃ কবি আহ'মাদ মুহ'াররাম এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাহিত্যের অঙ্গনে একক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং আধুনিক আরবী কাব্য-সাহিত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি তাঁহার উচ্চ কর্মের অবদান দ্বারা

সাহিত্যকে দীর্ঘায়িত করিয়াছেন, তাঁহার কাব্যসম্ভার পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়াছে, মানুষকে ব্যস্ত রাখিয়াছে, দেশের দিক-দিগন্তে তাঁহার সুনামখ্যাতি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই যে, তিনি স্বভাবজাত কবি এবং আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। অবশ্য তাহারই ছোটবেলা হইতেই ইহার নির্দশন প্রকাশ পাইতেছে এবং এই কাব্যপ্রতিভা নিয়াই তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন (আহ্‌মাদ আবদুল লাতীফ আল-জাদা ও হুসনী আদহাম জারার, পৃ. ৬৬)।

তিনি তাঁহার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার রাখিয়া যান। ইহার অধিকাংশই কবিতা। তাঁহার কবিতাগুলি ভাষার স্বচ্ছতায় পরিপূর্ণ। বিষয়বস্তুর দিক দিয়াও অত্যন্ত স্বতন্ত্র। তাঁহার অল্প সংখ্যক গদ্য সাহিত্য রহিয়াছে (মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাদ, ১খ., পৃ. ২০২)। তাঁহার সাহিত্যিক জীবন যোগ্যতা, শক্তি ও আভিজাত্যে পরিপূর্ণ। এই সকল গুণের সমন্বয়ে তিনি বহু কাব্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ফলে ১৯১০ খৃ. নীল নদের কবিদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের সনদ লাভ করেন। আরবী সাহিত্যের গদ্য-পদ্য উভয় বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিয়া ১৫টি পুরস্কার লভ করেন যাহা বিভিন্ন সাময়িকী ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে (আহ্‌মাদ আবদুল লাতীফ আল-জাদা ও হুসনী আদহাম জারার, পৃ. ৮, ৬৯-৭৯; মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাদ, ১খ, পৃ.২০২)। নিম্নে তাঁহার সাহিত্যিক অবদানের একটি তালিকা দেওয়া হইলঃ

১। ১৬ বৎসর বয়সে معلقة নামীয় বিখ্যাত কবিতা রচনা করেন যাহা عكاظ الأدب নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই কাব্য সংকলনে অন্তর্ভুক্ত সাত কবির মধ্যে অবশিষ্ট ছয়জন হইলেন সায়্যিদ তাওফীক আল-বিকরী, শায়খ আবদুল জলীল, জামীল আফিন্দী যাহাবী আল বাগদাদী, আহ্‌মাদ শাওকী বেক, মুহাম্মাদ ওলীউদ্দীন বেক ইয়াকুন ও উকাজ-এর পরিচালক মুহাররাম (প্রাগুক্ত, পৃ. ৯)।

তাঁহার মুআল্লাকার প্রথম চরন (আহ্‌মাদ মুহাররাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯)।

منازل سلمى لاعدتك الغمائم
وإن درست بالجزع منك المعالم.

"ওহে সালমার ঘরবাড়ী! বৃষ্টিপাত তোমাকে সিক্ত না করুক, যদিও তোমার নিদর্শনসমূহ আর্তনাদ করিতে করিতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।"

২। দীওয়ানু মুহাররাম দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে তিনি ১৯০৮ খৃ. পর্যন্ত তাঁহার কবিতাসমূহ সঙ্কলন করেন তাহার জীবদ্দশায় ইহা ছাপানো হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯০৮ খৃ. হইতে ১৯২০ খৃ. পর্যন্ত তাঁহার কবিতাসমূহ সঙ্কলন করেন, যাহা তাঁহার জীবদ্দশায় মুদ্রণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পরবর্তীতে তাঁহার ছেলে মাহমূদ তাঁহার দীওয়ানের সকল কবিতা একত্র করিয়া ৬টি খণ্ডে প্রকাশ করেন। ইসলামী বিষয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত কবিতা ছাড়াও সকল বিষয়ের কবিতাই তাঁহার দীওয়ানে স্থান পাইয়াছে।

৩। ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট শোকগাথা ফিলিস্তীনের ঘটনাবলী এবং বিভিন্ন বিষয়ের শত শত দীর্ঘ কবিতা ও খণ্ড কবিতা আছে যাহা ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পর রচনা করেন । এই কবিতাগুলি বিভিন্ন মিসরীয় ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্তীতে ইহা আর সঙ্কলন করা হয় নাই।

৪। নাকবাতুল-বারামিকা نكبة البرامكة (বারমাকীদের দুর্যোগ) ইহা পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত একটি কাব্য নাটক।

৫। তিনজন কবির সমালোচনামূলক বিস্তারিত গবেষণা। এই তিনজন কবির নাম আল-বিকরী, হাফিজ ইবরাহীম এবং ঈসমাঈল সাবরী।

৬। তাঁহার সর্ববৃহৎ সাহিত্য সৃষ্টি الإلياذة বা ديوان مجد الاسلام। الإسلامية। গ্রন্থ। তাঁহার জীবদ্দশায় এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় নাই। পরবর্তীতে দুইবার ইহা ছাপা হইয়াছে, প্রথমত ১৩৮৩/১৯৬৩ সালে, দ্বিতীয়ত ১৪০১ সালে। তিনি ইসলামের শুভ-উদয়ের গৌরবময় ইতিহাসে বিশেষত রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনী, হিজরত, গায্ওয়া, সারিয়্যা ইত্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি ইসলামের অন্যান্য ঘটনা, সাহাবায়ে কিরাম ও মুজাহিদীনের জীবন চরিত উপস্থাপন করিয়াছেন। কবি তাঁহার মৃত্যুর ১২ বৎসর পূর্বে ১৩৫৩ হি. সালে উস্তাদ মরহুম মুহিব্বুদ্দীন আল-খাতীবের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা রচনা করেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ২০ বৎসর পর ১৩৮৩ হি. সালে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (আহ্‌মাদ আবদুল লাতীফ আল-জাদা হুসনী আদহাম জারার, পৃ. ৭০-৭১)। তাঁহার দীওয়ানের অন্তর্ভুক্ত প্রথম কাসীদার নাম مطلع النور الأول। কবি রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসায় বলেন, (মুহাম্মদ ইব্‌ন সাদ, ১খ, পৃ. ২০৩; আহ্‌মাদ মুহাররাম ঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫)।

املإ الارض يا محمد نورا
واغمر الناس حكمة والدهورا.

"হে মুহাম্মদ ! তুমি নূর দ্বারা এই পৃথিবীকে পূর্ণ করিয়াছ, যুগ ও যুগের মানুষকে হিকমাত দ্বারা আবৃত করিয়াছ।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ড. নি'মাত আহ্‌মাদ ফুআদ, খাসায়িসুশ শি'রিল হাদীছ দারুল ফিকরিল আরাবী, পৃ. ৬৭; (২) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাদ, আল-আদাবুল হাদীছ, রিয়াদ-দার আবদুল আযীয আল হুসাই, ১৪১৮/১৯৯৮, ১খ, ৭ম সং. পৃ. ২০০-২০৯; (৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাদ ইব্‌ন হুসাইন, আল-আদাবুল আরাবী ওয়া তারীখুহু, আল-আসরুল হাদীছ, লিস-সানাতিছ ছালিছাতিছ-ছানিয়্যাতি, আল-মামলাকাতুল আরাবিয়্যাতুস সুঊদিয়া, জামিআতুল ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুউদ আল-ইসলামিয়া, ১৪১২ হি., ৫ম সং, পৃ. ৬২-৬৬; (৪) আহ্‌মাদ মুহাররাম, দীওয়ান মাজদিল ইসলাম, কুয়েত, মাকতাবাহ আল-ফালাহ, ১৪০২/১৯৮২, ১ম সং., পৃ. ৯; (৫) আয-যিরকলী, আল-আলাম, বৈরূত, দারুল ইলমি লিল মুল্লাঈন, ১৯৯৭ খৃ., ১খ., পৃ. ২০২; (৬) আহ্‌মাদ কাব্বিশ, তারীখুশ শিরিল-আরাবিল হাদীছ বৈরূত, ১৩৯১/১৯৭১, পৃ. ৯৮-১০০; (৭) আহ্‌মাদ আবদুল লাতীফ আল-জাদা হুসানী আদহাম জারার, শুআরাউদ দাওয়াতিল ইসলামিয়্যা ফিল আসরিল হাদীছ, বৈরূত ১৪০১/১৯৮১, ৪খ., পৃ. ৬৪; (৮) ড. শাওকী দায়ফ, দিরাসাতুন ফিস শিরিল আরাবিল মুআসির, কায়রো, দারুল মাআরিফ, ৮ম সং., পৃ. ৪৪-৫৭; (৯) মুহাম্মাদ য়ূসুফ কোকেন, আলামুন-নাছরি, ওয়াশ-শিরি ফিল-আসরিল আরাবিয়্যিল হাদীছ, মাদ্রাজ, দারু হাফিজ লিত তাবাআহ ওয়ান-নাশরি, ১৪০৪/১৯৮৪, ৩খ, পৃ. ৯৫-৯৯; (১০) আবদুর রাহমান আর-রাফিঈ, শুআরাউল ওয়াতানিয়্যা; (১১) হাসান কামিল আস-সায়রাফী, আহ্‌মাদ মুহাররাম ওয়া মাকানাতুহু বায়না শুআরা (প্রবন্ধ), আল-মাজাল্লাতুর মিসরিয়া, ডিসেম্বর সংখ্যা, ১৯৫৭; (১২) মুহাম্মাদ আবদুল মুনইম খাফাজী, মাযাহিবুল আদাব; (১৩) মু'জামুল মুআল্লিফীন, উমার রিদা কাহ্হালা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬; (১৪) ফারূক খুরশীদ ও আহ্‌মাদ কামাল যাকী, মুহাম্মাদুন ফিল-আদাবিল মুআসির; (১৫) আহ্‌মাদ উবায়দ, মাশাহীরু শুআরাইল আসরি।

ড. মোহাম্মদ আবুদল মালেক

আহ্‌মাদ য়াসাবী (احمد يسوى) ঃ (মৃ. ৫৬২/১১৬৬), বিখ্যাত সূ‘ফী কবি ও একটি তারীকার প্রবর্তক। তিনি বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এবং তুর্কীদের আধ্যাত্মিক জীবনধারা শত শত বৎসর ধরিয়া তাঁহার নিকট হইতে গভীরভাবে প্রেরণা লাভ করিয়াছিল। যদিও তাঁহাকে পীর-ই তুরকিস্তান (তুর্কিস্তানের পীর) উপাধি দেওয়া হইয়াছিল (ফারীদু’দ-দীন ‘আততার, মান্‌তিকুত-তায়র, ইরান ১২৮৭ হি., ১৫৮, হিকায়াত দার বায়ান আহওয়াল-ই পীর তুর্কিস্তান), তথাপি তাঁহার খ্যাতি ও প্রভাব তুর্কিস্তানের ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তাহা আরও ব্যাপকতর অঞ্চলসমূহে বসবাসকারী বিভিন্ন তুর্কী গোত্রেও প্রায় নয় শত বৎসর যাবত অক্ষুণ্ন ছিল। তাঁহার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে কখনও উপেক্ষা করা যায় না, যদিও তিনি শত শত বৎসর ধরিয়া রূপকথার বস্তু হইয়া রহিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও ‘য়াসী’ নামক গ্রামে তাঁহার মাযার কাযাক কারগীয-এর মরু অঞ্চলের জন্য ধর্মীয় তীর্থকেন্দ্র ছিল। ইহা সত্ত্বেও এই মহান তুর্কী পীরের জীবনী ও কর্মকাণ্ড দ্বারা তুর্কী ধর্মীয় ও সাহিত্যিক ইতিহাস অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। তুর্কীদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান কি কিভাবে ও কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কত দূর তাঁহার প্রভাব গ্রহণ করিয়াছে তাহা নিম্নে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হইয়াছে ঃ

(১) **ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব** ঃ আহ্‌মাদ য়াসাবী খাজা সিলসিলার সহিত সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। এই কারণে অধিকাংশ সময়ে তাঁহাকে খাজা আহ্‌মাদ য়াসাবী বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। আমাদের নিকট তাঁহার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নির্ধারণের জন্য খুব সামান্যই প্রমাণাদি রহিয়াছে। যতটুকু আছে, তাহাও বর্ণনা পরম্পরায় এমনভাবে ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত স্থির করা যায় না। তবে সাধারণভাবে সঠিক তথ্য পেশ করিবার চেষ্টা করা হইবে। খৃস্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পশ্চিম তুর্কিস্তানের সীরাম শহরে তাঁহার জন্ম। শহরটি বর্তমান চিমকেন্ত (چمكنت) হইতে কিছুটা পূর্বদিকে অবস্থিত। তৎকালে ঐ শহরের নাম ছিল আসফীজাব বা আকশাহার। উহা ইসলামী সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল এবং সেখানে তুর্কী ও ইরানীরা বসবাস করিত। পিতার নাম আহ্‌মাদ শায়খ ইব্‌রাহীম। সাত বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা ইনতিকাল করেন। তখন তিনি বড় ভগ্নীর সহিত “য়াসী” চলিয়া যান এবং সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন। তুর্কীদের বর্ণনা অনুসারে এই শহরটি (য়াসী) ওগুয খান-এর রাজধানী ছিল, যেখানে তৎকালে প্রখ্যাত তুর্কী শায়খ আরসলান বাবার নেতৃত্বে একটি ত‘ারীকা চালু ছিল। এখানে কয়েক বৎসর শিক্ষা লাভের পর আহ্‌মাদ য়াসাবী ট্রান্‌স-অক্‌সিয়ানার বিরাট ইসলামী কেন্দ্র বুখারা রওয়ানা হন। বুখারা সেই সময় কারাহ খানীদের অধীনে ছিল যাহারা তখন সাল্‌জূকদের নেতৃত্ব মানিয়া চলিতেন। ইসলামী সংস্কৃতির এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে তৎকালে এক হানাফী মতাবলম্বী আমীর পরিবার আল-ই বুরহান ক্ষমতাসীন ছিলেন। তথাকার জনগণ নিজদের নেতাদেরকে “সাদ্‌র-ই জাহান” (বিশ্বনেতা) বলিয়া অভিহিত করিত এবং তাহাদের নিকট তুর্কিস্তানের সকল এলাকা হইতে হাজার হাজার লোক শিষ্যত্ব গ্রহণের উদ্দেশে আগমন করিত। ৫০৪/১১১০ সনে আহমাদ য়াসাবী শহরের সবচেয়ে বড় ‘আলিম ও আধ্যাত্মিক শায়খ য়ূসুফ হ‘ামাদানী (৪৪০/১০৪৮-৫৩৫/১১৪০)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অনেক দিন পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে থাকেন। তাঁহার সহিত তিনি বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণও করিয়াছেন। পীরের স্নেহ ও অনুগ্রহে তিনি তাঁহার তৃতীয় খলীফা মনোনীত হন এবং প্রথম দুই খলীফার মৃত্যুর পর বুখারায় পীরের স্থলাভিষিক্ত হন (৫৫৫/১১৬০)। অবশ্য তাঁহার নিজ বর্ণনায় জানা যায় যে, ইহার অল্পকাল পর তিনি “য়াসী” প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৫৬২/১১৬৬ সন অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত এখানেই তারীকাত শিক্ষা দিতে থাকেন। তখনকার দিনে সূ‘ফী-দরবেশগণ সমগ্র মুসলিম এশিয়ায় প্রভাবশালী হইয়া উঠিতেছিলেন। আনাচে-কানাচে খানকাসমূহের উদ্ভব অব্যাহত ছিল এবং তুর্কিস্তানের অভ্যন্তর য়াদীসূ-এর পার্শ্ববর্তী কুলচা অঞ্চলসমূহে ইসলামের প্রসার ও উন্নতির এক নূতন ও শক্তিশালী জোয়ার বহিতেছিল। এই অনুকূল অবস্থায় আহ্‌মাদ য়াসাবী সীরদারয়া অঞ্চল, তাশ্‌কান্দ ও তাহার আশেপাশের এলাকা এবং সায়হূন (সীর দরিয়া) নদীর অপর তীরস্থ মরু অঞ্চলসমূহে দৃঢ় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্ত ও অনুসারিগণ যাযাবর ও গ্রামবাসী তুর্কী এবং নবদীক্ষিত মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত দৃঢ় আত্মিক বন্ধনে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ছিল। তাহাদেরকে সূ‘ফী জীবন প্রণালী, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ফারসী সাহিত্য শিক্ষাদানের নিমিত্ত এই পীরকে সকলের জন্য বোধগম্য একটি বিশেষ ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। অতএব তিনি নিজের সূফী ভাবধারা সম্বলিত বাণী অত্যন্ত সহজ ভাষায় এমন পদ্ধতি ও ছন্দে রচনা করিয়াছিলেন, যাহা তুর্কী গণসাহিত্য হইতে ধার করিয়া আনা হইয়াছিল। এইভাবে যে বাণী রচিত হইল, সাধারণ কবিতার সহিত পার্থক্য সৃষ্টির জন্য তাহার নাম দেওয়া হয় হিকমত। আহ্‌মাদ য়াসাবীর একমাত্র পুত্র ইব্‌রাহীম তাঁহার জীবদ্দশায়ই মারা যায়। অতএব যাহারা নিজদেরকে আহ্‌মাদ য়াসাবীর বংশধর বলিয়া দাবি করে, তাহারা তাঁহার কন্যা গাওহার শানায-এর মাধ্যমে তাঁহার সহিত নিজেদের বংশধারা সম্পৃক্ত করিয়া থাকে। য়াসাবী গোত্রের বহু সংখ্যক সদস্য য়াসী ট্রান্‌সঅক্‌সিয়ানা ও ‘উছমানী সাম্রাজ্যের কোন কোন এলাকায় আধুনিক কাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল। আরও কতিপয় কবি-সাহিত্যিক দাবি করিয়া থাকেন যে, য়াসাবী গোত্রের সহিত তাহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে। যেমন শায়খ যাকারিয়্যা সামারকানদী, কবি ‘আতা উস্‌কূবী (খৃস্টীয় ষষ্ঠদশ শতাব্দী), আওলিয়া চেলেবী, খাজা হ‘াফিজ‘ আহ্‌মাদ য়াসাবী নাকশবান্‌দী (সপ্তদশ শতাব্দী) প্রমুখ (ফুআদ কোপরুলু, তুরক আদাবিয়্যাতানদা ইল্‌ক মুতাসাওবিফ্‌লার, পৃ. ৮৬-৮৮, ৩৯৭)। উহাদের সহিত শায়খ যান্‌গীর নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে, যিনি খৃস্টীয় ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে হ‘জ্জ পালন করিতে গিয়া দরবেশদের একটি বিরাট দলসহ ‘উছমানী সাম্রাজ্যে প্রবেশ করেন (আদাবিয়্যাত ফাকুলতাসী মাজমূ‘আসী, ৯খ., ২, ৪১)। তাহা ছাড়া য়াসীর প্রখ্যাত তূনগূয শায়খ-এর নামও উল্লিখিত ব্যক্তিদের তালিকায় স্থান পাইতে পারে। তাঁহার সময়কাল ছিল খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী (রাশহাত তারজামা সী, ইস্তাম্বুল ১২৬৯ হি., পৃ. ২৪৩)। একই শতাব্দীতে য়াসাবী গোত্রের মাহমূদ নামক এক ব্যক্তি আলতুন উরদূ (Golden Horde সোনালী উর্দূ)-এ নারী মহলে বেশ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এমনকি বড় খানের ভগ্নীর সহিত তাঁহার বিবাহ পর্যন্ত হইয়াছিল (Barthold, আওরতাহ আস্‌য়া তুরক তারীখী হাক‘ান্দাহ দাসর লারী, ইস্তাম্বুল ১৯২৭ খৃ., পৃ. ১৬১)।

আমীর তায়মূর আহ্‌মাদ য়াসাবীর সমাধি ও খানকাহ অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে মেরামত করাইয়াছিলেন। দুই বৎসর ধরিয়া এই মেরামত কাজ চলিয়াছিল। খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে আহ্‌মাদ য়াসাবীর মাযার ট্রান্‌স অকসিয়ানার ছোট বড় সকলের জন্যই নহে, বরং মরু এলাকার গৃহহীন যাযাবরদের জন্যও যিয়ারাতগাহ ছিল। সেইজন্য তায়মূরের ধর্ম-মিশ্রিত

রাজনৈতিক অভিপ্রায় চরিতার্থ করিবার জন্য ঐ মাযার মেরামত করা জরুরী হইয়া পড়িয়াছিল। স্থাপত্য শিল্পের বিশেষজ্ঞগণ ঐ সমাধি, মসজিদ ও খানকাহ্কে সেই আমলের স্থাপত্যের এক উন্নত ও উৎকৃষ্ট নমুনা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। বলা হইয়া থাকে যে, উযবেকিয়া গোত্রের শেষ খান 'আব্দুল্লাহও ঐ ভবনগুলি মেরামত করাইয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের সূত্রসমূহের বর্ণনায় ইহাই সঠিক বলিয়া মনে হয় যে, এই মেরামত প্রকৃতপক্ষে শায়বানী খানের নির্দেশে করা হইয়াছিল। শায়বানী খান যখন কাযাক খানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিলেন, তখন তিনি ফাদ্লুল্লাহ ইসফাহানীকেও নিজের সঙ্গে লইয়াছিলেন। ফাদলুল্লাহ মেহমান নামা-ই বুখারা গ্রন্থে ঐ ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, শায়বানী খান য়াসীতে মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। নির্মাণের অর্থ মেরামত বুঝা যাইতে পারে। যাহা হউক, শায়বানী খান নাকশবানদী আহ্'মাদ য়াসাবীকে কতখানি সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন ফাদলুল্লাহ ইস্ফাহানীর এই রচনায় তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। অধিকন্তু তৎকালে য়াসাবী তারীকা উযবেকদের ও বিশেষ করিয়া কাযাক গোত্রসমূহের মধ্যে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছিল। স্মৃতিসৌধে অত্যন্ত মূল্যবান জিনিসপত্র রহিয়াছে এবং উহাদের কোন কোনটির সম্পর্ক রহিয়াছে তায়মূর আমলের সহিত। রুশ আক্রমণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া উহার মেরামতের আরও কয়েকটি উদ্যোগের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে (ইল্ক মুতাসাওবিফলার, পৃ. ৮৮-৯৬, উক্ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার পরও নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা পর্যালোচনা হইয়াছে, যাহা ঐ গ্রন্থে নাই, পরবর্তী গবেষণালব্ধ তথ্য জানিবার জন্য প্রবন্ধের শেষে প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জী দেখুন)। তায়মূরের আমলের পর আধুনিক কাল পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন তুর্কী সম্রাট ঐ দরগাহ যিয়ারাত করিতে আসেন। সমাধিক্ষেত্রটি মধ্যএশিয়া ও ওয়ালগার লোকদের, বিশেষ করিয়া উযবেক ও কাযাকদের জন্য একটি প্রধান দর্শন-স্থল হইয়া রহিয়াছে (ঐ) ইহাই মরু এলাকার যাযাবরদের অতি প্রিয় য়াসাবী তারীকার প্রধান কেন্দ্র। প্রতি বৎসর শীতকালের মাঝামাঝি সময়ে নির্দিষ্ট দিনসমূহে হাজার হাজার লোক এখানে আগমন করে এবং পূর্ণ সপ্তাহ ব্যাপিয়া বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকে। য়াসাবী ত'ারীক'ার পীরদের পুরাতন কবরসমূহ এখানে ওখানে দেখিতে পাওয়া যায়। তায়মূরের আমলে এবং উহার পূর্বে ও পরে উযবেক ও কাযাক সম্রাটদের সর্বাপেক্ষা বড় কামনা ছিল মৃত্যুর পর ঐ পবিত্র স্থানে সমাহিত হওয়া। এইজন্য বিরাট আয়ের বহু ওয়াক্ফ সম্পত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। উযবেক ও কাযাকদের মধ্যে উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীর সম্পদশালী লোকেরা জীবদ্দশায় য়াসাবীর নিকট হইতে নিজেদের কবরের জন্য অগ্রিম জমি কিনিয়া রাখিত। তাহাদের মধ্যে শীতকালে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার লাশ পশমী বস্ত্রে জড়াইয়া গাছে ঝুলাইয়া রাখা হইত। অতঃপর বসন্তকাল আসিলে ঐ লাশ য়াসীতে নিয়া মৃত ব্যক্তির ওসিয়াত অনুযায়ী আধ্যাত্মিক গুরুর সমাধিস্থলের পাশে দাফন করা হইত। রুশ প্রাচ্যবিশারদ Gordlevsky প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, য়াসাবী ত'ারীকা এমন একটি ইরানী তারীকারই পরবর্তী সংস্করণ, যাহা তুর্কী সভ্যতা গ্রহণের পূর্বে য়াসী শহরে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই দাবির সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

(২) আহমাদ য়াসাবীর আধ্যাত্মিক জীবন ও প্রভাবসমূহ ঃ আমাদের নিকট বর্তমানে এমন কোন লিখিত পুস্তক নাই, যাহাকে নিঃসন্দেহে আহমাদ য়াসাবীর রচনা বলা যায়। তাঁহার সাহিত্যিক অবদান প্রসঙ্গে আলোচনা পরে আসিতেছে। আহমাদ য়াসাবীর নামে কিছু কিছু উক্তি, তাঁহার কিছু কর্মের বর্ণনা ত'াসাওউফের বিভিন্ন পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য এইসব পুস্তক এই মনীষীর অনেক পরে যুগে যুগে রচিত হইয়াছে। অতএব কেবল এই সকল উক্তি ও কর্মের বর্ণনাই আহমাদ য়াসাবীর আধ্যাত্মিক মর্যাদার সঠিক ও সুস্পষ্ট চিত্র নিরূপণের জন্য যথেষ্ট নহে। আবার আমরা যখন লক্ষ্য করি যে, এই সকল পুস্তক এমন সময়ে রচিত হইয়াছিল, যখন খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নাক্শবান্দিয়া সিলসিলার দরবেশগণ মধ্যএশিয়ায় নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছিলেন এবং 'উছ'মানী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছিলেন, তখন ইহা বুঝিতে কোন অসুবিধা হইবার কথা নয় যে, আহ'মাদ য়াসাবীর বাহ্যিক আচার-আচরণকে কেন একজন নাক্শবান্দী দরবেশের আকারে প্রদর্শন করা হইয়াছে। ট্রান্সঅক্সিয়ানার বিরাট বিরাট ইসলামী কেন্দ্রে নাক্শবান্দিয়া ত'রীকার আত্মপ্রকাশ সেই প্রতিক্রিয়ারই ফলশ্রুতি ছিল, যাহা প্রাচীন ইরানী সংস্কৃতি হইতে তুর্কী ও মোঙ্গলদের অজ্ঞতাপূর্ণ বিশ্বাসের দরুন সৃষ্টি হইয়াছিল। তাই নাক্শবান্দীগণ সেইসব তুর্কীকে যাহারা ইরানী সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছিল, নিজেদের প্রভাবাধীন করিবার উদ্দেশে য়াসাবী তারীকার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। অতএব প্রবন্ধকার যখন "কিতাব তুরক্ আদাবিয়্যাতানদাহ ইল্ক মুতাসাওবিফলার" গ্রন্থটি রচনা করেন, তখন উহাতে আহ'মাদ য়াসাবীর আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ ও তাঁহার সিলসিলার পূর্ণ স্বরূপ এমনভাবে উপস্থাপন করেন, যেমনটি নাক্শবান্দী পুস্তকসমূহে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু বাবাঈ, হায়দারী ও বাকতাশি (দ্র. বেকতাশিয়া) বর্ণনাসমূহে আহ'মাদ য়াসাবী সম্বন্ধে যাহা কিছু উল্লিখিত রহিয়াছে, তাহা নিশ্চিতরূপে সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী। বেকতাশিয়া তারীকার উদ্ভব সম্পর্কে আরও যে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হইয়াছে এবং "ইল্ক' মুতাসাওবিফলার" গ্রন্থটি প্রকাশিত হইবার পরে যেসব নূতন প্রমাণাদি হস্তগত হইয়াছে তাহাতে এই ধারণা আরও নিশ্চিত হইয়াছে। এই কারণেই আহ'মাদ য়াসাবীর আধ্যাত্মিক চরিত্র ও য়াসাবী সিলসিলার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে যে চিত্র এই নিবন্ধে তুলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহা "ইলক্ মুতাসাওবিফলার" গ্রন্থের বর্ণনা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর (তু. Les Prigines de l Empire Pttomane, প্যারিস ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ১১৮ প.)।

এখন পরিষ্কার বুঝা যায় যে, য়ুসুফ হামাদানীর স্থলাভিষিক্ত আহ'মাদ য়াসাবী একদিকে খুরাসানের মালামাতিয়া তারীকা দ্বারা এবং অন্যদিকে শীআ মতবাদের সেইসব প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, যাহা তখনকার দিনে পূর্ব তুর্কিস্তান ও সায়হুন (সীর দারয়া) অঞ্চলসমূহে বিস্তার লাভ করিতেছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই সিলসিলাটি ট্রানসঅক্সিয়ানা ও খাওয়ারিযমের বড় বড় সুন্নী কেন্দ্রে অপরিহার্যভাবে বেশির ভাগ সুন্নী 'আক'ীদা-বিশ্বাসের রঙ ধারণ করিয়া থাকিবে। সম্ভবত এই কারণেই আহ'মাদ য়াসাবী যখন য়াসীতে বসিয়া যাযাবর ও গ্রামবাসী তুর্কীদের মধ্যে প্রচারকার্য আরম্ভ করেন, তখন য়াসাবী ত'ারীকাকে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় আপন পারিপার্শ্বিকতার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, এই তুর্কীরা সরলপ্রাণ মুসলমান ছিল। তবে ইসলাম সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান ছিল অসম্পূর্ণ ও বিচিত্র ধরনের, যাহার কারণে ঐ যাযাবর তুর্কীদের মধ্যে য়াসাবী তারীকা প্রাচীন তুর্কী গোত্রসমূহের কতিপয় রীতিনীতি এবং তাহাদের অজ্ঞতা যুগের অবশিষ্ট কিছু আচার-আচরণ নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে বাধ্য ছিল। নাক্শবান্দী বর্ণনাসমূহে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এক সময়ে স্বয়ং আহমাদ

য়াসাবী পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরকেও নিজের দরবারে বসিতে অনুমতি দিয়াছিলেন (জাওয়াহিরুল-আবরার, ইল্ক মুতাসাওবিফলার, পৃ. ৩৯ প.)। নারী-পুরুষের পার্থক্য না করা যাযাবরদের জীবনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। নাক্শবান্দী সূত্রসমূহের পক্ষে এই সত্যকে চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। কারণ য়াসাবী তারীকায় তুর্কীদের অজ্ঞতা যুগের বরং বৌদ্ধ ধর্মমত হইতে আগত কিছু কিছু পুরাতন রীতিনীতি ও প্রথা চালু ছিল। অধিকন্তু য়াসাবী সিলসিলায় ইবাদতের কতক পদ্ধতিও তুর্কী অজ্ঞতা যুগ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল (L Influece du Chamanisme turco-mongle Sur les ordees mystiques musulmanes, Istambul 1929)। আহমাদ য়াসাবীর এই ধরনের ইবাদত পদ্ধতি গ্রহণ করায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার উপর তুর্কী পারিপার্শ্বিকতার অত্যন্ত গভীর প্রভাব ছিল। অনেক লেখক নিজ নিজ গ্রন্থে এই প্রভাবের পক্ষে মত প্রদান করিয়াছেন (ইল্ক মুতাসাওবিফলার, পৃ. ১৩৩)।

মুসলমানদের সকল আধ্যাত্মিক সিলসিলার রীতি অনুযায়ী আহ্‌মাদ য়াসাবী স্বীয় জীবদ্দশায় নিজের খলীফা ও মুরীদদের একটি দল বিভিন্ন তুর্কী এলাকায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই যুগ-বিবর্তনে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। তবে প্রধান প্রধান শায়খের কথা মানুষ এখনও স্মরণ করিয়া থাকে। আহমাদ য়াসাবীর প্রথম খলীফা ছিলেন প্রখ্যাত আরসলান বাবা-এর পুত্র মানসূর আতা (মৃ. ৫৯৪/১১৯৭)। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারই পুত্র 'আবদু'ল-মালিক আতা। অতঃপর তাঁহার পুত্র তাজ খাজা (মৃ. ৫৯৬/১১৯৯) খিলাফাতের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। শেষোক্ত এই তাজ খাজাই ছিলেন যান্গী আতা-র পিতা। আহমাদ য়াসাবীর দ্বিতীয় খলীফা ছিলেন খাওয়ারিযমের সা'ঈদ আতা (মৃ. ৬১৫/১২১৮)। তাঁহার সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তৃতীয় খলীফা সুলায়মান হ'াকীম আতা তাঁহার রচিত সংগ্রামী চেতনামূলক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা সম্বলিত কাব্যমালার সাহায্যে তুর্কীদের মধ্যে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি ৫৮২/১১৮৬ সনে ইনতিকাল করেন। হ'াকীম 'আতার বিখ্যাত খলীফা ছিলেন যানগী আতা। উযুন হাসান আতা সায়্যিদ আতা, সাদর আতা ও বাদ্‌র আতা তাঁহারই মুরীদ ছিলেন। য়াসাবী বংশধারা প্রকৃতপক্ষে সায়্যিদ আতা ও সাদ্‌র আতা হইতে শুরু হয়। সায়্যিদ আতার প্রসিদ্ধতম খলীফা ছিলেন ইসমাঈল আতা। তাঁহার বংশধর ইসমাঈলের রচিত ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারে উপ্সালা (Upsala) গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সংখ্যা ৪৭২। কিন্তু য়াসাবী বংশধারার প্রকৃত খ্যাতি সাদ্‌র আতার মুরীদগণের কল্যাণেই অর্জিত হইয়াছিল। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন যথাক্রমে আয়মান বাব, শায়খ 'আলী ও মাওদূদ শায়খ। আবার মাওদূদ শায়খের বিখ্যাত খলীফা ছিলেন কামাল শায়খ ও খাদিম শায়খ। ঐতিহাসিক সূত্রসমূহ হইতে জানা যায় যে, শেষোক্ত এই দুইজন হইতে দুইটি ভিন্ন ধারা চলিতে থাকে এবং তাহা খৃস্টীয় ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সূ'ফীদের জীবন-বৃত্তান্তে যেসব শায়খের জীবনী আলোচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইরাক, খুরাসান ও ট্রান্সঅক্সিয়ানার সূফীগণ ব্যতীত অন্য সকলেই য়াসাবী সিলসিলার অন্তর্ভুক্ত (রাশহাত তারজামসী, ১১৮)।

আহ্‌মাদ য়াসাবীর জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও কিংবদন্তীসমূহ যদি একসঙ্গে সূক্ষ্মভাবে দেখা হয়, তবে য়াসাবী সিলসিলার ইতিহাস ও উহার ভৌগোলিক বিভাগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় ঃ এই সিলসিলা তুর্কীদের প্রথম আধ্যাত্মিক সিলসিলা। একজন তুর্কী সাধক খাঁটি তুর্কী পরিবেশে ইহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম এই সিলসিলা সায়হূন এলাকা, তাশ্কান্দ-এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ এবং পূর্ব তুর্কিস্তানে স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করিয়া নেয়। অতঃপর তুর্কী ভাষা ও তুর্কী সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ট্রান্সঅক্সিয়ানা ও খাওয়ারিযমে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে। পরবর্তী কালে সম্ভবত মোঙ্গলদের আক্রমণের কারণে এই সিলসিলা সায়হূন উপত্যকা ও খাওয়ারিয্ম অতিক্রম করিয়া মরু অঞ্চলসমূহে বিস্তারলাভ করে এবং ক্রমে ক্রমে বুলগেরিয়া পর্যন্ত চলিয়া যায়। খুরাসান, ইরান ও আযারবায়জানে তুর্কীদের সহিত পরিচিত হইবার পর খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহা আনাতোলিয়ায় পদার্পণ করে। য়াসাবী সাধকদের এই প্রবেশ, যাহা কখনও কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের আকারে হইয়াছিল, ক্রমশ হ্রাস পাইলেও খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আনাতোলিয়ার প্রসিদ্ধতম সাধক হাজ্জী বেক্তাশ ও সারী সাল্তিক ছাড়াও খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতেও আনাতোলিয়া ও আযারবায়জানে য়াসাবী দরবেশদের কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল (আওলিয়া চেলেবী, ইল্ক মুতাসাওবিফলার, পৃ. ৫৩-৫৫, ৩৯৫)। আজও দেরসিমের কিযিলবাশ কারদূন গোত্রসমূহের বিরাট অংশ আহ্‌মাদ য়াসাবীর সহিত নিজেদের সম্পৃক্ততার দাবি করিয়া থাকে। ইহাতেই প্রতীয়মান হয় যে, বিগত দিনে য়াসাবী তারীকার প্রচার আনাতোলিয়ায় কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল ("ওয়াক্ত" পত্রিকা, ২০ জুন, ১৯২৫)।

খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন হ'ায়দারিয়া সিলসিলার আবির্ভাব ঘটে, তখন য়াসাবী তারীকা উহাতেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং একইভাবে ঐ শতাব্দীর শেষার্ধে আনাতোলিয়ায় বাবাঈ ও বেকতাশী সিলসিলাদ্বয়ের প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ট্রান্সঅক্সিয়ানায় নাকশবানদী সিলসিলার আবির্ভাব ও উৎকর্ষ সাধিত হইলে সেখানে এবং তাঁহার সাথে সাথে খুরাসানে য়াসাবী তারীকার গুরুত্ব কমিয়া যায়। কিন্তু যে কথা আমরা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, নাক্শবান্দীগণ যদিও আহমাদ য়াসাবীকে নিজেদেরই সিলসিলার একজন অত্যন্ত বড় শায়খরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি তুর্কীদের মধ্যে এই মহান সাধকের অর্জিত খ্যাতি ও সুনাম এতটুকু ক্ষুণ্ন হয় নাই। ইরানের নাক্শবান্দী শায়খগণ তায়মূরী আমীরদের মধ্যে খুবই প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, যদ্দারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁহাদের নিকট আহ্‌মাদ য়াসাবীর তারীকার গুরুত্ব শেষ হইয়া যায় নাই (রাশহাত তারজামাসী, পৃ. ৩৩২)। উযবেক খান্দের সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে। ইহারা ট্রান্স্অক্সিয়ানায় তায়মূরীদের স্থান দখল করে এবং এক সময়ে তুর্কিস্তানে তাহাদের রাজধানীও দখল করিয়া নেয়। যদিও নাক্শবান্দী তারীকা ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে অনেক বিস্তৃতি লাভ করে এবং য়াসাবী তারীকাকে নিজের মধ্যে গ্রাস করিয়া লয়, তথাপি খুরাসান, আফগানিস্তান ও 'উছমানী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে য়াসাবী সিলসিলার অনুসারী লোকজন বিদ্যমান ছিল। তেমনিভাবে সায়হূন অঞ্চলসমূহ ও উযবেক-কাযাকের মরু এলাকার বিভিন্ন গোত্রে আহমাদ য়াসাবী ও য়াসাবী সিল্সিলার প্রভাব-প্রাধান্য যথারীতি অক্ষুণ্ন থাকে এবং অন্য কোন তারীকা তাহা করিতে পারে নাই। তুর্কী সাধকের ("ইদীগা" ও অন্যান্য তুগাঈ কিংবদন্তীতে উল্লিখিত) সেই সম্মান ও মর্যাদা, যাহা

উযবেক-কাযাক যাযাবরদের যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছিল, শত শত বৎসর যাবত এক ধর্মীয় বিশ্বাসরূপে বজায় থাকে। য়াসাবী সিলসিলার বিধিবিধান ও রীতিনীতি সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞান ও তথ্যাবলীর প্রাচীনতম সূত্র খৃস্টীয় ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে (ইল্ক মুতাসাওবিফলার, পৃ. ১১০-১২২)। উহাদের মধ্যে কোন কোন রীতি ও প্রথা অনেকটা নাক্শবান্দী তারীকার মত। যেমন যিক্র আরাহ অর্থাৎ বস্ত্র ছিন্ন করিবার যিকির (বিচকী যিকরী) এই ধরনের প্রাথমিক মৌল বিষয়াদির মধ্যে অন্যতম। আরও কিছু কিছু বিষয় রহিয়াছে, যাহা খৃস্টীয় পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতকে সম্ভবত নাকশবান্দী তারীকার প্রভাবে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

(৩) **সাহিত্যিক অবস্থান ও উহার প্রভাবসমূহ** ঃ আহ্'মাদ য়াসাবী তুর্কীদের মধ্যে নিজের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা প্রচার করিবার নিমিত্ত যেই সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তুর্কী ছন্দ ও তুর্কীদের জনপ্রিয় সাহিত্যের হুবহু পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই সকল কবিতাকে পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতকের সাধারণ কাব্য হইতে পার্থক্য করিবার জন্য "হিকমাত" নামে অভিহিত করা হইত। অতএব "দীওয়ান-ই হি'কমাত" নামে ঐসব কবিতার একটি সংকলনও প্রস্তুত করা হইয়াছে। য়াসাবী ও নাক্শবান্দী বর্ণনাসমূহে এই কবিতাসমূহ সরাসরি আহ্'মাদ য়াসাবীর নামে বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে "দীওয়ান-ই হি'কমাত"-এর যেসব হস্তলিখিত ও মুদ্রিত কপি রহিয়াছে, তাহা দেখিবামাত্র প্রতীয়মান হয় যে, এইসব কবিতা য়াসাবী সিলসিলার বিভিন্ন সাধকের রচনা। 'দীওয়ান-ই হি'কমাত'-এর কোন আদি পাণ্ডুলিপি যোগাড় করা সম্ভব হয় নাই। Gordlevskiy যখন ১৯২৯ খৃ. য়াসী গমন করিয়াছিলেন তখন তিনি শুনিয়াছিলেন যে, ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে আহ্'মাদ য়াসাবীর সমাধিক্ষেত্রে চামড়ায় লিখিত অবস্থায় দীওয়ানের একটি আদি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু পরে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতএব আমরা বলিতে পারি, খৃস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বেকার কোন পাণ্ডুলিপি কোথাও আর নাই। "মেহমাননামা-ই বুখারা" গ্রন্থের লেখক বলেন যে, তিনি য়াসীর সমাধিক্ষেত্রে য়াসাবীর একখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি ছিল তুর্কী তাসাওউফ সম্পর্কিত এবং উহাতে আধ্যাত্মিক বিষয়াদির বিবরণ লিখিত ছিল। উহার বিন্যাস ছিল যারপরনাই চমৎকার ও উন্নত। লেখক শায়খের উল্লেখ করিয়াছেন "শাহ য়াসী খাজা 'আত'া-ই আহ্'মাদ" নামে। গ্রন্থখানি কাব্যগ্রন্থ ছিল কিংবা উহার নাম "দীওয়ান-ই হি'কমাত" ছিল একথাও তিনি পরিষ্কার করিয়া কোথাও উল্লেখ করেন নাই। অতএব ইহাতে আমাদের পূর্বোল্লিখিত দাবিরই সমর্থন পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় প্রশ্ন জাগে, এই পাণ্ডুলিপি কে প্রস্তুত করিয়াছেন? "দীওয়ান"-এ যে সকল হিকমাত সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে আহমাদ য়াসাবীর কতগুলি ? লেখকগণ মূল ভাষা কতখানি অপরিবর্তিত রাখিয়াছেন ? এইগুলি এমন প্রশ্ন যাহার সন্তোষজনক উত্তর আমাদের জানা তথ্যাবলীর ভিত্তিতে দেওয়া সম্ভব নহে। তাহা হইলে ফলকথা এই দাঁড়ায় যে, আমরা আজ "দীওয়ানা-ই হিকমাত" গ্রন্থের কোন কপি উপস্থিত করিতে সমর্থ নহি।

বর্তমান "দীওয়ান-ই হি'কমাত"-এর কোন কবিতা আহ্'মাদ য়াসাবীর রচিত না হইলেও ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই যে, এই মহান সাধক তুর্কী ভাষায় জনপ্রিয় আকারে কিছু হি'কমাত (প্রজ্ঞামূলক বাণী) লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী কালে য়াসাবী কবিদের মধ্যে ঐ ধরনের কবিতা লেখা একটি পবিত্র প্রথায় পরিণত হয়। অতএব এই দৃষ্টিকোণ হইতে আমরা বলিতে পারি যে, বর্তমান কবিতাগুলি আহমাদ য়াসাবীর রচনা না হইলেও আকৃতি ও অর্থগত দিক দিয়া এইগুলি তাঁহার নিজের রচিত কবিতা হইতে ভিন্নতর নহে। কেননা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক বিষয়ক দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, য়াসাবীর অনুসারিগণ শত শত বৎসর পর্যন্ত "হি'কমাত" রচনার ক্ষেত্রে সেই নিয়মাবলী ও পদ্ধতি বজায় রাখিয়াছিল, যাহা পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। বিষয়টি কেবল য়াসাবীর অনুসারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে. বরং সকল আধ্যাত্মিক সিলসিলায় গণসাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধারণত শত শত বৎসর পর্যন্ত এই ধরনের "অপরিবর্তন"-এর নীতি কার্যকর ছিল। ইহার একটি কারণ ত নিঃসন্দেহে রচনা চুরির সেই প্রচলন, যাহা প্রাচীন পুস্তকসমূহে অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও একটি প্রধান কারণ যে. কোন মহান ব্যক্তির ভক্ত অনুসারীবৃন্দ নিজেদের গুরুর বাণীসমূহ হুবহু পুনরাবৃত্তি করিয়া ভক্তিপূর্ণ এক পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টি করিত। তাই আধ্যাত্মিক সাধনা বিষয়ক "হি'কমাত" নামের এই নৈতিক কাব্য দ্বারা আহমাদ য়াসাবীর রচনার সাহিত্যিক ধরন এবং তাঁহার শিক্ষা আদর্শ চরিত্রের প্রায় সঠিক মূল্যায়ন করা অসম্ভব নহে।

য়ূরোপের তুর্কী বিশেষজ্ঞগণ, যাঁহাদের মধ্যে Vambery হইতে আরম্ভ করিয়া Melioransk. Hartman ও Brockelmann পর্যন্ত সকলেই রহিয়াছেন, ইতিহাস ও ভাষা সম্বন্ধীয় খুঁটিনাটির সূক্ষ্ম পর্যালোচনার দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন এবং এই দীওয়ান (দীওয়ান-ই হি'কমাত) কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিল. সে সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা না করিয়াই উহাকে খৃস্টীয় দ্বাদশ শতকের ফসল (রচিত সাহিত্যকর্ম) বলিয়া মনে করেন। কেবল J. Thury য়াসাবীর জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে প্রাপ্ত একটি ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ইহাকে চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আহমাদ য়াসাবীর আসল কবিতাগুলির, বর্তমান "দীওয়ান-ই হি'কমাত"-ভুক্ত আরোপিত পদসমূহ নহে. ভাষাগত তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার জন্য দ্বাদশ শতাব্দীর সাহিত্যিক তুর্কী ভাষার ভৌগোলিক সীমারেখা নির্দিষ্ট করা এবং যে এলাকায় আহ্'মাদ য়াসাবী জন্মগ্রহণ ও জীবন যাপন করিয়াছিলেন সেখানকার ভাষা ও সাধারণ সাংস্কৃতিক অবস্থা উত্তমরূপে জানিয়া লওয়া প্রয়োজন। এই ব্যাপারে আমাদের পূর্ববর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে য়াসাবী ভাষাকে "খাকানিয়া" নামক তুর্কী সাহিত্যিক ভাষার আওতাভুক্ত করিয়া লওয়া একটি যথার্থ বুদ্ধিসম্মত কাজ হইবে (ইল্ক মুতাসাওবিফলার, পৃ. ১৪২-১৬৬; ঐ লেখক, তুরক আদাবিয়াত তারীখী, পৃ. ২২৯)।

আমরা যদি একদিকে আহমাদ য়াসাবীর প্রবর্তিত পীর-মুরীদদের হ'ালক'াসমূহ ও তিনি যাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া কবিতা উচ্চারণ করিয়াছিলেন সেই পাঠক-শ্রোতাবর্গ এবং সাথে সাথে ঐ যুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা এবং অন্যদিকে তাঁহার অনুসারী পীরদের শত শত বৎসরে প্রস্তুতকৃত বাহ্যিক ও আত্মিক পরিবাহিকতার কথা মনে রাখি এবং তারপর সব কিছুকে সূক্ষ্ম পর্যালোচনার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করি, তাহা হইলে মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, আহ্'মাদ য়াসাবীর "হি'কমাত" কোন আদর্শ লক্ষ্যসমূহ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ঐসব হিকমাতের প্রধান প্রধান বিষয়বস্তু ছিল সাধকের গুণাবলী. মুসলমানদের নৈতিক জিহাদের ছন্দোবদ্ধ বিখ্যাত কেসসা-কাহিনী, নবী কারীম (স') ও সূফী সাধকদের সম্পর্কে ছোট ছোট পদ্য. পৃথিবীর দুঃখজনক অবস্থা ও কিয়ামতের আগমন সম্পর্কে

সতর্কীকরণমূলক ক্রন্দন-বিলাপ এবং জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কিত কবিতাসমূহ, বিশেষ করিয়া যেগুলিতে জাহান্নামের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সরলমনা যাবাবরদের মধ্যে, যাহারা কেবল বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, আধ্যাত্মিক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে যেসব কথা লেখা হইয়াছিল, তাহা ঐ ধরনেরই হইতে পারিত। এই রচনা যাহা তুর্কী গণসাহিত্যের সৃষ্টির কথা নূতন করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয় এবং যাহা উপমা ও উপদেশ বাণীতে পরিপূর্ণ, চতুষ্পদী কবিতার আকারে রচিত। বেশির ভাগ ৩+৪=৭ স্তম্ভ (ফা'উলুন মুস্তাফ্'ইলুন) কিংবা ৪+৪+৪=১২ স্তম্ভে (মুস্তাফ্'ইলুন মুস্তাফইলুন মুস্তাফ্'ইলুন) অর্ধ কাফিয়া ও অন্ত্যমিলের ব্যবহারসহ গঠিত। ছন্দের এই গঠন প্রক্রিয়া গণসাহিত্যের প্রচলিত রীতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছিল। কোন কোন অংশ দীর্ঘ পদ্যে চতুষ্পদী ধরনের আকারে, যাহাতে প্রতিটি চতুষ্পদী স্তবকের চতুর্থ লাইন একই অন্ত্যমিলবিশিষ্ট। ইহাতে মনে হয়, এইসব কবিতা সাধারণ অনুষ্ঠানাদিতে নির্দিষ্ট সুরে গীত হইত। আবেগ ও প্রেম-প্রীতি হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং নিরেট ধর্মীয় উদ্দেশে প্রণীত এইসব হিকমাত কেবল মরুঅঞ্চলসমূহেই দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে নাই, বরং যেখানে যেখানে য়াসাবী তারীকা প্রচলিত ছিল, সর্বত্রই বিস্তার লাভ করে। এইভাবে এই আধ্যাত্মিক কাব্য তুর্কিস্তান, খাওয়ারিয্‌ম, ওয়ালগা ও আনাতোলিয়ায়ও নিজের অনুসারী ও পরিবাহীর সাক্ষাত পায় এবং তাহাদেরই কল্যাণে তুর্কী সাহিত্যে এক ধরনের সাধারণ আধ্যাত্মিক কাব্য জন্মলাভ করে (দ্র. শিরো. তুরকী আদাব)। মধ্যএশিয়া, খাওয়ারিয্‌ম ও ওয়ালগাতে এই কাব্য তাহার আসল স্বরূপে আট শত বৎসর ধরিয়া যথারীতি চালু রহিয়াছে এবং এই সকল স্থানে তাহার শত শত অনুসারীও আছে। এই কাব্য সৌন্দর্য গুণ হইতে একেবারে শূন্য হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ তুর্কী জনগণ তদ্দারা দারুণভাবে প্রভাবিত হইয়া থাকে। এইসব হিকমাত দুইটি মৌল উপাদান দ্বারা গঠিত। একটি উপাদান ধর্মীয় এবং অন্যটি জাতীয়। ধর্মীয় উপাদানটি হইল ইসলামী তাস'ওউফ আর জাতীয় উপাদানটি প্রাচীন তুর্কী সাহিত্য। প্রথম উপাদান কবিতার ভাব ও বিষয়বস্তুতে এবং দ্বিতীয় উপাদান কাঠামো ও ছন্দে নিহিত। সায়হূ'ন উপত্যকার নও-মুসলিম ও উদ্যমশীল তুর্কীরা প্রাচীন গণসাহিত্যের সহিত মিলযুক্ত ঐ "হি'কমাত"-কে ধর্মীয় রূপদান করে। এইসব হি'কমাত য়াসাবী অনুষ্ঠানাদিতে পাঠ করা হইত এবং মানুষ এইগুলি মুখস্থ করিত। এই ধারা শত শত বৎসর পর্যন্ত চলিতে থাকে। ফলে য়াসাবী ত'রীক'া দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং আহমাদ য়াসাবী আল্লাহ্‌র একজন প্রিয় ওয়ালীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন। আনাতোলিয়ার বাহিরে যে সকল অঞ্চলে শত শত বৎসর ধরিয়া য়াসাবী ত'রীক'া প্রভাবশালী ছিল, যদিও সেখানে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশেষ কোন বুদ্ধিবৃত্তিগত কিংবা নাগরিক জাগরণ দেখা যায় নাই—ষষ্ঠদশ শতাব্দীর পর হইতে ক্রমশ সংকীর্ণ হইতে থাকে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঐসব অঞ্চলের মধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় ও উত্তরাঞ্চলীয় তুর্কীদের মধ্যে য়াসাবী প্রভাব বেশ জোরদার ছিল এবং ঐ সব অঞ্চলে য়াসাবী ত'রীক'ার অনুসারীদের ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (ক) ইসনাদ ঃ আহ'মাদ য়াসাবী ও য়াসাবী ত'রীক'া সম্পর্কিত সকল সূত্র তুরক্ক আদাবিয়্যাতানদা ইলক মুতাস'াওবি'ফলার গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে এবং যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র সেখানে ব্যবহার করা হয় নাই, এই নিবন্ধে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আহ'মাদ য়াসাবী'র কিছু কিছু কথা "ফাওয়াইদ-ই হা'জ্জী বাক'তাশ ওয়ালী" নামক ফারসী পুস্তিকায় বর্ণিত হইয়াছে (তুরক আদাবিয়্যাতানদা ইল্‌ক মুত'সাওবি'ফলার)। ("ফাওয়াইদ'" বইখানি প্রবন্ধকারের নিজস্ব গ্রন্থাগারে আছে) বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন শিরো. "বেকতাশিয়া"। তাঁহার সম্পর্কে কিছু কিছু ঘটনা কামালু'দ-দীন হুসায়ন খাওয়ারিয্‌মীর ফারসী মাছনাবী "শারহ'ী"-তে উল্লেখ করা হইয়াছে (বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি আছে)। উপসালা (Upsala) গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপির মধ্যে "মির'আতু'ল-কু'লূব" শিরোনামে একটি কবিতা আছে, যাহাতে আহ'মাদ য়াসাবী ও ইসমা'ঈল 'আত'া-র বংশতালিকা দেওয়া হইয়াছে এবং সূ'ফী মুহ'াম্মাদ দানিশ্‌মান্দ কর্তৃক সংগৃহীত আহ'মাদ য়াসাবী'র কিছু বাণী উদ্ধৃত করা হইয়াছে (সংগ্রহ ৪৭২), দ্র. Le Monde Oriental, ২২খ., ১-৩, উপসালা ১৯২৮ খৃ.। প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগারে তুর্কী পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে "কুল্লিয়্যাত"-এর যে পাণ্ডুলিপিখানি আছে ("তাকমিলা" পৃ. ৩১৬-৩১৭) তাহাতে নাওয়াঈর "নাফাহ'াতু'ল- উনস" গ্রন্থের 'নাসাইমু'ল-মাহাববা' নামক অনুবাদ ও পরিশিষ্টের মধ্যে আহমাদ য়াসাবী ও অন্যান্য য়াসাবী শায়খের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে, সেই সকল তথ্য আজ পর্যন্ত ব্যবহার করা হয় নাই। এই নিবন্ধ রচনাকালে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে এমন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র খাজা মালোনা ইসফাহানী নামে পরিচিত বিখ্যাত লেখক ফাদলুল্লাহ ইব্‌ন রোয বাহান-এর মূল্যবান গ্রন্থ মিহ্‌মান নামা-ই বুখারা। গ্রন্থখানি ৫১৫ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে লেখা হইয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত জ্ঞানের জগতে অপরিচিত রহিয়া গিয়াছিল (নাওরো 'উছ'মানিয়া কুতুবখানা, সংখ্যা ৩৪৩১)।

(খ) তাহকীকাত (গবেষণাসমূহ) ঃ আহ'মদ য়াসাবী ও য়াসাবী ত'রীক'া সম্বন্ধে রচিত প্রথম বিশেষ অধ্যায়টি "তুরক আদাবিয়্যাতান্দা ইল্‌ক মুতাসা'ওবি'ফলার" (ইস্তাম্বুল ১৯১৯ খৃ.) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আছে (পৃ. ১-২০১)। উহাতে যে সকল গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলি যোগ করিয়া লওয়া যায় ঃ (১) আহ'মারুফ (আহমাদুফ?), আহ'মাদ য়াসাবী মাসজিদ তাক কিতাবলারী, (কাযান য়ুনিয়ুরিস্‌তা সী আরকিউলজী তারীখ ওয়াতিনোগ্রাফিয়া জাম'ইয়্যাতী খাবার লারী), ১৮৯৫-৯৬ খৃ. ১২খ., ৫৩৯-৫৪৯; (২) ঐ লেখক, আহ'মাদ য়াসাবী নাক মাহরো নাক তাওস'ীফী, পৃ. স্থা., ১৮৯৫-১৮৯৬ খৃ., ১৩খ., ৫৩০-৫৩৭ (১২১২ হিজরীর ঐ মোহরের প্রামাণিকতা সম্পর্কে বিতর্ক রহিয়াছে); (৩) উরতাহ ওয়া শারক'ী তাদ্‌ক'ীক'রী জাম'ইয়্যাত তাক রুস কোমীতী সী খাবার লারী, পিটারসবার্গ ১৯০৬ খৃ., সংখ্যা ৬, পৃ. ২৩-২৫ (এখানে উল্লিখিত মসজিদ সম্পর্কে Vesselovskiy-এর একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ আছে); (৪) M. Masson-এর আহ'মাদ য়াসাবী তার্‌বাহ সী শীর্ষক প্রবন্ধ (তাশক'ানদ ১৯৩০ খৃ.); (৫) V. Gordlevskiy-এর ১৯৩২ খৃ. প্রকাশিত "খাজা আহ'মাদ য়াসাবী" শীর্ষক প্রবন্ধ, Festechrift George Jacob, লাইপযিগ ১৯৩২ খৃ., পৃ. ৫৭-৬৭ (এই প্রবন্ধে ইল্‌ক মুতাসাওবিফলার-এর পরে প্রকাশিত আহ'মাদ য়াসাবী ও তাঁহার ত'রীক'া সম্পর্কিত সকল রুশ রচনা বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে; (৬) কাশগ'রের সূ'ফী সাধকদের মধ্যে য়াসাবী তারীক'া ও তাঁহার হি'কমাতসমূহের যে গুরুত্ব রহিয়াছে সে সম্পর্কে N. Lykochin-এর নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত রূপ "তাশক'ান্দ ঈ শানলারী" দেখুন (RMM, ১৩খ., প্রথমাংশ, পৃ. ১৩৪)।

য়াসাবী ত'রীক'া সম্পর্কে J. Nemeth ও J. Thury-এর রচনাবলীর উপর কোন সূত্র ছাড়া F. Babinger যে সকল মন্তব্য ও পর্যালোচনার উল্লেখ করিয়াছেন (Der Islam. 1923, p. 106). তাহা ইল্‌ক মুতাসাওবি'ফ হইতে গৃহীত (তু. পৃ. ১৩৫, পার্শ্বটীকা)।

মুহাম্মাদ ফুআদ কোপরুলু (দা.মা. ই.)/ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

আহমাদ য়াসীন, শায়খ (شيخ احمد ياسين) ঃ ফিলিসতীন মুক্তি আন্দোলনের আধ্যাত্মিক পুরোধা ও ইসলামী সংগঠন 'হামাস'-এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩৬ খৃ. ফিলিস্তীনের আল-জুরা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, যাহা ১৯৪৮ খৃ. ইসরাঈলী কর্তৃপক্ষ বুলডোজার দিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। শায়খ আহমাদ ছিলেন চার ভাইয়ের মধ্যে তৃতীয়। মাত্র তিন বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা ইনতিকাল করেন। ১৯৪৮ খৃ. ইসরাঈল কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহারা উক্ত জুরা গ্রামে বসবাস করেন। অতঃপর তাঁহারা গায্‌যায় চলিয়া আসেন। প্রাথমিক জীবনে শায়খ আহমাদ য়াসীন ইসলামী জ্ঞান অর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫২ খৃ.-এর গ্রীষ্মকালে শারীরিক কসরত ও ব্যায়াম করার সময় তিনি একটি আঘাতের ফলে পঙ্গু হইয়া যান। এই পঙ্গুত্ব লইয়াই ১৯৫৮ খৃ. তিনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এ সময় অন্যান্য শরণার্থী যুবকের ন্যায় তিনিও স্বীয় পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জনের প্রতি মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ১৯৫৯ খৃ. ইসলামী বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি মিসরের আয়ন শামস বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে গায্‌যা ত্যাগ করেন। মিসরে অবস্থানকালে তিনি মিসরের ইসলামী আন্দোলনের মুখপাত্র 'আল-ইখওয়ানুল-মুসলিমূন'-এর নীতি ও আদর্শ দ্বারা দারুনভাবে প্রভাবিত হন। অতঃপর ইসলামী আন্দোলনের চেতনা লালন করিয়া মিসরের অবস্থান সংক্ষিপ্ত করত তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন।

ইসরাঈলী কর্তৃপক্ষের হিংসাত্মক অন্যায় আচরণ ও জুলুমের শিকার হইয়া ১৯৫০ সালে কয়েকজন ফিলিস্তীনী যুবক ইসরাঈলের বিরুদ্ধে একটি ইসলামী আন্দোলন গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। শায়খ আহমাদ য়াসীন ছিলেন উক্ত যুবক দলের অন্যতম। মিসর হইতে দেশে ফিরিয়া তিনি য়াহূদীবাদী শক্তির কবল হইতে স্বজাতির মুক্তি চিন্তায় বিভোর হইয়া পড়েন। ১৯৮৭ খৃ. তিনি আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুন-এর আদলে 'হামাস' নামক একটি ইসলামী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেন। হামাস অর্থ শৌর্যবীর্য। এই সময় তিনি গায্‌যাভিত্তিক আল-ইখওয়ানুল মুসলিমূন-এরও নেতা ছিলেন। আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ-এর একজন সম্মানিত শিক্ষক হিসাবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন মহান ধর্ম প্রচারক হিসাবেও বরিত হন। কিন্তু তিনি অনুধাবন করিতে পরিয়াছিলেন যে, চরম মুসলিম বিদ্বেষী য়াহূদীবাদী শক্তির হাত হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে মুসলমানদের স্বাধীনতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ধর্মচর্চা কিছুই যথাযথ ও অর্থবহ হইবে না। এইজন্য তাঁহার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল আধিপত্যবাদী শক্তি য়াহূদীদের হাত হইতে ফিলিস্তীনকে মুক্ত করা। এই চিন্তা-চেতনা ও কর্মকৌশল নির্ধারণেই ব্যয়িত হইত তাঁহার সমস্ত সময়। য়াহূদীদের রক্তচক্ষু ও দমন-নিপীড়ন উপেক্ষা করিয়া তিনি অবিচল ও অটলভাবে স্বীয় মিশন পরিচালনা করিতে থাকেন।

১৯৬৬ খৃ. কায়রোতে সরকার উৎখাতের অভিযোগে প্রেসিডেন্ট জামাল 'আবদুল নাসির তাঁহাকে গৃহবন্দী করিয়া রাখেন। এক মাস তিনি বন্দী জীবন যাপন করেন। মুক্তিলাভের পর দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি স্বীয় কর্মকাণ্ড চালাইয়া যান। ১৯৬৭ খৃ. ইসরাঈল কর্তৃক গায্‌যা দখলের পর শায়খ আহমাদ য়াসীন পূর্ণ গায্‌যা অঞ্চলের প্রসিদ্ধ ইমামরূপে দায়িত্ব লাভ করেন। ১৯৭০ খৃ. শায়খ আহমাদ ও তাঁহাদের সঙ্গিগণ গায্‌যা অধিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথা শিক্ষা ও ধর্মীয় দিকগুলি তত্ত্বাবধান করার জন্য একটি ইসলামী সংগঠন গড়িয়া তোলেন। ১৯৮৩ খৃ. ইসরাঈলী দখলদার সৈন্যগণ তাঁহাকে আটক করে। গোপন সংগঠন করা ও অস্ত্র রাখার দায়ে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়। বিচারে তাঁহাকে ১৩ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু দুই বৎসর পরই তিনি বন্দী বিনিময় চুক্তির আওতায় মুক্তি পান। ১৯৮৯ খৃ. ইসরাঈলী কর্তৃপক্ষ দ্বারা পুনরায় তিনি গ্রেফতার হন। এই সময় সন্ত্রাসের উস্কানি দান ও একজন ইসরাঈলী সৈন্যকে হত্যার নির্দেশ দানের অভিযোগে তাঁহাকে ৪০ বৎসরের কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়। ৮ বৎসর পর ১৯৯৭ খৃ. ইসরাঈল ও জর্দানের বাদশাহ হুসায়নের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির ফলে তিনি মুক্তি পান। কিন্তু তখন তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। জেলে থাকাকালে তিনি ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি হারান। এই সময় তিনি শ্রবণ শক্তিও হারাইয়া ফেলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হন। ২০০১ সালের ডিসেম্বরে সীমিত সময়ের জন্য তাঁহাকে গৃহবন্দী করা হয়। চলৎশক্তি ও শ্রবণ শক্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী চেতনায় উদ্দীপ্ত এই নেতাকে কোন আইনে আটক রাখিতে না পারিয়া তাঁহাকে দুনিয়া হইতে চিরতরে সরাইয়া দেওয়ার জন্য ইসরাঈলী কর্তৃপক্ষ কোমর বাঁধিয়া নামে। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে গায্‌যায় এক হামাস সহকর্মীর বাসায় অবস্থানকালে ইসরাঈলী সামরিক বাহিনী তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা চালাইয়া ব্যর্থ হয়। অবশেষে ২২ মার্চ, ২০০৪ খৃ. ফজরের সালাত শেষে হুইল চেয়ারে করিয়া বাসায় ফিরিবার পথে ইসরাঈলী হেলিকাপ্টার হইতে গোলা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়। এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৮ বৎসর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১৪ অক্টোবর, ২০০৪ খৃ.; (২) ইন্টারনেট।

ড. আবদুল জলীল

আহমাদ য়ুকুনাকী, আদীব (احمد يكنكى اديب) ঃ নিসবাটি সম্ভবত তাশকন্দের দক্ষিণে অবস্থিত য়ুগনাক নামক গ্রামের সহিত সম্পর্কিত। খৃষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের তুর্কী কবি, উপদেশমূলক চতুষ্পদী কাব্য আয়বাতু'ল-হ'াকাইক' নামক সংগ্রহের সংকলক, যাহা দাদ সিপাহ্‌সালার বেগ নামক জনৈক আমীরের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। ইহার বিষয়বস্তুর সংগে য়ূসুফ খাস' হ'াজিব (দ্র.)-এর কুতাল'গু বিলিগ-এর বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহার ভাষা কুতাল'গু বিনিগ-এর ভাষার অনুরূপ না হইলেও ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য অবশ্যই বর্তমান। কিন্তু ইহার বিষয়বস্তু অধিকতর ইসলামী এবং ইহাতে আরবী ও ফারসী শব্দের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে বেশী। ইহা নাজীব আসিম-এর সম্পাদনায় হিবাতু'ল-হ'াকাইক' নামে ইস্তাম্বুল হইতে ১৩৩৪/১৯০৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। রাহমাত-ই আরাত-এর একটি সমালোচনামূলক সংস্করণ, ইস্তাম্বুল ১৯৫১ খৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) N. A. Balghasam-oghlu, in Keleti Szemle, ৭খ., ২৫৭-৭৯; (২) W. Radloff, in Izvest. Ak. Nauk, ১৯০৭, ৩৭৭-৯৪; (৩) নাজীব 'আসি'ম, Uyghur Yazisi ile, "Pibet-al-hakaik" in diger bir nuskhasi, Turki-yyat Medjmuesi, ১৯২৫, ২২৭-৩৩; (৪)

Kowalski, Hibatul-Hqa'iq, Korosi Csoma Archivum, ১৯২৫ (তুর্কী অনু. তুর্কিয়্যাত মাজমূ'আসী, ১৯২৬ ৪৫২-৬২; (৫) J. Deny, in RMM, ১৯২৫, ১৮৯-২৩৪; (৬) এম. ফুআ'দ কোপরুলু, in MT-M, ৫খ., ৩৬৯-৮০; (৭) ঐ লেখক, in Turkiyyat Medjmu-asi, ২৫৫-৭; (৮) ঐ লেখক, Hibet al-Hakaik hakkinda yeni bir wethika, তুর্কিয়্যাত মাজমূ'আসী, ১৯২৬ খৃ., ৫৪৬-৯; (৯) ঐ লেখক, Turk Dili ve Edebiyati hakkinda Arastir malar, ইস্তাম্বুল ১৯৩৪, ৪৫ প. (উপরোল্লিখিত নিবন্ধসমূহের পুনঃমুদ্রণ এবং দুইটি নূতন নিবন্ধ ঃ হা'ক্‌কিনদাহ Yeni bir vesika daha tetkiklirinin bugunku hali. এবং হিবাতু'ল-হা'কা'ইক')।

(E.I.[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহমাদ রাফীক (احمد رفيق) ঃ তিনি তাঁহার পারবারিক নাম Altinay (সোনালী চাঁদ) ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি একজন তুর্কী ঐতিহাসিক ১৮৮০ খৃ. ইস্তাম্বুলের Beshiktash-এ জন্মগ্রহণ করেন। কুলেলীর সামরিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Lycee) ও Har biyye Mektebi (সামরিক বিদ্যালয়)-এ শিক্ষা লাভ করেন। সামরিক অফিসার নিয়োজিত হওয়ার পরেও তাঁহার বেশীর ভাগ সময় ভূগোলশাস্ত্র ও ফারসী ভাষা শিক্ষা দানে ব্যয়িত হইত। ১৯০৯ খৃ. তিনি উচ্চতর সামরিক বাহিনীর (General staff) মুখপাত্র আস্‌কারী মাজমূআঃ-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইহাতে তিনি সামরিক বিষয়ের উপর বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তারীখ আনজুমানীর সদস্য নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং সম্পূর্নরূপে জ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৭ খৃ. হইতে ১৯৩৩ খৃ. পর্যন্ত তিনি ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ১০ অক্টোবর ১৯৩৭ সালে ইনতিকাল করেন।

তিনি অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাদের কতগুলি ছিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং অপর কতগুলি ছিল সর্বসাধারণের রুচিসম্মতভাবে লিখিত। তিনি 'উছ্‌'মানী ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট মুহ'াফিজ'খানায় সংরক্ষিত (archives) বহু দলীল-দস্তাবেজ প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর মধ্যে সেই সমস্ত গ্রন্থও অন্তর্ভুক্ত যাহা তিনি ইস্তাম্বুলের প্রাচীন জীবন পদ্ধতির উপর রচনা করিয়াছেন (Hicri X uncu অথবা ধারাবাহিকভাবে XI inci, XII inci, XIII uncu-Asirda Istanbul Hayati) এবং ধারাবাহিক প্রবন্ধ Gecmish, Asirlarda turk Hayati, তাঁহার কয়েকটি নিবন্ধ TOEM, Yeni Medjmua, Hayat, Edebiyat Fakultesi, Turkiyat Mecmuasi-এ প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) রেশাদ আকরাম কূচী, আহ'মাদ রাফীক', ইস্তাম্বুল ১৯৩৮ খৃ., (২) ইসমা'ঈল হ'াবীব, আদাবিয়্যাত তারিহি, ইস্তাম্বুল ১৯৪২ খৃ., পৃ. ৩৮৪; (৩) O. Spies, Die turkische Prosaliteratur der Gegenwart, বার্লিন ১৯৪৩ খৃ., পৃ. ৮৩-৮৭ (তাঁহার রচনাবলীর পূর্ণ তালিকাসহ)।

A. Tietze (E.I.[2])/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহ্‌মাদ রাস্‌মী (احمد رسمى) ঃ 'উছ্‌'মানী আমলের একজন রাজনীতিবিদ ও ঐতিহাসিক। আহ'মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম উরফে রাসমী Crete দ্বীপে Rethymno (তুর্কী ভাষায় Resmo)-এর অধিবাসী ছিলেন (এইজন্যই তাঁহার রাসমী নাম)। তিনি ছিলেন গ্রীক বংশোদ্ভূত (তু. Hammer-Purgstall, ৮খ., ২০২)। তিনি ১১১২/১৭০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৪৬/১৭৩৩ সালে ইস্তাম্বুল আসেন। তিনি ইস্তাম্বুলেই শিক্ষালাভ করেন এবং ১১৪৬/১৭৩৩ সালে আফেন্দী- তাউকজী মুস্‌'তাফার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তুর্কী সুলত'ানের দরবারে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন পদে নিয়োজিত থাকেন (দ্র. সিজিল্ল-ই 'উছ্‌'মানী, ২খ., ৩৮০ প.)। সাফার ১১৭১/অক্টোবর ১৭৫৭ সালে তুরস্কের রাষ্ট্রদূতরূপে তিনি ভিয়েনা গমন করেন এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজের অভিজ্ঞতার একটি লিখিত বিবরণ পেশ করেন। যু'ল-কাদা ১১৭৬/মে ১৭৬৩ সালে তাঁহাকে আবার য়ুরোপে পাঠান হয়। এই সময় প্রুশিয়ার শহর বার্লিনে তুরস্কের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। তিনি ইহারও পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহা পাশ্চাত্য দেশেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কেননা ইহাতে প্রুশিয়ার কর্মকুশলতার বিবরণ ছিল এবং বার্লিনের অবস্থা, তথাকার জনসাধারণের রীতিনীতি এবং তাঁহার পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতার বিবরণ ছিল। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ২ শাওওয়াল, ১১৯৭/৩১ আগস্ট, ১৭৮৩ সালে তিনি ইস্তাম্বুলে ইনতিকাল করেন (তাঁহার মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে তু. Babinger, পৃ. ৩০৯, টীকা ২)। Scutari-এর সালীমিয়্যা মহল্লায় তাঁহার কবর রহিয়াছে।

উপরে উল্লিখিত ভিয়েনা ও বার্লিনের কূটনৈতিক প্রতিনিধিত্বের বর্ণনা সম্বলিত সাফারাতনামাহ ছাড়াও তিনি তুরস্ক-রাশিয়ার যুদ্ধ এবং Kucuk Kaynardje-এর সন্ধি (১৭৬৯-৭৪) সম্পর্কে খুলাসাতু'ল-ই'তিবার নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। রাসমী নিজেও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ইহাতে তুর্কী সাম্রাজ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করেন। উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের জীবনী সম্বলিত সংকলনের মধ্যে খালীফাতু'র-রুওয়াসা (১৫৫৭/১৭৪৪ সালে সংগৃহীত) বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। ইহাতে ৬৪ জন নেতৃস্থানীয় লেখকের (রাঈস আফেন্দীলার) জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। অপর একটি গ্রন্থ হামীলাতু'ল-কুবারা ইহাতে রাজকীয় হেরেমের প্রধান প্রধান খোজার (Kizlar agha-lari) জীবনীর উল্লেখ রহিয়াছে। তাঁহার অনুরূপ আর একটি গ্রন্থ যাহা তিনি ১১৭৭/১৭৬৬ সালে মুহ'াম্মাদ আমীন ইব্‌ন হ'াজ্জী মুহ'াম্মাদ উরফে আলায় বেগী যাদা-র ওয়াফায়াত-এর উপর পরিশিষ্টরূপে রচনা করিয়াছেন। ইহাতে তিনি বারটি তালিকায় প্রসিদ্ধ পুরুষ ও মহিলাদের মৃত্যুর তারিখ বর্ণনা করিয়াছেন (তু. Hammer- Purgstall, ৯খ., ১৮৭ প.-এর সূচীর সঠিক তালিকা)। রাসমী ভূতত্ত্ব এবং প্রবাদ-প্রবচন সম্পর্কীয় কয়েকটি পুস্তকও রচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সিজিল্ল উছমানী, ২খ., ৩৮০ প.; (২) ব্রুসালী মুহ'াম্মাদ তাহির, 'উছ্‌মানলী মুআল্লিফলেরী, ৩খ., ৫৮ প. (রচনাবলীর তালিকাসহ); ((৩) Babinger, পৃ. ৩০৯-৩১২ (তাঁহার সাফারনামাহ্‌সমূহের পাণ্ডুলিপির তালিকায় ইহাও অন্তর্ভুক্ত করা হউক) ঃ বার্লিন, Or. 4° ১৫০২, পত্রক নং ২৭v-৪৬v (অসম্পূর্ণ), প্যারিস, Suppl. Ture সংখ্যা-৫১০ (?), প্যারিস সংকলন, CI. Huart এবং পাণ্ডুলিপি, Istanbul Kitapliklari Tarih-Cografya Yazmalari Kataloglari, ১খ., সংখ্যা ৪৮৩-এ যাহার উল্লেখ রহিয়াছে; ইহার সংগে পোলিশ অনুবাদ যোগ করা যায়; (৪) Podroz Resmi

Ahmed-Efendego do Polski i Poselstwo Lego do Prus 1177 (ওয়াসি'ফের তারীখ অনুসারে, ১খ., ২৩৯ প.) in J.J.S. Sekowski, Collectanea z Dziejo-pisow Tureckich ২খ., Warsaw ১৮২৫ খৃ., পৃ. ২২২-২৮৯; (৫) খালীফাতু'র-রুওয়াসা ও হ'ামীলাতু'ল-কুবারা-এর পাণ্ডুলিপির জন্য দ্র. Istanbul Kitapliklari etc., নং ৪১২ ও ৪১৩।

F. Babinger (E.I.[2]) /এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহমাদ রাসিম (احمد راسم) : তুর্কী লেখক, ১৮৬৪ খৃ. Sariguzel (অথবা Sarigez) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা ছিল ইস্তাম্বুলের ফাতিহ' অঞ্চলের একটি মহল্লা। ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ সালে Heybeliada দ্বীপে ইনতিকাল করেন, সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। বাল্যকালেই তাঁহার পিতা বাহাউদ্দীনের মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন সাইপ্রাসের মেন্‌তেশ্ উগ'লু বংশোদ্ভূত। আহ'মাদ রাসিম তাঁহার মাতা কর্তৃক লালিত-পালিত হন। ১২৯২/১৮৭৫ সাল হইতে ১৩০০/১৮৮২ সাল পর্যন্ত তিনি ইস্তাম্বুলের দারুশ্-শাফাকা মাদ্‌রাসায় শিক্ষালাভ করেন। তথায় শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার আগ্রহ জন্মে এবং তিনি একজন লেখক হওয়ার মনস্থ করেন। এই পেশাকে তিনি 'উছমানী রাজদরবারে পৌঁছার শ্রেষ্ঠ রাজপথ বলিয়া মনে করিতেন এবং পরবর্তী সকল রাজনৈতিক পরিবর্তনেও তিনি এই পথ ত্যাগ করেন নাই। অন্যান্য অধিকাংশ লেখকের ন্যায় তিনিও একজন সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করেন। অতএব ইস্তাম্বুলের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সকল সংবাদপত্র ও পত্র-পত্রিকায় তাঁহার লেখা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁহার রচিত অনেক প্রবন্ধ ও রচনা একত্র করেন। যথা মাকালাত ওয়া মুসাহিবাত (১৩২৫ হি.) দুই খণ্ডে সমাপ্ত, ওমুর-ই আদাবী (১৩১৫-১৩১৯ হি.) চারি খণ্ডে সমাপ্ত। শেষোক্ত গ্রন্থে তাঁহার জীবনী আলোচিত হয় নাই, বরং ইহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি, বিভিন্ন বৎসরে প্রকাশিত তাঁহার রচনাবলীর আবেগ-অনুভূতি স্থান পাইয়াছে।

কালক্রমে তাঁহার রচনাবলীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। বলা হয় যে, তাঁহার ছোট-বড় রচনাবলীর সংখ্যা প্রায় ১৪০টি। কোন বিষয়ে লেখার পূর্বে তিনি সেই বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতেন, ইহার পর পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তাহা লিখিতেন অথবা কোন কোন সময় হালকা রসিকতার ছলে, যাহাতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত অথবা সদালাপের ভঙ্গিতে রচনা করিতেন। কিন্তু তিনি যাহাই রচনা করিতেন, সর্বদাই একটা শৈল্পিক অনুভূতি ও একটি স্বতন্ত্র ধারার অনুরসণে রচনা করিতেন। তাঁহার রচনার ধারাটি ছিল নূতন এবং সমসাময়িক সাহিত্যিক গোষ্ঠী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জনসাধারণের নিকট তাঁহার রচনার ভঙ্গি খুবই সমাদৃত হয়, তিনি নিজে একটি বিশেষ লেখকগোষ্ঠী গড়িয়া তোলেন এবং তুর্কী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ প্রভাব পড়ে।

উপন্যাস, ছোট গল্প ও কাহিনী রচনায় তাঁহার সাহিত্যকর্মের মধ্যে প্রথমদিকের উপন্যাস মায়ল-ই দিল (১৮৯০ খৃ.) এবং তাজারিব-ই হায়াত (১৮৯১ খৃ.) অন্তর্ভুক্ত (উভয়টির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ রহিয়াছে P. Horn, gesch. der Turkischen Moderne, পৃ. ৪৬ প.-এ)। ইহা ছাড়া তাঁহার স্বদেশপ্রেমমূলক উপন্যাস মাশাক্ক-ই হায়াত (১৩০৮), গল্পগুচ্ছ তাজরিবাসিয 'আশ্‌ক (১৩১১ হি.), মাকতাব আরকাদাশিম (১৩১১ হি.), পরবর্তী কালের ছোট গল্প নাকাম (১৩১৫) এবং দেশপ্রেমমূলক উপন্যাস আসকার উগলু (১৩১৫ হি.), অধিক আবেগপূর্ণ গীতিকবিতা কিতাব-ই গাম্ম (১৩১৫হি.) তিন খণ্ডে সমাপ্ত নিগ'ার বিন্‌ত 'উছমানের নামে উৎসর্গীকৃত এবং আনদালীব (কাব্য) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম হইতেই ইতিহাসের প্রতি তাঁহার আগ্রহ ছিল। তিনি সতর্কতার সহিত রচিত ইতিহাস গ্রন্থ সাধারণ্যের পছন্দনীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপনার মধ্যে দিয়া দেশবাসীর মধ্যে ইতিহাস পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। রোমের ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক প্রাথমিক রচনাবলীর পর তিনি তুরস্কের ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং দ্বিতীয় সালীম হইতে পঞ্চম মুরাদ পর্যন্ত শাসনামলের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ ইসতিব্‌দাদান হাকীমিয়্যাত-ই মিল্লিয়া (১৩৪১-৪২ হি.) ও একটি ব্যাপক পর্যালোচনামূলক গ্রন্থ 'উছমানলী তারীখি রচনা করেন। তিনি Shehir Mektublari (১৩২৮-২৯ হি.) "নগর পত্রাবলী" নামে উপরিউক্ত গ্রন্থাদির একটি মূল্যবান পরিশিষ্ট রচনা করেন। ইহাতে তিনি প্রাচীন ইস্তাম্বুলের বৈচিত্র্যময় জীবনের অভূতপূর্ব বর্ণনা দিয়াছেন এবং বর্ণনাটি অত্যন্ত সবল ও উৎসাহব্যঞ্জক হইয়াছে। তাঁহার মানাকিব-ই ইসলাম (১৩২৫ হি.) গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল ইসলামী উৎসবাদি, মসজিদ এবং ধর্মীয় অন্যান্য বিষয়। সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাদিতে শিনাসী (দ্র.)-এর উপর রচিত তাঁহার একটি গ্রন্থ রহিয়াছে, যাহা আধুনিক তুর্কী লেখকদের ইতিহাসের (Matbuat Tarikhine Medkhal. llk buyuk Muharrirlerden shinasi, 1927) ভূমিকাস্বরূপ ছিল। Matbuat Khatirlarindan (১৯২৪ খৃ.) গ্রন্থে তুর্কী লেখকদের এবং ফালাকা নামক গ্রন্থে স্বীয় পাঠশালা জীবন ও সাধারণভাবে প্রাচীন শিক্ষানীতির স্মৃতিচারণ করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া আহ'মাদ রাসিম ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র ও ইতিহাস বিষয়ক অনেক পাঠ্যপুস্তকেরও রচয়িতা ছিলেন এবং তিনি আদর্শ রচনাবলীর একটি গ্রন্থেরও প্রণেতা ছিলেন (ইলাওয়ালী খাযীনা-ই মাকাতীব য়াহোদ মুকাম্মাল মুনশা'আত, ৫ম সংস্করণ, ১৩১৮ হি.)। তদুপরি তিনি অনেক পাশ্চাত্য গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রাথমিক জীবনের অনুবাদের একটি বৃহৎ সংকলনের নাম 'পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংকলন' (Edebiyyat-i Garbiyyeden bir Nebdhe, 1887)। তিনি সঙ্গীত রচনায়ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং ৬৫টি সঙ্গীত রাখিয়া গিয়াছেন। দারু'শ-শাফাকা গ্রন্থাগারে এই সঙ্গীতগুলি সংরক্ষিত আছে।

এই ব্যাপক সাহিত্যকর্মের জন্য তাঁহার কিছুটা স্বাধীনতার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সুলত'ান দ্বিতীয় আবদুল-হ'ামীদের শাসনামলে ইহার অভাব ছিল এবং কিছুটা থাকিলেও একজন সরকারী কর্মচারী হিসাবে তাহাও তিনি কদাচিৎ ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি দুইবার অল্প সময়ের জন্য গণশিক্ষা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন (আন্‌জুমান তাফ্‌তীশ ওয়া মুআয়ানা)। ১৯২৪ খৃ. তিনি ধর্মীয় বিষয়াদিতে স্বীয় আগ্রহের অভিব্যক্তি তুলিয়া ধরেন। এই সময় খিলাফাত প্রথার বিলুপ্তি ঘটিলে ৪ মার্চ, ১৯২৪ সালে ওয়াকিত পত্রিকায় রাসূলুল্লাহ (স')-এর পরিত্যক্ত ব্যবহৃত জিনিস (আমানাত ওয়া মুকাল্লাফাত) আচ্ছাদন (খিরকা), পতাকা (লিওয়া) ও জায়নামাযের বরকত সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন। মিসর ও দামিশ্‌কের সংবাদপত্রসমূহেও ইহার আরবী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রস্তাব ছিল, এই পরিত্যক্ত জিনিসগুলিকে জনসাধারণের দর্শনের জন্য যাদুঘরে রাখা হউক (তু. C.A. Nallino, in OM, ১৯২৪ খৃ., পৃ. ২২০ প.)।

১৯২৭ খৃ. হইতে তিনি আবদু'ল-হাক্ক হামিদ, খালীল আদহাম প্রমুখের সঙ্গে জাতীয় পরিষদে ইস্তাম্বুলের প্রতিনিধি ছিলেন (তু. OM. ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৪১৬, ১৯৩১ খৃ., পৃ. ২২৭ এবং মুহাম্মাদ বাকী, Encyclopedie bioguaphique de Turquie, ১খ., ১৯২৭ খৃ., পৃ. ৮৮)। তিনি শেষ জীবনে অসুস্থতায় ভুগিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নাওসাল-ইমিল্লী, ১খ., (১৩৩০ হি.), ২৬৫-২৬৭; (২) ইসমা'ঈল হাবীব, তুর্ক তাজাদ্দুদ আদাবিয়্যাতী তা'রীখী, ইস্তাম্বুল ১৯২৫ খৃ., পৃ. ৫৬৭-৫৬৯; (৩) তানজীমাতদান বেরী, ১৯৪০ খৃ., পৃ. ৩৫৮-৩৬৪; (৪) 'আলী জানিব, আদাবিয়্যাত, ১৯২৯ খৃ., পৃ. ১৭১-১৭৪; (৫) ঐ লেখক, তুর্ক আদাবিয়্যাতি-এন্‌তোলোজিসী, ১৯৩৪ খৃ., পৃ. ৯৮-১২০; (৬) বালকুরনু যাদা রিদা মুনতাখাবাত-ই বাদাই আদাবী, ১৩২৬ হি., পৃ. ৩৪৭-৫০; (৭) Basmadjian, Essai sur l'histoire de la Litterature ottomanc, ১৯১০ খৃ., পৃ. ২১৭; (৮) হুসায়ন জাহিদ, Kagawlarim, ১৩২৬ হি., পৃ. ২৫৯-২৯০; (৯) আহ্‌মাদ ইহ্‌সান, মাতবু'আ জাতিরা লারেম, ১৯৩০ খৃ., পৃ. ৭৬; (১০) WI. Gor-dliwskij, Ocerki po nowoy osmandkoy literaturie, মস্কো ১৯১২ খৃ., পৃ. ৭৬, ১০০; (১১) M. Hartmann, Unpolitische Briefe aus der Turkei (Der islamische Orient, ২খ.), Leipzig ১৯১০ খৃ., নির্ঘণ্ট, পৃ. ২৫২; (১২) ইবনু'ল-আমীন মাহ্‌মূদ কামাল, Son asir turk sairleri, ৮খ. (১৯৩৯ খৃ.), ১৩৫৮-১৩৬২ হি.; (১৩) রেশাদ আকরাম কুচী, আহ্‌মাদ রাসিম, হায়াতী সেচ্‌মা শির ওয়া য়াবীসেরী, ১৯৩৮ খৃ.; (১৪) ইবরাহীম আলাউদ্‌-দীন গেবসা, তুর্ক মাশহুরলেরী এনসাইক্লোপে-দিসি, পৃ. ২৪; (১৫) নিহাদ সামী বানারলী রেসিমলী, তুর্ক আদবিয়াতী তারীখী, পৃ. ৩২৮-৩২৯; (১৬) এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (তুর্কী), শিরো. দ্র. (S. E. Siyavusgil কর্তৃক রচিত); (১৭) Suat Hizarci, Ahmed Rasim (Truk klasiklerizo), ১৯৫৩ খৃ.।

W. Bjorkman (E.I.²)/ এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহ্‌মাদ রিদা খান বেরেলবী (احمد رضا خان) ঃ 'হিয্‌বু'ল আহ্‌নাফ' নামক সংগঠনের নেতা এবং সাধারণভাবে বেরেলবী জামা'আতের নেতা নামে বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তাঁহার ফেরকা ভারতে ও পাকিস্তানে বেরেলভী ফেরকা এবং বাংলাদেশে রেজবী গ্রুপ নামে আখ্যায়িত। তাঁহার জন্ম ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরিলী শহরে ১০ শাওয়াল, ১২৭২ হি./১৪ জুন, ১৮৫৬ খৃ.। পিতার নাম নাকী আলী খান ও পিতামহ রিদা আলী খান, উভয়ে ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী 'আলিম ছিলেন। মাতা আমন মিয়া, পিতা আহ্‌মাদ মিয়া এবং পিতামহ আহ্‌মাদ রিদা নাম রাখেন। তিনি নিজে আবদে মুসতাফা নাম ধারণ করেন।

আহ্‌মাদ রিদা খান অত্যন্ত শীর্ণদেহী, কৃষ্ণকায় এবং কর্কশভাষী ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হাসনায়ন রিদা খান তাঁহার সম্পর্কে লিখেন, প্রথমে তিনি অত্যন্ত গৌরবর্ণের ছিলেন। কঠোর সাধনা তাঁহার গাত্রবর্ণ পরিবর্তিত করিয়া দেয়। তাঁহার চেহারার জৌলুস নষ্ট হইয়া যায় (আ'লা হযরত বেরেলাবী, পৃ. ২০; হায়াতে আ'লা হযরত, পৃ. ৩৫; আল-বেরলবিয়্যা, পৃ. ১৪)।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ বাড়ীতেই মির্যা গুলাম আহ্‌মাদ কাদিয়ানীর অগ্রজ মির্যা গুলাম কাদির বেগ-এর নিকট এবং তারপর বিভিন্ন ধরনের বিদ্যা পিতা নাকী খানের নিকট অর্জন করেন (সাওয়ানিহ আ'লা হযরত, পৃ. ৯৮-৯৯)। সায়্যিদ আল-রাসূল শাহ-এর নিকট হাদীছ প্রভৃতি শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন ও সনদ গ্রহণ করেন (১২৯৪ হি., আনওয়ারে রিদা, পৃ. ৩৫৬)। কিন্তু এই সংক্রান্ত তাঁহার নিজের বর্ণনা হইতেছে, শাবান ১২৮৬/১৮৬৯ সালে তের বৎসর বয়সে আমার কিতাবী শিক্ষা অর্জন সমাপ্ত হয়। ঐদিন আমার উপর নামাযও ফরয হয় এবং আমি শরী'আতের বিধান পালনে মনোযোগী হই।

১২৯৪/১৮৭৮ সালে আপন পিতাসহ তিনি হযরত শাহ আলে রাসূল মাহারবী (মৃ. ১৮৮০ খৃ.)-এর নিকট গমন করিয়া কাদিরিয়া তারীকায় বায়'আত গ্রহণ করেন। পীর সাহেব প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে ইজাযত বা খিলাফত দিয়া দেন। ১২৯৫ হি. প্রথমবার এবং ১৩২০ হি. দ্বিতীয়বার তিনি হজ্জ পালনের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

আল্লামা খালিদ মাহমূদ তদীয় গ্রন্থ সিরিজ মুতালা'আয়ে বেরীলিয়াত-এর ১ম খণ্ডের শুরুতে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়া লিখেন এবং তাঁহার অনুসারিগণকে তাহা অনুসরণের তাকিদ দেন এইভাবেঃ "আমার দীন ও মাযহাব আমার গ্রন্থসমূহে বিধৃত। ইহার উপর কঠোরভাবে কায়েম থাকা অবশ্য কর্তব্য"(ওয়াসায়া শারীফ, পৃ. ৮)। এই দলের চিন্তাধারার মূল বিষয় তিনটি ঃ (১) এই দলের অনুসারিগণ ব্যতীত অবশিষ্ট মুসলমানগণ কাফির।

(২) ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্থিত প্রতিটি আন্দোলনের বিরোধিতাকরণ।

(৩) গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত প্রথাদি (রুসম ও রেওয়াজ) শার'ঈ দলীল দ্বারা সমর্থিত।

আহ্‌মাদ রিদা খানের প্রধান ও প্রথম টার্গেট ছিলেন দেওবন্দী সংগ্রামী 'আলিমগণ। তিনি কুফরী ফতোয়ার অভিযান সর্বপ্রথম শুরু করেন ১৩১১ হিজরী সালে। তাঁহার সমস্ত ইশতিহার ও পুস্তিকায় লিখেন, নদওয়াতুল উলামার সবচেয়ে বড় কুফরী হইতেছে, তাঁহারা ওহাবী ও গায়র মুকাল্লিদগণকেও নিজেদের সহিত মিলিত করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহারা ইসমা'ঈল শহীদ দেহলাবীকে নিজেদের শ্রেষ্ঠ নেতারূপে বরণ করিয়া লইয়াছেন। অথচ তিনি অনেক কারণে তাহাদের চেয়েও বড় কাফির। তাঁহার 'সাল্লু সুয়ূফিল হিন্দিয়া, আল-কাওকাবাতু'শ শিহাবিয়্যা প্রভৃতি পুস্তকে এই সব বক্তব্য রহিয়াছে (মুহাযারা বর মাওযূ রিদাখানিয়ৎ, পৃ. ১৩)।

নাদওয়াতুল উলামার বিরুদ্ধে আহ্‌মাদ রিদা খানের এই একতরফা ফতোয়া এক দশক পর্যন্ত চলার পর তিনি দারু'ল-'উলূম দেওবন্দের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করেন এবং প্রকাশ করেন তাঁহার প্রথম দেওবন্দ বিরোধী ফাতাওয়া আল - মু'তামাদ আল-মুস্তানাদ (المعتمد المستند), যাহাতে মাওলানা কাসিম নানুতবী, মাওলানা রাশীদ আহ্‌মাদ গাঙ্গোহী, মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী (র) প্রমুখ দেওবন্দী 'আলিম সম্পর্কে তিনি লিখিলেন ঃ

یہ ایسے کافر اکفریین جوکوئی ان کے کفر میں شك وشبہ کرے وہ بھی قطعی کافر اور جہنمی ہے۔

"ইহারা এমন চরম কাফির, যে ব্যক্তি তাহাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করিবে সেও নিশ্চিত কাফির ও জাহান্নামী" (ফাতাওয়া রিদাবিয়া, পৃ. ৯০)।

তিনি যাঁহাদের কুফরী সম্পর্কে ফাতওয়া দিয়াছেন তাঁহাদের কয়েক-জনের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

(১) মাওলানা কাসিম নানুতবী (র)

(২) 'আল্লামা মুহাদ্দিছ রাশীদ আহ্‌মাদ গাঙ্গোহী (র)

(৩) মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী (র)

(৪) শায়খুল হাদীছ খালীল আহ্‌মদ সাহারানপূরী (র)

(৫) শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহ্‌মূদুল হাসান (র)

(৬) 'আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী (র)

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি দেওবন্দীদের কাহারও পিছনে নামায আদায় করে সেও মুসলমান নহে" (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭)। "যে ব্যক্তি তাহাদের আকীদা-বিশ্বাসে বিশ্বাসী সেও কাফির, মুরতাদ" (প্রাগুক্ত, ৬খ., পৃ. ৪৩, বালিগুন নূর শিরোনামে)।

যে ব্যক্তি দেওবন্দের প্রশংসা করে বা দেওবন্দীদের আকীদা-বিশ্বাসকে ফাসিদ বলিয়া মানে না, তাহাদেরকে অপসন্দ করে না, তাহাদের ইসলাম হইতে খারিজ হওয়ার জন্য উহাই যথেষ্ট" (ফাতওয়া রিদবিয়্যা, ৬খ., পৃ. ১১০)।

"জীবনে মরণে পর্যন্ত দেওবন্দীদের সহিত মুসলমানদের মত করিয়া উঠাবসা করা, লেনদেন করা, এমনকি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাহাদেরকে খেদমত করার বা খেদমত নেওয়ার সুযোগদানও হারাম। তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকা ওয়াজিব (প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫)।

আহমদ রিদা খান ঐ একইরূপ বক্তব্য ও ফাতওয়া দিয়াছেন নাদওয়ার আলিমগণ সম্পর্কে ঃ "নদভীরা দাহ্‌রিয়্যা (নাস্তিক), মুরতাদ (তাজাসুবু আহলিস সুন্নাহ, পৃ. ৯০; "নদওয়া মারাত্মক, সাংঘাতিক! তাহাদের সকলেই জাহান্নামী", মলফুযাত, পৃ. ২০১)।

'আল্লামা ইহ্‌সান ইলাহী যাহীর (শহীদ) বলেন, দেওবন্দী, নাদবী, শায়খ মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদু'ল ওয়াহ্‌হাবের অনুসারীবর্গ এবং সালাফী আহলে হাদীছ এই চারি প্রকারের লোকের সকলেই বেরেলভীদের দৃষ্টিতে ওয়াহ্‌হাবী -কাফির। তাঁহাদের সকলের ব্যাপারেই আহ্‌মাদ রিদ৺া খান বেরেলবী ও তদীয় অনুসারিগণের ঢালাও মন্তব্য হইতেছে ঃ

ان الوهابية وزعمائهم كفرة لوجوه كثيرة ونطقهم بالشهادة ليس يناف عن الكفر.

"ওয়াহ্‌হাবীগণ ও তাঁহাদের নেতৃবৃন্দ সকলেই কাফির অসংখ্য কারণে, তাহাদের কলেমা শাহাদাত পাঠ কুফরের পরিপন্থী নহে" (অর্থাৎ কলেমা পাঠেও তাহাদের কুফরী দূর হয় না)। (আল-বেরীলবীয়ুন-'আকাইদ ও তারীখ, পৃ. ১৯৪, ইদারাতু তারজুমানিস-সুন্নাহ, লাহোর, ৬ষ্ঠ সং., ১৯৮৪ খৃ.। আহ্‌মাদ রিদ৺া খানের আল-কাওকাবাতু'শ-শিহাবিয়্যা ফী কুফরিয়্যাতি'ল আবি'ল ওয়াহাবিয়্যা, পৃ. ১০-এর বরাতে)।

ওয়াহ্‌হাবিরা মুরতাদ, কাফির, মুনাফিক। তাহারা কলেমা শাহদত পাঠ করিয়া ইসলামের কথা মুখে প্রকাশ করে মাত্র (দ্র. আহ্‌কামে শারীয়াত, পৃ. ১১২, করাচী)। ওয়াহ্‌হাবীরা ইবলীসের চেয়েও অধম, ফাসিদ ও বিভ্রান্ত, কেননা শয়তান মিথ্যা বলে না, কিন্তু উহারা মিথ্যা বলে (ঐ, পৃ. ১১৭)। ওয়াহ্‌হাবীদের পিছনে নামায একান্তই বাতিল (দ্র. ফাতওয়া রিদবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ২১৮; ঐ, ৬খ., পৃ. ৪৩)। ওয়াহ্‌হাবিয়্যা কাফির ও মুরতাদ। যে ব্যক্তি তাহাদের জানাযা পড়িবে সেও কাফির হইয়া যাইবে (দ্র. মলফুযাত, পৃ. ৭৬)।

আহ্‌মাদ রিদা খান বলেন, সর্বাধিক জঘন্য কাফির হইতেছে মজুসী অর্থাৎ অগ্নি উপাসক পারসিকরা। য়াহূদী-খৃস্টানদের তুলনায় তাহাদের কুফরী জঘন্যতর, হিন্দুদের কুফরী মজুসীদের চেয়েও অধিক। আর ওয়াহ্‌হাবীদের কুফরী হিন্দুদের চেয়েও অধিকতর জঘন্য (আহ্‌কামে শারীয়াত, পৃ. ২৩৭)।

আহলে হাদীছ সম্প্রদায় যেহেতু কোন নির্দিষ্ট ইমামের ইজতিহাদ বা মাযহাবের অনুসরণের পরিবর্তে সরাসরি হাদীছ অনুসরণের পক্ষপাতী—এইজন্য তাহাদের প্রতিও আহ্‌মাদ রিদ৺া খান অত্যন্ত খড়গহস্ত ছিলেন। তিনি বলেন, "আহলে হাদীছ মাত্রই কাফির-মুরতাদ"(দামানে বাগ সুবহানুস সাব্বুহ, পৃ. ১২৫-২৬)।

মওলানা আবুল কালাম আযাদ, মৃত্যু ১৯৫৮ খৃ. (দ্র.) সম্পর্কে রিদা খানের মূল্যায়ন, 'তিনি মুরতাদ ছিলেন এবং তাঁহার প্রণীত তাফসীর গ্রন্থ তারজুমানুল কুরআন নাপাক গ্রন্থ।"

আল্লামা স্যার মুহাম্মাদ ইক্‌বাল (মৃ. ১৯৩৮) সম্পর্কে বলেন, "ইবলীস মুলহিদ (ধর্মদ্রোহী) দার্শনিক ইকবালের মুখ দিয়া কথা বলে" (তাজানুবু আহ্‌লিস্‌-সুন্নাহ, পৃ. ৩৪০)। মুহাম্মাদ 'আলী জিন্নাহ কাফির ও মুরতাদ ; তাঁহার আকীদা-বিশ্বাস কুফ্‌রী।

১৩২৩ হি. সালে আহ্‌মাদ রিদ৺া খান হারামায়ন শারীফায়নের 'আলিমগণকে দেওবন্দী নাদবী 'আলিমগণ সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিয়া তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি অশ্রদ্ধাশীল বলিয়া বুঝাইয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে ফাতওয়ায় স্বাক্ষর করাইয়া আনিয়াছিলেন। মওলানা হুসায়ন আহ্‌মাদ মাদানী (র) তখন মদীনা শারীফের মসজিদে হাদীছের দরস দিতেন এবং সেখানে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আহ্‌মাদ রিদ৺া খানের উক্ত চাতুর্যের সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি সেখানকার 'আলিমগণকে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়া বলায় তাঁহারা উহার পাল্টা স্বাক্ষর করিয়া বেরেলবী চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দেন। এইভাবে মওলানা হুসায়ন আহ্‌মাদ মাদানী আহ্‌মাদ রিদা খানের উক্ত ঘৃণ্য চাতুর্যের বিবরণ ও জবাব সম্বলিত আশ-শিহাবু'ছ ছাকিব 'আলা রুঊসিল মুশতারিকীনাল-কাযিব শিরোনামে বিংশ শতাব্দীর ২০-৩০-এর দশকেই প্রকাশিত হইয়া দেশবাসীকে সচেতন করিয়া তোলে।

মোটকথা, কোন মুসলিম 'আলিম, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা দল আহ্‌মাদ রিদ৺ার কুফরী ফাতওয়ার আক্রমণ হইতে রেহাই পান নাই। উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ 'আলিম মওলানা সায়্যিদ 'আবদু'ল হায়্যি (দ্র.) লাখনাবী আহ্‌মাদ রিদ৺া খান সম্পর্কে যথার্থই লিখিয়াছেন ঃ

كان متشردا فى مسائل الفقهية والكلاميه متوسعا ومسارعا فى التكفير قد حمل لواء التكفير والتفريق فى ديار الهند فى العصر الاخير وتولى كبره واصبح زعيم هذه الطائفة تنتصر له وتنتب اليه وتحتج باقواله وكان لا يتسامح ولا يسمح بتأويل كفر من لا يوافقه على عقيدته او من يرى فيه انحرافا عن مسلكه ومسلك ابائه شديد المعارضه دائم التعقب لكل حركة اصلاحية.

"তিনি ছিলেন ফিক্‌হী মাসআলা ও আকীদায় অত্যন্ত চরমপন্থী, কাফির ফাতওয়াদানে নির্ভীক এবং এক পায়ে খাড়া। শেষ যমানায় কুফরীর ফাতওয়া দান এবং ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পতাকা তিনি বহন করেন এবং এই জাতীয় লেখকদের নেতৃত্বে আসীন হন। কেহ তাঁহার

মতের বা ব্যাখ্যার সাথে একমত হইতে না পারিলেই বা তাহার মধ্যে বিকৃতি রহিয়াছে বলিয়া ভাবিলেই তাহাকে কাফির বলিয়া আখ্যায়িত করিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। প্রতিটি সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে লাগিয়া থাকাই ছিল তাহার ব্রত" (নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ৮খ., পৃ. ৩৯; আল-বেরীলবিঊন, পৃ. ১৫৮)।

আহ্মাদ রিদা খানের রচনাবলী

তাঁহার জীবনীকারগণ তাঁহার রচনাবলীর পূর্ণ তালিকা দিতে পারেন নাই। তাঁহার মুদ্রিত ও পরিচিত রচনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে ঃ

(العطايا النبوية فى الفتاوى الرضوية)

১। আল-'আতা'য়া আন-নাবাবি'য়্যা ফি'ল ফাতাওয়া রিদা'বিয়্যা, ইহাই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা যাহা বিশাল কলেবরের এবং বেশ কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশিত। (كنز الايمان فى ترجمة القرآن) উর্দূ ভাষায়।

২। কানযুল-ঈমান ফী তর্জমাতি'ল কুরআন- তাঁহার কুরআন-অনুবাদ পাদটীকায় মওলবী নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদীর খাযাইনু'ল-'ইরফা ফী তাফসীরি'ল-কুরআন (خزائن العرفان فى تفسير القرآن-সহ মুদ্রিত।

৩। আহ্'কামে শারী'আ احكام شريعت মাস্আলা-মাসাইলের কিতাব।

৪। 'ইরফানে শারী'আত عرفان شريعت -ইহা মাসআলা জাতীয় পুস্তক।

৫। ফাতাওয়া আফরীকা (فتادى افريقة) -ফাতাওয়া সংকলন।

৬। মলফূজাত (ملفوظات) 'আলা হযরত (বাণী সংকলন)

৭। ওয়াসায়া' শারীফ (وصايا شريف) তাহার ওসিয়্যাত বা উপদেশমালা।

৮। হা'দাইকে' বাখশিশ حدائق بخشش -উর্দূ কবিতা সংকলন,

৯। মাক'লাতে-রিদাবিয়্যা (مقالات رضوية) প্রবন্ধ সংকলন।

১০। আনওয়ার রিদা'ইয়্যা প্রবন্ধ সংকলন (انوار رضائية)

১১। আয'কারে হাবীবে রিদা'ইয়্যা, প্রবন্ধ সংকলন (اذكار حبيب)

১২। হু'স্সামু'ল-হা'রামায়ন (حسام الحرمين)

১৩। আল-মু'তামাদু'ল-মুসতানাদ (المعتمد المستند)।

১৪। ফাতাওয়া আল-হা'রামায়ন বি-রাজফি নাদওয়াতি'ল-মা'ঈন

(فتاوى الحرمين برجف ندوة المعين)

১৫। সাল্লুস—সুয়ূফ আল-হিন্দিয়্যা (سل السيوف الهندية)

১৬। আল-কাওকাবাতুশ-শিহাবিয়্যা (الكوكبة الشهابية)

১৭। ইহ্লাকু'ল ওহাবিয়্যীন 'আলা তাওহীনি কু'বূরি'ল-মুস্লিমীন

(اهلاك واهبيين على توثين قبور المسلمين)

১৮। সুবূলু'ল আস্'ফিয়া-ফী হুকমিয্-য'বাইহি' লিল-আওলিয়া

سبول الاصفة فى حكم الذبائح للاولياء

১৯। আবারু'ল-মাকাল ফী ইস্তিহ'সানি কু'বলাতি লি-ইজলাল, ইহাতে কদমবুসী প্রভৃতি পসন্দনীয় হওয়ার কথা বিবৃত হইয়াছে।

(ابر المقال فى استحسان قبلة للاجال)।

২০। ইক'মাতু'ল-কিয়ামা 'আলা তা'ইনিল কি'য়াম লি-নাবিয়্যিত-তিহামা اقامة القيامة على طاعن القيام لنبى التهامة ইহাতে মীলাদের কিয়াম জাইয প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে।

২১। আজাবু'ল-ইমদাদ ফী মুকাফফিয়াতি হু'খূখিল ইবাদ-হক্কুল 'ইবাদ সংক্রান্ত। اعجب الا مداد فى مكفيات حقوق العباد

২২। বায়লুল-জাওয়াইয আলাদ-দু'আই ভাদা সালাতিল জানাইয-ইহাতে জানাযার নামাযের অব্যবহিত পরে আবার দু'আ করার বৈধতা আলোচিত।

بذل الجوائز على الدعاء بعد صلوة الجنائز

২৩। শিফাউ'ল ওয়ালা ফী মুওরিল হাবীরি ও মাযারিহী ও নিআলিহী নবী করীম (স)-এর মাযার ও পাদুকার ছবি রাখা জায়েয ও বরকতের হেতু হওয়ার বর্ণনা ইহাতে রহিয়াছে।

২৪। লুম্'আতুদ-দু'আ ফী ইফাইল লুহা لمعات الدعاء فى اعفاء اللحى দাড়ি বর্ধন জরুরী এবং উহা মুণ্ডন করা হারাম হওয়ার বর্ণনা ইহাতে রহিয়াছে।

২৫। মুনীরু'ল - 'আয়নি ফী হু'কমি তাক্'বীলিল - ইব্হামায়ন منير العين فى حكم تقبيل الابهامين আযান-ইকামাতের সময় অঙ্গুলি চুম্বনের বৈধতা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

২৬। নুহ্জাতু'স-সালামা ফী তাক'বীলি'ল-ইবহামায়নি ফি'ল-ইকা'মা-পূর্বোক্ত বিষয়ে আরেকটি পুস্তিকা।

(نهجة السلامة فى تقبيل الابهامين فى الاقامة)

২৭। আন-নাহিউ'ল-আকীদ 'আনিস-সা'লাতি ওরাআ আদিয়্যিৎ তাকলীদ النهى الاكيد عن الصلوة وراء عادى التقليد; ইহার অপর শিরোনাম কাশিফু মাকাইদি লা মাযহাবা-ইহাতে আহ্লে হাদীছ-এর পিছনে নামায আদায়ে কঠোরভাবে বারণ করা হইয়াছে।

২৮। ইত্য়ানু'ল - আরওয়াহ লি - দিয়ারিহি' বা'দার - রাওয়াহ (اتيان الارواح لديارة بعد الرواح) -মৃত্যুর পর আত্মাসমূহের নিজ বাড়ীতে ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসার বর্ণনা সম্বলিত পুস্তক।

২৯। আল-হু'জ্জাতু'ল-ফাইহা ফী তাৎবী'ই তায়ইন ওয়া'ল-ফাতিহা, নির্দিষ্ট তারিখে ফাতেহা' খানির উত্তম হওয়া সংক্রান্ত আলোচনা ইহাতে রহিয়াছে। (الحجة الفاكة فى تطبع التعين والفاتحة)

৩০। ই'লামু'ল - আ'লাম বি - আন্না হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম (اعلام الاعلام بان هندوستان دار الاسلام)

৩১। সা'ফাইহ' লি'ল-জাবীন ফী কাওনিত-তাসাফুহ বিকাফি'ল-য়াদায়ন-(صفائح للجبين فى كون التصافح بكف اليدين) উভয় হাতে করমর্দনের বৈধতা ।

৩২। জালিয়্যু'ফ্'াওত লি-নাহ্য়্যিদ - দা'ওয়াতি আমামা'ল - মাওত جلى الفوت لنهى الدعوات امام الموت -মুর্দার সামনে উচ্চ কণ্ঠে শব্দ নিষিদ্ধ হওয়ার বর্ণনা।

৩৩। জুমালু'ন-নূর ফী নাহয়্যি'ন্—নিসা 'আন যিয়ারাতি'ল-কুবূর جمل النور فى نهى النساء عن زيارة القبور -মহিলাদের কবর যিয়ারতে গমন নিষিদ্ধ হওয়ার বর্ণনা ।

৩৪। বারাকাতু'ল-ইমদাদ লি আহ্লিল-ইস্তিম্দাদ-ওলিআল্লাহগণের কাছে সাহায্য প্রার্থনার বৈধ হওয়ার বর্ণনাসম্বলিত পুস্তক।

بركات الامداد لاهل الاستمداد

৩৫। সুব্হ'ানু'স-স'াবূহ 'আন 'আয়ব কিয'বুল মাকবূহ'- জটিল মাসআলার আলোচনা।

(سبحان الصبوح عن عيب كذب المقبوح)

৩৬। রিসালা তা'যিয়াদারী (رسالة تازيه دارى) -তা'যিয়াদারীর হারাম হওয়ার বর্ণনা।

৩৭। খালিসু'ল-ইতিকা'দ (خالص لاعتقاد) রাসূলুল্লাহ (স)-কে আলিমু'ল গায়ব বা সর্বজ্ঞাতা প্রমাণের চেষ্টা ইহাতে করা হইয়াছে।

৩৮। ঈযা'নু'ল-আজরি ফী আযা'নিল-কা'ব্‌রি-দাফনের পর কবরের উপর আযানের বৈধতা প্রমাণের চেষ্টা ইহাতে করা হইয়াছে।

(ايذان الاجر فى اذان القبر)

৩৯। আল-ইনতিবাহ ফী হাল্লি নিদা ইয়া রাসূলাল্লাহ ইহাতে ইয়া রাসূলাল্লাহ বলিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-কে আহ্বান করার বৈধতা প্রমাণের চেষ্টা করা হইয়াছে। (الانتباه فى حل ندا يا رسول الله)

৪০। আল-আমানু ওয়াল'-উলা (الامن والعلى)

৪১। তামহীদু'ল-ঈমান (تمهيد الايمان)

৪২। আস-সি'মসা'ম 'আলা মুশাক্কাক ফী আয়াতে উলিল-আরহা'ম (الصمصام على مشكك فى ايات اولى الارحام) মাতৃগর্ভস্থ সন্তান সংক্রান্ত জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র রহিয়াছে, এই আয়াতের আলোচনা ইহাতে রহিয়াছে।

৪৩। খাতামুন নবূওয়াত ختم النبوة -রাসূলুল্লাহ্ (স) যে শেষ নবী ইহার আলোচনা।

৪৪। আস্-সূউ'ল-'ইকাব 'আলা'ল-মাসীহিল কায্‌যাব (السوء العقاب علي المسيح الكذاب) গো'লাম আহ'মাদ কাদিয়ানীর কাফির হওয়ার কারণসমূহের বর্ণনা সম্বলিত পুস্তক।

৪৫। আদ-দাওলাতু'ল-মাক্কীয়্যা বি'ল-মাদ্দাতি'ল-গা'য়বিয়্যা (الدولة المكية بالمادة الغيبية) আরও ছোট ছোট অনেক শিরোনামের ফাতওয়াই রহিয়াছে যাহার অধিকাংশ ফাতওয়ার রিদাবিয়্যা অন্তর্ভুক্ত (রিদাখানিয়াত, মুফতী আমীন, পৃ. ২১-২৩)

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র দরদ ছিল না। খাঁটি ইসলাম প্রতিষ্ঠাও তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। ভারতের মুসলিমগণের দুরবস্থা তাঁহার অন্তরে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে নাই। তিনি তাঁহার তথাকথিত 'ইশকে রাসূল-এর দাবি সম্বলিত কবিতা চর্চা, জশনে জুলুস, ফাতিহাখানী ইত্যাকার ছোটখাট ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। এইগুলিই ছিল তাঁহার ইসলাম সেবার নমুনা। লক্ষণীয়, ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি তাঁহার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল না বা এই ব্যাপারে তাঁহার কোন কর্মসূচীও ছিল না। বরং এইগুলি লইয়া যাঁহারা মাথা ঘামাইয়াছেন, সংগ্রাম করিয়াছেন তাঁহাদের বিরোধিতা করিয়াই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে।

গায়বী ইলম

আহ্‌মাদ রিদা খানের বিভ্রান্তিকর আকীদা-বিশ্বাসের কয়েকটি নমুনা এখানে উল্লেখ করা হইল।

আহ্‌মাদ রিদা খানের মতে রাসূলুল্লাহ (স) গায়বী ইলমের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা গায়ব সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلاَّ اللّٰهُ.

"বল, আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আর কেহই অদৃশ্যের (গায়ব-এর) জ্ঞান রাখে না" (২৭ ঃ ৬৫)।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ.

"অদৃশ্যের খবর তাঁহারই নিকট রহিয়াছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেহই তাহা জানে না। জলে ও স্থলে যাহা কিছু আছে তাহা তিনিই অবগত; তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নাই যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই" (৬ ঃ ৫৯)।

অথচ কুরআন মাজীদের এইরূপ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার বিপরীতে আহ্'মাদ রিদা খানের 'আকীদা-বিশ্বাস হইল ঃ "নিঃসন্দেহে নবী-রাসূলগণ সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু আগত কালে আসিবে সব কিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত। তাঁহারা সব কিছু দেখেন এবং প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন" (দ্র. আদ-দা'ওয়াতু'ল-মাক্কিয়্যা ফী মাদ্দাতি'ল-গা'য়বিয়্যা, পৃ. ৫৮)।

"নিঃসন্দেহে লাওহ্ ও কলমের 'ইলম এবং যাহা ছিল এবং অনাগত কালে যাহা হইবে বা ঘটিবে সেইগুলির জ্ঞান নবী করীম (স)-এর জ্ঞানের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র" (আদ-দা'ওয়াতুল-মাক্কিয়্যা, পৃ. ২৩০)।

"তাহার [নবী কারীম (স)-এর] জ্ঞান বিশ্বচরাচরের সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত, লওহ্' ও কলম-এর 'ইলম তাঁহার জ্ঞানের একটি ছত্র মাত্র, তাঁহার জ্ঞান সাগরের একটি নালামাত্র" (দ্র. খালিসু'ল-ই'তিকাদ, পৃ. ৩৮)।

অথচ আল্লাহ তা'আলা মহানবী (স)-কে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ.

"মদীনাবাসীদের মধ্যকার কিছু লোক মুনাফিকীতে কঠোরভাবে লিপ্ত। (হে রাসূল) তুমি তাহাদেরকে জান না, আমি তাহাদেরকে জানি" (৯ ঃ ১০১)।

নবী (স) সর্বত্র উপস্থিত ও ভীতি প্রদর্শনকারী (হাযির-নাযির)

আল-কু'রআন-এর প্রচারিত আকীদা বিশ্বাসমতে একমাত্র আল্লাহ্‌ই সর্বব্যাপী সত্তা এবং তিনিই সর্বত্র হাযির।

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

"তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন যেখানেই তোমরা থাক না কেন। তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ তাহা দেখেন" (৫৭ ঃ ৪)।

আহ্'মাদ রিদা খানের মতে এমন কোন স্থান বা কাল নাই যেখানে নবী (স) মওজুদ নাই। তিনি একই সময় অনেক স্থানে বিরাজমান থাকিতে পারেন (দ্র. আহ্'মাদ সাঈদ কাজিমা, তাস্‌কীনু'ল খাওয়াতি'র ফী মাস্‌আলাতি'ল হাদির ওয়ান-নাযির, পৃ. ২৮, ৮৫)। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য এই এখতিয়ার রহিয়াছে যে, তিনি তাঁহার সাহাবীগণের রূহসমূহকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ করিবেন। তাঁহাকে অনেক ওলী একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে দেখিতে পাইয়াছেন (জাআল হা'ক'ক, পৃ. ১৫৪-এর বরাতে আল বেরীলাউন, পৃ. ১৫৪)।

করাচীর উর্দূ মাসিক ফারান-এর সম্পাদক মওলানা মাহিরুল কাদিরী বলিয়াছেন ঃ "মওলানা আহ্'মাদ রিদা' খান বেরলভী রাসূলুল্লাহ (স)-এর

আহ্‌মাদ রিদা খান বেরেলবী

সত্তার প্রতি পরম ভক্তি ও ভালবাসা পোষণ করিতেন এবং ওয়ালী আল্লাহ্‌গণের প্রতিও তাঁহার ভক্তির কোন সীমা ছিল না। কিন্তু সেই ভক্তি বা 'আকীদার সীমা উলূহিয়্যাত পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় (বেরেলভীয়াত, মাহিরুল কাদিরী কীনাজ স., পৃ. ৭০)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সর্বত্র হাযির-নাযির-এর এই বিশ্বাস কু'রআন বিরোধী ঃ (১) "মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়াছিলাম, তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না" (২৮ ঃ ৪৪)। (২) "তুমি তো মাদয়ানবাসীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলে না তাহাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করিবার জন্য। আমিই তো ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী" (২৮ ঃ ৪৫)। (৩) "মারয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাহাদের মধ্যে কে গ্রহণ করিবে সেইজন্য উহারা যখন কলম নিক্ষেপ করিয়াছিল তখন তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না" (৩ ঃ ৪৪)। (৪) এইগুলি অদৃশ্যলোকের সংবাদ, আমি ওহী দ্বারা তোমাকে অবহিত করিতেছি যাহা ইতিপূর্বে তুমি অবগত ছিলে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জ্ঞাত ছিল না" (১১ ঃ ৪৯)।

বলা বহুল্য, উক্ত আয়াতসমূহে উল্লিখিত স্থান ও কালসমূহে রাসূলের উপস্থিত না থাকার কথা আর যে সকল স্থানে তিনি উপস্থিত ছিলেন বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন সেগুলির বাহিরে তাঁহার উপস্থিত না থাকার কথাই বুঝা যায়।

রাসূলুল্লাহ্ (স) মুখ্‌তারে কুল, সকল শক্তির অধিকারী, ইহা তাঁহার আর একটি ভ্রান্ত মত। আল-কু'রআন সার্বভৌমত্ব বা সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহকেই বলিয়াছে অসংখ্য স্থানে। যেমন ঃ

تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"মহিমান্বিত সেই সত্তা সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁহার করায়ত্ত, তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান" (৬৭ ঃ ১)।

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ.

"জিজ্ঞাসা কর, সকল কিছুর কর্তৃত্ব কাহার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাহার উপর আশ্রয়দাতা নাই, যদি তোমরা জান? উহারা বলিবে, আল্লাহ্" (২৩ ঃ ৮৮-৮৯)।

এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, নিঃসন্দেহে সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহরই হাতে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা আশ্রয় দিতে পারেন, আশ্রয়দাতা অন্য কোন সত্তা নাই।

আহ্‌মাদ রিদা খান-এর আকীদা হইল ঃ "মহানবী (স) সর্বপ্রকার অভাব পূরণ করিয়া দিতে পারেন। দুনিয়া ও আখিরাতের তাবত মকসুদ পূরণ করা তাঁহার এখতিয়ারাধীন" (বারাকাতুল ইম্‌দাদ, পৃ. ৮; মালফুজাত, ৪খ., পৃ. ৭০)।

হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাথে একই বাহনে তাঁহার পিছনে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ বৎস! আল্লাহ্‌র হকসমূহের তুমি হিফাযত করিবে তাহা হইলে তিনিও তোমার হিফাযত করিবেন। তুমি আল্লাহ্‌র হকসমূহের হিফাযত করিলে তুমি তাঁহাকে তোমার সম্মুখেই পাইবে। আর যখন তোমার কিছু প্রার্থনা করিতে হয়, আল্লাহরই নিকট প্রার্থনা করিবে। যখন তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, তখন তুমি আল্লাহরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে। তুমি নিশ্চিতভাবে জানিবে যে, সমগ্র উম্মত যদি তোমাকে কোন ফায়দায় পৌঁছাইবার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালায় তবে আল্লাহ যতটুকু তোমার জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহার অধিক কোন ফায়দাই তোমাকে তাহারা পৌঁছাইতে সমর্থ হইবে না। আর যদি সমগ্র উম্মত তোমার ক্ষতিসাধনের জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালায় তবে আল্লাহ তা'আলা যতটুকু অকল্যাণ তোমার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহার অধিক ক্ষতি করিতেও তাহারা সমর্থ হইবে না" (মিশকাত শরীফ, পৃ. ৪৫৩)।

হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দেহলবী (রহ)-এর ভাষ্য হইল ঃ

شرك انست كه غير خدا را صفات مختصئ خدا اثبات نمايد.

"শির্‌ক হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সুনির্দিষ্ট সিফাতসমূহ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সত্তার প্রতি আরোপ করা" (আল-ফাওযুল কাবীর, পৃ. ৮)।

ইহারই বিপরীতে আহমাদ রিদা খান বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) হইতেছেন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ খলীফা এই পৃথিবীতে ও আকাশমণ্ডলীতে। তিনি যদৃচ্ছা এইগুলিতে যখন যেমন ইচ্ছা করিতে পারেন" (ফাতাওয়া রিদাবিয়্যা, ৬খ., পৃ. ১৫৫)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সারা জীবন তাঁহার খুৎবার প্রারম্ভে ভূমিকাস্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন ঃ

من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.

"যাহাকে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেন, কেহই তাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না, আর যাহাকে তিনি পথভ্রষ্ট করিয়া দেন, কেহই তাহাকে হিদায়াত দান করিতে পারে না।"

রাসূলুল্লাহ্ (স) অদৃশ্য জানেন বা অন্তর্যামী হওয়ার এই বিশ্বাস একটি কুফরী আকীদা। এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া আরও কিছু তথ্য উল্লিখিত হইল। সুস্বপ্ন ও সরাসরি ওহীর মাধ্যমে প্রচুর গায়বী ইল্‌মের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নবী কারীম (স) তাঁহার ইল্‌মের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন ছিলেন। তাই তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ

انما انا بشر وانه يأتيني الخصم فلعل بعضهم ان يكون ابلع من بعض فاحسب انه صادق فاقضى له بحق مسلم فانما يهد قطعة من النار فليحملها او يذرها.

"নিঃসন্দেহে আমি একজন মানুষ। আমার কাছে অনেকে বাদী হইয়া বিচার-মীমাংসার উদ্দেশে আসে। হইতে পারে কেহ তাহার বাকপটুতা দ্বারা আমার কাছে এমনভাবে তাহার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করে যে, আমি ধারণা করিয়া ফেলি যে, সে বুঝি তাহার দাবিতে সত্যবাদী। ফলে আমি কোন মুসলমানের প্রাপ্য হক তাহাকেই দিয়া দেই। ইহা একটি অগ্নিশলাকাস্বরূপ। হয় সে সেই আগুন সহ্য করিবে, না হয় তাহাকে সেই অন্যায়ভাবে লব্ধ হক ছাড়িয়া দিতে হইবে" (মুসলিম, জিলদ ২, পৃ. ৭৪)।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আইশা (রা)-এর চাইতে অধিক রাসূলুল্লাহ্ (স) ও তাঁহার শিক্ষা সম্পর্কে জানিবার সুযোগ আর কাহারই বা হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মর্যাদা ও ফযীলতের কথাও তাঁহার চেয়ে বেশী অবগিত আর কাহারও হইতে পারে না। সেই মুসলিম জননী হযরত আয়িশা (রা) বলেন ঃ

من قال ان رسول الله ﷺ يعلم الغيب فقد اعظم على الله الفرية.

"যে ব্যক্তি বলে, রাসূলুল্লাহ্ (স) গায়ব জানেন, সে আল্লাহ্‌র উপর সবচেয়ে বড় অপবাদ আরোপ করিল।"

হানাফী 'আলিমগণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি নবী করীম (স) গায়েব জানেন বলিয়া বিশ্বাস করিলে সে কাফির হইয়া যাইবে (শারহু ফিক্‌হি'ল আকবার, পৃ. ১৮৫)।

আহ্‌মাদ রেযা খান বেরলভী ও তাঁহার সঙ্গী-সাথী শিষ্যগণ মীলাদে কিয়াম, জশনে জুলুস, কবর পাকা করা, কবরে বাতি জ্বালান, চাঁদোয়া চড়ান, মৃত্যুর পর ফাতিহাখানির নামে বড় জিয়াফত, বার্ষিক উরুস প্রভৃতি কুসংস্কারকে ধর্মীয় আবরণে এমনভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যাহার প্রতিটিই ঘৃণ্য বিদ্'আত।

১৩৪০ হিজরীর ২৫ সফর তারিখে (১৯২১ খৃ.) ৬৮ বৎসর বয়সে আহ্‌মাদ রিদা খান ফুসফুসের ঝিল্লীর প্রদাহ জনিত ব্যথায় মারা যান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধ গর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

আহ্‌মাদু লোব্‌বো (احمدو لبو) ঃ [শায়খ আহ্‌মাদ শেকু আহ্‌মাদু (হ'মাদু) লোব্‌বো শেকু আহ্‌মাদুসিসে] ফুল (Ful) গোষ্ঠীভুক্ত 'রারি' গোত্রের ধর্মীয় নেতা (অথবা Sise-এর Mandingo বংশের ন্যায় Saugare কিংবা Daebe বংশের) মধ্যে মাসিনাস্থ (Masina) মালান্‌গাল (Malangal) অথবা মারেভাল (Mareval) নামক স্থানের অধিবাসী; ইঁহাকে প্রকৃতপক্ষে হ'মাদু হ'মদু লোব্‌বো অর্থাৎ হ'মাদু লোব্‌বো-এর পুত্র বলিয়া ডাকা হইত। পিতা হ'মাদু লোব্‌বো একজন ধর্মপরায়ণ মুসলিম ছিলেন। তিনি মধ্যমাসিনার Yogunsiro অঞ্চলের (Uro Modi জেলা) নামক স্থানে বসবাস করিতেন। ইঁহার জন্মস্থান (Niafunke অঞ্চলের পূর্বদিকে) Fituka অঞ্চলে যাহা তাঁহার মায়ের নাম অনুসারে লোব্‌বো বলিয়া অভিহিত হইত। মাসিনা (Masina) তখন ফুলদের অধিকারে ছিল; ইহাদের বেশীর ভাগ ছিল পৌত্তলিক কিংবা নামেমাত্র মুসলিম। তাহারা সেগু-এর বাম্‌বারা সম্রাটদের অধীনস্থ দ্যালো (Dyallo) রাজবংশের আরদোগণের (ardos) শাসনাধীন ছিল। একমাত্র জেন্‌নে (Djenne) অঞ্চলটি মরক্কোর সেনাবাহিনীর দখলে ছিল। কা'দিরিয়্যাপন্থী শায়খ সীদী মুহাম্মাদ (মৃ. ১৮২৬ খৃ.)-এর সিল্‌সিলার মুরাবিত কুন্‌তার শিষ্য আহ্‌মাদু লোব্‌বো 'উছ'মান দান ফোদিও'র ইসলাম প্রচারের সফল অভিযানসমূহে (আনু. ১৮০০ সন) তাঁহার সংগী হইয়াছিলেন এবং জেন্‌নের নিকটবর্তী এক ক্ষুদ্র গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানের সুখ্যাতি ও প্রভাব সম্পর্কে সন্দিহান মরক্কোর লোকেরা তাঁহাকে সেই স্থান হইতে বিতাড়িত করে। তিনি তখন তাঁহার মায়ের জন্মস্থান সেবেরা (Sebera)-তে গিয়া বসবাস শুরু করেন। এখানে তাঁহার নিকট বিপুল সংখ্যক ছাত্রের সমাবেশ ঘটে। এইসব ছাত্র ও মাসিনার আরদো (ardo)-এর পুত্র গুরোরি দ্যালো (Gurori Dyallo)-এর মধ্যে সংঘটিত একটি ঘটনা আহ্‌মাদুকে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিতে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁহার বিরুদ্ধে বাম্‌বারা সেনাবাহিনী পাঠান হয়। কিন্তু এই সেনাদল এক কৌশলের ফলে পরাজিত হয়। দ্যালো (Dyallo) রাজবংশ সিংহাসনচ্যুত হয় (১৮১০ খৃ.) এবং এলাকার ফুলগণ সকলে আহ্‌মাদু-র আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয়। তিনি দীর্ঘ নয় মাস অবরোধের পর জেন্‌নে অধিকার করেন এবং কুনারী-নেতা Geladjo-কে পরাজিত করেন যাহার কার্যাবলী এখন পর্যন্ত একটি লোকগাথার বিষয়বস্তু হইয়া আছে (দ্র. G. Vieillard, Bull du comite d' itudes hist. et scient. d l' A.O.F. ১৯৩১, ১৫১-৬) এবং ঐ এলাকায় বানি (Bani) নদীর তীরে হ'মদাল্লাহি নামে (fulbe ঃ Hamdallay) একটি নূতন রাজধানী নির্মাণ করেন (১৮১৫)। তিনি তুয়ারেগ (Touareg)-দের নিকট হইতে ঈসা-বের (Isa Ber) জয় করেন (১৮২৫ খৃ.) এবং ১৮২৭ খৃ. তিমবুক্‌তু (Timbuktu) অধিকার করিয়া পূর্বদিকে তোম্‌বো (Tombo) পর্বতমালার প্রথম সারি এবং দক্ষিণ-পূর্বে ব্লাক ভোল্‌টা (Black volta) ও সুরু (suru) নদীর সংগমস্থল পর্যন্ত স্বীয় শাসন কর্তৃত্ব বিস্তার করেন।

আহ্‌মাদু আমীরু'ল-মু'মিনীন উপাধি গ্রহণ করেন ও কা'দিরিয়্যা মত অনুযায়ী ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ধর্মীয় বিধি-নিষেধ কড়াকড়িভাবে পালনের তাকীদ দেন, গোত্রীয় মস্‌জিদসমূহ ও স্থানীয় উপাসনালয়গুলি বিধ্বস্ত করেন, ধূমপান নিষিদ্ধ করেন, ইস্তাম্বুল-এর সুলতানের সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৮৩৮ খৃ. কাছাকাছি সময়ে আলহাজ্জ 'উমার তাল (দ্র.) মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। আহ্‌মাদু তাঁহার রাজ্যকে সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠিত করেন। গ্রাম, জেলা ও প্রদেশগুলি তাঁহার নিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হইত। এই সকল কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কা'দী (fulbe ঃ আলগালী)-র দরবারে অভিযোগ পেশ করা যাইত। ভূমি ও পশুপালের মালিকানা ছিল রাষ্ট্রের। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির একাংশ, জরিমানা ইত্যাদিও রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা হইত। রাজস্ব আয়ের মধ্যে ছিল যাকাত (fulbe ঃdakka), উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ, পশুদের আনুপাতিক অংশ, ধনীদের উপর ধার্যকৃত অতিরিক্ত কর (স্বর্ণ ঃ কড়ি ও লবণের $\frac{১}{৪০}$ খাদ্যশস্যের উপর খারাজ, ঈদু'ল-ফিত্‌রের সময় জোয়ার (millet)-এর একাংশ যাহাকে বলা হইত মুদ্‌দু (muddu), সৈনিকদের খরচ যোগানের জন্য দাসদের নিকট হইতে গৃহীত চাঁদা এবং ১০%বাণিজ্য শুল্ক উশ্‌র (fulbe ঃ usuru)। প্রতি বসন্ত কালে সামরিক অভিযানের আয়োজন করা হইত। প্রতিটি গ্রামকে এই সকল সামরিক কার্যক্রমের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক যোগান দিতে হইত এবং এই নির্দিষ্ট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ প্রতি বৎসর পালাক্রমে তালিকাভুক্ত করা হইত। সামরিক দায়িত্বে বাড়িঘর হইতে দূরে অবস্থানকালে সৈনিকগণ তাহাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য বৃত্তি লাভ করিত। পাঁচজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার থাকিতেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের উপর এক একটি বিশেষ অঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থাকিত। স্থানীয় কা'দীদের বিচারের বিরুদ্ধে হ'ম্‌দাল্লাহির উচ্চতর কা'দীর আদালতে এবং এই উচ্চতর কা'দীর রায়ের বিরুদ্ধে স্বয়ং আহ্‌মাদুর নিকট আপীলের অধিকার ছিল। মুরাবিত আদালত (marabout tribunal) নামে একটি আদালত পরামর্শদাতা হিসাবে তাঁহাকে বিচারকার্যে সাহায্য করিত।

১ম আহ্‌মাদু ১৮৪৪ খৃ. মারা যান এবং তাঁহার পুত্র ২য় আহ্‌মাদু (হ'মাদু) উত্তরাধিকারের দেশীয় প্রচলিত আইনের ব্যতিক্রম করিয়া তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৮৪৬ খৃ. তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুতে বিদ্রোহকারী তিম্‌বুক্‌তু (Timbuktu)-এর উপর মাসিনা-র সার্বভৌমত্ব কিছুটা নমনীয় আকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। একইভাবে ২য় আহ্‌মাদুর

উত্তরাধিকারী হন ১৮৫২ খৃ. তদীয় পুত্র ৩য় আহ্‌মাদু। তিনি কখনও কূটনীতি, আবার কখনও শক্তির সাহায্যে মহান তোকোলর (Tokolor) বিজেতা আলহা‍জ্জ 'উমার তালের কর্তৃত্বের প্রসার রোধ করিবার চেষ্টা চালান, কিন্তু 'উমার তাল ১৮৬২ খৃ. হ'াম্‌দুল্লাহি অধিকার করিয়া লন। ৩য় আহ্‌মাদু তিম্‌বুক্‌তু অভিমুখে পলায়নের পথ ধরেন, কিন্তু ধরা পড়িলে 'উমারের নির্দেশে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার চাচা বালোব্‌বো 'উমার তাল ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া গিয়াছিলেন। মাসিনা রাজ্যটি কাফিরদের মুকাবিলায় ইসলামের একটি শক্ত কেন্দ্র ছিল। য়ূরোপীয় পর্যটক Rene Caille Heinrich Barth হইতে এই তথ্য জানা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Ch. Monteil, Monographie de Djenne, Tulle ১৯০৩ খৃ., ২৬৬-৭৭; (২) M. Delafosse Haut-Senegal Niger, প্যারিস ১৯১২ খৃ., ২খ., ২৩২-৩৯; (৩) L. Tauxier, Moeurs et Histoire des peuls, প্যারিস ১৯৩৭ খৃ., ১৬৩-৮৫; (৪) P. Marty, Erudes sur l' Islam et les tribus du Soudan, প্যারিস ১৯২০, ২খ, ১৩৭-৮, ১৭৭-৮০, ২৪৬-৭; (৫) Mohammadou Aliou Tyam, La vie d'EL Hadj Omar, সম্পা. ও অনু. H. Gaden, প্যারিস ১৯৩৫ খৃ., ২০, ১৫৪ প. ১৬৪ প. ১৮৫ প.; (৬) R. Caille, Journal d'un voyage a Tombouctou et a Jenne, প্যারিস ১৮৩০, খৃ., ২০৬ প.; (৭) E. Mage, Voyge dans le Saoudan Occidental, প্যারিস ১৮৬৮ খৃ., ২৫৮ প.; (৮) H. L. Labouret, La langue des peuls ou Foulbe, ডাকার ১৯৫২ খৃ., ১৬২-৫।

M. Rodinson (E.I[2]/ ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

আহ্‌মাদ শাওকী (احمد شوقى)ঃআহ্‌মাদ শাওকী ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আহ্‌মাদ শাওকী (১২৮৫-১৩৫১/১৮৬৮-১৯৩২) বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সূর্যাধিষ্টি বিখ্যাত মিসরীয় কবি। তিনি আংশিকভাবে কুর্দী বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেইখানেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁহার রচনায় শুধু 'আরব জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটান নাই, বরং নিজ জন্মভূমি মিসর ও ইহার অতীত শান-শওকতের গৌরব ও মহিমাও প্রকাশ করিয়াছেন।

শাওকী মিসরের বিভিন্ন সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন, অতঃপর আইন কলেজের অনুবাদ বিভাগে কার্যরত থাকেন। ১৮৮৭ খৃ. খেদীব তাওফীক পাশা (১৮৭৯-৯২ খৃ.) তাঁহাকে আইন বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য ফ্রান্সে প্রেরণ করেন। ১৮৯১ খৃ. তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাকে খেদীবী সরকারের য়ূরোপীয় শাখার প্রধান হিসাবে নিয়োগ করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে (১৯১৪-১৯১৯ খৃ.) যখন খেদীব 'আব্বাস হি'লমী পাশাকে (১৮৯২-১৯১৪ খৃ.,) অপসারণ করা হয়, তখন শাওকী স্বেচ্ছায় জন্মভূমি মিসর ছাড়িয়া স্পেনে চলিয়া যান (১৯১৫ খৃ.)। ১৯১৮ খৃ. তিনি প্রত্যাবর্তন করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সিনেটের সদস্য ছিলেন।

তাঁহার কবিতা এত প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, তাহা সমগ্র মিসরে ব্যাপকভাবে পঠিত ও গীত হইতে থাকে এবং তাঁহাকে আমীরু'শ-শু'আরা (কবি সম্রাট) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁহার কতিপয় কাসীদাঃ এখনও অত্যন্ত আগ্রহের সহিত মিসরে ও অন্যান্য 'আরব দেশে পঠিত হয়। তাঁহার খ্যাতি তাঁহাকে সুখ ও সমৃদ্ধি দান করে এবং তাঁহার সুশিক্ষিত প্রশংসাকারীদের এক বিরাট দল গড়িয়া উঠে।

তিনি প্রথমে ছন্দোবদ্ধ গদ্য (سجع) রীতির সাহিত্য রচনার চেষ্টা করেন; কিন্তু ইহাতে তেমন সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাঁহার সমৃদ্ধ রচনার প্রায় সবই কবিতা ও নাটকের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

কবিতা ঃ তাঁহার রচিত কবিতাসমূহের সংকলন তাঁহার মৃত্যুর পর 'আশ-শাওকিয়্যাত' নামে চারি খণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের প্রথম খণ্ডে ড. মুহ'াম্মাদ হু'সায়ন হায়কালের লিখিত একটি ভূমিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই ভূমিকায় তাঁহার কবিতার মূল্যায়ন করা হইয়াছে। বর্ণনাভঙ্গী ও ভাষার ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন রীতির অনুসারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কবিতার বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুভূতি ছিল সুস্পষ্টরূপে আধুনিক। এইজন্য শাওকী ও তাঁহার সমসাময়িক বিজ্ঞ এবং অপেক্ষাকৃত কম আধুনিক ভাবাপন্ন কবি হা'ফিজ' ইব্‌রাহীম তাঁহাদের কবিতায় সাফল্যজনকভাবে মিসরবাসী ও 'আরবদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটাইয়াছেন। তাঁহার কবিতা বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত, যেমন রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, বর্ণনামূলক, প্রেরণামূলক, শোকগাথা প্রভৃতি। তাহা ছাড়া শিশুদের জন্যও তিনি কিছু কবিতা রচনা করেন (দীওয়ানু'ল-আত'ফাল ও শিরু'স্‌-সি'বা (ديوان الاطفال وشعر الصبا))। তাঁহার রচনায় বর্ণনার সাবলীলতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ধর্মনিষ্ঠার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে (উদাহরণস্বরূপ দ্র. যি'করা'ল-মাওলিদ, শাওকিয়্যাত, ১খ., ৭০)। তাঁহার কবিতায় মার্জিত ব্যঙ্গ ও নিন্দাসূচক বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। এই সব রচনায় তিনি তাঁহার যুগের অবস্থা ও ঘটনাবলীর বর্ণনা জীবজন্তুর রূপক কাহিনীসমূহের মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত প্রদান করিয়াছেন [দ্রষ্টব্য ঃ আল-আসাদ ওয়া ওয়াযীরুহু'ল-হি'মার (الاسد و وزيره الحمار)– ৪খ., ১৪৭]।

পদ্য নাট্য-গল্পসমূহ ঃ ১৯৪৮ খৃ. লেবাননে সর্বপ্রথম 'আরবীতে রচিত নাটক প্রদর্শিত হয় (আল-বাখীল, মারূন-নাক্কাশ বিরচিত)। প্রথম মহাকাব্য রীতিতে রচিত কাব্য-নাটক আল-মুরূআ ওয়া'ল-ওয়াফা (المروة والوفا) বা আল-ফারাজ বা'দা'দ্‌ দীক' الفرج بعد الضيق। খালীল আল-য়াযীজী রচনা করেন। ১৮৭৮ খৃ. নাটকটি লেবাননে মঞ্চস্থ হয়। সিরীয় লেবাননীয় নাটকের কাহিনীসমূহের প্রচার মিসরে দ্রুত পৌঁছিলেও ১৯২০-১৯৩০ খৃ. পূর্বে কোন গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক থিয়েটারের প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন নাই। শাওকীর নাট্য কাহিনী 'আরবী থিয়েটারের ইতিহাসে আলোকবর্তিকার কাজ করে। এই নাটকগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'আরব ও মিসরের ইতিহাসের যুদ্ধ বিষয়ে রচিত কাব্য-নাট্যসমূহ ভবিষ্যতে উন্নতি করিয়া মহাকাব্যে পরিণত হইতে পারে এবং বিপুল সংখ্যক দর্শককে আকৃষ্ট করিতে পারে। শাওকীর প্রথম নাটক ক্লিওপেট্রা (১৯২৯ খৃ.) নিঃসন্দেহে শেক্সপিয়ারের Antony and Cliopatra নাটকের নিকট কিছুটা ঋণী, এই নাটকে কয়েক স্থানে মিসরীয় জাতীয়তাবাদের গৌরব বর্ণিত হইয়াছে। قمبيز (ক্যাম্‌বাইসীয়- combyses), (১৯৩১) খৃ. ও 'আলী বেক্‌ আল্‌-কাবীর (على بك الكبير) ১৯৩২ খৃ. নাটক দুইটিতেও শাওকী তাঁহার স্বদেশ মিসরের অতীত ইতিহাসের গৌরব-গরিমার উল্লেখ করেন।

মাজনূন লায়লা (১৯৩১ খৃ.), আমীরাতু'ল-আন্দালুস (১৯৩২ খৃ.), আনতারা প্রভৃতি নাটকের কাহিনী তিনি 'আরবদের অতীত ইতিহাস

অবলম্বনে রচনা করেন (উপরিউক্ত তিনটি নাটক পার্শ্বে প্রদত্ত তারিখগুলি ইহাদের মুদ্রণের তারিখ)। শাওকীর অন্যান্য রচনার মত উপরিউক্ত তিনটি নাটকও কায়রোতেই মুদ্রিত হয়।

শাওকী যখন সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি উপরিউক্ত নাটকগুলি রচনা করেন। এই রচনাগুলির মধ্যে তাঁহার কিছু উৎকৃষ্ট কবিতাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তিনি তাঁহার রচনায় এই কারণে সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল রীতি অনুসরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, খেলাধূলা ও বর্ণনাকারীর ক্রিয়াকর্মের প্রেক্ষিতে কবিতায় বিভিন্ন হ্রস্বছন্দ ও সাকিনরাবী (سـاكـن روى) বা হসন্তযুক্ত অন্ত্যঃমিল অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন। শাওকীর মধ্যে নাটক সম্পর্কিত অনুভূতির অভাব ছিল না, যদিও তাঁহার প্রথম নাটক ক্লিওপেট্রা সর্বাধিক সফলতা লাভ করিয়াছে। ইহাতে ত্রুটি এই যে, ইহার চরিত্র সৃষ্টি সর্বত্র সন্তোষজনক নয়, কিন্তু তথাপি তাঁহার কতিপয় নাটক এখনও প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

এইখানে তাঁহার একটি রম্য রচনা আস্-সিত্তু হুদা (الست هدى-I-Medem Huka)-এর উল্লেখ আবশ্যক। ইহা বর্তমানে মুদ্রিত হইয়াছে। এই নাটকটির প্রধান চরিত্র একজন মহিলা। এই মহিলাটি একাধিক বিবাহ করে, কিন্তু সে কোনটিতেই সুখী হইতে পারে নাই। কারণ তাহার সকল স্বামীই শুধু সম্পদের লালসায় তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। এই মহিলা যে কিভাবে নিজেকে তাহার জনৈক স্বামীর কবল হইতে মুক্ত করিয়াছে, শাওকী সেই চিত্র তুলিয়া ধরেন। মহিলার এই স্বামী মদ্য পানে আসক্ত ও অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। নাটকের শেষ পর্যায়ে মহিলার মৃত্যুর পর তাহার শেষ স্বামীর পরিচিতি দেওয়া হয়। মহিলা তাহার প্রতিশোধ এমনভাবে নেয় যে, সে তাহার সমুদয় সম্পদ কতিপয় মহিলার নামে দান করিয়া যায় এবং তাহার স্বামীর জন্য এক কর্পদকও রাখিয়া যায় নাই। যদিও এই নাটক পাঠ করিয়া পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করা যায় না এবং কাহিনীটি হাস্যরস ও কৌতুক বর্জিত, তবুও আস-সিত্তু হুদা নাটকে বেশ কিছু হাস্যরসের কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার উপযোগী।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আহ্‌মাদ শাওকী, আশ্-শাওকিয়াত, কায়রো ১৯৫১-১৯৫৬। নাটক কয়টির মুদ্রণের তারিখ প্রবন্ধের ভিতরে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু الست هدى-এর মুদ্রণের তারিখ উল্লেখ করা হয় নাই; বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দেখুন : (২) য়ূসুফ আস'আদ দ্যাগি'র মাস'াদিরু'দ-দিরাসাতি'ল-আদাবিয়া (مصادر الدراسة الادبية), ২খ., বৈরূত ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ৫০৬-৫১১, প্রথম অধ্যায়। নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহ বিশেষ গুরুত্ববহ; (৩) ত'াহা হু'সায়ন হ'াফিজ' ওয়া শাওকী, কায়রো ১৯৩২ খৃ.; (৪) আহ্‌মাদ আস-সাইব, আহ্‌মাদ শাওকী, কায়রো ১৯৫০ খৃ.; (৫) Jacob M. Landau, Studies in the Arab Theatre and Cinema, ফিলাডেলফিয়া (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ১২৫-৩৮।

J. A. Haywood (দা. মা. ই.)/সিরাজ উদ্দীন আহমদ

আহ্‌মাদ আশ-শায়খ (احمد الشيخ) : (স্থানীয়ভাবে ইনি আমাদু সেকু নামে বিখ্যাত ছিলেন), একজন তাকোরোরী (Tokoror) শাসক, যিনি পশ্চিম সুদানের তাকোরোরী বিজয়ী আল-হ'াজ্জ 'উমার তাল (দ্র.)-এর পুত্র ছিলেন। মাসিনার যুদ্ধে 'উমার নিহত হন। যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে তিনি তাঁহার পুত্র আহ্‌মাদকে সেগো-র বামবারা রাজ্যের শাসন ক্ষমতা প্রদান করিয়া যান এবং তাঁহাকে সুদানে তিজানিয়্যা ত'ারীক'ার স্বীয় খিলাফত দান করেন। 'উমার ১৭৬৪ খৃ. তাঁহার বিজয় সুসংহত করার পূর্বেই নিহত হন। এই সংকটকালে আহ্‌মাদকে শুধু পারিবারিক জটিলতা ও বিজিত লোকদের বিদ্রোহের মুকাবিলাই করিতে হয় নাই, বরং ফরাসীদের যুগপৎ অগ্রাভিযানে ও মুকাবিলা করিতে হয়। তাঁহার পিতার শাসনামলে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের প্রশ্নে কেহ কোন বিরোধিতা, অবতীর্ণ হয় নাই, কিন্তু এই সামরিক শাসনের একনায়কত্বের শাসনক্ষমতা এইজন্য দুর্বল হইয়া যায়; কেননা বিভিন্ন প্রদেশের সুবাদারগণ নিজ নিজ অঞ্চলে কার্যত স্বাধীন শাসক হিসাবে শাসন করিতে থাকেন। এই সুবাদারগণের মধ্যে তাঁহার ভ্রাতা হ'াবীব (Dingray-এর শাসনকর্তা) ও মুখতার (Koriakari-এর শাসনকর্তা), তাঁহার চাচাত ভাই আত-তিজানী (১৮৬৪ খৃ. হইতে ১৮৮৭ খৃ. পর্যন্ত মাসিনার স্বাধীন শাসনকর্তা) এবং তাঁহার পিতার গোলাম মুস'তাফা (Nyoro-র শাসক) ছিলেন। সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন হওয়া হইতে রক্ষার্থে আহ্‌মাদের বৃথা অক্লান্ত চেষ্টা তাঁহাকে অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত রাখে। তাঁহার শাসনামলের প্রথম বৎসরে নিজের সাম্রাজ্যের বামবারা নামক স্থান হইতে তাঁহাকে কষ্টে কালাতিপাত করিতে হয়, যেই অঞ্চল তিনি কখনও তাঁহার অধীনে আনিতে পারেন নাই। বামবারা-এর তাকরোরী নেতা আহ্‌মাদের আত্মীয়দের সঙ্গে মিলিত হইয়া ১৮৬৮ খৃ. বিদ্রোহ করে। অন্যান্য অনেক বিদ্রোহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন হ'াবীব। ১৮৭৪ খৃ. তিনি আমীরু'ল-মু'মিনীন উপাধি গ্রহণ করেন। ১৮৭৮ হইতে ১৮৮৪ খৃ. পর্যন্ত সময়ে ফরাসিগণ সুদানে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে থাকে এবং রাজ্যের বিশৃঙ্খলার কারণে আহ্‌মাদ ফরাসীদের কার্যকরীভাবে বাধা দানে অসমর্থ হন, বরং আহ্‌মাদ ও সামোরীর (দ্র. Samori, E.I[2] লাইডেন) পারস্পরিক বিরোধিতার সুযোগে ফরাসীগণ উভয় দলের উপর পৃথক পৃথক আক্রমণ পরিচালনা করিয়া তাহাদের পর্যুদস্ত করে। আহ্‌মাদের ভ্রাতা Dingray-এর শাসক ইজায়বু ফরাসীদের পক্ষে যোগদান করে। ১৮৮৪ খৃ. অরক্ষিত অবস্থায় বামবারা ও তাকরোরীদের হাতে তাঁহার প্রাণ নাশের আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে তিনি নীওরো চলিয়া যান এবং নীওরো-র শাসনকর্তা তাঁহার ভ্রাতা মুনত'াকা-কে অপসারণ করেন, যাহাকে তিনি ১৮৭৩ খৃ. নীওরো-র শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন ১৮৯০ খৃ. ৬ এপ্রিল ফরাসী কর্নেল আরশীনার (Archinard) সীগো অধিকার করেন। পরবর্তী বৎসর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী কর্নেল আরশীনার নীওরো অধিকার করিলে আহ্‌মাদ নীওরো ছাড়িয়া বানজাগরা-র দিকে পলায়ন করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৬ এপ্রিল তিনি চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন এবং এইভাবে সুদানে তাকরোর শাসনের সমাপ্তি ঘটে। আহ্‌মাদ Sokoto অঞ্চলের Hausaland এলাকায় পলায়ন করেন এবং ১৮৯৮ খৃ. এই স্থানেই ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) M. Delafosse, Haut-Senegal-Niger, ১৯১২ খৃ., ৩২৩-৩৩৭; (২) ঐ লেখক, Traditions historiques et legendaires du Soudan Occidental, ১৯১৩ খৃ., ৮৪-৯৮; (৩) L. Tauxier, Histoire des Bambara, ১৯৪২ খৃ., পৃ. ১৬২-১৮১ (ইহাতে সমসাময়িক কালের ফরাসী গ্রন্থকারদের বরাত দেওয়া হইয়াছে)।

J. S. Trimingham (দা.মা. ই.)/সিরাজ উদ্দীন আহমদ

আহ্‌মাদ সির্‌হিন্দী, শায়খ (شيخ احمد سرهندى) ঃ আবুল-বারাকাত বাদ্‌রু'দ্‌-দীন, শায়খ আহ্‌মাদ নাক্‌শবান্দী সিরহিন্দী, ইমাম-ই রাব্বানী, মুজাদ্দিদ আল্‌ফে ছ'ানী (জন্ম ৯৭১/-১৫৬৪, মৃ. ১০৩৪/১৬২৪) মাখদূম শায়খ 'আবদু'ল-আহ'াদ-এর পুত্র যিনি শায়খ 'আবদু'ল-কু'দ্দুস গাঙ্গোহী (র)-র মুরীদ ছিলেন এবং নিজেও একজন জ্ঞানী ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৪ শাওওয়াল, ৯৭১/১৫৬৪ সালে সিরহিন্দ-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশানুক্রম 'উমার ইবনু'ল-খাত্তাব (রা) পর্যন্ত গিয়া পৌঁছে। পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন এবং কয়েক বৎসরেই কু'রআন হি'ফজ' করিয়া ফেলেন। অতঃপর সিয়ালকোটে মাওলানা কামাল কাশ্মীরী (র)-র নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। হ'াদীছ', ফিক্'হ ও তাফ্‌সীরের সাথে সাথে 'আরবী সাহিত্যও অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি আবার সিরহিন্দে প্রত্যাবর্তন করত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু জ্ঞানার্জনের অদম্য উৎসাহ তাঁহাকে রাহ্‌তাস ও জৌনপুরে লইয়া যায়। তিনি আকবারাবাদে (আগ্রা) অবস্থান করেন। তথায় তিনি আবু'ল-ফাদ্'ল ও আবু'ল-ফায়দ' ফায়দ'ী-র সাহচর্য লাভ করেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার সুযোগ পান। তাঁহাদের সান্নিধ্যের ফলে তিনি একান্ত নিকট হইতে আকবারের রাজত্বকালের অবস্থা, সমসাময়িক চিন্তাধারা, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড, বিশেষ করিয়া আকবারের স্বীয় দরবারে সহিত সংশ্লিষ্ট অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। আকবারাবাদ অবস্থান কালেই তাঁহার পিতা তাঁহাকে সিরহিন্দ যাওয়ার জন্য ডাকিয়া পাঠান। তথায় ফিরিয়া গেলে থানেশ্বরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি শায়খ সুলত'ান-এর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহের পর তিনি তথায় একটি গৃহ ও একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়া সেখানেই বসবাস করিতে থাকেন। তিনি পিতার নিকট হইতে চিশতিয়া ত'ারীক'ায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় সম্ভবত সুহারাওয়ারদিয়া ক'াদিরিয়া ত'ারীক'াটিও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার অপর একজন উস্‌তাদ শায়খ য়াকূ'ব কাশ্মীরী-র মাধ্যমে তিনি কুব্‌রাবি'য়া ত'ারীক'াঃ দ্বারাও উপকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তি লাভে ব্যর্থ হন। ১০০৮/১৫৯৯ সালে হ'জ্জযাত্রা পথে দিল্লী পৌঁছিলে তাঁহার জনৈক বন্ধু মাওলানা হ'াসান কাশ্মীরী তাঁহাকে খাওয়াজাহ বাকী বিল্লাহ নাক্‌শবান্দী-র কামালাত সম্পর্কে অবহিত করেন এবং ইহাতে তাঁহার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইলে তাঁহাকে খাওয়াজাহ সাহেবের খিদমতে লইয়া যান। খাওয়াজাহ সাহেবের সান্নিধ্যে অল্পদিন অবস্থান করিবার পরেই বহুদিনের আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি বিদূরিত হইয়া তাঁহার মন অপূর্ব প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়। অপর দিকে তাঁহার উৎসাহ-উদ্দীপনা, সততা ও সরলতার সংগে শারী'আতের অনুসরণ এবং ধর্মীয় দৃঢ়তা খাওয়াজাহ সাহেবের উপরও বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। ইহার পর তিনি যথারীতি খাওয়াজাহ সাহেবের হাতে বায়'আত হন এবং তাঁহার নির্দেশে আবার সিরহিন্দ ফিরিয়া যান। অতঃপর তিনি ধর্মীয় শিক্ষা প্রচারণার এমন একটি ধারার প্রচলন করেন যাহা ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে ফলপ্রসূ ও সুদূরপ্রসারী এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই সময় খাওয়াজাহ সাহেবের আহ্বানে তিনি আবার দিল্লী গমন করেন এবং কয়েক মাস তাঁহার সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। ইহা স্পষ্ট যে, এই সময়েই, বিশেষ করিয়া তিনি স্বীয় মুরশিদের নিকট হইতে ফায়দ' (আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা) লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর খাওয়াজাহ সাহেবের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে শায়খ আহ'মাদের সাক্ষাত ঘটিবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। খাওয়াজাহ সাহেবের ইনতিকালের সময় তিনি লাহোরে অবস্থান করিতেছিলেন এবং তথায় তিনি খাওয়াজাহ সাহেবের নির্দেশেই গিয়াছিলেন। মুরশিদের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া তিনি দিল্লী গমন করেন এবং তাঁহার মাযার যিয়ারাত করিয়া সিরহিন্দ ফিরিয়া যান। ১০২৮/১৬১৯ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাকে আগ্রায় ডাকিয়া পাঠান। এই সময় তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার ধারা বহু দূরদেশ পর্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছিল। তাঁহার মুরীদ ও খলীফাগণ মুসলিম ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া বহির্দেশেও পৌঁছিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সম্মুখে ছিল এক বিরাট কর্তব্য অর্থাৎ ঐ সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন যাহা বিভিন্নভাবে মুসলিম সমাজে বিস্তার লাভ করিয়া একদিকে মুসলমানদের জাতীয় অনুভূতি, অপরদিকে শারী'আতের অনুসরণ ও দীন প্রতিষ্ঠার আগ্রহ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করিতেছিল। এই অবস্থা দর্শনে তাঁহার একজন উৎসাহী মুরীদ শায়খ রাদ'ীউদ্‌-দীন জাহাঙ্গীরের সৈন্যবাহিনীকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানান। ফলে বহু সংখ্যক সৈন্য হযরত মুজাদ্দিদ-এর মুরীদ হন। অপরদিকে বিরুদ্ধবাদীরা জাহাঙ্গীরের দরবারে এই বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় যে, তাঁহার কোন কোন দাবি শারী'আতের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে। আর এই সমস্ত কাজ রাষ্ট্রীয় কল্যাণের পরিপন্থী। যাহাই হউক, তিনি জাহাঙ্গীরে দরবারে উপস্থিত হইলে সম্রাট তাঁহার সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন, তাঁহাকে অহংকারী ও আত্মম্ভরী বলিয়া মন্তব্য করেন এবং তাঁহাকে আত্মশুদ্ধির সুযোগ দানের অজুহাতে গোয়ালিয়ার দুর্গে বন্দী করা হয়। কিন্তু তাঁহার পক্ষে এই বন্দীদশা একটি অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে পরিণত হয়। এই সময় তিনি স্বীয় আধ্যাত্মিক সাধনায় বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেন। তিনি তাঁহার বিভিন্ন লেখনীতেও ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। গোয়ালিয়ার দুর্গের বন্দীশালাতেই কয়েকজন অমুসলিম তাঁহার হাতে ইসলাম কবুল করে এবং কয়েকজন অপরাধী তওবা করিয়া আত্মসংশোধনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। মনে হয় জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বন্দী করিয়া মনে মনে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন এবং এক বৎসর পর যখন তাঁহাকে মুক্তি দানের নির্দেশ দেন তখন তাঁহার অন্তরেও মুজাদ্দিদ সাহেবের মহত্ত্ব সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল এবং তিনিও মনে মনে তাঁহার ভক্তে পরিণত হইয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে এই বলিয়া মুক্তি দেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে সিরহিন্দ ফিরিয়া যাইতে অথবা শাহী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গেও থাকিয়া যাইতে পারেন। তদুপরি সম্রাট তাঁহাকে মর্যাদাসূচক খিল্'আত (পোশাক) প্রদান করেন। ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে তিনি সৈন্যদের সঙ্গে থাকিয়া যাইতেই পসন্দ করিলেন। কয়েকটি অভিযানেও তিনি সম্রাটের সঙ্গে ছিলেন। ক্রমান্বয়ে বাদশাহ্‌র মনেও এই ধারণাটি বদ্ধমূল হইয়া উঠে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও ইসলামী শারী'আতের অনুসরণ অপরিহার্য। ইহার ফলে এই সমস্ত নিয়মনীতির অবসান হয়, যাহা সম্রাট আকবারের শাসনামলে গৃহীত হইয়াছিল। এই সময় তিনি আজমীরও গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় খাওয়াজাহ মু'ঈনু'দদীন চিশ্‌তী (রা)-র মাযারে কিছু দিন মুরাক'াবা করিয়াছিলেন। অতঃপর বার্ধক্যবশত তাঁহার শারীরিক দুর্বলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে তিনি সম্রাটের অনুমতি লইয়া সিরহিন্দ ফিরিয়া যান। ২৮ সাফার, ১০৩৪/১০ ডিসেম্বর, ১৬২৪ সালে তথায় তিনি ইনতিকাল করেন। সিরহিন্দ-এ তাঁহার মাযার অবস্থিত। তখন হইতে আজ অবধি তাঁহার মাযার ভক্তবৃন্দের যিয়ারতগাহরূপে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। উল্লেখ্য যে, শিখরা (১৯৪৭ খৃ.) ভারত বিভাগের সময় সিরহিন্দকে ধ্বংসযজ্ঞের লীলাভূমিতে পরিণত করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মাযার অক্ষত থাকে।

ধর্ম প্রচার অর্থাৎ শারী'আতের অনুসরণ, সুন্নাতের পুনঃপ্রবর্তন ও দীন প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সুদৃঢ় প্রচেষ্টার গুরুত্ব দ্বিবিধ ঃ (১) ধর্মীয় ও (২) রাজনৈতিক। একদিকে তিনি নাস্তিকতা, কুফ্‌র ও সকল ফিত্‌না-ফাসাদ দূরীভূত করিতে সচেষ্ট থাকিতেন, যাহা শিক্ষার ভ্রান্ত নীতি ও তাস'ওউফ চর্চার অন্তরালে মুসলমানদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। অপরদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল সরকারের ঐ সমস্ত ধর্মবিরোধী পদক্ষেপ, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর, যাহা মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাতীয় জীবনে বিভ্রান্তির উৎসরূপে ক্রিয়াশীল ছিল। তাঁহার আশংকা ছিল যে, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অনুরূপভাবে চলিতে থাকিলে ধর্মীয় চেতনাবোধের বিলুপ্তির সমূহ আশংকা রহিয়াছে। অতএব তিনি উভয় ব্যাপারে একটি সুদৃঢ় ও চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় স্বীকার করিতে হয় যে, মুসলিম ভারতের সূ'ফী সাধনার ইতিহাসে তিনি একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি যেমন নীতিগতভাবে ইসলামী শিক্ষাকে সত্যিকার অবয়বে উজ্জীবিত করেন, তেমনিভাবে সমাজের রক্ষণাবেক্ষণ, উহার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বরূপকে বজায় রাখিতে মুজাহিদসুলভ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আকবারের শাসনামলের যেই সমস্ত অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা মুগল শাসনের ইসলামী স্বরূপকে বিস্মৃত করিয়া ফেলিয়াছিল এবং সারা দেশে কিছুটা বিজাতীয় অধ্যাত্ম দর্শন ও কিছুটা ভক্তি আন্দোলনের প্রভাবে যেই সকল ধর্মবিরোধী ধারণা ও মতবাদ প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহা বিদূরিত করিতে তাঁহার অক্লান্ত সাধনা বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হইয়াছিল। এই কারণেই যে সমস্ত লোক হযরত মুজাদ্দিদের ধর্ম প্রচারের একটি রাজনৈতিক দিকও ছিল বলিয়া সন্দেহ করেন তাঁহারাও স্বীকার করেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মের যে প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাঁহারই চেষ্টায় উহা প্রতিরুদ্ধ হয়। এই সকল প্রচেষ্টা দ্বারাই মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাতীয় চেতনা সুদৃঢ় হয়। অনুরূপভাবে একটি সুন্নী মতাদর্শী রাষ্ট্রের পক্ষে অশোভনীয় যেই সকল শী'আ মতাদর্শী কার্যকলাপ শাহী দরবারে প্রচলিত ছিল, তাঁহার প্রচেষ্টায় সেই সকলও দূরীভূত হয়।

এই সকল বাস্তবমুখী প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষার ও আত্মসংশোধনীর ঐ সকল প্রক্রিয়াও অব্যাহত রাখেন, যাহা ব্যতীত মানব চরিত্রে সততা ও আন্তরিকতার বিকাশ অসম্ভব। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্য এই যে, চিন্তাধারা, 'আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সময় সময় যে সকল প্রশ্ন ও সমস্যার উদ্ভব হয়, সেই সকল বিষয়ে আমাদের মতাদর্শ কী হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। অতএব, তিনি এই ধরনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে শারী'আত ও তা'রীকা'ত, কাশফ ও কারামাত, বিদ'আত ও সুন্নাত এবং ইজ্‌তিহাদ সম্পর্কে স্বীয় চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত নির্ভীকভাবে প্রকাশ করেন। সত্য বলিতে কি, এই সকল বিষয়ে তাঁহার মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করার উপায় নাই। তিনি "ওয়াহ্‌দাতু'ল-উজূদ" মতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কেননা ইহা এমন একটি জটিল চিন্তাধারা যাহার ব্যাখ্যা অনৈসলামী পন্থায়ও প্রদান করা সম্ভব। ইহার বিপরীতে তিনি ওয়াহ্‌দাতু'শ-শুহূদ (আল্লাহ হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি) এই চিন্তাধারাকে তুলিয়া ধরেন। ইহাও উল্লেখ্য যে, তিনি নিজেও তাস'ওউফ-এর বিভিন্ন তা'রীকা', বিশেষ করিয়া নাক্‌শ্‌বান্দিয়া তা'রীকা'র সহিত সংযুক্ত একজন ভাবাবেগপূর্ণ বুযুর্গ ছিলেন। তাস'ওউফ শাস্ত্রের জন্য তাঁহার ব্যক্তিত্বও হিদায়াত দানের একটি উৎস ছিল। তিনি স্বীয় মুরীদগণকে এমন আধ্যাত্মিক দীক্ষা দান করিতেন যদ্দ্বারা তাহাদের জীবনধারা ইসলামী ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তখন ভারতে এমন কিছু কার্যকলাপের প্রচলন হইয়াছিল, যাহার ফলে উক্ত ইসলামী ছাঁচের প্রকৃতিতে অনেক বিকৃতি দেখা দিয়াছিল। ফলে তাঁহার শিক্ষা তাস'ওউফ সাধনার একটি নূতন পন্থারূপে আত্মপ্রকাশ করে অর্থাৎ মুজাদ্দিদিয়া তা'রীকা। ইহার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হইতেছে এই যে, আমাদের দেশে প্রচলিত তাস'ওউফ-এর সকল তা'রীকা' ভারতের বহির্গত দেশ হইতে আগত, কিন্তু এই একটিমাত্র তা'রীকা' যাহা ভারত হইতে অন্যান্য মুসলিম দেশে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। তিনি তাঁহার চিন্তাধারা বিভিন্ন রচনাবলীর মাধ্যমে প্রকাশ করেন। যথা আল-মাব্‌দা ওয়া'ল-মা'আদ (দিল্লী ১৩১১ হি.); রিসালা-ই তাহ্‌লীলিয়্যা (তাঁহার মাকতূবাত-এর পরিশিষ্ট); মা'আরিফু'ল-লাদুন্নিয়্যা মুকাশাফাত-ই গা'য়বিয়া; রিসালা ফী ইছ্‌'বাতি'ন-নুবুওয়া ওয়া আদাবি'ল-মুরীদীন। রাদ্দ-ই রাওয়াফিদ' নামে তাঁহার আরও একটি পুস্তক রহিয়াছে; তবে বৃহত্তম ও জ্ঞানসমৃদ্ধ অবদান হইতেছে তাঁহার মাক্‌তূবাত, যাহা ফারসী ভাষায় তিন খণ্ডে সমাপ্ত, তৃতীয় খণ্ডটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থখানি তাঁহার জীবদ্দশায়ই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল এবং ভারতের বাহিরে অন্যান্য মুসলিম দেশেও ইহা বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছিল। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, মাওলানা রূমী (র) প্রণীত মাছ্‌'নাবী-র পর তাঁহার মাকতূবাতই ইসলামী দর্শন ও গূঢ় তত্ত্বের এবং শারী'আত ও তা'রীকা'ত-এর একমাত্র ভাণ্ডার, যদ্দ্বারা ধর্ম বিরোধিতা, ধর্মদ্রোহিতা ও বিদ'আত-এর মূলোৎপাটন করা হয়। তাই বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক পন্থায় তাঁহার মাক্‌তূবাত অধ্যয়নের প্রয়োজন রহিয়াছে। কারণ ইহা পাঠে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা, তাস'ওউফ শাস্ত্রের প্রকৃত ইতিহাস এবং ধর্মীয় মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বসমূহ পাঠকের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইবে। মাকতূবাত-এর রচনাশৈলী যেমন বৈজ্ঞানিক, তেমনই উপদেশমূলক ও বাগ্মিতাপ্রসূত। ইহার ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও মধুর এবং বর্ণনাধারা অতি স্পষ্ট। তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের 'আলিমগণ পরম শ্রদ্ধা ও মর্যাদা সহকারে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আবার অনেকে তাঁহার মাক্‌তূবাত-এর কোন কোন বক্তব্যের এবং মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবির প্রতি আপত্তিও করিয়াছেন। মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবির অপর একটি ব্যাখ্যাও হইতে পারে যে, আকবরের ধর্মবিরোধী মতবাদের পাশাপাশি আলফিয়্যা নামক আর একটি বিকৃত মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। ইহার প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে, ইসলামী শিক্ষা শুধু এক হাজার বৎসরের জন্যই প্রচারিত হইয়াছিল, সুতরাং ইহার যুগ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, তাঁহার মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি করা বা মুজাদ্দিদ উপাধি লাভ করার কারণ সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়, বিশেষত যখন উদ্দেশ্য হইবে এই যে, মুসলিমগণ নিজেদের জীবনে কেবল ইসলামী নিয়ম নীতিই অনুসরণ করিবে। তবে তাঁহার গ্রন্থ রাওদা'তু'ল-কা'য়্যুমিয়্যা-র কতিপয় বক্তব্য সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির ফলেই তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছিল। মূলত ইহা একটি নিম্ন মানের রচনা যাহার দায়দায়িত্ব কোন অবস্থাতেই তাঁহার উপর আরোপ করা যায় না। ইহা নিঃসন্দেহে সত্য যে, তাঁহার সমসাময়িক 'আলিমগণ, বিশেষ করিয়া শায়খ 'আবদু'ল-হা'ক্‌ক মু'হাদ্দিছ' দিহ্‌লাবী (র)-রও কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত মতবিরোধ ছিল। কিন্তু এইখানে ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝিই ছিল আসল কারণ। দ্বিতীয়ত, তিনি নিজে যখন এই সকল মতবিরোধ ও আপত্তি সম্পর্কে অবগত হন, তখন তিনি অত্যন্ত উদারতার

সহিত নিজের মতবাদের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করেন। এই কারণেই মুহ'াদ্দিছ' দিহ্‌লাবী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেন। এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, তিনি যখন কু'রআন ও সুন্নাতের অকাট্য প্রমাণ এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসরণের আবশ্যকতার পরিপ্রেক্ষিতে সকল অবস্থা ও প্রকৃতির এবং অনুরূপভাবে চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির বিশুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা যাচাইয়ের একটি নীতিমালা নির্ধারণ করেন তখন বিরোধিতা করার কোন অবকাশই থাকে না। কেননা এই ক্ষেত্রে আমরা প্রতিটি বিষয়কে উক্ত মানদণ্ড বা নীতিমালার সাহায্যে যাচাই করিয়া দেখিতে পারি, যাহা তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও নির্ভীকভাবে নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাক্‌তূবাত, প্রায় ৫৩০টি পত্রের একটি সংকলন, যাহা ভারতে কয়েকবার মুদ্রিত হইয়াছে, লিথো, লক্ষ্ণৌ ১৯১৩ খৃ., দিল্লী ১২৮৮ ও ১২৯০ হি.; অমৃতসর ১৩৩১-১৩৩৪ হি.; (২) মাক্‌তূবাত (উরদূ অনু.), কাদী 'আলিমু'দ-দীন, লাহোর ১৯১৩ খৃ.; (৩) তুযাক-ই জাহানগীরী, 'আলীগড় ১৮৬৪ খৃ., পৃ. ২৭২, ২৭৩, ৩০৮; (৪) 'আবদুল-কাদির বাদায়ূনী, মুন্‌তাখাবাতু'ত-তাওয়ারীখ, কলিকাতা ১৮৬৮ খৃ.; (৫) মুহ'াম্মাদ হাশিম কাশ্‌মী, যুব্‌দাতু'ল-মাকা'মাত, রচনাকাল ১০৩৭ হি., কানপুরে মুদ্রিত পৃ. ১৬২-২৮২; (৬) বাদ্‌রুদ্‌-দীন সিরহিন্দী, হ'াদ্‌রাতু'ল-কু'দ্‌স রচনাকাল ১০৫৭ হি., পাণ্ডুলিপিরূপে সংরক্ষিত, উরদূ অনু. আহ'মাদ হু'সায়ন খান, লাহোর ১৯২২ খৃ.; (৭) মুহ'াম্মাদ আমীন নাক্‌'শ্‌বান্দী, মাকা'মাত-ই আহ'মাদিয়্যা, রচনাকাল ১০৬৮, পাণ্ডুলিপিরূপে সংরক্ষিত, উরদূ অনু. লাহোর হইতে প্রকাশিত; (৮) মুহ'াম্মাদ রাউফ আহ'মাদ, জাওয়াহির-ই উল্‌বি'য়্যা উরদূ অনু., রচনা হইতে প্রকাশিত; (৯) মুহ'াম্মাদ বাকি'র, কান্‌যু'ল-হিদায়া, রচনা ১০৭৫ হি., পাণ্ডুলিপিরূপে সংরক্ষিত, উরদূ অনু. 'ইরফান আহ'মাদ আন্‌সারী, লাহোর হইতে প্রকাশিত; (১০) মাওলাবী ফাদ'লুল্লাহ, 'উম্‌দাতু'ল-মাকা'মাত, রচনা ১২৩৩ হি. (১১) মুহ'াম্মাদ ইহ্‌'সান, রাওদাতু'ল-কায়্যুমিয়্যা, পাণ্ডুলিপি, উরদূ অনু., লাহোর ১৩৩৬ হি.; (১২) আহ'মাদ আবু'ল-খায়র আল-মাক্কী, হাদিয়্যা আহ'মাদিয়্যা, কানপুর ১৩১৩ হি. (১৩) 'আবদু'ল-হ'াক্'ক মুহ'াদ্দিছ' দিহ্‌লাবী, আখ্‌বারু'ল-আখয়ার, দিল্লী ১৩৩২ হি., পৃ. ৩২৩-৬; (১৪) গু'লাম 'আলী আযাদ, সুব্‌হাতু'ল-মারজান, বোম্বাই ১৩০৩ হি., পৃ. ৪৭-৫২; (১৫) T. W. Beale মিফ্‌তাহু'ত্‌-তাওয়ারীখ, কানপুর ১৮৬৭ খৃ., পৃ. ২৩০-১; (১৬) মুফ্‌তী গু'লাম সারওয়ার, খাযীনাতুল-আস্‌'ফিয়া, কানপুর ১৮৯৪ খৃ., ২খ., ৬০৭-১৯; (১৭) রাহ'মান 'আলী, তায্‌-কিরায়ি 'উলামা-ই হিন্দ, লক্ষ্ণৌ ১৯১৪ খৃ., পৃ. ১০-১২; (১৮) আবু'ল-কালাম আযাদ, তায'কিরা, কলিকাতা ১৯১৯ খৃ.; (১৯) মুহ'াম্মাদ আবদু'ল-আহ'াদ, হ'ালাত ও মাকা'লাত-ই শায়খ আহ'মাদ ফারূকী সিরহিন্দী, দিল্লী ১৩২৯ হি.; (২০) মুহ'াম্মাদ ইহ্‌'সানুল্লাহ 'আব্বাসী, সাওয়ানিহ' 'উম্‌রী হ'াদ'রাত মুজাদ্দিদ আলফিছ'ানী, রামপুর, ১৯২৬ খৃ.; (২১) শায়খ মুহ'াম্মদ ইক্‌রাম, রূদ-ই কাওছার, করাচী; (২২) মুহ'াম্মাদ মান্‌জু'র সম্পা.,আল-ফুরকা'ন, মুজাদ্দিদ সংখ্যা, বেরেলী ১৯৩৮ খৃ.; (২৩) মুহ'াম্মাদ মিঞা, 'উলামা-ই হিন্দ কা শানদার মাদী, পরিবর্তিত সং., দিল্লী ১৯৪২ খৃ.; (২৪) T. W. Arnold, The Preaching of Islam, পৃ. ৪১২; (২৫) বুরহান আহ'মাদ ফারূকী, The Mujaddids Conception of Tawhid, লাহোর ১৯৪০ খৃ.; (২৬) মুস'তাফা সা'ব্‌রী, মাওকা'ফুল-আ'ল-ওয়াল 'ইল্‌ম ওয়া'ল-'আলিম, কায়রো ১৯৫০ খৃ., ৩খ., ২৭৫-৯৯; (২৭) খালীক' আহ'মাদ নিজা'মী, তারীখ মাশাইখ-ই চিশ্‌ত; (২৮) ঐ লেখক, হ'ায়াত-ই শায়খ 'আবদু'ল-হ'াক'ক মুহ'াদ্দিছ দিহ্‌লাবী; (২৯) মুহাম্মদ ফরমান, হায়াত-ই মুজাদ্দিদ; (৩০) সায়্যিদ আবু'ল-হ'াসান 'আলী নাদবী, তারীখ-ই দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমাত, ৪খ., লাখনৌ ১৪০০/১৯৮০।

শায়খ 'ইনায়তুল্লাহ ও নাযীর নিয়াযী (দা.মা.ই.)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহ্‌মাদ শাহ (احمد شاه) ঃ গুজরাটের স্বাধীন সুলতান মুজ'াফ্‌ফার খানের মৃত্যুর পর তাতার খানের পুত্র আহ'মাদ শাহ (মুজ'াফ্‌ফার খানের দৌহিত্র) ১০ জানুয়ারী, ১৪১১ খৃ. সিংহাসনে আরোহণ করেন। মৌর্যদের সময় হইতে গুজরাটের ইতিহাস অনেকটা পরিষ্কারভাবে জানা যায়। ইহার পর চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে গুজরাট গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। পরবর্তী কালে মৈত্রক, গুরুজারা, প্রতিহারা এবং সোলাংকি বংশ গুজরাটে রাজত্ব করে। সোলাংকিদের সময়ে রাজ্যের সীমা বেশ বিস্তৃতি লাভ করে। অতঃপর ভাগেলা বংশের কর্মদেব ১২৯৮ সালে দিল্লীর সুলত'ান 'আলাউদ-দীন খালজীর কাছে পরাজিত হইলে গুজরাট মুসলমান শাসনাধীনে আসে। 'আলাউদ-দীন তখন 'আলাম খানকে গুজরাটের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। 'আলাম খানের মৃত্যুর পর বেশ কিছুকাল ধরিয়া সেখানে বিশৃংখলা বিরাজ করে। তুগলকদের সময়ে জা'ফার খানকে মুজাফ্‌ফার খান উপাধি প্রদান করিয়া গুজরাটের গভর্নর করিয়া পাঠানো হয়। মুজ'াফ্‌ফার খান গুজরাটের আইন-শৃংখলা ফিরাইয়া আনেন। তিনি বেশ কিছুকাল রাজত্ব করিবার পর বাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন (৮১০/১৪০৭)।

মুজ'াফ্‌ফার খান ১৪২০ খৃষ্টাব্দে মারা যান। ইহার পর আহ'মাদ শাহ সিংহাসনে বসেন এবং প্রায় ৩৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের অধিকাংশ সময়ই রাজপুত রাজ্য এবং প্রতিবেশী মালোয়া, খান্দেশ, এমন কি দাক্ষিণাত্যের শাসকদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে কাটিয়া ছিল। ১৪১১ হইতে ১৪১৫ সালের মধ্যে তিনি জুনাগড়ে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন এবং সেখানকার শাসকদের কর প্রদানে বাধ্য করেন। তিনি আরো অনেক রাজ্য জয় করেন। ইহাদের শাসক পুঞ্জার সহিতও তাঁহার বিরোধ বাঁধে। তিনি সেখানে প্রাচীর বেষ্টিত আহ'মাদ নগর শহর নির্মাণ করেন। তাঁহার প্রতিবেশী হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধেও তিনি কয়েকটি অভিযান প্রেরণ করেন। ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে আহ'মাদ শাহ তাঁহার রাজ্যে ইসলাম ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

আহ'মাদ শাহ ন্যায়বিচারের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বিখ্যাত সূফী সাধক সারখেদীর শায়খ আহ'মাদ খাটটু, বাটোয়ারের বুরহানু'দ-দীন কুত্‌'বু'ল-'আলাম ও শায়খ রুকনু'দ-দীনের (খাজা মু'ঈনু'দ-দীন চিশতীর শিষ্য) সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। ১৪১১ সালে আহ্‌'মাদাবাদকে রাজধানী শহর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেখান হইতে মুদ্রা চালু করেন। তিনি বহু স্থাপত্যকর্মের নির্মাতা হিসাবে সুপরিচিত। তাঁহার স্থাপত্যকর্মের মধ্যে আহ্‌'মাদ শাহ মসজিদ, প্রসিদ্ধ জামে' মসজিদ, আহ'মাদ শাহ-র সমাধিসৌধ, 'রাণী কা হাজিরা' নামে রাণীদের সমাধি, রাজপ্রাসাদ এবং তিন দরওয়াজা অন্যতম।

আহ'মাদ শাহ তাঁহার সৈন্যদের বেতন অর্ধেক নগদ প্রদান করিতেন এবং বাকি অর্ধেকের জন্য জায়গীর হিসাবে জমি প্রদান করিতেন। তাঁহার নাম অনুসারে পরবর্তী সুলতানগণ আহ'মাদ শাহী নামে পরিচিতি

লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধররা প্রায় দুই শত বৎসর কাল গুজরাট শাসন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. S. Commissariat, A History of Gujarat, 2 Vols.; (২) Cambridge History of India, Vols. 3 & 4; (৩) Lanepoole, The Muhammadan Dynasties; (৪) K. M. Munshi, Gujarat and its Literature .

ড. কে. এম. মোহসীন

আহ্‌মাদ শাহ দুর্‌রানী (احمد شاه درانی) ঃ (অথবা আবদালী) আফগানিস্তানের সাদ্দুযায় (Sadozay) বংশীয় প্রথম শাসক এবং দুর্‌রানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন আফগান বংশীয় আবদালী (দ্র.) গোত্রের উপগোত্র পোপাল্‌যাঈ (popalzay)-এর একটি শাখাগোত্র সাদ্দুযাঈ-এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি ১৭২৪ খৃ. মুলতানে জন্মগ্রহণ করেন। তথাকার একটি সড়ক আজও তাঁহার নামানুসারে আবদালী রোড নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আবদালী গোত্রটি প্রধানত হিরাতের আশেপাশে বসবাস করিত। তাহারা তাহাদের নেতা আহ্‌মাদ খানের পিতা যামান খানের নেতৃত্বে ইরানীদের হাত হইতে হিরাত রক্ষা করার চেষ্টা করে, কিন্তু অবশেষে ১৭২৮ খৃ. তাহাদেরকে বাধ্য হইয়া নাদির শাহের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। কিছুকাল পর তাহারা আহ্‌মাদ খানের ভ্রাতা যুলফিকার খানের নেতৃত্বে আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু ইরানী শাসক কর্তৃক তাহারা আবার পরাজিত হয় এবং ১৭৩১ খৃ. হিরাত ইরানের শাসনাধীন হইয়া পড়ে। আবদালী গোত্রীয়দের সামরিক গুণাবলী লক্ষ্য করিয়া নাদির শাহ তাহাদেরকে স্বীয় সৈন্যদলে ভর্তি করেন এবং ১৭৩৭ খৃ. গালযাঈ (দ্র.)-দের বিতাড়নের পর তিনি আবদালী গোত্রীয়দেরকে কান্দাহারে বসবাসের অনুমতি দেন। আহ্‌মাদ খান নাদির শাহের অধীনস্থ চাকুরীতে বিশেষ যোগ্যতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং নাদির শাহের ব্যক্তিগত চাকর (য়াসাওয়াল) হইতে পদোন্নতি দ্বারা আবদালী বাহিনীর সেনাপতি পদে বরিত হন। ইহার ফলে তিনি ইরানী বিজয়ীদের সংগে ভারত অভিযানে গমন করেন। জুমাদিউ'ছ-ছানী ১১৬০/জুন ১৭৪৭ সালে কিযিলবাশী চক্রান্তকারীদের দ্বারা নাদির শাহ খুরাসানের কুচান নামক স্থানে নিহত হন। এই ঘটনার ফলে আহ্‌মাদ খান ও আফগান সৈন্যগণ দ্রুত কান্দাহারের দিকে যাত্রা করিতে মনস্থ করে। পথিমধ্যে তাহারা আহ্‌মাদ খানকে নিজেদের নেতা মনোনীত করে এবং তাঁহাকে আহ্‌মাদ শাহ উপাধি প্রদান করে। মুহ্‌াম্মাদ যাঈ অথবা বারাক যাঈ গোত্রের নেতা হ'াজ্জী জামাল খান (এই গোত্রটি সাদ্দুযাঈ গোত্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল) আহ্‌মাদ খানের নেতা নির্বাচনে তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিলে মনোনয়নটি খুবই সহজ হইয়া পড়ে। আহ্‌মাদ শাহ দুর্‌র-ই দুর্‌রান (মোতিসমূহের মোতি) উপাধি ধারণ করেন। তখন হইতে আবদালী গোত্রটি দুর্‌রানী নামে পরিচিত হয়। তিনি কান্দাহারে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তথায় তাঁহার নামে মুদ্রার প্রচলন হয়। ইরানী বিজয়ীদের অনুসরণে তিনিও একটি বিশেষ সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। এই সৈন্যবাহিনী স্বয়ং তাঁহার অধীনে ছিল এবং এই বাহিনীকে গুলাম শাহী বলা হইত। ইহা ছিল তাজিকী, কি'যিলবাশী ও য়ূসুফ যাঈ গোত্রীয় লোকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি মিশ্র সৈন্যদল। কিন্তু আহ্‌মাদ শাহ দুর্‌রানী গোত্রীয় বাহিনীর উপর সর্বাধিক নির্ভরশীল ছিলেন। কান্দাহারে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া তিনি সহজেই গযনী, কাবুল, কান্দাহার এবং পেশাওয়ার স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, আফগানিস্তানে স্বীয় ক্ষমতা সুদৃঢ় করিয়া স্বীয় শক্তি প্রসারিত করিবেন এবং বহির্দেশীয় যুদ্ধ দ্বারা অবাধ্য অনুসারীদেরকে কাজে নিয়োজিত করার সুযোগ সৃষ্টি করিবেন। সমসাময়িক পরিস্থিতিও ইহার অনুকূল ছিল। কেননা এই সময় ভারতে বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। তিনি নিজেকে নাদির শাহের পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহের উত্তরাধিকারী মনে করিতেন। সেই হেতু মুগল সম্রাটের নিকট হইতে নাদির শাহের দখলকৃত প্রদেশসমূহের তিনি দাবিদার ছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে তিনি ১৭৪৭ খৃ. হইতে ১৭৬৯ খৃ. পর্যন্ত নয়বার ভারত আক্রমণ করেন, যদিও তথায় স্বীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। ১৭৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত অভিযানের উদ্দেশে তিনি সর্বপ্রথম পেশাওয়ার হইতে যাত্রা করেন। ১৭৪৮ খৃ. জানুয়ারী পর্যন্ত তিনি লাহোর ও সিরহিন্দ অধিকার করেন। অবশেষে তাঁহার অগ্রগতিকে রোধ করার জন্য দিল্লী হইতে মুগল সৈন্য পাঠানো হয়। আহ্‌মাদ শাহের নিকট কোন অস্ত্রাগার ছিল না, তাঁহার সৈন্যসংখ্যাও মুগল সৈন্য সংখ্যা অপেক্ষা কম ছিল। ফলে ১৭৪৮ খৃ. মার্চ মাসে উযীর ক'ামরু'দ-দীনের পুত্র মু'ঈনু'ল-মুলকের নিকট মনুপুর নামক স্থানে তিনি পরাজিত হন। কামরু'দ-দীন প্রাথমিক একটি খণ্ড যুদ্ধেই নিহত হইয়াছিলেন। আহ্‌মাদ শাহ আফগানিস্তানে ফিরিয়া আসেন। মু'ঈনু'দ-মুল্‌ক-কে পাঞ্জাবের সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি তথায় স্বীয় শাসন সুদৃঢ় করার পূর্বেই ১৭৪৯ খৃ. ডিসেম্বর মাসে আহ্‌মাদ শাহ পুনরায় সিন্ধু নদী অতিক্রম করেন। দিল্লী হইতে কোন সাহায্যকারী বাহিনী মুঈনু'ল-মুলকের নিকট আসিয়া না পৌঁছিবার কারণে তিনি সন্ধি করিতে বাধ্য হন। দিল্লীর নির্দেশ অনুসারে আহ্‌মাদ শাহকে চারিটি মাহ'াল (গুজরাট, আওরাঙ্গাবাদ, সিয়ালকোট এবং পাসরুর)-এর কর প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়, যাহা মুগল সম্রাট মুহ'াম্মাদ শাহ কর্তৃক ১৭৩৯ খৃ. নাদির শাহকে প্রদানে অঙ্গীকার করা হইয়াছিল। আহ্‌মাদ শাহের পাঞ্জাব থাকাকালে তাঁহার অনুপস্থিতিতে নাদির শাহের একজন প্রাক্তন সেনাপতি নূর মুহ'াম্মাদ 'আলীযাঈ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করার চক্রান্ত করে। তাঁহার কান্দাহার প্রত্যাবর্তনের পর এই চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়া যায়, নূর মুহ'াম্মাদকে হত্যা করা হয়। ইহার পর তিনি পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্তের দিকে মনোনিবেশ করেন। অতএব ১১৬৩/১৭৪৯-৫০ সাল পর্যন্ত হিরাত, মাশহাদ এবং নিশাপুর অধিকার করেন। নাদির শাহের পৌত্র মির্‌যা শাহরুখ হিরাত সীমান্ত অঞ্চলের কয়েকটি জেলা আহ্‌মাদ শাহকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন এবং তাঁহার মুদ্রায় আফগান আধিপত্যের স্বীকৃতি প্রদান করিতে হয়। একই বৎসর কাচারের নব-শক্তির সংগে তাঁহার দ্বন্দ্ব বাঁধে, কিন্তু তিনি আস্তারাবাদের দিকে হটিয়া আসেন, যেখান হইতে সম্মুখে অগ্রসর হইতে তিনি অক্ষম ছিলেন। কিন্তু হিন্দুকুশ পর্বতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তিনি বিশেষ কৃতকার্যতা লাভ করেন, যেথায় তিনি বাল্‌খ ও বাদাখশান অধিকার করেন। এইভাবে আমু দরিয়া (Oxus) তাঁহার সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তে রূপান্তরিত হয়।

চার মাহ'ালের অঙ্গীকারাবদ্ধ কর অনাদায়ের কারণে তিনি ১৭৫১-৫২ খৃ. তৃতীয়বারের মত ভারত অভিযান পরিচালনা করেন। চারি মাস পর্যন্ত লাহোর অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং ইহার আশেপাশের সমগ্র অঞ্চল নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হয়। কোন সাহায্যকারী সৈন্যদল আসিয়া না পৌঁছায় লাহোরের গভর্নর মু'ঈনু'ল-মুলক পরাজিত হন। কিন্তু আহ্‌মাদ শাহ তাঁহাকে উক্ত পদে বহাল রাখেন। কেননা দিল্লীর সম্রাট এখন লাহোর ও

মুলতান উভয় প্রদেশকে আহ্‌মাদ শাহের কর্তৃত্বাধীনে অর্পণ করেন। এই অভিযানের সময় কাশ্মীরকেও দুর্‌রানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৭৫২ সালের এপ্রিল মাসে আহ্‌মাদ শাহ আবার আফগানিস্তানে ফিরিয়া যান। মু'ঈনুল-মুলকের জন্য পাঞ্জাব একটি কণ্টকরূপে পরিগণিত হয় এবং ১৭৫৩ সালের নভেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে অরাজকতা আরও তীব্র রূপ ধারণ করে। কিছু সময় পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁহার বিধবা স্ত্রী মুগলানী বেগমের হাতে ন্যস্ত ছিল। কিন্তু তাহার লাম্পট্য ও অন্যায়-অবিচারের ফলে সর্বদাই বিদ্রোহ হইতে থাকে। মুগল উযীর ইমাদু'ল-মুল্‌ক এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মুগল সাম্রাজ্যের জন্য পুনরায় পাঞ্জাব অধিকার করার চেষ্টা করেন এবং ইহার শাসন আদীনা বেগের হাতে অর্পণ করেন।

আহ্‌মাদ শাহ ছিনাইয়া লওয়া অঞ্চল পুনরায় ফিরাইয়া আনার জন্য আফগানিস্তান হইতে শীঘ্রই যাত্রা করেন। ১৭৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি লাহোর পৌঁছেন এবং কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই ১৭৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে প্রবেশ করেন। শহরে লুটপাটের ধুম পড়িয়া যায় এবং অরক্ষিত জনসাধারণ বেপরোয়াভাবে নিহত হয়। মথুরা, বৃন্দাবন ও আগ্রার জনসাধারণেরও একই অবস্থা হয়। ১৭৫৭ সালের মার্চ মাসের শেষ দিকে আহ্‌মাদ শাহের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে মহামারী দেখা দেয়। এইজন্য তিনি দিল্লী ত্যাগ করেন। দিল্লী ত্যাগের পূর্বে তিনি দিল্লীর মরহুম সম্রাট মুহাম্মাদ শাহের কন্যা হা'দ্‌রাত বেগমকে বিবাহ করেন এবং স্বীয় পুত্র তীমূরের সংগে সম্রাট দ্বিতীয় 'আলামগীরের কন্যা যুহরা বেগমের বিবাহ দেন, অতঃপর সিরহিন্দ অঞ্চলও দুর্‌রানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। রোহিলা নেতা নাজীবু'দ-দাওলা যিনি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, দিল্লী তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে প্রদান করেন এবং তীমূরকে পাঞ্জাবের ভাইসরয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। আহ্‌মাদ শাহের ভারত ত্যাগের সংগে সংগেই শিখগণ আদীনা বেগের সংগে মিলিত হইয়া তীমূরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পাঞ্জাব হইতে আফগানদেরকে বিতাড়নের উদ্দেশে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে আদীনা বেগ মারাঠাদের প্রতি আহ্বান জানান। মারাঠাদের দ্বারা এই কার্য সম্পাদিত হয়। তাহারা প্রকৃতপক্ষে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া কয়েক মাস পর্যন্ত পেশাওয়ার অবরোধ করিয়া রাখেন (Grant Duff, History of the Mahrattas, ১৯২১ খৃ., পৃ. ৫০৭-এ ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়)। আখবারাত নামক একটি ফার্সী পাণ্ডুলিপিতে ইহার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। Bharat Itihasa Samahodhak Mandal-এর গ্রন্থাগারে উহা পাওয়া যায়। Chandrachuda Daftar, ১খ, ১৯২০ খৃ. ; ২খ, ১৯৩৪ খৃ., গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। আরও দ্র. H. R. Gupta, Studies in Later Mughal History of the Punjab, ১৯৪৪ খৃ., পৃ. ১৭৫-৭৬)। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আহ্‌মাদ শাহকে চতুর্থবার ভারতে আগমন করিতে হয় (১৭৫৯-৬১ খৃ.)। যাত্রার পূর্বে তিনি বেলুচিস্তানের কালাতের ব্রাহুঈ নেতা নাসীর খানের উপর আক্রমণ করেন, যিনি স্বীয় স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। আহ্‌মাদ শাহ যদিও কালাত অধিকার করিতে ব্যর্থ হন, তথাপি নাসীর খান তাঁহার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে সামরিক সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। মারাঠাগণ আফগানদের আগমনের পূর্বেই পাঞ্জাব হইতে সরিয়া পড়ে এবং দিল্লী পর্যন্ত হটিয়া যায়। মারাঠা পেশোয়া-র ভ্রাতা সদাশিব ভাও (Sadashiv-Bhau)-এর উপর পাঞ্জাব হইতে আফগানদের বিতাড়নের ন্যায় কঠিন দায়িত্ব অর্পিত ছিল। মারাঠাদেরকে উত্তর ভারতে মুসলিম নেতাদের বিরোধ প্রতিরোধ করিতে হয়, যাহারা আহ্‌মাদ শাহের সঙ্গে মিলিত হয়। উপরন্তু তাহাদেরকে এককভাবেই এই বিরোধ প্রতিহত করিতে হয়। কেননা রাজপুত ও অন্যান্য হিন্দু শক্তিও তাহাদের পক্ষ ত্যাগ করে, তাহাদের Chauth ও Sardeshmukhi জোরপূর্বক আদায়ের ফলে তাহারা বিরূপ হইয়াছিল। মারাঠাগণ ২২ জুলাই, ১৭৬০ সালে দিল্লী অধিকার করে। কিন্তু সামরিক কেন্দ্রের বিচারে এই স্থানটি ছিল অর্থহীন। কারণ এখানে খাদ্য, অর্থ কোনটাই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত না। এখানে অস্থায়ীভাবে রসদপত্র প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ১৭ অক্টোবর, ১৭৬০ সালে কুন্‌জপুরা অধিকৃত হয়। এই অগ্রযাত্রা তাহাদের জন্য ধ্বংস ডাকিয়া আনে। কেননা আফগানগণ যমুনা নদী অতিক্রম করিয়া দিল্লীর সকল রাস্তা বন্ধ করিয়া দেয়। এখন ভাও পানিপথ নামক স্থানে পরিখা খনন করিয়া প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; কিন্তু চলনশীল বাহিনী দ্বারা চারিদিকের রসদপত্র বন্ধ হইয়া গেলে তিনি বাধ্য হইয়া পরিখা হইতে বাহির হইয়া আফগানদের আক্রমণ করার মনস্থ করেন। প্রত্যেকটি মারাঠা সৈন্য মরণপণ যুদ্ধ করে: কিন্তু আহ্‌মাদ শাহের ন্যায় অভিজ্ঞ সেনাপতির নেতৃত্বে যুদ্ধবাজ আফগানদের মুকাবিলায় তাহারা টিকিতে পারে নাই। অতএব ১৭৬১ সালের ১৪ জানুয়ারী তারিখে মারাঠাগণ পরাজিত হয় এবং তাহাদের অসংখ্য সৈন্য নিহত হয়। আহ্‌মাদ শাহ ভারতে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধির কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই, বরং একই বৎসরের মার্চ মাসে পুনরায় আফগানিস্তানে ফিরিয়া যান। পানিপথের যুদ্ধে আফগানদের বিজয় সুদূরপ্রসারী ফল দান করে। অতএব ১৭৬০ সালে উদয়গিরির যুদ্ধে নিজামের যে পরাজয় ঘটিয়াছিল, ইহা পূরণের প্রয়াস ঘটে এবং হা'য়দরাবাদ সম্ভাব্য ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। এই বিজয়ের ফলে হা'য়দার 'আলীর নেতৃত্বে মায়সোর (মহীশূর)-এ একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ ঘটে। সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, পানিপথের পরাজয় মারাঠাদের জন্য একটি অস্থায়ী প্রতিবন্ধকতা। মারাঠাগণ শীঘ্রই এই পরাজয়কে সামলাইয়া উঠিবে। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বিজয়ের আসল গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় না। কেননা এই বিজয়ের ফলে বাংলাদেশে ইংরেজ শক্তির দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি হয়।

পানিপথের যুদ্ধের পর উত্তর ভারতের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা শিখ শক্তির উত্থান, যাহারা আহ্‌মাদ শাহের যোগাযোগ পথ ক্রমাগত আক্রমণ করিয়া আফগান ভীতির নিবৃত্তি ঘটাইয়াছিল। অতএব ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে আহ্‌মাদ শাহের ৬ষ্ঠ অভিযান পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। শিখগণ গুজারওয়ালের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হয়। শিখগণ এই যুদ্ধকে Ghallughara (রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ) নামে অভিহিত করিয়া থাকে। আহ্‌মাদ শাহ পুরা নয় মাস পাঞ্জাবে অবস্থান করেন। এই সময় কাশ্মীরকে, যাহার আফগান গভর্নর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল, পুনরায় স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু শিখগণকে পরিপূর্ণভাবে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয় নাই এবং দুর্গবন্দী আফগান সৈন্যদের উপর ক্রমাগত আক্রমণের ফলে ১৭৬৪ খৃ. হইতে ১৭৬৯ খৃ. পর্যন্ত তাঁহাকে আরও তিনটি অভিযান প্রেরণ করিতে হয়। এই দিকে আহ্‌মাদ শাহকে তাঁহার নিজের দেশেও প্রবল বিদ্রোহের মুকাবিলা করিতে হয়। ১৭৬৩ খৃ. হিরাত-এর সন্নিকটে আয়মাক গোত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং

১৭৬৭ সালে খুরাসানে প্রবল বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১১৮৪/১৭৭৩ সালে আহ্‌মাদ শাহের মৃত্যুর সময় তাঁহার সাম্রাজ্য প্রায় আমু দরিয়া হইতে সিন্ধু নদ পর্যন্ত এবং তিব্বত হইতে খুরাসান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাশ্মীর, পেশাওয়ার, মুলতান, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, খুরাসান, হিরাত, কান্দাহার, কাবুল এবং বালখের অঞ্চল এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহার জীবদ্দশায়ই এমন নিদর্শন দেখা গিয়াছিল যে, দূরবর্তী বিজিত অঞ্চলসমূহে, যেমন পাঞ্জাবে তাঁহার নিয়ন্ত্রণ তিনি রক্ষা করিতে পরিবেন না। বেলুচিস্তান কার্যত স্বাধীন ছিল এবং ইহা স্পষ্ট জানা ছিল যে, খুরাসান শাসনের ক্ষেত্রে কাচার বংশ নির্ধারিত। তাঁহার উত্তরাধিকারীদের শাসনামলে দুররানী সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা হইয়া পড়ে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদু'ল-কারীম 'আলাবী, তারীখ-ই আহ্‌মাদ, লখনৌ ১২৬৬ হি., (উর্দূ অনু. ওয়াকি'আত-ই দুররানী, কানপুর ১২৯২ হি.,); (২) মিরযা মুহাম্মাদ 'আলী, তারীখ-ই সুলত'ানী, বোম্বাই ১২৯৮ হি.; (৩) O. Mann, Quellen-studien zur Geschichte des Ahmed Sah Durrani, ZDMG, ১৮৯৮ খৃ.; (৪) Storey, ১খ, ৩৯৫ (আহ্‌মাদ শাহের ঐতিহাসিকদের সম্পর্কে); (৫) H. Elliot এবং J. Dowson, History of India, ৮খ, লন্ডন ১৮৭৭ খৃ.; (৬) M. Elphinstone Caubul, ২খ., App A., লন্ডন ১৮৩৯ খৃ.; (৭) H. R. Gupta, Studies in Later Mughal History of the Punjab, লাহোর ১৯৪৪ খৃ.; (৮) C. J. Rodgers, Coins of Ahmad Shah Durrani, JA Sc. Bengal ১৮৮৫ খৃ.; (৯) J. N. Sarkar, Fall of the Mughal Empire, কলিকাতা ১৯৩৪ খৃ.; (১০) ঐ লেখক, নূরু'দ-দীনের তারীখ-ই নাজীবু'দ- দাওলার অনুবাদ, IC, ১৯৩৩ খৃ.; (১১) ঐ লেখক, কাশিরাজ শিব রাও পণ্ডিতের গ্রন্থ হ'ালাত-ই পানিপথ-এর অনুবাদ, Indian Historical Quarterly, ১৯৩৪ খৃ.; (১২) Selections from the Peswa's Daftar, সম্পা. G. S. Sardesai, ২খ, ১৯৩০ খৃ.; (১৩) T. S. Schejvalkar, Panipat: 1761, Deccan College Monograph Series, ১৯৪৬ খৃ.; (১৪) মুনশী গু'লাম হু'সায়ন ত'াবাতাবাঈ, সিয়ারু'ল-মুতাআখখিরীন, ইংরেজী অনু., কলিকাতা ১৯০২ খৃ.; (১৫) মুনশী আবদু'ল-কারীম, ওয়াকি-আত দুররানী, মীর ওয়ারিছ 'আলী সায়ফী কর্তৃক অনূদিত, পাঞ্জাবী একাডেমী ১৯৬৩ খৃ., আরও দ্রষ্টব্য আফগ'ানিস্তান নিবন্ধ তারীখ।

C. Collin Davies (E. I. 2)/
এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহ্‌মাদ শাহ বাহাদুর (احمد شاه بهادر) ঃ মুজাহিদু'দ-দীন, আবূ নাস'র ভারতবর্ষের পঞ্চদশ মুগল সম্রাট। তিনি ১১৩৮/১৭২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর ১১৬১/১৭৪৮ সালে মাত্র তেইশ বৎসর বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শুরু হইতেই নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং শাসনকার্যে পূর্ব অভিজ্ঞতা বা কোনরূপ দক্ষতা না থাকার কারণে শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হন। অবশেষে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছিল।

বস্তুতপক্ষে সম্রাট আওরংগযেবের মৃত্যুর পর মুগল কেন্দ্রীয় শক্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হইতে থাকে। তিনি যে সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিবার মত যোগ্যতা তাঁহার পরবর্তী সম্রাটদের ছিল না। রাজপুত, আফগান, মারাঠা, শিখ, জাঠ প্রভৃতি মুগল বিরোধী শক্তি উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। দুর্বল বিলাসী সম্রাটগণের পক্ষে সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। এইরূপ একজন দুর্বল সম্রাট মুহ'াম্মাদ শাহের শাসনকালেই মুগল সাম্রাজ্যে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল এবং ভাংগন শুরু হইয়াছিল। শাসন ব্যবস্থার শিথিলতার সুযোগে বিভিন্ন প্রদেশের শাসকগণ প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করেন। দাক্ষিণাত্য, বাংলা, অযোধ্যা ও রোহিলা খণ্ড মুগল শাসনাধীন হইতে মুক্ত হয়। মারাঠারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। আগ্রার সন্নিকটে জাঠ, রোহিলা খণ্ডে আফগান বংশীয় রোহিলারা এবং পাঞ্জাবে শিখগণ ক্রমে স্বাধীন হইয়া উঠে। অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও ব্যাপক বিদ্রোহের চরম দুর্দিনে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পারশ্য সম্রাট নাদির শাহের ভারত আক্রমণের ফলে মুগল সাম্রাজ্য অত্যন্ত হীনবল হইয়া পড়ে। এই পর্যায়ে মুহ'াম্মাদ শাহের মৃত্যুর এক মাস পূর্বে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে আহ্‌মাদ শাহ আবদালী কান্দাহার, কাবুল ও পেশোয়ার দখল করেন। যুবরাজ আহ্‌মাদ শাহ তখন আবদালীর প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করিলেও বিধ্বস্ত ভারতে তাঁহার পরবর্তী আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারেন নাই। আহ্‌মাদ শাহ ইতিমধ্যে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে দুর্বল মুগল সাম্রাজ্যে ক্রমেই সংকুচিত হইতে থাকে। আহ্‌মাদ শাহ আবদালী ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন এবং এইবার তিনি পাঞ্জাব দখল করিয়া লন। পাঞ্জাবের গভর্নর মীর মনু কেন্দ্রীয় রাজধানী হইতে কোন প্রকার সাহায্য না পাইয়া আহ্‌মাদ শাহ আবদালীর অধীনতা স্বীকার করেন। আহ্‌মাদ শাহ আবদালী ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর দখল করিয়া পূর্ব দিকে সিরহিন্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ মুগল সম্রাটকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। আবদালী পরে মীর মনুকেই লাহোরে তাঁহার গভর্নর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। মনু পাঞ্জাবের উদ্বৃত্ত রাজস্ব বিজয়ী আবদালীকে নিয়মিত প্রেরণ করিতে এবং তাঁহার অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। এই সময় উযীর স'াফদার জাংগ (অযোধ্যার নওয়াব) রোহিলাদের উচ্ছেদ করিবার জন্য যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু আহমাদ খান বাংগাশের অধীন রোহিলা আফগানরা তাঁহাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। স'াফদার জাংগ রোহিলা আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মারাঠাদের সাহায্য কামনা করেন এবং তাহাদের সহিত মিত্রতার সূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই পর্যায়ে রোহিলাদের বিরুদ্ধে জাঠদের সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্যও তিনি বাধ্য হইলেন। মারাঠাগণ সম্রাটের সাহায্যার্থে রোহিলাদের আক্রমণ করিয়া দোয়াব পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন এবং তাহাদেরকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিতাড়িত করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু রোহিলাদের বিরুদ্ধে মারাঠাদের সাহায্য মুগল সাম্রাজ্যের জন্য সুফল বহিয়া আনিতে পারে নাই। রোহিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার পুরস্কারস্বরূপ দিল্লীর সম্রাটকে মারাঠাদের দিতে হইয়াছিল বিপুল পরিমাণ অর্থ। মারাঠারা ইতিপূর্বে মালওয়া দখল করিয়া লইয়াছিল এবং গুজরাট বিধ্বস্ত করিয়াছিল। তাহারা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায়ও অভিযান ও লুটতরাজ করিয়াছিল এবং ১৭৫২ সালে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে দোয়াব অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে। ১৭৫২ সালের মার্চ মাসে মারাঠাদের সহিত সহযোগিতামূলক চুক্তির বদৌলতে তাহারা মুগল সাম্রাজ্যের রক্ষক হইয়া উঠে এবং সাম্রাজ্যের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

এদিকে বাংলা ও কর্নাটে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অদম্য প্রয়াসে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। ১৭৪০ খৃস্টাব্দ হইতে বাণিজ্যরত য়ুরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে তীব্র বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্র ধরিয়া শুরু হইয়াছিল একে অন্যকে উচ্ছেদের জন্য রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফরাসী ও ইংরেজরা দক্ষিণ ভারতের কর্নাট অঞ্চলে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। স্থানীয় নওয়াবের সে যুদ্ধ থামাইবার মত যোগ্যতা ছিল না, বরং অভ্যন্তরীণ কলহের কারণে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হইয়া মুগল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকেই আরো বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। কর্নাটের যুদ্ধের ফলস্বরূপ ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ইংরেজ ও ফ'াসীদের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া ইংরেজ ও ফরাসীরা বাংলায় তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। বাংলায় চল্লিশের দশকে উপর্যুপরি মারাঠা আক্রমণ ও লুটতরাজের কারণে বাংলার নওয়াবের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি এমন দুর্বল হইয়া পড়ে যে, ইংরেজ ও ফরাসীরা সেই সুবাদে তাহাদের পরিকল্পনামত অগ্রসর হইতে থাকে।

মুগল সাম্রাজ্যের এই বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থা, রাজদরবারের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রশাসনিক অস্থিতিশীলতার জন্ম দিয়াছিল। স'াফদার জাংগ-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা সীমা ছাড়াইয়া যায়। সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগে তিনি কার্যতভাবে দিল্লীর সম্রাটের মতো কাজকর্ম করিতে থাকেন। আমীর-'উমারা ও সম্রাটের মাতা তাহাকে অপসারণ করিতে চাহিলে তিনি পদত্যাগের হুমকি দেন। উদ্দেশ্য ছিল দুর্বল সম্রাট তাঁহার হুমকির প্রতি নতি স্বীকার করিবেন। কিন্তু স'াফদার জাংগের পদত্যাগপত্র সত্যসত্যই গৃহীত হইলে সম্রাটের বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্য শত্রুতা আরম্ভ করেন। এর ফলস্বরূপ স'াফদার জাংগের মিত্র জাঠরা দিল্লী লুণ্ঠন করে। ইত্যবসরে ক'ামরুদ্দীনের অন্যতম পুত্র ই'তিমাদু'দ-দাওলাকে উযীর এবং প্রথম নিজ'ামু'ল-মুল্ক আস'াফ্ জাহ্-এর দৌহিত্র 'ইমাদু'ল-মুলক-কে মীর বাখ্‌শী নিয়োগ করা হয়। তাঁহারা স'াফদার জাংগের বিরুদ্ধে নাজীবু'দ-দাওলার অধীনে রোহিলাদের এবং অন্তজি মানকেশ্বরের অধীন মারাঠাদের সাহায্য গ্রহণ করেন। ইহাতে স'াফদার জাংগের দিল্লীর দুর্গ অধিকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া সৈন্যদের বেতন প্রদানে অক্ষমতা এবং নূতন উযীর ও মীর বখ্‌শীর মধ্যকার বিবাদ সম্রাটকে স'াফদার জাংগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য করিয়াছিল। স'াফদার জাংগ ১৭৫৩ খৃস্টাব্দে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই গৃহযুদ্ধের ফলে মুগল সাম্রাজ্য এক বিরাট অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয় এবং সেনাবাহিনী বেতনের জন্য দাবি জানাইতে থাকে। দিল্লীর রাস্তাঘাটে প্রতিদিন দাঙ্গা-হাঙ্গামার দৃশ্য দেখা যাইত এবং বিদ্রোহী সৈন্য ও রোহিলা এবং মারাঠা লুটতরাজকারীদের আক্রমণ হইতে জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির কোন নিরাপত্তা ছিল না। স'াফদার জাংগ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করিবার পরপরই উযীর ও মীর বাখ্‌শীর মধ্যেকার বিবাদ চরম আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহাতে আহ'মাদ শাহ উযীরের পক্ষ অবলম্বন করিলে মীর বাখ্‌শী মারাঠাদের সাহায্যে সম্রাটের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইবার জন্য সচেষ্ট হন। বিদ্রোহী মীর বাখ্‌শী ও তাঁহার মিত্রগণ ই'তিমাদকে পদচ্যুত করিতে এবং তাঁহার স্থলে 'ইমাদু'ল-মুলক গ'াযীউ'দ-দীন-কে উযীর নিয়োগে বাধ্য করেন। নিয়োগ পাইয়াই 'ইমাদ দুর্বল ও অসহায় মুগল সম্রাট আহ'মাদ শাহকে অযোগ্য ঘোষণা করেন এবং যুবরাজ 'আযীযু'দ-দীনকে দ্বিতীয় 'আলামগীর উপাধিসহ দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। পরে সিংহাসনচ্যুত সম্রাটকে বন্দী অবস্থায় ১১৬৭/১৭৫৪ সালে তাঁহার চোখ দুইটি উপড়াইয়া অন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই করুণ অবস্থায় ১১৮৯/১৭৭৫ সালে আহ'মদ শাহের মৃত্যু হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তারা চাঁদ, History of the Freedom Movement in India, Vol. I., Ministry of Information and Brodcasting, Govt. of India, 1970; (২) S. Bhattacharya, A Dictionary of Indian History, Calcutta University 1972; (৩) R. C. Majumdar (ed.), The History and Culture of Indian People. Vols, 5 & 6; (৪) The Cambridge History of India, Vol. 3; (৫) Edwards & Carret, Mughal Rule in India; (৬) I. H. Qureshi, The Muslim Community in India and Pakistan; (৭) Encyclopaedia of Islam, Vol. I Leiden I, 60; (৮) দা. মা. ই., ২খ., ২খ., ১৩০-৩১।

ড. কে. এম. মোহসীন

আহ্‌মাদ শাহ্ বুখারী (احمد شاه بخاری) ঃ (র) ১৮৯৮-১৯৫৮ খৃ., প্রখ্যাত সাহিত্যিক, উর্দূ সাহিত্য জগতে পতুরস (বোখারী) নামে বিখ্যাত। পেশাওয়ারে জন্ম। লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৩৭-এ অল্ ইন্ডিয়া রেডিও-র কন্‌ট্রোলার হন। দেশ বিভাগ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটিতে পাকিস্তানের প্রতিনিধিরূপে সদস্য হন। ১৯৫০ খৃ. জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ খৃ. পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। পতুরসকে মাযামীন নামক তাঁহার একটি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উর্দূ সাহিত্যে ইহার মান অতি উচ্চে। রম্য-রচনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। নিউ ইয়র্কে মৃত্যু ঘটে।

বাংলা বিশ্বকোষ ১খ., ২৭৩

আহ্‌মাদ শাহীদ, সায়্যিদ বেরীলবী (سید احمد شهید بریلوی) ঃ সায়্যিদ আহ'মাদ শাহীদ ইব্‌ন সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ ইরফান, জ. ৬ সাফার, ১২০১/২৮ নভেম্বর, ১৭৮৬ সালে (অযোধ্যায়) রায়বেরেলী-তে (সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ য়া'কূব সায়্যিদ স'াহিবের ভ্রাতা, ওয়াকা'ই' আহ'মাদী) মৃ. ২৪ যু'ল-কা'দাঃ ১২৪৬/৬ মে. ১৮৩১ বালাকোট ও মিট্রী কোটের মধ্যবর্তী ময়দানে শাহাদাত লাভ করেন। তাঁহার বংশানুক্রম ছত্রিশ পুরুষ ঊর্ধ্বে আমীরু'ল-মু'মিনীন 'আলী (রা)-র সহিত মিলিত হয়। (হ'াসানী) সায়্যিদগণের এই বংশ সুলতান শামসু'দ-দীন ইল্‌তুত্‌মিশের শাসনামলে ভারতে আসেন এবং কড়া মানিকপুরে বসতি স্থাপন করেন। তাক'ওয়া ও শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁহারা প্রতি যুগেই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, কেহ কেহ সরকারী পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। ফলে তাঁহাদের বাসস্থান পরিবর্তিত হইতে থাকে। রাহ্'মান 'আলী (তায্'কিরা-ই 'উলামা-ই হিন্দ, পৃ. ৮১) তাঁহার বংশকে রায়বেরেলী-র নেতৃস্থানীয় পরিবার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শাহ 'আলামুল্লাহ (মৃ. ১০৯৬ হি.) সম্রাট শাহ্‌জাহান ও 'আলামগীরের শাসনামলে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে গণ্য হইতেন। তিনি ছিলেন সায়্যিদ আহ'মাদের পিতৃ ও মাতৃ বংশের ঊর্ধ্বতন ৪র্থ পুরুষ (সীরাত 'আলমিয়্যাঃ ও তায্'কিরাতু'ল-আব্‌রার)।

সায়্যিদ আহ্‌মাদ স্বীয় গৃহে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বিদ্যার্জনে তাঁহার তেমন মনোযোগ ছিল না। শক্তি ও নেতৃত্বব্যঞ্জক খেলাধূলার প্রতি তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল (মাখ্যান আহ্‌মাদী)। তিনি সমবয়স্ক বালকদের সমন্বয়ে সৈন্যদল গঠন করিতেন এবং জিহাদের অনুরূপ উচ্চৈঃস্বরে তাক্‌বীর ধ্বনি দিয়া কল্পিত শত্রু সৈন্যদলের উপর আক্রমণ করিতেন (তাওয়ারীখ আজীবা)। এই সময় হইতেই তাঁহার মধ্যে জিহাদের আগ্রহ প্রবল ছিল (মানজূরাঃ)। তাঁহার দৈহিক শক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করিতেন। প্রতিবেশী ও মহল্লাবাসীদের সেবায় অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত থাকিতেন। তাহাদের জন্য পানি ও বন-জঙ্গল হইতে ইন্ধন আনয়ন করিয়া দিতেন। কেহ আপত্তি করিলে তিনি অভাবী ও মিস্‌কীনদের সেবার ব্যাপারে এমন হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখিতেন যে, শ্রোতাগণ অভিভূত হইয়া পড়িতেন (মাখ্যান আহ্‌মাদী)।

যৌবনের প্রারম্ভে চাকুরীর প্রত্যাশী কয়েকজন বন্ধু ও দেশবাসীসহ তিনি লখনৌ গমন করেন এবং তথায় সাত মাস অবস্থান করেন। অতঃপর যতগুলি চাকুরী পাওয়া গেল উহাতে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন এবং নিজে কিতাবী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে শাহ 'আবদু'ল- 'আযীযের নিকট দিল্লী গমন করেন। শাহ 'আবদু'ল-আযীয তাঁহাকে স্বীয় ভ্রাতা শাহ 'আবদু'ল-কা'দির মুহ'াদ্দিছে'র নিকট আক্‌বার আবাদী মসজিদে প্রেরণ করেন (মাখযান আহ্‌মাদী)। একটি বর্ণনায় মীযান, কাফিয়া ও মিশকাত অধ্যয়নের কথা উল্লেখ আছে (আরওয়াহ' ছালাছা')। সেই সময় তিনি 'ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন (আছ'আরু'স—স'নাদীদ, প্রথম সংস্করণ)। সাধনার শুরু হইতেই বৎসরের পর বৎসর 'ইশা ও ফজরের স'লাত এক উযূতে আদায় করিতেন (ওয়াস'ায়া'ল-ওয়াযীর)। ১২২২/১৮০৭ সালে তিনি শাহ 'আবদু'ল-'আযীযের হস্তে বায়'আত গ্রহণ করেন। শাহ সাহেব বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও হিদায়াতের জন্য কোনরূপ মাধ্যমের মুখাপেক্ষী রাখেন নাই (আছ'আরু'স-সানাদীদ)। তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষায় এইরূপ মেধাসম্পন্ন ছিলেন যে, সামান্য ইঙ্গিতেই অতি উচ্চ স্থানের উপলব্ধি করিতে পারিতেন (মান্‌জূ'রা)। ১২২৩/১৮০৮ সালে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ই তাঁহার বিবাহ হয়।

ভারতে ইসলামী শাসন ও শারী'আতের আইন-কানূন প্রবর্তন তাঁহার জীবনের প্রধান ও সর্বাপেক্ষা প্রিয় লক্ষ্য ছিল। ইহার জন্য তিনি তাঁহার জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক কালের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সামরিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেবল নওয়াব আমীর খানই তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্যকারী হইতে পারিতেন। তাঁহার নিকট বিরাট সৈন্যবাহিনী ও বৃহৎ অস্ত্রাগার ছিল। অন্যদের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া ছাড়াও তিনি মধ্যভারতে সেনানিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে বিভিন্ন অঞ্চলে সফল আক্রমণ পরিচালনা করিয়া পার্শ্ববর্তী মুসলিম শাসকদের সংগে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারিতেন। বস্তুত সায়্যিদ আহ্‌মাদ ১২২৪/১৮০৯ সালে নওয়াব আমীর খানের নিকট রাজপুতানায় গমন করেন (মাখযান আহ্‌মাদী, মান্‌জূ'রা, ওয়াকা'ই আহ্‌মাদী ইত্যাদি)। এই উদ্দেশে তিনি সাত বৎসর নওয়াবের স্বীয় পূর্ণ শক্তি জাতীয় ও ধর্মীয় স্বার্থে নিয়োজিত রাখিতে পারেন। এই সময় সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং সৈন্যবাহিনীতে ধর্মীয় চেতনা উজ্জীবনের কাজ অব্যাহত রাখেন।

ইংরেজদের জোর তৎপরতায় ১৮১৭ খৃ. হঠাৎ করিয়া নওয়াবের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। তিনি ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া টুঙ্ক (Tonk)-এর কর্তৃত্ব লাভ এবং সৈন্যবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে রাযী হন। সায়্যিদ আহ্‌মাদ তাঁহাকে এই চুক্তি হইতে বিরত রাখিতে একান্ত চেষ্টা করেন। তিনি বারবার বলেন ইংরেজদের সঙ্গে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করুন (ওয়াকা'ই' মান্‌জূ'র)। কিন্তু ইহা নওয়াবের সাহসে কুলাইল না। অতএব সায়্যিদ আহ্‌মাদ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া দিল্লী চলিয়া যান। উদ্দেশ্য, তথায় তিনি মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কারের সাথে সাথে জিহাদের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাহিনী গঠন করার এবং তাঁহার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার চেষ্টা করিবেন। সেই ব্যাপারে আমীর খান তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন না।

দিল্লীতে তাঁহার অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটিয়া যায়, যাঁহাদের মধ্যে শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্‌র পরিবারের দুইজন খ্যাতনামা 'আলিম শাহ্ ইসমা'ঈল ও মাওলানা 'আবদু'ল-হ'ায়্যির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমজন ছিলেন শাহ 'আবদু'ল-আযীযের ভ্রাতুষ্পুত্র ও দ্বিতীয়জন তাঁহার জামাতা। প্রায় দুই বৎসর পর্যন্ত তিনি রোহিলাখণ্ড, আগ্রা, অযোধ্যার বিভিন্ন শহর ও স্থানে ভ্রমণ করিতে থাকেন। যথা মীরাট, মুজাফ্‌ফার নগর, সাহারানপুর, মুরাদ আবাদ, রামপুর, কানপুর, লখনৌ, বেনারস ইত্যাদি (ওয়াকা'ই', মানজূ'রা)। ধর্মীয় সংস্কার ও জিহাদের সংগঠন উভয় কাজ একই সাথে চলিতে থাকে। শাহ ইসমা'ঈল ও মাওলানা আবদু'ল হায়্যি ক্রমাগত জিহাদ ও শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াজ' করিতে থাকেন। মুসলমানদের মন-মগজে জিহাদ ও শাহাদাতের আগ্রহ এত গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যে, মুসলমানগণ স্বেচ্ছায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করাকে সৌভাগ্যের বিষয়রূপে ভাবিতে থাকেন (আছ'আরু'স-স'ানাদীদ)। আধ্যাত্মিক সাধনা ব্যতীতও যুদ্ধবিদ্যার অনুশীলন তাঁহার মুরীদদের বিশেষ কর্তব্যে পরিণত হইয়াছিল (ওয়াকা'ই' আহ্‌মাদী, মানজূ'রা)। তিনি বিধবা বিবাহে অনুপ্রাণিত করেন। কেননা সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ বিধবা বিবাহকে অসম্মানজনক বলিয়া মনে করিতেন। অতএব তিনি স্বীয় বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করেন (মাখযান, আহ্‌মাদী, মান্‌জূরা, ওয়াকা'ই' আহ্‌মাদী ইত্যাদি)।

সমুদ্রের উপর ফিরিঙ্গীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে. সমুদ্রপথে ভ্রমণের বিপদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, হ'জ্জে যাওয়া কষ্টকর হইয়া পড়ে— ইহার ভিত্তিতে কোন কোন 'আলিম এমন অবস্থায় হ'জ্জ ফরয থাকে না বলিয়া ফাতওয়া দেন। কেননা রাস্তার নিরাপত্তা হ'জ্জ ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত (ওয়াকা'ই' আহ্‌মাদী)। লখনৌ-তে এইরূপ একটি ফাতওয়া দেওয়া হইয়াছে। শাহ ইসমা'ঈল ও মাওলানা আবুদ'ল-হ'ায়্যি অকাট্য প্রমাণ সহকারে ইহা খণ্ডন করেন। হ'াদীছ'বিদ শাহ আবদু'ল-'আযীয ইঁহাদের অভিমত সমর্থন করেন (মানজূ'রা)। 'গড়' (উত্তর প্রদেশের Kutni-এর নিকটে) নামক স্থানের মাওলাবী য়ার 'আলী আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া এমন অবস্থায় হ'জ্জে যাওয়াকে হারাম বলিয়া ফাতওয়া দেন। তাঁহার মতে এমন অবস্থায় হ'জ্জে যাওয়ার অর্থ জানিয়া বুঝিয়া জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া, যাহা কু'রআনের নির্দেশ (لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ।) 'তোমরা নিজের হাতে নিজদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না' (২ ঃ ১৯৫)-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিষিদ্ধ (ওয়াকা'ই' আহ্‌মাদী)। এই ভ্রান্ত ধারণাকে কার্যত প্রতিরোধের জন্য সায়্যিদ আহ্‌মাদ (র) স্বয়ং হ'জ্জে যাওয়ার মনস্থ করেন এবং সাধারণভাবে ঘোষণা দেন, মুসলমানগণ

হ্‌জ্জে যাওয়ার ইচ্ছা থাকিলে প্রস্তুত হইতে পারেন, আমার সঙ্গে তাঁহারা হ্‌জ্জ করিবেন— তাঁহার নিকট খরচের অর্থ থাকুক বা না-ই থাকুক (মানজূরা, ওয়াকাই' ইত্যাদি)।

শাওওয়াল মাসের শেষ তারিখ, ১২৩৬/৩০ জুলাই, ১৮২১ সালে সায়্যিদ আহ্‌মাদ প্রায় চারি শত সঙ্গীসহ রায়বেরেলী হইতে হ্‌জ্জের উদ্দেশে যাত্রা করেন। মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করিয়া কলিকাতায় পৌঁছেন। তিন মাস তথায় অবস্থান করেন। এই সময়ে ধর্মীয় অনুভূতির পুনরুজ্জীবন ও সংস্কার কাজ অব্যাহত ছিল। লক্ষ লক্ষ মুসলমান হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। অনেক অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ করেন (মাখযান আহ্‌মাদী, ওয়াকাই' আহ্‌মাদী ইত্যাদি)। তিনি হি. ১২৩৭ সালে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করেন (তায্‌কিরা-ই 'উলামা-ই হিন্দ)।

হি্‌জায যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত ৭৫৩ জন মুসলমান হ্‌জ্জের উদ্দেশে একত্র হইয়াছিলেন। তের হাজার আট শত ষাট টাকার বিনিময়ে দশটি জাহাজ ভাড়া করিয়া তাঁহাদেরকে উঠান হয়। তাহাদের জন্য প্রায় তেত্রিশ হাজার টাকার খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করা হয়। হি্‌জাযে অবস্থান ও ফিরিয়া আসার যাবতীয় খরচ তিনি নিজেই বহন করেন, অথচ যাত্রার সময় একটি কড়িও তাঁহার সঙ্গে ছিল না। দুই বৎসর দশ মাস পর ২৯ শাবান, ১২৩৯/২৯ এপ্রিল, ১৮২৪ সালে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন (মাখযান আহ্‌মাদী, ওয়াকাই', মানজূরা)। অতঃপর সম্পূর্ণভাবে জিহাদের প্রস্তুতিতে ব্যাপৃত হন।

জিহাদের উদ্দেশ্য এই ছিল ঃ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হউক, খৃষ্টানগণ ও মুশরিকদের প্রাধান্যের মূল উৎপাটিত হউক। রাজত্ব, পদমর্যাদা বা ক্ষমতা লাভ ইহার উদ্দেশ্য ছিল না, শুধু আল্লাহ্‌র বাণীকে সমুচ্চ করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য (মাকাতীব ওয়া 'আলাম নামাহ্‌জাত)। জিহাদের প্রস্তুতির প্রাথমিক ধাপ উত্তীর্ণ হওয়ার পর সঙ্গী-সাথীদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। সেই অঞ্চলের জনসাধারণ ছিল মুসলমান। তাহাদের স্বাধীনতা শিখদের আক্রমণে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। উক্ত অঞ্চলের আশেপাশে কয়েকটি মুসলিম রাজ্য ছিল যাহাদের শুভেচ্ছার আশা করা গিয়াছিল। আশা ছিল, পাঞ্জাব অভিযানে সিন্ধু ও ভাওয়ালপুরের মুসলমান রাজ্যদ্বয় সাহায্যকারী হইতে পারে।

৭ জুমাদা'ল-আখিরা, ১২৪১/১৭ জানুয়ারী, ১৮২৬ সালে সায়্যিদ আহ্‌মাদ দারু'ল-হ্‌ারব ভারত হইতে হিজরত করেন, যেখানে তিনি জীবনের চল্লিশটি বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন। হিজরতের উদ্দেশে তিনি রায়বেরেলী হইতে বাহির হন। প্রথম দলের গাযীদের সংখ্যা পাঁচ-ছয় শতের মাঝামাঝি ছিল এবং মাত্র পাঁচ হাজার টাকা তাঁহার হাতে ছিল। রায়বেরেলী হইতে কাল্‌পী, গোয়ালিয়ার, টুংক, আজমীর, পালী, অমরকোট, হায়দরাবাদ (সিন্ধু), পীরকোট, মাদহাজী, শিকারপুর, ঢাঢার বুলান, কোয়েটা, কান্দাহার, গযনী, কাবুল এবং জালালাবাদ হইয়া পেশাওয়ার পৌঁছেন। রাস্তায় সাধারণ মুসলমান ছাড়াও সিন্ধু, ভাওয়ালপুর, বেলুচিস্তান, কান্দাহার এবং কাবুলের শাসক, প্রধান নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে জিহাদের দাওয়াত দেন (মানজূরা ওয়াকাই')। আমীর দোস্ত মুহ্‌াম্মাদ ও তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দের পারস্পরিক বিরোধ নিরসনের উদ্দেশে পঁয়তাল্লিশ দিন তিনি কাবুলে অবস্থান করেন।

সায়্যিদ আহ্‌মাদের জিহাদের সংকল্পের কথা শুনিয়া শিখ প্রশাসন বুধ সিংহের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীকে সীমান্ত প্রদেশের আকূড়ায় প্রেরণ করিয়াছিল। ২০ জুমাদা'ল-উলা, ১২৪২/২০ ডিসেম্বর, ১৮২৬ সালে নয় শত গাযী, যাহাদের মধ্যে ১৩৬ জন ছিলেন ভারতীয়, শিখ সৈন্যবাহিনীর উপর নৈশ আক্রমণ চালাইয়া শত শত শিখ সৈন্যকে হত্যা করেন। ভারতীয় শহীদদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৬। শিখ সৈন্যবাহিনী আকূড়া হইতে কয়েক মাইল পিছনে হটিয়া 'শায়দূ' নামক স্থানে অবস্থান করে (মানজূরা, ওয়াকাই' আহ্‌মাদী, মাকাতীব, ইত্যাদি)।

আকূড়া যুদ্ধে জয়ের ফলে মুসলমানদের অন্তরে আশার আলো দেখা দেয়। ১২ জুমাদা'ল-আখিরা, ১২৪২/১১ জানুয়ারী, ১৮২৭ রোজ বৃহস্পতিবার সীমান্ত অঞ্চলের 'হুন্‌ড' নামক স্থানে এক বিরাট সমাবেশে 'আলিম ও খানগণ সায়্যিদ আহ্‌মাদের নেতৃত্বে জিহাদ করার বায়'আত গ্রহণ করেন এবং মুহ্‌াম্মাদ, সুলত্‌ান মুহ্‌াম্মাদ প্রমুখ পেশাওয়ারের অন্যান্য দুররানী সরদারও বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। সায়্যিদ আহ্‌মাদের প্রচেষ্টায় শায়দূ-তে শিখদের সংগে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রায় এক লক্ষ মুজাহিদ সমবেত হয়। শিখগণ গোপনে গোপনে ভীতিপ্রদ বার্তা প্রেরণ করিয়া য়ার মুহ্‌াম্মাদকে নিজেদের দলে টানিয়া লয়। যুদ্ধের এক রাত্রি পূর্বেই সায়্যিদ আহমাদকে সে বিষ প্রয়োগ করিতে প্রয়াস পায়। শিখগণ পিছু হটিতে থাকিলে গোপন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুহ্‌াম্মাদ ও তাহার ভ্রাতা মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদ রটাইতে রটাইতে যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলাইয়া যায়। এইভাবে গ্‌াযীদের বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়। (ওয়াকাই', মানজূরা, মাকাতীব ইত্যাদি)।

সায়্যিদ আহ্‌মাদ পাঞ্জতার (খাদ্দ ওয়া খায়ল)-এ কেন্দ্র স্থাপন করেন, বুনীর ও সোয়াতের ভ্রমণ করেন। দলে দলে ভারতীয় মুজাহিদগণের আগমনে তাঁহাদের যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি পায়। পেশাওয়ার ও মারদান সমতল ও পাহাড়ী অঞ্চলের বহু লোক তাঁহার সাহায্যার্থে আগাইয়া আসে। হাযারার বনাঞ্চলে গ্‌াযীগণ তাম্‌গালা ও শাংকিয়ারী নামক স্থানে শিখদেরকে পরাজিত করেন। এই সময়ে মুসলমানদের অবস্থা ছিল সন্তোষজনক। কিন্তু দুররানী নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইতে থাকে। তাহাদের প্ররোচনায় অন্য খানরাও বিশ্বাসঘাতকতার পথ অবলম্বন করে (মানজূরা, ওয়াকাই' ইত্যাদি)।

শা'বান ১২৪৪/ফেব্রুয়ারী ১৮২৯ সালে সায়্যিদ আহ্‌মাদ আড়াই হাজার 'আলিম ও খানদেরকে পঞ্জতার কেন্দ্রে একত্র করিয়া তাহাদের নিকট হইতে শারী'আত-এর আইন জারী করার জন্য প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। ইহাই তাঁহাদের দাবি ছিল যে, সীমান্ত অঞ্চলে ধর্মীয় আইন প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বিশিষ্ট ও সাধারণ শ্রেণীর লোক সকলেই এই পবিত্র আইনের অধীনে একতাবদ্ধ হইয়া একটি জামা'আতে পরিগণিত হইবে; ইহাকে তাঁহারা দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার উৎস বলিয়া মনে করিতেন। হুন্‌ড-এর প্রধান খাদে খান শিখদের সহিত মিলিত হইয়া পাঞ্জতার আক্রমণ করে। কিন্তু শিখ সৈন্যদলের সেনাপতি যুদ্ধ করার সাহস করে নাই। সায়্যিদ সাহিব প্রথমে হুন্‌ড জয় করেন, অতঃপর যায়দা-র যুদ্ধে দুররানীদের বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে য়ার মুহ্‌াম্মাদ নিহত হন। পূর্বদিকে আম্‌ব দখল করেন। ইহার পর (মারদান-এর নিকট) মায়ার-এ সুলত্‌ান মুহ্‌াম্মাদ ও তাঁহার ভ্রাতাদের বাহিনীর উপর প্রবল আক্রমণ করিয়া মারদান ও পেশাওয়ার জয় করেন। সুলত্‌ান মুহ্‌াম্মাদ সন্ধির জন্য আবেদন জানান। সায়্যিদ আহ্‌মাদ শারী'আতের আইন প্রতিষ্ঠা ও মুজাহিদ বাহিনীকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে তাহাকে পেশাওয়ার ফিরাইয়া দেন। এইভাবে পেশাওয়ার হইতে আটক এবং আটক হইতে আম্‌ব পর্যন্ত সমগ্র

সীমান্ত অঞ্চল এক আইনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সায়্যিদ আহ্‌মাদ নিশ্চিন্তে পাঞ্জাবে অভিযান পরিচালনা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকেন (মানজূরা, ওয়াকাই' ইত্যাদি)।

শিখদের মনে এমন ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাহারা মুসলিম বাহিনীর সহিত সন্ধি করিবেন এবং এই শর্তে আটকের সমগ্র অঞ্চল সায়্যিদ আহ্‌মাদের অধীনে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হয়। তিনি এই প্রস্তাব এইজন্য গ্রহণ করেন নাই যে, তাঁহার উদ্দেশ্য কোন অঞ্চল দখল অথবা জায়গীর লাভ করা ছিল না, বরং ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও শারী'আতের বিধান জারী করাই ছিল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য (মানজূ'রা, ওয়াকাই, আছ'ারু'স-স'নাদীদ, ইত্যাদি)। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের শীতকালে সুলতান মুহাম্মাদ দুররানী সন্ধি ভঙ্গ করিয়া গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেড় শত হইতে দুই শত গাযীকে অতর্কিতে শহীদ করেন—যাঁহারা বিভিন্ন গ্রামে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলেন। সায়্যিদ আহ্‌মাদের বর্ণনা মুতাবিক ভারতে যাঁহারা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এই গাযীগণই ছিলেন অন্য সকলের তুলনায় অধিক খাঁটি ও প্রকৃত মুজাহিদ। মাত্র সেই সকল গাযীই বাঁচিয়া যান, যাঁহারা আম্ব ও পাঞ্জতার-এ অবস্থান করিতেছিলেন অথবা যাঁহারা সংবাদ পাওয়া মাত্র নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন। অগত্যা সায়্যিদ আহ্‌মাদ দুররানী নেতৃবৃন্দ ও কোন কোন খান-এর ক্রমাগত সন্ধির শর্ত ভঙ্গের ফলে চিন্তান্বিত হইয়া পড়েন এবং যেই কেন্দ্রে তিনি চারি বৎসর ছিলেন উহা ছাড়িয়া দেওয়া সংগত মনে করেন এবং কাশ্মীরে চলিয়া যাওয়ার সংকল্প করেন, যেখানে মুসলমানদের পক্ষ হইতে ইতিপূর্বে বার বার আহ্বান আসিয়াছিল। হাযারা, মুজাফ্‌ফারাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলের খানগণ, যাহাদের এলাকা কাশ্মীরের রাস্তার উপর অবস্থিত ছিল, সহযোগিতা প্রদান করিতে সর্বদা প্রস্তুত ছিল। অতএব তিনি দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা অতিক্রম করিয়া আবাসীন নদী পার হইলেন এবং রাজদাওয়ারী (হাযারার উত্তরাঞ্চল)-এ গিয়া উপনীত হইলেন। তথা হইতে তিনি গাযী ভূগাড় মাঙ্গ, গোন্‌শ এবং বালাকোটে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া মুজাফ্‌ফারাবাদ (কাশ্মীর) পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিলেন (মানজূ'রা ওয়াক'ই' ইত্যাদি)। সাহায্যকারী খানগণকে শিখদের অত্যাচার হইতে বাঁচাইবার জন্য একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ জরুরী বলিয়া মনে করা হইত। এই উদ্দেশে তিনি কিছু দিনের জন্য বালাকোট (মানসাহ্‌রাহ তাহ্‌সীল) অবস্থান করেন (মানজূ'রা, ওয়াকাই' ইত্যাদি)।

এই সময় রঞ্জিত সিংহের পুত্র শের সিংহ দশ হাজার সৈন্যসহ মানসাহ্‌রাহ ও মুজাফ্‌ফারাবাদের মধ্যবর্তী স্থানে ঘোরাফেরা করিতেছিল। হঠাৎ সে গিরিপথ দিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম করত শিখ বাহিনীর এক বড় অংশকে এক সময়ে মিট্টিকোটের টিলায় লইয়া আসিতে সফল হয়, যাহা বালাকোটের ঠিক সম্মুখে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ২৪ যু'ল-কা'দা, ১২৪৬/৬ মে, ১৮৩১ সালে শুক্রবার চাশ্‌তের সময় মিট্টিকোট ও বালাকোটের মধ্যবর্তী ময়দানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ প্রায় দুই ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। শিখদের সৈন্য সংখ্যা গাযীদের সৈন্য সংখ্যার তুলনায় কয়েক গুণ বেশী ছিল। বহু শিখ সৈন্য নিহত হয়। প্রায় তিন শত গাযী শাহাদাত বরণ করেন। সায়্যিদ আহ্‌মাদ ও মাওলানা ইসমা'ঈলও এই শাহীদগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সায়্যিদ আহ্‌মাদকে গুজররা বন্দী করিয়া পাশের পাহাড়ে লইয়া যাওয়ার কথা শ্রবণ করিয়া অবশিষ্ট গাযীগণ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন। তাঁহার শাহাদাতের সংবাদ পরে জানা যায় (মানজূ'রা ওয়াকাই' ইত্যাদি)।

এইভাবে হাযারা জেলার উত্তর-পূর্ব কোণে এই বীর মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন, অথচ তিনি সহায়-সম্বলহীন হওয়া সত্ত্বেও ভারতকে বিধর্মীদের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া সেখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করার বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলিমদের মধ্যে তিনি বিশুদ্ধ ইসলামী জীবনাদর্শের উদগ্র প্রেরণা জাগ্রত করেন এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটি জামা'আত প্রস্তুত করেন যাহার নমুনা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের পরে খুব কমই পাওয়া যায়।

শিখগণ সায়্যিদ আহ্‌মাদের মৃতদেহ তালাশ করিল। তখন মস্তক শরীর হইতে খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গেল। তাহারা উভয় অংশ একত্র করিয়া সসম্মানে মৃতদেহটি দাফন করে (সৌহান লাল সূরী, 'উমদাতু'ত-তাওয়ারীখ, ৩খ, ১, ৩৫)। দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনে একদল শিখ (নাহাঙ্গ) মৃতদেহটি কবর হইতে তুলিয়া নদীতে ফেলিয়া দেয়। মস্তক ও দেহ পুনরায় পৃথক হইয়া যায়। দেহটি তালহাট্টা (গাড়হী হ'াবীবুল্লাহ খান হইতে তিন মাইল উত্তরে কানহা নদীর পূর্ব তীরে)-এর কৃষকেরা নদী হইতে তুলিয়া একটি অজ্ঞাত স্থানে দাফন করে (Hazara Gazetteer)। আজকাল সেখানে তাঁহার কবর আছে বলিয়া দাবি করা হইয়া থাকে, যাহা মূলত নির্ভরযোগ্য নহে। মস্তকটি স্রোতের টানে গাড়হী হ'াবীবুল্লাহ নামক স্থানে গিয়া পৌঁছে। সেখানে স্থানীয় খান নদী হইতে উহা উত্তোলন করাইয়া নদীর তীরে উহা দাফন করেন। মানসাহ্‌রাহ্ হইতে মুজাফ্‌ফারবাদ যাওয়ার পথে পুলের অপর পার্শ্বে বামদিকে কবরটি দৃষ্ট হয়। ১৯৪৮ খৃ. পর্যন্ত কবরটি অতি ছোট ছিল। পরে ইহাকে বাড়াইয়া একটি পূর্ণ কবরের রূপ দান করা হয়। সায়্যিদ আহ্‌মাদের শাহাদাতের পর তাঁহার একটি ছবি শের সিংহ একটি অভিজ্ঞ চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত করাইয়া লাহোরে রঞ্জিত সিংহের নিকট পাঠাইয়া দেয় (জাফার নামা-ই দীওয়ান-ই অমরনাথ)। ইহার কোন হদিস পাওয়া যায় নাই। সায়্যিদ আহ্‌মাদ নিম্নোক্ত কয়েকটি পুস্তিকাও রচনা করিয়াছিলেন ঃ

(১) তান্‌বীহু'ল-গা'ফিলীন (ফারসী), দিল্লী ১২৮৫/১৮৬৮, মাত'বা মুহা'ম্মাদী, লাহোর হইতেও প্রকাশিত হইয়াছে। দুইবার ইহার উর্দূ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। (২) রিসালা-ই নামায (ফারসী), ইহারও উর্দূ অনুবাদ দুইবার প্রকাশিত হইয়াছে। (৩) রিসালা দার নিকাহ' বীওয়াগান (ফারসী), এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। (৪) সি'রাত' মুস্তাকী'ম (ফারসী), ইহার বিষয়বস্তু তিনি নিজেই বর্ণনা করিতেন। প্রথম অধ্যায়টি মাওলানা শাহ ইসমা'ঈল এবং দ্বিতীয় অধ্যায়টি মাওলানা 'আবদু'ল-হ'ায়্যি কর্তৃক লিপিবদ্ধ হয়। উভয়ই কিছু অংশ লিখিয়া সায়্যিদ সাহেবকে পড়িয়া শুনাইতেন। কোন কোন সময় তাঁহার নির্দেশ মুতাবিক দুই-তিনবার করিয়া পাঠের পরিবর্তন করা হইত (মানজূ'রা ওয়াক'ই'), কলিকাতা ১২৩৮/১৮২৩)। মক্কায় অবস্থানকালে মাওলানা 'আবদু'ল-হ'ায়্যি 'আরবীতে ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার উর্দূ অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। (৫) মুলহিমাত আহ্‌মাদিয়া ফি'ত'-তারীকি'ল- মুহ'াম্মাদিয়্যা, আগ্রা ১২৯৯/১৮৮২, কলিকাতা ১২৩৮/১৮২৩।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সায়্যিদ মুহা'ম্মাদ 'আলী, মাখযান আহ্‌মাদী (ফারসী), আগ্রা ১২৯৯ হি., হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ; (২) সায়্যিদ জাফার 'আলী নাক্'বী, মানজূরাতুস-সু'আদা ফী আহওয়ালি'ল-গু'যাত ওয়া'শ-শুহাদা, তারীখ আহমাদী নামে পরিচিত (ফারসী), পাণ্ডুলিপি, নওয়াব ওয়াযীরু'দ-দাওলার ইঙ্গিতে রচিত হয়। গ্রন্থটি প্রায় ১২০০

পৃষ্ঠাসম্বলিত। মূল হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিটি টুংক-এ সংরক্ষিত আছে। শেষোক্ত পাণ্ডুলিপিটি কিছুটা অসম্পূর্ণ; (৩) ওয়াকাই' আহ্‌মাদী (উর্দূ)। ইহা তারীখ কাবীর নামেও পরিচিত। টুংক-এর গভর্নর নওয়াব ওয়াযীরু'দ-দাওলা সায়্যিদ আহ্‌মাদের অবশিষ্ট সঙ্গী-সাথিগণকে একত্র করিয়া তাঁহাদের বর্ণনা অনুযায়ী সমগ্র অবস্থা লিপিবদ্ধ করান। ইহা কয়েকটি খণ্ডে রচিত হয়। পুরা গ্রন্থটি প্রায় ২৫০০ পৃষ্ঠাসম্বলিত, ইহার পাণ্ডুলিপি টুংক ও নাদওয়া (লখনৌ)-তে সংরক্ষিত রহিয়াছে; (৪) মাওলাবী মুহাম্মাদ জাফার থানেশ্বরী, তাওয়ারীখ আজীবা অথবা সাওয়ানিহ' আহ্‌মাদী (উর্দূ), গ্রন্থটি দিল্লী (১৮৯১ খৃ.), সাঢ়ূরা (১৯১৪ খৃ.) এবং লাহোর (তা. বি.) প্রকাশিত হইয়াছে; (৫) হ'য়াত ত'য়্যিবা (উর্দূ), মিরযা হ'য়রাত দিহলাবী কর্তৃক লিখিত, ইহা মূলত শাহ ইসমা'ঈল-এর জীবনী গ্রন্থ, শেষের দিকে সায়্যিদ আহ্‌মাদের আলোচনা সংযোজন করা হইয়াছে, দিল্লী ১৮৯৫ খৃ.; (৬) স্যার সায়্যিদ আহ্‌মাদ খান, আছা'রু'স- সানাদীদ (উর্দূ), প্রথম সংস্করণ, দিল্লী ১৮৪৭ খৃ., অধ্যায় ৪, পৃ. ২৬ প., ৫৫ (তায'কিরা-ই আহল-ই দিল্লী নামে এই অধ্যায়টি কাদী আহ্‌মাদ মিয়া আখ্‌তার জুনাগঢ়ী কর্তৃক সংকলিত হয়, সম্পা., আ'মান-ই তারাক্'কী উর্দূ, পাকিস্তান ১৯৫৫ খৃ. (?) [পৃ. ৩৪ প., ৬৭]; (৭) নওয়াব সি'দ্দীক' হাসান খান, তাক'স'রু জুয়ূদি'ল-আহ্'রার (ফারসী), ভূপাল ১২৯৮ হি.; (৮) দীওয়ান অমর নাথ, জা'ফার নামাহ (ফারসী), পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, লাহোর ১৯২৮ খৃ.; (৯) না'ওয়াব ওয়াযীরু'দ-দাওলা ওয়ালী টুংক, ওয়াস'ায়া'ল-ওয়াযীর 'আলা ত'রীকি'ল-বাশীর ওয়ান-নায'ীর (ফারসী), টুংক ১২৮৬ হি, ইহাতে কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে সায়্যিদ আহ্‌মাদ ও তাঁহার সঙ্গী-সাথিগণের অবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে; (১০) মাকাতীব (ফারসী), সায়্যিদ আহ্‌মাদের 'মাকাতীব' এবং 'আ'লাম-নামাহ জাতের' কয়েকটি সংকলন প্রস্তুত করা হইয়াছে; (১১) সীরাত 'আলামিয়্যা (ফারসী), শাহ 'আলামুল্লাহ-এর অবস্থা তাঁহার বংশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরে অপর একজন তায'কিরাতু'ল-আবরার (পাণ্ডুলিপি), বংশীয় অবস্থা বর্ণনায় ইহা একটি উত্তম গ্রন্থ; (১২) মাওলাবী রাহীম বাখ্‌শ, তারীখু লুব্‌ব লুবাব (উর্দূ), লাহোর ১৩৩৪ হি.; (১৩) আরওয়াহ' ছালাছা' (উর্দূ), সাহারানপুর ১৩৭০ হি., ইহা আমীর শাহ খানের বর্ণনার একটি সংকলন, যাহা মাওলানা আশরাফ 'আলী থানবী, মাওলানা ত'য়্যিব সা'হিব এবং আরও কিছু সুধী ব্যক্তির চেষ্টায় প্রকাশিত হইয়াছে ; (১৪) জা'ফার নামাহ-ই রঞ্জিত সিংহ (ফারসী পদ্য), কানাইনাল হিনদী, লাহোর ১৮৭৬ খৃ.; (১৫) Hazara Gazetteer, লাহোর ১৮৮৩-১৮৮৪ খৃ.; (১৬) সায়্যিদ আবু'ল-হাসান আলী নাদ্‌বী, সীরাত সায়্যিদ আহ্‌মাদ শাহীদ (উর্দূ), লক্ষ্ণৌ ১৯৩৯ খৃ.; (১৭) সায়্যিদ আহ্‌মাদ শাহীদ (উর্দূ) দুই খণ্ডে, লাহোর ১৯৫৫ খৃ.; (১৮) রাহ্‌মান আলী, তায'কিরা-ই উলামা-ই হিন্দ, পৃ. ৮১-৮২; (১৯) নিজামী বাদায়ূনী, কামূসু'ল-মাশাহীর (উর্দূ), ১খ, ৩১৪-৩১৫; (২০) Storey, Persian Literature, ১/২, ১০৪১, খণ্ড ৩; (২১) JASB, ১খ, (১৮৩২ খৃ.), ৪৭৯-৪৯৮, তু. Beale oriental Biographical Dictionary, লন্ডন ১৮৯৪ খৃ., পৃ. ৩৫৪ প.; (২২) W. W. Hunter, The Indian Musalmans, লন্ডন ১৮৭১ খৃ., পৃ. ১৪-১৮, ৩৫৪-৩৫৫ প.; (২৩) Buckland, Dictionary of Indian Biography, পৃ. ৮, ১৮৮৮ খৃ., বিশেষত ২খ., ৩৫০; (২৪) সৌহান লাল সুরী, 'উমদাতু'ত-তাওয়ারীখ, লাহোর, ১/৩, ১৬, ১৯, ৩০ পৃ., ৪৫ প., ৫৬ স্থা.; (২৫) মুহাম্মাদ ইকরাম, মাওজ-ই কাওছার, বোম্বাই, পৃ. ৭-৪৮; (২৬) M. T. Titus, Indian Islam, লন্ডন ১৯৩০ খৃ., পৃ. ১৮১-১৮৬; (২৭) W. C. Smith, Modern Islam in India, লাহোর ১৯৪৩ খৃ.)।

গু'লাম রাসূল মিহ্‌র (দা. মা. ই.)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহ্‌মাদ হাসান আমরূহী (احمد حسين امروهى) ঃ মাওলানা সায়্যিদ ১২৬৮ হি./১৮৫০ খৃস্টাব্দে উত্তর ভারতের আমরূহায় প্রসিদ্ধ রিযভী সায়্যিদ খান্দানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ শায়খ আব্বান ছিলেন মুগল সম্রাট আকবারের সমসাময়িক একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পড়ালেখা তৎকালীন খ্যাতনামা আলিম মাওলানা সায়্যিদ রিফাত আলী, মাওলানা কারীম বাখশ ও মাওলানা মুহাম্মাদ হোসাইন জা'ফারী-এর তত্ত্বাবধানে হাদীস', তাফসীর, ফিক্‌হ, দর্শন, আরবী সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করেন এবং ১২৯৪/১৮৭৮ সালে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি সমসাময়িক কালের সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ আল্লামা আহ্‌মাদ 'আলী সাহারানপুরী (র), আল্লামা আবদুল কায়্যুম ভূপালী (র) ও আল্লামা শাহ 'আবদু'ল-গ'নী মুজাদ্দিদে দেহলভী (র) হইতেও হাদীছে'র সনদ হা'সিল করেন। শায়খুল মাশায়েখ হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র) তাঁহার ইলম, আমল, তাক'ওয়া ও চারিত্রিক শুদ্ধাচারের কারণে তাঁহাকে খিলাফত প্রদান করেন। ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি তাঁহার অত্যধিক ঝোঁক-প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া আমরূহার প্রসিদ্ধ ইউনানী চিকিৎসক হাকীম আমজাদ আলী খান নিজের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে ইউনানী চিকিৎসা বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থগুলি পড়াইবার ব্যবস্থা করেন। মাওলানা সায়্যিদ আহ্‌মাদ হাসান আমরূহী শিক্ষা সমাপনান্তে সাম্ভল ও দিল্লীর বিভিন্ন মাদরাসার সদর মুদাররিস পদে দায়িত্ব পালন করেন। উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদের শাহী মাদরাসায় তিনি সাত বৎসর মুহাদ্দিছ' হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ১৩০৩/১৮৮৬ সালে মুরাদাবাদের শাহী মাদরাসা হইতে ইস্তিফা দিয়া স্বীয় জন্মভূমি আমরূহার জামে মসজিদে অবস্থিত একটি প্রাচীন মাদরাসার পুনর্গঠন কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। মাদরাসাটি পূর্বে অতিশয় সাধারণ ও জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। নূতন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী নিয়োগের মাধ্যমে তিনি ক্রমান্বয়ে এই মাদরাসাটিকে একটি উচ্চ স্তরের সুবিন্যস্ত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে দূর-দূরান্ত হইতে বিপুল সংখ্যক জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থী হাদীছ', তাফসীর ও ফিক'হশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য জমায়েত হইতে থাকে। তাঁহার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাপূর্ণ প্রয়াসের ফলে আমরূহা অঞ্চলের ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান ও শাস্ত্র চর্চার প্রাচীন ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবন লাভ করে।

শ্রেণীকক্ষে মাওলানা সায়্যিদ আহ্‌মাদ হাসান আমরূহী (র)-এর পাঠ দান পদ্ধতি ছিল সাবলীল, আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ও বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসু মনকে ভরিয়া দিত। এই দক্ষতার কারণে তাঁহাকে 'আল্লামা কা'সেম নানুতুভী (র)-এর জ্ঞান-দর্শনের যোগ্য বাহক ও মুখপাত্র মনে করা হইত। 'আল্লামা শিব্বীর আহ্‌মাদ উছ'মানী (র) মাওলানা সায়্যিদ আহ্‌মাদ হাসান আমরূহী (র)-এর প্রজ্ঞা ও বৈদগ্ধের পর্যালোচনা করিতে গিয়া বলেন, অভিজ্ঞ মানুষ মাত্রই জানেন যে, পৃথিবীতে খুব অল্প সংখ্যক লোকই এমন হইয়া থাকেন, যাঁহারা জ্ঞান জগতের সকল বিভাগে ও সকল শাখায় দক্ষতার অধিকারী হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সাধারণত যেসব আলিম ওয়া'জ করিবার দক্ষতা রাখেন তাঁহারা শিক্ষকতার

ক্ষেত্রে দক্ষ হন না। আবার যাঁহারা শিক্ষকতায় পারঙ্গম, কোন মাহফিলে ওয়া'জ করা তাঁহাদের জন্য কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে যাঁহারা দীনি শাস্ত্রসমূহে সর্বদা নিবিষ্ট থাকেন, তাঁহারা দর্শনে অনেক ক্ষেত্রে থাকেন অপরিচিতি। আবার দর্শনে যাঁহারা বিদগ্ধ হন তাঁহাদের অনেককে পাওয়া যায় দীনি শাস্ত্রসমূহে উদাসীন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অশেষ অনুগ্রহ দ্বারা মাওলানা আমরূহী (র)-এর মধ্যে এইসব গুণ ও প্রতিভা পরিপূর্ণভাবে একত্র করিয়া দিয়াছেন। মাওলানার বক্তৃতা, রচনা, মেধা, চরিত্র, উপলব্ধির গভীরতা, আকলিয়া এবং নকলিয়া উভয় প্রকারের জ্ঞান জগতে তাঁহার দক্ষতা ছিল অনুপম এক দৃষ্টান্ত। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, তিনি 'আল্লামা কা‌সেম নানুতূভী (র)-এর জ্ঞান-দর্শনকে তাঁহার ভাষা, বক্তৃতা ও আকার পদ্ধতিতে অত্যন্ত সুন্দর ও পরিচ্ছন্নভাবে উপস্থাপন করিতে সক্ষম হন। বাতিল ফিরকার বিরুদ্ধে মুনাযারায় (বিতর্ক) তাঁহার দক্ষতা সাধারণ মানুষের সপ্রশংসা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯০৪ সালে নাগীনা নামক স্থানে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সহিত 'আল্লামা সানাউল্লাহ অমৃতসরী (র)-এর প্রকাশ্য মুনাযারা অনুষ্ঠানে মাওলানা আমরূহী (র) খতমে নবূওয়াতের উপর যে জ্ঞানগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন তাহা পরবর্তী সময়ে 'দাওয়াতুল ইসলাম' শিরোনামে গ্রন্থাকারে বাহির হইয়াছে। এইভাবে তিনি পুরা জীবন শিক্ষকতা, ওয়া'জ-নসীহত, অধ্যাত্ম সাধনা, সৎ কর্মের আদেশ ও মন্দ কর্মে নিষেধ এবং বাতিলের মুকাবিলায় অতিবাহিত করেন। 'ইফানাতে আহমাদিয়া' নামে তাঁহার একটি বক্তৃতা সংকলন প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩৩০/১৯১২ সালে এই মহান সাধক ইনতিকাল করেন এবং আমরূহার জামে মসজিদ চত্বরে সমাহিত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সায়্যিদ মাহ্‌বূব রিযভী, দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাস, ই.ফা.বা. ঢাকা, ১৪২৪/২০০৩, ১খ ও ২খ., পৃ. ৫২৮-৫৩১; (২) মাসিক আল-কাসিম, দেওবন্দ, ভারত, রবিউছ ছানী, ১৩৩০ হি.; (৩) তায্‌কিরাতু'ল-কালাম, মাসিক দারুল উলূম-এর অনুসরণে, দেওবন্দ, ভারত, জুমাদাল উলা ১৩৭৩ হি., পৃ. ৪৪।

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

আহ্‌মাদ হি‌ক্‌মাত (احمد حكمت) ঃ (১৮৭০-১৯২৭) তুর্কী ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক, উপাধি মুফ্‌তী যাদা। কেননা তাঁহার পূর্বপুরুষগণ দীর্ঘদিন পর্যন্ত Peloppponese-এর মুফ্‌তী ছিলেন এবং তাঁহার পিতা য়াহ্‌য়া সাযাঈ আফেন্দী মুরীয়া-র মুফ্‌তী 'আবদু'ল- হা‌কীম আফেন্দীর পুত্র ছিলেন, যিনি গ্রীসের বিদ্রোহকালে শহীদ হইয়াছিলেন। ৩ জুন, ১৮৭০ সালে ইস্তাম্বুলে জন্ম। Galatasaray-এর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (Lycee) অধ্যয়নকালেই তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনের পর (১৮৮৯) তিনি বৈদেশিক বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং Consul ও Vice-Consul-এর বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৯৬ সালে তিনি বৈদেশিক দফতরে বদলি হন। ১৯২৬ সালে কনসুলার বিভাগের মহাপরিচালক নিযুক্ত হইয়া তিনি বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। একই সময় তিনি তাঁহার পুরাতন শিক্ষায়তনে এবং ১৯১০ খৃস্টাব্দের পরে দারু'ল-ফুনূন-এ সাহিত্য শিক্ষাদানে নিয়োজিত থাকেন। কিছু দিনের জন্য তিনি আংকারায় Turk Ocaklari-র সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি 'ইক্‌দাম' ও 'ছা‌রওয়াত-ই ফুনূন' নামক সাময়িকীদ্বয়ের একজন লেখক ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রচলিত সাহিত্য ধারার অনুসরণ করিতেন না। তাঁহার বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গি ছিল তুর্কী এবং তিনি ছিলেন ভাষা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'লায়লী য়া খূদ বার মাজনূনাক ইনতিক্‌'আমী' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সাজ্জাদ হা‌য়দার য়াল্‌দারিম 'লায়লী খানাম' অথবা 'লারকী কী কারাস্তানী' নামে ইহার উর্দূ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার গল্পসমূহের একটি সংকলন 'খারিস্তান ওয়া গুলিস্তান' নামে প্রকাশিত হইয়াছে (ইস্তাম্বুল ১৩১৭/১৮৯৯-১৯০০)। Fr. Schrader কর্তৃক ইহার তিনটি গল্প জার্মান ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, যাহা Turkische Frauen (তুর্কী মহিলা) নামে Jacob-এর Turkische Bibliothek-এর সমাপ্ত খণ্ডে বার্লিন হইতে ১৯০৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার পরবর্তী রচনাবলীর একটি সংকলন Caghlayanlar (কৃত্রিম ঝরনা) নামে ১৯২২ সালে ইস্তাম্বুল হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার চাতুর্যপূর্ণ হাস্যরস Monolgues (স্বগতোক্তি) জাতীয় রচনাবলীতে অধিক প্রকাশ লাভ করিয়াছে, তুর্কী সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই রীতির প্রবর্তক। তিনি একজন কবিও ছিলেন। ত্রিপোলীর যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি কয়েকটি প্রেরণা- উদ্দীপক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কাব্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে তিনি কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ২০ মে, ১৯২৭ সালে ইস্তাম্বুলে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Schrader-এর প্রাগুক্ত অনুবাদের ভূমিকা; (২) Turk Yurdu, ১৯২৭, সংখ্যা ৩০; (৩) তুর্কী এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, আহ্‌মাদ হিক্‌মাত প্রবন্ধ (A. H. Tanpinar); (৪) F. Tevetoglu, Buyuk Turkcu Muftuoglu Ahmed Hikmet,আংকারা ১৯৫১, যাহা H. Dizdaroglu কর্তৃক Turk Dili, ১৯৫২, ৪২৯-৩১-এ সমালোচনা করিয়াছেন।

G. L. Lewis & F. Giese (E. I. 2)//

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহ্‌মাদ আল-হীবা (احمد الهيبة) ঃ দক্ষিণ মরক্কোর একজন ধর্মীয় নেতা এবং শারীফিয় সিংহাসনের স্বল্পস্থায়ী মিথ্যা দাবিদার, সর্বোপরি আল্‌-হীবা নামে পরিচিত। তিনি ১২৯৩ অথবা ১২৯৪ হি. রামাদা‌ন (১৮৭৬ অথবা ১৮৭৭-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ছিলেন প্রখ্যাত শায়খ মা'উ'ল-'আয়নায়ন-এর চতুর্থ পুত্র। তিনি তাঁহার পিতার যত্ন ও তত্ত্বাবধানে পালিত ও শিক্ষিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহার জন্মগত মেধা ও মানসিকতা তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষকদের মনে উচ্চ মানের সাহিত্যিক সম্ভাবনার আশার সৃষ্টি করে।

শাওওয়াল ১৩২৮/নভেম্বর ১৯১০ সালে তাঁহার পিতা তিয্‌নীত-এ মৃত্যুবরণ করিলে তিনি তাঁহার তারীকাপন্থী মুরীদগণের নেতারূপে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং এই সময়ে চরম দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ফ্রান্স ও সুলতান মাওলায় আল-হা‌ফিজ (দ্র.)-এর মধ্যে আশ্রিত রাজ্য হওয়ার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে এবং ইহার পরপরই সুলতা‌নের মৃত্যু ও ফরাসী বাহিনী কর্তৃক ফাস-এর 'উলামা' সম্প্রদায়কে হত্যা করার গুজব প্রচারিত হইলে, তিনি নিজেকে সুলতা‌নরূপে ঘোষণা করেন এবং তাঁহার নিজস্ব মাখযান (দ্র.) সংগঠন করিয়া সমগ্র সূস ও পরে সারা মরক্কোব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলনের আবেদন করেন। শীঘ্রই বন্দরসমূহ ব্যতীত সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলের গোত্রসমূহ তাঁহার পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করে এবং মাওলায় য়ূসুফ (দ্র.)-এর সিংহাসন আরোহণ বিষয়ক সরকারী পত্র পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি

তাঁহাকে সমর্থন প্রদানকারী অঞ্চলসমূহে উচ্চ দায়িত্ব প্রদান করত নূতন কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করেন। তিনি অতঃপর তীযীন মাশু-এর পথ ধরিয়া রাজকীয় শোভাযাত্রা সহকারে মাররাকুশ অভিমুখে যাত্রা করেন। দক্ষিণী রাজধানী সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি উচ্চ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের শত্রুতার সম্মুখীন হন, কিন্তু হাওজ-এর জনগণ তাঁহাকে আনন্দের সহিত বরণ করেন। নূতন সুলতান ৫ রামাদান, ১৩৩০/১৮ আগষ্ট, ১৯১২ সাল রোজ রবিবার মাররাকুশে প্রবেশ করিয়া কাসাবা অধিকার করেন এবং নিজেকে 'আলাবীদের প্রাসাদে অধিষ্ঠিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে প্রচণ্ড প্রতিকূল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। জনতার হৃদয় ও চিন্তা-চেতনায় যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল, তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আসাকির সৈন্যবাহিনী, নগরীর ভাসমান জনগণ এবং নূতন আমীরের অনুগামী হইয়া টারাওদান্ত (Taroudannt) হইতে আগত ক্ষুধার্ত জনতা নগরীর দোকন-পাট লুণ্ঠন ও নগরবাসীর নিকট হইতে বলপূর্বক যথাসর্বস্ব আদায়ে ব্যাপৃত হয়।

আলা-হীবা নগরীর নগণ্য সংখ্যক ফরাসী অধিবাসীকে তাঁহার নিকট হস্তান্তর করিতে আদেশ করেন তাহাদের মধ্যে ছিলেন নগরী হইতে পলায়নে উদ্যত ফরাসী উপ-কন্‌সাল। তাঁহাদের জীবন রক্ষার প্রয়াসে Gen. Lyautey-এর সৈন্যবাহিনীকে মাররাকুশ অভিমুখে কষ্টকৃত যাত্রায় অগ্রসর হইতে আদেশ করা হয়। আহ্‌মাদ আল-হীবা ইহাদের প্রতিরোধে ৫,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন, কিন্তু তাঁহার বাহিনী হইতে সর্বদিক দিয়া অধিকতর সুসজ্জিত ও সুপরিচালিত Col. Mangin-এর বাহিনীর হস্তে তাহারা ৬ সেপ্টেম্বর সীদী বূ-'উছমান নামক স্থানে বিধ্বস্ত হয়। ফরাসী বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতির মুখে আল্-হীবা ও তাঁহার অবশিষ্ট সমর্থকগণ, 'নীল বাহিনী' দ্রুতগতিতে, তিন সপ্তাহ পূর্বে তাহাদের দ্বারা অধিকৃত নগরী পরিত্যাগ করিয়া অ্যাটলাস পর্বত অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করেন ; তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাহাদের হস্তে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত সকল ব্যক্তি। ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯১২ সালে Col. Mangin য়াহূদী সম্প্রদায়ের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগতমের মধ্যে মাররাকুশ প্রবেশ করিলেও মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছিল নীরব ও বিষণ্ণ। অতঃপর নগরীর উচ্চ স্থানীয় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও চতুষ্পার্শ্ব এলাকার জনগণ বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা হইতে মুক্তি পাইয়া এক পূর্ণ স্বস্তির পরিবেশে সুলতান মাওলায় য়ূসুফ-এর সিংহাসন আরোহণ ঘোষণা করেন।

আল-হীবা প্রথমে তাঁহার শিবিরে পশ্চাদপসরণ করেন এবং সেখান হইতে প্রায় আট মাস যাবত সূস-এর উপর রাজত্ব করেন এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সারা দক্ষিণ মরক্কোর উপর সুলতানের মনোনীত প্রতিনিধিত্ব অস্বীকার করেন। ইহার পরে অবশ্য মাররাকুশ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত শারীফীয় মাহাল্লাস কর্তৃক তিনি তাঁহার রাজধানী হইতে বিতাড়িত হন এবং শেষ পর্যন্ত বারংবার পরাজিত কিন্তু সর্বসময়ে গর্বিত ও স্বাধীনচেতা এই যোদ্ধা ১৮ বা ২৪ রামাদান, ১৩৩৭/১৭ বা ২৩ জুন, ১৯১৯ সালে সসম্মানে তিয়্নীত- এ ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Ladreyt de Lacharriere, Grandeur et decadence de Mohammad al-Hiba, in Bulletin de la Societe de Geographie d Alger et de l Afriqe du Nord (১৯১২), নং ৬৫; (২) 'আব্বাস ইব্‌ন ইবরাহীম আল্-মাররাকুশী, আল্-ই'লাম বি-মান হাল্লা মাররাকুশ, ১খ, ফাস ১৩৫৫/১৯৩৬, ২৮৯-৩০৩; (৩) Gen. Lyautey, Rapport general sur la situaion du Protectorat du Maroc du 31 Juillet 1914, রাবাত তা. বি., পৃ. ১৩-১৫; (৪) F. Weisgerber, Au seuil du Maroc moderne, রাবাত ১৯৪৭ খৃ., অধ্যায় ২২-২৪; (৫) G. Deverdun, Marrakech, des origines a 1912, রাবাত ১৯৫৯ খৃ., ১খ, ৫৪৮-৯; (৬) M. M. al-Susi, আল্-মাসূল, রাবাত ১৩৮০/১৯৬০, ৪খ, ১০১-২৪৬, (সিংহাসনের দাবিদারের এবং তাঁহার অভিযানসমূহের পূর্ণ ও প্রাণবন্ত বিবরণী)।

G. Deverdun (E.I.[2] Suppl.)/আবদুল বাসেত

আহমাদ হুসায়ন খান (احمد حسين خان) : ১৮৬৭-১৯৫৫ খৃ. পাঞ্জাবের বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক, উপন্যাস রচনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৯৬ খৃ. লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজ হইতে বি. এ. পাসের পর শোরে মাহ্‌শার নামক একটি সাহিত্যিক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৯৯ খৃ. 'লিটারারি সোসাইটি, পাঞ্জাব'-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯০২ খৃ. সরকার সাহিত্য সাধনার জন্য তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। ১৯০৪ খৃ. এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯০৭ খৃ. আর্টস সোসাইটি লন্ডনের ফেলো মনোনীত হন ; বিচারকরূপেও কাজ করেন। ১৯২১ খৃ. লাহোর হইতে উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র শাবাবে উর্দূ প্রকাশ করেন। বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৭৪

আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবী খালিদ আল - আহ্‌ওয়াল (احمد ابن ابى خالد الاحوال) : খলীফা আল-মা'মূন-এর সচিব ছিলেন। তিনি ছিলেন আবূ 'উবায়দিল্লাহ্-র জনৈক সচিবের পুত্র এবং সিরিয়ার অধিবাসী। বারমাকীগণের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব সম্পর্ককে কাজে লাগাইয়া তিনি আল-ফাদ্‌ল ইব্‌ন সাহ্‌ল-এর অধীনে চাকুরী লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে বারমাকীগণ পূর্ব হইতেই তাঁহার পিতার নিকট কৃতজ্ঞতাবদ্ধ ছিল এবং তিনি নিজেও অপমানিত য়াহ্‌য়া-র জন্য কিছু উপকার করিবার সুযোগ করিয়া লইয়াছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বাগদাদ বিজয়ের পূর্বেই তিনি খুরাসানে যান এবং য়াহ্‌য়া মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে যেই প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন তাহার বদৌলতে তিনি মারবে কয়েকটি দীওয়ান (বিভাগ)-এর দায়িত্বে নিযুক্ত হন। খলীফা আল-মা'মূনের ইরাকে প্রত্যাবর্তনের পর ছু'মামা ইব্‌ন আশরাস-এর সমর্থনপুষ্ট হইয়া তিনি আল-হাসান ইব্‌ন সাহ্‌লকে প্রশাসনিক বিষয়ে সাহায্য করেন এবং পরে নিজেই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। সন্দেহজনক চরিত্রের অধিকারী, সহজেই দুর্নীতিপরায়ণ, অর্থলোভী এবং অধীনস্থদের প্রতি নিষ্ঠুর ছিলেন বলিয়া তাঁহার কুখ্যাতি ছিল; কিন্তু তথাপি খলীফা আল-মা'মূন-এর মৃত্যুর (২১১/৮২৬-৭) পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি উযীরের পদমর্যাদা লাভ করেন কিনা সেই সম্পর্কে নিশ্চিত করিয়া বলা সম্ভবপর নহে। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, খলীফা তাঁহার দোষত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা সত্ত্বেও যোগ্যতার কারণেই তাঁহাকে চাকুরীতে বহাল রাখেন।

বাগদাদের তদানীন্তন গভর্নর তাহির ইব্‌নু'ল-হু'সায়ন-কে খুরাসানে গাস্‌সান ইব্‌ন 'আব্বাদ-এর স্থলে গভর্নর মনোনীত করার বিষয়ে ২০৫/৮২১ সালে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করেন। ২০৭/৮২২ অব্দে ত'াহির যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন তখন খালীফা আল-মা'মূন তাঁহার সচিবকে তৎক্ষণাৎ খুরাসান গমন করিয়া যেই গভর্নরের আনুগত্য সম্পর্কে তিনি নিশ্চয়তা দিয়াছিলেন তাঁহাকে ফিরাইয়া আনার নির্দেশ দেন। আহ'মাদ বহু কষ্টে ২৪ ঘণ্টা সময় পান এবং জানা যায় যে, আহ'মাদ-এর খুরাসান যাত্রার পূর্বে ত'াহির-এর মৃত্যু সংবাদ শহরে পৌঁছায়। এইসব তথ্য হইতে স্পষ্টই ধারণা করা যায় এবং কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই আকস্মিক মৃত্যুর পশ্চাতে আহ'মাদ-এর গোপন হস্ত ছিল। তিনি ত'াহির-এর পুত্র ত'ালহ'া-র জন্য গভর্নর পদে নিযুক্তিপত্র আদায় করিয়াছিলেন। কিন্তু ত'ালহ'া-কে সহায়তা দান অথবা তাঁহার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেশে খলীফা আল-মা'মূন স্বয়ং আহ'মাদকেও খুরাসানে প্রেরণ করেন। সচিবকে পূর্ণ সামরিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এইবার তিনি ট্রান্সঅক্সনিয়া পর্যন্ত অভিযান পরিচালনা করেন এবং উশরূসানা জয় করেন। খলীফা আল-মা'মূন-এর চাচা এবং সিংহাসনের অন্যতম দাবিদার ইব্রাহীম ইব্নু'ল-মাহদী-র প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারেও আহ'মাদ স্বীয় প্রভাব খাটাইয়াছিলেন। ইব্রাহীম ইতিপূর্বে কয়েক বৎসর যাবত খলীফার পুলিস বাহিনীকে এড়াইয়া আত্মগোপন করিতে সক্ষম হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাযু'রী, ফুতূহ', পৃ. ৪৩০-১; (২) ইব্ন তায়ফূর, য়া'কূবী, ২খ, ত'াবারী, ৩খ, নির্ঘণ্ট, (৩) জাহ'শিয়ারী, নির্ঘণ্ট এবং RAAD. ১৮খ, ৩৩০; (৪) মাস'উদী, তান্বীহ, পৃ. ৩৫১-২; (৫) আগানী, তালিকাসমূহ; (৬) শাবুশতী, দিয়ারাত (আওয়াদ), ৯৪-৫ (তু. G. Rothstein, Festschrift Th. Noldeke-তে, ১খ, ১৫৫-৭০); (৭) তানুখী, নিশ্ওয়ার, ১খ., ২১১-৫; (৮) ফারাজ, কায়রো ১৯৩৮ খৃ., ১খ, ৭৪-৫, ২খ, ৩০ (তু. D. Sourdel, Melanges Massignon-এ); (৯) ইব্নু'ল-আছ'ীর, ৬খ, নির্ঘণ্ট; (১০) ইব্ন খাল্লিকান, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., ২খ, ২০৫।

D. Sourdel (E. I. ²)/ডঃ ফজলুর রহমান

আহ'মাদ ইব্ন আবী বাক্র (দ্র. মুজতাহিদ)

আহ্'মাদ ইব্ন আবী ত'াহির তায়ফুর (দ্র.ইব্ন আবী তাহির)

আহ্মাদ ইব্ন আবী দুআদ আল-ইয়াদী (أحمد بن أبى دؤاد الايادى) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ, মুতাযিলী ক'াদী, আনুমানিক ১৬০/৭৭৬ সালে বসরাতে জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় প্রতিভাবলে এবং য়াহয়া ইব্ন আকছ'াম (দ্র.) যিনি বাগদাদ-এর খালীফা আল-মামূন-এর নিকটে তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া দিয়াছিলেন, উহারই বদৌলতে তিনি খলীফার দরবারে সম্মানিত পাত্ররূপে পরিচিত হন এবং খলীফার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে পরিগণিত হন। খলীফা আল-মামূন তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে স্বীয় ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী আল-মু'তাসি'ম-এর নিকট সুপারিশ করেন যে, তিনি যেন মুতাযিলা মতবাদের একনিষ্ঠ অনুসারী আহ'মাদকে তাঁহার দরবারের উযীরগণের অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে আল-মুতাসিম খলীফা হইবার পর (২১৮/৮৩৩) আহ'মাদকে রাজ্যের প্রধান কাদী নিযুক্ত করেন। মুতাযিলা মতবাদকে রাষ্ট্রীয় মতবাদের পর্যায়ে উন্নীত করিবার পর (দ্র. মিহ'না) খলীফা আল-মামূন ধর্মগত অপরাধ তদন্তের জন্য যে বিচার সভা গঠন করিয়াছিলেন পদাধিকারবলে আহ'মাদ তাহাতে সভাপতিত্ব করিতেন। তিনি খলীফা আল-ওয়াছি'ক'-এর আমলেও স্বীয় পদে বহাল ছিলেন। আল-ওয়াছি'ক'-এর মৃত্যুর পর দরবারের কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাঁহার নাবালেগ পুত্রকে খলীফার আসনে বসানোর চেষ্টা করেন; কিন্তু তুর্কী রক্ষীবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ওয়াসী'ফ-এর হস্তক্ষেপের ফলে পরলোকগত খলীফার ভ্রাতা জা'ফারকে খলীফা বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং স্বয়ং আহ'মাদ তাঁহাকে আল-মুতাওয়াক্কিল উপাধিতে ভূষিত করেন। নূতন খলীফা ক্রমে মু'তাযিলীদের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হইয়া উঠেন এবং সুন্নীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। ফলে প্রধান ক'াদীর পক্ষে আর তাঁহার পূর্বের প্রভাব-প্রতিপত্তি রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। আল-মুতাওয়াক্কিল-এর ক্ষমতাসীন হইবার অল্পকাল পরেই তিনি মৃগী রোগে আক্রান্ত হন এবং স্বীয় পদ পুত্র আবুল-ওয়ালীদ মুহ'াম্মাদকে প্রদান করেন, যিনি ২১৮/৮৩৩ সাল হইতে তাঁহার নাইবরূপে কার্যে নিযুক্ত ছিলেন (L. Massignon, WZKM-তে, ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ১০৭)। আবু'ল-ওয়ালীদ মুহ'াম্মাদকে ২৩৭/৮৫১-২ সালে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁহাকেও কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং ইব্ন আবী দু'আদ-এর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বন্দীগণ পরে মুক্তিলাভ করিলেও আহ'মাদ ও তাঁহার পুত্রগণ অপমানের মানসিক যন্ত্রণায় আর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। মুহ'াম্মাদ ২৩৯/৮৫৪ মে-জুন-এর শেষের দিকে এবং তাঁহার পিতা উহার তিন সপ্তাহ পরে মুহাররাম ২৪০/জুন ৮৫৪ সালে ইনতিকাল করেন।

সুন্নী লেখকগণ স্বভাবতই আহ'মাদ ইব্ন আবী দুআদ সম্পর্কে বিরূপ মত প্রকাশ করেন। ধর্মের ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার প্রতি শত্রুতার মনোভাব প্রকাশ করিলেও তাঁহারা সকলেই আহ'মাদ-এর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও উদারতার স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি কবি প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন এবং স্বীয় চক্রের কবিগণ তাঁহার অনুদানের প্রত্যাশী ছিলেন। তিনি অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানী-গুণীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আল-জাহিজ (দ্র.) ছিলেন অন্যতম, যিনি অন্যান্যের মধ্যে তৎরচিত আল-বায়ান ওয়া'ত-তাবঈন গ্রন্থখানি তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং স্বরচিত রিসালাসমূহ সরাসরি অথবা পুত্র আবু'ল-ওয়ালীদ-এর মাধ্যমে তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন। রিসালাগুলিতে তিনি মু'তাযিলা মতবাদের বিস্তারিত বিষয়ে আলোচনা করেন এবং সেইগুলিতে এমন সব যুক্তি প্রদান করেন, যেগুলি দ্বারা ক'াদী তাঁহার সম্মুখে তদন্তের জন্য আনীত সুন্নীদের মুকাবিলা করিতে পারেন (আল-জাহি'জ ও ইব্ন আবী দু'আদ-এর মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে দ্র. Ch. Pellat, RSO- তে, ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৫৫; ঐ লেখক, AIEO- তে আলজিয়ার্স ১৯৫২, পৃ. ৩০২ প. এবং ঐ লেখক, আল-মাশরিক'-এ, ১৯৫৩, পৃ. ২৮১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ৩খ, ১১৩৯ প.; (২) ইব্নু'ল আছ'ীর, ৬খ., ৩৬৫ প.; (৩) য়াকূ'বী, ২খ, ৫৬৯; (৪) ইব্ন খাল্লিকান, নং ৩১; (৫) আল-খাতীব আল-বাগ'দাদী, তারীখ বাগ'দাদ, ৪খ, ১৪১; (৬) মা'আররী, রিসালাতু'ল-গু'ফরান, কায়রো ১৯৫০ খৃ., পৃ. ৪৩৫; (৭) আস্ক'ালানী, লিসানু'ল-মীযান, ১খ., ১৭১; (৮) Weil, Gesch. d. Chalifen. ২খ, ২৬১ প.।

K. V. Zettersteen-Ch. Pellat (E.I.²)/ডঃ ফজলুর রহমান

আহমাদ ইব্ন আয়ায (احمد بن اياز) ঃ দিহ্রাবী, খাজা স'াদ্র জাহ'ান (صدر جهان) নামে সমধিক প্রসিদ্ধ, দেওগড়ের (দাক্ষিণাত্য) রাজপরিবারের লোক ছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্মের অনুসারী ছিলেন এবং তাঁহার নাম ছিল হরদেও। হযরত সুলতানুল-মাশাইখ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। সুলত'ান গি'য়াছু'দ্দীন মুহ'াম্মাদ তু'গলাকে'র সময় তিনি পূর্ত বিভাগের রাজকর্মচারী ছিলেন। বাংলাদেশ হইতে

সুলতানের দিল্লী প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে তিনি শহরের বাহিরে একটি কাঠের মঞ্চ নির্মাণ করান। এই মঞ্চটি চাপা পড়িয়া সুলতানের মৃত্যু হয়।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুগলকের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুহাম্মাদ শাহ শাসক হন ও আহমাদ ইব্ন আয়াযকে উযীর নিয়োগ করেন এবং খাজা জাহান উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি দীর্ঘ ২২ বৎসর এই পদে সমাসীন ছিলেন। সিন্ধু এলাকায় মুহাম্মাদ শাহের মৃত্যু হইলে তিনি একটি শিশুকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া ঘোষণা করিলেন যে, এই শিশু মুহাম্মাদ শাহের পুত্র। কিন্তু দিল্লীর ফাকীহ ও কাদীগণ মুহাম্মাদ শাহের চাচাতো ভাই ফীরোয শাহ তুগলক-এর পক্ষে বাদশাহ হওয়ার ফাতওয়া দিলেন। ফীরোয তখন সিন্ধুতে ছিলেন। তিনি একদল সৈন্য লইয়া দিল্লীতে আসিয়া উপনীত হন। আহমাদ আয়ায ভীত হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বাদশাহ তাঁহাকে এই বৃদ্ধ বয়সে ওযারাতের দায়িত্ব ছাড়িয়া ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেন এবং সামান্য এলাকা জায়গীর হিসাবে দান করেন। তিনি তাঁহার জায়গীরে যাওয়ার পথে ৭৫২/১৩৫১ সনে ৮০ বৎসর বয়সে জনৈক শের খানের হাতে নিহত হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদুল-হায়্যি লাখনাবী, নুযহাতু'ল খাওয়াতির, হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ, ৯, ১০; (উর্দূ অনু. ইমাম খান, ১ম সং, লাহোর ১৯৬৫ খৃ., ২খ, ২৭-৮); (২) দিয়াউদ্দীন বারানী, তারীখ-ই ফীরোয শাহী, বাংলা অনু. গোলাম সামদানী কোরায়শী, ১ম সং, বাংলা একাডেমী (ঢাকা), আষাঢ় ১৩৮৯/জুন ১৯৮২, পৃ. ৩৭৫, ৪৩৮-৯।

মুহাম্মদ মূসা

আহমাদ ইব্ন ইদ্রীস (احمد بن ادريس) ঃ মরক্কোর শারীফ এবং সূফী, খাদিরিয়্যা তারীকার প্রতিষ্ঠাতা আবদু'ল আযীয আল-দাব্বাগের শিষ্য। তিনি ইদরীসিয়্যা নামে আসীরে একটি ধর্মীয় তারীকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেইখানে ১৮২৩ খৃ. সানুসিয়্যা তারীকার (দ্র.) প্রবর্তককে স্বীয় তারীকায় দীক্ষিত করেন। তিনি এক প্রকার আধা-ধর্মীয় ও আধা-সামরিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১২৫৩/১৮৩৭ সালে সাবয়া (আসীর) নামক স্থানে ইনতিকাল করেন। ঐ রাষ্ট্রের শেষ দুই প্রধানের একজন ছিলেন তাঁহার প্রপৌত্র সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ (১৮৯২-১৯২৩ খৃ.) এবং দ্বিতীয় জন ইঁহার পুত্র 'আলী (১৯২৩ খৃ. হইতে)। এই শেষোক্ত ব্যক্তি সানুসী নেতা আহমাদ শারীফের (দ্র. ইদরীসী) মধ্যস্থতায় সম্পাদিত আশ্রিত রাজ্য হওয়ার চুক্তি দ্বারা সৌদী 'আরবের নিকট নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

বর্তমানে ইদরীসিয়্যা তারীকা প্রাক্তন ইটালীর সোমালিল্যান্ডে, (Merca), জিবুতিতে, ইরিত্রিয়ার বানূ 'আমির (খাতমিয়া) গোত্রের মধ্যে এবং গাল্লা (غلا) সম্প্রদায়ের মধ্যে (যেইখানে তাহাদের ধর্মীয় নেতা নূর হুসায়ন সবিশেষ সম্মানের অধিকারী) বেশ প্রবল। ইদরীসিয়্যা তারীকা হইতে উদ্ভূত অন্যান্য তারীকা, বিশেষ করিয়া সুদানের মিরগানিয়্যার সহিত ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক বজায় রাখিয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আওরাদ, আহযাব ওয়া রাসাইল, লিথু কায়রো ১৩১৮ হি.; (২) Nallino. Scritti, ২খ, ৩৯৭ প., ৩৯৭., ও বিশেষ করিয়া ৪০৩-৭; (৩) Annuaire. du Monde Musulman, ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ২৭, ৩৮০, ৩৮৫, ৩৮৭, ৩৯২-৩; (৪) 'আবদু'ল-ওয়াসি' ইব্ন য়াহ্য়া আল-ওয়াসি'ঈ আল-য়ামানী, তারীখু'ল-য়ামান, কায়রো ১৩৪৬ হি., পৃ. ৩৩৮-৪৩।

L. Massignon E.I.2)/মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

আহ্মাদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন মুহাম্মাদ (احمد بن عيسى بن محمد) ঃ ইব্ন 'আলী ইব্নি'ল-'আরীদ' ইব্ন জা'ফার আস-সাদিক' 'আলী (রা)-র প্রপৌত্র আল-মুহাজির (দেশত্যাগী) নামে অভিহিত। তিনি একজন ওয়ালী এবং জনশ্রুতি অনুযায়ী হাদ্রামী সায়্যিদগণের পূর্ব পুরুষ ছিলেন। ৩১৭/৯২৯ সালে মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান [বানূ আহ্দাল (দ্র.)-এর কথিত পূর্বপুরুষ] এবং সালিম ইব্ন আবদিল্লাহকে (বানূ কুদায়মের পূর্বপুরুষ)- সঙ্গে লইয়া তিনি বসরা ত্যাগ করেন এবং আবূ তাহির আল-কারমাতীর মক্কা দখলের ফলে পরবর্তী বৎসর পর্যন্ত মক্কা গমনে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং সঙ্গিগণসহ পশ্চিম য়ামানে (সুরদুদ ও সাহাম এলাকায়) বসতি স্থাপন করেন। ৩৪০/৯৫১ সালে পুত্র 'উবায়দুল্লাহসহ হাদরামাওতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া প্রথমে তারিমের নিকটবর্তী আল-হাজারায়ন-এ, তারপর কারাত বানী-জুশায়রে এবং সর্বশেষে হুসায়্যিসাতে বসবাস করেন। সেইখানে তিনি বাওর শহরের উপরস্থ সাওফ ভূখণ্ডটি ক্রয় করেন এবং খাওয়ারিজ ও ইবাদিয়্যার ধর্মদ্রোহিতার বিরুদ্ধে সুন্নী মতবাদকে প্রবল সমর্থন দান করেন। তিনি ৩৪৫/৯৫৬ সালে (আশ-শিল্লীর মতে) ইনতিকাল করেন। হুসায়্যিসার বাহিরে শিব মুখাদ্দাম (শিব আহমাদ)-এ তাঁহার ও আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল হাবশীর মাযার যিয়ারাতে বহু ভক্তের সমাগম হয়। তদীয় পৌত্রগণ বাসরী, জাদীদ ও আলাবী তারীম হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী স্থান সুমালে বসতি স্থাপন করেন। ৫২১/১১২৭ সাল হইতে এই শহরটি আলাবী (দ্র.) পরিবারের ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ উল্লিখিত 'আলাবী বংশীয়দের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে।

হাদরামী পরিবার আল-আমুদীর পূর্বপুরুষ অপর একজন আহমাদ ইব্ন 'ঈসা, আমুদ্দীন সম্পর্কে দেখুন v.d.berg. hadhramout, পৃ. ৪১, ৮৫।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) L.W.C. van den Berg, Le Hadhramout, ১৮৮৬ খৃ., পৃ. ৫০, ৮৫; (২) F.Wustenfeld, Cufiten, পৃ. ২প.; (৩) আশ-শিল্লী, আল-মাশ্রাউর-রাবী ফী মানাকিব বানী আলাবী, ১৩১৯ হি., ১খ, ৩২ প., ১২৩ প.; (৪) C. Landberg., Hadramout, পৃ. ৪৫০; (৫) Zambaur, Manuel, সারণী E.

O.Lofgren (E.I.2)/মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান

আহ্মাদ ইব্ন 'ঈসা (احمد بن عيسى) ঃ ইব্ন যায়দ ইব্ন 'আলী ইব্নি'ল-হুসায়ন ইব্ন আলী ইব্ন আবী তালিব, আবূ আবদিল্লাহ, যায়দী নেতা ও প্রখ্যাত 'আলিম, কূফা শহরে ২ মুহাররাম, ১৫৭/২২ নভেম্বর, ৭৭৩ তারিখে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা 'ঈসা ইব্ন যায়দ বহু সংখ্যক যায়দী কর্তৃক ইমামাতের জন্য তাহাদের মনোনীত প্রার্থীরূপে সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন এবং ১৪৫/৭৬২-৩ সালে ইব্রাহীম ইব্ন 'আবদিল্লাহ (দ্র.)-র বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর কূফাবাসী যায়দী হাদীছবেত্তা আল্-হাসান ইব্ন সালিহ ইব্ন হায়্যি [দ্র.]-এর গৃহে পলাতকরূপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৬৬/৭৮৩ সালে তাঁহার পিতা এবং ১৬৭/৭৮৩-৪ সালে আল্-হাসান-এর মৃত্যুর পর আহমাদ ও তাহার ভ্রাতা যায়দকে খলীফা আল-মাহদীর নিকট আনয়ন করা হয় এবং খলীফা তাহাদের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহাদের মদীনায় বসবাসের অনুমতি দান করেন এবং যায়দ তথায় মৃত্যুবরণ করেন। আহমাদ তথায় বসবাস করিতে থাকেন। অতঃপর হারূনুর-রাশীদ-এর নিকট তাহার বিরুদ্ধে এই মর্মে

অভিযোগ করা হয় যে, যায়দীগণ তাহার নেতৃত্বে সংগঠিত হইতেছে। খলীফার আদেশে তাহাকে এবং অপর একজন আলীপন্থী আল-কা'সিম ইব্‌ন আলী ইব্‌ন উমারকে বাগদাদ আনা হয় এবং আল্-ফাদ'ল ইব্‌নু'র-রাবীর হিফাজতে রাখা হয়। অবশ্য তাহারা পলায়ন করিতে সমর্থ হন এবং আস'-সা'দাফীর মতে আহ'মাদ ইব্‌ন ঈসা ১৮৫/৮০১ সালে আব্বাদান-এ একটি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দান করেন, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে পলায়ন করিয়া বসরাতে আত্মগোপন করিতে হয়। আহ'মাদ-এর পলায়ন ও আত্মগোপনের এই তারিখটি আত'-তা'বারী (৩খ, ৬৫১) কর্তৃক এই ঘটনা সম্পর্কে প্রদত্ত প্রতিবেদন দ্বারা সমর্থিত। আহ'মাদ ইব্‌ন ‘ঈসা প্রসঙ্গে মিথ্যা বক্তব্য পেশ করিয়াছিলেন বলিয়া ছু'মামা ইব্‌ন আশরাস-কে ১৮৬/৮০২ সালে হারূন কারারুদ্ধ করেন। আল-জাহ্‌শিয়ারীর বর্ণনা (আল-উযারা, সম্পা. মুস্'তাফা আল্-সাক্'কা, কায়রো ১৩৫৭/১৯৩৮, পৃ. ২৪৩) অনুযায়ী বারমাকী য়াহ'য়া ইব্‌ন খালিদ একই বৎসর নিগৃহীত হন এবং তাঁহাকে এই মর্মে অভিযুক্ত করা হয় যে, তিনি বসরাতে আহ'মাদের নিকট ৭০,০০০ দীনার প্রেরণ করিয়াছেন। আল-য়াকূ'বীর বর্ণনামতে ১৮৮/৮০৪ সালে আহ'মাদকে বন্দী করা হয় এবং আর-রাফিকা'য় কারারুদ্ধ করা হয়। এই বিবরণ সম্ভবত সঠিক নয় এবং বিবরণে প্রদত্ত তারিখটি মনে হয় আহ'মাদ-এর ভৃত্য ও সহকারী হা'দীর-এর গ্রেফতার ও মৃত্যুদণ্ড প্রদানের প্রতি নির্দেশ করে, যে ঘটনাটি একই বিবরণীতে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্য এক বিবরণীমতে খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল-এর আমলে কূফা নগরীতে আহ'মাদ-এর সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু এই সময় তিনি চক্ষুর ছানি রোগে আক্রান্ত ছিলেন বলিয়া তাহাকে গ্রেফতার করা হয় নাই। অন্ধ হইয়া যাওয়ার পর ২৩ রামাদান, ২৪৭/১ ডিসেম্বর, ৮৬১ তারিখে বসরায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার পিতার ন্যায় বহু সংখ্যক কূফাবাসী যায়দী কর্তৃক তিনি ইমাম পদে যোগ্যতম প্রার্থীরূপে বিবেচিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাথমিক ব্যর্থতার পর তিনি আর কোন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত হইতে অস্বীকার করেন। ধর্মীয় ব্যাপারেও তাঁহাকে তাঁহার অনুগামিগণ একজন কর্তৃপক্ষীয় শিক্ষকরূপে স্বীকার করেন। তাঁহার সহিত বিশেষ সম্পর্ক ছিল এমন কতিপয় যায়দী প্রচারক কর্তৃক তাঁহার মতবাদ সংগৃহীত হয়। এই সকল সংগ্রাহকের অন্যতম ছিলেন ৩য়/৯ম শতকের কূফাবাসী যায়দী আলিম মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মানসূর আল-মুরাদী (মৃ. আনু. ২৯০/৯০৩), তাঁহার রচিত কিতাব আমালী আহ'মাদ ইব্‌ন ঈসা (অন্যান্য যায়দী কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিত্বের প্রচারণা সহযোগে) পাণ্ডুলিপিরূপে সংরক্ষিত আছে। আবূ খালিদ আল্-ওয়াসিতী কর্তৃক যায়দ ইব্‌ন আলী [দ্র.] হইতে এবং আবুল-জারূদ কর্তৃক মুহ'াম্মাদ আল-বাকি'র হইতে রিওয়ায়াতকৃত হ'াদীছ'সমূহের উপর প্রধানত তাহার ফিক্'হী মতবাদের ভিত্তি; তবে সময় সময় তিনি অন্যান্য কর্তৃপক্ষের উপরও নির্ভর করিয়াছেন। তিনি চিন্তাধারা ও মতবাদে কঠোরতর যায়দী (জারূদী) ছিলেন এবং কেবল আহলুল-বায়ত-এর হাদীছসমূহকে প্রকৃত হ'াদীছ'রূপে স্বীকার করিতেন, ইহার বিপরীতে তাঁহার পিতা অবশ্য বাত্‌রিয়্যা (দ্র.) দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সার্বিকভাবে সকল মুসলিম দ্বারা প্রচারিত হ'াদীছ' গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিতেন। অবশ্য ইমামাত প্রশ্নে তিনি বাতরিয়্যা মনোভাবের নিকটবর্তী ছিলেন এবং আবূ বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)-এর খিলাফাত স্বীকার করিতেন। ধর্মতত্ত্বে তিনি প্রাচীন কূফাবাসী যায়দী দলের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ ও সমর্থন করিতেন। তিনি পূর্ব-নির্ধারিত অদৃষ্টে বিশ্বাস করিতেন এবং মুক্ত মানব ইচ্ছার বিপরীতে মানবিক কার্যকলাপকে আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার মতে একজন মুসলিম পাপী অকৃতজ্ঞতার কারণে অবিশ্বাসী (কাফির নি'মা), তবে মুশরিক নয় এবং তিনি কু'রআন-এর সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রশ্নে কোন নির্দিষ্ট মতামত দিতে অস্বীকার করেন। এই সকল মতামতের প্রথমটির ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার সমসাময়িক আল-কাসিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (দ্র.)-এর মতামত হইতে সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন মতাবলম্বী ছিলেন। কারণ শেষোক্ত জনের মত ছিল মু'তাযিলী দৃষ্টিভঙ্গির নিকটবর্তী।

তাঁহার ধর্মীয় মতবাদ ৪র্থ/১১শ শতকের কূফাবাসী যায়দীগণের অনুসৃত চার মায'হাবের একটিতে পরিণত হয়। বলা হয় যে, কোন কোন যায়দী কেবল তাহার উত্তরসুরিগণের মধ্যেই ইমামাত সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে। শী'আগণের মধ্যে তাঁহার জনপ্রিয়তার অপর একটি উদাহরণ হইতেছে যে, যানজ বিদ্রোহের নেতা (দ্র. ‘আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আয্-যানজী) কিছু সময়ের জন্য নিজেকে তাঁহার পৌত্ররূপে দাবি করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবুল-ফারাজ আল-ইস'ফাহানী, মাক'াতিলু'ত'-তালিবিয়্যীন, সম্পা. আহ'মাদ সা'ক'র, কায়রো ১৩৬৮/১৯৪৯, ৪২০-৫, ৬১৯-২৭; (২) আত্-তানূখী, আল-ফারাজ বা'দাশ-শিদ্দা, কায়রো ১৩৫৭/১৯৩৮, ১খ, ১২০ প.; (৩) আবূ নুআয়ম আল-ইসফ'াহানী, যি'কর আখ্‌বার ইস'ফাহান, সম্পা. S.Dedering, লাইডেন ১৯৩১ খৃ., ১খ, ৮০ (অন্ততপক্ষে অন্য এক ‘আলীপন্থীর বিবরণের সহিত অংশত হইলেও ইহা মিশ্রিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়); (৪) আস'-সা'ফাদী আল্-ওয়াফী, ৭খ, সম্পা. ইহ'সান ‘আব্বাস, Wies baden ১৯৬৯ খৃ., ২৭১ প.; (৫) ইব্‌ন ইনাবা ‘উমদাতুত' ত'ালিব, সম্পা., মুহ'াম্মাদ হ'াসান আল-ই আত'-তা'লিকানী, আন্ নাজাফ ১৩৮০/১৯৬১, পৃ. ২৮৮-৯০; (৬) W. Madelung, Der. Imam al-Qasim ibn Ibrahim, বার্লিন ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৮০-৩ এবং নির্ঘণ্ট, দ্র. আহমাদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন, যায়দ শিরো.।

W. Madelung (E.I.² suppl.)/মুহাম্মদ আবদুল বাসেত

আহমাদ ইব্‌ন ‘উছমান আল-কায়সী (أحمد بن عثمان القيسي) ঃ পূর্ণ নাম কাযী ফাতহুদ্দীন আবুল-আব্বাস আহ'মাদ ইব্‌ন উছ'মান আল-কা'য়সী, ১৩শ শতকের প্রথমার্ধের মিসরী চক্ষু বিশেষজ্ঞ। তাঁহার পিতা কা'যী জামালুদ্দীন আবূ আমর ‘উছ'মানও একজন যশস্বী চিকিৎসক ছিলেন। উমায়্যা সুল'তান সালিহ-এর শাসনকালে কায়সী চক্ষুরোগ বিষয়ে কিতাবু নাতীজাতি'ল-ফিক্'র ফী ‘ইলাজ আমরাদি'ল-বাসা'র নামে চিকিৎসা গ্রন্থ রচনা করেন। মিসরী চিকিৎসকদের রাজারূপে খ্যাত ছিলেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬৮

আহমাদ ইব্‌ন খালিদ (أحمد بن خالد) ঃ ইব্‌ন হ'াম্মাদ আন-নাসি'রী আস-সালাবী, আবুল ‘আব্বাস শিহাবুদ্দীন, মরক্কোর একজন ঐতিহাসিক, যিনি সালে (Sale)-য় ২২ যুলহিজ্জা, ১২৫০/২০ (২১) এপ্রিল, ১৮৩৫-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং এই শহরেই ১৬ জুমাদাল-উলা, ১৩১৫/১৩ অক্টোবর, ১৮৯৭-এ ইনতিকাল করেন। এই ব্যক্তির বংশ সম্পর্কে সরাসরি মরক্কোর নাসি'রিয়্যা, তারীকার প্রতিষ্ঠাতা আহ'মাদ ইব্‌ন নাসি'রের সঙ্গে মিলিত হয়, যিনি তাম্‌গু'রূত-এর নিজস্ব খানকা'য়, যাহা দারা'আ (Dra) উপত্যকায় অবস্থিত, সমাধিস্থ হন। আহ'মাদ সালেতেই

শিক্ষালাভ করেন এবং ইসলামী ধর্মগ্রন্থসমূহ ও ফিক্‌হের জ্ঞানার্জন ছাড়া তিনি সাধারণ 'আরবী সাহিত্যেও খুব গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে আহ্‌মাদ আন-নাসি'রী শারীফী শাসনের বিচার বিভাগের রাজকীয় জায়গীরসমূহের প্রশাসক নিযুক্ত হন। মাঝে মধ্যে তিনি কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদেও নিয়োজিত হন। প্রথমে তিনি দারু'ল-বায়দা'তে (Casablanca) অবস্থান করিতে থাকেন (১২৯২-১২৯৩/১৮৭৫-১৮৭৬)। কিন্তু দুইবার তিনি মরক্কোতেও অবস্থান করিয়াছিলেন, যেখানে তিনি রাজকীয় ভবনসমূহের অধ্যক্ষের দফতরে চাকুরীতে ছিলেন। তাহার পর তিনি কিছুকাল পর্যন্ত আল-জাদীদা (Mazagan)-তে পরিবহন কর সংক্রান্ত বিভাগের একটি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; অতঃপর ত'নজা ও ফাসে পরপর অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি জীবনের শেষ সময়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শিক্ষাদান কার্যে নিমগ্ন থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে সালের কবরস্থানে দাফন করা হয়, যাহা মুআল্লাকা তোরণের বাহিরে অবস্থিত। আসলে আন-নাসি'রী শারীফীদের শাসনকালে একজন সাধারণ শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন; কিন্তু একজন সাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক হিসাবেই তাঁহার খ্যাতি। ইতিহাসের জন্য তিনি মরক্কোর বাহিরেও সুনাম অর্জন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কয়েকটি এইরূপ গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন, যাহা নিঃসন্দেহে সুধীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং সমসাময়িক উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁহাকে একটি সম্মানজনক স্থানও প্রদান করে। ছয়টি সংক্ষিপ্ত সংকলন ছাড়া (শুরাফা=chorfa, পৃ. ৩৫৩, টীকা ১) এই গ্রন্থগুলি হইলঃ (১) ইব্‌নু'ল-ওয়াননান-এর একটি কবিতা শামাক মাক্‌কিয়ার ভাষ্য, যাহার নাম তিনি যাহরু'ল-আফনান মিন হাদীকাতি ইব্‌নি'ল-ওয়াননান রাখেন (মুদ্রণ লিথো, ফাস ১৩১৪/১৮৯৬); (২) তা'জ'ীমুল মিনা বিনুস'রাতিস সুন্নাহ (রাবাত-এ পাণ্ডু.; তু. Catalogue, ১খ., ২৩); (৩) আন-নাসি'রিয়্যার ধারণায় শারীফী বংশের ইতিবৃত্ত, যাহার তিনি নিজেও সদস্য ছিলেন, তালাআতিল-মুশতারী ফিন-নাসাবিল জাফারী শিরোনামে (মুদ্রণ, ফাস, ফরাসী ভাষায় সংক্ষেপ M. Bodin, La Zaoula de Tamagrout, Archices Berbers, ১৮৯১ খৃ.)। এই গ্রন্থ, যাহা তিনি ১৩০৯/১৮৮১ (১৮৯১) সনে সম্পূর্ণ করেন, তামাগরূতের যাবিয়ার একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস। উহার মধ্যে অনেক আকর্ষণীয় তথ্য রহিয়াছে, যাহা ঐ বিস্তারিত প্রমাণাদির পরিপূরক যাহা গ্রন্থকার নিজ বংশ পরিচিতির প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন। আহ্‌মাদ আন-নাসি'রীর সর্বাপেক্ষা বড় গ্রন্থ কিতাবু'ল-ইসতিক'স'আলিআকবারি দুওয়ালি'ল-মাগ'রিবি'ল আকসা, আল-মাগ'রিবে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ প্রায় অতুলনীয়। গ্রন্থকার সীমাবদ্ধ রকমের একটি ইতিহাস রচনা করেন নাই, বরং নিজ দেশের একটি সাধারণ ইতিহাস লিখিয়াছেন। গ্রন্থটি প্রাচ্যে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর য়ূরোপের প্রাচ্যবিদদের মধ্যে উহা সমাদৃত হয়। উত্ত আফ্রিকার ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিও ইহার দিকে শীঘ্রই আকৃষ্ট হয়। যেমন তাহারা নিজেদের গবেষণাকর্মে ঐ গ্রন্থ দ্বারা বারবার লাভবান হইয়াছেন, বিশেষত যখন Archives Marocaines- এ উহার শেষ অংশের অনুবাদ ফরাসী ভাষায় প্রকাশ পায়, যাহাতে আলী (রা)-র বংশের ইতিহাস আছে। কেননা উহা হইতে 'আরবী ভাষাবিদ ছাড়া অন্যরাও লাভবান হইতে পারে। তথাপি এই সত্যও তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হয় যে, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে লিখিত এই ইতিহাস গ্রন্থ অন্যান্য 'আরবী গ্রন্থাবলীরই সমতুল্য অর্থাৎ উহা কেবল একটি সংকলন, যাহার বিশেষ সৌন্দর্য এই যে, উহার মধ্যে রাজনৈতিক ইতিহাসের ঐ সমস্ত পৃথক পৃথক অংশগুলিকে ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া পরপর বিন্যস্ত করা হইয়াছে, যাহা এই এলাকায় পূর্বে রচিত এইরূপ ইতিহাস ও জীবন-চরিতগুলিতে বিচ্ছিন্ন ছিল। উহার সহিত ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, নিজস্ব দেশীয়দের মধ্যে আন-নাসি'রীই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এমন বিষয়ের উপর একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন, যাহার দিকে তাঁহার পূর্ববর্তিগণ কেবল আংশিকভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার এই গ্রন্থটি রচনার মূল উদ্দেশ্য ইহা ছিল না। অন্য স্থানে (শুরাফা==chorfa, পৃ. ৩৫৭-৩৬০)। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, মারীনী বংশ সম্পর্কে একটি বিশেষ বৃহদাকার গ্রন্থ তৈরি করাই কিতাবু'ল ইস্‌তিক'স'া রচনার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল। তদুপরি উহা রচনায় ইব্‌ন আবী যার' ও ইব্‌ন খালদূনের গ্রন্থ হইতে সাহায্য লওয়া হইবে এবং উহার নাম কাশফুল-'আরীন ফী লুয়ূছি' বানী মারীন রাখা হইবে: কিন্তু নাসি'রীর বারবার দেশের একটি কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্রে বদলি হইতে হয়। ফলে তিনি মরক্কোর অন্য বংশগুলি সম্পর্কেও ঐতিহাসিক তথ্য জানার সুযোগ পান; এইভাবেই মরক্কোর পরিপূর্ণ এবং বিস্তারিত ইতিহাস রচনার ধারণা তিনি লাভ করেন। তিনি এই গ্রন্থটি ১৫ জুমাদা'ল-উখরা, ১২৯৮/মে ১৮৮১ সালে শেষ করেন এবং উহা ঐ সময়ের সুলত'ান মাওলায় আল-হ'াসানের নামে উৎসর্গ করেন। কিন্তু ইহার জন্য তিনি কোন পারিতোষিক পান নাই। সুলত'ানের মৃত্যুর পর গ্রন্থকার কায়রোতে উহা মুদ্রণের সিদ্ধান্ত নেন এবং উহাতে মাওলায় আবদু'ল-আযীযের সিংহাসন আরোহণের সময় পর্যন্ত ইতিহাস সন্নিবেশিত হয়। আল-ইস্‌তিক'স'া ১৩১২/১৮৯৪ সনে চার খণ্ডে কায়রোতে প্রকাশিত হয়। আন-নাসি'রীর ইতিহাসে ব্যবহৃত 'আরবী গ্রন্থগুলির সূত্র এবং ঐগুলির সূচীপত্রের জন্য ঐ গ্রন্থের অধ্যয়ন প্রয়োজন যাহার উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে। তিনি ঐ সূত্র গ্রন্থগুলির অংশবিশেষ হুবহু এবং কোথাও কিছু পরিবর্তনসহ সংযোজন করিয়াছেন। এইখানে এই কথা বলাই যথেষ্ট হইবে যে, আন-নাসি'রী তাঁহার গ্রন্থে আরবী সূত্র ছাড়াও মরক্কোর ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রথমবারের মত কয়েকজন য়ূরোপীয় লেখক হইতেও সাহায্য লইয়াছিলেন। যেমন পর্তুগীজ প্রতিপত্তির আমলে মাযাগান (Mazagan)-এর একটি ইতিহাস, Memoris Para historia de pracada mazagao, Luis Maria do Conto de Albuquerque de Cunla, লিসবন ১৮৬৪ খৃ. এবং Description historica de Marruecosy breve resena de sus dinastias হইতে Manuel P. Castel lances, সেন্ট আয়াগো ১৮৭৮ খৃ.; Orihuela ১৮৮৪ খৃ.; সুবহা ১৮৯৮ খৃ.। আন-নাসি'রী ইতিহাস রচনায় স্বদেশীদের সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করেন, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সমালোচনা করার প্রবণতার প্রমাণও পাওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে (তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া) এইরূপ অনুভূত হয় যে, তিনি কেবল আকস্মিকভাবে ঐতিহাসিক হইয়া গিয়াছেন নতুবা স্বাভাবিকভাবে তিনি একজন সাহিত্যিক। কোন কোন সময় তাহার রচনায় বিশেষ স্বাধীন চিন্তা এবং গভীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার বর্ণনার ধারা অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল এবং তিনি রূপক বর্ণনা অথবা ছন্দোবদ্ধ গদ্যের ব্যবহার খুব কমই করেন। মনে হয় যে, তিনি আধুনিক কালের মরক্কোর একজন ঐতিহাসিক, তাঁহার ভাষা অত্যন্ত সহজ এবং রচনাশৈলী সুন্দর ও সাবলীল।

আরবী ভাষার আল-ইসতিক্‌সা চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদ E. Fumey, Chronique de la dynastie alaouie auMaroc নামে, Archives Marocaines, নবম ও দশম খণ্ড (প্যারিস ১৯০৬-১৯০৭ খৃ.) প্রকাশ করেন। অবশিষ্ট খণ্ডগুলির অনুবাদও এই পত্রিকায় ৩০তম ও পরবর্তী খণ্ড প্যারিসে ১৯২৩-১৯৩৫ খৃ. A. Grauke, G. S. Colin, I. Hamet এবং ঐতিহাসিকের পুত্রগণ প্রকাশ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Levi-Provencal, Chorfa, পৃ. ৩৫-৩৬৮; (২) Brockelmann, S. ii, ৮৮৮-৮৯ (আল-ইসতিক্‌সা'র নূতন সংস্করণ, রাবাত ১৯৫৪ খৃ.)।

Levi-Provencal (E.I.²/দা.মা.ই.)/মোহাম্মদ হোসাইন

আহমাদ ইব্ন তূ'লূন (احمد بن طولون) তূ'লূনী (দ্র.) রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, মিসরের প্রথম মুসলিম গভর্নর, যিনি সিরিয়াকে মিসরের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন, তিনি নামেমাত্র 'আব্বাসী খলীফার অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। তিনি তুর্কী দাসদের এক প্রকৃষ্ট প্রতিনিধি, তাহারা হারূনুর-রাশীদের সময় হইতে খলীফার ব্যক্তিগত কাজে এবং রাষ্ট্রের মুখ্য কর্মকর্তা হিসাবে তালিকাভুক্ত হন। তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, ষড়যন্ত্রের মনোভাব ও স্বাধীনতার অভিলাষগুণে শীঘ্রই মুসলিম রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রভুতে পরিণত হন। আহ'মাদের পিতা তূ'লূন খলীফা আল-মামূনের নিকট আনুমানিক ২০০/৮১৫-৬ সালে বুখারার গভর্নর কর্তৃক প্রেরিত উপঢৌকনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তিনি খলীফার ব্যক্তিগত প্রহরীদলের প্রধান-পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। আহ্‌মাদ রামাদান ২২০/সেপ্টেম্বর ৮৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং সামাররাতে সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করেন। অতঃপর তিনি তারসূসে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নিজের বীরত্বের দরুন তিনি খলীফা আল-মুসতা'ঈনের অনুগ্রহভাজন হন, যিনি ২৫১/৮৬৬ সালে সিংহাসন ত্যাগ করিলে আহমাদের প্রহরাধীনে নির্বাসনে গমন করেন। পরবর্তী কালে আল-মুসতা'ঈনের হত্যাকাণ্ডে আহ'মাদের কোন হাত ছিল না। কারণ সম্ভবত এই ব্যাপারে তাহার সহযোগিতার প্রয়োজন হয় নাই। ২৫৪/৮৬৮ সালে খলীফা আল-মু'তায্‌য তুর্কী সেনাপতি বাক্‌বাককে মিসর জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। বাক্‌বাক তূ'লূনের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; আহমাদ তাঁহার সহকারী হিসাবে নিযুক্ত এবং ২৩ রামাদ'ান, ২৫৪/১৫ সেপ্টেম্বর, ৮৬৮ সালে ফুস্‌ত'াতে' প্রবেশ করেন।

পরবর্তী চার বৎসর আহ'মাদ শক্তিমান ও সুদক্ষ অর্থ ব্যবস্থাপক ইব্‌নু'ল-মুদাব্‌বিরের নিকট হইতে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ লাভের চেষ্টায় রত থাকেন। ইব্‌নু'ল-মুদাব্‌বির বলপূর্বক কর আদায়, শঠতা ও লোভের কারণে মিসরীয়দের ঘৃণার পাত্রে পরিণত হইয়াছিল। তাহাদের এই সংগ্রাম প্রধানত স্ব স্ব সমর্থক ও আত্মীয়দের মাধ্যমে সামররাতে চলিতে থাকে এবং পরিশেষে আল-মুদাব্‌বিরের পদচ্যুতিতে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। বাক্‌বাক নিহত হইবার পর মিসর য়ারজুককে জায়গীরস্বরূপ প্রদত্ত হয়। তিনি স্বীয় এক কন্যাকে ইব্‌ন তূ'লূনের নিকট বিবাহ দেন এবং তিনি সহকারী গভর্নরের পদে আহমাদের নিয়োগকে স্থায়ী করেন এবং আহ'মাদকে আলেকজান্দ্রিয়া, বারকা ও এই যাবত সরকারের আজ্ঞাবহির্ভূত সীমান্তবর্তী জেলাসমূহের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করেন। ফিলিস্তীনের গভর্নর আমাজুরের বিদ্রোহ ঘোষণার ফলে আহমাদ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশে বহু সংখ্যক দাস ক্রয়ের কর্তৃত্ব খলীফার নিকট হইতে লাভ করেন। পরবর্তী কালে এই দায়িত্ব যদিও অপর একজনের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু এই অখণ্ড সেনাবাহিনীই ইব্‌ন তূলূনের ক্ষমতার ভিত্তি রচনা করে। এই প্রথম মিসর খিলাফাতের অধীনতামুক্ত এক বিশাল সামরিক বাহিনীর অধিকারী হয়। উদার হস্তে উপঢৌকনাদি প্রদান করিয়া আহ'মাদ 'আব্বাসী সভাসদবৃন্দের অনুগ্রহ অর্জনে সমর্থ হন এবং তাঁহাকে ফেরত তলব করিয়া খলীফা যে আদেশ জারী করিয়াছিলেন তাহা বাতিলকরণে সক্ষম হন। ইব্‌ন তূ'লূনকেই সম্বোধন করিয়া খলীফা রাজকোষে মিসরীয় অর্থ প্রদানের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন—ইব্‌নু'ল মুদাব্‌বিরের উত্তরাধিকারীকে নহে। ভ্রাতা আল-মুওয়াফ্‌ফাকের নিকট গোপন রাখিয়া ঐ অর্থ নিজ কাজে ব্যবহার করিতে পারিবেন মনে করিয়া তিনি মিসরের অর্থ-প্রশাসন ও সিরিয়া অভিযানের হিসাবপত্র আহ'মাদের অধীনে ন্যস্ত করেন। ২৫৮/৮৭২ সালে খলীফার পুত্র জা'ফার (পরবর্তী কালে আল-মুফাওয়াদ' নামে অভিহিত) মিসরের সামন্ত য়ারজূখের স্থলাভিষিক্ত হন। আল-মু'তামিদ স্বীয় ভ্রাতা আল-মুওয়াফফাক'কে নিজ পুত্রের পরে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকৃতি দান করেন এবং দুই সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীর মধ্যে সাম্রাজ্য বিভক্ত করিয়া দেন। ফলে আল- মুওয়াফফাক' পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ এবং আল-মুফাওওয়াদ পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহ স্ব স্ব জায়গীরস্বরূপ লাভ করেন। রাজপ্রতিনিধি তুর্কী মূসা ইব্‌ন বুগা আল-মুফাওওয়াদ'-এর প্রশাসন সহকারী নিযুক্ত হন। প্রকৃতপক্ষে আল-মুওয়াফ্‌ফাক' সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। কিন্তু খিলাফাত পূর্বদিকে আক্রমণ ও স্বাধীনতা আন্দোলন দ্বারা এবং দক্ষিণে যানজ বিদ্রোহের ফলে হুমকির সম্মুখীন হয়, যাহাতে আল-মুওয়াফফাকে'র সেনাবাহিনীকে লিপ্ত থাকিতে হয়। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি ইব্‌ন তূ'লূনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সক্ষম। তিনি তাঁহার ও খলীফার মধ্যকার অভ্যন্তরীণ বিরোধ, তুর্কী বাহিনীর অধিনায়কগণের সঙ্গে তাঁহার কলহ এবং সর্বোপরি প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা প্রবল হুমকিরূপে তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হয়।

এই ছিল খিলাফাতের অবস্থা, যখন ইব্‌ন তূ'লূন তাহার রাজ্যের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ লাভ করিয়া স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন যান্‌জের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল অভিযানের ফলে প্রধান সেনাপতি আল-মুওয়াফফাক' খিলাফাতের সকল প্রদেশের আর্থিক সহযোগিতা লাভের অধিকারী বলিয়া নিজেকে মনে করিতেন। ইব্‌ন তূ'লূনের নিকট হইতে তিনি যে পরিমাণ অর্থ লাভ করেন তাহা তাঁহার বিবেচনায় সন্তোষজনক ছিল না বলিয়া তিনি ইব্‌ন তূ'লূনকে অপসারণের জন্য মূসা ইব্‌ন বুগ'ার অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন (২৬৩/৮৭৭)। কিন্তু সৈন্যদের দাবির মুখে এবং ইব্‌ন তূ'লূন বাহিনীর ভয়ে এই অভিযান পরিত্যক্ত হয়। আহ'মাদ এইবার বায়যান্টাইনদের বিরুদ্ধে জিহাদের এবং এশিয়া মাইনরের সীমান্ত রক্ষার অজুহাতে সিরিয়া দখল করিতে উৎসাহ বোধ করেন (২৬৪/৮৭৮)। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাকে স্বীয় পুত্র "আব্বাসের (যাহাকে তিনি মিসরে নিজের সহকারী নিয়োগ করিয়াছিলেন) বিদ্রোহ দমনের জন্য মিসরে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।

সিরিয়া অভিযানের পর ইব্‌ন তূলূন তাঁহার স্বর্ণমুদ্রায় খলীফা ও জাফারের নামের সহিত নিজ নাম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। (উল্লেখ্য যে, ইব্‌ন তূলূন সকল সময়ই খালীফা আল-মু'তামিদকে স্বীকার করিতেন; কারণ সম্ভবত তিনি ক্ষমতাহীন ছিলেন বলিয়া) ২৬৯/৮৮২ সালে আহমাদ খলীফাকে তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। উদ্দেশ্য ছিল,

এইভাবে পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা মিসরে কেন্দ্রীভূত করা এবং বর্তমান নামমাত্র খলীফার ত্রাণকর্তা হিসাবে নিজের কৃতিত্ব অর্জন করা। কিন্তু খলীফার পলায়ন রোধ করা হয় এবং আল-মুওয়াফ্ফাক ইসহাক ইব্ন কুনদুজকে মিসর ও সিরিয়ার গভর্নর মনোনীত করেন। ইহার প্রতিশোধস্বরূপ দামিশকে মিলিত আইনজ্ঞদের এক সভার মাধ্যমে আহমাদ সিংহাসনে আল-মুওয়াফ্ফাকের উত্তরাধিকার নাকচ করিয়া দেন। ইহাতে মসজিদে আহমাদের প্রতি অভিসম্পাত দানে আল-মুওয়াফ্ফাক খলীফাকে বাধ্য করেন এবং আহমাদও মিসর ও সিরিয়ার মসজিদসমূহে আল-মুওয়াফ্ফাকের বিরুদ্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কিন্তু যদিও যান্জের সহিত যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত আল-মুওয়াফ্ফাক জয়ী হইয়াছিলেন, তবুও তিনি যুদ্ধ দ্বারা যাহা লাভ করিতে ব্যর্থ হন তাহা নমনীয়তা ও কূটনীতির মাধ্যমে আহমাদের নিকট হইতে অর্জনের আশায় স্থিতাবস্থা স্বীকার করিবার প্রস্তাব দেন। আহমাদ প্রথম প্রস্তাবেই উহার অনুকূলে সাড়া দেন, কিন্তু যু'লকা'দা ২৭০/মার্চ ৮৮৪ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।

ইব্ন তূ'লূনের সাফল্য শুধু তাঁহার মেধা, চাতুর্য এবং তুর্কী ও সুদানী দাস সৈন্যদের শক্তির কারণে ছিল না, বরং যান্জ বিদ্রোহের কারণেও সম্ভব হইয়াছিল, যাহার ফলে আল-মুওয়াফ্ফাক ইব্ন তূ'লূনের আগ্রাসন রোধ করিতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কৃষি ও প্রশাসনিক সংস্কারের ফলে কৃষকগণ উৎসাহের সহিত নিজ নিজ জমি চাষ করিতে উদ্বুদ্ধ হন, যদিও উৎপাদিত দ্রব্যের উপর রাজস্বের হার ছিল অত্যধিক চড়া। তিনি অর্থ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের স্বীয় স্বার্থে জোর-জুলুম করিয়া অর্থ আদায়ের পথ বন্ধ করেন। ইব্ন তূ'লূনের আমলে মিসরের সমৃদ্ধির প্রধান কারণ এই যে, রাজ্যের রাজস্বের প্রধান অংশ আর রাজধানীতে প্রেরিত হইত না; উহা দ্বারা বাণিজ্য ও শিল্প প্রসার লাভ করে এবং ফুসত'াতে'র উত্তরে আল-ক'াত'াই নামক একটি নূতন মহল্লা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানেই তূ'লূনীদের আমলে রাজধানী স্থাপিত হয় এবং ইব্ন তূ'লূনের প্রতিষ্ঠিত বিশাল মসজিদটিও সেখানেই অবস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বালাবী, সীরাত আহ'মাদ ইব্ন তূ'লূন (সম্পা. কুরদ আলী); (২) ইব্ন সাঈদ, আল-মাগ্'রিব (সম্পা. যাকী মুহ'াম্মাদ হ'াস্সা, সায়্যিদা, কাশিফ ও শাওকী দায়ফ এবং সম্পা. Vollers, Fragment aus dem Mughrib); (৩) ত'াবারী, ৩খ, ১৬৭০; (৪) য়াকূ'বী (Houtsma), ২খ, ৬১৫ প.; (৫) মাক'রীযী, খিতাত', ১খ, ৩১৩ প.; (৬) আবু'ল মাহ'াসিন (সং. কায়রো), ৩খ., ১ প.; (৭) ইব্ন ইয়াস, ১খ, ৩৭ প.; (৮) Marcel. Egypte, অধ্যায় ৬ প.; (৯)Wustenfeld, Die Statthalter von Agypten, ৩খ.; (১০)Corbett, The Life and works of Ahmed ibn Tulun, JRAS, ১৮৯১ খৃ., ৫২৭ প.; (১১) Lane Poole, History of Egypt, পৃ. ৫৯ প.; (১২) C.H. Becker, Beitrage zur Geschichte Agyptens, ৩খ., ১৪৯-১৯৮; (১৩) Wiet, Histoire de la Nation Egyptienne, ৪খ., অধ্যায় ৩; (১৪) Zaky M. Hassan, Les Tulunides, প্যারিস ১৯৩৭।

যাকী এম. হাস্সান (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (احمد بن محمد) ঃ শায়খু'ল কাবীর, আহ'মাদ আল-মা'শূক' (المعشوق) নামে সমধিক পরিচিত, সমকালীন সূ'ফীদের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি কান্দাহারে (কাবুল) জন্মগ্রহণ করেন ও সেইখানেই লালিত-পালিত হন। তিনি ব্যবসায়ের উদ্দেশে মুলতান (পাকিস্তান) আসেন এবং শায়খ সাদরুদ্দীন আল-মুলতানীর মুরীদ হন। তাঁহার নিকটে অধ্যাত্ম বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি অধিকাংশ সময় মাজযুব অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেন। ৮২৩ হিজরীতে (১৪২০ খৃ.) তিনি ইনতিকাল করেন (খাযীনাতু'ল-আস্ফিয়া)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদু'ল-হায়্যি লাখনাবী, নুযহাতু'ল - খাওয়াতির, ২য় সং., হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ, ৯; (২) ইসলামুল-হাক্ক মাজারিহী, তারীখ মাশাইখে হিন্দ, সাহারানপুর (ভারত) তা. বি., ১খ, ১৩০।

মুহাম্মদ মূসা

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (احمد بن محمد) ঃ ইব্ন-সামাদ আবূ নাসর, গ'যনীর মাস'উদ ইব্ন মাহ'মূদের উযীর [তদীয় স্বনামধন্য পূর্বগামী আল-মায়মানদীর মৃত্যুর (৪২৩/১০৩২) পরবর্তী কালে]। খাওয়ারিয্ম শাহ আল তুনতাশের গৃহস্থালীয় বিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক (কাতখুদা) হিসাবে তিনি স্বীয় পেশাগত জীবন শুরু করেন এবং মাস'উদের উযীর হইবার পরে এই পদে বহাল থাকার ব্যবস্থা করেন। দানদানক'নে পরাজয়ের পর মাসউদ নিজে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে স্বীয় পুত্র মাওদূদের পরিচারক হিসাবে সালজূক'দের বিরুদ্ধে বাল্খ রক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। মাওদূদের সিংহাসনারোহণের (৪৩২/১০৪১) পরেও তিনি (আল মায়মানদীর পুত্রের উযীর পদ লাভ পর্যন্ত) কিছু দিনের জন্য উযীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁহার মৃত্যুর সন অজ্ঞাত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বায়হাকী (Morley);(২) ইবনু'ল আছীর, ৯খ.; (৩) De Biberstein—Kazimirski, Diwan Menoutch- chri, ভূমিকা।

H. Barthold (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (احمد بن محمد) ঃ অথবা মাহ'মূদ তাঁহাকে মুঈনুল ফুকাহা বলা হইত। তিনি ছিলেন বুখারার ধর্মীয় নেতা ও সূফীদের সম্বন্ধে লিখিত মূল্যবান গ্রন্থের ট্রানসআকসানীয় গ্রন্থকার। কিতাব-ই মুল্লাযাদা অথবা কিতাব-ই মাযারাত-ই বুখারাত শহরের সমাধিক্ষেত্র এবং সেখানে সমাহিত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থটিতে শেষ তারিখ উল্লিখিত হইয়াছে ৮১৪/১৪১১-১২। গ্রন্থকার তীমূর এবং শাহরুখ (দ্র. তীমূরীগণ)-এর রাজত্বকালে বসবাস করিতেন। বর্তমানে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলির সংখ্যাধিক্য ইহারই ইঙ্গিতবহ যে, মধ্যএশিয়ায় এই গ্রন্থটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। Barthold কর্তৃক ইহা হইতে উদ্ধৃতাংশ প্রথম প্রকাশিত হয়; Turkestan Vepokhu Mongolskago nashestviya, i, Teksty, ১৬৬-৭২ এবং লিথো পদ্ধতিতে মুদ্রিত ইহার কপি নূতন বুখারাতে ১৩২২/১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে বরাতের জন্য দেখুন Barthold, Turkestan ইংরেজীতে অনু., পৃ. ৫৮; storey, ১খ, ৯৫৩; O. Pritsak, আল-ই-বুরহান, in Isl. xxx (১৯৫২ খৃ.) ৯৫-৬ কিতাব-ই মুল্লাযাদা-এর পরীক্ষিত মূল পাঠ Gottingen সন্দর্ভ যাহার উল্লেখ পাওয়া যায়, প্রকৃতপক্ষে কখনও প্রকাশিত হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধ গর্ভে উল্লিখিত।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2], Suppl.)/এস.এম. হুমায়ুন কবির

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মাকদিসী (احمد بن محمد المقدسى) ঃ পূর্ণ নাম আহ্‌মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হিলাল আল-মাক্‌দিসী আশ-শাফিঈ, ১৩১৪-৬৪, মুসলিম লেখক। জেরুসালেম, ফিলিস্তীন ও সিরিয়ায় তীর্থযাত্রা সম্পর্কে গ্রন্থ লেখেন, নাম মুসীরু'ল-গারাম ইলা যিয়ারাতিল-কুদ্স ওয়াশ-শাম। তাঁহার অপর একখানা বইয়ের নাম কিতাবুল-মিস্‌বাহ ফিল-জাম বায়নিল-আয্‌কার ওয়াস্-সিলাহ্; ইহার মূল আন-নাওয়াবী ও কায়রোর মুহাম্মাদ ইব্ন হুমাম (মৃ. ১৩৪৪) হইতে গৃহীত।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬৮

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মানসূর (দ্র. আহমাদ আল-মানসূর)

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইরফান (দ্র. আহমাদ শাহীদ)

আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হাম্বাল (احمد بن محمد بن حنبل) ঃ (র) একজন প্রসিদ্ধ 'আলিম, মুহাদ্দিছ ও ফাকীহ; ইব্ন হাম্বাল (র) নামে সমধিক প্রসিদ্ধ (১৬৪-২৪১/৭৮০/৮৫৫), তাঁহার নামানুসারে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মায্‌হাব হাম্বালী 'মায্‌হাব' নামে পরিচিত।

(১) জীবনী ঃ আহ্‌মাদ ইব্ন হাম্বাল (র) ছিলেন 'আরব বংশোদ্ভূত এবং রাবী'আ গোত্রের শাখাগোত্র বানূ শায়বানের অন্তর্ভুক্ত। 'ইরাক ও খুরাসান বিজয়ে শায়বান গোত্রের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ইব্ন হাম্বাল (র)-এর পূর্বপুরুষ প্রথমদিকে বসরার অধিবাসী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পিতামহ হাম্বাল ইব্ন হিলালের সহিত উক্ত গোত্রের লোকেরা মারব শহরে চলিয়া আসেন। হাম্বাল ইব্ন হিলাল বানূ উমায়্যার পক্ষ হইতে সারাখ্স-এর ওয়ালী ছিলেন এবং 'আব্বাসীদের প্রাথমিক সহযোগীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইব্ন হাম্বাল (র)-এর পিতা মুহাম্মাদ ইব্ন হাম্বাল ছিলেন খুরাসানী সৈন্যবাহিনীর একজন সামরিক কর্মচারী। তিনি খুরাসান হইতে বদলি হইয়া বাগদাদে চলিয়া যাওয়ার কয়েক মাস পরে রাবীউছ-ছানী ১৬৪/ডিসেম্বর ৭৮০ সালে ইব্ন হাম্বাল (র) জন্মগ্রহণ করেন। ইব্ন হাম্বাল (র)-এর জন্মের তিন বৎসর পর তাঁহার পিতা ইনতিকাল করেন। বাগদাদে তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে একটি ছোট জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন। উহা দ্বারা তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও স্বাধীন জীবন যাপন করিতে থাকেন। বাগদাদে তিনি 'আরবী ভাষা, সাহিত্য, ফিক্‌হ ও হাদীছ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৭৯/৭৯৫ সালে তিনি হাদীছশাস্ত্র অধ্যয়নে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন এবং এই সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উদ্দেশে ইরাক, হিজায, য়ামান এবং সিরিয়া সফর করেন। কিন্তু খুরাসান ও মাগ্‌রিবের দূর-দূরান্তে তাঁহার সফরের যে সকল বর্ণনা রহিয়াছে, তাহা অনেকটা কাহিনীমাত্র। এই সকল বর্ণনার অনুকূলে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। হি. ১৮৩ সালে তিনি একবার কূফায় গমন করিয়াছিলেন। তবে বসরায় তিনি বেশীর ভাগ সময় অবস্থান করেন। তিনি সর্বপ্রথম ১৮৬ হি. এবং পরে ১৯০, ১৯৪ ও ২০০ হি. বসরায় গিয়াছিলেন। তিনি বহুবার মক্কায় গমন করিয়াছিলেন এবং ১৮৭, ১৯১, ১৯৬ ও ১৯৭ হি. [এইবার হজ্জ সম্পাদনের পর তিনি মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর রওযা মুবারাকে অবস্থান করেন] তিনি হাজ্জ সম্পাদন করেন। ১৯৮ হিজরীতে পঞ্চমবার হজ্জ সম্পাদন করিয়া তিনি দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ (স)-এর রওযা শারীফে অবস্থান করেন এবং ১৯৯ হি. পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। ইহার পর তিনি সমসাময়িক কালের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ 'আবদু'র-রাযযাকে'র সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সান'আ আগমন করেন (মানাকিব, পৃ. ২২-২৩; অনু. ১৩-২৪)।

তিনি বহু উস্তাদের নিকট হাদীছ ও ফিক্‌হশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহাদের নামের তালিকা যথারীতি সংরক্ষিত রহিয়াছে (মানাকিব, পৃ. ৩৩-৩৬; অনু., পৃ. ১৩-২৪)। বাগদাদে তিনি কাদী আবূ য়ূসুফ (র) [দ্র.] (মৃ. ১৮২/৭৯৮)-এর পাঠচক্রেও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইব্ন হাম্বাল (র) ইব্রাহীম আন-নাখঈর শাগরিদ হুশায়ম ইব্ন বাশীরের পাঠচক্রে ১৭৯ হি. হইতে ১৮৩ হি. পর্যন্ত যথারীতি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন (মানাকিব, পৃ. ৫২; আল-বিদায়া ১০খ., ১৮৩ হইতে ১৮৪)। ইহার পর তাঁহার উল্লেখযোগ্য উস্তাদ ছিলেন সুফয়ান ইব্ন 'উয়ায়না (মৃ. রাজাব ১৯৮/ফেব্রুয়ারী ৮১৪), যিনি তৎকালীন হিজাযের সর্বাপেক্ষা বড় 'আলিম ছিলেন। তাঁহার অন্য উল্লেখযোগ্য উস্তাদের মধ্যে ছিলেন বসরার আবদু'র রাহমান ইব্ন মাহদী (মৃ. ১৯৮/৮১৩-১৪) এবং কূফার ওয়া'কী ইবনু'ল-জাররাহ (মৃ. যু'লহিজ্জা ১৯৭/আগস্ট ৮১৩)। কিন্তু ইব্ন তায়মিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, (মিনহাজু'স-সুন্না, ৪খ, ১৪৩) ফিকহশাস্ত্রে ইব্ন হাম্বালের শিক্ষাদীক্ষা মূলত হিজাযে অবস্থানেরই ফল। অনেক সময় তাঁহাকে ইমাম শাফি'ঈ-(র)-এর শাগরিদ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। কেননা তিনি ইমাম শাফি'ঈ-(র)-এর ফিকহী শিক্ষা সম্পর্কে খুব কমই অবহিত ছিলেন এবং কেবল একবারই হি. ১৯৪ সালে বাগদাদে ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইয়াছিল (আল-বিদায়া, ১০ খ., ২৫১-৫৫, ৩২৬-২৭)।

খলীফা আল-মা'মূনের শাসনামলের শেষদিকে মু'তাযিলা (দ্র.) মতবাদে বিশ্বাস রাষ্ট্রানুগত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইলে ইব্ন হাম্বাল (র)-এর নির্যাতনের সূচনা হয়, যাহার ফলে পরবর্তীকালে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে (দ্র. আল-মামূন ও আল-মিহ্‌না শীর্ষক নিবন্ধ)। 'কুরআন আল্লাহর সৃষ্ট বাণী' বলিয়া মুতাযিলীগণ যে মতবাদ পোষণ করিয়া থাকে, ইমাম ইব্ন হাম্বাল (র) দৃঢ়ভাবে ইহার বিরোধিতা করেন। কেননা এই বিশ্বাস আহলু'স-সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আতের মতবাদ 'কুরআন আল্লাহর চিরন্তন বাণী' ইহার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সেই সময় তারসূসে অবস্থানকারী আল-মামূন ইব্ন হাম্বাল (র)-এর এই অভিমত সম্পর্কে অবহিত হইলে তাঁহাকে এবং মু'তাযিলা মতবাদের বিরোধী জনৈক মুহাম্মাদ ইব্ন নূহকে তাঁহার দরবারে হাযির করার নির্দেশ দেন। খলীফার নির্দেশে তাঁহারা উভয়ে শৃঙ্খলিত অবস্থায় খলীফার উদ্দেশে রওয়ানা হইলে পথিমধ্যে আর-রাক্কা নামক স্থানে খলীফার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়। অতঃপর তাঁহাদের উভয়কে বাগদাদে পাঠান হয়। ইব্ন নূহ পথিমধ্যেই ইনতিকাল করেন এবং ইব্ন হাম্বাল (র) বাগদাদে ফিরিয়া আসেন। ইহার পরপরই তাঁহাকে য়াসিরিয়্যা নামক স্থানে বন্দী করা হয়। ইহার পর দার 'উমারা এবং সর্বশেষে দারবু'ল-মাওসিলীর সাধারণ কয়েদখানায় কারারুদ্ধ করা হয় (মানাকিব, পৃ. ৩০৮-১৭; অনু. পৃ. ৪০-৫৬; আল-বিদায়াঃ ১০খ, ২৭২-৮০)।

নূতন খলীফা আল-মু'তাসিমের ইচ্ছা ছিল মু'তাযিলা মতবাদে বিশ্বাসের ব্যাপারে স্বীকারোক্তির সরকারী রীতিকে রহিত করা। কিন্তু মু'তাযিলী কাদী আহ্‌মাদ ইব্ন আবী দুআদ (দ্র.) খলীফাকে পরামর্শ দেন যে, সরকারীভাবে যে নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা পরিহার করা হইলে রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে। অতঃপর খলীফা ইব্ন হাম্বাল (র)-কে তাঁহার দরবারে হাযির হওয়ার নির্দেশ দেন (রামাদান ২১৯/৮৩৪)। এইবারও ইব্ন হাম্বাল (র) কুরআন সৃষ্ট মতবাদে বিশ্বাসকে সরাসরি

অস্বীকার করেন। ইহাতে তাঁহার উপর নানা প্রকার দৈহিক শাস্তি আরোপ করা হয়; অতঃপর দুই বৎসর কারারুদ্ধ রাখিবার পর তাঁহাকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয়। আল-মু'তাসি'মের সমগ্র খিলাফাতকাল তিনি নিজ গৃহে অবস্থান করেন। এই সময় তিনি হ'াদীছ' শিক্ষাদানেও বিরত থাকেন। ২২৭/৮৪২ সালে আল-ওয়াছি'কের খিলাফাত লাভের পর তিনি পুনরায় শিক্ষাদান শুরু করার ইচ্ছা করেন; কিন্তু পরে আবার ইহা স্থগিত রাখাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করেন। খলীফার পক্ষ হইতে এই ব্যাপারে কোনরূপ বিধি-নিষেধ আরোপ করা না হইলেও তাঁহার মনে ভয় ছিল যে, মু'তাযিলা কা'দীর পক্ষ হইতে হয়ত বা কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। অতঃপর তিনি একাকী অবস্থায় গৃহেই অবস্থান করিতেন এবং কখনও কখনও শত্রুদের ভয়ে আত্মগোপন করিয়া চলিতেন (মানাকি'ব, পৃ. ৩৪৮-৪৯)।

২৩২/৮৪৭ সালে আল-মুতাওয়াক্কিলের খিলাফাত লাভের পর সরকারীভাবে পুনরায় সুন্নী মত অনুসরণ করা হইলে ইব্ন হ'াম্বাল (র) অধ্যাপনার কাজ পুনরায় শুরু করেন। খলীফা ২৩৪/৮৪৯ সালে যে সকল মুহ'াদ্দিছ'কে জাহ্মিয়া ও মু'তাযিলা মতবাদের মুকাবিলা করার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, ইব্ন হ'াম্বাল (র) তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না (মানাকি'ব, পৃ. ৩৫৬)। পূর্ববর্তী খলীফাদের আমলের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ দরবার হইতে অপসারিত হইলে স্বাধীন মতের 'উলামা ও খলীফার মধ্যে যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত হয়। অতঃপর খলীফা ও ইব্ন হ'াম্বালের মধ্যেও সম্পর্কের দ্বার উন্মোচিত হয়। আহমাদ ইব্ন আবী দুআদকে ২৩৭/৮৫২ সালে স্বীয় পদ হইতে বরখাস্ত করা হয়। কোন কোন বর্ণনামতে আহ'মাদ ইব্ন আবী দুআদের স্থলে ইব্ন আকছ'ামকে কা'দী মনোনয়নের ব্যাপারে ইব্ন হাম্বাল (র)-ই সুপারিশ করিয়াছিলেন (আল-বিদায়া, ১০খ, ৩১৫-৩১৬; ৩১৯-৩২৯)। খলীফার দরবারের সহিত যোগাযোগের ব্যাপারে তাঁহার প্রাথমিক উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয় নাই; কিন্তু এই সম্পর্কিত ইতিহাস আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত (মানাকি'ব, পৃ. ৩৫৯-৩৬২)। ২৩৭/৮৫২ সালে খলীফা তাঁহাকে সামাররা ডাকিয়া পাঠান। খলীফা এই প্রসিদ্ধ আলিমের মাধ্যমে সুন্নী মতবাদের পুনঃপ্রবর্তন করিতে ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলেন। সামাররার এই সফরে ইব্ন হাম্বাল (র) দরবারের পারিষদবর্গের সঙ্গেও স্বাধীনভাবে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন। তিনি সামাররায় উপস্থিত হইলে প্রাসাদের হ'াজিব (রক্ষীদলের প্রধান) ওয়াসীফ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে সুসজ্জিত ঈতাখ প্রাসাদে তাঁহার অবস্থানের সুব্যবস্থা করেন। তাঁহাকে বহু উপহার-উপঢৌকন প্রদান করা হয় এবং পরে তাঁহাকে শাহযাদা আল-মু'তায-এর নিকট লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার শারীরিক অবস্থা ও বয়সের কারণে এবং তাঁহার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। সামাররাতে কিছুকাল অবস্থানের পর খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত ছাড়াই তিনি বাগদাদে চলিয়া আসেন (মানাকি'ব, পৃ. ৩৭২-৩৭৮, অনু. ৫৮-৭৫; আল-বিদায়া, ১০খ, ৩১৪, ৩১৬, ৩৩৭-৩৪০)। খলীফা তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহার পরিবারকে একটি বৃত্তিও প্রদান করিয়াছিলেন (স. ই. বি., শিরো.)।

সামান্য রোগ ভোগের পর ইমাম ইব্ন হ'াম্বাল (র) রাবীউল আওয়াল ২৪১/জুলাই ৮৫৫ সালে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৫ বৎসর। বাগদাদের হ'ারবিয্যা অঞ্চলে শহীদদের করবস্থান (মাক'াবিরু'শ-শুহাদা) তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার জীবন চরিত রচয়িতাগণ তাঁহার দাফন সম্পর্কে অনেক অতিরঞ্জিত বর্ণনা দিয়াছেন। তবে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, জনসাধারণের মনে তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ইহার ফলে তাঁহার মাযারে ভক্তবৃন্দের এমন বিপুল সমাগম হইতে থাকে যে, স্থানীয় প্রশাসন মাযারটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হয় (মানাকি'ব, পৃ. ৪০৯-৪১৮; অনু. ৭৫-৮২, আল-বিদায়া, ১০খ, ৩৪০-৪৩)। ৫৭৪/১১৭৮-৭৯ সালে খালীফা আল-মুসতাদী তাঁহার মাযারে একটি উৎকীর্ণ ফলক স্থাপন করেন। এই ফলকটিতে সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসাবে মুহ'াদ্দিছ' ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর অনেক প্রশংসা করা হইয়াছে (আল-বিদায়া, ১২খ, ৩০০)। ৮ম/১৪শ শতকে টাইগ্রিস নদীর এক প্লাবনে তাঁহার কবরটি নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় (Le Strange, Baghdad, ১৬৬)।

তাঁহার দুই স্ত্রীর গর্ভে স'ালিহ' ও 'আবদুল্লাহ নামক দুইজন পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। একজন দাসীর গর্ভেও তাঁহার ছয়টি সন্তানের জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না (মানাকি'ব, পৃ. ২৯৮-৩০৬)। স'ালিহ' ২০৩/৮১৮-১৯ সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইস'ফাহানের কা'দী ছিলেন। ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর ফিক্'হী মতবাদের অধিকাংশই তাঁহার মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে (ত'াবাক'াত, ১খ, ১৭৩-৬)। 'আবদুল্লাহ (জ. ২১৩/৮২৮) হ'াদীছ'শাস্ত্রে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন এবং ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর সাহিত্য সাধনার অধিকাংশই তাঁহার মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। 'আবদুল্লাহ ২৯০/৯০৩ সালে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন। তাঁহাকে কু'রায়শ গোরস্তানে দাফন করা হয়। ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর মাযারটি টাইগ্রিস নদীর প্লাবনে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ার পর সর্বসাধারণের ভক্তি-শ্রদ্ধা আবদুল্লাহর কবরের দিকে ধাবিত হয় এবং তখন হইতে পুত্রের কবর ভুলবশত পিতার কবররূপে শ্রদ্ধা লাভ করিতে থাকে (ত'াবাক'াত, ১খ, ১৮০-১৮৮)। ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর উভয় পুত্রই তাঁহাদের পিতার জ্ঞানসাধনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত ছিলেন এবং তাঁহারা উভয়েই ছিলেন পিতার প্রতিষ্ঠিত হাম্বালী মাযহাবের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা সহযোগী।

(২) রচনাবলী ঃ ইমাম ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর প্রসিদ্ধ রচনাবলীর মধ্যে তৎপ্রণীত হ'াদীছ' সংকলন মুসনাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (প্রথম সংস্করণ কায়রো ১৩১১ হি., ১৩১৩ হি., আহ'মাদ শাকিরকৃত নূতন সংস্কারণটি ১৩৬৮/১৯৪৮ সাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে)। ইব্ন হ'াম্বাল (র) এই সংকলনটিকে অতীব গুরুত্ব দিতেন। প্রকৃতপক্ষে তদীয় পুত্র 'আবদুল্লাহ গ্রন্থটির বহু বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেন এবং এইগুলিকে সুবিন্যস্ত করেন। আবদুল্লাহ নিজেও ইহাতে কিছু সংযোজন করেন। তাঁহার একজন বাগ'দাদী শাগরিদ আবূ বাক্র আল-ক'াতী'ঈ (মৃ. ৩৬৮/৯৭৮-৯) এই সংকলিত পাণ্ডুলিপিতে আরও কিছু সংযোজন করেন এবং ইহার বর্ণনা করেন। এই বৃহৎ সংকলনটিতে হ'াদীছ সমূহকে বুখারী ও মুসলিম শারীফের ন্যায় বিষয়ের ভিত্তিতে বিন্যাস করা হয় নাই; বরং বর্ণনাকারীদের নামের ক্রমানুসারে সাজানো হইয়াছে। যেমন হযরত আবূ বাক্র (রা), হযরত উমার (রা), হযরত উছ'মান (রা), হযরত আলী (রা) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য সাহাবীদের বর্ণিত হ'াদীছ' ও আনসারগণের বর্ণিত হাদীছ সংকলন করা হইয়াছে। সর্বশেষে মক্কা, মদীনা, বসরা ও সিরিয়াবাসীদের বর্ণিত হ'াদীছ' উল্লেখ করা হইয়াছে ('আবদু'ল-মান্নান 'উমার ইসলামী ফিক্'হশাস্ত্রীয় বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে মুসনাদকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে সংকলন করিয়াছেন। ফলে

মুসনাদটি বুখারী ও মুসলিম শারীফের ন্যায় বিষয়ভিত্তিক রূপ লাভ করিয়াছে; পাণ্ডুলিপিটি সংকলকের নিকট সংরক্ষিত রহিয়াছে)। মুস্নাদ গ্রন্থে সর্বমোট ২৮,০০০ হইতে ২৯,০০০টি হ'াদীছ স্থান পাইয়াছে। মুস্নাদকে কেন্দ্র করিয়া অনেক সংযোজন গ্রন্থ এবং ইহাতে সন্নিবেশিত হ'াদীছসমূহের পূর্ণ বিন্যাসমূলক বিস্তর সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বাদশ/অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে একটি ধর্মনিষ্ঠ সংসদ মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর রওযা মুবারাকের পার্শ্বে বসিয়া ক্রমাগত ৫৬টি অধিবেশনে এই পুস্তকখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করেন বলিয়া একটি বর্ণনা রহিয়াছে (মুরাদী, সিল্কু'দ-দুরার, ৪খ., ৬০)। মুস্নাদের হ'াদীছ Wensinck-এর Handbook-এ ব্যবহৃত হইয়াছে।

মুসনাদটির বিন্যাসে পাণ্ডিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়; তবে যাহাদের হ'াদীছ'গুলি মুখস্থ নাই, তাহাদের পক্ষে সংকলনটির ব্যবহার কষ্টসাধ্য। তাহা ছাড়া কোন কোন সময় এই বিন্যাসেরও পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। মুহ'াদ্দিছ' ইব্ন কাছীর স্বীয় সংকলন কিতাবু ফী জামই'ল- মাসানীদি'ল-'আশারা' গ্রন্থে ইব্ন হ'াম্বালের মুসনাদ, সি'হ'াহ' সিত্তা, আত্-'-তাবারানীকৃত মু'জাম, বাযযায ও আবূ য়া'লা আল-মাওসি'লীর মুস্নাদ হইতে গৃহীত সা'হাবীদের বর্ণিত হ'াদীছ'গুলিকে আবজাদ পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করিয়াছেন (শায'রাত, ৬খ, ২৩১)। কিন্তু ইব্ন যুক্নূন (মৃ. ৮৩৭/১৪৩৩-৩৪; শায'রাত, ৭খ, ২২২-২৩) স্বীয় সংকলন কিতাবু'দ-দারারীতে বুখারীর অধ্যায়সমূহের অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার সংকলনের উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি হাদীছে'র বর্ণনা প্রসঙ্গে বহু হ'াম্বালী রচনা, বিশেষত ইব্ন কু'দামা, ইব্ন তায়মিয়্যা ও ইবনু'ল-কায়্যিম-এর রচনাবলীর সারসংক্ষেপ উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিশাল সংকলনটি দামিশকের জাহিরিয়্যা গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। সংকলনটি বিগত অর্ধ শতাব্দী যাবত অসংখ্য হাম্বালী রচনাবলী মুদ্রণ ও প্রকাশের একটি উৎসরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

হাদীছ'শাস্ত্রের বিচার-বিবেচনায় আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-কে একজন মুজতাহিদ বলা যাইতে পারে। তিনি আইনের উদ্ভব অপেক্ষা হ'াদীছে'র উৎস সন্ধানে সমধিক আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন (ইব্ন তায়মিয়া, মিনহাজ, ৪খ, ১৪৩)। এইজন্য তাবারী প্রমুখ ফিক্'হশাস্ত্রের কয়েকজন খ্যাতনামা 'আলিম ইব্ন হ'াম্বাল (র)-কে নির্ভরযোগ্য ফাকী'হরূপে স্বীকৃতি দান করেন না। তাঁহাদের মতে ইব্ন হ'াম্বাল একজন মুহ'াদ্দিছ' মাত্র। এই কারণে ইব্ন হ'াম্বাল (র)-পন্থিগণ ত'াবারীর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া থাকেন (Kern, ZDMG, iv 67; তৎসংকলিত ইখ্তিলাফ গ্রন্থের পৃ. ১৩)। ইব্ন 'আকী'ল তাঁহাকেধর্মীয় বিধি-বিধানের সহিত সম্পর্কিত একজন ফাকী'হরূপে অভিহিত করিয়াছেন। ইব্ন হ'াম্বালের সিদ্ধান্তগুলি হ'াদীছে'র বর্ণনার উপর সুন্দররূপে ভিত্তিশীল। তাঁহার ফাত্ওয়াসমূহ প্রমাণ করে যে, ফিক্'হশাস্ত্রে তাঁহার সূক্ষ্ম চিন্তা-ভাবনা ছিল (মানাকি'ব, ৬৪-৬৬)। হাদীছপন্থী (আস্'হাবু'ল হ'াদীছ) ও রায়পন্থী (আস্'হা'বু- রায়)-গণকে সরাসরি একে অপরের সমালোচক মনে করা ঠিক নহে। কেননা কোন একটি মৌলনীতির প্রয়োগ ছাড়া হ'াদীছে'র সুষ্ঠু ব্যবহার এবং বিভিন্ন হ'াদীছের পার্থক্য দূর করিয়া সেই সব হইতে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

ইব্ন হ'াম্বালের মায্'হাবের মূলনীতি ও 'আকা'ইদ বুঝিতে হইলে তৎরচিত দুইটি মৌলিক পুস্তিকা আর-রাদ্দু 'আলা'ল-জাহমিয়্যা ওয়া'য-যানাদিকা' এবং কিতাবু'স-সুন্নাহ (পুস্তিকা দুইটি একই সঙ্গে কায়রো হইতে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু মুদ্রণের তারিখ উল্লেখ করা হয় নাই। কিতাবু'স সুন্নাহর একটি দীর্ঘতর পাঠ হিজরী ১৩৪৯ সালে মক্কা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে) বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমোক্ত পুস্তিকাটিতে তিনি জাহ্ম ইব্ন স'াফওয়ান [দ্র.]-এর 'আকা'ইদের ব্যাখ্যা করেন এবং সেই সবের প্রতিবাদ করেন। সেই সময় খুরাসানে জাহ্মের চিন্তাধারার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার সাধিত হইয়াছিল। কিতাবু'স্-সুন্নাহ নামক পুস্তিকায় তিনি ধর্মীয় বিষয়াদি সম্পর্কে কিতাবু'র-রাদ্দ পুস্তিকায় লিখিত বিষয়সমূহই পুনরায় আলোচনা করিয়াছেন এবং স্বীয় মায'হাবের প্রধান প্রধান মূলনীতি সম্পর্কে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট আলোচনা করিয়াছেন (তু. ত'াবাকা'ত, ১খ, ২৪-৩৬)। উসূ'ল ও 'আকা'ইদ সম্পর্কে তাঁহার অপরাপর রচনাবলীর মধ্যে কিতাবু'স স'ালাত (কায়রো ১৩২৩ হি. ও ১৩৪৭ হি.)। ইহাতে জামা'আতে স'ালাত আদায় করা এবং বিশুদ্ধভাবে সালাত আদায় করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। উক্ত পুস্তকটি ইব্ন হ'াম্বালের জনৈক শাগ্রিদ মুহান্না ইব্ন য়াহ্'য়া আশ্-শামী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। য়াহ্'য়া উক্ত পুস্তকটির সারসংক্ষেপ কা'দী আবু'ল-হ'াসানের গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন (ত'াবাকা'ত, ১খ, ৩৪৫-৩৮৫)। এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত তাঁহার দুইটি পাণ্ডুলিপির উল্লেখ করা যাইতে পারেঃ (১) মুসনাদ মিনমাসাইলি আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল مسند من مسائل احمد بن حنبل বৃটিশ মিউজিয়াম, তু. Brock, পরিশিষ্ট, ১খ, ৩১১)। আবূ বাক্র আল-খাল্লাল পুস্তকটির উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত পুস্তকটি কিতাবু'ল-জামি' নামক গ্রন্থের একটি অংশও হইতে পারে, যাহা ইব্ন হ'াম্বালের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারার একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অপর পাণ্ডুলিপি (২) কিতাবু'ল-আমূর, যাহা আল-খাল্লালের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে (জাহিরিয়্যা গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষিত রহিয়াছে)।

কিতাবু'ল-ওয়ারা নামক গ্রন্থে (কায়রো ১৩৪০ হি., আংশিক অনু. G.H. Bousquet ও P. Charles Dominique, in Hesperis, 1952, p. 92-112) বিশেষ বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বালের দৃষ্টিভঙ্গি স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে আলোচনা করা হইয়াছে, ইব্ন হাম্বালের মতে সেই সকল অবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত অপরিহার্য। ইব্ন হ'াম্বালের রাবী আবূ বাক্র আল-মারওয়াযী তাঁহার সেই সকল মাসাইল সম্পর্কে অন্যান্য 'আলিমগণের দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজন করিয়াছেন, লেখক যাহা দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যুহ্দ ও ভোগে অনাসক্তি সম্পর্কে ইব্ন হ'াম্বালের শিক্ষা সমসাময়িক ইব্রাহীম ইব্ন আদ্হাম, ফুদায়ল ইব্ন 'ইয়াদ অথবা যু'ন-নূন মিস'রীর শিক্ষা অপেক্ষা উন্নততর ছিল। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, (তু. 'আবদু'ল-জালীল, Aspects interieurs de l'Islam, পৃ. ২২৮,টীকা ১৯৩) আবূ তালিব আল-মাক্কী স্বীয় কূ'তু'ল-কু'লূব গ্রন্থে উক্ত গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইমাম আল-গ'াযালীও স্বীয় ইহ্'য়াউ 'উলূমিদ্দীন গ্রন্থে ইহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

(৩) মাসাইল ঃ ফিক্'হ, 'আকা'ইদ ও নানা প্রকার মাসাইল সম্পর্কে ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বালকে প্রশ্ন করা হইত। কোন কোন বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তিনি তাঁহার অভিমত লিখিয়া রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সম্ভবত তিনি সকল কিছুই লিখিয়া রাখিতে নিষেধ করেন নাই। তবে ইহা বিশ্বাস্য যে, তাঁহার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে হয়ত তাঁহার অভিমতসমূহ কু'রআন-হ'াদীছে'র মুকাবিলায় উপস্থাপিত হইতে পারে;

এইজন্য তিনি তাঁহার শাগরিদগণকে তাহা লিখিয়া রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইমাম শাফি'ঈ (র)-র বিপরীতে তিনি তাঁহার স্বীয় অভিমতকে কখনও সুবিন্যস্তভাবে 'আক'াইদের সংকলনরূপে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। ফিক্'হী বিষয়ের সংকলনের বিরুদ্ধে যে মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল, আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বালের শিক্ষায় উহারই প্রতিফলন ঘটিয়াছে। প্রথম দিকে ইসলামী আইন-কানুনের অধিকাংশই মৌখিকভাবে পরস্পরের কাছে বর্ণিত হইত। ফলে এইগুলিতে নানা প্রকার মতপার্থক্যের আশংকা থাকিত। এইজন্য আইনশাস্ত্রের অনুরূপ সংকলন, যদ্দারা কোন একজন বিশিষ্ট 'আলিমের চিন্তাধারা আইনরূপে গণ্য হওয়া অথবা আইন নির্দিষ্ট হইয়া পড়ার আশংকা ছিল, তাহা হইতে বিরত থাকা হইত। ইহাতে ভয় ছিল যে, হয়ত আইনশাস্ত্রের মূল আবেদনটিই পরিবর্তিত হইয়া পড়িবে।

আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর ফাতওয়াসমূহকে লিপিবদ্ধ করা এবং ফিক্'হী বিষয়সমূহকে বিষয়ভিত্তিতে সুবিন্যস্ত করার দায়িত্ব পালন করেন তাহার দুই পুত্র স'ালিহ' ও 'আবদুল্লাহ। তাহা ছাড়া তাঁহার অন্যান্য যেসব শাগরিদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেনঃ (১) ইসহ'াক ইব্ন মানসূ'র আল-কাওসাজ (মৃ. ২৫১/৮৬৫-৬৬; ত'াবাক'াত, ১খ, ১১৩-১৫); (২) আবূ বাক্র আল-আছ'রাম (মৃ. ২৬০/৮৭৩-৭৪ অথবা ২৭৩/৮৮৬; ঐ ১খ, ৬৬-৭৪); (৩) হাম্বাল ইব্ন ইসহ'াক (মৃ. ২৭৩/৮৮৬; ঐ ১খ, ১৪৩-১৪৪); (৪) 'আবদু'ল-মালিক আল-মায়মূনী, (মৃ. ২৭৪/৮৮৭-৮৮, ঐ, ১খ, ২১২-১৬); (৫) আবূ বাক্র আর মারওয়াযী (মৃ. ২৭৫/৮৮৮-৮৮৯; ঐ, ১খ, ৫৬-৬৩); (৬) আবূ দাউদ আস্-সিজিস্তানী (মৃ. ২৭৫/৮৮৮. ঐ, ১খ, ১৫৬-১৬৩, কায়রো সংস্করণ ১৩৫৩/১৯৩৪); (৭) হ'ারব আল-কিরমানী (মৃ. ২৮০/৮৯৩-৯৪; ঐ, ১খ, ১৪৫-৪৬); (৮) ইব্রাহীম ইব্ন ইসহ'াক আল-হ'ারাবী (মৃ. ২৮৫/৮৯৮-৯৯; ঐ, ১খ, ৮৬-৯৩)। ইহা ছাড়া আরও সংকলন রহিয়াছে। তদুপরি ইব্ন আবী য়া'লার তাবাক'াতে সেই সকল ফাত্ওয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা ইব্ন হ'াম্বাল তাঁহার অসংখ্য সাক্ষাতকারীদের বিভিন্ন গ্রন্থের জবাবে প্রদান করিয়াছিলেন।

আবূ বাক্র আল-মারওয়াযীর একজন শাগরিদ মুহ'াদ্দিছ' আবূ বাক্র আল-খাল্লাল (মৃ. ৩১১/৯২৩-২৪), যিনি বাগদাদে আল-মাহ্দী মসজিদে দরস দিতেন (ত'াবাক'াত, ২খ, ১২-১৫) সেই সকল বিক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুগুলিকে একত্র করিয়া কিতাবু'ল-জামি' লি-'উলূমি'ল-ইমাম আহ'মাদ নামে একটি সংকলন প্রস্তুত করেন। ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র) আল-খাল্লালের সেই সংকলনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, (কিতাবুল-ঈমান, পৃ. ১৫৮) ইব্ন হ'াম্বালের মূলনীতি ও 'আক'াইদ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আল-খাল্লালের রচিত কিতাবু'স-সুন্নাহ সর্বাপেক্ষা বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। অনুরূপভাবে তাঁহার রচিত কিতাবু ফি'ল-'ইল্ম গ্রন্থ ফিকহ'শাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইহাতে নিঃসন্দেহে উল্লিখিত গ্রন্থ দুইটি কিতাবু'ল-জামি'র বিষয়বস্তুকে আবার নূতন করিয়া বিন্যস্ত করা হইয়াছে। ইব্ন ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যার বর্ণনা অনুসারে (ই'লামু'ল-মুওয়াক'কি'ঈন, কায়রো, ১খ, ৩১) কিতাবু'ল জামি' বিশ খণ্ডে বিভক্ত। যতদূর জানা যায়, গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এবং ইহার কেবল উপরিউক্ত অংশটিই বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু ইব্ন তায়মিয়া (র) এবং ইব্ন ক'ায়্যিম স্বীয় রচনাবলীতে বহুলভাবে উক্ত গ্রন্থটির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে তাঁহাদের রচনাবলী দ্বারা গ্রন্থটি বিলুপ্তির ক্ষয়ক্ষতির কিছুটা পূরণ হইয়াছে। এইগুলি দ্বারা ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বালের চিন্তাধারা বুঝিবার ক্ষেত্রে সহায়তা লাভ করা যায়।

আল-খাল্লালের কাজকে তাঁহার জনৈক শাগরিদ 'আবদু'ল-'আযীয ইব্ন জা'ফার (মৃ. ৩৬৩/৯৭৩-৭৪) পূর্ণতা দান করেন, যিনি গুলামু'ল-খাল্লাল নামে সমধিক পরিচিত। ইব্ন হ'াম্বালের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে তিনি তাঁহার উস্তাদের ব্যাখ্যাকে সর্ববিষয়ে গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার রচিত যাদু'ল-মুসাফির গ্রন্থটি কিতাবু'ল-জামি'র সমকক্ষ না হইলেও উহাতে কিছু অতিরিক্ত তথ্য রহিয়াছে, যাহা অধিকাংশ সময় সূত্র হিসাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে। ইব্ন হাম্বালের চিন্তাধারা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই গ্রন্থে সেই সবের উল্লেখ রহিয়াছে।

ইব্নু'ল-জাওযী (মানাকি'ব, ১৯১) ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর অন্যান্য রচনা ছাড়া তাহার একটি তাফ্সীরের বরাত দিয়াছেন, যাহাতে এক লক্ষ বিশ হাজার হ'াদীছ' বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু বর্তমানে ইহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে (দ্র. Brocklmann, ১খ, ১৯৩; পরিশিষ্ট ১খ, ৩০৯-৩১০)।

(৪) উসূ'ল ও 'আক'াইদ ঃ হ'াম্বালী মায্'হাবের অনুসারীদের আগ্রহের আতিশয্যের অথবা একটি দলের অতি গোঁড়ামির ফলে কোন কোন সময় মায'হাবের বেশ কিছু ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। এই সবের কারণ ছিল তাহাদের অজ্ঞতাপ্রসূত পারস্পরিক তর্ক-বিতর্ক। যে সকল মায'হাবের মূলনীতির সঙ্গে হ'াম্বালী মায'হাবের মতবিরোধ ছিল, সেই সকল মায'হাবের সঙ্গে উহার নিরন্তর বিরোধিতা শুরু হয়। বিরোধিগণ কখনও জানিয়া শুনিয়া উহাকে এড়াইয়া যাইত এবং কখনও কখনও সমবেতভাবে প্রতিরোধ করিত অথবা হ'াম্বালী মায'হাব সম্পর্কে নানা প্রকার সন্দেহের উদ্রেক করিয়া উহার যথার্থতাকে হেয় প্রতিপন্ন করিত। প্রাচ্যবিদগণ হ'াম্বালী মায'হাব সম্পর্কে খুব কম আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহারাও এই সম্পর্কে বৈরী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। ফলে হ'াম্বালী মায'হাব সম্পর্কে এই মনোভাব বদ্ধমূল হইয়াছে যে, উহা একটি উগ্র মায'হাব, যাহাতে হ'াদীছের অন্ধ শাব্দিক অনুকরণের প্রবণতা রহিয়াছে এবং স্বীয় মত প্রমাণের জন্য অনেক দুর্বল হ'াদীছ'কে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। ফলে বর্তমানে মায'হাবটি গ্রহণের প্রায় অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন প্রবল কঠোরতা অবলম্বন করা হইয়াছে যে, উহা উন্মাদনার কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছে। সমকালীন নিয়ম-কানুনকে সমর্থনের ব্যাপারে উহা সর্বদা বিরোধী ভূমিকা পালন করিয়াছে। ইব্ন হ'াম্বালের রচনাবলী প্রত্যক্ষভাবে অধ্যয়ন করিলে বুঝা যায় যে, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে উপলব্ধি ও বিচার করিতে হইলে গভীর মনোযোগ সহকারে তাঁহার রচনাবলী অধ্যয়ন করা প্রয়োজন।

আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী ঃ ইমাম ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর মতে আল্লাহর সঠিক পরিচয় একমাত্র কু'রআনেই বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহর উপর ঈমান আনার অর্থ এই যে, কু'রআনে আল্লাহ তা'আলা যেভাবে নিজের পরিচয় দিয়াছেন ঠিক সেইভাবে তাঁহাকে মানিতে হইবে। এইজন্য কেবল আল্লাহর গুণাবলী যেমন শ্রবণ, দর্শন, কালাম, সার্বভৌম শক্তি, ইচ্ছা, 'ইল্ম বা হিক্'মাত ইত্যাদিকে সঠিক বলিয়া বিশ্বাস করিলেই যথেষ্ট হইবে না, বরং সেই সঙ্গে মুতাশাবিহ বা দ্ব্যর্থবোধক গুণাবলীকেও, যেমন আল্লাহ্র হাত, আল্লাহর 'আরশ, তাঁহার সর্বময়তা ও হ'াশরের দিন মু'মিনদের দীদার লাভ ইত্যাদিও বিশ্বাস করিতে হইবে। হ'াদীছ'র এই বর্ণনাকেও শাব্দিক অর্থে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি রাত্রির

শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে নামিয়া আসেন এবং ইবাদতরত বান্দাদের প্রার্থনা শ্রবণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কু'রআনের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ এক, নিরাকার এবং অদ্বিতীয় (সূরা ইখলাস' দ্র.)। এই বিশ্বের কোন সৃষ্ট জীবের সংগে আল্লাহর কোনরূপ সাদৃশ্য নাই (কিতাবু'স-সুন্নাহ, পৃ. ৩৭৬; মানাকি'ব, পৃ. ১৫৫)। এইজন্য ইমাম ইব্ন হ'াম্বাল (র) জাহ্মিয়্যাদের নেতিবাচক 'আকাইদ এবং কুরআন ও হ'াদীছে'র অনুরূপ রূপক তাফসীরের (তাবীল) জোর বিরোধিতা করেন। তিনি সাদৃশ্যবাদীদের (মুশাব্বাহা) সেই মতবাদেরও তীব্র বিরোধিতা করেন যাহা আল্লাহ তা'আলাকে মানুষের সদৃশরূপে বর্ণনা করে। ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল জাহমিয়্যাগণকেও সাদৃশ্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করেন। কেননা তাহারাও অবচেতনভাবে সাদৃশ্যবাদের প্রবক্তা হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মতে আল্লাহ তা'আলার স্বরূপ সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন ছাড়াই তাঁহার উপর ঈমান আনা অপরিহার্য। আল্লাহ্ কে এবং তাঁহার স্বরূপ কি, কালামশাস্ত্রের এই ধরনের নিষ্ফল প্রশ্ন হইতে সকলেরই বিরত থাকা উচিত এবং এই রহস্যের দায়-দায়িত্ব আল্লাহর উপরই ন্যস্ত করা উচিত (কিতাবু'স-সুন্নাহ পৃ. ৩৭; মানাকি'ব, পৃ. ১৫৫)। কু'রআনের আলোকে ইব্ন হাম্বালের এই দৃষ্টিভঙ্গি অতি স্পষ্ট।

আল-কু'রআন ঃ কু'রআন আল্লাহর চিরন্তন কালাম, ইহা তাঁহার সৃষ্ট বস্তু নহে (غير مخلوق), কেবল এতটুকু মানিয়া লইতে হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত কোন বিতর্ক সঙ্গত নহে (কিতাবু'স-সুন্নাহ, পৃ. ৩৭-৩৮)। কুরআন কেবল একটি কালাম বা একটি নৈর্ব্যক্তিক উপলব্ধির নাম নহে, বরং ইহার বর্ণ, বাক্য ও অর্থও ইহার অন্তর্ভুক্ত। যদিও কু'রআনের চিরন্তন স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে বোঝা আমাদের বুদ্ধির অগম্য, ইহা আল্লাহর নির্দেশের একটি জীবন্ত প্রতিভূ।

কুরআনের উচ্চারণ ঃ উচ্চারণের ব্যাপারে ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বালের অভিমত কি ছিল ইহা বলা কঠিন। কোন কোন বর্ণনামতে তিনি কুরআনের উচ্চারণকেও অসৃষ্ট (غير مخلوق) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিতাবু'স-সুন্নাহ (পৃ. ৩৮) গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, তিলাওয়াতের সময় আমরা যেভাবে উচ্চারণ করি এবং যেভাবে আমরা কি'রাআত পড়ি তাহা সৃষ্ট (مخلوق), সেই ব্যক্তি জাহ্মী। যাহারা কু'রআনের শব্দকে সৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিত, ইব্ন হ'াম্বাল তাহাদেরকে দোষারোপ করা ছাড়া এতদ্‌সম্পর্কিত নিজের 'আকীদাকে নিশ্চিত করিয়া কোথাও বর্ণনা করেন নাই। ফলে পরবর্তী কালের হাম্বালীগণ এই সম্পর্কে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল। ইব্ন তায়মিয়ার মতে ইহাই ছিল প্রথম বিষয়, যাহার পরিপ্রেক্ষিতে প্রবীণদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল (তু. H. Laoust, Essai sur....Ibn Taymiyya, পৃ. ১৭২)। তিনি উল্লেখ করেন যে, ইব্ন হ'াম্বাল এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকেন। আল-ওয়াসিতি'য়্যা গ্রন্থে ইব্ন তায়মিয়া একটি সামগ্রিক অভিমত ব্যক্ত করেন যাহা হ'াম্বালী মায'হাবের দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল বলিয়া মনে হয় অর্থাৎ তিনি বলেন, মানুষ যখন কু'রআন তিলাওয়াত করে অথবা পাতায় লিপিবদ্ধ করে, তখনও উহা আল্লাহর কালামই থাকে কেননা আদিতে যিনি কোন কালাম ব্যক্ত করেন উক্ত কালাম সর্বদা তাঁহার সঙ্গেই সম্পৃক্ত থাকে এবং যিনি উক্ত কালাম সংরক্ষণ করেন বা প্রচার করেন তাঁহাকে কখনও উহার রচয়িতা বলা হয় না (আল-ওয়াসিতি'য়্যা, কায়রো ১৩৪৬ হি.।

উসূ'লু'ল-ফিক্'হ ঃ ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর বিপরীতে ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র) উসূ'ল ফিক্'হ সম্পর্কে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। পরবর্তীকালে হ'াম্বালী মায'হাব সম্পর্কে অন্যান্য মায'হাবের সঙ্গে বিতর্কের ভঙ্গিতে যে সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করা হইয়াছে, সেইগুলিকে নিশ্চিতভাবে ইমাম আহ'মাদের দৃষ্টিভঙ্গির নমুনারূপে গ্রহণ করা যায় না। কিতাবু'ল-মাসাইল হইতে এই সম্পর্কে যাহা কিছু জানা যায় তাহা এই যে, পরবর্তী কালের ফাকীহদের ব্যাখ্যার তুলনায় ইমাম আহ'মাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল খুবই সহজ, সরল ও প্রাথমিক পর্যায়ের। তাহা সত্ত্বেও উক্ত গ্রন্থটি (কিতাবু'ল-মাসাইল) এতই সারগর্ভ যে, ইহাতে হ'াম্বালী মায্'হাবের প্রাথমিক যাবতীয় মূলনীতি বর্ণিত হইয়াছে।

কুরআন ও সুন্নাহ ঃ হ'াম্বালী মায'হাবের মূল ভিত্তি প্রথমত কুরআন। তাঁহাদের মতে কু'রআনের শাব্দিক অর্থ ছাড়া কোন পরোক্ষ বা রূপক অর্থ গ্রহণযোগ্য হইবে না। ইহার দ্বিতীয় ভিত্তি রাসূলুল্লাহ (স')-এর সুন্নাহ। ইহা দ্বারা সেই সকল হ'াদীছ'কে বুঝান হইয়াছে, যেইগুলির বর্ণনা-পরম্পরা রাসূলুল্লাহ (স') পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানা গিয়াছে। ইমাম আহ'মাদের নিজস্ব বর্ণনা অনুযায়ী (মুসনাদ, ১খ, ৫৬-৫৭) তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল, তাঁহার সময় পর্যন্ত যে সকল হ'াদীছ' সাধারণভাবে জনগণের নিকট গৃহীত (মাশহূর) হইয়াছিল সেইগুলিকে তাঁহার মুসনাদে সন্নিবেশিত করেন। তাঁহার পরিভাষা প্রয়োগে উক্ত মুসনাদে এমন সকল হ'াদীছে'র সাক্ষাত পাওয়া যায় যাহার বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত এবং সকল দিকের বিচারে যেইগুলি বিশুদ্ধ। ইহা ছাড়া এমন সমস্ত হ'াদীছে'র সাক্ষাত পাওয়া যায় যেইগুলিকে নির্ভরযোগ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় এবং সেইগুলি যে দুর্বল, সে ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইমাম তিরমিযী'র পরিভাষায় সেইগুলিকে স'াহীহ্ এবং হ'াসান বলা হইয়াছে। দীর্ঘকাল পরে ইব্নু'ল-জাওযী কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম-নীতির আলোকে হ'াদীছে'র বিশুদ্ধতার যাচাই-বাছাই যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় তখন ইব্ন হাম্বাল (র) অনেক জাল (মাওদূ'') হ'াদীছ' গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে দোষারোপ করা হয়। ইব্ন তায়মিয়া, ইব্ন হ'াজার আল-আসক'ালানী (র) প্রমুখ মুহাদ্দিছ' ইব্ন হ'াম্বালের উপর আরোপিত উক্ত অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে অধিকাংশের অভিমত এই যে, স'াহীহ' হ'াদীছে'র সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে অনেক হ'াসান এবং গ'ারীব হাদীছ'ও বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু ইহাতে এমন কোন হ'াদীছ' সংকলন করা হয় নাই যাহাকে সত্যিকারভাবে গ্রহণের অযোগ্য বলা যায়।

সাহাবীগণের ফাতওয়া ও ইজ্মা' ঃ কু'রআন ও সুন্নাহর পর স'াহ'াবীদের ফাত্ওয়াকে তৃতীয় সূত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বালের মায'হাবী 'আকীদার উক্ত সূত্রটির বৈধতার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। কেননা পরবর্তী কালের 'আলিমগণের তুলনায় সাহাবীগণ কুরআন ও হ'াদীছে'র ব্যাপারে অধিকতর বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহারা অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে কু'রআন ও হ'াদীছে'র নির্দেশগুলি অনুসরণ করিতেন। অধিকন্তু স'াহ'াবীগণ সকলেই ছিলেন অধিকতর শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ (স') নিজেই স্বীয় ওসি'য়াতে তাঁহার সুন্নাহ অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণকে খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণের উপদেশ দিয়াছেন এবং সকল প্রকার বিদ্'আত হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়াছেন। কোন বিষয়ে স'াহ'াবীদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা গেলে কুরআন ও হ'াদীছে'র আলোকে উহার ফয়সালা করা হইবে; অতঃপর

সা'হা'বীগণের মর্যাদার ভিত্তিতে সেই সকল বিষয়ের ফায়সালা করা হইবে (মানাকি'ব. পৃ. ১৬১)।

দীনী মর্যাদা ঃ এই ব্যাপারে ইমাম ইব্‌ন হা'ম্বালের মত হইল, হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর স্থান সর্বোচ্চ, ইহার পর হযরত 'উমার (রা)-এর স্থান। তাঁহার পর হযরত 'উমার (রা) কর্তৃক নির্ধারিত আস'হা'বে শূরার ছয়জন সা'হা'বীর স্থান। ইমাম ইব্‌ন হা'ম্বালের মতে তাঁহারা সকলেই ইমামাত ও খিলাফাতের জন্য যোগ্য ছিলেন। তাঁহারা হইতেছেন হযরত 'উছ'মান (রা), হযরত 'আলী (রা), হযরত যুবায়র (রা), হযরত ত'ালহ'া (রা), হযরত 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন 'আওফ (রা) এবং হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্'কা'স (রা)। তাঁহাদের পর বদ্‌রী সা'হা'বী এবং আনস'ার ও মুহাজিরগণের স্থান (কিতাবু'স্‌-সুন্নাহ পৃ. ৩৮; মানাকি'ব, পৃ. ১৫৯-১৬১)। আহলু'স-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আতের এই 'আকী'দা একদিকে হযরত 'আলী (রা)-এর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং তাঁহার খিলাফাতের যথার্থতাকে সমর্থন করে, অন্যদিকে তাঁহার বিরোধিতাকারিগণকেও যথার্থ মর্যাদার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করে। বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন হযরত মু'আবি'য়া (রা)। মুসলিম জাতির উন্নতি ও শক্তিবৃদ্ধির জন্য হা'ম্বালী মায'হাব সব সময়ই তাঁহার সম্পর্কে উদার মনোভাব পোষণ করে। অতএব, হা'ম্বালীদের মতে আমীর মু'আবি'য়ার ফায়সালাকে এড়াইয়া যাওয়া অপরিহার্য নহে।

আহ্'মাদ ইব্‌ন হা'ম্বালের মতে তাবি'ঈদের ফায়সালাও অনুসরণযোগ্য। কেননা তাঁহাদের নিকট হইতে কু'রআন ও হা'দীছে'র নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেই মতে ইজ্‌মা' এমন কোন ঐকমত্যকে বুঝায় যাহা কুরআন ও হা'দীছে'র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত (তু. Essai, পৃ. ২৩৯-৪২)।

মুফ্‌তীর কর্তব্য ঃ মুফ্‌তী (ফাত্‌ওয়া দানকারী)-র জন্য প্রথম অপরিহার্য কর্তব্য হইল, ধার্মিকতার সঙ্গে সেই সকল আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের অনুসরণ করা যাহা পূর্ববর্তী 'আলিমগণের মাধ্যমে তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে। সকল প্রকার বিদ'আত হইতে বিরত থাকাও তাঁহার জন্য অপরিহার্য। এই কারণে ইব্‌ন হা'ম্বাল অনাবশ্যক রায়-এর প্রয়োগকে দোষারোপ করিয়াছেন (আবূ দাউদ, মাসাইল, পৃ. ২৭৫-২৭৭)। কিন্তু তাঁহার মতে স্বতঃসিদ্ধ আইন হিসাবে একমাত্র কু'রআন ও হা'দীছে'র উপর নির্ভর করিয়া নীরবতা অবলম্বন করাও অপরিহার্য। ইমাম ইব্‌ন হা'ম্বাল কি'য়াসকেও অস্বীকার করেন নাই। তবে ফিক্'হ-এর সংকলন ও বিন্যাসে এবং নূতন সমস্যা সমাধানে ইহার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে তাঁহার পূর্ণ উপলব্ধি ছিল না, যেরূপভাবে পরবর্তী কালে বুদ্ধিগত প্রভাবের ফলে ইব্‌ন তায়মিয়া ও ইব্‌ন কা'য়্যিম উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ইমাম ইব্‌ন হা'ম্বাল ইস্‌তিস্'হা'ব (যোগসূত্রের সন্ধান)-এর বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শারী'আতের বিধান নির্ধারণের একটি প্রক্রিয়া। পূর্ববর্তী কতিপয় অবস্থার সহিত পরবর্তী কর্তৃক অবস্থার সহিত সম্পর্ক অন্বেষণ এবং সম্পর্ক পাওয়া গেলে যে বিধান পূর্ববর্তী অবস্থাদি সম্পর্কে প্রযোজ্য হইত তাহা পরবর্তী অবস্থাদিতেও প্রয়োগ করা, ইহাই ইসতিস্'হা'বের উদ্দেশ্য। যেই সকল অবস্থায় কোন ফিক্'হী বিধান দেওয়া হয়, সেই অবস্থাগুলির পরিবর্তন সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সেই বিধান বলবৎ থাকিবে—এই ফিক্'হী নীতি ইসতিস্'হা'বের ভিত্তি। অনুরূপভাবে তিনি প্রমাণ প্রয়োগের অপর একটি পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন যাহার অর্থ হইল, যে সম্পর্কে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আদেশ-নিষেধ রহিয়াছে, ইহার বিরোধী সকল প্রকার আদেশ-নিষেধ কার্যত নিষিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে। সর্বসাধারণের কল্যাণ (মুস'লিহ'াত)-এর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে ফিক্'হী বিধানের হা'ম্বালী মায'হাবের নীতি অনুযায়ী সংকোচন অথবা প্রসার সাধন করা হয়। কিন্তু ইব্‌ন হা'ম্বাল নিজে এই নীতির তেমন সংকোচন অথবা প্রসার সাধন করেন নাই, যেমনটি পরবর্তী কালে ইব্‌ন তায়মিয়া এবং তাঁহার শাগরিদ আত্'-তূ'সী করিয়াছিলেন।

এখানে ইব্‌ন ক'া'য়্যিমের একটি উদাহরণের উল্লেখ করা যায়, যদ্দ্বারা এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাইবে যে, ইব্‌ন হা'ম্বাল রিওয়ায়াত ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে কতটুকু সতর্ক ছিলেন। একজন চিকিৎসকের জন্য কোন রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবেচনা যেমন অপরিহার্য, তেমনি একজন মুফ্‌তীর ফাত্‌ওয়া দেওয়ার ব্যাপারে ফিক্'হী সূত্র অবলম্বনে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ইজ্‌তিহাদ করাও অপরিহার্য। বিশিষ্ট হা'ম্বালী 'আলিম ইজ্‌তিহাদের ব্যাপারে নূতনভাবে আহ্বান না জানাইলেও তাঁহাদের মতে শারী'আতের বিধান অনুধাবন এবং ইহার সঠিক প্রয়োগের জন্য সব সময়ই ইজ্‌তিহাদ অপরিহার্য।

খিলাফাত ও 'আরব ঃ ইমাম আহ'মাদ ইব্‌ন হা'ম্বালের রাজনৈতিক মতাদর্শ মূলত খারিজী, শী'আ এবং রাফিযীদের পরিপন্থী। অতএব তিনি সর্বপ্রথম এই বিষয়টি সমর্থন করিতেন যে, একমাত্র কু'রায়শগণই খিলাফাতের বৈধ দাবিদার। কিয়ামত পর্যন্ত এই বিষয়ে কোন ব্যক্তির অধিকার নাই যে, জোরপূর্বক খিলাফাতের দাবি করিবে অথবা সেই সম্পর্কে বিদ্রোহ করিবে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে খলীফা হিসাবে সমর্থন দিবে (কিতাবু'স্‌-সুন্নাহ, পৃ. ৩৫)। ইব্‌ন হা'ম্বালের সমসাময়িক কালে যে শু'উবিয়্যা আন্দোলনের অর্থাৎ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক যে তীব্র বিবাদ শুরু হইয়াছিল, ইব্‌ন হা'ম্বাল ইহাতে 'আরবদেরকে সমর্থন দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করেন নাই। তিনি বলিতেন, "আমাদের উচিত 'আরবদের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া ও তাহাদেরকে মর্যাদা দেওয়া এবং অতীতে তাঁহারা যে অবদান রাখিয়াছেন, উহা স্বীকার করা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি আমাদের যে ভালবাসা রহিয়াছে, ইহার ভিত্তিতে 'আরবদেরকেও ভালবাসা আমাদের জন্য অপরিহার্য। 'আরবদেরকে অবহেলা করা অথবা তাহাদেরকে ঘৃণা করা মুনাফিকী (কিতাবু'স-সুন্নাহ, পৃ. ৩৮)।" কারণ তাহাদেরকে ঘৃণা ও অবহেলা করার পশ্চাতে অপর একটি গোপন উদ্দেশ্য রহিয়াছে। তাহা হইল, প্রাচীন রাজতন্ত্রকে নূতন করিয়া পুনরুজ্জীবিত করা অথবা ভিন্ন সভ্যতার ধারক-বাহক অন্য কাহাকেও ক্ষমতাসীন করিয়া ইসলামের ধ্বংস সাধন করা। হযরত আবূ বাক্‌র (রা) ও হযরত 'উমার (রা) খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে যে নমুনা রাখিয়া গিয়াছেন ইহার ভিত্তিতে ইমাম আহ'মাদ উত্তরাধিকার মনোনীত করাকে বৈধ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অনুরূপ মনোনয়নের পরপরই মনোনীত ব্যক্তির বায়'আত অনুষ্ঠান অপরিহার্য। সেই অনুষ্ঠানে জনসাধারণের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি ও ইমাম সম্মিলিতভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অনুসরণের অঙ্গীকার করিবেন (তু. ঐ, পৃ. ২৮৭)। ইমামের অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে ফিক্'হী বিধি-বিধানের অনুসরণের অপরিহার্যতার ব্যাপারে তিনি সাধারণভাবে ঐকমত্য পোষণ করেন। তবে আহ'মাদ ইব্‌ন হরাম্বাল কু'রআন ও হা'দীছের সীমার মধ্যে থাকিয়া কাজকর্মের ব্যাপারে ইমামকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী। তাঁহার মতে, ইমাম সর্বসাধারণের মঙ্গলার্থে সাধারণের উপযোগী যে কোন

বিধান জারি করিতে পারেন। সেই নীতির ভিত্তিতেই পরবর্তী কালে ইব্‌ন 'আকীল, ইব্‌ন তায়মিয়া (র) এবং ইবনু'ল-ক'য়্যিম আল-জাওযিয়্যা প্রমুখ শার'ঈ রাজনীতির রূপরেখা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

ইসলামী রাষ্ট্রের ইমামের অনুসরণ করা সকলের জন্য অপরিহার্য। ইমামের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাঁহার আনুগত্যকে অস্বীকার করা যায় না। ইমাম সৎ হউক অথবা অসৎ হউক, তাঁহার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে জিহাদে শরীক হওয়া সকলের জন্য ফরয। ইমাম নেককার, ন্যায়বিচারক এবং পরহেযগার না হইলেও জুমু'আ, হজ্জ এবং দুই ঈদের স'লাত তাঁহার সঙ্গেই আদায় করিতে হইবে। যাকাত, 'উশ্‌র, খারাজ ও ফায় যথাযথভাবে ব্যবহার না করিলেও ইহা আদায় করা আমীরেরই অধিকার (কিতাবু'স-সুন্নাহ, পৃ. ৩৫)। শাসক যদি আল্লাহ্‌র আদেশের বিরুদ্ধে কোন পাপকার্যের নির্দেশ দেয় তাহা হইলে উক্ত শাসকের আদেশ অমান্য করিতে হইবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সেই শাসক নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে কোনরূপ সশস্ত্র বিদ্রোহ বৈধ হইবে না, কিন্তু প্রত্যেক মুসলমানই নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবে। অনুরূপভাবে আলিমগণ ইমামের আনুগত্যের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিয়াও সুন্নাতের পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব পালন করিতে পারেন, জনসাধারণের মতামতের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারেন এবং সমকালীন শাসককে ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন।

সামাজিক চেতনা ঃ ইব্‌ন হ'াম্বালের কর্মপদ্ধতির মূল কথা এই যে, সমগ্র জাতির মধ্যে ঐক্য বিরাজ করিবে। জাতির ঐক্য বিনষ্টকারী পারস্পরিক সকল বিবাদ-বিসম্বাদকে এড়াইয়া বৃহত্তর সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই ব্যাপারে তিনি এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে, কুফ্‌রী ফাত্‌ওয়া দেওয়ার ব্যাপারে তাঁহার অভিমতটি মুরজিয়্যাদের অভিমতের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছে। তিনি বলেন, "কাবীরা গুনাহ্‌র ভিত্তিতে হ'াদীছে'র কোন প্রমাণ ছাড়া কাহাকেও সমাজচ্যুত (কাফির ঘোষণা) করা যায় না এবং হ'াদীছ'ও সীমাবদ্ধ শাব্দিক অর্থে ব্যবহার করিতে হইবে" (কিতাবু'স-সুন্নাহ, পৃ. ৩৫-৩৬)। তিনি কেবল তিনটি ক্ষেত্রে কুফ্‌রী ফাত্‌ওয়া দেওয়াকে বৈধ মনে করেন (১) সালাত আদায় না করা; (২) সুরা পান এবং (৩) এমন কোন বিষয়ের প্রচার ও প্রচলন করা যাহা ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী। শেষোক্ত দলভুক্তদের মধ্যে ইমাম আহ'মাদ কেবল জাহমিয়্যা এবং ক'াদারিয়্যাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম আহ'মাদ তাহাদেরকে সমাজচ্যুত করার পরিবর্তে তাহাদের সঙ্গে উঠাবসা পরিহার করার পরামর্শ দেন। তিনি লিখিয়াছেন, আমি বিদ্'আতীর পিছনে সালাত আদায় অপসন্দ করি এবং এই প্রকার লোকদের জানাযা না পড়াকে পসন্দ করি (কিতাবু'স-সুন্নাহ, পৃ. ৩৫-৩৬)।

নীতিশাস্ত্র ঃ আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল (র)-এর মায'হাবে নৈতিকতার প্রাধান্য রহিয়াছে। তাঁহার মতে, সকল কাজের প্রধান লক্ষ্য আল্লাহর 'ইবাদত। জাহমিয়্যা ও মুরজিয়্যাদের বিরুদ্ধে তাঁহার দাবি' এই ছিল যে, ঈমান অর্থ "কথা, কাজ, নিয়্যাত ও সুন্নাতের অনুসরণ" (কিতাবু'স-সুন্নাহ, পৃ. ৩৪)। এইজন্য ঈমানের কখনও কখনও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ইহার ফলে মানুষকে ঈমানের পূর্ণতার জন্য পরিপূর্ণ নিষ্ঠাবান হইতে হয়। কোন ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপর নির্ভর ছাড়া মু'মিন হওয়ার দাবি করিতে পারে না। অনুরূপ অবস্থায় "ইন্‌শা' আল্লাহ্‌" (আল্লাহ চাহেত) কথা বলিতে হইবে। অতএব ঈমান শুধু কতগুলি নিয়ম-নীতির নাম নহে, বরং ইহা সুদৃঢ় নৈতিকতার সমষ্টি। আল্লাহর 'ইবাদতে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা, জাগতিক বিষয়ে অনাসক্তি, আত্মিক পবিত্রতা, যুহ্‌দ (অর্থাৎ পার্থিব সম্পদে ও ভোগ-বিলাসে অনাসক্তি) এবং তাক্'ওয়া বা পরহেযগারী (সকল প্রকার অনাবশ্যক কাজ হইতে বিরত থাকা) ঈমানের অপরিহার্য বিষয় (তু. মানাকি'ব, পৃ. ১৯৪-২৬৯)। মূল কথা হ'াম্বালী মায'হাব এমন নহে যাহাকে নিছক বিচার-বুদ্ধিহীন ব্যবহারশাস্ত্রের বাহ্যাড়ম্বররূপে আখ্যায়িত করা যায়।

'ইবাদত ও মু'আমালাত ঃ এখানে উক্ত দুইটি বিষয় দ্বারা ইব্‌ন হ'াম্বালের সেই সকল ফিক'হী ও নৈতিক বিষয়ের ব্যাখা করা উদ্দেশ্য নহে, যাহা ফিক'হশাস্ত্রে উক্ত শিরোনামে আলোচিত হয়। আল-খিরাকী'কৃত আল-মুখ্‌তাস'ার গ্রন্থে যথারীতি এই সম্পর্কে আলোচনা রহিয়াছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থে ইমাম ইব্‌ন হ'াম্বালের একটি রায়কে প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রেই উল্লেখ করা হইয়াছে এবং একই পন্থায় তাঁহার ফিক'হী বিধানসমূহের সীমিত সংকলন উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ইব্‌ন কু'দামাকৃত আল-'উমদা গ্রন্থের অবস্থাও তদনুরূপ এবং এই গ্রন্থটি ৭ম/১৩শ শতাব্দীর হ'াম্বালী মায'হাবের অবস্থা জানার ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সূত্র (দ্র. Laoust, Precis de droit d'Ibn Qudama, দামিশক ১৯৫০ খৃ.)।

কিন্তু ইব্‌ন তায়মিয়ার উল্লিখিত হ'াম্বালী মায'হাবের একটি মূলনীতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মতে ইহা প্রাথমিক যুগের হ'াম্বালী মায'হাবের একটি বৈশিষ্ট্য। তাহা হইল, ধর্মীয় যেই কার্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কোন স্পষ্ট নির্দেশ নাই, তাহা সামাজিক অপরিহার্য কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। অপর দিকে কোন জিনিস শার'ঈভাবে নিষিদ্ধ হাতে পারে না যাহা কু'রআন ও হ'াদীছ কর্তৃক নিষিদ্ধ বলিয়া নির্ধারিত হয় নাই। ইব্‌ন তায়মিয়া ইহাকেই এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, "ইবাদত সম্বন্ধে আল্লাহর নির্দেশের কঠোর অনুসরণ এবং পারস্পরিক কাজ-কারবারের ব্যাপারে কিছুটা উদারতা ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন" (তু. Essai, পৃ. ৪৪৪)। অতএব পারস্পরিক লেনদেনের শর্তারোপের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। তবে যেসব বিষয় কু'রআন ও হ'াদীছ' কর্তৃক নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে—যেমন জুয়া, সূদ ইত্যাদি, সেইসব বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন পক্ষেরই কোনরূপ স্বাধীনতা নাই। আবার কু'রআন ও হ'াদীছে'র নির্দেশের বিপরীতে কোন শর্ত আরোপের কাহারও ক্ষমতা নাই (কিতাবু'স-সুন্নাহ, পৃ. ৩৮)। আল-মুহ'াসিবীর অভিমতের বিপরীতে ইব্‌ন হ'াম্বাল বলেন, "বৈধ মুনাফা অর্জনে স্বাধীনভাবে চেষ্টা করা একটি ধর্মীয় দায়িত্ব" (কিতাবু'স-সুন্নাহ, পৃ. ৩৮)।

অপরদিকে 'ইবাদতের ব্যাপারে কেবল সেই সকল 'ইবাদত বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে যাহা কুরআন ও হ'াদীছে' নির্দেশিত হইয়াছে এবং কেবল সেই নির্দেশ অনুযায়ী তাহা পালিত হইবে। হাম্বালী মায'হাবের কঠোরতাকে ইখ্‌লাস' বা ধর্মীয় কর্তব্য পালনের অপরিহার্য নিষ্ঠা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইবে না, বরং উহার নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, যাহিদ (সংসার- বিরাগী) ও সূফীগণ নিজেদের ইজ্‌তিহাদের মাধ্যমে যে সকল বিষয় নির্ধারণ করিয়াছেন অথবা সমকালীন শাসকগণ বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন হ'াম্বালীগণ সেই সকল বিষয় বা সিদ্ধান্তকে শারী'আতের মর্যাদায় গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানান। বিদ'আ জাহিলী যুগের অবশিষ্ট রীতিনীতি এবং পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত অভিনব নিয়মপদ্ধতি ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সংস্কৃতি হইতে গৃহীত উপাদানসমূহের ব্যাপারে হ'াম্বালীগণ কঠোর বিরোধী মনোভাব পোষণ করিতেন।

হ'াম্বালীগণ এখন ইসলামের ক্ষুদ্রতম মায্'হাব, কিন্তু ৮ম/১৪শ শতক পর্যন্ত তাঁহারা ইসলামী দেশসমূহে আরও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিলেন। মুক'াদ্দাসী তাঁহাদেরকে পারস্যের ইস'ফাহান, রায়, শাহরাযূর ও অন্যান্য স্থানে দেখিতে পান। এই সকল স্থানে তাঁহাদের ধর্মনৈতিক জীবনযাত্রায় নানা প্রকার বাড়াবাড়ি পরিলক্ষিত হইত বলিয়া বোধ হয়।

৫ম/১১শ শতাব্দীতে হ'াম্বালী মায'হাব আবদু'ল-ওয়াহি'দ আশ-শীরাযী (কিতাবু'ল-ইন্‌সি'ল-জালীল, পৃ. ২৬৩) কর্তৃক সিরিয়া ও ফিলিস্তীনে প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং ৯ম/১৫শ শতক পর্যন্ত সেই অঞ্চলে এই মায'হাবের প্রতিনিধিরা বিদ্যমান ছিলেন।

মুজীরু'দ্দীন নিজে যেমন একজন হ'াম্বালী ছিলেন, তেমনি তিনি তাঁহার রচিত কিতাবু'ল-ইন্‌সি'ল-জালীল-এ ৬ষ্ঠ/১২শ শতক হইতে ৯ম/১৫শ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ফিলিস্তীনে যাঁহারা বিখ্যাত হাম্বালী ছিলেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়েই সিরিয়ার তাকিয়্যিদ্দীন ইব্ন তায়মিয়া (৬৬১-৭২৮/১২৬৩-১৩২৮)-এর আবির্ভাবে বিপুল সাড়া পড়িয়া যায়। তিনি নূতনভাবে হ'াম্বালী আকাইদের পক্ষে অর্থাৎ কু'রআন ও হ'াদীছে'র তাবীলের বিপক্ষে এবং সমস্ত বিদ'আত, যথা কবর যিয়ারাত, অন্যান্যভাবে দরবেশদের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন (তু. Schreiner, in ZDMG, lii, 540-563; liii, 51-67)। দীর্ঘকাল যাবত প্রচলিত ধ্যানধারণা ও ইজ্‌মা'-এর বিরোধিতার জন্য তিনি নির্যাতিত হন। মুসলিম জগতে তুর্কী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম জাহানের কেন্দ্রসমূহে সরকার অনুমোদিত পন্থায় নিয়োজিত কাদীগণ হ'াম্বালীসহ চারি মায'হাবের প্রতিনিধিত্ব করিতেন। তুর্কীদের প্রাধান্যের ফলে হাম্বালী মায'হাবের প্রভাব হ্রাস পায়। তখন হইতে হ'াম্বালী মতবাদ ক্রমাগত লোপ পাইতে থাকে। তবে অদ্যাবধি চারিটি সুন্নী মায্'হাবের মধ্যে হ'াম্বালী মায'হাব অন্যতমরূপে গণ্য। জামি' আল-আয্‌হারে হ'াম্বালী ছাত্র ও শিক্ষক রহিয়াছেন (রিওয়াকু'ল-হ'াম্বালিয়া); তবে ১৮শ শতাব্দীতে ওয়াহ্‌হাবী (দ্র.) আন্দোলনের আকারে এই মত নূতনভাবে উজ্জীবিত হইয়া সতেজ আকারে আবির্ভূত হয়। ওয়াহ্‌হাবী আন্দোলনে ইব্ন তায়মিয়ার উদ্যোগের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

বিভিন্ন যুগের বিখ্যাত হ'াম্বালী শিক্ষকদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ আবু'ল-কাসিম 'উমার আল-খারকী (মৃ. ৩৩৪/৯৪৫-৬), তৎকৃত হ'াম্বালী ফিক্'হের সংগ্রহ গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে; 'আবদু'ল-'আযীয ইব্ন জা'ফার (২৮২/৮৯৫-৩৬৩/৯৭৪), তাঁহার রচিত মুক্'নি (مقنع) কয়েক শত বৎসর যাবত সারসংকলন জাতীয় গ্রন্থাদি ও ভাষ্য রচনার ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে (মুদ্রিত, দামিশ্‌ক ১৩০৩ হি.; তু. মাশরিক, ৪খ, ৮৭৯); আবু'ল-ওয়াফা 'আলী ইব্ন 'আক'ীল (মৃ. ৫১৫/১১২১-২), ইনি একটি সৃষ্টিশীল সম্প্রদায়ের নেতারূপে খ্যাতি লাভ করেন; 'আবদু'ল-কাদির আল-জীলী (৪৭১/১০৭৮-৫৬১/১১৬৬), তাঁহার মধ্যে একজন বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন সূ'ফী এবং ইব্ন হাম্বালের একজন বিশ্বস্ত সমর্থক—এতদুভয়ের সম্মিলন ঘটে; আবু'ল-ফারাজ ইব্নু'ল-জাওযী (৫০৮/১১১৪-৫৯৭/১২০০); মুওয়াফ্‌ফাকু'দ্দীন ইব্ন কু'দামা (মৃ. ৬২০/১২২৩)। তিনি তাঁহার বহুল পঠিত মুগ্'নী নামক ভাষ্যটি খারকীকৃত সারসংকলন গ্রন্থের (যাহা শামসুদ্দীন ইব্ন কু'দামা, মৃ. ৬৮২/১১৮৩-৪)-এর ভাষ্য গ্রন্থের সহিত যুক্ত এবং একত্রে ১২ খণ্ডে মুদ্রিত, কায়রো ১৩৪৬-৪৮ হি.) সহিত ভাষ্যরূপে সংযোজিত করিয়াছেন; বিখ্যাত তার্কিক তাকি'য়্যুদ্দীন ইব্ন তায়মিয়া ও তাঁহার অনুগত ছাত্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, উভয়েই তাঁহাদের 'আক'াইদ ও বিশ্বাসের কঠোরতার জন্য খুবই খ্যাত ছিলেন। ফলে কায়রোর ছাপাখানাসমূহ হইতে শেষোক্ত দুইজনের বেশ কিছু সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; এই পুস্তকগুলিতে হ'াম্বালী মায'হাবের' 'আক'াইদ সংক্রান্ত মতবাদের বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। ইহার পরেও ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে মাহ'াল্লাতু'ল- কুবরা জেলার বুহূত নামক একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে কয়েকজন বিখ্যাত হ'াম্বালী পণ্ডিতের অভ্যুদয় ঘটে। তাঁহাদের মধ্যে 'আবদু'র-রাহ'মান আল-বুহূতী (মৃ. ১০৫১/১৬৪১-২) ও তাঁহার ছাত্র মুহ'াম্মাদ আল-বুহূতী (মৃ. ১০৮৮/১৬৭৭-৭৮) উভয়েই কায়রাতে বসবাস করিতেন এবং সেখানেই অধ্যাপনা করিতেন। আল-আয্-হারে হ'াম্বালী মতবাদ শিক্ষা দানের বুনিয়াদী পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হয় আদ্- দিমাশ্‌কীর (মৃ. ১৩৩৫/১৯২৫-৬) রচিত নায়লু'ল-মা'আরিব, যাহা দালীলু'ত-ত'ালিব-এর ভাষ্য (১২৮৮ হিজরীতে বুলাকে মুদ্রিত)। দালীলু'ত-ত'ালিব-এর রচয়িতা মার'ঈ ইব্ন য়ূসুফ একজন ফরমান লেখক (Epistolographer)-রূপেও পরিচিত ছিলেন।

আবু'ল-ফারাজ 'আবদু'র-রাহ'মান ইব্ন রাজাব (মৃ. ৭৯৫/১৩৯২-৩), তাবাক'াতু'ল-হ'ানাবিলা রচনা করেন। ইহা পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান (Vollers, Kat, Leipzig, No. 708 দ্র.)। ইব্ন আবী য়া'লা (মৃ. ৫২৬/১১৩১-২) রচিত ত'াবাক'াতু'ল হ'ানাবিলার দামিশ্‌কে মুদ্রিত সংস্করণ এখনও পাওয়া যায়। হ'াম্বালী সাহিত্য প্রচুর পরিমাণে কায়রো পাণ্ডুলিপির তালিকাভুক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (ক) জীবন-চরিত ঃ (১) আবূ বাক্‌র আল-খাল্লাল (মৃ. ৩১১/৯২৩-২৪)-এর হাম্বালী মায'হাবের ইতিহাসের একটি অধ্যায় যাহার কয়েক পৃষ্ঠা জা'হিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, দামিশ্‌ক-এ সংরক্ষিত আছে; (২) আবূ বাক্‌র আল-বায়হাকী (মৃ. ৪৫৮/১০৬৫-৬৬)-এর একটি রচনা, যাহার একটি দীর্ঘ অংশ ইব্ন কাছীরের বিদায়া, ১০খ., ২৩৪-২৪৩-এ বর্ণিত হইয়াছে। আল-হারাবী (মৃ. ৪৮১/১০৮৭-৮৮)-এর নামেও তাঁহার একটি জীবনী গ্রন্থ আরোপ করা হয়; ইহা ছাড়া আরও দুইটি বিরাট জীবনী গ্রন্থ রহিয়াছে অর্থাৎ (৩) ইব্নু'ল-জাওযী, মানাকি'বু'ল-ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩১ এবং (৪) আয্'-যাহাবীকৃত তারীখ কাবীর-এর একটি সারসংক্ষেপ, যাহা আহ'মাদ শাকির 'তারজামাতু'ল-ইমাম আহ'মাদ' শিরোনামে ১৩৬৫/১৯৪৬ সালে কায়রো হইতে পৃথকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন (এবং মুসনাদের প্রথম খণ্ডে দ্বিতীয়বার মুদ্রণ করিয়াছেন)। সেই সকল রচনাতে ইব্ন হ'াম্বালের পুত্র ও প্রাথমিক শাগরিদগণের সমসাময়িক প্রমাণাদি বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু উহাতে গুণ কীর্তনের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে সঠিক সন-তারিখের প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়। (খ) ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বালের রচনাবলী, যেইগুলি এই প্রবন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে; (গ) আধুনিক কালের গবেষণাসমূহ; (৫) W.M.Patton, Ahmed Ibn Hanbal and the Mihna, লাইডেন ১৮৯৭ খৃ.; (৬) J. Goldziher, Zur Geschichte der Hanbalitischen Bewegungen, in ZDMG, ১৯০৮ খৃ., পৃ. ১-২৮; (৭) ঐ লেখক, Encyclopaedia of Islam, Leiden, প্রথম সংস্করণ; (৮) মুহ'াম্মাদ আবূ যুহ্‌রা, ইব্ন হ'াম্বাল, কায়রো ১৯৪৯ খৃ.; (৯) সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১খ, ৮০-৮৫, ঢাকা ১৯৮২ খৃ.; তারীখে দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমাত, ১খ, ৮৪-১০২।

H. Laoust (দা. মা. ই. E.I.²)/এ.এন.এম.মাহবুবুর রহমান ভুঞা

আহ্‌মাদ ইব্‌ন য়াহ্‌য়া আল-মানীরী (احمد بن يحيى المنيرى) ঃ (র) শায়খুল-ইসলাম শারফুদ্দীন আল-বিহারী, একজন কামিল দরবেশ ও আলিম ছিলেন। তিনি ৬৬১ হিজরীর ২৬ শাবান সুলত্বান নাস্বীরুদ্দীন মাহ্‌মূদের রাজত্বকালে মানীর শহরে (পাটনা) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃকুল কু'রায়শ গোত্রের আবদ মানাফ-এর বংশধর ছিলেন এবং তাঁহার মাতৃকুল ইমাম জা'ফার স্বাদিক' (র)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ আল-বায়তু'ল-মুকাদ্দাস হইতে ভারতে আসেন এবং মানীরে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। আল্লাহভীতি ও দীনদারীতে এই বংশের প্রভূত সুখ্যাতি ছিল। মানীরের বহু লোক এই পরিবারের প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি নিজ গৃহে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। প্রাপ্ত বয়সে পিতা তাঁহাকে প্রসিদ্ধ আলিম শায়খ শারাফুদ্-দীন আবূ তাওয়ামা-র নিকট সোনারগাঁয় শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দেন। তিনি তাঁহার নিকট তাফসীর, হ্বাদীছ', ফিক'হ, মানতিক, দর্শন ও অংকশাস্ত্র শিক্ষা করেন। এই সময় তিনি তাস্বাওউফ-এর উপরও বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে, তাঁহার নিকট নিজের পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে যে সকল চিঠি আসিত তাহা তিনি না পড়িয়া জমা করিয়া রাখিতেন। কারণ ইহাতে তাঁহার জ্ঞান চর্চায় ব্যাঘাত হওয়ার আশংকা ছিল। অতঃপর ছাত্র জীবন শেষ করিয়া তিনি এই সকল চিঠি খুলিয়া পাঠ করেন। শায়খ আবূ তাওয়ামা স্বীয় কন্যাকে তাঁহার নিকট বিবাহ দেন এবং তাঁহার গর্ভে তিনটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। পরে তাঁহার স্ত্রী ও দুই পুত্র মারা যায়।

তিনি সোনারগাঁয় অবস্থানকালে পিতার মৃত্যু সংবাদ পান এবং ৬৯০ মতান্তরে ৬৯১ হিজরীতে জীবিত পুত্রসহ মানীর প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর পুত্রকে নিজের মাতার নিকট রাখিয়া তিনি নিজ ভ্রাতা শায়খ জালালু'দ্দীনসহ দিল্লী চলিয়া আসেন এবং তথায় শায়খ নিজ'মুদ্দীন মুহাম্মাদ আল-বাদায়ূনীসহ একদল আওলিয়ার সাহচর্যে আসেন। শারাফুদ্দীন আবূ 'আলী ক'লান্দারের সাক্ষাত লাভ করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় দিল্লি ফিরিয়া আসেন এবং শায়খ নাজীবুদ্দীন আল-ফিরদাওসীর নিকট বায়'আত হন। তিনি তাঁহাকে নিজের খিরক'া পরিধান করাইয়া দেন। অতঃপর তিনি মানীরের উদ্দেশে রওয়ানা হন। কিন্তু বিহয়া (بهيا) জংগলে পৌঁছিয়া হঠাৎ ময়ূরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহার মনের মধ্যে এতটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় যে, তিনি জংগলে ঢুকিয়া পড়েন। তাঁহার ভাই অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাঁহার কোন সন্ধান পাইলেন না। তিনি এই জঙ্গলে ১২ বৎসর কাটাইয়া দেন। অতঃপর রাজগীরের (পাটনা) জঙ্গলে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়ান। পূর্ণ ২৩ বৎসর ধরিয়া বন-জঙ্গলে সাধনা করিতে থাকেন, গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করেন। এই সময় একদল হিন্দু যোগীর সঙ্গেও তাঁহার সংঘর্ষ হয়। নুযহাতু'ল-খাওয়াতি'র-এ আছে যে, তিনি প্রায় তিরিশ বৎসর বন-জঙ্গলে কাটান এবং এই সুদীর্ঘ সময়ে একটি লোকের সঙ্গেও সাক্ষাত করেন নাই।

জনবসতিতে ফিরিয়া আসার পর লোকেরা তাঁহার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। তিনি বিহারের জামে' মসজিদে জুমু'আর নামায পড়িতে যাইতেন। এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য লোকেরা তাঁহার নিকট অনুনয়-বিনয় করে। তিনি দীর্ঘ ৬০ বৎসর এখানে অবস্থান করিয়া লোকদের সুন্নাতের অনুসরণ ও সৃষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য উৎসাহিত করিতে থাকেন এবং আগ্রহী সকলকে মারিফাতের শিক্ষা দিতে থাকেন। শায়খ নিজ'মুদ্দীন আওলিয়ার একজন সহচর নিজাম মাওলা বিহারী শহরের বাহিরে তাঁহার জন্য একটি কুটির নির্মাণ করেন এবং শায়খ শারাফুদ্দীনকে তথায় অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন এবং বলেন, "তোমাদের ভালবাসা আমাকে একটি প্রতিমা গৃহে অবস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছে।" সীরাতু'শ শারাফ (سيرة الشرف) গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী ইহা ৭২১ হইতে ৭২৪ হিজরীর মধ্যকার ঘটনা। অতঃপর সুলত্বান মুহাম্মাদ শাহ তুগ'লাক একটি সুরম্য খানকাহ তৈরি করাইয়া তাঁহাকে সেইখানে বসবাস করিতে অনুরোধ করেন। ইহার ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য তিনি রাজগীর পরগণার জায়গীরও দান করেন। সুলতান-এর এই অনুরোধ গ্রহণ করা ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল না।

আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে কু'রআন ও সুন্নাতের যে গভীর তত্ত্বজ্ঞান দান করেন, তিনি এখানে অবস্থান করিয়া তাহা প্রচার করিতে থাকেন। বিশেষজ্ঞ 'আলিম ও হ্বাদীছ'বেত্তাগণ এখানে সমবেত হইতেন, বিভিন্ন জটিল বিষয় লইয়া আলোচনা হইত এবং সমাধান খুঁজিয়া বাহির করা হইত। তাঁহার মুরীদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লাখ। যে সকল মুরীদ তাঁহার মজলিসে হাযির হইতে পারিত না, তিনি চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাহাদের পথনির্দেশ দান করিতেন, প্রয়োজনবোধে সুলত্বানকেও উপদেশ ও পরামর্শ দান করিতেন। সুলত্বানের জামাতা দাঊদ মালিককেও তিনি ধর্মীয় শিক্ষা দান করিতেন। তিনি আমীর-উমারাকে চিঠির মাধ্যমে উপদেশ দান করিতেন। রাজকর্মচারীরা কাহারও উপর অত্যাচার করিলে তিনি ইহার প্রতিকারের জন্য বাদশাহ্‌র নিকট দাবি জানাইতেন। তাঁহার চালচলন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধা এবং তিনি সাধারণ মানের পোশাক পরিধান করিতেন। মানুষের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন এবং সৃষ্টির সেবাকে সর্বোত্তম কাজ মনে করিতেন। তিনি বলেন, "মুসলমানদের প্রয়োজনীয় কাজ করিয়া দেওয়া, তাহাদের কল্যাণ-চিন্তায় সর্বদা লাগিয়া থাকা বড়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার। ইহা নবীদের কাজ। এই অন্ধকার দুনিয়ায় কলম, মুখ এবং সম্পদ দ্বারা যতদূর সম্ভব অভাবী ও মুখাপেক্ষী লোকদের সুখ-শান্তির ব্যবস্থা কর।"

তিনি বহু গ্রন্থও রচনা করেন এবং ইহা হইতেও তাঁহার আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার চিঠিপত্রের সংকলনটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত এবং ইহাতে মোট ৩২৮টি চিঠি স্থান পাইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে রহিয়াছেঃ আল-আজবি'বা (الاجوبة), ফাওয়াইদে রুক্না (فوائد ركنى), ইরশাদু'ত-তালিবীন (ارشاد الطالبين), ইরশাদু'স-সালিকীন (ارشاد السالكين), মাদ'নু'ল মা'আনী (معدن المعانى), লাত'াইফু'ল-মা'আনী (لطائف المعانى), মুখ্‌খ'ল-মা'আনী (مخ المعانى), খাওয়ান পুর নি'মাত (خوان پور نعمت), তুহ'ফা-ই গ'ায়বী (تحفة غيبى), যাদু'স-সাফার (زاد السفر), 'আক'াইদে শারাফী (عقائد شرفى) ও শারহ্' আদাবিল-মুরীদীন (شرح اداب المريدين)। তিনি ৬ শাওয়াল রাত্রে, ৭৭২/১৩৭১ সনে ১২০ বৎসর বয়সে সুলত্বান ফীরূয শাহের রাজত্বকালে ইনতিকাল করেন। সায়্যিদ আশরাফ জাহাঙ্গীর তাঁহার জানাযা পড়ান। বিহার শহরে তাঁহার মাযার এখনও বর্তমান আছে এবং লোকেরা তাহা নিয়মিত যিয়ারত করিয়া থাকেন (আরও দ্র. শারাফুদ্দীন য়াহ্‌য়া মুনায়রী)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদু'ল-হা'য়্যি লাখনাবী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতি'র, ২য় সং., হায়দ্রাবাদ (ভারত) ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ, ৬-৮; (২) আনওয়ার আস্'আফিয়া, ২য় সং. লাহোর, আগস্ট ১৯৮২ খৃ., পৃ. ৩৮৩-৯২; (৩)

জাহ্‌রু'ল-হাসান, শারিব, খুম খানায়ে তাস'উফ, ২য় সং, দিল্লী, আগস্ট ১৯৮১ খৃ., পৃ. ১০২-৮; (৪) সায়্যিদ আবু'ল-হাসান আলী নাদ্‌বী, তারীখে দাওয়াত ওয়া 'আযীমাত, ৩খ, লখনৌ ১৩৯৮/১৯৭৮।

মুহাম্মদ মূসা

আহ্‌মাদ ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন আল-কাসিম ইব্‌ন সু'বায়হ, আবূ জা'ফার (احمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح ابو جعفر) ঃ খলীফা আল-মা'মূনের সচিব। তিনি কূফার পার্শ্ববর্তী এলাকার একটি মাওয়ালী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই পরিবারে বহু সচিব ও কবি জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা য়ূসুফ প্রথমে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আলীর, পরে য়া'কূব ইব্‌ন দাউদের এবং সর্বশেষ য়াহ্‌য়া বারমাকীর সচিব ছিলেন। আল-মা'মূনের খিলাফাতের সমাপ্তিকালে আহ্‌মাদ ইরাকে একটি সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার বন্ধু আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবী খালিদ তাঁহাকে আল-মা'মূনের নিকট উপস্থাপন করেন এবং তিনি অচিরেই স্বীয় বাগ্মিতা দ্বারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আল-মা'মূনের অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হন এবং কিছুকাল পরে (সঠিকভাবে তারিখ নিরূপণ করা অসম্ভব) [দীওয়ানু'র-রাসাইলের (সচিবালয় বিভাগ) পরিবর্তে, যাহার দায়িত্ব 'আমর ইব্‌ন মাস'আদাকে দেওয়া হয়] দীওয়ানু'স-সির (গোয়েন্দা বিভাগ)-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। খালীফার একান্ত সচিব হিসাবে তিনি এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যে, কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাকে উযীর নামে আখ্যায়িত করেন যাহা তিনি কখনও ছিলেন না বলিয়াই অনুমিত হয়। তিনি ভবিষ্যত খলীফা আল-মু'তাসি'মের সহিত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন এবং সম্ভবত রমযান, ২১৩/নভেম্বর-ডিসেম্বর ৮২৮ সালে ইনতিকাল করেন। বিভিন্ন পত্র, জোরালো মন্তব্য, সারগর্ভ উক্তি ও কবিতার জন্য তিনি সচিব-কবিরূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জ ঃ (১) জাহি'জ, ফী যাম্ম আখলাকি'ল-কুত্তাব, ৪৮; (২) ঐ লেখক, বায়ান, ২খ, ২৬৩; (৩) ইব্‌ন তায়ফূর; (৪) তাবারী, ৩খ; (৫) জাহশিয়ারী, নির্ঘণ্ট; (৬) আস'-সূলী, আওরাক (শু'আরা), পৃ. ১৪৩, ১৫৬,২০৬, ২৩৬; (৭) মাস'উদী, আত-তান্‌বীহ্‌, পৃ. ৩৫২; (৮) আগানী, সূচী; (৯) য়াকূত, ইরশাদ, ২খ, ১৬০-৭১।

D. Sourdel (E.I.[2])/মু. আবদুল মান্নান

আহমাদ ইব্‌ন সা'ঈদ (দ্র. বুসা'ঈদ)

আহ্‌মাদ ইব্‌ন সাহ্‌ল ইব্‌ন হাশিম (احمد بن سهل بن هاشم) ঃ সম্ভ্রান্ত দিহকান (জোতদার) পরিবার কামকারিয়ান (মারব-এর নিকট বসবাসকারী) বংশোদ্ভূত, সাসানী বংশের গর্বিত দাবিদার, খুরাসানের গভর্নর। পারসিক ও 'আরবদের মধ্যকার যুদ্ধে (মারবে) মৃত্যুবরণকারী স্বীয় ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে তিনি 'আমর ইব্‌নু'ল-লায়ছের অধীনে এক গণঅভ্যুত্থান ঘটান। তাঁহাকে বন্দী করিয়া সীসতানে আনয়ন করা হইলে সেখান হইতে তিনি দুঃসাহসের সঙ্গে পলায়ন করেন এবং মারবে অভ্যুত্থানের এক নূতন প্রচেষ্টার পর বুখারায় সামানী ইব্‌ন আহ্‌মাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। আহ্‌মাদ ইসমা'ঈলের অধীনে খুরাসান ও রায়-এর যুদ্ধসমূহে এবং আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈলের অধীনে সীসতান বিজয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। খুরাসানের বিদ্রোহী গভর্নর হু'সায়ন ইব্‌ন 'আলী আল-মারওয়াররূদীর বিরুদ্ধে নাস্'র ইব্‌ন আহ্‌মাদের নেতৃত্বাধীনে প্রেরিত হইয়া তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে রাবী'উ'ল-আওয়াল ৩০৬/আগস্ট-সেপ্টেম্বর ৯১৮ সালে পরাজিত করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি নিজে সামানীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং মুরগাবে প্রধান সেনাপতি হামূয়া ইব্‌ন 'আলীর নিকট পরাজিত হইয়া বুখারায় প্রেরিত হন। সেখানে তিনি বন্দী অবস্থায় যু'ল-হিজ্জা ৩০৭/মে-জুন ৯১৯ সালে ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌নু'ল-আছীর (সম্পা. Tornb., viii, 86.প.), এবং একই বিবরণ কিছুটা বিস্তারিতভাবে রহিয়াছে: (২) গারদীযী, যায়নু'ল-আখবার (সম্পা. নাযিম, ১৯২৮ খৃ., পৃ. ২৭-৯); বাহ্যত উভয়টিরই একই সূত্র রহিয়াছে এবং তাহা হইতেছে সম্ভবত(৩) আস-সাল্লামীর তা'রীখ বু'লাত খুরাসান।

W. Barthold (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

আহ্‌মাদ ইব্‌নুল-খালীল (احمد بن الخليل) ঃ আনু. ১১৮৭-১২৩৯, পারসিক মুসলিম দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ ও শাফি'ঈ ধর্মতত্ত্ববিদ। পূর্ণ নাম আবু'ল-'আব্বাস আহ্‌মাদ ইব্‌নু'ল-খালীল ইব্‌ন সা'দ আল-খুয়াইয়ী শামসুদ্দীন। তিনি বাগদাদে ইব্‌ন হুবাল, হামাদান 'আলাউদ্দীন আত্-তাউসী (?) ও হিরাতে ফাখ্‌রুদ্দীন আর-রাযীর শিষ্য ছিলেন এবং দামিশকে প্রধান কাযীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাফ্‌সীর, হাদীছ, ফিক্‌হ সাহিত্য, চিকিৎসা, গণিত সম্পর্কে জানাবি'ল-'উলূম নামক বিস্তৃত কাহিনী পুস্তক এবং আত্মা সম্পর্কে চিকিৎসাবিদ, দার্শনিক, সূফী ও সাধারণ মানুষের ধারণা ও আত্মজীবনী সম্বলিত (কিতাবু'স-সাফীনাতিন-নুহিয়্যা ফি'স্-সাকিনাতি'র-রূহিয়্যা নামক) আরেকখানি পুস্তকের লেখক।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬৮

আহ্‌মাদ ইব্‌নুল-হু'সায়ন আল-বুখারী (احمد بن الحسين البخاري) ঃ একজন প্রসিদ্ধ দরবেশ ও 'আলিম। তিনি ভারতে (সম্ভবত বাহ্‌কার শহরে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম ফাতি'মা বিন্‌ত সায়্যিদ বাদরু'দ্দীন ইব্‌ন সা'দরু'দ্দীন আস-সিন্ধী। তিনি পিতার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং খিলাফাত লাভ করেন। তিনি সায়্যিদ মুরতাদা'র কন্যা হু'ওয়ায়দ খাতুনকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে হু'সায়ন ইব্‌ন আহ্‌মাদ জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার ভগ্নী বীবী খাতুনকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তায'কিরাতু'স-সাদাতি'ল বুখারিয়্যা গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আবদু'ল-হা'য়্যি লাখনাবী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতি'র, ২য় সং., হায়দরাবাদ ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ., ৫।

মুহাম্মদ মূসা

আহ্‌মাদ ইব্‌নুশ-শিহাব (احمد بن الشهاب) ঃ দিহলাবী শায়খু'ল-ফাদি'ল আল-কাবীর, আয-যাহিদ, আস'-সূফী সা'দরু'দ্দীন, কামিল দরবেশ হিসাবে প্রসিদ্ধ, দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় লালিত-পালিত হন, সমকালীন প্রসিদ্ধ 'আলিমদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর শায়খ নাসীরু'দ্দীন মাহ্‌মূদ আল-আওধীর নিকট মুরীদ হন। তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার দক্ষতা ছিল। তিনি ছিলেন সাধক, মিষ্টভাষী এবং প্রখর মেধার অধিকারী। মা'রিফাত জ্ঞানে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। আস'-সাহাইফ ফিল-হাকাইক ওয়া'ল-মা'আরিফ (الصحائف فى الحقائق والمعارف) তাঁহার অন্যতম রচনা। শায়খ 'আবদু'ল-হা'ক্‌ক ইব্‌ন সায়ফুদ্দীন আদ-দিহলাবী আখবারুল-আখয়ার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, একবার

জিন্নেরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায়। ফলে তিনি কিছুকাল তাহাদের মধ্যে অবস্থান করেন। কতিপয় জিন্ন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে তাঁহার চিকিৎসায় ইহারা সুস্থ হইয়া উঠে। ইহার বিনিময়ে জিন্নরা তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দান করে। কিন্তু তিনি ইহার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। ইহাতে তাহারা আশ্চর্যান্বিত হয় এবং তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেয়। তিনি ৭৫৯ হিজরীতে (১৩৫৭ খৃ.) ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-হা'য়্যি লাখনাবী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতি'র, ২য় সং., হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ., ৬।

মুহাম্মদ মূসা

আহ্‌মদাবাদ (احمد آباد) ঃ ভারতের (বোম্বাই প্রদেশের) এই নামের একটি জিলা সদর, ইহা সাবারমতী নদীর তীরে অবস্থিত। ১৯০১ খৃ., এই শহরের লোকসংখ্যা ছিল ১,৮৫,৮৯৯। মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ ছিল মুসলমান। সমগ্র জেলার (আয়তন ৩,৮১৬ বর্গমাইল-৯,৮৮৩ বর্গ কিলোমিটার) লোকসংখ্যা ছিল ৭,৯৫,৯৬৭। আহমাদাবাদ ভারতের সুন্দরতম শহরগুলির একটি এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের বুটিদার, জরির কাপড়, রেশমী, সুতী ও সার্টিং কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ। অনুরূপভাবে তাম্র ও কাঁসার বাসন-পত্র, ঝিনুকের অলংকার, বিচিত্র বর্ণের জিনিসপত্র এবং কাঠের উপর খোদাই করা জিনিসের জন্য (যেমন পানদান ইত্যাদি) বিশেষভাবে খ্যাত। তথায় প্রাচীন মসলিন শিল্পের বহু নিদর্শন রহিয়াছে। এইসবের মধ্যে অন্যান্য স্থাপত্য কীর্তি ছাড়াও পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর নির্মিত মসজিদ ও সমাধিসৌধ অন্তর্ভুক্ত।

এই শহরটি ১৪১১ সালে গুজরাটের সুলতান প্রথম আহ্‌মাদ শাহ (দ্র.) (যিনি পুরাতন হিন্দু শহর আশাওয়ালকে স্বীয় রাজধানী করিয়াছিলেন) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য ইমারত নির্মাণের মাধ্যমে ইহাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। গুজরাটের শাহী বংশের শাসনামলে প্রথম শতাব্দীতে এই শহরটি দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ইহার পর হইতে শহরটির গুরুত্ব হ্রাস পাইতে থাকে। মুগল সম্রাটদের শাসনামলে শহরটি আবার উন্নতি লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবার ইহার অবনতি ঘটে। ১৮১৮ খৃ. শহরটি ইংরেজ শাসনাধীনে আসে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Imperial Gazetteer, I (১৯০১ খৃ.), 492; (২) Bombay Gazetteer, iv-B (১৯০৪ খৃ.); (৩) Muhammedan Architecture of Ahmedabad A. D. ১৪১২-১৫২০ (১৯০০ খৃ.); (৪) Th. Hope, Ahmedabad; (৫) Fergusson, Indian Architecture; (৬) Schlagintweit, Handol und Gewerbe in Ahmedabad. (Oesterr. Monatsschr. Fur den Orient, 1884, 160ff.)

(E.I.[2])/এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহমাদী (احمدى) ঃ কুওয়ায়ত শহর হইতে প্রায় ২০ কি. মি. দক্ষিণে অবস্থিত একটি নগরী। ইহা মাত্র কয়েক দশক আগে স্থাপিত হয়। কুওয়ায়ত অঞ্চলে তৈল অনুসন্ধানের প্রাথমিক দিনসমূহে, তৎকালে এ্যাংলো-ইরানী তৈল কোম্পানী (পরবর্তীতে বৃটিশ পেট্রোলিয়াম নামে নামান্তরিত) এবং যুক্তরাষ্ট্রের গাল্‌ফ অয়েল কর্পোরেশন দ্বারা সমভাবে মালিকানাধীন কুওয়ায়ত অয়েল কর্পোরেশন (KOC) মাগওয়া (আল-মাকওয়া) নামক স্থানে ইহার মূল শিবির স্থাপন করে। ইহা এই রাষ্ট্রের অন্যতম উচ্চ স্থান, এই রাষ্ট্রে এই ধরনের উচ্চ স্থানের সংখ্যা খুবই কম, ইহার উচ্চতা আনুমানিক ১২০ মিটার। ইহা জাহ্‌র (আল-জাহ্‌র) নামক শৈলশ্রেণী হইতে সামান্য উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ১৩৫৬/১৯৩৮ সালে KOC এই শৈলশ্রেণীর দক্ষিণে বুরগান (বুরকান)-এ তৈল আবিষ্কার করে যাহা পরবর্তী কালে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম তৈলক্ষেত্রে পরিণত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটেন ও পরে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ গ্রহণকালে এখান হইতে প্রথম তৈল রপ্তানী ১৩৬৫/১৯৪৬ পর্যন্ত স্থগিত থাকে। KOC অতঃপর ধীরে ধীরে ইহার বহিরাঙ্গন দফতর এই শৈলশ্রেণীর নিকটস্থ মরু অঞ্চলে স্থানান্তর করে, যাহা কুওয়ায়ত-এর তৎকালীন শাসক শায়খ আহ্‌মাদ আল্-জাবির আস-স'াবাহ'-এর সম্মানে আহ্‌মাদী ('আরবীতে আল-আহ্‌মাদী) নামে অভিহিত হয়। বুরগান ও অন্যান্য তৈলক্ষেত্র হইতে (যাহার একটি আহ্‌মাদী নামে পরিচিত) সংগৃহীত তৈল এই পাহাড়ে একটি সংরক্ষণাগারে আনয়ন করা হয় এবং তথা হইতে ইহা মাধ্যাকর্ষণের টানে নিকটস্থ উপকূল পর্যন্ত প্রবাহিত হয় এবং সেখান হইতে আল্-আহ্‌মাদী বন্দরের জেটি দিয়া জাহাজে তোলা হয়। তৈল কোম্পানী ইহার বৈদেশিক কর্মচারীদের (বৃটিশ- আমেরিকান ইত্যাদি) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিনোদনের জন্য আহ্‌মাদীতে একটি পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা গড়িয়া তোলে। সময়ের প্রবাহের সহিত কুওয়ায়তীগণ ক্রমবর্ধমানভাবে উচ্চমাত্রার প্রশিক্ষণ লাভ করিয়া কোম্পানীর উচ্চ পদে নিযুক্ত হইতে থাকে, সরকারী পক্ষ হইতেও KOC-এরমালি কানার ক্ষেত্রে প্রথমে প্রবেশ লাভ ও পরে পর্যায়ক্রমে ইহার অংশ বৃদ্ধি করা হইতে থাকে—যাহার পরিণতি ঘটে ১৩৯৪/১৯৭৫ সালে সম্পূর্ণভাবে কোম্পানীর মালিকানা গ্রহণের মাধ্যমে। তবে মূল মালিকবর্গকে প্রয়োজনমত ইহার পরিচালনায় অংশ দেওয়া হয়। ফলে এই শহরটি এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য স্থানীয় এলাকা ক্রমশ ঘনিষ্ঠভাবে একত্র হওয়ার পথে অগ্রসর হইতেছে।

আহ্‌মাদী শহর, একই সঙ্গে আহ্‌মাদী গভর্নরের (মুহ'াফাজা') আসন। কুওয়ায়ত ইহার বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের রপ্তানীর উপর অধিক নির্ভরশীলতা হ্রাস করিবার জন্য শিল্পায়নের দিকে গুরুত্ব আরোপ করে এবং ইহার অর্থনীতি বহুমুখী করিতে চেষ্টা করে। রাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ শিল্প এলাকাটি বর্তমানে এই এলাকার উপকূলে, আল্-আহ্‌মাদী বন্দরের দক্ষিণে শু'আয়বা (আশ-শু'আয়বা) নামক স্থানে অবস্থিত। এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সমুদ্রের পানি ও পেট্রো-রসায়নভিত্তিক বহু বৃহৎ শিল্প কেন্দ্র অবস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সাধারণ গ্রন্থপঞ্জীর অতিরিক্ত কুওয়ায়ত-এর জন্য দ্রষ্টব্য ঃ (১) আল্-'আরাবী, কুওয়ায়ত, শাওওয়াল ১৩৯৫ এবং রাবী'উ'ছ-ছ'ানী ১৩৯৬; (২) মাজাল্লাত দিরাসাতি'ল-খালীজ, কুওয়ায়ত, রাজাব ১৩৯৬; (৩) The Kuwaiti Digest, কুওয়ায়ত, জানু.-সেপ্টেম্বর ১৯৭৬।

G. Rentz (E.I.[2])/ মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

আহ্‌মাদী (احمدى) ঃ তাজুদ্দীন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন খিদ্'র, অষ্টম/চতুর্দশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ 'উছমানী কবি, জন্মস্থান ও তারিখ অজ্ঞাত। সম্ভবত তিনি ৭৩৫/১৩৩৪-৫ সনের পূর্বে জিরমিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আনাতোলিয়ায় যথাসম্ভব শিক্ষা লাভের পর তিনি কায়রো গমন করিয়া হিদায়া গ্রন্থের ভাষ্যকার আকমালু'দ্দীন বাবারতীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মিসরে হাজ্জী পাশা ও মুল্লা ফিনারীর সহিতও বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করত তিনি কুতাহ্‌য়ায় কাব্যের বিখ্যাত পৃষ্ঠপোষক উগল্‌ সুলায়মান পাশার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন, যিনি আনু.

৭৬৯/১৩৬৭ হইতে ৭৮৮/১৩৮৬ সন পর্যন্ত এই প্রদেশ শাসন করেন। কবি আহ্'মাদী তাঁহার প্রশংসায় 'ইস্কান্দারনামা' রচনা করেন যাহার পরিমার্জিত অনুলিপি সুলায়মান চেলেবী-র প্রতি উৎসর্গীকৃত হয়। অতঃপর আহ্'মাদী তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের জামাতা সুলত'ান বায়াযীদ-এর দরবারীদের অন্তর্ভুক্ত হন। সেইখানে তিনি বায়াযীদের পুত্র সুলায়মান চেলেবী-র ঘনিষ্ঠ ও প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। বর্ণনাসূত্রে জানা যায়, তায়মূর লং-এর বিরুদ্ধে আংকারার যুদ্ধে সুলত'ান বায়াযীদের জয়লাভের পর কবি আহ্'মাদী তায়মূরের সাক্ষাত লাভ করেন। তবে এই কথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, কবি সুলায়মান প্রথম সুযোগেই চেলেবীর দরবারে আদ্রিয়ানোপল নামক স্থানে দ্বিতীয়বার উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রুসাবাসীদের প্রতি তাঁহার কবিতাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, কবি আহ্'মাদী কয়েক বৎসর ব্রুসায় অবস্থান করিয়াছিলেন। ব্রুসাবাসীদের প্রতি অসন্তুষ্টি ও ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা দ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, আহ্'মাদী সুলায়মানের গুণমুগ্ধ ছিলেন। অপরপক্ষে ব্রুসাবাসিগণ মুহ'াম্মাদ চেলেবী-র (প্রথম মুহ'াম্মাদ) সমর্থক ছিল। তাঁহার রচিত দীওয়ানে সুলায়মানের প্রশংসাবাচক অনেক কবিতা রহিয়াছে। তিনি তাঁহার রচিত ইস্কান্দারনামার সর্বশেষ নির্ভুল সংস্করণ জামশীদ ও খুরশীদ ও তারবীহু'ল-আরওয়াহ' তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুলায়মানের মৃত্যুতে (৮১৪/১৪১১) তিনি একটি মর্মস্পর্শী শোকগাথা রচনা করেন যাহার শেষাংশে নব-অভিষিক্ত সুলতান মুহ'াম্মাদের উদ্দেশে কতিপয় আশীর্বাদসূচক কবিতা সংযুক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। পরবর্তীতে সুলতান মুহ'াম্মাদের প্রশংসায় বেশ কয়েকটি কাসীদা রচনা করত তাঁহার দরবারে পেশ করেন। আহ্'মাদী ৮১৫/১৪১৩ সনে আমাসিয়ায় ইনতিকাল করেন।

তাঁহার বৃহদাকার গ্রন্থসমূহ ঃ (১) ইস্কান্দারনামা, সিকান্দার আ'জাম-এর জীবনী ও কীর্তিসমূহের বিস্তারিত বিবরণ। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ফিরদওসী ও নিজ'ামীর রচনা হইতে গ্রহণ করিলেও কবি ইহাতে স্বরচিত উপদেশমূলক অনেক কবিতা সংযোজন করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় নিরেট তুর্কী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল এবং কবিতা রচনায় তিনি আক্ষরিক ছন্দ অনুসরণ করেন। এই কবিতার পরিশিষ্ট ইসলামের ইতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত আলেখ্য। ইহার শেষাংশ এখনও উছ'মানী সাম্রাজ্যের কাব্যসাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস হিসাবে বিবেচিত। এই বিষয়ে ইহাই প্রথম রচনা, যাহা হইতে পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকগণ উপকৃত হইয়াছেন (এই কাহিনী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিধৃত)। (২) জামশীদ ও খুরশীদ ঃ ইহা একটি মাছ'নাবী। ইহাতে চীনদেশীয় এক শাহযাদার বর্ণনা আছে, যিনি এক রোমক শাহযাদীর প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন। সালমান সাউজী-র মাছ'নাবী ইহাকে ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল। (৩) তারবীহু'ল-আরওয়াহ' ঃ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ক উপদেশমূলক মাছ'নাবী যাহা সুলায়মান চেলেবীর মানসিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষের উদ্দেশে রচিত। (৪) দীওয়ান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন 'আরাব শাহ, উকূদু নাসীহা, তাকীয়্যদ্দীন তাঁহার হস্তলিখিত গ্রন্থ ত'াবাক'াতু'ল-হ'ানাফিয়্যা-য় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন; (২) তাশকুপরূ যাদা, আশ-শাকা'ইকু'ন-নু'মানিয়্যা, ৭০ প.; (৩) তায'কিরাজাত সহী (স্মৃতিচারণ), ৫৪ প., লাতীফী, ৮২, আশিক' চেলেবী; (৪) 'আলী, কুন্হু'ল-আখবার, ৫খ., ১২৮; (৫) Gibb, Ottoman Poetry, ১খ., ২৬০ প.; (৬) Babinger, ১১ প.; (৭) J. Thury Torok nyelvemlokek, বুদাপেস্ট ১৯০৩ খৃ., ৩১ প. (তুর্কী অনু. MTM-এ, ২খ., ১১০ প.); (৮) S. Nuzhet Ergun, Turk Sairieri, ১খ., ৩৮৪ প.; (৯) নাহাদসামী বানারলী, আহ্'মাদী ও দাস্তান-ই তাওয়ারীখি'ল-মুলূক আল-ই 'উছ'মান তুর্কীয়াত মাজমূ'আসী, ১৯৩৯ খৃ., ৪৯ প.; (১০) Brockelmann, ZDMG, ১৯১৯ খৃ., ১ প., আহ্'মাদীর ভাষা সম্পর্কে; (১১) P. Wittek, in Isl., ১৯৩২ খৃ., ২০৫; (১২) P. Wittek, in Byzantion, ১৯৩৬ খৃ., ৩০৩ প.; (১৩) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, শিরোনাম, ফুআদ কোপরুলু রচিত।

G. L. Lewis (E.I.[2], দা. মা. ই.)/সিরাজ উদ্দিন আহমদ

আহ্'মাদীলী (احمديلى) ঃ মারাগ'ার একটি রাজবংশ। উক্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আহ্'মাদীল ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন ওয়াহসুদান আর-রাওয়াদী আল-কুরদী মূলত আর-রাওওয়াদ নামক আরাবী গোত্রের স্থানীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত আর-রাওওয়াদ ছিল আযদ নামক 'আরাবী গোত্রের একটি শাখা। উহারা তাবরীযে আসিয়া বসতি স্থাপন করে (দ্র. রাওওয়াদী, তু. যামবাওয়ার)। সময়ের আবর্তনে ইহারা কুরদী গোত্রের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। আহ্'মাদীল নামটিই এই কথার প্রমাণ বহন করে। কারণ আহ্'মাদ নামটির শেষে 'ঈল' শব্দটি ইরানী (কুরদী) শব্দ। কুরদী ভাষায় ইহা ক্ষুদ্রত্বব্যঞ্জক প্রত্যয় প্রকাশ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আহ্'মাদীল ৫০৫/১১১১ সনে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তেল্লবাশির নামক স্থান অবরোধের সময় Jocelyn-এর সহিত আপোষ করিয়া তিনি শহর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান (কামালুদ্দীন, তারীখ হ'ালাব, RHC, ৩খ, ৫৯৯)। ইহার কিছুদিন পর তিনি আরমানের (দ্র.) বাদশাহ সুক'মান (মৃ. ৫০৬/১১১২)-এর স্থলাভিষিক্ত হইবার আশায় সিরিয়া অঞ্চল পরিত্যাগ করেন। সুক'মান তাবরীয নামক স্থানটি দখল করিয়া লইয়াছিলেন। আহ্'মাদীল পূর্বপুরুষের ভূসম্পত্তি পুনর্দখলের সর্বদা চিন্তা করিতেন। সিব্ত' ইব্নু'ল-জাওযীর বর্ণনামতে (RHC, ৩খ., ৫৫৬) আহ্'মাদীল পাঁচ হাজার সশস্ত্র সৈন্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম ছিলেন এবং তাঁহার বার্ষিক আয় ছিল চার লক্ষ দীনার। হি. ৫১০ (মতান্তরে হি. ৫০৮) সনে ইসমাঈলীগণ তাঁহাকে হত্যা করে। কেননা তিনি তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করিয়াছিলেন (RHC, ঐ; ইব্নু'ল-আছ'ীর, হি. ৫১০ ঘটনাবলী)।

তাঁহার উত্তরাধিকারীদের নাম ও উপাধির ব্যাপারে বিভিন্ন উৎসে নানা রকম উল্লেখ থাকিবার কারণে তাঁহাদের ইতিহাস অধ্যয়ন জটিল হইয়া পড়িয়াছে। বাহ্যত এইরূপ মনে হয় যে, আহ্'মাদীলীর জনৈক তুর্কী দাস তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হয়, যাহার নাম ছিল আক' সুনকু'র আল-আহ্'মাদীলী। সুলত'ান মুহ'াম্মাদ (মৃ. ৫১১/১১১৮)-এর পুত্রদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের ঘটনা আলোচনা করিতে গেলেই তাঁহার নাম প্রায়ই আসিয়া যায়। মাস'উদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ৫১৪ হি. তাঁহার পূর্ববর্তী আতাবেক ক'াসিমু'দ-দাওলা আল-বুরসুকীকে মারাগা-তে নিয়োগ করেন। কিন্তু সুলত'ান মাহ্'মূদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আক সুনকুরকে (যিনি ইতিমধ্যেই বাগদাদে গমন করিয়াছিলেন) পুনরায় মারাগা-তে বহাল করেন। ৫১৫/১১২১ সনে মালিক তু'গ'রিল ইব্ন মুহ'াম্মাদের আতাবেক কুনতুগদীর মৃত্যুর পর আক সুনকুরের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন। এই দিকে তু'গ'রিল তাঁহাকে দশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিবার নির্দেশ দেন এবং নিজে তাঁহার সহিত আরদাবীল বিজয়ের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তাঁহারা উক্ত শহর

অবরোধ করিয়া জয়লাভে বিফল হইলেন। এইদিকে সুলত্‌ান মাহ্‌মূদ প্রেরিত জুয়ূশ-বেগ মারাগা দখল করেন। ৫১৬/১১২২ সনে গুরজিসতানের ঘটনাবলী (Brosset, ১খ., ৩৬৮) বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে, তুগ্‌রিলের পক্ষ হইতে আদিষ্ট হইয়া আররান-এর আতাবেক আগসুনছুল (আক সুনকুর) শারওয়ান আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন। ৫২২ হি. তাঁহাকে মায়্যাদী দুবায়স-এর ষড়যন্ত্রের মূল উৎপাটনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ৫২৪ হিজরীর ঘটনা হইতে আমরা অবগত হই যে, আক সুনকুর দাউদ ইব্‌ন মুহ্‌াম্মাদের আতাবেক হিসাবে তাঁহার সিংহাসন লাভের দাবির সমর্থনে সহায়তা করিতে থাকেন। তু্‌গ্‌রিল ৫২৬ হি. স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র দাউদকে পরাজিত করিয়া মারাগা এবং তাবরীয হস্তগত করেন (আল-বুন্‌দারী, পৃ. ১৬১)। আক সুনকুর বাগদাদের দিকে পলায়ন করেন, অতঃপর তিনি দাউদের অপর পিতৃব্য মাস'উদকে আযারবায়জান পুনরায় দখল করিবার ব্যাপারে সাহায্য করিতে থাকেন। তিনি হামাযান শহর দখল করেন। তুগ্‌রিলের প্ররোচনায় ইসমাঈলীরা ৫২৭/১১৩৩ সনে তাঁহাকে হত্যা করে (ঐ, পৃ. ১৬৯)।

আক্‌ সুনকু্‌রের পুত্র এবং উত্তরাধিকারীদেরকেও সাধারণত আক্‌ সুনকু্‌র নামেই উল্লেখ করা হইয়া থাকে (ইব্‌নু'ল-আছীর, ১১খ., ১৬৬ ও ১৭৭; তারীখ-ই গুযীদা, পৃ. ৪৭২)। তাঁহার নাম আরসলান ইব্‌ন আক সুনকুর (আখবারু'দ-দাওলা আস-সালজূকি্‌য়্যা) বলিয়া উল্লেখ আছে। 'ইমাদুদ্দীন তাঁহাকে নুস্‌রাতুদ্দীন খাসবেক (আল-বুনদারী, পৃ. ২৩১, ২৪৩-এ নুস্‌রাতুদ্দীন আরসলান আবা?) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সময় আযারবায়জান রাজ্য আরস্‌লান ইব্‌ন তু্‌গ্‌রিলের আতাবেক ইলদিগুয এবং দ্বিতীয় আক সুনকু্‌রের মধ্যে বিভক্ত ছিল। মালিক মুহ্‌াম্মাদ ইব্‌ন সুলত্‌ান মাহ্‌মূদের বংশের সহিত মূলত শেষোক্ত ব্যক্তির সম্পর্ক ছিল। ৫৪১/১১৪৬ সনে আক্‌ সুনকুরের বিশেষ শত্রু খাস্‌স বেক আরসলান ইব্‌ন বেলিং-এরী মারাগা অবরোধ করেন (আল-বুনদারী, পৃ. ২১৭)। সুলত্‌ান মুহ্‌াম্মাদ ৫৪৭/১১৫২ সনে ইব্‌ন বেলিং এরীকে হত্যা করান। ফলে আযারবায়জানের উভয় শাসক, ইলদিগুয ও আক সুন্‌কুর সতর্ক হইয়া যান। তাঁহার অন্য একজন (সুলায়মান)-কে সিংহাসনের দাবিদার হিসাবে দাঁড় করাইয়া দেন। মুহ্‌াম্মাদ দ্বিতীয়বার নিজ এলাকা হস্তগত করিবার পর আক সুনকুরকে স্বীয় পুত্র দাউদের জন্য আতাবেক নিযুক্ত করেন। ইহার ফলে ইলদিগুয আক সুনকু্‌রের উপর বিরূপ মনোভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। শাহ আরমানের সাহায্য পাইয়া আক্‌ সুনকু্‌র সাফীদ রূদ নামক নদীর তীরে পাহ্‌লাওয়ান ইব্‌ন ইলদিগুযকে পরাজিত করেন। ৫৫৬/১১৬১ সনে তিনি রায়-এর শাসক ইনানজুকে সাহায্য করেন। তিনি ইলদিগুযের বিরোধী ছিলেন। ৫৫৭ হি. ইলদিগুযের সঙ্গে গুরজিস্তানের যুদ্ধে যাত্রা করেন (৫৫৭/১১৬২)। ৫৬৩ হি. আক্‌ সুনকু্‌র বাগদাদের দরবার হইতে দাউদের পক্ষে খলীফার নায়েবী সনদ লাভ করেন। ফলে পাহলাওয়ানের সাথে নূতনভাবে তাঁহার শত্রুতার সূত্রপাত হয় (ইব্‌নু'ল-আছীর, ১১খ., ২১৮)। এই ঘটনার কিছুদিন পর আক্‌ সুনকু্‌র কর্মক্ষেত্র হইতে অনুপস্থিত থাকিতে আরম্ভ করেন। তারীখ-ই গুযীদায় (পৃ. ৪৭২) বর্ণিত আছে যে, তাঁহার ভাই কুত্‌লুগ রায়-এর শাসক ইনান্‌জের (মৃ. ৫৬৪/১১৬৮-৬৯, দ্র. ইব্‌নু'ল-আছীর, ১১খ., ২৩০) উৎসাহ ও উস্কানি পাইয়া মারাগা-তে বিদ্রোহ করেন। পাহ্‌লাওয়ান উক্ত বিদ্রোহ দমন করেন এবং মারাগা শহর আক সুনকু্‌রের দুই ভ্রাতা 'আলাউদ্দীন ও রুক্‌নুদ্দীনকে প্রদান করেন।

৫৭০ হিজরীর ঘটনার প্রেক্ষিতে ইব্‌নু'ল-আছীর (১১খ., ২৮০) উল্লেখ করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় আক্‌ সুনকু্‌রের পুত্র ফালাকুদ্দীন মারাগা-তে অবস্থানরত ছিলেন। তিনি তাবরীযের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবল বাসনা পোষণ করিতেন। কিন্তু পাহ্‌লাওয়ানের সঙ্গে সংঘর্ষের পর তাঁহাকে এই আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও উভয় গোত্রের মধ্যে বংশানুক্রমিক শত্রুতা থাকিয়া যায়। মারাগ্‌ার আমীর 'আলাউদ্দীন ৬০২, ১২০৫-৬ সনে ইরবিলের গোকবূরী (گو كبورى)-র সঙ্গে এই আপোস মীমাংসায় পৌছান যে, রাজ্য পরিচালনার অযোগ্য শাহযাদা আবূ বাক্‌র ইলদিগুযকে অপসারিত করা হউক। তিনি স্বীয় গোত্রের পুরাতন দাস আয়-দোগমিশের সাহায্যে 'আলাউদ-দাওলাকে মারাগ্‌া হইতে বহিষ্কৃত করেন এবং ইহার পরিবর্তে তাঁহাকে উরমিয়া এবং উশনূ নামক স্থান দুইটি দান করেন। ৬০৪ হি. 'আলাউদ-দাওলা-র (ইব্‌নু'ল-আছীর, ১২খ., ১৫৭, ১৮২, এই নামের পরিবর্তে কারা সুনকুর উল্লেখ করিয়াছেন) মৃত্যু হয়। তাঁহার জনৈক সাহসী পুরাতন ভৃত্য তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে নিজ তত্ত্বাবধানে আশ্রয় দেয়। ৬০৫ হি. তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ভৃত্যটি রূয়ীন-দিয দুর্গে অবস্থান করিতে থাকে এবং আবূ বাক্‌র মারাগ্‌া-র অবশিষ্ট অংশের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, 'আলাউদ্দীন ছিলেন সেই শাহযাদার অভিভাবক যাঁহার নামে কবি নিজামী তাঁহাদের 'হাফ্‌ত পায়কার' নামক মাছ্‌নাবী (যাহা ৫৯৩ হি. সম্পূর্ণ হয়?) উৎসর্গ করেন। উক্ত কবি তাঁহাকে 'আলাউদ্দীন করব (যুবক) আরস্‌লান (Rieu, Cat. Pers. MSS, ২খ., ৫৬৭ এবং Suppl, ১৯৮৫ খৃ., পৃ. ১৫৪) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কবি নিজ্‌ামী তাঁহার দুই পুত্র নুস্‌রাতুদ্দীন মুহ্‌াম্মাদ এবং আহ্‌মাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, (তন্মধ্যে সম্ভবত এক পুত্র ইব্‌নু'ল-আছীরের বর্ণনামতে ৬০৫ হি. মৃত্যুবরণ করে)।

ইহার পর দেখা যায় উক্ত গোত্রে মহিলারাই রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইতে থাকেন। ৬১৮/১২২১ সনে যখন মোঙ্গলরা মারাগা দখল করে তখন উক্ত শহরের শাসনকর্ত্রী রূয়ীন-দিয নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। ৬২৪/১২২৬-২৭ সনে খাওয়ারিযম শাহ জালালুদ্দীন-এর উযীর শারাফু'ল-মুলক রূয়ীন দিয অবরোধ করেন। তখন সেখানকার সম্রাজ্ঞী ছিলেন 'আলাউদ্দীন ক্রাবার (নাসাবী, পৃ. ১২৯, সম্ভবত Korp-apa হইবে) পৌত্রী। ইলদিগুযী উযবেকের বোবা ও বধির পুত্রের সহিত (যাহাকে খামূশ বলা হইত) তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। পরবর্তী সময়ে জালালুদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন করায় তাহাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়া যায়। তৎপর তিনি ইসমা'ঈলীদের সহিত মিলিত হন (নাসাবী, পৃ. ১২৯-৩০)। তিনি শাহযাদী শারাফু'ল-মুল্‌ককে বিবাহ করিতে ইচ্ছা পোষণ করেন; কিন্তু পরে জালালুদ্দীনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি রূয়ীন-দিয দুর্গে নিজের পক্ষ হইতে একজন গভর্নর নিযুক্ত করেন (ঐ, পৃ. ১৫৭)। খামূশ ছিলেন বহু সন্তানের জনক। তবে তাঁহার পুত্র আতাবেক নুস্‌রাতুদ্দীন উক্ত আহ্‌মাদীলী বংশের শাহযাদীর গর্ভজাত—না অন্য কোন মহিলার গর্ভজাত ছিলেন তাহা স্পষ্ট নয়। জুওয়ায়নীর বর্ণনামতে নুস্‌রাতুদ্দীন রূমের কোন অঞ্চলে আত্মগোপন করেন। ৬৪৪/১২৪৬ সনের কাছাকাছি সময়ে গুয়ূক খান তাঁহাকে তাবরীয এবং আযারবায়জানের উপর রাজত্ব করিবার সনদ আল-ই তামগা প্রদান করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধ গর্ভে বরাত উল্লিখিত হইয়াছে।

V. Minorsky (E.I.²)/এ. কে. সুলতান আহমদ খান

আহমাদুর রহমান (احمد الرحمن) ঃ শাহ মাওলানা (র) ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার চূড়ামণি গ্রামের পণ্ডিত বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষের নিকট তিনি 'চূড়ামনির শাহ সাহেব হুযুর' নামে সমধিক পরিচিত। তাঁহার পিতার নাম ছিল ইছমত আলী পণ্ডিত। তাঁহার মাতা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ও বিদুষী মহিলা। শাহ সাহেব প্রথমেই তাঁহার আম্মার নিকট কু'রআন শিক্ষা লাভ করেন। স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছু দিন লেখাপড়া করিবার পর অধুনালুপ্ত চট্টগ্রামের মুহসেনিয়া মাদরাসায় (বর্তমান সরকারী মহসিন কলেজ) ভর্তি হন। সেইখানে নিম্নমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়ালেখা শেষে হাটহাজারী দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম মাদরাসায় ভর্তি হইয়া জামা'আতে উলা পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশে তিনি উত্তর ভারতের সাহারানপুরের বিখ্যাত ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র মাযাহেরুল উলূম মাদ্রাসায় চলিয়া যান। তৎকালীন ভারতবর্ষের বিখ্যাত মুহাদ্দিছদের তত্ত্বাবধানে তিনি এই মাদরাসা হইতে দাওরায়ে হাদীস ডিগ্রী লাভ করেন।

ভারতে অবস্থানকালীন তিনি হযরত হাজ্জী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র)-এর বিশিষ্ট খলীফা দারুল উলূম দেওবন্দের বিখ্যাত মুহাদ্দিছ সায়্যিদ আল্লামা আসগার হোসায়ন মিয়া সাহেব (র)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করিয়া অধ্যাত্ম সাধনায় মনোনিবেশ করেন। কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধন, সুগভীর তপস্যা ও রূহ'ানিয়াতের বিভিন্ন মানযিল অতিক্রম করিবার পর তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে খিলাফত লাভে ধন্য হন। অতঃপর তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রথমে পটিয়া থানাধীন জিরি আল-জামে'আতুল আরাবিয়া মাদরাসায় এবং পরবর্তীতে কৈয়গ্রাম মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। কিছু কালের জন্য তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া মাহমুদুল উলূম মাদরাসার (পরবর্তীতে আলীয়া) অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। জীবনের এক পর্যায়ে তিনি শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া গভীর অধ্যাত্ম সাধনায় নিমগ্ন হন। তিনি রাত-দিন সর্বদা নামায-ওযিফা, যিকির-আযকার, তাসবীহ'-তাহলীল, দু'আ-দরূদ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। জঙ্গলাকীর্ণ চূড়ামনির নিজ বাড়িতে গড়িয়া উঠা খানকাহ্‌তে প্রতিদিন প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে আগত দু'আ প্রত্যাশী শত শত মানুষের ভীড় পরিলক্ষিত করিবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁহার খলীফাদের মধ্যে যেই দুইজনের নাম পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ও সাবেক সংসদ সদস্য খতিবে আযম মাওলানা ছিদ্দিক আহমদ (র) ও বাঁশখালীর মাওলানা মুনিরউল্লাহ (র)।

শাহ মাওলানা আহমাদুর রহমান (র) ছিলেন সমাসমিয়ক কালের অন্যতম ধর্ম প্রচারক। বিভিন্ন স্থানে ওয়ায-নাসীহাত ও দাওয়াত-তাবলীগের মাধ্যমে তিনি বিপুল সংখ্যক বিভ্রান্ত ও পথহারা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেন। তাঁহার ওয়ায ও নাসীহাতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, তাক'ওয়া, আত্মসংশোধন, আল্লাহপ্রেম, সুন্নাতে রাসূল, পরোপকার ও মানব সেবা। তিনি শিরক, বিদ'আত ও যাবতীয় সামাজিক কুসংস্কারের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ভক্তরা যাহাতে তাঁহার পদদ্বয় স্পর্শ করিতে না পারে এবং শেরেকী আচরণ হইতে বিরত থাকে, এইজন্য তিনি প্রায় সময় টংসদৃশ একটি উচ্চ ঘরে অবস্থান করিতেন। হযরত শাহ সাহেব ছিলেন একজন উচ্চ স্তরের ওলীআল্লাহ। তাঁহার অনেক কারামাতের কথা ও কাহিনী লোকমুখে এখনও বিদ্যমান। কিশোর কাল হইতে তিনি ছিলেন সূফী মেযাজের। প্রচারবিমুখ এই দরবেশের ব্যবহার ছিল অমায়িক ও পরিশীলিত এবং আতিথেয়তায় ছিলেন উদার হস্ত। তাঁহার বড় ছেলে মাওলানা আহমাদ সাগীর ১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে নেযামে ইসলাম পার্টির মনোনয়নে চট্টগ্রামের বাঁশখালী হইতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

শাহ মাওলানা আহমাদুর রহমান (র) সব সময় আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করিতেন মক্কা বা মদীনা শরীফে যেন তাঁহার মৃত্যু হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার এই দোয়া কবুল করেন। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে পবিত্র হজ্জ ও মদীনা শরীফ যিয়ারত শেষে ৮০ বৎসর বয়সে তিনি মক্কা শরীফে ইনতিকাল করেন। পবিত্র কা'বা গৃহ চত্বরে নামাযে জানাযা শেষে তাঁহাকে অসংখ্য সাহাবায়ে কেরামের শেষ আশ্রয় স্থল জান্নাতু'ল-মু'আল্লাতে দাফন করা হয়।

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

আহ্‌মাদুল্লাহ শাহ (احمد الله شاه) ঃ বা আহ'মাদ শাহ, মৌলবী, আবি. ১৯শ শতক, জ. মাদ্রাজে, গোলকুন্ডার সাবেক রাজপরিবারের বংশধর; অযোধ্যা (ভারত) প্রদেশের জনৈক তালুকদার, প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। যৌবনে ইউরোপ, ইরান, তুরস্ক ও আফগানিস্তান ভ্রমণ করেন। ইসলামী শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮৫৭ সালের আযাদী সংগ্রামে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। গোয়ালিয়রে মিহরাব শাহ নামক সাধুপুরুষের নিকট স্বদেশ হইতে বিদেশী শাসকবর্গকে তাড়াইবার জন্য প্রাণপণ জিহাদের প্রেরণা প্রাপ্ত হন। আগ্রা কর্মকেন্দ্র করিয়া তিনি বক্তৃতা, শোভাযাত্রা ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে জনগণকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করিতে থাকেন। ডংকা বাজাইয়া শোভাযাত্রা করিতেন বলিয়া লোক তাঁহাকে বলিত ডংকা শাহ। অযোধ্যায় অবস্থানকালে তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়। কিন্তু তাঁহার জনপ্রিয়তার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে গ্রেফতার করিতে সাহসী হয় নাই। ফলে তাঁহাকে গ্রেফতার করার জন্য সৈন্যদল প্রেরণ করা হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় এবং বিচারে তাঁহাকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। এই সময়ে তাঁহাকে ফায়যাবাদের কারাগারে আবদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু সেই সময় সরদার দিলীপ সিংহের নেতৃত্বে ফায়যাবাদের বিদ্রোহ শুরু হইয়া যায় এবং জনসাধারণ ও বিদ্রোহী সিপাহীরা জেলের দরজা ভাঙ্গিয়া শাহকে মুক্ত করে। আরামবাগ হইতে বিদ্রোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দান করিয়া কানপুর যাওয়ার কালে জেনারেল আউটরামের প্রেরিত সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ বাঁধে; তিনি আহত হন। ইংরেজ সৈন্যরা তাঁহাকে বন্দী করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার অনুচরেরা তাঁহাকে লাখ্‌নৌ-এ প্রেরণ করে। অতঃপর লখ্‌নৌয়ের পতন ঘটিলেও শাহ লখনৌ ত্যাগ করেন নাই। তিনি শহরের শাহাদাতগঞ্জ এলাকায় ঘাঁটি স্থাপন করেন। এই যুদ্ধ সম্পর্কে বৃটিশ ঐতিহাসিক ম্যালেসন লিখিয়াছেন, "নাইনটি থার্ড হাইল্যান্ডার্স ও ফোর্থ পাঞ্জাব রাইফেল্সকে তাঁহার বিরুদ্ধে পাঠান হয়। চারিদিকে শত্রু থাকা সত্ত্বেও বহুক্ষণ তাঁহারা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেন। তাহার পর আমাদের পক্ষের কিছু লোককে হত্যা করিয়া এবং বহু লোককে যখম করিয়া তাঁহারা স্থান ত্যাগ করেন। ইহার পর হইতে আহমাদ শাহ গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় লড়াই চালাইয়া যান। বেরিলীতে তিনি স্যার কলিনের সৈন্যদলকে আক্রমণ করেন। বেরিলী হইতে দ্রুত গমন করিয়া তিনি শাহজাহানপুরের ইংরেজ সৈন্যদলকে আক্রমণ করেন। তিনদিন পর্যন্ত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলে। অতঃপর ইংরেজ বাহিনীর শত চেষ্টা সত্ত্বেও আহমাদ শাহ তাঁহার দল লইয়া পুনরায় সরিয়া পড়েন। এখান হইতে তিনি আবার অযোধ্যা গমন করেন। অযোধ্যায় তিনি পোয়েন (Powain)-এর রাজাকে স্বদলে আনার চেষ্টা করেন।

রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি রাজার বাড়িতে যান। কিন্তু তাঁহার প্রবেশের সাথে সাথেই দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় রাজা জগন্নাথ সিংহ ও তাহার ভাই বসিয়াছিল। অকুতোভয় শাহ সাহেব রাজাকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা শুরু করিতেই রাজার ভাই তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করে।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৬৯

আহ্'মার ইব্ন মু'আবি'য়া (احمر بن معاوية) ঃ (রা) ইব্ন সুলায়ম ইব্ন লায় ইব্নি'ল-হ্'ারিছ ইব্ন সুলায়ম ইব্নি'ল-হ্'ারিছ আত-তামীমী একজন সাহ্'াবী। তিনি বানূ তামীম গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার উপনাম ছিল আবূ শু'আয়ল। তিনি তাঁহার গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে মহানবী (স')-এর নিকট আগমন করেন। নবী করীম (স') তাঁহার ও তাঁহার পুত্র শু'আয়ল-এর জন্য নিরাপত্তামূলক পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি নবী কারীম (স) হইতে হ্'াদীছ' বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্নু'স-সাকান প্রমুখ তাঁহার বর্ণিত হ্'াদীছ' সংকলন করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার বর্ণিত এই হ্'াদীছ'টির সনদ সূত্র বিচ্ছিন্ন বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে। ইব্ন মানদা ও আবূ নু'আয়ম তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হাজার 'আসক'ালানী, ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ১খ., ২২-২৩, সংখ্যা ৪৯; (২) য'াহাবী, তাজরীদু আসমাই'স-স'াহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ., ১০, সংখ্যা ৫১।

লিয়াকত আলী

আল-আহ্'যাব (الاحزاب) ঃ কু'রআন মাজীদের ৩৩তম সূরার শিরোনাম, অর্থ সম্মিলিত বাহিনী, একবচন حزب দল; সম্মিলিতভাবে মক্কার কুরায়শ, অপরাপর মুশরিক গোত্র, য়াহূদী এবং মুনাফিকদের মদীনা আক্রমণের ঘটনা এই সূরার প্রধান আলোচ্য বিষয় বলিয়া ইহার শিরোনাম আহ্'যাব হইয়াছে। মদীনায় নাযিল হওয়া এই সূরার আয়াত সংখ্যা ৭৩।

সূরার শুরুতে নবী (স')-কে বলা হইয়াছে ঃ তুমি কাফির এবং মুনাফিকদের অনুসরণ করিও না, আল্লাহর ওহীর অনুসরণ কর এবং তাঁহার উপর তাওয়াক্কুল কর; নিয়ন্ত্রকরূপে আল্লাহই যথেষ্ট (আয়াত ১-৩)।

জিহার (ظهار) অর্থাৎ স্ত্রীকে মাতার পৃষ্ঠ অথবা কোন অংগের সহিত তুলনা করিলে স্ত্রী হ'ারাম হইয়া যায় না, মুখের কথায় যাহাদেরকে পুত্র বলা হয় (ادعياء) তাহারা পুত্র হইয়া যায় না (তাহাদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণও পুত্রবধূ হয় না, পরে দেখুন); সুতরাং পিতার নাম যোগে পুত্রের পরিচয় হইবে, পিতার নাম অজ্ঞাত হইলে সে হইবে তোমাদের ভাই এবং মাওলা (বন্ধু, আশ্রিত)। উপরিউক্ত অনুশাসন জারী করিয়া আল্লাহ 'আরব সমাজের দুইটি প্রথা রহিত করিলেন (৪-৫)। অতঃপর নাযিল হইল চারিটি অনুশাসনঃ (১) নবী (স') মু'মিনদের আত্মা হইতেও তাহাদের নিকট ঘনিষ্ঠতর; (২) তাঁহার পত্নিগণ মু'মিনদের মাতা; (৩) মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা নিকট-আত্মীয়গণ ঘনিষ্ঠতর (অর্থাৎ এখন হইতে আত্মীয়গণই উত্তরাধিকারী হইবে, হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ্ (স') কর্তৃক স্থাপিত ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিরা নহে); তবে (৪) বন্ধুগণের কাহারও জন্য ওসিয়ত (অনূর্ধ্ব এক-তৃতীয়াংশ হইতে) করা আল্লাহর কিতাবে বিধিবদ্ধ; (৫) উপরিউক্ত অনুশাসনগুলি দ্বারা মু'মিনদের সহিত রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার স'াহাবীগণ এবং পত্নিগণের সম্পর্ক সুদৃঢ় করা হইল।

পরিখা (خندق) খনন করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল বলিয়া আহ্'যাব যুদ্ধকে খান্দাক' যুদ্ধও বলা হয়। মাত্র তিন হাজারের মত মু'মিনকে ১০,০০০ মুশরিকের মুকাবিলা করিতে হয়। কয়েকটি আয়াতে (৯-২০) আহ্'যাব-এর যুদ্ধে মু'মিনদের অবস্থান এবং মুনাফিক ও মুশরিকদের ভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

হে মু'মিনগণ! (দীর্ঘ অবরোধ, তীর বিনিময় এবং খণ্ডযুদ্ধের পর), প্রবল বায়ু এবং অদৃশ্য বাহিনী প্রেরণ করিয়া আল্লাহ সম্মিলিত দুশমন সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। তোমরা আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর (৯)। উর্ধ্ব এবং অধঃদিক হইতে মুশরিকগণ তোমাদের উপর আপতিত হইলে তোমাদের চক্ষু স্থির এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল এবং আল্লাহর অভিপ্রায় সম্বন্ধে তোমাদের মনে নানা ধারণার উদ্রেক হইল (১০)। সেই দিন মু'মিনগণ ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল (১১)। অন্যপক্ষে মুনাফিকগণ এবং যাহাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত তাহারা বলে, আল্লাহ এবং রাসূল (স)-এর প্রতিশ্রুতি প্রতারণামাত্র (১২)। (মু'মিনদের মনোবল ভাঙ্গিবার জন্যে) কেহ বলে, সম্মিলিত বাহিনীর মুকাবিলা তোমাদের সাধ্যাতীত। 'আমাদের ঘরবাড়ী অরক্ষিত'—এই অজুহাতে পলায়নের উদ্দেশে অনেকেই রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগের অনুমতি চাহিতে লাগিল (১৩), অথচ বিদ্রোহের প্ররোচনায় সাড়া দিবার জন্য তাহারা সদা প্রস্তুত (১৪), যদিও আল্লাহর কাছে শত্রুর মুকাবিলার জন্য তাহারা ছিল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (১৫), পলায়ন করিয়া মৃত্যু বা কতল এড়ান যাইবে না (১৬-১৭)। আল্লাহ জানেন, কাহারা আদৌ জিহাদে যোগদান করে না এবং আত্মীয়-স্বজনকে নিজেদের দলে টানে (১৮), বিপদের সম্মুখীন হইলে তাহাদের চক্ষু স্থির হয়, বিপদ চলিয়া গেলে (যুদ্ধলব্ধ) ধনের লালসায় তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে জর্জরিত করে, তাহারা প্রকৃত ঈমানদার নহে, তাহাদের কোন কর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নহে (১৯)। তাহারা মনে করে, (ছত্রভংগ) সম্মিলিত বাহিনী পুনরায় আসিবে এবং তখন তাহারা দূর মরুপ্রান্তরে থাকিয়া তোমাদের (পরাজয়ের) সংবাদ সংগ্রহ করিবে; সঙ্গে থাকিলে তাহারা আদৌ (তোমাদের পক্ষে) যুদ্ধ করিত না (২০)।

এই গেল মুনাফিকদের কথা। অন্যপক্ষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উত্তম আদর্শ (اسوة حسنة) অনুসরণ করিবার জন্য মু'মিনগণকে উৎসাহিত করিয়া (২১) আল্লাহ বলেন, সম্মিলিত বাহিনীকে দেখিয়া মু'মিনগণ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতির সত্যতার সাক্ষ্য দান করিল, তাহাদের ঈমান এবং আত্মত্যাগের সংকল্প সুদৃঢ় হইল (২২)। তাহাদের কেহ কেহ ইতোপূর্বে শাহাদাত বরণ করিয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহার প্রতীক্ষারত; উহারা তাহাদের অংগীকারে কোন পরিবর্তন করে নাই। (২৩)। ক্রুদ্ধাবস্থায় কাফিরগণকে রণে ভংগ দিতে আল্লাহ বাধ্য করিলেন এবং একা আল্লাহ যুদ্ধ জয়ের জন্য ছিলেন যথেষ্ট (২৪)।

আহ্'যাব যুদ্ধের অব্যবহিত পরে আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (স) বিশ্বাসঘাতক য়াহূদী গৃহশত্রু বানূ কুরায়জার দুর্গ অবরোধ করেন, কারণ তাহারা সন্ধিশর্ত ভংগ করিয়া পশ্চাৎদিক হইতে মদীনা আক্রমণের অভিপ্রায়ে শত্রুর সহিত যোগদান করে এবং শত্রু বাহিনী ছত্রভংগ হইলে নিজেদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। অবশেষে তাহারা তাহাদের মিত্রগোত্র আওস-এর সরদার সা'দ ইব্ন মু'আয' (রা)-এর ফয়সালা সাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করে। সা'দ (রা)-এর ফয়সালা অনুযায়ী যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিরা মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয়, অন্যরা বন্দী হয় এবং তাহাদের সম্পত্তি মু'মিনদের মালিকানাভুক্ত হয়। এই সূরায় য়াহূদী অধ্যুষিত খায়বার (ارضا لم تطؤها) জয়ের ইংগিত রহিয়াছে (২৬-২৭)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্নিগণের সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুশাসন এই সূরায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। মুসলিমগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে অন্যদের মত মহানবী (স)-এর পত্নিগণও স্বচ্ছন্দ জীবনের দাবি উত্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ (স) এক মাস যাবত পত্নীদের সংস্রব ত্যাগ করেন। সূরার কয়েকটি আয়াতে তাঁহাকে বলা হয় ঃ তুমি তোমার স্ত্রীগণকে বল, "যদি তোমরা পার্থিব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চাও, তবে আমি তোমাদের জন্য বিহিত ব্যবস্থায় বিদায় করিয়া দিব, আর যদি তোমরা আল্লাহ্, রাসূল এবং আখিরাতের শান্তি চাহ, তবে তোমাদের জন্য রহিয়াছে বিস্তর পুরস্কারও (২৮-২৯); তোমাদের পাপের শাস্তি যেমন দ্বিগুণ, পুণ্যের পুরস্কারও হইবে অনুরূপ (৩০-৩১); তোমরা মাতৃসুলভ গাম্ভীর্যের সহিত কথা বলিবে, দুর্বলতা প্রকাশ পাইলে ব্যাধিগ্রস্ত চিত্তে প্রবৃত্তির উদ্রেক হইতে পারে (৩২); জাহিলিয়্যা যুগের উদ্দাম চলাফিরা (تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ) পরিহার করিয়া বাড়ীতে 'ইবাদাত ও তিলাওয়াতে আত্মনিয়োগ কর; ধর্মনিষ্ঠ এবং সচ্চরিত্র মু'মিন নারী ও পুরুষের জন্য আল্লাহ্ তাঁহার মাগফিরাত এবং সমান পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন (৩৫)।"

রাসূল কারীম (স) আপন ফুফাত ভগ্নি যায়নাব (রা)-এর সহিত তাঁহার আযাদকৃত দাস ও পোষ্যপুত্র যায়দ ইব্ন হারিছা (রা)-র বিবাহ দিয়াছিলেন। মনের মিল হইল না বলিয়া হযরত যায়দ (রা) তাঁহাকে তালাক দিতে বাধ্য হন। আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে (زَوَّجْنَاكَهَا) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সঙ্গে যায়নাব (রা)-কে বিবাহ দেন; পুত্রবধূকে বিবাহ করার অপবাদ রটে (দ্র. আয়াত নং ৪)। সূরার ৩৬-৪০ নং আয়াতে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ কাফিরদের সমালোচনার জওয়াব দিলেন এবং চূড়ান্ত রায়স্বরূপ বলিলেন ঃ মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নহেন, বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সর্বশেষ নবী [৪০ দ্র. যায়নাব বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা)]। সূরার আর একটি অনুশাসন সংগমের পূর্বে সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীকে তালাক দিলে তাহার পক্ষে 'ইদ্দাত পালন ওয়াজিব নহে (৪৯)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থারূপে (خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ) আল্লাহ তাঁহার সকল (নয়টি) বিবাহ বৈধ (أَحْلَلْنَا لَكَ) ঘোষণা করেন (৫০) এবং পত্নীদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আপন বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী তাঁহাদের সহিত সংশ্রব রক্ষার অনুমতি প্রদান করেন (৫১)। এই সময়ের পর নূতন সূত্রে কোন বিবাহ বা একের পরিবর্তে অপর স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হইল, তবে কোন নারী মালিকানাধীন হইলে তাহার কথা স্বতন্ত্র (৫২)।

এই সূরায় উক্ত পর্দা সম্বন্ধীয় অনুশাসন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মু'মিনগণকে বলা হইল, বিনা আমন্ত্রণে তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর গৃহে প্রবেশ করিও না, আহারের আমন্ত্রণে প্রবেশ করিয়া আহারশেষে গল্প-গুজবে কালক্ষেপণ করিও না। লজ্জাবশত তিনি কিছু বলেন না; কিন্তু বিরক্ত হন; তাঁহার পত্নিগণের নিকট হইতে কিছু চাহিলে পর্দার (حِجَابٌ) আড়াল হইতে চাহিবে; রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বিব্রত করা তোমাদের জন্য সংগত নহে; তাঁহার অন্তর্ধানের পর তাঁহার কোন স্ত্রীকে বিবাহ করা কখনও বৈধ নহে (৫৩)। স্ত্রীগণের মুহ্‌রাম আত্মীয়, সেবিকা এবং মালিকানাধীন ব্যক্তিদের প্রতি পর্দার অনুশাসন প্রযোজ্য নহে—তবে তাক্‌ওয়ার প্রয়োজন সর্বক্ষণ (৫৫)। আল্লাহ্, রাসূল এবং মু'মিনগণকে বিব্রত করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ (৫৭-৫৮)। নবী (স)-এর প্রতি আদেশ হইল, তোমার স্ত্রী, কন্যা এবং মু'মিনদের নারিগণকে বলিয়া দাও, তাহারা যেন চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টানিয়া দেয় যাহাতে তাহাদেরকে চেনা সহজতর হইবে এবং উত্যক্ত করা হইবে না (৫৯)। মুনাফিকগণ, ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরের লোকেরা এবং মদীনায় কুৎসা রটনাকারিগণ তাহাদের দুষ্টামি হইতে নিবৃত্ত না হইলে তাহাদেরকে কঠোর শাস্তি, এমনকি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে আল্লাহর 'সুন্নাত'-এর ব্যতিক্রম হইবে না (৬০-৬১)।

সর্বশেষে আল্লাহ বলিলেন, আমি আকাশ, যমীন ও পর্বতের উপর আমি আমার গুরুভার আমানত অর্পণ করিলাম, ভয়ে কেহই তাহা বহন করিল না, বহন করিল সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ মানুষ। পরিণামে আল্লাহ্ মুনাফিক এবং মুশরিক নারী; পুরুষকে শাস্তি প্রদান করিব মু'মিন নারী-পুরুষের তাওবা গ্রহণ করিব (৭২-৭৩)। এই সূরায় বর্ণিত অপর বিষয়গুলি অন্যান্য সূরায়ও রহিয়াছে, পার্থক্য শুধু বর্ণনাভঙ্গীর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রামাণ্য তাফসীরসমূহ দ্র.।

আহমদ হোসাইন

আল-আহ্‌রাম (الأهرام) ঃ ১. পিরামিড, বিশেষত কায়রোর নিকটবর্তী গীর্যাতে অবস্থিত সেফরেন, সিওপ্‌স্ ও মিসেরিনস পিরামিডকে এই নামে অভিহিত করা হয়। পিরামিডগুলি 'আরবদের মধ্যে বহু কল্পনা-জল্পনার সৃষ্টি করে এবং এইগুলিকে উপলক্ষ করিয়া নানা প্রকার লোককাহিনীর সৃষ্টি হয়। কতগুলি ক্ষুদ্র পিরামিড কায়রোর সরকারী ভবনের নির্মাণ-উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বিশেষভাবে ফাতিমীদের শাসনামলেই (১০ম-১২শ শতক) এইগুলিকে কাজে লাগান হয়।

২ 'আরব বিশ্বের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও ব্যাপকভাবে পঠিত একটি মিসরীয় দৈনিক পত্রিকার নাম আল-আহ্‌রাম। ১৮৭৫ খৃ. সালীম ও বিশারা তাক্‌লা নামীয় দুইজন লেবাননবাসী খৃস্টান এই পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠা করেন। অত্যন্ত উচ্চ মানের এই পত্রিকাটি দৈনিক ১২ পৃষ্ঠা আকারে প্রকাশিত হয় এবং ইহার প্রচার সংখ্যা এক লক্ষেরও উপরে।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৭৫

আহ্‌রার (احرار) ঃ খাওয়াজা 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মাহ্‌মূদ নাসিরুদ্দীন (৮০৬-৯৫/১৪০৪-৯০), নাক্‌শবান্দী ত্বারীকার একজন শায়খ। তাঁহার প্রচেষ্টায় ইহা মধ্যএশিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হয় এবং ইসলামী বিশ্বের অন্যত্রও প্রসার লাভ করে; অধিকন্তু তিনি চার দশক যাবত ট্রান্সঅক্সানিয়া (মা-ওয়ারাউ'ন-নাহ্‌র)-এর অধিকাংশ এলাকায় কার্যত শাসক ছিলেন। তাশ্‌কেন্‌ত-এর নিকট বাগিস্তান গ্রামে রমযান, ৮০৬/মার্চ, ১৪০৪-এ তাঁহার জন্ম। তাঁহার বংশ ইতিপূর্বেই ধর্মীয় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। তাঁহার মাতুল ইব্‌রাহীম শাশী প্রথম তাঁহার শিক্ষাভার গ্রহণ করেন এবং এই উদ্দেশে তাঁহাকে সামারকান্দ প্রেরণ করেন। অসুস্থতা ও নিজস্ব আগ্রহের অভাবে আহ্‌রার শীঘ্রই সমারকান্দ-এ তাঁহার অধ্যয়ন পরিত্যাগ করেন। তাঁহার নিজ স্বীকারোক্তি মতে তিনি কখনও 'আরবী ব্যাকরণের দুই পৃষ্ঠার অধিক' আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। বস্তুতপক্ষে তাঁহার জীবনে তিনি সর্বদাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন এবং সূফীবাদ চর্চা ও শারী'আতের প্রয়োগের প্রতি অধিক জোর দেন। ২৪ বৎসর বয়সে আহ্‌রার হিরাত গমন করেন এবং এখানেই সূফীবাদ সম্পর্কে তাঁহার সক্রিয় আকর্ষণ গড়িয়া উঠে। নগরীর কতিপয় শায়খ-এর সহিত তিনি সম্পর্ক স্থাপন করেন, কিন্তু তাঁহাদের কাহারও আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। তিনি যাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন তিনি ছিলেন য়া'কূব চারখী (মৃ. ৮৫১/১৪৪৭), নাক্‌শবান্দী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা

বাহাউদ্দীন নাক'শবান্দ-এর অন্যতম প্রধান উত্তরসূরি, যিনি তাঁহার পীরের মৃত্যুর পর বুখারা পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে বাদাখশান ও পরে প্রত্যন্ত চাগানিয়ান প্রদেশে বসতি স্থাপন করেন। আহ্'রার ইতিমধ্যেই সামারকান্দে অপর একজন নাক'শবান্দী শায়খ বাহাউদ্দীন নাক'শবান্দ-এর জামাতা খাওয়াজা হ'াসান 'আত্'তা'র-এর সহিত কিছু মাত্রায় যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু 'আত্'তা'র তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিক মেধার কোন চিহ্ন দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে সামরিক বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দান করেন। ৮৩৫/১৪৩১ সালে চাগ'ানিয়ান হইতে তাশকন্ত প্রত্যাবর্তন করিবার পর আহ্'রার নিজেকে নগরীর প্রধান সূ'ফী শায়খরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আহ্'রার-এর গুরুত্ব প্রকাশিত হয় ৮৫৫/১৪৫১ সালে। এই সময়ে তিনি তীমূরীয় যুবরাজ আবূ সা'ঈদ-কে সহায়তা দান করেন, যাহার ফলে সামারকান্দ-এর তীমূরীয় রাজধানী অধিকার করা তাঁহার (আবূ সা'ঈদ-এর) পক্ষে সহজ হইয়াছিল। আহ্'রারের জীবনী গ্রন্থসমূহে প্রাপ্ত বর্ণনা অনুযায়ী আবূ সা'ঈদ তাঁহার এক প্রতিদ্বন্দ্বী যুবরাজ 'আবদুল্লাহ মীরযা দ্বারা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া উত্তরাভিমুখে তাশকন্ত পলায়ন করেন এবং পলায়নকালে প্রখ্যাত সাধক আহ্'মাদ য়াসাবী (দ্র.)-কে স্বপ্নে দর্শন করেন। য়াসাবী তাঁহাকে একটি জ্যোতির্ময় ব্যক্তির সহিত পরিচয় করাইয়া দেন, যিনি তাঁহার সংগ্রামে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। তাশকন্ত-এর জনগণের নিকট তাঁহার স্বপ্নে দৃষ্ট ব্যক্তিটির কথা বর্ণনা করিলে আবূ সা'ঈদকে জানান হয় যে, ইনি খাওয়াজা 'উবায়দুল্লাহ আহ্'রার ব্যতীত অপর কেহ নহেন। আহ্'রার এই সময় তাশকেন্ত-এ অনুপস্থিত ছিলেন এবং আবূ সা'ঈদ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য নগরীর বাহিরে অবস্থিত ক্ষুদ্র শহর পারকেনত (কারকাত)-এ গমন করেন। আহ্'রার তাঁহাকে এই শর্তে সহায়তাদানে স্বীকৃত হন যে, তিনি তাঁহার শাসন ক্ষমতা দ্বারা শারী'আতের আইন প্রতিষ্ঠা ও জনগণের অবস্থার উন্নতি সাধন করিবেন। আসন্ন যুদ্ধে 'আবদুল্লাহ মীরযা পরাস্ত হন এবং আবূ সা'ঈদ সামারকান্দ প্রবেশ করেন। তাহার অব্যবহিত পরেই আহ্'রারও তথায় গমন করেন। 'আবদুল্লাহ মীরযার বিরুদ্ধে যুদ্ধে আবূ সা'ঈদ প্রকৃতপক্ষে তাঁহার উযবেক বাহিনীর জন্য জয় লাভ করেন। আবু'ল-খায়র খান-এর অধিনায়কত্বে এই বাহিনী আহ্'রার-এর অনুরোধে তাঁহাকে সহায়তা প্রদান করে। তবে এই তথ্যটি নিশ্চিত নয়। যাহা হউক, আবূ সা'ঈদ নিজেকে আহ্'রার-এর নিকট ঋণী বিবেচনা করেন এবং ঐতিহাসিক 'আবদু'র-রাযযাক' সামারকান্দীর মতে তিনি নিজেকে তাঁহার আদেশের অধীন মনে করিতেন। সামারকান্দ-এর উপর আহ্'রার পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করেন ৮৬১/১৪৫৭ সালে যখন আবূ সাঈদ তাঁহার রাজধানী হিরাত-এ স্থানান্তরিত করেন। ৮৭৪/১৪৬৯ সালে আবূ সা'ঈদ-এর মৃত্যুর পরেও তাঁহার এই প্রাধান্য অটুট থাকে। আহ্'রারের উপদেশে সংগঠিত একটি দুর্ভাগ্য কবলিত সামরিক অভিযানে আবূ সা'ঈদ-এর মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার পুত্র সুলত'ান আহ্'মাদ তাঁহার অপেক্ষা আহ্'রারের প্রতি আরও অধিক অনুগত থাকেন।

৮৫৫/১৪৫১ সালে সামারকান্দ-এর বিজয় অভিযান ব্যতিরেকে অপরাপর কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করা যায়, যাহা বিশেষভাবে আহ্'রার-এর রাজনৈতিক প্রভাব চিহ্নিত করে : খুরাসান হইতে আগত একটি বাহিনীর বিরুদ্ধে ৮৫৮/১৪৫৪ সালে তাঁহার সংগঠিত সামারকান্দ-এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ৮৬৫/১৪৬০ সালে বুখারা এবং সামারকান্দে তামগা অবলুপ্ত করিতে আবূ সা'ঈদকে সম্মত করা এবং তাঁহার অধীনে সকল এলাকায় এই ব্যবস্থা ও অন্যান্য শারী'আত বিরোধী কার্য বিলোপ সাধনে তাঁহার অঙ্গীকার; ৮৬৫/১৪৬১ এবং ৮৬৭/১৪৬৩ সালের মধ্যে আবূ সা'ঈদ এবং জনৈক বিদ্রোহী যুবরাজ মুহ'াম্মাদ জুকী-র মধ্যে শাহরুখিয়্যা-তে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা গ্রহণ এবং ৮৯০/১৪৮৫ সালে তাশকন্দ-এর অধিকার প্রসঙ্গে তিনটি পরস্পর বিরোধী দাবির মধ্যে সালিশীর ভূমিকা পালন।

তাঁহার রাজনৈতিক কার্যকলাপের কারণ প্রসঙ্গে আহ্'রার কতিপয় সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেন যাহা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং শারী'আতী হুকুমের প্রতিষ্ঠা করার জন্য শাসকবর্গের উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। এই মর্মে তাঁহার বক্তব্য ছিল, 'জনগণ এবং তাহাদের শাসক বর্গের মধ্যে এমন এক ব্যক্তির অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজন, যে বল প্রয়োগ ও অত্যাচার প্রতিরোধ করিতে সক্ষম। জনগণ দুর্বল এবং শক্তিশালী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে তাহাদের কোন ক্ষমতা নাই। তাই রাজন্যবর্গকে সাবধান করিতে হইবে যাহাতে তাহারা আল্লাহর আইন ভঙ্গ না করে বা জনগণের প্রতি জুলুম না করে' (মীর 'আবদু'ল-আওওয়াল নিশাপুরী, মাসমূ'আত, পাণ্ডু, Institute Vostoko Vedeniya, Uzbek Academy of Sciences, তাশকেনত ৩৭৩৫, পত্রক ১৩১ খ.)। রাজনৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তাঁহার মতবাদ ও চিন্তাধারা নিম্নোক্ত উক্তি হইতে স্পষ্ট হয় : "এই যুগে আমরা যদি শুধু শায়খরূপে কার্য করি, তবে অপর কোন শায়খ কোন মুরীদের সন্ধান পাইবে না। কিন্তু আমাদের উপর অপর একটি দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে অত্যাচারীর হাত হইতে মুসলিম জনগণকে রক্ষা করা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের রাজশক্তির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া মুসলিম জনগণের উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে" (ফাখরুদ্দীন 'আলী স'াফী, রাশহাত 'আয়নিল হ'ায়াত, তাশকন্দ ১৩২৯/১৯১১, পৃ., ৩১৫)।

এই ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে আহ্'রার ক্রমশ সঞ্চিত তাঁহার বিশাল সম্পদ ও ধন-দৌলতের সাহায্য গ্রহণ করেন। ইহা দ্বারা তিনি পৃষ্ঠপোষকতা ও দানকার্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেন। সম্ভবত তিনিই ছিলেন তাঁহার আমলে ট্রান্সঅক্সানিয়ার সর্বাধিক সম্পত্তির অধিকারী। বিভিন্ন দলীলমতে তিনি ৩০টি ফল বাগান, ৬৪০টি গ্রাম ও ইহাদের সংলগ্ন কৃষিভূমি ও সেচ খাল এবং বিভিন্ন শহরে বহু সংখ্যক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও কারিগরি কেন্দ্রের মালিক ছিলেন (O. D. Cekhovic, Samarkandskie dokument, XV-XVI, VV., মস্কো ১৯৭৪ খৃ.)। এই সকল সম্পত্তির কোন কোনটি অংশত ভারতীয় বংশোদ্ভূত দাসদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া নকশাবান্দী খানক'াহসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, বহু ক্ষেত্রেই খাওয়াজা আহ্'রার কর্তৃক ভূমি ক্রয় ছিল নামেমাত্র অনুষ্ঠান। কারণ সম্পত্তিটি কার্যত বিক্রেতার মালিকানাতেই থাকিয়া যাইত এবং সে আহ্'রারের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্মান ও নিরাপত্তা হইতে সুবিধা লাভ করিত।

এইভাবে ট্রান্সঅক্সানিয়াতে তাঁহার নিজস্ব ব্যক্তিত্বে নাক্'শবান্দী গোষ্ঠীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার পর আহ্'রার অন্যান্য অঞ্চলেও এই ত'রীক'ার প্রভাব ও প্রচারণা বৃদ্ধিতে তৎপর হন। তাঁহার অন্যতম প্রধান অনুগামী মুহ'াম্মাদ ক'াদী ফারগ'ানা-র মুগল শাসকবর্গের দরবারে গমন করেন এবং নাক'শবান্দী ত'রীক'ার প্রতি তাহাদের আনুগত্যের স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলীয় তুর্কিস্তানে নাকশবান্দী খাওয়াজাগণের বহু শতাব্দীব্যাপী আধ্যাত্মিক

ও পার্থিব প্রাধান্যের ভিত্তি স্থাপন করেন (দ্র. মুহ'াম্মাদ হ'ায়দার দুগ'লাত, তারীখ-ই রাশীদী, পাণ্ডু. বৃটিশ মিউজিয়াম, Or. 157, পত্রক ৬৭ খ.)। অন্যরা সামারক'ান্দে আহ'রার-এর সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য দীর্ঘ যাত্রা সম্পন্ন করেন; উদাহরণস্বরূপ ক'াযবীন-এর মাওলানা 'আলী কুরদী এবং শায়খ আয়ান কাযারূনী যাহারা নাক্'শবানদিয়্যা গোষ্ঠীকে পশ্চিম-দক্ষিণ ইরানে প্রবর্তন করা; পরে অবশ্য তাহা সাকাক'ীগণের অগ্রগতির মুখে হারাইয়া যায় (মুহ'াম্মাদ ইব্ন হু'সায়ন ইব্ন 'আবদিল্লাহ ক'াযবীনী সিলসিল-নামাহ-ই খাওয়াজাগান-ই নাক'শবান্দ, পাণ্ডু., ইস্তাম্বুল, Laleli ১৩৮১ হি., পত্রক ১৩ক, ইহার একাংশে আহ'রার-এর মুরীদবর্গের একটি পূর্ণ তালিকা রহিয়াছে)। সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল আহ'রার-এর অপর একজন মুরীদ, মোল্লা 'আবদুল্লাহ ইলাহী কর্তৃক তুরস্কে নাক্'শবান্দী তারীক'া প্রচার; তাহার পর হইতে তুর্কীগণের মধ্যে এই তারীক'া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে [দ্র. Kasim Kufrali, Molla Ilahi ve Kendisindem Souraki Naksbendiya mulrit, in Turk Dili ve Edebiyati Dergisi, ৩খ., (অক্টোবর, ১৯৪৮), ১২৯-৫১]।

রাবী'উ'ল-আওওয়াল ৮৯৫/ফেব্রু. ১৪৯০-এ আহ'রার ইনতিকাল করেন এবং ইহার এক দশক পর ট্রান্সঅক্সানিয়াতে তীমূরীয় শাসনের অবসান ঘটে। ট্রান্সঅক্সানিয়ার উযবেক বিজেতা, মুহ'াম্মাদ শায়বানী আহ'রার-এর পুত্রবর্গের প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাব প্রদর্শন করেন এবং পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তাহাদের বহু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও তাঁহার দ্বিতীয় ও প্রিয়তম পুত্র খাওয়াজা মুহাম্মাদ য়াহয়াকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। অবশ্য মুহ'াম্মাদ শায়বানী-র ভ্রাতুষ্পুত্র, 'উবায়দুল্লাহ খান তাহাদের ভূ-সম্পত্তির প্রধান অংশ পুনঃফেরত দেন এবং মহান আহ'রার-এর সহিত তাঁহার নামের সাদৃশ্যে তিনি গর্ববোধ করিতেন। সার্বিকভাবে খাওয়াজার মরণোত্তর খ্যাতি ও প্রভাব ছিল বিশাল এবং তাঁহার পর হইতে নাক্'শবান্দী তারীকার বিভিন্ন শাখা মধ্যএশিয়ার ইতিহাসে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে, যাহা রুশ বিজয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আহ'রারের জীবন সম্পর্কীয় তথ্যাবলী প্রচুর। সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জীর জন্য দ্রষ্টব্যঃ (১) Hamid Algar, The Origin of the Naqshbandi Order, ২খ., ইহাতে আহ'রার-এর কর্মজীবন সম্পর্কে একটি পূর্ণ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ফারসী ভাষায় রচিত নিম্নোক্ত প্রাথমিক সূত্রসমূহ অন্যতম (২) মীর 'আবদু'ল-আওওয়াল নিশাপুরী, মাসমু'আত পাণ্ডু., Institute Vostokovedeniya, Uzbek Academy of Sciences তাশকেনত ৩৭৩৫; (৩) ফাখরুদ্দীন আস-স'াফী, রাশাহ'াত 'আয়নি'ল, হায়াত তাশকেনত ১৩২৯/১৯১১ (অপরাপর কতিপয় সংস্করণসহ 'আরবী ও তুর্কী অনুবাদের অস্তিত্ব রহিয়াছে); (৪) মুহ'াম্মাদ কাযী সিলসিলাতু'ল-'আরিফীন ওয়া তায'কিরাতু'স-সিদ্দীকীন, পাণ্ডু. ইস্তাম্বুল, Haci Mahmut Efendi ২৮৩০; (৫) মাওলানা শায়খ, মানাকি'ব-ই খাওয়াজা আহরার, পাণ্ডু. Inst. Vost., Uzbek Academy of Sciences, তাশকেনত ৯৭৩০। অধিকাংশ তীমূরীয় কালপঞ্জীতে আহ'রার সম্পর্কে উল্লেখ রহিয়াছে এবং 'আবদু'ররাহ'মান জামী-র নাফাহ'াতু'ল-উনস্-এ একটি দীর্ঘ বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত আছে (পৃ. ৪০৬-১৩, তেহরান ১৩৩৬/১৯৫৭)। নাক'শবানদী জীবনীমূলক পরবর্তী গ্রন্থসমূহে আহ'রার সম্পর্কে উল্লেখ রহিয়াছে যাহা প্রধানত রাশাহাত-এর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত; (৬) উদাহারণস্বরূপ দ্রষ্টব্য মুহ'াম্মাদ আমীনু'ল কুরদী, আল-মাওয়াহিবু'স-সারমাদিয়্যা ফী মানাকিবি'ন-নাক'শবানদিয়্যা, কায়রো ১৩২৯/১৯৩৩; পৃ.. ১৫৫-৭২। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি বিমুখ, আহ'রার তাঁহার নিজস্ব বেশী সংখ্যক রচনা রাখিয়া যান নাই; (৭) তবে আবূ সা'ঈদ ইব্ন আবি'ল খায়র রচিত বলিয়া কথিত একটি দুর্বোধ্য চতুষ্পদীর তিনি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, যাহা শারহ-ই হাওরাইয়্যা নামে পরিচিত (V. A. Zhukovskii কর্তৃক প্রকাশিত, মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-মুনাওওয়ার-এর আস্‌রারু'ত-তাওহ'ীদ-এর পরিশিষ্ট, সেন্ট পিটার্সবুর্গ ১৮৯৯, ৪৮৯-৯৩) এবং তথায় দুইটি প্রবন্ধ রিসালা-ই ওয়ালিদিয়্যা এবং ফাক'রাত (উভয় প্রবন্ধের কতিপয় পাণ্ডুলিপি ইউরোপীয়, তুর্কী ও সোভিয়েত সংগ্রহে বিদ্যমান; প্রথমটি 'উছ'মানী ও চাগাতাঈ তুর্কীতে অনূদিত হইয়াছে)। তাঁহার পত্রাবলীর কিছু কিছু উদাহরণ অংশত তাঁহার নিজ হস্তাক্ষরে সোভিয়েত সংগ্রহসমূহে সংরক্ষিত আছে: (৮) উদাহরণস্বরূপ দ্র. Institute Vostok., Tajik Academy of Sciences, Dushande ৫৪৮। খাওয়াজা আহ'রার হইতে উদ্ভূত নাক'শবান্দিয়া শাখাসমূহ কামালুদ্দীন হ'ারীরী প্রণীত তিবয়ান ওয়াসাইলি'ল-হ'াকাইক'-এ বর্ণা করা হইয়াছে, পাণ্ডু. ইস্তাম্বুল ইব্‌রাহীম এফেন্দী ৩৪ক-৪১ক। আহ'রার প্রসঙ্গে পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনাবলী অদ্যাবধি প্রায় সর্বাংশে রুশ ভাষায় রচিত, উল্লেখ্য উদাহরণ; (৯) V. V. Bartold-এর Ulug Beg i, ego vremya, পুনর্মুদ্রিত Socineniya-এ, মস্কো ১৯৬৪ খৃ., ২খ.; (২) ১২১-৪, ২০৫-১৭, ইংরেজী অনু. V. and T. Minorsky, in Four studies on the history of Central Asia, ২খ., লাইডেন ১৯৫৮ খৃ., ১১৭-১৮, ১৬৬-৭৭ এবং সাম্প্রতিক কালের অপর কতিপয় রচনা যাহাতে আহরার-এর আর্থ-সামাজিক কর্মতৎপরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে; (১০) R. N. Nabiev, Iz istorii politiko- ekonomiceskoi zhizni Maverannakhra XV v. (zametki o. Khodzha Akhrare), in Velikii Uzbekskii Poet-Sbornik Statei, তাশকেনত ১৯৪৪ খৃ., ২৫-৪৯; (১১) Z. A. Kutbaev, K. istorii vakufnykh vladenii Khodzha Akhrara i ego potomkov, পিএইচ.ডি. সন্দর্ভ, তাশকেনত বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭০ খৃ.; (১২) O. D. Cekovic. Samandkarskie Dokumenty XV-XVI uv., মস্কো ১৯৭৪ খৃ.।

Hamid Algar (E.I.²)/ মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

আহরুন (اهرن) ঃ (আহরূন) ইব্ন আ'য়ান আল-ক'াসম, "যাজক," গির্জার আচার্য ও চিকিৎসক। তিনি সম্ভবত খৃষ্টীয় ৭ম শতকে আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাস করিতেন এবং Paulus of Aigina-সহ, আলেকজান্দ্রিয়া হইতে উদ্ভূত প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীবর্গের শেষ সদস্যগণের অন্যতম ছিলেন। আল্-হ'াকাম ইব্ন 'আবদাল (দ্র.)-এর একটি ব্যঙ্গ কাব্যে বর্ণিত তথ্যানুযায়ী বসরা-র গভর্নর 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন বিশ্‌র ইব্ন মারওয়ান-এর জনৈক রাজস্ব কর্মকর্তাকে এই মর্মে উপদেশ দেওয়া হয় যে, আমীরের সম্মুখে নিজেকে উপস্থাপনের পূর্বে সে যেন আহরুনের সাহায্যে তাহার নিশ্বাস ও নাসিকার দুর্গন্ধ দূর করিয়া নেয় (জাহি'জ', হ'ায়াওয়ান, কায়রো ১৯৪৯-৫০ খৃ., ২৪৭, ১৪-২৪৯, ৮-২৫০-২; ইব্ন

কুতায়বা, 'উয়ূন, কায়রো ১৯৩০ খৃ., ৪খ., ৬২; আগানী, কায়রো ১৯১৮ খৃ., ২খ., ৪২৪); ইহা সম্ভবত আহরুন-এর কালের একটি শেষ সীমারূপে বিবেচিত হইতে পারে। 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন বিশ্র ১০২/৭২০-১ সালে ২য় য়াযীদ-এর অধীনে গভর্নর ছিলেন (তাবারী, ২খ., ১৪৩৩, ১৪৩৬)।

আহরুন ৩০টি পুস্তক সমন্বয়ে চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক একটি বিশ্বকোষ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়, যাহা জনৈক Gosios কর্তৃক সিরীয় ভাষায় অনূদিত হয় (The Chronography of Gregory Abul Faraj...Bar Hebraeus, অনু. Budge, অক্সফোর্ড ১৯৩২ খৃ., ৫৭ আরও দ্রষ্টব্য M. Meyerhof, in Isl., ৬খ., ১৯১৬ খৃ., পৃ. ২২০)। কথিত আছে, ইহার পরবর্তী কালে মাসারজুওয়ায়হ্ ইহা আল-কুন্নাশ শিরোনামে 'আরবীতে অনুবাদ করেন ও অপর দুইটি পুস্তক ইহার সহিত সংযুক্ত করেন। এই তথ্যটি অবশ্য নির্ভুল নয় এবং সামঞ্জস্যহীন (দ্র. ফিহ্রিসত্, ২৯৭; ইব্ন জুলজুল, তাবাকাত, সম্পা. F. Sayyid, ৬১; কিফ্তী, হুকামা, সম্পা. Lippert ৮০; ইব্ন আবী উসায়বি'আ, 'উয়ূনু'ল-আন্বা, ১খ., ১০৯; সা'ঈদ, তাবাকাত, সম্পা. Cheikho, ৪৪; Barhebraoeus, Duwal, সম্পা. সালহানী, ১৫৭)। প্রাপ্ত তথ্যাবলী আরও বেশী অনিশ্চিত এইজন্য যে, মাসারজুওয়ায়হ্ প্রকৃতপক্ষে কোন্ কালের ব্যক্তি তাহা জানা যায় নাই। ইব্ন জুলজুল-এর মতে তিনি মারওয়ান (৬৪-৫/৬৮৪-৫) অথবা 'উমার ইব্ন আবদিল-আযীয ইব্ন মারওয়ান (৯৯-১০১/৭১৭-২০)-এর অধীনে আহরুন-এর রচনাবলী অনুবাদ করেন। অন্যদের মতে তিনি ২য়/৮ম অথবা ৩য়/৯ম শতকের ব্যক্তি ছিলেন।

তবে যে কোন অবস্থাতেই কুন্নাশ নিশ্চিতভাবেই অত্যন্ত উচ্চমাত্রায় প্রশংসিত হইয়াছিল (কুন্নাশ ফাদিল আফদালুল কানানীশ আল-কাদীমা, কিফ্তী, হুকামা, ৩২৪), যদিও আবূ সাহ্ল আল্-বিশ্র ইব্ন য়াকূব আস-সিজযী (৪র্থ/১০ম শতক)-এর বিবেচনামতে ইহা অত্যন্ত খারাপভাবে বিন্যস্ত ছিল, এমনকি বিশেষজ্ঞগণের জন্য ইহার ব্যবহার ছিল কঠিন। উদাহারস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, কুড়ি প্রকার মাথাব্যথার (সুদা) বিবরণী এক স্থানে সংগৃহীত করা হইয়াছে, অথচ ইহাদের হেতু, ইঙ্গিত ও চিকিৎসা ব্যবস্থা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হইয়াছে। ফলে কেবল দীর্ঘ অধ্যয়নের পরই ইহার বিষয়বস্তু আত্মস্থ করা সম্ভব (দ্র. Dietrich, Medicinalia arabica, Gottingen 1966, 'আরবী ভাষা, ৬ গ.)। আল্-মাজূসী (কিতাবু'ল মালাকী, ১খ., বুলাক ১২৯৪ হি., ৪ প.) মন্তব্য করিয়াছেন যে, পুস্তকটি নিম্নমানের ও মূল্যহীন, বিশেষত যাহারা হুনায়ন ইব্ন ইসহাক-এর অনুবাদ অধ্যয়ন করে নাই অর্থাৎ ইহাও বাস্তবে তখন বর্তমান ছিল।

কুন্নাশ সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত হইতে পারে নাই; কিন্তু ইহা বহু সংখ্যক উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রচলিত ও প্রচারিত রহিয়াছে, ইহার মধ্যে রহিয়াছে আর-রাযী প্রণীত হাবী। Ullmann (Die Medizin im Islam, ৮৮ প.) এবং Sezgin (GAS, ৩খ., ১৬৭ প.) কর্তৃক ইহাদের একত্রে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। নিশ্চিতভাবেই পদ্ধতিগত গবেষণার মাধ্যমে ইহাদের পরিবর্ধন সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ দ্র. Maimonides, শারহ আসমা আল-'উককার, সম্পা. Meyrhof, কায়রো ১৯৪০ খৃ.; নং ২৪৭; ইব্নুল খাসীব, কিতাব আমাল মিন তিব্ব লিমান হাব্ব, সম্পা. Maria C. Vazquez de Benito, সালামানকা ১৯৭২ খৃ., ৮৯, ১৩২, ১৩৫, ১৪০, সম্পূর্ণ গ্রন্থটির সকল উদ্ধৃতি যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সজ্জিত করার পরেই ইহার সম্পর্কে কোন মতামত প্রদান করা সম্ভব। রাযী একাধিকবার আল্-ফাইক শিরোনামে কুন্নাশ হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করেন। মুনাজ্জিদ কর্তৃক RIMA, ৫খ. (১৯৫৯ খৃ.), ২৭৮-এ উল্লিখিত আল-আদবিয়াতু'ল কাতিলা, সত্য সত্যই আহরুন-এর রচিত কিনা তাহা স্থির করা যায় নাই। কিন্তু মুনাজ্জিদ-এর মতে ইহার সম্ভাবনা সন্দেহজনক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে প্রদত্ত, আরও দ্রষ্টব্য (১) Ullmann and Sezgin এবং প্রাচীনতর সাহিত্যের জন্য (২) L. Leclerc Histoire de la medecine arabe, ১খ., ১৮৭৬ খৃ., ৭৭-৮১।

A. Dietrich (E.I.[2] Suppl.)/মোহাম্মদ আবদুল বাসেত

আহ্ল (أهل) ঃ (আ.) লিসান বিশ্বকোষে আছে الأهل = أهل الرجل أو أهل الدار (কোন লোকের সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণ অথবা পরিবার-পরিজন)। মুহীত-এর প্রণেতা লিখেন যে, হিব্রু ভাষায় আহ্ল' (اهل) ধাতু হইতে উৎপন্ন ওহেল (اوهل Ohel)-এর অর্থ হইল তাঁবু অর্থাৎ সেই সকল লোক যাহারা কাহারও সহিত একই তাঁবুতে বসবাস করে; অনুরূপভাবে আহ্লু'ল ইসলাম মুসলমান। মহানবী (স)-এর প্রসঙ্গে আহ্লু'ল-বায়ত বাক্যাংশে আল-বায়ত দ্বারা মহানবী (স)-এর গৃহ বুঝাইলে উহার অর্থ দাঁড়াইবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পরিবার-পরিজন। 'আহ্ল' শব্দটি যোগ্যতাসম্পন্ন ও উপযুক্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয় (লিসান)। যখন আহ্ল (বহু বচনে ঃ আহালিন- أهال) কোন শহর অথবা দেশের লোকদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তখন উহার অর্থ হয় উক্ত শহর অথবা দেশের অধিবাসী [তু. কুরআন মাজীদ ঃ আহ্ল মাদ্য়ান (২৮ ঃ ৪৫); য়া আহ্ল-য়াছরিব (৩৩ ঃ ১৩); ইহা ছাড়া আহ্লু'ল-মাদীনা এবং আহ্লু'ল-কুরা এবং কখনও যেমন, মদীনা শারীফে প্রথা রহিয়াছে (Burton-এর উক্তি অনুযায়ী) যে, এই শব্দ বিশেষ করিয়া সেই লোকদের সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে যাহারা তথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে। আনুরূপভাবে মক্কা শারীফে বসবাসকারীকে আহ্লুল্লাহ্ বলা হয় (লিসান)। কিন্তু এই শব্দ দ্বারা অন্যান্য ধারণাও সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে এবং এই জাতীয় বাক্যে উহার ব্যবহার কিছুটা অনির্দিষ্ট অর্থে হইয়া থাকে। সুতরাং আহ্ল-এর এই অর্থও হইতে পারে— কোন জিনিসে অংশীদার অথবা উহার সহিত সম্পর্কিত অথবা উক্ত বস্তুর মালিক ইত্যাদি কোন কোন বাক্য গঠনে যাহার ব্যাপক ব্যবহার রহিয়াছে)। আহ্ল হইল একটি বাক্যাংশ, যেমন আহ্লু'ল-আম্র ইত্যাদি। আহ্লু'ল-বায়ত অথবা আহ্লু বায়তি'ন-নাবিয়্যি (স)-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়- ازواجه وبناته وصهره ... (লিসান) = মহানবী (স)-এর স্ত্রী, কন্যা ও জামাতা। কুরআন মাজীদ (৩৩ ঃ ৩৩)-এ উল্লেখ হইয়াছে ঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ.

(ইহাতে আহ্লু'ল-বায়ত-এর তাৎপর্য বুঝিবার জন্য দ্র. আহ্লু'ল-বায়ত)। লিসান-এ অন্য বাক্যাংশ যেমন আহ্লু'ত-তাক্ওয়া, আহ্লু'ল- মাগফিরা ইত্যাদির ব্যাখ্যাও প্রদান করা হইয়াছে। মুহীত-এর প্রণেতা লিখেন, আহ্ল দ্বারা বিশেষভাবে স্ত্রী বুঝায়। দীন-এ শরীক হওয়ার ক্ষেত্রেও আহ্ল শব্দ কুরআনে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন হযরত নূহ ('আ)-কে তাঁহার পুত্র সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ (১১ ঃ ৪৬)। এখানে আহ্ল-এর অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণ হইল দীন এবং

মতের গরমিল। নূহ (আ)-এর পুত্র সত্যিকার অর্থে তখনই আহ্‌ল হইত যখন সে দীন ও মতের ক্ষেত্রে তাঁহার অনুসরণ করিত।

আহ্‌ল-এর অর্থ মালিক ও অংশীদার হওয়া ছাড়াও যোগ্য ও উপযুক্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কুরআনের আয়াত ঃ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا (৪ ঃ ৫৮)-এ আহ্‌ল দ্বারা যেমন আমানতকারীকে বুঝায়, তেমনি যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিকেও বুঝায়। আহলিয়তে দ্বারা উপযুক্ততা ও যোগ্যতাও বুঝায়। এই ক্ষেত্রে আয়াতের অর্থ হইবে, আমানত ও ক্ষমতা সেই সকল লোকের হাতে ন্যস্ত করিবে যাহারা উহার যোগ্য; অযোগ্যদের হাতে ন্যস্ত করিবে না। আহ্‌লু'ল-কু'রআন দ্বারা সেই লোকদের বুঝায়, যাহারা কু'রআন-এর সহিত বিশেষ সম্পর্ক রাখে (আন-নিহায়া, ঐ শব্দের অধীন)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) লিসান, শিরো.; (২) মুফরাদাত, শিরো.; (৩) তাজু'ল-‘আরূস, শিরো আহ্‌ল-এর অবশিষ্ট যৌগিক বাক্যসমূহের জন্য দ্র. সংশ্লিষ্ট ধাতুসমূহ।

I. Goldziher (E.I[2], দা.মা.ই.)/মুহম্মদ ইসলাম গণী

আহ্‌ল-ই ওয়ারিছ (اهل وارث) ঃ অর্থে ইন্দোনেশিয়ার মুসলিমগণের মধ্যে সাধারণভাবে ব্যবহৃত শব্দ। শব্দটি ফারসী ভাষায় ব্যবহৃত হয় এবং ইহা ভারতের মধ্য দিয়া পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Ph. van S. Ronkel, Over de herkomst van enkele Arabische bastaardwoorden in het Maleisch, TBG-তে, ৪৮খ., ১৮৯ প.।

J. Schacht (E.I.2/এম. নুরুল হক মিয়া

আহ্‌লান ওয়া সাহ্‌লান্‌ (اهلا وسهلا) ঃ ‘আরবী, কাহাকেও সাদর অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা জানাইবার জন্য আরবদেশে প্রচলিত প্রবচন। আগমনকারীকে নম্রতা ও ভদ্রতা সহকারে বলা হয়, “এটা আপনারই বাড়ি, আপনি নিজস্ব বাড়িতে আগমন করিয়াছেন, এখানে নিজ গৃহের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করুন, আপনার কোন প্রকার অসুবিধা হইবে না”। সকল ‘আরবী ভাষাভাষী দেশেই ইহা ব্যবহৃত।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ., ২৭৫

আহ্‌লাফ (দ্র. হি'ল্‌ফ)

আহ্‌লু'দ-দার (اهل الدار) ঃ আল-মুওয়াহ'হি'দূন-এর ৬ষ্ঠ তা'রীকা'র নাম (দ্র. আল-মুওয়াহ'হি'দূন)।

(দা.মা.ই.)/সিরাজ উদ্দীন আহমদ

আহ্‌লু'ন-নাজ'র (اهل النظر) ঃ যাহারা চিন্তা-গবেষণা ও বিতর্কের প্রবক্তা এবং যাহারা যুক্তিভিত্তিক প্রমাণের অনুসারী। এই পরিভাষাটি সাধারণত মু'তাযিলা (দ্র.)-দের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং সম্ভবত পরিভাষাটি তাহাদেরই আবিষ্কার। ইব্‌ন কু'তায়বা পরিভাষাটিকে ব্যবহার করিয়াছেন (দ্র. তা'বীলু মুখ্‌তালিফি'ল-হা'দীছ, স্থা.)। মাস'উদী আহ্‌লু'ল-বাহ্‌ছ ওয়ান্‌-নাজ'র এর উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর গ্রন্থাবলীতে আহ্‌লু'ল-কালাম এবং আল-আশ'আরীর গ্রন্থাবলীতে আল-মুতাকাল্লিমূন-এর দ্বারা এই আহ্‌লু'ন-নাজারকেই বুঝান হইয়াছে। পরবর্তী কালে আহ্‌লু'ন-নাজ'র অথবা ‘আস্‌'হা'বু'ন-নাজ'র' দ্বারা ঐ সমস্ত ‘আলিমকে বুঝান হইতে থাকে যাহারা মত প্রকাশে চিন্তা-ভাবনা, বিতর্ক ও আলোচনার অনুসারী ছিলেন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইহার জন্য দ্র. নাজ'র, মানতি'ক, মু'তাযিলা, কালাম নিবন্ধ।

(দা.মা.ই.) এ. এন. এম. মাহবুবুর রহ্‌মান ভূঁঞা

আহ্‌লু'য্‌ যিম্মা ঃ (اهل الذمة) ঃ য়াহূদী ও খৃস্টান, যাহাদের সঙ্গে ইসলামী আইন অনুযায়ী মুসলিমগণের সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে (দ্র. যিম্মা)।

(দা.মা.ই.) / সিরাজ উদ্দীন আহমদ

আহ্‌লু'য-যিক্‌র (اهل الذكر) ঃ যিক'র-এর অর্থ স্মরণ করা, কোন জিনিসকে সংরক্ষণ করা, কোন কথা অন্তরে উপস্থাপন করা। শব্দটি ভুল (نسيان)-এর বিপরীত অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যি'ক্‌র-এর অর্থ সংরক্ষণ করাও হয়, যথা ذكر حقه =সে তাহার অধিকার (হক) সংরক্ষণ করিয়াছে এবং উহা বিনষ্ট হইতে দেয় নাই। ওয়াজ-নসীহতকেও যি'ক্‌র বলা হয় (তাজু'ল-‘আরূস)। ইমাম রাগি'ব উল্লেখ করিয়াছেন যে, যি'ক্‌র শব্দটি দ্বারা আত্মার সেই অবস্থা ও প্রকৃতিকে বুঝায় যাহা দ্বারা মানুষ তাহার ‘ইলমকে সংরক্ষণ করে। ইহা حفظ = মুখস্থ করার প্রায় সমার্থবোধক। কিন্তু حفظ শব্দটি احراز অর্থাৎ হাসিল করা এবং স্মৃতিতে সঞ্চয় করার অর্থে ব্যবহৃত হয়, আর ذكر শব্দটি উপস্থিত করা অর্থাৎ পুনর্বার স্মরণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ذكر শব্দটি আবার কখনও কখনও আপনাআপনি অথবা আলোচনা করিবার সময় কোন কথা অন্তরে স্মরণ হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এইজন্যই বলা হইয়াছে, যি'ক্‌র দুই প্রকার ঃ একটি হইল অন্তরের যি'ক্‌র (ذكر قلبى), অন্যটি মুখের যি'ক্‌র (ذكر لسانى)। ইহার প্রতিটি আবার দুই প্রকার ঃ (১) বিস্মৃত হইবার পরে স্মরণ হওয়া; (২) বিস্মৃত না হইয়াই স্মরণে থাকা। এতদ্ব্যতীত আলোচনা করা এবং বর্ণনা বা উল্লেখ করাকেও যি'ক্‌র বলা হয় (মুফরাদাত)। যি'ক্‌র-এর অর্থ প্রশংসা, গুণগান এবং মর্যাদা ও বুযুর্গীও হইয়া থাকে (তাজ)। আল-বায়হাকীর মতে যি'ক্‌র দুই প্রকার ঃ (১) সেই যি'ক্‌র, যাহা ভুলের বিপরীত (যথা কু'রআন কারীমে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ "শয়তানই আমাকে উহার কথা বলিতে ভুলাইয়া দিয়াছিল" (১৮ ঃ ৬৩); (২) কথাবার্তা জাতীয় যি'ক্‌র, তাহা ভাল হউক বা মন্দ (তাজু'ল মাস'াদির)। কু'রআন মাজীদে দুইবার আহ্‌লু'য-যি'ক্‌র-এর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

(১) وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

“তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ মানুষই প্রেরণ করিয়াছিলাম, তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞাসা কর” [১৬ ঃ ৪৩]।

(২) وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (২১ ঃ ৭)।

আয্‌-যি'ক্‌র-এর অর্থ হইল সেই কিতাব যাহাতে দীন-এর বিস্তারিত বিবরণ এবং নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ থাকে (তাজ)।

‘আবদু'র-রাহ'মান ইব্‌ন যায়দ আহ্‌লু'য-যি'ক্‌র-এর অর্থ কু'রআন কারীমের বিধি বিধান ও অনুশাসন মান্যকারী মুসলমান বলিয়া উল্লেখ

করিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, ১৬ ঃ ৪৩ আয়াত দ্র.)। স্বয়ং কু'রআন মাজীদেরই কয়েক স্থানে কু'রআন মাজীদকে বুঝাইবার জন্য আয্-যি'কর শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। যথাঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ.

"আমিই কু'রআন নাযিল করিয়াছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক" (১৫ ঃ ৯; আরও দ্র. এই সূরার ৬ নং আয়াত; ১৬ ঃ ৪৪; ১২ ঃ ১০৪)। ইমাম জা'ফার সা'দিক' (র)-এর উক্তিঃ نحن اهل الذكر "আমরা আহ্লু'য'-যি'ক্র" (ইব্ন কাছীর, পৃ. স্থা., আল-বাহ্'রু'ল-মুহীত', ১৬ ঃ ৪৩ আয়াত দ্র.)। আল-বাগাবী আহ্লু'য'-যি'ক্র-এর অর্থ করিয়াছেন ঃ مؤمنين اهل الكتاب = আহ্লে কিতাব-এর মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে (১৬ ঃ ৪৩ দ্র.)। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) ও সালমান (রা) ইহা দ্বারা য়াহূদী ও নাস'ারা (খৃস্টান)-কে বুঝানো হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন (ইব্ন হি'ব্বান, আল-বাহ্রু'ল-মুহীত, ১৬ ঃ ৪৩ দ্র.)।

আয-যাজ্জাজ ও আল-আযহারী স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আহ্লু'য'-যি'ক্র দ্বারা সেই সকল লোককে বুঝান হইয়াছ যাহারা পূর্ববর্তী উম্মাত এবং দীনসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, তাহারা যে ধর্মেরই হউক না কেন (রূহ'ল-মা'আনী, উক্ত আয়াত দ্র.)। ইব্ন কাছীর আহ্লু'য'-যি'ক্র-এর অর্থ করিয়াছেন, اهل الكتب الماضية 'পূর্ববর্তী কিতাবধারিগণ' (১৬ ঃ ৪৩ আয়াতের তাফসীর), অর্থাৎ পূর্ববর্তী ইলহামী কিতাব মান্যকারিগণ। মোটকথা, আয-যি'ক্র-এর অর্থ বিশেষভাবে কু'রআন কারীম এবং সাধারণভাবে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ। আহ্লু'য'-যি'ক্র-এর অর্থ হইল সেই সকল 'আলিম যাহাদের কু'রআন কারীম এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের জ্ঞান রহিয়াছে। মাওলানা মাহ্'মূদ হা'সান এবং মাওলানা শাব্বীর আহ'মাদ 'উছমানী আয-যি'ক্র-এর অর্থ করিয়াছেন, স্মৃতি, রোযনামচা, দিনলিপি (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সারসংক্ষেপ এবং পূর্ববর্তী নবীগণের ইলমের পূর্ণ স্মৃতি যাহাতে রহিয়াছে।

দা.মা.ই./আবদুল জলীল

আহলুর-রায় (দ্র. আসহাবু'র-রা'য়)

আহলুল-'আদল (দ্র. মু'তাযিলা)

আহলুল-আবা (দ্র. আহ্লু'ল-বায়ত)

আহ্লুল-আহ্ওয়া (اهل الاهواء) ঃ (আ.) আহওয়া-র এক বচনে হাওয়া (هوى), যেমন কু'রআনে বর্ণিত হইয়াছে ঃ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى "এবং সে মনগড়া কথাও বলে না" (৫৩ ঃ ৩)। এইখানে হাওয়া অর্থ ঃ মানসিক ঝোঁক বা প্রবণতা। সুতরাং ইমাম রাগি'ব লিখেন ঃ ميل النفس الى الشهوة লালসার প্রতি মানসিক ঝোঁক। ইহা ছাড়া سقوط من علو الى سفيل = الهوى (মুফ্রাদাত) [উচ্চ হইতে নিম্নের দিকে পতন], যাহার অর্থ দাঁড়ায় ঃ নীচ অথবা খারাপ ঝোঁক-প্রবণতা, যাহা মানুষের পাশবিক প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত হয়। আল-আহ্ওয়া (الاهواء) শব্দটি কু'রআন শারীফেও ব্যবহৃত হইয়াছে, দ্র. কু'রআন মাজীদ, ৬ ঃ ১৫০ (وَلاَ تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا)। জুরজানীর মতে 'আহ্লু'ল-আহ্ওয়া' পরিভাষা সেই সকল লোকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে যাহারা আহ্লে কি'বলা হওয়া সত্ত্বেও আহ্লে সুন্নাত-এর 'আকী'দা সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করিয়া থাকে। যেমন জাবরিয়্যা, কা'দরিয়্যা, খাওয়ারিজ প্রভৃতি (দ্র. আত-তা'রীফাত, ঐ শিরো.; তাহানাবী, কাশ্শাফ, ঐ শিরো.; ZDMG, ১৮৯৮ খৃ., পৃ. ১৫০; আরও দ্র. আশ্-শাহ্রাসতানী আল-মিলাল ওয়ান-নিহ'াল; ইব্ন হ'াযম, আল-ফিসা'ল; আল-বাগ'দাদী, আল-ফারক' বায়না'ল-ফিরাক')।

দা.মা.ই. / মুহাম্মাদ ইসলাম গণী

আহ্লুল-কাবলা (দ্র. কাবালা)

আহ্লুল-কাহ্ফ (দ্র. আস'হা'বু'ল-কাহ্ফ)

আহ্লুল-কিতাব (اهل الكتاب) ঃ 'আরবী ভাষায় اهل (আহ্ল) শব্দটি দ্বারা এমন কোন জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যাহাদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যের কোন না কোন কারণ বর্তমান। যেমন ধর্ম, বর্ণ, বংশ, পেশা, বাসস্থান, শহর ইত্যাদি (মুফ্রাদাত)। كتاب (কিতাব) শব্দটি كتب ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার অর্থ, সে একত্র করিল এবং কিতাব শব্দের অর্থ এমন একটি রচনা যাহা (বিষয়বোধে) স্বয়ংসম্পূর্ণ। 'কিতাব' শব্দ দ্বারা নবীদের উপর নাযিলকৃত লিখিত বা অলিখিত ওহীকে বুঝান হইয়াছে (মুফরাদাত)। একই সাথে আল্লাহ্র নিয়ম-নীতির (قوانين الهية) অর্থেও শব্দটির প্রয়োগ হইয়াছে (৮ ঃ ৬৮; ৯ ঃ ৩৬; ১৩ ঃ ৩৮)। الكتاب (আল-কিতাব) শব্দটি কু'রআনের জন্য, সাধারণভাবে কোন আসমানী কিতাবের জন্য, সামগ্রিকভাবে পূর্ববর্তী সমগ্র ওহীর জন্য (১৩ ঃ ৪৩), মোটকথা আল্লাহ্র নাযিলকৃত সমগ্র গ্রন্থের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে (২ ঃ ২১৩, ৩ ঃ ১৮৪)।

পবিত্র কুরআনে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত গ্রন্থাবলীকে তিনটি নামে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ (১) সু'হু'ফ (صحف), صحيفة (স'াহীফা) শব্দের বহু বচন, যাহার অর্থ প্রসারিত কোন বস্তু এবং যাহার উপর লেখা হয় (মুফ্রাদাত)। অতএব সূরা আল-আ'লায় (৮৭ ঃ ১৮, ১৯) পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবকে, বিশেষ করিয়া মূসা (আ) ও ইব্রাহীম (আ)-এর উপর নাযিলকৃত কিতাবকে সু'হু'ফ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তদুপরি সূরা 'আবাসা (৮০ ঃ ১৩) এবং সূরা আল-বায়্যিনায় (৯৮ ঃ ৩) পবিত্র কুরআনকে সু'হু'ফ নামে উল্লেখ করা হইয়াছে; (২) যুবুর (زبر) ঃ (৩ ঃ ১৮৪; ২৬ ঃ ১৯৬), ইহা যাবূর (زبور) শব্দের বহু বচন এবং পবিত্র কুরআনের তিন স্থানে যাবূর শব্দটির উল্লেখ রহিয়াছে (৪ ঃ ১৬৩; ১৭ ঃ ৫৫; ২১ ঃ ১০৫)। زبر অর্থ كتب 'সে লিখিল'। زبور অর্থ এমন কোন রচনা বা গ্রন্থ যাহাতে দর্শন এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনা রহিয়াছে (শারী'আতের বিধান ইহার বিষয়বস্তু নয়; তাজ), বিশেষ করিয়া দাঊদ (আ)-এর উপর নাযিলকৃত গ্রন্থকে যাবূর বলা হইয়াছে (৪ ঃ ১৬৩)। (৩) কিতাব ঃ পবিত্র কু'রআনে আসমানী কিতাবসমূহকে এই নামে উল্লেখ করা হইয়াছে (৩ ঃ ৭৯)।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আহ্লু'ল-কিতাব-এর ব্যবহারিক অর্থ কোন আসমানী কিতাবের অনুসারী জনগোষ্ঠী অর্থাৎ ধর্মের অনুসারী জনসমষ্টি, বিশেষ করিয়া তাওরাত ও ইন্জীলের অনুসারিগণকে বুঝায়। পবিত্র কু'রআনে আহ্লু'ল-কিতাবকে মুশ্রিকদের হইতে পৃথক একটি দল বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। যথা কু'রআনের আয়াত ঃ

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ.

"কিতাবীদের মধ্যে যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারা এবং মুশরিকরা ইহা চাহে না" (২ ঃ ১০৫)।

সা'বীদের সম্পর্কে ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়ায়হ বলেন, فرقة من اهل الكتاب। ইহারা আহলে কিতাবের একটি দল (ইব্ন কাছীর, ১খ., ১৯০)। সা'বীদের দাবি যে, তাহারা নূহ (আ)-এর ধর্মানুসারী (ইব্ন কাছীর, ১খ., ১৯)। সূরা তাওবায় (৯ ঃ ২৯) আহ্লু'ল-কিতাবদের নিকট হইতে জিয্য়া আদায়ের নির্দেশ রহিয়াছে। প্রথম দিকে এই নির্দেশ মুতাবিক য়াহূদী এবং খৃস্টানদের নিকট হইতে জিয্য়া আদায় করা হয় (য়াহ্'য়া ইব্ন আদাম, কিতাবু'ল-খারাজ, পৃ. ৭৩)। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ (স) অগ্নিপূজকদের (مجوس) নিকট হইতেও জিয্য়া আদায় করিয়া তাহাদেরকে যি'ম্মীতে পরিণত করেন (আবূ য়ূসুফ, বিতাবু'ল খারাজ, পৃ. ৭৪)। এইভাবে রাসূলুল্লাহ (স') বাহ্'রায়নের অগ্নিপূজকদের নিকট হইতেও জিয্য়া আদায় করেন (আবূ য়ূসুফ, কিতাবু'ল-খারাজ, পৃ. ৭৫)। ইহার পর সাহাবীগণ 'আরবের বাহিরের সকল অমুসলিম জাতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে এই নির্দেশ দেন। 'উমার (রা) স্বয়ং اهل السود (ইরাকী)-এর উপর জিয্য়া আরোপ করেন (য়াহ্'য়া ইব্ন আদাম, কিতাবু'ল-খারাজ, পৃ. ৫)। অতএব আহ্লুল-কিতাব দ্বারা প্রথমত য়াহূদী-খৃস্টান, তারপর অগ্নিপূজক, সা'বী এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীকেও বুঝায় (আশ-শাহ্রাস্তানী)। মুশ্রিক এবং যে সমস্ত লোক আসমানী কিতাবের অনুসারী নয় তাহারা আহ্লু'ল-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নয়। শাহ্রাস্তানী য়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে আহ্লু'ল-কিতাব, এবং অগ্নিপূজক (মাজূসী), মানী ইত্যাদিকে আহ্লু'ল-কিতাব সদৃশ (শিব্হ আহ্লি'ল-কিতাব) বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন (আশ-শাহ্রাস্তানী, কায়রো ১৩১৭ হি., ১খ., ৪৪)। তিনি যাহাদের কোন আসমানী কিতাব নাই, তাহাদের বর্ণনা পৃথকভাবে করিয়াছেন। যেমন সা'বী (নক্ষত্র উপাসক) বা অন্যদল—যাহারা শারী'আতের বিধি-বিধান মান্য করে না, যেমন দার্শনিক ও দাহরী (ঐ)। ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (লাইডেন, দ্বিতীয় সংস্করণ) মতে রাসূলুল্লাহ (স')-এর মক্কী জীবনের সমাপ্তির পূর্বে কু'রআনে আহ্লু'ল-কিতাব পরিভাষাটির ব্যবহার হয় নাই (দ্র. আহ্লু'ল-কিতাব নিবন্ধ)। কিন্তু বর্ণনাটি সঠিক নহে। মাক্কী সূরা আল-'আনকাবূত (২৯ ঃ ৪৬)-এ আহ্লু'ল-কিতাব পরিভাষাটির উল্লেখ রহিয়াছে।

আহ্লু'ল-কিতাবদের সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হইল, তাহাদের ধর্ম এককালে নিজ নিজ জায়গায় সত্য ছিল এবং তাহাদের নবী স্বীয় গোত্রের সংশোধনের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কোন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু'মিন হইতে পারে না যতক্ষণ না সকল নবীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। কু'রআনে যাঁহাদের নামের উল্লেখ রহিয়াছে (তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য) এবং যাঁহাদের নামের উল্লেখ নাই, সকলেই ইহার অন্তর্ভুক্ত, তাঁহাদের সকলের উপর সামগ্রিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ.

(২ ঃ ২৮৫)। এইভাবে প্রত্যেক মুসলমান সকল নবীকে সত্য বলিয়া জানে এবং তাঁহাদেরকে আল্লাহ্র প্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করে (দ্র. ৫ ঃ ৪৮)। কিন্তু ইহার সাথে সাথে কু'রআনে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, এখন এই সকল কিতাব পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত হইয়া গিয়াছে এবং এইগুলিকে রহিত (মানসূখ) করা হইয়াছে (রূ'হুল-মা'আনী, ১খ., ২৯৮)। ইহাদের অনুসারীরা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের উপর বিশ্বাসকারী বলিয়া দাবি করিলেও তাহাদের 'আক'াইদের মূল ভিত্তিতে পার্থক্য দেখা দিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে প্রেরণের সময় কু'রআন তাহাদের চারিত্রিক ও ধর্মীয় অবস্থার উপর আলোকপাত করিয়াছে (২ ঃ ১৪৬; ইব্ন কাছীর, ১খ., ২৮০)। পূর্বেকার সকল কিছুকে খারাপ বলা হয় নাই, বরং তাহাদের সৎ গুণগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন কু'রআনের আয়াত ঃ

وَمِنْ قَوْمِ مُوْسٰى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ.

"মূসার কওমে কিছু সত্যবাদী ও ন্যায়বান লোক রহিয়াছে" (৭ ঃ ১৫৯)।

এইভাবে খৃস্টানদের সম্পর্কেও বলা হইয়াছে ঃ

وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى.

"যাহারা বলে, আমরা খৃস্টান, মানুষের মধ্যে তাহাদেরকেই তুমি মু'মিনদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখিবে" (৫ ঃ ৮২)।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর আগমনের পর তাঁহার উপর ঈমান আনা জরুরী (ইব্ন কাছীর, কায়রো ১৩৪৩ হি., ১খ., ১৮৯)। কু'রআন এখন ঐ সকলের উপর মুহায়মিন (مهيمن = সংরক্ষক) [৫ ঃ ৪৮]। এখন কুরআন পূর্বেকার সকল কিতাবের প্রয়োজনীয় ও বিশুদ্ধ শিক্ষার সংরক্ষণকারী। যেমন কু'রআনের আয়াত ঃ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (৯৮ ঃ ৩০) "কু'রআনে সকল প্রয়োজনীয় ও স্থায়ী শিক্ষা বর্তমান"। তাওরাত এবং ইনজীলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ.

"যাহার (নবীর) উল্লেখ তাওরাত ও ইন্জীল, যাহা তাহাদের নিকট আছে তাহাতে লিপিবদ্ধ পায়" (৭ ঃ ১৫৭)।

এইভাবে অপরপর সকল ইলহামী পুস্তকে তাঁহার আগমনের সংবাদ রহিয়াছে ('আবদু'ল-হা'ক্ক, মীছাকু'ন-নাবিয়্যীন এবং ইহার ইংরেজী অনুবাদ)। আহ্লু'ল-কিতাব সম্পর্কে নির্দেশ রহিয়াছে ঃ لاتصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم। "আহ্লু'ল-কিতাবদের সত্যও বলিও না, মিথ্যাও বলিও না" (বুখারী, কিতাবু'শ-শাহাদাত, বাব ২৯; কিতাবু'ল-ই'তিস'াম বি'ল-কিতাবি ওয়া'স্-সুন্নাহ, বাব ২৫, কিতাবু'ত-তাওহ'ীদ, বাব ৫১), আহ্লুল-কিতাবের অন্যান্য বর্ণনা সম্পর্কেও একই নীতি প্রযোজ্য, যা তফসীর ও অন্য গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত রহিয়াছে। এখন সকল প্রকার মীমাংসার পূর্ণ কর্তৃত্ব কু'রআনের (৫ ঃ ৪০; ১৬ ঃ ২৪)। আহ্লু'ল-কিতাবের সংগে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও কুরআনে বর্ণনা রহিয়াছে এবং তাহাদেরকে সন্ধি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দেওয়া হইয়াছে। যেমন কুরআনের ইরশাদ ঃ

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ الاية.

"তুমি বল: হে কিতাবীগণ! আইস সে কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই— যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি" (৩ ঃ ৬৪)।

আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন কাছীর বলেন যে, য়াহূদী এবং খৃস্টান ছাড়া অন্যান্য সদৃশ জাতিও এই আয়াতে উদ্দিষ্ট (من جراى مجراهم -ইব্‌ন কাছীর, ২খ., ১৫৯)। ইহার অর্থ এই নয় যে, মুসলমানগণ তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে অসতর্ক থাকিবে। তাহাদের সহিত মুসলমানদের সম্পর্কের ব্যাপারে বলা হইয়াছে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاۤءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ.

"হে ঈমানদারগণ! য়াহূদী ও খৃস্টানগণকে (যাহারা তোমাদের প্রতি শত্রুতাপ্রবণ) নিজেদের বন্ধু এবং সাহায্যকারী বানাইও না তাহারা তোমাদের বিরোধিতায় একে অপরের সাহায্যকারী। তোমাদের মধ্যে যে তাহাদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারী মনে করিবে সে তাহাদের মধ্যে একজন হইবে" (৫ ঃ ৫০)।

য়াহূদী শারী'আত অনুসারে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সহিত বিবাহ সম্পূর্ণ অবৈধ ছিল। তাওরাতে উল্লিখিত আছে, তাহাদেরকে বিবাহ করিও না, তাহাদের ছেলেদের সহিত নিজেদের কন্যার বিবাহ দিও না, স্বীয় পুত্রের জন্য তাহাদের কন্যা গ্রহণ করিও না; কেননা তাহারা তোমার পুত্রকে আমার অনুসরণ হইতে ফিরাইয়া রাখিবে" (২য় বিবরণ, ৭ ঃ ৩ প.)।

কিন্তু ইসলামে অমুসলিম আহ্‌লু'ল-কিতাব নারীকে মুসলমানদের বিবাহ করা বৈধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। যেমন কুরআনের ইরশাদ ঃ

اَلْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

"তোমাদের পূর্ববর্তী আহ্‌লু'ল-কিতাব সচ্চরিত্রা নারীদের সহিত বিবাহ সিদ্ধ" (৫ ঃ ৫)।

কিন্তু এই বৈধতার অপব্যবহার লক্ষ্য করিয়া হযরত 'উমার (রা) ও ইব্‌ন 'উমার (রা) ইহার একটি সীমা নির্ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন (ইব্‌ন কাছীর, ৩খ., ৭১; ১খ., ৫০৭)। কেহ কেহ বলেন, আহ্‌লু'ল-কিতাব দাসীর সহিত বিবাহ সিদ্ধ নয় (সূলী, ৩খ., ৮০)। এইভাবে কোন আহ্‌লু'ল-কিতাব পুরুষের সহিত কোন মুসলিম মহিলার বিবাহ হইতে পারেনা (রূহু'ল-মা'আনী, ২খ., ১২০)।

কুরআনে আহ্‌লু'ল-কিতাবদের সহিত বিবাহ-শাদী ছাড়াও তাহাদের সংগে খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম-নীতিরও উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র নামে তাহাদের যাবহ্‌কৃত প্রাণী এবং তাহাদের হালাল খাবারকে বৈধ বলা হইয়াছে (দ্র. ৫ ঃ ৫)। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, এই আয়াতে বর্ণিত طعام দ্বারা যাবাহ্‌কৃত প্রাণী (ذبيحة) বুঝান হইয়াছে। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, কোন আহ্‌লে কিতাব যদি আল্লাহ্‌র নাম ব্যতিরেকে পশু যাবাহ্‌ করে তবে তাহা ভক্ষণ করা মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়। কেননা উহা কুরআনের অপর একটি নির্দেশের বিপরীত। যথা কুরআনের আয়াত ঃ

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ.

"যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয় নাই তাহার কিছুই আহার করিও না, উহা অবশ্যই পাপ" (৬ ঃ ১২১)।

নীতিগতভাবে ইসলামে যাহাকে হারাম করা হইয়াছে উহা কোনভাবেই হালাল হইতে পারে না।

কুরআনে তিনভাবে আহ্‌লু'ল-কিতাবের উল্লেখ রহিয়াছে ঃ প্রথমত, ঐতিহাসিক সাক্ষীরূপে হযরত আদাম (আ) ও নূহ (আ) হইতে এই ধারার শুরু হয়। কেননা আদাম (আ) হইতেই নবূওয়াতের সূচনা হয়। আদাম (আ) যে সরল পথের উপর স্বীয় সন্তানগণকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, নূহ (আ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে সর্বপ্রথম এই সরল পথের বিকৃতি দেখা দেয়। তাহাদের সংশোধনের জন্য নূহ (আ) প্রেরিত হন। এই সমস্ত বর্ণনার দ্বারা কুরআন মুসলমানদেরকে বুঝাইয়াছে ঃ তোমাদের পূর্বেকার ধর্মাবলম্বিগণ তাহাদের নিকট প্রেরিত রাসূলগণের সংগে অসৎ ব্যবহার করিয়া যে খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হইয়াছে, তোমরাও যদি তোমাদের নবীর সংগে অনুরূপ অসৎ ব্যবহার কর তাহা হইলে তোমাদেরকেও অনুরূপ পরিণতির সম্মুখীন হইতে হইবে। এইভাবে ঐ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া নবূওয়াতের আদর্শের বর্ণনা দিয়াছে এবং এই সকল ঘটনা দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি অবিশ্বাসীদের উত্থাপিত সকল প্রকার আপত্তি খণ্ডন করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র নীতির প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের দাওয়াতের ধারা বর্ণনায় আহ্‌লু'ল-কিতাব-এর উল্লেখ স্বাভাবিকভাবেই আসে। তৃতীয়ত, মুসলমানদের সংগে তাহাদের আইনগত ও সামাজিক সম্পর্কের বর্ণনাও জরুরী।

ইসলামী রাষ্ট্রে যিম্মী আহ্‌লু'ল-কিতাবের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে যিম্মা নিবন্ধ দ্র.। য়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে 'আরব উপদ্বীপ হইতে উচ্ছেদ করিয়া দেওয়ার জন্য মুসলমানদের উপর নির্দেশ রহিয়াছে (বুখারী, কিতাবু'ল-জিয্য়া, বাব ৬; আহ্‌মাদ, মুসনাদ, ১খ., ২৯, ৩২; ২খ., ৪৫১ ৩খ.; ৩৪৫; ৬খ., ২৭৪)। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামকে সকল প্রকার মিশ্রণ ও ভিন্ন ধর্মীয় প্রভাব হইতে পাক-পবিত্র রাখা এবং ইহা কোনরূপ অস্বাভাবিক কিছু নয়। 'উলামা কিরাম আহ্‌লু'ল-কিতাবের ধর্মীয় রীতিনীতি সম্পর্কে গভীর পড়াশুনা করিয়াছেন। অতএব তাফসীর গ্রন্থসমূহেও আহ্‌লু'ল-কিতাবের আলোচনা আসিয়াছে। কিন্তু ইব্‌ন হায্‌ম কালামশাস্ত্রের দৃষ্টিতে তাহাদের সমালোচনা করিয়াছেন। মাসঊদী খৃস্ট ধর্মের উদ্ভব ও যুগের পর যুগের ইতিহাস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি তাহাদের সম্পর্কে জানার জন্য খৃস্টানদের গির্জায় যাতায়াত করিতেন। তিনি খৃস্টীয় বিশ্বাসের বিতর্কিত ও সংশয়মূলক বিষয়ের সমালোচনা করিয়াছেন (মুরূজু'য-যাহাব, ২খ., ২৯৭ প.)। ঐ সমস্ত ধর্মের ব্যাপারে আল-বীরূনী মাস'ঊদী অপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞ ছিলেন। এই বিষয়ে আরও জানার জন্য ইন্‌জীল নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কুরআনের তাফসীর (যে সমস্ত আয়াত বর্ণনায় উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যে সমস্ত আয়াতে আহ্‌লু'ল-কিতাব, য়াহূদী, বানূ ইসরাঈল এবং নাসারার উল্লেখ রহিয়াছে। (২) আল-মাওয়ারদী, আল-আহ্‌কামু'স-সুলতানিয়্যা, মিসস ১৩২৮ হি., পৃ. ১২৭ প.; (৩) য়াহ্‌য়া ইব্‌ন আদাম, কিতাবু'ল-খারাজ, কায়রো ১৩৪৭ হি. সূচী; (৪) আবূ য়ূসুফ, কিতাবু'ল-খারাজ, বুলাক ১৩০২ হি., নির্ঘণ্ট; (৫) আশ-শাহ্‌রাস্তানী, কায়রো ১৩১৭ হি., ১খ., ৪৪; (৬) আল-বালাযুরী ফুতূহু'ল-বুলদান, নির্ঘণ্ট; (৭) আর-রাগিব, মুফরাদাত, দ্র. আহ্‌ল ও কিতাব শব্দদ্বয়; (৮) লিসান, আহ্‌ল ও কিতাব শব্দদ্বয়; (৯) E.I.², ১খ., ২৬৪-৬৬।

সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহ্লুল-কি'বলা (দ্র. কিবলা)

আহ্লুল-কিসা (اهل الكساء) ঃ চাদর আচ্ছাদিত ব্যক্তিবর্গ। একটি হ'াদীছ' অনুযায়ী হযরত মুহ'াম্মাদ (স) নাজ্রান প্রতিনিধি দলের আগমনকালে (১০/৬৩১, তু. মুবাহালা) একদা প্রাতে একটি কাল চাদর পরিধান করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। তখন ফাতি'মা (রা), 'আলী (রা), আল-হ'াসান (রা) ও হু'সায়ন (রা) তাঁহার নিকট আসিলেন, তিনি তাঁহাদেরকে স্বীয় চাদরে আবৃত করিলেন এবং কু'রআনের এই আয়াত তিলওয়াত করিলেন, "হে নবী-পরিবার! আল্লাহ্ কেবল চাহেন তোমাদের অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করিতে" (৩৩ ঃ ৩৩)। সুন্নী মুসলিমগণ অপবিত্রতার ব্যাখ্যা করেন অবিশ্বাসরূপ কদর্যতা। কিন্তু শী'আগণের আরেকটি অনুরূপ ব্যাখ্যা এই যে, পরিবারটি অদৃশ্য (বাতি'ন) খিলাফাত লাভ করিতে দৃশ্যমান (জ'াহির) খিলাফাত হারাইয়াছে। শী'আদের মতে আহ্লু'ল-কিসা' এবং আহ্লু'ল-বায়ত (দ্র.) বলিতে কেবল উপরিউক্ত পাঁচজনকে বুঝায়। তাহাদের মতানুসারে এই পাঁচজনের বংশেই খিলাফাত (ইমামাত) সীমাবদ্ধ।

অপর এক বর্ণনামতে মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহার চাদরটি পিতৃব্য 'আব্বাস ও তদীয় পুত্রগণের দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, "(হে আল্লাহ্!) তুমি তাহাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি হইতে ঢাকিয়া রাখ (রক্ষা কর), যেমন আমি ইহাদেরকে আমার চাদর দিয়া ঢাকিয়াছি।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দ্র. আহ্লু'ল-বায়ত; (২) L. Massignon, in vivre et Penser, Paris 1941, ১ প.।

A. S. Tritton (E.I.²)/এ. এইচ. এম. লুৎফর রহমান

আহ্লুল-বায়ত (اهل البيت) ঃ পবিত্র কু'রআনে আহ্লুল বায়ত বাক্যটির দুইবার উল্লেখ রহিয়াছে, (১) ১১ ঃ ৭৩ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ এখানে اهل البيت দ্বারা ইবরাহীম (আ)-এর পরিবার-পরিজনকে বুঝান হইয়াছে। إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ (৩৩ ঃ ৩৩) দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পরিবার-পরিজনকে বুঝায়। কেহ কেহ ইহাকে আরও একটু ব্যাপকতর অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, বানূ মুত্'তালিব, এমনকি সমগ্র বানূ হাশিমকেও اهل البيت -এর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। শী'আগণ اهل البيت দ্বারা সীমিত অর্থ অর্থাৎ শুধু রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর পরিবারকে বুঝিয়া থাকেন। এই মৌল চিন্তাধারার সংগে তাহাদের বহু 'আক'াইদ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে (দ্র. আল-কুমায়ত, হাশিমিয়্যাত, সম্পা. Horvitz, পৃ. ৩৮; আল-আশ'আরী, মাক'ালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন, পৃ. ৯)।

কোন কোন 'আলিম লিখিয়াছেন, আহ্লুল-বায়ত-এর আল-বায়ত দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বায়ত (গৃহ) বুঝান হইয়াছে, যেথায় আয্ওয়াজু-মুত'াহ্হারাত [রাসূল কারীম (স')-এর পবিত্র স্ত্রীগণ]- এর বসবাস ছিল। অতএব কু'রআনের আয়াত وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (৩৩ ঃ ৩৩)-এ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সেই সমস্ত গৃহের (কুটিরের) উল্লেখ করা হইয়াছে, যেথায় তাঁহার পবিত্র স্ত্রীগণ বসবাস করিতেন। ইব্ন আবী হ'াতিম এবং ইব্ন আসাকির, 'ইকরামা হইতে বর্ণিত একটি হাদীছের বরাতে, ইব্ন মারদাওয়ায়হ্, সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র হইতে বর্ণিত একটি হ'াদীছে'র বরাতে ইব্ন 'আব্বাস প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, কু'রআনের ৩৩ ঃ ৩৩ আয়াত আয্ওয়াজু মুত'াহ্হারাতের সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে (ফাত্হু'ল-কাদীর, ৪খ., ২৭ মিসর ১৩৫০ হি.)। কিন্তু অন্যরা মনে করেন, এই আয়াতে উল্লিখিত আহ্লু'ল-বায়ত দ্বারা 'আলী (রা), ফাতি'মা (রা), হ'াসান (রা) ও হু'সায়ন (রা)-কে বুঝান হইয়াছে। তিরমিযী, ইব্ন জারীর, ইব্নু'ল-মুন্যি'র, হ'াকিম, ইব্ন মার্দাওয়াহ্ এবং বায়হাকী উম্ম সালামা (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ এই আয়াতটি আমার গৃহে নাযিল হইয়াছে। এই সময় উপরিউক্ত চারিজনই আমার গৃহে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) এই চারিজনকে কম্বলে জড়াইয়া বলিলেন, "তাঁহারা আমার আহ্লু'ল-বায়ত।" তিরমিযী ও হ'াকিম এই হ'াদীছ'টিকে স'াহীহ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'আল্লামা কুরতু'বী ও হ'াফিজ' ইব্ন কাছী'র লিখিয়াছেন, আয্ওয়াজুম-মুত'াহ্হারাত-এর সংগে উক্ত চারিজনও আহ্লু'ল- বায়ত-এর অন্তর্ভুক্ত। বুখারীতে হযরত যায়নাব (রা)-এর বিবাহের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হযযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত একটি হ'াদীছে' উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) 'আইশা (রা)-এর গৃহে গমন করেন। অতঃপর তিনি বলেন, السلام عليكم اهل البيت ورحمة الله। জবাবে 'আইশা (রা) বলেন, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته (বুখারী, কিতাবু'ত-তাফ্সীর, আয়াত لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ (৩৩ ঃ ৫৩)। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, আহ্লু'ল-বায়ত-এ আযওয়াজ মুতাহ্হারাতও অন্তর্ভুক্ত। দরূদ-এ ال শব্দটির ব্যবহার হইয়াছে। যথা اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। آل শব্দটিও মূলত اهل (আহ্ল)। কেননা ইহার تصغير আহীল (اهيل) হইয়া থাকে। পার্থক্য শুধু প্রয়োগে অর্থাৎ ال শব্দটি সর্বদা মানুষের মধ্যে কোন নামবাচক বিশেষ্যের সহিত সম্পর্ক যুক্ত করা (اضافة) হয়, অনির্দিষ্ট নামবাচক বিশেষ্য অথবা স্থানবাচক বিশেষ্যের দিকে কখনও اضافة হয় না, বরং ইহা কোন সম্মানী ব্যক্তির দিকে اضافت হয়। কিন্তু اهل শব্দটি প্রত্যেকের দিকে اضافة হইতে পারে (লিসান)।

যেহেতু اهل-এর একটি রূপ ال-ও রহিয়াছে, অতএব আহ্লু'ল-বায়ত-এর ব্যাখ্যায় ال শব্দটির বিভিন্ন অর্থের ব্যাখ্যা দেওয়া অতীব প্রয়োজন। ইমাম রাগি'ব লিখিয়াছেন, কেহ কেহ ال النبى দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর নিকটাত্মীয়দের বুঝিয়া থাকেন। কাহারও মতে ইহা দ্বারা ঐ 'আলিমদেরকে বুঝান হইয়াছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত যাহাদের বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। ইমাম রাগি'বের মতে ধার্মিকগণ (اهل دين) দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত (১) যাহারা 'ইল্ম ও 'আমলের দিক দিয়া ঃ সুদৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী (راسخ العقيدة) হয়, তাঁহাদের বেলায় ال النبى ও امة দুইটি বাক্যই ব্যবহার করা যায়; (২) সেই সমস্ত লোক, যাহাদের জ্ঞান সাধরণত ত'াকলীদ ভিত্তিক তাহাদেরকে উম্মাতে মুহ'াম্মাদ (স) বলা যায়, কিন্তু ال محمد বলা যায় না (مفردات)। ইমাম রাগি'ব ইহাও বলিয়াছেন, ইমাম জা'ফার স'াদিক' (র)-এর নিকট কেহ প্রশ্ন করেন যে, কিছু লোক সকল মুসলমানকে (ال النبى) বলিয়া মনে করেন। ইহার উত্তরে তিনি বলেন, ইহা শুদ্ধ ও ভ্রান্ত দুই-ই হইতে পারে। ভ্রান্ত এইজন্য যে, সমগ্র মুসলমান ال النبى -এর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না এবং সঠিক এইজন্য যে, যদি তাহারা যথাযথভাবে শা্রী'আতের অনুসারী হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদেরকে ال النبى বলা যায় (মুফরাদাত)। ইব্ন খালাওয়ায়হ স্বীয় গ্রন্থ কিতাবু'ল-আল-এ ال-এর ২৫টি অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। অধিকন্তু দ্র. আল-বাহ্রানী, মানারু'ল-হুদা, বোম্বাই ১৩২০ হি., পৃ. ২০০।

শী'আগণ اهل بيت দ্বারা اهل الكساء (চাদরওয়ালা) অর্থ বুঝিয়া থাকেন। এই উপাধিটি হযরত 'আলী (রা), ফাতি'মা (রা), হ'াসান (রা) ও

হু‘সায়ন (রা)-কে এইজন্য দেওয়া হয় যে, ১০ম হিজরী সালে একদিন নাজ্‌রানের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় আগমন করিলে (তু. মুবাহালা) রাসূলুল্লাহ (স) ঘর হইতে বাহির হন। এই সময় তাঁহার গাত্রে একটি চাদর জড়ানো ছিল। ঘর হইতে বাহির হওয়ার পূর্বে ‘আলী (রা), ফাতি‘মা (রা) হ‘াসান (রা) ও হু‘সায়ন (রা) তাঁহার নিকট আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের সবাইকে চাদরের ভিতর লইলেন এবং পবিত্র কু‘রআনের এই আয়াতটি আবৃত্তি করেন ঃ

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ.

অপর একটি বর্ণনা রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় পিতৃব্য ‘আব্বাস (রা) ও তাঁহার পুত্রদের উপর স্বীয় চাদর ফেলিয়া দেন এবং বলেন, “হে আল্লাহ! তাঁহাদেরকে জাহান্নামের আগুন হইতে এইভাবে ঢাকিয়া রাখ যেমনভাবে আমি আমার চাদর দ্বারা তাঁহাদের ঢাকিয়া রাখিলাম”। আহ্লু’ল-কাসা-এর জন্য আহ্লু’ল-আবা পরিভাষাটিরও প্রয়োগ রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) অভিধানসমূহ ঃ লিসান, তাজ, মুফ্‌রাদাতা আল ও আহ্ল শব্দদ্বয় দ্র.); (২) তাফসীর গ্রন্থসমূহ, যথা ইব্‌ন জারীর, আর-রাযী, ইব্‌ন হ‘ায়্যান, আল-আলূসী (৩৩ ঃ ৩৩ আয়াত দ্র.); (৩) ফিক‘হের গ্রন্থসমূহ, যথা মুদাওওয়ানাতু’ল-কুব্‌রা; ইমাম শাফি‘ঈ, কিতাবু’ল-উম্ম; আল-হিদায়া, কিতাবু’য-যাকাত; (৪) আল-কুদূরী, আল-মুখতাস‘ার, কাযান ১৮৮০ খৃ.; (৫) আন-নাওয়াবী, আন-নিহায়া (সম্পা. Van den Berg), ২খ., ৩০৫; (৬) ইব্‌ন ক‘াসিম আল-গায্‌যী, ফাত্‌হু’ল-ক‘ারীব (সম্পা. Van den Berg), পৃ. ২৫২; (৭) বুখারী, ফাদ‘াইলু’ল-আস্‌হ‘াব, সংখ্যা ৩০, আল-কাসত‘াল্লানী, ৬খ., ১৫১; (৮) মাক্‌রীযীর রচনাবলী, স‘াববান আন্-নাবহানী, ‘শারীফ’ নিবন্ধের গ্রন্থপঞ্জীতে যাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে; (৯) ইব্‌ন হ‘াজার আল-হায়ছামী, আস‘-স‘াওয়াইকু’ল-মুহ্‌রিক‘া, কায়রো ১৩০৭ হি., পৃ. ৮৭ প. (শী‘আ মতবাদের বিপরীতে আহ্লু’ল-বায়তের বিশ্বাসের উপর বিস্তারিত আলোচনা); (১০) হ‘াসান ইব্‌ন য়ূসুফ আল-হি‘ল্লী, একাদশ অধ্যায়, অনু. Miller, লন্ডন ১৯২৮ খৃ.; (১১) ‘আলী আস‘গ‘ার ইব্‌ন ‘আলী আকবার, আক‘াইদু’শ-শী‘আ, সংক্ষিপ্ত ইংরেজী অনু. A. A. Fyzee, A Shiite Creed, বোম্বাই ১৯৪২ খৃ.; (১২) H. Lammens, Fatima, রোম ১৯১২ খৃ., পৃ. ২৫ প.; (১৩) R. Strothmann, Das Staatsrecht der Zaiditen, Strassburg ১৯১২ খৃ., পৃ. ১৯ প.; (১৪) C. Van Arendonk, De Opkomst Van het zaidietische Imamaat in Yemen, লাইডেন ১৯১৯ খৃ., পৃ. ৬৫ প.; (১৫) Wensinck, Handbook, শিরো.।

দা.মা.ই./এ.এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহ্লুল-বুয়ূতাত (اهل البيوتات) ঃ بيت، بيوتات-এর বহুবচনের বহুবচন। এই পদটি ‘আরবগণের উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশ এবং গোত্রের জন্য ব্যবহৃত হইত (লিসান, মূল بيت’ শব্দের শিরোনামে)। ‘বুয়ূতাতু’ল-‘আরাব’-এর জন্য দ্র. ইব্‌ন রাশীক‘, আল-‘উম্‌দা, ২খ., ১৮১ প., সম্পা, ‘আবদু’ল-হ‘ামীদ, মিসর ১৯৩৪। [আন্দালুসের বারবার আহ্লু’ল-বুয়ূতাতের জন্য দ্র. ইব্‌ন হ‘ায্‌ম, জামহারাতু আনসাবি’ল-‘আরাব, পৃ ৪৯৮-৫০২]। ইরানের উচ্চ শ্রেণীর নেতৃবর্গের সঙ্গে যাহাদের সম্পর্ক ছিল তাহাদেরকে আহ্লু’ল-বুয়ূতাত বলা হইত (Gesch. d. perser u. Araber zur zeit der: Noldeke Sassaniden, পৃ. ৭১)। সাসানীদের সাতটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্য এই পদটি ব্যবহৃত হইত। তাহাদের একটি পরিবারের নাম ছিল ‘ক‘ারিন’। মিরযা না‘ঈম বাহাই তাহার নূনীয়াহ্ নামক ক‘াসীদার চতুর্থ কবিতায় ‘ক‘ারিন’ পরিবারের উল্লেখ করিয়াছেন। পাহ্লাবী শিলালিপিতে আহ্লু’ল বুয়ূতাত বুঝাইতে বার্‌ব‘ীতান (بربيتان) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে (Browne, A Literary History of Persia, Cambridge, ১৯২৪, ২খ., ৩, ৪খ., ৯; আরও দ্র. Noldeke, Sassaniden, বিশেষত পৃ. ৪৩৭)। পরবর্তী কালে ইসলামী শাসনামলে আহ্লু’ল-বুয়ূতাত দ্বারা সাধারণত আমীরগণকে বুঝান হইয়াছে। Dozy ইহার অন্য অর্থ প্রদান করিয়াছেন (Dozy, Supplement, ১খ., ১৩১)। আহ্লু’ল-বুয়ূতাতের জন্য আরও দ্র. আল-মাস্‌‘উদী, আত্-তানবীহ্ ওয়াল-ইশ্‌রাফ, লাইডেন ১৮৯৩, পৃ. ১০৬।

I. Goldziher-C van Arendonk—A. S. Tritton

(দা.মা.ই.)/সিরাজ উদ্দীন আহ্‌মাদ

আহ্লুল-হাদীছ (اهل الحديث) ঃ এই সম্প্রদায়কে আসহাবু’ল-হ‘াদীছ‘ এবং আহ্লুল-আছ‘ারও বলা হয়। ‘আবদু’ল-ক‘াহির বাগ‘দাদী (মৃ. ৪২৯ হি.) আহ্লু’স্-সুন্না ওয়াল-জামাআ-এর আলোচনা প্রসংগে এই সম্প্রদায়কে আট শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে তৃতীয় শ্রেণী সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন, ইহাদের তৃতীয় শ্রেণী বলিতে এই সব লোককেই বুঝায় যাঁহারা হ‘াদীছ‘ (দ্র.) ও সুন্না (দ্র.) সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞাত, তদুপরি হাদীছ ও সুনানের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণ এবং হ‘াদীছ‘ সমালোচনার নীতিমালা সম্বন্ধেও পুরাপুরি ওয়াকিফহাল, ইহা ছাড়া তাঁহাদের চিন্তাধারায় যথেচ্ছাচারীদের ন্যায় বিদ্‌‘আতধর্মী কাজকর্ম করার অপপ্রয়াসও কোন সময় স্থান লাভ করে নাই (আল-ফার্‌ক, পৃ. ৩০১)।

স্পেন দেশীয় ইব্‌ন হ‘ায্‌ম ‘আল-ফিস‘াল’ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, নবী (স)-এর সকল স‘াহাব‘ী এবং শ্রেষ্ঠ তাবি‘ঈদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার পন্থাবলম্বী ছিলেন, তাঁহারাই আহ্লু’স-সুন্নাহ। ইহাদেরকে সত্যানুসারীরূপে আখ্যায়িত করা হয়। পক্ষান্তরে যাহারা ইহাদের বিপরীতধর্মী ও বিরোধী, তাহারা অসত্যের অনুসারী। আহ্লু’ল-হ‘াদীছ ও ফিক্‌হ‘বিদদের মধ্যে যাঁহারা যুগে যুগে সত্যানুসারীদের পথ অবলম্বন করিয়াছেন এবং এই যুগেও যাঁহারা সেই পথে রহিয়াছেন, তাঁহারাও ‘আহ্লু’স্-সুন্না (ইব্‌রাহীম সিয়ালকোটী, তারীখ আহ্‌লে হাদীছ, প. (১)।

ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, আহ্লু’ল-হ‘াদীছ‘ আহ্লু’স-সুন্না ওয়াল-জামা‘আর অন্তর্ভুক্ত। তবে ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, আহ্লুস-সুন্নার মধ্যে এমন একটি বিশেষ সম্প্রদায়েরও আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, যাঁহারা হ‘াদীছ‘ভিত্তিক প্রমাণ অবলম্বনে অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিতে ছিলেন অটল ও অবিচল। এই শ্রেণীর মনীষীদের মধ্যে ইমাম আহ‘মাদ ইব্‌ন হ‘াম্বাল (র)-এর নাম সকলের উপরে। যুগের পরিবর্তনহেতু বুদ্ধিভিত্তিক কোন বহিরাগত উপাদান যেন ধর্মে অনুপ্রবেশ না করে, সেইদিকে তাঁহার নজর ছিল প্রখর এবং ভূমিকা ছিল বলিষ্ঠ। এই নীতির অনুসারিগণ ধর্মীয় বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের মত এবং বুদ্ধিভিত্তিক অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে আল্লাহ্ সর্বপ্রকার তুলনার উর্ধ্বে। পরবর্তী যুগের মহাপুরুষদের মধ্যে ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়্যা ও ‘আল্লামা ইব্‌নু’ল-ক‘ায়্যিম আল-জাওযিয়্যা (র) হ‘াদীছ‘ভিত্তিক যুক্তি অবলম্বনে অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ইহার সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করেন। এই প্রসংগে কাদী 'ইয়াদ' ও 'আল্লামা শাওকানীর নামও উল্লেখ্য। কেহ কেহ ইব্‌ন হ'াযম আজ-জাহিরীকেও এই নীতির অকুণ্ঠ সমর্থক মনে করেন। কিন্তু অন্য একটি মতে আহ্‌লে হ'াদীছ' সম্প্রদায় হইতে তিনি কতকটা স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ধ্যান-ধারণার অধিকারী ছিলেন। কারণ তিনি ধর্মের বাহ্য দিকের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন। ইহা ছাড়া যে সকল মহাপুরুষ হ'াদীছ সংকলন ও হ'াদীছ' সমালোচনা সম্পর্কে কাজ করিয়াছেন, তাঁহারাও আস'হ'াবু'ল-হ'াদীছ' ও আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ'রূপে পরিগণিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-খাত'ীবু'ল-বাগ'দাদী, শারফু আস'হ'াবিল-হ'াদী'ছ; (২) ইব্‌ন তায়মিয়্যা, নাক'দু'ল-মান্‌তি'ক; (৩) ঐ গ্রন্থকার, আল-কিয়াস ফিশ-শার'ই'ল-ইসলামী; (৪) আহ'মাদ আমীন, ফাজরু'ল-ইসলাম; (৫) ঐ গ্রন্থকার দু'হ'া'ল-ইসলাম; (৬) আহ'মাদ আদ-দিহলাবী, তারীখু আহ্‌লি'ল-হ'াদীছ'; (৭) শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ, হু'জ্জাতুল্লাহি'ল-বালিগা, সপ্তম অধ্যায়, বাবু'ল-ফারক' বায়না আহ্‌লি'ল-হ'াদীছ' ওয়া আহ্‌লি'র-রায়; (৮) ইব্‌ন হ'াযম, আল-ফিস'াল; (৯) 'আবদু'ল-ক'াহির আল-বাগ'দাদী, আল-ফারকু' বায়না'ল-ফিরাক'; (১০) মুহ'াম্মাদ ইবরাহীম মীর সিয়ালকোটী, তারীখ আহ্‌লে হ'াদীছ'।

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ

আহ্‌লে হ'াদীছ (اهل حديث) ঃ এই পরিভাষাটি কোন কোন সময় আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ', আস'হ'াবু'ল-হ'াদীছ', আহ্‌লু'স-সুন্না, আহ্‌লু'ল-আছার, সালাফী ও আছ'ারী-এর সম অর্থে, আবার কখনও ইহা একটি বিশেষ মত, পথ ও আন্দোলন নির্দেশ করার জন্যও ব্যবহৃত হয়। এই বিশেষ নামটির সূচনা হইয়াছে এখনও দুই শত বৎসর হয় নাই। তবুও আহ্‌লে হ'াদীছ'পন্থী 'আলিমগণ সেই আগের আস'হ'াবু'ল-হ'াদীছ' ও আহ্‌লু'ল্-হ'াদীছ'-এর সঙ্গে নিজেদের নাম জুড়িয়া দিতেছেন। ইব্‌রাহীম মীর সিয়ালকোটি তারীখ আহ্‌লে হ'াদীছ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ইমাম শাফি'ঈ (র), হ'াফিজ' ইব্‌ন হ'াজার (র) এবং অন্যান্য পূর্বসূরীও এই মত ও পথের উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ১৩১-৩২)। অধিকন্তু তাঁহারা এই মতও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই বিশেষ ধারাটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স')-এর সময়েও বিদ্যমান ছিল এবং পরবর্তী সময় যুগে যুগে তাহা বিরাজমান ছিল (প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬)। আল-মাক'দিসী (মৃ. ৩৭৫ হি.) আহ'সানু'ত-তাকা'সীম গ্রন্থে এবং ইব্‌ন হ'াযম (মৃ. ৪৫৬ হি.) আল-জাওয়ামিউ'স-সীরা গ্রন্থে যথাক্রমে আস'হ'াবু'ল-হ'াদীছ' ও মায'হাব-ই জাহিরী সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা হইতে কোন কোন সুধীজন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই ভাবধারাটি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ', আস'হ'াবু'ল-হ'াদীছ' ইত্যাদি শব্দের নামগত তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাঁহাদের এই উক্তি সত্য বলিয়াই মনে হয়। তবে ইহাও লক্ষণীয় যে, মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব নাজ্‌দীর কতক ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ধ্যানধারণার সামঞ্জস্য থাকায় তাহাদের কোন কোন বিপক্ষ দল যখন ইহাদেরকে তাহার (ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব) নামানুসারে ওয়াহ্‌হাবীরূপে আখ্যায়িত করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ইহারা বিশেষত উপমহাদেশে একটি বিশেষ সুসংগঠিত সম্প্রদায়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজেদেরকে আহ্‌লে হ'াদীছ' নামে অভিহিত করেন। ইব্‌রাহীম মীর লিখিয়াছেন, আহ্‌লে হাদীছকে ওয়াহ্‌হাবীরূপে আখ্যায়িত করা ঠিক হইবে না। কারণ হ'ানাফী ও শাফি'ঈ মুকাল্লিদদের সহিত যেইসব ধর্মীয় বিষয়ে আহ্‌লে হ'াদীছে'র মতবিরোধ রহিয়াছে শায়খ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাবের সঙ্গেও সেইসব ক্ষেত্রে তাঁহাদের মতানৈক্য রহিয়াছে (উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ১২৭)। তাঁহার ধারণা, হ'াদীছ' ও সুন্নাভিত্তিক শারী'আতের সমর্থক—এই অর্থে আহ্‌লু'ল-হা'দীছ' উপাধিটি প্রতি যুগেই ব্যবহৃত ছিল। শায়খু'ল-কুল্‌ল হযরত মিঞা সাহেব নামে পরিচিত সায়্যিদ নাযীর হু'সায়ন (মৃ. ১৩২০/১৯০২) ভারতে বাস্তবক্ষেত্রে ও চিন্তাধারার দিক হইতে এই মতবাদকে সংগঠিত করেন এবং ইহার দৃঢ়তা সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। অতঃপর তাঁহার শত শত শিষ্য ইহাকে একটি আন্দোলনের আকারে দেশের আনাচে-কানাচে ছড়াইয়া দেন।

আহ্‌লে হ'াদীছপন্থী ইতিহাস রচয়িতাগণ শাহ্‌ ওয়ালিয়্যুল্লাহকে বরং শায়খ 'আবদু'ল-ক'াদির জীলানী (র)-কেও আহ্‌লে হ'াদীছের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আসিতেছেন (তারীখ আহ্‌লে হ'াদীছ, পৃ. ১৫০)। এমনিভাবে তাহারা শাহ ইসমা'ঈল শহীদ (র) এবং সায়্যিদ আহ'মাদ বেরেলবী (র)-কেও আহ্‌লে হ'াদীছরূপে পরিগণিত করিয়া থাকেন। যদিও এই ধারণাটি বিতর্কমূলক, তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই মহাত্মাগণই ধর্মীয় বিষয়ে হাদীছের বিশেষ ও প্রশ্নাতীত গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র)-এর বংশে হ'াদীছশাস্ত্রের ন্যায় তাফ্‌সীর চর্চাও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহারা কু'রআন ও হ'াদীছ উভয়ের উপর সমভাবে জোর দেন (আল-ফাওযুল-কাবীর, পৃ. ১২০)। এই প্রসঙ্গে শাহ্‌ ওয়ালিয়্যুল্লাহ (র)-এর বিশেষ উক্তি ও ইঙ্গিত অনুধাবনের জন্য আল-ফাওযু'ল-কাবীর, ফাত্‌হু'ল-খাবীর ও ফাত্‌হু'র- রাহ'মান দ্রষ্টব্য, আরো দেখুন সি'দ্দীক হ'াসান খাঁন, ইত্‌হাফু'ন-নুবালা।

আহ্‌লে হ'াদীছগণ নিজদেরকে আহ্‌লু'স-সুন্নাহ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন। ইব্‌রাহীম মীরের মতে, নবী (স)-এর সুন্নাহ ও সাহাবীগণের জীবন-চরিত অনুসরণ করাই ছিল আহ্‌লে হ'াদীছের নীতি। সেই কারণেই ইহারা আহ্‌লে হ'াদীছ নামে আখ্যায়িত হইয়াছে (পৃ. ৭৯)। তাহাদের বিশ্বাস, শুধু কু'রআন নয়, বরং হ'াদীছ এবং ইসলামী আচারও শারী'আতের উৎসমূল। তাঁহারা ধর্ম ও শারী'আত বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের অনুকরণের সমর্থক নন। তাই এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস রচয়িতাগণ নিজেদেরকে মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্‌হাব নাজ্‌দীর সমগোত্রীয়রূপে মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। কেননা তিনি ছিলেন ইমাম আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল (র)-এর অনুসারী। পক্ষান্তরে আহ্‌লে হ'াদীছ জামা'আত কোন ইমামের অনুসরণ করা জরুরী বলিয়া মনে করে না। সায়্যিদ নাযীর হু'সায়ন মুহাদ্দিছ দিহ্‌লাবী (র) মি'য়ারু'ল-হ'াক্‌ক গ্রন্থে বলেন, অজ্ঞতাবশত যেই অনুকরণ (দ্র. তাক'লীদ) করা হয়, তাহা চারি প্রকার ঃ (এক) তাকলীদ-ই ওয়াজিব বা অবশ্য পালনীয় তাক'লীদ। এই তাক'লীদের স্বরূপ হইল অনির্দিষ্টভাবে আহ্‌লু'স- সুন্নাহভুক্ত মুজতাহিদদের মধ্যে যে কোন একজন মুজতাহিদের সাধারণভাবে তাক'লীদ করা। এই সম্পর্কে শাহ ও ওয়ালিয়্যুল্লাহ 'ইকদু'ল- জীদ গ্রন্থে বলেন, এই ধরনের তাক'লীদ ওয়াজিব এবং 'উলামা-ই উম্মাতের সর্বসম্মতিক্রমেও যথার্থ বলিয়া বিবেচিত। (দুই) বৈধ তাক'লীদ; এই তাক'লীদের অর্থ শারী'আতের অবশ্য পালনীয় আদেশরূপে গণ্য না করিয়া কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করা। (তিন) তাক'লীদ-ই হ'ারাম ও বিদ্'আত; এই তাক'লীদের মর্ম হইল দ্বিতীয় শ্রেণীর তাকলীদের বিপরীত অর্থাৎ ওয়াজিব তথা অবশ্য পালনীয় গণ্য করিয়া বিশেষ কোন মাযহাবের অনুসরণ করা। (চার) তাক'লীদ-ই শিরক; ইহার সংজ্ঞা হইল, "অজ্ঞতার সময় কোন ধর্মীয় বিষয়ে মুজতাহিদবিশেষের অনুসরণ

করা, অতঃপর সেই মুজতাহিদের মাযহাব- বিরুদ্ধ, বিশুদ্ধ, অপ্রত্যাখ্যাত ও প্রশ্নাতীত হ'াদীছ পাওয়া সত্ত্বেও কতক পূর্বনির্ধারিত ওযর-আপত্তিজনিত দুর্বল যুক্তি দেখাইয়া সেই হ'াদীছকে গ্রহণ না করা অথবা অহেতুক উহার অর্থের বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধন করিয়া উহাকে মুকাল্লিদের অনুসৃত ইমামের অনুকূলে লইয়া যাওয়া। এক কথায় মুকাল্লিদ কর্তৃক যে কোন ছুতায় সেই মত ও পথকে পরিত্যাগ না করা" (তারীখ আহ্‌লু'ল-হাদীছ, পৃ. ১১৯)। মুহ'াম্মাদ ইব্‌রাহীম মীর তদুপরি লিখিয়াছেন, "রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী অনুধাবনের জন্য মুহ'াদ্দিছগণ শাস্ত্র ও শারী'আতের কেবল সেই সব বুদ্ধিভিত্তিক ও সমাজ-প্রচলিত নিয়ম-কানুনের অনুসরণ করা জরুরী মনে করেন, যাহা উদ্দিষ্ট বাণী প্রণিধানের জন্য অনিবার্য। সর্বোপরি লক্ষণীয় যে, বিশেষ কোন শাস্ত্রের পারিভাষিক অর্থ গ্রহণে, যেমন কোন কোন শব্দের আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থ বর্জিত হয়, তেমনি শারী'আত কর্তৃক যদি কোন শব্দের অর্থে সম্প্রসারণ বা সংকোচন সাধিত হয়, তবে মুহ'াদ্দিছগণও সেই ক্ষেত্রে শারী'আত অনুমোদিত অনুরূপ রদ-বদলের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী বলিয়া মনে করেন। এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা শব্দকে ইহার আক্ষরিক বা প্রচলিত অর্থে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না" (তারাখী আহ্‌লে হাদীছ. পৃ. ৩০৬ ও প.)। মোটকথা, আহ্‌লে হাদীছ সম্প্রদায় ব্যক্তি বিশেষের তাক্‌লীদের পূর্ণ বিরোধী। ইহা ছাড়া নিরঙ্কুশ তাওহীদের ধারণায় কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে, এমন যে কোন রীতিনীতি বা ধর্মীয় বিশ্বাসেরও তাহারা বিরোধী। তাহারা বিশ্বাস করে যে, নবীগণ নিষ্পাপ। তবে তাঁহারা আল্লাহ্‌র বান্দা ছাড়া আর কিছুই নহেন; মানবীয় বৈশিষ্ট্যের ঊর্ধ্বে তাঁহারা কখনও উঠিতে পারেন না। গ'ায়ব অর্থাৎ অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে কেবল আল্লাহই ওয়াকিফহাল। এই সম্প্রদায়ের মতে মিলাদের মজলিস, উরস (ওরস) অনুষ্ঠান-এই সবই বিদ্'আতের অন্তর্ভুক্ত। প্রচলিত বিদ'আতপন্থিগণ ছাড়া মাযহাবের অনুসারিগণও এইরূপ 'আকীদা ও অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন।

আহ্‌লে হ'াদীছ সম্প্রদায় সালাতে ইমামের পিছনে মুক'তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ ও উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলার পক্ষপাতী। তাহাদের মতে একই সময় তিন তালাক দেওয়া হইলে তাহা কার্যকর হইবে না, এক তালাকই কার্যকর হইবে। নবীগণ তাহাদের কবরে জীবিত রহিয়াছেন—ইহা তাহারা স্বীকার করে না। কোন নবীকে হাযির ও নাজির বলিয়া মানিয়া লইতেও তাহারা প্রস্তুত নয়। সালাত আদায়ের সময় তাঁহারা বুকে হাত বাঁধে। সালাতে রাফ'উ'ল-য়াদায়ন (তাক্‌বীরে দুই হাত উত্তোলন) করাও তাঁহাদের অন্যতম রীতি।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে আহ্‌লে হ'াদীছ সম্প্রদায়ের মত ও পথ ভারতীয় উপমহাদেশে একটি আন্দোলনের আকারে বিস্তার লাভ করে। ফলত দিল্লীতে অল-ইন্ডিয়া হ'াদীছ কনফারেন্স নামে একটি সংগঠন গড়িয়া উঠে। এই সংগঠনটি মক্‌তব-মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা ও মুবাল্লিগদের (ধর্ম প্রচারক) ওয়া'জ-নসীহতের জন্য সভা-সমিতি আয়োজনের মাধ্যমে আহ্‌লে হাদীছ আন্দোলনকে অধিকতর ব্যাপক করিয়া তোলে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই এই মতবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের উদ্দেশে তদানিন্তন পশ্চিম ও পূর্ব-পাকিস্তানে জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ নামে দুইটি বড় প্রতিষ্ঠান এবং বঙ্গ-আসাম আহ্‌লে হাদীছ জাম'ঈয়া' নামক একটি প্রতিষ্ঠান উক্ত কাজে নিয়োজিত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, মুস্‌নাদ, ১খ, ২৯৩, সংখ্যা ৩১৭ এবং ৬খ., ৯৬, সংখ্যা ৪১৫৭ ইত্যাদি (মুদ্রণে আহ'মাদ মুহ'াম্মাদ শাকির), কায়রো; (২) বুখারী, কিতাবু'র-রিক'াক', বাব ৫১; (৩) দারিমী, আস্‌-সুনান, মুকাদ্দামা, দামিশক ১৩৪৯ হি.; (৪) হ'াম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ, আস'-সাহীফা, মুদ্রণে মুহ'াম্মাদ হামীদুল্লাহ, হায়দরাবাদ; (৫) মুহ'াম্মাদ হ'ামীদুল্লাহ, আক'দাম তাদ্‌ব'ীন ফি'ল-হ'াদীছি'ন-নাবাবী, মুদ্রণে আল-মাজ্‌মা'উ'ল-'ইল্‌মী, দামিশ্‌ক ১৩৭২/১৯৩৫; (৬) ইব্‌ন হ'ায্‌ম, আসমাউস-সাহ'াবাতি'র-রু'য়া (জাওয়ামি'উস-সীরা-এর সঙ্গে মুদ্রিত, মিসর); (৭) য়াহ্‌য়া আল-'আমিরী আল-য়ামানী, আর-রিয়াদু'ল- মুস্‌তাতাবা ফী জুম্‌লাতি মান রাওয়া (روى) ফি'স্‌-সাহীহ'ায়ন মিনাস্‌-সাহাবা, ভারতে মুদ্রিত, ১৩০৩ হি.; (৮) ইবনু'ল-জাওযী, আখ্‌বারু আহ্‌লি'র-রুসুখ ফি'ল-ফিক্‌হ ওয়াত-তাহ্‌দীছ, মিসর ১৩১২ হি.; (৯) ইব্‌ন 'আবদি'ল-বারর, জামি'উ বায়ানি'ল-'ইল্‌ম ওয়া ফাদলিহি, মুদ্রণে আল-মাতবা'আতু'ল-মুনীরিয়্যা, মিসর (উর্দূ অনুবাদঃ 'আবদু'র-রাযযাক-মালীহ'াবাদী, আল-'ইল্‌ম ওয়াল-'উলামা, মুদ্রণে নাদ্‌ওয়াতু'ল-মুসান্নিফীন, দিল্লী ১৯৫৩ খৃ.); (১০) আশ-শাফি'ঈ, আর-রিসালা, মুদ্রণেঃ আহ'মাদ মুহাম্মাদ শাকির, কায়রো ১৯৪০ খৃ. (ইংরেজী অনুবাদ ঃ Majid Khadduri: Islamic Jurisprudence, মুদ্রণে John Hopkins Press, Baltimore, U.S.A.; (১১) আয্‌-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামি'ন্‌-নুবালা; (১২) ঐ গ্রন্থকার, রিসালাতুন ফি'র- রু'ওয়াতিছ- ছিকাত, মিসর ১৩২৪ হি.; (১৩) ঐ গ্রন্থকার, তায- কিরাতু'ল-হুফ্‌ফাজ, ১খ, ৭২, ৭০, ৭৬ ইত্যাদি; (১৪) আহ'মাদ মুহাম্মাদ শাকির, আল-বা'ইছু'ল-হ'াদীছ, শারহু ইখ্‌তিসারি 'উলূমি'ল-হ'াদীছ' লি ইব্‌ন কাছ'ীর, কায়রো ১৯৫৮ খৃ.; (১৫) আল-খাত'ীব আল-বাগ'দাদী, শারাফু আস'হাবি'ল-হ'াদীছ; (১৬) ঐ গ্রন্থকার, আল-কিফায়া ফী 'ইলমি'র-রিওয়ায়া, ভারতে মুদ্রিত, ১৩৫৭ হি.; (১৭) ঐ গ্রন্থকার, তাক'ঈদু'ল-'ইল্‌ম, মুদ্রণে য়ূসুফ আল-আশ, দামিশ্‌ক' ১৩৪৯ হি.; (১৮) আবূ হ'াতিম আর-রাযী, তাক'দিমাতু'ল-মা'রিফা লি কিতাবি'ল-জারহ্‌, ওয়াত্‌-তা'দীল, হ'ায়দরাবাদ ১৩৫২ খৃ.; (১৯) আবূ রিদা মাহ'মূদ, আদওয়া 'আলাস্‌-সুন্নাতি'ল- মুহ'াম্মাদিয়্যা, মুদ্রণে দারু'ত-তা'লীফ, মিসর ১৯৫৮ খৃ.; (২০) মুস'তাফা আস-সাবা'ঈ, আস্‌-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফি'ত্‌- তাশরী'ঈল-ইসলামী, কায়রো ১৩৮০/১৯৬১ (উর্দূ অনুবাদ, মালিক গু'লাম 'আলী, সুন্নাতে রাসূল, মাক্‌তাবা চিরাগে রাহ্‌, লাহোর ১৩৭৩ হি.); (২১) মুহ'াম্মাদ যুবায়র আস্‌'-সিদ্দীকী, আস্‌-সিয়ারু'ল-হাদীছ' ফী তারীখি তাদ্‌ব'ীনি'ল-হ'াদীছ, হায়দরাবাদ ১৩৫৮ হি.; (২২) 'আবদু'ল- ওয়াহ্‌হাব 'আবদু'ল-লাত'ীফ, আল-মুখ্‌তাস'ার ফী 'ইলমি'র- রিজালি'ল- আছ'ার, কায়রো ১৩৮১ হি.; (২৩) মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-'আজ'ীম আর-রায্‌যাকী, আল মানহালু'ল-'হাদীছ' ফী 'উলূমিল-হ'াদীছ, কায়রো ১৩৬৬ হি.; (২৪) আশ-শাওকানী, নায়লু'ল- আওত'ার, কায়রো ১৯৫৭ খৃ.; (২৫) ইব্‌ন হাম্‌যা (ইব্‌রাহীম কামালুদ্দীন), আল-বায়ান ওয়াত-তাত্‌'রীফ ফী-আস্‌বাব 'উরূদি'ল-হ'াদীছ', কায়রো ১৩২৯ হি.; (২৬) মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-'আযীয আল-খাওলী, তারীখ ফুনূনি'ল-হাদীছ, কায়রো; (২৭) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন জাফার আল-ক'াত্‌ত'ানী, আর-রিসালাতু'ল- মুস্‌তাত'রাফা, করাচী ১৯৬০ খৃ.; (২৮) তাহির আল-জাযাইরী, তাওজীহু'ন-নাজ্‌র ইলা উসূ'লি'ল-আছ'ার, মিসর ১৩২৮/১৯১০; (২৯) জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, কাওয়া'ইদু'ত-তাহ'দীছ', দামিশক ১৯৩৫ খৃ.; (৩০) সুব্‌হী আস'-সালিহ, 'উলূমু'ল-হ'াদীছ ওয়া মুস্‌ত'ালাহিহ, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ.; (৩১) ইব্‌ন তায়মিয়া, নাক'দু'ল-

মানতিক, কায়রো ১২৭০/১৯৫১; (৩২) ঐ গ্রন্থকার, আল-কি'য়াস ফি'শ-শার'ই'ল-ইসলামী, কায়রো ১৩৭৫ হি.; (৩৩) মুহ'াম্মাদ উজাজ আল-খাতীব, আস্-সুন্না কাব্‌লা'ত-তাদ্‌বীন, কায়রো ১৩৮৩/১৯৬৩; (৩৪) মুহ'াম্মাদ মা'রূফ-আদ-দাওয়ালীবী, আল-মাদখাল ইলাস-সুন্নাতি ওয়া 'উলূমিহা, দামিশ্‌ক ১৯৫৬, খৃ. আল-স'ান্'আনী (মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌মা'ঈল আল-আমীর), সুবুলু'স্-সালাম, মিসরে মুদ্রিত; (৩৫) মুহ'াম্মাদ আস-সামাহী, আল-মানহাজু'ল-হ'াদীছ ফী 'উলূমিল-হ'াদীছ', কায়রো ১৯৫৮ খৃ.; (৩৬) ইব্‌ন খাল্‌দূন, মুক'াদ্দামা (আল-ফাস্'ল ফী 'উলূমিল-হ'াদীছ'); (৩৭) আহ'মাদ আমীন, ফাজরু'ল-ইসলাম (পৃ. ২৪৪-২৯৩); (৩৮) ঐ গ্রন্থকার, দু'হা'ল-ইসলাম (২খ, ১০৬-২৭২, কায়রো ১৯৩৮ খৃ.); (৩৯) 'আলী হ'াসান আবদু'ল-কা'দির, নাজ'রাতুন 'আম্‌মাতুন ফী তারীখি'ল-ফিক্'হি'ল-ইসলামী, কায়রো ১৩৫৬/১৯৩৩; (৪০) শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ, হু'জ্‌জাতুল্লাহি'ল- বালিগ'া (আল-মাব্‌হ'াছু'স-সাবি', বাবু'ল-ফারক' বায়না আহলি'ল-হ'াদীছ ওয়া আস্‌হ'াবি'র-রায়্য); (৪১) হ'াফিজ 'আবদু'ল-গানী ইব্‌ন সা'ঈদু'ল-আয়দ, আল মু'তালিফ ওয়াল-মুখ্‌তালিফ ফী আস্‌মাই আস'হাবি'ল-হ'াদীছ, ইহাতে কেবল স'াহ'াবা-ই কিরামের নাম শামিল করিয়াছেন। ইহার একটি পাণ্ডুলিপি মদীনা মুনাওয়ারায় শায়খুল-ইসলামের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে; (৪২) দাইরা মা'আরিফ ইসলামিয়্যা (উরদূ), ৩খ, লাহোর ১৩৮৮/১৯৬৮, পৃ. ৫৭৯-৮৩।

ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

আহ্‌লু'ল-হ'াল্‌ল ওয়াল-'আক্'দ (أهل الحل والعقد) ঃ "যাহারা বন্ধন প্রয়োগ ও উন্মোচনের যোগ্যতাসম্পন্ন" অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ যাঁহারা সম্প্রদায়ের পক্ষে খলীফা বা শাসক নিয়োগ কিংবা অপসারণের ক্ষমতা রাখেন (দ্র. বায়া'আ)। তাঁহাদেরকে অবশ্যই মুসলিম, পুরুষ, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন ও ন্যায়পরায়ণ (দ্র. 'আদ্‌ল) হইতে হইবে। তদুপরি কোন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য কে সর্বাপেক্ষা যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি, তাহা বিচার করিতেও সক্ষম হইতে হইবে। নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা হওয়া আবশ্যক নহে; প্রচলিত মতানুসারে দুইজন উপযুক্ত সাক্ষীর উপস্থিতিতে, এমনকি একজন নির্বাচক কর্তৃক নিয়োগ দানও বৈধ। স্বাভাবিক নীতি এইরূপ। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ইতিহাসে আহ্‌লু'ল-হ'াল্‌ল ওয়া'ল-'আক্'দ এমন ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত হইত যাঁহারা রাজধানীতে রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন এবং প্রভাবশালী লোকদের ও প্রসিদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞানীদের সংস্রবে থাকিয়া কাজ করিতেন। উল্লেখযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের সহিত একত্রে আধুনিক পণ্ডিত ও সমাজ সংস্কারকগণ কখনও কখনও তাঁহাদেরকে সমগ্র সমাজ বা জাতি, জাতীয় সংসদ (পার্লামেন্ট) অথবা দেশের 'আলিম সম্প্রদায়ের সহিত অভিন্ন মনে করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Juynboll, Handbuch, 332; (২) ঐ লেখক, Handleiding, ৩৩৫ প.; (৩) Santillana, Istituzioni, i, প্রথম পুস্তক বা ১৩; (৪) H. Laoust, Le Califat dans la doctrine de Rasid Rida, Beirut 1938, নির্ঘন্ট, শিরো.; (৫) E. Tyan, Institutions du droit public musulman, in Paris 1953, পৃ.172, পৃ. 334; (৬) L. Gardet, La Cite musulmanc, Paris 1954, নির্ঘন্ট, শিরো.।

E.D. (E,I.2)/এ.এইচ. এম. লুৎফুর রহমান

আহ্‌লুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আত (أهل السنة والجماعة) ঃ সংক্ষিপ্ত নাম সুন্নী। সুন্নী 'আলিমগণ বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) এবং স'াহ'াবী (রা)-গণের পদাংক অনুসারিগণই আহ্‌লুস-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আত।" ইসলামের প্রথম যুগ হইতে ইহার সুস্পষ্ট অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল। তবে ইহা জামা'আত হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে। 'আব্বাসী খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল (২৩২/৮৪৭ হইতে ২৪৭/৮৬১ পর্যন্ত)-এর সময় এই মত ও পথ প্রতিষ্ঠা লাভ করে (তু. আল-বাশবীশী, আল- ফিরাক্'ল-ইসলামিয়্যা, হ'াওয়ালা মুহ'াম্মাদ আল-যাবী, লা সুন্না ওয়া লা শী'আ, পৃ. ৬৭)।

'আহ্‌লুস্-সুন্নাহর আভিধানিক অর্থ সুন্নাহপন্থী লোক। সুন্নাহ (সুন্নাহ দ্র.)-এর আভিধানিক অর্থ পথ, চালচলন, রীতি ও শারী'আত। "রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার কথায় ও কর্মে যেইসব কাজের নির্দেশ দিয়াছেন বা যেইসব কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন—সুন্নাহ সেইসব আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ কর্মসমূহকেই বুঝায়' (তাজ, সুন্নাহ শব্দের অধীনে দেখুন)। ইমাম রাগি'ব বলেন, "সুন্নাতু'ন-নাবী বলিতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সেই পথকে বুঝায় যাহা তিনি কর্মজীবনে অবলম্বন করিয়াছেন।" সুন্নাহ-এর বিপরীত শব্দ বিদ্'আত। সুন্নাহর মধ্যে খুলাফাউ'র রাশিদূন-এর সুন্নাহ ও অন্তর্ভুক্ত (আবূ দাঊদ, ৪খ, ২৮১)। হ'াদীছে' বলা হইয়াছে, 'আলায়কুম বি-সুন্নাতী ওয়া সুন্নাতি'ল-খুলাফাই'র- রাশিদীনা'ল-মাহ্‌দিয়্যীন (আহ'মাদ, আল-মুসনাদ, ৪খ, ১২৬; আবূ দাঊদ, কিতাবু'স-সুন্নাহ, অনুচ্ছেদ ৫)।

'জামা'আত-এর আভিধানিক অর্থ সম্প্রদায়; কিন্তু এই ক্ষেত্রে জামা'আত বলিতে সাহাবীগণের জামা'আতকে বুঝায়। এই বিশ্লেষণে আহ্‌লু'স্-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আত বলিতে সেই সম্প্রদায়কে বুঝায়, যাহাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, কর্ম এবং যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু নবী (স')-এর সুন্নাহ এবং সাহ'াবীগণ (রা)-এর পবিত্র আচার-আচরণ।

আল-বাগদাদী একটি হ'াদীছ'কে ভিত্তি করিয়া আহ্‌লু'স্-সুন্নাহ সম্প্রদায়ের একটি বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিয়াছেন। তাহা এইঃ الذين هم ما عليه هو واصحابه "যাঁহারা "রাসূলুল্লাহ (স')-এর পথ (সুন্নাহ) এবং তাঁহার স'াহ'াবীগণের পদাংক অনুসরণ করেন"। তিনি আহ্‌লু'স-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আতকে তিহাত্তর ফেরকার মধ্যে একটি ফিরকা তথা আল-ফিরকাতু'ন-নাজিয়া (ত্রাণপ্রাপ্ত সম্প্রদায়)-রূপে গণ্য করেন। তাঁহার মতে আহ্‌লু'র-রায়, আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ এবং দুই জামা'আতের ফাকী'হ, কারী, মুহাদ্দিছ' এবং মুতাকাল্লিমগণ আহ্‌লু'স্-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আত-এর অন্তর্ভুক্ত ইহারা আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁহার সিফাত, নবূওয়াত, আখিরাত ইত্যাদি সম্বন্ধীয় 'আক'াইদ এবং অন্যান্য ধর্মীয় নীতিতে একমত। প্রসিদ্ধ ইমাম, যথা ইমাম আবূ হ'ানীফা (র), ইমাম ছাওরী (র), ইমাম আওযা'ঈ (র) প্রমুখ এই সম্প্রদায়ভুক্ত (আল-ফারক' বায়না'ল-ফিরাক', পৃ. ১০)।

ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়্যা (র)-এর মতে উক্ত ইমামগণের পূর্বেও আহ্‌লু'স-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল এবং এই জামা'আত বলিতে স'াহ'াবী (র)-এর জামা'আতকে বুঝায় (মিন্‌হাজ, ১খ, ২৫৬)।

এই আহ্‌লুস্-সুন্নাহ সম্প্রদায় সমস্ত স'াহ'াবী, মুহাজির ও আন্‌সার (রা)-কে ন্যায়বান (عدول) মনে করেন এবং তাঁহাদের সমালোচনা হইতে বিরত থাকেন (দ্র. আল-ফিরাক', পৃ. ৩০৯)। ইঁহাদের মতে বদ্‌র যুদ্ধে যোগদানকারী সমস্ত স'াহ'াবীই জান্নাতী। ইঁহারা আল-'আশারাতুল-

মুবাশ্শারা (জান্নাতের সুখবরপ্রাপ্ত দশ ব্যক্তি)-এর প্রতি অশোভন আচরণকে হ'ারাম মনে করেন। ইঁহারা নবী (স)-এর সহধর্মিণিগণের এবং তাঁহার বংশধরদের প্রতি সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শনের পক্ষপাতী। ইঁহারা হযরত হ'াসান (রা), হযরত হু'সায়ন (রা), হযরত হ'াসান ইব্ন হ'াসান, হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন হ'াসান, হযরত যায়নু'ল-'আবিদীন, হযরত মুহ'াম্মাদু'ল-বাকি'র, হযরত জা'ফার আস-স'াদিক', হযরত মূসা আল-কাজি'ম ও হযরত 'আলীউ'র-রিদ'া এবং তাবি'ঈগণের প্রতি সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শনের প্রতিও লক্ষ্য রাখেন (আল-ফারক' বায়না'ল-ফিরাক, পৃ. ৩৫২-৩৫৪)।

আল-বাগ'দাদী এই সম্প্রদায়কে আট শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথম শ্রেণীতে রহিয়াছেন সেই সব বিদগ্ধজন যাঁহারা তাহওহ'ীদ, নবূওয়াত, সৎ কর্মের প্রতিদানের ওয়াদা (وعد), অসৎ কর্মের শাস্তির সতর্কবাণী (وعيد), ইজতিহাদ ও ইমামাত তথা মুসলিম মিল্লাতে নেতৃত্বের অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে যথার্থ ও সম্যক জ্ঞানের অধিকারী এবং যাঁহারা খারিজী দল, শী'আ সম্প্রদায়, প্রকৃতিবাদে বিশ্বাসী ও মুতাকাল্লিমদের মত ও পথ পরিহার করিয়া চলিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন ফিক'হবিদগণ, যাঁহারা কুরআন, হ'াদীছ ও স'াহ'াবীদের ইজমাভিত্তিক ইসলামী বিধি-বিধান নির্ণয়ের দায়িত্বে রত রহিয়াছেন। ইমাম মালিক (র), ইমাম আবূ হ'ানীফা (র), ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র), ইমাম শাফি'ঈ (র), আওযা'ঈ (র), ছ'াওরী (র), ইব্ন আবী লায়লা (র), তাঁহাদের সহযোগিগণ এবং আহ্লু'জ-জ'াহির (দ্র. জ'াহিরিয়্যা) এই শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয় শ্রেণীতে রহিয়াছেন হ'াদীছ-শাস্ত্রের 'আলিমগণ। চতুর্থ শ্রেণীর আওতায় পড়েন সাহিত্য, বাক্য-বিন্যাস চর্চায় রত বিদগ্ধজন, যেমন খালীল ইব্ন আহ'মাদ, আবূ'আমর ইব্নু'ল-আ'লা, সীবাওয়ায়হ্, আল-আখ্ফাশ, আল-আস'মা'ঈ, আল-মাযিনী এবং আবূ 'উবায়দা। পঞ্চম শ্রেণীতে শামিল আছেন সেই সকল ক'ারী ও তাফ্সীরবিদ যাঁহারা পূর্বোক্ত ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়েন সেইসব সূ'ফী এবং আল্লাহ্ভক্ত লোক যাঁহারা উল্লিখিত মত ও পথের সমর্থক। মুজাহিদ তথা ধর্ম রক্ষায় অস্ত্র ধারণকারীদের স্থান সপ্তম শ্রেণীতে। অষ্টম শ্রেণীভুক্ত হইলেন আহ্লু'স-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আতের সর্বসাধারণ লোক (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০-৩০৩)।

আহ্লু'স-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আত এই নামটি কখন হইতে প্রচলিত হইয়াছে সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা কঠিন। তবে ইহা নিশ্চিত যে, হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে খলীফা মুতাওয়াক্কিল (২৩২/৮৪৬-৪৭-২৪৭/৮৬১)-এর আমলে এবং আবু'ল-হ'াসান আল-আশ্'আরী (২৬০/৮৮৩-৮৪-৩২৪/৯৩৬)-র ধর্ম-দর্শন আন্দোলনের পরেই এই নামকরণ হইয়াছিল এবং এই নামধারী দলটি ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল। ইহাদের যুগেই জামহূরু'ল-উম্মা, জামা'আত এবং আহ্লু'স-সুন্নাহ এই প্রকার নামের স্থলে আহ্লু'স-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আত এই পরিভাষাটি অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠে। মুহ'াম্মাদ-আলীউ'য'-যাবী (লা-সুন্না ওয়া লা শী'আ, পৃ. ৭৬) আল-ফিরাকু'ল-ইসলামিয়্যা গ্রন্থ লেখকের উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, এই সময় মুসলিমগণ সাধারণত আবু'ল-হ'াসান আল- আশ'আরীর মায'হাব অবলম্বন করেন এবং আহ্লু'স-সুন্নাহ ওয়া'ল- জামা'আত নামে অভিহিত হন (দ্র. পূ. গ্র., পৃ. ৬৭)।

হযরত 'উছ'মান (রা)-এর শাহাদাতবরণ, জামাল (উষ্ট্র) যুদ্ধ এবং সি'ফফীন-এর ঘটনাবলী মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরাইয়া দেয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ও দার্শনিক ভাবাপন্ন সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসার ফলে ইসলামী 'আক'াইদ ও আহ'কাম সংক্রান্ত বিষয়াদিতে বিতর্কের সূচনা হয়। ইহাতে মানুষের চিন্তা-জগতে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং কয়েকটি স্বতন্ত্র দল জন্মলাভ করে। এই বিশৃঙ্খলার যুগে জাম্হূর উম্মাহ তথা সাধারণ মুসলিমগণ নানা মত ও পথ হইতে দূরে সরিয়া থাকে। তাঁহারা বিবাদরত দলসমূহের মতবাদকে ভ্রান্ত ইজতিহাদ জ্ঞানে সন্দেহের চক্ষে দেখেন এবং মতামত প্রকাশ হইতে বিরত থাকেন।

ইসলামের সংস্কারকগণ যুগে যুগে ইসলামী মিল্লাতকে অনৈক্য হইতে রক্ষা করার চেষ্টা করিয়াছেন। এই উদ্দেশে আহ্লু'স-সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আতের নেতৃবৃন্দ মুসলিমদেরকে যত বেশী সম্ভব এই দলভুক্ত করার প্রচেষ্টা চালান। যদিও মতবাদের নামটি বহুকাল পরে প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু "রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবূওয়াতের সূচনা হইতে অধিকাংশ মুসলিম এই মতে স্থিত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের 'আলিমগণ মিল্লাতের এই ঐক্য অটুট রাখিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আল-আশ'আরীর পূর্ববর্তী আল-মুহ'াসিবী (মৃ. ২৪৩/৮৫৭) অনুরূপ ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করিতেন। তাঁহার মতবাদের সমর্থনে তিনি 'ইল্ম কালাম-এর ব্যবহার করিয়াছিলেন (আল-আশ'আরী দ্র.)। তাওহ'ীদের কলেমা উচ্চারণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে কুফরের নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করার চিন্তা-ভাবনাও যুগে যুগে সংস্কারকদের মনে উদিত হইয়াছিল (আশ-শাহ্রাস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান-নিহ'াল, পৃ. ১০৫)।

হিজরী তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে এই সম্প্রদায়ের অনুকূলে দুইটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া উঠে। তন্মধ্যে একটি ছিল আশা'ইরা আন্দোলন এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবু'ল-হ'াসান আল-আশ'আরী। দ্বিতীয়টির নাম ছিল আল-মাতুরীদিয়্যা, ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবূ মানসূ'র আল-মাতুরীদী (মৃ. ৩৩৩/৯৪৪, মাতুরীদিয়্যা দ্র.)। আল-আশ'আরী ও আল-মাতুরীদী সকল মৌলিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিন্ন মত পোষণ করিতেন। কেবল কতক খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে অনৈক ছিল এবং তাহাও ছিল সাধারণ প্রকৃতির (জু'হরু'ল-ইসলাম, ৪খ, ৯২)। যেই সকল প্রখ্যাত হ'ানাফী 'আলিম আল-মাতুরীদী মতের সমর্থক ছিলেন, তন্মধ্যে 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-বায়দ'াবী (মৃ. ৪১৩ হি.), 'আল্লামা তাফ্তাযানী (মৃ. ৭৯৩ হি.), 'আল্লামা নাসাফী (মৃ. ৫৩৪ হি.) এবং 'আল্লামা ইব্নু'ল-হুমাম (মৃ. ৭৯৩)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আশ'আরীর 'ইল্ম কালামের সহায়তায়ও একদল বিখ্যাত 'আলিম কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ইমাম আবূ বাক্র আল-বাকি'ল্লানী (মৃ. ৪০৩ হি.), 'আবদু'ল-ক'াহির আল-বাগ'দাদী (মৃ. ৫০৫ হি.) এবং ইমাম ফাখরুদ্দীন আর-রাযী (মৃ. ৬০৬ হি.) এই ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

আহ্লু'স-সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আতের আক'াইদ ও 'আহ্'কাম খলীফা এবং বাদশাহগণেরও পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করিয়াছিল। 'আব্বাসী খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল এইজন্যই মুহ্য়ু'স-সুন্নাহ (সুন্নাহর পুনরুজ্জীবন সাধনকারী) খিতাবে ভূষিত হন (মুরূজু'য-য'াহাব, ২খ, ৩৬৯)। মিসর ও সিরিয়ায় সুলত'ান স'লাহু'দ্দীন আল-আয়্যূবী (মৃ. ৫৮৯/১১৯৩) এবং তাঁহার মন্ত্রী আল-ফাদি'ল এই সম্প্রদায়ের মতবাদকে রাষ্ট্রীয় মতবাদের মর্যাদা দান করেন। এই 'আমলে বিদ'আত রহিত করার জন্য আদেশ জারী করা হয় এবং ম'াদ্রাসায় মালিকী ও শাফি'ঈ মতাদর্শগত ফিক্'হের শিক্ষা দান শুরু

হয় (জু'হরু'ল- ইস্‌লাম, ৪খ, ৯৭)। পশ্চিম আফ্রিকা ও স্পেনেও এই সম্প্রদায়ের মতাদর্শ রাজকীয় স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল।

মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন তূমারত (৫২২/১১২৮) আল-মুওয়াহ্‌হি'দূন-এর মুখপাত্র ছিলেন এবং তিনি ইমাম গা'যালী (র)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্ষমতাসীন হইয়া তিনি উস্তাদের শিক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করেন (জুহরু'ল-ইসলাম, ৪খ, ৯৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) লিসান, আহ্‌ল, সুন্নাহ এবং জাম'-এর অধীনে দেখুন; (২) তাজ, আহ্‌ল সুন্নাহ এবং জাম'-এর অধীনে দেখুন; (৩) আর-রাগি'ব, মুফরাদাতু'ল-কু'রআন, আহ্‌ল ও সুন্নাহ-এর অধীনে দেখুন; (৪) আবু'ল-হা'সান আল-আশ্'আরী, মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন; (৫) ঐ গ্রন্থাকার, কিতাবু'ল-লাম', বৈরূত ১৯৫২ খৃ.; (৬) আল-বাগ'দাদী, আল-ফারকু বায়নাল-ফিরাক'; (৭) আন-নাসাফী, আল-আক'াইদু'ন-নাসাফিয়্যা; (৮) শায়খযাদা, নাজমু'ল- ফারাইদ' ওয়া জাম'উল-ফাওয়াইদ, ১৩২৩ হি.; (৯) কামালুদ্দীন আল-বায়াদী, ইশারাতু'ল-মারাম, কায়রো ১১৪৯ খৃ.; (১০) আল-গায'ালী, 'আক'ীদা আহলি'স সুন্নাহ; (১১) ইব্‌ন 'আসাকির, তাবঈনু কিয'বিল-মুফতারা ফী মা নুসিবা ইলাল-ইমাম আবি'ল-হ'াসান আল-আশ'আরী, দামিশ্‌ক ১৩৪৭ হি.; (১২) আশ-শাহ্‌রাস্তানী, কিতাবু'ল-মিলাল ওয়ান-নিহ'াল; (১৩) ইব্‌ন হ'াযম, আল-ফিস'াল; (১৪) শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ, ইযালাতু'ল-খিফা, দিল্লী ১৩৩২ হি.; (১৫) আহ'মাদ আমীন, দুহ'া'ল-ইসলাম, ৩খ, কায়রো ১৯৩৬ খৃ.; (১৬) মুহা'ম্মাদ আবূ যুহরা, আল-মায'াহিবু'ল-ইসলামিয়্যা, কায়রো ১৯৬০ খৃ.; (১৭) ফাখ্‌রুদ্দীন আর-রাযী, তা'সীসু'ত-তাক'দীস; (১৮) সায়্যিদ সুলায়মান নাদ্‌বী, রিসালাতু আহ্‌লি'স-সুন্নাহ ওয়াল-জামা'আত, আজামগড় ১৩৩৬ হি.; (১৯) আবু'ল-হ'াসান 'আলী নাদবী, তারীখ দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমাত, আজামগড় ১৯৫৫ খৃ.; (২০) আবু'ল-কালাম আযাদ, মাসআলা খিলাফাত, ১৯৫০ খৃ.; (২১) আন-নাসাফী, 'উম্‌দাতু'ল-আক'াইদ; (২২) মুল্লা 'আলী কা'রী, শারহু ফিক'হি'ল-আকবার, লাহোর ১৩০০হি.; (২৩) D.B. Macdonald, Development of Muslim Theology; (২৪) P.K. Hitti, History of the Arabs, London 1940.

(সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ)

আহলুস-সু'ফ্ফা (اهل الصفة) ঃ অথবা আস'হাবুস সু'ফ্ফা, সু'ফ্ফা অর্থ শামিয়ানা (তু. শিব্‌লী নু'মানী, সীরাতুন-নাবী) অথবা এমন একটি উচ্চ স্থান যাহা ঘাস বা উলুখড়ের ছাউনী দ্বারা আচ্ছাদিত (লিসান, দ্র. ص ف ف ধাতুর অন্তর্গত শব্দ)। আস্-সু'ফ্ফা (যাহার সহিত আহলু'স-সু'**ফ্ফা** সম্পর্কিত) মদীনার মসজিদে নাবাবীর উত্তরদিকে অবস্থিত। সেইখানেই ঐ সমস্ত মুহাজির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন যাঁহাদের কোন ঘরবাড়ী ছিল না এবং কোনরূপ জীবিকা|জনেরও উপায় ছিল না। তাঁহাদের সম্বন্ধে হা'দীছে আদ'য়াফু'ল-ইসলাম (ইসলামের মেহমান) পদটি ব্যবহৃত হইয়াছে (বুখারী, কিতাবু'র-রিক'াক, বাব ১৭; তিরমিযী, কিবাতু'ল-কি'য়ামা, বাব ৩৬; আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২খ, ৫১৫)। তাঁহারা তাঁহাদের অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংস্রবে কাটাইতেন এবং 'ইলম চর্চা ও আল্লাহ্‌র যিক্‌রে লিপ্ত থাকিতেন। তাসাওউফ ও যুহদের গ্রন্থাবলীতে তাঁহাদেরকে যুহ্‌দ এবং তাক'ওয়ার নমুনা হিসাবে পেশ করা হইয়াছে। ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়া ইবাদতের আদর্শ রূপের ধারণা বিশ্লেষণে আস'হাবুস-সু'ফ্ফাকে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছেন (দ্র. রিসালাতু ফী আহ্‌লি'স-সু'ফ্ফা, মাজমু'আতু মিনার- রাসাইল ওয়াল-মাসাইল, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩০, ১খ, ২৫-৬০, উর্দূ অনুবাদ, 'আবদু'র-রায্‌যাক মালীহআবাদী, আস'হাবু'স সু'ফ্ফা, দ্বিতীয় সংস্করণ, লাহোর ১৯৩২ খৃ., পৃ. ১-৪০)। বায়দা'বী লিখিয়াছেন, কু'রআনের আয়াত ২ ঃ ২৭৩-২৭৪ আহ্‌লু'স-সু'ফ্ফার সহিত সম্পর্কিত। অধিকন্তু অন্যান্য আয়াতেও (যথাঃ ৬ ঃ ৫২, ১৮ ঃ ২৭ এবং ৪২ ঃ ২৬) একই অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে।

সীরাতুন-নাবী গ্রন্থে শিব্‌লী নু'মানী লিখিয়াছেন, অধিকাংশ সাহাবী ইবাদত-বন্দেগী আদায়ের সহিত সাংসারিক সকল রকমের কাজ-কারবার করিতেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক সাহাবী এমনও ছিলেন, যাঁহারা শুধু 'ইবাদত-বন্দেগী ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর শিক্ষা গ্রহণে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দিনের বেলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে উপস্থিত থাকিতেন ও হা'দীছ শ্রবণ করিতেন এবং রাতের বেলা সেই চত্বরে শয়ন করিতেন। আবূ হুরায়রা (রা)-ও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ত'ালহা ইব্‌ন 'আম্‌র হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশে মদীনায় আসিত, যদি মদীনায় তাহার কোন পরিচিত লোক থাকিত তবে সে তাহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিত, অন্যথায় আসহাবু'স-সু'ফফার নিকট আশ্রয় লইত (হিলয়াতু'ল-আওলিয়া, ১খ, ৩৩৯)। আসহাবু'স-সুফফার সকলে একই সাথে আসেন নাই; বিভিন্ন সময়ে তাঁহারা আসিতে থাকেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা কম-বেশী হইতে থাকে। তাঁহাদের সংখ্যা ছিল কমপক্ষে দশজন এবং সর্বাধিক চার শত জন। মুরতাদা' যাবীদী তুহ'ফাতু আহ্‌লি'য-যুল্‌ফা ফিত্‌-তাওয়াস্‌সুলি বিআহলিস্- সু'ফফা নামে একটি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইহাতে তিরানব্বই জন সাহাবীর উল্লেখ ছিল (তাজ. ص ف ف ধাতুর অধীন)। আবূ 'আবদি'র-রাহ'মান ইব্‌ন হু'সায়ন আস্-সুলামী আল-আযদী আন-নীশাপুরীও (মৃ. ৪১২/১০২১) আস্'হাবু'স-সু'ফফার একটি ইতিহাস রচনা করিয়াছেন (Brockelmann, ১খ, ২১৭)। আস্-সুলামী তাঁহাদের অবস্থা ও তাঁহাদের উক্তিগুলিকে একত্র করিবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু হাফিজ যাহাবীর মতে আস্-সুলামীর বর্ণনা দুর্বল। আস্-সুয়ূতীও আস'হাবু'স-সু'ফফার উপর একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইহাতে এক শত জনের নামের উল্লেখ রহিয়াছে (শিবলী, সীরাতুন-নাবী)।

আবূ হুরায়রা (রা), আবূ লুবাবা (রা), ওয়াছিলা ইব্‌নু'ল-আস্‌কা (রা), আবূ যার গিফারী (রা), কা'য়স গিফারী (রা), 'আবদুর-রাহ'মান (রা), ইব্‌ন কা'ব আল-আসা'ম্ম, জারহাদ (রা), ইব্‌ন রাযাখ আল-আস্‌লামী, আসমা (রা), বিন্‌ত হ'ারিছা আস্‌লামী, আবূ তালহ'া (রা), ইব্‌ন মালিক প্রমুখের নাম আসহাবু'স-সু'ফফার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে (ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাকাত; আলী-হুজবীরী, কাশ্‌ফু'ল-মাহ'জূব, পৃ. ৯৭-৯৯)। পরবর্তী কালের লেখকদের গ্রন্থাবলীতে আস'হাবু'স-সু'ফফার মধ্যে এমন কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়, যাহারা প্রকৃতপক্ষে আস'হাবু'স- সু'ফফার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যথা আওস (রা) ইব্‌ন আওস ছাক'ফী, ছাবিত আদ্-দা'হ'হাক, ছাবিত (রা) ইব্‌ন ওয়াদীআ, হ'াবীব (রা) ইব্‌ন যায়দ। আস'হাবু'স-সুফফা কখনও ভিক্ষা করেন নাই, কাহারও কাছে হাত পাতেন নাই, যাহা পাইতেন তাহাই খাইতেন। একদল কখনও জঙ্গলে যাইতেন, লাকড়ি কুড়াইতেন এবং তাহা বিক্রয় করিয়া স্বীয় ভাইদের জন্য খাদ্য যোগাড় করিতেন।

রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে বলিতেন, "যাহার নিকট দুইজনের খাবার রহিয়াছে, সে যেন একজন আস্'হাবু'স-সু'ফফাকে তাহার সহিত অন্তর্ভুক্ত করে।" রাসূলুল্লাহ (স) সাদকা, খায়রাত, হাদিয়া তাঁহাদের জন্য পাঠাইয়া দিতেন। খাওয়ার সময় কোন সাহাবী একজন, কোন সাহাবী দুইজন আস্'হাবুস-সু'ফফাকে নিজের সঙ্গে খাওয়ার জন্য লইয়া যাইতেন। সা'দ (রা) ইব্ন 'উবাদা আস্'হাবু'স-সু'ফফার মধ্যে আশিজনের মত লোক নিজের সঙ্গে লইয়া যাইতেন (হি'লয়াতু'ল-আওলিয়া, ১খ, ৩৪১)। প্রকৃতপক্ষে এই দলটি জীবিকার্জনের চিন্তা হইতে মুক্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাশে থাকিয়া সর্বদা তাঁহার শিক্ষা গ্রহণের প্রত্যাশী ছিলেন। এইজন্য সাহাবীগণ তাহাদের খিদমত করা নিজেদের দায়িত্ব মনে করিতেন। তাসাওউফের বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে যে, সূফী ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যাঁহারা নিজেদের ক্রিয়াকর্মে আস্'হাবু'স-সু'ফফার সদৃশ (আল- কালাবাযী, আত্-তা'আররুফ, কায়রো ১৯৩৩ খৃ., প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৫)। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি সঠিক হইলেও সূ'ফী এবং সু'ফফা-এর মধ্যে ধ্বনিগত কিছুটা সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা প্রমাণিত হইবে না যে, সূফী শব্দটি সু'ফফা শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বুখারী, কিতাবু'স-স'লাত, বাব ৫৮, কিতাবু মাওয়াকীতি'স-স'লাত, বাব ৪১, কিতাবু'ল বুয়ু', বাব-১, কিতাবু'ল-হু'দূদ, বাব ১৭, কিতাবু'ল-মানাকি'ব, বাব ২৫, কিতাবু'ল-ইস্তিযান, বাব ১৪, কিতাবুর-রিকা'ক, বাব ১৭ ; (২) মুসলিম, কিতাবু'ল-আশ্‌রিবা, হা'দীছ ১৭৬, কিতাবুন-নিকাহ, হাদীছ ৯৪, কিতাবু'ল-ইমারা, হা'দীছ ১৪৭; (৩) আহ'মাদ ইব্ন হা'ম্বাল, আল-মুসনাদ, ১খ, ২০, ৭৯, ১০১, ১০৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৯৭, ১৯৮, ৪১৬, ৪২১, ৪৫৭; ২খ, ৫১৫, ৩খ, ২৭০, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৭৯, ৪৮৭, ৪৯০, ৫৩০; ৪খ, ১২৮, ৫খ, ২৫২, ৪২৬, ৪৩৭, ৬খ. ১৮; (৪) তিরমিযী, কিতাবু'য-যুহ্দ, বাব ৩৯, কিতাবুল-কি'য়ামা, বাব ৩৬, কিতাবুত-তাফসীর, সূরা ২, বাব ৩৪; (৫) আবূ দাউদ, কিতাবু'ল-আদাব, বাব ৯৫; (৬) ইব্ন মাজা, কিতাবু'ল-মাসাজিদ, বাব ৬; (৭) ইব্ন সা'দ, ২/২ খৃ., ১৩ প.; (৮) আলী-হুজ্‌বীরী, কাশ্‌ফুল-মাহ'জূব, পৃ. ৯৭-৯৯; (৯) আবূ নু'আয়ম, হিল্‌য়াতু'ল-আওলিয়া, কায়রো ১৯৩২ খৃ., ১খ, ৩৩৭.; (১০) আয্-যুরকানী, মিসর, ১খ, ৪৩০; (১১) গা'যালী, ইহ্য়া, কায়রো ১২৮৯ হি., ৪খ, ১৬৭; (১২) সায়্যিদ মুরতাদা', ইত্‌হা'ফু'স-সাদা, ৯খ, ২৭৭; (১৩) ইব্ন তায়মিয়া, রিসালাতু ফী আহলি'স-সু'ফফা, আর-রাসাইল ওয়া'ল-মাসাইল, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩০, ১খ, ২৫-৬০, উর্দূ অনুবাদ, 'আবদু'র -রাযযাক মালীহ্আবাদী, ২য় সংস্করণ, লাহোর ১৯৩২ খৃ., পৃ. ১-৪০; (১৪) আল-কালাবাযী, আত-তা'আররুফ, কায়রো ১৯৩৪ খৃ., বাব ১, পৃ. ৫; (১৫) ইব্‌নু'ল,-জাওযী, তালবীস-ইব্‌লীস, কায়রো ১৯২৮ খৃ., পৃ. ১৭৬ প.; (১৬) শিবলী, সীরাতুন-নাবী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১খ, ২৯২ প.; (১৭) এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, লাইডেন, আহ্‌লু'স-সু'ফফা নিবন্ধ ও তথায় বর্ণিত গ্রন্থপঞ্জী ।

সম্পাদনা পরিষদ (দা.মা.ই.)/এ. এন.এম. মাহবুবুর রহমান ভুঞা

আল-আহ্'সা'ঈ (দ্র. আহ্'মাদ আহ্'সা'ঈ)

আহসানুল্লাহ (احسن الله) ঃ (ইসলাম প্রচারক দরবেশ, জন্মস্থান টেটিয়া, থানা আড়াইহাজার, ঢাকা, ১২০৫ বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন। পরে মগুরী খোলার অধিবাসী হওয়ায় তিনি মগুরী খোলার শাহ সাহেব নামেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মগুরী খোলা তাঁহার জন্মস্থান নয়। তাঁহার উপাধি ছিল হযরত কেবলা এবং কুনিয়াত ছিল দরবেশ মিয়া। পিতা নূর মুহাম্মদ মিঞাজী ১২১৩ বাংলা সনে ইনতিকাল করিলে প্রথমে ফুফু ও পরে চাচার উপর তাঁহার লালন-পালনের দায়িত্ব ভার পড়ে। ১২১৮ বাংলায় চাচার সঙ্গে ঢাকায় আসেন। তাহার মামা তখন ঢাকায় অবস্থান করিতেছিলেন। ১২৩৭-১২৪০ বাংলা সন পর্যন্ত আহসান উল্লাহ মাওলানা নিজামুদ্দীন সুজাতপুরীর নিকট তাফসীর, সিহাহ্ সিত্তাহ এবং অন্যান্য বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। কুরআনুল কারীম কপি করিয়া যে হাদিয়া পাইতেন তাহা দ্বারাই নিজের খরচ চালাইতেন। তাহার স্বহস্ত লিখিত কিতাবাদি পারিবারিক কুতুবখানায় সংরক্ষিত আছে। নানা শাহ পীর মুহা'ম্মাদের কাছে তাসা'ওউফ তত্ত্ব শিক্ষা লাভ করেন। ৩৪ বছর বয়সে প্রথম হজ্জ পালন করেন। নানার ইনতিকালের পর ১২৪৫ বাংলা সনে তিনি কালীম শাহ বাগদাদীর নিকট কাদিরিয়া তরীকায় বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁহার কাছে হেকিমী চিকিৎসাশাস্ত্রও শিখেন। অতঃপর ঢাকার মিরপুরস্থ শাহ আলী বাগদাদী (র)-এর মাযারে চৌদ্দ বৎসর (১৮৩৮-৫২ খৃ.) চিল্লাকুশী করেন। অতঃপর নারায়ণগঞ্জের শাহী কিল্লা মসজিদ সংলগ্ন মাযারে ৩ বৎসর এবং সর্বশেষে লালবাগ কিল্লায় এক বৎসর কঠোর রিয়াযত করেন। অতঃপর তিনি মগুরীখোলায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং দীনের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। এখানে তিনি জমিজমা খরিদ করেন এবং গৃহস্থালি ও ব্যবসা শুরু করেন। ইহার আয় দ্বারা তিনি জনহিতকর কাজ করিতেন। নিষিদ্ধ দিনগুলি ব্যতীত তিনি সারা বৎসর রোযা রাখিতেন। মগুরীখোলায় তিনি একটি জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী এবং মওলানা ইমামুদ্দীন (র)-এর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। সিপাহি বিপ্লব (দ্র.) ও খিলাফত আন্দোলন (দ্র.)-এ তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন। এতদ্‌সংক্রান্ত তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ ইতিহাসের উপাদান হিসাবে বিবেচিত হইতেছে।

আহসান উল্লাহ (র) ১২৭৭ বাংলার ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবারে (১৮৭১ খৃ.) হযরত লশকর মোল্লার নিকট চিশতিয়া তরীকায়ও ফয়েয হাসিল করেন। ১২৭৮ বাংলা সনে তিনি আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাস অনুযায়ী দারুল উলূম আহসানিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে ইহা ঢাকাস্থ শাহ সাহেব লেনে স্থানান্তরিত হয়। এখানে (শাহ সাহেব লেন) তিনি বসবাস করিতে থাকেন এবং ১৩৩৩ বাংলা সনের ১১ কার্তিক মুতাবিক ২০ রাবীউছ-ছানী, ১৩৪৫ হিজরী, ২৬ অক্টোবর ১৯২৬ খৃ. ইনতিকাল করেন। এখানে তাঁহার মাযার অবস্থিত। তৎপুত্র শাহ আবদুল আযীয (র) তাঁহার গদীনশীন হন। তাঁহার মাযারকে কেন্দ্র করিয়া ইয়াতীমখানা, হিফজখানাসহ একটি অত্যাধুনিক কমপ্লেক্স গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবার তাঁহার ওরস পালিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, বিচারপতি সৈয়দ এ.টি. মাহমুদ হোসেন জীবন ও কর্ম, ঢাকা ১৯৯৯ খৃ., পৃ. ১৬১-৬৫; (২) বাংলাপিডিয়া, ১খ., ৩১৫।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

আহ্সান মঞ্জিল (احسن منزل) ঃ ঢাকায় বুড়িগঙ্গার উত্তর তীরে অবস্থিত, কারুকার্য শোভিত একটি প্রসিদ্ধ প্রাসাদ, বর্তমানে ধ্বংসোনুখ। নওয়াব স্যার আবদুল গনী ১৮৭২ খৃ. ইহা নির্মাণ করেন এবং তাঁহার পুত্র নওয়াব স্যার আহসানুল্লাহ বাহাদুরের নামানুসারে ইহার নামকরণ করেন। পূর্বে এখানে ছিল একটি ফরাসী কারখানা। ১৮৩৮ খৃ. খাজা 'আলীমুল্লাহ ইহা কিনিয়া লন। বর্তমান প্রাসাদটি ১৮৮৮ খৃ. ঘূর্ণিবাত্যার পরে পুনর্নির্মিত হয়। বৃহদায়তন চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের মাঝখানে সুউচ্চ দ্বিতলের ছাদের উপর

আহসান মঞ্জিলের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিশাল গম্বুজটি স্থাপিত। এই গম্বুজটি শহরের অন্যতম উচ্চ চূড়া। দক্ষিণে নদীর দিকে প্রাকৃতিক দৃশ্য শোভিত ইহার মনোরম অংগন। এই দিক হইতেই প্রশস্ত সিঁড়ি ধাপে ধাপে দ্বিতলে উঠিয়া গিয়াছে। মূল অট্টালিকার বহিরাংশে বিরাটকায় ত্রি-তোরণবিশিষ্ট প্রবেশদ্বার। খিলানের উপরিভাগ মনোরম কারুকর্ম শোভিত। পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে অনুরূপ সুদৃশ্য আরও দুইটি খিলান বিদ্যমান। সমগ্র আহসান মঞ্জিল দুইটি সুষম অংশে বিভক্ত। পূর্বাংশে বৈঠকখানা, গ্রন্থাগার ও তিনটি মেহমানঘর আছে, পশ্চিমাংশে নাচঘর ও অন্যান্য আবাসিক প্রকোষ্ঠ। প্রাসাদের একতলার পশ্চিমাংশে আছে প্রসিদ্ধ দরবারগৃহ এবং পূর্বাংশে ভোজনকক্ষ। যাদুঘরে প্রদর্শনযোগ্য বিভিন্ন জিনিস এই প্রাসাদে সুরক্ষিত ছিল। বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) পরে নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ বাহাদুরের মেহমান হিসাবে লর্ড কার্জন এই প্রাসাদে অবস্থান করেন। বঙ্গভঙ্গ বাতিলের পরে মুসলমানদের ভবিষ্যত কর্মসূচী সম্পর্কে এই স্থানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এখানেই মুসলমানদের জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা হয় এবং এখানেই মুসলিম লীগের উদ্ভব সূচিত হয় (১৯০৬)। এখান হইতেই এই উপমহাদেশে বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম জাগরণের অনুপ্রেরণা আসে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার আহসান মঞ্জিলকে একটি জাতীয় ঐতিহাসিক নিদর্শন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং উহার আমূল সংস্কারে হাত দিয়াছেন। উহাকে একটি যাদুঘরে পরিণত করা হইবে।

বাংলা বিশ্বকোষ; ১খ., ২৭৫-৬

আহসান আবাদ গুলবারগাহ (احسن آباد گلبر گہ) ঃ গুলবারগাহ ও গীসুদারায বান্দাহ্ নাওয়ায (র)-এর সহিত সম্পাদকের কারণে গুলবারগাহ শারীফ নামেও পরিচিত। পুনরাইচুর রেলপথের একটি ষ্টেশন, হায়দরাবাদ রাজ্যের জেলা সদর এবং ১৭°২৫ [১৭°২০] অক্ষাংশ এবং ৭১°৫১ [৭৬°২৫০] দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এই শহর বাহমানী সালতানাতের প্রতিষ্ঠার তারিখ ৭৪৮/১৩৪৭ সাল হইতে ৮২৭/১৪২৪ সাল পর্যন্ত সেই রাজ্যের রাজধানী ছিল। ৯০০/১৫০৪ খৃ. বিজাপুর সৈন্যরা শহরটি দখল করিয়া লয় এবং এই রাজ্যের পতন ঘটে। ১৬৫৭ খৃ. উহা মুগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয় এবং ১৭২৪ খৃ. নিজামু'ল-মুলক আসাফজাহ্ (প্রথম)-এর শাসনাধীনে চলিয়া আসে। ১৮৭৪ খৃ. গুল্‌বার্‌গাহকে একটি বিভাগীয় সদরের মর্যাদা দেওয়া হয়। বর্তমানে ইহা একটি জেলা শহর হিসাবে গণ্য।

আহসান আবাদ গুলবারগাহ-এ বাহমানী এবং আদিলশাহী উভয় রাজবংশের বহু স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে হাফ্‌ত গুম্‌বাদ (সাত গম্বুজ) দুর্গ এবং শায়খ সিরাজুদ্দীন জুনায়দী (র) ও খাওয়াজী গীসু দারায (র)-এর মাযার। দুর্গটি অনেকটা ডিম্বাকৃতির এবং উহার অধিকাংশ গম্বুজের উপর আদিল শাহী বাদশাহদের নাম খোদিত রহিয়াছে এবং অদ্যাবধি উহা কামান সজ্জিত অবস্থায় রহিয়াছে। পূর্ব দরওয়াজার মধ্যে একটি বড় বুরুজ (উচ্চ স্তম্ভ বা মীনার) আছে। ইহা রন মানডাল এবং ফাত্হ বুরজ নামে অভিহিত। এতদ্ব্যতীত হানমানাত বুরজ, নওরস বুরজ, সিকান্দার বুরুজ এবং আরও এগারটি বুরজ আছে। মনে হয় আদিলশাহী বাদশাহগণ দুর্গটি নূতনভাবে মজবুত করিয়া তৈরি করিয়াছিলেন। কেননা বাদশাহ্‌দের খোদাইকৃত নাম অধিকাংশই আদিলশাহী বংশের পরবর্তী ও শেষ যুগের। দুর্গের জামে' মসজিদটি কতিপয় দিক দিয়া অনুপম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহার বিরাট মসজিদটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ২১৬ ফুট এবং প্রস্থে ১৭৬ ফুটঃ ৭৫ ফুট উচ্চ, সর্বাপেক্ষা বড় গম্বুজটির নীচে মিহ্‌'রাব ও মিম্বার অবস্থিত এবং মসজিদটির উপর (এক শত এগারটি) ছোট ছোট গম্বুজ সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত। একই সময়ে প্রায় ছয় হাজার লোক ইহাতে সালাত আদায় করিতে পারে। মসজিদটি এমন কৌশলে নির্মাণ করা হইয়াছে যে, মুসল্লীগণ সকল দিক হইতে মিহ্‌রাব ও মিম্বারের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই মসজিদ ব্যতীত দুর্গাভ্যন্তরে আরও একটি মসজিদ আছে। ইহা ইয্‌যাত খানের নামের সহিত সম্পর্কিত। ইহার সংলগ্ন আদিলশাহী যুগের ইমামবাড়াও বর্তমান।

দুর্গের কয়েক ফার্লং দূরে পশ্চিম দিকে প্রথম দুই বাহমানী বাদশাহ সুলতান 'আলাউদ্দীন হ'াসান শাহ (১৩৪৭-১৩৫৮ খৃ.) এবং মুহ'াম্মাদ শাহ (১৩৫৮-১৩৬৯ খৃ.,) -এর কবর বিদ্যমান। ইহাতে তুগলক স্থাপত্য রীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দিল্লীর তুগলক রাজত্বকালের ইমারতসমূহের ন্যায় ঐ সমস্ত কবরের গম্বুজ চেপ্টা এবং দেওয়ালগুলি ঢালু। শহরের অপরদিকে দুর্গের এক মাইল দূরে একটি বিস্তীর্ণ ময়দানে মুজাহিদ শাহ বাহমানী (১৩৭৫-১৩৭৮ খৃ.) হইতে তাজুদ্দীন ফীরূয শাহ (১৩৯৭-১৪২২ খৃ.) পর্যন্ত সুলতানদের কবর রহিয়াছে এবং ইহাকে হাফ্‌ত গুম্বাদ (সাত গম্বজ) বলে। এই সমস্ত কবরের দিকে লক্ষ্য করিলে উপলব্ধি করা যায় যে, তুগলক স্থাপত্যের প্রভাব আস্তে আস্তে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া যায় এবং তদস্থলে সেইখানে দাক্ষিণাত্য ও ইরানী স্থাপত্য শিল্পের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, এমনকি ফীরূয শাহের দুইটি কৃত্রিম কবরের কোণায় হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়।

হাফ্‌ত গুম্বাদ-এর কয়েক শত গজ দূরে মুহ'াম্মাদ গীসুদারায বান্দাহ্ নাওয়ায (র) নামে প্রসিদ্ধ সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ আল-হু'সায়নীর কবর বিদ্যমান। তিনি কেবল দাক্ষিণাত্যের জন্যই নহেন, অধিকন্তু সমস্ত উপমহাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ 'আলিম ছিলেন। তিনি ৮০৫/১৪০২ সালে দাক্ষিণাত্যে শুভাগমন করেন এবং চান্দ্র মাসের হিসাবে ১০৫ বৎসর বয়সপ্রাপ্ত হইয়া ৮২৫/১৪২২ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার ও তদীয় (পুত্র) সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ আকবার আল-হু'সায়নীর কবর গুলবারগাহের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইমারাত, যাহা কয়েক মাইল দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। রাওদা-ই বুযুর্গ নামে প্রসিদ্ধ বান্দাহ নাওয়ায (র)-এর কবর, যদিও গঠনাকৃতি তাজুদ্দীন ফীরূয শাহের কবরের ন্যায়, কিন্তু ইহার অনাড়ম্বর গঠনশৈলী অত্যন্ত চিত্তগ্রাহী। এখানে বহু ওয়ালীর মাযার রহিয়াছে; তন্মধ্যে শায়খ সিরাজুদ্দীন জুনায়দীর (র) মাযার খুবই প্রসিদ্ধ। শায়খ পেশাওয়ারের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন এবং মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন তুগলক-এর দাক্ষিণাত্য অভিযানের সময় তিনি তাঁহার সঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। সুলতান 'আলাউদ্দীন হ'াসান বাহমান শাহ তাঁহার মুরীদ ছিলেন। উক্ত বাহমান শাহ রাজত্ব পাওয়ার পূর্বে ও পরে তাঁহার খানকাহ কুড়চীগ্রামে আসা-যাওয়া করিতেন। সুলতানের ইনতিকালের পর সম্ভবত মুহ'াম্মাদ শাহ বাহমানীর আহ্বানে তিনি কুড়চী হইতে গুল্‌বারগাহে চলিয়া আসেন এবং তথায় ৭৮১/১৩৮০ সালে চান্দ্র বৎসরের হিসাবে ১১১ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। কথিত আছে, মুহ'াম্মাদ শাহের সিংহাসনারোহণের পর শায়খ সিরাজুদ্দীন জুনায়দী খদ্দরের জামা, পাগড়ী ও রুমাল বাদশাহের সমীপে প্রেরণ করেন এবং তিনি উহা পরিধান করিয়া অভিষেক অনুষ্ঠানে শরীক হন। প্রথম আদিলশাহী বাদশাহ য়ুসুফ 'আদিল শাহ তাঁহার মাযার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা বিজাপুরের স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শনসমূহের অন্যতম। ইহার সুউচ্চ মীনারদ্বয় দূর হইতেই দৃষ্টিগোচর হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) রাওনাক কা'দিরী, রাহনুমা-ই রাওদাতায়ন; (২) রাশীদুদ্দীন আহমাদ, ওয়াকি আত-ই মামলাকাত-ই বীজাপুর, ৩খ; (৩) 'আবদু'ল-জাব্বার মালকাপুরী, তায' কিরা-ই আওলিয়া-ই দাক্কান; (৪) Sir Wolsly Haig, Historical Landmarks of the Deccan; (৫) Sherwani, The Bahmanis of the Deccan-An objective Study; (৬) E.I.^{2}, 182.

হারূন খান শিরওয়ানী (দা.মা.ই.) / মুহাম্মাদ আবদুল আজিজ

আহসানুল্লাহ, খাজা, নওয়াব, স্যার (نواب خواجہ احسن الله) ঃ উনিশ শতকের বাংলার প্রখ্যাত মুসলিম ব্যক্তিত্ব, ঢাকার নওয়াব, বিশিষ্ট দানবীর ও সমাজসেবী, জন্ম ১৮৪৫ খৃ. ঢাকার নওয়াব পরিবারে। মূল নাম আহসানুল্লাহ, বংশীয় উপাধি খাজা, সরকার প্রদত্ত উপাধি নওয়াব ও স্যার, কাব্য নাম শাহীন।

বাল্যকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি নওয়াব খাজা আবদুল গনীর (মৃ. ১৮৯৬) জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত জনহিতৈষী দানশীল জমিদার। তিনি পুত্রের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আহ্সানুল্লাহ প্রথমত মুন্শী রমযান আলীর নিকট পবিত্র কুরআন পাঠ শিক্ষা করেন। তাঁহার ভাষা উর্দূ থাকিলেও পরিবারে 'আরবী ও ফারসী ভাষার চর্চা ছিল। তাঁহার ফারসী ভাষার শিক্ষক ছিলেন খাজা আবদুর রহীম। তিনি ফারসী ভাষায় চিঠিপত্র লিখিতে ও মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। তাহা ছাড়া তিনি য়ুরোপীয় শিক্ষকের নিকট ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন।

নওয়াব আহসানুল্লাহ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, ধীরস্থির ও সুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। পিতা নওয়াব আবদুল গনী পুত্রের যোগ্যতায় মুগ্ধ হইয়া স্বীয় জীবদ্দশায়ই তাহাকে নওয়াব এস্টেট পরিচালনার দায়িত্বভার প্রদান করেন (১৮৬৮ খৃ.)। আহসানুল্লাহ স্বীয় যোগ্যতা ও কর্মকুশলতায় এস্টেটের অনেক উন্নতি সাধন করেন। তিনি ঢাকা জেলার গোবিন্দপুর পরগণা খরিদ করেন। ঢাকা শহরের উন্নয়নে ও মুসলিম শিক্ষার অগ্রগতিতে তাঁহার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। দানশীলতায় পিতার ন্যায় তিনিও মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি মিটফোর্ড হাসপাতালের (বর্তমান মেডিক্যাল কলেজের অন্তর্ভুক্ত) রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৫০,০০০ টাকা দান করেন (১৮৯৬ খৃ.)। চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি ঢাকা শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করেন (১৯০১ খৃ.), ঢাকার হোসেনী দালান এবং সাত গম্বুজ মসজিদ পুনর্নির্মাণ করেন। ইহা ছাড়া ঢাকার অদূরে হাইগুনবাড়ী মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্ববঙ্গের জনগণের ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার জন্য ঢাকাস্থ সার্ভে স্কুলটিকে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে রূপান্তরিত করার উদ্দেশে তিনি ১,১২,০০০ টাকা দান করেন। তাঁহারই নামানুসারে ১৯০৫ খৃস্টাব্দে ইহাকে আহসানুল্লাহ স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং (বর্তমানে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) নামে অভিহিত করা হয়। সংক্ষেপে ঢাকার মসজিদ ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির কোনটিই তাঁহার দান লাভে বঞ্চিত হয় নাই। তদুপরি তাঁহার দানে বরিশালের মহিলা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। মক্কা মুকাররামার নাহ্র-ই যুবায়দার সংস্কারের জন্য তিনি ষাট হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

দীর্ঘদিন তিনি ঢকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৮৭১ সালে খান বাহাদুর, ১৮৭৫ সালে নওয়াব, ১৮৯১ সালে সি. আই. ই. (Companion of the Indian Empire), ১৮৯২ সালে নওয়াব বাহাদুর ও ১৮৯৭ সালে কে. সি. এস. আই (Knight Commander of the Star of India) উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি দুইবার (১৮৯০, ১৮৯৯ খৃ.) গভর্নর জেনারেলের আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন।

তিনি শাহীন কাব্যনামে উর্দূ কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার কাব্য-উস্তাদ ছিলেন খাজা আবদুল গাফফার আখ্তার। দেশ ও সমাজের কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি মাঝে মাঝে শখ করিয়া কবিতা রচনা করিতেন। তিনি তাঁহার বেশীর ভাগ কবিতাই ছিল বন্ধু-বান্ধবদের মজলিসে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত। এইজন্য তাঁহার কবিতায় সাবলীলতা বিদ্যমান; কিন্তু ভাবগাম্ভীর্য অনুপস্থিত। তাহাতে আনন্দ, উল্লাস ও প্রাণচাঞ্চল্য আছে; কিন্তু গভীর ভাবের অভাব রহিয়াছে। তাঁহার ৭৮ পৃষ্ঠার উর্দূ-ফারসী কবিতা সংকলন কুল্লিয়্যাত-ই শাহীন নামে প্রকাশিত হয়। ইহার একটি কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। তিনি সংগীতজ্ঞ, গীতিকার ও কণ্ঠশিল্পী ছিলেন। তিনি কিছু ঠুমরী গান রচনা করিয়াছিলেন। শোনা যায় তাঁহার কোন কোন ঠুমরী গান এখনও ঢাকায় গীত হয়। উর্দূ ভাষায় রচিত তাঁহার 'তাওয়ারীখ-ই খান্দান-ই কাশমীরিয়া' শীর্ষক গ্রন্থটি ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এই অপ্রকাশিত গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। তাঁহার নির্দেশনা ও আর্থিক সহায়তায় ১৮৮৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী আহ'সানু'ল-কাসাস নামক একটি উর্দূ সাপ্তাহিকী ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার স্থায়িত্বকাল জানা যায় নাই। ১২৭৫-৭৬ বঙ্গাব্দে বিভিন্ন নামে লিখিত তাঁহার কতগুলি ফারসী পত্রের একটি অপ্রকাশিত সংকলন (পৃ. ১১৭) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রহিয়াছে। ফরমায়েশ অনুযায়ী বিবাহ উপলক্ষে কবিতা (সুহরা) রচনায় পারদর্শী ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি ঢাকার নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেন।

নওয়াব খাজা আবদুল গণী কর্তৃক ১৮৭২ সালে নির্মিত ঢাকার বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত নওয়াব বাড়ীর সুদৃশ্য ইমারতটি আহসানুল্লাহর নামানুসারে 'আহ্সান মঞ্জিল' নামে আখ্যায়িত হয়।

৪ রমযান, ১৩১৯/১৬ ডিসেম্বর, ১৯০১ সালে খাজা আহসানুল্লাহ ঢাকায় ইনতিকাল করেন। তিনি খাজা সলীমুল্লাহ (দ্র.) ও খাজা আতীকুল্লাহ নামে দুই পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। পারিবারিক গোরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ড. এম. এ. রহিম ও অন্যান্য, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৭৬ খৃ.; (২) ড. এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ১৯৭৬ খৃ.; (৩) আবুয-যোহা নূর আহমদ, উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ.; (৪) বাংলা বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রামস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২ খৃ.; (৫) আহসানুল্লাহ, তাওয়ারীখ-ই খান্দান-ই কাশ্মীরিয়্যা (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত); (৬) ঐ লেখক, কুল্লিয়্যাত-ই শাহীন (পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত); (৭) মুন্শী রাহমান 'আলী তায়শ, তাওয়ারীখ-ই ঢাকা, স্টার অব ইন্ডিয়া প্রেস, আরা ১৯১০ খৃ.; (৮) ওয়াফা রাশিদী, বাংগাল মে উর্দূ, ইশা'আত-ই উর্দূ প্রেস, হায়দরাবাদ ১৯৫৫ খৃ.; (৯) ইক্বাল আজীম, মাশরিকী বাংগাল মে উর্দূ, মাশ্রিক কো-অপারেটিভ পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৯৫৪ খৃ.; (১০) Who's Who in India, Part V. Coronation Edition, Lucknow 1911; (১১) Dr. Hasan Zaman and Dr. Sayyid Sajjad

Hossain, Pakistan; An anthology, Dhaka 1975; (১২) Kamruddin Ahmed, A Socio-Political History of Bengal, 4th edition, Dhaka 1975; (১৩) S. A. Siddiqui, The Forgotten History, Dhaka 1974; (১৪) Ahmed Hasan Dani, Dhaka, A Record of its changing fortunes, Dhaka 1962.।

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভুঞা

আহ্‌সানুল্লাহ, শাহ (احسن الله شاه) ঃ (১৭৯৮-১৯২৬ খৃ.) ঢাকার বিশিষ্ট সূফী সাধক সমাজ সংস্কারক ও ইসলাম প্রচারক। তিনি মশুরী খোলার শাহ সাহেব নামে সমধিক পরিচিত। শাখ আহ্‌সানুল্লাহ বাংলাদেশের নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার টেটিয়া গ্রামে ১৭৯৮ খৃ. এক সূফী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ও ফুফুর নিকট তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ছয় ও আট বৎসর বয়সে যথাক্রমে তাঁহার মাতা ও পিতার মৃত্যু হয়। ১৩ বৎসর বয়সে তিনি ঢাকার আজিমপুর দায়রায় মামার নিকট আসেন এবং ৭ বৎসর কাল আরবী ফারসী শিক্ষা লাভ করেন। তিনি কুরআন কপি করার অর্জিত অর্থে শিক্ষার আংশিক ব্যয় নির্বাহ করিতেন। ১৮৩০ খৃ. তিনি মাওলানা নিযাম উদ্দিনের নিকট হ'াদীছ ও তাফসীর পড়িতে আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি সিহাহ সিত্তাহ (হ'াদীছের প্রসিদ্ধ ছয়টি গ্রন্থ), তাফসীর ইবন আব্বাস, তাফসীর বায়যাবী ও তাফসীর ইব্‌ন জারীর অধ্যয়ন করেন। হাদীস শিক্ষাশেষে তাঁহার নানা শাহ পীর মোহাম্মদের নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রাথমিক সবক গ্রহণ করেন। এই শিক্ষার জন্য তিনি ২০ বৎসর পরিশ্রম করেন। ১৮৩২ খৃ. আহ্‌সানুল্লাহ ৩৪ বৎসর বয়সে তাঁহার নানার আদেশে হজ্জ পালন করেন। মক্কা হইতে ফিরিবার পথে তিনি বাগদাদ নগরীর মাযারসমূহ যিয়ারত করেন। অতঃপর কোনিয়ার (তুরস্ক) মওলানা রুমীর মাযারে ৭ মাস অবস্থান করেন। সেখানে তিনি প্রতিবেশী ও মুসাফিরদের পানি পান করাইতেন। পরবর্তীতে খোরাসানে (ইরান) কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া দেশে ফিরেন। ১৯৩৮ খৃ. তাঁহার নানার মৃত্যুতে তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। ইহার মধ্যে তিনি কালিম শাহ বাগদাদীর বায়'আত গ্রহণ করেন এবং এক বৎসর সঙ্গে থাকিয়া হেকিমী চিকিৎসার শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে ঢাকার মিরপুর শাহ আলী বাগদাদীর (র) মাযারে ১৪ বৎসর আধ্যাত্মিক সাধনা করেন। অতঃপর নারায়ণগঞ্জ শাহী কেল্লার মসজিদে ৩ বৎসর এবং ঢাকার লালবাগ দুর্গের সুড়ঙ্গ পথে সাধনা করিয়া আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি লাভ করেন। ইহার পর হইতে তিনি সমাজ সংস্কার ও ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৫২ খৃ. তিনি নিজ গ্রাম টেটিয়া ছাড়িয়া ঢাকা জেলার সাভার থানাধীন মশুরীখোলা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ১৮৫৯ খৃ. তাঁহার গ্রামে মশুরীখোলার বাড়ীতে মসজিদ ও মক্তব প্রতিষ্ঠিত করেন। পল্লী মশুরীখোলা সহসাই একটি জনপদে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকজনই তাঁহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক শিক্ষার সবক লাভ করিতে থাকেন।

১৮৩১ খৃ. বালাকোটের যুদ্ধে সায়্যিদ আহমাদ শহীদ (১৭৮৫-১৮৩১ খৃ.) ও তাঁহার সঙ্গীরা শাহাদত বরণের পরে বাংলাদেশে তাঁহার প্রধান তিন খলীফা ছিলেন মাওলানা কারামত 'আলী জৌনপুরী (১৮০০-১৮৭৩ খৃ.), মাওলানা ইমাম উদ্দিন (১৭৮৮-১৮৫৭ খৃ.) ও শাহ গোলযার মোল্লা। প্রথমোক্ত দুই জনের সহিত আহ্‌সানুল্লাহ শাহের সাক্ষাত হয় এবং কিছু দিন তিনি তাঁহাদের সাহচর্যে কাটান। শাহ গোলযার মোল্লার খলীফা শাহ লশকর মোল্লা ছিলেন আহ্‌সানুল্লাহর পীর। ঢাকার পশ্চিমে কলাতিয়া বাজারে মওলানা কারামত আলীর এক ওয়াজ মাহফিলে তিনি আহ্‌সানুল্লাহ শাহকে জনগণের নিকট পরিচয় করাইয়া দেন এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাব্যক বাণী শোনান। এই সভায় আহ্‌সানুল্লাহকে পুরস্কারস্বরূপ তাহার রচিত কিতাব 'রাহে নাজাত' ও 'মিফতাহুল জান্নাত' প্রদান করেন। শাহ লশকর মোল্লা ১৮৫৮ খৃ. তাঁহাকে চিশতীয়া তরীকায় বায়'আত করান। অনেক আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পর ১৮৭০ খৃ. শাহ লশকর মোল্লার নিকট হইতে আহ্‌সানুল্লাহ খিলাফত প্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন হ'ানাফী মাযহাবের একনিষ্ঠ অনুসারী। তিনি ইজতিহাদের পক্ষপাতি ছিলেন না। মাওলানা কারামত 'আলীর ন্যায় তিনিও সিপাহী বিপ্লবের পর দেশকে দারু'ল-হ'ারব বা শত্রুদেশ বলিয়া মনে করিতেন না। পক্ষান্তরে ফরায়েযীরা পরাধীন ও ইসলামী অনুশাসন না থাকায় ফিকাহর দৃষ্টিকোণ হইতে জুমু'আ ও দুই ঈদের নামায পড়াকে অবৈধ মনে করিতেন। ইহার বিরুদ্ধে তিনি জনমত গড়িয়া তোলেন। আহ্‌সানুল্লাহ শাহ পদব্রজে বিভিন্ন স্থানে গিয়া ইহার সপক্ষে ওয়াজ-নসিহত করিতেন এবং জুমু'আ মসজিদে উদ্বোধন করিতেন। তিনি ইহার সপক্ষে বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বাহাছ করিয়া যুক্তিতর্ক করিয়াছেন। আহ্‌সানুল্লাহ তাঁহার জীবনকে আধাত্মিক সাধনায় উৎসর্গ করিলেন এবং দুনিয়াবী কাজ তথা কৃষি, ব্যবসা, বাণিজ্য ও হেকিমী চিকিৎসা করিয়া জীবনগত হইত এবং মুনাফাসমূহ জমি-জমা ক্রয় ও সৎ কাজে ব্যয় করিতেন। প্রাথমিক অবস্থায় পৈত্রিক সম্পত্তির দিক হইতে নিঃস্ব হইলেও পরবর্তী কালে আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। এক সময় মশুরী খোলার নদী তীরবর্তী এলাকায় তিনি দেড় শতাধিক দিমার জমি ক্রয় করেন। মশুরী খোলায় মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহার ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি সম্পত্তি ওয়াকফ করিয়া দেন। আহ্‌সানুল্লাহ সরাসরি রাজনীতি না করিয়া এই ক্ষেত্রে সচেতন ও দূরদর্শী ছিলেন। মুসলমানদের স্বাতন্ত্রে মুসলিম জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি কংগ্রেস হইতে পৃথক থাকিয়া মুসলিম লীগের পতাকা তলে সমবেত হইবার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি উপমহাদেশের আযাদী কামনা করিতেন, কিন্তু হিন্দু মুসলিমের যৌথ অসহযোগ আন্দোলন একাকার হইয়াছিল বলিয়াই এম. এ. জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮ খৃ.) ও ড. ইকবাল ৯১৮৭৩-১৯৩৮ খৃ.)-এর ন্যায় তিনিও মুসলমানদেরকে ঐ আন্দোলনে যোগ না দেওয়া এবং স্কুল-কলেজ বর্জন না করিবার উপদেশ দিতেন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় উত্তর ভারতের আলী ভ্রাতৃদ্বয় (মাওলানা শওকত আলী ও মুহাম্মদ আলী) সম্মেলন উপলক্ষে ঢাকায় আগমন করেন। তাঁহারা আহ্‌সানুল্লাহ শাহর সহিত সাক্ষাত করিয়া বাংলা ও আসামের মুসলমান ও তাঁহার মুরীদগণকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের জন্য "হুকুমনামা" লেখাইয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। আহ্‌সানুল্লাহ ইহার পরিণতি সম্পর্কে আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে সাবধান করেন, এই ধরনের হুকুমনামা হইতে বিরত থাকেন। বাংলা ও আসামে তাঁহার অজস্র ভক্ত ও মুরীদান ছিল। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মত সর্বভারতীয় নেতা তাঁহার সমর্থন কামনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার মুরীদানের সংখ্যা ছিল বিপুল। ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারে আহ্‌সানুল্লাহ শাহর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি ঢাকা শহরে বসবাস শুরু করিলে মশুরীখোলায় প্রতিষ্ঠিত তাঁহার মাদরাসাটি ১৮৭১ খৃ. ঢাকায় একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থানান্তর করিয়া দারুল উলূম আহ্‌সানিয়া নামে নূতন করিয়া নামকরণ করেন। নারিন্দায় অবস্থিত মাদরাসাটি অদ্যাবধি বিদ্যমান

রহিয়াছে। শাহ আহসানুল্লাহর আধ্যাত্মিকতার প্রতি দেশের নামীদামী লোকের শ্রদ্ধাবোধ ছিল। নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯০১ খৃ. ঢাকায় অনাবৃষ্টির সময় শাহ সাহেবকে বৃষ্টির জন্য বিশেষ নামায আদায়ের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। আহসানুল্লাহ শাহ ছিলেন অনুকরণীয় আদর্শের প্রতীক। সারা জীবন তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাত পুরাপুরি অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সম্পর্কে বহু কারামাতের বিবরণ প্রচলিত রহিয়াছে। আহসানুল্লাহ শাহ ৬৫ বৎসর বয়সে প্রথমে বিবাহ করেন। বিবাহের রাত্রেই তাঁহার স্ত্রী ইনতিকাল করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিবাহ করেন যথাক্রমে ৭৫ ও ৯৬ বৎসর বয়সে। ২৮ অক্টোবর, ১৯২৬ খৃ. আধ্যাত্মিক সাধক আল্লাহর ওলী অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মবীর আহসানুল্লাহ শাহ ঢাকার নারিন্দায় ইনতিকাল করেন। তাঁহার নামাযে জানাযায় তৎকালীন ঢাকার বহু বিখ্যাত ব্যক্তি ছাড়াও অসংখ্য মানুষ শরীক হইয়াছিলেন। নারিন্দায় প্রতিষ্ঠিত তাঁহার মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা কমপ্লেক্সে তাঁহাকে দাফন করা হইয়াছে। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিদর্শনস্বরূপ ঢাকা চেষ্টায় কর্তৃপক্ষ কমপ্লেক্সে সম্মুখস্থ রাস্তার নামকরণ করেন শাহ সাহেব লেন। প্রতি বৎসর তাঁহার শাহ সাহেব লেনস্থ বাড়ীতে ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবারে মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯১ খৃ., পৃ. ৩০১-৩১৫; (২) এ. এফ এম. আবদুল মজিদ রুশদী, হযরত কেবলা, ২৬ শাহ সাহেব লেন, ঢাকা ১৯৮৪ খৃ.; (৩) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২ খৃ., ৪খ., পৃ.-৪৫১; (৪) বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৩ খৃ.।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

আহাগগার (اهگر) ঃ বারবার ভাষার একটি শব্দ; ইহা দ্বারা (১) পূর্বের উত্তরাঞ্চলীয় Turegs গোত্রের সম্ভ্রান্ত গোত্রসমূহের একটি শাখাগোত্রের সদস্যগণকে বুঝায় (ইহার ব. ব. ihaggaren) এবং (২) সেই গোত্রসমূহের একটি গোত্রকে (Kel ahaggar অথবা ihaggaren) বুঝায়, যাহারা সেই অঞ্চলে বসবাস করিত এবং তাহাদের নামানুসারে সেই অঞ্চলের নামকরণ হয় Ahaggar (Hoggar)।

ব্যাপক অর্থে আহাগগার সেই সকল অঞ্চলের সমষ্টি, যাহা Kel Ahaggar-এর অধীনে ছিল। ২১-২৫ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৩°-৬° পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই অঞ্চলের আয়তন প্রায় ২,০০,০০০ বর্গমাইল। অঞ্চলটি উচু পর্বত দ্বারা বেষ্টিত (পূর্বদিকে Ahanef, উত্তর-পূর্বে ajjer-এর Tassili নামক ছোট ছোট পাহাড়, উত্তরে Immidir, দক্ষিণে Ifoghas- এর পাহাড় Adrar এবং আয়র (দ্র.)। এই অঞ্চলটি অনুর্বর ও অনুৎপাদনশীল প্রান্তর এবং Tassili পাহাড়া দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এই পাহাড়ী একটি বৃত্তের আকৃতিতে প্রসারিত হইয়াছে এবং ইহার উপরিভাগে রহিয়াছে বালির পর্বত। এই সকল পর্বতের মধ্যে সর্বাধিক উঁচু ও উল্লেখযোগ্য হইল মধ্যভাগে অবস্থিত Atakor n-Ahaggar অথবা বিশিষ্ট আহাগার (Ahaggar-proper)। এই সকল পর্বতের গড় উচ্চতা ৭২০০ ফুট; কোন কোন শৃঙ্গের উচ্চতা ৯৮৩৫ ফুট (Tahat, ৯৮৩৫ ফুট, ইলামান – Ilaman ৯৫১০ ফুট এবং Asekrem, ৯১১০ ফুট)। উপত্যকা ও অবরুদ্ধ অগভীর জলাশয় হইতে উৎপন্ন খাড়া গিরিখাত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অতীতে এখানে পানির পরিমাণ বর্তমান অপেক্ষা আরও অধিক ছিল। বর্তমানে পানির গতিধারা খুবই অনিয়মিত এবং এইগুলি ভূগর্ভস্থ নালার সমন্বয়ে গঠিত, যাহার বিভিন্ন স্থান সহজেই প্রবেশযোগ্য (দ্র. ইগারগার)। এই অঞ্চলের আবহাওয়া শুষ্ক এবং গাছ-গাছড়া পরিমাণে কম ও কণ্টকযুক্ত। যে স্বল্প সংখ্যক বৃক্ষ বাঁচিয়া রহিয়াছে, এইগুলিও বাড়িতে পারে না। নূতন বৃক্ষ জন্ম দিতেও ইহারা অক্ষম। জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে রহিয়াছে কিছু Ungulata (পায়ে খুরযুক্ত) জন্তু, বিশেষত হরিণ, চিতাবাঘ, শৃগাল ও খরগোশ। এই অঞ্চলের বাসিন্দাগণ খেজুরের চাষাবাদ করে এবং কিছু খাদ্যশস্যও উৎপন্ন করে। তাহারা উট ও ছাগল পালন করে এবং গর্দভ দ্বারা নানাবিধ কার্য সম্পাদন করে।

এই অঞ্চলের বসবাসকারী অথবা এই অঞ্চলের শাসকের নামানুসারে অঞ্চলটির নামকরণ হয় Kel-Ahaggar, Ahaggar শব্দটি হওয়ারা (দ্র.) গোত্রের নামের সহিত সম্পর্কিত, বার্‌বার্‌ ভাষায় (ww) সাধারণত (gg)-তে রূপান্তরিত হয়। সম্ভবত উক্ত গোত্রের কোন একটি শাখা ঐতিহাসিক কালে ফাযযান (Fazzan) হইতে আসিয়া উক্ত পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং তাহাদের নামানুসারে উক্ত অঞ্চলের নামকরণ হয়। সেই অঞ্চলের আদি বাসিন্দাগণ তাহাদের প্রজায় পরিণত হয়। তাহাদের আদি পরিচয় সম্পর্কিত সমস্যাটির এখনও সমাধান হয় নাই (দ্র. বার্‌বার্‌)। আহাগগারের আদি অধিবাসীদের সম্পর্কে স্থানীয় উপাখ্যান এবং বিভিন্ন সময়ের লেখকদের প্রদত্ত তথ্যসমূহ অবশ্যই সর্তকতার সহিত বিবেচনা করিতে হইবে। তবে ইহা স্পষ্ট যে, সুদূর প্রাচীন কালেই উক্ত অঞ্চলে বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। বিভিন্ন শিলালিপি এবং আবিষ্কৃত ও খোদাইকৃত প্রস্তরগুলিতে ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায় (দ্র. F. de Chasseloup-Laubat, Art rupestre au Hoggar, প্যারিস ১৯৩৮ খৃ.)।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরিব্রাজক কয়েকবার আহাগ্‌গার ভ্রমণ করেন। Flatters mission-এর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড (১৮৮০ খৃ.) এবং Fureau-Lamy-এর অভিযানের (১৮৯৮ খৃ.) পর Amenokal (দ্র.) মূসা আগ আমাসতান ১৯০৪ খৃ. কমান্ডার Laperrine-এর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং আহাগ্‌গার ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যায়। বর্তমানে অঞ্চলটি 'মরূদ্যান অঞ্চল' (Oasis Territory)-এর একটি অংশ এবং ইহার কেন্দ্র Tamanrasset-এর জনসংখ্যা এক হাজারেরও কম।

সমগ্র আহাগ্‌গারে জনসংখ্যা পাঁচ হাজারের অধিক নহে। সমাজ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ (১) সম্ভ্রান্ত এবং শাসক সম্প্রদায় (ইহাগ্‌গারেন অথবা ইমুহাগ); (২) অধীনস্থ প্রজা সম্প্রদায় (আমগিদ, ব. ব. ইমগাদ); (৩) দাস সম্প্রদায় (আকলি, ব. ব. ইকলান)। ইহাগ্‌গারেন সম্প্রদায় মূলত সৈনিক। তাহারা ইমগাদ সম্প্রদায়ের নিকট হইতে তাহাদেরকে প্রতিরক্ষার বিনিময়ে কর লাভ করিত। সকল প্রকার শারীরিক শ্রম তাহারা ইমগাদ ও দাসদের উপর অর্পণ করিত এবং নিজেরা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও লুটপাটে ব্যাপৃত থাকিত। দেশটি ফ্রান্সের শাসনাধীন হওয়ার পর ইহাগ্‌গারদের সমর তৎপরতার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তাহাদের আয়ের উৎসও সীমিত হইয়া পড়ে। তাহা সত্ত্বেও তাহাদের মান-সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ইমগাদগণ বরাবরই তাহাদেরকে সমর্থন করে।

তাহাদের লিখনপদ্ধতি (তিফিনাগ), ভাষা (তামাহাকক) P. de. Foucauld-এর একটি গবেষণার বিষয়। তাহা ছাড়া তাহাদের সাহিত্যের জন্য দ্র. বার্‌বার্‌ শীর্ষক নিবন্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Duveyrier, Les Touareg du Nord, প্যারিস ১৮৬৪ খৃ.; (২) Benhazera, Six mois chez les Touareg de l'Ahhaggar, আলজিয়ার্স ১৯০৮ খৃ.; (৩) E. F. Gautier, La conquete du Sahara, প্যারিস ১৯১০ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, Le Sahara, প্যারিস ১৯২৮ খৃ.; (৫) Ch. de Foucauld, Dictionnaire de noms propres, প্যারিস ১৯৪০ খৃ., পৃ. ৯৭-১০১; (৬) ঐ লেখক, Dictionnaire touaregfrancais, প্যারিস ১৯৫২ খৃ., ২খ, ৫৩৩-৩৯; (৭) H. Lhote-এর প্রকরণ গ্রন্থ, Les Touaregs du Hoggar, প্যারিস ১৯৪৪; ইহাতে বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হইয়াছে। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

Ch. Pellat (E.I.²)/এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

আহ'াদ (দ্র. খাবারু'ল-ওয়াহি'দ)

আহ'াদীছ (দ্র. হ'াদীছ)

আহাবীশ (أحابيش) ঃ এমন কতকগুলি গোত্রের নাম যাহাদেরকে নবী কারীম (স)-এর যুগে কুরায়শদের কাতারে দাঁড়াইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে দেখা গিয়াছিল। বাহ্যিকভাবে শব্দটি হাবাশী শব্দের বহুবচনের বহুবচন (جمع الجمع) বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু পরিভাষাগতভাবে শব্দটি দ্বারা আবিসিনিয়ার অধিবাসীদের বুঝান হয় না, বরং ইহার অর্থ হইতেছে 'সম্মিলিত বাহিনী' অথবা 'আরব গোত্রসমূহের 'মিত্র বাহিনী'। ইব্ন হ'াবীব (আল-মুনাম্মাক, পৃ. ১৭৭-১৮০) ইব্ন আবী ছাবিত আয-যুহরীর বরাতে এই পরিভাষার ইতিহাস নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ বানু'ল-হ'ারিছ ইব্ন 'আব্দ মানাত ইব্ন কিনানা-র জনৈক ব্যবসায়ী কিছু পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য মক্কায় আগমন করে। সে পিপাসার্ত হইয়া পড়িলে বানূ মাখযূম মহল্লার কোন এক গৃহের দরজায় গিয়া পানি চাহিলে একজন স্ত্রীলোক বাহির হইয়া আসিল। তখন কিনানী ব্যবসায়ী লজ্জিত হইয়া বলিল, "কোন একটি বালককে পাঠাইলেই যথেষ্ট হইত?" স্ত্রীলোকটি উত্তরে বলিল, "বানূ বাক্র ইব্ন আব্দ মানাত আমাদের পুরুষদেরকে কি ঘরে অবস্থান করিবার সুযোগ দিয়াছে?" এই ব্যবসায়ী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিবার পর তাহার সম্প্রদায়কে কুরায়শদেরকে সাহায্য করিবার জন্য উৎসাহিত করে। ইহাতে বানু'ল-হ'ারিছ (তাহারা ও বানূ বাক্র একই পিতামহের বংশধর ছিল এবং সম্ভবত পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল)-এর লোকজন একত্র হয় এবং নিজেদের আত্মীয় গোত্র বানু'ল-মুসতালিক ও আল-হায়া ইব্ন সা'দ ইব্ন 'আম্র গোত্রকেও সম্মিলিত করে। এই খবর ছড়াইয়া পড়িলে বানু'ল-হাওন ইব্ন খুযায়মাও তাহাদের সহিত দ্রুত আসিয়া মিলিত হয়। অতঃপর তাহারা মক্কার দক্ষিণে অবস্থিত যানাব হুব্শী নামক উপত্যকায় একত্র হইয়া এই শপথ গ্রহণ করে ঃ بالله القاتل إنا ليد تهد الهدو تحقن الدم ما أرسى حبشي "মৃত্যুদাতা আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা একটি সম্মিলিত শক্তি, হুব্শী পাহাড় যতদিন আপন স্থানে স্থির থাকিবে ততদিন তাহারা একসাথে মিলিয়া (শত্রু) ধ্বংস করিবে এবং রক্তপাতকে প্রতিহত করিব।"

মাকরীযীর ইম্তা' গ্রন্থের পার্শ্বটীকায় তাহাদের শপথের ভাষা এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

إنا ليد على غيرنا ما سجا ليل ووضح نهار وما أرسى حبشي مكانه.

"যতদিন রাত অন্ধকার, দিন আলোকিত এবং হুবশী পাহাড় স্বীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ততদিন আমরা আমাদের বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করার ব্যাপারে একটি সম্মিলিত শক্তি হইয়া থাকিব।"

ইব্ন আবী ছাবিত এই প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা করেন, যখন কু'স'ায়্যি যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া মক্কা দখল করেন (আর এই দখলের পরে যখন তাহার সাহায্যকারী এবং আত্মীয় গোত্র কু'দ'াআ ও আসাদ তাহাদেরকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়), তখন কুরায়শদের অন্তরে তাহাদের সংখ্যার স্বল্পতার দরুন ভীতির সঞ্চার হয়। এই ভীতির কারণেই কু'স'ায়্যি-এর পুত্র 'আব্দ মানাফ বানু'ল-হাওন এবং বানু'ল-হ'ারিছ ইব্ন মানাতকে তাহাদের সহিত মিত্রতা গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানান। গোত্রদ্বয় এই আহ্বানে সাড়া দেয়, অতঃপর বানু'ল-হ'ারিছ ইব্ন মানাত নিজেই উদ্যোগী হইয়া আল-মুসতালিক এবং আল-হায়া গোত্রকে এই মিত্রতায় শামিল হওয়ার আহ্বান জানান। তাহারাও এই আহ্বানে সাড়া দেয়। 'আব্দ মানাফ এই আহ'াবীশ অর্থাৎ মিত্রতার প্রেক্ষিতে একত্র হওয়া গোত্রগুলি হইতে পরস্পরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন। আহ'াবীশদের এই সম্মেলনে ইহাও মঞ্জুর করা হয় যে, ভবিষ্যতে অন্যদেরকেও এই মিত্রতা সূত্রে সন্নিবেশিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হইবে। ফলে আল-কারা এবং কারিজ গোত্র ইহাতে শরীক হয় (দ্র. আল-মুনাম্মাক, পৃ. ১৮৫)। বানু'ন-নুফাছা ইব্নু'দ-দুইলও এই মিত্রতায় অংশগ্রহণ করে (দ্র. আল-বালাযু'রী, আন্সাবু'ল-আশ্‌রাফ, ২খ, ৭২৪)। হুবশী পাহাড় মক্কা হইতে দশ মাইল দূরে আর-রামাদার দিকে অবস্থিত। হাম্মাদ আর-রাবিয়ার বর্ণনা অনুসারে এই শপথ কু'স'ায়্যি-এর যুগেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আনসাবু'ল-আশরাফ (১খ, ২২)-এর অন্য এক বর্ণনা অনুসারে দেখা যায়, হি'লফু'ল-আহাবীশ (আহ'াবীশ শপথ) 'আব্দ মানাফ ইব্ন কু'স'ায়্যি ও 'আমর ইব্ন হিলাল ইব্ন মুআয়ত আল-কিনানীর মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শপথে বানু'ল-হ'ারিছ, বানু'ল-মুসতালিক এবং বানু'ল-হাওন অংশগ্রহণ করিয়াছিল। হাম্মাদের বর্ণনা অনুসারে কুসায়্যি তাঁহার কন্যা রায়তাকে বানু'ল-হারিছ ইব্ন 'আব্দ মানাত-এর সর্দার আবূ মু'আয়ত 'আমর ইব্ন 'আমির ইব্ন 'আওফ ইব্নি'ল-হ'ারিছ মিস্‌কুয-যানাব (?) [আল-বালাযু'রীর আল-আনসাব-এ মিস্‌কু'য-যিব (?) আস-সায়্যাহ'" উল্লেখ রহিয়াছে]-এর নিকট বিবাহও দেন। কোন কোন কবিতায়ও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। আল-য়া'কূবীর (তারীখ, ১খ, ২৭৮-৯) বর্ণনা অনুসারে এই হ'ারিছী সর্দারের নাম 'আম্র ইব্ন হ'ালাল (?) ইব্ন মাঈস ইব্ন 'আমির। তাঁহার মতে এই শপথের কারণ এই যে, এই সকল গোত্র নিজেদের প্রয়োজনের তাকিদেই কুরায়শদের সাথে মিলিয়া-মিশিয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। শপথ সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বলেন, আহ'াবীশের একজন এবং কুরায়শের একজন অর্থাৎ দুই-দুইজন একত্রে মিলিয়া রুক্ন (হ'াজার আসওয়াদ) স্পর্শ করিয়া এই শপথ বাক্য উচ্চারণ করিত, "শপথ মৃত্যুদাতা আল্লাহ্‌র, এই ঘরের (কা'বা শরীফের) সম্মানের, মাকাম ইব্রাহীমের, রুক্নের (হাজার আসওয়াদ) এবং এই পবিত্র মাসের! আমরা সমগ্র

মাখলূকের বিরুদ্ধে মজলূমকে ঐ পর্যন্ত সাহায্য দিতে থাকিব যতক্ষণ না আল্লাহ্ যমীনের এবং উহাতে অবস্থিত সকল বস্তুর ওয়ারিছ হইবেন। আমরা সমগ্র মানবজাতির বিরুদ্ধে পরস্পরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদান করিব যতক্ষণ সমুদ্র ঝিনুককে লালন-পালন করিবে, হিরা এবং ছাবীর (পাহাড় আপন স্থানে) প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যতদিন সূর্য তাহার পূর্ব দিগন্ত হইতে উদিত হইতে থাকিবে।" আল-য়াকূবী আরও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে 'আব্দ মানাফের স্ত্রী আতিকা সুলামিয়্যা এই আহাবীশ শপথের প্রচলন করিয়াছিলেন (এই বর্ণনা সন্দিগ্ধ, কারণ 'আরবরা কিয়ামতে বিশ্বাসী ছিল না)।

কিছুদিন পর লায়ছ ইব্ন বাক্র ইব্ন মানাত-এর সাথে কুরায়শদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই সময় যাত নাকীফ এবং যাতু'ল-মুশাল্লাল যুদ্ধসমূহে আহাবীশ কুরায়শদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এই সকল যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছিলেন আল-মুত্ত'ালিব ইব্ন 'আব্দ মানাফ ইব্ন কু'স'ায়্যি। এই সময় আহাবীশ-এর মধ্যে বানু'ল-হারিছ ছাড়া আদাল, আদ-দীশ, (বানু'ল-হাওন গোত্র হইতে) এবং খুযা'আ গোত্র হইতে আল-মুসতালিক ও আল-হায়া অন্তর্ভুক্ত ছিল (আল-মুহ'াব্বার, পৃ. ২৪৬; আল-মুনাম্মাক, পৃ. ৮২-৮৮; এই সময় আল-আহ'াবীশের নেতা ছিলেন বানু'ল-হ'ারিছ ইব্ন 'আব্দ মানাত গোত্রের হাতামাত ইব্ন আসাদ)।

নবী কারীম (স)-এর কিশোর বয়সে যখন ফিজারের চতুর্থ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তখন আহাবীশ আল-হুলায়স ইব্ন য়াযীদের (বানু'ল-হ'ারিছ গোত্রের) নেতৃত্বে কুরায়শদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল (আল-মুহ'াব্বার, পৃ. ১৭০-৭১; ইব্ন সা'দ, ১/১খ, ৮১)। [তাফসীর ত'াবারীতে সূরাতু'ল-ফীল-এর তাফসীরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আবরাহা যখন কা'বা শরীফ আক্রমণ করিয়াছিল তখন আহাবীশ (কিনানা ও হুযায়ল গোত্র) পরিপূর্ণভাবে কুরায়শদের সাহায্যে আগাইয়া আসিয়াছিল। তাহারা সমগ্র তিহামা অঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ আক্রমণকারীর সম্মুখে পেশ করিয়া ইহার বিনিময়ে কা'বা শরীফের সম্মান রক্ষার প্রার্থনা জানায়। কিন্তু আবরাহা তাহা প্রত্যাখ্যান করে]।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) যখন কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া মাতৃভূমি ত্যাগ করার উদ্দেশে মক্কা হইতে বাহির হইয়া পড়েন তখন ইব্নু'দ-দাগি'না নামক এক ব্যক্তির সাথে কাব'া অঞ্চলে তাঁহার সাক্ষাত ঘটে। তিনি আবূ বাক্র (রা)-কে সান্ত্বনা প্রদান করেন এবং নিজের সাথে মক্কায় ফেরত আনিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দানের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু কিছু দিন পর তিনি এই মর্মে আবূ বাক্র (রা)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন যে, তিনি তাঁহার ইসলামকে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিবেন না। ইহাতে আবূ বাক্র (রা) তাঁহার নিরাপত্তা দানের দায়িত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করেন (ইব্ন হিশাম, পৃ. ২৪৫-৬)। সুহায়লীর আর-রাওদু'ল-উনুফ, ১খ, ২৩১) বর্ণনা অনুযায়ী ইব্নু'দ-দাগি'নার নাম ছিল মালিক (বুখারী, কিতাব ২৫, বাব ৪৫)। আবূ দাউদ (কিতাব, ১১, বাব ৮৬) ইত্যাদি হ'াদীছ গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, হিজরতের পূর্বে যখন কুরায়শরা নবী কারীম (স)-এর বংশধরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেয় তখন কিনানা গোত্র (ইহা দ্বারা আহ'াবীশগণকেই মনে করা যাইতে পারে) খায়ফ বানী কিনানা নামক স্থানে কুরায়শদের সহিত এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, তাহারাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই সামাজিক বয়কটের চুক্তিতে শরীক থাকিবে।

উহুদ লড়াইয়ের সময় আহ'াবীশ আল-হুলায়স ইব্ন যাববানের (বানু'ল-হ'ারিছ গোত্রের) নেতৃত্বে কুরায়শদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। উহুদ যুদ্ধে মুসলমান শহীদদের সহিত বর্বরোচিত ব্যবহার করার কারণে আল-হুলায়স আবূ সুফ্য়ানকে ভর্ৎসনা করে (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৫৮২)। যুদ্ধে প্রারম্ভিক অবস্থায় পরপর দশজন কুরায়শ পতাকাবাহী নিহত হইলে আর কোন ব্যক্তিরই পতাকা উত্তোলন করিবার সাহস রহিল না। এমতাবস্থায় আম্‌রা বিন্‌ত 'আলক'মা আল-হ'ারিছিয়্যা (আহ'াবীশ হইতে) নাম্নী এক স্ত্রীলোক অধঃপতিত পতাকা উত্তোলন করিয়া ধরে এবং শেষ পর্যন্ত এই পতাকা তাহার হস্তেই ধারণ করিয়া রাখে (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৫৭০-৭১, ৫৫৭; আল-মাকরীযী, ইমতা, ১খ, ১২৬-৭; আল বালাযুরীর আল-আনসাব গ্রন্থে এই মহিলার পূর্ণ নাম 'আম্‌রা বিনতু'ল-হ'ারিছ ইব্নি'ল-আসওয়াদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন 'আমির বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

হুযায়ল গোত্রের শাখা লিহ্‌য়ান গোত্রও আহ'াবীশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। কেননা ইব্ন সা'দ (২/১খ, ৩৬)-এর বর্ণনা অনুসারে দেখা যায়, সুফ্য়ান ইব্ন খালিদ লিহ্‌য়ানীর নিকট আহ'াবীশ সমবেত হইত।

যেহেতু বানু'ল-মুসতালিক আহ'াবীশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সুতরাং ৫ম হিজরীতে তাহাদেরকে ধ্বংস করিবার জন্য নবী কারীম (স)-এর বাহিনী পরিচালনা করা কোন অযৌক্তিক ছিল না। এই যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার তারিখ প্রসংগে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ এই তিনটি হিজরী সালের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে। বুখারী শারীফে এই গাযওয়া ৬ষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইব্ন ইসহ'াকে'র বরাত দিয়া ইব্ন হিশামও এই বর্ষের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। বুখারী শরীফে মূসা ইব্ন 'উক'বার বর্ণনা অনুসারে এই যুদ্ধ যদিও ৪র্থ হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে, ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সাহীহ গ্রন্থে ৬ষ্ঠ হিজরীকে প্রাধান্য দিয়াছেন। ওয়াকি'দী তাঁহার শিষ্য ইব্ন সা'দ ও ইব্ন সা'দের শিষ্য আল-বালাযু'রী ইহাকে পঞ্চম হিজরীর ঘটনা হিসাবেই স্থির রাখিয়াছেন। শিবলী নু'মানীও এই মত পোষণ করিয়াছেন (সীরাতু'ন-নাবী, ৬ষ্ঠ সং, ১খ, ৪১৩)। এই গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য একত্র হইয়াছে, এই খবর নবী কারীম (স)-এর নিকট পৌঁছার পর তিনি ঐ সময়েই তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। খন্দক যুদ্ধের সময়ও আহ'াবীশ যোদ্ধারা কুরায়শদের সহিত মিলিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৬৭৩)।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সনে মুসলিমগণ 'উম্‌রা করিবার উদ্দেশে যখন যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট এই খবর পৌঁছিল যে, আহ'াবীশ তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে (আল-মাক'রীযী, ইম'তা', ১খ, ২৭৮-৮০) তখন আহ'াবীশ-এর উপর্যুপরি এবং বিনা কারণে সংঘর্ষ ও ষড়যন্ত্রসমূহের কারণে (বুখারী, কিতাবু'ল-মাগাযী, বাব ৩৫) নবী কারীম (স) এই সফরেই তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সামরিক

পরামর্শ সভার একটি বৈঠক করেন। এই বৈঠকে এইরূপ মত গ্রহণ করা প্রায় চূড়ান্ত হইয়াছিল যে, যাত্রাপথে আহ'াবীশগণকে পর্যুদস্ত করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু আবূ বাক্র (রা) এই পরামর্শকে পসন্দ করেন নাই। তাঁহার অভিমত ছিল, যেহেতু আমরা 'উম্রা পালনের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছি, সেহেতু এই সফরটি শুধু 'উমরার সাথেই সংশ্লিষ্ট রাখা হউক। হাঁ, যদি তাহারা লড়াইয়ে উদ্যত হয় তবে তাহাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হইবে। হুদায়বিয়ার প্রান্তরে নবী কারীম (স)-এর নিকট কুরায়শদের পক্ষ হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি দূত হিসাবে আসিয়াছিল। একবার তাহারা আহ'াবীশ সর্দার আল-হুলায়স ইব্ন 'আলকামা (অন্য বর্ণনা অনুসারে আল-হুলায়স ইব্ন যাব্বান)-কে দূত নিয়োগ করিয়া নবী কারীম (স)-এর নিকট প্রেরণ করিয়াছিল (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৭৪৩)। সে মুসলমানদের সাথে কুরবানীর জন্তু দেখিতে পাইয়া কুরায়শদেরকে সন্ধি স্থাপন করিবার প্রতি জোর সুপারিশ করিয়াছিল। সেই প্রসংগে সে কুরায়শদেরকে ধমক দিয়া বলিল, "যদি তাহারা মুসলমানদেরকে 'উমরা পালন করিতে বাধা দান করে তবে আহ'াবীশ মুসলমানদের সাহায্যে আগাইয়া আসিবে" (ইব্ন সাদ, ২/১খ, ৭০)। হুদায়বিয়া সন্ধির সময় কুরায়শদের সহিত মিত্রতা স্থাপনকারী গোত্রের নাম বানূ বাক্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারাও আহ'াবীশকেই বুঝান হইয়াছে। কেননা ইব্ন সা'দ (২/১খ, ৯৭) এবং ইব্ন হিশাম (পৃ. ৮০৪)-এ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, এই মিত্রতা স্থাপনকারী গোত্রের নাম ছিল বানূ নুফাছা। তাহারা ছিল বানূ বাক্র গোত্রের একটি শাখাগোত্র। আর বানূ নুফাছা-এর আহ'াবীশ মিত্রতায় অংশগ্রহণ করার কথা উপরে বর্ণিত হইয়াছে।

এই গোত্রের লোকেরাই মক্কা বিজয়ের হেতু হইয়াছিল। মুসলমানদের মিত্র গোত্র বানূ খুযা'আর উপর যখন কুরায়শদের মিত্র গোত্র বানূ বাক্র অর্থাৎ তাহাদের শাখাগোত্র বানূ নুফাছা হত্যাকাণ্ড চালায় তখন নবী কারীম (স) ইহার জওয়াবস্বরূপ মক্কার উপর সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেন। মক্কায় প্রবেশ করার সময় খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের বিরুদ্ধে যাহারা লড়াইয়ে নিয়োজিত হইয়াছিল তাহারাও ছিল এই আহ'াবীশের অন্তর্ভুক্ত (আল- মাক'রীযী, ইমতা', ১খ, ৩৭৮০)। মক্কায় প্রবেশ করার সময় নবী কারীম (স) ঘোষণা করিলেন, যাহারা লড়াই হইতে বিরত থাকিবে তাহাদেরকে সাধারণ ক্ষমা দেওয়া হইবে। তবে তিনি খুযা'আ গোত্রকে বানূ বাক্র হইতে তাহাদের বদলা গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু খুযা'আ গোত্র যখন বদলা গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে তখন এই অনুমতি রহিত করা হয় (আল-মাক'রীযী, ১খ, ৩৭৭-৮)।

আহ'াবীশ জাহিলিয়্যা যুগে কুরায়শদের সাথে ইসাফ এবং নায়িলা (দুইটি প্রতিমা)-এর পূজা করিত (আল-মুহ'াব্বার, পৃ. ৩১৮)। তাহারা প্রতি বৎসর উকাজ মেলায়ও অংশগ্রহণ করিত (পূ. গ্র., পৃ. ২৬৭)। Lammens আহ'াবীশ প্রসংগে কুরায়শদের সম্পর্কে যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হ'াবীব, কিতাবু'ল-মুনাম্মাক, পাণ্ডু. নাসি'র হু'সায়ন মুজতাহিদ, লাখ্নৌ, পৃ. ৮২-৮৮, ১৭৭-৮০, ১৮৫; (২) ঐ লেখক, কিতাবু'ল-মুহ'াব্বার, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, হায়দরাবাদ, পৃ. ১৭০, ২৪৬, ২৬৭, ৩১৮; (৩) আল-বালাযু'রী, আনসাবু'ল আশরাফ, পাণ্ডু ইস্তাম্বুল, ২খ, ৭২২; (৪) আস-সুহায়লী, আর-রাওদু'ল-উনুফ, ১খ, ২৩১; (৫) ইব্ন হিশাম, সীরা; (৬) আত-ত'াবারী, তারীখ; (৭) আল-মাক'রীযী, ইমতা'উল-আসমা আহ'াবীশ, 'আলকা'মা ইত্যাদির টীকাসমূহ (নং ৫-নং ৭); (৮) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ১/১খ, ৮১ এবং ২/১খ, ৪৭, ৭০; (৯) আল-য়া'কূবী, তারীখ ১খ, ২৭৮-৯; (১০) H. Lammens Les Ahabis et l'Organisation militaire de La Mecque au siecle de l'hegire, JA-তে, প্যারিস ১৯১৬ খৃ. (Arabic Occeidentale, পৃ. ২৭৩-৯৩) (১১) W. Montgomery Watt, Muhammad at Mecca, ১৯৫১ খৃ., পরি. আহাবীশ, পৃ. ১৫৪-৭; (১২) মুহ'াম্মাদ হ'ামীদুল্লাহ, Les Ahabish de la Mecque Levi della Vida Pesentation Volume-এ, রোম।

মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ (দা. মা. ই.)/ডঃ মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ

আহী (آهی) ঃ তুর্কী কবি, আসল নাম হয়ত Benli Hasan (তিলওয়ালা হাসান) ছিল। তাঁহার পিতা Sidi Khwaja, Ni-copolis-এর অদূরে অবস্থিত Trstenik শহরে ব্যবসার করিতেন। পিতৃবিয়োগের পর ইস্তাম্বুলে গিয়া আহী জ্ঞানসাধনাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু Brusa-য় বায়াযীদ পাশার মাদ্রাসায় শিক্ষকের পদ প্রত্যাখ্যান করায় বহুদিন যাবত তাঁহাকে উমেদারীতেই কাল কাটাইতে হয়। অবশেষে তিনি Kara Ferya (Berrhoca)-তে ন্যূনতর মর্যাদার শিক্ষকের পদে বহাল হন। ৯২৩/১৫১৭ সনে সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি দুইখানি অসমাপ্ত কবিতাগ্রন্থ রাখিয়া যান। ঐগুলির নাম Shirin wa-Perwiz (Sheykhi রচিত Khusrew wa-Shirin-এর অনুকরণে প্রণীত) এবং Husn Wa Dil (ইস্তাম্বুল ১২৭৭ খৃ.)। শেষোক্তটি গদ্যে লিখিত একখানা রূপক কাব্য। তবে মাঝে মাঝে কাব্যাংশ ব্যবহৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি একই নামে আখ্যাত ফাত্তাহী (দ্র.) কাব্যগ্রন্থের অনুকরণমাত্র। History of Ottoman Poetry-তে, Gibb উহার একখানি সংক্ষিপ্তসার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন (২খ., পৃ. ২৮৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Sehi, 108; (২) Latifi (chabert), 105; (৩) Ashik celebi and kinali-Zade, দ্র.; (৪) Gibb, ii. 286 r.; (৫) Hammer-Purgstall, Gesch. d. Osman, Dichtkunst, i, 209; (৬) Yeni Medjmua, 1918, no 54; (৭) Istanbul kitapliklari Turkce Yazma divanlar katalogu, no 33.

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.2)মুহম্মাদ ইলাহি বখশ

Contents

ইউনুস ('আ) (দ্র. য়ূনুস 'আ

ইউসুফ ('আ) (দ্র. য়ূসুফ 'আ)

ইউসুফ আলী চৌধুরী (يوسف على چودهرى) ঃ ১৯০৫-৭১, রাজনীতিক, সমাজ সেবক, সাধারণ্যে মোহন মিঞা নামে সুপরিচিত। জ. ১৯০৫ খৃ. ডিসেম্বর; ফরিদপুর শহরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে, মৃ. হৃদ্‌রোগে, করাচী শহরে, ১৯৭১ খৃ. ২৬ নভেম্বর। প্রাথমিক শিক্ষা ফরিদপুর শহরে সমাপ্তির পর তিনি কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ঐ সময়ে ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র গণ-আন্দোলন চলিতেছিল। ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আহ্বানে এদেশের ছাত্র সমাজ ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করে। সুতরাং পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া মোহন মিঞা কৈশোরেই সমাজসেবা ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২২ সনে মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে তিনি ফরিদপুর শহরে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান খাদেমুল ইনসান (خادم الانسان) সমিতি (১৯৩৭ খৃ. ইহার সদর দফতর কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়) গঠন করিয়া উহার সভাপতি পদে ব্রতী হন। তৎসঙ্গে তিনি ক্রীড়াজগতে দক্ষতা অর্জন করিতে থাকেন এবং ১৯৩০ সনে ফরিদপুর টাউন ক্লাবের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৩৪ সনে ফরিদপুর পৌরসভার কমিশনার, ১৯৩৬ সনে ফরিদপুর জেলা বোর্ডের সদস্য, ১৯৩৭ সনের জানুয়ারীতে বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সদস্য ও ১৯৩৮ সনে ফরিদপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি প্রায় ১৫ বৎসরকাল (১৯৩৮-৫৩) উক্ত জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ১২ বৎসর কাল ফরিদপুর জেলা মুসলিম লীগের সভাপতি এবং ৭ বৎসর যাবত (১৯৪১-৪৭) বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৪৬ সনে বঙ্গীয় আইন সভার উচ্চ পরিষদের সভ্যও হন। তিনি ১৯৪৭ সনে হইতে ১৯৫২-৫৩ খৃ. আগস্ট পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। ঐ বৎসর ১৯৫৩ সনে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি জননেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সঙ্গে কৃষক শ্রমিক পার্টি গঠন করেন। মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্মিলিত বিরোধী দল 'যুক্তফ্রন্ট'-এর মনোনয়ন লাভ করিয়া তিনি ১৯৫৪ সনে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ৩ এপ্রিল তারিখে জনাব ফজলুল হকের পূর্ব বাংলা মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। কিন্তু মাত্র ৫৭ দিন পরই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শাসনতন্ত্রের ৯২ ক ধারা মতে উক্ত মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রদেশে গভর্নরের শাসন প্রবর্তন করেন। ১৯৫৬ সনে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৮ সনের ৭ অক্টোবর তারিখে আয়ুব খানের সামরিক শাসন জারী হইবার পূর্ব পর্যন্ত ঐ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৫৭ সন হইতে সামরিক শাসনের পূর্ব পর্যন্ত জনাব ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

১৯৫২ সনে ঢাকায় দৈনিক মিল্লাত নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তিনি উহা পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কৃষক শ্রমিক পার্টির মনোনয়ন লাভ করিয়া তিনি পূর্ব পাকিস্তানের (উল্লেখ্য, ১৯৫৫ সনের ১৪ অক্টোবর হইতে পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান হয়) আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৮ সন পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। ১৯৫৮ সনে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ ভবনে ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী পাটওয়ারীর মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়া তিনি কারাবন্দী হন। ঐ বৎসর সামরিক শাসন জারী হইলে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। উপমহাদেশের খ্যাতিমান রাজনীতিক হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে তিনি National Democratic Front নামক রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া ৮ বৎসর কাল (১৯৬২-৬৯ খৃ.) উহার একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। ১৯৬৭ হইতে ১৯৬৯ পর্যন্ত তিনি Pakistan Democratic Movement এবং ১৯৬৯ সনে Democratic Action Committee-র অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি ১৯৬৯ সনে কায়্যুম মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৭১ সন পর্যন্ত উক্ত দলের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে তিনি ফরিদপুরে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর নিকট পরাজয় বরণ করেন। অনন্যসাধারণ কর্মবীর জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী ছিলেন সমাজসেবায় এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্যেও তিনি সমাজ সেবার পরিচয় দিয়াছেন। স্মর্তব্য, উপমহাদেশের মুসলিমগণের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবিভক্ত বাঙলার মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি ইউসুফ আলীর সর্বাত্মক সমর্থনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বাঙলার প্রাদেশিক রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে মুসলিমগণ সংখ্যালঘু হওয়ায় রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংকটে সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে তাঁহারা ছিলেন খুবই পশ্চাৎপদ। সেই সংকটময় দিনগুলিতে ইউসুফ আলী এবং তাঁহার বহু সহস্র ব্যক্তিগত অনুসারী ও লীগ সমর্থক নানাভাবে লীগের শক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, চরিতাভিধান, ১৯৮৫ খৃ., ৪৫-৬; (২) The Pakistan Observer পত্রিকা, ২৭ নভেম্বর, ১৯৭১ সংখ্যা, পৃ. ১, ৬)

মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইউসুফ কানদেহ্‌লাবী, হ্যরতজী (দ্র. য়ূসুফ, হযরতজী)।

ইউসুফ জান, খাজা মুহাম্মাদ (خواجه محمد يوسف جان) ঃ ১৮৫৬-১৯২৩ খৃ.) ঢাকার নওয়াব পরিবারের অন্যতম সদস্য ঢাকা নগর প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা ও সমাজসেবক। খাজা মুহাম্মাদ ইউসুফ জানের ব্যক্তিগত গুণ ও সমাজসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ বৃটিশ সরকার কর্তৃক তাঁহাকে নওয়াব উপাধি প্রদান করা হয়। তাঁহার পিতার নাম খাজা মুহাম্মাদ মাহদী। নওয়াব আবদুল গণি (১৮১৩-৯৬ খৃ.) খাজা ইউসুফের মামা এবং শ্বশুর। এই সূত্রে তিনি ঢাকার নওয়াব এস্টেট হইতে ভাতার অধিকারী হইয়াছিলেন।

পারিবারিক প্রথা অনুসারে খাজা ইউসুফ গৃহশিক্ষকের নিকট আরবী, ফারসী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। প্রথম হইতেই তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিতে থাকেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন প্রবর্তন হইবার পূর্বে এবং পরেও তিনি ঢাকা পৌরসভার (স্থা. ১৮৬৪ খৃ.) কমিশনার ছিলেন। ১৮৮৯ খৃ. তিনি ঢাকা জেলা বোর্ডের অন্যতম সদস্য এবং ১৮৯৬ খৃ. ভাইস চেয়ারম্যান

নির্বাচিত হন। খাজা ইউসুফ ১৯০৫ খৃ. পর্যন্ত ইহার ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করেন এবং (১৯২৩ খৃ.) তাঁহার ইন্তিকাল পর্যন্ত ইহার সদস্য ছিলেন। ঢাকা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবেও তিনি কাজ করেন ১৯২১ হইতে ১৯২৩ খৃ. পর্যন্ত। তিনি ঢাকা পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে ১৮৯৯ হইতে ১৯০১ খৃ. এবং ১৯০৫ হইতে ১৯১৬ খৃ. পর্যন্ত চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা পৌরসভায় তাঁহার এই দায়িত্ব পালনকালে নগরীর উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। বিশেষ করিয়া রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, রাস্তা ও বসত এলাকায় পানি সরবরাহ সম্প্রসারণ ও পয়ঃনিষ্কাশনের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। একমাত্র তাহারই উদ্যোগে ঢাকায় সুয়ারেজ (Sewerage) ব্যবস্থা চালু হয়। তিনি দীর্ঘ ২৮ বৎসর অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯০৭ খৃ. হইতে তিনি বহুদিন ঢাকা বিভাগের অধীন পৌরসভাসমূহের পক্ষের আসনে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। নওয়াব ইউসুফ জান স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত বিধি-বিধানে তৎকালীন বাংলায় একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

ইউসুফ জান ছিলেন একজন মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ। তিনি ঢাকার মুসলমানদেরকে সংগঠিত করিবার জন্য ১৮৮৩ খৃ. আঞ্জুমান-এ আহবাব-এ ইসলামিয়া গঠন করেন। বঙ্গবিভাগ কার্যকর হইবার দিনে (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫ খৃ.) নওয়াব স্যার সালিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫ খৃ.)-এর উদ্যোগে ও সভাপতিত্বে ঢাকায় নর্থব্রুক হলে এতদঞ্চলের মুসলমান নেতৃবর্গের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নওয়াব ইউসুফ জানের পূর্বোক্ত সংগঠনটি পুনর্গঠিত হইয়া বাংলার মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্লাটফর্ম "মোহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন" গঠিত হয়। খাজা ইউসুফ জানকে ইহার সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

খাজা মুহাম্মদ আসগর (মৃ. ১৯০৮ খৃ.) ঐ পদের জন্য খাজা ইউসুফ জানের নাম প্রস্তাব করিতে যাইয়া তাঁহার সমাজসেবার ব্যাপক প্রশংসা করেন। ১৬ অক্টোবর, ১৯১০ খৃ. নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ঢাকায় প্রাদেশিক মুসলমান সমিতির সভায় খাজা ইউসুফ জান সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গবিভাগ রহিত হইলে (৩০ ডিসেম্বর, ১৯১১ খৃ.) নওয়াব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে উভয়বঙ্গের মুসলমানদের পক্ষ হইতে ক্ষোভ প্রকাশের উদ্দেশ্যে ঢাকায় যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, ইহাতেও নওয়াব ইউসুফ জান সভাপতিত্ব করেন। ঐ সময়ে তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য (১৯১০-১১ খৃ.) ছিলেন। নওয়াব ইউসুফ জান দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগ, ল্যান্ড হোল্ডার এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহক কমিটি, ইষ্ট ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন লন্ডন, ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের ম্যানেজিং কমিটি, কাজী নিয়োগ স্থায়ী কমিটি, ঢাকা জগন্নাথ কলেজের গভর্নিং বডি, ঢাকা মাদরাসা ম্যানেজিং কমিটি, ঢাকা নর্থব্রুক হল লাইব্রেরীর কার্য নির্বাহী কমিটি, ঢাকা অরফানেজ ব্যবস্থাপক কমিটি, লুন্যাটিক অ্যাসাইলাম (ঢাকা) এবং ঢাকা আহসানুল্লাহ স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সদস্য ছিলেন। ইহা ছাড়াও তিনি লেডী ডাফরীন হোস্টেলের ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী ও ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ভিজিটর ছিলেন। নওয়াব ইউসুফ তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব খাটাইয়া এবং সংশ্লিষ্ট লোকদের সহিত সরাসরি যোগাযোগ করিয়া জনগণের অনেক সমস্যার সমাধান করিতেন। তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। এক ঘোড়ার ছোট একটি টমটম গাড়ীতে করিয়া সারা শহর ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং শহরবাসীর সহিত সরাসরি আলাপ করিয়া জনগণের দুঃখ-দুর্দশার খবর লইতেন। দীর্ঘ দিন নিঃস্বার্থভাবে জনসাধারণের কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি ঢাকাবাসীর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমাজ সেবামূলক কাজ কর্মে শুধু জনগণই নহে বৃটিশ সরকারও তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত স্মরণ করিত। ঢাকা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালীন সময়ে তাঁহার মৃত্যুতে (৮ নভেম্বর, ১৯২৩ খৃ.) ঢাকাবাসী জনগণের পাশাপাশি বাংলার গভর্নর ও বিভাগীয় কমিশনারের মত উচ্চপদস্থ বৃটিশ কর্মকর্তা কর্তৃক তাঁহার জনসেবা ও মহানুভবতার প্রশংসা করেন। ইউসুফ জানের জনসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ বৃটিশ সরকার তাঁহাকে ১৯০৩ খৃ. সার্টিফিকেট অব অনার, ১৯০৪ খৃ. খান বাহাদুর এবং ১৯১০ খৃ. নওয়াব উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি একজন উৎসাহী শিকারী ছিলেন এবং তাঁহার বাগান করিবার শখ ছিল। ঢাকার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ খ্যাতিমান উর্দূ ও ফারসী কবি খাজা মুহাম্মাদ আফযাল (১৮৭৫-১৯৪০) ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। মৃত্যুর পর তাঁহাকে ঢাকার বেগম বাজারে পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করা হইয়াছে। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে পুরাতন ঢাকার নয়াবাজারে একটি ব্যবসা কেন্দ্র নওয়াব ইউসুফ মার্কেট নামে নামকরণ করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকার কয়েকজন মুসলিম সুধী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯১ খৃ.; (২) বাংলা পিডিয়া বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৩ খৃ., ৩খ., পৃ. ৪১; (৩) দৈনিক সন্ধানী বার্তা, ঢাকা, তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ খৃ.।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

ইউসুফ সৈয়দ (يوسف سيد) ঃ হযরত শাহ জালাল (র)-এর ৩৬০ আওলিয়ার অন্যতম মুবাল্লিগ ও মুজাহিদ, সিলেট বিজেতাদেরও অন্যতম ছিলেন। জালালী ত'রীক'ার দরবেশ। হযরত শাহ জালাল (র) ছিলেন তাঁহার মুর্শিদ। তিনি ইরাকের অধিবাসী ছিলেন। ইরাক হইতে হযরত শাহজালাল (র)-এর সঙ্গে মুলতান, দিল্লী, দেওতলা, পাণ্ডুয়া ও সোনারগাঁও অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করিতে করিতে এতদঞ্চলে আগমন করেন। সিলেটের জিহাদেও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। সিলেট বিজয়ের পর সুনামগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি সিংচাপইর পরগনার সৈয়দের গাঁওয়ে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানেই তাঁহার মাযার অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মসজিদ এবং দক্ষিণ দিকে একটি পুকুর আছে। তাঁহার বংশধরদের মধ্যে অনেক পীর-ফকীরের জন্ম হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহ জালাল (র), ইফাবা, ঢাকা ১৯৯৫ খৃ.।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

ইউসুফ হাজী (يوسف حاجى) (র) ঃ মুবাল্লিগ ও মুজাহিদ। সিলেট বিজয়ী ৩৬০ আওলিয়ার অন্যতম। হযরত শাহ জালাল (র) ছিলেন তাঁহার মুর্শিদ। তাঁহার সঙ্গে ইসলাম প্রচার করিতে করিতে আরব হইতে এই দেশে আসেন। সিলেটের জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। বহু সনদ সূত্রে জানা যায় যে, তাঁহার বংশীয়গণ দারগাহ-ই শাহ জালাল (র)-এর খাদেম ছিলেন। তাঁহারা সরফুম নামে সুপরিচিত। তাঁহার বংশ তালিকা নিম্নরূপ ঃ (১) য়ূসুফ হাজী (র), (২) মালিক নিজামুদ্দীন, (৩) হুসামুদ্দীন (মুফতী আজহার উদ্দীনের তালিকায় এই নাম নাই), (৪) শায়খ মুহাম্মাদ, (৫) শায়খ মালিক আহমাদ, (৬) পীর বাখশ, (৭) মোল্লা আদিল, (৮) যাকারিয়া,

(৯) বাহাউদ্দীন, (১০) শায়খুল মাশাইখ, (১১) হিসামুদ্দীন, (১২) শায়খ ফাযিল, (১৩) আবূ সইল, (১৪) আবূ সুহায়ল, (১৫) পীর বাখশ, (১৬) আহমাদ, (১৭) সূফী (র), (১৮) আবুল ফযল, (১৯) আবদুল ফাত্তাহ, (২০) আবূ নাসির, (২১) আবূ তুরাব আবদুল ওয়াহ্হাব, (২২) আবূ সা'দ আবদু'ল-হাফীজ, (২৩) আবূ জাফর আবদুল্লাহ। মুফতী আজহার উদ্দীন প্রদত্ত বংশ তালিকাটি নিম্নরূপ ঃ (১) কাজী য়ূসুফ, (২) খাজা ফয়যুল্লাহ, (৩) মালিক নিজামুদ্দীন, (৪) শায়খ মুহাম্মাদ (৫) মালিক আহমাদ, (৬) পীর বাখশ (প্রথম সরকুম), (৭) আহমাদ, (৮) সূফী (র), (৯) নূরুদ্দীন হুযামুদ্দীন, (১০) আবুল ফযল, (১১) শায়খুল মাশাইখ (১২) আবু'ল হাসান/আবুল আহসান, (১৩) আবদুল ফাত্তাহ, (১৪) আবূ নসর, (১৫) আবূ তুরাব, (১৬) আবদুল হাফীজ, (১৭) এ.জেড. আবদুল্লাহ। ইউসুফ হাজী (র)-এর মাযার দরগাহ প্রাঙ্গণে অবস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহ জালাল (র), ইফাবা, ঢাকা ১৯৯৫ খৃ.; (২) ঐ লেখক, হযরত শাহ জালাল (র), দলিল ও ভাষ্য; (৩) চৌধুরী গোলাম আকবর, ইসলাম জ্যোতি, হযরত শাহ জালাল (র), সিলেট ১৯৭৯ খৃ., পৃ. ৭৭-৭৮; (৪) মুফতী আজহার উদ্দীন আহমাদ, শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি, সিলেট ১৯৩৮ খৃ.।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

'ইওয়াদ' (عوض) ঃ অর্থ বিনিময় মূল্য, ক্ষতিপূরণ, যাহা কোন কিছুর পরিবর্তে প্রদান করা হয়। অত্যন্ত ব্যাপক এবং সাধারণ গৃহীত অর্থে ফিক্হশাস্ত্রে ('ইওয়াদ) শব্দটি দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিসমূহের প্রত্যেক পক্ষের পালনীয় গুরুদায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে। ইহাকে মু'আওয়াদা (معاوضة) বা পারস্পরিক বিনিময় বলা হয়। মু'আওয়াদা'ও 'ইওয়াদে'র মত একই উৎস হইতে উদ্ভূত। বলা হয়, সমস্ত চুক্তি পালনের দায়িত্ব (চুক্তিবদ্ধ) উভয় পক্ষের উপরই অর্পিত হয়। কোন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য এবং বিক্রিত দ্রব্যের মধ্যে যে বিনিময় অনুষ্ঠিত হয় উহা পরস্পরের জন্য 'ইওয়াদ'। এই অর্থানুসারে বুঝা যায়, ক্ষতিপূরণ অবশ্যই সঠিকভাবে নিরূপিত হইতে হইবে এবং নীতিগতভাবে ক্ষতির পরিমাণ সংশ্লিষ্ট বস্তুর সমমূল্যের হইতে হইবে। অন্যথায় দুই পক্ষের মধ্যে যে লেনদেন হইবে উহা 'ইওয়াদ' না হইয়া অন্যায়ভাবে আত্মসাতের শামিল হইবে (فضل مال بلا عوض -ফাদ্‌লু মালিন বিলা 'ইওয়াদি'ন)। এইরূপ দেনা-পাওনার মধ্যে অন্যায়ভাবে (অতিরিক্ত) লাভবান হওয়া কেবল অসঙ্গতই নয়, বরং ইহা কম প্রদান করিয়া অধিক গ্রহণকারীর জন্য সূদ (ربوا -রিবা) বা অবৈধ মুনাফা অর্জন বলিয়া গণ্য হইবে।

একতরফা চুক্তির ক্ষেত্রে 'ইওয়াদ' শব্দটি অধিকতর সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয় (যেমন বদল ও ছায়াব)। ইহা দ্বারা দুই পক্ষের যে কোন এক পক্ষ কর্তৃক হয় এমন ক্ষতিপূরণের কথা বুঝান হইয়াছে যাহা আদায় করিতে তাহাদের কেহই বাধ্য নহে। এই ধরনের 'ইওয়াদ'-এর দুইটি উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন (১) দুর্বহ উপহার, (২) খুল্' (خلع); নীতিগতভাবে গ্রহীতা যদিও দাতাকে কোন প্রকার বিনিময় দিতে বাধ্য নয়, তথাপি সে যদি (স্বেচ্ছায়) দাতাকে বিনিময় ('ইওয়াদ') প্রদান করে তাহা হইলে বিনিময়ের পরিমাণ প্রদত্ত বস্তুর সমমূল্যের হওয়া আবশ্যক নয়। এমনকি উহা শুভেচ্ছার নিদর্শনরূপে প্রদত্ত বস্তু অপেক্ষা স্বল্প মূল্যের হইতে পারে, অপরপক্ষে অধিক মূল্যেরও হইতে পারে। মালিকী মায্হাব মতে উহা অনির্ধারিত রাখার অনুমতিও রহিয়াছে। কোন স্বামী তাঁহার স্ত্রীর নিকট কোন প্রকার 'ইওয়াদ' (বিনিময়) গ্রহণ না করিয়াই এককভাবে তাহাকে (স্ত্রীকে) পরিত্যাগ করার (طلاق -তালাক প্রদান) ক্ষমতা রাখে। কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত কোন প্রকার 'ইওয়াদ' (বিনিময়) সাপেক্ষে পরিত্যাগপত্র (তালাকনামা) প্রদান করে এবং স্ত্রীও তাহাতে রাযী হইয়া বিনিময় দেয় তাহা হইলে উহাকে খুল্' (خلع) বা আপোষ তালাক বলে। এই ক্ষেত্রে স্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত 'ইওয়াদ' বা বিনিময়ের পরিমাণ অতি নগণ্য হইলেও চলিবে।

মু'আওয়াদা (ماوضة = পরস্পর বিনিময় চুক্তি) চুক্তির ক্ষেত্রে বিনিময়ের উপরিউক্ত নিয়ম মানে না (কেননা এই ধরনের চুক্তিতে উভয় পক্ষের দায়িত্ব সমান); একজনের দায়িত্ব পালিত হইলে অপর জনের দায়িত্ব পালন করাও অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J. Schacht, Introduction, অক্সফোর্ড ১৯৪৬ খৃ., পৃ. ১৪৫, ১৫২; (২) D. Santillana, Istituzioni, রোম ১৯৩৮ খৃ., ২খ, ১০৯; খুল্'-এর ব্যাপারে ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে দ্র. (৩) ইব্ন কুদামা, মুগনী, কায়রো ১৩০৭ হি., ৭খ, ৬১- ৪, 'ইওয়াদ উপহার সংক্রান্ত; (৪) কাসানী, বাদা'ই', কায়রো ১৯১০ খৃ., ৬খ, ১৩০; শীরাযী, মুহায্যাব, সম্পা. হালাবী, ১খ, ৪৪৬-৭; (৫) খালীল, মুখতাসার, অনু. Bousquet, ৩খ, ১৫৩।

Y. Linant De Bellefonds (E.I.[2])/মো সাইয়েদুল ইসলাম

'ইওয়াদ' ওয়াজীহ্ (عوض وجيه) ঃ সামারকান্দ (দ্র.)-এর নিকটস্থ আখসীকাত-এ জন্ম। তিনি তাঁহার সময়ে যুক্তিবিদ্যা (মা'কূলাত) ও কুরআন ও ঐতিহ্য বিজ্ঞানে (মানকূলাত) একজন উল্লেখযোগ্য 'আলিম ও ধর্মতত্ত্ববিদ হিসাবে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি বাল্খে তাঁহার সমনামী মীর 'ইওয়াদ' তাসকন্দীর নিকট পাঠচক্রে (দার্স) শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পরে তিনি নিজ গ্রামে চলিয়া যান এবং সেখানে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে তিনি বাল্খে ফিরিয়া যান এবং আওরঙ্গযীবের সময়ে মুগলদের নিকট ঐ শহরের পতন পর্যন্ত সেখানে শিক্ষা দানে রত ছিলেন। ১০৫৬/১৬৪৬ সালে তিনি ভারতে আসিয়া সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং সেনাবাহিনীতে মুফ্তী হিসাবে নিযুক্ত হন। ১০৬৯/১৬৫৯ সালে আওরঙ্গযীব সিংহাসনারোহণের পরপরই তাঁহাকে রাজকীয় সেনাবাহিনীর বিচারক (Censor) নিযুক্ত করেন এবং এক সহস্র পদাতিক ও এক শত অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতির মর্যাদা দান করিয়া বাৎসরিক পনের হাযার টাকা বেতন প্রদান করেন। কিন্তু তিনি বেশী দিন এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই। অতিরিক্ত কঠোরতার জন্য তিনি সম্রাটের বিরাগভাজন হন এবং কাশ্মীর ভ্রমণের পর প্রত্যাবর্তনের সময়ে লাহোরে ১০৭৩/১৬৬২ সালে খাওয়াজা কাদিরকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন (দ্র. উদ্ধৃতি মুহাম্মাদ শাফী', সম্পা. মির'আতু'ল-'আলাম, লাহোর ১৯৫৩, পৃ. ৭৫)। চাকুরীতে পুনর্বহাল না হইলেও তিনি এক বৎসর পর সম্রাটের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হন। অতঃপর তাঁহাকে মুহাম্মাদ আ'জামের শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁহার পূর্ব মর্যাদায় বহাল করা হয়। এই দায়িত্ব সমাপনের পর তাঁহাকে দিল্লীর রাজকীয় মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন। তিনি এত উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন যে, ১০৮২/১৬৭২ সনে সম্রাট আওরঙ্গযীবের পুত্র যুবরাজ মুহাম্মাদ সুলতানের সঙ্গে দুস্তদার বানু বেগমের বিবাহে প্রধান কাদী 'আবদু'ল-ওয়াহ্হাবের সঙ্গে তাঁহাকে সাক্ষী থাকিতে আহ্বান করা হয়। তিনি তাঁহার পদমর্যাদা আর একবার হারাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ

মা'আছির-ই 'আলামগীরী গ্রন্থে (তু. ইংরেজী অনু. ৯২) বর্ণিত আছে যে, তিনি দরবেশ হিসাবে জীবন যাপন করাকালে ১০৮৬/১৬৭৬ সালে তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব মর্যাদায় পুনঃস্থাপিত করা হয়। তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় শিক্ষাদানে ব্যয় করেন। অভিজাত শ্রেণী তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন।

তিনি কঠোর রক্ষণশীল সুন্নী ছিলেন। মুহ'াম্মাদ ত'াহির নামের এক শী'আ প্রথম তিন খুলাফা রাশিদা-র নিন্দা করায় ১০৮২/১৬৭২ সালে তাঁহার মৃত্যুদণ্ডের জন্য তিনি বিশেষভাবে জিদ ধরিয়াছিলেন। তাঁহার কার্যের বিরূপ সমালোচনা এবং দুই দুইবার রাজকীয় অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হওয়ার স্মৃতি সম্ভবত তাঁহাকে সংসারত্যাগী হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। বার্লিন গ্রন্থাগারে রক্ষিত একমাত্র 'আক'াইদ-ই নাসাফীর টীকা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন গ্রন্থের অস্তিত্বের কথা জানা নাই (তু. Brockelmann, GALSI, 760)। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, Brockelmann তাঁহার নামের দ্বিতীয় অংশটিকে প্রতিবর্ণায়ন করত আল-ওয়াজীহরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যাহা সম্ভবত তাঁহার উপনাম ছিল। এই ধারণা আরও জোরদার হইয়াছে সম্রাট আওরঙ্গযীবের শাসনামলের প্রথম দশ বৎসরের ইতিহাস আলমগীরনামার বর্ণনায়, যেখানে তাঁহাকে কেবল মুল্লা 'ইওয়াদ' বলা হইয়াছে। ফারসী ভাষায় লিখিত আওরঙ্গযীবের সময়ের ইতিহাস ফারহ'াতু'ন-নাজি'রীনেও কোথাও কোথাও এই রীতি অবলম্বিত হইয়াছে (গ্রন্থখানি আংশিকভাবে প্রকাশিত, দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)।

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুহ'াম্মাদ ত'াহিরও একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী ছিলেন। ১০৮৬/১৬৭৫ সনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর মাত্র এক বৎসর পূর্বে বাল্খের শাসনকর্তা সুবহ'ান কু'লী খানের কূটনৈতিক মিশনে তাঁহাকে সম্রাট আওরঙ্গযীবের দরবারে প্রেরণ করেন। তাঁহাকে রাজদরবারে সাদরে গ্রহণ করা হয় এবং নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তাঁহার সম্মানার্থে তাঁহাকে সম্মানের পোশাক, একুশ হাজার নগদ টাকা, একটি পালকী, একটি হাতী এবং মণি-মাণিক্যখচিত একখানা লাঠি উপহার দেওয়া হয় (তু. Ma'athir, Eng. tr. 92, 96)। ১০৮৮/১৬৭৭ সালে তিনি বৃদ্ধ বয়সে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহাকে দিল্লীতে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহ'াম্মাদ কাজিম, আলামগীরনামা, কলিকাতা ১৮৬৮ খৃ., ২৩২, ৩৯২, ৪২৮, ৮৪০, ৮৫৮; (২) মুহ'াম্মাদ সাকী মুস্তা'ঈদ খান, মা'আছির-ই 'আলামগীরী, ইং. অনু. যদুনাথ সরকার, কলিকাতা ১৯৪৭ খৃ., ১৪, ৭৪ ৭৭, ৯২, ৯৬ (নির্ঘণ্ট আউয ওয়াজীহ্-এর অধীনে উল্লিখিত); (৩) খাফী খান মুন্তাখাবু'ল-লুবাব, Bib Ind, ২খ., ৮০, ৫৫৫; (৪) মুহ'াম্মাদ স'ালিহ' কানবু, আমাল-ই স'ালিহ' কলিকাতা ১৯৩৯, ৩খ, ৩৯১-২; (৫) বাখতাওয়ার খান, মির'আতু'ল-'আলাম, এখনও পাণ্ডুলিপি, লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিনে মুহ'াম্মাদ শাফী' কর্তৃক আংশিকভাবে প্রকাশিত, ১৯৫৩ খৃ., আগস্ট-নভেম্বর, পরিশিষ্ট, পৃ. ৭৪-৫ (আসফিয়্যা পাণ্ডুলিপির যে প্রতিলিপি আমি পাইয়াছি তাহাতে স্থানে স্থানে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়); (৬) মুহ'াম্মাদ আস্লাম আন্সারী ইব্ন মুহ'াম্মাদ হ'াফিজ' আনস'ারী পাসরুরীর ফারহ'াতু'ন-নাজি'রীন পাণ্ডুলিপি, ১৯২৮ খৃ., ৪ আগস্ট, লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজ ম্যাগাজিন, ৪/৪খ, পৃ. ৭৭, মুহ'াম্মাদ শাফী' কর্তৃক আংশিকভাবে প্রকাশিত, (আসফিয়্যা পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ বর্জনান্তর প্রায় একটি আক্ষরিক অনুলিপি); (৭) 'আবদু'ল-হায়্যি, নুযহাতু'ল-খাওয়াতি'র, হায়দরাবাদ (ভারত) ১৩৭৫/১৯৫৫, ৫খ, পৃ. ২৯৪; (আরবী ভাষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি)।

A. S. Bazmee Ansari (E.I.[2])/মোঃ সহিদুল হক

আল-ইক্'ওয়া (الإقواء) ঃ ছন্দ প্রকরণের একটি পরিভাষা, কাফিয়া (قافية -কবিতার অন্ত্যমিল)-এর একটি ত্রুটির নাম। তাওজীহ' বা হাযও-এর মধ্যকার ভিন্নতাকে ইকওয়া বলে। ইকওয়ার বিভিন্ন রকম বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ (ক) মুকরায়্যাদ (مقيد) বা সীমাবদ্ধ অর্থাৎ হসচিহ্নযুক্ত (ساكن) কাফিয়ার অন্ত্যবর্ণের পূর্ব বর্ণে একটি শ্লোকে হ্রস্ব উ (و) এবং অন্য শ্লোকে হ্রস্ব ই( ) হওয়া, যেমন কুল (كل) এবং দিল (دل); (খ) একটি শ্লোকে আকার ( ) এবং অপরটিতে হ্রস্ব ই ( ) যেমন দাশ্ত (دشت) এবং যিশ্ত (زشت); (গ) একটি শ্লোকে দীর্ঘ ঊ (واو معروف) এবং অপরটিতে এ (واو مجهول), যেমন মাকদূর (مقدور) এবং গোর (گور); (ঘ) একটি শ্লোকে দীর্ঘ ঈ (ياء معروف) এবং পরটিতে এ (ياء مجهول) যেমন নাখ্চীর (نخچير) এবং দের (دير); (ঙ) একটি শ্লোকে হ্রস্ব উ ( ) এবং অপরটিতে আ ( ); যেমন গুম (گم) এবং হাম (هم)।

খালীল ইব্ন আহ'মাদ-এর বক্তব্যানুযায়ী কাফিয়ার শেষ স্বরচিহ্নযুক্ত (متحرك) অক্ষরে এমন এক স্বরচিহ্নেযুক্ত (حركة) উপস্থিতির কারণে ইক'ওয়া-র সৃষ্টি হয় যাহা ইহার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য শ্লোকের কাফিয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না। ফলত এইরূপ অবস্থা হইবে যে, শ্লোকসমূহের কোন কোনটির অন্তে কখনও দীর্ঘ ঈ (ى) হইবে; আবার কোন কোনটির অন্তে দীর্ঘ ঊ (و) অথবা আ (ا) ইহার বিপরীত অন্যান্য বিশেষজ্ঞের মতে ইহাকে ইক্'ওয়া বলা হয় না, বরং ইহাকে ইস্'রাফ (إصراف) বা ইস্রাফ (إسراف) বলে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Freytag, Darstllung পৃ. ১৬২ ও ৩২৮; (২) ইব্ন কায়সান, Wright-এর Opuseula Arabica-তে, পৃ. ৫৫; (৩) R. Basset, La Khagrdjyah, পৃ. ১২৬-৮; (৪) Chcikho, ইলমু'ল-আদাব, পৃ. ৪১৩; (৫) মুহ'াম্মাদ ইব্ন শানাব, তুহ'ফাতু'ল-আদাব ফী মীযানি আশ 'আরিল-'আরাব, আলজিরিয়া ১৯০৬ খৃ.; (৬) মুহ'ীতু'দ-দয়িরা, বৈরূত ১৮৫৭ খৃ., পৃ. ১০৯; (৭) ইব্ন কু'তায়বা, কিতাবু'শ-শির; (৮) ইব্ন রাশীক, আল-'উম্দা; (৯) মিরযা মুহাম্মাদ আস্কারী, আঈনায়ি বালাগ'াত, লাখনৌ ১৯৩৭ খৃ., পৃ. ১৪৭; (১০) কাওছার লাখনাভী, সাফীর-ই সুখুন, মাক্তাবা-য়ি জাদীদ, লাহোর, পৃ. ৮৫; (১১) নাজমু'ল-গ'ানী, বাহ্'রু'ল-ফাসাহ'াত, রামপুর ১৩০৩ হি., পৃ. ২৫৪ প.; (১২) তূসী. মি'য়ারু'ল-আশ'আর; (১৩) আওজ, মিক্য়াসুল আশ'আর।

Moh. Ben Cheneb (দা.মা.ই.)/মুহাম্মাদ আনসার উদ্দীন

ইক্তা' (اقطاع) ঃ ইসলামী ফিক্'হ-এর একটি পরিভাষা, যাহার অর্থ হইতেছে সরকারের পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ড (قطعة) প্রদান। ফিক্'হবিদগণ ইহার বিভিন্ন রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(১) সরকার কর্তৃক কোন মালিকানাবিহীন ভূমি চাষাবাদের জন্য কাহাকেও প্রদান করা হইলে এমতাবস্থায় যাহাকে সেই ভূমি প্রদান করা হয়, সে যতদিন পর্যন্ত উহার খারাজ অথবা উশ্র দিতে থাকিবে ততদিন পর্যন্ত মালিকের ন্যায়ই উক্ত ভূমির যদৃচ্ছা ব্যবহার করিবার তাহার অধিকার থাকিবে। কারণ সেই উক্ত ভূমির মালিক বলিয়া গণ্য, আর বংশ-পরম্পরায় ইহা তাহার ওয়ারিছদের অধিকারেও থাকিবে।

(২) সরকার কর্তৃক কাহাকেও কোন মালিকানার অধিকার ব্যতীত শুধু ভোগ-দখলের জন্য প্রদান করা হইলে এমতাবস্থায় যাহাকে উক্ত ভূমি প্রদান

করা হয়, সে এবং তাহার উত্তরাধিকারিগণ কেবল উহার উৎপন্ন ফসলাদির অধিকারী হয়। তাহারা যতদিন পর্যন্ত খারাজ আদায় করিবে, ততদিন পর্যন্ত সরকার তাহাদের নিকট হইতে উক্ত ভূমি ফেরত লইবেন না। এই ধরনের ভূমি তাহারা বিক্রয় করিতে পারে না; কিন্তু ফসলাদির যে কোনভাবে ব্যবহারের অধিকার তাহাদের থাকে।

(৩) সরকার কর্তৃক কাহাকেও তাহার জীবদ্দশা পর্যন্ত কোন ভূমি প্রদান করা হইলে সে নিয়মিত খারাজ অথবা উশ্‌র দিবে এবং উহার উৎপাদিত দ্রব্যাদি ভোগ করিতে থাকিবে। উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর সেই ভূমি সরকারের অধিকারে চলিয়া যাইবে।

(৪) সরকার কোন সময়সীমা নির্ধারণ না করিয়া কাহাকেও কোন ভূমি প্রদান করিলে যখন ইচ্ছা উহা ফিরাইয়া লইবার সরকারের অধিকার থাকিবে।

(৫) সরকার কোন ভূখণ্ড অথবা এলাকা কাহাকেও প্রদান না করিয়া খারাজ অথবা উশর যাহা বায়তু'ল-মাল-এ জমা হয় উহা পুরাপুরি অথবা উহার কিছু অংশ কোন ব্যক্তির নামে তালিকাভুক্ত থাকিলে অর্থাৎ সেই ব্যক্তি উহার দাতা বলিয়া উল্লিখিত থাকিলে এমতাবস্থায় উক্ত ভূমি যে চাষাবাদ করে তাহাকে উহা হইতে বেদখল করা হইবে না।

সরকারের মালিকানাধীন খাস ভূমি বণ্টন বা বন্দোবস্তের (ইক্‌তা') ইহা হইল পাঁচটি পদ্ধতি। কিন্তু মাম্‌লুকা ভূমি অর্থাৎ যেই সমস্ত ভূমি অন্যের ভোগ-দখলে রহিয়াছে তাহার উপরও ইক্‌তা'-এর মৌলনীতি প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা ইক্‌তা'-এর ষষ্ঠ রূপ বা পদ্ধতি বলিয়া বিবেচিত হইবে উহার মধ্যে ইক্‌তা' এবং ইক্‌তা'-এর উল্লিখিত পাঁচটি রূপের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, এই ধরনের ভূমি যদি কাহাকেও প্রদান করা হয়, তবে উহার চাষাবাদ ও উৎপাদনের সহিত তাহার কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না, উহার খারাজ অথবা জিয্‌য়া যাহাই বায়তু'ল-মাল-এ প্রদত্ত হয় উহা পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে ইক্‌তা'দার পাইয়া থাকে।

ইক্‌তা'-এর সপ্তম প্রকার যাহা নীতিগতভাবে ভূমি চাষাবাদের প্রাথমিক পর্যায়ের মৌলিক রূপ ছিল— আর্দে মাওয়াত অর্থাৎ কোন অনাবাদী ও পতিত ভূমি সরকারের অনুমতিক্রমে যদি কোন মুসলমান অথবা যিম্মী আবাদ করে এবং উহার খারাজ অথবা উশর নিয়মিতভাবে আদায় করে তবে উক্ত আবাদকারী প্রকৃত মালিকের ন্যায়ই উক্ত ভূমি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে। ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) তাঁহার কিতাবু'ল-খারাজ গ্রন্থে এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত দিয়াছেন যে, কোন মালিকবিহীন অনাবাদী ভূমি কাহাকেও আবাদ করিতে দেওয়া হইলে ভূমি যদি খারাজী হয় তবে সে উহার খারাজ আদায় করিবে, আর যদি উশরী হয় তবে সে উহার উশর আদায় করিবে অথবা তাহার ওয়ারিছগণের নিকট হইতে উক্ত ভূমি ফিরাইয়া লইবার অধিকার সরকারের থাকিবে না (৩য় অধ্যায়, পৃ. ৩৬৬)।

প্রকৃতপক্ষে ইক্‌তা'-এর এই সকল বিভিন্ন রূপ হঠাৎ করিয়া সৃষ্টি হয় নাই; বরং ইহা ছিল এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের ফল, যাহাতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজন ছাড়াও কালক্রমে ইসলামী রাষ্ট্রে উদ্ভূত বিভিন্ন আবর্তন-বিবর্তনেরও প্রভাব রহিয়াছে। ইক্‌তা'-এর ভিত্তি এই মৌলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ঃ যেই ভূমি পতিত ও অনাবাদী থাকে উহা জনগণের মধ্যে এই উদ্দেশে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে যাহাতে চাষাবাদের উন্নতি সাধিত হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কিতাবু'ল-আমওয়াল-এ উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইক্‌তা' সেই সমস্ত ভূমির জন্যই বৈধ, যাহা কাহারও মালিকানাধীন নহে; মালিকানাধীন ভূমির ইক্‌তা' বৈধ নহে (আবূ 'উবায়দ আল-কাসিম, কিতাবু'ল-আমওয়াল, বাবু'ল-ইক্‌তা' পৃ. ২৭৮)। তাউস (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ

عادى الارض لله ورسوله ثم هى لكم منى

"আদীয় ভূমি (আদ যুগীয় ভূমি) আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের। ইহার পর আমার পক্ষ হইতে ইহা তোমাদের"।

তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, উহা কিরূপে ? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ উহা জনগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। 'আদীয় ভূমি'-এর অর্থ আদ সম্প্রদায়ের যুগের ভূমি। পারিভাষিক অর্থ "প্রাক্তন ভূমি" অর্থাৎ যেই ভূমি দীর্ঘকাল ধরিয়া অনাবাদী রহিয়াছে। অন্য এক বর্ণনায় এইরূপ ভূমিকে মৃত ভূমিও বলা হইয়াছে (কিতাবু'ল-আমওয়াল, পৃ. ২৭২, টীকা ২)। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বিস্তৃত হইয়া সমগ্র সভ্য জগত পরিবেষ্টন করিলে ইক্‌তা'-এর সহজ, সরল এবং প্রাথমিক রূপটিরও পরিবর্তন সাধিত হইতে থাকে। একদিকে প্রাক্তন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্থলে এক নূতন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন হইতেছিল, উপরন্তু বিজয়ের ফলে যে নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইতেছিল, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উহার কোন কোনটির আশু সমাধানের প্রয়োজন উপলব্ধি করা হয়। অন্যদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে বিভিন্ন রকম প্রবণতার সৃষ্টি হইতেছিল। এই সমস্ত পরিস্থিতির ফলে ইক্‌তা'-এর বিভিন্ন রূপের উদ্ভব ও বিবর্তন হয়। তখন পরিস্থিতি আর এইরূপ রহিল না যে, পতিত ভূমি কিরূপে এবং কোন্ কোন্ লোকের মধ্যে বণ্টন করা হইবে, বরং পরিস্থিতি এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, চাষাবাদ ছাড়া কোন ভূখণ্ড, এলকা অথবা পুরা একটি অঞ্চলও ইক্‌তা'-এর মৌলনীতির ভিত্তিতে এমন কোন এক ব্যক্তিকে সোপর্দ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, যে উহার তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্তের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে সক্ষম। এই কারণেই যখন এই মৌলনীতির উপর কাজ চলিতে লাগিল তখন ইক্‌তা'-এর সম্পর্ক শুধু ভূমি চাষাবাদে সীমিত রহিল না, বরং রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনের সহিত উহার সম্পর্ক সংযুক্ত হইল। এমনিভাবে ইক্‌তা'র একটি নহে, বরং কয়েকটি রূপের উদ্ভব হইল। 'আল-মাওয়ার্দী-এর বর্ণনা অনুসারে (আল-আহ্‌কামু'স-সুলতানিয়্যা বাব ইক্‌তা') ইক্‌তা' প্রথমত দুই ধরনের ঃ ইক্‌তা'-ই তাম্‌লীক (ভূমির মালিকানার বন্দোবস্ত) ও ইক্‌তা'-ই-ইস্‌তিগলাল (চাষাবাদের বন্দোবস্ত)। ইক্‌তা'-ই তামলীক-এর আবার তিনটি রূপ (১) ইক্‌তা'-ই মাওয়াত (অনাবাদী ভূমি বন্দোবস্ত); (২) ইক্‌তা'ই-আরদ-ই 'আমির (আবাদী ভূমি বন্দোবস্ত); (৩) ইক্‌তা'-ই মা'আদিন (খনি বন্দোবস্ত)। আরদ-ই মাওয়াত (অনাবাদী ভূমি) দ্বিবিধ ঃ (১) যাহা সর্বদাই অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছে; (২) যাহা কোন কারণবশত সাময়িকভাবে অনাবাদী রহিয়াছে। বস্তুত ইক্‌তা'-এর সম্পর্ক ভূমির মালিকানার সহিত (আল-মাওয়ারদীর ভাষায় ইক্‌তা'-এর সম্পর্ক (ইক্‌তা'-ই তামলীক) ভূমির সঙ্গে যেমন, তেমনই স্বাভাবিকভাবে ভূমির চাষাবাদের (ইক্‌তা'-ই ইসতিগলাল) সঙ্গেও। এইভাবে সরকার কোন ভূমির উৎপন্ন ফসল অথবা উহার আমদানী কাহারও জন্য নির্ধারণ করিয়া দিবে, কিন্তু যাহার জন্য নির্ধারণ করা হইবে সে হয় উহার যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব নিজ হাতে লইয়া লইবে অথবা বায়তু'ল-মালে খারাজ কিংবা উশর হিসাবে যে অর্থ উহার বাবত প্রদান করা হইত উহা সে নিজে গ্রহণ করিতে থাকিবে। যেহেতু ভূমি-রাজস্বের প্রকার

হিসাবে ভূমিসমূহ খারাজী ও উশরী ভূমিতে বিভক্ত, সেইজন্য ইক্‌তা'-ও দুই প্রকার ঃ (ক) ইক্‌তা'-ই খারাজ, ইহার ব্যাপক অনুমতি রহিয়াছে। আর (খ) ইক্‌তা' ই 'উশর (উশরী বন্দোবস্ত), ইহার ব্যাপক অনুমতি নাই। কারণ 'উশর কৃষি-ভূমির যাকাত পর্যায়ের। তাই এই ধরনের ইক্‌তা'-এর সম্ভাবনা তখনই সৃষ্টি হইতে পারে, যখন ইহার উপযুক্ত হকদার ব্যক্তিগণ বিদ্যমান থাকে না (দ্র. আল- মাওয়ারদী, আল-আহকামুস্‌সু'ল-তানিয়্যা, পৃ. ১৭)।

এখন অনাবাদী ভূমির ইক্‌তা' ও আবাদী ভূমির ইক্‌তা' সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতে পারে। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ফিক্‌হবিদগণের মতে ভূমি তিন প্রকার ঃ অনাবাদী, আবাদী ও খনি। প্রথমত, আরদ'-ই মাওয়াতে অর্থাৎ মালিকবিহীন অনাবাদী ও পতিত ভূমির ইকরত'-এর ব্যাপারে তিন বৎসর পর্যন্ত সরকারকে কোন অর্থ দেওয়া হইত না; কিন্তু তিন বৎসর পর উহার রাজস্ব নিলামে (তাযায়দ)-এর মাধ্যমে নির্ধারণ করিয়া লওয়া হইত এবং ইক্‌তা'দার-এর উপর উহা আদায় করা বাধ্যতামূলক হইত। সাধারণভাবে ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে ইহা ধরিয়া লওয়া হইত যে, এই পদ্ধতিতে উহা নির্ধারিত হইয়া গেলে উহা বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। তিন বৎসর পর্যন্ত ভূমি আবাদ না হইলে এবং ইক্‌তা'দার এই ভূমি আবাদ না করার উপযুক্ত কোন কারণ দর্শাইতে না পারিলে সরকার উহা ফেরত লইত। যদি সে ভূমি আবাদ করিত, তবে ইক্‌তা'-এর সময়সীমা আরও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইত এবং সে উহার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিত। যদি অনাবাদী ভূমির মধ্য হইতে আবাদকৃত কোন ভূমি পুনরায় অনাবাদী হইয়া পড়িত, তবে উহা আবাদ করিবার জন্য দুইটি পন্থা ছিল ঃ (১) এই ভূমি যদি জাহিলী যুগের হইত তবে উহা আবাদ করিতে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দিত না। উপরে আরদ'-ই মাওয়াত-এর ব্যাপারে যে পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহার বেলায়ও তদ্রূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইত। (২) যদি উহা ইসলামী যুগের হইত তবে ফিক্‌হবিদগণ উহার ইক্‌তা' সম্পর্কে বিভিন্ন রায় প্রদান করিতেন সরকার উহার মধ্যে যে কোন একটির উপর আমল করিতেন।

দ্বিতীয় প্রকার ভূমি 'আমিরা অর্থাৎ আবাদকৃত ভূমি। বিজিত অঞ্চলের সহিত ইহার সম্পর্ক হইলে উহার ইক্‌তা'-এর একটি পন্থা ইহাই ছিল যে, বিজয়ের পূর্বে কোন ভূমি কাহাকেও দিবার ফায়সালা হইলে বিজয়ের পর উক্ত ভূমিতে তাহার অধিকার অগ্রগণ্য হইত; কিন্তু বিজিত অঞ্চলের ভূমির মালিক অথবা উহার চাষাবাদকারী যদি দেশত্যাগ করিত অথবা মৃত্যুবরণ করিত (যে সমস্ত ভূমি কোন ব্যক্তির মালিকানায় নহে, বরং পূর্ববর্তী সরকারের মালিকানাধীন ছিল উহাও ইহার মধ্যে শামিল হইত), তবে এই সমস্ত ভূমির কিছু অংশ বায়তু'ল-মাল-এর জন্য সংরক্ষণ করা হইত আর বাকী অংশ ইক্‌তা'-ই খারাজ (করের বিনিময়ে কাহাকেও বন্দোবস্ত দেওয়া)-এর আওতায় উহার বিলি বন্দোবস্ত হইত। ইহার মালিক হইবার অধিকার কাহারও থাকিত না। তবে যে উহার ইক্‌তা' লইত সেই উহার খারাজ গ্রহণ করিত; কিন্তু যে সমস্ত ভূমির মালিক বিদ্যমান থাকিত উহা ইক্‌তা'-ই খারাজ-এর অন্তর্ভুক্ত হইত না এবং উহার মালিককে বেদখল করাও হইত না, বরং চুক্তি অনুযায়ী যেইরূপ সাব্যস্ত হইত, সরকারকে সে তদ্রূপ খারাজ আদায় করিত। ইহা যেন জিয্‌য়ার বিনিময়েই দেওয়া হইত, তাই ইহাকে জিয্‌য়াও মনে করা হইত (দ্র. জিয্‌য়া ওয়া খারাজ)। এমনভাবেই খারাজী ভূমি দুই ধরনের হইত ঃ (ক) ইক্‌তা'-এর উপযুক্ত, (খ) ইক্‌তা'-এর অনুপযুক্ত।

যে সকল ভূমির মালিক মৃত্যুবরণ করার পর তাহার আর কোন ওয়ারিছ থাকিত না উহার ব্যাপারে ওয়াক্‌ফকৃত ভূমির ন্যায়ই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইত। এইরূপ ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসলের ইক্‌তা' অথবা ভূমির ইক্‌তা'-এর মধ্য হইতে যে কোন একটি গ্রহণ করিবার স্বাধীনতা সরকারের থাকিত।

এমনই ধরনের ইক্‌তা'-এর দুইটি রূপ আমরা দেখিতে পাই ঃ (১) ভূমির ইক্‌তা' (বন্দোবস্ত), উপরে ইহারই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, ইহার আওতায় কোন ক্ষুদ্র ভূখণ্ড অথবা সীমিত অঞ্চলই কেবল নহে, বরং পুরা একটি প্রদেশও (ইক্‌তা'-ই ইক্‌লীম)-এর পন্থায় কাহাকেও দেওয়া হইত। ইব্‌ন তূলূনকে যে নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ের বিনিময়ে মিসরের গভর্নর পদ প্রদান করা হইয়াছিল (২৬৪/৮৭৭) উহা ছিল ইক্‌তা'ই ইক্‌লীম-এরই একটি রূপ। খলীফা হারূনুর-রাশীদও (১৮৪/৮০১) ইবরাহীম ইবনু'ল আগলাবকে এই ধরনেরই একটি শর্তে আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই উভয় অবস্থাতে গভর্নর অথবা ইক্‌তা'দার হিসাবে তাঁহারা আপন আপন অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা, হিফাজত এবং শান্তি ও নিরাপত্তার যিম্মাদার ছিলেন। আর ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইক্‌তা-এর এহেন অবস্থায় সামরিক, বেসামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি গ্রহণও ইহার শামিল ছিল। (২) ইক্‌তা'-এর দ্বিতীয় রূপ অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলাদির ইক্‌তা' (ইসতিগলাল)-এর বেলায়ও বেসামরিক ও সামরিক উভয় প্রকারের প্রয়োজনীয়তা কার্যকর ছিল। ধীরে ধীরে নদী-নালা ও খাল-বিলের ব্যবহার ও পণ্যদ্রব্যের আমদানী-রফতানী বাবত যেই শুল্ক, কর ইত্যাদি আদায় করা হইত ইক্‌তা'-এর প্রয়োগ উহার উপরও হইতে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে ইহা হইতে সৈনিকদের জায়গীরদারীর সূচনা হয়।

আল-মাওয়ারদীর মতে খনি দুই প্রকার ঃ জাহিরী (প্রকাশ্য) ও বাতিনী (অপ্রকাশ্য)। লবণ, আলকাতরা এবং এই ধরনের অন্যান্য পদার্থ ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহার হুকুম পানির ন্যায়ই অর্থাৎ উহা সকলের উপকারের জন্য। এইজন্যই উহার ইক্‌তা' (বন্দোবস্ত) বৈধ নহে। দ্বিতীয় প্রকার খনির ইক্‌তা' বৈধ। এই বৈধতার প্রকার সম্পর্কে দুই ধরনের অভিমত ঃ (ক) উহাতে ইক্‌তা'দারের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইবে; (খ) ইক্‌তা'দার শুধু উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে, তবে উহাতে তাহার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইবে না (দ্র. আল-মাওয়ারদী, আল-আহ্‌কামু'স্‌-সুলতানিয়্যা, ইক্‌তা 'উ'ল-মা'আদিন)।

উৎপাদিত দ্রব্যের ইক্‌তা' দ্বারা প্রকৃতপক্ষে যেই রাজস্ব প্রজাদের পক্ষ হইতে বায়তু'ল-মালের (সরকারের) প্রাপ্য হইত, উহা আদায় করান উদ্দেশ্য ছিল। আর উহার পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন ছিল যাহাতে সেই অনুপাতে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণও নির্ধারিত হইয়া যায়। সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্যের ইক্‌তা'-এর সম্পর্ক ইক্‌তা'ই 'উশ্‌র এবং ইক্‌তা-ই খারাজ উভয়টির সহিতই ছিল। ইক্‌তা'ই 'উশ্‌র যেইরূপ বর্ণিত হইয়াছে উহা কেবল বিশেষ অবস্থাতেই সম্ভব ছিল। খারাজ যাকাতের বিকল্প নহে। আর যে সকল সরকারী চাকুরিজীবী বিশেষ পদে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু তাহাদের বেতন কিংবা চাকুরীর সময়সীমা নির্ধারিত ছিল না, তাহারা ইক্‌তা'-ই খারাজ পাওয়ার উপযুক্ত ছিল না। সুতরাং ইক্‌তা'-এর এই রূপটি যেমন আল-মাওয়ারদী উল্লেখ করিয়াছেন, সৈনিকদের জন্যই সর্বাপেক্ষা উপযোগী ছিল। সৈনিকদের বেতন নির্ধারিত ছিল, কাজেই তাহাদের জন্য ইক্‌তা'-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজসাধ্য ছিল। এইভাবেই সৈনিকদেরকে প্রদত্ত জায়গীরের সূচনা হয়। কিন্তু এই স্থলে জায়গীর শব্দ পারিভাষিক অর্থে নহে, বরং শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এইখানে লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে, যদিও রাজ্য জয় এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সামরিক প্রয়োজনের কারণেই ইক্‌তা'-এর মৌল নীতির উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্নরূপে ইহা কার্যকরী হইতেছিল, কিন্তু উহার উদ্দেশ্য সর্বদা ইহাই ছিল যে, কোন ভূমি যাহাতে অনাবাদী পড়িয়া না থাকে এবং চাষাবাদের ক্ষেত্রে উহার উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এমনিভাবে ইহা দ্বারা সরকারের জন্যও আয় বাড়াইবার একটি সহজ পন্থার উদ্ভব হইল।

হযরত রাসূলুল্লাহ (স) সুলায়ত' আনসারী (রা)-কে একটি ভূখণ্ড দান করেন, উহা দ্বারা চাষাবাদ করাই ছিল উদ্দেশ্য। যদিও তিনি ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদ্‌মাতে হাযির হইবার ফুরসত কম হইয়া যাওয়ার কারণে কিছুদিন পর উহা ফেরত দিয়াছিলেন। নবী আকরাম (স') যুবায়র (রা)-কে খায়বার-এ যে ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন উহাও এই ধরনেরই একটি দান। এইসব হইতেছে ভূমি ইক্‌তা'-এর প্রাথমিক উদাহরণ। উৎপাদিত দ্রব্যের ইক্‌তা'-এর প্রাথমিক উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় বায়ত লাহ'ম-এর সেই ভূখণ্ডটি, সিরিয়া বিজয়ের পর 'উমার ফারূক' (রা) যাহা তামীম আদ-দারী (রা)-কে দিয়াছিলেন। উক্ত ভূখণ্ড এইজন্য তাঁহাকে দিয়াছিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স')-এর নিকট হইতে উহার অঙ্গীকার লইয়াছিলেন। কিতাবু'ল-আমওয়ালে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'উমার (রা) তাঁহাকে এই ভূমি প্রদান করিবার সময় বলিয়াছিলেন, "এই ভূমি তোমার বিক্রয়ের অধিকার থাকিবে না।" এই ভূমির আয় বংশপরম্পরায় তাঁহার সন্তান-সন্ততির জন্যই যে নির্দিষ্ট রহিয়াছে তাহা অবশ্য ভিন্ন ব্যাপার। লায়ছ ইব্‌ন সা'দ বলেন, 'উমার (রা) যদিও তামীম আদ-দারী (রা)-র জন্য ইহা চিরস্থায়ী ইক্‌তা'-এর ফরমান দিয়াছিলেন, তবে উহা এই শর্তে যে, উহা বিক্রয়ের অনুমতি তাঁহার থাকিবে না। তাই উক্ত ভূমি আজ পর্যন্ত তামীমের বংশেরই করায়ত্তে রহিয়াছে (কিতাবু'ল-আমওয়াল, পৃ. ২৭৫ ; ইসলাম কা নিজা'ম আরাদী, পৃ. ২২)। ভূমি ইক্‌তা' এবং উৎপাদিত দ্রব্য ইক্‌তা-এর সূচনা কিভাবে এবং কি অবস্থায় হইয়াছিল উহা অনুধাবন করিবার জন্য এই দুইটি উদাহরণই যথেষ্ট। এই স্থলে ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ইক্‌তা'-এর ব্যবস্থাপনা যেহেতু পরিপূর্ণভাবেই সরকারের অধিকার ছিল এবং সরকারই ইহার গোড়াপত্তন করিয়াছিল সেইহেতু উৎপাদিত দ্রব্যের ইক্‌তা'-এর সহিত সম্পৃক্ত ভূমি ছাড়াও (অর্থাৎ ইক্‌তা'দার যাহার চাষাবাদ করিত না, কেবল তাহার ফসল ভোগ করিত) যেই সমস্ত ভূমির চাষাবাদের দায়িত্ব ইক্‌তা'দার-এর উপর ছিল, উহাও সরকারেরই মালিকানাধীন বলিয়া বিবেচনা করা হইত। এইসব ভূমিতে ইক্‌তা'দারগণের মালিকসুলভ ব্যবহার করার অধিকার ছিল, উহার অর্থ এই নহে যে, তাহারা উহার নিঃশর্ত মালিক ছিল। কারণ কোন কোন অবস্থায় সরকার এই ধরনের ভূমি তাহাদের নিকট হইতে ফেরত লইতে পারিত। মূল কথা হইতেছে, ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা সরকারেরই পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল। ইক্‌তা'-এর উদ্দেশ্য ছিল ভূমি আবাদ রাখা, ইহা দ্বারা ভূমি আত্মসাৎ করা অথবা কৃষকদেরকে উহা হইতে বেদখল করার উদ্দেশ্য ছিল না। ইহা কৃষকদের জন্যও কয়েক দিক দিয়া উপকারী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই স্থলে ইক্‌তা'ই খারাজ, বিশেষত ইহার সহিত সম্পৃক্ত মালিকদের জায়গীরদারী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা হইবে।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, সৈনিকগণকেই ইক্‌তা'ই খারাজ-এর জন্য বেশী উপযুক্ত মনে করা হইত। আর এমনিভাবেই সৈনিকদের জায়গীর-দারীর সূচনা হয়। এইরূপে ইক্‌তা'দারদের স্বতন্ত্র একটি দল সৃষ্টি হইয়া যায়। ইক্‌তা'দার যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের সহায়তা করিত, ততদিন পর্যন্ত উক্ত জমির উৎপাদিত দ্রব্য সেই ভোগ করিত। তাহার মৃত্যুর পর উক্ত ভূমি আবার রাষ্ট্রের মালিকানায় ফিরিয়া আসিত। তবে তাহার ওয়ারিছদেরকে অন্য কোন উৎস হইতে কিছু ভাতা প্রদান করা হইত। কিন্তু ইক্‌তা'দার যদি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িত এবং স্বাস্থ্যহানির কারণে তাহার জীবনাবসান পর্যন্ত কোন কাজ করিতে না পারিত তবে স্থানীয় রীতি অনুসারে তাহার জীবিকা নির্বাহের জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হইত। ইক্‌তা'দারের সেই ভূমির মালিকানার অধিকার থাকিত না অথবা তাহার ওয়ারিছ'দের নামে উহা লিখিয়া দেওয়ার অধিকারও থাকিত না। ইক্‌তা'ই খারাজ দ্বারা সৈনিকদের বেতনের এক অংশ আদায় করা উদ্দেশ্য ছিল অথবা উহাকে বেতনের জামানত বলিয়া ধরা হইত; কিন্তু রাজস্ব আদায়ে যদি অনিয়ম দেখা দিত তবে সামরিক বাহিনীর লোকদেরকেই উহার জায়গীর দেওয়া হইত। বুওয়ায়হী শাসনামল হইতে মালিক শাহ সালজূক'ীর শাসনামল পর্যন্ত প্রায় ১৩০ বৎসর এই অবস্থায়ই চলিতেছিল। অবশ্য নিজামু'ল-মুল্‌ক এই সকল ভূমি সুনির্দিষ্টভাবে সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন যাহাতে তাহারা উহার ফসল ও আমদানী দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। পরবর্তী কালে সালজূক'গণ ইহাকে মীরাছী সম্পত্তির রূপদান করেন, যাহাতে বহিরাগত গোত্রগুলি হইতে বিপুল পরিমাণ লোক সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হয়। তাহাদের ধারণা ছিল, এমনিভাবে এমন এক সৈন্যবাহিনী গঠিত হইবে যাহারা সর্বদাই তাহাদের অনুগত থাকিবে এবং সর্বক্ষেত্রেই তাঁহাদেরকে সহায়তা করিবে। নূরু'দ্‌-দীন যাঙ্গীর এই দস্তুর ছিল যে, যতদিন পর্যন্ত ইক্‌তা'দার বয়ঃপ্রাপ্ত না হইত ততদিন পর্যন্ত তাহার লালন-পালনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইত (আল-মাক'রীযী, খিতাত', মিসর ১৩২০ হি., পৃ. ৩৭, ২৫১)। মোঙ্গলদের সময়ও মীরাছী জায়গীরের প্রচলন ছিল। উহা সৈনিকদেরই করায়ত্ত থাকিত। মিসরের মামলূক বাদশাহ'গণ এই নিয়মের পরিবর্তন করেন। তাঁহারা ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি, বনভূমি এবং মরুভূমি ব্যতীত অন্য সকল ভূমিই সরকারী মালিকানাভুক্ত করিয়া ফেলেন। সুলত'ান ক'ালাউন (১২৭৯-১২৯০)-এর সময়ে এই সকল ভূমি ২৪টি অংশে (কি'রাত') বিভক্ত করা হয়। উহার মধ্যে ৪টি অংশ সুলত'ানের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ইহা দ্বারা তিনি তাঁহার দেহরক্ষী সৈনিক ও সেনাপতিদেরকে জায়গীর প্রদান করিতেন। ১০ অংশ আমীরদের জন্য, আর ১০ অংশ ভাড়া করা সৈনিকদের জন্য বরাদ্দ করা হইত। এই সমস্ত ভূমি বারবার পরিমাপ করা হইত যাহাতে যদি কোনরূপ দুর্নীতি প্রবেশ করিয়া থাকে তাহা যেন দূরীভূত হইয়া যায়। যেমন বড় বড় আমীর নিজেদের পক্ষ হইতেই অন্যকে জায়গীর দিতে শুরু করিয়াছিল। আর একটি দুর্নীতি দেখা দিয়াছিল যে, ভাড়া করা সৈনিকগণ তাহাদের ইক্‌তা' অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়া দিত অথবা পরস্পর বদল করিয়া লইত। এমনিভাবে তাহারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিত। এই কারণে 'দীওয়ানু'ল-বাদাল' নামে একটি বিশেষ দফতরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; কিন্তু এই দুর্নীতি চলিতে পারে নাই। ৯২২/১৫১৬ সালে দ্বিতীয় সালীম যখন মিসর ও সিরিয়া জয় করেন তখন নূতনভাবে এই সমস্ত ভূমি আবার জরীপ করান হয় এবং এই সমস্ত জায়গীরের বেলায় সরকারী মালিকানা সংরক্ষণ করা হয়। 'উছ'মানী বাদশাহ'গণও মীরাছী জায়গীরের পদ্ধতি বহাল রাখেন। মুহ'াম্মাদ 'আলী পাশা (মিসরের খেদীব, ১৮০৫-১৮৪৮ খৃ.) অবশ্য সরাসরি সৈনিকদের বেতন দেওয়ার পদ্ধতি প্রবর্তন করেন তখন চাকুরীজীবীদেরকে তাহাদের ভূমি হইতে বঞ্চিত করা হয়। তবে 'উছ'মানী শাসকগণের দস্তুর

ছিল যে, বিজিত দেশসমূহের একাংশকে তাহারা নিজ মালিকানাধীন মনে করিতেন এবং উহা আঞ্চলিক গভর্নরদের মধ্যে জায়গীর হিসাবে বণ্টন করিয়া দিতেন। ইহার বিনিময়ে সৈনিকদের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা তাহারা সুলত'ানের জন্য প্রস্তুত রাখিত অথবা সরকারকে তাহারা শুধু খারাজ-এর অর্থ প্রদান করিত। আর ইহা পরবর্তী কালে তাহাদের একটি প্রথায় পরিণত হয়। ইহার ফলে বড় বড় জায়গীরদার 'উছ'মানী সরকারের নিয়ন্ত্রণ হইতে স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। হিমস, বা'লাবাক্ক, লেবানন ও নাবলুস-এ প্রত্যেকেই বংশীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিল। ইহাকে যা'আমাত (সর্দারী) বলা হইত এবং জায়গীরদারকে যা'ঈম (সর্দার) বলা হইত। এমনিভাবে ধীরে ধীরে গোটা রাষ্ট্রই সামরিক জায়গীর-এ বণ্টিত হইয়া যায়—যাহার কারণে 'উছ'মানী সরকার বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের মতে ইহাও তাহাদের পতনের একটি কারণ ছিল। এই কারণেই সুলতান 'আবদু'ল-মাজীদ (১৮৩৯-১৮৬১ খৃ.) যখন সংস্কার করিতে শুরু করেন যাহা তান্‌জীমাত (দ্র.) নামে প্রসিদ্ধ এবং দ্বিতীয় সুলত'ান মাহ'মূদ (১৮০৮-১৮৩৯ খৃ.) ইহার সূচনা করেন, তখন এই প্রথা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। এতদসত্ত্বেও কিছু জায়গীর থাকিয়া গেলেও 'উছমানী শেষ বিপ্লবে (১৯০৯ খৃ.) উহাও বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ভারত উপমহাদেশের সামরিক জায়গীরের অবস্থা কম বেশী ইহাই ছিল। ৭১২ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু বিজিত হয়, পাঞ্জাব মাহ'মূদ গা'যনাবীর হাতে একাদশ শতকে, অবশেষে ত্রয়োদশ শতকের শেষাবধি সম্পূর্ণ হিন্দুস্তান মুসলমানদের করায়ত্তে আসে। এখানেও ভূমি সম্পর্কে এই মৌলনীতিই কার্যকর থাকে যে, ভূমির মালিকদেরকে তাহাদের ভূমি হইতে বেদখল করা যাইবে না, কৃষকদেরকেও না। কেবল সেই সমস্ত ভূমিই সরকারী মালিকানাধীন বলিয়া গণ্য হইত যাহার কোন ওয়ারিছ থাকিত না অথবা ইসলামী বিজয়ের পূর্বে যাহা তৎকালীন সরকারের আয়ত্তাধীন ছিল। সৈনিকদের জায়গীর এই সমস্ত ভূমি হইতেই দেওয়া হইত অর্থাৎ সৈনিকগণ উহার খারাজ ভোগ করিত। উদাহরণস্বরূপ সুলত'ান শিহাবুদ্দীন গূ'রী কুত'বুদ্দীন আয়বাককে দিল্লী শহর জায়গীর হিসাবে প্রদান করেন। ইহার অর্থ এই ছিল না যে, দিল্লীর সমস্ত ভূমিই আয়বাকের আয়ত্তাধীনে আসিয়া গিয়াছিল, বরং উহার অর্থ ছিল যে, উহার বাৎসরিক খারাজ আয়বাকের নামে দেওয়া হয়। পরবর্তী কালে আয়বাক এই পন্থাই অবলম্বন করেন। এমনিভাবে শিহাবুদ্দীন গূ'রী বিজিত অঞ্চলসমূহ আয়বাককে জায়গীর হিসাবে প্রদান করেন। ইহাও ছিল ইক্'তা'ই ইক্'লীমেরই একটি দিক। ইহার পর সরকারী ভূমি অথবা সৈনিকদের জায়গীর কখনও কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়া থাকিলে তাহার কারণ ছিল, খারাজ আদায় না করা অথবা বিদ্রোহ ও গোলযোগের কারণে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের ভূমি দখল করিয়া লওয়া অথবা উক্ত ভূমির কোন ওয়ারিছই ছিল না। মোটকথা, অন্য সকল ইসলামী রাষ্ট্রের ন্যায় এই উপমহাদেশেও বিজিত অঞ্চলের বাসিন্দাগণ তাহাদের আপন আপন ভূমির মালিক হিসাবে বহাল থাকে। অবশ্য কোন বিশেষ কারণবশত সরকার কোন কোন ভূমি দখল করিয়া লইত।

ইমাম আবূ য়ূসুফ (র) তাঁহার কিতাবু'ল-খারাজেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রামাণ্য ও যুক্তিযুক্ত কোন অধিকার ছাড়া কাহারও নিকট হইতে কোন জিনিস লওয়ার শাসকের কোনরূপ অধিকার নাই। পরবর্তী কালে ফিক্'হবিদগণ এই মৌলনীতিই বলবৎ রাখেন। এই কারণেই সুলত'ান মাহমূদ গা'যনাবী ও সুলত'ান শিহাবুদ্দীনের সময়ে যখন একের পর এক রাজ্য বিজিত হইতে শুরু করে তখন হিন্দুস্তানের রাজন্যবর্গ তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয়। ফলে তাহাদের রাজত্ব তাহাদেরই হস্তে থাকে এবং তাহারা তাহাদের ভূমির অথবা অন্য কথায় তাহাদের জায়গীরের নিয়মিত খারাজ আদায় করিত। সৈনিকদের জায়গীর লাওয়ারিছ' ভূমি অথবা সরকারী খাস ভূমি হইতে দেওয়া হইত। এইরূপ একটি সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাধীন সৈনিকগণ তাহাদের স্বার্থের বিনিময় পাইতে থাকে। এমনিভাবেই পাঁচ হাযারী, সাত হাযারী প্রভৃতি পদের সূত্রপাত হয়। 'আলাউদ্দীন খালজী জায়গীরদারীর পরিবর্তে নগদ বেতন পদ্ধতি চালু করেন। আর সুলত'ান মুহ'াম্মাদ তুগ'লকও ইহা বলবৎ রাখেন। ফীরূয তুগ'লক এই পদ্ধতি পরিবর্তন করিয়া পুনরায় পূর্বের পদ্ধতি চালু করেন অর্থাৎ নগদ বেতনের পরিবর্তে জায়গীরদারী চালু করেন। ইহার পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা চলিতে থাকে, ইক্'তা'দারগণও উহাতে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। শের শাহ এই অনিয়ম দূর করেন। যদিও শের শাহী আইনেও সৈনিকদের খেদমতের বিনিময় নগদ বেতনের পরিবর্তে জায়গীরদারী পদ্ধতিতে প্রদান করা হইত; কিন্তু তাঁহার নিয়ম ছিল, তিনি জায়গীরদারদের এক স্থান হইতে অন্যত্র বদলী করিয়া দিতেন। পরবর্তী কালে মুগলদের শাসন কায়েম হইলে তাঁহারাও শের শাহী ভূমি-নীতির অনুসরণ করেন।

ইক্'তা'ই খারাজ দ্বারা সৈনিকদের খেদমতের বিনিময় দেওয়া ছাড়াও এই পন্থাকে শাসক সৈনিকদের অনুগত রাখিবার একটি কার্যকর পন্থা বলিয়া মনে করিতেন। উল্লেখ্য যে, ইক্'তা'-এর মূল ভিত্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর হ'াদীছ' "আদী ভূমি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের, উহা জনগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।" ইক্'তা'ই ইক্'লীম এবং ইক্'তা-ই খারাজ যুগের সৃষ্টি। খলীফা 'উমার ফারূক' (রা)-এর খিলাফাত আমলে সিরিয়া বিজয়ের পর বায়তু'ল-লাহ্'মের একটি ভূখণ্ড যে তামীম দারী (রা)-কে দেওয়া হয়, উহাও ইক্'তা'ই খারাজের এমন কোন উদাহরণ ছিল না— যাহার উপর সৈনিকদের জায়গীরদারীকে কি'য়াস করা যাইতে পারে। তিনি উহা এইজন্য পাইয়াছিলেন যে, উহা ছিল তাঁহার নিজ গ্রাম (দ্র. কিতাবু'ল-আমওয়াল, পৃ. ২৭৪-২৭৫)। মোটকথা, সরকারী কার্যক্রম সর্বদা ফিক্'হবিদগণের এই সিদ্ধান্তের উপরই ছিল যে, কেবল সরকারী মালিকানাধীন ভূমিই জায়গীর হিসাবে দেওয়া যাইবে আর উহা সরকারী মালিকানাধীনই থাকিবে। ইহা ছাড়া আর যত ভূমি আছে অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি উহা মালিকদেরই করায়ত্তে থাকিবে। উপমহাদেশের 'উলামা-ই-কিরাম, যথা শাহ 'আবদু'ল-'আযীয, শায়খ জালাল থানেশ্বরী এবং অন্যান্য 'আলিম ও ফিক্'হবিদও এই মত অবলম্বন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : ফিক্'হ, হ'াদীছ' এবং ইতিহাসের মৌলিক গ্রন্থাদি ছাড়াও : (১) আবূ 'উবায়দ আল-কা'সিম ইব্‌ন সাল্লাম, কিতাবু'ল-আমওয়াল, সম্পা. মুহ'াম্মাদ হ'ামিদ আল-ফিক্'কী; (২) মুফতী মুহ'াম্মাদ শাফী', ইসলাম কা নিজামে আরাদী; ইদারাতু'ল-মা'আরিফ, করাচী; (৩) শায়খ জালাল থানীসারী, রিসালা-ই হিন্দ, মুফতী মুহ'াম্মাদ শাফী'-র মালিকানায় পাণ্ডুলিপি; (৪) ইব্‌ন হ'াযম, আল-মুহাল্লা, ইদারাতু'ত'-তাবা'আতু'ল-মুনীরিয়্যা ১৩৪৮ হি.; (৫) আল-মাওয়ারদী, আল-আহ'কামু'স-সুলতানিয়্যা ১৩৩৭ হি., মিসর ও আস্তানা (৬) 'আলাউদ্দীন আল-কাশানী, কিতাবু'ল-বাদাই' ওয়া'স-স'নাই' ফী তারতীবি'শ-শারাই, মাত'বা'আতু'ল-জামালিয়া, মিসর; (৭) আস- সারাখসী, আল-মাবসূত, মাতবা'আতুস-সা'আদা ১৩২৪ হি.; (৮) ইব্‌ন নুজায়ম, আল-আশবাহ ওয়া'ন-নাজা'ইর, মাত্'বা'আতু'ল- মাজ্'হারী,

১৩৭০ হি., আযহার ১৩৪৮ হি.; (৯) 'আবদু'র-রাহ্‌মান আল-জাযীরী, কিতাবু'ল- ফিক্‌হ 'আলা মায্‌াহিবিল-আরবা'আ, মাত্‌বা'আ'তু দারি'ল-মা'মূন, মিসর ; (১০) আবূ য়ূসুফ, কিতাবু'ল-খারাজ, বূলাক ১৩০২ হি.; (১১) আল- জাস্‌সাস, আহকামু'ল-কু'রআন, মাতবা'আতু'ল-আওকাফ আল- ইসলামিয়া, ১৩৩৫ হি.; (১২) ইব্‌নু'ল-হাজ্‌জ, আল-মাদখাল, মিসর ১৩৪৮ হি.; (১৩) আশ-শা'রানী আল-মীযানু'ল-কুবরা, দারু ইহ্‌য়াই'ল- কুতবি'ল-'আরাবিয়্যা; (১৪) 'আলাউদ্দীন আল-হাস্‌কাফী, আদ্‌-দুর্‌রু'ল- মুখতার; (১৫) ইব্‌নু 'আবিদীন আশ-শামী, রাদ্দু'ল-মুহ্‌তার, মাতবাউ' মুজ্‌তাবাঈ, দিল্লী; (১৬) ইস্‌লামী বিশ্বকোষ, ইংরেজী, লাইডেন, ১ম সং., গ্রন্থপঞ্জী।

সায়্যিদ নাযীর নিয়াযী (দা. মা. ই.) / ডঃ আবদুল জলীল

ইক্‌তিদাব (দ্র. তাজনীস ; তাখাল্লুস)

ইক্‌তিবাস (اقتباس) ঃ আ., অর্থ কাহারও উনুন হইতে একখণ্ড 'কাবাস' (জ্বলন্ত কয়লা) কিংবা আলো গ্রহণ করা (২০ ঃ ১০ ' ২৭ ঃ ৭ ; ৫৭ ঃ ১৩)। এই কারণে পরোক্ষ অর্থ জ্ঞান অন্বেষণ এবং পবিত্র কুরআন বা হাদীছ হইতে সুনির্দিষ্ট শব্দাবলী উদ্ধৃতির বেলায় (কুরআন বা হাদীছ হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রকাশ না করিয়া) বাক্যালংকারে প্রয়োগের বেলায় প্রায়োগিক পরিভাষা হিসাবে প্রযুক্ত। কোনও কোনও বিদ্বজ্জন কেবল কুরআনের বাক্যনিচয়ে এই পারিভাষিক শব্দটির ব্যবহার সীমিত রাখেন। আবার কেহ কেহ ফিক্‌হ বা অন্যান্য বিজ্ঞানের পরিভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। তবে সকলেই স্বীকার করেন যে, গদ্য ও কবিতা উভয় ক্ষেত্রেই ইক্‌তিবাসের প্রয়োগ আছে। উদ্ধৃতির সূত্র প্রকাশ করা হইলে এবং কবিতার চরণে উদ্ধৃতিটি দেওয়া হইলে ঐ গঠনাবয়বটিকে আক্‌দ বা বন্ধন বলা হয়। ইহারই একটি সম্পর্কিত গঠনাবয়ব হইতেছে তাল্‌মীহ বা কাব্যোক্তি। ইহাতে কু'রআন বা হাদীছে'র বিখ্যাত অনুচ্ছেদসমূহের কিংবা ধর্মবহির্ভূত সাহিত্যের বিখ্যাত লেখার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়। কু'রআনের আয়াত বা বাক্যের প্রয়োগ সম্পর্কে সাহিত্য-তাত্ত্বিক রচনাগুলিতে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। তবে ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দীর আগে ইহার নিয়মাবলী এবং অপেক্ষাকৃত প্রচলিত তাদ্‌মীন-এর স্থলে সুনির্দিষ্ট পরিভাষা ই'ক্‌তিবাস-এর অস্তিত্ব ছিল না বলিয়াই মনে হয়। সুয়ূতী ইক্‌তিবাস সংক্রান্ত এক আইনগত বিতর্কের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মালিকী মায্‌হাবের অনুসারীরা ইহার হয় পুরাপুরি বিরোধিতা করিয়া থাকেন, না হয় শুধু গদ্যে ইহার প্রয়োগ অনুমোদন করেন। শাফি'ঈ মতবাদীরা ইহার সামগ্রিক প্রয়োগ অনুমোদন করেন (তু. যারকাশী, আল্‌-বুরহান ফী 'উলূমি'ল-কুরআন, কায়রো ১৩৭৬/১৯৫৭, ১খ, ৪৮৩-৪, দ্র. কু'রআনের অনুচ্ছেদসমূহের প্রবাদ হিসাবে ব্যবহার সম্পর্কে)। সাফিয়্যুদ-দীন আল্‌-হিল্লী ও তাঁহার অনুসরণে ইব্‌ন হিজ্জা ইক্‌তিবাসকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন ঃ প্রশংসাজনক, অনুমোদনযোগ্য ও আপত্তিকর (মারদূদ)। শেষোক্ত শ্রেণীর ইক্‌তিবাসকে আবার দুইটি উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ (ক) কু'রআনের অনুচ্ছেদের ব্যবহার, যাহাতে আল্লাহ্‌ নিজ সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন এবং (খ) চটুল কবিতার চরণে (গাযাল অবশ্য চটুল বিবেচিত নয়) কু'রআনের ব্যবহার। কাযবীনী ও তাঁহার অনুসারীরা উদ্ধৃত বাক্যাংশ বা বচনের কিছুটা পরিবর্তন কিংবা ভিন্ন প্রয়োগ অনুমোদন করেন।

মনে রাখা দরকার যে, রাদূয়ানী তাঁহার তারজুমানু'ল-বালাগা গ্রন্থে (সম্প. A. Ates, 118-21, 125-7 ; আরও তু. 121-5) কু'রআন শারীফের আয়াত উদ্ধৃত করিয়া ফার্‌সীতে উহার সরলার্থ দিয়াছেন (দ্র. উসামা, আল্‌-বাদী' ফী নাক্‌দি'শ্‌-শি'র, কায়রো ১৩৮০/১৯৬০, ২৮৪ ; ইব্‌নু'ল-আছীর আল-জামি'উ'ল-কাবীর, বাগদাদ ১৩৭৫/১৯৫৬, ২৪৫-৬ ; ইব্‌ন আবি'ল-ইস্‌বা', বাদী'উ'ল-কু'রআন, কায়রো ১৩৭৭/১৯৫৭, ৫২-৩; ঐ লেখক, তাহ্‌রীরু'ত-তাহ্‌বীর, কায়রো ১৩৮৩/১৯৬৩, ৩৮০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, নিহায়াতু'ল-ঈজায ফী দিরায়াতি'ল-ই'জায, কায়রো ১৩১৭/১৮০৯, পৃ. ১১২; (২)। ইব্‌নু'ল-আছীর আল্‌-ওয়াশি আল-মারকুম, বৈরূত ১২৯৮/১৮৮০, পৃ. ৮৫-১১২ ; (৩) ঐ লেখক, আল্‌-মাছালু'স-সাইর, কায়রো ১৩৫৮/ ১৯৩৯, ১খ., পৃ. ৭৬-১৪১, ২খ, পৃ. ৩৪১-২, ৩৪৭; (৪) কাযবীনী, আল্‌-ঈদাহ ফী 'উলূমি'ল-বালাগা, কায়রো ১৩৬০/১৯৫০, ৬খ., পৃ. ১৩৬-৯, ১৪২-১৪৪-৬; (৫) সাফিয়্যুদ্দীন আল-হিল্লী, শারহ্‌ কাসীদা-ই আল্‌-বাদী'ইয়্যা, কায়রো ১৩১৭/১৮০৯, পৃ. ৭০-১; (৬) তাফতাযানী, আল্‌-মুতাওওয়াল, ইস্তাম্বুল ১২৮৯/১৮৭২, পৃ. ৪৩০-১, ৪৩৩-৪, ৪৩৪-৬; (৭) ইব্‌ন হিজ্‌জা খিযানাতু'ল-আদাব, কায়রো ১৩০৪/১৮৮৬, ১৮৪-৯, ৪৪২-৫৪, ৪৫৭; (৮) সুয়ূতী, 'উকূদু'ল-জুমান, কায়রো ১৩৫৮/১৯৩৯, পৃ. ১৬৬-৯, ১৭০-২; (৯) ঐ লেখক, আল্‌-ইতকান, কলিকাতা ১৮৫৭ খৃ., পৃ. ২৬২-৬; (১০) শুরূহু'ত-তালখীস, কায়রো ১৯৩৭ খৃ., ৫খ, পৃ. ৫০৯-১৪, ৫২১-৩, ৫২৪-৯; (১১) Mehren, Die Rhetorik der Araber, Copenhagen-Nienna 1853, p. 136-8, 140-1, 141-2, 201-2.

D. B. Macdonald [S. A. Bonebakker] (E. I.[2]) / আফতাব হোসেন

ইক্‌তিসাদ (اقتصاد) ঃ ধাতুমূল قصد (কাসদ) ইহা ইফতিআল বাব-এর ক্রিয়ামূল, অর্থ ইচ্ছা করা, ইহা বিশেষ্য অর্থ মিতাচার মধ্যপন্থা, ভারসাম্যপূর্ণ পরিমিত ব্যয়, অর্থনীতি (G. Havas., Al-Faraid, A-E. Dictionary, Beirut, 1904, পৃ. ৬০৮)। ইহার ভাবগত অর্থ, যে কোন বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, অতিরঞ্জিত কিংবা অবহেলা না করা, বিচারকার্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, পক্ষপাতিত্ব না করা, ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় ও কৃপণতা না করা, অতি দ্রুত বা অতি ধীরে পথ না চলা" (মাজমা'উ'ল-লুগাহ্‌ আল-'আরাবিয়্যা, আল-মু'জামু'ল-ওয়াসীত পৃ. ৭৩৮ ; ইব্‌ন মানজূর, লিসান্‌'ল-'আরব, ১১খ., পৃ. ১৭৯)।

قال سفيان بن حسين أتدرى ما الاقتصاد هو المشى الذى ليس فيه غلو ولا تقصير.

"সুফ্‌য়ান ইব্‌ন হুসায়ন তাঁহার জনৈক শাগরিদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জান ইক্‌তিসাদ কী? অতঃপর তিনি নিজেই উত্তর দিলেন যে, ইক্‌তিসাদ হইল, প্রত্যেক বিষয়ে ঐ পথ অবলম্বন করা যাহাতে সীমলঙ্ঘনও নাই, আবার শৈথিল্যও নাই" (ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-বার্‌র, আত-তামহীদ, ২১খ., পৃ ৬৮)।

উপরোল্লিখিত অর্থসমূহের অতিরিক্ত অর্থ হইল সরল-সোজা রাস্তা, সরল ও নিকটবর্তী রাস্তা, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ইত্যাদি (পূর্বোক্ত মু'জামসমূহ)। قصد এবং ইহার ثلاثى مجرد (তিন হরফবিশিষ্ট বাব)-এর অন্যান্য

রূপান্তরের পবিত্র কু'রআনে তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِيْنَ.

"সরল পথ আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছায়, কিন্তু পথগুলির মধ্যে বক্র পথও আছে। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের সকলকেই সৎপথে পরিচালিত করিতেন" (১৬ ঃ ৯)।

قال مجاهد فى قوله وعلى الله قصد السبيل قال طريق الحق على الله.

"قَصْدُ السَّبِيْلِ"-এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ বলেন, সত্য ও সরল-সোজা পথ" (ইব্‌ন কাছীর, আত-তাফসীর, ১৬ ঃ ৯-এর ব্যাখ্যা, ২খ., পৃ. ৪৪)। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ.

"আশু লাভের সম্ভাবনা থাকিলে ও সফর সহজ হইলে উহারা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করিত, কিন্তু উহাদিগের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হইল" (৯ ঃ ৪২)।

قال ابن عباس لوكان عرضا قريبا اى غنيمة قريبة وسفرا قاصدا اى قريبا ايضا.

"سَفَرًا قَاصِدًا"-এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, সহজ ও নিকটবর্তী সফর" (পূর্বোক্ত তাফসীর, ৯ ঃ ৪২)।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ.

"তুমি পদক্ষেপ করিও সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করিও; নিশ্চয় সুরের মধ্যে গর্দভের সুরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর" (৩১ ঃ ১৯)।

وقوله واقصد في مشيك اى امش مشيا مقتصدا ليس بالبطىء المتبط ولا بالسريع المفرط بل عدلا وسطا بين بين.

"واقصد فى مشيك"-এর অর্থ হইল, তুমি মধ্যম গতিতে পথ চল। একেবারে ধীরগতি কিংবা অত্যধিক দ্রুতগতি উভয়কে পরিহার করিয়া অত্যন্ত মধ্যম ও ভারসাম্যময় ও মাঝারী গতিতে চল" (পূর্বোক্ত তাফসীর, ৩১ ঃ ১৯-এর তাফসীর)।

اقتصاد (ইক্‌তিসা'দ) ক্রিয়ামূলটি باب افتعال (-এর অধীনে) হইতে রূপান্তরিত সকল শব্দ কু'রআন-সুন্নাহ ও ফিক্‌'হের গ্রন্থসমূহে 'মধ্যপন্থা' ও ইহার সমার্থক অর্থেই ব্যবহার হইতে লক্ষ্য করা যায়। ইহার ব্যতিক্রম খুবই বিরল। পবিত্র কু'রআনে তিনটি স্থানে ইহার ব্যবহার হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُوْنَ.

"তাহারা যদি তাওরাত, ইন্‌জীল ও তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের উপর ও পদতল হইতে আহার্য লাভ করিত। তাহাদের মধ্যে একদল রহিয়াছে যাহারা মধ্যপন্থী; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ যাহা করে তাহা নিকৃষ্ট" (৫ ঃ ৬৬)।

وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيَاتِنَا اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ.

"যখন তরংগ তাহাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মত তখন উহারা আল্লাহ্‌কে ডাকে তাঁহার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া। কিন্তু যখন তিনি তাহাদেরকে উদ্ধার করিয়া স্থলে পৌঁছান তখন তাহাদের কেহ কেহ সরল পথে থাকে; কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে" (৩১ ঃ ৩২)।

قوله تعالى : فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ قَالَ ابن زيد هو المتوسط فى العمل.

"ইব্‌ন যায়দ বলেন, এই আয়াতেও مقتصد অর্থ কার্যে মধ্যমপন্থী ব্যক্তি" (ইব্‌ন কাছীর, আত্-তাফসীর, ৩১ ঃ ৩২-এর তাফসীর)।

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ.

"অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করিলাম আমার বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাদেরকে আমি মনোনীত করিয়াছি; তবে তাহাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্যপন্থী, এবং কেহ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। ইহাই মহাঅনুগ্রহ" (৩৫ ঃ ৩২)।

মোট কথা, ইক্‌তিসা'দ অর্থ মধ্যম পন্থা বা মধ্যম পদ্ধতি। আর এই কারণেই ইসলামী অর্থনীতিকে আরবীতে النظام الاقتصادى বলা হয়। কেননা ইলামী অর্থনীতি মধ্যম পন্থায় জীবন যাপনের পদ্ধতি ও পথ নির্দেশ করে (আবুল-ফাতাহ্ মুহাম্মাদ ইয়াহ্ইয়া, ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন, পৃ. ১)।

ইক্‌তিসা'দ (মধ্যমপন্থা)-এর গুরুত্ব

ইক্‌তিসা'দ শব্দটি কু'রআন, সুন্নাহ ও ফিক্‌'হে ব্যবহৃত ই'তিদাল (اعتدال মধ্যপন্থা, ভারসাম্যতা, সামঞ্জস্যতা) ও তাওয়াস্‌সুত (توسط মধ্যবর্তিতা, মধ্যে অবস্থান)-এর সমার্থক। প্রতিটি ক্ষেত্রে মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও ফযীলত অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ (স)-এর শারীরিক গঠন ছিল স্বাভাবিকভাবে মধ্যম যাহার বর্ণনা বিভিন্ন হাদীছে পাওয়া যায় ঃ

عن الجريرى عن ابى الطفيل قال رأيت رسول الله ﷺ وما على وجه الارض رجل راه غيرى قال فقلت له فكيف رايته قال كان أبيض مليحا مقصدا.

"তাবি'ঈ আল-জুরায়রী-এর বর্ণনা, আবু'ত্-তুফায়ল (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখিয়াছি। বর্তমানে পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর কেহ এমন নাই যে তাঁহাকে দেখিয়াছে। আল-জুরায়রী বলেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে কেমন দেখিয়াছেন? বলিলেন, তিনি ছিলেন লাবণ্যময় শুভ্র বর্ণের মধ্যম গঠনের" (মুসলিম, আস্-সাহীহ, কিতাবু'ল-ফাদ'াইল, বাব নং ২৮, হাদীছ নং ৬২১৮)।

হ'াদীছ শরীফে বর্ণিত مقصد (মধ্যম গঠনের) ব্যাখ্যা হইল ঃ

قصد : فى صفته عليه الصلاة والسلام كان ابيض مقصدا هو الذى ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم كأن خلقه نحى به القصد من الأمور والمعتدل الذى لا يميل إلى احد طرفى التفريط والافراط وفيه القصد القصد تبلغوا اى عليكم بالقصد من الأمور فى القول والفعل وهو الوسط بين الطرفين.

"রাসূলুল্লাহ (স)-এর শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি ছিল مقصد (মুক'াস্'স'াদ), অর্থাৎ তিনি গঠন না দীর্ঘাকৃতির ছিলেন, না খর্বাকৃতির, না স্থূলকায় ছিলেন, না শীর্ণকায়। তাঁহার সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন এতদূর মধ্যম ও সামঞ্জস্যতা উদ্দেশ্য ছিল যে, উহাতে না থাকিবে কোনরূপ বাহুল্য আর না থাকিবে বিন্দুমাত্র ত্রুটি" (আন্-নিহায়া ফী গ'ারীবি'ল-হ'াদীছ, ৪খ., পৃ. ৬৭)।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইবাদত-বন্দেগী, মু'আমালা, সামাজিক আচার-ব্যবহার ও সাংসারিক জীবন ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থাই ছিল স্বভাবজাত। যেমন নিম্নের হ'াদীছ শরীফের দ্বারা ইহাই সুস্পষ্ট হয়।

عن أنس بن مالك عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى ﷺ يسألون عن عبادة النبى ﷺ فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبى ﷺ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإنى أصلى الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج ابدا فجاء رسول الله ﷺ فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله انى لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنى اصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى (البخارى الصحيح، كتاب النكاح باب ١ الترغيب فى النكاح رقم الحديث : ٥١١٨)

'আনাস (রা) বলেন, একদা তিন ব্যক্তি নবী (স)-এর বিবিগণের ঘরে আসিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইবাদাত সম্পর্কে জানিতে চাহিলেন। তাহাদিগকে জানানো হইলে তাহারা তাঁহার ইবাদতকে স্বল্প ভাবিলেন। পরক্ষণেই তাহারা বলিলেন, নবী (স)-এর সহিত আমাদের কিসের তুলনা? তাঁহার অগ্র-পশ্চাতের সমস্ত গুনাহ মা'ফ। অতঃপর তাহাদের একজন বলিলেন, এখন হইতে আমি সারা রাত নফল সালাতে কাটাইয়া দিব; ইহার ব্যতিক্রম কখনও করিব না। অপরজন বলিলেন, এখন হইতে সর্বদা রোযা রাখিয়া চলিব; কখনও রোযা না রাখিয়া থাকিব না। অপর সঙ্গী বলিলেন, আমি কখনও বিবাহ করিবনা। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (স) আসিয়া বলিলেন, তোমরাই কি এই ধরনের কথা বলিয়াছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে অধিক ভয় করি আর তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ভীরু অথচ আমি রোযাও রাখি আবার রোযা না রাখিয়াও থাকি, অনুরূপভাবে রাত্রিকালে নফল সালাতও আদায় করি এবং শয়নও করি। অনুরূপভাবে বিবাহ-শাদীও করি। এই সবই হইল আমার তরীকা। আর আমার জীবন পদ্ধতি হইতে যেই বক্তি মুখ ফিরাইয়া লইবে সে আমার উম্মাতভুক্ত থাকিবে না" (বুখারী, আস্-সাহীহ, কিতাবু'ন্-নিকাহ', বাব নং ১, হ'াদীছ নং ৫০৬৩)।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মহান চরিত্র ও আখলাকের মধ্যেও ছিল পূর্ণতার সাম্যতা। কাযী ইয়াদ বলেন ঃ

واما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عما فوقه وأثنى على الشرع على جميعها وأمربها ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها ووصف بعضها بأنه من أجزاء النبوة وهى المسماة بحسن الخلق وهو الإعتدال فى قوى النفس وأوصافها، والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافها فجميعها قد كانت خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الانتهاء فى كمالها والإعتدال إلى غايتها حتى أثنى الله بذلك عليه فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. (٦٨ : ٤) (كتاب الشفاء، ج : ١، فصل فى الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة)

"প্রশংসনীয় আখলাক ভদ্রোচিত শিষ্টাচারসমূহের মধ্য হইতে অর্জনীয় এমন কিছু গুণাবলী রহিয়াছে যেইগুলি সম্পর্কে জ্ঞানীগণ একমত যে, এই সমস্ত গুণাবলী হইতে শুধু একটি গুণের দ্বারাও যদি কোন ব্যক্তি গুণান্বিত হয় তবুও তিনি মর্যাদা ও সম্মানের যোগ্য হইবেন। আর যদি তাহার অধিক হয় তাহা হইলে তাহার মর্যাদার কথা বলাই বাহুল্য। ইসলামী শারী'আত এই গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছে এবং ঐগুলি অর্জনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং সেইসব গুণীজনের জন্য চিরসৌভাগ্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। সেই গুণাবলীর কতকটিকে নবূওয়াতের একটি অংশ বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। এই গুণাবলীকেই এক কথায় হু'স্নে খুলুক' (حسن الخلق) তথা উত্তম চরিত্র বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। আর এই হু'সনে খুলুক'-এর সারমর্ম হইল, আত্মার যাবতীয় শক্তি ও গুণাবলীর পরে ভারসাম্যতা ও মধ্যমাবস্থা সৃষ্টি হওয়া যেন কোন একটি শক্তি কিংবা গুণের প্রাবল্য না ঘটে। এই গুণাবলীর প্রত্যেকটিই পরিপূর্ণ মাত্রায় ও পরিপূর্ণ ভারসাম্যের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল, এমনকি আল্লাহ্

তা'আলা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত" [৬৮ ঃ ৪] (কাযী 'ইয়াদ, কিতাবু'শ-শিফা, ১খ., অর্জনীয় গুণাবলী সংক্রান্ত অধ্যায়)।

ইহা ছাড়া উম্মাতে মুহ'াম্মাদীর বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য হইল, 'উম্মাতান ওয়াসাত'ান (أمة وسطا)। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

"এইভাবে আমি তোমদিগকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি যাহাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হইবে" (২ ঃ ১৪৩)।

আয়াতে উল্লেখিত وسط -এর ব্যাখ্যায় তাবারী বলেন ঃ

وأنا أرى أن الوسط فى هذا الموضع هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذى هو بين الطرفين ... وأرى أن الله تعالى إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم فى الدين فلا هم أهل غلو فيه غلو ... النصارى ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود... ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور ألى الله أوسطها (الطبرى التفسير تحت تفسير)

"আমি মনে করি, এই আয়াতে وسط -এর অর্থ দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী অংশ এবং আমার মতে আল্লাহ্ তা'আলা এই উম্মাতের প্রশংসা করিয়াছেন এই কারণে যে, ইহাদের দীনের মধ্যে য়াহূদী ধর্মের মত কঠোরতাও নাই এবং খৃষ্ট ধর্মের মত শিথিলতাও নাই, বরং তাহারা মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ উম্মত। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। কেননা আল্লাহ্‌র নিকট মধ্যম পদ্ধতিই সর্বাধিক প্রিয়" (ত'াবারী, আত্-তাফসীর দ্র. ২ ঃ ১৪৩, ২খ., পৃ. ৬)।

মোটকথা, কু'রআন, সুন্নাহ ও ফিক্'হে এবং সাধারণ বিবেচনায়ও 'ইক্‌তিসাদ' তথা মধ্যমপন্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ইক্‌তিসাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও উহার উপকারিতা

عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ لن ينجى أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا ان يتغمدنى الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا.

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমাদের 'আমল তোমাদের কাহাকেও কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্‌র আযাব হইতে রক্ষা করিবে না। সাহাবাগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকেও না? বলিলেন, না। আমাকেও না যদি না আল্লাহ্ আপন রহমতের দ্বারা আমাকে আচ্ছাদিত করিয়া দেন। তোমরা (মধ্যম পন্থায়) সঠিক আমল করিবার চেষ্টা কর। (পরিপূর্ণভাবে সঠিক করিতে না পারিলে) সঠিকের কাছাকাছি পৌঁছিতে চেষ্টা করিবে এবং সকালে-বিকালে ও রাত্রের শেষাংশের সময়গুলিতে সকল ক্ষেত্রেই মধ্যমপন্থা আর ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন কর, তাহা হইলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে সক্ষম হইবে" (বুখারী, আস্-সাহীহ্, কিতাবু'র-রিকাক', বাবুল কাসদি ওয়াল-মুদাওয়ামাতি, হাদীছ নং ৫৯৮২, কিতাবুল 'ঈমান, বাব নং ৩০, আদ-দীনু য়ুস্‌রুন, হাদীছ নং ৩৯)।

بعن عبد الله بن عباس أن نبى الله ﷺ قال إن الهدى الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة.

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন, দীনী বিষয়াবলীতে উত্তম তরীকা, উত্তম উপায় ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা নবূওয়াতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ" (আবূ দাউদ, আস্-সুনান, কিতাবু'ল-আদাব, বাবুন ফি'ল-ওয়াকার, বাব নং ২, হাদীছ নং ৪৭৭৮)।

عن أبى الصلت قال كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد فى امره واتباع سنة نبيه ﷺ إلخ.

'আবুস্-সালত (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি 'উমার ইব্‌ন 'আবদি'ল-'আযীয (র)-এর নিকট তাক্‌দীর সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া পত্র পাঠাইল। জবাবে তিনি লিখিলেন, আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও তাঁহার নবী কারীম (স)-এর প্রতি সালাত ও সালাম নিবেদনের পর কথা হইল ঃ আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁহার বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং নবী কারীম (স)-এর অনুসরণ কর" (আবূ দাউদ, আস্-সুনান, কিতাবু'স্-সুন্নাহ, বাব নং ৭, হাদীছ নং ৪৬১৪)।

عن حسان قال ما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد الناس منه قربا من رحمة الله وقال في حديث آخر ما ازداد عبد علما إلا ازداد قصدا ولا قلد الله عبدا قلادة خيرا من سكينة.

"হাস্‌সান (রা) বলেন, বান্দা আল্লাহ্ সম্পর্কে যত বেশী 'ইলম অর্জন করিবে আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে মানুষ ততবেশী তাহার নিকটবর্তী হইবে। অপর বর্ণনায় তিনি বলেন, বান্দা আল্লাহ্ সম্পর্কে যতবেশী 'ইলম অর্জন করিবে তাহার মধ্যে মধ্যমপন্থা ততবেশী বৃদ্ধি পাইব এবং আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে প্রশান্তির চেয়ে উত্তম কোন উপহার দান করেন নাই। (আদ-দারিমী, আস্-সুনান, মুক'াদ্দামা, বাব আত-তাওবীখু লিমান য়াত'লুবু'ল-'ইলমা লিগ'ায়রিল্লাহ, হ'াদীছ নং ৩৮৯)।

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ ما عال من اقتصد.

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি খরচে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে সে কখনও দরিদ্র হয় না" (আল-হায়ছামী, মাজমা'উ'য্-যাওয়াইদ, কিতাবু'ল-বুয়ূ', বাবু'ল-ইক্‌তিসাদ, ১০খ., পৃ. ২৫২-৩)।

وعن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ ما عال مقتصد قط وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن القصد فى الغنى وأحسن القصد فى الفقر وأحسن القصد فى العبادة. المذكور السابق)

"আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ব্যয়ে মধ্যপন্থী কখনও দরিদ্র হয় না। হু'য'য়ফা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কতইনা উত্তম কতইনা উত্তম, প্রাচুর্যাবস্থায় মধ্যপন্থা, কতইনা উত্তম দারিদ্র্যবস্থায় মধ্যমপন্থা এবং কতইনা উত্তম ইবাদাতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা (পূর্বোক্ত)।

ইক্‌তিস্‌াদ অবলম্বন না করায় ভর্ৎসনা

عن سعد بن ابى وقاص قال لما كان من امر عثمان بن مظعون الذى كان من ترك النساء بعث إليه رسول الله ﷺ فقال يا عثمان إنى لم أومر بالرهبانية أرغبت عن سنتى قال لا يا رسول الله قال إن من سنتى أن أصلى وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق فمن رغب عن سنتى فليس منى يا عثمان إن لاهلك عليك حقا ولعينك عليك حقا.

"সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, 'উছমান ইব্‌ন মাজ'উন (রা) (অধিক ইবাদতের উদ্দেশ্যে) যখন নিজ স্ত্রীদের হইতে আলাদা হইয়া গেলেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, আমি বৈরাগ্যতার জন্য আদিষ্ট হই নাই। তুমি কি আমার সুন্নাত হইতে মুখ ফিরাইয়া এইরূপ করিয়াছ? তিনি বলিলেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন, আমার সুন্নাত হইল, আমি রাত্রে সালাতও আদায় করি এবং নিদ্রাও যাই, নফল রোযাও রাখি, আবার কোন দিন পানাহারও করি এবং বিবাহ করি ও (প্রয়োজনে) বিবিদেরকে দূরেও রাখি। এই সবই হইল আমার সুন্নাত। আর আমার সুন্নাত হইতে যেই ব্যক্তি মুখ ফিরাইবে সে আমার উম্মাতভুক্ত নহে। হে 'উছমান! তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক রহিয়াছে এবং তোমার উপর তোমার চোখেরও হক রহিয়াছে (আদ্-দারিমী, আস্-সুনান, কিতাবু'ন্-নিকাহ, বাবু'ন-নাহী 'আনিত্-তাবাত্তুল, হাদীছ নং ২০৭৫)।

عن حذيفة قال قال رسول الله ﷺ لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق.

"হু'য'য়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মু'মিন ব্যক্তির উচিত নয় যে, নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করিবে। সাহাবাগণ আরয করিলেন, মানুষ নিজেকে কিভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে? বলিলেন, যেই কষ্ট বরদাশ্‌ত করিতে সে অক্ষম তাহা করিতে নিজেকে নিয়োজিত করা।"

তাহারাত অর্জনের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা

عن سفينة قال كان النبى ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.

সাফীনা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) এক মুদ (প্রায় ৮০০ গ্রাম) পানি দ্বারা উযু এবং এক সা' (প্রায় ৩ কেজি ২০০ গ্রাম) পানি দ্বারা গোসল করিতেন (আবূ আ'ওয়ানা, আল-মুসনাদ, বাব-বায়ানিল ইক্‌তিস্‌াদি ফী সাব্বি'ল-মায়ি ফিল উদূ'য়ি ওয়াল-গু'সলি, হ'াদীছ নং ৬২৫-৩৪)।

'ইবাদতসমূহে ইক্‌তিস্‌াদ

وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً.

"তোমার সালাতে স্বর উচ্চ করিও না এবং অতিশয় ক্ষীণও করিও না; দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর" (১৭ঃ১১০)।

عن عائشة أن النبى ﷺ دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه.

"আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। (স) তাঁহার নিকট আসিয়া একটি মহিলাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, ইনি কে? 'আইশা (রা) বলিলেন, অমুক। সে তাহার দীর্ঘসময় সালাতে লিপ্ত থাকার কথা আমাকে শুনাইতেছে। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, থাম, তোমাদের উচিত সামর্থ্যানুযায়ী ইবাদত করা। আল্লাহ্‌র কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা (ইবাদত করিতে করিতে) বিরক্ত না হও ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলাও বিরক্ত হন না। আর আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোত্তম ইবাদত তাহাই যাহার উপর বান্দা নিরবচ্ছিন্নভাবে অটল থাকে" (বুখারী, আস্-সাহীহ্, কিতাবু'ল-ঈমান, বাব নং ৩৩, হ'াদীছ নং ৪৩)।

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لى رسول الله ﷺ يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة ايام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد على قلت يا رسول الله! إنى أجد قوة قال فصم صيام نبى الله داود عليه السلام ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبى الله دود عليه السلام قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعد ما كبر يا ليتنى قبلت رخصة النبى ﷺ.

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইবনি'ল-'আস' (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) আমাকে বলিলেন, হে 'আবদুল্লাহ! আমার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, তুমি দিনভর রোযা রাখ এবং রাতভর নফল সালাতে দণ্ডায়মান থাক; ইহা কি সত্য? আমি বলিলাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, তাহা হইলে এখন হইতে আর এইরূপ করিও না। এক দিন রোযা রাখিলে আরেক দিন রোযা না রাখিয়া থাক। অনুরূপভাবে রাত্রে সালাতে দণ্ডয়মান থাক এবং নিদ্রাও যাও। কেননা তোমার শরীরেরও তোমার উপর দাবি রহিয়াছে, তোমার চক্ষুরও তোমার প্রতি দাবি রহিয়াছে, তোমার স্ত্রীরও হক রহিয়াছে তোমার উপর এবং তোমার দর্শনার্থীরও তোমার প্রতি হক রহিয়াছে। তোমার জন্য প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখাই যথেষ্ট। কেননা প্রতি নেকীর বিনিময়ে দশ গুণ প্রতিদান রহিয়াছে। এইভাবে তুমি সারা বৎসর রোযা

রাখার ছাওয়াব পাইয়া যাইবে। ('আবদুল্লাহ (রা) বলেন,) কিন্তু আমি নিজেই আরও কঠিন আমল করিতে চাহিলে আমার উপর আরও কঠিন্য আরোপ করা হয়। (তাহা এইভাবে) আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ইহার চেয়ে অধিক সামর্থ্য রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে নবী দাউদ (আ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী সিয়াম সাধনা কর, তাহার অধিক করিও না। বলিলাম, দাউদ (আ)-এর রোযা কিরূপ ছিল? বলিলেন, অর্ধেক বৎসর অর্থাৎ একদিন রোযা রাখা এবং একদিন না রাখা। অতঃপর বার্ধক্যে উপনীত হইয়া আবদুল্লাহ (রা) আক্ষেপ করিয়া প্রায়ই বলিতেন, হায়! কতইনা ভাল হইত যদি আমি নবী (স) অনুমোদিত সহজ পদ্ধতিটি মানিয়া লইতাম" (বুখারী, আস্-সাহীহ, কিতাবু'স্-সাওম, বাব নং ৫৫, হা'দীছ নং ১৮৩৯)।

জীবিকা উপার্জনে ইক্‌তিসা'দ

عـن أبـى هـريـرة أن رسـول الـلـه ﷺ قـال يـاايـهـا الـنـاس إن الـغـنـى لـيـس عـن كـثـرة الـعـرض ولكن الـغـنـى غـنـى النـفـس وان الله عـز وجل يوف عـبـده ما كتب لـه من الرزق فـاجملوا فى الطلب خذوا ما حل ودعو ما حرم.

"আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হে লোকসকল! অধিক ধন-সম্পদের নাম সচ্ছলতা নহে, বরং মনের মুখাপেক্ষীহীনতাই স্বচ্ছলতা এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বান্দার জন্য যেই পরিমাণ জীবিকা বরাদ্দ করিয়া রাখিয়াছেন তাহা তিনি অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে দান করিবেন। সুতরাং জীবিকা অন্বেষণে উত্তম পথ অবলম্বন কর। হা'লাল গ্রহণ কর এবং হা'রাম বর্জন কর" (হায়ছামী, মাজমাউ'য্-যাওয়াইদ, কিতাবু'ল-বুয়ূ', বাবু'ল-ইক্‌তিসা'দ ফী ত'লাবি'র-রিয্‌ক, ৪খ., পৃ. ৭০-২)।

وعن الحسن بن على قال صعد رسول الله ﷺ المنبر يوم غـزوة تـبـوك فـحـمـد الله وأثنى عليه ثم قال ياايها الناس إنـى مـا أمـركم إلا مـا أمـركم بـه الله ولا أنـهـا كـم إلا عن مـا نـهاكم الله عنه فاجملوا فى الطلب فو الذى نفس أبى القاسم بيده إن أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه أجله فـان تـعـسـر عليكم منه شيء فـاطلبوه بطاعة الله عـز وجل.

"হা'সান ইব্‌ন 'আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তাবূক যুদ্ধের দিন মিম্বরে আরোহণ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও তা'রীফের পর বলিলেন, হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে সেই আদেশই করিব যাহা আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ করিয়াছেন এবং সেই নিষেধই করিব যাহা আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং জীবিকা উপার্জনের সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বন কর। যেই সত্তার হাতে আমি আবু'ল-কাসিম-এর প্রাণ তাঁহার শপথ! তোমাদিগের প্রত্যেকের রিযিক তাহাকে এরূপ তালাশ করে যেইরূপ তাহার মৃত্যু তাহাদেরকে তালাশ করিয়া থাকে। তবে কাহারও সাময়িক অসচ্ছলতা দেখা দিলে সে যেন আল্লাহ্র আনুগত্যের দ্বারা উহার সমাধান করিতে চেষ্টা করে" (পূর্বোক্ত)।

ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা

وَالَّذِيْنَ اِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.

"এবং যখন তাহারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তাহারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়" (২৫ : ৬৭)।

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا.

"তুমি তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধ করিয়া রাখিও না এবং উহা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করিও না, তাহা হইলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হইয়া পড়িবে" (১৭ : ২৯)।

হা'সান (রা) বর্ণনা করেন, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে স্ব স্ব পরিবারের জন্য কি পরিমাণ খরচ করিতে হইবে? তিনি বলিলেন, তোমরা নিজ নিজ পরিবারের উপর অপচয় ও কার্পণ্য না করিয়া যতখানি খরচ করিবে তাহা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করিয়াছ বলিয়া গণ্য হইবে" (শু'আবু'ল-ঈমান, বাবু'ল-ইক্‌তিসা'দ ফিন্ নাফাকা, ৫খ., পৃ. ২৫১, হাদীছ নং ৬৫৫৪)।

عن ابن عـمـر قـال قـال رسـول الله ﷺ الاقتصاد فى النفقة نصف المعيشة والتودد إلى الناس نصف العقل وحسن السؤال نصف العلم.

'ইব্‌ন 'উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা অর্ধেক উপার্জনের সমান, মানুষের সাথে সম্প্রীতি রক্ষা অর্ধেক বুদ্ধিমত্তা, আর সুন্দরভাবে প্রশ্ন করা জ্ঞানের অর্ধেক (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২, হা'দীছ নং ৬৫৬৮)।

قال أبو زكريا العنبرى يقول من كانت همته دون ماله كانت رجله ثابتة فى ركابه ومن كانت همته فوق ماله زالت رجله عن ركابه.

"আবূ যাকারিয়া আল-'আম্বরী (রা) বলেন, যাহার ব্যয়ের আকাঙ্ক্ষা তাহার উপর্জনের চেয়ে কম থাকিবে সে পদস্খলন হইতে রক্ষা পাইবে। পক্ষান্তরে যাহার খরচ তাহার উপার্জনের অধিক, তাহার পদস্খলন অতি স্বাভাবিক" (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯, হা'দীছ নং ৬৫৮৯)।

وعن طلحة بن عبيد الله قال رسول الله ﷺ من اقتصد أغناه الله ومن بذر أفقره الله ومن تواضع رفعه الله ومن تجبر قصمه الله.

"তা'লহা' ইব্‌ন 'উবায়দিল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে স্বাচ্ছন্দ দান করিবেন। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি অপচয় করিবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে অভাবী রাখিয়া দিবেন। অনুরূপভাবে যেই ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য বিনয় অবলম্বন করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন। পক্ষান্তরে যে ক্ষমতার দাপট দেখাইবে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার ঘাড় মটকাইয়া দিবেন" (পূর্বোক্ত)।

মসজিদ নির্মাণে ইক্‌তিস্‌াদ

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى

'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, মসজিদসমূহ সুউচ্চ ইমারতরূপে নির্মাণের জন্য আমাকে আদেশ করা হয় নাই। হ্‌াদীছ শরীফের ব্যাখ্যায় 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, "মসজিদসমূহ য়াহূদী ও খৃষ্টানদের ন্যায় সুসজ্জিত ও কারুকার্যময় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে" (শাওকানী, নায়লু'ল-আওত্‌ার, কিতাবুল-লিবাস, বাবুল-ইক্‌তিস্‌াদ ফী বিনাই'ল-মাসাজিদ, ২খ., পৃ. ১৪৯)।

ভালবাসা ও শত্রুতা পোষণে ইক্‌তিস্‌াদ

عن أبى هريرة أراه رفعه قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما (الترمذى السنن الجامع كتاب البر والصلة باب-٦٠ ما جاء فى الاقتصاد فى الحب والبغض رقم الحديث : ٢١٢٨)

"আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা (তাঁহার শাগরিদ বলেন), মনে হয় তিনি নিজের পক্ষ হইতে না বলিয়া) রাসূলুল্লাহ (স)-এর হ্‌াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন, তোমার বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্বের অতিশয্য মুক্ত থাকিবে। কেননা হইতে পারে একদিন সে তোমার শত্রুতে পরিণত হইবে। অনুরূপভাবে তোমার শত্রুর সহিতও শত্রুতার আতিশয্য মুক্ত থাকিবে। কেননা হইতে পারে সে কালে তোমার বন্ধুতে পরিণত হইবে (তিরমিয্‌ী, আস্‌-সুনান, কিতাবু'ল-বির্‌রি ওয়াস্‌-সি্‌লাহ, বাব-৬০ মা জাআ ফি'ল-ইক্‌তিস্‌াদ ফিল-হু্‌ব্বি ওয়াল-বুগ্‌দি, হাদীছ নং ২১২৮; তু. বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, বাংলা অনু. মুহাম্মদ মূসা, অনুচ্ছেদ ৬৪৩, নং ১৩৩৮, 'আলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত)।

প্রাপ্তিতে ও হারানোতে ইক্‌তিস্‌াদ

لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوْا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

"ইহা এইজন্য যে, তোমরা যাহা হারাইয়াছ তাহাতে যেন বিমর্ষ না হও এবং যাহা তিনি তোমাদেরকে দিয়াছেন তাহার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে" (৫৭ ঃ ২৩)।

ওয়া'জ-নসীহতে ইক্‌তিস্‌াদ

عن شقيق قال كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظره فمر بنا يزيد بن معاوية النخعى فقلنا أعلمه بمكاننا فدخل عليه فلم يلبث أن خرج علينا عبد الله فقال إنى أخبر بمكانكم فما يمنعنى أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم إن رسول الله ﷺ كان يتخولنا بالموعظة فى الايام مخافة السامة علينا.

"শাকীক (র) বলেন, আমরা হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা)-এর বাড়ীর ফটকের সামনে বসিয়া তাঁহার বাহির হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। ইতোমধ্যে ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আবিয়া আন্‌-নাখঈ আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলে আমরা তাহাকে বলিলাম, আমাদের এখানে অবস্থান সম্পর্কে (দয়া করিয়া) তাঁহাকে জানাইবেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই 'আবদুল্লাহ্‌ (রা) আমাদের নিকট বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন, আপনারা অপেক্ষা করিতেছেন এই সংবাদ আমি আগেই পাইয়াছি, তবুও আমার বাহির না হওয়ার এতদ্ব্যতীত আর কোন কারণ ছিল না যে, আমি নসীহত শুনাইয়া আপনাদেরকে ত্যক্ত বিরক্ত না করিয়া ফেলি। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের বিরক্তির ভয়ে বিরতি দিয়া ওয়াজ-নসীহত করিতেন (মুসলিম, আস্‌-সাহীহ, কিতাব-সি্‌ফাতিল-কি্‌য়ামাহ্‌ ওয়া'ল-জান্নাহ ওয়া'ন্‌-নার, বাব ২০, আল-ইকতিসাদ ফিল-মাওইয়াহ, হাদীছ নং ৫০৪৭)।

عن جابر بن سمرة أن النبى ﷺ كان يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويتلو آية من القرآن وكانت خطبته قصدا وصلاته قاصدا غير أن الحسن قال وكان يتلو على المنبر فى خطبته آية من القرآن.

জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) দাঁড়াইয়া খুতবা প্রদান করিতেন এবং দুই খুতবার মধ্যবর্তী সময়ে বসিতেন এবং কু্‌রআনের আয়াত তিলাওয়াত করিতেন। তাঁহার খুতবা ছিল মধ্যম ধরনের এবং তাঁহার নামাযও ছিল মধ্যম ধরনের (অতি দীর্ঘও নহে, আবার অতি সংক্ষিপ্তও নহে)। তবে হ্‌াসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) খুতবার মধ্যে কু্‌রআন কারীমের আয়াত তিলাওয়াত করিতেন" (ইব্‌ন খুযায়মা, আস্‌-সাহীহ, বাব-কি্‌রআতি'ল-কু্‌রআন ফি'ল-খুতবা ওয়াল-ইক্‌তিস্‌াদ ফিল-খুতবা ওয়াস-সালাতি জামী'আ, ২খ., পৃ. ৩৫০, হাদীছ নং ১৪৪৮)।

ইক্‌তিস্‌াদের জন্য দু'আ করা

عن عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها #بدعوات سمعتهن من رسول الله ﷺ .... فأخبر به القوم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينى ما علمت الحياة خيرا لى وتوفنى إذا علمت الوفاة خيرا لى اللهم وأسألك خشيتك فى الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق فى الرضا والغضب وأسألك القصد فى الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد .....

'আতা ইবনু'স্‌-সাইব স্বীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আম্মার ইব্‌ন য়াসির আমাদের সালাতের ইমামতী করিলেন। .... অতঃপর তিনি বলিলেন, এই সালাতের মধ্যে আমি সেই সমস্ত দু'আই করিয়াছি যেইগুলি আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি। ... অতঃপর তিনি উপস্থিত মুসল্লীগণের উদ্দেশ্যে দু'আর বাক্যগুলি শুনাইলেন। তাহা হইল- হে আল্লাহ! আপনার 'ইলমে গ্‌ায়ব (অদৃশ্য জগতের জ্ঞান) ও সৃষ্টিজগতের উপর আপনার শক্তির উসীলায় প্রার্থনা করিতেছি- যতদিন পর্যন্ত

আমার জীবন কল্যাণকর বলিয়া আপনি অবগত আছেন ততদিন পর্যন্ত আমাকে জীবিত রাখুন। পক্ষান্তরে মৃত্যুই যখন আমার জন্য কল্যাণকর জানেন তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! প্রকাশ্যে ও গোপনে আপনাকে ভয় করিবার তওফীক আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। আমার সন্তুষ্টি ও ক্রোধ উভয় অবস্থাতেই যেন হক-কথা বলিতে পারি, সেই তওফীক আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। দরিদ্রতায় ও সচ্ছলতায় মধ্যম পন্থা আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং আপনার নিকট স্থায়ী নি'মত পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করিতেছি (নাসায়ী, আস্-সুনান, কিতাবু'স্-সাহবি, বাব-৬২, নাওউন আখার, হাদীছ নং ১৩১৩)!

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ড. মুহাম্মদ ফযলুর রহমান, আল-মু'জামুল-ওয়াফী, রিযাদ প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৫ খৃ., পৃ. ১১১; (২) মাজমা'উল-লুগ'াহ 'আল-আরাবিয়্যা, আল-মু'জামু'ল-ওয়াসীত', যাকারিয়া বুকডিপো, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া, তা. বি., পৃ. ৭৩৮; (৩) ইব্ন মানযুর, লিসানুল 'আরাব, দারু ইহ'য়ায়িত্-তুরাছ আল-'আরাবী, বৈরূত ১৯৯৬ খৃ., ১১খ., পৃ. ১৭৯, দ্র. ق ص ر; (৪) ইব্ন 'আবদি'ল-বার, আত্-তাম্হীদ, ওয়াযারাতু উমূরিল আওকাফ ওয়াশ্-শুউন আল- ইসলামিয়্যা, মরক্কো ১৩৮৭ হি., মুহাক্কিক-মুস্তাফা আল-আলাবী, মুহ'াম্মদ আবদুল কবীর আল-বাক্রী, ২১খ, পৃ. ৬৮; (৫) ইব্ন কাছীর, তাফসীরু'ল-কু'রআনি'ল-'আযীম, দারুল জীল, বৈরূত, তা.বি.; (৬) আবুল বারাকাত আন্-নাসাফী, তাফ্সীরুন্-নাসাফী, দারু ইব্ন কাছীর, দামিশ্ক ১৯৯৮ খৃ., তাহ'কীক যূসুফ 'আলী বাদয়ূবী, মুহিউদ্দীন দাবীব মস্তু, উল্লেখিত সূরা ও আয়াতসমূহ দ্র.; (৭) আবুল ফাতাহ্ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া, ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ণ, কওমী পাবলিকেশন্স, ১৫৪ মতিঝিল, ঢাকা, ২০০১ খৃ., পৃ. ১; (৮) মুসলিম, আস্-সাহীহ, কিতাবুল ফাদায়িল, বাব নং ২৮, হাদীছ নং ৬২১৮, (৯) আত্-তাবারী, তাফসীরু'ত্-তাবারী, দারুল ফিক্র, বৈরূত ১৪০৫ হি.; (১০) আদ্-দারিমী, আস্-সুনান, দারুল কিতাব আল-'আরাবী, বৈরূত ১৪০৭ হি., মুহ'াক্কিক ফাওয়ায আহ'মাদ যামরালী ও খালিদ 'ইলমী, মুক'াদ্দামা; (১১) আল-হায়ছামী, মাজমাউয্-যাওয়ায়িদ, দারুল কিতাব আল-'আরাবী, বৈরূত ১৪০৭ হি.; (১২) আত্-তিরমিযী, আস্-সুনান; (১৩) আন্-নাসায়ী, আস্-সুনান; (১৪) আবূ আওয়ানা, আল-মুসনাদ, দারুল মা'রিফা, বৈরূত ১৯৯৮ খৃ., মুহ'াক্কিক আয়মান ইব্ন 'আরিফ আদ্-দিমাশকী, বাব বায়ানি'ল-ইক'তিস'াদ ফি'ল-উর্দূ..., হাদীছ নং ৬২৫-৩৪; (১৫) আল-বায়হাকী, শু'আবুল-ঈমান; (১৬) আহ'মাদ আল-কিনানী, মিস'বাহু'য্- যুজাজাহ; (১৭) আশ্-শাওকানী, নায়লু'ল-আওত'ার; (১৮) ইব্ন খুযায়মা, আস্-সাহীহ; (১৯) ইমাম বুখারী (র), আল-আদাবু'ল মুফরাদ, বঙ্গানু. মুহাম্মদ মূসা, আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা ১৪২২/২০০৬।

নূর মুহাম্মাদ

ইক্'তিসাব (দ্র. কাস্ব)

ইক্'ফা (দ্র. কাফিয়্যা)

ইক্'বাল (علامه ڈ کٹر شیخ محمد اقبال) ঃ আল্লামা ড. শায়খ, স্যার মুহাম্মাদ ইক্'বাল। ২০ য্'ল-হি'জ্জা, ১২৮৯/২২ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের সিয়ালকোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন (সিয়ালকোট পৌরসভার জন্ম-মৃত্যু রেজিস্টার-এর বরাতে দৈনিক ইন্‌কি'লাব, লাহোর ৭ মে, ১৯৩৮)। ফাকী'র সায়্যিদ ওয়াহী'দুদ্দীনের মতে তিনি শুক্রবার ৩ যু'ল-ক'া'দা, ১২৯৪/৯ নভেম্বর, ১৮৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন (রোয্গারে ফাকী'র, ২য় সং ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ২৩৭)। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই শেষোক্ত তারিখটিই গ্রহণযোগ্য মনে করেন এবং বলেন যে, স্বয়ং ইক্'বাল হিজরী তারিখের সমান ইংরেজী তারিখ সম্বন্ধে অসাবধানতাবশত তাঁহার পাসপোর্টে ১৮৭৬ খৃ. লিখিয়াছিলেন। ইক্'বালের অগ্রজ এক ভ্রাতার জন্ম-তারিখ ছিল ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ খৃ.। তিনি অতি শৈশবেই মারা যান এবং তাহা হইতে এই ভুলের সৃষ্টি। তবে অধিকাংশ প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে পাকিস্তান সরকার ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের ৯ নভেম্বরকে কবির জন্মদিন স্থির করিয়াছেন। এই দিনটি পাকিস্তানে সরকারী ছুটির দিন এবং ইহা ইক্'বাল দিবস হিসাবে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয়। কথিত আছে, জন্মের পূর্বে তাঁহার পিতা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, আকাশচারী এক কপোত তাঁহার কোলে আসিয়া পড়িল। ইহাতে তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার এক স্বনামধন্য পুত্র হইবে। আরও কথিত আছে, শিশু ইক্'বালকে প্রথমবারের মত তাঁহার পিতার কোলে দেওয়া হইলে তিনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ বড় হইয়া দীনের খিদমত করিলে বাঁচিয়া থাক, অন্যথায় এখনই মরিয়া যাও।

পূর্বপুরুষ ঃ 'আল্লামা ইক্'বালের পূর্বপুরুষগণ কাশ্মীরবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদের বংশীয় উপাধি ছিল সাপ্রু। তাঁহারা খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহ সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি একজন সূ'ফী দরবেশের প্রভাবাধীনে আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সিয়ালকোটে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং ৬০ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। ইক্'বালের পিতা শায়খ নূর মুহ'াম্মাদ (মৃ. ১৭ আগস্ট, ১৯৩০ খৃ., সিয়ালকোট) যদিও উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি ও গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন, যাহার জন্য শামসুল-'উলামা মীর হ'াসান সিয়ালকোটী (মৃ. ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ খৃ.) তাঁহাকে অশিক্ষিত দার্শনিক উপাধি দিয়াছিলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না, কিন্তু পবিত্র চরিত্র-মাধুর্য ও সূ'ফীসুলভ মেযাজের অধিকারী লোক ছিলেন। এজন্য শহরবাসীরা তাঁহাকে খুবই সম্মান করিত। স্বয়ং ইক্'বাল লিখিয়াছেন, একটি ভিক্ষুক আসিয়া আমাদের দরজায় দাঁড়াইলে আমি তাহার মাথায় আঘাত করিলাম। হঠাৎ তাহার হাত হইতে ভিক্ষালব্ধ সমস্ত জিনিস পড়িয়া গেল। ইহাতে আমার পিতা অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং অশ্রুসজল নয়নে বলিলেন, কিয়ামতের দিন সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মাতের যোদ্ধাগণ, শহীদগণ, 'আলিমগণ, আল্লাহ্-প্রেমিক সাধকগণ সকলেই একত্র হইবেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, একটি যুবক মুসলমান তোমার অধীনে ছিল। তুমি তাহাকে মনুষ্যত্বের গুণাবলী শিক্ষা দাও নাই। বল, আমি তখন কি জওয়াব দিব (রামূযে বে-খূদী, ১ম সং, পৃ. ৭১-৪)? কুরআন মাজীদ পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশে তিনি ইক্'বালকে বলিতেন, "এমনভাবে পাঠ কর যেন তাহা তোমার উপরই নাযিল হইতেছে।"

তাঁহার মা ইমাম বীবী (মৃ. ৯ নভেম্বর, ১৯১৪ খৃ.)-ও অত্যন্ত দীনদার এবং আল্লাহ্‌ভীরু মহিলা ছিলেন। তিনি হ'ালাল পন্থায় উপার্জিত অর্থে সন্তানদের লালন-পালনের ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার অনুরোধেই ইক্'বালের পিতা সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া সংসার চালান। দুই ভাই ও চারি ভগ্নির মধ্যে ইক্'বাল ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শায়খ আত'া মুহ'াম্মাদ (عطاء محمد) বয়সে তাঁহার ১৪ বৎসরের বড় ছিলেন। পেশায় তিনি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

শিক্ষাকাল ঃ 'আল্লামা ইক্‌বাল অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি পরীক্ষায় বরাবরই প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় মক্তবে শুরু হয়। অতঃপর পিতা তাঁহাকে সিয়ালকোটের স্কচ মিশন স্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। বিজ্ঞ শিক্ষকদের সংসর্গে ও শিক্ষার গুণে স্কুলে পাঠ্যাবস্থায়ই ইক্‌বালের প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন স্কুলে যাইতে বিলম্ব হইলে শিক্ষক তাঁহার নিকট কৈফিয়ত তলব করেন। তিনি নির্দ্বিধায় ত্বরিৎ উত্তর দিলেন, ইক্‌বাল (সৌভাগ্য) দেরীতেই আসে স্যার। ১১ বৎসরের একটি বালকের মুখে এইরূপ অর্থপূর্ণ জবাব শুনিয়া শিক্ষক বিস্ময়াভিভূত হইয়া যান। তিনি প্রাথমিক (১৮৮৮ খৃ.), নিম্ন-মাধ্যমিক (১৮৯১ খৃ.) ও প্রবেশিকা (১৮৯৩ খৃ.) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক ও মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। ঐ বৎসরই স্কচ মিশন স্কুল কলেজে উন্নীত হয় এবং তিনি ঐখানেই এফ. এ. শ্রেণীতে ভর্তি হন। তিনি ১৮৯৫ খৃ. এফ. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তিসহ স্বর্ণ পদক লাভ করেন। কলেজে তিনি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে 'আরবী ও ফার্সী সাহিত্যের প্রখ্যাত সুপণ্ডিত শামসু'ল-'উলামা মাওলানা সায়্যিদ মীর হ'াসানের কাছে 'আরবী-ফার্সী অধ্যয়ন করেন। ইক্‌বাল এই সময় কবিতা চর্চা শুরু করিলে মাওলানা মীর হ'াসান তাঁহাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। অতঃপর লাহোর সরকারী কলেজে বি. এ. শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্য পিতার নিকট অনুমতি চাহিলে তিনি তাঁহার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি নেন যে, ছাত্র জীবন শেষ করিবার পর অবশিষ্ট জীবন ইসলামের খিদমতে ওয়াক্‌ফ করিয়া দিতে হইবে। ইক্‌বাল এই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন এবং নিজের সারা জীবন ইসলামের জন্য উৎসর্গ করিয়া দেন।

লাহোর ছিল পাঞ্জাবের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। ইক্‌বাল এখানকার সরকারী কলেজে ভর্তি হইলেন এবং টি. ডব্লিউ আর্নল্ড-এর মত একজন সুযোগ্য শিক্ষক লাভ করিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, 'আরবী ভাষার সুপণ্ডিত এবং দর্শনের অধ্যাপক। তিনি ইক্‌বালের প্রতিভায় মুগ্ধ হন এবং উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। এই সম্পর্ক ইক্‌বালের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ১৮৯৭ খৃ. তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 'আরবী ও ইংরেজীতে সমগ্র পাঞ্জাবে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দুইটি স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ১৮৯৯ খৃ. তিনি কৃতিত্বের সহিত দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাস করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করেন এবং সংগে সংগে লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অল্পকাল পরে তিনি লাহোর ইসলামিয়া কলেজ ও লাহোর সরকারী কলেজে ইংরেজী ও দর্শনশাস্ত্রের (খণ্ডকালীন) সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে উর্দূ ভাষায় সর্বপ্রথম পুস্তক রচনা করেন। তখন তাঁহার দৈনিক কাজের রুটিন ছিল নিম্নরূপ ঃ তিনি ভোরে উঠিয়া ফাজর স'লাত আদায় করিতেন, অতঃপর উচ্চৈঃস্বরে কু'রআন তিলাওয়াত করিতেন। তারপর কিছুক্ষণ শরীরচর্চা করিতেন এবং কিছু না খাইয়া কলেজে যাইতেন। দুপুরে বাড়ি ফিরিয়া আহার করিতেন। অনেক সময় গভীর রাতে উঠিয়া তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করিতেন। একবার তিনি একাধারে দুই মাস এই রাত্রিকালীন সালাত আদায় করেন।

বাল্যকাল হইতেই ইক্‌বালের মধ্যে কাব্য ও সাহিত্যানুরাগ লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার ভক্তিভাজন শিক্ষক মীর হ'াসান তাঁহাকে সাহিত্য চর্চায় যথেষ্ট উৎসাহিত করেন। কলেজ জীবনে তাঁহার মধুর সাহচর্যে ইক্‌বালের সুপ্ত কবি-প্রতিভা উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করে। তিনি ছাত্র জীবন হইতেই কবিতা লেখা শুরু করেন। তখনকার উর্দূ ভাষার বিখ্যাত কবি দাগ' (داغ)-এর নিকট তিনি নিজের কবিতা সংশোধনের জন্য পাঠাইতেন। তৎকালে সিয়ালকোটে একটি ছোটখাট কবিতার আসর (مشاعره) বসিত। ইক্‌বাল তাহাতে নিয়মিত যোগদান করিতেন। লাহোরে আসিয়া তিনি এই ধারা অব্যাহত রাখেন। ১৮৯৫ খৃ. ব্যারিস্টার হ'াকীম আমীনুদ্দীনের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত মুশা'আরাতে ইক্‌বাল একটি কবিতা পাঠ করেন। দিল্লীর মির্যা আরশাদ গুরগানী এবং লাখনৌর মীর নাজি'র হু'সায়ন নাজি'ম সেখান উপস্থিত ছিলেন। ইক্‌বাল যখন পড়িলেন ঃ

موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لئے
قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے.

"মুক্তা মনে করিয়া দয়াময় স্বীয় করুণায় খুঁটিয়া লইলেন আমার বারি বিন্দুগুলিকে, যাহা ছিল আমার লজ্জাজনিত স্বেদবিন্দু।"

(অনু. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)

–তখন কবি আরশাদ গুরগানী আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কী চমৎকার, এই বয়সে এই কবিতা!" প্রথম জীবনে ইক্‌বাল দাগ'-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেও পরবর্তীতে গ'ালিব ও হ'ালীর প্রভাবে তাঁহার কবিতা গতানুগতিকতার বাঁধা খাত ছাড়িয়া সম্পূর্ণ নূতন খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। ১৯০০ খৃ.-এর ২৪ নভেম্বর লাহোরে অনুষ্ঠিত আঞ্জুমান হি'মায়াত ইসলাম-এর বার্ষিক সভায় তিনি সর্বপ্রথম জনসমক্ষে তাঁহার বিখ্যাত কবিতা নালা-ই ইয়াতীম (نالہ یتیم -অনাথের আর্তনাদ) পাঠ করেন। কবিতাটি খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল, ইহার প্রতিটি মুদ্রিত কপি চারি টাকা মূল্যে বিক্রি হয় এবং ইয়াতীমদের সাহায্যার্থে প্রচুর পরিমাণ চাঁদা সংগৃহীত হয় (ইক্‌বাল পর এক নাজার, পৃ. ৪)। তিনি একই সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে ১৯০১ খৃ. ঈদের চাঁদের প্রতি অনাথের উক্তি (یتیم کا خطاب ھلال عید سے) ১৯০২ খৃ., পাঞ্জাবের মুসলমানদের প্রতি ইসলামিয়া কলেজের আহ্বান اسلامیۃ کالج کا خطاب پنجاب کے مسلمانوں سے.

১৯০৩ খৃ. 'নবী পাকের দরবারে উম্মাতের আবেদন' فریاد امت بہ حضور سرور کائنات এবং ১৯০৪ খৃ. 'ব্যথার চিত্র' (تصویر درد) নামক কবিতা পাঠ করেন। কবির সব কবিতায় ফুটিয়া উঠিত তাঁহার দার্শনিক চিন্তা, মুসলিম জাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ, ইসলামের প্রতি গভীর অনুরাগ এবং রাসূলুল্লাহ (স')-এর প্রতি অপরিসীম ভক্তি।

প্রথমদিকে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দিকে আকৃষ্ট হন এবং হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত এক জাতি সৃষ্টির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। এই যুগে তিনি স্বদেশ-প্রীতি ও বেদনাপূর্ণ কবিতা হিমালয় (ھمالہ), ভারত আমাদের (ھندوستاں ھمارا), নূতন শিবালয় (نیا شیوالہ), ব্যথার প্রতিধ্বনি (صدائے درد), ভারত সংগীত (ترانہ ھند), সেই আমার স্বদেশ (میرا وطن وھی ھے) প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। তাঁহার হিমালয় কবিতা সর্বপ্রথম মাখ্‌যান (مخزن) সাময়িকীতে ছাপা হয় (১ এপ্রিল, ১৯০১ খৃ.)। এই সময় রচিত কিছু কবিতায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও দৃশ্যের বর্ণনা পরিস্ফুট। যেমন প্রাতঃকাল, সন্ধ্যা, বর্ষা, পর্বতপ্রান্ত, নূতন চাঁদ প্রভৃতি। এই সময়ে তিনি শিশুদের জন্য মাকড়সা ও মাছি, পর্বত ও কাঠবিড়ালী, শিশুর প্রার্থনা, সহানুভূতি, মায়ের স্বপ্ন, পাখীর নালিশ ইত্যাদি

কবিতা রচনা করেন। অচিরেই শিবলী, হ'ালী ও আকবার এলাহাবাদীর মত প্রখ্যাত উর্দু কবি-সাহিত্যিকগণ তাঁহার গুণগ্রাহী হইয়া উঠেন।

বিলাত গমন ঃ উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য ইক্‌বাল ১৯০৫ খৃ.-র ২ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা করেন। লাহোর হইতে বোম্বাইয়ের যাত্রাপথে তিনি দিল্লীতে খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়ার মাযার যিয়ারত করেন এবং সূ'ফী কবি আমীর খুসরাও ও মহাকবি গ'ালিবের মাযার যিয়ারত করেন। লন্ডনে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তাঁহার অধ্যাপক ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক Dr. Mc Taggart। এখানে তিন বৎসর অবস্থানকালে তিনি প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করেন। কেম্ব্রিজ হইতে তিনি দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ইহার পর তিনি পশ্চিম য়ূরোপ ভ্রমণ করেন অবশেষে জার্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে পারস্যের দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে একটি গবেষণা সন্দর্ভ লিখিয়া পিএইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন (১৯০৭ খৃ.)। তাঁহার সন্দর্ভের শিরনাম ছিল The Development of Metaphysics in Persia— A Contribution to the History of Muslim Philosophy। ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে তিনি সুধী সমাজে পরিচিত হন এবং বক্তৃতা প্রদানের জন্য বিভিন্ন স্থানে আমন্ত্রিত হন। তিনি ইসলাম সম্বন্ধে লন্ডনে ৬টি বক্তৃতা দেন। ইহার প্রথম বক্তৃতা Certain Aspects of Islam শিরোনামে তিনি কাক্সটন হলে দিয়াছিলেন এবং লন্ডনের বিভিন্ন সংবাদপত্রে ইহার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়। তিনি এই সময়ে Lincoln Inn হইতে ব্যারিস্টারী পাস করেন (১৯০৮ খৃ.)। কিছুদিন তিনি লন্ডনের School of Economics and Political Science-এ বক্তৃতার ক্লাসেও অংশগ্রহণ করেন। স্যার আর্নল্ড তখন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আরবীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কয়েক মাসের ছুটি লইলে ইক্‌বাল তাঁহার স্থানে (৬ মাস) 'আরবীর অস্থায়ী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন (১৯০৭-৮)।

'আল্লামা ইক্‌বাল য়ূরোপে অবস্থানকালে ইসলামী সাহিত্যের এক বিরাট ভাণ্ডারের সহিত পরিচিত হন। তিনি ইহার ব্যাপক অধ্যয়নের মাধ্যমে উপলব্ধি করেন— ইসলামের জীবন-দর্শন কত গভীর, ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী এবং মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান মানব জাতির অগ্রগতি ও মানব সভ্যতার বিকাশের জন্য কত প্রয়োজনীয় প্রমাণিত হইয়াছে! তিনি তাঁহার এই লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে মুসলিম উম্মাহ্‌র বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন করিলে তাহাদের বর্তমান দুর্দশার জন্য তাঁহার নিকট তিনটি কারণ ধরা পড়ে ঃ (১) নির্ভেজাল তাওহ'ীদ-এর 'আকীদা হইতে তাহাদের বিচ্যুতি; (২) প্রচলিত তাস'াওউফের ছদ্মাবরণে তাহাদের মধ্যে কর্মবিমুখতার প্রসার এবং (৩) রাসূলুল্লাহ (স')-এর নিদের্শিত পন্থা হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া। ইক্‌বাল এই তিনটি বিষয় সামনে রাখিয়া মুসলমানদের বিস্মৃত গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দেওয়ার ব্রত গ্রহণ করেন।

য়ূরোপে প্রবাসকালে তিনটি বিষয় ইক্‌বালের মনীষাদীপ্ত চিত্তে গভীর রেখাপাত করেঃ (১) পাশ্চাত্যবাসীর অফুরন্ত জীবনী শক্তি, অভাবনীয় কর্মদক্ষতা, সীমাহীন অনুসন্ধিৎসা; (২) মানব জীবনের বিপুল সম্ভাবনা— যাহার বাস্তব সাফল্য পাশ্চাত্য জীবনে অহরহ দেখা দিতেছে যাহা প্রাচ্যবাসীদের কল্পনারও অতীত; এবং (৩) পাশ্চাত্যের এতসব সম্ভাবনা ও সফলতার মধ্যেও হৃদয়হীন হিংসা-বিদ্বেষ ও রক্তক্ষয়ী শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্র বিষ মিশ্রিত থাকায় তাহা মানবতার জন্য প্রকৃত কল্যাণকর হয় নাই। তাহাদের পতনের বীজও তাহাদের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে। য়ূরোপের জড়বাদ আজ মানুষের নৈতিক অগ্রগতির পথে সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধক। কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন নৈতিক ভিত্তি নাই। ইহার ফলে ইসলামের মূলনীতি ও কু'রআনের চিরন্তন সত্যের প্রতি ইক্‌বালের ঈমান ও প্রত্যয় আরও সুদৃঢ় হয়। তিনি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া ইহার যাহা কিছু উত্তম, তাহাই গ্রহণ করার আহবান জানান। তিনি এশিয়ার ভাবপ্রবণতার সহিত পাশ্চাত্যের কর্মপ্রবণতার যোগসূত্র স্থাপন করার চেষ্টা করেন। এখন হইতে তাঁহার কবিতায় স্থবিরতার নিন্দা ও গতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়ঃ

"গতি হইতে জগতের জীবন,
ইহাই তাহার প্রাচীন রীতি।
এই পথে অবস্থিতি অসংগত,
স্থিতিতে মৃত্যু লুক্কায়িত।
চলনশীল নিষ্কৃতি পাইয়াছে,
যে একটু থামিয়াছে বিধ্বস্ত হইয়াছে।"
(অনু. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)

প্রথম দিকে পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁহার যে আকর্ষণ ছিল ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতায় তাহার অবসান হয়। তিনি য়ূরোপের ভাষাভিত্তিক ও ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবাদের চরম নিন্দা করেন এবং বলেন যে, জাতিভেদ ও বর্ণবাদ প্রথার অভিশাপ অচিরেই দূর হওয়া উচিত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মহিমা প্রচার করিতে থাকেন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঃ তিন বৎসর পর ১৯০৮ খৃ. ইকবাল দেশে ফিরিয়া আসেন এবং ২৭ জুলাই সোমবার লাহোর পৌঁছেন। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা প্রদান করেন। তিনি লাহোর সরকারী কলেজে স্বীয় পদে পুনরায় যোগ দেন এবং সরকারের অনুমতিক্রমে আইন ব্যবসাও শুরু করেন (২২ অক্টোবর, ১৯০৮ খৃ.)। দেড় বৎসর পর তিনি কলেজের অধ্যাপনা ছাড়িয়া দেন এবং স্থায়ীভাবে আইন ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন (মাকাতীব ইক্‌বাল, ২খ., পৃ. ১২৭), অবশ্য পাঞ্জাব বিশ্বদ্যিালয়ের শিক্ষা কমিটির সদস্য হিসাবে থাকিয়া যান। আইন ব্যবসায়ে পেশাগত সুনাম থাকিলেও তাঁহার অর্থলোভ ছিল না। মাসিক খরচের পরিমাণ অর্থ পাইলে তিনি আর কোনও মোকদ্দমা গ্রহণ করিতেন না। কোনও মামলায় মক্কেলের জন্য কিছু করার সম্ভাবনা না থাকিলে তিনি সেই মামলা গ্রহণ করিতেন না। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি এই স্ব-আরোপিত নিয়ম পালন করিয়া চলেন। য়ূরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর কিছুকাল তাঁহার কাব্য চর্চা বন্ধ ছিল। সম্ভবত পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও কাব্যের ভাবধারার সঙ্গে তাঁহার মানসিক দ্বন্দ্বের ফলে তিনি কাব্য চর্চায় উদাসীন হইয়া পড়েন। তিনি শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধে আবার সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে তিনি অভিযোগ (شکوه) ও নবীর দরবারে (دربار رسالت) ১৯১১ খৃ.,), মোমবাতি ও কবি (شمع اور شاعر), [১৯১২ খৃ.], ব্যক্তিত্বের রহস্য (اسرار خودی) [১৯১৪ খৃ.], ব্যক্তিত্বহীনতার গূঢ় তত্ত্ব (رموز بے خودی) [১৯১৮ খৃ.], অমৃত উৎসের পথপ্রদর্শক খিদির (خضر راه) [১৯২১ খৃ.], ইসলামের অভ্যুদয় (طلوع اسلام) [১৯২২ খৃ.] প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। তাঁহার সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ ইংরেজ সরকার ১৯২১ খৃ. তাঁহাকে 'নাইট' উপাধি দান করেন।

১৯২৩ খৃ. তিনি ১ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ১৯২৪ খৃ. তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জাবীদ ইক্‌বাল (جاويد اقبال) জন্মগ্রহণ করেন এবং এই বৎসর ২১ অক্টোবর ইক্‌বালের সহধর্মিণী (আফতাব ইক্‌বালের মাতা) মুখতার বেগম ইনতিকাল করেন। তিনি ১৯২৬ খৃ. ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পাঞ্জাব আইন পরিষদ নির্বাচনে জয়লাভ করেন। পরিষদ অধিবেশনে তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের সমস্যা, রাজস্ব ও আয়কর হ্রাস ইত্যাদি সম্পর্কে বহু জনকল্যাণকর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে দেশের সমস্যা সমাধান সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। ধর্ম প্রবর্তকদের বিরুদ্ধে কুৎসাপূর্ণ প্রচারণা বন্ধের জন্য তিনি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯২৬ সালে প্রস্তাবটি আইনে পরিণত হয়। ১৯২৯ খৃ. পর্যন্ত তিনি সদস্য পদে বহাল থাকেন। ইহার পরে তিনি পুনর্বার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই।

বক্তৃতাবলী ঃ ১৯২৫ খৃ. তিনি লাহোর ইসলামিয়া কলেজে ইসলাম ও জিহাদ শীর্ষক বিষয়ে ভাষণ দেন। ১৯২৮ খৃ. তিনি দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ (মহীশূর) প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন, জ্ঞান ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, দর্শনের দৃষ্টিতে প্রত্যাদেশমূলক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা, আল্লাহ্ সম্বন্ধে ধারণা ও ইবাদতের মর্ম, মানুষের ব্যক্তিত্ব, তাহার স্বাধীনতা ও অমরতা, মুসলিম সংস্কৃতির মর্মকথা, ইসলামী ব্যবস্থায় গতিশীলতার নীতি এবং ধর্ম কি সম্ভব? ১৯৩১ খৃ. The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam শিরনামে এই বক্তৃতামালা লাহোর হইতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (ইহার বাংলা সংস্করণ 'ইসলামের ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন' নামে প্রকাশিত হইয়াছে)।

রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ঃ 'আল্লামা ইক্‌বাল রাজনীতিতে তেমন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করিলেও তাঁহার রাজনৈতিক চেতনা ছিল অত্যন্ত প্রখর। রাজনীতিতে তাঁহার লক্ষ্য ছিল ইসলামের পুনরুজ্জীবন এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের কল্যাণ সাধন। তিনি ১৯৩০ খৃ. মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ইসলাম ধর্ম ও পবিত্র কু'রআন তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই কারণে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য কি প্রয়োজন ও কল্যাণকর, সে সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তাধারা ছিল মৌলিক এবং স্পষ্ট। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, উপমহাদেশের মুসলমানদের পক্ষে প্রকৃত মুসলমানরূপে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইবে না— যদি না তাহারা যথাযথভাবে ইসলামী আদর্শ ও রীতিনীতি অনুসরণ করিতে সক্ষম হয়। তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে, ইসলাম প্রকৃতই যেভাবে আচরিত হওয়া প্রয়োজন তাহা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না— যে পর্যন্ত না এই ধর্মের অনুসারিগণ একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে নিজেদের শাসন ক্ষমতা লাভ করে। তিনি ১৯৩০ খৃ. ২৯ ডিসেম্বর নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক এলাহাবাদ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন, "আমি চাই যে, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান একটি রাষ্ট্রে পরিণত হউক। পৃথিবীর এই অংশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে হউক বা বাহিরে হউক— অন্ততপক্ষে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একটি মুসলিম রাষ্ট্র সংগঠনই আমার মতে মুসলমানদের শেষ নিয়তি।" তাঁহার এই অভিমতই উপমহাদেশে একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবির ভিত্তি বলিয়া বিবেচিত।

তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি মুসলিম জাতীয় আবাসভূমির পত্তন করা যেখানে কু'রআন ও সুন্নাহ্র মূলনীতি অনুযায়ী ইসলাম ধর্ম আচরিত হইতে পারিবে এবং এইজন্য তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে কোনও প্রকারে দেশ বিভাগের মাধ্যমেই তাহা সম্ভব হইতে পারে। এই সময়ে জাওহারলাল নেহেরুর ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতন্ত্রবাদ ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল সমর্থন লাভ করিয়াছিল। ইহা ছাড়া উপমহাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সন্ত্রাসবাদী তৎপরতাও স্বতন্ত্র মুসলিম আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তাবোধ ইক্‌বালের মনে সুদৃঢ় করিয়া তোলে। সেই সময় ইক্‌বাল পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এই মতবাদ ভুল। ১৯৩১ খৃ., ২৮ মে ক'াইদ-ই আ'জাম মুহ'াম্মাদ 'আলী জিন্নাহ্‌কে লিখিত একটি পত্রে তিনি যুক্তি-তর্কের সাহায্যে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান যে, "ইসলামী শারী'আতে সর্বস্তরের মানুষের জন্য যে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত রহিয়াছে, তাহাই হইল জাওহারলাল নেহরুর নাস্তিক্যবাদী সমাজবাদের যোগ্য প্রতিউত্তর। যদি এই কানুন-পদ্ধতি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম ও কার্যকরী করা হয় তবে প্রত্যেকের জন্য জীবন যাপনের মৌলিক অধিকারসমূহ সংরক্ষিত হইবে।"

গোলটেবিল বৈঠকে ঃ ১৯৩১-৩২ খৃ. 'আল্লামা ইক্‌বাল লন্ডনে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। তিনি তাহাতে যথাশক্তি মুসলিম ভারতের দাবি-দাওয়া পেশ করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় এই বৈঠকে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্বাচন ও স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি ফ্রান্স, স্পেন, ইতালী, মিসর, তুরস্ক ও ফিলিস্তীন ভ্রমণ করেন। এই সময়ে তিনি প্যারিসে নেপোলিয়নের সমাধি দর্শন করেন, প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ মেসিগণ ও প্রসিদ্ধ দার্শনিক Bergson-এর সহিত সাক্ষাত করেন। ইটালীতে তিনি মুসোলিনির সহিত সাক্ষাত করেন এবং স্পেনের মুসলিম ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানসমূহ দর্শন করেন। এই সময়ে তিনি কর্ডোভার শাহী মসজিদে সালাত আদায় করেন এবং এই মসজিদকে লক্ষ্য করিয়া একটি মর্মস্পর্শী কবিতাও রচনা করেন। বিগত পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে সম্ভবত তিনিই সর্বপ্রথম কর্ডোভা মসজিদে সালাত আদায় করেন। খৃস্টান পাদ্রীরা স'লাত পড়িতে বাধা দিলে তিনি বলেন যে, নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিলে তিনি তাহাদেরকে তাহাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে মসজিদে নাবাবীতে প্রার্থনা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ঃ ১৯৩২ খৃ. লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম কন্‌ফারেন্সের সভাপতিরূপে 'আল্লামা ইক্‌বাল যে সুচিন্তিত, উদ্দীপনাময়ী ভাষণ দেন, উহাতে তাঁহার রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "য়ূরোপ যে যে অর্থে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে, আমি তাহার বিপক্ষে।" এই বিরোধিতার কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "উপমহাদেশে এই জাতীয়তাবাদ প্রসারিত হইলে মুসলমানরা কম লাভবান হইবে, এই কথা আমি অবশ্য মনে করি না। কিন্তু আমি ইহার বিরোধিতা করি এই কারণে যে, আমি ইহার মধ্যে নিরীশ্বরবাদ জনিত জড়বাদের বীজ দেখি এবং ইহাকেই আমি আধুনিক মানবতাবোধের প্রধান শত্রু মনে করি। স্বদেশপ্রেম নিঃসন্দেহে স্বভাবজাত ধর্ম এবং মানুষের নৈতিক জীবনে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হইল, মানুষের ধর্ম তাহার সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং তাহার ঐতিহ্য।" তিনি এই সম্মেলনে আরও বলিয়াছিলেন, "ভারতীয় মুসলমানদের একটি মাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত। সমগ্র দেশব্যাপী এই প্রতিষ্ঠানের প্রদেশ ও জেলাভিত্তিক শাখা-প্রশাখা থাকিবে। ইহার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে যুব সংগঠন ও সুসজ্জিত

স্বেচ্ছাসেবী দল দেশব্যাপী সেই কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনে ও নেতৃত্বে কর্মরত থাকিবে।" ১৯৩৭ খৃ. মুহ'াম্মাদ 'আলী জিন্নাহ' লন্ডন হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া মুসলিম কওমের জন্য ঠিক এই পরিকল্পনাই গ্রহণ করেন।

১৯৩২ খৃ. হইতে ১৯৩৭ খৃ. পর্যন্ত 'আল্লামা ইক'বাল দুইটি উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া অক্লান্তভাবে কাজ করিয়া যাইতেছিলেন ঃ (১) ক'াইদ-ই আ'জামকে পাকিস্তান পরিকল্পনায় বিশ্বাসী করিয়া তুলিবার প্রয়াস এবং (২) মুসলিম লীগকে উপমহাদেশের মুসলিম জনগণের স্বীকৃত মুখপাত্র হিসাবে সংগঠিত করা। ১৯৩৭ খৃ. ২১ জুন তিনি ক'াইদ-ই আ'জামকে এক পত্রে লিখিয়াছেন, "আমি যেভাবে প্রস্তাব করিয়াছি সেইভাবে পুনর্গঠিত মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহের একটি পৃথক যুক্তরাষ্ট্রই হইল একমাত্র উপায়, যদ্দারা একটি শান্তিপূর্ণ ভারত গড়িয়া উঠিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে অমুসলিম আধিপত্য হইতে মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষা করা যাইতে পারে। উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং বাংলার মুসলমানদেরকে কেন একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হইবে না— যাহাতে তাহারা ভারতের এবং ভারতের বাহিরে অন্যান্য জাতিসমূহের ন্যায় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পাইতে পারে?" তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পর ১৯৪০ খৃ. মুসলমানরা পাকিস্তান প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। জাতি তাঁহাকে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা খেতাব দান করে।

তিনি ১৯৩৩ খৃ. স্যার রাস মাস'উদ ও সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী'র সঙ্গে আফগান সরকারের আমন্ত্রণক্রমে কাবুল সফরে যান। ঐ বৎসর ৪ ডিসেম্বর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, ইহার পূর্বের বৎসর 'আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৩৭ খৃ. এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান করে। ১৯৩৫ খৃ. তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসরের পদে নিয়োগ লাভ করেন, কিন্তু অসুস্থতার কারণে যোগদান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ১৯৩৮ খৃ. আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদগণ এবং ১৯৩৮ খৃ. (জানুয়ারী মাসে) জাওহারলাল নেহরু তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন।

শেষ জীবন ঃ জীবনের শেষ দিকে তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশ খারাপ হইতে থাকে। দৃষ্টিশক্তিও দুর্বল হইয়া পড়ে। ১৯৩৫ খৃ. ৮ জানুয়ারী ঈদু'ল-ফিত'রের স'ালাত শেষে তিনি দধি ও সেমাই খান। ইহার পরই তাঁহার গলদেশে রোগ সংক্রমিত হয় এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর বসিয়া যায়। চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ বোধ করিলেও তিনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতে পারেন নাই। এই বৎসর ২৩ মে তাঁহার স্ত্রী (জাব'ীদ ও মুনীরা বানূর মাতা) সরদার বেগমের ইনতিকালে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাংগিয়া পড়ে। এই সময় তিনি আইন ব্যবসায় ছাড়িয়া দিলে তাঁহার উপার্জনের পথও বন্ধ হইয়া যায়। তখন ভূপালের গুণগ্রাহী নওয়াব তাঁহার জন্য মাসিক ৫০০ টাকা বৃত্তি মুঞ্জুর করেন। তিনি অনুভব করিতে থাকেন যে, তাঁহার মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। তিনি সন্তানদের লালন-পালন ও দেখাশুনার ভার আপন আত্মীয়দের উপর অর্পণ করেন।

অন্তিমকাল ঃ ১৯৩৭ খৃ. ডিসেম্বরে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৩৮ খৃ., ২৫ মার্চ শুক্রবার শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। এই অবস্থায়ও তিনি জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। ১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ভোর সোয়া পাঁচটায় হাসিমাখা মুখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সামান্য পূর্বে তিনি মুখে মুখে এই চতুষ্পদী কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

پنجابسرود رفته باز آهد که ناید
تسیمے از حجاز آید که ناید
سر آمد روز گار ابں فقیرے
دگر دانائے راز آید که ناید

জনৈক কবি এই রুবাইয়্যাতের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন ঃ

আসবে সুরের হারানো রেশ হয়তো সে আর আসবে না,
হেজায-হাওয়া আসবে অশেষ হয়তো সে আর আসবে না।
সীমান্তে আজ পড়লো এসে এই ফকীরের দিনগুলি।
আসবে নূতন সুধী এদেশ হয়তো সে আর আসবে না।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ইহার অনুবাদ এইভাবে করিয়াছিলেন ঃ

বিগত সে রাগিণীটি ফিরে আসে কি না আসে,
আরব হইতে মলয় পবন ধীরে আসে কি না আসে।
এই ফকীরের পরমায়ু হ'ল নিঃশেষ হায়রে আজি!
তত্ত্ববিদ আর এই ধরণী পরে আসে কি না আসে।

ইক'বালের মাযার ঃ লাহোরে ঐতিহাসিক শাহী মসজিদের দ্বারপ্রান্তে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার জানাযায় ৭০ হাজারের অধিক লোক অংশগ্রহণ করে। তৎকালীন আফগান সরকার প্রদত্ত তিন লক্ষ টাকা মূল্যের সমাধি প্রস্তরে মুগল স্থাপত্য রীতিতে তাঁহার কবরের উপর সুদৃশ্য সৌধ নির্মিত হয়।

পাকিস্তান সরকার তাঁহার সাহিত্য ও সাধনা সম্পর্কে গবেষণার জন্য করাচীতে ইক'বাল একাডেমী প্রতিষ্ঠিত করেন। ২১ এপ্রিল, ১৯৬০ খৃ. টোকিও (Tokyo) বিশ্বদ্যািলয় (Tokyo, Japan) তাঁহাকে মরণোত্তর Emeritus D. Lit. ডিগ্রী প্রদান করে।

রচনাবলী ঃ ইক'বালের মৌলিক সৃজনশীল গদ্য ও পদ্য রচনাবলী উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজী এই তিনটি ভাষায় লিখিত। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ ও রচনাবলীর একটি তালিকা এখানে উল্লেখ করা হইলঃ

১. **বাঙ্গে দারা** (بانگ درا) -ঘণ্টাধ্বনি। ইহা তাঁহার কবি জীবনের প্রথম তিনটি পর্যায়ের রচিত নির্বাচিত উর্দু কবিতার সংকলন, প্রথম প্রকাশ ১৯২৪ খৃ.। ১৯৭৫ সালের জুন পর্যন্ত ইহার ৩২শ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ছাত্র জীবন হইতে ১৯২৪ খৃ. পর্যন্ত রচিত কবিতাসমূহ ইহাতে স্থান পায়। ইংরেজীসহ বিভিন্ন ভাষায় ইহা অনূদিত হয়। ড. মুহ'াম্মাদ বাকি'র ও অধ্যাপক য়ূসুফ সালীম চিশ্তী এই বইয়ের দুইটি পৃথক ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখিয়াছেন।

২. **বালে জিবরীল** (بال جبريل -জিবরাঈলের ডানা) ঃ উর্দূ ভাষায় রচিত, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৩৫ খৃ.। ১৯৭৫ খৃ. পর্যন্ত ইহার বিশতম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। ইহার প্রথম খণ্ডে ৬১টি গ'াযাল ও কতিপয় চতুষ্পদী আছে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের অনেক কবিতা স্পেনে থাকাকালে রচিত। এই কাব্যগ্রন্থে কবির মানবতাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ধারণার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া ইসলামের অনুসারীদের খাঁটি মু'মিন হিসাবে জীবন যাপনের মর্মস্পর্শী আহ্বান ইহাতে ধ্বনিত হইয়াছে।

৩. **যারবে কালীম** (ضرب كليم -মূসার লাঠির আঘাত) ঃ উর্দূ ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থ। জুলাই ১৯৩৬ খৃ. ইহার প্রথম প্রকাশ। ১৯৭৬ পর্যন্ত ইহার ১৮টি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাকে বালে জিবরাঈল-এর পরিশিষ্ট গণ্য করা যাইতে পারে। ইহার 'আরবী ও রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই কাব্যটিকে ইক'বাল বর্তমান যুগের বিরুদ্ধে জিহাদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

৪. আসরারে খূদী (اسرار خودی -ব্যক্তিত্বের গূঢ় রহস্য) ফারসী ভাষায় রচিত ইক্‌বালের একটি অনন্যসাধারণ প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ইহা জালালুদ্দীন রূমীর মাছ্‌নাবীর ছন্দে রচিত। এই গ্রন্থে ব্যক্তিত্বের উৎপত্তি ও বিকাশের মূল তত্ত্বগুলি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা সর্বপ্রথম ১৯১৫ খৃ. লাহোরে প্রকাশিত হয়। Dr. R. A. Nicholson ইহা ১৯২০ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্যে কবির খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। ১৯৪৫ খৃ. ইহার বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বহু ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে।

৫. রামূযে বেখূদী (رموز بیخودی -আত্মবিলোপের গূঢ় তত্ত্ব), ফারসী ভাষায় রচিত, ১৯১৮ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাকে আসরারে খূদীর দ্বিতীয় অংশ বলা যায়। পরবর্তী কালে এই দুইটি গ্রন্থ একত্রে প্রকাশিত হয় (৩য় মুদ্রণ ১৯৪০ খৃ.)। ইসলামী জীবন বিধানই ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠ বিকাশের শ্রেষ্ঠতম পন্থা এবং একটি পর্যায়ে জাতির কল্যাণে আত্মবিসর্জনের প্রয়োজনীয়তা অবধারিত হইয়া উঠে, ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও সমষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের কার্যকরী পন্থার নির্দেশ ইসলামে রহিয়াছে। ইহাই এই কাব্যগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। ১৯৬৪ খৃ. ইহার ৮৪তম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বাংলা অনুবাদ ১৯৫৫ খৃ. প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্যের বহু ভাষায় ইহা অনূদিত হইয়াছে।

৬. পায়াম মাশরিক (پیام مشرق -প্রাচ্যের বারতা) ঃ ফারসী ভাষায় রচিত কাব্য গ্রন্থ, ১ম সং ১৯১২ খৃ. এবং ১৯৭৫ খৃ. পর্যন্ত চৌদ্দবার মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা জার্মান কবি গ্যেটে (Goethe) West-Ostlicher Divan নামক কাব্যগ্রন্থের জওয়াবে রচিত। ইহা আরবী, ইংরাজী, তুর্কী, জার্মান ও রুশ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইহা কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার পরিপূর্ণ বিকাশ না হইলে জীবনের উচ্চতর স্তরে উন্নতি লাভ করা যায় না— প্রাচ্যের তথা ইসলামের এই অমর বার্তা তিনি পাশ্চাত্যকে উপহার দেন।

৭. যাবূর আজাম (زبور عجم -প্রাচ্যের ধর্মসংগীত) ঃ ফারসী ভাষায় রচিত কাব্য-গ্রন্থ, দুই খণ্ডে বিভক্ত, ১৯২৭ খৃ. প্রথম প্রকাশ। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় ইহার কাব্যানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৭৪ সালে ইহার দশম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৮. জাবীদ নামা (جاوید نامه -অমর লিপি) ঃ ফারসী ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থ, ইতালীর বিখ্যাত কবি দান্তে(Dante) Divinia Comedia নামক কাব্যগ্রন্থের অনুসরণে লিখিত। ইহাতে কবির দ্যুলোক ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছে। পুত্র জাবীদ-এর নামে তিনি গ্রন্থটির নামকরণ করিয়াছেন। ইহা ১৯৩২ খৃ. প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৫৪ পর্যন্ত ৬ বার মুদ্রিত হয়। রূপকভাবে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যলাভের মহান সৌভাগ্যের উপর আলোকপাত করা হইয়াছে।

৯। মুসাফির (مسافر পথিক)ঃ ফারসী ভাষায় রচিত মাছ্‌নাবী কাব্য গ্রন্থ, ১৯৩৪ খৃ., প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে আফগানিস্তানে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। আফগান জনগণকে ইসলামী চেতনায় অনুপ্রাণিত করিবার প্রয়াস ইহাতে সুস্পষ্ট।

১০। পাস চিহ্‌ বায়দ কারদ (پس چے باید کرد অতঃপর কী কর্তব্য?) ফারসী ভাষায় রচিত কবিতা গ্রন্থ, ১৯৩৬ খৃ. প্রথম পকাশ এবং ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ৭ বার মুদ্রিত হইয়াছে। ইসলামী জীবন বিধান ও তাসাওউফের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণসহ ইসলামের মহান আদর্শ অনুসরণের অনুপ্রেরণা ইহাতে রহিয়াছে।

১১। আরমুগ'আনে হিজায (ارمغان حجاز –হি'জাযের সওগাত) ঃ ফারসী ভাষায় রচিত কাব্য গ্রন্থ, ইহার শেষাংশ উর্দূ ভাষায় রচিত। কবির একান্ত আশা ছিল হি'জাযের প্রধান আকর্ষণ মক্কা-মদীনা যিয়ারত করার পর এই কাব্য গ্রন্থের রচনা শেষ করিবেন। কিন্তু তাঁহার সেই আশা পূর্ণ হয় নাই। রোগশয্যায় থাকিয়া তিনি ইহার রচনা কার্য সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় ইহা প্রকাশের সুযোগ হয় নাই। তাঁহার ইনতিকালের পর ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় এবং ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইহার একাদশ সংস্করণ মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থে কবির অন্তিম বাণী সংগৃহীত হইয়াছে। ১৯৬২ খৃ. হেজাযের সওগাত নামে ইহার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

১২। The Development of Metaphysics in Persia ঃ মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য লিখিত গবেষণা সন্দর্ভ। ইহা পুস্তকাকারে ১৯০৮ খৃ. লন্ডনে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পর লাহোর ও হায়দরাবাদ (১৯৩৬ খৃ.) হইতে ایران میں ما بعد الطبیعیات کا ارتقاء নামে উর্দূ ভাষায় এবং ১৩৭২ বঙ্গাব্দে 'প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান' নামে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। মীর হ'াসানুদ্দীনকৃত ইহার উর্দূ অনুবাদ ফালসাফা-ই 'আজাম নামে প্রকাশিত হয়।

১৩। 'ইলমু'ল-ইক্‌তিসাদ (علم الاقتصاد অর্থশাস্ত্র) উর্দূ গদ্যে লিখিত ইক্‌বালের প্রথম পুস্তক।

১৪। মাকাতীব ইক্‌বাল (مكاتيب اقبال) ঃ ইক্‌বালের চিঠিপত্রের সংকলন, কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৫। শিকওয়াহ্‌ (شكوه অভিযোগ) ও ১৬। জাওয়াবে শিকওয়াহ (جواب شكوه –অভিযোগের জবাব) উর্দূ ভাষায় রচিত দুইটি দীর্ঘ কবিতার সংকলন। প্রথম কবিতাটির জন্য ইক্‌বালকে প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কবিতা দুইটি যথাক্রমে ১৯১১ ও ১৯১২ খৃ. জনসমক্ষে পঠিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে শিকওয়াহ-এ বিদ্রোহের সুর বিদ্যমান। কবি এমন অনেক কথা বলিয়াছেন যাহা সাধারণ বিচারে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবি অভিযোগের সুরে অধঃপতিত মুসলমানদেরকে তাহাদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অনুরূপভাবে জাওয়াবে শিকওয়াহ-এ কবি অভিযোগের জবাবের আকারে তাহাদের পতনের কারণসমূহ তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইক্‌বালের কবিতার মধ্যে এই গ্রন্থটি সর্বাধিক পঠিত। বাংলা ভাষায় ইহার একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার একটি অনুবাদ করেন কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার বাংলার অধ্যাপক কবি আশরাফ আলী আর ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন কপি নজরুল ইসলাম। একটি অনুবাদ কবি গোলাম মোস্তফারও রহিয়াছে, অপর অনুবাদ ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকৃত।

১৭। The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam ঃ মাদ্রাজ ও হায়দারাবাদে প্রদত্ত ইক্‌বালের বক্তৃতামালার সংকলন, ১৯৩০ সালে লাহোর হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার বাংলা অনুবাদ এবং ১৯৫৭ খৃ. ইহা উর্দূ অনুবাদও প্রকাশিত হয়। আল্লামা ইক্‌বাল তাঁহার এই বক্তৃতামালায় ইসলামের ধর্মীয় চিন্তাধারাকে নূতন রূপ দিতে চেষ্টা করেন। ইহার আসল উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার আলোকে ইসলামী শিক্ষাধারার নূতনভাবে ব্যাখ্যা ও সংস্কার সাধন করা। তিনি প্রথমেই ঘোষণা করেন, ইসলাম কখনও ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে

প্রভেদ টানে নাই। ধর্ম ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বিভিন্ন পথে চালিত হইলেও ইহাদের লক্ষ্য একই। ইসলামের বিধানকে যুগোপযোগী ও গতিশীল রাখার জন্য তিনি ইজ্‌তিহাদ-এর প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেন। পাশ্চাত্যের অবিরাম প্রচেষ্টা ছিল যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার ইতিহাসে যেন ইসলামের নাম না আসিতে পারে। আল্লামা ইকবাল তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত হানেন।

১৮। **Islam and Quadianism**, **19. Islam and Ahmadism** ঃ কাদিয়ানী ধর্মমত সম্পর্কে জাওহারলাল নেহরুর প্রশ্নের জবাবে আল্লামা ইক্'বাল এই গ্রন্থ দুইটি রচনা করেন।

নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর পুস্তক রচনার পরিকল্পনাও তাঁহার ছিল

১। ইসলামী ফিক্‌হ সম্পর্কে বৃহৎ গ্রন্থ (ইংরেজী ভাষায়) ঃ ইহার জন্য তিনি মিসর, সিরিয়া ও 'আরব দেশসমূহ হইতে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন (শাদ ইক্'বাল, পৃ. ৪৬, মাকাতীব ইকবাল, ১খ, পৃ. ৩২০)।

২। উর্দূ ভাষায় রামায়ণ গ্রন্থের কাব্যানুবাদ (শাহ ইকবাল, পৃ. ১০২)।

৩। Milton-এর অনুকরণে মহাকাব্য রচনার ইচ্ছা (মাকাতীব ইক্'বাল, ১খ, পৃ. ২১)।

৪। বর্তমান যুগের চিন্তা-চেতনার আলোকে কু'রআন মাজীদ-এর তাফসীর সংকলন (মাকাতীব, ১খ, পৃ. ৩৫৭-৮ ও ৩৬১-২)।

৫। Cambridge History of India গ্রন্থের জন্য উর্দূ সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ রচনা (মাকাতীব, ২খ, পৃ., ৪৩)।

৬। সূ'ফীবাদের ইতিহাস সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা (মাকাতীব, ২খ, পৃ. ৫১-২)।

ইক্'বালের চিন্তাধারা ঃ আল্লামা ইক্'বালের যাবতীয় চিন্তাধারার উৎস ও কেন্দ্রবিন্দু ছিল একটিমাত্র দর্শন স্বয়ং ইক্'বাল যাহার নাম দিয়াছেন খূদী (خودی ব্যক্তিত্ব)। বাস্তবিকই তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্ববাদের পতাকাবাহী। খূদী শব্দটির যেই অর্থই হউক না কেন, 'আল্লামা ইক্'বালের দর্শনে ইহার অর্থ মানুষের ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধন, আত্মিক শক্তি ও আত্মার উন্নতি সাধন। খূদী এমন এক আত্মিক অনুভূতি ও চেতনা-শক্তির নাম যাহা ব্যক্তির নিজের পরিচয় লাভে এবং নিজের সত্তা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাহাকে সচেতন করিয়া তোলে। ইহা মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত নূরানী শক্তি যাহা স্থান-কালের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। স্বয়ং ইক্'বাল আসরার-ই খূদী গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "খূদী শব্দটি আমার কবিতায় অহংকার অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই,যেমনটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার অর্থ কেবল নিজের ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি অথবা আত্মপ্রত্যয়।" ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার মধ্যে ঐক্য ও অখণ্ডতা বোধ সৃষ্টি করে, মহান স্রষ্টার দিকে আকৃষ্ট করে এবং ব্যক্তিকে পশুত্বের স্তর হইতে মনুষ্যত্বের স্তরে উন্নীত করে। ইক্'বালের নিকট খূদী তাহাই যাহা সত্যিকার বে-খূদী (ব্যক্তিত্বের বিলয়) অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দিকে হিজরত করিবার জন্য আকুল-ব্যাকুল হইয়া যায় এবং অহংসর্বস্ব ভাবপ্রবণতা পরিহার করিয়া আল্লাহ্‌র বিধানের অনুগত হইয়া যায়। ইসলাম মানব সত্তা ও তাহার অভ্যন্তরীণ শক্তিকে লয় করিয়া দেয় না, বরং তাহার কর্মশক্তির গণ্ডি নির্ধারণ করে মাত্র। ইসলামের পরিভাষায় ইহাকে শারী'আত অথবা আল্লাহর বিধান বলা হয়। খূদীর পূর্ণতা লাভ হয় আল্লাহ্‌র বিধানের আনুগত্যের মধ্যে অহমিকার বিলীনে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন জীবনের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত করে (মাকাতীব ইক্'বাল, ১খ, পৃ. ২০১-২)।

ইক্'বাল নিটশে (Nitzsche)-এর সুপারম্যান (অতিমানব) মতবাদে প্রভাবিত হইয়া থাকিলেও মৌলিক বহু বিষয়ে তাঁহার বিরোধী ছিলেন। নিট্‌শের অতিমানব শক্তি মদমত্তে গর্বিত হইয়া অপরের উপর প্রভুত্ব করে, দুর্বলকে শোষণ করে, এমনকি মহান স্রষ্টা হইতেও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইক্'বালের মর্দে মু'মিনের চরম ও পরম লক্ষ্য হইল প্রেমের আকর্ষণে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের প্রয়াস এবং সৃষ্টির সাথে সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করিয়া শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা। নিটশে ক্ষমতাকেই চরম লক্ষ্য বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা কিসের জন্য সেই জওয়াব তিনি দিতে পারেন নাই। ইক্'বাল ইহার উত্তর দিয়াছেন ক্ষমতা বিশ্বের মঙ্গলের জন্য, অকল্যাণের জন্য নহে, সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য, অসত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য নহে, ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, অধর্মের প্রসারের জন্য নহে। তিনি বলেন; চলার নামই হইতেছে জীবন, তবে সেই চলা হইতে হইবে আল্লাহর পথে। তিনি নিটশের Superman (অতিমানব)-এর স্থলে ইসলামের অনুসারী আল্লাহ্-বিশ্বাসী মর্দে মু'মিন-এর জয়গান করেন !

আল্লাহ্‌র হাত মু'মিন মানুষের হাত,
শক্তিশালী, কর্মস্রষ্টা, কর্মপ্রসারী, কর্মকারী।
পার্থিব কিন্তু স্বর্গীয় স্বভাব, দাস কিন্তু প্রভুর গুণান্বিত,
ইহ-পরলোকের অভাব রহিত তাহার হৃদয় নিরুদ্বেগ।
তাহার আশা অল্প, তাহার লক্ষ্য মহান,
তাহার ব্যবহার মনোমোহন, তাহার দৃষ্টি হৃদয়গ্রাহী।
(অনু. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)

মর্দে মু'মিনের অন্যতম নিদর্শন সম্পর্কে ইক্'বাল বলেন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইসলামের বিজয়ের বাণী, মানবতার সেবায় মর্দে মু'মিন হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিতে কখনও কুণ্ঠিত হয় না।

نشان مرد مؤمن باتو گویم
چوں مرگ آید تبسم بر لب اوست

'আল্লামা ইক্'বালের মতে খূদীর তিনটি ধাপ রহিয়াছে ঃ

(ক) আনুগত্য (اطاعت) (খ) আত্মসংযম (ضبط نفس) যাহা আত্মবোধের উচ্চতম স্তর; (গ) স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব (خلافت) অর্থাৎ আত্মসংযম সহকারে আনুগত্যের মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে নিহিত অসীম শক্তি ও সম্ভাবনার পুনর্জাগরণ আনিতে পারিলে এই মানুষই আল্লাহ্‌র খলীফার গৌরবময় আসন লাভ করিতে পারে। এই পূর্ণ মানুষকে ইক্'বাল Superman না বলিয়া মর্দে মু'মিন বা ইনসান-ই কামিল বলিয়াছেন।

অতএব, খূদীর ভিন্নতর অর্থ গ্রহণ করার সময় ইক্'বালের নিম্নোক্ত কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, "আমার বক্তব্যের উপর সমালোচনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করার পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন" (মাকাতীব-ই ইক্'বাল, ২খ. পৃ., ৩১৪)। তিনি নিজের সম্পর্কে বলিয়াছেন, "আমি আমার জীবনের সর্বোত্তম অংশ ইসলাম এবং ইহার শারী'আত, রাজনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং ইহার ইতিহাস ও সাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডার অধ্যয়নে ব্যয় করিয়াছি। ইসলামের প্রাণ সত্তার সহিত আমার এই সম্পর্ক আমাকে এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টি দান করিয়াছে— যাহার সাহায্যে আমি সেই মহাসত্যকে উপলব্ধি করিতে পারি, যাহা চিরন্তন সত্য হিসাবে ইসলামের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে।"

চিন্তা সংগঠনের দিক হইতে 'আল্লামা ইক্'বাল ছিলেন মুসলিম উম্মাতের মহান পথপ্রদর্শক। তাঁহার চিন্তাধারা ও প্রভাব মুসলমানদের মধ্যে

পুনর্জাগরণ আনয়ন করে এবং তাহারা স্থবিরতা হইতে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়। তাঁহার ধর্মীয় চিন্তা অবিভক্ত ভারতে একটি আন্দোলনের রূপ নেয়। বর্তমান কালে ইসলামী ঐক্যের জন্য জামালুদ্দীন আফগানীর (১৮৩৭-৯৭) যুগ হইতে প্রচারকার্য আরম্ভ হয় এবং তাহা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছিল। ইক্'বাল এই প্রবক্তাদলের শেষের দিককার একজন এবং সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি। সাধারণভাবে ভাবপ্রবণতার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি আন্দোলনকে তিনি অনেকখানি চিন্তা ও বিচার ভিত্তিক আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি এমন একটি সূচনা করেন যাহার প্রয়োজন শুধু দেশের জন্যই ছিল না, বরং গোটা দুনিয়াই ইহার মুখাপেক্ষী ছিল। ড. টি. ডব্লিউ. আর্নল্ড বলেন, "ভারতে নূতন ধর্মীয় আন্দোলন ইক্'বালের কবিতার মাধ্যমেই সূচিত হয়। তিনি তাঁহার কবিতায় মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রতি তাঁহার গভীর বিশ্বাস ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁহাকে কর্মতৎপর রাসূল হিসাবেই অধিক শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার আত্মবিশ্বাস ছিল যে, কেবল রাসূলুল্লাহ (স')-এর শিক্ষার মাধ্যমেই মুসলিম বিশ্বে পুনর্জাগরণ আনয়ন সম্ভব। নবী কারীম (স)-এর কর্মময় জীবন হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাহাতে গতিহীনতা বা নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকার কোন অবকাশ নাই, যাহা (এক শ্রেণীর) সূ'ফীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এবং ইক্'বাল ইহার ঘোর বিরোধী ছিলেন" (The Faith of Islam, London 1928, p. 76-7)।

মুসলমানগণ ধর্মশিক্ষা ও ধর্মজ্ঞান হইতে দিন দিন দূরে সরিয়া পড়িতেছে দেখিয়া তাঁহার অন্তর অত্যধিক ব্যথিত হইয়া পড়ে। তিনি ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতার পুনর্বাসনের জন্য সংস্কারমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সায়্যিদ সুলায়মান নাদবীকে ইহার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া এক পত্রে লিখিয়াছেন, "আমার সদাই ভয় হয় বর্তমানের মুসলিম যুবকগণ পাছে অস্থিরভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।" তিনি নিয়ায আহ'মাদ ও 'আবদু'ল-মাজিদ দারয়াবাদীকেও একই বিষয়ে পত্র লিখেন। সমাজ জীবনে ইসলাম বিরোধী ভাবধারা ও মুসলমানদের অধঃপতনের সামগ্রিক কারণ হিসাবে তিনি মুসলিম জগতে আধুনিক শিক্ষার প্রতিক্রিয়াকে দায়ী করিয়াছেন। এই শিক্ষার পরিণতি সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, "বিদ্যালয়ের যুবককে আপাতদৃষ্টিতে জীবন্ত মনে হইলেও আসলে সে মৃত। কেননা সে ফিরিঙ্গীদের নিকট হইতে শ্বাস-প্রশ্বাস ধার করিয়া আনিয়াছে।"

ইক্'বাল ইসলামের সত্যিকার অনুসারী এবং ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন। তাঁহার নিকট সত্যিকার ধর্ম ইসলাম, বিশ্ব-ইসলামী রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি সর্বোত্তম পন্থা এবং মুসলিম উম্মাহ বিশ্ব-মানবতার পথ প্রদর্শক। এই উম্মাহ্ স্থায়ী ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুগত এবং তাহাদের প্রাণকেন্দ্র কা'বা। তাহাদের নবীই সর্বশেষ নবী, তাহারাই সর্বশেষ উম্মাত এবং কু'রআন মাজীদ আল্লাহ্র সর্বশেষ কিতাব। এই কিতাব উন্নতি ও অগ্রগতির দরজা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। জীবনযাত্রার কাঠামো পরিবর্তিত হইতে থাকিবে, কিন্তু কু'রআন মাজীদ নূতন চিন্তা-সংগঠন ও মূল্যবোধের বিনির্মাণে সব সময় প্রতিটি বিবর্তনের উপর পরিব্যাপ্ত থাকিবে।

নৈতিকতার পুনর্গঠন ও পূর্ণতা বিধানের জন্য 'আল্লামা ইক্'বাল ইসলামের বিধান ও রীতিনীতির অনুসরণ অপরিহার্য মনে করিতেন এবং আত্মার পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তিনি প্রকৃত তাসাওউফের বিরোধী ছিলেন না, বরং তাসাওউফের সেই সব অমূল্য রত্নের সংগ্রাহক ছিলেন, যাহা রূমীর মত মহান সূফীদের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে জীবন ও জগত সম্পর্কে সূফীবাদের অনীহা এবং ইহার মধ্যে যেসব ইসলাম বিরোধী উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, তিনি উহার চরম বিরোধী ছিলেন। তাঁহার চিন্তাধারার মূল উৎস ছিল কু'রআন মাজীদ ও মহানবী (স)-এর জীবনধারা। তাঁহার কবিতা, প্রবন্ধাবলী, চিঠিপত্র, বক্তৃতা-বিবৃতি, প্রতিটি জিনিসের মধ্যে ইসলামের প্রাণশক্তি উজ্জীবিত রহিয়াছে। তাঁহার লক্ষ্য ছিল একটি উন্নত ও আদর্শ মানব সমাজের প্রতিষ্ঠা, যাহা বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যমে পার্থিব কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির সোপান হইবে এবং সব সময় বিশ্বশান্তি নিশ্চিত করিবে।

'আল্লামা ইক্'বাল ছিলেন অতিশয় সাধারণ জীবন যাপনকারী দরবেশ প্রকৃতির একজন নিরহংকারী মহান ব্যক্তিত্ব। স'লাত, স'ওম প্রভৃতি পালনে তাঁহার মধ্যে কখনও শৈথিল্য দেখা যায় নাই। তিনি নিয়মিত কু'রআন তিলাওয়াত করিতেন। মার্জিত শালীন ব্যবহার ছিল তাঁহার বিশেষ গুণ, সকলের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলিতেন। কেহ তাঁহাকে কখনও রাগ করিতে দেখে নাই। মিথ্যা বলাকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তিনি নিজে সর্বদা সত্য কথা বলিতেন এবং সত্যপ্রিয় লোকদেরকে ভালবাসিতেন। তাঁহার বাড়িতে আসবাবপত্রের জাঁকজমক ও বাহুল্য ছিল না। স্যার রাস মাস'উদকে তিনি লিখিয়াছিলেন, "ঐশ্বর্যের কোলে আড়ম্বপূর্ণ জীবন যাপনে আমি অভ্যস্ত নই। সত্যিকারের মুসলমানরা সাদাসিধা এবং সংসারত্যাগীদের মত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।" তিনি কখনও কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। আমীর-গরীব, ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচু, পণ্ডিত, মূর্খ সকলের জন্য তাঁহার গৃহ উন্মুক্ত থাকিত। মুসলিম যুবকদের সহিত মিলিত হইতে পারিলে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইতেন। একদা কলেজের একদল যুবক তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে তিনি তাহাদের উদ্দেশে বলেন, জাতীয় পরিচয় দিতে গিয়া বলা উচিত, আমরা মুসলমান, যে কোনও মায'হাবের ইমামের পিছনে নামায পড়া উচিত, নিজ শ্রমে নিজের ভরণ-পোষণের সামগ্রী সংগ্রহ করা উচিত।

অন্যের অধিকার ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র জাবীদ একবার খেলার সাথীদের সহিত ঝগড়া করিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যদি ধর্মীয় নির্দেশ অমান্য কর, তবে আমার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিও না। নিজের বন্ধুদের প্রতি ন্যায়বিচার করিবে এবং তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করিবে।" তিনি বিধর্মীদের প্রতি উদার ভাবাপন্ন হইলেও নাস্তিকতা সহ্য করিতে পারিতেন না। দর্শনশাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষিত এক যুবক তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়া কথোপকথনে নাস্তিক মনোভাবের পরিচয় দিলে তিনি তাহাকে কক্ষ ত্যাগ করিতে বলেন। 'আলিমগণের প্রতি ছিল তাঁহার গভীর শ্রদ্ধাবোধ। তাঁহার মতে ইসলামের সংরক্ষণে আলিমগণ এক মহান শক্তি। তিনি বলেন, "আমরা ধর্মকে সব জিনিসের উর্ধ্বে মনে করি এবং 'আলিমগণকে আমাদের হাকীম ও পথপ্রদর্শক মনে করি। ভারতীয় উপমহাদেশে সত্যানুসারী আলিমগণের ভূমিকা চিরকালই উজ্জ্বল ছিল। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে মুজাদ্দিদ আল্ফে ছানী, শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ্, সায়্যিদ আহ'মাদ শাহীদ, মুহ'াম্মাদ ক'াসিম নানুতাবী ও মাহমূদ হ'াসান (র)-এর নাম ইসলামের প্রচার-প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্পের নিদর্শন হইয়া আছে। তাঁহারা সবসময় এই উপমহাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের উন্নতি সাধনে সদা তৎপর ছিলেন" (হ'ারফে ইক্'বাল, পৃ. ১৬৩; ইক্'বাল কি মামদূহ' 'উলামা, পৃ. ৯-১১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ দা.মা. ই. (৩খ, ২য় সং. ১৪০০/১৯৮০) এর বরাতসমূহ ঃ (১) মাওলাবী 'আবদু'র-রাযযাক' হায়দরাবাদী, কুল্লিয়াত ইক্‌বাল, ভারত ১৩৪৩ হি.; (২) আঞ্জুমান-ই হি'মায়াত ইসলাম-এর বার্ষিক সম্মেলনগুলির কার্যবিবরণী; (৩) কাশ্মীরী ম্যাগাযিন-এর খণ্ড, ১৯০৮ খৃ. ও ১৯০৯ খৃ.; (৪) ইক্‌বালের নিজস্ব গ্রন্থসমূহ; (৫) শাদ ইক্‌বাল, সায়্যিদ মুহ'য়িদ্দীন কা'দিরী কর্তৃক সংকলিত, হায়দরাবাদ (ভারত) ১৯৪২ খৃ.; (৬) ইক্‌বালনামাহ্, শায়খ 'আত'উল্লাহ কর্তৃক সংকলিত, ২খ, লাহোর ১৯৫১ খৃ.; (৭) চেরাগ' হা'সান হা'সরাত, ইক্‌বাল নামাহ্, লাহোর, তা.বি.; (৮) মুহ'াম্মাদ তাহির ফারূকী, সীরাতে ইক্‌বাল, লাহোর ১৯৩৯ খৃ.; (৯) আহ'মাদুদ্দীন, ইক্‌বাল, লাহোর ১৯২২ খৃ.; (১০) মাকা'লাত য়াওম ইক্‌বাল, ইন্টার কলেজিয়েট ব্রাদারহুড কর্তৃক সংকলিত, লাহোর ১৯৩৮ খৃ.; (১১) মাকা'লাত য়াওম ইক্‌বাল, ঐ, ১৯৪৮ খৃ.; (১২) মুহ'াম্মাদুদ্দীন ফাওক', মাশাহীর কাশ্মীর, লাহোর ১৯৩০ খৃ.; (১৩) মাহ'মূদ নিজা'মী, মালফূজাত ইক্‌বাল, লাহোর, তা. বি.; (১৪) য়ূসুফ হু'সায়ন, রূহ ইক্‌বাল, হায়দরাবাদ (ভারত) ১৯৪১ খৃ.; (১৫) শায়খ আকবার 'আলী, ইক্‌বাল, উসকী শা'ঈরী আওর পায়গাম, লাহোর ১৯৪৬ খৃ.; (১৬) রাঈস আহ'মাদ জা'ফারী, দীদ ওয়া শানীদ, লাহোর ১৯৪৮ খৃ.; (১৭) 'আরিফ বাটালুবী, ইক্‌বাল আওর কু'রআন, করাচী ১৯৫০ খৃ.; (১৮) 'আবদু'র-রাহ'মান তারিক', জাহান ইক্‌বাল, লাহোর ১৯৪৮ খৃ.; (১৯) ঐ লেখক, ইশারাত ইক্‌বাল, লাহোর ১৯৪৮ খৃ.; (২০) ঐ লেখক, মা'আরিফ ইক্‌বাল, লাহোর; (২১) ঐ লেখক, ফিরদাওস মা'আনী, লাহোর ১৯৫০ খৃ.; (২২) ঐ লেখক, রূহ মাশরিক' (১৭ হইতে ২০); (২৩) মীর ওয়ালিয়্যুদ্দীন, রামূয ইকবাল; (২৪) বাশীর মাখফী, 'ইরফান ইক্‌বাল; (২৫) গুলাম দাস্তগীর, আছারে ইক্‌বাল, ১৯৪৪ খৃ.; (২৬) আনীস আহ'মাদ জাফারী, ইক্‌বাল, ইমাম আদাব; (২৭) সায়্যিদাহ্ আখতার, আখতার ওয়া ইক্‌বাল; (২৮) মুহ'াম্মাদ বাখশ মুসলিম, ইক্‌বাল আওর পাকিস্তান; (২৯) 'আযীয আহ'মাদ ইক্‌বাল, নঈ তাশকীল; (৩০) বাশীরু'ল-হাক্'ক', ইসলাহাতে ইক্‌বাল; (৩১) তাহির ফারূকী, বাযমে ইক্‌বাল, আগ্রা ১৯৪৪ খৃ.; (৩২) আশফাক হু'সায়ন, মাকামে ইক্‌বাল, ১৯৪৫ খৃ.; (৩৩) সা'ঈদ সিদ্দীক, ইক্‌বাল কে খুতূত জিন্নাহকে নাম, তা. বি.; (৩৪) শের আহ'মাদ খামূশ, দানায়ে রায, ১৯৪০ খৃ.; (৩৫) আবূ মুহ'াম্মাদ মুসলিহ, কু'রআন আওর ইক্‌বাল; (৩৬) ড. জাহীরু'দ্দীন আহ'মাদ আল-জামি'ঈ, ইক্‌বাল কী কাহানী; (৩৭) খালীফা 'আবদু'ল-হা'কীম, ইক্‌বাল আওর মুল্লা, বাযমে ইক্‌বাল, লাহোর, তা. বি.; (৩৮) ঐ লেখক, রূমী, নিট্‌শে আওর ইক্‌বাল; (৩৯) 'আবদু'স-সালাম বাদাবী, ইক্‌বালে কা'মিল, আজমগড় ১৯৪৮ খৃ.; (৪০) রিসালাহ উর্দূ, ইক্‌বাল সংখ্যা, ১৯৩৮ খৃ.; (৪১) রিসালাহ নায়রাংগি খিয়ালে, ইক্‌বাল সংখ্যা; (৪২) নাওয়াব স্যার যু'ল-ফিকার 'আলী খান, A Voice from the East or the poetry of Iqbal, লাহোর ১৯২২; (৪৩) 'আবদুল্লাহ আনওয়ার বেগ, The poet of the East, লাহোর ১৯৩১ খৃ.; (৪৪) খাওয়াজাহ্ গুলাম আস-সায়্যিদীন, Iqbal's Educational Philosophy, লাহোর ১৯৩৩ খৃ.; (৪৫) গু'লাম দাস্তগীর রাশীদ, ফিক্‌রে ইক্‌বাল, হা'য়দরাবাদ (ভারত) ১৯৫৬ খৃ.; (৪৬) মালিক নাযীর আহ'মাদ, কালীদে ইক্‌বাল, বাহাওয়ালপুর ১৯৬৩ খৃ.; (৪৭) সায়্যিদ ইহতিশাম হু'সায়ন, ইক্‌বাল হায়ছিয়াতি শা'ইর আওর ফালসাফী, লাখনৌ ১৯৫৬ খৃ.; (৪৮) আখতার সি'দ্দীকী, তা'আছছুরাতে ইক্‌বাল, লাহোর ১৯৪৯ খৃ.; (৪৯) ফাল্‌সাফায়ে ইক্‌বাল, বাযম ইক্‌বাল কর্তৃক সংকলিত, লাহোর ১৯৫৭ খৃ.; (৫০) গুলাম দাস্তগীর রাশীদ, হি'কমাতে ইক্‌বাল, হায়দরাবাদ (ভারত) ১৯৪৫ খৃ.; (৫১) রাঈস আহ'মাদ জাফারী, ইক্‌বাল আওর 'ইশকে রাসূল, লাহোর ১৯৫৬ খৃ.; (৫২) সা'ঈদ আহ'মাদ রাফীক', ইক্‌বাল কা নাজরিয়ায়ে আখলাক, লাহোর ১৯৬০ খৃ.; (৫৩) 'আবদু'র-রাহ'মান তারিক, জাওহারে ইক্‌বাল, লাহোর; (৫৪) জা'ফার আহ'মাদ সি'দ্দীকী, হিকমাতে কালীমী, আলীগড় ১৯৫৫ খৃ.;(৫৫) খালীফা 'আবদু'ল-হা'কীম, ফিক্‌রে ইক্‌বাল, লাহোর, তা.বি.; (৫৬) 'আবদু'ল-মাজীদ সালিক, যিকরে ইক্‌বাল, লাহোর, তা.বি.; (৫৭) সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ 'আবদুল্লাহ, মাকামাতে ইক্‌বাল, লাহোর ১৯৫৯ খৃ.; (৫৮) মুহ'াম্মাদ শাহ্, ইক্‌বাল পার এক নাজ্‌র, লাহোর ১৯৪৪ খৃ.;(৫৯) সায়্যিদ ওয়াহ'দুদ্দীন, রোযগারে ফাকীর, লাহোর ১৯৫০ খৃ.; (৬০) না'সীর আহ্'মাদ নাসির, ইকবাল আওর জামালিয়াত, করাচী ১৯৬৪ খৃ.; (৬১) 'আবদু'ল-মালিক আরূবী, ইক্‌বাল কী শা'ঈরী, আরাহ্ ১৯৩৮ খৃ.; (৬২) মুহাম্মাদ য়ূসুফ খান সালীম চিশ্‌তী, তা'লীমাতে ইক্‌বাল, লাহোর তা. বি.; (৬৩) লাতীফ ফারূকী, ইক্‌বাল আওর আর্ট, লাহোর, তা. বি.; (৬৪) সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ তুফায়ল আহ'মাদ, য়াদগারে ইক্‌বাল, লাহোর ১৯৪৫ খৃ.; (৬৫) সায়্যিদ 'আবদু'ল-ওয়াহিদ Introduction to Iqbal, করাচী ১৯৫২ খৃ.; (৬৬) ঐ লেখক, Iqbal, his art and thought, লাহোর ১৯৪৪ খৃ.; (৬৭) শায়খ আকবার 'আলী, Iqbal, his Poetry and Message, লাহোর ১৯৩২ খৃ.; (৬৮) Arberry, A. J. Ed, Notes on Iqbal's Asrar-i-Khudi, লাহোর, তা.বি.; (৬৯) A. Bausani, Dante and Iqbal, Crescent and Green, লন্ডন, ১৯৫৫ খৃ.; (৭০) ঐ লেখক, Iqbal, his philosophy of Religion and the West, Crescent and Green, লন্ডন ১৯৫৫ খৃ.; (৭১) বাশীর আহ'মাদ দার, Iqbal and post-Kantian Voluntaryism, লাহোর ১৯৫৬ খৃ.; (৭২) ঐ লেখক, Study in Iqbal's philosophy, লাহোর ১৯৪৪; (৭৩) 'আশরাত হা'সান আনওয়ার, Metaphysics of Iqbal, লাহোর; (৭৪) ইক্‌বাল সিং, Ardent pilgrim, লন্ডন ১৯৫১ খৃ.; (৭৫) জামীলাহ খাতূন, Place of God, Universe and man in Philosophical System of Iqbal, করাচী (৭৬) সায়্যিদ নাযীর নিয়াযী, মাকতূবাত-ই ইক্‌বাল, ইক্‌বাল একাডেমী, করাচী ১৯৫৭ খৃ.; (৭৭) ঐ লেখক, ইক্‌বাল কা মুতালা'আ; (৭৮) ঐ লেখক, তুলূ' ইসলাম পুস্তিকায়, ১ম সংখ্যা, ১৯৩৫ খৃ.। ইক্‌বাল সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় যেসব প্রবন্ধ এবং স্বতন্ত্র পুস্তক লেখা হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. (৭৯) খাওয়াজা 'আবদু'ল-ওয়াহীদ, A Bibliograpy of Iqbal, করাচী ১৯৬৬ খৃ. [যাহার মধ্যে অন্যান্য পুস্তকেরও বরাত রহিয়াছে]; (৮০) 'আশিক' হু'সায়ন বাটালুবী, ইকবাল কে আখিরী দো সাল, ইক্‌বাল একাডেমী, করাচী ১৯৬১ খৃ.; (৮১) সায়্যিদ 'আবদু'ল-ওয়াহিদ, মাকা'লাত ইক্‌বাল, লাহোর।

আরও দ্র. (৮২) Encyclopaedia Britannica, 15th cd., 9 vol., p 820-1; (৮৩) বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম সং, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭২ খৃ.; ১খ., ২৯৩-৪; (৮৪) ইসলামী এনসাইক্লোপেডিয়া (উর্দূ), করাচী, পৃ. ১৮৫-৭; (৮৫) The Encyclopaedia

of Islam, Leiden, Netherlands, ১ম সং, ১৯৭১ খৃ.; শিরো.; (৮৬) সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় সং, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৪০৭/১৯৮৬, ১খ, ১০৮-১০; (৮৭) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ইকবাল, পরিবর্ধিত সং, ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬ ব.; (৮৮) কা'দী আফদাল হা'ক্ক কু'রায়শী, ইক'বাল কে মামদূহ 'উলামা, মাকতাবায়ে দানিশ, দেওবন্দ, পৃ. ৯-১১; (৮৯) কা'দী আহ'মাদ মিয়া আখতার, ইক'বালিয়াত কা তানকীদী জাইযাহ, ১ম সং., ইক'বাল একাডেমী, করাচী ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ১২-১৪ (৯০) 'উমার হা'য়াত খান গূরী, ইক'বাল আওর মাওদূদ কা তাক'াবুলী মুতালা'আহ, ১ম সং., দিল্লী ১৯৮১ খৃ., পৃ. ১-৪, ৭, ১৪-৫, ২৭৪-৮০ ; (৯১) ইক'বাল রিভিউ, করাচী, রমযান ১৩৮৫/জানুয়ারী ১৯৬৬ সংখ্যা; (৯২) ইকবাল দেশে বিদেশে, ইকবাল একাডেমী, ঢাকা, ১ম সং ১৩৭৪ (বাং); (৯৩) মনিরউদ্দীন ইউসুফ, ইকবালের কাব্য সঞ্চয়ন, ২য় সং, ঢাকা ১৯৬৮ খৃ., ভূমিকা; (৯৪) ঐ লেখক, উর্দূ সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম সং, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ২৬২-৭৫; (৯৫) এস. ওয়াজেদ আলী, ইকবালের পয়গাম, দি সিটি বুক কোং, কলিকাতা, তা.বি.; (৯৬) মিসেস নূরজাহান বেগম, কবি ইকবালকে যতটুকু জেনেছি, ১ম সং, ঢাকা ১৯৬২ খৃ.; (৯৭) আল্লামা ইকবাল, শিকওয়া ও জবাব-ইশিকওয়া, অনু. গোলাম মোস্তফা, ১ম সং, ঢাকা ১৯৬০ খৃ.; (৯৮) আবদুল মওদুদ, মসলিম মনীষা, ১ম সং, কলিকাতা ১৯৫৫ খৃ. পৃ. ২০১-১১।

খালীফা 'আবদু'ল-হাকীম/গুলাম রাসূল মিহ্‌র/মুহাম্মদ মূসা

ইকবাল নামা-ই জাহাঙ্গীর (اقبال نامه جهانگير) ঃ বাদ্‌শাহ জাহাঙ্গীরের আমলে মু'তামিদ খান লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইহাতে নূরজাহানের জন্ম, বিবাহ প্রভৃতির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, আধুনিক গবেষণায় তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। যে সকল মনীষী জাহাঙ্গীরের দরবার অলংকৃত করিতেন, এই গ্রন্থে তাহাদের পূর্ণ তালিকা আছে। তন্মধ্যে গিয়াছ বেগ, নাকীব খান, মু'তামিদ খান, নি'মাতুল্লাহ ও আবদু'ল-হাক্ক দেহ্‌লাবীর নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ, ২৯৪

ইকরাম আলী, মৌলবী (اكرام على) ঃ মৃ. ১৮৩৭ খৃ.; ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রথমে অনুবাদক এবং পরে রেকর্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। তিনি 'আরবীতে লিখিত সুবিখ্যাত রিসালা ইখওয়ানুস'-সাফার কিছু অংশ উর্দূতে অনুবাদ করেন (১৮১০ খৃ.)।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ, ২৯৪

ইক'রার (اقرار) ঃ (আ) কবুল করা, স্বীকার করা, স্বীকারোক্তি করা। ফিক্'হশাস্ত্রে ইক্'রার শব্দের অর্থ বিচার সম্পর্কিত অথবা বিচারবহির্ভূত বিষয়ের স্বীকারোক্তি। মুসলিম আইনবেত্তাগণ ইক'রারকে 'ইতিরাফ বা স্বীকারোক্তি হিসাবে সংজ্ঞায়িত করিয়াছেন (ইব্‌ন কু'দামা, মুগ'নী, ৫খ, ১৩৭)। ইসলামের ব্যবহার শাস্ত্রবিদগণ কর্তৃক গড়িয়া তোলা এই পদ্ধতি পাশ্চাত্য প্রথার অনুরূপ পদ্ধতি হইতে পূর্ববর্তী প্রকৃত বাস্তবতা ব্যক্ত করিতে অধিক নমনীয়, ব্যাপক ও স্বতন্ত্র হিসাবে বিবেচিত হয়। ইহা কেবল পূর্বের প্রচলিত কোন অধিকার প্রকাশ করিতে অথবা অনুমোদন করিতে ব্যবহৃত হয় না, বরং ক্ষেত্রবিশেষে নূতন আইনসিদ্ধ অবস্থার উপস্থাপনের জন্যও ব্যবহৃত হয়। J. Schacht উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইক'রার অন্ততপক্ষে পৈত্রিক সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়ে একটি বিমূর্ত ঋণ সৃষ্টি করে। স্বীকৃত দায়িত্বের প্রধান কারণ ঘোষণাকারীর নিকট হইতে দাবি করা হয় না। তবে শাফি'ঈ ও হা'ম্বালী আইনে "একজন দাসকে ব্যবসা পরিচালনার জন্য ক্ষমতার্পণের ক্ষেত্রে ইহা দাবি করা হয়, দাসকে তাহার উপর আরোপিত দায়িত্বের উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা দান আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহা হইলে তাহার প্রাপ্ত ক্ষমতার্পণের ধারার মধ্যে ইহা অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা জানা থাকিবে।"

এই কারণসমূহ যতদূর সম্ভব ইক'রার শব্দের অনুবাদে স্বীকার করার সংকীর্ণ অর্থের স্থলে অধিকারের স্বীকৃতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করে।

বিচার সম্পর্কিত কিংবা বিচার বহির্ভূত যে কোন বিষয় হউক, ইক'রার বিচারালয়ে ব্যবহৃত একই আইন-বিধির অন্তর্ভুক্ত। এইজন্য ফুক'াহা বা ব্যবহারশাস্ত্র-বিশেষজ্ঞগণ তাঁহাদের রচনায় এই বিষয়টিকে দুইটি পৃথক অধ্যায়ের অধীনে আলোচনা করেন নাই। বিচারপতির কার্য (কা'দা) বর্ণনার অধ্যায়ে যদিও তাহারা এই বিষয়ের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহা প্রধানত আইনে গৃহীত প্রমাণের পদ্ধতির মধ্যে উহার বিচার সম্বন্ধীয় স্বীকারোক্তির স্থান নির্দেশ করার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বিচার সম্পর্কিত স্বীকারোক্তির এমন একটি পদ্ধতি যাহা কার্য চলাকালে হস্তক্ষেপ করে। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আবেদনকারী কোন ঘটনা অথবা কোন অধিকার অভিযোগ হিসাবে পেশ করে তাহার স্বীকারোক্তি দান ও অনুরোধের গভীরতার মধ্যে উহার গঠন লক্ষ্য করা যায়। এই সন্ধিক্ষণে প্রক্রিয়া সম্মুখ পানে অগ্রসর হয় না। বিচারক এই স্বীকারোক্তিকে উপেক্ষা করিতে পারেন না এবং তিনি অতিরিক্ত প্রমাণ দাবি করেন। কিন্তু বিবাদী যদি বাদীর দাবী অস্বীকার করে সেই ক্ষেত্রে উহা ইনকার বা অস্বীকৃতির পর্যায়ভুক্ত হয়। এই পর্যায়ে উহা বিবাদী কর্তৃক শপথ গ্রহণের প্রক্রিয়ার দিকে চালিত করে।

অপরপক্ষে স্বীকারোক্তির বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া ইক'রার সম্পর্কে অবশ্য স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় করা যায়। কোন মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি কাদীর সম্মুখে স্বীকার করে, 'বাদী সত্য কথা বলিতেছে', তবে ইসলামী শারী'আত অনুযায়ী আর অধিক কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। সঙ্গে সঙ্গেই কা'দী উহার ফায়সালা করিয়া দিতে পারেন। তবে ইক'রার কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, যখন ইক'রারকারী প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন হয় এবং কোনরূপ চাপের মুখে না পড়িয়াই কা'দীর নিকট স্বীকার করে। কাহাকেও জোর করিয়া ইক'রার করান শারীআতে নিষিদ্ধ, এমন কি কেহ চাবুকাঘাত বা অন্য কোন ভয়ে ইক'রার করিলে সেই ইক'রারও অবৈধ (নাজাইয) গণ্য হইবে। মুক'াদ্দামা মালিকানা সম্পর্কীয় হইলে বাদীর দাবি সমর্থনকারী ব্যক্তিকে তাহার কাজে পূর্ণ কর্তৃত্বের (রাশীদ) অধিকারী হইতে হইবে। কোন মোকদ্দমায় যদি কোন অভিযোগের সত্যতা একবার স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তবে পরে উক্ত স্বীকারোক্তি বাতিল করা জাইয হইবে না। এই বিষয় যদি পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত হয় তাহা হইলে উহা ইক্'রার বি'ল-হু'কূক বা অধিকারের স্বীকৃতির বিষয় হিসাবে গণ্য হইবে কিন্তু ইহা যদি পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারভুক্ত বিষয় না হয়, (বরং বিবাহ, পিতৃত্ব প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি বিষয় হয়) তাহা হইলে উহা ইক'রার বি'ন-নাসাব, বি'ন-নিকাহ' বা বংশ পরিচয়ের স্বীকৃতি বিবাহের স্বীকৃতি হিসাবে বর্ণিত হইবে। ইহা কেবল পরিভাষার পার্থক্যের প্রশ্ন নয়। কারণ এই দুই শ্রেণীর স্বীকৃতি একই প্রকারের আইন দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না।

১। **বৈধ হওয়ার শর্তসমূহ** ঃ এই শর্তসমূহ শপথসহ ঘোষণাকারী (আল-মুকি'রর), দানগ্রহীতা কিংবা উত্তরাধিকারী (আল-মুক'ারর লাহু) এবং স্বীকৃতির বিষয়ের (আল-মুক'র্‌র বিহী) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

স্বীকৃতিদাতাকে অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুস্থ মনের অধিকারী হইতে হইবে। একজন নাবালক, নির্বোধ ব্যক্তি অথবা নিম্ন মেধার ব্যক্তি (মা'তূহ) পৈতৃক সম্পত্তি সম্পর্কিত অথবা পৈতৃক সম্পত্তি বহির্ভূত যে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে স্বীকারোক্তি দিতে পারে না। একজন নির্বোধ ব্যক্তি (সাফীহ) কেবল পৈতৃক সম্পত্তি বহির্ভূত অধিকার সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করিতে পারে।

দাসদের ক্ষেত্রে যাহাকে প্রভু কর্তৃক ব্যবসা পরিচালনা করার ক্ষমতার্পণ করা হইয়াছে এবং যাহাকে ক্ষমতার্পণ করা হয় নাই— এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী শেষোক্ত শ্রেণীর দাস ঋণের স্বীকৃতি দান করিতে পারে না। কারণ তাহার কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই এবং তাহার পক্ষে কোন পূর্বতন ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ সুস্পষ্টভাবে অবাস্তব। তাহা হইলে শারীরিক শাস্তির সহিত সম্পৃক্ত এমন কোন দোষ স্বীকার করার অধিকার কি তাহার আছে? সকল মায'হাবের প্রায় সকল ইমামের মতে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার স্বীকারোক্তি সিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইবে এবং তাহার ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও (যেমন দাসের জীবনাবসান, যে কোন অংগ-প্রত্যংগ কর্তন) তাহার দোষ অনুযায়ী তাহাকে শাস্তি দেওয়া উচিত হইবে, যদিও ইহা তাহার মনিবের জন্য প্রযোজ্য হইতে পারিত। হাম্বালীগণ প্রায় অনুরূপ মত পোষণ করেন, তবে হত্যার ন্যায় অপরাধ সম্পর্কে তাহার স্বীকারোক্তি গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচনা করেন না।

ব্যবসা চালনার ক্ষমতার্পিত দাসের অবস্থা ভিন্নরূপ নহে, হ'নাফী ফাকী'হগণের মতে তাহার এমন ঋণ স্বীকৃতি সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে যদি সেই ঋণ তাহার উপর ক্ষমতার্পিত ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে হয়। উক্ত ঋণ তাহার মনিব কর্তৃক প্রদত্ত পণ্যদ্রব্য হইতে আদায়যোগ্য নহে, বরং উহার লভ্যাংশ হইতে আদায় করিতে হইবে। এই কারণে অ-হ'নাফী নহে এমন মতাবলম্বিগণ ঋণের কারণ (সাবাব) সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। হ'নাফীগণের মতে ব্যবসা চালনার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত দাস যদি কোন ঋণ স্বীকার করে তাহা হইলে তাহার অধিকারে আছে এমন সকল পণ্যদ্রব্যের উপর হইতে উহা আদায় করিতে হইবে। ফাকী'হগণ একমত যে, বলপূর্বক আদায়কৃত ইক্'রার বা স্বীকারোক্তি বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা পৈতৃক সম্পত্তি কিংবা অপৈতৃক সম্পত্তি সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হউক। হ'নাফী আইনে অবশ্য ইহা বিশেষ করিয়া কোন বিষয় সম্পর্কে অস্বীকার করা এবং নাগরিক অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আপাতবিরোধী অবস্থা সৃষ্টি করিবে। এই মায'হাব এই দুই কার্যবিধিকে সিদ্ধ বলিয়া গণ্য করে যদিও বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাহা অর্জিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইক্'রার বা স্বীকারোক্তির বিষয় যদি পূর্বের অস্বীকৃতি কিংবা অধিকার লাভ সম্পর্কে হয় এবং তাহা যদি বল প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত হইয়া থাকে তাহা হইলে কোনক্রমে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না (আয-যায়লা'ঈ, তাব্য়ীন, ২য় খণ্ড)। মাতাল ব্যক্তিকে প্ররোচিত করিয়া তাহার অবচেতন অথবা অর্ধ-অবচেতন অবস্থায় তৃতীয় কোন পক্ষের জন্য স্বীকারোক্তি উচ্চারিত করা হইলে আইনের সাধারণ বিধি ইহা দাবি করে যে,এই সব কর্ম যেন আদৌ ঘটে নাই। সকল মায'হাবের অধিকাংশ মত এই অবস্থাকে গ্রহণ করে। অপরপক্ষে হ'নাফী মতাবলম্বিগণ অসংগতভাবে বিচারপতির সম্পূর্ণ আওতাধীন বিষয়ে নৈতিক বিবেচনার স্থান দান করিয়া ক্ষমতাযোগ্য মাতলামী এবং ঐচ্ছিক বা অপরাধমূলক মাতলামীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথম প্রকারের মাতলামী (উদাহরণস্বরূপ ঘোষণাকারী ভুলবশত যদি সুরাসারযুক্ত ঔষধ মাত্রাধিক সেবন করিয়া মাতাল হইয়া পড়ে) ক্ষমাযোগ্য বিবেচিত হইয়া উক্ত ব্যক্তির (মাতাল অবস্থার) যাবতীয় স্বীকারোক্তি অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু ঐচ্ছিক বা অপরাধমূলক মাতাল অবস্থায় যদি ব্যক্তির স্বীকারোক্তি উচ্চারিত হয় তাহা হইলে হ'নাফী আইনে তাহার সকল স্বীকারোক্তি সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

বিষয় যাহা হউক না কেন, কোন অধিকারের স্বীকৃতি এক পক্ষীয় ব্যাপার, যাহা দাতার কর্তব্য হিসাবে গণ্য হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না গ্রহীতা বা উত্তরাধিকারী (যাহাকে উহা গ্রহণ করিতে কখনও বাধ্য করা হয় নাই) তাহার অস্বীকৃতি (রাদ্দ) প্রকাশ করে। এই কার্যকে প্রত্যাখ্যান (তাকয'ীব) হিসাবেও উল্লেখ করা হইয়াছে। ঘটনা যদি এইরূপ হয়, সেই ক্ষেত্রে দান-গ্রহীতার অস্বীকারকে অশোভন আচরণ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া উহা বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহাই লেখকগণের উদ্দেশ্য যাহাকে তাহারা এই বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন যে, ইক'রার বা স্বীকারোক্তি অপরিবর্তনীয়। কাজেই ইক'রার বা স্বীকারোক্তির পর ইনকার বা অস্বীকৃতি হইতে পারে না। কিন্তু ইহার বিপরীতটি সম্ভব "আল-ইক'রার বা'দা'ল-ইনকার স'হীহ'" (অস্বীকৃতির পর স্বীকৃতিদান গ্রহণযোগ্য) (আস-সারাখ্সী, মাব্সূত', ১৭ খ, ১৫৭)।

অপরিবর্তনের নিয়ম অন্তত দুইটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম স্বীকার করেঃ (ক) প্রথমত আল্লাহ্‌র অধিকারের (হু'ক্'কুল্লাহ) ব্যাপারে ব্যতিক্রম গ্রহণ করা হয়। হ'াদ্দ, যথা ব্যভিচার, চুরি, মদ্যপান ইত্যাদির জন্য শাস্তিযোগ্য ব্যক্তি এমন অপরাধের স্বীকারোক্তির পর প্রত্যাহার করার অধিকার রাখে। তাহার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের এই অধিকার দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের পর, এমনকি শাস্তি দানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। কারণ প্রতিশোধের শাস্তিযোগ্য অপরাধে এই নীতি প্রযোজ্য হইবে না। কারণ প্রতিশোধের শাস্তি মানুষের অধিকারের পর্যায়ভুক্ত এবং উহার স্বীকারোক্তি সব সময় অপরিবর্তনীয়। (খ) পরোক্ষ আত্মীয়তার সম্পর্কের (নীচে দ্রষ্টব্য) স্বীকৃতি দানের পর দাতার পক্ষে তাহার উক্তি পরিহার করা অনুমোদনযোগ্য। এই স্বীকৃতি প্রকৃতপক্ষে উইলের পর্যায়ভুক্ত যাহা বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে পরিবর্তনযোগ্য।

দান গ্রহীতা বা উত্তরাধিকারীর (আল-মুক'ারর লাহু) ক্ষেত্রে ইক'রার বা স্বীকৃতি সিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে যখন ইহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিবে যে, সেই সময়ে প্রকৃতপক্ষে বর্তমান ছিল অথবা তাহাকে কেবল কল্পনা করা উচিত হইবে (আল-কাসানী, বাদা'ই, ৭খ, পৃ. ২২৩)। এই সূত্র কেবল দাসসহ সকল জীবিত এবং গর্ভস্থিত ব্যক্তিকেই অন্তর্ভুক্ত করে না, বরং আইনসিদ্ধ সংস্থা, মসজিদ ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহকেও অন্তর্ভুক্ত করে। গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে ইহা কতকগুলি অসুবিধা সৃষ্টি করে। কারণ যে কোন ইক'রার বা স্বীকারোক্তির সব সময় প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে। এই ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, আইনসিদ্ধ সংস্থাসমূহের মৌন সম্মতি রীতিসিদ্ধ হয় না। যাহারা বয়ঃসন্ধির নিম্নে কিন্তু বিচেনার বয়সে উপনীত হইয়াছে তাহারা ব্যক্তিগতভাবে মৌন সম্মতি দান করিতে পারে। যখন ইক'রার বা স্বীকৃতির উত্তরাধিকারী বা দান-গ্রহীতা ব্যক্তি বিচার-বিবেচনার বয়সে পৌঁছে নাই তখন সে ব্যক্তিগতভাবে উহাতে সম্মতি নাও দিতে পারে। পিতৃত্বের অধিকারের স্বীকৃতির ব্যাপারে এই প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এমন কোন ব্যক্তিকে যে বিচার-বিবেচনার বয়সে পৌঁছে নাই (অথবা মানসিক দিক হইতে অসুস্থ) কেহ সন্তান হিসাবে অধিকার দান করিলেও সে ঐ বিষয়ে মৌন সম্মতি নাও দিতে পারে। এমতাবস্থায় অধিকার দানকারীর এক পক্ষীয় ইচ্ছা হিসাবে উহা সিদ্ধ বলিয়া ধরা যাইতে

পারে। নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে যে, অধিকারের স্বীকৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন করার কোন সম্ভাবনা থাকে না যখন শিশু বিচার-বিবেচনার বয়সে উপনীত হয় কিংবা যখন মাঝে মাঝে পাগলামির পর বিবেকহীন ব্যক্তি বিবেক প্রাপ্ত হয় (আল-কাসানী, পৃ. গ্র., ৭খ, ২৩২)।

ইক্‌রার বা স্বীকারোক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইহা বিনা দ্বিধায় বলা যাইতে পারে যে, উপরে উল্লিখিত শর্তসমূহ পূরণ সাপেক্ষে যে কোন প্রকারের অধিকার— তাহা মানুষের অধিকার (হাককুল-ই'বাদ), আল্লাহ্‌র অধিকার (হুকূকুল্লাহ), পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার অথবা পৈতৃক সম্পত্তি বহির্ভূত অধিকার যাহাই হউক না কেন, অধিকারের স্বীকৃতির বিষয়বস্তু হিসাবে গণ্য হইতে পারে। ফিক্‌হশাস্ত্রে এই নিয়মের কোন একটি ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তবে এই শর্ত সাপেক্ষে যে, স্বীকৃতির বিষয় হিসাবে গণ্য অধিকার যেন সম্ভবপর বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং তাহা মুসলিম আইন কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত হয়।

কিন্তু ইক্‌রার বা স্বীকারোক্তির বিষয়বস্তু পৈতৃক সম্পত্তি সম্পর্কিত অথবা পৈত্রিক সম্পত্তি বহির্ভূত অধিকারের মান অনুযায়ী ইক্‌রার সম্বন্ধে উত্থাপিত সমস্যাসমূহ একই রূপ নয়।

২। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকারের স্বীকারোক্তি (আল-ইক্‌রার বি'ল-হু'কূক): গ্রন্থকারগণ প্রধানত অর্থ সম্বন্ধীয় ঋণের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং এই অধিকারকে প্রকাশ করার জন্য এমন সব সূত্র তালিকাভুক্ত করেন যাহার সবচেয়ে সবলটি হইল, "আমি তোমার নিকট এক সহস্র দিরহাম ঋণী।"

স্বীকৃত অধিকারের বিভিন্নতা, যেমন সম্পত্তির অধিকার, আমানতের অধিকার ও সীমিত অংশীদারী কারবারে অংশের অধিকার ইত্যাদির জন্য স্বাভাবিকভাবে সূত্রটির তারতম্য ঘটে। এই প্রকার ইক্‌রার বা স্বীকৃতির ক্ষেত্রে মুসলিম আইনবিশারদগণ দুইটি প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হন। প্রথম সমস্যা স্বীকারোক্তির অবিভাজ্যতা সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় সমস্যা ঘোষণা দানকারী মৃত্যুশয্যায় কোন স্বীকারোক্তি করিলে উহার বৈধতা সম্পর্কে।

(ক) স্বীকারোক্তির অবিভাজ্যতার সমস্যা সকল আইন সংক্রান্ত পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এইভাবে ইহার বর্ণনা করা যায়: মনে করা হউক, স্বীকারোক্তির প্রধান ব্যক্তি কোন একটি প্রধান ঘটনা অথবা একটি অধিকার স্বীকার করার পর এমন একটি ঘটনা অবতারণা করে যাহা তাহার প্রথম উক্তির বিচার সম্বন্ধীয় ফলাফল সংশোধন করে, সেই ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী বা দানগ্রহীতার দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। উত্তরাধিকারী বা দানগ্রহীতা উহার পূর্ণটাই গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে (উহা তাহার সুবিধাজনক ও অসুবিধাজনক উভয় অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে) অথবা কোন বিশেষ সংরক্ষণ পরিহার করিয়া উহার যে কোন অংশ বহাল রাখার জন্য তাহাকে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

মুসলিম আইনবিশারদগণ বাস্তব ঘটনা দ্বারা তাহাদের কার্য বিবরণীর পদ্ধতির উপর অবিচল থাকিয়া সামান্য ভিন্নভাবে প্রশ্ন রাখেন। কোন স্বীকারোক্তিতে ইল্লা (إلا=ব্যতীত) অব্যয় দ্বারা কোন কিছু ইস্‌তিছনা বা বাদ দিলে ও বাধা আরোপ করিলে তাহা কি অনুমতিযোগ্য অথবা ইহা অপরিবর্তনীয় হওয়ার কারণে স্বীকারোক্তিকে বৈধ রাখিয়া উহা কি অবর্তমান হিসাবে বিবেচিত হয়?

বাধা আরোপিত বস্তু প্রধান কর্তব্যের অনুরূপ জাতীয় হইলে সকল মাযহাব ইস্‌তিছনাকে সিদ্ধ হিসাবে অনুমতি প্রদান করে। ইহা বুঝিবার পক্ষে সহজ যে, উক্ত ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি একটি অবিভাজ্য পূর্ণতাকে গঠন করে। আইনবিশারদগণের মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত এই বিষয় ছাড়াও হ'নাফী মতাবলম্বিগণ ইস্‌তিছনাকে অনুমোদন করেন (এইভাবে স্বীকারোক্তিকে অবিভাজ্য হিসাবে গণ্য করেন) যখন বাধা আরোপিত বস্তু ওজন করা, মাপা অথবা গণনা করা যায়। যদি ইহা এইরূপ না হয় সেই ক্ষেত্রে একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ ধরা হউক যে, অর্থের একটি অংকের অধিকারী ব্যক্তি তাহার স্বীকারোক্তির বিষয় হইতে একটি দাস কিংবা কোন পোশাক, যাহা উহার অন্তর্ভুক্তির মধ্যে বিবেচিত নয়, বাদ দেয় তাহা হইলে স্বীকারোক্তির প্রথম অংশটি সম্পূর্ণ সিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে, অথচ বাধা আরোপিত অংশ বাতিল হিসাবে গণ্য হইবে। শাফি'ঈ ও মালিকী ফিক্‌হবিদগণ আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন। তাহাদের ফাকীহগণের মতে যে কোন প্রকারের ইস্‌তিছনা সিদ্ধ এবং অধিকারগ্রহীতার উপর উহা অবশ্য পালনীয় হিসাবে প্রযোজ্য হইবে। সে ইচ্ছা করিলে উহার পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে অথবা উহার সম্পূর্ণটাই বাতিল করিতে পারে। হাম্বালী ফাকীহগণ মূল কর্তব্যের অনুরূপ জাতীয় ইস্‌তিছনা ব্যতীত যে কোন ইস্‌তিছনা বর্জন করেন। ইব্‌ন কুদামা (মুগ'নী, ৫খ, ১৪২) তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "যে কোন প্রকারের ইস্‌তিছনাকে স্বীকার করার অর্থ দাঁড়ায় অধিকারদাতাকে এমন ঋণের সহিত সম্পৃক্ত করার অনুমতি দান—অধিকারের বিষয়ের সঙ্গে যাহার কোন সম্পর্ক নাই, অথচ অধিকারগ্রহীতার নিকট দাবি হিসাবে সে উহার পরিচয় প্রদান করে। ইহা তাহাকে তাহার দাবির সুষ্ঠ ভিত্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হইতে নিষ্কৃতি দান করিবে (যদি এইভাবে বিষয়সমূহের অনুমতি প্রদান করা হয়)।"

পূর্ববর্তী নিয়ম সময় (আজাল) সম্পর্কিত বস্তুর প্রতি প্রযোজ্য নহে যাহা অধিকারদাতা তাহার স্বীকারোক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। যদি অধিকার গ্রহীতা সময় সম্পর্কে বিতর্কের অবতারণা করে তাহা হইলে হ'নাফী ও মালিকী মতানুসারে শপথ গ্রহণ করিলে তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে। অপরপক্ষে শাফি'ঈ ও হাম্বালী ঘোষণাকারীর বিবৃতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। শেষোক্ত ব্যক্তিকে শপথসহ ইহা বর্ণনা করিতে হইবে যে, ঋণ তাহার প্রাপ্য আছে, পরিশোধ করা হয় নাই।

ইহা স্মরণ রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন যে, ইস্‌তিছনাকে যেন আইন-বিশারদগণের উল্লিখিত ইস্‌তিদরাকের সহিত ভুল না করা হয় যাহা সংশোধনের অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা অনুমান করা হয় যে, অধিকারদাতা কিছু পূর্বে যে অংকের অর্থ উল্লেখ করিয়াছিল তাহা হইতে কিছু বেশী অংকের অর্থের সহিত পরিচিত করার প্রয়াসে নিজেকে সংশোধন করে। এই পর্যায়ে বিভ্রান্তি পরিহার করা অত্যন্ত সহজ। কারণ "লা বাল" (لا بل ইহা নয়, বরং) শব্দদ্বয় বাক্যে প্রয়োগ করিয়া ইস্‌তিদরাকের অর্থ প্রকাশ করা হয়। এমতাবস্থায় অধিকারদাতা বলিতে পারেন, "আমি অমুকের নিকট এক সহস্র দিরহাম ঋণী, না বরং দুই সহস্র।"

হানাফী মায'হাবমতে কি'য়াসের (সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া যুক্তি প্রদান) নিয়ম অনুযায়ী দ্বিতীয় ঘোষণাকে প্রথমটির সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে যেন স্বীকারকারীকে পরিণামে তিন সহস্র দিরহাম ঋণ হিসাবে আদায় করিতে হয়। কারণ ঋণের স্বীকারোক্তি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে ইস্‌তিহ'সানের বা ন্যায়বিচারের নিয়মে ইহা স্বীকার করা হয় যে, ইস্‌তিদরাকে যে সমষ্টি দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ দুই সহস্র দিরহাম তাহাই ঋণ হিসাবে তাহাকে পরিশোধ করিতে হইবে (আল-কাসানী, পৃ. গ্র., ৭খ., ২১২)।

(খ) **ইক্‌'রারু'ল-মারীদ' বা পীড়িত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি ঃ** পীড়িত ব্যক্তি, যে মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে অথবা মৃত্যুর বিপদে পতিত ব্যক্তি (পানিতে ডুবন্ত অথবা ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি) কর্তৃক ঋণের স্বীকারোক্তি আইন ব্যবস্থায় বিশেষভাবে সন্দেহজনক বলিয়া গণ্য হয়। কারণ উহা (ফিক'হ বা ব্যবহারিক শাস্ত্র মুতাবিক) আসন্ন মৃত্যু দ্বারা অনুপ্রাণিত ব্যক্তির বদান্যতার উপর সংকীর্ণ সীমানা নির্ধারণ করে। পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে কোন উত্তরাধিকারীর জন্য সুবিধা সৃষ্টি করা অথবা তাহার সম্পর্কে কোন উত্তরাধিকারীর জন্য সুবিধা সৃষ্টি করা অথবা তাহার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের অধিক অংশ কোন অপরিচিত ব্যক্তির জন্য হস্তান্তরিত করা খুব সহজ। যদিও উভয় প্রকারের কার্য বদান্যতা হিসাবে বিবেচিত হয়, তবুও উইলের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে উহার সম্পাদনের অনুমতি দেওয়া যায় না।

এতদসত্ত্বেও কেবল হ'নাফী ও হ'াম্বালী মায'হাব কোন উত্তরাধিকারীর পক্ষে ইক'রার-এর জন্য স্পষ্ট নিয়ম-বিধি প্রণয়ন করিয়াছে। এই দুই মায'হাবের মত অনুযায়ী ঘোষণাকারী তাহার মৃত্যুশয্যায় কোন উত্তরাধিকারীর পক্ষে কোন ইক'রার করিলে তাহা সর্বদা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে, যেমন করিয়া তাহার পক্ষে কোন উইল সম্পাদন বাতিল হিসাবে বিবেচিত হইবে (যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা সহ-উত্তরাধিকারিগণের সর্বসম্মত চুক্তি হয়)।

মালিকী মতাবলম্বিগণ প্রতিটি স্বতন্ত্র বিষয়ে ঘোষণাকারীর উদ্দেশ্য আবিষ্কার করার প্রয়াস পান। পরিস্থিতির বিবেচনায় যদি এই উদ্দেশ্য সন্দেহজনক হয় তাহা হইলে ঐ অবস্থায় ইক'রার সিদ্ধ নয়। কিন্তু যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ঘোষণাকারী প্রকৃতপক্ষে ইক'রার-এর বিষয়ে তাহার উত্তরাধিকারীর নিকট ঋণী, তাহা হইলে তাহারা এই স্বীকারোক্তিকে সঠিক হিসাবে বিবেচনা করেন। শাফি'ঈ মতাবলম্বীদের ধারণা, ইমাম আশ-শাফি'ঈ কর্তৃক সমর্থিত দুইটি বিপরীত মতবাদের মধ্যে অধিকতর পসন্দীয় (রাজিহ') মতবাদ ঐটি, যাহা যে কোন ইক'রার—এমনকি তাহার উত্তরাধিকারীর সপক্ষে মৃত্যুশয্যায় প্রদত্ত ইক'রার সিদ্ধ (সহীহ) বলিয়া গণ্য করে (আর-রামলী, নিহায়াতু'ল-মুহ'তাজ, ৪খ, ৫১)।

যাহার উপকারার্থে ইক'রার বা স্বীকারোক্তি করা হয় সে যদি মুমূর্ষু ব্যক্তির উত্তরাধিকারী না হয় তাহা হইলে চারিটি মায'হাব ঋণ হিসাবে পরিশোধনায় অংকের সুবিধা তাহারা প্রাপ্য বলিয়া স্বীকার করে, এমনকি উহা মুমূর্ষু ব্যক্তির সমস্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই পর্যায়ে ইক'রার দ্বারা উপকার প্রাপক তাহার দাবির আনুপাতিক অংশের জন্য ঐ সকল ব্যক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিবে যাহাদের নিকট অসুস্থতার পূর্বে ঘোষণাকারীর ঋণ ছিল। কেবল হ'াম্বালী আইনে অসুস্থতার পূর্বের ঋণদাতাগণকে অসুস্থতার মধ্যে উচ্চারিত ইক'রার-এর সুবিধা প্রাপকদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। উহা এই বক্তব্যের ভিত্তিতে করা হয়, "দুয়ূনু'স-সিহ'হা, মুক'াদদামুন আলা দুয়ূনি'ল-মারাদ" (সুস্থ সময়ের ঋণকে মুমূর্ষু অবস্থার ঋণের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে)।

৩। উত্তরাধিকার বহির্ভূত অধিকার স্বীকার ঃ ফিক্‌'হশাস্ত্র এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির পক্ষে উত্তরাধিকার বহির্ভূত অধিকার স্বীকার করা অনুমোদন করে, যদিও এই জাতীয় অধিকার কঠোর শর্ত আরোপ করা ছাড়া অস্তিত্বে আসে নাই—যাহা হইতে উহার সাধারণ স্বীকৃতিমুক্ত। বিবাহ, পিতৃত্ব, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সম্পর্ক প্রত্যাখ্যান, নাগরিক অধিকার ইত্যাদি ইক'রার-এর বিষয় হিসাবে গণ্য হইতে পারে যাহা স্বীকৃত অধিকারের পর্যায়ভুক্ত। এই স্থানে আমরা বিবাহের অধিকার অথবা অন্য অর্থে স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদা (ইক্‌'রার বি'ন্‌-নিকাহ') এবং রক্তের সম্পর্কের অধিকার (ইক্‌'রার বি'ন্‌-নাসাব) সম্পর্কে আলোচনা করিব। এইগুলি পারিবারিক অধিকার, যাহা অতীতে প্রায়ই ইক'রার-এর বিষয় হিসাবে গণ্য হইত।

মুসলিম আইন কর্তৃক আরোপিত কোন বাধা নাই—এই শর্তে একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোককে তাহার পত্নী হিসাবে স্বীকার করিতে পারে এবং অনুরূপভাবে একজন স্ত্রীলোক একজন পুরুষকে তাহার স্বামী হিসাবে স্বীকার করিতে পারে। এই সম্ভাবনা সাক্ষী বা দলীল দ্বারা প্রমাণ পেশ করা অনুমোদন করে, যাহা অন্য পদ্ধতি দ্বারা পুনঃস্থাপিত হইতে পারে, যখন এই জাতীয় প্রমাণ পেশ করা অসম্ভব অথবা অত্যধিক কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে ইহা মুসলিম আইনে বিবাহ চুক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে—এমন বিস্তারিত নিয়মকে কৌশলের সহিত ব্যবহার করার অনুমতি দান করে। স্বাভাবিকভাবে স্বীকৃতিটি সিদ্ধ হইবে যদি উহা সুবিধাপ্রাপক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এইখানে একজন পুরুষের স্বীকারোক্তির এবং একজন স্ত্রীলোকের স্বীকারোক্তির মধ্যে পার্থক্য অতি স্পষ্ট। যদি স্বীকৃতির ব্যাপারে পুরুষ প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহা হইলে স্ত্রীলোকের মৌন সম্মতি গৃহীত হইতে পারে, এমনকি তাহার স্বামী হিসাবে কথিত ব্যক্তির মৃত্যুর পরও উহা কার্যকর হইবে। অপরপক্ষে যদি স্ত্রীলোক প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া কোন পুরুষের সহিত তাহার বিবাহ স্বীকার করে তাহা হইলে স্ত্রীলোকের জীবিত থাকা পর্যন্ত পুরুষ ব্যক্তিটি উক্ত বিবাহ অনুমোদন করিতে পারে।

স্বীকারোক্তির ব্যাপারে উপরে প্রকাশিত মতবাদ হ'নাফী দৃষ্টিভঙ্গীকে উপস্থাপন করে। অপর সুন্নী মায'হাব এবং শী'আ মতবাদ কমবেশী একই প্রকার নীতি নির্ধারণ করে। তবে মালিকীদের মতে ইক্‌'রার বি'ন-নিকাহ বা বিবাহের স্বীকৃতি এমন ব্যক্তিদের মধ্যে গৃহীত হইতে পারে— যাহারা কোন দূরবর্তী দেশ হইতে আসিয়াছে এবং যাহারা তাহাদের দেশে সমর্পিত বিবাহ সম্পর্কে এই স্বীকারোক্তির পন্থা ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ উপস্থাপন করিতে না পারার জন্য অসুবিধার সম্মুখীন হইতে পারে।

ইক'রার বি'ন-নাসাব বা আত্মীয়তার সম্পর্কের স্বীকারোক্তি বাস্তব ক্ষেত্রে দুইটি ভিন্ন ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করে যাহার প্রেক্ষিতে স্বীকৃত অধিকার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ হিসাবে মূল্যায়ন করা যায়।

আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে যখন অধিকারদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে তৃতীয় কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত না হয়। এই তত্ত্ব কেবল সন্তান, পিতা এবং মাতার স্বীকৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইহা ছাড়া অন্যান্য উদাহরণের ক্ষেত্রে (সহোদর ভ্রাতা, পিতৃব্য, দৌহিত্রের স্বীকৃতি) আত্মীয়তার সম্পর্ক পরোক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। কারণ অধিকারদাতা তৃতীয় ব্যক্তির (উপরের উদাহরণের ক্ষেত্রে যথাক্রমে তাহার পিতা, দাদা ও পুত্র) মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির পিতৃত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হইতে পারে যাহাকে সে পরোক্ষ আত্মীয়তার স্বীকৃতি দান করে।

আইনশাস্ত্রবিদদের মতে এই কারণেই প্রত্যক্ষ আত্মীয়তার সম্পর্কের স্বীকৃতি পুত্রত্ব ও পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু পরোক্ষ আত্মীয়তার স্বীকৃতি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং উহা স্বীকৃতিদাতার জন্য সীমাবদ্ধ থাকে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে উহা স্বীকৃতি-গ্রহীতার উত্তরাধিকারের অধিকার সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়।

(ক) **প্রত্যক্ষ আত্মীয়তার সম্পর্কের স্বীকৃতি** ঃ সকল মায'হাবে ইহা সিদ্ধ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আবশ্যক। প্রথমত, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিশু (অথবা যে স্বীকৃতি দান করে) উক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও সন্তান অবশ্যই হইবে না। দ্বিতীয়ত, স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য দাতা ও গ্রহীতার বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য অবশ্যই থাকিতে হইবে। পরিশেষে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই উহা অনুমোদন করিতে হইবে যদি সে খুব ছোট অথবা বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তি না হয়। এই তিনটি শর্তের সহিত মালিকী ফাকীহগণ চতুর্থ একটি শর্ত সংযোজন করেন। তাঁহারা ইহা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন যে, জন্মের পরিবেশ এমন হইতে হইবে যাহাতে আত্মীয়তার সম্পর্ক করা যুক্তিসংগত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। অপর অর্থে তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, মরক্কোতে ভূমিষ্ঠ একজন শিশুকে স্বীকৃতিদান এমন একজন পিতা কর্তৃক সিদ্ধ হইবে না—যে ব্যক্তি কখনও সিরিয়া ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া সঠিকভাবে জানা নাই। কিন্তু অন্যান্য মায'হাবের মতাবলম্বিগণ এই শর্ত দাবি করেন না অথবা (মালিকীদের সহিত এই বিষয়ে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া) বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার ফলে সন্তান প্রসবের কোন প্রমাণ পেশ করার দাবি করেন না।

প্রত্যক্ষ আত্মীয়তার সম্পর্কের স্বীকারোক্তি উহার গ্রহীতাকে আইনের এমন অবস্থায় সংস্থাপন করে যাহা 'আল-ওয়ালাদু লি'ল-ফারাশ' (শিশু বিবাহ-শয্যার মালিকের) এই নীতি প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে অথবা প্রকাশ্য সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই বিধি আইনের প্রতিটি ধারার জন্য প্রযোজ্য, তাহা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে হউক অথবা বিবাহের প্রতিবন্ধকতা কিংবা সাক্ষ্য প্রদানে অক্ষমতা সম্পর্কিত ব্যাপারে হউক, এমনকি উহা ফৌজদারী আইন সম্বন্ধীয় বিষয়ের জন্যও প্রযোজ্য।

(খ) **পরোক্ষ আত্মীয়তার সম্পর্কের স্বীকৃতি** ঃ উপরের বিষয়ের ন্যায় ইহা কোন বিষয়কে (Erga omnes) সিদ্ধ হিসাবে গঠন করে না। স্বীকৃতিদাতা কেবল নিজেকে আইনমত কাজ করিতে বাধ্য করে। কিন্তু ইহা লিখা অতিরঞ্জিত, যেমন 'আল্লামা যায়লা'ঈ মনে করেন (তাবয়ীন, ৫খ, পৃ. ২৮) "ভ্রাতা অথবা পিতৃব্যের স্বীকৃতি একটি উইলের সমতুল্য।" হ'নাফী আইনে কোন ব্যক্তি যখন অপর ব্যক্তিকে তাহার ভ্রাতা (একটি অপ্রচলিত উদাহরণ) হিসাবে স্বীকৃতি দান করে তখন সে অপর ব্যক্তিকে স্বীয় পিতার পুত্রের মর্যাদা দান করিতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পিতা উহা অনুমোদন করে। এইরূপ অনুমোদন ব্যতীত (পিতা বাস্তবে মৃত হইলে অথবা সম্মতি প্রত্যাখ্যান করিলে) স্বীকৃতিদাতা ছাড়া অন্য কাহারও উপর তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এই কারণে গ্রহীতা ও দাতা ঐ সম্পত্তিতে অংশীদার হইবে যাহা সে তাহার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে। সে তাহার নিকট পরিণামে তাহার ভরণ-পোষণ দাবি করিতে পারে এবং স্বীকৃতিদাতার মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইতে পারে যদি দাতার কোন উত্তরাধিকারী না থাকে। ইহা উপরে বর্ণিত স্বীকারোক্তির অনুরূপ নহে, বরং যে কোন সময় ইহার বাতিল হওয়ার আশংকা থাকে, যেমন কোন উইল দ্বারা উহাকে রদ করা যায়।

১৯৫৩ খৃস্টাব্দের ব্যক্তিগত পদমর্যাদা সংক্রান্ত সিরীয় আইন বিধির (Syrian Code of Personal Status of 1953) সময় হইতে (ধারা ১৩৪ ও ১৩৫) সমসাময়িক আইন-বিধি প্রত্যক্ষ আত্মীয়তার সম্পর্কের স্বীকৃতির উপর বেশ কিছু সংখ্যক ধারা সংযোজন করিয়াছে। এই আধুনিক আইন প্রণয়ন যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই পদ্ধতি বর্তমানে ব্যবহারিক স্বার্থের একটি বিরাট অংশকে বহাল রাখিয়াছে। কারণ রেজিস্ট্রী কার্যালয়ের দলীলপত্রে ইহা ব্যবধানের সমন্বয় সাধন করিয়াছে, যদিও কোন কোন মুসলিম দেশে ইহাকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয় না। উপরন্তু ইহা স্বাভাবিক শিশুর স্বীকৃতি (শিশুর জন্মের অনিয়মিত শর্তের উল্লেখ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে) এবং পরিত্যক্ত শিশুর দত্তক গ্রহণের (যাহা স্বীকৃতি হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে) স্বীকৃতিকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

অপরপক্ষে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই সকল সমসাময়িক গ্রন্থে পরোক্ষ আত্মীয়তার সম্পর্কের স্বীকৃতি সম্বলিত ধারা পরিদৃষ্ট হয়। বর্তমানে ইহা কদাচিৎ ব্যবহৃত হয় এবং ইহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে যে, আধুনিক জীবনের উপযোগী হিসাবে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশে আইনবিধিতে ইহার সম্পর্কে সত্যই কোন সংক্ষিপ্ত নিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল কিনা। এইভাবে ১৯৪৩ সালের ৬ আগস্ট তারিখের মিসরীয় আইন উত্তরাধিকারের উপর ৪২ নম্বর ধারা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। সিরীয়, তিউনিসীয় ও মরক্কোর ব্যক্তিগত পদমর্যাদা সংক্রান্ত আইন-বিধিতে উক্ত বিষয়ের উল্লেখপূর্বক এমন সব ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছে যাহা অনেকটা হ'নাফী আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। কেবল ইরাকে ব্যক্তিগত পদমর্যাদা সংক্রান্ত আইন-বিধিতে পরোক্ষ আত্মীয়তার সম্পর্কের স্বীকৃতি গ্রহীতার উত্তরাধিকার জনিত অধিকার বাতিল করা হয় নাই (ধারা ৮৮, ১৯৬৩ সালের ১৮ মার্চ তারিখের আইন কর্তৃক সংশোধিত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ফিক্'হশাস্ত্রের সকল গ্রন্থ, এমনকি ক্ষুদ্র কলেবরবিশিষ্ট গ্রন্থেও ইক'রারের উপর অধ্যায় আছে। ইহা ছাড়াও বিশেষভাবে এই সকল উৎস দ্রষ্টব্য ঃ হ'নাফী আইনে ঃ (১) সারাখ্সী, আল-মাব্সূত', কায়রো ১৩২৪ হি., ১৮খ.-এর সম্পূর্ণ অংশ; (২) কাসানী, বাদা'য়িউস-স'নাই, কায়রো ১৩১৩ হি., ৭খ., ২০৯ প.; (৩) যায়লা'ঈ, তাব্য়ীনু'ল-হ'কাইক', কায়রো ১৩১৫ হি., ৫খ., ২প. মালিকী আইনেঃ (৪) খালীল, মুখতাস'র, অনু. Bousquet, ১৯৬১ খৃ., ৩খ., ৮৮ প. এবং হাত'তাব ও মাওওয়াক' কর্তৃক উহার ব্যাখ্যা ও ভাষ্য, কায়রো ১৩২৯ হি., ৫খ., ২১৬ প. এবং দারদীর দাসূকী কর্তৃক উহার ভাষ্য, সম্পা. হ'লাবী, ৩খ., ৩৯৭ প. শাফি'ঈ আইনে ঃ (৫) রামলী, নিহায়াতু'ল-মুহ'তাজ, কায়রো ১২৮৬ হি., ৪খ., ৩৩ প; (৬) শীরাযী, মুহায্'য'াব, কায়রো, সম্পা. হ'লাবী, তা. বি., ২খ., ৩৪৩ প.। হ'াম্বালী আইনে, (৭) ইব্ন কু'দামা, মুগ'নী কায়রো ১৩৬৭ হি., ৫খ., ১৩৭ প.। ইমামী আইনে, (৮) আল-মুহ'াক্'কিক' আল-হি'ল্লী, শারা'ই-উ'ল-ইসলাম, বৈরূত ১৯০৩ খৃ., ২খ., ১০৮-১৬ (ফরাসী অনু. Querry, প্যারিস ১৮৭৬ খৃ., ২খ., ১৫০-৭০); (৯) Santillana, Istituzioni di diritto musulmano, রোম ১৯৩৮ খৃ., ২খ., ২২০ প. (extra-Judicial admission), ২খ., ৫৮৯ প. (Judicial admission); (১০) Y. Linant de Bellefonds, Traite de droit musulman compare, প্যারিস ও হেগ ১৯৬৫ খৃ., ১খ, সংখ্যা ৩৪৫-৪৮ (পীড়িত ব্যক্তির ইক'রার), ২খ, সংখ্যা ৬১২-১৩ (বিবাহের ইক'রার); (১১) J. Schacht, An Introduction to Islamic Law, অক্সফোর্ড ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ১৫১।

Y. Linant De Bellefonds (E.I.[2])/
এ. এম. ইয়াকুব আলী ও ডঃ আবদুল জলীল

ইক্‌রাহ (إكراه) ঃ (আ). একটি আইন বিষয়ক শব্দ যাহা দ্বারা অবৈধ বল প্রয়োগ (duress) অর্থ নির্দেশ করা হয়। আইন বিশেষজ্ঞগণ দুই প্রকার ইকরাহ-এর পার্থক্য দেখান। অবৈধ (إكراه غير مشروع) ও বৈধ (إكراه بحق)। ইহাদের মধ্যে কেবল প্রথমটিকে কুরআনে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে (لا اكراه فى الدين ২ ঃ ২৫৬) এবং ইহার আইনগত ফলাফল রহিয়াছে।

অবৈধ বল প্রয়োগ দুই মাত্রার হইতে পারে। যদি ইহাতে গুরুতর দৈহিক ক্ষতি সংঘটিত হয়, তবে তাহা গুরু বলপ্রয়োগ (إكراه تام) অথবা (ملجىء) এবং যদি কেবল মৌখিক ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা সামান্য মুষ্টাঘাত করা হয় তবে তাহা লঘু বল প্রয়োগ (إكراه ناقص) অথবা غير ملجى)। বৈধ বল প্রয়োগ, যাহার কোন প্রকার আইনগত ফলশ্রুতি নাই তাহা। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নোক্ত রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে ঃ বিচারক কোন খাতককে এই মর্মে চাপ প্রয়োগ করিতে পারেন যে, সে যেন তাহার নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করে।

বল প্রয়োগের প্রেক্ষিতে যেই সকল চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহার বৈধতার মাত্রার প্রশ্নে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। তবে সার্বিকভাবে দেওয়ানী আইনে এই প্রকার বলপ্রয়োগের প্রতিক্রিয়া হইতেছে—খিয়ার (خيار) দ্বারা কোন ঘোষণা বা চুক্তিকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দেওয়া অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ সম্পূর্ণ এককভাবে কোন চুক্তি বহাল বা নাকচ করিতে পারে।

ফৌজদারী আইনে বল প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া হইল দায়িত্বের ক্রমহ্রাসমান অবস্থান, যাহা শেষ পর্যন্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিয়া উক্ত কার্যকে বৈধ রূপ দান করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ মৃত্যু বা অঙ্গহানির হুমকির মুখে মদ্য পান করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ নহে।

ফলে বিক্রয় ক্ষেত্রে দলীল সম্পাদন বা চুক্তিবদ্ধ দায়িত্ব সম্পন্ন অন্যান্য আইনগত দলীল সম্পাদনের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের অনুপস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই প্রকার অনুপস্থিতি বিলা ইক্‌রাহ ওয়ালা ইজবার (بلا إكراه ولا إجبار)-এর ন্যায় বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সু'বহী মাহ্'মাস'নী, আন-নাজ'রিয়্যাতু'ল-'আম্মা লি'ল-মূজাবাত ওয়া'ল-'উকূদ ফি'শ-শারী'আতি'ল ইসলামিয়্যা, বৈরূত ১৯৪৮ খৃ.; (২) J. Schacht, An introduction to Islamic Law, অক্সফোর্ড ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ১১৭-১১৮; (৩) মুস'তাফা আহ'মাদ আয-যারক'া, আল-ফিক'হু'ল-ইসলামী ফী ছ'ওবিহি'ল-জাদীদ, দামিশক' ১৯৬৮ খৃ., এবং তথায় উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী; (৪) R. Y. Ebied এবং M. J. L. Young, Some Arabic Legal documents of the Ottoman period, লাইডেন ১৯৭৬ খৃ. (দ্র. দলীলপত্রসমূহ, ১৫, ১৬, ২৪ ইত্যাদি)।

R. Y. Ebied ও M. J. L. Young (E.I.[2])/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

সংযোজন

বলপ্রয়োগ-এর আরবী প্রতিশব্দ ইকরাহ (الإكراه), যাহার অর্থ অপছন্দ, অমনোপুত ইত্যাদি। ইহা ইসলামী আইনের একটি পরিভাষা। আল-কাসানী বলেন, "ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন ব্যক্তিকে কোন কাজ করিতে বাধ্য করাকে বলপ্রয়োগ বলে" (বাদাইউস সানাই, কিতাবুল ইকরাহ্, ৭ খ., পৃ. ১৭৫)।

আল-বাহ্‌রুর রাইক গ্রন্থে বলা হইয়াছে, "অসন্তোষজনক কিছুর ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন ব্যক্তির দ্বারা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করানোকে বলপ্রয়োগ বলে" (আল-বাহ্‌রুর রাইক, ৮খ., পৃ. ১৭৯)।

মালিকী মাযহাবের ফিক্‌হ গ্রন্থে বলা হইয়াছে , "মানবসত্তার জন্য ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক এমন কিছুর ভীতি প্রদর্শনকে বল প্রয়োগ বলে" (মাওয়াহিবুল জালীল, ৪ খ., পৃ. ৪৫)।

হাম্বালী মাযহাবের ফিক্‌হ গ্রন্থে বলা হইয়াছে, "বল প্রয়োগে সক্ষম ব্যক্তি বুদ্ধিজ্ঞান সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার উদ্দীষ্ট কাজ করাইতে বাধ্য করিলে এবং কর্তার প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয় যে, সে উক্ত কাজ না করিলে বলপ্রয়োগকারী তাহার ভীতি প্রদর্শন তাহার উপর কার্যকর করিবে, এইরূপ অবস্থাকে বলপ্রয়োগ বলে" (আসনাল মাতালিব ওয়া হাশিয়াতুশ শিহাব আর-রামলী, ৩খ., পৃ.২৮২)।

মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থে বলা হইয়াছে, "কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে তাহার ইচ্ছা বহির্ভূত কোন কাজ করিতে অথবা না করিতে বাধ্য করাকে বলপ্রয়োগ বলে" (মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, পৃ. ৮৫)।

আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা শীর্ষক ফিক্‌হ-এর বিশ্বকোষে বলা হইয়াছে, "কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তি কর্তৃক তাহার এখতিয়ার ও স্বেচ্ছাসম্মতি রহিতকৃত অবস্থায় শেষোক্ত ব্যক্তির জন্য যাহা করিতে বাধ্য হয় তাহাকে বলপ্রয়োগ বলে" (আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা, ৬খ., পৃ. ৯৮)।

হিদায়া গ্রন্থে বলা হইয়াছে ঃ

لان الاكراه اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفى به رضاه او يفسد به اختياره مع بقاء اهليته.

"ইকরাহ এমন কাজের নাম যাহা স্বেচ্ছাসম্মতি প্রদানের ও এখতিয়ার প্রয়োগের যোগ্য কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাসম্মতি-ও এখতিয়ার বঞ্চিত হইয়া অপর ব্যক্তির জন্য করে" (হিদায়া, কিতাবুল ইক্‌রাহ, ৩খ, পৃ. ৩৩০)।

যেমন কয়েকজন অস্ত্রধারী দুষ্কৃতিকারী এক যুবককে রাস্তা হইতে ধরিয়া নিয়া নির্জনে কোথাও বন্দী করিয়া বলিল, তুমি এই মদ পান না করিলে অথবা এই মৃতজীবের গোশত ভক্ষণ না করিলে আমরা তোমাকে এই অস্ত্র দ্বারা হত্যা করিব অথবা তোমার অংগচ্ছেদন করিব। যুবকটি উক্ত হারাম কাজে লিপ্ত হইতে সম্মতি বা অসম্মতি প্রদানের বা এখতিয়ার প্রয়োগের যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও দুষ্কৃতিকারীদের অস্ত্রের মুখে তাহার উক্ত যোগ্যতা প্রয়োগে অক্ষম হইয়া পড়িল এবং অনিচ্ছায় উক্ত কাজ করিল। এই ধরনের যাবতীয় কার্যক্রম "ইকরাহ" বা অবৈধ বলপ্রয়োগের আওতাভুক্ত।

এখানে দুষ্কৃতিকারীরা "মুকরিহ্" (অবৈধ বলপ্রয়োগকারী), তাহাদের অবৈধ বলপ্রয়োগের কার্যক্রমটি 'ইকরাহ", বলপ্রয়োগে কৃত কার্যটি "মুকরাহ 'আলায়হ্", কার্যটি সম্পাদনকারী "মুকরাহ", এবং দুষ্কৃতিকারীদের ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র "মাকরূহ বিহ্" হিসাবে গণ্য।

কোন কাজ অবৈধ বলপ্রয়োগে কৃত হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইলে উহাতে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকিতে হইবে। যেমন বলপ্রয়োগকারী যে শাস্তির ভয় দেখাইতেছে তাহা কর্যকর করার সামর্থ্য তাহার থাকিতে হইবে। বল প্রয়োগের বা শাস্তি কার্যকর করার সামর্থ্য তাহার না থাকিলে তাহার দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া কোন ব্যক্তির কৃত কাজ বলপ্রয়োগে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

দ্বিতীয়ত, বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তিরও নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিতে হইবে যে, বলপ্রয়োগকারীর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ না করিলে সে তাহাকে যে শাস্তির ভয় দেখাইতেছে তাহা কার্যকর করিবে। এইরূপ নিশ্চিত বিশ্বাস না

জন্মিলে তাহার দ্বারা কৃত কাজটি তাহার স্ব-ইচ্ছায় সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

তৃতীয়ত, বলপ্রয়োগে কৃত কাজটি বলপ্রয়োগকারী বা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সংঘটিত হইতে হইবে। যেমন বলপ্রয়োগকারী কোন ব্যক্তিকে বলিল, তুমি তোমার অমুক মাল অমুক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিবে, অন্যথায় আমি তোমাকে হত্যা করিব বা তোমার অংগ কর্তন করিব। মাল বিক্রয়ের সময় বলপ্রয়োগকারী অথবা তাহার প্রতিনিধি কেহই উপস্থিত না থাকিলে বিক্রয়ের কাজটি বলপ্রয়োগে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না; বরং তাহা মালিকের স্বেচ্ছা-সম্মতিতে হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে (হিদায়া, কিতাবুল ইক্‌রাহ, ৩খ, পৃ. ৩৩০; 'আলামগীরী, কিতাবুল ইক্‌রাহ, বাবুল আওয়াল; তুর্কী মাজাল্লা, ধারা ১০০৩, ১০০৪, ১০০৫)।

বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বলপ্রয়োগকারী কোন ব্যক্তিকে হত্যা, অঙ্গহানি, পাশবিক নির্যাতন বা বন্দী করার ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার মাল ক্রয় করিল অথবা তাহার বাড়ি ভাড়ায় গ্রহণ করিল অথবা ঋণের স্বীকারোক্তি করাইল অথবা শুফ'আর দাবি ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল অথবা তাহার মাল বলপ্রয়োগকারীর দখলে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিল। এই অবস্থায় বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি বলপ্রয়োগের পরিস্থিতি হইতে মুক্তিলাভের পর ইচ্ছা করিলে উক্ত লেনদেন বহালও রাখিতে পারে অথবা বাতিলও করিতে পারে। কারণ পারস্পরিক লেনদেন কেবল পক্ষদ্বয়ের স্বেচ্ছাসম্মতির ভিত্তিতে সহীহ হইতে পারে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

"কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হইয়া ব্যবসায় করা বৈধ" (সূরা নিসা ঃ ২৯; হিদায়া, কিতাবুল ইকরাহ, ৩খ, পৃ. ৩৩০; তুর্কী মাজাল্লা, ধারা ১০০৬)।

বলপ্রয়োগকারী জীবননাশ বা অঙ্গহানি করিতে উদ্যত হইলে তখনই কেবল হারাম জিনিস ভক্ষণ বা পান করা বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির জন্য বৈধ হইবে। সাধারণ নির্যাতন বা হুমকির মুখে তাহা ভক্ষণ বা পান করা বৈধ হইবে না (হিদায়া, কিতাবুল ইকরাহ, ৩খ, পৃ. ৩৩২)।

বলপ্রয়োগকারী কাহারও মাল ধ্বংস বা বিনষ্ট করার হুমকি দিলে এবং মালের মালিক বলপ্রয়োগকারীর উক্ত হুমকিতে ভীত হইয়া কোন অপরাধ কর্ম করিলে তাহা বলপ্রয়োগে কৃত অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে না। হানাফী মাযহাবের মূলনীতি এই যে, "মাল ধ্বংসের হুমকি ইক্‌রাহ (বলপ্রয়োগ) নহে" (ان الوعيد باتلاف المال ليس اكراها)। অবশ্য উক্ত মাযহাবের কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞের মতে মাল ধ্বংসের হুমকিও বলপ্রয়োগ হিসাবে গণ্য। শেষোক্তরা আবার দুই দলে বিভক্ত হইয়া তাহাদের একদল বলেন, সমস্ত মাল ধ্বংসের হুমকি বলপ্রয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে এবং অপর দল বলেন, প্রচুর ক্ষতি হইতে পারে এইরূপ পরিমাণ মাল ধ্বংসের হুমকি প্রদান বলপ্রয়োগ প্রমাণিত হইবার জন্য যথেষ্ট (আল-বাহ্‌রুর রাইক, ৮ খ., পৃ. ৮২)।

ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর মতে অধিক পরিমাণ মাল ধ্বংসের হুমকি বলপ্রয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে। বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া মালের অধিক বা অল্প পরিমাণ নির্ধারিত হইবে। আর্থিক অবস্থার তারতম্যের কারণে একজনের নিকট যেই পরিমাণ স্বল্প মাল, অপরের নিকট সেই পরিমাণ অধিক মাল হিসাবে গণ্য হইতে পারে (মাওয়াহিবুল জালীল, ৪খ., পৃ. ৪৫; আসনাল মাতালিব, ৩খ., পৃ. ২৮৩; আল-ইকনা, ৪খ., পৃ. ৪; আল-মুগনী, ৮খ., পৃ. ২৮৩)।

ভীতি প্রদর্শনের বিষয়টি বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট হইলে তাহা অবশ্যই বলপ্রয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে। এই বিষয়ে ফকীহগণ একমত। কিন্তু ইহা বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে তাহা বলপ্রয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে কি না এই বিষয়ে ভিন্নমত আছে। হানাফী মাযহাব মতে, কোন ব্যক্তির পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ক্ষতিসাধনের হুমকি তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ হিসাবে গণ্য। শাফিঈ মাযহাবেরও এই মত। অবশ্য কিছু সংখ্যক হানাফী ফকীহ্‌র মতে কেবল বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট হুমকি ব্যতীত অপর কাহারও সহিত সংশ্লিষ্ট হুমকি বলপ্রয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে না (হাশিয়া ইব্‌ন আবিদীন, ৫ খ., পৃ. ১১০; আসনাল মাতালিব ওয়া হাশিয়াতুশ শিহাব আর-রামলী, ৩খ., পৃ. ২৮৩)। মালিকী মাযহাবের ফকীহ্‌গণের মতে যে কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের হুমকি বলপ্রয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে (মাওয়াহিবুল জালীল, ৪ খ., পৃ. ৪৫)। হাম্বালী মাযহাবের ফকীহগণের মতে কেবল পিতা-মাতা ও সন্তানের ক্ষতিসাধনের হুমকি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভীতিপ্রদর্শন হিসাবে গণ্য হইবে (আল-ইকনা, ৪খ., পৃ. ৪)।

যথাযথ কর্তৃপক্ষ যদি কোন ব্যক্তিকে অন্যায় কাজ করার আদেশ দেয় এবং তাহা লংঘন করিলে শাস্তির হুমকি না দেয়, তবে সেই ক্ষেত্রে আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রবল ধারণা হয় যে, সে উক্ত আদেশ অমান্য করিলে তাহাকে হত্যা করা হইবে অথবা তাহার দৈহিক ক্ষতি করা হইবে অথবা তাহাকে দীর্ঘ মেয়াদের কারাবাস ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইলে উক্ত আদেশ সরাসরি বলপ্রয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে। কিন্তু প্রয়োজনীয় কর্তৃত্বহীন কর্তৃপক্ষের উক্তরূপ আদেশ সরাসরি বল প্রয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে না। আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির যদি প্রবল ধারণা হয় যে, উক্ত আদেশ লংঘন করা হইলে শাস্তি প্রদান করা হইবে অথবা কর্তৃপক্ষের আদেশ লংঘন করিলে স্বভাবতই শাস্তি প্রদান করা হইয়া থাকে, এইরূপ অবস্থায় উক্ত নির্দেশ বলপ্রয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে (হাশিয়া ইব্‌ন 'আবিদীন, ৫খ., পৃ. ১১২)।

স্বামী যদি স্ত্রীকে কোন অন্যায় কাজ করার নির্দেশ দেয় এবং স্ত্রী তাহার অভিজ্ঞতা বা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে উপলব্ধি করে যে, উক্ত নির্দেশ অমান্য করা হইলে তাহাকে কঠোর নির্যাতন করা হইবে, এইরূপ অবস্থায় স্বামীর নির্দেশ স্ত্রীর ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে, নির্দেশের সহিত ভীতি প্রদর্শনের উপাদান যুক্ত থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু নির্যাতনের শিকার হওয়ার প্রবল ধারণা বিদ্যমান না থাকা অবস্থায় উক্ত নির্দেশ পালন করা হইলে তাহা বলপ্রয়োগ হিসাবে গণ্য হইবে না (হাশিয়া ইব্‌ন আবিদীন, ৫ খ., পৃ. ১২০)।

কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তাহার নির্দেশমত অবৈধ কাজ করিতে বাধ্য করার জন্য গালমন্দ করার, এমনকি যেনার মত জঘন্য অপরাধের মিথ্যা অপবাদ (ক'যাফ) আরোপের হুমকি প্রদান করিলে এবং সে ভীত হইয়া তাহার নির্দেশিত কাজ করিলে তাহা বলপ্রয়োগে কৃত কর্ম হিসাবে গণ্য হইবে না। এই বিষয়ে চার মাযহাবের ফকীহ্‌গণ ঐকমত্য পোষণ করেন (আল-মুগনী, ৮খ., পৃ. ২৬১; মাওয়াহিবুল জালীল, ৪খ., পৃ. ৪৫)।

একমাত্র অঙ্গহানি বা জীবননাশের প্রবল আশংকা করিলেই বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির জন্য বাহ্যিকভাবে আল্লাহ্‌র সহিত শরীক করা বা রাসূলুল্লাহ (স)-কে গালি দেওয়া বা ইসলামের কোন অকাট্য বিধান অমান্য করার অনুমতি রহিয়াছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۤ اِلاَّ مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

"কোন ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌র সহিত কুফরী করিলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দিলে তাহার উপর আপতিত হইবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তাহার জন্য আছে মহাশাস্তি; তবে তাহার জন্য নহে যাহাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তাহার হৃদয় ঈমানে অবিচল থাকে" (সূরা নাহ্‌ল ঃ ১০৬)।

আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) ও আরও কয়েকজন সাহাবী মক্কা হইতে মদীনায় পলায়ন করিলে পথিমধ্যে তাঁহারা মক্কার মুশরিকদের হাতে ধৃত হন। মুশরিকরা তাঁহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে এবং বলে, তোমরা মুহাম্মাদ (স)-কে গালি দিলে এবং আমাদের প্রতীমাগুলির প্রশংসা করিলে আমরা তোমাদেরকে মুক্ত করিয়া দিব। আম্মার (রা) তাহাদের কথামত কাজ করেন এবং তাহারা তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেয়। তিনি মদীনায় পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ঘটনার বর্ণনা দিলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার হৃদয়ের অবস্থা তখন কিরূপ ছিল ? তিনি বলেন, ঈমানে অবিচল ছিল। মহানবী (স) বলেন, কখনও উক্তরূপ পরিস্থিতির শিকার হইলে পুনরায় অনুরূপ করিও (হাকেমের আল-মুসতাদরাক-এর বরাতে হিদায়ার ২নং টীকায় উদ্ধৃত, ৩খ., পৃ. ৩৩৩)।

বলপ্রয়োগে কৃত অপরাধ কর্মটি মানবজীবন অথবা মানবদেহ সংশ্লিষ্ট হইলে অর্থাৎ বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি বাধ্য হইয়া অপর ব্যক্তিকে হত্যা করিলে বা তাহার কোন অঙ্গ কর্তন করিলে বা আঘাত করিয়া অঙ্গহানি ঘটাইলে এইসব ক্ষেত্রে সে তাহার কৃত অপরাধের শাস্তি হইতে রেহাই পাইবে না। এই বিষয়ে ফকীহগণ একমত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ.

"আল্লাহ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তোমরা তাহাকে হত্যা করিও না" (সূরা আনআম ঃ ১৫১; সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৩)।

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا.

"যাহারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে পীড়া দেয় এমন কোন অপরাধের জন্য যাহা তাহারা করে নাই, তাহারা অপবাদের এবং স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে" (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫৮)।

ফকীহ্‌গণ বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের কারণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, সে নিজের জান বাঁচাইবার এবং বলপ্রয়োগকারীর নির্যাতন হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছে। অতএব তাহাদের মতে মানবজীবন ও মানবদেহ সংশ্লিষ্ট অপরাধ কর্মটি বলপ্রয়োগে বাধ্য হইয়া করা হইলে বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি শাস্তি হইতে রেহাই পাইবে না। অবশ্য এই ক্ষেত্রে শাস্তির ধরন ও মাত্রার মধ্যে পার্থক্য হইবে অর্থাৎ গুরুদণ্ডের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত লঘুদণ্ড প্রদান করা হইবে। ইমাম মালেক ও আহ্‌মাদ (র)-এর মতে এই ক্ষেত্রে কিসাসই কার্যকর হইবে। শাফিঈ মাযহাবের দুইটি ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায়, যাহার একটি পূর্বোক্ত মতের অনুরূপ এবং অগ্রগণ্য মত অনুযায়ী এই ক্ষেত্রে দিয়াত প্রদান বাধ্যকর হইবে। কারণ বলপ্রয়োগ সন্দেহের সৃষ্টি করে, যাহার ফলে কিসাস রহিত হইয়া যায়। হানাফী মাযহাবে তিনটি মত লক্ষ্য করা যায়। ইমাম যুফার (র)-এর মতে কিসাস কার্যকর হইবে, ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ (র)-এর মতে তা'যীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য হইবে এবং আবূ য়ূসুফ (র)-এর মতে দিয়াত আরোপিত হইবে (আল-বাহ্‌রুর রাইক, ৮খ., পৃ. ৭৪, ৭৭; মাওয়াহিবুল জালীল, ৬খ., পৃ. ২৪২; আল-মুগনী, ৯খ., পৃ. ৩৩১; আল-ইকনা, ৪খ., পৃ. ১৭১; তুহফাতুল মুহতাজ, ৪খ., পৃ. ৭; আল-মুহায্‌যাব, ২খ., পৃ. ১৮৯: বাদাইউস সানাই, ৭খ., পৃ. ১৭৯)।

বলপ্রয়োগের আওতার মধ্যে এমন একটি অবস্থাও আছে যখন বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির জন্য অপরাধ কর্মটির সংঘটন বৈধ হইয়া যায় এবং একই সংগে শাস্তিও রহিত হইয়া যায়। যেমন কোন ব্যক্তি ক্ষুৎপিপাসায় নিরুপায় হইয়া মৃত বা হারাম জীবের গোশত ভক্ষণ করিল। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ.

"তিনি যাহা তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন তাহা বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করিয়াছেন, তবে তোমরা নিরুপায় হইলে তাহা স্বতন্ত্র" (সূরা আনআম ঃ ১১৯)।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاَ عَادٍ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ.

"নিশ্চয় আল্লাহ মৃত জীব, রক্ত, শূকর মাংস এবং যাহার উপর আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হইয়াছে তাহা তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্যোপায় অথচ অবাধ্যাচারী বা সীমালংঘনকারী নয়, তাহার জন্য পাপ হইবে না" (সূরা বাকারা ঃ ১৭৩; আরও দ্র. সূরা আনআম, ১৪৫ নং আয়াত)।

মৃতজীব, রক্ত ও শূকর মাংস ভক্ষণ স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হারাম, কিন্তু কোন ব্যক্তি একান্ত নিরুপায় হইয়া তাহা ভক্ষণ করিলে বা তাহাকে বলপ্রয়োগে তাহা ভক্ষণে বাধ্য করা হইলে তাহা গ্রহণ তাহার জন্য বৈধ হইয়া যায় এবং ইহার জন্য তাহাকে আইনত দায়ী করা হইবে না, যদিও উপরোক্ত বস্তুগুলি মূলতই হারাম। বরং সর্বাগ্রগণ্য মত এই যে, কোন ব্যক্তি নিরুপায় অবস্থায় হারাম বস্তু গ্রহণ না করিয়া নিজের জীবন ধ্বংস করিলে ইহার জন্য সে গুনাহগার হইবে। কেননা কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ.

"তোমরা নিজেদের হাতে নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না" (সূরা বাকারা ঃ ১৯৫; বাদাইউস সানাই, ৭খ., পৃ. ১৭৬; মাওয়াহিবুল জালীল, ৩খ., পৃ. ২২৯)।

وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

"তোমরা নিজদিগকে হত্যা করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু" (সূরা নিসা ঃ ২৯)।

অতএব অনন্যোপায় অবস্থায় হারাম বস্তু গ্রহণ করিয়া হইলেও জান বাঁচানো ফরয (আবূ বাক্‌র আল-জাসসাস, আহ্‌কামুল কুরআন, ১খ., পৃ. ১২৮)।

উল্লেখ্য যে, কেবল পূর্ণ বলপ্রয়োগের (اكراه تام) ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য, অপূর্ণ বল প্রয়োগের (اكراه ناقص) ক্ষেত্রে নয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে হারাম কর্মটি হারামই থাকিবে এবং শাস্তিযোগ্য হইবে। পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীতে উল্লেখিত অপরাধ কর্ম ব্যতীত অপর সকল ক্ষেত্রে অপরাধ কর্মটি নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ বলপ্রয়োগের আওতাধীনে শাস্তি মওকূফ হইয়া যায়। যেমন যেনার অপবাদ আরোপ, গালি দেওয়া, চুরি করা ইত্যাদি।

জোরপূর্বক অথবা ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন ব্যক্তিকে যেনা করিতে বাধ্য করা হইলে সে অপরাধীও সাব্যস্ত হইবে না এবং শাস্তিও ভোগ করিবে না। শরীআতের মূলনীতি এই যে, "বলপ্রয়োগে করানো কাজের দায়িত্ব হইতে বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি মুক্ত।" স্বয়ং কুরআন মজীদ যেসব নারীকে জোরপূর্বক যেনায় লিপ্ত হইতে বাধ্য করা হইয়াছে তাহাদের ক্ষমার কথা ঘোষণা করিয়াছে।

وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"তোমাদের ক্রীতদাসীদেরকে, তাহারা সতীত্ব রক্ষা করিতে চাহিলে, পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় ব্যভিচারিণী হইতে বাধ্য করিও না। যে তাহাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাহাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (সূরা নূর ঃ ৩৩)।

মহানবী (স)-এর যুগে এক মহিলা অন্ধকারে নামাযে যাওয়ার জন্য বাহির হইল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং জোরপূর্বক তাহার সতীত্ব হরণ করিল। মহিলার চিৎকারে চারদিক হইতে লোকজন জড়ো হইল এবং ধর্ষণকারীকে ধরিয়া ফেলিল। মহানবী (স) ধর্ষণকারীকে রজমের শাস্তি দিলেন এবং স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, তুমি চলিয়া যাও, আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন" (বিস্তারিত দ্র. তিরমিযী, হুদূদ, বাব মা জাআ ফিল-মারআতি ইযাসতুকরিহাত আলায-যিনা; দারু কুতনী, ৩খ., পৃ. ৯২-৩; ইব্‌ন মাজা, হুদূদ, বাবুল মুসতাকরাহ; বায়হাকী, ৮খ., পৃ. ২৩৫)।

"একটি ক্রীতদাস একটি ক্রীতদাসীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করিলে উমার ফারূক (রা) ক্রীতদাসের উপর হদ্দ জারী করেন, কিন্তু ক্রীতদাসীকে শাস্তি দেন নাই, কারণ তাহাকে বলাৎকার করা হইয়াছিল" (মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ ঃ জামিউ মা জাআ ফী হাদ্দিয-যিনা; মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, বাংলা অনু., হাদীছ নং ৭০৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে উক্ত হইয়াছে।

মুহাম্মদ মূসা

'ইক্‌রিমা (عكرمة) ঃ (র) প্রখ্যাত তাবি'ঈ অর্থাৎ নবী কারীম (স)-এর সা'হা'বাদের অনুসারীদের অন্যতম এবং ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর প্রতি আরোপিত কু'রআনের আদি ব্যাখ্যার প্রধান বর্ণনাকারীদের একজন। তিনি ইব্‌ন 'আব্বাসের আযাদকৃত দাস ছিলেন। বসরার শাসনকর্তা থাকাকালে ইব্‌ন 'আব্বাসের নিকট 'ইকরিমা প্রদত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। ইব্‌ন 'আব্বাসের পুত্র 'আলী 'ইকরিমাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দান করেন। অতএব প্রায়শ তাঁহাকে ইব্‌ন 'আব্বাসের মাওলা (মুক্তদাস)-রূপেও আখ্যায়িত করা হয়। কখনও তাঁহাকে মক্কার তাবি'ঈদের মধ্যে এবং কখনও মদীনার তাবি'ঈদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তিনি অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। মক্কা, মদীনা, মিসর, সিরিয়া, য়ামান, কূফা, বসরা, নীশাপুর, ইসফাহান, সমরকন্দ ও মার্ভ-এ তাঁহার উপস্থিতি প্রত্যায়িত হইয়াছে, কখনও কখনও শাসনকর্তাদের সমভিব্যাহারে। তাঁহার এই ব্যাপক ভ্রমণ এই মতবাদকে কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য করে যে, তিনি খারিজী মতবাদের প্রচারক ছিলেন এবং অবশ্যই উহার অনুসরণ করিতেন। কিন্তু তিনি মাগ'রিব সফর করিয়াছিলেন, ইফরিকি'য়্যাতে খারিজী মতবাদের বীজ বপনের জন্য দায়ী ছিলেন, এমনকি তিনি কায়রাওয়ানে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন (তিনি বার্বার বংশোদ্ভূত বলিয়া কথিত, এই কথাগুলি অত্যন্ত অসম্ভাব্য), বরং পক্ষান্তরে আশি বৎসর বয়সে ১০৫/- ৭২৩-৪ সনে (সর্বাপেক্ষা সঠিক প্রত্যায়িত তারিখ) তিনি মদীনায় ইনতিকাল করেন। একই দিনে কুছ''য়য়ির 'আযযা (দ্র.) মৃত্যুবরণ করেন এবং উভয়ের সা'লাতে জানাযা একই সঙ্গে আদায় করা হয়। কথিত আছে, খারিজী মতবাদের কারণে মদীনার কোন একজন শাসনকর্তা তাঁহার তল্লাসী চালান এবং তিনি আত্মগোপন করিতে বাধ্য হন, কিন্তু এই বর্ণনার অস্পষ্টতাই উহাকে অলীক বলিয়া প্রতীয়মান করে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উৎস অনুযায়ী জানা যায় যে, তিনি ইব্‌ন 'আব্বাস, 'আইশা (রা) ও স্বল্প সংখ্যক অন্য সা'হা'বীর নিকট হইতে হা'দীছ' বর্ণনা করেন। পরবর্তী কালে তাঁহার সূত্র (authorities) এবং তাঁহার নিকট হইতে হা'দীছ' বর্ণনাকারীর সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। পূর্বাহ্নে ইব্‌ন সা'দ-এ তাঁহার জ্ঞানের প্রশংসা এবং তাঁহার বর্ণিত হা'দীছের সমালোচনা একই সঙ্গে করা হইয়াছে। তবুও বুখারী তাঁহার হা'দীছ বিনা শর্তে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন হা'দীছবেত্তাগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা সত্ত্বেও তাঁহাকে অনুমোদন করিয়াছেন (হা'দীছে'র প্রাথমিক সংকলকদের মধ্যে বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসাঈ তাঁহার বর্ণিত হা'দীছ'সমূহকে তাঁহাদের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন)। তবে পরবর্তী কয়েকজন সমালোচক খারিজী বা অধার্মিক মতবাদ পোষণ করার জন্য তাঁহার মনিবের নিকট হইতে হা'দীছ' বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁহাকে নির্ভরযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গণ্য করেন নাই। কিন্তু সর্বশেষ মূল্যায়নে (সবশেষে ইব্‌ন হা'জার) তাঁহাকে পুনরায় নির্ভরযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ফিহ্‌রিস্‌ত (পৃ. ৩৮, ১খ., পৃ. ২) ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত কু'রআন নাযিল সম্পর্কে তাঁহার একটি গ্রন্থের উল্লেখ করে। এই গ্রন্থটির বিশ্বাসযোগ্যতা ইব্‌ন 'আব্বাসের প্রতি আরোপিত কু'রআনের ভাষ্য সম্পর্কিত অন্যান্য সংকলনের মতই (Goldziher, পৃ. ৭৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, ৫খ., পৃ. ২১২-১৬; (২) খালীফা ইব্‌ন খায়্যা'ত, কিতাবু'ত-তাবাকা'ত, বাগদাদ ১৩৮৭/১৯৬৭, পৃ. ২৮০; (৩) বুখারী, আত-তারীখু'ল-কাবীর, ৪/১খ., নং ২১৮; (৪) ইব্‌ন আবী হা'তিম আর-রাযী, কিতাবু'ল-জারহ' ওয়া'ত-তা'দীল, ৩/২খ., নং ৩২; (৫) তাবারী, Annales, ৩খ., পৃ. ২৪৮৩-৮৫, এবং নির্ঘণ্ট; (৬) মুবাররাদ কিতাবু'ল-কামিল, পৃ. ৫৬১, ১খ., পৃ. ১২; (৭) ইব্‌ন 'আব্দ রাব্বিহ, আল-'ইক'দু'ল-ফারীদ, Indices by M. Shafi, ১খ., পৃ. ৬০৩; (৮) আগানী, ৮খ., ৪২ প., ১৫ খ., পৃ. ১২৬, ১৯ খ., ৬০; (৯) য়াকূ'ত ইরশাদ, ৫খ., পৃ. ৬২-৬৫; (১০) নাওয়াবী, তাহযী'বু'ল-আসমা, ed. Wustenfeld, পৃ. ৪৩১ প.; (১১) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, দ্র.; (১২) যা'হাবী, তায'কিরাতু'ল-হু'ফ্‌ফাজ', হা'য়দরাবাদ ১৩৩৩ হি., ১খ., পৃ..

৮৯ (নং ৮৭); (১৩) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আস্‌ক'ালানী, তাহযীবু'ত-তাহযীব, ৭খ., নং ৪৭৫; (১৪) Caetani, Chronographia Islamica, 1328 (year 105); (১৫) Goldziher, Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, ৭৫ প.; (১৬) Brockelmann, S. I., 691.

J. Schacht (E.I.2)/এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী

'ইকরিমা ইব্‌ন আবী জাহ্‌ল (عكرمة ابن ابى جهل) : (রা) ইব্‌ন হিশাম আল-মাখযূমী একজন বিশিষ্ট মুহাজির সাহাবী। মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরায়শ বংশের বানূ মাখযূম শাখায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। উপনাম আবূ 'উছমান। মাতার নাম উম্মু মুজালিদ বিনতু'ল-য়ারবূ। তাঁহার পিতা ছিলেন কুরায়শ বংশের নেতা, ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঘোর বিরোধী ও চরম দুশমন আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম। তাঁহার বংশলতিকা ইইলঃ 'ইকরিমা ইব্‌ন আবী জাহ্‌ল 'আমর ইব্‌ন হিশাম ইবনু'ল-মুগীরা ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন মাখযূম য়াক'জা ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুআয়্যি আল-মাখযূমী আল-কুরাশী।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 'ইকরিমা : তাঁহার পিতা আবূ জাহ্‌ল-এর ন্যায়ই ইসলাম, মুসলমান ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি চরম বিদ্বেষী ছিলেন। মুসলমানদেরকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। বদর যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করেন। স্বীয় পিতার হত্যাকারী মু'আয' ইব্‌ন 'আফরা' (রা)-কে তরবারি দ্বারা এমন আঘাত করেন যে, তাঁহার হস্ত কর্তিত হইয়া ঝুলিতে থাকে (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরা, ২খ, ২৭৬)। বদর যুদ্ধে নিহত কুরায়শ নেতাদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে আবূ সুফয়ানকে যাহারা উদ্বুদ্ধ করে, 'ইকরিমা (রা) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম (প্রাগুক্ত, ৩খ, ২৩-২৪)। উহুদ যুদ্ধে তিনি এবং খালিদ ইবনু'ল-ওয়ালীদ মুশরিক সৈন্যদের নেতৃত্ব দেন । ৫ম হিজরীতে মক্কার সকল কাফির মুশরিক স্ব স্ব গোত্রের সহিত মিলিত হইয়া মদীনা আক্রমণ করে। 'ইকরিমা (রা)-ও তখন নিজ গোত্র কিনানার লোকজনকে সঙ্গে লইয়া খন্দকের যুদ্ধে উক্ত আক্রমণে ঝাপাইয়া পড়েন। মক্কা বিজয়ের সময় সেখানকার কাফির মুশরিক প্রায় সকলেই কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ছাড়া অম্লান বদনে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়। কিন্তু যে চারজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা ইসলামের প্রতি পূর্ণ বিদ্বেষ ও বিরোধিতায় অটল থাকে 'ইকরিমা ছিলেন তাহাদের অন্যতম (অন্যরা হইল, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন খাত'াল, মিক'য়াস ইব্‌ন সাববাবা ও 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবী সারহ')। রাসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ দেন, ইহাদেরকে কা'বার গিলাফ আকড়াইয়া থাকা অবস্থায় পাওয়া গেলেও হত্যা করিতে হইবে (ইবনু'ল-আছী'র, উসদু'ল- গ'াবা, ৪খ, ৪-৫)। এই নির্দেশ শুনিয়া 'ইকরিমা য়ামান-এর উদ্দেশ্যে পলায়ন করেন।

তাঁহার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ (১) য়ামান যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার জন্য নৌকায় আরোহণ করেন। অতঃপর তাহাদের নৌকা প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পতিত হইলে নৌকার মালিক পক্ষ আরোহীকে বলিল, তোমরা খাঁটিভাবে আল্লাহর নাম লইতে ও তাঁহাকে ডাকিতে থাক। কারণ তোমাদের দেব-দেবিগণ এই ক্ষেত্রে কোনই উপকার করিতে পারিবে না। এই কথা 'ইকরিমার হৃদয়কে দারুণভাবে আলোড়িত করে। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম! সমুদ্রবক্ষে এক আল্লাহর প্রতি ইখলাস ব্যতীত অন্য কিছু যদি পরিত্রাণ দিতে না পারে তাহা হইলে স্থলভাগেও অন্য কেহ পরিত্রাণ দিতে পারিবে না। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি যে, আপনি আমাকে এই বিপদ হইতে যদি উদ্ধার করেন তবে আমি সোজা মুহ'াম্মাদ (স)-এর নিকট গিয়া তাঁহার হাতে হাত রাখিয়া ইসলাম গ্রহণ করিব। আমি অবশ্যই তাঁহাকে ক্ষমাকারী ও দয়ার্দ্র ব্যক্তি হিসাবে পাইব। অতঃপর উক্ত বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করত তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে গিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন (আল-'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, ২খ., ৪৯৭; ইবনু'ল-আছী'র, উসদু'ল-গ'াবা, ৪খ., ৫)। অপর এক বর্ণনামতে মক্কা বিজয়ের পরপরই তাঁহার স্ত্রী উম্মু হ'াকীম বিনতু'ল-হ'ারিছ ইব্‌ন হিশাম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় স্বামীর জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে নিরাপত্তা দান করিলে তিনি য়ামান-এ স্বামীর নিকট চলিয়া যান এবং তাঁহাকে বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট হইতে আগমন করিয়াছি যিনি সর্বাধিক সৎ, সর্বোত্তম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। আমি তাঁহার নিকট হইতে আপনার নিরাপত্তা গ্রহণ করিয়াছি। অতঃপর স্ত্রীর সহিত তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট চলিয়া আসেন। রাসূলুল্লাহ (স) দাঁড়াইয়া তাঁহাকে مرحبا بالراكب المهاجر "স্বাগতম হে অশ্বারোহী মুহাজির" বলিয়া সাদর সম্ভাষণ জানান এবং তাঁহার সহিত মু'আনাকা করেন। অতঃপর নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত হইয়া তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন" (উসদুল গাবা, ৪খ., ৫; ইব্‌ন 'আবদি'ল-বাররর, আল-ইসতী'আব, ইস'াবার হাশিয়া, ৪খ., ১৪৮; আল-হ'াকিম, আল-মুসতাদরাক, ৩খ, ২৪১)।

৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের বৎসর রাসূলুল্লাহ (স) মক্কায় থাকাকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরে মদীনায় চলিয়া আসেন (আল- 'আসক'ালানী, আল-ইস'াবা, ২খ, ৪৯৬)।

আদ-দাহ্‌হ'াক ইব্‌ন 'উছমান বলেন, ইসলাম গ্রহণের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যাহা উত্তম বলিয়া জানেন তাহা আমাকে শিক্ষা দিন, যাহাতে আমিও তাহা বলিতে পারি। তখন নবী কারীম (স) বলিলেন, তুমি কলেমা শাহাদাত পাঠ করিবে এইরূপে :

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনও ইলাহ নাই; তিনি একক তাঁহার কোনও শরীক নাই। আর মুহ'াম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল"।

তখন ইকরিমা (রা) বলিলেন, আমি তো এই সাক্ষ্য দেই এবং যাঁহারা আমার নিকট উপস্থিত থাকে তাহাদেরকে আমি সাক্ষী রাখিয়াছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি চাই, আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন 'ইকরিমা (রা) বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম 'আমি আল্লাহ্‌র রাস্তার বিরুদ্ধে যেরূপ অর্থ ব্যয় করিয়াছি এখন আল্লাহর রাস্তায় উহার দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করিব, আর আল্লাহর রাস্তার বিরুদ্ধে যত যুদ্ধ করিয়াছি, এখন তাহার দ্বিগুণ যুদ্ধ করিব। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যাপারে আপনাকে আমি সাক্ষী রাখিতেছি (ইব্‌ন 'আবদি'ল-বাররর, আল-ইসতী'আব, ইসাবার হাশিয়া, ৩খ., ১৪৯-৫০)। ইকরিমা (রা) তাঁহার এই অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছিলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে যতগুলি যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি জামা বা একটি কপর্দকও

তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি ছিলেন খুবই বিশ্বস্ত লোক। আত-তাবারীর বর্ণনামতে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে বিদায় হজ্জের বৎসর হাওয়াযিন গোত্রের যাকাত আদায়কারীরূপে প্রেরণ করেন (ইসাবা, ২খ., ৪৯৬)।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানরূপে জীবনযাপন করেন এবং আমৃত্যু তিনি পূর্ণরূপে ইসলামের উপর অটল থাকেন। ইসলাম গ্রহণের পর কিছু মুসলমান বলিতে থাকেঃ

هذا ابن عدو الله ابى جهل "ইনি হইলেন আল্লাহর দুশমন আবূ জাহ্‌লের পুত্র"! ইহা শুনিয়া তিনি মর্মাহত হন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট অভিযোগ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তখন সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা তাহার পিতাকে গালি দিও না, কারণ মৃত ব্যক্তিকে গালি দেওয়ায় জীবিত ব্যক্তিরা কষ্ট পায় (ইবনু'ল আছীর, উসদুল-গাবা, ৪খ., ৫)। অতঃপর তিনি ইকরিমা (রা)-কে ইকরিমা ইব্‌ন আবী জাহ্‌ল বলিতে নিষেধ করিয়া দিলেন (প্রাগুক্ত)। এই সময়ে বিশেষ এক ভাষণে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, জাহিলী যুগে যে সম্মানিত ছিল, ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামী যুগেও সে সম্মানিত হিসাবে বিবেচিত হইবে। কোনও কাফিরের কারণে কোনও মুসলমানের মনে কষ্ট দেওয়া যাইবে না (আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৩খ., ৬৪৩; সিয়ারুস সাহাবা, ৪খ, ১৭০-এর বরাতে)।

ইসলাম গ্রহণের পর ইকরিমা (রা) জাহিলী যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে ভূমিকা রাখিয়াছিলেন উহার প্রতিবিধান করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জবিদ্দশায় যখনই এই সুযোগ আসিয়াছে তখনই তিনি পূর্ণ মাত্রায় তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াছেন (আল-ইসতী'আব, ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ১৪৯)। তবে মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সময়কালে খুব বেশী যুদ্ধ সংঘটিত না হওয়ায় তিনি আশানুরূপ সুযোগ লাভ করিতে পারেন নাই। আবূ বাক্‌র (রা)-এর খিলাফাত আমলে তিনি পূর্ণ মাত্রায় সেই সুযোগ লাভ করেন। আবূ বাক্‌র (রা) তাঁহাকে ও হুযায়ফা (রা)-কে আযদ গোত্রের বিদ্রোহী ও মুরতাদদের দমন করিবার জন্য 'উমান প্রেরণ করেন। 'ইকরিমা (রা) আযদ গোত্রকে পরাজিত এবং উহার নেতা লাকীত ইব্‌ন মালিককে হত্যা করেন, অতপর গোত্রের লোকজনকে তিনি পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত করেন এবং বহু বিদ্রোহীকে বন্দী করিয়া মদীনায় লইয়া আসেন। ইতোমধ্যে 'উমানের আরও এক গোত্র বিদ্রোহ করিয়া 'শাহ্‌র'-এ একত্র হইলে হযরত আবূ বাক্‌র (রা) পুনরায় ইকরিমা (রা)-কে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইকরিমা (রা) তাহাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। অতঃপর বানূ মাহ্‌রা বিদ্রোহ করিলে তিনি তাহাদের দিকে অগ্রসর হন; কিন্তু যুদ্ধ করিবার পূর্বেই তাহারা নতি স্বীকার করে এবং যাকাত প্রদান করে (শাহ মুঈনুদ্দীন নাদাবী, সিয়ারুস সাহাবা, ৪/২খ., পৃ. ১৭১)। হযরত আবূ বাক্‌র (রা) য়ামানের মুরতাদদের দমন করিবার জন্য যিয়াদ ইব্‌ন লাবীদ-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যিয়াদ (রা) বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত করিয়া যে গনীমত লাভ করেন তাহা এবং বন্দী মুরতাদদেরকে লইয়া রওয়ানা হন। পথিমধ্যে আশ'আছ ইব্‌ন কায়স নামক এক মুরতাদ তাহার বাহিনীসহ যিয়াদ (রা)-র বাহিনীর উপর আক্রমণ করত গনীমাতের সম্পদ ও বন্দীদিগকে ছিনাইয়া লয়। এই সংবাদ পাইয়া আবূ বাকর (রা) ইকরিমা (রা)-কে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইকরিমা (রা) যিয়াদ (রা)-কে সঙ্গে লইয়া আশ'আছ-এর সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করেন এবং আশ'আছকে বন্দী করিয়া মদীনায় লইয়া আসেন (সিয়ারু'স সাহাবা, ৪/২খ., ১৭১)।

আবূ বাকর (রা)-এর খিলাফত আমলেই মুরতাদদের কঠোরভাবে দমনের পর তিনি মুসলিম বাহিনীর সহিত শাম-এর যুদ্ধে গমন করেন। আবূ বাকর (রা) নিজেই তাহাদেরকে রওয়ানা করিয়া দেন। রওয়ানা হইয়া তাহারা দুই মাইল দূরে গিয়া রাত্রি যাপনের জন্য তাঁবু স্থাপন করেন। আবূ বাকর (রা) পরিদর্শনের জন্য সেখানে গিয়া বিশাল এক তাঁবু দেখিতে পান, যাহার চতুষ্পার্শ্বে আটটি ঘোড়া, বহু বর্শা ও যুদ্ধে অন্যান্য সাজসরঞ্জাম দেখিতে পাইলেন। তিনি নিকটে গিয়া দেখিলেন যে, তাহা ইকরিমা (রা)-এর তাঁবু। অতঃপর তিনি ইকরিমা (রা)-কে সালাম করিলেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তারপর যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য কিছু সাহায্য দিতে চাহিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলেন, উহাতে আমার কোনই প্রয়োজন নাই। আমার সঙ্গে দুই হাজার স্বর্ণমুদ্রা (দীনার) রহিয়াছে। তখন আবূ বাকর (রা) তাঁহার মঙ্গলের জন্য দু'আ করিলেন (উসদুল-গাবা ,৪খ., ৬)। মূলত ইহা ছিল হযরত ইকরিমা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণকালীন ইসলামের সাহায্য করার জন্য কৃত অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন। অতঃপর শাম-এ তিনি জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া প্রাণপনে যুদ্ধ করেন। এক একবার তিনি শত্রু ব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িতেছিলেন। একবার এমন অবস্থায় তিনি স্বীয় দলের কাছে আসিলেন যে, তাঁহার মুখমণ্ডল ও বক্ষ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। লোকজন তাঁহাকে বলিল, হে ইকরিমা! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিজের উপর দয়া কর, এইভাবে নিজকে নিজে ধ্বংস করিও না। একটু ধীরে সুস্থে যুদ্ধকর। তখন তিনি বলিলেন, আমি লাত ও উযযার জন্য নিজের জীবন বাজি রাখিয়া যুদ্ধ করিতাম। আর এখন আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের জন্য যুদ্ধ করিতে আসিয়া জীবন বাঁচাইব? আল্লাহর কসম! তাহা হইবে না। অনেকের বর্ণনামতে এই বলিয়া কয়েক কদম অগ্রসর হইবার পরই তিনি শহীদ হন (উসদুল-গাবা, ৪খ., ৬)। তবে তাঁহার শাহাদাতের এই মতটি তেমন প্রসিদ্ধ নহে।

হযরত 'উমার (রা)-এর খিলাফাত আমলে য়ারমূকের যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি খালিদ 'ইবনু'ল ওয়ালীদ (রা)- ইকরিমাকে তাহার বাহিনীর এক বাহুর আমীর নিযুক্ত করেন। ইতিহাসের ভয়াবহতম এই যুদ্ধে 'ইকরিমা (রা) প্রাণপণে লড়াই করেন। একবার কাফিরদের আক্রমণের প্রচণ্ডতায় মুসলিম বাহিনী টলটলায়মান হইয়া পড়ে। তখন 'ইকরিমা (রা) চীৎকার করিয়া বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বিরুদ্ধে বহু স্থানে যুদ্ধ করিয়াছি। আর আজ তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়া পলায়ন করিব! অতঃপর তিনি উচ্চস্বরে বলিলেন, কে আমার কাছে মৃত্যুর শপথ করিতে প্রস্তুত! তখন তাঁহার এই আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহার চাচা আল-হ'ারিছ' ইব্‌ন হিশাম ও দি'রার ইবনু'ল-আদওয়ারসহ চারি শত পদাতিক ও অশ্বারোহী মুসলমান মৃত্যুর শপথ করিলেন। 'ইকরিমা (রা) তাঁহাদেরকে লইয়া সেনাপতি খালিদ ইবনু'ল ওয়ালীদ (রা)-এর তাঁবুর সম্মুখে প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। তাঁহাদের সকলেই যুদ্ধের ময়দানে অটল থাকিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন। তাহাদের অধিকাংশই শহীদ হইলেন। কিছু সংখ্যক জীবিত থাকিলেও তাঁহারা আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়েন। কেবল দি'রার ইবনু'ল-আদওয়ারই সুস্থ হইয়া উঠেন। স্বয়ং 'ইকরিমা (রা) ও তাঁহাদের দুই পুত্রও মারাত্মকভাবে আহত হন। অতঃপর সেনাপতি খালিদ ইবনু'ল-ওয়ালীদ (রা) 'ইকরিমার মস্তক স্বীয় উরুর উপর এবং তাহার পুত্র 'আমর ইব্‌ন 'ইকরিমার মস্তক পায়ের নলার উপর রাখিয়া তাঁহাদের মুখমণ্ডল হইতে রক্ত মুছিয়া দিতেছিলেন। আর তাহাদের গলদেশে ফোটা ফোটা পানি দিতেছিলেন

(আত-তাবারী, তারীখ, ৩খ, ৪০১)। এক বর্ণনামতে এই য়ারমূকের যুদ্ধেই তিনি শহীদ হন (উসদু'ল-গাবা, ৪খ., ৬)।

শাহাদাত লাভের পূর্বেও তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ত্যাগের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুস'আব (রা) বর্ণনা করেন যে, য়ারমূকের দিন আল-হ'ারিছ' ইব্ন হিশাম, ইকরিমা ইব্ন আবী জাহল ও সুহায়ল ইব্ন আমর শহীদ হন। তাঁহারা আহত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। তাঁহাদের নিকট পানি আনয়ন করা হইল কিন্তু যখনই তাঁহাদের কাহারও নিকট পানি লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখনই অমুককে পান করাও বলিয়া ফেরত দিতেছিলেন। এইভাবে একে একে তাঁহারা তিনজনই শহীদ হইয়া যান অথচ কেহই পানি পান করেন নাই। তিনি বলেন, প্রথমে 'ইকরিমা (রা) পানি চাহিলেন। তাঁহাকে পানি দেওয়া হইলে তিনি পানি পান করিবেন এমন সময় সুহায়ল (রা)-এর দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে, সুহায়ল (রা) তাঁহার দিকে তাকাইতেছেন। তখন 'ইকরিমা বলিলেন, তাহার নিকট লইয়া যাও। অতঃপর তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া হইলে তিনি পানি পান করিবেন এমন সময় দেখিলেন, আল-হ'ারিছ তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। তখন সুহায়ল (রা) বলিলেন, তাঁহার নিকট লইয়া যাও। তাঁহার নিকট পৌছিতে পৌছিতে তিনি ইনতিকাল করিলেন। অতঃপর দেখা গেল অন্যরাও ইনতিকাল করিয়াছেন। ফলে কাহারও আর পানি পান করা হইল না (আল-ইসতী'আব, ইসাবার পার্শ্বটীকা, ৪খ. ১৫০)। মুহ'াম্মাদ ইব্ন সা'দ (র) ও মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-আনসারী (র)) হইতে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি সুহায়ল ইব্ন 'আমর-এর স্থলে আয়্যাশ ইব্ন আবী রাবী'আ-এর নাম উল্লেখ করিয়াছেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-৫১)। তিনি শাহাদাত লাভের পর তাঁহার শরীরে ৭৩টি তীর, তরবারি ও বর্শার আঘাত পাওয়া যায় (আয'-যাহাবী, সিয়ারু আলামিন-নুবালা, ১খ., ৩২৪)।

'ইকরিমা (রা)-এর ইনতিকাল সম্পর্কে কিছু মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইব্ন ইসহ'াক যুবায়র ইব্ন বাক্কার ও অন্যান্য অধিকাংশ সীরাতবিদ-এর বর্ণনামতে তিনি 'উমার (রা)-এর খিলাফাত আমলের প্রথম দিকে ১৫/৬৩৬ সালে য়ারমূকের যুদ্ধে শহীদ হন, যাহার বিবরণ পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে (আল-আসকালানী, আল-ইসাবা, ২খ, ৪৯৬)। সায়ফ তাঁহার ফুতূহ গ্রন্থে সনদসহ উল্লেখ করিয়াছেন যে, ১৫ হি. উমার (রা)-এর খিলাফত আমলে কারাদীস-এর কোন এক যুদ্ধে 'ইকরিমা আমীর ছিলেন। অতঃপর ৪০০ লোককে তিনি মৃত্যুর উপর বায়আত গ্রহণ করেন। অতঃপর দিরার ইবনুল আদওয়ার ব্যতীত উক্ত চারি শত লোকের সকলেই শহীদ হন, সেই সঙ্গে 'ইকরিমা (রা)-ও ঐদিন শহীদ হন (প্রাগুক্ত)। আল-হ'াসান ইব্ন 'উছমান আয-যিয়াদী-এর বর্ণনামতে ১৩ হি. হযরত আবূ বাকর (রা)-এর খিলাফাতের শেষভাগে ফিলিস্তীন-এর রামলা ও আবয়াত অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থান আজনাদায়ন এ এক যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। উক্ত যুদ্ধে ১৩ জন লোক শাহাদাত বরণ করেন, তন্মধ্যে 'ইকরিমা (রা) অন্যতম। আত-তাবারী এইমত উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন হাজার আল-আসকালানী ইহা উদ্ধৃত করত ইহাকে জমহূর তথা অধিকাংশের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর আল-ওয়াকিদী বলিয়াছেন, আমার সঙ্গীদের মধ্যে এই ব্যাপারে কোনও মতবিরোধ নাই (আল-ইসাবা, ২খ, ৪৯৬; তাহয'ীবুত তাহয'ীব, ৭খ. ২৫৮)। এক বর্ণনামতে ১৩ হি. আবূ বাকর (রা)-এর খিলাফাতের শেষভাগে শাম -এর একটি কূপ মারাজুস সুফফার-এ তিনি শহীদ হন। উল্লেখ্য যে, আজনাদায়ন-এর যুদ্ধ ও মারাজুস সু'ফফার-এর যুদ্ধ একই বৎসর অর্থাৎ ১৩ হি. সংঘটিত হয়। শাহাদাত লাভের সময় 'ইকরিমা (রা)-এর বয়স হইয়াছিল ৬২ বৎসর (আল-ইসতী'আব. ইসাবার পাশ্চটীকা. ৪খ., ১৪৯)। তাঁহার কোনও বংশধর নাই। তাঁহার পিতা আবূ জাহ্ল-এরও তিন কন্যা ব্যতীত কোনও বংশধর জীবিত ছিল না (উসদুল গাবা, ৪খ., ৬)। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাকে আঙ্গুরের থলি বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি তাঁহার ব্যাপারে উত্তম স্বপ্ন দেখেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মু সালামা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, আমি জান্নাতে আবূ জাহ্ল-এর আঙ্গুর থলি দেখিয়াছি। অতঃপর 'ইকরিমা ইব্ন আবী জাহ্ল (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, হে উম্মু সালামা! ইহাই আবূ জাহ্ল-এর সেই আঙ্গুর থলি (উসদুল গাবা, ৪খ, ৬)।

ইমাম তিরমিযী (র) 'ইকরিমা (রা)-এর একটি হ'াদীছ' বর্ণনা করিয়াছেন (সিয়ার আ'লামি'ন নুবালা, ১খ, ৩২৪)। আল-মিযযী বর্ণনা করেন যে, 'ইকরিমা (রা)-এর নিকট হইতে মুস'আব ইব্ন সা'দ (র) হ'াদীছ' বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি 'ইকরিমা (রা)-কে দেখেন নাই (আল-মিযযী, তাহযীবু'ল কামাল ফী আমলা'ইর রিজাল, ১৩খ., ১৫৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হা'জার আল-আসকা'লানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ., ৪৯৬-৯৭, সংখ্যা, ৫৬৩৮; (২) ঐ লেখক, তাহয'ীবু'ত তাহযীব, বৈরূত, লেবানন ১৯৫৮ খৃ., ৭খ, ২৫৭-৬৮; (৩) ঐ লেখক, তাক'রীবু'ত তাহযীব, বৈরূত, লেবানন, ১৩৯৫/১৯৭৫, ২য় সং; (৪) আয'-য'াহাবী, তাজরীদ আসমাই'স-সাহাবা, বৈরূত, লেবানন তা.বি., ১খ. ৩৮৭, সংখ্যা ৪১৮৩; (৫) ঐ লেখক, সিয়ারু আ'লামি'ন নুবালা, মু'আসসাসাতু'র রিসালা, বৈরূত, লেবানন ১৪০৬/১৯৮৬, ৪র্থ সং, ১খ. ৩২৩-২৪, সংখ্যা ৬৬; (৬) ইব্ন 'আবদি'ল বারর, আল-ইসতী'আব, ইসাবা গ্রন্থের পার্শ্বটীকা), ৪খ, ১৪৮-৫১; (৭) হা'ফিজ জামালুদদীন আবু'ল হা'জ্জাজ য়ূসুফ আল-মিযযী, তাহয'ীবুল কামাল ফী আসসাইর রিজাল, বৈরূত, লেবানন ১৪১৪/১৯৯৪, ১৩খ, ১৫৪; (৮) ইবনু'ল আছী'র, উসদু'ল গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৪খ, ৩-৭; (৯) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল কুবরা, বৈরূত, লেবানন তা. বি., ৫খ, ৪৪৪-৪৫; (১০) শাহ মুঈনুদ্দীন নাদাবী, সিয়ারু'স-স'াহাবা, ইদারায়ে ইসলামিয়াত লাহোর, তা. বি., ৪/২খ, ১৬৭-৭৩, সংখ্যা ৯১; (১১) ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া, সম্পা. সায়্যিদ কাসিম মাহমূদ, শাহকার বুক ফাউন্ডেশন, করাচী তা. বি., পৃ. ১০৮২; (১২) আত-তাবারী, তারীখুল-উমাম ওয়াল-মুলূক, বৈরূত, লেবানন তা. বি., ৩খ, ৪০১ প.; (১৩) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়া, দারুর-রায়্যান, কায়রো ১৪০৮/১৯৮৭, ১ম সং, ২খ, ২৭৬, ৩খ, ২৩-২৪।

ড. আবদুল জলীল

ইকরীতিশ (اقريطش) ঃ ক্রীট (Crete)-এর 'আরবী নাম, ইহার উচ্চারণে পার্থক্য রহিয়াছে, যেমন আক'রীতি'শ (য়াকৃ'ত), ইক'রীতি'য়া (ইব্ন রুস্তা), ইক'রীতাস (হুদূদু'ল-'আলাম)। আক'রীতা, য়াকূ'ত, ২খ. ৮৬৫) দ্বারা এশিয়া মাইনরের একটি অঞ্চলকে বুঝান হয় এবং ক্রীট দ্বীপের নামের সহিত ইহার সাযুজ্য একান্তই আকস্মিক। তুর্কী ভাষায় ক্রীছ নামে অভিহিত (দা. মা. ই., ৩খ., ২৪)।

ভূগোল ঃ 'আরব ভৌগোলিকগণ ইহাকে ভূমধ্যসাগরের (বাহ'রু'র-রূম দ্র.) একটি বৃহৎ দ্বীপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যদিও মাঝে মাঝে সাইপ্রাসের সহিত ইহার অবস্থানকে তাঁহারা বিভিন্ন ধরনের পরিমাপ উল্লেখ

করিয়াছেন ঃ ৩০০ মাইল পরিধিবিশিষ্ট (ইব্ন রুস্তা) অথবা পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করিতে ১৫ দিন সময় লাগে (ইব্ন খুররাদাযবিহ আল-হিময়ারী), ১০০ ফারসাখ (আল-মুকাদ্দাসী, এই সম্পর্কে দেখুন, A. Miquel কর্তৃক অত্র লেখকের অনুবাদ, ৪২ ও নং ৪৭); ওরোসিয়াস ও অন্যদের অনুসরণে (আল-হিময়ারী প্রদত্ত পরিমাণ এবং আর যেইসব পরিমাপ আল-কালকাশান্দী এবং আয-যুহরীতে প্রদত্ত আছে সেইগুলিও দেখুন)।

এইখানে কয়েকটি শহর (আল-মুকাদ্দাসী) ও অনেক গ্রাম (য়াকূত) আছে। গ্রীকগণ কর্তৃক প্রদত্ত নাম শহরের এলাকাকে হেকাতোমপলিস আল-হিময়ারী অত্যন্ত বিকৃতভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন (Iliad, ২খ., ৬৪৯; Strabo, সম্পা. Teubner book, X, পৃ. ৬৭৪-৫, also Enenekontapolis)।

ইব্ন হাওকাল ইহাকে কৃষি উৎপাদনে খুব সমৃদ্ধ এলাকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আয-যুহরী এখানে উৎপাদিত গম, বার্লি, বিভিন্ন রকমের ফল, ডুমুর গাছ, দ্রাক্ষালতা, রেউচিনি গাছ এবং অন্যান্য গাছপালার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এখানে জলপাই গাছের অনুপস্থিতির কথা বলিয়াছেন এবং স্থানীয় তৈল, শালগম ও তিল হইতে উৎপাদিত হয় বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আল-হিময়ারী এখানকার মেষপাল ও পাহাড়ী বন্য মেষ এবং একটি স্বর্ণখনির উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে উন্নত মানের এন্টিমনি পাওয়া যায় (আল-হিময়ারী, আয-যুহরী)। শেষোক্ত জন এখানে মাস্‌টিক বৃক্ষ (আল-মাসতাকী) হইতে প্রাপ্ত ধুনার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, শুধু ক্রীট ও ভারতেই কেহ ইপিথেম (epithyme) পাইতে পারে, ইহা এক প্রকার ভেষজ গুল্ম, যাহা এক ধরনের সুগন্ধ লতায় পরগাছা হিসাবে বাড়িয়া উঠে (এই সম্পর্কে দেখুন, ইব্নুল হাশ্চা, Glossairc sur ic Mans'uri de Razes, সম্পা. G. S. Colin and H. P. J. Renaud, রাবাত ১৯৪১ খৃ., নং ৩ ও ৫৯৪)।

ইব্ন হাওকাল বর্ণনা করিয়াছেন যে, তথায় সক্রিয় আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য চালু ছিল। আয-যুহরীর মতে ক্রীট যেই সকল পণ্য রপ্তানী করিত সেইগুলি হইল এন্টিমনি, মাসটিক, আখরোট, বাদাম, দাড়িম্ব ও পনির। আবুল ফিদা বলিয়াছেন যে, এখান হইতে মিসরে মধু ও পনির রপ্তানী হইত এবং আল-কালকাশানদী এই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। ক্রীট হইতে মিসরে পনির রপ্তানীর বিষয়টি কায়রোস্থ জিনিযা (Geniza) দস্তাবেজ দ্বারা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে (দ্র. S. D. Goitein, Studies in Islamic History, ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ২৭৪ এবং Le commerce meditcrraneen avant les Croisades, in Diogcne, ১৯৬৭ খৃ., পৃ. ৫৭)। ইহাও সর্ববিদিত যে, ক্রীটে মধু ও দুধের পর্যাপ্ততার (আবূ হাফ্স কর্তৃক উল্লিখিত) কারণে কর্ডোভাবাসিগণ তথায় বসবাস করিতে থাকেন (Theophanes continuatus, 74)। ক্রীট অন্যদিকে উত্তর আফ্রিকা হইতে এবং স্পেন হইতে (আয-যুহরী) জলপাই তেল আমদানী করিত এবং ইহার মুসলিম যুগে মিসর হইতে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম পাইত।

আয-যুহরীর মতে ক্রীটের একটি সম্পদ ছিল তুন্নি মাছ; এইগুলি মে মাসের প্রারম্ভে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে আসিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করিত এবং ক্রীট দ্বীপে পৌঁছাইত। এখানে তাহারা জুন মাসের প্রারম্ভ পর্যন্ত থাকিত; তারপর পূর্বের স্থানে ফিরিয়া যাইত। ইহাদেরকে ধরা হইত, শুকান হইতে এবং বিশ্বের সর্বত্র রপ্তানী করা হইত।

ক্রুসেড ও ভেনিসীয় শাসনামলে একদিকে ইউরোপের সহিত এবং অন্যদিকে প্রাচ্য দেশগুলির সহিত ক্রীটের সক্রিয় বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। এতদসম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন Heyd-এর নির্ঘণ্ট এবং গ্রীক দ্বীপগুলি কর্তৃক বাণিজ্যে নিয়োগকৃত পণ্য সামগ্রীর জন্য ১খ., ২৭৬ এবং ২খ., ৪৪১-এ বলা হইয়াছে যে, মামলূক মিসরে ক্রীট কাঠ ও মদ রপ্তানী করিত।

ইতিহাস ঃ মুআবিয়া (রা)-এর শাসনামল হইতেই ক্রীট 'আরব অভিযানের লক্ষ্যস্থল ছিল। আল-হিময়ারী উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহা 'আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী সারহ (রা) কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি ইহার তারিখ প্রদান করেন নাই; এই বিবরণের সত্যতা সন্দেহজনক। ৫৪/৬৭৩-৪ সালে সিজিকাস (আরওয়াদ) অবরোধ ও অধিকারের পর জুনাদা ইব্ন আবী উমায়্যা আল-আযদী ক্রীট আক্রমণ করেন। আল-ওয়ালীদের শাসনামলে (৮৬-৯৬/৭০৫-১৫) ইহার একটি অংশ বিজিত হয়, কিন্তু সাময়িকভাবে অধিকারে থাকে, পুনরায় হারূনুর রাশীদের আমলে (১৭০-৯৩/৭৮৬-৮০৯) ইহা হুমায়দ ইব্ন মা'য়ূফ আল-হামদানী কর্তৃক পরিচালিত একটি অভিযানের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়, যিনি সাইপ্রাসের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। অবশ্য আল-মা'মূনের শাসনামলেই (১৯৮-২১৮/৮১৩-৩৩) মাত্র ইহা মুসলিম অধিকারভুক্ত হয়। ইহার বিজেতাগণ প্রাচ্যের 'আরব ছিলেন না, বরং আন্দালুসিয়া হইতে আসিয়াছিলেন।

২০২/৮১৮ সালে উমায়্যা আমীর প্রথম হাকামের বিরুদ্ধে কর্ডোভাবাসীদের বিদ্রোহের পর, যাহা কঠোরভাবে দমন করা হইয়াছিল, কর্ডোভার শহরতলীর (আর-রাবাদ) সকল জনগণকে নির্বাসিত করা হয়। ইহাদের একটি দল (আর-রাবাদিয়্যুন) মরক্কো পৌঁছে; অন্যরা, যাহাদের সংখ্যা দশ হাজারের উপরে ছিল (ইব্নুল আব্বাসের মতে ১৫,০০০; আল-বাকরী অনু. de Slane, ২৮৫ টীকা), সম্ভবত আন্দালুসীয় উপকূলের নাবিকদের সহিত যোগ দেয় এবং মধ্য ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় জলদস্যুতে পরিণত হয়। এই জলদস্যুরা সময়ে সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় অবতরণ করিত, তথাকার রাজনৈতিক গোলাযোগের সুযোগে তাহারা নগরীর অধিকর্তা হইয়া বসে এবং জনগণের একটি অংশের সহায়তায় ছোট একটি প্রজাতন্ত্র গঠন করে, যাহা ২০০-২১২/৮১৬-২৭ সাল পর্যন্ত প্রায় বার বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। আল-য়াকূবীর মতে ইহাদের প্রায় তিন হাজার লোক চার হাজার নৌকাযোগে তথায় পৌঁছিয়াছিল— যাহা একটি অসদৃশ সংখ্যা, তাহাদের নেতা ছিলেন 'উমার ইব্ন হাফ্স ইব্ন শুআয়ব ইব্ন ঈসা (শু'আয়ব ইব্ন 'উমার নয়, যেমন য়াকূতের একক বর্ণনায় দেওয়া হইয়াছে) আল-বাললুতী ফাহসুল বাললুত (দ্র.)-এর অধিবাসী, যাহাকে আল-গালীজ (মোটা, স্থূলকায়; য়াকূত) বলা হইতে এবং পরবর্তীকালে আল-ইকরীতিশীও বলা হইত। পরে ২১২/৮২৭ সালে আল-মা'মূন মিসরে ইব্ন তাহির নামক একজন নূতন গভর্নরকে তাহাদের আধিপত্যের পরিসমাপ্তি ঘটাইবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি সাফার/মে মাসে আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করেন এবং কয়েক দিন পরেই রাবীউল আওওয়াল/জুন মাসে ইহাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। সিরীয় মিকাঈলের মতে (Brooks, ৪৩২) অবরোধ নয় মাস স্থায়ী হইয়াছিল। ইব্ন তাহির আন্দালুসীয়দেরকে নিরাপত্তা (আমান) প্রদান করেন এবং তাহাদেরকে এই শর্তে নিজেদের নৌকাযোগে শহর ত্যাগের অনুমতি দান করেন যে, তাহারা

নিজেদের সহিত কোন ক্রীতদাস কিংবা কোন মিসরীয়কে নিতে পারিবে না এবং ইসলামী শাসনাধীন কোন এলাকায় অবতরণ করিবে না।

তাহারা ক্রীট দ্বীপের নিকট দিয়া গমন করে, যাহা বায়যান্টাইন সূত্রানুসারে তথায় একটি অভিযান পরিচালনা করার কারণে তাহাদের নিকট পরিচিত ছিল। ৪০ টি জাহাজযোগে তাহারা উক্ত বৎসর, ২১২/৮২৭ সালে, (অথবা সিরীয় মাইকেলের মতে ৮২৮ খৃ.) চারাকের শৈলান্তরীপে অবতরণ করে। অবতরণ স্থলে তাহারা একটি পরিখা (খন্দক) দ্বারা প্রতিরোধ ব্যূহ গড়িয়া তোলে, ইহা হইতে উক্ত স্থানে গড়িয়া উঠা শহরটির নামকরণ করা হয় (গ্রীক Chandax), যাহা হইতে কানদিয়া নামের সূচনা হয়, যাহার অবস্থান G. C. Miles-এর মতে, বর্তমান হেরাক্লিউন শহরে। সেই স্থান হইতে তাহারা দ্বীপের অভ্যন্তরে আক্রমণ পরিচালনা করিতে থাকে এবং প্রত্যাশিত প্রতিরোধ ব্যতিরেকেই একে একে ২৯টি শহর জয় করে। হয় গ্রীক সৈন্যদের অনুপস্থিতি, না হয় বায়যান্টাইন শাসনের প্রতি জনগণের অসন্তুষ্টিজনক ঔদাসীন্য তাহাদের বাধা না পাওয়ার হেতু ছিল।

বায়যান্টাইন সূত্র (Theophanes continuatus, ৭৪-৭৫) দাবি করে যে, আবূ হাফ্‌সের যেসব সংগী-সাথী তাহাদের স্ত্রীপুত্রদেরকে পুনরায় দেখিবার বাসনা ব্যক্ত করিয়াছিল তাহাদেরকে বঞ্চিত করিবার মানসে তিনি তাঁহার জাহাজগুলি জ্বালাইয়া দেন, যাহাতে তাহারা দ্বীপ হইতে বাহির হইবার কোন প্রত্যাশা না করে। তিনি তাহাদের নিকট এই দেশের সম্পদের প্রাচুর্যের গুণকীর্তন করেন, যেখানে দুধ ও মধু অঢেল পরিমাণে পাওয়া যায় এবং তাহাদেরকে আশ্বাস প্রদান করেন যে, তাহারা এইখানেই আবার স্ত্রী পাইবে। এই বিবরণটি 'আরব সূত্র দ্বারা সমর্থিত নয় এবং সঠিক বলিয়া মনে হয় না। কেননা আন্দালুসীয়গণ তাহাদের পরিবারবর্গকে নিঃসন্দেহে তাহাদের সংগেই লইয়া আসিয়াছিল। খুব সম্ভব ইহা একটি উপাখ্যান। তাহা সত্ত্বেও আমারি (Amari) মনে করেন যে, আবূ হাফ্‌স হয়ত কয়েকটি ভাংগাচুরা জাহাজ জ্বালাইয়া দিয়া থাকিবেন, যাহা পরবর্তী কালে উপাখ্যানের রূপ নিয়াছে।

আন্দালুসীয়গণ এই দ্বীপের খৃস্টান বাসিন্দাদের অধীনস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। দ্বীপে বসতি স্থাপনের পর আন্দালুসীয়গণ নিজেদেরকে একটি স্বাধীন আমীরাতের অধীনে সংগঠিত করে। তাহারা কমবেশী 'আব্বাসী খলীফার কর্তৃত্ব স্বীকার করিত এবং আবূ হাফ্‌স 'উমার ও তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় বংশধরদের নেতৃত্বে পরিচালিত হইত। তাহারা প্রধানত জলদস্যুবৃত্তিতে এবং দাস ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়। সিসিলী বিজয়ে তাহারা সম্ভবত অবদান রাখিয়াছিল, যেমন আমারি (Storia', ১খ., ৪০৪, টীকা ২) মনে করেন যে, ইব্‌ন ইযারী (বায়ান, ১খ., ৯৫) কর্তৃক উল্লিখিত আসাদ ইবনু'ল ফুরাতকে স্পেনীয়গণ ক্রীট হইতে আসিতে সাহায্য করিয়াছিল।

৮২৮ খৃ. তাহারা এজিনা (Aegina) দ্বীপটি লুণ্ঠন করে; একই বৎসর বায়যান্টীয়গণ ক্রীট পুনর্দখলের উদ্যোগ নেয়। ৮২৮ খৃস্টাব্দের পরপরই গ্রীক ফোটিয়স (photios)-এর নেতৃত্বে একটি অভিযান পরিচালিত হয় এবং সাহায্যকারী বাহিনী দামিয়ানোসের নেতৃত্বে যোগ দেন। অভিযানটি চূড়ান্তরূপে ব্যর্থ হয়, দামিয়ানোস ধৃত হন এবং ফোটিয়াস অতি কষ্টে পলাইয়া যান। আর একটি অভিযান ক্রাটেরোস (Crateros)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তিনি দ্বীপে অবতরণ করেন; কিন্তু প্রাথমিক সফলতার পর সেনাদল রাতের আকস্মিক আক্রমণে বিস্মিত হয় এবং দলে দলে নিহত হয়। ক্রাটেরোস, যিনি পলাইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কোস দ্বীপে ধৃত হন এবং তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় মাইকেলের রাজত্বের (৮২০-৯ খৃ.) শেষভাগে কিংবা তাঁহার পুত্র থিওফিলাসের রাজত্বের (৮২৯-৪২ খৃ.) প্রথম ভাগে Aegean দ্বীপগুলি ক্রীটিয়দের নিকট হইতে পুনর্দখল করা হয় এবং ওরিকাস নামক জনৈক ব্যক্তিকে এই মুক্ত করার কৃতিত্ব প্রদান করা হয়; ইহাকে একটি বিশাল নৌ-বহরের নেতৃত্ব প্রদান করা হইয়াছিল। ৮২৯-৩০ খৃ. থিওফিলাস কর্ডোভার উমায়্যা শাসক দ্বিতীয় আবদুর রাহমানের সঙ্গে কূটনৈতক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং ক্রীটের আন্দালুসীয়দের বিরুদ্ধে এই অজুহাতে তাঁহার সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা চালান যে, তাহারা উমায়্য কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী; এই উমায়্যা কর্তৃপক্ষ আবার 'আব্বাসী খিলাফতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছিল। উমায়্যাগণ আন্দালুসীয়দেরকে ক্রীট হইতে বহিষ্কারের ক্ষেত্রেই শুধু সম্রাটকে পূর্ণ সুযোগ দিয়াছিল (দেখুন E. Levi-Provencal, Un echange d'ambassades entre Cordoue et Byzance au Ixes, in Byzantion, ১২খ., ১৯৩৭ খৃ., ১-২৪, একটি বেনামী 'আরবী ঘটনাপঞ্জীর অনুসরণে)।

থিওফিলাসের শাসনামলে ক্রীটিয় ও বায়য্যান্টীয়দের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষ হইয়াছিল। শাবান ২১৪/অক্টোবর ৮২৯ সালে থাসোস দ্বীপের বাহির এলাকায় 'আরবগণ একটি বায়যান্টীয় নৌবহর ধ্বংসে করে এবং এথোস পর্বত এলাকা জনশূন্য করে, যাহা কিছু কালের জন্য পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। তাহার থ্রাসেসিওন (Thracesion) প্রদেশের (ইহা ছিল এশিয়া মাইনরের পশ্চিমে) উপকূল ভাগও লুণ্ঠন করে এবং লাত্রোস (Latros) পর্বতের সন্ন্যাসীদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে। কিন্তু ইহার পর উক্ত প্রদেশের স্ট্রাটেগস (Strategos) কনস্টান্টাইন কনটোমিটেস তাহাদেরকে নির্মূল করেন। এই ঘটনার তারিখ অজ্ঞাত, যদিও ব্রকস ইহাকে ৮৪১ খৃ. স্থাপিত করিয়াছেন।

তৃতীয় মাইকেলের শাসনামলে (৮৪২-৬৭ খৃ.), কনস্টান্টিনোপলে অভিযানকারী একটি শক্তিশালী 'আরব নৌবহরকে ৮৪৩ খৃ. বিধ্বস্ত করিবার পর (অবশ্য ইহা সিরিয়া হইতে আসিয়াছিল, ক্রীট হইতে নহে) বায়যান্টীয়গণ ক্রীট আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একই বৎসর ৮৪৩ খৃ. থিওকটিসটেসের নেতৃত্বে তাহারা একটি অভিযান পরিচালনা করে। ইহার ফলে ক্রীট সাময়িকভাবে অধিকৃত হয় (দেখুন Ahrweiler, পৃ. ১১২ ও ৪৪১), কিন্তু রাজধানীতে রাজনৈতিক চক্রান্ত সম্পর্কিত 'আরবদের ছড়ানো গুজবের ফলে থিওকটিসটেস কনসটান্টিনোপল ফিরিয়া যান এবং Theophanes-এর বিবরণীর ধারাবাহিকতা রক্ষাকারীদের মতে ক্রীটে রাখিয়া যাওয়া সৈন্যবাহিনী 'আরবগণ কর্তৃক নিহত হয়।

বায়যান্টীয়গণ ক্রীটের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা অব্যাহত রাখে। কেননা ইহা গ্রীক উপকূল এবং দ্বীপগুলির জন্য একটি সার্বক্ষণিক আপদের রূপ ধারণ করিয়াছিল। মিসর হইতে ক্রীট তাহার অস্ত্র সংগ্রহ করিত। তাই ৮৫৩ খৃস্টাব্দে একটি বায়যান্টীয় নৌবহর দামিয়েত্তো (Damietta) আক্রমণ করে ও ক্রীটের জন্য নির্ধারিত অস্ত্রসামগ্রীর একটি বৃহৎ চালান আটক করে। অন্য বহরগুলি একই সাথে ক্রীটের চতুর্দিকে আক্রমণ করে। এই সময় বায়যান্টীয় নৌ-শক্তি বর্ধিত করা সত্ত্বেও ক্রীটিয়গণকে তৃতীয় মাইকেলের রাজত্বের শেষ বৎসর ৮৬২ খৃ. এথোসে দুইবার অবতরণ হইতে বিরত রাখিতে পারে নাই। ৮৬৬ খৃ. বায়যান্টীয়গণ ক্রীটের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কিন্তু সম্রাটের পরোক্ষ সমর্থনে সম্রাটের মামা বারদাসের

হত্যার ফলে এই অভিযান বাধাগ্রস্ত হয় (Vasiliev, ১খ., ২৫৮; তু. Ahrweiler, পৃ. ১১২)।

মেসিডোনীয় বংশের শাসনের প্রথমাংশে ক্রীটের 'আরবগণ সক্রিয় ছিল। ৮৭২ খৃস্টাব্দে তাহাদের অভিযান আড্রিয়াটিক সাগরের ডালমাটিয়ান উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পরবর্তী বৎসর ফোটিয়স নামক একজন স্বপক্ষত্যাগীর নেতৃত্বে একটি নৌবহর দ্বারা তাহারা ইজীয় সাগরের দ্বীপগুলি আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের সহিত সম্ভবত অন্যান্য স্বপরক্ষত্যাগীও যোগ দিয়াছিল। তাহাদের কিছু কিছু যুদ্ধ-জাহাজ, এমনকি হেলেসপন্টের প্রকোনেসস্ দ্বীপে পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু বায়যান্টীয় নৌ-সেনাধ্যক্ষ ও রিফাস (ইনি উল্লিখিত ওরিয়াস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি) ক্রীটিয় নৌবহরকে ভীষণভাবে পরাজিত করেন, যাহার ফলে কয়েকটি জাহাজ অগ্নিদগ্ধ হয়। এতদসত্ত্বেও পেলপোনেস উপকূলে ফোটিয়স পুনরুপস্থিত হন। উক্ত নিকেটাস ওরিফাস তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং বায়য্যান্টীয় সূত্রানুসারে যুদ্ধবন্দীদের উপর তাঁহার প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করেন, বিশেষ করিয়া স্বপক্ষত্যাগীদেরকে অকথ্য নির্যাতন করেন। এই বায়যান্টীয় বিজয়গুলির ফলে প্রায় এক দশক যাবত ক্রীটিয়গণ বায়য্যান্টীয় সম্রাটকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সময় ক্রীটের আমীর ছিলেন, বায়যান্টাইন সূত্রানুসারে, সাইপিস (Saipis) বা সাইট (Saet), ইহা শু'আয়ব শব্দের অপভ্রংশ।

৪র্থ/১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে সিরীয় উপকূলের বাসিন্দাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষাকারী ক্রীটের আরবগণ অবিরত ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করিতে থাকে, বিশেষত পেলোপনেসে। এইখানে তাহারা জনগণকে হত্যা করে কিংবা ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয়ের জন্য ধরিয়া লইয়া যায়। প্যাটমোস তাহাদের অধীনে ছিল এবং ন্যাক্সোস তাহাদেরকে কর প্রদান করিত (দেখুন John Cameniates, De excidio Thessalonicensi, অধ্যায় ৬৮, ৫৮০-৩, অধ্যায় ৭০, ৫৮৩; Vasiliev. ২/১, ১৫৮-৯, রুশ সং, ১৩৪; তু. Ahrweiler, পৃ. ১০৪)।

ত্রিপলীর Leo-এর সিরীয় মুসলিম সেনাদল যাহারা ২৯১/৯০৪ সালে থেসালোনিকা দখল করিয়াছিল, তাহাদের ফিরিবার পথে ক্রীটে নোংগর করে, সেইখানে কিছু সংখ্যক বন্দীকে বিক্রয় করা হয় (John Cameniates, অধ্যায় ৭৩; Vasiliev, ২/১, ১৭৭; রুশ সং., ১৫০), যাহা ক্রীট ও সিরিয়ার মধ্যে বিদ্যমান চুক্তির নিদর্শন প্রকাশ করে।

২৯৭/৯০৯-১০ সালে এডমিরাল হিমেরিওসের অভিযানকালে একজন বায়যান্টীয় দূতকে, যিনি লেসবসের Saint Theoctistes-এর জীবনী গ্রন্থের রচিয়তা ছিলেন, আমীরের অভিপ্রায় জানিবার জন্য এবং তিনি সিরীয় 'আরবদের সাহায্য করিবেন কিনা তাহা নিরূপণ করিবার জন্য ক্রীটে প্রেরণ করা হয় (দেখুন Vasiliev, ২/১, ২০৯, রুশ সং., ১৭৭-৮)। ৯১১ খৃস্টাব্দে ক্রীটের বিরুদ্ধে এই একই হিমেরিওস অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন কিনা তাহা সুস্পষ্ট নয়, বরং সন্দেহজনক (Ahrwelier, পৃ. ১১৩, টীকা ৪)। যাহা হউক, ৯১২ খৃস্টাব্দের বসন্তকালে, হয় ক্রীটের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের পরে, না হয় সিরিয়া অভিযানের পরে, সিরীয় আরবগণ হিমোরিওসের নৌবহরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিওসের উত্তরে তাহা ধ্বংস করিয়াছিল, ক্রীটিয়গণ হয়ত ইহাতে সাহায্য করিয়া থাকিবে (Vasiliev, ২/১, ২১৪; রুশ সং., ১৮২-৩)।

কনস্টান্টাইন পরফিরোজেনিটাস (Constantine Porphyrogenitus)-এর শাসনামালে, ৯৩০ এবং ৯৪০ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ক্রীটিয়গণ পিলোপনেস, মধ্যগ্রীস ও এথোস (যেখানে দুর্গ নির্মাণের কাজ চলিতেছিল) এবং এশিয়া মাইনরের উপকূলভাগ আক্রমণ করে (দেখুন Vasiliev, ২/১, ৩২০ প.; রুশ সং., ২৭০ প.)। ইহা সম্ভব যে, তাহারা এট্টিক (Attica) এবং সুদূর এথোস পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া থাকিবে [G.C. Miles কর্তৃক Hesperia (১৯৫৬ খৃ.)-তে উদ্ধৃত গ্রন্থাবলী এবং Vasiliev, পৃ. ৩২০ টীকা দেখুন]। এই কারণে সম্রাট জলদস্যুদের তস্করবৃত্তির পরিসমাপ্তি ঘটাইবার জন্য ৯৪৯ খৃস্টাব্দে ক্রীটের বিরুদ্ধে একটি অভিযানের প্রস্তুতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই প্রস্তুতির বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. De Ceremoniis, ২খ., ৪৫। কিন্তু অভিযান পুনরায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সৈন্যবাহিনী অবতরণের পর আকস্মিক আক্রমণে আক্রান্ত হয় (দেখুন, Vasiliev, ২/১, ৩৩৩ প.)।

কনসটান্টাইন পরফিরোজেনিটাসের পুত্র দ্বিতীয় রোমানুসারের শাসনামলে নাইসেফোরাস ফোকাস কর্তৃক একটি বৃহৎ নৌবহর ও সৈন্যবাহিনী দ্বারা ক্রীট পুনর্বিজিত হয়। অভিযানকারিগণ ৯৬০ খৃস্টাব্দের জুন অথবা জুলাই মাসে কনসটান্টিনোপল ত্যাগ করে। অবতরণের পর সৈন্যবাহিনী সুরক্ষিত চান্দেক্স দুর্গের দিকে অগ্রসর হইয়া ইহা অবরোধ করে। একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যদল সম্পূর্ণ দ্বীপে ছড়াইয়া পড়ে। ৯৬০-৬১ খৃস্টাব্দের পূর্ণ শীতকালব্যাপী অবরোধ অব্যাহত রাখা হয় এবং ৬ মার্চ, ৯৬১-এ প্রচণ্ড আক্রমণের মাধ্যমে দুর্গটি দখল করিয়া নেওয়া হয়।

ক্রীটিয়গণ সাহায্য লাভের সুযোগই পায় নাই। আলেপ্পোর আমীরের কোন নৌবহর ছিল না এবং তাঁহার নিকট সাহায্য চাওয়া হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ক্রীট হইতে মিসরের ইখশীদিয় (Ikhshided) আমীরের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হয়, কিন্তু তিনি নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন থাকায় উত্তর আফ্রিকার ফাতীমী খলীফা আল-মুইযযের নিকট সাহায্য চাওয়ার পরামর্শ দেন। আল-মুইযয সম্রাটের নিকট ৩৪৫/৯৫৬-৭ সালে বায়যান্টীয়দের সহিত সম্পাদিত চুক্তির পরিসমাপ্তির কথা ঘোষণা করিয়া এবং ক্রীট হইতে অবরোধ প্রত্যাহারের দাবি জানাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, বরং তিনি ক্রীটের সাহায্যার্থে একটি নৌবহর পাঠাইবার প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেন এবং মিসরের আমীরের নিকট এই মর্মে প্রস্তাব পাঠান যে, তাহারা একযোগে কাজ করিবে এবং আফ্রিকীয় ও মিসরীয় নৌবহর ১ রাবী'উছ ছানী, ৩৫০/২০ মে, ৯৬১ তারিখে সাইরেনাইকা (Cyrenaica)-তে মিলিত হইবে। এতদসংক্রান্ত দলীল-দস্তাবেজ খলীফা আল-মু'ইযযের বন্ধু ইমাম আবূ হ'ানীফা আন-নু'মানের আল-মাজালিস ওয়া'ল-মুসায়ারাত গ্রন্থে রহিয়াছে, যাহা হ'াসান ইব্রাহীম হ'াসান ও তাহা আহ'মাদ শারাফ তাঁহাদের প্রণীত "আল-মু'ইযয লি দীনিল্লাহ" গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, কায়রো ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৩০৩-৪, ৩২১-২, Fahrat Dachraoui, কর্তৃক বিশ্লেষিত La Crete dans le conflit entre Byzanee et al-Muizz, in Cahiers de Tunisie, নং ২৬-৭, (১৯৫৯ খৃ.) এবং M. Canard-এর অনু. Les sources arabes de l'histoire Byzantinc, in Revue des Etudes Byzantines, ১৯ খ. (১৯৬১ খৃ.), ২৮৫-৮।

যদিও ইবনু'ল আছীর ও অন্যান্য ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, ক্রীটিয় দূতকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফাতিমী খলীফা সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন, যাহারা বায়যান্টীয়দের উপর বিজয় লাভ করে এবং

তাহাদেরকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু ইহা অত্যন্ত সন্দেহজনক তথ্য। কেননা ইহার জন্য যে তারিখ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার পূর্বেই নাইসফোরাস ফোকাস কর্তৃক চানদাক্স অধিকৃত হইয়াছে এবং এই সাহায্য অনেক পরে পৌঁছিয়া থাকিবে। বায়যান্টীয় সূত্রানুসারে, ক্রীটের আমীর স্পেন ও আফ্রিকার 'আরবদের নিকট সাহায্যের আবেদন পাঠাইয়াছিলেন। কয়েকটি জাহাজযোগে কিছু সংখ্যক লোক দ্বীপে অবতরণ করিয়া তথাকার প্রাচীরে মই দ্বারা আরোহণ করে। কিন্তু যে কোন রকম সাহায্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে বুঝিতে পারিয়া তাহারা পুনরায় জাহাজে ফিরিয়া আসে।

আন-নুওয়ায়রী বর্ণিত একটি আখ্যান অনুসারে (দ্র. Mariano Gaspar) সম্রাট দ্বিতীয় রোমানুস ক্রীটের আমীর আবদু'ল-আযীয ইব্‌ন হাবীবকে বিভিন্ন দ্বীপে ক্রীটিয় আক্রমণ বন্ধ করিতে বলেন, যাহাতে দ্বীপের পলাতক বাসিন্দাগণ নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া ক্রীটের সহিত বাণিজ্য পুনরারম্ভ করিতে পারে এবং ইহার বিনিময়ে তাহারা তাঁহাকে বাৎসরিক কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই মর্মে একটি চুক্তিও সম্পাদিত হয়। অতঃপর সম্রাট শাবকধারী এক পশুপাল ক্রীটের আমীরের নিকট প্রেরণের প্রস্তাব দেন, যাহার শাবকগুলি তাহাদের মধ্যে ভাগাভাগি এইভাবে হইবে যে, পুরুষ শাবকগুলি সম্রাটের এবং মাদি শাবকগুলি আমীরের। আসলে ইহা ছিল একটি ফন্দি মাত্র, যাহা বায়যান্টীগণকে দ্বীপে মহিষসহ ৫০০ অশ্ব প্রেরণের সুযোগ করিয়া দেয়। অতঃপর নাইসেফোরাস ফোকাসের সৈন্যগণ জিন ও লাগাম সঙ্গে লইয়া গোপনে দ্বীপে আগমন করে এবং অশ্বগুলির অবস্থান স্থলে অবতরণ করে। যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য তাহাদেরকে শুধু অশ্বগুলিতে আরোহণ করিলেই হইবে এবং দ্বীপ রক্ষীদের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালাইতে পারিবে। কিন্তু য়াকূতের মতে নাইসেফোরাস(Nicephorus) ফোকাসের সৈন্যদল ৭০,০০০ লোকের সমন্বয়ে গঠিত ছিল, তাহাদের মধ্যে ৫,০০০ অশ্বারোহী ছিল এবং ইব্‌ন খালদূনের মতে তাহারা ৭০০ জাহাজ যোগে আসিয়াছিল।

G. Schlumberger-এর গ্রন্থে Un empereur Byzantine au xe siecle, Nicephore Phocas চান্দেক্স শহর অবরোধের একটি বিশদ ও স্পষ্ট বিবরণ রহিয়াছে। অভ্যন্তরভাগে প্রেরিত একটি ক্ষুদ্র সেনাদলের ব্যর্থতার পর, যাহাদেরকে আকস্মিক আক্রমণ করিয়া বিপর্যস্ত করা হয়, দ্বীপের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটি পরিখা খননের মাধ্যমে শহরটির উপর নাইসেফোরাস পূর্ণ অবরোধ সৃষ্টি করেন। তোপাক্রান্ত ও দ্বীপের অবশিষ্টাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন শহরটি শক্তিশালী প্রতিরোধ প্রদান করিয়া ৯৬০-১ খৃ. শীতকালব্যাপী অবরোধের পর আত্মসমর্পণ করে। শহরটি লুণ্ঠন করা হয় এবং বাসিন্দাদের মধ্যে যাহাদেরকে হত্যা করা হয় নাই, তাহাদেরকে ক্রীতদাস হিসাবে লইয়া যাওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে শেষ আমীর কাওরোপাস (Kouroupas), তাঁহার পুত্র আনেমাস এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গও ছিলেন। প্রাচীর ভাংগিয়া ফেলা হয় এবং সন্নিকটবর্তী উচ্চ স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া তথায় সৈন্য মোতায়েন করা হয়, মসজিদ বিনষ্ট করা হয় এবং কুরআনের সমস্ত কপি জ্বালাইয়া দেওয়া হয় (তু. কিতাবু'ল উয়ূন, পত্রক ২৭৬ v.)। দ্বীপে যেসব মুসলমান ছিল, তাহাদেরকে পর্যায়ক্রমে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়।

ক্রীট দখলের ফলে কায়রোতে বিক্ষোভ শুরু হয় এবং তথাকার খৃস্টানগণ ইহার শিকারে পরিণত হয় (য়াহয়া ইব্‌ন সা'ঈদ)।

আন-নুওয়ায়রীর মতে চতুরতা ও বল প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমান-দেরকে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছিল। বড় দিনের পর্বে সম্রাটকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল, যাহারা পর্যাপ্ত উপঢৌকন পাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে দ্বীপে প্রত্যাবর্তন করে। ইহার অনুসরণে বহু সংখ্যক লোক কনসটান্টিনোপল গমন করিলে তাহাদেরকে গ্রেফতার করিয়া মৃত্যুভীতি প্রদর্শদপূর্বক খৃস্টান হইতে বাধ্য করা হয়। দ্বীপে প্রত্যাবর্তনকালে তাহাদেরকে হুমকি প্রদান করা হয় যে, তাহাদের পরিবারবর্গকে পুনর্বার দেখিবার আশা পোষণ করিলে তাহারা যেন অন্যান্য মুসলিম সাথীকেও খৃস্টান হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এইভাবেই সমগ্র দ্বীপটি খৃস্ট ধর্মানুসারীতে পরিণত হয়।

ইহা সঠিক বলিয়া মনে হয় না যে, কাওরোগাস, যিনি কনসটান্টিনোপলে বন্দী ছিলেন এবং যাহার সহিত সদ্ব্যবহার করা হইয়াছিল, খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বরং তাহার পুত্র আনেমাস (Ancmas) ধর্মান্তরিত হইয়াছিলেন। কেননা তিনি রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর সদস্য হইয়াছিলেন এবং ৯৭২ খৃ. রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন।

ইব্‌ন হা'ওকা'ল বর্ণনা করিয়াছেন যে, বায়যান্টাইন বিজয়ের পূর্বে ক্রীট অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল ও খৃস্টানগণ না এখানে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল, না ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছিল। এতদসত্ত্বেও বায়যান্টীয় সম্রাট এবং ক্রীটের আমীরের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে হয়, Saint Theoctistes-এর জীবনী রচয়িতার মিশন দ্বারা যেরূপ চিত্রায়িত হইয়াছে (উপরে দ্র.), কিন্তু 'ক্রীটের আমীরের প্রতি' লিখিত গোষ্ঠীপতি অধ্যাত্মবাদী নিকোলাসের পত্র দুইটি Migne, P. G. cxi. ২৮-৩৩ এবং ৩৬-৪০; Vasiliev, রুশ সং, ১৯০-২০৫), R. J. H. Jenkins-এর মতে (The mission of St. Demetrianos of Cyprus to Baghdad, in Annuaire de l'Inst, de Phil, et d'Hist. Orientales et Slavss, ৯ (১৯৮৯ খৃ., Brussels=Melanges H, Gregoire), একজন খলীফাকে সম্বোধন করিয়া লেখা হইয়াছিল, ক্রীটের কোন আমীরকে নয়। যাহা হউক, এখন পত্র দুইটির ফরাসী অনুবাদের সূত্র দেওয়া যাইতে পারে, Vasiliev, ২/১ ব্রাসেলস ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৩৮৯-৪১১; ৪১১ পৃষ্ঠায় মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, প্রথম পত্রটি (রুশ সং.-এ দ্বিতীয়টি) ৯০৪ খৃস্টাব্দের শেষভাগে অথবা ৯০৫ খৃস্টাব্দের প্রথমভাগে গ্রীক বন্দীদের মুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ক্রীটের আমীর মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন শু'আয়বকে সম্বোধন করিয়া লিখিত।

খলীফা আল-মুসতা'ঈন কর্তৃক প্রাক্তন উযীর আহমাদ ইবনু'ল খাসীবকে ২৪৮/৮৬২ সালে ক্রীটে নির্বাসিত করার ঘটনা প্রমাণ করে যে, বাগদাদের খলীফার সহিত ক্রীটের যোগাযোগ ছিল (দ্র. D. Sourdel. Vizirat, ১খ., ২৯০)।

দ্বীপের সার্বভৌম ক্ষমতা আবূ হাফ্‌স 'উমারের পরিবারের মধ্যেই আবর্তিত হইয়াছিল, বায়যান্টীয় ও 'আরবী সূত্রগুলিকে এবং বিশেষভাবে মুদ্রা-বিজ্ঞান চর্চার ফলে এইগুলির মাধ্যমে ৮২৭ হইতে ৯৬১ খৃ. পর্যন্ত সময়কার ক্রীটের আমীরদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের কালপঞ্জী তৈরি করা সম্ভব হইয়াছে। নিম্নোক্ত তালিকা G. C. Miles কর্তৃক তাঁহার নিজের ও অন্যান্য মুদ্রণ বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে এবং ইহাতে প্রত্যেক আমীরের শাসনামলের সম্ভাব্য তারিখ প্রদান করা হইয়াছে।

আবূ হাফ্‌স উমার (১ম) ইব্‌ন শুআয়ব, ২১৩/৮২৮-আনু. ২৪১/৮৫৫।

শু'আয়ব ইব্ন 'উমার (বায়যান্টাইন সূত্রের Saipis বা Saet। Vasiliev, ১খ., ৫৭ টীকা এবং ২/১, ৫৩-৪), অনু. ২৪১-৬৬/৮৫৫-৮০।

(আবূ 'আবদিল্লাহ) 'উমার (২য়) ইব্ন শু'আয়ব (বায়যান্টীয়দের Babdel; Vasiliev, ১খ, ৫৭), আনু. ২৬৬-৮২/৮৮০-৯৫।

মুহাম্মাদ ইব্ন শু'আয়ব (বায়যান্টীয় সূত্রের Zerkaunis; Vasiliev, ১খ., ৫৭ অর্থাৎ যেরকূন, একটি স্পেনীয় 'আরব নাম, আযরাক-এর ক্ষুদ্রত্ববাচক শব্দ), আনু. ২৮২-৯৭/৮৯৫-৯১০।

য়ূসুফ ইব্ন 'উমার (২য়), আনু. ২৯৭-৩০২/৯১০-১৫।

আলী ইব্ন য়ূসুফ, আনু. ৩০২-১৩/৯১৫-২৫।

আহমাদ ইব্ন 'উমার (২য়), আনু. ৩১৩-২৮/৯২৫-৪০।

শু'আয়ব (২য়) ইব্ন আহ্মাদ, আনু. ৩২৮-৩১/৯৪০-৪৩।

আলী ইব্ন আহমাদ আনু. ৩৩১-৭/৯৪৩-৯।

আবদুল-আযীয ইব্ন শু'আয়ব ঃ (২য়) (ইব্ন হাবীব, যেমন আন-নুওয়ায়রী বলিয়াছেন, ইহা সম্ভবত শু'আয়ব-এর ভুল পাঠ, তু. য়াকূত; তিনি অবশ্যই বায়যান্টাইন সূত্রের Kouroupas), আনু. ৩৩৭-৫০/৯৪৯-৬১।

আন-নু'মান (সম্ভবত Anemas-এর নাম) ইব্ন আবদিল আযীয, মৃ. ৩৬১/৯৭২।

য়াকূত ও আল-হিময়ারীর লেখায় ক্রীটিয় পণ্ডিতগণের উল্লেখ রহিয়াছে আল-ইকরিতিশী (অর্থাৎ ক্রীটিয়) নিস্বাসহ; ইহারা মূলত আন্দালুসীয়। ইহাদের একজন দামিশ্ক এবং অপরজন মিসরে শিক্ষকতা করিতেন। আল-হিময়ারী জনৈক 'উমার ইব্ন 'ঈসা ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন য়ূসুফের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যিনি কনস্‌টান্টিনোপলে বন্দী থাকা অবস্থায় কুরআনের অর্থ ও মু'জিয়া সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। আত-তাবারী (৩খ., ১৮৮০) জনৈক বায়যান্টীয় অভিজাতের কথা বলিয়াছেন যাহাকে তিনি নাসরুল ইক্রীতিশী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং যিনি ২৫৯/৮৭২-৭৩ সনে যুদ্ধে নিহত হন। ক্রীটির নৌবহরের সেনাপতি নিসির (নিসিরিস, দ্র. Vasiliev, ২/১, ২০১ টীকা) সম্ভবত আবূ হাফসের পরিবারভুক্ত ছিলেন না।

১২০৪ খৃ. ফ্রাংকগণ কর্তৃক কনস্‌টান্টিনোপল দখলের পূর্ব পর্যন্ত ক্রীট বায়যান্টাইন অধিকারভুক্ত ছিল। অতঃপর ইহা মোনফেররাটের কাউন্ট বনিফেসের অধিকারে আসে, তিনি ইহা ভেনিসীয়দের নিকট বিক্রয় করিয়া দেন (দ্র. Bar Hebraeus, Chronography, অক্সফোর্ড ১৯৩২ খৃ., পৃ. ৩৫৮; তু. K. M. Setton (ed). A History of the Crusades, ২খ, ১৯০-১ এবং Heyd, ১খ., ২৭৬ প.)। জেনোয়া এবং ভেনিসের মধ্যে ইহা লইয়া বিবাদ ছিল এবং শেষোক্তগণ ১২০৭ খৃ. ইহা পুনর্বিজয় করে। ভেনিসীয় অধিকারের একটি প্রধান প্রাসংগিক দিক হইল যে, (Heyd, ১খ., ৪৭০) 'উছমানীগণ কর্তৃক ১৬৬৯ খৃ. এই দ্বীপটি বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইহা ভেনিসীয় অধিকারেই ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থগুলির বাহিরে দ্র. (প্রধানত) (১) A. A. Vasiliev, Byzance et les Arabes, ফরাসী সং., ১খ., Dynastie amorienne by H. Gregoire and M. Canard, ব্রাসেলস ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৪৯-৬১, ৯০, ২১২, ২৫৮, ২৬০; ২য় খণ্ড, Dynastie mecedonienne, Ist part, by M. Canard, ব্রাসেলস ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৫২-৬৫, ১৫৭ প., ১৭৭ প., ১৯৬-২১৬, ৩২০-২, ৩৩৬-৯, এবং নির্ঘণ্ট (১৯০২ খৃ.-এর রুশ সং.-এর উল্লেখ এখানে মাঝে মাঝে করা হইয়াছে); 2nd part (১৯৫০ খৃ.), 'আরবী ইবারাতের অনু. M. Canard-কৃত; (২) H. Ahrweiler, Byzance et la Mer, প্যারিস ১৯৬৬ খৃ., নির্ঘণ্ট।

ভূগোলবিদগণ ঃ (৩) ইস্তাখরী, পৃ. ৭০-১; (৪) ইব্ন হাওকাল, পৃ. ১৩৬-৭ (২য় সং, পৃ. ২০৩-৪), অনু. G. Wiet, পৃ. ১৯৮; (৫) মুকাদ্দাসী, পৃ. ৯৫, ১৯৫; (৬) ইব্ন খুররাদাসবিহ, কুদামা, পৃ. ১১২, ১৭৪, ১৯৬; (৭) ইব্ন রুস্তা, পৃ. ৮৫; (৮) মাস'উদী, তানবীহ, পৃ. ৬৬; (৯) হুদূদু'ল 'আলাম, সম্পা. ও অনু. V. Minorsky, ৪, নং ৩৪; (১০) আয-যুহরী মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র, কিতাবুল-জুরাফিয়্যা, সম্পা. Hadj-Sadok, in B. Et. Or., xxi (১৯৬৮ খৃ.), ৯৮, ৩২১, ৩৫৮; (১১) য়াকূত, ১খ., ৩৩৬-৭; (১২) হিময়ারী আবদু'ল মুন'ইম, নীচে Levi-Provencal দেখুন; (১৩) কালকাশনদী, সুব্হ, ৫খ., ৩৭১-২; (১৪) আবু'ল ফিদা, অনু. Reinaud, ২খ., ২৭৫-৬, তু. ভূমিকা, পৃ. ৩০৬।

ঐতিহাসিকগণ ঃ (১৫) বালাযুরী, পৃ. ২৩৫; (১৬) তাবারী, ৩খ., ১০৯২; (১৭) কিন্দী, কিতাবু'ল 'উমারা, সম্পা. Guest., লাইডেন ১৯১২ খৃ., পৃ. ১৫৮, ১৬১ প., ১৮০-৪; (১৮) য়াকূবী বৈরূত সং, ১৯৬০ খৃ., ২খ., ৪৪৬; (১৯) ইব্নু'ল আছীর, ৬খ., ২৮১-২, ৮খ., ৪০৪; (২০) য়াহ্য়া ইব্ন সা'ঈদ, PO, xii, ৭৮২-৩ (৮৪-৫), সম্পা. Cheikho, পৃ. ১১৭-৮; (২১) History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alesandria, সম্পা. ও অনু. Evetts, PO, ১০ খ., ৪৩০, ৪৫৫; (২২) কিতাবু'ল উয়ূন, সম্পা. আমোর সা'ঈদী, পত্রক ২৭৬ V; (২৩) ইব্ন তাগরীবিরদী, নুজূম, কায়রো, ২খ., ১৯২, ৩খ., ৩২৭; (২৪) মাকরীযী, খিতাত বূলাক সং,. ১খ., ১৭২, সম্পা. G. Wiet, ৩খ., ১৮১ প., তু., ৫খ., ১৩০; (২৫) ইব্ন খালদূন, Hist. Des Berberes, অনু. de Slane, ২খ., ৫৪৪ (কিতাবু'ল 'ইবার, ৪খ., ২১১); (২৬) ঐ লেখক, মুকাদ্দামা, অনু. Rosenthal, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৮ খৃ., ১খ, ৯৮, ১৩৯, ১৪২, ২খ., ৪১-২; (২৭) Bar Hebraeus, Chronography, অক্সফোর্ড ১৯৩২ খৃ., পৃ. ১০, ৯৮, ১৩১, ৩৫৮; (২৮) ঐ লেখক, তারীখ মুখতাসারুদ-দুওয়াল, পৃ. ৩৯৭।

বিভিন্ন গ্রন্থাবলী ঃ (২৯) E. W. Brooks, The Arab occupation of Crete, in EHR, xxviii, ৪৩২ প.; (৩০) Mariano Gaspar Remiro, Cordobenses Musulmanes en Alejandria y Creta (নুওয়ায়রীর একটি গ্রন্থের সম্পা. ও অনু.), in Homenaje a D. Francisco Codera, সারাগোসা ১৯০৪ খৃ., পৃ. ২১৭-৩৩; (৩১) Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia2, ১খ., ২৮৪-৯, ২খ., ২৯৯-৩০০; (৩২) Dozy, Hist. Mus. Esp2, ১খ., ৩০১; (৩৩) Bury, History of the later Roman Empire, লন্ডন ১৯১২ খৃ., পৃ. ২৮৭-৯১; (৩৪) Weil, Gesch. der Chalifen, ২খ., ২৩৩; (৩৫) W. Heyd, Histoire du commerce du Levant, লাইপজিগ ১৮৮৫-৬খ., পুনর্মুদ্রিত ১৯৬৭ খৃ., নির্ঘন্ট, দ্র.

Candie; (৩৬) Ostrogorsky, History of the Byzantine State, পৃ. ১০৪, ১৮২ প., ১৯৬, ১৯৭, ২০৬, ২৫০-১, ৩৭৬; (৩৭) A. A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, পৃ. ২১২, ২৭৪, ২৭৮-৮০, ৩০৭-৮, ৪৬৩, ৫০৬; (৩৮) E. Levi-Provencal, Un echange d'ambassades entre Cordoue et Byzance, একটি বেনামী আরবী ঘটনাপঞ্জির ভিত্তিতে রচিত, Byzantion-এ প্রকাশিত, ১২ খ. (১৯৩৭ খৃ.), ১-২৪; (৩৯) ঐ লেখক, La Peninsule iberique au Moyen Age d'apres le K. al-Rawd al-Mitar of abd al-Munim al-Himyari, লাইডেন ১৯৩৮ খৃ., পৃ. ৩৪; (৪০) ঐ লেখক, Hist. Esp. Mus., কায়রো ১৯৪৪ খৃ., ১খ., ১১৯-২১; (৪১) ঐ লেখক, L'Espagne musulmane au Xe siecle, ২০৮ এবং টীকা ১; (৪২) ঐ লেখক, Une description arabe inedite de la Crete (আল-হিময়ারীর রচনার অংশবিশেষের ইবারাত ও অনুবাদ), in Studi..., G. Levi Della Vide, রোম ১৯৫৬ খৃ., ২খ., ৪৯-৫৭; (৪৩) N. M. Panagiotiki, Theodose le Diacre et son Poeme, La Prise de la Crete, হেরাক্লিওন ১৯৬০ খৃ., (Kritiki Istoriki Bibliotheki, 2)।

ক্রীটের আমীরদের মুদ্রা বিষয়ে ঃ (৪৪) G. C. Miles, Arabic Epigraphical Survey in Crete (আমেরিকান দর্শন সমিতির বর্ষ পুস্তক), ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৩৪৩-৯; (৪৫) ঐ লেখক, A. recent find of coins of the Amirs of Crete, in Kritika Chronika, ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ১৪৯-৫১; (৪৬) ঐ লেখক, Coins of the Amirs of Crete in the Herakleion Museums, in Kritika Chronika, ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৩৬৫-৭১; (৪৭) ঐ লেখক, The Arab Mosque in Athens, in Hesperia (J. of the American School... in Athens), ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ৩২৯-৪৪; (৪৮) ঐ লেখক, The circulation of Islamic Coinage of the 3rd-12th centuries in Greece, Proc. of the congr. Intern. di Numismatica, Rome ১৯৬৫ খৃ., ২খ., ৪৮৫-৯৮; (৪৯) ঐ লেখক, A. Provisional reconstruction of the genealogy of the Arab Amirs of Crete, in Kritika chronika, ১৯৬৩ খৃ., পৃ. ৫৯-৭৩।

আরও দ্র. ঃ (৫০) H. Glykatzi-Ahrwieler, L'administration militaire de la Crete byzantine, in Byzantion, xxxi (১৯৬১ খৃ.); (৫১) A. M. Shepard, The Byzantine re-conquest of Crete, Annapolis ১৯৪১ খৃ., (U. S. Naval Inst. Proceedings, lxvii, নং ৪৬২); (৫২) A. R. Lewis. Naval Power and trade in the Mediterranean, A. d. 500-1100, প্রিন্সটন ১৯৫১ খৃ., নির্ঘন্ট; (৫৩) I Papadoulos, Crete under the Saracens (824-961), Athens 1948 (in Greek)।

M. Canard (E.I.[2])/মুহাম্মাদ আল-ফারুক

'উছমানী যুগ ঃ ভেনিসীয়গণ কর্তৃক ক্রীট দখলের সময় হইতে শুরু করিয়া 'উছমানীগণ কর্তৃক ইহা বিজয় পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তুর্কীগণ অল্প কয়েকবারই মাত্র দ্বীপটি আক্রমণ করিয়াছিল। আইদীন, উমূল উপসাগর দিয়া আনু. ৭৪১/১৩৪১ সনে একটি অভিযান পরিচালিত হয়। ৮৭৩/১৪৬৯ সনে 'উছমানীগণ একটি আক্রমণ পরিচালনা করে। খায়রুদ্দীন বারবারোসার নেতৃত্বে ৯৪৫/১৫৩৮ সনে সুদা দুর্গের উপর একটি প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। একই সময়ে আলজিয়ার্স হইতে একটি নৌবহর রেটিমো অঞ্চল বিধ্বস্ত করিতেছিল।

এতদসত্ত্বেও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ভেনিসীয়দের এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'উছ'মানী নৌ-চালনের জন্য একটি স্থায়ী হুমকিতে পরিণত হইয়াছিল। ১৫৭৩ খৃ. পর্যন্ত ভেনিসের সহিত শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান ছিল। কিন্তু এড্রিয়াটিক সাগরে সংঘটিত কিছু কিছু ঘটনার ফলে ৪র্থ মুরাদের শাসনামলে ১০৪৮/১৬৩৮-৩৯ সনে অল্প কিছু কালের জন্য তাহা শত্রুতামূলক সম্পর্কের রূপ নেয় এবং তুর্কী সমুদ্রপথে, বিশেষত উত্তর আফ্রিকা অভিমুখী যোগাযোগের ক্ষেত্রে, ক্রীট কর্তৃক উপস্থাপিত বিপদের প্রতি নজর দেওয়া হয়। প্রথম ইব্রাহীমের শাসনামলে দ্বীপটি অবরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এতদুদ্দেশে ১৬৪৪-৪৫ খৃস্টাব্দের শীতকাল ইস্তাম্বুলে একটি বৃহৎ নৌবহরের সমাবেশ করা হয় এবং স'আফার ১০৫৫/এপ্রিল ১৬৪৫-এ কাপূদান-ই দেরয়া য়ূসুফ পাশার নেতৃত্বে যখন এই নৌবহর যাত্রা শুরু করে, তখন গুজব ছড়াইয়া দেওয়া হয় যে, ইহার উদ্দেশ্য স্থল হইতেছে মাল্টা। জুন মাসে তুর্কী সেনাবাহিনী কানিয়া (Canea)-র নিকট অবতরণ করে এবং দিনের অবরোধের পর ২৬ জুমাদাছ-ছ'ানিয়া, ১০৫৫/১৯ আগস্ট, ১৬৪৫ সালে শহরটি দখল করিয়া লওয়া হয়। এই দখলের অনুবর্তী ঘটনা হিসাবে মুহ'াররাম ১০৫৬/মার্চ ১৬৪৬-এ কিস্সামো এবং একই বৎসরের জুলাই-এ এপ্রিকরনো, সেপ্টেম্বরে মিলোপটামো এবং নভেম্বরে রেটিমো অধিকার করা হয়। কিন্তু ইস্তাম্বুল হইতে এবং ত্রিপলী, তিউনিস ও আলজিয়ার্স হইতে সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও 'উছ'মানী আক্রমণ মন্থর হইয়া পড়ে। কয়েকবার কান্দিয়া (Candia) অবরোধ করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাহা পরিত্যাগ করা হয়। পক্ষান্তরে ভেনিসীয়গণ ১৬৪৮-৯ ও ১৬৫০ খৃস্টাব্দে দারদানেলেস প্রণালীতে অবরোধ সৃষ্টি করে, ১৬৫৪ খৃস্টাব্দের মে মাসে দারদানেলেসের প্রবেশ-মুখের সন্নিকটের একটি 'উছ'মানী নৌ-বিজয়ের প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় ঐ বৎসরের জুন মাসে একই জলভাগে একটি ভেনিসীয় বিজয় দ্বারা। এতদসঙ্গে ভেনিডোস, লেমোন্স ও সেনোথ্রেস অধিকারভুক্ত হয়, যাহা তুর্কীগণ পরবর্তী বৎসর পুনর্দখল করিয়া লয়।

১০৭৬/১৬৬৬ সালে প্রধান মন্ত্রী কোপরুলুযাদে ফাদি'ল আহ'মাদ পাশা বিষয়টির পরিসমাপ্তি ঘটাইবার সিদ্ধান্ত নেন। বস্তুত ১৬৬৭ খৃস্টাব্দের মে মাসে অবরোধ পুনরারম্ভ করিবার পর আরও দুই বৎসর সময়ের প্রয়োজন হয়, ভেনিসীয়গণ পশ্চিম য়ুরোপ হইতে খুব অল্প পরিমাণ সাহায্য পাওয়ার ফলে শেষাবধি 'উছ'মানী শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া লয়। ৯ রাবী'উ'ছ-ছ'ানী, ১০৮০/৬ সেপ্টেম্বর, ১৬৬৯ সালে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহার ফলে ভেনিসীয়গণ সদা ও স্পিনালোঙ্গা ব্যতীত ক্রীটে তাহাদের সমস্ত অধিকৃত এলাকা ছাড়িয়া দেয়, উক্ত এলাকা দুইটিও ১৭১৫ খৃস্টাব্দে 'উছ'মানীগণ দখল করিয়া নেন। ক্রীটে এই দীর্ঘ যুদ্ধ, যদিও ইহা তুর্কী বিজয় ও সমগ্র পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়, তবুও শেষ পর্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা ছিল না, ইহা 'উছ'মানী সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সূচনা করে এবং ভেনিসের পতন নিশ্চিত করে।

'উছ্‌মানী অধিকারে আসিবার পর কান্দিয়া (Candia)-কে রাজধানী করিয়া ক্রীট একটি প্রদেশ বা ইয়ালেত (Eyalet)-এ পরিণত হয় এবং ইহাকে তিনটি সানজাকে বিভক্ত করা হয় ঃ কান্দিয়া, কেনিয়া (Cenea) ও রেটিমো। তুর্কী কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ স্থানীয় আইন অবশিষ্ট রাখিয়া দেন এবং ক্রীটবাসিগণের সম্পত্তি ও অধিকারভুক্ত সামগ্রীতে খুব সামান্যই হস্তক্ষেপ করেন। যাহা হউক, কিছু কিছু আনাতোলীয় তুর্কীদেরকে দ্বীপে স্থানান্তরিত করা হয়, যাহা শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তুর্কী সংখ্যালঘু গোষ্ঠী গঠন করে। গ্রীক সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি তাহাদের হস্তেই ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং গ্রীক ভাষার ব্যবহার অব্যাহত থাকে। জনগণকে ব্যক্তিগত করের অধীনে আনা হয়, যাহা 'উছ্‌মানী সাম্রাজ্যে প্রচলিত ছিল। ভূমির উপরে উৎপাদনের ৫/১ অংশ এবং বাগান ও বেষ্টিত ক্ষেত্রের উপর জারীব প্রতি ১৪০ 'আসপার' কর ধার্য করা হয়। ১৬৭৫ খৃস্টাব্দে এই করগুলি যথাক্রমে ৭/১ অংশে ও ৮০ আসপারে হ্রাস করা হয়।

১৮২১ খৃস্টাব্দে গ্রীক বিদ্রোহ ক্রীটে ছড়াইয়া পড়ে। মিসরের গভর্নর মুহ়াম্মাদ আলীকে সুলতান তলব করেন। তিনি দ্বীপে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনেন এবং ইহাকে তাহার নিজ কর্তৃত্বাধীনে নেন। তিনি স্থানীয় বিষয়াদি তদারকের জন্য কানদিয়া, কেনিয়া ও রেটিমোতে খৃস্টান ও মুসলমানদের সংমিশ্রণে পরিষদ গঠন করেন। স্ফাকিয়াতে আর একটি পরিষদ গঠন করা হয়। ১৮৩০ খৃস্টাব্দে একটি নূতন বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং 'উছমানী সরকার মুহাম্মাদ আলীকে দ্বীপটি অধিকারে রাখার প্রস্তাব করেন; কিন্তু মুহাম্মাদ আলী তাহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং ১৮৪০ খৃস্টাব্দের লন্ডন চুক্তি তাঁহাকে ক্রীটের উপর কোন রকম দাবি পেশ করিতে নিষেধ করে।

পরবর্তী কালে, বিশেষভাবে ১৮৬৬ খৃস্টাব্দের পরে দ্বীপে সবিরাম গোলাযোগ ছড়াইয়া পড়ে। ক্রীটবাসিগণ গ্রীসের সহিত একত্র হওয়ার দাবি জানায়। ইহা এমন একটি অভিমত, যাহার পিছনে বৃহৎ শক্তিবর্গের, বিশেষত ফ্রান্স ও রাশিয়ার সমর্থন ছিল, যাহারা ক্রীট সমস্যাকে প্রাচ্য সমস্যার একটি উপাদানরূপে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে রূপ দিতে চাহিয়াছিল। জানুয়ারী ১৮৬৯ খৃ. বৃহৎ শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের ফলে প্রশাসন পদ্ধতিতে কিছু কিছু রদবদল করা হয়, যাহার মাধ্যমে স্থানীয় দায়িত্বাবলী খৃস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে আরও সমানভাবে বণ্টন করা হয়। গভর্নরকে (১৮৫০ খৃ. হইতে কেনিয়াতে যাহার প্রধান দফতর ছিল) সহায়তা প্রদানের জন্য পাঁচজন মুসলমান ও পাঁচজন খৃস্টানের সমন্বয়ে একটি পরিষদ গঠন করা হয় এবং সরকারী পদগুলি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টন করা হয়। যাহা হউক, ১৮৭৮ খৃ. নূতন বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং অবশেষে ১৮৭৮ খৃ. ২৩ অক্টোবর এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যে, দ্বীপের গভর্নর অবশ্যই একজন খৃস্টান হইবে, যাহাকে বৃহৎ শক্তিবর্গের সম্মতির ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা হইবে এবং ৮০ সদস্যের একটি পরিষদ (৪৯ জন খৃস্টান, ৩১ জন মুসলমান) ক্রীটের অভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত সুলতানের অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে। এই চুক্তি পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা হয় নাই। ১৮৯৬ খৃ. ক্রীটবাসিগণ পুনরায় বিদ্রোহ করে এবং এইবার তাহারা গ্রীসের রাজার সমর্থন লাভ করে। ইহার ফলে গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৯৭ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তুরস্ক দ্বীপের স্বায়ত্তশাসনের নীতি মানিয়া নেয়। নভেম্বর ১৮৯৮ খৃ. তুর্কী সৈন্যবাহিনী ক্রীট পরিত্যাগ করে এবং ১৯ নভেম্বর গ্রীসের যুবরাজ জর্জকে তথায় বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়। 'উছ্‌মানী আধিপত্য তাত্ত্বিকভাবে বজায় রহিল বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'উছমানীগণ ক্রীট হারাইয়া ফেলে। ১৯০০ খৃ. যুবরাজ জর্জ (অকৃতকার্যভাবে) গ্রীসের সহিত ক্রীটের সংযুক্তির ঘোষণা করিবার চেষ্টা করেন। তাহার উত্তরাধিকারী Zaimis, ৬ অক্টোবর, ১৯০৮ খৃ. এই সংযুক্তির ঘোষণা করেন, কিন্তু নব্য তুর্কী সরকার ইহার স্বীকৃতি প্রদান করেন নাই। ১৯০৯ ও ১৯১০ খৃ. চূড়ান্ত রকমের উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে অতিক্রান্ত হয়। ৯ মে, ১৯১০ খৃ. ক্রীটের পরিষদ গ্রীসের রাজার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে এবং ১০ অক্টোবর, ১৯১২ খৃ. গ্রীক সরকার বলকান যুদ্ধের সুযোগ লইয়া সরকারীভাবে সংযুক্তির অনুমোদন প্রদান করে। তুর্কী সরকারের প্রতিবাদ সত্ত্বেও লন্ডন (৩০ মে, ১৯১৩) এবং বুখারেস্ট (১০ আগস্ট, ১৯১৩) চুক্তিদ্বয়ের মাধ্যমে দ্বীপটির উপর তুর্কী আধিপত্যের পরিসমাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। এই চুক্তিদ্বয়ের পূর্বেই কিছু সংখ্যক ক্রীটিয় তুর্কী দ্বীপ হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। ইহাদের শেষ দলটিকে ১৯২৩ খৃস্টাব্দের লুজান চুক্তি ও গ্রীস এবং তুরস্কের মধ্যে লোক বিনিময় চুক্তির পরে স্থানান্তরিত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ Cemal Tukin কর্তৃক IA তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ (প্রবন্ধ Girit) 1-এ যেই সকল সূত্র এবং গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে সেইগুলি যোগ করা যাইতে পারে। (১) A. Ancel, Manuel historique de la Question d'Orient, 1792-1923, প্যারিস ১৯২৩ খৃ.; (২) E. Driault and M. Lheritier, Histoire diplomatique de la Grece, প্যারিস ১৯২৫-২৬ খৃ.; (৩) M. Sabry, L-Emire egyptien sous Mohamed Ali et la Question d' Orient (1811-1849), প্যারিস ১৯৩০ খৃ.; (৪) E. C. Helmreich, The diplomacy of the Balkan wars, কেমব্রিজ (Mass) ১৯৩৮ খৃ.; (৫) M. D. Stoyanovitch, The Great Powers and the Balkans, 1875-1878, ক্যামব্রিজ ১৯৩৯ খৃ.; (৬) Resat Kaynar, Mustafa Resit Pasa ve Tanzimat, আঙ্কারা ১৯৫৪খৃ.; (৭) K. Bourne, Great Britain and the Cretan Revolt, 1868-67, in Slavonic and East European Review, ৩৫ খ. (১৯৫৬-৭ খৃ.) ৭৪-৯৪; (৮) J. A. S. Grenville, Goluchowski, Salisbury and the Mediterranean Agreements, 1895-97, in Slavonic and East European Review, ৩৬ খ. (১৯৫৭-৫৮ খৃ.), ৩৪০-৬৯; (৯) L. S. Stavrianos, The Balkans since 1453, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৮ খৃ.; (১০) Maureen M. Robson, Lord Clarendon and the Cretain Question, in Historical Journal, ৩খ., (১৯৬০ খৃ.), ৩৮-৫৫; (১১) B. Lewis, The Emergence of Modern Turkey,[2] লন্ডন ১৯৬৮ খৃ.; (১২) B. H. Sumner, Russia and the Balkans, 1870-1880, লন্ডন ১৯৬২.; (১৩) S. Mardin, The genesis of Young Ottoman Thought, A study in the modernization of Turkish Political Ideas, প্রিন্সটন ১৯৬২ খৃ.; (১৪) N. Botzaris, Visions

balkaniques dans la preparation de la revolution grecque, প্যারিস-জেনেভা ১৯৬২ খৃ.; (১৫) R. H. Davison, Reform in the Ottoman Empire, 1856-1876, প্রিন্সটন ১৯৬৩ খৃ.; (১৬) R. H. Devereux, The first Ottoman constitutional period, Baltimore ১৯৬৩; (১৭) W. Mille, The Ottoman Empire and its successors, 1801-1927, কেমব্রিজ ১৯৬৬ খৃ.; (১৮) M. S. Anderson, The Eastern Question, 1774-923, নিউ ইয়র্ক-লন্ডন ১৯৬৬; (১৯) M. Salahi, Girit meselesi 1866-1889. সম্পা., Aktepe, ইস্তাম্বুল ১৯৬৭ খৃ.।

R. Mantran (E. I.[2])/মু. আল ফারুক

ইক্‌লীম (إقليم) ঃ আবহাওয়া বা অধিকতর সাধারণ প্রয়োগে 'অঞ্চল'। লিসানু'ল 'আরাব (মূল ق-ل-م)-এ শব্দটি 'আরবী না বিদেশী তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে উদ্ধৃত ইব্‌ন দুরায়দ-এর মত দ্বিতীয় সম্ভাবনার পক্ষে। বস্তুত ইকলীম গ্রীক ক্লিমা (Klima) শব্দ হইতে উদ্ভূত যাহার আক্ষরিক অর্থ ঝোঁক (inclination) এবং আরও নিখুঁতভাবে, বিষুব রেখা হইতে মেরুর দিকে পৃথিবীর ঢাল, যাহা হইতে ভূমণ্ডলের অঞ্চল এবং পরিশেষে সাধারণ অঞ্চল কথাটির উৎপত্তি ঘটিয়াছে। লিসান দৃশ্যত কড়াকড়িভাবে এই সংজ্ঞা অনুসরণ করিয়াছে। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থেই বলা হইয়াছে, ইক্‌লীম সাতটি আবহাওয়া اقاليم। বা অঞ্চলের একটি এবং এইগুলি পৃথিবীর সাতটি বিভাগ। গ্রীক ঐতিহ্যসম্ভূত আবহাওয়া অঞ্চলের ধারণাটি বলিতে দ্রাঘিমাংশে বিভিন্ন প্রাণী অধ্যুষিত পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত এবং অক্ষাংশে দুই সমাক্ষ বৃত্তরেখার মধ্যব্যাপী অঞ্চলকে বুঝাইয়া থাকে। খোদ অক্ষাংশসমূহ কর্কট ক্রান্তির সময় কিংবা বিষুবকালে দিনের দৈর্ঘ্য দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে। কোনও কোনও লেখকের মতে দুই অঞ্চলের মধ্যে সীমারেখার কারণে কিছুটা অনিশ্চয়তার অবকাশ সৃষ্টি হয়, আর সে কারণেই একটি অঞ্চল ও উহার পরবর্তী অঞ্চলের মধ্যখানে একটি সুচিহ্নিত ও অত্যন্ত স্পষ্ট বিভক্তির পরিবর্তে একটি ক্রান্তি অঞ্চল গড়িয়া উঠে। মোটামুটিভাবে গণ্ডি বা সীমা যে কোনও ক্ষেত্রেই একটা তাত্ত্বিক অস্তিত্ববিশেষ, যাহা কোনও নিরেট বাস্তবতার সমতুল্য নহে (তু. আল-ইদরীসী, ১খ, ৩; আল-ক়াযবীনী, Kosmographie, i, 148)। প্রতিটি অঞ্চল (আবহাওয়া, জলবায়ু) বিভিন্ন মাত্রায় কয়েকটি শহর, পাহাড়-পর্বত, জলভাগ, খনি ইত্যাদির সমষ্টি। পার্থিব ভূমণ্ডলে অবস্থান ব্যতীত যেই অঞ্চল যে সকল গ্রহ-তারকার সুনির্দিষ্ট প্রভাবাধীন, সেই তারকারাজির প্রেক্ষাপটেও অঞ্চলটি সংজ্ঞায়িত হইয়া থাকে। ঐতিহ্য অনুযায়ী অঞ্চলের সংখ্যা সাতটি বলিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে। এই সাতটি অঞ্চলের বাহিরে বিষুবরেখার দক্ষিণে কিছু দেশ ও প্রত্যন্ত উত্তরে কিছু দেশ আছে। চিরায়ত সাতটি অঞ্চলের সঙ্গে কখনও কখনও অধ্যুষিত ভূভাগের জন্য অন্য সাতটি অঞ্চলের উল্লেখ করা হয় এবং বিভিন্ন গ্রন্থকারের বিবরণ অনুযায়ী ঐ দেশগুলিকে পৃথিবীর 'পূর্বাঞ্চলীয়' বা দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশসমষ্টি হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

মুহ়াম্মাদ ইব্‌ন মূসা আল-খাওয়ারিযমীর মত জ্যোতির্বিদ ও সাধারণভাবে আল-বীরূনীর মত বিদ্বজ্জন সাত অঞ্চল সংক্রান্ত আদি ধারণার সর্বপেক্ষা বিশিষ্ট অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত। ইখওয়ানু'স সাফা, য়াকূ়ত আল-কায্‌বীনী বা আবু'ল-ফিদার মত ব্যক্তিদের বিশ্বকোষ রচনাবলীর উপক্রমণিকা বা প্রধান অংশে পৃথিবী সংক্রান্ত সাধারণ ধারণার মাঝেও এই বিষয়টির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। আল-বালাখীর মানচিত্রাবলীর ধারায় রচিত বিবরণমূলক ভূগোল সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থাদিতে (আল-ইস্‌ত়াখরী, ইব্‌ন হ়াওক়াল, আল্‌-মুকা়দ্দাসী) ঐ ধারণা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে বলিয়া দেখা যাইবে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সংক্ষিপ্তভাবে হইলেও ইহার উল্লেখ আছে। অন্তত আল-ইস্‌ত়াখরী ও ইব্‌ন হ়াওক়ালের রচনায় অঞ্চলের উল্লেখ নাই। কিন্তু আল-মুক়াদ্‌দাসী অধিকতর গুরুত্ব দিয়া তাঁহার গ্রন্থের একটি বিশেষ অধ্যায়ে সাতটি অঞ্চলের আলোচনা করিয়াছেন। ইসহ়াক় ইবনু'ল-হুসায়ন রচিত অপেক্ষাকৃত বিষেষায়িত, যদিও বর্ণনামূলক, ভূগোল গ্রন্থ কিতাবু আকামিল-মারজান-এ অঞ্চলসমূহের উপর সাধারণ আলোচনা না থাকিলেও উহাতে লেখক মানচিত্রের উপর প্রতিটি দেশ বা শহরের অবস্থান বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন ও বিশেষত ঐ দেশ বা শহর কোন্ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। আল-ইদ্রীসী প্রতিবার পশ্চিম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার গ্রন্থের আবহাওয়া বিষয়ক বর্ণনাকে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। আল-হামদানী তাহার সিফাতু জাযীরাতি'ল-'আরাব গ্রন্থের ভূমিকায় একই রকম অসাধারণ ব্যাপার ঘটাইয়াছেন। তিনি অঞ্চলের চিরাচরিত বিভাগ সম্পর্কে (পৃ. ২৪-৬) অবহিত; কিন্তু অন্যত্র (পৃ. ১০ প.) সংজ্ঞায়িত ঐ ভৌগোলিক এককগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করত উহাদের সমাক্ষ রেখার শেষ সীমা ২৬ পর্যন্ত উন্নীত করিয়াছেন।

সামগ্রিকভাবে বিপুল মুসলিম জনসমষ্টি অধ্যুষিত কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি স্পষ্টতই অধিকতর সুপরিচিত। লক্ষণীয় যে, যতই উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়া যায় অক্ষাংশগুলি ততই অস্পষ্ট হইয়া উঠে। এই বিবেচনায় ধরিয়া নেওয়া যায় যে, ইসলাম স্বভাবতই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল সম্পর্কেই বেশী আগ্রহী ছিল। মানচিত্রগুলি নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হইলেও তাহা ছিল মূলত এই মধ্যাঞ্চলগুলিতে ইসলাম বিস্তারের ঐতিহাসিক পরিণতি মাত্র। এই অঞ্চলগুলির প্রত্যন্ত পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মানচিত্র অঙ্কনের উৎকর্ষের ইহাও একটি কারণ। পরিশেষে ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, মানচিত্রে বিভিন্ন শহরের অবস্থান নির্দেশ যতটা সম্ভব নির্ভুল ও নিখুঁত করা হয় এই কারণে যে, ঐ শহরগুলির প্রতিটির জন্য স়ালাতের কি়ব্‌লা চিহ্নিত করার প্রয়োজন ছিল। বস্তুত আল-মুক়াদ্দাসী তাঁহার রচনায় এই বিষয়ের আলোচনা সম্বলিত অধ্যায়ের নাম যি়ক্‌র আকালীমিল-'আলাম ওয়া মারকাযি'ল-কিবলা দিয়াছেন তাহা কোনও আকস্মিক ব্যাপার নহে।

এই জ্ঞান অন্যান্য জ্ঞানসহ এমন এক ধরনের ভূগোল হইতে আহরিত, যাহাকে সূরাতু'ল আরদ়' বলা হয়, যাহাতে ভূ-গোলকের সম্যক বিবরণ সন্নিবেশিত আছে। বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার পরিবর্তন ও স্থিতির মাত্রাসহ ভূপৃষ্ঠ সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান অচিরেই জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। মধ্যাঞ্চল সম্পর্কিত জ্ঞান সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। সাত অঞ্চলের ৪র্থ বা কেন্দ্রীয় অঞ্চল সব কিছুর মধ্যমণি; তথ্য পরিমিত মাত্রার প্রতিনিধি হইয়া উঠে। এক্ষেত্রে প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ঐতিহ্য ও ইরাকের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের মিলিত ধারায় একটি বক্তব্য গড়িয়া উঠিয়াছে যে, মানচিত্রে উহার অবস্থান, নক্ষত্রের প্রভাব, ভূপ্রকৃতির উত্থান-পতন এইসব কিছুরই শ্রেষ্ঠতম প্রভাবের সমাবেশ ঘটিয়াছে মেসোপটেমিয়ায় অর্থাৎ এই দেশের জনসাধারণের চরিত্রে অত্যন্ত নিখাদ গুণ, নিখুঁত ভারসাম্য ও প্রোজ্জ্বল মেধা সুনিশ্চিত করিয়াছে। এই সম্পর্কে

ইখওয়ানু'স্-সাফা (১খ, ১৭০-৯)-এর বর্ণনা অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময়। উহার মতে নদী ও পর্বতের মত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে ইরাক যেমন মধ্যবর্তী অবস্থানে অধিষ্ঠিত, তদ্রূপ ঐ দেশের বিভিন্ন শহরের সাংস্কৃতিক তৎপরতাও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

সাত অঞ্চল সম্পর্কে সাধারণ ধারণা (theme) এবং চতুর্থ অঞ্চল সম্পর্কে বিশেষ ধারণা সম্বন্ধে আদাব রচনাবলীতে যে অনুচ্ছেদটি রহিয়াছে উহা ব্যাপকভাবে প্রত্যায়িত এক বিস্ময়কর চিত্র। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ঐ ধারণাগুলির গুরুত্বের প্রমাণ এমনকি বাল্খী মতবাদী রচনাগুলিতেও সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নহে। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইব, বাল্খী তাত্ত্বিকগণ যে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন উহাতে ঐ ধারণাগুলির কোন প্রয়োজনই থাকে না। সমসাময়িক সাধারণ সংস্কৃতিতে ঐ ধারণাগুলি একীভূত হওয়ার কারণেও ইব্নু'ল-ফাকীহ (পৃ. ৫-৭) রচিত কিতাবু'ল-বুল্দান এবং স্পেন দেশীয় ভৌগোলিক আর-রাযীর আরও বিশেষ বিবরণ সম্বলিত পুস্তকেও সাত অঞ্চলের উল্লেখ দেখা যায়; স্পেন, বাগদাদেরই মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত, এই বিবরণ আঞ্চলিক অতি উৎসাহের ফলস্বরূপ যাহাতে স্পেনকে ইহার সুযোগ-সুবিধা, বিখ্যাত ব্যক্তিত্বসমূহ এবং বিস্ময়কর বস্তুসমূহের সুবাদে ইরাকের সহিত তুলনীয় মনে করা হইয়াছে।

ইব্ন খালদূন সাত ইকলীমের বিশদ বিবরণ দিয়াছেন (দ্র. মুক'াদ্দিমা, ১খ., অধ্যায় ১, মুকাদ্দিমা দুই, পৃ. ৫১-৮৫)।

গ্রীক সংস্কৃতি হইতে উদ্ভূত এবং মুসলিমগণ কর্তৃক পরিশোধিত এই রচনা সমষ্টিকে স্থাপন করিতে হইবে সেই রচনাগুলির মুকাবিলায়, যাহা 'আরব ভূগোলবিদ্যার সূচনা হইতে রচিত এবং যাহা সুস্পষ্টভাবে উক্ত সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। প্রশাসক-ভৌগোলিকগণ, এমনকি ইব্ন কু'দামার (পৃ. ২৩০) মত যাঁহারা এই ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতনতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহারাও প্রশাসন বা রাজনীতির চাহিদার সহিত সঙ্গতিপূর্ণভাবে তাঁহাদের তথ্যাবলী পরিবেশনের প্রবণতা দেখাইয়াছেন। বাগদাদকে কেন্দ্ররূপে গণ্য করিয়া পৃথিবীর বর্ণনাকারী আল-য়া'কূবী প্রদেশ ভিত্তিক নহে এইরূপ বিভাগ সম্পর্কে উদাসীন, অন্য কথায় যে বিভাগগুলি প্রশাসনযোগ্য ও সুচিহ্নিত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অঞ্চলের মত নিরেট বাস্তবতার অনুরূপ নহে, তিনি সেই অঞ্চল সম্পর্কে নিস্পৃহ। আদিতম মুসলিম ভৌগোলিকরূপে স্পষ্টভাবে পরিচিত ইব্ন খুররাদাযবিহ-এর অভিমত অধিকতর প্রণিধানযোগ্য। খানিকটা ভ্রান্ত পরিভাষা অনুসারে যদিও তিনি ইক্‌লীমকে একটা 'কুরার' সমার্থক বা উহার বিভাগের তুল্য বলিয়াছেন; কিন্তু নিশ্চিতভাবে উহা একটি প্রকৃত প্রশাসনিক এলাকা। তিনি মাত্র দুইটি বাক্যে ইহার ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন ঃ ইহা একটি 'দেশ' যাহা একটি রাজধানী শহরকে কেন্দ্র করিয়া সংঘবদ্ধ এবং অন্যান্য অঞ্চলের সহিত যুক্ত হইয়া বৃহত্তর একক গঠন করে। ইক্‌লীম শব্দের আরও একটি অর্থ আছে যাহার উৎপত্তি ইরানে। ফারসী ঐতিহ্য অনুসারে 'কেশওয়ার' শব্দটি বলিতে বিশ্বের সাতটি বৃহৎ রাজ্যকে বুঝায়; ইহাদের ছয়টি (ভারত, চীন, তুরস্ক, রূম, আফ্রিকা ও 'আরবদেশ) কেন্দ্রীয় রাজ্য ইরানের চতুর্দিকে অবস্থিত। আল-মাসঊদী তাঁহার (Pellat, i, উপধারা ১৮৯) রচনায় ঠিক এই ধারণাটি স্পষ্টত ধার করিয়াছেন, তবে ব্যবহার করিয়াছেন ইকলীম শব্দটি।

পরিশেষে আল-বাল্খীর অনুসারিগণের মতবাদে ব্যবহারিক ভূগোলের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নূতন অর্থ প্রদান করা হইয়াছে। যদিও তাঁহাদের মতবাদে ইক্‌লীম শব্দটি মূলত গ্রীক ঐতিহ্য হইতে গৃহীত, তবুও ইরানী সংস্কৃতিতে ইক্‌লীম একটি পক্ষী বা পরিচিত বস্তুর রূপকে চিত্রিত। একটি কেন্দ্রের চতুর্দিকে বিন্যস্ত মানবগোষ্ঠীর অবস্থানের ধারণা প্রকাশ করা হইয়াছে, তবে পার্থক্য এই যে, পৃথিবীর কেন্দ্র Media হইতে 'আরবদেশে স্থানান্তরিত হইয়াছে। তবে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, আল-বাল্খী মতবাদিগণ এইবারে প্রশাসনিক ভূগোলের আকর্ষণে ভূভাগ হউক বা জলভাগ, একককরূপে গণ্য এবং ভূগোলে স্পষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন এলাকাসমূহের চিহ্নিতকরণে যত্নবান হইয়াছেন। আল্-ইস্ত'াখ্রী ও ইব্ন হ'াওক'াল পুরাতন সাতটি অঞ্চলের বর্ণনাকালে (এইগুলিকে খণ্ডন করার জন্য) একান্তভাবে মুসলিম অধ্যুষিত বিশটি নূতন ইক্‌লীম (ব. ব. আক'ালীম) নির্ধারণ করেন। যথা 'আরবদেশ, আল-মাগ'রিব, মিসর... রূম সাগর, 'খাযারদের সাগর, পারস্যের মরুভূমি ইত্যাদি। ভৌগোলিক বিভাগকে পূর্ণ রূপ প্রদান ছিল আল্-মুক'াদ্‌দাসীর উদ্দেশ্য। তাঁহার প্রথম বিবেচ্য ছিল ভূগোল মানুষের জন্য, সুতরাং কর্ষণযোগ্য ভূভাগের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট, সাগর ও মরুভূমির জন্য; ইক্‌লীম-এর ব্যবহার তিনি বর্জন করেন। সুতরাং পূর্ববর্তিগণের ১৬টি ভূমণ্ডলীয় ইক্‌লীমের স্থলে তিনি ১৪টি ইক্‌লীম রাখেন, ছয়টি আরবী ইক্‌লীম (আরব, 'ইরাক, আক্'র= জাযীরা, শাম, মিসর, আল-মাগ্'রিব) ও আটটি অনারবীয় ইক্‌লীম (মাশরিক', দায়লাম, আর্‌রিহ'াব, জাবাল, খূযিস্তান, ফারস্, কিরমান ও সিন্ধু)।

ইকলীমকে একটি ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক হিসাবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য ছিল এই চিত্রটি তুলিয়া ধরা যে, অতীতে বা কোন সময়ে এই ইক্‌লীম অপরগুলি হইতে এতটা স্বাধীন ছিল যাহাতে ইহা আইনগত বা বাস্তবরূপে স্বায়ত্তশাসিত কোন কর্তৃপক্ষের শাসনাধীন হইতে পারিত।

ইকলীম শব্দের চূড়ান্ত অর্থ, যেমন সাধারণ 'অঞ্চল (region) বা দেশ (country) আবু'ল-ফিদা' কর্তৃক প্রত্যায়িত হইয়াছে। তিনি তাঁহার সারণী (table)-তে ইক্‌লীমের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা (আল-ইক্‌লীমু'ল-হ'াকীকী) ও উহার চলতি সংজ্ঞা (আল-ইক্‌লীমু'ল 'উরফী)-কে পাশাপাশি স্থাপন করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Khuwarizmi, Des Kitab Surat al-ard, সম্পা von Mzik, Leipzig 1926; (২) ইব্ন খুররাদাযবিহ্, কিতাবু'ল-মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক, সম্পা. de Goeje, Leiden 1889; (৩) য়া'কূবী, কিতাবু'ল-বুল্দান, সম্পা. de Goeje, Leiden 1892; (৪) ইবনু'ল ফাকীহ, কিতাবু'ল বুলদান, সম্পা. de Goeje, Leiden 1885; (৫) হাম্দানী, সি'ফাতু জাযীরাতি'ল-'আরাব, ১খ, সম্পা. D.H. Muller, Leiden 1884; (৬) কুদামা, কিতাবু'ল-খারাজ, সম্পা. de Goeje, Leiden 1889, 230; (৭) সুহ্রাব, Das Kitab adjaib al-akalim al-sab'a, সম্পা. von Mzik, Leipzig 1930; (৮) Razi, Description de l'Espagne, E. Levi-Provencal, in al-Andalus, xviii (1953); (৯) মাসঊদী, মুরূজ, সম্পা. Ch. Pellat; (১০) ইসহ'াক ইবনু'ল হু'সায়ন, কিতাবু'ল আকামিল-মারজান ফী যি'ক্রি'ল-মাদাইনি'ল মাশ্হূরা বি কুললি মাকান, সম্পা. ও অনু. A. Codazzi in Rend della R. Acc, dei Lincei, cl, di scienze morali Stor, et fil , ser, 6, v, 373-464; (১১)

ইস্তাখ্রী, কিতাবু'ল-মাসালিক ওয়া'ল-মামালিক, সম্পা. M. Dj, আব্দু'ল-আল্ আলহানী, কায়রো ১৩৮১/১৯৬১, ১৫-১৬; (১২) ইখওয়ানু'স সাফা, রাসা'ইল, ১খ, বৈরূত ১৩৭৬/১৯৫৭; (১৩) হুদূদু'ল-'আলাম, অনু. Minorsky, London 1937 ; (১৪) ইব্ন হাওকাল, কিতাবু সূরাতি'ল আরদ, সম্পা. J. H. Kramers, Leiden 1938, 2-3; (১৫) মুকাদ্দাসী, আহসানু'ত-তাকাসীম ফী মা'রিফাতি'ল আকালীম, সম্পা. de Goeje, Leiden, 9, 58-62 এবং স্থা.; (১৬) বীরূনী, আল-কানূনু'ল-মাসঊদী, হায়দরাবাদ ১৩৭৩/১৯৫৪-৫, ২খ, ৫৪৯-৭৯; (১৭) ইদ্রীসী, নুযহাতু'ল মুশতাক ফী ইখ্তিরাকি'ল আফাক, অনু. P. A. Jaubert, 2 vols., Paris 1836-40; (১৮) য়াকূত, মু'জামু'ল-বুলদান, ১খ, বৈরূত ১৩৭৪/১৯৫৫, ২৫-৩২; (১৯) কাযবীনী, Kosmographie, i, ed. F. Wustenfeld, gottingen 1849; (২০) আবু'ল ফিদা, তাক্বীমু'ল-বুলদান, সম্পা. Reinaud de Slane, Paris 1840; (২১) ইব্ন খালদূন, মুকাদ্দিমা, ১খ, ১, ২; (২২) M. Reinaud, Geographie d, Abul- feda, i, Paris 1848, CCXXIV f.; (২৩) A. Miquel, La Geographie humaine du monde musulman, Paris-The Hague 1967, স্থা.।

A. Miquel (E.I.²)/ আফতাব হোসেন

আল-ইক্লীল (দ্র. নুজূম)

ইক্লীলুল-মালিক (اكليل الملك) ঃ (melilot), melilotus Officinalis (Leguminosae) ফরাসী 'melilot' জার্মান Honigklee) Papilionaceas পরিবারভুক্ত একটি উদ্ভিদ, ইহার ষোলটি প্রজাতি ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ইহার 'আরবী নামটি (রাজকীয় মুকুট) সিরিয়াক Kelil malka হইতে রূপান্তরিত। তুলনামূলকভাবে কম প্রচলিত অন্যান্য সমার্থক শব্দ হইল নাফাল, হানতাম, শাযারাতু'ল হুব্ব (প্রেমবৃক্ষ) ইত্যাদি। হলুদ পুষ্পসমৃদ্ধ উদ্ভিদসমূহ যাহা এক মিটার পর্যন্ত উঁচু হয় এবং শ্বেত পুষ্পধারী উদ্ভিদ, যাহা অধিকতর উঁচু হয়, সাধারণভাবে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হইয়া থাকে। উভয় প্রজাতিই দুর্বল দ্বিবর্ষজীবী গুল্মবিশেষ এবং তাহা য়ূরোপ ও এশিয়ার অকর্ষিত জমিতে জন্মে, অবশ্য উত্তরাঞ্চলে নহে। ইহাদের একটি প্রজাতি (অথবা অন্যতর কোন প্রজাতি?)। হইল ইক্লু'ল-মালিক আল-মুআক্রাব বৃশ্চিকসদৃশ (Meilot) ইহার এইরূপ নামকরণের পশ্চাতে রহিয়াছে বৃশ্চিকের লেজের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ ইহার পুষ্প গুচ্ছসমূহের আকৃতি। সিরিয়া হইতে আনীত এবং 'আরব পাশ্চাত্যে প্রবর্তিত কতিপয় শ্রেণীর মূল, যাহা ইরকুল-হায়্য (সর্প-মূল) নামে পরিচিত এবং তথায় বিষাক্ত সর্প দংশনের বিরুদ্ধে প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার করা হয় তাহা (Meilot)-এর মূল বলিয়া দাবি করা হইয়া থাকে। শেষত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই উদ্ভিদটি 'আরবীয়; স্পেনে ইহার রোমান নাম কুরুনীল্লা (Coronilla, F. J. Simonet, Glosario de voces iberica y latinas, মাদ্রিদ ১৮৮ খৃ., পৃ. ১৩৫ প.) নামে পরিচিত ছিল। 'আরব অনুবাদকবৃন্দ অবশ্য ইহাকে মালীলূতুস নামে বর্ণনা করিয়াছেন।

ইহার গ্রীক নামের সহিত সংগতি রক্ষা করিয়া প্রাচীন কাল হইতেই ইহা জানা ছিল যে, এই উদ্ভিদটি হইতে মধু উৎপাদন করা যায়। 'আরবগণ ইহার ভেষজ ব্যবহারসমূহ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গ্রীকগণের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। সুগন্ধ এই গুল্মটি অতীত কালের ন্যায় অদ্যাবধি উষ্ণ, কঠিন ফোঁড়া এবং সর্বপ্রকার কড়া, কোমল ও অস্ত্রোপচারের উপযোগী করার জন্য সেক দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। উষ্ণ সেক প্রদানের ইহা ধমনীর ব্যথায় উপকার দেয় যদি ব্যবহারের পূর্বে দেহকে উপযুক্তভাবে পরিশ্রুত করিয়া লওয়া হয় (পেট পরিষ্কার, রক্তপাত ও বমন করাইবার মাধ্যমে)। অন্যান্য অনুষঙ্গী দ্রব্যের সহযোগে ইহা পেটব্যথা, কান ও মাথাব্যথা আরোগ্য সাধন করে। সরাসরিভাবে সেবনের ক্ষেত্রে ইহা প্রস্রাব, ধাতুস্রাব ও গর্ভপাত ঘটাইতে পারে এবং অণ্ডকোষের রোগজনিত সকল প্রকার চুলকানি নিরাময় করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Dietrich, zum Drogenhandel. im islamischen, Agypten গ্রন্থে গুল্মটি সম্পর্কে একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে, হাইডেলবার্গ ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৪৯-৫১; আরও দ্র. (২) Dioscurides, De materia medica, M. Wellmann, ২খ, বার্লিন ১৯০৬ খৃ., ৫২ (Lib, ৩খ, ৪০); (৩) La "materia medica de dioscorides, ২ খ. ('আরবী অনু. ইসতাফান ইব্ন বাসীল), সম্পাদ Dubler ও Teres, তেতুয়ান ১৯৫২ খৃ., পৃ. ২৫৮; (৪) রাযী, হাবী, ২০খ, হায়দরাবাদ ১৩৮৭/১৯৬৭, ১২৫ প. (সংখ্যা ১৪০) ; (৫) Die Pharmakolog. Grun satze des Abu Mansur Harawi, অনু. A. ch. Achundow, Halle ১৮৯৩ খৃ., পৃ. ১৫০, ৩৪০; (৬) ইব্নু'ল জাযযার, ই'তিমাদ,পাণ্ডু. আয়াসোফিয়া ৩৫৬৪, পত্র ১২; (৭) ইব্ন সীনা, কানূন, বূলাক, ১খ, ২৪৩; (৮) বীরূনী, সায়দালা, সম্পা. H. M. Said, করাচী ১৯৭৩ খৃ., 'আরবী ৬২ প., ইংরেজী ৪১; (৯) ইব্ন বিকলারিশ, মুসতা'ঈনী, পাণ্ডু. Naples Bibl. Naz, ৩খ, .৬৫, পত্রক ১২ ; (১০) গাফিকী, আল-আদবীয়াতু'ল মুফরাদা, পাণ্ডু., রাবাত, Bibl. Gen, K. ১৫৫, পত্রক ২ক-২২ ক; (১১) ইব্ন হুবাল, মুখতারাত, হায়দরাবাদ ১৩৬২ হি., ২খ, ২০; (১২) অজ্ঞাতনামা (আবু'ল-'আব্বাস আন-নাবাতী ইব্নু'র-রূমিয়্যা?), পাণ্ডু. নূর উসমানিয়্যা ৩৫৮৯, পত্র ৯৯ খ-১০০ক (উদ্ভিদের সঠিক বর্ণনাসহ); (১৩) ইব্নু'ল বায়তার, 'জামি', বূলাক ১২৯১ হি., ৫০ প., অনু. Leclerc, সংখ্যা ১২৮; (১৪) য়ূসুফ ইব্ন 'উমার, মু'তামাদ, সম্পা. মুহাম্মাদ আস-সাক্কা, বৈরূত ১৩৯৫/১৯৭৫, পৃ. ৬; (১৫) ইব্নু'ল-কুফফ, 'উমদা, হায়দরাবাদ ১৩৫৬ হি., ১খ, ২১১; তু. (১৬) H. G. Kircher, die "einfachen Heilmittle" aus dem "handbuch der Chirurgie" des Ibnal-Quff, Bonn ১৯৬৭ খৃ., সংখ্যা ৩; (১৭) সুয়ায়দী, সিমাত, পাণ্ডু., প্যারিস ar ৩০০৪, পত্রক ১০ক, ১৩-১৪; ১৬৪ ক, ৩-৮; (১৮) Barhebraeus, The abridged Version of " The book of Simple drugs" of--- al Ghafiqi, সম্পা. Meyerhof ও Sobhy, কায়রো ১৯৩২ খৃ., সংখ্যা ৩০; (১৯) দাউদ আল-আনতাকী, তায্কিরা, কায়রো ১৩৭১/১৯৫২ , ১খ, ৫৫; (২০) I. Low, die flora der juden, ১৯২৪ খৃ., ২খ, ৪৬৫ প.; (২১) M. Asin Palacios, glosario de voces romances মাদ্রিদ-গ্রানাডা ১৯৪৩ খৃ., সংখ্যা ১৬৮।

A. Dietrich (E.I.² Suppl.) / মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আল-ইক্সীর (الاكسير) ঃ অমোঘ ঔষুধ (ব.ব. আকাসীর, এবং ইকসীরাত, যেমন মাসঊদী, মুরূজ, ৮খ, ১৭৫-৬; য়াকুবী, ১খ, ১০৬প.) মূলত শহরের বহিরাংশে ঔষধরূপে ব্যবহৃত শুষ্ক চূর্ণ অথবা ছিটাইবার চূর্ণ। এতদনুসারে য়ুহ'ন্না ইব্ন মাসাওয়ায়হ তাঁহার কিতাব দাগ'ালু'ল আয়ন গ্রন্থে চক্ষুরোগের ছয়টি বিভিন্ন অমোঘ ঔষধের নাম (আকাসীর) তালিকাবদ্ধ করিয়াছেন [দ্র. Isl., ৬ (১৯১৬), ২৫২ প.]। 'আরবী শব্দ ইক্সীরীন দ্বারা, যাহা সিরীয় Ksirin হইতে উদ্ভূত, আর-রাযী (কিতাবুল হাবী, হায়দরাবাদ ১৩৭৪/১৯৫৫, ২খ, ২১) এবং আলী ইবনু'ল-'আব্বাস আল-মাজূসী (আল-কিতাবুল-মালাকী, বূলাক' ১২৯৪, ২খ, ২৮৪প.) এক প্রকার চক্ষুর চূর্ণ বুঝাইয়াছেন। পক্ষান্তরে ছদ্ম ছা'বিত ইব্ন কুররা (কিতাবুয য'খীরা, সম্পা. G. Sobhy, কায়রো ১৯২৮, পৃ. ৪৬, ১৪১-৩) ইহাকে ক্ষতের চিকিৎসায় ব্যবহৃত এক প্রকার ছিটাইবার চূর্ণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

প্রাচীন কালে আল-ইক্সীর দ্বারা এমন বস্তু বুঝান হইত, যাহা দ্বারা নিকৃষ্ট ধাতুকে প্রকৃষ্ট ধাতুতে (অর্থাৎ স্বর্ণে) পরিণত করা যায় বলিয়া রসায়নবিদগণ (আলকেমী) বিশ্বাস করিতেন। এই সময়ে ইকসীরুল-কীমিয়া (জাহি'জ, তারবী, সম্পা. Ch. Pellat, 39. 7), ইক'সীরুস-সানআ (মাসঊদী আখবারুয-যামান, কায়রো ১৩৫৭/১৯৩৮, ১১৩, ১১৫) কিংবা নাম ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এই নামের সরল শব্দপ্রকরণ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বস্তুটিকে আল ইক্'সীর বলা হয়। কেননা ইহা নিম্নতর রূপকে ভাংগিয়া উহাকে যথাযথরূপে রূপান্তরিত করে (এই সম্পর্কে জিলদাকী; তু. ছদ্ম মাজরীতি, গায়া, সম্পা. H. Ritter, ৮; এবং য়াকূ'ত, উদাবা, ৪খ, ১৭০)। যাহা হউক, সাধারণত রসায়ণবিদগণ ইকসীরের জন্য ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন হাজারু'ল-ফালাসিফা, হা'জারু'ল-হু'কামা আল-হা'জারু'ল মুকাররাম (ইব্ন খালদূন, মুক'াদ্দিমা, ৩খ, ২২৯; Rosenthal, ৩খ, ২৬৮), আল-হা'জারু'ল-আ'জ'াম, আল হাজারু'ল্লাযী লায়সা বি-হ'াজার, আল-বায়দা, আল-কিবরীতু'ল আহ'মার (বীরূনী, জামাহির, হায়দরাবাদ ১৩৫৫ হি., পৃ. ১০৪)। আল জিলদাকী (কিতাব গ'ায়াতিস-সুরূর, পাণ্ডু. বার্লিন ৪১৮৩, পত্রী ১০০খ) ইহার সম্পর্কে এমন কথাও বলিয়াছেন যে, যথার্থ ইক্সীর দার্শনিক ও মেধাবী শিশুদের উদ্ভাবনী শক্তির উৎস (আল-ইক'সীরু'ত-তাম্মুল্লাযী হুওয়া ইন্সানু'ল-ফালাসিফা ওয়া মাওলূদু'ল-হিকমা)। স্বর্ণ অথবা রৌপ্য প্রস্তুতের ভিত্তিতে ইক্সীরকে আল-ইকসীরু'ল আহ'মার কিংবা আল-ইক্সীরু'ল-আবয়াদ' বলা হইত।

ইক্সীর উৎপাদনের প্রচেষ্টা ছিল মুসলিম রসায়নশাস্ত্রের কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য বিষয়। Corpus Djabirianum-এর লেখকদের মতে ইক্সীর শুধু খনিজ পদার্থ হইতেই উৎপাদন করা যাইত না, বরং উদ্ভিদাদি ও পশুর দেহ হইতেও তৈরি করা হইত। পশুদেহ অর্থাৎ মজ্জা, রক্ত, পশম, হাড়, পেশাব এবং সিংহ, সর্প, শৃগাল ইত্যাদির বীর্য হইতে উৎপাদিত ইক্সীর বরং উন্নত মানের। কেহ ইচ্ছা করিলে পশুদেহ, উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থের সংমিশ্রণেও ইহা প্রস্তুত করিতে পারে, যাহা হইতে বিভিন্ন প্রকারের ইক্সীর পাওয়া যাইবে। খণ্ড পাতনের (Fractional distillation) ভিত্তিতে ইক্সীর প্রস্তুত করা হইত যদ্দারা খুব জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চারটি উপাদান ও চারটি মৌলিক গুণের সমন্বয় সাধন করা হইত, যাহাতে ইহারা মূল ধাতুর উপর ক্রিয়া করিতে পারে (তু. P. Kraus, জাবির ইব্ন হ'ায়্যান, কায়রো ১৯৪২ খৃ., ২খ, ৪-১৮)। সাধারণত নিম্নোক্তভাবে ইক্'সীরের কার্যক্রম বর্ণনা করা হইয়াছেঃ ইক'সীর জড় অথবা দ্রবীভূত পদার্থের উপর অভিক্ষেপ (তারহা', ইল্ক'া) করিলে তাহা মাখা ময়দার তালে ইস্ট (yeast)-এর ন্যায় অথবা দেহের মধ্যে বিষের ন্যায় পরিব্যাপ্ত হয়। এইজন্য ইহাকে 'বিষের বিষ'-ও বলা হয় (জাবির, Textes choisis, ed. P. Kraus, প্যারিস-কায়রো ১০৩৫ খৃ., ৭১; তু. ছদ্ম, মাজরীতী, গায়া, সম্পা. Ritter 7)। ধাতব পদার্থকে ইহার মূল অবস্থায় (আস-সাওয়াদ) ফিরাইয়া আনার পর যথার্থ মুহূর্তে যাহা জ্যোতিষ পদ্ধতিতেও নির্ণয় করা যায়, ইহা ধাতব পদার্থে পরিবর্তন (ক'ালব, তাকলীব, নাক্ল) আনে এবং ইহার ফলে বিশেষ এক প্রকারের স্বর্ণ প্রস্তুত হয় যাহা স্বাভাবিক স্বর্ণ হইতে অধিক মূল্যবান (اشرف من المعدنى)। এক দিরহাম বিশুদ্ধ ইক্সীর ১০০.১,০০০ এমনকি ৪০,০০০ দিরহাম নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে। আল-আক্ফানী (কিতাব ইরশাদু'ল-কাসি'দ, সম্পা. A. sprenger. কলিকাতা ১৮৪৯, ৭৬ প.) ইক্'সীরকে বিশেষ (জাওয়ানী) ও সাধারণ (বাররানী) পদ্ধতিতে বিন্যাসকরণের আকর্ষণীয় বিবরণ দিয়াছেন। অবশেষে সূ'ফীদের জন্য ইক'সীর আল্লাহ প্রদত্ত সত্যের প্রতীক হিসাবে গৃহীত হয়, যাহা একজন অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসীতে পরিণত করে (Kleinere Schriften des Ibn al-Arabi, ed., H. S. Nyberg, Leiden 1919 খৃ., ২১৯, ৩প.)।

'আরবী রসায়ন বিষয়ক গ্রন্থাবলী ল্যাটিনে অনুবাদের ফলে ইক্সীর তত্ত্ব পশ্চিমে প্রসার লাভ করে এবং মহামতি আলবার্ট (মৃ. ১২৮০) বলেন, "de quodam elixyr alkymocoquo metalla convertuntur" (Liber de animalibus, ed. H. Stadler, Munster, 1921, ২খ, ১৫৬২)। ইক্'সীরের চর্চা অতঃপর রসায়নের ক্ষেত্র হইতে ভেষজের ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসে এবং ইকসীর সর্বরোগ নিবারক ও আয়ু দীর্ঘস্থায়ী করিবার উপাদানে উন্নীত হয়, পরিশেষে ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কিত পুস্তকে ইহার স্থান অবিচ্ছেদ্য হইয়া পড়ে (দ্র. P. Diepgen, Das Elixier, die kostlichste der arzneien, Ingelheim 1951)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) E.O. von Lippmann, Entstehung und Ausbreitung der alchemie, ১ ও ২ খ. (বার্লিন ১৯১৯, ১৯৩১), vol., iii (Weinheim 1954), নির্ঘণ্ট; (২) E. J. Holmyard, কিতাবু'ল-ইলমি'ল-মুকতাসাব ফী যিরাআতিয'-যাহাব, আবু'ল-কাসিম মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ আল-ইরাকীকৃত, প্যারিস ১৯২৩ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৩) ছদ্ম-জাফার আস'-সাদিক', রিসালা ফী 'ইলমি'স-সি'নাআ ওয়াল-হ'াজারিল মুকাররাম, সম্পা. ও জার্মান অনু. J. Ruska, Arabische Al-chemisten, ২খ, হাইডেলবার্গ ১৯২৪ খৃ., ৬৫-১১৩; (৪) J. Ruska, al-Razis buch Geheimnis der Geheimnissc, জার্মান অনু. (Quellen u. Studien zur Geschichte der Naturwiss, u. der Med., vi) বার্লিন ১৯৩৭ খ্রী.; (৫) P. Kraus, জাবির ইব্ন হায়্যান, ১ম ও ২য় খণ্ড (Mem, pres. al. Inst. d. Egypte, xliv, xlv), কায়রো ১৯৪৩ খৃ., ১৯৪২ খৃ., নির্ঘণ্ট; (৬) A. Siggel, Decknamen in der arabischen alchem. Literatur, বার্লিন ১৯৫১ খৃ., ৩০-২; (৭) ছদ্ম ইব্ন সীনা, রিসালাতু'ল ইকসীর, সম্পা. A. Ates, in Turkiyat Mecmuasi, ১০ (১৯৫৩), ২৭-৫৪।

M. Ullmann (E.I.[2])/ মুহাম্মদ আল-ফারুক

আল-'ইকাব (العقاب) ঃ আইবেরীয় উপদ্বীপ অধিকারের জন্য ইসলাম এবং খৃস্টান জগতের মধ্যে সুদীর্ঘ সংগ্রামকালে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী অন্যতম যুদ্ধ। ইহা ১৫ সাফার, ৬০৯/১৬ জুলাই, ১২১২ সোমবার সংঘটিত হইয়াছিল। চতুর্থ আল-মুওয়াহ্‌হিদ খলীফা মুহাম্মাদ আন-নাসিরের নেতৃত্বে পরিচালিত বিপুল সংখ্যক মুসলিম সেনাদলের বিরুদ্ধে পশ্চিম য়ুরোপ হইতে আগত ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধকারী বিপুল সংখ্যক যোদ্ধার সাহায্যপুষ্ট এবং কাস্তিলের রাজা অষ্টম আলফনসো কর্তৃক পরিচালিত সমসংখ্যক এক বিশাল আইবেরীয় খৃস্টান সৈন্যবাহিনীর অনুকূলে পূর্ণ বিজয়ের মাধ্যমে এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। ইহা স্পেনের ইতিহাসে Las Navas de Tolosa-এর যুদ্ধ নামে পরিচিত, যদিও যুদ্ধটি উক্ত স্থান হইতে উত্তর-পশ্চিমে নয় কিলোমিটার দূরে ঘটিয়াছিল, যাহা বর্তমানে Ciudad Real প্রদেশ নামে অভিহিত। যুদ্ধক্ষেত্রটি ছিল বর্তমান Senta Elina শহরের প্রায় ৪.৫ কিলোমিটার পশ্চিমে Miranda del Rey গ্রামের মধ্যবর্তী প্রস্তরময় টিলা সমাকীর্ণ ভূমি। যুদ্ধক্ষেত্রটি প্রস্তরময় টিবিতে অবস্থিত ছিল বলিয়া উহার 'আরবী নাম আল-ইকাব (এক বচনে 'আকাবা)। পক্ষান্তরে পর্বতের মধ্যস্থ সমভূমিটির নামানুসারে ইহার স্পেনীয় নাম ছিল Nava।

আল-ইকাব ছিল আঠার বৎসর পূর্বে (৯ শাবান, ৫৯১/১৮ জুলাই, ১১৯৪) Alarcosor (al Arak)-এর যুদ্ধে মুওয়াহ্‌হিদগণের কাস্তিল বিজয়ের ঐতিহাসিক পরিণাম। এই বিরাট বিজয়ের পর তৃতীয় আল-মুওয়াহ্‌হিদ খলীফা য়াকূব আল-মানসূর Calatrava দুর্গটি অধিকার করিয়াছিলেন, যাহা ছিল Calatrava সম্প্রদায়ের (Order) নির্ভীক যোদ্ধাগণের (knights) আবাসস্থল। পরবর্তী বৎসরগুলিতে আল-মুওয়াহ্‌হিদ সামরিক বাহিনী Toeledo অঞ্চল বিধ্বস্ত করিয়াছিল বলিয়া Castile অনুভব করে যে, ইহা একাকী থাকিয়া মুসলিমদের চাপ প্রতিহত করিতে পারিবে না, বাঁচিতে হইলে উপদ্বীপের অন্যান্য খৃস্টান রাজ্যের সমর্থন অপরিহার্য।

Alarcos যুদ্ধে পরাজয়ের পর কাস্তিলের রাজা অষ্টম Alfonso এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা চালান। তিনি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী Navarre-এর রাজা অষ্টম Sancho (the Strong) এবং Arago- এর রাজা দ্বিতীয় Pedro-এর সহিত সমঝোতায় উপনীত হন, কিন্তু Leon-এর নবম আলফনসোর ক্ষেত্রে বিফল হন। যাহা হউক, তিনি কাস্তিলের অনুকূলে Alvaro Nunez de Lara, Diego Lopez de Hara, তাহার জ্ঞাতি ভ্রাতা Lope Diaz প্রভৃতি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রাজপুরুষদের এবং তাঁহাদের শক্তিশালী অনুচরবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হইলেন। একই সময়ে তিনি পোপ তৃতীয় Innocent-এর নিকট স্পেনের মুসলিমদের বিরুদ্ধে crusade বা ধর্মযুদ্ধ আহ্বানের অনুরোধ জানাইয়া একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। পোপ ইহাতে সম্মত হইলেন। তিনি crusade-এর প্রচার এবং লোকদেরকে মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে যোগদানের জন্য নাম তালিকাভুক্ত করিতে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য সমস্ত পাপের পূর্ণ মার্জনার প্রতিশ্রুতিসহ ইতালী ও পশ্চিম য়ুরোপের বিশপগণের প্রতি পোপের মোহরাঙ্কিত নির্দেশ (bulls) জারী করিলেন।

ইতোমধ্যে ১১৯৯ খৃ. ২২ জানুয়ারী য়াকূব আল-মানসূর-এর মৃত্যুর পর হইতে সকল বিষয়েই মুসলিম পক্ষের ব্যাপক অবনতি ঘটিয়াছিল। তাঁহার সপ্তদশ বর্ষীয় পুত্র মুহাম্মাদ (উপাধি আন-নাসির) উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাম্রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহার পিতৃব্যগণের হস্তে চলিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা রাষ্ট্রের যে সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কেহই তাহা পালনে সক্ষম ছিলেন না। খলীফার নিকটবর্তী একমাত্র সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন আল-মুওয়াহ্‌হিদ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাগণের অন্যতম আবূ হাফস ইন্তী (আল-হিনতাতী)-এর পুত্র আবূ মুহাম্মাদ আবদুল-ওয়াহিদ। আন-নাসির বয়োপ্রাপ্ত হইলে তিনি আবূ যায়দ আবদুর-রাহমান ইব্‌ন য়ুওয়াগ্‌গান (Yuwaggan), আবূ সা'ঈদ ইব্‌ন জামি ও আবূ মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুছান্না প্রমুখ ব্যক্তির ন্যায় একদল স্বার্থপর ও ষড়যন্ত্রকারী উযীরের সহায়তায় স্বীয় হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিতে প্রয়াসী হইলেন। অধিকন্তু আন-নাসির ছিলেন নিজের নির্ভীকতা ও মহৎ কর্মের বাহ্যিক প্রদর্শন দ্বারা তাহার ব্যক্তিগত, দেহিক ও বুদ্ধিগত ত্রুটিসমূহ গোপন করিতে প্রয়াসী একজন আত্মাভিমানী যুবক। বানূ গানিয়্যা গোত্রের বিদ্রোহের অবসান ঘটাইবার জন্য বেলিয়ারিক (Balearic) দ্বীপপুঞ্জ হইতে লিবিয়ার মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ব্যয়বহুল অভিযানগুলিতে তিনি সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

জনসাধারণের সমর্থনে উৎসাহিত অষ্টম আল-ফনসো ১২০৯ খৃ. প্রথম দিকে আরেকবার আল-মুওয়াহহিদ শক্তির মুকাবিলা করিতে নিজেকে সক্ষম করেন। ১২১০ খৃ. আল-মুাহহিদগণের সহিত যুদ্ধ বিরতি চুক্তির কাল শেষ হওয়ার পূর্বে তিনি জায়েন (Jaen) ও মুর্সিয়া (Murcia) প্রদেশ আক্রমণ শুরু করেন। আন-নাসির এই চ্যালেঞ্জে সাড়া দিয়া কাস্তিলের বিরুদ্ধে সমরাভিযানের প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। তিনি সকল সামরিক বাহিনীর প্রতি যুদ্ধের জন্য সমাবেশের সাধারণ আহ্বান (ইসতিনফার) জারী করিলেন। ১২১০ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালের পূর্বেই পূর্ণ উদ্যমে আসন্ন অভিযানের প্রস্তুতি চলিতে থাকে। ইফরীকিয়াতে (তিউনিস) ১২০৭ খৃ. হইতে কর্মরত তাঁহার প্রতিনিধি (viceroy) আবদু'ল-ওয়াহিদ ইব্‌ন আবী হাফ্‌স তাঁহাকে এই অভিযানের প্রতিকূলে পরামর্শ দেন। কারণ যে দুর্ভোগে বিশাল আল-মুওয়াহ্‌হিদ সাম্রাজ্য ভুগিতেছিল তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে খলীফা ও তাঁহার উযীরগণ অপেক্ষা তিনি অধিকতর অবহিত ছিলেন।

বস্তুত আন-নাসিরের আমলে আল-মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্য দ্রুত অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হইতেছিল। প্রাদেশিক শাসকগণ নিষ্ঠুর সামন্ত রাজায় পরিণত হইতেছিল। মরক্কোর উত্তরাঞ্চলের প্রদেশসমূহের কৃষক সম্প্রদায় নির্মমভাবে শোষিত হইতেছিল। দক্ষিণাঞ্চলের উপজাতীয় লোকদের মধ্য হইতে ক্রমাগত নূতন সৈন্য সংগ্রহ এবং তাহাদের যুবকদের অকাল মৃত্যুতে তাহারা বিপজ্জনকভাবে শত্রুভাবাপন্ন হইয়া উঠে। আন্দালুসিয়ার প্রদেশগুলির অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। কারণ শাসনকর্তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার অভাব ছিল এবং তাহাদের অধিকাংশ ছিলেন সাধারণ মানের নেতা এবং চঞ্চলমতি স্থানীয় সর্দার, যাহারা জানিতেন না তাহারা কি চাহেন। একদা সমৃদ্ধিশালী কৃষক এবং শহরের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দ্রুত গতিতে দারিদ্র্য ও হতাশায় পতিত হইতেছিল।

ইহা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক যোদ্ধা আসন্ন যুদ্ধে যোগদান করিতে দ্রুত অগ্রসর হইল। অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক (المطوعة) 'আরাব (হিলালীয়্যা বেতনভুক্ত সৈন্যগণ) এবং আগযায (মিসর হইতে আগত তুর্কী, তুর্কমান, কুর্দী বংশের বেতনভুক্ত সৈন্য, দ্র. গুযয, ২য়) জিহাদের জন্য তালিকাভুক্ত হইল। Seville-এ এত বিপুল সংখ্যক যোদ্ধার আগমন উপদ্বীপের সর্বত্র ভীতির সঞ্চার করিল। কথিত আছে যে, জনৈক খৃস্টান নরপতি আন-নাসির সমীপে দ্রুত গমন করিয়া তাহার আনুগত্য ঘোষণা করিল।

১২১২ খৃ. জুন মাসে Castile, Navarre এবং Aragon তিন রাজার সম্মিলিত নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত খৃস্টান সেনাবাহিনী Calatrava আক্রমণ ও অধিকার করিল। ইহার প্রতিরক্ষক য়ুসুফ ইব্ন কাদীস খলীফা সমীপে তাঁহার আচরণের বর্ণনা দিতে দ্রুত Jaen-গমন করিলেন। কথা বলার সুযোগ না দিয়াই আন্-ন'াসির তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করাইলেন। সুলতানের এই অবিমৃষ্য কর্মের জন্য মুসলমানদের চরম মূল্য দিতে হইয়াছিল। কারণ আন্দালুসিয়ার সেনাগণ তাহাদের সর্বপ্রধান সেনাপতির প্রতি এবম্বিধ অন্যায় আচরণে আতঙ্কিত হইয়া যুদ্ধের প্রাক্কালে যুদ্ধ হইতে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অতঃপর মুসলিম সৈন্যগণ Baeza-র দিকে অগ্রসর হয় এবং কালাত্রাভার-বীর সম্প্রদায় (Order) কর্তৃক অভিযানের ঘাঁটিরূপে ব্যবহৃত Salvatierra দুর্গটি অবরোধ করে। মুসলিম সেনাদের নিকট দুর্গটির পতন ঘটে। এই প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত সৈন্যদের নিকট দুর্গটির পতন ঘটে। এই প্রাথমিক সাফল্যের উৎসাহিত হইয়া তাহারা পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়। Santa Elena- এর বর্তমান অবস্থান পশ্চাতে ফেলিয়া তাহারা সাড়ে চারি কিলোমিটার পশ্চিমে শিবির সন্নিবেশ করে। তাহারা Sierra Norena-র দুরারোহ পূর্বপার্শ্ব-ভেদী গিরি সংকট, বিশেষত Losa-র সামরিক গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ দখল করিয়া লয়। পার্বত্য সমতলের সুযোগ গ্রহণ করিয়া মুসলিম বাহিনী ব্যূহ রচনা করে। স্বেচ্ছাসেবক (مطوعة) বাহিনী বাম ব্যূহ, নিয়মিত regular আল-মুওয়াহ'হি'দ সেনাগণ কেন্দ্রীয় প্রধান ব্যূহ অন্যপক্ষে প্রায় পনের হাজার 'আরাব (arab) ও আগ'যায (Aghzaz) বাহিনী সমর্থিত আন্দালুসীয় সেনাগণ দক্ষিণ ব্যূহ রচনা করে। মুসলিম সেনানীর মোট সংখ্যা দুই লক্ষ ছাড়াইয়া যাইতে পারে না; তাহাদের অর্ধেক ছিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। নিয়মিত সেনাদলের ঠিক মধ্যস্থলে ছিল খলীফার তাঁবু, ইহার বহির্দেশে দণ্ডায়মান ছিল খলীফার বিশেষ রক্ষী আবীদ সেনাগণ।

খৃস্টান বাহিনী কোনক্রমেই মুসলিম বাহিনী অপেক্ষা সংখ্যায় ন্যূনতর ছিল না, অথচ খৃস্টান অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ছিল অধিকতর, বিশেষভাবে সজ্জিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। Ubeda- এর নিকটবর্তী সমতলে অবস্থিত La Mesa del Ray নামক ডিম্বাকৃতির মালভূমিটি দখল করিবার জন্য তাহারা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। এই অবস্থান তাহাদের জন্য সুবিধাজনক ছিল।

খৃস্টান সৈন্যগণ সোমবার ১৫ স'াফার, ৬০৯/১৬ জুলাই, ১২১২ প্রভাতে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে। বাম ব্যূহের মুসলিম স্বেচ্ছাসেবিগণকে আক্রমণ করিয়া খৃস্টানগণের বামপার্শ্ব (left wing) বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর তাহারা পূর্বদিক হইতে তাহাদের বাছাই করা অশ্বারোহীদের আক্রমণের মুখে আন্দালুসীয় সৈন্যবাহিনীকে পলায়ন করিতে দেখিয়া অবাক হয়। এই অপ্রত্যাশিত পলায়ন 'আরাব ও আগযায সৈন্যগণের রণভঙ্গের কারণ হইল। ফলে নিয়মিত আল-মুওয়াহহিদ সেনানীর আত্মরক্ষামূলক কোন ব্যবস্থা রহিল না। ফলে অটলভাবে অবস্থান রক্ষা করিয়াও তাহারা সংখ্যাগুরু খৃস্টান বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হয় নাই। খৃস্টানদের পুনরাক্রমণে মুসলিম স্বোচ্ছাসেবী বাহিনীও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। আন-নাসি'র কতিপয় যোদ্ধা লইয়া প্রথমে Baeza, তৎপর Jaen ও সেভিলে কোনমতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। অবশিষ্ট অগণিত মুসলিম সেনা নিহত হয়। অষ্টম আল-ফানসো শীঘ্রই Baeza Ubeda দখল করিয়া তথায় প্রায় ৬০,০০০ মুসলিমকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

ইহাই ছিল স্পেনে মুসলমানদের সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ যুদ্ধ। ভবিষ্যত মুসলিম স্পেনের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া ছিল পরাজয় অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয়। ইহা সুনিশ্চিতভাবেই তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া দেয় এবং উত্তর আফ্রিকা বাহিনীর অপ্রতিরোধ্য শক্তির উপকথা অসার প্রমাণিত হয়। অতঃপর মুসলমানদের একমাত্র লক্ষ্য হইল, কিভাবে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থায় খৃস্টানদের নির্মম অগ্রাভিযান বিলম্বিত করা যায়। আল-মুওয়াহ'হি'দ সাম্রাজ্যের পক্ষে এই আঘাতের ক্ষতি ছিল অপূরণীয়। আল-মওয়াহ'হি'দ বাহিনীর নিহতদের বিপুল সংখ্যা এবং আন-নাসি'র ও তাহার সৈন্যদলের নিদারুণ অক্ষমতা চিরতরে আল-মুওয়াহ'হি'দ রাজবংশের ভাগ্য বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। এই পরাজয়ের গ্লানিতে আন-নাসি'র অধিক দিন বাঁচিতে পারেন নাই। মরক্কো প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পর তিনি স্বীয় প্রাসাদে নিজকে যেন বন্দী করিয়া রাখেন। তিনি ১২১৩ খৃ. ২২ ডিসেম্বর ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদু'ল ওয়াহি'দ আল-মাররাকুশী, মু'জিব, কায়রো ১৩৩২ হি., ১৮১-৮২; (২) ইব্ন খালদূন 'ইবার, বূলাক ১২৮৪ হি., ৪খ., ১৮০ প.; (৩) ইব্ন ইযারী, বায়ান, ৩খ, সম্পা. Huici Miranda et al. Tetuan ১৯৬০ খৃ., ২৩৬ প.; (৪) রাওদু'ল কিরত'াস, সম্পা. Tornberg, ২খ, ১৫৫ প.; (৫) আস-সালাবী, ইস্তিক্সা, কায়রো ১৩০৬ হি., ১খ, ১৮৯ প.; (৬) হিময়ারী, আর-রাওদু'ল মিতার, সম্পা. ও অনু. Levi-Provencal, Leiden ১৯৩৭ খৃ., দ্র. আল-আরাক, কাল'আত রাবাহ', শালবাত'াররা ও আল-ইক'াব; (৭) ইবনু'ল-খাতীব, আ'মাল, সম্পা. Levi Provencal, বৈরূত ১৯৫৬ খৃ., ২৬৯-৭০; (৮) Chronique Latine des Rois de Castille, সম্পা. G. Cirot, off, print from the Bulletin Hispanique, সংখ্যা ৪১ প.; (৯) D. Rodrigo de toledo, anales Toledanos, Espana sagrada, ৩৩ খ.; (১০) Prim. cron Gen, সম্পা. R. Menendez Pidal 1955 খৃ., নির্ঘণ্ট under Navas de Tolosa; (১১) A Huici Miranda. Las gran des batellas de la Reconquista, মাদ্রিদ ১৯৫৬ খৃ., ২১৯ প.; (১২) মুহ'াম্মাদ 'আবদুল্লাহ 'ইনান, আল-মুরাবিতূ'ন ওয়াল-মুওয়াহ'হিদূন ফিল-মাগ'রিব ওয়াল-আন্দালুস, ২খ, আল-মুওয়াহ্হিদূন, কায়রো ১৯৬৫ খৃ., ২৮২ প.; ও (১৩) দ্র. এই দুইখানি গ্রন্থে উদ্ধৃত উৎসসমূহ।

Hussain Mones (E.I.[2])/ মোহাম্মদ শফীউদ্দীন

ইকামাত (اقامة) ঃ স'ালাতের দ্বিতীয় আহ্বান, যদ্দারা ঘোষণা করা হয় যে, জামা'আত সহকারের স'াল'াত আরম্ভ হইতেছে। ইকামাত সারিবদ্ধ হওয়ার সময় বলা হয়। ইকামাত যথাসম্ভব মুআযযিনই উচ্চারণ করেন। হ'াদীছে' আছে من اذن فهو يقيم "যে আয'ান দিবে সেই ইকামা উচ্চারণ করিবে" (আহ্মাদ, মুস্নাদ, ৪ খ, ১৬৯; তিরমিযী; কিতাবু'স-সালাত, ইব্ন মাজা, কিতাবু'ল-আযান)। মুসলিম-এর শব্দ বর্ণনায় المؤذن يقيم। "মুআযযিন ইকামাত বলিতে" (কিতাবু'স-সালাতি'ল মুতাআখখিরীন)। কিন্তু অন্য কোন মুকতাদীও তাহা বলিতে পারে। ইকামাতের শব্দগুলি হানাফীগণের নিকট এইরূপ ঃ আল্লাহু আক্'বার, আল্লাহু আক্বার, আল্লাহু আক্বার, আল্লাহু আক্বার, আশ্হাদু আল-লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার-রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আননা মুহ'াম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হ'ায়্যা আলাস সালাহ,

হ'ায়্যা আলাস-সালাহ, হায়্যা আলাল-ফালাহ, হায়্যা আলাল-ফালাহ, কাদ কামাতি'স-সালাহ, কাদ কামাতি'স সালাহ আল্লাহু আক'বার, আল্লাহু আক্'বার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ।

ইক'মাতে قد قامت الصلوة কথাটি সংযুক্ত হয়, বাকী শব্দগুলি আয'ানের অনুরূপ। তবে যেই সংখ্যায় শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি হয় উহাতে বিভিন্ন মাযহাবের ফিক্'হে কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন এক নিয়ম এই ঃ আল্লাহু আক্বার, দুইবার, আশ্হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ একবার, আশ্হাদু আননা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ একবার, হ'ায়্যা আলাস-সালাহ, একবার, হ'ায়্যা আলাল ফালাহ একবার, কাদ কামাতিস-সালাহ দুইবার, আল্লাহু আকবার দুইবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ একবার। মালিকীগণের মতে নিয়ম এইঃ আল্লাহু আক্বার দুইবার, আশ্হাদু-আল্লা-ইলাহা -ইল্লাল্লাহ একবার, আশ্হাদু আননা মুহ'াম্মাদার রাসূলুল্লাহ একবার, হ'ায়্যা আলাস' সালাহ, একবার, হায়্যা আলাল-ফালাহ একবার, আল্লাহু আকবার দুইবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ একবার।

একক মুক'তাদী নামাযীদের জন্যও ফিক্'হ গ্রন্থসমূহে ইক'মাত উচ্চারণ সুন্নাত বলা হইয়াছে (কিতাবু'ল-ফিক্'হ আলা'ল-মায'াহিবি'ল- আরবা'আ, মিস'র ১৯৫০খৃ., ১খ., ২৩৫)। কোন কোন প্রাচ্যবিদের ধারণা যে, ইসলামে ইকামাতের ধারণা য়াহূদীদের স'ালাত হইতে গৃহীত এবং ইহার জন্য তাহারা আল-মাক'রিযী, ২খ, ২৭১-এর উদ্ধৃতি দিয়াছেন। কিন্তু এই উদ্ধৃতি অসংলগ্ন ও প্রাচ্যবিদগণের এই ধারণা সঠিক নহে. (দ্র. বুখারী, স'াহীহ, কিতাবু'ল আযান, অধ্যায় ১, আহ'মাদ, মুসনাদ, ৪খ, ৪২ প.)। উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে আয'ান আরম্ভ হওয়ার আলোচনা রহিয়াছে এবং বলা হইয়াছে, আয'ান ও ইকামাতের শব্দগুলি য়াহূদী, খৃস্টান ও অগ্নি পূজকদের নিয়মের কিরূপ বিপরীত ও বর্জিত। এতদ্বতীত দ্র. মুহ'াম্মাদ আরাফা বিশ্বকোষ ('আরবী) ২খ, ৪৫৫ পৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ হাদীছ' ও ফিকহ গ্রন্থসমূহ ব্যতীত দেখুন ঃ (১) আদ-দিমাশকী, রাহ'মাতু'ল-উম্মা ফী ইখতিলাফি'ল-আইম্মা (বূলাক' ১৩০০ হি.)। ১৪ প; (২) বাজুরী (বুলাক' ১৩০৭ হি.)। ১খ, ১৬৭।

আবদু'ল মান্নান 'উমার (দা.মা.ই.)/মোহাম্মাদ আবদুল মতিন

ইকামাত (الاقامة) ঃ ইকামাত অর্থ দাঁড় করানো, প্রতিষ্ঠিত করা। শরী'আতের পরিভাষায় জামা'আত আরম্ভ হইবার পূর্বে উপস্থিত লোকদেরকে আযানের বাক্য দ্বারা সালাত আরম্ব হইবার কথা ঘোষণা করাকেই 'ইকামাত' বলে। অর্থাৎ মুসল্লীদের জানাইয়া দেওয়া যে, জামা'আত শুরু হইতেছে, সকলে দাঁড়াইয়া যান, কাতার সোজা করুন (কিতাবু'ল ফিক্হ আলাল-মাযাহিবিল আরবাআ, ১খ., ৩২২ পৃ.) আযানের সহিত ইকামাতও প্রথম অথবা দ্বিতীয় হিজরীতে প্রবর্তিত হয়। কোন কোন প্রাচ্যবিদের ধারণা, ইসলামে ইকামাতের ধারণা য়াহূদীদের সালাত হইতে সংগৃহীত কিন্তু তাহাদের এই ধারণা সঠিক নহে। হাদীছ গ্রন্থসমূহে আযান ইকামাত আরম্ভ হওয়ার বিষয়ে আলোচনা রহিয়াছে। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় ঃ

اذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فاصر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة.

এই হাদীছে আযান ও ইকামাতের শব্দগুলি য়াহূদী, খৃস্টান ও অগ্নিপূজকদের নিয়মের পরিপন্থী বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে (বুখারী শরীফ, কিতাবুল আযান, অধ্যায়-১, হাদীছ নং ৬০৩-৪, ৬০৬, পৃ. ১২৩-১২৪; মুসলিম শরীফ, হাদীছ নং- ৩৭৮, ২খ., ৩১৩ পৃ.)।

ইকামাতের শব্দের ব্যাপারে ফিক্হবিদগণের মাঝে মতভেদ রহিয়াছে। হানাফীদের নিকট ইকামাত আযানের শব্দাবলীর অনুরূপ অর্থাৎ প্রতিটি বাক্য দুইবার দুইবার উচ্চারণ করিবে। তবে حى على الفلاح -এরপর قد قامت الصلاة দুইবার বৃদ্ধি করিবে। পক্ষান্তরে শাফিঈ ও হাম্বালীদের নিকট প্রতিটি বাক্য একবার একবার, তবে قد قامة الصلاة দুইবার উচ্চারণ করিবে। অপরদিকে মালিকীদের নিকট قد قامت الصلاة -সহ ইকামাতে প্রতিটি বাক্য একবার একবার করিয়া উচ্চারণ করিবে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইকামাতের শব্দ হানাফীদের নিকট সতেরটি। শাফিঈ ও হাম্বালীদের নিকট এগারটি। মালিকীদের নিকট দশটি (আনোয়ার শাহ কাশমীরী, ফায়যুল বারী, ২খ., ১৬০)। মালিকীদের নিকট ইকামাতের শব্দগুলি এইরূপঃ

الله اكبر দুইবার। اشهد ان لا اله الا الله একবার। اشهد ان محمدا رسول الله একবার। حى على الصلاة একবার। حى على الفلاح একবার। قد قامت الصلاة দুইবার। الله اكبر একবার।

শাফিঈ ও হাম্বালীদের নিকট ইকামাতের শব্দগুলি এইরূপ ঃ الله اكبر দুইবার। اشهد ان لا إله إلا الله একবার। اشهد ان محمدا رسول الله একবার। حى على الصلاة একবার। حى على الفلاح একবার। قد قامة الصلاة দুইবার। الله اكبر দুইবার। لا إله إلا الله একবার । হানাফীদের নিকট ইকামাতের শব্দগুলি এইরূপঃ

الله اكبر চারবার এক শ্বাসে।
اشهد ان لا إله إلا الله দুইবার এক শ্বাসে।
اشهد ان محمدا رسول الله দুইবার এক শ্বাসে।
حى على الصلاة দুইবার এক শ্বাসে।
حى على الفلاح দুইবার এক শ্বাসে।
قد قامت الصلاة দুইবার এক শ্বাসে।
الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله তিনটি একশ্বাসে

(কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ১খ., ৩২২ পৃ.)। এই ব্যাপারে হানাফীদের সপক্ষে প্রমাণ হইল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বহু হাদীছ, যাহা হাদীছ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত রহিয়াছে। যথা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন য়ায়দ (রা) হইতে বর্ণিত ঃ

كان اذان رسول الله ﷺ شفعا شفعا فى الاذان والاقامة.

"রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আযান ও ইকামাতের শব্দগুলি ছিল জোড়া জোড়া" (তিরমিযী শরীফ, হাদীছ নং ১৯৪, ১খ., ৩৭০-৩৭১)। মুসান্নাফ ইব্ন আবী শায়বার রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, আবদুল্লাহ ইব্ন য়ায়দ (রা)-কে স্বপ্নে আযানের সহিত ইকামাতও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। তাহাও ছিল আযানের ন্যায় জোড়া জোড়া। হাদীছটি হইল ঃ

ان عبد الله بن زيد جاء الى النبى ﷺ فقال يا رسول الله رأيت فى المنام كان رجلا قام وعليه بردان اخضران على جزقة حائط فاذن مثنى واقام مثنى.

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির হইয়া বলিলেন, আমি এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে (আকাশ হইতে নামিতে) দেখিয়াছি। তাঁহার গায়ে দুইটি সবুজ রং-এর চাদর ছিল। উক্ত ব্যক্তি দেয়ালের প্রান্তে দাঁড়াইয়া জোড়া শব্দে আযান দিলেন এবং জোড়া শব্দে ইকামাত দিলেন"(ইব্‌ন আবী শায়বা, আল-মুসান্নাফ, হাদীছ নং ২১১৮, ১খ, ১৮৫; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হাদীছ নং ১৯৭৫, ১খ., ৬১৮)।

এই রিওয়ায়াতটি নাসাবুর রায়ায় বর্ণনা করিবার পর হাফিজ যায়লাঈ (র) বলেন, আল্লামা তাকীউদ্দীন ইব্‌ন দাক্বীকিল ঈদ এই হাদীছটিকে সহীহ সাব্যস্ত করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয়ে এই হাদীছটি হানাফীদের একটি মজবুত প্রমাণ। আবু মাহযূরা (রা) বলেন ঃ

انه عليه السلام علمه الاذان تسع عشر كلمة والاقامة سبع عشر كلمة.

"রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে আযানের উনিশটি এবং ইকামাতের সতেরটি বাক্য শিক্ষা দিয়াছেন" (আবু দাঊদ, হাদীছ নং ৫০২, ১খ., ১৩৫ পৃ.; সুনানে দারা কুতনী, হাদীছ নং ৯০২, ১খ., ১৮৯)।

আসওয়াদ ইব্‌ন যায়দ বলেন, ان بلالا كان يثنى الاذان ويثنى الاقامة বিলাল (রা) আযান ও ইকামাত জোড়া শব্দে বলিতেন" (ইব্‌ন আবী শায়বা, হাদীছ নং ২১৪৩, ১খ., ১৮৭ পৃ., সুনানে দারা কুতনী, হাদীছ নং ৯২৯, ১খ., ১৯৪)।

হযরত আলী (রা) বলেন, الاذان والاقامة مثنى "আযান ও ইকামাত (এর শব্দমালা) দুইবার দুইবার।" (ইব্‌ন আবী শায়বা, হাদীছ নং ২১৩৭, ১খ., ১৮৭)। আবূ জুহায়ফা (রা) বলেন ঃ

ان بلالا كان يؤذن للنبى ﷺ مثنى مثنى ويقيم مثنى.

"বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য আযান ও ইকামাত-এর শব্দমালা দুইবার দুইবার বলিতেন" (সুনান দারা কুতনী, হাদীছ নং ৯২৮, ১খ., ১৯৪)। স্বয়ং হযরত বিলাল (রা) বলেন ঃ

كان اذانه واقامته مرتين مرتين.

"তাঁহার আযান ও ইকামাত-এর শব্দমালা দুইবার দুইবার ছিল" (সুনান দারা কুতনী, হাদীছ নং-৯৩০, ১খ., ১৯৪)।

রাসূলের কতেক সাহাবী হইতেও এই বিষয়টি বর্ণিত আছে। যথা সালামা ইবনুল আকওয়ার গোলাম উবায়দ বলেন -

ان سلمة بن الاكوع كان يثنى الاقامة.

"সালামা ইবনুল আকওয়া ইকামাত-এর শব্দমালা দুইবার করিয়া বলিতেন"(ইব্‌ন আবী শায়বা, হাদীছ নং ২১৩৮, ১খ., ১৮৭)।

ইবরাহীম নাখয়ী বলেন ঃ

كان ثوبان يؤذن مثنى ويقيم مثنى.

"ছাওবান (রা) আযান ও ইকামাত-এর শব্দমালা দুইবার দুইবার বলিতেন" (তাহাবী, শরহু 'মাআনিল আছার, ১খ., ১০২)।

বস্তুত এই সকল হাদীছের সঠিক মর্ম অনুযায়ী আবশ্যিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইকামাত আযানের অনুরূপ। সুতরাং ইকামাতের বাক্যগুলি দুইবার দুইবার বলিতে হইবে।

ফরয সালাতের জন্য আযানের ন্যায় ইকামাতও সুন্নাত (বাহরুর রায়িক, ১খ., পৃ. ৪৪৬)। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত ও জুমুআর সালাত ব্যতীত, যেমন সুন্নাত, নফল, বিত্‌র, তারাবীহ, ঈদ, মানত, জানাযা, ইস্তিস্‌কা, চাশ্‌ত, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সালাতের জন্য আযানও নাই, ইকামাতও নাই (কাশানী, বাদায়িউস সানাই, ১খ., ৩৭৬)।

মহিলাদের সালাতের জন্যও আযান-ইকামাত নাই। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইরশাদ করেন ঃ

ليس على النساء اذان ولا اقامة.

"মহিলাদের জন্য আযান ও ইকামাত নাই" (বায়হাকী, সুনানে কুবরা, হাদীছ নং ১৯২০-২১, ১খ., ৬০০)।

আযান ও ইকামাত ব্যতীত মসজিদে জামাআতের সহিত সালাত আদায় করা মাকরূহ (আলমগীরী, ১খ., ৫৪)। হানাফী মাযহাবের প্রতিটি ফরয সালাত ওয়াক্তের মধ্যে আদায় করা হউক বা কাযা পড়া হউক, একাকী পড়া হউক, বা জামাআতের সহিত আদায় করা হউক, সকলের জন্যই আযান-ইকামাতসহ সালাত আদায় জুরুরী। (আলমগীরী, ১খ., ৫৫)। যদি কাহারও কয়েক ওয়াক্ত সালাত কাযা হয়, তবে সে প্রথম ওয়াক্তের সালাতের জন্য আযান ও ইকামাত দিবে, আপরাপর সালাতসমূহের আযান ও ইকামাত দেওয়ার ব্যাপারে তাহার এখতিয়ার রহিয়াছে। ইচ্ছা হইলে আযান ও ইকামাত উভয় বলিবে অথবা শুধু ইকামাত বলিবে (হিদায়া, ১খ., ৯০)। মুসাফির ব্যক্তিও আযান- ইকামাত দিয়া সালাত আদায় করিবে। রাসূলুল্লাহ (স) দুই ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন ঃ

إذا سافرتما فأذنا ثم أقيما.

"যখন তোমরা দুইজন সফর কর তখন আযান ও ইকামাত দিয়া সালাত আদায় করিবে" (বুখারী, হাদীছ নং ৬৩০, পৃ ১২৮)।

আযান অপেক্ষা ইকামাত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই ফিক্‌হবিদগণ বলেন, মুসাফিরের জন্য আযান ছাড়িয়া দেওয়া মাকরূহ নয়, কিন্তু ইকামাত ছাড়িয়া দেওয়া মাকরূহ (বাহরুর রায়িক, ১খ., ৪৪৭)। আরাফাত ও মুযদালিফায় দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায়কালে প্রথম সালাতের জন্য আযান ও ইকামাত উভয়ই বলিবে এবং দ্বিতীয় সালাতের জন্য শুধু ইকামাত বলিবে (আলামগীরী, ১খ., ৫৫)।

সুনানুল কুবরার বর্ণনায় রহিয়াছে,

فلما اتى المزدلفة يريد النبى ﷺ صلى المغرب والعشاء باذان واقامتين.

"রাসূলুল্লাহ (স) মুযদালিফায় আসিয়া মাগরিবের ও ইশার সালাত এক আযান এবং দুই ইকামাত দ্বারা আদায় করিয়াছেন" (বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, ১খ., ৫৮৮, হাদীছ নং ১৮৭৫)।

ইকামাত অবস্থায় ইকামাতদাতার হাঁটাচলা, কথাবার্তা বলা কিংবা কোন কাজ করা মাকরূহ। যদি সামান্য কথা বলে, তবে পুনরায় ইকামাত বলা জরুরী নয় (আলমগীরী, ১খ., ৫৫)। ইকামাতের সময় ইকামাতদাতাকে কেহ সালাম দিলে সালামের উত্তর দেওয়া মাকরূহ, এমন কি ইকামাতের শেষেও সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নয় (বাহরুর রায়িক, ১খ., ৪৪৯)। ইকামাতের সময় বিনা ওযরে গলা খাকারি দেওয়া ও কাশি দেওয়া মাকরূহ (ফাতহুল কাদীর, ১খ., ২৫৩)। ইকামাত বলিবার কিছুক্ষণ পর ইমাম আসিলে বা ইকামাতের পর ইমাম ফজরের সুন্নাত আদায় করিলে পুনরায় ইকামাত বলা জরুরী নয় (বাহরুর রায়িক ১খ., ৪৫৭)।

Contents

ইকামাত কিছু উচ্চ শব্দে বলিবে, তবে আযান অপেক্ষা ইকামাতের শব্দগুলি আনুপাতিক নিম্ন স্বরে উচ্চারণ করিবে। কেননা ইকামাতের উদ্দেশ্য হইল উপস্থিত লোকদের মাঝে সালাত আরম্ভ হওয়ার ঘোষণা দেওয়া। আর তাহা আযান অপেক্ষা নিম্ন স্বরে উচ্চারণ করিবার দ্বারা আদায় হইয়া যায়। ইকামাতের শব্দগুলি মিলাইয়া উচ্চারণ করিবে। কেননা ইহা দ্বারা ইকামাতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া যায় (বাদায়িউস সানাই, ১খ., ৩৬৯)। ইকামাতের শব্দগুলি আযান অপেক্ষা তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিয়াছেন ঃ

إذا اذنت فترسل وإذا اقمت فاحدر.

"আযানের শব্দগুলি ধীর লয়ে থামিয়া থামিয়া উচ্চারণ করিবে, আর ইকামাতের শব্দগুলি দ্রুত উচ্চারণ করিবে" (তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯৫, ১খ., ৩৭৩)।

তারতীব মত ইকামাত দিবে অর্থাৎ শব্দগুলির মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া ইকামাত দিবে। কিবলামুখী হইয়া ইকামাত দিবে। যেহেতু আকাশ হইতে নামিয়া ফেরেশ্তা কিবলামুখী হইয়া তারতীব মত ইকামত দিয়াছেন (বাদায়িউস সানাই, ১খ., ৩৬৯-৩৭০)। শব্দগুলির শেষ অক্ষরে সাকিন করিয়া ইকামাত দিবে (রাদ্দুল মুহতার, ২খ., ৫২)। লাহ্ন অর্থাৎ গানের সুরে ইকামাত দিবে না। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ইব্ন উমার (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি আপনাকে মহব্বত করি। প্রতিউত্তরে তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে মহব্বত করি না। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল কেন? তিনি বলিলেন ঃ

لانه بلغني انك تغني في الاذان.

"আমার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, তুমি গানের সুরে আযান দাও" (বাদায়িউস সানাই, ১খ., ৩৭১)।

কোন পুরুষ ব্যক্তি ইকামাত বলিবে। মহিলাদের ইকামাত দেওয়া মাকরূহ (রাদ্দুল মুহতার, ১খ., ৬০-৬১)। সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি ইকামাত দিবে। পাগল ও মাতাল ব্যক্তির ইকামাত দেওয়া মাকরূহ (বাদায়িউস সানাই, ১খ., ৩৭২)। পরহেযগার লোক ইকামাত বলিবে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

الامام ضامن والمؤذن مؤتمن.

"ইমাম যিম্মাদার ও মুআযযিন আমানতদার" (আবূ দাঊদ, হাদীছ নং, ৫১৭, ১খ., ১৪১)।

ইকামাতের সুন্নাত সম্পর্কে যাহার সম্যক জ্ঞান রহিয়াছে সেই ইকামাত বলিবে। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন,

ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم اقرؤكم

"তোমাদের মধ্যে যে বড় আলিম সে ইমামতি করিবে আর যে উত্তম সে আযান দিবে" (আবূ দাঊদ, হাদীছ নং ৫৯০, ১খ., ১৫৯)।

সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে যাহার জ্ঞান আছে সেই ইকামাত দিবে। অন্ধ অপেক্ষা চক্ষুষ্মান ব্যক্তির ইকামাত দেওয়া উত্তম, যেহেতু অন্ধ ব্যক্তি ওয়াক্ত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে না (বাদায়িউস সানাই, ১খ., ৩৭৩)। এই ব্যাপারে সকল ইমাম একমত যে, ওয়াক্ত আসিবার পূর্বে ইকামাত দেওয়া জায়েয নাই (আলমগীরী, ১খ., ৫৩)। পবিত্র অবস্থায় ইকামাত দিবে। হাদীছে আছে ঃ

لا يؤذن إلا متوضئ.

"উযূকারী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেহ আযান দিবে না" (তিরমিযী, হাদীছ নং ২০০, ১খ., ৩৮৯)।

আযানদাতাই ইকামাত বলিবে। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, من أذن فهو يقيم "যে আযান দিবে সেই ইকামাত বলিবে" (আবূ দাঊদ, হাদীছ নং ৫১৪, ১খ, ১৪০; তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯৯, ১খ., ৩৮৩)। তবে এই ব্যাপারে ফিকহবিদগণ বলেন, যদি আযানদাতা অনুপস্থিত থাকে বা অসন্তুষ্ট না হয়, তবে অন্য ইকামাত বলিলে কোন আপত্তি নাই (বাদাইয়উস সানাই, ১খ., ৩৭৫; আলমগীরী, ১খ., ৫৪)। চাওয়াবের নিয়্যাতে ইকামাত দিবে (বাদায়িউস সানাই, ১খ., ৩৭৬)। কোন কোন ফকীহের মতে হায়্যা আলাস সালাহ বলিবার সময় ডান দিক এবং হায়্যা আলাল-ফালাহ বলিবার সময় বাম দিকে মুখ ফিরাইয়া ইকামাত বলিবে (বাহরুর রায়িক, ১খ., ৪৪৭, ৪৫০)। শ্রোতাদের আযানের ন্যায় ইকামাতের উত্তর দেওয়াও মুস্তাহাব (ফাতহুল কাদীর, ১খ., ২৫৪; রাদ্দুল মুহতার, ২খ., ৭০)। ইকামাতদাতা যখন قد قامت الصلاة বলিবে তখন শ্রোতা اقامها الله وادامها বলিবে এবং অন্যান্য শব্দের উত্তর আযানের অনুরূপ (আবূ দাঊদ, হাদীছ নং ৫২৮, ১খ., ১৪৪, ফাতহুল বারী, ২খ., ১১৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সাহীহ বুখারী, দারুস সালাম রিয়াদ, প্রথম সংস্করণ ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খৃ., হাদীছ নং ৬০৩-৪, ৬০৬, ৬৩০, পৃ. ১২৩-২৪, ১২৮; (২) সাহীহ মুসলিম, দারুল হাদীছ, কায়রো ১৪১ হি./১৯৯৪ খৃ.; (৩) সুনান আবূ দাঊদ, দারুল হাদীছ, কায়রো, তা.বি.; (৪) তিরমিযী, দারুল হাদীছ, কায়রো, তা.বি., হাদীছ নং ১৯৪-১৯৫, ১৯৯-২০০, ১খ., পৃ. ৩৭০-৩৭১, ৩৭৩, ৩৮৩, ৩৮৯; (৫) ইব্ন আবী শায়বা, আল-মুসান্নাফ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খৃ.; (৬) বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরূত ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খৃ., হাদীছ নং-১৮৪১, ১৮৪৩, ১৮৭৫, ১৯২০-২১, ১৯৭৫, ১খ., পৃ. ৫৫৭, ৫৮৮, ৬০০, ৬১৮; (৭) 'আলী ইব্ন 'উমার, সুনান দারাকুতনী, দারুল ফিকর, বৈরূত ১৪১৪ হি./ ১৯৯৪ খৃ. হাদীছ নং-৯০২, ৯২৮-৩০, ১খ., পৃ. ১৮৯, ১৯৪; (৮) আবূ জাফর আত্-তাহাবী, শারহু মাআনিল আছার, আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, তা. বি., ১খ., পৃ. ১০২; (৯) আনোয়ার শাহ কাশমীরী, ফায়যুল বারী, আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, প্রথম সংস্করণ ২০০০ খৃ., ২খ., পৃ. ১০৬; (১০) আবদুর রহমান আল-জাযীরী, কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরাবা'আ, দারু ইহয়াইত্-তুরাছ আল-আরাবী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৪০৬ হি./১৯৯৬ খৃ., ১খ., পৃ. ৩২২-৩২৪; (১১) ইব্ন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া দেওবন্দ, তা.বি., ২খ., পৃ. ১১৮; (১২) ইব্ন নুজায়ম, বাহরুর রায়িক, মাকতাবা যাকারিয়া, দেওবন্দ, প্রথম সংস্করণ ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খৃ., ১খ., ৪৪৬-৪৭, ৪৪৯-৫০, ৪৫৬-৫৭; (১৩) কাসানী, বাদায়িউস সানাই, মাকতাবা যাকারিয়া, দেওবন্দ, ১ম সংস্করণ ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খৃ. ১খ., ৩৬৯-৩৭৩, ৩৭৫-৭৬; (১৪) আলামগীরী, মাকতাবা যাকারিয়া, দেওবন্দ, তা.বি., ১খ., পৃ. ৫৩-৫৬; (১৫) আবুল হাসান বুরহানুদ্দীন, হিদায়া, আশরাফী বুকডিপো, দেওবন্দ, তা.বি., ১খ., পৃ. ৯০; (১৬) ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর, মাকতাবা যাকারিয়া, দেওবন্দ, প্রথম সংস্করণ ১৪২১ হি./২০০০ খৃ. ১খ., পৃ. ২৫৩; (১৭) ইব্ন আবেদীন, রাদ্দুল মুহতার, মাকতাবা যাকারিয়া, দেওবন্দ, প্রথম সংস্করণ ১৪১৭ হি./১৯৯৬, ২খ., ৫২, ৬০-৬১ খৃ.।

মুহাম্মাদ জাবির হোসাইন

ইক'ালা (إقالة) ঃ ইহা ব্যবসা সংক্রান্ত এমন একটি চুক্তি, যাহা দুই পক্ষের মধ্যে পূর্বকৃত চুক্তি আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে। বিষয়টি ফাক'ীহগণ কর্তৃক ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহারা এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। কারণ ফিক'হশাস্ত্র চুক্তিপত্রের আবশ্যকীয় বিষয়াদি সহজ-সরল করিয়া তোলার প্রক্রিয়াসমূহের পক্ষপাতী, যেহেতু হ'াদীছ' শারীফে বর্ণিত রহিয়াছে, "যে ব্যক্তি অপর পক্ষের জন্য ক্ষতিকর ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিকে ভাঙ্গিয়া দেয় (اقال), আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাহার পাপ মোচন করিয়া দিবেন।" মুসলিম ফাকীহগণ যখন কোন ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ক বিবেচনায় লিপ্ত হন, তখন তাঁহারা প্রথমেই ঐ চুক্তিপত্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আত্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হন। ক্রয়-বিক্রয় ইক'ালা কি ফাস্খ (فسخ)-দ্বারা রদকরণ, না ক্রেতা কর্তৃক প্রথম বিক্রেতার নিকট পুনঃবিক্রয়? এই প্রশ্নটি বাস্তব ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন নহে। যদি প্রশ্নটি ফাস্খ দ্বারা রদকরণই হয়, তবে ইহা যে কোন মুহূর্তে কার্যকরী হইবে, বস্তুটি ক্রেতা হস্তগত করিবার পূর্বেই হউক বা পরেই হউক। এই ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের ঐ বস্তুটি অগ্র-ক্রয়াধিকারের আশংকা থাকে না। কারণ উক্ত কার্যে নূতন মালিকানার বিনিময়ের সম্ভাবনা থাকে না। যদি ইকালা পূর্ববর্তী সামগ্রিক চুক্তি বুঝায়, তবে নীতিগতভাবে বিক্রেতাকে তাহার প্রাপ্য অনুরূপ মূল্য অবশ্যই ফেরত দিতে হইবে। কিন্তু যদি ইক'ালা দ্বারা ক্রেতা কর্তৃক প্রথম বিক্রেতার নিকট পুনঃবিক্রয় বুঝায়, সেক্ষেত্রে উপরিউক্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফলাফলই সূচিত হয়, যদিও মালিকী মতাবলম্বিগণ এই 'ইকালার একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ করেন, যাহা খাদ্যশস্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

শাফি'ঈ, হাম্বালী ও ইমামী মতবাদ 'ইক'ালাকে বিনা আপত্তিতে ফাসখ বা বিক্রয়ের সক্রিয় রদ মনে করিয়া থাকে, মালিকী মতবাদ সাধারণত ইহাকে পুনঃবিক্রয় বলিয়া বিবেচনা করে। হানাফী মতবাদে ইহা ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই পক্ষের দিক হইতে চুক্তিরদ বলিয়া বিবেচিত, কিন্তু তৃতীয় পক্ষের দিক হইতে ইহা একটি পুনঃবিক্রয়, যাহা কোন নিষিদ্ধ শর্ত দ্বারা বাতিল হয় না। বাহ্যত তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষার খাতিরে উদ্ভূত এই সমাধানটি নীতির আলোকে সমালোচিত হইয়াছে। ইব্ন কুদামা তাঁহার তুলনামূলক আইনের বিষয়ে লিখিত গ্রন্থে (মুগনী, ৪খ., ১২১) বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আইনগত কার্যের প্রকৃতি দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন দ্বারা পরিবর্তিত হইতে পারে।

সকল মায'হাবের মতানুসারে ক্রয়-বিক্রয়ের উপরিউক্ত বিধিসমূহ অন্যান্য চুক্তিতেও প্রবর্তন করা যাইতে পারে, যেই সকল চুক্তি কেবল ক্রয়-বিক্রয়সদৃশ বিষয়সমূহে সীমাবদ্ধ নহে। যেমন ক্রয়-বিক্রয়ে আদান-প্রদান, পণ্য বিনিময়, আপোস-মীমাংসা ইত্যাদি, বরং ইহাতে অন্যান্য চুক্তিও অন্তর্ভুক্ত করা যায় যখন উহা স্বভাবত গায়র লাযিম (অনাবশ্যকীয়) অর্থাৎ যাহা একতরফাভাবে রদকরণযোগ্য। সেই ক্ষেত্রে ইক'ালা স্পষ্টত নিষ্প্রয়োজনীয়। ইহা ঐ জাতীয় চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে, যাহা প্রকৃতিগতভাবে সহজে বাতিলযোগ্য নয়, যেমন বিবাহ অথবা চুক্তি দ্বারা বাতিলকৃত বিষয়াদি।

আপোসে চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইক'ালার পূর্ণতার নিমিত্ত অন্যান্য চুক্তির ন্যায় সম্মানের শর্তাবলীর প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহা এমন একটি প্রস্তাব ও অনুমোদন, যাহার উভয়টি একই স্থানে (মাজলিসে) নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ফিক'হশাস্ত্রের গ্রন্থাবলী, ক্রয় অধ্যায় ঃ (১) কাসানী, বাদাই, ৫খ, ৩০৬-৮; (২) যায়লা'ঈ, তাবয়ীন, ৪খ, ৭০-২ (হ'ানাফী); (৩) সুয়ূতী, আল-আশ্বাহ ওয়ান-নাজ'াইর, সম্পা. মুস'তাফা মুহ'াম্মাদ, ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ১৭৮-৯ (শাফি'ঈ); (৪) ইব্ন কু'দামা, মুগ'নী, ৪খ, ১২১-৩ (হ'াম্বালী); (৫) হি'ল্লী, শারাইউল-ইসলাম, বৈরূত ১৯৩০ খৃ., পৃ. ১৯০ (ইমামী), ফরাসী অনু. Querry, Droit musulman, schyite, ১খ, ৫৭৩-৯। মালিকী ফিক'হের জন্য (৬) খালীল, মুখ্তাস'ার, অনু. Bousquet, ৩খ, নং ১৯২, দরদীর দাসুকী কর্তৃক ইহার ভাষ্য; (৭) আশ-শারহু'ল-কাবীর, সম্পা. হ'ালাবী, ৩খ, ১৫৪-৫ এবং আল-খিরাশীর ভাষ্য, কায়রো ১৩২৩ হি., ৪খ, ৭৬-৭। সমসাময়িক লেখকদের জন্য দ্র. (৮) মাহ'মাসানী, আল-মাওজিবাত ওয়া-'উকূ'দ, বৈরূত ১৯৪৮ খৃ., ২খ., ২৩২-৩; (৯) Chafik Chehata, Theorie generale de Pobligation, কায়রো ১৯৩৬ খৃ., ১৪৬-৭।

Y. Linant De Bellefonds (E.I.²)/মোঃ আবদুল মজীদ

ইখ্ওয়ান (দ্র. তারীক)

আল-ইখ্ওয়ান (الاخوان) ঃ অর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ, ভ্রাতৃমণ্ডলী, একবচনে أخ-الأخ, একটি ধর্মীয় ও সামরিক আন্দোলনে যোগদানকারী 'আরব গোত্র সংগঠন। 'আরব ভূখণ্ডে ১৩৩০-১৩৪৮/১৯১২-৩০ পর্যন্ত আবদু'ল আযীয ইব্ন আবদির-রাহ'মান আস-সাঊদ (যিনি ইব্ন সাঊদ নামে খ্যাত)-এর শাসনকাল ছিল তাহাদের স্বর্ণযুগ। এই আন্দোনটি পুনর্জাগরণপন্থী ও ওয়াহ্হাবী আন্দোলন হইতে বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করে। প্রথম/সপ্তম শতাব্দীতে 'আরব গোত্রসমূহের মধ্যে সংগঠিত ইসলামের মৌলিক উৎসারণের সহিত ইহার কিছুটা মিল আছে। গোত্রীয় সম্পর্কের সুদৃঢ় বন্ধন, ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা, সকল প্রকার গোত্রীয় দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং মুজাহিদদের শহীদরূপে মৃত্যুবরণের বাসনা প্রভৃতিতে উভয়ের মধ্যে এক লক্ষণীয় সাযুজ্য বিদ্যমান। অনুরূপভাবে 'আরব যাযাবরদের সামরিক ছাউনিতে পুনর্বাসনও ইখ্ওয়ান আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইখ্ওয়ানদের অসাধারণ কর্মদক্ষতা ও সাহসিকতাময় সুষ্ঠু পরিকল্পনার বদৌলতে 'আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী একজনমাত্র ইমাম ইব্ন সাঊদের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়। তাওহীদের মূলমন্ত্রে আত্মনিবেদিত বিজয়ী কর্মীরা 'আরব উপদ্বীপের গণ্ডি পার হইয়া উত্তর দিকে অভিযান আরম্ভ করে। কিন্তু ইহাতে তাহারা তেমন কোন সফলতা অর্জন করে নাই। ইখ্ওয়ান কর্মীরা ম্যানডেটের ভিত্তিতে ট্রান্সজর্ডান ও ইরাকে অবস্থিত বৃটিশ সামরিক স্থল বাহিনী, বিমান বাহিনী ও বৃটিশ মিত্রদের প্রতিরক্ষার জন্য পারস্য উপসাগরে রক্ষিত বৃটিশ রণতরীসমূহের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ায়। বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ তখন পারস্য উপসাগরে অবস্থান করিতেছিল। ইখ্ওয়ানদের দুঃসাহসিকতা অব্যর্থ আঘাত হানে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উপর এবং এই শতাব্দী ও ইহাতে সংঘটিত আমূল পরিবর্তনের প্রতিবাদস্বরূপ তাহারা তাহাদের একচ্ছত্র নেতা ইব্ন সাউদের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এক উন্নততর বাহিনীর সাহায্যে তিনি এই বিদ্রোহ দমন করত তাহাদেরকে কোণঠাসা করিয়া দেন। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিতে গেলে ইখ্ওয়ান আন্দোলনকে প্রাথমিক যুগের ইসলামী জিহাদের একটি অসম্পূর্ণ রূপ হিসাবে বিচেনা করা যায়, যাহা বিভিন্নভাবে সনাতন বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বনে বিশ্বাসী ছিল।

ইখ্ওয়ান আন্দোলনের উত্থান-পতন সাউদী রাজ্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে বিবেচিত। ইখ্ওয়ান কর্মিগণের সহিত ইব্ন সাউদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সময়েই উত্তর ও পশ্চিম দিকে রাজ্যের বহু বিস্তৃতি ঘটে এবং আসীর, জাবাল শাম্মার ও আল-হিজায অঞ্চল তাঁহার করায়ত্ত হয়। পবিত্র নগরীদ্বয়ের নূতন রক্ষক হিসাবে ইব্ন সাউদ ইসলামী দুনিয়াতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং একটি সম্মানজকক স্থান অধিকার করেন। ইখ্ওয়ানরা বিদ্রোহ করিলে তাহাদের উত্থাপিত দাবি-দাওয়ার প্রতি বাদশাহ ও তাঁহার সরকারের প্রতিক্রিয়া রাজতন্ত্রের ভবিষ্যত গতিপথ নির্ধারণ করিয়াছিল। তখন হইতে শাসক কর্তৃপক্ষের উক্ত আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা চিহ্নিত হয়। ইখ্ওয়ানদের বাড়াবাড়ি ইসলামী বিশ্বে 'আরবদের সম্মান অনেকটা ক্ষুণ্ন করে। তথাপি তাহাদের অসম সাহসিকতা ও প্রাথমিক যুগের ইসলামী মৌলনীতির প্রতি তাহাদের আনুগত্য অনেক মুসলমানের অন্তরে গভীর দাগ কাটিতে সমর্থ হয়।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ/অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে সাউদ বংশীয়গণ তাহাদের যুদ্ধসমূহে প্রাথমিকভাবে নাজদের দৃঢ়চিত্ত নগরবাসীদের একনিষ্ঠ সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল, যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে তেজস্বী বেদুঈন সহযোগিগণ অপেক্ষাও অধিকতর দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। ১৩১৯/১৯০২ সালে ইব্ন সাউদ জাবাল শাম্মার নামক অঞ্চলে সংঘটিত এক যুদ্ধে হাইলের আল-রাশীদের নিকট হইতে তাহার পূর্বপুরুষদের রাজধানী রিয়াদ পুনর্দখল করেন এবং তাঁহার পরিবারের আধিপত্য পুনঃস্থাপনের কাজ আরম্ভ করিয়া দেন।

যদিও তিনি জন্মগতভাবে শহরের লোক ছিলেন এবং শহুরে পরিবেশে লালিতপালিত হন, তথাপি তিনি বেদুঈনদের মধ্যেই অনেক দিন অতিবাহিত করেন, আর তাহাদেরকে ভালভাবে জানিবার সুযোগ পান। তিনি নূতন এক গোত্রীয় কলহে জড়াইয়া পড়িলেন যাহা যুগ যুগ ধরিয়া আরব দেশকে বহুধা বিভক্ত করিয়া দেয়। তাই তিনি এমন একটি পন্থার সন্ধান করিতেছিলেন যদ্দারা বেদুঈনদের প্রতিভা কোন ভাল কাজে ব্যবহার করা যায়। এই উদ্দেশে তিনি যে পন্থা উদ্ভাবন করিলেন তাহা ছিল এই, তাহাদেরকে বিভিন্ন উপনিবেশে একত্র করিয়া ইসলামের মৌলনীতিমালা শিক্ষা দান করতঃ অধিকতর নির্ভরযোগ্য নাগরিকে পরিণত করা। এইভাবে তাহাদেরকে একটি পরাক্রমশালী সামরিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়। এই বিপ্লবী পদ্ধতি বেদুঈনদের পুরাতন জীবন-পদ্ধতির অবসান ঘটায়, যাহা অনেক সময় আল-জাহিলিয়্যা পদ্ধতি বলিয়া আখ্যায়িত হইত। এইরূপে একটি নূতন জীবন-পদ্ধতি অবলম্বনের পথ প্রশস্ত হইল, যাহা স্রষ্টার অনুকম্পা দ্বারা উদ্ভাসিত। এই কারণেই ঐ সমস্ত উপনিবেশকে হিজরা (বা হুজরা) আখ্যায়িত করা হয় এবং এই হিজরাবাসীদের নামকরণ করা হয় ইখ্ওয়ান। এই সমস্ত বেদুঈনরা তাহাদের পশম নির্মিত তাঁবু ছাড়িয়া এইখানে মৃত্তিকানির্মিত গৃহে বসতি স্থাপন করিতে শুরু করে। অনেক ক্ষেত্রে তাহারা উট বা ছাগল বিক্রয় করিয়া দেয়। কারণ তাহারা এখন আর পশুপালক নহে, বরঞ্চ কৃষিজীবী। উপরন্তু এখন তাহারা কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের মাধ্যমে এক-একজন ব্যবসায়ীও বটে।

সরকার এই সমস্ত হিজরা নির্মাণের স্থান নির্বাচন, জমি বরাদ্দ, মসজিদ নির্মাণ, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বাসগৃহ তৈরি ও কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ ও সরঞ্জাম সরবরাহ এবং চারা লাগানোর ব্যাপারে জরুরী উপদেশ ও পরামর্শ দান, অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ এবং সর্বোপরি তাহাদের ধর্মীয় শিক্ষা দানের উদ্দেশে প্রশিক্ষক (مطوع مطوعة) প্রেরণ করত এই হিজরা প্রতিষ্ঠা প্রকল্পে সাহায্য-সহযোগিতা দান করেন। ইখওয়ানদের ইসলামের ঐ সকল মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয় যাহা মহানবী (স·) ও সালফি স·ালিহ·ীনের যুগে শিক্ষা দেওয়া হইত। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদি'ল-ওয়াহহাব (দ্র.)-এর যেই শিক্ষা ছিল, ইহা ছিল সেই ধরনের শিক্ষা। কিন্তু ইখ্ওয়ানরা অনেক সময় অত্যধিক বাড়াবাড়ি করিত, তাহা ছাড়া সকল প্রকার বিদ'আত-এর প্রচণ্ডভাবে বিরোধিতা করিত। উদাহরণস্বরূপ, তাহারা বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে পাপকর্ম বলিয়া ধারণা করিত। কেননা উহা সরাসরি তৈল কিংবা মোম ব্যতীত আলো দান করে। ইখওয়ানরা সমস্ত আরশী ভাঙ্গিয়া দিত, এই কারণে যে, ইহা মানুষের মুখাবয়বের প্রতিবিম্ব দান করে। ব্যক্তিগত আচরণে প্রত্যেক মানুষকে ঐ পন্থাই অবলম্বন করিতে হইবে যাহা মহানবী (স·)-এর বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। গোঁফ এমনভাবে ছাঁটিতে হইবে যেন প্রায়ই দৃষ্টিগোচর না হয়। আর শ্মশ্রু দীর্ঘায়িত করিতে হইবে। বেদুঈনদের চিরাচরিত মস্তকাবরণ ও মস্তক রজ্জুর পরিবর্তে পরিধান করিতে হইবে একটি শুভ্র পাগড়ী।

হিজরাসমূহে প্রচারকার্য পরিচালিত হয় শায়খ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আবদি'ল-লাতীফ-এর তত্ত্বাবধানে, যিনি ছিলেন ইব্ন আবদি'ল-ওয়াহ্হাবের একজন বংশধর। তিনি ইখওয়ানদের মধ্যে হাম্বালী মতবাদ প্রচারের উদ্দেশে পুস্তিকা রচনা করেন। যুল-কা'দা ১৩৩২/ সেপ্টেম্বর ১৯১৪ সালে তিনি অন্যান্য 'আলিমের সমন্বয়ে একটি ঘোষণা জারী করেন যাহা হিজরাবাসী সমস্ত ইখ্ওয়ানের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয়। সেই ঘোষণায় তাহাদেরকে কিছুটা নমনীয় পন্থা অবলম্বনের জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়। 'আলিমবৃন্দ বলিলেন, শারী'আতের চোখে মস্তকাবরণের রজ্জু ব্যবহারের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ইব্ন সাঊদ এই সময়ে ইখওয়ানদের প্রতি অন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করিলেন। তাহাতে তিনি উল্লেখ করেন যে, সুন্নী ইসলামের মাযহাব চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই, যদিও তিনি ও তাঁহার সরকার হাম্বালী মতের অনুসারী ছিলেন। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, ইখ্ওয়ানদের নিকট তাঁহাদের উপনিবেশে বিভিন্ন পুস্তক থাকিতে পারিবে, যেইরূপ ওয়াহ্হাবী মতবাদের আধ্যাত্মিক গুরু ইব্ন তায়মিয়্যা ও ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা (দ্র.)-এর পুস্তক্সমূহও থাকিতে পারিবে। তবে ইখ্ওয়ান আন্দোলন অগ্রসর হইতে থাকিলে ইহার অনুসারিগণ এই ধরনের নমনীয়তা ও সহনশীরতা অবলম্বনের উপদেশ প্রায়ই উপেক্ষা করিত। সে যাহা হউক, হিজরাসমূহে এই ধর্মীয় প্রশিক্ষণ ইখ্ওয়ান ও অন্যদের মধ্যে সত্যনিষ্ঠ ও আইনবেত্তা নাগরিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে।

সৈন্য হিসাবে ইখ্ওয়ানরা নিজেদেরকে তাওহীদের বীর যোদ্ধা এবং আল্লাহর অনুগত বান্দাদের ভাই বলিয়া আখ্যায়িত করিত। তাহারা ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য যুদ্ধ করিয়া শহীদের মৃত্যুবরণ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত। তাহাদের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় আহ্বান এই রকম হইত, "জান্নাতের বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ওহে তোমরা কোথায় যাহারা জান্নাতের জন্য লালায়িত?" প্রাচীন পদ্ধতির মতই তাহারা তাহাদের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (গানীমা) এক-পঞ্চমাংশ ইমাম ইব্ন সাউদের জন্য সংরক্ষিত রাখিত। বৃটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে তাহারা আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের সম্মুখীন হইতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। তাহারা তাহাদের রাইফেল লইয়া আকাশে উড্ডীয়মান বিমানের প্রতি গুলী ছুঁড়িত। অনেক সময় সুদীর্ঘ উষ্ট্রসারি লইয়া তাহাদের অভিযানসমূহ শত শত মাইল এলাকা জুড়িয়া ব্যাপ্ত হইত, যাহার প্রতিটি

উষ্ট্রের পিছনে থাকিত দুইজন করিয়া আরোহী এবং অশ্বারোহিগণ থাকিত কলেমা শাহাদাত লিখিত পতাকা হাতে লইয়া দলের অগ্রভাগে। ইখওয়ানরা সাধারণত লক্ষ্যস্থানসমূহে প্রত্যূষে আঘাত হানিত। যে সমস্ত 'আরবদের বিরুদ্ধে ইহারা অভিযান পরিচালনা করিত তাহারা ইহাদের এই পন্থাকে সাংঘাতিক রকমের ভয় করিত। কারণ তাহাদেরকে ইহারা কাফির মনে করিত অর্থাৎ যাহারা তাহাদের ব্যাখ্যাত তাওহীদ মতবাদে একাত্মতা ঘোষণা করে নাই।

১৩৩০/১৯১২ সাল নাগাদ নাজ্দ প্রদেশের আয-যিল্ফী নামক স্থানের উত্তর-পশ্চিম দিকে আরত'াইয়্যাহ নামক কূপের নিকট কুয়েত হইতে আল-ক'াসীম জেলায় গমনাগমনের পথে সর্বপ্রথম হিজরা স্থাপিত হয়। রাবীউল-আওয়াল ১৩৩০/মার্চ ১৯১২ সালে যখন ডেনিশ পর্যটক B. Raunkiaer উক্ত কূপের পার্শ্ব দিয়া গমন করিয়াছিলেন তখন তিনি সেখানে কোন উপনিবেশ দেখিতে পান নাই। মুতায়র ও হারব গোত্রদ্বয়ের সদস্যদের লইয়া নূতন উপনিবেশটি গড়িয়া উঠিয়াছিল। মুত'ায়র গোত্রের অবিসম্বাদিত নেতা দুর্ধর্ষ ফায়সাল ইব্ন সুলত'ান আদ-দাবি'শ তাহাদের নেতা নির্বাচিত হইলেন। অপর যে হিজরাটি এক বৎসর অথবা পরবর্তী বৎসর দখল করা হইয়াছিল উহা ছিল আল-গ'াতগ'াত। ইহা রিয়াদের দক্ষিণ-পশ্চিমে জাবাল তুয়ায়ক-এর ঢালু নিম্নদেশে অবস্থিত ছিল। ইহার প্রধান অংশ গঠিত ছিল আল-উতায়বা গোত্রের লোকজন দ্বারা এবং বারক'া প্রধান সুলত'ান ইব্ন বিজাদ ইব্ন হু'মায়দ কর্তৃক শাসিত ছিল। বারক'া ছিল উক্ত গোত্রের দুইটি প্রধান উপগোত্রের অন্যতম। ধর্মবিশ্বাসের প্রধান প্রবক্তা হিসাবে ইব্ন হুমায়দ সুলতানুদ্দীন নামে অভিহিত ছিলেন। সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হইল। নির্মিত হইল শতাধিক হিজরা। হিজরাসমূহ ও ঐগুলিতে অবস্থানকারীদের একাধিক ফিরিস্তিও প্রস্তুত হইল। কিন্তু এই তালিকাগুলির একটিও পূর্ণাঙ্গ কিংবা যথাযথ নয়। Oppenheim ও Caskel অনিশ্চয়তা সূচক কিছু মন্তব্যসহ এইগুলির সংখ্যা ১১৪ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন [দ্র. G. Rentzs review, in Oriens, X (1957), 77-89] Philloy আন্দাজ করেন যে, মোট হিজরা সংখ্যা ছিল দুই শতের মত। বৃহত্তর কয়েকটিতে—যেমন প্রথম দুইটির জনসংখ্যা ছিল ১০,০০০ (দশ সহস্রের মত)। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হিজরাসমূহের অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১০ জনের কাছাকাছি। যদিও গোত্রীয় কলহসমূহ খতম করিবার উদ্দেশে বিভিন্ন গোত্রের লোকজনকে একই হিজরার মধ্যে বসবাস করাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, তথাপি অধিকাংশ উপনিবেশই একটি নির্দিষ্ট গোত্র লইয়া সংগঠিত ছিল। Oppenheim ও Caskel কর্তৃক লিপিবদ্ধ ফিরিস্তি যদিও শুধু আনুমানিক, তথাপি ইহাতে গোত্রসমূহের অত্যন্ত গতিশীল কর্মতৎপরতার একটি স্বচ্ছ ধারণা পেশ করা হইয়াছে। হ'ারব গোত্রের ২৭টি হিজরা, 'উতায়বার ১৯, মুত'ায়র ১৬, আল-উজ্মান ১৪, শাম্মার ৯ এবং কাহত'ান ৮। হিজরাসমূহ নাজ্দ প্রদেশের সর্বত্র ছড়াইয়া ছিটাইয়া ছিল, যাহা বর্তমান সাউদী 'আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ। দক্ষিণ দিকে তাহারা আর-রুবুʼল-খালীর শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছিল এবং উত্তরদিকে তাহারা সিরীয় মরু অঞ্চলের নিকটতম স্থানে পৌঁছিয়াছিল। পশ্চিমদিকে ইহারা আল-হি'জায আসীর-এর উচ্চ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটায় নাই।

১৩৩৬/১৯১৮ সাল নাগাদ ইখ্ওয়ানের সামরিক সংগঠন এই পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তখন তাহারা ইব্ন সাউদের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সামরিক বাহিনীর সদস্যরূপে তাঁহার পতাকাসহ তাঁহার দেহরক্ষী দলের সাথে শোভাযাত্রা করিত এবং নাজদ-এর নগরবাসীদের স্থান দখল করিয়াছিল। এই একই বৎসরে ইব্ন সাউদ ইখওয়ানদের লইয়া ইব্ন রাশীদের রাজধানী হ'ায়িল-এর প্রাচীর পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু গোলন্দাজ বাহিনীর অভাবে তিনি শহর দখল করিতে পারেন নাই। ১৩৩৭/১৯১৯ সালে ইখ্ওয়ানগণ নিজেদের প্রচেষ্টায় যুদ্ধে তাহাদের ইতিহাসের সর্বপ্রথম বৃহৎ বিজয় অর্জন করিয়াছিল। ইহার ফলে হি'জায হইতে বাদশাহ শরীফ হুসায়ন-এর হাশিমীয় রাজত্বের অবসান ঘটে। ইব্ন সাউদ ও বাদশাহ হু'সায়নের মধ্যে বৈরিতা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল নাজদ ও হিজাযের সীমানাস্থিত অঞ্চল লইয়া তাহাদের মধ্যে বিরোধ এবং এতদঞ্চলে বসবাসকারী গোত্রসমূহের আনুগত্যের প্রশ্নে। গুরুত্বপূর্ণ দুইটি মরূদ্যান ছিল আল-খুরমা ও ত'ারাবা। এই দুইটির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গোত্র ছিল আল-উতায়বা। ইব্ন সাউদ ইতোমধ্যেই গাতগাত অঞ্চলে হুমায়দের নেতৃত্বে আল-উতায়বা গোত্রের একটি শক্তিশালী অংশকে নিজের সমর্থক হিসাবে অর্জন করিতে সক্ষম হন। আল-খুরমা অঞ্চলের আমীর ছিলেন শারীফ খালিদ ইব্ন মানসূ'র ইব্ন লুআয়্যি। 'আবদুল্লাহ ইব্ন লুআয়্যি তাঁহার আত্মীয় বাদশাহ হু'সায়নের পুত্র আবদুল্লাহসহ 'উ'ছমানী বাহিনী কর্তৃক মদীনা অবরোধের সময়ে খুরমা অঞ্চলে ফিরিয়া আসেন এবং সেইখানে তিনি ইব্ন সাউদের একজন ইখওয়ান সদস্য হিসাবে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করান এবং গোত্রসমূহের মধ্যে তাহাদের ধর্মীয় চিন্তাধারা অত্যন্ত উদ্যমের সহিত প্রচার করিতে থাকেন। বাদশাহ আল-হু'সায়ন ১৩৩৬/১৯১৭ সাল হইতে পরবর্তী কয়েক বৎসরে ইব্ন লুআয়্যি-এর বিরুদ্ধে তিনটি অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু প্রতিটি অভিযানই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মদীনা হস্তান্তরের পর আল-হুসায়ন আর একটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ্র হাতে অভিযানের নেতৃত্ব অর্পণ করেন। আল-খুরমা অঞ্চলের লোকজন সাহায্যের আবেদন জানাইয়া ইব্ন সাউদের সহিত সাক্ষাত করে। তিনি ইব্ন হুমায়দকে ইখওয়ানের একটি দল লইয়া অগ্রসর হওয়ার দায়িত্ব দিলেন। ইব্ন লুআয়্যি ও ইব্ন হুমায়দ একত্র হইয়া তারাবা অঞ্চলে 'আবদুল্লাহর সুরক্ষিত ছাউনিতে একটি অতর্কিত আক্রমণ চালাইলেন এবং হাশিমীয় বাহিনীর নিয়মিত ও অনিয়মিত সকল সৈন্যদলকে একচ্ছত্রভাবে পরাজিত করিয়া দিলেন। ফলে মক্কার পথ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত হইয়া গেল। কিন্তু ইব্ন সাউদ কিছু কূটনৈতিক কারণে ইখ্ওয়ানদের ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

১৩৩৮/১৯২০ সালে ইখ্ওয়ান সৈন্যগণ আসীরের মালভূমি আব্হা অধিকারে অংশগ্রহণ করে এবং সেখানে যে ছাউনি তৈরি করা হইয়াছিল তাহাতে ইব্ন সাউদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে উহা পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। ইখ্ওয়ানগণ তাহাদের আচরণে এত দৃঢ় ছিল যে, আসীরের অধিবাসীরাও বিদ্রোহ করিয়া বসে এবং ইব্ন সাউদ উক্ত এলাকায় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহার পুত্র ফায়সালকে ইব্ন হু'মায়দের নেতৃত্বে আর একটি দলসহ পাঠাইতে বাধ্য হন।

১৩৩৮/১৯২০ সালে কুয়েতের শাসক সালিম ইব্ন মুবারাক আল-স'াবাহ' এবং ইব্ন সাউদের মধ্যে উভয় অঞ্চলের সীমান্তবর্তী এলাকা লইয়া বিরোধ আরম্ভ হয়। ইব্ন সাউদ বুঝিতে পারিলেন যে, সালিম তাহার মূল সীমানা হইতে দক্ষিণাংশে বহু দূর পর্যন্ত অধিক দাবি করিয়া বাড়াবাড়ি করিতেছেন। মুত'ায়রের ইখ্ওয়ানগণ কারয়াতুʼল-উল্য়া নামক স্থানে একটি

হি্জরা স্থাপনে সালিম বাধা দান করেন এবং বিতর্কিত এলাকায় সৈন্যদল প্রেরণ করেন। কা'রায়াহ্-এর নিকটস্থ হা'ম্দ নামক স্থানে তাহারা ইখ্ওয়ান ও ফায়সাল-আদ-দাবী'শ কর্তৃক পরাজিত হয়। কুয়েতের অধিবাসিগণ আক্রমণের ভয়ে দুই মাসের মধ্যেই তাহাদের নগরীর প্রতিরক্ষাকল্পে বারটি ফটকবিশিষ্ট একটি সুদীর্ঘ প্রাচীর নির্মাণ করে। মুহা'ররাম ১৩৩৯/অক্টোবর ১৯২০-এর আদ-দাবী'শ একটি অভিযান পরিচালনা করিলেন। তবে ইহা কুয়েত নগরীর বিরুদ্ধে ছিল না, বরং প্রতিবেশী আল-জাহরা নামক মরূদ্যানের বিরুদ্ধে ছিল। তবে সালিম অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত ইহার প্রতিরোধ করতঃ সাফল্য অর্জন করেন। উভয় পক্ষের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রচুর। বৃটেন কুয়েতকে সাহায্য করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া কুয়েত বন্দরে দুইটি যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করে এবং ইরাক হইতে দুইটি সামরিক বিমান পাঠাইয়া ইখ্ওয়ানদের প্রতি সতর্ক বাণীসম্বলিত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। আদ-দাবী'শ কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত না হইয়াই ইরাকের আয-যুবায়র এলাকার শহরতলী পর্যন্ত অগ্রসর হন। সেখানকার বৃটিশরা বাধা প্রদান করে। কুয়েত ও ইব্ন সাউদের মধ্যকার বিরোধ অবশেষে ভাবী উত্তরাধিকারী শাসক আহ'মাদ আল-জাবির আল-সাবাহ্-এর নেতৃত্বে কুয়েত হইতে নাজ্দের উদ্দেশে একটি প্রতিনিধিদল গমনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়। সালিমের বিপরীত ইব্ন সাউদের সহিত তিনি ভাল সম্পর্ক রাখিতেন। জুমাদাছ্-ছানী ১৩৩৯/ফেব্রুয়ারী ১৯২১ সালে প্রতিনিধিদল যখন ইব্ন সাউদের সহিত মিলিত হইতেছিল তখন সালিম ইনতিকাল করেন। তাহার উত্তরাধিকারী আহ'মাদ একটি সমঝোতার সম্পর্ক স্থাপন করেন।

১৩৩৯/১৯২১ সালে রিয়াদে' অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে-যেখানে ইখ্ওয়ানদের অনেকেই অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন-ইব্ন সাউদ নাজ্দ-এর সুলতা'ন উপাধি লাভ করেন। ইহা তাহার পরিবারের জন্য একটি নূতন খেতাব ছিল। তাহার পিতা আবদুর-রাহ'মান ইমামের পুরাতন খেতাবই সংরক্ষণ করেন। নূতন সুলতান অবশেষে তাহার পুরাতন শত্রু আর-রাশীদ গোত্রীয় লোকদেরকে দুই মাসকাল পর্যন্ত অবরুদ্ধ রাখিয়া পরাস্ত করেন। এই অবরোধ অভিযানে দাবীশ ও ইখ্ওয়ান কর্মিগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সাফার ১৩৪০/নভেম্বর ১৯২১ সালে হা'য়িল অধিকৃত হয়। আল রাশীদের সহিত সম্পাদিত চুক্তিতে ইব্ন সাউদ কর্তৃক প্রদত্ত উদার শর্তসমূহের কারণে সাউদ ইখ্ওয়ান নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সমালোচিত হন।

আল-রাশীদ-এর ভুখণ্ড দখলের ফলে ইব্ন সাউদ-এর রাজ্য ও ট্রান্স জর্ডান ও ইরাক-এই দুইটি নূতন রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ ভূখণ্ডের (Buffer) অস্তিত্বের অবসান হয়। আল রাশীদের কিছু সংখ্যক অনুসারী, বিশেষত শাম্মার গোত্রের লোকেরা ইরাকে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ইব্ন সাউদের প্রজাদের উপর চোরাগোপ্তা হামলা করার একটি ঘাটি হিসাবে ইহা ব্যবহার করিতে থাকে। ইখ্ওয়ান কর্মিগণ হি'জাযের হা'শিমীদের বিরুদ্ধে কোন গণ্ডগোল করা হইতে বিরত থাকে; তবে তাহাদের নূতন প্রতিবেশীদের মধ্যে নূতন লক্ষ্যের সন্ধান পায়, যেখানে আল-হু'সায়নের পুত্রদ্বয় 'আবদুল্লাহ ও ফায়সাল ট্রান্সজর্ডান ও ইরাকের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইখ্ওয়ানদের দৃষ্টিতে আদর্শচ্যুত হা'শিমীরা যেখানেই থাকুক না কেন, তাহারা ছিল এক উত্তম খেল-তামাসার বস্তু। উপরন্তু ইরাকে শী'আ মতাবলম্বী লোক বাস করিত, বিশেষভাবে ঐ সমস্ত মেষপালক গোত্রসমূহের মধ্যে যাহারা তাহাদের এই পেশায় কখনও নাজদ এবং কুয়েত পর্যন্ত গিয়া পৌছিত। ইখ্ওয়ানদের দৃষ্টিতে শী'আ মতবাদ ছিল একটি ঘৃণ্য মতবাদ।

১৩৪০/১৯২২ সালে ইখওয়ানগণ উত্তর-পশ্চিমদিকে ট্রান্সজর্ডান অঞ্চলের দিকে বিস্তৃত ওয়াদিস-সিরহা'ন-এর দক্ষিণ সীমানাস্থ আল-জাওফ এবং সাককার মরূদ্যানসমূহ অধিকার করতঃ হায়িলের অপর প্রান্তে গিয়া পৌছে। ইখওয়ানদের একটি দল ট্রান্সজর্ডান-এর রাজধানী আম্মান-এর নিকটবর্তী দুইটি গ্রাম আক্রমণ করিয়াছিল এবং সেখানে তাহাদেরকে তাড়া করিবার জন্য বৃটিশ বিমানের উপস্থিতির পূর্বেই আবার তাহারা পশ্চাদাপসরণ করিয়াছিল।

বৃটিশ সরকার ট্রান্সজর্ডান ও ইরাকের জন্য ম্যানডেট লাভ করিয়াছিল এবং ইব্ন সাউদের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়া তাহাকে একটি বার্ষিক ভর্তুকিও প্রদান করিত। এইভাবে তাহারা এই সব আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ বন্ধ করিবার পন্থা খুঁজিতেছিল। বৃটিশ সরকার উপলব্ধি করিল যে, বিভিন্ন গোত্রসমূহের আনুগত্য নিশ্চিত করা এবং সীমানা চিহ্নিত করা একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। এই উদ্দেশে ৭ রমযান, ১৩৪০/৫ মে, ১৯২২ সালে ইরাক ও নাজদের প্রতিনিধিগণকে একত্র করতঃ আল-মুহা'ম্মারা নামক স্থানে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিটি ইব্ন সাউদ এই অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন যে, তাহার প্রতিনিধি তাহার নির্দেশ অমান্য করিয়া ছিল। অবশ্য ইব্ন সাউদ পরবর্তী কালে বৃটিশ ও ইরাকী কমকর্তাদের সহিত আল-উকা'ইর নামক স্থানে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে ১২ রাবীউছ্-ছা'নী, ১৩৪১/১ ডিসেম্বর, ১৯২২ তারিখে নাজ্দ ও ইরাকের মধ্যবর্তী সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কিত একটি প্রটোকল অনুমোদন করিয়াছিলেন। একই সময়ে কুয়েতস্থ বৃটিশ রাজনৈতিক প্রতিনিধির সহিত নাজদ ও কুয়েতের মধ্যবর্তী সীমানা চিহ্নিতকরণ সম্পর্কিত একটি নীতিমালাও সম্পাদিত হইয়াছিল। এই সব চুক্তি অনুরূপভাবে নাজদ ও ইরাক এবং নাজদ ও কুয়েতের সীমানার মধ্যবর্তী স্থানে একটি নিরপেক্ষ অঞ্চলও (neutral Zone) চিহ্নিত করিয়াছিল। এই অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট সরকারদ্বয়ের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়। নিরপেক্ষ অঞ্চলের ধারণাটি মূলত ঐ সমস্ত যাযাবরদের জন্য একটি সাধারণ অঞ্চল নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইয়াছিল, যাহারা এই অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা নহে, অথচ তাহাদের পশুপাল লইয়া উভয় দেশ হইতে চারণভূমি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য তথায় আসিয়া থাকিত। স্মরণাতীত কাল হইতে 'আরবের বেদুঈনরা কোন বাধাদানকারী কৃত্রিম সীমানা ছাড়াই এ অঞ্চলের যত্রতত্র যাতায়াত করিত। কাজেই এই নূতন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে অভ্যস্ত হইতে তাহাদের আরও সময়ের দরকার, বিশেষ করিয়া মানচিত্রে যে সীমানা নির্ধারিত হইয়াছিল তাহা সরেজমিনে কোনভাবে চিহ্নিত ছিল না। উপরন্তু নূতন সীমারেখার সংজ্ঞা কয়েকটি কারণে গুরুত্বহীন ছিল। যেমন সীমানার অবস্থান সম্পর্কে উভয় পক্ষ যথেষ্ট যুক্তির অবকাশ রাখে। বিগত এক দশকের অধিকাংশ সময় ধরিয়া এই সীমারেখার উভয় পার্শ্বস্থ অধিবাসীদের জন্য এই সীমানা অতিক্রম করার সাধারণ নিয়ম বহাল রাখিতে হইয়াছিল।

ইব্ন সাউদ ও তাহার হাশিমী প্রতিবেশীত্রয়ের মধ্যকার উত্তেজনাকর পরিস্থিতি প্রশমিত করার উদ্দেশে বৃটিশ সরকার শাসক চতুষ্টয়ের প্রত্যেককেই কুয়েতে অনুষ্ঠিতব্য এক সম্মেলনে তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইবার আহ্বান জানান। হিজাযের শাসনকর্তা "বাদশাহ" হুসায়ন এই আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু অন্য তিন দেশের প্রতিনিধিগণ জুমাদাল-উলা হইতে রমযান, ১৩৪২/ ডিসেম্বর ১৯২৩ হইতে এপ্রিল, ১৯২৪ পর্যন্ত সময়ের পর্যায়ক্রমে মিলিত হইতে থাকেন। কিন্তু সীমান্ত

রেখার উভয় পার্শ্বে বসবাসকারী গোত্রসমূহের উপর কর্তৃত্ব সংক্রান্ত বিষয়সহ তাহাদের অন্যান্য সমস্যার কোন সমাধানে পৌঁছিতে ব্যর্থ হন। রাজাব ১৩৪২/ মার্চ ১৯২৪ সালে আল-হু'সায়নকে খলীফা ঘোষণা করা হইলে তাহার ও ইব্ন সাউদের মধ্যকার সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে।

ইখওয়ানগণ কর্তৃক সংঘটিত একটি ঘটনায় হাশিমীদের সহিত বিরোধের আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। মিসর ও ভারতের ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে পবিত্র নগরী সন্ধান (মক্কা ও মদীনা) ও হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়াদিতে আল-হু'সায়নের প্রশাসন-নীতির বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদের আওয়াজ উঠে। যু'ল-ক'াদা ১৩৪২/জুন ১৯২৪-এ ইব্ন সাউদের সমর্থক খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের একটি দল রিয়াদে একটি সম্মেলনে মিলিন হন। ইখওয়ান নেতৃবৃন্দ আল-হুসায়নের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করিলেন যে, তিনি তাহাদেরকে হজ্জ আদায়ে বাধা দিতেছেন এবং 'আলিমগণ এই ব্যাপারে সুদৃঢ় মত ব্যক্ত করিলেন যে, নাজ্দবাসীদের এই মৌলিক কর্তব্য পালনের সুযোগ হয় সমঝোতার মাধ্যমে, না হয় বল প্রয়োগে আদায় করার পূর্ণ অধিকার তাহাদের রহিয়াছে। এই শ্লোগানের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হইল, "তাওয়াক্কালনা আলাল্লাহি-ইলাল-হিজায" অর্থাৎ "আমরা আল্লাহতে ভরসা করিয়া হিজায অভিমুখে যাত্রা করিলাম।"

১৩৪২/১৯২৪ সালে হজ্জ সম্পাদন করার জন্য ইখ্ওয়ানগণ যথাসময়ে যাত্রা করে নাই। কারণ তাহাদের অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল মুহ'াররাম ১৩৪৩/আগস্ট ১৯২৪ সালে। হাশিমীদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাভিমুখী প্রধান হামলার সাথে অন্য দুইটি সীমান্তেও বিভিন্নমুখী হামলা পরিচালিত হইয়াছিল। ইখওয়ানদের একটি ঝটিকা বাহিনী আম্মানের সামান্য দক্ষিণে বানূ সাখরের গ্রামসমূহে আক্রমণ চালাইয়াছিল, যাহারা বৃটিশ বিমান বাহিনী ও সশস্ত্র যান কর্তৃক প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হইয়া পশ্চাৎদিকে তাড়িত হইয়াছিল। পরে ইখওয়ানদের অন্য একটি দল ইরাকে পরপর কয়েকটি অভিযান পরিচালিত করিলে সেখানেও বৃটিশ বাহিনী আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহাদেরকে প্রতিরোধ করে।

পশ্চিম দিকে ইখ্ওয়ানরা ইব্ন লুআয়্যি ও ইব্ন হু'মায়দ-এর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে। ১৩৪৩ হি. স'াফার মাসের প্রথম দিকে/১৯২৪ সেপ্টেম্বর মাসে তাহাদের অগ্রগামী দল কোন দায়িত্বশীল অফিসার ছাড়াই ত'াইফ নগরী অভিমুখে অভিযান চালায় এবং আলী ইবনু'ল-হু'সায়নের নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত বাহিনীকে পলায়নে বাধ্য করে। ইব্ন হু'মায়দ দ্রুত আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই ইখ্ওয়ানরা শহরবাসী একটি দলের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং কয়েক শত লোককে হত্যা করিয়া বসে। আল-হি'জাযের যুদ্ধ চলাকালে ইখ্ওয়ানগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণহীন বিশৃঙ্খলার ইহা ছিল একমাত্র ঘটনা। উল্লেখ্য যে, ইব্ন সাউদ তাৎক্ষণিকভাবে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারী উচ্চারন করেন; কিন্তু আল-হু'সায়নের প্রজাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিতে এই ঘটনাই যথেষ্ট ছিল। আমীর আলীসহ অনেকেই মক্কা নগরীকে অরক্ষিত অবস্থায় ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। রাবীউল-আওয়াল ১৩৪৩/অক্টোবর ১৯২৪ সালে ইখ্ওয়ান সদস্যগণ ইব্ন লুআয়্যি ও ইব্ন হু'মায়দ-এর নেতৃত্বে ইহ'রামবস্ত্র পরিধান করতঃ রাইফেল নীচু করিয়া পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করে। ইব্ন সাউদের রিয়াদ হইতে পৌঁছিবার পূর্বে এই দখলকার্য দুই মাস পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এই সময়ে যখন ইখ্ওয়ানগণ ইব্ন লুআয়্যিকে মক্কার আমীর নির্বাচন করে তখন ছিল সম্ভবত ইতিহাসের এক নির্মম অধ্যায়, যখন আনুমানিক এক হাজার বৎসরের প্রাচীন হাশিমী রাজবংশের সর্বশেষ শারীফ, যিনি এই শহরের শাসক ছিলেন, তিনি এখন নাজ্দভিত্তিক ইখ্ওয়ানদেরই একজন সমর্থক।

শাসক মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল ওয়াহাবের নিজস্ব মতবাদ বাস্তবায়িত করিয়া ইখ্ওয়ানগণ মক্কার বহু মাযার সৌধ ধ্বংস করিয়া দেয়। ইহাতে মুসলিম বিশ্বে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ইব্ন সাউদ যখন আল-হি'জাযের জনসাধারণের প্রতি নমনীয় আচরণ প্রদর্শন করিলেন তখন এক সময়ে ইখ্ওয়ানগণ তাঁহার প্রতিও বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিল এবং ঈদুল ফিত'র উপলক্ষে প্রদত্ত এক ভাষণে ফায়স'াল আদ-দাবী'শ মক্কায় প্রকাশ্য বিদ্রোহের হুমকিও প্রদর্শন করেন।

আল-হিজাযের নেতৃস্থানীয় বাসিন্দাগণ আল-হু'সায়নকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন এবং তাঁহার পুত্র আলীকে আইনানুগ শাসনকর্তা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। ইখ্ওয়ান কর্মিগণ আলীর প্রধান কেন্দ্রসমূহ, যথা জিদ্দা ও মদীনা অবরোধে অংশগ্রহণ করে। ইব্ন সাউদ-এর নিকট জুমাদাল-উখরা ১৩৪৪/ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে জিদ্দা সমর্পণ করা হয়। অনুরূপভাবে তাঁহার পুত্র মুহ'াম্মাদ-এর নিকট (ফায়সাল আদ-দাবী'শ-এর নিকট নহে) উক্ত ঘটনার কিঞ্চিৎ পূর্বে (জুমাদা-১/ ডিসেম্বর) মদীনা সমর্পণ করা হয়।

জিদ্দার অবরোধ চলাকালীন ইব্ন সাউদ রাবীউল-আখির ১৩৪৪/নভেম্বর ১৯২৫ সালে বৃটেনের সহিত বাহ'রা ও হ'াদ্দা (যাহা জিদ্দা হইতে মক্কার পথে অবস্থিত ছিল) চুক্তি সম্পাদন করেন। এই চুক্তিতে বৃটেন ইরাক ও ট্রান্সজর্দানের পক্ষে স্বাক্ষর করে। উভয় চুক্তিরই মূল উদ্দেশ্য ছিল লুটতরাজের উপর অধিকতর কার্যকারীভাবে নিয়ন্ত্রণ অর্জন করা। হ'াদ্দা চুক্তিতে নাজ্দ ও ট্রান্সজর্দানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি সীমারেখা নির্ধারিত হইয়াছিল (তবে মা'আন ও আল-আকা'বা জিলাদ্বয় এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল না, যাহাকে ইব্ন সাউদ হিজাযের অবশ্যম্ভাবী অংশ হিসাবে দাবি করিয়া আসিতেছিলেন)।

হি'জাযের জনসাধারণের সহিত সম্ভাব্য সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য ইব্ন সাউদ ইখ্ওয়ানদের অধিকাংশ কর্মীকে নাজদ অথবা ভিন্ন কোন অভিযানে দূরবর্তী স্থানে পাঠাইয়াছিলেন, যাহাতে দক্ষিণে য়ামানের সীমান্তবর্তী ও উত্তরে আল-আকাবা অভিমুখী জেলাসমূহে তাঁহার নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করিতে পারা যায়। ইখ্ওয়ান কর্মিগণ ১৩৪৪/১৯২৬ সালে হজ্জের মৌসুমে পুনরায় এক বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাহারা মিসরীয় হ'জ্জযাত্রীদের একটি কাফেলার উপর এই কারণে প্রস্তর নিক্ষেপ করে যে, তাহাদের মাহ'মাল ও এতদ্সঙ্গে পরিচালিত সামরিক মহড়া একটি বিদ'আতই বটে। মিসরীয়গণ নাজদ হইতে আগত হ'জ্জযাত্রীদের উপর গুলী বর্ষণ করত উহাদের কিছু লোককে হত্যা করে। এই ঘটনা আল-হি'জাযের নূতন শাসকদের মনোভাবের জন্য অনেকাংশে দায়ী ছিল।

ইব্ন সাউদের পরিচালনাধীন ইখ্ওয়ান কর্মীদের কর্মব্যস্ততা জনসমক্ষে প্রচারিত হয় ১৩৪৫/১৯২৬ সালে আল-আরত'াবিয়্যা নামক স্থানে অনুষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে। ইব্ন সাউদ, যিনি এখন হি'জাযের বাদশাহ, তাহার কিছু কাজের জন্য তথায় সমালোচিত হন। যেমন তাঁহার পুত্র সাউদকে শিরক-এর দেশ মিসরে পাঠান এবং তাহার মোটরযান, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি ব্যবহার করা। ইহাতে ইব্ন সাউদ রাজাব ১৩৪৫/ জানুয়ারী ১৯২৭ সালে রিয়াদে এক সম্মেলনে মিলিত হইবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ

ব্যক্তিদের নিকট আদেশ জারী করিলেন। ইখ্ওয়ান নেতৃবৃন্দের অনেকেই এই সম্মেলনে উপস্থিত হইলেন। শাবান/ফেব্রুয়ারী মাসে 'আলিমগণ একটি ফাতওয়া জারী করিলেন যাহাতে ইমাম হিসাবে ইব্ন সাউদের ক্ষমতার প্রতি সার্বিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে একই সঙ্গে ইখ্ওয়ানদেরও কিছু অধিকার ও সুবিধা দেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সম্ভব হইলে মক্কায় মাহ্‌মালের আগমন নিষিদ্ধ করা হউক এবং আল-হ'াসা ও আল-কাতীফের শী'আপন্থীদিগকে সত্যিকার ইসলামের পতাকাতলে আনা হউক। যাহা হউক, 'আলিমগণ টেলিগ্রাফের ব্যবহার সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করিলেন, কেননা ইহা একটি আধুনিক আবিষ্কার হওয়ার কারণে মূল ধর্মীয় উৎসসমূহে ইহার ব্যাপারে কোন তথ্য ও তত্ত্ব নাই। ইহার দুই মাস পরে আর-রিয়াদে আরও একটি সম্মেলনে ৩,০০০ ইখ্ওয়ানকে একত্র করা হইল, শুধুমাত্র ইব্ন হু'মায়দ অনুপস্থিত ছিলেন এবং ইব্ন সাউদ আরও সমর্থন অর্জন করিলেন। ইব্ন সাউদ ১৮ যু'ল-কাদা, ১৩৪৫/২০ মে, ১৯২৭ সালে বৃটেনের সহিত জিদ্দা চুক্তি স্বাক্ষর করার মাধ্যমে তাহার কূটনৈতিক অবস্থান আরও সুদৃঢ় করিয়া লইলেন। যদিও খৃস্টান শক্তির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কায়েম ইব্ন হু'মায়দ ও আদ-দাবীশের মত লোকদের জন্য, যাহারা সর্বদাই বিরোধী ভূমিকা পালন করিতেছিলেন, এক অসহনীয় ব্যাপার ছিল।

জুমাদাল-উলা ১৩৪৬/নভেম্বর ১৯২৭ সালে নিরপেক্ষ অঞ্চলের উত্তরে ইরাক ও নাজ্দ-এর মধ্যে একটি ঘটনা ইখ্ওয়ানের বিদ্রোহীদেরকে তাহাদের বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তোলে। আল-উক'ায়র-এ স্বাক্ষরিত চুক্তির ১নং প্রটোকল অনুযায়ী সীমান্তের নিকটবর্তী অঞ্চলে কোন দুর্গ নির্মাণ নিষিদ্ধ। ইরাক বুস'ায়্যা-এর কূপের নিকটে একটি পুলিশ ফাঁড়ি প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিলে ইব্ন সা'উদ-এর সরকার ইহাকে প্রটোকল লংঘন বলিয়া অভিহিত করিলেন। ফায়স'াল আদ-দাবী'শের নেতৃত্বাধীন মুত'ায়র অঞ্চলে ইখ্ওয়ান কর্মিগণ রাত্রিবেলায় সেই পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ এবং ইরাকী বাহিনীকে বিতাড়িত করার মাধ্যমে এই বিষয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলিয়া লয়। ইহার অব্যবহিত পরেই ক্রমাগত ইব্ন সাউদের আদেশ অমান্য করিয়া মুতায়রকে কেন্দ্র করতঃ পরপর কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হয়। বৃটিশ শক্তি নাজ্দ এলাকায় বোমাবাজির মাধ্যমে পাল্টা আক্রমণ করে। রমযান ১৩৪৬/মার্চ ১৯২৮ সালে ইব্ন হু'মায়দ ইখ্ওয়ানদের দ্বারা ইরাকের বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা করিয়া আগ্রাসনে আদ-দাবীশকেও ছাড়িয়া যায়। শাওয়াল/এপ্রিল মাসে ইব্ন সাউদ, যিনি বৃটেনের সহিত আবার বোঝাপড়ার চেষ্টা করিতেছিলেন, ইখ্ওয়ানদেরকে কিছু দিনের জন্য অভিযান বন্ধ রাখিবার জন্য চাপ দিতে লাগিলেন। কিন্তু যুল-কাদা/ মে মাসে জিদ্দাতে অনুষ্ঠিত বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা ইরাকী সামরিক ঘাঁটি স্থাপন এবং ইখ্ওয়ানদের হামলা সম্পর্কিত বিষয়ে কোন চুক্তিতে উপনীত হইতে ব্যর্থ হয়, এমনকি পরবর্তী বৎসর সাফার ১৩৪৭/ আগস্ট ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত জিদ্দা সম্মেলনে, যাহা দ্বিতীয় দফা সমঝোতা স্থাপনের উদ্দেশে আয়োজন করা হয়, তাহাতেও এ অচলাবস্থার কোন সমাধান সম্ভব হয় নাই।

অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসনের লক্ষ্যে ইব্ন সাউদ জুমাদাল উলা ১৩৪৭/অক্টোবর ১৯২৮ সালে এক সম্মেলন অনুষ্ঠান করেন যাহাতে ইব্ন হুমায়দ, আদ-দাবীশ ও উজমানের দীদান ইব্ন ফাহহাদ ইব্ন হিছলায়ন অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তবে আদ-দাবীশ তদীয় পুত্র আবদু'ল আযীয (বা উসায়িয)-কে পাঠান।

ইব্ন সাউদ এত দূর গিয়া পৌছিলেন যে, তিনি ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতেও প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু উক্ত সম্মেলন বরং বিদ্রোহী নেতৃত্রয়কেই ক্ষমতাচ্যুত করিল। তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ যথাসময়ে ছড়াইয়া না পড়িলে তাহারা তিনজন ইব্ন সাউদের কর্তৃত্ব খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দিবার এক ষড়যন্ত্র আঁটিয়াছিল। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আদ-দাবীশ নাজদের, ইব্ন হুমায়দ আল-হিজাযের, ইব্ন হিছলায়ন আল-হাসা অঞ্চলের এবং শাম্মার অঞ্চলের একজন সর্দার যে সম্প্রতি ইখ্ওয়ানদের দলে যোগ দিয়াছিল, সে আল-হায়িল অঞ্চলে এবং আর-রুয়ালার একজন নেতা আল-জাওফের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবে।

রমযান ১৩৪৭/ফেব্রুয়ারী ১৯২৯ সালে পর্যন্ত পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল। তখন ইব্ন হুমায়দ এক উত্তরমুখী অভিযানে নাজদের একটি ব্যবসায়ী দলের (যাহারা মিসরে বিক্রয়ের উদ্দেশে সশস্ত্র পাহারাধীন কিছু উট নিয়া যাইতেছিল) উপর আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের কয়েকজনকে হত্যা করে। এই রক্তক্ষয়ী কার্যকলাপ নাজদের শহরসমূহে ইব্ন সাউদের প্রতি জনসমর্থন আরও নিবিড় করে এবং যে সমস্ত গোত্র উক্ত ঘটনায় ইখ্ওয়ানদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহারা শহরবাসীদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। ইব্ন সাউদ বিদ্রোহিগণকে আত্মসমর্পণ করতঃ শারী'আ আদালতে বিচারের সম্মুখীন হইবার আহ্বান জানাইলেন, কিন্তু তাহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিল। অবশেষে ইব্ন সাউদ আসা-সাবালা (ইংরেজীতে সিবিলাও লিখা হয়)-এর সমভূমিতে বিদ্রোহীদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করেন। ইখ্ওয়ান আন্দোলনের উৎস ভূমি আল-আরতাবিয়্যার অনতিদূরেই আস-সাবালা অবস্থিত ছিল। তথায় শাওয়াল ১৩৪৭/মার্চ ১৯২৯ সালে ইব্ন সাউদ বিদ্রোহীদেরকে সম্পূর্ণরূপেই পরাভূত করিয়া ফেলিলেন। ইব্ন হুমায়দ পলায়ন করিলেন বটে তবে রিয়াদ-এ গ্রেফতার হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় ও গাতগাত অঞ্চলে অবস্থিত তাহার হিজরা ইব্ন সাউদ-এর ভ্রাতা 'আবদুল্লাহ কর্তৃক ধূলিসাৎ করা হয়। ফায়সাল আদ-দাবী'শ গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় আল-আরতা'বিয়্যাতে নীত হন।

যু'ল-ক'াদা ১৩৪৭/মে ১৯২৯ সালে আল-হ'াসাতে নিযুক্ত ইব্ন সাউদ-এর গভর্নর আবদুল্লাহ ইব্ন জালবী-এর পুত্র ফাহ্'দের আদেশে দীদান ইব্ন হিছলায়নকে হত্যা করা হয় এবং এই ঘটনার প্রতিশোধে উজমান অঞ্চলের ইখ্ওয়ান কর্মিগণ কর্তৃক ফাহ্দও নিহত হন। দীদান-এর চাচাত ভাই নাইফ আবু'ল-কিলাব তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। ফায়সাল আদ-দাবী'শ আহত অবস্থা হইতে সুস্থ হইলে মুহ'াররাম ১৩৪৮/জুন ১৯২৯ সালে পূর্বাঞ্চলে গমন করিয়া নাইফ-এর সাথে যোগ দেন। বিদ্রোহীদের চরম বিরোধীদের মধ্যে আল-আওয়াযিম গোত্র ছিল অন্যতম। গ্রীষ্মকালে বিদ্রোহিগণ সমুদ্র উপকূল হইতে আবু জিফান হইয়া রিয়াদগামী সড়কটি বন্ধ করিয়া দেয়। অন্য একটি অতর্কিত হামলায় বিদ্রোহীদের দমনে নিয়োজিত ইব্ন সাউদের পুত্র সাউদের সাহায্যার্থে প্রেরিত কয়েকটি লরী ধ্বংসের মাধ্যমে তাহারা বিজয় লাভ করে। রাবীউল-আওয়াল ১৩৪৮/আগস্ট ১৯২৯ সালে আদ-দাবী'শের পুত্র উযায়্যিয শাম্মার ও আনাযার গ্রামাঞ্চলে এক দীর্ঘ অভিযান পরিচালনা করেন; কিন্তু ইব্ন সাউদ কর্তৃক নিয়োজিত আল-হ'ায়িল প্রদেশের গভর্নর আবদু'ল-আযীয ইব্ন মুসাইদ আল-জালবীর সহিত একটি যুদ্ধে পরাভূত হইয়া মরু অঞ্চলে তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করেন। মুতায়র অঞ্চলের শতাধিক ইখ্ওয়ান এই যুদ্ধে মারা পড়ে। ফায়সাল আদ-দাবী'শের পক্ষে তাঁহার ইখ্ওয়ান কর্মীদের জন্য চারণক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন

ছিল, বিশেষ করিয়া উতায়বা গোত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ উমার ইব্ন রুবায়আনের নেতৃত্বে ইব্ন সাউদের পক্ষাবলম্বন করিলে বিদ্রোহীদের সমস্ত পরিকল্পনা চরমভাবে ব্যর্থ হয়। ইব্ন সাউদের বাহিনী বিরোধীদেরকে সম্পূর্ণভাবে অবরোধ করিয়া রাখে এবং শাবান ১৩৪৮/ জানুয়ারী ১৯৩০ সালে ফায়সা'ল আদ-দাবী'শ, নাইফ ইব্ন হি'ছ'লায়ন এবং অন্যান্য বিদ্রোহী নেতা কুয়েত অঞ্চলে বৃটিশদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। বৃটিশগণ ইব্ন সাউদের সহিত ইহাদের প্রত্যর্পণের শর্ত লইয়া আলাপ-আলোচনা করতঃ অবশেষে শাবান/জানুয়ারী মাসের শেষনাগাদ বন্দী নেতৃবৃন্দকে সমর্পণ করা হয়। তাহাদের জীবন রক্ষা হইল বটে কিন্তু আর-রিয়াদে তাহাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এইভাবে ১৩৪৮/১৯৩০ সনে ইব্ন সাউদের রাজত্বে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে এবং গোত্রীয় লুটতরাজেরও অবসান ঘটে। তবে বিদ্রোহ দমন এই কথা বুঝায় না যে, এই সময় হইতে ইখ্ওয়ান আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে, বরং ইহাই বুঝাইল যে, এই আন্দোলন দেশে একটি অধিকতর ক্ষমতাবান শাসন ব্যবস্থাকে মানিয়া লইল। হিজরাসমূহের কিছু কিছু পরিত্যক্ত হইল বটে, তবে অন্যরা তখনও শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। ইখ্ওয়ানদের মধ্যে যাহারা ইব্ন সাউদের অনুগত থাকে তাহাদের জন্য নিয়মিত ভাতা মঞ্জুর করা হয় এবং হিজরাসমূহের অবস্থিত ইখ্ওয়ান কর্মিগণ বার্ষিক চাউলের মঞ্জুরি পাইতে আরম্ভ করিল। অনুগত নেতৃবৃন্দের মধ্যে শারীফ খালিদ ইব্ন লুআয়্যি ছিলেন অন্যতম। তিনি ১৩৫০/১৯৩২ সনে নাজরানে য়ামানীদের বিরুদ্ধে এবং ১৩৫১/১৯৩৩ সনে তি'হামা 'আসীর-এ ইদরীসীদের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অভিযানে তিনি অসুস্থ হইয়া মারা যান। অন্যান্য অনুগত নেতৃবৃন্দ বাদশাহর দরবারে সম্মানের আসন লাভ করেন। ইখ্ওয়ানদের ধর্মীয় উদ্দীপনা রাজ্যের এক বিশাল জনগোষ্ঠীর মাঝে জাগরূক ছিল এবং ইহা এখনও মুত'াওবি'গণের মাধ্যমে এবং হায়আতু আমর বিল-মারূফ ওয়ান-নাহী আনিল-মুনকার (সৎ কর্মের আদেশ ও গর্হিত কর্মের প্রতিরোধ সংস্থা) কর্তৃক প্রকাশ পাইয়া থাকে। রাজ্যে সামরিক শাসন উন্নত হওয়ার সাথে সাথে ইখ্ওয়ানদের সেই দায়িত্বহীন দলগুলি ন্যাশনাল গার্ড বা জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে পরিণত হইল, যাহাদের জনপ্রিয় নাম ছিল আল-মুজাহিদূন। বর্তমানে তাহারা অনেকাংশে সেই পুরাতন গোঁড়ামি হইতে মুক্ত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ তাহাদের পূর্বসূরিগণ যে মোটরযানকে একটি যাদুক্রিয়ার মত বিদ'আত জ্ঞান করিত, বর্তমানে ইখ্ওয়ানগণ সেই মোটরযানে চড়িয়া অহরহ ঘুরিয়া বেড়ায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদু'ল-আযীয আর-রুশায়দ, তারীখু'ল কুওয়ায়ত, বৈরূত তা.বি.; (২) আবদু'ল-হামীদ আল-খাতী'ব, আল-ইমামুল-আদিল, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (৩) আমীন আর-রায়হ'ানী, তারীখ নাজদি'ল-হ'াদীছ', বৈরূত ১৯৫৪ খৃ.; (৪) আমীন সা'ঈদ, তারীখুদ-দাওলাতিস-সাউদিয়্যা, বৈরূত ১৯৬৪ খৃ.; (৫) হ'াফিজ' ওয়াহ্বা, খামসুনা আমান ফী জাযীরাতি'ল-আরাব, কায়রো ১৯৬০ খৃ.; (৬) খায়রু'দদীন, আয-যাযীরাতি'ল-আলাম, কায়রো ১৯৫৪-৯ খৃ. (ইখ্ওয়ান নেতৃবৃন্দের জীবনী অংশ); (৭) মুহ'াম্মাদ মুগায়রিবী ফুতায়হ আল-মাদানী, ফিরকা'তু'ল-ইখওয়ানি'ল-ইসলামিয়া বি-নাজদ, কায়রো ১৩৪২ হি.; (৮) স'ালাহু'দ্দীন মুখতার, তারীখু'ল-মামলাকাতি'ল-আরাবিয়্যা আস-সাউদিয়া, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ.; (৯) সায়ফ মারযুক' আশ-শামলান, মিন তারীখিল কুওয়ায়ত, কায়রো ১৯৫৯ খৃ.; (১০) সুলায়মান ইব্ন সাহ'মান, তাতিম্মাত তারীখ নাজদ, কায়রো ১৩৪৭ হি.; (১১) সুঊদ ইব্ন হুয্'লুল, তারীখ মুলুক আস-সুউদ, আর-রিয়াদ' ১৯৬১ খৃ.; (১২) উম্মুল-কু'রা (মক্কা, সাপ্তাহিক), ৬ রাজাব, ১৩৪৭ হি. এবং ১০ রাজাব, ১৩৫৮ হি. (হিজরার তালিকা); (১৩) G. Clayton, An Arabian Diary, সম্পা. R. Collins, Berkeley 1969 (বাহ'রা ও হ'াদ্দা চুক্তি); (১৪) H. Dickson, Kuwait and her neighbours, লন্ডন ১৯৫৬ খৃ.; (১৫) ঐ লেখক, The Arab of the desert, লন্ডন ১৯৪৯ খৃ.; (১৬) J. Glubb, The story of the Arab Legion, London 1948; (১৭) ঐ লেখক, War in the desert, লন্ডন ১৯৬০ খৃ.; (১৮) D. Howarth, The desert king, লন্ডন ১৯৬৪ খৃ. (ইখ্ওয়ান অশ্বারোহীদের পতাকাসহ দুষ্প্রাপ্য ছবি); (১৯) C. Jarvis, Arab command, লন্ডন ১৯৪২ খৃ.; (২০) G. Lias, Glubbs Legion, লণ্ডন ১৯৫৬ খৃ.; (২১) C. Nallino, La Arabia saudiana, Rome 1939; (২২) M. V. Oppenheim and W. Caskel, Die Beduinen, iii, I, Wiesbaden 1952; (২৩) F. Peake, A History of Jordan and its tribes, Corl Gables, Florida 1928; (২৪) H. Philby, Arabia of the Wahhabis, London 1928; (২৫) Arabian Jubilee, London 1952; (২৬) Saudi Arabia, London 1955; (২৭) Stepping stones in Jordan, অপ্রকাশিত টাইপ কপি; (২৮) ঐ লেখক, The heart of Arabia, লণ্ডন ১৯২২ খৃ.; (২৯) B. Runkiaer, Gennem Wahhabiternes Land paa kamelryg, Copenhagen 1913; (৩০) Through Wahhabiland on camelback (ইংরেজী অনু.), সম্পা. G. de Gaury, NewYork 1969; (৩১) E. Rutter, The Holy cities of Arabia, লন্ডন ১৯২৮ খৃ. (Eyewitness report on Ikhwan in al-Hidjaz, 1343-4/ 1925-6); (32) L. Vecia Vaglieri, in OM, 1939 খৃ., ১৪৩ টি হিজরার তালিকা; (৩৩) H. Wahba, Arabian days, লন্ডন ১৯৬৪ খৃ.।

G. Rentz (E.I.²)/এ. বি. রফীক আহমদ

আল-ইখওয়ানুল মুসলিমূন (الاخوان المسلمون) ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং রাজনৈতিক সচেতনতার ক্ষেত্রে 'আরব জগতে আল-ইখওয়ানুল মুসলিমূন-এর অবদান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। হ'াসানুল বান্না (র) ছিলেন উহার প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৬ খৃ. মিসরের একটি ক্ষুদ্র শহর মাহ'মূদিয়াতে তাঁহার জন্ম। তাঁহার বাল্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইসলামী পরিবেশে হয়। কায়রোর এক শিক্ষা কেন্দ্র দারুল-'উলূম হইতে তিনি ১৯২৭ খৃ. সমাপনী সনদ লাভ করেন। ইসলামী শিক্ষা, তাসাওউফ ও জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণা তাঁহার চরিত্র ও কর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষা লাভের পর ১৯২৭ খৃ. তিনি ইসমাঈলিয়ার এক সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ইসমাঈলিয়া ছিল ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র। হ'াসানুল বান্না পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রতিপত্তি অর্জন এবং তাহাদের অত্যাচার ও নিপীড়ন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা এইখান হইতেই লাভ করেন।

আন্দোলনের ইতিহাস ঃ মার্চ ১৯২৯ খৃ. হাসানুল বান্না ইসমাঈলিয়াতে "জাম'ইয়্যাতু'ল-ইখওয়ান আল-মুসলিমূন" নামে এই আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে উহার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ১১ এপ্রিল, ১৯২৯ খৃ. করা হয়। ১৯৩৩ খৃ. হাসানুল বান্না কায়রোতে বদলি হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের শাখা বিভিন্ন শহরের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ইসমাঈলিয়া ছিল উহার কেন্দ্র।

কায়রোতে এই আন্দোলন সংগঠন ও বিস্তৃতির ক্ষেত্রে এক নব পর্যায়ে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এই সংগঠন কেবল মিসরেই নহে, বরং অন্যান্য দেশেও বিস্তার লাভ করে। এই সময় আন্দোলন এতই শক্তিশালী হইয়া উঠে যে, ইহার পক্ষ হইতে বেশ কিছু সামাজিক সংস্কারের দাবি-দাওয়া সরকারের নিকট পেশ করা হয়।

১৯৩৬ খৃ. ফিলিস্তীন সমস্যা দেখা দিলে আল-ইখওয়ান সম্ভাব্য সকল উপায়ে আরবদের সহযোগিতা করে। এই আন্দোলন ছিল তীব্র বৃটিশ বিরোধী এবং এই বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। 'আরব ও ফিলিস্তীন-এর স্বার্থের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের কারণে আল-ইখ্ওয়ান সমগ্র 'আরব বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৯৩৮ খৃ. পর্যন্ত এই আন্দোলনের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়া উঠে। ১৯৩৯ খৃ. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই আল-ইখওয়ান রাজনৈতিক,সাংগঠনিক, আর্থিক, সামাজিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সক্রিয় আন্দোলন শুরু করে। ফলে বহু বুদ্ধিজীবী ও সমাজের নিম্ন শ্রেণীর সহিত সম্পর্কযুক্ত অনেক লোক ইহার সদস্য হন। বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-১৯৪৫ খৃ.) মিসরের রাজনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আল-ইখওয়ানের আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। যুদ্ধকালীন-মন্ত্রী পরিষদের রদবদল ইংরেজ প্রভুদের ইঙ্গিতে এবং তাহাদের স্বার্থে হইতে থাকে। ফলে উক্ত মন্ত্রী পরিষদের সহিত আল-ইখ্ওয়ান-এর সম্পর্ক খুবই খারাপ হইয়া পড়ে।

যুদ্ধ সমাপ্তির পর ইসমাঈল সি'দ্দিক'ীর মন্ত্রিত্বকালে (ফেব্রুয়ারী-ডিসেম্বর ১৯৪৬) ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আল-ইখওয়ান-এর বিক্ষোভ এবং তৎপরতা আরও তীব্র হয়। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার আহ্বান জানান হয়, ইহাতে ইংরেজগণ শর্তহীনভাবে মিসর ত্যাগে বাধ্য হয়। আল-ইখ্ওয়ান' মিসর সরকারের নিকট এই মর্মে দাবি পেশ করে যে, ইংরেজদের সহিত সংলাপ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হউক। ১৯৪৮ খৃ. সংঘটিত ফিলিস্তীন যুদ্ধে আল-ইখওয়ান 'আরব লীগ-এর পতাকাতলে সমবেত হইয়া অসাধারণ সাহসিকতা প্রদর্শন করে। তাহাদের বহু সংখ্যক সদস্য যুদ্ধে শহীদ হন। আল-ইখওয়ান-এর পুনরায় জিহাদ গোষণার দাবির প্রেক্ষিতে মাহমূদ ফাহ্মী আন-নুকরাশী (ডিসেম্বর ১৯৪৬-১৯৪৮ খৃ.) ফিলিসতীন যুদ্ধ হইতে উদ্ভুত পরিস্থিতির সুযোগ লাভ করিয়া ইংরেজদের খুশী করিবার এবং নিজ ক্ষমতা টিকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে ৮ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ খৃ. আল ইখওয়ান-এর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া উহাকে বেআইনী ঘোষণা করেন। বিশ দিন পর আন-নুক'রাশীকে হত্যা করা হয়। এই হত্যার জন্য আল-ইখওয়ানকে দায়ী করা হয় এবং প্রতিশোধ হিসাবে ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ খৃ. হ'াসানুল বান্নাকে হত্যা করা হয়। এই সময় যে অবস্থা বিরাজ করিতেছিল উহার প্রেক্ষিতে এই হত্যার পশ্চাতে সরকারের ইঙ্গিত ছিল বলিয়া মনে হয়। সরকার এই আন্দোলনকে নস্যাত করিবার সকল চেষ্টা করে। ১২ জানুয়ারী, ১৯৫০ খৃ. নাহ্'হ'াস পাশার সরকার আল ইখ্ওয়ান-এর উপর হইতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৫১ খৃ. কেন্দ্রীয় অফিস ও প্রেসভবনসহ আল-ইখওয়ান-এর কিছু সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হয়। অতঃপর আল-ইখওয়ান অক্টোবর ১৯৫১ খৃস্টাব্দের স্বাধীনতা আন্দোলনে পূর্ণভাবে অংশ নেয়। এই সময় অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আল-ইখ্ওয়ান কিছুটা সতর্কতামূলক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে। তাঁহাদের লেখকগণ ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচনা করেন। ফলে এই যুগ তাঁহাদের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাঁহাদের মতাদর্শের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে এই যুগের প্রচার ছিল সুদূরপ্রসারী।

হ'াসানুল-বান্না শহীদ হইবার পর হইতে ১৯৫০ খৃ. পর্যন্ত আন্দোলন পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব আহমাদ হাসান আল-বাক্'রীর হাতে থাকে। অতঃপর আল-ইখওয়ান-এর সাধারণ পরিষদ দাওয়া বিভাগের প্রধান সা'লিহ' আল-আশমাবীর উপর আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে, যিনি সংগঠনের সহকারী মহাপরিচালক ছিলেন এবং হাসানুল-বান্নার অবর্তমানে তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতেন। অপ্রত্যাশিতভাবে সাধারণ পরিষদ বহির্ভূত জনৈক হাসান আল-হুদায়বী ১৭ অক্টোবর, ১৯৫১ খৃ. মহাপরিচালক মনোনীত হন। হ'াসান আল-হু'দায়বী ১৯৪২ খৃ. আল-ইখ্ওয়ান-এর সংস্পর্শে আসেন এবং হাসানুল বান্নার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। আল-হুদায়বী ১৯১৫ খৃ. আইন বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করিয়া ১৯২৪ খৃ. পর্যন্ত আইন ব্যবসা করেন। এই বৎসরই তিনি মিসরীয় আইন বিভাগের বিচারক নিযুক্ত হন এবং সাতাশ বৎসর যাবত এই পদে কাজ করেন এবং উচ্চ আদালতের (Supreme Court) উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। তথাপি আল-হুদ'ায়বীর ব্যক্তিত্ব তেমন আকর্ষণীয় ছিল না, যাহা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার মনোনয়ন আল-ইখওয়ান-এর মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি করে এবং এই মতবিরোধের ফলে যদিও কোন প্রতিপক্ষ দলের সৃষ্টি হয় নাই, তবুও ইহার কিছু প্রতিক্রিয়া যে দেখা দেয় নাই, তাহা নহে।

বাদশাহ ফারূক প্রথম হইতে এই আন্দোলন ও হ'াসানুল বান্না সম্পর্কে ভীর্ষণভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। তিনি ইংরেজদের ইঙ্গিতে আল-ইখওয়ানকে বিপ্লবপ্রিয় সামরিক অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু ইহা ফলপ্রসূ হয় নাই। কেননা প্রারম্ভেই আল-ইখ্ওয়ান বিপ্লবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং সামরিক অফিসারদের সহিত মিলিত হইয়া উভয়েই শত্রু বাদশাহ ফারূক'-এর হাত হইতে মুক্তি লাভ করে। বাদশাহ ফারূকে'র অভিযোগ ছিল যে, তাঁহার বিতাড়নকারী প্রকৃতপক্ষে আল-ইখ্ওয়ানই ছিল, তাহারাই সামরিক অফিসারদেরকে তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছিল।

সামরিক অফিসারদের সহিত আল-ইখওয়ান-এর যোগসূত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকেই (১৯৪০ খৃ.) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হাসানুল বান্না তাঁহার এই দাওয়াত সামরিক অফিসারদের মধ্যে বিস্তারের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং বিভিন্ন উপায়ে ইহাতে সফলকাম হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আল-ইখওয়ান-এর প্রভাব সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৮ খৃ. ফিলিস্তীন যুদ্ধে 'আল-ইখওয়ান ও সামরিক অফিসারগণ কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়াই করেন। 'আল-ইখওয়ান'-এর বীরত্ব ও আন্তরিকতা উক্ত অফিসারবৃন্দকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

স্বয়ং জামাল আবদু'ন-নাসি'র-এর উপর "আল-ইখওয়ান"-এর প্রতি সহানুভূতির অভিযোগ ছিল। ১৯৫২-৫৩ খৃস্টাব্দের সুয়েজ যুদ্ধে "আল-ইখওয়ান"-এর আর একবার বীরত্ব প্রদর্শনের সুযোগ আসে। এইভাবে উভয়ই একে অন্যের অধিক নিকটবর্তী হয়। ১৯৪৮ খৃ. সংগঠনকে অবৈধ ঘোষণা করিবার পরেও উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উক্ত সম্পর্কের পাশাপাশি ইহাও সত্য যে, এমন সামরিক অফিসারের সংখ্যাও কম ছিল না যাহারা নিজেদের কর্মপদ্ধতি "আল-ইখওয়ান" হইতে মুক্ত রাখিয়া নির্ধারণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। ইহা ছাড়া তাহাদের মধ্য হইতে কিছু লোক "আল-ইখওয়ান"-এর নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।

২৩ জুলাই, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে বিপ্লব সাধিত হয়। বিপ্লবী পরিষদ যেহেতু "আল-ইখওয়ান"-এর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, সুতরাং হাসানুল বান্নার মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠানে উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারগণ তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান নিবেদন করেন। প্রথমদিকে উভয়ের মধ্যে এমন সৌহার্দ্য ছিল যে, বিপ্লবী পরিষদকে "আল-ইখওয়ান"-এর হাতিয়ার বলিয়া মনে করা হইত। নূতন মিসরের নেতৃত্ব ও নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে ধীরে ধীরে উভয়ের মধ্যে বিরোধের পাহাড় গড়িয়া উঠে। আল-ইখওয়ান ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী রূপরেখার উপর সরকার পরিচালনা করিতে চাহিতেন কিন্তু বিপ্লবী পরিষদের অনেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে প্রধান্য দিতেন। "আল-ইখওয়ান" -এর এই প্রস্তাব—"শারী'আতে যাহা নিষিদ্ধ তাহা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হউক" অথবা বিকল্প প্রস্তাব—"আইন প্রণয়ন তাহাদের তত্ত্বাবধানে হউক" প্রত্যাখ্যাত হয়। "আল-ইখওয়ান" সুয়েজ খাল সম্পর্কে ইংরেজ ও মিসরের সংলাপের ঘোর বিরোধী ছিল। তাহারা সুয়েজ খাল হইতে ইংরেজদের শর্তহীন প্রস্থানের দাবিদার ছিল এবং এই খালকে আন্তর্জাতিক নৌপথ হিসাবে স্বীকৃতি এবং উহা ইংরেজদের নিকট প্রত্যর্পণের ঘোর বিরোধী ছিল। ২৮ মার্চ, ১৯৫৪ খৃ. জামাল আবদু'ন-নাসির সামরিক সরকারের প্রধান হিসাবে ক্ষমতায় আসেন এবং ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ খৃ. (বহিরাগতদের) সুয়েজ পরিত্যাগ সংক্রান্ত চুক্তিতে ইংরেজ ও মিসর সরকারের স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। এখন সরকার এবং 'আল-ইখওয়ান'-এর বিবাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। ২৬ অক্টোবর, ১৯৫৪ খৃ. এক ব্যক্তি জামাল আবদু'ন-নাসি'র-এর জীবন নাশের ব্যর্থ চেষ্টা করে। তাহাকে 'আল-ইখওয়ান"-এর দলভুক্ত বলিয়া চিহ্নিত করা হয় এবং আন্দোলনকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। ব্যাপক হারে ধরপাকড় করা হয়। ছয়জন "ইখওয়ান" সদস্যকে, যাঁহাদের মধ্যে কিছু উচ্চ পর্যায়ের চিন্তাশীল ও শীর্ষস্থানীয় 'আলিম ব্যক্তি ছিলেন, ফাঁসি প্রদান করা হয়, তিন শত ব্যক্তিকে দীর্ঘ মেয়াদী সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং দশ হাজারের অধিক ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রকারের সাজা দেওয়া হয়। ফলে বিপ্লবী সরকারের সহিত "আল-ইখওয়ান"-এর সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং অত্র বিধিনিষেধের পর হইতে ইহা গোপন আন্দোলনে পরিণত হয়। তবে ইহাও সত্য যে, বিপ্লবের পথ "আল-ইখওয়ানই" সুগম করিয়াছিল।

গুরুত্বপূর্ণ মতবাদসমূহ ঃ ফারসী আক্রমণের পরে মিসরের নৈতিক ও বস্তুবাদী চিন্তাধারা গঠনে পাশ্চাত্য আদর্শই সর্বাধিক কার্যকরী প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। পাশ্চাত্য প্রীতির মূল প্রেরণা মৌলিকভাবে "আল-ইখওয়ান"-এর আদর্শের পরিপন্থী ছিল। পাশ্চাত্য প্রীতির প্রথম উদ্দেশ্য হইল সামাজিক জীবনের সকল কর্মকাণ্ড হইতে দীনকে সমূলে উৎপাটন করা এবং নাস্তিকতা, জড়বাদ, বস্তুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অদৃশ্যে অস্বীকৃতি প্রভৃতি চিন্তাধারা ও আদর্শের প্রতি মুসলমানদের আকৃষ্ট করা। সুতরাং তাহাদের নিকট পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও সামরিক হামলা অপেক্ষা এই আদর্শের হামলা অধিক ধ্বংসাত্মক ও সুদূরপ্রসারী ছিল যাহা মুসলিমদের মধ্যে হীনমন্যতার জন্ম দেয় এবং আপন ধর্ম ও জাতির মূল আদর্শের প্রতি ঘৃণা পোষণ করিতে শিক্ষা দেয়। অবশ্য "আল-ইখওয়ান" প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি হইতে সর্বাধিক সুযোগ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল।

পাশ্চাত্যর উল্লেখযোগ্য আদর্শ হইল "জাতীয়তাবাদ"। "আল ইখওয়ান"-এর নিকট জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে পশ্চিমা ধারণা যাহার ভিত্তি হইল ভাষা, অঞ্চল, বংশ কিংবা সংস্কৃতি, উহা সম্পূর্ণ অনৈসলামী ও অগ্রহণযোগ্য। উহার উন্নতি ইসলামের অবনতি। জাতীয়তাবাদের পশ্চিমা মত গ্রহণের ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ইসলামী ঐক্য বিনষ্ট হইয়াছে এবং খৃস্টান ও য়াহূদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ মুসলমানদেরকে পদানত করিয়াছে। তাঁহাদের মতে জাতীয়তাবাদের আদর্শ গ্রহণ করিবার অর্থ হইল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত শক্তিশালী করা। এই কারণেই তাঁহারা জাতীয়তাবাদকে "নব্য জাহিলিয়াত" নামে অভিহিত করে।

"আল ইখওয়ান"-এর নিকট একমাত্র ইসলামই দীনী ও পার্থিব ক্ষেত্রে মুসলমানদের ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সঠিক পথনির্দেশ করিতে সমর্থ। তাঁহাদের নিকট ইসলাম কেবল আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ নহে, বরং উহা একই সঙ্গে ঈমান ও 'ইবাদত, দেশ ও জাতি, মায'হাব ও রাষ্ট্র, আধ্যাত্মিকতা ও কর্মজীবন, কু'রআন ও তরবারি সব কিছুকেই শামিল করে। ইসলাম এমন চিরস্থায়ী বিশ্বজনীন মত ও পথের সমষ্টির নাম, যাহা ভাষা ও স্থানের বন্ধন হইতে মুক্ত এবং বংশ, বর্ণ ও জাতি নির্বিশেষে সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য। ইসলামের এই উদার ও ব্যাপক চিন্তাধারার ফলে তাঁহারা ধর্মকে রাজনীতি হইতে পৃথক করিবার ঘোর বিরোধী। এই পৃথকীকরণ নিঃসন্দেহে এক বিজাতীয় ধারণা যাহা খৃস্টান প্রচারক, প্রাচ্যবিদ, পাশ্চাত্য প্রভাবিত রাজনীতিবিদ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করে। ইসলামকে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা হইতে পৃথক রাখিবার অর্থ "আল-ইখওয়ান"-এর দৃষ্টিতে ইসলামকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করার শামিল।

ইসলামের আদর্শ সর্বকালের ও সার্বজনীন। মানব সমাজ পরিবর্তনশীল হওয়ার দরুন "আল-ইখওয়ান" ইজতিহাদ অনুশীলনের উপর বিশেষভাবে জোর দেন। ফিক্'হশাস্ত্রের বিপুল ভাণ্ডারকে তাঁহারা সেই অব্যাহত প্রচেষ্টার সুফল বলিয়া অভিহিত করেন, যাহা প্রয়োজনসমূহ ও সমস্যাবলীর প্রেক্ষিতে ইসলাম হইতে নির্দেশনা লাভের জন্য প্রণয়ন করা হইয়াছে। তাঁহারা এই ভাণ্ডারকে অত্যন্ত সম্মানজনক ও মূল্যবান বলিয়া গণ্য করেন, তবে কুরআন ও সুন্নাতকে চূড়ান্ত দলীল হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু কুরআন ও সুন্নাতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আবশ্যক হইল যে, উহা রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁহার সাহাবীগণের ব্যাখ্যা মুতাবিক হইবে।

"আল-ইখওয়ান"-এর দৃষ্টিতেও রাষ্ট্রনীতি ইসলামের পূর্ণ দেহের এমন এক অপরিহার্য অঙ্গ, যাহাকে উহার চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে কোন অবস্থাতেই পৃথক করা যায় না। তাঁহারা রাষ্ট্রনীতিকে ইসলামের অন্যতম রুকন বলিয়া অভিহিত করেন এবং বলেন যে, উহা ইসলামের মৌলিক নীতি ও আক'ীদার মর্যাদা রাখে। তাঁহাদের নিকট

ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের আদর্শের উপর ভিত্তিশীল। এই হিসাবে মানুষের মর্যাদা আল্লাহর বান্দা এবং তাঁহার প্রতিনিধি। এইভাবে মানুষ কেবল এক সীমাবদ্ধ প্রতিনিধিত্বশীল ক্ষমতার অধিকারী। তাঁহাদের নিকট ইসলামের শাসন পদ্ধতি ঈশ্বরতন্ত্র (Theocracy), পাশ্চাত্য গণতন্ত্র, একনায়কত্ব এবং রাজতন্ত্র এই সকল হইতে মৌলিকভাবে পৃথক, খলীফা নির্বাচন সরাসরি কিংবা পরামর্শ সভার মাধ্যমে উভয় পদ্ধতিতে হইতে পারে। খলীফার আনুগত্য করা কেবল তখনই অপরিহার্য যখন তিনি শারী'আতের বিধি-বিধান অনুসরণ এবং উহা প্রয়োগ করিবেন। শারী'আতের বিধি-বিধানের প্রকাশ্য বিরোধিতা করিলে আনুগত্যের বাধ্যবাধকতা থাকে না। আল-ইখওয়ানের নিকট পরামর্শ সভা (شورى) হইল ইসলামী রাজনৈতিক পদ্ধতির ভিত্তি। পরামর্শ সভার সদস্যগণ অবশ্যই শারী'আত বিষয়ে বিজ্ঞ, আল্লাহ্‌ভীরু, যোগ্যতার অধিকারী ও যুগের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হইবেন। ইসলামী রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হইল শারী'আতের বিধিবিধান প্রয়োগ করা। তাঁহাদের নিকট শারী'আত সেই সকল নীতি ও আদর্শের সমষ্টি, যাহা আল্লাহ্ কু'রআনরূপে মানুষের হিদায়াতের জন্য মুহ'াম্মাদ (স')-এর নিকট প্রেরণ করেন, যিনি উহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকারীও বটে। ইহা পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান এবং ইহা মানবজীবনকে এক অবিভাজ্য সত্তা গণ্য করিয়া প্রয়োগ করা হয়। আল্লাহর নাযিলকৃত এই বিধান—ফৌজদারী বা দেওয়ানী কিংবা ব্যক্তিগত সকল বিষয়ে মানুষের নিকট হইতে শর্তহীন আনুগত্যের দাবি করে। বিধান রচনার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌রই আছে, এই ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (স')-এর মর্যাদা হইল উক্ত বিধান আনয়নকারী, প্রয়োগকারী এবং উহার ব্যাখ্যা প্রদানকারী হিসাবে। কিন্তু উহার অর্থ "আল-ইখওয়ান"-এর নিকট ইহা নহে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে মূলত আইন প্রণয়নের কোন অবকাশই নাই। তাঁহারা বলেন যে, শারী'আত আমাদেরকে ব্যাপক নীতিমালা প্রদান করিয়াছে, সকল স্থান ও ক্ষেত্রের জন্য বিস্তারিত বিধান প্রদান করে নাই, বিশেষভাবে স্থান-কাল ভেদে প্রভাবিত হয় এমন সব ব্যাপারের। ফলে মুসলিম জাতির জন্য আইন রচনার অধিকার এবং ইজতিহাদ চর্চার ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ অবশ্যই থাকিবে যে, উহা ইসলামের মৌলিক নীতিমালার সহিত সংঘর্ষশীল হইবে না এবং কু'রআনের নির্দেশাবলীর সহিত সামঞ্জস্যশীল হইবে, শারী'আতের বিধি-বিধানের ক্ষতি সাধনকারী সকল আইন-কানুন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

"আল-ইখওয়ান"-এর নিকট অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্থিতিশীলতা ব্যতিরেকে রাজনৈতিক মুক্তি অর্থহীন। তাঁহাদের বক্তব্য ছিল যে, খাদ্য সমস্যা হইল মৌলিক গুরুত্বের দাবিদার, কিন্তু তাঁহাদের নিকট মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সমস্যার সমাধান পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র কিংবা সমষ্টিবাদ নহে। এই সকল ব্যবস্থা তাঁহাদের দৃষ্টিতে ইসলামের মূল সুরের সহিত সংঘর্ষশীল এবং মুসলমানদের নিজস্ব সমস্যাবলীর সমাধানে অসমর্থ। কেবল সঠিক ইসলামী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই মুসলমানদের সমস্যাবলীর সমাধান করিতে পারে। তাঁহাদের নিকট অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের উদ্দেশ্য হইল সামাজিক কল্যাণ সাধন। উহা অর্জনের লক্ষ্যে ইসলাম একদিকে যেমন আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, যাহাতে এক সুষ্ঠু সমাজ গঠিত হইতে ও প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে এবং সমাজের চরিত্র একটি নির্দিষ্ট স্তরের নিম্নে পতিত না হইতে পারে, অপরদিকে তেমনি বক্তৃতা ও উপদেশ, প্রচার ও ঘোষণা এবং চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষাকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করে, যাহাতে মানুষ পশুর পর্যায় অতিক্রম করিয়া এক উন্নত নৈতিক চরিত্রের জীবন যাপনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হইতে পারে। "আল-ইখওয়ান"-এর নিকট ইসলাম ব্যক্তিগত মালিকানাকে বৈধ বলিয়া স্বীকৃতি দিয়া থাকে কিন্তু কেবল এই পর্যন্ত, যাহাতে সামাজিক কল্যাণের সহিত উহার সংঘাত না হয়। "আল-ইখওয়ানই" হইল প্রথম দল, যাহারা মালিকানার সীমা নির্ধারণের দাবি জানান। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, ইসলাম জোর ও অন্যায়ের ভিত্তি জন্মগত অধিকার বিরোধী কৃত্রিম অর্থনৈতিক সমতার কথা বলে না। ইসলাম যেমন মানব সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটায় না তেমনই শ্রেণীবৈষম্য ও ইহার ফলে সৃষ্ট শ্রেণীবিদ্বেষের অবসান ঘটাইতে চাহে। ইহা উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীসমূহের পার্থক্য যথাসম্ভব কমাইয়া এমন পারস্পরিক সম্পর্কের উৎসাহ প্রদান করিতে চাহে যাহার ভিত্তি হইবে সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার প্রেরণার উপর। সুতরাং ইসলাম (মন্দ উদ্দেশে) সম্পদ সঞ্চয় ও সম্পদ ব্যক্তিগতকরণ এবং উহার প্রদর্শন অবৈধ বলিয়া থাকে। ইসলাম জাতীয় সম্পদে দরিদ্রদের নির্দিষ্ট অধিকার স্বীকার করে এবং শোষণের সকল পথ রুদ্ধ করতঃ শোষণ ও সম্পদ কুক্ষিগত করিবার প্রধান পন্থা সূদকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় চিরতরে অবৈধ করিয়া দিয়াছে। এই কারণেই "আল-ইখওয়ান"-এর বক্তব্য হইল, ব্যাংকসমূহের বর্তমান পদ্ধতিকে, যাহার মেরুদণ্ড হইল সূদ, বিলুপ্তি ঘটাইয়া লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাঁহাদের নিকট ইসলামী রাষ্ট্র সকল অধিবাসীর সামাজিক দায়িত্ব কোনরূপ পার্থক্য ছাড়াই গ্রহণ করিয়া থাকে, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক উৎসসমূহের অনুসন্ধান অপরিহার্য বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। "আল-ইখওয়ান" শিল্পসমূহের বিস্তারের উপর জোর দেয়। তাঁহারা দাবি করেন যে, সকল কোম্পানীকে জাতীয়করণ করা হউক, এমনকি ন্যাশনাল ব্যাংককেও যাহা বিজাতির শোষণের সবচেয়ে বড় উৎস।

"আল-ইখওয়ান"-এর দৃষ্টিতে সামাজিক সংস্কার মৌলিক গুরুত্বের দাবি রাখে। ইসলামী সমাজ হইল উহার চূড়ান্ত লক্ষ্য। সামাজিক সংস্কারের জন্য অপরিহার্য হইল সকল মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে; নারী-পুরুষ উভয়ের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে এবং মানুষের সাধারণ অধিকারসমূহের ব্যাপারে তাহাদের পারস্পরিক সাম্য ও দায়িত্বের কথা প্রচার করিতে হইবে; প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন ধারণ, মালিকানা, কর্ম, স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা ও শিক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করিতে হইবে। তাহার যাবতীয় বৈধ চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহের সমন্বয় ঘটাইতে হইবে; অপরাধ রোধের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে; সেই সাথে সরকার স্বীয় নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সার্বিক চেষ্টা চালাইবে। সামাজিক সংস্কার ও পুনর্গঠনকে ক্রমানুসারে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ (১) মুসলিম ব্যক্তি; (২) মুসলিম জাতি; (৩) মুসলিম বংশ; (৪) মুসলিম সরকার; ইহাদের প্রতিটি স্তর পূর্ববর্তী স্তরের সংস্কার ও পুনর্গঠনের মুখাপেক্ষী এবং সকলের ভিত্তি হইল ব্যক্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তির সংশোধন হইবে না ততক্ষণ কোন কিছুরই সংস্কার হইতে পারে না। এই সংস্কারের শেষ লক্ষ্য হইল রাষ্ট্রের সংশোধন, যাহার পরই পূর্ণ ইসলামী ব্যবস্থা তাহার যাবতীয় কল্যাণসহ বিস্তার লাভ করিতে পারে।

বাস্তব পদক্ষেপ ঃ "আল-ইখওয়ান"-এর উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে দেশের রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, তামাদ্দুনিক, শিক্ষা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ময়দানে অংশগ্রহণ এবং উহাকে উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা

করিতে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যথায় তৎকালে দেশের সকল দলের দৃষ্টি কেবল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এই কাজের প্রকৃতি সংক্ষেপে ছিল নিম্নরূপ ঃ

সমাজকল্যাণমূলক কাজ ঃ কায়রোতে "আল-ইখওয়ান"-এর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই একটি বিভাগের প্রতিষ্ঠা করা হয়, যাহার কাজ ছিল গরীব ও অভাবীদের সাহায্য প্রদান (স্বল্প মূল্যে খাদ্য সরবরাহসহ), বেকারদের জন্য কাজের সংস্থানের প্রচেষ্টা, অভাবীদের স্বল্প পুঁজি ঋণ হিসাবে প্রদানের ব্যবস্থা, রোগীদের জন্য বিনা মূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার পদ্ধতিসমূহের প্রচার। ১৯৪৫ খৃ. ইহা একটি পৃথক বিভাগের মর্যাদা লাভ করে এবং উহার নাম "জামাআত আকংসামি'ল-বিরর ওয়াল-খিদমাতিল-ইজতিমাইয়্যা লিল-ইখ্ওয়অনিল-মুসলিমীন" রাখা হয় অর্থাৎ ইখওয়ান-এর সমাজকল্যাণ বোর্ড। এই আন্দোলন প্রথমবার নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বে সমাজকল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে রেজিস্ট্রেশনাধীন এই সংস্থর পাঁচ শত শাখা কাজ করিতেছিল। "আল-ইখওয়ান"-এর প্রধান কেন্দ্রের অধীনস্থ বিভাগগুলিও জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করিত। যেমন শ্রম বিভাগের কাজ ছিল কল-কারখানার অবস্থা পর্যবেক্ষণ, শ্রমিকদের সম্পর্কে প্রণীত আইন-কানুনের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা, শ্রমিকদের অধিকার সংক্ষরণের জন্য প্রচেষ্টা চালান, পারস্পরিক সহযোগিতার পরিকল্পনাসমূহে সকলের অংশগ্রহণের প্রতি উৎসাহ দান ইত্যাদি। এমনিভাবে কৃষি বিশেষজ্ঞ বিভাগের কাজ ছিল কৃষির আধুনিক পদ্ধতিসমূহের প্রচলন এবং কৃষিশিল্পের পরিকল্পনা তৈরি, যেমন পশুর বংশ বৃদ্ধি, উন্নত মানের বীজের ব্যবহার, দুধ হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন বস্তু। ইহা ছাড়া তরি-তরকারি প্রভৃতি কৌটাতে সংরক্ষণ ইত্যাদি। পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ বিভাগ এইরূপ ব্যবহারিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত প্রস্তাবাবলী পেশ করিত, এইরূপ বিভাগসমূহ স্থাপন করিত, যেইগুলি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সরকারের সহযোগিতা করিত, পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে প্রণীত সামাজিক নিরাপত্তামূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করিত এবং সমবায় সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করিত।

শরীর চর্চা ঃ ব্যায়াম ও শরীর চর্চা "আল-ইখওয়ান"-এর অপরিহার্য কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংগঠনকে প্রথমবার নিষিদ্ধ ঘোষণার পূর্বে তাঁহাদের বড় বড় স্পোর্টস ক্লাব প্রতিষ্ঠিত ছিল, যাহার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মিসরের বড় বড় শহরে অনুষ্ঠিত হইত। সারা দেশে "আল-ইখওয়ান"-এর নিরানব্বইটি ফুটবলের, বত্রিশটি বাস্কেট বলের, আটাশটি টেবিল টেনিসের, উনিশটি ভারোত্তলনের, ষোলটি মুষ্টিযুদ্ধের, নয়টি নৌকা চালনার এবং আটটি সাঁতারের টিম ছিল। নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর এই বিভাগে কিছুটা স্থবিরতা দেখা দেয়, তবুও ১৯৫২ খৃ. যে দুইটি গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয় উহাতে বহু সংখ্যক কর্মী অংশগ্রহণ করে।

হ'াসানু'ল-বান্না' ১৯৩৮ খৃ. মিসরীয় সরকারী স্কাউট সংগঠন হইতে পৃথক "ফারীকু'র-রিহ'লাত" (ভ্রমণদল) নামে এক নূতন স্কাউট সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেন, ১৯৪১ খৃ. উহার বিশেষ কর্মসূচী প্রণয়ন করেন এবং ইহাকে "ইখওয়ান" স্কাউট (আওওয়ালা) নামে অভিহিত করেন। ইহার প্রশিক্ষণের দায়িত্ব তাহাদের উপর ন্যস্ত ছিল, যাহাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল। স্কাউট সংগঠনটি অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করে। উহাদের সংখ্যা ১৯৪১ খৃ. ২,০০০ এবং ১৯৪২ খৃ. ১৫,০০০-এ উন্নীত হয়। অতঃপর এই সংগঠন গ্রাম অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। ১৯৪৩ খৃ. উহা দ্বারা গ্রাম অঞ্চলে সামাজিক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়িত করা হয়। ১৯৪৫ খৃ. এই সংখ্যা ৪৫,০০০ এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে ৬০,০০০-এ উন্নীত হয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ কলেরা রোগ প্রতিরোধে তাহারা বিরাট ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে ইহার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৮ খৃ. সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইলে এই সংগঠনেরও বিলুপ্তি ঘটে। সামরিক বিপ্লবের পর নূতন করিয়া ইহা সংগঠিত হয় এবং ১৯৫৩ খৃ. উহার সংখ্যা ৭,০০০ হইয়াছিল।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবদান ঃ "আল-ইখওয়ান" আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের উপর অধিক জোর দিত। বংশ বিভাগের উপর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ছিল। এই পদ্ধতির অধীন প্রত্যেক "ভাই" (আখ)-এর উপর ঊনচল্লিশটি অবশ্য পালনীয় কাজ সম্পাদন করা অপরিহার্য ছিল। কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ ইসলামী দাওয়াত বিষয়ের উপর ছোট-বড় পুস্তক প্রকাশ করিত। কেন্দ্র হইতে তিরিশটির মত এবং "আল-ইখওয়ান"-এর লিখিত অন্যান্য এক শত চৌদ্দটি পুস্তক প্রকাশ করা হয়। ইহাতে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ বিষয়ক, সাহিত্য ও জীবনী প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা স্থান পাইয়াছে। বংশীয় শৃঙ্খলার জন্য পৃথক ইসলামী কার্যধারা প্রকাশ করা হয়। ইহা ছাড়া প্রশিক্ষণের জন্য সাপ্তাহিক সম্মিলিত পাঠ ও বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। "আল-আখাওয়াতু'ল-মুসলিমাত" অর্থাৎ মহিলা সদস্যদের পৃথক কর্মসূচী হইত এবং "শুক্রবারের স্কুল" (مدارس الجمعة) নামে শিশুদের জন্য ছিল পৃথক কর্মসূচী। কেন্দ্রে পেশাদারদের বিভাগের অধীনে উচ্চ মানের শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতা হইত। বক্তাদের মধ্যে মিসরের শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞগণ থাকিতেন। কেন্দ্রে একটি গ্রন্থাগার ছিল যাহাতে ইসলাম সংক্রান্ত সকল বিষয়ে লিখিত গ্রন্থসমূহ সংরক্ষিত ছিল। এই গ্রন্থাগারটি বিপ্লবের শিকার হয়।

আল-আখাওয়াতু'ল-মুসলিমাত ঃ পাশ্চাত্য প্রভাবাধীন মিসরে নারীদের শিক্ষার সমর্থনে পর্দা প্রথার বিরোধিতা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পক্ষে ব্যাপক প্রচার শুরু হয় এবং উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ১৯২৩ খৃস্টাব্দে "জাম'ইয়্যাতু'ল ইত্তিহ'াদ আন-নিসাঈল-মিসরী" প্রতিষ্ঠিত হয়। নারীকুলকে উক্ত প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার এবং ইসলামী মর্যাদা প্রদানের উদ্দেশে আল-ইখওয়ান গ্রন্থ প্রণয়ন ছাড়াও কিছু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৩২ খৃস্টাব্দে "ফিরাকু'ল আখাওয়াত আল-মুসলিমাত" নামক সংগঠনের অধীনে নারীদেরকে সংগঠিত করা হয়। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে উহার নূতন সংগঠন গঠিত হয়। ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে উহার পঞ্চাশটি শাখা ছিল যাহাতে পাঁচ হাজার মহিলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল নারীদের সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিকোণের পরিশুদ্ধি, তাহাদের অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান, নারী সংস্কার ও জাগরণের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব নারীদের হাতে ন্যস্ত করা এবং সামাজিক জীবনে তাহাদের কর্তব্য নির্ধারণ। শিশু কন্যাদের জন্য পৃথক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। পারিবারিক চিকিৎসার সুবিধার্থে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, প্রচার কার্যে নিয়োজিত মহিলাদের জন্য শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইহা ছাড়া হস্তশিল্প কেন্দ্র ও দুঃস্থ নারীদের জন্য সাহায্য কেন্দ্র খোলা হয়।

অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা ঃ জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক মুক্তি "আল-ইখওয়ান"-এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং বিভিন্ন সময়ে সাতটি বৃহৎ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করা হয় ঃ (১) ইসলামী মু'আমিলাত কোম্পানী (১৯৩৯ খৃ.) যাহা "ট্রানসপোর্ট সার্ভিসেস" এবং পিতলের একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত করে; (২) 'আরবী কূপ খননকারী কোম্পানী (১৯৪৭ খৃ.); (৩)

"আল-ইখওয়ানুল-মুসলিমুন-এর কাপড়ের কল; ১৯৪৮ খৃ.;(৪) আল-ইখওয়ান ছাপাখানা; (৫) ট্রেডিং এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী; (৬) ট্রেডিং ইঞ্জিনিয়ারস কোম্পানী; (৭) আরবী প্রচার কোম্পানী। ইহা ছাড়া "আল-ইখওয়ান"-এর লোকেরা যৌথ মালিকানায় অনেক কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করেন।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা ঃ "আল-ইখওয়ান"-এর চিকিৎসা বিভাগ ডাক্তারদের একটি দলের সমন্বয়ে গঠিত, ১৫ নভেম্বর, ১৯৪৪ খৃ. প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৯৪৫ খৃ. এই বিভাগের পরিচালনাধীন চিকিৎসালয়ে রোগীর সংখ্যা ছিল ২১, ৮৭৭ এবং ১৯৪৭ খৃ. এই সংখ্যা ছিল ৫১৩০০, তানতা-তে প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদের চিকিৎসালয়ে এই সংখ্যা ৫,০০০ এবং ১৯৪৭ খৃ. ছিল ৮,০০০। এই বিভাগ বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করে, তন্মধ্যে স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় এবং ঔষধালয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৮ খৃ. চিকিৎসা বিভাগের বাজেট ছিল তেইশ হাজার। প্রথমবার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর এই বিভাগের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়।

সাংবাদিকতা ঃ বিভিন্ন সময়ে "আল-ইখওয়ান"-এর পক্ষ হইতে যে সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত তাহা নিম্নরূপঃ মুখপত্র (ترجمان), দৈনিক পত্রিকা আল-ইখওয়ানুল-মুসলিমূন; সাপ্তাহিক পত্রিকাঃ আল-ইখওয়ানু'ল-মুসলিমূন,আশ-শিহাব, আল-কাশকুল, আত-তাআরুফ, আশ-শুআউন নাযীর, আল-মাবাহি'ছ; মাসিক পত্রিকা আল-মানার, আশ-শিহাব। কেবল প্রচারপত্র, মুখপত্র নহে, সাপ্তাহিক আদ-দাওয়া, মানযিলুল-ওয়াহ'য়ি, মিম্বারুশ-শারক; মাসিক আল-মুসলিমূন।

"আল-ইখওয়ান" মিসরের বাহিরে ঃ হাসানুল বান্না ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের পূর্বে কোন কোন মুসলিম দেশে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সংগঠনের শাখা ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের পরেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। দামিশক-এ ১৯৩৭ খৃ. একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় যাহা "আল-ইখওয়ান"-এর সবচেয়ে শক্তিশালী শাখা ছিল। সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে উক্ত শাখাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু সম্মিলিতভাবে উহাকে "শাবাব মুহ'াম্মাদ" [মুহ'াম্মাদ (স')]-এর যুবদল বলা হইত। এই সকল সংস্থার সম্মিলিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে আলেপ্পোতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সম্মেলন উহাদের একত্র করিয়া প্রখ্যাত 'আলিম ও বাগ্মী ড. মুস'ত'াফা আস-সাববাইকে উহার প্রধান পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। বিস্তারিত কর্মসূচী য়াব্‌রুদ (সিরিয়ার হি'ম্‌স ও বালাবাক্ক-এর মধ্যবর্তী স্থল)-এ ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে প্রণয়ন করা হয়।

১৯৪৬ খৃ. জেরুসালেমে ইহার একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফিলিসতীন-এর অন্যান্য শহরেও আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। ১৯৪৬ খৃ. লেবানন, জর্ডান ও ফিলিসতীন-এর এক সম্মিলিত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং য়াহূদীবাদের বিরুদ্ধে এবং "আল-ইখওয়ান"-এর সমর্থনে প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়। লেবাননে ১৯৪৬ খৃস্টাব্দেই একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহা ফিলিসতীন যুদ্ধকালে ব্যাপক কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করে। ১৯৪৯ খৃ. লেবাননে "আল-ইখওয়ান"-এর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। সুদানে কাজের সূচনা হয় ১৯৪৬ খৃ. এবং বিভিন্ন স্থানে পঁচিশটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরাকে এই আন্দোলন বাগদাদের শায়খ মুহ'াম্মাদ মাহ'মূদ আস'-সাওয়াফ-এর নেতৃত্বাধীনে চলিতে থাকে। উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকার কোন কোন অংশে, যেমন ইরিত্রিয়া, মরক্কো প্রভৃতি স্থানেও এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। "আল-ইখওয়ান"-এর দাবি ছিল, তাহাদের শাখা ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও ইরানেও আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল স্থানে এই দলের কোন সদস্য নাই, তবে "আল-ইখওয়ান"-এর শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ "আল-ইখওয়ান"-এর উল্লিখিত দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ছাড়া (১) হ'াসানু'ল বান্না, মুযাকারাতুদ-দাওয়া ওয়াদ-দাইয়া, কায়রো ১৩৫৮ হি.; (২) আল-হ'ালক'াতু'ল 'উলা, দামিশক', হ'াসানু'ল বান্নার বক্তৃতামালা, ১৯৩৮ খৃ.; (৩) ঐ লেখক, নুহূ'রু'ন-নূর, কায়রো ১৯৩৬ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, আল-মিনহাজ, কায়রো ১৯৩৮ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, ইলা আয়্যি শায়ইন নাদ'উন-নাস, কায়রো, তা. বি.; (৬) ঐ লেখক, হাল নাহ'নু কাওমুন 'আমালিয়্যুন, কায়রো; (৭) ঐ লেখক, দাওয়াতুনা ফী-ত'াওরিন জাদীদ, কায়রো; (৮) ঐ লেখক, আকীদাতুনা; (৯) ঐ লেখক, আল-মুতামারু'ল-খামিস, কায়রো (মিসর ১৯৫১ খৃ., উর্দূ অনু. আল-ইখওয়ানু'ল-মুসলিমূন, তাহা য়াসীন কর্তৃক, করাচী ১৯৫২ খৃ.); (১০) ঐ লেখক, মুশকিলাতুনা ফী দাওই'ন-নিজ'ামি'ল ইসলামী, বাগদাদ, তা. বি.; (১১) ঐ লেখক, আল-ইখওয়ানু'ল মুসলিমূন তাহ'তা রায়াতি'ল-কুরআন, বাগদাদ, তা. বি.; (১২) সায়্যিদ কুত'ব, আল-আদালাতু'ল-ইজতিমা'ঈয়্যা ফিল-ইসলাম, কায়রো ১৯৪৯ খৃ.; (১৩) আবদু'ল-ক'াদির আওদা, আল-ইসলাম বায়না জাহ্‌লি আবনাইহ্ ওয়া আজযি 'উলামাইহ্, বাগদাদ ১৯৫৭ খৃ.; (১৪) ঐ লেখক, আল-ইসলাম ওয়া আওয়াদ'উনা'ল কানূনিয়্যা, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (১৫) ঐ লেখক, আল-মালওয়া'ল হু'কম ফি'ল ইসলাম, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (১৬) মুহ'াম্মাদ আল-গ'াযালী, মিন হুনা না'লাম, কায়রো ১৯৫৪ খৃ.; (১৭) ঐ লেখক, আক'ীদাতু'ল-মুসলিম, কায়রো ১৯৫২ খৃ.; (১৮) ঐ লেখক, আল-ইসলাম ওয়াল-আওদ'উ'ল-ইক'তিস'াদিয়্যা, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (১৯) ঐ লেখক, আল-ইসলামু'ল-মুফতারা 'আলায়হি বায়নাশ শুয়ূইয়ীন ওয়ার-রাসমালিয়্যীন, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (২০) ক'ানূনুন-নিজাম আল-আসাসী লিহায়আত আল-ইখওয়ানিল মুসলিমীন, সংশোধিত, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৪ খৃ.; (২১) আবদু'র রাহ'মান আল-বান্না, ছ'াওরাতু'দ-দাম, কায়রো; (২২) আল-বাহী আল-খাওলী, আল-মিরআতু বায়না'ল-বায়তি ওয়াল-মুজতামা, কায়রো, তা. বি. ; (২৩) কামিল আশ-শারীফ, আল-ইখওয়ানুল-মুসলিমূন ফী হ'ারবি ফিলিসতীন, কায়রো ১৯৫১ খৃ.; (২৪) হ'াকাইকু'ত তারীখ, কি'স'সাতু'ল-ইখওয়ান কামিলাতান, কায়রো, তা. বি.; (২৫) ফাতহী আল-আসসাল, হ'াসানু'ল-বান্না কামা আরাফতুহ, কায়রো; (২৬) আহ'মাদ আনওয়ার আল-জুনদী, ক'াইদুদ-দাওয়া আও হায়াতু রাজুলিন ওয়া তারীখু মাদরাসা, কায়রো ১৯৪৫ খৃ.; (২৭) আহ'মাদ আনাস আল-হ'াজ্জাজী, রাওহ ওয়া রায়হান, কায়রো ১৯৪৫ খৃ.; (২৮) আহ'মাদ মুহ'াম্মাদ হ'াসান, আল-ইখওয়ানুল-মুসলিমূন ফিল-মীযান, কায়রো, তা. বি.; (২৯) মুহ'াম্মাদ শাওকী যাকী, আল-ইখওয়ানু'ল-মুসলিমূন ওয়াল-মুজতামা'উ'ল-মিসরী, কায়রো ১৯৫৪ খৃ.; (৩০) ইসহ'াক মূসা আল-হু-সায়নী, আল-ইখওয়ানু'ল-মুসলিমূন, কুবরা হ'ারাকাতু'ল হ'াদীছা ফিল ইসলাম, বৈরূত ১৯৫৫ খৃ.; (৩১) কামাল কীরা, মাহ'কামাতুশ শাব, ৫খ, কায়রো ১৯৫৪ খৃ.; (৩২) ঐ লেখক, মুহ'াকামাতু'ছ-ছ'াওরা, ৬খ, কায়রো ১৯৫৪ খৃ.; (৩৩) Francis Bertier, L'Ideologie Politique des Freres Musulmans, Orient- এ, ৮খ, ১৯৫৮ খৃ.; (৩৪) ফাদ'লু'র-রাহ'মান, Al Ikhwan al-Muslimun, A Survey of Ideas and Ideals, Bulletin of the Institute of Islamic Studies- এ, আলীগড় ১৯৫১ খৃ., পৃ. ৯২-১০২।

ফাদলু'র-রাহমান (দা. মা. ই.)/মুহম্মদ ইসলাম গণী

ইখওয়ানুস্-সাফা (اخوان الصفاء) ঃ যে নামের অন্তরালে বিখ্যাত গ্রন্থ রাসাইল ইখওয়ানি'স'-সাফা ওয়া খিল্লানি'ল-ওয়াফার রচয়িতাগণের পরিচিতি নিহিত। এই সকল লেখক প্রায়ই তাহাদের মতবাদে নবদীক্ষিতগণ বা বিশেষজ্ঞগণকে বুঝাইতে শব্দটি প্রয়োগ করেন, যাহাদেরকে তাঁহারা আরও সহজভাবে, 'ইখওয়ানুনা' "আমাদের ভ্রাতৃবর্গ" এবং "আওলিয়াউল্লাহ" "আল্লাহ্‌র বন্ধু' বলিয়া অভিহিত করেন। সার্বজনীনভাবে গৃহীত অনুবাদ হইল, "বিশুদ্ধতার বা অকৃত্রিম ভ্রাতৃবর্গের" পত্রাবলী (Epistles) এবং বিশ্বস্ত বন্ধু অর্থাৎ যাহারা তাহাদের আত্মার পবিত্রতা (সকল বাস্তব প্রতিবন্ধকতা পরাভূত করিয়া) এবং আনুগত্যের জন্য আধ্যাত্মিকতার জগতে একাত্ম, যে আনুগত্য পরস্পরের প্রতি, প্রকৃতপক্ষে সকল মানুষের প্রতি এবং সম্ভবত সর্বোপরি আদর্শ ইমামের প্রতি অবলীলাক্রমে প্রকাশিত হয়।

S. M. Stern রচিত চিত্তাকর্ষক নিবন্ধ(New Information) থাকা সত্ত্বেও ইহা তর্কাতীত বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, এই পত্রাবলী ইহাদের রচনাকালে ইস্‌মা'ঈলী মতাদর্শের অবস্থা প্রকাশ করে। এই প্রসঙ্গে তাহারা আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার অবতারণা করেন, একটি তাহাদের গ্রন্থকার সম্বন্ধে এবং অন্যটি রচনাকাল সম্বন্ধে।

গ্রন্থ কর্তৃত্ব ঃ যদিও ঐগুলি নিষ্ঠাবান মুসলিমদের নিকট সন্দেহজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তবুও ঐ পত্রাবলী তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল এবং কোন কোন মহলে উহার সুগভীর প্রভাবও ছিল। ইহা ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে, উহাদের উৎপত্তি সম্পর্কে বিতর্ক ছিল এবং বর্তমানেও রহিয়াছে (Stern-এর নিবন্ধ দ্র. The authorship বিশেষ করিয়া New Information)। মুতকাল্লিমদের প্রতি ইহাতে বিরূপ মনোভাবের প্রকাশের কারণে কখনও কখনও ইহাদেরকে কোনও এক মু'তাযিলীর প্রতি আরোপ করা হয়, কিন্তু ইহা গ্রহণীয় নয়। বার ইমামী শী'আগণ ঐগুলিকে তাঁহাদের বলিয়া দাবি করেন, যদিও ঐগুলিতে তাহাদের গুপ্ত ইমামের মতবাদের সুস্পষ্ট সমালোচনা বিদ্যমান। ইসমা'ঈলীগণ উহাদেরকে তাহাদের মৌলিক রচনাবলীর অন্যতম বলিয়া যথার্থই বিবেচনা করিয়াছেন (দ্র. Ivanov, in EI, Suppl., দ্র. ইসমা'ঈলিয়্যা)। ইস্‌মা'ঈলীগণ ফাতি'মী সাহিত্যের প্রকাশনার অনুমতি প্রদানের বেশ কিছু দিন পূর্বে Casanova ছিলেন প্রথম প্রাচ্য ভাষাবিদ (১৮৯৮ খৃ.)। তিনি দৃঢ়তার সহিত দাবি করেন যে, তাহারা ইসমা'ঈলী উৎস হইতে উদ্ভূত। এই সাহিত্য দ্বারা উহা সত্য প্রমাণিত হয়, যখন ইহা আংশিকভাবে পরিচিতি লাভ করে। এই পত্রাবলীর গ্রন্থ কর্তৃত্ব কখনও কখনও 'আলী ও জা'ফার আস'-সা'দিক'-এর প্রতি আরোপ করা হয়। ম৫/১১শ শতাব্দীর শেষের দিকে একজন সিরীয় নিযারী (Nizari) ইহাদেরকে গুপ্ত ইমাম মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌মা'ঈল ও 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ-এর প্রতি আরোপ করেন; কিন্তু তিনি দা'ঈ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মায়মূন আল-ক'াদ্দাহ' এবং আরও তিনজন দা'ঈ এইগুলি রচনায় সহযোগী ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করেন। অতঃপর অন্তত ৭ম/১৩শ শতাব্দী হইতে য়ামানের মুসতা'লী কিংবদন্তী এইগুলিকে সাধারণত ইমাম আহ'মাদের প্রতি আরোপ করে।

যাহা হউক, ১৮৭৬ খৃ. Dicterici (Philosophie., 142), পুস্তিকাগুলির ইসমা'ঈলী বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি ব্যতিরেকেই আত-তাওহ'ীদীর একটি গ্রন্থাংশবিশেষের উদ্ধৃতি প্রদানপূর্বক (যাহার উপর হ'াজ্জী খালীফা নির্ভরশীল, ৩খ, ৪৬০) উহাদের অনুমিত রচয়িতাদের নাম ব্যক্ত করেন। উপরে উল্লিখিত দুইটি নিবন্ধে Stern ইদানিং বিষয়টি পুনঃউত্থাপন করেন। ইহা সুস্পষ্ট যে, আত-তাওহ'ীদী কর্তৃক যে চারজনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে (আবূ সুলায়মান মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মা'শার আল-বুস্‌তী, আল-মাক'দিসী নামে কথিত, কাদী আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্‌ন হারূন আয যানজানী, আবূ আহমাদ আন-নাহরাজুরী ও আল-আওফী, ইঁহারা সকলেই মন্ত্রণালয় সচিব যায়দ ইব্‌ন রিফা'আর বন্ধু), তাহারা সকলেই পুস্তিকাগুলির রচয়িতা (বা রচয়িতাগণের অন্তর্ভুক্ত)। আত-তাওহ'ীদীর সম্পর্ক শুধু যায়দ ইব্‌ন রিফা'আর সহিতই ছিল না, ক'াদী আয-যানজানীর সহিতও তাঁহার সম্পর্ক ছিল এবং শেষোক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে একটি কাহিনীর বর্ণনা দিয়াছিলেন, যাহা হুবহু ইখওয়ানের মূল গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। অতঃপর তিনি যাহা বলিতেছিলেন তাহা তিনি অবহিত ছিলেন। তিনি ক'াদী আয-যানজানীকে এই মতবাদের প্রবর্তক বলিয়া ব্যক্ত করেন (কিতাবু'ল- মু'আনাসা, সম্পা. আহ'মাদ আমীন, কায়রো ১৯৪২ খৃ., ৪খ., ১৫৭ প.)। আত-তাওহ'ীদীর শিক্ষক, আবূ সুলায়মান আল-মান্‌তি'কীর মতে আল-মাক'দিসী এইগুলির রচয়িতা। যাহা হউক, Stern মু'তাযিলা প্রধান রায়-এর ক'াদী আবদু'ল-জাব্বার আল্‌-হ'ামাদানী (৩২৫-৪১৫/৯৩৬/১০২৫)-এর অপ্রকাশিত গ্রন্থ তাছ'বীত দালাইলি'ন-নুবূওয়া সায়্যিদিনা মুহ'াম্মাদ-এ দুইটি উপদেশমূলক অনুচ্ছেদ আবিষ্কার করেন (বর্তমানে উহা তাছ'বীত দালাইলি'ন-নুবূওয়া নামে প্রকাশিত, সম্পা. 'আবদু'ল-কারীম 'উছ'মান, বৈরূত তা. বি., ভূমিকা, তারিখ ১৯৬৬ খৃ., দ্র. পৃ. ৬১০ প.)। অন্য একজন ব্যক্তিও এই পুস্তিকাগুলির রচয়িতা হিসাবে আল-মাকদিসী ব্যতীত পূর্বে উল্লিখিত সকল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তদুপরি তিনি যায়দ ইব্‌ন রিফা'আকে ও আবূ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবি'ল-বাগল নামে অন্য আর এক ব্যক্তিকে রচয়িতাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, এই শেষোক্ত ব্যক্তি একজন সচিব ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন। এই সমস্ত ব্যক্তি বসরার অধিবাসী, সক্রিয় ইসমা'ঈলী হিসাবে বিবেচিত এবং ক'াদী আয-যানজানী স্বয়ং একজন বিশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসাবে স্বীকৃত (Stern, মূল গ্রন্থ, New Information, ৪১১)। যাহা হউক Stern (এমন) এক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যাহা গ্রহণ করা দুষ্কর। তিনি উল্লেখ করেন যে, ৫ম/১১শ শতাব্দীতে এই পুস্তিকাগুলির উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল এমন কতক দার্শনিক মহলের উপর, যাহাদের সহিত ইসমা'ঈলী মতাদর্শের কোন সম্পর্ক ছিল না। পক্ষান্তরে সেই কারণে, সমকালীন ইসমাঈলী লেখকগণের উপর, ইহাদের কোন প্রকার প্রভাবও প্রতিফলিত হয় নাই। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এইগুলির প্রকাশের এক কিংবা দুই শতাব্দী পর ইসমা'ঈলীগণ কর্তৃক এইগুলি গৃহীত হয়।

তাঁহার ভাষ্যানুসারে আত-তাওহীদী ও ক'াদী আবদু'ল-জাব্বার কর্তৃক উল্লিখিত ব্যক্তিগণ, যদিও ইসমা'ঈলী মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ইহাতে এক বিশেষ চিন্তাধারার প্রতিনিধিত্ব করিতেন। তাহা হইল যে, মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল সংগোপনে বসবাস করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত মাহদীরূপে আবির্ভূত হইবেন; তিনি নির্বাচিত কতিপয় বন্ধু-বান্ধবের (পুস্তিকাগুলির রচয়িতা) সহিত যোগাযোগ করেন বলিয়া ধারণা করা হয় এবং তাঁহাদের মাধ্যমেই পুস্তিকাগুলি সম্প্রচার করা হয়। Stern মনে করেন যে, পুস্তিকাগুলিতে বর্ণিত গুপ্ত সংঘ ছিল অলীক, কল্পনাপ্রসূত ও আদর্শায়িত এবং এইগুলিতে লেখকবৃন্দের ইচ্ছা প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি আরও বিশ্বাস করেন যে, ইস্‌মা'ঈলী প্রচার (দাওয়া) সংঘের প্রতি এই সকল লেখকের কোন প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব ছিল না এবং সমকালীন

ইসমা'ঈলী মতাদর্শের উপরও তাঁহাদের কোন প্রভাব ছিল না। যদি তাহাই হইত তবে কা'দী আবদু'ল-জাব্বার তাহাদেরকে বিপজ্জনক ইসমা'ঈলী বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। অধিকন্তু ইখ্ওয়ান প্রত্যাশিত ইমামের ধারণা প্রত্যাখান করে। পক্ষান্তরে তাঁহাদের বর্ণিত গুপ্ত সংগঠন অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং ইসমা'ঈলী সংগঠন প্রথমদিকে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তাহাদের কল্পনারই ফল ছিল বলা চলে।

ইহাকে আদর্শস্বরূপ গণ্য করা যায় বলিয়া ভাবা যায় না, কিন্তু পূর্ণভাবে সম্প্রসারিত একটি বৈপ্লবিক আন্দোলণের আধ্যাত্মিক অবস্থার সহিত ইহা সামঞ্জস্যপূর্ণ যাহা সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে ইহার দৃঢ় প্রত্যয়ের পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করে—ইহাই এই ধরনের আন্দোলনকে উহার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সফলতা দান করে। আধ্যাত্মিক জগতের গূঢ় রহস্য, যাহা তাহাদেরকে ঐক্যবদ্ধ এবং পার্থিব জগতের সহিত উহার পার্থক্য নির্ধারণ করে উহা একাধারে শুভ এবং অন্য বিবেচনায় অশুভ। ইসমা'ঈলী মতবাদাবলম্বী এক অস্তিত্বহীন সম্প্রদায় সম্পর্কে এত তথ্য প্রয়োগ করিতে দেখা যায় কেন এবং সেই সময় যে ইসমা'ঈলী মতবাদ এত সক্রিয় ছিল, উহা সম্পর্কে কোন তথ্য নাই কেন? উপরন্তু এই পুস্তিকাসমূহ এই বিশ্বাসের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে যে, বিশেষত এই সংঘবদ্ধ প্রচারণা সেই সমস্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্য ছিল, যাহাদের সংস্কৃতি ইহা গ্রহণের যোগ্যতা রাখে দার্শনিকবৃন্দ এবং তাস'াওউফে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ অথবা তাহাদের উদ্দেশে যাহারা এই আন্দোলনে সর্বাধিক কাজে লাগিতে পারে, সরকারী সচিববর্গ বা গভর্নরগণ। তখন সম্ভবত ইহা ছিল ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইসমা'ঈলী প্রচারণার ব্যাপার। আত্-তাওহ'ীদী ও কা'দী আবদু'ল-জাব্বার কর্তৃক পরিবেশিত তথ্যের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকার কারণে সামান্য সন্দেহের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও ইহা ভাবিয়া দেখা শ্রেয় যে, তাহাদের উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ বা কতিপয় ব্যক্তি এইগুলির রচনার ব্যাপারে অবশ্যই সহযোগিতা করিয়াছেন এবং তাঁহারা ছিলেন সর্বোচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী, এমনকি অন্যান্য ব্যক্তিও সমগুরুত্বপূর্ণ ও অনুকূল কার্য সম্পাদনে বিশেষ আগ্রহী। সম্ভবত তাঁহারা চারজন বিশিষ্ট আবদাল বা চল্লিশ জনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (Revelation et vision veridique, 35-6)। কিন্তু সম্ভবত তাহারা একমাত্র রচয়িতা ছিলেন না এবং ইস্মা'ঈলী সূত্রে ইহাদের উৎপত্তি সংক্রান্ত উক্তি প্রতিষ্ঠিত নীতির একাংশ মাত্র। রচয়িতাগণ কখনও কখনও তাহাদের রচনা অভিন্নভাবে উল্লেখ করিলেও (৪খ, ৩৬৭), ৫০তম পুস্তিকাটি (সরকারের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেই সঙ্গে ৪৮তমটিও (ধর্মত্যাগীদের সম্পর্কে), কারণ ঐ দুইটি সরাসরি ইমামের মুখনিঃসৃত বলিয়া উল্লিখিত। সুতরাং ইহা বোধগম্য যে, ইমাম কোন কোন পুস্তিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে উৎসাহ দান সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। তিনি ঐগুলির রচনায় অংশগ্রহণ করিয়া থাকিবেন অথবা তিনি তাঁহার অনুমোদন বা অনুরূপ কিছু প্রদান করিয়া থাকিবেন। সে যাহাই হউক না কেন, ইহজগতের ইমাম ও পরজগতের ইমামগণ আধ্যাত্মিক জগতের সকলকে অনুপ্রাণিত করে। যাহা হউক, অনুমিত হয় যে, আত-তাওহ'ীদী ও কা'দী আবদু'ল জাব্বার কর্তৃক উল্লিখিত লেখকগণ পুস্তিকাগুলির মোটামুটি সঠিক রূপ দান করিয়াছেন। সম্ভবত এইগুলির রচনার কাজ অনেক পূর্বেই শুরু হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে দা'ঈ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মায়মূন আল-কা'দ্দাহ' ও তাহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ কর্তৃক বহু পূর্বেই এইগুলির রচনা শুরু হয় এবং অতঃপর তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ কর্তৃক ইহার কাজ অব্যাহত থাকে পরপর কয়েকজন ইমামের তত্ত্বাবধানে। মুহ'ম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল, তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ এবং পৌত্র আহ'মাদ অত্র ইমামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমরা যদি ইহা মনে করি যে, পুস্তিকাগুলি অনুমোদিত ইসমা'ঈলী মতাদর্শকে সুবিন্যস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কাল নিরূপণের যে সমস্ত প্রচেষ্টা হইয়াছে কিংবা হইতে পারিত, তদ্দ্বারা এই দৃষ্টিভঙ্গিই স্পষ্টত সমর্থিত হয়।

কাল-নিরূপণ ঃ আল-ফারয়াবী (মৃ. ৩১৯/৯৩১)-র অনুসরণে হ'াজ্জী খালীফা (৩খ, ৪৬০) কর্তৃক এইগুলির অনুমিত লেখকগণের উল্লেখ, আল-মুতানাব্বীর (৩০৩-৫৪/৯১৫-৬৫) কবিতাসমূহে পৌনঃপুনিক উদ্ধৃতি, অনুরূপভাবে স্পেনে ঐগুলির প্রবর্তনকারী আল-মাজরীত'ীর ৩৯৫/১০০৫ সনে মৃত্যুবরণ প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া Dieterici (Die Philsophie der Araber, Liepzig 1876, i, 142প.) পুস্তিকাগুলির রচনাকাল আনুমানিক ৩৫০ এবং ৩৭৫/৯৬১ ও ৯৮৬ সালের মধ্যে বলিয়া স্থির করেন।

পুস্তিকাগুলি হইতে প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্য হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। তাহারা বিভিন্ন সময় আবূ মা'শার আল-ফালাকীর (মৃ. ২৭২/৮৮৬ বয়স এক শত বৎসরের ঊর্ধ্বে) নাম উল্লেখ করেন এবং তাঁহার রচনার একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেন। তাহারা বাবাক, খুররামিয়্যা ও সামানীদের (২খ, ২৮০) উল্লেখ করেন, যাহারা ১৯২/৮০৮ সালে দৃষ্টি আকর্ষণ করা শুরু করিয়াছিল। মু'তাযিলাদের নাম যদিও উল্লিখিত হয় না, তবুও স্পষ্টত তাহাদের বহু সমালোচনা করা হইয়াছে। পরিশেষে একটি অনুচ্ছেদে আশআরীগণের (৩খ, ১৬) উল্লেখ আছে, তাহারাও প্রায়শ সমালোচিত হইয়াছেন। আল-আশ'আরী ২৬০/৮৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন, ৩০০/৯১৩ সালে দৃঢ় মৌলবাদীতে পরিণত হন এবং ৩২৩/৯৩৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন; তাঁহার সনাতনী মতবাদ গ্রহণের পর কয়েক বৎসর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত আশ'আরীগণের অস্তিত্বের কোন প্রশ্নই উঠে না, উল্লিখিত রচনাংশ আমাদের এই বিশ্বাসে উত্তরণ করে যে, আশ'আরী মতবাদ ইতিমধ্যেই আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়াছিল, কিন্তু ইহা যে প্রাচীন পন্থীদেরমত, তাহা তখনও স্বীকৃত হয় নাই।

এই সমস্ত ঘটনা প্রবাহ হইতে নিশ্চিত প্রমাণিত হয় যে, (যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি) আত্-তাওহীদী ব্যক্তিগতভাবে আয-যানজানীর সহিত পরিচিত ছিলেন, যিনি পুস্তিকাগুলির অন্যতম রচয়িতা এবং তিনি ৩৭০/৯৮১ সালে উযীর ইব্ন সা'দান-এর সহিত কিছু আলোচনাকালে ঐ সকল গ্রন্থকারের উল্লেখ করেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে বেশ কিছুকাল পূর্বেই রিসালাসমূহের রচনা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ইহা অসম্ভব নয় যে, কাদী আবদু'ল জাব্বার আল-হামাদানী, আয-যানজানীর রচনার উল্লেখ করিয়া থাকিবেন, কারণ ৩৭০ হি. তাঁহার বয়স ছিল ৪৫ বৎসর। অতঃপর হয়ত সংগত কারণে বলা যায়, এইগুলির রচনা ৩৫০/৯৬১ সাল এবং ৩৭০/৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সমাপ্ত হইয়াছিল অর্থাৎ ফাতিমীগণ (৩৫৮/৯৬৯) কর্তৃক মিসর বিজয়ের পূর্বে অথবা ইহার অল্প কিছু দিন পরই। যাহা হউক, কতিপয় অনুচ্ছেদে (যেমন ৪খ, ১৪৬, ১৯০, ২৫২-৩, ২৬৯) একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া হইয়াছিল, ইখওয়ান কর্তৃক কার্যকারণ বিশ্লেষণ, ধার্মিক লোকজনের সরকারের সমীপবর্তী হওয়া। এইগুলির দুইটি অনুচ্ছেদ হইতে জানা যায় যে, ভবিষ্যদ্বাণী ও গণকবৃত্তির সকল নিয়মানুযায়ী এই ঘটনা সম্পর্কে পূর্বেই ঘোষণা করা হয়

(৪খ, ১৯০ বিশেষত ১৪৬)। আসন্ন সংযোগ সম্পর্কে ইখওয়ান কর্তৃক পরিবেশিত তথ্য, যাহা এই ঘটনার দিশারী, Casanova কর্তৃক ইহার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় (Une date astronomique) যাহা, স্বয়ং ইব্‌ন খালদূনের রচনার একটি অনুচ্ছেদের উপর (সম্পা. Quatremere, 186) এবং De Goeje-এর জন্য জনৈক জ্যোতির্বিদ কর্তৃক অংকিত ছকের উপর নির্ভরশীল (Les Carmathes du Bahrain et les Fatimides, Lieden 1886)। তাহার ভাষ্যানুযায়ী, ইখওয়ান-এর মনস্কামনা ছিল যে, উক্ত সংযোগ ২৬ জুমাদা (১), ৪৩৯/১৯ নভেম্বর, ১০৫৯ তারিখে সংঘটিত হইবে, এই প্রত্যাশিত ঘটনা ১১ বৎসর ৪২ দিন পর ১৩ যুলকাদা, ৪৫০/১ জানুয়ারী, ১৯৫৯ তারিখে সংঘটিত হয় অতঃপর বাগদাদে স্বল্পকালের জন্য ফাতিমী খলীফা আল-মুনতাসি'রের নামে খুত্‌বা পঠিত হয়। এই সংযোগ খলীফা আজ-জা'হিরের খিলাফাত আমলে স্বীয় প্রকৃতিতেই সংঘটিত হয় এবং Casanova, ইখওয়ানের মূল গ্রন্থে জাহির শব্দের উল্লেখ হইতে অনুমান করেন যে, ঘটনাটি সম্পর্কে তাঁহারা ইঙ্গিত দিয়াছেন। জামি'আ কর্তৃক (৩২৩) পরিবেশিত তথ্যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যে, বিষয়টি পুনরালোচিত হওয়া উচিত, সম্ভবত ইখওয়ান কর্তৃক ব্যবহৃত ছকের সহিত Casanova কর্তৃক ব্যবহৃত ছকের কোন প্রকার সামঞ্জস্য নাই, এমনকি তিনি যে তারিখের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ঠিক হইলেও তাঁহার ব্যাখ্যা অবশ্যই ভ্রমাত্মক, যাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। ইহা বলা যথেষ্ট যে, ইখওয়ান এখানে চূড়ান্ত বিজয়ের উল্লেখ করেন নাই, প্রাথমিক সফলতার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে দুই ধরনের সন-তারিখ গ্রহণীয় বলিয়া অনুমান করা হয়ঃ ৩৫৮/৯৬৯ (মিসর বিজয়) অথবা রাবীউ'ল-আওয়াল ২৯৭/ডিসেম্বর ৯০৯ (ইফরীকিয়্যায় দা'ঈ আবূ 'আবদিল্লাহ কর্তৃক 'উবায়দুল্লাহ আল-মাহদীর খিলাফাতের ঘোষণা)। উল্লিখিত বিভিন্ন উদ্ধৃতি হইতে অনুমিত হয় যে, কেবল সুদক্ষ ব্যক্তিবর্গই নয়; বরং ইমাম স্বয়ং গোপনীয় অবস্থায় ছিলেন এবং তাহাদের আত্মপ্রকাশ অতি নিকটে। ইহার ফলে ২৯৭/৯০৯ সালে মনোনয়ন দ্রুত সম্পাদিত হয়, এমনকি এই সকল অনুচ্ছেদের অন্তত একটিতে (৪খ., ১৮৭) বর্ণিত আছে যে, উত্তম ব্যক্তিবর্গের শাসন নৈতিক উৎকর্ষসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বে শুরু হইবে, যাহারা কোন এক স্থানে একত্র হইবে ইহা অবশ্যই ইফরীকিয়্যা হইবে কি? যদি তাহাই হয়, তবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, রিসালাগুলি রচনায় বেশ কয়েক বৎসর সময় ব্যয়িত হইয়াছে এবং এই সময়টি হইল আনুমানিক ২৮৭/৯০০ (সম্ভবত আরও পূর্বে) এবং ৩৫৪/৯৬৫-এর মাঝামাঝি। এতদপ্রসঙ্গে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, ২৯৭/৯০৯ সালের বিজয় সম্পর্কে উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে ইহা স্বাভাবিকভাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, যে যে অংশে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, তাহাদের মতবাদের যথার্থতা প্রমাণের নিমিত্ত (মৌখিকভাবে ব্যাখ্যাকৃত) উহা অক্ষুণ্ন রাখা উচিত ছিল। ইহা হইতে বোধগম্য হয় যে, রিসালাগুলি ইসমা'ঈলীগণের পরবর্তী কালের রচনাসমূহের ন্যায় ধর্মীয় জগতে সঙ্গে সঙ্গে প্রচারিত হয়, যখন সম্প্রসারণবাদী ইসমা'ঈলীগণ ক্রমশ কিন্তু অপেক্ষাকৃত দ্রুত সার্বিক বিজয়ের প্রত্যাশা করে।

রিসালা-এর রচনা ঃ সম্ভবত ইহা সম্পর্কে কেবল গভীর বিশ্লেষণই যুক্তিসঙ্গত নিশ্চিত ধারণা দিতে পারে। প্রথমেই কতিপয় বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। রিসালার সংখ্যা মোট ৫২ খানা। মূল গ্রন্থে ৫১ খানা রিসালার কথা দশবার উল্লিখিত হইয়াছে। ৫২তম রিসালায় (যাদুবিদ্যার উপর) পূর্ববর্তী ৫০ খানা রিসালায় উল্লেখ রহিয়াছে এবং ইহাকে ৫১তম বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। পরবর্তী কালে সংযোজিত অতিরিক্ত রিসালাটি হইল আমাদের সংস্করণে ৫১তম রিসালা, ইহাতে আছে বিশ্বের (অংশসমূহের) শ্রেণীবিভাগ, যাহার স্বাভাবিক অবস্থান হইল দ্বিতীয় ভাগে (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান)। বস্তুত রিসালার ৯ পৃষ্ঠার ৫ পৃষ্ঠাই ২১তম রিসালার (উদ্ভিদ জগত) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অবশিষ্ট চার পৃষ্ঠায় নূতন কোন কিছুই নাই। এই ৫১তম রিসালাই (যাহার শেষ মোট ৫১টি রিসালার উল্লেখ রহিয়াছে; কিন্তু ইহা যে শেষটি, তাহা উল্লেখ নাই) পুনঃলিখনের জন্য রক্ষিত রিসালা সম্ভবত প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনা দেয়। অতঃপর পুনরুদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া পরবর্তী কালে যাদু বিষয়ক রিসালার ঠিক পূর্ববর্তী স্থানে অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ যাদু বিষয়ক রিসালা সর্বশেষ হওয়ার কথা ছিল।

উপরন্তু গ্রন্থখানায় প্রতিটি খণ্ডে রিসালার সংখ্যা ও অধ্যায় উভয় ক্ষেত্রেই কতিপয় অস্পষ্টতা বিদ্যমান। এইরূপে প্রথম খণ্ডের ৮ম রিসালা (গণিত বিজ্ঞান), যাহাতে হস্তশিল্প সংক্রান্ত আলোচনা রহিয়াছে, উহা প্রথমে ৩য় খণ্ডের প্রথমাংশে স্থান লাভ করিয়াছিল (মনোবিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞান; ১খ, ২৭৬ ও ২৮৬)। ৯ম রিসালার (১ম অংশ) ভূমিকা অনুসারে অনুমিত হয় যে, কোন এক সময়ে ২৫তম (২য় অংশ) খণ্ডের পরে ইহা স্থান পাইয়াছিল; ইহাতে হয়ত উহার বিষয়বস্তুর যথার্থতা প্রমাণ করিয়াছে। ইহাতে আরও বোধগম্য হয় যে, (২খ, ১৯) ২য় অংশ চূড়ান্ত সংস্করণের ১৭টির পরিবর্তে প্রথমে ৮টি রিসালা সম্বলিত ছিল। এই অংশের ১০মটি ছিল ২য়; ৬ষ্ঠটি (প্রকৃতি বিজ্ঞানের সারাংশ) পরবর্তী কালে সংযোজিত হয়। অনুরূপভাবে ইহা অনুমিত হয় যে, প্রথম অংশ যাহাতে ১৪টি রিসালা ছিল, মাত্র পাঁচটি ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল; ৪র্থ রিসালা (ভূগোল) পরবর্তী কালে সংযোজিত হয়; ৫মটি (সংগীত) প্রথমত ৬ষ্ঠটির অংশরূপে গঠিত হয় (সংখ্যাতত্ত্ব ও জ্যামিতি সম্পর্কিত) এবং পরবর্তী কালে বিচ্ছিন্ন করা হয়; প্রথমত যুক্তিবিদ্যার উপর মাত্র একটি রিসালা ছিল, পরে উহা ৫ খানা সংক্ষিপ্ত রিসালায় বিভক্ত হয়। সংক্ষেপে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, ১৫তম রিসালা রচনাকালে, ১ম অংশ হইতে মাত্র ৫টি এবং ২য় অংশ হইতে ৭টি পূর্বেই লিখিত হইয়াছিল; উহাদের মধ্যে কতিপয় পরবর্তী কালে সম্প্রসারিত এবং বিভক্ত হয়; এই দুইটি অংশ পরবর্তী কালে নূতন পুস্তিকা (রিসালা) সংযোজনে পরিবর্ধিত হইয়াছে। সম্ভবত অন্য দুই অংশের বেলায়ও ইহা সত্য। অনন্তর ইহার সন্ধান পাওয়া যায় লেখকের ভাষ্যানুসারে শেষ রিসালার কিছু তথ্য ((৪খ, ২৮৫) ৫০তম খানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, প্রকৃতপক্ষে ইহা ৪৯তম রিসালার বেলায় প্রযোজ্য ইহাতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, হয় ৫০তম রিসালা তখনও লিখিত হয় নাই অথবা রিসালার বিন্যাসধারা পরিবর্তন করা হইয়াছিল। সম্ভবত প্রথম লেখকগণ ইহার সঠিক সংখ্যা পূর্ব হইতে জ্ঞাত ছিলেন না এবং গ্রন্থকার এই সংখ্যা বিন্যাসের শেষ পর্যায়ে ইহাকে ৫১তম ধরিয়া লইয়াছেন, যাহাতে গাণিতিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা সন্তোষজনক হয়।

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে ইহা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ইহার রচনাকাল হইতে শুরু করিয়া চূড়ান্ত রূপ প্রদান করা পর্যন্ত বেশ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহার আকার-আকৃতি সম্পর্কে জানা যায় যে, ইহাতে উল্লেখযোগ্যভাবে ঐক্য বিদ্যমান।

ইহাই সংগত মনে হয় যে, বিভিন্ন গ্রন্থকার কমবেশী একই সময়ে একই উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া রচনা কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। উপরন্তু

কতিপয় গ্রীক সাহিত্য গ্রন্থের অনুবাদ দ্বারা তাঁহাদের রচনাশৈলী বিশেষভাবে প্রভাবিত। যাহা হউক, কতিপয় পার্থক্য গোচরীভূত হয়, সম্ভবত যাহা বিষয়বস্তুর পার্থক্যের একক কারণ হিসাবে অভিহিত করা যায় না। অধিকাংশ রিসালাই পরিচ্ছন্ন চিন্তা এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মতবাদ সংক্রান্ত আলোচনার প্রসঙ্গ ব্যতীত যাহা ইখওয়ান সংগোপনে করিতে ইচ্ছুক, বিষয়বস্তুগত লক্ষ্যে ঐক্য থাকা সত্ত্বেও ৩১তম রিসালাখানা (ভাষাগত পার্থক্যের কারণে) পাণ্ডিত্যপূর্ণ, দুর্বোধ্য এবং অতি নিগূঢ় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাশৈলী দ্বারা কিছুটা পৃথক হইয়া আছে, যাহা কেবল ৪১তম রিসালা ব্যতীত (সংজ্ঞা ও রেখাচিত্র) অন্যত্র কদাচিত দৃষ্ট হয়।

৩১তম রিসালার অন্য একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, লেখক প্রথম পুরুষ এক বচনে নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ; আকস্মিকভাবে ও ব্যাখ্যাযোগ্য কারণ ব্যতীত অন্য কোন রিসালায় এইরূপ হয় নাই। মৌলিকতার ক্ষেত্রে অনুরূপ উল্লেখযোগ্য ঐক্য পরিদৃষ্ট হয়। সমস্যার গভীরে প্রবেশ করিলে অধিকাংশ অসংগতি স্পষ্টত বাহ্যিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এতদসত্ত্বেও বিশেষ বর্ণনায় কতিপয় বিরল অসঙ্গতি বিরাজিত রহিয়াছে। যাহা হউক, পদ্ধতিগত বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান দ্বারা সার্বিক আলোচনায় কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় নাই, ইহাতে ঐক্য ও দৃঢ়তা রহিয়াছে, যাহা কোন "উদ্দীপনাপূর্ণ" রচনার জন্য প্রয়োজন যদ্দারা কোন সম্প্রদায় তাহাদের কথা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে।

রিসালাগুলির বিষয়বস্তু ঃ ইখওয়ানের ভাষ্যানুসারে যখন আধ্যাত্মিক মিলনের সমর্থক কোন সম্প্রদায় ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভ করে, পূর্বে প্রাধান্যপ্রাপ্ত সাম্প্রদায়িক সকল বিজ্ঞানের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে, বিশেষ করিয়া ইহা হইল নব সহস্রতম বার্ষিকীর প্রারম্ভিক ঘটনা, যখন কোন ধর্মীয় বিধি উহার পূর্ববর্তী বিধানকে উচ্ছেদকল্পে আবির্ভূত হয়। অতঃপর ইখওয়ানশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও কঠোর প্রচেষ্টা প্রসূত (ইলহামদীপ্ত) "জ্ঞান-বিজ্ঞান" কতিপয় দার্শনিক অবশ্য ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন, দার্শনিকগণের মধ্যে ভবিষ্যদ্বক্তাগণই সর্বোত্তম এবং বিগত সহস্র বৎসর যাবত যাহা আল্লাহ্ তা'আলা ইলহ'মের মাধ্যমে ব্যক্ত করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা তাঁহাদের সময়ের পরিচিত সকল বিজ্ঞানের এক সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপন করার দাবি করেন, এই সমস্তই প্রাচীন গ্রন্থ এবং তাহার পর সাহাবীগণ হইতে গৃহীত (৩খ, ৩৮৪)। সেই কারণেই প্রাচ্য ভাষাবিদগণ এই রাসাইল (রিসালার, ব. ব.)-কে বিশ্বকোষ বলিয়া মনে করেন। এই সমস্ত বিজ্ঞান পৃথিবীর অন্তর্নিহিত সত্তা (হাকাইক) সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করে, যাহা "ওহী ও ধর্মীয় বিধানসমূহ" সমর্থন করে এবং উহাদের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা প্রদান করে; এই কারণে ইহারা ইসমা'ঈলী মতবাদের অংশবিশেষ। তাহারা ওহী ও বিধানের গূঢ় অর্থ বহন করে, যেগুলি তাহাদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য। ইহা স্পষ্টত নব্য প্লেটোবাদ দ্বারা প্রভাবিত নির্গমনবাদ'— কিন্তু ইহাতে পরাভূত আত্মার পুনরারোহণে ইমাম ইহজগতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেন, ইহা টলেমীর আকাশমণ্ডলীর ও জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বিধানের সমন্বয়ে খোদায়ী অভিপ্রায় অনুধাবনে গুরুত্বপূর্ণ (এই মতবাদের যথার্থ ধারণার জন্য দ্র. ইস্মা'ঈলিয়া)। এখানে কয়েকটি মন্তব্যই যথেষ্ট। পালাক্রমে দ্র. আত্মপ্রকাশ ও আত্মগোপন ৭০০ বৎসরের মহাকাল চক্র আলোচিত হয় নাই (তু. Corbin Hist. Phil. Isl. 129)। যাহা হউক, এতদসংক্রান্ত দুইটি সুস্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয় (২খ., ২২৮, ৪খ., ২২৯; তু. ইমামাত, ৭৩-৫)। বর্তমান কাল চক্রের উল্লিখিত তিনটি বিষয় জান্নাতবাসী আদাম এবং আদামকে প্রথম পৃথিবীবাসীরূপে সৃজন সম্পর্কে (৩খ., ৫১২)। আইনপ্রণেতা ও ইমাম পরম্পরার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয় নাই যাহা হউক, এখানে সেই সমস্ত নবীর উল্লেখ আছে, যাঁহারা সহস্র বৎসরের যুগাবর্তের মধ্যে নবীস্বরূপ ছিলেন। আদাম (আ) নূহ' (আ), ইব্রাহীম (আ), মূসা (আ), ঈসা (আ), মুহ'াম্মাদ (স') এবং কা'ইম, যিনি পুনর্জীবিত মুহ'াম্মাদ ব্যতীত আর কেহই নন), গিরিগুহাস্থ পৌরাণিক কাহিনী মুতাবিক (৩খ., ৩১৫-৮)। কোন এক স্থানে পাঁচজন আইনপ্রণেতার [নূহ, ইব্রাহীম, ঈসা, মূসা, মুহ'াম্মাদ (স), ৪খ., ১৮-৯] নাম উল্লেখ করা হয় এবং এই উদ্যম ও কর্মশক্তিতে উদ্দীপিত অন্য আরও পাঁচজন ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষের নাম উল্লেখ করা হয়, যাঁহাদের প্রণীত আইনসমূহ ভিন্ন ধরনের (২খ, ৪৭০-১, ৩খ., ৪৮৬)। ইহাও উল্লেখ্য যে, ধর্ম প্রবর্তকগণের দীক্ষা দানকারী ভূমিকা স্পষ্টত দৃষ্ট হয় (৩খ., ৫০৯[আল্-খিদ্'র ও মূসা], ৪খ., ৯০-৮); দীক্ষা দানকারিগণের শিক্ষা মানবিক শিক্ষা, ইমামদের মত খোদায়ী নয়। ইমাম ও তাঁহার প্রধান প্রতিনিধিগণের প্রতিই হুজ্জাত নামটি প্রযোজ্য, দীক্ষা দানকারিগণের প্রতি নয়। উপরন্তু আইন প্রণেতাগণ অন্যান্য ইমামের তুলনায় শ্রেষ্ঠ এবং মুহ'াম্মাদ (স) অন্যান্য আইন প্রণেতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনিই মুহ'াম্মাদ (স), যিনি (জ্ঞানের শহর) 'আলী (রা)-কে (শহরের দ্বার) দীক্ষিত করেন। পুনঃ, সালমান বিশেষ কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন নাই, রাসূলুল্লাহ (স')-এর সাহাবীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সপ্তম এবং তাঁহার নাম কেবল- একবার উল্লিখিত হইয়াছে। অতঃপর ইখওয়ানে আমরা সীন, 'আয়ন মীম এই ক্রম দেখিতে পাই না, কিন্তু মীম 'আয়ন এই ক্রম দেখিতে পাই।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, ইমাম প্রসঙ্গে সব কিছুই বিচক্ষণতার সহিত এবং সম্পূর্ণ রহস্যজনকভাবে আলোচিত হয় (প্রকাশ, গোপনীয়তা এবং রহস্য উদ্ঘাটন)। আল-হু'সায়নের পরবর্তী ইমামগণের নাম কখনও উল্লিখিত হয় নাই।

যদি কেহ লেখকদের উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করে, তবে রিসালার প্রায় রহস্যজনক (Semi-esoteric) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক অবগতি সম্ভব।

রিসালার উদ্দেশ্যাবলী ঃ প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা এই পার্থিব জগতে মানবকুলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করাকে গৌণ উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন (দেহের পূর্ণাঙ্গতা আত্মার পূর্ণাঙ্গতা অর্জনে সহায়ক), কিন্তু আখিরাতে আত্মার শান্তি অর্জন করাই অপরিহার্য উদ্দেশ্য এবং প্রথমত মত্যুর পর পুনরুত্থানকে অনুমোদন দান করা। অতঃপর আত্মা অবশ্যই ক্রমান্বয়ে পার্থিব অপবিত্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, যাহা ইহাকে নিম্নগামী করে অর্থাৎ যাহা সৃষ্টির বাস্তব সত্তা সম্বন্ধে সঠিক ও সার্বজনীন জ্ঞান ও দৃষ্টি লাভে বাধা প্রদান করে এবং এইভাবে সে পরিণতিতে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্যে অগ্রসর হয়। সর্বশেষে যখন ইহা ইহার সত্তার প্রকৃত পবিত্রতা পুনর্লাভ করিতে সমর্থ হয় এইভাবে যে, ফেরেশতার বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া দৈহিক প্রয়োজনীয়তা ও জৈবিক তাড়নাকে পরাভূত করে, তখন সে দেহকে ত্যাগ করিয়া উর্ধ্বাকাশে আরোহণের জন্য প্রস্তুত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ব-আত্মায় বিলীন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে এবং অতঃপর ধী-শক্তিতে শেষোক্তটির সহিত মিলিত হয়। তৎপর রিসালা অবশ্যই ক্রমান্বয়ে এই পরিশুদ্ধ জ্ঞান শিক্ষা দেয়। যাহা হউক, পুনরারোহণে খাঁটি ইমামের পথনির্দেশ প্রদানের দায়িত্ব রহিয়াছে, অন্যরা অবশ্যই তাঁহাকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিবে। এই পার্থিব জগতে ইমামের ঘনিষ্ঠতা লাভের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়।

"বিশুদ্ধ জ্ঞান" তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে এবং প্রকৃতই তিনি এই "বিশুদ্ধ জ্ঞানের আধার"। অতঃপর রিসালা কেবল জ্ঞানেই উদ্দীপিত করে না, বরং কাজেও উদ্দীপ্ত করে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা উহাদের বাস্তবায়নের গভীর প্রতিশ্রুতি বহন করে, আত্মতৃপ্তি ব্যতীত সম্প্রচারও তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে তাহারা ইহা হাসিল করিতে পারে এবং ইমামের চতুষ্পার্শ্বে জনগণকে সমবেত করিতে পারে। বিশ্বাসের আদর্শবাদ প্রয়োগে বাস্তববাদ সহগামী, রিসালার অবয়ব এই সমস্ত দ্বারা সুবিন্যস্ত।

রিসালার গঠন ঃ আত্মার মুক্তি ও বিশুদ্ধকরণের এই বদ্ধমূল ধারণা, ঐশী বাণীরূপী চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সুসংজ্ঞায়িত শিক্ষা দান পদ্ধতির সহিত সম্পর্কিত। অবশ্য ৭ম রিসালাতে আলোচিত বিজ্ঞানের শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে যদি বিবেচনা করা হয়, তবে বর্ণনায় স্বেচ্ছাচারিতা ও অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। ধারাবাহিক উন্নতি অবশ্যই নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। আত্মার পরিশুদ্ধি চারিটি নৈতিক গুণ অর্জনের জন্য কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে শুরু হয়; যথা (১) জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা; (২) দৃঢ় প্রত্যয়; (৩) সৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন; (৪) পবিত্র ও সৎকর্মাদি সম্পাদন।

একই সঙ্গে ইহাতে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের (রিয়াদিয়্যা), যাহা ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুশীলনের প্রস্তুতিস্বরূপ, পর্যালোচনা করে। ইহা ব্যতীত আইন বিষয়ক বিজ্ঞান (ইহার বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ হইতে), যাহা মূলত পবিত্র কু'রআন ও হ'াদীছ সংক্রান্ত বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, যেভাবে এইগুলি সত্যনিষ্ঠ লোকগণ উপলব্ধি করে, ইহার সহিত পবিত্র কু'রআন-এর বিশদ ব্যাখ্যা, (তৎসত্ত্বেও ইমামের এখতিয়ারভুক্ত ও প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞানই সর্বোৎকৃষ্ট এবং প্রগাঢ় বলিয়া বিবেচিত)। যাহা হউক, নিঃসন্দেহে পবিত্র কু'রআনের এই ভাষ্য (তাফসীর) সাধারণ লোকের জন্য রচিত। পরিশেষে এমন "বহু বাস্তব বস্তু" বা বিজ্ঞান আছে, যাহা একাধারে "দার্শনিক ও দিব্য জ্ঞানপ্রাপ্ত শিক্ষকদের শিক্ষা", যাহা আত্মাকে ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পথে এবং ইহার প্রাথমিক পবিত্রতার দিকেও ধাবিত করে।

সেই কারণেই ৫১ খানা রিসালায় (প্রকৃতপক্ষে ৫২ খানা) অনুসরণীয় বাস্তব বস্তুর ক্রমধারার বিবেচনা করা হইয়াছে; তাত্ত্বিকভাবে তাহারা মূর্ত হইতে বিমূর্তের দিকে পরিচালিত হয় এবং চারিটি খণ্ডে বিভক্ত। ২৭তম রিসালায় প্রদত্ত শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী ৪টি অংশ নিম্নরূপঃ (ক) গণিত (অন্যান্য সকল বিজ্ঞানের উৎস), (খ) যুক্তিবিদ্যা, (গ) পদার্থবিদ্যা, (ঘ) অধিবিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়সমূহ রিসালাগুলিতে কিছুটা ভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু সম্ভবত ইহা এই কারণে যে, গ্রন্থটি হয়ত একই আকারের ৪টি অংশের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ ভারসাম্য থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে এইগুলি নিম্নরূপ ঃ (১) গণিত বিভাগ, মূলত যাহা ক্রমানুসারে পাটীগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, সংগীতবিদ্যা ইত্যাদি বিষয় লইয়া গঠিত; ইহার সহিত যুক্তিবিদ্যাও সংযোজিত হইয়াছে (৭ম রিসালাতে প্রদত্ত শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী পৃথক একটি বিভাগ গঠন করা উচিত ছিল), বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক প্রশ্নও অন্তর্ভুক্ত হয়; (২) শরীর চর্চা বিভাগ (দৈহিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান); (৩) বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞানের শাখা (৭ম রিসালাতে প্রদত্ত শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী ইহা অধিবিদ্যার আওতাভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল), বিশেষত ইহা চিরন্তন বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মার পুনরুত্থান এবং অন্যান্য আরও বহু কিছু লইয়া আলোচনা করে; (৪) অধিবিদ্যা (ব্যবহৃত শব্দটি হইল "ইলাহিয়্যা", "আল্লাহ সম্পর্কিত") এবং আইন সংক্রান্ত বিজ্ঞান। প্রকৃতপক্ষে ইহারা নবদীক্ষিত এবং প্রচারকগণের আচার-আচরণ লইয়া আলোচনা করে, কিন্তু ইমামকে অনুসন্ধান করার গূঢ়ার্থসূচক পদ্ধতিসমূহও ইহার আলোচিত বিষয় নিঃসন্দেহে। ইহা এই রিসালাগুলিতে ব্যবহৃত অধিবিদ্যা নামের যথার্থতা বর্ণনা করে, আইন সংক্রান্ত নামের জন্য (শার'ঈয়্যা নামূসিয়্যা)। ইহা সম্ভবত এই কারণে যে, এইগুলি নৈতিক আচার-আচরণ লইয়া আলোচনা করে, যাহা প্রত্যক্ষ আইন সমর্থন করে (যাহা স্বয়ং মূল তত্ত্বসমূহ চিত্রিত করিতে অক্ষম [হ'াক'াইক']) এবং "দৃশ্যমান" অনুশাসনের "গূঢ়ার্থ" উদ্ভাবন করে। এইভাবে জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত যাদুবিদ্যার আলোচনা দ্বারা রিসালা শেষ হয়, প্রকৃত ইমামের স্বীকৃতি দানের মধ্যেই যাহার প্রকৃত মূল্য নিহিত।

এই অনুমিত উন্নয়নের গতিধারা তত্ত্বগতভাবে বিদ্যমান; অনেক রিসালা একটি অংশে বিন্যস্ত করা হইয়াছে, যাহা তাঁহারা সমভাবে অন্যত্র বিন্যাস করিতে পারিতেন। উপরন্তু ইখওয়ান-এর পক্ষে প্রথম অংশে সার্বজনীন সত্তা সম্পর্কে আলোচনা করা সংগত ছিল, পার্থিব জগত সম্পর্কে তাঁহাদের ধারণার ব্যাখ্যা প্রদানের উদ্দেশে; অনুরূপভাবে তাঁহারা কখনও কখনও তাঁহাদের নিশ্চিত উক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত, বিমূর্ত হইতে মূর্ত বস্তুর উল্লেখ করেন সৃষ্টির নিয়মে।

ইখওয়ান বর্ণনা করে যে, বাস্তবতা এক প্রকৃত সমুদ্র রচনা করে, সেইজন্য যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে। যেহেতু অতিরিক্ত বিভিন্ন উপকথা ও নীতিকাহিনী ব্যবহার করা হয় যাহা নবীন শিক্ষার্থীদের নিকট ধারণাসমূহ আরও গ্রহণযোগ্য করে এবং তাহাদেরকে গভীর বাস্তবতা সম্পর্কে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সুযোগ দান করে (৩খ, ২৯-৩০)। আরও অধিক অগ্রসর হইবার বাসনাকে দৃঢ়মূল করার জন্য প্রতিটি রিসালায় অন্তত একটি বিজ্ঞানের আলোচনা সন্নিবেশিত আছে (১খ, ২০; ৩খ, ৫৩৮; ৪খ, ১৮৬, ৩৩১, ৩৩৯, ৩৬৭) এবং ইহাতে এমন একটি অধ্যায় আছে, যাহাতে এই বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ও গভীরতর শিক্ষা রহিয়াছে, তাহা বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিন্যস্ত এবং ৫০তম রিসালাটি (শেষেরটির আগেরটি) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; ইহার অত্যাবশ্যকীয় অধ্যায়টিকে "জামে' অধ্যায়" বলা হয়। ইহা মুসলিম দার্শনিকদের চারটি উৎসবের অন্তর্নিহিত অর্থের সহিত সম্পর্কিত (যাহা ইমাম এবং তাহাদের গোপন ও প্রকাশনার কালচক্রকে (তু. ৪খ., ২৫০-১) প্রতীকরূপে চিহ্নিত করিয়াছে।

ইখওয়ানের ভাষ্যানুযায়ী "রিসালা জামি'আ" একটি পৃথক রিসালা হিসাবে রচিত যাহা রিসালার মোট সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত নহে। যদিও ইহা সর্বশেষ খণ্ড, ইহাদের সকল বক্তব্য এখানে সংক্ষিপ্তাকারে ব্যক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা নিগূঢ়তম প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত, এখানে বাস্তবতা স্পষ্টত প্রকাশ পাইয়াছে (১খ., ৩৯, ৪৩; ৪খ., ২৫০-১)।

প্রকৃতপক্ষে জামি'আতে প্রতিটি বিজ্ঞানের পারিভাষিক দিক একদিকে পরিত্যক্ত হইয়াছে; যে সমস্ত উপাদানে সারাংশ গঠিত কেবল তাহাই গৃহীত হইয়াছে এবং কল্পনানুসারে প্রামাণ্য যুক্তি দ্বারা সমর্থিত, যাহা প্রকৃতপক্ষে ন্যায়শাস্ত্র সম্মত নিউপ্লেটোনিক পদ্ধতির ন্যায়; ইহাতে অধিবিদ্যা বিষয়ক ধারণা আরও খোলাখুলিভাবে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া ইহা অন্যান্য রিসালার তুলনায় কম গূঢ়ার্থবোধক এবং অন্যান্য সম্প্রসারিত ক্রমবিকাশের সহিত মিশ্রিত নয়। সর্বোপরি অনেক বিষয়, যাহা অন্য রিসালায় কেবল অস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, যেমন ইমামের সমস্যা, মহাকালের আবর্তন সমস্যা, আদম সৃষ্টির ইতিহাস, মৃত্যুর পর আত্মার পরিণতি ইত্যাদি জামি'আতে প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু সেই সকল বিষয় সামগ্রিকভাবে অথবা সম্পূর্ণ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয় নাই; বহু সংখ্যক গূঢ় রহস্যবাদের ব্যাখ্যা অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং মৌখিক নির্দেশে সেইগুলি সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে (জামি'আতে যাহা ভ্রান্তভাবে আল-মাজিরতীর প্রতি আরোপ করা হইয়াছে; তু. জামীল সালিবা দামিশকের 'আরব একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৯ খৃ. এবং ভূমিকা)।

রিসালাগুলির ব্যবহার ঃ এইগুলি রচিত হয় ভ্রাতৃবর্গের শিক্ষার জন্য অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ, হয় নবীস অথবা যাহারা ইতোমধ্যেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের জন্য (৪খ., ৩৬৭, ৩৯৪), কিন্তু দীক্ষিত প্রচারকদের জ্ঞান অর্জন ও কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যও ঐগুলি কাজে লাগে (৪খ., ১৮৫৬)। এইগুলি ধারাবাহিকভাবে পাঠ করিতে হইবে অর্থাৎ যতদূর সম্ভব ইহার বিষয়বস্তুর সূচীপত্র অনুসারে যাহাতে প্রত্যেকেই দেখিত পায় যে, তাহাদের বোধশক্তির মধ্যে তুলনামূলক কোনটি বোধগম্য (১খ., ৪৬; ৪খ., ২৮৩)। উদাহরণস্বরূপ, ৫০তম রিসালা প্রচারকদের জন্য সুবিধাজনক, যাহারা ইতিমধ্যেই অগ্রগামী হইয়াছে (৪খ., ২৫১)। যাহা হউক, সকল রিসালা সংগ্রহ করা অনেকের জন্য সম্ভব নয়, কেবল কতিপয় বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সকল রিসালা সংগ্রহ করিতে পারে (৪খ., ২০৫, ২৫০)। স্বভাবত তাহাদের মধ্যকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য এইগুলি উপকারী এবং এইগুলি হইতে তাহাদেরকে বঞ্চিত করা সঙ্গত নয়। যাহা হউক, অন্যদের জন্য এই রাসাইল বিপজ্জনক রচনা, যদি তাহারা এইগুলি বুঝিতে অক্ষম হয় অথবা ইহার অধ্যয়নের অযোগ্য হয় এবং ফলে এইগুলিকে তাহারা মন্দ কাজে ব্যবহার করিতে পারে। ইহা পূর্বাহ্নেই ধারণা করা হইয়াছিল যে, রিসালাসমূহ এই ধরনের অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে পড়িতে পারে। এই কারণেই এইগুলিতে কিছু বিষয় পরোক্ষভাবে ইঙ্গিতে আলোচনা করা হইয়াছে (১খ., ৪৫; ৪খ., ৪৬২)। অনুমিত হয় যে, এই সকল রিসালা অধিবেশনে (মাজালিস) ভালভাবে পর্যালোচনা করা হইয়াছে। যাহা হউক, ইহা পূর্বাহ্নেই চিন্তা করা হয় যে, বিশেষজ্ঞগণ ইতোমধ্যেই উন্নতি সাধন করিয়াছেন। "অধিবেশনে" যোগদান করিতে না পারিলেও তাহারা নিজেরাই এইগুলি অধ্যয়ন করিতে পারিবেন এবং পরে যোগ্য ব্যক্তিগণকে তাহাদের অজ্ঞাত বিষয়াদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন, তদুপরি তাহারা তাহাদের অপেক্ষা কম উন্নত বিশেষজ্ঞগণকে বুঝার ব্যাপারে সাহায্য করিবেন। সাধারণত কম উন্নত ব্যক্তিবর্গের নিকট রিসালার পাঠের মাধ্যমে বিষয়বস্তু আলোচনা করা হয় এবং রিসালার শিক্ষা তথা নৈতিকতা ও উদ্দেশ্য তুলিয়া ধরা হয় (৪খ., ১৮৫-৬, ১৮৮, ২৫০-১, ৩৩১, ৩৩৯)।

রিসালাসমূহের উৎস ঃ Sabieus et Ikhwan al-Safa-তে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হইয়াছিল যে, "হ'াররানের সাবিয়ীগণ" (SABAENS)-এর সঙ্গে প্রথম ইস্মা'ঈলীগণের সরাসরি সংযোগের ফলে সম্ভবত এই সকল মতবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল। সাবিয়ীগণ সন্ন্যাসবাদী প্রভাবে তাহাদের ব্যাবিলনে উদ্ভূত ধর্মকে মিথ্রবাদ (Mithraism), গ্রীক ধর্ম ও দর্শনের সহিত সংমিশ্রিত করে। ইখ্ওয়ান বিবেচনা করে যে, অতীতের বিজ্ঞানসমূহ "দার্শনিক অথবা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ইমামের সংরক্ষিত ও আওতাভুক্ত" ছিল। হ'াররানী সংশ্লেষণের উপাদান ইসলামে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এক নূতন মিশ্রিত ধর্মীয় রূপ লাভ হয় এবং সম্ভবত ঘটনা সম্পর্কে সতর্ক থাকা ব্যতীত নবপ্লেটোবাদকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

অতঃপর রিসালাগুলিতে অনেক বিচিত্র উপাদান দৃষ্ট হয়। ইরানীয় ও ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার উপাদান সংযোজিত ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিদ্যার সন্ধান পাওয়া যায়, সমস্তই গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক মতবাদের উপর নির্ভরশীল। ভারতীয় ও পারসিক উৎসের বহু উপাখ্যান এবং হিব্রু বাইবেল ও য়াহূদী ধর্মীয় সাহিত্য হইতে গৃহীত উদ্ধৃতি ও কাহিনী রহিয়াছে, নূতন নিয়ম (New Testament) হইতে গৃহীত বস্তুও ইহাতে আছে (যে কোন ক্ষেত্রে খৃস্টান প্রভাব খুব বলিষ্ঠ)। যাহা হউক, গ্রীক রচনাবলীর প্রভাব ছিল প্রধান। Hermes Trismegistus-এর প্রভাব স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় (কেবল রচনাবলী হইতে নয়, যেমন Hermetic যাদুবিদ্যা অথবা অপরসায়নিক যাহার মধ্যে কতিপয় সম্ভবত Heranian কিন্তু Hermetic দার্শনিক রচনাবলী হইতেও গৃহীত হইয়াছে, যাহার প্রভাব সমস্ত গ্রন্থকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে)। যেমন পিথাগোরাসের অনুগামিগণ (পাটীগণিত, সংগীত, পাটীগণিত সংক্রান্ত, অবশ্য গ্রন্থের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির উপর), এরিস্টোটল (বিশেষত যুক্তিবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা), প্লেটো ও নিউ প্লেটোনিকগণ (বিশেষ করিয়া অধিবিদ্যা সংক্রান্ত)। Porphyry ব্যতীত কোনও নবপ্লেটোবাদী লেখক ইখ্ওয়ান কর্তৃক উল্লিখিত হয় নাই, যাহাদের গ্রন্থাবলীর মধ্যে কেবল "Isagoge" তাহাদের নিকট পরিচিত। সকল প্লেটোনিকগণের মধ্যে সম্ভবত Plotinus (যদিও কতিপয় বিষয়ে তাঁহারা ভিন্নমত পোষণ করেন, তাঁহারা ইহা অনুধাবন এবং তাঁহাকে তাহারা জ্ঞাত না হইয়াই) তাহাদের উপর বলিষ্ঠতম প্রভাব বিস্তার করেন। যাহা হউক, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা এরিস্টোটলের অনুসারী, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা "Theology of Aristotle" বলিয়া অনুমিত একটি গদ্যাংশের উদ্ধৃতি প্রদান করেন, যাহা কতিপয় Enneads-এর সারসংক্ষেপ (resume), তু. সম্পা. বাদাবী কায়রো ১৯৫৫ খৃ. নামে পরিচিত, এমনকি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি dialactical form-ও ইখ্ওয়ানের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সম্ভবত। যেমন ইহা দ্বারা সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে মুতাকাল্লিমগণও প্রভাবিত হইয়াছেন। যাহা হউক, মনে হয় তাঁহারা অন্যান্য নবপ্লেটোনিক গ্রন্থের সহিত পরিচিত ছিলেন যাহা তাঁহারা উল্লেখ করেন নাই। এই প্রভাব টলেমীর জ্যোতির্বিদ্যা এবং সাধারণ জ্যোতির্বিদ্যা দ্বারা সম্পূরিত হইয়াছে (কিন্তু পিথাগোরাস ও প্লেটোর আকাশ সংক্রান্ত উক্তি সম্পর্কে ইখওয়ান অবহিত ছিলেন)। পরিশেষে ইউক্লিড Nicomachus জ্যামিতিতে ব্যবহৃত হয়। ইখওয়ান প্রয়োজনবশত এমন অনেক গ্রন্থকারের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে যেমন Galen পদার্থবিদ্যা, আলকেমী বা রসায়নশাস্ত্র এবং জ্যোতিষবিদ্যা বিষয়ক এবং Vettius Valens (জ্যোতিষবিদ্যায়)। যাহা হউক, যাহা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তাহা হইল, রিসালাগুলিতে এমন সংশ্লেষণ রহিয়াছে যাহা তাঁহারা অবিকৃত অবস্থায় তাঁহাদের অধিবিদ্যার জন্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাদেরকে ইসলামী মতাদর্শের উপযোগী করিয়া লইয়াছেন এবং পূর্ববর্তিগণের তথ্য ও তত্ত্বের সংশোধনও করিয়াছেন।

ইখওয়ানের রিসালাগুলি 'আরবী সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীতে স্থান লাভ করিয়াছে, যদি এরিস্টোটলের বিশুদ্ধ মতবাদ ক্রমশ দার্শনিকগণের মধ্য হইতে নির্গমন নীতি (emanatism) বিদূরীত করে তবে তাঁহাদের প্রভাব কেবল শী'ঈ মতবাদেই নয়, বরং সূফীবাদ সংক্রান্ত আন্দোলনেও স্থায়ী হইয়াছে বলা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মূল পাঠসমূহ, ইখওয়ানু'স সাফা মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যে কলহ, অনু. J. Platts, লন্ডন ১৮৬৯ খৃ.; (২) খুলাসাতু'ল ওয়াফা

ফী ইক্‌তিসার রাসাইল ইখ্‌ওয়ানি'স-সাফা, Leipzig-Berlin 1886; (৩) কিতাব ইখওয়ানি'স-সাফা ওয়া খুল্লানি'ল-ওয়াফা; চার খণ্ডে, বোম্বাই ১৮৮৮ খৃ.; (৪) রাসা'ইল, ৪ খণ্ডে, কায়রো ১৯২৮ খৃ., ১২ খণ্ডে, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ.; (৫) আর-রিসালা'ল-জামি'আ, ২ খণ্ডে, সম্পা. জ. সালীবা, দামিশ্ক ১৯৪৯ খৃ.। মনুষ্য ও জন্তুর মধ্যে বিতর্কের উপর লিখিত প্রবন্ধ ঃ Kalonymos ben Kalonymos (চতুর্দশ শতাব্দী) কর্তৃক হিব্রু ভাষায় অনূদিত এবং বহুবার মুদ্রিত (দ্র. Steinschneider, Heb, Ub., ii, 860 প. এবং Bod, Heb, Cat., শিরো.)।

গবেষণা ঃ (১) জ. 'আবদুন-নূর, ইখওয়ানু'স-সাফা, কায়রো ১৯৫৪ খৃ.; (২) আওয়া 'আদিল, Lesprit critique des Freres de la purete (Encyclopedistes arabes du 4e/10e siecle), বৈরূত ১৯৪৮ খৃ.; (৩) Casanova, Une date astronomique dans les epitres des Ikhwan al-Safa, in J A., ১৯১৫ খৃ., পৃ. ৫-১৭; (৪) ঐ লেখক, Alphabets magiques arabes in., ১৯২১ খৃ., পৃ. ৩৭-৫৫; ১৯২২ খৃ., পৃ. ২৫০-৬২; (৫) Ha. Corbin, Epiphanie divine et naissance spirituelle dans la gnose ismailienne, in Eranos Jahrbuch, xxiii, ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১৪১-২৫০; (৬) ঐ লেখক, Rituel sabeen et exegese ismailienne du rituel, ঐ, xix (১৯৫০ খৃ.), 181-246; (৭) ঐ লেখক, Le temps cyclique dans le mazdeisme et l'ismailisme, ঐ, xx (১৯৫১ খৃ.), 149-218; (৮) ঐ লেখক, Histoire de la philosophie islamique, প্যারিস ১৯৬৪ খৃ.; (৯) M. T. Danishpazhuh, ইখওয়ানু'স সাফা, in Mihr (তেহরান), viii (1952), 353-7, 605-10, 709-14; (১০) Fr. Dieterici Die Abhandlungen der Ichwan as-sche), 1889; (১১) ঐ লেখক, Die Philosophie der Araber. Liepzig-Berlin 1858-91, 16 vols.; (১২) E. L. Fackenheim, The conception of substance in the philosophy of the Ikhwan as-safa' in Medieval Studies (Toronto), v (1943), 115-22; (১৩) 'উমার ফাররূখ, ইখওয়ানু'স-সাফা, বৈরূত ১৯৫৩ খৃ.; (১৪) I. al-Faruqi, On the ethics of the Brethren of Purity, in MW, I (1960-i), 109-21, 193-8, 252-8, Li (1961), 18-24; (১৫) G. Flugel, Uber Inhalt u. verfasser der arabischen Encyclopadie, in ZDMG, xiii (1859), 1-43; (১৬) I. Goldziher, Uber die Beneinung der Ichwan al-safa, in 1sl., i (1910), 22-6; (১৭) H. F. Hamdani, A Compendium of Ismaili esoterics, in IC, ii (1937), 210-20; (১৮) ঐ লেখক, Rasail Ikhwan al-safa, in the literature of the Ismaili Tayyibi Dawat in 1sl. xx (1932), ২৮১-৩০০; (১৯) S. Lane poole, The Brotherhood of Purity, লাহোর ১৯৬০ খৃ.; (২০) Y. Marquet, Imamat, risurrection et hierarchie selon les Ikhwan as-safa, in REI, xxx (1962), 49-142; (২১) ঐ লেখক, Revelation et vision veridique chez les Ikhwan al-safa, ঐ, xxxii (১৯৬৪), ২৭-৪৪;(২২) ঐ লেখক, La place du travail dans la hierarchie ismailienne dapres l'Encyclopedie des Freres de la purete, in Arabica, viii/3 (1961), 223-37; , (২৩) ঐ লেখক, Coran et creation, ঐ, xi/3 (1964), 279-85; (২৪) ঐ লেখক Sabeens et Ikhwan al-Safa, in SI, xxiv, 35-80. xxV, 77-109; (২৫) L. Massignon, Sur la date de composition des rasail, in Isl, iv (1913), 325; (২৬) Nasr, An introduction to Islamic cosmological doctrines, Cambridge, Mass, 1964 (বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জীসহ); (২৭) য'াবীহু'ল্লাহ স'াফা, ইখ্‌ওয়ানু'স-স'াফা, তেহরান ১৯৫১ খৃ.; (২৮) A. Sprenger, Rasayil Ikhwan al-Cafa, নামে কিছু সংখ্যক 'আরবী সাহিত্যের অনুলিপির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, in JASB, ১৭খ., ১৮৪৮ খৃ.; (২৯) S. M. Stern, The authorship of the epistles of the Ikhwan as-safa, in IC, xx (1946), 367-72; (৩০) ঐ লেখক, New information about the authors of the "Epistles of the sincere Brethren", in Islamic Studies, iii/4 (1964); (৩১) R. Strothmann, Gnosis Texte der Ismailiten, Gottingen 1943; (৩২) A. L. Tibawi, The idea of guidance in Islam, in IQ, iii (1956), 139-58; (৩৩) ঐ লেখক, Ikhwan as-safa' and their rasail, ঐ, ২খ. (১৯৫৬ খৃ.), ২৮-৪৬; (৩৪) ঐ লেখক, জামা'আ ইখওয়ানি'স সাফা, in JAUB, ১৯৩০-১ খৃ., পৃ. ১-৮০; (৩৫) আহমাদ যাকী, Etudes bibliographiques sur les Encyclopedies arabes, বূলাক ১৩০৮ হি.।

Y. Marquet (E.I²)/মুহাম্মদ সাইয়েদুল ইসলাম

ইখতিয়ার (اختيار) ঃ পসন্দ; আইন সংক্রান্ত পরিভাষা হিসাবে শব্দটির ব্যবহারের জন্য দেখুন, খিয়ার ও নাস্'স' (خيار ونص), সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে দেখুন নাকদ (نقد), প্রবীণ অর্থে ব্যবহারের জন্য দেখুন শায়খ। শব্দটির দার্শনিক ও ধর্মীয় ধারার আলোচনার জন্য দ্র. ইখতিয়ারাত প্রবন্ধটি। দার্শনিক পরিভাষা হিসাবে ইখতিয়ার-এর অর্থ হইল, স্বাধীন পসন্দ বা নির্বাচন, মনোনয়ন অর্থাৎ পসন্দ করিয়া লইবার ক্ষমতা, স্বাধীন ইচ্ছা। শব্দটি আসলে কু'রআন হইতে গৃহীত নহে। তবে 'ইল্মু'ল কালাম ও ফিক'হ-এর শব্দকোষে শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। যাহা হউক, ক্রিয়াটির অষ্টম রূপ কু'রআনে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। আল্লাহ হযরত মূসা (আ)-কে সম্বোধনপূর্বক বলেন, "সর্বদাই ঐশী কার্যের প্রতি ইঙ্গিত হিসাবে আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি" (اِخْتَرْتُكَ (২০ ঃ ১৩); "অথবা আমরা তাহাদেরকে মনোনীত করিয়াছি" (اِخْتَرْنَاهُمْ ,৪৪ ঃ ৩২); অথবা পুনরায় বলেনঃ "তোমাদের প্রভু সৃষ্টি করেন যাহা তিনি ইচ্ছা করেন এবং পসন্দ করেন" (ওয়া য়াখতারু, ২৮ ঃ ৬৮)। অতঃপর নিঃশর্ত অবাধ পসন্দের কার্য আল্লাহর একটি গুণরূপে প্রতিভাত হয়।

মূল ধাতু (খায়র-কল্যাণ) হইতে উদ্ভূত ইখতিয়ার শব্দটি প্রাথমিকভাবে, ভাল-মন্দের ঊর্ধ্বে চরম নির্লিপ্ততা, উদাসীনতা বুঝায় না,

বরং কল্যাণকর স্বাধীন মনোনয়ন বুঝায়। আশ'আরী তত্ত্বের সম্যক উপলব্ধির জন্য এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি নিঃসন্দেহে মনে রাখা উচিত (উদাহরণস্বরূপ আল-গ'াযালী) যে, সঠিকভাবে বলিতে গেলে আল্লাহ ছাড়া আর কাহারও ইখতিয়ার নাই। আমরা এই বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। আসল ব্যাপারটি এই যে, শব্দটির প্রচলিত ব্যবহারের সহজ অর্থ হইল পসন্দের শক্তি। তাই অর্থের দিক দিয়া ইহা হুররিয়া (حرية) শব্দ হইতে পৃথক ও ভিন্ন। হু'র্‌রিয়্যা অর্থ আনন্দ-উল্লাসের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অথবা স্বায়ত্তশাসন। 'ইখতিয়ার' শব্দের প্রচলিত সাধারণ দুইটি অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। উহার একটি উসূলু'ল-ফিক'হ-এর শব্দকোষ এবং অন্যটি ইমামা (امامة) মতবাদের প্রশ্নের সহিত সংশ্লিষ্ট; (১) একটির অর্থ স্বাধীনভাবে প্রকাশিত অভিমত এবং (২) অপরটির অর্থ পসন্দ বা নির্বাচন। ইমামের পদ সম্পর্কে অনেক দল নির্বাচনের মাধ্যমে মনোনয়নের পক্ষে রায় দিয়াছেন (ইখতিয়ার), কতেকে মূল পাঠ (نص) দ্বারা নির্ধারণের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর নজীরের উপর নির্ভরশীল প্রথম অভিমতটির সমর্থন করেন অধিকাংশ মুতাযিলী, আবূ য়ালা প্রমুখ কতিপয় হাম্বালী, আশ'আরী ও মাতুরীদীবৃন্দ এবং কতিপয় শর্তাধীনে যায়দীগণ (হযরত 'আলী (রা)-র বংশধর)। দ্বিতীয় অভিমতটি হইল শী'ঈ মতবাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য; সম্পূর্ণ পৃথক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে উহা হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর পক্ষে হযরত ইব্‌ন তায়মিয়্যা কর্তৃক গৃহীত হয় (তু. মিন্‌হাজু'স-সুন্না আন্‌-নাবাবি'য়্যা, কায়রো ১৩৮২/১৯৬২, ৩৪০-৬৫, ইব্‌ন হাযম-এর প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক)। ইমামার উপর লিখিত গ্রন্থসমূহে প্রথানুসারে আহ্‌লু'ল-ইখতিয়ার ও আহ্‌লু'ন-নাস্‌'স-স্বাধীন নির্বাচনের সমর্থক ও মৌল নীতিমালা দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থকদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য প্রদর্শন করা হইয়া থাকে।

যাহা হউক, 'ইল্‌মু'ল-কালামশাস্ত্রে অস্তিত্ব ও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার প্রকৃতির প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। তাদবীর (Treatise on Actions)-এর উপর লিখিত গ্রন্থে ইহা বহুল আলোচিত সমস্যাবলীর অন্যতম। বসরার মু'তাযিলীরা, যেমন নাজ্জারের শিষ্য মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা বুরগূছ ইখতিয়ার যাহা স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করা হয় এবং তাও طوع-যাহা আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতার ভাব প্রকাশার্থে করা হয় এই দুইয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। বাগদাদের সুধী মহলে প্রথম পরিভাষাটি হরহামেশা ইদ'তি'রার (اضطرار) বাধ্যতা-এর বিপরীত অর্থবোধক (মুক'াবাল-مقابل) শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আল-আশ'আরীর মাকালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন (সং. কায়রো ১৩৬১/১৯৫০, ১খ., ১১০) অনুসারে রাফিদী হিশাম ইবনু'ল-হ'াকাম-এর তত্ত্বকে জা'ফার ইব্‌ন হ'ারব নিম্নরূপ বর্ণনা করেনঃ মানবীয় কর্মকাণ্ড দ্বৈত প্রেক্ষিতের উপর নির্ভরশীল; ইহা স্বাধীন ইচ্ছা (ইখতিয়ার) হইতে উদ্ভূত। যেহেতু যে ইহা করিয়াছে সে ইহা ইচ্ছাকৃতভাবেই করিয়াছে। ইহা বাধ্যতামূলক (اضطراری)-ভাবে কৃত হইয়াছে। যেহেতু ইহা অনুষ্ঠিত হইত না যেই কারণে ইহা সংঘটিত হইয়াছে, সেই বিশেষ কারণের উপস্থিতি ব্যতীত (তু. W. Montgomery Watt, Free will and Predestination in early Islam, London ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ১১৬)। একই কার্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এই পার্থক্য মু'তাযিলী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উপদল দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা যায়, তাঁহাদের দৃষ্টিতে মানুষ আবিষ্কারক (মুখতারি') অথবা নিজ কার্যের স্রষ্টা (খালিক); যেহেতু সে মুখ্‌তার (এই অর্থে যে, সে নির্বাচন করে এবং তাহাকে ইখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে)।

কিন্তু হিশাম ইবনু'ল-হ'াকাম ঠিক এই বিষয়ে আশ'আরী প্রতিক্রিয়ার পূর্বাভাষ দিয়াছিলেন। সর্বাগ্রে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইখতিয়ার শব্দটি অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত হয় এবং প্রধানত ইহা ঐশী কার্যকলাপকে চিহ্নিত করিবার জন্যই ব্যবহৃত হয়, যাহা সংঘটিত হয় বি'ল-কু'দরাত ওয়া'ল-ইখতিয়ার অর্থাৎ ঐশী শক্তি ও মনোনয়ন দ্বারা (উদাহরণস্বরূপ আল-আশ'আরী, ইস্‌তিহ'সান আল-খাওদ'ফী 'ইলমি'ল-কালাম, সম্পা, ইংরাজী অনু.-সহ R. Mc Carthy, The theology of al-Ashari, বৈরূত ১৯৫৩/১২৭; আল-বাকি'ল্লানী, কিতাবু'ত-তামহীদ, সম্পা. Mc Carthy, বৈরূত ১৮৫৭ খৃ., পৃ. ৩৬)। একমাত্র আল্লাহ স্বাধীন সত্তা = 'আল-ফা'ঈল আল-মুখতার।

যাহা হউক, ইখ্‌তিয়ার শীঘ্রই সাধারণ অর্থে কার্যের রূপ পরিগ্রহ করে যাহা ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হইতে পারে, নাও হইতে পারে। আল-বাকি'ল্লানী হাতের ইচ্ছাকৃত স্পন্দন ('আলা ত'ারীকি'ল-ইখতিয়ার) এবং অর্ধাংশের পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর হাতের কম্পন—এই দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্যের উপর জোর দিয়াছেন (তামহীদ, পৃ. ৩০৮, আরো দ্র. পৃ. ২৮৬)। ইহা একটি মনস্তাত্ত্বিক উক্তি যাহাকে সৃষ্টি ও অর্জনের কার্যক্ষেত্রের বিশালতর সমস্যার অঙ্গনে স্থাপন করা উচিত। বস্তুত সাধারণভাবে বলিতে গেলে আশ'আরী ও হ'ানাফী মাতুরীদীগণের মতে মানুষের স্বাধীন কর্মকাণ্ডের আলোচনার বিষয়বস্তু আল-ইখতিয়ার নহে, বরং কু'দরাতু'ল-হ'াদিছা' কর্মের আকস্মিক (উদ্ভূত) ক্ষমতা। ইখতিয়ার ও ইদ্‌তি'রার (اختيار و اضطرار) কখনও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিপরীত অর্থবোধক শব্দ নহে। বসরার মু'তাযিলী সম্প্রদায়ের নেতা দি'রার (ضرار)-এর মতে পরস্পর বিপরীত অর্থবোধক শব্দ হইল ইকতিসাব-ইদ্‌'তি'রার। আশ'আরীদের মতে কর্ম উপার্জন ইকতিসাব (অথবা সচরাচর কাস্‌ব) বলিতে আল্লাহর প্রতি আরোপিত গুণকে বুঝায়, কিন্তু মাতুরীদীদের মতে ইহা কার্যের একটি সাধারণ গুণ (صفة) মাত্র। পর্যালোচিত সমস্যাটি হইল, ইস্‌তিত'া' (আল্লাহ কর্তৃক ব্যক্তিসত্তায় সৃষ্ট কার্য ক্ষমতার সমস্যা) আল-জুরজানী তাঁহার তা'রীফাত গ্রন্থে পরিভাষার যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন ইখতিয়ার তাহাতে স্থান পায় নাই।

মানবীয় স্বাধীন ইচ্ছার তত্ত্বীয় বাস্তবতার প্রতি দৃকপাত না করিয়া দর্শনের চলমান অস্তিত্বের নিয়তিবাদ ইখতিয়ার বা ইখতিয়ারী কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখিতে ইতস্তত করে না। তাই ইখতিয়ার-এর অনুবাদ অবশ্যই পসন্দের ক্ষমতা (তু. A. M. Goichon, Lexique de la langue philosohpique d'Ibn Sina, প্যারিস ১৯৩৮ খৃ. দ্র.) এবং ইখতিয়ারীর অনুবাদ ইচ্ছাকৃত করিতে হইবে। ইব্‌ন সীনা বলেন, উদগ্র লালসাপূর্ণ ও কোপন স্বভাবের বৃত্তিসমূহ, সরল অভিমত এবং বুদ্ধিবৃত্তির রায় সবই ইখতিয়ারের আওতাভুক্ত (শিফা, ইলাহিয়্যাত, কায়রো ১৯৬০ খৃ., ২খ., ৩৮৭-৮)। পসন্দের পূর্বশর্ত হইল পসন্দমূলক কর্ম এবং ইহা জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, যাহা হইতে পারে সহজাত ও বুদ্ধিবৃত্তি সঞ্জাত, জৈব-মানবিক এবং অতিমানবিক ও মানবিক। জীবজগত হইতে স্বর্গীয় পরিমণ্ডল পর্যন্ত প্রতিটি জীবন্ত সত্তা ও প্রতিটি বুদ্ধিদীপ্ত সত্তা এবং ভিন্ন প্রকৃতির বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন সত্তা সকলই ইখতিয়ারসমৃদ্ধ। আল-কিন্দীর মতে ইখতিয়ার দিব্য পরিমণ্ডলসমূহের বিষয় এবং আল্লাহর প্রতি তাহাদের

ইখতিয়ারী আনুগত্য (রাসাইল, আল-কিন্দী, সম্পা. আবূ রিদা', কায়রো ১৩৬৯/১৯৫০, ১খ., ২৪৬-৭)। ইখতিয়ারী বিশেষণটি স্বাভাবিক (তাবী'ঈ)-এর বিপরীত। ইহা প্রাণীসমূহের মূল্য-বিচারশীল বৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ততার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একইভাবে প্রযুক্ত হয়, যেমন ইহা প্রযুক্ত হয় যুক্তিবাদী বা আধ্যাত্মিক সত্তার বুদ্ধিসঞ্জাত নির্বাচন বিষয়ে (ইব্ন সীনা, রিসালা ফি'ল-ই'শ্ক', সম্পা. মেহরেন, Traites mystiques, ৩খ., লাইডেন ১৮৯৪ খৃ., ৯-১৪)। পসন্দের অভিব্যক্তি তখনই ঘটে যখন ইহা সম্পৃক্ত হয় স্বেচ্ছামূলক কার্যের সহিত (ইব্ন সীনা, নাজাত, কায়রো ১৩৫৭/১৯৩৮, পৃ. ২১৫)। কিন্তু ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ইহা নির্ধারিত নহে। পসন্দের পূর্ণতাকে যাহা কম-বেশী প্রভাবিত করে উহা স্বাধীনতার পরিমাণ নহে, যাহাতে যুক্ত হয় বুদ্ধিমত্তা এবং যুক্তিবাদী ইচ্ছা শক্তি; বরং উহা হইতেছে জ্ঞানের পরিমাণ ও গুণ। জ্ঞান বা বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল পসন্দই কেবল বিশুদ্ধ এবং যথার্থ কল্যাণমুখী। সার্বজনীন কার্যকারণ পরম্পরায় ইহা স্বল্প পরিমাণে ধরা পড়ে।

ইহা সম্ভবত প্রভাবের দ্বিবিধ ধারা ঃ একদিকে কালামের ঐতিহ্যের প্রভাব (বিশেষ করিয়া আল-বাকিল্লানী), অপরদিকে ইব্ন সীনার প্রভাব যাহা তাহাফাতু'ল-ফালাসিফা গ্রন্থের শুরুতে আল-গ'যালী বর্ণিত কর্ম নির্বাচনের বিশ্লেষণকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল (দুইটি সমরূপ পেয়ালা অথবা অনুরূপ দুইটি খর্জুরের সম্মুখে রক্ষিত একটি মানুষ সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া ইহ্'য়ায়, কায়রো ১৩৫২/১৯৩৩, ৪খ., ২১৯-২০, দ্র. ইদ'তি'রার)। দৃষ্টিভঙ্গির দুইটি দিকই উল্লেখ করা উচিতঃ (১) মানবীয় ইখতিয়ারের স্ব-প্রণোদিত সিদ্ধান্ত বুদ্ধিবৃত্তির বিচারের অধীন অর্থাৎ ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। (২) এই কারণে, কেবল আল্লাহর একক সত্তায় নিরঙ্কুশ স্বাধীন পসন্দ ব্যবহৃত হয়। কারণ আল্লাহ কোন "উদ্দেশ্য" বা "ফলাফল লাভ" হেতু কোন কার্য করেন না (গা'রাদ', গা'য়া)। স্বতঃস্ফূর্ততার উপর প্রতিষ্ঠিত আশ'আরীদের স্বাধীনতার ধারণা, প্রজ্ঞা নির্বাচিত অধিকতর পসন্দের মনোভাবকে মানুষ তাহার কার্যের স্রষ্টা— এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত যুক্তি হিসাবে খাড়া করে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মানবীয় পসন্দ যথার্থভাবে স্বাধীন পসন্দ নহে। হিশাম ইব্নু'ল-হাকাম বলেন, ইহা প্রাকৃতিক বাধ্যবাধকতা এবং বিশুদ্ধ ঐশী স্বাধীনতা ইদ'তি'রারী এবং ইখতিয়ারী এই উভয়ের মধ্যবর্তী।

আল-গ'যালীর বিশ্লেষণ আশ'আরী চিন্তাধারার শীর্ষস্থানীয় বিষয়বস্তু। বেশী গুরুত্বের সহিত অনুরূপ তত্ত্ব পরবর্তী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইতে দেখা যায়। আধুনিক কালের মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ-এর রিসালাতু'ত-তাওহীদ (কায়রো ১৩৫৩ হি., পৃ. ৬০) পরস্পর বিরোধী দুই সত্যের জোরদার সত্যায়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ; অপার্থিব মহাশক্তি, যাহা প্রমাণিত এবং মানুষ নিজ কার্যে স্বাধীন (মুখতার) ইহার প্রমাণ। ইহা চূড়ান্তভাবে লক্ষণীয় যে, বর্তমানে যখন মু'তাযিলী মতবাদ অনস্বীকার্যভাবেই আনুকূল্য পাইতে চলিয়াছে, তখন চলতি দার্শনিক শব্দকোষ মানবীয় স্বাধীনতার তত্ত্ববিদ্যাগত (ontological) সমস্যার জন্য ইখতিয়ার অপেক্ষা হু'ররিয়্যা শব্দের অধিকতর ব্যবহার হইতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাতসমূহ প্রবন্ধে উল্লিখিত।

L. Gardet (E.I.²)/মু. মকবুলুর রহমান

ইখতিয়ারাত (اختيارات)ঃ ইংরেজী পরিভাষায় (প্রতিদিন কী কাজ হইবে তাহা যে রেজিস্টারে লিখিত আছে) ও menologies (সাধুদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ ও জীবনী সম্বলিত পঞ্জিকা) (ল্যাটিন electiones)। এক প্রকার জ্যোতিষশাস্ত্রীয় কার্যপ্রণালী যাহার লক্ষ্য ভবিষ্যতের শুভ (সা'দ) কিংবা অশুভ (নাহ্'স) বিষয় নির্ণয় করা। ইহা বৎসর, মাস, দিন ও ঘণ্টাসমূহ লইয়া আলোচনা করিয়া থাকে। এই কাজটি উমায়্যা যুগ হইতেই রাজদরবারের সরকারী জ্যোতিষীর কাজ ছিল। 'আব্বাসীয়দের অধীনে ইরানী রীতিনীতি ও সাসানী বর্ষপঞ্জীসমূহ গ্রহণের ফলে ইহা ক্রমবর্ধমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। ইহা সপ্তাহের সকল দিনগুলিতে যুবরাজের সময় কিভাবে অতিবাহিত হওয়া উচিত তাহা সুনির্দিষ্টভাবে ঠিক করিয়া দিত (তু. আল-জাহি'জ', বাবু'ল ইরাফা ওয়া'য-যাজর ওয়া'ল-ফিরাসা 'আলা মায'হাবি'ল-ফুরস, সম্পা. K. Inostranzeff, Materiaux de Sources arabes pour l'histoire de la perse sassanide, Oriental Section of the Archeol. Soc.-এর Zapiski হইতে উদ্ধৃত অংশ, St. Petersburg 1907, 59: F. Gabrieli, Etichetta di corte e costumi sasanidi nel Kitab Ahlaq al-Muluk di al-Gahiz, in RSO, xi (1928, p. 292-305)।

ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত hemerology প্রাচীন কালের সকল লোকদের ন্যায় প্রাচীন 'আরবদের নিকট পরিচিত ছিল (দেখুন La divination arabe, ৪৮৩, টীকা ৪-৫)। আল-মুনযি'র ইব্ন মাই'স-সামা-এর গারিয়্যান (কূফাস্থ দুইটি বিখ্যাত প্রস্তর-কাঠামো)-এর রূপকথায় প্রাপ্ত উদাহরণটি সর্বজনবিদিত শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ। রূপরেখা অনুযায়ী এই আল-মুনযি'র প্রতি বৎসরে দুই দিন রক্ত ছিটাইতেন, এই পবিত্র প্রস্তর দুইটির পার্শ্বে অবস্থান করিতেন। এই দুই দিনের একদিন ছিল শুভ (য়াওম না'ঈম)। এই দিন যাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিত তাহাদের প্রতি তিনি উদারতা প্রদর্শন করিতেন। অন্য দিনটি ছিল অশুভ (য়াওম বু'স)। এইদিন তাঁহার হতভাগ্য দর্শনার্থীদেরকে তাঁহার দেবমূর্তিদ্বয়ের জন্য বলি দেওয়া হইত (এই রূপকথাও গারিয়্যান সম্পর্কে দ্র. T. Fahd, Lc pantheon de l'Arabie centrale a la veille de lhegirc, প্যারিস ১৯৬৮, পৃ. ৯১-৪)। ইসলামী যুগে, বিশেষ করিয়া 'আব্বাসীদের শাসনামলে এমন বহু বিবরণ পাওয়া যায় যেইগুলি সাক্ষ্য দেয় যে, কিভাবে বারংবার hemerology-এর আশ্রয় গ্রহণ করা হইত (তু. C. A. Nallino, Raccolta, ৫খ., ৩৮ প.; T. Fahd, La divination arabe, ৪৮৪ প.।

Hemerology-এর তাত্ত্বিক ভিত্তির সর্বাধিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল 'আব্বাসী শাসনামলে। ইখতিয়ারাত বিষয়ের উপর অনেক ছোট ছোট গ্রন্থ রহিয়াছে যাহাতে বিখ্যাত জ্যোতিষীদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন আল-কিনদী (Brockelmann, S I, ৩৯২), সাহ্ল ইব্ন বিশর যাঁহার নিবন্ধ একটি ল্যাটিন অনুবাদে এখনও বিদ্যমান (ঐ, ৩৯২), আল-কাস্‌রানী (ঐ, ৩৯২), আবূ মা'শার আল-ফালাকী (ঐ, ১খ., ২২২), আবূ সা'ঈদ আস-সিজযী (ঐ, S I, ৩৮৯), মুহা'ম্মাদ ইব্ন য়া'কূ'ব ইব্ন নাওবাখত (ঐ, ৮৬৯), ফাখরুদ্দীন আর-রাযী (ঐ, ১খ., ৫০৭, S I, ৯২৪) এবং আরও অনেকে। ইহার বাস্তব প্রয়োগ হিসাবে বিভিন্ন প্রণালীতে প্রস্তুত সংক্ষিপ্ত বর্ষপঞ্জীসমূহ ভাল কিংবা মন্দ কাজ নির্দেশ করিয়া থাকে, যেগুলি সপ্তাহের বিশেষ কোন দিনে ও চান্দ্র বর্ষের বিশেষ কোন মাসে করিতে কিংবা না করিতে পরামর্শ দেয় (উদাহারণসমূহ দ্র. La divination arabe -এর ৪৮৭ পৃ.)।

ইরানী ও তুর্কী সামাজিক পরিবেশে ইরানী বর্ষের প্রথম দিন "নাওরোয" (দ্র.)-এর প্রতি অধিকতর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। এই দিনে সম্পাদিত কার্যাবলী গোটা বৎসরটি কেমন যাইবে তাহার পূর্বলক্ষণ প্রদর্শন করিয়া থাকে (তু. H. Masse, Croyances et coutumes persanes, ২খ., ১৪৫ প.; La divination arabe, ৪৮৬, ৪৮৯, টীকা ১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) T. Fahd, La divination arabe., Etudes religieuses, sociologiques et folkloriques sur le milieu natif de I'Islam, লাইডেন ১৯৬৬ খৃ., ৪৮৩-৮; (২) C. A. Nallino, Astrologia, astronomia, in Raccolta di scritti editi ed inediti, ৫খ., রোম ১৯৪৪ খৃ., ১-৪১; (৩) I. Goldziher, Uber Tagewahlerei bei den Muhammedanern, in Globus, ৫০খ. (১৮৯১), ২৫৭-৯।

T. Fahd (E.I.[2])/মুহাম্মদ বজলুর রহমান

ইখতিয়ারাত (দ্র. মুখতারাত)

ইখতিয়ারিয়্যা (اختيارية) ঃ কোন 'উছমানী সংঘ বা সামরিক দল (ওজাক)-এর সেরা বা অভিজ্ঞ সদস্য। 'আরবী শব্দ ইখতিয়ার "বাছাই বা মনোনয়ন" আধুনিক 'আরবী ও তুর্কী এই উভয় ভাষাতেই পুরাতন অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এই অর্থে তাহা মনোনীত ব্যক্তিত্ব বা জ্যেষ্ঠ সদস্য নির্দেশ করে। এই দুইটি বিশেষত্ব অবশ্য ঐতিহ্যিক সমাজে একই অর্থ বহন করিত। 'উছমানী মিসরে ওজাক ইখতিয়ারলারী গঠন করা হইত ওজাকসমূহের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ও অভিজ্ঞ সদস্যবর্গ দ্বারা এবং তাঁহাদের কার্য ছিল প্রধানত আনুষ্ঠানিক ও উপদেষ্টা হিসাবে। তাঁহাদের নেতৃত্বে থাকিতেন একজন বাশ ইখ্‌তিয়ার। বিভিন্ন গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ইখতিয়ারিয়্যার ঘরোয়া উপদলকে বহু বিচিত্র শ্রেণীর অনুরূপ নামকরণে ভূষিত করা হইত (তু. Baer Egyptian guilds, পৃ. ৫৩ এবং Structure of Turkish guilds, পৃ. ১৮৩)। কখন এবং কি পরিস্থিতিতে একজন উস্‌তা (usta) এই দলের সদস্য পদ লাভ করিতে পারে তাহা নির্ধারণ করার জন্য কোন প্রকার আইন বা বিধি ছিল না। অনুরূপভাবে ইহার সদস্যবর্গের কোন নির্দিষ্ট কর্তব্য কার্যও ছিল না। প্রথমদিকে যতদিন পর্যন্ত ফুতূওয়া (فتوة) ঐতিহ্য সংঘসমূহে টিকিয়া ছিল ততদিন পর্যন্ত এইগুলি দীক্ষা প্রদান অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিত। পরবর্তী কালে তাহাদের প্রধান কার্য ছিল সংঘের প্রধানকে কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমর্থন দান করা এবং ইহা দ্বারা নিশ্চিত প্রমাণ করা যে, তিনি সংঘের মুখপাত্ররূপে কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের সুপারিশের ভিত্তিতে কাদী কর্তৃক সংঘের প্রধানকে নিযুক্ত করা হইত এবং তুর্কী সংঘসমূহের কাতখুদা (كتخدا দ্র.)-এর প্রধান সহকারী য়িগিত বাশী তাঁহাদের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হইতেন। আপাতদৃষ্টিতে এই নির্বাচন তাঁহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হইত; তবে তাঁহাদের নির্বাচন কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক ছিল।

খৃস্টীয় ১৯শ শতকের মিসরে সংঘসমূহের বহু অভিজ্ঞ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত ঐতিহ্যবাহী নাম পরিবর্তন করিয়া উম্‌দা (عمدة ব. ব. উমাদ عمد) করা হয়, কিন্তু এই দলের চারিত্রিক গঠন ও কার্যাবলী অপরিবর্তিত থাকে। এই সময়-কালের দলীলপত্র হইতে দেখা যায়, তাঁহারা খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং সংঘসমূহের সদস্যবর্গের মধ্যে কর ভাগ-বণ্টনের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. Thorning, Beltrage zur Kenntnis des islamischen Vcreinswesens, বার্লিন ১৯১৩ খৃ., পৃ. ১১৩-১৪, ২৩৩-৫; (২) S. Shaw, Ottoman Egypt in the 18th century, কেম্ব্রিজ পাণ্ডু., ১৯৬২ খৃ., পৃ. ২১, ৩০-৫; (৩) ঐ লেখক, Ottoman Egypt in the age of the French Revolution, কেম্ব্রিজ পাণ্ডু., ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৩৮-৪০; (৪) G. Baer, Egyptian guilds in modern times, জেরুসালেম ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ৫৩৫-৬৬ ; (৫) ঐ লেখক, The structure of Turkish guilds and its Significance for Ottoman Social history, Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities-এ, ৪খ, পৃ. ১৮৩, ১৮৬।

G. Baer (E.I.[2])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

ইখতিয়ারুদ্দীন (اختيار الدين) ঃ আল্‌তুনিয়া, মৃ. ১২৪০ খৃ. সেরহিন্দের শাসনকর্তা। সুলতানা রাযিয়া (রাদিয়্যা)-র বিরুদ্ধবাদী আমীরদের প্ররোচনায় বিদ্রোহী হন। রাযিয়া বিদ্রোহ দমনে গমন করেন; কিন্তু বিদ্রোহী আমীরেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া আলতুনিয়ার হস্তে অর্পণ ও তাঁহার ভ্রাতা বাহরামকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। রাযিয়া উদ্ধার লাভার্থ আল্‌তুনিয়াকে বিবাহ করিয়া বাহরামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু আলতুনিয়ার অনুচরগণ দলত্যাগ করায় পরাজিত ও স্বামীসহ নিহত হন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ, ২৯৫

ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন গাযী শাহ (اختيار الدين غازى شاه) ঃ (১৩৪৯-১৩৫২), পিতা ফাখরুদ্দীন মুবারাক শাহ-এর মৃত্যুর পর সোনার গাঁওয়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সমসাময়িক বা পরবর্তী কালে লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে ইখতিয়ারুদ্দীন গাযী শাহ-এর নাম পাওয়া যায় না, শুধু মুদ্রার মাধ্যমেই তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং মুদ্রার সাক্ষ্যমতে তিনি তিন বৎসর রাজত্ব করেন। সোনার গাঁয়ের টাঁকশাল হইতে উৎকীর্ণ অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রাগুলি ফাখ্‌রুদ্দীন-এর মুদ্রার অনুরূপ। এই সকল মুদ্রায় ইখতিয়ারুদ্দীনকে আস-সুলতান ইব্‌নু'স-সুলতান বলা হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন গাযী শাহ তাঁহার সময়ের মুদ্রায় নিজেকে সুলতানের পুত্র বলিয়া দাবি করিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ববর্তী সুলতান ফাখরুদ্দীন মুবারাক শাহ এই কারণে ইব্‌ন বাত্‌তূতার বিবরণ অনুযায়ী ফাখরুদ্দীন মুবারাক শাহ-এর কোন পুত্র সন্তান ছিল না; উহা গ্রহণযোগ্য নহে। দুইজন সুলতানই সোনার গায়ের টাঁকশাল হইতে মুদ্রা চালু করেন এবং উভয়ের মুদ্রার হুবহু মিল রহিয়াছে।

১৩৫২-৩ খৃষ্টাব্দে শামসুদ্দীন ইলয়াস শাহ সোনার গাঁও অধিকার করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই সময়ে তিনি ফাখরুদ্দীনকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য দখল করেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ ফাখরুদ্দীন তিন বৎসর পূর্বেই ইনতিকাল করিয়াছিলেন। সম্ভবত ইখ্‌তিয়ারুদ্দীনই ইলয়াস শাহ-এর হাতে পরাজিত ও নিহত হন। বস্তুত বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হইতে দিল্লীতে অবস্থানরত ঐতিহাসিকগণ বাংলাদেশের সহিত যোগাযোগ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং

এই কারণে সমসাময়িক ইতিহাসে ইখ্তিয়ারুদ্দীন গাযী শাহ-এর নাম পাওয়া যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৯৬-৯৭; (২) সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খৃ.), পৃ. ১১-১৩; (৩) ২ খ.; পৃ. ৯৬; (৪) রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২খ. (মধ্যযুগ), ৩৩।

ড. কে. এম. মোহসীন

ইখ্তিয়ারুদ্দীন বালকা খালজী (اختيار الدين) ঃ (১২২৯-৩০ খৃ. তিনি নাসীরুদ্দীনের মৃত্যুর পর লাখনৌতির সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি গিয়াছুদ্দীন ইওয়ায খালজীর একজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। নাসীরুদ্দীনের জীবদ্দশায় তিনি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলেও তাহার মৃত্যুর পর বিদ্রোহী হইলেন এবং তাঁহার প্রভু গিয়াছুদ্দীন ইওয়ায খালজীর পরাজয় ও হত্যার প্রতিরোধ গ্রহণের উদ্দেশে লাখনৌতি আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। তিনি প্রায় দুই বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুলতান ইলতুতমিশ তাঁহাকে দমন করিবার জন্য তাঁহার সেনাবাহিনীসহ লাখনৌতি আক্রমণ করেন। ইখতিয়ারুদ্দীন কিছু সময়ের জন্য তাঁহাকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইলেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও বিতাড়িত হইলেন। ইহার পর ইলতুতমিশ আলাউদ্দীন জানী নামে বিহারের শাসনকর্তাকে লাখনৌতির শাসনভার অর্পণ করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

উল্লেখ্য যে, নাসীরুদ্দীনের মৃত্যুর পর লাখনৌতিতে গোলযোগের সময় নাসীরুদ্দীনের সেনাদলের মধ্য হইতে দাওলাত শাহ নামে একজন ক্ষমতা অধিকার করেন এবং দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া মুদ্রা চালু করিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ইখতিয়ারুদ্দীন বালকা খালজী সম্ভবত একই সৈন্যদলের অপর একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দাওলাত শাহ কর্তৃক ক্ষমতা অগ্রাহ্য করিয়া নিজে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং ইলতুতমিশ তাঁহাকে দমন করিবার জন্য বাংলা আক্রমণ করিয়াছিলেন। দাওলাত শাহ ও বালকা খালজী উভয়েরই শাসন স্বল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। ইলতুতমিশ তুর্কিস্তানের রাজবংশসম্ভূত মালিক আলাউদ্দীন জানীকে পরবর্তী শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদুল করিম, বাংলার ইতিহাস, পৃ. ১১২-১৪; (২) J. N. Sarkar, The History of Bengal, vol. II, 44; (৩) মিনহাজ-ই সিরাজ, তাবাকাত-ই নাসিরী, কলিকাতা ১৮৬৪ খৃ., পৃ. ৯০।

ডঃ কে. এম. মোহসীন

ইখ্তিয়ারুদ্দীন দিহলাবী (اختيار الدين دهلوى) ঃ আশ্-শায়খুল-ফাদিল, একজন আমীর ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি। সুলতান গিয়াছুদ্দীন তুগলাক, ৭২১ হিজরীতে তাঁহাকে নিজের সচিব নিয়োগ করেন। বাসাতীনু'ল-উনস (بساتين الانس) নামে তাঁহার রচিত একটি গ্রন্থ রহিয়াছে। মুহাম্মাদ কাসিম বীজাপুরী (ফিরিশতা নামে প্রসিদ্ধ) এই গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদু'ল হায়্যি লাখনাবী, নুযহাতু'ল-খাওয়াতির, ২য় সং, হায়দরাবাদ ১৩৮৬/১৯৬৬, ২খ., পৃ. ১৩।

মুহাম্মদ মূসা

ইখ্তিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন বাখ্তিয়ার খালজী (اختيار الدين محمد بن بختيار خلجى) ঃ বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন (১২০১ খৃষ্টাব্দ, মতান্তরে ১২০২, ১২০৩-১২০৪ খৃষ্টাব্দ)। তিনি আফগানিস্তানের গরমসীর বা আধুনিক দাশত-ই মার্গের অধিবাসী এবং তুর্কীদের খালজ গোত্রভুক্ত ছিলেন। তাঁহার বাল্যকাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে, তিনি তাঁহার দেশের অন্যান্য অনেকের ন্যায় জীবিকার উদ্দেশে স্বদেশ ত্যাগ করেন। গযনীতে সুলতান মুহাম্মাদ গোরীর সেনাবিভাগে চাকুরী লাভে ব্যর্থ হইয়া তিনি দিল্লীতে আসেন। সেইখানে সুলতান কুতবুদ্দীনের সহানুভূতি না পাইয়া তিনি বাদায়ুন-এ গমন করেন। বাদায়ুনের তৎকালীন শাসনকর্তা মালিক হিজবারুদ্দীন তাঁহাকে একটি চাকুরী দিয়াছিলেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী ইখ্তিয়ারুদ্দীন এই সামান্য চাকুরীতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ফলে কিছুকাল পরে তিনি বাদায়ুন ত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় আসেন। অযোধ্যার মালিক হুসামুদ্দীন তাঁহাকে বর্তমানে মির্জাপুর জেলার ভাগবত ও ভুউলী (Bhagawat and Bhuili) পরগণার জায়গীর প্রদান এবং রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে সীমান্তরক্ষীর দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। এইখানে তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির সংস্পর্শে আসেন এবং নিজে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইখ্তিয়ারুদ্দীন সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করত অতর্কিতভাবে অভিযান চালাইয়া প্রথমে দক্ষিণ বিহার এবং পরে পশ্চিম ও উত্তর বাংলার অনেক এলাকা জয় করেন।

কথিত আছে, বিহার জয়ের পর ইখতিয়ারুদ্দীন বহু ধনরত্নসহ কুতবুদ্দীন আয়বাকের সহিত সাক্ষাত করেন এবং সুলতান কর্তৃক সম্মানিত হইয়া বিহারে প্রত্যাবর্তন করেন। এইবার আরও অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি নদীয়া এবং পরে লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় জয় করেন (৫৯৯/১২০২)। এই সময় বাংলার লক্ষ্মণ সেন নদীয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। নদীয়া অভিযান কালে ইখতিয়ারুদ্দীন দ্রুত গতিতে মূল বাহিনীকে পিছনে ফেলিয়া মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহীসহ লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হন এবং অতর্কিতে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের খবরে লক্ষণ সেন দিশাহারা হইয়া নদীয়া হইতে পলাইয়া যান। এইভাবে বিনা যুদ্ধে নদীয়া মুসলমানদের অধিকারে আসে। ইতিমধ্যে মূল বাহিনীও ইখতিয়ারুদ্দীনের সহিত মিলিত হয়। তিনি লক্ষণাবতীতে রাজধানী স্থাপন করেন। এই লক্ষণাবতীই মুসলমান আমলে লাখনৌতি নামে পরিচিত হয়। গৌড় জয়ের পর আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া তিনি বরেন্দ্র বা উত্তর বংগের অধিকাংশ অঞ্চল নিজ অধিকারে আনেন। এইভাবে তিনি পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া, দক্ষিণে পদ্মা নদী, উত্তরে দিনাজপুরের দেবকোট হইয়া রংপুর এবং পশ্চিমে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠি করিলেন (দ্র. মিন্হাজ-ই সিরাজ, তাবাকাত-ই নাসিরী)।

ইখ্তিয়ারুদ্দীন প্রায় দুই বৎসরকাল তাঁহার নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকেন। অধিকৃত এলাকাকে তিনি কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করেন এবং সহযোগী সেনানায়কগণকে বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা ছাড়াও তিনি লাখ্নৌতিতে একটি মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন এবং এই উদ্দেশে বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ নির্মাণ করেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মুসলমান সমাজের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত শুধু সামরিক শক্তির জোরে এতদঞ্চলে মুসলিম শাসন স্থায়ী হইতে পারিবে না।

তিব্বত অভিযান ইব্ন বাখতিয়ারের জীবনের সর্বশেষ সামরিক উদ্যোগ (১২০৬ খৃ.)। প্রায় দশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া তিনি লাখনৌতি

ত্যাগ করেন এবং উত্তর-পূর্বদিকে কয়েক দিন চলার পর বর্ধনকোট নামে একটি শহরে পৌঁছেন। এইখানে গোমতী নদী অতিক্রম না করিয়া তিনি আরও উত্তর দিকে একটি পাথরের সেতু পার হইয়া অগ্রসর হন এবং সেতুটি পাহারার জন্য দুইজন সেনাপতির উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং কামরূপের রাজার রাজ্যের ভিতর দিয়া তিনি তিব্বত অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। পথে স্থানীয় সৈন্যদের সহিত তাঁহার খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষ হয়। ইখতিয়ারুদ্দীন এই সংঘর্ষে জয়লাভ করিলেও তাঁহার যথেষ্ট সৈন্য ক্ষয় হইল। ফলে তিনি দেশে ফিরিবার সিদ্ধান্ত করিলেন; কিন্তু ফিরিবার পথে তাঁহার সৈন্যবাহিনী বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হইল। পাথরের সেতুটির নিকট আসিয়া দেখিলেন শত্রুরা উহা বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার সেনাপতিদ্বয়ও সেইখানে নাই। একই সময় পার্বত্য লোকেরা চারিদিক হইতে তাঁহার সেনাদলের উপর আক্রমণ চালায়। নিরুপায় হইয়া ইখতিয়ার সসৈন্য সাঁতরাইয়া নদী পার হন। এই স্থানে তাঁহার বিশাল বাহিনী প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায় এবং মাত্র অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া দেবকোট ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হন। দেবকোটে অবস্থানকালে তিনি রোগে আক্রান্ত হন এবং শোক ও ব্যর্থতার গ্লানিতে তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন। অল্পকাল পর এখানেই তিনি ইনতিকাল করেন (১২০৬ খৃ.)।

ইখতিয়ারুদ্দীনের মৃত্যুতে মুসলিম রাজ্যের বিস্তৃতি সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। তবে তিনি যে সাহস, বীরত্ব ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেন তাহা এই দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মিনহাজ-ই সিরাজ, তাবাকাত-ই নাসিরী, ইং. অনু., ১খ., পৃ. ৫৪৮ প.; (২) Sarkar, The History of Bengal, 3rd ed, vol. II, University of Dhaka 1926; (৩) আব্দুল করীম, বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৮৭৭ খৃ., পৃ. ৬৪-৮৯; (৪) রমেশ চন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), প্রথম খণ্ড।

ড. কে. এম. মোহসীন

ইখ্‌তিলাজ (اختلاج) ঃ স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দন, কম্পন, আলোড়ন অথবা স্নায়বিক আক্ষেপ, যাহা দেহের প্রতিটি অঙ্গের, বিশেষত বাহু, পদ, চক্ষুর পাতা ও ভ্রূ-তে সংঘটিত হইয়া শুভাশুভ লক্ষণ (omen) প্রদান করে, আসমানী (divinatory) সংকেত হিসাবে যাহার ব্যাখ্যা 'ইলমু'ল-ইখতিলাজ বা palmoscopy (হৃদস্পন্দনবীক্ষণ) নামে পরিচিত। পামোসকোপী বা হৃদস্পন্দন বীক্ষণ মুখমণ্ডল অধ্যয়নে চরিত্র নির্ণয় বিদ্যার এক শাখা এবং ইহার মতই গ্যালেনসহ অতি প্রাচীন কালের চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় পদ্ধতিরও অঙ্গ ছিল। গ্যালেন বক্ষ স্পন্দন ও কম্পন, ভীতিজনিত কম্পন ও স্নায়বিক আক্ষেপের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য প্রমাণ করেন। মনে হয়, ভবিষ্যত রহস্য উদ্ঘাটন চর্চা (practice) ইসলামী Palmocopy-র গ্রীক উৎস অর্থাৎ Ps Melampos-এর একটি গ্রন্থ হইতে উদ্ভূত যাহা T. Fahd কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বর্ণনানুক্রমিক সূচীগুলি (concordences)-র তালিকা হইতে দৃষ্ট হয়; T. Fahd এই পুস্তিকার বিষয়বস্তুকে তাফ্‌সীরু'ল-ইখতিলাজাত 'আরবী পুস্তিকাব বিষয়বস্তুর সহিত তুলনা করিয়াছেন (তু. Lt divenaaion arabe, ৪১৮-১৯)।

যাহা হউক, Ps.-Melampos-এর গ্রন্থটি 'আরবী palmoscopy-এর একমাত্র উৎস নহে। বস্তুত ইহার মেসোপটেমীয় একটি ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল যাহার লিখিত উপাদানসমূহ পারস্যের মাধ্যমে 'আরবদের হাতে আসে। ইব্‌নু'ন-নাদীম যিনি Melampos (opcit., ও 319f.-)-এর প্রতি আরোপিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থাবলীর 'আরবী অনুবাদের সহিত পরিচিত ছিলেন, তিনি একই শিরোনামে দুইটি গ্রন্থের উল্লেখ করেন, যাহাদের উৎপত্তি সন্দেহাতীতভাবে ইরানে। প্রথম গ্রন্থ কিতাবু'ল-ইখ্‌তিলাজ 'আলা ছালাছাতি আওজুহিন লিল-ফুর্‌স, 'The book of Pulsations, with three interpretations for Persians" গ্রন্থটির অস্তিত্ব নাই, কিন্তু উহার বিষয়বস্তু সম্ভবত Ps.-জাহি‍্জ-এর একটি অনুচ্ছেদের অনুরূপ হইবে। অনুচ্ছেদটি শিরোনাম ঃ বাবু'ল-'ইরাফা ওয়া'ল-যাজর ওয়া'ল-ফিরাসা 'আলা মায্‌হাবি'ল-ফুর্‌স (সম্পা. K. Inostranzeff, in Materiaux de sources arabes, pour Ihistoire de Ia culture dans Ia Perse sassanide, extr. from the Zapiski of the Oriental Section of the Archaeological Soeiety, xviii, St. Petersburg 1907. 21-2)। দ্বিতীয় গ্রন্থটির শিরোনাম কিতাবু'ল-ইখ্‌তিলাজ ওয়া'ল-যাজ্‌র ওয়ামা য়ারা'ল-ইন্‌সানু ফী ছিয়াবিহী ওয়া জাসাদিহী ওয়া-সি‍্ফাতি'ল-খীলানি ওয়া 'ইলাজি'ন-নিসা' ওয়া মা'রিফাতি মা য়াদুল্লু 'আলায়হা'ল-হ‍্য়াত—"The book of pulsations, Omens and of what man sees from his clothing and of the his body; description of naevi and treatment of women; the knowledge of the signs provided by snakes. শুভাশুভ পূর্ব লক্ষণ সংক্রান্ত এই সংগ্রহের বিষয়বস্তু স্মরণ করাইয়া দেয় আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সিরিজ (Series)-এর কথা যাহার শিরোনাম Shumma aalu ina mele Shakin [তু. Transliteration and tr.apud Fr. Notscher in Orientalia O. S. xxxi (1928), xxxix-xlii (1929), li-liv (1930); বিস্তারিত সূত্রের জন্য তু. La divination arabe, 399, notes 5-9]।

সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহ যাহাতে ইখতিলাজ বিষয়ক রচনার উদাহরণাদি রহিয়াছে তাহাতে ইসলামের প্রাথমিক যুগের রহস্য (esoteric) বিজ্ঞানের প্রখ্যাত শিক্ষক জা'ফার আস-সা'দিক' (র)-এর নাম দেখা যায়। এই আরোপণ এইজন্য যে, ইরানী ও বায়যান্‌টীয় মাওয়ালী-র একটি চক্র তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত হইয়া নিজ নিজ দেশের সাহিত্যের নমুনা 'আরবীতে অনুবাদে লিপ্ত ছিলেন [তু. T. Fahd, Gafar as-Sadiq et la tradition scientifique arabe, in Le shi'isme imamite Actes du colloque de strasbourg (mai 1968). প্যারিস ১৯৭০, ১৩১-৪২]। এইভাবে বেশ কিছু ঐতিহ্যের সমাবেশ ঘটে এবং সমঝোতার স্পৃহা, যাহা ২য়/৮ম শতাব্দীর মুসলিম চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা বিভিন্ন মহল হইতে উপস্থাপিত মতবাদসমূহের সমন্বয়ে একটি Table of concordance (বর্ণানুক্রমিক সূচী) প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে ফিহ্‌রিস্ত কর্তৃক পারসিকদের প্রতি আরোপিত গ্রন্থে প্রাপ্ত তিনটি ব্যাখ্যার স্থলে পাঁচ এমনকি ছয়টি ব্যাখ্যা আসিয়া পড়ে। এই ব্যাখ্যাগুলির প্রতিটিকে সুপরিচিত কোন ব্যক্তিত্বের, যথা দানিয়েল, আলেকজান্ডার, পারস্য দেশীয় পণ্ডিতবর্গ, হিন্দু, বায়যানটীয় মহাজ্ঞানিগণ এবং জা'ফার আস-সা'দিক'-এর নামের সহিত সম্পৃক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

অন্যান্য প্রাচীন দৈব চিকিৎসা শাস্ত্রের মত একইভাবে ইসলামী সংস্কৃতি কাঠামোর আওতায় palmoscopy-তে নিজস্ব বিবর্তন ঘটিয়াছে যেমন অন্যান্য সংস্কৃতির মধ্যে ঘটিয়াছিল, যেহেতু তাহাতে ছিল palmoscopy সম্বন্ধে গ্রীক, স্লাভ, রোমানীয়, 'আরবী, হিব্রু, তুর্কী, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় ভাষায় গ্রন্থাবলী যাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন Hermann Diels। তাঁহার রচিত Beitrage zur Zukungsliteratur des Okzidents und Orients, in Abh. des Kgl. Ak. der Wissenschaft, ১৯০৭/৪ (Melam pos); ১৯০৮/৪ (other treatises) গ্রন্থে এই বিবর্তন অনুধাবন করা যায়, বিশেষত আহ্‌মাদ ইব্‌ন নাসীর আল-বা'উলী (সম্ভবত পড়িতে হইবে আল-বা'উনী, মৃ. ৮১৬/১৪১৩; তু. La divination arabe, 401, note 4) কর্তৃক palmoscopy সম্বন্ধে রচিত কবিতায় জনৈক মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হিশাম রচিত আল-ইখ্‌তিলাজ ওয়া দুওয়া'ইহ গ্রন্থে (উভয়ের অনুবাদ apud Diels, op. cit.; ৭৯-৮০ ও ৮৭-৯১) এবং জালালু'দ-দীন আস-সুয়ূতীর রচিত কিফায়াতু'ল-মুহ্‌তাজ ফী মা'রিফাতি'ল-ইখ্‌তিলাজ (lith. কায়রো, n. d.) গ্রন্থে।

তুরস্কে palmoscopy বিশেষ প্রক্রিয়ায় উৎকর্ষ লাভ করে। সেখানে ইখতিলাজ সম্পর্কিত সনাতন গ্রন্থাবলী ব্যতীত শুভাশুভ পূর্ব লক্ষণ (omen) সংক্রান্ত অন্যান্য গ্রন্থও রচিত হয়। পূর্ব লক্ষণগুলি অভিযানরত সৈনিকের আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত যখম এবং তীরন্দাযীর সময় স্বেচ্ছায় প্রাপ্ত আঘাত হইতে (তু. Osman-Bey, Les Imams et les Derviches, pratiques, superstitions et moeurs des Turcs, Paris 1881, 177-82) গৃহীত হইত।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, ইব্‌নু'ন-নাদীম যে অধ্যায়টি হ'াররানিয়্যাদের সম্বন্ধে রচনা করিয়াছেন তাহাতে ইখ্‌তিলাজ শব্দটি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান (rite)-এর প্রতি প্রযোজ্য হইত যাহাতে দেবতাদের নামে উৎসর্গীকৃত পশুদের পেশীর আকস্মিক প্রবল কম্পন ও সংকোচন (twitches)-এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হইত (তু. ফিহ্‌রিস্ত, ২২৪, ৪০৯; আল-মাস্'উদী, মুরূজ, ৪খ, ৬৮ প.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে বর্ণিত সূত্র ও গ্রন্থাবলী ব্যতীত দ্র. (১) T. Fahd, La divination arabe, Etudes religieuses, sociologiques et folkloriques sur le milieu natif de l'Islam, Leiden 1966, 397-402; মুসলিমগণের মধ্যে palmoscopic প্রক্রিয়াদির অদ্যাবধি টিকিয়া থাকা সম্বন্ধে দ্র. E. Doutte, Magic et religion dans l'Afriuqe du Nord, Algiers 1909, 366।

T. Fahd (E. I. [2])/মু. মকবুলুর রহমান

ইখ্‌তিলাফ (اختلاف) ঃ অর্থ মতভেদ, পারিভাষিক অর্থ ধর্মীয় আইনবিদগণের মধ্যকার মতপার্থক্য—বিভিন্ন মতাদর্শী দলের মধ্যকার মতপার্থক্য হউক অথবা একই মাযহাবের 'আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য হউক, ইজমা' (দ্র.) এবং ইত্তিফাক' ইহার বিপরীতার্থক। প্রাচীন ফাকীহ্‌গণের বিভিন্ন দল একদিকে মতবাদের ভৌগোলিক মতপার্থক্যকে স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, অপরদিকে তাঁহারা একই মাযহাবের মধ্যে মতপার্থক্যের বিরুদ্ধে জোর আপত্তি তুলিয়াছেন। ইজতিহাদ (দ্র.)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত মতপার্থক্যগুলিকে আইনসম্মত বলিয়া গ্রহণের পর এই আপত্তি প্রশমিত হয়। ইসলাম মত প্রকাশের আযাদী দেয় এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শূরা (شورى)-এর মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তির ব্যবস্থা দান করে। বিভিন্ন মতাদর্শের অনুসারীরা একটা সমঝোতায় উপনীত হইলে তাঁহাদের ঐকমত্য (ইজ্‌মা') সমন্বয় সাধনকারী নীতি হিসাবে আইনত (শারী'আত) গৃহীত হয়। ইসলামের প্রধান চার মাযহাব সমভাবে ইজ্‌মা'র আওতাভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। এই মতের সমর্থনে একটি উক্তি সর্বপ্রথম স্থান পায় আবূ হ'ানীফা (র) (দ্র.)-এর ফিক'হু'ল-আক্‌বার গ্রন্থে এবং পরবর্তী কালে ইহা নবী (স)-এর বাণীরূপে প্রচলিত হয়। উক্তিটি হইল, "আমার উম্মাতের মতপার্থক্য আল্লাহ্‌র রহ'মাতস্বরূপ।" শা'রানীর গ্রন্থ (নিম্নে দেখুন) এই হ'াদীছের অন্তর্নিহিত ভাবধারা বারবার ব্যক্ত করে। ফিক্'হ অনুশীলনের শুরু হইতে সৃষ্ট মতপার্থক্যগুলির বিবরণ ও ইতিহাস বিস্তর গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যের উদ্ভব ঘটাইয়াছে। প্রাথমিক যুগের গ্রন্থাবলী স্পষ্টরূপে এই মতপার্থক্যগুলি প্রতিফলিত করে। কিন্তু পরবর্তী কালের গ্রন্থাবলী সাধারণত সারগ্রন্থ (handbooks)। প্রাথমিক যুগের গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে-(১) আবূ য়ূসুফ (র)-এর রাদ্দু 'আলা সিয়ারি'ল-আওযা'ঈ এবং ইখ্‌তিলাফু আবী হ'ানীফা ওয়া ইব্‌ন আবী লায়লা'— উভয় গ্রন্থই পৃথক পৃথকভাবে মুদ্রিত (কায়রো ১৩৫৭ হি.), উভয়ই ইমাম শাফি'ঈ (র) কর্তৃক আলোচিত হইয়াছে (Umm, vii, 303 ff., 87 ff.); (২) শায়বানীর কিতাবু'ল-হু'জাজ (দ্র.)। ইহার একাংশ লাখনৌ-এ ১৮৮৮ খৃ. মুদ্রিত, অপর অংশে রহিয়াছে শাফি'ঈর ভাষ্যসহ ইরাক ও মদীনার 'আলিমগণের মতপার্থক্যের বিবরণ; (৩) শাফি'ঈর গ্রন্থ কিতাবু ইখ্‌তিলাফি মালিক ওয়া'শ-শাফি'ঈ (Umm, vii, 177 ff.) এবং (৪) তাঁহার অপর গ্রন্থ কিতাবু ইখ্‌তিলাফ 'আলী ওয়া 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্'ঊদ (umm, Vii, 151 ff.)। ইরাকবাসিগণ 'আলী (রা) ও ইব্‌ন মাস্'ঊদ (রা)-এর হ'াদীছ-এর সহিত যে যে বিষয়ে মতানৈক্য পোষণ করেন তাহা এই গ্রন্থে বিধৃত । তিরমিযী [দ্র.] (মৃ. ২৭৯/৮৯২) তাঁহার আল-জামে গ্রন্থে কোন্ হাদীছ কোন্ মতবাদের দলীল হিসাবে ব্যবহৃত তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। অতএব প্রাথমিক যুগের মতপার্থক্যের তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য তাঁহার গ্রন্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ইব্‌ন কু'তায়বা [দ্র.] (মৃ. ২৬৭/৮৮৯) তাঁহার মুখ্‌তালিফু'ল-হাদীছ গ্রন্থে হ'াদীছসমূহের আপাতবিরোধিতার সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পাইয়াছে (তু. G. Lecomte, Le traite des divergences du Hadit d'Ibn Qutayba, Damascus 1962) তাঁহার পূর্বে, যেমন শাফিঈ তাঁহার ইখ্‌তিলাফু'ল-হাদীছ গ্রন্থে করিয়াছিলেন। ত'াবারী [দ্র.] (মৃ. ৩১০/৯২৩) তাঁহার মায্‌হাবের সুব্যবস্থিত সমর্থনের লক্ষ্যে ইখ্‌তিলাফু'ল-ফুক'াহা' গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে প্রধানত তাঁহার পূর্ববর্তিগণের রচনার উদ্ধৃতি রহিয়াছে এবং যেহেতু এই রচনাবলীর অনেক অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং উৎস হিসাবে এই গ্রন্থখানি খুবই মূল্যবান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিরাট গ্রন্থের মাত্র দুইটি খণ্ডাংশ পাওয়া যায় (সম্পা. F. Kern, Cairo 1902, and J. Schacht, Leidin 1933)। তাহ'াবীর [(দ্র.) মৃ. ৩২১/৯৩৩] শারহু মা'আনি'ল-আছার গ্রন্থ রচনার সঙ্গে সঙ্গে ইখতিলাফ সম্পর্কীয় রচনার প্রাথমিক যুগ শেষ হইয়া যায়। হ'নাফী দৃষ্টিকোণ হইতে ইমাম ত'াহ'াবী যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি যে বিভিন্ন মতবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন সেই মতবাদের সহিত সম্পৃক্ত দলগুলির সমর্থকদের নাম

উল্লেখ করেন নাই। পরবর্তী কালে সারগ্রন্থ (handbook)-সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ (১) 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব আল-বাগ'দাদী (মৃ. ৪২২/১০৩১; মালিকীর আল-ইশ্‌রাফ 'আলা মাসাইলি'ল-খিলাফ; (২) ইব্‌ন রুশ্‌দ (দ্র.)-এর বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ (দ্র.); (৩) Averroes, the philosopher.(মৃ.৫৯৫/১১৯৮) যাহার অংশবিশেষ অনূদিত হইয়াছে (তু. R. Brunschvig, Averroes juriste, in Etudes d'Orientalisme..... Levi-Provencal, i. Paris 1962, 35-68); (৪) শা'রানীর (দ্র. মৃ. ৩৭৩/১৫৬৫) মীযানু'ল-কুব্‌রা, যাহা মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আব্‌দি'র-রাহ'মান আদ-দিমাশ্‌কী-র (রচনা ৭৮০/১৩৭৮) রাহ'মাতু'ল-উম্মা হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং ইহা পালাক্রমে ইব্‌ন হুবায়রা-র (দ্র., মৃ. ৫৬০/১১৬৫) ইশ্‌রাফ গ্রন্থ হইতে গ্রহীত হইয়াছে এবং (৫) আধুনিক গ্রন্থ আল-ফিক্‌'হ 'আলা'ল-মাযাহিবি'ল-আরবা'আ ১-৪খ., কায়রো ১৯৩১-৮ (অসমাপ্ত)।

সুন্নী মুসলিমগণের মধ্যে ফিক্‌'হী ইখতিলাফের অবসান, এমনকি শী'আ-সুন্নীগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী ইখতিলাফসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে বহু আন্দোলন হইয়াছে। উক্ত লক্ষ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ (যদিও বিফল) প্রচেষ্টা ছিল পারস্য সম্রাট নাদির শাহের উদ্যোগে। সুন্নী অঙ্গনে সুলতান ইব্‌ন সু'উদ (দ্র. সু'উদ, আল-) তাঁহার দেশে ইসলামী ফিক্‌'হের একটি নির্দলীয় (non-denominal) মতাদর্শ গড়িয়া তুলিবার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, উহা সনাতনপন্থী 'আলিম সম্প্রদায়ের বিরোধিতার জন্য বিপর্যস্ত হয় [দ্র. j. Schacht, in Amercan journal of Comparative Law, viii (1959), 146f. and Studia Islamica, xii (১৯৬০), 123, N. 3]। সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে আল-আয্‌হার বিশ্ববিদ্যালয়ে শী'আ ফিক্‌'হ অধ্যয়নের জন্য একটি প্রফেসরের পদ প্রতিষ্ঠিত হয়। 'আরব লীগের শী'আ মতাবলম্বীদের ফিক্‌'হ উচ্চতর 'আরবী শিক্ষা অনুষদের (মা'হাদু'দ- দিরাসাতি'ল- 'আরাবিয়্যাতি'ল- 'আলিয়া) পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইসলামী ফিক্‌'হের সমন্বয় সাধনকল্পে কায়রোতে অনুষদ কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাতু'ল-ইস্‌লাম, মাজাল্লাতু'ল-ইসলামিয়্যাতি'ল- 'আলামিয়া (দারুত-তাক্‌'রীব বায়না'ল-মায'াহিবিল-ইস্‌লামিয়া বি'ল-কাহিরা) ১৩৬৮/১৯৪৯ সালে আত্মপ্রকাশ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) F. Kern, in ZDMG, Iv (১৯০১), ৬১-৯৫; (২) ঐ লেখক, Introduction to his edition of Tabaris Ikhtilaf; (৩) Goldziher, in ZDMG, xxxviii (১৮৮৪), 669 ff.; (৪) Zahirten, ৯৪-১০২; (৫) Muh. Studien, ii, 74, 253 প. (অনু. Bercher, ৪৪, 316 f.); (৬) Vorlesungen, ৫১-৩, ৬৬, ৩১৫-৭; (৭) এবং Beitrage zur Religions-wiss, i (1913-4), 115-42; (৮) Snouck Hurgronje, Verspr. Geschr., ii, 306 ff.; (৯) A. j. Wensinck, The Muslim Creed, Cambridge ১৯৩২, নির্ঘণ্ট; (১০) j. Schacht, Origins, ৯৫-৭, ২১৪-৮; (১১) ঐ লেখক, Introduction, ৬৭, ২৬৫ (গ্রন্থপঞ্জী); (১২) J. P. Charnay, in L'ambivalence dans la culure arabe Paris ১৯৬৭, ১৯১-২৩১; (১৩) J. Berque, ibid., ২৩২-৫২; (১৪) Y. Linant de Bellefonds, ibid., ২৫৩-৭; (১৫) Ch. Chehata, ibid., ২৫৮-৬৬,-P. Rondot, Les chiites et l'unite' de l'Islam d'aujourd'hui, in Orient, no. 12, 1959, 61-70; (১৬) F. R. C. Bagley, in MW, I (১৯৬০), ১২২-২৯; (১৭) E. Shinar, in Studies in Islamic history and civilization, (Scripta Hierosolymitana, ix), jerusalem ১৯৬১, ১০৪, and n. 37, উভয়ের উদ্দেশ্য মাযহাবসমূহকে একীভূতকরণ); (১৮) মুহাম্মাদ তাকী আল-হাকাম, আল-উসূলু'ল-'আম্মা লি'ল-ফিকহি'ল মুকারান, বৈরূত ১৯৬৩ খৃ. (শী'আ মতাদর্শসহ বিভিন্ন মাযহাবের মতাদর্শসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস); (১৯) A. d'Emilia, in oM, ১৯৬৪, ৩০৬ প. (on modern eclecticism in Yemen and other countries)।

j. Schacht (E. I. [2])/মু. মকবুলুর রহমান

ইখ্‌তিসান (اختسان) ঃ মুহ'াম্মাদ স'াদ্‌র 'আলা'; দিল্লী সালতানাত আমলের গ্রন্থকার ও সচিব। তিনি দিল্লীর স্থানীয় বাসিন্দা আহ্'মাদ হ'াসানের পুত্র ছিলেন এবং খালজী যুগের শেষ পর্যায়ের কোন এক সময়ে তিনি দীওয়ানু'ল-ইনশা' (ديوان الانشاء) বা রাজকীয় নিবন্ধকরণ দফতরে তাঁহার বংশানুক্রমিক পেশা 'দাবীর' (دبير) অর্থাৎ সচিবরূপে যোগদান করেন। ৭২০/১৩২০ সালে সুলতান গি'য়াছুদ-দীন তুগলাক শাহ সিংহাসনে আরোহণ করার পর সুলতান তাঁহাকে তাঁহার পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ দাবীর-ই খাস্ (دبير خاص) পদে উন্নীত করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ছিল কুড়ি বৎসরের কিছু বেশী। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় তিনি এক অভিযানে সুলতানের সহিত বঙ্গদেশে আগমন করেন। বঙ্গ বিজয়ের পর সুলতান দিল্লীর পথে প্রত্যাবর্তনকালে ত্রিহুত-এর স্বাধীন রাজ্য আক্রমণ করেন। অতঃপর তাহা আহ্'মাদ য়াল্‌বুগা-র তত্ত্বাবধানে প্রদান করা হয়। ত্রিহুতে থাকাকালে প্রচণ্ড গরমে ইখ্‌তিসান অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। অসুস্থ থাকাকালীন অবস্থায় তিনি একটি সংস্কৃত রমন্যাস গ্রন্থ আলংকারিক ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। বাসাতীনু'ল-উন্‌স (بساطين الانس) নামে এই গ্রন্থটি ৭২৫/১৩২৫ সালে সমাপ্ত হয়।

বাসাতীনু'ল-উন্‌স গ্রন্থের মধ্যে ফারসী ভাষায় ইখ্‌তিসান-এর গভীর জ্ঞান ও দখলের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে একটি ভূমিকা সংযোজিত আছে যাহাতে তাঁহার নিজস্ব কর্মজীবন এবং সুলতান মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন তুগলাকের ঐশ্বর্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। ফলে এই ভূমিকাটি যথেষ্ট পরিমাণে ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন দলীলবিশেষ, যাহা সুলতান মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন তুগলাক-এর প্রকৃতিগত মনোভঙ্গি প্রসঙ্গে বারানী প্রণীত তারীখ-ই ফীরূয শাহী-র তথ্যাবলীর পরিপূরক। বারানীর ন্যায় ইখ্‌তিসান নিজেও ছিলেন সুলতানের স্বপক্ষীয় ব্যক্তি এবং তিনি সুলতানের সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তিযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সহিত ঐকমত্য পোষণ করিতেন। সুলতান স্বয়ং একজন বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন এবং ইসলামী শাস্ত্রসমূহে তাঁহার গভীর জ্ঞান থাকিবার ফলে তিনি তৎকালীন যুগের উপযোগী করিয়া ইসলামী শারী'আর পুনঃব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। এই ব্যাপারে স্বভাবত নিষ্ঠাবান 'উলামা' সম্প্রদায় সুলতানের বিরোধিতা করেন এবং ইখ্‌তিসান-এর ন্যায় অন্য উদারপন্থী চিন্তাবিদগণ তাঁহাকে সমর্থন দান করেন। ইখ্‌তিসান মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন তুগলাককে নু'মান-ই ছানী বা দ্বিতীয় ইমাম আবূ হ'ানীফারূপে অভিহিত করিয়াছেন। অন্যদিকে নিষ্ঠাবান সূফীগণ

ও 'উলামা' একজন স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী (جبار وقهار) হিসাবে তাঁহার নিন্দা করিয়াছেন।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন তুগলাকের মৃত্যুর পর তাঁহার সমর্থকদের হত্যা করা হয় অথবা কারারুদ্ধ করা হয়। সৌভাগ্যবশত এই সময়ে ইখ্‌তিসান ইরানে অবস্থান করিতেছিলেন। মরহুম সুলতানের আদেশে তিনি তথাকার ঈলখানী দরবারে রাজদূতরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। তৎকালীন সীমান্ত শহর মুলতানে সম্ভবত তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের মৃত্যু এবং সুলতান ৩য় ফীরূয শাহ-এর সিংহাসনে আরোহণ (৭৫২/১৩৫১)-এর সংবাদ অবগত হইয়া থাকিবেন। এই শহরেই তিনি স্বল্পকালীন সময়ের মধ্যে রোগাক্রান্ত হইয়া ইনতিকাল করেন। এইভাবে ইখ্‌তিসান কারাবরণ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন, অন্যদিকে তারীখ-ই ফীরূয শাহীর গ্রন্থকার বারানী মুহাম্মাদ ইব্‌ন তুগলাক-এর নীতিসমূহে তাঁহার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য কারারুদ্ধ হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Rieu, Catalogue of the Persin manuscripts in the British Museum, ২খ; (২) ইখ্‌তিসান, বাসাতী'নু'ল-উন্‌স, পাণ্ডু., বৃটিশ মিউজিয়াম, Add. ৭৭১৭; (৩) সায়্যিদ মুহাম্মাদ মুবারাক কিরমানী, মীর খুর্‌দ নামে পরিচিত, সিয়ারু'ল-আওলিয়া, দিল্লী ১৩০২/১৮৮৫; (৪) মুহাম্মাদ বিহামাদ খানী, তারীখ-ই মুহাম্মাদী, পাণ্ডু. বৃটিশ মিউজিয়াম Or. ১৩৭।

I. H. Siddiqui (E. I. 2)/মুহাম্মদ ইমাদুদ্দীন

ইখ্‌মীম (দ্র. আখমীম)

ইখ্‌লাস· (اخلاص) ঃ ইহা এমন এক মৌল বিষয় যাহা পবিত্রতা ও মুক্তি— এই উভয় বিষয় সম্পর্কিত পরিচ্ছন্ন ধারণা প্রদান করে। ইখ্‌লাস· বলিতে বুঝায় কোন কিছুতে আত্মনিয়োগ, আত্মোৎসর্গ ও নিবেদিতপ্রাণ হওয়া। ইখ্‌লাস· ঈমানদার মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ শ্রেষ্ঠ গুণ। ইখ্‌লাস· দ্বারা বুঝায় নির্ভেজাল পবিত্রতা ও ধর্মীয় কার্যাবলীতে একাগ্রতা; আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ 'ইবাদত, আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং মুসলিম সমাজের প্রতি অনুরাগ। কাহারও একাগ্রতার পূর্ণতা এবং ঈমানের প্রমাণ ইখ্‌লাস· ও ইহ্‌সান (احسان = সৎ কাজ, ন্যায়পরতা)।

পবিত্র কু'রআনের কোন কোন স্থানে মুখ্‌লিস· শব্দটির উল্লেখ আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে সেই-ই মুখ্‌লিস·—যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য 'ইবাদত নিরংকুশভাবে তাঁহারই প্রতি নিবেদন করে সেই-ই প্রকৃত মুখলিস·।' মুখ্‌লিস· শব্দটি পবিত্র আল-কু'রআনে এগারবার আসিয়াছে, যথা ২ ঃ ১৩৯; ৪ ঃ ১৪৬; ৩৯ ঃ ২-৩, ৪০ ঃ ১৪, ৬৫ ও ৯৮ ঃ ৫ নং আয়াতে বিদ্যমান।

আল্লাহ্‌র 'ইবাদতে ইখ্‌লাস· বলিতে বুঝায়, নীতিগতভাবে তাঁহাকে একক, অনন্য ও সার্বভৌম ইলাহ বলিয়া স্বীকার করা, যাঁহার সহিত অপর কোন সৃষ্টি শরীক হইতে পারিবে না। ইহা এইজন্য যে, কু'রআন মাজীদের ১১২ নং সূরায় আল্লাহ্‌কে "একক–মুখাপেক্ষীহীন (আহাদ-সামাদ احد–صمد), যিনি কাহারও জনক নহেন এবং কাহারও ঔরসজাত নহেন"—বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সূরাটিকে সাধারণত সূরাতু'ল-ইখলাস (سورة الاخلاص) বলা হয় (পরবর্তী নিবন্ধ দ্র.)। ইখ্‌লাস· খাঁটি ঈমানদার মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তরিক একাগ্রতা। ইহার বিপরীত বিশেষণ, নিফাক· বা মুনাফিকী এবং অংশীবাদিতার (شرك) মহাপাপ যাহাতে আল্লাহ্‌র সহিত অন্যদেরকে শরীক করা হয়।

যে কোন ব্যাপারেই বা কোন ক্ষেত্রেই মুনাফিকী বা নিফাক· (نفاق) হইতেছে অন্তরের শির্‌ক। শিরকের কোন চিহ্ন বা নিদর্শন যতই সামান্য হউক না কেন, তাহা পবিত্রতায় বাধা সৃষ্টি করে। ইখ্‌লাসে·র অর্থ শুধু আন্তরিকতা, এই কথা বলা চলে না, বরং ইখ্‌লাস· অর্থে বলিতে হয় (সিদ্‌ক· صدق) হৃদয় ও ওষ্ঠের মিল অর্থাৎ হৃদয় যাহা অনুভব করে, ওষ্ঠ তাহাই বলে। কিন্তু এক হিসাবে ইখ্‌লাস· এই সংজ্ঞারও অনেক উর্ধ্বে। উহা হইতেছে অন্তরের চাহনির একাগ্রতা ও পবিত্রতা— যাহা নিবদ্ধ থাকিবে কেবল স্রষ্টারই দিকে। ধর্মীয় মূল্যবোধের অন্তর্মুখীকরণের প্রচেষ্টায় ইসলামের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা মুসলমানদের সহজাত উচ্চাকাঙ্ক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে আমরা তিনটি উদাহরণ পেশ করিব যাহা তিনটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা অনুসরণ করে।

(১) ইখওয়ানু'স-সাফা' (أخوان الصفاء)-র মধ্যপন্থী ইসমা'ঈলীদের মতে ইখ্‌লাস· ঈমানের অন্যতম শর্ত (من شرائط الايمان) এবং আল্লাহ্‌র প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা (توكل), ধৈর্য (সাবার- صبر)-এর পরীক্ষা, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করা (رضا)-সহ বিশ্বাসীদের একটি বিশেষ গুণ। ইখ্‌লাস· আল্লাহ্‌র উদ্দেশে সম্পাদিত কর্মের এবং আল্লাহ্‌র কাছে নিবেদনের ক্ষেত্রে পূর্ণ পবিত্রতা ও অন্তরের ঐকান্তিকতা (রাসাই'ল ইখ্‌ওয়ানি'স-সাফা, কায়রো সংস্করণ ১৩৪৭/১৯২৮, ৪খ, ১৩১-১৩২)।

(২) সূফীদের ধ্যানধারণা ও সাধনায় ইখ্‌লাসে·র বিশ্লেষণ সকল কিছুর উর্ধ্বে। যে হৃদয় নফল 'ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ইখলাস· হইতেছে যে হৃদয়ের সুপ্ত মুক্তি, বিশেষত নিভৃত বাস করা এবং চল্লিশ দিন রোযা রাখা। আল-মুহ়াসিবী প্রকৃত সুন্নাহ্‌র আধ্যাত্মিক অবিচ্ছিন্নতার মৌলনীতি ইখ্‌লাসে· অনুধাবন করেন। এই বিষয়ে আল-হাল্লাজ-এর কিতাবু'স-সিদ্‌ক· ওয়া'ল-ইখ্‌লাস·-এ আলোচনা রহিয়াছে।

সূফীবাদ সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলিতে এই সম্বন্ধে বহু উল্লেখ দেখা যায় এবং সেইগুলিতে পুনর্বিন্যাসকরণের সুযোগ লওয়া হইয়াছে। এই সম্বন্ধে তিনটি দৃষ্টান্ত হইল ঃ

(ক) কালাবাযী ইখলাস·কে একটি পর্যায় (مقامة) হিসাবে ধরিয়াছেন এবং তাঁহার কিতাবু'ত-তা'আর্‌রুফ (كتاب التعرف) গ্রন্থে (এ. জে. আরবারী সম্পাদিত, কায়রো সংস্করণ ১৩৫৩/১৯৩৩, পৃ. ৭০, ইংরেজী অনু. ক্যাম্ব্রিজ ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৯০-১) একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায় সংযোজিত করিয়াছেন। তিনি জুনায়দ-এর একটি উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। জুনায়দ (র) ইখ্‌লাসে·র সংজ্ঞা দিয়াছেন—যে কোন ধরনের কাজ যাহার মাধ্যমে আল্লাহকে চাওয়া হয়। তিনি রুওয়ায়ম (Ruwaym) কর্তৃক নির্ধারিত শর্তের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। উহা এই যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ব্যতীত সম্পাদিত কার্য বিবেচিত হইবে না।

(খ) পূর্ববর্তীদের উল্লেখ করিয়া আবূ তালিব আল-মাক্কী কূতু'ল-কুলূব (قوت القلوب) গ্রন্থে (কায়রো ১৩৫১/১৯৩২, ৪খ, ৩৩-৫) অনুরূপ ভাবধারাই প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে তিনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে (لوجه الله) সংকল্পের (نية) ঐকান্তিকতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

(গ) আল-কুশায়রী তাঁহার রিসালা ফী 'ইল্‌মি'ত-তাসাওউফ (رسالة فى علم التصوف) কায়রো তা. বি., ৯৫-৬) গ্রন্থে বহু সূফী সাধকের বাণী উল্লেখ করিয়া সাধারণ মুসলমানদের ইখ্‌লাস· এবং বিশেষ মর্যাদার অধিকারীদের ইখ্‌লাসে·র পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

সাধারণ মুসলমানদের ইখ্লাস· ঃ ইহাতে আত্মা যে আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নীত হয় তাহাতে সে নিজের কোন সুখ আকাঙ্ক্ষা করে না।

বিশেষ মর্যাদার অধিকারীদের ইখ্লাস· ঃ ইহাতে আল্লাহ্র 'ইবাদত এতই নির্ভেজাল ও খাঁটি হয় যে, তাঁহারা এমনকি ইসলামের কথাও চিন্তা করিতে পারেন না।

হ·াম্বালী মাযহাবের বিখ্যাত সূফী আল-আনস·ারী তাঁহার মানাযিল আস-সা'ইরীন গ্রন্থে (কায়রো সংস্করণ, সম্পা., ফরাসী অনু. cd. S. Laugier de Beaurecucil, কায়রো ১৯৬২ খৃ., 31/72) ইখ্লাস·কে ১০ প্রকারের আচরণ (المعاملات)-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তিনি ইখ্লাসে·র সংজ্ঞা দান প্রসংগে উল্লেখ করিয়াছেন যে, উহা সকল সংমিশ্রণকে বিশুদ্ধ করানোর প্রচেষ্টা, যেমন মাহ·মূদ আল-ফিরকাবীর বক্তব্যে (সম্পা. Beaurecueil, কায়রো ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৩৪) মানুষের মৌলিক কার্যাবলীকে নির্বুদ্ধিতা, কপটতা, আত্মার লালসা এবং অনুরূপ অপরাপর ত্রুটি হইতে মুক্ত করাকেই ইখ্লাস· বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আল-আনস·ারী তিনটি গুণকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ (ক) বিশুদ্ধভাবে কোন কার্য সম্পাদনের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করা এবং তাহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ না করা; (খ) সৎকর্ম সম্পাদনের প্রচেষ্টা চালান, নিজের কৃতকর্ম সম্পর্কে লজ্জিত থাকা এবং একমাত্র আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রত্যাশা করা এবং (গ) পাপকর্ম হইতে নিজেকে বিরত রাখিয়া নিজের কর্ম সংশোধন করা।

য়াহ্য়া গ্রন্থে ইখ্লাস· সম্বন্ধে আল-গ·াযালী (র)-এর আলোচনাই নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে (কায়রো ১৩৫২/১৯৩৩, ৪খ, ৩২১-৮)। তিনি ইখ্লাস·-এর উৎকর্ষ, গুণ ও প্রকৃতি, শায়খগণ ইহা সম্পর্কে কি বলিয়াছেন এবং ইহার পথে কি কি বাধা আছে, তাহা ৪ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ইহার আধ্যাত্মিক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে য়াহ্য়া-য় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রহিয়াছে, আবূ ত·ালিব আল-মাক্কীর প্রচেষ্টায় যাহার উন্নয়ন ও সংস্কার সাধিত হয়। যে সংকল্পের একাগ্রতায় ইখ্লাস· সম্পূর্ণ হয় তাহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার পর আল-গ·াযালী (র) ইখ্লাস· হইতে উদ্ভূত জাগতিক নিস্পৃহতার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র)-এর উপর আবূ ত·ালিব আল-মাক্কী ও আল-গ·াযালী (র)-এর যে প্রভাব ছিল তাহা আলোচনার অপেক্ষা রাখে না (তু. H. Laoust, Essai sur les doctrines Sociales et politiques de Taki'-d-Din Ahmad b. Taymiya, কায়রো ১৯২৯ খৃ., পৃ. ৮৪ ও ৯০, টিকা ১)। অনুরূপভাবে কতিপয় শী'আ মতবাদের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়, যদিও তিনি অন্য প্রসংগে সেইগুলির প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইহার সংগে যদি আল-আন্স·ারীর মতবাদও যুক্ত হইয়া থাকে তবে ইহাতে আদৌ আশ্চর্য হইবার মত কিছু নাই। কারণ ইব্ন তায়মিয়া (র) হ·াম্বালী মতবাদের গভীরতায় ইখলাসে·র গুণাবলী পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। আর এই ইখলাস· আমাদের পূর্বে আলোচিত ইখলাসের সংগে মিলিয়া যায়। তিনি বাহ্যিক বিধি-বিধানের মুকাবিলায় ইখ্লাসে·র গুণাবলী ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রধানত ধর্মীয় অনুশাসন পালনের মধ্যে ইখলাসে·র মূল্য নিহিত (ঐ, পৃ. ৪৭২, টীকা ২)। সেই আনুগত্য যাহা পূত পবিত্র এবং আল্লাহ্, রাসূল ও কওমের উদ্দেশে নিবেদিত তাহার প্রতিও তিনি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। পৃথিবীতে আল্লাহ্র এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে যখন তিনি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের প্রচেষ্টাকে জোরদার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন বস্তুত তিনি জিহাদকে আল্লাহ্র প্রতি ইখলাসে·র সর্বোচ্চ স্তর বলিয়া ঘোষণা করেন (ঐ, পৃ. ৩৬০, টীকা ৩) তখন নির্ভেজাল ভক্তি এবং পূর্ণ আনুগত্য বিশ্বাসীদের পূর্ণ ভক্তির নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত হয়। ইব্ন তায়মিয়া (র)-এর সকল শিষ্যই ইখলাসে·র এই মর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশেষত তাঁহার বিশিষ্ট শাগ্রিদ ইব্নু'ল-কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ আনুগত্যকে ইসলামের অন্যতম মৌলিক নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে মুহ·াম্মাদ ইব্ন 'আব্দি'ল-ওয়াহ্হাব ইহাকে হুবহু গ্রহণ করেন (ঐ, পৃ. ৫৩১)। এই সকল সমসাময়িক সংস্কারক সকলেই ইখ্লাসে·র উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ইখ্লাস· সূফীদের জন্য একটি অপরিহার্য রূহ·ানী স্তর যেখানে পৌঁছিয়া সূফীদের আত্মা প্রতিনিয়ত আল্লাহ্র সহিত মিলিত হওয়ার সাধনায় ব্যাপৃত থাকে। ইব্ন তায়মিয়ার প্রভাব এবং তাঁহার সূফীতাত্ত্বিক ধ্যানধারণার ভিত্তিতে যে মুসলিম তাহার ঈমানকে অন্তর্মুখী করিতে চাহে তাহার জন্য ইসলামের বিশেষ মূল্যবোধ অর্জনে ইহা একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়াস।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে বরাত দ্রষ্টব্য।

L. Sardet (E. I. 2)/মাজেদুর রহমান

আল-ইখলাস· (الإخلاص) ঃ সূরা, অকপট নিষ্ঠা, বিশ্বাসে পবিত্রতা, কুরআন মাজীদের ১১২ সংখ্যক সূরার নাম। এই সূরায় ১ রুকূ' ও ৪ আয়াত রহিয়াছে। এই সূরায় তাওহীদের কথা আলোচিত হইয়াছে। কুরআনের অন্যান্য সূরার নামকরণ সাধারণত উহাতে উল্লিখিত কোন শব্দ দ্বারা করা হইয়াছে। কিন্তু এই সূরার বিষয়বস্তু হইতে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে। বস্তুত যে ব্যক্তি সূরাটির তাৎপর্য বুঝিয়া উহার মূল কথার প্রতি ঈমান আনিবে, সে শির্ক হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

সূরা ইখলাস· মক্কায়, না মদীনায় নাযিল হইয়াছে ইহা লইয়া মতবিরোধ রহিয়াছে। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'ঊদ, উবায়্যি ইব্ন কা'ব ও জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত আছে, কুরায়শগণ অথবা মুশরিকরা নবী (স)-কে বলিল, আপনার প্রতিপালকের বংশপরিচয় আমাদের বলুন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরা নাযিল করেন (তিরমিযী, বুখারীর তা'রীখ, মুসনাদ আহ·মাদ, আল-হ·াকিম, ইব্ন আবী হ·াতিম, ত·াবারানীর আওসাত·, আবূ য়া'লা, ত·াবারী, ইবনু'ল-মুনযি·র, বায়হাকী, আবূ নু'আয়ম)। ইব্ন 'আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত আছে, একদল য়াহূদী নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "হে মুহ·াম্মাদ! আপনার সেই প্রতিপালক কী রকম যিনি আপনাকে পাঠাইয়াছেন?" তখন আল্লাহ্ তা'আলা এই সূরা নাযিল করেন (ইব্ন আবী হ·াতিম, ইব্ন 'আদী, বায়হাকীর আল-আসমা' ওয়া'স-সি·ফাত)।

ইমাম ইব্ন তায়মিয়া (র) তাঁহার সূরা ইখলাসে·র তাফসীরে আরও কতিপয় বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন। হযরত আনাস (র) বলেন, খায়বার-এর কতিপয় য়াহূদী রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "হে আবু'ল-কাসিম! আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে নূর হইতে, আদামকে কর্দম হইতে, ইবলীসকে অগ্নিশিখা হইতে, আকাশমণ্ডল ধূম্র হইতে এবং পৃথিবী পানির ফেনা হইতে বানাইয়াছেন। এখন আপনি বলুন, আপনার আল্লাহ্কে কী দিয়া বানানো হইয়াছে?" এই সময় তাঁহার উপর এই সূরা নাযিল হয়।

ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, নাজরানের খৃস্টানদের একটি প্রতিনিধি দল সাতজন পাদ্রীসহ নবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,

"আমাদেরকে আপনার রবের পরিচয় বলুন। তিনি কী জিনিস দ্বারা তৈরী?" নবী (স) বলিলেন, "আমার রব কোন জিনিসের তৈরী নহেন, তিনি সব জিনিস হইতে স্বতন্ত্র।" এই সময় আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ইখলাস নাযিল করেন। এই জাতীয় রিওয়ায়াতসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সূরাটি মাদানী।

এইসব বর্ণনা হইতে জানা যায়, নবী (স) যেই আল্লাহ্র 'ইবাদত কবুল করার দাওয়াত দিতেছিলেন, লোকেরা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। সর্বক্ষেত্রেই তিনি আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী এই সূরাটি পেশ করেন। প্রথমে মক্কায় কুরায়শ মুশরিকরা ও পরে মদীনার য়াহূদী-খৃষ্টানরা এবং কখনও আরবের অপরাপর লোক নবী (স)-কে এই প্রশ্ন করে। তিনি সর্বক্ষেত্রে এই সূরা পেশ করেন। প্রকৃত কথা এই যে, সূরাটি সর্বপ্রথম মক্কায় নাযিল হইয়াছিল। ইহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, ইহা নবী (স)-এর মক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়েই নাযিল হইয়াছিল।

সূরাটির অনুবাদ ঃ ১. "বল, তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়। ২. আল্লাহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁহার মুখাপেক্ষী; ৩. তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই; ৪. এবং তাঁহার সমতুল্য কেহই নাই"।

ফযীলত ঃ সূরা ইখলাসে ইসলামের মৌলিক 'আকীদা তাওহীদ মাত্র চারিটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে অতীব বলিষ্ঠ ভাষা ও ভংগিতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই কারণেই নবী (স)-এর নিকট এই সূরার খুব বেশী গুরুত্ব ও মর্যাদা ছিল। হ'াদীছসমূহে বহু সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, নবী (স) বলিয়াছেন ঃ "সূরা ইখলাস, কু'রআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।" বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসা'ঈ, ইব্ন মাজা, মুসনাদ আহ'মাদসহ হাদীছের গ্রন্থসমূহে এই হাদীছ বর্ণিত আছে। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, আবূ হুরায়রা, আবূ আয়্যুব আল-আনসারী, আবুদ-দারদা, মু'আয ইব্ন জাবাল, জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্, উবায়্যি ইব্ন কা'ব, উম্মু কুলছূম বিন্ত উকাবা ইব্ন 'আবী মু'ঈত, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার, আনাস ইব্ন মালিক, আবূ মাস'ঊদ আনসারী (রা) প্রমুখ সাহাবী এই হ'াদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাফসীরকারগণ নবী (স)-এর এই কথার বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। তবে সহজ ও সুস্পষ্ট কথা এই যে, কু'রআন মাজীদের মূলত প্রতিপাদ্য বিষয় হইল তিনটি ঃ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। এই সূরাটি যেহেতু নির্ভেজাল তাওহীদের আকীদা পেশ করে, এই কারণেই নবী (স) ইহাকে কু'রআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। 'আইশা (রা) হইতে বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হ'াদীছ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, নবী (স)-এর একজন সাহাবী প্রতি ওয়াক'তের সালাতে এই সূরা পাঠ করিতেন। মুক'তাদীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে নবী (স)-এর নিকট অভিযোগ করিলে তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সাহাবী বলিলেন, "আমি সূরাটিকে যারপর নাই ভালোবাসি।" তখন নবী (স) বলিলেন, "এই সূরার প্রতি তোমার এহেন ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতের অধিকারী বানাইয়াছে।" জামে' তিরমিযীতেও আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর সূত্রে অনুরূপ হ'াদীছ বর্ণিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তাফসীরের গ্রন্থসমূহে উক্ত সূরার ব্যাখ্যা এবং (২) হ'াদীছের গ্রন্থসমূহে ফাদ'াইলু'ল-কু'রআন অধ্যায়ের সূরা ইখলাসে'র ফযীলত দ্র.।

মুহাম্মদ মূসা

ইখ্শীদ (اخشيد) ঃ জাহিলী যুগে ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে সোগ্দিয়া ও ফার্গানার স্থানীয় ইরানী শাসনকর্তাদেরকে প্রদত্ত উপাদি। Justi (Iranisches Namenbuch, 141a), Unvala (The translation of an extract from mafatih al'ulum of al-khwarazmi, in j. of the K. R. Cama Inst., ১১খ (১৯২৮ খৃ.), ১৮-১৯) এবং Spuler (Iran, ৩০-১. ৩৫৬)-এর মতানুযায়ী এই শব্দটি প্রাচীন ফারসী ভাষার শব্দ 'খাশাএতা' হইতে উদ্ভূত, যাহার অর্থ 'উজ্জ্বল', 'আলো' বিচ্ছুরণকারী'। তবে প্রাচীন ফারসী ভাষার অপর এক শব্দ খোশায়াছিয়া (অর্থ রাজা, শাসনকর্তা; মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ফার্সীতে 'শাহ') হইতে ইহার উৎপত্তির সম্ভাবনা অধিক (Christensen, Bosworth ও Clauson, নীচে দ্র.)। এই প্রাচীন ফারসী শব্দ খেশায়ছিয়া ট্রান্সঅক্সিয়ানা অতিক্রম করিয়া আরও দূরে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করে। সেখানে আমরা ওরখোন তুর্কী উপাধি 'শায'-এর প্রচলন দেখিতে পাই, যাহা কাগান হইতে নিম্নতর রাজকীয় পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যগণকে প্রদত্ত একটি পদমর্যাদা।

'আরবদের ট্রান্সঅক্সিয়ানা জয়ের সময় সোগ্দিয়ার শাসনকর্তাগণ ইখ্শীদ নামে অভিহিত হইত এবং মুক'াদ্দাসী, (পৃ. ২৭৯) বলেন, সামারকান্দের রাজা ইখ্শীদের দুর্গ ও বাসভবন সামারকান্দ মরূদ্যানের মায়মুরগে অবস্থিত ছিল। ইখশীদগণ আব্বাসী যুগের প্রথমদিকে বেশ কিছুকাল যাবত সোগ্দিয়ায় বহাল ছিল, কিন্তু আরবদের সামারকান্দ জয়ের পর তাঁহাদের রাজধানী ইখ্তিখানে স্থানান্তরিত হয়। খলীফা আল-মাহদীর নিকট তৎকালীন ইখ্শীদের আত্মসমর্পণের কথা য়া'কূ'বী কর্তৃক উক্ত হইয়াছে (দ্র. Barthold, Turkestan, ৯৫, ২০২)। ফারগানার স্থানীয় শাসনকর্তাও এই উপাধি ধারণ করিতেন (ইব্ন খুররাদায্বিহ্, ৪০) এবং ইব্নু'ল-আছীর (৫খ., ৩৪৪)-এর মতানুযায়ী এই শাসনকর্তাই 'আরবদের বিরুদ্ধে কাও-শিয়েন-চিহ্-এর চীনা সৈন্য ডাকিয়া আনিয়াছিল যাহারা যিয়াদ ইব্ন সা'লিহ্'-এর নিকট তালাস নামক স্থানে ১৩৩/৭৫১ সালে পরাজয় বরণ করে। এই উপাধি মধ্যএশিয়ায় বাহ্যতই বিশেষ মর্যাদা বহন করিত। কারণ ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে তুর্কী সেনানায়ক মুহ'াম্মাদ ইব্ন তুগ্জ্ [দ্র.] নিজেকে ফারগানার প্রাচীন রাজন্যদের বংশধররূপে দাবি করিয়া এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত আরও দ্রষ্টব্য ঃ (১) C.E. Bosworth এবং Sir Gerard Clauson, Al-Xwaraymi on the People's of Central Asia, in JRAS (১৯৬৫ খৃ.), ৬-৭; (২) O. I. Smirnova তাঁহার Sogdiskie monethikak novi istocnik diya istoru Sredney Azii, in so, ৬খ, (১৯৪৯ খৃ.), ৩৫৬-৬৭, রচনায় ৩১-১৬৮/৬৫০-৭৮৩ সময়কালের সোগ্দিয়ার ইখশীদগণের একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

C.E. Bosworth (E.I.^{2})/মু. আবদুল মান্নান

আল-ইখ্শীদ মুহ'াম্মাদ ইব্ন তুগ্জ (الاخشيد محمد بن طغج) ঃ 'আব্বাসী খলীফাদের অধীনে কার্যত স্বাধীন একটি মিসরীয় শাসক বংশের (৯৩৫-৬৯) প্রতিষ্ঠাতা (৯৩৫-৬)। তাঁহার পিতা ফার্গানা হইতে আনীত জনৈক ক্রীতদাস ছিলেন; তিনি খলীফার সামান্য দেহরক্ষী হইতে একটি নেতৃস্থানীয় সামরিক পদে উন্নীত হন। ইখ্শীদের পিতাও সামরিক

বাহিনীতে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সৈনিকসুলভ নিপুণতা ও সাংগঠনিক প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া খলীফা তাঁহাকে ফাতিমী বাহিনীর বিপজ্জনক অগ্রগতি প্রতিরোধের জন্য মিসরে প্রেরণ করেন। দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি নিজের মর্যাদা প্রায় রাজপ্রতিনিধির পর্যায়ে উন্নীত করেন এবং ইহাকে বৈধ করার জন্য খলীফার নিকট হইতে আল-ইখ্‌শীদ (রাজাধিরাজ) উপাধি লাভ করেন। 'আরবদের অভিযানের পূর্বে তাঁহার জন্মভূমির শাসকগণ এই উপাধি ধারণ করিতেন। তাঁহার বংশধরগণও ইতিহাসে এই নামে পরিচিত হন। কিছুটা প্রকাশ্য যুদ্ধে ও কিছুটা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে তিনি তাঁহার অধীনস্থ অত্যন্ত প্রভাবশালী সামন্তগণের আনুগত্য লাভ করেন। অতঃপর প্রথমে ফিলিস্তীনে ও পরে সিরিয়ায় তিনি তাঁহার আধিপত্য সম্প্রসারিত করেন। কিছুকাল পরে তিনি আলেপ্পো, হিমাহ্ ও হিম্স্-সহ সমগ্র উত্তর সিরিয়ার শাসনভার মাওসিলের হামাদানী রাজাদের উপর অর্পণ করেন। অবশ্য ইহার বিনিময়ে হামাদানীগণ নামমাত্র কর দান করিয়া দক্ষিণ সিরিয়া ও দামিশ্‌কের উপর ইখশীদী প্রভুত্ব স্বীকার করেন। মুহ'াম্মাদ আল-ইখশীদের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র আবু'ল-ক'াসিম উনুজুর ইব্‌নু'ল-ইখশীদ ও 'আলী ইব্‌নু'ল-ইখশীদ কেবল নামেই তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। কারণ এই সময় প্রকৃত শাসনক্ষমতা তাঁহাদের প্রাক্তন গৃহশিক্ষক আবিসিনীয় খোজা আবু'ল-মিস্‌ক কাফূর-এর হাতেই ছিল। ইঁহাদের মৃত্যুর পর কাফূর নিজেই সরকারীভাবে গভর্নর (৯৬৬-৬৮) নিযুক্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর মুহ'াম্মাদ আল-ইখশীদের পৌত্র আবু'ল-ফাওয়ারিস আহ'মাদ ফাতিমীদের অভিযানের মুখে তাঁহার উত্তরাধিকারিত্ব রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ৯৬৯ খৃ. ফাতিমী সেনাপতি আল-জাওহার বিজয়ীর বেশে ফুস্‌তাত (প্রাচীন কায়রো) প্রবেশ করেন। সংগে সংগে সমগ্র মিসর তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ, ২৯৪; (২) E.I[2], iii, E.I[2], iv, under Kafur.

ইখ্‌শীদিয়্যা (الاخشيدية) ঃ মিসরের একটি রাজবংশ। ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য (দ্র. শিরো. মিসর)। পারস্যের প্রাচীন শাহী উপাধি 'ইখ্‌শীদ' হইতে এই বংশের নামকরণ করা হয়। খলীফা আর-রাযী ইখ্‌শীদ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন তুগ্‌জ-এর প্রতি জনসাধারণের বিপুল সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে ৩২৬/৯৩৭ সনে তাঁহাকে এই উপাধি প্রদান করেন। পরবর্তী কালে ফারগানার (দ্র.) প্রাচীন শাসকদের এই উপাধি ছিল। তাঁহারা নিজদেরকে ইখ্‌শীদ বংশের উত্তর পুরুষ বলিয়া মনে করিতেন। ইখ্‌শীদ-এর অর্থ 'রাজাধিরাজ'; কেহ কেহ ইহার অর্থ 'আব্‌দ' (বান্দা) বলিয়া মনে করেন (তু. ইব্‌নু সা'ঈদ সং. Tallquist, È আরবী পাঠ, পৃ. ২৩ প., ৪১)। সম্ভবত এই ধারণা অনুযায়ী খলীফাগণের সম্মানজনক "আবদুল্লাহ্" উপাধি গ্রহণ করার রীতি প্রচলিত হয়। আল-ইখ্‌শীদ-এর পিতা ও পিতামহ প্রথম হইতে খলীফার কর্মচারী ছিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে নিম্নতর হইতে উর্ধ্বতর পদে উন্নীত হন। প্রতীয়মান হয় যে, বানু'ল-ফুরাতের একটি বিখ্যাত বংশের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি মন্ত্রী আল্-ফাদ্'ল ইবন জা'ফার (দ্র. ইব্‌নু'ল-ফুরাত, সংখ্যা ৩) ইখ্‌শীদের অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যখন তিনি মিসরের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যবস্থাপনায় ব্যাপৃত ছিলেন তখন তিনি অনুভব করেন যে, তাঁহার এই নূতন পদমর্যাদাকে শক্তিশালী আমীর মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'র-রাইক (দ্র.)-এর নিকট হইতে নিরাপদ রাখিতে হইবে। কেননা এই আমীর মিসর সীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইতেছিলেন। অতঃপর উপরিউক্ত আমীর ইখ্‌শীদকে খারাজ আদায়ের শর্তে আর-রামলা পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন। ইহার পাঁচ বৎসর পর নূতন সমস্যার উদ্ভব হয় এবং আল্-লাজ্জুনে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহাতে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই। কিন্তু পরে যুদ্ধরত দুই আমীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া পরস্পর মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত করেন। আল-ইখ্‌শীদ বার্ষিক ১,৪০,০০০ দীনার খারাজ আদায় করিতেন। আমীর ইব্‌নু'র-রাইকের মৃত্যুর পর হামদানী বংশে আল্-ইখ্‌শীদের এক নূতন শত্রুর আবির্ভাব ঘটে। তিনি এই সময় ক্ষমতার শীর্ষে থাকা সত্ত্বেও আমীরু'ল-উমারা পদবী অর্জনের প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত হন। তিনি মুহ'াররাম ৩৩৩/সেপ্টেম্বর ৯৪৪ সনে রাক্কা নামক স্থানে খলীফা আল-মুত্তাকী'র সহিত সাক্ষাত করিয়া ফুরাতের তীরে এই অভিপ্রায়ে কিছুদিন অবস্থান করেন যেন তিনি বাগদাদের প্রশাসক তুর্ক তুযুনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত খলীফাকে সাহায্য করিতে পারেন। খলীফার যে পরিণতি হইবে তাঁহারও তাহাই হইবে—এই মন-মানসিকতাই তাঁহার ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মিসরে চলিয়া যান এবং সায়ফু'দ-দাওলা হামদানীর সঙ্গে সংঘর্ষের সম্মুখীন হন। কিন্তু এক সন্ধির ফলে তাঁহাদের পরস্পরের বিবাদের মীমাংসা হয়। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী আল-ইখ্‌শীদই দামিশ্‌কের খারাজ আদায়ের অধিকারী হইলেন। ৩৩৪ হিজরীর শেষভাগে/জুলাই ৯৪৬ খৃ. আল-ইখ্‌শীদ ইনতিকাল করেন। তাঁহার দুই পুত্র পর্যায়ক্রমে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেও তাঁহারা নামমাত্র বাদশাহ ছিলেন, প্রকৃত ক্ষমতা ছিল এক হাবশী গোলাম কাফূরের হস্তে। দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যুর পর কাফূরকেই নিয়মতান্ত্রিকভাবে মিসরের শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং তিনিই (কাফূর) পরবর্তী সময়ে সাফল্যের সহিত মিসর ও সিরিয়ার হামদানীদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। কাফূরের মৃত্যুর পর আল্-ইখ্‌শীদের পৌত্রকে শাসনকর্তা করা হয়। কিন্তু এই বংশের ক্ষমতা সমগ্র দেশে হ্রাস পাইতে থাকে। ফলে মিসর ও সিরিয়াসহ সমুদয় অঞ্চল উত্তর আফ্রিকা হইতে ক্রম প্রসারিত ফাতিমীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইখ্‌শীদী শাসকগণের নাম ক্রম অনুসারে নিম্নে প্রদান করা হইল ঃ

(১) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন তুগ্‌জ আল-ইখ্‌শীদ, ৩২৩/৯৩৫; (২) আবূ'ল-কাসিম উনুজূর ইব্‌নি'ল-ইখ্‌শীদ, ৩৩৫/৯৪৬; (৩) আবু'ল-হ'াসান আলী ইব্‌নি'ল-ইখ্‌শীদ, ৩৪৯/৯৬০; (৪) কাফূর, যিনি নিজ নামেও রাজত্ব করেন, ৩৫৫/৯৬৬; (৫) আবু'ল-ফাওয়ারিস আহ'মাদ ইব্‌ন 'আলী, ৩৫৭-৮/৯৬৮-৯।

উনূজূর (اونوجور) ঃ শব্দটি বিভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আল-ইখ্‌শীদ ও কাফূর প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আল-ইখ্‌শীদ সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি শারীরিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী কিন্তু ভীরু ও লোভী ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে কাহারও ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল না। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার মানবীয় গুণাবলীও ছিল এবং অনেক যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। এই সম্পর্কে কবি আল-মুতানাব্বী নিম্নরূপ ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়াছেন, যাহার মর্ম হইল, "তিনি (কাফূর) তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার কল্যাণে জীবনের এমন একটি পথে উপনীত হইয়াছেন যাহার দৃষ্টান্ত তাঁহার যুগে খুব কমই ছিল।" তিনি একজন হাব্‌শী কুৎসিত গোলাম হইতে একটি শক্তিশালী রাজত্বের অধিকারী হন। তিনি যখন তাঁহার উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হন তখনও নিজের সাধারণ মর্যাদার কথা ভুলিতেন না। তাঁহার যে সব চারিত্রিক গুণাবলী ছিল তাহা তাঁহার দোষের তুলনায় অধিক। আলোচ্য প্রবন্ধের উভয় শাসক

(আল-ইখ্শীদ ও কাফূর) তাঁহাদের স্ব স্ব যুগে সাহিত্যের সমঝদার ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কবি আল-মুতানাব্বী উভয়ের প্রশংসায় কাসীদা রচনা করেন এবং পরবর্তী কালে তাঁহাদেরকে ব্যঙ্গ করিয়াও কবিতা লিখেন। ইখ্শীদ শাসকগণের শাসনকালে খিলাফাতকারী উভয় ('আব্বাসী ও ফাতিমী) বংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়, বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনকর্তা যাহারা নিজেদের বংশের নামে শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাঁহারা শাসন পরিচালনা কাহাদের অধীনতায় ('আব্বাসী অথবা ফাতিমীদের) করিবেন? ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ এই সৈনিক (ইখ্শীদী) উভয়কে ('আব্বাসী ও ফাতিমী) সংঘর্ষে লিপ্ত করার প্রচেষ্টায় ছিলেন। মনে হয়, ইখ্শীদী আন্তরিকভাবে ফাতিমীদের অধীনতা স্বীকার করার অধিক আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু 'আব্বাসীদের বিশ্বস্ত বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিতেন, তখন পর্যন্ত 'আব্বাসীদের প্রভাব অনেকখানি অক্ষুণ্ন ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইব্ন সা'ঈদ, কিতাবু'ল-মাগ'রিব, সম্পা. Tallquist, ইহাতে অন্যান্য গ্রন্থ, যেমন আল-মাক'রীযী, আল-হ'ালাবী, ইব্নু'ল-আছীর, ইব্ন খাল্লিকান, ইব্ন খাল্দূন, আবু'ল-মাহ'াসিন, আস্-সূয়ূতী, Wustenfeld (Stallhatter, ৪খ.) ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং আল-কিন্দী সং. Guest হইতে নূতন কিছু তথ্য সংযোজন করা হইয়াছে।

C.H. Becker (E.I.²)/সিরাজ উদ্দীন আহমদ

ইগদির ইগির (দ্র.আগাদির ইগির)

ইগার্গার (إغرغر) ঃ তুয়ারেগের ইগারগার হোগ্গার (Hoggar) পর্বতের উপরে সাহারা মরু অঞ্চলের একটি নদীবিশেষ। ইহার সর্বপ্রধান শাখাটি পশ্চিমাঞ্চলে নাম তাগমার্ত ন-আখ, ইগার্গার নদীর অববাহিকা দক্ষিণে আতাকোর আগ্নেয়গিরিময় স্থান হইতে "Tassilian Enciente" (আয্জারের আম্মিদিন ও তাসিলি) বা প্রাচীন তাসিলীয় প্রাথমিক বেলে পাথরের উপত্যকা অবধি বিস্তৃত, আর এই অববাহিকা ঘিরিয়া রহিয়াছে গ্রানাইট ও রূপান্তরিত তাফাদস্ত ও তুরহা পর্বতমালা। ইগার্গার ও ইহার শাখাগুলি সাধারণত মাঝে মধ্যে ও বড়জোর বৎসরে একবার প্রবাহিত হয় এবং নদীগুলির স্রোতধারা সাধারণত বড়জোর আমগীদ (Amguid) অবধি পৌঁছায়। আমগীদ-এর উত্তরে এই নদী এক দ্বিতীয় পর্যায়ের স্রোতধারা অবশ্য তিনয়ার্তের হামাদা অতিক্রান্ত গিরিখাত দিয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহার পর ইগার্গার নদীর খাত পূর্বাঞ্চলীয় আরগ-এর বিস্তীর্ণ বালিয়াড়িতে অন্তর্হিত হয়। এমনও হইতে পারে যে, এই নদী প্রাচীন কালে ভূ-গঠনের চতুর্থ যুগে যখন আর্দ্রতা বিরাজ করিতেছিল সেই সময় অধিকতর দীর্ঘ খাত ধরিয়া প্রবাহিত হইত এবং সেই প্রবাহ গাস্তি তুয়ীল (Gassi Touil) ও উয়েদ রাই (Oued Righ) হইয়া মেলগির লবণ হ্রদ অবধি পৌঁছাইত। ইগার্গার নদী উপত্যকায় পশুচারণের সুবিধা অতি সামান্য। বাণিজ্য পথ হিসাবেও এই উপত্যকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমগীদ এই অঞ্চলে এক অখ্যাত প্রশাসনিক কেন্দ্র। ইগার্গার নদীর উজান এলাকায় ইদেলেসের মত কিছু ক্ষুদ্র কৃষি কেন্দ্রও আছে। এই ধরনের কেন্দ্রের অস্তিত্ব বিরল এবং থাকিলেও অস্থায়ী প্রকৃতির।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) j. Dubief, Essai Sur l'hydrologic Superficielle du Sahara, Algiers 1953।

j. Despois (E.I.²)/আফতাব হোসেন

ইচ্-ওগ্লানী ঃ (তুর্কী) শব্দার্থে 'অন্দর মহলের বালক' অর্থাৎ 'অন্দর মহলের সেবাকারী বালক ভৃত্য'। এই তুর্কী শব্দ দ্বারা বুঝায় রাষ্ট্রের উচ্চতর প্রশাসনিক পদসমূহ পূরণ করার জন্য Edirne এবং ইস্তাম্বুলের প্রাসাদসমূহে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত বালক ও তরুণগণ। প্রারম্ভিকভাবে ইহারা ছিল দাস, দেভশিরমের [দ্র.] মাধ্যম সংগৃহীত অথবা সময় সময় বন্দীদের মধ্য হইতে সংগৃহীত শিক্ষানবিস। পরবর্তী ১১শ/১৭শ শতাব্দী হইতে ইহারা ছিল মুসলিম তরুণ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য গু'লাম ৪; কাপীকুলু; সারায়-ই হুমায়ূন।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইচিল ঃ (ইচেল) সাইপ্রাসের বিপরীত দিকে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এবং টরাস (Taurus) পর্বতমালার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত দক্ষিণ তুরস্কের পার্বত্য প্রদেশ। বর্তমানে এই অঞ্চলের প্রধান শহর মার্সিন (Mersin) বন্দর। ইহার প্রশাসনিক জেলাগুলি মার্সিন (Mersin), আনামুর, গুলনার, মুত (Mut), সিলিফ্কে (Silifke) ও টারসূস। প্রদেশটি উত্তরে কোনিয়া, উত্তর-পূর্বদিকে Nigde, পূর্ব দিকে আদানা এবং পশ্চিম দিকে আন্তালিয়া (Antalia) প্রদেশ দ্বারা বেষ্টিত। প্রধান নদী গোকসূ (দ্র.) (Kaykadnos/Saleph) Bolkar Dagi হইতে উৎপন্ন হইয়া সিলিফ্কের ভাটিতে ভূমধ্যসাগরে পতিত হইয়াছে।

প্রাচীন কালে 'পাথুরে সিলিসিয়া' [পার্শ্ববর্তী 'সমতল সিলিসিয়া' অর্থাৎ আদানা সমভূমি হইতে স্বতন্ত্রভাবে পরিচিত করিবার জন্য অঞ্চলটি এই নামে এবং ক্ষেত্রবিশেষে ইসউরিয়া (Isauria) নামে কথিত হইত]-এর সীমান্তরূপে পরিগণিত হইত। পশ্চিম দিকে কোরাকেশন (Korakesion) আলানিয়া শৈল অন্তরীপ এবং পূর্ব দিকে লামুস (Lamus Suyu)-এর উপত্যকা। বায়যান্টাইন আমলে অঞ্চলটি নবম শতাব্দীর পর হইতে 'আরবগণের বিরুদ্ধে সেলিউকিয়া (Seleukia) নামে সামরিক সীমান্তের একাংশরূপে পরিণত হয়। ক্রুসেডের সময় ক্ষুদ্র আর্মেনিয়া রাজ্য ঐ অঞ্চলের শহরগুলিকে দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করে। ইহাদের মধ্যে উপকূলে ছিল আনামুর, সেচিন ও ক্যালেনডেরিস এবং স্থলভাগে এরমেনাক (Ermenak) (দ্র.) ও লাওযাদ (Lauzad)। প্রথম 'ইযযুদ্দীন কায়কাউস-এর নেতৃত্বে, বিশেষত প্রথম 'আলাউ'দ্-দীন কায়কোবাদ-এর আমলে সালজূকগণ ৬২৫/১২২৮ সনের মধ্যে সিলিফকে পর্যন্ত বিস্তৃত এই দুর্গসমূহের অধিকাংশ অধিকার করিয়া লয় এবং সিলিফকে-এর নগরদুর্গ কামারদে সিয়াম সেন্ট জনের নাইট বাহিনীর দখলে যায়। নব বিজিত 'সালজূক-আর্মেনিয়ার নূতন নাম দেওয়া হয় 'বি'লায়াত-ই 'আমমান' বা আরমানিস্তান। প্রদেশটি ইহার প্রথম সালজূক গভর্নরের নামানুসারে ক'মরু'দ-দীন-এর বিলায়াত নামেও পরিচিতি লাভ করে। কতিপয় ওগুজ (Oguz) উপজাতীয় গোষ্ঠীর বসতি স্থাপনের জন্য আগমনের মাধ্যমে 'আরমানাক প্রদেশ' শীঘ্রই একটি তুর্কমান প্রধান অঞ্চলে পরিণত হয় এবং রূমের পশ্চিমার্ধের অন্তর্গত সালজূক রাষ্ট্রের বিভক্তির পর ইহা শীঘ্রই কারামানের তুর্কমান রাজন্যগণের প্রধান শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হয়। ইহারা ক্রমান্বয়ে সালজূকগণের নিকট হইতে এবং অবশিষ্ট আর্মেনীয় ও ক্রুসেডারগণের নিকট হইতে দুর্গসমূহ (বিশেষত এরমেনাক এবং শেষাবধি সিলিফ্কে শহর)-ও অধিকার করিয়া লইতে সমর্থ হয়। এই প্রদেশটিকে কেন্দ্র করিয়া এই শহর হইতে কারামানীগণ তাহাদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করিতে থাকে। তাহাদের রাজ্যের 'অভ্যন্তরীণ অংশ'

বিধায় ইহাকে বলা হইত ইচ ইল (ই.)। অষ্টম/চতুর্দশ শতাব্দী হইতে ভারসাক [Varsak তুর্কোমানগণ সম্পর্কে এই মর্মে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তাহারা কারামানীগণের প্রতিবেশী ও মিত্র ছিল। ইহাদের মধ্যে ৮৫৩/১৪৪৯-৫০ সনে উগ্রপন্থী সাফাবী শায়খ জুনায়দ (দ্র.) তাঁহার প্রচারণা পরিচালনা করেন [আমীরবৃন্দঃ হ'াম্‌যা ইব্ন কারা'ঈসা, ৮৩৭/১৪২৭; উয়ুয (Uyuz) বেগ, আনু. ৮৭৫/১৪৭০; য়ূসুফ বেগ ভারসাক, শাহ ইসমা'ঈল-এর পক্ষে কেমাখ্ -এর গভর্নর ছিলেন এবং ৯২০/১৫১৪ সনে চাল্‌দীরান (দ্র.)-এর যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন]। ৮৬২/১৪৫৭-৮ সনে সামারকানদিয়া মতের প্রতিষ্ঠাতা 'আলাউদ্-দীন 'আলী ইচিল-এর একটি কাসাবা যেয়নে (Zeyne) মৃত্যুবরণ করেন। অষ্টম/চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে 'উছমানীগণের সহিত সংঘর্ষের সূত্রপাত হইলে ইচিল কারামানীগণকে আশ্রয় প্রদান করে। ৭৯৯/১৩৯৭ সন হইতে, বিশেষত নবম/পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে তাহারা কারামানের কেন্দ্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল (যাহা এই সময়ে বহুলভাবে তাশ ইল'নামে পরিচিত হয়) অথবা 'ইচ ইল'-এ গমন করে (তাশ ইল এবং ইচ ইল শব্দদ্বয় প্রায়ই সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা অদ্যাবধি স্পষ্ট নহে, তাশ ইল শব্দটি মূলত 'বহির্দেশ' না 'পাথুরে দেশ' অর্থ বহন করে)। ইহাদের শেষ শক্তিকেন্দ্র সিলিফ্‌কে, এরমানাক ও অন্যান্য কয়েকটি দুর্গ যাহা মোসেনিগোর (Mocenigo) অধীনে ক্রুসেডারদের সাহায্যে পুনরায় উদ্ধার করা হয়। ৭৮/১৪৭৩ সনের হেমন্তকালে উযুন (Uzun) হা'সানের উপর দ্বিতীয় মুহ'াম্মাদ (Mehemmed)-এর বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত 'উছমানীগণের নিকট পরাভূত হয়। সাইপ্রিয়টগণ (Cypriot) মূল ভূখণ্ডে তাহাদের শেষ শহরটি (Korykos) হারায় ৮৫২/১৪৪৮ সনে। মামলূকগণ যদিও ৮৩০/১৪২৭ হইতে কিছুকাল পর্যন্ত আলানয়া (দ্র. Alanya)-এর অধিকারী ছিল, তাহারাও ইচ ইলের উপকূল হইতে কিছু দিনের জন্য পশ্চাদপসরণ করে। ৮৮৮/১৪৮৩ সনে অঞ্চলটিকে একটি সান্‌জাক-রূপে নবগঠিত 'উছমানী বিলায়েত কারামানের সহিত সংযুক্ত করা হয়। ইহার প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল সিলিফকে। ৯৭৯/১৫৭১ সনে সাইপ্রাস বিজয়ের পর 'উছমানীগণ ইচ ইলকে তাঁহাদের নূতন প্রদেশ কিবরিস-এর কর্তৃত্বে আনয়ন করে এবং তথা হইতে আগত "য়ূরুক" (দ্র.)-গণকে পুনর্বাসিত করে। জিহাননুমা "মূল ইচিল" (অথবা সিলিফ্‌কে)-কে মূল ভূখণ্ডে সাইপ্রাসের একটি সান্‌জাকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ১০২/১৬৭১ সনে Evliya Celebi-র ভ্রমণকালে এই "সান্‌জাক"টি আদানা বিলায়েত (Eyalet)-এর অন্তর্গত ছিল। Evliya-র ভ্রমণ বিবরণ অদ্যাবধি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষিত হয় নাই। ইহাতে ইচ ইলের তুর্কোমানদের গ্রীষ্মকালীন চারণভূমি সম্পর্কে মন্তব্য রহিয়াছে (তোকার, কূচূক-চিমেন, সেকিয়ায় লালারী)। গোত্রীয়গণের মধ্যে ফারুক সূমার-এর বর্ণিত সুপরিচিত ওগুজ উপদলগুলিকে সনাক্ত করা যায়। ইহারা সকলেই তখনও প্রধানত যাযাবর ছিল। তাহাদেরকে স্থায়ীভাবে বাসনের প্রচেষ্টায় অবাধ্য "য়ূরুক"গণকে পুনরায় ১১২৪ ও ১১২৬/১৭১২ এবং ১৭১৪ সনে সাইপ্রাসে পুনর্বাসিত করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সান্‌জাকটি বরখাস্তকৃত প্রধান মন্ত্রীদের 'আরপালিক" (দ্র.)-রূপে বারংবার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইচ ইল ১৮৩১ খৃ. হইতে আদানা বিলায়েত (Eyalet)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। তুর্কী সাধারণতন্ত্রের অধীনে এরমেনাক "কাদা"-টি কোনিয়া "বিলায়েত"-এর সহিত সংযুক্ত করা হয় এবং মার্সিনসহ "পাথুরে সিলিসিয়া"-র অবশিষ্টাংশকে ইচেল নামে একটি নূতন প্রদেশে পরিণত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তুর্কী ইসলামী বিশ্বকোষ, শিরোনাম (Besim Darkot). Karamangullari and Silifke (Slihabcddin Tekindag). তৎসহ ভূবিদ্যা বিষয়ক প্রকাশনা ও 'আরবী, ফারসী ও তুর্কী উৎসসমূহ।

B. Flemming (E.I.²)/আবদুল বাসেত

ইছবাত (اثبات) ঃ মূল ধাতু ছা-বা-তা (ث-ب-ت) হইতে গঠিত, বাব ইফ্'আল ওযনের ক্রিয়াবিশেষ্য (মাস্'দার)। ইহার সাধারণ অর্থ সাক্ষ্য দেওয়া, উল্লেখ করা, প্রদর্শন করা, প্রমাণ করা, প্রতিষ্ঠা করা, বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া সত্য প্রতিষ্ঠা করা, কোন কিছুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

সূফীদের কাছে ইছবাত হইতেছে মাহ্'ও (محو) শব্দটির বিপরীত। শেষোক্ত শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হয় মুছিয়া ফেলা। ইহার গূঢ় অর্থ দাঁড়ায় "স্বভাবের গুণাবলী"র (আওস'াফু'ল-'আদা) বিলুপ্তি সাধন। অপরদিকে ইছবাত শব্দটি দ্বারা কাহারও ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদন বুঝায়। তিনটি বিশেষ অর্থে শব্দটি প্রচলিত বাহ্যিক অবয়বের [যি'ল্লাতু'ল-জাওয়াহির) অবক্ষয়ের বিনাশ সাধন, বিবেকবোধকে উপেক্ষা না করা, হৃদয়ের সর্বপ্রকার দুর্বলতা দূরীভূত করা [থানাবীর পৃ. ১৩৫৬) মতানুসারে যিনি 'আবদু'ল-লাত'ীফকৃত মাছনাবীর ভাষ্যের উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন]। ভিন্নতর সংজ্ঞাও প্রদত্ত হইয়াছে, যেমন মাহ্'ও কথার অর্থ স্থূল আকাঙ্ক্ষা হইতে আত্মার মুক্তি লাভ আর ইছবাত শব্দটির অর্থ হৃদয়ের পূত গুণাবলীকে জোরদার করা। এইভাবে যিনি মন্দ পরিহার করিয়া তদস্থলে ভালোর প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহাকে সা'হিব মাহ্'ও ওয়া'ল-ইছবাত বলা হয়। অপর এক সংজ্ঞা অনুসারে মাহ্'ও হইল ভোগাসক্ত আত্মা এবং তাহা হইতে উদ্ভূত কামনা-বাসনার প্রতি বিধ্বংসী দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং এই অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট ক্রিয়াকলাপ নির্দিষ্ট করা। অন্য কথায় ইছবাত হইতেছে জৈবিকতার চিহ্ন রক্ষা করা; তবে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, এই সব কিছুরই উৎসস্থল হইতেছেন আল্লাহ্ তা'আলা। এইভাবে সূফী অস্তিত্ববান হন আল্লাহ তা'আলাতে, তাহার নিজস্ব কোন অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকে না।

আল-কু'রআনে এই দুইটি শব্দের মূল রূপের ব্যবহার রহিয়াছে। "আল্লাহ ধ্বংস করেন (য়ামহূ) এবং প্রতিষ্ঠিত করেন (য়ুছ্‌বিতু) যাহা তাঁহার ইচ্ছা" (১৩ ঃ ৩৯)। আল্লাহ্ সূফীমতে দীক্ষিত বান্দার হৃদয় হইতে তাঁহার প্রতি অমনোযোগিতা এবং অন্য দেবদেবীর নাম মুছিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের মুখে আল্লাহ্ যিকির নিশ্চিত করিয়া দিয়াছেন। অর্থের দিক হইতে মাহ্‌ও শব্দটি অপেক্ষা মাহ্‌ক-এ প্রবলতা রহিয়াছে। প্রথমটিতে কিছু রেশ বাকী থাকিয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে উহা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তাহানাবী, কাশ্‌শাফ, পৃ. ১৭২ ও ১৩৩৬।

G. C. Anawati (E.I.²)/মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম

ইছনা 'আশারিয়্যা (اثنا عشرية) ঃ যে সকল শী'আ একাদিক্রমে বারজন ইমামে বিশ্বাসী, তাঁহাদের প্রতি প্রযুক্ত আখ্যা। তাঁহাদের মতে ইমামাত 'আলী আর-রিদ'া হইতে তাঁহার পুত্র মুহ'াম্মাদ আত-তাকী, তৎপর মুহ'াম্মাদের পুত্র 'আলী আন-ন'াকী, অতঃপর তৎপুত্র আল-হ'াসান আল-'আসকারী আয-যাকী এবং সর্বশেষে মুহ'াম্মাদ আল-মাহদীর নিকট হস্তান্তরিত হয়। মুহ'াম্মাদ আল-মাহদী অদৃশ্য হইয়া যান (৩২৯/৯৪০); কিয়ামাতের পূর্বে পুনরায় আসিয়া শেষ রায় দিবেন এবং পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করিবেন। বারজন ইমামের অনুক্রম নিম্নরূপ ঃ

১। 'আলী আল-মুরতাদা (মৃ. ৪০/৬৬১); ২। আল-হ'াসান আল-মুজতাবা (মৃ. ৪৯/৬৬৯); ৩। আল-হু'সায়ন আশ-শাহীদ (মৃ. ৬৯/৬৮০); ৪। 'আলী যায়নু'ল-'আবিদীন আল-সাজজাদ (মৃ. ৯৫/৭১৪); ৫। মুহ'াম্মাদ আল-বাকি'র (মৃ. ১১৫/৭৩৩); ৬। জা'ফার আস-স'াদিক' (মৃ. ১৪৮/৭৬৫); ৭। মূসা আল-কাজি'ম (মৃ. ১৮৩/৭৯৯); ৮। 'আলী আর-রিদ'া (মৃ. ২০৩/৮১৮); ৯। মুহ'াম্মাদ আত-তাকী (মৃ. ২২০/৮৩৫); ১০। 'আলী আন-নাকী (মৃ. ২৫৪/৮৬৮); ১১। আল-হ'াসান আল-'আসকারী আয-যাকী (মৃ. ২৬০/৮৭৪) ও ১২। মুহ'াম্মাদ আল-মাহদী আল-হু'জ্জা আল-কা'ইম।

এইভাবেই ৫ম/১১শ শতাব্দী হইতে সুনির্দিষ্টরূপে ইমামাতের উত্তরাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে সর্বদা মতৈক্য রাখিতে পারে নাই। একদা ইহারা অন্যূন একাদশটি দলে বিভক্ত ছিল। কোন দলেরই বিশেষ কোন নাম ছিল না। তাহাদের মধ্যে দলীয় মতপার্থক্যের নমুনা এইরূপ ঃ

১। আল-হ'াসান আল-'আসকারী মারা যান নাই, তিনি অনুপস্থিত মাত্র; ২। নিঃসন্তান অবস্থায় আল-হ'াসানের মৃত্যু হয়, কিন্তু তিনি মৃতদের মধ্য হইতে প্রত্যাবর্তন করেন; ৩। আল-হাসান তাঁহার ভ্রাতা জা'ফারকে উইল সূত্রে মনোনয়ন দান করেন; ৪। উত্তরাধিকারহীন অবস্থায় জা'ফারের মৃত্যু হয়; ৫। 'আলী (রা)-র পুত্র মুহ'াম্মাদই ইমাম; ৬। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে আল-হ'াসানের পুত্র হয়, তাঁহাকে মুহ'াম্মাদ নামে অভিহিত করা হইত; ৭। তাঁহার বাস্তবিকই একটি পুত্র ছিল, কিন্তু পিতার মৃত্যুর আট মাস পূর্বে তাঁহার জন্ম হয়; ৮। আল-হ'াসান নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন এবং মানুষের পাপের দরুন পৃথিবী ইমামশূন্য রহিয়াছে; ৯। আল-হ'াসানের একটি পুত্র ছিল, কিন্তু তিনি অপরিচিত থাকেন; ১০। একজন ইমামের অস্তিত্ব অপরিহার্য, কিন্তু তিনি আল-হ'াসানের বংশধর কিংবা বংশধর নহেন তাহা জানা যায় না; ১১। 'আলী আর-রিদ'ার পর ইমামাতে ছেদ পড়িয়াছে এবং সর্বশেষ ইমামের প্রতীক্ষা করা হইত; এই মতের কারণে শেষোক্ত দলের নাম ওয়াকি'ফিয়্যা অর্থাৎ যাহারা ইমামের মৃত্যু সম্পর্কে তাহাদের রায় মুলতবী রাখে।

ইছনা 'আশারিয়্যা সম্প্রদায়কে প্রথম দিকে ক'াতা'ঈয়া (قطعية) বলা হইত। কারণ তাহারা ছিল ওয়াকি'ফিয়াদের বিপরীত অর্থাৎ ইমামের মৃত্যুর বাস্তবতায় বিশ্বাসী অথবা অন্যদের মতে যেহেতু তাহারা জা'ফারের পুত্র মূসা আল-কাজি'মের পর ইমামাতের ক্রম ছিন্ন করে; উদ্দেশ্য, একচেটিয়াভাবে ইমামত তাঁহার বংশধরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। অন্যরা মূসার মৃত্যুর পরে 'আলী আর-রিদ'াকে বাদ দিয়া তাঁহার (মূসার) পুত্র আহ'মাদের ইমামাত স্বীকার করে। ইহাও বলা হয় যে, 'আলী আর-রিদ'ার পুত্র মুহ'াম্মাদ তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে অত্যন্ত অল্প বয়স্ক ছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে ইমামাতের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অন্যরা তাহার ইমামাতের অধিকার স্বীকার করিতেন, কিন্তু তাঁহার কোন পুত্র মূসা না 'আলী তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবেন এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। 'আলীর পরে জা'ফার ও আল-হাসানের উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও একই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যাহারা আল-হ'াসান আল-আসকারীর ইমামাত স্বীকার করিত তাহারা মনোনীত ইমামকে একজন অজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া বর্ণনা করিত; তজ্জন্য আপত্তিকারীরা তাহাদেরকে 'আল-হি'মারিয়্যা বলিয়া অভিহিত করিত। আল-হাসানের মৃত্যুর পরে কেহ মিথ্যা দাবিদার জা'ফার নামধারী কোন উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্রকে ইমামরূপে গ্রহণ করে। কারণ তাহাদের মতে আল-হ'াসান কোন সন্তান রাখিয়া যান নাই।

সাফাবী শাসকগণ নিজদেরকে মূসা আল-কাজি'মের বংশধর বলিয়া দাবি করেন। তাঁহার শী'আ, বিশেষভাবে ইছনা 'আশারিয়্যা মতবাদকে পারস্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করেন; এখনও উহাই রাষ্ট্রীয় ধর্ম। শাহ ইসমা'ঈল (৯০৬/১৫০০) তাঁহার সিংহাসনারোহণের পর আযারবায়জানের প্রচারকদেরকে খুত'বার প্রশস্তিসহ বার ইমামের নাম উল্লেখ করিতে এবং মুআয'যি'নগণকে "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, 'আলী আল্লাহ্‌র ওলী" এই শী'আ বাক্যটি আযানের সহিত যোগ করিতে আনুষ্ঠানিকভাবে আদেশ দেন। সৈন্যরা যে কোন আপত্তিকারীকে হত্যা করিতে আদিষ্ট হয়। পারস্যবাসীদের মধ্যে বার-ইমামী মতবাদ অসাধারণ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, স্রষ্টার সহিত একাত্ম পুরুষ হিসাবে এই ইমামগণ পৃথিবীর ভাগ্যগতি নিয়ন্ত্রিত করেন এবং উহার সংরক্ষণ ও পরিচালনা করেন, তাঁহাদের অনুসরণে সার্বিক মুক্তি, অবাধ্যতায় সমূহ বিনাশ (Gobineau, Religions et philosophies, ৬০), তাঁহাদের পরিচালনা, তাঁহাদের সুপারিশ (توسل) অপরিহার্য। বিশেষ সূত্রসম্বলিত প্রার্থনা তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত আছে। 'আলী (রা) ও ফাতি'মা (রা)-এর কাছে রবিবার খুবই পুণ্যময়, প্রতিদিনের দ্বিতীয় ঘণ্টা আল-হ'াসানের উদ্দেশে, তৃতীয় ঘণ্টা আল-হু'সায়নের উদ্দেশে, চতুর্থ ঘণ্টা যায়নু'ল-'আবিদীনের উদ্দেশে পবিত্ররূপে গণ্য করা হয়। তাঁহাদের কবর যিয়ারাতে বিশেষ পুরস্কার লাভ হয় (মুহ'াম্মাদ রিদ'া জান্নাতু'ল-খুল্দ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-বাগ'দাদী, আল-ফার্ক', পৃ. ৪৭; (২) ইব্ন হ'ায্‌ম, আল-ফাস'ল তু. I. Friedlaender, The heterodoxies of the shiites, Index; (৩) আশ-শাহরাস্তানী, পৃ. ১৭, ১২৮ প. (transl, Harbrucker. p. 25, 193 প.); (৪) আবু'ল-মা'আলী, বায়ানু'ল-আদয়ান, সম্পা. 'আব্বাস ইক'বাল, তেহরান ১৩১২ হি.; (৫) আদ-দিয়ারবাকরী, আল-খামীস, ২খ, ২৮৬-৮; (৬) মুত'াহহার ইব্ন ত'াহির আল-মাক'দিসী (Pesudo-balkhi), কিতাবু'ল-বাদ', ed. and trans. CI. Huart. V. (1916), পৃ. ১৩২ প; (৭) Ibn Babuye al-Kummi, কিতাব কামালি'দ-দীন etc., আংশিক সম্পা. Moller, (beitrz Mahdilehre des Is'ams. Heidelberg 1901); (৮) আল-হি'ল্লী, আল বাবু'ল-হাদী 'আশার, Transl. W. W. Miller (London 1928); (৯) Goleziher, Vorlesungen, Index "Zwolfer"; (১০) D. M. Donaldson, The Shiite Religion, London 1933, (১১) R. Strothmann, Die Zwolfer Schi'a 1916 (আরও দ্র. শী'আ নিবন্ধ, ই. বি.)।

সম্পদনা পরিষদ

সংযোজন

ইছনা 'আশারিয়্যা (اثنا عشرية) ঃ বা বার ইমামপন্থী শী'আ) যে সকল শী'আ একাদিক্রমে বারজন ইমামে বিশ্বাসী, তাহাদের প্রতি প্রযুক্ত আখ্যা। ইহাদেরকে ইমামিয়্যাও বলা হয়। মূলত যাহারা 'আলী (রা)-এর ভালবাসা ও অনুসরণের দাবিদার, তাহাদের চারটি দল রহিয়াছে। যেমন ১. মুখলি, শী'আ ৩৭ হিজরীতে যে সকল মুহাজির ও আনসার এবং তাহাদের অনুসারিগণ খিলাফত সংক্রান্ত ব্যাপারে 'আলী (রা)-এর পক্ষাবলম্বন

করিয়াছিলেন, সিফ্ফীন যুদ্ধে ৮০০ সাহাবী যাঁহাদের মধ্যে কতিপয় বদরী সাহাবীও ছিলেন, 'আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন, যাঁহাদের ৩০০ জন শহীদ হইয়াছেন, উঁহাদেরকেও 'শী'আনে আলী' বলা হয়। উহারাই মুখলি, শী'আ। ২. তাফদ্বীলিয়্যা শী'আঃ যাহারা সাহাবীদের কাহাকেও কাফির বলা, গালি প্রদান করা কিংবা তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করিয়া 'আলী (রা)-কে অন্যান্য সকল সাহাবার উপর প্রাধান্য দেন। যেমন আবু'ল-আসওয়াদ দুআলী (র), আবূ যায়ীদ য়াহ্য়া ইব্ন য়া'মার, সালিম ইব্ন আবী হাফস' (র) প্রমুখ। ৩. সাব'ইয়্যা শী'আ যাহারা অল্প সংখ্যক সাহাবী তথা সালমান ফারসী (রা), আবূ যার গি'ফারী (রা), মিকদাদ (রা) ও 'আম্মার ইব্ন য়াসির (রা) ব্যতীত সকল সাহাবীকে গালি দেয়, এমনকি তাহাদেরকে মুনাফিক ও কাফির বলিয়া আখ্যায়িত করে। উহাদেরকে তাবারিয়্যাও বলা হয়। উহাদের ৩৯টি উপদল রহিয়াছে। ৪. গু'লাত তথা চরমপন্থী শী'আ যাহারা 'আলী (রা)-কে ইলাহ (প্রভু) মনে করে। আর কেহ কেহ মনে করে, আল্লাহ তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এই চরমপন্থী শী'আদের ২৪টি উপদল রহিয়াছে। যেমন, ১. সাব'ইয়্যা, ২. মুফ-দ'্যালিয়্যা, ৩. সারীগিয়্যা, ৪. বাযী'ইয়্যা, ৫. কামিলিয়্যা, ৬. মুগীরিয়্যা, ৭. জানাহি'য়্যা, ৮. বায়'নিয়্যা, ৯. মানসূ'রিয়্যা, ১০. গ'মামিয়্যা, ১১. ইমামিয়্যা, ১২. তাফবী'দিয়্যা, ১৩. খাত্ত'াবিয়্যা, ১৪. মু'আম্মারিয়্যা, ১৫. গু'রাবিয়্যা, ১৬. যু'বাবিয়্যা, ১৭. য'ম্মিয়্যা, ১৮. ইছনাবি'য়্যা, ১৯. খামীছা, ২০. নাস'ীরিয়্যা, ২১. ইসহ'াকি'য়্যা, ২২. উলবাইয়া, ২৩. রিযামিয়্যা, ২৪. মুক'াননা'ইয়্যা। তাহাদের একটি হইল ইমামিয়া বা ইছনা 'আশারিয়্যা বর্তমানে ইছনা 'আশারিয়্যা ও ইমামিয়্যা প্রায় সমার্থক। সাম্প্রতিক কালে সাধারণভাবে শী'আ বলিতে ইহাদেরকেই বুঝানো হইয়া থাকে। উপমহাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্র ইহাদের অনুসারী রহিয়াছে। ইরানে তাহারাই আজ ক্ষমতাসীন। ইরাকেও প্রচুর সংখ্যক ইমামিয়া রহিয়াছে (মুখতাস'ারুত আত্ তুহ'ফাতু'ল-ইছনা 'আশারিয়্যা, পৃ. ৩-১৩)

ইছনা 'আশারিয়া শী'আদের মৌলিক 'আকীদাঃ বার ইমামপন্থী শী'আদের সহিত আহলু'স্-সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের বহু বিষয়ে মতবিরোধ রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান হইল ৪টি। যথাঃ এক ইমামত সংক্রান্ত 'আকীদা, এই আকীদাটি শী'আদের নিকট তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের আকীদার ন্যায় ঈমানের একটি রুকন। ইহার উপরই তাহাদের মাযহাবের ভিত্তি তাহাদের মতে ইহাই নাজাতের ওসীলা। তাহাদের নিকট সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ 'উস্'লে কাফী' এবং তাহাদের ধারণায় নিষ্পাপ ইমামদের বক্তব্যের আলোকে বিষয়টি তুলিয়া ধরিব ইনশাআল্লাহ। ইমামত সংক্রান্ত আকীদা-এর অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের দিক-নির্দেশনা ও নেতৃত্বের জন্য যেমন নবী-রাসূলগণকে মনোনীত করিয়াছেন, তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর হইতে বান্দার দিক নির্দেশনা ও নেতৃত্বের জন্য ইমাম মনোনীত করিয়াছেন। ইছনা 'আশারিয়াদের মতে আল্লাহ তা'আলা এরূপ বারজন ইমাম মনোনীত করিয়াছেন। দ্বাদশতম ইমামের ইমামত কালে পৃথিবী লয় ও কিয়ামত হইবে। এই বারজন ইমাম হইলেন (১) 'আলী আল-মুরতাদ'া (রা) [মৃ. ৪০/৬৬১] (২) হ'াসান ইব্ন 'আলী (রা) [মৃ. ৪৯/৬৬৯] (৩) হু'সায়ন ইব্ন 'আলী (রা) [মৃ. ৬৯/৬৮০], (৪) 'আলী ইব্ন হু'সায়ন ওরফে যায়নুল-'আবিদীন-আস্-সাজ্জাদ (র)। (মৃ. ৯৫/৭১৪) (৫) মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী-আলবাকি'র (র) [মৃ. ১১৫/৭৩৩], (৬) জা'ফার আস্-স'াদিক' ইব্ন বাকির (র) [মৃ. ১৪৮/৭৬৫] (৭) মূসা-আল-কাজিম (র) [মৃ. ১৮৩/৭৯৯], (৮) 'আলী-আরারিদা ইব্ন কাজিম (র) [মৃ. ২০৩/৮১৮], (৯) মুহ'াম্মাদ আত্-তাকী আল-জাওয়াদ (র) [মৃ. ২২০/৮৩৫], (১০) 'আলী আন-নাকী-আল-হাদী (র), [মৃ. ২৫৪/৮৬৮]। (১১) হ'াসান আল-'আসকারী-আয্-যাকী (র) [মৃ. ২৬০/৮৭৪], (১২) মুহ'াম্মাদ আল-মাহদী আল-মুনতাজার (অন্তর্হিত ইমাম মাহদী) যিনি শী'আ 'আকীদা অনুযায়ী ২৫৫/২৫৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়া চার অথবা পাঁচ বৎসর বয়সে অলৌকিকভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যান এবং এখন পর্যন্ত 'সুররা মান রা'আ-এর একটি গুহায় আত্মগোপন করিয়া আছেন (মনযূর নু'মানী, ইরানী ইনকিলাব, পৃ. ২৮-২৯)। ইমামগণ সম্পর্কে ইছনা 'আশারিয়্যা শী'আদের 'আকীদা ঃ (১) ইমামগণ নবীর ন্যায় আল্লাহ্র পক্ষ হইতে মনোনীত হন। শী'আদের বিশ্বাস হইল নবী যেমন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে মনোনীত হন, তেমনি 'আলী (রা) হইতে লইয়া কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্র পক্ষ হইতে বারজন ইমাম মনোনীত হইয়াছেন। ইহাতে কোন মানুষের হাত নাই। স্বয়ং ইমামেরও পরবর্তী ইমাম নিযুক্ত করার ক্ষমতা নাই। এ ব্যাপারে ইমাম জা'ফার স'াদিক' বলেন,

ان الامامة عهد من الله عز وجل معهود لرجل مسعين ليس للامام ان يزويها عن الذى يكون من بعده ...

"ইমামাত আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নির্দিষ্ট লোকদের জন্য একটি অঙ্গীকার। ইমামেরও অধিকার নাই যে, তিনি তাঁহার পরবর্তী সময়ের জন্য মনোনীত ইমাম ব্যতীত অন্যের কাছে ইমামত হস্তান্তর করিবেন।" উসূলু'ল-কাফী, ১খ., পৃ. ২৭৮)। (২) ইমামগণ নবীদের ন্যায় আল্লাহ্র প্রমাণ ঃ ইমাম জা'ফার স'াদিক' বলেন,

ان الحجة لا تقوم لله عز وجل على خلقه الابامام حتى يعرف.

"সৃষ্টি জীবের উপর ইমাম ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় না, ইমামের মাধ্যমেই আল্লাহ্র পরিচয় পাওয়া যায় (আল-উসূলু'ল-কাফী, ১খ., পৃ. ১৭৭)। (৩) ইমামগণ নবীগণের ন্যায় নিষ্পাপঃ অষ্টম ইমাম রিদ'া ইব্ন মূসা ইমামের বৈশিষ্ট্য ও নিষ্পাপতার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন,

فهو معصوم مؤيد مو فق مسدو قد امن من الخطاء والزلل.

তিনি নিষ্পাপ, সাহায্যপ্রাপ্ত, তাওফীক প্রাপ্ত, সঠিক পথে পরিচালিত, ভুল ও স্খলন হইতে নিরাপদ (আল-উসূলু'ল-কাফী, ১খ., পৃ. ২০৩), (৪) ইমামগণের মর্যাদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমান এবং অন্য সকল নবীর ঊর্ধ্বেঃ ইমামগণের মর্যাদা বর্ণনায় ইমাম জা'ফার-স'াদিক' বলেন,

ما جاء به على اخذ به وما نهى عنه انتهى عنه جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد ولمحمد الفضل على جميع خلق الله عز وجل.

"আলী যে সকল বিধান আনয়ন করিয়াছেন, আমি তাহা মানিয়া চলি। আর যে কাজ তিনি নিষেধ করিয়াছেন, আমি তাহা বর্জন করি। তাঁহার ফযীলত মুহ়াম্মাদ (স)-এর অনুরূপ। তবে মুহ়াম্মাদ (স)-এর মর্যাদা সকল মাখলূকের ঊর্ধ্বে (আল-উসূলু'ল-কাফী, কিতাবুল-হু়জ্জাহ, ১খ., পৃ. ১৯৮)। 'আল্লামা বাকি়র মজলিসী লিখেন, ইমামতের মর্যাদা নবুওয়াত ও পয়গাম্বরীর ঊর্ধ্বে" (হ়ায়াতু'ল-কু়লূব, ৩খ., পৃ. ১০)। ৫. ইমামগণ যাহা ইচ্ছা হালাল বা হারাম করিবার ক্ষমতা রাখেন, মুহ়াম্মদ ইব্ন সিনান বলেন, আমি জা'ফার ছানী (মুহ়াম্মাদ ইব্ন 'আলী আত্মাকী)-কে হালাল ও হারাম সম্পর্কে শী'আদের পারস্পরিক বিরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "হে মুহ়াম্মাদ আল্লাহ তা'আলা অনাদিকাল হইতে আপন সত্তায় ভূষিত ছিলেন। অতঃপর তিনি মুহ়াম্মদ, 'আলী ও ফাতি়মাকে সৃষ্টি করিলেন। ইহার পর আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার সকল বস্তু সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাদের সৃষ্টির উপর তাঁহাদেরকে সাক্ষী করিলেন। তাঁহাদের আনুগত্য সকল সৃষ্টির উপর ফরয করিলেন এবং সৃষ্টির সকল বিষয় তাহাদের হস্তে সোপর্দ করিলেন। কাজেই তাঁহারা যাহা ইচ্ছা হালাল করেন এবং যাহা ইচ্ছা হারাম করেন। তবে তাঁহারা তাহাই ইচ্ছা করেন যাহা আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন (আল-উসূলু'ল-কাফী, ১খ., পৃ. ৪৪১)। ৬. ইমাম ব্যতীত দুনিয়া কায়েম থাকিতে পারে নাঃ আবূ হ়ামযা বলেন, আমি ইমাম জা'ফার আস সা়দিক়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই পৃথিবী ইমাম ব্যতীত কায়েম থাকিতে পারে কি? তিনি বলিলেন, যদি পৃথিবী ইমাম শূন্য হয় তবে ধ্বসিয়া যাইবে (আল-উসূলুল-কাফী, ১খ., পৃ. ১৭৯) ৭. ইমামগণের অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান অর্জিত ছিলঃ ইমাম জা'ফার আস্-সা়দিক় তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ সহচরদের এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ্ (স) হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে হযরত মূসা (আ) ও খিযিরের চাইতে বেশী জ্ঞান রাখার কথা ব্যক্ত করেন এবং বলেন, মূসা ও খিযিরের অতীতের জ্ঞান ছিল কিন্তু আমাদের ইমামগণের কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যতের জ্ঞানও ছিল (আল-উসূ়লু'ল-কাফী, ১খ., পৃ. ২৬০-৬১)। ৮. ইমামগণের জন্য কু়রআন-হ়াদীছ ছাড়াও জ্ঞানের অন্যান্য অত্যাশ্চর্য সূত্র রহিয়াছেঃ ইমাম জা'ফার আস-সা়দিকে়র একান্ত শী'আ মুরীদ আবূ বাসীর বর্ণনা করেন, আমি একদা ইমাম জা'ফারের খিদমতে হাজির হইয়া আরয করিলাম, আমি একটি বিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। এখানে ভিন্ন মতাবলম্বী কেহ নাই তো? ইমাম সাহেব এ গৃহ ও অন্য গৃহের মাঝখানে ঝুলানো একটি পর্দা তুলিয়া ভিতরে দেখিয়া বলিলেন, এখন এইখানে কেহ নাই যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পার। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম (ইমামগণের 'ইল্ম সম্পর্কে ছিল)। ইমাম জা'ফারের উত্তরের শেষাংশ হইল নিম্নরূপ ঃ জা'ফার হইলেন একটি পাত্র। ইহাতে সকল নবী ও ওলীর 'ইলম রহিয়াছে। বনী ইসরাঈলের 'আলিমগণের 'ইলমও ইহাতে রহিয়াছে। ..... আমাদের কাছে 'মাস়হ়াফে ফাতি়মা রহিয়াছে মানুষ জানে না। 'মাস়হ়াফে ফাতিমা কি? ইহা তোমাদের এই কু়রআনের চাইতে তিন গুণ বড়। আল্লাহর কসম! ইহাতে তোমাদের কু়রআনের একটি অক্ষরও নেই (আল-উসূ়লুল-কাফী, ১খ., পৃ. ২৩৯)। ৯. ইমামগণের এমন জ্ঞান আছে, যাহা ফিরিশতা ও নবীগণেরও নাই। ইমাম জা'ফার সা়দিক় বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার দুই প্রকার 'ইলম আছে। এক প্রকার 'ইলম সম্পর্কে তিনি ফিরিশ্তা, নবী ও রাসূলগণকে অবহিত করিয়াছেন। অতএব, এই সম্পর্কে আমরাও অবহিত হইয়াছি। দ্বিতীয় প্রকার 'ইলম তিনি নিজের জন্য নির্দিষ্ট রাখিয়াছেন। নবী, রাসূল ও ফিরিশ্তাগণকেও এসম্পর্কে অবহিত করেন নাই। তবে আল্লাহ যখন এই বিশেষ 'ইলমের কোন কিছু প্রকাশ করেন, তখন আমাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং আমাদের পূর্ববর্তী ইমামগণের সামনেও পেশ করেন (আল-উসূ়লু'ল-কাফী, ১খ., পৃ. ২৫৫)। ১০. প্রতি জুমু'আর রাত্রিতে ইমামগণের মি'রাজ হয়, তাহারা আরশ পর্যন্ত পৌঁছেন। ইমাম জা'ফার সা়দিক় বলেন, আমাদের জন্য জুমু'আর রাত্রিগুলিতে এক মহান শান হইয়া থাকে। মৃত্যুপ্রাপ্ত নবী ও ওসীগণের রূহ় এবং তোমাদের সামনে বিদ্যমান জীবিত ওসীগণের রূহ়কে অনুমতি দেওয়া হয়। তাহাদেরকে আকাশে তুলিয়া নেওয়া হয়। অনন্তর তাহারা সকলেই খোদার 'আরশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যান। সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা 'আরশকে সাতবার ত়াওয়াফ করেন। অতঃপর 'আরশের প্রত্যেক পায়ার কাছে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করেন। ইহার পর তাহাদের প্রতিটি রূহকে নিজ নিজ দেহে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তাহারা আনন্দে ফিরিয়া আসেন এবং তোমাদের ওলীর 'ইলম অনেক বৃদ্ধি পায় (আল-উসূ়লু'ল-কাফী, ১খ., পৃ. ২৫৩-২৫৪)। ১১. ইমামগণের প্রতি প্রতি বছরের শবেকদরে আল্লাহর পক্ষ হইতে এক কিতাব নাযিল হয়, যাহা ফিরিশ্তা ও রূহ লইয়া আসেনঃ ইমাম জা'ফার সা়দিক় হইতে বর্ণিত যে, তিনি কু়রআনের আয়াত ঃ يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ-এর ব্যাখ্যায় বলেন,

وهل يحى الا ما كان ثابتا وهل يثبت الامالم يكن.

"কিতাবের সেই বিষয় মিটানো হয় যাহা পূর্বে বিদ্যমান ছিল এবং সেই বস্তুই প্রতিষ্ঠিত করা হয় যাহা পূর্বে ছিল না" (আস-সাফী শারহু় উসূলি'ল-কাফী, ২খ., পৃ. ২২৯; সূত্র ইরানী ইনকিলাব, পৃ. ১৪৬-১৪৭)। ১২. ইমামগণ তাঁহাদের মৃত্যুর সময়ও জানেন এবং তাঁহাদের মৃত্যু তাহাদের ইচ্ছাধীন থাকে। ইমাম জা'ফার হইতে বর্ণিত যে, আল্লাহ তা'আলা (কারবালায়) হু়সায়ন (রা)-এর জন্য আকাশ হইতে সাহায্য (ফিরিশ্তাদের সৈন্য বাহিনী) প্রেরণ করিয়াছিলেন যাহা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর আল্লাহ তা'আলা হুসাইন (রা)-কে ক্ষমতা দিলেন যে, তিনি আল্লাহর সাহায্য কবূল করিবেন এবং ইহাকে কাজে লাগাইবেন অথবা আল্লাহর সহিত সাক্ষাত (শাহাদত) পছন্দ করিবেন। তিনি আল্লাহর সহিত সাক্ষাতকে পছন্দ করিলেন (আল-উসূলুল-কাফী, ১খ., পৃ. ২৬০)। ১৩. ইমামগণের সামনেও মানুষের দিবারাত্রির আমল পেশ হয় (উসূ়লু'ল-কাফী, ১খ., পৃ. ২১৯)। ১৪. ইমামগণের ইমামত স্বীকার করা মু'মিন হওয়ার জন্য শর্ত, যে মানে না সে কাফির। ইমাম বাকির অথবা জা'ফর সাদিক হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন বান্দা মু'মিন হইতে পারিবে না যে পর্যন্ত সে আল্লাহ তাঁহার রাসূল এবং সকল ইমাম, বিশেষত সমসাময়িক ইমামের মা'রিফত অর্জন না করে। তিনি আরো বলেন, যে আমাদেরকে অস্বীকার করে সে কাফির (আল-উসূ়লূ'ল-কাফী, ১খ., পৃ. ১৮০-৮৭)। ১৫. ইমামত ইমামগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাহা প্রচারের আদেশ সকল নবী ও সকল ঐশী গ্রন্থের মাধ্যমে আসিয়াছে। ইমাম মূসা কাযিম হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী (রা)-এর বিলায়াত (ইমামত ও শাসন কর্তৃত্ব) নবীগণের সকল সহীফায় লিখিত আছে। আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নাই, যিনি মুহ়াম্মাদ (স)-এর নবী হওয়া ও 'আলী (রা)-এর ভারপ্রাপ্ত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দান করেন নাই (আল-উসূ়লূ'ল-কাফী, ২খ., ৩২০)। ১৬. ইমামগণ দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক এবং তাহারা যাহাকে

ইচ্ছা দান করেন। ইমাম জা'ফার সা'দিক বলেন "তুমি কি জান না দুনিয়া ও আখিরাত ইমামের মালিকানাধীন, যাহাকে ইচ্ছা দান করেন" (আল-উসূলু'ল- কাফী, ১খ., পৃ. ৪০৯)। ১৭. ইমামগণ মানুষকে বেহেশত ও দোযখের প্রেরণকারী 'আলী (রা) বলিয়াছেন, আমি আল্লাহর পক্ষ হইতে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে বণ্টনকারী" (আল-উসূ'লু'ল-কাফী, ১খ., প. ২৯২)। ১৮. ইমাম নিয়োজিত করা আল্লাহর উপর ওয়াজিবঃ ইমামিয়াদের মতে ইমাম মনোনীত করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব (আত-তুহ'ফাতু'ল-ইছনা 'আশারিয়্যা, পৃ. ১১৬)। ১৯. আল্লাহর পক্ষ হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে ইমাম পদে 'আলীর মনোনয়ন, রাসূলুল্লাহ (স)-কে একথা ঘোষণা করার নির্দেশ, ইমাম বাকি'র হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহর পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি 'আলীর ইমামত সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا, তখন সাধারণ মুসলমানরা ইহা হইতে পূর্ণ বিষয় বুঝিতে সক্ষম হইল না। ফলে আল্লাহর পক্ষ হইতে রাসূলের প্রতি এই পদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং এই পদে 'আলীকে অধিষ্ঠিত করার কথা ঘোষণা করার জন্য নির্দেশ আসিল। রাসূলুল্লাহ (স) আশংকা করিলেন যে, লোকজন 'আলীর ইমামতের কথা শুনিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে মাতিয়া উঠিবে, তাই তিনি আল্লাহর কাছে এ আদেশ পুনর্বিবেচনা করার অনুরোধ জানাইলেন। তখন রাসূলকে শাস্তির হুমকি দেওয়া হইল এবং অসাধারণ তাকীদের সহিত অকাট্য নির্দেশ আসিল।

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ...

"হে রাসূল! আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যে আদেশ অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তাহা পরিষ্কারভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দিন। ইহা না করিলে আপনি আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করিলেন না"--- তখন তিনি বিদায়ী হজ্জ হইতে ফিরার পথে 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে সকলকে একত্র করিলেন এবং 'আলী (আ)-এর ইমামত ও স্থলাভিষিক্ততা ঘোষণা করিলেন,

من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعادى من عاداه.

"আমি যাহার বন্ধু, আলীও তাহার বন্ধু। হে আল্লাহ! যে তাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখে তুমি তাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখ। আর যে তাহার সহিত শত্রুতা রাখে, তুমি তাহার সহিত শত্রুত্য রাখ।" এক রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বিশেষভাবে হযরত আবূ বকর ও 'উমার (রা)-কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা উঠ এবং 'আলীকে আমীরু'ল-মু'মিনীন বলিয়া অভিবাদন কর।" তাঁহারা এ ভাবেই অভিবাদন করিলেন। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) উপস্থিত সকলের নিকট হইতে 'আলীর ইমামত সম্পর্কে নিজের হাতে বায়'আত নিলেন এবং সর্বপ্রথম আবূ বকর, 'উমার ও 'উছমান (রা) বায়'আত করিলেন, ইহার পর সকল মুহাজির ও আনসার ও উপস্থিত সকলেই বায়'আত করিল (আল-'উসূলু'ল-কাফী, ১খ., পৃ. ১৭৮-১৭৯-১৮০); ইরানী ইনকিলাব, পৃ. ১৮২; আত্-তুহ'ফাতু'ল-ইছনা 'আশারিয়্যা, পৃ. ১৫৯)। প্রকৃত ঘটনা ছিল এই বিদায় হজ্জের সাত-আট মাস পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স) 'আলী (রা)-কে প্রায় তিন শত যোদ্ধার সহিত য়ামান প্রেরণ করেন। তিনি বিদায় হজ্জে য়ামান হইতে আসিয়াই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। য়ামানে অবস্থান কালে তাঁহার কতক পদক্ষেপের কারণে তাঁহার সহিত কতক সফর সঙ্গীর বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। বিরোধীরাও বিদায় হজ্জে যোগদানের জন্য তাঁহার সহিত মক্কায় আসেন। তাঁহারা মক্কায় আসিয়া অন্য মুসলমানদের কাছেও 'আলী (রা)-এর বিপক্ষে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে। নিঃসন্দেহে ইহা তাহাদের ভুল ছিল। শয়তান এহেন সুযোগ কাজে লাগাইয়া অন্তরে মলিনতা ও বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল (ইরানী ইনকিলাব, পৃ. ১৮৯)। ২০. দ্বাদশতম অন্তর্হিত ইমাম হইলেন মুহ'াম্মাদ আল-মাহদী আল-মুনতাজার ঐতিহাসিকভাবে তাঁহার জন্ম সম্পর্কে বিতর্ক রহিয়াছে (আল-'উসূ'লূ'ল-কাফী, ১খ., পৃ. ৩৩৩-৩৪২) [ইরানী ইনকিলাব, পৃ. ১৭১]।

দুই নবুওয়ত সংক্রান্ত 'আকীদা ঃ

১. ইমামিয়া শী'আদের বিশ্বাস হইল পৃথিবীতে নবী প্রেরণ করা আল্লাহ তা'আলার উপর ওয়াজিব। তাই তাহাদের মতে কোন কাল নবী বা তাহার স্থলাভিষিক্ত ওসীমুক্ত হইবে না (আত-তুহ'ফাতু'ল-ইছনা 'আশারিয়্যা, পৃ. ৯৯)।

আকীদা ঃ ২. কোন কোন নবী সম্পর্কে ইমামিয়া শী'আগণের নিন্দাবাদ! যেমন তাহারা হযরত আদম (আ)-কে বিভিন্ন নিন্দনীয় স্বভাব দ্বারা অভিযুক্ত করে। অনুরূপ মূসা (আ)-কে রিসালাতের দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রকাশের দায়ে দোষী করে (প্রাগুক্ত, ১০৭, ৮, ১০)।

আকীদাঃ- ৩. ইমামিয়া শী'আগণ বলেন, 'আলী (রা)-এর কাছে ওহী আসিত, এমন কি ফাতি'মা (রা)-এর প্রতিও। যদিও তাঁহারা ফেরেশতাদের আওয়ায শুনিতেন তাহাদেরকে দেখিতে পাইতেন না (আত-তুহ'ফাতু'ল-ইছনা 'আশারিয়া, পৃ. ১১৪)।

তিন সাহাবা সংক্রান্ত আকীদা

১. ইছনা 'আশারিয়্যা শী'আগণ সাহাবাগণের নিন্দাবাদ করেন এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হইল ঃ ১. ('আলী (রা)-এর ইমামত না মানার কারণে প্রথম তিন খলীফা তথা আবূ বকর, 'উমার ও 'উছমান (রা)-কে তাঁহারা কাফের ধর্মত্যাগী মনে করে। যেমন

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ •

এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইমাম জা'ফার আস্-সা'দিক বলিয়াছেন ঃ

نزلت فى فلان وفلان وفلان امنوا بالنبى صلى الله عليه وسلم فى اول الامر وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبى صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا على مولاه ثم امنوا بالبيعة لا مير المؤمنين عليه السلام ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقروا بالبيعة ثم ازدادوا كفروا باخذهم من بايعه لهم فهؤلاء لم يبق فيهم من الايمان شيء.

এ আয়াতটি অমুক অমুক ও অমুক (অর্থাৎ আবূ বকর, 'উমার ও 'উছমান) সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। তাহারা তিনজনই প্রথমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন। ইহার পর যখন তাঁহাদের সামনে 'আলীর ইমামত পেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, من كنت مولاه فهذا على مولاه তখন তাঁহারা তাহা অস্বীকার করিয়া কাফির হইয়া গেল। ইহার পর তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথায় আমীরু'ল-মু'মিনীনের বায়'আত করিয়া পুনরায় ঈমান আনিল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাত হইয়া গেল, তখন তাঁহারা আবার বায়'আত অস্বীকার করিয়া কাফির হইয়া গেল এবং কুফুরে আরও অগ্রসর হইল (আল-উসূলু'ল-কাফী, ২খ., পৃ. ২৮৯)। এমনিভাবে انَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ একইভাবে ৪৭:২৫ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনুরূপ বক্তব্য ব্যক্ত করা হইয়াছে (প্রাগুক্ত)।

২. ইছনা 'আশারিয়্যা শী'আদের বিশ্বাস হইল, 'আইশা ও হ'াফসা মুনাফিকা ছিলেন। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিষ পান করাইয়া শহীদ করিয়াছেন। বাক'র মাজলিসী তাঁহার 'হ'ায়াতু'ল-কুলূব' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের বর্ণনায় লিখিয়াছেন,

ان حضرت صادق روایت کرده است کد عائشه وحفصه آنحضرت رابزهر شهید کرد نده.

'আয়াশী নির্ভরযোগ্য সনদের সহিত ইমাম জা'ফার আস্-সা'দিক' হইতে বর্ণনা করেন যে, 'আইশা ও হ'াফসা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বিষ পান করাইয়া শহীদ করিয়াছিল (হ'ায়াতু'ল-কুলূব, পৃ. ৮৭০)। ৩. তিনজন ব্যতীত সকল সাহাবী মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী হইয়া গিয়াছেন। কিতাবু'র-রওযায় ইমাম বাকি'র হইতে রিওয়ায়েত আছে যে,

قال كان الناس اهل ردة بعد النبى صلى الله عليه وسلم الا ثلثة فقلت ومن الثلاثة فقال المقداد بن الاسود وابو ذر الغفارى وسلمان الفارسى رحمة الله عليهم وبركاته.

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর তিনজন সাহাবী ব্যতীত সকলেই মুরতাদ হইয়া যায়। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি আরয করিলাম, সেই তিন জন কাহারা? ইমাম বলিলেন, মিক'দাদ ইবনু'ল-আসওয়াদ, আবূ যর আল-গিফারী ও সালমান ফারিসী। তাঁহাদের প্রতি আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হউক (পৃ. ১১৫) [ইরানী ইনকিলাব, পৃ. ২২২-২২৩)]। ইহা ছাড়াও অন্যান্য সাহাবী সম্পর্কেও তাহাদের অশোভনীয় উক্তি ও অভিযোগ রহিয়াছে।

চার ঃ কুরআন বিকৃতি বিষয়ক আক্বীদাঃ ইছনা 'আশারিয়্যা শী'আগণ বিশ্বাস রাখে যে, মুসলমানদের নিকট সংরক্ষিত কু'রআন বিকৃত। কারণ শী'আদের ধারণায় কু'রআন সংকলনকারী আবূ বকর উছমান ও তাঁদের সহযোগী সাহাবীগণ ছিলেন 'আলীবিদ্বেষী। ফলে কু'রআন হইতে 'আলী ও আহলে বায়তের ফযীলতমূলক বর্ণনাসমূহ পরিকল্পিতভাবে তাহারা বাদ দিয়াছেন। তাই মুসলমানদের নিকট সংরক্ষিত কুরআন বিকৃত। এ ব্যাপারে তাহাদের কতিপয় বক্তব্য নিম্নে প্রদান করা হইলঃ ১. কু'রআনে "পাঞ্জতন পাক" ও সকল ইমামের নাম ছিল। এগুলিকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পরিবর্তন করা হইয়াছে। এ পর্যায়ে কু'রআনের আয়াতঃ

وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا.

"আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করিয়াছিলাম, কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল; আমি তাহাকে সংকল্পে দৃঢ় পাই নাই" (২০ ঃ ১১৫)। ইমাম জা'ফার আস-সা'দিক' এ ব্যাপারে কসম খাইয়া বলিয়াছেন যে, আয়াতটি এইভাবে নাযিল হইয়াছিল ঃ

ولقد عهدنا الحرادم من قبل كلمات فى محمد وعلى وفاطمة والحسن والائمة من ذريتهم فنسى .. هكذا والله نـزلت عـلى محمد صلى الله عليه وسلم.

অর্থাৎ আমি আদমকে প্রথমেই মুহ'াম্মাদ, 'আলী-ফাতি'মা ও তাহাদের বংশে জন্মগ্রহণকারী ইমামগণ সম্পর্কে কিছু বিধান বলিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পর (শী'আ আকীদা অনুযায়ী) যাহারা জোর পূর্বক খলীফা হইয়া গিয়াছিল, তাহারা কু'রআনে পরিবর্তন করিয়াছে। তাহাদের অন্যতম পরিবর্তন হইল, তাহারা সূরা ত'াহা'-এর এই আয়াত হইতে পাক পাঞ্জাতনের নাম এবং তাঁহাদের বংশে জন্মগ্রহণকারী ইমামগণের আলোচনা অপসারণ করিয়া দিয়াছে (আল-উস্'লু'ল-কাফী, ২খ., পৃ. ২৮৩)। এমনিভাবে

اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ.

আয়াত সম্পর্কে ইমাম বাকি'র হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে,

نزل جبرئيل بهذه الاية على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا ان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فى على فأتوا بسورة من مثله.

জিবরাঈল মুহ'াম্মাদ (স)-এর প্রতি এই আয়াতটি এভাবে লইয়া নাযিল হইয়াছিলেন যে, ইহাতে على عبدنا-এর পরে এবং فأتوا-এর পূর্বে فى على শব্দটি ছিল অর্থাৎ আয়াতটি 'আলী (রা)-এর ইমামত প্রসঙ্গে ছিল (আল-উসূলু'ল-কাফী, ২খ., পৃ. ২৮৪)। এরূপভাবে ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما যে কেহ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে, সে বিরাট সাফল্য অর্জন করিবে। (৩৩ ঃ ৭১) এ আয়াত সম্পর্কে আবূ বাছরের বর্ণনায় ইমাম জা'ফার আস-সা'দিক' বলেন, আয়াতটি এভাবে নাযিল হইয়াছিল।

ومن اطاع الله ورسوله فى ولاية على والائمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما.

অর্থাৎ যে কেহ 'আলী ও তাহার পরবর্তী ইমামগণের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাহার রাসূলের আনুগত্য করিবে সে বিরাট সাফল্য অর্জন করিবে (আল-উসূলু'ল-কাফী, ২খ., পৃ. ২৭৯)। এ আয়াতে 'আলী ও তাঁহার পরবর্তী সকল ইমামের ইমামত বর্ণিত হইয়াছিল সেগুলিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে যাহা বর্তমান কুরআনে নাই। ২. কু'রআনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ গায়েব করিয়া দেওয়া হইয়াছে ঃ

عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال ان القران الذى جاءبه جبرئيل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر الف اية

হিশাম ইব্‌ন সালিমের রিওয়ায়েতে ইমাম জা'ফর আস-সা'দিক' বলেনঃ জিবরাঈল (আ) যে কু'রআন লইয়া মুহ'াম্মাদ (স)-এর কাছে নাযিল হইয়াছিল, তাহাতে সতর হাজার আয়াত ছিল (আল-উসূল'ল-কাফী, পৃ. ৬৭১)। (ইরানী ইনকিলাব, পৃ. ২৫৫)। ৩. আসল কু'রআন অন্তর্হিত ইমামের নিকট রহিয়াছে ঃ 'আলী (রা) যে কু'রআন সংকলন করিয়া ছিলেন সেটাই আসল কু'রআন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি অবতারিত কু'রআন যাহা বর্তমান কু'রআন হইতে ভিন্নতর ছিল। সেটা 'আলী (রা)-এর কাছেই ছিল এবং তাঁহার পরে তাঁহার সন্তানদের মধ্য হইতে ইমামগণের কাছে ছিল এখন সেটা ইমামে গা'য়েব তথা অন্তর্হিত ইমামের কাছে রহিয়াছে। তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করিবেন, তখন সেই কু'রআন প্রকাশ করিবেন। এর আগে কেহ সেটা দেখিতে পাইবে না। এ প্রসঙ্গে ইমাম বাকি'র বলেন,

ما ادعى احد من الناس ان جمع القران كله كما انزل الاكذاب وما جمعه وحفظه كما انزل الله الاعلى بن ابى طالب والائمة من بعده عليه السلام

যে ব্যক্তি দাবী করে, তাহার কাছে পূর্ণ কু'রআন রহিয়াছে যেভাবে তাহা নাযিল হইয়াছিল, সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলার নাযিল করা অনুযায়ী কু'রআন কেবল 'আলী ইব্‌ন তা'লিব এবং তাহার পরের ইমামগণই সংকলন করিয়াছেন এবং সংরক্ষণ করিয়াছেন। (আল-উসূল'ল-কাফী, ১খ., পৃ. ৩৩২)। ইমাম জা'ফার আস-সা'দিক' হইতে আরও বর্ণিত আছে যে, যখন ইমাম মাহদী (অন্তর্হিত ইমাম) আত্মবিকাশ করিবেন তিনি কু'রআনকে আসল ও বিশুদ্ধরূপে পাঠ করিবেন। তিনি কু'রআনের সেই কপিটি বাহির করিবেন যাহা 'আলী (রা) সংকলন করিয়াছিলেন (ইরানী ইনকিলাব, পৃ. ২৫৯)।

ইছনা 'আশারী শী'আদের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের অন্যতম বিশ্বাস হইল কিতমান ও তাকি'য়্যা। অন্যের কাছে নিজেদের আসল আকীদা, মাযহাব ও মত গোপন করা ও প্রকাশ না করাকে কিতমান বলা হয়। কথায় ও কাজে বাস্তব ঘটনার বিপরীত অথবা আপন আকীদা, মাযহাব ও মতের বিপরীত প্রকাশ করিয়া অপরকে প্রতারিত করাকে তাকি'য়্যা বলা হয়। উসূলে কাফীতে কিতমান ও তাকি'য়্যা শিরোনামে স্বতন্ত্র দুইটি অধ্যায় রহিয়াছে। (দ্র. প. ৪৮৫ ও ৪৮৬; সূত্র ইরানী ইনকিলাব ও ইমাম খোমেনী, ১১১-১১৩) তাকি'য়্যা করাকে তাহারা ওয়াজিব মনে করে। তাহাদের বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায়, যাহারা তাকি'য়্যা করিবে না তাহাদের ঈমান থাকিবে না। আর এই প্রয়োজনে বা বিনা প্রয়োজনে সর্বাবস্থায় তাকি'য়্যার নীতি গ্রহণ করাকে তাহারা নিজেদের মূল বিশ্বাসের অংশ বলিয়া মনে করে (প্রাগুক্ত)।

ফিক'হ সংক্রান্ত আহ'কাম ঃ ইছনা 'আশারিয়্যা শী'আগণ ফিকহী আহ'কাম ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত পোষণ করে। এইগুলির মধ্যে মুত'আ উল্লেখযোগ্য। তাহাদের মতে মুত'আ কেবল জাইযই নয়, বরং উচ্চস্তরের একটি ইবাদত। ইহার পুরস্কার ও ছাওয়াব নামায, রোযা ও হজ্জের মত ইবাদতের তুলনায় বহু গুণ বেশী। মুত'আ বলা হয় কোন পুরুষের কোন স্বামীহীনা গায়র মাহ'রাম নারীর সহিত এই মর্মে চুক্তিতে উপনীত হওয়া যে, আমি তোমাকে এই সময়কাল পর্যন্ত এই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ভোগ করিব। ইহাতে সময়কাল নির্দিষ্ট হওয়া, অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া এবং মুত'আ শব্দের ব্যবহার শর্ত। নির্দিষ্ট সময়কালের ভিতরে উভয়েই সহবাস ও সঙ্গম করিতে পারে। ইহাতে সাক্ষী, কাযী, উকীল বা তৃতীয় কোন ব্যক্তির অবহিত হওয়ারও প্রয়োজন নাই। যে পুরুষ মুত'আ করে তাহার উপর মহিলার অন্ন-বস্ত্র বাসস্থান তথা ভরণ-পোষণের কোন দায়িত্ব থাকে না, কেবল নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধ করিতে হয়। নির্দিষ্ট সময় শেষ হইয়া গেলে মুত'আও শেষ হইয়া যায়।

ইছনা 'আশারিয়্যা শী'আদের 'আকীদার সংক্ষিপ্তসার! ১. রাসূলুল্লাহ (স) ব্যতীত সকল নবীদের উপর তাহাদের মনোনীত ইমামদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। ২. বর্তমান কু'রআন পূর্ণ কুরআন নয় বরং অন্তর্হিত ইমামের কাছে ইহার একটি বড় অংশ রহিয়াছে। তাওরাত ও ইন্‌জীলের ন্যায় এ কু'রআনেও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে। ৩. ওহীর ক্রমধারা শেষ নবী পর্যন্ত সমাপ্ত হয় নাই, বরং তাঁহার পর নিষ্পাপ ইমামদের নিকটও ওহী আসার ধারা চলমান রহিয়াছে। ৪. কতিপয় সাহাবী ব্যতীত আবূ বকর ও 'উমার (রা)-সহ সকল সাহাবীকে কাফির মনে করে। ৫. কিতমান ও তাকি'য়্যাকে তাহারা নিজেদের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসের অংশ মনে করে। ইছনা 'আশারিয়া সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আতের অভিমত আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামা'আত ইছনা 'আশারী শি'আদের কতিপয় মৌলিক আকীদাকে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ 'আল্লামা সায়্যিদ মুহি'বুদ্দীন আল-খাতীবের ভাষা ঃ শি'আদের দাবী অনুযায়ী এখন যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর নবুওয়াতের দীর্ঘ তেইশ বছরের যিন্দেগী নিরলস প্রচেষ্টা দ্বারাও অধিক সাথীকে কুফর ও নিফাকে'র গুমরাহী থেকে মুক্ত করে সত্যিকার হিদায়াত দান করিতে পারিলেন না, তাদের চরিত্র গঠন করে যেতে পারলেন না, তবে এর চেয়ে অকর্মণ্যতা ও অপারগতা আর কিছু হতে পারে কি? আর হযরত আলী ও তার চারজন সংগীকে যাও বা পারলেন, তাঁরা এমন দুর্বলচেতা, কাপুরুষ ও সুবিধাবাদী হয়ে গেলেন যে, ভয়ের কারণে অথবা সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় তথাকথিত 'তাকিয়া নীতি'র আশ্রয় গ্রহণ করে দীর্ঘ চব্বিশ বছর তাঁরা বিনা প্রতিবাদে তাঁদের চরম শত্রুদের পরিপূর্ণ আনুগত্য করে গেলেন (নাউযুবিল্লাহ)।

দ্বিতীয়ত ঃ সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে শিয়াদের আকীদাকে সঠিক বলে ধরে নিলে আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফের বহু সংখ্যক জায়গায় এবং রাসূলুল্লাহ (স) শত-সহস্র সহীহ হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের ঈমানী শক্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিশ্বস্ততা, সততা, খোদাভীরুতা, নবীপ্রেম ও আত্মত্যাগের যে প্রশংসা করেছেন তার সবই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। এসব আয়াত ও হাদীস দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে একথা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের দাওয়াতে ও জিহাদে অংশগ্রহণ করাকে জীবনের সর্ববৃহৎ তৃপ্তি ও প্রাপ্তি বলে মনে করতেন, তাঁরা আল্লাহ ও রসূলকে আপন জীবন ও স্ত্রীপুত্রের চেয়েও অধিক ভাল বাসতেন। তৎকালীন বিশ্বের আনাচে-কানাচে, দূর-দূরান্তের জনপদগুলতে তাঁরাই ইসলামের দাওয়াতকে পৌঁছে দিয়েছিলেন। পরবর্তী প্রজন্মগুলো তাঁদের নিকট থেকেই ইসলামকে পেয়েছেন। সুতরাং ইসলামের বিশ্বাসযোগ্যতা যে সাহাবায়ে কেরামের বিশ্বাসযোগ্যতার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল একথা যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

তৃতীয়ঃ শিয়া গ্রন্থকারদের বক্তব্য অনুযায়ী ইসলামের প্রথম তিন খলীফা ও তাঁদের সহকর্মীদের কাফির, মুনাফিক, ফাসিক, প্রবঞ্চক, ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী (নাউযুবিল্লাহ) হিসেবে আখ্যায়িত করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দাঁড়ায় কুরআন ও সুন্নাহ্র প্রতি অবিশ্বাস ও অনাস্থা প্রকাশ। কারণ, ইসলামের মূল দু'টি উৎসের দ্বিতীয়টি 'রসূলের সুন্নাহ' সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমেই আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এর চেয়ে বড় কথা, ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর শাসনামলে সরকারীভাবে সর্বপ্রথম আল-কুরআনের সংকলন কার্য সম্পন্ন হয়। অতঃপর তৃতীয় খলীফা ওসমান (রা)-এর শাসনামলে গোটা আরব বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান কুরআনের সকল আংশিক ও পূর্ণাঙ্গ কপি সংগ্রহ করে ইলমে কুরআনে পারদর্শী সাহাবায়ে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ডের মাধ্যমে তা চূড়ান্তভাবে সংকলিত করা হয় এবং এর একাধিক বিশুদ্ধ কপিসমূহ তৈরি করে তদানিন্তন মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়। এইভাবেই সারা বিশ্বের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ কুরআন শরীফের নির্ভুল বিশুদ্ধ কপিসমূহ সর্বস্তরের লোকদের হাতে পৌঁছিয়া যায়। এমতাবস্থায় শিয়াদের সন্তুষ্ট করার জন্য তাহাদের মত আমরাও যদি মনে করিতে থাকি যে, সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও পার্থিব সুবিধার জন্য কুরআন শরীফে যে কোন ধরনের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে পারিতেন এবং ব্যাপকভাবে তা করেছেন, তবে ইসলাম ও আল-কুরআনের বিশ্বযোগ্যতা বজায় থাকে কিরূপে? সূত্র যদি নির্ভরযোগ্য না হয় তবে তার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে?

চতুর্থত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীছ ঃ

نعم شك فى تكفر من قذف لسيدة عائشة رضـ وانكر صحبة الصديق

(আমি যাহার বন্ধু 'আলীও তাহার বন্ধু)-র সাথে ইমামাত ও খিলাফাতের কোন সম্পর্ক নাই। প্রকৃত ঘটনা ছিল এই যে, বিদায় হজ্জের সাত আট মাস পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স) হযরত আলীকে প্রায় তিন'শ যোদ্ধার সাথে য়ামন প্রেরণ করেন। তিনি বিদায় হজ্জে য়ামন থেকে এসেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে মিলিত হইয়াছিলেন। য়ামনে অবস্থানকালে তাঁর কতক পদক্ষেপের দরুন তাঁর সাথে কতক সফর-সঙ্গীর বিরোধ দেখা দেয়। বিরোধীরাও বিদায় হজ্জে যোগদানের জন্যে তাঁর সাথে মক্কায় আসে। তাহারা মক্কায় এসে অন্য মুসলমানদের কাছেও হযরত 'আলীর পদক্ষেপের বিরুদ্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে। নিঃসন্দেহে এটা তাদের ভুল ছিল। শয়তান এহেন সুযোগ কাজে লাগিয়ে অন্তরে মলিনতা ও বিভেদ সৃষ্টি করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (স) এ পরিস্থিতি অবগত হলেন। তিনি এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত 'আলীর অর্জিত সম্মান ও মর্তবা সম্পর্কে মুসলমানদেরকে অবহিত করা ও তা ঘোষণা করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। এ উদ্দেশ্যেই তিনি সেই খোতবা দিলেন, যাতে বলেনঃ من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه আরবী ভাষায় "মওলা." শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে, যেমন প্রভু, গোলাম, মুক্ত ক্রীতদাস, মিত্র, সাহায্যকারী, বন্ধু ও প্রিয়জন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এরশাদে এ শব্দটি শেষোক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে এবং হাদীসের সর্বশেষ দোয়ামূলক বাক্যটি এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই উক্তির মানে এই যে, আমি যার প্রিয়জন, আলীও তার প্রিয়জন। কাজেই যে আমাকে মহব্বত করে, তার উচিত আলীকেও মহব্বত করা এবং তার বিরুদ্ধে কানাঘুষা করা থেকে বিরত থাকা। তিনি দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ্! যে বান্দা আলীর সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখে, আপনি তার সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখুন। আর যে তার সাথে শত্রুতা রাখে, আপনি তার সাথে শত্রুতা রাখুন। এ বাক্য সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যে, হাদীসে "মওলা" শব্দটি বন্ধু ও প্রিয়জন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَيُجْزِى অনুবাদঃ আব্দুশ শাকূর খন্দকার, "শিয়া সুন্নী ঐক্য প্রসঙ্গ" প. ৭৪-৭৭.

(১) আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন য়া'কূ'ব আল কুলায়নী আর-রাযী, আল উসূলু মিনাল-কাফী, ১খ., পৃ. ১৭৭ ইত্যাদি। সং-৪, ১৪০১ হি. দারুত্ তা'আরুফ, বৈরূত; (২) শাহ 'আব্দুল-'আযীয, মুখতারু'ত্-তুহ'ফাতিল-ইছনা 'আশ্যারিয়্যা, আরবী রূপান্তর, গোলাম মুহাম্মদ ইব্ন মুহীউদ্দীন 'উমর আসলামী, ১৪০৪ হি., রিয়াদ, সৌদী। (৩) মনজুর নু'মানী, ইরানী ইনকি'লাব, দারুল ইশা 'আত করাচী; (৪) ইব্ন 'আবিদীন, রাদ্দু'ল-মুখতার, ৬খ., পৃ. ৩৭৮, বাবুল মুরতাদ, ১ম সং., ১৯৯৬ ইং, ১৪১৭ হি., দেওবন্দ, ইন্ডিয়া (৫) আলমগীরী, ২খ., পৃ. ২৬৪, মাকতাবাতু যাকারিয়া, দেওবন্দ ইন্ডিয়া; (৬) ফাতাওয়াই দারুল উলূম দেওবন্দ, পৃ.; (৭) ইব্ন তায়মিয়া, আস-সা'রিমু'ল-মাসলূল, পৃ. ৫৮৬, ১৯৭৮ ইং, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বিরূত, লেবানন; (৮) মাওলানা জামাল উদ্দীন, রদ্দে শী'ইয়্যত, ৫ম মুহাযরাহ্, পৃ. ৫০, ১৪১৫ হি. দারুল উলূম দেওবন্দ, ইন্ডিয়া; (৯) মাহ'মূদ হা'সান, ফাতাওয়াই মাহ'মূদিয়া, ১০খ., পৃ. ৩৯, ৪০, ২০০০ ইং মাকতাবা-ই মাহ'মূদিয়া, ইউ, পি, ইন্ডিয়া; (১০) ফাতাওয়া-ই দারু'ল-'উলূম দেওবন্দ, ৫খ., পৃ. ৪০২ যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া; (১১) আবূ জা'ফার মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়া'কূ'ব আল-কুলায়নী, আর রাযী, আল-ফুরূ'উল কাফী, ৩খ., পৃ. ৩৯, ১৪০১ হি. ৩য় সং., দারুত্ব তা'আরুফ, বৈরূত।

মুহাম্মদ শফী উদ্দীন

ইছামতী নদী ঃ কুষ্টিয়া জেলায় ভেড়ামারার উত্তর-পশ্চিমে রায়তার নিকট গংগা (পদ্মা) হইতে বাহির হইয়া প্রথমে পশ্চিম দিকে এবং পরে দক্ষিণদিকে বাঁকিয়া গিয়া কুষ্টিয়ার মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। দর্শনার নিকট ইহা ভারতে প্রবেশ করিয়া পরে বাংলাদেশ-ভারত সীমারেখা ধরিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া সাতক্ষীরায় দেবহাটার নিকট কালিন্দী নাম ধারণ করিয়াছে।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ, ২৯৮-৯

ইজতিমা' (দ্র. ইসতিকবাল)

ইজতিহাদ (اجتهاد) ঃ কোন কিছু হাসিলের উদ্দেশে সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা। ইসলামী পরিভাষায় শারী'আতের কোন নির্দেশ সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভের উদ্দেশে সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা ও সাধনার নাম ইজতিহাদ। পবিত্র কু'রআন ও সুন্না-র ভিত্তিতে কি'য়াস (দ্র.) প্রয়োগ করিয়া ইজতিহাদ করা হইয়া থাকে। ইসলামের প্রথম যুগে কি'য়াস ও ইজতিহাদ একই অর্থে ব্যবহৃত হইত (দেখুন শাফি'ঈ, রিসালা, কায়রো ১৩১২ হি., পৃ. ১২৭, বাবু'ল-ইজমা)। যিনি ইজতিহাদ করেন তাঁহাকে মুজতাহিদ বলা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিচার-বিবেচনা ব্যতিরেকে অপরের মত মানিয়া লয়, তাহাকে মুক'াল্লিদ বলা হয়।

পবিত্র কু'রআনে বহু সংখ্যক আয়াতে বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা ও সাধনার নির্দেশ রহিয়াছে। হ'াদীছ শরীফে বর্ণিত আছে ঃ রাসূল (স) মু'আয' ইব্ন জাবাল (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করিয়া য়ামানে পাঠাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে মু'আয'! তুমি তথায় কিভাবে বিচার-মীমংসা করিবে?" মু'আয' উত্তর করিলেন, "আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে।" রাসূল (স) বলিলেন, "যদি তুমি কু'রআনে কোন নির্দেশ খুঁজিয়া না পাও?" মু'আয (রা) বলিলেন, "তাহা হইলে আমি নবীর সুন্নাতের অনুসরণ করিব।" রাসূল (স) বলিলেন, "যদি তুমি সুন্নাতেরও ঐরূপ কিছু না পাও?" মু'আয' বলিলেন, "তাহা হইলে আমি আমার বিবেচনা প্রয়োগে (সমাধান লাভের) যথাসাধ্য চেষ্টা করিব এবং তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিব না।" তখন রাসূল (স) তাঁহার বুকে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিলেন, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি তাঁহার রাসূলের দূতকে তাঁহার (আল্লাহ্র) সন্তুষ্টির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন" (মিশকাতু'ল-মাসা'বীহ', দিল্লী, ৩২৪পৃ.)। অপর এক হাদীছে বর্ণিত আছে, নবী (স) বলিয়াছেন, "যদি কেহ ইজ্‌তিহাদ করিতে যাইয়া ভুলও করিয়া বসে তাহা হইলেও সে উহার জন্য একটি নেকী হাসিল করিবে। পক্ষান্তরে তাহার ইজতিহাদ ঠিক হইলে সে উহার জন্য দ্বিগুণ নেকী পাইবে।"

ইজ্‌তিহাদ সাধারণত তিন প্রকার

১। ইজ্‌তিহাদ মুত্'লাক' বা ব্যাপক ইজ্‌তিহাদ ঃ ইহা কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ বা মাস'আলার সহিত যুক্ত নহে, বরং ধর্মীয় সমস্ত আহ'কামের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। ইহা সর্বোচ্চ প্রকারের ইজ্‌তিহাদ। এই প্রকারের ইজ্‌তিহাদরে জন্য মুজ্‌তাহিদকে অবশ্যই কু'রআন, সুন্না, ইজ্‌মা'ও কি'য়াস এবং ইহাদের সহিত সম্পর্কিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে। 'আরবী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট দখল থাকা একান্ত প্রয়োজন। অধিকন্তু কু'রআন ও সুন্না বর্ণিত আদেশ-নিষেধ, উহার শ্রেণীসমূহ এবং যুক্তি-প্রমাণের ধারা ও পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহাকে অবশ্যই পারদর্শী হইতে হইবে। বিশিষ্ট সাহাবীগণ ও প্রথম শ্রেণীর ইমামগণই এইরূপ ইজ্‌তিহাদের অধিকারী ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শারী'আতের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া মুজ্‌তাহিদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে, বরং যে মাস'আলা সম্পর্কে ইজ্‌তিহাদ করিবেন সেই সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে।

২। ইজ্‌তিহাদ ফ়ি'ল-মায্'হাব বা নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের সহিত সম্পর্কিত ইজ্‌তিহাদ ঃ কোন মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা (ইমাম) কর্তৃক প্রবর্তিত ধারা ও পদ্ধতি অনুসরণে এই প্রকারের ইজ্‌তিহাদ সাধিত হইয়া থাকে। উহা প্রথম প্রকারের ইজ্‌তিহাদ হইতে নিম্ন স্তরের। ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর অনুসরণে ইমাম মুহাম্মাদ, আবূ য়ূসুফ (র) ও ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর অনুসরণে ইমাম নাওয়াবী এই শ্রেণীর মুজতাহিদগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৩। ইজ্‌তিহাদ ফি'ল-ফাতওয়া অর্থাৎ বিভিন্ন ফাত্ওয়া সম্পর্কে ইজ্‌তিহাদ ঃ এই প্রকারের ইজ্‌তিহাদের পক্ষে শুধুসেই প্রকার মাস্'আলা সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়াই যথেষ্ট। ইহা দ্বিতীয় প্রকারের ইজ্‌তিহাদ হইতেও নিম্ন মানের। বিভিন্ন মায্হাবের সুপ্রসিদ্ধ মুফ্‌তীগণ এই শ্রেণীর মুজ্‌তাহিদের অন্তর্ভুক্ত।

অনেক ক্ষেত্রে একই মাস'আলা সম্পর্কে বিভিন্ন মুজ্‌তাহিদ বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, তাঁহাদের প্রত্যেকের অভিমতই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য কিনা। ইহার সমাধানকল্পে বলা হইয়া থাকে যে, মুজ্‌তাহিদগণের অভিমত যদি পরস্পরবিরোধী না হয় তাহা হইলে ক্ষেত্র বিশেষে উহার প্রতিটিই সঠিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে পরস্পরবিরোধী অভিমত হইলে হ'ানাফীদের মতে, প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কোন বিষয়ে কোন মুজতাহিদের ইজ্‌তিহাদ ভুল প্রমাণিত হইলে তাঁহার পক্ষে উক্ত মত পরিহার করা একান্ত কর্তব্য।

সাধারণত মনে করা হয় যে, বর্তমানকালে ইজ্‌তিহাদের দ্বার রুদ্ধ, কাহারও পক্ষে এই যুগে ইজ্‌তিহাদ করা সম্ভব নহে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি ভ্রান্ত ধারণা। কেননা বর্তমান যুগে যদি কেহ ইজ্‌তিহাদের জন্য আবশ্যক যাবতীয় গুণ ও জ্ঞানের অধিকারী হন তাহা হইলে নির্দিষ্ট সীমা ও শর্তাধীনে ইজ্‌তিহাদ করা তাঁহার পক্ষে অবৈধ ও অসম্ভব নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কাশ্‌শাফ ইস্'তি'লাহ'াতু'ল-ফুনূন, ১খ, পৃ. ১১৮; (২) Dictionary of Islam, p. 197, 199; (৩) The Religion of Islam, p 31-36; (৪) নূরু'ল-আন্‌ওয়ার, পৃ. ৪৬-৪৯; (৫) উস্'ল-কারাফী, শারহ' তান্‌কীহু'ল-ফুস্'ল ফিল-উস্'ল, কায়রো ১৩০৬, পৃ. ১৮ প.; (৬) ঐ গ্রন্থের হাশিয়ায়, জুওয়ায়নীকৃত ওয়ারাকাত-এর উপর মাহ'াল্লীকৃত শারহ'-এর আহ'মাদ ইব্‌ন ক'াসিম-এর শারহ', পৃ. ১৯৪ প.; (৭) Snouck Hurgronje, Le Droit musulman in RHR, XXXVii., বি. স্থা.; (৮) Review of Sachau's Mohammedanisches Recht, in ZDMG, liii, 139 প. (Versp. Geschr. ii. 369); (৯) juynboll, Handb, d, Islam, Ges., p. 32 প.।

D.B. Macdonald (S.E.I.)/ মুহম্মদ আলাউদ্দীন আযহারী

ইজতিহাদ (اجتهاد) ঃ ইজতিহাদের আভিধানিক অর্থ হইল কোন কিছু অর্জনের জন্য যথাসাধ্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। ইহা আরবী জাহ্‌দুন (جهد) বা 'জুহ্‌দুন' (جهد) হইতে গৃহীত। 'জাহ্‌দুন' বা 'জুহ্‌দুন' অর্থ কষ্ট ও সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করা (আস-সিহ'াহ', ১খ., পৃ. ৪৫৭-৪৫৮)। এই কারণে সাধারণ পর্যায়ের চেষ্টাকে ইজতিহাদ বলা যায় না, বরং এমন কষ্টকর প্রচেষ্টা যেখানে পূর্ণ শক্তি ও সাধ্য ব্যয় করা হয়। যিনি ইজতিহাদ করেন তাঁহাকে মুজতাহিদ বলা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিচার-বিবেচনা ব্যতিরেকে অপরের মত মানিয়া লন তাহাকে মুক'াল্লিদ বলা হয়। শারী'আতের পরিভাষায় ইজতিহাদ বলা হয় ঃ

بذل المجتهد وسعه فى طلب العلم بالاحكام الشرعية بطريق الاستنباط.

"শারী'আতের কোন বিধান সম্পর্কে সঠিক সমাধান লাভের উদ্দেশে মুজতাহিদ কর্তৃক ইস্তিম্বাত' তথা গবেষণা ও উদ্ভাবনের স্বীকৃত সাধারণ নিয়মানুসারে চেষ্টা ও সাধনার শেষ সীমানা পর্যন্ত ব্যয় করা"(আল-ওয়াজীয ফী উসূলি'ল-ফিক'হ, পৃ. ৪০১)।

উপরিউক্ত সংজ্ঞার আলোকে ইজতিহাদ সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী বিষয় পরিষ্কার প্রতিভাত হয়। (এক) সংজ্ঞায় মুজতাহিদ কর্তৃক চেষ্টা ও সাধনার শেষ সীমানা পর্যন্ত ব্যয় করিবার কথা বলা হইয়াছে। শেষ সীমানা বলিতে বুঝায় এমন পর্যায় যেখানে পৌছিয়া মুজতাহিদ মনে করেন, ইহার পরে আর অগ্রসর হওয়া তাহার সাধ্যের বাহিরে। কাজেই এইরূপ চূড়ান্ত সীমায় না পৌছিলে উহাকে ইজতিহাদ বলা হইবে না। (দুই) সংজ্ঞায় بذل المجتهد বলা হইয়াছে অর্থাৎ এই চেষ্টা-সাধনা হইতে হইবে মুজতাহিদের পক্ষ হইতে। সুতরাং যিনি মুজতাহিদ নহেন, তিনি এই পর্যায়ের চেষ্টা-সাধনা

করিলেও সেই চেষ্টাকে ইজতিহাদ বলা হইবে না। কেননা ইজতিহাদ তখনই গ্রহণযোগ্য হইবে যখন উহা ইজতিহাদের উপযুক্ত ও অধিকারী ব্যক্তি হইতে পাওয়া যাইবে। অনুপযুক্ত ব্যক্তির শেষ চেষ্টা এই ক্ষেত্রে ধর্তব্য নহে। (তিন) সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে ঃ بالاحكام الشرعية শারী'আতের বিধি-বিধান জানার উদ্দেশে চেষ্টাকে ইজতিহাদ বলে। সুতরাং বিধি-বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিষয় জানার উদ্দেশে প্রচেষ্টাকে শারী'আতের পরিভাষায় ইজতিহাদ বলা হইবে না। সেই হিসাবে অভিধান ও শব্দ বিষয়ক বিধানাবলী যৌক্তিক ও বিজ্ঞান বিষয়ক বিধানাবলী কিংবা ইন্দ্রিয়ানুভূতি বিষয়ক বিধানাবলী উদ্ভাবনে চেষ্টা-সাধনাকে শারী'আতের পরিভাষায় ইজতিহাদ বলা হইবে না। (চার) সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে بطريق الاستنباط অর্থাৎ এই চেষ্টা-সাধনা ইস্তিম্বাত তথা ইসলামী গবেষণা উদ্ভাবনের স্বীকৃত সাধারণ নিয়মানুসারে হইতে হইবে। ইসলামের স্বীকৃত নিয়ম হইল ঃ দলীল চতুষ্টয়, যথা কু'রআন, হ'াদীছ, ইজমা', কি'য়াস-এর উপর গভীর গবেষণা করিয়া উহা হইতে বিধান আহরণ করা। সুতরাং মুক্ত চিন্তা নিয়া যাহারা গবেষণা করেন কিংবা যাহারা দলীল চতুষ্টয়ের ভিত্তিতে গবেষণা করিলেও নির্ধারিত নিয়ম-নীতি মান্য করেন না, তাহাদের গবেষণা ও চেষ্টাকে ইজতিহাদ বলা হইবে না। অনুরূপ যাহারা গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান হাসিল করেন নাই, বরং বহু সংখ্যক মাসাইল মুখস্থ করিবার মাধ্যমে কিংবা ফাকী'হ ও মুফতীদের নিকট হইতে শুনিয়া শুনিয়া কিংবা ফিক'হের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া সমস্যার সমাধান লাভ করিয়াছেন, তাহাদের শিক্ষাকেও শারী'আতের পরিভাষায় ইজতিহাদ বলা হইবে না (আল-ওয়াজীয, পৃ. ৪০১-২; দাওয়াবিতু'ল-ইজতিহাদ ওয়া'ল-ফাত্ওয়া, পৃ. ১৯-২০)। কোন কোন উসূ'লবিদ ইজতিহাদের সংজ্ঞার সহিত لتحصيل ظن بكم شرعى শর্তটিও যুক্ত করেন অর্থাৎ সংজ্ঞায় الظن -এর শর্ত বৃদ্ধি করেন। 'জ'ান্ন' শব্দের অর্থ ধারণা, সুতরাং অকাট্য বিষয়ে ইজতিহাদ করা চলিবে না (ইরশাদু'ল-ফুহু'ল, পৃ. ৪১৭)। ড. আহ'মাদ রায়্যান বলেন, لتحصيل ظن-এর শর্তারোপের কারণে আকীদা সংক্রান্ত বিষয় ইজতিহাদ সংজ্ঞা হইতে বাহির হইয়া যায়। কেননা আকীদার ব্যাপারে 'জ'ান্ন' তথা ধারণা সৃষ্টি হওয়াই যথেষ্ট নহে, বরং অকাট্যভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে (দাওয়াবিতু'ল-ফাতওয়া, পৃ. ২০)। ইমাম আবূ বাক্র রাযী (র) বলেন, ইজতিহাদ শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) القياس الشرعى শারী'আত স্বীকৃত কি'য়াস, (দুই) ما يعدى فى لظن من غير علة অধিকতর সম্ভাব্য সঠিক ধারণা। (তিন) الاستدلال بالأصول উসূলের ভিত্তিতে দলীল পেশ করা (ইরশাদুর'-ফুহূল, পৃ. ৪১৭-১৮)।

ইজতিহাদের সংজ্ঞা হইতে মুজতাহিদের উদ্দেশ্য প্রতিভাত হয়। মুজতাহিদের সংজ্ঞায় ড. 'আবদু'ল-কারীম যায়দান বলেন,

هو من قامت فيه ملكة الاجتهاد اى القدرة على استنباط الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية.

"মুজতাহিদ এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যাহার মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা রহিয়াছে অর্থাৎ শারী'আতের আমলী বিধি-বিধান শারী'আতের বিস্তারিত প্রমাণাদি তথা দলীল চতুষ্টয় হইতে আহরণের ক্ষমতা রাখেন।"

সুতরাং যাহাকে শারী'আতের বিধানাবলী মুখস্থ করিবার কারণে কিংবা প্রামাণ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার কারণে কিংবা 'আলিমদের নিকট হইতে শুনিয়া শুনিয়া এই জাতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত হইয়াছেন তাহাদেরকে মুজতাহিদ বলা হইবে না (আল-ওয়াজীয, পৃ. ৪০২)। ইজতিহাদের বিষয়টি যোগ্যতার সহিত সম্পৃক্ত। যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য ইজতিহাদের অনুমতি রহিয়াছে। পক্ষান্তরে অযোগ্য ব্যক্তির ইজতিহাদ খিয়ানতের নামান্তর। কোন ব্যক্তি যদি ইজতিহাদ করিতে চায় তাহা হইলে তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত যোগ্যতা ও শর্তাবলী বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। (এক) আরবী ভাষা জ্ঞান। যিনি ইজতিহাদ করিবেন তাহার আরবী ভাষায় পারদর্শী হইতে হইবে। তিনি আরবী ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে কিংবা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে এই পরিমাণ দক্ষতার অধিকারী হইবেন যে, বক্তব্যের সঠিক উপলব্ধি, আরবী শব্দমালার সঠিক অর্থ অনুধাবন এবং বক্তব্যের উপস্থাপন কলা-কৌশলগুলি বুঝিতে কোন দ্বিধা হয় না। ইহা ছাড়া আরবী ভাষা সম্পর্কিত 'ইলমসমূহ, যেমন নাহ্'ব-সা'রফ, বালাগা'ত, মা'আনী ও বায়ান সম্পর্কেও পূর্ণ অবহিত হইতে হইবে। কেননা শারী'আতের মৌল উৎসসমূহ সবই আরবী। এইগুলিই হইতেছে ইজতিহাদ ও গবেষণার প্রধান উৎস। কাজেই এই উৎসগুলি সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করা এবং সেইগুলিকে গভীরভাবে অনুধাবন করিয়া বিধি-বিধান উদ্ভাবন করা আরবী ভাষা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ব্যতীত সম্ভব নহে, বিশেষত পবিত্র কু'রআন ও হ'াদীছের ভাষা সাহিত্য মানের বিবেচনায় যেহেতু শ্রেষ্ঠতম ও ই'জায-এর সীমানায় উপনীত, সেহেতু এই সাহিত্য সমৃদ্ধ বাক্যের অর্থ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা এবং উহাতে কি নির্দেশ রহিয়াছে তাহা সঠিকভাবে জানা আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়াদি উপলব্ধি ব্যতীত আদৌ সম্ভব নহে। ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান যেই মুজতাহিদের যত বেশী থাকে তিনি নুসূ'স'কে (কু'রআন, হ'াদীছের মূল পাঠ) বুঝা এবং উহার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী অর্থ ও নির্দেশ তত বেশী উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন।

عن عدى بن حاتم رضى الله عنه انه لما نزل قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود اخذ عقالا ابيض وعقالا اسود حتى كان بعد الليل نظر فلم يتبين له فلما اصبح قال لرسول الله # جعلت تحت وسادتى خيطا ابيض وخيطا اسود قال ان وسادتك لعريض ان كان الخيط الابيض والخيط الاسود تحت وسادتك اخرجه الخمسة.

"হযরত 'আদী ইব্ন হ'াতিম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন পবিত্র কু'রআনের আয়াত "আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হইতে উহার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়" (২ ঃ ১৮৭)। নাযিল হইল, তখন তিনি নিজের কাছে একটি কাল সুতা ও একটি সাদা সুতা রাখিয়া দেন। অতঃপর রাতের এক সময়ে যখন তিনি সুতাদ্বয়ের দিকে তাকাইলেন তখন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করিতে সক্ষম হইলেন না। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিলেন, আমি আমার বালিশের নিচে একটি কাল সুতা ও একটি সাদা সুতা রাখিয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, তোমার বালিশখানা তো দেখি মহা প্রশস্ত যে, আকাশের কৃষ্ণ রেখা ও শুভ্র রেখা এই বালিশের নিচে স্থান পাইয়া গিয়াছে" (সুনান আবূ দাউদ, ১খ., পৃ. ৩২৯)।

তবে মুজতাহিদের জন্য আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সকল শাখা-প্রশাখায় প্রাজ্ঞ বা ইমাম হওয়া জরুরী নহে, বরং ভাষা সাহিত্যের যেই বিষয়গুলি নুসূস' বুঝিবার সহিত জড়িত কেবল সেই বিষয়গুলির ব্যাপারে প্রাজ্ঞ হওয়াই যথেষ্ট (আল-ওয়াজীয, পৃ. ৪০২-৩)।

ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য শারী'আতের বিধান পালনের প্রয়োজন পরিমাণ আরবী ভাষাজ্ঞান শিক্ষা করা ওয়াজিব। ইমাম মাওয়ারদী (র) বলেন, মুজতাহিদ ও মুক'াল্লিদ নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্যই আরবী ভাষাজ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক (ইরশাদু'ল-ফুহূল, পৃ. ৪২০)।

(দুই) মুজতাহিদের জন্য কিতাবুল্লাহ তথা পবিত্র কু'রআন সম্পর্কে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও 'ইল্‌ম অর্জন আবশ্যক। পবিত্র কু'রআন হইল শারী'আতের মূল দলীল। তাই মুজতাহিদের জন্য পবিত্র কু'রআনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সকল আয়াতের সংক্ষিপ্ত 'ইল্‌ম ও আহ'কাম সম্পর্কীয় আয়াতগুলির বিস্তারিত 'ইল্‌ম থাকা অপরিহার্য। আহ'কাম সংক্রান্ত আয়াতের সংখ্যা প্রসিদ্ধ মতে পাঁচ শত। ইমাম গ'াযালী (র) ও ইবনু'ল 'আরাবী (র) আহ'কামের আয়াত পাঁচ শত বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। মূলত এইগুলি কোন সংখ্যার সহিত সীমাবদ্ধ নহে। এইগুলি সংখ্যায় কম বা বেশী হওয়া নির্ভর করে মুজতাহিদ কর্তৃক গৃহীত ইজতিহাদ পদ্ধতির উপর। মুজতাহিদ সূক্ষ্মদর্শী ও গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন হইলে ঘটনাবলী, উপদেশ, জান্নাত, জাহান্নাম, আখিরাত সম্পর্কীয় আয়াত হইতেও মাসাইল বাহির করিতে পারেন। 'আল্লামা শাওকানী (র) বলেন, বিভিন্ন গ্রন্থে নির্ধারিত সংখ্যা উল্লেখ করিবার অর্থ হইল এই সংখ্যক আয়াতে মাসাইলের আলোচনা প্রত্যক্ষভাবে রহিয়াছে। পরোক্ষভাবে থাকাকে এই সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। আবূ মানসূর (র) বলেন, মুজতাহিদের জন্য শারী'আতের বিধান সংক্রান্ত আয়াতসমূহ জানা আবশ্যক, উহা যত সংখ্যকই হউক না কেন। তবে ঘটনাবলী কিংবা উপদেশমূলক আয়াত সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকিলেও কোন অসুবিধা নাই। 'আল্লামা মাওয়ারদী (র) কোন কোন 'আলিম হইতে বর্ণনা করেন, আহ'কাম-এর আয়াত পাচঁ শতের তথ্য প্রথম উত্থাপন করেন তাফসীরবিদ মুকাতিল ইব্‌ন সুলায়মান (মৃ. ১৫০ হি.)। পরবর্তীতে অন্যরা তাঁহাকেই অনুসরণ করেন (ইরশাদু'ল-ফুহূল, পৃ. ৪১৮)। ড. 'আবদু'ল-কারীম যায়দান বলেন, আহ'কাম সংক্রান্ত আয়াতকে কোন সংখ্যার সহিত সীমাবদ্ধ করা আদৌ উচিত নহে। পবিত্র কু'রআনে কাহিনী ও উপমা জাতীয় যেই সব আয়াত রহিয়াছে সেইগুলির উপর গভীর গবেষণা ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান চালাইয়া সামাজিক প্রয়োজনীয় অসংখ্য বিধান উদ্ভাবন করা যায় বিধায় মুজতাহিদের জন্য উপমা ও কাহিনী জাতীয় আয়াতগুলিও অতি প্রয়োজনীয় উপাত্ত। এইগুলি সম্পর্কেও গভীর জ্ঞান অর্জন করা তাহার জন্য আবশ্যক। তবে এই সকল আয়াত তাহার সম্পূর্ণ মুখস্থ থাকা অপরিহার্য নহে। তিনি এইগুলি প্রয়োজনে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন এতটুকু জানিলেই যথেষ্ট। কোন কোন 'আলিম আহ'কাম সংক্রান্ত আয়াতসমূহের সংকলনপূর্বক এইগুলির বিশদ ব্যাখ্যা, এইগুলি হইতে উদ্ভাবিত মাসাইল আলোচনা করিয়া গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মহৎ কাজ গবেষকদের পথ সহজ করিয়া দিয়াছে। এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল ইমাম আবূ বাক্‌র আহ'মাদ ইব্‌ন 'আলী আর-রাযী আল-জাস'সাস' (মৃ. ৩৭০ হি.) রচিত আহ'কামু'ল-কুরআন; আবূ বাক্‌র ইবনুল আরাবী (মৃ. ৫৪৩ হি.) রচিত আহকামু'ল-কু'রআন। ইহা ছাড়া প্রখ্যাত তাফসীরবিদ ইমাম কু'রতুবী (মৃ. ৭৬১ হি.) রচিত আল-জামি' লিআহ'কামি'ল কু'রআন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, মুজতাহিদের জন্য আয়াতসমূহের শানে নুযূল জানা থাকাও আবশ্যক। তবে বিশুদ্ধ মতে শানে নুযূল জানা থাকা আবশ্যক নহে। কারণ কোন আয়াত কোন নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে নাযিল হইলেও তাহার হুকুম ঐ প্রেক্ষাপটের সহিত সীমাবদ্ধ থাকে না। আয়াত তাহার নিজস্ব বক্তব্যের আওতায় ব্যাপকার্থক বিবেচিত হইয়া থাকে। তবে শানে নুযূল সম্পর্কিত অবগতি মুজতাহিদকে আয়াতের মর্ম উপলব্ধির ব্যাপারে অনেক সাহায্য করিয়া থাকে (আল-ওয়াজীয, পৃ. ৪০৪)।

(তিন) মুজতাহিদের জন্য পবিত্র কু'রআন কারীমের নাসিখ ও মানসূখ আয়াত সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মানসূখ আয়াত খুব বেশী নহে। এতদসত্ত্বেও মুজতাহিদের জন্য বিষয়টি জ্ঞাত থাকা অপরিহার্য (ইরশাদু'ল-ফুহু'ল, পৃ. ৪২০)। এই সম্পর্কে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল ইমাম আবূ জা'ফার মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ আন-নাহ্‌হ'াস (মৃ. ৩৩৮ হি) রচিত আন-নাসিখ ওয়া'ল-মানসূখ।

(চার) মুজতাহিদের জন্য মহানবী (স)-এর সুন্নাহ সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সুন্নাহ পবিত্র কু'রআনেরই ব্যাখ্যা। পবিত্র কু'রআনে বহু আহ'কামের শুধু বিধানের আলোচনা করা হইয়াছে। আর সুন্নাহ সেইসব আহ'কামের সীমানা, স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্দেশ করিয়া দিয়াছে। এই কারণেই সুন্নাহ আহ'কামে শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হিসাবে স্বীকৃত। মুজতাহিদের জন্য কত সংখ্যক হ'াদীছ জানা থাকা আবশ্যক সেই সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। 'আল্লামা শওকানী (র) বলেন, কাহারও মতে পাঁচ শত হ'াদীছ জানা থাকিলেই চলিবে। তবে এই মতটি সঠিক নহে। কারণ যেই সব হ'াদীছ হইতে আহ'কাম পাওয়া যায় সেইগুলির সংখ্যা কয়েক হাজার। এইজন্য মাত্র পাঁচ শত হ'াদীছ জানা থাকার মতামত গ্রহণ করা যায় না। ইব্‌নু'ল 'আরাবী (র) বলেন, মুজতাহিদ হওয়ার জন্য অন্তত তিন হাজার হ'াদীছ জানা থাকা আবশ্যক। এই বর্ণনায় আবূ 'আলী আদ-দারীর ইমাম আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল হইতে পাঁচ লক্ষ হ'াদীছ জানা থাকা আবশ্যক বলিয়া উল্লেখ করেন। উপরিউক্ত সংখ্যা অবশ্য ইমাম আহ'মাদ (র) সাবধানতার জন্য বলিয়াছেন। নতুবা তাঁহার মতে রাসূলুল্লাহ (স) হইতে প্রাপ্ত সমগ্র 'ইল্‌ম যেইসব মৌলিক হ'াদীছের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে সেইগুলির সংখ্যা দুই হাজার দুই শতের বেশী নহে। ইমাম আবূ বাকর রাযী (র) বলেন, ইজতিহাদের সময় মুজতাহিদের জন্য মাসআলা সংশ্লিষ্ট সমুদয় হ'াদীছ মুখস্থ থাকা আবশ্যক নহে। আর ইহা সম্ভবও হইবে না। তবে এতটুকু প্রয়োজন যে, ইজতিহাদকারী প্রয়োজন বোধ করিলে সংশ্লিষ্ট হ'াদীছগুলি উপস্থিত করিতে পারেন কিংবা জানিতে পারেন। ইমাম গ'াযালী (র)-সহ কিছু সংখ্যক ফাকীহর মতে মুজতাহিদের নিকট সুনান আবু দাউদ কিংবা ইমাম বায়হাকীর মা'রিফাতু'স-সুনান-এর ন্যায় হ'াদীছের এমন কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বিদ্যমান থাকাই যথেষ্ট যেখানে আহ'কাম সংক্রান্ত হ'াদীছগুলি একসঙ্গে পাওয়া যায়। আহ'কাম বিষয়ক হ'াদীছের সংকলন জাতীয় অন্য কোন পূর্ণাঙ্গ ও বুনিয়াদী গ্রন্থ থাকিলেও যথেষ্ট হইবে। মুজতাহিদের জন্য এই গ্রন্থ মুখস্থ থাকা জরুরী নহে। হ'াদীছটি কোন্ অধ্যায়ে আছে এবং প্রয়োজনের সময় তিনি হ'াদীছটি সহজে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন এতটুকুই যথেষ্ট। ইমাম গ'াযালী (র)-এর উপরিউক্ত বক্তব্যের সহিত ইমাম রাফিয়ী (র) ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম নববী (র) সুনান আবু দাউদ উল্লেখ করিবার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করিয়াছেন (ইরশাদু'ল-ফুহূল, পৃ. ৪১৮-৪১৯)।

ড. যায়দানের মতে মুজতাহিদের সকল হাদীছ জানা থাকা অপরিহার্য না হইলেও অন্তত সিহাহ সিত্তার হাদীছসমূহ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকা আবশ্যক। ইজতিহাদকারীর জন্য হাদীছের সনদ সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকাও আবশ্যক।

ফাযাইলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীছকেও স্থান দিতে আপত্তি নাই। কিন্তু মাসাইলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীছকে বুনিয়াদ বানানো যায় না। এইজন্য ইজতিহাদকারীকে জানিতে হইবে যে, তিনি যেই হাদীছকে গ্রহণ করিয়াছেন উহা বিশুদ্ধ কিনা এবং বর্ণনাকারিগণ কতটুকু গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত? হাদীছটি কোন্ পর্যায়ের মুতাওয়াতির, না মশহূর, নাকি খবরে ওয়াহিদ ইত্যাদি? এই সকল দিক পর্যবেক্ষণ করিয়া সহীহ, গায়রে সহীহ কিংবা প্রধান-অপ্রধান ইত্যাকার বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার মত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত হাদীছের মূল পাঠ (মতন)-এর যথার্থ অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা, কোন্ হাদীছের কি প্রেক্ষাপট ছিল এবং কোন্টি নাসিখ ও কোন্টি মানসূখ সেই ব্যাপারেও মুজতাহিদকে প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে। এই ক্ষেত্রে জারহ ও তা'দীল সংক্রান্ত সকল কিছু মুখস্থ থাকা জরুরী নহে। আইম্মায়ে হাদীছ রচিত জারহ ও তা'দীল বিষয়ক কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ভালভাবে জানা থাকাই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে (ইরশাদু'ল-ফুহূল, পৃ. ৪১৯)। আহকাম সংক্রান্ত আয়াতের ন্যায় আহকাম সংক্রান্ত হাদীছসমূহকেও মুহাদ্দিছগণ স্বতন্ত্রভাবে সংকলন করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অনেকে এই শ্রেণীর গ্রন্থকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করিয়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, উহা হইতে ফিক্হবিদগণ কোন কোন মাসআলা কি কি উসূলের আলোকে উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে শায়খ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী আশ-শাওকানী (র) রচিত নায়লু'ল-আওতার শারহু মুনতাকা'ল-আখবার গ্রন্থখানা উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটি ইজতিহাদে ইচ্ছুক গবেষকদের জন্য পর্যাপ্ত সাহায্যকারী (আল-ওয়াজীয, পৃ. ৪০৪)।

(পাঁচ) ইজতিহাদকারীর জন্য তাহার পূর্ববর্তী ইমাম ও মুজতাহিদগণ যেই সকল ব্যাপারে ইজমা' তথা সবাই একমত হইয়াছেন সেই ব্যাপারে তাহার জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। ইজমা সম্পর্কে জানা থাকিলে মুজতাহিদের পক্ষে ইজমার বিপরীত রায় প্রদান হইতে নিরাপদ থাকা সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া নূতন সমস্যাবলীর সমাধান উদ্ভাবনে ইজমা' হইতে সঠিক দিকনির্দেশনাও লাভ করা যায় (ইরশাদু'ল-ফুহূল, পৃ. ৪১৯; আল-ওয়াজীয, পৃ. ৪০৫)।

(ছয়) ইজতিহাদকারীর জন্য উসূলে ফিক্হ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। উসূলে ফিক্হের পর্যাপ্ত জ্ঞান ব্যতিরেকে ইজতিহাদ চলিতে পারে না। ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী (র) বলেন, মুজতাহিদের জন্য উসূলে ফিক্হের জ্ঞানই হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইমাম গাযালী (র) বলেন, ইজতিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান ইল্ম তিনটি ঃ 'ইলমু'ল-হাদীছ, 'ইলমুল লুগাত ও 'ইলমু উসূলিল ফিক্হ (ইরশাদু'ল-ফুহূল, পৃ. ৪২০) ড.' আবদুল কারীম যায়দান বলেন, প্রত্যেক মুজতাহিদ ও ফাকীহের জন্যই উসূলে ফিক্হের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। এই 'ইলমই মুজতাহিদকে ইজতিহাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করে। এই 'ইল্মের সাহায্যে ইজতিহাদকারী জানিতে পারে যে, শারী'আতের উৎস ও উপায়গুলি কি কি? উৎসের সহিত উদ্ভাবিত বিষয় মিলাইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কি বিন্যাস পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক, আহকাম উদ্ভাবনের পদ্ধতিগুলি কি কি, কোন্ কোন্ শব্দ কি কি অর্থ বুঝায়, অর্থগুলির কোন্টি কি পর্যায়ের, কোন্টি অগ্রগণ্য ও কোন্টি অগ্রগণ্য নহে, দলীল ও উপাত্তসমূহের একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেওয়ার নীতি ও পদ্ধতি কি কি? এই সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে উসূলে ফিক্হের মধ্যেই আলোচিত হইয়া থাকে (আল-ওয়াজীয, পৃ. ৪০৪)।

(সাত) ইজতিহাদকারীর জন্য শারী'আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের দরুন দুইজনের রায় ও সিদ্ধান্ত দুই রকমের হয়। ইজতিহাদকারীর জন্য দীনকে প্রিয় নবী (স) ও সাহাবায়ে কিরাম চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উপলব্ধি করা আবশ্যক। ড. আঃ কারীম যায়দান বলেন, যেই সকল ক্ষেত্রে শারী'আতে সুস্পষ্ট কোন 'নস' নাই, সেইসব ক্ষেত্রে ইজতিহাদের পাশাপাশি মানুষের গৃহীত সাধারণ নীতি, আদাত, অভ্যাস ও কল্যাণের দিকসমূহকেও বিবেচনা করা হয়। তাই মুজতাহিদের জন্য মানুষের আদাত, অভ্যাস সম্পর্কেও ব্যাপক ধারণা থাকা আবশ্যক (আল-ওয়াজীয, পৃ. ৪০৫)।

(আট) ইজতিহাদের জন্য স্বভাবজাত যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, কেবল কুরআন ও হাদীছের একটি বিরাট অংশ মুখস্থ করিয়া নেওয়াই যথেষ্ট নহে (আল-ওয়াজীয, পৃ. ৪০৫-৬)।

(নয়) আবূ ইসহাক, আবূ মানসূর, ইমাম গাযালী (র) প্রমুখ আলিমগণের মতে ইজতিহাদকারীর জন্য পূর্ববর্তী মুজতাহিদগণের উদ্ভাবিত ফুরূ'আত (শাখা-প্রশাখা) সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা থাকা আবশ্যক। কেননা পূর্ববর্তীগণের উদ্ভাবিত ফুরূ'আত কি কি, কোন্ পদ্ধতিতে তাঁহারা এই ফুরূ'আত উদ্ভাবন করিয়াছেন উহা জানা থাকিলে নূতন কোন বিষয়ে ইজতিহাদকারীর জন্য সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা সহজ হইয়া থাকে (ইরশাদু'ল-ফুহূল, পৃ. ৪২০)।

(দশ) একদল 'আলিমের মতে ইজতিহাদকারীর জন্য 'ইলমু'ল-কিয়াস তথা কিয়াস কাহাকে বলে, কিয়াস সঠিক হওয়ার শর্ত, রোকন কি কি ইত্যাদি জানা থাকাও আবশ্যক। কেননা ইজতিহাদ তথা নূতন কোন সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিবার বিষয়টি প্রধানত কিয়াসের উপরই নির্ভরশীল (আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, ১খ., পৃ. ২১০; কানযু'ল-উসূল 'ইলা মা'রিফাতি'ল-উসূল, সূত্রঃ আল-কালামু'ল-মুফীদ ফী ইছবাতি'ত-তাকলীদ, পৃ. ৬৫)।

(এগার) মুজতাহিদের জন্য 'ইলমু'ল-মানতিক (যুক্তিবিদ্যা) জানা থাকারও কেহ কেহ শর্তারোপ করিয়াছেন। কারণ 'ইলমু'ল-মানতিক হইল কোন জিনিস সঠিকভাবে প্রমাণিত করিবার যৌক্তিক উপায়। ইমাম গাযালী (র) বলেন, 'ইলমে মানতিক সম্পর্কে অবগতি সাধারণ 'আলিমের জন্য তেমন জরুরী না হইলেও মুজতাহিদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম রাযী (র) হইতেও এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায় (আল-বাহ্রু'ল-মুহীত ফী উসূলি'ল-ফিক্হ, ৬খ., পৃ. ২০১-২০২ ইরশাদুল ফুহুল, ৪২০ পৃ.)।

(বার) কোন কোন 'আলিমের মতে ইজতিহাদকারীর জন্য কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি শারী'আতের আহকাম সংক্রান্ত সাহাবা ও তাবি'ঈনের অভিমত ও তাঁহাদের ফাতাওয়া জানা থাকাও আবশ্যক। শাহরাস্তানী (র) বলেন, আহকাম সম্পর্কে সাহাবা ও তাবি'ঈনের অভিমত জানা না থাকিলে অনেক সময় ইজমার বিরুদ্ধাচরণ হইতে নিরাপদ থাকা সম্ভব হয় না। এই কারণে ইজতিহাদকারী'র জন্য এইগুলি জানা থাকা খুবই জরুরী (আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, ১খ., পৃ. ২১০)।

(তের) ইজতিহাদকারী ব্যক্তিগত জীবনে আমানতদার, পরহেযগার ও সুন্নাতের পাবন্দ হওয়া আবশ্যক। খিয়ানতকারী ও বদদীন লোকের ইজতিহাদ গ্রহণযোগ্য নহে। তদ্রূপ এমন ব্যক্তিকে মুজতাহিদ মনে করিয়া তাক্‌লীদ করাও জায়েয নহে (উসূলু'ল-ফিক্‌হ, পৃ. ৪২৩; তারীখু'ল-ফিক্‌হিল-ইসলামী, পৃ. ২২৯)।

ইজতিহাদের শ্রেণীবিন্যাস ঃ মর্তবা তথা স্তরের দিক থেকে ইজতিহাদ দুই প্রকার— ইজতিহাদে মুত্‌লাক ও ইজতিহাদে মুকায়্যাদ। ইজতিহাদে মুত্‌লাক বলা হয়, ইজতিহাদের সকল যোগ্যতার অধিকারী মুজতাহিদ প্রত্যক্ষভাবে পূর্ববর্তী কোন ফাকীহের নির্দিষ্ট উসূল বা নিয়মনীতির অনুসরণ ব্যতীত নুসূসে শার'ইয়্যাহ্ গবেষণা করিয়া আহ্‌কাম উদ্ভাবন করা। এই প্রকারের ইজতিহাদের অধিকারীদের মধ্যে রহিয়াছেন ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহ্‌মাদ, সুফয়ান ছাওরী আওযা'ঈ, দাউদ জাহিরী, আবূ ছাওর, 'উছমান বাত্তী, ইব্‌ন শুবরুমা, লায়ছ ইব্‌ন সা'দ এবং আরও বড় বড় মুজতাহিদ (দা'ওয়াবিতু'ল-ইজতিহাদ, পৃ. ৩১)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম শাতিবী (র) বলেন, শারী'আতের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া মুজতাহিদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে, বরং যে মাসআলা সম্পর্কে ইজতিহাদ করিবেন সেই সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইবে। কেননা এই শর্তারোপ করিলে বিশিষ্ট সাহাবীগণ ব্যতীত কোন মুজতাহিদ পাওয়া যাইবে না (আল-মুওয়াফাকাত, ৪খ., পৃ. ১০৯)।

ইজতিহাদে মুকায়্যাদ বলা হয় নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের প্রবর্তিত ধারা ও উসূল অনুসরণে ইজতিহাদ করা। ইহা প্রথম প্রকার অপেক্ষা নিম্ন স্তরের। যেমন ইমাম আবূ হানীফার অনুসরণে ইমাম আবূ য়ূসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (র) ইমাম শাফি'ঈর অনুসরণে ইমাম নববী। উল্লেখ্য যে, এইখানে আরেকটি প্রকার রহিয়াছে। তাহা হইল, ইজতিহাদ ফি'ল-ফাত্‌ওয়া অর্থাৎ মাযহাবের ইমাম কর্তৃক যেই সব মাসআলা সম্পর্কে ইজতিহাদ করা হয়, এই প্রকারের মুজতাহিদের পক্ষে শুধু সেই মাসআলা সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া। বিভিন্ন মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ মুফতীগণ এই শ্রেণীর মুজতাহিদের অন্তর্ভুক্ত (দা'ওয়াবিতু'ল-ফাতওয়া, পৃ. ৩২)। কোন কোন হানাফী ফাকীহ ইজতিহাদের মুকায়্যাদের যোগ্যতার অধিকারী মুজতাহিদকে চার তবকায় (স্তরে) বিন্যস্ত করিয়াছেন, অতঃপর ইহার সহিত মুকাল্লিদের দুইটি তাবকাকে সংযুক্ত করিয়াছেন। সেইগুলি হইল (এক) তাবকাতু'ল-মুজতাহিদীন ফি'ল-মাযহাব। যেমন ইমাম আবূ য়ূসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ। (দুই) তাবকাতু'ল-মুজতাহিদীন ফি'ল-মাসাইল। যেমন ইমাম খাস্‌সাফ, ইমাম তাহাবী, ইমাম কারখী, ইমাম সারাখসী, হালাওয়ানী, ইমাম বাযযাবী। (তিন) তাবাকাতু আস-হাবি'ত্-তাখরীজ ও তাবাকাতু আস-হাবি'ত-তারজীহ। যেমন ইমাম কুদূরী, ইমাম বুরহানুদ্দীন মারগিনানী মুকাল্লিদের তাবাকাদ্বয় হইল পঞ্চম তাবকাতু'ল-মুকাল্লিদীন, যাহারা শক্তিশালী ও দুর্বল, প্রধান ও অপ্রধানের মাঝে পার্থক্য করিবার যোগ্যতা রাখেন। (ষষ্ঠ) যাহারা আরো নিম্নস্তরের দুর্বল ও সবলের পার্থক্য করিতে পারেন না (দা'ওয়াবিতু'ল-ইজতিহাদ, পৃ. ৩৩)।

পূর্ণতা ও অপূর্ণতার দিক দিয়া ইজতিহাদ দুই প্রকার ঃ (এক) ইজতিহাদে কামিল অর্থাৎ শারী'আতের আলোকে যে কোন সমস্যার সমাধানের যোগ্যতার অধিকারী হওয়া। (দুই) বিশেষ কোন এক বিষয়ে ইজতিহাদের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হওয়া। যেমন কোন মুজতাহিদ ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ-শাদী সংক্রান্ত ব্যাপারে ইজতিহাদের যোগ্যতার অধিকারী, অন্য ব্যাপারে নহে। বিশেষ কোন ব্যাপারে ইজতিহাদ জায়েয হওয়াকে সমর্থন করিয়াছেন অধিকাংশ 'আলিম (দা'ওয়াবিতু'ল-ইজতিহাদ, পৃ. ৩৪)।

ড. আবদু'ল-কারীম যায়দান বলেন, এই বিষয়টি পূর্ববর্তী মুজতাহিদদের জীবনী হইতে পরিষ্কার প্রতিভাত হয়। যেমন কোন মুজতাহিদকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হইলে তিনি কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতেন, আর কোন কোন প্রশ্নের ব্যাপারে বলিতেন, আমি জানি না (আল-ওয়াজীয, পৃ., ৪০৯)।

আহ্‌কামে শার'ইয়্যার সর্বত্র ইজতিহাদ প্রযোজ্য নহে। যেই বিধানাবলীর ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল ও অকাট্য নস বিদ্যমান রহিয়াছে, যেমন সালাত ফরয হওয়া, সাওম ফরয হওয়া, যেনা-ব্যভিচার হারাম হওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাহারও ইজতিহাদ তথা গবেষণালব্ধ মতামত প্রদানের সুযোগ নাই। অনুরূপভাবে যেইসব আহ্‌কামের ব্যাপারে জান্নী নস রহিয়াছে সেইখানে ব্যক্তি যদি স্বয়ং ইজতিহাদ করিবার যথাযোগ্য ব্যক্তিত্ব হন তাহা হইলে তাহার জন্য ইজতিহাদের অনুমতি থাকিলেও অন্যদের জন্য ইজতিহাদ করিবার অনুমতি নাই। তাহারা সংশ্লিষ্ট মুজতাহিদের অনুসরণ করিয়া চলিবে (আল-ওয়াজীয, পৃ. ৪০৬)। ইজতিহাদের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার নিজস্ব সীমানার ভিতরে থাকিয়া ইজতিহাদ করিবেন, সীমানার বাহিরে গিয়া ইজতিহাদ করিবার অনুমতি নাই। কারণ ইহার ফলে শারী'আতের স্বাভাবিক নিয়ম লংঘিত হইবে। অধুনা ইজতিহাদের প্রযোজ্য ক্ষেত্র হইল মুসলিম সমাজের সামনে উত্থাপিত রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক যাবতীয় নিত্য-নূতন সমস্যা, যেইগুলির সুস্পষ্ট সমাধান ইতোপূর্বের মুজতাহিদগণ হইতে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানাবিধ উন্নতির কারণে মানুষের জীবনযাত্রায় সূচিত হইতেছে ব্যাপক পরিবর্তন। এইসব পরিবর্তনের মধ্যে একজন মুসলমান শারী'আতের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে শারী'আতের অনুকূলে জীবন যাপনের বিশুদ্ধ পথ উদ্ভাবন করাই বর্তমান মুজতাহিদগণের জন্য ইজতিহাদের অধিকতর প্রয়োজনীয় প্রযোজ্য ক্ষেত্র। ইজতিহাদ যথার্থ যোগ্যতার সহিত শর্তাধীন। যিনি সমূহ যোগ্যতার অধিকারী হইবেন এবং তাঁহার কাছে ইজতিহাদের সকল উপায়-উপকরণ বিদ্যমান থাকিবে তাঁহার জন্য ইজতিহাদ।

ড. 'আবদু'ল-কারীম যায়দান বলেন, দলীল-প্রমাণের উপর গভীর গবেষণা ও যথার্থ অনুসন্ধানের পর মুজতাহিদ যেই সিদ্ধান্তে উপনীত হন উহাই তাঁহার জন্য শারী'আতের হুকুম। তাহার জন্য এই হুকুমের অনুসরণ করা জরুরী। কাজেই তাহার জন্য সমপর্যায়ের অন্য কাহারও অনুসরণ করিয়া নিজের উদ্ভাবিত সিদ্ধান্তের বিপরীত আমল করা বৈধ নহে (আল-ওয়াজীয, পৃ. ৪০৮)। ইজতিহাদের যথোপযুক্ত ব্যক্তি যথার্থ পদ্ধতিতে ইজতিহাদ করিবার পর কোন কারণে যদি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে সক্ষম নাও হন, তবুও তাহাকে একটি ছাওয়াব দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন,

إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران وان اخطأ فله أجر واحد.

"ইজতিহাদ করিয়া বিচারক যদি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে তাহা হইলে তাহাকে দুইটি ছাওয়াব দেওয়া হয়। আর সিদ্ধান্ত সঠিক না হইলেও তাহাকে একটি ছাওয়াব দেওয়া হয়"। (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ১০৯২; সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ৭৬)।

এমনও হইতে পারে যে, মুজতাহিদ কোন বিষয়ে যথাসাধ্য ইজতিহাদের পর একটি সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন এবং ফাতওয়া দিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ঐ বিষয়টিতে আবার গবেষণা করিলে হয়ত তাহার কাছে ভিন্ন রকমের সিদ্ধান্ত যথোপযুক্ত বলিয়া মনে হইল। এই পরিস্থিতিতে তাহার জন্য পূর্ববর্তী অভিমত ত্যাগ করিয়া নূতন অভিমত অনুযায়ী আমল করা ও ফাতওয়া প্রদান করা অপরিহার্য। কোন মুজতাহিদ যদি বিচারক হন এবং তাঁহার বিচারালয়ে উত্থাপিত কোন বিষয়ে তিনি ইজতিহাদ অনুসারে রায় প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্য বিচারক তাহার এই রায়কে ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত দ্বারা বাতিল করিতে পারিবেন না। কারণ কোন ইজতিহাদ সমপর্যায়ের ইজতিহাদ দ্বারা বাতিল হয় না। এই বিচারকের বিচারালয়ে যদি অনুরূপ আরেকটি বিষয় উত্থাপিত হয়, আর তিনি উহাতে ইজতিহাদ করিয়া পূর্বের তুলনায় ব্যতিক্রমী কোন সিদ্ধান্তে পৌছেন তখন তাহার জন্য নূতন ইজতিহাদ মুতাবিক ফায়সালা দেওয়া জরুরী। তাহার পরবর্তী ফায়সালা পূর্ববর্তী ফায়সালাকে বাতিল করিবে না। তবে কোন ইজতিহাদ যদি অকাট্য নস-এর বিপরীত প্রমাণিত হয় তাহা হইলে উহা স্বয়ং বাতিল হইয়া যাইবে। কারণ তখন উহা ইজতিহাদ বলিয়া গণ্যই হইবে না (আল-ওয়াজীয,পৃ. ৪০৮)।

ইবন আমীরি'ল-হ'াজ্জ বলেন, কোন স্থানে যদি নূতন কোন সমস্যা দেখা দেয়, আর সেখানে একাধিক মুজতাহিদ না থাকে, তাহা হইলে উক্ত মুজতাহিদের জন্য ইজতিহাদ করিয়া সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া বাহির করা ওয়াজিব। আর যদি একাধিক মুজতাহিদ থাকেন তাহা হইলে প্রত্যেকের উপর ইজতিহাদ করা ফরযে কিফায়া (সূত্র দা'ওয়াবিতু'ল-ইজতিহাদ, পৃ. ২২)। শাহরাস্তানী (র) বলেন, ইজতিহাদ করা ফরযে কিফায়া, ফরযে 'আয়ন নহে। কোন একজন ইজতিহাদ করিলে সকলের পক্ষ হইতে কর্তব্য আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি কেহই ইজতিহাদ করিয়া সমস্যার সমাধান উদ্ভাবন না করেন তাহা হইলে সকলেই গুনাহগার হইবেন (আল-মিলাল ওয়ান-নিহ'াল, ১খ., পৃ. ২১৫)। সমস্যা সংঘটিত হইবার পূর্বে সম্ভাব্য কোন বিষয়ে মুজতাহিদকে প্রশ্ন করা হইলে সেই ব্যাপারে ইজতিহাদ করা মুস্তাহাব। যেই বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নস' রহিয়াছে সেই বিষয়ে ইজতিহাদ করা হারাম (সূত্রঃ দা'ওয়াবিতু'ল-ইজতিহাদ, পৃ. ২২)।

আবার কেহ কেহ বলেন, মুজতাহিদের জন্য অবস্থাভেদে ইজতিহাদ কখনও ফরযে 'আয়ন, কখনও ফরযে কিফায়া, কখনও মুস্তাহ'াব (ইরশাদু'ল- ফুহূল, পৃ. ৪২১)।

ইজতিহাদ দ্বারা উদ্ভাবিত হুকুম শারী'আতের প্রকৃত হুকুম হওয়ার ব্যাপারে প্রবল ধারণা সৃষ্টি করে, প্রত্যয় (يقين) অর্জিত হয় না অর্থাৎ মুজতাহিদের ইজতিহাদপ্রসূত সিদ্ধান্ত ظن غالب বা প্রবল ধারণা হিসাবে সত্য বলিয়া গণ্য করা যায়। কিন্তু ইহাতে এই আশংকাও বিদ্যমান থাকে যে, ইহার বিপরীতটিও সত্য হইতে পারে। এইজন্যই আমরা বলিয়া থাকি, মুজতাহিদ তাহার সিদ্ধান্তে কখনও ভুল করিয়া বসেন এবং কখনও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। অবশ্য বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে হক মাত্র একটিই হইয়া থাকে। কিন্তু সেই হক কোন্‌টি উহা প্রত্যয়ের সহিত জানা যায় না। মুজতাহিদ কর্তৃক ভুলও সংঘটিত হইতে পারে। ইহার প্রমাণ হইল, হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) -এর হ'াদীছ অর্থাৎ জনৈক মহিলার বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর রুখসতী তথা ফুলশয্যার পূর্বেই তাহার স্বামী মারা যায়। আর বিবাহে তাহার কোন মোহরও ধার্য ছিল না। এইরূপ অবস্থায় উক্ত মহিলা সম্পর্কে হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছেন, (যেহেতু কু'রআন ও হ'াদীছে ইহার কোন সুস্পষ্ট হুকুম বিদ্যমান নাই, তাই) আমি তাহার সম্পর্কে স্বীয় মত ও কি'য়াস দ্বারা ইজতিহাদ করিয়া হুকুম নির্দেশ করিব। যদি আমার রায় সঠিক হয়, তাহা হইলে ইহাকে মহান আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহ বলিয়া মনে করিব। আর যদি আমার ইজতিহাদ ভুল প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে এই ভুল আমার ও শয়তানের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত হইবে। অতএব আমার ইজতিহাদপ্রসূত রায় এই যে, উক্ত মহিলাটি মাহরে মিছাল-এর অধিকারী হইবে। তাহা হইতে কমও করা হইবে না এবং বেশীও দেওয়া যাইবে না। এই কথাটি হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) সাহাবাদের এক বিরাট জামা'আতের সম্মুখে বলিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই ইহার বিরোধিতা করেন নাই। সুতরাং ইহা দ্বারা এই ব্যাপারে ইজমা' পাওয়া গেল যে, ইজতিহাদের মধ্যে ভুলেরও আশংকা রহিয়াছে। আর মু'তাযিলীদের মাযহাব হইল, প্রত্যেক মুজতাহিদই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন এবং বিরোধপূর্ণ ক্ষেত্রে সত্য একাধিক হইয়া থাকে। কিন্তু মু'তাযিলীদের এই মাযহাবটি সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা কোন কোন মুজতাহিদ, যেমন উদাহরণস্বরূপ, কোন একটি বস্তুকে হ'ারাম বলিয়া মত পোষণ করেন এবং কোন কোন মুজতাহিদ ঠিক সেই বস্তুটিকেই হ'ালাল বলিয়া মনে করেন। তাহা হইলে বাস্তবে এই দুই পরস্পর বিরোধী মত কিভাবে সমন্বিত হইতে পারে? প্রত্যেক মুজতাহিদই হক বলিয়া ইমাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর আরোপিত বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক মুজতাহিদই তাহার স্বীয় ইজতিহাদী রায়ের উপর আমল করিবার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন। এই কথা উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, প্রত্যেক মুজতাহিদেরই সিদ্ধান্ত বাস্তবেও সঠিক (নূরু'ল-আনওয়ার, পৃ. ২৫০-২৫১)।

কোন যুগ মুজতাহিদশূন্য হইবে কিনা এই ব্যাপারে হ'াম্বালীগণ বলেন, কোন যুগ মুজতাহিদশূন্য হইবে না। কিন্তু জমহূর বলেন, কোন কোন যুগ মুজতাহিদশূন্য হইতে পারে (হাশিয়া আল-মুওয়াফাক'াত, ৪খ., পৃ. ৮৯; ইরশাদু'ল-ফুহূল, পৃ. ৪২১)। নবীদের জন্য ইজতিহাদ জায়েয কিনা, এই ব্যাপারে মতানৈক্য থাকিলেও ইব্ন ফুরাক' ও আবূ মানসূ'র 'আলিমদের ইজমা' বর্ণনা করিয়াছেন যে, অন্যান্য মুজতাহিদের ন্যায় নবীদের জন্যও ইজতিহাদ যৌক্তিকভাবে জায়েয। এছাড়া সলীম রাযী এবং ইব্ন হ'াযম আরেকটি ইজমা' বর্ণনা করিয়াছেন যে, জাগতিক বিষয়ে ও যুদ্ধ-বিগ্রহের নীতি সম্পর্কেও নবীদের ইজতিহাদ জায়েয যেমনটি আমাদের রাসূল (সা) হইতে বিভিন্ন সময় হইয়াছে। তবে আহ'কামে শার'ইয়্যাহ ও ধর্মীয় ব্যাপারে নবীদের ইজতিহাদের ব্যাপারে 'আলিমদের মতানৈক্য রহিয়াছে (ইরশাদু'ল-ফুহূল, পৃ. ৪২৫)। হ'ানাফী 'আলিমগণ বলেন, রাসূল (সা)-এর সম্মুখে যখন কোন সমস্যা দেখা দিত, তখন তিনি সেই ব্যাপারে ওহীর অপেক্ষার জন্য আদিষ্ট ছিলেন, ওহী না আসিলে ইজতিহাদ করিতেন। হ'ানাফীগণ এই ইজতিহাদকে এক প্রকারের ওহী তথা ওহী বাতেন হিসাবে গণ্য করেন। পক্ষান্তরে অধিকাংশ উসূলবিদ বলেন, রাসূল (স) ওহীর অপেক্ষা ব্যতীত সাধারণ ইজতিহাদের আদিষ্ট ছিলেন (শায়খ মুহ'াম্মাদ খিদরী, উসূলু'ল-ফিক্'হ, পৃ. ৪২৬)।

শারী'আতের যেই সব হুকুমের ব্যাপারে নস' বিদ্যমান নাই কিংবা দ্ব্যর্থবোধক নস' থাকিলে সেই সকল স্থানে ইজতিহাদ করা এবং সেই ইজতিহাদ অনুসারে তাক'লীদ করিবার বৈধতা ও অনুমতি স্বয়ং রাসূল

(স)-এর হ'াদীছ হইতেই পাওয়া যায়। যেমন সুনান নাসাঈর এক হ'াদীছে বর্ণিত আছেঃ

عن طارق ان رجلا أجنب فلم يصل فاتى النبى # فذكر ذلك فقال اصبت فاجنب آخر فتيمم وصلى فاتاه فقال نحو ما قال للأخر يعنى اصبت.

"হযরত ত'ারিক' (রা) হইতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি জুনুবী হইল অর্থাৎ তাহার উপর গোসল ফরয হইয়াছে। (কিন্তু তাহার নিকট গোসল করিবার মত পানি না থাকায়) সে সালাত আদায় করিল না। অতঃপর মহানবী (স)-এর খিদমতে আসিয়া ঘটনাটি বলিল। মহানবী (স) তাহাকে প্রতিউত্তরে বলিলেন, তুমি ঠিক করিয়াছ। অনুরূপ অপর এক ব্যক্তির উপরও গোসল ফরয হয়। তখন সে (গোসল করিবার মত পানি না থাকায়) তায়াম্মুম করিয়া সালাত আদায় করিল। অতঃপর মহানবী (স)-এর নিকট আসিয়া ঘটনাটি বলিলে নবী কারীম (স) প্রথম ব্যক্তিকে যেই জবাব দিয়াছিলেন সেই জবাবই তাহাকে প্রদান করিলেন অর্থাৎ তুমি ঠিকই করিয়াছ" (সুনান নাসাঈ, ১খ., পৃ. ৭৫)।

উপরিউক্ত হ'াদীছে পরিলক্ষিত হয় যে, একই সমস্যার সমাধানে দুইজন সাহাবী দুই রকমের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং দুই রকমের কাজ করিয়াছেন। তাহাদের এই সিদ্ধান্ত ছিল নিজস্ব ইজতিহাদ ও কিয়াসপ্রসূত। বিষয়টি স্পষ্ট নস'ের প্রেক্ষিতে ছিল না বিধায় তাহারা ঘটনার পর নবী কারীম (স)-কে অবহিত করিয়া সমাধান জানিয়া লন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রয়োজনের মুহূর্তে সাহাবীগণ ইজতিহাদ করিতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাদের উভয়কেই 'ঠিক করিয়াছ, বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক কোন কাজকে অনুমোদন করা ঐ কাজটির বৈধতার স্পষ্ট দলীল। কাজেই বুঝা যায়, প্রয়োজনের মুহূর্তে এইরূপ ইজতিহাদ করা জায়িয। সাহাবীগণের ইজতিহাদ সম্পর্কে একাধিক হ'াদীছ পাওয়া যায় (সুনান আবূ দাঊদের ১খ., পৃ. ৪৮ ও সুনান নাসাঈ ১খ., পৃ. ৭৫)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় সাহাবীগণ নূতন যেই কোন সমস্যায় সম্মুখীন হইতেন উহার জবাব ও সমাধান তাঁহার হইতেই গ্রহণ করিতেন। তাঁহার ওফাতের পর মুজতাহিদ সাহাবীগণ ইজতিহাদ করিতেন আর অন্যরা তাহাদের অনুসরণ করিতেন। তিরমিযী শারীফের একটি হ'াদীছে রহিয়াছে ঃ

ان رسول الله # بعث معاذا الى اليمن قاضيا قال له بم تقضى يامعاذ قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسوله قال فان لم تجد قال اجتهد فيه برائى فقال رسول الله # الحمد لله الذى وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله.

"রাসূলুল্লাহ (স) মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে য়ামানের বিচারক নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিবার সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মু'আয! তুমি কিসের আলোকে বিচারকার্য পরিচালনা করিবে? মু'আয (রা) বলিলেন, কিতাবুল্লাহর আলোকে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যদি কিতাবুল্লাহর মাঝে সমাধান না পাও? মু'আয বলিলেন, তাহা হইলে সুন্নাহর আলোকে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, যদি সুন্নাহতেও না পাও? মু'আয বলিলেন, সে ক্ষেত্রে আমি আমার বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ইজতিহাদ করিব। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (স) খুশী হইয়া বলিলেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি তাঁহার রাসূলের দূতকে এমন বিষয়ের তাওফীক দান করিয়াছেন যে বিষয়ে তাঁহার রাসূল সন্তুষ্ট" (তিরমিযী, ১খ., পৃ. ২৪৭-২৪৮)।

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা, যেমন তাফসীর, হ'াদীছ ইত্যাদির সূচনা সাহাবীদের যুগ থেকেই হইয়াছিল, তেমনি ইজতিহাদ ও আহ'কাম গবেষণার কাজ সাহাবীদের যুগ হইতেই শুরু হয়। অতঃপর ধীরে ধীরে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করিয়া হিজরী দ্বিতীয় শতকের মধ্যে ইজতিহাদ 'ইল্মের শাখা হিসাবে পূর্ণাঙ্গ অবয়ব অর্জন করে। সাহাবীদের মধ্যে দুই ধরনের লোক ছিলেন। একদল ইজতিহাদ করিতেন না, বরং অন্যদের তাক'লীদ করিতেন, তাঁহাদের সংখ্যা ছিল অধিক। আর অপর দল সংখ্যায় কম হইলেও নুস'ূস'ের উপর গবেষণা করিয়া ফাতওয়া দিতেন। গবেষক সাহাবীদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ মুকছিরীন, মুকি'ল্লীন ও মুতাওয়াসসিতীন। মুকছিরীন ঐসব সাহাবী যাঁহারা প্রচুর পরিমাণ আহ'কাম ও মাসাইলের উপর গবেষণা করিয়াছেন এবং ঐ সকল মাসাইল তাঁহাদের শিষ্যদের মাধ্যমে বর্ণিতও হইয়াছে। এ পর্যায়ে প্রধানত সাতজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়। তাঁহারা হইলেন হযরত 'উমার ইবনু'ল-খাত্ত'াব, হযরত 'আলী ইব্ন আবী ত'ালিব, হযরত আবদুল্লাহ ইন 'আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ, হযরত আইশা সিদ্দীকা, হযরত সায়িদ ইব্ন ছাবিত আনসারী ও হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা)। ইব্ন হায্স (র) বলেন, উপরিউক্ত সাহাবীগণ হইতে বর্ণিত ফাতওয়াসমূহ সংকলন করা হইলে তাঁহাদের এক একজন হইতে বর্ণিত ফাতওয়াসমূহের জন্যও কয়েক ভলিউমের প্রয়োজন হইবে। আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন মূসা সাহাবী হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর ফাতওয়াসমূহের একটি সংকলন রচনা করেন বিশ খণ্ডে। মুকি'ল্লীন বলিতে ঐ সকল সাহাবীকে বোঝায় যাঁহারা ইজতিহাদ ও গবেষণা তো করিতেন কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে বর্ণিত ফাতওয়ার সংখ্যা কম। এই পর্যায়ে অবস্থিত সাহাবীগণের সংখ্যা অগণিত। ইব্ন হ'াযমের ভাষায় তাঁহাদের নিকট হইতে বর্ণিত ফাতওয়া পুস্তকাকারে সংকলন করিলে উহা একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকার মধ্যেই সংকলন করা যাইবে। মুতাওয়াসসিতীন বলিতে ঐ সকল সাহাবী যাঁহারা ইজতিহাদ করিতেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে বর্ণিত আহ'কাম ও ফাতাওয়া প্রচুর পরিমাণ না হইলেও খুব কম বলা যায় না। এই পর্যায়ে তেরজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করা যায়। হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক, হযরত উম্মে সালামা, হযরত আনাস ইব্ন মালিক, হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী, হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত 'উছমান, হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্নু'ল-'আস', হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী, হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্ক'াস, হযরত সালমান ফারসী, হযরত জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ ও হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) (ই'লামু'ল-মুওয়াক্কি'ঈন, পৃ. ১৩)।

এই সাহাবীগণ নুস'ূস'-এর উপর ইজতিহাদ করিয়া আহ'কাম উদ্ভাবন পূর্বক ফাতওয়া প্রদান করিতেন এবং অন্যদেরকে ফিক্'হের তা'লীমও দিতেন। বর্তমান বিশ্বে প্রচারিত 'ইলমে ফিক্'হ প্রধানত চারজন সাহাবী হইতেই বর্ণিত। হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ, হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত, হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার ও হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা)। হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) কূফায় বসবাস করিতেন। সেখানে তিনি ফিক্'হের তা'লীম দিতেন। কূফা ছিল তাঁহার ইজতিহাদ ও

গবেষণার প্রধান কেন্দ্র। তিনি যেই সকল হুকুম ও ফাতওয়া উদ্ভাবন করিতেন, তাঁহার ছাত্ররা সেইগুলি সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লইতেন। ইব্নু'ল-কায়্যিম (র) লিখিয়াছেন ঃ

لم يكن احد له اصحاب معروفون حرروا فتياه وهذا هبة في الفقه غير ابن مسعود.

"সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে শুধু হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদের ছাত্রদেরই নিয়ম ছিল যে, তাঁহারা উস্তাদের প্রদত্ত ফাতাওয়া ও ফিকহের ক্ষেত্রে তাঁহার অভিমতগুলি লিখিয়া নিতেন (ইলামু'ল - মুওয়াক্কি'ঈন, পৃ. ১৩)।

এই ছাত্রদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ও যোগ্যতম ছাত্র ছিলেন হযরত 'আলক'মা (র)। 'আলক'মা (র)-এর ওফাতের পর গবেষণার সেই মসনদে আরোহণ করেন ইবরাহীম নাখঈ (র)। তিনি ফিক্'হ ও ইজতিহাদের এতটা উন্নতি সাধন করেন যে, তাঁহার যুগেই কূফায় ফিক্'হের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। হযরত হ'াম্মাদ (র) ছিলেন সেই সংকলনের হাফিয। ইমাম আ'জ'ম আবূ হ'ানীফা (র) তাঁহার নিকট হইতেই ফিক্'হ ও ইজতিহাদের জ্ঞান লাভ করেন এবং ইজতিহাদকে উন্নতির চূড়ান্ত শিখরে পৌছাইয়া দেন। হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত আনস'ারী (রা) মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস করিতেন। তাঁহার শিক্ষাদানের আসর ছিল সুবৃহৎ। দূরদূরান্ত হইতে ছাত্র আসিয়া তাঁহার দরসে শামিল হইতেন। হযরত সা'ঈদ ইব্নু'ল-মুসায়্যাব 'আতা ইব্ন য়াসার, 'উরওয়া. ক'াসিম (র) প্রমুখ ছিলেন তাঁহার প্রসিদ্ধ ছাত্র। মদীনায় হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমারও বসবাস করিতেন। তাঁহার ফাতওয়া ও গবেষণার সর্বাধিক সংরক্ষণকারী ছিলেন হযরত নাফি' (র)। ইমাম মালিক (র) উপরিউক্ত সাহাবীদ্বয়ের ছাত্রবৃন্দ হইতে ফিক্'হ ও ইজতিহাদের তালিম হাসিল করেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) ছিলেন মক্কায়। তাঁহাকে ঘিরিয়া মক্কায় জ্ঞান-গবেষণার কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। এইভাবে সাহাবী যুগেই ইজতিহাদ ও গবেষণার চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। বিশিষ্ট সাহাবীগণকে কেন্দ্র করিয়া মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে গবেষণার কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। এই কেন্দ্রগুলিই পরবর্তী কালে ফিক্'হ ও ইজতিহাদকে পরিপূর্ণতা দানপূর্বক আহ'কাম ও মাসাইলকে সুবিন্যস্তভাবে উদ্ঘাটিত ও সংকলিত করিয়া দেয় (উসওয়ায়ে সাহাবা, ২খ., পৃ. ২৪০)।

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যেইভাবে ইজতিহাদ জায়েয, তদ্রূপ যাহারা ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন নহেন 'তাহাদের জন্য ইজতিহাদকারীর উদ্ভাবিত সমাধানের তাক'লীদ করাও বৈধ। রাসূলুল্লাহ (স)-এর হ'াদীছ হইতে যেইভাবে ইজতিহাদের অনুমতি পাওয়া যায়, তদ্রূপ তাক'লীদ করার অনুমতিও বিদ্যমান। সাহাবীদের মধ্যে ইজতিহাদ ও তাক'লীদ উভয়ই প্রচলিত ছিল। একটি হ'াদীছে বর্ণিত আছে ঃ

ان ابا ايوب الانصارى خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة اضل راحله وانه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فاذا ادركت الحج قابلا فاحج واهد ما استيسر من الهدى (اخرجه مالك).

"হযরত আবূ আয়্যূব আনস'ারী (রা) একবার হজ্জে গমন করিলেন। পথিমধ্যে তিনি যখন মক্কাগামী রাস্তায় অবস্থিত এক বনভূমিতে প্রবেশ করেন, তখন নিজের উট হারাইয়া ফেলেন। অবশেষে কুরবানী দিবসে হজ্জ সমাপ্ত করিয়া হযরত 'উমার (রা)-এর নিকট পূর্ণ ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। হযরত 'উমার (রা) বলিলেন, 'উমরা সম্পাদনকারীরা যাহা করে আপনি তাহা করিয়া ইহ'রাম হইতে হালাল হইয়া যান। অতঃপর আগামী হ'জ্জের সময় হ'জ্জ করিয়া যতটুকু সম্ভব কুরবানী করিবেন" (সূত্রঃ হযরত থানভী, তাক'লীদ ওয়া ইজতিহাদ, পৃ. ১৩)।

হযরত আবূ আয়্যূব আনস'ারী (রা) অন্যতম উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী। এতদসত্ত্বেও তিনি বিষয়টি সম্পর্কে হযরত 'উমার (রা)-র শরণাপন্ন হন। তিনি হযরত 'উমার (রা)-কে মাসআলা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু মাসআলার দলীল যাচাইয়ের দিকে যান নাই। আর ইহাই হইল তাক'লীদ। এই হ'াদীছ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবী যুগে যাঁহারা ইজতিহাদ করিতেন না তাঁহারা অন্য সাহাবীর তাক'লীদ করিতেন। এই পর্যায়ের আরও বহু দলীল হ'াদীছ গ্রন্থে বিদ্যমান। কাজেই তাক'লীদকে নাজায়েয বলার কোন সুযোগ নাই। যেহেতু ইজতিহাদ জায়েয সেহেতু ইজতিহাদ দ্বারা কোন হ'াদীছকে معلل বানানোও জায়েয অর্থাৎ হ'াদীছের বক্তব্যকে হুকুমের অন্তর্নিহিত علت তথা কারণের সহিত এমনভাবে যুক্ত করিয়া আমল করা যে, কারণটি পাওয়া গেলে হুকুম পাওয়া যাইবে। আর কারণ না পাওয়া গেলে হুকুমও পাওয়া যাইবে না। সাহাবীগণ বহু হ'াদীছের ক্ষেত্রে এইভাবে معلل মনে করিয়া আমল করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) উহা জানিয়াও কোন আপত্তি করেন নাই। সুতরাং বুঝা যায়, মুজতাহিদের জন্য এইভাবে হ'াদীছকে معلل মনে করিয়া আমল করা জায়েয। উদাহরণ হিসাবে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হ'াদীছ পেশ করা যায়।

عن انس ان رجلا كان يتهم بام ولد عند رسول الله ﷺ فقال لعلى اذهب فاضرب عنقه فاتاه فاذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف عنه فاخبر به النبى ﷺ فحسنة فعله وزاد فى رواية وقال الشاهد يرى ما لا يرى الغائب اخرجه مسلم.

"হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তির এক উম্মে ওয়ালাদ-এর সহিত অপকর্মের অভিযোগ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) অবগত হন। তখন তিনি 'আলী (রা)-কে লোকটির গর্দান উড়াইয়া দেওয়ার জন্য পাঠাইলেন। অতঃপর 'আলী (রা) লোকটির নিকট আসিয়া দেখিলেন তাহার পুরুষাঙ্গ কর্তিত। ফলে শাস্তি দান হইতে তিনি বিরত থাকেন এবং ফিরিয়া গিয়া বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (স)-কে অবহিত করেন। তিনি 'আলীর সিদ্ধান্তকে পছন্দ করিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে, তিনি আরো বলিয়াছেন, উপস্থিত ব্যক্তি এমন অনেক কিছু দেখে যাহা অনুপস্থিতরা দেখে না" (সূত্রঃ তাক'লীদ ওয়া ইজতিহাদ, পৃ. ১৫-১৬ মুসলিম-এর বরাতে)।

হযরত থানবী (র) বলেন, বর্ণিত হ'াদীছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুস্পষ্ট আদেশ রহিয়াছে। এই আদেশের মধ্যে কোন 'ইল্লাত বা কারণ ব্যাখ্যা করা হয় নাই সুস্পষ্ট আদেশ, আদেশটি বাহ্যিকভাবে মুত'লাক', অথচ হযরত আলী (রা) ইহাকে মুত'লাক' মনে করেন নাই, বরং معلل মনে

করিয়াছেন। অতঃপর যেহেতু বাস্তবে সেই 'ইল্লাত বিদ্যমান নাই সেহেতু নির্দেশ অনুসারে গর্দান উড়ানোর কাজ হইতে বিরত রহিলেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুজতাহিদের জন্য হ'াদীছকে এইভাবে معلل মনে করিবার সুযোগ রহিয়াছে। অতঃপর হযরত 'আলী-এর এই সিদ্ধান্তকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুমোদন বরং পছন্দ করা প্রমাণ করে যে, এইভাবে معلل গণ্য করিয়া আমল করা সম্পূর্ণ জায়েয। অনুরূপভাবে একই নস-এর মধ্যে যদি সম্ভাব্য একাধিক অর্থ গ্রহণের সুযোগ থাকে, তখন ইজতিহাদ দ্বারা ঐ অর্থসমূহের কোন একটিকে নির্ধারণ করিয়া আমল করা বৈধ। সাহাবীগণ এইরূপ আমল করিয়াছেন। এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) কোন আপত্তি করেন নাই। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হ'াদীছে রহিয়াছে ঃ

عن ابن عمر قال قال النبى ﷺ يوم الاحزاب لا يصلين احد العصر الا فى بنى قريظة فادرك بعضهم العصر فى الطريق فقال بعضهم لا نصلى حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلى لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبى # فلم يعنق واحدا منهما اخرجه البخارى.

"আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা) বলেন, আহ্‌যাব যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে বলিলেন, তোমরা সকলে আসরের সালাত অবশ্যই বনূ কুরায়জায় পৌঁছিয়া আদায় করিবে। তাহারা বনূ কুরায়জায় পৌঁছিবার পূর্বেই পথে আসরের ওয়াক্ত হইয়া যায়। তখন কয়েকজন বলিলেন, আমরা সেখানে পৌঁছিবার পূর্বে আসরের সালাত আদায় করিতে পারি না। অন্যরা বলিলেন, না, বরং আমরা সালাত আদায় করিয়া লই। এই আদেশের মধ্যে রাসূল (সা)-এর উদ্দেশ্য উহা নহে। অতঃপর ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট পেশ করা হইলে তিনি কোন দলকেই তিরস্কার করেন নাই" (সহীহ বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৯১)।

য়ূসুফ লুধিয়ানবী (র) বলেন, সাহাবীদের এই দলটি দেখিলেন, এখনো তাঁহারা বনূ কুরায়জায় পৌঁছিতে সক্ষম হন নাই, অথচ সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় তাঁহারা পরামর্শ করেন। তখন মতের ভিন্নতা ঘটে। কয়েকজন সাহাবী হ'াদীছের বাহ্যিক আদেশকে যথার্থ আমলের লক্ষ্যে সূর্য অস্তমিত হইবার পরে বনূ কুরায়জায় পৌঁছিয়া আসরের সালাত আদায় করেন। আর অপর কয়েকজন রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদেশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবনপূর্বক সালাত কাযা করাকে পছন্দ করেন নাই, বরং পথিমধ্যে সূর্য অস্তমিত হইবার পূর্বেই সালাত আদায় করিয়া লন এবং দ্রুত বনূ কুরায়জার দিকে যাইতে থাকেন (ইখতিলাফে উম্মাত আওর সিরাতে মুস্তাকীম, ১খ., পৃ. ৮)।

হযরত থানবী (র) বলেন, উপরিউক্ত হ'াদীছে বর্ণিত আদেশের মধ্যে উভয় অর্থ গ্রহণেরই অবকাশ রহিয়াছে। সাহাবীগণ স্বীয় ইজতিহাদ দ্বারা অর্থদ্বয়ের কোন একটিকে নির্ধারণ করিয়া আমল করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) আপত্তি না করিয়া উভয়কেই অনুমোদন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুজতাহিদের জন্য ইজতিহাদ দ্বারা এইভাবে অর্থ নির্ধারণ করা জায়েয (তাকলীদ ওয়া ইজতিহাদ, পৃ. ১৫)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা ও আদেশ মান্য করিবার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের চাইতে অধিক অনুসারী অন্য কাহাকেও বলা যায় না। তাঁহারা মুজতাহিদ ছিলেন। তাঁহাদের কোন কোন অভিমত বাহ্যিক হ'াদীছের বিপরীত বলিয়াও দেখা যাইত। এতদসত্ত্বেও ইজতিহাদের দরুন কেহ তাঁহাদেরকে হ'াদীছের বিরুদ্ধাচরণকারী কিংবা বিপরীত পক্ষাবলম্বনকারী বলিয়া অভিহিত করেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়, ইজতিহাদের উপর আমল করা হ'াদীছের বিরুদ্ধাচরণ নহে। একটি হাদীছে রহিয়াছে ঃ

عن ابن عباس انه قال ليس التحصيب بشئى انه منزل نزله رسول الله ﷺ.

"হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন, হ'জ্জের সময় محصب নামক স্থানে অবতরণ করা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নহে। ইহা একটি অবতরণ স্থান। রাসূল (সা) এইখানে অবতরণ করিয়াছেন", (সুনান তিরমিযী, ১খ., পৃ. ১৮৫)।

যেই কাজ রাসূলুল্লাহ (স) করিয়াছেন উহা সুন্নাত হওয়াই স্বাভাবিক। হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা) এই অবতরণকে সুন্নাত বলিয়া প্রচারও করিতেন। এতদসত্ত্বেও এই কাজটি সম্পর্কে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) ইজতিহাদের ভিত্তিতে বলিয়াছেন যে, ইহা অনুরূপ বিষয় নহে। রাসূলুল্লাহ (স) ঘটনাক্রমে সেখানে অবতরণ করিয়াছেন, সুন্নাত হিসাবে অবতরণ করেন নাই। ইহা হইতে বোঝা যায়, সাহাবীগণ ইজতিহাদকে কখনো হ'াদীছের বিপরীত মনে করিতেন না।

ইজতিহাদের জন্য শারী'আতে যে অনুমতি রহিয়াছে উহা যথার্থ যোগ্যতার শর্তে শর্তযুক্ত। সুতরাং যে কোন লোকের জন্য ইজতিহাদের অনুমতি নাই। যথার্থ 'ইলম ও আমল ব্যতিরেকে ইজতিহাদ করা কিংবা ফাত্ওয়া প্রদান করা গুনাহ কবীরা। হ'াদীছে আছে ঃ

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ ان الله لا يقبض العلم انتزاعا فينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا متفق عليه.

"হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ 'ইলম ও জ্ঞানকে বান্দাদের অন্তর হইতে হঠাৎ করিয়া উঠাইয়া নিবেন না, বরং 'ইলমকে তিনি উঠাইয়া নিবেন 'আলিমদেরকে উঠাইয়া নেওয়ার মাধ্যমে। এইভাবে ধীরে ধীরে এক সময় যখন দুনিয়ায় কোন 'আলিম থাকিবে না, তখন লোকেরা মূর্খ অজ্ঞ লোকদেরকে নেতা হিসাবে বরণ করিয়া নিবে এবং তাহাদের নিকট ফাতওয়া চাহিবে। মূর্খরা জ্ঞানবিহীন ফাতওয়া দিয়া নিজেরা পথভ্রষ্ট হইবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করিবে (সূত্র মিশকাতু'ল-মাসাবীহ', ১খ., পৃ. ৩৩)।

উপরিউক্ত হ'াদীছ হইতে প্রতীয়মান হয়, ফাতওয়া প্রদানের জন্য পূর্বশর্ত হইল 'ইলম ও জ্ঞান। 'ইলমবিহীন ফাতওয়া প্রদান করা ভয়ানক বিভ্রান্তি। অন্য হ'াদীছে আরো স্পষ্ট বলা হইয়াছে ঃ

عن ابى هريرة قال قال رسول الله(ص)من افتى بغير علم كان إثمه على من افتاه ابو داؤد.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি না জানিয়া কোন বিষয়ে ফাতওয়া দিবে সেই বিষয়ের সকল গুনাহ ফাতওয়া

প্রদানকারী ব্যক্তির উপর বর্তাইবে (সূত্র ঃ মিশকাতু'ল-মাসাবীহ', ১খ., পৃ. ৩৫)।

হযরত 'আদী ইব্ন হাতিম (রা) ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী এবং আরবী ভাষায় পারদর্শী। এতদসত্ত্বেও পবিত্র কু'রআনের অর্থ নিরূপণে তাঁহার ইজতিহাদ যথার্থ হয় নাই। তাই রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার ইজতিহাদ প্রত্যাখ্যান করেন। ইজতিহাদ বিষয়টি আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ। এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীছটি উল্লেখযোগ্য ঃ

عن ابى جحيفة قال قلت لعلى يا امير المؤمنين هل عندكم من سوداء فى بيضاء ليس فى كتاب الله عز وجل قال لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته الا فهما يعطيه الله رجلا فى القران اخرجه البخارى والترمذى.

"আবূ জুহায়ফা (রা) বলেন, আমি 'আলী (রা)-কে বলিলাম, আপনার নিকট এমন কোন বিষয় কি লিখিত আছে যাহা কিতাবুল্লাহর মধ্যে নাই। তিনি জবাব দিলেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি বীজকে চারা গাছে পরিণত করেন এবং জীবনকে সৃষ্টি করেন। আমার কাছে সেই ধরনের কোন 'ইল্ম নাই। তবে যাহা আছে তাহা হইল সেই বিশেষ উপলব্ধি ক্ষমতা যাহা মহান আল্লাহ কোন মানুষকে পবিত্র কু'রআন উপলব্ধির জন্য দান করিয়া থাকেন" (সূত্র তাক'লীদ ওয়া ইজতিহাদ, পৃ. ২৭)।

ইজতিহাদের দ্বার বন্ধ না অবারিত এই প্রসঙ্গে ড. 'আবদু'ল-কারীম যায়দান বলেন, ইজতিহাদ কোন স্থান বা কালের সহিত শর্তযুক্ত নহে, বরং যে কোন সময় যে কোন স্থানে ইজতিহাদের এই যোগ্যতা কাহারো মধ্যে পাওয়া গেলে তিনি যে কোন দেশ বা যে কোন যুগের বাসিন্দা হউন না কেন, তাহার জন্য ইজতিহাদের অনুমতি রহিয়াছে। কেননা উহা আল্লাহর এক মহাঅনুগ্রহ। আর তাঁহার অনুগ্রহ প্রশস্ত, পরবর্তী অপেক্ষা পূর্ববর্তীদের সহিত সীমাবদ্ধ নহে। এতদ্ব্যতীত 'আলিমগণ সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মুজতাহিদশূন্য কোন যুগ অতিবাহিত হইবে না। পক্ষান্তরে যাহারা মনে করেন ইজতিহাদের দ্বার বন্ধ, কাহারও পক্ষে এই যুগে ইজতিহাদ করা সম্ভব নহে, প্রকৃতপক্ষে এই ধারণাটি সঠিক নহে। সুতরাং ইজতিহাদের দ্বার বন্ধ করা হয় নাই। কারণ ইজতিহাদ মূলত জ্ঞানচর্চার সর্বোচ্চ শিখরকে বলা হয়। পবিত্র কু'রআনে যেখানে أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا, "তবে কি তাহারা কু'রআন সম্বন্ধে মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না, না তাহাদের হৃদয় তালাবদ্ধ" (৪৭ঃ২৪) বলিয়া নুসূসে কু'রআনের উপর গবেষণা অব্যাহত রাখিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং এই জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, "প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া দাও" (২০ ঃ ১১৪) দু'আ শিখাইয়া উৎসাহিত করা হইয়াছে, সেখানে ইজতিহাদ নিষিদ্ধ করিবার প্রশ্নই উঠে না। ইহা ছাড়া ইজতিহাদের জন্য যেই সকল হাদীছে অনুমতি কিংবা সমর্থন দেওয়া হইয়াছে সেখানেও কোন স্থান বা কালের সহিত শর্তযুক্ত করা হয় নাই (আল-ওয়াজীয, পৃ. ৪০৭)।

ইজতিহাদ একটি সম্ভাব্য বিষয়, এইখানে যৌক্তিকভাবে কোনই অসম্ভাব্যতা নাই। তবে সকল সম্ভাব্য বিষয়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা জরুরী নহে। এমন অনেক সম্ভাব্য বিষয় আছে যাহার কোন বাস্তব একক নাই। হিজরী তৃতীয় শতকের পর হইতে আজ পর্যন্ত মুসলিম সমাজে মুজতাহিদে মুত'লাক' পাওয়া যাওয়ার বিষয়টি কি তদ্রূপ। কারণ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন মুজতাহিদে মুত'লাক' জন্ম নেওয়া আদৌ কোন অসম্ভব বিষয় ছিল না। কিন্তু বাস্তব ইতিহাসে দেখা যাইতেছে যে, কোন মুজতাহিদে মুত'লাক জন্ম নেন নাই। হযরত থানবী (র) বলেন, এই সময়ের মধ্যে ইজতিহাদ করিবার উপযুক্ত যোগ্যতা পাওয়া যাওয়ার যুক্তি কিংবা শারী'আতে কোন দিক হইতেই অসম্ভব কিংবা নিষিদ্ধ ছিল না, এতদসত্ত্বেও দীর্ঘকাল চলিয়া যাইতেছে, অথচ কাহারো মধ্যে বাস্তবে সেই যোগ্যতা দেখা যাইতেছে না।

অধিকন্তু এই সময়ের মধ্যে উম্মাতের যাঁহারা জ্ঞান-গবেষণায় উচ্চতর মেধাবী ও প্রতিভাধর বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন, যেমন ইমাম ত'াহাবী, ইমাম দারা কু'তনী, ইমাম হ'াকেম, 'আল্লামা ইবনু'ল-হুমাম, বদরুদ্দীন 'আয়নী, ইব্ন হ'াজার 'আসক'ালানী, ইমাম সুয়ূতী, ইব্নু'ল-ক'ায়্যিম, শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) প্রমুখ নিজেরা ইজতিহাদ করিবার উপযুক্ত হইয়াও তাক'লীদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পর্যাপ্ত যোগ্যতার অধিকারী হইয়াও নিজেদেরকে মুজতাহিদ বলিয়া দাবি করেন নাই। ইহা ছাড়া এই দীর্ঘ সময়ে উম্মাত এমন কোন জটিল অবস্থার সম্মুখীন হয় নাই যেই অবস্থায় বলা যাইত যে, পুরাতন ফিক'হ অচল হইয়া গিয়াছে, নূতন ফিক'হ রচনা আবশ্যক। কারণ ইতোপূর্বে মুজতাহিদগণ যেইসব মাসাইল উদ্ভাবন কিংবা সূত্র স্থাপন করিয়াছেন নূতন সমস্যাবলী সমাধানের জন্য ঐ ফিক'হ-এর ঐ মাসআলাগুলিকে সকলে যথেষ্ট মনে করিয়াছেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ পছন্দ মাফিক এক এক ইমামের অনুসরণ করিয়াছেন। এইভাবে নূতন ফিক'হ রচনার প্রয়োজনও দেখা দেয় নাই। তাই কেহ সেই দিকে অগ্রসরও হয় নাই। মুসলমানদের দীর্ঘকালের এই ইতিহাস প্রমাণ করে যে, যখন ইজতিহাদ ফিদ্দীনের প্রয়োজন ছিল তখন অনেকেই ইজতিহাদ করিয়াছেন, যখন প্রয়োজন হয় নাই তখন কেহ সেদিকে অগ্রসর হয় নাই বিধায় ইজতিহাদ আপনা আপনিই বন্ধ হইয়া আছে।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, ইজতিহাদের দ্বার বন্ধ এই বাক্যের অর্থ বন্ধ করা হইয়াছে বা কেহ ঘোষণা দিয়া বা ফরমান জারী করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন তাহা নহে, বরং অর্থ হইল ইহা প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টি হইয়াছে। আবার প্রয়োজন ফুরাইয়া যাইবার পর আপনা আপনি বন্ধ রহিয়াছে। 'আলিমগণ বলেন, ইহা একটি কুদরতী ফয়সালাও বটে। মহান আল্লাহ ইহা স্থগিত রাখিতে চাহিয়াছেন বলিয়া স্থগিত হইয়া গিয়াছে। যদি স্থগিত না হইত, তাহা হইলে উম্মাতের জন্য ভয়াবহ বিপদের কারণ হইত। হযরত থানবী (র) বলেন, ইহার কারণ স্পষ্ট যে, বর্তমান কালে মানুষের মনে সেই তাক'ওয়া, সাবধানতা ও আমানতদারী নাই। সহজেই কুপ্রবৃত্তির ফাঁদে পড়িয়া যায়। এমতাবস্থায় যদি ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেকেই দীনকে নিজ নিজ প্রবৃত্তির চাহিদার আলোকে পুনর্বিন্যাস করিয়া খেলনায় পরিণত করিয়া দিত। কোন বিভ্রান্তি যেন দীনকে এমন তামাশায় পরিণত করিবার সুযোগ না পায়, সেইজন্য আলিমগণ ইজতিহাদের দ্বার বন্ধ এই কথাটি ভালভাবে প্রচার করিয়া থাকেন (তাক'লীদ ওয়া ইজতিহাদ, পৃ. ৬৪)।

ইজতিহাদের দ্বার বন্ধ এই কথাটি প্রচারের একটি বাস্তব কারণ উল্লেখ করিয়া মুফতী মুহ'াম্মাদ শাফী' (র) বলেন, মাযহাবী ইখতিলাফের সুযোগে খাহেশ পূজারীরা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুকূলে যেই ইমামের যে অভিমত

ভাল লাগিত সেইগুলিকে একত্র করিয়া স্বীয় নামে ভিন্ন এক মাযহাবের রূপ দান করিতে শুরু করে। ফলে পুরা দীন খাহেশ পূজার উপকরণে পরিণত হওয়ার তীব্র আশংকা দেখা দেয় বিধায় উম্মাতের হিতাকাঙ্ক্ষী তৎকালীন ‘আলিমগণ মানুষকে বিনা প্রয়োজনে ইজতিহাদের দিকে না নিয়া তাকলীদের আওতায় আবদ্ধ রাখা উত্তম মনে করেন। আর এই অভিমতের উপরই ইজমা গড়িয়া উঠে (জাওয়াহিরু’ল-ফিক্‌হ, ১খ., পৃ. ১২৬)।

এইখানে আরো উল্লেখ্য যে, ইজতিহাদের বিভিন্ন ত’াবাক’া ও শ্রেণী রহিয়াছে। ইজতিহাদ বন্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য, যেই ইজতিহাদ দ্বারা গোটা দীনের উপর নূতন ফিক্‌হ ও নূতন উসূ’ল রচনা করা হয়, যাহাকে পরিভাষায় ইজতিহাদ ফি’দ-দীন কিংবা ইজতিহাদ ফি’শ-শারী‘আহ কিংবা ইজতিহাদে মুত’লাক’ বলা হয় উহা বন্ধ। ইহা ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর ইজতিহাদ করিবার জন্য পূর্ব যুগে যেমন অনুমতি ছিল, বর্তমানেও তেমনই যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদের জন্য অনুমতি রহিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, ইজতিহাদে মুত’লাক’ নির্ধারিত যুগের সহিত সম্পর্কিত। কিন্তু তাক’লীদ কোন যুগ বা কালের সহিত সম্পর্কিত নহে। তাই ইজতিহাদে মুত’লাকে’র যুগ শেষ হইয়া গেলে তাক’লীদের যুগ খতম হয় নাই আর কখনও হইবেও না। কারণ তাক’লীদের সম্পর্ক ইজতিহাদ পদ্ধতির সহিত নহে বরং ইজতিহাদ দ্বারা সূচিত ও গঠিত বিষয়ের সহিত। ইজতিহাদ শেষ হইয়া যায় কিন্তু উহার ফসল বিদ্যমান থাকে। কাজেই ইজতিহাদে মুত’লাক’ শেষ হওয়ার কারণে তাক’লীদও শেষ হইয়া গিয়াছে এমন কথা বলার সুযোগ নাই (ইজতিহাদ আওর তাক’লীদ, পৃ. ৬৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম; (২) ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারী, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, ২খ., তা. বি.; (৩) ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, আশরাফী বুখ ডিপো, দেওবন্দ, ২খ. তা. বি.; (৪) মাওলানা ক’ারী মুহ’াম্মাদ ত’ায়্যিব (র), ইজতিহাদ আওর তাক’লীদ, দারুল কিতাব, দেওবন্দ ১৯৮৯ খৃ.; (৫) ‘আল্লামা যারকাশী, আল-বাহরু’ল-মুহীত ফী উসূলি’ল-ফিক্‌হ, দারুস সাফা, কায়রো, ২য়, সংস্করণ, ১৯৯২/১৪১৩, ৬ষ্ঠ খ.; (৬) মুহাম্মাদ তাকী আল-হ’াকীম, আল-উসূলু’ল-আম্মাহ লিল-ফিকহিল মুকারিন, মুআসসাসাতু আহলি’ল-বায়ত, ২য় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৭৯ খৃ.; (৭) ইব্‌ন কু’দামা, রাওযাতু’ন-নাদির ওয়া জুন্নাতু’ল-মানাজির, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৪/১৪১৪; (৮) ড. ‘উমার সুলায়মান আল-আশকার, তারীখু’ল-ফিক্‌হি’ল-ইসলামী, মাকতাবাতু’ল-ফালাহ, কুয়েত, ১ম সংস্করণ, ১৯৮২/১৪০২; (৯) মাওলানা শাহ মুহ’াম্মাদ জা’ফার, ইজতিহাদী মাসায়িল, ইদারায়ে ছাকাফাতে ইসলামিয়া, ১ম সংস্করণ, মে ১৯৫৯ খৃ.; (১০) ড. আহ’মাদ ‘আলী ত’াহা রায়্যান, দ’াওয়াবিতু’ল-ইজতিহাদ ওয়াল-ফাতওয়া, দারুর ওয়াফা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৫/১৪১৫; (১১) ইসমা‘ঈল ইব্‌ন আহমাদ জাওহারী, আস-সিহাহ, দারুল কুতুব আল-আরাবী, মিসর, তা. বি., ১খ.; (১২) ইমাম গ’াযালী, আল-মুসতাস’ফা, মিসর ১৩৫৬ হি., ২খ.; (১৩) মুহ’াম্মাদ বাহরু’ল-উলূম, আল-ইজতিহাদ উসূলুহু ওয়া আহকামুহ, দারুয যাহরা, বৈরূত, ১ম সংস্করণ ১৯৭৭/১৩৯৭; (১৪) মুহ’াম্মাদ আলী আশ-শাতকানী, ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকীক’ ইলমি’ল-উসূ’ল, তাহকীক আবূ মুস’আব মুহ’াম্মাদ সাঈদ আল-বাদরী, মুআসসাতু’ল-কুতুব আছ-ছাক’াফিয়াহ, বৈরূত, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৩/১৪১৪; (১৫) ড. ‘আবদু’ল-কারীম যায়দান, আল-ওয়াজীয ফী উসূলি’ল-ফিক্‌হ, রিসালাহ পাবলিশার্স, বৈরূত, ৭ম সংস্করণ ২০০১/১৪২২; (১৬) আবূ ইসহাক আশ-শাতবী, আল-মুওয়াফাক’াত, দারুল মারিফা, বৈরূত, তা. বি., ৪খ.; (১৭) আবূ’ল-ফাতহ’ মুহ’াম্মাদ শাহরাস্তানী, আল-মিলাল ওয়া’ন-নিহাল, তালীক, আহ’মাদ ফাহমী মুহ’াম্মাদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, তা. বি., ১খ.; (১৮) মুফতী মুহ’াম্মাদ শাফী‘ (র), জাওয়াহিরু’ল-ফিকহ, মাকতাবা দারুল উলুম, করাচী ১৯৯৯/১৪১৯, ১খ.; (১৯) মোল্লা জীয়ূন (র), নূরু’ল-আনওয়ার, মাকতাবা থানাবী, দেওবন্দ, তা. বি.; (২০) মাওলানা মুহাম্মাদ সারফরায খান, আল-কালামু’ল-মুফীদ ফী ইছবাতি’ত-তাক’লীদ, কাসেমী কুতুবখানা, দিল্লী তা. বি., (২১) ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন স’ালিহ আল-ফাওযান, শারহু’ল-ওয়ারাক’াত ফী উসূলি’ল-ফিক্‌হ, দারুল মুসলিম, গিয়াছ, ৪র্থ, সংস্করণ ১৯৯৭/১৪১৮; (২২) শায়খ মুহাম্মাদ আল-খিদ’রী, উসূলু’ল-ফিক্‌হ, দারুল হাদীছ, কায়রো, তা. বি.; (২৩) ড. ওয়াহবা আয-যুহায়লী, আল-ফিক্‌হু’ল-ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, দারুল ফিক্‌র দামিশক, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯৭/১৪১৮, ১খ.; (২৪) ইমাম আবূ দাঊদ, সুনান আবূ দাঊদ, আশরাফী বুক ডিপো, তা. বি., ১খ.; (২৫) ইমাম তিরমিযী, জামে তিরমিযী, মারয়াম জামীল ফাউন্ডেশন, বোম্বাই ১৯৯৫ খৃ., ১খ.; (২৬) শায়খ ওয়ালীউদ্দীন মিশকাতুল মাসাবীহ, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ঢাকা, তা. বি., ১খ.; (২৭) ইলামু’ল-মু’আক্কি‘ঈন, ইব্‌নুল ক’ায়্যিম আল-জাওযী, মাতবাআ মুনীর, কায়রো; (২৮) মাওলানা আবদুস সালাম নাদাবী, উসওয়ায়ে সাহাবা, মাকতাবা আরেফীন, করাচী, ১৯৭৬ খৃ., ২খ; (২৯) ইমাম নাসায়ী, সুনান নাসায়ী, মুখতার এন্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, তা. বি., ১খ.; (৩০) হযরত থানবী (র), তাক’লীদ ওয়া ইজতিহাদ, কুতুবখানা রশীদিয়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, তা. বি.; (৩১) ইখতিলাফে উম্মাত আওর সি’রাতে মুস্তাকী’ম, তাজ পাবলিকেশন্স হাউয, দেওবন্দ ১৯৯০ খৃ., ১খ.।

মুহাম্মাদ জাবির হোসাইন

ইজমা‘ (إجماع) ঃ সনাতন মতবাদ অনুযায়ী ইসলামী শারী‘আতের চারটি মূল উৎসের মধ্যে তৃতীয় এবং কার্যত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস (দ্র. উসূল)। ইজমা শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন ব্যাপারে একমত হওয়া। তত্ত্বগতভাবে ইহা হইল আল্লাহ্‌র আরোপিত কোন বিধান (হুকুম) সম্পর্কে উম্মাতের সর্বসম্মত ঐকমত্য। পারিভাষিক অর্থে ইজমা বলিতে যে কোন যুগের স্বীকৃত মুজ্‌তাহিদগণের সর্বসম্মত ঐকমত্যকেই বুঝায় (দ্র. ইজ্‌তিহাদ)।

বিষয়টির বিবরণ ঃ সুনির্ধারিত পন্থায় কোন “হুকুম”-এর বৈধতা প্রমাণের জন্য আইনের উৎস হিসাবে ইজমার ধারণাটি ছিল (W. M. Watt, Islam and the Integration of Society, লন্ডন ১৯৬১ খৃ., পৃ. ২০৩) আল-কুরআন প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (স) সমর্থিত কোন সত্যকে চিরস্থায়ী করিবার প্রয়োজনীয়তার ফলশ্রুতি। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জীবদ্দশায় বিধান সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনিই ছিলেন “প্রমাণ” (দ্র. হুজ্জা) এবং বরাতের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁহার ইনতিকালের পর নূতন উদ্ভূত সমস্যাসমূহের কোন কোনটির সমাধানের ব্যাপারে মু’মনদের মতভেদ হয়। ইসলামের ব্যাপক প্রসারের ফলে কালক্রমে বহু নূতন সমস্যা, পরিস্থিতি ও বিভিন্ন দলের উদ্ভব হইলে এইসব সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে একটি অবশ্য পালনীয় নীতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতে থাকে। “উসূলু’ল-ফিক্‌হ”-এর উদ্ভব ও সম্প্রসারণের সাথে সাথে অর্থাৎ ২য়/৮ম শতাব্দীতে এই নীতির তত্ত্বগত রূপ চূড়ান্ত হয় এবং আইনের উৎস হিসাবে ইজমার “হুজ্জিয়্যাত” বৈধ প্রামাণিকতা স্বীকৃত হয়।

খারিজীগণ (আল-বাগদাদী, উসূল, পৃ. ১৯ ও আন-নাজ্জাম, ঐ, পৃ. ১৯-২০) কর্তৃক অস্বীকৃত এই বৈধতা "উসূলু'ল ফিক্‌হ" সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ নিবন্ধাদির দীর্ঘ আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। হানাফী ইজ্‌মা'য় উম্মাতের ঐকমত্য সকল যুগের সকল মু'মিনগণ পর্যন্ত প্রসারিত, আল-"ইব্‌ন হায্‌ম"-এর ইজ্‌মায় ইহা কেবল রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর সাহাবীগণের মধ্যে সীমিত। তবে উভয় ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছেঃ ইজ্‌মায় হুজ্জিয়াত (প্রামাণিকতা) নির্ভর করে আল-কুরআনের একটি আয়াত অথবা একটি হাদীছের উপর। এই প্রক্রিয়া পরিষ্কারভাবে ইসলামী আইনশাস্ত্রে ইজ্‌মার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে।

তর্কশাস্ত্রের তুলনায় নীতিশাস্ত্রের প্রতি অধিকতর ঝোঁকবিশিষ্ট মু'তাযিলী যুক্তিবাদে ইজ্‌মা হইল নৈতিক কর্তব্যের আলোকে ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের প্রয়োজন।

'আবদু'ল-জাব্বার কর্তৃক বারবার ব্যক্ত (মুগনী, ১২, ৩৭৮ ও স্থা.; শারহ ৪৫ ও স্থা.; ইব্‌ন মাত্তাওয়ায়হ, মুহীত, ১৭ প.; আবু'ল-হুসায়ন, মু'তামাদ, ২খ., ৪৬০) যুক্তির প্রাধান্য (আল-'আক্‌ল কাব্‌লাস্‌-সাম') বাস্তবে সর্বোত্তম (আল-আসলাহ)-এর নীতি দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাঁহার ধারণায় (আল-আস্‌লাহে'র)-এর নীতি, এমনকি আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করিতে পারে। ইজ্‌মা'র ক্ষেত্রে যুক্তিবাদ কঠোর ধর্মীয় আনুগত্যবাদের জন্য পথ করিয়া দিতে বাধ্য ছিল। কেননা "একজন ব্যক্তি তাঁহার কথা ও কাজে সর্বদা নির্ভুল থাকিবে" যুক্তিবাদ যেমন এইরূপ নিশ্চয়তা প্রদান করিতে পারে না, তদ্রূপ একদল লোকের নির্দোষিতাও ('ইসমাত) ইহা প্রমাণ করিতে সক্ষম নহে। কাদী 'আবদু'ল-জাব্বার এইভাবে আন-নাজ্জামের আপত্তিসমূহ বিবেচনা করেন। এই আন-নাজ্জামের নাম অন্যত্র বহুবার উল্লিখিত হইলেও (মুগ্‌নী, ১৭, ৭২; ৯৫, ৩৬১, ৩৯২ ও স্থা.) ইজ্‌মা' সম্বন্ধে তাঁহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না (দ্র. মুগনী, ১৭, ১৫৮ এবং মু'তামাদ, ৪৫৮)। কাদী সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, "যুক্তি প্রক্রিয়া দ্বারা ইজ্‌মা'র আইনগত বৈধতা প্রমাণ করা অসম্ভব" (ফাআম্মা'ল-ইস্‌তিদলাল 'আলা সিহ্‌হাতিল-ইজ্‌মা' মিন জিহাতি'ল-'আক্‌ল ফাবা'ঈদ; মুগনী, ১৭, ১৯৯)। কেননা তিনি বলেন, "কোন বুদ্ধিভিত্তিক প্রমাণ (দলীল) ইহা প্রতিপাদন করিতে পারে না যে, কোন একটি দল তাহাদের কথায় ও কাজে সম্পূর্ণ নির্ভুল হয়; ঠিক যেমনভাবে ধর্মীয় আবশ্যিক কর্তব্যসমূহের (মুকাল্লাফাত) প্রতিটিও ইহা প্রমাণ করিতে পারে না; বস্তুত "এমন দুই ব্যক্তির মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই যাহাদের একজন যুক্তির সাহায্যে ইজ্‌মা'র আইনগত বৈধতা প্রতিপন্ন করেন (মান আওজাবা 'আক্‌লান) এবং অন্যজন মতভিন্নতার (divergence) প্রামাণিত মূল্য সাব্যস্ত করেন (মান আওজাবা কাওনা'ল-খিলাফি হুজজাতান) কিংবা প্রতিটি মুকাল্লাফের প্রতি প্রামাণিকতা আরোপ করিয়া থাকেন (মান জা'আলা কাওনা কুল্লি মুকাল্লাফিন হুজ্জাতান)।" এই অভিমত তাকলীদ সম্পর্কীয় অভিমত অপেক্ষাও অধিকতর ভ্রান্তিপূর্ণ যাহার অকার্যকারিতা (বুতলান) আমরা ইতিপূর্বে প্রমাণ করিয়াছি (দ্র. মুগনী, ১৭, ২০৬, ২১৬)। আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে, মু'তাযিলী অভিমত ইব্‌ন হায্‌ম ও তাঁহার দলের অভিমতের সহিত একেবারে মিলিয়া যায়। অধিকতর ভ্রান্তি ও অস্পষ্ট পন্থায় ইব্‌ন হায্‌মের শিষ্য আবু'ল-হুসায়ন একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। উসূলবিদগণ (উসূলিয়্যূন) কর্তৃক সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত আল-কুরআনের পাঁচটি দলীল এবং "আমার উম্মাত কোন ভুলের উপর কখনও একমত হইবে না" (মু'তামাদ, ৪৫৮-৭৬) এই বিশুদ্ধ হাদীছের দলীলটি পেশ করিবার পর (এইগুলিকে খণ্ডন করিবার উদ্দেশে) তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন। এই যুক্তিগুলি সাধারণ বুদ্ধিপ্রসূত বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহাদের একটি তর্কশাস্ত্রবিদগণের যুক্তির গতিধারাকে এক ভ্রমাত্মক পরিমণ্ডলের দিকে এবং অন্যটি এক Petitio Principii (প্রতিপাদ্যকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া)-এর দিকে পরিচালিত করে মাত্র (মু'তামাদ, ৪৭৬-৭)। এই দুইটি সঙ্কট এড়াইবার জন্য ইজ্‌মা'র ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল বিশ্বাসের ক্ষেত্রকে যুক্তির ক্ষেত্র হইতে পৃথক করা। কাদী আবদু'ল-জাব্বার ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং ইহার পন্থা নিরূপণ করিয়াছিলেন এবং আবু'ল-হুসায়ন ইহার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

আল-গাযালী (র) রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছ "আমার উম্মাত কোন ভুলের উপর কখনও একমত হইবে না"-এর উপর যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহার আলোকে হুজ্জিয়াতু'ল-ইজ্‌মা' সম্পর্কে মু'তাযিলী দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। আল-গাযালী (র) একটি ন্যায়শাস্ত্রীয় যুক্তির সাহায্যে এই হাদীছ সমর্থন করেন (মুস্‌তাস্‌ফা, ১খ, ১১০-২)। এরিস্টোটলের যুক্তিবিদ্যা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া আল-গাযালী (র) সুন্নাহ হইতে গৃহীত শাস্ত্রীয় যুক্তিটির ক্ষেত্রে ন্যায়শাস্ত্রের (Syllogism) যুক্তিধারার প্রয়োগ করেন, যাহাতে দুইটি প্রতিজ্ঞা হইতে স্বীকৃত একটি সিদ্ধান্ত থাকে। এতদসম্পর্কে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা হইল ইজ্‌মা' ও তাওয়াতুর (দ্র.)-এর মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ক, তাওয়াতুরের হুজ্জিয়াত হইল বস্তুনিষ্ঠ; কেননা ইহা হিস্‌সিয়াত সংক্রান্ত এবং হাদীছসমূহের সমমর্মিতা ও রাবীগণের ক্রমসূত্রতার বিশুদ্ধতার মধ্যে নিহিত। এই কারণেই উদাহরণত আল-গাযালীর মতে "হিস্‌সিয়াত" ও "আক্‌লিয়াত"-এর ন্যায় নির্ভরযোগ্য তাওয়াতুরও নিশ্চয়তা প্রদান করিয়া থাকে (আল-গাযালী, ইক্‌তিসাদ, পৃ. ১১২-৩)। এইভাবে ইজ্‌মা'র হুজ্জিয়াত অতিরিক্ত এক বিশ্বাস (তাস্‌দীক)-সহ ঐকমত্যের মধ্যে নিহিত। এই তাসদীক বৈষয়িকতার ঊর্ধ্বে এবং প্রত্যেক বিশ্বাসীর (মু'মিন) গভীর বিশ্বাসের সমান। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, আল-গাযালী (র)-এর নিকট ইজ্‌মা' "ধর্মীয় বিধানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস" (মুস্‌তাস্‌ফা, ১খ, ১১২; আল-আমিদী, ইহকাম, ১খ, ৩১৬)।

আধুনিক কালে 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাব খাল্লাফ বর্ণিত সনাতন ও রক্ষণশীল প্রবণতার অনুরূপ মুহাম্মাদ 'আবদুহ্‌-র সংস্কারবাদ হইতে (Hourani, ৩৯-৪৩) পাকিস্তানী কামাল ফারূকী কর্তৃক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একটি আধুনিকতম প্রবণতা ক্রমশ বিকাশ লাভ করিতেছে। কামাল ফারূকী তাঁহার সাম্প্রতিককালীন গ্রন্থে (Islamic Jurisprudence, করাচী ১৯৬২ খৃ.) সেইসব প্রমাণের তাত্ত্বিক সমস্যাটি পুনরায় পরীক্ষা করেন নাই যেগুলির উপর ইজ্‌মা'র বৈধতার ভিত্তি স্থাপিত। মুহাম্মাদ 'আবদুহুর ন্যায় তিনিও মনে করেন যে, সীমিত অর্থে হইলেও ধর্মগ্রন্থীয় প্রমাণসমূহ "উম্মাতের" ঐকমত্যের জন্য আইনগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে (Hourani, ৪৩)। এতদ্ব্যতীত তিনি ইজ্‌মা'র ধারণটিকে 'ইসমাত-এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ত্রুটির পরিণতিরূপে পুনর্বিবেচনা করিতে প্রয়াস পান। "উম্মাতের ইস্‌মাত (অভ্রান্ততা) খোদায়ী অভ্রান্ততা দ্বারা নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ" ইহা দেখাইতে গিয়া কামাল ফারূকী প্রথমটির আপেক্ষিক প্রকৃতি চিত্রিত করেন এবং আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন ও যেই সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতির মু'মিনও একটি অংশ, উহার জরুরী অবস্থায় ইজ্‌মা'র আইনগত বৈধতার ধারণটি প্রয়োগ করিতে সচেষ্ট হন।

ক্রমবিকাশ ঃ ইজমা'র মতবাদ বিকাশ লাভ করিলে মদীনা হইতে মু'মিনগণ অধিক সংখ্যায় চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন এবং মুসলিম বিশ্বের প্রসার ঘটিতে লাগিল, সমস্যার সমাধানও বিভিন্নমুখী হইতে লাগিল। "অনুকূল সমর্থন"-এর মতবাদটি ব্যাপকভাবে অনুশীলন করা হয় এবং একটি বিশেষ বাস্তব (de facto) ঐকমত্যের ধারণা ইজমার একটি তাত্ত্বিক সংজ্ঞা নিরূপণের পথ সুগম করে। বিভিন্ন মতবাদীদের সংজ্ঞা বিভিন্ন রূপ হইলেও এই ক্রমবিকাশে ভিন্নমত সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে কিতাবু ইখ্‌তিলাফি মালিক ওয়া'শ-শাফি'ঈ (কিতাবু'ল-উম্ম, ৭খ, ১৭৭-৮৩)-তে। ইমাম শাফি'ঈ (র) "মদীনার রীতি"র ধারণাটিরও অসম্পূর্ণ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া মদীনার ঐকমত্যের ধারণাকে বিতর্কের মধ্যে নিয়া আসেন। তিনি বিদ্যমান ঘটনা ও অবস্থার সমর্থক মালিকী ইজমা'র পরিবর্তে এমন একটি মৌল সত্যের সুদৃঢ় সমর্থনকে স্থাপিত করেন, যাহার উপর—যতদূর পর্যন্ত আইন সংশ্লিষ্ট ছিল—উম্মাতের সর্বসম্মত মতামতের অভ্রান্ততা নির্ভর করে। আইনভিত্তিক না হইলেও নীতিটি আইনের পরিভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইমাম শাফি'ঈর একমাত্র গ্রন্থ "আর-রিসালা"-কে মৌলিক আলোচনার মাধ্যমে বিকশিত চিন্তাধারার সারসংকলনরূপে বিবেচনা করা উচিত। ইহাই প্রাচীন ধর্মীয় আইনের বৈশিষ্ট্য, যাহা ছিল আবশ্যিক ও অপরিহার্যভাবে মৌখিক প্রেরণা ও সম্প্রচারের একটি মতবাদ (H. Laoust, in E.I.2, দ্র. আহমাদ ইব্‌ন হাম্বাল, ২৭৪ক)। আল-গাযালীর "মুস্‌তাসফা" অর্জিত প্রণালীবদ্ধতা ও নিয়মাদ্ধতার স্তরে উপনীত হইতে আমাদেরকে অবশ্যই এক লাফে তিন শতাব্দী কাল ডিঙ্গাইতে হইবে।

ইব্‌ন হায্‌ম-এর আল-ইহ্‌কাম ফী উসূলিল-আহ্‌কাম গ্রন্থটিতে আমরা উসূলু'ল-ফিক্‌হের উপরে এমন একটি রচনার মুখামুখী হই, যেখানে ইজমা' একটি আইনগত উৎস হিসাবে বিবেচিত তবে এই উৎসটির একটি ভিত্তি প্রয়োজন এবং উহাতে কতিপয় প্রয়োগগত সমস্যা রহিয়াছে যেগুলির সমাধান আবশ্যক। ইব্‌ন হায্‌মের মতে ইজমা' রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহাবীদের ইজমার মধ্যেই সীমিত। সাদৃশ্যপূর্ণ যুক্তির (কিয়াস) ব্যবহার প্রত্যাখ্যানকারী ও প্রমাণিত মূল উদ্ধৃতিসমূহের একচেটিয়া ব্যবহারের উপর জোর প্রদানকারী এই রীতি কেবল সেই ইজমা' অনুমোদন করিতে পারে যাহা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কোন কথা বা কাজ সম্পর্কে কোন প্রত্যাদিষ্ট উদ্ধৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে মনে হয় ইজমা' যেন কুরআন ও সুন্নাহ কর্তৃক পুনঃনিবিষ্ট। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইজমা' গঠন সম্পর্কিত প্রায়োগিক সমস্যাবলী অনেকটা কমিয়া যায়। সাহাবীদের ইজমা' পর্যন্ত পৌঁছিবার জন্য একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্রের প্রয়োজনীয়তা, ইহা গঠনকারীদের সমস্যাটি, যাহা এক যুগের লোকদের মধ্যে মতের বিভিন্নমুখিতার কারণে উদ্ভূত হয়—সমাধান করিয়া দেয়। "উলু'ল-আম্‌র" কথাটি, যাহা ইব্‌ন হায্‌ম প্রায়ই ব্যবহার করিয়াছেন, প্রমাণ করে যে, উমারা ও 'উলামার উচিত আমাদের উপর শুধু আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশিত কাজগুলি আরোপ করিয়া আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করা। পুরুষানুক্রমিক উত্তরাধিকারের সমস্যাটির এইভাবে নিষ্পত্তি হইয়া যায় এবং একইভাবে প্রতিটি যুগে গোটা উম্মতের মতামত যাচাই করিবার প্রয়োজনে উদ্ভূত জটিলতাও আর দেখা যায় না।

হানাফী আল-বাযদাবী (মৃ. ৪৮২/১০৮৯) ও আস্-সারাখ্‌সী (মৃ. ৪৯০/১০৯৬) জাহিরী ইজমা'র ভিত্তি "সাহাবীদের সাক্ষ্যের অগ্রগণ্যতার যুক্তি"-র দুর্বলতা প্রদর্শন করেন (আস্-সারাখ্‌সী, উসূল, ১খ, ৩১৩)। শেষোক্ত জনের মতে সাহাবীর প্রধান গুণ হইল, তিনি একজন মু'মিন। আল-বাযদাবীর মতে (উসূল, ৩খ, ১৮১), "উম্ম দ্বারা কেবল সেইসব লোককে বুঝা যায়, যাহারা ক্ষতিকর মতবাদসমূহ (আহ্‌ওয়া) ও নবপ্রবর্তিত প্রথাসমূহ (বিদা'আত) গ্রহণ করে নাই এবং উম্ম যদি ওহীর বিরতিকালে নিজেকে পাপের নিয়ন্ত্রণাধীন দেখিতে পাইত (অর্থাৎ ওহী নাযিল বন্ধ থাকিলে উম্ম পাপ করিতে বাধ্য হইত), তাহা হইলে সত্যের উপর উম্মতের স্থিতি নিশ্চিত করিতে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অসার প্রতিপন্ন হইত। অতএব ইহা জোর দিয়া বলা প্রয়োজন, "ইজমা'উ'ল-উম্মাহ আল্লাহ্‌র দয়ার মাধ্যমে নিঃসন্দেহে সত্যের (সাওয়াব) একটি উৎস এবং ইহার উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র দীনকে সংরক্ষণ করা।" এই ধর্মতত্ত্ববিদদের মতে ইজমা' ইহার নিজের মধ্য হইতেই স্বীয় বৈধতা প্রাপ্ত হয়। ইহাকে একটি স্বতন্ত্র আইনগত উৎস বলিয়া ধরা হইয়া থাকে (আস-সারাখ্‌সী, উসূল, ১খ, ২৯৫)।

আল-গাযালী (র)-এর উসতাদ ইমামু'ল-হারামায়ন-এর সংজ্ঞাটি অধিকতর সঙ্কীর্ণ। তাঁহার মতে শুধু ফাকীহ এই ব্যাপারে যথেষ্ট (কিতাবু'ল-ওয়ারাকাত)। তাঁহার শিষ্য আল-গাযালী (র) ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়া বলেন, ইজমা' হইল, বিশেষ করিয়া সকল ধর্মীয় প্রশ্নসমূহে (মাসাইল দীনিয়্যা) হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মতের ঐকমত্য (মুস্‌তাস্‌ফা, ১খ, ১১৫)। এই উম্মতের দুইটি শ্রেণীকে অবশ্যই পৃথক করিতে হইবে ঃ প্রথমত, যাঁহারা নিশ্চিতভাবে ইজমা'র সহিত সংশ্লিষ্ট (আল-ওয়াদিহ্ ফি'ল-ইছবাত; মুস্‌তাস্‌ফা, ১খ, ১১৫)। অর্থাৎ প্রত্যেক মুজতাহিদ, যাঁহার আইনগত রায় সিদ্ধ বলিয়া ধরা হয় (আহলু'ল-হাল্ল ওয়া'ল-'আক্‌দ) এবং দ্বিতীয়ত যাহাদের মন্তব্য অবশ্যই গৃহীত হয় নাই (আল-ওয়াদিহ্ ফি'ন-নায়ফ) অর্থাৎ শিশু, যাহারা এখনও পরিণত বুদ্ধির (তাম্‌য়ীয) বয়সে উপনীত হয় নাই, মাতৃগর্ভস্থিত সন্তান আর উন্মাদ। এই দুই সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর মাঝখানে একটি মধ্যবর্তী অনিশ্চয়তার অঞ্চল রহিয়াছে, যে বিষয়ে নানা রকম সমস্যা দেখা দিয়া থাকে; সাধারণ মু'মিন (আল-'আম্মী আল-মুকাল্লাফ); নূতন প্রথার প্রবর্তক, "যে ইজমা'র বিপরীত একটি অবস্থান গ্রহণ করিয়া থাকে"; "অনুসারীবৃন্দ" (তাবি'ঊন) [দ্র.]; সাহাবীগণের তরুণতর সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ ও যাহারা তাঁহাদের বিরোধী এবং ইজমা' গঠনকারী সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরোধিতাকারী সংখ্যালঘু শ্রেণীসমূহের ভূমিকার প্রশ্ন।

পেশকৃত সব সমাধান হইতে একটি নিয়মিত সুন্নী মত বাহির করা সম্ভব। তাহা এই যে, ইজমা' সাধারণভাবে সকল মু'মিনের ঐকমত্য, বিশেষভাবে সেইসব যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির ঐকমত্য, যাঁহাদের উপর আইন সংক্রান্ত বিষয়দি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে।

পদ্ধতি ঃ ইজমা সংগঠনকারীদের প্রশ্নটি মীমাংসার পর প্রশ্ন হইতে পারে কোন্ প্রণালী ও পদ্ধতি অবলম্বনে তাঁহারা ঐকমত্যে উপনীত হন? এই ঐকমত্য কথা অথবা কাজের মাধ্যমে গঠিত হইতে পারে। তেমনই ইহা স্পষ্টভাবে ঘোষিত হইতে পারে—আবার মৌনও থাকিতে পারে। "ঐচ্ছিক" (রুখ্‌সা) ও বাধ্যতামূলক বিধান (আযীমা) [দ্র.]-এর মধ্যে পার্থক্যকারী হানাফীগণ মৌন ইজমাকে শুধু "ঐচ্ছিক" বিষয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু কোন বাধ্যতামূলক বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সুস্পষ্টভাবে বাক্য অথবা কর্ম দ্বারা ব্যক্ত ইজমা'র প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে কেবল হানাফী ফকীহগণই মৌন ইজমা' অনুমোদন করেন [দ্র. কাশফু'ল-আসরার,

উসূলু'ল-বাযদাবীর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ, ৩খ, ৯৪৬ ঃ "সুবিধা প্রদান (রুখসা) প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল এবং প্রয়োজনই মৌন ঐকমত্যের দরুন ইজমা' গঠন করিয়া থাকে"]। জাহিরীগণ তাহাদের রচনাবলীতে স্পষ্টভাবে ইহা প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন। আল-জুওয়ায়নী, আল-গাযালী ও আল-আমিদী প্রমুখ শাফিঈ কতিপয় শর্তসাপেক্ষে ইহাকে ইজমা' হিসাবে অনুমোদন করেন। আল-গাযালী (র) বলেন, "মৌন ঐকমত্যের সঙ্গে নীরব ব্যক্তিবর্গের পক্ষ হইতে ইহার প্রতি সম্মতির লক্ষণ পাওয়া গেলেই কেবল ইহা ইজমা হিসাবে গণ্য হইতে পারে" (মুস্‌তাসফা, ১খ., ১২১)। অবশ্য সুস্পষ্ট উক্তির ন্যায় নীরবতাকে একই রকম প্রামাণিক মূল্য দেওয়া সত্যই কঠিন (ঐ, পৃ. ১২১)।

কিন্তু বিধিবদ্ধ না হইয়া কেবল কার্য দ্বারা প্রকাশিত মতৈক্যের কী মূল্য আছে? সংখ্যাগরিষ্ঠ মু'মিনগণ কর্তৃক সম্পাদিত এই কাজটি অন্ততপক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের ইজমা'র অনুমোদন লাভ করে বলিয়াই কি ইহা যুক্তিসিদ্ধরূপে গ্রহণ করা হইবে—ঠিক যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন কাজ ঐ কাজটির প্রতি তাঁহার অনুমোদনের ইংগিত দেয়? অন্যভাবে বলিলে উম্মাতের অভ্রান্ততা কি ইহার আচরণ ও উক্তিসমূহ সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করে? শাফি'ঈগণ এই মনোভাব গ্রহণ করিতে রাযী নহেন। কারণ তাহারা বলেন, একটি জনগোষ্ঠীর সকলেই কোন একটি কাজ সর্বসম্মতভাবে করিয়াছিল কিনা তাহা যাচাই করা অসম্ভব। ইহার জন্য মু'মিনদের ও তাহাদের আচরণের একটি পূর্ণাঙ্গ নথি থাকা প্রয়োজন। যদিও কোন কোন সময়ে মৌনতাকে কোন উক্তির প্রতি সম্মতির ইংগিত বলিয়া ধরা হইয়া থাকে এবং ফলে উহা মৌন সম্মতিরূপে বিবেচিত হয়, তথাপি যাঁচাইয়ের অসুবিধার কারণে কোন একটি কর্মভিত্তিক ইজমা' বৈধ বিবেচিত হইতে পারে না। বস্তুত কোন বিরোধী বর্ণনার অনুপস্থিতি দ্বারা সরাসরিভাবে মৌন সম্মতি নিরূপিত হইতে পারে, কিন্তু কোন একটি কর্ম সর্বসম্মতভাবে সম্পাদিত হইয়াছে কিনা তাহা অব্যাহত নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত—যাহা স্পষ্টতই অসম্ভব—নিরূপিত হইতে পারে না। এই ক্ষেত্রে হানাফী ফাকীহগণ অন্য সুন্নীদের হইতে ভিন্নমত পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সামগ্রিকভাবে সকল মু'মিনদের সম্পর্কিত কোন কাজের ব্যাপারে ঐকমত্যের বৈধতা স্বীকার করিয়া থাকেন। উদাহরণস্বরূপ ব্যভিচার ও সূদী বিক্রয়ের নিষিদ্ধতা সম্পর্কিত ঐকমত্য।

উম্মাতের রায় নীরবে কোন কর্ম (কিংবা উহা পরিহার) দ্বারা নির্দেশিত অথবা স্পষ্ট কথায় বর্ণিত, যাহাই হউক না কেন, সময়মত সংঘটিত হইয়া থাকে। যেহেতু ইজমা' আইনের এমন একটি উৎস, যাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইনতিকালের পর ওয়াহ্‌য়িবদ্ধ হইয়া যাইবার অসুবিধা লাঘব করে এবং সম্ভাব্য নূতন সমস্যাবলীর সমাধান নিরূপণের অনুমোদন দেয়, সেহেতু ইহা ঐকমত্য গঠিত হইবার বিভিন্ন সময়কাল অতিবাহিত হইবার শর্তসাপেক্ষ। এই আরোপণ প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করে। তাহা হইল, ঐকমত্য গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর (generation) বিলুপ্তির প্রয়োজন আছে কিনা। মালিকী ও জাহিরীদের মতে ইহা কোন সমস্যা নহে। কিন্তু শাফি'ঈ, হানাফী ও হাম্বালীদের নিকট? আল-আমিদীর মতে আশ-শাফি'ঈ (র), আবূ হানীফা (র) এবং আশ'আরী ও মু'তাযিলীগণ সমকালীন জনগোষ্ঠীর বিলুপ্তিকে ইজমা গঠনের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত বলিয়া মনে করেন নাই। ইব্‌ন হাম্বাল (র)-এর মতে ইজমা' গঠনের জন্য সককালীন জনগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি একটি শর্ত (তু. আল-আমিদী, ইহ্‌কাম ১খ, ৩৬৭ প.)।

ইহা হইতে এই কথাই বুঝা যায় যে, সর্বসম্মতি না হইলেও এবং শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের (ইজমা'উ'ল-আকছার) মত ব্যক্ত করিলেও প্রথম দলের মতে ইজমা' বৈধ। তাবি'ঈগণের বর্ণানাসমূহ গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত কিনা, এই প্রশ্নে যে দল সমসাময়িক জনগোষ্ঠীর বিলুপ্তি অপরিহার্য মনে করে না, তাহারা তাবি'ঈর বর্ণনাকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করে। যদি এমন হয় যে, এই তাবি'ঈ একজন মুজতাহিদ ছিলেন এবং সাহাবীদের ইজমা' গঠনের পূর্বে তিনি তাঁহাদের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

আস্‌-সারাখ্‌সী (উসূ'ল, ১খ, ৩১৫) জনগোষ্ঠীর বিলুপ্তির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিতে অস্বীকার করেন। যেহেতু ইহা স্বীকৃত যে, জনগোষ্ঠীসমূহ একটি আর একটির পাশাপাশি প্রসারিত হইতে থাকে এবং একটির সমাপ্তিকে পরবর্তীটির আরম্ভ হইতে পৃথক করা অসম্ভব, তাই কোন এক জনগোষ্ঠীর বর্ণনাসমূহকে সমাপ্ত করিতে হইলে "ইজমা'র দরজা চূড়ান্তভাবে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে"। আল-গাযালী (র) [মুস্‌তাস্‌ফা, ১খ, ১২১] প্রশ্নটির সমাধান করিয়া দিয়াছেন এই বলিয়া, "ইজমা' গঠন করিবার জন্য ঐকমত্য সংগঠিত হওয়াই যথেষ্ট, এমনকি মাত্র একবারের জন্য হইলেও।"

ভূমিকা ঃ ইজমা'র ভূমিকা সম্পর্কে আইনশাস্ত্রবিদগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁহাদের কাহারও মতে ইহা সকল প্রকার ধর্মীয় প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে। আল-গাযালী (র)-এর মতও ইহাই। অবশ্য কতিপয় ধর্মীয় বিষয় আছে যেগুলি আইনগত নির্দেশের শর্তাধীন নহে এবং যেগুলি ইজমা'র ভিত্তি নিরূপণকারী ওয়াহ্‌য়ির উপর সরাসরি নির্ভর করিয়া থাকে। ইজমা' ভিত্তিক যুক্তিগলি কেবল ধর্মীয় বাস্তবতাসমূহকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে, যেগুলি নিজেরা ইজমা'র আইনগত বৈধতা প্রমাণ করে না। উদাহরণস্বরূপ "পরকালে আল্লাহ্‌র দর্শন স্থানভিত্তিক (Spatial) নহে" এই উক্তি অথবা কোন দ্বিতীয় স্রষ্টার অস্তিত্ব অসত্য বলিয়া ঘোষণা।

আল-জুওয়ায়নীর মতে ইজমা' হইল কোন শার'ঈ হুকুম-এর উপর প্রতিষ্ঠিত ঐকমত্য। সাধারণত আইনশাস্ত্রবিদগণের অভিমত রাসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর এই হাদীছটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ঃ "তোমরা পার্থিব বিষয়াদিতে আমা অপেক্ষা ভাল বিচারক, আর আমি তোমাদের দীন সম্পর্কিত বিষয়ে তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিচারক।" তাহা ছাড়া ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, পার্থিব বিষয়ে কোন ভুল কুফরের অভিযোগ আনয়ন করে না, বরং শুধু অজ্ঞতা (জাহ্‌ল) প্রসূত বলিয়া বিবেচিত হয়। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে ইজমা'র ভূমিকা হইল—তত্ত্বগত কিংবা কর্ম বিষয়ক আইনের প্রশ্নে একটি কিংবা অন্য কোন পন্থায় মু'মিনের আচরণ—যতদূর পর্যন্ত সে আল্লাহ ও রাসূলের প্রদর্শিত আচরণবিধির অধীন সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অর্থাৎ মু'আমালাত (দ্র.) ক্ষেত্রে "শার'ঈ দলীল"-রূপে ইজমা'র একটি ভূমিকা পালন করিবার আছে। কিন্তু 'ইবাদত ও ই'তিকাদাত ক্ষেত্রদ্বয়ে উহার কোন প্রামাণিত মূল্য নাই। অবশ্য এই 'ইবাদত ও ই'তিকাতাত ইজমা' ও কিয়াসের গোড়াপত্তন করিয়া থাকে; যে কিয়াস ইজ্‌তিহাদের সংগে হানাফীদের মতে ইজামা'য় উপনীত হইবার একটি উপায় বা মাধ্যম। অবশ্য ইহার জন্য মুজতাহিদদের মধ্যে ইজমা'র জন্য প্রয়োজনীয় ন্যায়পরতা ও সততার গুণাবলী থাকিতে হইবে। ইহার জন্য তাঁহার মন কিছুতেই অন্যায়পরায়ণ (ফাসিক) কিংবা আবেগে (হাওয়া) অন্ধ হইতে পারিবে না, যাহা ক্ষতিকর মতবাদসমূহকে উৎসাহিত করিয়া থাকে (আল-বাযদাবী, পৃ.

গ্র., ৩খ, ৯৫৭)। যাহা হউক, ইজ্‌তিহাদ ও রায়-এর প্রয়োজন হয় কেবল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। এইসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির নিষ্পত্তি মুজতাহিদের উপর বর্তায়। যখনই ইহা কোন উসূলু'দ-দীন-এর বিষয় হইবে, সাধারণ মু'মিনকে মুজ্‌তাহিদের কথা শ্রবণ করিতে হইবে (আল-বাযদাবী, পূ. গ্র., ৩খ, ৯৫৯)।

আল-গাযালী বলেন (পূ. গ্র., ১খ, ১২৩) যে, শাফি'ঈগণ ইজতিহাদ কিংবা কিয়াসের মাধ্যমে প্রদত্ত সমাধান সম্পর্কে অধিকতর সতর্ক। কেননা ইহা কেবল একটি সম্ভাব্য মত এবং ইহাতে ভুল-ভ্রান্তির আশংকা রহিয়াছে। আর এই ভুল-ভ্রান্তি উম্মাতের অভ্রান্ততা ও মতৈক্য ধ্বংস করিয়া দেয়। তাহা ছাড়া কিয়াস দ্বারা ঐকমত্যে উপনীত হওয়া যায় না। কেননা মুজতাহিদগণ তাঁহাদের চিন্তা-বিবেচনায় বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করিতে পারেন। পক্ষান্তরে মু'তাযিলীদের মতে, উদাহরণস্বরূপ আবু'ল-হুসায়নের মতে ইজতিহাদ হইল বুদ্ধিমান ব্যক্তি ('আকিল) হিসাবে মুজতাহিদের যুক্তিনির্ভর সাধনা, তাই ইহা স্বীকৃত মুজতাহিদের সংরক্ষিত বস্তু নহে (মু'তামাদ, ২খ, ৪৮৯, ৪৯০-১; মুগনী, ১৭খ, ২২৪-৮)। সম্ভবত ইহা তাহাদের নেতা ওয়াসিল-এর অভিমত (আল-আমিদী, ইহকাম, ১খ, ৩২৬)। আল-আমিদী ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন (ওয়া ফীহি খিলাফ)।

এইসব আলোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ঐকমত্যের নীতিই প্রধান মূলনীতি। সুন্নীদের মতে–কেবল "দলীল" অনুমোদনকারী জাহিরীগণ ব্যতীত–কিয়াস ও ইজ্‌তিহাদ তাহাদের সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মত হইবার শর্তে ইজমা'র একটি প্রবেশ পথ। ইজমা' কেবল তখনই একটি উৎস হইতে পারিবে, যখন ইহা সমগ্র উম্মতের ঐকমত্যরূপে প্রতীয়মান হইবে। উম্মতের অভ্রান্ততা ইহার মতৈক্যের মধ্যে নিহিত থাকে।

যেহেতু এই মতৈক্য কোন পরামর্শ-সভা কিংবা কোন 'উলামা'-সমাবেশে প্রতিষ্ঠিত হয় না, বরং অজ্ঞাতসারে নিজে নিজে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, সেইজন্য কোন বিষয়ে উহার অস্তিত্ব অতীত অবস্থা ও ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যাইতে পারে। কেননা এইভাবেই জানা যায় প্রকৃতপক্ষে এইরূপ কোন মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা। যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে জ্ঞাতসারে উহা গৃহীত ও ইজমা' নামে অভিহিত হয়। এইভাবে ইজমা'র মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সেইসব বিষয়ের মীমাংসা হইতে থাকে যেগুলি সম্পর্কে মতভেদ চলিয়া আসিতেছিল এবং এইভাবে মীমাংসিত প্রতিটি বিষয় মাযহাবের অংশরূপে পরিগণিত হইতে থাকে (তু. Goldziher, Uber Igma, Phil-Nachr k ger. d. Wiss, Gottingen, 1916, 81)। ইজমা'র প্রকাশ কথা (ইজমা বি'ল-কাওল), কাজ (ইজমা' বি'ল-ফি'ল) ও মৌনতা দ্বারা যাহাকে সম্মতি বলিয়া ধরা হইয়া থাকে (ইজমা' বি'স-সুকূত অথবা বি'ত-তাকরীর) সংঘটিত হইতে পারে (সুন্নাহ নাবাবিয়্যা সম্পর্কিত একই শ্রেণীবিভাগ তুলনীয়)। শার'ঈ ইজমা হইতে সাধারণ মানুষের ইজমাকে পৃথক মনে করা হইয়াছে। প্রথমদিকে (মিসর গমনের পূর্বে) ইমাম শাফি'ঈ (র) মনে করিতেন, কোন সাহাবীর একক বর্ণনাও পরবর্তী বংশধরদের জন্য অবশ্য পালনীয়। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি তাঁহার এই মত পরিবর্তন করেন।

ইজমা'র একটি সাধারণ নিয়ম ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ইমাম মালিক (র)-এর ফিক্‌হ পদ্ধতি অনেকটা মদীনা মুনাওয়ারার বিজ্ঞ মুসলমানগণের ঐকমত্যের উপর ভিত্তিশীল ছিল এবং এই হিসাবে উহা ছিল স্থানীয় ইজমা। পরবর্তী বংশধরদের জন্য স্বাভাবিকভাবেই সাহাবীদের ইজমা'র অনুসরণকে কার্যত ওয়াজিব মনে করা হইত। কিন্তু একমাত্র ইমাম শাফি'ঈ (র) এই সাধারণ নিয়মকে একটি নির্দিষ্ট আইনের উৎসে রূপান্তরিত করেন এবং ইহাকে অবশিষ্ট তিনটি উৎস (কুরআন, সুন্নাহ ও কিয়াস)-এর সমপর্যায়ভুক্ত করেন। অধিকন্তু সেইসব বিষয়ের নিষ্পত্তি ছাড়াও যেগুলি অন্যান্য উৎস দ্বারা মীমাংসিত ছিল না, এখন হইতে এমন চিন্তাও শুরু হইল যে, যেসব বিষয় ইতিপূর্বে অন্য কোন উৎস দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, ইজ্‌মা' দ্বারা সেইগুলির গায়েও নিশ্চয়তার ছাপ লাগান যাইতে পারে। শাফি'ঈ ফিকহের বই-পুস্তকে এই ধরনের বিবরণ সচরাচর পাওয়া যায় যে, কুরআন কিংবা হাদীছের অমুক অমুক অংশ ইজ্‌মা'র পূর্বে অমুক অমুক বিধানের ভিত্তি। কিন্তু আজকাল আহ্‌লে-হাদীছ (বিলুপ্ত জাহিরিয়্যা দলের অনুকরণ) এই উৎসটির (ইজ্‌মা') সাধারণ বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিয়া উহাকে শুধু সাহাবীদের ইজ্‌মা' পর্যন্ত সীমাবদ্ধ গণ্য করে। এই ব্যাপারে স্বয়ং আহলু'স-সুন্নাহ ওয়া'ল-জামা'আতেরও পারস্পরিক মতভেদ রহিয়াছে। ইছনা 'আশারী শী'আদের মতে প্রতিটি ইজমায় কোন একজন ইমামের উপস্থিতি অপরিহার্য; কিন্তু গায়বাত-ই কুব্‌রার পর হইতে ইজমা'র দরজা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 'ইবাদী সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্তসমূহকে ইজমা'র মর্যাদা দিয়া থাকে।

ফাকীহগণ কর্তৃক প্রদত্ত ইজমা'র সংজ্ঞা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইজমা'র প্রকৃত গণ্ডি উহা অপেক্ষা কিছুটা অধিক বিস্তৃত। যে হাদীছটির উপর ইজমা'র ভিত্তি স্থাপিত তাহা এই ঃ لا تجتمع امتى على ضلالة "আমার উম্মাতের লোকেরা কোন ভ্রান্তির উপর একমত হইবে না।" এই হাদীছটি ছাড়াও পবিত্র কুরআনের দুইটি আয়াত রহিয়াছে, যাহাদের একটিতে সেইসব লোকের নিন্দা করা হইয়াছে যাহারা মু'মিনদের পথ বর্জন করিয়া অন্যদের পথ গ্রহণ করিবেঃ

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا.

"কাহারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যে দিকে সে ফিরিয়া যায় আমরা সে দিকেই তাহাকে ফিরাইয়া দিব এবং জাহান্নামে তাহাকে দগ্ধ করিব, আর উহা কত মন্দ আবাস" (৪ ঃ ১১৫)।

অন্য আয়াতটিতে মুসলমানদেরকে একটি আদর্শ জাতি বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا.

"এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি" (২ ঃ ১৪৩; তু. তাফসীরু'ল-বায়দাবী)।

মনে হয় যেন সাধারণ মানুষের চিন্তা ও কাজে শুধুমাত্র অন্যভাবে মীমাংসিত বিষয় গ্রহণ করিবারই নহে; বরং সামগ্রিকভাবে আইন ও বিধানসমূহ প্রবর্তনের ক্ষমতাও বিদ্যমান। সুতরাং এমন কতিপয় কাজ, যাহা

প্রথমে বিদ'আত (সুন্নাতের পরিপন্থী) মনে করা হইত, ইজমা'র সাহায্যে বৈধ বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে এবং ইহাদের সম্পর্কে প্রাচীন বিশ্বাস বর্জন করা হইয়াছে। প্রাচ্যবিদগণ বলে উহার সাহায্যে মুসলমানগণ ইসলামকে ঐক্যবদ্ধভাবে ইচ্ছামত গঠন করিতে পারে যদিও এই বিষয়ে এখনও অনেক মতভেদ রহিয়া গিয়াছে। Goldziher (Vorlesungen) ইসলামের ইতিহাসের আলোকে ভবিষ্যতের জন্য অনেক অনেক সম্ভাবনা দেখিতে পান; কিন্তু Snouck Hurgrounje (Politique Musulmane de la Hollande, পৃ. ৪২, ৬০), যিনি ইসলামী আইনশাস্ত্রকে একটি নির্দিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত বস্তু মনে করেন, ইজমা' উৎসটিতে আশার কোন আলো দেখিতে পান না।

মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামকে নিজেদের ইচ্ছামত যে কোন রূপ দিতে পারে, প্রাচ্যবিদদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা ইজমা'র সাহায্যে আইন প্রণয়নের কাজে অসাধারণ তাকওয়া ও ধার্মিকতা প্রয়োজন, যাহাতে এই কাজে শারী'আতের সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহ হইতে এতটুকু বিচ্যুতি ঘটিতে না পারে এবং কুরআন ও সুন্নাতের নির্দেশসমূহের পরিপন্থী কোন ইজমা'ই প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে। এতদসত্ত্বেও একথা ঠিক যে, ইজমা'র মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য অনেক সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে এবং ইহাকে যদি সঠিক ও সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবহার করা হয়, তবে যেসব কঠিন সমস্যা আজকাল মুসলমানদের সম্মুখে বিদ্যমান কিংবা ভবিষ্যতে তাহারা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হইবে, সেই সবের সন্তোষজনক সমাধান বাহির হইতে পারে (দ্র. ইকবাল, Reconstruction, পৃ. ১৭৩-৭৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শাফি'ঈ, রিসালা, কায়রো ১৩১২/১৮৯৪, পৃ. ১২৫; (২) ঐ লেখক, কিতাবু'ল-উম্ম, কায়রো ১৩২৬/১৯০৮; (৩) ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, বৈরূত ১৩৭৭/১৯৫৭; (৪) বুখারী, সাহীহ, বূলাক ১৩১৪/১৮৯৬; (৫) ইব্‌ন মাজা, সুনান, কায়রো ১৩৭৩/১৯৫৩; (৬) আবু'ল-হুসায়ন আল-খায়্যাত, কিতাবু'ল-ইন্‌তিসার, অনু. Nader, বৈরূত ১১৫৭ খৃ.; (৭) 'আবদু'ল-জাব্বার, মুগনী, ১২খ, ১৫খ, ১৭খ, কায়রো ১৩৮১/১৯৬১; (৮) ঐ লেখক, শার্‌হ উসূলি'ল-খাম্‌সা, কায়রো ১৩৮৫/১৯৬৫; (৯) বাগদাদী, উসূলু'দ-দীন, ইস্তাম্বুল ১৩৪৬/১৯২৮; (১০) ঐ লেখক, ফার্‌ক, কায়রো ১৩২৮/১৯১০; (১১) আবু'ল-হুসায়ন আল-বাসরী আল-মুতাযিলী, কিতাবু'ল-মু'তামাদ ফী উসূলি'ল ফিক্‌হ, ১খ, দামিশক ১৩৮৪/১০৬৪, পৃ. ৪৫৭, ৫৪০; (১২) ইব্‌ন হায্‌ম, ইহকাম, কায়রো ১৩৪৫/১৯২৬; (১৩) ইব্‌ন মাত্‌তাওয়ায়হ, আল-মুহীত বি'ত-তাক্‌লীফ, বৈরূত ১৩৮৫/১৯৬৫; (১৪) জুওয়ায়নী, ওয়ারাকাত, অনু. L. Bercher, Revue Tunisienne, ১৯৩০ খৃ.; (১৫) বাযদাবী, উসূল, কায়রো ১৩০৭/১৮৮৯; (১৬) সারাখ্‌সী, উসূল, কায়রো ১৩৭২/১৯৫২; (১৭) গাযালী, মুস্‌তাফা, কায়রো ১৩৫৬/১৯৩৭; (১৮) ঐ লেখক, আল-ইকতিসাদ ফি'ল-ই'তিকাদ, কায়রো ১৩২৭/১৯০৯; (১৯) আমিদী, ইহ্‌কামু'ল-হুক্কাম ফী উসূলি'ল-আহকাম, কায়রো ১৩৪৫/১৯২৬; (২০) খাতীব বাগদাদী, তা'রীখ বাগদাদ, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩১; (২১) ইব্‌নু'ল-জাওযী, মুন্‌তাজাম, হায়দরাবাদ ১৩৫৮/১৯৪১; (২২) ইব্‌ন তায়মিয়া, মা'আরিজু'ল-উসূল, অনু. H. Laoust, কায়রো ১৩৫৮/১৯৩৯; (২৩) ইব্‌ন খালদূন, মুকাদদামা, কায়রো তা. বি.; (২৪) Snouck Hurgronje, Le droit musulman, RHR, ৩৭খ. (প্যারিস ১৮৯৮ খৃ.); Oeuvres choisies de C. Snouck Hurgronje, লাইডেন ১৯৫৭ খৃ., (২৫) I. Goldziher, Dogme; (২৬) ঐ লেখক, Muh. St., ২খ, ফরাসী অনু. L. Bercher, Etudes sur Ia tradition islamique, প্যারিস ১৯৫২ খৃ,; (২৭) L. Gardet ও M. Anawati, Introduction a la theologie musulmane, প্যারিস ১৯৪৮ খৃ.; (২৮) j. Sehacht, An Introduction to Islamic Law, অক্‌সফোর্ড ১৯৬৪ খৃ.; (২৯) ঐ লেখক, Origins of Muhammadan jurisprudence, অক্‌সফোর্ড ১৯৬৭ খৃ.; (৩০) H. Laoust, Essai sur les doctrines de Taki-d-din Ahmad b. Taimiya, কায়রো ১৯৫৯ খৃ; (৩১) ঐ লেখক, La profession de foi d'Ibn Batta, দামিশক ১৯৫৮ খৃ.; (৩২) 'আবদুর-রাযিক, আল-ইজমা' ফি'শ-শারী'আতি'ল-ইসলামিয়্যা, কায়রো ১৩৬৬/১৯৪৭; (৩৩) R. Brunschvig, Revue Internationale des Droits de l' Antiquite; (৩৪) ঐ লেখক, al-And., ১৫খ., (১৯৫০ খৃ.); (৩৫) ঐ লেখক, St. Isl., ২খ, (১৯৫৫ খৃ.); (৩৬) ঐ লেখক, Studi orientelistici... Levi Della vida, ১খ, ১৯৫৬ খৃ.; (৩৭) R. Arnaldez, Grammaire et theologie chez Ibn-Hazm de Cordoue, প্যারিস ১৯৫৬ খৃ.; (৩৮) 'আবদু'ল-ওয়াহহাব আল-খাল্‌লাফ, 'ইলম উসূলি'ল-ফিক্‌হ, কায়রো ১৩৭৬/১৯৫৬; (৩৯) Kemal A. Faruki, Ijma and the gate of Ijtihad, করাচী ১৯৫৪ খৃ.; (৪০) ঐ লেখক, Islamic jurisprudence, করাচী ১৯৬২ খৃ.; (৪১) Linant de Bellefonds, Revue algerienne, tunisienne et marocaine de legislation et de jurisprudenee, আলজিয়ার্স ১৯৬০ খৃ.; (৪২) Abdelmagid Turki, La notion 'igma' IBLA, no, 110, ১৯৬৫ খৃ.; (৪৩) G. Hourani, The basis of authority of consensus in Sunnite Islam, St. Isl., ২১ খ. (১৯৬৪ খৃ.), ১৩-৬০; (৪৪) M. Bernand, L'accord unanime de la commu-naute comme fondement des status legaux de l'Islam; (৪৫) কারাফী, শারহ্ তানকীহিল-ফুসূ'ল ফিল-উসূল, কায়রো ১৩০৬ হি., পৃ. ১৪০; (৪৬) Dict. of Techn. Terms (কাশ্‌শাফ ইসতিলাহাতি'ল-ফুনূন) পৃ.২৩৮; (৪৭) Noldeke, Muh. Studien, ২খ, ৮৫, ১৩৯, ২১৪, ২৮৪; (৪৮) Godziher, Zahiriten, পৃ. ৩২ প.; (৪৯) ঐ লেখক, Vorlesungen; (৫০) Juynboll, Handb des Islam Gesetzes, পৃ. ৪৬-৪৯; (৫১) স্যার মুহাম্মাদ ইকবাল, Reconstruction of Religious Thought in Islam, লাহোর ১৯৬০ খৃ.; (৫২) দা. মা. ই, ১খ, ১০০৯-১০১১।

M. Bernand (E.I.[2])/ডঃ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

'ইজ্‌ল (عجل) ঃ (بنو বানূ) উত্তর 'আরবের একটি গোত্র এবং বাক্‌র ইব্‌ন ওয়াইল (দ্র.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। তাহাদের প্রপিতামহ 'ইজ্‌ল ইব্‌ন লুজায়ম অতি নির্বুদ্ধিতার জন্য সারা দেশে সুপরিচিত ছিল এবং 'ইজ্‌ল অপেক্ষা অধিক বোকা (احمق من عجل) এই কথাটি সাধারণ

প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল (তু. Goldziher, Muh. Stud. ,১খ, ৪৮-এর টীকা ৩)।

জাহিলিয়্যা যুগে 'ইজল সেই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাহা বানূ লাহাযাম নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং যুহ্‌ল ও য়াশ্‌কুর (গোত্রদ্বয়)-ও উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে কিছু সংখক খৃস্টানও ছিল। রাজায রচয়িতা কবি আবূ নাজ্‌ম ও আল-আগ্‌লাব ছাড়াও কয়েকজন কবি এই বানূ ইজ্‌ল গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাহারা য়ামামা (আল-খিদ্‌রিমা, আল-কাদ্‌ারিম' ও জাওহুল-খিদ্‌রিমা নামেও পরিচিত) এবং কূফা ও বসরার মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাস করিতেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূত, মু'জামুল-বুলদান, দ্র. নির্ঘন্ট, শিরো; (২) আল-হামদানী, সিফাতু জাযীরাতি'ল-আরাব, পৃ. ১২৪, ছত্র ৩ ও ৪, ১২৯, ছত্র ৫-৭, ১৬১, ছত্র ২৪; (৩) আত-তাবারী, দ্র. নির্ঘন্ট শিরো; (৪) আবু'ল-ফারাজ আল-ইসফাহানী, কিতাবু'ল-আগানী, ৭খ, ১৫৭, ৮খ, ১৬৮, ৯খ, ৭৮, ১০খ, ২২-২৩, ১১৩, ১২খ, ১৫৭, ১৪খ, ৪৭, ৪৮, ১৪৩, ২০খ, ১৩৭, ১৩৮ ও নির্ঘন্ট; (৫) আবু'ল-ফিদা, Historia anteislamica, সম্পা. Fleisher, পৃ. ১৯৪; (৬) আল-মাস'উদী, মুরূজ, প্যারিস তা. বি., ৬খ, ১৩৯; (৭) Freytag Arabum proverbia, ১খ, ৩৯১; (৮) Wustenfeld, Ismailit Stamme Tafel : 2 Abt, Genealog Tabcken B. 16 Register, পৃ. ২৪৩-৪৪; (৯) আস-সাম'আনী, কিতাবু'ল-আনসাব; (১০) ইব্‌ন হায্‌ম, জাম্‌হারাতু আনসাবিল-'আরাব, নির্ঘন্ট; (১১) আল-কালকাশান্দী, নিহায়াতুল-'আরাব; (১২) ঐ লেখক, সুব্‌হুল আ'শা, ১খ, ৩৩৯; (১৩) লিসানু'ল-'আরাব, শিরো; (১৪) তাজুল-আরূস, শিরো; (১৫) মু'জামু কাবাইলি'ল-'আরাব, শিরো.।

দা. মা. ই./ মোঃ রিয়াজ উদ্দীন

আল-'ইজলী আবূ দুলাফ (দ্র. আল-কাসিম ইব্‌ন ঈসা)

আল-'ইজলী, আবূ মানসূর (দ্র. মানসূরিয়্যা)

ইজাযত, এজাযত (اجازة) ঃ শাব্দিক অর্থ অনুমতি, সম্মতি, পুরস্কার, জাইয (جائز) ও মুবাহ সাব্যস্তকরণ।

(১) ইজাযত হাদীছ (দ্র.)-এর একটি পরিভাষা, রিওয়ায়াত গ্রহণের আটটি প্রক্রিয়ার মধ্যে তৃতীয়টিকে নির্দিষ্টভাবে বুঝায় (দ্র. W. Marcias, তাক্‌রীব, ১১৫-২৬ পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সঠিক বর্ণনা)। পারিভাষিক অর্থে ইজাযা হইল কোন মুহাদ্দিছের নিজের বর্ণিত, শ্রুত ও লিখিত হাদীছসমূহ কোন ব্যক্তির নিকট পৌঁছাইবার অথবা তাহাকে ব্যবহারের অনুমতি দান, যাহাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহার নিজের সংকলন অথবা অন্য কোন গ্রন্থ যাহার রিওয়ায়াতের ধারাবাহিকতা মূল রাবী পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে তিনি রক্ষা করিতে পারেন। অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুমোদন দানকারীর নাম 'সনদ' (سند) হিসাবে ব্যবহার করিতে পারেন—এই অর্থও ইজাযতের মধ্যে নিহিত আছে। কাহারও নিকট জ্ঞানার্জনের পর উক্ত জ্ঞানকে সার্বজনীন করিবার এই ধরনের প্রচেষ্টাকে ইজাযত বলা হয় (ইবনুস সালাহ, 'উলূমুল হাদীছ, হালাব ১৯৩১ খৃ., ১৫৯)। সামা' (শ্রবণ) এবং ইজাযার সনদের মধ্যে কখনও কখনও তারিখ ও স্থানের ইংগিত দেখা যায় এবং বর্ণনা পরম্পরায় (সিল্‌সিলা) বর্ণিত রাবীদের নামের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। ইজাযত শুধু হাদীছ, ফিক্‌হ অথবা তাফ্‌সীরের সহিত সংশ্লিষ্ট হয় না, বরং কালাম, তাসাওউফ, ইতিহাস ও ভাষাতাত্ত্বিক রচনায়, এমনকি সাহিত্যিক রচনায় গদ্য ও কবিতায়ও সমভাবে ব্যবহৃত হয়। মূল পাঠ (মাতান) হইতে পৃথকভাবে প্রামাণিত বর্ণনাকারী (authorities) তালিকা (মু'জাম, মাশ্‌য়াখা, ছাবাত, ফাহ্‌রাসা (দ্র.) বার্নামাজ), স্বকীয়ভাবেই হাদীছের সহিত সম্পৃক্ত মুসলিম 'আলিমদের রচনার একটি সমুন্নত জ্ঞানের শাখা সৃষ্টি করিয়াছে। এখনও পর্যন্ত ইহার সমৃদ্ধি ঘটিতেছে এবং ইহার সম্ভাবনা পূর্ণভাবে কাজে লাগান হয় নাই। প্রাথমিক কাল হইতেই অত্যন্ত কঠোর আপত্তি সত্ত্বেও, বিশেষত ইমাম শাফি'ঈ (মৃ. ২০৪/৮২০) কর্তৃক বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণিত হাদীছের মূল পাঠের সরাসরি অধ্যয়ন, ভাষ্য বুঝিতে সক্ষম বর্ণনাকারীর ও গ্রহণকারীর মধ্যকার কার্যকর সাক্ষাত ইত্যাদি শর্ত কার্যকর যামানাত (ضمانة) হইতে পারে নাই। ইজাযত পদ্ধতি হিজরী ৫ম শতকেই এক ক্ষতিকর পর্যায়ে উপনীত হয়। কোন কোন 'আলিম মৃত্যুকালে এই ঘোষণা দান করিতেন যে, তাঁহার জ্ঞাত সকল হাদীছ সমসাময়িক সকল জীবিত মুসলিমের বর্ণনা করিবার সাধারণ ইজাযত রহিয়াছে [(আম عام) ইজাযতের জন্য আস্‌-সুয়ূতী বুগ্‌য়াতু'ল-'আত (بغية او عاة পৃ. ১৪)]। মূল পাঠ শ্রবণ ব্যতীতই এক ধরনের সাধারণ (আম) ইজাযত প্রদানের রীতি প্রচলিত ছিল—যাহা অল্প বয়স্ক বালক, যাহার বুদ্ধিবৃত্তি এখনও বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই, এমনকি যাহারা এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই, তাহাদের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য হইত। তীর্থযাত্রা বা অধ্যয়নের জন্য নহে এমন ভ্রমণকালে স্বল্পসময়ের সাক্ষাৎকারে পরিব্রাজক পণ্ডিতদের উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া অনেকে তাহাদের রচনাসমূহের বর্ণনার ইজাযত অর্জন করিয়া লইতেন এবং ইহা ঐ সকল বর্ণনাকারীর জন্য গৌরবের বিষয় হিসাবে বিবেচিত হইত ('আবদুল্লাহ আল-মাক্কী, রিহ্‌লাত-এ সালার, ৭০, ৭৬, ৯০)। ইজাযা-এর জন্য পত্র মারফত আবেদন করা এবং ইজাযা প্রদানকারী ও প্রাপ্ত ব্যক্তির ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ব্যতীতই অনুমোদন প্রদান চালু ছিল। এক ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইজাযত ছিল যাহা শাসক বা উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারীদেরকে তাঁহাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রদান করা হইত। তুর্কী সুলতান প্রথম আবদু'ল-হামীদ এবং তদীয় প্রধান মন্ত্রী রাগিব পাশা তাজুল- আরূস গ্রন্থের রচয়িতার নিকট হাদীছ বর্ণনার অনুমতি লাভের জন্য প্রার্থনা জানান যাহা মঞ্জুর করা হয় (দ্র. পূ. গ্র., ১০ খ, ৯৭০)। বস্তুত ইজাযত প্রদানের কর্মপরম্পরা শুরু হইবার কিছুকাল পর হইতে বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিকট হইতে ইজাযত লাভ করা সার্বজনীন ও আকর্ষণীয় কার্যে পরিণত হইয়া পড়ে। অনেকে নিজ সন্তানদের জন্যও যে সকল মহাত্মার নিকট হইতে যদি সম্ভব হইত, ইজাযত সংগ্রহ করিয়া লইতেন। মক্কায় হজ্জের তাওয়াফরত অবস্থায় বিখ্যাত 'আলিম নাজ্‌মুদ্দীন আল-গায্‌যীকে অনেকে ইজাযত লাভের জন্য ঘিরিয়া ধরে (মুহিব্বী, খুলাসাতু'ল-আছার, ৪খ, ১৯৯)।

অনুমতিপ্রাপ্ত ও অনুমতিদানকারীর সাক্ষাত লাভ ইজাযতের জন্য আবশ্যিক নহে অর্থাৎ ইজাযত সাক্ষাতেও হইতে পারে এবং অসাক্ষাতে লিখিতভাবেও হইতে পারে। অবশ্য ইজাযত সংশ্লিষ্ট মূল পাঠের সংগে ইজাযত সম্পর্কিত শব্দাবলী থাকা উচিত কি অনুচিত এ ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। প্রাথমিক কালে ইজাযত সাদাসিধা ভাষায় লেখা হইত; কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই অলংকার ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষা প্রয়োগের প্রচলন ঘটে। কখনও কখনও ধ্বনিমাধুর্যপূর্ণ গদ্য ও (সাজ) ব্যবহৃত হইত যাহাতে

অত্যধিক প্রশংসা ও গুণকীর্তন পরিলক্ষিত হয় (ইজাযাতু'ত-ত'ান্নানা, আস্-সুয়ূতী, বুগ্য়াতু'ল-উ'আত, পৃ. ২৪৬)। হিজরী চতুর্থ শতকে কিছু কিছু ইজাযত পদ্যে লেখা হইত, কিন্তু অচিরেই ইহা আলংকারিক ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় রচিত হইতে থাকে। পরিব্রাজক ইব্ন জুবায়র একজন আবেদনকারীকে পদ্য ও গদ্যে ইজাযত লিখিয়া দিয়াছিলেন। (পদ্যে ইজাযতের জন্য দ্র. সাফীয়্যু'দ-দীন আল-হিল্লী, তাজু'ল-আরূস, ৫খ., ৩৬৯; হাদীকাতু'ল-আফরাহ্, পৃ. ৭৬)।

(২) বার ইমামের অনুসারী শী'আদের মধ্যে ইজাযতের বৈধতা অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য ইমামদের নিকট হইতে পাওয়া যাইত। ইঁহাদের বাণী বিশ্বস্ত সমর্থকগণ নিখুঁতভাবে প্রচার করিতেন।

(৩) ইজাযত ছন্দশাস্ত্রের একটি বিশেষ পরিভাষার সমার্থক শব্দ হিসাবে ছন্দের বিভিন্ন ধরনের ভুলের জন্য ব্যবহৃত হয় (দ্র. কাফিয়া প্রবন্ধ)। অলংকারশাস্ত্রের (বালাগা) পরিভাষা হিসাবেও ব্যবহৃত হয়, যখন কোন কবি কবিতার কিছু অংশ অথবা পূর্ণ কবিতা একই চরণের উপর ভিত্তি করিয়া অথবা কবিতার চরণার্ধ কাহারও পরামর্শ অনুযায়ী রচনা করেন। যখন কোন দুই কবি সম্মিলিতভাবে পালাক্রমে একটি চরণার্ধ অথবা একই কবিতার এক বা একাধিক ছত্র কখনও কখনও প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে রচনা করেন সেই সকল ক্ষেত্রেও ইজাযত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অবশ্য শেষোক্ত (প্রতিযোগিতার) ক্ষেত্রে "তাম্লীত" শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়।

(৪) ফার্সী ও তুর্কী (উছমানী) ভাষার একটি যৌগিক শব্দ ইজাযাতনামা (اجازة نامه) পারিভাষিক শব্দটি শিক্ষা দানের যোগ্যতার প্রমাণ অর্থে বর্তমানে ব্যবহৃত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল্-খাতীব আল-বাগদাদী, কিতাবু'ল-কিফায়া ফী 'ইলমি'র-রিওয়ায়া, হায়দরাবাদ ১৩৫৭/১৯৩৮, বিশেষত ৩১১-৩৫৫; (২) আরও দ্র.ঐ, তাকয়ীদু'ল-'ইল্ম, Youssef Eche (আল-'ইশশ), দামিশক ১৯৪৯; (৩) অপ্রকাশিত রচনা আস্-সিলাফী রচিত (মৃ. ৫৭৬/১১৮০), কিতাবু'ল-ওয়াজীয ফী যিকরি'ল-মুজায ওয়া'ল-মুজীয (পাণ্ডু. Chester Beatty, È আরবী ৪৮৭৪ fols. 1-20), G. Vajda কর্তৃক Bull. de l' Inst. de Rech. et d'Hist. des Textes, no ১৪, ১৯৬৬ সমীক্ষিত; (৪) মীর্যা 'আলী তাকী, আল্-ইজাযাত ('আলিমগণকে প্রদত্ত ইজাযাতসমূহ সম্বলিত), লাখনৌ ১২৮৬/১৮৬৯; (৫) প্রমাণ হিসাবে মৌখিক কথা অপেক্ষা লিখিত কথার মূল্য আধিকতর হওয়া সম্বন্ধে দ্র. L. Massignon, Etudes sur les 'Isnad' ou Chaines de temoignages fondamentales dans la tradition musulmane hallagieme, in Melanges Felix grat, i. Paris 1946, 385-420 (عشرية Opera Minora, ii. Beirut 1963. 61-92); (৬) R. Brunschvig, Le systeme de la Preuve en droit musulman in Recueils de la Societe Jean Podin, xviii La Preuve, Brussels.1964, 169-86; (৭) ইজাযত ও সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট দলীল I. Goldziher, Muh. St., ii, ১৮৮-৯৩;Goldziher-এর প্রবন্ধটি তাঁহার E.I.-তে লিখিত প্রবন্ধের ভিত্তি; তবে এই সম্বন্ধে F. Sezgin, GAS, I, 1967, 53-84-তে বিরূপ মন্তব্যের প্রতিও অবশ্যই লক্ষ্য করা প্রয়োজন; (৮) W. Ahlwardt, Verzeichnis, ১খ, ৫৪-৯৫; (৯) W. Marcais, Le Taqrib de En-nowawi, প্যাসির ১৯০২, ১১৫-২৬; (১০) ইজাযত ও সামা' সম্বন্ধে সুন্দর সাধারণ বর্ণনা এস. আল-মুনাজ্জিদ, ইজাযাতু'স-সামা' 'ফি'ল-মাখ্তুতাতি'ল-কাদীমা, in RIMA, ১ (১৯৫৫), ২৩২-৫১; (১১) আবদু'ল-আযীয আল-আহওয়ানী, কুতুবু বারামিজি'ল-'উলামা বি'ল-আন্দালুস, প্রাগুক্ত, ৯১-১২০; আরও দ্র. ঐ, নাস্সু বারনামাজ ইব্ন আবি'র-রাবী, প্রাগুক্ত, ২৫২-৭১; (১২) শী'ঈ ইজাযত বিষয়ে মুহাম্মাদ বাকির মাজলিসী (মৃ. ১১১০/১৬৯৯) রচিত ধর্মীয় বিশ্বকোষ বিহারু'ল-আনওয়ার (খণ্ড ২৫-২৬)। (১৩) আবদুল্লাহ ফায়্যাদ, আল-ইজাযাতু'ল ইল্মিয়্যা ইন্দা'ল-মুসলিমীন, বাগ্দাদ ১৯৬৭; (১৪) সাখাবী (মৃ. ৯০২/১৪৯৭) তাঁহার ই'লাম গ্রন্থে একটি মু'জাম ও মাশ্য়াখার তালিকা প্রদান করিয়াছেন যাহার অনুবাদ F. Rosenthal, A history of Muslim Historiography-তে রহিয়াছে, Leiden ১৯৬৮ খৃ., ৪৫১-৩; (১৫) আরও পূর্ণ তালিকা, ১৪শ/২০শ শতাব্দীর মুহাম্মাদ আবদু'ল-হায়্যি ইব্ন আবদি'ল-কাবীর আল-কাত্তানী, ফিহরিসু'ল-ফাহারিস ওয়া'ল-আছবাত, ফেয্ ১৩৪৬/১৯২৭ (তু. Brockelmann, S. II, 891); (১৬) আবূ বাক্র ইব্ন খায়রু'ল-ইশবীলী (মৃ. ৫৭৫/১১৮০). ফাহারাস, "Index Librorum... F. Codera ও J. Ribera সম্পাদিত, BAH, ৯-১০খ., সারাগোসা ১৮৯৪-৫; (১৭) হায়দরাবাদ-এ ১৩২৮/১৯১০ সালে ১২শ-১৩শ/১৮শ-১৯শ শতকের পাঁচজন পণ্ডিত—আল-কূরানী, আন্-নাখ্লী, আল-বাসরী, আল-ফুল্লানী ও আশ-শাওকানীর রচনা একত্রে এক খণ্ডে সংগৃহীত (full titles apud J. Robson, in BSOAS, ১৪ (১৯৫২), ৫৮০, নং ৬; (১৮) A. J. Arberry, সাখাবীয়ানা (Chester Beatty Monographs no. 1); (১৯) ইবনু'স-সালাহ, 'উলূমুল-হাদীছ; (২০) যায়নুদ-দীন আল-ইরাকী, আত-তাক্য়ীদ ওয়া'ল-ঈদাহ; (২১) রাগিব তাবাখ, আল-মিসবাহু আলা মুকাদ্দামাতি ইবনি'স-সালাহ; (২২) ইব্ন হাজার আল-আস্কালানী, নুয্হাতু'ন্-নাজ্র; (২৩) তাহিরু'ল-জাযাইরী, তাওজীহুন-নাজার; (২৪) কাদী ইয়াদ, আল- ইসমা; (২৫) আবু'ল-হাসান আল-মাওয়ারদী, আল-হাবী; (২৬) মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান আত-তামীমী, আল-আনসাফ; (২৭) তাহানাবী, ইসতিলাহাতু'ল- ফুনূন; (২৮) কাসতাল্লানী, আল-মান্বা'উ ফী 'উলূমিল-হাদীছ।

G. Vajda, I. Goldziher, S. A. Bonebakker
(E. I.[2], দা. মা. ই.)/মোঃ রেজাউল করিম

ই'জায আলী আমরুহী (اعجاز علی امرهی) ঃ মাওলানা, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথিতযশা আলিমে দীন ও আরবী ভাষাবিশারদ। আহ্লে ইল্মদের নিকট তিনি 'শায়খুল আদাব' নামে সমধিক পরিচিত। হিজরী ১২০০ সালে তিনি ভারতের বাদায়ুন শহরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদ জেলার আমরোহা অঞ্চলে। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ রাজকীয় সামরিক বাহিনীতে উচ্চ পদে কর্মরত ছিলেন। কিশোর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন হিফ্য সম্পন্ন করিয়া পিতা মুহাম্মাদ মেজায আলীর নিকট ফার্সী ভাষার মৌলিক কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে তালহার এলাকার গুলশান-ই ফায়েয মাদ্রাসা, শাহজাহানপুরের 'আইনুল উলূম মাদ্রাসা, মীরাঠ অঞ্চলের খায়ের নগর কাওমী মাদ্রাসায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কিতাবসমূহ অধ্যয়নশেষে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। ১৩১২ হিজরী সালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ

হইতে 'দাওরায়ে হাদীছ'-এর সনদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার উস্তাদদের মধ্যে শায়খুল হিন্দ আল্লামা মাহমূদুল হাসান, মাওলানা মুফতী কিফায়েতুল্লাহ, মাওলানা সাহূল ভাগলপুরী, মাওলানা আশিক ইলাহী মীরাঠী, মাওলানা গোলাম রাসূল খান ও মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান (র) উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা জীবন শেষে তিনি পর্যায়ক্রমে ভাগলপুর নুমানীয়া মাদ্রাসা, শাহজাহান- পুর আফদালুল মাদারিস ও দারুল উলূম দেওবন্দে শিক্ষকতা করেন। তিনি কিছু কালের জন্য হায়দরাবাদ রাজ্যের মুফতীয়ে আযম মাওলানা মুফতী হাফেয আহমাদ (র)-এর সহকারী হিসাবে ফতোয়া বিভাগে কর্মরত ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ৪৬ বৎসর তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের মুহাদ্দিছ ও আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আল্লামা হুসায়ন আহমাদ মাদানী (র)-এর অনুপস্থিতিতে দারুল উলূম দেওবন্দে তাঁহার কয়েকবার বুখারী শরীফ পড়ানোর সুযোগ হয়।

এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে মাওলানা ই'জায আলী আমরুহী (র)-এর ছাত্রসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা ইল্‌মের বিভিন্ন শাখায় গৌরবদীপ্ত অবদান রাখিয়া খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারভী, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাওলানা মানযুর আহমাদ নু'মানী, মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবারাবাদী, কাযী যায়নুল আবেদীন মীরাঠী, মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তায়্যিব ও মাওলানা ফাখরুদ্দীন উল্লেখযোগ্য।

আরবী ভাষা সাহিত্যে মাওলানা ই'জায আলী আমরুহী (র)-এর পাণ্ডিত্য প্রবাদতুল্য। 'নাফহাতুল আরাব' নামক মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের জন্য উপযোগী আরবী সাহিত্য গ্রন্থ তাঁহার সৃষ্টিশীল মেধার অনন্য ফসল। আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিখাইবার জন্য শায়খ আহমাদ আরব ইয়ামানী বিরচিত 'নাফহাতুল ইয়ামান' নামক গ্রন্থ মাদ্রাসায় পড়ানো হইত। ইহাতে শালীনতাবিবর্জিত ও যৌনতানির্ভর নিবন্ধ থাকায় কিশোর মনে নেতিবাচক প্রভাব পড়িবার সমূহ আশংকা ব্যক্ত করিতেন বিদগ্ধ আলিমগণ। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকগণ নৈতিকতানির্ভর চরিত্র নির্মাণে সহায়ক ও কিশোর মানস উপযোগী একটি আরবী পাঠ্য পুস্তকের অভাব দীর্ঘ দিন যাবত উপলব্ধি করিয়া আসিতেছিলেন। মাওলানা ই'জায আলী আমরুহী (র) 'নাফহাতুল আরাব' রচনা করিয়া এই শূন্যতা অনেকাংশে পূরণ করেন। ইহাতে তিনি বহু ইতিহাস নির্ভর ঘটনা, জীবন চরিত, নীতিকথা ও চরিত্র গঠনমূলক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করেন, যাহাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামী চেতনাবোধ, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, সাহিত্য রুচিবোধ এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় আগ্রহ ও যোগ্যতার সৃষ্টি হয়। শায়খুল ইসলাম আল্লামা হুসায়ন আহমাদ মাদানী (র) 'নাফহাতুল আরাব'-এর মূল্যায়ন করিতে গিয়া যেই মন্তব্য করেন তাহা এই ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ 'আরবী সাহিত্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য অদ্যাবধি এমন কোন কিতাব ছিল না যাহাতে নিবন্ধ চয়নে সাহিত্য সৌকর্যের পাশাপাশি নৈতিক, সংশোধনধর্মী ও ইতিহাস নির্ভর বক্তব্য বিবেচনায় আনা হইয়াছে। আলোচ্য কিতাবের নিবন্ধ চয়নে গ্রন্থকার যেই সুস্থ রুচিবোধ ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসার দাবি রাখে। মহানবী (স) ও সাহাবায়ে কিরামসহ মহৎ ব্যক্তিদের জীবন ও কর্ম সাধনার বিবরণ শিক্ষার্থীদের ভাষা দক্ষতা সৃষ্টির পাশাপাশি উন্নত নৈতিক চরিত্র গঠন ও ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখিবে। আমার বিবেচনায় ভারত উপমহাদেশের কোন মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকায় যদি ইহা অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহা হইলে একটি মহৎ প্রয়াস হইতে তাঁহারা বঞ্চিত থাকিয়া যাইবেন। ইহা আরবী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট একটি সংকলন। আমি রাত্রির পর রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া আগ্রহভরে উক্ত কিতাব অধ্যয়ন করিয়াছি।'

ইহা ছাড়া তিনি মাদ্রাসায় পাঠ্য তালিকাভুক্ত বহু আরবী গ্রন্থের সাবলীল আরাব, ফার্সী ও উর্দূ ভাষ্য ও টীকা রচনা করিয়া খ্যাতির আসনে সমাসীন হন। গোটা উপমহাদেশ জুড়িয়া আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের নিকট তাঁহার এই সব গ্রন্থের কদর অদ্যাবধি বিদ্যমান। তাঁহার রচিত ও অন্যান্য টীকা গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ঃ

(ক) আরবী ভাষায় ঃ

১. নাফহাতুল আরাব,

২. হাশিয়া নূরুল ইযাহ

(খ) ফার্সী ভাষায় ঃ

৩. হাশিয়া নূরুল ইযাহ,

৪. হাশিয়া দীওয়ানে মুতানাব্বী

(গ) উর্দূ ভাষায় ঃ

৫. তারজমা দীওয়ানে মুতানাব্বী,

৬. হাশিয়া কানযুদ দাকাইক,

৭. হাশিয়া দীওয়ানে হামাসাহ,

৮. হাশিয়া শারহে নিকায়া,

৯. হাশিয়া মুফীদুত তালিবীন,

১০. হাশিয়া নাফহাতুল আরাব,

১১. শারহে লামিয়াতুল মু'জিযাত

জ্ঞান চর্চা ও সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি তিনি কৃচ্ছ্র ও অধ্যাত্ম অনুশীলনেও ছিলেন অগ্রণী। আল্লামা হুসায়ন আহমাদ মাদানী (র)-এর নিকট হইতে তিনি খিলাফত প্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন বিনয়ী, সরল ও প্রচারবিমুখ ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিবিশেষের নিকট নিজের প্রয়োজন প্রসঙ্গ বলা তো দূরের কথা, বরং কেহ তাঁহাকে কোন হাদিয়া-উপঢৌকন দিতে চাহিলেও তিনি লইতে বিব্রত বোধ করিতেন। অন্যান্য আলিম-উলামার মত সাধারণত শেরোয়ানী, জুব্বা, পাগড়ী, নাগরা পাদুকা পরিধান করিতেন না, বরং সাধারণ মানের ক্যোর্তা, পায়জামা, কিস্তি টুপি ও জুতা ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মধ্যে তাওয়াক্কুল ও আত্মনির্ভরশীলতা এত প্রবল ছিল যে, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উচ্চ বেতনে তাঁহাকে অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেও তিনি স্বল্প পারিশ্রমিকে দারুল উলূম দেওবন্দের খিদমতকে অগ্রাধিকার দেন। সময়ের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত যত্নশীল। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা নির্বিশেষে ও সুস্থ-অসুস্থ সর্বাবস্থায় ঘণ্টা শুরু হওয়ার কমপক্ষে দশ মিনিট পূর্বে তিনি ক্লাশে হাযির হইতেন। ১৩৭৪ হি. সালে এই মনীষী দেওবন্দে ইনতিকাল করেন এবং দারুল উলূম সন্নিহিত 'মাকবারাহ কাসেমী'-তে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মাওলানা হানীফ গাঙ্গুহী, যাফরুল মুহাস্‌সিলীন বিআহ-ওয়ালিল মুসান্নিফীন, দেওবন্দ, তাবি, পৃ. ৩৭১-৭।

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

ইজারা (اجارة) ঃ সুপ্রাচীন আরব রীতি অনুযায়ী কোন আগন্তুককে আশ্রয় (জিওয়ার) প্রদান, বিশেষত পর্যটকদের ক্ষেত্রে এই আশ্রয় প্রদান অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রেও এইরূপ আশ্রয় প্রদান করা হইত। জার (ব.ব. জীরান) বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যাহাকে আশ্রয় দেওয়া

হয়, আবার অনেক সময়ে আশ্রয়দাতাকেও জার বলা হয় (যথা ৮ ঃ ৪৮; মুফাদ্দালিয়্যাত, পৃ. ৭৬০, ১৮)। আশ্রয় প্রার্থনা করাকে বলা হয় ইস্‌তাজারা (৯ ঃ ৬)। আশ্রয় প্রদান প্রকাশ্যে করা হইত যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর কন্যা যায়নাব (রা) কর্তৃক তাঁহার বিধর্মী পূর্বস্বামীর প্রতি ইজারা প্রদান, দ্র. ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৪৬৯]। অনুরূপভাবে 'উছমান ইব্‌ন মাজঊন (রা) যখন আল-ওয়ালীদ ইব্‌নুল-মুগীরার জিওয়ার প্রত্যাহার করিয়া আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন তখন আল-ওয়ালীদ তাঁহাকে সেই আশ্রয় ত্যাগের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন যেন লোকে জানিতে পারে যে, তিনি অর্থাৎ আল-ওয়ালীদ যে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তাহা অপ্রতুল নহে (ঐ, ২৪৩)। জার বা প্রতিবেশীকে আপন আত্মীয়-স্বজনের ন্যায় বিশেষভাবে রক্ষা করাকে সম্মানের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইত (দ্র. আবূ তাম্মাম, হামাসা, ৪২২; Noldeke, Delectus, 40) এবং তাহাতে কোন অন্যায় হইলে নিদারুণ বিদ্রূপের সম্মুখীন হইতে হইত। কেহ আশ্রয়ের (জিওয়ার) জন্য অনুরোধ করিলে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করা নৈতিক দায়িত্বের তুল্য ছিল (৯ ঃ ৬; ইব্‌ন হাম্বাল, মুসনাদ, ২খ, ৯৯) এবং গোত্রের মধ্যে কোন একজনে জিওয়ার প্রদান করিলে অন্যান্য সদস্য তাহা মানিয়া লইতেন)। যায়নাব (রা)-এর আশ্রয়ের (জিওয়ার) ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেন, দুর্বলতম মুসলিমও যদি তাহাকে আশ্রয় প্রদান করে তবে অন্য সকলের জন্য তাহা মানিয়া নেওয়া বাধ্যতামূলক। রাসূলুল্লাহ (স) যখন আত-তাইফ হইতে মক্কাতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন দুই ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্রয় (জিওয়ার) প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়া এই যুক্তি প্রদান করে যে, কুরায়শ গোত্রের মধ্যে তাহাদের মর্যাদা এমন নহে যে, তাহারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে আশ্রয় প্রদান করিতে পারে। কেননা তাহাদের মধ্যে একজন ছিল মিত্র (হালীফ) এবং অপরজন ছিল কেন্দ্রীয় কুরায়শ গোত্রের বহির্ভূত অন্য এক গোত্রের সদস্য (আত-তাবারী, ১খ, ১২০৩)। কুরআন শারীফে (২৩ ঃ ৮৮-৯০; তু. ৭২ ঃ ২২) এই আশ্রয়দানের ধারণাটিকে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছে। কুরআনে আছে, "তিনি সকলকে আশ্রয় প্রদান করেন (য়ুজীরু); কিন্তু তিনি কাহারও নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন না" (লা য়ুউজারু 'আলায়হি)। সমসাময়িক বেদুঈনদের মধ্যে, যেমন রুওয়ালাগণ, অনুরূপ একটি শব্দ প্রচলিত আছে, ক'াসীর। কিন্তু তাহা দ্বারা বিভিন্ন গোত্রের সদস্যগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝায় যাহার দরুন প্রত্যেকে তাহার নিজ গোত্রীয় জনকে বিরুদ্ধ গোত্র হইতে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকে (A. Musil, Manners and Customs of the Rwala Hedouins, New York 1928, 167-9; H. R. P. Dickson, The Arab of the Desert, London 1949, 126-32)। আদিতে আশ্রয় প্রার্থনার অধিকারের জন্য বাস্তবিক সশরীরে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন হইত বলিয়া মনে হয়। তাঁবুর খুঁটি স্পর্শ করা বা এমনকি তাঁবুর কয়েক গজের মধ্যে আসিয়া পৌঁছানো বা পরিবারের কোন একটি শিশুর গায়ে হাত দিলেই সেই প্রয়োজনীয় উপস্থিতি বুঝাইত। কিন্তু তদপেক্ষা কম যোগাযোগ থাকিলেও আগন্তুককে আশ্রয় প্রদান করা বাধ্যতামূলক হইত। যেমন দুইজনের উটের জিন একত্রে ছোঁয়া লাগিল বা একজন আরেকজনের পানির কলসী ব্যবহার করিল (তু. S. Fraenkel, Das Schutzrecht der Araber, in Orientalische Studien th. Noldeke gewidmet, Giessen 1906, 293-301)। আশ্রয় প্রার্থনার জন্য প্রবেশকারী ব্যক্তিদেরকে যে 'জার ও দাখিল' বলা হয়, এই দুইয়ের মধ্যে কোন তফাৎ আছে বলিয়া মনে হয় না। Musil যে রুওয়ালার বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে শেষোক্ত শব্দেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় (ঐ, পূ. গ্র.; ৪৪১-৮)। কিন্তু ইহার সংগে জার (প্রতিবেশী) শব্দটির ব্যবহারও তুলনীয় (৪৬০) এবং H. R. P. Dickson-ও (১১৩-৯) এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। দাখীল-এর অধিকার এক এক গোত্রে এক এক রকমের (দ্র. Dickson, 139), কিন্তু সাধারণত তাহা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হইয়া থাকে।

কাহারও বাড়ীতে খাদ্য গ্রহণ করিলে তাহা আশ্রয় প্রার্থনারই শামিল হয়, অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার দেহে সেই খাদ্য হজম না হয়। আর এই নির্দিষ্ট সময় তিন দিন বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহা বিশেষ করিয়া এমন একজনের জন্য প্রযোজ্য যাহাকে মেহমান (দায়ফ)-এর মর্যাদা দান করা হয়। মেহমানদারী বা আতিথেয়তা মরু 'আরবদের মধ্যে অতি গৌরবের বিষয় এবং মরুভূমিতে চলাচলকারী আগন্তুককে (অবশ্য যদি তিনি শত্রু না হন) সমাদর সহকারে বাস করিতে দেওয়া হয় এবং তাহাকে যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট খাদ্য পরিবেশন করা হয়। মেহমান ইচ্ছা করিলে তিন দিন পর্যন্ত থাকিতে পারেন এবং তারপরে আরও তিন দিন তিনি বাড়ীর মালিকের আশ্রিতরূপে গণ্য হইয়া থাকেন (Musil, পূ. গ্র., পৃ. ৪৫৫-৭০; Dickson, পূ. গ্র., পৃ. ১১৮-২২, ১৯০-৯)। পবিত্র স্থানের নৈকট্যে আশ্রয় লাভ করা যায়, মক্কা শরীফের পবিত্র হারাম বা পবিত্র এলাকায় মানুষ বা যে কোন প্রাণী হত্যা, বৃক্ষাদি ও তৃণলতা, এমনকি কন্টকাদি কর্তন নিষিদ্ধ (বুখারী, কিতাবুল-'ইলম)। কুসায়্যি এবং তৎপর হাশিম তাঁহাদের বংশধরগণকে জীরানুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র প্রতিবেশী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৮৩, ৮৭)। কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিলে সে আল্লাহ্ তা'আলার যিম্মা (দায়িত্ব) লাভ করে।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) Wensink, Handbook, দ্র. জার = Guest ;(২) Fraenkel, প্রদত্ত বরাত; (৩) বুখারী, কিতাবু'ল 'ইলম।

W. Montgomery Watt (E. I. 2)/হুমায়ুন খান

ইজারা (إِجَارَةٌ) ঃ শব্দটি আজর (أَجْرٌ) হইতে গৃহীত, যাহার অর্থ প্রতিদান, বিনিময়, পুরস্কার, মজুরি, ভাড়া ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে শব্দটি কোন মাল ভাড়ার বিনিময়ে প্রদান বা গ্রহণ করা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। মানব শ্রমের ক্রয়-বিক্রয়ও ইজারার আওতাভুক্ত। আল-হিদায়া গ্রন্থে ইজারা-এর নিম্নোক্ত সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে ঃ

الاجارة عقد يرد على المنافع بعوض لان الاجارة فى اللغة بيع المنافع.

"প্রতিদানের বিনিময়ে মুনাফা ভোগের চুক্তিকে ইজারা বলে। কারণ ইজারার শাব্দিক অর্থ মুনাফা বিক্রয় করা" (আল-হিদায়া, কিতাবুল ইজারা, ৩খ., পৃ. ২৭৭)। মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা, পৃ. ৪৩) ঃ "তামলীকুল মানাফি বিই'ওয়াদ" অর্থাৎ প্রতিদানের বিনিময়ে মুনাফার মালিকানা লাভ করা"। কাওয়াইদুল ফিক্‌হ, পৃ. ১৫৯ ঃ

الإجار عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال فتمليل المنافع بعوض إجارة وبغير عوض إعارة.

"মালের আকারে বিনিময় প্রদানের পরিবর্তে মুফানা বা উপকার ভোগের চুক্তিকে ইজারা বলে। অতএব বিনিময় প্রদানের পরিবর্তে মুনাফার

মালিকানা অর্জন করাকে ইজারা বলে এবং উহা বিনিময়বিহীন হইলে তাহাকে ই'আরা (ধার, ঋণ বলে)।"

শরীআতে ইজারা প্রথাকে অনুমোদন করা হইয়াছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْاَمِيْنُ.

"তোমার শ্রমিক হিসাবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত" (সূরা কাসাস ঃ ২৬)।

মহানবী (স) বলেন ঃ

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه.

"শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ কর তাহার দেহের ঘাম শুকাইবার পূর্বেই" (ইব্ন মাজা)।

استأجر رسول الله ﷺ وابو بكر رجلا من بنى الديل هاديا خريتا.

"রাসূলুল্লাহ্ (স) ও আবূ বাক্র (রা) দীল গোত্রের একজন বিচক্ষণ পথপ্রদর্শককে শ্রমিক নিয়োগ করেন" (বুখারী, কিতাবুল ইজারা, বাংলা অনু., আধুনিক প্রকাশনী, ২খ., পৃ. ৩৮৬, বাব ৪, নং ২১০৪)।

عن ابى هريرة عن النبى ﷺ قال قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ..... ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره.

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ "কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হইব ...... যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে শ্রমিক নিয়োগ করিল এবং তাহার নিকট হইতে পূর্ণরূপে কাজ আদায় করিল, কিন্তু তাহার পারিশ্রমিক প্রদান করিল না" (বুখারী, কিতাবুল ইজারা, বাংলা অনু., আধুনিক প্রকাশনী, ২খ., পৃ. ৩৮৯, বাব ১০, নং ২১০৯)।

যে মাল ইজারায় প্রদানের চুক্তি করা হয় তাহা ইজারা গ্রহণকারীর নিকট সোপর্দ করিতে হয়, অন্যথায় ভাড়া প্রাপ্তির অধিকার সৃষ্টি হয় না। কিছু কাল অতিবাহিত হওয়ার পর ইজারার বস্তু ইজারা গ্রহণকারীর নিকট সোপর্দ করা হইলে অতীত হওয়া সময়ের জন্য ভাড়া প্রদেয় হয় না। ইজারা চুক্তি বহাল অথবা বাতিলের এখতিয়ার (Option) কোন পক্ষের জন্য সংরক্ষিত করা হইলে এখতিয়ারের মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি কার্যকর হয় না। ইজারা এক প্রকারের ব্যবসা। কারণ মালের বদলে মালের বিনিময়কে ব্যবসা বলে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না, তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা করা বৈধ" (৪ ঃ ২৯)।

ইজারাতেও অনুরূপ ঘটিয়া থাকে। মহানবী (স) বলেন ঃ

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ اِلاَّ بِطِيْبَةِ نَفْسِه.

"কোন মুসলমানের মাল তাহার সম্মতি ব্যতীত (ভোগ করা) বৈধ নহে।"

ইজারা চুক্তি সহীহ হওয়ার জন্য চুক্তিভুক্ত পক্ষবৃন্দের মুসলমান হওয়া শর্ত নহে। অতএব দুই ভিন্ন ধর্মের অনুসারী ব্যক্তিগণ ইজারা চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে। ইজারায় প্রদত্ত মাল সুনির্দিষ্ট হইতে হইবে, যাহাতে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর উহাকে কেন্দ্র করিয়া কোন বিবাদের সূত্রপাত হইতে না পারে। কারণ "অজ্ঞতা চুক্তি সহীহ হওয়ার প্রতিবন্ধক"। এই নীতির ভিত্তিতে ইমামা আবূ হানীফা (র) বলেন, কোন ব্যক্তি যৌথ মালিকানাভুক্ত মালে তাহার অনির্দিষ্ট অংশ বিক্রয় করিলে এবং ক্রেতাও উক্ত অংশ সম্পর্কে অনবহিত থাকিলে বিক্রয় বৈধ হইবে না। অবশ্য ইমাম আবূ য়ূসুফ ও মুহাম্মাদ (র) বলেন, চুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার পর উক্ত অংশ সুনির্দিষ্ট করিয়া দিলে বিক্রয় বৈধ হইবে।

ইজারা চুক্তি সহীহ হওয়ার জন্য উহার মেয়াদ অর্থাৎ কত দিন, মাস বা বৎসরের জন্য মাল ইজারা দেওয়া হইল তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে দিন, মাস বা বৎসর উল্লেখ করাই যথেষ্ট নহে, বরং ইজারার মেয়াদ শুরু হওয়ার ও শেষ হওয়ার তারিখও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে। অন্যথায় চুক্ত সহীহ হইবে না।

ইজারায় প্রদত্ত মাল বাড়ি-ঘর হইলে তাহা কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইবে উহার উল্লেখ না থাকিলেও চুক্তি সহীহ হইবে। তবে ইজারাদার মালিকের অনুমতি ব্যতীত উহাতে দোকানপাট, কল-কারখানা ইত্যাদি স্থাপন করিতে পারিবে না এবং গবাদি পশু ও হাস-মুরগীর খামাড়ও বানাইতে পারিবে না।

যানবাহন ইজারা লওয়া হইলে সেই ক্ষেত্রেও ইজারার মেয়াদ, যানবাহন কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইবে ইত্যাদি যাবতীয় আনুষংগিক বিষয় চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকিতে হইবে, অন্যথায় ইজারা চুক্তি ফাসিদ গণ্য হইবে। মানুষ অথবা মাল পরিবহনের জন্য যানবাহন ইজারা লওয়া হইলে ভাড়ার পরিমাণ, দূরত্ব ও কি ধরনের মাল বহন করা হইবে (এবং উহার পরিমাণ) তাহারও উল্লেখ থাকিতে হইবে। ইজারার মাল দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব ও সহজসাধ্য হইতে হইবে, অন্যথায় চুক্তির কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হইবে। অনুরূপভাবে চুক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকিতে হইবে। চুক্তিটি কত মাসের জন্য, কত দূরত্ব অতিক্রমের জন্য, কত টাকা ভাড়ার বিনিময়ে, ভাড় কখন প্রদেয় হইবে ইত্যাদির সুস্পষ্ট বিবরণও থাকিতে হইবে।

চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর ইজারার মালের উপর পক্ষদ্বয়ের কর্তৃত্ব ঃ ইজারাদার স্থাবর মাল পুনরায় ইজারা প্রদান করিতে পারিবে, কিন্তু অস্থাবর মাল পুনরায় ইজারা প্রদান করিতে পারিবে না। হাত বদল হইলেও যে মালের ব্যবহার ও উপকারিতা একইরূপ থাকে সেই প্রকৃতির মাল ইজারা লওয়ার পর পুনরায় ইজারা প্রদান বৈধ। কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদে তাহার মাল ইজারা দেওয়ার পর তাহা ঐ মেয়াদের জন্য পুনরায় ইজারা প্রদান করিতে পারিবে না। কোন ব্যক্তি ইজারায় প্রদত্ত তাহার মাল ইজারার মেয়াদের মধ্যে বিক্রয় করিতে পারিব, কিন্তু তাহা মেয়াদশেষে কার্যকর হইবে; অতঃপর ক্রেতা উক্ত মাল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিব না। মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ক্রেতা মালের অর্পণ দাবি করিলে এবং তাহা সম্ভব না হইলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হইবে। ইজারাদারের সম্মতিতে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠিত হইলে তাহা সংগে সংগে কার্যকর হইবে।

উপকারিতার দামান (ক্ষতিপূরণ) ঃ কোন ব্যক্তি মালিকের অনুমতি না লইয়া তাহার মাল ব্যবহার করিলে সে অবৈধ ব্যবহারকারী গণ্য হইবে এবং মালের ক্ষতি হইলে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান বাধ্যকর হইবে।

যে যানবাহন ইজারায় প্রদানের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়, কোন ব্যক্তি মালিকের অনুমতি ব্যতীত সেই যানবাহন ব্যবহার করিলে উহার জন্য ক্ষতিপূরণসহ যথাযোগ্য ভাড়া প্রদান বাধ্যকর হইবে।

ইজারার মালের দামান (ক্ষতিপূরণ) ঃ (ক) ইজারা চুক্তি সহীহ হউক বা না হউক, ইজারার মাল ইজারাদারের নিকট 'আমানত' হিসাবে গণ্য হইবে। (খ) ইজারাদারের কোনরূপ অবহেলা, ভুলকর্ম অথবা অননুমোদিত কর্ম ব্যতীত ইজারার মাল ক্ষতিগ্রস্ত হইলে উহার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান বাধ্যকর হইবে না। (গ) ইজারাদারের অবহেলা, ভুল কর্ম অথবা অননুমোদিত কর্মের দ্বারা ইজারার মাল ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে অথবা উহার মূল্য হ্রাস পাইলে ক্ষতিপূরণ প্রদান বাধ্যকর হইবে। (ঘ) ইজারাদারের এমন কোন কাজ, যাহা ইজারার ক্ষেত্রে প্রথা বা ঐতিহ্য বিরোধী, তাহা 'ভুলকর্ম' হিসাবে গণ্য হইবে। (ঙ) মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ইজারার মাল মালিকের নিকট ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত আমানত হিসাবে গণ্য হইবে। (চ) মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ইজারার মাল ব্যবহারের কারণে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ব্যবহারকারী ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য। (ছ) মেয়াদশেষে ইজারাদাতা মাল ফেরত চাহিলে এবং ইজারাদার তাহা ফেরত না দিলে, এই অবস্থায় উহা ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, ক্ষতিপূরণ প্রদান বাধ্যকর হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধটি তুর্কী মাজাল্লা-এর ভিত্তিতে রচিত। বরাতের জন্য ফিক্হ-এর গ্রন্থাবলীতে 'কিতাবুল-ইজারা' শীর্ষক অধ্যায়ও দ্র.।

মুহাম্মদ মূসা

ইটনা (إِتْنَا) ঃ বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা। আয়তন ৪০১.৯৪ ব.কি.মি., লোকসংখ্যা ১৩২৯৪৮ জন। ইহার উত্তরে নেত্রকোণা জেলার মদন ও খলিয়াজুরি, পূর্বে সুনামগঞ্জ জেলার সাল্লা ও হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ, দক্ষিণে মিটামইন ও করিমগঞ্জ এবং পশ্চিমে তারাইল উপজেলা অবস্থিত। ২৪°২৭ হইতে ২৪°৩৯ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৫৭ হইতে ৯১°১৪ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে ইটনা উপজেলার অবস্থান।

ইটনা নামকরণের নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ইহা সাধারণভাবে মনে করা হইয়া থাকে যে, থানা প্রতিষ্ঠাকালে থানা সদর মৌজার নামে ইটনা থানার নামকরণ করা হইয়াছে। ইটনা থানা তথা পুলিশ ফাঁড়ি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯১৭ খৃ.। রেনেলের মানচিত্রে (১৭৮৩ খৃ.) যেই সকল গুরুত্বপূর্ণ জনপদের নাম পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে বর্তমান ইটনা উপজেলার পাঁচ কাহনিয়া, জয়সিদ্ধি, ইটনা, কুর্শি ও বাদলা উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে বাদলা থানা পরিবর্তিত হইয়া ইটনা হইয়াছে। মুগল আমলের জোয়ানশাহী, লতিবপুর, নাছিরুজিয়াল ও খালিয়াজুরি পরগনায় বিভিন্ন মৌজা ইটনা উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইটনা ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন একটি থানা ছিল। ১৯৮৪ খৃ. কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সকল উপজেলার সমন্বয়ে জেলা ঘোষিত হইলে ইটনা কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন হয়। তৎপূর্বে ১৯৮৩ খৃ. ইটনা থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা হইয়াছে। ইটনা মূলত হাওড়, খাল-বিল ও নদীবেষ্টিত এলাকা। বর্ষাকালে সমগ্র উপজেলা এলাকা পানিতে একাকার হইয়া যায় যাহা প্রায় সাগরের রূপ ধারণ করে। ইটনার উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হইল নরসুন্দা, ধনু, মাগুরা, কাটাখাল, উজান শিমুল গৌর, বাইতি, কালনী, সুরমা, বাউলাই, চিনাই ও বারুনী নদী। হাওড় ও বিলগুলি হাউলার, হুলিয়ার দৈর, মাগুরা, চাপরা, বোয়ালী, কয়রা, উগলী, সোনাবান্দা, ঘোরা, মর্দা, লোহা, ছোট হারিয়া, অগলপা, কৈরা, জোড়া, বালি ও মুক্তি। এই সকল বিলসমূহে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। সমগ্র উপজেলায় প্রচুর পরিমাণে ধান উৎপন্ন হয়। শুষ্ক মৌসুমে সমগ্র এলাকার মাঠে ফসলের সবুজের সমারোহ ঘটে। মাঠে ফাঁকে ফাঁকে গড়িয়া উঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার বাড়ী। স্থানীয় ভাষায় ইহাকে জিরাতী বলে। ইটনা খাদ্যশস্যে উদ্বৃত্ত উপজেলা। বেশীর ভাগ জমি, এক ফসলী অর্থাৎ বোরো ধানের আবাদি জমি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ছোঁয়া না লাগিলে ফসলের ফলন খুব ভাল হয়। মাঝে মধ্যে পাহাড়ী ঢলের উজান হইতে আসা পানিতে ফসলাদী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন কোন সময় ফসল একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। রবি মৌসুমে ইটনা এলাকার চরাঞ্চলে বিস্তীর্ণ চারণভূমি থাকায় মৌসুমী গরু ছাগল পালন করা হইয়া থাকে। এই এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক কলহ কম এবং ধর্মীয় প্রভাব লক্ষণীয়।

১০টি ইউনিয়ন, ৯৩টি মৌজা ও ১৩০টি গ্রামের সমন্বয়ে ইটনা উপজেলা গঠিত। ১৯৯১ খৃ.-এর পূর্বে উপজেলায় ইউনিয়ন ছিল ৮টি, মৌজা ৮৫টি, গ্রাম ১১৭টি। ১৯৯০ খৃ. পার্শ্ববর্তী নেত্রকোণা জেলার খালিয়াজুরি উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়ন ইটনার সহিত সংযুক্ত করা হয়। ২০০১ খৃ. ইটনার বড়িবাড়ী ইউনিয়ন ভাগ করিয়া আরেকটি নূতন ইউনিয়ন গঠিত হইলে মোট ইউনিয়ন হয় ১০টি। ইটনা আয়তনের দিক দিয়া কিশোরগঞ্জ জেলার বৃহত্তম উপজেলা। উপজেলার মোট জনসংখ্যা ১৩২৯৪৮ জন। (৮ ইউনিয়নের পরিসংখ্যান ১৯৯১ খৃ. আদমশুমারী অনুযায়ী) পুরুষ ৬৯৩১৫, নারী ৬৩৬৩৩ জন। গ্রামে বাস করে ১১২৭৩২, পুরুষ ৫৮৭২১, নারী ৫৪০১১ জন। শহরে বাস করে ২০২১৬, পুরুষ ১০৫৯৪, নারী ৯৬২২ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি.মি. ৩৩১ জন (৮৫৭ জন প্রতি ব. মাইলে)। ইউনিয়ন, মৌজা ও গ্রামের গড় জনসংখ্যা যথাক্রমে ১৬৬১৯, ১৫৬৪ ও ১১৩৬ জন। ১৯৮১ খৃ. মোট জনসংখ্যা ছিল ১১৪০৯১ জন, পুরুষ ৫৯০৮২, নারী ৫৫০০৯ জন। জনসংখ্যার ৮০% মুসলমান, ১৮% হিন্দু, ০.১২% বৌদ্ধ, ০.১২% খৃস্টান, ১.৭৬% অন্যান্য সম্প্রদায়ের। শিক্ষার গড় হার ২১.৫% পুরুষ ২২.১%, নারী ২০.৭%। কলেজ ১টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৮টি, মাদ্রাসা ২১টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৪টি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০টি। বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইটনা এম.সি. ইনস্টিটিউট (স্থা. ১৯৪৩ খৃ.) অন্যতম। জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশার মধ্যে কৃষি ৪৭.৯৬%, কৃষি শ্রমিক ২৭.১৮%, অকৃষি শ্রমিক ২.৯২%, ব্যবসা ৫.৪৪, মৎস্য ৩, ৯৬%, চাকরী ১.৭৪%, অন্যান্য ১০.৮%। উপজেলায় পাকা রাস্তা ৮ কি.মি. কাঁচা রাস্তা ২৭৬ কি.মি.। বর্ষাকালে যোগাযোগের মাধ্যম একমাত্র নৌকা।

ইটনার মুসলিম সমাজের মধ্যে দেওয়ান পরিবারটি বিখ্যাত। উপজেলা সদরের নিকটবর্তী বড়হাটিতে দেওয়ান বাড়ী অবস্থিত। মুগল শাসনামলে জোয়ান শাহী পরগনার সায়র জলকর মহলের প্রধান ঈশা খাঁর সমসাময়িক দেওয়ান মজলিশ দেলোয়ার খাঁ এই দেওয়ান বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই পরিবারের দেওয়ান মনোয়ার খাঁ আরেকজন বিখ্যাত ব্যক্তি। দেওয়ান বংশদরগণ এখনো ইটনাতে বসবাস করেন।

মওলানা আহমদ আলী খান (১৯০৪-১৯৮২ খৃ.)-এর বড় হাত কাবিলা গ্রামে জন্ম। তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাগুরু ও নিভৃতচারী জ্ঞানতাপস। তিনি ১৯২৭ খৃ. কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা হইতে শিক্ষা শেষ করেন। কিশোরগঞ্জ এলাকায় বিভিন্ন মাদ্রাসায় তিনি শিক্ষকতা করেন।

ঐতিহ্যবাহী আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়ার প্রতিষ্ঠালগ্ন হইতে আমৃত্যু ঘনিষ্ঠভাবে ইহার সহিত জড়িত ছিলেন। কিশোরগঞ্জ সদরের সাবেক সংসদ সদস্য মাওলানা আতাউর রহমান খান তাঁহার পুত্র।

ইটনা সদরের বড়হাটিতে প্রাচীন বাদশাহী মসজিদের অবস্থান। সপ্তদশ শতকে দেওয়ান পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দেলোয়ার খাঁ কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত। আয়তাকারবিশিষ্ট মসজিদের ছাদ তিনটি সমআয়তনের গোলাকার গম্বুজ দ্বারা আবৃত। চার কোণায় ৪টিসহ মোট ৮ মিনার মসজিদের ছাদের উপরে উঠিয়াছে। মসজিদের পূর্ব প্রাচীরে রহিয়াছে তিনটি প্রবেশ পথ এবং প্রাচীরগুলি ৫ পুরু। মুগল স্থাপত্য কৌশলে নির্মিত সমগ্র মসজিদটি আকর্ষণীয় কারুকার্য নকশায় সুশোভিত। মসজিদের চারিপার্শ্ব অনুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশের জন্য পূর্ব প্রাচীরে রহিয়াছে একটি মনোরম কারুকার্যখচিত ফটক। ভরা গ্রামে রহিয়াছে 'কইল্যা' ও 'মাইট্যা' শাহ'র মাযার। জনশ্রুতি অনুযায়ী ষোড়শ শতকে তাহারা এইখানে আসেন এবং ধর্মীয় ও পীরআলী সাধনায় উন্নতি লাভ করেন। মাযারকে ঘিরিয়া প্রতি বৎসর উৎসব পালিত হয়। ইটনা উপজেলা সদরই শুধু শহর এলাকা হিসাবে পরিগণিত। ইহা ৫টি মৌজা লইয়া গঠিত এবং আয়তন ৩৭.৭২ বর্গ কি.মি.। ইটনার একটি মাত্র ইউনিয়ন পল্লী বিদ্যুতায়নের কর্মসূচীর আওতায় আসিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Bangladesh Population Census 1991. Bangladesh Bureau of Statistics, Dhaka; (২) উপজেলা পরিক্রমা ইটনা, দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা, তারিখ জুন ১৪, ২০০৫ খৃ.; (৩) মোঃ সাইদুর সম্পা., কিশোরগঞ্জের ইতিহাস, কিশোরগঞ্জ, ১৯৯৩ খৃ.; (৪) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭২ খৃ., ১খ.; (৫) Bangladesh District Gazetteer, Mymensingh 1978, P. 362; (৬) বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা ২০০৩ খৃ., ১খ., ১ম সং., পৃ. ৩৪১।

মোঃ ইফতেখার উদ্দিন ভূঞা

ইটাওয়া (Itawa) : ভারতের উত্তর প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় একটি জেলা শহর, ২৬° ২১' এবং ২৭° ১' অক্ষাংশের মধ্যে, ৭৮° ৪৫' পূর্বে; এবং ঐ জেলার প্রধান শহরও বটে, যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। ইংরেজীতে নামটির সাধারণ বানান (ইতায়) Itay (de Laet), কখনও মুসলিম ইতিহাস গ্রন্থে ইন্তাওয়া (Intawa) বানানের ব্যবহারও দেখা যায়। জনপ্রিয় বুৎপত্তিগত অর্থ নামটিকে ইন্ত আওয়া (Int awa) ইটের ভাঁটির সাথে সংযুক্ত করে।

সম্ভবত ইটাওয়া অঞ্চলটি ৪০৯/১০১৮ সনে গযনীর সুলতান মাহমূদের অভিযানের সময় কনৌজ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং কুতবুদ্দীন আয়বাক কর্তৃক ৫৮৯/১১৯৩ সনে মুহাম্মাদ ইব্ন সামের জন্য পুনরায় কনৌজ দখল করার সময়ও উহা ঐ (কনৌজ) রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সপ্তম/ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অনেক রাজপুত সর্দার তাহাদের গোত্রের লোকজনকে এই এলাকায় বসতি স্থাপনের জন্য আনয়ন করে এবং তাহাদের চারিদিকে বিক্ষুব্ধ ও বিরূপ ভাবাপন্ন হিন্দু জনপদ গড়িয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে বিরাজমান অবাধ্যতা লক্ষ্য করিয়া দিল্লীর সুলতানগণ রাজস্ব আদায়ের জন্য অনেক অভিযান প্রেরণ করেন। এইভাবে ৭৭৯/১৩৭৭ সনে সুলতান ফীরূয শাহ তুগলাক তথাকার জমিদারদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য অভিযান প্রেরণ করিতে বাধ্য হন (য়াহ্য়া ইব্ন আহ্মাদ, তারীখে মুবারাক শাহী, Bible. Ind., কলিকাতা ১৯৩১ খৃ., ১৩৩-৪, অনু. কে. কে. বসু বরোদা ১৯৩২ খৃ., ১৪১; ফিরিশ্তা, লাখনৌ, লিথো. ১খ, ১৪৮)। অবাধ্য দস্যু সর্দার সুমার সাহ, বীর সিংহ ও রাওয়াত উদ্ধরন (এই নামগুলি মুসলিম বিবরণীতে ও উহাদের অনুবাদে বিকৃতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে) ৭৯৪/১৩৯১-২ সনে দিল্লীর সুলতান নাসীরুদ্দীন মুহাম্মাদ (তুগলাক) কর্তৃক পরজিত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে বলা হয় (য়াহ্য়া ইব্ন আহ্মাদ, পূ. গ্র., ১৫২, অনু. ১৬১) যে, তিনি সেখানকার দুর্গ ধ্বংস করেন, যদিও একটি দুর্গ সম্পর্কে পরবর্তী কালে অনেক উল্লেখ দেখা যায়। মাহমূদ তুগলাকের গভর্নর খাওয়াজা-ই জাহান মালিক সারওয়ার (আরও দ্র. Sharkis) রাজাব ৭৯৬/মে ১৩৯৪-এ (য়াহ্য়া ইব্ন আহমাদ, পূ. গ্র., ১৫৬, অনু. ১৬৪) ইটাওয়া ও কনৌজের বিদ্রোহীদের দমনে সৈন্য প্রেরণ করিয়া সেখানে তাঁহার শাসনের সূচনা করেন। ইহার পর ইটাওয়া এলাকাটি জৌনপুরের সুলতানগণের দিল্লীতে ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্বে লিপ্ত দলগুলির প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রায়ই উভয় দিক হইতে ইহা আক্রান্ত হইতে থাকে। মাল্লুখান লোদী (দ্র.) কর্তৃক প্রথম ৮০৩/১৪০০-১ সনে (য়াহ্য়া ইব্ন আহমাদ, পূ. গ্র., ১৬৯ প., অনু. ১৭৫ প.) এবং পুনরায় ৮০৭/১৪০৪-৫ সনে ইহা আক্রান্ত হয়। ঐ সময় বিদ্রোহীরা চারি মাস অবরুদ্ধ থাকিবার পর কর দানে রাযী হয় এবং বহু হাতী উপহার দেয়। ৮১৭/১৪১৪ সনে দিল্লীর সুলতান সায়্যিদ বংশীয় খিদ্র খান সিংহাসনে আরোহণের পরপরই তাজুল-মুল্কের অধীনে এক বিরাট সৈন্যদল ইটাওয়ায় প্রেরণ করেন। তাজুল-মুল্ক সুমার ও অন্যদের আনুগত্য লাভে সক্ষম হইয়া ইটাওয়ার পৌত্তলিকদের শাস্তি দেন (ঐ, পৃ. ১৮৫)। তিনি পুনরায় ৮২১/১৪১৮ সনে ও ৮২৩/১৪২০ সনে আরও দুইটি অভিযান পরিচালনা করিয়া দিহুলি (Deoli, Duhli, এমনকি Delhi অনুবাদসমূহে) গ্রামটি ধ্বংস করেন এবং ইটাওয়ার সুমার অবরুদ্ধ হয়। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, জেলার বাৎসরিক কর শুধু সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াই আদায় করা সম্ভব হইত এবং শুধু ৮২৫/১৪২২ সনে যখন সুমারের পুত্র সাময়িকভাবে মুবারাক শাহের সৈন্যদলে যোগদান করে, তখন এই এলাকার বিরুদ্ধে কোন অভিযান প্রেরণ করা হয় নাই।

৮৩১/১৪২৭ সনে আরও একটি অভিযান সমাপ্তির পর জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীমের সৈন্যদল তাঁহার ভ্রাতা মুখতাস্স খানের নেতৃত্বে এলাকাটি আক্রমণ করেন। দিল্লীর সৈন্যদলকে এই বিপদ মুকাবিলার জন্য প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। ইটাওয়াকে পুনরায় আয়ত্তে আনার নিমিত্ত দুই বৎসরের জন্য তথায় আর কোন সৈন্যদল প্রেরণ সম্ভব হয় নাই। এতদ্ব্যতীত সায়্যিদ বংশের ক্ষমতা হ্রাস পাইতে থাকে এবং দিল্লীর পূর্বেকার সুলতানী শাসন বিভক্ত হইয়া পড়ে। ফলে এই ক্ষুদ্র জেলাটি আর কাহারও আক্রমণে বিব্রত হয় নাই। প্রথম লোদী সুলতান বাহ্লূল ও মাহমূদ শাহ শারকীর মধ্যে ৮৫৫/১৪৫১ সালে নিম্ন দোয়াব অঞ্চলসমূহের ভাগাভাগির কারণে ইটাওয়া অবশেষে জৌনপুরী সুলতানের আওতায় চলিয়া যায়। অনেক অমীমাংসিত বিরোধ সুলতান বাহলূল ও পরপর তিনজন জৌনপুরী সুলতান মাহমূদ মুহাম্মাদ ও হুসায়ন-এর মধ্যে বিরাজ করিতেছিল। এই তিনজনের শেষ সুলতান (হুসায়ন) ইটাওয়াকে সাময়িকভাবে তাঁহার প্রধান কর্মস্থল নির্ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। রাণীমাতা বীবী রাজ ৮৯১/১৪৮৬ সালে এইখানে ইনতিকাল করেন এবং ৮৯২/১৪৮৭ সালে বাহলূল-এর বিরুদ্ধে হুসায়নের আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। অতঃপর ইটাওয়া লোদী সাম্রাজ্যের অধীনে চলিয়া যায়। ৯৩৪/১৫২৮ সাল পর্যন্ত ইহা লোদী

সাম্রাজ্যের অধীনে থাকে, পরে বাবুরের আক্রমণের সময় জেলাটি তাঁহার নিকট সমর্পিত হয়।

৯৫২/১৫৪৫ সালে হুমায়ূনের পরাজয়ের পর এলাকাটি শের শাহের সাম্রাজ্যের অধীনে আসে, তিনি বার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা জেলাটিতে আংশিক শান্তি স্থাপনে সক্ষম হন এবং রাস্তা নির্মাণ কর্মসূচীর মাধ্যমে সমস্ত দেশটিকে বাহিরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করিয়া দেন। তিনি অথবা আকবার রাজ্যের প্রশাসনের মধ্যে ইটাওয়ার অন্তর্ভুক্তি সহজ মনে করিতেন না। অবশ্য আকবার ইটাওয়াকে পরগণার প্রধান শহর করিয়া ইহার মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। আঈনে আকবারীতে এই শহরে একটি দুর্গ আছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ইটাওয়াকে আর্থিক লেনদেনের কেন্দ্র করার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। দোয়াবের অন্যান্য শহরের মত মুসলমানগণ এই শহরে অধিক সংখ্যায় কখনও বসতি স্থাপন করেন নাই এবং মুগল রাজত্বের পতনে ইহা মারাঠা বা জাঠদের করতলগত হয়। মধ্যে মধ্যে অযোধ্যাও ইহার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে, এমনকি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যায় যে সকল এলাকা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল এই জেলাটি তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহা সত্ত্বেও স্থানীয় কোন কোন প্রধান এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবেও এই শহরটি কিছুটা গুরুত্ব লাভ করে। ইটাওয়া শহরে একটি চিত্তাকর্ষক জামে' মসজিদ রহিয়াছে। ইহার পশ্চিম দিকের লীওয়ান-এ একটি কেন্দ্রীয় বৃহৎ আকারের মনুমেন্ট পর্যায়ের (propylion) আকৃতিরও খিলান আছে। ইহা জৌনপুরের মসজিদসমূহের মত। এই শহর সম্পর্কে বিশেষ গবেষণা করা হয় নাই। যাহা কিছু বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতেছে C, Horne, Notes on the Jumma Masjid of Etawah, in JASB, xxxvi/I (১৮৬৭), ৭৪-৫। ইটাওয়ার কেন্দ্রীয় স্কোয়ারকে হিউমগঞ্জ (Humeganj) বলা হয়। নামটি জেলার বৃটিশ কালেক্টর A. O. Hume যিনি ভারতীয় কংগ্রেস পার্টি গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন, তাঁহারই স্মৃতিস্বরূপ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে বরাতের উল্লেখ আছে।

j. Burton-Page (E. I. 2)/হাফিজ সৈয়দ নূরুদ্দীন

'ইত্‌ক (দ্র. 'আব্দ)

ইত্‌ক নামে (عتقنامه) ঃ ইতিক নামে বা ইতাক নামে মুক্তিপ্রদত্ত ক্রীতদাস বা গোলামকে প্রদত্ত দলীল বা সার্টিফিকেট-এর 'উছমানী তুর্কী নাম (দ্র. আব্দ)। দলীলে সাধারণত আযাদকৃত গোলামের নাম, দৈহিক বর্ণনা, অনেক সময়ে ধর্ম এবং জাতি ও গোত্রের নামও উল্লেখ থাকিত। তৎসঙ্গে ইহাও লেখা থাকিত যে, কোন্ তারিখ এবং কোন্ পরিস্থিতিতে তাহাকে মুক্তি দান করা হইল। দলীলে তারিক সমেত দস্তখত ও সাক্ষিগণের দস্তখত থাকিত এবং দলীল রেজিস্ট্রী করা হইত। ইসলামী আমলের আদি যুগ হইতেই এই ধরনের দলীল পাওয়া যায় [উদাহরণের জন্য দ্র. (১) A. Grohmann, Arabic papyri in the Egyptian Library, ১খ, কায়রো ১৯৩৪ খৃ., ৬১-৪; (২) ঐ লেখক, Arabische papyri aus den Staatlichen Museen zu Berlin, Isl., xxii (১৯৩৫ খৃ.)-এ, পৃ, ১৯-৩০]। খৃষ্টীয় ১৮শ শতকের কিছু সংখ্যক 'উছমানী দলীলের সংগ্রহ সম্পাদনা করেন K. Jahn, Turkische Freilassungser- klarungen des18. jahrhunderts(1702-1776), নেপলেস ১৯৬৩ খৃ.। jahn-এর ভূমিকাতে অন্যান্য এবং পূর্ববর্তী আমলের দলীলের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

সম্পাদনা পরিষদ (E . I. 2)/হুমায়ুন খান

উপমহাদেশে এবং বর্তমান বাংলাদেশ এলাকাতে খৃ. ১৯শ শতক কাল পর্যন্ত গোলাম বা ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় হইত এবং মুক্তিও প্রদান করা হইত। এই সকলই হইত যথারীতি দলীলের মাধ্যমে এবং সেই দলীল রেজিস্ট্রি করা হইত। কোন গোলামের মালিক তাহার ব্যক্তিগত সম্পদস্বরূপ গোলামকে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে অপর একজন মালিকের নিকট সাফ কবালা করিয়া বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন এইরূপ অনেক দলীল পাওয়া গিয়াছে। অনুমিত হয় যে, গোলাম বা ক্রীতদাসকে ক্রয়মূল্যের সমপরিমাণ অর্থের বিনিময়ে যখন মুক্তি দেওয়া হইত তখনও যথারীতি দলীল করিয়াই দেওয়া হইত—যদিও সেইরূপ দলীল কেহ অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করেন নাই।

ইতবা (দ্র. মুযাওওয়াজ)

ইতবান ইব্‌ন মালিক (عتبان بن مالك) ঃ (রা) ইব্‌ন আম্‌র আল-আন্‌সারী একজন সাহাবী, মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের শাখা বানূ সালিম-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশতালিকা হইল ঃ ইতবান ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌নিল-আজলান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন আওফ ইব্‌নি'ল-খাযরাজ। তাঁহার মাতা ছিলেন মুযায়না গোত্রের কন্যা। মদীনার পূর্ব পার্শ্বে উঁচু জায়গায় (عالية) অবস্থিত বানূ উমায়্যা ইব্‌ন যায়দ-এর মহল্লায় তিনি বসবাস করিতেন।

তিনি বদ্‌র, উহুদ ও খান্দাক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইব্‌ন ইসহাক তাঁহাকে বাদ্‌রী সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ না করিলেও অধিকাংশ 'আলিম-এর মতে তিনি বদ্‌র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার গোত্র বানূ সালিম-এর ইমাম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে 'উমার ইব্‌নু'ল-খাত্তাব (রা)-এর সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন (ইসাবা, ২খ, ৪৫২)। উমার (রা) ও তিনি পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে থাকিয়া দীনের জ্ঞান হাসিল করিতেন। একদিন 'উমার (রা) হাযির থাকিয়া সেই দিনের ওহী প্রভৃতি যাহা শুনিতেন তাহা তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিতেন, আর একদিন তিনি হাযির থাকিয়া 'উমার (রা)-কে উহা পৌঁছাইয়া দিতেন। এই সূত্রেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রীগণের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর মনোমালিন্যের খবরটি তিনিই সর্বপ্রথম উমার (রা)-কে পৌঁছাইয়া দেন (বুখারী, বাব আত-তানাউব ফিল-'ইল্‌ম; 'উমদাতুল-কারী, ১খ, ১০৫ প.)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশাতেই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল (তাবাকাত, ৩খ, ৫৫০)। তিনি সালাতের জামা'আতে শরীক না হইবার আবেদন জানাইলে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তুমি কি আযান শুনিতে পাও? তিনি বলিলেন, হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে জামা'আতে শরীক না হওয়ার অনুমতি দেন নাই। মাহ্‌মূদ ইব্‌নু'র-রাবী হইতে বর্ণিত। ইতবান ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, আমি আমার গোত্র বানূ সালিমের ইমামাতি করিতাম। ঝড়-বৃষ্টি হইলে আমার গৃহ ও মসজিদের মধ্যে যে ময়দানটি ছিল উহা অতিক্রম করিয়া মসজিদে পৌঁছা আমার জন্য দুঃসাধ্য হইয়া পড়িত। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঘোর অন্ধকার রাত্রে ও ঝড়-বৃষ্টির সময় মসজিদে হাযির হওয়া আমার জন্য দুষ্কর হইয়া পড়ে। তাই আপনি যদি আমার বাড়ীতে গিয়া

কোন এক স্থানে সালাত আদায় করিয়া আসিতেন, তবে আমি সেখানে সালাতের স্থান বানাইয়া লইতাম। তিনি রাযী হইলেন। পরদিন আমি তাঁহার জন্য আহারের বন্দোবস্ত করিলাম। তিনি আমার বাড়ীতে গমন করিয়া না বসিয়াই বলিলেন, তোমার গৃহের কোন্ স্থানে আমি সালাত আদায় করিলে তুমি খুশী হও? অতঃপর আমি যেই স্থানে সালাত আাদায় করিতাম, সেই স্থানটিই দেখাইয়া দিলাম। তিনি সেইখানে দুই রাক'আত সালাত আদায় করিলেন। আমরাও তাঁহার সহিত সালাতে শরীক হইলাম (উসদু'ল-গাবা, ৩খ, ৩৫৯)। মদীনার সেই গৃহে লোকজন বরকত হাসিলের জন্য আজও সালাত আদায় করিয়া থাকে (তাবাকাত, ৩খ, ৫৫০)। আনাস ইব্ন মালিক (রা) ও মাহমূদ ইবনুর-রাবী-এর সূত্রে বুখারী ও মুসলিম-এ তাঁহার হাদীছ বর্ণিত আছে।

মু'আবিয়া (রা)-এর খিলাফাতকালে তিনি ইনতিকাল করেন। 'আবদু'র-রাহমান নামে তাঁহার এক পুত্র ছিলেন যাহার মাতার নাম ছিল লায়লা বিন্ত রিআব ইব্ন হুনায়যা। তাঁহার মৃত্যুর পর ইতবান (রা)-এর আর কোন বংশধর ছিল না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, আস-সাহীহ, দিল্লী তা. বি., ১খ, ১৯ (দুই লাইনের মধ্যভাগে লিখিত); (২) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল-বারী, বৈরূত তা. বি., ২খ, ১৮৫; (৩) বাদরু'দ-দীন আল-'আয়নী, 'উমদাতু'ল-কারী, বৈরূত তা. বি., ২খ, ১০৫, ১৭খ, ১১৩-১২২; (৪) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতু'ল-কুবরা, বৈরূত, তা. বি., ৩খ, ৫৫০; (৫) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, আল-ইসাবা, মিসর ১৩২৮ হি., ২খ, ৪৫২, সংখ্যা ৫৩৯৬; (৬) ইবনু'ল-আছীর, উসদুল-গাবা, তেহরান ১৩৭৭ হি., ৩খ, ৩৫৯-৩৬০; (৭) আয-যাহাবী, তাজরীদ আসমাইস- সাহাবা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৩৭০, সংখ্যা ৩৯৪৯; (৮) ইব্ন আবদি'ল-বারর, আল-ইসতীআব (ইসাবার হাশিয়া, ৩খ, ১৫৬-৬০); (৯) ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী, তাকরীবু'ত-তাহযীব, বৈরূত ১৩৯৫/ ১৯৭৫, ২খ, ৩, সংখ্যা ৮; (১০) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান- নিহায়া, বৈরূত ২য় সং, ১৯৭৮ খৃ., ৩খ, ৩২২; (১১) ইদরীস কান্দিহ্লাবী, সীরাতু'ল-মুসতাফা, রাব্বানী বুকডিপো, দিল্লী ১৯৮১ খৃ., ১খ, ৬১৬; (১২) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, মিসর তা. বি.., ২খ, ২৬২; (১৩) বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭২ খৃ., ১খ, ৩৯২।

ডঃ আবদুল জলীল

ইত্র (দ্র. আলবার, মিস্ক)

ইতা'আ (দ্র. তা'আ)

ইতাওয়া (اتاوة) ঃ (আতা শব্দ হইতে উৎপন্ন, দৃশ্যত 'আতা শব্দের জুড়ি শব্দ) আক্ষরিক সাধারণ অর্থ দান, প্রাক-ইসলামী ও প্রাথমিক ইসলামী যুগে, বিশেষত একটা অনির্দিষ্ট কর বা এককালীন অর্থ প্রদান বুঝাইত। উদাহরণস্বরূপ, যাহা কোন গোত্র অথবা অন্য কোন দল প্রধান গ্রহণ করে। পরবর্তী কালে কখনও কখনও বখশিশ বা ঘুষের অর্থ বুঝাইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ F. Lokkegaard, Islamic Taxation, নির্ঘণ্ট দ্র.।

CL. Cahen (E. I.[2])/হাফেজ সৈয়দ নূরুদ্দীন

'ইতাক (দ্র. আব্দ)

ইতালিয়া (ايطاليا) ঃ ইতালী নামের আরবী ভাষায় ব্যবহৃত রূপ। উচ্চ শ্রেণীর 'আরবী গ্রন্থকারগণের লেখায় এই নাম কদাচিৎ দৃষ্ট হয় এবং আল্-ইদ্রীসী (দ্র.) তাঁহার নুযহাতু'ল-মুশ্তাক গ্রন্থে (তু. M. Amari, BAS, 15) একবার মাত্র এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। 'আরবদের লিখিত ইতিহাস ও ভূগোলের গ্রন্থসমূহে অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত নাম, যেমন আরদ্ ইফ্রানজ্ (দেখুন ইফরাজন্) এবং আল্-আরদুল-কাবীরা (যাহা শুধু কালাব্রিয়াকে বুঝাইবার জন্য কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়) প্রভৃতির সহিত নামগুলিও দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি দ্বারা অধিকতর সুনির্দিষ্টভাবে লোম্বার্ড শাসনাধীনের ইতালীর দক্ষিণ ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলকে বুঝায়, যদিও য়াকূত লিখিত মু'জামু'ল-বুলদান গ্রন্থে لو تكبردة নাম দ্বারা প্রোভেন্স হইতে কালাব্রিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডকে বুঝান হইয়াছে।

উপদ্বীপ ও দ্বীপমালাসহ ইতালী সম্পর্কে 'আরব ভূগোলবিদ ও পর্যটকদের প্রদত্ত তথ্যসমূহের সব সমভাবে পূর্ণাংগ ও বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইহা জোর দিয়া বলার খুব বেশী প্রয়োজন নাই যে, তাঁহাদের লেখায় সিসিলি দ্বীপকে (সিকিল্লিয়্যা শীর্ষক নিবন্ধে ইহার সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হইয়াছে) একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে। কারণ এই দ্বীপটি প্রায় আড়াই শতাব্দী কাল দারু'ল-ইসলাম (দ্র.)। অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভূগোলশাস্ত্রে 'আরবদের লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে তথ্য সম্পদের সমৃদ্ধতায় এবং বিস্তারিত বর্ণনায় নুয্হাতু'ল-মুশতাক গ্রন্থটি বিশেষভাবে সুবিদিত। ইহার চারিটি পরিচ্ছেদ ইতালী সম্বন্ধে, তন্মধ্যে তিনটি পরিচ্ছেদ মূল ভূখণ্ড সম্বন্ধে (চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদ ও পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ) এবং একটি পরিচ্ছেদ (চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) দ্বীপগুলি সম্বন্ধে। যদিও কখনও কখনও ইহা খুব সতর্কভাবে বিবেচনা করা দরকার, তবুও আল্-ইদ্রীসীর তথ্যমালা খুব কমই কেবল নির্ভেজাল কল্পনার ফসল, যাহার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হইতেছে রোম নগরীর কল্পনাপূর্ণ পৌরাণিক বর্ণনা। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণাদির প্রাসংগিকতা সম্পর্কে ইহা মনে রাখা দরকার যে, ইহাতে অনেক সময় দ্বাদশ শতাব্দীর কোন কোন শহরের রাজনৈতিক ও জাতিগত অবস্থায় প্রতিফলন ঘটিয়াছে (নুয্হাতু'ল-মুশ্তাক-এর প্রণয়ন কাজ সমাপ্ত হয় শাওওয়াল ৫৪৮/জানুয়ারী ১১৫৪ সালে)। আবার কোন কোন সময় তথ্যাদি পুরাতন উৎস হইতে গৃহীত এবং দেখা যায় যে, সরবরাহকারী অথবা সংকলক আলোচ্য সময় পর্যন্ত তথ্যাদির সমাবেশ করিতে পারেন নাই (এই বিষয়ে তু. G. Furlani. La Giulia e la Dalmazia nel Libro di Ruggero di al-Idrisi, in Aegyptus, ৬খ, মিলান ১৯২৫ খৃ., ৬০ প.)। ৩য়/৯ম শতাব্দী পর্যন্ত ৯ম/১৫ শতাব্দী সময়ের ভূগোলবিদ ও পর্যটকবৃন্দ রোম নগরী (রুমা, রুমিয়া ও রুমিয়্যা হিসাবে প্রতিলিখিত) সম্পর্কেই তাঁহাদের সর্বাধিক বিস্তৃত ও পূর্ণতম বর্ণনাসমূহ লিখিয়াছেন। কিন্তু এই বর্ণনাসমূহ খুব কম বিশ্বাসযোগ্য। অপেক্ষাকৃত কম বিস্তারিত বর্ণনায় যে সমস্ত শহরের কথা বলা হইয়াছে সেইগুলি হইতেছে জেনোয়া, ভেনিস, পিসা, নেপলেস এবং আরও দক্ষিণের রেগিও, টারান্টো, অট্রান্টো ও ব্রিণ্ডিসি। কিছু সংখ্যক ভূগোলবিদ, যাঁহারা অন্ততপক্ষে ৭ম/১৩শ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের লেখায় লুসিরা শহরের (ভিন্ন ভিন্ন লেখকের লেখায় ইহার প্রতিলিখন লুশীরা হইতে লুজারা পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্নভাবে হইয়াছে) উল্লেখ রহিয়াছে, যেখানে সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক সিসিলি হইতে মুসলমানদের শেষ মূল অংশ বিতাড়ন করেন। এই

ভূগোলবিদদের মধ্যে ছিলেন আল-হিময়ারী (তু. U. Rizzitano, L'Italia ncl Kitab arrawd al-mitar fi khabar al-aktar di Ibn Abd al-Munim al-Himyari, in Madjallat Kulliyat al-Adab, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮খ, (১৯৫৬ খৃ.), ১৭৪], ইব্‌ন সা'ঈদ আল-আন্দালুসী (in BAS, 136) আবু'ল-ফিদা (ঐ, ১৪৯, ৪২১), ইব্‌ন খালদওন (ঐ, ৪৯১) এবং অন্য কয়েকজন। পরবর্তী যুগে বেশ কিছু সংখ্যক আরব পর্যটক ইতালী ভ্রমণ করেন এবং ভাসা ভাসা হইলেও আংশিকভাবে ইতালী সম্পর্কে বর্ণনা দেন। এই পর্যটকদের লিখিত গ্রন্থসমূহের তালিকা প্রদান করিয়াছেন H. Peres তাঁহার নিম্নোক্ত গ্রন্থে : Voyageurs musulmans en Europe aux xixe ct xxe Siecles, Notes bibliographiques, in Melanges Maspero (Memoires de l'Institut francais du Caire lxvii (1935), 185-95।

'আরব ঐতিহাসিকগণ মুসলমান কর্তৃক ইতালী আক্রমণের প্রথম যে তথ্য প্রদান করিয়াছেন তাহা হইল টরান্টো উপকূলে ভেনিসীয় নৌবহরের পরাজয় সংক্রান্ত (কোন কোন আরব ঐতিহাসিকের মতে ২২৫/৮৪০ সালে এবং ল্যাটিন উৎস অনুসারে পরবর্তী বৎসরে সংঘটিত হয়)। এই ঘটনা এবং ইহার সহিত সংঘটিত 'বারি' আক্রমণের ঘটনার ফলশ্রুতিতে সেই শহরে একটি আমীরাত অর্থাৎ মুসলিম আমীরশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় যাহা ২৫ বৎসরকাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল। ইতালীয় মূল ভূখণ্ডে পরিচালিত প্রথমদিকের এই সমস্ত আক্রমণের সময়েই মুসলিমগণ লোম্বার্ড রাজ্যের জটিল ও শঠতাপূর্ণ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে জড়াইয়া পড়েন। লোম্বার্ডের কেহ না কেহ মুসলিম শক্তির সাহায্য ও সমর্থন গ্রহণ করিতেন এবং মুসলিম বাহিনীর এই সমর্থন ইতালীর যে গৃহযুদ্ধ ৩য়/৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দক্ষিণ ইতালীকে জর্জরিত করিয়াছিল, তাহাতে সময় সময় আর্থিক প্রভাব বিস্তার করিত। ইহার ফলে তাহারা শীঘ্রই পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ লাভে সমর্থ হয়। অন্যদিকে বেনিভেন্টোর যুবরাজ র‍্যাডেলজিস স্যার্লেনো ও ক্যাপুয়ার যুবরাজ সিকোনোলফো বেপরোয়া মুসলিম যোদ্ধা বাহিনীর সেনাপতিদের সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য একে অপরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে থাকে। এই সেনাপতিদের ভিতরে দুইজন অভিযানকারী মাস্‌সার এবং অ্যাপোলাফ্‌ফার (সম্ভবত এই দুইটি নাম 'আরবী কুন্‌য়া আবূ মাশার এবং আবূ জাফার-এর অপভ্রংশ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যাঁহারা যথাক্রমে বেনিভেন্টো ও টরান্টোতে মুসলিম বাহিনী পরিচালনা করেন। এই দুই ব্যক্তির বিষয়ে ল্যাটিন সূত্রাবলীতে বহু বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। অন্যদিকে তাহাদের বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পর্কে 'আরব ঐতিহাসিকরাও সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করিয়াছেন। অন্যদের মত এখানেও 'আরব ঐতিহাসিকগণ যে সকল ব্যক্তি শুধু ভাগ্যান্বেষী সৈনিক ছিলেন এবং প্রায়ই সিসিলি অথবা ইফ্‌রীকিয়্যার প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের সাফল্যকে তুলিয়া ধরিতে বেশী উৎসাহ দেখান নাই।

একইভাবে দুইটি ঘটনা, যাহা খৃস্টান জগতের প্রথমদিকে ছিল মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা এবং তিন বৎসর পরের দ্বিতীয়টি ছিল চরম আনন্দময় বিজয়ের ব্যাপার—'আরব ইতিহাস লেখকদের মনে কোন আগ্রহ সৃষ্টি করার মত ঘটনা ছিল না। যুল-হিজ্জা ২৩১/আগস্ট ৮৪৬ সালে মুসলিম বাহিনী রোমের প্রান্তে উপনীত হয় এবং সেন্ট পিটারের প্রাসাদের ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু ২৩৪/৮৪৯ সালে একটি বিরাট মুসলিম নৌবহর ওয়াস্তিয়া নামক জায়গায় পরাজিত হয়। এই যুদ্ধের ফলাফল যদি খৃস্টানদের জন্য একটি চূড়ান্ত বিজয় না হইত, তবে মুসলিম বাহিনী সম্ভবত চিরন্তন নগর (Eternal city) রোম পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিত।

'বারি'-য়ের বিরুদ্ধে (মূল রূপ باره) যাহার প্রকৃত পঠন বারূ এবং যাহার ল্যাটিন প্রতিরূপ ব্যারুম (Barum), ভারুম (Varum) প্রথম পর্যায়ের মুসলিম অভিযান সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে ২৩২/৮৪৭ সালের দিকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত আমীরাত সম্পর্কে কেবলা কিছু কিছু বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা আল-বালাযুরী (in BAS, appendix ,i, 2) সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ইব্‌নু'ল-আছীর পুনর্বর্ণনা করিয়াছেন (ঐ, পৃ. ২৩৯, ২৬০)। এই দুই ঐতিহাসিক প্রদত্ত বিভিন্ন বর্ণনা হইতে ইহা জানা যায় যে, আদ্রিয়াতিক শহরভিত্তিক এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিতে পরপর তিনজন আমীর ক্ষমতায় আসীন হন : (১) খালফূন, তিনি রাবীআ গোত্রভুক্ত একজন বারবার এবং প্রায় পাঁচ বৎসর যাবত রাজ্য শাসন করেন, (২) আল-মুফার্‌রাজ ইব্‌ন সাল্লাম, তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং বাগদাদের খলীফার সম্পর্কে নিজের অবস্থানকে বৈধ করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন; এবং সর্বশেষে (৩) সাওদান, তিনিও একজন বার্‌বার্ ২৪৩/৮৫৭ সালে ক্ষমতায় আসেন এবং তাঁহার পূর্বসূরীদের অপেক্ষা ভাগ্যবান ছিলেন। তিনি বিভিন্ন দুর্যোগ-দুর্বিপাকের পর (সমসাময়িক ঐতিহাসিক আল-বালাযুরী যাহার বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন) অবশেষে বাগদাদ হইতে তাঁহার জন্য সরকারী অভিষেকপত্র ও জায়গীর লাভ করিতে সমর্থ হন; কিন্তু রাবীউল-আওওয়াল ২৫৭/ফেব্রুয়ারী ৮৭১ সালে ইহার অবসান ঘটে।

অ্যাপুলিয়ার আর একটি শহর টরান্টো ত্রিশ বৎসরাধিক কাল মুসলমানদের অধিকারে ছিল (প্রায় ২৩১/৮৪৬ সাল হইতে ২৬৬/৮৮০ পর্যন্ত), কিন্তু ইব্‌নু'ল-আছীরের গ্রন্থে ইহার খুব সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দেখা যায় এবং ইহারও কিছু অংশ বাদ দিয়া ইব্‌ন খালদূন তাহার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন (ঐ, ৪৭০)। 'আরব ঐতিহাসিকগণ দক্ষিণ ইতালীতে, বিশেষভাবে গ্যারিগ্লিয়ানো উপত্যকায় মুসলমানদের বহু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ও সাফল্যজনক অভিযান সম্পর্কে কোন তথ্য প্রদান করেন নাই। অথচ এই উপত্যকার ২৬৯/৮৮৩ সালে নির্মিত একটি দুর্গ হইতেই ৩০২/৯১৫ সাল অবধি ব্যাপক ও জোর কর্মতৎপরতা পরিচালনা করা সম্ভব হইয়াছিল। ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, এই সেক্টর ও অন্যান্য স্থানের অভিযানকারী মুসলিম বাহিনী আগ্‌লাবী আমীর দ্বিতীয় ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আহ্‌মাদের (২৬১/৮৭৫-২৮৯/৯০২), শাওওয়াল ২৮৯/সেপ্টেম্বর ৯০২ সালে ক্যালব্রিয়ায় অবতরণের সংবাদ পাইয়া আরও উৎসাহিত হন। দক্ষিণ ইতালীতে মুসলিমদের এই সম্প্রসারণমূলক নবতর কার্যাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়, বিশেষ করিয়া ইব্‌নু'ল-আছীর (BAS, ২৪২), আন-নুওয়ায়রী (ঐ, ৪৫৩), লিসানুদ্-দীন ইব্‌নু'ল-খাতীব ('আমালু'ল-আলাম, তৃতীয় অধ্যায়, আল-আব্বাদী ও আল-কাত্তানী কর্তৃক আল-মাগ্‌রিবু'ল-'আরাবী ফি'ল- আস্‌রিল-ওয়াসীত, ক্যাসাব্লাংকা ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ১২০), ইব্‌ন খালদূন (BAS, ৪৭৫-৭৬) ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

ফাতিমীরা প্রথম দিকে আগ্‌লাবীপন্থী ইব্‌ন কুরহুবের সমর্থিত ন্যায়নীতি অনুসারী গোষ্ঠীর বিরোধিতার সম্মুখীন হইলেও ২৯৮ হিজরীর প্রথম/৯১০ খৃস্টাব্দের শেষের দিক হইতে ৩৩৬/৯৪৮ সাল পর্যন্ত আগ্‌লাবীদের উত্তরসুরি হিসাবে সিসিলির শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। এই সময়কালের ঘটনাবলীর ব্যাপারে 'আরব ঐতিহাসিক সূত্রসমূহ শুধু ক্যালব্রিয়া

ও অ্যাপুলিয়ায় মুসলমানদের উপর্যুপরি আক্রমণাত্মক অভিযানসমূহকেই প্রাধান্য দিয়াছে তাহা নয়, বরং আল-মাহ্দীর দরবারের একজন গোলাম সাবির কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধাভিযানকেও বেশ গুরুত্ব দিয়াছে। সাবির ৩১৬/৯২৮ সালে তায়রেনিয়ান উপকূলের লোম্বার্ড রাজ্য আক্রমণ করিয়া কতকগুলি সুরক্ষিত জায়গা দখল করেন। এইগুলির সঠিক অবস্থান ও পরিচিতি 'আরব গ্রন্থে নিশ্চিতভাবে বর্ণনা না করার জন্য বর্তমানে নির্ণয় করা সম্ভব নহে (BAS, পৃ. ১৭০, ৩৬৮)। ফাতিমী ইমাম আল-কাইম (৩২২/৯৩৪- ৩৩৪/৯৪৬ দ্র.) য়াকূব ইব্ন ইসহাকের নেতৃত্বে লিগুরিয়ান উপকূলে একটি দুঃসাহসিক অভিযানের পরিকল্পনা করেন এবং য়াকূব ইব্ন ইসহাক ৩২২/৯৩৪ সালে জেনোয়ার উপর একটি অভিযান পরিচালনা করিয়া পরবর্তী বৎসর তাহা দখল করেন (BAS, পৃ. ১৭০, ২৫৪, ৩৬৮, ৪৩৭, ৪৫৯, ৪৭৮; ইব্ন তাগ্রীবিরদী, পৃ. ২৬৭; 'আমালুল-আলাম ৫৩)। গ্রন্থ অনুসারে ফাতিমী ইমাম আল-মুইয্যের বিখ্যাত মুক্তদাস জাওহার (দ্র.)-এর উপর এই অভিযানের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছিল।

৪র্থ/১০ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কাল্বী (দ্র.) রাজবংশের আমীরগণ সিসিলী শাসন করেন। এই সময়ের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। তবে কোন কোন 'আরব ঐতিহাসিকের বর্ণনা অনুসারে দক্ষিণ ইতালী ও বিশেষভাবে অ্যাপুলিয়া ও ক্যালব্রিয়ায় সাধারণ কিছু হামলা হইয়াছিল (দ্র. কিল্লাওরিয়া)। ইহা ব্যতীত মুজাহিদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ কর্তৃক ৪০৫/১০১৫ সালে সারদিনিয়া আক্রমণের জন্য দেখুন সারদানিয়া।

নর্মানগণ কর্তৃক সিসিলি বিজয়ের পর, যাহা ৪৫৩/১০৬১ সালে আরম্ভ হয় এবং ৪৬৪/১০৭১ সালে পালের্মোর আত্মসমর্পণের সহিত যাহার সমাপ্তি ঘটে, চিরতরে হারানো এই ভূখণ্ডের প্রতি মুসলিমদের আগ্রহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া যায় এবং 'আরব ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের ইতালী সম্পর্কীয় লেখায় মাশ্রিক ও মাগরিবের শাসকদের সহিত সেই দেশের যতটুকু সম্পর্ক ছিল, তাহার মধ্যেই বক্তব্য সীমিত রাখেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia[2], কাতানিয়া ১৯৩৩-৩৯ খৃ., স্থা.; (২) ঐ লেখক, Condizioni degli Stati cristiani dell'Occidente secondo una relazione di Domenichino Doria da Genova, in Atti della R. Accademia dei Lincei, Classe di Scienze morali, Serie lll, vol xi Rome 1883, 67-103, 306-8; (৩) G. Schiaparelli, Notizie d' Italia estratte dall' opera de Sihab ad-din al-Umari, intitolata Masalik al-absar in Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Classe di Scienze morali, Serie IV, vol iv, রোম ১৮৮৮ খৃ., ৩০৪-১৬; (৪) I. Guidi, La descrizione di Roma nei geografi arabi, in Archivio della Societa Romana di Storia patria, ১খ, (১৮৭৮ খৃ.), ১৭৩-২১৮; (৫) M. Nallino. Benezia in antiche scrittori arabi, in Annali di Ca'Foscari, ভেনিস ১৯৬৩ খৃ.; (৬) ঐ লেখক, Un' inedita descrizione araba di Roma, in Annali (of the Istituto Univesitario Orientale. Naples), new series, xiv (1964), 295-309; (৭) ঐ লেখক, Mirabilia di Roma negli antichi geografi arabi, in Miscellanea di Studi in onore del prof Italo Siciliano, Florence ১৯৬৬ খৃ.; (৮) U. Rizzitano, Gli Arabi in Italia, in L'Oceidente e l'Isalm nell'alto Medioeve (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull alto medioevo, XII), Spoleto 1965, 93-114; (৯) G. Musca, L'Emirato di Bari (৮৪৭-৮৭১), বারি ১৯৬৭ খৃ.; (১০) M. talbi, L'Emirat aghlabide 184-296/800-909, প্যারিস ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৩৮০-৫৩৬, স্থা.; (১১) F. Gabrieli. IL Salinto el'Oriente islamico, in L'Islam nella storia, বারি ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ১১৭-৩৩; (১২) E. Ashtor. Che cosa saperano i geografi arabi dell Europa occidentale ?, in Rivista Storica Italiana, lxxxi (নেপল্স ১৯৬৯ খৃ.), ৪৫৩-৭৯ স্থা.।

U. Rizzitano (E. I. [2])/ মোঃ মনিরুল ইসলাম

ই'তিকাদ (اعتقاد) ঃ অর্থ কোন কিছুতে দৃঢ় আনুগত্য এবং এই অর্থে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসজাত কর্ম, পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ্র বাণীর প্রতি দৃঢ় আনুগত্য। য়ুরোপীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ হইতে পারে Croyance' belief ও Glauben এই শর্তে যে, belief সাধারণ অভিমত বা ধারণা (pensee) নহে, বরং গভীর প্রত্যয়ের মাধ্যমে অর্জিত দৃঢ় বিশ্বাস। শব্দমূল আ-ক-দ ইংগিত করে, ইহা চুক্তির মাধ্যমে স্থাপিত একটি সম্পর্ক একটি "গ্রন্থির" ধারণা বরাবর বিদ্যমান থাকে এবং অধিকতর দৃঢ়তা ও সুসঙ্গতি জ্ঞাপন করে।

বিশ্বাস সম্পর্কিত বিভিন্ন অধ্যায়ে এবং গ্রন্থে ই'তিকাদ-এর পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখা যায় (দ্র. ঈমান. অনুচ্ছেদ ১), অপর দুইটি পারিভাষিক শব্দ তাস্দীক এবং আকীদার সহিত ইহাকে পৃথকরূপে ও তুলনামূলকভাবে বিচার করিতে হইবে।

D. B. Macdonald যেমন নির্দেশ করিয়াছে (দ্র. E. I. ই'তিকাদ) প্রথম দৃষ্টিতে ই'তিকাদ ও তাস্দীক-কে সমার্থক শব্দ বলিয়া মনে হয়ঃ উভয় শব্দ ঈমানের মৌল বিষয়সমূহের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য বুঝায়। তবে মনে রাখিতে হইবে, তাস্দীক বিচার-বিবেচনার এবং ই'তিকাদ আনুগত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং তাস্দীক মৌলিক সত্যতার একটি অন্তর্নিহিত বিচার, যাহা আল্লাহ্র বাণীর যথার্থতা ও সত্যতার রায় ব্যক্ত করে; যে রায় নিজেকে আনুগত্যে পরিণত করিতে অসমর্থ হয় না। সুতরাং বলা যায় যে, ই'তিকাদ ব্যতীত যথার্থ তাসদীক হইতে পারে না। এই কারণে দেখা যায়, নিজ নিজ বিশিষ্ট অর্থ (Connotation) সত্ত্বেও শব্দ দুইটির পরস্পর বিনিময়যোগ্যভাবে কখনও ঈমান-এর সংজ্ঞায় ব্যবহার করা হয়, বিশেষভাবে আশ'আরী মতবলম্বিগণের সংজ্ঞায় যাহাতে অন্তর্নিহিত আনুগত্যকে বিশ্বাসের "স্তম্ভ"-রূপে বিবেচনা করা হয়। তবে অধিকাংশ গ্রন্থকার 'বিশ্বাস'-এর ব্যাখ্যায় তাস্দীক-এর ব্যবহার শ্রেয় মনে করেন। জুরজানী বিশেষভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন, (তা'রীফাত, সম্পা. Flugel, Leipzig ১৮৪৫, পৃ. ৪১)। আভিধানিকভাবে যে ঈমান হৃদয়ের তাস্দীক তাহাই ধর্মীয় বিধানের (শার্'আ) দৃষ্টিকোণ হইতে হৃদয়ের ই'তিকাদ।

আল-গাযালী (র) তাঁহার ইহ্য়া গ্রন্থে ঈমান-এর সংজ্ঞায় আনুগত্যের অর্থে আক্দ শব্দটি এবং তাঁহার ইক্তিসাদ গ্রন্থে তাস্দীক শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থের শিরোনামে ই'তিকাদ ঈমান-এ পরিণত হইয়াছে। সুতরাং ইহা কেবল অনুসরণের অন্তর্নিহিত ক্রিয়া সূচিত করে না, একই সঙ্গে তাহাতে ঈমানের অভ্যন্তরস্থ বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত, এই অর্থটি শীঈ ও সুন্নী উভয় সাহিত্যেই অভিন্ন।

এই প্রসঙ্গে ই'তিকাদ একই মূল হইতে উদ্ভূত। অপর একটি শব্দ অর্থাৎ 'আকীদা (দ্র.)-র সহিত সম্পর্কিত এবং ঈমানের মূল কথা (Credos)-কে 'আকীদা অথবা 'আকাইদ বলা হয়। সরাসরি বিশ্বাসের সহিত সংশ্লিষ্ট কুরআনী ব্যবস্থাবলীকে সাধারণভাবে ই'তিকাদ-এর সহিত সম্পর্কিত বলিয়া সংজ্ঞায়িত করা হয় (তু. আন-নাসাফী, 'আকাইদ, কায়রো সং. ১৩২১ হি., পৃ. ৭)। D. B. Macdonald-এর মতে (art. cit.) ইহাদেরকে "মৌল" (আস্লিয়া) অথবা ই'তিকাদিয়্যারূপে গণ্য করা হইবে এবং সক্রিয় কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তমূলক (derived) ব্যবস্থাবলী হইতে ('আমালিয়া) পৃথক করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, Tlemcen-এর আস্-সানূসী, আল-বাজুরী ইত্যাদি। সুতরাং ইহা হইতে উদ্ভূত হইবে যে, একবচন বিশেষ্য ই'তিকাদ এবং বহুবচন ই'তিকাদাত, 'আকীদা ও 'আকাইদ-এর অর্থে ব্যবহৃত হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে ই'তিকাদাত শব্দটি "যুক্তির মাধ্যমে অর্জিত প্রত্যয়সমূহ" অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই অর্থে শব্দটি য়াহূদী ধর্মতত্ত্ববিদ সা'আদিয়া গাওন (Gaon)-এর রচনা কিতাবু'ল-আমানাত ওয়া'ল-ই'তিকাদা-এ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পরিশেষে বলিতে হয় যে, ই'তিকাদ-এর মাধ্যমে প্রকাশিত অন্তর্নিহিত কার্যক্রম আনুগত্যের দৃঢ়তা সূচিত করে। যদি কোন প্রকার সন্দেহ অনুভূত হয় তবে তাহা কোন অবস্থাতেই আনুগত্যমূলক কার্যাবলীর প্রকৃত দুর্বলতা জনিত নহে। হইতে পারে, যে সকল প্রেরণার উপর ইহা নির্ভরশীল, তাহা যথেষ্ট স্পষ্টরূপে বিস্তারিত হয় নাই অথবা যে অজ্ঞতাকে অজ্ঞতা বলিয়া মনে করা হয় না, তাহার মিশ্রণে ইহা উদ্ভূত হয়। অপরদিকে যখন এইগুলি বিজ্ঞান বা নিশ্চিত জ্ঞানের ('ইলম) উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাহা এমন একটি ই'তিকা'দ সৃষ্টি করে যাহা অনাক্রমণীয় নিশ্চয়তা (য়াকী'ন)-র দিকে লইয়া যায়। এই স্থলেও অন্তর্নিহিত আনুগত্যের প্রশ্নে আমরা পুনরায় ঈমানের মাত্রা জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হই— যে ঈমান অবিমিশ্র ঐতিহ্যের উপর, বিজ্ঞানের উপর এবং নিশ্চিত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত (দ্র. ঈমান, ৪.২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত প্রবন্ধ গর্ভে প্রদত্ত।

L. Gardet (E.I.[2]) আবদুল বাসেত

ই'তিকা'দ খান (اعتقاد خان) ঃ গোত্র পরিচয়হীন জনৈক কাশ্মীরী, মুহ'াম্মাদ মুরাদ নামক এই ব্যক্তি প্রথম বাহাদুর শাহ-এর অধীনে (১১১৯/১৭০৭-১১২৪/১৭১২) কর্মরত ছিলেন এবং এক হাজার সৈনিকের কর্তৃত্ব ও ওয়াকালাত খান উপাধির অধিকারী হইয়াছিলেন। ১১২৫/১৭১৩ সালে দুর্ভাগ্যের প্রতীক ফাররুখসিয়ার (দ্র.) সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার নাম মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়; কিন্তু (বারহা) সায়্যিদ ভ্রাতৃদ্বয় 'আবদুল্লাহ খান ও হু'সায়ন 'আলী খান-এর হস্তক্ষেপে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হয়। শেষোক্ত ব্যক্তিদ্বয় নৃপতি নির্বাচক (বাদশাহগার)-রূপে পরিচিত ছিলেন। অতঃপর তাঁহাকে উচ্চ পদে উন্নীত করিয়া সেনাবাহিনীর বাসাওয়াল (অগ্রদূত) পদে নিযুক্ত করা হয় এবং 'মুরাদ খান' উপাধি প্রদান করা হয়। প্রধান প্রধান অভিজাত ব্যক্তির উপর গোয়েন্দা সুলভ দৃষ্টি রাখিয়া তিনি শীঘ্রই সম্রাটের আনুকূল্য ও বিশ্বাস অর্জন করেন। সম্রাট তাঁহাকে ৭,০০০ ও ১০,০০০ অশ্বারোহী বাহিনী পরিচালনার মর্যাদা প্রদান করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহাকে রুক্নু'দ দাওলা খান বাহাদুর ফাররুখশাহী-এর ন্যায় আড়ম্বরপূর্ণ উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তী কালে তিনি ফাররুখসিয়ারকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে প্রণীত রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রসমূহে গভীরভাবে জড়িত হইয়া পড়েন। সম্রাট ও সায়্যিদ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির জন্য তিনি প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিলেন এবং এই সংঘাতের ফলে সম্রাটকে প্রথমে অন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং পরে হত্যা করা হয় (১১৩১/১৭১৯)। তাঁহার এই পৃষ্ঠপোষকের ক্ষমতাচ্যুতির পর তিনি স্বয়ং সরকারীভাবে সম্মানচ্যুত হন এবং তাঁহাকে কারাগারে বন্দী করা হয়। তাঁহার গৃহ ও সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াফত করা হয় এবং তাঁহার সংগৃহীত সম্পদ ও ধনরত্নসমূহ কাড়িয়া লওয়া হয়। পরবর্তী কালে অবশ্য তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাঁহার পদমর্যাদা পুনপ্রতিষ্ঠা করার পর তাঁহাকে একটি আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। তবে ঐ সকলই তাঁহার আকাঙক্ষার তুলনায় ছিল অতি নগণ্য। সম্রট মুহ'াম্মাদ শাহ-এর রাজত্বকালে (১১৩১/১৭১৯-১১৬১/১৭৪৮) তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) শাহনাওয়ায খান, মাআছি'রু'ল-উমারা, (Bib. Ind.), উর্দূ অনু., লাহোর ১৯৬৮ খৃ., ১খ, ৩৩৩-৪১; (২) খাওয়াফী খান, মুনতাখাবু'ল-লুবাব, (Bib. Ind.), ২খ, ৭৯০ প.; (৩) গু'লাম হু'সায়ন খান তা'বাত'াবা'ঈ, সিয়ারু'ল মুতাআখখিরীন (ইং. অনু., কলিকাতা ১৭৮৯ খৃ.), ১খ, ১২৩ প.; (৪) Elliot and Dowson, History of India, ৭খ, ৪৬৯-৭৩, ৪৭৬-৭৯; (৫) Mountstuart Elphinstone, The History of India, Allahabad ১৯৬৬ খৃ., ৬০৭; (৬) William Irvine, Later Mughals ১খ, ৩৪০-৫, ৩৮১, ৪০১, ৪০৬।

A. S. Bazmee Ansari (E.I.[2]) মুহাম্মদ আবদুল বাসেত

ই'তিকাফ (اعتكاف) ঃ মহিমান্বিত রজনী 'লাইলাতুল কদ্‌র' অন্বেষণ এবং পার্থিব সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া মহান প্রভুর সহিত সম্পর্ক গড়ার অন্যতম 'ইবাদত প্রক্রিয়া-ই হইল ই'তিকাফ। ই'তিকাফ শব্দটি عكف মূল ধাতু হইতে বাব ইফতি'আল-এর ক্রিয়ামূল, ইহার আভিধানিক অর্থ কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা। কু'রআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلاَ تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ.

"তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাহাদের সহিত সংগত হইও না" (২ ঃ ১৮৭; ইব্ন মানযূ'র, লিসানুল 'আরাব, ৬খ., পৃ. ৩৮৭)।

শরী'আতের পরিভাষায় ই'তিকাফের নিয়াতে পুরুষের এমন মসজিদে অবস্থান করা যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। আর মহিলাদের জন্য ই'তিকাফ হইল, নিয়াতের সহিত ঘরের ভিতর সালাতের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করা (ইব্ন আবিদীন, রাদ্দুল মুহ্তার, ৩খ., পৃ. ৪২৮)।

ই'তিকা'ফ-এর রুকন হইল, মসজিদে অবস্থান করা। কারণ ই'তিকাফ শব্দটি অবস্থানের অর্থ প্রদান করে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ قَالُوْا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِيْنَ (উহারা বলিয়াছিল, আমরা সর্বদা ইহার উপর অবিচল

থাকিব)। সুতরাং অবস্থান দ্বারাই ই'তিকাফের অস্তিত্ব হইবে। আর অবস্থানের নামই যখন ই'তিকাফ, বাহির হওয়াটা অবশ্যই তাহার পরিপন্থী। তাই ধর্মীয় ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত বাহির হইলে ই'তিকাফ নষ্ট হইয়া যাইবে (আল-কাসানী, বাদায়িউস সানায়ি, ২খ., পৃ. ২৮২; হিদায়া, ১খ., পৃ. ২২৯)।

ই'তিকা'ফ সহীহ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রহিয়াছেঃ ১. নিয়াত করা, কেননা সকলের ঐকমত্যে নিয়াত ব্যতীত ই'তিকাফ করিলে তাহা সহ'ীহ হইবে না। ২. পুরুষের জন্য জামা'আত হয় এমন মসজিদে ই'তিকাফ করিতে হইবে, জুমু'আ হোক বা না হোক। কেননা হু'যায়ফা (রা) বলিয়াছেন, لا إعْتِكَافَ إلاَّ فى مَسْجِد جَمَاعَة "জামা'আত অনুষ্ঠিত হয় এমন মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ হইতে পারে না।" ইমাম আবূ হানীফা (র) হইতে বর্ণিত একটি মতে জামায়াতে পাঁচ ওয়াক্ত স'লাত হয় এমন মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও ই'তিকাফ সহীহ নয়। কেননা ই'তিকাফ হইল স'লাতের জন্য অপেক্ষা করার 'ইবাদত। সুতরাং তাহা এমন স্থানের সহিত সম্পৃক্ত হইতে হইবে যেখানে তাহা নিয়মিত আদায় করা হয়। তবে নফল ই'তিকাফ যে কোন মসজিদেই হইতে পারে। অবশ্য স্ত্রীলোক তাহার ঘরের মসজিদ তথা স'লাত আদায়ের নির্দিষ্ট স্থানে ই'তিকাফ করিবে। কেননা উহা হইল তাহার স'লাতের স্থান। সুতরাং স'লাতের জন্য অপেক্ষা সেখানেই বাস্তবায়িত হইবে। জামা'আত হয় এমন মসজিদে মহিলারা ই'তিকাফ করিবে না। কেননা মহিলাদের জন্য এমন মসজিদে ই'তিকাফ করা মাকরূহ তাহরীমী (আলমগীরী, ১খ., পৃ ২১১; হিদায়া, ১খ., পৃ. ২৯৯)।

৩. বিশুদ্ধতম মতে ওয়াজিব ও সুন্নাত ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত। তবে নফল ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত নয়। আমর ইব্ন দীনার (র) হইতে বর্ণিত। নবী করীম (স) বলিয়াছেন, إعْتَكِفْ وَصُمْ "ই'তিকাফ কর এবং রোযা রাখ" (আবূ দাঊদ, আস-সুনান, ১খ., পৃ. ৩৩৫)। 'আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, لا إعْتِكَافَ إلاَّ بِصَوْم "রোযা ব্যতীত কোন ই'তিকাফ সহ'ীহ হইবে না" (প্রাগুক্ত)।

আর নফল ই'তিকাফ যেহেতু সামান্য সময়ের জন্যও হইতে পারে, তাই ইহার জন্য রোযা শর্ত নয়। কেহ যদি রাত্রির ই'তিকাফের মানত করে অথবা এমন দিবসের যাহার মধ্যে সে আহার করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার মানত সহীহ হইবে না রোযা না থাকার কারণে। এমনিভাবে কেহ যদি বলে, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে রোযা ব্যতীত এক মাস ই'তিকাফ করিব, তাহা হইলে তাহার উপর রোযার সহিত ই'তিকাফ ওয়াজিব হইবে। কেহ যদি রামাদানের ই'তিকাফের মানত করে, তবে তাহার এই মানত সহ'ীহ হইবে। মানত করিবার পর যদি সে শুধু রামাদানের রোযা রাখে, ই'তিকাফ না করে, তবে তাহার উপর অন্য এক মাসে রোযার সহিত লাগাতার ই'তিকাফের কাযা করা ওয়াজিব, পরবর্তী রামাদানের ঐ ই'তিকাফের কাযা করিলে তাহা আদায় হইবে না (আলামগীরী, ১খ, পৃ. ২১১)।

৪. মুসলমান হইতে হইবে,কেননা অমুসলিম ব্যক্তি 'ইবাদতের যোগ্যতা রাখে না।

৫. বোধশক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে; কেননা উন্মাদ 'ইবাদাতের যোগ্য নয়। কারণ ইবাদতের জন্য নিয়্যত করা আবশ্যক। আর উন্মাদ নিয়াতের যোগ্যতা রাখে না।

৬. নারী ও পুরুষ উভয়ের জানাবাত হইতে এবং নারীদের হায়েয ও নিফাস হইতে পবিত্র হইতে হইবে। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া ই'তিকাফ সহ'ীহ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। তাই বোধশক্তিসম্পন্ন নাবালেগের ই'তিকাফ সহ'ীহ হইবে। কেননা সে 'ইবাদতের যোগ্য বিধায় তাহার নফল রোযা সহ'ীহ হয়। স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি লইয়া ই'তিকাফে বসে, তবে স্বামী তাহার ই'তিকাফ নষ্ট করিতে পারিবে না (আল কা'সানী, বাদায়েউস সানায়ে, ২খ., পৃ. ২৭৪; আলামগীরী, ১খ., পৃ. ২১১)।

ই'তিকাফ তিন প্রকার। ১. ওয়াজিব, ই'তিকাফ ওয়াজিব হয় দুই কারণে, প্রথম মানত করিলে, চাই শর্তমুক্ত মানত হউক, যেমন কেহ বলিল, "আমি আল্লাহর ওয়াস্তে একদিন/এক মাস ই'তিকাফ করিব" অথবা শর্তযুক্ত হউক, যেমন কেহ বলিল, আল্লাহ যদি আমাকে আরোগ্য দান করেন তবে আমি আল্লাহ্র জন্য এক মাস ই'তিকাফ করিব। দ্বিতীয়ত শুরু করার দ্বারা, কারণ নফল শুরু করিলে তাহা পূর্ণ করা ওয়াজিব হইয়া যায়। আর ওয়াজিব ই'তিকাফের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। যত দিনের ওয়াজিব করিবে ততদিনই পালন করিতে হইবে। তবে ন্যূনতম একদিন হইতে হইবে, যদি কেহ একদিন ই'তিকাফের মানত করে তবে তাহার সহিত রাত্রি অন্তর্ভুক্ত হইবে না। শুধু দিনের ই'তিকাফই ওয়াজিব হইবে। সুতরাং সে সুবহে স'াদিকের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করিবে এবং সূর্যাস্তের পর বাহির হইবে। আর যদি মানত করিবার সময় দিনের সহিত রাত্রিরও নিয়াত করে তা হইলে রাত্রিও অন্তর্ভুক্ত হইবে। শুধু রাত্রির ই'তিকাফের মানত করা সহ'ীহ হইবে না। কারণ ইহার জন্য রোযা রাখা শর্ত। এমনভাবে যদি কেহ মানত করে যে, দুই, তিন অথবা ইহার চেয়ে বেশী সংখ্যক রাত্রি ই'তিকাফ করিবে তবে তাহার উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না। আর যদি রাত্রি বলিয়া তাহার উদ্দেশ্য রাত্রির সহিত দিনও হইয়া থাকে তবে দিবারাত্রি উভয়েরই ই'তিকাফ করিতে হইবে। মসজিদে প্রবেশ করিবে সূর্যাস্তের পূর্বে এবং মানতের শেষ দিন সূর্যাস্তের পর বাহির হইবে। কারণ মূলত রাত্রি তাহার পরবর্তী দিনের অনুগামী হয়, তবে রূপকার্থে আরাফা ও কুরবানীর রাত্রিগুলি তাহার পূর্ববর্তী দিনের অনুগামী হইবে। মানুষের সুবিধার্থে বিশেষ করিয়া ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা জরুরী নয়, যে কোন উদ্দেশে রোযা রাখা হউক, তাহা ই'তিকাফের জন্য যথেষ্ট হইবে। তবে উহা ওয়াজিব রোযা হইতে হইবে। যেমন কেহ রামাদ'ানে ই'তিকাফের মানত করিল, তাহার রামাদানের রোযাই ই'তিকাফের জন্য যথেষ্ট হইবে। নফল রোযা ওয়াজিব ই'তিকাফের জন্য যথেষ্ট হইবে না। যেমন কেহ নফল রোযা রাখিল ইহার পর ঐ দিনেই ই'তিকাফের মানত করিলে তাহা সহ'ীহ হইবে না। আর মানত সহ'ীহ হওয়ার জন্য মানতের কথা মুখে উচ্চারণ করা জরুরী, মনে মনে নিয়াত করা দ্বারা মানত হইবে না (বাহরু'র রাইক, ২খ., পৃ. ৩০৫, রদ্দুল মুহতার, ৩খ., পৃ. ৪৩১, ৪৩২, ৪৪৩-৪৪৫)। যদি কেহ নির্দিষ্ট এক মাস ই'তিকাফ করার মানত করে এবং উহার পূর্বেই আদায় করিয়া ফেলে, তাহা হইলে উহা জায়েয হইবে। কেহ ঈদের দিন ই'তিকা'ফের মানত করিলে তাহা সহীহ হইবে, তবে ওয়াজিব ই'তিকাফের জন্য যেহেতু রোযা রাখা শর্ত আর ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম, তাই অন্য একদিন রোযার সহিত কাযা করিবে। কেহ যদি মসজিদে হ'ারামে ই'তিকাফ করিবার মানত করে তাহা হইলে অন্য মসজিদে আদায় করিলেও তাহা আদায় হইয়া যাইবে (ইব্ন নুজায়ম, বাহরু'র রাইক, ২খ., পৃ. ৩০৬)।

২. সুন্নাত ই'তিকাফ। রামাদানের শেষ দশক তথা ২০ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব হইতে শরয়ীভাবে ঈদুল ফিতরের চাঁদ প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত

ই'তিকাফের নিয়াতে মসজিদে অবস্থান করাই হইল সুন্নাতে মু'আক্কাদা কিফায়া। এই সুন্নাত মহল্লার কেহ কেহ আদায় করিলে সকলেই দায়মুক্ত হইবে। আর কেহ আদায় না করিলে সকলেই সুন্নাত ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য দায়ী হইবে। আইশা (রা) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (স) রামাদানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করিতেন, ইহার পর তাঁহার স্ত্রীগণও ই'তিকাফ করিয়াছেন (বুখারী, আস-সহীহ, ১খ., পৃ. ২৭১)। উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) রামাদানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করিতেন। কিন্তু এক বৎসর ই'তিকাফ করেন নাই, এইজন্য পরবর্তী বৎসর বিশ দিন ই'তিকাফ করিয়াছেন (আবূ দাঊদ, আস-সুনান, ১খ., পৃ. ৩৩৪)। ইমাম যুহরী (র) মানুষের আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন, "তাহারা ই'তিকাফ ছাড়িয়া দিয়াছে, অথচ রাসূলুল্লাহ (স) কোন কাজ করিতেন, আবার তাহা ছাড়িয়া দিতেন; তবে তিনি মদীনায় গমনের পর মৃত্যু পর্যন্ত ই'তিকাফ ছাড়েন নাই। রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই নিয়মিত ই'তিকাফ পালন করা উহা সুন্নাত হওয়ার প্রমাণ বহন করে (বাদাইউস সানায়ে, ২খ., পৃ. ২৭৩; রদ্দুল মুহ্তার, ৩খ., পৃ. ৪৩০)।

৩. মুস্তাহাব ই'তিকাফ, ওয়াজিব ও সুন্নাত ই'তিকাফ ব্যতীত অন্য যে কোন সময় ই'তিকাফ করা মুস্তাহাব, ইহার জন্য রোযা রাখা শর্ত নয়। সময়ের ব্যাপারেও কোন সীমাবদ্ধতা নাই। দিনে বা রাত্রিতে যে পরিমাণ সময়ের জন্য ইচ্ছা নিয়াত করিয়া ই'তিকাফ করা যাইবে (রদ্দুল মুহ্তার, ৩খ., পৃ. ৪৩১)।

ই'তিকাফের কতিপয় আদাব রহিয়াছে। যেমন ১. অহেতুক কথা না বলা, যথাসম্ভব পূণ্যের কাজে নিয়োজিত থাকা, ২. উত্তম মসজিদ নির্বাচন করা, যেমন. মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী, মসজিদে আকসা, ইহার পর সেই মসজিদ যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামা'আতের সহিত আদায় করা হয়, অতঃপর যে মসজিদে মুসল্লীর সংখ্য অধিক হয়। তবে স্ত্রীলোকের জন্য তাহার গৃহে সালাতের নির্ধারিত জায়গাই ই'তিকাফের জন্য উত্তম স্থান। ৩. বেশী বেশী কু'রআন তিলাওয়াত করা এবং হাদীস পাঠ করা, ৪. যিকির করা, ৫. 'ইলমে দীন শিক্ষা করা, ৬. 'ইলমে দীন শিক্ষা দেওয়া, ৭. সীরাতুন্নবী অধ্যয়ন করা, ৮. আম্বিয়া ও আওলিয়া-ই কিরামের জীবনী পাঠ করা, ৯. শরী'আতের আহ্কাম সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী পাঠ করা, ১০. ধর্মীয় গ্রন্থাবলী লেখা, যেসব কথায় গুনাহও নাই, সাওয়াবও নাই অর্থাৎ মুবাহ কথা প্রয়োজন ছাড়া না বলা, ১১. লাইলাতু'ল কদর পাওয়ার আশা করা, ১২. দরূদ শরীফ, ইস্তিগফার ও তাসবীহ পাঠে রত থাকা, ১৩. ইশরা'ক, চাশ্ত, আওয়াবীন, তাহিয়্যাতুল মসজিদ, তাহিয়্যাতুল উযূ, সালাতুত্ তাসবীহ ও তাহাজ্জুদ নামায পড়া, ১৪. শেষ দশকের বেজোর রাত্রিগুলি জাগ্রত থাকিয়া 'ইবাদত করার চেষ্টা করা, ১৫. তাকবীরে উলার সহিত প্রথম কাতারে সালাত আদায় করা, ১৬ ই'তিকাফকারী পরিধানের কাপড় ব্যতীত অন্য কাপড়ও সাথে রাখা, ১৭. ই'তিকাফের সময়সীমা যদি ঈদ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় তাহা হইলে ঈদের রাত্রি মসজিদেই কাটানো, যাহাতে মসজিদ হইতে বাহির হইয়া ঈদগাহের দিকে রওয়ানা করা যায় এবং 'ইবাদত (ই'তিকাফ) অন্য 'ইবাদত (ঈদের নামায)-এর সহিত মিলিয়া যায়, ১৮. মাকরূহাত ও নিষিদ্ধ বিষয়াবলী হইতে বাঁচিয়া থাকা, ১৯. যথাসম্ভব অন্য ই'তিকাফকারী ও নামাযীদেরকে স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে কষ্ট না দেওয়া (আলামগীরী, ১খ., পৃ. ২১১-২১২; মাসায়েলে ই'তিকা'ফ, ৫২, ৫৮, ৮৪-৮৫ পৃ.)।

ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদে যে সকল কাজ করা জায়েয ঃ ১. পানাহার করা, ২. পণ্য উপস্থিত না করিয়া নিজের কিংবা পরিবারের প্রয়োজনে ক্রয়-বিক্রয় করা। 'আলী (রা) তাঁহার ভাতিজা জাফরকে বলিলেন, কেন তুমি সেবক ক্রয় করিলে না ? সে বলিল, আমি ই'তিকাফে রত ছিলাম। তিনি বলিলেন, যদি তুমি ক্রয় করিতে তোমার কি হইত ? আর যে হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহাকে পণ্য উপস্থিত করিয়া কিংবা ব্যবসার উদ্দেশে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর প্রয়োগ করা হইবে, ৩. মসজিদে নিদ্রা যাওয়া, ৪. বিবাহ আক'দ করা, ৫. তালাকে রাজয়ীপ্রাপ্তা স্ত্রীকে রুজু তথা পুনরায় গ্রহণ করা, ৬. পোশাক পরিবর্তন করা, ৮. সুগন্ধি ব্যবহার করা, ৯. মাথা ও দাড়িতে তৈল ব্যবহার করা ও চিরুনী করা (বাদাইউস সানায়ি, ২খ., পৃ. ২৮৭), ১০. ই'তিকাফকারী মাথা ধৌত করিবার জন্য মসজিদ হইতে মাথা বাহির করা। আ'ইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন ই'তিকাফ করিতেন তখন তিনি মসজিদে থাকিয়া তাঁহার মাথা আমার নিকটবর্তী করিয়া দিতেন। আমি তাঁহার কেশবিন্যাস করিয়া দিতাম, ধৌত করিয়া দিতাম (মিশকাত ১খ., পৃ. ১৮৩)। ১১. মসজিদে উযূ বা গোসল করিবার দ্বারা যদি মসজিদ অপবিত্র বা ময়লাযুক্ত হওয়ার আশংকা না থাকে তাহা হইলে জায়েয আছে, ১২. মিনারায় আরোহণ করা, ই'তিকাফকারী মুয়াযযিন হউক বা অন্য কেহ হউক, আযান দেওয়ার জন্য মিনারায় আরোহণ করিলে ই'তিকাফ ফাসিদ হইবে না (রদ্দুল মুহ্তার, ৩খ., পৃ. ৪৩৬; ফাতহু'ল কাদীর, ২খ., পৃ. ৩১১)। ১৩. একান্ত প্রয়োজন হইলে সামান্য দুনিয়াবী কথাবার্তা বলাতেও কোন অসুবিধা নাই, ১৪. আরামের উদ্দেশে অথবা স্বাভাবিকভাবে নিষ্প্রয়োজন কথা বলা হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য চুপ থাকা জায়েয, বরং উত্তম (দুররু'ল মুখতার, ৩খ., পৃ. ৪৪১)। ১৫. ই'তিকাফকারী বিছানাপত্র, পানাহার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মসজিদে সাথে রাখিতে পারিবে, ১৬. নখ কাটা, গোঁফ কাটা ও শিঙ্গা লাগানোর সুযোগ আছে, তবে মসজিদ যেন নখ, চুল, পানি দ্বারা ময়লা না হইয়া যায় (মাসায়েলে ই'তিকাফ, পৃ. ৬১)।

ই'তিকাফকারীর জন্য যে সকল কাজ মাকরূহ ১. ব্যবসায়ের উদ্দেশে মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা, যদিও পণ্য উপস্থিত না করা হয়, ২. পণ্য উপস্থিত করিয়া ক্রয়-বিক্রয় করা, ৩. কথা না বলাকে 'ইবাদত মনে করিয়া চুপ থাকা, ৪. ই'তিকাফ অবস্থায় মজুরি লইয়া শিক্ষা দেওয়া, লেখা ও সেলাই করা মাক'রূহ তাহ্রীমী। যে সব কাজ মসজিদে করা মাকরূহ ঐ সব কাজ মসজিদের ছাদে করাও মাকরূহ। ৫. মসজিদে অর্থহীন কথাবার্তা বলা মাকরূহ (বাহ্রু'র রা'ইক, ২খ., পৃ. ৩০৩, ৩০৪; রদ্দুল মুহ্তা'র, ৩খ., পৃ. ৪৪০-৪৪২)।

যেসব কারণে ই'তিকাফ ফাসিদ হইয়া যায় এবং কাযা করিতে হয় ঃ ১. স্ত্রী সহবাস করিলে; স্বেচ্ছায় হউক বা ভুলবশত, বীর্যপাত হউক বা না হউক। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلاَ تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِى الْمَسَاجِدِ.

"তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাহাদের সহিত সংগত হইও না" ৯২ ঃ ১৮৭)।

এমনিভাবে সহবাসের প্রতি আকৃষ্টকারী কাজ, যেমন চুম্বন, স্পর্শ, আলিঙ্গন ইত্যাদির কারণে বীর্যপাত হইলে ই'তিকাফ ফাসিদ (ভঙ্গ) হইয়া যাইবে, অন্যথায় ফাসিদ হইবে না। তবে ই'তিকাফ অবস্থায় এইরূপ করা বৈধ নয়। অবশ্য যদি কল্পনা বা চিন্তা বা মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাতের কারণে বীর্যপাত হয় অথবা কাহারও স্বপ্নদোষ হয়, তাহা হইলে ই'তিকাফ ফাসিদ হইবে না (রদ্দুল মুহ্তার, ৩খ., পৃ. ৪৪২-৪৪৩; বাদায়িউস সানায়ি, ২খ., পৃ. ২৮৬)।

২. ই'তিকাফের স্থান হইতে ধর্মীয় প্রয়োজন বা প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত সামান্য সময়ের জন্য স্বেচ্ছায় বা ভুলবশত বাহির হইলে ই'তিকাফ নষ্ট হইয়া যাইবে। ধর্মীয় প্রয়োজন, শরী'আতে যাহা আদায় করা ফরয, আর ই'তিকাফরত মসজিদে তাহা আদায় করা সম্ভব নয়, যেমন জুমু'আর স'লাত, যদি ই'তিকাফকারী এমন মসজিদে ই'তিকাফ করে যেখানে জুমুআ হয় না, তাহা হইলে জুমু'আর উদ্দেশে এমন সময় বাহির হইবে যেন খুৎবা শুরু হওয়ার পূর্বে সেখানে পৌঁছিয়া দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও চার রাকআত সুন্নাত আদায় করা যায়। এই সময়টি জামে মসজিদ নিকটে বা দূরে হওয়া হিসাবে কম বা বেশী হইতে পারে যাহা ই'তিকাফকারী নিজেই চিন্তা করিয়া লইবে। আর জুমু'আর পরে ৬ রাকআত সুন্নাত আদায় করিয়া স্বীয় ই'তিকাফের মসজিদে ফিরিয়া আসিবে। আর যদি জামে মসজিদে ইহার চেয়ে বেশী এক দিন, এক রাত্রি কিংবা সেখানেই ই'তিকাফ পূর্ণ করেন তবে তাহার ই'তিকাফ নষ্ট হইবে না। কেননা ইহাও ই'তিকাফের স্থান। তবে ইহা মাকরূহ তানযীহী হইবে, কারণ সে এক মসজিদে ই'তিকাফ আদায়ের বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে দুই মসজিদে তাহা আদায় করিবে না (বাহ্‌রু'র রাইক, ২খ., পৃ. ৩০১-৩০২; আলামগীরী, ১খ., পৃ. ২১২)।

প্রাকৃতিক প্রয়োজন, যেমন মল-মূত্র ত্যাগ করার জন্য বাহির হওয়া বৈধ। প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার পর অল্প সময় মসজিদের বাহিরে থাকিলেও ই'তিকাফ ফাসিদ হইয়া যাইবে। কাহারও যদি দুইটি বাড়ি থাকে তন্মধ্যে একটি নিকটে, অপরটি দূরে, তাহলে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য নিকটবর্তী বাড়িতে যাইবে। যদি সে দূরবর্তী বাড়িতে যায় তাহা হইলে তাহার ই'তিকাফ ফাসিদ হইয়া যাইবে। ই'তিকাফকারী রোগীর সহিত দেখা-সাক্ষাত এবং জানাযার সালাতের জন্য বাহির হইবে না। কেননা রোগীর সহিত দেখা-সাক্ষাত ফযীলতপূর্ণ কাজ হইলেও ফরয নয়। আর জানাযার সালাত ফরযে আইন নয়, বরং ফরযে কিফায়া, তাই ইহার জন্য ই'তিকাফ নষ্ট করা যাইবে না। আ'ইশা (রা) বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য এই সুন্নাত পালন করা আবশ্যক যে, সে কোন রোগী দেখিতে যাইবে না, জানাযার স'লাতে উপস্থিত হইবে না, স্ত্রী-সহবাস করিবে না। যাহা না হইলেই নয় এমন প্রয়োজন ব্যতীত বাহির হইবে না। আ'ইশা (রা) হইতে একটি রিওয়ায়াতে রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ (স) যখনই ই'তিকাফ করিতেন, তিনি মসজিদ হইতে স্বীয় শির মোবারক আমার দিকে আগাইয়া দিতেন, আর আমি তাহা আঁচড়াইয়া দিতাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত কখনও ঘরে প্রবেশ করিতেন না (আবূ দাঊদ, আস-সুনান, ১খ., পৃ. ৩৩৪-৩৩৫)। তবে কেহ যদি ই'তিকাফের মানত করার সময় রোগী দেখা, জানাযার স'লাত এবং 'ইলমের মজলিসে উপস্থিত হওয়ার শর্ত করিয়া লয়, তাহার পক্ষে এই কাজগুলির জন্য মসজিদ হইতে বাহির হওয়া জায়েয আছে, অথবা ধর্মীয় ও প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাহির হইয়া আসা-যাওয়ার পথে কেহ যদি রোগী দেখা, জানাযার স'লাত ইত্যাদি 'ইবাদত আদায় করে তাহা হইলে কোন অসুবিধা নাই (বাদায়িউস সানায়ি, ২খ., পৃ. ২৮৩-২৮৪; দুররুল মুখতার, ২খ., পৃ. ৩৪৯; আলামগীরী, ১খ., পৃ. ২১২; বাহরু'র রাইক, ২খ., পৃ. ৩০২)।

ই'তিকাফকারী অপরিহার্য প্রয়োজনেও মসজিদ হইতে বাহির হইতে পারিবে। যেমন মসজিদ বিধ্বস্ত হইয়া গেলে, মুসল্লী চলিয়া যাওয়ায় পাঁচ ওয়াক্ত স'লাত না হইলে, কোন যালিম ই'তিকাফকারীকে বলপ্রয়োগ করিয়া বাহির করিয়া দিলে অথবা কোন অত্যাচারীর কারণে নিজের জান-মাল ধ্বংস হইয়া যাওয়ার আশংকা থাকিলে ই'তিকাফকারী যদি মসজিদ হইতে বাহির হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য মসজিদে চলিয়া যায় তবে তাহার ই'তিকাফ নষ্ট হইব না। যদি কেহ মসজিদ হইতে ভুলবশত কিংবা বলপ্রয়োগপূর্বক তাহাকে বাহির করে অথবা প্রাকৃতিক প্রয়োজনের কারণে বাহির হয় আর কোন মহাজন তাহাকে আটকাইয়া রাখে বা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে, ফলে ই'তিকাফের স্থানে পৌঁছিতে বিলম্ব হয় তবে তাহার ই'তিকাফ ফাসিদ হইয়া যাইবে (রদ্দুল মুহ্'তার, ৩খ., পৃ. ৪৩৮-৪৩৯)।

কেহ যদি অগ্নিদগ্ধ কিংবা ডুবন্ত লোক বাঁচাইতে অথবা ফরযে আইন জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য বা মসজিদ ধ্বসিয়া পড়ার আশংকায় মসজিদ হইতে বাহির হইয়া যায় তাহা হইলে সে গুনাহগার হইবে না, তবে ই'তিকাফ নষ্ট হইয়া যাইবে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮)। পানাহার ও নিদ্রা মসজিদের ভিতরেই করিতে পারিবে, ইহার জন্য বাহির হইলে ই'তিকাফ নষ্ট হইয়া যাইবে। তবে যদি খাবার আনয়নের লোক না থাকে তাহা হইলে বাহির হইতে পারিবে (বাহ্‌রু'র রাইক, ২খ., পৃ. ৩০৫)। ওয়াজিব ও সুন্নাত ই'তিকাফে জুমু'আর গোসল কিংবা শরীর ঠাণ্ডা করার জন্য গোসলের উদ্দেশ্যে মসজিদ হইতে বাহির হইবে না। নফল ই'তিকাফে জুমুআর গোসল, জানাযার স'লাত ও রোগী দেখার জন্য বাহির হওয়া যাইবে (মারাকীল ফালাহ আলা হাশিয়া তাহ্‌তাবী, পৃ. ৩৮৩; ফাতাওয়া রাহীমিয়া, ৫খ., পৃ. ২১০-২১১)। মামলার হাজিরা দেওয়া কিংবা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য অথবা ঔষধ আনিবার জন্য মসজিদ হইতে বাহির হইলে ই'তিকাফ ফাসিদ হইয়া যাইবে। ৩. যদি কেহ দিনে স্বেচ্ছায় পানাহার করে তাহা হইলে তাহার ই'তিকাফ নষ্ট হইয়া যাইবে, রোযা নষ্ট হইয়া যাওয়ার কারণে। আর যদি কেহ দিনে ভুলবশত পানাহার করে, তবে তাহার রোযা নষ্ট না হওয়ার কারণে ই'তিকাফ নষ্ট হইবে না। ৪. মুরতাদ্দ হওয়ার কারণে ই'তিকাফ নষ্ট হইয়া যাইবে। কেননা ই'তিকাফ একটি 'ইবাদত আর অমুসলিম ইবাদতের যোগ্যতা রাখে না। ৫. কয়েক দিন পাগল বা বেহুঁশ থাকিবার ফলে লাগাতার ই'তিকাফ করিতে না পারিলে ই'তিকাফ ফাসিদ হইয়া যাইবে (দুররুল মুখতার, ৩খ., পৃ. ৪৪৩; বাদায়িউস সানায়ি, ২খ., পৃ. ২৮৬ মাসায়েলে ই'তিকাফ, ৪৪, ৬৯, ৭৫ পৃ.)। আর স্ত্রীলোক তাহার গৃহে সালাতের জন্য নির্ধারিত স্থানে ই'তিকাফ করিলে, সেখান হইতে ধর্মীয় ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত বাহির হইলে ই'তিকাফ নষ্ট হইয়া যাইবে। ই'তিকাফ অবস্থায় যদি কোন মহিলা ঋতুবতী হয় তবে তাহার ই'তিকাফ ফাসিদ হইয়া যাইবে (রদ্দুল মুহ্‌তার, ৩খ., পৃ. ৪৩৫; বাদায়িউস সানায়ি, ২খ., পৃ. ৪৮৭)।

ই'তিকাফ ফাসিদ হইয়া গেলে তাহা কাযা করিতে হইবে। যদি ওয়াজিব ই'তিকাফ ফাসিদ হয় তাহা হইলে কাযা করিতে সক্ষম হওয়ার পর রোযার সহিত তাহা কাযা করিবে। যদি কেহ নির্দিষ্ট এক মাস ই'তিকাফের মানত করে তবে যেই কয়দিনের ই'তিকাফ ফাসিদ হইয়াছে তাহার কাযা করিবে; প্রথম হইতে নূতন করিয়া পুনরায় কাযা করিতে হইবে না। আর যদি কেহ অনির্দিষ্টভাবে এক মাস ই'তিকাফের মানত করে, অতঃপর কোন এক দিনের ই'তিকাফ ভাঙ্গিয়া ফেলে তবে নূতন করিয়া পূর্ণ এক মাস ই'তিকাফের কাযা করিতে হইবে। ওযর ব্যতীত তাহার নিজের কাজের মাধ্যমে ই'তিকাফ ভঙ্গ হউক, যেমন সহবাস, প্রাকৃতিক বা ধর্মীয় প্রয়োজন ব্যতীত বাহির হইয়া যাওয়া ইত্যাদি অথবা ওযর সাপেক্ষে তাহার নিজের

কাজের দ্বারা ভঙ্গ হউক, যেমন অসুস্থতার কারণে বাহির হইতে বাধ্য হওয়া অথবা নিজের কাজ ব্যতীত ই'তিকাফ ভঙ্গ হউক, যেমন হ'ায়েয-নিফাসের কারণে ফাসিদ হওয়া, তখনও উক্ত হু'কুম প্রযোজ্য হইবে। তবে যদি মুরতাদ হইয়া যায় এবং ইহার পর তাওবা করিয়া ইসলাম গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার জন্য পূর্ব বাতিলকৃত ই'তিকাফের কাযা করিতে হইবে না। কারণ মুরতাদ হওয়া দ্বারা ই'তিকাফ নষ্ট হইলে সমূলে শেষ হইয়া যায়, কাযা রহিত হইয় যায়। এই মর্মে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ٠

"যাহারা কুফরী করে তাহাদেরকে বল, যদি তাহারা বিরত হয়, তবে যাহা অতীতে হইয়াছে তাহা ক্ষমা করা (৮ ঃ ৩৮)।

রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ اَلْاِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ "ইসলাম তাহার পূর্ববর্তী সব কিছুকে মিটাইয়া দেয়।"

যদি সুন্নাত ই'তিকাফ হয় তাহা হইলে যেই দিন ই'তিকাফ নষ্ট হইয়াছে শুধু ঐ দিনের কাযা করা ওয়াজিব, ফাসিদ হওয়ার পর এই ই'তিকাফ নফলে পরিণত হইয়াছে। এক দিনের কাযা ঐ রামাদানেই করিবে বা রমদানের পর নফল রোযার সহিত তাহা কাযা করিবে। ই'তিকাফ যদি দিনে নষ্ট হয় তাহা হইলে শুধু দিনের কাযা ওয়াজিব হইবে, সুবহে সাদিকের পূর্ব হইতে শুরু করিয়া সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আর যদি রাত্রিতে নষ্ট হয় তাহা হইলে দিবারাত্র উভয়েরই কাযা করিতে হইবে। নফল ই'তিকাফের কোন কাযা ওয়াজিব হয় না। কারণ নফল ই'তিকাফ মসজিদ হইতে বাহির হইলে ফ'াসিদ হয় না, বরং পূর্ণ হইয়া যায় (বাদায়িউস সানায়ি, ২খ., পৃ. ২৮৮; আহ্'স'ানু'ল ফাতাওয়া, ৪খ., পৃ. ৫১১)।

যদি ই'তিকাফের নির্দিষ্ট সময় চলিয়া যায়, যেমন কেহ মানত করিল, সে নির্দিষ্ট এক মাস ই'তিকাফ করিবে, মানত পূর্ণ করিতে যাইয়া যদি তাহার কিছু অংশের ই'তিকাফ ছুটিয়া যায়, তবে সেই অংশের ই'তিকাফ পূর্ণ করিলেই চলিবে, নূতন করিয়া সব পালন করিবার প্রয়োজন নাই। যদি তাহার কাযা করিবার শক্তি থাকা সত্ত্বেও কাযা না করে এবং জীবন হইতে নিরাশ হইয়া যায়, তবে উত্তরাধিকারীদের উদ্দেশে তাহার এই ওসিয়াত করা ওয়াজিব যে, তাহারা যেন প্রতিটি দিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে দুই বেলা খাবার দান করে। উল্লেখ্য যে, ইহা রোযা ছুটিয়া যাওয়ার কারণে দিতে হইবে, ই'তিকাফের কারণে নয়। আর যদি উক্ত ব্যক্তি নির্দিষ্ট মাসের এক অংশের ক'াযা করিতে সক্ষম হয় এবং অপর অংশের কাযা করিতে না পারে, তবুও উল্লিখিত হুকুম হইবে। শর্ত হইল, যদি মানতের সময় সেই ব্যক্তি সুস্থ থাকে অথবা যদি মানতের সময় সেই ব্যক্তি অসুস্থ থাকে এবং অসুস্থ অবস্থায়ই নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়া যায়, তবে তাহার উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না। আর যদি অনির্দিষ্ট মাস ই'তিকাফের মানত করিয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ণ জীবনই তাহার সময়, যে কোন সময়ই সে পালন করুক তাহা কাযা নহে, বরং আদায় করা হইয়াছে বলা হইবে। হাঁ, যদি সে জীবন সন্ধ্যায় উপনীত হয় আর আদায় করিতে না পারে তাহা হইলে তাহার উত্তরাধিকারীকে এই ওসিয়াত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব যে, তাহারা যেন প্রতিটি দিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে দুই বেলা খাবার দান করে। আর যদি ওসিয়াত না করিয়া মৃত্যুবরণ করে তাহা হইলে তাহার ওয়ারিসদের উপর ফিদয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে না (বাদায়িউস সানায়ি, ২খ., পৃ. ২৮৯)।

গুরুত্ব ঃ রাসূলুল্লাহ (স) ই'তিকাফের খুব গুরুত্ব দিতেন এবং নিয়মিত পালন করিতেন, কখনও বর্জন করিতেন না। উম্মুল মু'মিনীন আ'ইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) রাম'দানের তৃতীয় দশক আগমন করিলে সারা রাত জাগিয়া থাকিতেন। নিজের পরিবার-পরিজনকে জাগাইয়া রাখিতেন ('ইবাদত-বন্দেগীতে কঠোর পরিশ্রম করিতেন) এবং উম্মুল মু'মিনীনগণ হইতে পৃথক থাকিতেন (মুসলিম, আস'-সহী'হ, ১খ., পৃ. ৩৭২)। আ'ইশা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) রামাদানের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করিতেন। কিন্তু এক বৎসর তিনি সফরে ছিলেন, সেইজন্য পরের বৎসর বিশ দিন ই'তিকাফ করিয়াছেন (ইব্ন মাজা, আস-সুনান, পৃ. ১২৬)। তিনি আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) রামাদ'ানের তৃতীয় দশকে পরিশ্রম করিতেন, যেই রকম কঠোর পরিশ্রম অন্য সময়ে করিতেন না (প্রাগুক্ত)। ই'তিকাফ তো মূলত পার্থিব সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া 'ইবাদত-বন্দিগীতে ফেরেশ্তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন এবং হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রজনী লাইলাতু'ল কদর অন্বেষণ করত মহান প্রভুর রহমত ও মাগফিরাত কামনার উদ্দেশেই করা হয়। আতা আল খুরাসানী (র) বলিয়াছেন, ই'তিকাফকারী সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজেকে আল্লাহ্র সম্মুখে সোপর্দ করিয়া দিয়াছে এবং বলিয়াছে, আমি এই স্থান ত্যাগ করিব না যতক্ষণ না আমাকে ক্ষমা করা হয়। এইজন্যও ই'তিকাফের গুরুত্ব অপরিসীম। ই'তিকাফের মধ্যে বান্দা আল্লাহ্র গৃহে 'ইবাদতে মশগুল থাকিবার মাধ্যমে নিজের অসহায়ত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটাইয়া থাকে। (বাদায়িউস-সানায়ি, ২খ., পৃ. ২৭৩)।

ফযীলতঃ ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) ই'তিক'াফকারী ব্যক্তি সম্পর্কে বলিয়াছেন, সে মসজিদে বদ্ধ থাকার কারণে গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে এবং তাহার পুণ্যের হিসাব সকল ধরনের নেক কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তির ন্যায় জারী থাকে (ইব্ন মাজা, আস-সুনান, পৃ. ১২৭)। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) তুর্কী তাঁবুতে রামাদ'ানুল মুবারকের প্রথম দশ দিন ই'তিক'াফ করিয়াছেন, ইহার পর দ্বিতীয় দশ দিনও, তাহার পর তাঁবু হইতে মাথা বাহির করিয়া বলিলেন, আমি এই (কদরের) রাত্রের অনুসন্ধানে প্রথম ও দ্বিতীয় দশ দিন ই'তিকাফ করিয়াছি। তাহার পর স্বপ্নে একজন ফেরেশতা আসিয়া আমাকে বলিলেন, এই রাত্রিটি রামাদ'ানের শেষ দশকে। কাজেই যে আমার সঙ্গে ই'তিকাফ করিয়াছে সে যেন শেষ দশ দিনও ই'তিকাফ করে, আমাকে এই রাত্রিটি দেখানো হইয়াছিল, পরে তাহা ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, এই রাত্রির সকালে ফজরের স'ালাতে আমি পানি ও কাদা মাটিতে সিজদা করিয়াছি। সুতরাং তোমরা এই রাত্রির অনুসন্ধান করিবে শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রিগুলিতে (মুসলিম, আস- সহী'হ, ১খ., পৃ. ৩৭০)। ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। যেই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় একদিন ই'তিকাফ করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার ও জাহান্নামের মধ্যে তিন খন্দক দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া দিবেন। এক একটি খন্দকের দূরত্ব হইবে আসমান-যমীনের দূরত্বের চেয়েও বেশি (আত্- তারগী'ব ওয়াত-তারহীব, ১খ., পৃ. ৪৪৩; হাদীছ নং ১৫৫৪)। সর্বোপরি ই'তিকাফ সর্বশ্রেষ্ঠ 'আমল, যদি তাহা একনিষ্ঠতার সহিত করা হয় (বাহ্রু'র রাই'ক, ২খ., পৃ. ২৯৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বুখারী, আস-সহী'হ, ১খ., পৃ. ২৭১, তা.বি., আশরাফী বুক, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া; (২) মুসলিম, আস-সহী'হ, ১খ., পৃ. ৩৭০, ৩৭২,

তা.বি., আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া; (৩) আবূ দাউদ, আস-সুনান, ১খ., পৃ. ৩৩৪, তা.বি., দেওবন্দ, ইন্ডিয়া; (৪) ইব্ন মাজা, আস-সুনান, পৃ. ১২৬, ১২৭, তা.বি., আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া; (৫) ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ, আল-খাতীব তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, ১খ., পৃ. ১৮৩, তা.বি., দেওবন্দ, ইন্ডিয়া; (৬) আমীন ইব্ন আবিদীন, রদ্দুল মুহ্তার, ৩খ., পৃ. ৪৩০-৪৩২, ৪৩৬, ৪৩৮-৪৪৫, তা.বি., মুলতান, পাকিস্তান; (৭) আল-কাসানী, বাদায়িউস সানায়ি, ২খ., পৃ. ২৭৩, ২৭৪, ২৮৩-২৮৭, তা.বি., দারুল কিতাব, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া; (৮) আলামগীরী, ১খ., পৃ. ২১১, ২১২, তা.বি., মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, ইন্ডিয়া; (৯) ইব্ন নুজায়ম, বাহ্রু'র রাইক, ২খ., পৃ. ২০১-২০৬, তা.বি. কোয়েটা, পাকিস্তান; (১০) ইব্ন হুমাম, ফতহু'ল কাদীর, ২খ., পৃ. ৩১১, তা.বি., মাকতাবায়ে রাশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান; (১১) সাইয়িদ আহমদ তাহতাবী, হাশিয়াই তাহতাবী, পৃ. ৩৮৩; তা. বি., আরামবাগ, করাচী; (১২) ইব্ন মানযূর, লিসানুল 'আরাব, ৬খ., পৃ. ৩৮৭, ২০০৩ খৃ., দারু'ল হাদীছ, কায়রো; (১৩) আল- মুনযিরী, আত্-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১খ., পৃ. ৪৪৩, হাদীছ ১৫৫৪; (১৪) আ. রহীম, ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া, ৪খ., পৃ. ২১০-১১, মাকতাবাই রাহীমিয়া, ইন্ডিয়া; (১৫) রশীদ আহমদ, আহসানুল ফাতাওয়া, ৪খ., পৃ. ৫১১; বাংলা ইসলামিক একাডেমী, দেওবন্দ; (১৬) রাফআত কাসিমী, মাসায়েলে ই'তিকাফ, পৃ. ৪৪, ৬৯, ৭৫, মাকতাবায়েরায়ী, দেওবন্দ।

Th. W. Juynboll (দা.মা.ই) এ. এ.ফ.এম. হোসাইন আহমদ

ই'তিবার খান (اعتبار خان) ঃ একজন খাওয়াজাহ্ সারাঈ (খোজা)। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীর (দ্র.)-এর রাজত্বকালে প্রাদেশিক গভর্নরের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। মূলত তিনি সম্রাট আকবারের দরবারের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি মুগল সম্রাটের অধীনে চাকুরীতে যোগদান করেন। ৯৭৭/১৫৬৯ সালে যুবরাজ সালীমের (পরবর্তীতে জাহাঙ্গীর) জন্মের পর ইতিবার খানকে তাঁহার গৃহের "নাজির" (হিসাব অধ্যক্ষ) নিয়োগ করা হয়। তিনি দক্ষতার সঙ্গে তাঁহার উক্ত দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তী কালে সালীমের সিংহাসন লাভের পর ১০২৫/১৬০৭ সালে সম্রাট তাঁহাকে গোয়ালিয়র জেলার "জায়গীর" প্রদান করেন। অতঃপর তিনি একের পর এক পদোন্নতি লাভ করেন। ১০৩১/১৬২২ সালে তিনি সাম্রাজ্যের রাজধানী আগ্রার গভর্নর নিযুক্ত হন। চাকুরীর ক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁহাকে "মুমতায খান" উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং দুর্গ রাজকীয় কোষাগার তাঁহার দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়। চাকুরীর ক্ষেত্রে তাঁহার বিশ্বস্ততার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন (তু. তুযুক, ইংরেজী অনু., ২খ, ২৮৫)। দীর্ঘ ৫৬ বৎসর দায়িত্ব পালনের পর আশি বৎসরের অধিক বয়সে ১০৩৩/১৬২৩-২৪ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) তুযুক-ই জাহাঁগীরী, Rogers Beveridge-কৃত ইংরেজী অনু., লণ্ডন ১৯১৪, ১খ, ১১৩, ২৮২, ৩১৯. ৩৭২; ২খ, ৯৪, ২৩১, ২৫৭-৮; (২) শাহনাওয়ায খান, মাআছিরু'ল-উমারা', Bib. Ind., ১খ., ১৩৩-৪; (৩) আঈন-ই-আক্বারী, Blochmann-কৃত ইংরেজী অনু., পৃ. ৪৩৩; (৪) শায়খ ফারীদ বাককারী, যাখীরাতু'ল-খাওয়ানীন, এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে বিদ্যমান, ২খ.।

A. S. Bazmee Ansari (E.I.[2])/ এম. এ. রব

ই'তিমাদ বেগম (اعتماد بیگم) ঃ সেভিলের 'আব্বাদী কবি সুলতান (১০৬৮-৯১) মু'তামিদের প্রিয়তমা মহিষী। পূর্বনাম রুমারকিয়া; রুমায়ক নামক এক ব্যক্তির খচ্চর চরাইতেন। মু'তামিদ তাঁহার কবিত্ব প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া এই সুন্দরী ক্রীতদাসীকে বিবাহ করেন এবং নিজের নামের সঙ্গে মিল রাখিয়া তাঁহার নাম রাখেন ই'তিমাদ। তাঁহাকে অনেক সময় মহিলা কবি (শাহযাদী) ওয়াল্লাদাহ-র সহিত তুলনা করা হয়। শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁহার সমকক্ষ না হইলেও সতেজ আলাপ, সরস প্রত্যুত্তর ও দুষ্ট কৌতুকে তিনি তদপেক্ষা কম ছিলেন না। দুষ্টামি, রসিকতা ও রমণীসুলভ স্বাভাবিক লালিত্যে সম্ভবত অধিকতর পটিয়সী ছিলেন। মু'তামিদ তাঁহার কোন আবদারই অপূর্ণ রাখিতেন না। গোঁড়াপন্থীদের অনেকে এই সদানন্দা সুলতানার নামে শিহরিয়া উঠিতেন। তিনি স্বামীর প্রেমের পূর্ণ প্রতিদান দেন এবং চরম দুঃখের দিনেও (মরক্কোতে বন্দী অবস্থায়) তাঁহার সঙ্গীনী হন, এমনকি মৃত্যুও তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে নাই। তাঁহারা পাশাপাশি কবরে শায়িত আছেন।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ, ৩০১

ই'তিমাদুদ-দাওলা (اعتماد الدولة) ঃ শাব্দিক অর্থে "রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত নির্ভরশীল ব্যক্তি", সাফাবী আমল হইতে পরবর্তী কাল পর্যন্ত পারস্যের উযীদের উপাধি।

ই'তিমাদু'দ-দাওলা উপাধিটি শাহ ১ম ইসমা'ঈল-এর আমলে (৯০৭-৩০/১৫০১-২৪) দেখা যায় না। শাহ ১ম তাহমাসপ-এর রাজত্বের শেষদিকে আনু. ৯৭৬/১৫৬৮-৬৯ সালে এই উপাধির প্রচলন দেখা যায় (দ্র. তারীখ ঈলচী-ই নিজামশাহ, বৃটিশ মিউজিয়াম পাণ্ডু. Add. ২৩, ৫১৩, পত্র ৪৮০-এ)। এই উপাধির প্রচলন দ্বারা ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব যে বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় এবং ওয়াকীল (দ্র.)-দের স্থলে উযীরদের ক্ষমতা বৃদ্ধিও সূচিত হয়। কাজারদের আমলে ই'তিমাদু'দ-দাওলা উপাধিটি কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত, বরং সাদ্রই আ'জাম (صدر اعظم) (দ্র.) উপাধিই বেশী পসন্দ করা হইত।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ই'তিমাদু'দ দাওলা উপাধিপ্রাপ্ত বিখ্যাত উযীর ও শাসক ছিলেন সম্রাট আকবার-এর আমলে পারস্য হইতে ভাগ্য অন্বেষণে আগত মীর্যা গিয়াছ বেগ (মৃ. ১৬২১খৃ.)। আকবার প্রথমে তাঁহাকে মীর বাখ্শী ও পরে কাশমীরের সুবাদার পদে নিযুক্ত করেন। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে উক্ত পদে বহাল রাখা ছাড়াও ১৫০০ সৈন্যের মানসাবদার করেন এবং ই'তিমাদু'দ দাওলা উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। মিরযা গিয়াছ বেগ তাঁহার কন্যা নূর জাহানকে দ্বিতীয়বার জাহাঙ্গীরের সহিত বিবাহ দেন। আগ্রাতে নূর জাহান কর্তৃক ১৬২৮ খৃ. নির্মিত ই'তিমাদু'দ দাওলার মাযার-সৌধ অতি সুদৃশ্য ও কারুকার্যময়। ই'তিমাদুদ দাওলা পদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিষয়ে আলোচনার জন্য দ্র. ওয়াযীর।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Minorsky (সম্পা. ও অনু.), তাযকিরাতুল-মুলূক, লণ্ডন ১৯৪৩ খৃ., নির্ঘণ্ট (দ্র.); (২) বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ, শিরো মীর্যা গিয়াছ বেগ, ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রামস ও গ্রীন বুক হাউজ, ঢাকা ১৯৭২ খৃ.।

R.M. Savory (E. I.[2])/হুমায়ন খান

ই'তিমাদুদ-দাওলা (اعتماد الدولة) ঃ মীর্যা গিয়াছুদ্দীন মুহাম্মাদ তিহ্রানীর উপাধি। গিয়াছ বেগ নামেই তিনি পরিচিত। তাঁহার

পিতা খাজা মুহ'াম্মাদ শারীফ এক সময়ে সাফাবী শাহ্ ত'াহমাসপ-এর অধীনে একজন মন্ত্রী ছিলেন। গি'য়াছ' বেগ সম্রাট জাহাঙ্গীরের পত্নী নূর জাহানের পিতা। তাঁহার পিতা ও এক চাচা খাজা আহ'মাদও তাহমাসপের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা, হাফত ইক'লীম-এর রচয়িতা আমীন-ই রাযীর পিতা ছিলেন খাজা আহ'মাদ। পিতার মৃত্যুর পর গি'য়াছ' বেগ ভাগ্যান্বেষণে ভারত রওয়ানা হন। তাঁহার ভারত আগমনের অন্য কোন কারণের উল্লেখ না থাকিলেও ইহা স্পষ্ট যে, সেই সময় তিনি অনটনের মধ্যে দিন যাপন করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার পরিবারের সকলকে সঙ্গে লইয়া সম্রাট আকবারের আগ্রার সন্নিকটবর্তী নূতন রাজধানী ফতেহপুর রওয়ানা হন। দুইজন মহিলাসহ পরিবারের পাঁচ সদস্যের জন্য দুইটি বাহন লইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। পথিমধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা ইতিহাস-খ্যাত নূর জাহান, যাঁহার আসল নাম মিহিরুননিসা, জন্মগ্রহণ করেন। তখন দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন সম্রাট আকবর। সম্ভ্রান্ত বংশীয় গি'য়াছ' বেগ রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিলে শাহী দরবারে আন্তরিকভাবে সমাদৃত হন। পরে সম্রাট আকবার তাঁহাকে এক হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করেন এবং সেই সঙ্গে দীওয়ান-ই বুয়ূতাত (ভাণ্ডার ও রাজকীয় কারখানা মন্ত্রী) পদে নিয়োগ করেন। ১০১৪/১৬০৫ সালে জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে গি'য়াছ' বেগ সাম্রাজ্যের যুগ্ম ওয়াযীর নিযুক্ত হন। সম্রাট তাঁহাকে ১৫০০ সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়া ই'তিমাদু'দ দাওলা উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহাকে পাঞ্জাবের দীওয়ানীও (রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত দায়িত্ব) প্রধান করা হয়। ১০১৫/১৬০৬ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজ পুত্র খুসরুর বিদ্রোহ দমন অভিযানে রওয়ানা হইবার সময় আগ্রা দুর্গের দায়িত্ব গি'য়াছ' বেগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। ১০১৬/১৬০৭-৮ সালে খুসরু সম্রাট জাহাঙ্গীরকে হত্যা করিবার একটি ষড়যন্ত্র আঁটিলে এই ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে সম্রাটের এক আদেশে গি'য়াছ' বেগের পুত্র মুহ'াম্মাদ শারীফকে মৃত্যুদণ্ড দিয়া তাহা কার্যকর করা হয়। এই সময় তিনি নিজেও গ্রেফতার হন এবং দুই লক্ষ টাকার বিনিময়ে মুক্তিলাভ করেন। অপর দিকে নূর জাহান তাঁহার স্বামী শের আফগ'ানের মৃত্যুর পর শাহী প্রাসাদেই বাস করিতেছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর নূর জাহানের রূপ ও গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন এবং এইজন্যই ভাবী শ্বশুর গিয়াছ বেগকে ১০২০/১৬১১ সালে প্রাথমিকভাবে পাঁচ শত অশ্ব এবং ২০০০ সৈন্যের অধিনায়কত্ব দিয়া সম্মানিত করেন। সম্রাট তাঁহাকে উপঢৌকনস্বরূপ পাঁচ হাজার টাকাও প্রদান করেন। একই বৎসর সম্রাট জাহাঙ্গীর নূর জাহানকে বিবাহ করেন এবং শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ গি'য়াছ' বেগকে ওয়াকালা (প্রধান মন্ত্রিত্ব) পদে নিয়োগ করেন। জাহাঙ্গীর অবশ্য ইহাকে ই'তিমাদু'দ-দাওলার পূর্বে প্রদর্শিত কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠার পুরস্কার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন (Tuzuk, Eng. tr., ii, ২০০)। ই'তিমাদু'দ দাওলার পুত্র মুহ'াম্মাদ শারীফের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা এবং তাঁহার নিজের গ্রেফতারির প্রেক্ষিতে জাহাঙ্গীরের বক্তব্যকে অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। মাআছি'রু'ল-উমারা এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট বলিয়াছে, "ইতিমাদু'দ-দাওলার দ্রুত পদোন্নতি তাঁহার কন্যার সহিত জাহাঙ্গীরের বিবাহের কারণেই সম্ভব হইয়াছিল।" ওয়াকীল-ই কুলল (প্রধান মন্ত্রী)-এর দায়িত্ব ব্যতীত ১০২৪/১৬১৫ সালে ই'তিমাদু'দ-দাওলাকে দুই হাজার অশ্ব ও রণতরীসহ ৬০০০ সৈন্যের অধিনায়কত্ব এবং একটি নিশান ব্যবহারের অধিকার দিয়া সম্মানিত করা হয়। ইহা মুগল আভিজাত্যের একটি মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কার। অধিকন্তু তিনি সম্রাটের উপস্থিতিতে দামামা বাজাইবার অধিকারও ভোগ করেন। ১০২৬/১৬১৭ সালে জাহাঙ্গীর গিয়াছ বেগকে নিজের পাগড়ী পরাইয়া দিয়া বাগশাহী পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ স্বজন হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন। সাম্রাজ্যের এই সর্বোচ্চ সম্মান খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটিয়াছে। ১০৩১/১৬২২ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহগামী দলের সহিত কাশ্মীরে যাওয়ার পথে কাংড়ার নিকট গিয়াছ বেগ ইনতিকাল করেন। আগ্রায় আনিয়া যমুনা নদীর তীরে তাঁহারই রচিত এক মনোরম উদ্যানে তাঁহার লাশ দাফন করা হয়। পরে তাহার সমাধির উপর অতি সূক্ষ্ম ও নিখুঁত জাফরী সম্বলিত শ্বেত মর্মরের সৌধ নির্মাণ করা হয় (১০৩৮/১৬২৮-এ সমাপ্ত)। তাঁহার সমাধি সৌধের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র.ঃ (১) S. M. Latif, Agra. Historical and Descriptive, Calcutta 1896, 182-4; (২) Gavin Hambly, The Cities of Mughal India, London 1968, 41, 73-4, 83-4; (৩) P. Brown, Indian Architecture (Islamic Period), Bombay, n. d., 109)।

উচ্ছল ও বুদ্ধিদীপ্ত ই'তিমাদু'দ-দাওলা শাহী দরবারে অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার সাহচর্যকে শক্তি উদ্দীপক এক হাজার টনিক অপেক্ষাও উত্তম বলিয়া বর্ণনা করিতেন। গি'য়াছ' বেগ সম্রাট জাহাঙ্গীরের নির্দেশে সম্রাট প্রণীত "তুজুক"-এর কিছু অংশ লিখিয়া দিয়া ফারসী ভাষার উপর দখল ও রচনা শক্তিতে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং সুন্দর হস্তলিপির স্বাক্ষর রাখেন (তু. Tuzuk, Eng. tr., ii, 326-28)। বিদ্বান, সংস্কৃতিবান, দক্ষ পত্রলেখক ও বুদ্ধিদীপ্ত সদালাপী মানুষ হিসাবে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। আত্মসংযমী হিসাবেও তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন, কিন্তু অবাধে ঘুষ গ্রহণ করিতেন বলিয়া জানা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Rogers and Bacon, Eng. tr. Tuzuk-i Djahangir, London 1914, ১খ, ২২, ৫৭, ১২২, ১৯৯, ২৪৯, ২৮০-১, ৩১৮, ২৬০, ৩৭৮, ২খ, ২, ২৩, ৮০, ১১৭, ২১৬, ২২২-৩; (২) Samasm al-Dawla Shahnawaz Khan, Ma'athir al-Umara, Bib. Ind., i, ১২৭-৩৪, বেণী প্রসাদ কর্তৃক ইংরেজী অনুবাদ, কলিকাতা ১৯৫২ খৃ., ২খ, ১০৭২-৯; (৩) বেণী প্রসাদ, History of Jahangir, Alahabad 1940, ১৪৮-৯, ১৬০-৮, ২৭৭-৮ ও নির্ঘণ্ট; (৪) S. M. Latif, Agra, Historical and Descriptive, Calcutta, 1896, 182-4; (৫) T. W. Beale, An Oriental Biograpical Dictionary, New York 1965, 185-6; (৬) আবু'ল-ফাদল, আইন-ই আকবারী, ইং অনু. H. Blochmann, Calcutta 1927, ৫৭২-৬; (৭) কাফী খান, মুনতাখাবু'ল লুবাব, ২৬৪-৫; (৮) আমীন-ই রাযী, হাফত ইক'লীম, Bib-Ind., আবদু'ল মুক'তাদির খানের ভূমিকা; (৯) মুতামাদ খান, ইক'বালনামাই জাহাঙ্গীরী, Bib. Ind., নির্ঘণ্ট; (১০) সা'ঈদ আহ'মাদ Marahrawi, মুরাক্কা-ই আকবারাবাদ, আগ্রা ১৯৩১ খৃ., ৮৩-৭; (১১) যূসুফ মীরাক, মাজহার-ই শাহজাহানী, করাচী ১৯৬২, দ্র. সম্পাদকের ভূমিকা, বংশ তালিকার জন্য; (১২) S. H. Hodiwala Studies in Indo-Muslim History, Bombay 1939, 618-9।

এ. এস. বাযমী আনস'ারী (E.I.²)/ মিনহাজুর রহমান

ইতিল (Etil, Idil) ঃ ভল্‌গা নদীর নাম, কাশগারী 1, 30, Line 17 and 70 Line 6 (-Brockelmann, 244) এই নদীর নাম Itil বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভল্‌গা -বুলগারগণ ইহাকে Itil ভরগা তাতারগণ ইহাকে Idel, Mordve-গণের নিকট ইহা Rau, Ceremiss-দের কথায় ইহা Iul, Cuwash-দের কথায় ইহার নাম Aaei (এই নদীর নামের বিভিন্ন তুর্কী রূপের জন্য দ্র. ইব্‌ন ফাদলান, সম্পা. Z. V. Togan, উপাধারা এবং D. M. Dunlop, The History of the Jewish Khazars, Princeton, N. J. 1954, 91, n. 8)। য়ুরোপের বৃহত্তম নদী ভলগা প্রায় ৩৬৯০ কিলো দীর্ঘ; কিন্তু ইহার অবরোহণ সাকুল্যে মাত্র ২২৯.৫ মিটার। উত্তর Valday পর্বতশ্রেণীর volgino Verkhove নামক গ্রামে ইতিলের উৎপত্তি, সমুদ্র স্তর হইতে ২৮ মিটার নিম্নে Astrakhan নগরের দক্ষিণে ইহা কাস্পিয়ান সাগরে পতিত হয়। Herodotus ইহাকে ভ্রমাত্মকভাবে Aoas (Al-Rass) বলিয়াছেন, অন্যপক্ষে Ptolemy ও Pomeonius Mela ধরিয়া লইয়াছেন যে, ইতিল এবং Don একই নদীর দুইটি শাখা।

ভল্‌গা-বুলগারগণ ও খাযারগণ (দ্র.) খৃ. ৩য় ও ৪র্থ শতকে তুর্কী উপজাতীয়দের স্থানান্তর গমনের সময়ে এই নদীর দুই তীরে আগমন করে। তাহাদের রাজধানী শহর ইতিল বা আতিল (দ্র.) নদীর উভয় তীরে অবস্থিত ছিল, ইহার মোহনায় যাহা পরবর্তী আস্ত্রাখান শহর (দ্র.)-এর অবস্থান (Site)। মধ্যযুগের প্রথম দিকে এবং কতকটা আধুনিক কালেও ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসিগণ, প্রধানত Mordve-গণ (দ্র. বুরতাস) নদীটির উজান এলাকায় বাস করিত। এখানে সেখানে স্লাভ (slav) জনবসতি তখনও এই অঞ্চলে পৌছিয়াছে।

ভলগা-বুলগারগণই সর্বপ্রথম সুন্নী ইসলামের সংস্পর্শে আসে ৩১০/৯২২-২৩ সনে একটি প্রচারক দলের মাধ্যমে, ইব্‌ন ফাদলান যাহার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। আনু. ৩৪৯/৯৬০ সালের ইতিলকে উল্লেখ করা হয়, যে তুর্কীগণ সামানীদের প্রবল প্রচারের ফলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের এলাকার পশ্চিম সীমান্ত রেখারূপে (ইবনু'ল আছীর, ৯খ, ৩৫৫ প.)। বায়যানটীয় সূত্রেও নদীটির নাম আতিলরূপে উল্লিখিত (তু. G. Moravcsik, byzantinoturcica[2], বার্লিন ১৯৫৮ খৃ., ২খ, ৭৮ প.)।

মুসলিম ভূগোলবিদগণ কামা (Kama)-কে ইহার উজানের খাত বলিয়া ধারণা করায় ইহার দৈর্ঘ্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে (১) W. Barthold, Zwolf Vorlesungen zur Geschichte Mittelasiens, Berlin 1935. 112 প.; (২) ইব্‌ন হাওকাল, ২খ, ৩৮৭, ৩৮৯; (৩) Ibn Rusta, (B. G. A., vii), 141; (৪) মাস'উদী, তান্‌বীহ, (B. G. A., viii), 62; (৫) Mappae Arabicae, ed. Miller, Stuttgart 1926/29, i/3 79, ii, 153-6, v, 118, 142, 145 (কাশগারী) 6, Map No . xvi pl., 46-8)।

সুন্নী ইসলামের শক্তি আরও বৃদ্ধি পায় যখন খৃ. ১৩শ শতকে মোঙ্গলদের অগ্রগতি ঘটিল এবং Golden Horde (altin Orda দ্র.)-এর সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল (যাহার রাজধানী শহর পুরাতন ও নূতন Saray নদীর ভাটিতে অবস্থিত ছিল) যাহার ফলে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে তুর্কীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অবশেষে ১৪শ শতকের মধ্যেই তাহারা মোঙ্গলদের সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং সেখানে পূর্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত জনসাধারণের সঙ্গে, যথা ভল্‌গা-বুলগার, ভলগা ফিন ও স্লাভ, বিশেষত হারেমবাসিনীদের মাধ্যমে তুর্কীভাষী মুসলিম ভলগা-তাতারদের সঙ্গে। ১৩শ শতকের যে সকল পর্যটক ইতিল পর্যন্ত গিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহার বিভিন্ন নাম উল্লেখ করিয়াছেনঃ William of Rubruck বলিয়াছেন ইতিল, John of Plano Carpini বলিয়াছেন ভলগা, অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রদূত Siegmund Freiherr of Herberstein (1486-1566) কখনও এই নামই উল্লেখ করিয়াছেন, কখনও বলিয়াছেন 'রা' (Ray) নদী।

এই সময়ের মধ্যে ইতিলের মধ্যপথে অবস্থিত কাযান (Kazan) শহর পরবর্তী তাতার অঞ্চলের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ৬১৮/১২২১ সালের মত প্রাচীন সময়েও নিযনী-নভগরদ (Nizniy-Novgorod) শহর Oka নদীর মোহনায় স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সময়ের গতিতে কাযান কেন্দ্রীয় বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে ইহার স্থান দখল করিয়া লয়। মুসলিম ব্যবসায়িগণের মাধ্যমে কাযান ১৯শ শতক পর্যন্ত মধ্যএশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের কেন্দ্রীয় বাজার থাকিয়া যায়। ইতিলের ভাটিতে আস্ত্রাখান বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে খাযার-এর রাজধানী আতিলের ভূমিকা গ্রহণ করে। তাতারদের আধিপত্য খর্ব করিয়া মস্কোর মাসকগণ ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকিলে ভলগা অঞ্চলে রুশ দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটিসমূহ নির্মিত হইতে থাকে। এইভাবে ৩য় ভাসিলি (Vasili)-র শাসনামলে (১৫০৫-৩৩ খৃ.) তাতারদের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য সূরা (Sura) নদীর মোহনার নিকট ভাসিলসুরস্‌ক (Vasilsursk) স্থাপন করা হয়।

রুশ বাহিনীর নিকটে কাযান (১৫৫২ খৃ.) ও আস্ত্রাখান (১৫৫৭)-এর পতন সম্পূর্ণ হইলে ভলগা অববাহিকায় নদীর খাত ধরিয়া স্লাভদের উপনিবেশ বলপূর্বক সম্প্রসারিত করা হয়। এই নদীর তীরবর্তী তুর্কী নামযুক্ত বহু শহর (কাযান ঃ কাল্‌দ্রন Cauldron) সরাষ্টভরী তাউ Pale Mountain; কামীশিন Reed Bank, Tsaritsyn (বর্তমান ভলগোগ্রাড), আস্ত্রাখান রুশ শহরে পরিণত হয়, যেখানে তাতার বা অন্যান্য তুর্কীরা ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু ছিল এবং এখনও আছে। রুশরা তাতারদের পরিত্যক্ত বহু গ্রামও অধিকার করে এবং তাহাদেরকে নদী তীরবর্তী উর্বর কৃষি ভূমি হইতে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করিয়া পানি হইতে বহু দূরবর্তী বালুকাময় এবং বন- জঙ্গলপূর্ণ অঞ্চলে চলিয়া যাইতে বাধ্য করে। তদুপরি তাহারা নূতন নূতন স্লাভ গ্রাম ও শহরের প্রতিষ্ঠা করে। ১৫৫১ খৃ. সালেই Sviyazsk, পরবর্তীতে Ceboksari (বর্তমান Cuwash অঞ্চলের প্রধান শহর এবং তাহাদের ভাষায় নাম Shupashkar) স্থাপিত হয়। সচেতনভাবে রাষ্ট্র স্লাভ বসতি স্থাপনকে উৎসাহিত করিত এবং জারের (Tsar) অনুগত জায়গীরদারগণকে (Shuzilie lyudi) ও খৃস্টান পাদ্রিগণকে জমি প্রদান করিত। তাহার পর হইতে বাস্তবিকই কৃষকগণকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় এবং তাহারা নানাভাবে নির্যাতন ভোগ করে। অনেকেই অধিকতর দূরবর্তী অঞ্চলে গিয়া বসতি স্থাপন করিতে চেষ্টা করে যাহাতে নির্যাতনের শিকার না হইতে হয়। ইহার ফলে স্লাভ জাতির ভূমি সম্প্রসারিত হইল এবং ফিন (finn) ও চুয়াশগণ (যাহারা অন্তত নামেমাত্র খৃস্টান ছিল) কর্তৃক মুসলিম তাতারগণ এবং যাহারা তখন পর্যন্ত প্রকৃতি পূজারী ছিল, তাহারা বিতাড়িত হইল। অঞ্চলটির নিরাপত্তার

জন্য ১৫৮৬ খৃ. সামারা (Samara, 1535 খৃ. হইতে ইহার সরকারী নাম Kuybishev) নগরের পত্তন করা হয়। ঠিক একইভাবে পরবর্তী কালে, বিশেষ করিয়া Nogay-দেরকে (দ্র.) প্রতিহত করিবার উদ্দেশে Ufa নগর স্থাপন করা হয়। অন্যান্য ছোট ছোট বসতির পাশাপাশি Simbirsk (১৯২৪ খৃ. পর ulyanovsk) স্থাপিত হয় ১৬৪৮ খৃ. এবং Sizran ১৬৮৩ খৃ.।

এই সকল পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ইতিলের তীরে বসবাসকারী মুসলিমগণ আদৌ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে পারে নাই। ইহার বহু পূর্বে ১৫৬৯ খৃ. ক্রিমিয়ার (Crimea) একটি তুর্কী বাহিনী এই মুসলিম বিরোধী প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করে। তাহারা তুর্কী নৌবহর চলাচলের জন্য ডন ও ভলগা নদীর মধ্যে সংযোগকারী একটি খাল ন্যূনতম দূরত্বস্থল জারিৎসিনে (Tsaritsyn) খনন করিবার জন্য অগ্রসর হয় (আওলিয়া চেলিবী, ৭খ, ৮৪১ প., বিশেষত সাহিত্যের জন্য দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)। কিন্তু মওসুমের কারণে এবং শাহ-এর সঙ্গে Tsar-এর মিত্রতা স্থাপন হেতু পরিকল্পনাটি বাতিল করা হয়। পরবর্তী কালে তাতাররা সুন্নী হওয়া সত্ত্বেও শীআ সম্রাট মহান শাহ 'আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯ খৃ.)-এর নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করে। রুশ এলাকায় প্রথম উক্রাইনীয় জনবসতি (Slobodi) স্থাপিত হয় খৃ. ১৭শ শতকে। একই সময়ে রুশীয় গোঁড়া খৃষ্টানগণ কাযানের চতুষ্পার্শ্ববর্তী Kreshcane সমেত কিছু সংখ্যক মুসলিম অধিবাসী এবং বিভিন্ন অভিজাত পরিবারকে তাহাদের পক্ষে আনয়ন করে। ফলে ইতিল নদীর তীরবর্তী মুসলিম জনগণের প্রভাবও খর্ব হয়। নদীটি মধ্যরাশিয়া হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলাচলের পথে পরিণত হয়। নৌকার মাঝিরা (বুরলাকি) গান গাহিয়া খ্যাতি লাভ করে। ১৭শ ও ১৮শ খৃ. শতকে ভলগা তীরবর্তী এলাকার গোলযোগ ছিল অভ্যন্তরীণ স্লাভ সমস্যা। কিন্তু ১৬৬৭-৭১ খৃ. Stenka Razin তাঁহার নৌবহর লইয়া কাস্পিয়ান সাগরের উপর দিয়া অগ্রসর হন এবং দক্ষিণ তীরের পারস্য জনবসতির যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেন। ১৭৭৩-৭৪ খৃ. Enilian Pugacev তাঁহার বিদ্রোহে তাতারগণের সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীকালে নদীর তীরবর্তী এলাকাসমূহের স্লাভীকরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়। ফলে ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দের দিকে ভলগা ও উরালের মধ্যবর্তী অঞ্চলের মুসলিমগণের "Idelural" রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেই সময়ে এই অঞ্চলে রুশ উক্রাইনীয় অধিবাসিগণের প্রাবল্য থাকায় পরিকল্পনাটি নদী তীরবর্তী সংখ্যাগুরু অধিবাসীদের সমর্থন লাভ করে নাই। এই সকল কারণে মুসলিমগণের নিকটে আর ইতিল নদীর বিশেষ গুরুত্ব নাই।

ভলগা নদীর দুই প্রধান উপনদী কামা ও অকা। ভলগার অববাহিকা য়ুরোপীয় সোভিয়েত রাশিয়ার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকায় বিস্তৃত। মারিই ঈনস্ক নৌপথের মাধ্যমে বালটিক সাগর ও বালটিক শ্বেত-সাগর খালের সহিত মস্কো খালের মাধ্যমে মস্কোর সহিত এবং ভলগা ডন (১৯৫২ খৃ. সমাপ্ত) মাধ্যমে ডন-এর সঙ্গে যুক্ত। নদীর উজানে শ্বেরবাকফ-এ পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র রহিয়াছে। নদীটি সমগ্র রাশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; নদীপথে বাহিত রাশিয়ার পণ্যের আনু. ৩০% এই নদী দিয়া চলাচল করে। নদীটি এপ্রিলের শেষভাগ হইতে নভেম্বরের শেষভাগ পর্যন্ত শ্বেরবাকফ হইতে এবং মার্চ হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত আস্ত্রাখানে নাব্য থাকে। নিম্ন ভলগা অঞ্চলে বিস্তীর্ণ স্তেপ (Steppe) ভূমিতে সেচ সাহায্যে এই নদীর পানি দ্বারা কৃষিকাজ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে এই নদীর নিম্নাংশের পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফলে জনসাধারণ ও সম্পদের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। এই ইতিল বা ভলগা নদীর প্রভাব রাশিয়ার সকল ধর্মের মানুষের জীবনেই অপরিসীম। দেশের লোককাহিনীসমূহে ইহার উল্লেখ প্রায়শ করা হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ সাধারণ ঃ (১) Brockhaus-Efron, Entsiklopediya vii/13, St Petersburg 1892, 1-31; (২) Bol shaya Sovetskaya Entsiklopediya[2], ৮খ., (১৯৫২), ৬০২-১২ঃ (উভয়ের মধ্যে নদী অঞ্চলের মানচিত্র দ্র.); (৩) I.I. Federenko, volga, Moscow 1947; (৪) S. S. Balsak, V. F. Vasyutin, Y. g. Feygin, Wirtshaftsegraphie der Ud SSR, Teil II, tr. by E. O Kossmann and H. Laakmann, vi Das Wolgaland, বার্লিন ১৯৪২।

সাধারণ ইতিহাস ঃ (১) N. Nikolskiy, Sbornik istoriceskikh materialov o. narodnostyakh Povolzya (ভলগা অঞ্চলের জাতিদের ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর সংকলন), কাযান ১৯১৯ খৃ.; (২) ঐ লেখক, Konspekt po istorii narodnostey Pavolzya (ভলগা অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতির ইতিহাসের পর্যালোচনা), কাযান ১৯১৯; (৩) G. A. Trofimova, Etnogenez tatar Povolzya v. svete dannikh antropologii (নৃতত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ভলগা অঞ্চলের তাতার অধিবাসিগণের উৎপত্তিগত ইতিহাস), মস্কো ১৯৪৯ খৃ.; (৪) Bertold Spuler, Idel-Ural, Volker und Staaten wischen Wolga und Ural, বার্লিন ১৯৪২ খৃ.; (৫) ঐ লেখক, die Wolgatataren und Baschkiren unter russischer Herrschaft, in Isl., ২৯/২ (১৯৪৯)-এ, ১৪২-২১৬।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ (১) P. Lyubomirov, torgovie svyazi drevney Rusi vostokom v VIII-XI vv (৮ম শতক হইতে ১১শ শতক পর্যন্ত প্রাচীন রাশিয়ার সঙ্গে প্রাচ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক), Ucenie Zapiski gos. Satatovskogo Universiteta, i/3 (১৯২৩), ৫-৩৮।

ধর্ম প্রচার কার্যাবলী ঃ (১) C. Lemercier -Quclquejay, Les missions orthodoxes en pays musulmans de Moyenne et Basse Volga 1552-1865, in Cahiers du Monde Russe et Sovietique, ৮খ./৩ (১৯৬৭), ৩৬৮-৪০৩; (২) B. A. Everynov, borba Moskirs vostocnimi inorodtsami v basseyne volgi i Kami (ভলগা ও কামা অববাহিকায় মস্কোর সঙ্গে অন্য অধিবাসিগণের সংগ্রাম), in Zapiski Russk, Isl. Ob-va v Prage, ১খ., (১৯২৭), ৫৭-৭৯।

The slav Settlement (1) N. A. firsov, Inorodceskoe naselenie preznyago Kazanskogo Tsarstva v Novoy Rossii do 1762 g. i kolonizatsiya zakamskikh zemel v teo vermya

(কাযানের খান শাসনামলের প্রাথমিক পর্যায়ে আগত বিদেশী অধিবাসী ১৭৬২ খৃ. পর্যন্ত ও সকল আমলে কাযান নদীর উভয় তীরে জনবসতির বিবরণ), কাযান ১৮৬৯; (২) G. I. Peretyatkovic, Povolze v XV i XVI vekakh, Ocerki ix istorii kolonizatsii kraya (১৫শ এবং ১৬শ শতকে ভলগা অঞ্চল, অঞ্চলটিতে জনবসতির ইতিহাসের পরিলেখ নকশা), ১৮৭৭; (৩) ঐ লেখক, Povolze v XVII i nocale XVIII veka (১৭শ শতকে ও ১৮শ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত ভলগা অঞ্চল), Odessa 1882 (রুশ জনবসতির মানচিত্র সমেত); (৪) G. A. Gubaydullin, Ucastie tatar v Pugacevshcine (Pugacev বিদ্রোহে তাতারদের ভূমিকা), in Voviy Nostok, vii (১৯২৫), ২৬২-৮।

১৫৬৯ খৃষ্টাব্দের ঘটনাবলী ঃ (পাঠ দ্র.); (৫) H. Inalcik, Osmanli-rus rekabetinin mensei ve Don Volga kanali tesebbusu, in Belleten, xii (1948), 349-402; (৬) A. N. Kurat Turkiye ve Idil Boyu, 1569 Astarhan seferi, Ten-Idil kanali ve XVII Yuzyil Osmanli-Rus munasebetleri, Ankara 1966 (Au DTCFY 151); (৭) A. Bennigsen, Lexpedition turque contre Astrakhan en 1569 dapres les Registres des "Affaires Importantes" des Archives Ottomans, in cahiers du Monde Russe et Sovietique, viii/3 (1967), 427-46; (৮) Zdenka Vesela-Prenosilova, in Fontes Orientales ad historiam populorum Europae, meridie-oreintalis atque Centralis pertinentia সম্পা. A. S. Tveritinova, ২খ., (মস্কো ১৯৬৯), ৯৮-১৩৯। দ্র. পাঠে উল্লিখিত প্রবন্ধসমূহের গ্রন্থপঞ্জী। অতিরিক্ত দ্র. (৯) বাংলা বিশ্বকোষ, ৩খ, প্রবন্ধ 'ভলগা' ও 'ভলগোগ্রাট', ফ্রাংকলিন বুক প্রোগ্রামস, ঢাকা-নিউ ইয়র্ক ১৯৭৩ খৃ.; (১০) Columbis Viking Desk Encyclopedia Viking Press, নিউ ইয়র্ক ১৯৬০; (১১) Oxford University School Atlas, লণ্ডন, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস ১৯৫৯ খৃ. ; (১২) সোভিয়েত দেশ, সংখ্যা ও তথ্য, সোভিয়েত দেশ প্রকাশনী, কলিকাতা, অধ্যায় নদী ও হ্রদসমূহ, ১৯-২০।

B. Spuler (E.I.[2]) / হুমায়ুন খান

ইত্তিসাল (দ্র. ইত্তিহাদ)

ইত্তিহাদ (اتحاد) ঃ এক বা একতাবদ্ধ হওয়া। মুসলিম মুতাকাল্লিমগণের মতে ইত্তিহাদ দুই প্রকার ঃ (১) প্রকৃত (হাকীকী) ও (২) রূপক (মাজাযী)। প্রথম শ্রেণীর দুইটি উপবিভাগ আছেঃ (ক) শব্দটি যদি দুইটি বস্তুর সম্পর্কে প্রযুক্ত হয় এবং বলা হয় যে, তাহারা একে পরিণত হইয়াছে, যথা আমর যায়দ হইয়াছে অথবা যায়দ আমর হইয়াছে, (খ) যদি শব্দটি একটি বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হয় এবং বলা হয় যে, তাহা অন্য জিনিসে পরিণত হইয়াছে, অথচ পূর্বে উহার অস্তিত্ব ছিল না। যথা যায়দ এমন ব্যক্তিতে পরিণত হইয়াছে— যে ব্যক্তি পূর্বে বিদ্যমান ছিল না। প্রকৃত অর্থে ইত্তিহাদ নিশ্চিতরূপে অসম্ভব। এইজন্যই "আল-ইছনান লা যাত্তাহিদান" অর্থাৎ "দুই কখনও একীভূত হয় না" এই প্রবচনের উদ্ভব হইয়াছে। রূপক শ্রেণীর তিনটি উপবিভাগ আছে ঃ (ক) যখন ইত্তিহাদ বলিতে এক বস্তুর তাৎক্ষণিক বা ক্রম-পরিবর্তনের ফলে অন্য পদার্থে পরিণত হওয়া বুঝায়। যথা পানি বাষ্পে পরিণত হয় (এই ক্ষেত্রে পানির বিশিষ্ট রূপ অর্থাৎ তাহার তারল্য পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং গ্যাসীয় পদার্থের বিশিষ্ট রূপ প্রাপ্ত হয়) বা কালো সাদা হইয়া যায় (এক্ষেত্রে কোন বস্তুর একটি গুণ অন্তর্হিত হয় এবং অন্য কোন গুণ প্রকাশ পায়); (খ) দুইটি পদার্থের মিশ্রণে তৃতীয় বস্তুর সৃষ্টি বুঝাইলে। যথা পানিযোগে মাটি কাদায় পরিণত হয়। (গ) এক ব্যক্তির অন্যের আকৃতিতে উপস্থিতি বুঝাইলে। যথা মানুষের আকৃতিতে ফেরেশ্‌তা। এই তিন প্রকারের রূপক ইত্তিহাদ বাস্তবিকই সংঘটিত হয়। সূফীদের পরিভাষায় ইত্তিহাদ বলিতে যে গূঢ় মিলনের ফলে সৃষ্ট জীব স্রষ্টার সহিত এক হইয়া যায় তাহাকে অথবা এইরূপ মিলন যে সম্ভবপর সেই মতবাদকে বুঝায়। হুলূল অর্থাৎ স্রষ্টার পক্ষে সৃষ্ট জীবরূপে আবির্ভূত হওয়া কতকটা এই নীতির অনুরূপ হইলেও মিলন ব্যাপারে এই হুলূলের ধারণাকে সূফীরা সাধারণত ধর্মবিরোধী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, হুলূল সমজাতিত্ববোধক, কাজেই আল্লাহর ঐক্যের (তাওহীদের) খাঁটি ধারণার সহিত সঙ্গতিহীন। কারণ তাওহীদবাদ একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কাহারও প্রকৃত (হাকীকী) অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এইভাবে বুঝিতে গেলে ইত্তিহাদ এমন দুইটি সত্তার অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লয়, যাহারা এক হইয়া যায়। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত গোঁড়া সূফীদের মতে মানুষের সত্তা দৃশ্যমান অস্তিত্বমাত্র, উহা এক অবিনশ্বর বাস্তবতায় বিলীন (ফানা ফিল-হাক্‌ক) হইয়া যায়। পদার্থমাত্রই আসলে অস্তিত্বহীন। আল্লাহর নিকট হইতে উহা অস্তিত্ব লাভ করে এবং এই বিবেচনায় উহা আল্লাহর সহিত এক (আবদুর রাযযাক আল কাশানী, আল-ইত্তিহাদ ইসতিলাহাতুস-সূফিয়্যা, Sprenger সম্পা., ৫ পৃ.)। শব্দটা সূফীদের ওয়াহ্‌দাত বা তাওহীদের ন্যায় সময় সময় এই মতবাদ প্রসঙ্গেও ব্যবহৃত হয়। 'আলী ইব্‌ন ওয়াফা (শা'রানী কর্তৃক আল-য়াওয়াকীত ওয়াল-জাওয়াহির, বুলাক ১১৭৭ হি., পৃ. ৮০ প., ১৮-তে উদ্ধৃত)-এর মতে সূফীদের পরিভাষায় ইত্তিহাদের অর্থ, "আল্লাহ্ যাহা মনস্থ করেন তাহাতে সৃষ্ট জীব যাহা মনস্থ করে তাহার বিলীন হওয়া।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Dictionary of the Technical Terms used in the Sciences of the Mussalmans, ed. Sprenger, p. 1468; (২) জুরজানী, তা'রীফাত, ed. Flugel, p. 6; (৩) হুজবীরী, কাশফুল-মাহজূব, tr. by Nicholson, p. 254; (৪) মাহ্‌মূদ শাবিস্‌তারী, গুলসান-ই রায, ed. by Whinfield, p. 452-455; (৫) Tholuck, Ssufismus, p. 141; (৬) Macdonald, The Religious attitude and Life in Islam, P. 258.

R.A. Nicholson (S.E.I.)/ ড. এম. আবদুল কাদের

ইত্তিহাদ-ই মুহাম্মাদী জেম'ইয়েতি (اتحاد محمدى جمعيت) ঃ সাধারণত Muhammadan Union নামে অনূদিত হয়। ইহা এমন একটি রাজনৈতিক-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, যাহা ১৯০৯ সনের ১৩ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত ইস্তাম্বুল বিদ্রোহের প্ররোচনা দানকারীরূপে কুখ্যাতি অর্জন করে। ১৯০৯ সনের ৫ এপ্রিল (তুর্কী আর্থিক কাল গণনা পদ্ধতিমতে ১৩২৫ সনের ২৩ মার্চ) প্রকাশ্যে উহার সংগঠন ঘোষিত হয়। অবশ্য ইহার পরিচালক ও volkan ("আগ্নেয়গিরি") পত্রিকার সম্পাদক হাফিজ

দেরবীশ ওয়াহদেতী দাবি করেন যে, মুহ'াম্মাদান ইউনিয়ান সত্য সত্যই ১৯০৯ সনের ৬ ফেব্রুয়ারী তারিখে সংগঠিত হয় (কানুন, ২, ১৩২৪; T.Z. Tunaya, Turkiyede Siyasi Partiler, ১৮৫৪-১৯৫২ খৃ., ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ., পৃ. ২৬১)। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হইতে মনোনীত ইসলাম প্রচারক দলের সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হওয়ায় সম্ভবত কেবল কাগজেই ইহার অস্তিত্ব বজায় ছিল। সংসদে ইহার কোনও প্রতিনিধি না থাকিলেও ইত্তিহাদ ভী তেরাক'কী জেমইয়্যেতি (দ্র.)-র আধুনিকীকরণ নীতির বিরুদ্ধে ইহার মতামতের প্রতি অনেক পরিষদ সদস্য সহানুভূতিশীল ছিলেন। প্রাগুক্ত সমিতিটি Committee of Union and Progress (ইংরেজী ভাষায় রচিত পুস্তকাদিতে) C. U. P. নামে সচরাচর পরিচিত ছিল। এ কারণে Volkan এবং বিরোধী দলীয় পত্রিকা, যেমন স'াদায়ী মিল্লেত, সেরবেস্তী এবং বৃটিশ দূতাবাসের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত Levant Herald পত্রিকায় উত্তেজনা সৃষ্টিকারী প্রবন্ধাদি প্রকাশের মধ্যেই মুহ'াম্মাদান ইউনিয়নের ক্রিয়াকলাপ কার্যত সীমাবদ্ধ ছিল।

মুহ'াম্মাদান ইউনিয়নের মতবাদ ও কার্যক্রম সুস্পষ্টভাবে ইসলাম প্রচার সম্বন্ধীয় বলিয়া ইহা আধুনিকীকরণ ও সংস্কার বিরোধী ছিল। ইহার ঘোষিত উদ্দেশ্য অরাজনৈতিক অর্থাৎ জনসাধারণের নৈতিক উন্নয়ন সাধন ও তাহাদেরকে শারীআতী মাসনের আয়ত্তে আনয়ন। ইহার সদস্যদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হইলেও Volkan পত্রিকা প্রবন্ধাদিতে এই ধারণা জন্মলাভ করে যে, C.U.P.-কে ধ্বংস করাই সম্ভবত মুহাম্মাদান ইউনিয়নের একমাত্র দায়িত্ব। উদার বিরোধী দলেরও সে ধরনের মনোভাব ছিল।

বিরোধী দল কর্তৃক C.U.P.-এর বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিরোধিতামূলক প্রচারকার্য ব্যাপকভাবে চালাইবার সময়েই মুহ'াম্মাদান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৯ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রধান মন্ত্রী কামিল পাশা (দ্র.)-র পতনের পরপরই এই অভিযান আরম্ভ হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারী তারিখ Volkan ঘোষণা করে যে, উহা মুহ'াম্মাদান ইউনিয়নের মতামত প্রচারের মুখপত্র (ইত্তিহ'াদ-ই মুহ'াম্মেদী ফিরকা'াসিনিন মুরেবভিজই এফকারি, Tunaya, পৃ. ২৬৫)। অতঃপর ইহা C.U.P.-এর তীব্র সমালোচক হইয়া দাঁড়ায়। ইহা তদানীন্তন শাসনতন্ত্র সম্মত সরকারকে শয়তান দলের সরকার (শয়ত'ানলার দেওরি; Tunaya, পৃ. ২৬৪) নামে অভিহিত করে এবং ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বের সুযোগ লইয়া জনমতকে Volkan-এর বিরুদ্ধে সংগঠিত করিতে সমর্থ হয়।

সেই প্রচারণা এত ভীতিকর হয় যে, সরকার পূর্বাহ্নিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। তখন ছাপাখানা ও সভাসমিতি সংক্রান্ত আইনের খসড়া সংসদে পেশ করা হয়। আর মন্ত্রীসভার নীতি যে ইসলাম বিরোধী, Volkan-এর এই অভিযোগে বিরোধিতার জন্য শায়খুল-ইসলাম একটি লিখিত ঘোষণা প্রচার করেন। ওয়াহদেতীর মত ও নীতি সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপজ্জনকভাবে প্রচারিত হইতেছিল। ১০ এপ্রিল ইস্তাম্বুল সেনা ছাউনির সেনাপতি মাহ'মূদ মুখতার পাশা ধর্মানুরাগী খোজা ও সোফতাদের সঙ্গে সকল প্রকার সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করিয়া এক ঘোষণা প্রচার করেন। কামিল পাশা C.U.P.-এর রাজনীতির যে মুখোশ খুলিয়া দেন, ৩ ও ৪ এপ্রিল তাহা প্রকাশিত হইলে এবং সেরবেস্তী পত্রিকার সম্পাদক হ'াসান ফাহমী (দ্র.)-র হত্যা ও দাফন প্রচণ্ড রোষ উদ্দীপ্ত করিলে বিদ্রোহের পথ সুগম হয়, আর ১২ ও ১৩ এপ্রিলের মধ্যবর্তী রাত্রিতে অভ্যুত্থানটি ঘটে। তবে স্যালোনিকা হইতে আগত তৃতীয় বাহিনী (Hareket Ordusu [দ্র.] উহাকে পর্যুদস্ত করে; ইত্তিহাদ-ই মুহাম্মাদী বেআইনী ঘোষিত হয় এবং দারবীশ ওয়াহদেতী প্রমুখ উহার কয়েকজন অনুসারীকে গ্রেফতার করিয়া মৃত্যুদণ্ড দান করা হয়। ধর্মের ধুয়া তোলার কারণে মুহাম্মাদন ইউনিয়নকে অভ্যুত্থানটির জন্য প্রধানত দায়ী করা হয়; কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিষ্ঠানটির তদন্ত ও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ হইতে এই ধারণা জন্মায় যে, অভ্যুত্থানটির পশ্চাতে আরও অনেক কারণ ক্রিয়াশীল ছিল। যাহারা C.U.P. কমিটিকে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর, এই উপদলটি তাহাদের কার্যকলাপকে ধর্মীয় আবরণ দান করে মাত্র।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) T.z. Tunaya, Turkiyede Siyasi Partiler ১৮৫৯-১৯৫২, ইস্তাম্বুল ১৯৫২ খৃ., ইত্তিহ'াদ-ই মুহাম্মাদী সম্পর্কে গবেষণা শুরুর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ প্রাথমিক গ্রন্থরূপে বিশেষত টীকা ও গ্রন্থপঞ্জীর জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। এই বিষয়ে সমসাময়িক সংবাদপত্রাদি : (২) Volkan; (৩) সেরবেস্তী; (৪) স'াদায়ী মিল্লেত; (৫) ইক'দাম (বিরোধী দলীয়) ও (৬) তানীন C.U.P. । এই প্রসঙ্গে কয়েকটি নির্বাচিত নাম উল্লেখ করা হইল, ইহারা মহামূল্যবান। সমসাময়িক পর্যবেক্ষকদের লিখিত বিবরণও রহিয়াছে : (৭) যুনুস নাদী, ইখতিলালবে ইনকীলাব-ই 'উছ'মানী, ইস্তাম্বুল ১৩২৫ হি.; (৮) জুমহুরিয়েত, মার্চ-এপ্রিল ১৯৫৯ খৃ., উহা হইতে উদ্ধৃতাংশ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে; (৯) A. F. Turkgeldi, Gorup Isittiklerim, আনকারা ১৯৫১ খৃ.; (১০) আলী চেবাত, Ikinci Mesrutiyetin Ilam ve Otuzbir Mart Hadisesi, সম্পা. F. R Unat, আনকারা ১৯৬০ খৃ. ; (১১) আবদু'ল-হ'ামীদ, Ikinici Abdul Hamid in Hatra Defteri, ইস্তাম্বুল ১৯৬০ খৃ.; (১২) আই. এইচ. দানিশমেন্দ, 31 Mart Vak'asi, ইস্তাম্বুল ১৯৬১ খৃ. (প্রধান মন্ত্রী তাওফীক পাশার সরকারী ও ব্যক্তিগত নথিপত্রের ভিত্তিতে গ্রন্থটি রচিত); (১৩) P. Farkas, Staatsstreich und Gegenvevolution in der Turkei, বার্লিন ১৯০৯ খৃ.; (১৪) F. Mecullagh, The fall of Abdul Hamid, লণ্ডন ১৯১০ খৃ.; (১৫) ইসমা'ঈল কামাল, The memoirs of Ismail Kemal, সম্পা. Somerville Story, লণ্ডন ১৯২৬ খৃ.; (১৬) P P. Graves, Briton and Turk, লণ্ডন ১৯৪১ খৃ.; (১৭) Y. H. Bayur, Turk, Inkilabi Tarihi², i/2, আঙ্কারা ১৯৬৪ খৃ.; (১৮) B. Lewis, The emergence of Modern Turkey, সংশোধিত সং, লণ্ডন ১৯৬৮ খৃ.; (১৯) ফিরোয আহমাদ, The young Turks, The committee of Union and Progress in Turkish Politics 1908-1914, অক্সফোর্ড ১৯৬৯ খৃ.।

Feroz Ahmad (E.I.²)/মুহম্মদ ইলাহি বখশ

ইত্তেহাদ (اتحاد) : ১৯৪৬-৪৮, মুসলিম দৈনিক সংবাদপত্র। অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী হোসেন শহীদ সুহরাওয়াদীর উদ্যোগে ও আবুল মনসুর আহমদের সম্পাদনায় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দেশ বিভাগের পরেও প্রায় এক বৎসরকালে পত্রিকাটি প্রকাশিত হইতে থাকে, কিন্তু পরে বন্ধ হইয়া যায়। অপর ইত্তেহাদ ১৯৫৮-এ ঢাকা হইতে প্রকাশিত বাংলা দৈনিক। এস্কান্দার আলীর উদ্যোগে ও কাজী মোহাম্মদ ইদরিসের সম্পাদনায় প্রকাশিত। প্রথম প্রথম বেশ সম্ভাবনার ইংগিত বহন করিয়া প্রকাশিত হইলেও তাহা এক বৎসরের বেশী সময় চালু থাকে নাই।

বাংলা বিশ্বকোষ ১খ, ৩০৩

ইদগাম (ادغام) ঃ (ইদ্দিগাম) আদগ'ামা (ادغم) ক্রিয়া পদের ক্রিয়া বিশেষ্য। ইহার অর্থ " (কোন বস্তু) অন্য একটি বস্তুর ভিতরে প্রবেশ করান"। আরবী ব্যাকরণে ইহাকে বলা হইয়া থাকে আল-ইদ্গ'াম-ইদখালু হারফিন ফী হ'ারফিন অর্থাৎ "ইদগাম বলিতে একটি অক্ষর অন্য একটি অক্ষরে প্রবেশ করা বুঝায়" (LA. xv, 93. lines 18-9/xii. 203b, lines 2-3)। কেহ বলেন, আদ্গ'ামাতু'ল হ'ারফা এবং ইদ্দা'গামাতুহ ইহা বাবে ইফতা'আলতুহ গঠন অনুসারে (ঐ)। সুতরাং ইদগাম ও ইদ্দিগ'াম একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমোক্তটি কুফার পণ্ডিতদের পরিভাষা এবং দ্বিতীয়টি হইল বসরার পণ্ডিতদের পরিভাষা (ইব্ন য়াইশ, ১৪০৬, ছত্র ১৭-৮), যদিও শেষোক্তগণ আদ্গামা ক্রিয়াপদ পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন (তু. সীবাওয়ায়হ্, ২খ, ৪৫৯, ছত্র ৪,১১, ইত্যাদি, কিন্তু দেখুন টীকা ২)। 'আরব ব্যাকরণবিদগণ ইদ্খালু হ'ারফিন ফী হ'ারফিন-এর ধারণার যথাযথভাবে সংজ্ঞা প্রদান করেন নিম্নরূপঃ "ইদগ'াম বলিতে একই মাখরাজের দুই হরফের প্রথমটি সাকিন (স্বরচিহ্ন ব্যতীত) এবং দ্বিতীয়টি মুতাহাররাক (স্বরচিহ্নযুক্ত) হইলে ইহাদের পৃথকীকরণ ব্যতীত ব্যবহারকে বুঝায়" (ইবনু'ল-হ'াজিব; শাফিয়া, in Sh. Sh., iii, ২৩৩-২৩৪)। ইব্ন য়া'ইশ (১৪৫৬, ছত্র ১৯) যোগ করেন, "সংযুক্ত হওয়ার চাপে (শিদ্দা) হরফদ্বয় একই হরফের ন্যায় হইয়া যায়।" আমরা ইহাকে দুই সদৃশ ব্যঞ্জনবর্ণকে একটি যুগ্মবর্ণে সংকোচন বলিয়া থাকি (দ্র. H. Fleisch, Etudes de phonetique arabe, in MUSJ. xxvii (1949-50, 258, and traite de philologie arabe, i, 50h)।

এমন যুগ্মবর্ণে (হারফ মুশাদ্দাদ) 'আরব ব্যাকরণবিদগণ হরফের দ্বৈততা স্বীকার করেন, একত্ব নয়, একটি দীর্ঘ হরফও নয় (traite, g 4)। রাদীউদ্দীন আল-আসতারাবাযী-এর মতবাদের জন্য দেখুন Sh. Sh., iii, ২৩৫, ছত্র ১২-৩ ও ১৬, উচ্চারণকালে হ'ারফ মুশাদ্দাদ তাশদীদ কিংবা শাদ্দা চিহ্ন ধারণ করে (W. Wright , ar. Gr[3]. i, 14c)।

আরব ব্যাকরণবিদগণের মতে ইদদিগাম-এর কারণ-সদৃশ ব্যঞ্জণবর্ণের পুনরাবৃত্তির প্রবণতা এড়াইয়া চলা যখন বিচ্ছিন্নকারী স্বরবর্ণ হয় একটি ক্ষীণ স্বরবর্ণ। সীবাওয়ায়হ এই সম্পর্কে বিশদভাবে আলোকপাত করিয়াছেন (iich, 408 and 559) । মূল পাঠ উল্লিখিত ও অনূদিত হইয়াছে Etudes de ph. গ্রন্থে যাহা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে, ২৫৬-৭ (আরও দেখুন Sh. Sh., iii, ২৩৮, ছত্র ২০ পৃ.)। যাহা হউক, 'আরবী ভাষায় ইদ্দিগাম-এর প্রবণতা খুবই প্রবলঃ ভাষা নিয়মিতবাবে ইহা অবলম্বন করে, যখনই দুই হরফের মধ্যস্থ ক্ষীণ স্বরবর্ণ বিলোপ করার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে (দেখুন Muf. g 731) ক্রিয়াপদে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ সদৃশ হয় (মুদাআফ ক্রিয়াপদ)। যখন তৃতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ সংযোজক প্রত্যয় গ্রহণ না করে, মাদাদা, "মাদদা দীর্ঘ করা, প্রসারিত হওয়া" ইত্যাদি এবং নবম ও একাদশ নমুনা ইফ'আল্লা ও ইফ'আললা। বিশেষ্য পদে কর্তৃবাচ্যে, মাদিদ, মাদ্দ, বিচ্ছিন্ন বহুবচনে ফা'আলিলু মাওয়াদিদু, মাওয়াদ্দু " পদার্থসমূহ" ইত্যাদি (দেখুন Traite, ig 28)। আরবী ভাষায় অনুরূপভাবে ইদদিগ'াম হয় যখন একই ব্যঞ্জনবর্ণ কোন শব্দের শেষে এবং পরবর্তী শব্দের শুরুতে হয়। ইহাকে আল-ইদদিগ'াম ফিল-ইনফিসাল বলা হয় (ইহা আল-ইদদিগ'াম ফী কালিমা হইতে স্বতন্ত্র; তু. সীবাওয়াহ; ২খ, ৪৫৫, ছত্র ১৫)। প্রথম হরফ সাকিন ও দ্বিতীয়টি মুতাহাররাক হইলে 'আরব ব্যাকরণবিদগণ ইদদিগ'াম ব্যবহার করেন (Muf. g 731; শাফিয়া, in Sh. Sh., ৩খ, ২৩৪, ছত্র ১-২; Sh. Sh., ৩খ, ২৩৬, ছত্র ৩-৪)। যেমন লাম য়ারুহ হাতিম, লামা য়ারুহ হাতিম, "হাতিম যায় নাই"। উভয়ই মুতাহ'াররাক হইলে ইদদিগ'াম ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয় (অসংখ্য উদাহারণ, (Traite)। যখন ইহা পাঁচ কিংবা তদধিক একমাত্রাবিশিষ্ট শব্দ (Syllafles) পরম্পরানুসারে আগমন পরিহার মানিয়া নেয় তখনও ইহা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করা হয়। জা'আলা লাকা জা'আল্লাকা "তিনি তোমার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন" (সীবাওয়ায়হ, ২খ, ৪৫৫, ছত্র ১৬ প.; Sh. Sh., ৩খ, ২৪৮, ছত্র ৪ প.)।

'আরব ব্যাকরণবিদগণ ইদ্দিগ'ামুল-মিছলায়ন ও ইদ্দিগ'ামু'ল মুতাক'ারিবায়ন-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। দুই স্বরবর্ণের যুগল আকারে সংকোচনে উভয় অভিন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক। ইহাকে ইদ্দিগ'ামু'ল-মিছলায়ন বলা হয় এবং ইহাই ইদ্দিগ'াম। ব্যঞ্জনবর্ণগুলি নিকটবর্তী হইলে মুতাক'ারিবায়ন বলা হয়। যতক্ষণ ইহারা নিকটবর্তী থাকে, ততক্ষণ ইহারা অভিন্ন নয় এবং ইদদিগাম সম্ভব নয়। ইহারা পরস্পর মুতামাছি'লায়ন হইতে হইবে। এখানেই 'আরব ব্যকরণবিদগণ একীভবন (Assimilion) ব্যাপারটির সম্মুখীন হন। কিন্তু তাহারা ইহাকে একীভবন বলিয়া অভিহিত করেন না, বরং তাহারা ইহাকে সম্পূর্ণরূপে একটি কা'লব বা পরিবর্তন বলিয়া মনে করেন যাহা ইদ্দিগ'াম করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন (শাফিয়া, in Sh. Sh. iii, 264, line 7; Muf., g 735)। তাঁহাদের পরিভাষায় একীভবনের কোনও সঠিক শব্দ নাই। তাঁহারা ইদ্দিগ'াম (যাহার অর্থ পূর্বে ছিল দুই অভিন্ন হরফের মিলন) শব্দের ব্যবহার সম্প্রসারিত করিয়া বর্ণনা করেন যে, দুই নিকটবর্তী হরফের সংকোচনকে ইদদিগ'ামুল মুতাকারিবায়ন বলা হয়। এই ব্যাপারে ব্যাখ্যার প্রয়োজন রহিয়াছে। হু'রূফ মুতামাছিলা (সমজাতীয়) ও হুরূফ মুতাকারিবা (নিকট)-এর মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য অল্প বিস্তর ধ্বনিতত্ত্বের কিছু জ্ঞানের প্রয়োজন রহিয়াছে। এই কারণেই সীবাওয়ায়হ ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ৫৬৫ পরিচ্ছেদের মাধ্যমে তাঁহার বাবু'ল-ইদদিগ'াম পুস্তকটি আরম্ভ করেন। তিনি এই অধ্যায়ের শেষে ইহার কারণ বর্ণনা করিয়াছেন। তাই সীবাওয়ায়হের সময় হইতে ধ্বনি সংক্রান্ত বর্ণনা ইদদিগ'াম শিরোনামে পাওয়া যায়। কারণ ইদদিগ'াম ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনার জন্য প্রারম্ভিক বিষয়। ইবনু'ন-সাররাজ, আল-মুযাজ ফিন-নাহ্ও (বৈরূত ১৯৬৫/১৩৮৫, ১৬৫ প.) আল-যাজজাজী, আল-জুমাল (প্যারিস ১৯৫৭), ৩৭৫ প., আয্-যামাখ্শারী, Muf., ৭৩২ প.; ইবনু'ল হ'াজিব, আশ্-শাফিয়া, ইদ্দিগ'াম-এর বর্ণনায় ধ্বনিতত্ত্ব সন্নিবেশিত করা হইয়াছে; যেমন তাহার ভাষ্যকার রাদীউদ্দীন আল-আসতারাবাযী করিয়াছেন, Sh. Sh., ইদ্দগ'াম, ২৩৩-৯২; ধ্বনিতত্ত্ব ২৫০-৬৪।

টীকা ঃ (১) আল-ইদ্দিগ'াম য়াকূনু ফি'ল-মিছলায়ন ওয়া'ল-মুতাকারিবায়ন এই বিধি শাফিয়াতে পাওয়া যায় (Sh. Sh., iii, 234, line 1)। কিন্তু এই মতবাদের প্রায় অনুরূপ শব্দ সীবাওয়ায়হির কিতাব-এও পাওয়া যায় (ii, ch. 566, 567)। ইহা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'আরব ব্যাকরণবিদগণ বলেন, "ইদ্দিগ'ামুল মিছলায়ন কিংবা আল-মুতামাছিলায়ন এক শব্দে দুই সমজাতীয় হরফে ও ইনফিসালের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং ইদ্দিগ'ামুল মুতাকারিবায়নে ইন্‌ফিসাল-এর ব্যবহারে ইফতী'আল-এর তা অক্ষরকে ফী হু'কমিল-ইনফিসাল-এ বিবেচনা করা হয় (muf, g, 731, দেখুন ইব্ন য়াইশ, ১৪৫৮, ছত্র ৪-৬)।

(২) ইদগাম, ইদদিগাম ঃ একই 'আরবী শব্দ, স্বরচিহ্ন ছাড়া উভয়রূপে পড়া যায়। ক্রিয়াপদ আদ্‌গামা ও ইদ্‌দাগামা ইহাদের সকল কালসমূহে উভয়রূপেও পড়া যায়, যখন স্বরচিহ্ন যোগ করা না হয়। ইহার উচ্চারণ যাহা সম্পাদকের উদ্যোগের কারণে হইয়াছে, তদ্দ্বারা কিরূপে কোন ব্যক্তি ইহার উচ্চারণের পার্থক্য নিরূপণ করিবে ? কিতাবের প্যারিস সংস্করণে স্বরবর্ণে পরিবর্তন করিয়া বাবু'ল-ইদ্‌গাম করা হইয়াছে (ii, 452, ইহা কি সীবাওয়ায়হি-র উচ্চারণ) ?

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল পাঠে সংক্ষিপ্ত আকারে রচনাবলী উল্লিখিত হইয়াছে ঃ (১) সীবাওয়ায়হ, কিতাব, সম্পা. প্যারিস ১৮৮১-৫, Muf; (২) যামাখশারী, আল-মুফাসসাল, সং. J. P. Broch (Christiania 1879); (৩) শারহ ইব্‌ন য়া'ঈশ, সম্পা. G. Jahn (Leipzig 1882), Sh. Sh.; (৪) রাদীউ'দ-দীন আল-আসতারাবাযী, শারহু'শ-শাফিয়া (কায়রো ১৩৫৮/১৯৩৯), পড়ার জন্য সর্বাপেক্ষা সহজ বিবরণ পাওয়া যায় Muf. g. 731 ইদ্‌দিগামের শর্তসমূহের জন্য এবং 735 প. (ইব্‌ন য়া'ঈশ-এর যথাযথ ব্যাখ্যা); (৫) সীরাফী, কিতাবের শারহ্-এর শেষভাগে দুইটি পরিচ্ছেদ যোগ করেন। প্রথমটি হইল কূফা মতবাদের অনুসরণে ইদ্‌দিগাম (তিনি ধ্বনিগত শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন যাহা আল-ফার্‌রা-এর স্বাতন্ত্র্যসূচক) এবং অন্যটি হইল কুররা' মতবাদ অনুসরণে ইদ্‌দিগাম।

H. Fleisch (E.I.2)/মু. মাহবুবুর রহ্‌মান

ইদ্‌তিরার (اضطرار) ঃ ইহার অর্থ 'বাধ্যতামূলক, যবরদস্তিমূলক।' ইহা ইখ্‌তিয়ার (পসন্দ করার স্বাধীনতা)-এর বিপরীত, শব্দটি ক্রিয়ামূল (مصدر), কিন্তু এই আকারে কু'রআনে ইহা ব্যবহৃত হয় নাই। ইফতি'আল বাব (باب افتعال) হইতে গঠিত ইহার ক্রিয়াপদ কু'রআনে প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে মুখ্যত দৈহিক (ও গৌণত নৈতিক) বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে নিঃশর্ত আবশ্যিকতা (ضرورة) বুঝান হয়।

(১) ইদ্‌তিরার শব্দটির বিশেষ অর্থ গৃহীত হইয়াছে মানবীয় কার্যকলাপের তত্ত্ব হইতে। কাজেই ইহা 'কালামশাস্ত্রে' 'ধর্মতত্ত্ব-র পরিভাষাভুক্ত। এই পরিভাষা অনেক আগেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হিশাম ইব্‌নু'ল হাকাম [যিনি শী'ঈ (রাফিদী ছিলেন]-এর অভিমতের সার-সংকলনে ইহা মুতাযিলী দার্শনিকগণ কর্তৃক আলোচিত হইয়াছে। হিশাম ইব্‌নু'ল-হাকাম মানবীয় আবশ্যিক (ইদ্‌তিরার) কার্যাবলী ও স্বেচ্ছামূলক (ইখ্‌তিয়ার) কার্যাবলীর পার্থক্য দেখাইয়াছেন। শেষোক্তগুলি আবশ্যিক নয়, শুধু স্বেচ্ছাকৃত এবং অর্জন' (ইক্‌তিসাব) সম্ভূত। এই শেষোক্ত ধারণা বা মতটি দিরার ইব্‌ন 'আম্‌র ও তাঁহার দর্শনবাদ (আল-আশ'আরী কর্তৃক আহলু'ল ইছ্‌বাত বা 'দৃঢ় প্রমাণবাদী দল' নামে অভিহিত) কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ইহা আশ'আরী কাস্‌ব অথবা ইক্‌তিসাব-এর আগে প্রকাশিত। মূল গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞানের আলোকে বলা মুশকিল যে, ইহা মাকালাতু'ল ইসলামিয়্যীন (কায়রো সংস্করণ, ১৩৬৯/১৯৫০, ১খ, ১১০)-এর বর্ণনামতে হিশাম অথবা দিরার প্রণীত শব্দতালিকা হইতে উদ্ভূত কিনা যখন তিনি উহা সংক্ষেপে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং উহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। অনুরূপভাবে কেহ নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারে না যে, হিশাম, দিরারকে (অথবা তাঁহারা একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন) ইদ্‌তিরার পরিভাষা ইখ্‌তিয়ার-এর "বিপরীত সম্পৃক্ততা" (মুকাবাল) হিসাবে প্রায়োগিক অর্থে ব্যবহার করিতে প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন কিনা। যাহা হউক, আমরা ইদ্‌তিরার— ইখ্‌তিয়ার শব্দদ্বয় বাগ্‌দাদের মুতাযিলীদেরকেও ব্যবহার করিতে দেখিতে পাই, বিশেষ করিয়া জা'ফার ইব্‌ন হারব (মৃ. ২৩৬/৮৫০-১) ইহাদের ব্যবহার করিয়াছেন। বসরাবাসী দিরার-এর শিষ্য বুরগুছ ইহাদের স্থানে তাও' ব্যবহার করা শ্রেয় মনে করিয়াছেন (তু. W. Montgomery Watt, Free will and predestination in early Islam, লণ্ডন ১৯৪৮ খৃ., পৃ. ৯১ ও ৯৮)। সঠিকভাবে বলিতে গেলে মু'তাযিলীগণ মানুষকে তাহার কর্মের স্রষ্টা বলিয়া অভিহিত করেন— কেবল যদি সে নিজের পসন্দ মাফিক কাজ করে।

আশ'আরীয় সংস্কারে এই পরিভাষাকে গ্রহণ করিয়া তাহাদের নিজস্ব মতবাদের উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে। আল-আশ'আরীর লুমা' (মূল এবং ইংরেজী অনুবাদ, ap R. J. Mccarthy, The Theology of al-Ash'ari, বৈরূত ১৯৫৩, ৩৯, ও ৪১-৪২/৫৮-৬০) গ্রন্থে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, মানুষের সকল কর্মই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে সৃষ্ট— সে কর্মলব্ধ গতিশক্তি (হারাকাতু'ল ইক্‌তিসাব) দ্বারাই হউক আর আবশ্যিক গতিশক্তি (হারাকাতু'ল-ইদ্‌তিরার) দ্বারাই হউক। মতবাদ প্রকাশের এই রীতিতে আর ইদ্‌তিরার— ইখ্‌তিয়ার নাই, বরং ইদ্‌তিরার ইকতিসাব-এ পরিণত হইয়াছে। আল-আশ'আরী বলেন, ধারণা দুইটির পার্থক্য হইল, ইদ্‌তিরার-এর মূলসূত্রের আবশ্যিকতা (দারূরা) এবং ইকতিসাব-এর মূলসূত্র অর্জন বা আরোপণ (কাস্‌ব) যাহা প্রয়োগিক নহে কিন্তু আল্লাহর সৃষ্ট ক্ষমতার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ একই (ঐ, ৪২/৬০)। আল-বাকিল্লানী তাঁহার "কর্মক্ষমতা" (ইস্‌তিতা'আ) পরিচ্ছেদে "বাধ্যকৃত (মুদ্‌তার্‌র) কর্ম" সম্বন্ধে একটি অতি সদৃশ সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন (তামহীদ, সম্পা. McCarthy, বৈরূত ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ২৯৩)।

মানব-কর্ম সম্বন্ধে তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ বিশ্লেষণে (ইহ্‌য়া 'উলূমি'দ-দীন, কায়রো সংস্করণ, ১৩৫২/১৯৩৩, ৪খ, ২১৯-২০) আল গাযালী তিন প্রকার কার্যের পরিচিতি প্রদান করিয়াছেনঃ স্বাভাবিক (একজনের শরীর দ্বারা পানির স্থানচ্যুতি), স্বেচ্ছাকৃত (শ্বাস-প্রশ্বাস), পসন্দকৃত (ইখ্‌তিয়ারী) [লিখন]। প্রথমটি যথাযথ অর্থে প্রয়োজনীয় (দারূরী); কেননা ইহা না ঘটিয়া পারে না; ইহা ঘটিয়া থাকে বি'ল-ইদ্‌তিরার। তিনি বলিয়াছেন (ঐ, ২১৯) যে, বাধ্যতা (ইদ্‌তিরার) বা যবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতার (জাব্‌র) প্রকৃত স্বভাব (হাকীকা) যাহা ইহাদেরকে নির্ধারণ করে তাহার দিক দিয়া তিনটিই সদৃশ। আল-গাযালীর উপসংহার বস্তুত আশ'আরী মতবাদের সদৃশ, কিন্তু অধিকতর উন্নত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণভিত্তিক। উহা এই যে, এমনকি "পসন্দকৃত" কার্যের ক্ষেত্রেও ইচ্ছাশক্তির সিদ্ধান্ত অপরিহার্যভাবে বুদ্ধির বিচার-শক্তিকে অনুসরণ করিয়া থাকে, তদনুসারে মানুষ "স্বাধীনভাবে পসন্দ করিতে বাধ্য" (মাজবূর 'আলা'ল-ইখতিয়ার) এবং স্বাভাবিক "কর্মকাণ্ড" সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত। 'আল্লাহ্‌র কর্মকাণ্ড স্বগুণে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। মানুষের কর্মসমূহ "মধ্যবর্তী অবস্থানে" অবস্থিত, যাহা স্বাধীন ইচ্ছার বশবর্তী। এই কারণে "সত্যের অনুসারী লোকসকল" (আহলু'ল-হাক্‌ক) মানুষের "স্বাধীন" কর্মকাণ্ডকে অর্জন (কাস্‌ব) সাপেক্ষে বর্ণনা করিয়াছেন।

উপসংহার ঃ পরবর্তী আশ'আরী কালামে ইদ্‌তিরার শব্দটিকে একটি কর্মের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইয়াছে— যে কাজটি আপনাআপনি সংঘটিত হইতে পারে না। যদি মানবীয় 'স্বাধীন পসন্দ" যাহা শুধু "অর্জিত"

প্রকৃত তত্ত্বীয় স্বাধীনতা শূন্য থাকিয়া যায়, আর এইভাবে আবশ্যিক হয়, ইহা পৃথক অর্থে হইবে; ইহাকে তখন মাজবূর বলা হইবে। ইহাকে পাশ্চাত্য দর্শনে "অদৃষ্টবাদ" বলা হয় যাহাকে মোটামুটিভাবে জব্‌র অথবা দ'রূরা (শেষোক্ত শব্দটি ফাল্‌সাফার পরিভাষায় সুপরিচিত) হিসাবে তরজমা করা উচিত।

(২) ইদ্‌তি'রার (বিপরীত সম্বন্ধযুক্ত ঃ ইক্‌তিসাব)-এর আর একটি ব্যবহার, সাদৃশ্যবোধক অর্থে, জ্ঞানের বিশ্লেষণে দেখা যায়। এইভাবে গা'য়লান্‌ ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় (দারূরী অথবা ইদ্‌তি'রারী) জ্ঞান, যাহা মনে প্রত্যক্ষ ও আবশ্যিকভাবে নিশ্চয়তা দান করে এবং লব্ধ (ইক্‌তিসাবী) জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন (দেখুন W. Montgomery Watt, প্রাগুক্ত, ৪১-২, ১৩২ ও সূত্র)। আমরা একই পার্থক্যভেদ আশ'আরী মতবাদে দেখিতে পাই, যথা আল-বাকি'ল্লানী, তামহীদ, ৭-৮। প্রয়োজনীয় (দ'রূরী) জ্ঞান হইল উহাই, যাহা প্রত্যেক মানুষ স্বীকার করিতে বাধ্য হয় এবং এই অর্থেই যেমনটি (আল্‌-বাকিল্লানী বলিয়াছেন) ইদ্‌তিরার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "জ্ঞানের প্রণালীসমূহ (অথবা উৎসসমূহ)" (আস্‌হাবুল ইল্‌ম)-এর প্রাচীন বিষয়বস্তুতে "প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দারূরী হিসাবে সব সময়ই অনূদিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত প্রবন্ধ গর্ভে উল্লিখিত।

L. Gardet (E.I.²)/আ. র. মামুন

ইদুফ (দ্র. আদফু)

আল-'ইদবী আল-হামযাবী (العدوى الحمزاوى) ঃ হ'াসান, ১৮৮২ সালে বৃটেন কর্তৃক মিসর অধিকারের অব্যবহিত পূর্বে সংঘটিত ঘটনাসমূহের অন্যতম প্রধান নায়ক, ১২২১/১৮০৬ সালে উজান মিসরের আল-মিনয়া প্রদেশের মাগাগার সন্নিকটে অবস্থিত ইদওয়া গ্রামে জন্ম।

তিনি আল-আয'হারে শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে ১২৪২/১৮২৬-৭ সাল হইতে তথায় শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকেন। তিনি যথেষ্ট ধন-সম্পদের অধিকারী ছিলেন এবং ইহার সাহায্যে পুণ্যকর্মে দরাজ হস্তে ব্যয় ও তাঁহার রচনাবলী প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশ্য তিনি যথাযথভাবে বিষয়-সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ায় আর্থিক সচ্ছলতার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয় এবং পরিণামে তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থের প্রকাশক, আল-মাতবাউল কাসতিলিয়া' প্রেসের স্বত্বাধিকারী (তু. আল-আফ্‌কাত কাতীসকী (সম্পা.), রিসালাতু'ন আনিদ-দাওয়াললাতী বায়না মূসা কাস্‌তিলী ওয়াশ-শায়খ হ'াসান আল-ইদবী, কায়রো ১২৮৭/১৮৭০-১) তাহার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। Brockelmann কর্তৃক তালিকাভুক্ত (GAL, ২খ., ৪৮৬, suppl. ২খ, ৭২৯) এই গ্রন্থাবলীতে তিনি প্রধানত ফিক্‌হ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের আলোচনা করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি হাদীছ, তাওহ'ীদ ও তাসাওউফ সম্পর্কেও লিখিয়াছেন। শেষোক্ত বিষয়ের রচনাবলী হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি আশ-শাযিলিয়া [দ্র.] তারীকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি এই তারীকার বিভিন্ন শাখায়, উদাহরণস্বরূপ আল-আফীফিয়্যা [দ্র. আল-আফীফী] শাখায় দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ হইতে উদ্ভূত বিপদের যথাযথ প্রতিকারার্থ খেদীভ ইসমা'ঈল যে সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন, তাহার সমর্থনে যে সকল প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে খেদীভের ক্ষমতাচ্যুতির অব্যবহিত পূর্বের ঘটনাবলীতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন।

উরাবী (দ্র.) বিদ্রোহের সময় তিনি উরাবিয়্যান-এর সহিত যোগদান করেন এবং সরাসরি খেদীভ তাওফীকের ক্ষমতাচ্যুতি দাবি করেন। ১৮৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কায়রো অধিকারের পর এই সকল ভূমিকা তাহার গ্রেফতারের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বিদ্রোহে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আনীত মামলাসমূহ বিচারাধীন থাকার সময় তাঁহাকে এই শর্তে মুক্তি প্রদান করা হয় যে, তিনি তাহার নিজ গ্রাম ইদওয়াতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। ১৭ রামাদ'ান, ১৩০৩/১৯ জুন, ১৮৮৫ সালে তিনি কায়রোতে ইনতিকাল করেন। আল-হু'সায়ন মসজিদের (তু. আলী মুবারাক, খিতাত, ৫খ., ৪৮) সন্নিকটে তাঁহার নামে নবনির্মিত মসজিদে, যেই স্থানে বর্তমানে তাহার মাযার অবস্থিত রহিয়াছে (তু. মাসিক আল-মুসলিম, ১৯, কায়রো ১৯৬৯ খৃ., ৯. ৪.) তাঁহাকে সমাধিস্ত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ জীবনীসমূহের জন্য দ্র. (১) 'আলী মুবারাক, খিত'ত, ১৪খ., ৩৭, এই গ্রন্থে উরাবী বিদ্রোহে আল-'ইদবী'র ভূমিকা বাদ পড়িয়াছে (তু. G. Baer, Studies in the Social history of modern Egypt, Chicago- লণ্ডন ১৯৬৯ খৃ., ২৪৩); (২) যাকী মুহ'াম্মাদ মুজাহিদ, আল-আ'লামু'শ-শারকি'য়্যা, কায়রো ১৯৫০ খৃ., ২খ, ৯৮; (৩) মুহ'াম্মাদ আল-বাশীর জ'াফিরু'ল-আয্‌হারী, আল-ওয়ায়াকীতু'ছ'-ছ'ামীনা ফী আ'ওয়ানি মায'হাবি আলিমি'ল মাদীনা, কায়রো ১৩২৪-৫/১৯০৬-৭, ১খ, ১২৬ প.; (৪) খায়রুদ্দীন আল-যিরিক্‌লী, আল-আলাম, ২খ, ২১৪। জীবনী বিষয়ক অধিকতর তথ্যের জন্য দ্র. (৫) ইলয়াসু'ল আয়্যূবী, তারীখু মিস্‌'র ফি'ল আহ্‌দি'ল-খিদীয়ুবি ইসমা'ঈল বাশা মিন্‌ সানা ১৮৬৩ ইলা সানা ১৮৭৯, কায়রো ১৯২৩ খৃ., ১খ., ৪২ এবং (৬) A. M. Broadley, How we defended Arabi and his friends, লণ্ডন ১৮৮৪ খৃ., ৩৬৫ প., ৩৬৯ প.। তাহার তারীক'া প্রসঙ্গে দ্র. (৭) মুহ'াম্মাদ যাকী ইব্‌রাহীম, দালীলু'ল-মুজমাল ইলা'ত'-তারীকাতি'ল-মুহ'াম্মাদিয়্যাতি'শ- শাযিলিয়া, কায়রো ১৯৬৯ খৃ., ৪৯। প্রবন্ধে উল্লিখিত ঘটনাবলীতে আল-'ইদবীর ভূমিকার জন্য দ্র. (৮) A. Scholch Agypten, den Agyptern, Die politische und gesllschaftliche krise der jahre 1879-1882 in Agypten Zurich-Freiburg Br. তা. বি., স্থা.।

F. De Jong (E.I.²/ মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

ইদ্‌মার (اضمار) ঃ শব্দমূল ض-م-ر (গোপন করা) باب افعال-এর ক্রিয়ামূল (مصدر), 'আরবী ব্যাকরণের একটি পরিভাষা, অর্থ কোন সর্বনামের ব্যবহার। কোন ক্রিয়াপদ অথবা বাক্যাংশের বিলোপকরণ বা উহ্যকরণ 'আরবীতে একটি সাধারণ ব্যাপার। যেমন কাহারও কথা উদ্ধৃত করার সময় ক্রিয়াপদ قائلين قائلا ইত্যাদির ইদমার। যেমন সূরা আল-বাকারা ১১৯, ১২১ ও ১২৭ নং আয়াত ঃ

وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ ...الخ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا

تَقَبَّلْ مِنَّا ... الخ

ইত্যাদি। অনন্তর নিম্নোক্ত প্রকারের শব্দসমূহঃ سقيا ورعيا যাহার পূর্ণ অর্থ (سقاك الله سقيا) এবং رعاك الله رعيا (আল্লাহ্ তোমাকে পর্যাপ্ত ঘাস-পানি দান করুন)।

ছন্দ প্রকরণে (علم العروض) اضمار-এর অর্থ হইতেছে কোন تفاعيل-এর দ্বিতীয় حرف متحرك (স্বরচিহ্নযুক্ত হরফ)-কে হসন্তযুক্ত (ساكن) করা; ইহা বিশেষত বাহ্‌রে কামিল (পূর্ণ বৃত্ত)-এ আরোপিত হয়, যেখানে متافاعلن-কে লঘু করিয়া متفاعلن (مستفعلن) করা যাইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সীবাওয়ায়হ্, আল-কিতাব, সম্পা. Derenbourg, ১খ, ১০৭ লাইন ১১, ২৪০, লাইন, ৬, ১৮৮ লাইন ১ হইতে ১০, ২খ, ৩২৯ প., স্থা; (২) আয-যামাখ্শারী, আল-মুফাস্সাল, শিরো. দামীর, আরও দ্র., পৃ. ১৬ হইতে ২৫, ২৬, ২৯, ২৩ হইতে ৩৪, ১৩৪; (৩) আল-জুরজানী, আত্-তা'রীফাত, সম্পা. Flugel, পৃ. ২৯; (৪) Wright, Arabic Grammar, ১খ, ৫৩ الف প., ১০০ ب প., আরও বহু স্থা.; (৫) Freytag, Darst. der arab. verskunst, পৃ. ৮১, ৩৫৫ হইতে ৩৫৬; (৬) Encyelopaedia of Islam , ১ম সং., লাইডেন ১৯৭১ খৃ., ৩খ, ১০২৭-৮।

Robert Stevenson (দা. মা. ই.)/মুহাম্মদ মূসা

ইদ্‌রাক (ادراك) ঃ সাধারণত "ইন্দ্রয়ানুভূতি", আরও সাধারণভাবে "উপলব্ধি" (ফাহ্‌ম-এর সমার্থক), ফারসী ভাষায় "দার-য়াফতান" (তাহানাবী) অর্থে ব্যবহৃত। দার্শনিক ব্যবহারে শব্দটির মাদ্দা درك-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থের যে কোন একটি প্রকাশ করে। যথা অর্জন, লক্ষ্য উপস্থিতি, পরিপক্বতা অর্জন, পুনর্মিলন, সাক্ষাত লাভ, ধারণ, আয়ত্তকরণ ইত্যাদি।

ইবনু'ল-আরাবীর ফুতূহ'াত (কায়রো সং., ২খ, ৫৭৯) গ্রন্থের একটি অনুচ্ছেদে "মুদরাক" ইস্‌ম মাফ'উল আকারে এমন একটি প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হইয়াছে যাহাতে উক্ত মাদ্দাটির ভাষাগত ব্যবহারে অর্থ-প্রকাশ ক্ষমতা প্রদর্শন করে। তান্‌যীহ (না-সূচক পন্থা)-এর মাধ্যমে আল্লাহকে কোন সূত্র বাক্য (Premises)-এর সাহায্যে উপলব্ধি করার সম্ভাবনা হইতে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে কোন মানবিক কর্মই আল্লাহকে পাইতে বা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিতে সাহায্য করে না, তিনি প্রকৃত জ্ঞান দানকারী, কোন চিন্তা-প্রক্রিয়ার শেষ প্রান্ত হইতে পারেন না। আল্লাহর মূল সত্তা ও মানুষের জ্ঞান সম্পূর্ণ পৃথক দুইটি স্তরে অবস্থিত। কিন্তু ইব্‌নু'ল-'আরাবী (পৃ. ৫৭৮) প্রকৃতপক্ষে ইহাই শুধু বলিয়াছেন যে, কোন বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে হইলে বস্তুটির প্রতি আরোপিত গুণ এবং সেই বস্তুটির মধ্যে পর্যাপ্ততা (adequation) (قيام الصفة بالموصوف) থাকিতে হইবে। এই পর্যাপ্ততা ইদরাক-এর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। বোধশক্তি (এবং কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি) লক্ষ্যবস্তুতে উপনীত হইবার জন্য নিজকে একই বা সমস্তরে স্থাপন করিয়া থাকে (ইহাই adaequatiorciet intellectus")।

ইদরাক-এর সমগ্র দার্শনিক সমস্যাটি এই যে, পর্যাপ্ততা কি এবং কিভাবে কোথায় ইহা লাভ করা যায় তাহার সন্ধান পাওয়া। মুদরিক লি-যাতিহি (مدرك لذاته)-র ক্ষেত্রে ইদরাক অবিমিশ্রতভাবে চরম, যাহা নিজকে সহজাত (Intuitive)-ভাবে অনুধাবন করে। ইব্‌ন সীনার ভাষ্য অনুযায়ী (কিতাবু'ল মুবাহ'ছাত, সম্পা. A. Badawi, in Aristu ind-al-Arab, কায়রো ১৯৪৭, ১খ., ১২৪), উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত ইদরাক যে জ্ঞান দান করে তাহার বিমূর্ততা (abstraction) পরিমাণের উপর ইহা (ইদরাক) নির্ভরশীল। কারণ ইহা হইতে যাহা গৃহীত হইয়াছে অথবা ইহার প্রতি যাহা আরোপিত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার কিছু সম্পর্ক বিদ্যমান (له اضافة ما الى ما ينزع عنه او يلقى عليه)। প্রকৃতপক্ষে কোন কিছুর আকৃতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ (تحصيل) বা গ্রহণ (اخذ) করাই ইদরাক। এই আকৃতি উপলব্ধি করা যায় বস্তুর উল্লেখ এবং ইহার সকল আনুষঙ্গিক বিষয়ে (লাওয়াহিক) উল্লেখ ব্যতিরেকেও; বস্তুর সম্পৃক্ত বিষয়ে (আলাইক·) উল্লেখ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহৃত (نزع كامل) হইতে পারে। অপরদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (sensory) জ্ঞানের ক্ষেত্রে, যদিও বস্তুর উপলব্ধি ইদরাক হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তবুও ইদরাক আকৃতিতে উপনীত হয় ও উহার বস্তুগত আনুষঙ্গিকগুলিসহ এবং বস্তুর প্রতি উহার সম্পর্ক সহকারে। সুতরাং আমরা শুধু ব্যক্তির ধারণা নহে, বরং প্রকৃত "যায়দ, আম্‌র"-এর উপলব্ধি করি। বিদ্যমান কোন বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট আকৃতির স্থিতি কেবল ইন্দ্রিয়গুলির প্রয়োজনে। কল্পনার (খায়াল) মাধ্যমে আকৃতিকে বস্তু হইতে অধিকতর বিচ্ছিন্ন করা যায়। কারণ উপলব্ধিযোগ্য বস্তুর সম্পূর্ণ অবর্তমানেও উভয়ের মধ্যকার নির্ভরশীলতার কোন সম্পর্ক (আলাকা) ছাড়াই উহার কল্পনা করা সম্ভব। যাহা হউক, কল্পনা আকৃতিকে আনুষঙ্গিকসমূহ (Concomitants) হইতে বিচ্ছিন্ন করে না। কারণ আকৃতিকে উপলব্ধি করা যায় কেবল বস্তুর একান্ত সত্তার (individuality) প্রেক্ষিতে। কেহ মানুষকে সাধারণভাবে কল্পনা করে না; বরং সর্বদাই পরিমাণ, গুণ ও অবস্থানের নির্দিষ্ট সংজ্ঞার প্রেক্ষিতেই উহার কল্পনা করিয়া থাকে (على تقدير ما وتكييف ما ووضع ما)। অনুমান (ওয়াহ্‌ম) কিছুটা আরও অধিক বিমূর্ত (abstract) আকৃতির উপলব্ধি করে। কল্পনা যে ধারণায় উপনীত হয় তাহা এমনিতে সম্পূর্ণ অবাস্তব। তবে বাস্তব কোন বস্তুতে ইহার আকস্মিক প্রকাশের নিরিখে ইহাকে উপলব্ধি করা হয়। সুতরাং Aristotle বলিয়াছেন, Callias-এর মধ্যে মানুষকে দেখা যায়। যেই কল্পনায় কোন ব্যক্তি বা বস্তুসত্তার বাস্তবতা, বস্তুর লাওয়াহি'ক-এর সহিত সম্পৃক্ত একটি প্রতিবিম্ব (image)-এর প্রকাশ থাকে তাহা ওয়াহ্‌ম-এর সহিত সংযুক্ত হয়, যেমন Callias-এর মধ্যে মানুষের যে কল্পচিত্র অনুধাবিত হয়। অতএব ওয়াহ্‌ম-এর মধ্যকার ইদরাক অত্যন্ত জটিল বিষয়। অপরদিকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বোধশক্তির ইদরাক অতি সহজ। কারণ ইহা যে আকৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা হয় নিজেই সকল বস্তু হইতে পৃথক অথবা বস্তু ও উহার সকল আনুষঙ্গিক বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে।

ফলত প্রতিটি মৌলিক মানসিক শক্তির নিজস্ব ইদরাক রহিয়াছে। বোধশক্তির উপলব্ধি একটি পূর্ণাঙ্গ স্বতঃলব্ধ (intuition) জ্ঞান, যাহা উপলব্ধিকারীর সহিত তাৎক্ষণিকভাবে একীভূত হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়োপলব্ধির জন্য একটি যন্ত্র (آلة)-এর প্রয়োজন হয়, যেমন চক্ষু। আবার কখনও কখনও একটি মধ্যবর্তীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যেমন আলো, বাতাস।

আত্মার বাহিরে কোন উপলব্ধ সত্যে উপনীত হইবার জন্য ইদ্‌রাক এই যন্ত্র অথবা মধ্যবর্তীকে ব্যবহার করে তাহা নহে, বরং ঐ যন্ত্র বা মধ্যবর্তী বস্তুর মাধ্যমে জ্ঞানেন্দ্রিয় কোন বস্তুসত্তার ধারণা, লাভ করিয়া থাকে—যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে রূপান্তরিত এবং উপলব্ধ জ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করে। সুতরাং সংবেদন স্তরে অনুভবযোগ্য বস্তুর অন্তরায় সত্ত্বেও ইদরাক পর্যাপ্ততা লাভ করে। কারণ যাহা বাস্তবে অনুভব করে এবং যাহা বাস্তবে অনুভূত হয় তাহা একই রূপ (فيكون الحاس بالفعل مثل المحسوس بالفعل)। সুতরাং এই স্তরে, ইদ্‌রাক জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা স্বতঃলব্ধ জ্ঞান এবং ইহা পূর্ণাঙ্গ আত্মিক উপলব্ধি বা আত্মিক স্বতঃলব্ধ জ্ঞানের পথ প্রস্তুত করে।

ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে যাহা জানা হয় এবং যে ব্যক্তি উহা জানে, এতদুভয়ের মধ্যে পর্যাপ্ততার সম্ভাবনা সমর্থনের জন্য ইব্‌ন সীনার নিকট (ক‘রীব) উপলব্ধ এবং দূর (বা‘ঈদ) উপলব্ধের মধ্যে পার্থক্য টানিয়াছেন অর্থাৎ নিকট উপলব্ধ উপলব্ধিকারী আত্মার উপর প্রয়োগকৃত কর্ম দ্বারা উহার সংশোধন করে।

فان الاساس انفعال ما استحال الى مشاكلة المحسوس بالقعل.

এবং দূর উপলব্ধ আত্মার বাহিরে (খারিজ) বিষয় যে আকৃতিতে বাহিরের বস্তুকে "অবহিত" করা হয়, উহার সদৃশ হয়, অনুভূতির সময় সেই আকৃতিতে আত্মাকে "অবহিত" করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে তিনি একই উক্তি ব্যবহার করিয়াছেন ঃ আল-মুতাস'ওয়ার বিস-সূরাই (المتصور بالصورة)। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, একটি বিচলনের (movement) মাধ্যমে বস্তুসমূহের মধ্যে তথ্যের উদ্ভব হয় এবং সেই বিচলন ঐ বস্তুগুলির জন্ম দেয় অথবা তাহাদের মধ্যে এইরূপ বা সেইরূপ গুণের সৃষ্টি করে। আর ইহা সাধিত হয় একটি পরিবর্তন (তাগ'য়্যুর)-এর মাধ্যমে যাহা এক বিপরীত প্রান্ত হইতে অপর বিপরীত প্রান্তে লইয়া যায় (উদাহরণস্বরূপ, ঠাণ্ডা শরীর গরম হয়), অথচ যে তথ্য আত্মাকে উপলব্ধ আকৃতি সম্বন্ধে সজাগ করে তাহা কিন্তু এই ধরনের কোন বিচলনের ফল নহে, বরং উহা আত্মার পূর্ণ উৎকর্ষ সাধন (ইস্‌তিক্‌মাল) অর্থাৎ আত্মার সম্ভাব্য (Potential) শক্তিকে বাস্তবে (actual) পরিণত করা যাহা উহাকে এক বিপরীত প্রান্ত হইতে অপর বিপরীত প্রান্তে মূলত গমন করায় না। সুতরাং আত্মা সরাসরি উপলব্ধ আকৃতিকে গ্রহণ করে, এই সকল আকৃতি উহাদের বিপরীত বস্তু হইতে আত্মার মধ্যে সৃষ্টি হইবার প্রয়োজন হয় না। "ইহার ফল এই যে, আত্মা নিজকে অনুভব করে, কোন ধারণাকে নহে---- যখন আমরা উপলব্ধির অতি তাৎক্ষণিক কর্মকে বুঝাই, যাহাতে মধ্যবর্তী কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই"।

فهى تحس ذاتها لا الثلج اذا عيننا اقرب الاحساس الذى لا واسطة فيه.

ফলে এই মতবাদ অনুযায়ী এমনকি উপলব্ধির স্তরেও ইদরাক-এর মধ্যে তাৎক্ষণিকতা বিদ্যমান, যাহা উহার স্বতঃলব্ধ জ্ঞানের মূল্যকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

ইতোপূর্বে আল-কিন্দী তাঁহার Treatise on Definitions (রাসাইলু'ল-কিন্দী আল-ফালসাফিয়া, সম্পা. আবূ রিদা', কায়রো ১৯৫০ খৃ., ১খ, ১৬৫, ১৬৭) গ্রন্থে বোধশক্তি (عقل), অনুমান করা (توهم), (উদ্ভট ধারণা fantasy) تخيل) এবং উপলব্ধিকে সংজ্ঞায়িত করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, এইগুলি আকৃতিকে অনুভব করিবার শক্তি (مدركة) আত্মা কর্তৃক বস্তুসত্তাসম্পন্ন আকৃতিকে বস্তুর আকারে (صورة ذوات الطين فى طينتها) উপলব্ধি (ادراك)-র উপস্থিতি (نية)। লক্ষণীয় যে, ইদরাক-এর ধারণা তখনও পর্যন্ত তেমন বিকশিত হয় নাই, যেমন ইব্‌ন সীনার রচনায় হইয়াছিল (দ্র. শিফা, আত-ত'বীইয়্যাত, ৬খ, 'ইলমুন-নাফ্‌স) এইরূপ উক্তির দরুন কেহ এই সিদ্ধান্তের দিকে ধাবিত হইতে পারে যে, ইন্দ্রিয়জাত ইদরাকের মধ্যে আকৃতিসমূহকে উহাদের বস্তুসত্তার মধ্যে উপলব্ধি করার ক্ষমতা রহিয়াছে অর্থাৎ ইহার সহিত অভিপ্রায়মূলক একটি ব্যাপারের সংযোগ রহিয়াছে যাহা উহাকে বহির্মুখী করে। ইব্‌ন সীনা ইদরাককে এমন একটি কর্ম বলিয়া মনে করেন যাহা আত্মার অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকে, যাহার পরিসমাপ্তি ঘটে আত্মার মধ্যে একটি স্পন্দন সৃষ্টির মাধ্যমে এবং যাহা আত্মাকে পূর্ণত্ব দান করে (তু. উহার পরিপক্কতায় পৌছানো" কথাটির আভিধানিক অর্থ)। ইহা আত্মার মধ্যকার উপলব্ধিযোগ্য আকৃতি যাহার সহিত ইচ্ছার সম্পর্ক রহিয়াছে, নিকটবর্তী আকৃতিকে দূরবর্তী আকৃতির দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়; ইহা স্বয়ং ইদরাক নহে। ইচ্ছাকৃত ইদরাক, বরং মাদ্দা (درك) অপর অর্থই প্রকাশ করিবে অর্থাৎ "পুনর্মিলন, সাক্ষাত লাভ, নাগাল পাওয়া"।

অপরদিকে আল-গ'যালী (র) ইদরাক-এর প্রতি এক প্রকার গতিশীলতা আরোপ করেন যাহা ইদ্‌রাকের পরিধিকে স্বয়ং দ্রব্যরাজি পর্যন্ত বিস্তৃত করে। তাঁহার মতে অন্তঃকরণ (ক'লব)-এর তিন ধরনের "অভিযাত্রী সেনাদল" (জুনূদ) রহিয়াছেঃ (১) ইচ্ছাশক্তি, (২) শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চালিকা শক্তি এবং (৩) তৃতীয় একটি শক্তি যাহা দ্রব্যসমূহের উপলব্ধি করে এবং উহাদের সম্পর্কে নিজেকে অবহিত করে, গুপ্তচরেরা যেমন করিয়া থাকে (المدرك المعرف للاشياء كالجواسير) এইগুলি পঞ্চেন্দ্রিয়। "এই সৈনিকদলগুলি নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে (مبثوثة) এবং এই ব্যাপারটি প্রকাশ পায় শিক্ষা ('ইল্‌ম) ও ইদ্‌রাক শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে (ইহ্‌য়া, কায়রো, ৩খ, ৫)। বস্তুত আল্‌-গ'যালী(র)-এর ধারণা, অনুভূতিসমূহ দুইটি প্রধান মৌলিক কর্তব্য (function)-এর সহিত সংযুক্তঃ উপকারীকে গ্রহণ করা এবং অনিষ্টকরকে বর্জন করা। এই কারণেই তিনি এই সামরিক রূপক ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং উপলব্ধির আত্মগত (Subjective) দিকটি (ইব্‌ন সীনার "নিকট আকৃতি") সম্পূর্ণরূপেই শরীর সীমান্তের বস্তুসমূহের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশে পরিচালিত এবং ইহার পর ইদ্‌রাক আত্মাকে প্রভাবান্বিতকারী কোন কিছুর উপলব্ধি আর থাকে না যে আত্মাতে উহার বহিরাগত কারণ প্রতিফলিত হয়। ইহা এই কারণের প্রকৃতির সরাসরি উপলব্ধি, যেই কারণ যেই স্থানে আছে এবং যেই স্থান হইতে শরীরে ক্রিয়াশীল হয়, সেই স্থানে যে আকারে আত্মপ্রকাশ করে। কোন ভোজ্য ফলের আকার আত্মা কিংবা চক্ষুতে উপলব্ধি করা হয় না, বরং উহা গাছে কল্পনা করা হয় যাহাতে সেখানে গিয়া কেহ ইহাকে ছিঁড়িতে পারে। যদি আকার আত্মাকে অনুভব করা যায় তবে কাহারও আর জ্ঞান সংক্রান্ত সংবেদন শক্তি (Cognitive sensation) থাকে না, বরং থাকে একটি প্রভাবিত অবস্থায় উপলব্ধি অর্থাৎ আনন্দ (لذة) বা কষ্ট (আলাম)। এই দৃষ্টিতে ইদ্‌রাক সংবেদনশীল স্তরে দুইভাগে বিভক্ত ঃ (এক) যাহাকে বহির্দেশীয়, আঞ্চলিক এবং জ্ঞান

সংক্রান্ত উপলব্ধি বলা যাইতে পারে এবং (দুই) সেই সকল উপলব্ধি যাহা অভ্যন্তরীণ, অ-আঞ্চলিক অথবা একান্তভাবে আঞ্চলিক এবং আবেগ উদ্রেককারী।

ইদরাকের এই ধারণাগত পার্থক্যের কারণ এই যে, তৎকালীন দার্শনিকবৃন্দ (ফালাসিফা) ইহাকে, যাহা উপলব্ধি করা হয় তাহা হইতে আকর্ষণের মাত্রা প্রসঙ্গে এবং জ্ঞানের ক্রমোচ্চ শ্রেণী, যাহা বোধশক্তির স্বতঃলব্ধ জ্ঞানে পরিণত হয়, সেই প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করেন। অপরদিকে আল্-গ'াযালী (র) একজন ধর্মতত্ত্ববিদের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রথমত এই পৃথিবীর একজন সজ্ঞান লোকের বাস্তব অবস্থা, যাহা ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি পরিচালিত, এই প্রেক্ষাপটে চিন্তা করেন যাহাতে প্রকৃত জ্ঞান লক্ষ্য অপেক্ষা অধিকতর মাত্রায় একটি উপায়মাত্র।

আত-তাহানাবী (বৈরূত সং, ২খ, ৪৮৪) ইদরাক প্রশ্নের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ প্রদান করিয়াছেন, "দার্শনিকদের (হু'কামা) নিকট এই শব্দটি একটি আকৃতির অর্থে জানার সমার্থবোধক, যাহা কোন বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়া নিজকে বোধশক্তির নিকট উপস্থাপিত করে। তবে ইহাতে স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না, বস্তুটি কি ভাবমূলক (abstract) না বাস্তব (Concrete), নির্দিষ্ট (Particular) না সার্বজনীন (universal) উপস্থিত না অনুপস্থিত, উহা স্বয়ং মুদরিক (অনুভবকারী)-এর মধ্যে অনুভূত হইয়াছে না কোন যন্ত্রে। এই অর্থে ইদরাক চারিটি বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে ঃ উপলব্ধি করা (ইহ্‌সাস), কল্পনা করা (তাখায়্যুল), অনুমান করা (তাওয়াহ্‌হুম) এবং বুঝা (তাআক'কুল)। কেহ কেহ ইদ'রাক শব্দটিকে ইহসাস-এর অর্থে সীমাবদ্ধ করেন এবং ইহার অর্থ তখন জ্ঞান অপেক্ষা সীমিত হয়।

পরিশেষে আত্'-তাহানাবী উল্লেখ করেন যে, সূ'ফীদের পরিভাষায় ইদরাক দুই রকমের ঃ (এক) ইদ্‌রাক বাসীত (সাধারণ) যাহা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের উপলব্ধি, কিন্তু একই সঙ্গে ইহা যে উপলব্ধি এবং তাহাও আল্লাহর অস্তিত্বের উপলব্ধি-এই উভয়বিধ বিষয়ই ভুলিয়া যাওয়া হয় (অতএব ইহা ভাবাবেশ অবস্থার ইদরাক যাহাতে ব্যক্তিত্বের চেতনা সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়)। (দুই) ইদরাক মুরাককাব (মিশ্র) যেই ক্ষেত্রে, ইহা যে উপলব্ধি এবং তাহাও আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের উপলব্ধি, সেই সম্পর্কে সচেতনতা থাকে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মরমিগণ দার্শনিকদের মতই আল্লাহ্‌র সত্তার উপলব্ধির কথা বলেন না, যাহা অসম্ভব, বরং তাঁহার অস্তিত্বের উপলব্ধির কথা বলেন। উপলব্ধি কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা জন্মায়—এই প্রেক্ষিতে মরমিগণের ইদ্‌রাকই মুরাককাব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সহিত তুলনীয়। ইহাতে মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌কে দেখার প্রশ্ন দেখা দেয়। চক্ষু তাহাকে উপলব্ধি করিবে না (لا تدركه الابصار), তবে কোন শর্তহীন উপলব্ধি ঘটিতে পারে যাহা এইরূপে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের উপলব্ধিতে পর্যবসিত হয়। কেহ কেহ বাস্তবিকই দাবি করিয়াছেন, কাল রং যে দৃশ্যমান তাহা এই কারণে নহে যে, উহা কাল, বরং এইজন্য যে, উহা বিদ্যমান। যদিও অস্তিত্বই ইন্দ্রিয়লব্ধ দৃশ্যের নির্দিষ্ট লক্ষ্য, তবুও প্রবলতর যুক্তিতে একটি অ-ইন্দ্রিয়লব্ধ ইদরাক-এর ধারণা করা সম্ভব যাহা হইবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের vision অর্থাৎ দৃশ্য (এই প্রশ্নে দ্র. Fathalla Kholeif, A Study on Fakhr al-Din al-Razi and his controversies in Transoxians , বৈরূত ১৯৬৬, পৃ. ১১৮ প. এবং 'আরবী মূল গ্রন্থের পৃ. ১৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ।

R. Arnaldez (E.I.[2])/ মু. আবদুল মান্নান

ইদরাকপুর (দ্র. মুন্সীগঞ্জ)

ইদরাকপুর কেল্লা (ادراك پور قلعه) ঃ ঢাকার মুন্সীগঞ্জে আনু. ১৬৬০-এ সম্ভবত মীরজুমলা কর্তৃক নির্মিত। দুইটি ভাগ বৃহত্তর ভাগের প্রাচীরে বুরুজ বসান, ক্ষুদ্রতর ভাগের মধ্যে একটি বিশাল গোলাকার স্তম্ভ। স্তম্ভটি আরো এক সারি প্রাচীরে বেষ্টিত। বৃহত্তর প্রাঙ্গণ হইতে স্তম্ভের দিকে যাতায়াতের পথ। স্তম্ভের নীচে অস্ত্রাগার। ইদরাকপুর ইছামতির তীরে ছিল। এখন ইছামতি মরিয়া স্থানে-স্থানে দুর্গ প্রাচীর পর্যন্ত পলিমাটি ভরিয়াছে। দুর্গটি এখন জেলখানারূপে ব্যবহৃত হয় এবং স্তম্ভের উপর মহকুমা হাকিমের বাসভবন নির্মিত হইয়াছে।

বাংলা বিশ্বকোষ, ১খ, ৩০৩

ইদ্‌রাকী বেগলারী ঃ সিন্ধুর নিম্ন অঞ্চলের প্রাচীন রাজধানী থাটটা (দ্র.)-র অধিবাসী আরগুন গোত্রের তুর্কমান কবি (তু. 'আলী শেরক'ানি, মাক'লাতু'শ-শুআরা, করাচী ১৯৫৮ খৃ., ৮০)। ইদরাকী তাঁহার কবি নাম; ইহা ব্যতীত তাঁহার জীবনী সম্পর্কে আর কোন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। নিস্‌বা বেগলারী তাঁহার উপনাম ছিল অথবা সিন্ধুর নিম্ন অঞ্চলের বেগলার পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতার কারণে তিনি উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সুস্পষ্ট নহে। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক শাহ আবু'ল ক'াসিম সুলত'ান (মৃ. ১০৩৯/১৬২৯) ইব্‌ন শাহ ক'াসিম খানই যামান সাহসিকতা ও সাহিত্যিক উৎকর্ষের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। সিন্ধুর শেষ স্বাধীন শাসকের আমলে মীরযা গ'াযী বেগ ছিলেন একজন প্রভাবশালী আমীর (মৃ. ১০২১/১৬১২)। তিনি বেগলার কবি নামে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন (তু. The Persian poets of Sind, পৃ. ৪৯)। ইদরাকীর মতে (তু. বেগার নামাহ, পৃ. ২৫) বিগলারগণ সামারক'ান্দ হইতে আগমন করিয়াছিলেন এবং মুহাম্মাদ (স)-এর দৌহিত্র হু'সায়ন ইব্‌ন 'আলী (রা)-র বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন। ইদ্‌রাকী ছিলেন তুর্কমান, সুতরাং তিনি বেগলার বংশের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না। অতএব ইহা অনুমান করা যুক্তিসংগত যে, ইদরাকী কবিতা রচনার ক্ষেত্রে নিজকে শাহ আবু'ল-ক'াসিম সুলত'ান-এর শিষ্য বিবেচনা করিয়া সম্ভবত তাঁহার পৃষ্ঠপোষককে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এই নিস্‌বা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে, আমীরের প্রশংসা করাই তাঁহার একমাত্র কর্ম ছিল এবং তিনি আমীরের অন্যতম পোষ্য ছিলেন। প্রতীয়মান হয় যে, ইদ্‌রাকী একজন দরিদ্র ও সাধারণ বংশের সন্তান। তিনি ছিলেন সহজাত দক্ষতাসম্পন্ন কিন্তু পৃষ্ঠপোষকহীন। অবস্থার চাপে ও জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি "সভা কবি" হিসাবে বেগলার পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহার জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না, এমন কি সিন্ধুর ফারসী সাহিত্যের কোন ঐতিহাসিকও তাঁহার প্রকৃত নাম লিপিবদ্ধ করেন নাই। ইহা নিরাপদে বলা যায় যে, ইদরাকী তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় বেগলার পরিবারের বাসস্থান নাস্'রপুরে অতিবাহিত করেন এবং তথায় ইনতিকালও করেন। দুঃখের বিষয়, বেগলার আমীরগণের সমাধিসমূহ সংরক্ষিত, এমনকি তাঁহাদের পরিচয় ফলক বিদ্যমান থাকিলেও ইদরাকীর কবরের এখনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ইহাতেও মনে হয়, তাঁহার বিশেষ সামাজিক স্বীকৃতি ছিল না।

ইদ্‌রাকীর খ্যাতি প্রধানত তাঁহার দুইটি উল্লেখযোগ্য কাব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ (১) চানেসার নামা (করাচী ১৯৫৬ খৃ.) একটি মাছনাবী (১০১০/১৬০১-২ সালে রচিত) সিন্ধুর রোমান্টিক কাহিনী অবলম্বনে লিখিত সুমরা বংশের শাসনকর্তা চানেসার-এর স্ত্রী লীলা, স্বেচ্ছায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্থানীয় ভূস্বামীর অবিবাহিতা কন্যা কাউনরাওকে তাঁহার স্বামীর সহিত রাত্রিবাসের সম্মতি দিয়াছিলেন। অবিশ্বাসী স্ত্রী হিসাবে পরিণামে শাসনকর্তা কর্তৃক তিনি পরিত্যক্তা হন। মীর ত'াহির মুহ'াম্মাদ "নিসয়ানী" ভুলবশত চানেসার নামাকে মীর আবু'ল-ক'াসিম-এর রচনা বলিয়া উল্লেখ করেন (দ্র. তারীখ-ই ত'াহিরী, হায়দরাবাদ ১৯৬৪ খৃ., ৩৬, ২৩৬)। একটা প্রশ্ন জাগে যে, ইদরাকী কি ভাড়াটিয়া কবি ছিলেন এবং সেইজন্যই কি আমরা তাঁহার জীবন সম্পর্কে কোন বিস্তারিত তথ্য পাই না? (২) বেগলার নামা (হায়দরাবাদ সং., পাকিস্তান), ইহাতে শাহ আবু'ল-কাসিম্ সুলত'ান-এর পিতার জীবনী ও কীর্তি বিধৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের পৃষ্ঠপোষক খান-ই যামান আমীর শাহ ক'াসিম খান ইব্‌ন আমীর সায়্যিদ কাসিম বেগলার (মৃ. ৯৫৪/১৫৪৭) একজন আমীর ও সেনাপতি ছিলেন এবং মীরযা শাহ হু'সায়ন আরগূ'ন (দ্র.)-এর রাজত্বকালে সমৃদ্ধির অধিকারী হইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে তাঁহার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। সিন্ধুর তারখান বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম মীরযা 'ঈসা খান তারখান (মৃ. ৯৮০/১৫৭২)-এর দরবারে আমীর শাহ ক'াসিম একজন সভাসদ ছিলেন। গ্রন্থটিতে আমীর শাহ কাসিমের সামরিক কৃতিত্ব বর্ণনা ছাড়াও, বিশেষ করিয়া আরগূনদের এবং প্রথম মীরযা 'ঈসা তারখান ও তাঁহার উত্তরসুরিগণের উল্লেখসহ সিন্ধুর ঐতিহাসিক ঘটনার উপর মূল্যবান আলোকপাত করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থটি ১০১৭/১৬০৮-৯ সালে রচিত হয় (দ্র. বেগলারনামা, পৃ. ২৬২)। এই সময় খান-ই যামানের বয়স ছিল ৭০ বৎসর। তিনি ইহার দুই বৎসর পর (১০১৯/১৬১০-১১ সালে) ইনতিকাল করেন। গ্রন্থকার পরে ১০৩৪/১৬২৪ সাল পর্যন্ত ঘটনাসমূহের উল্লেখ করিয়া মূল গ্রন্থে কতগুলি অপ্রধান তথ্য সংযোজন করেন। উল্লেখ্য যে, বেকতালা সূফীবাদের অন্তর্গত নৃত্যরত দরবেশের রিয়াযতে ইদরাকী কবিতাসমূহ রুন তাবরিযীর গযলসমূহের সহিত সুরসহ পাঠ করিয়া মদমত্ত রিয়াযাত বিধি তাঁহারা পালন করিয়া থাকেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আলী শেরকানি, মাক'ালাতু'শ-শু'আরা, করাচী ১৯৫৭ খৃ., ১১-২; (২) ঐ লেখক, তুহ'ফাতু'ল-কিরাম (বোম্বাই সং.), ৩খ., ৪৩; (৩) বাদায়ুনী, মুনতাখাবু'ত-তাওয়ারীখ (Out মাকালাতু'শ-শু'আরা, ৬২); (৪) Storey, i/11(3), 654 (খুবই অসম্পূর্ণ তথ্য); (৫) H. I. Sadarangani, Persian Poets of Sind, Karachi 1956, xiv, 18, 33-41, 48-9; (৬) ইদরাকী বেগলারী, চানেসার নামা, করাচী ১৯৫৬ খৃ., বিশেষভাবে দ্র. সম্পাদক হু'সামুদ্দীন রাশীদীর ভূমিকা; (৭) ঐ লেখক, বেগলার নামা (ed. N. A. Baloch), হায়দরাবাদ; (৮) Elliot and Dowson, History of India, 289-99; (৯) Rieu, CPM, iii, 1096^{b}; (১০) তাহির মুহ'াম্মাদ "নিসয়ানী" তারীখ-ই ত'াহিরী, হায়দরাবাদ ১৯৬৪ খৃ., ৩৬, ২৩৬, ২৯৭-৮।

A. S. Bazmee Ansari (E.I.^{2})/মোঃ জয়নাল আবেদীন

(হযরত) ইদরীস (ادريس) ঃ (আ), একজন নবী, কুরআন মাজীদে দুইবার তাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِدْرِيْسَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا (১)
وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.

"এবং এই কিতাবে উল্লিখিত ইদরীসের কথা স্মরণ কর, নিশ্চয় তিনি একজন সত্যবাদী নবী ছিলেন এবং আমি তাহাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছি" (১৯ ঃ ৫৬-৫৭)।

وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِيْنَ (২)

"এবং (স্মরণ কর) ইসমাঈল, ইদরীস এবং যু'ল-কিফ্‌ল-এর কথা, তাঁহারা প্রত্যেকেই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন" (২১ ঃ ৮৫)।

উল্লেখ্য যে, উভয় আয়াতের বর্ণনাধারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আলোচনা হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমোক্ত বর্ণনায় 'সি'দ্দীক'' গুণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, দ্বিতীয় আয়াতের বর্ণনায় নবীদের আল্লাহ্‌ভীতি, সচ্চরিত্রতা এবং আল্লাহ্‌র একত্ববাদের উপর অবিচল ও অটল থাকার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতের সঙ্গে প্রথমে হযরত আয়্যুব (আ)-এর উদাহরণ আসিয়াছে, যাঁহার ধৈর্য প্রবাদ বাক্যের রূপ লাভ করিয়াছে। উভয় স্থানেই হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর পরপর এই আলোচনা দেখিয়া ধারণা হইতে পারে যে, ইদরীস (আ) তাঁহার পরবর্তী নবী। কিন্তু আমরা অবগত আছি যে, আল-কু'রআন কোন বিষয়ের আলোচনায় সব সময় কালের ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখাকে জরুরী মনে করে না। দ্বিতীয়ত, বাইবেল-এ হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর যুগকে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর যুগ হইতে অনেক পূর্বের বলা হইয়াছে। অতএব উল্লিখিত আয়াতের এই অর্থই প্রতীয়মান হয় যে, ইদরীস (আ) সত্যবাদিতা ও ধৈর্যের গুণে গুণান্বিত নবী ছিলেন। "সি'দ্দীক'" শব্দের আভিধানিক অর্থ অতি সত্যবাদী (স'াদক' শব্দের ইস্‌ম মুবালাগা, রাগিব, আল্-মুফরাদাত ফী গ'ারাইবি'ল-কু'রআন, ধাতু দ্র.) এবং কু'রআনের পরিভাষায় পরিপূর্ণ মু'মিন (নবীর পরে সর্বাপেক্ষা মনোনীত ব্যক্তি হইলেন সিদ্দীক ঐ, তু. ৪ [আন-নিসা] ৬৯, [আল্-হ'াদীছ'] ১৯]-কে বলা হয়।

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا" আয়াতের তাফসীর 'আল্লামা আত্'-ত'াবারী (সং. দ্বিতীয়, মিসর ১৩৮৩ হি., ১৬ খ., ১৬) এইভাবে করিয়াছেন, তাঁহাকে চতুর্থ অথবা ষষ্ঠ আকাশে অথবা বেহেশতে জীবিত উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। পরবর্তী যুগের কোন কোন মুফাসসির (যেমন জালালায়ন, মূদিহুল-কু'রআন ইত্যাদি) তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য প্রামাণ্য তাফসীর (যেমন কাবীর, বায়দাবী, আল-কাশশাফ, উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর দ্র.) উক্ত আয়াতের দ্বারা হযরত ইদরীস (আ)-এর উচ্চ মর্যাদা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের কথা বুঝাইয়াছেন। বর্তমান যুগের মুফাসসির ও কু'রআনের অনুবাদকগণের ঝোঁক এই'দিকেই (যেমন মুহ'াম্মাদ 'আলী লাহোরী, বায়ানু'ল-কু'রআন, ইংরেজী তাফসীরু'ল কু'রআনও, আবদুল্লাহ্ য়ূ'সুফ আলী, ইংরেজী অনুবাদ, ৮খ, ২৫০; 'আবদুল-মাজিদ দারয়াবাদী, উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর)।

আত্'-ত'াবারী কয়েকটি মাওকুফ হ'াদীছ' (অর্থাৎ যেই হ'াদীছে'র সনদপরম্পরা শুধু কোন স'াহাবী পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে) এবং কাতাদা, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণিত একটি মারফু হ'াদীছ [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স) পর্যন্ত]

সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) মিরাজে হযরত ইদরীস (আ)-এর সহিত চতুর্থ আসমানে সাক্ষাত করিয়াছেন। এই হ'াদীছ'টি বুখারী ও মুসলিম (বাবু'ল-ইসরা ওয়া'ল মিরাজ)-এর মালিক ইব্ন সাসা'আ ও আবূ যারর গিফারী (রা) এই দুইজন স'াহাবী হইতে আনাস ইব্ন মালিক (রা) মারফূ, সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। আবূ যারর (রা)-এর বর্ণনায় আসমান মানযিলগুলি সম্পর্কে স্পষ্টত কিছু উল্লেখ নাই। কিন্তু হযরত ইদ্রীস (আ)-সহ অন্যান্য নবীর নাম, যাঁহাদের সহিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাক্ষাত ঘটিয়াছে, উভয় হাদীছে এক রকমই পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত হ'াদীছে' ইদরীস (আ)-কে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠাইয়া নেওয়া সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছুই উল্লেখ নাই। বর্তমান যুগের কয়েকজন মুফাস্সির ও Wensinck (ইদ্রীস প্রবন্ধ, E.I.[2] প্রথম সং., আরবী অনুবাদ, দা. মা. ই. ১খ, ৮) এই মতের সমর্থক। পরবর্তী বর্ণনাগুলি, যেগুলি হযরত ইদ্রীস (আ) সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে প্রসিদ্ধ, উহা ইসরা'ঈলী কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ও য়াহূদীদের উপাখ্যানসমূহ হইতে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। আল-কুরআন ও সাহীহ্ হাদীছে উহার কোন উল্লেখ নাই। এই সকল বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ইদ্রীস (আ) যদি তাঁহার ইব্রানী নাম হানুক অথবা আখনুখ স্বীকার করিয়া লওয়া হয়) ছিলেন হযরত আদম (রা)-এর অধস্তন সপ্তম পুরুষ এবং হযরত নূহ (আ)-এর অষ্টম প্রপিতামহ এবং তিনি ৩৬৫ বৎসর বয়স লাভ করিয়াছিলেন। এই বর্ণনা বাইবেল (তাকবীন, ইসহাহ ৫ আদি পুস্তক, ৫ঃ১-৩২) হইতেই গৃহীত। তাহার উপর ৩০টি সাহীফা অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং লিখন পদ্ধতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকশাস্ত্র তাহারই উদ্ভাবন, (আল-বায়দাবী ও আল-কাশশাফ, তাফসীর ১৯ (মারয়াম) ৫৭), লোকদেরকে সেলাই নৈপণ্য তিনিই শিক্ষা দিয়াছেন—যাহারা ইতিপূর্বে চামড়া পরিধান করিত (আল্-কাশশাফ, পৃ.স্থা.)। এই সকল তথ্য ইসরা'ঈলী সূত্রসমূহ হইতে গৃহীত। এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম প্রশ্ন আসে তাহার নাম সম্পর্কে। ইদ্রীস (আ) 'আরবী মূল অক্ষর দারস (درس) -এর অতিরিক্ত অর্থজ্ঞাপক নাম (اسم مبالغة) কোন বিজ্ঞ মুফাস্সির বা অভিধানবেত্তা এই মত গ্রহণ করেন নাই। বায়দ'াবী উল্লেখ করিয়াছেন যে, সম্ভবত 'আরবী ভাষার কাছাকাছি কোন ভাষায় এই অর্থ হইতে পারে। আরবী ভাষায় ইহা রূপান্তরবিহীন বিশেষ (غير منصرف) এবং 'আরবী ভাষায় ব্যবহৃত অনারবী শব্দ (دخيل) ধরিয়া লওয়া হয় (পূ. স্থা.)। এই পর্যন্ত যাহা জানা সম্ভব হইয়াছে, সেই হিসাবে 'আরবী ভাষায় ইহার সমার্থবোধক শব্দ আখনুখ (اخنوخ) সর্বপ্রথম আত-তাবারীর তাফসীরে উল্লিখিত হইয়াছে। আর ইহাও সূরা মারয়ামের আয়াতের তাফসীরে নয়, বরং পরবর্তী সূরা আল্-আম্বিয়ার ৮৫তম আয়াতের তাফসীরে অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। পরবর্তী মুফাসসিরগণও, যাহারা স্পষ্টভাবে এই অনারবী নামকে উদ্ধৃত করেন, উহার কোন সূত্র বা প্রমাণ উল্লেখ করেন না। প্রাচ্য ভাষাবিদ একজন য়ূরোপীয় পণ্ডিত ইদরীস (আ)-কে গ্রীক আন্দ্রেআস (Andreas) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, যাহা মহান সিকান্দার বাদশাহ (সম্রাট আলেকজাণ্ডার)-এর একজন পাচকের নাম ছিল, যিনি উচ্চ মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন (পূ. প্রবন্ধ)। মুসলিম লেখকগণের মধ্যে জামালুদ্দীন ইবনু'ল-কি'ফতী হযরত ইদ্রীস (আ)-এর নাম এবং জীবন-চরিত্রের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং স্বীয় গ্রন্থ আখবারু'ল-হু'কামা (সং. ১৩২০/১৯০৩, গু'লাম জীলানী বারক' কর্তৃক উর্দূ অনুবাদ, আনজুমান-ই তারাক'কী উর্দূ, দিল্লী ১৯৪৫ খৃ.) তাঁহার আলোচনা দ্বারাই শুরু করিয়াছেন। লেখকের দাবি হইল, তিনি আহ্লু'ত-তাওয়ারীখ ওয়া'ল-কাস'াস ওয়া আহ্লু'ত-তাফসীর-এর কথার পুনরাবৃত্তি করিবেন না, বরং এই আলোচনায় দার্শনিকদের কথা বর্ণনা করিবেন। এই দার্শনিকদের নাম বা পুস্তকের বরাত তিনি উল্লেখ করেন নাই। বাহ্যত প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণই তাঁহার সূত্র, যাহাদের দ্বারা তিনি পরোক্ষ এবং সম্ভবত প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, কু'রআন মাজীদে ইদরীস বলিয়া কথিত নবীই ইবরানী ভাষার "খানুখ" এবং যাহার মু'আররাব ('আরবী ভাষায় ব্যবহৃত অনারবী শব্দ) "আখনূখ" নামে অভিহিত। এই মহান ব্যক্তি প্রাচীন মিসেরর রাজধানীতে জন্মগ্রহণ করেন অথবা ইরাকের ব্যাবিলন শহর হইতে দেশত্যাগ করিয়া মিসরে বসবাস করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম হারমুস আল-হাওয়ামাহ, গ্রীক ভাষায় আরমীস (পরিবর্তিত রূপ "হুরাস", সম্পা. পৃ. ২, হ'াশিয়া) অর্থ উত'ারিদ বা ত'ারমীস, উরিয়ান বা লুরীয়ানও ছিল (তু. Wensinck পৃ., প্রবন্ধ, যেখানে য়াহূদী বরাতগুলিতে তাঁহার নাম এমনকি Trismegistes Hermes-ও দেওয়া হইয়াছে)। তিনি বাহাত্তরটি ভাষা জানিতেন, তিনি অনেক শহর আবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার শারী'আত জগতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই শারী'আতকেই সাবিঈ বিষুবগণ (তারকা পুজকগণ) "আল-কায়্যিমা" নামে অভিহিত করেন। এই ইদরীসীদীন-এর কি'ব্লা মধ্যাহ্ন রেখার ঠিক দক্ষিণ দিকে ছিল। তাঁহার ঈদ ও কুরবানীগুলি তারকারাজির উদয় ও অস্তের সময়ানুযায়ী নির্ধারণ করা হইয়াছিল এবং সূর্যের বিভিন্ন কক্ষপথে (بروج) প্রবেশ করার সময় পালন করা হইত (ঐ, পৃ. ৪ প.; অনুবাদ, পৃ. ২২)। ইদ্রীস (আ) আল্লাহ্র একত্ববাদ,পরকাল ও আল্লাহর 'ইবাদাত (স'ালাত, স'াওম), সৎ কার্যাবলী ও সদাচরণের শিক্ষা দিতেন। তাঁহার উপদেশাবলী এবং প্রজ্ঞামূলক কথাবার্তাসমূহ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাঁহার দৈনিক গঠন ও পোশাক-পরিচ্ছদেরও কিছু উল্লেখ রহিয়াছে। দুনিয়াতে তাঁহার অবস্থানের সময় ছিল বিরাশি বৎসর (পৃ. ৫, ক. ১৫)। পরিশেষে 'আরবী লেখকগণের বরাত দ্বারা তাঁহাকে চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিত্রকলার প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বপ্রথম পুস্তক পাঠ দানকারী ও কাপড় সিলাই করিয়া পরিধানকারী বলা হইয়াছে। তাঁহার উপর ত্রিশটি আসমানী সাহীফা নাযিল হইয়াছে এবং "আল্লাহ তাঁহাকে নিজের সন্নিকটে উচ্চ স্থানে উঠাইয়া লইয়াছেন" رَفَعَهُ اللّٰهُ الَيْه مَكَانًا عَلِيًّا)। এখানে "নিজের সন্নিকটে" اليه শব্দটির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংযোগ লক্ষণীয় এবং ইহাতে লেখকের এই আক'ীদা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, ইদরীস (আ)-কে আসমানে জীবিত উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। যেমন তাঁহার পূর্ববর্তী মুসলমান ইতিহাসবিদ (আল-য়া'কূ'বী, আল-মাস'উদী প্রমুখ, বিশেষ করিয়া আছ'-ছা'লাবী-এর কাস'াসু'ল-আম্বিয়া পৃ. ৪৩, কায়রো ১২৫০হি)-তে উল্লেখ করা হইয়াছে। কু'রআন ও হ'াদী'ছে এই সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নাই। আল-কুরআনের এ সম্পর্কিত আয়াতটি ঃ وَرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا-এর অর্থ "এবং আমি তাহাকে উন্নীত করিয়াছিলাম উচ্চ মর্যাদায়" (১৯ ঃ ৫৭)। আল-বায়দাবী ও আয-যামাখশারীর মতানুযায়ী "উচ্চ মর্যাদা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ"- আয়াতটির এই মর্ম গ্রহণ পরিভাষার দিক হইতে অধিকতর সমর্থনযোগ্য।

হযরত ইদরীস (আ)-কে যদি তাওরাতের Enoch (হ'ানুক, আখনুখ) মানিয়া লওয়া হয়, যাহার কোন যুক্তিসম্মত প্রমাণ আমাদের কাছে নাই, তাহা

হইলে তাকবীন পুস্তকের ইস্‌হাহ ৫, আয়াত ২২-২৪-এর বর্ণনামতে হানুক-এর যুগ ছিল খৃষ্টের প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে এবং তাঁহার মোট জীবনকাল ছিল ৩৬৫ বৎসর। ৬০ বৎসর বয়সে তিনি পুত্র সন্তান লাভ করেন। "ইহার পর তিনি তিন শত বৎসর আল্লাহ্ তাআলার সহিত গমনাগমন করিলেন। তিনি আর থাকিলেন না; কেননা আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাকে গ্রহণ করেন।" এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী নবীগণের ব্যাপারে "মরিয়া গিয়াছেন" শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে। শুধু হানুক-এর ব্যাপারে "গ্রহণ করিয়াছেন" শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বাহ্যত এই স্বতন্ত্র শব্দই তাঁহাকে জীবিত উঠাইয়া লইয়া যাওয়া সম্পর্কীয় ইসরাঈলী বর্ণনার ভিত্তি। নিউ টেস্টামেন্টে সেন্ট পল কর্তৃক হিব্রুদের উদ্দেশে লিখিত (Hebreus, ১১ ঃ ৫) একটি পত্রেও হানুক, যেহেতু মৃত্যু স্বচক্ষে দেখেন নাই, এই কারণে তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ সকল বর্ণনা প্রচলিত হওয়ার কারণে ধীরে ধীরে মুসলমানদের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচারিত হইয়া গেল যে, হযরত ইদ্‌রীস (আ) ও হযরত 'ঈসা (আ)-এর মত চতুর্থ আসমানে জীবিত আছেন; যেমন ইল্‌য়াস (আ) ও খিদির (আ) পৃথিবীতে চিরস্থায়ী জীবিত আছেন। ইহার পর বহিরাগত ঐ সকল বর্ণনায় নানা রকম ইসলামী শিক্ষার মিশ্রণ ঘটিতে থাকে। যেমন এই কাহিনী যে, ইদ্‌রীস (আ) মালাকু'ল-মাওত-এর নিকট পরীক্ষামূলকভাবে জান কব্‌য করার জন্য আবেদন করিলেন। তিনি যখন দ্বিতীয়বার রূহ্‌প্রাপ্ত হইলেন, তখন বেহেশ্‌ত হইতে বাহির হইলেন না এবং দ্বিতীয়বার রূহ কব্‌য করার ব্যাপারে রাযী হইলেন না (Wensinck, পৃ. প্রবন্ধ)। কয়েকটি কাহিনীতে হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর সহিত সরুজ (দেবতা বা ফেরেশতা)-এর বিশেষ সম্পর্কযুক্তরূপে দেখানো হইয়াছে। এই সকল উপাখ্যান হইতে ও তাওরাতে তাঁহার আয়ুষ্কাল 'ঈসা (আ)-এর তিন হাজার বৎসর পূর্বে এই বর্ণনা দ্বারা আমাদের এই অনুমানই সঠিক হইবে যে, হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর যুগ অনেক প্রাচীন অর্থাৎ সেই যুগ ইব্‌রাহীম (আ) ও নূহ (আ)-এর পূর্ববর্তী, যখন মানুষের মাঝে সূর্য বা তারকারাজির পূজা প্রসার লাভ করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কুরআন মাজীদ; (২) তাফসীর ইব্‌ন জারীর, ২য় সং., মিসর ১৩৮৩ হি., ১৬ ও ১৭ খ.; (৩) আল্-বায়দাবী, আন্‌ওয়ারু'ত-তানযীল, মিসর ১৩৭৮/১৯৫৫; (৪) আয-যামাখশারী, আল্-কাশশাফ, কলিকাতা, ১২৭৬ হি. (৫) 'আব্‌দু'ল-মাজিদ দারয়াবাদী, তাফসীর মাজিদী, লাহোর ১৩৭২/১৯৫৬; (৬) কুরআনের ইংরেজী অনুবাদ, আব্‌দুল্লাহ্ য়ূসুফ 'আলীকৃত, ৩য় সং, লাহোর ১৯৩৭ খৃ.; (৭) মিশকাতু'ল-মাসাবীহ, মাজীদী প্রেস, কানপুর ১৩৩৬ হি.; (৮) Holy Bible, অনুমোদিত তরজমা বৃটিশ এবং Foreign Bible Society, লণ্ডন ১৮৮৪ খৃ.; (৯) Encyclopaedia of Islam, ১ম সং, Leiden ১৯২৭ খৃ.; ইদ্‌রীস শিরো. A. J. Wensinck- ১ম সং., লাইডেন ১৯২৭ খৃ., ইদ্‌রীস শিরো.-কৃত ও গ্রন্থপঞ্জী নির্ঘন্ট; (১০) দাইরাতু'ল- মাআরিফি'ল-ইসলামিয়্যা, আ, ১ম সংখ্যা, ৮খ., ফারীদ ওয়াজদীকৃত হাশিয়া, মিসর ১৩৫৮/১৯৩৯;(১১) জামালুদ্দীন আল্-কিফতী, আখবারু'ল- হুকামা, সম্পা. Julius Lippert, Leipzig ১৩২০/১৯০৩, উর্দূ অনুবাদ, গুলাম জীলানী বারক, আনজুমান-ই তারাককী উর্দূ, দিল্লী ১৯৪৫ খৃ.; (১২) আবু'ল-আ'লা মাওদূদী, তাফহীমু'ল-কুরআন, ১৩ সং., দিল্লী ১৯৮২ খৃ., ৩খ, ৭৩-৪, টীকা ৩৩, ৩৪; (১৩) মুফতী শাফী', মাআরিফু'ল-কুরআন, করাচী ১৩৯৯/১৯৭৮, ৬খ, ৪১।

সায়্যিদ হাশিমী ফারীদ আবাদী (দা.মা.ই.) আ.ন.ম. রফীকুর রহমান

ইদরীস ১ম আল-আকবার (ادريس اول الاكبر) ঃ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ, 'আবদুল্লাহ ইবনু'ল-হাসান ইব্‌নি'ল-হাসান ইব্‌ন 'আলী (দ্র.)-এর পুত্র, 'আলীপন্থী বংশপঞ্জীসমূহে তাঁহাকে আল-আস্‌গার নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি মাগরিব অঞ্চলে ইদরীসী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ৮ যু'ল-হিজ্জা, ১৬৯/১১ জুন, ৭৮৬ সালে মক্কার সন্নিকটে ফাখ্‌খ (দ্র.) নামক স্থানে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আল-হুসায়ন ইব্‌ন 'আলী ইবনি'ল-হাসান পরাজিত ও নিহত হইবার পর তাহার পক্ষে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী ইদরীস হত্যাযজ্ঞ হইতে কোন প্রকারে রক্ষা পান এবং কিছুকাল লুক্কায়িত থাকিবার পর তাহার জনৈক অনুগত মুক্তিপ্রাপ্ত প্রাক্তন দাস রাশিদ-এর সহিত মিসর পৌঁছাইতে সক্ষম হন। 'আলীপন্থী একজন সমর্থক বার্তাবাহক বাহিনীর প্রধান ওয়াদিহ-এর সহায়তা লাভ করিয়া তিনি মিসর অতিক্রম করিয়া মাগরিব অঞ্চল অভিমুখে যাত্রা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হন। এইভাবে তিনি তেলেমসানে পৌঁছান এবং তথা হইতে তানজিয়ার্স প্রদেশ গমন করেন। এই স্থানে তিনি চূড়ান্তভাবে ওয়ালীলা (Vololoelis নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন। ১৭০/৭৮৬-৭ সালে মাগরিব প্রবেশ করিবার পর তিনি ১ রাবী'উল-আওয়াল, ১৭২/৯ আগস্ট, ৭৮৮ সালে আওরাবা নামক বার্‌বার গোত্রের প্রধান আবূ লায়লা ইসহাক ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-হামীদ-এর রক্ষণাধীনে ওয়ালীলাতে বসতি স্থাপন করেন। তানজিয়ার্স অঞ্চলের অপরাপর কতিপয় গোত্রের ন্যায় এই গোত্রটিও মু'তাযিলী মতবাদে বিশ্বাস করিত। তাঁহার আগমনের ছয় মাস পর এই গোত্রের প্রধান ৪ রমযান, ১৭২/৫ ফেব্রু., ৭৮৯ সালে রোজ শুক্রবার ইদরীসকে তাঁহার নিজ ও অন্যান্য বন্ধু ভাবাপন্ন গোত্রের লোক ক্ষমতাসীন ইমামরূপে ঘোষণা করেন। কথিত আছে, ইহার পরবর্তী কালে ইদ্‌রীস মাদীনাতু ফাস স্থাপন করেন। প্রারম্ভিক দিকে ইহা ওয়াদী ফাস-এর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত একটি সামরিক ছাউনিমাত্র ছিল। পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহের অধিকাংশই খৃষ্ট ধর্ম, য়াহূদীবাদ অথবা সূর্য বা অগ্নিপূজক ছিল। তাহাদের উপর নিজ কর্তৃত্ব আরোপের লক্ষ্যে বহু সংখ্যক অভিযান পরিচালনা করিবার পর তিনি ওয়ালীলাতে প্রত্যাবর্তন করেন। এইভাবে তিনি ওয়ারগা উপত্যকায় নিজেকে আরও শক্তিশালী করেন এবং তাজার তামিস্‌না ও গায়্যাছা গোত্রসমূহকে তাহাদের সীমান্তরেখা মান্য করিতে বাধ্য করেন। ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্টরূপে বর্ণিত সূস আল-আকসা, মাস্‌সা এবং তিলিমসান-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানসমূহ বস্তুত তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ইদরীস-এর কীর্তি। তিন বৎসর হইতে কিছুকাল কম সময় স্থায়ী তাঁহার কর্তৃত্বের পর ১৭৫ হি.-এর প্রারম্ভে/মে-জুন ৭৯১ সালে ওয়ালীলাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে, খলীফা হারূনু'র-রাশীদ-এর আদেশে আশ-শামমাখ নামে পরিচিত জনৈক সুলায়মান ইব্‌ন জারীর আল-জাযারী তাঁহাকে বিষ প্রয়োগ করেন। শহরের বহির্ভাগে নির্মিত রিবাতে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। এই স্থানে বর্তমানে মাওলায়ে ইদ্‌রীস-এর সমাধি সৌধ বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-ফাকীহ, বুলদান, সম্পা. De Goeje ৮১-২, ৮৪ (সম্পা. ও অনু. হাজ সাদেকূক, ৩৪/৩৫, ৪০/৪১); (২) য়া'কূবী,

বুলদান, অনু. Wiet ও ৭খ, এবং টীকা ৩ (ওয়াদি'হ'); (৩) ঐ লেখক, তারীখ, সম্পা. Houtsma, ২খ., ৪৮৮-৯; (৪) তাবারী, ৩খ, ৫৬০-১; (৫) কু'দামা, খারাজ, সম্পা. ও অনু. De Goeje, ২৬৫/২০৭; (৬) মাস'উদী, মুরূজ, ৬খ, ১৯৩; (৭) মুক'াদ্দাসী, আহ'সানু'ত-তাকাসীম, সম্পা. De Geoje, ২৪৩-৪ (সম্পা. ও অনু. Pellat ,৬০/৬১-৬২/৬৩); (৮) বাকরী, মাসালিক, সম্পা. ও অনু. De geoje, ১১৭-২২/২৩১-৯; (৯) বেনামা, আল-ইসতিব্‌স'ার, সম্পা. 'আবদু'ল-হ'মীদ, Alexandria ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ১৯৪-৬ (অনু. Fagnan, ১৪৯-৫৩); (১০) ইবনু'ল-আছ'ীর, ৬খ, ৬৩ (অনু. Fagnan ১৩৩-৪); (১১) ইবনু'ল-ইয'ারী, বায়ান, সম্পা. Colin and Levi Provencal, ৮২-৪, ২১০ (অনু. Fagnan, ৯৬-৯, ৩০৩-৪); (১২) ইব্‌ন আবী যার, রাওদু'ল-কি'রতাস, সম্পা. আল-হাশিমী, পৃ. ৯-২৭ (অনু. Beaumier, ৯-২৩); (১৩) য়াহ'য়া ইব্‌ন খালদূন, বুগ্‌'য়াতু'র-রুওওয়াত, সম্পা. এবং অনু. Bel, ১খ., ৮৯/১০১-২; (১৪) জায়নাঈ, যাহরাতু'ল-আস, সম্পা. ও অনু. বেল, ৭-১১/২৬-৩৫; (১৫) ইব্‌ন খালদূন, 'ইবার, সম্পা. ও অনু. de Slane, ১খ, ১৪৭; ৩খ, ২১৬, ৪খ, ১২-৩/১, ২৯০, ২খ, ৫৫৯-৬১, ৩খ., ২২৫; (১৬) কাল্‌ক'শন্দী, সুবহ', কায়রো ১৯১৩-৯, ৫খ, ১৫৩-৬০; (১৭) ইব্‌ন তাগ'রীবি'রদী, নুজূম, ১খ, ৪৩৩, ৪৫২; (১৮) ইব্‌ন গ'াযী, আর-রাওদু'ল-হাতুন, লিথো, ফেয ১৩২৬ হি., পৃ. ৯. অনু. হাওদাস, ১২৬ পৃ.; (১৯) ইব্‌ন য়ুনবুল আল-মাহ'ল্লী, তুহ'ফাতু'ল-মুলূক, অনু. ফাগনান ১৬৪-৫; (২০) ইবনু'ল-ক'াদী, জায'ওয়াতুল-ইক'তিবাস, লিথোফেয ১৩০৯ হি., পৃ. ৬-১১; (২১) ইব্‌ন আবী দীনার, মুনিস, তিউনিস ১২৮৩ হি., পৃ. ৪৬ (অনু. Pellissier এবং Resumat; (২২) হ'লাবী ফারসী, আদ্‌-দুররুন-নাফীস, লিথো, ফেয ১৩১৪ হি., পৃ. ১০০-৯, ১২৭-৩৯; (২৩) ফুদ'ায়লী, আদ্‌দুরারু'ল-বাহিয়্যা, লিথো, ফেয ১৩১৪ হি. ২খ, ২-৭; (২৪) নাস'িরী, আল-ইস্‌তিক্‌স'া, ১খ, ১৩৩-৪৫ (অনু. ১০-২১); (২৫) জামডড তাওয়ারীখ মাদীনাত ফাস, সম্পা. Cusa, ৩খ, ১৩-৫; (২৬) Fournel, Berbers, ১খ, ৩৯৫-৪০০, ৪৪৭-১; (২৭) H. Terrasse, Hist. du Maroc. ১খ, ১১০-১৫; (২৮) প্রথম ইদ্‌রীস কর্তৃক মাদীনাত ফাস-এর ভিত্তি স্থাপন সম্পর্কে দ্রষ্টব্য Levi-Provencall, La fondation de Fes, প্যারিস ১৯৩৯ খৃ. (AEIO Alger-এ, ৪খ. (১৯৩৮ খৃ.), ২৩-৫৩ এবং Islam d'hier et d'aujourd'hui, ৭খ, প্যারিস ১৯৪৮ খৃ., ১-৪১।

D. Eustache (E.I.[2])/মুহাম্মদ আবদুল বাসেত

ইদ্‌রীস ২য় (ادريس الثانى) ঃ (ইদ্‌রীস আল-আস'গ'ার, অধিকতর শুদ্ধ আল্‌-আয্‌হার) ইব্‌ন ইদ্‌রীস ১ম, যিনি মৃত্যুর সময় নেফ্‌যা নামক বার্‌বার্‌ গোত্রভুক্ত কান্‌যা নাম্নী সাত মাসের গর্ভবতী এক ক্রীতদাসী রাখিয়া যান। এই নারী রাবী'উছ'-ছানী ১৭৫/আগস্ট ৭৯১ সালে ওয়ালীতে এক পুত্র সন্তান প্রসব করে যাহার নামও রাখা হয় ইদ্‌রীস। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যকরণের জন্য প্রথম ইদ্‌রীসকে আল-আক্‌বার এবং কানযার গর্ভজাত পুত্রকে আল-আস'গ'ার অথবা প্রিয় (Pet) নাম আল-আযহাররূপে অভিহিত করা হয়। রাশিদ (দ্র.) বার্‌বার্‌গণকে প্রসবকাল পর্যন্ত অপেক্ষা এবং পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে ইমামরূপে ঘোষণা করিতে সম্মত করেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে রাশিদ অন্তর্বর্তীকালীন শাসক (Regent, তাহার শিক্ষক ও বিজ্ঞ পরামর্শদাতা (Mentor)-রূপে দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৬/৮০২ সালে ইব্‌রাহীম ইব্‌নু'ল-আগ'লাব বাহ্‌লূল ইব্‌ন 'আবদি'ল-ওয়াহি'দকে মাত'গ'রাগণের মধ্যে বিদ্রোহের প্ররোচনা দান করেন এবং রাশিদকে হত্যা করান। রাজকীয় ক্ষমতা আবূ খালিদ য়াযীদ ইব্‌ন ইল্‌য়াস-এর হস্তে চলিয়া যায়। তিনি ১৮৭/৮০৩ সালের প্রারম্ভে ওয়ালীলা মসজিদে এগার বৎসর বয়স্ক ২য় ইদরীসকে ইমামরূপে ঘোষণা করেন। কিশোর যুবরাজ আগ'লাবী শাসনকর্তার সহিত শান্তি স্থাপনে সক্ষম হন। ১৮৯/৮০৫ সালে তিনি ইফরীকি'য়্যা ও আনদালুস হইতে আগত কতিপয় 'আরব সমর্থককে স্বাগত জানান। ২য় ইদ্‌রীস তখন ওয়ালীলাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বোধ করেন এবং বার্‌বার্‌গণ হইতে স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহাকে নূতন একটি রাজধানী স্থাপনের জন্য স্থানের সন্ধান করিতে উদ্বুদ্ধ করে। ৮০৬--৭/১-৯০-৯১ সালে তিনি কতিপয় ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান। ১৯২/৮০৮ সালে তিনি আওরাবা গোত্রের প্রধান ইস্‌হ'াক ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-হ'ামীদকে আগ'লাবীগণের সহিত যোগাযোগ রক্ষার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং তাহার প্রতি আরও একবার আনুগত্য ঘোষণা লাভের ব্যবস্থা করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ছিল সতের বৎসর। অতঃপর এই বৎসরের শেষ দিকে তিনি ওয়াদী ফাস-এর দক্ষিণ কূলে বসতি স্থাপন করেন। এই স্থানে কতিপয় যানাতা, বানূ ঈযগ'তিন বাস করিত এবং এইখানে তাঁহার পিতা স্থাপন করেন সুরক্ষিত গারওয়াওয়া সামরিক ছাউনি, যাহা হইতে মাদীনাতু ফাস-এর সূচনা হয়। তিনি ইহার প্রাচীরসমূহ সুদৃঢ় করিবার ব্যবস্থা করেন এবং ১৯৩/৮০৯ সালে উপত্যকার পূর্বে কূলে চলিয়া যান। এই স্থানে তিনি যাওয়াগাগণের শাখাগোত্র বানূ'ল-খায়রগণের নিকট হইতে আল-মাকারমাদা নামক স্থানে ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় একটি পূর্বাঞ্চলীয় বসতি স্থাপন করেন, যাহা অতঃপর ইফরীকি'য়্যাঃ ও উদওয়াতু'ল-কারাবিয়্যীন নামে পরিচিত হয়। ১৯৭ প্রারম্ভে/৮১২ সালের শেষাংশে তিনি High Atlas অঞ্চলের মাসমুদাগণের বিরুদ্ধে এক অভিযানে নেফ্‌ফীস দখল করেন। অতঃপর তিনি Thmea শহরের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের নেফযাগণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এই শহরে তিনি কিছুকাল অতিবাহিত করেন এবং আগ'াদীর-এর মসজিদটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহার মিম্বারে নিজ নাম খোদাই করান (১৯৯/৮১৫)। ত'াহার জ্ঞাতিভ্রাতা মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ-এর নিকট এই শহর এবং ইহার এলাকাভুক্ত অঞ্চলের ভার অর্পণ করিয়া তিনি ফাস-এ প্রত্যাবর্তন করেন। ২০২ সালের শেষ/৮১৮-এর বসন্ত গ্রীষ্মে ১ম আল-হ'াকাম কর্তৃক বিতাড়িত রাবাদিয়্যা, কার্দোভার বহু সংখ্যক সাধারণ মানুষ মরক্কোতে আগমন করে। দক্ষিণ কূলস্থ এলাকায় বারবার প্রাধান্যের অবসান ঘটাইবার লক্ষ্যে ইদরীস বিতাড়িত রাবাদিয়্যাকে এই স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপনের আহবান জানান; ইহাই পরে উদ্‌ওয়াতু'ল-আন্দালুস-এ পরিণত হয়। বারগাওয়াত খারিজী এবং পৌত্তলিক বার্‌বার্‌ গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে তাহার রাজত্ব কালে বহু যুদ্ধের পর জুমাদা-ছানী ২১৩/সেপ্টেম্বর ৮২৮ সালে ২২ বৎসরব্যাপী সার্থক রাজত্বের পর ৩৮ বৎসর সয়সে ফাস বা ওয়ালীলাতে ইদ্‌রীস একটি দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহাকে ওয়ালীলাতে তাঁহার পিতার পার্শ্বে দাফন করা হয়। নবম ১৫শ শতকে রাজাব ৮৪১/১৪৩৭-৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার দেহাবশেষ স্থানান্তরিত হয় নাই, খৃস্টান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রতিরক্ষা এবং ইদরীস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পবিত্র নগরী

ফাস-এর মর্যাদার সহিত সংশ্লিষ্ট। কারণ তাঁহার দেহাবশেষ স্থানান্তর করা এবং তাহা পুনরায় সুবিধাজনক সময়ে চোরফার মসজিদে আবিষ্কৃত হয়। এই স্থানে তাঁহার সমাধিসৌধ অদ্যাবধি মরক্কোবাসীদের সম্মানের বস্তুরূপে বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবনু'ল-ফাকীহ, বুলদান, সম্পা. De Goeie ৮২, ৮৪ (সম্পা. ও অনু. Hadj Sadok, ৩৪-৩৫, ৪০-৪১); (২) য়া'কূবী ২খ, ৪৮৯; (৩) তাবারী, ৩খ, ৫৬২; (৪) বাকরী, আল-মাসালিক, সম্পা. ও অনু. de Slane, ১২২-৩, ২৩৯-৪১, ১১৫-৮, ২২৬-৩১; (৫) anon, আল-ইসতিবসার, সম্পা. 'আবদু'ল হামীদ, Alexandria ১৯৫৮ খৃ., ১৮০-১, ১৯৬ (অনু. Fagnan, ১২১-৪, ১৫৪); (৬) ইব্নু'ল-আছীর, ৬খ, ৬৩, ৮৪, ১০৭ (অনু. Fagnan; (৭) ইব্ন সা'ঈদ, বাস্‌তু'ল-আরদ, অনু. Fagnan, ১১-১২; (৮) ইব্ন 'ইযারী, বায়ান, সম্পা. Colin and Levi-Provencal, ১খ, ১০৩, ২১০-১১ (অনু. Fagnan, ১২৯, ৩০৪); (৯) ওয়াতওয়াত, মানাহিজ, অনু. Fagnan ৪৮; (১০) ইব্ন আবী যার, রাওদু'ল-কিরতাস, Lith Flz তা. বি., ১১-১৭, ২১ প., ২৯-৩০ (অনু. Beaumien, ২৪-৩৫, ৪৪প., ৬০-১); (১১) য়াহ্‌য়া ইব্ন খালদূন, বুগয়াতু'র-রুওয়াত, সম্পা. ও অনু. Bel, ১খ, ৭৯-৮০, ১০২-৪; (১২) জায়না'ঈ, যাহরাতু'ল-আস, সম্পা. ও অনু. Bel, ১১-২৩, ৩৫-৬১; (১৩) ইব্ন খালদূন 'ইবার, সম্পা. ও অনু. de Slane, ৪খ, ১৩-৪; ২খ, ৫৬১-২; (১৪) আল-কাল্‌কাশানদী, সুবহ, কায়রো ১৯১৩-৯, ৫খ., ১৮১; (১৫) ইব্ন যুনবুলু'ল-মাহাল্লী, তুহফাতু'ল-মুলূক, অনু. Fagnan, Extr. ined. ১৬৪-৫, who quotes Ibn Ghazi; (১৬) ইব্নু'ল-কাদী, জাযওয়াতু'ল ইকতিবাস, Lith. Fez ১৩০৯ হি., ১১-৪; (১৭) হালাবী, ফাসী, আদ-দুররু'ন-নাফীস, lith. Fez- ১৩১৪ হি., ১৪৯-৫৯, ২৪৫-৫১, ২৮৪-৯০; (১৮) ফুদায়লী, আদ-দুরারু'ল-বাহিয়্যা, Lith. Fez ১৩১৪ হি., ২খ, ৭-১১; (১৯) নাসিরী সালাবী, আল- ইসতিকসা, ১খ, ১৪৬-৫৬ (অনু. Graulle, ২২-৩৭); (২০) মুহাম্মাদ ইব্ন জা'ফার আল-কাততানী, সালওয়াতু'ল-আনফাস lith. Fez ১৩১৬ হি., ১খ, ৬৯-৭০; (২১) আল-আযহারুল-আতিরা, ১৩২৪ হি., ১১৭-৮৫, ১৯৪-৩২৯; (২২) জাম্'উত-তাওয়ারীখ মাদীনাতি ফাস, সম্পা. Cusa, ৩-৪; (২৩) Fournel, Berbers, ১খ, ৪৪-৫০, ৪৫৫-৭, ৪৬০-৭, ৪৭১-৭, ৪৯৬-৭; (২৪) H. Terrasse, Hist. du Maroc, ১খ, ১১৫-২২; (২৫) তালবী, আগলাব, নির্ঘণ্ট।

D. Eustache (E.I.²) মুহাম্মদ আবদুল বাসেত

ইদ্‌রীস (য়ামানের ঐতিহাসিক, দ্র. আশ-শারীফ আবূ মুহাম্মাদ ইদরীস)।

ইদ্‌রীস কান্ধলাবী (محمد ادريس كاندهلوى) ঃ (ল) মুহাম্মাদ মাওলানা, ১২ রাবী'উছ-ছানী, ১৩১৭-১৮৯৯ তারিখে ভারতের ভূপাল শহরে এক ঐতিহ্যাবাহী 'আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ ইদরীস। তাঁহার পিতৃভূমি কান্ধলা-এর সহিত সম্পর্কিত করিয়া তিনি নিজেকে কান্ধলাবী বলিয়া পরিচয় দিতেন। অনেকে তাঁহার জন্মস্থান কান্ধালাহ ধারণা করায় তিনি উক্ত ভুল ধারণার নিরসনকল্পে লিখিয়াছেন ভূপাল আমার জন্মস্থান; কিন্তু কান্ধলাহাতেই আমার বাড়ি।

তিনি হাফিজ (তাফসীর মা'আরিফি'ল-কুরআন, মুকাদ্দামা ফাসল ছালিছ লাহোর) 'আলিম, মুফাসসির, মুহাদ্দিছ (হাদীছবেত্তা, ফাকীহ ও লেখক ছিলেন। তাহার পিতার নাম (হাফিজ) মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল কান্ধলাবী (মৃ. ১৯ শাওয়াল, শুক্রবার, ১৩৬১)। তিনিও একজন বিখ্যাত 'আলিম, হাজ্জী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী (র) (দ্র.)-এর বিশিষ্ট মুরীদ ও মাওলানা আশরাফ 'আলী থানাবী (র) (দ্র.)-র পীরভাই ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ভূপাল বন বিভাগের মহকুমা পরিচালক ছিলেন। মুহাম্মাদ ইদরীস কান্ধলাবী পিতার দিক হইতে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা) ও মাতার দিক হইতে 'উমার ফারূক (রা)-এর বংশধর ছিলেন। ইমাম ফাখরুদ্দীন রাযী তাঁহার (মাতার বংশের সূত্রে) পূর্বপুরুষ ছিলেন। পিতামহ মুফতী ইলাহী বাখশও একজন খ্যাতনামা 'আলিম ছিলেন। তিনি মাওলানা রূমী (র)-এর মাছনাবীর তাকলিমা (পরিশিষ্ট)-এর রচনাকার হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

হাফিজ মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল বন বিভাগের চাকরিকালে মুহাম্মাদ ইদরীস-এর জন্ম হয়। ছেলের জন্মের কয়েক বৎসর পর তিনি চাকরিতে ইস্তফা দেন এবং কান্ধলাহ জামে' মসজিদে অবৈতনিকভাবে হাদীছের দারস দান শুরু করেন। পরিবারের ঐতিহ্যানুযায়ী মুহাম্মাদ ইদরীস-এর প্রাথমিক শিক্ষা কুরআন হিফজের মাধ্যমে আরম্ভ হয়। তিনি নয় বৎসর বয়সে হিফজ সমাপ্ত করেন। কুরআন হিফজ সমাপনের পর পিতা তাঁহাকে থানা ভবনের মাওলানা আশরাফ 'আলী থানাবী (র)-র নিকট নিয়া গেলেন। সেইখানে তাঁহার নির্দেশে মাদরাসা আশরাফিয়্যায় তাঁহাকে ভর্তি করানো হয় এবং তত্ত্বাবধানের ভারও স্বয়ং মাওলানা থানাবী গ্রহণ করেন। মাওলানা আশরাফ 'আলীর হাতে বালক মুহাম্মাদ ইদরীস-এর হাতে খড়ি হয়। নাহ্ ও সারফ ('আরবী ব্যাকরণ)-এর কিতাবসমূহ তিনিই শিক্ষা দেন। মাদরাসা-ই আশরাফিয়্যায় মাওলানা থানাবী ছাড়াও মাওলানা 'আবদুল্লাহর কাছে তায়সীরু'ল-মানতিক কিতাবের সবক লাভ করেন। মাদরাসা-ই আশরাফিয়্যায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের পর উচ্চ শিক্ষার জন্য মাওলানা থানাবী তাঁহাকে মাদরাসা 'আরাবিয়্যা মাজাহিরু'ল-'উলূম, সাহারানপুর নিয়া গেলেন এবং সেখানে ভর্তি করাইয়া দিলেন। মাওলানা খালীল আহমাদ সাহারানপুরী তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক হন। মাদরাসা মাজাহিরু'ল-'উলূম, সাহারানপুর-এ তিনি তাফসীর, হাদীছ, ফিক্‌হ ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি ও মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে সর্বচ্চ সানাদ দাওরা-ই- হাদীছ লাভ করেন। মাওলানা খালীল আহমাদ সাহারানপুরী, মাওলানা হাফিজ 'আবদু'ল-লাতীফ, মাওলানা ছাবিত 'আলী প্রমুখ স্বনামধন্য 'উলামা এই প্রতিষ্ঠানে তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। অতঃপর উচ্চতর শিক্ষা প্রয়াসী মুহাম্মাদ ইদরীস উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানপীঠ দারু'ল-উলূম দেওবান্দ (দ্র.)-এ ভর্তি হন। সেখানে তিনি মুহাদ্দিছ-ই-হিন্দ 'আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (দ্র.), 'আল্লামা শাব্বীর আহমাদ 'উছমানী (দ্র.), মিয়া আসগার হুসায়ন, মুফতী 'আযীযুর-রাহমান প্রমুখ খ্যাতনামা উস্তাদগণের সাহচর্যে আসিয়া উচ্চতর জ্ঞান ও রূহানী ফায়য হাসিল করেন।

১৩৩৮/১৯১৯ সালে মাদ্রাসা আমীনিয়ায় সহকারী শিক্ষক হিসাবে যোগদানের মধ্য দিয়া তাঁহার কর্মজীবনের সূচনা হয়। মুফতী মুহাম্মাদ কিফায়াতুল্লাহ (র) ছিলেন উক্ত মাদরাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। মাত্র এক

বৎসর তিনি এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার পর দারু'ল-উলূম দেওবান্দ-এ মুদাররিস হন (১৯২২ খৃ.)। তিনি সেখানে তাফসীর ও হ'াদীছ' বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯২৪ খৃ. তিনি শায়খু'ত-তাফসীর পদে নিযুক্ত হন। তিনি সেখানে প্রায় আট বৎসর অধ্যাপনা করিয়া ১৯২৯ খৃ. উক্ত পদে ইস্তিফা দেন এবং দক্ষিণ হ'ায়দরাবাদ চলিয়া যান। সেইখানেও তিনি দীর্ঘ নয় বৎসর (১৯২৯-১৯৩৮ খৃ.) অবস্থান করেন। সেই সময় মিশকাত শারীফের প্রসিদ্ধ ভাষ্য আত-তা'লীকু'স-সাবীহ' শারহ' মিশকাতি'ল মাসাবীহ গ্রন্থ রচনা করেন। দামিশকের একটি প্রকাশনা সংস্থার অর্থানুকূল্যে ও তাঁহার তত্ত্বাবধানে ১৩৫৪/১৯৩৪ সনে দামিশকে ইহার প্রথম চারি খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহা তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। গ্রন্থটি ভারতবর্ষ, মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও হ'ারামায়ন শারীফায়নের (পবিত্র মক্কা-মদীনা) শীর্ষস্থানীয় 'আলিমগণের নিকট নির্ভরযোগ্য ভাষ্য হিসাবে সমাদৃত হয়। হ'ায়দরাবাদ অবস্থানকালে ইহাতে তাঁহার খ্যাতি 'আবর বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে। তিনি আরও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। অধিকাংশ সময় পুস্তক রচনার কাজে অতিবাহিত করিলেও তিনি শিক্ষানুরাগী ছাত্রদেরকে নিয়মিত হ'াদীছে'র দারুস্ দিতেন। তিনি প্রাচীন লাইব্রেরী কুতুবখানা আশরাফিয়্যায় দীনী 'ইলমের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করিতেন। আল-কু'রআনের ইংরেজী অনুবাদক মার্মাডিউক পিকথল তাঁহার সাথে হ'ায়দরাবাদে সাক্ষাত করেন। উভয় মনীষী ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন।

'আল্লামা শাব্বীর আহ'মাদ উছ'মানী (র) দারুল-'উলূম দেওবান্দ-এর শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিচালক পদে যোগদানের (১৯৩৮ খৃ.) পর সেইখানে স্বতন্ত্র তাফসীর বিভাগ খোলা হয়। 'আল্লামা 'উছ'মানী ও মুহতামিম কারী মুহ'াম্মাদ ত'ায়্যিব তাঁহাকে দারুল-উলূম দেওবান্দ-এর শায়খু'ত-তাফসীর পদ পুনরায় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব দিয়াছিলেন। এই সময় তিনি হা'য়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্য) মাসিক আড়াই শত টাকার অধিক রোযগার করিতেন। অন্যদিকে দেওবান্দ মাদ্‌রাসায় মাত্র সত্তর টাকা বেতন ধার্য ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া ১৯৩৯ খৃ. দ্বিতীয়বার দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ-এ শায়খুত তাফসীর পদে যোগদান করেন। প্রায় দশ বৎসর তিনি উক্ত পদে নিয়োজিত থাকিয়া ১৯৪৯ খৃ. ইস্তফা দেন। তিনি ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ তারিখে জামিআ' 'আব্বাসিয়া ভাওয়ালপুর-এর শায়খু'ল-জামি'আ হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫১ খৃ. তিনি লাহোর জামি'আ আশ্‌রাফিয়্যায় শায়খু'ল-হ'াদীছ' পদে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর উক্ত পদে থাকিয়া তিনি 'ইল্‌ম হ'াদীছে'র খিদমত আঞ্জাম দেন। ইনতিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই মাদ্‌রাসায় নিয়োজিত ছিলেন।

তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। ইহাতে পরিবারের কেহ আপত্তি করিলে বলিতেন, তোমাদের নওয়াবী অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দরবেশী ও ফাকীরীতে যেই শান্তি রহিয়াছে উহা কোন কিছুতেই নাই। অর্থের প্রতি তাঁহার মোহ এত কম ছিল যে, তিনি জীবনে কোন প্রতিষ্ঠানে বেতন-ভাতা বৃদ্ধির আবেদন করেন নাই। জামি'আ আশরাফিয়ার পরিচালক মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ নিজ উদ্যোগে বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, আমার প্রয়োজন তো আল্লাহ পূরণ করিতেছেন। সুতরাং বেতন বৃদ্ধির দরকার কি? সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর তিনি একই বেতনে চাকুরী করেন।

তিনি জীবনে চারিবার হজ্জ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। প্রথমবার ১৯৩২ খৃ. স্ত্রী ও দুই পুত্রসহ। দ্বিতীয়বার ১৯৩৪ খৃ. একা। এই হজ্জ সমাপনান্তে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া, লেবানন ও ফিলিস্তীনসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। দামিশ্‌কে ছয় মাস অবস্থান করিয়া তাঁহার রচিত আত্-তা'লীকু'স সা'বীহ শারহি' মিশকাতি'ল-ম'াসাবীহ' গ্রন্থের প্রথম চারি খণ্ডের প্রকাশনার তত্ত্বাবধান করেন। অবসর সময়ে নিয়মমাফিক শহরের বিশিষ্ট 'উলামা, মাশাইখ ও বুদ্ধিজীবিগণের সাথে বৈঠকে মিলিত হইতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দিতেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যে 'আরব বিশ্বের 'উলামা মাশাইখ আশ্চর্য হইয়া বলিতেন, আমরা আহলে লিসান ('আরবী ভাষী) হওয়া সত্ত্বেও 'আরবী অলংকারশাস্ত্রে এই অনারব শায়খ এত পারদর্শী? তৃতীয় ও চতুর্থবার হ'জ্জ করিয়াছেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যথাক্রমে ১৯৫৭ ও ১৯৬৫ খৃ.। এই সময়ও 'আরব বিশ্বের চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদদের সহিত তিনি যোগাযোগ করেন। তাঁহার সহিত আলোচনা ও পারস্পরিক মত বিনিময়ের ফলে উপমহাদেশে 'ইল্‌ম দীনের ব্যাপক চর্চা ও প্রসার তাহাদেরকে মুগ্ধ করে।

মাওলানা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মাদ্‌রাসা শিক্ষা ছাড়াও তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কেও ব্যাপক পড়াশুনা করিয়াছেন। তাই তাঁহার রচনায় আধুনিক তত্ত্বগত আলোচনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাত্ত্বিক, গবেষণাধর্মী ও ইতিহাস-ঐতিহ্য তাঁহার রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কুরআন, হ'াদীছ ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয়ে তাঁহার রচনাসমূহ প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। দীনের জটিল বিষয়গুলি সহজ-সরল উপস্থাপনায় তাঁহার অসামান্য নিপুণতার স্বাক্ষর বিদ্যমান।

অর্ধ শতাব্দীরও অধিক সময় তিনি গবেষণা ও পুস্তক রচনায় কাটাইয়াছেন। তাঁহার রচিত প্রথম গ্রন্থ মাক'ামাত হ'ারীরীর 'আরবী ভাষ্য যাহা তিনি ২১ বৎসর বয়সে রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বেশ কয়েকটি গ্রন্থ ইংরেজীতেও অনূদিত হইয়াছে। ইনতিকালের ১৫ দিন পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার লেখনী অব্যাহত ছিল। তিনি প্রায় এক শত কিতাব রচনা করিয়াছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি হ'ানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁহার রচনাবলী দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) সৃজনশীল গবেষণামূলক রচনা, যাহাতে আহলি সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আত-এর মতাদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে এবং কোন বিশেষ মতাদর্শের ভ্রান্ত নীতির সংশোধন কিংবা প্রতিবাদমূলক আলোচনা করেন নাই। মা'আরিফু'ল-কু'রআন, আত্'-তালীকুস-সাবীহ শারহি মিশকাতি'ল-ম'াসাবীহ', সীরাতু'ল-মুসতাফা (স) 'আকাইদু'ল-ইসলাম, উসূলু'ল-ইসলাম, আল-ফাতহু'স-সামাবী শারহ বায়দাবী, মুকাদ্দামাতু'ল-হ'াদীছ', হাল্ল তারাজিমি'ল বুখারী, মুকাদ্দামাতু'ল-বুখারী প্রভৃতি গ্রন্থ এই পর্যায়ের।

(২) কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা মতদর্শের বিরুদ্ধে দীনের প্রকৃত ভাষ্য উপস্থাপনার লক্ষ্যে রচিত গ্রন্থ, যাহাতে বাতিল মাতাদর্শের চুলচেরা বিশ্লেষণ রহিয়াছে ঃ 'ইলমু'ল-কালাম, হায়াত-ই 'ঈসা, মিসকুল-খিতাম, আহসানু'ল-হ'াদীছ' ফি'ল-বাত্তালিত-তাছলীছ, ইসলাম আওর নাসরানিয়্যাত, হুজ্জিয়াত হাদীছ, হুদুছ মাদ্দা ওয়া রূহ, ইছবাতই সানি' 'আলাম প্রভৃতি গ্রন্থ এই পর্যায়ের। নিম্নে তাঁহার রচনাবলীর তালিকা প্রদান করা হইল ঃ

তাফসীর ঃ ১. আল-ফাত্হু'স-সামাবী বি-তাওদীহি তাফসীরি'ল-বায়দাবী, 'আরবী ভাষায় লিখিত, ২২ খণ্ডে সমাপ্ত, পাণ্ডুলিপি, ২.

মা'আরিফু'ল-কু'রআন, উর্দূতে লিখিত তাফসীর গ্রন্থ, ২৩ পারা সম্পূর্ণ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্ট সাত পারার জটিল আলোচনাগুলির খসড়া ও পাণ্ডুলিপি আকারে রহিয়াছে; ৩. মুক'াদ্দামাতু'ত-তাফসীর ('আরবী); ৪. দালাইলু'ল-কু'রআন 'আলা মাযাহিবিন-নূ'মান ('আরবী); (৫) শারাইত মুফাস্সির ওয়া মুতারজিম (উর্দূ); ৬. ই'জাযু'ল-কুরআন (উর্দূ)।

হাদীছ ঃ ১. আত্-তা'লীকু'স' সাবীহ' শারহু মিশকাতি'ল-মাসাবীহ', ('আরবী) ৮ খণ্ডে সমাপ্ত; ২. মুকাদ্দামাতু'ল-হাদীছ, অপ্রকাশিত ('আরবী) পাণ্ডুলিপি; ৩. মিনহাতু'ল-হা'দীছ ফী শারহ' আল-ফিয়াতি'ল-হা'দীছ, অপ্রকাশিত ('আরবী পাণ্ডুলিপি); ৪. কালিমাতুল্লাহ ফী হায়াত-ই রূহি'ল্লাহ (উর্দূ); ৫. আল-ক'াওলু'ল-মুহকাম (উর্দূ); ৬. লাত'াইফু'ল-হি'কাম ফী আস্রার-ই নুযূলি 'ঈসা ইব্ন মারয়াম (উর্দূ); ৭. আদ্-দীনু'ল-ক'ায়্যিম (উর্দূ); ৮. আহসানু'ল বায়ান ফী মাসআলাতি'ল-কুফরি ওয়াল-ঈমান; ৯. নিহায়াতু'ল-ইদরাক ফী হাকীকাতি-তাওহ'ীদ ওয়াল-ইশরাক' (উর্দূ); ১০. ফাতহু'ল-গ'াফূর শারহি মানজূমাতিল-কুবূর (উর্দূ); ১১. ইসলাম ওয়া মিরযায়িয়্যাত কা উসূলী ইখতিলাফ (উর্দূ)।

সীরাত ও জীবনী ঃ ১. সীরাতু'ল-মুস'ত'াফা (স), উর্দূতে চারি খণ্ডে সমাপ্ত; ২. খিলাফাতে রাশিদাহ (উর্দূ)।

গীতি-কাব্য ঃ ১. তাইয়াতু'ল-ক'াদা ওয়া'ল-ক'াদর ('আরবী); ২. লামিয়াতু'ল-মি'রাজ ('আরবী); ৩. রাইয়াতু'ল-হ'াম্দ ওয়া'ছ'-ছ্বানা ওয়াল-মুনাজাত ('আরবী); ৪. তাশত'ীরু লামিয়াতি ইমরিই'ল-ক'ায়স ('আরবী); ৫. তুহ'ফাতু'ল-কারী ফী হ'াল্লি মুশকিলাতি'ল-বুখারী (অপ্রকাশিত 'আরবী পাণ্ডুলিপি); ৬. মুক'াদ্দামাতু'ল-বুখারী ('আরবী); ৭. আল-কালামু'ল-মাওছুক ফী তাহ্'কীক ইন্না কালামাল্লাহি গায়রু মাখলূক' ('আরবী); ৮. আল-বাকি'য়াতু'স সালিহ'াত ফী শারহি হ'াদীছ ইন্নামা'ল-আ'মাল বিন-নিয়্যাত ('আরবী); ৯. তুহ' ফাতু'ল-ইখওয়ান বি-শারহি হ'াদীছি'ল-ঈমান ('আরবী); ১০. আহ'সানু'ল-কালাম ফীমায়াতা'আল্লাকু' বি'ল-কি'রাআতি খালফা'ল-ইমাম, জিলাউ'ল-'আয়নায়নি ফী তাহ্'কীক' রাফ'ই'ল-য়াদায়ন ('আরবী); ১১, হু'জ্জিয়্যাত হ'াদীছ (উর্দূ)।

'আকাইদ ও 'ইল্ম কালাম (উর্দূ ভাষায় লিখিত) ঃ ১. 'আক'াইদ ইসলাম; ২. উসূলু'ল-ইসলাম; ৩. 'ইলমু'ল-কালাম; ৪. দাওয়াতে ইসলাম; ৫. ইছবাত সানি 'আলাম; ৬. হু'দুছ মাদ্দাহ ওয়া রূহ; ৭. বাশাইরু'ন-নাবিয়্যীন; ৮. আহ'সানু'ল-হ'াদীছ; ৯. মিসকু'ল-খিতাম, ১০. ইসলাম আওর নাস্' রানীয়াত।

বিবিধ ঃ ১. দাসতূর ইসলাম; ২. নিজ'াম ইসলাম; ৩. ইসলাম আওর ইশতিরাকিয়্যাত; ৪. 'আক'ল, উস্কী ফাযীলাত; ৫. নুবূওয়াত-ই কুবরা; ৬. মাক'াসি'দ বিছাত; ৭. শারহি হাদীছ ইফতিরাক উম্মাত; ৮. মাহাসিন-ই ইসলাম; ৯.' আক'ল আওর ইসলাম; ১০. শারাইত নুবূওয়াত; ১১. দা'ওয়াবি মিরযা; ১২. আওরাদ মুবারাকা; ১৩. পায়ামে ইসলাম।

তিনি চিশতিয়া ও নাক্'শবান্দিয়া উভয় ত'ারীক'ার বায়'আতের অনুমতিপ্রাপ্ত একজন পীর ছিলেন। ইহা ছাড়া ক'াদিরিয়া ও সুহরাওয়ারদিয়া তারীক'ার উপরও তাঁহার সাধনা অব্যাহত ছিল। 'আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশমীরী (র), আশরাফ আলী থানাবী (র) প্রমুখ মনীষী হইতে তিনি এই অনুমতি লাভ করেন। মাওলানা খালীল আহ'মাদ মুহাজির মাদানী, মাওলানা মুহ'াম্মাদ মাজহার নানুতাবী ও শাহ্ 'আবদু'ল-গ'ানী (র) হইতে সনদ রিওয়ায়াত (হাদীছ বর্ণনা সূত্র)-এর অনুমতি লাভ করেন। একজন কামিল পীর হওয়া সত্ত্বেও তিনি লোকদের বায়'আত করাইতেন না। কেহ অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলে মুফতী মুহ'াম্মাদ হাসান, প্রতিষ্ঠাতা জামে' 'আরাবিয়্যা আশরাফিয়া অথবা দারু'ল-'উলূম করাচীর প্রতিষ্ঠাতা মুফতী মুহ'াম্মাদ শাফী (র)-এর কাছে যাইবার পরামর্শ দিতেন। শাগরিদ ভক্তদের কেহ তাঁহার খেদমত করিতে চাহিলে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হইতেন এবং বলিতেন, আমার উচিত তোমার খেদমত করা। তিনি বলিতেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয প্রয়োজনীয় দীনী 'ইল্ম হাসিল করা, 'আলিম হওয়া জরুরী। কারণ দীনী 'ইল্ম মানুষকে সুসভ্য করিয়া গড়িয়া তোলে। ইল্মের সাথে সাথে 'আমলও জরুরী। 'আমল দীনী তারাক্ক'ীতে অনুপ্রেরণা জোগায়, 'ইবাদাতে আন্তরিকতা সৃষ্টি করে, আল্লাহর ভয় ভালবাসা অন্তরে জাগরূক রাখে।

তাঁহার ক্ষুরধার লেখনী সমসাময়িক যুগে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলির মূলে কুঠারাঘাত করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত উপমহাদেশ ইসলাম ও মুসলিম উম্মার ইতিহাসে দুর্যোগের ঘনঘটা নামিয়াছিল। বৃটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় খৃস্টান মিশনারী তৎপরতা ও ইহাদের নেপথ্য সহযোগিতায় কাদিয়ানী ধর্মমতের উদ্ভব ইসলামী 'আকীদা ও জীবনদর্শনের মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানে। দেশের হাক্কানী 'আলিমগণের সহিত মাওলানা কান্ধলাবীও ইহার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে ঝাপাইয়া পড়েন। তাঁহার তাত্ত্বিক লেখনী এই মতবাদগুলির অসারতা প্রমাণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

'আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, 'আল্লামা শাব্বীর আহ'মাদ 'উছ'মানী ও মাওলানা মুরতাদা' হ'াসান খান প্রমুখ দেশবরেণ্য আলিমগণকে লইয়া তিনি বহুবার ক'াদিয়ানী তৎপরতার প্রাণকেন্দ্র কাদিয়ান, ফীরূযপুর, গুরুদাসপুর ও লাহোর সফর করেন। এই সময়ে আয়োজিত বহু মাহফিলেও তিনি বক্তৃতা করেন। ইহাতে বিভ্রান্ত লোকদের অনেকেই অনুতপ্ত হইয়া ইসলামে ফিরিয়া আসে। অন্যদিকে ক'াদিয়ানীদের উপরও ইহা কম প্রভাব বিস্তার করে নাই। ফীরূযপুর ও পাঞ্জাবে ক'াদিয়ানীদের চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিতর্কসভায় মাওলানা কান্ধলাব'ীও একজন সদস্য ছিলেন। এই সময় তিনি কালিমাতুল্লাহ ফী হ'ায়াত-ই রুহি'ল্লাহ্ গ্রন্থটি রচনা করিয়া ইসলামের চিরন্তন ও শাশ্বত প্রত্যয়কে উদ্ভাসিত করিয়া তোলেন।

এই সম্পর্কে 'আল্লামা শাব্বীর আহ'মাদ 'উছ'মানী লিখিয়াছেন, প্রায় দুই বৎসর হইয়া গেল, ১৩৪০/১৯২২ সালে ফীরূযপুর ও পাঞ্জাবে কাদিয়ানীদের সাথে দেওবান্দের 'আলিমগণের বিতর্ক অনুষ্ঠানের কথা চলিতেছিল। সর্বপ্রথম বাহ'াছের বিষয় ছিল হযরত মাসীহ' ইব্ন মারয়াম (আ)-এর জীবন ও আসমানের উত্তোলন এবং দ্বিতীয়বার তাশরীফ আনয়ন প্রসঙ্গে। উক্ত অনুষ্ঠানে মাওলানা মুহ'াম্মাদ ইদরীস কান্ধলাব'ী দারু'ল-'উলূম দেওবান্দের প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিলেন। উক্ত সম্মেলনে তিনি যে তাত্ত্বিক ও অকাট্য বক্তব্য পেশ করিয়াছেন তাহাতে শ্রোতৃমণ্ডলী সন্তুষ্ট হয় এবং কাদিয়ানীদের ভিৎ কম্পিত হয় (হায়াত-ই 'ঈসা, পৃ. ৪১-৪২)।

১৯৫৩ খৃ. 'খাত্মে নুবূওয়াত' আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার সামরিক আইন জারী করে। ইহাতে বহু সংখ্যক 'আলিম গ্রেফতার হন। মাওলানা ইদরীস কান্ধলাব'ী সংশ্লিষ্ট তদন্ত কমিশন ও হাই কোর্টের ও শুনানীর সময় মাননীয় বিচারপতিগণের সামনে আসামী পক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। পাঞ্জাবে মাওলানা 'আবদু'ল-মা'জদ দারয়াবাদীকেও তিনি বিশেষ সহায়তা করেন।

মাওলানা কান্ধলাবী পাকিস্তান আন্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাকিস্তানে শাসনতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন। তিনি জাম'ঈয়াত 'উলামা-ই ইসলাম-এর একজন শীর্ষস্থানীয় সদস্য ছিলেন। দেশের নেতৃস্থানীয় 'আলিমগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইসলামী শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত হইতেছিল। উহাতেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এই উদ্দেশে গঠিত 'উলামা কমিটিতে (৩১ সদস্যবিশিষ্ট)-ও তিনি সদস্য ছিলেন । মাওলানা ইহ'তিশামু'ল-হ'াক্ক থানাবী ও আল্লামা সায়্যিদ সুলায়মান নাদাবী এই কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন।

বৃদ্ধ বয়সে তিনি নানা রোগে আক্রান্ত হন। আগস্ট ১৯৭২-এ আকস্মিকভাবে রোগ বাড়িয়া যায়। ইহার পর হইতে তিনি আর পূর্ণ সুস্থ হন নাই। ১৯৭৩-৭৪ সালে তাঁহার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এই সময়ও তিনি দায়িত্ব পালনে যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেন। ৮ রাজাব, ১৩৯৪/২৮ জুলাই, ১৯৭৪ তারিখে তিনি লাহোরে ইনতিকাল করেন এবং সেখানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুহ'াম্মাদ ইদরীস কান্ধলাবী, সীরাতু'ল-মুস্'তাফা, তা'আরুফ, দিল্লী ১৯৮০ খৃ., পৃ. ১৩; (২) মুহ'াম্মাদ মিয়া সি'দ্দীকী, তায'কিরাহ মাওলানা ইদরীস কান্ধলাবী, মাকতাবা 'উছ'মানিয়া, লাহোর ১৯৭৭ খৃ.।

মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী

ইদ্‌রীস ইবনু'ল-হ'াসান (ادريس بن الحسن) ঃ ইমাদুদ্দীন, য়ামান-এর শেষ প্রধান ইস্‌মা'ঈলী দা'ওয়া (دعوة মতবাদ প্রচার) [দ্র.]-র প্রবক্তা, কুরায়শ-এর একটি প্রধান শাখা আল-ওয়ালীদ পরিবারের সদস্য ছিলেন; যেই পরিবার ৭ম/১৩ম শতকের প্রারম্ভ হইতে মুস্‌তা'লী-ত'ায়্যিব দা'ওয়ার শীর্ষস্থানে ছিল। মাউন্ট হ'ারায-এর একটি সুউচ্চ শৃঙ্গে অবস্থিত একটি শক্তিশালী ইস্‌মা'ঈলী ঘাটি শিবাস দুর্গে ৭৯৪/১৩৯২ সালে তাঁহার জন্ম হয়। ৮৩২/১৪২৮ সালে তিনি উন্‌বিংশতম দা'ঈ (داعى)-রূপে তাঁহার পিতৃব্য 'আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ-র স্থলাভিষিক্ত হন। একজন বহুমুখী গ্রন্থকার হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন রাজনীতিক ও যোদ্ধা। স'াদর যায়দীগণের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি কতিপয় ইস্‌মা'ঈলী দুর্গের পুনর্দখল লাভ করেন। ১৯ যু'ল-কা'দা, ৮৭২/১০ জুন, ১৪৬৮ তিনি ইনতিকাল করেন।

তাঁহাকে দা'ওয়া সংক্রান্ত সর্বাপেক্ষা প্রখ্যাত ঐতিহাসিকরূপে বিবেচনা করা হয়। তাঁহার রচিত তিনটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ ৫ম /১১শ হইতে ৯ম/১৫শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত কালের ইসমা'ঈলী ইতিহাসের প্রধান উৎসরূপে বিবেচিত। প্রথম গ্রন্থ 'উয়ূনু'ল-আখবার (সাত খণ্ডে) ইসমা'ঈলী ইমামবর্গ ও ফাতি'মী রাজবংশ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত ইতিহাস। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে য়ামানে দা'ওয়ার সূচনা এবং সুলায়হী (দ্র.)-গণের প্রসঙ্গে মূল্যবান তথ্য রহিয়াছে। দুই খণ্ডে সমাপ্ত দ্বিতীয় গ্রন্থ নুযহাতু'ল-আফ্‌কার, য়ামানে ইসমা'ঈলী ইতিহাস, বিশেষত সুলায়হীগণের পতন হইতে ৮৫৩/১৪৪৯ সালের মধ্যবর্তী কালের ইতিহাস বর্ণনা করে এবং এই অঞ্চলে দা'ওয়ার তিন শত বৎসরের ইতিহাসের জন্য এই গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎসরূপে বিবেচিত। রাওদ'াতু'ল-আখ্‌বার নামক তৃতীয় গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী গ্রন্থের ধারাবাহিক আলোচনা (Continuation) যাহাতে ৮৭০/১৪৬৫ সাল পর্যন্তের ঘটনাবালীকে যুক্ত করা হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থ দুইটি সমসাময়িক কালের ঘটনাবলী বর্ণনা করে এবং য়ামানী ইতিহাসের একটি অস্পষ্ট কাল সম্পর্কে আলোকপাত করে বলিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইমামগণ ও দা'ঈবৃন্দের স্তুতিমূলক কবিতা ব্যতীত তাঁহার দীওয়ান (কাব্যগ্রন্থ)-এ কিছু ঐতিহাসিক তথ্য রহিয়াছে। ইস্‌মা'ঈলী মতবাদ সম্পর্কে তাঁহার রচিত গ্রন্থ, যাহরু'ল-মা'আনী, হ'াকাইক' (حقائق) [দ্র.] প্রসঙ্গে য়ামানী দা'ওয়ার সর্বোচ্চ কৃতিত্বরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। সুন্নী, যায়দী ও মু'তাযিলী মতবাদের প্রতিবাদমূলক গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অধিকাংশ গ্রন্থ অদ্যাবধি বিদ্যমান এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত জীবনীমূলক সূত্রগুলি রচয়িতারই নিজস্ব রচনা; আরও দ্র. (১) ইস্‌মা'ঈল ইব্‌ন 'আবদি'র-রাসূল আল-মাজ্‌দু' ফিহরিস্‌ত, সম্পা. 'আলী নাকী মুন্‌যাবী, তেহ্‌রান ১৯৬৬, খৃ., ৩৪, ৪৪, ৭৩-৭, ৮৫, ৯৭, ১০৩, ১৫০-১ ২৩৯-৪২, ২৭০, ২৭৫-৭; তাঁহার রচনাবলী ও সূত্রসমূহের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য দ্র.। (২) ইস্‌মা'ঈল পুনাওয়ালা, Bibliography of Ismaili Literature, Malibu, Calif, ১৯৭৭ খৃ., ১৬৯-৭৫।

I. Poonawala (E.I.[2] Suppl.)/মুহামাদ ইমাদুদ্দীন

ইদরীস ইবনুল-হু'সায়ন (ادريس بن الحسين) ঃ ইব্‌ন আবী নুমায়্যি, আবূ আওন, ১১শ/১৭শ শতকের প্রারম্ভভাগের মক্কা নগরীর শারীফ। তিনি ৯৭৪/১৫৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০১১/১৬০২-৩ সালে তাঁহার ভ্রাতা আবূ তালিবের পর ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহ্'সিনের সহিত একযোগে হিজায-এর গভর্নর ও শারীফ নিযুক্ত হন। ক্ষমতার এই বণ্টন অবশ্য সমাপ্তি লাভ করে এক প্রচণ্ড অভ্যন্তরীণ পারিবারিক কলহের মাধ্যমে। আপাতদৃষ্টিতে ইদরীস-এর কর্মচারী ও অনুসারী (খুদ্দাম) প্রসঙ্গে সৃষ্ট এই বিবাদের ফলশ্রুতিতে ১০৩৪/১৬২৪-২৫ সালে পরিবারের পক্ষ হইতে ইদরীস পরিত্যক্ত হন এবং হি'জায-এর গভর্নর পদে তাঁহারা মুহ্'সিনকে সমর্থন দান করে। একটি যুদ্ধ বিরতির মাধ্যমে এই সংঘাতের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং এই সময়ে ইদরীস সম্পূর্ণভাবে মক্কা ত্যাগ করার অঙ্গীকার করেন। ইহার পর তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ইনতিকাল করেন। জাবাল শাম্মার-এর য়াতি'ব-এ তাঁহাকে দাফন করা হয় (১৭ জুমাদা-ছানী,১০৩৪/২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৬২৫)। ক্ষমতার শীর্ষে থাকাকালীন তাঁহার উদ্দেশে যে সকল স্তুতিবাচক কাব্য রচনা করা হইয়াছিল তাহা হইতে মুহি'ব্বী পুনঃপুনঃ উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রধান গ্রন্থপঞ্জীমূলক নির্দেশিকাটি হইতেছে ঃ (১) মুহিব্বী, খুলাসাতু'ল-আছার, কায়রো ১২৮৪/১৮৬৭-৮ ১খ., ৩৮০-৪; অতিরিক্ত দ্র. (২) 'উছমান ইব্‌ন বিশ্‌র আন-নাজীদ, উনওয়ানু'ল-মাজ্‌দ ফী তারীখ নাজ্‌দ, রিয়াদ ১৩৮৫-৮/১৯৬৫-৮, ১খ, ৩২; (৩) আহ'মাদ ইব্‌ন যায়নী দাহ্'লান, খুলাস'াতু'ল কালাম ফী বায়ান উমারাইল-বালাদি'ল-হ'ারাম, কায়রো ১৩০৫/১৮৮৭-৮, পৃ. ৬৪-৬; (৪) যিরিকলী, আল-আলাম, ১খ, ২৬৬।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2] Suppl.) মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

ইদরীসিয়্যা (ادريسية) ঃ (ব. ব. ইদ্‌রীসিয়্যূন, আদারিসা) ইদরীসী 'আলী ইব্‌ন আবী তা'লিবের বংশধর দ্বারা গঠিত মরোক্কীয় রাজবংশ, ইহা

প্রথম ইদ্রীস (দ্র.) কর্তৃক ১৭২/৭৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম ইদ্রীসের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ইদ্রীস (দ্র.) এই উত্তরাধিকার লাভ করেন। শেষোক্ত জনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই বংশের অবক্ষয় শুরু হয়। তিনি বারজন পুত্র রাখিয়া যানঃ মুহাম্মাদ, আহ'মাদ, 'উবায়দুল্লাহ, 'ঈসা, ইদ্রীস, জাফার, হা'ম্যা, য়াহ'য়া, 'আবদুল্লাহ, আল-কা'সিম, দাউদ ও 'উমার। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহ'াম্মাদ (প্রবন্ধান্তের তালিকায় তৃতীয় স্থান) তাঁহার উত্তরাধিকার লাভ করেন এবং তিনি তাঁহার পিতামহী কানযার পরামর্শে তাঁহার প্রাপ্ত বয়স্ক ভ্রাতাদের মধ্যে রাজ্য বণ্টন করিয়া দেন, নিজের অধিকারে তিনি ফাস-এর রাজধানী রাখেন। আল-কা'সিম প্রাপ্ত হন বসরাসহ তান্জা এবং ইহার অংগরাজ্যসমূহ। উমার পাইলেন সিনহাজার দেশসমূহ ও রিফ-এর গুমারা। দাউদ পাইলেন তাজার পূর্বে অবস্থিত হাওয়ারা প্রদেশ। য়াহ্য়া পাইলেন দায় ও ইহার অঙ্গরাজ্যসমূহ। ঈসার ভাগে পড়িল সালার (শাল্লা) সহিত ওয়াযেক্'কুর ও উত্তর তামেস্না। হা'মযার অধিকারে আসিল আল-আওদিয়্যা যাহা ছিল ওয়ালীলার রাজ্য। উবায়দুল্লাহ্ লাভ করিলেন লামতা ও ইহার অঙ্গরাজ্যসহ দক্ষিণ অঞ্চল। যে যুবরাজগণ শাসনকার্য পরিচালনার পক্ষে উপযুক্ত বয়সে উপনীত হন নাই তাঁহারা তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতামহীর অভিভাবকত্বের অধীনে রহিলেন। একই সময়ে তেলেমসেন (Tlemcen- আগাদির) ছিল ২য় ইদরীসের চাচাত ভাই মুহ'াম্মাদ ইব্ন সুলায়মানের জায়গীর।

এই বণ্টন অচিরেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ম দেয়। ওয়াযেক্'কু'রের শাসনকর্তা মুহ'াম্মাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তিনি তাঁহার ভ্রাতা তাঞ্জার শাসনকর্তা আল-কাসিমের নিকট বিদ্রোহীকে শাস্তি দিতে আবেদন করেন। আল-কাসিম তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করায় তিনি ওয়াযেক্'কূ'র আক্রমণ করেন এবং 'ঈসাকে বিতাড়িত করেন। 'ঈসা সালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর 'উমার আল-কাসিমের বিদ্রোহের শাস্তি প্রদানের জন্য তানজা'র দিকে অগ্রসর হন। পরাজিত হইয়া আল-কাসিম আয়ায়লা (আরযিলা)-তে পলায়ন করেন। তিনি ইহার নিকটেই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ 'উমারকে তাঞ্জার শাসনকর্তার পদ দেওয়া হয় এবং তিনি আমৃত্যু তাঁহার ও তদীয় ভ্রাতার রাজ্য শাসন করিয়া সিনহাযা দেশের আল-ফারাস-এ ফাজ্জ নামক স্থানে শাওওয়াল ২২০/ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ৮৩৫ সালে ইনতিকাল করেন। তাঁহার লাশ দাফন করিবার জন্য ফাস-এ প্রেরণ করা হয়। মুহ'াম্মাদের আদেশানুসারে শাহ্জাদাদের প্রতিপালনের জন্য বরাদ্দ (apange) সম্পত্তি তাঁহার পুত্র 'আলী ইব্ন উমারের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়। মুহ'াম্মাদ তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর পর মাত্র সাত মাস জীবিত ছিলেন এবং আট বৎসরের বেশী সময় রাজ্য শাসনের পর রাবীউছ-ছানী ২২১/মার্চ-এপ্রিল ৮৩৬ সালে ফাস-এ ইনতিকাল করেন। সেখানেই তাহাকে দাফন করা হয়। তিনি তাহার নয় বৎসর বয়স্ক চতুর্থ পুত্র আলীকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। "আওরাবা" ও বারবারদের জোট তাঁহার নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে এবং গোত্রপ্রধানগণ তাঁহার বয়প্রাপ্তির কাল পর্যন্ত রাজপ্রতিনিধি (regent) হিসাবে কাজ করেন। তিনি মহৎ গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন এবং রাষ্ট্রকে সুসংগঠিত করিতে, শান্তি স্থাপন করিতে এবং উহার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করিতে সফল হইয়াছিলেন। তিনি তের বৎসর যাবত ফাস-এ রাজত্ব করেন এবং রাজাব ২৩৪/জানুয়ারী ৮৪৯ সালে ইনতিকাল করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা য়াহ্'য়া (৫ নং) তাঁহার উত্তরাধিকার লাভ করেন। তাঁহার শান্তিপূর্ণ শাসনামলে আন্দালুস ও ইফরীকি'য়া হইতে অনেক অধিবাসী (immigrant) বসবাসের জন্য আসে। শীঘ্রই শহরটি জনসংখ্যার তুলনায় অপরিসর হইয়া পড়ে এবং অনেক নূতন দালান; বিশেষত ফাস-এর দুইটি বৃহৎ মসজিদ, কা'রাবি'য়্যীনে একটি ও আন্দালুসে একটি—এই উভয় মসজিদই ২৪৫/৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। য়াহ্'য়া ২৪৯/৮৬৩ সালে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় য়াহ্'য়া (৬ নং) তাঁহার উত্তরাধিকার লাভ করেন। শাসনকার্যে তাঁহার কোন দক্ষতাপ্রবণতা দেখা যায় না, বরং তিনি তাঁহার রাজ্যের পুনর্বণ্টনে মনোনিবেশ করেন। বানূ উমার গোত্র তাঁহাদের রাজ্যসীমা পূর্ববৎ রাখে কিন্তু দাউদ তাঁহার রাজ্য বহুল পরিমাণে বাড়াইয়া নেন। তাঁহার মহানুভব ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকাকালীন নদীর দক্ষিণ তীরের যে অংশ তিনি কিছু কালের জন্য দখল করিয়াছিলেন, সেই অংশেই তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। আল-কাসিমের পরিবার ফাস-এর পশ্চিম অংশ দুই গোত্র লওয়াতা ও কুতামা অধ্যুষিত অঞ্চলের শাসনভার লাভ করে। য়াহ্'য়ার মাতুল হু'সায়ন এটলাস পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ফাস-এর দক্ষিণ দিকের রাজ্য লাভ করেন। য়াহ্'য়া অসৎ জীবন যাপন করিতেন এবং একটি কলঙ্কজনক ঘটনার জন্য তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া আন্দালুসীয়দের অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি সেইখানে ইনতিকাল করেন (২৫২/৮৬৬ খৃ.)। তাঁহার মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত। তিনি তাঁহার চাচাত ভাই গুমারার শাসনকর্তা 'আলী ইব্ন 'উমার (নং ৭)-এর এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং যখন ফাস-এর এক ক্ষমতাশালী নাগরিক আবদু'র-রাহমান ইব্ন আবী সাহ্ল আল-জুযামী অসন্তোষের সুযোগে ক্ষমতা দখল করিলেন, য়াহ্'য়ার বিধবা পত্নী তখন তাঁহার পিতার নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। তিনি কারাবিয়্যীন অঞ্চল দখল করেন এবং শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপিত করেন। এইভাবে মুহাম্মাদের পরিবার হইতে 'উমারের পরিবারে ক্ষমতা চলিয়া যায়। 'আলী ইব্ন 'উমারের শাসনামলে আবদু'র রাযযাক' নামক এক সুফরী খারিজী ফাস-এর দক্ষিণে অবস্থিত পার্বত্য জেলা মাদয়নাতে বিদ্রোহ করে। কতিপয় যুদ্ধের পর আলী পরাজিত হন এবং শহর ত্যাগ করিয়া আওরাবাদের নিকট আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। আবদু'র রাযযাক আন্দালুসীয়দের মহল্লা অধিকার করেন; কিন্তু কারাবিয়্যীন এলাকা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করে এবং আল-মিক্দাম নামক তৃতীয় য়াহ্য়া ইবনু'ল-কা'সিমকে (নং ৮) শাসনকর্তা হিসাবে আহ্বান করেন।

এই যুবরাজের সহিত ক্ষমতা পুনরায় আর এক পরিবারে হস্তান্তরিত হয়। তিনি আন্দালুসীয় এলাকা উদ্ধার করিতে সমর্থ হন এবং দখলদার ব্যক্তি পালাইয়া যায়। তিনি দীর্ঘকাল যাবত সমগ্র রাজ্য শাসন করেন এবং সুফ্রীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি ২৯২/৯০৫ সালে এক যুদ্ধে য়াহ্'য়া ইব্ন ইদরীস ইব্ন 'উমারের (নং ৯) সেনাপতি রাবী ইব্ন সুলায়মান কর্তৃক নিহত হন।

অতঃপর বহিরাগতদের ভীতি প্রদর্শনের দরুন গৃহযুদ্ধ জটিলতর হয়। ইফরীকি'য়ার ফাতিমীদের দ্বারা রাজ্যটি আক্রান্ত হয়। চতুর্থ য়াহ্'য়া ফাতিমী সেনাপতি মাস'ালা ইব্ন হা'বুস কর্তৃক পরাজিত হন (৩০৫-৯১৭ সালে) এবং মাহ্দীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিতে ও তাহাকে কর প্রদান করিতে বাধ্য হন। তিনি ফাস ও তৎপ্রদেশের শাসনকর্তার পদ রক্ষা করেন এবং

বাকী অঞ্চলের শাসনভার মিক্‌নাসার প্রধান ও সেনাপতির চাচাতো ভাই মূসা ইব্‌ন আবু'ল-আফিয়াকে দেওয়া হয়। সমগ্র রাজ্যের উপর শাসন কর্তৃত্ব লাভের যানাতী উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে য়াহয়া এইভাবে ব্যাহত করিতেছিলেন। মাসালো ৩০৭-৯১৯-২০ সালে দ্বিতীয়বার আগমন করিয়া এবং মূসা কর্তৃক য়াহয়া সম্পর্কে সতর্কীকৃত হইয়া তাহাকে বন্দী করিয়া পদচ্যুত করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার শত্রুর হস্তে পতিত হন এবং তাঁহাকে আজায়লাতে নির্বাসনে যাইতে হয়। মাস'ালা অতি সত্বর ফাস-এ একজন শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং যানাতীদের হস্তে রাজত্বভার সোপর্দ করিয়া সেই স্থান হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ৩১৩/৯২৫ সালে আল-হ'জ্জাম নামধারী আল-হ'াসান ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইবনি'ল-কাসিম (নং ১০) বিদ্রোহ করেন এবং মূসাকে পরাজিত করিয়া ফাস অধিকার করিতে সমর্থ হন। কিন্তু দুই বৎসর পর ৩১৫/৯২৭ সালে ফাস-এর শাসনকর্তার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তিনি মূসার কবলে পতিত ও নিহত হন।

পশ্চিম মাগ'রিবের একচ্ছত্র শাসনকর্তা হইয়া মূসা ইদ্‌রীসীদের হাজারুন-নাস'র-এ অবস্থিত দুর্গ পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করেন (৩১৭/৯২৯) এবং স্পেনের উমায়্যা শাসনকর্তার প্ররোচনায় ফাতি'মী খলীফাদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। স্পেনের শাসনকর্তা ৩১৪/৯২৭ সালে মালীলা দখল করিবার পর ৩১৯/৯৩১ সালে সবেমাত্র সাবতা (ceuta) অধিকার করিয়াছিলেন। ফাতি'মী খলীফা অতঃপর তাঁহার সেনাপতি হু'মায়দ ইব্‌ন য়াস'ালকে প্রেরণ করেন এবং মূসা পরাজিত হন। ইদরীসী রাজপরিবার তাহাদের দুর্গের অবরোধ উঠাইতে এবং যানাতা সৈন্যদের ধ্বংস করিতে এই সুযোগ গ্রহণ করেন। এইবার ফাতি'মী সেনাপতি মাইসূর তাহাকে পলায়নে বাধ্য করেন এবং ইদরীসীগণ তাঁহার নিহত হওয়ার পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। মূসাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য মাইসুরকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইদরীসীগণ অতঃপর নিজেদেরকে রিফ-এ ও দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে প্রতিষ্ঠিত করে; কখনও উমায়্যা খলীফাকে এবং কখনও ফাতি'মী খলীফাকে অধিরাজ হিসাবে স্বীকার করে। আল-ক'াসিম গ'ান্নুন (১১ নং) ৩৩৭/৯৪৮-৯ সাল পর্যন্ত ফাতিমী খলীফার নামে শাসন করিতেন। তাঁহার পুত্র আবু'ল আয়শ আহ্'মাদ (১২ নং), উমায়্যা তৃতীয় আবদুর-রাহমান আন্-নাসি'র-এর নামে শাসন করেন, কিন্তু তাঁহার কাছে তানজা ছাড়িতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন; তাঁহাকে শহরে অবরোধ করা হয় এবং পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করা হয়। অতঃপর দেশটি উমায়্যাদের দ্বারা অধিকৃত হয়। আবুল-আয়শ কেবল আল-বাস'রা ও আজায়লা-এর অঞ্চলগুলি নিজের অধীনে রাখেন। অতঃপর তিনি তাঁহার ভ্রাতা আল-হ'াসান ইব্‌নুল-ক'াসিম গান্নুন-এর (১৩ নং) নিকট তাঁহার ক্ষমতা সমর্পণ করেন এবং স্পেনের ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে যাত্রা করেন।

৩৪৭/৯৫৮ সালে ফাতি'মী সেনাপতি জাওহার উমায়্যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং তাহাদেরকে পরাজিত করিয়া সমগ্র দেশ পদানত করেন। ইদরীসী যুবরাজ পুনরায় ফাতিমী খলীফার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ৩৬২/৯৭২ সালে প্রথম পরাজয় বরণ করিয়া উমায়্যাগণ সেনাপতি গালিবকে হাজারুন নাস'র-এ ইদরীসীগণকে অবরোধ করিবার উদ্দেশে প্রেরণ করেন। ৩৬৩/৭৪ সালে আল-হ'াসান আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং তাঁহাকে কর্ডোভায় লইয়া যাওয়া হয়। অতঃপর গালিব সকল ইদরীসীকে তাহাদের রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করেন এবং তাহাদেরকে অথবা তাহাদের পুত্রদেরকে জামিন (hostage)-রূপে আন্দালুসীয় রাজধানীতে লইয়া যান। পরবর্তী কালে ৩৬৮/৯৭৯ সালে বুলুগীন ইব্‌ন যিরী উমায়্যাগণকে পরাজিত করিয়া পশ্চিম মাগ'রিব অধিকার এবং দেশে ফাতিমী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইফরীকি'য়্যা হইতে আগমন করেন। ইতোমধ্যে আল-হ'াসান, যাহাকে প্রথমে স্বাগত জানানো হইয়াছিল, কর্ডোভা হইতে নির্বাসিত হন এবং মিসরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বেশ কয়েক বৎসর পর পুনরায় ক্ষমতা দখলের জন্য তিনি ফাতি'মী সমর্থনে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি আল-মানসু'র কর্তৃক প্রেরিত 'উমায়্যা সেনাপতি কর্তৃক পরাজিত ও বন্দী হন এবং ৩৭৫/৯৮৫ সালে কর্ডোভার দিকে যাইবার পথে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। এইভাবে দুই শতাব্দীরও বেশী সময় পরে ইদরীসী বংশ লুপ্ত হইয়া যায়। পরবর্তী কালে বানূ উমারের বংশোদ্ভূত একটি শাখা মালাগায় একটি রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। এই রাজ্য বিশ বৎসরের কিছু বেশি সময় যাবত স্থায়ী হয় (দ্র. হাম্মূদী)। বর্তমানে মরক্কোতে ইদরীসী বংশের এক বিপুল সংখ্যক "শারীফ"-এর অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে (দ্র. শুরাফা)।

ইদরীসী শাসকবর্গের তালিকা

১. প্রথম ইদরীস ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ্ ১৭২/৭৮৯ হইতে ১৭৫/৭৯১;
(রাশীদ, অন্তর্বর্তীকালীন শাসক ১৭৫/৭৯১ হইতে ১৮৬/৮০২);
(আবূ খালিদ অন্তর্বর্তীকালীন শাসক ১৮৬/৮০২ হইতে ১৯২/৮০৮);
২. দ্বিতীয় ইদরীস ইব্‌ন ইদরীস প্রথম ১৯২/৮০৮ হইতে ২১৩/৮২৮;
৩. মুহ'াম্মদ ইব্‌ন ইদরীস দ্বিতীয় ২১৩/৮২৮ হইতে ২২১/৮৩৬;
৪. 'আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ২২১/৮৩৬ হইতে ২৩৪/৮৪৯;
৫. প্রথম য়াহ্'য়া ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ২৩৪/৮৪৯ হইতে ২৪৯/৮৬৩;
৬. য়াহয়া ইব্‌ন য়াহ্'য়া ২৪৯/৮৬৩ হইতে ২৫২/৮৬৬;
৭. দ্বিতীয় আলী ইব্‌ন 'উমার ২৫২/৮৬৬ হইতে ?
৮. তৃতীয় য়াহ্'য়া ইব্‌নু'ল-কাসিম (?) হইতে ২৯২/৯০৫;
৯. চতুর্থ য়াহ'য়া ইব্‌ন ইদরীস ইব্‌ন 'উমার ২৯২/৯০৫ হইতে ৩০৭/৯১৯-২০ (ফাতিমী শাসনকর্তা, মূসা ইব্‌ন আবি'ল-আফিয়া);
১০. আল-হাসানু'ল-হ'জ্জাম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ৩১৩/৯২৫ হইতে ৩১৫/৯২৭ (মূসা ইব্‌ন আবি'ল আফিয়্যা);
১১. আল-ক'াসিম গান্নুন ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইবনি'ল কাসিম ৩২৬/৯৩৭-৮ হইতে ৩৩৭/৯৪৮-৯;
১২. আবু'ল-আয়শ আহ'মাদ ইব্‌নু'ল-কাসিম গান্নুন ৩৩৭-৮/৯৪৮-৯ হইতে ৩৪৩/৯৫৪-৫;
১৩. আল-হ'াসান ইব্‌নু'ল - ক'াসিম গ'ান্নুন ৩৬৩/৯৭৪ এবং ৩৭৫/৯৮৫।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়া'কূবী, বুল্‌দান, ৩৫৭-৯ পৃ. (অনু. Wiet, ২২৩-৬); (২) ইব্‌ন হ'ায্‌ম, জাম্‌হারা, সম্পা. Levi-Provencal, ৪৩-৪; (৩) বাক্‌রী, মাসালিক, সম্পা. ও অনু. de Slane, পৃ. ১১৮-৩২, ২৩১-৫৬; (৪) অজ্ঞাতনামা লেখক, আল-ইস্তিবস'ার, সম্পা. আবদু'ল-হ'ামীদ, আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৫৮ খৃ., ১৯৪-৬ (অনু. Fagnan, ১৪৯-৫৫); (৫) ইব্‌ন ইযারী, ১খ, ৮২-৪, ২১০-৪, ২৩৫প. (অনু. Fagnan, ১খ, ৯৬-৯, ৩০৩-১০, ৩৪৪ প.); (৬) ইব্‌ন আবী যার', রাওদু'ল-কির্‌তাস, লিথু, ফেয তা. বি., ৪-৬৩ (অনু. Beaumier, ৯-১৩০); (৭) য়াহ্'য়া ইব্‌ন খালদূন, বুগ'য়াতুর-রুওয়াত, সম্পা. ও অনু.

Bel, ১খ, ৭৯-৮৩/১০১-১০; (৮) জায়না'ঈ, যাহ্‌রাতু'ল-আস, সম্পা. ও অনু. Bel, ৭-২৩, ৩৪ প. ৪৮ প. ২৭-৬১, ৮৪ প., ১৬৯প.; (৯) ইব্‌ন খালদূন, ইবার, সম্পা. ও অনু. de Slane, ৪খ, ১৪-১৮/২, ৫৫৯-৭১; (১০) নাসিরী সালাবী, ইসতিক্‌সা, ১খ, ১৩৩-৮৮ (অনু. Graulle, ১-৭৯); (১১) ফুদ'আয়লী, আদ-দুরারু'ল-বাহিয়্যা, লিথু, ফেয ১৩১৪, ২খ, ১১-১৫; (১২) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন জা'ফার আল-কাত্তানী, আল- আযহারু'ল-আত'িরা, লিথু., ফেয ১৩২৪, ১৮৫-৯৪; (১৩) জাম'উ'ত-তাওয়ারীখ মাদীনাত ফাস, সম্পা. Cousa, ৪-১৩; (১৪) Lavoix, Catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliotheque Nationale, ii, Espagne et Afrique, ৩৭১-৯৫; (১৫) Fournel Berbers, ১খ, ৪৯৬-৫০৪ ; ২খ, ১৩-২১, ১৫৪-৯, ২১৯-২০, ২৮৬-৮, ২৯৩-৫, ২৯৯-৩০৩, ৩২৫-৬, ৩৬৩-৫; (১৬) G. Marcais, La Berberie musulmane, ১১৬-২৬; (১৭) H. Terrasse, Hist., du Maroc, ১খ., ১০৭-২৮।

D. Eustache (E.I.²)/পারসা বেগম

আল-ইদরীসী (الادريسى) ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ ইব্‌ন ইদরীস আল-আলী বিআমরিল্লাহ্। তাঁহার অতি সম্ভ্রান্ত বংশক্রমের জন্য তিনি আশ্-শারীফ আল-ইদরীসী নামেও পরিচিত। তাঁহার খ্যাতির মূলে রহিয়াছে কিতাব নুযহাতি'ল-মুশতাক ফী ইখতিরাকিল-আফাক নামক একটি বর্ণনামূলক ভূগোল গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি সিসিলির নর্মান রাজা দ্বিতীয় রোজার-এর আদেশে স্বয়ং গ্রন্থকার কর্তৃক নির্মিত একটি বৃহদাকার রৌপ্য সমতল-গোলকের ব্যাখ্যারূপে রচিত হইয়াছিল। এই কারণে গ্রন্থটি কিতাব রুজার (Book of Roger) অথবা আল্-কিতাবু'র রুজারী নামেও পরিচিত। টিকিয়া থাকা ছয়টি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির শেষাংশে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গ্রন্থটি ৫৪৮/১১৫৪ সনে সমাপ্ত হয়। আল-ইদরীসীর জীবনকাল সম্পর্কে ইহাই একমাত্র নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত তারিখ। তাঁহার সম্পর্কে জীবনীমূলক টীকা বেশ দুর্লভ এবং F. Pons Boigues-এর মতে ইহার কারণ হইতেছে, 'আরব জীবনীকারগণ তাঁহাকে একজন দলত্যাগীরূপে বিবেচনা করিতেন। কারণ তিনি একজন খৃস্টান রাজার দরবারে বাস করিতেন এবং তাঁহার রচনাবলীতে তিনি তাঁহার গুণগান করিয়াছেন। কোন কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের মতে তিনি ৪৯৩/১১০০ সালে সিউটাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং কর্দোভাতে শিক্ষালাভ করেন। ইহা হইতে তাঁহার উপনাম আল-কু'রতুবী। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি স্পেন ও উত্তর আফ্রিকায় ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেন। কী পরিস্থিতিতে তিনি সিসিলিতে রাজা দ্বিতীয় রোজার- এর দরবারে অবস্থান করিতে বাধ্য হন তাহা জানা যায় নাই। একইভাবে তাঁহার জীবনের শেষাংশ অথবা তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কেও বিস্তারিত জানা যায় নাই। কাহারও কাহারও মতে ৫৬০/১১৬৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার সমসাময়িক সিসিলীয় 'আরব কবি ইব্‌ন রাশরূন (অথবা বিশরূন) উল্লেখ করিয়াছেন যে, আল্-ইদরীসী প্রথম উইলিয়াম-এর জন্য রাওদু'ল-উন্‌স ওয়া নুযহাতু'ন-নাফ্‌স-নামে অপর একটি ভূগোল ভিত্তিক গ্রন্থ রচনা করেন। তবে ইহার সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন প্রকার নিশ্চিত সন্ধান পাওয়া যায় নাই। Reinaud ও Rommel-এর মতে এই তথ্যসমূহের পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায় এইভাবে যে, আবু'ল-ফিদা কর্তৃক তাঁহার তাক'বীম গ্রন্থে আল্-ইদরীসী হইতে যে সকল উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা Book of Roger-এর অনুরূপ অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তুর সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। লক্ষণীয় যে, আবুল-ফিদা অপর একটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন যাহাকে তিনি তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় কিতাবুশ-শারীফ আল-ইদরীসী ফিল-মামালিক ওয়াল-মাসালিক নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বর্তমান শতকের প্রারম্ভে J. Horovitz ইস্তাম্বুলে একটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান লাভ করেন। ইহা হইতেছে আল-ইদরীসী প্রণীত উনসু'ল-মাহাজ ওয়া রাওয়াদু'ল-ফুরাজ নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপির শেষাংশে প্রাপ্ত অপর একটি নির্দেশনা অনুযায়ী ইহার নাম রাওয়াদু'ল-ফুরাজ ওয়া নুযহাতু'ল-মুহাজ। C.F. Seybold তাঁহার প্রণীত E.I.[১]- এর জন্য রচিত আল্-ইদরীসী প্রবন্ধে বলেন যে, ইহা হইতেছে প্রথম উইলিয়াম-এর জন্য লিখিত আল-ইদরীসীর দ্বিতীয় ভূগোল গ্রন্থের সারসংক্ষেপ। অন্যদিকে J. H. Kramers-এর মতে ইহা হইতেছে ৫৮৮/১১৯২ সালে লিখিত বিখ্যাত ইদরীসীর সংক্ষেপণকর্ম যাহা এক শতাব্দী পরে পুনঃলিখিত হইয়াছে। কারণ ইহাতে অতিরিক্তরূপে বিষুবরেখার দক্ষিণে একটি অষ্টম জলবায়ু এলাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং গ্রন্থকার ইব্‌ন সা'ঈদ-এর বরাত রহিয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থকার আনু. ৬৭০/১২৭০ সালের লোক। এই সংক্ষেপণটি সাধারণভাবে "ক্ষুদ্র ইদরীসী" নামে পরিচিত, K. Miller এই নামই দিয়াছেন এবং পরে তাহা সাধারণভাবে গৃহীত হয়।

Book of Roger-এর সম্পূর্ণ ভাষ্য ছাড়াও অতিরিক্তরূপে একটি সংক্ষেপিত ভাষ্য বর্তমান রহিয়াছে, যাহার মধ্যে মধ্যে কিছু অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং এই বাদ দেওয়ার কোন সুস্পষ্ট হেতুও বুঝা যায় না। এইভাবে সংক্ষেপিত করার কারণে ইহাকে পরিপূর্ণভাবে মূল্যায়ন করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, ইহাকে বিভিন্ন সূত্রে যে সকল নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে; "estratto spoglio" (Schiaparelli), "resume superficiel" (Seybold, " incomplete abridgement' (Kramers)" Extraits maegres" (Lelewel)। এই সংক্ষিপ্ত ভাষ্যটি, যাহা ১৯৫২ খৃ. রোমস্থ মেডিসি প্রকাশনা কর্তৃক প্রথম মুদ্রিত ধর্মনিরপেক্ষ 'আরব গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তাহা কিতাব নুযহাতি'ল-মুশ্‌তাক' ফী যিক্‌রি'ল-আমসা'র ওয়াল-আক্'তা'র ওয়া'ল-বুলদান ওয়া'ল-জুযুর ওয়া'ল-মাদাইন ওয়াল-আফাক'। এই মেডিসি সংস্করণটি ১৬০০ খৃ. ইতালীয় বহু ভাষাবিদ B. Baldi কর্তৃক ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়। অপ্রকাশিত এই অনুবাদটি বর্তমানে Montpellier বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। ১৬১৯ খৃ. ইহা Gabriel Sionita ও Joannes Hesronita কর্তৃক ল্যাতিনে অনূদিত হয়। এই ল্যাতিন সংস্করণটি প্যারিসে প্রকাশিত হয় এবং ইহার শিরোনাম ছিল Geographia Nubiensis, id est accuratissima totius orbis in septem climata divisi descrip io contines praesertim exactam universiae Asiae et Africae, rerumque in us hactenus incognitarum explicationem. এই সংক্ষেপিত ভাষ্যটির

পাণ্ডুলিপিসমূহে গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ নাই এবং এই কারণেই অনুবাদ কর্মে জনৈক নকল নবীশের ভ্রান্তিতে আরদুহা-এর পরিবর্তে আরদু'না (আমাদের দেশ) ব্যবহারের ফলে নুবিয়া সংক্রান্ত একটি অনুচ্ছেদ হইতে গ্রন্থটি জনৈক "নুবীয়" কর্তৃক রচিতরূপে বিবেচিত হইতে থাকে। মেডিসি ভাষ্যের বিভিন্ন অংশের উপর ভিত্তি করিয়া বহু সংখ্যক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

Book of Roger-এর দুইটি সংক্ষেপিত সংস্করণ বর্তমান রহিয়াছে। ইহাদের প্রথমটি জানিয়্যি'ল-আয্হার,মিনা'র-রাওদি'ল মি'ত'ার নামে পরিচিত। ১৮৯৩ খৃ. Vollers কর্তৃক কায়রোতে আবিষ্কৃত এই ভাষ্যটি জনৈক হাফিজ শিহাবুদ্দীন আহ্মাদ আল-মাকরীযী কর্তৃক সংকলিত হয়। ঐতিহাসিক আল-মাক'রীযীর নামের সহিত তাঁহার নামের সামঞ্জস্য থাকায় গ্রন্থটি ঐতিহাসিক আল-মাক'রীযী রচিত বলিয়া বিবেচনা করা হয়। বহুকাল যাবত এই গ্রন্থটি ইব্ন আবদি'ল-মুন'ইম আল-হিময়ারী (দ্র.) কর্তৃক সংকলিত রাওদু'ল-মি'ত'ার খফীবারিল আক্'ত'ার নামক ভূগোল বিষয়ক বিশ্বকোষের সংক্ষিপ্ত রূপ বলিয়া বিবেচনা করা হইত। Book of Roger-এর দ্বিতীয় সংক্ষেপেনটি জনৈক 'আরবীভাষী আর্মেনীয় কর্তৃক সংকলিত। কিতাবু'ল জুগ্'রাফিয়্যা আল-কুল্লিয়্যা আয় সূরাতু'ল-আরদ নামক এই সংস্করণটি এই শতকের প্রারম্ভে E.Griffini কর্তৃক তিউনিসে একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়।

মূল পাঠের সহিত প্রদত্ত মানচিত্র (কিছু সংখ্যক বহুবর্ণবিশিষ্ট) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল মানচিত্র বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি ও "ক্ষুদ্র ইদ্রীসী"-র ইস্তাম্বুল সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। সার্বিকভাবে সাতটি জলবায়ু অঞ্চলের জন্য একটি করিয়া এবং সূচনাপর্বে একটি সমতলীয় গোলকের মানচিত্র আছে। ইহাদের অধিকাংশই K. Miller প্রণীত Mappae arabicae গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮শ শতক হইতেই বহু কাঙ্ক্ষিত Book of Roger--এর একটি গবেষিত ও সত্যায়িত সংস্করণের প্রকাশনা অবশেষে একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী সংঘ দ্বারা বাস্তবায়িত হইতে চলিয়াছে। রোমস্থ Istituto Italiano per il Medio el Estremo Oriente-এর উদ্যোগে এবং G. Tucci, E. Cerulli, g. Levi Della Vida, f. Gabrieli, L. Veccia Vaglieri, A. bombaci ও L. Petech সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির নির্দেশনায় নিজ নিজ বিষয়ে এক একজন পণ্ডিত ইহার এক একটি অংশের দায়িত্বে রহিয়াছেন। নেপলস্-এর Istituto Universilario Orientale-এ একটি সম্পাদকীয় পরিষদ কার্যরত আছেন।

আল্-ইদ্রীসী প্রণীত বলিয়া কথিত অপর একটি মৌলিক রচনা উল্লেখের দাবি রাখে। ইহার নাম কিতাবু'ল-জামি' লি-আশতাতি'ন নাবাত অথবা কিতাবু'ল-মুফরাদাত অথবা কিতাবু'ল-আদ্বি'য়া আল-মুফরাদা। ১৯২৮ খৃ. ইস্তাম্বুলের ফাতিহ্ গ্রন্থাগারে H. Ritter কর্তৃক ইহার পাণ্ডুলিপিটি আবিষ্কৃত হয়। এই পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ ও কতিপয় ভুলসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট এবং ইবনু'ল-বায়ত'ার তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা এক সময়ে অবলুপ্ত বলিয়া ধারণা করা হইয়াছিল এবং M. Meyerhof ইহার গুরুত্ব প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, আল-ইদ্রীসী প্রতিটি ঔষধের জন্য বহুভাষায় সমার্থক প্রতিশব্দ প্রদানে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা বারটি ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-ইদ্রীসীর রচনাবলীর উপর একটি ভূমিকাসহ বিস্তারিত সমালোচনা সম্বন্ধীয় গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) G. Oman, Notizie bibliografiche sul geografo arabo al-Idrisi (12 secolo)e sulle sue opere, AIUON-এ, n. s.১১খ, (১৯৬১খৃ.), 25-61 ও Addenda, ঐ, ১২খ, ১৯৩-৪। গ্রন্থ তালিকার বিবরণ হ'াজ্জী খালীফায় প্রদত্ত হইয়াছে, সম্পা. Flugel, ৬খ, ৩৩৩-৪; (২) M. G. de Slane, Geographie d. Edrisi traduie...., in JA, তৃতীয় সিরিজ, ১১খ. (১৮৪১ খৃ.), ৩৬২-৮৭; (৩) M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia', ৩/৩ খ., ৬৭৭-৭০২; (৪) F. Pons Boigues, ২৩১-৪০, সাধারণ প্রকৃতির তথ্য; (৫) আবু'ল ফিদা, তাক্বীম, অনু., cxiii-cxxii cccxcccxvi; (৬) M. Amari, Il libro di Re Ruggiero Ossia la Geografia di Edrisi, in Boll. della Societa Geografica Italiana, প্রথম সিরিজ, ৭খ. (১৮৭২ খৃ.), ১-২৪; (৭) L. Schiaparelli, L'Italia descritta nel Libro del Re Ruggero compliato da Edrisi, turn ১৮৮৩ খৃ.; (৮) J. H. Kramers, Geography and commerce, in The legacy of Islam , অক্সফোর্ড ১৯৩১ খৃ, ৭৯-১০৭; (৯) এম. নাখলি, La geographie et le geographe Idrisi, in IBLA, ১৯৪২ খৃ., ১৫৩-৭; (১০) মুহ. আল্- ফাসী, আশ-শারীফ আল-ইদরীসী আকবার 'উলামা আল-জুগ'রাফিয়া 'ইনদা'ল-'আরাব, in আল-উদওয়াতান, ১, তানজিয়ার্স ১৯৫২খৃ., ৯; (১১) J. H. Kramers, La Litterature geographique classique des musulmans, in analecta Orientalia ২খ, লাইডেন ১৯৫৬ খৃ., ১৭২-২০৪; (১২) J. Kratchkovsky, Les geographes arabes des XIe et XII siecles en Occident, ফরাসী অনু. by M. Canard, in AIEO Alger, ১৮-১৯ খ. (১৯৬০-৬১ খৃ.), ১-৭২।

নুযহাতু'ল-মুশতাক'-এর কেবল **একটি** সংস্করণ টিকিয়া আছে অথবা পরবর্তী কপি সম্বন্ধে (১৩) G. Pardi কর্তৃক Quando fu composta la geografia di Edrisi- তে আলোচনা করা হয়, in Rivista Geografica Italiana, ২৪খ. (১৯১৭ খৃ.), ৩৮০-২। কেবল Book of Roger-এর সম্পূর্ণ অনুবাদ; (১৪) P.A. Jaubert কর্তৃক সম্পন্ন হয়; Geographie d Edrisi traduite de larabe en francais d' apres deux manuscrits de la bibliotheque du Roi et accompagnee de notes, প্যারিস ১৮৩৬-৪০ খৃ., ২ খণ্ডে। সম্পূর্ণ "আরবী পাঠ এখন পর্যন্ত সম্পাদিত হয় নাই। তথায় অনেক আংশিক গবেষণা বিদ্যমান আছে, যাহা আমরা ভৌগোলিকভাবে বিন্যস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিঃ Europe, (১৫) J. Lelewel. Geographic du Moyen -Age, grussels ১৮৫২ খৃ.।

The Iberian peninsula ঃ (১৬) J. A. conde, Description de Espana de Xerif Aledris, conocido por el Nubiens, মাদ্রিদ ১৭৯৯ খৃ.; (১৭) R. Dozy ও J. De Goeje, Description de l'Afrique et

de l'Espagne , লাইডেন ১৮৬৬ খৃ.; (১৮) D. E. saavedra, La Geografica de Espana del Edrisi, in Boletin de la Real Sociedad Geografic de Madrid, ১৮খ. (১৮৮৫), ২২৪-৪২; (১৯), C. E. Dubler, Los caminos a compostela en la obra de Idrisi, in and, ১৪খ. (১৯৪৯ খৃ.), ৫৯-১২২; (২০) ঐ লেখক, La Laderas del Pirineo segun Idrisi, in And., ১৮খ. (১৯৫৩ খৃ.), ৩৩৭-৭৩; (২১) R. Blachere, Extraits des Principaux geographes arabes du Moyen-Age, Paris-Beirut ১৯৩২-২০০।

British Isles: (২২) A. F. L. Beeston, Idrisi's account of the British Isles, in BSOAS, ১৩খ. (১৯৫০ খৃ.), ২৬৫-৮০; (২৩) P. Wittek, Additional notes to Idrisi's account of the British Isles, in BSOAS, ১৭খ. (১৯৫৫ খৃ.), ৩৬৫-৬; (২৪) D. M. Dunlop, The British Isles according to medieval Arabic authors, in Islamic Quarterly, ৪খ. (১৯৫৭ খৃ.), ১১-২৮; (২৫) ঐ লেখক, Scotland according to al-Idrisi, in The Scottish Historical Review, ২৬ খ. (১৯৫৭ খৃ.), ১১৪-৮; (২৬) W. B. Stevenson, Idrisi's map of Scotland, in The Scottish Historical Review, ২৭খ. (১৯৪৮ খৃ.), ২০২-৪। The Northern Isles: (২৭) D. M. Dunlop, R-slanda in al-Idrisi, in The Scottish Historical Review, ৩৪খ. (১৯৫৫ খৃ.), ৯৫-৬।

জার্মানী ও ফ্রান্স ঃ (২৮) W. Hoenerbach, Deutschland und seine Nachbarlander nach der Geographie des Idrisi, Stuttgart ১৯৩৮ খৃ.; (২৯) Ch. Pellat, Les toponymes francais dans le Livre de Roger, in Mel. Crozet Poitiers, ১৯৬৬ খৃ., ২খ, ৭৯৭-৮০৯।

ইতালি ঃ সার্বিকভাবে (৩০) M. amari ও C. Schiaparelli L'Italia descritta nel Libro del Re Ruggero compilato da Edrisi, রোম ১৮৮৩ খৃ. (Nor thern); (৩১) G. Furlani, La giulia e la Dalmazia nel "Libro di Rugero" di al-Idrisi, in Aegyptus, ৬খ. (১৯২৫ খৃ.), ৫৪-৭৮; (৩২) C. F. Seybold, Emendazioni all, "Italia discritta nel Libro del Re Ruggero compilato da Edrisi". in Conterario della nascita di Machele Amari, ২খ., Palermo ১৯১০ খৃ., ২১৩-৫ ; (৩৩) ঐ লেখক, Edrisiana I, Triest bei Edrisi, in ZDMG, ৬৩; (১) ১৯০৯ খৃ., ৫৯১-৬; (৩৪) (Sicily) F. Tardia, Opuscoli di autori siciliani Palermo ১৭৬৪ খৃ., ৭খ.; (৩৫) R. Gregorio, Rerum arabicarum quae ad historiam Siculam spectant ampla Collectio, palermo ১৭৯০ খৃ., পৃ. ১০৭-২৭; (৩৬) M. Amari, Dal Kitab Nuzhat al mushtaq ecc. (Sollazzo per chi si diletta di girare il mondo) per Abu Abd Allah Muhammad Ibn Abd Allah Ibn Idris, in Biblioteca Arabo-Sicula, Turen-Rome ১৮৮০ খৃ., ১খ, ৩৩-১৩৩; (৩৭) I. peri, I paesi delle Madonie nella descrizione di Edrisi, in Atti del Convegno Internazionale di studi Ruggeriani, Palermo ১৯৫৫ খৃ., ২খ, ৬২৭-৬০; sardinia ও Corsica: (৩৮) A Codazzi Cenni sulla Sardegna e la Corsica nella Geografia araba, in atti del XII Congresso geografico italiano, Cagliari, ১৯৩৫ খৃ., ৪০৯-২০।

কলম্বাস (৩৯) W. Tomaschek, zur Kunde der Hamus-halbinsel-die handelswege im 12. Jahrhundert nach der Erkundigungen des arabers Idrisi, in SBAK, Wien cxiii, ২৮৫-৩৭৩।

বুলগেরিয়া : (৪০) B. Nedkov, La Bulgarie et les erres avoisinantes au XII Siecle selon ela " Geographi" dal-Idrissi, (French title, text in Bulgarian), sofia ১৯৬০ খৃ.।

পোল্যান্ড : (৪১) T. Lewicki, La Pologne et les Pays voisins dans le "Livere de Roger" de al Idrisi geographe arabe du XII siecle, প্রথম অংশ, Cracow ১৯৪৫ খৃ. (সাধারণ পর্যবেক্ষণ, 'আরবী পর্যন্ত অনুবাদ), দ্বিতীয় অংশ, Warsaw ১৯৫৪ খৃ., (ভাষ্য ও গ্রন্থপঞ্জী)।

Northern Europe ও the Batlic lands : (৪২) T. Noldeke, Ein Abschnitt aus dem arabischen geographen Idrisi, in Verhandlungen der gelehrten etnischen Gesell. Zu Dorpat, ৭/৩, ১-১২; (৪৩) J. J. Lagus, Larokurs i arabiska spraket, Holsingfors ১৮৬৯-৭৮ খৃ., ৩খ.; (88) H. Holma, Mainitseeko arabialainen maantieteen Kirjoittaja Idrisi Turun kaupungin nimen? Lisa suomen vanhimman maantieteen tuntemiseen, in JSFO, ৩৪/২ (১৯১৭ খৃ.) ১-১৭; (৪৫) H. Ojansu, Tallinan Kaupungin vankin virolainen nimi, in Uusi Suomi, ২৮, ১৯২০; (৪৬) ঐ লেখক, Idrisin Daghwada, in Kotiseutu, Helsink ১৯২২ খৃ., ২০-১; (৪৭) O. J. Tallgren, Suomi ja Idrisin maantiede V: Ita 1154 in Valvoloja-Aika, Helsinki, February ১৯৩০; (৪৮) O. J. Tallgren-Tuulio ও A. M. Tallgren, La Finlande et les autres pays baltiques (Geographie ৭ম ৪) in Studia Orientalia, ৩খ, Helsinki ১৯৩০ খৃ.; (৪৯) R. Enkblom, Idrisi und die Namen de Ostseelander, in Namn och bygd Tidskrift fur

nordisk ortsnamnsforskning' ১৯খ, ১৯৩১ খৃ.; (৫০) ঐ লেখক, Les noms de lieu baltiques chex Idrisi, in Annales Academias Scientiarum Fennicae, Series B, ২৭ খ., Helsinki ১৯৩২খৃ., ১৪-২১; (৫১) O. J. Tuulio, Le geographe arabe Idrisi et la toponymie baltique de 1 Allemagne, in annales Academiac Secientiarum Fennicac, B 30/2, Helsinki ১৯৩৪ খৃ.; (৫২) O. J. Tuulio-Tallgren, Du nouveau sur Idrisi, Helsinki ১৯৩৬ খৃ.।

রাশিয়া (৫৩) T. Lewicki La voice Kiev-vladimir (Wodzimierz Wolynski) d' apres le geographe arabe du XIIe siecle, al-Idris, in RO, ১৩খ. (১৯৩৭ খৃ.), ৯১-১০৫; (৫৪) ঐ লেখক, Ze studiow nad topono-mastyka Rusi w dziele geografa arabskiego al-Idrisiego (xii-w); (৫৫) SutaskaSaciasska, in sprawozdania z czynnosci iposiedzen Polskiej Arademii Umiejet nosci, Cracow 48/10 (১৯৪৭ খৃ.), ৪০২-৭; (৫৬) B.A. Ribakov, Russkie zemli po karte Idrisi 1154, goda, in Kratkie Soobshcnia, xlii (১৯৫২ খৃ.), ১-৪৪; (৫৭) I Hrbek, Der dritte Stamm der Rus nach arabi schen Quellen in aro ২৫/৪ (১৯৫৭ খৃ.), ৬২৮-৫২।

আফ্রিকা ঃ (৫৮) J. M. Hartmann, Commentatio de geographia Africa Edrisiana, gottingen ১৭৯২ খৃ.; (৫৯) ঐ লেখক, Edrisii description Africae, Gottingen ১৭৯৬ খৃ.; (৬০) R. Dozy ও M. De Goeje, Discription de l'Afrique et de l'Espagne par Edrisi, লাইডেন ১৮৬৬ খৃ.; (৬১) Y. Kamal, Monumenta cartographica Africae et Aegypti, ৩খ. (Arab period), Fasc, ৪খ., ১৯৩৪ খৃ., পত্র ৮২৭-৪৫।

পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকা ঃ (৬২) H. von Mzik, Idrisi und Ptolemaus, in OLZ, ১৫/৮ খ. (১৯১২ খৃ.), cols, ৪০৩-৬; (৬৩) M. Hartmann, Zur Geschichte des Westlichen Sudan, Wanqara, in MSOS, ১৫/৩ খ. (১৯১২ খৃ.), ১৫৫-২০৪; (৬৪) C. Monteil, Problems du soudan Occidental: Juifs et Judaises, in Hesp., ৩৮খ. (১৯৫১ খৃ.), ২৬৫-৯৮; (৬৫) ঐ লেখক, Les "Ghana" des geographes arabes et des Europeens, in Hesp, ৩৮খ. (১৯৫১), ৪৪১-৫২; (৬৬) E. Cerulli, La citta di Merca e tre sue iscrizioni arabe, in OM, ২৩খ., (১৯৪৩ খৃ.), ২০-৮।

ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ঃ (৬৭) M. A. Grandidier, Histoire de la geographie de Madagascar, প্যারিস ১৮৯২ খৃ.; (৬৮) G. Ferrand, Les iles Ramny, Lamery, Wakwak, Komor des geographes arabes st Madagascar, in JA, ১০ম সিরিজ, ১০খ. (১৯০৭ খৃ.), ৪৩৩-৫৬৬; (৬৯) C. Dubler, Der Afroindo-malajische Raum bei Idrisi, in Asiatische Studien, ১-৪ খ. (১৯৫৬ খৃ.), ১৯-৫৬।

এশিয়া, সিরিয়া ও ফিলিস্তীন ঃ (৭০) F. F. C. Rosenmuller, Syria descripta a Scherifo el-Edrisio et Khalil Ben Schahin Dhaheri, in Analecta Arabica, ৩খ, লাইপযিগ ১৮২৮ খৃ.; (৭১) J. Gildemeister, Beitrage zur Palastinakunde aus arabischen Quellen 5. Idrisi, in ZDPV, ৮খ. (১৮৮৫ খৃ.), ১১৭-৪৫+ 'আরবী মূল পাঠের পৃ. ২৮; (৭২) R. A. Brandel Om och ur den arabiska Geographen Idrisi, Upasala ১৯৯৪ খৃ.; (৭৩) G. Le Strange, Palestine under the Moslems, লন্ডন ১৮৯০ খৃ.; (৭৪) R. Duss and, Topographie historique de la Syrie antique et medievale, প্যারিস ১৯২৭ খৃ.; (৭৫) A. S. Marmardji, Textes geographiques arabes sur la Palestine, প্যারিস ১৯৫১ খৃ.।

এশিয়া মাইনর ঃ (৭৬) W. Tomaschek, zur Historischen Topographie von Kleinasicn im Mittelalter, in SBAK. Wien, ১২৪/৮ (১৮৯১খৃ.), ১-১০৬।

ভারত ঃ (৭৭) S. Maqbul ahmad, India and the neighbouring territories as described by the Sharif al-Ifrisi in his Kitab Nazhat al-Mushtaq fi' khtiraq, al-afaq, প্রথম অংশ ('আরবী পাঠ) আলীগড় ১৯৫৪ খৃ., দ্বিতীয় অংশ (অনু. ও ভাষ্য), লাইডেন ১৯৬০ খৃ.; (৭৮) H. M. Elliot, The history of India as told by its own historians, লণ্ডন ১৮৬৭ খৃ., ১খ, ৭৪-৯৩; (৭৯) H. M. Elliot J. Dowson, Early Arab geographers, কলিকাতা ১৯৫৬ খৃ., ১০৪-২৯; (৮০) M. F. Grenard, La legende de Satok Boghra Khan et l'histoire, in JA, ৯ম সিরিজ, ১৫খ. (১৯০০খৃ.), ৬৫-৬; (৮১) P, Pelliot, La ville de Bakhouan dans la geographie d'Idrisi, in Toung Pao, দ্বিতীয় সিরিজ, ৭/৫ খ. (১৯০৬ খৃ.), ৫৫৩-৬।

Djany al-azhar min al-rawd al-miter সম্বন্ধে দ্র. (৮২) K. Vollers, Note sur un manuscrit arabe attribue a Maqrizi, in Bull. de la soc. Khediviale de Geographie, তৃতীয় সিরিজ, ১৮৯৩ খৃ., ১৩১-৯; (৮৩) E. Blochet, Bibliotheque Nationale-Catalogue des manuscrits arabes des nouvelles acquisitions (১৮৮৪-১৯২৪ খৃ.), প্যারিস ১৯২৫ খৃ., ১৪০; (৮৪) B. Wiet, Un resume d'Idrisi, in Bull, de la Soc. Royale de geographie d' Egypte, ২০/২ খ. (১৯২৯ খৃ.), ১৬১-২০১; (৮৫) W. Kubiak, Some West and Middle

European geographical names to the abridgement of Ifris's Nuzhat al-mustak known as Makrisis Gany al- azhar min al-rawd al-mitar, in folia Orientalia ১/২ খ. (১৯৬০ খৃ.)।

কিতাবু'ল-জুগরাফিয়্যা আল-কুল্লিয়্যা সম্বন্ধে দ্র. (৮৬) E. Griffini, Miscellanea geografica arabo-italica... da un compendio di armeno arabizzante della Geografia di Edrisi (manoscritto di Tunis), in Centenario della nascita di Michele Amari, Palermo ১৯১০ খৃ., ৪২৫-৬।

রাওদু'ল-উন্‌স্ ওয়া নুযহাতু'ন-নাফ্‌স্ সম্বন্ধে দ্র. ঃ (৮৭) C. C. Rossini, L'Africa, Orientale nello Uns al-muhag di Edrisi, in the collcetion of notes Aethiopica, শাখা ১৪, RSO, ৯খ. (১৯২১-৩ খৃ., ৪৫০-২); (৮৮) O. J. Tallgren-Tuulio-A. M. tallgren, Idrisi la Finlande ct les autres pays baltiques orientaux, Helsingfors ১৯৩০ খৃ.; (৮৯) O. J. Tuulio-Tallgren, Du nouveau sur Idrisi, Helsinki ১৯৩৬ খৃ.; (৯০) Y. Kamal Monumenta cartographica... ৩/৪ খ. (১৯৩৪ খৃ.), ৯০৫-৭।

ভেষজ পদার্থ সম্বন্ধে গ্রন্থ, এই বিষয়ে দ্রঃ (৯১) M. Meyerhof, Ueber die Pharmakologie und Botanik des arabischen Geographen Edrisi, in Archiv fur Geschichte des Mathematik, der Naturwissenschaften und der Technik, ১২খ, লাইপযিগ ১৯৩০ খৃ., পৃ. ৪৫, ৫৩, ২২৫-৩৬; (৯২) ঐ লেখক, Eine Arzneimittellehre des arabischen Geographen Edrisi, in Forschungen und Fortschritte, ৫/২৮ খ. (১৯২৯), ৩৮৮-৯০।

মানচিত্রগুলির প্রতি বহু পণ্ডিতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে ঃ (৯৩) A. H. Dufour-M. Amari, Carte comparee de la Sicile moderne avec la sicile au XIIe siecle dapres Idrisi et d autres geographes arabes , প্যারিস ১৮৫৯ খৃ.; (৯৪) H. V. Mzik, Ptolomacus und die Karten der arabischen Geographen, in Mitteilungen der Kais, Konigl, Geographischen Gesellschaft in Wien, ৫৮/১-২ খ. (১৯১৫ খৃ.), ১৫২ ৭৬; (৯৫) G. Furlani, Le carte dell' Adriatico presso Tolomeo al-Idrisi, in compte rendu du congres Intern, de Geographie, কায়রো ১৯২৬ খৃ., ৫খ. ১৯৬-২০৬ ; (৯৬) K. Miller, Mappae Arabicae, Stuttgart ১৯২৬-৭ খৃ.; (৯৭) Y. Kamal Hallucinations scintifiques (Les portulans), লাইডেন ১৯৩৭ খৃ.।

বিবিধ গবেষণা ঃ (৯৮) O. Blau, Ueber Volksthum und Sprche der Kumanen, in ZDMG, ১৮৭৫ খৃ., ৫৫৬-৮৭; (৯৯) A. Seippel, Rerum Normannicarum fontes Arabici, Oslo 1896-1928; (১০০) S. Gunther, Der Arabische Geograph Idrisi und seine maronischen Herausgeber, in Archiv fur Geschichte des Mathematik, der Naturwissenschaften und der Technik, ১খ. (১৯০৯ খৃ.), ১১৩-২৩; (101) S. Volin, Extraits du Nazhat al muchtaq.... d'apres le ms, de la Bibl. Publique de Leningrad (ar. 176) et la traduction Jaubert..., in Materiaux pour l'histoire des Turkmenes et de la Turkmenie, ১খ., Moscow-Leningrad, 220-22; (১০২) A. Gateau, Les poissons du lac de Bizerte au VIe-VIIe siecle et et a L'epoque actuelle, in Bull, des Et. Ar., 2/9 (১৯৪২ খৃ.), 99-101; (১০৩) G. B. Pellegrini, Sulle corrispondenze fonetiche arabo-romanzė (dalla " Geografia" di Edrisi), in Bollettino del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, ৫খ (১৯৫৭ খৃ.), ১-১৭; (১০৪) G. Oman, Voci marinaresche usate dal geografoarabo al-Idrisi (XII secolo) nelle sue descrizioni delle coste Settentrionali dell, Africa, in AIUON, n.s. ১৩ (১৯৬৩ খৃ.), ১-২৬। জুগরাফিয়্যা প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য।

G. Oman (E.I.²)/ মুহাম্মাদ আবদুল বাসেত

আল-ইদরীসী (الادريسي) ঃ জামালুদ্দীন আবূ জা'ফার মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন 'আবদি'ল-আযীয ইব্‌ন আবি'ল-কা'সিম (মৃ. ৬৪৯/১২৫১), মরক্কোর বংশোদ্ভূত দক্ষিণ মিসরীয় অঞ্চলের গ্রন্থকার। তিনি আয়্যূবী সুলতা'ন আল-মালিকু'ল-কামিল-এর শাসনামলে জীযা (গীযা)-এর স্মৃতিসৌধসমূহ সম্পর্কে তাঁহার গ্রন্থ কিতাব আনওয়ার উলুব্বি'ল-আজরাম ফিল-কাশ্‌ফ আন আছারি'ল আহরাম (كتاب انوار علو الاجرام فى الكشف عن اثار الاهرام) রচনা করেন। এই গ্রন্থখানার বর্তমান প্রাচীনতম মূল পাঠের রূপ উছ'মানী ভাষাতাত্ত্বিক আবদুল-কা'দির ইব্‌ন 'উমার আল-বাগ'দাদী (মৃ. ১০৯৩/১৬৮২) [দ্র.]-র নিজস্ব নির্দেশনা অনুসারে প্রণীত কপিতে সংরক্ষিত আছে; ইদরীসীর এই রচনার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি তাঁহার রচিত কিতাব মাক'সা'দিল-কিরাম ফী আজাইবি'ল আহরাম (كتاب مقصد الكرام فى عجائب الاهرام) নামক গ্রন্থখানা রচনা করেন।

পিরামিড সংক্রান্ত ইদরীসী প্রণীত গ্রন্থ তাঁহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালের এই বিষয়ে প্রণীত বহু সংখ্যক রচনার মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাঁহার গ্রন্থের সুসংবদ্ধ ও সংক্ষেপিত পঠন, ইহার সম্পূর্ণতা, প্রযুক্তিগত প্রয়োগের ক্ষেত্রে কঠোরতা ও প্রস্তাবনার ক্ষেত্রে নব্য পাণ্ডিত্যের মান এই গ্রন্থটিকে অন্যান্য গ্রন্থ হইতে একটি পৃথক বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে। গ্রন্থখানার ছয়টি অধ্যায়ের প্রতিটিই এক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ। প্রথম অধ্যায়ে পৌত্তলিক ধারার আজাইব (عجائب)-এর ধারা সম্পর্কে এবং ইসলামী

ধর্মবিশ্বাসের সহিত ইহাদের সামঞ্জস্য সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। কেন কু'রআনে পিরামিড সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই অথবা কেবলমাত্র অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে— এই প্রশ্নের বিশদ আলোচনা পর্যন্ত জায়গা জুড়িয়া বিদ্যমান। ইদরীসী অত্যন্ত দৃঢ়তা ও জোরালো ভাষায় এই সকল ফির'আওনী স্মৃতিসৌধসমূহের সংরক্ষণ সমর্থন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার দৃষ্টিকোণের সমর্থনে সা'হাবীদের উল্লেখ করিয়াছেন, "যাহারা পিরামিডের গাত্রে ধার্মিক লিপি অংকন করেন এবং জীযা অঞ্চলে এই সকল পৌত্তলিক সৌধসমূহের সন্নিকটে বসতি স্থাপন ও মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁহাদের হস্ত কখনও এই সকল সৌধের (অর্থাৎ পিরামিডসমূহের) প্রতি অশুভ উদ্দেশে সম্প্রসারিত হয় নাই" (পাণ্ডু. মিউনিখ, Aumer ৪১৭, পাতা ৩২ ক)। তিনি এমনকি এই সা'হাবার উপস্থিতির কারণে জীযাকে একটি "পুণ্য ভূমি" (আরদ মুক'াদ্দাসা)-রূপে ঘোষণার চেষ্টা করেন এবং মনে করেন যে, আল্লাহ্‌র মহিমা ও সতর্কীকরণের প্রতীক এই সকল আজাইব-এর যিয়ারত করা এই অঞ্চলে আগমনকারী সকল পণ্ডিত ব্যক্তির একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য (তালাবু'ল-আজাইব طلب العجائب)। একাধিকবার গ্রন্থখানায় একটি শক্তিশালী স্থানীয় মিসরীয়পন্থী ও আধা-শুউবী পক্ষপাতের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইদরীসী মিসরবাসীদের সমগ্র অলীক বুদ্ধিমত্তার কাহিনী উল্লেখ করিয়া ইহাকে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত প্রথমত একটি ঐতিহ্যের সহিত সংমিশ্রিত করিয়াছেন। কিতাব মাসীসুন আর-রাহিব (كتاب مسيسون الراهب) নামক এই গ্রন্থ অনুযায়ী জীযা এবং অপর একটি প্রাচীন মিসরীয় শহর আনসিনা /Antione-এর ধূলিকণা একটি যাদুকরী ক্ষমতাসম্পন্ন, যাহা হইতে মিসরের জনগণ তাহাদের অসাধারণ ও অত্যাশ্চর্য মানসিক ক্ষমতাবলী প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়ত সংমিশ্রিত করিয়াছেন Hermes [দ্র. হিরমিয- Hirmiz]- এর ভূমিকার সহিত যাহাকে তিনি বিজ্ঞতা ও মননশীলতার গ্রীক প্রতিভূরূপে প্রদর্শন করেন, ইহা ভিন্ন তাঁহাকে পিরামিডসমূরে অন্যতম নির্মাতারূপেও চিহ্নিত করেন। ১৩শ শতকের শেষ ভাগে ও ১৪শ শতকে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রতিমা পূজাবিরোধী মুসলিমদের এবং ইদ্‌রীসীর মতাবলম্বী মধ্যপন্থিগণের মধ্যে নাটকীয়ভাবে বিস্তৃততর মতপার্থক্য সৃষ্টি হইতে থাকে। শেষোক্তের মতে মুসলিম নাজাত (Heilsgeschichte)-এর মধ্যে এই সকল আজাইব-এর নির্ভেজাল অবস্থান প্রশ্নাতীত।

২য় হইতে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ইদরীসী জীযার নির্মাণ স্থানসমূহ প্রসঙ্গে মূল্যবান তথ্য প্রদান করিয়াছেন যেইগুলির অধিকাংশ পরবর্তী সংকলকগণ পুনরাবৃত্তি করেন নাই। বাব যুওয়ায়লা অর্থাৎ ফাতিমী কায়রো নগরীর দক্ষিণ ফটক হইতে পিরামিড অভিমুখী যেই পথে দর্শকবর্গকে গমন করিতে হয় সেই সম্পর্কে এবং ইহার নির্মাণ কৌশল সম্পর্ক তিনি বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। আল-মামূন-এর খিলাফাতকাল হইতে তাঁহার নিজের সময়কাল পর্যন্ত যেই সকল উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা পিরামিডসমূহ দর্শনে আগমন করেন তাঁহাদের সকলের নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের অনেকেই মিসরীয়দের ভাষায় সঞ্চিত ধন মাত'ালিব (مطالب)-এর সন্ধানে আগমন করেন। ফাতি'মী যুগে পিরামিডের চতুষ্পার্শ্বে অনুষ্ঠানাদি চরমে পৌছে বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে। আল-আফদ'াল ইব্‌ন বাদরু'ল-জামালীর আমলে বিশেষ বিশেষ রাত্রিতে বৃহৎ পিরামিডের শীর্ষে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করা হইত। ইদরীসী প্রদত্ত একটি তালিকায় যেই সকল সমসাময়িক পণ্ডিত পিরামিড পরিদর্শন করেন বা-এই সম্পর্কে লিখেন তাঁহাদের নাম অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ইবনু'ল-জাওযী, 'আব্দু'ল-লাতীফ আল-বাগ'দাদী (যাহাদের পিরামিড ও স্ফিংকস সম্পর্কে বর্ণনা তিনি বিশ্বস্তভাবে নকল করিয়াছেন) এবং ইব্‌ন মাম্মাতী (ইহার রচিত পিরামিড সংক্রান্ত একখানা পুস্তক ইদরীসী তাঁহার সূত্রসমূহের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন)। ইহা ব্যতীত রহিয়াছেন মিন গায়র আহলিল-কি'বলা (من غير اهل القبلة) অমুসলিম ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে আল-কামিল-এর দরবারে প্রেরিত ২য় ফ্রেডারিক-এর দূত (Count Thomas of Acerra?) যিনি চিত্তবাস (Cheops)-এর পিরামিডে খোদিত একটি ল্যাটিন লিপি পঠনের জন্য অত্যন্ত গভীর উৎসাহ ও প্রচেষ্টা প্রদর্শন করেন।

পিরামিডসমূহ কি মহাপ্লাবনের পূর্বে অথবা পরে নির্মিত হইয়াছিল এই বিতর্কিত প্রশ্নে ইদরীসী যথেষ্ট স্থান নিয়োজিত করিয়াছেন। শেষোক্ত মতবাদের প্রবক্তাদের যুক্তিসমূহ তিনি উপস্থাপন করিয়াছেন (ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন একজন য়াহূদী গ্রন্থকার, যাহার দাবিমতে দুইটি প্রধান পিরামিডের নির্মাতা ছিলেন এরিস্টোটল), তথাপি তিনি আপোষহীনভাবে তাহাদের প্রদত্ত অপর মতবাদ অর্থাৎ প্লাবনপূর্ব, এমনকি আদম-পূর্ব তত্ত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশত স্ফিংকস আবু'ল-হাওল (أبو الهول) (দ্র.) অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার অনুযোগ মতে এই প্রসঙ্গে অত্যধিক কল্পকাহিনী প্রচলিত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Brockelmann, ১খ, ৪৭৮-৯, পরিশিষ্ট ১, ৭৮৯ প.; (২) হ'াজ্জী খালীফা, কাশফু'জ-জুনূন, ১খ, ১৮৩৩ খৃ., ৪৮২/১৪১২; (৩) U. Haarmann, Die Sphinx, synkretistische Volksreligiositat im Spatmittelalterlichen islamischen Agypten, Saeculum-এ (1978 খৃ.), স্থা.; (৪) ঐ লেখক, Der Schatz im Haupte der Sphinx, in Die Islamische Welt zwischen Mittlealter und Neuzeit-এ, বৈরূত ১৯৭৯ খৃ., স্থা.।

U. Haarmann (E.I.²suppl.)/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

আল-'ইদাদা (দ্র. আল-আসতুরলাব)

ইদ'াফা (দ্র. নিসবা)

ইদাফা (إضافة) ঃ "আদাফা (ইলা=সহিত) একত্র হওয়া" ক্রিয়ার ধাতুরূপ বা مصدر 'আরবী ব্যাকরণের একটি বিশিষ্ট অর্থবোধক পদ। সীবাওয়ায়হের (سيبويه) আল-কিতাবে প্রথমে ইহা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহাকে জার (جر) বা সম্বন্ধপদীয় তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কূফীগণ ইহাকে খাফ্দ (خفض) বলেন এবং ১০০তম অধ্যায়ে ইহার বিবরণ দেওয়া হয়। সেখানে বলা হইয়াছে, "জার শুধু ঐ সব বিশেষ্য পদে পাওয়া যায় যাহা মুদাফ ইলায়হি (مضاف اليه) অর্থাৎ যাহার একটি সংশ্লিষ্ট পদ মুদ'াফ আছে অর্থাৎ যাহা সংযুক্ত হয়। ইদাফা অর্থাৎ এক পদকে অন্য পদের সঙ্গে সংযুক্তি হইল জার-এর কারণ (মুফাসসাল, ১১০), তবে এই জারের কার্যকরী শক্তি (عامل) হইল হারফে জার বা পদান্বয়ী অব্যয় (مراد) (উদ্দেশ্য) [ইব্‌ন য়াইশ, ৩০৪, লাইন ১১-১২; শারহু'ল-কাফিয়া, ২৫০, লাইন ৩ a. f.] প্রকাশ্য হউক অথবা উহ্য হউক। এইভাবে ইদাফাতে সব সময় একটি হারফে জার-এর ব্যঞ্জনা থাকে; সীবাওয়ায়হের পৃথকীকরণ ১০০ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। জারতত্ত্ব ইদাফাকে অত্যন্ত ব্যাপক

পরিসীমায় ব্যাপ্ত করে যখনই কোন বিশেষ্য মাজরূর (مجرور) হয়, সেখানে ইদাফা থাকে ঃ مررت بزيد "আমি যায়দের পাশ দিয়া গিয়াছিলাম।" মারারতু (مررت) ক্রিয়া (প্রথম পদ مضاف) যায়দের (দ্বিতীয় পদ مضاف اليه) সঙ্গে সংযুক্ত ও একাত্ম এবং এই ইদাফার বাহন হইল হারফে জার পদান্বয়ী অব্যয় ب (দ্র. সীবাওয়ায়হ, ১৭৮, লাইন ১-১০)। লক্ষণীয় যে, সীবাওয়ায়হ ইদ'াফাকে নিসবাত (نسبت) পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত করেন অধ্যায় ৩১৮; একইভাবে ইবনু'স - সাররাজ, পৃ. ১২৬।

'জার'-এর ক্ষেত্রে এক বিশেষ্য দ্বারা অন্য বিশেষ্যর নির্দিষ্টকরণও এই কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত ঃ غلام زيد "যায়েদের দাস" غلام (প্রথম পদ مضاف), যায়দ (দ্বিতীয় পদ مضاف اليه)-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও একত্র এবং এই ইদ'াফার বাহন হইল উহ্য (مقدر) হারফে জার, তবে উহার চিহ্ন مضاف اليه-তে জারস্বরূপ বিদ্যমান থাকে। বস্তুত غلام الذى تزيد-এ غلام الذى لزيد-এ হ'ারফে জার ل উহ্য থাকে যাহা প্রকাশিত অর্থাৎ ঐ অল্প বয়স্ক দাস যে যায়দের মালিকানাধীন (তু. ইব্ন য়াইশ, ৩০৩, লাইন ২৩)। পূর্ব প্রসঙ্গ অনুসারে আরবী ব্যাকরণবিদগণ লি' 'মিন', এমনকি ফী (ل-من-فى)-এর অস্তিত্ব আছে বলিয়া ধরিয়া নেন। সাধারণ অর্থে ইদ'াফা জারতত্ত্বে ব্যবহৃত হইতে থাকে, যথা মুফাস্'সাল ১১০ ও ইব্ন য়াইশ, ৩০৩-৪। সাধারণত শব্দটির ব্যবহার শুধু এক পদের সহিত অন্য পদের সম্পর্ক নির্ধারণ করার নির্ধারণক্ষম (সম্পূরক অবস্থা Construct State) অর্থে সীমাবদ্ধ ছিল। এইভাবে য়ুরোপীয় ব্যাকরণে ইদ'াফার অনুবাদ 'সংযোজন করা হয়, যথা S. de Sacy করিয়াছেন (Gr. Ar^{2}., প্যারিস ১৮৩১, ii, ২৩৫) শব্দটি G. Morouzean কর্তৃক Lexique de la terminologie linguistique[3], ২১- এ ও তালিকাভুক্ত করেন)।

'আরব বৈয়াকরণগণ নির্ধারণক্ষম সম্পূরক দ্বারা নির্দিষ্টকরণকে اضافه محضه বা অবিমিশ্র ইদ'াফা (ইবনু'স-সারাজ ৬০), ইদ'াফা মানাবি'য়্যা (اضافه معنوية) বা অর্থবহ ইদা'ফা (মুফাস'সা'ল, ১১১, ইবনু'ল-হাজিব, শারহু'ল-কাফিয়া, i, ২৫২) ইদ'াফা মাহদা ওয়া মানাবিয়্যা اضافه محضه ومعنوية (আলফিয়া, পংক্তি ৩৯০), ইদ'াফা হাকীকিয়্যা (সঠিক ইদ'াফা, ইব্ন য়াইশ, ৩০৫, লাইন ১২) বলিয়া আখ্যায়িত করেন। ইহা ব্যক্তিগত অধিকার প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক নির্দেশ করে (দ্র. de Sacy, প্রাগুক্ত, ৯৮-৯ অথবা W. Wright, Ar. Gr^{3}. ii, 76)। ইদ'াফাতে দুইটি পদ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। প্রথম পদ (مضاف) ' ال ' গ্রহণ করে না, দ্বিবচন ও বহুবচনের শেষাংশের ن ও ن লোপ পায়; দ্বিতীয় পদ (مضاف اليه) মাজরূর হয়। যথা ابن الملك 'রাজার পুত্র', দ্বিবচনে ابنا الملك "রাজার দুই পুত্র এবং বহুবচনে بنو الملك রাজার পুত্রগণ। নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট উভয় ক্ষেত্রে ابن الملك। রাজার পুত্রটি ও ابن ملك এক রাজার এক পুত্র। অর্থের দিক হইতে একটি পার্থক্য আছে— প্রথমটিতে তারীফ (تعريف) একটি নির্দিষ্ট জিনিসের প্রতি ইঙ্গিত; দ্বিতীয়টিতে তাখসীস (تخصيص) একটি জানা জিনিসের মধ্যকার শ্রেণীর প্রতি ইঙ্গিত (দ্র. আল-জুরজানীকৃত তা'রীফাত, ১৮ ও অন্যান্য গ্রন্থ)। এই তাখসীস্কে বিশেষণের সমার্থক মনে করা যায়। যথা حمار وحش একটি বন্য গাধা, তবে ইহাতে আরবী বাগধারা বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন সূচিত হয় না।

অন্য এক ধরনের ইদ'াফাও রহিয়াছে। একটি বিশেষণযোগে বলা যায়, رجل حسن وجهه বা الرجل حسن وجهه একটি সুন্দর মুখের অধিকারী লোকটি বা সুন্দর মুখের অধিকারী একটি লোক। অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থে (জার ব্যবহার যোগে) বলা হয় الرجل الحسن الوجه বা رجل حسن الوجه আবার (নাসাবযুক্ত ক্রিয়ার পরিবর্তে) কর্তৃবাচ্যে জারযুক্ত কৃদন্ত পদ (Participle)-ও ব্যবহার করা চলে। যথা ঃ ... بشر ... ولامقيمى الصلوة (আল-কু'রআন ২২ঃ ৩৪-৩৫) "সুসংবাদ দাও... এবং তাহাদের প্রতি যাহারা স'লাত কায়েম করে" هديا بالغ الكعبة.... (ঐ, ৫ ঃ ৯৫) "একটি কু'রবানীর পশু যাহা কাবা শরীফে পৌঁছায়"। দ্বিতীয় প্রকারে জার ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন; ফলে 'আরবী বৈয়াকরণগণ ইহাকে ইদ'াফার অন্তর্ভুক্ত করেন—তবে তাঁহারা ইহাকে غير محضة মিশ্র (ইবনু'স সাররাজ, ৬০) لفظية শাব্দিক বা আকারগত (মুফাস্'সা'ল ১১১; ইবনু'ল-হ'াজিব, শারহু'ল-কাফিয়া, ২৫২; আলফিয়্যা, পংক্তি ৩৯০); একই অর্থ সরলভাবে প্রকাশের ইহা একটি সহজ পন্থা, ইব্ন হ'াজিবের কথায় لا يقيد الا تخفيف فى اللفظ "শব্দে পরিমিতি বিধান ছাড়াই ইহাতে অন্য কোন লাভ নাই" (শারহু'ল-কাফিয়া, ১খ., ২৫৬) এবং ইহাতে কোন হ'ারফে জার পূর্বানুমতি হয় না; কিন্তু ইহার 'আমিল কি (দ্র. শারহু'ল কাফিয়া, ১খ, ২৫১, লাইন ১৩)?

'আরবীতে ইদ'াফা লাফজি'য়্যাকে প্রকৃত ইদাফা হইতে সতর্কতার সঙ্গে পৃথক করা আবশ্যক। পদ বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রথম পদ Article গ্রহণ করিতে পারে, তদুপরি স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপেরও পার্থক্য রহিয়াছে ঃ প্রকৃত ইদ'াফায় নির্দিষ্টকরণ, লাফজিয়্যায় বিশেষিতকরণ, বরং আরো একটি কথা সংযোজন করা যায় যে, সীমিতরূপে বিশেষিতকরণঃ رجل حسن الوجه-তে জারে সম্পূরকের মাধ্যমে প্রথমে 'লোকটি সুন্দর' এইভাবে বিশেষণ সংযুক্ত হইয়াছে। অতঃপর সেই সৌন্দর্য এই স্থলে শুধু 'মুখে' সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে (তু. ইব্ন য়া'ইশ, ৩০৬, লাইন ২০-২)। বাক্যের গঠন গুরুত্বপূর্ণঃ একটি বিশেষণ যোগে বর্ণনা করা 'আরবী ভাষার স্বাভাবিক পদ্ধতি। ইহা প্রাচীন সেমিটিক ভাষায় ব্যবহৃত হয়। তবে 'আরবী ভাষায় যে ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত পদবিন্যাসে দুই ইদাফার মধ্যে পার্থক্য করা হয়, প্রাচীন সেমিটিক ভাষায় উভয়টির জন্য একই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। The construct state, the genitival Relationship (C. Brockelmann, Grundriss der vergleichormden Grammatik der semitischen Sprachen, ii, বার্লিন ১৯১৩ ১৭১৮; হিব্রুর জন্য বিশেষভাবে দ্র. P. Jouon grammaire de l'hebreu biblique, রোম ১৯২৩, ১২৯, i)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থরাজিসহ অন্যান্য গ্রন্থ ঃ (১) সীবাওয়ায়হ (প্যারিস সংস্করণ), ১খ., অধ্যায় ৪১, ১০০, ১০১, (১৭৯, লাইন ১২f) এবং ২খ., অধ্যায় ৩৫৭-৮; (২) ইবনু'স-সাররাজ,

আল-মূযজা ফিন নাহ্‌বি, বৈরূত ১৩৮৫/১৯৬৫, ৫৯-৬১, একটি উত্তম সংক্ষিপ্ত বিবরণ; (৩) যামাখ্‌শারী, মুফাস্‌সাল, সম্পা. J.P. Broch, ১১০-৩০, প্রথমে দ্র. ১১০-৫১, এখানে একটি সুন্দর বিবরণ আছে এবং ইহা ইব্‌ন য়া'ঈশের শারহ্‌ (সম্পা. G. Jhan), ৩০৩-৫৬ (প্রথম ৩০৩-১৮) পূর্ণরূপে বিধৃত আছে; (৪) রাদীয়ুদ্দীন আল-আস্‌তারাবাযী, শারহু'ল-কাফিয়া (ইবনু'ল-হাজিবকৃত), ইস্তাম্বুল ১৩৭৫, ২৫০-৭৫; (৫) ইব্‌ন মালিক, আলফিয়্যা, পংক্তি ৩৮৫-৪২৩ এবং (৬) ইবন আকীলের শারহ (সম্পা. মুহয়িদ্দীন আবদু'ল হামিদ), ২খ, ৩৫-৭৪; (৭) ইব্‌ন হিশাম জামালুদ্দীন, শারহ শুযূরুয-যাহাব (মাতবু'আত মুহাম্মাদ 'আলী সাবিহ), ৩৪০-৯; (৮) Dict. of techn, terms. ২খ, ৮৮৮-৯; (৯) W. Wright, Ar., Gr³, ২খ, ১৯৮-২৩৪।

H.Fleisch

২। **ইরানী ভাষাসমূহ আধুনিক ফার্সী ভাষায় ইদাফা ঃ** (اضافی) শব্দটি শিথিলভাবে enclitic particle বা শব্দাংশ "এ" নির্দেশ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়, যাহা একটি বাহ্যিক গঠনকে পরবর্তী একটি নির্দিষ্টকারীর সঙ্গে সংযুক্ত করে-ঐ নির্দিষ্টকারী পদ বর্ণনামূলক বা সম্বন্ধসূচক পদই হউক না কেন, যথা آب گرم গরম পানি, رود نیل নীল নদ, کتاب پسر বালকের বই অথবা এই সবের সমন্বয়ই হউক না কেন, যথা آب گرم رود نیل 'নীল নদীর গরম পানি'। একটি শেষ স্বরবর্ণের পরে শব্দাংশটি ی -রূপে দেখা দেয়। i এবং "و"-এর পর স্বরচিহ্ন "ی" অক্ষরের সঙ্গে লিখিত হয়; আর 'o' এবং 'ی'-এর পর (যদি আদৌ লিখিত হয়), তবে একটি হাম্‌যারূপে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়; যথা کتابهائے پسر বালকের বইগুলি سوئے من "আমার দিকে" خالئه بزرگ বড় ঘর, প্রাচীন ফার্সীতে শব্দাংশটি প্রায়শ (ی) অথবা ধ্বনি প্রসঙ্গ অনুসারে অন্য উপায়ে লিখিত হইত।

উৎপত্তির দিক হইতে শব্দাংশটি একটি সম্বন্ধবাচক সর্বনাম। আসলে প্রাচীন ফার্সী ও আভেস্তা ভাষায় সম্বন্ধ পদ (h) ی পদাশ্রিত নির্দেশক হিসাবে উহার স্বাভাবিক কাজ ছাড়াও পূর্বপদের সহিত একাত্ম হওয়ার এবং ইহার সহিত একটি বাক্যাংশের পরিবর্তে সাধারণ নির্দিষ্টকারক শব্দ সংযুক্ত করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা প্রাচীন ফার্সিতে kasaka (h) hay (h) kapautaka (h) - "নীল (নব্য ফার্সী کبود) পাথর, lapis lazuli, gaumata (h) hya (h) magus অগ্নিপূজক গোমাতা (কর্তৃবাচ্য), gaumatam tyam magum (কর্মকারক)। আভেস্তা ভাষায় daevo yo apaoso "আপোমা দৈত্য, tam caretam yam dareyam লম্বা (নব্য ফার্সী دیر) রেসকোর্স (কর্মকারক, স্ত্রীলিংগ) tais syao Oanais yais vahistais "সর্বোত্তম কাজের জন্য" (করণকারক, বহুবচন, ক্লীব লিঙ্গ daenam... yam hudanaos 'সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের বিবেক' (কর্মকারক, স্ত্রীলিঙ্গ) (R.G. Kent, Old Persian, ২৬১; H.Reichelt, Awestisches Elementarbuch, ৭৪৯ প.)।

এই আবিষ্কার সম্বন্ধ পদ 'ই' (y) শব্দমূলের একটি বৈশিষ্ট্যের পরিণত হয় যে, ইহা হইতে উৎপন্ন শব্দ যাহা টিকিয়া রহিল, মধ্য যুগীয় ও তৎপরবর্তী যুগের ইরানী আঞ্চলিক ভাষায় সম্পূর্ণরূপে না হইলেও প্রধানত নির্দিষ্ট বাচক অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। এইরূপে সাগদী (soghdian) 'য়ু' (yw) (yam, নির্দেশক ayam না হইলেও), খাওয়ারিযমী i (পুং) ya (স্ত্রীলিঙ্গ), এবং Digoron Ossetic i নির্দিষ্টবাচক পদাশ্রিত নির্দেশক হিসাবে ব্যবহৃত হয় (দ্র. H. W. Bailey, Asica in Tphs, ১৯৪৫, ১৭ প.)। মধ্যযুগীয় ফার্সী ভাষায় শব্দাংশ (g) যাহা মানিকিয় লিপিতে y ও yg বানানে লিখিত হয় যুগপৎ সম্বন্ধ পদ, যথা دین آوری 'যে ধর্ম তুমি আনিয়াছ, winah ig asma kird যে গুনাহ তুমি করিয়াছ এবং যৌগিকরূপে ব্যবহৃত হয়, যথা بوئے نرم মৃদু গন্ধ, فرزند بهمان বাহ্‌মানের সন্তান; অবশ্য তখন পর্যন্ত ইহা বাক্য বিন্যাসে অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হইত না, যথা boyestan afridag পবিত্র উদ্যান, dibiran newan 'ভাল লেখক'। পশ্চিম-মধ্য ইরানের অন্যতম ভাষা পার্থীয়ান ভাষা i (g)-এর স্থান বস্তুত পূর্বেই শতাংশ ce (দ্র. M. Boyce, the use of relative Particles in Western Middle Iranian, in Indo-Iranica, Melanges Morgenstierne, Wiesbaden, ১৯৬৪ খৃ., ২৮-৪৭) কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল।

নব্য ফার্সী ভাষায় প্রাচীন সম্বন্ধ পদের স্থান সম্পূর্ণরূপে শব্দাংশ ki দখল করিয়া নিয়াছে। কিছু আধুনিক পশ্চিম ইরানী আঞ্চলিক ভাষায় ফার্সী 'i'-সদৃশ শব্দাংশ যুগপৎ সম্বন্ধ পদ ও ইদাফারূপে ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উত্তর কুর্দীয় ভাষায় যেখানে লিঙ্গের পার্থক্যও বহাল থাকে kar-e-deza 'ধূসর বর্ণের গাধা', zin এ wi তাহার স্ত্রী aw kar-e-ta dit ঐ গাধা যাহা তুমি দেখিয়াছ। zin-a ta dit যে স্ত্রীলোককে তুমি দেখিয়াছ। গোরানী ভাষার হাওরামী উপভাষায় গুণবাচক ইদাফা (যথা Kitab-i-syaw 'একটি কাল কিতাব' এবং genitival u har-u swanay- মেষ পালকের গাধা')-এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়। আধুনিক ফার্সী বাক্য বিন্যাসে ও i রূপ অন্যান্য বহু উপভাষায় গৃহীত হইয়াছে।

D.N. Mackeneir

৩। **তুর্কী ভাষাসমূহ ঃ** তুর্কী ইদাফার গঠন প্রণালী (اضافه ترکیبی) দুই অংশে বিভক্ত ঃ (১) (مضاف اليه) governed noun) বা সম্পূরক উপাদান (mutammim, tamlayan/ tamamlayici, unsur); (২) مضاف (governing noun) বা সম্পূর্ণকৃত উপাদান। tamamlanan unsur) (তুর্কী ইদাফায় 'আরবী বা ফার্সী ইদাফার বিপরীতরূপে مضاف اليه সর্বদা مضاف-এর পূর্বে বসে। তুর্কী ইদাফা দুই বিশেষ্যের মধ্যে (১) সম্বন্ধ সম্পর্ক ও (২) সীমাবদ্ধকরণ সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত হয়। সম্বন্ধ সম্পর্কীয় ইদাফা, যাহাকে আধুনিক তুর্কী ব্যাকরণে iyelik grupu/takimi (possessive group/annexation), isim takimi/tamlamasi (noun annexation/ complement) বলিয়া উল্লেখ করা হয়, দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) নির্দিষ্ট ইদাফা (tayinli izafet, belirli isim

takimi/tamlamasi); (২) অনির্দিষ্ট ইদাফা (tayinsiz isafet, belirsiz isim takimi/tamlamasi) । উভয় প্রকারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, (১) নির্দিষ্ট ইদাফায় مضاف اليه (Governed noun)-কে genitive -রূপে, যথা bahce nin kapi-si বাগানের ফটক এবং অনির্দিষ্ট (বিভক্তিশূন্য) কারকে পেশ করা হয়; (২) উপরে উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, যে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ইদাফায় সংশ্লিষ্ট অংশদ্বয়ের মধ্যে একটি শিথিল ও অস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সে ক্ষেত্রে অনির্দিষ্ট ইদাফায় যৌগিক বিশেষ্যের অংশদ্বয়ের মধ্যকার সম্পর্কের মত সেই সম্পর্ক হয় ঘনিষ্ঠ ও স্থায়ী; (৩) নির্দিষ্ট ইদাফায় উভয় অংশের গুরুত্ব বজায় থাকে, অন্যপক্ষে অনির্দিষ্ট ইদাফায় শুধু প্রথম অংশের উপর জোর দেওয়া হয়। উভয় প্রকারেই مضاف নাম পুরুষের সম্বন্ধসূচক বিভক্তি গ্রহণ করে, তবে যদি প্রথমাংশ প্রথম বা দ্বিতীয় পুরুষের ব্যক্তিবাচক সর্বনামের Genitive form হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়াংশ প্রথম বা দ্বিতীয় পুরুষের সম্বন্ধসূচক বিভক্তি যুক্ত হইবে। যথা ben-im ev-im 'আমার বাড়ী', siz-in ev-iniz-তোমার বাড়ী' (কথ্য ভাষায় benim ev, ইত্যাদি)

সীমাবদ্ধকারী ইদাফায় দুইটি বিশেষ্য পদ কোন পরিবর্তন ছাড়াই একত্রীভূত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়াংশ কিসের তৈরী বা কিসের সঙ্গে তুলনীয়, প্রথমাংশ তাহাই নির্দেশ করে; যথা ipek gomlek 'রেশমী জামা' celik irade 'অটল সংকল্প'। আধুনিক তুর্কী ব্যাকরণে এই ধরনের ইদাফা Sifat takimi (adjective annexation) বা sifat tamlamsi (adjective complement) অধ্যায়ে বর্ণিত হয়।

বাক্য বিন্যাসের দিক হইতে ইদাফা ঃ গঠিত শব্দাবলীকে একটি একক হিসাবে গণ্য করা হয়, শুধু দ্বিতীয়াংশে ক্রমনিম্নাত্মক সমাপ্তি-সূচক শব্দাংশ (declensional endings) যোগ করা হয় মাত্র। যথা mudurun sapkasi-ni 'পরিচালকের টুপী" (কর্ম কারক),miashr odasi-n-da "অতিথি কক্ষে" tas kopru-den "পাথুরে পুল হইতে। সম্বন্ধসূচক ইদাফায় প্রথমাংশে শুধু বহুবচন সূচক বিভক্তি যোগ করা হয়। যথা ogretmen-ler-in Vazifesi"শিক্ষকগণের কর্তব্য" এবং orgretmen-ler klubu "শিক্ষকবৃন্দের ক্লাব"। যদি অনির্দিষ্টবাচক ইদাফায় অর্থের বিবেচনায় অতিরিক্ত সম্বন্ধসূচক বিভক্তি যুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহা হইলে প্রথম সম্বন্ধসূচক বিভক্তি লোপ পায়। যথা para canta-si মানিব্যাগ, টাকার থলি, কিন্তু para canta-m"আমার মানি ব্যাগ," Para Canta-niz 'তোমার মানিব্যাগ' Enverin para canta-si আনওয়ারের মানিব্যাগ।

একটি ইদাফা আরেকটি ইদাফা গঠনের অংশ হইতে পারে। যথা Universite profesoru-nun asistani nin tetkik seyahate বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের সহকারীর শিক্ষা সফর"। ইদাফার সম্পূর্ণ পদ্ধতিটি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রাচীন তুর্কী শিলালিপিতে বিধৃত রহিয়াছে, শুধু বর্তমান কালের তুলনায় সেই যুগে genitive বিভক্তি কম ব্যবহৃত হইত এবং অনির্দিষ্ট ইদাফায় সম্বন্ধসূচক বিভক্তিও প্রায়শ অনুল্লিখিত থাকিত। যথা Tabghac budun sabi "চীনা জাতির শব্দাবলী", Otuken yish "অতুকেন বন"।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) J. Deny, Grammire de la langue turqui, প্যারিস ১৯২১ খৃ., ৭৪৮-৭৩; (২) A. K. Borovkov, Priroda turetskogo izafeta, in Akademiku N. Ya, Marru, মস্কো-লেনিনগ্রাদ ১৯৩৫ খৃ., ১৬৫-৭৭; (৩) a. von Gabain, Altturkische Grammatik, লাইপযিগ ১৯৪১[2], ১৯৫০, ৩৯৮, ৪০০, ৪০৫, পৃ. ২৪৮; (৪) Ahmet Cevat Emre, Turk dil biligisi, Istanbul ১৯৪৫, ১১১-২ ৪১৯-২৭; (৫) L. Peters, Grammatik der turkischen sprache, বার্লিন ১৯৪৭ খৃ., ৩১-৫; (৬) IA. Izafet (Sadedin buluc); (৭) S.S. Mayzel Izafet v turetskom yazilk, মস্কো-লেনিনগ্রাদ ১৯৫৭ খৃ.; (৮) Muharrem Ergin, Osmanilica dersleri, I. Turk dil bilgisi, ইস্তাম্বুল ১৯৫৮ খৃ., ৩৪০-৪৪; (৯) Haydar Ediskun, Yeni Turk dilbilgisi, ইস্তাম্বুল ১৯৬৩ খৃ., ১১৭-২৬।

J. Echmann (E.I.[2])/মো ঃ আবদুল মান্নান

ইদাম (দ্র. হামদ, ওয়াদি'ল)

ই'দাম (দ্র. কাতল)

ইদারা (ادارة) ঃ ইহা আধুনিক 'আরবী, ফারসী, তুর্কী প্রভৃতি ভাষায় সাধারণভাবে প্রশাসন অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি য়ুরোপীয় প্রভাবাধীন সময়ে পারিভাষিক তাৎপর্য লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মুসলিম প্রশাসন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর বিভিন্ন নিবন্ধে আলোচিত হইয়াছে; দফতর ও কাজকর্ম বিষয়ক শিরোনামে; (বাব-ই 'আলী, বায়তু'ল-মাল, বারীদ, দীওয়ান, দীওয়ান-ই হুমায়ুন, ইসতা'ফা-ক'লাম, ক'নূন, রাওক, তাহ'রীর ইত্যাদি)। সাধারণ কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিষয়ক শিরোনামে ('আমিল, 'আমীদ, দাফতারদার, হ'াজিব, কাহয়া, খাযিন, মুশীর, মুশরিফ, মুসতাওফী, নাইব, নাজিব, রাঈসু'ল -কুত্তাব, শাদ্দ, ওয়াকীল, ওয়াসিত'া; ওয়াযীর ইত্যাদি) লিপিকার (কাতিব) এবং সরকারী কর্মচারী শিরোনামে (মামূর); প্রশাসনিক দলীল-দস্তাবেজ, নথিপত্র এবং হিসাবাদি বিষয়ক শিরোনামে (দাফ্তার, কূটনৈতিক, ইনশা, মুহ'াসাবা, রাসা'ইল, সিজিল্ল)। প্রাদেশিক প্রশাসন সম্পর্কেও আলোচিত হইয়াছে বিভিন্ন শিরোনামযুক্ত নিবন্ধে। কর্মকর্তা বিষয়ক শিরোনামে (আমীর, বেগলেরবেগী, কাইম-মাক'াম, মুদীর, মুতাসাররিফ, সান্জাক' বে, ওয়ালী ইত্যাদি)। আঞ্চলিক বিভাগ বিষয়ক শিরোনামে (ইয়ালেত, কাদা (কূরা, নাহি'য়া, নিয়াবা, মামলাকা) রুস্তাক, সান্জাক', তাস্সুজ, উসতান, বি'লায়েত ইত্যাদি)। পুলিস সংক্রান্ত বিষয়ে (দ্র.) 'আসাস, দারূগ'া, শিহ'না, শুরতা। আধুনিক রাষ্ট্র যন্ত্রের প্রধান সম্পর্কে দ্র. হুকূমা, তানজীমাত।

সম্পাদনা পরিষদ (E.I.[2])/ মহীউদ্দীন আহমদ

'ইদ্দাত (عدة) ঃ ক্রিয়াপদ 'আদ্দা (عد) হইতে নিষ্পন্ন যাহার অর্থ (দিন, সংখ্যা বা রাজঃস্রাব) গণনা করা। বৈধব্য অবস্থা যাপনকালের সময়সীমা নির্দেশক 'আরবী পরিভাষা অথবা আরও সঠিক অর্থে বিধবা, বিবাহ বিচ্ছেদ দ্বারা পরিত্যক্তা বা যে নারীর বিবাহচুক্তি রদ হইয়াছে তাহার পক্ষে যে সময়সীমায় পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ, সেই নির্ধারিত সময়সীমাকে ইসলামী পরিভাষায় 'ইদ্দাত বলা হয়। 'আরবদেশে প্রাক-ইসলামী যুগে তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ক্ষেত্রে বিধিটির কথা জানা ছিল না বলিয়া মনে করা হয়। শারী'আতের আইনতাত্ত্বিকরা 'ইদ্দাতের জন্য নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পূর্বে চুক্তিবদ্ধ যে কোন বিবাহকে সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করেন। পিতৃত্ব নির্ধারণের সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে মূলত বিবাহ আইনের মধ্যকার এই মৌলিক বিষয়টি সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এই বিষয়ে ফিক্'হ বা ইসলামী আইনের সংকটের কারণ এই যে, (বিবাহের মাধ্যমে যৌনক্রিয়া) স্থগিতকাল গণনার দুইটি পদ্ধতি রহিয়াছে ঃ প্রথমটি মাস ও দিনের ভিত্তিতে হিসাব করিয়া প্রধানত বিধবাদের বেলায় প্রযোজ্য এবং দ্বিতীয়টি বিবাহ বিচ্ছেদ দ্বারা পরিত্যক্তা স্ত্রীলোক বা যে স্ত্রীলোকের বিবাহ চুক্তি বাতিল হইয়াছে তাহাদের বেলায় প্রযোজ্য তিনটি মাসিক রজঃস্রাবকালের হিসাব। কুরআন (২ ঃ ২২৮ ও ২৩৪) এই ব্যবস্থার উৎস। এই বিষয়ে উহার বিধান অত্যন্ত স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। কাহারও জন্য এইগুলির পরিবর্তন বা সংশোধনের অনুমতি নাই।

পূর্বোক্ত যে দুইটি অবস্থা (একটি নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম হওয়া ও তৃতীয় রজঃস্রাব হওয়া) 'ইদ্দাতের পরিসমাপ্তি সূচিত করে, তৎসঙ্গে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার তৃতীয় শর্তটি যুক্ত হওয়ার উচিত। বিবাহ বাতিল হওয়ার মুহূর্তে যে স্ত্রীলোক গর্ভবতী থাকে, সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 'ইদ্দাত সমাপ্ত হয়। বিষয়টি একেবারে সহজ হওয়াতে আমরা সর্বাগ্রে উহারই আলোচনা করিব।

(অন্তঃসত্ত্বা মহিলার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন যে কারণেই ঘটিয়া থাকুক না কেন (স্বামীর মৃত্যু, তালাক, বিবাহ চুক্তি রদ), সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তাহার ইদ্দাত বজায় থাকে এবং প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই উহার পরিসমাপ্তি ঘটে—এমনকি উহা বিবাহ বাতিলের অব্যবহিত পরে হইলেও। কুরআন শুধু বিধবাদের বেলায় ইদ্দাতের মেয়াদ ৪ মাস ১০ দিন নির্ধারণ করিয়াছে। তদনুসারে কেবল শী'আদের ইছ্না আশারিয়া ইমামের অনুসারী ও যায়দীরা ভিন্ন অন্য কেহই প্রসবের পরও 'ইদ্দাতকে বর্ধিত করেন না। তাঁহারা বলেন, 'ইদ্দাত-এর এই মেয়াদ শুধু সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত সংশয় নিরসনের জন্য নহে, বরং ইহা মৃত ব্যক্তির স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং সন্তান প্রসব করিয়াছে এই কারণে উক্ত ইদ্দাত (৪ মাস ১০ দিন) পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিধবার পুনরায় বিবাহ করা সমীচীন হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না।

(২) যে সকল বিধবা অন্তঃসত্তা নহে এবং তালাকপ্রাপ্তা যে সকল বালিকার রক্তঃস্রাব নিঃসরণের বয়স এখনও হয় নাই কিংবা যাহাদের রজোনিবৃত্তি ঘটিয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্রে মাস ও দিনের হিসাবে 'ইদ্দাত গণনা করা হইয়া থাকে।

(ক) স্বামীর ইনতিকালের পর ৪ মাস ১০ দিনের 'ইদ্দাত পালন যে কোন বিধবার পক্ষে আবশ্যক। কোন বিবাহ যৌন মিলন দ্বারা আইনসিদ্ধ হউক বা না হউক কিংবা বিবাহিতা বালিকা বয়ঃপ্রাপ্তা হউক বা না হউক, বিবাহ চুক্তিটি যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে কিনা এই ক্ষেত্রে তাহাই একমাত্র শর্ত।

(খ) অপ্রাপ্তবয়স্কা কিংবা বার্ধক্যবশত যাহাদের রজঃস্রাব বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এমন তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ৩ চান্দ্র মাসকাল যাবত 'ইদ্দাত পালন করিতে বাধ্য (৬৫ ঃ ৪)।

(গ) রজঃস্রাব হওয়ার বয়সী যে সকল স্ত্রীলোক তালাকপ্রাপ্তা কিংবা যাহাদের বিবাহ বাতিল হইয়া গিয়াছে, তাহাদেরকে স্বেচ্ছায় তিন কু'রূ (قروء) কাল পর্যন্ত 'ইদ্দাত পালন করিতে হইবে (২ ঃ ২২৮)। ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতেই তাফসীরকারগণের মধ্যে কুরআনের মূল পাঠের 'কুরূ' (কুরু শব্দের ব. ব.) শব্দটি লইয়া মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ ইহার অর্থ দুই রজঃস্রাবের মধ্যবর্তী কাল অর্থাৎ তাঁহাদের ভাষায় দৈহিক পবিত্রতার কাল বলিয়া মনে করেন। শাফি'ঈ, মালিকী মায'হাব ও জাফারী শী'আ মতের অনুসারীদের মধ্যে এই ধারণার প্রচলন রহিয়াছে। কিন্তু হ'নাফী, হ'ম্বালী ও যায়দীরা কুরূ শব্দটিকে রজঃস্রাবজনিত অসুস্থতা বা (দ্র.)-এর প্রতিশব্দ বলিয়া মনে করেন। এইজন্য কু'রূ শব্দটি প্রথমোক্ত অর্থে না শেষোক্ত অর্থে বুঝিতে হইবে তাহার ভিত্তিতে ইদ্দাতের সময়সীমা গণনায় সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। যাহাই হউক না কেন, বিধবাগণ পুনঃবিবাহ হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক আর যে সকল স্ত্রীলোকের বিবাহচুক্তি বাতিল হইয়াছে—এই দুই ক্ষেত্রে শারী'আতের বিধান ভিন্ন।

যেক্ষেত্রে যৌন মিলন দ্বারা বিবাহকে আইনসিদ্ধ করা হইয়াছে কেবল সেক্ষেত্রে এই 'ইদ্দাত পালন করা হউক— শারী'আতের এইরূপ সুস্পষ্ট বিধান রহিয়াছে, এমনকি শাফি'ঈ মাযহাবের বিধিমতে প্রকৃত যৌনমিলন দ্বারা বিবাহ আইনসিদ্ধ করা হইয়া থাকিলে কেবল 'ইদ্দাত পালন করিতে হইবে। এই ব্যাপারে তাঁহারা খাল্ওয়া (خلوة) মতবাদ মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। যেখানে তাহাদের পক্ষে সহবাসে মিলিত হওয়া সম্ভবপর হইত, এইরূপ কোন নির্জন স্থানে স্বামী ও স্ত্রী একত্রে অবস্থান করিয়া থাকিলে তাহাকে খাল্ওয়া বলা হয়। খাল্ওয়া মুলাকাত ঘটিয়া থাকিলে যৌন-মিলন দ্বারা বিবাহকে আইনানুগ করা হইয়াছে বলিয়া অপর তিনটি মায'হাবের সকলেই নির্বিবাদে মানিয়া লইয়াছেন বলিয়া এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, উক্তভাবে মানিয়া লওয়া বিষয়টি শর্তহীন কিনা। হ'নাফী, মালিকী ও হ'ম্বালী গ্রন্থকারগণের মতে খাল্ওয়া মুলাকাতের কারণে বিনা প্রমাণে যৌন মিলন ঘটিয়াছে বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। সুতরাং ইহার সঙ্গে ইদ্দাত পালনের আইনগত বাধ্যবাধকতা জড়িত নহে কেবল যখন যৌন সঙ্গমের কোন অনতিক্রম্য বাধা না থাকে, যেমন স্বামী খোজা হওয়া বা স্ত্রীর যৌনাঙ্গ বন্ধ থাকা বা করিয়া দেওয়া।

যে সকল প্রতিপাদ্য বিষয় গণনার এক পদ্ধতি হইতে অপর পদ্ধতি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া উহাকে সফল (শুদ্ধ) করে, সংশ্লিষ্ট লেখকগণ সেগুলি সর্বদা সতর্কতার সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ যে নাবালেগা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক 'ইদ্দাতের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বালিগা হইয়া যায় তাহার ইদ্দাতকাল মাসের হিসাব অনুযায়ী গণনা করা হয়। আর

তা'লাক'প্রাপ্তা স্ত্রী, যাহার তা'লাকে'র সিদ্ধান্ত আইনত প্রত্যাহার করা চলে যে 'ইদ্দাত পালনকালে বিধবা হইয়া যায়, বিবাহ বিচ্ছেদ তখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয় নাই, সে তাহার স্বামীর ইনতিকালের পর হইতে বিধবাদের বেলায় প্রযোজ্য বিধিমতে 'ইদ্দাত গণনা করিবে। এই বিষয়ে যতগুলি সম্ভাব্য ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের তালিকা বেশ দীর্ঘ হইবে। কেবল ইহা উল্লেখ্য যে, যে নারীকে চূড়ান্তভাবে তা'লাক' (বায়ন) দেওয়া হইয়াছে, তাহার নির্জন বাসের সময়সীমার মধ্যে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইলেও তাহাকে অবশ্যই রজঃস্রাবের সংখ্যার ভিত্তিতে 'ইদ্দাত কাল গণনা করিতে হইবে। কেননা তাহার তা'লাক'প্রাপ্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর হইতেই তাহার প্রকৃত বৈধব্যকাল আরম্ভ হইয়াছে। স্বামীর মৃত্যুর ফলে তালাক বলবৎ হইলে যেক্ষেত্রে সম্পত্তির উত্তরাধিকার যথারীতি বজায় থাকে, শুধু সেক্ষেত্রেই নির্জনবাসের দুইটি নির্ধারিত কালের দীর্ঘতরটির হিসাবে ইদ্দাত' পালন করা বাধ্যতামূলক।

(৩) 'ইদ্দাত গণনা শুরু করিবার তারিখ নির্ণয় যখন আইনত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, তখন বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হওয়ার মুহূর্ত হইতেই অর্থাৎ এমনকি স্ত্রীর অজান্তে হইলেও স্বামীর মৃত্যু বা তা'লাক' ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই 'ইদ্দাত বলবৎ হইবে। ইতিপূর্বে (হাল আইনে তা'লাক'প্রাপ্তাগণকে তালাকের খবর অবশ্যই জানাইতে হইবে) কখনও বা এমন ঘটিয়াছে যে, স্ত্রী জানিত না যে, তাহাকে তা'লাক' দেওয়া হইয়াছে, এমন ক্ষেত্রে সে তাহার অজান্তেই 'ইদ্দাত পালন সমাপ্ত করিতে পারে। অপরপক্ষে বিবাহবন্ধন বাতিল বা কোনও বিশেষ কারণে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত স্ত্রীকে অবগত করিতেই হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে সে যেইমাত্র সিদ্ধান্তটি জানিতে পারিবে সেই মুহূর্ত হইতেই 'ইদ্দাত বলবৎ হইবে।

(৪) রজঃস্রাবের বা দুই রজঃস্রাবের মধ্যবর্তী কালের সংখ্যা গণনামতে 'ইদ্দাত হিসাবের বেলায় কিছু বাস্তব অসুবিধা ঘটে। আসলে শেষ পর্যন্ত স্বার্থসম্পন্ন পক্ষ অর্থাৎ স্ত্রীর সাক্ষ্যের উপরই এই ক্ষেত্রে আস্থা স্থাপন করিতে হয়। তাহার রজঃস্রাব হয় নাই বা অন্তত তৃতীয়বার হয় নাই দাবি করিয়া সে তাহার 'ইদ্দাতকে দীর্ঘায়িত করিতে অথবা প্রতিবারই তাহার রজঃস্রাবকাল খুবই সংক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং উহা ঘন ঘন পুনরাগমন করিয়াছে দাবি করিয়া উহাকে হ্রাস করিতেও পারে, বিশেষত হানাফী মায'হাবের স্ত্রীলোকদের মধ্যে প্রথমোক্ত ধরনের আচরণ দৃষ্টিগোচর হয়। বস্তুত হ'নাফী আইনমতে চূড়ান্তভাবে তা'লাক'প্রাপ্তা তাহার ইদ্দাতের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত নাফাক'া (খোরপোষ) আদায় করিতে পারে। যাহাদের পুনরায় বিবাহের সম্ভাবনা নাই, তাহারা তাহাদের তৃতীয়বার রজঃস্রাব হওয়ার ঘটনা প্রকাশ করিতে বিলম্বিত করিত। কেননা ইহা তাহার ইদ্দাতের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়া তাহাকে যাবতীয় নাফাকা হইতে বঞ্চিত করিত। বর্তমান কালের আইনে সর্বোচ্চ এক বৎসরের সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া এই জটিলতা দূর করার চেষ্টা করা হয়। ইহার পর তৃতীয়বারের রজঃস্রাব হওয়ার ঘটনা প্রকাশ না করাতে ইদ্দাত পালনকারী বলিয়া বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর আর খোরপোষের অধিকার থাকে না (মিসর, সুদান)। কোন কোন দেশে (তুর্কী, জর্দানীয়, সিরীয় আইনমতে) 'ইদ্দাতের সময়সীমা সুনির্দিষ্টভাবে সর্বাধিক নয় মাস কিংবা এক বৎসর স্থির করা হইয়াছে। শাফি'ঈ ও মালিকী মায'হাবী 'ইদ্দাত পালনাকালে বায়ন তা'লাক'প্রাপ্তা স্ত্রীলোকদেরকে তাহার স্বামীগৃহে খোরপোষের অধিকার ব্যতীত কেবল বাসস্থানের অধিকার দান করে। ফলে ইদ্দাত পালনকাল দীর্ঘায়িত করিতে স্ত্রীলোকদেরকে উৎসাহিত করে না। হা'নাফী আইনে [এই বিষয়ে ইমাম আবূ হা'নাফী (র)-র অভিমত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে] 'ইদ্দাত পালনকাল কোনও ক্ষেত্রেই ষাট দিন অপেক্ষা কম হইবে না। অন্যান্য মায'হাবে ইহার স্বল্পতম মেয়াদ ত্রিশ হইতে ঊনচল্লিশ দিন স্থিরিকৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালিকী আইনে উক্ত মায'হাব কর্তৃক নির্দিষ্ট তিনটি রজঃস্রাব কালের জন্য নির্ধারিত স্বল্পতম কাল ত্রিশ দিনের বিধান মানিয়া চলিলেও শুধু সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যই যথেষ্ট বিবেচিত হইবে না, এই ক্ষেত্রে অপর দুইজন স্ত্রীলোক দ্বারা তাহাকে পরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক।

(৫) ক্রীতদাসী স্ত্রীলোকের 'ইদ্দাত বিশেষ বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আভাস দিলেই যথেষ্ট হইবে। কোনও ক্রীতদাসী বিবাহিতা না হইয়াও স্ত্রীরূপে ব্যবহৃত হইলে সে বালিগা কিনা সে প্রশ্নের ভিত্তিতে তাহার পক্ষে পরবর্তী রজঃস্রাবকাল পর্যন্ত অথবা এক মাসকাল 'ইদ্দাত পালন করা বাধ্যতামূলক। কোনও নূতন মনিবের মালিকানাধীন হইলে উক্ত মনিব যদি তাহার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রাখিতে ইচ্ছুক হয় কিংবা তাহার আইনগত মর্যাদায় যদি কোনও পরিবর্তন ঘটে তবে সে নূতন মনিবের মালিকানাধীন হওয়ার তারিখ হইতে পূর্বোক্ত 'ইদ্দাত পালন করিবে। ইহাকে ইসতিবরা (দ্র.) বলা হয়, কিন্তু কোন ক্রীতদাসীকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করাও চলে। সেক্ষেত্রে যে পরিস্থিতিতে কোন স্বাধীনা স্ত্রীলোকের প্রতি 'ইদ্দাত পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয়, তদনুপাতে আধাআধির আইনে তাহার ইদ্দাত-এর সময় স্বাধীনা স্ত্রীলোকের 'ইদ্দাতের অর্ধেক হইবে অর্থাৎ বিবাহিতা ক্রীতদাসীকে স্বামীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে দুই মাস পাঁচ দিন 'ইদ্দাত পালন করিতে হইবে, আর তা'লাক'প্রাপ্তা নাবালেগা ক্রীতদাসীকে দেড় মাস 'ইদ্দাত পালন করিতে হইবে। স্বাধীনা স্ত্রীলোকের ইদ্দাতকাল তিনটি রজঃস্রাব কিন্তু ক্রীতদাসীর তাহার আধআধিভাগ করা সম্ভবপর নয় বলিয়া ইহা স্থির হইয়াছে যে, তালাক' প্রাপ্তা বালেগা ক্রীতদাসীর পক্ষে শাফি'ঈ ও মালিকী আইনমতে দুইটি রজঃস্রাবের অন্তর্বর্তীকাল যাবত অথবা হা'নাফী ও হা'ম্বালী আইনমতে দুই রজঃস্রাবকাল যাবত 'ইদ্দাতপালন করা কর্তব্য। ব্যতিক্রম হইল উম্মু ওয়ালাদ অর্থাৎ যে দাসী সন্তান প্রসব করিয়াছে তাহাকে স্বাধীন স্ত্রীলোকের সমমর্যাদা সম্পন্ন বিবেচনা করা হয়।

(৬) বিধবা না তা'লাক'প্রাপ্তা তাহার ভিত্তিতে 'ইদ্দাত পালনরত স্ত্রীলোকের অধিকার ও দায়িত্বের পরিমাণ ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, এমনকি গর্ভবতী অবস্থাতেও বিধবাদের কখনও পূর্ণ খোরপোষ (নাফাক'া) লাভের অধিকার থাকে না। এই প্রশ্নে সকল মাযহাবই একমত। যাহা হউক, উত্তরাধিকারিগণ ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট সে খোরপোষের দাবি করিতে পারে না। অথচ সঠিক অর্থে যে ঋণের দায়িত্ব মৃত ব্যক্তির পূর্বে গ্রহণ করা হয় নাই তাহার জন্য তাহাদেরকে দায়ী করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাই বলিয়া বিধবার সঙ্গে এমন অন্যায় আচরণ করা হয় না। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, বিধবা এ তাহার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পাইবার

অধিকারী। তাহার খোরপোষের কোনও অধিকার না থাকিলেও সে তাহার স্বামীগৃহে 'ইদ্দাত পালন করিবে, ইহাই প্রত্যাশিত। ইহাতে পরোক্ষভাবে তাহাকে গৃহে স্থান দেওয়া হয়। অধিকন্তু নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে তাহাকে শোক পালন করিতে হইবে এবং অলংকার ও প্রসাধনী ব্যবহার হইতে বিরত থাকিতে হইবে। ত'লাক'প্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের তুলনায় তাহার বেলায় গৃহ পরিত্যাগের অধিকার তত কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় না। এ সম্পর্কে ইহা বিবেচিত হয় যে, নাফাকা বা খোরপোষের অভাবে সে হয়ত তাহার জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য গৃহের বাহিরে যাইতে বাধ্য হইয়া পড়িতে পারে। বায়ন ত'লাক'প্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের আইন (যে সকল স্ত্রীলোকের তালাক প্রত্যাহার করা চলিতে পারে তাহাদের মর্যাদা ঠিক বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের ন্যায়) মায'হাবের বিভিন্নতার দরুন বিভিন্ন হইয়া থাকে। হ'নাফীগণ বলেন, যে, যখন সে অন্তঃসত্তা না হয় তখনও 'ইদ্দাত পালনকাল সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহার প্রাক্তন স্বামীই তাহার ভরণ-পোষণ (খাদ্য, পরিচ্ছদ ও বাসস্থান)-এর জন্য আইনত দায়ী। শুধু যে ক্ষেত্রে তাহার নিজের দোষে (ব্যভিচার, ধর্মত্যাগ ইত্যাদি) বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, কেবল তখনই তাহাকে নাফাকা বা খোরপোষ হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। অপরাপর অন্যান্য মাযহাব অনেক কম উদার, যেমন হাম্বালীগণ বায়ন ত'লাক'প্রাপ্তাদের সকল অধিকার প্রত্যাখ্যান করে এবং মালিকী ও শাফি'ঈগণ তাহাকে শুধু বাসস্থানের অধিকার অনুমোদন করে। অবশ্য অন্তঃসত্তা হইলে "তাহারা গর্ভবর্তী হইয়া থাকিলে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের জন্য ব্যয় কর" কু'রআনের এই আয়াতের (৬৫ ঃ ৬) পরিপ্রেক্ষিতে তাহার স্বামীকে অবশ্য তাহার পূর্ণ নাফাকা (অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান) প্রদান করিতে হইবে। বায়ন ত'লাক'প্রাপ্তাগণ অবশ্য স্বামীর অন্তিম শয্যাকাল ভিন্ন অন্য সময় বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে শাফি'ঈ আইন ছাড়া অন্যান্য মায'হাবের আইনে স্বামীর উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। অধিকাংশ মায'হাবই অবশ্য বায়ন ও ত'লাক' প্রাপ্তাদেরকে শোক পালন, পোশাক ও প্রসাধনীর ব্যবহার সম্পর্কিত নৈতিক অনুশাসন বিষয়ক বিধিনিষেধ পালন করাইবার জন্য জোর দেয় না। সম্ভবত তাহাকে নাফাক'া (ভরণপোষণ) প্রদানের ক্ষতি পূরণস্বরূপ শুধু হানাফী আইনানুসারে এ ধরনের অনুশাসন পালন করিতে সে বাধ্য থাকে।

ইহা স্মরণযোগ্য যে, 'ইদ্দাত পালনকারিণী প্রত্যেক স্ত্রীলোকের প্রতি তাহার প্রাক্তন স্বামীর গৃহে বসবাসকালে উপরিউক্ত অধিকার ও কর্তব্য বর্তায়।

(৭) 'ইদ্দাত পালনকালে যে কোনও ভূতপূর্ব দম্পতি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলে তাহা হ'নাফী আইনে ফাসিদ বিবেচিত হইবে (হ'নাফী আইনে ফাসিদ দ্র.) এক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে হইবে, তাহা না হইলে কা'দী (বিচারক) বিবাহ বিচ্ছিন্নের কথা ঘোষণা করিবেন। হ'নাফী আইনে এরূপ বিবাহ ফাসিদ স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সরল বিশ্বাস থাকিলে অপরাপর মাযহাবও উহা অনুরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে (যৌনক্রিয়া দ্বারা বিবাহ আইনসিদ্ধ হওয়ার পর)। এরূপ বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে দেনমোহর বাবদ অর্থের সম্পূর্ণই স্ত্রীর প্রাপ্য এবং কোনও সন্তান জন্মিলে সে বৈধ বিবেচিত হয়। এই দ্বিতীয়বারের বিবাহ বাতিল ঘোষিত হইলে শাফি'ঈ ও হ'াম্বালীগণ স্থির করিয়াছেন যে, স্ত্রীকে একাদিক্রমে দুইটি 'ইদ্দাত পালন করিতে হইবেঃ 'ইদ্দাতের যে অংশ পালন করা বাকী থাকিতে দ্বিতীয় বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা এবং তাহার সঙ্গে পরপর তিনটি রজঃস্রাবকাল মিলাইয়া অথবা রজঃস্রাবের মধ্যবর্তী কাল যাবত 'ইদ্দাত পালন করিতে হইবে। তিনটি রজঃস্রাবকালব্যাপী প্রথম 'ইদ্দাতের ব্যয়িত সময় বাদ দিয়া বাকী সময়ে একটি 'ইদ্দাত পালন করিবার জন্য হ'নাফীদের কঠোর বিধান রহিয়াছে। দুই 'ইদ্দাতের একত্রীকরণের মতবাদের যুক্তি দুর্বোধ্য ও ভিন্ন ভিন্ন, কেবল ভিন্ন মায'হাবের ক্ষেত্রে নয়, এমনকি একই মায'হাবের মধ্যেও বটে। তৎসত্ত্বেও সকল মায'হাবের ক্ষেত্রেই এই দ্বিতীয়বারের 'ইদ্দাত উত্তীর্ণ হইলে স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামীকে পুনঃবিবাহ করিতে পারে (যাহার নিকট হইতে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে); তবে নূতন করিয়া বিবাহ চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে এবং পুনরায় মোহর দিতে হইবে। অধিকাংশ মায'হাবই সমস্যাটির এই সমাধান মানিয়া লইয়াছে। কেবল মালিকী ও শী'আগণ হযরত 'উমার (রা)-এর একটি রায়কে তাহাদের আইনের নজীর হিসাবে উল্লেখ করেন (তিনি নাকি তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন)। উহাতে বলা হইয়াছেঃ 'ইদ্দাত সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই দ্বিতীয়বারের বিবাহচুক্তি সম্পাদনের ফলে কোনও বিবাহ বাতিল হইয়া গেলে দ্বিতীয় স্বামীর জন্য উক্ত স্ত্রী আজীবন হ'ারাম হইবে।

(৮) ১৯১৭ খৃস্টাব্দের তুর্কী পারিবারিক আইন হইতে ১৯৫৯ খৃস্টাব্দের ইরাকী পারিবারিক আইন পর্যন্ত সকল আধুনিক আইনের সংকলন গ্রন্থে 'ইদ্দাত-এর প্রচলিত আইন-কানুন সম্পর্কে ঐতিহাসিক ইসলামী আইন (শরী'আত)-এর মূলনীতির ভিত্তি হইতে বিচ্যুত না হইয়াও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের সকল ক্ষেত্রেই কু'রআনে দুইটি প্রতীক্ষাকালকে অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে ঃ বিধবার জন্য চারি মাস দশ দিন এবং তালাক'প্রাপ্তা বালিগা স্ত্রীলোকের জন্য একাদিক্রমে তিন রজঃস্রাবকাল অথবা প্রথম ও চতুর্থ রজঃস্রাবকালের অন্তর্বর্তী সময়। অবশ্য তিউনিসিয়ার পারিবারিক আইনের ৩৫ নং ধারায় তিনটি রজস্রাবকালের স্থলে ইদ্দাতের জন্য তিন মাস সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে কয়েকটি ক্ষেত্রবিশেষে শারী'আতের সামান্য সংশোধন (বিশেষত হানাফী আধ্যুষিত দেশগুলিতে) করা হইয়াছে, তাহা রজঃস্রাব দ্বারা 'ইদ্দাতের সময় গণনার সঙ্গে সম্পর্কিত। স্ত্রীর তিনটি রজস্রাব যে দীর্ঘতম বা ন্যূনতম সময়ের মধ্যে অবশ্যই হইতে হইবে তাহা নির্ণয়ের লক্ষ্যে উহা রচিত। এইজন্যই ১৯১৭ খৃস্টাব্দের তুর্কী পারিবারিক আইনের ১৪০ নং ধারা এবং ১৯৫১ খৃস্টাব্দের জর্দানী পারিবারিক আইনের ১০২ ধারায় বলা হইয়াছে, 'ইদ্দাত নয় মাসের বেশী দীর্ঘায়িত করা যাইবে না। মিসর, সুদান ও পরিশেষে সিরীয় সরকার বালিগা (রজঃশীলা) ত'লাক'প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের 'ইদ্দাতের সর্বাধিক সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া অপসন্দ করিলেও শর্ত আরোপ করিয়াছে যে, স্ত্রী এক বৎসরের বেশী খোরপোষের দাবি করিতে পারিবে না (১৯২৯ খৃস্টাব্দের মিসরীয় আইনের ১৭ নং ধারা, ১৯২৭ খৃস্টাব্দের সুদানের বিচার বিভাগীয় ইশ্‌তিহার নং ২৮-এর ৫ নং অনুচ্ছেদ), এমনকি সিরিয়ায় (ব্যক্তিগত আইনের ৮৪ নং ধারা) বিবাহ বিচ্ছেদের পর নয় মাসের বেশী খোরপোষ পাইবে না। বহু বৎসর ধরিয়া খোরপোষ পাওয়ার উদ্দেশে কোনও কোনও

তালাক-প্রাপ্তা স্ত্রীলোক যে আইনটির অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করিতেছিল, এই সকল বিধান প্রবর্তনের ফলে কার্যত তাহার সমাপ্তি সাধন সম্ভবপর হইয়াছে। কোনও কোনও দেশে রজঃস্রাবের ভিত্তিতে হিসাব করিয়া 'ইদ্দাতের ন্যূনতম সময় তিন মাস ধার্য করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ফিক্'হ বিষয়ক মূল্যবান গ্রন্থাদির সবকয়টিতে আলোচ্য বিষয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে; (২) হ'নাফী আইন সম্পর্কে দেখুন—যায়লা'ঈ, তাবয়ীনু'ল-হ'াকাই'ক, কায়রো ১৩১৩ হি., ৩খ, ২৬-৩৮; (৩) শাফি'ঈ আইন সম্পর্কে দেখুন— শীরাযী, আল-মুহাযযাব (সম্পা. হ'ালাবী), ২খ., ১৪২-৫৫; (৪) মালিকী আইনের জন্য দেখুন—দারদীর দাসুকী, আশ-শারহু'ল-কাবীর (সম্পা. হ'ালাবী), ২খ., ৪৬৮-৫০২ এবং তুলনামূলক আইন সম্পর্কে (৫) ইব্ন কুদামা কর্তৃক সামগ্রিক গবেষণামূলক গ্রন্থ 'আল-মুগ্নী' (৩য় সং, কায়রো), ৭খ, ৪৪৮-৮৮; (৬) শী'আদের বিধি-বিধানের জন্য সায়্যিদ আমীর আলী, Mahommedan Law কলিকাতা ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৩৪০ ৩৫৩-৪; (৬) কুদূরী, মুখতাসার, অনু. Bercher ও Bousqeuet, Le Statut personncl en droit musulman hanfite, পৃ. ১৫৬-এ বিষয়টি সম্পর্কে একটি সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে; (৭) বিচার বিভাগীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপনের পূর্বেকার প্রচলিত বিধিবিধান সম্পর্কে. J. Schacht, The Origins of Muhammadan jurisprudence, পৃ. ১৮১, ১৯৭-৮, ২২৫-৬; (৮) Y. Linant de Bellefonds, Traite de droit musulman Compare, প্যারিস-হেগ ১৯৬৫ খৃ., ২খ, ৭১২-২১, ৮৮০-৫; (৯) আরও দ্র. ত'লাক' প্রবন্ধ।

Y. Linant De Bellefonds (E.I.[2])/ মুহম্মদ ইলাহি বখ্শ

ইন্'আম (أنعام) ঃ অনুগ্রহ করা, দয়া প্রদর্শন। ইহা বাব ইফ্'আল-এর অন্তর্গত ক্রিয়ামূল (মাস'দার), ব.ব. ইন'আমাত, ধাতু (ن-ع-م), আল্লাহ্ রব্বুল-'আলামীন কর্তৃক বান্দার উপর অজস্র ধারায় যে অসংখ্য দান বা অনুগ্রহ প্রদশন করা হয়, সাধারণত শব্দটির ক্রিয়াপদে সেই অর্থ প্রকাশ পায়। যেমন ঃ

اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ-যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ দান করিয়াছ (১ ঃ ৬)। ইহা হইতে বিশেষ্য পদ নি'মাতুন (نعمة) বহুবচনে নি'আমুন (نعم)। কু'রআন মাজীদে ইহার ক্রিয়াপদ ও বিশেষ্যের বহুল ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। যেমন وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لاَ تُحْصُوْهَا "তোমরা আল্লাহ্র অনুগহ গণনা করিলে উহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না" (১৪ ঃ ৩৪, ১৬ ঃ ১৮)।

সাধারণভাবে কাহাকেও পুরস্কৃত করাকে ইন'আম দেওয়া বলা হয়। সেনাবাহিনীকে প্রদত্ত উপহার অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয়। Mirrors for Princes সাহিত্যে যথাসময়ে বিশেষত সুস্পষ্ট বিজয় অথবা বীরত্বপূর্ণ কার্যের পরে আনুতোষিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সৈন্যদের রাজানুগত্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। কায়কাউস জ্ঞানী যুবরাজকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, কেহ নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করে, শত্রুদের কাহাকেও নিহত বা আহত করে, কোন ঘোড়া দখল করে অথবা অন্য যে কোন প্রশংসনীয় কাজ সমাধা করে, তাহার প্রতি আপনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। এইরূপ ব্যক্তিকে তাহার কাজের বিনিময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দামী আলখেল্লা প্রদান ও বেতন বৃদ্ধির মাধ্যমে আপনি পুরস্কৃত করিবেন (কাবুস নামাহ, অধ্যায় ৪১, অনু. R. Lavy, পৃ. ২২০, তু. ফাখ্র-ই মুদাববির আদাবু'ল-হ'ার্ব ওয়া'শ-শাজা'আ, ইণ্ডিয়া অফিস, ফারসী পাণ্ডু. ৬৪৭, অধ্যায় ৩৬, পত্রক ১২৬ b-১২৮a; সম্পা. আহ'মাদ সুহায়লী খওয়ানসারী, তেহরান ১৩৪৬/১৯৬৭ [বৃটিশ মিউজিয়াম-এ রক্ষিত পাণ্ডুর উপর ভিত্তি করিয়া], অধ্যায় ৩০, পৃ. ৫৪২-৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আর-রাগি'ব আল-ইস'ফাহানী, আল-মুফরাদাত, বৈরূত তা. বি., পৃ. ৪৯৯; (২) আল-মুন্জিদ, বৈরূত ১৯০৮ খৃ. (৩) E.I.[2], ৩খ, ১২০০-২।

সম্পাদনা পরিষদ

ইন্কার (إنكار) ঃ "অস্বীকৃতি", ইক'রার (إقرار) [দ্র.]-এর বিপরীতার্থক শব্দ। কোন ব্যক্তিকে আইনের মাধ্যমে তাহার কৃত ঋণ স্বীকার করিবার জন্য সমন প্রদান করা হইলে সেই ব্যক্তি যদি উক্ত ঋণ অস্বীকার করে, তবে তাহাকে বলা হয় ইন্কার। এই ইন্কার অবশ্য ইকরার-এর ফলে কোন বৃত্তিভোগকারীর উক্ত স্বীকৃতি প্রদানে অসম্পতি (রাদ্দ অথবা তাকযীব) জানানোর সহিত তালগোল পাকান ঠিক হইবে না [দ্র. ইক'রার)।

যদি কোন ঋণগ্রহীতা তাহার ঋণ স্বীকার না করে বা তাহার দায় বহন না করে, তবে এই অবস্থায় বাদী আইনে সিদ্ধ যে কোন প্রমাণের পদ্ধতি ব্যবহার করিতে পারে, বিশেষত সে এই অবস্থায় তাহাকে একটি শপথ উচ্চারণ "য়ামীনু'ল-মুনকির" (يمين المنكر) করাইতে পারে, যাহা অতীত কালে বহু মুসলিম উচ্চারণ করা হইতে বিরত থাকিতেই পসন্দ করিতেন, যদিও তাহারা নিজেদের কোন প্রকার ঋণদায়ে আবদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। ইহার পর একটি লেনদেন সমাধা হইতে পারে, যাহা এই মোকদ্দমা সাধারণত চূড়ান্তরূপে সমাপ্ত করিয়া দিত। ইহা সু'ল্'হ আলা'ল-ইনকার (صلح على الانكار) নামে পরিচিত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ফিক'হ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীর আইনগত ইক'র্যার বিষয়ক অধ্যায়; Santillana, Istituzioni di diritto musulmano, রোম ১৯৩৮ খৃ., ২খ, ৫৭৬, ৬২৫।

Y. Linant De Bellefonds (E.I[2])/মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন

ইনকিলাব (দ্র. ছাওরা)